

(সচিত্র মাসিক যুবদপ্র)

वर्षे प्रश्या॥ ज्ञा ३৯१४

## সম্পাদক্ষণভলীর সভাপতি

কাশ্তি বিশ্বাস

সহ-সম্পাদক বনভূষণ নায়ক

য্বকল্যাণ বিভাগ/পশ্চিমবংগ সরকার ৩২/১ বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলিকাতা-৭০০০০১

প্রতি সংখ্যা ২৫ পরসা

পশ্চিমবংগ সরকার যুবকল্যাণ বিভাগের পক্ষে শ্রীরণজিং কুমার মুখোপাধ্যার কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীগণেশ চাঁদ দে কর্তৃক তর্ন্ প্রেস, ১১ অজ্র দত্ত লেন, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।

# जूठी

২০৩ : সম্পাদকীর

২০৫ ঃ ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতায় মাত্ভাষার মাধ্যমে
শিক্ষা
—শ্যামল চক্রবতী

২০৯ ঃ গণটোকাট্নিক ঃ একটি রাজনৈতিক ব্যাধি
—সাইফ্বুন্দীন চৌধ্রুরী

২১৫ : খেলাধ্লা সম্পর্কে কয়েকটি কথা
—অধ্যাপক অশোক দাশগ্স্ত

২২০ ঃ শাশ্বত
—প্রণবকান্তি দত্ত মজ্মদার

২২০ ঃ মানসপ্রতিমা .
—পীযুষ মিত্র

২২১ : জজি ডিমিট্রভ: একটি সংগ্রামী জীবন
—অমিতাভ রায়

২২৫ : বিচারের নামে বা' ছিল প্রহসন

স্কুমার দাস

২২৯ ঃ ইন্দিরা গান্ধীর নারকীয় অভিযানের প্রেক্ষাপট
—অনিল বিশ্বাস

২০১ : পঞ্চায়েত নির্বাচন ও যুব সমাজ —অমিতাভ বস্ম

641	षा भागारक रहन :
	ফ্লস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটাম্টি পরিস্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্নীয়।
	সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ং দাবী করা চলবে না।
	কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপির বাড়াতি কাপ রেখে লেখা পাঠানো বাঞ্চনীয়।
	বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ২০০০ শব্দের বেশি হলে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।
	য <b>ুবকল্যাণের বিভিন্ন দিক নি</b> য়ে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকগণ তত্ত্বগত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব দিকগ <b>্</b> লির উপর বেশি জোর দেবেন।

নিজ এলাকায় গ্রামীণ ও ক্ষ্র কুটির শিলপ স্থাপনের সম্ভাবনা ও গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব থাকলে পাঠকবর্গের কাছে তার আবেদন আহনান করা হচ্ছে। এই প্রস্তাব বিশদ বিবরণসহ বিভাগীয় যুক্ম-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, ৩২/১, বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-৭০০০১, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

গ্রামবাংলার চিন্তাশীল তর্ণ লেখকগণ নিজ নিজ লেখা পাঠান। যুবমানসের সমালোচনা আহ্বান ক্রি।

সম্পাদক : যুৰমানস

## সম্পাদকীয়

গত ৪ঠা জন্ন পণ্ডায়েত নির্বাচনে বামপন্থী ফ্রণ্টকে বিপল্লভাবে জয়যুক্ত করে বামপন্থী ফ্রণ্টের প্রতি আন্থা প্নধোষণা করার জন্য পশ্চিমবাংলার গ্রামাণ্ডলের মান্বকে অভিনন্দন। ঐদিন দীর্ঘ প্রায় দৃই দশক পরে গ্রামীণ স্বায়ন্ত শাসিত সংস্থা গঠনের জন্য ভোটাধিকার প্রয়োগের সন্যোগ পেয়ে রাজ্যের গ্রামাণ্ডলের মান্ব এই ঐতিহাসিক রায় দিলেন। ইতিহাস যেন এই রায় দেবার দায়িত্ব অপর্ণ করেছিল গ্রামের শোষিত-নিপ্রীড়িত মান্বের উপর। তারা এই দায়িত্ব নিষ্ঠার সংগ্র পালন করেছেন। তাই ৪ঠা জন্ন পশ্চিমবাংলার মেহনতী জনগণের গর্বের দিন।

পণ্ডায়েত নির্বাচনের এই ফলাফল গ্রামাণ্ডলের মানুষের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচায়ক। এই নির্বাচন ছিল গ্রামের কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূদের বির্দেশ গ্রামের থেটে খাওয়া মানুষের রাজনৈতিক সংগ্রাম। যুগ যুগ ধরে যারা শোষিত, নির্যাতিত তারা অভূতপূর্ব দঢ়তা নিয়ে এই রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। পণ্ডায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের গ্রামাণ্ডলের মানুষের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তা গত বিধানসভা নির্বাচনের থেকেও ছিল অনেক বেশী উন্নত। বিরাট জাগরণ দেখা দিয়েছিল গ্রামাণ্ডলের মেহনতী মানুষের মধ্যে বিশেষ করে যুবসমাজের মধ্যে। যুব শক্তির কাছে এই নির্বাচন ছিল এক চ্যালেঞ্জ। পর্বাজবাদী সমাজ ব্যবস্থার অমোঘ নিয়মে কর্মহীনতা. আশক্ষা ও দারিদ্রোর আভশাপে জর্জরিত যুবশক্তি বিপুল বাধার পাহাড় ভেঙে গ্রামের কায়েমী স্বার্থবাদীদের বির্দেশ দীর্ঘস্থারী সংগ্রামের যাত্রা পথে এই প্রার্থমিক বিজয় অর্জন করলো। গত বছরের জুন মাসের বিধানসভা নির্বাচনের পর গত এক বছরে গ্রামে-গঞ্জে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি যে আরো বিকশিত ও সচেতন হয়ে উঠেছে এবং সুদৃঢ় ভিত্তির উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সেই কথাই ঘোষিত হয়েছে পণ্ডায়েত নির্বাচনে বামপন্থী ফণ্ডের বিরাট সাফল্যের মধ্য দিয়ে।

গ্রামাণ্ডলের খেটে খাওয়া মান্ধের বামপন্থী ফ্রন্টের পক্ষে এই জাগরণ কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ এবং তাদের বশংবদ ভূতাদের শঙ্কিত করেছিল। বামপন্থী ফ্রন্টের বির্দেধ বিশেষ করে বামপন্থী ফ্রন্টের প্রধান শরিক এবং রাজ্যের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল সি পি আই (এম)-এর বির্দ্থে কুংসায় মুখর হয়ে উঠেছিল এক শ্রেণীর সংবাদপত্র। বামফ্রন্টের পরাজয়ের সম্ভাবনার কথা তারা প্রচার করেছিল। কিন্তু ইতিহাস বড় নির্মাম; কায়েমী স্বার্থবাদীদের মনোরঞ্জনকারী সেই সব সংবাদপত্রের কুংসার বেড়াজালকে ছিল্ল-বিচ্ছিল্ল করে জনগণের অগ্রগতির রথ তার চলার পথ করে নিল।

পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজ্যের সর্বন্ন যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তার একটি সার্থক অভিব্যক্তি ছিল এই নির্বাচন। সারা ভারতে এই নির্বাচন ছিল বৃহত্তম নির্বাচন। কিন্তু নির্বাচনী পরিবেশ ছিল শান্ত। এটা এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এর প্রে রাজ্যে যতগর্লি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সবগর্নিই ছিল রাজ্যের কংগ্রেসী সরকারের তত্ত্বাবধানে নতুবা রাজ্যপালের শাসনাধীনে। এই প্রথমে রাজ্যের বামপন্থী দলগ্রেলর শ্বারা পরিচালিত সরকারের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল। এর প্রের্ব রাজ্যে কংগ্রেস দলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসনে যতগর্লি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সমস্ত নির্বাচনী প্রচারের সময় ও নির্বাচনের দিনে বিশৃত্থলা সৃষ্টি করা হয়েছে; ভীতি প্রদর্শন, হামলা প্রভৃতি ঘটেছে। এমন কি রাজনৈতিক কমারা নিহত হয়েছেন। কিন্তু এই প্রথম পশ্চিমবাংলায় শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল। বিশৃত্থলা সৃষ্টিকারী-দের প্রতি সজাগ প্রহ্রায় নিযুক্ত থেকেও কায়েমী স্বার্থবাদীদের সমস্ত চক্রান্ত ও প্ররোচনা

ব্যর্থ করে দিয়ে গ্রামের সাধারণ মান্য যেভাবে নির্বাচনে শান্তি শ্র্থলা বজায় রেখেছিলেন তা অভূতপূর্ব।

পণ্ডায়েত নির্বাচনে বামপন্থী ফ্রণ্টের এই বিরাট সাফল্যে শুধু গ্রামাণ্ডলের নর, শহরাণ্ডলের কায়েমী স্বার্থবাদীরাও যে শঙ্কিত হয়ে উঠবে—তা স্বাভাবিক। কেন না তারা এটা বোঝে যে, পশ্চিমবঙগের এই হাওয়া যদি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে তবে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। জন্মের মৃহ্ত থেকেই বামপন্থী ফ্রণ্ট সরকারকে প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত মোকাবিলা করে অগ্রসর হতে হচ্ছে। আগামী দিনে তাই এই চক্রান্ত জালের আরো বিস্তার ঘটবে। তাই এই বিরাট সাফল্যে আত্মহারা হবার কোন অবকাশ নেই। মেহনতী জনগণকে বিশেষ করে যুবসমাজকে আরো বেশী সজাগ, সংগঠিত ও সচেতন হতে হবে যাতে সমস্ত চক্রান্তকে বার্থ করে দিয়ে অগ্রসর হওয়া যায়।

একেবারে নীচের স্তরের গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যস্ত পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগর্বালর মধ্যে ক্ষমতা ও সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণ করার বিষয়ে বামফ্রণ্ট সরকার প্রতিশ্রুতিবন্ধ। জেলা পরিষদ, পণ্যায়েত সমিতি ও গ্রাম পণ্যায়েত-এই গ্রি-স্তর পণ্যায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিকে কি করে কোন পথে ও কি উপায়ে প্রাণবন্ত এবং সক্রিয় করা যায়, যার মধ্য দিয়ে ব্যাপকতম জনগণ দেশের প্রশাসনের সঙ্গে বিশেষ করে উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করতে পারে তা দেখতে হবে। আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের পরিবর্তে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় গড়ে তোলার মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণের পথ ও উপায় নির্ধারণ করতে হবে। অবশ্য নিদি ঘিভাবে বিষদ পরিকল্পনা রচনার আগে কেন্দ্র কর্ত্তক নিয়োজিত অশোক মেহতা কমিটির স্পারিশের জন্য বামফ্রণ্ট সরকার অপেক্ষা করছেন। তবে পণ্ডায়েত রাজ্যের সর্বনিম্ন স্তর গ্রাম পঞ্চায়েত তার এলাকার মধ্যে রাস্তা-ঘাট, জলনিকাশী-জলসেচ, পানীয়জল সরবরাহ, জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য, তাণ, শিক্ষাবিস্তার, কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্প, শস্য গোলে গঠন, প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজের দায়িত্ব এখনই নেবে। পঞ্চায়েত প্রকল্প রূপায়ণ সম্পর্কে সিম্ধান্ত নেবে। সিম্ধান্ত করে সরকারী মঞ্জ্রীকৃত অর্থ তুলবে, কাজ করবে। ব্লক পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তারা এই পঞ্চায়েত-গুলিকে প্রয়োজনীয় প্রামশ দিয়ে সাহায্য করবেন। তাদের মধ্যে অসহযোগিতামূলক মনোভাব দেখা দিলে পঞ্চায়েতগুলি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। এই ব্যবস্থা নেবার ক্ষমতা পঞ্চায়েতগর্বালর থাকবে।

পঞ্চায়েত সম্বন্ধে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত নীতির মধেই গ্রামের মান্বের স্বার্থে গ্রামোল্লয়নের পথ উন্মন্ত হবার সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। তবে একথা মনে করা মারাত্মক ভুল হবে যে, গ্রামাঞ্চলের মেহনতী জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত পঞ্চায়েত প্রতিন্ঠিত হলেই গ্রামোল্লয়নের সব কাজ অবাধে চলতে থাকবে ও "গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ" প্রতিষ্ঠিত হবে। মনে রাখতে হবে যে, গ্রামের কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূরা কখনোই তা সহজে হতে দেবে না। এদের চক্রান্তের পাশাপাশি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কাজে অগ্রসর হওয়ার পথে বহুবিধ বাধার স্থিত করবে। তাই পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগর্থির কাজের সাথে ছাত্র-য্ব-মহিলা-কৃষক ইত্যাদি বিভিন্ন বেসরকারী স্বেচ্ছা প্রতিষ্ঠানগর্থির কাজকে পরিপ্রেক হিসাবে গ্রহণ করতে হবে এবং বিধিসম্মত প্রতিষ্ঠানগর্থির কাজের সাথে জনগণের ঐসব স্বেচ্ছা প্রতিষ্ঠানগ্র্লির কাজকে যুক্ত করতে হবে।

একাজ পশ্চিম বাঙলার মান্যের কাছে অসম্ভব নয়। দীর্ঘ সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী পশ্চিম বাঙলার যুবশক্তিকেই এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। পশ্চিম বাঙলার যুবসমাজ তা পারবে—এই আত্মবিশ্বাস হোক আমাদের পাথেয়। সব শেষে অভিনন্দন জানাই সেই সকল যুবকদের যারা পঞ্চায়েত নির্বাচনে শহর থেকে গ্রামে ছুটে গিয়েছিলেন বামফ্রণ্টের পক্ষে বিজয়মাল্য ছিনিয়ে নিতে।

## ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতায় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা / শ্যামল চক্ষবর্তী

মাত্ভাষার মাধ্যমে সর্ব হতরে শিক্ষার দাবী আজ জাতীয় দাবীতে পরিণত হয়েছে। ভারতের মত বিশাল দেশ, ষাট কোটি যার অধিবাসী অথচ দারিদ্র আর অশিক্ষায় যে দেশের চল্লিশ কোটি মান্য নিরক্তর ধ কছে সেই দেশে অশিক্ষা, নিরক্ষরতা ও পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম জর্বী কর্তব্য হিসাবে সমহত প্রকৃত দেশপ্রেমিক মান্ধের সামনে উপস্থিত হয়েছে। এই কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি পরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষাণীত। "সকলের জন্য শিক্ষা" ও "জীবনের উপযোগী শিক্ষা" যে শিক্ষানীতির মোলিক রণধ্বনি হিসাবে উপস্থিত হওয়া উচিত, মাত্ভাষাই হতো সেই শিক্ষার বাহন।

স্বাধীনতার পর ম্লাবান তিরিশ বংগর অতিকানত হয়েছে। কিন্তু উপনিবেশিক শিক্ষানীতির মর্মবিস্তুর মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। "সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে।" অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার নালে, কমিশনের পর কমিশন বসিয়ে, বঙ্ভায় ত্বাড় ভ্রিটরে শিক্ষা বাবেগ্থা মন্থনের নামে প্রাক্ স্বাধীনভাব অবস্থাকেই গায় বহলে রাখা হয়েছে। এই মন্থনের অম্ভট্টকু পেয়েছেন য্থা-প্বং ম্বিট্মেয় অভিজাত কুলোশ্ভবরা, আর বিপল্ল জনসমাজ নিরক্ষরতা, অশিক্ষার বিষ ধারণ করেই নীল্কণ্ঠ হয়ে আছেন।

দেশের আপামর জনসাধারণকে শিক্ষিত করা হবে কি না নির্ভর করে শাসকগোষ্ঠী কোন শ্রেণীর স্বার্থে দেশ পরিচালনা করছে তার উপর। যেহেতু আমাদের দেশের শাসক পার্টি ধনিক-জমিদারদের স্বার্থরক্ষায় বাসত তাই শিক্ষা-নীতিও পরিচালিত হচ্ছে সেই শ্রেণীর স্বার্থে। "জনসাধারণকে শিক্ষার স্ব্যোগ থেকে বিশুত রাখ" এই হচ্ছে শিক্ষানীতির মূল কথা। জ্ঞানবৃক্ষের ফল থেলে শোষক শয়তানের দিন ফ্রিয়ে যাবে। তাই স্বাধীনতার ২৫ বংসর পর তংকালীন প্রধানমন্দ্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, "আপনারা নিরক্ষরতা নিয়ে এত মাথা ঘামান কেন?" (বিজ্ঞান কংগ্রেসে বক্সতা. ১৯৭৩)

আর গণতান্দ্রিক ভিয়েতনামের প্রতিষ্ঠার (২রা । সপ্টেন্বর, ১৯৪৫) ছয় দিন পর প্রেসিডেণ্ট হো-চি-মিন নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অভিযান গড়ে তোলার আহনান জানান। প্রত্যেকটি ভিয়েতনামীকে মাতৃভাষায় লিখতে ও পড়তে সক্ষম হতে হবে এই ছিল অভিযানের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে তার সরকার গণশিক্ষা বিভাগ স্থাপন করেন। ফ্যাসিস্ট জাপানকে নিরস্ফীকরণ করবার নামে আমেরিকা, বিটিশ এবং ফ্রান্স যখন নিজেদের এবং চিয়াং কাইশেকের সৈন্য প্রেরণ করবার চক্রান্ত করছিল, বিপ্লবের সাফল্যগ্রনিকে রক্ষা করবার সেই সংকটময় দিনগ্রনিতেও প্রেসিডেণ্ট হো-চিন-মিন তিনটি শন্ত্রর বিরুদ্ধে গোটা

জাতির দৃষ্টিকৈ আকৃষ্ট করেন; শানু তিনটি—বিদেশী আকুমণ দৃছি ক্ষ এবং নিরক্ষরতা। ভিয়েতনামের সরকার জনগণের সরকার, মৃষ্টিমেয় শোষকের স্বার্থে নয়, শোষিত মানুষের স্বার্থে তারা সরকার পরিচালনা করেন—শিক্ষানীতি সেই কার্যক্রমেরই প্রতিফলন। তাই ভারতবর্ষে শতকরা সন্তর ভাগ মানুষের কাছে জ্ঞান বৃক্ষের ফল নিষিম্ধ, আর ভিয়েতনামের সরকার ফল তুলে দিয়েছেন জনগণের হাতে।

### মাত্ডাৰা উপেক্ষিতঃ

মাত্ভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার প্রশ্নটিও শিক্ষানীতির সংখ্য অখ্যাখ্যীভাবে জড়িত। মাত্ভাষার মাধ্য বাতীত জনশিক্ষা হতে পারে না। আমাদের দেশের সরকার এবং তাদের ভাড়াটে প্রচারকেরা এ কথা**ই সগর্বে** বলতে অভাসত যে. প্রথিবীর বর্তমান অগ্রগতির সংগ্রে তাল রাখতে গেলে ইংরাজী ছাড়া ভারতে বিকল্প নেই। ভারতীয় কোন কোন ভাষা সাহিতে।র ক্ষেত্রে সম্পদশালী হলেও (যদিও একথা স্বীকার করতে অনেকের কুণ্ঠা—নেহাত রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে) জ্ঞান বিজ্ঞানের বাহন হতে ভাষাগুলি অক্ষম। তাই সাহিত্য নিজেদের ভাষাতে পড়া যেতে পারে কিন্তু বিজ্ঞান, কারিগরি, মেডিকেল? নৈব নৈব চ। তা হলে প্থিবীর উন্নত দেশগুলির সমকক্ষ কদাচ সম্ভব না। বিনীতভাবে প্রশ্ন করা যেতে পারে: স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে, এক শতাব্দী অতিকাশ্ত হয়ে গেল, ইংরাজীর মাধ্যমে দেশে শিক্ষা বাবস্থা চাল, আন্তে, অথচ আমরা কোথায় আছি? আপনাদের "অগ্রগতির মেল" অচল, অনড কেন?

## আসল প্রশ্ন শ্রেণী দূলিউভংগীঃ

আসলে সমস্যা হচ্ছে দ্ঘিভঙগীর—শ্রেণী দ্ঘি-ভগ্গীর। সমাজ পরিবর্তনের নিয়মগ**্রাল সম্পর্কে ভি**য়েত-নামের সরকার অত্যন্ত সচেতন। তারা জানেন যে, শ্রম ও ভাষা উভয়েরই সাহায্যে মানুষ পশুর স্তর থেকে উন্নীত হয়েছে। নিজেদের ভাষাকে ভালোবাসা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি ভালোবাসা থেকে বিচ্ছিন নয়। দেশের আপামর জনসাধারণের চেতনা ও সাংস্কৃতিক জীবন উন্নত করবার ক্ষেত্রে ভাষার অবদান অপরিসীম। উপনিবেশিক শক্তির শাসন এবং শোষণের একটি অন্যতম কোশলই হ'ল পদানত জাতির ভাষাকেও পদানত করে রাখা। শোষণকে বজায় রাখবার জন্য তার সামান্য কিছু শিক্ষিত লোক প্রয়োজন। সমাজের উচ্ছতলার সহবিধা-ভোগী অংশের কিছু লোককে এই কাজে ঔপনিবেশিক শক্তি বাবহার করে। দৈশের জাতীয় ঐতিহ্য ও সং**স্কৃতির** বিরোধী এবং ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির ধ্যানধারণা, আদব-কায়দায় এদের তৈরী করবার চেণ্টা চলে। ভারতবর্ষে যেমন ইংরাজীতে, ভিয়েতনামে ঠিক তেমনই ফরাসী ভাষার মাধ্যমে সামান্য কিছু শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

ফলে ফরাসী শাসিত ভিয়েতনামী সমাজজীবনে এর কুফলগর্মল ফলতে শ্রের্করে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের ফরাসী শিখতে হতো। (ভারতবর্ষে কি এখনও এর ব্যতিক্রম আছে?) মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গ্রনিতে সম্ভাহে প্রায় দশ ঘণ্টা ফরাসী সাহিত্য পড়তে হতো। (আমাদের এখনকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এগার-বার ঘন্টা ইংরাজী পড়ান হয়।) মাধ্যমিক স্তর পার হয়ে আরও উচ্চস্তরের শিক্ষার ফরাসীই ছিল একমাত্র মাধ্যম। (আমাদের দেশে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রদের মেডিকেল, কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন, বাণিজ্য, বিজ্ঞান সমস্ত বিষয়ই ইংরাজীর মাধ্যমে এখনও পডতে হয়।) স্বভাবতই শিক্ষা জীবন থেকে বিতাডিত হওয়ার ফলে সমাজজীবনে ভিয়েতনামী ভাষা অবজ্ঞাত হয়েই পডেছিল। সমাজে একে অশিক্ষিত অমাজিতি লোকদের ভাষা হিসাবেই গণ্য করা হ'ত। ফরাসী ভাষায় কথা বলা ছিল সভাতা ও উন্নততর সংস্কৃতির পরিচায়ক। সমাজের উচ্চস্তরে ক্রমশঃ ফরাসী ভাষাই কথ্য ভাষা হিসাবে স্থান লাভ করে। এমনকি উচ্চবিত্তদের নিজেদের পরিবারে দৈনন্দিন আলাপ-আলোচনাও ফরাসী ও ভিয়েতনামী ভাষার অভিনব মিশ্রণে পর্যবর্গসত হয়েছিল। (আমাদের দেশের সমাজজীবনের প্রায় আর একটি সংস্করণ নয় কি?) গণতাণ্যিক ভিয়েতনামের সরকার তার প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই এই অবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম ঘোষণা করলেন। দেশের সমস্ত মানুষের সাহায্য তারা গ্রহণ করলেন: বুশ্ধিজীবীদের (যারা ফরাসী মাধ্যমেই শিক্ষিত) আহ্বান করলেন এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে নীতি শিথরীকৃত হ'ল, মাত্ডাষার মাধ্যমে সর্বস্তরের শিক্ষা প্রচলিত হবে। পিত্তমি মান্ত হয়েছে। এখন ভাষাকেও মান্ত কর দাসত্ব থেকে।

### ম্তি পেল ভাষা শ্রে হ'ল আম্ল পরিবর্তন:

যদি কোনও পদানত জাতি তার ভাষাকে রক্ষা করতে পারে তাহলে তার নিজের কাছেই রয়েছে মুক্তির চাবিকাঠি। প্রকৃত পক্ষে ভিয়েতনামী ভাষায় কথা বলা ও শিক্ষা পাবার আন্দোলন দেশের ম.জি সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। সর্বপ্রকার বিদেশী আক্রমণ ও পরি-চালনার মধ্যে থেকেও ভিয়েতনামী ভাষাকে ভিয়েতনামের বেশীর ভাগ মানুষ রক্ষা করবার, বিকাশ করবার সংগ্রাম পরিচালনা করে এসেছে। খ্রীষ্টপূর্ব ত্তীয় শতক থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত ভিয়েতনাম ছিল চীনা রাজনাবর্গের भामनाधीतः। সমস্ত প্রকার প্রশাসনিক দলিলপত্র, পুস্তক সব কিছুই চীনা ভাষায় প্রকাশিত হ'ত। অথচ মুন্টিমেয় কিছ্ম লোক তখন চীনা ভাষা জানতেন। চীনা ভাষা থেকে অনেক প্রয়োজনীয় ভাষা আহরণ করে ভিয়েতনামী ভাষা প্রাণবন্ত ও সমৃন্ধ হয়ে উঠেছিল। দশম শতকে যদিও ভিয়েতনাম স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছিল কিন্ত ভিয়েতনামী সামত্ততাল্যিক শাসকবর্গ চীনা ভাষাকে অধিকতর পছন্দ

করতেন। প্রশাসনিক কাজকর্ম-দালল-দস্তাবেজ, বিদ্যালয়ে পড়াদ্না, সাহিত্য সমস্ত কিছুই চীনা ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত হতো। এদেরই মধ্যে কয়েকজন রাজনাের প্রচেন্টায় ভিয়েতনামী ভাষা বিকাশলাভ করে। "নম" হরফে অনেক ম্লাবান সাহিত্যগ্রন্থ রচিত হয়। কিন্তু এগ্রিল ছিল সংখ্যায় অত্যন্ত নগণা ও অপ্রতুল। প্রকৃতপক্ষেজনগণই ভিয়েতনামী ভাষাকে রক্ষা ও বিকাশের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ভিয়েতনামের সংগ্রাম, বিদেশী শাসকদের প্রতি ঘ্ণা, উচ্চতর ও সম্দ্র্যতর সমাজ ও জীবনের প্রতি আকাজ্ফা এ সমস্তই জনগণের মধ্যকার তথাকথিত "গেশ্রো" লোকদের দ্বারা রচিত কাব্যে, গানে, গলেপ, উপকথায় প্রকাশিত হ'ত। এরাই ছিলেন জনগণের সাহিত্যিক এবং শিল্পী। ফরাসী আধিপতা প্রতিষ্ঠিত হবার পর চীনা ভাষার স্থান দ্বল করে ফরাসী ভাষা—ভিয়েতনামী ভাষাকে নতুন দাসত্বের সম্মুখীন হতে হয়।

আগন্ট বিপ্লবের পর স্বাধীন ভিয়েতনামে ভিয়েত-নামী ভাষাকে নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা কর। হ'ল। ১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর বাদিন স্কোয়ারে প্রেসিডেণ্ট হো-চি-মিন ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করলেন ভিয়েতনামী ভাষায়।

ভিয়েতনামের মান্য যথার্থই উপল্লািশ্ব করেছিলেন, মানুষ তার চিশ্তা-ভাবনাগর্লিকে নির্দিশ্টভাবে আত্ম-বিশ্বাসের সংখ্য প্রকাশ করতে পারে একমাত্র মাত্রভাষার মাধ্যমে। ভাষা শুধুমাত পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যম নয়, চিন্তা ও অনুভতিগুলিকে স্পণ্টভাবে প্রকাশের মাধ্যম। মাত্রভাষা নয় এমন কোন ভাষার মাধ্যমে সমস্ত মানুষকে কি বিজ্ঞানমুখী করে গড়ে তোলা যায়? ফ্রাসীরা আশি বংসরে পাঁচ শতাংশ মানুষকে মাত্র অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করেছিল। আর ভিয়েতনাম ওয়ার্কার্স পার্টির নেতুড়ে তার এক চতুর্থাংশেরও কম সময়ে শুধুমাত্র নিরক্ষরতাকেই বিদায় করা হয়নি—শ্রমিক, কুষক, থেটে খাওয়া মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনকে অনেক উন্নত স্তরে উপনীত করা হয়েছে। ভিয়েতনামী ভাষাকে সমাজের প্রয়োজন সাধনের উপযোগী করে গড়ে তুলেছে। বাকরণ করা হয়েছে নমনীয় ও সংক্ষিপ্ত (আমাদের ব্যক্রণ এখনও অভিশ্ৰতি, বিপ্ৰকৰ্ষ কণ্টকিত। হিন্দী ভাষাতে ক্ত টলমান হলে তার লিঙ্গ পরিবর্তন হয়ে যায়। ভাষাকে অনর্থক দূর্বোধ্য করে তলেছে।)

১৯৪৫ সালে আগন্ট বিপ্লবের পর থেকেই ভিয়েতনামের সমস্ত স্কুল-কলেজে ভিয়েতনামী ভাষাই শিক্ষার
মাধ্যম, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম
পরিচালিত করবার সপ্পে সপ্পে বিপ্লবের চাহিদা প্রণ
করবার উপযোগী করে ভাষাকে গড়ে তোলা হচ্ছে।
১৯৫০-৫১ সালে শিক্ষা সংস্কারে প্রাতন শিক্ষাপন্ধতির
আম্ল পরিবর্তন ঘটিয়ে জনগণতাল্যিক শিক্ষা ব্যবস্থা
প্রবর্তনি করা হয়। এই শিক্ষা নীতির তিনটি বৈশিন্ট্য
ছিল—জাতীয়, বৈজ্ঞানিক ও জনপ্রিয়। প্রবর্তীকালে
১৯৫৬ সালে সমাজতাল্যিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনি করা

হয়। শিক্ষার সমস্ত স্তর ও বিভাগেই ইতিমধ্যে মাত্ভাষা নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

বিজ্ঞান কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল প্রভৃতি বিভাগে ভিয়েতনামী ভাষার প্রয়োগ করতে প্রথম দিকে অনেকেরই ধারণা বহুবিধ বাধার সম্মুখীন হতে হয়। ছিল ভিয়েতনামী ভাষায় সাহিত্য রচনা করা সম্ভব কিন্ত विखाल একে প্রয়োগ করা যায় না। ফরাসী বুল্ধিজীবী. বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার সকলেই ফরাসী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষিত ও দক্ষ। তারা কিভাবে ভিয়েতনামী ভাষায় অনাদের শিক্ষিত করেন ? ভিয়েতনামী ভাষাতে এত শব্দ সম্ভার কোথায়? কিন্তু পিছিয়ে আসবার অবকাশ নেই। প্রত্যেক শিক্ষক তাদের পাঠ্য বিষয়গুলি অনুবাদ করে পড়াতে শ্রুর করলেন। বৈজ্ঞানিক কমী বিশ্ববিদ্যা-লয়ের শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত সোস্যাল সায়েন্স কমিটি পরিশ্রম করে প্রকাশ করলেন ২.৫০,০০০ শব্দ সমন্বিত পনের খন্ড বই। প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতা থেকে আবিষ্কৃত নতন নতন শব্দ, নতন প্রকাশ ভণগী, কিছু পুরনো শব্দ ভেঙেচুরে স্থি হ'ল নতন নতন শব্দ। কত সহজে ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্যকত হাদয়জাম করতে পারে তার জন্য চলল নিত্য নতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এই কর্মযজ্ঞে বিধৰংসী যুল্ধ, বীভংসতম আক্রমণের মোকাবিলা করেও রক্তদনাত ভিয়েত-নাম গড়ে উঠল নতন সাংস্কৃতিক চেতনা নিয়ে, সাধারণ শিক্ষার মানদশ্ডে অনেক অগ্রসর প'্রজবাদী দেশকেও অনেক পিছনে ফেলে।

### भिका **७ भटनम्मात करमकी** विखारम উत्त्वचरमामा अग्रमीज :

মৌল বিজ্ঞান—হ্যানয় কলেজ অফ. সায়েন্সের ডিরেক্টর অধ্যাপক ন্গুরেন নূ কোনটুম্-এর মতে, মৌল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ বংসর ধরে মাত্ভাষায় চর্চার ফলে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া বৈজ্ঞানিক গণেষণামূলক কার্যের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ভিয়েত-নামী ভাষাতে পাঠ্যসূচী তৈরী করা ছিল আমাদের প্রথম কাজ। বিদেশী ভাষা থেকে অনুবাদ তার পরবতী কাজ হিসাবে আমরা গ্রহণ করি। বাস্তব অভিজ্ঞতা হ'ল, মাত্ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বাবস্থা প্রবর্তনের ফলে আমাদের ছাত্রদের পক্ষে অনেক সহজে আধ্রনিক বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করা সম্ভব হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হচ্ছে, খেটে খাওয়া মান,ষের মনেও বিজ্ঞান বিকশিত হয়েছে। আমরা কোনও সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ থেকে ভিয়েতনামী ভাষাকে শিক্ষার মাধাম হিসাবে বাবহার করিনি: কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে কত দ্রুত একটি ভাষা বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে ।

### विकरमा विकारण :

চিকিৎসা বিভাগেরও সর্বস্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে। অনেকের ধারণা ছিল চিকিৎসা শাক্ষ বিদেশী ভাষাতেই শিখতে হবে। শন্ধনাত্র ব্যবহারক ক্ষেত্রে ভিয়েতনামী ভাষা বাবহার করা যেতে

পারে। কিন্ত ভিয়েতনামী সরকার এ তত্তকে প্রত্যাখ্যান করেছে। মেডিকেল ওয়ার্কার্স জেনারেল এ্যাসোসিয়ে-শনের সহ-সভাপতি ট্রান হু টাউক নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "আমি পনের বংসর বিদেশে থেকে ফরাসী ভাষায় চিকিৎসার বিষয় পড়েছি এবং পডিয়েছি। ১৯৪৬ সালে দেশে ফিরি আমি চোখ কান নাক বিভাগের অধ্যাপকের দায়িত্ব পাই। বক্ততা আমি ভিয়েতনামী ভাষাতেই দেব মনস্থ করি। যদিও অনুগল ভিয়েতনামী বলতে পারিনি তবুও মাত্র-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে পেরেছি। মুক্ত স্বাধীন ভিয়েতনামের একজন নাগরিক হিসাবে এদিন আমার একান্ত গর্বের বিষয়।" বর্তমানে চিকিৎসা বিভাগের অনেক মূল্যবান আবিষ্কার ও গবেষণার কাজ চলছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাফলাও অজিতি হয়েছে. আর এ সমস্তই হয়েছে ভিয়েতনামী ভাষার মাধ্যমে। এই দেশ থেকে ম্যালেরিয়া, বসনত সিফিলিস, প্রভতি রোগকে চিরতরে বিদায় দেওয়া হচ্ছে।

#### পলিটেক নিক:

উপনিবেশিক শিক্ষা পদ্ধতির অনিবার্য পরিণতি হিসাবেই ভিয়েতনামে পলিটেক্ নিক শিক্ষার মান অত্যুক্ত নিশ্নুস্তরের ছিল। কিন্তু ভিয়েতনাম ওয়ার্কার্স পার্টি সঠিক ভাবেই সিম্পান্ত করেছিলেন, বিজ্ঞান ও কারিগরির বিদ্যা মুন্টিমেয় লোকের সম্পত্তি হয়ে থাকতে পারে না। একে জনগণের দৈনন্দিনের কার্যকলাপের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। প্রায় অসাধ্য সাধনের উপযোগী পরিশ্রম করে এই বিষয়ের উপর ভিয়েতনামী শব্দুস্ভার প্রস্তুত করা হয়। এর মধ্যে এমন কিছু শব্দ ছিল য়েগ্রুলি কর্মরত শ্রমিকদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না, সেগ্রুলি বাতিল করা য়য়। শ্রমিকরাই তাদের উপযোগী শব্দ তৈরী করে দেন। পরিকল্পনা, অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োগের মধ্য থেকে কারিগরি বিভাগে ভিয়েতনামী ভাষা সহজবোধ্য ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

#### व्याभारमञ्ज रमर्टन हर्रव ना रकन ?

ভিয়েতনামের মতো ছোট্ট দেশ, সামান্য ছিল ষার সম্বল। বিদেশী লুঠেরাদের থাবায় যার সর্বাঙ্গ রক্তান্ত, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সর্বাপেক্ষা বীভংস আক্রমণের যে সম্মুখীন, সেই ভিয়েতনাম যদি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারে তবে আমাদের দেশে কেন সম্ভব নয়? আসল সমস্যা হ'ল আমাদের দেশের শাসকদল শিক্ষা বিস্তার আদৌ পছন্দ করেন না। অশিক্ষার অন্ধকারে দেশের মানুষ নিমঙ্জিত থাকুক, বিজ্ঞান আটকে থাকুক গবেষণাগারের মধ্যে, শাসন-শোষণ চল্ক নির্বিদে, বিনা প্রতিরোধে—এই তাদের উদ্দেশ্য।

এই দ্বঃসহ অবস্থার অবসান করতে হবে। আমরা উপনিবেশিক শিক্ষানীতির পরিবর্তন চাই। শিক্ষা হোক সর্বসাধারণের জন্য, জীবনের সংগ্র শিক্ষা সংগতিপূর্ণ হয়ে গড়ে উঠ্বক। মান্বের চিন্তা-ভাবনা, অফ্রন্ত কর্মোদ্যোগের উৎসমুখ অবারিত করে দেওয়া হোক। এর জন্য চাই স্কুট্, পরিকল্পিত, বৈজ্ঞানিক শিক্ষানীতি।
মাত্ভাষা হবে সে শিক্ষাপশ্ধতির মাধ্যম। একটি মাত্র
ভাষাই হবে ছাত্রদের শিক্ষণীয়। সমস্ত শিক্ষাপশ্ধতি
পরিচালিত হবে একটি ভাষার উপর ভিত্তি করে। সে ভাষা
মাত্ভাষা। ত্রিভাষা স্ত্র সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে।
অহেতুক বোঝা ছাত্রদের উপর কেন? শিক্ষাকে যদি
সামাজিক করতে হয়, ৪০ কোটি নিরক্ষর মান্যকে যদি
শিক্ষার পাদপীঠে নিয়ে আসতে হয় তবে মাত্ভাষার
মাধ্যমে এই দ্রুহ কর্তব্য সমাধান করা সম্ভব। পরিস্থিতি আজ তাই দাবী করে। আমরা দেশের শাসকদলের

শ্রেণী দ্বিউভগার সংগ্রাম। অশিক্ষার অন্ধকারে যারা দিন একটি দীর্ঘস্থারী সংগ্রাম। অশিক্ষার অন্ধকারে যারা দিন অতিবাহিত করেন—দেশের শতকরা ৭০ ভাগ লোক, শ্রামক, কৃষক এদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ স্থিত করতে হলে, ন্যুনতম শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হলে সমাজের সর্বস্তরের মান্বের সংগ্রে সম্প্রিলতভাবে এই আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। ভিয়েতনামের মান্বের অভিজ্ঞতা আমাদের পথ নির্দেশ করছে। আত্মপ্রত্যর স্থিত করছে। তীর ও দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের মধ্য থেকেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

"প্রকৃত গণতকে মাত্ভাষায় শিক্ষাদান, মাতৃ ভূমির ইতিহাস পাঠ ইত্যাদি সব কিছুই সম্ভব।

—লৈনিন

# গণটোকাটুকি ঃ একটি রাজনৈতিক ব্যাধি / সাইফুদ্দীন চৌধুরী

ভারতের জনগণ আমরা এমন এক সমাজে বাস করছি যেখানে প্রগতির পর্থাট খ্বই দ্বর্গম, কিন্তু অধঃপতনে যাওয়ার রাস্তাটি খ্ব উল্লেখযোগ্য ভাবেই চওড়া ও সোজা। স্বাধীনতার পরের তিরিশ বছরে এই অধঃপতনের রাস্তাটির রক্ষণা-বেক্ষনের দায়িছ নিয়েছিল কংগ্রেস সরকার। তারা যোগ্যতার সংগে তাদের দায়িছ পালন করেছে। শেষের ক'বছরে, বিশেষ করে শ্রীমতি গান্ধীর রাজত্বের বছরগ্র্লিতে তারা অভুতপ্র্ব তৎপরতা ও পারদর্শিতা দেখিয়েছে।

সমাজ জীবনের অন্য অন্য ক্ষেত্রগালি বাদ দিলেও
শিক্ষাক্ষেত্রে কংগ্রেস সরকার অধঃপতনের যে সড়কটি
নির্মাণ করেছে তার কোন তুলনা মেলে না। শিক্ষা ক্ষেত্রে
কংগ্রেস সরকারের কৃতিস্থাট সবচেয়ে সেরা। শিক্ষা
মান্যকে সভা করে এরকম একটা দীর্ঘদিনের প্রবাদকে
তারা কিছ্ কিছ্ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নিজেদের ক্ষেত্রে
একেবারে মিথ্যা প্রমাণ করে ছেড়েছে। অবাক বিস্ময়ে
আমবা শিক্ষা জগতে নীতিহীনতার প্রাবলা ও অপরাধের
পোয়াবারো অবস্থাটা দেখেছি মোটামাটি একটা যুগ ধরে।
এসব কিছ্র বির দেই জোরালো প্রতিবাদ, দঢ়ে প্রতিরোধ
ছিল. তাই এখনো বেচে আছে শিক্ষা নামক সভ্যতার
শ্রেষ্ঠ উপাদানটির কিছ অবশেষ। শিক্ষা জগতে বর্তমানে
চলছে উপরোক্ত দ্বই শক্তি.—অধঃপতনের শক্তি, শিক্ষা
ধরংসের শক্তি বনাম প্রগতির শক্তির মধ্যে মরণপন লড়াই—কংগ্রেস সরকার যা চেয়েছিল।

কংগ্রেস সরকারের উদ্দেশ্য ছিল পরিন্কার। সোজাস্বজি তারা ছাত্র সমাজের ভিতর থেকে স্বৈরাচারের একটি জবরদস্ত বাহিনী গড়ে তুলতে চেয়েছিল। অন্য উন্নত আদর্শ ও নৈতিক বিষয়গত্বলি ছেড়ে দিলেও, এমনকি—বুর্জোরা সমাজের গণতান্ত্রিক ও নৈতিক মূল্য-বোধগ,লির উপর ভিত্তি করেও এই বাহিনী গড়ে তোলা যেত না। তাই প্রচলিত মূল্যবোধ ও সামাজিক নিয়ম-কান্নকে বেপরোয়া ঔষ্ধ্যত্ত্বে পদর্দালত করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমাদের শিক্ষা পর্ণধতির মধ্যে যারা প্রবেশ করতেন, সমাজের সাধারণ গণতান্ত্রিক ও নৈতিক ম্লাবোধগ্বলি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠার অবকাশ তাদের ছিল। আর যাই হোক, শিক্ষা জগতে প্রবেশ করছে এবং তত্ত্বে ও কর্মে গ্রুন্ডামী রপ্ত করে কেউ বের হচ্ছে অবস্থা এরকম ছিল না। শিক্ষা পন্ধতিটিরও নিজস্ব কিছু নিয়ম ছিল। পড়াশ্বনোর ক্ষেত্রে, পরীক্ষার ক্ষেত্রে এসব নিয়ম শিক্ষক ছাত্র সকলকেই মেনে চলতে হ'ত। শ্ংখলাও ছিল। শিক্ষা তখনও আমাদের দেশে সভ্যতার (নিঃসন্দেহে সীমাবদ্ধ বুজোয়া গণতান্ত্রিক) দাঁড়াতে পারত।

এই নিয়ম-কান্ন ম্ল্যবোধগর্বল ভেঙেগ না দিয়ে

শৈবরাচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারছিল না। শৈবরাচারের প্রয়োজন ছিল শিক্ষাকে সভ্যতার, প্রগতির বিপক্ষে দাঁড় করানো। শিক্ষার পর্যধিতগত ক্ষেত্রে যেমন পড়াশনা করে পরীক্ষা দেওয়া, স্কুলে কলেজে ঠিকমত পড়াশনা ইত্যাদির পরিবর্তন তো হ'লই, বিষয়বস্তুতেও পরিবর্তন আনতে প্রয়াসী হ'ল কংগ্রেস সরকার। ছাত্র সমাজ যাতে শৈবরাচারকে আদর্শ করে তুলতে পারে তার জন্য জর্বরী অবস্থার প্রশংসামলেক পাঠ নিতে ছাত্রকে বাধ্য করা হ'ল। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে মহান নেত্রী হিসেবে চিত্রিত করা হ'ল। অন্ধ ধর্মবিদ্বেষ এবং যা কিছ্ন স্বৈরাচারের সহায়ক তা জাগিয়ে তোলার ব্যবস্থা হ'ল। ইতিহাসকে বিকৃত করা হ'ল। অর্থাৎ কংগ্রেস সরকার স্বৈরাচারের উপযোগা করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে উদ্যোগ নিল।

### প্ৰস্তৃতি পৰ্ব:

এই যে ঢেলে সাজানোর কাজ তার প্রস্তৃতি গড়ে তুলতে কংগ্রেস সরকারকে অনেক কসরং করতে হয়েছে। প্রথমতঃ ছাত্র সমাজের গণত•ওঁ ধনংস করতে হয়েছে। দ্বৈরত•তর নায়কদের এটাই ছিল প্রথম কর্মস্টা। ১৯৭১ সালের ছাত্র সংসদ নির্বাচনগঢ়ালরে কথা সমরণ করা যায়। প্রায় প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সমাজের ওপর হামলা চালিয়েছিল ইন্দিরা সরকারের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী। এবং ছাত্র সংসদগঢ়ালকে ওরা গায়ের জোরে (প্র্লিশ প্রশাসনের সাহায্য অবশাই নিয়ে) দখল করেছিল। সংসদগঢ়াল দখল না করে ওরা কিচ্ছুই করতে পারত না। কারণ সংসদগঢ়ালর মাধামে ছাত্র সমাজের গণত•ত্ব বাস্তব কর্মকান্ডে র্পানত। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই কর্মকান্ড ছিল শিক্ষার রক্ষা ও সম্প্রসারণের জন্য ছাত্র সমাজের আন্দোলন ও সংগ্রামসমূহ।

শাসকশ্রেণীর কাছে প্রশ্নটি শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হর্মেছিল এই ভাবে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় তাদের অধিষ্ঠিত থাকার ক্ষেত্রে সমাজের উপরি কাঠামোটিকৈ পরিবর্তিত ভূমিকা পালন করানো। শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতকে তাই কুংসিত ভাবে নগন করা হ'ল। টেনে নামানো হ'ল পচাগলা নর্দমার মধ্যে। যে কেউ মনে করতে পারবেন ১৯৭২ সালের সাধারণ নির্বাচনে ছাত্র-পরিষদ যুব কংগ্রেসের ভূমিকা। ছাত্রসমাজের একটা অংশ খন, গ্ৰন্ডামী ও গণতন্ত্ৰ হত্যায় অগ্ৰণী ভূমিকা একটি বৃহত্তম রাজনৈতিক চুরি সংগঠিত হয়েছিল সেবার সাধারণ নির্বাচনে। যারা ঐ চুরির সংগঠক ছিলো সমাজের সাধারণ নিয়মে তাদের অপরাধীর কঠোর সাজা পাওয়া উচিত ছিল। তা হ'ল না। উল্টো এরা লম্জা সরমের বিন্দ্মাত বালাই না রেখে বুক ফ্রলিয়ে পাঁচ বছর রাজত্ব চালালো! এদের কাজের সংগে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন তারা মনে

করলেন সমাজের আগের নিরমা কান্নগন্লো ফালতু হয়ে গৈছে। এখন চনুরি, গন্তামী ইত্যাদির মধ্যেই সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতা নিহিত। কেউ কেউ তাই এসবকেই যে জীবনে আদর্শ করে তুললেন এতে এই ছাত্রদের দোষ দিয়ে লাভ নেই।

### যুৱিসম্মত পরিণতিঃ

শিক্ষাক্ষেত্রে স্বৈরাচারের কর্মস্টাকে একটি বিচ্ছিন্দ ব্যাপার হিসেবে দেখলে ভুল হবে। ১৯৪৭ সাল থেকে দেশকে যে পথে কংগ্রেস পরিচালিত করতে চেয়েছে, যে ভাবে অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে চেয়েছে তার যুক্তিসম্মত পরিগতি হিসেবেই—শিক্ষাক্ষেত্রে কংগ্রেসী তিরিশ বছরের ধারাবাহিকতা টানতে হবে।

কংগ্রেস শাসনের প্রথম যুগে তাদের ধনতান্ত্রিক পথে চলার ক্ষেত্রে সংকট এত তীর হয়ে ফটে ওঠেন। তখনও এগিয়ে চলার, অর্থনৈতিক কর্মস্চীগ্রিল বাস্তবায়িত করার অবস্থা ছিল। নতন নতন শিল্প গড়ে ওঠার এই যুগে শিক্ষারও একটি খেলামেলা বিচনণ ক্ষেত্র ছিল। এত বড দেশটার পরিচালনায় মাথার কাজ করতে পারা মান, ষেরও প্রয়োজন ছিল অজস্র। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটি তরতর করে এগিয়ে চললেই আসে তালে তাল রেখে শিক্ষার এগিয়ে চলার প্রশ্নটি। কিন্তু ধনতান্ত্রিক পথে ভারতের এগিয়ে চলার ব্যাপারটি গোড়া থেকেই ছিল অসম্ভব। প্রথমতঃ ভারত যখন স্বাধীন হ'ল তখন বিশ্ব ধনতন্ত্র দ্রতে ভাষ্গছে। একটা বিরাট এলাকা জ্বডে ধনতন্ত্র উৎখাত হয়েছে, সমাজতন্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প\*ুজিবাদের বাজার সংকৃচিত হয়েছে। প্রতিযোগিতার প্রসারিত ক্ষেত্রটি নেই। অলপ এলাকা নিয়ে নিজেরা মার্রাপট করছে এবং হীনবল হচ্ছে। বাইরে পা রাখার মাটি সরে যাওয়ার ফলে যে সংকট তা আভান্তরীণ বাজারে বীভংস চেহারা নিয়ে আছড়ে পড়ছে। আভ্যন্তরীণ বজারের বিকাশের শর্ত হচ্ছে জনগণের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া, জনগণের অবস্থা ভাল হওয়া। একই সংগে এটাও হবে আবার ধনতন্ত্র ফুলে ফে'পে উঠবে—তা হয় না। জনগণকে নিঃশেষ করেই মুনাফা লোভী, সর্বগ্রাসী প'্রভিবাদ এগোতে চাইছে। শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ মাজি পেতে সংগ্রামে সামিল হচ্ছেন। প' জিবাদ বনাম শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী জনগণের দ্বন্দ্বটি তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। ইতিহাসের নির্দেশে শ্রমিকশ্রেণী জয়ের পথে র্তাগয়ে যাচ্ছে, প' জিবাদ মরণ যল্তণার ছটফট করছে। এই যখন অবস্থা তখন ভারতে প৾ৢজিবাদের গলায় মালা দিলেন কংগ্রেস সরকার। তাও কিছ্র উন্নতি হতে পারত। কিন্তু কংগ্রেসের মুরোদ ছিল না। যদি পারত সায়াজাবাদী শোষণ অবশেষ করতে, যদি পারত সাখ্রাজ্যবাদী প'্রিজ বাজেয়াপ্ত করতে এবং প'্রজিবাদ বিকাশের অপরিহার্য যে শর্ত-সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করে কুষকের হাতে যদি জমি দিতে পারত তবে কিছুটা ভাল অবস্থা হতে পারত। কংগ্রেস সরকার এসব কিছুই করেনি। কারণ বিশ্ব পরিস্থিতির নতুন অবস্থায় যখন শ্রমিকশ্রেণীর শ্বারা রাদ্ধী ক্ষমতা দখল বাস্তবে রন্প পেরেছে এবং কৃষক সমাজ ব্রুজায়ার ছল-চাতুরীর কাছে আদ্মসমর্পণ করে, ব্রুজায়ার মিত্র হিসেবে দাঁড়িরে থাকছে না, শ্রমিকশ্রেণীর সংগে মিত্রতায় আবন্ধ হচ্ছে, তখন ব্রুজায়ারা সাম্বাজাবাদীদের ও সামন্ত প্রভুদের বন্ধ্ব হিসেবেই বহাল রাখছে। এসবের ফলে ভারতের ব্রুজায়া বিকাশের প্রাথমিক শর্ত-গ্রুজি গ্রুব্তর ভাবে লংঘিত হয়েছে এবং ভয়ংকর সংকটে নিমান্জিত হয়েছে ভারতীয় অর্থনীতি। অর্থনীতির হাত ধরে চলে যে রাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি তাও স্বভাবতঃই এই সংকট থেকে বাদ পর্ডেন।

এটা খ্বই সহজ কথা যে সংকটের বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে, জনগণের আন্দোলন সংগ্রামগর্বলকে দমন করতে উল্ভব হয়েছিল স্বৈরতদ্বের। গণতন্বের দ্বারা শাসনের ব্রের্জায়া য্বগটি অসম্ভব সংকটে পড়েছিল। ব্রের্জায়া গণতন্বের পতাকা মাটিতে ল্বটিয়ে পড়েছিল। ব্রের্জায়া গণতন্বের পতাকা মাটিতে ল্বটিয়ে পড়েছিল। গণতন্বের ম্থোশটি ছিল্ড ফেলা হয়েছিল। স্বৈরাচার আত্মপ্রকাশ করেছিল। এসব কিছ্বই একটি য্রন্তিসম্মত পরিণতিকে নির্দেশ করেছিল।

#### গণতন্তের 'জ্যানিমিয়া' ও শিক্ষা:

স্বাধীনতার পর কংগ্রেস যে গণতন্তের প্রতিপ্রাতি হাজির করল তা জন্ম থেকেই রক্তশ্নাতায় ভূগছিল। এটা আমরা ওপরে আলোচনা করেছি। আমরা যে গণতন্ত্র পেলাম তার মধ্যে প্র্ণ ব্রুজায়া গণতন্ত্রের তেজ ও জার ছিল না। দ্র্বল ও থবিত ছিল এই গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রে শিক্ষার হাল যা হ্বার তাই হ'ল। প্রথমতঃ শিক্ষায় জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হ'ল না। শিক্ষা হ'ল ম্বিটমেয়ের সম্পদ। অর্থনৈতিক সম্পদের অধিকারের সংগে শিক্ষার গাঁটছড়াটি দিনের পর দিন শক্ত হ'ল।

যেহেতু শোষণ, ছল-চাতুরী, অন্যায় ও অপরাধের উপর গড়ে উঠেছিল শোষকগ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা তাই শিক্ষার বিষয়বস্তুতে এই সব কিছ্র বির্দেধ কোন মনোভাব যাতে জাগ্রত হতে না পারে তার বাবস্থা হ'ল। প্রকৃতপক্ষে এর সপক্ষেই শিক্ষার দর্শন্টি রচনা করা হ'ল।

(যে কিশোর ছান্রদের দ্বধে জল মিশিয়ে লাভ ক্ষতির অংক শিখতে হয়—ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বে য্বকে পরিণত এই ছান্র বেপরোয়া টোকাট্বিক করেও যখন এতট্বকু লচ্জিত হয় না তখন খুব বেশী আশ্চর্য হওয়া যায় কি?)

শিক্ষা জগতে নৈতিক অপরাধের যে বিষয়গর্নাল বর্তমানে আমাদের চিশ্তিত করে তুলেছে তা আলোচনা করতে গেলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দর্শনগত ডিব্রিটিকে অবশ্যই সব সময় মনে রাথতে হবে।

সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখি আমাদের শিক্ষার বিষয়বস্তু প্রতিক্রিয়াশীল। পিছিয়ে পড়া চিন্তা চেতনায় প্র্ণ। প্রকৃত জ্ঞানের পথটি অন্ধকারাচ্ছনন। বিশ্ব ও সমাজকে বোঝার এবং নিজের প্রয়োজনীয় ভূমিকাটি ধরতে পারার মত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে ছায়কে সন্জিত করা হয় না। আমাদের শিক্ষা জগতটি সমাজজীবন থেকে গ্রন্থতার ভাবে বিচ্ছিন হয়ে পড়েছে। সামাজিক কর্ম-

কান্ডের সংগে নিজেকে যুক্ত করার তাগিদ আমাদের शिका वावन्था ছाएक एनस् ना। (शिका वावन्थात मःरा ছারের সম্পর্কটিও এই নীতিতে গড়ে ওঠে। শিকা ব্যবস্থার ভালমন্দ নিয়ে ছাত্ররা ভাবতে চাইলেও তাকে प्रिशका करा द्या भीर्च मिन ध्रत क्रश्यम मत्कात भिका প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ছাত্র প্রতিনিধিম্বের দাবী যে অস্বীকার করেছিল তার একটিই কারণ ছাত্রের উপর বিচ্চিন্নতাবাদ জ্বোর করে চাপিয়ে দেওয়া। আশার কথা বাম সরকার এই দাবী মেনে নিয়েছেন, ও কার্যকরী করছেন।) শিক্ষা ও প্রচলিত দর্শন সমাজের কর্মময় জগত থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার চেতনাকেই পুন্ট করে। আত্মসর্বস্ব করে তুলতেই বেশী কার্যকরী হয়। শিক্ষিত, আমার শিক্ষা-সম্পদ নিয়ে আমি যা করব আমার জনাই করব—শেষ মেষ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বহু ছাত্রের জীবন চিন্তায় এই পরিণতি নিয়ে আসে। একটা ভয়ংকর অবস্থা। এই বিচ্ছিন্নতাবাদ পতনের পার্থামক ভিতটি তৈরী করে। সমাজের প্রতি কোন দায় না থাকলে, যা কিছ্ম শন্ধ্ম নিজের জনাই করার হলে নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক নিয়ম -কান্নগ্রলি সম্পর্কেও কোন অনুভূতি থাকে না। যারা এই সব মেনে চলেন তাদের অনেকে বোঝেন না কেন মেনে চলেন। যিনি ভাঙ্গেন তারও অপরাধ বোধ জাগে না কারণ নিজেকে ধার্য লক্ষ্যে পেশছে দেওয়াই তার কাছে সবচেয়ে বড কথা।

যাই হোক যারা শেষ পর্যন্ত এই ভাণগার পর্থটি ধরেন তারা প্রথমেই তা করেন এমন নয়। এখানে হাতছানি দেয় এই একই ব্যবস্থার গর্রতর চ্র্টিগর্লি। প্রথমতঃ জাবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার, মোন্দা কথা খেয়ে পরে বেচে থাকার জন্য একটি চাকরী পাওয়ার তাড়না। কাজ করার ক্ষমতার ওপর চাকরী (স্বাধীন ভারতে এ অবস্থা কোন্দিনই ছিল না।)।

অবস্থাটা দাঁডায় ডিগ্রীর বহরে চাকরীতে। যে সমাজ. যে সরকার চাকরীর অধিকারটিকে শেষ পর্যত্ত এই ডিগ্রীর সীমানায় বে'ধে দেয়, সেই সরকার, সেই সমাজ অনিবার্যভাবেই গায়ে গতরে খাটার লক্ষ জনকে ডিগ্রী রাজত্বের ধারে কাছেও ঘে'ষতে দেয় না। এবং এই ভাবে শিক্ষাহীনতাকে এদের চাকরী না দেওয়ার একটা অজ্বহাত হিসাথে খাড়া করে। বড় ডিগ্রী ছাড়া হে'জি পে'জি কোন চাকরীর জনাই যখন দরবার করা যায় না তখন সহজেই বোঝা যায় আসলে চাকরী দেওয়ার অবস্থাটি ফর্রিয়ে याटकः। চाकती थाकला, श्राङ्मन थाकला- स्ट्रास्त स्ट्रा लाक জোগাড় হ'ত। শিক্ষা দেওয়ার, ট্রেণিং দেওয়ার ব্যবস্থা করতেও বিশেশ্ব হ'ত না। আসল সংকট চাকরী নেই। তাই সংকট সমাধানের বিষয়টি ডিগ্রী পর্যন্ত চলে আসে আসলে আর এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার জনা। সেটা হ'ল ডিগ্রী দেওয়ার জগতটাকেই ধ্বংস করা। প্রথমে ডিগ্রী পাওয়াকে সব রকম উপায়ে অসম্ভব করে তোলা হ'ল। ছাত্রের ঘাড়ে চাপান হ'ল পর্বতপ্রমাণ সিলেবাসের বোঝা। তিনটে ভাষা পড়। এক একটি বিষয়ের দরকারী অদরকারী সব পড়। প্রতিটি বিষয়ের অদরকারী অংশগ্রেল বাদ দিরে সিলেবাসের বপর্ব সহজেই কমান বায়। তা করা হ'ল না। তাও কোন রকমে চলে বেত। কিন্তু ক্লাশে পাঠ নেওয়া অসম্ভব ব্যাপার। শত শত ছারের জন্য একজন শিক্ষক। যাল্যিকতার চ্ড়ান্ত। ছার্য বিধর্মত। শিক্ষকদের পক্ষেও এই পরিবেশ অন্ক্ল নয়। অর্থনৈতিক ভাবনা-চিন্তায় শিক্ষক জর্জারিত। সরকার ও সমাজের দায়িষ্হীনতা তাদেরকে অনেক ক্ষেত্রেই প্রেফ ব্যবসায়ী হতে বাধ্য করে। শিক্ষক র্টিন মাফিক কাজ করেন। ছার্য শিথল কি শিখল না এজনা তার সামাজিক কোন দায় নেই। মান্বের প্রতি সমতাই হোক জীবিকার প্রতি ভালবাসার উৎস' এই স্রুটি নির্মাশ্রভাবে হারিয়ে যায়।

#### गण्यक्तात्र महामातीः

শিক্ষা সংকোচনের প্রসংগে বহু কথা আমরা শুনেছি। কংগ্রেস সরকার এই নীতি চালা করেছে, অর্থনৈতিক বরান্দ ছাটাই ইত্যাদি তো আছেই। ছাত্রস্ফীতি রোধ করার হীনতম প্রচেষ্টাগর্নাল এর অন্যতম। এর জঘন্যতম প্রকাশটি হয়েছে গণফেলের ঘটনায়। পরীক্ষার্থী ১০০ জনের মধ্যে ৮০ জন ৯০ জন পর্যন্ত ফেল এমনও হয়েছে কর্তাব্যক্তিরা নিবিকার। কেন এত আমাদের দেশে। ফেল ? তাদের উত্তর, ছাত্র পড়াশ্বনো করে না তাই। কেন করে না? কার দায়িত্ব? কি পরিবেশ? প্রতিকারের পথ কি? কোন উত্তর নেই। কোন সভা দেশে এরকম দায়িত্ব-জ্ঞানহীন কর্তৃপক্ষ নিয়ে কি করে চলতে পারে তাই ভাববার বিষয়। আরও ভাববার, যে সমাজ ব্যবস্থা এই কর্তপক্ষ্যালিকে জন্ম দেয় তাকে আর কর্তাদন সহ্য করতে হবে ? সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে পরীক্ষা ব্যবস্থা ছাত্রকে মুক্ত করে, উন্নত করে। আর আমাদের পরীক্ষা ছাত্রের সামনে বিভীষিকা। পড়াশননো না হওয়ার যে কথাগ**্রিল** উপরে আলোচিত হয়েছে তার শিকার ছাত্র সমাজ পরীক্ষার সময় অসহায় হয়ে পড়ে। অথচ এই পরীক্ষাই পারে একটি ডিগ্রী দিতে। পারে মানসিক যন্ত্রণা অবসানের ছাড়পত্র দিতে। ছাত্রের এই যখন মানসিক অবস্থা তখন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা-এর মত প্রায়ই ঘটে সিলেবাসের বাইরে প্রশ্ন আসার ঘটনা। প্রশনপত্রের অবৈজ্ঞানিক গঠন। ধার্য সময়ের সংগ্রে সামঞ্জসাহীনতা।

শৈবরাচার তার বিকট চেহারাটি দেখাবার আগে পর্যক্ত এই অসহায় ছাত্রদের অনেকে চর্বর করত। অনেক ভয়ে, অনেক লর্বিরে, লজ্জার মাথা থেয়ে—ছোট কাগজ, খাতা ইত্যাদি নিয়ে নকল করত। একটা অপরাধবাধ ছিল। এতদ্সত্ত্বেও ছাত্রদের একটা বড় অংশ কখনই নীতিহীন হতে পারত না। এদের কারও ভাগ্যে বিড়ালের সিকে ছি'ড়ত। যে সব প্রশ্ন পড়ে এসেছে তা পেয়ে যেত ইত্যাদি। ইতিমধ্যে বাজারে শর্টকাট পম্পতি অনেক বের হয়েছিল। লাস্ট মিনিটস্সাজেশন ধরনের বইয়ে কি প্রশ্ন আসবে তার গ্যারাণ্টী দেওয়া হ'ত। পরীক্ষায় তার হব্বহ্ব প্রশ্ন আসতো বহ্ব ক্ষেত্রে। কি করে এসব হ'ত কেউ কিছ্ব অনুমান করতে পারেন। কিন্তু একটা ভাল ব্যবসা যে চাল্ হয়ে আজও বহালতবিষতে চলছে সেটা খ্বই সতিয়। এই ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি তুলনাহীন। কত টিউটোরিয়াল কলেজ গড়ে উঠেছে ব্যাঙের ছাতার মত। এখানে বিশ্তর
মাইনে পত্তরের ঠেলাঠেলি। তেমনি ভীড়েরও বহর। এরা
সতিয় সতিয় পাশের কিছ্ ব্যবস্থা নিশ্চয় করতে পারে
নইলে এত ভীড় হবে কেন? কিন্তু কি করে ওরা তা
পারে? সেটাই রহসা।

এসব কিছ্বর মধ্যেও বহু ছাত্র শ্বধ্ব নিজেদের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। এরা নিজেরা আপ্রাণ পড়াশ্রনো করে, পরীক্ষা দেয়। আশ্চর্য কি সম্ভবতঃ এরাই বেশী ফেল করে! নিশ্চিত বলা যায় কংগ্রেসের তরফ থেকে টোকাট্রকিতে প্রতাক্ষ মদত দেওয়ার যুগে পড়াশ্রনো করলে ফেল, টোকাটুকি করলে পাশ এই তত্ত্বপ্রতিষ্ঠায় **डाल एडलए**नत रफल २७ शाष्ट्रा भ्राउन हिल। অশ্ততঃ একবার এটা হ'ল যে ব্যাপক গণটোকাটু কির সংগে ভ:ল হ'ল পাশের হার। বলা যায় এর মধ্য দিয়ে একটা কিন্তু গণটোকাট্মক ইন সেনটিভ, দেওয়া হয়েছিল। আসলে শিক্ষা-সংকোচনের এবং শিক্ষা-ধ্বংসের একটি হাতিয়ার। তাই বিরল ব্যতিক্রম ছাডা প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যাবে টোকাট্রকি যত বেড়েছে. ফেল ততই জাঁকিয়ে বসেছে। শিক্ষা ধরংসের কর্তারা আর একটি অজ্বহাত দাঁড করিয়ে ছিলেন তা সবারই জানা। ব্যাপক ফেলের এরপর বাখ্যাটা তারা দিয়েছিলেন, 'টোকাটুকি করবে, ফেল তো

### গণটোকাট্রকির রাজনৈতিক অপরাধী:

গণটোকাট্রকির রাজনৈতিক অপরাধের জন্য দায়ী কংগ্রেস। এই কংগ্রেস ১৯৭২-এ একেবারে বুক ফুলিয়ে রাজনৈতিক গণটোকাট্রকি শ্রুর করেছিল। মানুষ ভোট দিতে যেয়ে ফিরে এসেছিলে তার ইয়ত্তা নেই। সহৃদয় কংগ্রেসীরা এদের ভোটগর্বল দিয়ে দিয়েছিলেন। এই ঐতিহ্য গত ৮ বছরে কংগ্রেসী নেতারা তাদের কমীদের দান করতে ভোলেননি। তাই কংগ্রেস কমীরা তাদের কোন কোন নেতার পরীক্ষার কণ্টটাকু নিজরাই বহন করেছিলেন। একটি ক্ষেত্রে এই কেস্ ধরা পড়েছিল, (মনে আছে হাওড়ার জনৈক কংগ্রেস নৈতার হয়ে অন্য একজনের পরীক্ষা দেওয়ার কথা।) এসবের জন্য ওদের কোন অপরাধ বোধ ছিল না। শিক্ষা জগতে দ্নীতির স্লুইস্ গেট খুলে দেওয়ার কর্তবাটা ওদের ছিল রাজনৈতিক। কারণ ওরা স্বৈরাচারের বাহিনী গড়ে তুলতে চেয়েছিল ছাত্র সমাজের মধ্য থেকে। প্রথমে এই কাজে খুব বেশী একটা ছাত্র পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেল তারাও কাঁচা। তাই সমাজ বিরোধীদের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভার্ত করা হ'ল। অস্ববিধা ছিল না। সাথে সরকার। আর কর্ত্পক্ষের কিছু দুনীতি-পরায়ণ লোক। ভয় দেখিয়েও অনেক ক্ষেত্রে কাব্রু হাসিল করা হ'ল। শিক্ষা স্ম্পভাবে বে'চে থাকলে এই আমদানী করা নেতাদের তত্ত্ব কথাই কে শ্নেবে, কেই বা স্বৈরাচারের পথ নেবে। তাই এদের দ্বিতীয় কাজ হ'ল শিক্ষার সঞ্চথ অবস্থাটি ধর্ংস করা। অসততা ও অন্যায়ের প্লাবন বইয়ে দেওয়া হ'ল।

শিক্ষার পরিবেশ, আমরা আগেই দেখেছি, ছিল ছাত্রের পক্ষে অসহনীয়। পরীক্ষার সময় অসহায় ছাত্রের হ'ত হাঁড়ি কাঠে বলির পাঁঠার মত অবস্থা। এর ফলে যারা ল্যুকিয়ে চ্যুরি করত, নতুন অবস্থা তাদের খ্বই উৎসাহিত করল। এরা নিজেরা অপরাধবোধে সংকুচিত হয়ে ছিল, টোকাট্যুকিকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে এরা মাজি পেল। অনেকে উল্লাসে মেতে উঠল। এমনও অবস্থা হ'ল যে টোকাট্যুকি না করার অপরাধে ছাত্র নির্যাতিত হলেন। অবস্থাটা কি রক্ম উল্টে গেল। আগে যার। ট্রুকতো তারা মাঝ দেখাত না, এখন যারা টোকে না তারা নির্যাতনের ভয়ে ল্যুকিয়ে রইল। গত কয়েকটি কংগ্রেসী বছরে এই রক্ম একটি ভয়ংকর বাবস্থা চালা হ'ল। সং হয়ে থাকা চলবে না এই বাবস্থার মাল কথাটি ছিল এই।

#### नৈরাজ্যের অবদান :

আমরা দেখেছি ধনতদের, শাসকশ্রেণীর সংকট যত বাড়ে ততই নৈরাজ্যের ছায়াটি বিস্তৃত্তর হয়। যে সাধারণ নিয়ম কান্ন দিয়ে সমাজকে বে'ধে রাখা হয় তা ঢিলে ঢালা হয়ে যায়। কারণ এই অবস্থায় সব কিছ্ম এলো-মেলো করে দেওয়ার মধ্যে শাসকশ্রেণীর লৢটে পৢটে খাওয়ার স্মৃবিধা হয়। শাসকশ্রেণীই চায় নৈরাজ্যের বিস্তার। জনগণ নৈরাজ্যে মেতে উঠুক সংকটের নির্দিণ্ট পর্যায়ে শাসকশ্রেণীর এছাড়া দ্বিতীয় কোন কাম্য থাকে না।

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের ঘটনাগর্বলি বিচার করলে আমরা দেখব ছাত্রসমাজকে অধঃপতিত করার চক্রান্তের এগর্বলি বেশ শক্ত সমর্থ খর্বটি। নির্দিণ্ট সময়ে পরীক্ষা না হওয়া, বারে বারে পরীক্ষা পেছানো, ফল প্রকাশে বিপজ্জনক বিলন্দ্র, হাজার হাজার খাতা হারিয়ে যাওয়া, কিংবা উত্তরপত্রের ঠোঙায় পরিণত হওয়া ইত্যাদি বহুবিধ ঘটনা বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজের সামনে নৈরাজ্যের পথ গ্রহণে চর্ডাণ্টত ভাবেই হাতছানি দিয়েছে। কর্তৃপক্ষের প্রতি ছাত্রসমাজ দিনে দিনে বিশ্বাস হারিয়েছে। কর্তৃপক্ষও আগের অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসবের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজের স্মানদিণ্ট বস্তবাগর্নলি থৈম্ম দিয়ে শোনেননি। বহুক্ষেত্রেই ছাত্রসমাজের সপ্রে শত্রুর মত আচরণ করেছেন। এসব কিছু বিচ্ছিল্ল ভাবে ঘটেছে, তা ভাবার কোন কারণ নেই। স্ব্নিদিণ্ট পরিকল্পনায় ছাত্রসমাজেক উত্তেজিত করায় জনাই পরিচালিত হয়েছে।

নৈরাজ্য কায়েমের একটি প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে দ্নীতি। বিগত ক'বছরে শিক্ষা জগতে দ্নীতির জায়ার বয়ে গেছে। আমরা জানি দ্নীতি ছাড়া শাসক-শ্রেণীর প্রতিনিধরা বাঁচতে পারে না। কারণ জনগণ থেকে তারা বিচ্ছির হয়ে পড়েছে। ক্ষমতায় প্রতিন্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে, সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জনের ক্ষেত্রে

দ্নীতি তাদের প্রধান অবলদ্বন। আর এই দ্নীতির বিষরগানি নৈরাজ্য স্থিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। ভারারী পরীক্ষার 'ক্যাচ' ব্যবস্থার কথা অহরহ শোনা যায়। এটা হচ্ছে পরীক্ষা ক্ষেত্রে একটি সমান্তরাল ব্যবস্থা। ম্রুব্বী ধরে পাশের এই ব্যবস্থা ছাত্রসমাজকে কখনই শাল্ত থাকতে দিতে পার না। আরও অনেক কিছ্ই এরকম আছে। কিছ্ শিক্ষক কিছ্ ছাত্রকে পরীক্ষায় আগেই প্রশন বলে দেন। উল্টো দিকে কিছ্ ছাত্র দ্নীতিপরারণ কত্পিক্ষগানির সাহায্যে প্রশনপত্র ফাঁস করে। এসব কিছ্ই একটা সাধারণ ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছিল বেশ ক'বছর ধরে।

### গণটোকাট্রকির গণতন্তঃ

ইংলন্ডে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা' বইয়ে এপোলস এরকম একটা কথা লিখেছিলেন যে জল যেমন উত্তাপের একটি মান্তা অতিক্রম করলেই বান্ডেপ পরিণত হয় তেমনি ধনতন্ত্রের স্ক্রনির্দিষ্ট অবস্থা অবশ্যান্ডাবী ভাবেই সমাজের একাংশকে সমাজ বিরোধীতে পরিণত করে। ধনতন্ত্রের প্রচণ্ড নিম্পেষণ এই পরিণতিতে এদের নিয়ে পেশছয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে সংকটের যে আলোচনা আমরা করেছি তারই ফলশ্রুতি গণটোকাট্বিক। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ছাত্র-সমাব্দের একাংশের অধঃপতন।

সম্প্রতি গণটোকাট্বকির অভিযোগে আইন পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। ভাল কথা। বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, সন্দেহ নেই। কিম্তু কর্তপৃক্ষকেও জবাব দিতে হবে দীর্ঘদিন ধরে এই গণটোকাট্বকি চলতে পারল কি করে।

আমরা যা শুনলাম তা ভরংকর। পড়াশুনার কোন ব্যবস্থাই আইন কলেজে সিম্ধার্থ রায়ের রাজত্বে ছিল না। স্থায়ী শিক্ষক মাত্র কয়েকজন। বাকী শিক্ষকেরা পার্ট টাইম। তারা প্রাকটিশ করে তারপরে শিক্ষাদাতা। প্রশেনর উত্তর দিতে হয় তিন ঘণ্টায়। বড় বড় প্রশন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভশ্গীর কেউই যা মেনে নিতে পারেন না। সিলেবাসের অসহনীয় বোঝা। বিগত দিনে এ বির্দেধ কণ্ঠদ্বরগ্বলিকে রুম্ধ করা হয়েছিল। বিগত কালের রাজনৈতিক নেতারা এসব চলাক তা চেরোছিলেন। এবং টোকাট্রকির সপক্ষে এই বাস্তব অবস্থার জয়গান করেছিলেন। এক্ষেত্রে সরকারী মনোভাব অজানা ছিল না। শোনা যায় তারা তাদের কর্তব্য সমাপন করেছিলেন প্রতি বছর পরীক্ষার আগে একটি সাহায্য প্রেতক প্রকাশ করে। অনেক পরীক্ষার্থী এই নিয়ে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করত। এখন প্রশ্নটি নিশ্চয়ই এভাবে তোলা যায় ষে গত ৮-১০ বছর ধরে আইন কলেজের কত্পিক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিরা কি করছিলেন? বোঝা গেল ছাত্ররা এর বির্বেখ কোন আন্দোলন করেনি, অবস্থাটা কেমন সয়ে গেছিল। কিন্তু তারা কী করে নীরবে সব দেখলেন? রাজনৈতিক চাপ **ছিল ? অস্বী**কার করার উপায় নেই। কিন্তু তাদেরও তো মের্দণ্ড ছিল। সোজা করে বেরিরে এলে সমাজ তাদের

সেলাম জানাত। পরিহাস হচ্ছে এই বে বিগত দিন-গর্নিতে এর কোন কিছনুই হয়নি। কারণ তখন স্বৈরতদ্বের গণতদ্বটি ছিল গণটোকাট্যকির জন্য। অধঃপতনের জন্য।

#### निवाकावामीत्मव वादानाः

নৈরাজ্যবাদীদের চেহারা বেশ ক'বছর আমরা দেখেছি। পরীক্ষার উপর আক্রমণ যারা চালির্মোছল, যারা ব্রুজের্নায় শিক্ষা ধরংসের জন্য জেহাদী হয়েছিল তারা যেমন ছিল নৈরাজ্যবাদী তেমনি আইন পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে নানান অস্ক্রবিধার অজ্বহাতে যারা টোকাট্রকির সমর্থনে সোচ্চার হচ্ছেন—বিশ্ববিদ্যালয় ভাণ্গছেন—তারাও নৈরাজ্যবাদী। উভয়ের মধ্যে আশ্চর্য মিল একট্র চেন্টা করলেই খ্রুজে পাওয়া যায়।

নৈরাজ্যবাদীরা দাবী তুলেছে আগে ব্যবস্থা ঠিক কর—তবে টোকাট্রিক বন্ধ হবে। এটা একটা অসম্ভব রকমের পাগলামী। বিষয়টিকে এইভাবে শর্তবিশ্ব করা হলে—ব্যবস্থা ঠিক করার প্রশ্নটি আর থাকে না। আসলে ওরা অব্যবস্থা গ্রনিকে জীইয়ে রাখতে চায়। প্রতি পরীক্ষায় এই কারণ দেখিয়ে টোকাট্রিক চালিয়ে যাবে বলে। নৈরাজ্যবাদীদের ন্যায় নীতির কোন বালাই নেই। এরা যখন অতিবিশ্ববী হয় তখনও তাই। ওদের কর্মস্চী শিক্ষাব্যবস্থা ভাপ্গা। তাই টোকাট্রিকর দাবীতে যখন বিশ্ববিদ্যালয় ভাপ্গা। তাই টোকাট্রিকর দাবীতে যখন বিশ্ববিদ্যালয় ভাপ্গা হয় তখন এরা উল্লাসত হয়ে ওঠে। এই বিদ্রোহের রঙটি চেনার তাদের প্রয়োজন হয় না। ভাপ্গা হচ্ছে এতেই ওরা খ্শী। ভাপ্গা হচ্ছে জনগণের সর্বনাশ করার জন্য এটা বোঝবার তাদের কোন প্রয়োজন নেই।

### নতুন পরিস্থিতি:

বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নতুন পরিম্থিতি সূন্টি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস, শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পু ও উন্নত করার জন্য তার সরকারের জেহাদ যেমন ঘোষণা করেছেন, তেমনি গণ-টোকাট্রকি প্রতিরোধের জন্য ছাত্র সমাজের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন, তার সরকারের দুটে সংকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন। এই প্রথম একটি সরকার ছাত্র সমাজের ভালর জন্য চিন্তিত এবং কর্মসূচী গ্রহণে তৎপর। বামফ্রণ্ট সরকার সমগ্রভাবে প্রগতিশীল গণআন্দোলন জোরদার করতে চায়, টোকাট্রকি প্রতিরোধ করতে চায়। কেন? কারণ নৈরাজ্য কায়েম করা তাদের উদ্দেশ্য নর। তারা নতুন দেশ গড়ার সংগ্রামে প্রতিশ্রুতিবন্ধ। তরুণ যুব সমাজকে টোকাট কির জোয়ারে ভাসিয়ে দিলে এই সংগ্রাম অনিবার্য ক্ষতির সম্মুখীন হবে। উল্জ্বল যৌবন শক্তি দেশ গড়ার সবচেয়ে ম্ল্যবান অবদান। সংগ্রামের সেরা সৈনিক। এরা ব্যবহারিক জীবনে অসং হলে কাম্য সংগ্রাম গুলিতে কখনই সং ও বিশ্বস্ত থাকতে পারবে না। তাই ক্ষার হলেও ছাত্রদের যে অংশ টোকাটাকি করে তাদের তা থেকে ফিরিয়ে আনা সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তব্য। নৈতিক কর্তব্য বটেই। ইন্দিরা স্বৈর্ণাসনের যুগে শিক্ষা

ধন্বংসের চক্রাশ্তকারীদের বিরুদ্ধে যারা রন্থে দাঁড়িয়েছিলেন, আজ এই কাজে তারা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। প্রগতিশাল আন্দোলন শিক্ষাব্যবস্থাকে ভাল করতে চায়, উন্নত করতে চায়। ছায়্র-শিক্ষক-কর্ম চারী আন্দোলনের প্রগতিশাল ধারাটি বিগত দিনে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলে আজ শিক্ষাব্যবস্থার কিছন্ই অবশেষ থাকত না। 'বনুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা ভাষ্পা' বিপ্লবী বন্লি আউড়িয়ে কোন লাভ নেই। বনুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা এখন বনুর্জোয়ারাই ভাষ্ণছে। অতএব আমাদের বিপ্লবীরা কার স্বার্থ রক্ষা করছেন তা তাদের ভেবে দেখা দরকার।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এখনো বে'চে আছে কারণ জনগণ ব্রুক দিয়ে একে রক্ষা করেছেন। শাসকশ্রেণীর চন্তান্তগ্রনিকে ব্যর্থ করেছেন। শিক্ষার অধ্যানে গণসমাবেশ ঘটতে দিতে শাসকশ্রেণী চায়নি। জনগণ সংগ্রাম করেই এক্ষেত্রে কিছ্ব অধিকার আদায় করেছেন। সব ক্ষেত্রেই আমরা দেখব ভালর পক্ষে সব ভূমিকাট্রকু আমাদের জনগণ ও প্রগতিশীল ছাত্র সমাজের।

সিলেবাসের প্রতিক্রিয়াশীলতা র ক্ষণ শীল তা অবৈজ্ঞানিকতার অভিযোগ যখন প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলন তোলে তখন তারাই বিকল্প প্রস্তাবের ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালান করে। পড়াশ্বনো ধ্বংস করে দেয় না। এতে শাসকশ্রেণী যা চায় তাই করা হয়।'

বর্তমান অবস্থায় বাম ছাত্র আন্দোলন প্রস্তাবিত সংস্কারের দাবীগর্বল নিঃসন্দেহে বৈস্কাবিক চরিত্রের। শর্ধ্ব বিদ্রোহের চমকে, ভাগ্গার জেহাদেই এর শেষ নেই। আছে গড়ার আহ্বান।

উচ্ছংখল ভাশ্যচ্বরের সমর্থনে না দাঁড়িয়েও একথা

বলা যায় ছাত্রদের যে অংশ টোকাট্রকির সপক্ষে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভাষ্গাচুর করলেন, কয়েক মাস আগে তারাই যদি অব্যবস্থাগ্রলির বিরুদ্ধে বিকল্প সুব্যবস্থার দাবীতে সংগ্রামের রাস্তায় সামিল হতেন তাহলে চেহারাটাই পাল্টে যেত। এক্ষেত্রে বিশৃংখলার ঘটনা ঘটার উপায় ছিল না। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই যা হয়। কারেমী প্রার্থবাদীদের প্ররোচনায় বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ কোন উর্ত্তেজিত আচরণ করলেও তা এত নিন্দার হ'ত না। মানুষ তাদের অভি-নন্দিত করতেন কারণ ভাল কিছুর জন্য তারা এগিয়ে এসেছেন। চলার পথে ভুল চ্রুটিকে কেউই বড় করে দেখতেন না। আমরা এখন একটি তাৎপর্যপূর্ণ সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি। শিক্ষার রক্ষা ও সম্প্রসারণের আন্দোলনগুলি এখন জোরদার করে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থার হুটি ও অব্যবস্থাগুলের বির্দেধ, দুনীতি ও নৈরাজ্যের বিরুদেধ আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। বিগত দিনে আমরা অনেক কঠিন সংগ্রাম করেছি, অনেক দৃঃখ কণ্ট আমাদের ছাত্রসমাজ সহা করেছেন, শিক্ষাব্যবস্থাকে রক্ষার জনা. সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অপরিহার্য তাগিদে আরও কণ্ট আমাদের সহ্য করতে হবে। সাময়িক সূর্বিধার পথ বর্জন করতে হবে। প্রগতির অনেক কিছুই আমাদের উপর নির্ভার করছে।

আমাদের চোখের সামনেই—ধর্নতক্রের নিদার্ন্ণ অবক্ষয় ফ্টে উঠেছে। সমাজতক্রের দ্র্নিরা আমাদের ভবিষ্যতের উপর বেশী বেশী করে আধিপত্য বিস্তার করছে। ধনতক্রের পচনের হাত থেকে সমাজ সভ্যতা ও শিক্ষাকে রক্ষা করে—স্থী ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলা ছাড়া আমাদের ছাত্রসমাজের সামনে অন্য কোন পখ নেই।

'আমরা শ্র করে দিরেছি। কখন, কোন তারিখে এবং কোন সমরে কোন দেশের সর্বহারা এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করবে তা গ্রুমুম্পূর্ণ বিষয় নয়। গ্রুমুম্পূর্ণ বিষয় হল—বরফ ভাল্যা হয়েছে, রাস্তা খোলা হয়েছে, এবং পথ দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

## (थलाधृला जन्मार्क कर्त्रकि कथा / वधाशक वालाक मानल

খেলাখ্লা করা বা খেলা দেখতে যাওয়া এসব চ্বিরের দির্মেছ অনেকদিন। কিন্তু কেন জানি না সকালে খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে অন্য পাতার খবরগ্বলির মত খেলার পাতার খবরের দিকে আমার মন আজও আরুণ্ট হয়। সেদিন কাগজের পাতায় দেখলাম আর্জেণ্টিনায় ব্য়েনার্স এয়ারসে ১৯৭৮ সালের বিশ্ব কাপ ফ্রটবলের চ্ড়ান্ত পর্যায়ের আসর বসছে। বিশ্বের ছোট বড় কয়েকটি দেশ এতে অংশগ্রহণ করছে। কিন্তু ষাট কোটি মান্বের দেশ ভারত থেকে বিশ্ব কাপ ফ্রটবলের চ্ড়ান্ত পর্যায়ের দেশ ভারত থেকে বিশ্ব কাপ ফ্রটবলের চ্ড়ান্ত পর্যায়ের দল পাটানো ত' দ্রের কথা প্রাথমিক পর্যায়ের খেলাতেই অংশগ্রহণ করার অধিকার আমাদের দেশ অর্জন করতে পারেনি। একজন ভারতবাসী হিসাবে ভাবতে খ্ব লম্জা লাগছিল যে খেলাধ্লায় আমরা কোথায় আছি?

সেদিনই অফিসে যাব বলে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎই দেখা হয়ে গেল ছেলেটির সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কোন্ ক্লাবে খেলছ?" ম্চকি হেসে ছেলেটি জবাব দিল, "কোনও ক্লাবেই খেলছি না। তিন বছর আগে বাবার চাকরীটা চলে যাবার পর এক বছর নানা গঞ্জনা সহ্য করেও খেলেছি। ভারপর আর পারলাম না। সারাদিন কাজকর্ম করার পর খেলা ত' দুরের কথা খেলার মাঠের ধারেকাছেও ধাবার সময় পাই না।" শোনার পর কোনও কথাই বলতে পারলাম না। থেলোয়াড় হিসাবে খুব অল্প বয়স থেকেই ছেলেটি পাড়ার সকলের নজর কেড়েছিল। সকলে বলত সুযোগ পেলে ভবিষ্যতে ছেলেটি একজন পাকা খেলোয়াড় হবে। একজন উদীয়মান খেলোয়াড়ের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের আগেই ঝরে পড়ার খবর স্বভাবতই আমাকে গভীরভাবে পীড়া দিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল যে আমাদের দেশে এরকম কত সম্ভাবনাময় প্রতিভাই ত' এইভাবে অসময়ে নন্ট হয়ে যাচ্ছে।

এই কথা ভাবতে ভাবতে বাস কথন বোবাজার खুটি ছাড়িয়ে ধর্ম তলার কাছাকাছি চলে এসেছে তা টেরই পাইনি। বাস থেকে নেমেই ভীড়ের মধ্যে পড়লাম। এত লোক এখানে ভীড় করেছে কেন? অবশ্য এ প্রশেনর জবাব পেতে খবে সময় লাগল না। নানা চীংকার চেটামেচিতে ব্রুতে অস্বিধে হ'ল না কলকাতা ফ্টবল লীগে দল বদলের পালার প্রতাক্ষ সাক্ষী হতেই খেলাপাগল ছেলেগ্লিল ভীড় করেছে। ফ্টবল লীগের তিন প্রধান দল ছাড়া অন্য ক্লাবগ্রনিলতে কোন খেলোয়াড় এলেন বা কে চলে গেলেন সে সম্পর্কে তাদের কোনও কোত্হলই দেখলাম না। এদের সব আকর্ষণই ছিল তিন প্রধান দলকে কেন্দ্র করেই। সমসত ব্যাপারটা কিছ্টা অম্ভুত ঠেকলেও অলপ বরসী ক্লীড়ামোদীদের উৎসাহকে নিন্দ্রই ছোট করে দেখতে পারিনি।

সেদিনই বিকেলে অফিস থেকে বাড়ী ফিরবার সমর
পাড়ায় অন্য দিনের মতই দেখলায় অলপবয়সী ছেলেরা
রাস্তার মোড়ে বা রকে বা চারের দোকানে আন্তা দিছে।
অধিকাংশেরই আলোচনার বিষয়বস্তু খেলাধ্লা। এদের
কাউকে যদি প্রশ্ন করা যেত যে সে সারাদিন কতট্বু
সময় কোনও না কোনও খেলাধ্লা করেছে তাহলে উত্তর
পাওয়া যেত—স্থোগ কোথায়, সময় কোথায়, খেলার
মাঠ কোথায় ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাবতে খ্বই খারাপ
লাগল যে আমাদের দেশে ছেলেমেয়েরা সারাদিন কিছুটা
সময় কোনও না কোনও খেলাধ্লা না করাটাকে লম্জার
বিষয় বলে কখনই মনে করতে পারে না। অথচ, এই
প্থিবীতেই সমাজতাল্যিক দেশগ্রিল সম্পর্কে শ্রেনছি যে
সেখানে ছেলেমেয়েরা কোনও না কোনও খেলাধ্লা না
করার কথা ভাবতেই পারে না।

একদিনের কিছু অভিজ্ঞতা হিসাবে যা তুলে ধরা হ'ল তা খেলাধ্লার প্রশ্নে আমাদের দেশে বাস্তব চিত্রের করেকটি দিক মাত্র। আমাদের দেশে উৎসাহী ক্রীড়ামোদীর অভাব নেই, সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়ের অভাব নেই, খেলোয়াড়দের নিষ্ঠাতে ঘাটতি নেই তা সম্বেও এটাই বাস্তব সত্য যে খেলাধ্লার প্রশেন আমাদের দেশের মান লম্জান্জনকভাবে নেমে যাছেছ। কিন্তু কেন এই অবস্থা? এই অবস্থা সৃষ্টি করলই বা কারা?

যে কোনও দেশের অগ্রগতির জন্য সেই দেশের ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য গঠনের প্রশ্নটি একান্ত অপরিহার্ষ। খেলাধ্লা দেশের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য গঠনে সাহায্য করার সঙ্গো সঙ্গো তাদের মধ্যে গড়ে তোলে নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও শংখলাবোধ। যে কোনও জাতির পক্ষে এগালি অত্যন্ত গা্রভুষপূর্ণ বিষয়। জাতির পক্ষে একান্ত অপরিহার্য এই খেলাধ্লার বিষয়টি আমাদের দেশে চ্ডান্তভাবে অবহেলিত হচ্ছে।

চোথ কান খোলা রেখে সমস্ত কিছ্ব বিজ্ঞানসম্মত দ্বিভিভগা নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে একটি দেশের খেলাধ্লার বিষয়টি সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করা যেতে পারে না।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আজ পর্যশত দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে ও সংগ্য সংগ্য শাসন ক্ষমতাকে ধারা কম্জা করে রেখেছে তারা হ'ল দেশের মুন্টিমের বৃহৎ পর্শ্বজিপতির নেতৃত্বে পর্শ্বজিপতি ও জমিদার জোতদারেরা। এরা নিজেদের ব্যক্তিগত মন্নাফার লালসা চরিতার্থ করতে কোটি কোটি সাধারণ মান্বের উপর নির্বিচারে শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের কোটি কোটি সাধারণ মান্বের মধ্যে সংহতি, শৃংখলা ও ঐক্য মুন্টিমের এই মান্বদের কাছে কখনই কাম্য নয়। স্বভাবতই সমগ্র জাতির কল্যাণ ও অগ্রগতির স্বার্থে দেশের অগণিত মান্বের মধ্যে ঐক্য

ও শৃংখলা গড়ে উঠবার সহায়ক কোনও নীতিই এরা
অনিবার্য কারণে গ্রহণ করতে পারে না। খেলাখ্লার প্রশেন
দেশের শাসকেরা যে নীতি গ্রহণ করেছে তা তাদের সামগ্রিক
চিন্তার ম্বারাই পরিচালিত হয়েছে। সমাজ জীবনের
অন্যান্য বিষয়ের মত খেলাখ্লার ক্রেতে তাদের নীতি
অনিবার্যভাবেই খেলাখ্লার প্রসার ও উর্মাত ঘটানোর
সহায়ক কিছুতেই হতে পারেনি।

আমাদের দেশে গত তিরিশ বছর ধরে নানা অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা হয়েছে আর পাশাপাশি গ্রামের শতকরা ৭০ থেকে ৭৫ ভাগ মান্য যারা কৃষির উপর নিভারশীল সেই কৃষকদের জীবনে নাভিশ্বাস উঠেছে। গ্রামাণ্ডলে লক্ষ লক্ষ কৃষক তাদের একমাত্র সম্বল জমিট্রক ছারিয়েছে, সারা বছর তাদের কাজের ব্যবস্থা নেই। নিঃস্ব ও সম্বলহীন কৃষকের ক্রয়ক্ষমতা আশংকাজনকভাবে **কমেছে। লক্ষ লক্ষ কৃষক** দিন কাটাচ্ছে অর্ম্পাহারে, অনা-হারে। আমাদের দেশের গ্রামগ্রনিতে এই ভয়ংকর চিত্রের পাশাপাশি প্রাচর্ব ও বিলাসিতার চিত্রও চোখে পড়বে। প্রাচ্বর্য ও বিলাসিতার মধ্যে রয়েছে গ্রামের মর্নিন্টমেয় কিছ্ মান্ব। এদের হাতেই দেশের জমি ক্রমশঃ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এরা প্রতি বছরই ফ্লে ফেপে উঠছে। এরা হ'ল গ্রামের জমিদার, জোতদার, মহাজন, ফসলের একচেটিয়া কারবারী। দেশের গ্রামীণ জীবনে এই অবস্থার মধ্যে গ্রামে খেলাধ্লা প্রসারিত হবে এই কথা কিভাবে কম্পনা করা যায়? দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক ও তাদের ছেলেমেয়েরা সারাদিন পেটের **हिन्छा क्**त्रत्व, ना स्थलाश्<sub>र</sub>ला क्त्रत्व। কুষকদের কাছে খেলাধ্লা বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। গ্রামীণ অর্থনীতি যারা নিয়ন্ত্রণ করে সেখানকার খেলাধ্লাও নিয়ন্ত্রণ করে তারাই। ফলে গ্রামে অলপ সংখ্যক মান্বের মধ্যে খেলাধ্লা সীমাবশ্ধ থাকছে। গ্রামীণ খেলাধ্লার পরিচালকদের মনোফা করার মনোব্তি খেলাধ্লাকে নিছক পণ্যে পরিণত করেছে। এই অবস্থায় অলপ সংখ্যক মানুষের মধ্যে যে খেলাধ্লা সীমাবন্ধ আছে তার মানেরও অবনতি ঘটছে।

গ্রামে কৃষকদের অর্থনৈতিক জীবনে চরম দ্বরক্থা
শহর ও শিলপাণ্ডলের মান্বদের অর্থনৈতিক জীবনকে
বিপান করে তুলেছে। শহর ও শিলপাণ্ডলগর্নাল বেকারীতে
ছেরে গেছে। বেকারী আজ ঘরে ঘরে। কৃষকদের অর্থনৈতিক জীবনে দ্বরক্থার ফলে শিলপ ক্ষেত্রে গভীর
সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এই সংকটের বোঝা বইছে কারা?
ব্যক্তি মালিকানার ভিত্তিতে পরিচালিত উৎপাদন ব্যক্থায়
শিলপ মালিক এই সংকটের বোঝা শ্রমিক কর্মচারীদের
কাবৈই বেশী বেশী করে চাপিয়ে দিছে। ফলে ছাটাই,
লে-অফ, লক-আউট, ক্লোজার। কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীরা
এর শিকার হচ্ছে—বেকারের তালিকায় নাম লেখাতে বাধা
হচ্ছে। এই অবস্থায় আজ ঘরে ঘরে সমস্যা। এর মধ্যে
শহরে খেলাধ্লার অবস্থা কি হবে তা সহজেই ব্রতে
পারা যায়। শহরেও অধিকাংশ ছেলেমেয়েই খেলাধ্লা
করার কথা চিন্তাও করতে পারে না। ফলে শহরেও খ্র

সামান্য সংখ্যক ছেলেমেয়ের মধ্যে খেলাধ্লা সীমাবন্ধ থাকছে।

যে সমস্ত ছেলেমেয়ে খেলাধ্লা করতে আগ্রহী তারা খেলাধ্লা করার স্যোগ কোথায় পেতে পারে? স্কুলে, কলেজে বা ছোট বড় বিভিন্ন ক্লাবে এদের এই সংযোগ হতে পারে। কিন্তু স্কুলে বা কলেজে যে স্যোগট্কু পাওয়া যায় তা অত্যন্ত সীমিত। স্কুলে বা কলেজে খেলাধ্লা বাধ্যতাম্লক নয়, সকল ছাত্রছাত্রীর খেলাধ্লার ব্যবস্থা করার আর্থিক সংগতি কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেই এবং সবচেয়ে বড় কথা অধিকাংশ স্কুলে বা কলেজে খেলার মাঠ নেই। এই অবস্থায় অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সারা বছর খেলাধ্লা একেবারেই হয় না, আর যেখানে কিছুটা নিয়মরক্ষা করার জন্য হয় সেখানে খুব সামান্য সংখ্যক ছেলেমেয়েকেই খেলায় পাওয়া যায়। এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফ্রটবল, ক্লিকেট ইত্যাদি খেলার জন্য কোনও রকমে একটা দল গড়ে তোলা হয়। কিন্তু অধি-কাংশ ক্ষেত্রে খেলাধ্লায় আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের একসংগ্র খেলানোর, অনুশীলন করানোর ও ট্রেনিং দেবার কোনও স্বযোগ বা ব্যবস্থা না থাকায় খেলোয়াড়দের মধ্যে পার-স্পরিক বোঝাপড়া ও দলগত সংহতি গড়ে উঠতে পারে না। সমস্ত স্কুলে বা কলেজে প্রতি বছরে একদিন বাঁহিক ক্লীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকে। সারা বছরে যেখানে খেলাধূলার নামগন্ধ নেই সেখানে এই অনুষ্ঠানে প্রতি-যোগীদের মান কি রকম হবে তা সহজেই অনুমান করা খায়। সব রকম অব্যবস্থার মধ্যে স্কুলে বা কলেজে খেলা-ধূলা নিছক প্রহসনে পরিণত হয়।

শহর ও শিল্পাঞ্জলগুলিতে ছোট বড় বহু ক্লাব দেখতে পাওয়া যাবে। ছোট ক্লাবগর্মাল গড়ে উঠেছে ম্লতঃ কিছ্ উৎসাহী ক্রীড়ামোদীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রচেন্টার মধ্য দিয়ে। ক্লাবের সামান্য কিছ্ম সদস্য কিছ্ম কিছ্ব চাঁদা দিয়ে এই ক্লাবগ্বলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সব সময়ই সচেণ্ট থাকে। এই সমস্ত ক্লাবে উঠতি খেলোয়াড়দের সাধামত খেলানো হয়, অণ্ডলের তর্মণ ক্রীড়াবিদরা এই সমস্ত ছোট ক্লাবের মধ্য দিয়েই খেলাধ্লায় প্রাথমিক পাঠ গ্রহণের সুযোগ পায়। কিন্তু নানা কারণে এই সমস্ত ক্লাব বেশীদিন টিকে থাকতে পারছে না। ব্য**ন্তি**-গত উদ্যোগে যারা ক্লাব গড়ে তুর্লোছল তারা সংসারের সমস্যাগ্রনির সঞ্গে যতবেশী জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছে ততই ক্লাবের জন্য তারা সময় দিতে পারছে না। এছাড়াও খেলার মাঠের অভাব, খেলাধ্লার সাজ-সরঞ্জামের অত্যধিক म्ला वृष्यि हैजापि नाना कात्रल वद् एहाएँ क्राव छेळे যাচ্ছে। বড় বড় ক্লাব যেগর্নিল আছে তার মধ্যে অধি-কাংশই পরিচালিত হয় মূলতঃ খেলাধ্লার সংগে সম্পর্ক-হীন কিছু বিশুবান লোকের স্বারা। খেলাধ্লার উন্নতি ঘটানো, তর্ণ ক্রীড়াবিদদের দ্বৌনং-এর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বড় ক্লাবগর্নালর পরি-চালকদের কোনও নজরই থাকে না। বিভিন্ন ছোট ছোট ক্লাব থেকে উদীয়মান খেলোয়াড়দের টেনে এনে একটি দল গড়ে ভূলবার দিকেই এই সমস্ত ক্লাবের কর্মকর্তাদের চেন্টা থাকে। এমনও দৃষ্টান্ত আছে বে একটি ছোট ক্লাব থেকে একজন সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়কে দলে নেওয়া হয়েছে কিন্তু সারা বছর তাকে একটি খেলারও সনুযোগ দেওয়া হয়নি।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে ফুটবল খেলা ও অন্যান্য খেলা যে সমস্ত সংস্থা শ্বারা পরিচালিত হয় সেই সকল সংস্থার কর্মকর্তাদের এই সমস্ত ব্যাপার অজানা থাকার কথা নয়। কিন্ত তারা প্রায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। এই সকল সংস্থার কর্মকর্তারা খেলাধলার উন্নতি ও ব্যাপক ছেলেমেয়েদের মধ্যে খেলা-ধ্লা প্রসার করার জন্য কোনও রকম চিম্তা ভাবনা করেন वल मत्न दस ना। एहाएँ एहाएँ क्रावश्वामत्क नवत्रकमভाव সাহায্য করা, বিভিন্ন দলের মধ্যে ও খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা, ভাল খেলোয়াড়কে হিংসার চোখে না দেখে তার দৃষ্টাম্ত অনুকরণ করে খেলার কৌশলকে উন্নত করতে অন্য খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করা, ছেলেমেয়ে ও তাদের অভিভাবকদের খেলাধ্লার আবশ্যিকতা সম্পর্কে উপলব্ধি করানো সকলের মধ্যে रथलाथ्ला जन्भदर्भ উৎসाহ সृष्टि कता. क्रीज़ात्मामीरमत মধ্যে একটি বিশেষ দলের প্রতি অন্ধ ভালবাসা ও তাদের মধ্যে উগ্র উৎসাহ যাতে দেখা না দেয় তার জন্য প্রয়োজনীয় व्यवस्था मृष्टि कता-याता त्थलाध्ला भित्रहालना कतरहन এই সমস্ত বিষয়ে তাদের নিশ্চয়ই কিছু দায়িত্ব থাকা উচিং। কিন্তু আমাদের দেশে খেলাধ্লার পরিচালক **সংम्थाग्रानि वर्टे** नाशिष्ग्रानि जामी भानन कत्रह कि? যারা আমাদের দেশে সকল অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে তারা বা তাদের প্রতিনিধিরা এই সকল সংস্থাকে कब्जा करत रतस्था वरम এই সংস্থাগ্রাল যে পরিকল্পনাই গ্রহণ কর্ক না কেন তা মূলতঃ মুনাফা করার লক্ষ্য নিয়েই তৈরী হয়।

প্রতি বছর কলকাতায় যে ফুটবল লীগের খেলা অন্থিত হয় তা ফ্টবল খেলার উন্নতি বা প্রসারের ব্যাপারে কতটা সাহায্য করছে? প্রতি বছর লীগের খেলা শেষ হবার পর যদি ব্যালান্স শীট তৈরী করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে সামগ্রিকভাবে ফুটবল খেলার উল্লতির প্রশ্নে লাভের অংক শ্নো। পরিচালক সংস্থার কর্মকর্তা-দের সমঙ্গত পরিকল্পনাই যেন তিন প্রধান দলকে কেন্দ্র করেই। কর্মকর্তারা ভালভাবেই জানেন যে তিনটি প্রধান पन रवतकम रचनारे रचन क ना रकन जाएनत रचनात **फिन** মাঠে ভীড় হবেই। তিনটি প্রধান দলের প্রত্যেকটি দলকে মাঠে বেশ কয়েকটি খেলায় নামাতে পারলে প্রতিটি খেলায় প্রচরে টাকার টিকিট বিক্লী হবেই। এ জনাই যেন কল-কাতা সিনিয়র ফুটবল লীগে দলের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। তিন প্রধান দলের যে কোনও একটি দলের খেলার দিন কর্মকর্তাদের মধ্যে যে উৎসাহ দেখা বায় ছোট দর্নিট ক্লাবের মধ্যে খেলার সময় সেই উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় না। এমন কি ছোট দুটি ক্লাবের মধ্যে খেলার সময় কর্ম-

কর্তাদের মধ্যে অধিকাংশই মাঠে উপস্থিত থাকেন না। ক্রীড়ামোদী দর্শকদের মধ্যে খেলোয়াড় সূত্রভ মনোভাব ও উৎসাহ গড়ে তোলার দায়িত্ব যাদের তাদের এই ধরনের মনোভাব দর্শকদের মধ্যেও সঞ্চারিত হবে—এটা আর আশ্চর্যের কি? কলকাতা ফুটবল লীগকে কেন্দ্র ক্রীডামোদীরা ভাগ হয়ে গেছেন তিনটি অংশে। অধিকাংশই খেলা দেখতে যান যেমনভাবে হোক প্রিয় দলের জয় দেখতে। প্রিয় দলের সপো অনা একটি দলের খেলার সময় অনা দলের বা সেই দলের কোনও খেলোয়াড়ের ভাল খেলা তারিফ করার মত মানসিকতা অনেক দর্শকের মধ্যে দেখা যায় না। বরং সেক্ষেত্রে ছোট ক্সার্বাটর খেলোয়াড়দের উপর নেমে আসে অশ্লীল গালি-গালাজ, এমন কি ইটপাটকেল ইত্যাদির যথেচ্ছ বর্ষণ। সিনিরর ফুটবল লীগে এরকম ঘটনার অভাব নেই। খেলার মাঠে এই অস্ম্থ পরিবেশের জন্য পরিচালক সংস্থার দায়িত্ব কোন অংশে কম নয়। পরিচালক সংস্থার কর্ম-কর্তারা এর জন্য আদৌ চিন্তিত কি? তারা ময়দানের এই অসম্পর্থ পরিবেশকে কি চোখে দেখেন জানি না কিন্তু ময়দানে স্ক্রেথ পরিবেশ গড়ে তুলতে তাদের কোনও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে কখনও দেখা যায়নি।

আমাদের দেশে বিভিন্ন খেলাধ্লায় যে প্রতিযোগিতা-গালি অনুষ্ঠিত হয় সেই প্রতিযোগিতাগালিতে শাধুমাত অপেশাদার খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ করার অধিকার থাকে। কিন্ত পর্দার অন্তরালে লক্ষ লক্ষ টাকার খেলা চলে এমন কথা বিভিন্ন সময় শুনতে পাওয়া যায়। যে সমস্ত খেলোয়াড় কলকাতার মাঠে ফ্রটবল খেলেন নানা অসুবিধার মধ্যে তাদের মধ্যে ক'জনই বা ভাল খেলোয়াড় হতে পারেন। এদের মধ্যে যারা একট্র ভাল খেলা দেখাতে পারেন তাদের নিয়ে একটা আলাদা জগত তৈরী করার চেষ্টা চলে। অলক্ষো ভাদের নিয়ে চলে অঢেল টাকার খেলা। চল্লিশ পঞ্চাশ দশকের প্রখ্যাত ফ্রটবল খেলোয়াড় ভেষ্কটেশের জীবনাবসানের পর তার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রন্থা জানাতে গিয়ে সাংবাদিক অজয় বস্থ লিখেছেন 'বছর কুড়ি পাচিশ পরে জন্মালে ভেৎকটেশ শাধ্য ফাটবল ভাঙিয়েই লক্ষপতি বনে যেতে পারতো। যেমন যাচ্ছেন আজকালকার অনেক খেলোয়াড়।' (যুগাস্তর, ২,৬,৭৮) কাদের টাকায় আজকালকার এই অনেক খেলোয়াড় লক্ষ-পতি বনে যাচ্ছেন ? যারা খেলাধ্লাকে নিছক পণ্য হিসাবে দেখে, যারা খেলাধূলাকে নিছক পণ্যে পরিণত করতে চায সেই ম্বিটমের কিছ, টাকার কুমীর এই টাকা ছড়াচ্ছে। कनकाणा रथनात माळे करतकबन त्थलात्रार इत कीवरन अरे চিত্রের পাশাপাশি এদের বাইরে অসংখ্য খেলোয়াড়ের চিত্র কি? খেলাখুলা চালিয়ে যাবার সংগে সংগে এদের সংসারের আর্থিক সমস্যা ও আর্থিক অনটনের প্রশ্নকে এডিয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। সংসারের আর্থিক দায়িত্ব পালন করার জন্য কিছু ট্রকার বিনিময়ে তারা সপ্তাহে প্রত্যেকদিনই বিভিন্ন জাসিং গারে দিরে মাঠে নামছেন। কোনও কোনও দিন তাদের দুটি বা তার

বেশী খেলা খেলতে হয়। এই অবস্থায় সারা সপ্তাহে একদিনও অনুশীলন করার সুযোগ তাদের থাকে না। সামান্য কিছ্, টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে খেলার সময় অন্য থেলোয়াড়দের মান ও তাদের ক্রীড়াপন্ধতি সম্পূর্ণ অজ্ঞানা থাকার এই সমস্ত খেলায় তারা একা একা रथनात राष्ट्री करता। এत करन এই সমস্ত খেলোয়াড় বেমন তাদের খেলার মান আরও উন্নত করতে পারেন না তেমনই তাদের মধ্যে দলগত সংহতিবোধও স্থিত হতে পারে না। সবচেয়ে বড় কথা প্রত্যেকদিন খেলার ফলে অত্যধিক পরিশ্রম ও সেই অনুষায়ী প্রয়োজনীয় খাবারের অভাবে তাদের শরীর স্বাভাবিকভাবেই ভেঙে পড়তে বাধ্য। বাস্তব এই অবস্থার মধ্যে বহু খেলোয়াড়ের খেলোয়াড় জীবনের অপমৃত্যু ঘটছে। এইভাবে আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত চেন্টায় কিছুদিন খেলা চালিয়ে যাবার পর বহু ক্রীড়াবিদের খেলোয়াড়জীবন শেষ रुद्ध याटक्।

আমাদের দেশে খেলাখ্লার জগতে এই চিত্তেরই পাশাপাশি বিভিন্ন পরিচালক সংস্থাগর্বলর মধ্যে দ্বনীতির কথা প্রায়ই শোনা যায়। জাতীয় দল গঠনকে কেন্দ্র করে নানারকম দ্বাতিও ঘৃণ্য স্বজনপোষণনীতির কথা শোনা যায়। অনেক সময় কর্মকর্তাদের মধ্যে ঘ্ণা রেধা-রেষির শিকার হতে হয় কোনও বিশেষ বিশেষ খেলো-য়াড়কে। অনেক ক্ষেত্রে এমনও শোনা গেছে যে পরিচালক সংস্থার অধিকাংশ কর্মকর্তার স্কুনজরে না থাকায় সর্বাদক থেকে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও জাতীয় দলে ঠাই হয়নি। ব্রুয়েনার্স এয়ারসে আয়োজিত এবারকার বিশ্ব-কাপ হকিকে কেন্দ্র করে ভারতের দলগঠনের প্রশ্নে কর্মকর্তা-দের ভূমিকা এবং বিশ্বকাপ চলাকালীন সময়ে কর্মকর্তা-দের ভূমিকার মধ্য দিয়ে পরিচালক সংস্থার দ্বনীতি নশ্নভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি এক সাক্ষাংকারে ভারতীয় হকি ক্ষেত্রে বিষাদময় অবস্থা এবং প্রশাসনিক কোদলে গভীর দঃখপ্রকাশ করে আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের সভাপতি রেণে ফ্রাংক বলেছেন, 'যতক্ষণ না আস্তাবল সাফ করা হবে ততক্ষণ ভারত আবার চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে না।' (আনন্দবাজার পারিকা, ২১,৫,৭৮) রেণে ফ্রাংকের মতে ভারতে অসাধারণ সব খেলোয়াড় আছেন আন্তর্জাতিক হকিতে যাদের জর্বিড় কম। যেভাবে ভারতীয় হকি পরিচালিত হচ্ছে তা তাকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে।

বিশ্বকাপ হকিতে আমাদের দেশের হতাশজনক ফলে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরের রাণ্ট্রমন্ত্রী ধাল্লা সিং গ্রেলসান সম্প্রতি বলেছেন, 'জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনগর্নির কাছে আমার আন্তরিক আবেদন তারা বেন জাতিধর্ম ও আণ্ডালকতার প্রশ্রম না দেন এবং শৃথ্যু খেলোরাড় নির্বাচনেই নর, ম্যানেজার ও কোচ নির্বাচনে ক্রম স্বার্থেক উপরে ওঠেন। কর্মকর্তারাই দলে একতা এনে দলটিকে উম্লীবিভ করতে পারেন, সফরকে প্রমোদ- স্থাচরণ ও নিয়ম নিন্ঠায় আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন।' (আনন্দবাজার পাঁচকা, ২০,৫,৭৮)

সবদিক থেকে এক অস্ত্র্প ও ক্লেদময় পরিবেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক আসরে ভারতের জাতীয় দল ভাল খেলবে আর খেলাখ্লার আসরে ভারতকে বিশেবর সকল ক্লীড়ামোদীর সামনে প্রতিষ্ঠিত করবে—এমন আশা করাটাই নিরথক।

সমগ্র জাতির স্বার্থেই আমাদের দেশে খেলাখ্লার প্রশ্নে এই অবস্থাকে পরিবর্তন করতে হবে। এর জন্য স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আজ পর্যন্ত যে নীতি ও দ্বিউভণগীর ভিত্তিতে খেলাধ্লা পরিচালিত হয়েছে তার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। দেশের বৃহত্তম অংশের জন-সমন্টির অর্থনৈতিক সমস্যাকে দুর করতে না **পারলে** খেলাধ্লার প্রশ্নে বর্তমান অবস্থার আম্ল পরিবর্তন কিছ**ুতেই সম্ভব নয়। দেশের মান**ুষের আর্থিক **সমস্যা** মিটিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল ছেলেমেয়ের জন্য খেলা-ধ्लाর ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করে খেলাধ্লার ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি ঘটানো সম্ভব। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা নিতে হবে—পরি-কল্পনাকে যথাযথভাবে তাদের রূপ দিতে হবে। দেশের কোটি কোটি কৃষকের তথা সমগ্র জাতির স্বার্থে আম্লে ভূমিসংস্কার করে এবং সকলরকম অর্থনৈতিক শোষণ থেকে কৃষকদের মৃক্ত করে তাদের ও সমাজের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের পথকে উন্মন্ত করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের কোটি কোটি কৃষক ও গরীব মানুষ সহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের মধ্যে সমাজজীবনের অন্যান্য বিষয়ের মত খেলাধ্লা প্রসারের পথকে উন্মক্ত করতে হবে—এই দাবীতে সকল <u> স্তারের সাধারণ মান ষের সংখ্য সংখ্য ক্রীড়ামোদীদের</u> সোচ্চার হতে হবে।

পশ্চিমবশ্যে আজ সাধারণ মানুষের প্রিয় বামফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামোদীরা এই সরকারের কাছ থেকে অনেক কিছ্ব আশা করে। সংবিধান-প্রদত্ত সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সকল সমস্যার মৌলিক সমাধান করতে না পারলেও জনগণের দ্বঃখদ্দশা খানিকটা লাঘব করতে বামফ্রন্টের সকল কার্যকর পদ-ক্ষেপের পিছনে জনগণের যেমন অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহ-যোগিতার মনোভাব আছে তেমনি সমাজজীবনের অন্যান্য বিষয়ের মত খেলাধ্লা প্রসারের জন্য সকল পরিকল্পনাকেও জনগণ সাদরে গ্রহণ করবে। পশ্চিম বাঙলার গ্রামে গ্রামে গরীব মান্বদের মধ্যে খেলাধ্লাকে প্রসারিত করতে না পারলে পশ্চিমবশ্যে খেলাধ্লা সম্পর্কিত যে কোনও পরিকল্পনাই নিরথকি হবে। এই পথে অন্যতম প্রধান বাধা গ্রামের লক্ষ লক্ষ মানুষের আর্থিক দ্রবস্থা। বামফ্রণ্ট সরকার ইতিমধ্যেই গ্রামের গরীর মানুষদের খানিকটা রিলিফ দেবার জন্য এবং গ্রামের সমস্ত বিষয় যারা কুক্ষিগত করে রেখেছে ও গ্রামের গরীব মানুষদের त्रवीषक एथक यात्रा मात्रापत्र वन्धतः विश्व व्यावाद्य जात्राव प्राचीव मान्यपत्र माथा पूर्ण मीपाठ त्राहाया कत्राठ य भम्पक्कभग्विण शह्म कर्तराह जाराज भिष्ठम वाढलात्र शास्म शास्म आस्म नजून छेश्माह प्राची मिराहाह। शास्म अत्रीय मान्यपत्र छेश्माहरक छिछि करत वाद्य क्रमण्या मान्यपत्र महस्याणिका नित्रा वाम्रक्षणे मत्रकात्रक ममण्य मान्यपत्र मान्यपत्र स्था एथलाय्लात वार्यामक्का मम्भरक केमिलाब्य मृष्णि कत्रात क्रम छ मान्यपत्र कार्यामाश्वल हिलाह्यस्य मान्यपत्र क्रम यथामण्डल विराण्य करत शामाश्वल हिलाह्यस्य क्रम यथामण्डल राज्यम्य कार्यान वार्यपत्र मान्यपत्र वार्यपत्र मान्यपत्र वार्यपत्र वार्यपत्य वार्यपत्र वार्य

সরকারের যে কোনও উদ্যোগকে সর্ব তোভাবে বাধা দেবারও চেণ্টা করবে। সেই কারণে বামফ্রণ্টের খেলাখ্লা সম্পর্কিত পরিকলপনাকেও বাস্তবে র্প দিতে জনগণকেই সক্রিয় সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সংগ্রে সংগ্রে সমাজজীবনের ম্ল সমস্যাগ্লি থেকে খেলাখ্লার সমস্যা যে বিচ্ছিন্ন নয় একথা মনে রেখে দেশের ম্ল শ্রেণীসংগ্রামগর্লির সঞ্গে ঘনিন্ট সম্পর্ক রেখে খেলাখ্লার সমস্যার বির্দ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। সকলরকম অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রমিক, কৃষক ও সর্বস্তরের সাধারণ মান্ধের সংগ্রাম সমাজের যে শ্রুদের বির্দ্ধে পরিচালিত হচ্ছে খেলাখ্লার সমস্যার বির্দ্ধে সংগ্রামকে সেই একই শ্রুর বির্দ্ধে গড়ে তুলতে হবে। পশ্চিমবংগর য্বসমাজ আজ আরও সচেতন হয়ে উঠছে; শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মান্ধের সংগ্রামের পাশাপাশি তারাও আজ সেই সংগ্রামের পথে এগিয়ে আসবে।

"হে জীবন, হে যুগ-সন্ধিকালের চেতনা—
আজকে শক্তি দাও, যুগ যুগ বাঞ্চিত দুদ্মনীয় শক্তি,
প্রাণে আর মনে দাও শীতের শেষের
তুষার গলানো উত্তাপ।
টুকরো টুকরো ক'রে ছে'ড়ো তোমার
অন্যায় আর ভীর্তার কলন্কিত কাহিনী।
শোষক আর শাসকের নিষ্ঠ্র একতার বিরুদ্ধে
এক্তিত হোক আমাদের সংহতি।"

—স্কান্ত ভট্টাচার্য

## ॥ **শাশ্বত**॥ প্রণবকান্তি দত্ত মজুমদার

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগে দ্বিতীর স্থানাধিকারী কবিতা

ফ্ল গাছটা ঠাণ্ডা-কফিনে চলে যাবে किছ, পরেই। তার হিমেল-নিঃশ্বাসে বাতাস ভীত: কম্পন তার নিথর হয়ে গেছে। বসন্তকাল. দ্বকুল ছাপানো ভরা যৌবন ফ্লে ফ্লে সৌরভ! কিন্তু এবার যোবন-সূৰ্য্যা ওর জীবনে আর এল না। বিদায়ের পথে তার পথ পরিক্রমা। তব্ৰু ও মৃত্যুর সীমানা থেকে স্বানান, প্রথিবীকে ছ রুয়ে থাকার দর্রকত বাসনা। ম্ম্ব্ জঠরে তাই একটা আশ্চর্য ফলে!

## ॥ মানসপ্রতিমা ॥ পীযূষ মিত্র

সর্বসাধারণ বিভাগে পর্রস্কারপ্রাপ্ত দ্বিতীর স্থানাধিকারী কবিতা

ব্দের বিপ্লে অণ্নি ফ্লে ফোটায়, পাতা আনে দীপ্ত উল্লাসে; জীবন উপলব্ধি, স্লান,—তব্ নির্ম্থ প্রাণের বহতায় তুমিও প্রাণিত হও, বাস্ত হও, জীবনের সবল প্রশ্বাসে; অশ্ধকার ভেঙে আলো আসে উপ্ত ধরিবাীর সহজ্ব প্রজ্ঞায়।

মান্য একদা তার সব শক্তি সংহতির অমোঘ সন্থানে এক ব্যথাহীন দেশে চলে যাবে, সেইখানে আমিও নিঃশেষে উৎসারিত হব নদী আলো গান মান্বের প্রাধ্ব কল্যালে; আজ অন্ধকার ভাঙি মান্বের পাশাপাশি থেকে, ভালোবেসে॥

## জজি ডিমিট্রভ ঃ একটি সংগ্রামী জীবন / অমিতাভ রায়

জার্মানী, ১৯৩০ সাল। ২০শে জানুয়ারী ক্ষমতাসীন হয়েছে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসী দল। গোটা জার্মানী জ্বড়ে শ্বর হয়ে গেছে শাসক দলের তাণ্ডব-मीमा। नारमी विविकावादिनीत माभटे अभन्य कार्यानी ভীত সন্তুস্ত, বিশেষ করে ইহুদী এবং কমিউনিন্টরা। এর मर्या २४८म स्मत्रायाती तारेथणात खरत नातन आत्रन। চিরাচরিত নিয়মান্যায়ী এই অণ্নিকাণ্ডর দায়ভাগ চাপিয়ে দেওয়া হ'ল কমিউনিষ্টদের কাঁধে যথারীতি শার: হ'ল প্রচন্ড ধরপাকড এবং কমিউনিন্ট নিধনযজ্ঞ। পরবতী-কালে যে অত্যাচার এবং নিপীড়ন চলেছিল সমগ্র জার্মানীর ওপর তার স্ত্রপাত হ'ল এইখানে। ৩রা মার্চ গ্রেপ্তার করা হ'ল জামান কমিউনিন্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক আর্নণ্ট থলম্যানাকে। আর ৯ই মার্চ গ্রেপ্তার হলেন তিনজন প্রবাসী বুলগেরীয়, বালিনের এক হোটেল থেকে। খবে স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন জাগে এরা কারা, কেনই বা হিটলারের জল্লাদবাহিনী এদের গ্রেপ্তার করল ? এই প্রশেনর উত্তর সঠিক ভাবে খ'রজে পাবার জন্য আমাদের পেণছে যেতে হয় জার্মানীর লিপ্জগ্ শহরে।

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। লিপ্জিগের আদালতে বসেছে বিচার সভা, অভিযুক্ত তিনজন প্রবাসী ব্লগেরীয় ছাড়াও আরও একজন, তিনি হলেন জার্মান কমিউনিণ্ট পার্টির সংসদীয় নেতা আর্নণ্ট টর্গলার। অভিযোগ, প্রানো—এই চারজন রাইখণ্ট্যাগ ভবনে আগ্রন লাগিয়ে ধ্বংস করেছে। এই অভিযোগের উত্তরে, "বর্ণজ্ঞগত ভাবে আমি এবং ব্লগেরীয়ার কমিউনিন্ট পার্টি এই অশ্নিকান্ডর তীর নিন্দা ও সমালোচনা বারবার করেছি, আমরা কমিউনিন্ট, সন্যাসবাদী নই। আমার দৃঢ়ে ধারণা হচ্ছে এই যে, রাইখণ্ট্যাগের অশ্নিকান্ডর ঘটনা হয় কোন উন্মানের কাজ, নয় তো, জার্মানীর শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে এবং জার্মান কমিউনিন্ট পার্টিকে ধ্বংস করার উন্দেশ্য নিয়ে এটা কোন কমিউনিন্ট বিরোধীদের চক্লান্তে। যাই হোক আমি কিন্তু পাগলও নই কিংবা কমিউনিন্ট বিরোধীও নই।

হঠকারিতা নর, গণ-সংগঠন, গণ-উদোগ এবং যুক্তফ্রণ্ট এটাই হচ্ছে কমিউনিন্টদের প্রকাশ্য কর্মকোশল।

আমি নীতিগতভাবে সমস্ত প্রকার ব্যক্তি-সন্থাসের বিরোধী। কারণ, এই ধরণের কাজ অর্থনৈতিক ও রাজ-নৈতিক গণ-আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গণভিত্তিক কমিউনিন্ট মতাদর্শ ও কর্মকৌশলের পরিপন্থী। কমিউনিন্ট লক্ষ্যের পথে পরিচালিত সর্বহারার মৃত্তি সংগ্রামের পক্ষে এটা ক্ষতিকারক।

আমি আমার কমিউনিল্ট মতাদর্শের সপক্ষে আত্ম-সমর্পণ করতে দাঁড়িয়েছি, আমি আমার সমগ্র জীবনের মর্মাবস্তুর সপক্ষে আত্মসমর্পাণ করতে দাঁড়িয়েছি।"

এই দৃঢ়ে এবং আত্মপ্রতায়ে উদীপ্ত কথাগনলৈ যিনি শোনালেন তাঁর নাম জার্জা ডিমিট্রভ, সপ্পের অন্য দ্বজন প্রবাসী ব্লগেরীয়র নাম যথাক্তমে পোলোও এবং টেনেভ। জার্জা ডিমিট্রভের মত এরাও ছিলেন ব্লগেরীয় কমিউনিভ পার্টির সদস্য। হিটলারের জার্মানীতে যেখানে কমিউনিভ নাম উচ্চারণ করাটাও ছিল অন্যায় কাজ সেখানে দৃঢ়ে সংকলপ কঠোর এই ভাষণে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল হিটলারের মন্ত্রণাদাতা গোয়েরিং, অপ্রাবা মন্তব্য করতে করতে আদালত গৃহ ছেড়ে চলে গেছিল সেদিন গোয়েরিং।

এই হলেন জজি ডিমিউভ, বিশ্ব কমিউনিন্ট আন্দোলনের মহান যোদ্ধা।

একটানা পাঁচশো বছর ধরে শোষণ চালাবার পর তকীরা বুলগোরয়া থেকে হাত ওঠাল ঊর্নবিংশ শতকের শেষ দিকে। নিঃস্ব, রিক্ত বুলগেরিয়া তখন ইউরোপের গুরীব দেশগুলোর অন্যতম। বুলগোরিয়ার দারিদ্রের চরমতম সময়ে এক দরিদ পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেন বিশেবর সর্বহারা শ্রেণীর অনাতম পথিকং জজি ডিমিট্রভ। তারিখটা ছিল ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই জ্বন, অর্থাৎ আজ থেকে ছিয়ানব্বই বছর আগে। বুলগেরিয়ার বাজধানী সোফিয়ার কাছাকাছি রাডিমার জেলার কোভাসিভিসিতে তথন বাস ছিল ডিমিট্রভ পরিবারের। বাবা মিখাইলভ, মা পেরেসকোভা ডোসিভা আর চার ভাই দুই বোনকে নিয়ে ছিল ডিমিট্টভদের সংসার। দারিদ্র যে পরিবারের চিরসংগী সেই পরিবারের সন্তানের পক্ষে বিদ্যালয় গমন বাতুলতা মাত্র। বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের স্যোগ না পাওয়ার জন্য মোটেই দুঃখিত ছিলেন না জজি, তাঁর শিক্ষা সম্বদেধ পরবতী কালে তিনি বলেছেন, "আমার গ্রাজ্বয়েট পদবী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তপক্ষ দেয়নি, সংগ্রামের ময়দান থেকেই তা আমি সংগ্রহ করেছি। সব সময়, সব জায়গায় আমি নিজেকে শিক্ষিত করে তোলার কাজ করে গিয়েছি, শিখেছি ছাপাথানার শ্রমিক হিসাবে কাজের মধো, শিখেছি জেলের বন্ধ জেলে বসে, শিখেছি লিপ্জিগ্ বিচারের পর্ব থেকে পর্বান্তরে।" মাত্র বারো বছর বয়সেই জজিকে গ্রহণ করতে হয় ছাপাখানার কাজ। কম্পোজিটরের শিক্ষণবীশ হিসাবে শুরু হল কর্মজীবন।

এদিকে এক ভাই তখন ট্রেড ইউনিয়নের কাজে ব্যুক্ত। ১৯১২ সালের বলকান যুদ্ধে তার মৃত্যু হ'ল। মেজো ভাই ওডেশায় বলশেভিক সংগঠনের কাজে নিযুক্ত। সে মারা যায় ১৯১৫ সালে। সেজ ভাইও বিপ্লবী সংগঠনের সংগে যুক্ত। সে মারা গেল ১৯২৫ সালে

ব্লগেরীয় প্রলিশের হাতে। এই সময়ের সরকার বিরোধী এপ্রিল অভ্যুত্থানে তার অবদান অনুস্বীকার্য। ভারেদের মত জজির দুই বোনও ছিল বিপ্রবী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। অন্যায়, অবিচার ও শোষণের বিরুশ্ধে এবং সততা ও মার্নাবকতার সপক্ষে সংগ্রামে শিক্ষা ডিমিট্রভ ও তার ভাইবোনেরা লাভ করেন তাদের মা বাবার কাছ থেকেই। পরবতীকালে এই পারিবরিক শিক্ষাই তাদের সহজাত শিক্ষা এবং শক্তি হিসাবে বিপ্রবী জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাবা, মিথাইলভ মারা যান ১৯১৩ সালে। মা, পেরেসকোভা ডোসিভা নিজেকে মিশিয়ে দিলেন ছেলে-মেয়ের বিপ্রবী কর্মকান্ডে।

জর্জি ডিমিট্রভ তাঁর ছাপাখানা-শ্রমিক জীবন শ্রুর করেন বলুগেরীয় লিব্যারাল পার্টির পত্রিকার প্রেসে। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন ঐ প্রেসেরই মালিক আইন-জীবি রাডিস্লাভফ। ১৮৯৮ সালের মে দিবসের শ্রমিকদের মিছিল উপলক্ষে ঐ পত্রিকার জন্য যে সম্পাদকীয় লেখা হয়, তাই নিয়ে পৃত্তিকা মালিক রাডিস্লাভফ্-এর সংখ্য বিতর্ক হয়—জজি ডিমিটভের মতে এটাই ছিল তাঁর জীবনের শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ নিয়ে প্রথম প্রতিবাদ, অর্থাৎ মাত্র ১৬ বছর বয়সেই জজি ডিমিট্রভ লড়তে শিখেছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর সপক্ষে। আর কডি বছর বয়সে তো তিনি রীতিমত শ্রমিক আন্দোলনের সক্রিয় কমী। ছাপাখানার শ্রমিকের কাজও চলছে সমান তালে, মাত্র বাইশ বছর বয়সে জজি অর্জন করলেন বুলগেরীয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সভ্যপদ, এই দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রখ্যাত ব্রলগেরীয়ান মার্কসবাদী ডিমিটার বজাগুরেভ। এই সময় থেকে সোফিয়ার পার্টি অফিস্ট হল জজির দ্বিতীয় বাসগৃহ।

বুলগেরিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা এই বুর্জোয়া মতাদর্শ ও সূর্বিধাবাদী নীতির বিরুদ্ধে রাজ-নৈতিক সংগ্রামে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন। জর্জি ডিমিট্রভের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটল এই মতাদর্শগত সংগ্রামের মধ্যে। অভিজ্ঞতা, সংগ্রামী মানসিকতা ও রাজনৈতিক জ্ঞান তাঁকে সোশ্যাল ডেমো-ক্রাটদের বামপন্থী শিবিরে সামিল করল। ছাপাখানার শ্রমিকদের সংগঠনের একজন স্কুদ্র সংগঠক হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাঁর সংগ্রামী কর্মতংপরতা ছাপাখানা শ্রমিকদের নেত্রের স্বীকৃতি এনে দিল। মাত্র তেরো বংসর বয়সে জর্জি ছাপাখানা শ্রমিকদের ধর্মঘটের অণ্নিগর্ভ পরিস্থিতি থেকে শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠক হিসাবে নিজেকে তৈরী করার যে প্রেরণা পেয়েছিলেন, সেই অনুপ্রেরণায় তিনি নিজেকে মিশিয়ে দিলেন শ্রমিক আন্দোলনে। শীঘ্রই তিনি শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা ছাপাখানা শ্রমিক সোসাইটির অন্যতম নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তারই নেত্রে শ্রমিকরা সংগঠন ও আন্দোলনের জোরে আদায় করে নিল ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার: তাঁরই প্রচেন্টায় ছাপাখানা শ্রমিক সোসাইটি আন্তর্জাতিক ছাপাখানা শ্রমিক ইউনিয়ন-এর অন্তর্ভান্ত হয়।

১৯০৯ সাল। এই বছরটি জজি ডিমিট্রভের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য বছর। এই বছর তিনি "ব্লগেরীয়ান ওয়ার্কাস সিশিডকেলেলিস্ট ইউনিয়নের" সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। এই বছরই তিনি নির্বাচিত হলেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। আমৃত্যু তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯১৫ সালে জজি ডিমিট্রভ ব্লগেরীয়ার পার্লামেন্টে নির্বাচিত হলেন। এই বছরই সেন্সর আইনের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে তিনি দ্ব্যর্থাহান ভাষার ঘোষণা করলেন, "প্রমিকপ্রেণার ন্বার্থা ও মর্যাদা বিরোধী এই সেন্সর আইনের বিরুদ্ধে আমার কণ্ঠ কেউ ন্তম্থ করতে পারবে না।" তখন ব্লগেরিয়ার প্রধানমন্টী ছিলেন রাডিন্লাভফ্—মাত্র বারো বছর বরসে জর্জি যার ছাপাখানায় নিজের কর্মজীবন শ্রু করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বুলগেরিয়ার যোগদানের বিরুদ্ধে জজি হয়ে উঠলেন মুখর। পার্লামেন্টে, সোফিয়া মিউ-নিসিপ্যাল কাউন্সিলের সভায় এবং অসংখ্য সভা-সমিতিতে তিনি যুদ্ধ বিরোধী বক্তব্য রেখে জনমত সংগ্রহ অভিযান শুরু করলেন। মহান অক্টোবর বিপ্লব এক নতুন যুগের আলো বয়ে আনলো বুলগেরিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টির জীবনে। পার্টির বামপন্থী অংশ অভিনন্দন জানালো লেনিনের নেতৃত্বাধীন বলশেভিক পার্টি পরিচালিত মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে, রাশিয়ায় বলশেভিক পার্টিও এই সময় বামপন্থী সোশ্যালিস্টদের নিয়ে তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার কাজে উদ্যোগ শ্রর করল। স্ট্যালিনের উপর দায়িত্ব পড়ল ইউরোপের বামপন্থী সোশ্যালিস্টদের সন্ধ্যে মিলিত হবার। মিলল বুলগেরিয়া থেকে। বুলগেরিয়ার বামপন্থী সোশ্যালিস্টরা ছিল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এই বামপন্থী সোশ্যালিস্টরাই পরে মার্ক সবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে ব্রলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করে। জঙ্জি ডিমিট্রুভ তাঁর সমস্ত শক্তি উৎসাহ, ও প্রতিভার সাহায্যে বুলগেরিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র পার্টি বুলগেরীয় কমিউনিন্ট পার্টির সুদ্রুত ভিত্তি স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হলেন। মার্ক স্বাদের তত্ত্বগত পড়াশোনা শুরু করলেন 'কমিউনিন্ট পার্টির ইশ্তেহার" এবং "ক্যাপিটালের" সহজ সংস্করণ বই দর্টি পডার মাধ্যমে।

মার্ক সবাদ আয়ন্ত করার সাথে সাথে তিনি গণিতশাস্ত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চাও শ্রুর্ করলেন। আবার তাঁর স্ত্রী মার্ক সবাদী সাংবাদিক ও কবি লিউক ইভসিভিচ্-এর উৎসাহে জার্মান ও রুশ ভাষা শিক্ষা শ্রুর্ করেন। ১৯০৬ সালে তিনি লিউক ইভসিভিচ্কে বিবাহ করেন। দীর্ঘ বিশ বছর জজির কঠোর সংগ্রামী জীবনের সহক্ষিণী ছিলেন লিউক ইভসিভিচ্। ১৯০৬ সালে তাঁর মৃত্যু হর।

সামাজাবাদী বিশ্বযুদ্ধ বুলগেরিয়ার সামাজিক জীবনে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক বিপর্যয় টেনে আনলো তার ফলে ক্ষুধা আর অনাচারের পটভূমিকায় "দি এগ্রে-রিয়ান লীগের" নেতৃত্বে দেখা দিল ক্রমক বিদ্রোহ। পার্টি এই বিদোহের রাজনৈতিক তাৎপর্যকে গ্রেছ দিল না। এমন কি ষখন জাতীয় জীবনে বিপর্যয় স্ভিকারী শন্তির বির শ্বে সশস্য সৈনিকরা পর্যন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করল, সেই সময়েও ১৯১৮ সালে পার্টির মনোভাবে দেখা গেল নিচ্ছিয়তা ও নেতিবাচক মনোভাব। জজি তখন জেলে। জেলের ভিতর থেকে জজি ডিমিট্রভ বিদ্রোহী "কৃষিলীগ" ও সৈনিকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চললেন। কিন্ত বাইরের পার্টি নেতৃত্ব বিদ্রোহীদের রাজনৈতিক যোগা-যোগের ব্যাপারে ডিমিট্রভের পরামর্শ ও নির্দেশকে অগ্রাহ্য করলো। কারামুক্ত হলেন ডিমিট্রভ, সারা দেশে শুরু হল রেল ধর্মঘট, নেত্ত্ব দিলেন ডিমিট্রভ। রেল ধর্মঘটের সমর্থনে শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘটে গোটা দেশ হয়ে উঠল উত্তাল।

বিপ্লবী আন্দোলনের মুখে বেসামাল সরকার যে কোন মুল্যে ক্লম্বর্ধমান রাজনৈতিক সংকট-এর মোকাবিলার জন্য হিংসাশ্রয়ী ষড়যন্ত্র আঁটলো। ধর্মঘটী রেল কমীদের অতি প্রিয় ও অবিসম্বাদী নেতা ডিমিট্রভ করলেন আত্মগোপন।

আত্মগোপন অবস্থায় তিনি যাত্রা করলেন "তৃতীয় আন্তর্জাতিকের" ন্বিতীয় কংগ্রেসে যোগদানের উদ্দেশ্যে। মাছ ধরা নৌকায় ব্লাক সী পার হ্বার সময় ধরা পড়ে গেলেন র্মানিয়ার জল পর্লিশের হাতে। র্মানিয়া ও ব্লগেরিয়ার শ্রমিকশ্রেণী এবং সোভিয়েত সরকারের প্রচণ্ড প্রতিবাদে তাঁকে মর্ড্ডি দিতে বাধ্য হ'ল র্মানিয়ার শাসক শ্রেণী।

১৯২১ সালে ডিমিট্রভ গেলেন মঙ্গের, মিলিত হলেন লেনিনের সঙ্গে। এই সাক্ষাতকার তাঁর এবং ব্লগেরীয় কমিউনিষ্ট পার্টির কাছে এক নতেন যুগের স্চনা ঘটালো। ১৯২২ সালে ঘোষিত লেনিনের "যুক্তফ্রণ্ট রণকোশল"-এর ততু গৃহীত হ'ল বুলগেরীয়ার কমি-পার্টির চতুৰ্থ কংগ্রেসে। বুর্জোয়া গোষ্ঠী ১৯২৩ বৃহৎ চক্রের সাহায্যে কায়েম করলো স্বৈরাচারী যদিও আণ্ডলিকভাবে "এগ্রেরিয়ান লীগ" এবং কমিউ-নিন্টরা এর বিরুদ্ধে শ্বরু করলো সশস্ত্র প্রতিরোধ তব্ত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এই ব্যাপারে নিরপেক্ষতার নীতি এইভাবে স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের বির্দেধ গণ-অভ্যুত্থানের অনুক্ল পরিস্থিতির সুযোগ হাতছাড়া হ'ল। অবশ্য কমিউনিন্ট পার্টি এই ভঙ্গ কিছ্বদিনের মধ্যেই ব্রুতে পারলো। তৃতীয় আন্তর্জা-তিকের কার্যকরী কমিটির সম্পাদক বুলগেরিয়ান কমিউ-নিষ্ট ভেসিল কোলার স্বদেশে ফিরে এলে আলোচনার মাধ্যমে পার্টির কেন্দ্রীর কমিটি প্রমিক-ক্র্যকের যক্তম্রুণ্ট গড়া এবং সমস্ত গণতাশ্বিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে সেই যুক্তফ্রণ্টের নেতুছে সামিল করার আশু, কর্মসূচী গ্রহণ

করলেন। সেটা ছিল আগষ্ট ১৯২৩। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গণ-অভ্যথানের দিন ঘোষণা করলেন ১৯২৩ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর। নবগঠিত বিপ্রবী সামরিক কমিটিতে পার্টির তরফে নির্বাচিত হলেন কোলারভ ও ডিমিট্রড। অভাত্থানের প্রাক্কালে চন্দ্রিশ ঘণ্টাব্যাপী সাধারণ ধর্ম'ঘটের ডাক দেওয়া হ'ল রাজধানী সোফিয়ায়। কিন্ত ব্যাপক গ্রেপ্তারের ফলে শিল্পগ্রলিতে এই ধর্মঘট ছডিয়ে পড়তে পারলো না। ফলশ্রতি, সামগ্রিকভাবে এই অভাত্থান সংঘটিত হতে পারলো না। শেষ সেপ্টেম্বর অভাষান পরাস্ত হলো। অবশেষে মাতা দন্ডাদেশ মাথার নিয়ে ডিমিট্রভ দেশত্যাগ করলেন। দেশত্যাগের আগে "বুলগেরিয়ার শ্রমিক-কুষকের প্রতি খোলা চিঠিতে" অভ্যাখান বার্থ হবার কারণ সবিস্তারে বর্ণনা করে "বিপ্লবের মতাদর্শের প্রতি অনুগত ও বিপ্লবের পতাকা উর্ধে তলে ধরার" আবেদন জানালেন ডিহিমটভ ।

দেশত্যাগের প্রথমদিকে ডিমিট্রভ বিভিন্ন ছম্মনামে ঘন ঘন আশ্রয়ম্থান পালিটেয়ে এলেন ভিয়েনায়। ১৯২৩ সালে ভিয়েনায় গঠন করলেন ব্লগেরিয়ান কমিউনিন্ট পার্টির প্রবাসী কমিটি।

প্রবাসী জীবনে ডিমিট্রভ আন্তর্জাতিক কমিউনিন্ট আন্দোলনের একজন নেতা হিসাবে পরিচিত হলেন। ভিয়েনায় আসার কিছুন্দিনের মধ্যেই তিনি বলকান কমিউনিন্ট ফেডারেশনের সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। এই সময় তিনি লেনিনবাদ বিরোধীদের সঙ্গে এবং ট্রউম্কী পন্থীদের সঙ্গে মতাদর্শগত সংগ্রাম শ্রুর করেন। ১৯২৯ সালে তিনি তৃতীয় আন্তর্জাতিকের পশ্চিম ইউরোপীয় ব্যুরোর কার্য পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে বালিনি যাত্রা করলেন।

"রাইখন্ট্যাগ অণ্নকাণ্ড" জনিত মামলার গ্রেপ্তার হওয়ার পর নিজস্ব দ্ঢ়েতা ও বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থনে তিনি ১৯৩৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী মৃত্ত হন। মৃত্তি পাবার পর তিনি সোভিয়েট রাশিয়ায় চলে যান। নাৎসী কারাগারে থাকাকালীন অবস্থায় তিনি ন্ট্যালিন প্রদত্ত সোভিয়েট নাগারকত্বের অধিকার অর্জন করেন। ১৯৩৫ সালে অনুষ্ঠিত হ'ল তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেম। এই কংগ্রেমের সামনে তিনি উপস্থাপিত করলেন ফ্যাসিবাদ বিরোধী বিশ্ববিখ্যাত রিপোট "শ্রমিক ঐক্যাসবাদ বিরোধী বিশ্ববিখ্যাত রিপোট "শ্রমিক ঐক্যাসবাদ বিরোধী দ্র্গ।" যাতে তিনি ঘোষণা করলেন ফ্যাসিরাদ বিরোধী দ্র্গ।" যাতে তিনি ঘোষণা করলেন ফ্যাসিরাদ বিরোধী দ্র্গ। যাতে তিনি ঘোষণা করলেন ফ্যাসিরাদ বিরোধী দ্র্গ। স্থাতি তিনি ঘোষণা করলেন ফ্যাসিরাদ বিরোধী ক্রাসিক্সম—নিরক্ত্বশ সংকীণভাবাদ আর পররাজ্য হরণের বৃশ্ব; ফ্যাসির্জম—জ্বন্যতম প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবিশ্বর; ফ্যাসির্জম হ'ল—শ্রমিকশ্রেশী ও প্রত্যেকটি মেহনতকারী মানুবের ক্রম্বতম শত্রে।"

১৯৩৭ সালে তিনি স্প্রীম সোভিয়েতের সদস্য নির্বাচিত হলেন।

আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের কঠিন ও জটিল দায়িৎ

পালনের সময়ে এক মৃহ্তের জনাও কিন্তু ডিমিউভ দবদেশ বৃলগেরিয়াকে ভুলে যাননি। সব সময় তিনি যোগাযোগ রক্ষা করতেন বৃলগেরিয়ার সংগ্রামী জনগণের সাথে। ১৯৪৩ সাল থেকে বৃলগেরিয়ার জনগণের উপর কমিউনিন্ট পার্টির প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৯৪৪ সালের ২৭শে আগল্ট বৃলগেরিয়ার বেআইনী কমিউনিন্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে অভ্যুত্থানের চ্ডান্ট প্রস্তুত্তি গ্রহণের জন্য ডিমিউভ তাঁর ঐতিহাসিক নির্দেশ পাঠান। একুশ বছর আগে যাকে বিফল গণ-অভ্যুত্থানের নেতা হিসাবে শত্রুর মৃত্যুদ্ভাদেশ মাথায় নিয়ে দেশত্যাগ করতে হয়েছিল সেই ডিমিউভ দেশে ফিরলেন ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৪। নাৎসী বিজয়ী স্তালিনের লাল ফোজের সক্রিয় সহযোগিতায়, কমিউনিন্ট পার্টির নেত্তে শ্রমিক, কুষক,

প্রগতিশীল ব্রিশ্বজীবি এবং ব্রলগেরীর সৈন্যবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশর যৌথ আক্রমণে চ্রুরমার হল ফ্যাসিস্ট শাসনের তাসের প্রাসাদ।

জজি ডিমিউভ নির্বাচিত হলেন জনগণতান্দ্রিক ব্লগেরিয়ার প্রথম প্রধানমন্দ্রী এবং কমিউনিন্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক।

অবশেষে ১৯৪৯ সালের হরা জ্বলাই জনগণতান্ত্রিক ব্লগেরিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী, ব্লগেরীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক, আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অন্যতম মহান সংগ্রামী নেতা এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামের নিভাকি সৈনিক জজি ডিমিট্রভ-এর জীবনাবসান ঘটল। বিশ্ব প্রামিকশ্রেণী আজও তাদের এই সংগ্রামী কন্ধ্বকে প্রশ্বা জানায়।

"একধারেই সব কিছ্ন থাকে, আর একধারে কোন কিছ্নই নেই, এই ভারসামঞ্জস্যের ব্যাঘাতেই সভ্যতার নৌকো কাত হয়ে পড়ে। একানত অসামোই আনে প্রশায়। ...এই আসন্দ বিপ্লবের আশন্দার মধ্যে আজ বিশেষ করে মনে রাথবার দিন এসেছে যে, যারা বিশিষ্ট সাধারণ বলে গর্ব করে, তারা সর্বসাধারণকে যে পরিমাণে বিশুত করে তার চেয়ে অধিক পরিমাণে নিজেকেই বিশ্বত করে— কেন না, শন্ধ্ন কেবল ঋণই যে প্রশীভূত হচ্ছে তা নয়, শাস্তিও উঠছে জমে।"

—রবীন্দ্রনাথ

## विচারের নামে যা' ছিল প্রহসন / সুকুমার দাস

রোজেনবার্গ দম্পতি জুলিয়াস রোজেনবার্গ আর তার স্ত্রী এথেল রোজেনবার্গ তথা কথিত গপ্তেচর ব্যত্তির দায়ে ইলেক ট্রিক চেয়ারে বসে প্রাণ দিয়েছিলো আজ থেকে প্রশিচশ বছর আগে। ওরা নাকি পারমাণবিক বোমার ব্যাপারে গুপ্তচর ব্যত্তিতে নিযুক্ত থেকে আমেরিকার ক্ষতি সাধনে রত ছিল। ওরা নাকি ছিল কমিউনিণ্ট এবং আমেরিকায় "লাল" মতবাদ প্রচারের মুখপার ছিলো। ওদের নিয়ে সারা বিশ্বে আলোড়ন স্থাটি হয়েছিল -কারণ যে বিচারের প্রহসন করে মার্কিন বিচার বিভাগ ওদের সেদিন হত্যা করেছিল তাতে সারা বিশ্বের শান্তিকাগী. প্রাধীনচেতা মানুষগর্মল স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। সময় সকল মানুষ্ট চাইছিল শান্তি, ভালবাসা আর যুদ্ধের ভয় থেকে মুক্তি ঠিক সেই সময়েই একমাত্র ভিন্নত প্রকাশের জন্য ওদের প্রাণ দিতে হ'ল নির্দয়-ভাবে। দীর্ঘ তিন বছরের বেশী সময় ওদের দুই ছেলে মাইকেল ও রবার্টের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে মৃত্যপরেইতে নিয়ে আটকে রেখে ওদের ওপর অমান্থিক মানসিক পীড়ন চালানো হল। শিশ্ব প্র দুইটি পিত্-মাত্ সান্দিধ্য ও পেনহ থেকে বণিত হয়ে অসহায় অবস্থায় অপরের কাছে পড়ে রইল। অথচ জ:লিয়াস ও এথেল এরাও প্রথিবীতে বাঁচতে চেয়েছিল—চেয়েছিল শাণ্ডি, স্বাধীনতা আর আপন মর্যাদায় বে<sup>\*</sup>চে থাকতে।

অথচ এদের প্রতি কোন স্কবিচার করা হয়নি। মুত্যদণ্ড রাজনৈতিক। গণতণ্তকে নস্যাৎ করে দিয়ে উৎপীডকের দল সেদিন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য আর মার্কিন মুলুকের ভিন্ন মত পোষণকারীদের ভীত সন্ত্রুত করে দেবার জন্য জোর করেই এই ইহুদী **দম্পতির প্রাণ নিয়েছিল।** এর মধ্যে ছিল এক বিরাট চক্রান্ত। সে চক্রান্তে জডিত ছিল মার্কিন প্রমাণ্ড সংস্থা, মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ, মার্কিন সরকারের বিচার বিভাগ, স্বরাষ্ট্র দপ্তর, পররাষ্ট্র দপ্তর, এথেলের পবি-বারের কিছু লোক এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা। সেদিন এই মামলার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। তাই এদের সম্মিলিত প্রয়াসে রোজেনবার্গদের মরতেই হ'ল। ওদের মারবার ষড়যল্টই ওরা করেছিল। মামলাটা ছিল নেহাং একটা অছিলা মাত্র এবং বিচার হ'ল শুধু প্রহসন। যুক্ত-রাম্মের উচ্চ আদালতও ওদের কোন কথা শুনবার জন্য বিন্দ**্মাত্র সময় দে**য়নি। অথচ ই\*টের দেওয়াল আর লোহার গরাদে ঢাকা জেলখানায় বসেও এথেল ও জ্বলিয়াস চেয়েছিল ছেলেদের সঙ্গে ছোট বাসায় একসংগ্র মান্বের গর্বভরা অধিকার নিয়ে বে'চে থাকতে। যে সার্থক স্ফুর্বর জীবন ওরা যাপন করে এসেছিল সেই জীবনেই আবার ফিরে ষেতে চেয়েছিল। ছেলে দুটোকে দেখার জন্য দারুণ দূরপণেয় বাসনা তাদের পাগল করে

তলেছিল। কিল্তু সে আশা আর পূর্ণ হলো না-সাদ্রানো আজগুরি মামলায় ফাঁসিয়ে নোংরামি, মিথ্যে আর কুংসায় ওদের জীবন দিতে হ'ল। অথচ ওরা এর মধ্যে জড়াতেই চায়নি। ওরা চেয়েছিল নিঝ্ঞাটে থাকতে। অথচ বিচার দম্বর ওদেরই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য খাটি হিসাবে ব্যবহার করে ওদের নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব মৃহুত্ পর্যন্ত ওরা ঘোষণা করে গেল তারা ছিল সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং এটা অতি ধ্রব সত্য। আর বলে গেল রোজেনবার্গদের মামলায় রাজনৈতিক মতলব হাসিল করবার জন্য এক ভয়ত্কর চক্রান্তের জাল পাতা হয়েছিল। জজ্ সাহেব এবং ডিম্মিক্ট আটেণী মামলার সূত্রপাত থেকেই কমিউনিজম এবং রাজনৈতিক বিশ্বাস সম্পর্কিত অবান্তর প্রশেনর আমদানী করে আসল ব্যাপারটা ঘুলিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাদের বিরুদেধ জুরীদের বিরূপ করে তোলার জনাই এসব করা হয়েছিল। মামলা যখনই বিবাদীপক্ষের দিকে মোড নিয়েছে তথনই মামলায় সমানে ব্যাঘাত স্থিত করা হয়েছে। বিচারকের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাদের দোষী সাবাস্ত করে জুরীদের কাছ থেকে রায় আদায় করে নেয়া। বিচারক আরভিং এবং কাউফ্ম্যান তাদের প্রতি কোন অনুকম্পা দেখায়নি। এ এক বিরাট প্রবঞ্চনা, বিরাট অসাধ্যতা আর তাদের রায় ছিল সাংঘাতিক ভলে ভরা। তিনি নিজেকে বিজ্ঞ প্রতিপন্ন করার জন্য যে কোন পন্থার আশ্রয় নিয়েছিলেন। সবচেয়ে বড কথা তিনি ছিলেন মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের কর্তাব্যক্তিদের প্রিয় পাত ।

এই মামলায় হ্যারি গোল্ড আর র্ডেভিড গ্রীন গ্লাসের মধ্যে যোগস্ত্র দেখানোর জন্য সরকার পক্ষ থেকে দ্বটি জাল কার্ড আদালতে পেশ করা হয়েছিল- তাও পরে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

কেমিস্ট হ্যারি গোল্ড সাক্ষাতে বলেছিল, ব্টিশ গ্রেপ্তর ক্লাউস ফ্রক্সের সঙ্গে তার যোগ ছিল। কিল্ডু বহু বছর পর ছাড়া পেয়ে ফ্রক্স বলেছে এটা ছিল ডাহা মিথ্যা—গোল্ডকে তিনি আদৌ চিনতেন না। পাশপোর্ট ফটোগ্রাফার স্পাইডার এ মামলায় যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল—সে তা পরে স্বীকার করে। মার্কিন ব্যক্তি স্বাধীনতা সমিতি দাবি জানিয়েছে রোজেনবার্গ মামলায় বিচারপতি কাউফ্ম্যানের সঙ্গে সরকারের যোগসাজসের তদন্ত হোক। কাউফ্ম্যান এ মামলা চলার সময় বার বার গ্রেতি শপথ ভঙ্গ করেছে। সরকারী উকিল জ্বরীদের মনে বর্ণবৈষম্য জাগিয়ে তুলতে সর্বদা চেন্টা চালিয়েছে।

গ্রীন ম্লাস ছিল এথেল রোজেনবার্গের ভাই। আসলে গ্রেপ্তচর ব্রির সঞ্গে তারই সম্পর্ক ছিল। তিনি নিজের প্রাণ বাঁচাবার জনাই প্রগতিশীল চিন্তাধারার মান্ব জ্বলিয়াসকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তার সংশ্যে তার বোনও জড়িয়ে পড়েছিল।

আশ্চরের বিষয় এদের এমন সময় হত্যা করা হ'ল ঠিক যে সময় সমস্ত সভ্য মানুষের কাছে যারা নৃশংস নিবিকার খুনী হিসাবে দায়ী হয়ে আছে, সেই নাৎসী যু-খাপরাধীরাও কিন্তু ক্ষমা ও ছাড়া পেয়ে যাড়িলো। অথচ তখনই সারা আমেরিকাবাসীর কাছে জ্বলিয়াস আবেদন জানিয়েছিল, "আমি বিশ্বাস করি, দেশের লোক সত্যি ঘটনাগুলো জেনে বুঝে নিয়ে আমাদের জীবনগুলো রক্ষা করবে। আমরা বাতে মহান আমেরিকার ঐতিহার চিরাচরিত ধারায় সূবিচার পেতে পারি তার জন্য তারা আদালতকে বাধ্য করবে—আমাদের মৃত্যুদ ডকে ঠেকিয়ে রাখতে। আমেরিকা এর কি উত্তর দেবে? আমাদের দেশের স্কাম বজায় থাকবে, আমরা বাঁচবো- এ ভরসা এখনও অ:মাদের আছে।" জনসাধারণের শক্তিকেই জুলিয়াস বড় হরে দেখেছিল এবং তার উপরেই নিভার করেছিল। অথচ ८-इ.जं-काष्ट्रातिशास्त्रा या अस्तत्र अश्रानी रहनत्तरे हता। কনসাধারণ ভয়ে এগিয়ে আসবে না বা আন্দোলনে উত্তাল হবে না এ ধারণা সেহিন জুলিয়াসের হয়নি। তাই তার আবেদনে মানুষের অশ্তর সাড়া দিলেও আন্দোলনের দর্বোর স্রোত বহাতে পার্রোন।

শেষ মূহতে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট আইডেন-হাওয়ারের কাছেও এথেল রোজেনবার্গ মৃত্যুদক্তের ব্যাপারটা একবার মানবতার দিক দিয়ে ভাবতে আবেদন জানিয়েছিল। সে লিখেছিলো, "আজ যখন ভয়ঞ্কর গলা-कारो भारेकाती धानीत मल छेनात जनाकम्भा भारध्यः यहा ক্ষেত্রে সরকারী পদে প্রনর্বাহল হচ্ছে—ঠিক তথনই প্রবল গণতন্ত্রী মার্কিন আমেরিকা বন্য বর্বরের মত ধরংস করতে চাইছে একটি নিথিরোধী ক্ষ্ম ইহুদী পরিবারকে। যাদের অপরাধ সম্পকে প্রিথবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ঘোর সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে। এই দেশ যে ধর্মান্সত ও গণতকের আদশে বিশ্বাসী-- আমার স্বামীকে এবং আমাকে প্রাণ ভিক্ষা দিয়ে- সে কথা প্রমাণ করব।র এমন একটি সুযোগ আর কিসে মিলবে? শুনুন, আপনার একমাত্র পতেরে জননীর হদেয় কি বলে! তাঁর হদেয় আমাদের দৃঃখ ব্রুবে। ওর প্রেরের মতই আমার ছেলেরাও মানুষ হয়ে উঠুক। আমি চাই আপনি যেমন ওর পাশে পাশে আছেন. তেমনি আমার স্বামীকেও আমি নিজের কাছে পেতে চাই।"

স্বামী পরে স্নেহ কাতরা এথেলের এবং জর্লিয়াসের কোন আবেদনই কার্যকরী হয়নি। প্রোসডেণ্ট আইজেন-হাওয়ারও সেদিন বিচার বিভাগের কারসাজিকেই অভ্রান্ত বলে অন্থের মত মেনে নিয়েছিলেন। জর্লিয়াস ও এথেলের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার আদেশ দেয়া হ'ল এমনি একটি দিনে যেদিন ছিল ওদের চতুদ্দাশ বিবাহ বার্ষিকী।

১৮ই জনুন রাত এগারটা—বেদিন ওদের বিয়ে হরেছিল, যেদিন তাদের বিয়ের চৌন্দ বছর পূর্ণ হবে, ঠিক সেই বিয়ের তিথিতেই মৃত্যুর সাথে সাংখাতিক ভাবে ওদের মিলতে হ'ল। ভাগ্যের কি নির্মাম পরিহাস! সে সময় ওদের বড় ছেলে মাইকেলের বয়স দশ আর ছোট ছেলে রবাটের ছয়। বড় ছেলেটি কিছু ব্রশ্বলো কিম্পু ছোট ছেলে রবাটে কিছুই ব্রশ্বতে পারলো না। কত বড় সর্বনাশ ওর হয়ে গেল। বাবা মা'র স্নেহ থেকে ওরা বিশ্বত হ'ল সারা জীবনের মত। বিচারের নামে একটা প্রহসন ঘটে গেল গণতল্রের মুখোসধারী ঐ ফ্যাসিন্ট মার্কিন সরকারের বিচারালয়ে। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপতে যদিও বজ্তার স্বাধীনতা, সংবাদপত্র আর ধর্মের স্বাধীনতার কথা স্বীকৃত তব্তু সেথানে চলছে তথন স্বৈরাচার। ঐ সব অধিকারগ্রলোকেই কেড়ে নেবার জন্য সরকার তথন বন্ধপরিকর। তাই রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তারের সংখ্যা বাড়ছিল দিন দিন।

স্নায়বিক উত্তেজনাকে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছিল সারা দেশ জ্বড়ে। রোজেনবার্গরা চাইছিলো নিজেদের অধিকারকে বুক দিয়ে রক্ষা করতে। তাই স্বাধীনতা, শান্তি ও ন্যায় বিচারের জন্য এবং পূথিবীর বুক থেকে যুল্খের ক্রম-বর্ধমান আতৎককে মুছে দেবার জন্য ওরা ছি**লো** অংগীকারবন্ধ। ওদের মতের সংগ্রে শাসকশ্রেণীর মতের মিল ছিল না। তাই তাদের জীবন বলি দিতে হ'ল। আইনের নামে ওটা নরবলি ছাড়া আর কিছা না। সাধারণ মানুষের কাছে ওদের ব্যাপারটার সত্যতা ওরা বেশী দিন লুকিয়ে রাখতে পারেনি। কদিন পরেই লোকে টের পেয়েছে ঐ শয়তানীর কথা। রাজনৈতিক কারসাজি সেদিন ফাঁস হয়ে গেছে। লোকে বুঝেছে ওরা ছিল নির্দোষ— নইলে ওদের দলিল বিচার বিভাগ সরিয়ে ফেলতে চাইবে কেন? কেন ওদের বিচারের নথিপত্র প্রচার সরকারের এত টালবাহানা? যদি প্রমাণ ওদের হাতে থাকবেই তবে সে গম্প্রচর ব্যক্তির গোপন তথাটি প্রকাশ করতে ওদের মৃত্যুর পরেও সরকারের এত গডিমসী ভাব কেন?

আসলে রোজেনবার্গরা ছিল দুরভিসন্ধিপূর্ণ রাজ-নৈতিক শিকার। তাই পক্ষপাতদুষ্ট বিচারে ওদের প্রাণ দিতে হ'ল। ওদের শত্রপক্ষরা নিজেদের গা বাঁচাতে ওদের **এই মামলায় জড়িয়ে ছিলো। কারণ ওরা ছিল য**ুদ্ধের বিরুদেধ আত্মযাদাসম্পন্ন বিরুদ্ধে। ফ্যাসিবাদের শান্তিকামী নাগরিক। তাই নিন্ন থেকে সর্বোচ্চ আদালত পর্যনত ওদের কথা কানেই তোলেনি। সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করার কোন সুযোগই ওদের দেওয়া হয়নি। আপীলেও তথ্য প্রমাণ খাড়া করবার সুযোগ দেয়া হয়নি। বিচারক কাউফম্যোন ছিল সরকারের হাতের প**্রতল**। অতএব হ্রুম তামিল করা ছাড়া তার আর করণীয় কিছু ছিল না। অপরদিকে সরকার বিশেবর মানুষকে বিদ্রান্ত করবার জন্য সরকারী প্রচার মাধ্যমগর্বিকে নিজের কফায় রেখে ইচ্ছেমত ওদের বি দেখ যার এমন মতামতগুলিকেই প্রচার করার চেণ্টা করে। ওদের বন্ধ ঘরে রেখে কাগজে. রেডিওতে দিনের পর দিন ওদের সম্বন্ধে নানা মিখ্যা খবর

রটানো হরেছিল, এতে জনসাধারণ ওদের নির্দোষীত। সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রন্থ ছিল। প্রচারষন্ত্র এমনভাবে স্চল রাখা হরেছিল—বে প্রতিটি লোক বলতে বাধা হয় যে, "কমিউনিন্ট সমর্থক হওয়ার অপরাধে অভিযুক্তদের মেরে ফেলাই যুক্তিযুক্ত।" এর পেছনে ছিল দেশের পররাণ্ট্র দস্তরের কারসাজি এবং স্বরাণ্ট্রীয় বিচার বিভাগের উন্দান। যে কোন প্রতিবাদের আন্দোলনের টার্টি ওরা এভাবেই টিপে ধরতে চেরেছিল।

রেজেনবার্গ দম্পতির মামলা চলাকালে ওদের বিরুদ্ধে সরকারের অংগ্রুলী হেলনে সংবাদপত্র যে নক্কারজনক ভূমিকা নিয়েছিল তা ভাবলে যে কোন সাংবাদিকই লম্জা পাবেন। ১৯৫১ সালে ৪ঠা জ্লাই নিউইয়র্ক ডেইলী মিরর পত্রিকায় খবর বেরোয়ঃ বর্তমানে মৃত্তু-প্রীতে বন্দী পারমার্ণবিক গ্লেস্তচর জ্বলিয়াস রোজেনবার্গ নাকি জেলের সেপাইকে বলেছে, "যদি আর দ্ব তিন বছর এমান করে টি'কে থাকতে পারি, তাহলে সোভিয়েটের বৈমানিকেরা আমাকে একদিন উম্বার করে নিয়ে যাবে।" অথচ এ একেবারে ভাহা মিথ্যা কারণ জেলের ওয়ার্ডেন বা অফিস এ খবর অস্বীকার করে এবং কোন সাংবাদিককেই এ কথা বলা হয়্যনি—তাও বলা হয়।

১৯৫৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী "নিউইয়ক বেল্ট" পত্রিকায় প্রচার হয়, "য়য়ৢড় রাম্প্রের মার্শাল উইলিয়াম ক্যারল অন্তিমকালান ব্যবস্থাদির জন্য মৃত্যুপরুরীতে (ফাঁসীর সেল) গেলে আণবিক বোমার মৃত্যুদ ভাজ্ঞাপ্রাপ্ত গর্পুচর জর্মলয়াস ও এথেল রোজেনবার্গ তাঁকে বলে য়ে, ইহ্বুদী ধর্ম যাজকের উপস্থিতি তারা চায় না। কারণ ইহ্বুদী ধর্ম যাজকেরা পর্মুজবাদীদের হাতের ফল্য বিশেষ।" এও এক জঘন্য অপপ্রচার কারণ পরে জানা গিয়েছিল এমন কথা কোন ধর্ম যাজককেই ওরা সেদিন বলোন। এর শ্বারা ওরা মান্বের মন ওদের সম্বন্ধে বিষিয়ে দিতে চেয়েছিল, যাতে কোন মান্বের মনে এতট্বুকু দয়ামায়া ওদের জন্য না থাকে।

মহামান্য পোপও সেদিন রোজেনবার্গ দম্পতির প্রাণ রক্ষার আবেদন জানিয়েছিলেন কিন্তু "টাইমস্" পত্রিকা সেই আবেদনও এমনভাবে বিকৃত করেছিল যার অর্থ দাঁড়ার অন্যরূপ। অর্থাৎ মহামান্য পোপ ওদের জন্য প্রাণ ভিক্ষার কোন আবেদনই করেননি। প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের একান্ত সচিব জেম্স হেগার্টিও সেদিন ওদের বিরুদেধ প্রচারে মুখর ছিল। আর একটি সংবাদপত প্রচার করে ব্রুকলিন-এর ইহুদী ধর্মবাজক মেয়ার শার্ফ নাকি বলেছিলেন যে, তিনি রোজেনবার্গ সম্পর্কিত কোন সমাবেশে যোগ দেবেন না-কারণ ঐ সব সমাবেশগর্লি নাকি কমিউনিষ্ট পরিচালিত। কিছুদন পরেই ফাঁস হয়ে গেল খবরটা—একদম মিথ্যা এবং মেয়ার भार्क निष्करे स्म कथा श्रकाम करत एन। ১৯৫৩ সালের ২৫শে ফেরুয়ারী, নিউইয়ক টাইম্স পত্রিকায় এক निवल्ध वना रह या, विनय-हे भ्राका द्राह्मेल नाहुन्त्र ক্লাবের ভোজসভায় রোজেনবার্গদের মামলার সরকারপক্ষের मरकाती छेकिन भारेनम् एक. तन्न वर्लाइतन्त

"কমিউনিন্টরা যখন আমাদের প্রাণ নেবার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছে, তখন আসুন আমরাই ওদের সাবাড় করি।" সংবাদপতের এই নক্কারজনক ভূমিকা এবং বিচার বিভাগের অসহযোগী মনে,ভাবের জন্য এবং সর্বোচ্চ আদালতের এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের নীরবতার জন্য রোজেনবার্গ দম্পতিকে সেদিন প্রাণ দিতে হয়েছিল। সংবাদপত্রের প্রতিদিনকার বিরুম্ধ প্রচার এবং এ মামলার সাথে অপ্রাসন্পিক বিষয়ের আমদানী করে জারীদের প্রভাবিত করা হয়েছিল। এতে জ্বারীরা রায় দানের অনেক আগেই রোজেনবার্গ দম্পতির প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছিলেন। তথনকার আমেরিকার রাজনৈতিক আবহাওয়া ছিল ভয় দিয়ে ঠাসা। যারাই একট্র ভিন্ন মত পোষণ করেছে, তাদেরই বিরুদ্ধে সরকারের ক্রোধ প্রঞ্জীভূত হয়েছে। রোজেনবার্গরাও ছিল তাদের বিষনজরে কারণ ওরা ছিল প্রগতিশীল। নিয়মমাফিক বিচার পাবার সুযোগ স্কবিধা থেকে সেদিন ওরা ওদের বঞ্চিত করেছিল। অবশ্য এর বিরুদেধও ছিল অনেকে। সর্বোচ্চ আদালত এই মামলা পূর্ণবিচার করতে অস্বীকার করায় বিচারপতি ब्राक विष्यंत्र প্रकाम कर्त्राष्ट्रलान। এवर সহযোগী विहातक ফ্র্যাঙ্কফট্র্টারও এ ব্যাপারে বিচারক ব্র্যাকের সঙ্গে সহমত

জর্বিয়াসের মতে "আর্মেরিকা সরকারের আসল চেহারা যে কি তা ওয়াশিংটনের সরকারী প্রচার শর্নেই বোঝা যায় না, আমাদের মামলার ব্যাপারে আদালতের আচরণ থেকে সরকারের আসল চেহারা নম্ভাবে ধরা পড়ে। জনমতের আদালত পাছে এই রাজনৈতিক বড়যশ্রের বির্দেধ প্রতিবাদে উত্তাল হয়—সেই ভয়েই যত তাড়াতাড়ি পারে—ওরা আমাদের দর্জনকে মৃত্যুর হাতে ঠেলে দিতে চায়।"

প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারও সেদিন ওদের প্রতি ঘারতর অন্যায় করেছিলেন। মোট কথা এই দম্পতির জীবন মরণের সঞ্চে জড়িত এ মামলাটির নথিপত্রগ্লোও তিনি একবার ভালভাবে পড়ে দেখেননি। বিবাদীপক্ষের কোন আবেদনেও তিনি কর্ণপাত করেননি। বিচার বিভাগের সিম্পান্তের ওপরেই অম্ধভাবে সই করে দিয়েছিলেন। নইলে অ্যাটণী জেনারেল তাঁর কাছে নথিপত্রগর্হিল পৌছে দেবার ঠিক আধ ঘণ্টা পরেই কি করে তাঁর লিখিত বিবৃতি বেরিয়ে গেল? এতে ধরে নেয়া ধায় এসব ছিল প্রেণ পরিকলিপত—অতএব বিচার-বিবেচনার অবকাশ সেখানে একেবারেই ছিল না। দেশে এমনভাবে বিচার প্রহসন চললেও বিশেবর প্রতিটি প্রান্তে যেখানেই এই মামলার সংবাদ বিশ্বমাত্র পৌছছে সেখান থেকেই উঠেছে প্রতিবাদের প্রবল ঝড়।

সারা দ্বিনয়ার মান্ব ওদের অপরাধ সম্পর্কে বথেন্ট সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। স্বদেশ ও বিদেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এ সম্পর্কে ওদের প্রাণভিক্ষার জন্য আবেদন জানান। বেন্জামিন ফ্যারিংটন রোজেনবার্গদের মুক্তি চেয়ে

প্রেসিডেন্টের কাছে আবেদন জানান। তিনি বলেছিলেন যে রোজেনবার্গ দম্পতির প্রাণদন্ডের ব্যাপারটা অব্যক্ষিত ঘটনা হবে এবং মার্কিন ন্যায় বিচার সম্পর্কে আমাদের ধারণা খারাপ হবে। রোজেনবার্গদের অমান<sub>ি</sub>ষিক দণ্ড দেওয়ার জন্য এবং বিচারের ব্যর্থতার জন্য সেদিন শতে-বুন্ধি সম্পন্ন বহু আমেরিকাবাসীও নিদার্ণ ক্ষুস্থ হয়েছিল। অবশ্য এর আগেও ওরা বার বার এর বির**ুশ্ধে সঞ্চব**শ্ধ হবার চেন্টা করেছিল। ১৯৫২ সালের ১২ই মার্চ রোজেনবার্গ মামলা পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে নিউইয়র্ক শহরের পিথিয়ান টেম্পলে অনুষ্ঠিত হয় এক বিরাট জনসভা। আমেরিকার হাজার হাজার মান্ত্রষ চেয়েছিল রোজেনবার্গ দম্পতি বাচত্রক তাদেরই প্রতিনিধি হয়ে হাজার খানেক মান্য ১৯৫২ সালের ২১শে ডিসেম্বর সাহসে ভর করে মিছিল করে এগিয়ে এসেছিল জেলখানায় রোজেনবার্গদের অভিনন্দন জানাতে। প্রিলশ সেদিন এই প্রতিনিধি দলকে জেলখানার ধারে ছে বতে দের্মান। ওরা তাই রেল স্টেশন থেকেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোজেনবার্গদের প্রতি দৃঢ় সমর্থনের কথা জানিয়ে দিয়েছিল। কিম্তু তাহলে কি হবে--স্বদেশের বিদেশের বহু আবেদন-নিবেদনের প্রতি বৃশ্ধাংগুষ্ঠ দেখিয়ে মার্কিন সরকার ওদের প্রাণ নিয়ে জঘন্য ক্রিঘাংসা চরিতার্থ করলেন।

দোষ ওরা করেনি এবং গুপ্তেচর বৃত্তির সংগ্য একেবারেই জড়িত ওরা ছিল না তব্ মৃত্যুপ্রীতে মাথার ওপরে মৃত্যুর খলা তুলে ওদের দিয়ে মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায় করে নেবার জন্য কি চেন্টাই না করে-ছিলেন মার্কিন সরকার। কিন্তু অন্যায়ের কাছে, মিথ্যার কাছে আত্মসমর্পণ করে ওরা বাঁচতে চার্মান। প্রতিবারই রোজেনবার্গরা বলেছে যে তারা নিরপরাধ। স্বেচ্ছার মৃত্যুবরণ তারা করবে কিন্তু নিজেদের মিথ্যে অপরাধী করে বেচে থাকার হীন প্রবৃত্তি ওদের বিন্দুমান্ত নেই। "কারো সাধ্য নেই রোজেনবার্গদের কান ধরে চালনা করে। রোজেনবার্গ দম্পতি শুখু একটি নির্দেশই মেনে চলে— সে নির্দেশ আসে অন্তরের গভীর প্রদেশ থেকে। সে নির্দেশ বিবেকের অলজ্যা নির্দেশ। মানুষকে তারা ভালবানে—সেই ভালবাসাই তাদের চালনা করে।"

মৃত্যুপন্নীতে বখন একান্ডে মিঃ বেকেট এথেলকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করলে এবং গুশুচর বৃত্তির কথা প্রকাশ করে দিলে তিনি হরতো এথেলের প্রাণ ভিক্ষায় প্রেসিডেণ্টকে রাজী করাতে পারেন। এ শুখু এথেল পাবে 'খা" হিসাবে। এথেল ব্রেছিল এ প্রস্তাব কি মারাত্মক। তাছাভা যে বিষয়ে তারা জড়িত নয় সে বিষয়ে কি স্বীকারে। তি দেবে।
তবে তো মিথার আশ্রয় নিতে হয়। সে ব্রেছিল
সরকার পক্ষের এটা একটা টোপ বাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে
সম্পর্কের ফাটল ধরে। ঘ্ণাভরে এথেল ঐ প্রস্তাব
প্রত্যাখ্যান করে বর্লোছল, "আমার স্বামী নির্দোষ, যেমন
নির্দোষ আমি নিজে। দ্বনিয়ার কারো ক্ষমতা নেই জীবনে
কিম্বা মরণে আমাদের আলাদা করে।"

রোজেনবার্গরা এই আশা রেখে প্রাণ দিয়েছিল, "আমাদের বির্দেধ আজ রাজনৈতিক দ্রভিসন্ধিম্লক এই যে মামলা আনা হয়েছে, সেটা একদিন দেশের মান্ব বিদেশের মান্ব ব্রুবে। আমরা ছিলাম সম্প্রিপে নির্দোধ—আজ হোক আর কাল হোক এ সতা সকলে জানবেই। আমাদের ছেলেরা যখন বড় হবে, ব্রুবতে শিখবে তখন ওরা ওদের বাবা-মা'র জনা গর্ববোধ করবে এবং মাথা উচ্ব করে ঘ্রুরে বেড়াবে। আইনের তুলাদন্ডে পক্ষপাতহীনভাবে বিচার করলে আমরা নির্দোষ তা প্রমাণিত হবেই।" জ্বলিয়াস মৃত্যুর আগে বলেছিল. "আমরা বিশ্বাস করি, দেশের মান্ব রোজেনবার্গদের রক্তে আমেরিকার ন্যায়ের দম্ভবে কলাইকত হতে দেবে না। সে কলাইক কোন দিনই মৃছবে না।"

না, সে কলঙক মোছেনি। সে দ্রপণের কলঙক আজও আমেরিকা শৃধ্ নয়—সারা বিশ্বের শাণ্তিকামী মান্বের মনকে নাড়া দেয়। রোজেনবার্গদের সেই দুই ছেলে আজ যুবক। রোজনবার্গদের ঐ দুই প্রের পদবী এখন মারোপোল। যাদের স্নেহদয়ায় থেকে ওরা বড় হয়েছে, মান্ব হয়েছে ওরা স্বেচ্ছায় ওদের পদবীকেই গ্রহণ করেছে। কিন্তু এজনা গর্বভরা বাবা-মার কথা ওরা এতারুকু ভোলেনি। ওরা দ্বজনে একটা বইও লিখেছে। বইটির নাম, "আমরা তোমাদের ছেলে—এথেল আর জুনিয়াস রোজেনবার্গের উত্তর্গিকারী।"

তারাই আজ মাথা উ'চ্ব করে তাদের মা-বাবার সেই
মিথ্যা মামলাকে আবার আদালতে বিচারের জন্য আনতে
চাইছে। এর ফলে ওরা ওদের বাবা-মা'কে ফিরে পাবে না
ঠিকই কিন্তু তাদের ওপর যে ঘোর অসত্য'কে চাপান
হয়েছিল তার সত্যতা উদ্ঘাটিত হবে। বিশেবর মান্য
জানতে পারবে প্রতিহিংসা পরায়ণ কোন ফ্যাসিল্ট সরকার
কত দ্রে নীচে নামতে পারে—কত ছল-চাতুরী করে
অপরের স্বাধীন মতামত ও চিন্তাধারার টব্টি টিপে ধরতে
পারে। রোজেনবার্গদের ছেলেদের এই প্রচেন্টার পেছনে
রয়েছে সারা বিশেবর স্বাধীন ও শান্তিকামী মান্বের
অন্তরের শ্রভেছা—ওরা জয়ী হোক।

## ইন্দিরা পান্ধীর নারকীয় অভিযানের প্রেক্ষাপট / অনিল বিশ্বাস

১৯৭৫ সালের ২৬শে জনুন ভারতের ইতিহাসে এক কলতকময় অধ্যায় রচনা করে। ভারতের জনগণ শাসকদল সেদিন গণতন্তের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালায় তা কোনিদন ভূলতে পারবেন না। ইন্দিরা গান্ধী দেশে আভান্তরীণ জর্বী অবস্থা ঘোষণা করে দেশে সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিশ্ব করে দেন। একমাত্র তদানীন্তন শাসক কংগ্রেসের, তাও আবার ঐ দলের একমাত্র নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক ভাষণ দেবার অথবা জনগণের কাছে বস্তুব্য পেশ করার অধিকার ছিলো। আর কার্বই কোন অধিকার ছিল না। সকলকেই ইন্দিরা গান্ধীর বস্তুব্যের সমর্থনে কথা বলতে হবে, তাঁর পক্ষ অবলম্বন না করলে কার্বই বাক্ স্বাধীনতা থাকবে না—এই ছিলো আভান্তরীণ জর্বী অবস্থার বাস্তব পরিস্থিতি।

নতন করে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে, সমস্ত প্রকার গণতান্ত্রিক অধিকারের অবলাপ্তি ঘটিয়ে এবং জঘন্যতম প্রেস সেন্সার্রাশপ চালা করে কংগ্রেস দল কার্যতঃ দেশে একদলীয় দৈবরতন্ত্রই কায়েম করেছিল। ৩৯ জন সংসদ সদস্যকে কারার দ্ধ করে ইন্দিরা গান্ধী তাঁর এই হৈবরতান্ত্রিক পদক্ষেপকে সংসদের অনুমোদন পাইয়ে দেন। এই সময় ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় দুম্ভভরে ঘোষণা করেছিলেন : "আমি ও আমার পার্টি ছাডা আর কে দেশ শাসন করতে পারে? কোন পার্টিই পারে না। সব পার্টিরই পরীক্ষা হয়ে গেছে।" তারপর প্রতিনিয়ত ভারতবাসীকে শোনানো হয় ঃ "আমি ছাডা দেশের ও জনগণের স্বার্থরক্ষার আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নেই। অমার মতই, আমার পথই দেশকে গঠন করার একমাত্র মত ও পথ: আমার বিরুদেধ যারা তারা সবাই দেশের শত্র, আমার নিজের দলের ভিতরে যারা আমার মতের বিরুদ্ধে তারাও দেশের শত্র।" কেবল ইন্দিরা গান্ধী নন, তাঁর বশংবদেরাও এই একই ধরনের কথা বলতে থাকেন। তদানীন্তন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট দেবকান্ত বডুয়া তো বলেই বসলেন: ইন্দিরাই ভারত।

তাঁদের এই সমস্ত বস্তুব্য ইতিহাসের কয়েকজন ডিক্টেটেরের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অণ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে চতুর্দশ লুইে বলেছিলেনঃ রাষ্ট্র? আমিই রাষ্ট্র। উনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ার জার বলেছিলেনঃ আমার সাম্রাজ্য আমার মতেই চলবে।

একদলীয় সৈবর শাসনের পথে পা বাড়াতে গিয়ে ইন্দিরা সরকার সংসদীয় গণতন্ত্রের সমসত রীতি-নীতিই লন্দন করতে থাকে। ঐ সময় সমসত বিরোধী দলকে নিষিম্প করা হয় না সত্য। কিন্তু সমসত বিরোধী, কি বাম আর কি দক্ষিণপদ্থী দলের কাজ-কর্মকে ইন্দিরা সরকার সতব্ধ করে দেয়। "বিরোধীদের বিরোধিতা করা চলবে না," "বিরোধীরা আমায় সমর্থন কর্ক"—এটাই ছিলো देन्दिता शान्धीत नीं छि. देन्दिता शान्धीत एनाशान।

বিধানসভার অধ্যক্ষ ও চেয়ারম্যানদের সম্মেলনে তদানীণ্ডন লোকসভার অধ্যক্ষ বলেছিলেন ঃ "বর্তমানে সমস্ত বিধানসভায় একমত হয়ে সরকারী সিন্ধাণ্ডগর্নিল পাস করতে হবে, সরকারী কাজ-কর্মে বিধানসভায় যেন কোনর প বাধা না দেওয়া হয়।" বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্তের কোন নিয়মেই এই ধরনের মন্তব্য করা চলে না। বিরোধীদের মতামত, অভিমত নিয়েই বুর্জোয়া গণতন্ত্র নিজেকে সমৃন্ধ করে এটা সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে ব্রেজায়া রাজনীতিবিদদের নিজেদের সংস্কা। বিরোধীদের মতামত না নিয়ে সংসদ বা বিধানসভা পরিচালনা করলে সেটা বুর্জোয়া গণতন্ত্রর সংসদীয় প্রথা হয় না। সেটা একটা একদলীয় এক নেতার সৈবরশাসনের রূপ নেয়। ইন্দিরা গাণ্ধী এ পথই গ্রহণ করেছিলেন।

এখানেই শেষ নয়। বিরোধীদের অভিমত, মতামত, বক্তব্য জনগণের কাছে যাতে না পেশছাতে পারে তার জন্য সমস্ত রকমের বাবস্থাই গ্রহণ করা হয়। কোর্টের অধিকার হরণ করা হয়। বিচার বিভাগকে প্রসাশন বিভাগের অধীনে আনা হয়। বিচার সম্পর্কে সমুহত বুর্জোয়া পুম্বতির অবসান ঘটানো হয়। সংবাদপতের অধিকার হরণ করা হয়। বিরোধী দল নেতাদের এমন কি সংসদে বিরোধী দলের সদসাদের কোন বক্তব্যও সংবাদপত্রের পাতায় স্থান পায় না। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী প্রকাশোই বলেনঃ যে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিক্রিয়াকে সাহায্য করছে সেই সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে কোন কথা বলব না। এই বলে কেন্দ্রীয় সরকার বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সংগে আলাপ-আলোচনা পর্য 🖅 সংবিধানের মৌলিক অধিকার স্থাগত রাখা হয়। হেবিয়াস কর্পাস আবেদনের অধিকারট্রকু পর্যন্ত কেডে নেওয়া হয়। প্রসাশনিক দ্বেচ্ছাচারিতায় কোন নাগরিক যদি নিহতও হন, তবুত নিহত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনের কোন অধিকার ছিল না আদালতে বিচার প্রার্থনা করার।

আভানতরীণ জর্বরী অবস্থার আর একটি বিষময় পরিণতি হলো, একের পর এক মিসা সংশোধন। ১৯৭১ সালে এই আইন যখন চালা হয় তখন কেন্দ্রীয় সরকারের স্কুপন্ট প্রতিশ্রুতি ছিলো সরকার রাজনৈতিক কারণে এই আইন ব্যবহার করবে না। কিন্তু তখন থেকেই এই আইন পদে পদে লাম্বিত হতে থাকে। আভান্তরীণ জর্বরী অবস্থায় সরকার নিজেদের স্বিধামত এই আইনের চার চারটি সংশোধন করায়। কোন ব্যন্তিকে গ্রেপ্তার কর হলে বিচার বিভাগও জানতে পারে না কেন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো? কুলদীপ নায়ার মামলায় বিচারপতি রঞ্গরাজন মন্তব্য করেছিলেনঃ "আমি জানতে চাই, সংবিধানকে তুলে

ধরতে আমি যে শপথ নির্মেছ তাতে বিচারক হিসাবে আমি জানতে বাধ্য, তাঁর আটকের পক্ষে কোন তথ্য বা কারণ কিছন আছে কিনা। আমি জানি না আমাদের ক'জন এখানে অবগত আছেন যে সরকার তার শপথনামায় বলেছে যে, কুলদীপ নায়ার যে একজন সাংবাদিক সেখবর তারা রাখে না। কুলদীপ নায়ার তাঁর দরখাস্তেই জানিয়েছেন, তিনি একজন খ্যাতনামা সাংবাদিক। সাংবাদিকতাই তাঁর একমাত্র পেশা এবং তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নন।

কিন্তু অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিম্টেট বা জেলা ম্যাজিম্টেট খোঁজই রাখেন না যে তিনি একজন সাংবাদিক। মনে হয়, তিনি খবরের কাগজই পড়েন না। কুলদীপ নায়ারের মত একজন সাংবাদিকের ক্ষেত্রেই যদি এমন হয়, তাহলে সাধারণ মান্বেরর বেলায় কি হতে পারে?" বিচারপতি রঞ্গরাজনের রায়ের শেষ বাক্যটি হল ঃ "আমরা যেটা ব্যাখ্যা করার চেন্টা করেছি তা হলো, আইনের শাসন কত্রপক্ষের স্বেচ্ছাচারী কাজ বরদাস্ত করবে না।"

একটি হেবিয়াস কর্পাস মামলার রায় দান প্রসংগ্রন্থীম কোর্টের বিচারপতি খালা মন্তব্য করেছিলেন ঃ "আদালতগন্লির হেবিয়াস কর্পাসের রিট জারি করার অধিকারকে আইনের শাসনে গণতাল্ফিক রাষ্ট্রগন্লির সব-চেয়ে গ্রন্থপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগন্লির অন্যতম বলেই বিবেচিত হয়ে থাকে। আইনের অনুমোদন ছাড়া কোন ব্যক্তিকে তার জীবন বা ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বিশ্বত করা চলবে না— এই নীতি জীবন ও স্বাধীনতা যে মন্ল্যবান সম্পদ, এই বিচার বিবেচনার গভীরেই দুঢ়রূপে বম্ধমূল।"

সংবিধান প্রদত্ত ব্যাপক জর্বনী অবস্থাকালীন ক্ষমতার জোরে হাজার হাজার রাজনৈতিক বিরোধীপক্ষের ব্যক্তিকে বিনা বিচারে বা স্কুস্পন্ট অভিযোগ ছাড়াই জেলে প্রবার সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণকে আইন সম্মত বলে আবার তিন জন বিচারপতি যে মন্তব্য করেছেন সে সম্পর্কে বিচারপতি খাল্লা মন্তব্য করেছিলেনঃ "বলতে গেলে আনুষ্ঠানিক অর্থে নাংসী আমলের সংগঠিত গণ-হত্যাকেও পর্যন্ত আইন সম্মত বলা চলে।"

বিচারপতি থাক্রা এবং বিচারপতি রণ্গরাজনের মন্তব্যই প্রমাণ করে আভ্যন্তরীণ জর্বরী অবস্থায় দেশের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। প্রমাণ করে নাগরিক স্বাধীনতা কিভাবে বিপন্ন হয়েছিলো।

এখন প্রশ্ন হলো, কেন ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দল গণতন্দ্র হত্যার এই জঘন্যতম পথ গ্রহণ করেছিলো? কেন দেশকে স্বৈরশাসনের পথে ঠেলে দিয়েছিলো? বাদিও ইন্দিরা গান্ধী জর্বী অবস্থা জারির কারণ হিসাবে তখন যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বির্দেধ সংগ্রাম করার জনাই তিনি আভান্তরীণ জর্বী অবস্থা জারি করেছিলেন। কিন্তু পরবতীকালে শাহ্ কমিশনের রিপোটে যে তথা প্রকাশ পায় তাতে জানা যায়, এলাহাবাদ হাইকোট ও স্প্রীম কোটে প্রতিক্ল রায়দানের পর, গ্রজরাটের নির্বাচনে

প্রতিক্ল রায়ের পর ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতাচ্যুত হবার আশব্দা প্রকট হয়ে ওঠে। তথন তিনি ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার জন্যই এই আভান্তরীণ জর্বরী অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন। একটি চক্রের ন্বার্থেই এই জঘন্যতম কাজ করা হয়েছিলো। জনগণের ন্বার্থে এটা করা হয়নি। গণতন্য থেকে একনায়কত্বে হঠাৎ পরিবর্তনের উন্দেশ্য ছিলো, সংকট থেকে শাসক দল ও তাদের শ্রেণীকে ক্ষমতায় রাখার পথ বের করা। কারণ, সংসদীয় গণতন্ত্র জনগণ ও শ্রমিকশ্রেণী যে গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করে আসছিলেন শাসকদলের শাসনের প্রতি তা হ্মিক হয়ে দাঁভিয়েছিল।

তদানীন্তন শাসকদলের দৈবরতান্ত্রিক ও একদলীয় একনায়কত্বের পথে যাবার সবচেয়ে বড কারণ ছিলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ। সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর আঘাত আসে গভীরতর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণসমূহের প্রেক্ষাপটে। ঘনায়মান অর্থ-নৈতিক সংকট ও মন্দা পরিস্থিতির মোকাবিলায় শাসক-দলের বার্থতা এই দানবীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পথ প্রশস্ত করে। জরুরী অবস্থা জারির প্রকৃত অর্থ ছিল জনগণের উপর নতন করে সংকটের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া, অর্থ-নৈতিক দাসত্বের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামকে পর্যাদ্ধত করা। জনগণকে হয় দাসত্বের শুঙ্খল পরতে হবে নতুবা তাদের জেলে যেতে হবে—এটাই ছিল আভ্যন্তরীণ জর্বী অবস্থার বাস্তব পরিস্থিতি। তাই দখা যায় আভান্তরীণ জর্বী অবস্থা ঘোষণার অব্যবহিত পরেই তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এক বিশেষ বেতার ভাষণে দেশী-বিদেশী একচেটিয়া প'্রজিপতিদের এই আশ্বাস দেন যে. আর শিল্প জাতীয়করণ হবে না। ১৯৭১ সালে নির্বাচনের সময় "গরিবী হটাও" শ্লোগান দিয়ে এক-চেটিয়া প'্রজিপতিদের সীমাবন্ধকরণ ও তাদের বিরুদ্ধে বাবস্থা গ্রহণের যে সমস্ত লম্বা-চওডা কথা বলা হয়েছিলো সেগুলোকে সুন্দরভাবে কবরস্থ করা হলো। একদিকে যেমন বৃহৎ প'্রজিপতিদের কোটি কোটি টাকা কনসেশন দেওয়া হলো, অপর দিকে বোনাস অর্ডিন্যান্স জারি করে শ্রমিকশ্রেণীর বোনাসের অধিকারটাকুও কেড়ে নেওয়া হলো।

গভাঁর অর্থনৈতিক সংকট তদানীশ্তন শাসকদলকে আতি কত করে তুর্লোছলো। গণতাশ্যিক পশ্যতিতে এই সংকট মোকাবিলা না করে ইন্দিরা গান্ধী সৈবরশাসনের পথে পা বাড়িয়ে ছিলেন-গণতশ্যকে থতম করেছিলেন। তাই তিনি যে অপরাধ করেছিলেন সেই অপরাধ হলো গণতশ্য হত্যার অপরাধ, সংবিধান ধনংসের অপরাধ। এজনাই আজ দেশব্যাপী দাবি উঠেছে গণতশ্য হত্যার অপরাধে ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ আদালতে বিচার হোক। এ দাবি এজনাই উঠেছে, ধনতাশ্যিক শাসন ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সংকট অনিবার্যভাবেই গভাঁর থেকে গভাঁরতর হবে। আর এই সংকটের প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতে কোন প্রধানমন্দ্রী যেন ইন্দিরা গান্ধীর পথে পা না বাড়াতে পারেন।

# পঞ্চায়েত নির্বাচন ও যুব সমাজ / অমিতাভ বরু

পঞ্চায়েত নির্বাচনে যুবকদের অংশগ্রহণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাথপিদে এবং প্রাথীকে জয়যুত্ত করাতে উভয় ক্ষেত্রেই যুবকদের ভূমিকা লক্ষ্যণীয়। দুমুদ্ত সংগ্রামেই, বিশেষতঃ নির্বাচনী সংগ্রামে যুবকরা দামনের সারিতে এগিয়ে আসেন ঠিকই। কিন্তু এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রামের ক্ষেত্যজ্বর, গরীব কৃষক এবং মাঝারি কৃষক ঘরের যুবকদের মধ্যে সাড়া অভূতপূর্ব। নিড়েনের ভূ'ই থেকে শ্রু করে হাটে, বাজারে, গণ্ডে, যানবাহনে অর্থাৎ গ্রামের দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই নির্বাচনী সংগ্রামের আওয়াজকে প্রধানত গ্রামের যুবকরাই পেশছে দিয়েছেন। আহার-নিদ্রাহীন, ক্রান্তিহীন পদক্ষেপে বীরদর্পে যুবকরা এগিয়ে গেছেন। অর্থলোভ, সাময়িক স্বার্থ, হুমকি, জ্লুম, ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে. গ্রামের কায়েমী স্বার্থবাদী, মোডল, মাতব্বর, প্রতিক্রিয়া-শীলদের মূথের উপর তুড়ি মেরে যুবকরা এগিয়ে গেছেন। ক্ষেতমজ্বর যেমন তার জমি ফিরে পাওয়ার পথকে আঁকড়ে ধরেন, কৃষক যেমন তার ফসল রক্ষার পথকে আঁকড়ে ধরেন বুক দিয়ে তেমনি এবার গ্রামের যুবকেরা বুক দিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনী সংগ্রামকে আঁকড়ে ধরে ছিলেন। এযেন ছিল তাদের বাঁচা মরার সংগ্রাম। গ্রামের মানুষের ঐক্যটাও ছিল তাই অত্যন্ত আঁটো-সাঁটো। সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবৈষম্য ইত্যাদি বিভেদমূলক প্রচারের বান ডাকিয়ে দিয়েছে কিন্তু ঐক্যের বাঁধকে ভাঙতে পারেনি। শত্রর মুখে ছাই দিয়ে, দামামা বাজিয়ে পঞ্চায়েত ক্ষমতা থেকে কায়েমীস্বার্থবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল বাস্ত্র-ঘ্রুদের বিতাড়িত করেছে, বিচ্ছিন করেছে, জয়ের ফসল বামফ্রণ্টের ঘরে তুলেছে গ্রামের যুবকরা তথা সাধারণ মানুষ।

কিন্তু গ্রামের যুবকদের মধ্যে এই সংগ্রামী জাগরণের উৎস কোথায় ? এটাই ইতিহাসের মহৎ শিক্ষা যে চেতনার বিকাশ আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের সহায়তায় হয় না. অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চেতনার বিকাশ ঘটে। যতটা চেতনার বিকাশ ঘটে বন্ধ্যা প্রাতন ব্যবস্থাকে তভটাই ভেঙে সে বেরিয়ে আসতে চায়। হাতিয়ার ঐক্যবন্ধ সংগঠিত भोतः। युवकता ममारकत शांगशाहृत्यं छता সংবেদনশীল গতিশীল অংশ। দেশের অধিকাংশ যুবক কৃষিজ্ঞীবী, গ্রামে বাস করে। শিক্ষার অভাবে পশ্চাতপদতা এদের মধ্যে বেশী। তাই নশ্ন সামশ্তযুগীয় শোষণের ছোবল এদের উপরই বেশী। বিগত ৩০ বংসরের কংগ্রেসী আমলে গ্রামীণ যুবকরা ত' চোখ বুজে থাকেননি, চোখ খুলেই তারা চলেছেন। দেখেছেন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিবের আকাশছোঁয়া দর। ফসলের দাম নেই। বাড়ছে। জমি চলে যাচছে। কৃষক ক্ষেতমজনুরে পরিণত হচ্ছে। নিজের জমিতেই জন খেটে খেতে হচ্ছে।

কোনো যুবক ছেলে বাবার কাছ থেকে জেনেছে, তার বাবা যে জমিটায় খাটে সেই জমিটা একদিন তাদেরই ছিল। বাবা হয়ত বলবেন নসিব, যুবক বলবে, না, এ অত্যাচার। বর্তমানে গ্রামে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ ক্ষেতমজ্ব । বছরে ১৫০ থেকে ১৮০ দিন এদের কাজ থাকে। তারপর বেকার। তথন এদের কাজ গ্রাম থেকে গ্রামান্ডরে, জেলা থেকে জেলান্তরে, শহরের পথে পথে—চাই কাজ আর কাজ। এছাড়া আছে স্থায়ী বেকার বাহিনী, যার মধ্যে ১টা/২টা করা যুবকও আছে। প্রশ্ন করবেন কেন এমন গ্রামের বৃদ্ধ যে তিনি হয়ত বলবেন– নিসব, যুবক বলবে—না এ শোষণ। যতই বেকারী বাড়বে ততই মজুরী কমবে। ধনীদের মুনাফা বাড়বে। অর্ণ্ধা-হার, অনাহার, নুশ্নতা, আচ্ছাদহীনতা গ্রামের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষের নিতা সংগী। এর পরেও দেশের অধিকাংশ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কোথা থেকে হবে? শিল্পের প্রসারই বা কি করে হবে ? বিগত ৩০ বছর ধরে কংগ্রেস বলে এসেছে, দেশের কল্যাণ হচ্ছে। স্বাধীনতার প্রায় ১০০ বছর আগে সাহিত্য সম্রাটের সেই উদ্ভিটি স্মরণে আসে—"বল দেখি চশমা নাকে বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে?...দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মণ্গল? আমার মণ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ ? তুমি আমি দেশের কয় জন ? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কুষিজীবী।" একথা ক্মরণে আসে তখন, যখন গ্রামের যুবকরা দেখেন দেশের মুন্টিমেয় লোক যাদের হাতে জমি কেন্দ্রীভূত সেই জোতদার—জমিদারদের পেলব পৌষমাস আর গ্রামের অধিকাংশ মান,ুষের সর্বনাশ। গ্রামের যুবকরা ধিক্কার দেবে কাকে, নিসবকে? না, কংগ্রেস সরকারকে? মানব-ইতিহাসে ভন্ডামীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব যারা করে এসেছেন। প্রতিদিন মিথ্যা প্রচার করে অশিক্ষিত জনসাধারণকে ভালিয়ে রাখবার চেন্টা করেছে, 'কল্যাণের' গলাবাজি করে, নিজেদের স্বার্থের গ্রামের গরীব মান্ত্রষ, কৃষক সমাজকে নিঃস্ব, পণ্যা করে দিতে চেয়েছে কংগ্রেস সরকার। পণ্যা করে দিতে চেয়েছে দেশের অধিকাংশ লোক জাতির মের্-দণ্ডকে।

এই অবস্থার দৃশ্যপটেই ১৪ বছর আগে গ্রামোগরনকলেপ প্রতিষ্ঠিত হলো গ্রামাণ্ডলে পণ্ডায়েতরাজ। পণ্ডায়েত ক্ষমতায় তারাই এতদিন থেকে এসেছে জনগণের ন্যানতম গণতান্দ্রিক অধিকার, নির্বাচনের অধিকার থেকে জনগণকে বিশ্বত করে, যারা গ্রামাণ্ডলে কায়েমীস্বার্থবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল, জোতদার-জমিদার, মহাজন, স্কুথোরদের প্রতিনিধি। এরাই আবার প্রধানত গ্রামাণ্ডলে কংগ্রেসের

বাহন। তাই পঞ্চায়েত গ্রামাণ্ডলে শোষণ, অত্যাচারের পক্ষেই থেকেছে। তৃষ্ণার জল থেকে বণ্ডিত হয়েছে, পায়ে চলার রাস্তার সংখ্যা নগণ্য মাত্র। গ্রামর চিকিৎসা কেন্দ্র অত্য•ত অপর্যাপ্ত। রোগের উপশমের পরিবর্তে রোগ বৃষ্ণির স্থল। একটাুকু কারমেটিভ মিকচার আর সালফা-গুইনাডাইনের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় রোগীকে। বহু গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র হয় না, ছাত্র বাবার সংগে অধর্ব মজ্বরীতে মাঠের কাজে যায়। পঞ্চায়েত মান্যুষ থেকে বিচ্ছিন ট্যাক্স বসানো আর ট্যাক্স আদায়ের যত্তে পরিণত হয়েছে। পঞ্চায়েতের কাছে বিচার চাইতে গেলে, বিচারের পরিবর্ত নেমে এসেছে অত্যাচার। ক্ষেতমজ্বর, কৃষক আন্দোলন করেছে পঞ্চায়েত তখন প্রলিশের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। এমনকি গ্রামের দ্বঃস্থ, অনাহারগ্রহত মান্ধের ত্রাণকার্যের টাকা, গম আগুসাং করতেও পিছপাও হয়নি এরা।

বিগত ছয় বছর পশ্চিমবঙ্গ ছিল 'জর্রী অবস্থার' কবলে; আনুষ্ঠানিকভাবে যে জর্রী অবস্থা গোটা দেশে কায়েম করে ভাণ্ডাবাজী মসতানবাজী আর শোষণের এক উন্মন্ত চেহারা দিয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার। গণতন্তকে ধরংস করেছিল ওরা। এরই নাম স্বৈকরা গিছিয়ে থাকেনি। গোটা দেশে কংগ্রেসের পরাজয়, স্বৈরতন্ত্রর পরাজয়, এক বিরাট পরিবত্নে পশ্চিমবাংলার জনগণ প্রতিষ্ঠা করলেন বামফ্রণ্ট সরকার।

গত এক বছরে বামফ্রণ্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতার

মধ্যে থেকেও যে কাজ করেছেন গ্রামের গরীব মানুষের

দ্বাথে, য্বকদের স্বাথে এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে এই সরকার কাজের স্বাথে কাজ করতে চার। বামফ্রণ্ট শুধ্ব বক্কুতাই দেরনি, সরকারে গিয়ে কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করেছে এ কাদের সরকার। আরো ক্ষমতা থাকলে আরো বেশী জনগণের স্বাথেই তা এই সরকার প্রয়োগ করবে এতে আর সন্দেহ কি। প্রমাণিত হচ্ছে একটা সরকারের গণম্খীন নীতি জনস্বাথে তার কর্মস্চীকে র্পারণ করতে, কার্যকরী করতে সাহায্য করে, দেশের মান্বের কল্যাণের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে। গ্রামের য্বকরা তাদের সংগ্রামী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এক নতুন চেতনার, আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে এগিয়ে এসেছেন।

"এই সব মুক্ত শ্লান মুক মুখে দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্লান্ত শৃত্তক ভান বুকে ধ্রনিয়া তুলিতে হবে আশা:

......মৃহুত তুলিয়া শির একত দাঁড়াও দেথি সবে; যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীর তোমা-চেরে, যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।"

বামফ্রণ্ট সরকার কবির এই বিপ্লবী বাণীকে বাস্তবে র্প দিতে চেয়েছেন। তাই বামফ্রণ্ট সরকারের প্রতি গ্লামের যুবকদের শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা এত গভীর।

পণ্টায়েতের কাজে য্বকরা য্তু হবে, অভিজ্ঞতা
অর্জন করবে নতুন চেতনায়, নতুন ঐক্যবন্ধ শক্তি নিয়ে
যেখানে বাধা পাবে সেই বাধা অতিক্রম করার ভাষায় মৃত্
হয়ে উঠবে গ্রামের য্বকরা। শোষণ, অত্যাচার, নিপীড়নের
অবসান ঘটানোর লক্ষ্যেই য্বকরা অগ্রসর হবে এটাই
যুব-জীবনের বর্তমান যুগ ভাষনা।

"আমার কাছে মান্যের বাইরে কোন ভাবের অস্তিম্ব নেই। কেন না আমার মতে একমাত্র মান্যই সমস্ত কিছার এবং সমস্ত ভাবের স্ভিকর্তা; এবং এক মহান কমী। আমাদের এই প্রিথবীতে যা কিছা শ্রেষ্ঠ ও সাক্ষর সেন্দর সেন্দরই মান্যের শ্রম দিয়ে স্ভিই হয়েছে; তা তার কুশলী হাতের স্পর্শেই স্ভিই হয়েছে।"

—ম্যাক্সিম গোকি





(সচিত্র মাসিক যুবদর্পণ)

मश्रम मरथा।। ज्ञा ३৯०४

### সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

কান্তি বিশ্বাস

সহ-সম্পাদক বনভূষণ নায়ক

ব্ৰকল্যাণ বিভাগ/পশ্চিমবংগ সরকার ৩২/১ বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলিকাতা-৭০০০০১

প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

পশ্চিমবংগ সরকার যুবকল্যাণ বিভাগের পক্ষে শ্রীরণজিং কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীগণেশ চাঁদ দে কর্তৃক তর্ন প্রেস, ১১ অক্র দত্ত লেন, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।

# जूठी

২৩৫ ঃ সম্পাদকীয়

২৩৭ ঃ স্নাতক পর্যায়ে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা
—ডঃ রমেন্দ্র কুমার পোম্দার

২৩৮: আমার মাটির পৃথ্বী
—বাস্বদেব পাঞ্জা

২৩৮ : ব্রকের মধ্যে

—রঞ্জিত কুমার সরকার

২৩৯ : ডিগ্রী কোস সম্হের প্রস্তাবিত ন্তন ধাঁচ

২৪১ : বাম সরকারের এক বছর : ছাত্র-যুবরা কি পেলেন?

—সাইফুদ্দীন চৌধুরী

২৪৫ : সাঁওতাল বিদ্রোহ
—অমিত সরকার

২৪৯ : এ শিরোশ্ছেদ কার?

—স্কুমার দাস

২৫৩ : ছাত্র আন্দোলন ও 'অরাজনীতি' --ম্পাল দাস

২৫৭ ঃ খেলাধ্লায় আমরা পিছিরে পড়াঁছ কেন?
—রণজিং কুমার ম্থেপাধ্যায়

২৫৯ : চিত্রে রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব/১৯৭৮

২৬২ ঃ শ্বভ ও তার স্বপেনর ঢেউ —প্রদোষ মিত্র

• •	
	ফ্লেস্ক্রেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটা <b>ম</b> ্টি
	পরিস্কার হস্তাক্ষরে <b>লে</b> খা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।
	সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ৎ দাবী করা চলবে না।
	কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরং পাঠানো সম্ভব নয়। পান্ডুলিপির বাড়াত কপি
	রেখে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।
	বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ২০০০ শব্দের বেশি হলে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত
	হবে না।
	ধ্বকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকগণ তত্ত্বগত বিষয়ের
	চেয়ে বাস্তব দিকগ্রনির উপর বেশি জোর দেবেন।

रसधा शार्राटक इरका :

নিজ এলাকায় গ্রামীণ ও ক্ষর্দ্র কুটির শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা ও গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব থাকলে পাঠকবর্গের কাছে তার আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। এই প্রস্তাব বিশদ বিবরণসহ বিভাগীয় যুক্ম-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, ৩২/১, বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-৭০০০১, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

গ্রামবাংলার চিন্তাশীল তর্ণ লেখকগণ নিজ নিজ লেখা পাঠান। যুবমানসের সমালোচনা আহ্বান করি।

সম্পাদক: যুৰমানস

### সম্পাদকীয়

জনগণের শত্র আর নিন্দর্কদের ম্থেছাই দিয়ে বামফ্রণ্ট সরকারের প্রথম বছর সাফল্যের সেগে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই এক বছরেই সারা দেশের দৃষ্টি কেড়েছে পশ্চিমবংগ। জনসাধারণের বিপর্ল সমর্থন এবং সহযোগিতাই বামফ্রণ্ট সরকারের শক্তির উৎস। সরকারের প্রতিটি কমের পিছনে রয়েছে সাধারণ মান্ধের উল্লেখযোগ। ভূমিকা। ফলে শত বাধা-সীমাবন্ধতা সত্তে সারা রাজ্য জর্ড়ে এক নতুন উদ্যোগ, কর্মচাঞ্চল্য দেখা বাচ্ছে। মান্য নতুন আশায় ব্রক বেধেছেন। ম্লাবোধ, মর্যাদাবোধ আর আস্থা ফিরে এসেছে তাদের মধ্যে।

সমাজ-সভ্যতার শন্ত্র, মান্থের রড় শোষণকারী অন্ধকারের জীবদের সগর্ব প্রকাশ্য দাপাদাপি এখন অনেকাংশে স্তিমিত। অন্তত মন্ত্রীসভা এবং তার পরিচালক বামপন্থী দলগর্নল এদের মদত যোগায় না। বিগত বছরগ্রেলাতে জনসমর্থনহীন, কায়েমী স্বার্থবাদী নৈতিকতাহীন লোকজনেরা মন্ত্রীসভা থেকে শ্রুর্ করে রাজ্যের নানা গ্রুর্পণ্ণ পদে আসীন ছিল। সারা রাজ্যে আবাধে চলছিল নৈরাজ্যা, অভ্যাচার আর দ্নিগতির জায়ার। য্ব-ছান সমাজকে নৈতিকতাহীন, স্বার্থপর ক্লীবে পরিণত করার অপপ্রয়াস চলছিল। কলেজ ছান্ত্র সংসদগ্রলো হয়ে উঠেছিল যথেচ্ছাচার, তহবিল তছর্প, সন্ত্রাস স্টিট আর নানা অসামাজিক কার্যকলাপের আখড়া। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রথা উঠে গিয়েছিল সারা দেশ থেকে। অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ, খ্ন, সন্ত্রাস, ডাকাতি রাহাতানি ছিল অতি সাধারণ চিত্র। সাধারণ মান্থের নিরাপতা বলতে কিছ্ই ছিল না।

পশ্চিম বাংলার মান্য এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তাদেরই বিপ্ল সমর্থনে বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আস্থান। মন্ত্রীসভাও দেশের সাধারণ গরিব মান্যের আস্থা, আশা-আকাজ্কা অনুযায়ী অত্যন্ত সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও যথাসাধ্য করবার চেণ্টা করছেন। যদিও করণীয় অনেক কিছুই এখনও করা যায়ান, যা করা গেছে প্রয়োজনের তুলনায় তা সামানাই। সরকারের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করবার সাথে সাথেই আমাদের মাননীয় মুখামন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে, বামফ্রণ্ট শ্ব্র্ মহাকরণে বসে রাজ্য শাসন করবে না—রাজ্যের সাধারণ মান্যের সমর্থন, সহযোগিতা, পরাম্বর্ণ এবং তদার্রিকতে রাজ্য শাসনে চলবে। জনসাধারণ রাজ্য শাসনে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

সরকারের এই দ্ণিউভগীর ফলেই সাধারণ মান্ধের আত্মবিশ্বাস, মর্য।দাবােধ এবং আন্থার জন্ম হয়েছে। এই আত্মবিশ্বাস, মর্যাদাবােধ এবং আন্থা তাদের পেণছে দেবে ইন্সিত সমাজ পরিবর্তনের ভবিষাং চ্ডান্ত সংগ্রামের পথে। এটিই হ'ল বামফ্রণ্ট সরকারের সবচেয়ে বড় সাফলা। গ্রাম-শহরের লক্ষ্ণ কােটি নুবজ, অর্ধনন্দন ম্য়মান মান্ধেগ্রলা সােজা হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে শিখছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের অভ্তপ্র্ব সাফলা তাদের মনােবল আরও কয়েকগ্রণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এই প্রধান সাফলাের সাথে সাথে উয়য়নম্লক কাজ কর্মেরও কিছ্র উল্লেখযােগা অগ্রগতি হয়েছে গত এক বছরে। যদিও এই অগ্রগতিতে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াছে দেশের ধনতান্ত্রিক আর্থ-ব্যবন্ধা আর রাজ্যের অতি সীমিত সহায়সম্পদ-ক্ষমতা। আজকের দিনে সমাজের অগ্রগতির প্রধান শর্তই হল ধনতন্ত্রের অবসান ঘটান। প্রথবীর কোন দেশই আর ধনতান্ত্রিক পথে নতুন করে অগ্রগতি ঘটাতে পারছে না। খোদ আর্মেরকাতে বেকারের সংখ্যা ১ কোটির ওপর এবং নিরক্ষর ২ কোটি। ভারতের মত দ্বলি ধনতান্ত্রিক দেশের কথা সহজেই অনুমেয়। এখানে অগ্রগতির প্রধান শর্ত হ'ল, ক্ষিতে জ্যেতদারী, জমিনারি প্রথার বিলোপ সাধন, একচেটিয়া পশ্লিবাদের অবসান এবং

বিদেশী প'্রজির বাজেরাপ্তকরণ। অবশ্যই এগর্নল হাতে হবে শ্রামক শ্রেণীর নেতৃত্বে। অথচ এ সমস্ত করার কোন ক্ষমতাই রাজ্য সরকারের নেই। আর দেশী সম্পদের অধিকাংশটাই নির্দেশ্য করে কেন্দ্রীয় সরকার। এমত একটি অবস্থার মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার পরিচালনা করছে। পদে পদে সন্মাবন্ধতার মধ্যেও সরকার ও জনসাধারণের ঐকান্তিক প্রচেন্টায় কিছ্ কাজ করা সম্ভব হয়েছে। শৃধ্য যুব-ছাত্র সম্পর্কিত কয়েকটির উল্লেখ করব।

সরকার ইতিমধ্যেই ষণ্ঠ শ্রেণী পর্য কত শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছেন। ৭৯' সাল থেকে অন্টম শ্রেণী পর্য কত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে। ২০ লক্ষ প্রাথমিক ছাত্রদের মধ্যে ডে-মিলের প্রসার ঘটান হয়েছে। প্রতি বছর ১০০০টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় ল্থাপনের কর্ম স্চী গৃহীত হয়েছে। অপদার্থ অযোগ্য মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষ দ বাতিল করে প্রশাসক নিয়োগের মাধ্যমে পর্য দে নতুন প্রাণ সন্ধার করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গ্রনিকে দ্নীতি মৃক্ত কর্ম দক্ষ করে তোলার জন্য বয়ঃসীমা অতিক্রান্ত অকর্মণ্য সিনেট, সিন্ডিকেট বাতিল করে কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। এক বছরের মধ্যে গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচন হবে।

যুবসমাজের দীর্ঘদিনের দাবি অনুযায়ী সরকার বেকার যুবকদের জন্য মাসিক ৫০ টাকা করে ভাতা প্রবর্তন করেছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতি বছর নতুন ৪০০০ শিক্ষক এবং মাদ্রাসাগ্রলিতে ১০০০ নতুন শিক্ষক নিয়োগ সরকার মঞ্জর করেছেন। সংখ্যালঘু এবং অনুমত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য নতুন ১১৮ 'বুক ব্যাৎক' খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নানা স্তরে পাঠাসচীরও পরিবর্তন ঘটান ইচ্ছে। ইতিমধোই উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যস্চীর বোঝা কমান হয়েছে। মেদিনীপ্ররে একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই পাকা হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের অবসানকল্পে পূর্ব নির্দিষ্ট দিনে পরীক্ষা এবং দ্রুত ফল প্রকাশের জন্য সর্বতো প্রচেষ্টা চলছে। দ্র্নীতি, **স্বেচ্ছাচার এবং অযোগ্যতার** অভিযোগে সরকার ইতিমধ্যেই কয়েকটি কলেজ অধিগ্রহণ করেছেন। যুবকল্যাণ দপ্তর তার দ্ভিউভগ্গীর পরিবর্তন ঘটিয়েছে। অসামাজিক জীবদের নয়, সামাজিক দায়িত্বসম্পন্ন যুবকদের শিক্ষিত ও সংগঠিত করার কর্মসূচী নিয়েছে যুব-কল্যাণ দপ্তর। এ বছরই প্রথম এই দুংতরের উদ্যোগে রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব সাফল্যের সংখ্য অনুষ্ঠিত হয়েছে। এক বছরের মধেই নতুন ৫০টি ব্লক যুবকেন্দ্র খোলা হয়েছে। আরও ১০০টি খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। এছাড়াও ৩৪টি নতুন মহকুমা যুবকেনদ্র খোলা হচ্ছে। প্রের তুলনায় বাজেট বরান্দ তিনগুণ বেড়েছে। নতুন ২৫০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে মোট ৫,৬৬৩জন শিক্ষা নিচ্ছেন। ৫৩টি বৃত্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১,৪২৫জন শিক্ষা নেন। ৫৪টি বিদ্যালয় সমবায় খোলা হয়েছে।

খেলাধ্লার স্যোগস্বিধা বৃদ্ধি ও উন্নতিকল্পেও সরকার বিশেষ উদ্যোগী হয়েছেন। শিক্ষার প্রসার, সংস্কার ও উন্নতি এবং য্বজীবনের সমস্যাগ্র্লির সমাধান-কল্পে নানা কর্মস্চী অথের অভাবে গ্রহণ করা যাচ্ছে না। রাজ্যের হাতে অধিক অথি এবং ক্ষমতা ছাড়া সে সব সম্ভব নয়। আর শিক্ষাকেও সংবিধানে রাজ্য তালিকাভুক্ত করা একান্ত আবশ্যক। এ সমস্ত নিয়ে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সংগ্র আলাপ আলোচনা করছেন। য্ব-ছাত্র সমাজকেও রাজ্যের হাতে অধিক অর্থ ও ক্ষমতার দাবিতে জনমত গড়ে তুলতে হবে।

## সাতক পর্যায়ে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা / ডঃ রমেল্ল কুমার পোদ্দার

(সহ উপাচার্য (শিক্ষা), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

প্রায় ৫০ বংসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ দ্বঃখ করে বলেছিলেন যে আমাদের বাংলা ভাষা শ্ব্রু ভাবের ভাষা হয়েই রইল—ভাবনার ভাষা হলো না। যে কোন বিষয়েই একট্র গভীরভাবে জানতে হলে, ব্রুবতে হলে আমাদের ইংরাজী ভাষার শরণাপন্দ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সর্বাধ্বনিক অগ্রগতির খবর পেতে হলে, সিত্যি বলতে কি, বাংলাভাষা না জানলেও চলে। মাত্ভাষার এই দৈন্যদশা আমাদের সবইকেই পীড়িত করে। এ নিয়ে অনেক আলোচনা, অনেক কান্নাকাটি হয়েছে কিন্তু তাতে অকম্থার খ্ব বেশী হেরফের হয়ান। তাই অনেকেই বলছেন, উচ্চশিক্ষার জন্য আমাদের ইংরাজী ছাড়া চলবেনা। ইংরাজী সকলকেই বাধাতামূলক ভাবে শিখতে হবে।

আমার মতে এটা সম্পুর্ণভাবে পরাজিতের মনোভাব।
নর্ম্যান রাজত্বে ইংলন্ডে ও প্রাক্-বিপ্লবকালীন র্মদেশেও
ঠিক আমাদের মতই মাত্ভাষার বদলে ফরাসী ভাষা ছিল
উচ্চশিক্ষার এবং উচ্চকোটীর ভাষা। কিন্তু ইংলন্ডে ও
র্মদেশে গণতান্তিক ও সমাজতান্তিক পরিবর্তনের পর
তাদের নিজ নিজ মাত্ভাষা, ইংরাজী ও রাশিযান ভাষা
য়
সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা ও কাজকর্মের প্রচলন হয়। তার স্ফল
আজ এতই প্রকট যে তা আর কারো ব্বিয়ের বলার অবকাশ
রাখে না। এই একই ইতিহাস-প্রমাণিত পথ নিয়েছে জাপান
চীন, ভিরেংনাম এমনকি থাইল্যান্ড-ও। শ্ব্র্যু আমরা
বাঙ্গালী বা ভারতীয়রাই বা কেন পিছিয়ে থাকব?

এটা বললে অবশাই সত্যের অপলাপ হবে যে, আমরা মাত্ভাষায় শিক্ষা বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার কোন প্রচেষ্টাই করিনি। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে রামেন্দ্রস্কর রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র--এরা সকলেই জনগণের কাছে মাত্রভাষার মাধ্যমে নিয়ে যাওয়ার জনা সক্রিয় ও নিরলসভাবে কাজ করেছেন। "শিক্ষণীয় বিষয় মাত্রেই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যপ্ত করে দেওয়ার'' উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে "লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা" সিরিজের প্রকাশনা শ্বর করেন ১৩৪৬ সালে বিশ্বভারতীর মাধ্যমে। এই উদ্যমের প্রস্তাবনায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, "গলপ ও কবিতা বাংলাভাষাকে অবলম্বন করে চারিদিকে ছডিয়ে পড়েছে। তাতে অলপ শিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মনে মননশন্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিলা ঘটবার আশুকা প্রবল হয়ে উঠেছে। এর প্রতিকারের জন্য সর্বাঞ্চীণ শিক্ষা অচিবাং অত্যাবশাক। বৃদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান চর্চার।"

রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাধারা আমাদের দেশের বিজ্ঞানী সমাজকে প্ররোপ্র্রির অনুপ্রাণিত করতে পার্রোন। তার কারণ হিসাবে তিনি নিঙ্গেই মণ্ডবা করেন, "আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞ লোক অনেক আছেন। কিণ্ত তাদের অভিজ্ঞতাকে সহজ বাংলাভাষায় প্রকাশ করার অভ্যাস অধিকাংশ স্থলেই দূর্লভ"। যাহোক, রবীন্দ্রনাথের এই প্রেরণা একেবারে বার্থ হয়নি। পরবতীকিলে আচার্য সত্যেদ্রনাথ বস্ব মহাশয়ের নেত্ত্বে একদল কৃতবিদ্য বিজ্ঞানী "বংগীয় বিজ্ঞান পরিষদ" প্রতিষ্ঠা করেন ও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁদের এই উদ্যোগ এখনো অব্যাহত ও তাঁদের পরিচালিত মাসিক পত্রিকা "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" মোটামুটি জনপ্রিয় এবং প্রায় একমাত্র পত্রিকা যা বাংলা-ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে জনস্থারণের কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা নিরলসভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে আশ্বেতাষ-শ্যামাপ্রসাদের নেত্ত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরবতীকালে পশ্চিমবঙ্গা সরকারের উদ্যোগে মধ্যশিক্ষা পর্যদ ও পশ্চিমবঙ্গা পর্যদ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। এই দীর্ঘকালের প্রচেটার ফলগ্রুতি হিসাবে আজ স্কুল পর্যায়ে বাংলায় বিজ্ঞান পড়ানো-শোনানো প্রায় সার্বজনীন হয়েছে।

দ্বঃখের বিষয়, প্রয়োজনের তুলনায় এই অগ্রগতি প্রায় নগণ্য বললেই চলে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে বাংলা ভাষায় পঠনপাঠন বলতে গেলে এখনো শ্বরুই হয়নি। অথচ এই স্তরে বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা না হলে সার্বজনীনভাবে বিজ্ঞান মনস্কতার স্বাণ্টিই হবে না। স্কুল পর্যায়ে যে বিজ্ঞান শেখানো হয় সেটা মোটামুটি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের মূলকথাগুলো প্রায় আপ্তবাক্যের মতো শিখিয়ে দেওয়া হয়। যেমন ধরুন, পরমাণুর গঠনশৈলীর বিষয়। পরমাণ্বর নিউট্টন ও প্রোটনে ঠাসা একটা ছোট কেন্দ্রক আছে, তার চারদিকে তুলনামূলকভাবে অনেকটা জায়গা জ্বড়ে রয়েছে ইলেকট্রনগ<sup>্ন</sup>লো। স্কুলপর্যায়ে এই জ্ঞানট্যুকুই বলে দেওয়া যেতে পারে. কিন্তু কোন কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা যুক্তির উপরে এই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত <u>হয়েছে সেটা স্নাতক স্তরে</u> ছাড়া বোঝানো যাবে না। অর্থাৎ কিনা জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে গভীর ভাবনা চিন্তা, যুক্তি-সিন্ধ আলোচনা স্নাতক ও স্নাত-কোত্তর পর্যায়েই সম্ভব। আর এইখানেই আমদের বাংলা সহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগ,লো প্রায় অপাংক্তেয়।

বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার এই দ্রবস্থার জন্য এককভাবে বিজ্ঞানী ও ছাত্রসমাজের অনীহা বা উদ্নাসিকতাকে দায়ী করা অযৌত্তিক হবে। ১৯৬৪—৬৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ডঃ ডি, এস, কোঠারীর নেতৃত্বে যে

"এড়কেশন কমিশন" নিয়োগ করেছিলেন, তার রিপোর্টে এই বিষয়ে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্যঃ "It must be remembered that the hold of English as a medium in the universities is linked with the use of regional languages as the languages of administration in the states. So long as the prize posts in administration go to students who have good command over English, it will not be surprising if a substantial proportion of students continue to prefer education given through it." বিশ্ববিদ্যালয় সোজাস্মজি বলতে গেলে, অর্থাৎ দতরে মাত,ভাষায় পঠনপাঠন সর্বজনগ্রাহ্য করতে হলে, যে সব স্নাতক মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করবে তাদের "বাজারদর" বাড়াতে হবে। এবং সেটা তথনই সম্ভব হবে যখন এই সব স্নাতক দেখবে যে, দেশের আইন-আদালত, সরকারী কাজকর্ম, কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য সবই মাত্,ভাষার মাধ্যমে হচ্ছে। এই প্রথম কাজটা প্রথমে না করার যে কি

পরিণাম সে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। উদাহরণস্বর প বলা যায়, পশ্চিমবংগ সরকারের প্রুস্তক পর্ষদ, ইতিমধ্যে বাংলাভাষায় স্নাতক পর্যায়ে কিছু পাঠাপুস্তক প্রকাশ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে ১ কোটি টাকার অনুদান দেওয়ার কথা বলেছেন। তারমধ্যে এরা প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। কিন্ত গত বছরে বোধ হয় মাত্র ৭৫০০০ টাকার বই বিক্রী করতে হয়েছেন। অতএব মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বাংলাভাষায় যারা লেখাপড়া করে স্নাতক হবেন, তাদের যতদিন পর্যক্ত ন। ইংরাজী জানা স্নাতকদের মত কর্মজীবনে অন্তত সমান সুযোগের বাক্ষথা হচ্ছে ততদিন স্নাতক পর্যায়ে বাংলায় পঠনপাঠন জনপ্রিয় করে তোলা যাবে বলে মনে হয় না। এই কাজ কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারী বেসরকারী সংগঠনের পক্ষে এককভাবে করা সম্ভব নয়। জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক সরকারকে দোদ্বল্মানতা তাাগ করে এই বিষয়ে সিম্ধানত নিতে হবে এবং দুট পদক্ষেপে তাকে কার্যকর করার জন্য নেতৃত্ব দিতে হবেঁ।

### রাজ্য যুব উৎসবে নির্বাচিত কবিতা গচ্ছে:

## আমার মাটির পৃথী / वाजूদেব পাঞ্জা

(কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ/ত্তীয়)

আমার মাটির প্থনী এই ভালো স্বর্গের থেকেও
প্রানো স্বর্গের দেনা চ্রাক্রেই এসেছি এখানে।
নাই থাক পারিজাত, আম-বট-অশত্থের নন্দনকাননে
বেংধছি কুটীরখানি, কেউ বলে ঘেরাটোপে পড়ে গেছি ধরা,
বিধাতার রেশমী র্মালে প্রিমার চাঁদ কথা বলে
আমার দ্বংখেও ঝরে ঘাসের উপরে তাঁর অশ্রন্ধল মধারাতাবিধ-জাগা চোখের তারায় প্রেম আছে।
বার বার শ্রনি তব্ ওপারের সাইরেন বাজে
প্রথবীর বন্দরে বন্দরে ক্রেনওলা জাহাজগ্লোতে,
সব স্বন্দ মিথ্যা হয় ঘোলাটে চোখের তারা আহত বন্দীর
ভিতরের মনস্ত্রবিদের জঠরে মৃত্যু করে তোলপাড়
যেতে হবে নাকি কোন ইনফার্নো পারগেটোরিও

### বুকের মধ্যে / রঞ্জিত কুমার সরকার

(সর্বসাধারণ বিভাগ/তৃতীয়)

ব্বের মধ্যে জন্লতে-থাকা
চলতে হবে অনেকটা পথ
পথের শেষের রক্ততোরণ
নতুন প্রভাত বসবে ব্বের নশ্ন শোষণ, অত্যাচারীর
পরোয়া নেই—এসব দেখে
ঘাম ঝরানোর দিন আমাদের
নতুন জীবন আনবে
বাধার আধার মন্থ ল্কোলো
ফলুল ফোটানোর হবণন এখন
ব্বেরর মধ্যে ঝল্সে-ওঠা
ফলুল ফোটাবো এই মোহিনী আগন্নে
পা গন্থে,
সিণ্ডুতে
পিণ্ডুতে,
চাব্ংক
কাব্ কে?
পেশীতে
মেশামেশিতে,
লজ্জাতে
মঙ্জাতে—
আগন্নে
ফাগনে

# ভিন্তা কোর্স সমুহের প্রস্তাবিত নৃতন ধাঁচ

পরোতন ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্সের প্রনির্বিন্যাসের প্রশ্নটি বিগত কয়েক বংসর ধরে অনিশ্চিত অবস্থায় ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নূতন কাউন্সিল গঠিত হওয়া মাত্র এই বিষয়টি আন্তরিকতার সংশ্যে গ্রহণ করেছে। উপযুক্ত চিন্তাভাবনার পর কাউন্সিল নিব-বার্ষিক পাশ এবং চি-বার্ষিক অনার্স ডিগ্রী কোর্সের নীতি গ্রহণ করেছে এবং এই নৃতন ধাঁচের শিক্ষার কাঠামো ও নিয়ম-কানন বিস্তারিতভাবে তৈরী করার জন্য কাউন্সিল একটি শিক্ষা বিষয়ক উপ-সমিতি গঠন করেছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার সভায় মিলিত হয়েছে এবং কয়েকটি সাধারণ সিন্ধান্তে উপনীত হয়েছে। শীঘ্রই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিলের নিকট তারা চূডান্ত রিপোর্ট পেশ করবে। আকার এবং ঐতিহার জনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতি পশ্চিমবাংলার উচ্চ প্রভাবিত করতে বাধ্য। সঃঙরাং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিলের শিক্ষা বিষয়ক উপ-সমিতি কত্কি প্রস্তাবিত ডিগ্রী কোসের নতেন পাঠাক্রমের প্রধান বৈশিষ্টাগুলির খোলাখুলি আলোচনা যথোপযুক্ত বলে আমরা মনে করি। **যুব মানস পরিকার পক্ষ থেকে**ও আমরা এই বিষয়ে মতামত আহ্বান করছি—স: যু: মা:

### ব্যাপকতর পছন্দ

প্রস্তাবিত নতেন বি-এ এবং বি. এস, সি, ডিগ্রী কোসের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ন্যুনতম বাধ্যবাধকতার বিষয়সমূহ নির্বাচনের অধিকতর ব্যাপক সুযোগ উপস্থিত করেছে। তারা এখন জ্ঞানের শ্ব্ব্মান্ত সেই সমুহত শাখাসমূহে জ্ঞানার্জনে সক্ষম হবে যার প্রতি তাদের সর্বাপেক্ষা বেশী আগ্রহ আছে। আন্তবিষয়মুখী ও কর্মমুখী শিক্ষাক্রমের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করার জন্য কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের মধ্যে কঠোর সীমারেখা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় শিথিল হবে। শিক্ষণীয় বিষয়গঃলিকে তিনটি প্রধান বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। হিউম্যানিটিস্ ও সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে বাংলা. ইংরাজী, ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শন, রাণ্ট্রবিজ্ঞান, আন্ত-র্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় থাকবে। প্রকৃতি বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে পদার্থবিদ্যা, গণিত, রসায়ন, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদ্বিদ্যা, আগ্বীক্ষনিক জীববিদ্যা (Microbiology). ভূতত্ত্ব, জীব রসায়ন (Bio-Chemistry), জীব পদার্থবিদ্যা (Bio-Physics) ইত্যাদি এবং পেশাভিত্তিক শিক্ষাবিভাগের অধীনে কম্পিউটার পরিকল্পনা (Computer Programming), फनिত ইলেকট্রনিক্স, শিল্প পদার্থবিদ্যা (Industrial Physics), বিশ্লেষ রসায়ন (Analytical Chemistry), ব্যবসায়িক প্রশাসন (Business Administration), সমৃণ্টি উল্নয়ন, ক্ষেত পরিচালনা (Firm Management) ইত্যাদি বিষয় থাকবে। তা ছাড়াও কেবলমাত্র ছাত্রীদের

জন্য গাহস্থ্যি বিজ্ঞান বিভাগ নামে অপুর একটি বিভাগ থাকবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের স্নাতক ডিগ্রী লাভের জনা তিনটি বিষয় পড়তে হবে। বি. এ. ডিগ্রী লাভের জনা হিউ-মানিটিস ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ হতে যে কোন দুইটি বিষয় নির্বাচন করতে হবে অথবা বি. এস. সি. ডিগ্রী লাভের জনা প্রকৃতি বিজ্ঞান বিভাগ হতে যে কোন দুইটি বিষয় নির্বাচন করতে হবে এবং এই দুইটি বিষয়ের যে-কোন একটিতে অনার্স পাঠক্রমে পড়া যাবে। উপরে উল্লিখিত বিভাগগুলির যে কোন একটির মধ্য হতে তৃতীয় বিষয়টি নির্বাচনের ব্যাপারে তাদের স্বাধীনতা থাকবে। এইভাবে তারা ডিগ্রী কোসেরি নতন কাঠামোতে পাঠাবিষয় নির্বাচনের ব্যাপারে অধিকতর স্বাধীনতা পাবে যা পুরাতন পৃষ্ধতিতে অনুমোদিত ছিল না। চিরাচরিত পাঠাবিষয়গুলি ছাড়াও অনেক নৃতন ও অপ্রচলিত কিন্তু বহু বিষয়মুখী পাঠক্রমের সুযোগ থাকবে। এখন কোন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নিশ্নলিখিত ভাবে বিষয়গলি নিৰ্বাচন করতে পারবে--যেমন বাংলা, ইংরাজী, সাংবাদিকতা/ইতিহাস, দ্র্মান, অর্থনীতি/অর্থনীতি, ব্যবসায়িক প্রশাসন, বাংলা/ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, কম্পিউটার পরিকর্পনা /পদার্থবিদ্যা, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান : এইভাবে।

### ভাষাসমূহ ঐচ্ছিক হবে

এই নতেন পরিকল্পনায় বি এ, বি এস সি বা বি কর ডিগ্রী লাভের জনা কোন ভাষা আবশ্যিক নয়। জনগণ ও শিক্ষাবিদ্দের বিশেষ একাংশের মধ্যে এ ব্যাপারে কিছু দ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে একশ প্রশমানের ইংরাজী বা वाश्ना वा रिन्मी वा छर्म, वा त्निशानी ভाষा निष्ठ शावत অবশ্য যদি ঐ ভাষা ইলেক্টিভ (Elective) হিসাবে না নিয়ে থাকে। ঐ বিষয়ে ৩০ এর উধের্ব প্রাপ্ত নম্বর তাদের বিভাগ নির্ণয়ের জনা প্রাপ্ত মোট নম্বরের সংখ্য যোগ করা হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রোতন পশ্ধতিতে (যা এখনও প্রচলিত আছে) বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা কোন ভাষা নিতে অনুমোদিত বা বাধ্য নয়। কিন্তু কলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তা বাধ্যতামূলক এবং তাদের পছন্দ না হলেও তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে যা আমরা করবার প্রস্তাব করছি তাতে যে কোন ভাষা নির্বাচন করা বা না করার ব্যাপারে কলা ও বিজ্ঞান উভয় বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সমান মাত্রায় স্বাধীনতা থাকবে।

আমরা এটা করতে চাই এই কারণে যে, আগত ছাত্র-ছাত্রীরা ইতিমধ্যেই ১২ বংসর ধরে ভাষা বিষয়ে বাধাতা-মূলক শিক্ষা নিয়েছে। এখন যদি তাদের ইচ্ছা না থাকে তা সত্ত্বেও ভাষা পড়তে বাধ্য করাকে আমরা ব্রন্থিয় করে বিশ্বনামদশার্শ হবে বলে মনে করি না। অবশ্য যারা ভাষা ও সাহিত্যকে ভালোবাসে, তাদের জন্য এই নতুন পর্ম্বাততে আরও অনেক গভীরতর শিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। এই সমসত ছাত্ত-ছাত্রীরা বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজী, ইংরাজী, বাংলা, ফরাসী এই ধরণের বিষয়গোষ্ঠী নির্বাচন করতে পারবে যা প্ররাতন পর্ম্বাততে সম্ভব ছিল না। অনুর্পভাবে নতুন পম্বতিতে যদি কেউ অর্থনীতিবিদ হতে চায় তা হলে সে ভাষার অতিরিক্ত বোঝা গ্রহণ করতে বাধ্য না হওয়ার ফলে ইতিহাস এবং দর্শনকে তার সহ বিষয় হিসাবে আরও অনেক লাভজনকভাবে নির্বাচন করতে পারবে। বাস্তবিক প্থিবীর কোন উন্নত দেশে স্নাতক হবার জন্য কলেজ স্তরে এইভাবে ভাষা শিক্ষা বিশেষ করে মাতৃভাষা শিক্ষা বাধ্যতাম্লুক নয়।

বিগত কয়েক বংসরের পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আমাদের কলা ও বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর ভাষা শিক্ষার বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার নীতি চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে আমরা প্রচার পরিমাণে মানবিকশক্তি এবং সম্পদ বৃথা বায় কর্রাছ। স্পণ্টতঃই তারা অনিচ্ছুকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ ইংরাজী/বাংলায় অক্বতকার্যের সংখ্যা কখনও কখনও ৮০ ১০% এর মতো উচ্চে ওঠে অথচ এই একই ছাত্র-ছাত্রীদের ইতিহাস, অর্থ-নীতি, বাণিজ্যিক ভগোল ইত্যাদির মতো অন্যান্য বিষয়ে অকুতকার্যের হার ৩০—৪০% অথবা আরও কম। এই-ভাবে ইংরাজী/বাংলাকে বাধ্যতামূলক করে আমরা সত্য সতাই ছাত্র-ছাত্রীদের গণফেলে সামিল করছি। তা কেবল-মাত্র কলা/বাণিজ্য স্নাতক শিক্ষা কর্মসূচীকে উপহাস-মূলক অপব্যয়ে পরিণত করেনি উপরন্ত আমাদের ছাত্র সমাজের বৃহৎ অংশকে চরম অবমাননাকর বদনাম দিয়েছে। ভাষাসমূহকে ঐচ্ছিক করার সিন্ধান্ত বি, এ/বি, কম ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্যের শতকরা হার নিশ্চিতভাবে বাডাবে। এবং এই ছাত্র-ছাত্রীরা নিশ্চিতভাবে তাদের বিশ্বাস ও আত্মসম্মান অনেকাংশে ফিরে পাবে। ছাত্র-ছাত্রীরা ও তাদের অভিভাবকেরা—বিশেষ করে আমাদের বিপ্রল সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত প্রথম শিক্ষাথীদের দল যদি সাফল্যের সঙ্গে তাদের মাতৃভাষার মাধ্যে শিক্ষালাভের একবার স্বযোগ পায় যা তাদের কাছে আগ্রহজনক ও কার্যকরী হবে, তাহলে জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রতি প্রকৃত ও যথার্থ অনুরাগ জন্মাবে। সম্ভবতঃ একমাত্র তথনই আমাদের উচ্চশিক্ষার জন্য প্রভত জাতীয় বায় যুক্তিযুক্ত হবে।

### সরলীকৃত নিয়মাবলী

ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্স চাল্ব করবার পর আমরা
অতীতে আপাতভাবে দয়াল্বর ভূমিকা পালন করেছিলাম।
অনগ্রসর ছাত্রদের সাময়িক উপকারার্থে "ক্রেডিট" এবং
"চাল্সের" নামে প্রচর্ব স্ববিধা চাল্ব করা হয়েছিল। তা
সেইসমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিথিলতার ভাব বৃদ্ধি
করেছিল যারা বাড়ীতে নিয়মিত পড়াশ্বনা, তত্ত্বমূলক ও

বাবহারিক ক্লাশের জন্য যথেষ্ট সময় বায় করে না। প্রচরের সংখ্যক অসফল পরীক্ষাথাঁ এমনকি আট বংসর ধরে বারে বারে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে ডিগ্রীলাভের চেষ্টা করছে। সংশিলষ্ট নিয়মাবলী ও তার সংশোধনীসমূহ এক দ্বর্বোধ্য আকার ধারণ করেছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে বিশেষতঃ পরীক্ষাসমূহের নিয়মকের বিভাগে এক অবর্ণনীয় বিশৃত্থলা ও গোলযোগের স্কৃষ্টি করেছে: কারণ বহু শত-সহস্র ছাত্র-ছাত্রীর বছরের পর বছর ধারাবাহিক নথিপত্র লিপিবন্ধ করে রাথতে হচ্ছে। দ্বনীতি ও কলম্বতা সহ মানবিক বিচ্বাতি ব্লিধ্র স্ব্যোগ ক্রমাগত হারে বেড়েছে।

এইজন্য আমরা নতেন ডিগ্রী কোর্সের নিয়মাবলী যতটা সম্ভব সরলীকৃত করার প্রস্তাব করাছ। তথাকথিত গ্রেস নম্বর বা সুযোগ ছাড়াই দুই বংসরের শেষে একটি-মাত্র পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। কোন পরীক্ষার্থী র্যাদ কেবলমাত্র একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয় এবং সম্ঘটিতে কমপক্ষে ৪০% পায় তবে সে একটি "কম্পার্টমেন্টাল" পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার সুযোগ পাবে। ত্রি-বার্ষিক অনার্স কোর্সের পাঠ্যসূচীকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হবে। প্রথম দুই বংসরে পার্ট ওয়ান পড়ানো হবে এবং তৃতীয় বংসরে পড়ানো হবে পার্ট ট্র-পূর্ণমান দুইটি ভাগে সমানভাবে বিভক্ত থাকবে। যে সমস্ত প্রীক্ষাথীরা সম্ভিগ্তভাবে ক্মপক্ষে ৪০% নম্বর পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক (১০+২) অথবা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে কেবলমাত্র তারাই অনার্স কোর্স নিতে অনুমতি পাবে। অনার্স বিষয় সহ বা ছাড়া সমসত পরীক্ষাথীকেই দ্বিতীয় বর্ষের শেষে একটি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে এবং সফল পরীক্ষার্থীকৈ পাশ স্নাতক ডিগ্রী Pass Graduate Degree প্রদান করা হবে। সমস্ত বিষয়েই উত্তীর্ণ হবার জন্য কমপক্ষে ৩০% নম্বর পেতে হবে এবং পূথকভাবে বিষয়গর্নিতে এগ্রিগেটে উত্তীর্ণ হবার প্রয়োজন হবে না। পাশ কোর্সের ('P' Course) পাঠে অধিক মনোযোগী হতে উৎসাহদানের জন্য বিভাগ প্রদান করা হবে—৬০% বা তার বেশী নন্বর প্রাপ্তির জন্য প্রথম বিভাগ, ৪৫-৬০% নম্বরের জন্য দ্বিতীয় বিভাগ এবং ৩০–৪৫% নম্বরের জন্য পাশ ডিভিসন (·P' Division) দেওয়া হবে। অনার্স পরীক্ষার্থীদের জন্য পার্ট-ওয়ান ও পার্ট-ট্র-এর নম্বর যোগ করা হবে। ৬০% বা তার উধের্ব প্রাপ্ত নন্বরের জন্য পরীক্ষাথীরা প্রথম শ্রেণী সহ অনার্স পাবে যেখানে ৪০—৬০% নম্বর পেলে ম্বিতীয় শ্রেণীসহ অনার্স দেওয়া হবে। দ্বিতীয় বংসরের শেষে অনার্স পার্ট-ওয়ান পরীক্ষায় যে সমস্ত অনার্স পরীক্ষাথীরা একটি ন্যুন্তম শতাংশ নম্বর পাবে তারা তৃতীয় বংসরে পার্ট-ট্রু অনার্স कार्म প्राम् हानितः वाख्यात मृत्यान भाव। भाग कार्म পড়া ভালো ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উপকারার্থে, কোন বিষয়ে ৫৫% বা তার উধে $\stackrel{\checkmark}{}$  নম্বর পাওয়া দিব-বার্ষিক পাশ স্নাতকেরা যাতে অন্রূপ বিষয়ে পরের বংসর অনার্স পার্ট-ওয়ান পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারে এবং তারপর অনার্স পার্ট-ট্ কোর্স সম্পূর্ণ করতে পারে তার বাবস্থা থাকবে।

## বাম সরকারের এক বছর ঃ ছাত্ত—যুবরা কি পেলেন ? / সাইফুদ্দীন চৌধুরী

২১শে জনুন বামফ্রণ্ট সরকারের এক বছর পর্ণ হল। এই বছরটি অনন্য।

ইতিহাস তার চলার পথে এক একটি সময়কে, কোন একটি নির্দিষ্ট বছরকে জয়য়ায়ার স্মারক হিসেবে কালের বৃকে খোদাই করে যায়। শত সহস্র ঝড় ঝাপ্টাতেও অক্ষত উল্জব্ধল থাকে তা। ভারতীয় জনগণের জীবন জয়ের পথে এমনি ভাস্বর হয়ে থাকবে বিগত বছরটি। কালজয়ী বৈশিষ্টোর দ্যোতনায় ভরা পশ্চিমবংগের বিগত বছরটি স্ক্নিশ্চতভাবেই ভারতের আগত ইতিহাসের দিকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দ্যিত্বাত করতে সক্ষম হয়েছে। এজনা আমাদের আনন্দ আরো বেশী।

#### যোবনের শাপ মোচন:-

একটি ক্ষয়িষ্ট্র সমাজ ব্যবস্থা, একটি বন্ধণ শাসকশ্রেণী যৌবনের জন্য কি ভয়াবহ অভিশাপ নামিয়ে আনতে পারে ংগ্রেস রাজত্বের তিরিশ বছর আমাদের চোখে আগ্যাল দিয়ে দেখিয়েছে। উষ্জনল যৌবন, সজীব যাবশন্তি কথনও বন্ধন মানে না। স্বাধীনতার পরের তিরিশ বছরে এই বন্ধন মানানোর কাজে যুবশক্তির বিরুদেধ শাসকশ্রেণী মরীয়া হয়ে উঠেছিল। যৌবনের প্রতিষ্ঠা দিতে, যুব-শক্তিকে কর্মান্থর জগতে নিয়োজিত করতে শাসকশ্রেণীর অর্থনীতি ও রাজনীতির সীমাহীন অক্ষমতা তিরিশ বছরের প্রতিটি দিনে যুব সমাজকে বিদ্রোহী করে তুর্লোছল। ক্রমশঃ শানিত হয়ে ওঠা শ্রেণী সংগ্রামে উন্দামতায় ভরা অংশটি যুব শক্তির সহজ স্বচ্ছন্দ রূপটিকে প্রকাশ করেছিল। অর্থনৈতিক উৎপাদনের জগতে, জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা সংস্কৃতির জগতে প্রবেশ লাভের জন্মগত অধিকার থেকে নিম'মভাবে বণ্ডিত যুব সমাজ বিকাশের দ্বাভাবিক পথটি খ'ুজে পেয়েছিলেন আন্দোলন সংগ্রামের মধো। এই পথ তাদের মানসিক সংকট ও নৈরাজ্যের হাত থেকে. হতাশা ও হীনমনাতার হাত থেকে রেহাই দিয়েছিল।

বিগত প্রতিটি বছরে—উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রেণী ও জন সমাজের উপর পরজীবি মালিকদের বর্বরতম শোষণ ও নিপাঁড়নের বির্দেখ জেহাদে অগ্রসর হয়ে উঠেছিল নিপাঁড়িত শ্রেণী শক্তির সজীব ও প্রাণবন্ত যুব অংশটি। সংগ্রামের ময়দানে অগ্রণী সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে যুব আন্দোলন, যুব সংগ্রাম বিগত দিনগর্নিতে নিজেকে সংহত করেছিল, গতিময় করেছিল।

য্বশান্তর সচেতন ও সংগঠিত হয়ে ওঠার এই ঘটনাটি শাসকশ্রেণীর ঘ্রুম কেড়ে নিয়েছিল। দৃস্ত যৌবনকে তারা ভয় পেতে শ্রুর করেছিল। জীবনশন্তির অমিত ক্ষমতা-শালী এই অংশটির বিরুদ্ধে দ্বোষণা করেছিল ভীষণতম

জেহাদ। পরিচালিত করেছিল হিংপ্রতম বেপরোয়া আক্রমণ। রক্তদানের, জীবনদানের সবচেয়ে বড় ও শোর্যমণিডত কাহিনীগালি বিগত ইতিহাস যে যাব সমাজের কাছ থেকেই লিখিয়ে নিয়েছে এতে আশ্চর্যের কিছা নেই। পশ্চিমবংগের কারাগারগালি তাজা প্রাণের সমাবেশে সজীব মাথের ভীড়ে উপচে পড়েছিল। আজ এই সমাবেশ কারাগারের বাইরে, ওই মাথ আবার মিছিলে সামিল। জনসমাজ তার সেরা অংশটিকে নিজের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে। কিন্তু অসম্মানের, নির্যাতনের, প্রতিহংসার স্মাতিগালি ভয়ংকর দ্বংস্বংনর মত এখনও যাব সমাজকেই যে সবচেয়ে বেশী আতংক ও দ্বিশ্বতায় প্রণ করে রেখেছে তা খাবই স্বাভাবিক।

কিন্ত আক্রমণ ও নির্যাতনের ঘটনাগুলি তিনটি দশক ধরে যুবশক্তিকে যন্ত্রণা দিলেও যুব সমাজ এর থেকে গর্ব করার মত অনেক কিছুই সূচ্টি করতে পেরেছিলেন। শাসকশ্রেণীর প্রতিটি আক্রমণ ও হামলার বিপরীতে উল্জবল হয়ে ফুটে উঠেছিল যুব সমাজের বীরত্ব ও অসীম এ সবই যুব সমাজের মূল্যবান সম্পদ। জনমানসে যুব সমাজের মর্যাদা যে এত বেড়েছে তার কারণ এই। যুব সমাভের প্রতি জনসাধারণের অন্যান্য অংশের গভীর ভালবাসার মালে আছে এই একই ঘটনা। যুবশক্তির উপর আমাদের জনগণ যে আস্থা রাখতে পারেন, বিশ্বাস অপ'ণ করতে পারেন তা অনেক কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। এই সব কিছু যুব সমাজের সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখ-জনক ঘটনাটি অন্য। সংগ্রামী যুবশক্তি এই ঘটনাটির জন্য উদেবগ প্রকাশ করেন, লজ্জা অনুভব করেন তা তাদের মহতু। এই ঘটনা হল যাব সমাজের একটি ক্ষাদ্রতম অংশের অধঃপতনের ঘটনা। যুব আন্দোলনে শাসকশ্রেণীর বিপথগামী ধারাটির শরিক কিছু যুবকের উন্মত্ততা সমাজকে কালিমা লিপ্ত করেছিল।

সংগ্রামী যুব সমাজ তাদের জগং থেকে এদের বহিৎকার করেছেন এটা খুবই সংগত। এই বহিৎকৃতরা নিজেদের যুবক বলে যখন পরিচয় দেয় তখন সমগ্র যুব সমাজের মাথা হেণ্ট হয়, এটাও সহজবোধা। কারণ এই যুবকেরা যে আচরপ বিগত বছরগালিতে করেছে তা যৌবনের স্বাভাবিক ধর্মের বির্দেধ। প্রগতির বির্দ্ধ ভূমিকা পালনকে যুব সমাজ আমাদের দেশে অপরাধ বলেই গণ্য করেন। ওরা যা করেছিল তার কোন ক্ষমা নেই। ওরা খুনে মেতে উঠেছিলো, বেলেণ্লাপনার চ্ড়ান্ড করেছিলো। ন্যায় নীতি ম্ল্যবোধকে ধ্বংস করেছিলো। স্বভাবতঃই এদের কোন অপরাধবোধ ছিল না। যাদের ছিল, তারা ভূল ব্বেম বেরিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু

প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে কারা এই যুবকদের এত ভয়ানক সর্বনাশ করেছিল। কংগ্রেস দল এবং সরকার এই জঘনাতম অপরাধের জন্য দায়ী। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার জন্য এসব কিছুই ছিল অপরিহার্য উপাদান। দৈবরশাসনে যে এই অধঃপতন চরমে উঠেছিল—অতএব তা এমন কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবংগের যুব সমাজ যখন যুব জীবনে কলংকজনক অধ্যায়ের স্রন্টা হিসেবে স্বৈর্শক্তিকে দায়ী করেন, বিপথ-গামীদের ভাল হয়ে ওঠার সুযোগ দেন ও ক্ষেত্র প্রস্তৃত করেন তখন তারা অত্যন্ত রাজনীতি সচেতনতার পরিচয় দেন ও খুব ঠিক কাজই করেন। বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীর অনুগামী হওয়া কোন যুবকের উচিত নয় এর মধ্য দিয়ে একথা তারা ঘোষণা করেন। যুব সমাজের শত্র, যুব জীবনে অভিশাপ। সৈবরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের সংগ্রামে তারা শ্রমিকশ্রেণীর পতাকা তলে সমবেত হতে সমগ্র যুব সমাজকে অনুপ্রাণিত করেন। এবং যুবজীবনকে সংকট-মুক্ত করার জন্য সংগ্রাম পরিচালনার তাগিদে গণতল্তের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের অপরিহার্যতা ব্রঝিয়ে দেন।

পশ্চিমবংগে বামফ্রণ্ট সরকারের এক বছরের সাফল্য হচ্ছে এই যে একটি ভয়ংকর শাপমোচন হয়েছে। শৈরাচারের নাগণাখন্ত ইয়েছেন যুন সমাজ। অভ্যাসার ও নিপীড়নের, অসম্মান ও অমর্যাদার, নীতিহীনতার ও উচ্ছংখলতার দিনগর্মল আর নেই। যুবজীবনের মোলিক সংকটগর্মলর কোন সমাধানের স্বযোগ না থাকলেও যেহেতু আন্দোলন সংগ্রামের অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি নতুন অধ্যায়ের স্কান হয়েছে তাই যুব সমাজ সংকট-মোচনের স্বাভাবিক পথিট খাজে পেয়ে তাস্ত হয়ে উঠেছিল।

#### जारनारकत सर्गाधाता:-

অহিংসাকে স্বৈরাচার তার সবচেয়ে বড় বন্ধ্ব বলে মনে করে। অশিক্ষার অন্ধকার তিরিশ বছরে সাধারণভাবে গ্রাম বাংলায় ও শহরের শ্রমজীবি এলাকাগত্বলিতে জমাট বেধে উঠেছিল। আলোকের উৎসমুর্খাট নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। এই রকম একটি ভয়ংকর অবস্থা এন্দি হয়নি। বে কেউ একটা চোথ মেললেই দেখতে পাবেন শিক্ষার অধিকার তারাই পান না যারা লক্ষ কোটি শ্রমজীবি গ্রামে কিংবা শহরে থাকেন। সম্পদের অধিকার যাদের নেই শিক্ষা নিজের থেকে তাদের দোরগোডায় যায়নি। আর কর্তারা তা ভুল করেও পাঠার্নান। মুণ্টিমেয়ের জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থাটি আমাদের দেশে গড়ে উঠেছিল তা যে চেহারায় বড় হল এর কারণ বঞ্চিত জনগণের সংগ্রাম। শিক্ষার প্রতি জনগণের ভালবাসা, শিক্ষার নিষিম্ধ এলাকায় প্রবেশের জন্য জনগণের অসম্ভব জেহাদ শাসকপ্রেণীর বাডা ভাতে ছাই দিয়ে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে সাহায্য করেছে। কিন্তু তাও এমন কিছ্ম বেশী নয়। জনসংখ্যার ৭০ ভাগ কিছ্বতেই আলোর মুখ দেখতে পেল না—এই হল কংগ্রেসের তিরিশ বছর। যারা লডাই করে আলোর অধিকার ছিনিয়ে এনেছিলেন, তারা এই অধিকার ধরে রাখতে পারলেন না। এই মান্যদের, শিক্ষা জগতে অবাঞ্চিত এবং অবশেষে বিতাড়িত সহস্ত তর্ণের অসহায় কর্ণ ও ব্যাথাকাতর মুখগালি সমাজ পরিচালকদের বিবেক দংশনের কোন কারণ তো হয়ই নি বরং তাদের উল্লাসত করেছিল। যে সমাজ যুবশান্তকে উৎপাদনে নিয়োজিত করতে পারে না. যে উৎপাদন ব্যবস্থা গভীর সংকটে নাভিশ্বাস তোলে সেই ব্যবস্থা শিক্ষার মৃত্যু দেখার জন্য ছটফট করে এ তো সহজ সতা। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে এই মতাকে সব দিক থেকে ঘনিয়ে আনা হয়েছিল। শিক্ষা জগতে ঐ সময়ে যা হয়েছিল তাতে যে কেউই শিউরে উঠবেন। শাসকশ্রেণীর এমন প্রতিহিংসা খুব কমই দেখা গেছে। জনগণের মধ্যে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে যে কারণে শাসকশ্রেণী চূড়ান্ত ভাবে অপারগ হয়েছিল সেই একই কারণে শিক্ষার চলতি বাবস্থাটিকে বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত করা হয়েছিল। শাসকশ্রেণী থাব ভেবে চিত্তে হিসেব করে দেখেছিল যে শিক্ষাপ্রাপ্তদের অর্থ-নৈতিক উৎপাদনে নিয়োগ করতে তারা পারবে না। সেই হেতু পারবে না এদের জীবনে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা দিতে। তাহলে আলোকপ্রাপ্তরা কি করবে? এরা কি আশ্নেয়নির হয়ে উঠবে না? জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে এরা কি লখ্য জ্ঞানকে বাবহার করবে না? সংগ্রামের কর্ম কৌশল রচনার প্রচলিত বাবস্থার সপক্ষের দার্শনিক ও মানসিক কাণ্ডকারখানাগর্লির কংসিং চেহারাটি কী উন্মোচিত করে দেবে না? এটাই শাসকশ্রেণীকে সবচেয়ে ভীত করে তুলেছিল। তা নাহলে শিক্ষা যা দেওয়া হয় তাতে জীবন সংগ্রামের কণা শিক্ষাও থাকে না। অতএব নিশ্চিন্ত না হওয়ার কোন কারণ ওদের ছিল না। কিন্তু যুগে যুগে অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে বাস্তব জীবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে প্রয়োজনের তাগাদায় চিম্তার বিষয়বস্তুতে বড় বড় পরিবর্তনগর্মল আলোকপ্রাপ্তরা সহজেই আয়ত্ত করতে পারে। এটা এমন কিছু কঠিন অভিজ্ঞতা নয় যে শাসকশ্রেণীর লোকজনেরা ভোঁতা হলেও তা তারা ব্রুবতে পারবে না। আসলে খুব ভালভাবেই ওরা তা পেরেছিল, তাই জনশিক্ষার জন্য কিছু ওরা করেনি। কয়েক হাঙ্গার গ্রামে তিরিশ বছর ধরে একটি প্রাথমিক স্কুল পর্যানত হয়নি। শহরের বাঁসত অঞ্চলে এই একই চেহারা কুংসিং ভাবে ফুটে উঠেছিল।

একট্ শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, শিক্ষার পরে কাজের ব্যবস্থা নেই তাহলে যুবশক্তি কি করবে। শৈশবে, কৈশোরে একট্ ভাল কিছ্র তাদের জন্য করা হল না. উল্টো ষা কিছ্র খারাপ তাদের সামনে হাজির করা হল। আমরা ভাবি—তিরিশ বছর ধরে কংগ্রেস কি সাংঘাতিক অপরাধই না করেছে। জীবিকার কোন স্কুথ পথ সমাজকে কংগ্রেস দেখাতে পারেনি। বিস্ত এলাকাগ্রিলতে যুবকদের চ্রির, ছিনতাই, ওয়াগন ভাগার পথ গ্রহণে মানসিক, শারীরিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চাপ দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃতির নামে নোংরামির প্লাবন বইয়ে দেওয়া হয়েছে। এসব কিছ্রই

মধ্যবিত্ত য্বকদের উপর, সামগ্রিকভাবে য্ব সমাজের উপর ছড়িরে দেওয়া হয়েছে। যাকেই সামাজিক কোন অপরাধে ওরা জড়িয়ে দিতে পেরেছে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির জন্য তাকে একটি অনিবার্য দায়িত্ব সহজে চাপিয়ে দিতে স্বৈরাচারী সরকারের খ্বই স্ববিধা হয়েছে।

যুব সমাজের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণের এইরকম একটি দুঃসময়ে বামফ্রণ্ট সরকার সং ও স্ক্রুথ প্রতিপ্রতি নিয়ে ক্ষমতাসীন হলেন। বাম সরকার অনুভব করলেন সমাজের জন্য কিছু ভাল করতে হলে শিক্ষাকে বাঁচাতে হবে। বাম সরকারের সামাজিক দ্নিউভংগী অন্য, তাই তারা গরীব শ্রমজীবি জনগণের মধ্যে শিক্ষাকে প্রসারিত করতে উদ্যোগ নিলেন। শিক্ষাকে রক্ষা ও বিস্তৃত করার জন্য বাম সরকারের জেহাদটি গত এক বছরের সবচাইতে সরকার মনে করেন—স্বৈরাচারের ভিত্তি উল্লেখযোগ্য। ভুমিটি বরবাদ করতে হলে অন্ধকার দূরে করতে হবে, আলোকের ঝর্ণাধারায় সমাজ জীবনকে ধ্ইয়ে দিতে হবে। তাই শিক্ষার বন্ধ হয়ে যাওয়া উৎস মুখটি খুলে দিতে প্রথমেই তৎপর হয়ে উঠলেন বাম সরকার। বর্তমান বছরে এক হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কর্মসূচী কার্যকরী হোল। ১৯৭৯ সালের জন্য নেওয়া হল আরো এক হাজারের কর্মসূচী। ১৯৭৮-এর জানুয়ারী থেকে বন্ধ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রদের শিক্ষা অবৈতনিক করে দেওয়া হল আর এসব যাতে কাগজে-কলমে না থাকে তার জন্য যে ব্যবস্থাগর্নল গ্রহণ করা হল সেটাই আমাদের সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগ**্রলিকে আতংকিত করে তুলেছে।** প্রাথমিক ছাত্রদের দুপুরে টিফিন দেওয়ার সরকার গ্রহণ করলেন। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগর্মাল সরকার আনলেন তার স্দ্রপ্রসারী তাৎপর্য শিক্ষার উপর খব সরাসরি পড়বে এবং শিক্ষা মোটামর্টি সহজভাবে এগোতে পারবে।

শিক্ষা জগতের পরিচালন কত্পিক্ষগর্লি এতদিন ধরে ছিল শিক্ষার অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়। শিক্ষা জগতে দ্নীতি, স্বজনপোষণ ও নৈরাজ্যের যে বিষয়গুলি বেশ কয়েক যুগ ধরে আমাদের লম্জা দেবে তা সংগঠিত করার হোতা ছিলেন এই কর্তৃপক্ষগর্লি। ছাত্র পরিষদ, পরিচালিত ছাত্র সংসদগ্রলির মধ্যে এদের মিনি সংস্করণ গড়ে উঠেছিল। স্বভাবতঃই গণতন্তকে জলাঞ্জলি দিয়ে এসব কাজ ওদের করতে হয়েছিল। কারণ গণতান্ত্রিক মতামতের প্রতিফলন ঘটলে এইসব লোকেরা শিক্ষা জগতে এতট্কু ঠাই পেতেন না। বাম সরকার প্রথমেই এদের এর বিরুদেধ কেউ কেউ চিংকার করলেন। কিম্তু শিক্ষার মঞালের জন্য, শিক্ষাজগতে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না। এর **ফল ভালই হয়েছে। নির্বাচিত পরিচালকমণ্ডলী অচিরেই** প্রতিষ্ঠিত হবে। সরকার শ্বধ্ব তার পরিবেশ রচনা করেছেন তাই নয়। ছাত্র সমাজের গণতান্ত্রিক দাবীগর্মাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই কার্যকরী করেছেন। সরকার সিনেট সিন্ডিকেট ভেঙ্গে দিলেন। ধরা যাক।

কাউন্সিল গঠন করলেন। কাউন্সিল অনেক ভালো **কাজ** দূনীতির বিরুদ্ধে জেহাদ যার অন্যতম। করেছেন। পরীক্ষা নিয়ামক বিভাগের দূনীতি উন্মোচনে ও অপরাধীদের শাস্তি দানে কাউন্সিলের বলিষ্ঠ ভূমিকা আমাদের জনগণ অনেকদিন মনে রাখবেন। ছাত্রদের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কাউন্সিলের ভূমিকা প্রশংসনীয়। আট বছর পর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। গণটোকাটুকি বশ্বে সরকারের প্রচেন্টার সংগে এ**কাত্ম** হয়ে কাউন্সিল বলিণ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয় চত্তর থেকে সেই সামাজিক ব্যাধিটি অপসারিত হল। বাম সরকার ভাড়া একি ভাবা যেত যে হার্ডিঞ্জ এখন পরেনো স্মৃতি। ছাত্রদের পক্ষে, শিক্ষার পক্ষে বাম সরকার অতলনীয় ভাল কাজগুলি গত এক বছরে করেছেন। আমাদের শিক্ষা জগত পরোনো সম্মান মর্যাদা যেটকু পেয়েছে তা ঐ এক বছরে।

ছাত্রজীবনকে সহজ ও স্বন্দর করে গড়ে **তুলতে** সরকার তৎপর। সবক্ষেত্রেই পাঠক্রম পরিবর্তনের প্রস্তাব গণফেলের রাজনৈতিক অর্থ-নিয়ে আলোচনা চলছে। নৈতিক ও শিক্ষাগত কারণগর্বাল অপসারিত করতে সরকার তৎপর। (সমাজের মৌলিক পরিবর্তন না হওয়ার দর**ুণ** সরকারী উদ্যোগ যে অনিবার্য বাধাগ**্রালর সম্মুখীন হবে** তাকে চিনে নিয়ে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য ছাত্রসমাজকে অবশাই প্রস্তৃত থাকতে হবে) মাত্রভাষাকে সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাস্তবে চালঃ করতে সরকার আগ্রহী। বাংলার উন্নতি ও বিকাশে সরকারের চেন্টা অভিনন্দন যোগ্য। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের আর একটি ব্যবস্থা ছিল শিক্ষকদের আর্থিক অনিশ্চয়তা। অধ্যাপকদের বেতনের দায়িত্ব সরকার সরাসরি বহন করেছেন। মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও এই কর্মস্চী সম্পূর্ণ হওয়ার মূখে। এটা বোঝা সহজ শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের মনোভাবটি হল—'আমরা সাধ্যমত করব। ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারী জনগণ সবাই মিলে শিক্ষার রক্ষা ও বিস্তারের জন্য কাজ চালিয়ে যান।'

পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর গ্রামবাংলায় শিক্ষার বিস্তৃতি জনগণের উদ্যোগে যে ঘটবেই তা সহজে অনুমেয়।

তব্ব অনেক কিছ্বই হর্মন। বাকী আছে আরো আনেক। কিন্তু মাত্র একটি বছরে যা হয়েছে তাকে ম্লধন করেই আমাদের এগোতে হবে। আজ আর ছাত্র সমাজ সরকারের শত্র্বনয়। ছাত্র ধ্বশক্তিকে সরকার সম্মান দেন, ভালবাসেন—এটা সবচেয়ে বড় কথা।

শিক্ষা জগতের পরিচালক সংস্থাগন্লিতে ছাত্র প্রতিনিধিছের দাবী স্বীকৃত ও কার্যকরী হওয়ার মধ্যে ঘটেছে এর আন্তরিক প্রকাশ। ছাত্রজীবনের, শিক্ষাক্ষেত্রের প্রতিটি সমস্যা সরকার ছাত্রদের সংগে আলোচনার মাধামে সমাধান করছেন। ছাত্রদের গণতান্ত্রিক মতামতকে উপেক্ষা করছেন না,—এসব তিরিশ বছরে হয়নি।

### लाहे भ्राम कथाछि:--

শিক্ষার জন্য সরকার অনেক ভাল কাজ করেছেন ও

করবেন। নিরক্ষর মানুষ স্বাক্ষর হয়ে উঠলে এই সরকারের স্নৃবিধা, কিন্তু অস্কৃবিধা থাদের—শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধিরা কিন্তু চ্প করে বসে নেই। তারা ছাত্র-শিক্ষক, কর্মচারী-দের মধ্যে তাদের লোক খ'কুজে বের করতে মরীয়া হয়ে উঠেছে। ও সাবোতেজ চালাতে চাইছে। এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। এরা সহজে সব কিছু মেনে নেবে তা আমরা কখনোই ভাবতে পারি না। সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদটি এদের কন্জায়। এবং এসব ক্ষেত্রে আম্লুল কোন পরিবর্তন হর্মান। হর্মান রাজ্ম কাঠামোয়, স্বভাবতঃই এই শত্রুরা স্কৃনিদিভি শ্রেণী দ্ভিউভংগীতেই শিক্ষার বিস্তার সহ্য করবে না। ছাত্র-যুব সমাজকেও ওদের বিপরীত শ্রেণী দ্ভিউতে সব বিষয়িটকে উপলব্ধি করতে হবে।

বাম সরকার শ্রমজীবি, মধ্যবিত্ত মেহনতী জন-সাধারণের সরকার। তারা ইতিমধ্যেই এই মানুষদের জন্য যে কর্মস্টী নিয়েছেন শিক্ষা জগতের এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে তা স্নিশিচত প্রত্যক্ষ সহায়কের ভূমিকা নেবে।

কৃষি সমস্যািট হচ্ছে আমাদের সমাজ, সভ্যতা ও
শিক্ষার অগ্রগতির পথে প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা
সমাধানে কৃষক সমাজ তথা জনসাধারণকে সরকার সচেতন
করে তুলছেন তাদের অর্থনৈতিক কর্ম'স্টার মাধ্যমে।
রাজ্যের চাষ জমির কমপক্ষে ৬৬ ভাগ মাত্র ৯ জন
জমিদারের কুক্ষিগত। এই কেন্দ্রীভূত সামন্ততান্টিক
ক্ষমতা ভাশ্যতে সরকার আইনগত পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।
এর সংগে গণআন্দোলন সফলতার সংগে য্রন্থ হলে অর্থনীতির বিকাশের বন্ধ মুর্খটি খুলে যাবে। ভাগচাষীদের
নাম রেজিন্মি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে সরকার একদিকে
যেমন জমি মালিকদের আইনের স্থোগটি কেড়ে নিয়েছেন
তেমনি লক্ষ লক্ষ কৃষককে উদ্দীপ্ত করেছেন।

সেচ এলাকায় ৪ একর ও অসেচ এলাকায় ৬ একর পর্যকত জমির খাজনা মৃকুব করা হয়েছে। এতে গরীব ও মাঝারি চাষীরা লাভবান হবেন। মহাজনী ঋণের কবল থেকে কৃষকদের রেহাই দিয়েছেন সরকার। সরকার খেতমজ্বরদের ন্যায্য মজ্বরীর সপক্ষে দাঁড়িয়েছেন। শস্য সংগ্রহে কংগ্রেসী লেভী ব্যবস্থাটি এতদিন ছিল—মালিকদের ছাড় দিয়ে গরীব-মাঝারিদের ওপর জবরদক্তী চালানো। এবারে তার বিপরীত ব্যবস্থা হয়েছে।

১৯৭৭ সালের আগন্ট মাস থেকে ল্কানো উন্বৃত্ত জমি উন্ধারের অভিযান চালিয়ে সরকার আরো ২২.৬০০ একর জমি উন্ধার করেছেন। ১৯৭৭ সালে

৬.২৭,০০০ একর কৃষি জমি ৯.৮৬,০০০ ভূমিহীনের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। এসবই হচ্ছে এমন ব্যবস্থা যাতে লক্ষ লক্ষ গরীব কৃষকের হাতে পয়সা আসবে, বন্ধ্যা বাজার খালে যাবে। শিল্প বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তৃত হবে। শিক্ষার সূযোগ কিছুটা বাড়বে, সংকট মুক্তির সম্ভাবনা সূষ্টি হবে। শিল্প ক্ষেত্রে ২৪৩ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাবের মধ্যে ৩৪·১৫ কোটি টাকার প্রস্তাব ইতিমধ্যেই কার্য'করী হয়েছে। কেন্দ্রের কাছ থেকে সরকার হলদিয়া পেট্রো কেমিকেল কমপ্লেক্স আদায় করেছেন। মালিকদের পক্ষে সরকার নেই। তাই মালিকদের স্বেচ্ছাচারের জন্য উ<sup>্</sup>ভত শিল্প অশান্তির ঘটনাগ**়িল এবারে অনেক কম।** শ্রমিকেরা জীবন মান উন্নয়নের সংগ্রামে সামিল. বোনাসের অধিকার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, আর্থিক অন্যান। দাবী-দাওয়ার সংগ্রাম অগ্রমুখী। এর অর্থ একটাই। লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের আথিক মান উন্মত হবে। স্বভাবতঃই বহু ছাত্রের শিক্ষার আর্থিক নিশ্চয়তা খানিকটা সূণ্টি হবে।

এই বিষয়গৃহলি উল্লেখের অর্থ একটাই। মোলিক যে পথে ছাত্র-যুব জীবনের সংকট মুক্তি সম্ভব, সেই পথ প্রশাসত হচ্ছে সরকারী কর্মকাশেড। এই পথে সব বাধা হঠিয়ে দেওয়ার জন্য ছাত্র-যুব সমাজের সামনে সবচেরে গ্রুত্বপূর্ণ শপর্ঘটি বিগত বছর হাজির করেছে।

#### म्ब कथा:-

গত এক বছরে ছাত্র-যুব সমাজ হারানো সম্মান ও মর্যাদা ফিরে পেয়েছেন, সমুখ্য সংস্কৃতির পতাকা উ'চুতে তুলে ধরেছেন। সরকার ছাত্র-যুব শক্তিকে মূল্যবান সম্পদ বলে মনে করছেন। বর্জনীয় বোঝা বলে মনে করেননি। অবহেলা করেননি, বেকার ভাতার কর্মসূচীর মধ্যে ধুব শক্তিকে কর্মে নিয়োজিত করার দায় যে সমাজের দায় তারই উল্লেখ করা হয়েছে। এতদিন ব্যাপারটা ছিল উল্টো। অবাঞ্ছিতের, নির্বাসিতের দূর্বিসহ জীবন কাটাতে হয়েছে ছাত্র-য্ব সমাজকে। গত এক বছরে বাম সরকার ছাত্র-যুব শক্তিকে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে তুলেছেন। সংঘবশ্ধ সচেতন হয়ে ওঠার প্রেরণা যুগিয়েছেন। যুগব্যাপী মানসিক যল্ত্বণার অবসান ঘটিয়েছেন। চলার সঠিক পর্থটি আলোকিত করেছেন। আগামী স্থী জীবন গড়ার অন্যতম শত<sup>ি</sup> হিসেবে এসবই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ও জরুরী কথা। গত এক বছরের হিসেব নিকেশ ছাত্র-যুব সমাজের পাওনায় নিঃসন্দেহে শেষ কথা।

## সাঁওতাল বিদ্যোহ / অমিত সরকার

"এবার জাগো, বীর কিষাণ ভাই জাগো, কৃষ্ণ যে পথ১ দেখিয়েছেন সেই পথে চলো। আমাদের ঘরে ঘরে চোর আর ডাকাত ঢ্কেছে।

তুমি কিল্তু ঘ্নিও না কিষাণ ভাই।
এবার জাগো, নিভাঁকি কিষাণরা জাগো, কৃষ্ণের পথে চলো।
বৈশাথে মাঠে মাঠে চাষী ভাইরা যখন ফসল কাটে, ফসল
তোলে, সে-ফসল/কেড়ে নেয় জমিদার আর সেই ফসলের
জমি বেদখল করে বোঢ়রে।২
শাল্তি? একটি দিনের তরেও আমাদের শাল্তি নেই ভাই।
তোমারই চোখের উপর দিয়ে তোমারই মেহনতের ফল
তারা ছলে বলে কেড়ে নেয়/তোমার জনো এক ম্ঠো
শষ্যও তারা ফেলে রেখে যায় না!
তবে জাগো বীর কিষাণ, এবার জাগো,

জেগে উঠে এগিয়ে চলো শ্রীকৃষ্ণের পথে।"

(সাতকি শৰ্মাণ)

১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর থেকে ইংরাজ শাসনের হাত ধরে নতুনর্পে জনিদার মহাজনদের আবিজাবের মধ্য দিয়ে যে সীমাহীন শোষণ, বগুনা, নিপীডন ভারতবর্ষের কৃষক সহ জনসাধারণকে অস্ধকারময় জীবনের অতল গহুরুরে নিমজ্জিত করেছিল তার বিস্ফের্দ প্রতিশোধেব উন্মন্ত দামামা' বাজিয়ে 'মুক্তির শামল তীরে' পেণিছিবার আকাঙ্খা নিয়ে ভারতবর্ষের কৃষক বারবার বিদ্যাহে ফেটে পড়েছিলেন। তাই আপোষ-আত্মসমর্পণহীন অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহের অবিস্মরণীয় রক্তান্ত কাহিনীতে ভারতবর্ষের ইতিহাস মহিমান্বিত হয়ে আছে। এই সমস্ত অনন্য কৃষক বিদ্রোহগুর্লির মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫—১৮৫৭) অন্যতম।

সাঁওতাল বিদ্যাহ যে অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছিল সেই অঞ্চল ছিল তদানীন্তন বাংলার অন্তর্গত। বর্তমানে যাকে তামরা সাঁওতাল প্রগণা বলি সেই অঞ্চল বর্তমান বীরভম জেলাম্থিত কোন কোন অঞ্চল, ভাগলপরে ক্রেলাস্থিত অশল ও মুর্শিদাবাদের একাংশ—এই বিস্তৃত স্থান জুড়ে এই বিদ্রোহ পরিবাস্থ হযেছিল। কলকাতা থেকে একশো মাইলের মধ্যে অবস্থিত ছিল এই বিদ্রোহের ঘটনাস্থল। রাজভয়, মৃত্যুভর সবকিছ উপেক্ষা করে হাজার হাজার উপজাতীয় সাঁওতাল এই বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কম পক্ষে ত্রিশ হাজার সাঁওতাল উপজাতীয় নরনারী এবং সমাজের নীচ্তলার অন্যান্য অংশের মান ষেব জীবনের বিনিময়ে সাঁওতাল বিদ্যোহের এই অমর কাহিনী ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। ইংরাজ সৈন্যবাহিনীর নশংস প্রত্যাভিযানের রথচক্রে বৃন্ধ, মহিলা সকলেই পিষ্ট হয়েছিলেন। গ্রামের পর গ্রাম

পর্ড়িয়ে ছারখার করে ইংরাজ সৈন্যবাহিনী জনপদকে
"মশানে পরিণত করেছিল। ঘরছাড়া হয়ে হাজার হাজার
মান্য অরণা ও পাহাড়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।
তব্ এই বিদ্রোহী মান্যেরা মাথা নত করেননি। আমৃত্যু
লড়েছেন—বার বার বিদ্রোহের পতাকা উম্পে তুলে ধরে
ভবিষাতের জন্য রেখে গেছেন মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেরণা।

### বিদ্রোহের পটভূমি:--

১৮৫৫-৫৭ সালের মহান সাঁওতাল বিদ্রোহ সাঁওতাল উপজাতীয় ক্ষকদের কোন আক্সিমক বিস্ফোরণ ছিল না। এই বিদ্রোহের ভিত্তি তৈরী হয়েছিল ধীরে ধীরে। এই বিদ্রোহের পটভূমি উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে ইংরাজ শাসকদের অথলোভী জমিদার-মহাজনদের নিম্ম শোষণ-অত্যাচারের কলজ্কময় কাহিনীর মধ্যে। ভারতবর্ষের মাটিতে ১৭৫৭ সালে ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নেত্রে বণিকের মানদণ্ড রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বিহার প্রদেশে বসবাসকারী সাঁওতাল উপজাতীয় ক্রষকদের বিনিময় প্রথামূলক কৃষিভিত্তিক জীবন্যান্তায় থাকলেও ঐক্য ছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য অ**ণ্ডল** থেকে এদের জীবন ছিল বিচ্ছিন্ন: জমিতে সাঁওতাল উপজাতীয় কৃষকদের পুরুষানুক্রমিক অধিকার ছিল। কিন্তু বিহার প্রদেশ ইংরাজ বণিকদের করতলগত হওয়ার পর শোষণ-উৎপীডনের চাপে ও ইংরাজ প্রবর্তিত মন্রাভিত্তিক অর্থনীতির আক্রমণে সাঁওতাল উপজাতীয় কৃষিভিত্তিক ও বিনিময় প্রথাম্লক বহু সহস্র বংসরের প্রায় বিচ্ছিল্ল সমাজজীবনে বিপর্যয় দেখা দিল। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ন ওয়ালিস প্রবৃতিত চিরস্থায়ী বন্দোবসত সাঁওতাল কৃষকদের জমিচাতে করে জমিতে তাদের পার্যান্রমিক অধিকার কেড়ে নিল। পার্বের সমাজ-জীবনের স্মৃতি ও জমি হারার বেদনা বুকে নিয়ে বহু সহস্র বংসরের বাসম্থানের গণ্ডী থেকে বাধা হয়ে বেরিয়ে এসে সাঁওতাল উপজাতীয় কৃষকেরা ছডিয়ে পডল বঙ্গদেশ ও বঙ্গ-বিহার সীমান্তে। পাহাড-নদীনালা বেণ্টিত ও অরণা সংকুল বর্তমান সাঁওতাল পরগণার কুমারী মাটিতে বন-জজ্গল পরিষ্কার করে সোনার ফসল ফলাবার জন্য ইংরাজ শাসকও ঐ অঞ্চলের জিমদারদের আহ্বানে বাধ্য হয়ে সাড়া দিয়ে সাঁওতাল উপজাতীয় ক্লযকেরা প্রামক হিসাবে কাজ করতে চলে আসে। ভাগলপ**ু**রের 'দামন-ই-কো' (অর্থাৎ 'পাহাড়ের ওড়না') নামক অরণাসঙ্কুল ও পাহাড় এলাকা ক্রমশঃ হয়ে উঠল সাঁওতালদের অন্যতম প্রধান বাসস্থান। কুমারী মাটির বৃক চিরে ফলতে শুরু করল সোনার ফসল।

কিম্তু এই সোনার ফসল সাঁওতালদের দ্বঃখময় জীবনের অবসান ঘটাতে পারলো না। কারণ ইতিমধ্যেই

ফসলের লোভে ও দরিদ্র-সরলমতি সাঁওতালদের শোষণ জনা দামন-ই-কো-র তৎকালীন শাসনকেন্দ্র 'বারহাইতে' এবং অন্যান্য গঞ্জে বাঙালী, পাঞ্জাবী, মহাজনেরা উপস্থিত ভোজপুরী ভাটিয়া প্রভতি হয়েছিল। এরা ব্যবসার নামে শ্রুকরল লুপ্টন ও সাঁওতালদের শ্বারা উৎপাদিত ফসল সামান্য লবণ, কাপড, তামাক, কাঁচের চুডি, কাঁসার বাসন ইত্যাদির বিনিময়ে তারা কিনে নিত। আবার কখনো কখনো সামান। নগদ পয়সাতেও এই বিনিময় হত। মহাজনেরা হিসাবের ব্যাপারে চরম দূনীতির আশ্রয় নিত। দুই ধরণের বাটখারা এই মহাজনেরা ব্যবহার করত। সাঁওতালদের তারা যখন 'ধান-চাল ধার দিত তখন ওজনে কম দিত এবং এইজনা যে বাটখারা তারা বাবহার করত তার নাম ছিল 'বেচারাম' বা 'ছে।ট বৌ'। আর সাঁওতালরা **যখন ধান চাল শোধ দিতে আসত তখন মহাজনেরা ও**জনে বেশী নিত এবং এইজন্য যে বাটখারা ব্যবহার করা হত তার নাম ছিল 'কেনারাম' বা 'বড বৌ।' বাটখারার কারসাজির মধ্য দিয়ে চলত চরম ল্ব-ঠন। আর ধারের জন্য স্বদের হারের কোন সীমা ছিল না; শতকরা পাঁচশত টাকাও সাদ নেওয়া হত। ফসলের মরশামে ফসল দিয়ে স<sub>ম</sub>দ ও আসল সাঁওতালদের শোধ করতে হত। সাধারণত এই দেনা সারা জীবনেও তারা শোধ করতে পারত না। স্থানীয় ভাষায় তারা হয়ে পড়ত 'কামিয়া' বা ক্রীতদাস। যে ধার নিত তাকে এবং তার বংশধরদের সারা জীবন মহাজনের কাছে বাঁধা পড়তে হত। এই প্রথাকে সাঁওতালরা বলত কামিওতি। মহাজনেদের নিম্ম শোষণের পাশাপাশি জমিদারদের শোষণের কার্য অবাধে চলেছিল। খাজনার হার ছিল অতাধিক এবং ত। বছর বছর বাডত। রাজম্ব আদায়কারীদের (নায়েব সাজোয়।ল) খাজনা আদরের সমপরিমাণ দস্তুরি দিতে সাঁওতালদের বাধ্য করত। জমিদারী-কর্মচারীবৃন্দ ও দারোগাদের নির্ময অত্যাচার যেমন বলপূর্বক সম্পত্তি হস্তগত করা, অপমানিত করা প্রহার ও অন্যান্য উৎপীডন ছিল সাঁওতালদের নিতাসাথী। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল কোম্পানীর সাহেব, নীলকুঠির সাহেব. কর্মচারী ও ঠিকাদারদের নিতা নতুন জন্মুম যা সাঁওত।ল রমণীদেরও কলাজ্কত করত।

গভীর অর্থনৈতিক বিক্ষোভের পটভূমিকায় সাঁওতালদের উপর এই অকথ্য অত্যাচারে সাঁওতালদের জীবন
ক্রমশঃই দ্বিসহ হয়ে উঠেছিল—অথচ বাসম্থান থেকে
বহ্দ্রে অর্বাম্থত আদালতে গিয়ে স্বিচার প্রার্থনা
করার সামর্থ তাদের ছিল না। কারণ সেখানে চলত
আমলাদের সীমাহীন প্রবশুনা। শোষণ ও অত্যাচারের
এই সমগ্র প্রক্রিয়াটা ছিল ইংরাজ শাসনের অনিবার্য ফসল
এবং ইহাই বিদ্রোহের ক্ষেত্রকে উর্বর করে তুর্লেছিল।

#### विसारहत भरधः-

"আমরা প্রজা, সাহেব রাজা, দ্বংখ দেবার যম তাদের ভয়ে হটবো মোরা এমনি নরাধম? মোরা শৃধ্ব ভূখবো? না, না মোরা র্খবো।"

শোষণ ও অত্যাচারের বিরন্ধে সাঁওতালদের মনের ধ্মায়িত বিক্ষোভ, বিদ্রোহের আহনান নিয়ে গানের মধ্য দিয়ে সর্বত্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৫৪ সাল থেকেই বিদ্রোহের আইনক্ষেত্রলিশ্য উঠতে শ্রুর্ করে এবং পরবর্তীকালে তা চতুদিকে দাবাশিনর মতো ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এলেন ঐতিহাসিক সাওতাল বিদ্রোহের নায়ক চার ভাই—সিধ্, কান্, চাঁদ ও ভৈরব।

প্রথম দিকে সাঁওতালদের একটা অংশ ডাকাতের দল গঠন করে প্রতিহিংসা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মহাজনদের বাড়ী ডাকাতি শুরু করে। শিবের থানে প্রজা দেবার নাম করে এরা রাত্রে বিভিন্ন জয়গায় সভা করত এবং মহাজনদের বাড়ী ডাকাতি করত। ফলে অঞ্চলের জমিদার মহাজন ও পাকুরের জমিদার বাড়ীর নির্দেশে দিঘী থানার কখাত দারোগা মহেশলাল দত্ত সাঁওতালদের উপর ভয়ৎকর নির্যা-তন-অপমান শারা করে। ডাকাত থেকে শারা করে নিরীহ সাঁওতাল- কেউ-ই এই অত্যাচারের হাত থেকে বাদ যায় না। এই অত্যাচারই ক্রোধের আগ,ুণে ঘৃতাহ,ুতির কাজ করে। সাঁওতাল অধ্যাষিত সমগ্র অঞ্চল উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ১৮৫৫ সালের প্রথম দিকে প্রায় সাত হাজার সাঁওতালের এক সমাবেশ থেকে আওয়াজ ওঠে ঃ শোষণ অত্যাচারের বির\_শ্বে প্রতিকারের কোন পথ না পেয়ে ডাকাতি করার জন্য যদি সাঁওতালদের অপরাধী হিসাবে ধরা হয়, তংক সাঁওতালদের যথা সবস্ব লু-ঠনকারী মহাজন ও জমিদারদের অপরাধের বিচার হবে না কেন?

১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন আবার প্রায় দশ হাজার সাঁওতাল 'বারহাইত' থেকে দুই মাইল দূরবতী<sup>4</sup> ভগনোডিহি নামক গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এক প্রাচীন বর্টগাছের তলায় সমবেত হলেন। ইংরাজ শাসনের ছত্ত-চ্ছায়ায় দাঁড়িয়ে জমিদার-মহাজন-দারোগার নির্মাম শোষণ-অত্যাচার—সিধ্ব, কান্ব, চাঁদ ও ভৈরব এই চার ভাইকে সংগ্রামের প্ররোভাগে এনে দাঁড় করিয়েছিল। এই সমাবেশে মূল নেতৃত্ব দিলেন সিধ্ব ও কান্। এই সমাবেশ থেকে দশ সহস্র সাঁওতাল গর্জে উঠল : "তারা আর জ্মিদার মহাজনের, ইংরাজ শাসকদের, প্রলিশ-পাইক- পেয়াদার, জজ-ম্যাজিম্মেটের হাতে নিপীডন সহ্য করবে না কারো দাসম্ব স্বীকার করবে না। তারা সাঁওতাল পরগণা থেকে সকল শোষক-উৎপীড়ককে বিতাড়িত করে সমুহত জুমি দখল করবে এবং সাওতালদের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে।" সাঁওতালদের প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাজ্যে কি ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে তাও তারা ঘোষণা করল :- "তাদের রাজ্যে কাউকে খাজনা দিতে হবে না। প্রত্যেকের সাধ্যমত জমি চাষ করার অধিকার থাকবে।

অতীতের সমাসত ঋণ মকুব করে দেওরা হবে। বলদ চালিত লাঙ্গলের উপর বার্ষিক দ্ব পরসা আর মহিষ চালিত লাঙ্গলের উপর বার্ষিক দ্ব আনা খাজনা দিতে হবে। প্রতি টাকার স্কুদ হবে বার্ষিক এক পরসা। আর তাদের রাজা হবে সিধ্ব, সে হবে 'স্বা' বা 'স্বাদার'।" সমাবেশের সিম্ধান্ত মতো সাওতালেরা তাদের এই সমস্ত বস্তব্য চরম পত্রের মাধ্যমে দরোগা, স্থানীয় জমিদার ও সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের জানিয়ে দিল। বলা হল —একপক্ষ কালের মধ্যে জবাব দিতে। কিন্তু জবাব সাওতালেরা পার্যান।

সিধ্ কান্ জানতেন যে পশ্চাতপদ সাঁওতালদের কাছে ধর্মের ধর্নিন সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হবে। তাই সাঁওতালদের উদ্দেশ্যে সিধ্ ও কান্র স্বাক্ষরয়্ত "সমস্ত গরীব জনসাধারণের কাছে" নামক ইস্তাহারে বলা হলঃ য্বা ঠাকুর নিজে যুন্ধ করবে, কেণ্ট ঠাকুর ও রামচন্দ্র সহযোগী হবে। ঠাকুরের নির্দেশে কৃষকেরা ভেরী বাজারে এবং ঠাকুর ইউরোপীয় সৈনিক ও ফিরিস্গীদের মস্তক ছেদন করবে। সাহেবেরা যদি বন্দ্বক ও ব্লেট নিয়ে যুন্ধ করে, তাহলে সেই বন্দ্বক ও ব্লেট ঠাকুরের ইচ্ছায় নিম্ফল হবে।

#### **4**रे ज्ञारे--विद्यार भ्रत्न मिन:--

৩০শে জন্নের সমাবেশের পর গ্রামাদেবতা রক্ষাকালীর থানে জমায়েত হবার উদ্দেশ্য নিয়ে হাজার হাজার সাঁওতাল উপজাতীয় কৃষক 'বারহাইত' থেকে মাইলখানেক দ্রবতী পাঁচকেঠিয়া বাজারের দিকে এগিয়ে যায়। তথন মাথে মাথে ছড়িয়ে পড়েছিল বিদ্রোহের গান ঃ

"ও শিধাে, শিধাে ভাই, তাের কিসের তরে রক্ত ঝরে কি কথা রইল গাঁথা, ও কান্হ্ তাের হ্ল হ্ল স্বরে. দেশের লেগে অঙ্গে মােদের রক্তে রাঙা বেশ জান না কি দস্য বাণক লা্টলাে সােনার দেশ।"

বিদ্রোহী বাহিনী পাঁচকেঠিয়া বাজারে উপস্থিত হয়ে মাণিক চৌধ্রী, গোরাচাঁদ সেন, সার্থক রক্ষিত, নিমাই দত্ত ও হির্দত্ত নামক পাঁচজন কুখাতে মহাজনকে হতা। করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। পাঁচকেঠিয়া গ্রামের এক বটতলায় গ্রাম্য রক্ষাকালীর থানে এদের বলি দেওয়া হয়।

বিদ্রেংশী সাঁওতালদের মোকাবিলা করার জন্য দিঘী থানার অত্যাচারী দারোগা মহেশলাল দত্ত সদলবলে এগিয়ে এলেন। এই জ্বলাই (১৮৫৫) পথে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের সাথে তার সাক্ষাং হল। সিধ্ব ও কান্কে তিনি গ্রেপ্তার করলেন। ক্রোধে সাঁওতালেরা অণ্নিম্তি ধারণ করলো। বহু অত্যাচারের নায়ক ছিল এই মহেশলাল দত্ত। সাঁওতালদের টাঙ্গির আঘাতে তিনি নিহত হলেন; ম্ব্ডুচ্ছেদ করে সাঁওতালেরা প্রতিশোধ গ্রহণ করল। দারোগা হত্যার মধ্য দিয়ে এই জ্বলাই শ্বর্ হল ঐতিহাসিক 'সাঁওতাল হ্ল' বা সাঁওতাল বিদ্রোহ। এই ঘটনার পর সাঁওতালেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দিকে এগিয়ে যায়। ফলে ক্রমশঃ বিদ্যোহের লেলিহান শিখা

চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্রোহ যতই ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, ততই হাজার হাজার (কখনও ১০ হাজার, কখনও ৩০ হাজার) সাঁওতাল তাতে যোগ দিয়েছে। প্রথমে 'বারহাইত' বাজার বিদ্রোহীদের দখলে আসে। তিনদিন অবর্মুখ থাকার পর পাকুরও তাদের দখলে আসে। ভাগলপ্র থেকে ম্পেগর পর্যন্ত ডাক চলাচল ক্ষ হয়ে যায়। ম্মিদাবাদ ও বীরভূমের বিভিন্ন অংশেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে।

বিদ্রোহীরা একের পর এক জমিদার, মহাজন, নীলকুঠির সাহেব ও দারোগাদের হত্যা করে। সাঁওতালদের
'লোহ্' (রম্ভ) শোষণকারী জমিদার, মহাজন, নায়েব,
গোমস্তারা আতিংকত হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে বত্তত পালিয়ে
যায়। কম্পিত হয়ে ওঠে ইংরাজ শাসনের ভিত্তি।

#### গ্ৰসমৰ্থন :--

সাঁওতাল উপজাতি সামগ্রিকভাবে এই বিদ্রোহে বাঁপিয়ে পড়েছিল। দীর্ঘ শোষণ-উৎপীড়নে যে ক্লেধের বার্দ তাদের ব্কের মধ্যে জমে উঠেছিল বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তাই যেন জনুলে উঠেছিল। শুধ্মাত্র সাঁওতাল উপজাতি নয়, এই বিদ্রোহের শরিক ছিল সমাজের নীচ্ব তলার সমসত গরীব মান্য—কামার, কুমোর, জোলা, গয়লা, লোহার, তাঁতী, ভেলী, চামার, ডোম প্রভৃতি। ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আমলের স্ট অভিনব শোষণ-নির্যাতন বাবম্থাই সমস্ত গরীব মান্যের মধ্যে শ্রেণীগত ঐক্য গড়ার পথকে প্রশৃত্ত করে দিয়েছিল—দ্রে করে দিয়েছিল সম্প্রদায়গত বিভেদ।

#### বিদ্রোহ দমনের অভিযান:-

ইংরাজ শাসনের বির্দেধ ও ঐ শাসনের দক্ত জিমদার-মহাজনদের বির্দেধ পরিচালিত এই বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংরাজ সরকারের নারকীয় অভিযান একটি দিনের জন্যও থেমে থাকেনি। বিদ্রোহের ঐকাবন্ধ শান্তকে রক্তের বন্যায় ড্বিয়ে দেবার জন্য ইংরাজ সরকার ৭ম, ১৩, ৪০, ৪২, ৩১শ ও ৩৭শ রেজিমেন্ট এবং হিল রেঞ্জার্স প্রভৃতিকে নিয়োগ করে। জিমদারেরাও হাতী, ঘোড়া, বরকন্দাজ, ও সৈনাবাহিনীর জন্য খাদ্য দিয়ে সরকারকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। গড়ে ওঠে শ্রেণী শাহুদের ঐক্য।

আশ্নেয়য়াস্তে স্কৃতিজত ও স্কৃতিক্ষিত হাজার হাজার ইংরাজ সৈন্য গ্রামকে গ্রাম ধরংস করে সাঁওতাল এলাকাগ্রিলতে সন্থাসের রাজত্ব কায়েম করে। আগ্রন জরলে উঠেছিল সাঁওসালদের ঘরবাড়ীতে। ঘরছাড়া সর্বহারার বেদনা ব্রকে নিয়ে তীর-ধন্ক, বর্শা, কুড্বল, টাঙ্গি প্রভৃতি অস্থ্যের সাহায্যে সাঁওতাল উপজাতীয় কৃষক ও সমাজের অন্যান্য অংশের মান্য নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও অভ্তপুর্ব সাহাসকতার সঙ্গে ধ্বন্ধ করেন। প্রকাশ্যে বহুবার তারা ইংরাজ সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। ১৮৫৫ সালের ১৯শে জ্বলাই ইংরাজ সরকার বিদ্যোহের প্রধান নেতাদের ধরিয়ে

দেবার জন্য দশ হাজার টাকা প্রক্রনর ঘোষণা করেন।
১৮৫৫ সালের ১৭ই আগন্ট ইংরাজ সরকার এক চরমপত্রে
ঘোষণা করেন যে দশদিনের মধ্যে বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ
করতে হবে—অন্যথায় কঠোর শাস্তিত ভোগ করতে হবে।
কিন্তু প্রলোভন ও ভীতিপ্রদর্শনের কাছে আত্মসমর্পণ
সাঁওতালদের যেন অজানা ছিল। তাই এই সমস্ত ঘোষণা
বিদ্রোহের অন্নিশিখাকে নিভাতে পারেনি। প্রের্বর মতোই
বিদ্রোহের আগন্ব লেলিহান শিখা নিয়ে জন্বতে থাকল।

নির পায় হয়ে ইংরাজ কর্ত পক্ষ ১৮৫৫ সালের ১০ই নভেন্বর বিদ্রোহ দমনের জন্য সামরিক আইন জারী করলেন। নভেম্বর মাসের শেষভাগে সাঁওতাল বিদ্রোহের কান্ত ফাঁসির মঞ্চে অনাতম নায়ক কান, গ্রেপ্তার হন। জীবনের জয়গান গেয়ে যান। ইতিপ্রেই সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রধান নায়ক সিধ্ব আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং তাঁকে তাঁর জন্মভূমি ভগ্নাডিহি গ্রামে গ্রেপ্তারের পর দ্রততার সংখ্য নিয়ে এসে ইংরাজ বাহিনী গুলি করে হত্যা করে। বিদ্রোহের অপর দুই শ্রেষ্ঠ নায়ক চাঁদ ও ভৈরব এক ভয়ৎকর যুদেধ বীরের মতন প্রাণ বিসর্জান দেন। বিদ্রোহের অন্যান্য নেতৃবৃন্দও গ্রেপ্তার হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এইভাবে জীবনদানের মধ্য দিয়ে পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরদের অনাতম হিসাবে সাঁওতাল বিদ্রোহের নেত্রন্দ নিজেদের অমর করে গেলেন। ১৮৫৬ সালের ৩রা জানুয়ারী সামরিক আইনের মেয়াদ শেষ হয়। কিন্তু নেত্রহীন ও বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্তে বিদ্রোহের আগন্ন যেন নিভতে চাইছিল না। বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহীরা তাদের অস্তিত্ব তখনও ঘোষণা করছিল অবশেষে নির্ভক্ষ সন্তাসের রাজত্ব কায়েম করে ইংরাজ সরকার শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হয়।

হাজার হাজার সাঁওতাল উপজাতীয় কৃষক মৃত্তি ও স্বাধীনতার স্বংন নিয়ে 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করে, অজস্ত্র ধারায় ব্বকের রক্ত ঢেলে দিয়ে বিদ্রোহের যে আগন্ন জেনলেছিলেন তা ছিল ১৮৫৭ সালের ভারতবর্ষের যুগান্তকারী মহাবিদ্রোহের অগ্রদ্ত ও প্রেরণা। চল্লিশ বছরব্যাপী ওয়াহাবী বিদ্রোহ ও ১৮৫৭ সালের মহা- বিদ্রোহের পরেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে সাঁওতাল বিদ্রোহের ম্থান। সঠিক রাজনৈতিক জীবনদর্শন ও রাজনৈতিক সংগঠনের অস্তিত্ব তংকালীন সময়ে স্বাভাবিক কারণে না থাকার জন্য এই সাঁওতাল বিদ্রোহ চূড়োন্ত সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু তব্ব এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়নি। ১৮৭১ এবং ১৮৮০-৮১ সালে একই দ্বণন নিয়ে আবার সাঁওতাল বিদ্রোহের মাদল বেজে উঠেছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহের শিক্ষার আলোকে আলোকিত পথ ধরে ভারত-বর্ষের কৃষক জীবনকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য পরাধীন ভারতবর্ষে বার বার বিদ্রোহ করেছে। আজও সাঁওতাল বিদ্রোহ ভারতবর্ষের মান্বের কাছে বিশেষ ভাবে কৃষক সমাজের কাছে যেন এক আনর্বাণ দীপশিখা। পূর্ণ রাজ-নৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন, বিনা ক্ষতি প্রেণে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, গরীব ও ভূমিহীন কৃষক-দের মধ্যে বিনাম্ল্যে জমি বন্টন, সাম্রাজ্যবাদের সংগ্র সম্পর্ক চ্ছেদ, জনসাধারণের জীবন্যাতার মান উল্লয়ন — এই দাবীগুলির সমাধানের মধ্য দিয়ে যেদিন ভারতবর্ষের সমাজে বিকাশের ধারা উন্মক্ত হবে সেইদিন সাঁওতাল উপ-জাতীয় কৃষকদের স্বংন সার্থক হয়ে ভারত দিগলতে নতুন স্ফেরি উদয় হবে। সাঁওতাল বিদ্রোহ সহ অসংখ্য বিদ্রোহের মহান ও গৌরবোল্জ্বল ঐতিহ্য বুকে নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কুষকের মৈন্রীর ভিত্তিতে ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষ এই সূর্যোদয়কে স্বর্যান্বত করার পথে রক্তাক্ত হয়েও মৃত্যভয়হীন পদক্ষেপে অগ্রসর হবেই—এই হোক আমাদের শপথ।

#### हे का

- (১) মহাভারতের রণক্ষেত্রে অর্জন্বর রথের সারথি ছিলেন কৃষ্ণ। অর্জন্ম তাঁর খ্লুপ্রতাত ও আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করতে পরাজ্ম্ব হলে কৃষ্ণ যুদ্ধের দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে তাঁকে যুদ্ধের জন্য আবার উৎসাহিত করে তোলেন।
  - (২) গ্রামা প'র্জিপতি।
- (৩) সাতকি শম্মা—মথ্রা জেলার ভূমিহীন কিষাণ কবি।

"লেখক ইল একজন সর্বসাধারণের লোক।...সে একজন সর্বসাধারণের লোক, কারণ তার শিলপকর্ম শিলপাগারের চার দেওয়ালের মধ্যেই আবন্ধ থাকার জন্য নয়। বরং তা সেখান থেকে বাইরে বেরিয়ে যাবে এবং যতদ,র সম্ভব ছড়িয়ে পড়বে। নিজেদের ঠকানোর অধিকার লেখকদের থাকতে পারে না, কারণ নিজেকে ঠকাতে গিয়ে সে অনাদের ঠকায়..."

## এ শিরোচ্ছেদ কার ? / সুকুমার দাস

মাথা কাটা গেল। ৭ই জ্বন, ১৯৭৮-এ আবার কলেজ স্কোয়ারের পশ্চিম দিকে স্থাপিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃতিটির মাথাটা কে বা কারা কেটে গোলদীঘির জলে ফেলে দিয়ে গেল। কুংসিং অপকর্মের এ' খবরটি কয়েক ঘণ্টার মধোই ছডিয়ে পডলো কলকাতায়—তথা সারা বাংলাদেশে। খবরটি শোনার পর থেকেই মনের মধ্যে একটি ভাবনাই শ্বধ্ব ঘ্রপাক খেতে লাগলো কারা এবং কেন এই মনীধীর মর্মার মূর্তির ওপর আক্রমণ চালালো? দুক্তার্য কোন অভিপ্রায় সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ঐ অবোধেরা তাঁর মাথা কেটে নিয়ে ঐ বিবেকহীনরা কার মাথায় কলভেকর কালিমা লেপে দিলো? কাটা গেল কার? মনে হয় আমার. আপনার—সমগ্র জাতির। সারা জীবন দেশবাসীকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে যে মনীষী নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন আজ কোন অপরাধে তাঁর মৃত্যুর শতবর্ষ পরেও তাঁকে এমন-ভাবে নিগহীত হ'তে হ'ল? তিনি নিজেও কি কোনদিন কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে. শতবর্ষ পরে এদেশের এক শ্রেণীর উদ্প্রান্ত যুবক তাঁর সমস্ত জীবনের কর্ম ও তাাগের এইভাবে মূলাায়ণ করবে? এ' যেন.

"অপরাধী নিজে জানিল না কিবা অপরাধ তাহার, বিচার হইয়া গেল।"

হাাঁ, স্বদেশের ইতিহাস বোধহীন কতিপয় অর্বাচীন 
য্বকের বিচারে তিনি অপরাধী বলেই সাবাস্ত হলেন।
আর এইসব অপরিনামদশাঁ য্বকের একতরফা বিচারের
চরম দণ্ডই তাঁকে আজ মাথা দিয়ে গ্রহণ করতে হ'ল।
আর তার লম্জা এবং শ্লানিকে মাথা পেতে নিতে হ'ল
সমগ্রজাতিকে। তাই ভাবছিলাম, শ্বেদ্ কি বিদ্যাসাগরের
মাথাটাই আজ কাটা গেল?

ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে বেশ কিছ্বদিন আগের ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার কথা বারবার মনে হ'তে লাগলো। বছর করেক আগে প্রজার ঠিক আগে বিকেল বেলার শেষে ঐ কলেজ স্ট্রীট দিয়েই কোথায় যেন যাচ্ছিলাম। পোষাকের দোকানগর্বল তখন স্বন্দর করে সাজানো হয়েছিল পসরা দিয়ে, নানা রঙের আলো দিয়ে। প্রজার কেনাকাটা চলছে তখন প্ররাদমে। এই ভীড়ের মধ্যে একটা পাঁচ বছরের ছেলেকে নিয়ে খালি গায়ে, খালি পায়ে একজন মধ্য বয়স্ক লোককে দেখলাম ভিক্ষা করতে। লোকটি কিম্তু আসলে জাত ভিখারী নয়, সে ছিল স্বন্দরন অঞ্চলের ক্ষেত মজ্বর। ঐ সময়ে গ্রামে কাজ থাকে না, নিম্চিত অনাহার থেকে বাঁচবার জন্য অনা সকলের সাথে লোকটিও ভিক্ষে করতে চলে এসেছিল কলকাতায় সংগ্য ছেলেটিও। একটা বড় পোষাকের দেখলানের 'শো কেসে' সাজানো একটা লাল জমা দেখে

ছেলেটি বাবাকে ডেকে বলে উঠলো, "আব্বা, ঐ লাল জামা।" বাবা বললে, "চ' চ' সামনে চ'—ওদিক পানে"। ছেলে বায়না ধরে, "আগ, ঐ জামা কিনি দিবি?" নির্পায় বাবা বলে, "ওদিক পানে চ', তোকে ম্বিড় কিনে দেব।" ছেলে নাছোড়বান্দা, সে বললে, "ম্বিড় চাই না— জামা চাই।" এর পর কথোপকথন আর বেশী দ্রে এগোয়নি। দেখলাম, হঠাৎ ছেলেটার গালে পড়লো বাবার প্রচন্ড এক চড়। ঐ প্রচন্ড চড় খেয়েও ছেলেটা কিন্তু একট্বও কদিলো না—হতবাক হয়ে নিজের গালে হাত বোলালো বার কয়েক।

সেদিনও ভেবেছিলাম ঐ চড়টি কি সতাই ঐ দ্বেধ-পোষ্য শিশ্বটির গালেই পড়েছিল? নাকি সে চড়টি



খেয়েছিলাম প্রত্যক্ষদশা আমি ? মনে হয় সে চড় সেদিন
শিশ্বটির গালে পড়েনি—পড়েছিল আমরা যে সমাজে
বাস করি তারই ম্লে। শিশ্বটি কিন্তু সেদিন কিছুই
ব্রুতে পারেনি কেন তাকে হঠাৎ মার খেতে হ'ল—কি
তার অপরাধ। আর তার অক্ষম বাবা, সেও কি দোষী?
তাই বা বলি কেমন করে? ভাবছিলাম, কোন অবস্থায়
এসে পেণছালে ঐট্বুকু শিশ্বর সামান্য একটা বায়নার জন্য
শিশ্বর গালে বাবা সজোরে চড় মারতে পারে। জামার
বায়না করে ঐ শিশ্বটি যেমন অপরাধী বনেছিল, ভাবছি

প্রতিক্ল অবস্থার মধ্যে জীবনপণ করে কঠোর সংগ্রাম করে সমাজ সংস্কারের কাজে ব্রতী হ'বার মত গহিত কাজ করেছিলেন বলেই বিদ্যাসাগরকেও আজ তেমনি শাস্তিপেতে হ'ল। নইলে এমন অঘটন আজও ঘটে কেমন করে? যারা এটা করলো তারা কি বিদ্যাসাগর মশায়ের সমগ্র জীবনের ম্লায়ণ বর্তমানের "ইজমের" রাজনীতির ম্পকান্টে ফেলেই করতে চায়? সেদিনের পরাধীন দেশের প্রতিক্ল পরিবেশ ও পরিস্থিতির কথা কি তারা একবারও বিচারের মধ্যে আনলো না? সেদিনের ম্ল সমস্যাও আজকের সমস্যার মধ্যে তফাংটা যে কি—তাও কি তারা ব্রুতে চেণ্টা করলো না?

ওদের কি ধারণা ইতিহাসে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যা লেখা আছে তা' সঠিক নয়? শ্রেণী স্বাথেই শাসকগোষ্ঠী ও প্রতিক্রিয়াশীল মহল তাঁকে অযৌত্তিকভাবে বড় করে দেখাবার প্রয়াস চালাচ্ছে। তা' কি সতাি ? একথা অবশাই অনুস্বীকার্য যে, বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠী তাদের শাসন ও শোষণকে অব্যাহত রাখার জন্য ইতিহাসকে বিকৃত করে। এটা তারা করবেই। কারণ জনগণের অধিকার রক্ষার সংগ্রাম যদি প্রকৃত ইতিহাসলব্ধ জ্ঞান ম্বারা পরিচালিত হয় তবে তাদের বিপদ অনিবার্ষ। সে কারণেই আমরা সকলেই একমত যে, জনস্বাথেই দেশের ইতিহাসের সঠিক উপস্থাপন ও বিশেলষণ একান্ত প্রয়োজন। সেই বিশেলষণ করতে গিয়েই বর্তমানে দেশের একদল যুবক এই ইতি-হাসকে এমন এক "শ্বিপ্রীকৃত" দ্বিটকোণ ও মানসিকতা থেকে বিচার করছে, যার ফলে এক জটিল শ্বন্দের স্থিত হয়েছে। এর নব ম্ল্যায়ণ করতে গিয়ে এরা দেশের তং-কালীন যুগের পরাধীনতার কথা, ধর্মন্থতা ও কুসংস্কারের কথা একবারও ভাবতে চায় না। স্বাধীনতার পরবতী সংগ্রামকে ওরা সেদিনের ভিন্ন ধর্মী সংগ্রামের সাথে মিশিয়ে একাকার করে ফেলেছে এবং একই দৃণ্টিতে বিচার করছে। তাই এরা আজ রামমোহন রায় ও বঞ্চিমচন্দ্রের স্বাদেশিকতার প্রশ্ন তুলেছে—প্রশ্ন তুলেছে বিদ্যীসাগরের সমাজ সংস্কারমূলক কাজের এবং বিবেকানন্দের সামাবাদী মানসিকতার ব্যাপারে। পরাধীন যুগে সমাজদেহ থেকে कुनःस्काद्वत काँगेश्वाम जुल रक्ता रच कि कठिन काल अवा আজ তা কিছুতেই অনুধাবন করতে পারবে না। সব কিছুকেই বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের আধুনিক দৃণ্টিভগাী দিয়ে বিশেলষণ করতে চাইছে, তাই অনেক ক্ষেত্রেই এরা তাঁদের সংস্কারমূলক কাজের যথাযথ মূল্য দিতে **অস্বীকার করছে। মূল সত্যকে বেমাল্ম অস্বীকার** করাও যে ইতিহাসের যথায়থ মুল্যায়ণ নয় এবং তাও যে ইতিহাসের বিকৃতি—একথাটা ওরা ভূলছে কেমন করে? আসলে এ'দের অনেকেই পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে যা' কিছু স্কুর আহরণ করে দেশকে সংস্কার মৃত্ত করবার জনা -চালিয়েছিলেন, এদের মতে সেগুলি মোটেই বৈপ্লবিক নয়। এবং এসব সংস্কারের স্ফল ভোগ করেছে কেবল তাদের স্ব-শ্রেণী। অপরদিকে তাদের কর্মকাণ্ডের ফলে নাকি সামাজ্যবাদিরা দেশ শাসনে ও শোষণে উৎসাহ পেরেছে। এ'দের দ্বারা নাকি আদৌ শ্রমিক
কৃষক মেহনতি মান্ম, শাসক ও জমিদার গোষ্ঠীর
শোষণের বিরুদ্ধে, বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনুপ্রাণিত
হর্মান। এমন কি এখনও শোষিত ও নিপীড়িত মান্মকে
এ'দের প্রভাব বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করে না। তাই এ'দের
স্মৃতিচিহ্নগুলি জিইয়ে রাখবার কোন প্রয়োজনই আজ
আর এরা অনুভব করে না।

অপর সকলের কথা ছেড়ে দিয়ে এখন শু-ধ্বিদ্যাসাগর মহাশরের কথাতেই আসি। সতিই কি এইসব ফ্রকেরা তাঁর অন্যায় ও অবিচারের বির্দ্থে আপোষহীন সংগ্রামী অবদানের কথা একবারও ভাবতে চেণ্টা করেছে? জড় চিন্তা, অভ্যাস আর সংস্কারের অন্ধ কারাগারে আবন্ধ মান্বকে যিনি মৃত্তির আলোতে আনবার জন্য নিরলস প্রয়াস চালিয়ে নির্যাতিত হয়েছেন, তার কি কোন মৃত্তাই তারা দেবে না? দিলে শতাব্দীর পথ অতিক্রম করে যাঁর নাম আজ প্রগতি, বাত্তিত্ব, উদারতা ও কর্ণার প্রতীক হয়ে উঠেছে—তাঁকেই তারা "ইজমের" নামে এমন নংনভাবে আক্রমণ করবে কেন?

তাই মানবদরদী বিদ্যাসাগরের বিশাল ব্যক্তিম ও কৃতিত্বের কিছু কথা ওদের আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। বিদ্যাসাগর কোনদিনই রাজনীতিবিদ ছিলেন না। তিনি ছিলেন মূলতঃ সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষাবিদ্। সমাজে একদল লোক যখন সনাতন বিশ্বাসকে আঁকড়ে নতুন সর্বাকছা প্রগতির পথকে রাখ করেছিল এবং আর একদল যখন সংস্কার মাজির বাাপারে বাড়াবাড়ি করছিলো, বিদ্যাসাগর সে সময়েই জন্ম গ্রহণ করেন। এই সনাতন পন্থীদের ধম্বীয় গোঁড়ামীর দূর্গ তখন ছিল ভীড়ে ঠাসা এবং মজবৃত। দৃঢ়চিত্ত বিদ্যাসাগর দেশের শিক্ষাবিস্তারের জন্য, সমাজের উন্নতির জন্য সেই দুর্গেই চরম আঘাত হেনেছিলেন। সংস্কারবন্ধ, গতিহীন সেই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদেধ লড়াই করা যে কি কঠিন কাজ—আজকের যুগে তা কল্পনাও করা যাবে না। অকুতোভয় বিদ্যাসাগর সেই দুঃসাহসিক পথেরই পথিক হয়েছিলেন এবং সে কঠিন কাজে অবশেষে জয়ীও হয়েছিলেন। তাই তো দেশের শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে তাঁর ঐ অপরাজেয় সংগ্রাম অবিনশ্বর এক যুগ-সূচনার স্বাক্ষর হয়ে আছে। তিনি চেয়েছিলেন পশ্চিমের জ্ঞানভান্ডার থেকে গ্রেন্ঠ সম্পদের সপ্গে দেশের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটাতে এবং প্রাচা শিক্ষার সঞ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা জগতের মিলন ঘটাতে। কর্মজীবনের শ্রুরতে শিক্ষার আলোকে দেশবাসীর নৈতিক উন্নতি সাধন করার সংগ্রামেই লিপ্ত ছিলেন তিনি। শুধু প্রের্বদের জন্য শিক্ষা প্রসারেই তিনি সচেণ্ট ছিলেন না. সে যুগে স্থাী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেও তিনি অকল্পনীর দৃঃসাহসের পরিচয় দেন। এ ব্যাপারে তাঁকে কঠিন বিরোধীতার ও সমালোচনার মুখোমুখী হ'তে হয়েছিল। বহু যুগের সণ্ডিত কুসংস্কার স্থাী শিক্ষাকে তখন ব্রভিহীনভাবে নিষিশ্ধ করে রেখেছিল। অশিক্ষার जन्धकारत रकवनभाव गृहत्र्थानौत काळ निरंत स्वीरनारकता সোদন জীবন কাটাতে বাধ্য হতেন। সোদনের সেই সমাজ ব্যবস্থায় স্বীলোকদের হীন বলে মনে করা হতো। ঐ বশ্ধমূল কুসংস্কারের মূলে বিদ্যাসাগর আঘাত হেনে-ছিলেন। তিনি মনে করতেন সমাজের অগ্রগতির জন্য ফ্রী শিক্ষা অপরিহার্য। গোঁডা পন্থীরা তাঁর এই পচেটাকে "নারীত্বের অবমাননা" বলে প্রচার করে তাঁর নিন্দা ও সমালোচনায় মেতে ওঠে। অপরদিকে বন্দী নারী সমাজও শিক্ষার-আলোক স্পর্শে আলোকিত হবার সুযোগ পেয়ে বিদ্যাসাগরের দিকেই আরুষ্ট হয়। বহু, দিনের অক্রান্ত চেণ্টায় তিনি এ ব্যাপারে জয়ী হন। সতা সতাই গৃহে কোণের অশিক্ষার বন্দীদশা থেকে নারী জাতিকে টেনে আনলেন শিক্ষার আজ্গিনায়। বিদ্যাসাগ্র বিরোধীদের প্রবল যুক্তিতর্ককে খণ্ডন করে মন্মংহিতার বিধান বলে প্রমাণ করে দিলেন, "পাত্রের ন্যায় কন্যাকেও যত্ন সহকারে শিক্ষা দেওয়া মাতাপিতার কর্তব্য এবং তারাও শিক্ষার অধিকারী।"

শিক্ষা বিদ্যারের আন্দোলনকে প্রসারিত করে বিদ্যাসাগর এগিয়ে আসেন সমাজের একের পর এক কুপ্রথা ও কুসংস্কারের মালে আঘাত হানতে। বিধবা বিবাহ আইন চালা করার জন্য, বহাবিবাহ, বালবিবাহ ও যৌতুক প্রথাগালিকে সমাজদেহ থেকে উৎপাটিত করবার জন্য তিনি নিজেকে স'পে দেন। আজকের বিদ্রান্ত এসব যাবকেরা তাঁর কাজের কোন মালা দিতে না চাইলেও, তারা একথা জেনে রাখাক যে, একমান্ত বিধবা-বিবাহ আইন চালা করার জন্য সে যাবেগ তিনি যে কঠিন সংগ্রাম করেছিলেন—শাধুমান্ত তার জন্যই তিনি অক্ষয় হয়ে থাকবেন। এ' ব্যাপারে তাঁর অসীমালাছ্খনা ভোগ জাতি শ্রম্থার সঙ্গো সমরণ করবে চিরকাল।

আইন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ হ'বার ফলে এবং কোলিন্য প্রথার কুফলে এদেশে তথন তর্নী বিধবার সংখ্যা দ্রত ব্লিধ পাচ্ছিলো। ঐ কৌলিন্য প্রথাই নিষ্ঠার নারী নির্যাতনের পথ উন্মান্ত করে দির্য়েছিল। বিবেকহীন কুলীনেরা এ প্রথাকে লাভজনক বাবসায় র্পান্তরিত করেছিল। কেবলমাত্ত অর্থের লোভে তারা অতি ব্লধ বয়সেও একের পর এক বিয়ে করতো এবং অলপদিনের মধ্যে তারা মারা গেলে ঐ সব তর্নীরা একসাথে বৈধবাকে ববণ করে নিয়ে সারাজীবন দ্বংখ ক্লেশের মধ্যে থাকতে বাধ্য হতো।

ঐ সব কুলীনরা এদের বিয়ে করতো বটে কিল্ডু দ্বীদের আশ্রয় বা ভরণ পোষণের কোন দায়িছই তার। গ্রহণ করতো না। এদের এক এক জন এত সংখ্যক বিয়ে করতো যে সকল দ্বীকে তারা চিনতোই না। এমনিক কয়েক বছরের মধ্যেও তাদের সকলের সপো একবার দেখা করবার সনুযোগ পর্যক্ত পেতো না। এ ছিল তর্ন্গীদের বাধ্যতাম্লক বৈধব্যবরণ—যা ছিল অতি নিষ্ঠুর, অতি কর্ন্। বিদ্যাসাগর ব্রেছিলেন যে, য্রন্তিহীন অন্ধ্র সামাজিক প্রথা ধর্মের প্রকৃত অর্থকেই মুছে দিয়েছে। তাই

ধর্মের নামে এ নারী নির্যাতন আইন করে কথ করে দিতে হবে। তাছাড়া রন্তমাংসের মানবীর দেহ **কখনই স্বামী**র মাতার সংগে সংগে পাষাণের মতো হয়ে যায় না বা তার কামনারও শেষ হয়ে যায় না। তাই এ নির্মাম প্রথাকে তলে দেবার জন্য তিনি সেদিন সংস্কার বাদের তর্জ্য ও সনাতন পন্থীদের মুখোমুখী হলেন। "গেল, সমাজ গেল" বলে সাড়া পড়ে গেল রক্ষণশীল সমাজে। তারা শুধু তাঁর নিন্দাবাদেই মুখর হলো না তাঁকে দৈহিক নির্যাতনেও এগিয়ে এল। এদের ক্রিয়াকলাপ দেখে বিদ্যাসাগর এক সময়ে ক্ষোভে বলেছিলেন, "দেশাচার শাস্তের মাথার উপর পা রেখেছে, ধর্মের মর্মমূলকে বিশ্ব করেছে, ভাল ও মন্দের বিবেচনা শক্তি নন্ট করেছে, ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য বিচারের পথকে রুদ্ধে করেছে. তাই ভাদের কঠিন অন্তর হতভাগিনী বিধবাদের দুর্দশার জন্য বিন্দুমাত দুঃখ অনুভব করে না।" প্রবল বিরোধীপক্ষ যখন তাঁকে প্রায় কোণঠাসা করে ফেলেছিল তখন তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, "যে দেশের পরুষজাতির অন্তরে দয়া নেই. যেখানে ধর্ম নেই. কেবল লোকিক প্রথা অনুসরণ করাই যেখানে পরমধর্ম বলে মনে করা হয়, সে দেশে যেন হতভাগ্য অবলাজাতি জন্ম গ্রহণ না করে।" সমসাময়িক সমাজের কথা ভেবেই তিনি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে হিন্দ: শান্তের মতবাদের গণ্ডীতে থেকেই "পরাশর সংহিতা" থেকে শ্লোকের শ্বারা প্রমাণ করেছিলেন বিধবার প্রনির্বাহ শাস্ত্র সম্মত। ১৮৫৬ সালের এই জ্বলাই মাসের ২৬ তারিখেই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়েছিল। ভারতবর্ষের সমাজ সংস্কারের ইতিহাসে সে হ'ল এক সমরণীয় দিন।

আজকের বিদ্রান্ত য,্বকেরা জেনে রাখুক বিদ্যাসাগর অনমনীয় দৃঢ়তার জন্য সেদিন শুধু স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ও বিধবা বিবাহ আইন চাল; করার সংগ্রামেই জয়ী হ'র্নান, জয়ী হয়েছিলেন বহু বিবাহ, বাল বিবাহ, যৌতুক নামক কুপ্রথাগর্ৱালকে সমাজ দেহ থেকে তুলে ফেলবার আন্দোলনেও। বিদ্যাসাগর সঠিকভাবেই ব বেছিলেন যে, বহ বিবাহ প্রথার বিলোপ সাধন ছ।ড়া শ্বধ্ব বিধবা বিবাহ আইন শ্বারা সমাজ উপকৃত হবে না। কারণ বিপ্লুল সংখ্যক বৈধব্যের মূল কারণই ঐ বহুবিবাহ नामक कुञ्चथा। মনের বিধানকে অপবনখ্যা করে কোলিনা প্রথার সুযোগ নিয়ে চলছিল তথন ভণ্ডামী। মনুর বিধান মতে, "অনুপযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে কন্যার বিবাহ দান অন্বচিত। এতে যদি কন্যাকে সারা জীবন অবিবাহিত থাকতে হয়, তবুও না।" এতে কুলীন বৃদ্ধেরাও অসংখ্য বিয়ে করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। অপর দিকে মা-বাবারাও সমাজের ভয়ে ঐ সব বৃদ্ধদের সপেই কোন রক্মে "কন্যার বিবাহ" নামক অনুষ্ঠানটি সম্পান করিয়ে নিয়ে নিরপরাধ নাবালিকা মেয়েদের নিষ্ঠ্রবভাবে বিসর্জন দিতেন। আজকের তথা কথিত এই সব বিপ্লবীরা কি ঐসব প্রথাগ্রনি চাল্ব রাথারই পক্ষপাতী? তারা জানক. 'ধ্বতি, চাদর ও চটি' পরিহিত এ সরল মানুষটি ছিলেন

ইম্পাতের মত অনমনীয় এবং স্বীয় সংকশপাধনে অটল।

একমাত্র ব্যক্তিগ্রাহ্য কাজকেই তিনি গ্রহণ করতেন এবং তা
সফলকাম করতে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে সদা প্রস্তৃত
থাকতেন। পরাধীন ভারতে জন্মে ছিলেন বলেই অনেক
ক্ষেত্রে সমাজ সংস্কারের কাজে শাসকগোষ্ঠীর সাহাথ্য
তাঁকে গ্রহণ করতে হরেছিল; কিম্তু সেটা কোন মতেই
স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানের বিনিময়ে নয়। এ ধরনের
সাহাষ্য গ্রহণ ও দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন করার
অপরাধেই কি আজ তিনি সাম্বাজ্যবাদের দালাল? তিনি
যে কুসংস্কার ও ধমীয় গোঁড়ামীর বিরোধীতা করে
ভবিষ্যতের নতুন অলোকে স্বাগত জানিয়ে ছিলেন—
সেটাই কি তাঁর বড় অপরাধ? এরই জন্য কি আজ তাঁর
শিরোক্ষেদ হলো?

১৯৭০—৭১ সালেও বাংলার ব্,কে ঘটে যাচ্ছিলো এ' ধরণের একের পর এক অপকর্ম। এতে তিনিও রেহাই পার্নান। সেদিনও মার্কস ও লেলিনেব নামেই এসব করা হচ্ছিল। একটি বিষয়ের উল্লেখ করা বোধ হয় এখানে অপ্রাসন্ধিক হবে না। সকলেরই খেয়াল রাখা উচিং যে এসব কাজগর্নিল সংগঠিত হচ্ছে কেবল তখনই, যখন পশ্চিমবঙ্গের রাজীতিতে আসে কোন পরিবর্তন। শ্বিতীয় যুক্তপ্রশ্বের শেষের দিকে যা' হয়েছিল আজ আবার বামফশ্টের গদীতে আসীন হবার পর তারই স্কুচনা। অতএব সন্দেহ অম্লক নয় যে, আসলে যারা মার্কসবাদ লেনিনবাদের নামে কোন কিছ্ পরিবর্তনে প্রয়াসী, প্রকৃতপক্ষে তারাই এটা করছে কি না। এ' জঘন্য কাজের পেছনে পর্দার আডাল থেকে অন্য কোন স্বার্থ সংশ্লিণ্ট

মহলের উম্কানি নেই তো? রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রনরোম্থারের জন্য 'ইজমের" নামে সমস্যা ক্লাম্ত য্রকদের দিয়ে অরাজকতা স্থির চেণ্টা নয় তো? প্রথম য্রক্তেণ্টের আগে এ'সব বিপ্লবীরা ছিল কোথায়? সে সময় পর্যন্তও তো রিটিশ সাম্লাজ্যবাদের শাসকবর্গের প্রতিম্তিগ্রিল বহাল তবিয়তেই বর্তমান ছিলো কলকাতার ময়দান আলো করে। সেগ্লিকে সোদন য্রক্তেম্প্র সরকারই সরিয়ে ফেলেছিল। আশ্চর্যের বিষয় ওরা সেদিন পর্যন্ত সেগ্লিকে ভেন্গে দেবার তাগিদ মোটেই অন্তব্ব করেনি।

অতএব স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় রাজনৈতিক কারণে স্বার্থ সংশিলট মহলের প্টেপোষকতায় ওদের ক্লম। আর একটা প্রশন করি, সর্বহারা শ্রেণীর ক্ষমতায় আসার জন্য মার্কস লেনিন কি এ পথেরই নির্দেশ দিয়ে গেছেন? রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে বিশেবর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কি এ'ভাবেই সম্ভব হয়েছিল? কোন পর্কালাণী দেশেই জনসমর্থনহীন এসব ঘটনা কোন পরিবর্তন আনতে পারে না, বরং সেই প্রচেণ্টার ম্লেই ব্যেরাং হয়ে আঘাত হানে।

ওদের মানসিকতা যদি এই হয় যে, এ প'্রজিবাদী দেশে সমাজ সংস্কারের চেয়ে রাজনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজন সর্বাগ্রে, তবে সেটা মেনে নিয়ে আমিও বলি—তাহলে সে চেণ্টাই চল্ক না। তবে অসংগঠিত—এভাবে নয়, বিদ্যাসাগরের শিরোচ্ছেদ করেও নয়। মার্কস ও লেনিনের শিক্ষার আলোকে, তাঁদের নির্দেশিত পথেই তা' করতে হবে এবং তা' করতে হবে এবং তা' করতে হবে ববং তা' করতে গিয়ে অতীতের নিরলস এই সমাজ সংস্কারকের প্রতি এতটা অকৃতজ্ঞই বা হ'তে হবে কেন?

"এসো ভেঙে ফেলি দাসত্ব গোলামীর লজ্জা ভেঙে ফেলি হে ম্বিল, তুমি আমাদের দাও প্রথিবী আর স্বাধীনতা!"

—লেনিন

## **हाज जात्मालत ७ 'जद्राक्तीिंज'** / भृपाल माज

প্রায় এক দশক অতিক্রান্ত। অতি পরিচিত শেলাগান ইদানিং নতুনের মূথে নতুন ভাগ্গতে প্রকাশিত হচ্ছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিছু ছাত্র দাবী 'নিদ'লীয়'. 'অরাজনীতি' ও ''নিরপেক্ষতাই'' জীবনের আদর্শ। কোন ব্যক্তির বিশ্বাস ও আদর্শ সম্ঘটির মধ্যে পরিকল্পিতভাবে প্রচারের মাধ্যমে জনমত সংগ্রহ বা সেই আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা হলে এবশাই ভবিষ্যাৎ বা অদুরে ভবিষ্যাৎ-এ নিদিশ্টি কোন গোণ্ঠী বা দলের উদ্ভব হয়ে থাকে। বিশেষতঃ গত বিধানসভা নির্বাচনের পর পশ্চিমবাংলার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ওমন সংগঠিত প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্বাধীনতার প্রথম দুটি দশক দেশের তথাকথিত পণিডত এবং শাসক ও শাসকশ্রেণীর পার্টি ছাত্রদের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল থেকে সয়ত্বে দূরে থাকার পাণ্ডিতাপূর্ণ (?) উপদেশ দিয়েছে র্যাদও এরা স্বাধীনতার যুগে ইংরাজ সামাজ্যবাদের শে।যণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশকে মুক্ত করার প্রতাক্ষ সংগ্রামে ছাত্রসমাজকে আহ্বান জানিয়েছিল। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন, ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের বিরুম্থে আন্দোলন, ১৯৩০ সালে দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনে ভারতের ছাত্রসমাজ গৌরবগ্রনক ভূমিকা भानन करतिष्ट्रन । देशस्त्रदाज्य वित्रुत्थ मः भारति महन দ্ভিতিতিক ছিল—প্রিজপতি ও জমিদারশ্রেণীর রাজ-নৈতিক সংগঠন কংগ্রেসের রাষ্ট্র যন্ত্রকে করায়ত্ত করা এবং অপরদিকে ছাত্রসহ দেশের ব্যাপক সাধারণ মানুষের লক্ষ্য ছিল শোষণ নিপ্রীড়নের অবসান, মহামারি দারিদ্র্য থেকে ম্বিত্ত, মনুষ্যত্বের অবমাননা থেকে ম্বব্তি, অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্তি। অর্থাৎ একটি শক্তিশালী অর্থনীতি ও দেশ গঠনই ছিল মানুষের মূল প্রের্ণা। রাণ্ট্র্যণ্র হুস্তান্তরের মাধ্যমে একটি শ্রেণীর ঈশ্সিত লক্ষ্য পরেণ হলো। কিন্তু স্বাধীনতার পরে পণ্ডবার্ষিকী পরিকল্পনাগ**্রাল** দেশের মা**ন্বের মোলিক সমস্যা সমাধানে বার্থ হয়েছে।** ভারতীয় ব্রজোয়াদের সামন্ততন্ত্রের সাথে মিতালী করে দেশকে ধনতন্ত্রের পথে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা বার্থ হওয়াই স্বাভাবিক। স্বতরাং সাধারণ মান্বের আন্দোলন ও সংগ্রামের উপাদানগর্মালও অক্ষতই আছে। দেশের শতকরা নব্বইজন মানুষের ঈশ্সিত লক্ষ্য স্বাধীন ভারতে শাসক-শ্রেণী কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় যে প্রেণ হতে পারবে না তা বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও শাসক-শ্রেণীর চেতনার মধ্যে অবশাই ছিল। প্রথিবীর বিভিন্ন দেশে বৃশ্বিজীবি সম্প্রদায়ের একটি ইতিবাচক ভূমিকা থাকে দেশ গঠনের কাজে। স্বাধীনতার পরে ভারতের ব্জেরিটেশী ও শাসকগোষ্ঠী কার্যতঃ ব্রিধজীবি সম্প্রদায়ের এই ইতিবাচক ভূমিকাকে অস্বীকরে করলো। বার বার ছাত্রসমাজের প্রতি উপদেশ বর্ষিত হয়েছে, তাদের

রাজনীতি থেকে দূরে থাকা উচিৎ। **অর্থাৎ দেশের** অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে বৃদ্ধি-জীবিদের একটি বড অংশ ছাত্রসমাজকে উদাসীন রাখা। একটি বিশেষ পরিকল্পনার অংগ হিসাবেই তারা একাজ করেছে। মূলতঃ স্বাধীনতার দূই দশকে শাসকশ্রেণী কর্তৃক প্রভাবিত ছাত্ররা পশ্চিমবাংলার কলেজ বিশ্ব-বিদ্যালগুলিতে 'রাজনীতি পরিত্যাগের' করেছে এবং 'নিদ'লীয় ছাত্র সংস্থা' 'জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংস্থা' ইত্যাদি নামে কলেজ ভিত্তিক ছাত্রসংগঠনগুলি ছিলো এই দর্শন প্রচারের হাতিয়ার। ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল সারা দেশব্যাপী খাদ্য সংকট ও দ্রবামূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে গণআন্দোলনের পাশাপাশি তীর ছাত্র বিক্ষোভ ও ছাত্র সংগ্রাম গড়ে ওঠে। 'শিক্ষাজগতে বিশ্ভখলার মড়ক বলে শাসকশ্রেণী নিন্দা করলেও খাদ্য ও শিক্ষার দাবীতে এবং শাসকশ্রেণী কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিগুলির বিরুদেধ ছাত্র আন্দোলন উত্তরোত্তর তীব্রতা লাভ করেছিল। সালে নয়টি রাজ্যে কংগ্রেসের পরাজয়, শাসকশ্রেণীর মধ্যে <del>"বন্দ্র,—নব কংগ্রেসের জন্ম। ইন্দিরা গান্ধীর জনগণকে</del> প্রতারণা করার কৌশল ভালভাবেই আয়ত্ব করা ছিল। সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানের শ্লোগান তোলা খলো। মহিলা কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস, ছাত্র পরিষদ ইত্যাদি গণসংগঠনগর্লি গড়ে তোলা বা প্রনর্ম্জীবিত করা হলো. বামপন্থীদের শেলাগানগুলিকে ভিত্তি করে। 'রাজনীতি থেকে দ্রে থাকো' পরিত্যক্ত হলো এই অতীত আদর্শ। ছাত্র পরিষদ প্রতাক্ষভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শাসকশ্রেণীর রাজনীতি আমদানি করল। কিন্তু পরাজিত হলো। পশ্চিম-বাংলার ছাত্রসমাজ ওদের প্রত্যাখ্যান করলো। গত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। ইদানিং বহু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি পরিচিত ছাত্রপরিষদ সংগঠক ও সমর্থকরা 'রাজনীতি' পরিত্যাগের সপক্ষে মতামত প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকছে না কার্যকিরী সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেণ্টা চালাচ্ছে এবং নক্সালপন্থী ছাত্রগ্রুপগ্রলির একাংশ ছাত্র পরিষদের সাথে য্ত হচ্ছে। বহু ক্ষেত্রে ছাত্রপরিষদ নক্সালপন্থী গ্রুপগ্রনির শক্তিব্দিশতে সাহায্য করছে। গত ছয় বছর পশ্চিমবাংলায় ছা<u>র</u>পরিষদ ও তার রাজনৈতিক শক্তির স<u>ন্</u>যাসম্*ল*ক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে গণতান্ত্রিক মান**ুষ** পরাজিত করেছে। স্বতরাং নতুন পরিস্থিতি। নতুন রণ-কৌশলও অনিবার্য। নির্বাসন থেকে নক্সালপন্থীরা ফিরে এসেছে। বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এরা ডেমোক্রাটিক म्पेट्रिक बारमामिस्यम्न(D S.A.). म्पेट्रिक वे बारमामिस्यम्न. (S.A.) ছাত্ৰ ঐক্য কমিটি, যুক্ত ছাত্ৰ সংগ্ৰাম কমিটি, ভেমোক্র।।তক স্টুভেণ্ট ফ্রণ্ট (D.S.F.) প্যাণ্ডিরটিক এণ্ড

ডেমোক্সা। তক স্ট্রুডেণ্ট ইউনিয়ন (P.D.S.U.) প্যাদ্ধিরটিক এণ্ড ডেমোক্সাটিক স্ট্রুডেণ্টস এণ্ড ইউথ অরগানাইজেশন (P.D.S.Y.O.) ইত্যাদি সংগঠনের মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে প্রচার করছে, তাদের সমস্যা সমাধান বা ছাত্রস্বাথেই তাদের সংগঠন, এবং মূল আদর্শ হচ্ছে 'অরাজনীতি'। এই সংগঠনগুলির নামের দিকে তাকালে বোঝা বাবে অরাজনীতির নামে একটি রাজনীতি অবশ্যই আছে।

'গণতন্দ্র' কথাটি একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেলষণ হয়ে থাকে। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র না গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বৈরতন্ত্র। 'ছাত্র ঐক্য' বা 'যুক্ত ছাত্র সংগ্রাম' কিসের ভিত্তিতে, কেন এবং কার বির দেধ ঐক্য বা সংগ্রাম। অনন্তকাল থেকে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নেই। এমন সমাজ ছিল যা রাষ্ট্র ছাড়াই চলত, যার রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কোন ধ্যান ধারণাই ছিল না। মানব সমাজের এমন এক স্তরে উৎপাদন ছিল মূলতঃ সম্ঘিত্যত এবং ভোগদখলও হত সামাতান্ত্রিক ছোট বড় গোষ্ঠীর মধ্যে। কিল্ত ধীরে ধীরে উৎপাদনের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমবিভাগ তুকে পড়ল। উৎপাদন ও দখলির সমন্টিগত প্রকৃতি ক্ষাত্র হল। ব্যক্তিগত দখলই প্রাধান্য পেল এবং এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময়ের উ**ল্ভব হল।** যখন অর্থ ও তার সংখ্যা বণিক এসে উৎপাদকের মধ্যে মধ্যম্থের ভূমিকা গ্রহণ করে তখন থেকে বিনিময়ের প্রক্রিয়া অধিকতর জটিল হয়েছে। পণ্য এখন শুধু হাত থেকে হাতেই ফেরে না অধিকন্ত এক বাজার থেকে অন্য বাজারেও। পণ্য উৎপাদনের যে স্তরে সভ্যতার সূত্রপাত সে স্তরটির অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য হল (১) ধাতব মুদ্রা, স্কুদ ও তেজারতি (২) বণিকের অভাদয় (৩) জমির ব্যক্তিগত মালিকানা (৪) দাস-শ্রমের প্রচলন। সভ্য সমাজে রাষ্ট্রই সমাজকে একতে ধরে রাখে এবং প্রত্যেকটি বিশিষ্ট পর্বেই এ রাষ্ট্র হলো একমার শাসকশ্রেণীর রাষ্ট্র এবং সকল ক্ষেত্রেই এটি হলো মূলতঃ শোষিত, নিপীড়িত শ্রেণীকে দমন করার যন্ত্র। অধিকাংশ রাষ্ট্রেই দেখা যায় যে নাগরিকদের অধিকার স্থির হয় ধনসম্পত্তির অনুপাতে এবং প্রতাক্ষভাবে এই তথ্য প্রকাশ পায় যে রাণ্ট্র হচ্ছে বিত্তহীন শ্রেণীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিত্তশীল শ্রেণীর একটি সংগঠন। স্বতরাং রাজ্যের আবির্ভাব শ্রেণী বিরোধকে সংযত করার প্রয়োজনে। প্রাচীন যুগে রাষ্ট্র ছিল ক্রীতদাসের দমনের জন্য দাস-মালিকদের রাষ্ট্র, সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল ভূমিদাস কৃষকদের বশে রাখার জন্য অভিজ্ঞাতদের রাষ্ট্র এবং আধ্বনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাণ্ট্র হচ্ছে প'ব্লিজ কর্তৃক মজনুরি-শ্রম শোষণের হাতিয়ার। যেহেতু এক শ্রেণীর দ্বারা অপর শ্রেণীর শোষণ হচ্ছে সভ্যতার ভিত্তি সেই জন্য এর সমগ্র বিকাশ চলছে অবিরাম বিরোধের মধ্যে। একজনের পক্ষে যা আশীর্বাদ তাই অপরের পক্ষে অনিবার্যভাবে অভিশাপ। মহান শিক্ষক এগোলস আমাদের আরও শিথিয়েছেন, শ্রেণী সংঘাতকে প্রশমিত করার জন্য শ্ৰুথলার গণ্ডির মধ্যে সীমাবন্ধ করে রাখাই হচ্ছে এই শক্তির উদ্দেশ্য। এই রাদ্মশক্তি সমাজ থেকে উন্ভূত হয়েও নিজেকে সমাজের উধের্ব স্থাপন করে এবং ক্রমশঃ সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্দ করে নের। সভ্যতা সম্পর্কে মর্গান বলেছেন—'সভ্যতার উন্ভবের সময় থেকে সম্পত্তির অতিবৃদ্ধি এত বিপর্ল, এর র্পগর্নল এত বিচিত্ত ধরণের, এর বাবহার এতই প্রসারশীল এবং মালিকদের স্বার্থে এর পরিচালনা এতথানি বৃদ্ধিদীপ্ত যে, জনগণের পক্ষে এটা হয়ে উঠেছে এক অবাধ্য শক্তি। মানবচিত্ত তার নিজ সৃ্তির সামনে বিহর্ল হয়ে দাড়িয়ে পড়েছে। তাহলেও এমন সময় আসবে বখন মান্বের বৃন্ধি এই সম্পত্তির উপর আধিপত্য করার পর্যায়ে উঠবে।'

উৎপাদনের জন্য সমাজে যেসব সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার সব কিছু নিয়েই সমাজের আর্থিক কাঠামো। এই আর্থিক কাঠামোর উপরই গড়ে ওঠে সেই সমাজের উপরিসৌধ—শিক্ষা-সংস্কৃতি, আইন-ক্রন্, রাজনীতি ধর্ম শিল্প-সাহিতা দর্শন। এখ্যেলস বলেছেন 'আর্থিক ব্যবস্থাটা হচ্ছে ভিত্তি, এই ভিত্তির উপর যে উপরিসৌধ গড়ে ওঠে তার প্রভাব অবিরাম কাজ করতে থাকে। এরা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করে। এদের প্রভাব আবার গিয়ে পড়ে সমাজের আর্থিক ভিতের উপর। আর্থিক ভিত সব কিছুর উপর প্রভাব বিস্তার করে। আবার সেগ্রলিও আর্থিক ভিতের উপর কাজ করে। জমিদার আর ভূমিদাস নিয়ে সামন্ত প্রথা, তা**র নিজস্ব** উপরিসৌধ ছিল—সামন্ত প্রথাকে সাহায্য করে এমন রাজনৈতিক আদর্শ, আইনকান ন ইত্যাদি। প'রিজবাদী সমাজে তার ভিত অনুসারে উপরিসৌধ গড়ে ওঠে। ১৯১৭ সালে বিপ্লবের পরে সমাজতান্ত্রিক রুশিয়ার নতুন অর্থনৈতিক ভিতের উপর নতুন উপরিসৌধ বা নতুন শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য গড়ে ওঠে। সূতরাং রাজনীতি নিরপেক্ষ শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য হতে পারে না।

ব্টিশ ভারতীয় বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা অপনের পর সাম্রাজ্যবাদী প‡্রজি জাতীয়করণের পরিবর্তে অক্ষতই রইল। পরিকল্পনাগ্রলির জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যের উপর দেশ নির্ভারশীল হলো এবং দেশীয় ব্রজোয়াশ্রেণী দেশকে উন্মান্ত করেছিল বিদেশী শোষকদের নিকট। বিশ্বব্যাপী **ধনতন্তের সংকট। কিন্তু ভারতীয় ব**্রে**র্জা**য়া-শ্রেণীর নিজ স্বার্থে সাম্বাজ্যবাদীদের সাহায্যে দেশে ধনতন্ত্র গড়ে তোলার ব্যর্থ প্রচেন্টার মাশ্বল ভারতীয় জনগণকে দিতে হচ্ছে। সামন্ত্রতন্ত্রকে উচ্ছেদের পরিবতে রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার করা হলো। স্বাধীনতার তিরিশ বছরে জমি মুল্টিমেয় লোকের হাডে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। অপর দিকে ভূমিহীনের সংখ্যা বৃন্ধি পেয়েছে। কৃষির সঙ্গে যুক্ত কোটি কোটি মানুষের অবস্থা আজ দর্বিসহ হয়ে উঠেছে। ভারতীয় জনগণের শতকরা ৮০ ভাগ দারিদ্র সীমারেখার নীচে বাস করছে। শতকরা ৭০ ভাগ আজও নিরক্ষর। গণতন্দ্রী প্রজ্ঞাতন্দ্রী [ এবং ইদানিং সমাজতান্ত্রিক (?)] ভারতের জনসাধারণের জীবনের সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে সংকটের ঘ্ণাবতে হাব্ডব্ব্ খাচ্ছে।

এন্দোলস্ বলেছেন, 'ব্র্জোয়াজী যেহেতু শ্রমিকের ততট্টকুই জ্বীবনধারণের স্বীকৃতি দেয় যতট্টকু নিতানত প্রয়েজন সূত্রাং আশ্চর্য হবার কিছ, নয় যে তারা শ্রমিককে তত্ত্বকু শিক্ষার সুযোগ দেয় বতট্কু তাদের (বুর্জোয়াদের) নিজের স্বাথে প্রয়োজন। ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে পি সি মহলানবীশ বলেছেন. "এক কথায় বলা যায় ধনী ব্যক্তিরাই তাদের ছেলেমেয়েদের সেই ধরণের শিক্ষা দিতে পারছে যাতে করে সরকারের মর্যাদাসম্পন্ন ও প্রভাবশালী পদগুলিকে তারা অধিকার করতে পরে।" ১৯৬৬ সালে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট. 'ধনী এবং দরিদ্র, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতদের মধ্যে বিরাট সামাজিক ব্যবধান রয়েছে এবং তা বিস্তৃত হচ্ছে...শিক্ষা নিজেই সামাজিক বিচ্ছিনতা এবং শ্রেণীবিভেদকে বাড়িয়ে ज्लाहा। ३৯१७ जाल २१८म ७ २४८म मार्च महाताएउँ পুনে শহরে এগকাডেমী ও পলিটিক লে এড সোস্যাল সায়েন্সের উদ্যোগে সাধারণভাবে শিক্ষাবাবস্থার ভূমিকা ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনায় জে পি নায়েক বলেন, 'শিক্ষা বাবস্থা একটি উপ-বাবস্থা (Sub-System) --অন্যান্য সামাজিক উপবাবস্থার অনাতম। যেহেত সমস্ত সামাজিক িক্রা কলাপ রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ণিত*ত* শিক্ষা অন্যতম উপবাবস্থা হিসাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ হতে পারে না। রাজনৈতিক ক্ষমতা যে সামাজিক উপ-গোষ্ঠীর দখলে থাকে তারা তাদের বিশেষ সাবিধা সুযোগকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করে। অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এমনই সব জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ধ্যান-ধার্ণা ও আদর্শ প্রচার করা হয় যা সূর্বিধাভোগী শ্রেণীর স্বার্থরিক্ষায় সহায়ক হয়।'

স্বতরাং একটি কিশোরও ব্রুতে পারে ন্নতম শিক্ষা সংস্কারের দাবী, শিক্ষান্তে চাকরীর দাবী পৌর স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রত্যেকটি শ্লোগান এবং যে কোন অন্যায় বা নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি প্রতিবাদ বা বন্ধবাট রাষ্ট্র ও সরকারের কর্মনীতির সাথে অনিবার্য ভাবে স্কডিত। স্বভাবতই একটি রাজনৈতিক চরিত্র ধারণ করে। এই বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে 'অ-রাজ-নৈতিক শিক্ষা' এবং 'ছাত্রদের রাজনীতি থেকে দ্রোপ-সারণ'-এর কথা বলা নিছক ভন্ডামী। এই ধরণের বিদ্রান্তি-মূলক শেলাগান ও অভিপ্রায়ের পিছনে রাজনীতি আছে—। সে রাজনীতি হচ্ছে (ক) বুর্জোয়া জমিদারদের আর্থিক ভিতকে অক্ষত রাখা (খ) উপরিসোধের এই আর্থিক ভিতের উপর আঘাত না করা (গ) শ্রেণী-বিরোধকে সংযত করতে সাহায্য করা (ঘ) প**্র**জি কর্তৃক মজ্বরি-শ্রমকে অবাধে ল্ব-ন্ঠন করতে সাহায্য করা এবং (৬) শোষিত-নিপীড়িত শ্রেণীকে দমন করার যন্তকে অক্ষত রাখা। সূতরাং অঁরাজনীতির মুখোশের আড়ালে यात्रा क्टन তाम्बर সংগঠন 'For the student, of the

student, by the student' প্রগতিশীল ছাত্ররা অবশ্যই বলতে পারে ঐ সংগঠন For the ruling class, of the ruling class, by the ruling class.'

শ্রেণী বিভক্ত সমাজে বুরেলায়া সামনত, পেটি-বুর্জোয়া, মধাবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণীর নিজম্ব দল গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক। প্রতোক শ্রেণীরই মূল লক্ষ্য সমাজে তার শ্রেণীর স্বার্থকে অক্ষুন্ন রাখা অথবা শ্রেণী স্বার্থে রাষ্ট্র-যশ্যকে অধিকার করা। ভারতীয় প্রগতিশীল শত্তব্দিধ-সম্পূদ্র ছাত্রসমাজ বিশেষ কোন দলীয় রাজনীতির প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন না করেও একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতি অবশাই আম্থা স্থাপন করতে পারে। যে শ্রেণী সমাজের সবচেয়ে নিপীডিত ও সবচেয়ে বিপ্লবী তা শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজ। সমাজের নিপাঁড়িত শ্রেণীর সংগ্রামগ্রালিকে যদি কোন বিশেষ দল ভবিষাতে সমাজতাশ্যিক অর্থনৈতিক বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে অগ্রসর করে নিয়ে যায় এবং নেত্র দেয় তাহলে নিশ্চয়ই সেই দলকে সমর্থন করাটা নিব্রিখতা নয়। বর্তমানে অরাজনীতির ফেরিওয়ালারা ছাত্রদের মধ্যে প্রচার করছে. ভারতবর্ষের কোন দলই জনগণের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। কোন দ**লের** একটি সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল নেই। থেকে বলা যায় কি (ক) জয়প্রকাশ নার য়ণের দলহীন গণতন্তের তত্তকে সমর্থন করা হচ্ছে। (খ) 'সব ভল আমর ই সঠিক' পেটিব ভের্মায়া গণতন্তের প্রতি মানসিকতা দত করা হচ্ছে (গ) শ্রেণী সংগ্রাম বা শ্রেণী চেতনার দ্বিউভগ্নী পরিতাাগ করতে সাহায্য করা হচ্ছে। একটি বিশেষ দলের রণনীতি ও রণকৌশল জনগণের স্বার্থের পরিপদ্থী সেটা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় এবং যদি শুধ্ব বলা হয় 'দলীয় রাজনীতি নয়', 'রাজনীতি পরিত্যাগ করো' এই বস্তুবো কোন মহৎ উদ্দেশা সাধিত না হলেও ছাত্র সমাজের কাছ থেকে ক্ষয়িষ্ক, ধনিক-জমিদারী সমাজ বাবস্থার দুল্ট ক্ষত গোপন করার প্রতি-ক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের প্রয়াস অবশাই সার্থকতা লাভ করতে পারে। যেটা কিনা শ্বভব্বদ্বিসম্পন্ন ছাত্রসমাজের চিস্তার পরিপন্থী।

১৯৬৭ সালে মধাবিত্ত পেটিব,জোয়া বিপ্লবীয়ানা থেকে নক্সল মতবাদের উৎস। আজ এক দশকে এ মতবাদ ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ কর্ত্ক প্রত্যাখাত হয়েছে। যে ভূলগ্লি (?) সম্পর্কে বিপ্লবী ছাত্র জনগণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তা হচ্ছে. (ক) শ্রমিকশ্রেণী প্রধান বিপ্লবী নয় স্ত্রাং শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিরও প্রয়োজন নেই; (খ) জনগণতান্টিক বিপ্লবে প্রধান বিশ্লবী অংশ কৃষক সমাজ; (গ) শহরের বৃদ্দিজীবি গ্রামে গিয়ে সম্পত্ত সংগ্রাম শ্রুর করবে; (ঘ) গণসংগ্রাম পরিত্যাগ করে গ্রামে মত্ত্র অণ্ডল গড়ে তোলা এবং শ্রেণী শত্রু বা এই মতবাদের বিরোধীদের খতম করা; (ঙ) এবার স্কুল কলেজ ছেড়ে দাও—বিপ্লবের কাজে ঝাঁপিয়ে পড় (দেশব্রতী এই মার্চ '৭০) স্বতরাং ব্র্জোরা শিক্ষা-সংস্কৃতি ধর্ণস করো; (চ) চীনের পথ আমাদের পথ,

চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান ইত্যাদি।

ইতিহাসে যে মতবাদগুলির সাথে নক্সাল মতবাদের সাদৃশ্য আছে তা হল, ব্যাভিকবাদ (ফরাসী দেশে)ঃ বিপ্রবী পরিস্থিতি বিচার না করে অলপ কয়েকজনের মাধ্যমে বড়য়ল্ডমালক কার্যকলাপের মাধ্যমে বিপ্লব সমাধান করা অগ্রণী শ্রমিকশ্রেণীর উপর নির্ভার না করে অলপসংখ্যক বৃশ্বিজীবির উপর নির্ভার করে রাতারাতি বিপ্লব সংগঠিত করা শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্লবী পাটি গডে না তোলাই হচ্ছে ব্যাৎিকবাদের মূলকথা। এৎগলসের কথায়, "ব্র্যাতিকবাদ হচ্ছে অলপ কয়েকজনের যড়যন্ত্রম লক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে সমগ্র সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধন করার আজগুরি ধারণা।" নার্রদিজম (রুশ দেশে)ঃ বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীকে অগ্রগামী শ্রেণী মনে করত না। বৃদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের পরিচালনায় কৃষক সমাজই ছিল প্রধান বিপ্লবী শক্তি। 'জনগণের বন্ধুরা কি ধরণের' এই বইয়ে লেনিন জনগণ থেকে বিচ্ছিন হয়ে শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আক্রমণ হানার সন্তাসবাদী পথের তীর সমা-লোচনা করেন এবং এই বইয়ে তিনি প্রথম ঘোষণা করেন. রুশ শ্রমিকশ্রেণীই কৃষক সমাজের সাথে মৈত্রীবন্ধ হয়ে জারের শাসনকে উচ্ছেদ করবে। পরবতীকালে র শ দেশে নাবদ নিকদের উত্তার।ধিকারী সোসালিস্ট রেভল্যশনারিরা রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রায় একই পদর্ধতি গ্রহণ করে। গণসংগ্রামের পরিবর্তে ব্যক্তিগত মহ।রথীদের সংগ্রামে স্থান দেওয়া আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর বলে লেনিন তীর সমালোচনা করেন।

নক্সালপদথীর। সমাজের শ্রেণী দ্বন্দ্বগর্নুলর বৈজ্ঞানিক বিশেলষণের পরিবর্তে যান্দ্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। স্ত্তরাং রণনীতি ও রণকৌশলও যান্ত্রিকতা মৃত্ত হতে পারে না। ভাবপ্রবন কলপনাবিলাসী পেটিব্রজায়া চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে লোনন বিপ্রবীদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশেলষণই হচ্ছে মার্কস্বাদের প্রাণ। নক্সালমতবাদ সমর্থিত ছার্রদের একটি অংশ অতীত ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে বলে মনে হয় না। প্রান অবস্তাব শেলাগানগ্রল 'অরাজনীতি'. 'নির্দেলীয়া', 'নির্পেক্ষ' ইত্যাদির উপর ভিত্তি করেই তারা ছার্রদের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে। মেডিকণল কলেজগ্রলি.

প্রোসডেন্সী কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ, শিবপুর বি-ই কলেজ, দ্বুটিশচার্চ কলেজে প্রধানতঃ উচ্চমধাবিত্ত পেটিবুর্জেয়া ও বুর্জেয়াশ্রেণী থেকে আগত ছান্তদের প্রাধান্য থাকাই স্বাভাবিক। এবং এই কলেজগর্বলয় ছান্তদের সংখাগরিষ্ঠ অংশের মধ্যে অতীত নক্সাল ও ইদানিং 'অরাজনীতি' মতবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যাচছে। প্রকাশো অরাজনীতি ও অপ্রকাশ্যে নক্সাল রাজনীতির এক অন্ভূত অপুর্ব সংমিশ্রণ। নতুন জারে পুরান ঘি। লেনিন বলেছেন, "সকল মতধারার পেটিবুর্জেয়া গণতন্তীই বুর্জেয়া প্রভাব দিয়ে শ্রমিকদের অধঃপতিত করতে চান—মার্ক্র-বাদীদের বিরুদ্ধে ঐকাবন্ধ হন! 'অদলীয়' এই নির্বোধ শক্ষটি শিক্ষায় ও চিন্তায় অক্ষম মানুষকে মোহগ্রন্থত করতে পারে, তাই এই অর্বাচীনদের একটি লাঞ্জাই ও প্রভান্সই ও প্রভান্সই শক্ষা!' (সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে, ১৭৫ প্রঃ)।

যে সমাজে উৎপাদনের উপকরণগ.লি মালিকানায় থাকে সে সমাজে শোষক ও শোষিতের মধ্যে অনিবার্যভাবে বিরোধও থাকে। মালিকের মনোফার সৌধ রচনার উগ্র আকাজ্ফা ও সর্বহারার অস্তিম টিকিয়ে রাখার মধ্যে চলে অবিরাম সংগ্রাম। রাণ্টের জন্মের প্রথম ল্যুন থেকে আজ অবধি এই সংগ্রাম বিভিন্ন গতিধারায় অগ্রসর হয়ে আসছে এবং দুটি দর্শনের ভিত্তিতে প্রিবীর মান্যত বিভক্ত হয়ে গেছে। একটি দর্শন মুন্টি-মেয় মালিকের স্বার্থকেই সংরক্ষিত করছে এবং অপরটি অর্থাৎ সমাজের নব্বই ভাগ মানুষের স্বাথেই অগ্রসর হচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন উৎপীডকের কদর্য চেহারা তাদের শিল্প-সাহিতা, শিক্ষা-সংস্কৃতির অবগ্র-ঠনে ঢেকে রাখতে নিরলস বার্থ প্রচেন্টার অন্ত থাকে না। তাই দেশে দেশে যুগে যুগে উৎপীড়িতের সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। আজও এ সংগ্রাম অবিরাম গতিতে অগ্রসর হচ্চে। শৃত্থেল ম\_ক্তির সংগ্রাম ও প্রগতির সপক্ষে সংগ্রামে ছাল-যুব সমাজের অবশাই একটি ইতিবাচক ভূমিকা থাকে ছাত্ররা হয় বিপ্লবের বাণীবাহক, এবং যুরকেরা থাকে সমুস্ত সংগ্রামের পুরোভাগে। ভারতবর্ষের ছাত্রসমাজ আগামী দিনে সংগ্রামের নতন দিগন্তকে উন্মোচিত করে ইতিহাস নিধারিত ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে আরও অগ্রসর হবে --এই হচ্ছে জনগণের আশা।

## (খলাধূলায় আমর। পিছিয়ে পড়ছি কেন ? / রণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায়

আমরা সকলেই জানি খেলাধ্লায় ভারত বেশ পিছিয়ে পড়েছে। অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় হতাশাব প্রক ফলাফল দেখে कि ভাবে খেলাখুলার উন্নতি করা যায় এ বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী দিক থেকে চিন্তা করা হচ্ছে। গত অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতের কপালে জুটেছে মাত্র একটি ব্রোঞ্জ মেডেল। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৭ জন প্রতিযোগীর মধ্যে মাত্র ২ জন তাদের জাতীয় রেকর্ডের উন্নতি করেছে। ৮ জন কৃষ্টিগীরের মধ্যে ২ জন নিজ নিজ বিভাগে ৪র্থ স্থান পেয়েছে। ২০ জন ভারোত্তোলন প্রতিযোগীর মধ্যে ভারতের অনিল মণ্ডল দ্বাদশ স্থান/লাভ করেছে। ষাট কোটি লোকের দেশ ভারত তেহরাণে অনুষ্ঠিত সপ্তম এশিয়ান গেমসে সাকুল্যে পদক পেয়েছে ২৮টি। এই সামগ্রিক ফলাফল মোটেই সম্মানজনক নয়। জাপানের মত আয়তনে ক্ষুদ্র দেশ পেয়েছে ৭৫টি সোনা সমেত ১৭৬টি পদক। স্বভাবতই প্রশ্ন হচ্ছে এই ষাট কোটি লোকের দেশ কেন খেলাধূলায় পিছিয়ে যাচেছ ?

জনসাধারণের মনে প্রথমেই এই প্রশ্ন জাগতে পারে যে বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলির প্রতিযোগীদের প্রাপ্তথা আমাদের দেশের প্রতিযোগীদের তুলনায় অনেক উচ্চ মানের। তাহলে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কি ধরণের দেহের পট্টতার প্রয়োজন। দেহের পট্টতা ও শারীরক যোগ্যতা নির্পণে যা সাধারণভাবে প্রয়োজনীয় তাদের মধ্যে কতকগুলি হচ্ছে—১। শরীর পরিচালন করবার সময় প্রতি মিনিটে সর্বাপেক্ষা বাতাস নেবার ক্ষমতা

- ২। ফ্রসফ্রস থেকে রক্তে অক্সিজেন দেবার এবং রক্ত থেকে ফ্রসফ্রসে কার্বনভাইঅক্সাইড দেবার ক্ষমতা
  - ৩। রক্তের হেমোম্সোবিনের অংশ ও তার পরিমাপ
- ৪। হংপিশ্ডে প্রতি বিটে বেশী পরিমাণ রক্ত পাঠানোর ক্ষমতা
  - ৫। হৃংপিশ্ভের প্রতি মিনিটের বিটের সংখ্যা

সমস্ত বিষয়েই ভারতের ক্রীড়াবিদের ক্ষমতা বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর ক্রীড়াবিদের ক্ষমতার চেয়ে কম। কেবলমাত্র বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর ক্রীড়াবিদ ও ভারতের ক্রীড়াবিদদের মধ্যে হ্ংপিশেড বিটের সর্বাপেক্ষা সংখ্যা মোটামন্টি এক। শারীরিক যোগাতায় এই দেশগত পার্থকা থাকলে প্রশ্ন উঠবে—সত্যই কি অধ্যবসায় ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর ক্রীড়াবিদ-দের সমকক্ষ হতে পারবে? এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত হচ্ছে ষে উপযুক্ত সূথোগ-স্ক্রিয়া, প্রভিকর খাদ্য প্রশিক্ষণ ও খেলাধ্লার নিয়মিত ম্লায়ণের মাধ্যে এই যোগাতা অর্জন করা মোটেই অসম্ভব নয়।

তাহলে আমাদের দেশের খেলাধ্লার আসল চিত্রটি কি—এটা ভেবে দেখা দরকার। খুব সাধারণভাবে বলতে रातन वर्षे वना हाए। উপाय रान्हे य वशास स्थलाय नाय নজর দেওয়া হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শহরে। কিন্ত লক্ষ-লক্ষ ছেলে যেখানে গ্রামে বাস করছে—শারীরিক পট্রতা থাকলেও তাদের সুযোগ-সুবিধা ও প্রশিক্ষণের বাবস্থা গ্রামের সম্ভাবনাপূর্ণ ছেলেদের কথা বলতে গেলে মনে পড়ে মেদিনীপুরের কার্তিক পোলই-এর কথা। কাতিকি পোলই-এর বাবা দুলালবাবু সামান্য একজন ইলেকট্রিক মিদ্রি। তার প্রবল ইচ্ছা ছেলের খেল।ধ্লায় সব রকম সুযোগ-সুবিধের বাবস্থা করে দেওয়া কিন্তু দ্বংখের বিষয় কোন রকম আর্থিক সামর্থ তার নেই। **সাধারণ একটি স'্বম খাদ্যের** ব্যবস্থা করাই তার পক্ষে অসম্ভব। তার বাড়ীতে ঢ্কতে গেলে কুর্টারর মত একটি ছোট আস্তানায় ঢুকতে হবে। ছেলেটি পেয়েছে অনেক মেডেল যা দিয়ে একটি ছোট মেডেলের দোকান করা যাবে --কিন্তু কোথায় তার সুযোগ-সুবিধা? প্রাণ ধারণ করাই তার কাছে একটি সমস।।।

এ রকম উদাহরণ অনেক আছে। আদিবাসী ছেলেদের মধ্যেও খেলাধ্লায় যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ঝাডগ্রামের তরতাজা আদিবাসী তর\_ণ সরেন রকের প্রতিযোগীদের মধ্যে উচ্চ লম্ফনে প্রায় ৬ ফুট লাফিয়ে শ্ব্ব যে প্রথমই হয়েছে তা না মহকুমায় নজীর न्थाश्रन करत्रष्ट् । भीर्च लम्ब्यत्न २० कृत्वेत र्राम लाकिस्त হয় প্রথম ও ট্রিপিল জাম্পেও ৪৩ ফুট অতিক্রম করে প্রথম স্থান অধিকার করে। রবীন পর পর দ্ব বছর শ্বধ্ব জেলা ম্কুলের মধ্যে সেরা প্রতিযোগী হিসেবেই চিহ্নিত হয়নি প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। ক্রমশঃ উহাতি করার ব্যাপারে তার বাধা কোথায়? বলা যেতে পারে আর্থিক অসচ্ছলতা ও সুযোগ-সূবিধার অভাব। আমাদের সুযোগ-সুবিধার এমনই অভাব যে যদিও লক্ষ্য করে দেখা গৈছে দৈহিক পট্তার ক্ষেত্রে যাঁরা আদিবাসী বংশোভুত তাঁদের মধ্যে কয়েকটি স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ মেলে তব্ত এ সব নিয়ে সতি৷কার যত্নবান সে রকম কোন গবেষণা করা বা বিশেষ সুযোগ-সুবিধ। দেওয়া সম্ভব হয়নি। ঠিক মত বিকাশ ঘটানোর স্যোগ পেলে আদিবাসী ক্রীড়াবিদরা ক্রমে ক্রমে প্রথমের সারিতে গিয়ে যে পেণছতে পারেন এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কথা বলা এখানে হয় ত অপ্রাসন্থিক হবে না ষে কার্তিক পোলই সর্বভারতীয় ২০ কিলোমিটার প্রতিযোগিতার পশুম স্থান অধিকার করেন। এই প্রতি-বোগিতায় ভারতের সকল রাজাই যোগদান করে।

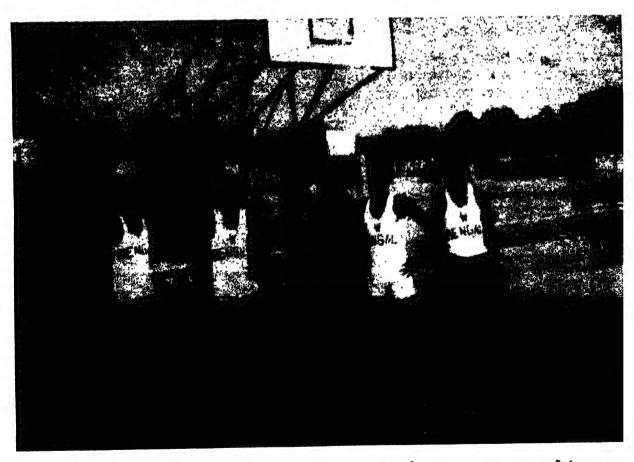
তা ইলে দেখা যাচ্ছে আমদের দৈশে থেলোয়াড়দের কোন হাভাব নেই। অভাব কেবল প্রতিভা অপ্রেষণ করার প্রচেন্টার আর থেলাধ্লার উপযুক্ত পরিবেশ স্থিম দরকার প্রতি গ্রামে থেলাধ্লার উদ্দতি করতে গেলে প্রথম দরকার প্রতি গ্রামে থেলাধ্লার ব্যবস্থা করা। এমন এক পরিবেশ স্থিট করা দরকার যাতে গ্রামের হাজার হাজার লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ ছেলে খেলার মাঠে আসবে এবং খেলাধ্লায় যোগদান করবে। এইজনা গ্রামীণ খেলাধ্লার প্রসার করতে হবে। তাতে প্রথম প্রতিবন্ধক হচ্ছে খেলাধ্লার মাঠের অভাব। যথেট্ট সংখাক খেলাধ্লার মাঠ কিভাবে স্থিট করা যায় তার চিন্তা করতে হবে।

এই সংশা দরকার প্রশিক্ষণ। কি ভাবে ছেলেদের বিভিন্ন খেলাধ্লায় পারদশী করা যায় তার চিন্তা করতে হবে ও প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণের পর মাঝে মাঝে ম্ল্যায়ণের প্রয়োজন। এর ব্যাপক ব্যবস্থা থাকা দরকার।

সাধারণভাবে খেলাধ্লা কিভাবে আকৃণ্ট করে দেখতে গোলে আমরা দেখবো কিছ্নু সংখাক যুবক-যুবতী খেলাধ্লাকে জীবনের সব মনে করে। আবার কেউ কেউ খেলাধ্লা থেকে উংসাহ ও আনন্দ পার আবার কেউ কেউ কেবলমার সময় কাটাবার জন্য খেলাধ্লা করে। যে যে-ভাবেই খেলাধ্লা কর্ক না কেন যেটা দরকার সেটা হচ্ছে দেশের য্বক-যুবতীর বহু সংখ্যককে খেলাধ্লার অংশ-গ্রহণ করানো এবং এর জন্য গ্রামীণ খেলাধ্লার ব্যাপক উন্নতি করা।

আগেই বলা হয়েছে খেলাধ্লার উন্নতির পথে প্রথম বাধা খেলার মাঠের অভাব। ভারত সরকারের একটি প্রকল্প আছে যাতে রাজ্য সরকার জমি ও ৫০,০০০ টাকা দিলে বাকী ৫০,০০০ টাকা ভারত সরকার দেবে যাতে সেখানে একটি খেলার মাঠ তৈরী করা যায়।

এই প্রকল্প কার্যকরী করা খ্ব কঠিন হয়ে উঠে। খ্ব সহজভাবে কি করে গ্রামে গ্রামে খেলার মাঠ তৈরী করা যাবে—সে বিষয়ে চিন্তা করা দরকার। খেলাধ্লার সাজ-সরজাম বেশী পরিমাণে সরবরাহ করা দরকার। যেমন গ্রামের ছেলেদের বিভিন্ন ক্লাবের সংগতি এমনই যে তারা (শেষাংশ ২৬৪ পৃষ্ঠায়)

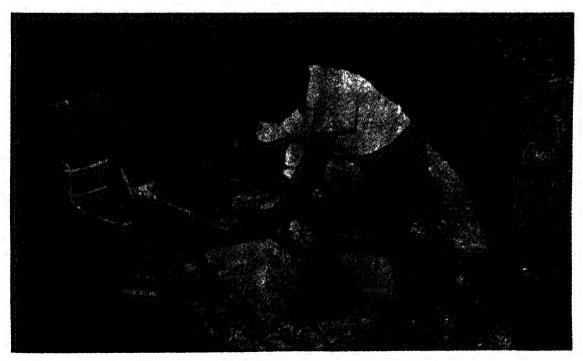


বাম হতে: স্বৃপ্তিয় বন্ধী (মেদিনীপরে), রতন সেনগর্প্ত (ম্বৃশিদাবাদ), কার্নাইল সিং (কোচ), হেমন্ত ছোষ (ম্বৃশিদাবাদ) ও কার্তিক পোলই (মেদিনীপরে)।

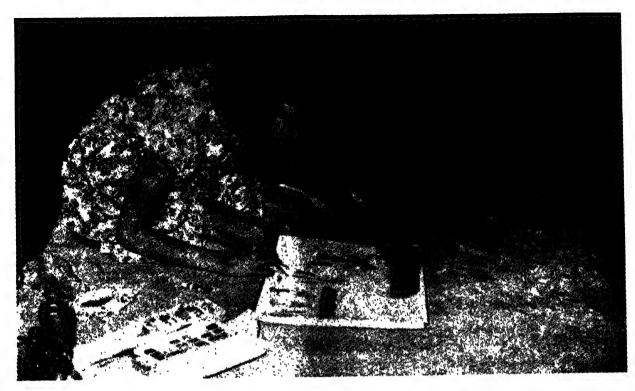
# हित्व अभ्छिबक बाका यूव-हात छैरमव / ১৯৭৮



রণজি ভেডিয়ামে রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবের উপেবাধনী অনুষ্ঠানে সমবেত জনসাধারণের একাংশ।



আপাতত বিরম্ভ করা চলবে না। 'বলে আঁকো' প্রতিযোগিতা য় মহাবাসত এক শিশ্ব চিত্রশিল্পী।



স্কেচ-এর পালা শেষ- এবার রঙের কাজ সারতে তুলি বোলানোর মুস্সীয়ানা শ্রু । 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতার আসরে ইনিও কম বাস্ত নন!



প্রক্ষার জেতা কি চাটিখানি কথা! শ্রীকান্তি বিশ্বাস জনৈক শিশ্ব প্রতিযোগীর হাতে প্রক্ষার তুলে দিচ্ছেন।



ম্বকল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাণ্ড প্রতিমন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাসের হাত থেকে প্রস্কার নেবার সময় শ্রীমান প্রতিযোগী হয়ত ভাবছেন—শেষ পর্যন্ত তাহলে পারলাম!



সোজাসন্তি বলাই ভাল—িক বলেন? হোল তো? কি রকম ট্ক করে প্রস্কারটি বাগিয়ে নিলাম দেখলেন!

### শুভ এবং ওর স্বপ্লের চেউ / প্রদোষ মিছ

বিকেলের কাঁঠালীচাঁপা রঙের রোন্দর্রটাকে গারে মাখতে মাখতে হে'টে বেত ও। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা যেন বন্ধ্ব, সর্বক্ষণের সংগী ওর। ক্লান্ত পারে বাড়ী ফিরত। ওর নাম—

ওসব পরে। তার আগে একটা উপস্থাপনা দরকার। কিছুটা বা ভূমিকাও। কারণ প্রত্যেকেরই একটা ভূমিকা আছে। যত নগণাই হোক না কেন-একটা সামান্য অংশও বিরাট হয়ে দেখা দেয় আকাশের মত। ওর ভূমিকা সামানাই। সামান্য বললে ভুল হবে, কারো চোখে একে-বারেই নগণ্য। বইয়ের পাতার একটা লাইনের মত। নগণ্য অথচ অসামান্য, কারণ সামঞ্জস্য ঘটাতে পারে হয়ত ঐ একটি লাইন। ও-ও ঠিক তাই। সাধারণভাবে কিছুই না। অথচ অসামান্য ওর ভূমিকা। ওকে আমরা ব্রুতে পারিন। নাকি ব্রুতে চাইনি? কি বলা ঠিক হবে? ওর কথার মধ্যে অসংগতি, ওর ভাবনার মধ্যে তারতম্যটা— আমাদের চোখে ফুটে উঠেছিল বার বার অথচ ওর চিন্তা ভাবনার মধ্যেও যে একটা সূতোর মত যোগসূত্র ছিল ওর মনের সঞ্জে—একথাটাই আমরা ব্রুবতে চাইনি। আমরা হেসেছি, বাঙ্গ করেছি। নিজেকে বিরাট ভেবে আত্ম-প্রতারণা করেছি। একবারও বলিনি, 'শ্রভ, তই বিরাট, অসাধারণ।'

নামটা—শন্ত। শন্ত না হলেও ক্ষতি ছিল না।
অন্য কোন নামে ডাকলেও ও বিরাট হয়েই থাকবে। কিন্তু
ও ছিল আমাদের চোখে আর পাঁচজন সাধারণের মত।
তাই আমাদের চোখে ওর ভাবনার নদীটাও ছিল অতি
সাধারণ। অথচ ওই একদিন—

সেদিন কফি হাউসের কফির পেয়ালায়—না তুফান তুলছিলাম না। সাধারণ গলপ করছিলাম আমি, বিজন, দিশির, বনানী এবং আরও কয়েকজন। এমন সময় শ্ভু এল। আমাদের মধ্যে বসেই একটা প্রশ্ন ছ°ুড়ে দিল, 'তোরা বিশ্বাস করিস প্থিবী রক্তশ্নাতায় ভুগছে?' ওসব ভাবার সময় নেই আমাদের, শ্ভুরও নেই বলেই জানতাম। অথচ ও ভাবল এমন কিছ্ব যা আমরা আশা করিনি।' তাই সেদিন উত্তর দিয়েছিলাম, 'তুই ট্রিটমেন্ট করছিস না কি?'

সবাই হো হো করে হেনে উঠল—ভুল বললাম, একজন ছাড়া। সে বনানী। বাই ফোকাল লেন্সের মধ্যে দিয়ে শ্ভের দিকে একদ্ভিতৈ তাকিয়ে ওর প্রশ্নটার অর্থ অন্ধাবন করবার চেণ্টা করছিল। ও ডাক দিল, 'এই শোন।'

শভ্ এগিয়ে গেল ওর দিকে।

এই মৃহ্তে একটা ব্যবচ্ছেদ দরকার। বনানীর মনের ব্যবচ্ছেদ; ব্যবচ্ছেদের মোট ফল।

'এই শোন।' শৃতকে ডাকল বনানী। শুভ কাছে গেল, বলল, 'কিছু বলবে বনানী?'

'হ্যা চলতো একট্ম ওদিকে।' কোণের দিকে একটা টেবিলের দ্বটো চেয়ারে বসল মুখোমুখি।

'তুমি এরকম হয়ে যাচ্ছ কেন শহুভ?' 'কি রকম?'

'ঠিক জানি না কি রকম তব্তু তোমাকে যেন অনেক দ্রের ব'লে মাঝে মাঝে মনে হয় আজকাল। তুমি কি কিছু ভাবছ?'

শহুভর মুখের ওপর একটা মৃদ্ পরিবর্তনের আঁচড় পড়ল, চোথ দুটোতে যেন দিন শেষের বিষয়তা। একট্ ভেবে ও বলল, 'বনানী, তুমি বলতে পারো প্থিবী রম্ভ-শহুন্যতায় ভূগছে কি না?'

'জানি না।'

'আমিও জানি না। তবে কয়েকদিন ধরে আমি একটা স্বন্ধ দেখছি। আমি দেখতে পাই, আমি একটা রুক্ষ বালিয়াড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি; আমার সামনে সমুদ্রের ঢেউ এসে বালিয়াড়িকে গ্রাস করতে চাইছে। এক সময় দেখলাম, একটা বিশাল ঢেউ এসে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আরও দেখলাম ঢেউটা সমুদ্রের জলের নয়; হাজার হাজার মানুষের ঢেউ। আমি চীংকার করে উঠলাম। চীংকারের মধ্যে আমার ঘুমটা ভেঙে ধারা।'

বনানী লক্ষ্য করে শৃত্ত বাশপাতার মত কাঁপছে।
ওর চোথের মণি উজ্জ্বল হয়ে উঠছে স্ফের মত। এই
শৃত্তকে বনানী চেনে না। একটা নিদার্ণ আশব্দায়,
একটা অনাস্বাদিত স্থে বনানীর ব্কটা মোচড় দিয়ে
উঠল। শৃত্র জন্য সহান্তুতি জ্ঞানাল মনে মনে।

'মাঝে মাঝে দ্বঃখ হয় নিজের জন্য।'

'কেন? কিসের দর্বংখ তোমার?' বনানী প্রশ্ন করে।

কিচ্ছ, জানলাম না, কিচ্ছ, করতে পারলাম না। মনে হচ্ছে শুধু শুধু এতগুলো বছর কেটে গেল। অথচ আমারও একটা দায়িত্ব ছিল পৃথিবীর কাছে। কিছু না করতে পারার বেদনায় আমি জর্জারিত বনানী, তুমি বিশ্বাস করো।

'আমি বিশ্বাস করি।' বনানী আরও পিপাসা নিয়ে তাকাল শন্তর দিকে। ও দেখতে পাচ্ছে শন্তর মৃতপ্রায় প্রেম, আনন্দ, সন্থ বেদনাগনলো সজীব হচ্ছে। ও উপলব্ধি করল শন্তর মধ্যে নতুন একটা শন্ত জন্ম নিচ্ছে। শন্তর মধ্যে মমন্থবাধ জেগে উঠছে মান্ধের জনা। এরকম শন্তকেই তো চেয়েছিল বনানী।

তব্ ও বনানীর দ্বংখ হল শভ দ্বে সরে যাচেছ বলে। অথচ বাধা দিল না. শ্ধ্ব বলল, 'শভ আমি কি তোমায় হারাচিছ ?'

'হয়ত না, হয়ত বা আমাকে আরও বেশীকরে পাচ্ছ।' কথাটা দার্ণভাবে আনন্দের লহরী তুলে বনানীর স্পুষ্ঠ মনের কোটরে গিয়ে লাগল। অসীম ত্তিতে শ্ভকে বলল 'আমাকে টেউ দেখাবে?'

(এই ঢেউয়ের কথা শুভ আমাদেরও কলেছিল।
আমরা বোঝবার চেন্টা করিনি। চোরের মত নিজেদের
মনের সঙ্গে লুকোচর্রি খেলেছি। ব্রুক্তে না পেরেও
নিজেদের ধরা দিই নি। অথচ সেদিন বনানী ধরা
দিয়েছিল। আমি জানি বনানী কি বলেছিল।)

'আমাকে ঢেউ দেখাবে?'

শুভ ওর দিকে তাকাল একটা মোমবাতির মত নরম নিয়ে। তারপর বনানীকে বলল, 'বনানী, আমাকে তোমার সবকিছা দাও। তোমার প্রেম, ভালবাসা সাম্বনা, প্রেরণা সব—সবকিছা,।'

বনানী দঃখিত হ'য়ে বলল, 'এখনও সন্দেহ?'

শ্বভর মনে হল ও পাহাড ভাঙছে, সেই ক্রান্তি নিয়ে উত্তর দিল. 'না সন্দেহ নয়। আসলে তুমি জানো না তুমি কি চাও, আমিও জানি না আমি কি চাই। আমরা কেউই জানি না. আমরা কি চাই। তাই বোধহয় এত অবিশ্বাস সম্পেহ আর হানাহানির মিছিল। আমরা প্রত্যেকে চলছি অথচ আমবা নিজেরাই জানি না আমাদের অস্তিত্ব বলতে কিছু নেই। একটা সরীস্পের মত বাকে হে**টে চলছি। চারিদিকে চোথের মণির ম**ত নিকষ কা**লো অ**ষ্ধকার। এক কথায় আমরা বোধহয় মের্দ ডহীন। শুভ দম নিল। বনানী ওকে দেখছে। অনেক অনেক দ্রে সরে যাচ্ছে শৃভ। কোথায? কত-দ্বের? ওর চোথের সামনে অঝোরে বৃণ্টি ঝরছে। শুভ ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যাচছে। বনানী সমস্ত সত্তা দিয়ে যেন চীংকার করে উঠল, 'শ্বভ তুমি কোথায়? কতদ্বে?' শ্রুভর কণ্ঠস্বর যেন অনেক অ-নে-ক দ্রে থেকে উত্তর দিল, 'আমি তোমাদের মাঝে বনানী, মানুষের মাঝে।'

এইভাবে শুভ নামের সাধারণ ছেলেটি অসাধারণ হতে শ্র করল আমাদের অজাতে। আমরা ওকে সাধারণ বলেই চিনতাম। শ্বধ্মাত বনানীর কাছেই ও ছিল অসাধারণ<sub>।</sub> বনানীর যেখানে শেষ, বলা যেতে পারে শাভির সেখান থেকে শারা। সেই শারা যে কি প্রচন্ড, কি দার গ তার গতি—আমরা ব্রুতে পারি নি। **ওর** স্বংশ্নর ঢেউ-ই ওকে তাডিয়ে নিয়ে গেল বিশাল কর্ম-যজে। স্বার্থহীন কর্মায়জে। ও ছাটে বেড়াতে লাগল প্রচণ্ড শক্তিতে গ্রামে, গঞ্জে হাটে। ভাই ও আরও সাধারণ হয়ে যেতে শারা করল। শারা হল কাঁপে একটা বাগে নিয়ে ওর পরিক্রমণ। কি বলা যায় > পরিক্রমণ > না পরিভ্রমণ? যাই বলা হোক না কেন একথা আদ্র অস্বীকার করার উপায় নেই—ওর নরম কচি আমপাতার মত মনটাতে আঁচড় পড়ল মানাসের দরংখ দারিদ্রা এবং লাঞ্চনার। তব্তে থেমে রইল না ও। দেখল জানল ব্ৰাল।

এমন কিছা দেখল যা ওর তল্টীতে নাডা দেয়। এমন কিছা জানল যা ওর মনকে প্রীড়া দেয়। এমন কিছা ব্যুক্ত যার জনা ওব ব্যুক্তর মধ্যে প্রতিবাদ গ্রুক্ত ওঠে।

অথচ কতাটক ক্ষমতা ৩৫০ ও জানে একা একা বাশে জেতা যায় না। চাই আবক বড আঘাত আরও বড চেউ। ওর স্বংশ্নর মত। মানাম, মানাম আর মানামের চেউ। ও দেখতে পায় সেই চেউরের ধার্দ্ধার সমস্ত পাপ অনাায় নিশ্চিক হয়ে গিয়ে শ্র্ধামার পথিবীর আনন্দ, সাখ, আশাগালো হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। এগিয়ে যাচ্ছে উজ্জ্বলতার ধ্বতারার দিকে হাস্তে

এই চেউয়ের হবংনবে বাহতবে রূপ দিতে গিরে ও আরও হাজার হাজার শ্ভুকে আহ্যান জানাল। নির্দ্ধনি প্রাণ্ডরে নতজান, হুদ্য মান্যের জনা ও স্থেরি কাছে চাইল--শক্তি, আকাশের কাঙে চাইল- ধৈর্য, চাঁদের কাছে চাইল-- হবংন। এবং সম্দের কাভে চাইল-- সম্মিলিত মান্যেব প্রলয়ংকর চেউ।

শ্ভকে আমবা হাবালায়। ভল বললায়। শ্ভকে আবার আমরা পেলাম আমদের মধা। অবশা জাবিত নর মৃত। মাথার পেজনে বলেট লাগানো অবস্থার। ওটা ওর উপহার। মানুযের জনা মমদুরোধের ওর বর্থাশস্। কে যে এই বর্থাশস্ দিয়েছে তা আজও অজ্ঞাত। এটাই না কি ওর প্রাপা। কারণ? কারণ কিছুই নর। ওর স্বশ্নটাকে থামাতে হবে তো? সেই যে হাজার হাজার মানুষের ঢেউ। যে ঢেউয়ের আঘাতে একটা পুরোন দিনের নোনাধরা দেয়াল ভেঙে চেতনার আলো ঢোকবার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। তাই স্বংনটাকে ভেঙে গুড়িয়ে ফেলতে হবে না? .

মনে আছে সেদিন আমরা সবাই কে'দেছিলাম।

একজন ছাড়া—সে বনানী। ও বোধহয় দৄঃখ শোকের

সংশ্য কথ্য পাতিরেছিল। তাছাড়া ওর চোখের পাতা
দ্বটো কে'পে উঠল না কেন? দ্বের দাঁড়িয়ে দ্ব চোখ ভরে
শ্বভকে দেখছিল, ওর অসাধারণ শ্বভ। হয়ত বা ভাবছিল—

এরকম আরও কোটি কোটি শ্বভ হয়না কেন যারা

সত্যিকারের ঢেউ তৈরী করবে—শ্বভর সেই স্বংশ্নর

টেউ। হয়ত বা ভাবছিল, শ্বভকে দেওয়া ওর প্রেম,
ভালবাসা প্রেরণাগ্বলো কার দোকানে চলে গেল? কার

দোকানে?

শত্ত নামের সাধারণ একটা ছেলের গল্প এখানেই শেষ।

नाकि भन्तः?

প্নশ্চঃ—দ্রুদ্ধেরা বলে শ্বুডকে নাকি খ্ন করেছে আসলে—। না থাক্। আমরা কিন্তু বিশ্বাস করি—শ্বুড মারা যার্যান। তাছাড়া আমরাও কেন এরকম স্বংন দেখতে শ্রু করেছি, হাজার হাজার মান্বের মুখ নিরে একটা বিশাল ঢেউ আসছে...আসছে...আসছে...তেউরের পর ঢেউ...ঢেউরের পর .....?

### (২৫৮ প্রতার পর)

ফুটবল, ভলিবল, খো খো খেলার সরঞ্জাম কিনতে পারে না। বিভিন্ন রকে প্রত্যেক ক্লাবে যদি একটা করে ফুটবল কিনে দেওয়া যায় তা হলেও ছেলেদের যথেণ্ট উপকার হবে।

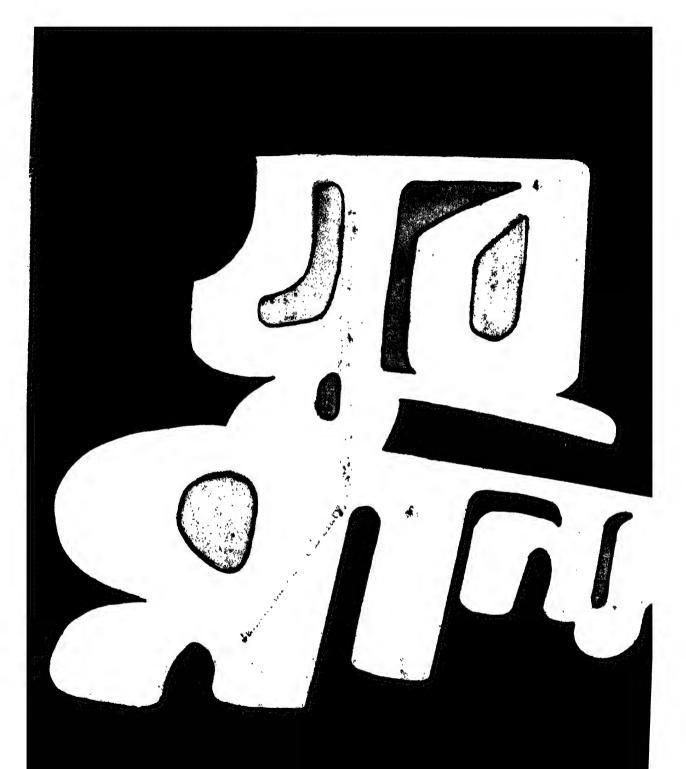
এ ছাড়া দরকার মোটামন্টি একটি সন্থম খাদ্য। খাদ্যের অভাব বেখানে সেখানে হয়ত প্র্থিকর খাদ্যের কথা বললে হাসির উদ্রেক করবে—তব্ও এ বিষয়ে কিছ্ব ভাবা দরকার। গ্রামের দ্ব-একটা ক্লাবে দেখেছি—তারা জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে হয়ত এক বস্তা ছোলা কিনেছে এবং সেই ছোলা প্রতিদিন ভিজিয়েছলেদের দিয়েছে। আমাদের বাজে খরচের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে এ রকম কিছ্ব ব্যবস্থা করা দরকার। এ রকম না করলে কার্তিক পোলই বা রবীন্দ্রনাথ সরেনের মত প্রতিভাবান ছেলেরা শুধ্ব প্র্থির অভাবেই অঞ্করে

বিনন্ট হবে। একথা ভাবলে শ্ব্দ্ব অবাকই হতে হয় বে প্রতিদিন এক ম্বটো ছোলা ও একটি কলার অভাবেই এই সব প্রতিভা বিনন্ট হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের দেশে গ্রামের প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বেশার ভাগের পক্ষেই এটি নির্মাম সত্য। গ্রামের ক্রীড়াবিদরা অবশাই উন্দাতি করতে চায়। এর জন্য তাদের যা উপকরণ দরকার তাও খুবই সামান্য। কিন্তু সেই বাবস্থা গ্রামে নেই।

তাই পিছিয়ে আমরা পড়ছি ঠিকই এবং তার জন্য দারী খেলার মাঠের অভাব, সাজ-সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ ও নির্মাত ম্লাায়ণের অভাব। সংগে সংগে আছে মোটা-ম্টিভাবে স্থম খাদ্যের অভাব। এইগ্রিলর দিকে লক্ষ্য রেখে যদি হাজার হাজার গ্রামের ছেলেকে খেলায় অংশ গ্রহণ করানো যায় তবে নিশ্চিতই একদিন আমাদের দেশ বিশেবর শীর্ষ দেশগ্রনির সমকক্ষ হতে পারবে।

'আজ নিখিলের বেদনাত' পীড়িতের মাখি খ্র লালে লাল হয়ে উদিছে নবীন প্রভাতের নবার্ণ!"

--নজৰু,ল





(সচিত্র মাসিক যুবদর্পণ)

অন্টম সংখ্যা ॥ আগস্ট ১৯৭৮

সন্পাদকম-ডলীর সভাপতি

কান্তি বিশ্বাস

সহ-সম্পাদক বনভূষণ নায়ক

ব্যকল্যাণ বিভাগ/পশ্চিমবণ্গ সরকার ৩২/১ বিনর-বাদল-দিনেশ বাগ (পক্ষিণ) কলিকাডা-৭০০০১

প্রতি সংখ্যা ২৫ পরসা

পশ্চিমবংগ সরকার যুবকল্যাণ বিভাগের পক্ষে শ্রীরণজিং কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীগণেশ চাদ দে কর্তৃক তরুণ প্রেস, ১১ অন্তর্র দম্ভ লেন, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।

# जूठी

২৬৭ : সম্পাদকীর

২৭০ : সমাজ চেতনায় দৃপ্ত স্কান্ত —অমিত সরকার

২৭৩ : স্নাতক চিম্তায় নতুন দিক
—সাইফ্ম্পীন চৌধ্রী

২৭৬ : চারট্ক্রা
— প্রবীর নন্দী

২৭৭ : সমাজবাদ কেন—অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের অভিমত ---স্বত পাল

২৮১ : জোরাদ —জয়কুক করাল

২৮৫ : আগন্ট বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে
—স্কুমার দাস

২৮৮ : ছাত্র সংসদের কাজ
—সমীর প্ততুণ্ড

২৯১ : আমেরিকার মহান স্বাধীনতা সনদের অবমাননা আমেরিকা নিজেই —অমিতাভ রার

# লেখা পঠেতে হলে: | ক্লেন্ফেপ কাগজের এক প্র্ডার প্ররোজনীর মার্জিন রেখে লেখা পঠেতে হবে। মোটাম্টি পরিস্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাস্থনীর। | সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিরং দাবী করা চলবে না। | কোনজমেই অমনোনীত লেখা ফেরং পাঠানো সম্ভব নর। পাশ্চলিপির বাড়তি কিপ রেখে লেখা পাঠানো বাস্থনীর। | বিশেষ ক্ষেত্র হাড়া কোনও লেখাই ২০০০ শব্দের বেশি হলে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না। ব্বকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে আশা করা বার লেখকগণ তত্ত্বগত বিষরের চেরে বাস্তব দিকগুলির উপর বেশি জ্যের দেবেন।

নিজ এলাকার গ্রামীণ ও ক্ষ্ম কুটির শিচ্প স্থাপনের সম্ভাবনা ও গ্রহণবোগ্য প্রস্তাব থাকলে পাঠকবর্গের কাছে তার আবেদন আহনান করা হছে। এই প্রস্তাব বিশদ বিবরণসহ বিভাগীর যুক্ষ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, ৩২/১, বিনর-বাদল-দিনেশ বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-৭০০০১, এই ঠিকানার পাঠাতে হবে।

গ্রামবাংলার চিল্তাশীল তর্ণ লেখকগণ নিজ নিজ লেখা পাঠান। ব্বমানসের সমালোচনা আহ্বান ক্রি।

मण्गामक : ब्रायमानन

# সম্পাদকীর

স্বাগত জানাই ভারতের ৩১তম স্বাধীনতা দিবসকে। প্রায় সোয়া দৃই শত বংসর প্রে এ দেশের স্বাধীনতাকামী মান্বের সকল আশা-ভরসাকে চ্র্ল করে দিয়ে, মীরমদন, মোহনললে, সিরাজন্দোলা প্রমুখ বীর সন্তানদের জনলন্ত দেশ প্রেমকে বড়বন্তের মধ্য দিরে সম্পূর্ণ বার্থ করে দিয়ে—ধনকুবের জগং শেঠ, রাজা রায় দ্র্লভ, ইয়ারলতিফ, মীরজাফরের বিশ্বাস ঘাতকতার গ্রুত পথে ধ্রুত্বর বিগক ইংরাজ এদেশে ব্টিশ সাম্লাজ্যের গোড়াপত্তন করেছিল।

তার পরের প্রায় দৃই শত বংসরের ভারতের ইতিহাস আঁকা-বাঁকা পথে চলেছে। অফ্রন্ত প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপ্র এবং পণ্য-সামগ্রী বিক্রয় করার চমংকার জনবহ্ল বাজার—ভারতবর্ষে সাম্বাজ্যবাদী ইংরাজ স্বীয় শাসন এবং তার ছায়াতলে বিবেকহীন শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য একটার পর একটা কলন্দজনক অধ্যায় রচনা করে চলেছিল। প্রলোভন, নিন্পেষণ, জেল, লাঠি, গালি থেকে শারুর করে এই দেশের মান্বের মধ্য থেকে তার সমর্থাক প্রোণী স্থিত করে তার সাহায্যে বৃটিশ সাম্বাজ্যকে অট্ট রাখার চেন্টা করেছিল। আর অন্যাদকে এই পরাধীনতার শৃত্থল ছিডে ফেলে দিয়ে মান্ত হওয়ার জন্য দেশের অগণিত কৃষক, প্রামক, মধ্যবিত্ত ছাত্র, যুব এমনকি সশস্ত্র বাহিনীর এক অংশ বারে বারে সংগঠিত হয়েছে—সংগ্রাম করেছে, বিদ্রোহ করেছে। জ্বানা-অজ্বানা অসংখ্য বীর শহীদের রক্তে রাঙা পথে, শোষিত, অত্যাচারিত, নির্যাতিত মান্বের গোরবাজ্য্বল দৃষ্টান্তকে সাক্ষী করে অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত মান্ত হলো।

যে কোন জাতির আত্ম-বিকাশের জন্য, তার নিজন্ব সম্পদের সাহায্যে দেশের অগ্রগতি সাধন করা এবং দেশের মান্যের জীবন ধারণের মানকে উন্নত করার জন্য একানত ভাবে দরকার তার ন্বাধীনতা। ন্বাধীনতা আবশ্যক দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, চিন্তা, চেতনার স্তরকে উন্নত করতে। সেইজনাই তো প্রথিবীর দেশে দেশে বংগে বংগে সামাজ্যবাদী ও নরা সামাজ্যবাদের হিংস্ল থাবা থেকে দেশকে মৃত্ত করতে অগণিত মান্য জীবন দিয়েছে, রক্ত ঢেলেছে, অত্যাচার সহ্য করেছে এবং পরাধীনতার 'অন্ধকারের বৃত্ত থেকে' স্বাধীনতার 'ফুটন্ত সকাল'কে ছিনিয়ে এনেছে।

আজকের এই জাতীয়-দিবসে আমরা শ্রন্থাবনত চিত্তে স্মরণ করব আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের, স্বাধীনতা রক্ষার অতন্ত্র প্রহরীদের। সাথে সাথে স্মরণ করতে হবে প্রথবীর বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতা রক্ষা অথবা স্বাধীনতা প্নর্শ্ধার করার জন্য যারা অশেষ দৃঃখ-কন্ট সহ্য করেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত হয়েছেন। 'ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান' গেয়ে গেছেন।

আজকের এই দিনে উল্লেখ করতে চাই—স্বাধীনতা কোন কল্পনা বিলাস নয়। এটা কোন বিমৃত বিষর নয়। বিদেশী শাসন থেকে মৃত্তির অপর নাম স্বাধীনতা এটা বললে বােধ করি স্বাধীনতা শন্তের অর্থকে বিরুত করা হবে। স্বাধীনতা কথার সাথে আবিশাক ভাবে জড়িয়ে রয়েছে দারিদ্রের বন্ধন থেকে মৃত্তির প্রশন, জড়িয়ে রয়েছে মান্ম হিসাবে বসবাস করার সুবোগের প্রশন। উপযুক্ত শিক্ষা সংস্কৃতির আলােকে জন জীবনকে আলােকিত করা, বেকারছের তীর্র দংশনের জন্লা থেকে বৃব সমাজকে মৃত্তি দেওয়া এসবই স্বাধীনতা কথার সাগে বৃত্তা। অস্পৃশ্যতা, সান্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, সংকীর্ণতা নামক সামাজিক ব্যথি নিরাময়ের ব্যবস্থা ছাড়া স্বাধীনতা কথনই প্র্ণিতা অর্জন করতে পারে না।

১৫ই আগস্ট তারিখে শৃধ্য স্বাধীনতা সংগ্রামের মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের স্মরণ করে আমাদের কর্তা শেষ করতে পারি না। আমাদের কন্টার্জিত স্বাধীনতাকে জীবনের শেষ

রম্ভ বিন্দর্ব দিয়ে রক্ষা করার একমাত্র সংকলপ ঘোষণার মধ্য দিয়েই আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারি না। আজকে আমাদের আত্ম-সমীক্ষারও প্রয়োজন আছে।

কে না জানে এদেশে ইংরাজ শাসনকে দীর্ঘতির করার জন্য এদেশের মান্বের মধ্যে একটি স্তাবক শ্রেণী সূথি করার অন্যতম উল্দেশ্যে কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে একটি স্থায়ী জমিদার শ্রেণী তৈরী করেছিলেন। দেশে কোটি কোটি রায়ত কৃষক যারা ছিলেন বস্তুতঃ জমির উপর তাদের কোন স্থিতিবান সম্ব ছিল না। জমিদার যে কোন সময় কৃষকের জুমি নীলাম করে কেডে নিতে পারতেন। দেশের লক্ষ্ণ লক্ষ ভাগচাষীর ভবিষ্যত ছিল সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ছিল প্রচার। আইনতঃ জমিদারী না থাকলেও স্বাধীনতা লাভের তিন দশক পরে আমরা কি বলতে পারি প্রাক্তন জমিদারদের সমস্ত জমি নাস্ত করে ভূমিহীন কৃষক কিংবা স্বল্প জমির মালিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে? জমিদার তন্ত্রকে কি প্রকৃত পক্ষে সমাজ থেকে বিদায় দেওয়া সম্ভব হয়েছে? এখনও দেশের চাষ যোগ্য জমির শতকরা চক্লিশ ভাগ গ্রামাঞ্চলের শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ উপরতলার মানুষের করতলগত। কুষকের স্বার্থে তথা সমগ্র দেশের স্বার্থে কি আম্ল ভাম সংস্কার করে কৃষককে জমির মালিক করা গেছে? ক্রমবর্শ্বমান দিনমজ্বর ক্ষেত-मझ्दात्रत क्षीयन यन्त्रणा, जात क्षर्रात्रत क्ष्वामा क्यात्ना यार्शान वतः जा উखताखत व्याप् চলেছে। জনসংখ্যা বৃশ্ধির তুলনায় খাদ্যোৎপাদন বেশি হওয়া সত্ত্বেও দ্বভিক্ষের করাল-গ্রাস থেকে আমরা কি দেশের পিছনে পড়া মানুষকে রক্ষা করতে পারছি? বিশ্ব যুশ্ধের উরসজাত মজ্বতদার ম্বাফাখোরদের সর্বগ্রাসী লালসা থেকে আমরা কি ভারতীয় জন-গণকে রক্ষা করতে পার্রছ? কর্মক্ষম কর্মহীন যুবকের সংখ্যা হুহু করে বেড়ে চলেছে। তাদের সামনে পূর্ণ কর্ম সংস্থানের আমরা কি কোন বাস্তব কর্মসাচী হাজির করতে পেরেছি ?

স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে যত ভারতীয় নিরক্ষতার অন্ধকারে নির্মাণ্ডত ছিলেন আজকে কি অধিক সংখ্যক ভারতীয়ের নিরক্ষতার অভিশাপ গোটা জাতীয় জীবনকে কল্বিত করছে না ?

দেশে কলকারখানা অনেক বেড়েছে, উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, রাস্তা ঘাট, রেললাইন অনেক হয়েছে, চিকিৎসা শাস্তের উন্নতি হয়েছে। দেশের প্রমিক গ্রেণী ও অন্যান্য প্রমাজীবী মানুবের ভাগ্যের কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে? ছাঁটাই, লে-অফ, লক আউটের আক্রমণ কতটুকু কমেছে? তার জন্য প্রয়োজন ভিত্তিক নান্তম মজবুরীর কি কোন ব্যবস্থা হয়েছে? বাস্তর ক্রেদান্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে? কতটুকু চিকিৎসা ব্যবস্থার স্ব্যোগ তার সামনে খোলা আছে? বোনাসসহ অন্যান্য পাওনা সে কতটুকু পাচ্ছে?

ক্ষরিক্ মধ্যবিত্ত সমাজের সামনে আমরা কি কোন আশার আলো রাখতে পেরেছি? জীবন যাত্রার মান উহাতি করার কথা দ্বে থাক দ্রব্য ম্লোর উদ্ধৃগতির দাপটে আমরা তা কতট্বকু বজার রাখতে পার্রছি?

খেলাধ্লার স্থোগ স্থি করা বিশেষ করে গ্রামীণ খেলা ধ্লার প্রসার ঘটানোর কি কোন স্থান পরিকল্পনা এ যাবং গৃহীত এবং অন্স্ত হয়েছে? খেলার জগত থেকে নৈরাজ্য ও অসততার দৌরাত্ম দিন দিন কমছে না বাড়ছে—এটা কি গভীর ভাবে খতিয়ে দেখা হছে?

এ জাতীর অনশ্ত সমস্যার স্রাহার কোন স্কৃপণ্ট লক্ষণ আমাদের সামনে আছে কি? আজকে ভাবতে হবে আমাদের দেশ যে ঘ্ন ধরা ধনতাশ্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চল্ছে—বেখানে বৃহৎ পর্নজপতি, জমিদারএবং বহ্জাতিক সংস্থাগ্লির শোষণ ও প্রভাব বিদ্যমান—তার উপর দাঁড়িয়ে এই সমস্যাবলীর কোন স্থায়ী সমাধান সম্ভব কি না? মার্কিন ব্রুরান্ট, ইংল্যান্ড, জার্মানী, ফরাসী, জাপান প্রভৃতি ধনতাশ্রিক দেশগ্র্লির দিকে তাকালে স্পন্ট বোঝা যাবে সম্পদের প্রাচর্ব থাকা সত্তে সাধারণ মান্য বহুবিধ সংকটে জর্জীরত—বেকার ব্রুবককে কর্মের জন্য হন্যে হয়ে ছুটতে হরু, আন্দোলন করতে হরু।

অপসংস্কৃতির প্রতাপ কত বেশি এবং জীবনের ম্ল্যবোধ সেখানে কত বিকৃত। পাশা পাশি বিশ্বের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যারা সমাজতান্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা নিজেদের দেশে কায়েম করেছেন—তারা এ জাতীয় সংকট থেকে সম্পূর্ণ মৃত্ত। তার মধ্যে কোন কোন দেশ আমাদের থেকে পরে স্বাধীনতা পাওয়া সত্ত্বেও সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন করে এ অসাধ্য সাধন করেছে।

তাই বলছিলাম, শর্ধ্ব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপন করার ব্যবস্থা করলে ভূল হবে। এরই সাথে আত্ম-জিজ্ঞাসা ও আত্ম-সমালোচনার আলোকে লক্ষ্যকে স্থির রেখে চলার পথ ঠিক করে নিতে হবে। দেশের সাধারণ মান্য বিশেষ করে ব্বেসমাজের কাছে স্বাধীনতা দিবস এই আবেদন নিয়েই উপস্থিত।

আর এরই সাথে আমাদের সহমনিতা এবং একাত্মতা ঘোষণা করতে হবে সেই সকল স্বাধীনতা প্রেমী মানুষ এবং যোশ্বাদের প্রতি যারা দেশে দেশে বিশেষ করে আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার রাজ্যে রাজ্যে সাম্রাজ্যবাদের শিকল ছেড্যের জন্য দাঁতে দাঁত দিয়ে মরণজয়ী সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। এই আন্তর্জাতিক সংহতির মধ্য দিয়ে আমরা সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরাভূত করতে পারবো এবং আমাদের স্বাধীনতাকে স্ক্রক্ষিত করতে পারব।

# সমাজ চেতনায় দৃত্ত সুকাত / অমিত সরকার

সর্বহারা শ্রেণীর দ্ভিভগ্ণীতে বিসময়কর ছন্দ্র নৈপুণ্য ও ভাষা মাধ্যমে কাব্যকে সমাজ পরি-বর্তনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে যিনি গোষিত-নির্যাতিত মান্যের মনের মাণকোঠায় নিজের স্থানকে অক্ষয় করে রেখে গেছেন তিনি হলেন কমিউনিস্ট কবি স্কান্ত ভট্টাচার্য। বাংলা কাব্যে সমাজ চেতনার কাব্যধারায় স্কান্ত একটা 'উক্জ্বল উপস্থিতি'।

শ্রেণী বিভন্ত সমাজে শ্রেণী নিরপেক্ষ সাহিত্য, শ্রেণী উত্তীর্ণ প্রেম থাকতে পারে না। স্বকিছ, নৈতিক, ধ্মীয়ি. রাজনৈতিক ও সামাজিক বচন, ঘোষণা ও প্রতিশ্রতির পেছনে কোন না কোন শ্রেণীর স্বার্থ থাকে। চিরস্থায়ী করবার পরিপ্রেক ভাবজগত গড়ে তোলবার জন্য জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে আত্মমুখীনতায় অন্ধ, মের্দণ্ডহীন ও পৌর্ষবজিত কবি-সাহিত্যিকদের মতো স্কান্ত প্রিয়া, ফুল, বিশ্বজনীন প্রেম ও কুমারী নারীর যৌবনের মধ্যে তাঁর কাব্যের সৌন্দর্যলোক খবজতে চেষ্টা করেননি। বরং 'লোভের মাথায় পদাঘাত' হেনে স্ক্রনশীল সাহিত্যের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অফ্রুরুত উৎস খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনে জীবন যোগ করে তিনি তাঁর সৌন্দর্য বোধকে নিয়োজিত করেছিলেন শ্রামক-কৃষক-মেহনতী মানুষ ও বিপ্লবী সমাজকমী দের মহিমাস্ফুটনে। 'প্রতাহ যারা ঘূণিত ও পদানত' স্কান্ত তাদেরই কবি। একদিকে তাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাজ্জা, আনন্দ-বেদনার কথা তিনি যেমন প্রাণম্পশী ভাষায় তাঁর কাব্যে ব্যক্ত করেছেন, অন্যাদিকে তেমনি 'শাসক ও শোষকের নিষ্ঠার একতার বিরুদেশ, 'আনিম হিংস্র মানবিকতার' একজন হিসাবে 'প্রতিশোধের উন্মত্ত দামামা' বাজিয়ে শ্রেণী সংগ্রামের মশালকে তাঁর কাব্যে তুলে ধরেছেন। সর্বহারা শ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনীর একজন মৃত্যুভরহীন সৈনিক হিসাবে—শোষিত মানুষের মধ্যে নিহিত বিপ্লবের বীজকে লালন করে তুলে জাতীয় মুক্তির মহান সংগ্রামে যোগ দিতে উৎসাহ দেবার জন্য তিনি তাঁর কাব্যকে ব্যবহার করেছিলেন। অতীন্দির দার্শনিকতাবাদের মোহ থেকে মুক্ত থেকে প'ব্রিজবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্তের বিরুদ্ধে আপোষহীন ছিল তাঁর কবিতা।

জনসাধারণের জীবন যেভাবে মান্বের মিস্তাহ্নের প্রতিফালিত ও র্পারিত হয়, তাই শিল্পর্প নিয়ে প্রকাশ পায়। স্কাল্ডের কবিতা তার মনে প্রতিফালিত ও র্পারিত জনজাবনেরই প্রকাশ। বাংলা তথা ভারত তথা প্থিবীর এক য্নসন্ধিক্ষণে স্কাল্ডের সাহিত্য জীবনের শ্রু । তার কবিতাগ্রিল ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকের মধ্যে লেখা। বিটিশ সাম্বাজ্যবাদ শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষের মান্বেরে অবর্ণনীয় দৃঃখ-কভের



क्रमः ७०८म धार्म ५००० मृजाः २৯८म देगाच ५०६८

পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব-ধীনে সমাজতল্পের বিপাল অগ্রগতি, দ্বিতীয় বিশ্বযাদেধর ভয়াবহ রূপ, ১৯৪১ সাল থেকে জাপানী বোমার, বিমানের আক্রমণের আশুকায় ভয়ার্ত মানুষের কলকাতা শহর ছেড়ে পলায়ন, ১৯৪২ সালের ঐতিহাসিক আগষ্ট সংগ্রামে সর্বহারাশ্রেণীর বীরত্ব ও ইংরাজ সরকারের বর্বর অত্যাচারের ভয়াবহ রূপ, ১৯৪৩ সালে ব্রিটিশ সামাজ্যবাদ সৃষ্ট মহাদ্ভিকের সময় ক্ষ্মার্ড শিশ্ব ও বন্দ্রণাকাতর মায়েদের বৃক ফাটা কান্নার আওয়াজ ও লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু, ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্ববহুদের ফ্যাসিস্ট শান্তর পরাজয়ের পর বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী সংগ্রামের ঢেউ-এর পটভূমিকার আজাদ হিন্দ ফোজের বন্দী মুদ্ধির দাবীতে ও ব্রিটিশ সাম্ভাজাবাদ কর্ত্ক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামকে দমন করবার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রেরণের বিরুম্থে কলকাতার পথে পথে সংগ্রাম, ১৯৪৬ সালে আন্দামানে অণ্নিষ্পের বন্দী যারা ছিলেন তাদের মান্তির দাবীতে সংগ্রাম, আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে

শিলপী ও কমীদের ধর্মঘট, সর্বভারতীয় ডাক ও তার ধর্মঘট, নৌ-সেনাবিদ্রোহ, সাম্প্রদায়িক দাপ্যা—মাত্র ষোলো বংসর বরসেই স্কান্ডকে সংগ্রামের ময়দানে টেনে এনে তাঁর জীবন ও কবিমনকে দার্ণভাবে প্রভাবিত করেছিল। সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেই তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আলোকে শাণিত করে নির্মেছলেন নিজের চেতনাকে। সমাজ ও গ্রেণী চেতনাই তাঁর কাব্যের আপ্যিক ও বিষয়-বস্তুকে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রধানতঃ সামাজাবাদী বিশ্বব্যুম্থ ও জাতীয় মৃত্তি সংগ্রামের অগ্রগামী শক্তির গর্ভ থেকেই কবি স্কান্তের জন্ম। ৪২-এর শেষে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসেই সুকান্তের কবিমন নতুন পথে যাত্রা শ্রুর করেছিল। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে 'এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ'। 'প্রতাহ যারা ঘূণিত ও পদানত' তখন তারা ছিল শাসক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে 'সবেগে সমুদ্যত'। সংগ্রামের জোয়ারের সাথে সুকান্তের কবিতা রচনা দানা বে'ধেছিল। ১৯৫৬ সালে কনস্টান্টিন ফেডিন জার্মান কবি ও নাটা শিল্পী বেটোল্ড রেখট স্মরণে এক নিবন্ধে বলেছেন: 'তিনি কখনোই শিল্পকে রাজনৈতিক চরিত্র দিতে ভয় পাননি: বরং রাজনীতিকে তিনি তাঁর শিল্পের স্বাভাবিক বিষয় হিসাবেই ব্যবহার করেছেন। তিনি জানতেন, রাজনীতি ছাড়া শিল্প কখনোই সমাজ ও গণমানসের প্রতিফলন ঘটাতে পারে না।' এইভাবে আমরা দেখেছি শুধু লেখনী तक - जूनि- एक नी-वाँगेनी पिराइ नय - लिथक मिल्लीया সামরিক শিক্ষা নিয়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে স্পেনের রণাঙ্গণে যুম্ধ করতে ছুটেছেন। দীর্ঘ আড়াই বংসর ধরে অপরে বীরত্বের সাথে লডাই-এর মধ্য দিয়ে কডওয়েল, রালফ ফক্স. ফেলিসিয়া ব্রাউন, লোরকোর-এর মত বীর লেখক শিল্পী সেই যুদ্ধে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। এইভাবে আমরা দেখেছি মার্কিন সহ বিশ্ব-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী গণ্শিক্সী পল রবসনকে এই ছোষণা করতে—

"Every artist, every scientist must decide now where he stands; he has no altenative. There is no standing above this conflict on Olympian heights, there are no impartial observers ... the artist must elect to fight for freedom or for slavery, I have my choice. I had no alternative... not through blind faith or coercion, but through consciousness of course, I take my place with you, my beloved people of spain," (Here I stand, P-60-61)

তাই রুশ বিপ্লবকে বাদ দিয়ে যেমন গোকীকৈ ভাবা যায় না তেমনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বাদ দিয়ে স্কাশ্ডকেও ভাবা যায় না, যেতে পারে না। Critical Realist কবিদের মতো স্কাশ্ত সমাজকে আংশিকভাবে দেখেনান। শুধ্মান্ত সমাজের অপদার্থতা, সংকীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতাই তার দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। উপরস্তু এইগ্রিলর পাশাপাশি Socialist কবিদের মতো সমাজের অর্তানিহিত বিভিন্ন শক্তির সংঘাতের ফলে যে অগ্রগতি স্চিত হচ্ছে, সেখানে আগামী দিনের বিকাশোন্ম্থ শক্তি তাঁর সত্যদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল এবং তংকালীন সামাজিক স্তরে ক্ষয়ে যাওয়া অসম্পূর্ণ অবক্ষয়ী সমাজের স্বর্প তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই এই প্থিবীর র্ড় সত্যকে গ্রহণ করে তার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যত স্ফ্টনোন্ম্থ সত্যের সঙ্গো কাব্যের সত্যের যোগসাধন তিনি করতে পেরেছিলেন।

শ্রেণী বিভক্ত সমাজের প্রকৃত চরিত্র উদ্ঘোটনে ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আলোকে তার বিশেলধণে স্কুলান্তের কাব্য অনন্য। শোষণ ভিত্তিক সমাজে নিয়তই 'দ্বভিক্ষের জীব-ত মিছিল' চলে। 'দেশে অন্ন নেইকো কারো' ও 'ম্তুারই কারবার' তিনি দেখেছিলেন। শোষিত মান্বের দ্বঃখ-কণ্ট হৃদয়ের উত্তাপের প্রতিটি ধারায় ও শিরা-উপশিরায় অনুভব করেই স্কুলন্ত লিখেছিলেনঃ—

"মজ্বরেরা দ্রত খেটেই চলেছে— খেটে খেটে হল হনো; ধনদৌলত বাড়িয়ে তুলছে মোটা প্রভূটির জন্যে।

তব্ ও ভাঁড়ার শ্নাই থাকে. থাকে বাড়ুত ঘরে চাল, বাচ্চা ছেলেরা উপবাস করে এমনি ক'রেই কাটে কাল।" (প্রিথবীর দিকে তাকাও)

প<sup>\*</sup>্জিবাদী সমাজ ব্যবস্থার এই নশ্ন বাস্তব চিত্র স্বকান্তের জীবনদ্দিটতে ধরা পড়েছিল। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে মালিক ও শ্রমিক, ধনী ও দরিদ্রের সম্পর্ক সহজ ছড়ায় ও প্রতীকধ্মী কবিতায় তিনি ফ্টিয়ে তুলেছেনঃ—

> "বলতে পারো বড়মান্য মোটর কেন চড়বে? গরীব কেন সেই মোটরের তলার চাপা পড়বে? বলতে পারো ধনীর বাড়ি তৈরি যারা করছে, কু'ড়েঘরেই তারা কেন মাছির মতো মরছে? বলতে পারো ধনীর মুখে যারা যোগার খাদ্য, ধনীর পারের তলার তারা থাকতে কেন বাধ্য?" (প্রানো ধাঁধা)

স্কানত ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। তিনি তাঁর মেন্ধবোদিকে চিঠিতে লিখেছিলেন, "…আমি কবি বলে নির্জনতাপ্রিয় হব, আমি কি সেই ধরণের কবি? আমি যে জনতার কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি করে? তাছাড়া কবির চেয়েও বড় কথা আমি কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টদের কাজ কারবার—সব জনতা নিয়েই।" কমিউনিস্ট আদর্শ গ্রহণ করে স্কান্তের কাছে ভবিষাং হয়ে উঠেছিল অত্যত স্পণ্ট। কমিউনিস্ট হিসাবে শ্রেণী সংগ্রামের আলোতেই তিনি দেখেছিলেন সমাজকে, কবিতার প্রাণকে। ব্র্রেলায়া শ্রেণী ছলে-বলেকোশলে ষতই চেন্টা কর্ত্বক 'চিরকাল আর প্থিবীর কাছে চাপা থা,কবে না' মেহনতী মান্বের 'দেহে' তাদের 'পদাঘাত'। তিনি আশা করেছিলেন শোষণ ও অত্যাচারের বির্দ্ধে 'শহরে, গঙ্গে, গ্রামে—দিগন্ত থেকে দিগন্তে' শোষিত মান্ব জেগে উঠবে। মেহনতী মান্বের মধ্যে নিহিত অপরাজেয় শান্তর কথা 'দেশলাই কাঠি' ও 'সিগারেট', এই দ্বইটি প্রতীকধ্মী কবিতায় স্কান্ত অপ্র্বভাবে ফ্রটিয়ে তুলেছেন।

স্কান্ডের কাছে মৃত্যুর সম্দ্র শেষ কথা ছিল না

- মৃত্যির শ্যামল তীর' তাঁর চোথে স্পণ্টই প্রতীয়মান।
তাঁর স্বংশই ছিল প্থিবীব্যাপী সীমান্তহীন এক শোষণমৃত্ত সমাজব্যকথা। সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে 'প্থিবী
মৃত্ত জনগণ চৃড়ান্ড সংগ্রামে জয়ী' হবেই এই আর্থাবিশ্বাস
ও সমাজচেতনা স্কান্ডের কাব্যের প্রাণস্বর্প। তাঁর
কাব্য এই পরিবর্তনের সংগীতে মুর্থারত। 'বিদেশী
শৃত্থলে পিন্ট' ভারতবর্ষে 'কমরেড লেনিন'কে মৃত্তির
বাণী বহন করে আনতে তিনি দেখেছিলেন। 'বেখানে
মৃত্তির বৃদ্ধ সেখানেই কমরেড লেনিন' শোষিতনির্বাতিত মান্বের প্রেরণাদাতা। এই প্রেরণাতেই তিনি
বিলণ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন ঃ

'চলে বাব—তব্ আজ বতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ প্রাণপণে প্রথিবীর সরাব জঞ্জাল, এ বিশ্বকে এ শিশ্বর বাসযোগ্য করে যাব আমি— নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ়ে অংগীকার।"

(ছাড়পত্র)

সর্বহারাশ্রেণীর বিশ্ব দ্থিভঙ্গীতে স্কান্তের কাব্যদর্শন সঞ্জীবিত। সমাজ পরিবর্তন যে শান্তিপ্র্ণ পথে হতে পারে না, 'এগিয়ে চলার প্রত্যেক উৎসবে' যে রক্ত ঝরবে—তা তাঁর চেতনায় ধরা পড়েছিল। তাঁর কাছে 'ম্বিডও দ্বর্শভ আর দ্বর্ম্পা।' 'রক্তম্লো' তা কিনতে হয়। এরজন্য প্রয়োজন 'প্রতিজ্ঞা ও প্রতীক্ষা'। 'ম্থে মৃদ্ হাসি অহিংস ব্রেখের ভূমিকা' স্কান্ত তাই চায়নি। তিনি দীশ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে গেছেন ঃ

"পদাঘাতে পদাঘাতেই ভাঙব মৃত্তির শেষ শ্বার।"

স্কাশ্ত আশ্তর্জাতিকতার আধার থেকে জাতীয়তার আধেয়কে কখনো বিচ্ছিল করে দেখেনান। তিনি ছিলেন সর্বহারার আশ্তর্জাতিকতার সংশ্যা দেশপ্রেমের মিলনের এক সাক্ষাং আদ্মা। শাসক ও শোষকের নিষ্ঠার বর্বরতাই স্কাশ্তকে যেন বিদ্রোহী করে তুলেছিল। তিনি আশা করেছিলেন ঃ প্শাসক ও শোষকের নিষ্ঠার একতার বিরুদ্ধে একচিত হোক আমাদের সংহতি।" (বোধন

সমাজ সচেতন কবি হিসাবে স্কান্ত তংকালীন প্রতিটি ঘটনায় সাড়া দিয়েছিলেন। তংকালীন, সামাজিক শ্বন্দ্বগুলো তাঁর কাব্যে ফুটে উঠেছিল। খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়, সাইরেন ডাকা বিনিদ্র রাতে, নিষ্ঠ্র রম্ভপাতের রোমাণ্ডে, শৃঙ্খলিত দুই হাতে জীবন জিজ্ঞাসা শ্রুর করে স্কান্ত শোষিত মান্ষকে নিয়ে কবিতা লিখেছে, শোষিত মানুষের নামে কবিতা লিখেছে, শোষিত মানুষের জন্য কবিতা লিখেছে। যদি তাঁর কাব্যের অক্ষরে অক্ষরে শোষক আর শাসকের বিরুদ্ধে ঘূণার আগুণ ছড়ানো না থাকতো. তবে তথাকথিত বিদশ্ধ সমাজে স্কান্তের সমাদর হতো। কিন্তু তিনি শোষণ, অত্যাচারের বিরুদেধ জেহাদ ঘোষণা করে গেছেন। রাজনৈতিক সত্তা ও কবি সত্তা পরস্পরের পরিপ্রেক ছিল বলেই স্কান্ত তা পেরেছিলেন। জীবনের দর্শনবোধ যে প্রচণ্ড সমাজ চেতনার কেন্দ্রাতিগ শক্তিতে বাঁধা তা তাঁর পরিমিত পথসঞ্চারী ছন্দের মধ্যেই ধরা পডে।

লেনিন স্কান্তের রক্তে ভূমিণ্ঠ হয়েছিলেন বলে তিনি দেখেছিলেন বাঁচার গোরব এদেশে আসছে কী করে। অব্দুরিত বীজের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন বটবৃক্ষের গোরব, ছোট ছোট চারাগাছের মধ্যে দেখেছিলেন বিদ্রোহের দ্তকে। প্রভাতের খবর তিনি পেয়েছেন রাগ্রিতে, তাই কলমকে তিনি ডাক দিয়েছেন বিদ্রোহ করতে। পনের বছর বয়সেই আঠারো বছর বয়সের হবংন দেখে তিনি চেয়েছিলেন এ দেশের ব্বুকে আঠারো আস্কুক নেমে'। অর্থাৎ যৌবনচগুল হোক ভারতবর্ষ। আর এই যৌবনশক্তিই সেদিন জেগেছিল রাশিয়ায়, জেগেছিল চীনে। স্কান্ত অপ্রের্ণ দৃঢ়তায় য্রগের Revolutionary spirit কে প্রকাশ করে গেছেন। সমকালীন বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের ম্রিভিস্থাম ও তার বিজয় সাফল্য তার কবিতায় সমরণ্টীয় ও মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।

কিম্তু জীবনের অভিজ্ঞতাগ্রলো কবিতার বিদ্যুৎশান্ততে র্পান্তরিত হয়ে যখন কলে-কারথানায়, ক্ষেত্রেখামারে ছড়িয়ে পড়ছিল, তখনই মাত্র একুশ বছর বয়সে
স্বাধীনতা ব্বেধর শেষ পর্বে তার জীবনদীপ নির্বাপিত হল। জীবনকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য শোষিত মান্বের জয়গান যে গায় তার মৃত্যু কোর্নাদন হতে পারে না। স্কান্তকে শোষিত মান্ব কোর্নাদন ভোলেনি, ভুলবে না, ভুলতে পারে না। কবিতার মধ্যে যে মনোদীপ তিনি জর্লালয়ে য়েখে গেছেন, সেই আলোয় আজও আরতি হচ্ছে। আজও মিছিলে, সভায়, প্রতিবাদে, প্রতিরোধে শোষিত মান্বের মুখে থাকে স্কান্তের কবিতা—যেন এক মৃত্যুহীন বিদ্যোহী নিশান।

# श्राठक विषाय तजूत मिक / जारेकूमीत क्रोधूती

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক সাব কমিটি স্নাতক শিক্ষার যে নতুন কাঠামো প্রস্তাব করেছেন তা নিয়ে বেশ হৈটে শ্রুর হয়েছে। প্রস্তাবটি যাদের, তারা চেয়েছিলেন এই শিক্ষাবর্ষ থেকে একে কার্যকরী করতে। শেষ পর্যন্ত তা হ'ল না। কারণ বিতকটি বেশ বড় হয়ে উঠেছে এবং কিছু মানুষ তাদের অনুভূতি ও আবেগের সবট্বকু নিয়ে এর বিরোধিতা করেছেন। যুক্তির সঙ্গে যুক্তির লড়াই-এর মধ্যে বিষয়টি আর সীমাবন্ধ নেই। তাহলে, যারা এর সপক্ষে দাঁড়িয়েছেন তাদের অনেক স্মবিধা হ'ত।

### একটি ভূল ধারণার অবসান:---

বামফ্রণ্ট এবং সরকার চেয়েছিলেন নতন প্রস্তাবকে নিয়ে বিতর্ক হোক। সর্বস্তরের জনগণ এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করক। তারা খোলাখালি একথা ঘোষণা করে-ছিলেন। কারণ জনমতের মূল্য তাদের কাছে অপরিসীম। সন্দেহবাদীরা কিন্ত ভেবেছিলেন এসবই লোক দেখানো। আসলে যা হবার তা হবেই। বিত্ক আর জনমতের ভডং করে সময়মতো প্রস্তাবটি পাশ করিয়ে নেওয়া হবে। এটা বলতে সবচেয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন কংগ্রেসীরা। নিজেদের রাজত্ব কালে তিন বছরের স্নাতক শিক্ষাকে অসভোর মত তাড়াতাড়িতে চাল্ম করেছিলেন। আর এইসব বিষয়ে সতিকারের কথা যারা বলতে পারেন তাদের কোন পাতাই এবা দেননি। এবা নিজেদের আয়নায় অনা-দের দেখতে অভাস্ত। তাই বিতর্কের পরেরা সময়টা জ্বডে এরা যাক্তির ধার বড একটা ধারেননি। শুধু চিৎকার করে-ছিলেন এই বলে যে বিশ্ববিদ্যালয় স্বেচ্ছাচারীতা করছে. জনমতকে মলো দিচ্ছে না। আর সরকারের মদতেই এসব हुल्ला। अस्तर धेहे कथार एकछे या छल त्यात्यनीन जा वला ঠিক হবে না। আমরা আনন্দিত প্রস্তাবটির প্রয়োগ এক বছর স্থাগত থাকছে। এবং এই প্রেরা বছরটা ধরে আমরা নতন প্রস্তাবের ভাল মন্দ নিয়ে আলোচনা করতে পারব। অতঃপর কোন ভল বোঝাব্যঝি আর থাকবে না এবং সকলেই যান্তির সীমানায় ফিরবেন এটা আশা করা বোধহয় অসংগত হবে না।

### উপায় ছিল নাঃ--

স্কুল শিক্ষার বার বছর পার হওয়া প্রথম ছারদল এ বছর স্নাতক শিক্ষার প্রবেশ করবে। অতএব স্নাতক শিক্ষার পরিবর্তনের প্রস্তাব না এনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপায় ছিল না। এতদিনকার তিন বছরের স্নাতক কাঠামো তার অজস্র সমালোচনা নিয়ে এগারো বছরের স্কুল কিংবা কলেজ পূর্ব শিক্ষার সামঞ্জস্যে গড়ে উঠেছিল। এখন তা আর দলতে পারছিল না। বারোর সন্পো তাল রেখে স্নাতক শিক্ষা, নতুন প্রস্তাব রচনার পিছনের কথা হচ্ছে এই।

### স্নাতক শিক্ষার আসল কথা কি?

"The main purpose of the first degree should be to bring students to the frontiers of knowledge and to the threshold of the world of research; and that of the second degree to provide a high level of specialization or to initiate the student in research itself."

Kothari Commission

অর্থাৎ স্নাতক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে গবেষণার জগতে প্রবেশের ভিত্তি তৈরী করা। স্নাতকত্তাের পর্যারে যা উচ্চ পর্যারের বিশেষীকরণে রসদ যােগাবে এমন কি রিসাচেই নামিয়ে দেবে।

আমাদের স্নাতক শিক্ষা এতদিন যা চাল্ম ছিল, এই বিষয়ে কতটা কি করতে পেরেছে তা কোঠারী কমিশনই দ্ম কান কাটার মত বলে দিয়েছে। কমিশন বলেছে— "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গ্মলি সেই কাজ খ্বই ভাল করে যা সত্যি করে উচ্চ বিদ্যালয়গ্মলির করা উচিত।"

কমিশন বলেছে:—"It is our second degree in arts, commerce and science that introduces the student to the world of research and is comparable to the first degree in the educationally advanced Countries."

সোজা কথায় আমরা বি এ বি এস সি-তে যা পড়ি তা স্কুলের পড়াশ্বনো, আর এম, এ, এম এস সি-তে আমরা অন্য অগ্রসর দেশের স্নাতক হওয়ার যোগাতা অর্জন করি। অতএব এটা বোঝা সহজ যে শেখবার বিষয়বস্তুতে আর শেখানোর কাঠামোয় আমরা বেশ কবছর ধরে বহ্ব ম্লাবান সময়, জাতীয় ম্লধন এবং মানসিক শ্রমের অপচয় করেছি।

### নতুন প্রস্তাবের নতুন কথা:—

নতুন প্রস্তাবে এই দিক থেকে অপচয় রোধের কথা নেই। কিম্পু একটি নতুন কথা আছে। তা বিশ্ব-বিদ্যালয় শিক্ষাকে স্কুল স্তর থেকে টেনে তোলার কথা। কোঠারী কমিশন যা বলেছিলেন—সেই স্তরে ছাত্তকে নিয়ে আসা যা—

- —adequate in relation to the tasks for which they are intended.
- —dynamic and keep on rising with the demands for the higher levels of knowledge, skills or character which a modernising society makes and

—internationally comparable, at least in those key sectors where such comparison is important.

অর্থাং কর্মানুখর জগতে সবচেয়ে বড় কথা যে কাজের জ্ঞান সেই জ্ঞান পাবার স্ব্যোগ ছাত্রের সামনে খ্লে দেওয়া হচ্ছে।

এই স্থোগ আগে ছিল খ্বই সীমাবন্ধ। যা স্কুলে শেখার মধ্যেই সাধারণভাবে শেষ হওয়ার কথা সেই ভাষা শিক্ষার নামে একটি বিশেষ শিক্ষা জাের করে চাপিয়ে দেওয়া হত বি এ বি কমের ছাত্রদের ওপর। এর ফলে বিষয় নির্বাচনে স্থোগ ছিল সংকুচিত হয়ে। কলা এবং বিজ্ঞানের মধ্যে—পাঁচিলটাও তোলা হয়েছিল খ্ব উচ্ক্ করে। উভয় জমিদারীর সীমান্তে বসানো হয়েছিল কড়া পাহারা।

নতুন প্রস্তাবে বিষয় নির্বাচনে জবরদস্তী যেমন থাকবে না, তেমনি উঠে যাবে সীমান্তের কড়াকড়। বৃদ্ধিবৃত্তির জগত স্বভাবতই হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। এবার যা নিয়ে তরতর করে এগিয়ে যাওয়া যাবে. ইচ্ছে করে পছন্দ করে ছাররা তাকেই নেবে। আঠারো বছর বয়সের স্বাধীন নির্বাচনে ভূলচুকের কথা স্বভাবতই উঠবে না।

### ভাষা শিক্ষার নামে:--

বি এ বি কমে কেউ চান না চান ভাষা শিক্ষার নামে ষে বাবস্থা চাল, আছে তা তাকে পডতেই হবে। নতুন প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "গত কয়েক বছরের পরীক্ষার कलाकल विल्लाखन कराता (एथा यात्र, कला ও वानिकार ছারদের উপর ভাষা-পর চাপিয়ে দেবার ফলে আমরা বিশাল পরিমাণ মানবিক শক্তি ও পার্থিব সম্পদের অপচয় করছি। ছাত্ররা স্পষ্টতঃই এই প্রথার অনিচ্ছ্যুক বলি, কারণ কখনো কখনো ইংরেজী, বাংলায় অনুত্রীণের হার ৮০-৯০ পার্সেণ্ট—আবার ইতিহাস, অর্থনীতি, বাণিজ্ঞাক ভগোল প্রভাততে অনুত্তীণের হার ৩০-৪০ পার্সেণ্ট বা তার চেয়ে কম। এইভাবে ইংরেজি বাংলাকে আবশ্যিক করে ছারদের মাথার উপর গণফেলের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছি। এর ফলে আমাদের আর্টস-কমার্স গ্রাজ,য়েট কর্মস্চী কেবল অপচয়ধমী পরিহাসে পর্যবিসত হয়নি, সেই সংগ্রে আমাদের ছাত্র সমাজের এক বিরাট অংশ বিপ্লে অবমাননায় নিকিপ্ত হচ্চে।"

প্রথমতঃ ছাত্রদের সাফলোর জনা ভাবা এবং তাদের সম্মানে ফিরিয়ে আনার এই যে কথা তা কিছু বড় বড় কাগজে ও অনেকের ম্বারা যথেণ্ট সমালোচিত হয়েছে। ছাত্রদের জনা কি দরদ ইত্যাদি বলে ব্যাপা করা হয়েছে। বলা হয়েছে—ফেল করছে বলেই কি সবজেক্ট তুলে দিতে হবে। বাপারটা বেরকম মোজাস্বজি বলা হয়েছে আসলে তা নর। এটা বোঝা সহজ যে সমালোচকেরা ছাত্রদের গণফেলের পক্ষে। এবং পাশ-ফেলের সপ্গে বিষয় নির্বাচনের বৈ বোগাযোগ অবশাই আছে তা তারা ভলে যান। যে ছাত্র নিজে পছন্দ ক'রে বা প্রয়োজনে ফরাসী ভাষা পড়ে তার অসাফল্য স্বভাবতঃই কম হয়। কিন্ত যদি স্বাইকে জোর করে ফরাসী পড়তে বাধ্য করা হয় তবে ফেলের সংখ্যা যে বাডবেই তা সহজ্বাধা। আর এই যে ছাত্ররা স্নাতক শিক্ষার আসেন এরা তো স্কুল পর্যায়ে ভাষা শিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই আসেন। হঠাৎ এরা ব্যাপক সংখ্যায় ভাষা বিষয়গ্রিলতে ফেল করেন কেন? কারণ ব্যাপক সংখ্যকের কাছে ভাষা নামক স্নাতক পর্যায়ের বিশেষ শিক্ষাটির কোন রকম আকর্ষণ বা আগ্রহ বা প্রয়োজন থাকে না। যদিও কেউ অস্বীকার করবে না যে সাহিত্য শিক্ষার হাত ধরে চলে ভাষা শিক্ষা তবুও স্নাতক পর্যায়ে সাহিত্য শিক্ষায় আগ্রহী যারা তারা ছাড়া অনা কারো পক্ষে শুধুই ভাষা শিক্ষা নামের এই শিক্ষায় সময়ের অপবায় হয় এবং অনা ম.ল বিষয়গালির প্রতি গারতের অবিচার করা হয়। তারা কিন্ড সফল হয় যারা আগ্রহ নিয়ে পড়ে। সাহিত্য সম্পর্কে, ভাষাতত্ত সম্পর্কে এরা পড়াশ,না করতে চায়। এরা পাশ করে। অনেকে অনার্স নেয়। তারপর এম এ পড়ে। এদের ক্ষেত্রে অসাফলোর দোহাই পেডে আলোচা বিষয়টি তলে দেওয়ার কথা কেউ বলে না।

আসলে বিষয়টি হচ্ছে—শিক্ষা কেনে পরিচালিত নীতিগুলির দৃণিউভগী কি > সংকীণ শ্রেণী স্বার্থে গড়ে ওঠা, সংকট জজরিত অর্থানীতির ওপর নড়বড়ে পারে দাঁডানো শিক্ষা অনিবার্য সংকোচনের দ্রোরোগ্য বাাধিতে ভোশে! এখানেই আসে ক্ররদহিত। এখানেই আসে স্বাধীন নির্বাচনে বাধা। আমি নিশ্চিত যে আমাদের দেশে আমরা স্বাই ইংরেজ হলে আমাদের তিরিশ বছরের সরকারী নেতারা আমাদের ফেল করানোর জন্য বাধাতান্ত্রকভাবে হিন্তু, শেখাতেন। আর এতে পাশ না করলে কখনই ওপরে ওঠা যেত না।

### विषे काला नगः -

শিক্ষা একটি সূষম ব্যবস্থা। নিরবিচ্ছিন ব্যবস্থা। জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রতিটি শাখায় এত বিভিন্নমুখী উপশাখার এত বিপ্লেভাবে এগিয়ে চলার আজকের সময়ে এটাই কি ভাল নয় যে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারটি আমরা স্কুল স্তরেই শেষ করে ফেলব। তারপর স্নাতক পর্যায়ে একটি স্রানিদিন্ট জ্ঞানকে অক্ষরেখা কবে তার সহযোগ করে এগিয়ে চলব। কেউ জ্ঞানসম.হকে আয়ত্ত क्षे य वन्धिलन ভाষा निका উঠে যাকে। সতা নয়। প্রস্তাব যা বলেছে তাতে ভাষা শিক্ষাও আরে অর্থনীতির ছার যেমন বিস্তৃত পরিসর পেয়ে যাবে। অর্থনীতির ইতিহাস কিংবা সমাজ বিকাশের ইতিহাস প্রভৃতিকে আলাদা আলাদা পূর্ণাংগ বিষয় হিসেবে পেতে পারলে খুশী হবেন, তেমনি—বাংলার ছাত্র উচ্চত্য সংস্কৃতকে পাশে নিয়ে ভাষা শিক্ষায় দুর্বার বেগে এগিয়ে চলবেন। অতএব, নতুন প্রস্তাবে প্ররানো কোন বিষয় উঠে বাওয়ার কথা তো নেইই, আছে আরো অনেক নতুন বিষয় যুক্ত করার কথা। এবং একটি নির্দিষ্ট সমতা রেখে, বা ব

নিয়ে পড়া উচিত ছাত্রকে তা বেছে নেওয়ার স্থোগ দেওয়া। প্রস্তাবের ম্ল কথা শিক্ষাক্রমের (কারিকুলাম) পরিবর্তন। বিতকের বিরোধীপক্ষ এই সব ব্যাপারে একটিও কথা বলেননি। এত কিছুর পরেও কিন্তু স্থোগ ছিল। বিদ এমন হত যে অর্থনীতির একজন ছাত্র তার ম্ল বিষয় এবং সহযোগী বিষয়গর্লি নিয়ে পড়তে পড়তেই মনে করলেন একট্ ইংরাজী আরো ভালো করে শিখবেন। নতুন প্রস্তাব তারও স্থোগ এনে দিয়েছিল। ১০০ নম্বরের একটি পেপার তিনি নিতে পারতেন। এতে ফেল করলে ফেল নেই, কিন্তু তিরিশের বেশী এগ্রিগেটে যোগ হওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

আর বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা কি আমাদের এটা ভাবতে বলছে না ষে পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন এবং অংক নিয়ে বদি বি এস সি হওয়া ষায় তবে অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব আর দর্শন নিয়ে কেন বি এ হওয়া যাবে না?

### जम्र करत्र छन् छम् :--

নতুন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সবচেয়ে খারাপ ও মিথ্যে প্রচারটি করা হয়েছিল এইভাবে যে আশ্রতোষ রবীন্দ্রনাথের विन्विविमालस तथरक वाश्लाक क्टिं तंख्या रुट्छ। अपन পরিকল্পনা বাঙালী জাগো। সব কিছু বিপন্ন হয়ে পডেছে। যুক্তির জয় এখানেই ভয় পেয়েছে বলে মনে হয়। মান,ষের কিছ, কিছ, অন,ভূতি আহত হয় খ্ব সহজেই। ওরা এই সুযোগ নিতে চাইছেন। বাংলা যে উঠে যাচ্ছে না এটা কেন কেউ ব্রুবেন না তা বোঝা খ্রুব কণ্টকর। নীচ থেকে উপর পর্যন্ত বাম সরকারের শিক্ষানীতি দাঁড়াতে চাইছে—মাঞ্চভাষার উপর ভিত্তি করে। প্রাথমিক স্তরে ৫ম শ্রেণী পর্যনত শুধু মাত্ভাষায় শিক্ষা সিন্ধানত গৃহীত হয়েছে। ৬ থেকে ১২ পর্যন্ত প্রথম ভাষা মাজভাষা, দ্বিতীয় ভাষা বাংলাভাষীদের জন্য ইংরেজী বাধ্যতামূলক। বিষয় শিক্ষার জন্য ভাষা শিক্ষা, ১২ বছর ধরে যা প্রথম ভাষা অর্থাৎ মাজুভাষা শিক্ষা, তা কি যথেষ্ট নয়। এর পরে যে ভাষা শিক্ষা তা বিশেষের জন্য, সবার জন্য নয়। সবাই তো আর সাহিত্যবিদ কিংবা ভাষাবিদ হবে না। বাংলা উঠে গেল বলে যারা রব তুলছেন তারা কেউ কিন্তু স্নাতক শিক্ষাসহ বাকী শিক্ষা মাত্রভাষায়, বাংলায় চাল, করার জন্য একটিও কথা বলেননি। বাংলার মর্যাদা তো এতেই বাডবে। আমরা পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, অর্থনীতি সব কিছু বাংলাতে পড়ব। শুধু সাহিত্যের ভাষা হিসেবে আজ বাংলার যে মর্যাদা তা তখন বহুগুণে বেড়ে যাবে। এজনা স্কুল শ্তরে বাংলা শিক্ষাকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার সংগে যুক্ত করার পরিকল্পনা নিতে হবে। না হলে বাংলায় জ্ঞান বিজ্ঞানকে নিয়ে আসা কোনদিনই হবে না। যা হবে তা যান্তিক। প্রাণ থাকবে না। এই প্রসংগে আর একদলের কথা वनछ्टे रहा। वाश्ना निरा अस्तर माथावारायात स्मय त्नरे। অথচ প্রাইমারী স্তরে ইংরাজী তুলে দেওয়ার বির্দ্থে এদের চিংকার কোনদিন থামবে বলে মনে হয় না। এদের **অভিমত ইংরাজী উচ্চ** চিম্কান বাহন। আমাদের ভাষা-গ্রিলর প্রতি এত বড অসম্মান সামাজ্যবাদীরাও সম্ভবতঃ এখন করতে এরকম সাহস পাবে না,--এরা যা করেছে।

ইংরাজীর মর্যাদা সকলেই বৃঝি। ইংরাজীর থেকে অনেক কিছুই আমাদের নিতে হবে। ইংরাজী শিক্ষার বাবস্থা আমাদের রাখতেই হবে। কিন্তু আমরা তো দাস নই। আমরা নিজেরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারি এ তো প্রমাণত সতা। অতএব আমাদের ভাষাগ্র্লিকে যোগ্য দ্থান দেওয়ার জন্য ইংরাজীকে সসম্মানে বন্ধুর মত আমরা পাশে রাখব। ইংরাজীর স্বিধাভোগীতা আমরা নিজগুণে খর্ব করব। ইংরাজী ন্কুল তুলে দেওয়ার দাবী সোচ্চারে জানাব। প্রশাসনে মাত্ভাষা চাল্বর দাবী করব। (পশিচমবংগের বাম সরকার ইতিমধাই সরকারী কাজকর্মে বাংলা চাল্ব করেছেন।) সর্বভারতীয় পরীক্ষায় আর্ণ্ডালক ভাষায় অংশ নেওয়ার দাবীতে সংগ্রাম করব। (এটাও কেন্দ্র সরকার মেনে নিয়েছেন।)

এ সবের মধ্যেই আমরা শিক্ষাকে প্রসারিত করতে পারব। প্রার্থামক স্তরে শৃধ্ মাত্ভাষায় শিক্ষার অর্থ সহস্র জনগণের অধিকারকে কেবলমাত্র স্বীকার করে নেওয়া নয়, বাস্তবায়িত করার পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া। এই পথেই ঘটবে আমাদের মনন ও বৃদ্ধিবৃত্তির উপর এতদিন ধরে চলে আসা হীনতম অপরাধের চিরতরে অবসান। আমাদের দৃ্ভাগ্য এতে কেউ কেউ খৃশী নয়। এই সব আজকের কথা নাঃ—

বিশ্ববিদ্যালয় যে প্রস্তাব করেছেন তা কি একেবারে আজকের কথা? না। ১৯৬৪-৬৬ সালের কোঠারী কমিশন বলেছিলেন. "at the university stage no Language should be made a compulsory subject of study but the classical and modern Languages of India and important foreign Languages should be provided as elective subjects....The compulsory study of a language is likely to make some useful combination of subjects impracticable by placing too heavy burden on the students."

প্রথিবীর কোন ভদ্র সভ্য দেশে ছাত্রদের ওপর এত পীড়ন নেই যা আমাদের দেশে হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশের কথা বাদই দিলাম। সেখানে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত মাত্-ভাষায় শিক্ষার রয়েছে বাস্তব অধিকার। এই সব দেশে ইংরাজী চর্চার যুরিন্ত যারা দিয়েছেন তারা স্বত্নেই এটা বলেননি যে এই চর্চা এই শিক্ষা বাধাতামূলক না। ঐচ্ছিক।

এমন কি সিংহলে প্রথমিক ত্বরে শিক্ষা শুধু মাতৃভাষায়, তামিল কিংবা সিংহলী, যার যা তাতে। বাধ্যতাম্লক ইংরাজী পড়ানো শুরু হয় ৪র্থ শ্রেণী থেকে। চলে স্কুল শিক্ষার শেষ পর্যক্ত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রস্তাবে অতএব এমন কিছু ছিল না—্যা অভাবনীয়, অকল্পনীয়। সোজা-দুজি এতে যা চাওয়া হয়েছিল তাতে বিস্তৃত কর্মময় জানের জগতে ছাগ্রের বিজ্ঞানসম্মত অধিকার কিছু পরিমাণে স্বীকৃতি পেয়েছিল।

# চারটুক্রা / धरीর तसी

(5)

(0)

(মিছিলে যাচ্ছ)

মাথার উপর খাড়া ঝ্লছে জেনেও আমি বাচ্ছি

মিছিলে।

পারে আমার কুঠার পড়বে জেনেও আমি যাচ্ছি

মিছিলে।

আমি আর কোনমতে ফিরব না জেনেও আমি যাচ্ছি

মিছিলে।

(২)

(প্রিয়তমাস্ট্র; বাইলাডিলার অব্যবহিত পরে)

প্রিয়ে আমি যদি যাই জেলে তুমি যেও তখন মিছিলে; তুমি মারা গেলে যাবে ছেলে;

প্রিয়ে আমি যদি যাই জেলে।

(এসো পল্টন গড়ি)

এসো পল্টন গড়ি, গড়ি ব্যারাক; বীরবাহুরা সামনে দাঁড়াক; কুরুক্ষেত্রে পা বাড়াক; দুঃশাসনেরা নিপাত যাক।

(8)

(রকমফের)

মনে রেখো একটা বুলেট মানে একটা জীবন।

মনে রেখে। একটা যুদ্ধ মানে একটা দেশ।

মনে রেখো একটা বিপ্লব মানে গোটা প্রথিবী।

পশ্চিমবণ্গের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত পত্রিকা ছাত্র সংসদের কাছে যুব মানসের কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রকাশযোগ্য লেখা যুব মানসে মুদ্রণের ব্যাপারে বিবেচনা করা হবে।

দ্রম সংশোধনঃ গত জন্পাই সংখ্যা যাব মানসে প্রকাশিত, সাইফান্দীন চৌধ্রীর 'বাম সরকারের এক বছরঃ ছাত্র-যাবরা কি পেলেন?' লেখার ২৪২ পৃষ্ঠায় আলোকের ঝর্শাধারা দীর্ষক সাব হেডিং'এর শার্রতে 'অহিংসাকে'র জায়গায় 'অশিক্ষাকে' পড়তে হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্র্টির জন্য আমরা দ্বংখিত। সঃ যাঃ মাঃ

# 

বেশীদিন হর্মন যখন আমাদের দেশের এক শ্বৈরাচারী নারিকা গণতান্দ্রিক 'সমাজবাদের' ধর্নিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করেছিলেন। তার 'সমাজবাদ' কি আমরা তা হাড়ে হাড়ে টের পেরেছি। শেষ পর্যন্ত দেশের মানুষ চরম ঘৃণাভরে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রত্যাখ্যাত হয়েছে তার ভূরা 'সমাজবাদ'। তাতে কিন্তু প্রফ্ত সমাজতন্ত্রের কোন রকম উৎকর্ষতা হানি হর্মন। বরং একটা সত্য আমাদের সামনে আরও পরিক্ষার হয়েছে।

যদিও প্রথিবীর এক তৃতীয়াংশ বা তার কিছু
বেশী মান্য সমাজতান্তিক সমাজে বাস করে সমগ্র বিশেবর
অধিকাংশ মান্যের মনে সমাজতান্তিক বাবস্থার শ্রেণ্ঠতা
আজ অনস্বীকার্য। তাই চরম স্বৈরাচারী শাসকের
পক্ষেও আগের মত সমাজতন্তের বির্দেশ সরাসরি জেহাদ্
ঘোষণা করা সম্ভব নয়। সমাজতন্তের নামে এবং সমাজতন্তকে মিথ্যা ও বিকৃতর্পে পরিবেশন করেই তারা
তাদের শাসন ও শোষণ টিকিয়ে রাখতে চান।

দেশপ্রেমিক, শান্তিবাদী, মানবতাবাদী প্রভৃতি অনেক ধরনের মানুষের মনে সমাজতন্ত কমবেশী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। তাদের মূথে সমাজতদের প্রশাস্ত প্রায়ই শোনা যায়। তবে সবাই যে এটা উন্দেশ্যমূলকভাবে করেন একথা ভাববাব কোন কাবণ নেই। আবার সকলেই যে একে এক বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে মেনে নিয়ে এর সমস্ত দিক গলো গ্রহণ করতে পেরেছে তাও নয়। এদের আনকের কাছেই হয়ত ধনতান্তিক বাবস্থা থেকে সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের বৈশ্লবিক পন্ধতি এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য অন্বমোদনযোগ্য নয়। কিন্তু একটা বিষয়ে তারা সকলেই প্রায় সন্দেহ মারু যে ব্যাপক জনসাধারণের পক্ষে ধনতলের দাইতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক গুলে বেশী সুখকর। বিভিন্ন সাহিত্যিকদের সাহিত্যে এবং শিল্পীদের শিল্প কর্মে এ বিশ্বাসের অভিব্যক্তি দেখা বায়-কিছু কিছু বিজ্ঞানীও তাদের বিভিন্ন প্রবন্ধে সমাজতদের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেছেন।

সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানী বিশেষতঃ প্রকৃতি বিজ্ঞানী-দের এক ভিন্ন জগতের মানুষ বলে মনে করে। এরকম ধারণার বথেন্ট কারণপ্ত রয়েছে। ধনতাশ্যিক দুর্নিয়ার অধিকাংশ বিজ্ঞানীই সাধারণত নিজেদের সমাজ থেকে বিজ্ঞিন করে ল্যাবরেটরীর চার দেয়ালের মধ্যেই বিজ্ঞান সাধনায় নিবিন্ট রাখতে পছন্দ করেন। কিন্তু ধনতন্দের সংকট কিংবা মুক্তি আন্দোলনের তরণ্গ যখন সেই প্রাচীর ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করে তথন বোধহয় সেই ধ্যানমন্ন মানুষগ্রলার - অনেকেই আর নির্লিণ্ড থাকতে পারেন না। ফ্রেডরিক জ্যোলিও কুরীর মত অনেকে সরাসরি



সংগ্রামের ময়দানে নেমে আসেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন নাংসী বাহিনী প্যারিস দখল করে জােলিও ধুরী 'had himself taken part in the last few days of street fighting for the liberation of the city. The man who discovered, through his studies of neutron emission and chain reaction, some of the most important of the necessary pre-conditions for construction of the atom bomb used the most primitive form of bomb imaginable in defence of the barricades—ordinary beer bottles filled with gasoline and fitted with fuses.' (Robert Jungk, Brighter Than a Thousand Suns, P.147)

অনেকে মার্কসবাদের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের যুক্ত করেন। আবার কেউ
কেউ যথেন্ট সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ না হলেও নিজেদের
মানবতাবাদী অনুভূতির দ্বারা চালিত হয়ে সরবে মতামত
বাদ্ধ করতে দ্বিধা করেন না। বিশেবর অন্যতম শ্রেষ্ঠ
পদার্থ বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের নিজেরই ভাষায়
বর্থন আমার মনে হয়েছে যে এখনও নীরব থাকার অর্থ
হচ্ছে দুক্কমের পাপের ভাগী হওয়া, তখনই মার আমি
মুখ খুলেছি।' (প্ঃ ৪৩)\*

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সরব

হন হিটলারের ইহ্দী বিশ্বেষী নীতির শিকার হয়ে জার্মানী ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে। এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর কালে ধনতান্দ্রিক দ্বনিয়ার সংকট তাকে সাধারণভাবে ধনতন্দ্রের বিরুদ্ধে 'ম্থ খ্লতে' বাধ্য করে।

শ্বিতীয় বিশ্বর্থ মার্কিন পর্বিজ্পতিদের প্রচ্রের মন্নাফা এনে দের। ব্রশ্বস্থ চাহিদা মার্কিন ব্রুরাণ্টের উৎপাদন আড়াই গ্রণ বাড়িয়ে তোলে। বিশ্বর্ণ্থ শেষ হলেও কিন্তু তার অস্ত্র নির্মাণের উন্মন্ততার অবসান হর্মন। সমাজতল্তের ক্রমবর্ণ্ধমান শক্তিতে ভীত হয়ে মার্কিন সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের বির্শেথ ঠাণ্ডা ব্রুথ বা শক্তি প্রদর্শনের শ্বারা সন্ত্রুত করে রাখার নীতি গ্রহণ করে। এরজন্য অটেল অর্থ ও দেশের বৈজ্ঞানিক সম্পদের সিংহভাগ ব্রুথান্দ্র নির্মাণের কাজে লাগানো হয়।

এ সত্ত্বেও মার্কিন পর্নুজ তার সংকট এড়াতে পারেনি। বাজারের চাহিদা পড়ে যাওয়ায় আমেরিকার দিলপ অত্যুংপাদনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। ১৯৪৮ সালে দেশের দিলপ উৎপাদন আট শতাংশ হ্রাস পায়। বেকারের সংখ্যা বেড়ে যায়। ১৯৪৮-৪৯ এ মার্কিন অর্থনীতিতে চরম মন্দা দেখা দেয় যদিও এর তীরতা ১৯২৯-এর তুলনায় কমই ছিল। সংকটের টেউ বৈজ্ঞানিক প্রগতির ওপরেও এসে পড়ে। উদাহরণস্বর্প, একচেটিয়া বিদ্যুং উৎপাদনকারী জেনারেল ইলেক্ ট্রিক কোম্পানী (জি. ই. সি)র স্বার্থে এবং সক্লিয় প্রচেন্টায় (বা চক্লান্তে) মার্কিন যুক্তরান্ট্রে প্রথম পারমাণ্যিক শক্তি উৎপাদন প্রকল্প নির্মাণের বিল মার্কিন সেনেটে প্রায় সাত বছর আটকে থাকে।

দ্বভাবতই সংকটের প্রভাব থেকে আমেরিকার বিজ্ঞানী সমাজও নিন্ফাত পার্যান। তাদের মধ্যে অনেকে অবশ্যই এই পার্থিব 'অস্থ' থেকে মৃত্তির জন্য অতীন্দির জগতের আশ্রয় খোঁজেন। কিন্তু ভবিষ্যত সম্বন্ধে যারা আশাবাদী ছিলেন এবং মানুষের শক্তিতে যাদের আম্থা ছিল তারা নৈরাশ্যের পাঁকে ডুবে গেলেন না।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে কয়েকজন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শ গ্রহণ করে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের সাথে নিজেদের যুক্ত করলেন। এ ব্যাপারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসীবাদকে পরাস্ত করতে সমাজতান্দ্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের গোরবময় ভূমিকা এবং তার সংকটম্ব্রু অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি তাদের মনে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে।

অন্যদিকে সোভিয়েতের শাসন ব্যবস্থাকে যারা
সদ্দেহের চোখে দেখতেন, এমনকি যারা প্রাথমিকভাবে ঠাওা
য্তের সমর্থক ছিলেন, মার্কিন সরকারের বর্ণবৈষম্য,
উপনিবেশবাদী ও যুন্ধাস্ত্র নির্মাণে বিপ্রল সম্পদ
অপচয়ের নীতির ফলে তারাও বিক্ষাস্থ হন। এবং অনেকে
মার্কিন সরকারের এমনকি মার্কিন সমাজব্যবস্থার সমালোচনার মুখর হন।

কোরিয়ায় হস্তক্ষেপ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার অর্থনৈতিক সংকট নিরসনের চেণ্টা করে। কিস্তু এর ফলে নিজের দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ বাড়তে থাকে এবং কোরিয়া থেকে হটে আসতে বাধ্য হলে সংকট আবার ঘনীভূত হয়।

মার্কিন প্রাজবাদের এই সংকটকালে মানবতাবাদী আইনস্টাইনও অচণ্ডল থাকতে পারেননি। ১৯৩৯ সালে আইনস্টাইনের নাংসী জার্মানীর রির্দুধ্যে প্রতিরক্ষাম্লক বাবস্থা হিসাবে মার্কিন সরকারকে পারমানবিক বোমা নির্মাণের প্রামশ দেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বয়াশ্বের অন্তিম লানে তিনি যখন ব্রুতে পাবেন যে পারমাণবিক বোমা বাবহার করে মার্কিন যুক্তরাণ্ট্র বিশ্বে এক ভয়াবহ পরিস্থিত স্টিট কবতে চলেছে তিনি বিজ্ঞানী জিলার্ডের সাথে যুক্তভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে এর বির্দুধ্যে এক সতর্কতাম্লক পর লেখেন। তাঁদের আবেদন উপেক্ষিত হয়। বোধহয় মার্কিন রান্ট্রের কছে থেকে এই তার প্রথম তিক্ত অভিজ্ঞতা। অতঃপর তিনি যুক্ষ বিরোধী প্রচারে অবতীর্ণ হন।

এছাড়া তিনি সাধারণভাবে উপলব্ধি করতে পেরে-ছিলেন যে প্রিজবাদী ব্যবস্থা শুমজীবী জনগণ বা সাধারণ মানুষের কোন মণ্ডল করতে পারে না। তিনি ধনতান্তর বিরুদ্ধে সমাধারাচনায় মুখব হন এবং এ ব্যবস্থা পরিবর্তনের তাগিদ অনুভব করেন। ১৯৪৯ সালে 'সমাজবাদ কেন' নায়ে এক প্রবাধে এই অভিমত বাস্তু করেন যে সমাজতান্ত্র প্রিজবাদী সংকট থেকে মুক্তির একমাত্র পথ।

পদার্থবিদ্যা বা প্রকৃতি বিজ্ঞানে আইনস্টাইন সর্বকালের অনাতম শ্রেণ্ট হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানে তার আগ্রহ বা জ্ঞান ছিল সীমিত। সেক্ষেত্রে
সমাজতন্ত্র সম্প্রান্থ তার ধারণা কতটা স্বচ্ছ বা বৈজ্ঞানিক
হতে পারে এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। প্রশ্ন ত্লেছেন
অবশ্য আইনস্টাইন নিজেই তার প্রবন্ধের শ্রুরতে—
আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে মে বিশেষজ্ঞ নয়,
তার পক্ষে সমাজবাদ সম্বন্ধে নিজ অভিমত বাস্তু করা
কি যুক্তিযুক্ত?' (পৃঃ ২৩) তথাপি তিনি তার মতামত
প্রকাশ করেছেন। এবং যৌত্তিকতার স্ক্ল্যাতিস্ক্ল্য
বিচারে না গিয়েও একথা বলা যায় যে এতে সমাজতন্ত্রের
কোন মর্যাদাহানি তো হয়ইনি। বরং তার মত প্রসিম্ধ
বিজ্ঞানীর সমর্থন পেয়ে—সে সমর্থন যতই ক্ষীণ এবং
অস্বচ্ছ দ্ভিভগণী প্রসূত হোক না কেন—সমাজতন্ত্রের
জন্য সংগ্রামরত মানুষ উৎসাহিত বোধ করেছে।

আমরা জানি বে সমাজতন্ত মনীবিদের চিন্তাপ্রস্ত কোন কার্ন্সনিক বন্দু নর। সমাজবিজ্ঞান বা ইতিহাসের নিরমেই মানব সমাজের বিকল্প ঘটে এবং এক বিশেষ পর্যাযে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ হয়। প'্রজিবাদী সমাজের মধ্যে নিহিত থাকে সমাজতন্ত্রের বীজ্ঞ। ধনতন্ত্রের নিজন্ম নিরমেই প'্রজি ও শ্রমের ন্বন্দ্র বা পার্রজ্ঞপতি ও শ্রমিকের শ্রেণী সংগ্রামের স্বাভাবিক ও অবশ্যস্ভাবী পরিণতি হিসাবে এক রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিরে প<sup>\*</sup>্বজিবাদের অবসান ও সমাজতশ্বের প্রতিষ্ঠা হর।

বেশ কিছ্ম মানবতাবাদী ব্যক্তি আছেন যারা সমাজতদ্যকে সমর্থন করেন কোন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীপ্র্ট হয়ে নয়। অবশ্য সমাজবাদের পক্ষে তাদের বন্ধব্য সর্বক্ষেত্রে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাববার কোন কারণ নেই। তাদের কাছে ধনতদ্যের বিরুদ্ধে সমাজতদ্যের বিজয় কোন ইতিহাস নির্ধারিত ঘটনা নয় বরং অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে ন্যায় ও যুক্তি প্রতিষ্ঠা, অশ্বভ উদ্দেশ্যের ওপর মানুষের শ্বভব্দির বিজয়। সমাজতদ্য সম্বধ্ধে আইনস্টাইনের ধারণা অনেকটা, এই ধরনেরই ছিল।

আইনস্টাইন অর্থনৈতিক নিয়মকে সমাজবিকাশের মৌলিক নিয়ম হিসাবে স্পণ্ট উপলব্ধি করতে পারেননি। তার মতে ইতিহাসের প্রধান-প্রধান রাণ্ট্রগার্লির 'অস্তিত্ব প্রধানত সামরিক বিজয়াভিযানের ফলে সম্ভব হয়েছে' যা কোনমতেই অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়মের ওপর নির্ভরিশীল নয়।

এ সত্ত্বেও তিনি স্বীকার করেছেন 'প'্জিবাদী সমাজের বর্তমান আর্থিক অরাজকতাই অনর্থের ম্ল উৎস।' (পঃ ২৮)

প\*্জিবাদী সমাজের উৎপাদন সম্পর্ক তার কাছে দ্বর্বোধ্য হয়ে দাঁড়ায়নি। 'উৎপাদন যদ্র ব্যবহার করে প্রমিক ন্তন ন্তন পণ্য উৎপাম করে এবং এইগর্নল প\*্জিপ্স করে এবং এইগর্নল প\*্জিপ্স করে এবং এইগর্নল প\*্জিপ্স করে এবং

পর্নজিবাদের প্রবন্ধারা জোরগলায় জাহির করার
চেণ্টা করেন যে এ ব্যবস্থায় প্রমিক-মালিক সম্পর্ক
নির্ধারিত হয় 'স্বাধীন শ্রমচ্নিন্তর' মাধ্যমে—এব্যবস্থায়
শ্রমিকও তার নিজের পছম্পমত কাজ বেছে নেওয়ার
'স্বাধীনতা' ভোগ করে। কিম্তু আসল কথাটা তারা
আড়াল করার চেম্টা করেন যে শ্রমিক কোন উৎপাদন যশ্রের
মালিকানা ভোগ করে না। স্বভাবতই নিজের শ্রমশন্তি
ছাড়া বিক্লী করার মত তার কাছে আর কিছ্ব থাকে না।
স্বতরাং 'স্বাধীন শ্রমচ্নৃত্তি' মেনে নিতে অস্বীকার করলে
তার কাছে একমার অনাহারে মরার স্বাধীনতা থাকে।

আইনস্টাইন প'্রজিপতিদের এই 'স্বাধীন শ্রমচ্রি'র প্রবঞ্চনা ধরতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বলেছেন— শ্রমের "স্বাধীন চ্রুক্তি"র ক্ষেত্রে শ্রমিক বা পার, তা উৎপল্ল পণ্যের বথার্থ ম্লোর ম্বারা নির্নুপিত হয় না। শ্রমিকের ন্যুন্তম প্রয়েজন এবং কর্মপ্রাপ্তির জন্য প্রতিম্বান্দ্বতারও শ্রমিকদের বোগান অনুবায়ী প'্রজি-পতির চাহিদার অনুপাতে শ্রমিকের পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয়।' (প্র ২৮)

শ্রমিকের শ্রমের সাহাব্যে উৎপাদিত মূল্য এবং তার পারিশ্রমিক বা শ্রমশক্তির মূল্যের পার্থকাই বের করে আনে 'উন্বৃত্ত মূল্য'। উৎপাদন যদ্যের মালিক এই উন্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে এবং এ থেকে সৃত্তি হয় তার মুনাফা। ধনতান্দ্রিক সমাজে 'উৎপাদন উপভোগের জন্য হয় না, হয় মুনাফার জন্য'—একথা আইনস্টাইনও উপ-লব্দি করেছেন।

আইনস্টাইন ব্যক্তিগতভাবে ধনতান্ত্রিক সমাজের সংকট প্রতাক্ষ করেন। ধনতন্ত্রের পক্ষে অবশ্যস্ভাবী এ সংকট বা 'আর্থিক অরাজকতা'র বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে এ সমাজে 'এমন কোন ব্যবস্থা নেই যাতে কর্মকরণক্ষম তথা কর্মকরণেছ্যক প্রতিটি ব্যক্তি সর্বদা কাজ পেতে পারে। প্রায় সর্বদাই এক বিশাল **"কর্মাহীনের বাহিনী" পরিদৃষ্ট হয়। শ্রমিক সর্বাদাই** কর্মচারতির আশঙ্কায় বিবশ থাকে। কর্মহীন ও স্বল্প পারিশ্রমিকে কর্মারত শ্রমিকদল লাভজনক বাজার বিবেচিত হয় না বলে উপভোগা উপকরণের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা इ.स. कल्य क्षक्र- प्रतावन्था प्रथा प्रसा यन्त्रकोनलात প্রগতি সকলের জন্য কর্মসংস্থানের সমস্যার সমাধান করার পরিবর্তে প্রায়ই অধিকতর মাত্রায় বেকার স্যুন্টি করে। প'র্জিপতিদের মুনাফার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মুনাফা-বৃত্তি প'্রজির সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার জন্ম দেয়। অনিয়ন্তিত প্রতিশ্বন্দিতা শ্রমণ্ডির বিপলে অপচয়ের কারণ হয় এবং অবশেষে ব্যক্তি মানবের সামাজিক চেতনাকে পঙ্গ্র করে দেয়...।' (পঃ ২৯)

এ থেকে আইনস্টাইন সিম্পান্তে আসেন 'এইসব ভীষণ বিপত্তি পরিহারের একটি মাত্র পন্থা বিদ্যানা। এর জন্য সমাজবাদী অর্থনীতি ও তংসহিত সামাজিক মঞ্গলবিধানের উদ্দেশ্যে চালিত নবীন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করতে হবে। এবংবিধ অর্থনীতিতে উৎপাদনের সাধনের কর্তৃত্ব থাকবে স্বয়ং সমাজের উপর এবং স্পরিকল্পিত পম্পতিতে এর প্রয়োগ হবে। স্পরিকল্পিত অর্থনীতি সমাজের প্রয়োজনের দিকে দ্ভিট রেখে উৎপাদন ব্যবস্থার সংগতি বিধান করে প্রয়োজনীয় কার্যপ্রতিটি সক্ষম ব্যক্তির ভিতর বিভাজন করে দেবে এবং প্রত্যেকটি নর-নারী ও শিশ্বকে জীবিকানির্বাহের নিশ্চয়তা দেবে।' (প্রঃ ৩০)

কোন পশ্ধতিতে এই ঈশিসত সমাজবাদ কায়েম করা উচিত এ সম্বশ্ধে আইনস্টাইন কোন ইণ্সিত দিতে পারেননি। মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী একমার শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমেই প'্রজিপতি শ্রেণীকে রাপ্তা ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। উৎপাদনে ম্যিটমেয় ব্যক্তির মালিকানার অবসান ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানা কায়েম করার মধ্য দিয়েই শোষণ ম্বিভ হতে পারে। কিন্তু শানিতবাদী আইনস্টাইন বোধহয় রক্তান্ত বিপ্লবের পথ অনুমোদন করতে পারেননি। হয়ত একথা তিনি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারেননি যে শাসক প'্রজিপতি শ্রেণীইনিজের শ্রেণী শাসন ও শোষণ অক্ষ্মের রাখার জন্য শ্রমিক

শ্রেণীর ওপর রক্তাক্ত হিংসা চাপিয়ে দের। সেক্ষেট্রে পাল্টা বলপ্রয়োগ ছাড়া মৃক্তির অন্য কোন বিকল্প পথ শ্রমিক শ্রেণীর কাছে খোলা থাকে না। গান্ধীবাদের আদর্শে প্রভাবিত আইনস্টাইন অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংসা অসহযোগের মধ্যেই নিষ্কৃতির পথ হাতড়েছেন।

সমাজবাদী অর্থনীতির সমর্থক হলেও সমাজবাদী রাদ্ম কাঠামো সন্বশ্বেধ বোধহয় তার কিছ্ ভ্রান্ত ধারণা ছিল। তাই তিনি মনে করতেন, 'সোভিয়েত ইউনিয়নে সংখ্যালঘ্লদের রাজত্ব চলছে।' (প্ঃ ১০৮) মার্কিন ব্রত্তরাদ্ধে তখন সোভিয়েত শাসন ব্যবস্থা সন্বশ্বেধ উদ্দেশ্যম্লকভাবে ব্যাপক অপপ্রচার ও কুৎসা চালানো হত। এই পরিপ্রেক্ষিতে তার কিছ্টা বিদ্রান্তি অস্বাভাবিক নয়। আর যাই হোক মার্কসবাদ বা বৈজ্ঞানিক সমাজতশ্বের আদর্শে উন্বশ্ব হয়ে নয়, তিনি সমাজবাদকে সমর্থন করেছেন নিছক তার মানবতাবাদী দ্ভিউভগী থেকে।

সমাজবাদী রাদ্ম কাঠামো তার কাছে অনুমোদনযোগ্য
না হলেও ব্রজোয়া গণতল্যের স্বর্প তিনি কিছ্টা
ব্রুতে পেরেছিলেন। '...ব্যক্তিগত পর্নুজর স্বৈরতল্য এবং
এর প্রচণ্ড শক্তিকে এমনকি গণতাল্যিক (ব্রজোয়া গণতাল্যিক—লেখক) পন্ধতিতে স্কুসংগঠিত রাজনৈতিক
সমাজের পক্ষেও কার্যকরভাবে নির্দূল করা অসম্ভব।
এর কারণ হচ্ছে এই যে, বিধান পরিষদের সদস্যগণ মূলতঃ
পর্নুজপতিদের অর্থান্ক্ল্যে প্র্ট বা তাদের দ্বারা
অন্যভাবে প্রভাবিত রাজনৈতিক দল কর্ত্ক মনোনীত হন
এবং এইসব প্রেজপতি কার্যতঃ বিধান পরিষদ থেকে
নির্বাচনকারীদের বিচ্ছেল্ল করে রাখেন। এর পরিণামে
জনসাধারণের প্রতিনিধিরা জনগণের অন্তুসর অংশের

শ্বার্থ বাস্তব ক্ষেত্রে যথাযথভাবে রক্ষা করেন না। উপরস্থু বর্তমান অবস্থায় ব্যক্তিগত পর্বান্তপতিরা নিঃসন্দেহে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংবাদ প্রাণ্ডির স্ত্রসম্ই (সংবাদপত্র, বেতার ও শিক্ষা ব্যবস্থা) নিয়ন্ত্রণ করেন। স্ত্রাং ব্যক্তিগতভাবে কোন নাগরিকের পক্ষে কোন বিষয়ে বিষয়মুখ সিম্ধান্তে উপনীত হওয়া ও বৃন্ধিমত্তা সহকারে নিজ রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করা দ্বুকর, এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্র অসম্ভব হয়ে পড়ে।'

প্রকৃতি বিজ্ঞানে আইনস্টাইনের অসাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রতিভা প্রশ্নাতীত। তিনি তার তীক্ষ্যা বিশেলষণ ক্ষমতার সাহায্যে আপেক্ষিকতাবাদের জটিল সমস্যা সমাধান করতে পেরেছিলেন। একই ধরনের বৈজ্ঞানিক মানসিকতা দিয়ে যদি তিনি সমাজের গতিকে বিশেলষণ করার চেন্টা করতেন তবে এটা তিনি নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারতেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত প্রমিক প্রেণীর একনায়কতন্ত্র আদৌ সংখ্যালঘ্দের শাসন নয়। ব্রেজায়া গণতন্ত্র প্রকৃত পক্ষে ব্যাপক জনগণের ওপর ম্লিটমেয়র কর্তাছ। অন্যদিকে প্রমিক প্রেণীর একনায়কতন্ত্র বা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র হচ্ছে ম্লিটমেয়র ওপর ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্য। তাই প্রমিক প্রেণীর গণতন্ত্র অবশাই গণতন্ত্র উচ্চতর রূপ। এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশের পথে প্রমিক প্রেণীর একনায়কতন্ত্র কায়েম করতে হয়।

\*প্রবন্ধে আইনস্টাইনের সমস্ত উক্তি শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত ও অন্বদিত আইনস্টাইনের 'জীবন-জিজ্ঞাসা' থেকে উম্পৃত ।

"এত ভালবাসায় ভেজা যাদের মাটি, এত ব্রুকের খ্রুনে উর্বর শধ্য শ্যামল মাঠ—
আপনারা কৃষাণ ভাইরা ছাড়া তাহার অন্য অধিকারী কেহ নাই…এই মাঠকে জিজ্ঞাস।
কর—মাঠে ইহার প্রতিধর্নি শ্রনিতে পাইবে; এ মাঠ চাষীর, এ ফ্রুল-ফল কৃষক বধ্র।"
—কাজী নজরুল ইসলাম

# (জায়ার / জয়কৃষ্ণ কয়াল

রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবে তৃতীয় পুরুস্কারপ্রাপ্ত গল্প

হঠাং হাটে রব উঠে গেল মাটি-কাটা লোকে প্রধান বাবুকে পেটাছে।

যেন মৌচাকে ঢিল পড়ল। সংগে সংগে সারা হাটের লোক হুমাড় খেয়ে ছুটল অণ্ডল-প্রধানের অফিসের দিকে। হাটেরই এক ধারে অফিস। মাঝারি সাইজের একখনে পাকা ঘর। সামনে এক ফালি ফাকা মাঠ, সেখানে একটা টিউব-অয়েল। মুহুতে সেই মাঠ ভাতি হয়ে লোক ঠেসে গেল ঘরের বারান্দায়। দরজা জানালার ফাঁক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জোড়া জোড়া কোত্হলী চোখ।

চক্ষ্ম পির হয়ে যায় প্রধান সখারাম বাব্র। সামান্য একজন মাটি-কাটা মজ্বর নিরাপদর জেরার সামনে তাল হারিয়ে ফেলেন তিনি। যখন তাল খব্কে পান তখন আর গালাগালির ভাষা জোটে না। প্রচন্ড ক্রোধে দাঁতে দাঁত চেপে শব্ধ গর্জন করে ওঠেন—"আঃ, কি হচ্ছে কি নিরাপদ! এখানে কি হাট বসাবে নাকি?"

নিরাপদ গায়ে মাখে না সে ধমক। আগের মত প্রভাবিক ভাবেই প্রশ্ন করে—"আংগার (আমাদের) মাটি-কাটার টাকা তুমি এনেছ কি-না তাই বলো না!"

কুন্ধ সখারাম আর একবার তাকালেন বাইরের দিকে।
ঘরের সামনে তখন রীতিমত ভিড়। অসংখ্য মাথা
কোত্হলী চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে। ওরা শুনুর নিরাপদর
দলবল নয়, চৈত্রের বর্শা ফলা রোদ উপেক্ষা করে ছুটে
এসেছে হাটের হাটরের, দোকান ফেলে রেখে দোকানী।
শরীর নিংড়ে ঘাম গাড়িয়ে পড়ছে—তব্বুও ঠায় দাঁড়িয়ে
সবাই। জলের নীচে মুখ ভাবিয়ে নিঃশ্বাস ফেলার মত
করে কেউ কেউ ভিড়ে মুখ লাকিয়ে চট্ল মন্তব্য ছড়াছে।
কেউ কেউ বা দরাজ গলায় উন্মা ছড়াছেঃ

"দেনা, শালাকে থতম করে দেনা।"

"বাইরি একবার টেনে বার করে আন নিরাপদ…টাকা পাই আর না পাই, হাতটা গরম করে নিই!"

"চোর, শালা চোর, তিন পর্রবের ধাড়ী চোর!"

সথারামের খ্ব ইচ্ছে করছিল লোকগালোকে একট্ চিনে রাখেন ভালো করে। কিন্তু মাথা উ'চিয়ে দেখতে গিয়ে আবার ন্ন ছোঁয়া জোঁকের মত গ্রিটিয়ে নিতে হলো নিজেকে। ওদিকে তাঁর ছেলের দ্বশার সনাতন...এদিকে জামাই রামকান্ত...। আত্মীয় পরিজনের চোখের সামনে এইভাবে অপমান...! প্রচন্ড ক্রোধে জ্ঞানশ্না হয়ে পড়েন তিনি। নিরাপদকে ধমক দিয়ে বলেন—"টাকার খবর নেবার তুই কে রে ছোট লোক। বের হ'—বেরিয়ে যা বলছি আমার ত্বর থেকে...নাহলে ভাড়ে ধরে...।"

বলতে বলতে থমকে গেলেন তিনি। নিরাপদর

চোখের স্ফ্রলিজা। তাঁর কথার প্রতিবাদে সে স্ফ্রলিজা চম্কে ওঠে—ভদ্রভাবে কথা বলো বলছি...মাটি কেটেছি আমরা আর টাকার হিসেব আমরা নিবর্নি তো নেবে কে, নিধিরাম?"

শ্তব্ধ হয়ে গেলেন স্থারাম। ছোটলোকের মুখ দিয়ে এত বড় ধমক এই বোধহয় তাঁর জীবনে প্রথম। প্রচণ্ড ক্রেধে থাকলেও ভেতরে ভেতরে কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়েন তিনি। চুপ করে যান নিজে থেকে। কিন্তু তাঁর ক্রুর দুন্টি শ্বির বিধে থাকে নিরাপদর মুখে।

নিরাপদ আবার জেরা করে- 'কি? জবাব দিচ্ছনা কেন? বিভিও থেকে তুমি আংগার মজ্বীর টাকা আনোনি?"

বাইরের লোকও বোধহর চ্প করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। নিরাপদকে উদ্দেশ্য করে একসংগ্য চেচিয়ে ওঠে—"টাকা থাক্ নিরাপদ…ওই শালার একবার ঘাড়টা ধরে বাইরি বার করে দে…টাকা এনেছে কি-না আমরা জিগোস কর্রাতিছি!"

উব্তেজিত জনতা। কোত্হলী হাট্রের। সবার মুখেই বিক্ষয়। বিক্ষয় সখারামের মুখে, সেই সঙ্গে লঙ্জা, আর ভয় আর সীমাহীন ক্রোধ। বড় অসহায় বোধ করেন নিজেকে। প্রশ্লীভূত বিদ্রোহ দমন করে তিনি নিরাপদকে জিগ্যেস করেন—"সবার মজ্বরীর টাকা তোর কাছে দিলি হবে?"

—"হাাঁ, হবে। টাকা এনেছ কি-না তাই বলোনা তুমি?"

—"হাাঁ, এনেছি!" যেন ব্যর্থ আক্রোশে তাঁর মৃথ ফসকে বেরিয়ে আসে পরাজয়ের স্বীকৃতি। আর সেই সংশা সংশা শেলষ আর বিদ্রুপে সরব হয়ে ওঠে বাইরের জনতা—"তবে শালা, এতাদন বালস্নি কেন, পকেট খরচা করবো বলে ব্রিথ?"

নিজের মনে দাঁত কড়মড় করেন সখারাম। এত বড় অপমানের প্রতিশোধ হাতে হাতে নিতে না পারার ষদ্মণায় ভেতরে ভেতরে দর্শুদমনীয় হয়ে ওঠেন তিনি। সমানের জবাব সমানে দেওয়া তাঁর ধর্ম। কিণ্ডু—। একট্র গণ্ডগোল হয়ে গেছে তাঁর। কাল তিনি ভুল করেছিলেন নিরাপদর কাছে স্বীকার করে। আজ সে স্বীকৃতির প্লানি, জনতার মাত্রা ছাড়ানো কথাবার্তা, নিরাপদর বেপরোয়া ব্যবহার—সব যেন তাঁর প্রতিষ্ঠার ভিতে একটার পর একটা আঘাত দিয়ে বায়।

কিম্তু ভাবনার অবকাশ তাঁকে দেয় না নিরাপূদ। ঠাণ্ডা গলায় জিগ্যেস করে—"তাহলে আংগার মজ্বরীর টাকাটা এবার দিয়ে দাও তুমি!" জবাব দিতে এবার একট্ব বিশেষ হলো সখারামের। ঠাণ্ডা কথার জবাবটাও তিনি দিতে পারলেন না ঠাণ্ডা ভাবে। বাইরের লোকগ্লোর হাসি আগ্রন ধরিয়ে দিছিল তার মনে। সে আগ্রন তিনি উৎক্ষেপ করলেন নিরাপদর উপর—"টাকা যদি তোকে দিলে হয় তবে ওগ্লো ওখানে হল্লা পাকাছে কেন? বল্—স্বাইকে চলে যেতে বল্ল।" সামনের ভিড্রের দিকে আঙ্বল বাড়ালেন তিনি।

নিরাপদ উপলব্ধি করতে পারে তার অবস্থাটা। স্থারামের ওপর একট্ব মমতাও হয় তার। নিজের দলবল-দের দিকে ফিরে বলে—"আচ্ছা, তোরা এখন একট্ব যা তো দেখি!"

কিন্তু এক কথায় সরেনা সবাই। কেউ বা ইতস্ততঃ করে। কেউ বা নিরাপদর সঞ্চো জেরা করে—কেন যাবো কেন, টাকা নিয়ে তবে যাবো!" নিরাপদ ধমক লাগায় তাদেরকে—"বলছি এখন যা না তোরা…টাকা তো দেবে বলতেছে!"

ভিড় হাল্কা হয় আন্তে আন্তে। যারা শন্ধ হাত গরম করতে এসেছিল তারা ক্ষ্ম হলো ব্যাপারটা ঠাওা হয়ে যাওয়ায়। তবে সখারামের মুখোমুখি এমন সব কথা বলতে পেরে তারা নিজেদের আক্রোশটা কিছু হাল্কা অনুভব কর। আন্তে আন্তে সরে দাঁড়ায় সবাই এক-পা দ্ব-পা করে। সখারাম বাব্র চোখের সামনে এভাবে বেশক্ষিণ হল্লা করাটাও নিরাপদ নয়। অভাব সবার হাঁড়িতেই।

সব লোক চলে যাওয়া পর্যন্ত তিনি বসে থাকলেন দিথর ও নির্বাক। নিরাপদ তথনও তাঁর সামনে তেমনি দাঁড়িয়ে। কিন্তু তাঁর চোথ তথন আর তার ওপর আগ্রন ছড়াচ্ছিল না। বাইরের টিউব-ওয়েলটার দিকে নিরলস দ্ছি ছড়িয়ে তিনি যেন কি ভাবছিলেন নিজের মনে। মাথার চ্বলের ভেতর থেকে ঘাম গাঁড়য়ে পড়ছিল কপাল বেয়ে। পাতলো সাদা পাঞ্জাবীটা ভিজে সপ্সপে-গায়ের সন্ধো লেপ্টে আছে। তব্ ও ভিড় কমে যেতে তিনি বেহারীকে আদেশ দিলেন—"এাই! সামনের দিকের জানালা দরজাগ্রেলা সব বন্ধ করে দেতো। আর এক ক্লাস জল দে…খাওয়ার…।

করেক মাস আগে এই অগুলের রাস্তার নতুন মাটি পড়ে। তখন লোকের মজনুরী দেওরা হয় প্রধান সখারাম বাব্র হাত দিরে। শেষের দিকে বেশ কিছ্ করে মজনুরী সবারই বাকি পড়ে বায়। আজ বারা এসেছিল তারা তাদেরই কয়েকজন, আর নিরাপদ—সেও তাদেরই একজন।

ষখন মজ্বরী দিতে পারেননি তখন স্থারাম বলে-ছিলেন—"টাকা ফ্রারিয়ে গেছে। সরকার থেকে দিলে আবার দেওয়া হবে।" সরকার থেকে টাকা এসেছিল অলপদিন পরেই। প্রধান
সখারাম বাব্ নিজেই সে টাকা বি ডি ও অফিস থেকে
তুলে আনেন। কিন্তু মজ্বরদের হাতে আর সে টাকা
পড়েনি। সে টাকা তিনি নিজের পকেটেই রেখেছিলেন।
এ ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা তিন প্রব্রুবের। বাবা ও
ঠাকুদা ছিলেন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট; আবার
অঞ্চল-পঞ্চারেতী ভোটে জিতে তিনি হয়েছেন প্রধান।
এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার বিশ্বাসে তিনি টাকা পকেটম্থ করেই
চেপে গিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন ব্যাপারটা ওখানেই মিটে
যাবে।

সাধারণতঃ যায়ও তাই। এবারেও গিয়েছিল। মজনুর-গুলো প্রথম প্রথম আশা নিয়ে আসতো আর নিরাশ হয়ে ফিরে যেত। প্রধানবাব্বও প্রথমে ভদ্ন ও পরে উগ্র ভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন—"টাকা এলে খবর দেওয়া হবে; কারও আসার দরকার নেই।"

কাল নিরাপদ গিয়েছিল বি ডি ও'তে। সেখানে কোন রকমে আসল খবরটা চাউর হয়ে যায় তার কাছে। তারপর তার থেকে আরও সাতজনের কাছে। কাল অবশ্য বি ডি ও থেকে ফিরেই নিরাপদ এসেছিল, সখারাম বাব্র কাছে। সখারাম প্রথমে অস্বীকার করেন। কিন্তু যখন ব্রুক্তেন নিরাপদ-ই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা তখন তাকে কিছ্ টাকা দিয়ে নিজে নিরাপদ হওয়ার চেন্টা করেছিলেন। কিন্তু রাজী হলো না নিরাপদ; তারপর আজ হাটে এই অবস্থা।

সখারাম ভাবতেও পারেননি যে সামান্য মাটি কাটা মজুরগুলো এসে হাটের মাঝখানে এমন অবস্থা সৃষ্টি করবে। এখন তাঁর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে নিরাপদর ওপর। ওদেরকে দল বে'ধে ডেকে সেই-ই যে এখানে এনেছে এ ব্যাপারে তাঁর আর কোন সন্দেহ থাকে না। ইচ্ছে করছিল একা নিরাপদকে এইভাবে ঘরের মধ্যে পেয়ে সমস্ত রাগ মিটিয়ে নেন। কিন্তু সাহস হয় না। শান্ত গলায় তিনি নিরাপদকে প্রশ্ন করেন—"তোমার কড টাকা পাওনা আছে?"

"সাতচল্লিশ টাকা বারো আনা।" "হ‡় আর তোর দলের সবার?"

—"সে তো তোমার খাতার আছে।"

"আমার খাতা কেন? তোদের হিসেব নেই?"

- —"আছে। দরকার হলে আন্বো।...তবে কম কারও নয়...ওই রকমই পাবে সবাই। তবে কারও দ্ব' একটাকা কম আর...।"
  - —"থাম্। খাতা এনেছিস, সঞ্গে করে?"
  - —"না। আজ আনিনি।"

মৃহ্রতের মধ্যে আবার ক্রোধে ফেটে পড়েন সখারাম।
আনেককণ পরে যেন তিনি নিরাপদর ওপর ঝাল ঝাড়ার
একটা স্বযোগ পেরেছেন, সে বত সামান্যই হোক্। ক্রুম্থ
গর্জনে ঘর কাঁপিয়ে তুললেন তিনি—"কেন, খাডাটা

আনিস্নি কেনরে শা—শ্রোরের বাচ্চা! খাতা না নিয়ে কি খেলা করতে এসেছিস্!"

নিরাপদর চোখ দ্বটো জলে উঠল একবার; কিন্তু পরম্বহ্তেই আবার ঠান্ডা হয়ে গেল। কেউটের কোমরে বাড়ি মেরে তার জ্বন্ধ অসহায় গর্জন দেখে লোকের যেমন পরিত্তিপ্ত হয় সেই ত্তিত পেয়ে বসল তাকে। ঠান্ডাভাবে জবাব দিল—"কাল সকালে না হয় খাতাটা দেখানো যাবে!"

—"তবে কাল সকালেই এসে টাকা নিয়ে যাবি। আজ বেরিয়ে যা এখন!"

---"বেশ ! কাল সকালেই আসবো। তুমি এসো অফিসে!"

সখারাম সাড়া দের না সে আহ্বানে। নিরাপদ একট্ব দাঁড়িয়ে থাকে চ্পচাপ, তারপর বন্ধ দরজা হাট করে খ্লে দিয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। তার সবল দৃস্ত পা ফেলার ভংগী দেখে মনে তার জ্বালা অন্ভব করেন সখারাম। তার ভাবতেও কণ্ট হয় এই হাঁট্র ওপর তুলে কাপড় পরা, কালো প্যাকাটির মত লোকটা এইমাত্র অপমান করে গেল তাকে। কিন্তু সে তা করেছে, সাত্যি সাতাই—চরম অপমান। আজকের হাট ভরা লোক তার সাক্ষী। সখারাম ভাষা খাঁজে পায় না নিজেকে সান্থনা দেওয়ার। নিজের শন্তির ওপর তাঁর আম্থা আছে। তাই এ পরাজয়কে তিনি মৃহ্তের দ্বর্শলতার স্থাোগ বৈ অনা কিছ্ব ভাবতে পারেন না। মনে মনে প্রস্তৃতি নেন পরবতীর্ণ অধ্যায়ের।

এমনিতে শ্রের থাকে যেন হাড়-পাকানো কুমারী মেয়ে। কিন্তু কোটাল এলেই তখন থালটার বিক্রম যায় বেড়ে। এই যেমন আজ—অমাবস্যায়। অন্ত পাড়ির বাঁধে ওর লোনা জলের যৌবন-উচ্ছন্ত্রস বাধা মানে না। উদ্বেল হয়ে ছোটে ছল্ ছল্ ছলাং ছলাং। যেন ক্ল ভাঙার জন্যেই ও আজ বেপরোয়া।

কিন্তু স্থারাম জানেন ক্ল ও ভাঙে না। সে সাহস ওর নেই। এ ওর মৃহ্তের যোবন—একপক্ষ পরে একদিন—অমাবস্যা আর প্রিমায়। তারপর আবার যে কে সেই।

আজ হাট থেকে সখারাম ফিরছিলেন একট্ রাত বাধিয়ে। পেছনে বেহারী। বেহারী ব্যুতে পারে বাব্র মনটা আজ বন্ধ খারাপ। ভাবনায় ভারি হয়ে পড়ছে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ। গিয়ী মায়ের বারণ আছে। তাই বাব্ এর্মানতে এত রাত পর্যান্ত আর কোথাও থাকেন না। কিন্তু আজ হাটের হাট্রের স্ব চলে গেছে, চলে গেছে দোকানী-পশারী। তব্ও বাব্ খাতায় ম্খ গ ব্রু চ্পেচাপ বর্সোছলেন। সবশেষে উঠেছেন তিনি। তারপর এই চলেছেন বাড়ির দিকে। লোকচক্ষ্কে এড়ানোর জন্যে বাব্ বে আজ খালপাড়ের রাস্তা ধরেছেন সেকথা ব্রুতে

অস্ক্রিধা হয় না বেহারীর। তাঁর হাঁট্রনির ধরণটাও আজ বদলে গেছে। যেন হাঁটার ইচ্ছে নেই—এক পা হাঁটেন, এক-পা থামেন। কি যেন এক অসহ্য জন্বালা আন্তে আন্তে প্রভিরে শেষ করে দিছে তাঁকে।

সখারামের নিজেরও তাই মনে হচ্ছে এখন। যে দিকে তাকান সর্বাকছন যেন তাঁকে বিদ্রুপ করার জনোই ম্বাখিয়ে আছে। এই জন্যে আজ হ্যারিকেনের আলোটাও আর সংশা নের্নান। কিম্তু অম্ধকার রাতটাও যেন তাকে বিদ্রুপ করছে। এই যে লোনা খাল—এও যেন হিস্মহিসিয়ে হেসে যাচ্ছে তার ঝড়ে ভাঙা ম্বিত দেখে। থমকে তাকান তিনি খালের দিকে চেয়ে।

বেহারীও দাঁজিয়ে পড়ে একট্ব ইতস্ততঃ করে। তারপর আস্তে আস্তে সাড়া দেয়—"বাবু!"

—"কি বেহারী!"

—"অনেক রাত হলো...গিল্লী মা—!"

—"शौ, ठन, I"

আবার পা চালান তিনি। কিন্তু তাঁর নিবন্ধ থাকে ছনটে যাওয়া খালের দিকে। পা ভারি হয়ে থাকে আগের মতই। শেষ পর্যন্ত তিনি স্থাবির হয়ে যান আরও কটা পা এগিয়ে এসে।

এই খালেরই পাড়ের গায়ে কাঠা পাঁচেক জায়গা জন্ত একটা ছোট্ট সব্জ ক্ষেত। এমন অসময়ে এই অণ্ডলে এই প্রথম। লোনাটে জায়গা, তার ওপর গ্রীষ্মকাল। এর্মানতে কেউ সাহস করে না। কিন্তু দ্বঃসাহস হয়েছিল নিরাপদর। সবার 'না'-কে 'হাাঁ' করার জনোই এ যেন তাঁর চ্যালেণ্ড। পোষ-ধান উঠে যেতেই সে শ্রু, করল 'তাইচন্ন' চাষ। নিজের জমি ছিল না। নিবারণকে বলে এই ক'কাঠা নিয়েছে এই ক'মাসের জন্য। পাশাপাশি কয়েকটা প্রকুরও সে ঠিক করে নিয়েছে বলে কয়ে।

প্রথম প্রথম লোকে হেসেছিল তার পাগলামি দেখে। হেসেছিলেন স্থারামও। কিন্তু আজ আর তিনি হাসতে পারলেন না। সহজ না হলেও সম্ভব করেছে নিরাপদ। লক্ষ্মী সদয়া তার। সব্জ কলির জঠরে জঠরে সাড়া দিয়েছেন তিনি—ধানে 'থোড়' এসেছে। গভেরি সেই সম্ভাবনাময় আনন্দে হাসিতে খ্শীতে ডগ্মগ্ করছে এই ছোটু খেতটা।

সখারামের কেন যেন মনে হলো ওই ছন্টক্ত খালটার নিরাপদর এ ক্ষেতটাও ব্যাক্তা করছে তাঁকে। প্রতিশোধ ক্পাহা এমনিতে জনালিয়ে মারছিল তাঁকে। এই মাহাতে তা আরও ন্বিগন্ধ হয়ে ওঠে। আর পা উঠল না তাঁর। পেরেক-পোঁতা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন খালের পাড়ে।

ওপারে বয়ে যাচ্ছে খাল আর এপারে তার নিজ্ञস্ব তালে মাথা দোলাচ্ছে ধানের খেত। খালে যৌবন, যৌবন এই খেডে। মাঝখানে খালের পাড়ের শুধ্য একট্ সামান্য ব্যবধান। আর ব্যবধান লোনা আর মিঠের। খালে বয়ে যাচ্ছে ঘন লোনা জল, আর খেতের বুকে প্রকুরের মিঠে জ্ঞল। আজ দন্পনুরেই সেচনী ধরে নিরাপদ আর তার বৌ বোঝাই করে দিয়ে গেছে।

এতক্ষণ পরে হাসি ফোটে সখারামের মুখে। তাঁর বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে প্রশান্তির একটা চাপা দীর্ঘ-শ্বাস। তারপর ফিস্ফিস্ করে ডাক দেন—"বেহারী!"

-"कि वाव.? ben.न।"

—"যাবো!...হাাঁ যাবো রে যাবো...তুই এক কাজ করতে পারিস্!"

—"কি কাজ বাবঃ?"

আবার এক মৃহ্তে কি যেন ভেবে নিলেন সথারাম; একট্ যেন ইতঙ্গতঃ করেন ক্ষেতটার দিকে তাকিয়ে। তারপর মরীয়া হয়ে বলে ওঠেন—"তুই এক ছাটে একট্ বাড়ি যাতো বেহারী!"

—"বাডি! আর আপনি?"

"আমিও যাবো। তুই আগে গিয়ে একটা কোদাল আনতো দেখি।"

—"কোদাল!" বিস্মিত হয় বেহারী।

—"হাাঁ রে কোদাল! আস্তে করে নিয়ে আসবি। কেউ যেন জানতে না পারে।"

—"কেন, কোদাল কি হবে বাব্?"

—"বলছি যা না। এলে তখন ব্রুতে পারবি... যা ছুটে যা, বেশী দেরী করিস না বাবা।...আর হাাঁ, তোর গিল্লী মা যেন জানতে না পারে...যা বাবা যা।"

বাব্র তাড়ার সামনে তাল হারিয়ে ফেলে বেহারী।
এ আবার কি বিচিত্র খেয়াল! মাঝরাতে কোদাল দিয়ে কি
হবে? তব্ও অমানা করতে পারেনা বেহারী তার বাব্র
আদেশ। তাছাড়া আজ বাব্র অবস্থা দেখে তার কেমন
একট্র দয়াও হয়।

উত্তেজনার রাতে ঘুম হয়না নিরাপদর। আর ঘুম এলেও তা ভেঙে যায় প্রচণ্ড উত্তেজনায়। সকাল হওয়ার আগেই হে'কে ডেকে নিরাপদ পাড়া মাথায় করে তোলে।

সবাইকে জাগিয়ে দিয়ে নিরাপদ ছুটে আসে তার ক্ষেতটার দিকে। মাস খানেক হলো, এটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। সকাল হলেই ক্ষেতটার আকর্ষণে একবার সে এসে দাঁড়ায় এর পাশে। নিবিড় দরদ ঝরে পড়ে ওর চোখের দ্ভিত। তাতেই যেন ক্ষেতটার সান্থনা। দুলে দুলে বাতাসে ফুলে ফুলে ওঠে ওর তাজা সব্জু পাতা।

এমনিতে ওর গতর সম্বল। কিনে খেতে হর সারাটা বছর। এ বছর তার অনেক আশা—চামের ধানের চালে ভাত খেতে পারবে কিছ্বদিন। এ ব্যাপারে অবশ্য তার বো-এর উৎসাহ তার চেয়ে অনেক বেশী। সে চাষী— তার আনন্দ চামে। এতদিন সে চাষ করেছে অনাের ক্ষেতে। ফসলও উঠেছে অনাের ঘরে। তার আস্বাদন পায়নি তার ঘরের বৌ। কিণ্ডু স্বামীর চামের ধান নিজের হাতে চাল

করে সেই চালে ভাত রে'থে স্বামী প্রেরে কোলে ভাতের থালা ধরে দিতে কি যে আনন্দ—সে শর্ধ্ব বোধহর বৌরাই বোঝে।

নিরাপদ ভাবে অন্যভাবে। পাঁচ কাঠা জমি। কিন্তু ঠিকমত ফললে পাঁচ মণ ধান বাঁধা। পাঁচটা লোকের সংসার। গত বছর কিছ্ম দেনা হয়েছিল। এ বছর সেটা শোধ হবে, নতুন করে দেনাও হয়তো আর এ বছর করতে হবে না।

কিন্তু আজ ক্ষেতের পাশে এসে অবাক হয়ে বায় নিরাপদ। ক্ষেত ছাপিয়ে জল বাইরে বেরিয়ে এসেছে রাতে। কিন্তু ক্ষেতে তো জল কানায় কানায়। তবে এ বাড়তি জল এলো কোথা থেকে? এক ছন্টে সে উঠে আসে খালের পাড়ে।

এখন খালে ভাটির টান। কিন্তু তার আগেই সে সর্বনাশ করে গেছে যেট্কু করার। এখন কাল নাগিনী ফিরে চলেছে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে, তার বিষগ্রান্থ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ওই সব্জ ক্ষেতটার ব্বকে।

নিঃ বাস বন্ধ হয়ে আসে নিরাপদর। ব্কের মধ্যেও অসহ্য ঘন্ত্রণা অনুভব করে। একট্র এগিয়ে এসে সে ব্রুতে পারে কে ফাঁক করে কেটে দিয়ে গেছে খালের পাড়। কালনাগিনীক কে যেন ডেকে ঢ্রকিয়ে দিয়ে গেছে তার ক্ষেতে। তার নোনা বিষে ঝিমিয়ে পড়েছে আসম্ল প্রসবা সব্ত্রজ ক্ষেত।

মাথায় হাত দিয়ে খালের পাড়ে বসে পড়ে নিরাপদ।
গোটা হৃৎপিশ্ডটা তার যেন দ্মুড়ে মৃচড়ে ভেঙে ছিড়ে
ছিল্ল ভিল্ল হয়ে যায়। ব্রুক্তে পারে না সে কি করবে
এখন। কাদতে গিয়েও যেন কোথায় ধাক্কা খায় সে।
হাসতে চেণ্টা করেও সে হাসতৈ পারে না। খালপাড়ের
নোনা মাটিতে তার সেই ছোটবেলার ধ্লো খেলার
ভংগীতে বসে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে ক্ষেতটার
দিকে। অনেকক্ষণ পরে তার খেয়াল হলো তার দ্ভিটা
কেমন যেন ঝাপ্সা হয়ে উঠেছে। তারপর দর দর করে
জল গাড়িয়ে পড়ে তার কোলে, হাঁট্রতে। ব্রুক্তে পারেনা
সে হঠাং তার চোখের জলে এমন জোয়ার এলো কোখা
থেকে।

এমন সময় কে একজন তাকে ডাক দেয় তার বাড়ির দিক থেকে। সন্বিত ফিরে পায় নিরাপদ। এতক্ষণে চৈতী রোদ ধারাল হয়ে উঠেছে। সেই রোদের স্পর্শে নিজেকে নতুন করে খ'ৄরে পায় সে। তাকিয়ে দেখে তার গ্রামের দিক থেকে সবাই বেরিয়ে পড়েছে দল বে'ধে। ছোট বড় সবাই আজ বেরিয়ে পড়েছে মজা দেখার জন্যে –প্রধান বাব্র অফিসে আজ কি হয়।

আর চ্পে করে থাকতে পারেনা নিরাপদ। আস্তে আস্তে উঠে ওই দলের সপো নিজেকে মিশিয়ে দেওয়ার জন্যে তৈরী হয় সে।

# আগষ্ট বিশ্ববের পরিপ্রেক্ষিতে / সুকুমার দাস

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৪২-এর ১ট আগন্ট তারিখটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে। কেন পুরাধীন ভারতে এদিনই বিটিশ সামাজ্যবাদকে বিতাদনের জন্য সারা ভারতব্যাপী সূত্র হয়েছিল স্বতঃ-স্ফূর্ত এক মরণপণ সংগ্রাম। এর আগের দিন অর্থাৎ ৮ই আগণ্ট কংগ্রেসের বোদ্বাই শহরের অধিবেশনে অনিবার্য কারণেই গান্ধীজী পাশ করালেন "ভারত ছাড়" প্রস্তার। সারা ভারতে স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী এই পরম ম.হ.তেরি জন্যই অপেক্ষা করে বর্সেছিল। ইংরাজ শাসনে, শোষণে ও অন্যায়ে তাদের অন্তরে যে অসন্তোষ ধ্মায়িত হচ্ছিলো, এ প্রস্তাব পাশের পর্রাদনই তা' প্রজ্জুবিত হ'ল বিদ্রোহের লেলিহান শিখায়। ভারত ছাড়" এবং "করেন্সে ইয়া মরেন্সে"—এই দুই শ্লোগানে আলোডিত হ'ল ভারতের আসম্দ্র হিমাচল. অভাবনীয় এ আন্দোলনের ভয়াবহ পরিণাম অনুমান করে আশব্দিত ইংরাজ সরকার ক্ষিপ্ত পশ্লর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে পर्नानम ও মিनिটারী নিয়ে এ ভয়ঙ্কর আন্দোলনকে প্রতিরোধ করতে। এ আন্দোলন যাতে নেত্র না পায় সে জনা প্রথমেই তারা দেশের ছোট বড সকল নেতা ও কমীদের গ্রেপ্তার করে কারার মধ করলো। কিন্তু আন্দোলন এতে থেমে রইলো না। এরই মধ্যে যারা বাইরে ছিলেন তারাই এর নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে বিনা নেত ত্বেই এগিয়ে চললো এ আন্দোলন। ইংরাজ সরকারও এ আন্দোলন অঙ্করে বিনষ্ট করে দেবার জন্য বন্ধপরিকর হয়ে বেপরোয়াভাবে আন্দোলনকারীদের ওপর চালালো অমান, ষিক অত্যাচার ও নির্যাতন। তারা মনে করলো নিপীড়নের কাঠিণ্যে ও নির্মামতায় ভয়ে পিছ, হঠবে ওরা; কিন্তু ফল হলো ঠিক উল্টো। গান্ধীজী যতই নির্দেশ দিন যে এ আন্দোলন চলবে অহিংসপথে মার খাওয়া মান\_ষগ্রনি ততই একে টেনে নিয়ে এলো হিংসার পথে—সন্গ্রাসের পথে।

শ্র হ'ল সহিংস প্রত্যাঘাত, সন্থাসের কাজ।
আসম্দ্র হিমাচল কে'পে উঠলো এই সন্থাসবাদের
প্রচন্ডতার। তারা উপড়ে ফেললো রেল লাইন আর
টেলিফোন খ'ন্টি, কেটে দিল টেলিগ্রাফের তার, ভেঙ্গে
ফেলল রাস্তা, সড়ক ও প্ল। আর জোর করে দখল করে
নিল থানার পর থানা। নেতৃত্বহিন এ আন্দোলন তখন
আর নিছক অসহযোগ আন্দোলন নয়, এ র্প নিল
বিপ্রবের—আর সেই বিশ্লবই "আগদ্ট বিশ্লব" নামে
ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে স্থান করে নিল।

এ বিপ্লবকে দমন করবার জন্য বিদেশী শাসকগোষ্ঠীও মরিয়া হয়ে জনগণের উপর চালালো লাঠি, গালি। ওপর থেকে মেশিনগান দেগে ও বোমা ফেলেও ওরা শত শত বিপ্রবীদের নিবিচারে হতা। করলো। প্রদেশই সেদিন এ আন্দোলনের শরিক হতে ছার্ডোন। সিন্ধুর ছাত্র হিমু কালানি এ আন্দোলনে প্রথম শহীদ হয়ে আত্মাহ,তির জনা বিশ্লবীদের আহ্বান জানায়। একমাত দিল্লীতেই ১১ই ও ১২ই আগল্ট পর্নলশের ৪৭ বার গ্রালবর্ষণে নিহত হলো ৭৬ জন। অনুরূপ ঘটনায় নানা অজ্ঞানা শরীদের সংখ্য বিহারে নিহত হ'ল উমাকান্ত প্রসাদ, রামানন্দ সিং, সতীশ প্রসাদ ঝা, আসামে ভোগেশ্বরী, বালুরাম, কনকলতা, মুকুন্দ, বাংলায় মাতজ্গিনী হাজরা, রামচন্দ্র বেরা, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, বৈদ্যনাথ সেন প্রভৃতি অসংখ্য বিপ্লবী। অণ্নিঝরা এ বৈণ্লবিক কর্মধারায় গোরবদীপ্ত মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠলো সাতরা, বালিয়া আর মেদিনীপুর। ব্রিটিশ সরকারের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হলো "স্বাধীন সরকার"। মেদিনীপুরের তমলুক হয়ে উঠলো বিপ্রবীদের একটি দূর্গ। একদিন ঐ অঞ্চলের বিপ্লবী জনগণ হাজারে হাজারে জড়ো হয়ে "বন্দেমাতরম্" ধর্নিতে কাঁপিয়ে তুললো মেদিনীপুরের আকাশ-বাতাস-উদ্দেশ্য তমলুক থানা তারা অকুতোভয়ে এগিয়ে চললো থানার দিকে. চললো পর্লিশের গর্লি। এতেও যখন কাজ হলো না তখন ডাকা হ'ল মিলিটারী। মিলিটারীরা এবার শুরু করলো বেপরোয়া গ্রালবর্ষণ। হতাহত হলো অসংখ্য মানুষ: কিন্ত জনতা স্থান ত্যাগ করলো না। মিছিলের পুরোভাগে ছিলো রামচাঁদ বেরা, প্রথমেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো. ওকে পড়তে দেখে এগিয়ে গেল তের বছরের বালক লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, মৃত্যু তাকেও কোলে তুলে নিলো ম,হ,তের মধ্যেই। বিদ্রান্ত ও সন্তাস্ত্র জনতাকে ছত্রভঙ্গ হ'তে না দিয়ে এগিয়ে গেলেন তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধা মাতি গনী হাজরা। তাঁর জরাজীর্ণ মুখে তথন যেন মরণজয়ী বিপ্লবীর দীপ্তি। সৈনিকের গ্রলিতে মাতিপানীর মাথা এ ফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেলো কিন্তু মৃত্যুর পরেও ছাড়লেন না ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা—আঁকডে ধরে র**ইলেন। তাঁর সাথে নিহত হলো প**ুরীমাধব প্রামাণিক. নগেন্দ্রনাথ সামনত, জীবনচন্দ্র বেরা, আরও একচাল্লেশজন। জনতা কিন্তু তব্তু দমলো না, সারারাত থানা ঘিরে রইলো। সকাল বেলা জনতার সংখ্যা বিপ্লভাবে বাড়তেই ওরা ইংরাজ সরকারের সমস্ত প্রতিরোধকে চূর্ণ করে অধিকার করে নিল থানা—আগ্রন জ্বালিয়ে দিলো দারোগার বাড়ী। এই আগষ্ট বিপ্লবে মেদিনীপর শুধু বাংলারই নয়, সমগ্র ভারতেরই পীঠস্থানর পে স্বীকৃতি পেল। আর বাংলার পল্লীর বৃদ্ধা জননী মাতিশানী হাজরা, বাংলার মূল্তি সংগ্রামের ইতিহাসে মৃত্যুঞ্জরী বীরাপানা হিসাবে হয়ে রইলেন আমাদের চির নমসা।

এক বছর স্থায়ী এ বিপ্লবে কত লোক প্রাণ

দিরেছিল, তার হিসাব আজও মেলেন। ইংরাজ সরকার বিশ্বের কাছে নিশ্দনীয় এ অত্যাচারের সংবাদ প্রকাশ করেনি আর দেশের মান্যও তথন হিসাব করে উঠতে পারেনি। সরকারী হিসাব বলে সব মিলিয়ে হাজারখানেক মান্য এ বিশ্লবে মারা যায়; কিল্তু বেসরকারী হিসাব এর পঞ্চাশগাণ। প্রায় অর্ধ লক্ষ্ণ দেশ প্রেমিককে হত্যা করে. কয়েক লক্ষ্ণ মান্যকে আহত করে এ আন্দোলন একদিন ওরা দমিত করলো। এ কিল্তু ওদের চরম নির্যাতনেই সম্ভব হর্মান—সম্ভব হর্মেছল নেত্ত্বের অভাবে, গাম্বীজীর অনন্যমাদনে এবং বাইরে তাঁর অন্রাগীদের বিরোধীতায় আর কিছ্ সংখ্যক রাজনীতিবিদের এ' বিপ্লবের শ্রান্ত ম্লায়নে। আগন্ট বিশ্লব হয়তো বার্থ হলো—কিল্তু সে শ্নিনয়ে গেল স্বাধীনতাকামী মান্বের কানে মাজির বাণী।

খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে এই হল আগন্ট বিপ্লবের চেহারা। এবং অহিংসার প্জারী গান্ধীজীর ডাকেই এর স্ট্রনা হয়েছিল। এখন প্রশ্ন জাগে অহিংসার প্রারী গান্ধীজীর ঐ অহিংস আন্দোলন হঠাৎ ভিন্ন ভাবে সহিংস্থাতে প্রবাহিত হলো কেন? গান্ধীজীকি নিজেও বোঝেনে নি যে, তাঁর ঐ প্রস্তাব মাজিকামী ভারত বাসীদের আর অহিংসার মধ্যেই বে'ধে রাখতে পারবে না? আসলে গান্ধীজীও বুঝেছিলেন—তা হ'বার নয়। এবং তিনি ঐ প্রস্তাব পাশও করেছিলেন ভারতের অপ্রতি-রোধ সংগ্রাম ধারাকে লক্ষ্য করেই—একান্ত বাধ্য হয়েই। তিনে বুরোছলেন মার খেতে খেতে পরাধীন ভারতবাসী একদিন বিদ্রোহে ফেটে পড়বেই এবং তখন তাঁর নেতৃত্বের তোয়াক্কা তারা করবে না। সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সারা ভারতের অবস্থা তখন অশ্নিগর্ভ। হবেই নাই বা কেন? সেই ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে ১৯৩০-এর বাংলায় সূর্য সেনের নেত্ত্বে চটুগ্রাম অস্ত্রাগার ল্ব-ঠনের ধারাবাহিক ঘটনাগর্বল এবং বাংলায়, মহারাজ্যে মাদ্রাজ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের একের পর এক সন্গ্রাসবাদী কর্মতংপরতাষ গান্ধীজীও বুরোছলেন জনসাধারণের সংগ্রামী মানসিক-তার কথা।

তাই ১৯৪২-এর ৮ই আগন্ট কংগ্রেসের বোশ্বাই আধিবেশনে তাঁর "ভারত ছাড়" প্রস্তাব পাশ। লোকে জানে ওটা গান্ধীজীর বিরাট সিন্ধান্ত। কিন্তু পূর্বাপর ঘটনা-গ্রাল বলবেই যে এ সিন্ধান্তের প্রকৃত র্পকার ও পথস্রতা হলেন ভারতের আপোবহীন সংগ্রামী স্ভাষচন্দ্র। তিনি এর আগেই ব্রেছিলেন যে সংগ্রাম বিম্থ তদানীন্তন কংগ্রেস নেতৃত্বন্দ যে আগেকার পথে স্বাধীনতা আদারের নেশার মেতে আছে' তা আকাশকুস্ম কন্পনা মাত্র। এ ক্লীবপথে কোনদিনই কোন দেশে স্বাধীনতা অজিত হর্নান—ভারতেও অসম্ভব। এ জন্য চাই কঠোর আঘাত। তাই আঘাত হানতে হবে ইংরাজ শাসনের বিনিরাদে। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় কিশ্বব্রশ্বের প্রাক্কানেই

বিপত্ন ইংরাজ সরকারকে আখাত হানার উপযুক্ত সমর ভেবে তখনই তিনি সরকারকে ক্ষমতা ছেড়ে দেবার "চরমপ্রত" দেবার <del>পক্ষ</del>পাতী ছিলেন। কিণ্ডু গান্ধীজীর নেতাত্বে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীগোষ্ঠী তা' সময়োপযোগী নয় বিবেচনা করে প্রত্যাখ্যান করেন। ইংরাজের ঐ দূর্বল মুহুতে এ চরমপ্রদান অশোভন ও বিশ্বের কাছে নিন্দনীয় হবে বলেও তারা মনে করলেন। কিন্ত আশ্চর্যের কথা এর মাত্র তিন বছর পরেই গান্ধীজী স্বয়ং 'ভারত ছাড" প্রস্তাব পাশ করলেন। অতএব একথা অবশ্যই অনায়াসে বলা যায় যে, এ প্রস্তাব আসলে তিন বছর আগে স,ভাষচন্দ্রের আনা 'চরমপত্রে'রই নামান্তর ও স্বীকৃতি। ইংরেজ সরকারের দূর্বল মুহুর্তে স্বভাষচন্দ্র যা করতে চেয়েছিলেন, সেদিন গান্ধীজীও তাই করলেন, কিন্ত তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। বিপন্নতা কাটিয়ে উঠে ইংরেজ সরকার তখন অপেক্ষাকৃত সবল। তাই ঐ আগন্ট বিপ্লবকে দমন করবার জন্য তারা করলো বিরাট শক্তির অনায়াস প্রয়োগ। এ প্রস্তাব সূভাষ্চন্দের কথা মত তিন বছর আগে আনলে ভারতের ইতিহাস হয়তো আঞ্চ অন্য ভাবে লেখা হয়ে যেত।

কিন্তু তা' আর হ'ল না। এখানে শন্ত্র পরিবেস্টিত হয়ে তা'করা সম্ভব নয় বলেই সভোষচন্দ্র ১৯৪১-এ ভারত ছেড়ে চলে গেলেন অনক দারে প্রথমে বার্লিন—পরে টোকিও তারপর সিঙ্গাপুরে। সেখানে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন 'আজাদ হিন্দ সরকার।' আর সেই সরকারের**ই** সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি যুখ্ধ ঘোষণা করলেন ইংরেজ ও আমেরিকার মিলিত বিরাট শক্তির বিরুদেধ। যুদ্ধ করতে করতে আজাদী সেনারা এগিয়ে এল মণিপারে, সেখানে উডিয়ে দিল স্বাধীন ভারতের পতাকা। কোহিমায় এসে অবর্মধ হ'ল ওদের অগ্রগতি। এ চেণ্টাও বার্থ করে দিল ইংরেজ শক্তি. কিন্তু তার আগেই আজাদী সেনারা আঘাত হেনে আলগা করে দিল ওদের শাসনের বনিয়াদ। ওদের মরণপণ লড়াই ইংরেজদের ব্রুঝিয়ে দিল ভারতে বেশীদিন থাকা আর ওদের চলবে না—আজ হোক, আর কাল হোক এ দেশ ছেড়ে ওদের যেতেই হবে। অতএব এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে দেশের অভ্যন্তরে একদিকে 'আগষ্ট বিপ্লব' ইংরেজ সরকারকে যেমন ভীত ও সদ্যুষ্ত করেছিলো, অপরদিকে আজাদী সেনার প্রচণ্ড মার ওদের শাসনের বনিয়াদটাকে আলগা করে দিয়েছিল। বাধ্য হয়েই ইংরেজ ভারতকে থণ্ডিত করে ক্ষমতা হস্তান্তর করলো। ভারত স্বাধীনতা পেল বটে কিন্তু সে খণ্ডিত স্বাধীনতার মাধ্যমেই দেশে চিরস্থায়ী ও ক্রমবর্ধমান দুঃখ দুর্দশার উৎসকে বহন করে আনলো। আজ প্রশ্ন জাগে এই দ্বাধীনতাই কি চেয়েছিল 'আগন্ট বিপ্লবের' এবং আস্কাদ হিন্দ বাহিনীর ঐ সব শহীদেরা? এ জন্যই কি 'আগন্ট বিপ্লব' বিদ্রোহ জাগিয়েছিল গ্রাম ও শহরের সাধারণ भान स्व, नद-नात्री, धाभिक-कृषक ও ছाত-य वकरात भर्या? নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফোজ সবার প্রাণে বিপ্লবের আগ্রন জ্বালিয়েছিল কি এরই জন্য? লম্জার কথা, পরি-

তাপের কথা বে, আজও হিংসা ও অহিংসার প্রশন তুলে দেশের স্বাধীনতার জন্য যারা বিপ্লবের কর্ম তংপরতার নেমেছিলেন, আগন্ট বিশ্লবে যারা সন্ত্রাসবাদী কাজে আজাহ্বতি দিরেছিলেন—তাদের ছোট করে দেখানোর এক ঘৃণ্য বড়বন্দ্র চলছে। প্রান্তন কংগ্রেস সরকার প্রতিনিরত প্রচার চালিরেছে যে, ইংরেজ সাম্লাজ্যবাদের বিতাড়ন নাকি আপোবের পথে, আহিংসার মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে এবং এর পিছনে আপোষ বিরোধী নিরবচ্ছিন সংগ্রামগর্বলর কোন ম্লাই নেই। শত শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অজিতি হয়েছে—কংগ্রেসীরাজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই সে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানোর চেন্টা চলছে স্পরকিদপত ভাবে। নির্লাজের মত দেশের এসব বিপ্লবীদের অবদানের কথা একেবারে অস্বীকার করে একবার জহরলাল নেহর বলেছিলেন.

"We belong essentially to the Gandhi Age in India. We saw India under foreign rule, we struggled against this and we truimphed under his magnificent leadership and saw the dawn of freedom."

আসলে তিনি স্বীকারই করতে চার্নান যে, অহিংসার পথে নয়. দেশের এইসব সহিংস সংগ্রামই বিশ্বযুদ্ধের পর ক্যাবিনেট মিশন, মাউণ্টব্যাটেন মিশনকে আপোষ আলোচনায় বসতে বাধ্য করেছিল। তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধীও তাঁরই চিন্তাধারায় প্রস্ট। তাই তিনিও দিল্লীর লালকেলার প্রাণ্গণে প্রোথিত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্বলিত 'কালাধারে'র ইতিহাসে ভারতের বিপ্লবীদের নামোল্লেখ করেননি—এমন কি ভারতের শ্রেষ্ঠ বিশ্লবী নেতাজী স্বভাষচন্দ্রের নামটি পর্যন্ত ওতে রাখেননি। ভারতে আগের রাজনৈতিক অবস্থা থাকলে একথাটা আজও কেউ জনতেই পারতো না-কারণ ওটা সংরক্ষিত ছিল ভবিষাতে মানব জাতির (?!) অবগতির জন্য। ভারতীয় জনগণের সঙ্গে এর চেয়ে জঘন্য বিশ্বাস-ঘাতকতা আর কি হতে পারে? দেশের অপর কয়েকজন নেতার সঙ্গে ভারতের একটি মাত্র পরিবার দেশের স্বাধীনতার জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালিয়েছে—এমন ইতিহাস তিনি লেখালেন কোন সাহসে? এ বেইমানীর জন্য জ্বাতি তাঁকে ছেড়ে দিতে পারে না—বিচার একদিন তার হবেই।

আগন্ট বিপ্লবের ছচিশ বছর পরে এ বিস্লবে নিহত জানা-অজানা অসংখ্য শহীদের কথা স্মরণ করতে গিয়ে— আজ বার বার মনে প্রশ্ন জাগে স্বাধীন ভারতে যে স্থান্দর সমাজ গড়ার স্বপন নিয়ে তাঁরা সেদিন আত্মাহাতি দিয়েছিলেন—সে স্বংন কি শুধু স্বংনই থেকে যাবে? স্বাধীনতা প্রাপ্তির দীর্ঘ একত্রিশ বছর পরও তাঁদের স্বশ্ন সফল হবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। দেশের লোক আজও ভুগছে তীব্র বেকারী ও দঃসহ দারিদ্রের জনলার। দেশের অধিকাংশ মান্ত্রই আজ পিণ্ট হচ্ছে দেশেরই মূম্ভিমের করেকটি ধনী পরিবারের শোষণের যাঁতাকলে। সমাজের সর্বস্তরে আজ প্রতাক্ষ করা যাচ্ছে সর্বনাশা এক অবক্ষয়ের চিহ্ন। সে জনাই বলি, ওদের স্বন্দ আজও সফল হয়নি এবং প'্রিজবাদী এ সমাজ ব্যবস্থায় তা' হওয়াও সম্ভব নয়। তাই আজ আগন্ট বিপ্লবের সহস্র শহীদের কথা স্মরণ করে কবির ভাষাতেই দেশের যুব সমাজের কাছে প্রশ্ন তলি

'বীরের এ রস্ত স্রোত, মাতার এ অশ্র্ধারা এর যত ম্ল্য সে কি ধরার ধ্লায় হবে হারা?'

উত্তরে বলি না। বিলম্ব হলেও বীরের ঐ রক্তস্রোত আর মাতার অশ্রহারা কখনও বার্থ হতে পারে না। দেশের চেতনাসম্পন্ন যুব শ্রেণীই পারবে তাঁদের স্বন্দকে সফল করে তুলতে। আগদ্ট বিপ্লব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই আজ তাদের প্রতিনিয়ত লড়তে হবে পশ্রিজবাদের বিরুদ্ধে।

প্রাক্ স্বাধীন যুগে ঐ সব বিপ্লবীরা লড়াই করেছিলেন ইংরেজ সাম্রাজাবাদের জঞ্জালকে দেশ থেকে
বিতাড়নের জন্য আর আজ তাদেরই উত্তরস্বীদের
নিরলসভাবে লড়তে হবে দেশের সকল অন্থের মূল ঐ
পার্কিবাদের জঞ্জাল সরাবার জন্য। আর সে জন্য কবির
ভাষাতেই আজ ওরা শপথ নিক,

"ষতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ দুই হাতে প্থিবীর সরাবো জঞ্জাল তারপর হবো ইতিহাস।"

## ছাত্র সংসদের কাছ / সমীর পুতছুত

প্রাক্স্বাধীনতা যুগে রিটিশ সাম্বাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধিতে তংকালীন ছাত্রসমাজের সক্রিয় ভূমিকার কথা সকলেরই স্মরণে আছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সমগ্র অধ্যায়েই বিক্ষিপ্তভাবে হলেও ছাত্ররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ধীরে ধীরে দানাবাধার পথে রাজনৈতিক নেতারা সমাজের শিক্ষিত তর্ণ সম্প্রদায়কে মূল সংগ্রামে সংগঠিতভাবে সামিল করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে থাকেন।

প্রাক স্বাধীনতা যুগ থেকেই শিক্ষায়তনের অভান্তরে **शिका সংশ্विष** विख्या विषया करत जाल्लानन গড়ে তোলার সাথে সাথে সমাজের মূল রাজনৈতিক ব্যাধি দরে করার সংগ্রামেও ছাত্র সমাজ সংগঠিতভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। একদিকে সামাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও উপনিবেশিক শিক্ষাবাবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বেশী বেশী করে ছাত্রসমাজ সামিল হয়েছে অনাদিকে শিক্ষায়তনের আভাতরীণ সাধারণ সমস্যাগালি সমাধানের সংগ্রামেও ছাত্রসমাজ বেশী বেশী করে নিজেদের যক্ত করেছে। বাইরের সাধারণ বাজনৈতিক আন্দোলন ছাডাও শিক্ষা-রজনের আভান্তরীণ সমস্যাকে কেন্দু করে শিক্ষায়তন পরিচালক মণ্ডলীর (যার অধিকাংশই ছিল ব্রিটিশের অন গত) বির,শেধ ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করার প্রয়ো-জনীয়তাও তৎকালীন ছান্নেত্ত্ব অনুভব করেন। সেখান থেকেই গণতান্ত্রিক পদর্যতিতে সাধারণ ছাত্রদের দ্বারা নির্বাচিত ছাত্র সংসদ গড়ে তোলার প্রযোজনীয়তা দেখা দের। ছাত্রসমাজের মধ্যেও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশ ঘটত থাকে। শিক্ষায়তনের আভান্তরীণ সমসা সমাধানে নিদিন্টি শিক্ষায়তনের ছাত্রছাত্রীদের ঐক্যবন্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলার মণ্ড হিসাবেও ছাত্রসংসদের প্রয়োজনীয়তার কথা ছাত্রসমাজের উপলব্ধিতে আসে। প্রাক স্বাধীনতাযুগেই ছার আন্দোলনের ফলস্বরূপ ছাত্র সংসদ গঠনের অধিকার স্বীকৃত হয়। পরবতী সময ছাত্র আন্দোলনের বিকাশের সাথে সাথে সংসদ গড়ার অধিকারও ক্রমণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

আজকের দিনে ছাত্রসংসদ নির্বাচনের গণতাশ্রিক
পন্ধতির স্বীকৃতিও সংগ্রামের মাধ্যমেই ছাত্রসমাজ অর্জন
করেছে। বর্তমানে আমাদের রাজ্যের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ গড়ার ক্ষেত্রে পরিচালকমন্ডলীকেও
প্রয়োজনীয় ভমিকা পালন করতে হয়। নির্দিন্ট
সংবিধানের ভিত্তিতেই সংসদ পরিচালিত হয়ে থাকে।
কোন কোন ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা স্বত্নে পালন
করা হলেও সাধারণভাবে ছাত্রসংসদ গঠন এবং পরি-

চালনার দায়িত্ব ছাত্রসমাজের—এই অধিকারও সর্বজনক্বীকৃত। ছাত্ররা প্রয়োজনে ছাত্রসংসদের সংবিধান
পরিবর্তন করতে পারবে—এই অধিকার সর্বজনস্বীকৃত।
এই অধিকার প্রয়োগ করার মধ্য দিয়েও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে
গণতান্তিক চেতনার উন্মেষ ঘটে।

বাস্তব পরিস্থিতির ম্লাায়নের ভিত্তিতেই ছাত্র-সংসদের ভূমিকা নির্ন্ধারিত হয়ে থাকে। ছাত্রসমাজের নিজস্ব খোরাক মেটাবার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রতােক ছাত্র-সংসদের সংবিধানেই ছাত্রসংসদের কিছু নির্দিণ্ট অধিকার স্বীকৃত আছে। ছারসংসদ কোন দ্ভিউভগী থেকে পরি-চালিত হবে তার উপরই নির্ভার করে সংসদের সংবিধানে **স্বীকৃত অধিকারগ**্রাল ছাত্র স্বার্থে বাবহার হবে কিনা। শিক্ষায়তনে প্রবেশ করার সাথে সাংগই ছাত্ত-ছাত্রীরা সংসদের সভা হয়। এই সভাদের অধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ আসে সংসদ নির্বাচনে। নিজম্ব পছন্দ মতো প্রাথীদের নির্বাচিত করার মধ্য দিয়ে যে চেতনা জাগ্রত হয় তাকে সম্প্রসারিত কবার দায়িত্ব ছাত্রসংসদই পালন কবনে পারে। সংসদ নির্বাচন পরবতীকালে তার প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে বেশী বেশী সংখ্যায় ছান-ছাত্রীদের যান্ত করে সংসদের পতিটি কার্যকলাপের প্রতি সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহশীল করে তলতে পারে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদ্দর প্রতোকেব একে অপরের জন্য এগিয়ে আসার মানসিকতা গড়ে উঠবে।

প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীই সংসদের সভ্য এবং সংসদের কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে সাধাবণ ছাত্র-ছাত্রীদেরও দায়িত্ব আছে। এই চিন্তায় প্রত্যেকে পরিচালিত হাল সংসদের কাজও আনেক ত্রটিমুক্ত রাখা সম্ভব। বিগতে ক'বছর সংসদের কার্যকলাপ প্রসপ্রে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কিছুই বলার অধিকার ছিল না। এই অধিকার ছাত্রসমাজ আবার ফিরে প্রেছে। এর সর্বাত্মক প্রোগে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিবাদ উভয়াকই সচেতন থাকতে হবে। ছাত্রসংসদ দ্নীতি মুক্ত হাল শিক্ষায়তন পরিচালকদের দুনীতির বির্দেধ ও সামাজিক দুনীতিগ্র্লির বির্দেধ সংগ্রামে নেত্ত্ব দিতে পারবে।

ছাত্রসংসদ গড়ার দাবীতে ছাত্র আন্দোলন এবং আজকের দিন পর্যাদত সংসদ গড়ার অধিকার প্ররোগের আনুপূর্বক পর্যালোচনা করলে যে বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গ্রেম্বপূর্ণ হিসাবে দেখা দেবে তাহ'লো—ছাত্রসমাজের মধ্যে গণতান্দিক চেতনাবোধ জাগ্রত করার হাতিয়ার হিসাবে ছাত্রসংসদকে ব্যবহার করা। ছাত্রসমস্যা, শিক্ষা সমস্যা প্রসঞ্জের ছাত্রসমাজকে ক্রমশ বেশী বেশী করে চিন্তান্দীল করে তোলার ক্লেত্রেও ছাত্রসংসদ একটি বিশেষ গ্রেম্বশূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের

দেশের ১৮ বছর বরুসে ভোটাধিকার সাধারণভাবে সমস্ত বাজনৈতিক শক্তি স্বীকার করলেও আজ পর্যস্ত সাং-বিধানিক স্বীকৃতি পায়নি। ছাত্র জীবনেই প্রথম নিজম্ব চিন্তার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ পাওয়া যায়। ছাত্রসংসদ নির্বাচনের প্রাক্তালে বিভিন্ন ছাত্র-সংস্থাকেই নিজস্ব প্রাথীদের জয়য়ৢত্ত করার জন্য শিক্ষা-সহ বিভিন্ন বিষয়ে তাদের নিজম্ব বক্তব্য নিয়ে ছাত্রছাতীদের সামনে উপস্থিত হতে হয়। সাধারণভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন আইনসভার নির্বাচনের সময় যেমন দেশের সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বন্ধবা জানার জনা বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় তেমনি সংসদ নির্বাচনের সময়ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন ছাত্র-সংস্থার বন্তব্য জানার জন্য বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষায়তনের নিজম্ব সমস্যা ছাডাও সাধারণভাবে শিক্ষা-সমস্যা প্রসংখ্য বিভিন্ন ছাত্রসংস্থার বস্তুবাও সংসদ নির্বাচনী প্রচারে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট সাডা জাগায়। এর মধ্য দিয়েই শিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে উন্নত চিন্তা গড়ে তোলায় ছাত্রসংসদ যথেষ্ট সাহায্য করে।

ছাত্রসংসদ ছাত্রসমাজের নৈতিক মান উল্লয়নে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমান সমাজের নিজম্ব শ্রেণীম্বার্থ রক্ষা করার উপযোগী সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক মান গড়ে তোলার জন্য স্বার্থসংশিল্ট মহল থেকে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন প্রচেষ্টা চলছে। বিভিন্ন শিক্ষায়তনের ছাত্র-সংসদগ্রলি এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। পচা গলা সংস্কৃতির পরিবর্তে সমুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনা জাগ্রত করার কাজে ছাত্রসংসদ প্রয়ো-জনীয় ভূমিকা পালন করতে পারলে সমাজের ভবিষ্যৎ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রথ মানসিকতা গড়ে তোলা সম্ভব। শুধুমার সময় অতিবাহিত করা অথবা মানসিক খোরাক মেটানোর প্রয়োজনেই 'সংস্কৃতি' স্ক্রথ সবলভাবে বেক্ট থাকার প্রয়োজনে জীবনকেন্দ্রিক চিম্তাভাবনার বিকাশের জন্য জনগণের জন্য শিল্প ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করার মনোভাব গড়ে তুলতে ছাত্রসংসদ অগ্রণীভূমিকা পালন করতে পারে। এই ভূমিকা সফল-**जारव भागन कतात भधा फिराइटे. ছा**त्रकीवन खिरकटे 'ब्रन-গণের সপক্ষে' দাঁড়াবার মানসিকতা গড়ে তোলা সম্ভব।

প্রত্যেক ছাত্রসংদেরই নিজস্ব শিক্ষায়তনের অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য কতগর্লে নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে হয়। যতই আর্থিক সীমাবাম্থতা থাকুক না কেন 'জীবনবোধ' জাগ্রত করার উপযোগী সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ পরিচালনার বিষয়টি সংসদ পরিচালকদের নিজস্ব দ্ভিউজ্গীর উপর নির্ভর করে। ছাত্র অসন্তোষকে বিপথে পরিচালনার দ্ভিউজ্গী থেকে ছাত্রসংসদ পরিচালিত হলে শিক্ষায়তনে নৈরাজ্য স্ভিতই ছাত্রসংসদ সাহায্য করবে। সেক্কেত্রে নৈতিক এবং সামাজিক ম্লাবোধের বিষয়টি আদে বিবেচনার মধ্যে থাকে না।

ব্রটিপ্র্ণ শিক্ষা বাবস্থাকে ব্রটিমৃত্ত করার পরিবর্তে ছার সমাজের দৃণ্টি প্রকৃত সমস্যা থেকে অন্যর নিবন্ধ করার জন্য বর্তমান সমাজের তথাকথিত সাংস্কৃতিক বিষয়গর্বাল যথেন্ট কার্যকরীভূমিকা পালন করে। ছার মনের স্বাভাবিক প্রবণতাকে নির্দিণ্ট পরিণাতর দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সংসদ পরিচালিত সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। বয়সে নবীন ছারসমাজকে ছারাবস্থা থেকেই 'মানুবের সপক্ষে' দাঁড়াবার মতো করে গড়ে তুলতে ছারসংসদ যোগ্যভূমিকা পালন করতে পারলে ভবিষাত গণ-আন্দোলনই লাভবান হবে। সমাজে সমুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলার শক্তিও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গড়ে উঠবে। এই কাজ সাফল্যের সপেগ পরিচালনা করা সম্ভব হলে ছার জীবনের সমস্যাসমূহ সমাধানের সংগ্রামে বিপ্রল সংখ্যায় ছার-ছারীদের সামিল করার কাজিটিও সহজ হবে।

ছাত্রমানসে স্কৃথ চিন্তাভাবনা গড়ে তোলার জনাই ছাত্রসংসদের অধীনে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়-গর্নল অন্তর্ভুক্ত করার দাবীতে একদা ছাত্রসমাজ আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের মধ্যে সাংস্কৃতিক চর্চার উদ্যোগ গড়ে তোলাই ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। বয়সের নিজস্ব ধর্ম গর্নলকে বিকশিত করে তোলার ক্ষেত্রে ছাত্রসংসদ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। ছাত্রমনের অনুসন্ধিংসাকে বাড়িয়ে তোলা এবং তাকে সঠিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আলোচনা সভা, বিতর্ক ইত্যাদি অনুষ্ঠানস্ট্রী বিশেষভাবে সংগঠিত করার মাধ্যমে শিক্ষাসহ সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারিত করা সম্ভব।

বিগত ক'বছর এ জাতীয় অনুষ্ঠানগুলি সংগঠিত করার পরিবর্তে শিক্ষা ধরংসের কাজেই ছাত্রসংসদ ব্যবহাত হয়েছে। শিক্ষায়তনের দৈনন্দিন সমস্যাগ্রিল থেকে ছাত্র-সমাজের নজর দুরে সরিয়ে রাখার জনা, শিক্ষাসংশিলণ্ট বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলার পরিবর্তে গণটোকাট্রকি সংগঠিত করার কান্ডেই সংসদকে ব্যবহার করা হয়েছে। সমস্যায় জজরিত ছাত্র-ছাত্রীরা যখন প্রতিনিয়তই বাঁচার তাগিদে কোনক্রমে 'স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ' সংগ্রহের জন্য শিক্ষায়তনে প্রবেশ করছে, তখন বিগত কংগ্রেস সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষা-সমস্যা সমাধানের কোন চেণ্টা না করে শাসকদলের তথা-ক্থিত ছাত্রবাহনীর মাধ্যমে গায়ের জোরে দখল করা ছাত্রসংসদ মণ্ডকে অবাধে নকলের পরিবেশ তৈরী করতে ব্যবহার করা হয়েছিল। পশ্চিমবাংলার বহু, ঐতিহার্মান্ডত ছাত্র আন্দোলনের শরিক হিসাবে অতীতে কলেজ-বিশ্ব-বিদ্যালয় ছাত্রসংসদগ্রিল যে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল '৭২-এর পরবতী' অবস্থায় কার্যতঃ গায়ের জোরে তা স্তব্ধ করে রাখার চেষ্টা হয়েছে। বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায় স্বভাবতই সেই অতীত ঐতিহাকে প্নর্ম্থারের প্রশ্নটি একান্ত জর্রী হিসাবে দেখা मिद्युद्ध ।

বর্তমান অবস্থার রাজ্যের বামদ্রুণ্ট সরকার শিক্ষা-জগতের প্রতি বিশেষ নজর দিচ্ছেন। শিক্ষায়তনগুলোকে कारमभी ज्वार्था (न्वरीए त कवनभा छ कता छ भिका धन्रस्मत নায়কদের হাত থেকে শিক্ষায়তনকে বাঁচাতে রাজাসরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। শিক্ষা ব্যবস্থার মোলিক পরিবর্তন সাধন সম্ভব না হলেও রাজ্য সরকার বর্তমান কাঠামোর মধ্যেও শিক্ষাক্ষেত্রে সম্ভাব্য সমস্ত-প্রকার উদ্যোগ গ্রহণের মাধামে শিক্ষাজগতকে যথাসম্ভব দুনীতিমুক্ত করা এবং মাথাভারী সিলেবাসের হাত থেকে শিক্ষাকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। শিক্ষাকে গণভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবেও কিছু, কিছু, সিম্পান্ত রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করার দুণ্টিভগ্গী নিয়ে রাজ্যসরকার প্রয়ো-জনীয় সিম্পান্ত গ্রহণ করলেও বিভিন্ন স্বার্থসংশিল্ট মহল প্রতিনিয়তই বাধা সূষ্টি করছে। এই বাধা মৃত্ত করে সরকারকে এগিয়ে যাবার পথে প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রকার সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে রাজ্যের ছাত্রসমাজকে। ছাত্রসংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের ছাত্রসমাজ বাম-পন্থী শক্তিগুলির প্রতিই তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করছেন। বামপন্থী মনোভাবাপক্ষ ছাত্রদের সমর্থনে গড়ে ওঠা সংসদগ্রলি শিক্ষা প্রসঞ্জে রাজ্যসরকারের পদক্ষেপগ্রলির সমর্থনে এগিয়ে না আসলে শিক্ষাজগতের কায়েমী শক্তির হাতকেই শক্তিশালী করা হবে। রাজ্যের ছাত্রসমাজই শিক্ষা সংস্কারের সপক্ষে প্রয়োজনীয় সমর্থন নিয়ে এগিয়ে আসার দায়িত্ব ছাত্রসংসদগুলোর উপর অর্পণ করেছেন। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সমর্থনের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রসংসদের নেত্রত্ব প্রয়োজনীয় প্রচার এবং আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়সহ সমস্ত স্তরের শিক্ষাঞ্চমপাঠাস্চী পরীক্ষা পশ্ধতি পরিবর্তনের দাবীতে রাজ্যে
ছাত্রসমাজ দীর্ঘ আন্দোলন পরিচালনা করেছে। আশার
কথা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্নাতক
পর্যায়ের পাঠাক্রমকে নতুন করে সাজানোর জন্য ইতিমধ্যেই
প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত নতুন শিক্ষা কাঠামো প্রস্থেগ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে আলোচনা শ্রুর হয়েছে। ছাত্রসংসদগর্নাককেও এ বিষেয়ে আলোচনা বিতর্ক ইত্যাদি সংগঠিত
করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। সিলেবাস
প্রস্পো এই আলোচনায় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিত করার দায়িত্ব ছাত্রসংসদকেই গ্রহণ করতে
হবে।

"স্কুল কলেজ জনালিয়ে দাও, পন্নিড়য়ে দাও" থেকে

শ্বরু করে উপাচার্যের ঘরে উপাচার্যের সামনেই ছাত্র খ্ন করার ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে শিক্ষা জগতে যে ধরংসলীলা সংগঠিত হয়েছিল তারই অবশাদ্ভাবী পরিণতিতে রাজ্যের শিক্ষা জগতে বিরাজ কর্রাছল নৈরাজা। ছাত্র নামধারী এক শ্রেণীর যাবক এই সমস্ত কাজ সংগঠিত করতে জোরে দখলকরা ছাত্রসংসদের ক্ষমতা যথেণ্টভাবে ব্যবহার করেছে। অবাধে নকল করার সুযোগ দিয়ে ছাত্র সিকতাহীন যুবকদের শিক্ষায়তনে ঢোকার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল। এদের অ-ছাত্রস্কভ কলাপের ফলে শিক্ষায়তনের পবিত্রতা নন্ট হচ্ছিল। প্রকৃত-পক্ষে ছাত্রসমাজকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাওয়ার শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকে এ রাজ্যে যে জঙ্গলের কায়েম করা হয়েছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য ছিল শিক্ষায়তন। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ কার্যালয়গুলিকে পরিণত করা হয়েছিল সমার্জাবরোধীদের আন্ডাস্থল। গণতান্তিক শক্তির উপর আক্রমণ পরিচলনার হিসাবেই সংসদ দপ্তরগালি যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা ছাত্রসংসদ কার্যালয়গ লিকে কেন্দ্র করে নানা অসামাজিক কার্যকলাপ সংগঠিত করার মধ্যদিয়ে শিক্ষায়-তনগ্রলিতে জঞ্জাল স্ত্পীকৃত হয়ে উঠছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে জঞ্জাল জমে পাহাড় থেকে পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছে। রাজ্যের ছাত্রসমাজ শিক্ষায়তনগ্বলিকে মূত্ত করায় দায়িত্বও ছাত্রসংসদের উপর অপুণ করেছে।

এই সমস্ত কাজ সাফল্যের সংগে পরিচালনা করার উপর গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলনের ভবিষাত অনেকটা নিভার করছে। নতুন নতুন ছাত্ররা প্রতিনিয়ত শিক্ষার আঞ্চিনায় প্রবেশ করছে। তাদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ছাত্রসংসদ প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারলে সামগ্রিকভাবে গণতান্ত্রিক শক্তিই লাভবান হবে। দৈবর-তান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলতে না পারলে, শিক্ষায়তনের অভাশ্তরে ছাত্রসমাজের গণতান্ত্রিক অধিকারও বিপদ্ম হয়ে উঠবে। সমগ্র ভারতীয় জনগণের মধ্যে গণ-তান্দ্রিক অধিকারের পক্ষে যে নতুন চেতনা গড়ে উঠেছে তাকে সম্প্রসারিত করার কাজে ছাত্রসমাজেরও আছে। ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ব্যাপক নিশ্চয়তা স্ভিট করতে হলে ছাত্রসমাঞ্জের মধ্যে গণতাশ্তিক চিন্তার ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন। ছাত্রসমাজের মধ্যে গণতান্দ্রিক চিন্তাসম্পল্ল ছাত্র শক্তির পরিবিধকে যত বিস্তৃত করা সম্ভব হবে তত ছাত্রসংসদ গঠনের নিশ্চয়তা স্টিট হবে। একদিকে এ বিষয়টির উপর বিশেষ গ্রেছ দিয়ে ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা স্থিট, অন্যদিকে বর্তমান গণতান্দ্রিক পরিবেশে ছাত্র স্বার্থে, গণতান্ত্রিক শক্তির স্বার্থে ছাত্র-সমাজকে পরিচালনা করাই ছাত্রসংসদের প্রধান কাজ।

# আমেরিকার মহান স্বাধীনতা সনদের অবমাননা আমেরিকা নি**ডেই**অমিতাভ রায়

স্বাধীনতা প্রত্যেক মান্বের জ্বনগত অধিকার। অথচ ষ্বেগ য্থো, কালে কালে, দেশে দেশে মান্বের সহজাত এই পবিত্র অধিকার হয়েছে লাঞ্চিত।

যদিও, কোন দেশে সাম্বাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ কেন ঘটে, এই প্রশ্ন অপ্রাসন্থিক নয়—তব্ত্ত এই কথা স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে তা হলে অর্থনীতির ব্যাপক বিশেলষণের ফলে প্রবন্ধের শিরোনামটি পরিবর্তনের বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হবে। তবে ভি, আই, লোননের যুত্তি, তথ্য এবং বিশেলষণের উপর অর্থাৎ লোননবাদী তত্ত্বের উপর নির্ভর্ক করে এই কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, আধুনিক সাম্বাজ্যবাদ হল "ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ পর্যায়"। সাম্বাজ্যবাদ মানেই হল অবর্ণনীয় শোষণ, অত্যাচার, লাঞ্ছনা।

কিন্তু এই শোষণ, অত্যাচার, অবমাননা তো আর চিরদিন মানুষ মেনে নিতে পারে না। তাই যে কোন উপানবেশের শোষিত মানুষ সামাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতে চায়। ইতিহাসকে সাক্ষী রেখে একথা নিশ্বধার বলা যায়, কোন মানুষই শান্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চার না। তাই প্থিবীর বিভিন্ন দেশে সাম্লাজ্যবাদী অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঘটেছে বাধীনতা আন্দোলন। উপানবেশের নিপীড়িত মানুষের জনাগত সংগ্রামের ধাক্ষায় সাম্লাজ্যবাদী শক্তি উপনিবেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। অবিশা, একথা অত্যন্ত সঠিক যে, সাম্লাজ্যবাদী শক্তি তাদের পরাজরের শেষদিন পর্যন্ত চালিয়ে যায় তার পৈশাচিক আক্রমণ, এমনকি অনেক সময় পরাজয়ের পরও বিভিন্ন কৌশলে তার শোষণ অব্যাহত রাখে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যথন প্রতিবীর অধিকাংশ
রাদ্ধ একযোগে প্রতিটি মান্বের, প্রতিটি দেশের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করছে ঠিক তখনও চল্লছে এক রাদ্ধ
কর্তৃক অপর রাদ্ধকৈ শোষণের অভ্তৃত থেলা। পাশাপাশি
বিপরীত চিত্রও বর্তমান। মাত্র কিছ্বদিন আগে মৃত্তু হয়েছে
ভিয়েতনাম, কাম্পর্নিয়া (কাম্বোডিয়া) অ্যাঞ্গোলা। এমর্নাক
আমাদের দেশও আমাদের দেশের লোকের শাসনাধীনে
এসেছে মাত্র একত্রিশ বছর আগে। স্কুসংগঠিত আন্দোলন
এবং সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া সাম্বাজ্যবাদকে ধরংস করা যায়
না।

বর্তমান বিশ্বে সাম্বাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক সৃষ্ট মান্ব-নিধন যজের প্রধান প্রোহিত হল আমেরিকা। প্থিবীর প্রায় প্রতিটি দেশে রয়েছে তার প্রতাক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ। আজকের মার্কিন যুক্তরাত্ম অর্থাৎ আমে-রিকার কাজকর্ম দেখে আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে ওঠে যে এই আমেরিকাই আধ্বনিক পৃথিবীতে সর্ব-

প্রথম সাম্রাজ্যবাদী শোষণ মৃত্ত হরেছিল। কিন্তু হার! আজ আর্মেরিকার ইতিহাস আমাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করছে।

অবিশ্বাস হলেও এটাই বাস্তব সত্য যে বর্তমান প্থিবীতে আমেরিকাই সর্বপ্রথম সফল হয়েছে সশস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেকে সাফ্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল মৃক্ত করতে। সেই ইতিহাস স্মরণ করতে গিয়ে সবার আগে আমেরিকা সম্বশ্ধে কতকগ্রলো কথা জেনে নেওয়া দরকার।

### আমেরিকা-প্রাক কথা:--

ইউরোপীয় নাবিক ক্রীস্টোফার কলম্বাস খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর পদার্পণ করলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-(পশ্চিম ভারতীয় শ্বীপপ্রঞ্জ)-এর কোন একটি ম্বীপে। পূথিবী গোলাকার এই তত্তের উপর নির্ভার করে তিনি পশ্চিম দিক দিয়ে পেশছতে চেয়েছিলেন ইউ-রোপীয়দের স্বাংনর দেশ ভারতবর্ষে। কিন্ত পেছিলেন তথনও পর্যন্ত ইউরোপবাসীর অজানা নতুন এক দেশে। তাঁর পথ অন্সরণ করে ইটালীর আমেরিগো ভেস্পর্টি পৌছলেন মূল মহাদেশে ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর নামান্সারেই ইউরোপবাসীদের কাছে নবপরিচিত মহা-দেশটির নাম হল আমেরিকা। ইউরোপীয়দের পদার্পণের আগেও এই ভূখণ্ডটির অবস্থিতি ভখণ্ডে ছিল। বর্তমানে রেড ইণ্ডিয়ান নামে পরিচিত ২০ লক্ষাধিক মানুষ সেখানে বসবাস করতেন। আদিম হলেও এই সম্প্রদায়ের মানুষের ছিল একটি নিজম্ব ভাবধারায় গঠিত সভাতা ও সংস্কৃতি। তংকালীন ইউরোপীয় সভাতার তুলনায় প্রাচীন সভাতার ধারক ও বাহক হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা স্বাধীনতার অধিকার রক্ষায় স্থির প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এই রেড ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকেই ইউরোপীয়রা শিখেছিল ভূটা টম্যাটো নীল তামাক, আলা প্রভৃতির চাষের পন্ধতি। এদিকে ইউরোপের বণিকশ্রেণী সেই সময় নতুন নতুন সামাজ্য দখলে বাসত। অতএব সামাজ্যবাদের অন্প্রবেশ ঘটল।

আমেরিকায় প্রথম অনুপ্রবেশ করল স্পেনীয়রা সেটা ছিল বোড়শ শতকের প্রথম দিককার ঘটনা। নতুন পরিচিত দেশটির প্রতি নজর ছিল অনেকেরই। কিন্তু কেউ ঠিক মত ঘটি খুব তাড়াতাড়ি গড়তে পারল না। চেন্টা করছিল পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ সবাই। কিন্তু স্বাধীনচেতা রেড ইণ্ডিয়ানদের সন্তিয় প্রতিরোধে তা খুব সহজে সম্ভব হর্মন। অবশেষে ১৬০৭ খ্রীন্টাব্দে ইংরেজ নিজেকে আমেরিকা মহাদেশে প্রতিন্ঠিত করল।

রিটিশ উপনিবেশের প্রতিষ্ঠার ফলগ্রুতি হিসাবে

যা সবচেয়ে বেশী লক্ষণীয় তা হল, জনসংখ্যা বৃণ্ধ। সমশ্ত উপনিবেশগৃলিতে জনসংখ্যা বৃণ্ধির হার বাড়তে লাগল। ইংল্যাণ্ডে ততদিনে গণতান্দ্রিক বিপ্লব ঘটে গেছে, রাজ-তন্দ্রের সমর্থকরা দলে দলে ইংল্যাণ্ড ছেড়ে চলে আসতে লাগল আমেরিকায়। পরবতীকালে 'রেস্টোরেশনে'র সময় ক্রমওয়েল পন্থীয়া আমেরিকায় আশ্রয় গ্রহণ করল। তাছাড়া প্রথম দিক থেকেই ইংরেজ উপনিবেশগৃলিতে জেল পালানো কয়েদী, দারিদ্রা-প্রপীড়িত, কৃষক, ভাগ্যসংধানী, ভবদ্বরে, স্বর্ণ সন্ধানীর ভীড় লেগেই ছিল।

এদিকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় আফ্রিকা থেকে প্রথম চার-জন নিগ্রোর দলকে আনা হয়। পরবতী-কালে নিগ্রো ক্রীতদাস আমদানীর সংখ্যা দিন দিন বাডতেই থাকে। উপনিবেশগুলিকে শ্রীমণ্ডিত এবং উপনিবেশগর্নালর সম্পদের প্রাচর্যকে কাজে লাগিয়ে আমেরিকাকে ঐশ্বর্যশালী করে তোলার কাজে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নেয় নিগ্রোরা। এদের শ্রমকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা চলত, এবং নিগ্রোদের কেনা বেচার সূরিধাও ছিল। মধ্যয়গের পরবর্তীকালে কেবলমার আমেরিকাতেই দাস ব্যবসায় চাল, ছিল। এই লাভজনক এবং সবচেয়ে প্রচলিত ব্যাবসায়ে মানুষ চালান যেত মূলতঃ আফ্রিকা থেকে। একথা অত্যন্ত দঃখজনক হলেও সতি। যে এই ক্রীতদাসদের মধ্যে একটা বড অংশ ছিল ভারতীয়। এইভাবে বেড়ে চলল আমেরিকার জনসংখ্যা, এদিকে আমে-রিকার পরোনো বাসিন্দা রেড ইণ্ডিয়ানরা ক্রমশঃ কোন-ঠাসা অবস্থার পেশছে গেছে। ইউরোপীয়দের প্রচণ্ড অত্যাচার এবং লাঞ্চনায় তারা আশ্রয় নিতে লাগল মনুষ্য-বাসহীন এলাকাগরলিতে।

ইতিমধ্যে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্রেজায়া-শ্রেলীর উল্ভব হয়েছে। কাঁচামাল, এবং বাজারের প্রয়োজনে আমেরিকা ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল।

প্রাথমিক অবস্থায় দেপনীয়দের আমেরিকা অভিযানের ফলে স্থানীয় জনসাধারণ অর্থাৎ রেড ইন্ডিয়ানদের জীবনযাত্রার প্রণালী পালিটয়ে গিয়েছিল। তারই সাথে ধনতন্তের ক্ষুধা ব্লিধ পেয়ে একদিন গ্রাস করে নিল গোটা মহাদেশটাকে।

### ব্ৰাধীনতা সংগ্ৰাম-পটভূমি:--

১৭৫৭ খ্রীন্টাব্দ। ইংরেজ ভারতবর্ষে তার আধিপত্য তথা শোষণের দ্রগকৈ প্রতিষ্ঠা করল, পলাশী যুন্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে। প্রথিবীর অপরাদকে মানে আমেরিকায় কিন্তু তর্তাদনে তার আধিপত্য স্বীকৃত; শুধু স্বীকৃতই নয়, সায়াজ্যবাদী ইংরেজ তার উপনিবেশগর্নিতে শোষণ এবং অত্যাচারের নম্ন চেহারাটা বিশেষ করে তর্তাদনে আমেরিকায় সুস্পন্টভাবে প্রকাশিত করেছে।

এই চেহারার একটা পরিস্কার ছবি পাওয়া গেল

১৭৫৬ খ্রীন্টাব্দে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে রচিত আইনের মধ্যে। আইনটিতে বলা হর্মেছিল যে উত্তর আমেরিকার তেরটি উপনিবেশে রাস্ট ফার্ণেস্, রোলং মিল, গড়া যাবে না। অর্থাৎ কোন প্রকার লোহশিলপ প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, তৈরী করা যাবে না পালকের ট্রপী, চর্মদ্রব্য ও উলের পোশাক। নিষিশ্ধ করে দেওয়া হল ইংল্যান্ড ছাড়া অন্য কোন দেশের সাথে আমেরিকার বাণিজ্য সম্পর্ক অর্থাৎ, আমেরিকাকে কিছ্ন আমদানী করতে হলে তা করতে হবে ইংল্যান্ড থেকে এবং রপ্তানীও করতে হবে শ্র্ম ইংল্যান্ডেই। ইংল্যান্ড তার কোষাগারকে "তেজী" রাখার জনাই নাকি এই আইন রচনা করেছিল। আবার এই বছরই শ্রের হয় ইতিহাস বিখ্যাত "সেভেন ইয়ার্স ওয়ার"—যাকে অন্টাদশ শতাব্দীর মহায্দ্ধও বলা যেতে পারে; কারণ এই যুদ্ধ শ্র্ম ইউরোপেই নয়, উপনিবেশ-গ্রেলতেও ছড়িয়ের পড়ে।

ইংল্যাণ্ড এই আইনটির যতই স্বাদর নাম দিক না কেন অথবা যত স্বাদর স্বাদর ভাষা দিয়ে এই আইলের ব্যাখ্যা কর্ক না কেন—আসলে এই আইনের মধ্যে দিয়ে ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ভূমিকাটা পরিস্কার হয়ে উঠল।

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হল "সেভেন ইয়ার্স' ওয়ার"। ইংল্যান্ডের অর্থানীতি প্ররোপ্রার বিপর্যস্ত, আর সেই ম্হতে ইংল্যান্ড আধার আক্রমণ হানল তার উপনিবেশ আমেরিকার উপর। কার্যতঃ সাম্রাজ্যবাদীরা চিরকালই তাদের অর্থনৈতিক সংকটের দায়িত্ব উপনিবেশগুলির উপর চাপিয়ে দেয়—এটা ছিল সেই ঐতিহাসিক তত্তের প্রনঃপ্রকাশ। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দেই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আমেরিকার উত্তরের অধিবাসীদের "আপালেশিয়ান পর্বত" অতিক্রম করে বসতি স্থাপন বন্ধ করে দিল। এটা ছিল আমেরিকাবাসীর অল্ল সংস্থানের উপর সরাসরি আঘাত। ১৭৬৪ খ্রীণ্টাব্দে আবার নতুন আইন করে আমেরিকাজাত দ্রব্যসামগ্রীর উপর বসান হল প্রচরে ট্যাক্স। প্রতিবাদের ঝড় উঠল আমেরিকায়—"প্রতি-নিধিত্ব (পার্লামেন্টে) ছাড়া ট্যাক্স নয়": ইংল্যান্ড এর উত্তর দিল নতুন আইন "বিলেটিং আক্লে" (Billeting Act) চাল, করে। এই আইন অনুযায়ী ইংল্যান্ড আমেরিকায় যে সৈন্য পাঠাবে তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবে আমে-রিকাকে। এই আইনকে কার্যকরী করার জন্য প্রথম দফায় দশ হাজার সৈন্যকে আমেরিকায় পাঠানও হল।

জর্জ গ্রেনভিল নামে একজনকে ইংল্যাণ্ড ১৭৬৩ খন্নীণ্টান্দে আমেরিকার দায়িত্ব দিয়ে পাঠায়। তিনি আমেরিকার অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিকলপনা করছিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন, "আমেরিকা ইংল্যাণ্ডকে সরাসর্রি কোন কর দেয় না; এটা ঠিক নয়।" কিছুদিনের মধ্যেই ব্টিশ পার্লামেন্টে "স্ট্যান্প আর্ক্ত" (Stamp Act) নামে নতুন এক আইন পাশ হল। এই আইন অনুযায়ী সরকারী, ব্যাবসায়িক ও আইনগত প্রভৃতি কাজে

আমেরিকার জনগণের উপর করের বোঝা চাপান হল। সেটা ছিল ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। এবার প্রতিবাদ ধর্নন উচ্চারিত হল সন্মিলিত ভাবে। তেরটি উপনিবেশের প্রতিনিধিরা মিলিত হলেন নিউইয়র্কে—আমেরিকার ইতিহাসে এই সভা 'স্ট্যাম্প আৰু কংগ্রেস" নামে পরিচিত। "স্ট্যাম্প আৰু কংগ্রেস" পরবতী কালে এক সংগঠনে র পাশ্তরিত হয়—এটাই ছিল উপনিবেশবাদ-विद्यारी क्षयम मः गठेन, म्हामाह्यस्म ने ने ब्लाम ওটিস, নামে এক ভদলোক এর আগেই Rights of the British Colony Asserted and Proved নামক এক প্রান্থিকা ১৭৬৪ খ্রীন্টাব্দে প্রকাশ করে-ছিলেন। ১৭৬৫ খ্রীন্টাব্দে ভাজিনিয়ার পাাট্রিক নামক জনৈক আইনজীবী ঘোষণা করলেন "That the General Assembly of this colony have the only and sole exclusive right and power to lay taxes and impositions upon the inhabitants of this colony."

প্যায়িক্ হেনরী ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জকে 'দৈবরাচারী'' বলে ঘোষণা করলেন। তৃতীয় জর্জকে তিনি জ্বলিয়াস সীজার, টারকুরিন, এবং প্রথম চার্লসের সংখ্য তুলনা করে যে ভাষণ দেন, তা আমেরিকার বাংশীতার ইতিহাসে তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

অবস্থার চাপে এবং বিটিশ ব্যাবসায়ীদের প্রতিবাদে বছরের শেষে "স্ট্যাম্প আঙ্ক্র" উঠে গেল ঠিকই, কিন্ত পরের বছরই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এক নতন আইন রচনা করে ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকায় রপ্তানী করা কাগজ, চা. কাঁচদ্রব্য, রং প্রভাতির উপর বিপলে শালক ধার্য করলো। "স্ট্যাম্প অ্যাক্ট" কংগ্রেসের নেতৃত্বে সারা আমেরিকা জ্বড়ে শ্রু হল লাগাতার বরকট অভিযান। ইতিমধ্যে শ্রমিক. কারিগর এবং নিদ্ন মধ্যবিত্ত মানুষ গড়ে তলল তাদের নিজেদের সংগঠন—"স্বাধীনতার সন্তান" (Sons of Liberty)। 'স্ট্যাম্প আৰু কংগ্ৰেস' মূলতঃ ধনিকশ্রেণীর সংগঠন ছিল। তাদের ধারণা ছিল— ইংল্যান্ডের রাজা এবং পার্লামেন্টের সম্গে একটা মীমাংসা করে নেওয়া যাবে। কিন্ত সাধারণ মানুষ এই ধারণা পোষণ করতে পারে না। তারা এগিয়ে চলল। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ বোস্টন শহরে উপনিবেশিক শাসনের বিরুদেধ এক মিছিল বেরোল। জনগণের এই মিছিলে গ্লে চালায় ইংরেজ বাহিনী। নিহত হলেন ্পাঁচজন—আহত হলেন অসংখ্য মানুষ। এরাই হলেন বর্তমান পর্যিবনীতে সামাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রথম শহীদ। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের এই প্রথম পাঁচ-জন শহীদের একজন ছিলেন কুঞ্চাপা ক্রীতদাস—ক্রিমলাস অটাক। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রেড ইণ্ডিয়ানদের বেশে বোস্টন জাহাজবাটার ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজে <sup>উঠে</sup> একদল আমেরিকান সমস্ত চায়ের বান্ধ সম্প্রে ফেলে দিয়ে প্রতিশোধাত্মক প্রতিরোধ শরুর করে।

রিটিশ সরকার প্রতিশোধমলেক ব্যবস্থা হিসেবে দমনপীডনের মাতা দিল বাডিয়ে। পাশাপাশি আমেরিকার জনগণ নিজেদের সংগঠিত করতে শরে করল। ম্যাসাচ-সেট্রে জন্ম নিল বিপ্লবী পরিষদ। এই পরিষদের পরামর্শে আহতে হল কণ্টিনেণ্টাল কংগ্রেস। প্রাথমিকভাবে অনেক বিপ্রবী আলোচনা এবং সভা করার পর ১৭৭৪ খ্ৰীষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বরে কণ্টিনেন্টাল কংগ্রেস বিপ্রবী কার্যক্রম গ্রহণের পরিবর্তে ইংল্যান্ডের রাজার কাছে এক আবেদনপত্র পাঠাবার সিন্ধান্ত নেয়। ১২টি উপনিবেশের ধনিকশ্রেণীর প্রতিনিধিরা এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। (ব্যোদশ উপনিবেশের প্রতিনিধি তখন ব্রিটিশ জেলে কারাবন্দী) ১৭৭৪ খ্রীন্টাব্দেই শ্রে হল জনগণের মধ্যে থেকে সেনাবাহিনী তৈরীর কাজ। ১৭৭৫ খ্রীণ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল গণবাহিনীর সংগে ইংরেজ সৈন্বে:তিনীর প্রথম সশস্ত্র যুম্ধ হল। একটি ছোট গণবাহিনী অনেক উন্নত অস্ক্রশস্ত্র সমন্বিত ব্রিটিশ সৈনাবাহিনীকে লেক-সিংটন নামে এক গ্রামে দার ুণভাবে বিপর্যস্ত করল। অবশেষে ১০ই মে ১৭৭৫'এ ফিলাডেলফিয়াতে কণ্টিনে-·টাল কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনেই জর্জ ওয়াশিংটনকে সশস্ত গণবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। ১০ই জন ১৭৭৬এ অনুষ্ঠিত হল কণ্টিনেন্টাল কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন। এই অধিবেশনে স্বাধীন-তার সনদ রচনার সিম্ধান্ত হয়। স্বাধীনতার সনদ রচনার দায়িত্ব দেওয়া হল—টমাস জেফারসন, জন এয়াডামস্ বেঞ্জামিন ফ্র্যাঞ্কলিন, রোজার সোরম্যান্ ও রবার্ট আর লিভিংস্টোনের উপর।

সশস্ত্র যুন্ধ কিন্তু অব্যাহত রয়েছে। তেরটি উপনিবেশ জুড়েই চলছে এই যুন্ধ। প্রতিটি যুক্ষই বিটিশ বাহিনী হচ্ছে পরাস্ত।

### ण्वाथीनजा-जनमः-

8ठा ज्ञारे ১৭৭৬ थ्रीकोन । किलाएकि कार् অনুষ্ঠিত হল কংগ্রেসের অধিবেশন। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জন হ্যানক্ক্। কংগ্রেস এই দিন আনুষ্ঠানিকভাবে "বাধীনতার সনদ" ( Declaration of Independence) গ্রহণ করল। তেরটি উপনিবেশের ৫০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এই ঐতিহাসিক সনদ গ্রেটিত হয়। সনদে দেশের লক্ষ্য সম্পর্কিত দ্ভিউভগী ব্যাখ্যা করার সাথে ইংল্যাণ্ডের রাজার এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের তথা উপনিবেশবাদের কলৎকময় অধ্যায়ের অত্যাচার ও শোষণের দীর্ঘ তালিকা উল্লেখ করে দৃস্ত কণ্ঠে ছোষিত হল ইংল্যাণ্ডের সাথে সমস্ত প্রকার সম্পর্ক ছিল্ল করার প্রত্যর। এইভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হল আমেরিকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। সনদের "Founding Father" নামে অভিহিত করা হল। (বর্তমানে শব্দটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সংবিধান রচিয়তাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে)। এই সনদ রচনার মধ্য দিরে ফরাসী বিপ্লব অনুষ্ঠিত হবার আগেই ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম উদ্যোক্তা রনুশোর এক মন্দ্রশিষা টমাস্ জেফারসন্ আমেরিকান স্বাধীনতা সংগ্রামের বৈপ্লবিক ঘোষণাপতে রনুশোর সাম্যর বন্তব্যকে ধর্নিত করকোন।

মুখ্যতঃ টমাস জেফারসন রচিত ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সনদে ঘোষণা করা হলঃ—

we hold these truths to be self-evident. that all men are created, equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed. whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish t, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happi-Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transit causes; and accordingly all experience hath shown, that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But when a long train of abuses and usurptions, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw of such Government, and to provide new Guards for their future securitysuch has been the patient sufference of these Colonies: and such is now the necessity which constrains them to alter their former Systems of Government."

আজকের মুগে ভাবতেও আশ্চর্য লাগে যে এই ছিল বর্তমান মার্কিন যুক্তরাশ্বর স্বাধীনতা সনদ। এই ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক সিন্ধান্তর সাথে সাথে আজ থেকে দুশো বছর আগেই একটি প্রতিক্রিয়াশীল ঘটনাও অনুন্ঠিত হল। প্রচলিত ইতিহাস এবং মার্কিন গণতন্ত্রের ধব্জাধারীরা যে বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের এই কংগ্রেসই আমেরিকার প্রতিক্রিয়ার পক্ষে দক্ষিণের বাগিচা মালিকেরা সংঘবন্ধ- ভাবে প্রতিনিধিত্ব করল। আমেরিকার দক্ষিণাংশের এই প্রতিনিধিরা ক্রীতদাসত্ব সম্পর্কিত টমাস জেফারসনের একটি অসাধারণ বৈপ্লবিক বন্ধব্যকে "স্বাধীনতার সনদ" থেকে বাদ দিতে বাধ্য করল। ইংল্যান্ডের রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগগ্রনি যেখানে বর্তমানে বিবৃত আছে সেখানেই যক্ত ছিল—"……..

"...He (King of England) waged cruel war against human nature itself, violating its most sacred rights of life and liberty in the persons of a distant people who never offended him, captivating and carrying them into slavery in another hemisphere, or to incur miserable death in their transportation thither. This piratical warfare, the approbrium of infidel powers is the warfare of this Christian King of Great Britain determined to keep open a market where MEN should be brought and sold.

[Jefferson Farm Book —by Thomas Jefferson]

### मात्रप माजित त्रशामः--

পরাধীনতা তথা সামাজ্যবাদী শোষণ থেকে মৃত্তির বিষয়টি স্বাভাবিক ও সঞ্চাত কারণেই তংকালীন আমেরিকার জাতীয় জীবনে প্রধান সংগ্রাম-এর রূপ ধারণ করলেও, পাশাপাশি আর একটি সংগ্রামও দৃঢ়ভাবে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার সাথে অঞ্চাশীভাবে জড়িত এই সংগ্রামের মধ্যে দিয়েও আর্ফোরকার গণতাশ্তিক চেতনার বিপ্ল স্ফ্রুরণ লক্ষণীয়। নিগ্রোদের দাসত্বমৃত্তির এই সংগ্রাম বলিষ্ঠ করে তোলে স্বাধীনতা সংগ্রামকে।

আমেরিকার ধারাগ\_লির অন্যতম 'কোয়েকার"-দের মধ্যে বিলোপবাদীদের কড়া সমর্থকরা সর্বপ্রথম দাসত্ত্বের বিরুদেধ প্রতিবাদ করেন। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত দ**লিল** অনুযায়ী ১৬৮৮ খুলিটাব্দে তারা দাস ব্যবসার বিরুদ্ধে "জেরিটাউন"-এ এক আবেদন প্রচার করেন। প্রতিনিধি হিসাবে ১৭০০ খ্রীন্টাব্দে স্যাম্যেল সিউয়্যাল নামক জনৈক শ্বেতাজা বিচারক "বাইবেল"-কে দাসপ্রথার পক্ষে ব্যবহারের বিরুদ্ধে ( Freedom of Life ) নামক এক প্রস্থিতকা প্রকাশ করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এবং তার প্রাক্ম হেতে "দ্বাধীনতা সনদ"-এর অন্যতম রচয়িতা বেঞ্জামিন क्याञ्कलिन, मह जान्हेनि व्यत्नक्के छ বেঞ্জামিন রাস নিগ্রোদের আন্দোলনের সামনের সারিতে এসে দাঁড়ান। এ প্রসঙ্গে পর্বোচিকখিত জেমস্ ওটিস্ রচিত প্রিক্তকটিও স্মরণবোগ্য। বেঞ্জমিন ফ্রান্কলিন লিখলেন "Information to those who would remove America" ক্রীতদাস প্রথা বিরোধী এই প্ৰতক্তি প্ৰবতীকালে কাৰ্ল মাৰ্কস কত্ৰি উচ্চ

প্রশংসিত হয়। ১৭৭২ সালে রেভারেণ্ড আইজ্যাক স্কিল্মান্ কত্ক রচিত "Oration upon the Beauties of Liberty" —র বন্ধব্যও এই যথেষ্ট শক্তিশালী করে। নিগ্নো দাসরাও চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৭৭৩ থেকে ১৭৯৯ প্র্যুক্ত এই আন্দোলনগর্কি প্রথমদিকে সংস্কারম্কক হালও পরিশেষে পূর্ণ দাসত্বমুদ্ভির দাবী করে। সমুস্ত আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৭৪ কম্টিনেন্টাল কংগ্রেস এক সিম্পান্ত নের। The Continental Association of 1974 নামক বিখ্যাত এই সিশ্বান্ত অনুযায়ী ঐ বছর ১লা ডিসেম্বর থেকে দাস ব্যবসা ও আমদানী বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৭৭৫ খ ীট্টাব্দে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঞ্কলিনের নেত,দ্বে গঠিত হর প্রথম দাসত প্রথা বিরোধী সংগঠন। এই সংগঠন পরবর্তী-কালে সারা আমেরিকায় ছডিয়ে পডে।

কিন্দু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি প্রথম থেকে দাসপ্রথার পক্তে দাসত্ব মৃদ্ধি আন্দোলনগৃলির উপর আক্রমণ হানতে থাকে। এই প্রতিকিয়ার শক্তি পববর্তী শতকের গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত শক্তিশালী ছিল। দাসত্বমৃদ্ধির প্রশ্ননিক দেবতাংগ প্রভাৱ নানাভাবে খারিজ করে রেখছিল। কিন্তু তাত্তেও ধ্বংস করা যায়নি দাসপ্রথা বিরোধী গণ-আন্দোলনকে—যা কথনো কখনো সশস্ত্র সংগ্রামে রুপান্তরিত হয়েছিল। যার ফলে সনাতনপর্থী জর্জ ওয়াশিংটনকেও বলতে হয়েছিল 'There is not a man living who wishes more sincerely than I do to see some plan adopted for the abolition of slavery. স্বাধীনতা সংগ্রামে নিগ্রো দাসত্বমূলিব সংগ্রামের ভূমিকা গ্রেম্বপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও নিগ্রো ক্রীতদাসদের মৃত্তি ঘটে আরও প্রার একশ্ বছর পরে।

ফলপ্রতি :--

১৯শে অক্টোবর ১৭৮১. ইরক টাউনের কাছে আমেরিকান বাহিনীর কাছে চড়োন্ত পরাজয় ঘটল বিটিশ সৈনদলের, তারও দু'বছর পরে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর "ডারেশিলস-চ্রাক্ত" অন্যায়ী ইংল্যান্ড আমে-রিকাকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। শেষ হল আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম। পরবতীকালে এই সংগ্ৰামকে **গণতান্তিক বিপ্লব** বলে অভিহিত করা হয়েছে। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামকে গণতান্তিক বিপ্লব হিসাবে গুণা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এই সংগ্রামে শ্রমিক, কৃষিমজার, নিশ্নমধ্যবিত্ত, চুত্তিবশ্ধ চাকুরিয়া, নিগ্রো দাস প্রভৃতি অংশের জনগণ অংশগ্রহণ করলেও ম্ল নেতৃত্ব ছিল ধনিকশ্রেণীর হাতে। ইংরেজ উপনিবেশিক শন্তির সামন্ততান্ত্রিক উন্দেশ্য ও সামাজ্যবাদী ভূমিকার বিরুদেধ পরিচালিত হয় এই গণতান্তিক বিপ্লব। এই বিপ্লবের আগেই আমেরিকার শিল্পবিক্ষব অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এর ফলে শিল্পপতিগোষ্ঠীর শুধু আবির্ভাব নর আমেরিকার উত্তরাংশে তাদের সংশরাতীত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হরেছে। দেশীর বাজারে বিটিশ শিল্পপতিদের সাথে জাতীর ধনিকশ্রেণীর সংঘাত তীর হরে উঠছিল। স্বভারতই স্বাধীনতা সংগ্রামে এর প্রতিফলন ঘটে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক কারণেই ব্রন্ধোয়াগ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতাকে এই গণতান্দ্রিক বিপ্লব সংঘটিত এই সংগ্রাম রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনলো এবং দেশীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার গ্যারান্টি স্থিত করলো কিন্ত নিগ্রো দাসদের মৃত্তি দিল না, সতেরাং আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের চরিত্র গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চরিত্র পুরোপর্যার মেনে চলে। গণতান্তিক বিক্সবের অন্য চরিত্তও বর্তমান ছিল আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে। যে শ্রমিক-কৃষক বাহিনীকে নিয়ে ইংল্যান্ডে অলিভার ক্রমওয়েল ঘটালেন গণতান্তিক বিপ্লব পরবতীকালে এই শ্রমিক-কৃষক বাহিনী তাদের অধি-কারের প্রশ্ন তুলে আক্রান্ত হলেন ক্রমওয়েলের হাতে। একই ঘটনা ফরাসী বিপ্লবের অন্তিম পরিণতিতে। একই ঘটনা পরিলক্ষিত হল আমেবিকান বিন্দাব।

আমেরিকান বিপ্লব এক অসাধারণ অভিজ্ঞাতা ও
শিক্ষা দিল বিশ্বের জনগণকে। আন্তর্জাতিক সোদ্রাত্ত্বের
প্রথম প্রকাশ দেখা গেল আমেরিকান বিপ্লবে। ইউরোপের
বহু প্রগতিশীল মান্য আমেরিকার 'Freedom Boy' দের
ব্বেখে যোগ দেন। যাদের মধ্যে সেন্ট সিমন্ ও পোল্যান্ডের
ন্যাধীনতা সংগ্রামের নেতা ও বিখ্যাত 'ইউরোপীর
সোস্যালিন্ট'' টাডিউজ্ কসিউস্জোকো-র নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথিবীর মান্য দেখল এমন একটি সংবিধান যার
মধ্যে মান্যের মৌলিক অধিকারগর্নল ছিল ন্বীকৃত।
যে সংবিধান সন্বন্ধে পরবতীকালে ফ্রেডরিখ এগেল্স্
বলেছেন—

"The American Constitution—the first to recognise the rights of man, in the same breath confirms the slavery of the coloured races existing in America: class privileges are prescribed, race privileges sanctioned." আমেরিকান বিপ্লব আর একবার প্রমাণ করল ব্রুজারান্দ্রাণী পরিচালিত রাজ্ম ব্যবস্থার উদারনীতিবাদ এবং গণতদ্বের নামে ব্রুজারাশ্রেণীর স্বাথহি সর্বদা সংরক্ষিত হয়। টমাস জেফারসন নিজে নিগ্রো দাসম্বের বির্ুজ্ম আনমনীয় সংগ্রামী হওয়া সত্ত্বেও, কার্যকালে তাকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্তের রচয়িতা এক বাজি হিসাবে নর ব্রেজায়াশ্রেণীর দাবিকেই রক্ষা করতে হয়েছিল। এমনিক জেফারসন নিজে যখন আমেরিকার রাজ্মপতি (১৮০১-১৮০৮) হন তখনও এই ঘটনার পরিবর্তন হয়নি।

ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সাম্লাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন-গ্রনিতে আর্মেরিকার গণতান্দিক বিপ্লবের ভূমিকা অসামান্য। আর্মেরিকার গণতান্দিক বিপ্লব ভারতের পর্বাজপতি শ্রেগীকে বথেন্ট আরুন্ট করেছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত প্রথম ভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন

"ভারতীর জাতীয় কংগ্রেস" নামটি আমেরিকার বিপ্লবের "কংগ্রেস" থেকেই গহৌত হয়। "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে"র নেত্রুন্দ বহুনিন ধরেই আমেরিকার বিপ্লবে দর্পণে নিজেদের স্বার্থের ও লক্ষার সার্থকতাকে অনুধাবন করে আর্মেরিকার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। লালা লাজপত রার, বিপিন চন্দ্র পাল, সরোজিনী নাইড্র প্রমুখরা ভারতের স্বাধীনতার প্রশেন আমেরিকা সফর করেন। পরবতীকালে জওহলাল নেহর আমেরিকার জনমানসে ভারতের স্বাধীনতার বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন রজার বলডাইন, রিচার্ড বি, গ্রেগ, পল রোবসন প্রমুখদের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জওহর-লাল নেহর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রেসিডেণ্ট রুজভেন্টকে ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে মধ্যস্থ মেনে-ছিলেন। অন্যদিকে ভারতের কিছু কিছু বিপ্লবী সংগঠন আমেরিকাকেই ভারতের বাইরে থেকে কাজ চালাবার শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করেন (গদর পার্টির নাম উল্লেখযোগ্য)।

#### ल्या कथा :--

প্রায় দুশো বছর আগেকার আমেরিকার গণতাশ্বিক বিপ্লব আজ শুধু অতীতই নয়, বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে এমন বিশ্লব আজ পরিত্যক্তও বটে। বিপ্লবের জন্য জনগণের সাহায্যের প্রয়োজন মিটতেই, বুর্জোয়া শ্রেণী জনগণকে নতুন উদ্যমে শোষণ শ্রু করেছিল। এই তথ্য আজ প্রমাণিত সত্য যে বিপ্লবের কাজে যারা প্রধানতঃ অংশগ্রহণ করেছিলেন আর্মেরিকার সেই মহান জনগণ আজও শোষিত। সমানাধিকার-এর প্রথম ঘোষণাকারী রাষ্ট্রীট আজ্ঞ নিজে তার সনদের সবচেয়ে বড শ্রু উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রথম সংগ্রামকারী রাষ্ট্রটি वर्जमान पर्मनम्रात्र नर्वव. इर डेर्शानत्वणवामी । श्रान्डत्मात्र প্রথম প্রবস্তার আরু একমাত্র কাজ দেশে দেশে গণতন্ত্র হত্যা করা। একদা প্রগতির প্রতীক রাষ্ট্রটি আজ প্রগতির বিরুদের প্রতিক্রিয়ার চাকাকে ঘোরাতেই সদাবাদত। প্রায়িক-ল্লেণীর নেত্যাধীন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে সদ্যুত্বাধীন দেশগুরুলির আত্মনির্ভরতার বিরুদ্ধে এমনকি নিজের দেশের গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে এই দেশটি আক श्रमान क्रमाण्यकाची ।

তা সম্বেও আমেরিকার গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তাংপর্য

আজও বিপ্লবকালী গণতান্ত্রিক লানুৰ বিশেষতঃ প্রমিক-প্রেণীর কাছে অস্পূন্য নর । বরং ধনিকপ্রেণী পরিচালিত রাষ্ট্রব্যাবস্থার প্রতিপ্রতুত অধিকার কিভাবে ভণ্গ হর তার শিক্ষা দেয় । শিক্ষা দের সমাজবিজ্ঞানের ভাংপর্যপূর্ণ স্তরগালি সম্পর্কে কারণ ইতিহাসের সঠিক বিশেষয়ণ করে তার থেকে শিক্ষা নিয়ে সঠিক পথে এগোতে না পারলে উন্দেশ্যে উত্তরণ সম্ভব নর ।

#### **अवन्ध-न्**त १--

- An Outline History of the World

   H. G. Wells.
- 2. The American Revolution

-H. Aptheker.

- 3. The Negro-People in American History

  —W. Z. Foster.
- 4. The Deciaration of Independence

  —C. Becker.
- 5. A People's History of England—A. L. Morton.
- 6. An Outline of Social Development (Vol-II) Edited by Y.D.Kuznetsov.
- 7. The American Revolution & War of Independence by—Van Jyne.
- 8. Jefferson Farm Book
  - -Thomas Jefferson.
- 9. Anti-Duhring-F. Engels.
- 10. A Contribution to the Critique of Political Economy —K. Marn.
- 11. Collected. Works (Voll-V)-V.I.Lenin.
- 12. Profile of America—Edited by E.Davie.
- 13. Political and Social Growth of the American People 1492-1865– H. C. Hockett.
- 14. The History of Indian National Congres —P. Sitaramaya.
- Letters from a Father to a Daughter
   J. L. Nehru.





(সচিত্র মাসিক যুবদর্পণ)

নবম সংখ্যা ॥ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি কান্তি বিশ্বাস

> সহ-সম্পাদক বনভূষণ নায়ক

ব্বকল্যাণ বিভাগ/পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩২/১ বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগ (দক্ষিণ) ক্লিকাভা-৭০০০০১

প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

পশ্চিমবংগ সরকার য্বকল্যাণ বিভাগের পক্ষে শ্রীরণজিং কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীগণেশ চাদ দে কর্তৃক তর্ণ প্রেস, ১১ অক্র দত্ত লেন, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।

# जूठी

২৯৯ ঃ সম্পাদকীয়

৩০১ ঃ বিশ্বের যুব সমাজের কাছে আহ্বান

৩০৩ ঃ বাঙলা সাহিত্যে ছন্দপতন
—মাণিক বন্দোপাধ্যায়

০০৮ ঃ ফাঁসীর মঞ্চে শৃংখলিত এই প্রহরে
ফায়েজ আহমেদ ফায়েজ
(অনুবাদ- সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যয়)

৩০৯ ঃ মধ্যপ্রদেশের প্রাগৈতিহাসিক গ্রেচির – সোমেন বল্দ্যোপাধ্যায়

৩১৩ : দরণী কথাশিলপী শরৎচন্দ্র
---স্কুমার দাস

৩১৭ : জ্বলিয়াস ফ্বচিক
—প্রবীর মিত্র

৩১৯ : নারীপ্রগতি--অর্থনীতি ও সমাজনীতি মন্দিরা ঘোষাল

৩২১ ঃ ব্লক যুবকেন্দ্র সমাচার

৩২৩ : আমাদের চোখে আমাদের দেশ

—অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

# যুবসমাজের প্রতিঃ-

অশুভ ও অসুন্দরকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে পারে মুবসমাজ-শান্তিপ্রিয় মানুষের আশা ভরদার মূর্ত প্রতীক মুবসমাজ—

- \* বারোয়ারী প্রজোগুলিকে কেন্দ্র করে জোর-জুলুম ও জবরদন্তি কি অসঙ্গত ও অনুন্দর কাজ নয় ?
- ★ জনসাধার বের জন্য নির্দিষ্ট রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে মঞ্চ তৈরী করে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিঘিত কর। কি অশোভন ও অসুন্দর কাজ নয় ?
- \* সারারাত্তিব্যাপী মাইক্লোফোন বাজিয়ে শান্তিপ্রিয় জনসাধারণকে বিনিদ্র রজনী কাটাতে বাধ্য কর। কি অশালীন ও অসুন্দর কাজ নয় ?
- ★ নির্দিষ্ট দিনে প্রতিমা নিরঞ্জন না দিয়ে প্রজোর সময়কে অহেতুক দীর্ঘায়িত করে অনর্থ সৃষ্টি করা কি অন্যায় ও অনুসর কাজ নয় ?
- ★ বিদ্যুৎ উৎপাদনের অবস্থা উপলব্ধি করে আলোকসজ্জায় পরিমিতি বোধের পরিচয় দেওয়া কি মুষ্ঠু ও সুন্দর নয় ?

## সম্পাদকীয়

'অপারেশন' শব্দটি ইংরেজী হলেও এমন বঙ্গা-সন্তান সম্ভবতঃ কম আছেন যিনি শব্দটির সাথে পরিচিত নন। সাধারণ মান্বের কাছে কথাটির ব্যাপক প্রচলন আছে চিকিৎসা বিষয়ে। যখন কোন রুগীর গায়ে চিকিৎসকেরা রোগ নিরাময়ের ক্রন্য অস্ত প্রয়োগ করেন—তাকেই সাধারণ কথায় 'অপারেশন' বলা হয়। শব্দটিকে ব্যবহার করা হয় সামরিক বাহিনীতেও। যখন সেনাবাহিনী অস্ত্র হাতে শত্রুকে মোকাবিলা করেন—তাকেও 'অপারেশন' বলে লোকে জানে। ১৯৭১ সাল হতে ৭৭ পর্যন্ত এ রাজ্যের মান্র আরও একটি ক্ষেত্রে 'অপারেশনের' দাপট দেখতে পেয়েছেন—এর নাম 'কুন্বিং অপারেশন'। সামরিক কামদায় অতকিতে এক একটা এলাকা সি, আর. পি, অথবা পর্বিশ বাহিনী দিয়ে ঘিরে ফেলে তন্ত্র-তন্ত্র করে খোঁজা হয়েছে এমন সব যুবকদের শাসক শ্রেণীর কাছে যারা শ্রুহ্ অবাঞ্চিত নয়—যাদের অবস্থান শাসক শ্রেণীর চোথের ঘুম কেড়ে নির্মেছল। তাদের এই 'অপারেশন'-এর মধ্য দিয়ে ধরা হয়েছে, পিটিয়ে-লাশ করা হয়েছে—ঘর ছাড়া করা হয়েছে—গ্রুডা দিয়ে খুন করা হয়েছে। এই ভাবে শব্দটি বিশেষ বিশেষ ক্রেত্রে এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নিয়ে হাজির হয়। অর্থের এই দীর্ঘ তালিকার সাথে বোধ করি আর একটি নয়া সংযোজন যুক্ত করছেন পশ্চিমবঙ্গা সরকার। এটির নাম 'বর্গা অপারেশন'।

বর্গাদার কথাটি কুচবিহার জেলা সহ কয়েকটি জেলায় আধিয়ার নামে পরিচিত। এরাও কৃষক। অন্য কৃষক থেকে এদের পার্থক্য এই এর। পরের জাঁমতে চাই করে। নিজের মেইনত এবং কোথাও কোথাও নিজের বীজ-সার ইত্যাদি ব্যবহার করে ফসল ফলায়। এক অংশ নিজে পায়—অন্য অংশ জামর মালিককে দিতে হয়। দিতে হয় এই জন্য যে দেশের প্রচালত আইন অনুসারে একবার যদি জামর মালিক হওয়া যায় তা হলে চাষ-বাস করাক বা না করাক জাম থেকে অধিকার যায় না—মালিকানা যায় না। যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশ চলছে তার অনিবার্য ফল হিসাবে এক অংশের লোক কৃষি কাজ না করলেও জামর মালিকানা রাথার স্ক্রোগ পাচ্ছে এবং জাল রাথছে আর অন্যদিকে সমাজের আর এক অংশের মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে জাম না থাকা সত্তেও কৃষি কাজ করছে নিজের জামতে নয়—অপরের জামতে। এদেরই নাম বর্গাদার।

যতদিন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা চলতে থাকবে সামন্ত্রান্ত্রিক ব্যবস্থার রেশট্রক্ হর্তাদন বজায় থাকবে তর্তাদন এই বর্গাদারী ব্যবস্থাও চলতে থাকবে। সম্পত্তির উপর ব্যক্তি মালিকানা উচ্ছেদ করে সামাজিক মালিকানা পত্তন করার দ্বারাই একমাত্র ভূমিহীন কৃষককে জমির মালিক করা যায়—বর্গাদারী ব্যবস্থার অবসান ঘটানো যায়। বৈজ্ঞানিক সমাজবাদই একমাত্র ব্যবস্থা যেখানে অকৃষক জমির-মালিক জমি হার: হয়েও সসম্মানে বেচে থাকার অধিকার পায়—বিকলপ জীবিকার স্কানিশ্চিত স্থোগ পায়। আর কোন কৃষককেই নিজের পরিশ্রমে উৎপাদন করা ফসলের একটা সিংহ ভাগ জমির মালিক বলে কথিত কাউকে দিতে হয় না—নিজেই ভোগ করতে পারে এবং বর্গাদার শব্দটি অভিধান থেকে লপ্তে করে দেওয়া যেতে পারে।

সে কথা থাক। আমাদের দেশে দীর্ঘ কাল ধরে এই বর্গাদারী প্রথা চলে আসছে এবং বর্গাদার তার তৈরী ফসলের ন্যায়া অংশ পাওয়ার জন্য আবদন-নিবেদন করেছেন, দাবী তুলেছেন। সংগঠিত হয়েছেন। লড়াই করেছেন। কখনও কখনও রক্ত দিয়েছেন, শহীদের মৃত্যুও বরণ করেছেন। সেই সংগ্রাম গ্রাম বাংলরে গ্রামে গ্রামে এখনও অব্যাহত রয়েছে।

অর্থ শান্দের স্পশ্ডিত রক্ষণশীল রিকার্ডো সাহেব থেকে শরের করে আধ্রনিক কালের অর্থনীতির অনেক বড় বড় তাত্ত্বিক অনেক গবেষণা করেছেন—মতামত প্রকাশ করেছেন জমিতে উৎপাদিত ফসলের মালিকের ন্যায্য অংশ নির্ধারণ করার জন্য। বিশেবর অন্যতম শ্রেণ্ট দার্শনিক অর্থনীতিবিদ কালা মার্ক্সও উৎপাদনে উদ্বৃত্ত মূল্য স্থিট করার জন্য জানের ভূমিকা ও অবদান নির্পণের জন্য তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমাদের মত সামন্ততান্ত্রিক অথবা আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশে ভূমিহীন বর্গাদারের ভাগ্যের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই।

কিন্তু ভূমিকে আশ্রয় করে যে শোষণ সমাজের বুকে দীর্ঘকাল ধরে জগন্দল পাথরের মত চেপে রয়েছে—কৃষক তাকে সরিয়ে ফেলার জন্য আমাদের দেশে বারে বারে লড়াইয়ের ময়দানে সংগঠিত হংয়ছেন। কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এ ধরনের গৌরবোজ্জনল অধ্যায় বিভিন্ন সময় রচিত হয়েছে। বর্গাদারের স্বাথে তেজোদীণ্ড এ ধরনের একটি সংগ্রামের নাম তে-ভাগা আন্দোলনের তাক দিয়েছিলেন। জোতদার বা স্বীকার করেনিন। ভূ-স্বামীদের স্বার্থ রক্ষা করার তাগিদে তে-ভাগা আন্দোলনকে ধরংস করার জন্য সে সময়ের ব্টিশ সরকার এগিয়ে এসেছিল। ব্টিশ রাজত্বের স্বাধ্ব বর্গালয় বরণ করেনিন। ক্রমেনেটের বেপরোয়া আক্রমণে আক্রান্ত হওয়া সত্বেও বাহাদের কৃষক পরাজয় বরণ করেনিন। ক্রেমনেটের বেপরোয়া আক্রমণে আক্রান্ত হওয়া সত্বেও বাহাদের কৃষক পরাজয় বরণ করেনিন। শেষ পর্যত তে-ভাগা আইন বিধিবন্ধ হয়়—পরবরতী কালে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে চার-ভাগা আইন পাশ হয় অর্থাং উৎপাদিত ফসলের তিন চতুর্থাংশ বর্গাদারের জন্য নিদিন্টি করা হয়।

আইন পাশ হওয়া এক জিনিষ আর তার স্বিধা পাওয়া ভিন্ন জিনিষ বর্গাদার হিসাবে আইনে স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যণত সে তার ন্যায়্য পাওনা পেতে পারবে না। বর্গাদারের নাম রেকর্ডভুক্তি করার জন্য বিধান তৈরী হোল, ভাগচাষী কোর্ট বসলো। বর্গাদারেক জমির মালিকের বির্দেধ মোকর্দমা করার স্ব্যোগ করে দেওয়া হোল। বর্গাদার উচ্ছেদ রোধ করার আইনগত ব্যবস্থা তৈরী হোল। কিন্তু এতং সত্ত্বেও বর্গাদার তার ফসলের নাায়্য অংশ পাওয়ার নিদিন্ট অধিকার পেল না। জমি থেকে উচ্ছেদের বিভন্তনা থেকে সেম্বিত্ত পেল না। এ রাজ্যের প্রায় ৩৮ লক্ষ বর্গাদারের মধ্যে গত বংসর পর্যন্ত মাত্র ৮ লক্ষ বর্গাদারের নাম বর্গাদার হিসাবে রেকর্ডভুক্ত হয়েছিল। স্বভাবতঃই বর্গাদার যদি রেকর্ডভুক্ত না হন তা হলে ফসলের আইনগত অংশ পাওয়া স্বানিশ্চিত হতে পারে না—জমি থেকে উচ্ছেদের বিপদ থেকেও ম্বিত্ত পেতে পারেন না। আইন যতট্বুকু আছে তাকেও বৃদ্ধাংগ্রান্ডি দেখিয়ে এ যাবং বর্গাদারকে বঞ্চনা করা হয়েছে—শোষণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের অধীন একটি কমিটি (Task Ferce) রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবই ভূমি সংক্রান্ড আইনের দ্বেগজনক পরিণতির প্রধান কারণ বলে উপ্লেখ করেছেন।

লক্ষ লক্ষ বর্গাদারকে কারচর্পির হাত থেকে—জোতদারের কবল থেকে বাঁচা'নার জন্য আইনগত যতট্বকু স্বযোগ আছে তাকে স্বনিশ্চিত করার উদ্দেশ্য পশ্চিমবংগ সবকার 'বর্গা অপারেশন' নামে একটি বিশেষ অভিযান শ্রন্ব করেছেন। এই অভিযানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হোল বিপ্ল সংখ্যক বর্গাদার অধ্যব্ধিত ছোট ছোট এলাকা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করে, ছোট ছোট স্কোয়াড গঠন করে, তার সাহায্যে বর্গাদারের সাথে জোতদারের বাড়ীতে নয়—বর্গাদারদের পক্ষে স্ববিধাজনক কোন জায়গায় সান্ধ্য বৈঠক এবং পর্য বেক্ষণ ও সরেজমিনে যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে প্রকৃত রেক্ডভিক্তি করা। এ ব্যাপারে কৃষক সংগঠনগর্বালর সাহায্য গ্রহণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এবং রেক্ডভিক্ত বর্গাদারেরা সর্বারী সিম্ধানত অনুসারে এবং ব্যান্ডেকর সহযোগিতায় ঋণ পাওয়ারও স্বযোগ পাবেন।

লোক দেখানো আইন থাকা সত্বেও প্রয়োগ পশ্ধতির চ্র্টী এবং সদিচ্ছার অভাবে যে বিরাট সংখ্যক বর্গাদার এতদিন পর্যন্ত রেকর্ডভুক্ত হতে পারেননি এবং আইনের বিন্দ্রমাচ স্থোগ ভোগ করতে পারেননি আমরা বিশ্বাস করি সরকারের এই অভিনব উদ্যোগের ফলে তারা রেকর্ডভুক্ত হতে পারবেন এবং আইনগত যতট্বকু স্থোগ বিদ্যমান তা লাভ করতে পারবেন।

গ্রাম বাংলায় যে বিপলে সংখ্যক শ্রমজীবী যুব মানস রয়েছেন তার এক বিশাল অংশ এই বর্গা চাষের সাথে যুক্ত। বর্গা অপা'রশনের সাফল্যের ফল হিসাবে সমগ্র বর্গানারের সাথে এই অংশের যুব সাম্প্রদায়েরও জীবন-যক্ত্রণা একটা হ্রাস পাবে। সেই জনাই পদ্চিমবঙ্গা সরকারের এই 'বর্গা অপারেশন'কে স্বাগত জানাই—এর সার্বিক'সাফল্য কামনা করি।

# বিশ্বের যুব সমাব্দের কাছে আহ্বান

## ( একাদশ বিশ্ব স্থুব ছাত্র উৎসবের ঘোষণাগত )

#### विश्वत यून ଓ शहन्त्र

বিশ্ব যুব ছাত্র আন্দোলনের আরও একটি বৃহং ঘটনা—একাদশ বিশ্ব যুব ছাত্র উৎসব সফল ভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

আমরা, ১৪৫ দেশের দ্বংশত সংগঠনের ১৮৫০০ জন প্রতিনিধি ১৯৭৮-এর গ্রীন্মে কিউবার হাভানা শহরে মিলিত হয়েছি। মিলিত হয়েছি রাজনৈতিক দার্শনিক ও ধমীয় বিশ্বাসের বিভিন্নতা নিয়ে, সাম্লাজ্যাদ বিয়োধী সংহতি, শান্তি ও মৈগ্রীর পতাকা উর্ধে তুলে ধরে, কিউবান জনতা ও ব্ব সমাজের আতিথ্য ও জয়োল্লাস পরিবৃত হয়ে। মিলিত হয়েছি আমাদেরই সমস্যা নিয়ে প্রকাশ্যে ও খোলামনে আলোচনা করতে, একে অপরকে উপলব্ধি করতে, আমাদের সাফল্য ও অস্ক্রিপাগ্রিল উল্লেখ করতে, আমাদের জনগণের সাংস্কৃতি ও ঐতিহাকে আমাদের সহবোশ্যাদের সংশ্যে ভাগাভাগি করে নিতে।

আজকের বিশ্বে যাব সমাজ যে মহান ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে এই অবিশ্মরণীয় দিনগালিতে আমরা তাকে আর একবার স্বীকৃতি দিছি।

আনতর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশাল বিশাল পরিবর্তন ঘটেছে। আনতর্জাতিক দাঁতাতের দিকে, লানিতপূর্ণ সহাবিধানের আরও ব্যাপকতর ভিত্তির দিকে, জাতীয় দ্বাধানতা ও সার্বভৌমন্থের মর্যাদার দিকে, বিভিন্দ রাম্থের সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্দতা নিয়েই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্পর্কে সমান অধিকারের দিকে উল্লেখ্যাগা দিক পরিবর্তনের নিদর্শন মিলেছে; প্র্গামিলিত ভিয়েতনাম, ইন্দোচীনে সাম্বাজ্যবাদের পরাজয়, পর্তুগাঁজ উপনিবেশিক সাম্বাজ্যের অবসান, বিজয়া এন্দোলা, ইথিও-পিয়ার সামনত রাজত্বের অবসান—এ সবই হলো উম্জ্বল দ্টোন্ত। এই সমস্ত পরিবর্তন জনগণের ন্যায়্য আসা-আকাংখা প্রণের জন্য গড়ে ওঠা আন্দোলনকেই সাহায়্য করছে।

আমরা উৎসবে অংশ গ্রহণকারীরা, ন্তন সমাজ তৈরীতে বিরাট সাফল্য অর্জনকারী সমাজতাশ্যিক দেশ জাতীর মৃত্তি আদেশালন উদ্নরনশীল জোট নিরপেক্ষ দেশ ও ধণতাশ্যিক দেশের গণতাশ্যিক ও প্রগতিশীল শন্তি সম্হের প্রতিনিধিত্ব কর্মাছ। আমরা, সামাজ্যবাদের আগ্রাসন নীতিকে ব্যর্থ কর দিরেও তার কার্যকলাপকে সীমাবন্ধ করে দিরে অক্সিত বিজয়কে অভিবাদন জানাচ্ছি। তব্ও সামাজ্যবাদ আশ্তর্জাতিক ক্ষেত্র শ্বন্থগৃত্তিকে ওীক্ষা করতে, স্বাধীনতা, সার্যভৌমত্ব, গণতন্ত্য, শান্তিও ও

সামাজিক প্রগতির দিকে জনগণের অপরিহার্য অভিযানকে স্তব্ধ করে দেওয়ার প্রচেন্টা চালাচ্ছে এবং তারা আজও প্রধান শত্র। এর বিরন্দেধ লড়াই করতে হবে ও তাকে পরাস্ত করতে হবে।

আমরা ভালভাবেই উপলব্ধি করি যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতির দিকে এই পরিবর্তন স্থায়ী করবার জন্য, আন্তর্জাতিক দাঁতাতকে ঐতিহাসিকভাবে অপরিবর্তনীয় চরিত্রের ও সার্বজনীন করে তোলার প্রক্রিয়ার জন্য এখন প্রয়োজন, যা প্রের্ব কখনই ছিল না, সাম্রাজ্যবাদের সেই আধিপত্য ও শক্তি প্রয়োগের নীতির অবসান, অস্ব প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে, প্রের্বর তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী নরহত্যাকারী অস্ব উৎপাদনের বিরুদ্ধে অনিতক্রমা প্রতিবন্ধকতা তৈরী এবং পার্মাণবিক নির্দ্বীকরণ সহ সাধারণ ও সর্বাত্মক নির্দ্বীকরণ কার্মকরী করার কার্জ শ্রু করা।

এই বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখী দাঁড়িয়ে এবং সামাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে যুবক ও ছাত্রদের অংশ গ্রহণ বৃষ্ণির জন্য আমরা তাদের সহযোগিতা ও কাজের ক্ষেত্রে ঐক্য শক্তিশালী করবার জন্য কঠোর সংকলপ্রষ্ধ।

কিউবা থেকে আমরা বিশেবর য্বকদের আহ্বান জানাচ্ছ। বিশ্বশাদিত, দাঁতাত, নিরাপস্তা ও আনতর্জাতিক সহযোগিতা, সাধারণ ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও সামাজ্যবাদের আগ্রাসী যুল্ধের পরিসমাস্থির জন্য সংগ্রাম আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুল্ন। নিউট্রন অস্ত্রের মত ব্যাপক ধ্বংসকারী অস্ত্রের উৎপাদন আবিত্কারের পরিকল্পনার বির্দেধ দ্বনিয়াব্যাপী প্রতিবাদ সংগঠিত কর্ন।

সাম্বাজ্যবাদ, উপনিবেশিকতাবাদ, নয়া-উপনিবেশিকতাবাদ, জাতি বৈষম্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বির্দেধ জাতীয় মৃত্তিঃ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতদের জন্য, প্রতিটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উত্থার ও রক্ষার জন্য, অর্থনৈতিক সম্পর্কের ন্যায়া ও বন্ধ্তুপূর্ণ সহযোগিতার জন্য ও একটি ন্তন আম্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবহ্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঐক্য ও কাজকে শ্বিগুণ কর্ন।

ধণতান্ত্রিক দেশগ্রনিতে শোষণ, অত্যাচার, বৈষম্য,
বেকারী, সংকট ও একচেটিয়া প<sup>2</sup>র্জির বিরুদ্ধে, গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা ও বিকাশের জনা,
এবং গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য
সংগ্রামকে তীর কর্ন।

সংগ্রাম কর্ন যুব সমাজ যেন তাদের কাজের অধিকার

ও শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে নিশ্চিম্ত হতে পারে, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও আমোদ-প্রমোদ, সমাজে সিম্ধানত গ্রহণকারী সংস্থায় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ও অন্য সমুদ্ত গণতান্ত্রিক অধিকারের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে।

## मृद नमारकत मरथा जात्र दननी नहरमािंगका ও वन्ध्र

এই মহান লক্ষ্যের প্রতি অনুপ্রেরিত হয়ে জাতীয় স্বাধীনতার স্বপক্ষে, সাম্বাজ্যবাদী কৌশলের বিরুদ্ধে এবং বর্ণবৈষম্যবাদী রাজত্বের সম্পূর্ণ অবসানের জন্য নাম্বিয়া, জিম্বাবউ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণ ও ব্বকদের সংগ্রামের প্রতি সংহাতিকে শক্তিশালী কর্ন। একইভাবে মাহারার জনগণের স্বাধীনতার জন্য ন্যায্য আকাংখার প্রতি এবং নয়া-উর্পানবেশবাদী ও সাম্বাজ্যবাদী হুস্ত-ক্ষেপের বিরুদ্ধে আফ্রিকার জনগণের সংগ্রামের প্রতি তাহাদের সাহাষ্যকে দত্তর কর্ন।

আরব জনগণের সংগ্রাম, বিশেষতঃ পি এল ও-র নেতৃত্বে প্যালেন্টাইনের আরব জনগণের সংগ্রাম এবং লেবানন ও গণতান্ত্রিক ইয়েমেনের জনগণের সংগ্রাম আমাদের সংহতি আরও শক্তিশালী করতে হবে। এরা হল মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদ, জিনোইজম ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে এবং ন্যাষ্য ও চিরস্থায়ী শান্তির পক্ষে। আবার এরাই সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের শিকার।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এবং গণত র ও সমাজ প্রগতির দ্বপক্ষে চিলির জনগণ ও ব্বকদের সংগ্রামের প্রতি সংহতি জোরদার কর্ন!

## क्मानिवार ও প্রতিভিয়ার বিরুদ্ধে

উর্গ্রের নিকারাগ্রের প্যারাগ্রের ব্রাজিল, বালভিরা ও অন্যান্য দেশের মান্বের সংগ্রামের প্রতি সংহতি শক্তিশালী কর্ন। শক্তিশালী কর্ন পোয়োর্টো-রিকোর স্বাধীনতা সংগ্রামের ও ফ্যাসবাদের বিপদের বিরুদ্ধে ও গণতন্মের জন্য সংগ্রামরত আর্জেণ্টনার ব্রক ও জনগণের সংগ্রাম এবং সাম্লাজ্যবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে ও পূর্ণ স্বাধীনতা, গণতন্য ও সমাজ প্রগতির জন্য লাতিন আর্মেরিকার ও ক্যারিবিয়ান জনগণের সংগ্রাম। দেশের শান্তিপূর্ণ প্রনগঠনের জন্য এবং জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সীমানাগত অথন্ডতা রক্ষার জন্য সাম্লাজ্যবাদ ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্লিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ভিয়েতনামের জনগণের প্রতি সংহতিকে জোরদার কর্ন।

ন্তন সমাজ গঠনরত কিউবার মহান জনগণের বির্দেখ অবৈধ জঘন্যতম অবরোধের বির্দেখ আমাদের ঘ্ণা উপচে পড়্ক। গ্রানতানামোয় সামরিক ঘাঁটি মার্কিন যুক্তরাদ্মকৈ অবিশন্তে নিঃসর্ত প্রত্যাপণি কবতে হবে এই ন্যায্য দাবীর সমর্খনে আমাদের সংহতিকে দ্যুতর কর্ন।

বিশ্ব উৎসব আন্দোলনের ইতিহাসে একাদশ উৎসব সন্দৃদ্ধ স্তদ্ভের মত বিরাজ কর্ক এবং এই উৎসবের আর্জাত সাফলাগর্নাল বিশ্বের গণত।িত্রক ও প্রগতিশীল ব্ব সমাজের কার্যক্ষেত্রে ঐকা ও সহযোগিতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর্ন।

স্বাধীনতা ও মর্যাদার জন্য সংগ্রামরত সমস্ত জন-গণের প্রতিই আমাদের সামাজ্যবাদবিরোধী সংহতি শক্তি-শালী হোক। শান্তি ও সামাজিক প্রগতির পথের যাত্রীদের প্রতি প্রেরণা ও সাহায্যের হাত আরও প্রসারিত কর্ন। আমাদের প্রচেন্টাসমূহ ঐক্যবন্ধ হোক:—

- —জনগণের আরও বিজয় অর্জনের জন্য
- —আশ্তর্জাতিক বিপ্লবী, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল যুব আন্দোলনের আরও সাফল্যের জন্য
- —সামাজ্যবাদ বিরোধী সংহতি, শান্তি ও মৈত্রীব জন্য বিশ্ব যুব ছাত্র উৎসব দীর্ঘজীবী হে।ক।

হাভানা—৫ই আগন্ট, ১৯৭৮

# বাঙলা সাহিত্যে ছলপতন মাণিক বল্যোপাধ্যায় / ডঃ সরোজমোহন মিছ

'ছন্দপতন' মাণিক বংশ্যাপাধ্যারেরই লেখা একটি উপন্যাস। নবকুমার নামে এক তর্ন্থ কবির আত্মকাহিনী। এই কবি নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে—''অলপবরসী কবি সম্পর্কে একটা চলটিত ধারণা স্থিত হয়ে আছে—অনেক বন্ধম্ল সংস্কারের মতই সেটা জোরালো। তর্ণ কবি বলতে লোকে ধরে নেয় কমবেশী স্নায়্প্রবণ, ভাবপ্রবণ পরম বেহিসেবী অকেজো অভিমানী একটা জীব—জীবন ও জগংটা যার কাছে নিছক স্বপনাদ্য ব্যাপার।

আমার সন্বশ্ধে এরকম একটা ধারণা নিয়ে এ কাহিনী পড়তে বসলে আমার অনেক কথা আর কাজের ঠিক ঠিক মানেটি ব্রুতে অস্ক্রিধা হবে:—অস্ক্রিধা কেন, মানে বোঝা সন্ভব হবে না। কারণ, আমি ঠিক বিপরীত রকম কবি এবং মানুষ।

আমি বস্তুবাদী কবি।

শ্বধ্ব কবিতায় নয় সব বিষয়েই বস্তুবাদী।

বস্ত্বাদী কবি কি?

ষে সত্যবাদী কবি। দ্বটো একই কথা। বস্তুই সত্য, সত্যই বস্তু।

আমি কবিতা লিখি শব্দমদ চোলাই করি না। আকাশ চবে আমি কাবাফ,লের চাষ করি না। মাটির পথিবীতে মান,ষেরই জীবন নিয়ে কাবোর ফসল ফলাই। জীবনত মান,ষের বিচিত্র কাবাময় প্রাণবস্তু জগৎ থেকে ভিন্ন মানব জগতের অস্তিত্ব নেই আমার কাছে। ভাব-চিস্তা আবেগ অন,ভূতি সবই পার্থিব জীবনের রসে প্রতী

ছেলেবেলা থেকেই কবিতায় খোকামি আর ন্যাকামি আমার পিত্তি জন্মলিয়ে দিয়েছে। মনে পড়ে পনের বছর বয়সে লিখেছিলাম—

শব্দ মদ বেচা শাড়িগ,লো কাব্যলক্ষীর দেহ চিরদিন কচি রেখে দিল।

म किशाला भव मत्र याक.

কাব্যলক্ষীর দেহে যৌবনের জোয়ার ঘনাক।

ইচ্ছার পিনী কাবালক্ষীর সব বয়সের বিচিত্র পের সংগ্য তখনও অবদ্য আমার পরিচর ঘটেনি, কিন্তু এ থেকে বোঝা যাবে সতেজ প্রাণবন্ত কবিতার দিকে ওই বয়সেই আমার কেমন পক্ষপাতিত্ব ছিল।

শ্বধ্ কবিতার নয়, জীবনেও আমি বস্তুবাদী।

কবি তার কবিভায় একরকম, জীবনে অন্যরকম—এটা আমার উভ্ডট ব্যাপার মনে হয়। এ যেন ব্রহ্মচারীর নারী অজ্য স্পর্শ না করেও শ্বং ইচ্ছাশন্তির সাহায্যে প্রোংপাদন। বাইশ বছর বরসে আমি প্রথম স্থির করি এবার আমার কবিতা বাজারে ছাড়া দরকার।

তার আগে কোথাও একটি কবিতাও আমি প্রকাশ করিন।

এই বয়সের কবির কবিতা ছাপাবার প্রথম প্রচেন্টার কত কুণ্ঠা কত ভারত্বতা থাকে কারো অজানা নেই,— কবিতা লিখে সে যেন মৃত্ত অপরাধ করেছে, কবিতা ছাপাতে চেরে অপরাধ করতে চলেছে তার চেরেও মারাষ্মক!

ভীর লাজক কবিকে সহজে কেউ পাত্তা দেয় না, চারিদিক থেকে তার ভাগ্যে জোটে শুধু অনাদর, উদাসীনতা ছেলেমান্য কবি হতাশা ও অভিমানে জর্জারত হয়ে যায়।

আমি এ হতাশা ও অভিমানকে প্রশ্রয় দিইনি।

নতুন কবির উপর জগৎ অকথারকম নিষ্ঠার. নতুন কবিকে সবাই গায়ের জোরে সাহিত্যের আসরের বাইরে ঠোল রাখে—এটাকে খাঁটি নির্দ্দলা সতা বলে মানতে আমি প্রথম থেকে অস্বীকার করেছি।"...

এ সবই কবি নবকুমারের কথা। তার আরও কথা আছে। তাও উল্লেখিত হবে ক্রমশঃ। কিম্তু নবকুমারের কাহিনীর এ ভূমিকা পড়তে পড়তে মনে হবে এ যেন মাণিক বন্দ্যোপাধারের নিজের সাহিত্য-জীবনের কাহিনী।

বাঙলা সাহিতো মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যথার্থ আবির্জাব বাংলা ১০৩৫ সালে। বন্ধ্যুদের নংগা বাজিরেখে বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় গলপ ছাপানোর জন্য লিখেছিলেন অতসীমামী'। অবশ্য মাণিক এ গলপ সম্পর্কে নিজেই তাঁর 'সাহিত্য করার আগে' প্রবন্ধে লিখেছিলেন 'বোমান্দেস ঠাসা অবাস্তব কাহিনী"। কিন্তু এ গলপ তো তিনি প্রকৃত অর্থে সাহিত্য করার জন্য লেখেননি—লিখেছিলেন বিখ্যাত মাসিকে গলপ ছাপান নিয়ে তির্কে জিতবার জন্য।' সেজনা এ গলেপ নিজের আসল নাম 'প্রবোধকুমার' না দিয়ে দিয়েছিলেন ডাক নাম 'মাণিক"।

মানিকের 'অতসীমামী' প্রকাশিত হয়েছিল 'বিচিতা' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায়। তার পূর্বে এই পত্রিকারই প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা', তার পূর্বে থেকেই প্রকাশিত ইচ্ছিল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার শরংচন্দ্রের 'শেষপ্রশন'। তখন বাঙলা সাহিত্যে 'আধ্বনিকতা' নিয়ে যে প্রচন্ড ঝড় এবং বিতর্ক দেখা দিয়েছিল বাঙলা সাহিত্যের এই দ্বটি উপন্যাসে তার সার্থক প্রতিফলন দেখা যায়। কিন্তু তার বছর দ্বই আগেই বাঙলা দেশে এবং বাঙলা সাহিত্যে আগ্রকটি প্রবণতা খ্ব জারালো হয়ে উঠেছিল—তা রাজনীতি। ১৯২৬ সালে প্রত্তা-কারে প্রকাশের সক্যোগ্য সংগ্য শরংচন্দ্রের 'পথের দাবী'

ইংরেজ সরকার কত্তি বাজেরাপ্ত হরেছিল। এবং তার সমকাঁলেই সাম্প্রদায়িক ভেদব্দিধর বিরুদ্ধে তীর ভংসনা সহ লেখা হোল নজর্লের বিখ্যাত কবিতা কান্ডারী হু'নিশ্যার'।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বাঙলা সাহিত্যে আবিভূতি হলেন তখন মনে হয় রাজনৈতিক উত্তেজনা অনেকটা প্রশামত। সেজনা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাথমিক পর্বের লেখায় রাজনৈতিক প্রভাব দেখা বায় না। সাহিত্যে আধ্বনিকতাই ছিল তখন প্রধান আলোচা। মানিক তাঁর তংকালীন মানিসকাতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "আমার সাহিত্য করার আগের দিনগর্লি দ্বভাগে ভাগ করা বায়। স্কুল থেকে শ্রুর করে কলেজে প্রথম এক বছর কি দ্ববছর পর্যক্ত রবীন্দ্রনাথ-শরংচন্দ্র প্রভাবিত সাহিত্যই ঘেটেছি এবং তারপর কর্তাদন খ্রুব সোরগোলের সঞ্জো বাংলায় যে 'আধ্বনিক' সাহিত্য স্ভিইছল তার সঞ্জো এবং সেই সাথে হ্যামশ্বনের 'হাজ্যার' থেকে শ্রুর করে শ-র নাটক পর্যক্ত বিদেশী সাহিত্য এবং ফ্রয়েড প্রভৃতির সঞ্জো পরিচিত হবার চেন্টা করেছি।" (সাহিত্য করার আগে)

তারপর নিজের ব্যক্তি মানস, বাস্তব জীবনে সংঘাত এবং সাহিতো অভাববোধ সম্পর্কে লিথেছেন, "ছেলেবলা থেকেই গিরেছিলাম পেকে। অলপ বয়সে 'কেন' রোগের আক্রমণ খ্ব জোরাল হলে এটা ঘটবেই। ভদ্র জীবনের সামা পেরিয়ে ঘনিষ্টতা জম্মেছিল নীচের স্তরের দরিদ্র জীবনের সংগা। উভয় স্তরের জীবন সম্পর্কেনানা জিল্পাসাকে পপন্ট ও জোরাল করে তুলত। ভদ্র জীবনে অনেক বাস্তবতা কৃত্তিমতার আড়ালে ঢাকা থাকে, গারীব অশিক্ষিত খাটিয়ে মান্বের সংস্পর্ণে এসে ওই বাস্তবতা উলগার্পে দেখতে পেতাম, কৃত্তিমতার আবরণটা আমার কাছে ধরা পড়ে যেত। মধ্যবিত্ত স্কৃথী পরিবারের শত শত আশা-আকাজ্কা অক্ষ্প্ত থাকায়, শত শত প্রয়োজন না মেটার চরম রূপ দেখতে পেতাম নিচের তলার মান্বের দারিদ্রা-পাঁড়িত জীবনে।

গরীবের রিম্ব বঞ্চিত জীবনের কঠোর উল্পা বাস্তবতা আমার মধ্যবিত্ত ধারণা, বিশ্বাস ও সংস্কারে আঘাত করত --জিজ্ঞাসা জাগত, তাহলে আসল ব্যাপারটা কি?

ছাড়া ছাড়া জিজ্ঞাসা—বাস্তবতাকে সমগ্রভাবে দেখবার বা একটা জীবন দর্শন খোঁজার মত সমগ্র জিজ্ঞাসা খাড়া করবার সাধ্য অবশাই তখন ছিল না।

সাহিত্যে কিছ্ব কিছ্ব ইণ্গিত পেতাম জবাবের।
বড়দের জীবন আর সমস্যা নিয়ে লেখা গলপ উপন্যাসে।
সেই সংশ্যে সাহিত্য আবার জাগাত নতুন নতুন জিজ্ঞাসা।
জীবনকে ব্রুবার জন্য গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়াতাম গাইপ
উপন্যাস। গলপ উপন্যাস পড়ে নাড়া খেতাম গভীরভাবে,
গলপ উপন্যাসের জীবনকে ব্রুবার জন্য ব্যাকুল হয়ে
তল্লাস করতাম বাস্তব জীবন।

......আমার জিজ্ঞাসা ছিল প্রেম আর দেহ সম্পর্কিত

সমস্যা নিয়ে, সাহিত্যের প্রেম আর বাশ্তব জীবনের প্রেম নিয়ে। সাহিত্যের ফাঁকা প্রেম খাঁ,জে পেতাম না মধ্যবিত্তের জীবনে অথবা নিচের তলার। মধ্যবিত্তের বাশ্তব জীবনের প্রেমে যেট্রকু ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য দেখতাম তার সম্পান গেতাম না নিচের তলার জীবনে। আবার নিচের তলার প্রেমে ঐশ্বর্যের রিস্ততা সত্ত্বেও যে সহজ বলিষ্ঠ উদ্মাদনা দেখতাম, মধ্যবিত্তের জীবনে তার অভাব ধরা পড়ত।"

"যাই হোক, ছোট বড় লেখকের বই ও মাসিকের লেখা পড়তে পড়তে এই প্রশ্নটাই ক্রমে ক্রমে আরও স্পষ্ট জোরালো হরে উঠতে লাগল বে, সাহিত্যে বাস্তবতা আসে না কেন, সাধারণ মান্য ঠাই পার না কেন? মান্য বে ভালা নর মন্দ হয়, ভাল-মন্দ মেশানো হয় না কেন? শরং-চন্দের চরিত্রস্থিত হ্দয়সর্বস্ব কেন, হ্দয়াবেগ কেন সব কিছ্ নিয়ন্ত্রণ করে মধাবিত্তের হ্দয়।

ভদ্র জীবনের বিরোধ, ভণ্ডামি, হীনতা, স্বার্থপরতা, অবিচার, অনাচার বিকার-গ্রুস্ততা, সংস্কার প্রিরতা, বাশ্বিকতা ইত্যাদি তুচ্ছ হয়ে এ মিথ্যায় কেন প্রশ্রুর পায় যে ভদ্র জীবন শুখু স্কুল্সর ও মহৎ ? ভদ্র সমাজের বিকার ও কৃতিমতা থেকে মুক্ত চাষী-মজুর, মাঝি-মাল্লা. হাড়িবান্দিদের রুক্ষ কঠোর সংস্কারাচ্ছন বিচিত্র জীবন কেন অবতেলিত হয়ে থাকে, কেন এই রিবাট মানবতা—যে একটা অকথা অনিয়মের প্রতীক হয়ে আছে মানুষের জগতে – সাহিত্যে দেখা যায় না ?

ক্রমে ক্রমে সাহিত্যের এই অসম্পূর্ণতা, বাস্তব জীবন ও সাধারণ বাস্তব মান্ধের অভাব বড়ই পীড়ন করত। সংঘাতের পীড়ন।

আমার নিজের জীবনে যে সংঘাত ক্রমে ক্রমে জোরাল হয়ে উঠছিল সাহিত্য নিয়েও ক্রমে ক্রমে অবিকল সেই সংঘাতের পাল্লায় পড়েছিলাম।

ভদ্র পরিবারে জন্মে পেয়েছি তদন্রপে হ্দর আর মা. অথচ ভদ্র জীবনের কৃতিমতা. যালিক ভাবপ্রবণ্তা ইত্যাদি অনেক কিছুর বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে বিদ্রোহ মাথা তুলেছে আমারই মধ্যে! আমি নিজে ভাবপ্রবণ অথচ ভাবপ্রবণতার নানা অভিব্যক্তিকে ন্যাকামি বলে চিনে ঘ্ণা করতে আরম্ভ করেছি। ভদ্র জীবনকে ভালবাসা, ভদ্র আপনজনদেরই আপন হতে চাই, বন্ধুছ করি ভদ্রখরের ছেলেদের সংগাই, এই জীবনের আশা-আকাজ্কা স্বংনকে নিজম্ব করে রাখি, অথচ এই জীবনের সংকীণতা. কৃতিমতা, যালিকতা, প্রকাশ্য ও মুখোস-পরা হীনতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মনটাকে বিষিয়ে তুলেছে।

এই জীবন আমার আপন অথচ এই জীবন থেকেই মাঝে মাঝে পালিরে ছোটলোক চাষা-ভূবোদের মধ্যে গিরে যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। আবার ওই ছোটলোকদের অমার্জিত রিক্ত জীবনের রুক্ষ কঠোর নম্ন বাঙ্গতবভার চাপে অভিথর হয়ে নিজের জীবনে ফিরে এসে হাঁখ

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছন্দপতনের কবি নবকুমারের

মতাই বস্তবাদী বা স্তাবাদী লেখক। মধ্যবিস্তস্কভ ভারপ্রণতাকে কাটিয়ে মাটির পৃথিবীর মানুবের জীবন নিয়ে সাহিত্যের ফসল ফলাতে চেয়েছেন। বাঙলা সাহিত্যে অনেক নামী-দামী সাহিত্যিক ছিলেন। ক্রীদের মধ্যে প্রথম শরংচন্দ্রই সাহিথ্তা বাস্তবতাকে স্বীকৃতি জানালেন। সমাজ জীবনে আপত নিস্তরগাতার অন্তরালে যে কাত যন্ত্রণা এবং বেদনাবোধ ল কিয়ে ছিল শবংচন্দট প্রথম আমাদের কাছে তা উপস্থিত করেছেন। তিনিই প্রথম অনেক অন্যায় আর গোঁড়ামিকে নিমাম আঘাত করেছেন। শরংচন্দ্রের কাহিনীতে পতিতা আর অসতীরা চরিত্র হয়েছে। বড় হয়ে উঠেছে তাদের মন্যার। তখনকার অন্য কোন লেখক এটা পারেননি। তবে শরং-চন্দ্রের দূলিট সীমাবন্ধ ছিল মূলত মধ্যবিত্ত নারীত্বের ক্ষেত্র। মাঝে মাঝে তার সাহিত্যে সমাজজীবনের মূল সমস্যা দেখা দিলেও সামাজিকভাবে তাকে তিনি আঘাত করতে পারেননি। বিষয়ী সামন্তবাদী মানসিকতা এবং সমাজব্যবস্থার আমূল উচ্ছেদ করতে না পারলে কেবল ভাবপ্রবণতার শ্বারা অন্যের হৃদয়কে সিক্ত করা যায়, মূল সমস্যার কোন সমাধান করা যায় না।

মাণিকের সমকালে বাঙলা সাহিত্যে একটি নতন অভিযান দেখা দেয়। এই অভিযাতীরা ছিলেন হামশ্ন-লরেন্স-হান্ত্রলি-গোকীর ভাবশিষ্য। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের প্রচন্ড ভাঙনের পরে এদের মধ্যেও ভাঙনের প্রবল নেশা এবং পরিণামে হতাশা আর নৈরাশ্যই দেখা দিল। এই অভিযানের যুগকে সংক্ষেপে বলা হয় 'কল্লোল যুগ'। এদের বয়সে ছিল তার ্বা, ভাবে ছিল রবীন্দ্র বিরোধিতা। এদের ভাষার তীব্রতা, ভাগার নতুনত্ব, নতুন মানুষ ও পরিবেশের আমদানি ও নরনারীর রে:মাণ্টিক সম্পর্ককে বাস্তব করে তোলার দুঃসাহসী চেষ্টা বাঙলা সাহিত্যে এক আলোড়ন তলেছিল। কিন্তু এদের বিদ্রোহে যতটা ফেনা ছিল ততটা বাস্তবতা ছিল না। আসলে এরা ছিলেন মলেত রবীন্দ্রভম্ভ এবং রোমাণ্টিক ভাববিলাসী। তব্ এই সময়ে বাঙলা সাহিত্যে এক নতুন দিগতত খুলে গেল। বিষ্ক্রম রবীন্দ্রনাথের বাঙ্কা উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা ছিলেন প্রধানত সমাজের উপরতলার মানুষ। সেখানে পতিতাদের ভীড় জমালেন। আকবর লাঠিয়ালরা সেখানে প্রবেশ পেল। কল্লোল যুগের লেখকদের রচনায় এল খাঁটি গ্রামের মান্ত্র আর করলাখনির কুলি-কামিনরা। এ'দের হাতে আমরা পেয়েছি খাঁটি গ্রাম্যজীবনের আর করলার্থনির ছবি। ছবিগুলো ঠিক বাস্তবতা লাভ করতে পারেনি। বৃহত্তর জীবনের সঞ্গে বাস্তব সংঘাত আর্সেনি! মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, "ব্যক্তি জীবন এসেছে কিন্তু বঙ্গিত জীবনের বাস্তবতা আসেনি—বঙ্গিতর মানুষ ও পরিবেশকে আশ্রম করে রূপ নিয়েছে মধ্যবিত্তেরই রোমাণ্টিক ভাবাবেগ। মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতা আসেনি, দেহ বড় হয়ে উঠলেও মধ্যবিত্তের অবস্তাব রোমাণ্টিক প্রেম বাতিল হর্নন, ওই একই রোমাঞ্চ শৃংখ্ দেহকে আশ্রম করে খানিকটা অনাভাবে র পায়িত হয়েছে।" মাণিক বন্দ্যোপাধ্যার বাঙলা সাহিত্যে সেই বাস্তবভার অভাব প্রণ করেছেন। তিনি শৈশব থেকে সারা বাঙলার গ্রামে শহরে ঘ্রের ঘ্রের যে জীবন দেখেছেন, নিজের জীবনের বিরোধ ও সংঘাতের কঠোর চাপে ভাবাল্বতার আবরণ ছিড়ে ছিড়ে জীবনের যে কঠোর নান বাস্তব রূপ দেখেছেন, সেই সাধারণ বাস্তব মান্বের জীবনকেই সাহিত্যে প্রতিফলিত করেছেন। ভাবপ্রবর্শতার বিরুদ্ধে বাস্তবতার আমদানি বাঙলা সাহিত্যে মাণিকের অন্যতম অবদান।

মাণিক ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র। বিজ্ঞানীর মতই খ্রিটয়ে খ্রিটয়ে জীবনকে দেখা ছিল তাঁর অভ্যাস। বিজ্ঞানীর মত নিরাসন্ত দ্ভিট নিয়েই মাণিক বাঙলা উপন্যাসে স্থিট করেছেন একের পর এক অনন্যসাধারণ চরিত্র—শ্যামা, শশী, যশোদা, সত্যপ্রিয়. বস্ভা, রাঘব মালাকার প্রভৃতি। বাঙলা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক দ্ভিট নিয়ে গলপ উপন্যাস লেখা ছিল মাণিকের আরেকটি অবদান।

সে জন্যই তো 'ছন্দপতন' উপন্যাসের কবি নবকুমারের মত মাণিকও বলতে পারেন, 'শৃংধ্ কবিতায় নয়,
জীবনেও আমি বাস্তববাদী।' হতাশা আর অভিমানকে
মাণিকও প্রশ্রয় দেননি। তার প্রথম উপন্যাস 'জননী'র
শ্যামার জীবনে এসেছে আঘাতের পর আঘাত। নানা
বিপর্ষয়ে জীবন তার ক্ষতবিক্ষত. তব্ হতাশায় না ভেঙে
পড়ে সে তার ছেলেদের নিয়ে সংসারে প্রতিষ্ঠিত হবার
জন্যই সংগ্রাম করেছে। তার গলেপ উপন্যাসে এর অজস্র
উদহেরণ আছে।

সেজন্যই বন্ধুরা যখন বলে পত্রিকার সম্পাদকরা গায়ের জােরে নতুন লেখককে সাহিত্যের আসরের বাইরে ঠেলে রাখে তখন সে কথা কবি নবকুমারও স্বীকার করে না, মাািণকও প্রতিবাদ করে লিখে ফেলেন প্রথম গল্প 'অতসীমামী' এবং তা অচিরে প্রকাশিতও হয়।

মাণিকের জীবনে একটা প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্টা ছিল অম্ভূত দ্ঢ়তা। নবকুমারকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে বললে সে অনায়াসে দৃস্থ ভশ্গিতে নিজের কবিতাই আবৃত্তি করে শোনায়. তার স্বকীয়তা প্রচার করে। মাণিকও বাঙলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন এক দৃঢ়তা নিয়ে উপস্থিত। নবকুমারের মত তিনিও বলতে পারেন, "আমিও সম্পূর্ণ নতুন পৃথক জীবনদর্শন র্পায়িত করছি আমার কবিতায়।"

জীবন বিচিত্র। ভয় লোভ হিংসা আর মিথ্যার চাপে বিকারগ্রুত জীবন। অপিণাতদ্দিতে যাকে চরিত্রের দৃতৃতা মনে হয় আসলে তাও যে নিছক প্রাণশক্তির একটা বিকার। সামঞ্জস্যবিহীন জীবনযাত্রা। ঘরের কোণে সংসারের কাজে আটক তৃণ্ডি আর আধানিক মধ্যবিত্ত শিক্ষিতা মেয়ে মানসীর মধ্যে সামাজিক নিয়মে কোন তারতম্য নেই। সে জন্য মানসীদের মধ্যেও দেখা যায় স্ক্রনির্দিষ্ট মানসিক গঠনের অভাব। "তৃণ্ডিদের জীবন হয় পঞ্জা, সংকীণ্, ক্ষ্তুত্ব পরিধির মধ্যে অগভীর কৃত্রিম স্ক্র্থনিকটা কারবার।" আর 'মানসীদের জীবন হয় আরও খানিকটা

এলোমেলো বিশৃত্থলার মধ্যে দিশেহারা আর

রেরাধে জটিল। সেও বঁতা সত্যিকারের মুক্তি পায় না।

ছিপ্তি আর মানসীর জীবন সেই একই পরাধীনতার এপিঠ
আর ওপিঠ। বাইরে খানিকটা চলাফেরা, অনেকের সংগ্র
মেলামেশা, খানিকটা বাঁধাধরা বিদ্যা আর ছাঁচে ঢালা
অভিজ্ঞতা—মানসীদের আসল পাওনা এইট্কুই। সংঘাতময়
বৃহত্তর জীবনের সংগ্র তারও আত্মীয়তা নিষিম্প-দ্ব
একটি টেউ শ্ধ্র গায়ে লাগতে পারে। তারই মারাথাক
ফল হয় সংগতিহীন স্বকীয়তাহীন বিচিত্র কিম্তু ভিয়
ভিন্ন অনৈকাময় চেতনার বিকাশ। আজ যা চরম সত্য,
কাল তা সাত্য কুর্গসং মিধ্যা মনে হয়। অজ যা জীবনের
শ্রেষ্ঠ কামনা, কাল তার ম্ল্য খ্রেজ পায় না।"

সংসারের ধরাবাঁধা নিয়মনীতিগুলো আজকাল আর
চলে না। খাটো কাপড়ের মত নীতির আঁচল এদিকে
টানলে ওদিকে কুলোয় না। মধ্যবিত্ত সমাজ-সংসার একটা
প্রচণ্ড ভাঙনের মুখে। প্রানো রীতিনীতি মেনে আর
চলছে না। আর্থিক অনটন এবং অনিশ্চিত ভবিষাতের
জন্য তাদের জীবন সংগ্রাম তীব্রাকার ধারণ করেছে।
পেটের দায়ে সারাদিন চানাচ্বর বিক্রী করেও বাড়িতে
চাকরি বলে তাকে চালিয়ে যেতে হয়। অর্থের জন্য
কিশোরী মেয়েকেও অন্যের গা ঘেশ্যে দাঁড়াতে হয়।
প্রানো মূল্যবোধ আর নেই অথচ তাকে অস্বীকার কবে
এমন মানসিক দ্তেতাও নেই।

সংঘাতময় এ জীবনে নবকুমারের মনে স্বাভাবিক-ভাবেই প্রশন জাগে "কবিতা লিখি কেন?" আর্টের অনেক বই পড়ে, অনেক তর্ক সভায় হাজির হয়েও কবি নবকুমার সঠিক বলতে পারে না কেন সে কবিতা লেখে? এ নিয়ে চলে অনেক চিল্তা, অনেক অস্থিরতা। রাজপথে মানুষের ভিড়ের সঙ্গে মিশে কবি একাকার হয়ে যায়। বিচিত্র বেশ আর বিচিত্র বয়সের পথ-চলা বাস্ত মানুষগললো এক সমগ্রতার ঐক্য জানিয়ে দেয় কবির মনে। কবি অনুভব করে "পথে-হাটা মানুষ পথে দ্দিকেই হাটে, পরস্পরের পাশ কাটিয়ে চলে যায় বিপরীত দিকে কিন্তু তাদের জীবনযাতার পথ শুধু পিছন থেকে সামনের দিকে, পাথেয় শুধু জীবনবে এগিয়ে নেবার সংগ্রাম।"

কবি উপলব্ধি করেন, "মান্বের সংগ্রামী জীবনের মর্মবাণীকে ভাষা দিতেই আমার কবি হওয়ার সাধ।" এই শহরের পাকা দালান থেকে বফিতর খোলার ঘর থেকে গ্রামের ওই খড়ের ঘরের অগণিত মান্য আমার পথ চেয়ে আছে, উৎকর্ণ হয়ে আছে ছদেদ ও স্বরে আমার আহ্বান শোনার জন্য। এ মিথ্যা কথা নয়, অলীক কল্পনা নয়। দেহের প্রতিটি অণ্ব পরমাণ্ব দিয়ে আমি লক্ষ্ক কোটি মান্বেয় এই অসীম ধৈর্যের প্রতীষা অন্ভব করি।" তারা যেন কবিকে আহ্বান করে বলছে—"হে আমাদের কবি, হে আমাদের নবজন্মের নবজীবনের নববসন্তের মুখর প্রতীক. আমরা তোমার বরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি, তুমি প্রস্তুত হয়ে এস।"

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত তার "কেন লিখি" প্রবন্ধে লিখেছেন, "জীবনকে আমি যে ভাবে ও যত ভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ক্ষুত্র ভশ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি। আমার লেখাকে আশ্রয় করে সে কতকগ্লি মানসিক অভিজ্ঞতা লাভ করে—আমি লিখে পাইরে না দিলে বেচারী ষা কোনদিন পেতো না।"

চলার পথে একদিন নবকুমার দেখল কলোনীর ধারে অমালকে। ছে'ড়া একটা ডুরে কাপড় পরে কলে কলসী ভরছিল। "রাস্তায় গাড়ী চলছে তার থেয়াল নেই কিন্ত প্রত্যেকটি লোকের দিকে চোথ তুলে তাকাচ্ছে। জিভেন্স করছে, আমি কে জানো? আমি মেয়ে নই, আমি একটা মানুষ।" "এ তার নারীত্বের মন্ব্যুত্ব চাওয়া নয়। भान्य रालहे भन्याप मारी कता। स्म स्पास ना भन्न स সেটা বড় কথা নয়, সে মানুষ। মেয়েলি সমস্যা তার আসল সমস্যা নয়, আর একেবারে গোড়ার বঞ্চিতদের অধিকার নিয়ে অনেক মেয়ে লড়াই করেছে. এখনো করছে। কিন্তু ওই বয়সের ওরকম একটি সাধারণ মেয়ের কাছে এই দাবী ছাড়া আর সবকিছ, তুচ্ছ হয়ে যাওয়া সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার।" মানুষের মত বাঁচার জন্য ও অনায়াসে নারীত্বের মর্যাদা চুলোয় দিতে পারে আবার দরকার হলে সেজন্য অনায়াসে গুলির সামনে বুক পেতেও দিতে পারে। ওর এই কথাটা কবির কাছে ভাষা দা**ৰী** 11:

আরেকদিন চলতে চলতে কবি গিয়ে হাজির হয় মন্মেণ্টের নীচে—হাজার হিশেক জনসমাবেশে। চারিদিকে যে অসহা অবস্থা তার প্রতিকারের দাবিতে এই সমাবেশ। কবি এই সমাবেশের জন্য একটা কবিতা লিখে এনেছেন তার নাম 'প্রতিকার চাই'। কবিতাটা কিশোর অধীরের ভালো লাগে। কারণ এতে সতিয় প্রাণ আছে। এক সভায় কবিতাটা বেশ নাড়া দেয়। কবি উপলব্ধি করে এতদিনে সে কবিতা লেখার মর্ম উপলব্ধি করেছে—কবিতার ধরণই বদলে গেছে তার।

নানা মান্বের কাছে সে তার কবিতাকে নিয়ে ষায়।
তারা শোনে। গভীরভাবে তাদের নাড়া দের কিন্তু সমাজের
নীচ্তলায় যারা আছে, চানাচ্র বিক্রীওয়ালা নিখিল,
আলেয়া প্রভৃতি সন্তুল্ট হয় না। তাদের দাবী তারা ব্রুতে
পারে এমন কবিতা চাই।

কবি নবকুমার সেখানে নামে না। কারণ শুধু বন্ধুমহলে তারিফ পাওয়ার জন্য তো সে কবিতা লেখে না।
ব্যক্তিস্বাধীনতা আর প্রতিকার নামে যে কোন অসংযম আর
উশ্ভেশলতাকেও প্রশ্রয় দেয় না, কোন স্বার্থের খাতিরে
সম্ভানে সচেতনভাবে নিজের বিবেককেও বিলিয়ে দেয় না।
যে জন্য সে যায় একটি সাধারণ মেয়ে তমালের কাছে
কিংবা মহিমের বিড়ির দোকানে কবিতা শোনাতে। কারণ
তার কবিতা যদি এদের নাড়া না দেয় তাহলে বার্থ হবে
তার নতুন যুগের কবিতা লেখা।

'প্রতিভা' সম্পর্কে সাধারণ ধারণার প্রতি তার কোন শ্রুম্থা নেই। কারণ সে জানে, "প্রতিভা কোন আকাশ থেকে পড়া গুনুণ কিংবা ছাঁকা কোন গুনুণ নয়। অনেক কিছু জড়িরে এই গুনুণ—কোন বিষয়ে সাধনা করার বিশেষ ক্ষমতা আর আগ্রহই আসল কথা। বৈজ্ঞানিক আর কবির প্রতিভা আসলে এক—দ্ব'জনের মধ্যে তফাৎ শৃধ্ব ঝোঁকের। মনের গড়ন, পরিবেশ, স্ব্যোগ-স্ক্বিধা অনেক কিছু মিলে ঝোঁকটা ঠিক করে।

১৯৪৭ সালে প্রকাশিত 'প্রতিভা' শীর্ষক রচনায়ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন "প্রতিভা ওই দক্ষতা অর্জনের ক্ষমতা। আর কিছনুই নয়। কোন বিশেষ প্রতিভা নিয়ে কেউ জন্মায় না।" আসলে এটা একটা মিথ্যা অহঙ্কার। সেই অহঙ্কার লেখক কবিকে ছাড়তে হবে। তাদের ভাবতে হবে "আমি দশজনের একজন।" "জন-সাধারণ না থাকলে কারখানার উৎপাদনের যেমন মানে হয় না, প্রতিভার উৎপাদনই তেমনি অর্থহীন হয়ে যায়।"

কবি নবকুমার উপলব্দি করে তার কবিতা সাধারণ মান্বের ঐতিহ্যগত কাব্যবাধাকে নাড়া দিতে পারলেও তাতে তাদের প্রাণের ভাষা আর্সেনি। তার কবিতায় নত্ন ভাব, নতুন ব্বগের নতুন সতা এলেও যেন তা সার্থক হয়ে উঠতে পারছে না। সেজন্য এক ভীষণ অস্থিরতায় সে ছৢ৻ট যায় সবরকম মান্বের কাছে। মিলেমিশে তাদের আপন হবার চেন্টা করে।

অবশেষে সে উপলব্ধি করে তার মধ্যে সংগ্রামী

মান্ধের মর্মবিদনাকে রুপ বাকুলতা আছে, কিন্তু তাদে, নেই। সে বেন যন্তের মত অস্থি শেষ পর্যন্ত নবকুমার হারাকে উপলব্দি করল, "ভালবাসা ছাড়া ভালবাসা ছাড়া আছাীয়তা হয় ন বাসায় মান্ধের আপন না হয়ে কি করে ৬... ভাষা—যে ভাষায় ছাড়া জীবন কবিতায় কথা কয় না।"

এই উপলব্ধির মধ্যেই নবক্মারের কাহিনী শেষ কিন্তু মাণিক বন্দ্যোপাধারের এখানেই শর্। মাণিক বন্দ্যোপাধারের পূর্বে বাঙলা সাহিত্যে অনেক বিখ্যাত লেখক ছিলেন। নানা আদর্শ, চিন্তা এবং রুপায়ণের জন্য তাদের শ্রেষ্ঠত্বও অনন্দ্রীকার্য, কিন্তু শ্রুপ্থা এবং ভালোবাসা দিরে সমাজের সংগ্রামী মানুষের মর্মবেদনাকে ফুটিরে ভোলার কৃতিত্ব বোধ হয় একমাত্র মাণিক বন্দ্যোপাধ্যাযের। তার প্রেব সাধারণের প্রতি যথার্থা ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায় একমাত্র শরংচন্দ্রের মধ্যে কিন্তু তার ক্ষেত্র সীমিত।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই একমাত্র লেখক যিনি সংগ্রামী মান, যের জীবন সমস্যাকে, সমাজের শ্রেণী সংঘাতকে, নতুন বংগের নতুন সত্যকে তীব্রভাবে রপোয়িত করেছেন। গতান, গতিক ভাবধারাকে ভেঙেচ, রে তিনি সম্পূর্ণ নতুন খাতে বাংলা কথাসাহিতাকে সমৃদ্ধ করলেন সেজন্য একদিকে তিনি যেমন বাঙলা সাহিত্যের ছন্দপ্তন অন্যাদিকে তেমনি তিনি নতুন যুগের পথিক্ছ।

"কোন দেশের অধিবাসীদিগকে সাময়িককা**লের জন্য নিস্তেজ করি**য়া ফোলিয়া অপমানের বোঝা বহিতে বাধ্য করা যায় বটে কিম্তু তাহাদিগকে চিরতরে তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য করা যায় না।"

—রবীন্দ্রনাথ

## ফাঁসীর মঞ্চে শৃশ্বলিতের এই প্রহরে॥

ম্ল রচনা—ফারেজ আহ্মদ কারেজ (উপন্) অন্বাদ—স্নীলকুমার গগোণাধ্যায়

ফারেজ আহ্মদ ফারেজ পাকিস্তানের কবি। শিক্ষালাভ লাহোরে ১৯৫১-৫৫ মন্ট্রামারী জেলে বন্দীবাসে ছিলেন। ভারত-পাকিস্তান মৈন্ত্রীর ক্ষেন্ত্রে তিনি ছিলেন অগ্রণী কমী। ১৯৫১ সালের ৫ মার্চ 'অবজার্ভার' এই মন্তব্য করেছিল: ভারত-পাকিস্তান জুড়ে ঘ্লার আবহাওয়া যখন তুলো, তখন তিনি অসম সাহসিক্তায় মহাত্মা গান্ধীর শেষ কৃত্যান্ট্রানে যোগ দেন। ম্সলীম-লীগ-পন্থীরা তাঁকে যে সাম্প্রদায়িক ঘ্লার বিষে জজরিত করেছিলেন, তা তাঁর কমার্নিন্ট মনোভাবের জন্য নয়—লীগ-পন্থীদের বন্ধ্যা ও অসার নীতিসম্হের নির্ভিক ও কঠোর সমালোচনার জন্য।' ইনি লাহোর থেকে প্রকাশিত 'পাকিস্তান টাইমস'-এর সম্পাদক। ইক্বালের পর ফারেজ সাহেবকেই উর্দ্ব ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি রূপে গণ্য করা হয়।

মৃত হয়,
সমসত চলার পথেই, জীবনের পথে পথে, ।
আকান্দিত বসন্তদিন ব্যতিক্রম শুধু,
উৎকণ্টাহীনতায় নিমালিন দিন;
প্রতীক্ষার এমনতর অন্তিম প্রহরে
উৎকণ্টা-উন্বেগের চেনা-দিনলিপি
বোধিম্লে গড়ে দের দুর্বহ ভাব—

প্রতীক্ষার এমনতর সংশয়াক্ল অন্তিম প্রহর

পরীক্ষার এই হ'ল মাহেন্দ্রকণ, পরীক্ষাঃ অনশ্বর প্রেমের। দ্শ্যের গোচরে আসে প্রির মুখছবি এই শুভক্ষণে, শান্ত-সমাহিত হয় অস্থির হ্দয় এই শ্ভক্ষণে।
অথহীন সে-নিন্দত প্রহর,
পাশে যদি না-ই থাকে অংশভাগী সহযোশ্ধার মুখ.
যখন ছারামালা ন্তাপরা,
অথবা যখন ঠাওা মেঘ ভেসে বায়
পাহাড়ের মাথা ছারু,

ছ'্রে যায় চেনার বা সাইপ্রেস গাছের পাতা অর্থাহীন সে-নন্দিত প্রহর,

স্বাহীন স্বাপাত্তের মত। অসামান্যে-প্রতীকিত এইসব চিহ্নরাজি অনিঃশেষ হয়ে আছে বহুকাল ধরে

যেমন এখন বর্তমান এই প্রহর, দ্বিটর আড়ালে রাখে প্রিয়সাথীমুখ

শৃংখলিত ফাঁসীমণ্ডে আনন্দিত উল্লাসের বর্তমান ক্ষণ প্রয়োজন ও প্রকাশের উপয**়ন্ত ক্ষণ—যেমন** এখন। রন্তগোলাপ—উন্মীলনে শ্রেষ্ঠ-প্রকাশ

বাগানে যখন.

তুমি তার কেউ নও অথচ ফাঁসীমঞ্চে তুমিই সম্লাট; কে আছে এমন শক্তি,

বন্দী করে ধরে রাখে

উষার সমীরের পদ-সঞ্চরণ?

স**্প্রকাশ** বসম্ত-মাধ্রী সে তো সদাই ধরা। সেই প্রহর

নাইটিপ্সেল পাখির গান, বাহারী রণ্ডিন ফ্রলসাঞ্জে নান্দত ছন্দিত সে-প্রহর

व्याम यीन ना एनचि,

অন্যেরা দেখবে দ্' চোখ ভরে।

## মধ্যপ্রদেশের প্রাগৈতিহানিক গুহাচিত্র / নৌমেন বন্যোগাধ্যায়

১৯৫৩ সাল। মধ্যপ্রদেশের বিক্রম ৃবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান **ডঃ বিক্**রেশীব্দবাক-কর ফিরছিলেন মান্দাসর জেলা থেকে। ভনপর্রে পেণছে নদী পার হওয়ার জন্যে তীরের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। বালির মধ্যে পড়ে রয়েছে দর্টি পাথরের কঠার। তাঁর মনে হল ঐ গর্নি যারা তৈরি করেছিল নিশ্চর তারা কাছাকাছি গ্রহাগ্রিলতেই থাকত।

কিছ্বদিন পরেই ডঃ বাকৎকর সেখানে শ্রু করলেন প্রস্থাতিক খনন কাজ। কাজ শ্রু করার পর তৃত্যির দিনেই এক বিশাল গ্রুহার মধ্যে পাওয়া গেল নানা ধবণের প্রস্থবস্তু। ডঃ বাকৎকর গ্রুহাটির ভিতরের চারদিকে চোখ বোলাতে গিয়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁর নাড়ির গতি দ্রুত হয়ে গেল—গ্রুহাটির দেওয়ালে, ছাদে আঁকা বয়েছ অজস্র ছবি, প্রায় হাজার দ্রুরক! ডঃ বাকৎকরেব চোথের সামনে ভেসে উঠল ফ্রান্স ও স্পেনর বিখ্যাত প্রাক্তিতির্হাসিক গ্রুহাচিত্রগ্রিল, মনে পড়ে গেল বিখ্যাত প্রস্থাতত্ত্ববিদ গর্ভন সাহেবের কথা—ভারতে কোন গ্রুহাচিত্র নেই। স্প্রিত্ত প্রস্থাতত্ত্ববিদ ডঃ বাকৎকর তাঁর ক্ষেচ বই নিয়ে ছবিগ্রেল আঁকতে বসে গেলেন। এই ঘটনার কিছ্বদিন পবেই ভনপুর থেকে মাইল ছয়েক দরের মোদিতে ডঃ বাকৎকর আবিৎকার করলেন আরও কুড়িটি গ্রুহা। সেগালিতেও ছিল নব্যপ্রস্থতর ও তামপ্রস্থতর যুর্গের বহু গ্রুহাচিত।

পণ্যাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ডঃ বাংকর মালব উপত্যকার প্রায় ছাব্বিশটি অণ্ডলে তামপ্রস্তর যাগের সভাতার নিদর্শন আবিষ্কার করলেন। দেখা গেল ঐসব অণ্ডলের মংপাত্রগুলির গায়ে যে সব জীবজনতর ছবি আঁকা রয়েছে তাদের সংখ্যে কাছাকাছি নরসিংহবাদ ও ভনপ্রের গ হাচিত্রগালির রুয়েছে অল্ভত সাদৃশা। আরও দেখা গেল ঐ সব মুংপাত্রগুলি মধ্যপ্রদেশের মহেশ্বর ও নবদাতোলি অণ্ডলের মংপাতের সমসাময়িক। বয়স হল-২১০০-১৩০০ খ্রীফ্সুর্বাব্দ। অর্থাৎ নর-সিংচবাদ ও ভনপুরের গৃহাচিত্রগৃলিও ঐ সময়েই আঁকা হরেছিল। সেই প্রথম ভারতে গ্রহাচিত্রের বয়সকাল নিধারণ করা সম্ভব হল। এদেশে প্রথম গ্রেছাচ্ত আবিষ্কার করেছিলেন আচিবিষ্ড কার্লাইল ও জে ককবার্ণ বারানসী ও এলাহাবাদের মাঝামাঝি মীরজাপ্রে জেলার গ্রহায় সেই ১৮৮০ সালে। পরবতীকালে মধ্য-পদেশের মহাদেব পর্বতিমালার গ্রহাগরিলতে যে সব গ্রহা-<sup>চিত্রগ</sup>্রিল তাঁরা আবিম্কার করেছিলেন সেগ**্রলিকে শ্র্**ধুমাত্র শিল্প-আ**প্রেকর ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যস্ত করার** চেণ্টা করার ফলে তাঁরা খাব আশাপ্রদ ফললাভ করতে পারেনান। যাই হোক, নরসিংহবাদ ও ভনপারের গাহাচিত্রগালির সংখ্য মালব উপত্যকার মংপারগালের গারে আঁকা ছবিগালির মল দেখে মনে হয় তায়প্রত্তর যুগো ঐসব গুহাগালিতে বারা বাস করত তারা কাছাকাছি কৃষিজীবী সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছিল। এই অনুমানের পক্ষে প্রমাণও পাওরা গেল ঐ গুহাগালিতে পাথমিক খনন কাজ দালিয়ে। সেগালিতে গুহাবাসীদের শিকার কবাব হাতিরারগালির সংগে পাওরা গেল কাছাকাছি কৃষিজীবী সভাতার মংপার, তামার তৈরী তৈজসপর। অন্যান করা যেতে পারে গহোবাসীরা শিকার সংগ্রহ করে যে সব জিনিসপর জ্যোগাভ করত (যেমন, পশার চামভা, মধা, ফলমাল ইড্যাদি) তারই কিছুটা অংশ তারা বিনিময় করত নিকটবতী কৃষিজীবীনদেব মংপার ও তৈসজ্পরের সংগে। ঐসব মাংপারে যে সবছবি এবং ক্ষিজীবীদের যে সব আচার-অন্টান তারা দেখত সেগালিকে একে রাখত গহোর দেওয়ালে।

কিন্ত ভারতীয় পাগৈতিহাসিক গ্রুগচিণ্যর স্বদেশে গবংস্থপর্ণ আবিষ্কার ঘটতে তথনও বাকি ছিল। সেটি ঘটল ১৯৭৫ সালে। ঐ বছর মধাপদেশেরই ভিমারতকাস ডঃ বাকজ্কর আবিজ্কার করলেন সাতশটিরও বেশী প্রাকতিক গহে যাদের মধ্যে প্রায় পাঁচশটিতে বায়ভে অসংখ্য প্রাগৈতিহাসিক গুলাদির। ইতোপার্বে প্রথিবীর কোন দেশে এত প্রাগৈতিহাসিক গ্রহাচিত্রের সমাবেশ দেখা যার্যান। এ ছাড়াও ভিমাবতকার রয়েছে আরও দুটি বৈশিষ্টা। এখানে একটি গুতায় পাওয়া গিয়েছে শেষ পরো প্রদতর যথেব ১ (পায় বিশ হাজান বছর আগের) মান দেব মাথার খুলি। ভারতে এটিই ফসিল श्रथ्य निष्णंत । এবং এর নাম দেওয়া হয়েছে সদিপ্রেনস ভিমবেতিয়ান'। দিবতে য এখানকার বৈশিষ্টাটি হল গ্রহাগালিতে আদি প্ররাপ্রস্তর যাগ থেকে ঐতিহাসিক যুক্ত পর্যক্ত সংস্কৃতিব ধারা দেখতে পাওয়া যায়। তবে ভিমবেতকাব গ্রাচিত্তালির ক্যেকটি ছাডা তধিকাংশই প্রোপ্তস্তর যাগের শেষ ভাগের শ্বেতে অপাং চিশ হাজার খ্রীন্টপ্রবাস্থ্র আঁকা এবং এক হাজার খালীকাপ বাব্দের পর গ্রহাগালিতে আব মান্য বাস করত না।

ভিমবেতকার গ্রহাচিত্রগালির বিষয়বস্ত্ কি ছিল সেই আলোচনা করার আগে ইওরোপীয় উচ্চ প্রত্নপ্রতর যুগের Upper Palaeolithic age গ্রহাচিত্র সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা সেরে নিলে বিষয়টি বোঝার পক্ষে স্থিবধা হবে।

ইওবোপে, বিশেষতঃ ফ্রান্স ও স্পোন ঐ ব্বেগর বে সব গ্রোচিতগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে সেগালির বিষয়বস্তু প্রধানতঃ ছিল শিকারমূলক জাদ্বিদ্যা ( History of Mankind, Cultural and Scientific Development, Vol. 1. Unesco Publication প্র ২০৫, The Old Stone Age, Mfles Burkitt, প্রঃ ১৮৪ দুর্ভব্য)।

সে যুগে মানুষ বাস করত ছোট ছোট উপজাতিতে (tribe) ভাগ হয়ে। কয়েকটি কোম (Clan) মিলে গড়ে উঠত এক একটি উপজাতি। প্রতিটি উপজাতি থাকত যৌথভাবে। তাদের জীবিকা প্রধানতঃ ছিল শিকার করা। উপজাতির প্রতিটি সদস্যের নিক্তম্ব স্বার্থ বলতে কিছু ছিল না, ব্যক্তি সদস্যের নিক্তম্ব থাকত যৌথ সন্থার মধ্যে। দলবন্দ্ শিকার থেকে পাওয়া খাদ্য তারা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নিত ২। স্বাভাবিকভাবেই শিকার স্বলভ হওয়া এবং পশ্র বংশ ব্দিধর ওপরই নির্ভর করত উপজাতিগুলির জীবনধারণের প্রশ্ন।

কিন্তু সেই যুগে আদিম মানুষের কলাকোশল (technique) ছিল নিতান্তই অনুন্নত, প্রকৃতি সন্পকে জ্ঞানও ছিল খুবই সামান্য। তাই শিকারে সফল হওয়ার জন্যে তাদের প্রয়োজন ছিল কোন আতিরিক্ত উন্দর্শীপনার, প্রকৃতির সপো সংগ্রাম করার জন্যে অর্থাৎ পশ্রুর বংশব্দিথ ঘটাবার জন্যে প্রয়োজন ছিল কোন এক ধবণের কালপনিক কলাকোশলের। অর্থাৎ বাস্তব কলাকোশলের ঘাটতি প্রগের জন্যে তারা কালপনিক কলাকোশলের আগ্রয় নিত। এই কাল্পনিক কলাকৌশলাই হল জাদ্য। এই জাদ্য

ঐসব ছবি দেখে শিকারীরা নিজেদের শিকারে উৎসাহিত করত। সেই আদিম যুগেও মানুবের অলৌকিক শান্ত সম্পর্কে একটা ধারণার সৃষ্টি হরেছিল কিম্তু সেই আলৌকিক শন্তি ছিল পশ্ব ও মানুবের সম্মিলিত গ্রন্সম্পন্ন এবং আদিম মানুবেরা ভাবত ঐ অলৌকিক শব্তিও জাদ্ব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুবের নিয়ন্দ্রণাধীন হরে পশ্বর প্রজনন বাড়াবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তারা



চিত্র (ক) ফ্রান্সের নিঅস্ক গ্রহায় বাইসনের ছবিতে আঘাতের চিহ্ন রয়েছেঃ চোখে ফ্রটেছে যন্ত্রণার অনুভূতি



ফ্রান্সের লেট্রফ্রেরে গুহার অলোকিক শক্তির চিত্র।

অনুষ্ঠান ছিল অনুকরণম্লক আদিম মান্বেরা ভাবত কোন একটি অনুষ্ঠানকে সঠিকভাবে অনুকরণ করতে পারলেই প্রাকৃতিক নিরম মান্বের অধীন হবে। শিকারে যাবার আগে দলবন্ধ শিকার নৃত্যের মাধ্যমে তারা অতিরিক্ত উদ্দীপনা সংগ্রহ করত, বৃষ্টি না হলে মেঘের ভাকের নকল করে, আকাশে জল ছিটিয়ে তারা প্রকৃতিকে বৃষ্টি দিতে বাধ্য করবে বলে মনে করত। এইসব উদ্দেশ্য নিরেই সে বৃংগের শিল্পীরা আঁকত তীরবিন্ধ প্রশ্বর ছবি। ক্থনও তারা পশ্বর ছবিতে আঘাতের চিন্তু সৃষ্টি করত (চিন্তু ক)। অলোকিক শক্তির ছবিও আঁকত (চিত্র খ)। অর্থাৎ আদিয় সমাজে ছবি আঁকার একটা সামাজিক উপযোগিতা ছিল। সে যুগে তাই শিল্পীরা প্রকৃত অর্থে শৈল্পী হলেও ছবি আঁকার পিছনে সোল্ফর্য স্বিগ্রির প্রেরণার থেকে তাদের কাছে সামাজিক দায়িস্বই ছিল প্রধান। প্রতিটি শিল্পীই ছিল কোন না কোন উপজাতির সদস্য।

ছবি আঁকার জন্যে নিশ্চর তারা শিকার করা অর্থাৎ সমাজের অর্থনৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত ছিল তা না হলে ছবি আঁকার পিছনে তাদের পক্ষে অত সময় বার করা সম্ভব হত না। অতএব অন্মান করা চলে যে ছবি আঁকার জন্যে শিলপীদের খাদ্য সংগ্রহের মত সবচেরে গ্রেছপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব থেকে ম্বিড দেওয়া হত সে ছবির সামাজিক উপযোগিতা ছিল অপরিসীম। অর্থাং ছবি আঁকাই ছিল শিলপীর সামাজিক অর্থনৈতিক দায়িত্ব এবং উপজাতীয় সমাজের সদস্য হিসেবে শিলপীকে সে দায়িত্ব পালন করতে হত।

ইওরোপীয় প্রত্নপ্রতর যুগের ছবিগর্নির আণিক এবং ছবি আঁকার জন্যে স্থান নির্বাচনের দ্ভিতিশিকে একট্ খ'ন্টিয়ে বিচার করলে উপরোক্ত ধারণাই আরও দ্ঢ় হয়। ঐ সব ছবিগর্নিতে জীবজন্ত ও মান্বের একান্ত প্রয়োজনীয় অস্প-প্রত্যাপার্নিকেই আঁকা হয়েছে, শিল্পী তার দেখা জন্তু বা মান্বের রেখাচিত্রই হাজির করতে চেয়েছেন, কোন প্রাণ্ণা চিত্র এ'কে শিল্পস্বমা স্থিট করতে চার্নান।

স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা যায় তাধিকাংশ গ্রোগ্রিতেই প্রবেশ করা খ্রই কন্টসাধা এবং কোন কোন গ্রায় (যেমন, ফ্রান্সের ফ্রাণ্যাগ, লাপ্যাজিয়েগা প্রভৃতি) এত উচ্চতে ছবি আঁকা হয়েছে যে শিল্পীকে নিশ্চয় কোন সংগীর কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল। ফ্রান্সের নিঅস্ক দেখা যায় গ্রহার প্রবেশ পথ থেকে প্রায় আটশ গজ দ্রে ছবি আঁকার জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল, অথচ কাছাকাছি ছবি আঁকার উপযোগী অনেক দেওয়াল ছিল। এইসব দেখে মনে হয় সাধারণ মান্যকে দেখাবার জন্যে ঐ সব ছবি আঁকা হয়নি, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে সাধারণের স্বিভ্সীমার বাইরে রাখার উদ্দেশ্য নিয়েই ছবিগ্রি অত দ্বর্গম স্থানে আঁকা হয়েছিল। এই গোপনীয়তার পিছনে জাদ্বিদ্যা সংক্রান্ত অলৌকিকছের ধারণা থাকাটাই সম্ভব।

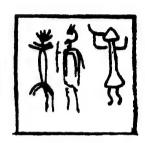
এবার ভিমবেতকার গ্রাচিত প্রসংগ্য আসা যাক।
ভিমবেতকার গ্রাগ্রিলতে দলবন্ধ শিকারের চিত্র দেখতে
পাওয়া যায়। দেখা যায় দলবন্ধ ন্ত্যের দ্শ্য। এগ্রিল
গ্রাবাসীদের যৌথ জীবনের পরিচয় দেয়। এই ধরণের
ন্ত্য এখনও আধ্নিক ভারতের বহ্ন উপজাতির মধ্যে
দেখা যায়।

ভিমবেতকার গ্রহাবাসীদের জীবনে অলৌকিক জাদ্দারির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ছবি আকার জন্য স্থান নির্বাচন এবং ছবিগ্রনিল আঁকা হয়েছে অত্যন্ত দুর্গম প্রান্ত, ছবিগ্রনিল আঁকা হয়েছে অত্যন্ত দুর্গম প্রান্ত, ছবিগ্রনিল আঁকা হয়েছে অত্যন্ত দুর্গম প্রান্ত, ছবিগ্রনিল প্রধানতঃই রেখাচিত্র এবং কোন কোন জীবজন্তুর ছবি বিশাল আকারে আঁকা হয়েছে (কোন কোনটি ৫ মিটার পর্যন্ত উচ্চ্ছা)। ঐ সব জীবজন্তুর ছবির মধ্যে কোন একধরণের অলৌকিক বিশেষক স্টিট করার জন্যেই ঐগ্রনিল সাধারণ আকারের চেয়ে অত বড় করে আঁকা হয়েছে। বিষয়বন্স্তুর দিক থেকেও ভিমবেতকার গ্রহাচিত্র-গ্রিল অলৌকিক জাদ্মশান্তকেই প্রকাশ করেছে। চিত্র গ্যাতে দেখা বাচ্ছে অলৌকিক জাদ্মশান্তকে আহ্মান করে নিরে বাওয়ার দৃশ্য। চিত্র (ঘ)তৈ তিনটি অলৌকিক জাদ্ম-

শান্তর প্রতীকদের ছবি আঁকা হয়েছে। চিন্ন (৬)তে আঁকা
হয়েছে একটি জাদ্বিদ্যাম্লক অন্তানের দ্শা।
ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে কয়েকটি মান্য পরদ্পরের হাত ধরে
নাচছে এবং একজন প্রোহিত জাদ্কর তার দ্পাশে
দ্বিট জাদ্শান্তর প্রতীককে জাগ্রত কয়ছে। ঐ প্রতীক
দ্বির মধ্যে পরোহিতের ডার্নাদকেরটি নিঃসন্দেহে কৃষিম্লক জাদ্শান্তর প্রতীক। ঐ ছবিটি দেখে মনে হয়
ভিমবেতকার গ্রহাবাসীরা তাদের কাছাকাছি সমতলবাসী
কোন উপজাতির মধ্যে ঐ রকম জাদ্বিদ্যাম্লক অনুষ্ঠান
দেখেছিল এবং ঐ উপজাতিটি অন্ততঃ প্রাথমিক ধরনের
কৃষি কাজ করত। আধ্বনিক ভারতে এখনও অনেক
উপজাতি ঐ ধরণের কৃষিম্লক জাদ্বিদ্যার অনুষ্ঠান করে
এবং পরস্পরের হাত ধরে ন্তা করা ঐ রকম অন্ষ্ঠানের
বিশ্যে অল্পা।

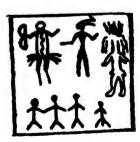


চিত্র (গ)
ভিমবেতকার
৬০,০০০-৩০,০০০ বছর
আগে আঁকা মধ্য প্রোপ্রশতর যুগের গ্রাচিত।



চিত্র(ঘ)
ভিমবেতকার
৩০,০০০-১০,০০০ বছর
আগে আঁকা শেষ প্রোপ্রস্তর যুগের গাহাচিত্রঃ
প্রত্যেকটিই অলোকিক
শক্তির প্রতীক।

ভিমবেতকার সবচেয়ে কোত্হলোম্দীপক গৃহাচিন্নটির (চিন্ন চ) কথা এখনও বলা হয়নি। এই ছবিটিটেত
দেখা বাচ্ছে একটি অশ্বের ওপর বসে রয়েছে একজন
প্রোহিত। অশ্বটির সামনে মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে
দ্বাতে অস্বধারী একটি মান্ষ। এরা দ্জনেই



চিত্র (%) ভিমবেতকার ১০,০০০-৫০০০ বছর আগে আঁকা গত্ত্বচিত্র।



চিত্র (চ)
ভিমবেতকার তামপ্রস্তর
যুগের (৫,০০০-২,৫০০
বছর আগে) আঁকা গুহাচিত্রঃ অশ্বমেধ যঞ্জের(?)

নিঃসন্দেহে আর্য-পর্ব কোন গোষ্ঠীর লোক ৩। অদ্যধারী মানুষটির ডানদিকে আঁকা রয়েছে স্বস্থিকা চিহ্ন। এই চিহ্নটি আজও হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানে পবিত্তার প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়। মানুষ্টির বাদিকে আঁকা রয়েছে পর্বতের প্রতীক। স্বকিছ্ব মিলিয়ে মনে হয় এটি সম্ভবতঃ অম্বমেধ বজ্জের চিত্র।

এরকম একটি সিম্পান্তের কথা শানে অনেকেরই হয়ত ভূর্ কুচকে উঠতে পারে। কারণ অশ্বমেধ যক্ত বৈদিক আর্যদের ধর্মীর অনুষ্ঠান হিসাবেই পরিচিত। কিন্তু খান্বেদের সাক্ষ্য (১/১৬২ ও ১/১৬৩) থেকেই দেখা যায় যে খান্বেদের যাক্ষ্য (১/১৬২ ও ১/১৬৩) থেকেই দেখা যায় যে খান্বেদের যাক্ষ্য (১/১৬২ ও ১/১৬৩) থেকেই দেখা যায় যে খান্বেদের যাক্ষ্য অশ্বমেধক্সকে অতীত যাগের অনুষ্ঠান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া অশ্বমেধ ও অন্যান্য বৈদিক যক্তের মধ্যে আদিম জাদ্ম অনুষ্ঠানের অনেক স্মারকচিক্র টিকে ছিল এ মন্তব্য করেছেন কীথ তার The Veda of the Black Yajus School (CXXXV, CXXXVI) এবং Religion and Philosophy of the Veda and Upanisads (প্রঃ ২৫৮-২৫৯) বই দ্বিতিত। ম্যাকডোনেলভ অন্তর্প মন্তব্য করেছেন Encyclopaedia of Religion and Ethics (8.312) বইটিতে।

অশ্বমেধ্যজ্ঞের সময় রাজার প্রধানা মহিষী যজে বলি প্রদত্ত অশ্বটির পাশে শুরে তার সঙ্গে মিলিত হতেন। সেই সময় হোতি ও প্রধানা মহিষীর মধ্যে, অন্যান্য মহিষী, তাদের পরিচারিকা ও অন্যান্য প্রেরাহিতদের মধ্যে অশ্লীল বাকা বিনিময় হত। ঐ অশ্লীল বাকাগ্রাল ছিল প্রধানতঃ বাজসনেয়ী সংহিতার বাইশ ও তেইশ অধ্যায়ের মল্র। প্রথিবীর অন্যান্য আদিম মানবগোষ্ঠীর মধ্যেও জাদুমূলক অনুষ্ঠানের সময় এরকম অম্লীল ভাষা প্রয়োগের রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। অশ্বামধ যম্ভের অনুষ্ঠানের সময় 'ব্রহ্মোদয়' নামে যে এক ধরণের হে'য়ালী কাটা হত প্রিবীর বিভিন্দ আদিম উপজাতির মধ্যে জাদুমূলক অনুষ্ঠানের সময় ঐ ধরণের হে'য়ালী কাটার দুষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন ফ্রেজার তাঁর The Scapegoat (প্রঃ বইটিতে। অর্থাৎ অশ্বমেধ্যজ্ঞের আদি त्रभिष्ठे हिल काम् विमाम् लक अनुकान। आर्याम्य সমাজেও অশ্ব ছিল গতি ও বীর্ষের প্রতীক। সেই সমাজে আর্যনারী অশ্বের মত বীর্যবান সন্তানলাভের আকাষ্ক্রায় জাদ্ম অনুষ্ঠানে নিহত অশ্বের সঞ্গে মিলিত হত। এটি স্পর্যতই ছিল এক ধরণের উর্বরতাম্লক জাদ,বিদ্যা। পরবর্তীকালে ঋশ্বেদের যুগে রাজকীয় অশ্বমেধ যজ্ঞের মধ্যেও সেই আদিম জাদ্ব অনুষ্ঠানের রেশ টিকৈ ছিল। বৈনিক আর্যরা মূলতঃ ছিল পশ্বপালক উপজাতি। প্থিবীর অন্যান্য পশ্বপালক উপজাতির মধ্যেও এই রকম বা অন্য ধরণের উর্বরতামূলক জাদ্বিদ্যার নিদর্শন পাওয়া যায় ৪। ভারতেও ভিমবেতকা গ্রহার কাছাকাছি সমতলবাসী কেনি আর্য-পূর্ব পশ্বপালক উপজাতির সমাজে গ্রহাবাসী শিল্পী সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষ করেছিল অম্বন্ধে যজের অনুষ্ঠান আর তাকেই সে গ্রহার দেওয়ালে অমর করে রেখে গিয়েছে।

১ ইওরোপীয় প্রত্নপ্রশার প্রক্রা প্রক্রা যুগকে (Palaeolithic or Old Stone Age) নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। কিম্তু ভারতীয় ও ইওরোপীয় প্রত্নপ্রশার ব্যব্ধার মধ্যে বেশ কিছ্ পার্থক্য থাকায় ১৯৬১ সালে দিল্লীতে এশীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে যোগতর্জাতিক সম্মেলন হয় সেখানে ভারতীয় প্রত্নপ্রশারকে আদি, মধ্য ও শেষ প্রশতর যুগে ভাগ করা হয়েছে। ২ চার্লাস ভারউইন তাঁর

A Naturalist's Voyage Round the World (প্র: ২৪২) বইটিতে ফ্রিজ দ্বীপের আদিবাসীদের মধ্যে এক অমোঘ সমবণ্টনের নিয়মের কথা লিখেছেন। বিফলট তির The Mothers-এ (দ্বিতীয় খণ্ড, প্র: ৪৯৪) বেইলি, পামার. ম্যাথ্ক, রিডলি প্রম্থ বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে সিংহলের আদিবাসী এবং অন্থেলিয়ার শিকারজীবীদের মধ্যেও সমবণ্টনের নিয়ম ছিল। অন্থেলিয়ার একদল শিকারজীবীর মধ্যে দেখা গেছে যে শ্ব্র শিকার থেকে পাওয়া খাদাই নয়, উপহার হিসাবে পাওয়া সামান্যতম জিনিসও তারা সমান ভাগে ভাগ করে নিত।

৩ এই ছবিটি তামপ্রশতর যুগে আঁকা হয়েছিল। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অধিকাংশ
ভারততত্ত্বিদই মনতব্য করেছেন যে আর্যরা ভারতে
বহিরাগত এবং আর্থনিক প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে জানা
গেছে এদেশে তারা ১৭৫০ খ্রীষ্ট প্রবান্দের আর্গে
আর্সেন।

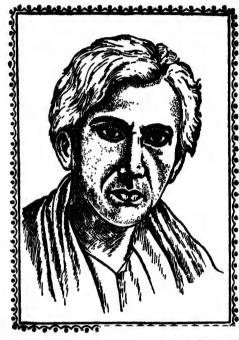
৪ প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্বিদ ক্র্রাট পিগট তার Pre-Historic India বইটিতে (প্: ২৪৭) বলেছেন যে খ্রীকটীর ব্যাদশ শতাব্দীতেও আয়ার্ল্যান্ডের Altai-Turk দের মধ্যে অন্বমেধ যজ্ঞের প্রচলন ছিল। এরা অতীতে পাশ্ব-পালক উপজাতি ছিল।

# দরদী কথাশিল্পী ও দেশপ্রেমিক শরৎচল্প / গুরুমার দাস

''अरआदत याता भार्य मिला, 'श्राम ना किছ् हरे, याता বঞ্চিত যারা দূর্বল, উৎপর্গীড়ত মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না। নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোর্নাদনই ভেবে পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছু:তেই অধিকার নেই,—ওরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে নালিশ জানাতে।" মানবদরদী অমর কথা শিল্পী শরংচন্দ্র সম্পর্কে কোন কিছু, ভাবতে গেলেই স্বার আগে মনে হয় সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর এ সমবেদনার কথা। সমাজের অবিচার, অত্যাচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতেই তিনি যেন ভার লেখনীকে সচল করে রেখেছিলেন আজীবন। সাধারণ মানুষের অতি কাছ থেকে. তাদের পারিবারিক ও সামা-জিক জীবনের স্থ-দ্রংখকে সহান্ভূতির সংগ্রাহ্মগ্রম করেই তিনি তাদের কথা লিখেছিলেন। এতটকে আতিশ্যা ছিল না তাঁর ঐসব লেখার মধ্যে। সমাজের তথাকথিত নীচ্-্তরের মান্ত্রগালির সাথে অকপটে মিশে যেতে পেরেছিলেন বলেই তিনি সেকালের সমাজের ও ধর্মের কুসংস্কারের ভয়াবহ রূপকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। সমাজ ও ধর্মের অন্ধ গোড়ামির উদ্বেধ থেকে শুধুমাত্র মান্মকেই তিনি বড করে দেখেছিলেন-উপলব্ধি করে-ছিলেন তাদের অন্তরাত্মার আশা আকাঞ্চা ও দু:খ বেদনাকে। তাই অদৃষ্ট ও মৃত্তার নাগপাশে বন্ধ মান্ত্ৰ-গ্নলিকে তিনি সচেতন ও মৃত্তু করতে চেয়েছিলেন। তথনকার সংস্কারাচ্ছন সমাজ সম্পর্কে তাঁর স্পণ্ট ধারণা, "সমাজ জিনিষটাকে আমি মানি; কিন্তু দেবতা বলে মানিনে। বহুদিনের প্রশ্নীভূত নর-নারীর বহু চিন্তা. বহ, কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিলে আছে।" তিনি তাঁর নানা উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধে সমাজের ঐ উপদ্রবের বিরুদ্ধে নির্লস নালিশ জানিয়ে গেছেন বলেই সাধারণ মানুষের কাছে তিনি আজ এত প্রিয়, এত মহান হয়ে উঠেছেন।

শরং সাহিত্যে সেকালের বাণ্গলার সমাজের যে ছবি
নি খ্ত ভাবে ফ্টে ওঠে তাতে দেখা যায় অসহায় গরীব
সাধারণ মান্যগর্নল সমাজের বহু অন্যায়, অবিচার আর
নিষ্ঠ্র বিধানের কাছে মাথা নত করে দ্রংথকণ্টকে
অদ্দেটর বিধান বলে মেনে নিয়ে কেশ ভোগ করতো—
অথচ এগর্নলির অধিকাংশই মান্যের স্ব-স্বার্থে গড়া,
একথা তারা একবারও ব্রুতে চাইতো না বা ব্রুপ্তেও
লাঞ্চনার ভয়ে প্রতিবাদ করতে, সাহস করতো না। অবর্ণ নীয়
দ্রংথ কন্টের মধ্যে কালাতিপাত করেও ওরা ছিল জড়
প্তেলের মত নীরব। অকুঠেতাভয় শরংচন্দ্র তাই তাদের
ম্থপাত হয়ে সেদিন সমাজের দরবারে তাঁর ক্ষ্রধার
লেখনীর মাধ্যমে নালিশ পেণিছে দিয়েছেন। তিনি ব্রুক্তেভিনেন মান্যক্তে স্ক্রী করতে হলে, সমাজকে স্ক্রর

করতে হলে, মান্ধের সংগ্গে মান্ধের বিভেদ, স্বার্থ প্রণোদিত জাতি-কুল-মান'এর বেড়াজালকে সমাজ দেহ থেকে অপসারিত করতেই হবে। এ কাজে কে তাঁকে সাহায্য করবে, কে করবে না—এ কথা না ভেবে একাই সে কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি একথা সঠিকভাবেই জানতেন, "প্রথিবীতে কোন সংস্কারই কখনও দল বেধে হয় না—একাকীই দাঁড়াতে



জমা: ১৫-৯-১৮৭৬ মৃত্যু: ১৬-১-১৯৩৮

হয়। এর জন্য দর্বংখ আছে। কিন্তু স্বেচ্ছাকৃত একাকীদের দর্বংখ একদিন সংঘবন্ধ হয়ে বহার কল্যাণকর হয়।...পাঁচজনকে যদি বাস্তবিক শিখাইতে পারা যায়, গোঁড়ামির অত্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে কথা বলা যায়—তার চেয়ে আনন্দের আর কি আছে? আজ লোকে কথা শ্বনিতে না পারে, কিন্তু একদিন শ্বনিবেই।" মানব সমাজের কল্যাণে অপ্রিয় সত্যকে অকপটে প্রচার করেছলেন বলেই শরংচন্দ্র সোদনকার বেদনাহত ম্ক মান্ব-গ্রালর অত্যন্ত কাছের মান্ব হয়ে উঠেছিলেন আর আজ আমাদের হয়ে আছেন বহু প্রেরণার উৎস।

শরং সাহিত্য চিরকাল পাঠক সমাজকে অভিভূত করবে. কারণ তাঁর গল্প উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও ভাবের সাথে পাঠক এক বিচিত্র অন্তর্গাতা অন্ভব করে। এর কারণ এসব তাঁর স্ব-নির্ভার অভিজ্ঞতার সংগ্রহশালা থেকে গ্রহণ করা। মান্বের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভিজ্ঞতার আলোকেই সৃষ্ট তাঁর এসব গলপ উপন্যাসগ্রাল। তাই এগ্রাল অতি সহজেই মান্যধের অন্তর স্পর্ণ করে। বহুর সাহচযেই মানুষের ভিতরকার আসল সন্তাটাকে জানা যায়, চেনা যায়—এটা তিনি ভোলেননি। তাঁর মতে, "জीवत्न त्व ভानवामत्न ना, कनक किनत्न ना. मु: १५३ ভার বইলে না, সত্যিকারের অনুভূতির অভিজ্ঞতা আহরণ করলে না, তার পরের মুখে ঝাল খাওয়া কল্পনা সত্যিকার সাহিত্য কতদিন জোগাবে? নিজের জীবনটাই হল যার নীরস, বাংলাদেশে বালবিধবার মতো পবিত্র সে প্রথম জীবনের আবেগে যত কিছুই করুক, দুদিনে সব মরুভূমির মত শুষ্ক শ্রীহীন হয়ে উঠবে।" শরংচন্দ্র भान त्यत्र इ. मत्त्र ७. व मिर्सिছलन, जारे भानव कीवतनत আশা আকাষ্কা তাঁর গলপ উপন্যাসে বিমূর্ত হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে সংসারের নোংরা জিনিষটাকে এডিয়ে বাস্তবের অভিজ্ঞতার সাথে আদশের মিলন ঘটিয়ে সাহিত্য সন্টিতে রত ছিলেন বলেই শরং সাহিত্য শৈলী আজ এত প্রাণ न्नानी ख कर्नाश्चर रास प्रेटिस्ह। वनाउ न्विया तारे य শরংচন্দের চোখের পিছনে ছিল একটা দরদী হৃদয়, তাই যা তিনি দেখতেন তা' শব্ধ ব্লিখর দেখা নয় ব্কের দরদ দিয়ে দেখা। সেই চোখ দিয়েই তিনি বাজালার নারী সমাজকে দেখেছিলেন-এবং অনায়াসে তাদের হাদয়ের রহস্য উম্ঘাটন করতে পেরেছিলেন। তিনি নারীজাতিকে নারীত্বের ন্যায় মর্য্যাদা দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, সমাজ যাদের কলঞ্কিনী বলে অপাংক্তেয় করে দিয়েছে, হাদয়ের শাচিতার, অনাভতির গোরবে তারাও অনন্য-সাধারণ হতে পারে। তিনি বলতে চেয়েছেন মেয়েরা যে শুখু সমাজের স্বারা লাঞ্চিত হয়েছে তাই নয় তাদের জীবনকে আরও বেশী বিডম্বিত ও দূর্বিসহ করেছে সমাজের চাপানো যুক্তিহীন নিস্কর্ণ সংস্কার। শরংচন্দ্র নিঃশব্দে লেখনীর সাহায্যে এর বিরুদেধ কঠোর আঘাত হেনেছেন। সবচেয়ে বড কথা তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে মেয়েদের আত্মচেতনাকে উল্বান্থ করেছিলেন। মেয়েদেরও যে একটা স্বাধীন সত্তা বলে কিছু থাকতে পারে, তারাও ষে মানুষ, শৃংধৃ মেয়ে নয়—ঐ কথা সেদিনের পুরুষ শাসিত সমাজ কোনদিনই ভাবতে পারেনি। শরং-চন্দ্র তার গলপ উপন্যাসে যে নারী চরিত্রগাল স্থিত করেছেন, তাতে তিনি দেখাতে চেয়েছেন সমাজে মেরেদেরও একটা পূথক অস্তিত্ব ও অধিকার আছে-তাদেরও আছে ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ, রুচি-অরুচি। পুরুষের নির্দন্ধ ব্যবহারে সমাজ পরিত্যক লাম্বিতা ও পতিতা নারীদের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম মমত্ব ও করুণা। তাঁর কাছে নারীর নারীত্বই বড—সতীত্বই স্বকিছ, নয়। তাঁর সূজ্য নারী চরিত্রগালির মধ্যে তাই তিনি দেখিয়েছেন অবিরাম অর্ল্ডব্ল্ব—ব্ল্ব সতীত্বে ও नार्त्रीरष्ट्रत, नााय्य-जनारस्त्रत, धर्म ও जधरम्ब । जाँत मुखे षाठना, সবিতা, अन्नमामिन, निवृत्तिमि, बाधवी, क्रमन, নীলিমা, রমা, কিরণময়ী ও সারমা—এরা কেউ কোন না কোন অর্ল্ড ব্যক্ত থেকে মৃত্ত নয়। মেয়েদের প্রতি অসীম শ্রুখা ছিল শরংচন্দ্রের সহজাত। তাই তার কোমল অন্তর সর্বদাই তাদের বিভূম্বিত জীবনের জন্য মমতায় ছটফট করতো।

মান্বের মধ্যে তিনি দেবতার অন্তিম্ব প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই তিনি পাপীকে নর পাপকেই ঘ্লা করেছেন।
শরংচন্দের চরিত্রের অভিজ্ঞ উদার অন্তরে পদস্পলিত
উদ্দ্রোন্ত নর-নারীর জন্য ছিল তাঁর অসীম সহান্ভূতি।
চরিত্রহীনের মধ্যেও যে মহম্ব থাকা সম্ভব তিনি তাই
বারবার তাঁর গল্প উপন্যাসে প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

শরংচন্দের প্রকাশ্য সাহিত্য-জীবন স্থায়ী হয়েছিল প'চিশ বছর। এর যখন শুরু তখন বাজালার সাহিত্যা-কাশে রবি সূর্য মধাপথে। সেই প্রথর রবি কিরণছটার মধ্যেই শরংচন্দ্র যেন ছিটকিয়ে এলন অত্যক্তরল জ্যোতিত্বের মত এবং অনায়াসেই জয় করে নিলেন বাজালার হাদয়। সে যে কত কঠিন কাজ -তা কম্পনাও করা যায় না। তাঁর প্রথম উপনাস "বডদিদি" যখন ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল সেদিনই বাংগলার পাঠক সমাজ তাঁকে এক বিরাট প্রতিভাবান লেখক বলে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। "বড়দিদি" উপন্যাসটি পড়ে রবীন্দ্রনাথও সেদিন তাঁর তারিফ করে তাঁকে একজন প্রতিশ্রতিপূর্ণ অসামান্য লেখক বলেই মন্তব্য করেছিলেন। এরপর ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হ'ল তাঁর অন্যান্য উপন্যাস বিরাজ বৌ. পণ্ডিতমশাই, পল্লীসমাজ, চন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত দেবদাস চরিত্রহীন, দত্তা, গ্রেদাহ, বাম,নের মেয়ে, দেনা পাওনা, নববিধান, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন, বিপ্রদাস, শাভদা ও শেষের পরিচয় (অসম্পূর্ণ)। এরই সাথে সাথে তিনি লিখলেন বিখ্যাত গলপগালি যেমন বিন্দরে ছেলে, পরিণীতা, মেজদিদি, বৈকণ্ঠের উইল, অরক্ষণীয়া, নিস্কৃতি, কাশীনাথ, স্বামী, ছবি, হরিলক্ষ্মী, অনুরাধা ও সতী। বাজালার সাহিত্যাকাশে স্ব-প্রতিভায় শরংচন্দ্র তথন এক অসাধারণ কথাশিল্পী। বাঞ্চলার ঘরে ঘরে তাঁর গল্প উপন্যাসের কি সমাদর ও প্রশংসা।

রবীন্দ্রনাথের যুগেও শরৎসাহিত্য এত সহজেই পাঠক চিত্ত জয় করে নিলো কেমন করে? কেন সমাদত হল তাঁর গলপ উপন্যাস বাজ্ঞলার ঘরে ঘরে? এর উত্তরে বলা যায় যে শরংসাহিত্যে ছিল এক অদৃশ্য যাদ্রর আকর্ষণ--যা পাঠক সমাজকে সেদিন সহজেই প্রভাবিত করেছিল। শরংচন্দের দরদী লেখনীর যাদ্য স্পর্শেই তাঁর সাহিত্য হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত ও মর্মস্পর্শী। আসলে শরংচন্দের ব্যক্তি জীবনে একটা বেদনাসিক্ত অভিমান সতত প্রবহমান ছিল এ বেদনা বা অভিমান তাঁর একান্তই নিজম্ব ছিল। এখানে তিনি কাউকে প্রবেশ করতে দেন নি. অংশ দিতে চাননি। আপন জীবনের অভিজ্ঞতা সন্ধিত এই বেদনাই তাঁর সাহিত্যকে মর্মান্সশা করে তুলতে সাহায্য করেছে। অলপ বয়স থেকেই ভাগ্য বিড়ন্বনায় নানা কঠিন অবস্থার ভিতর দিয়ে যুক্ত করতে করতে ক্ষত-বিক্ষত হুদরে এক অনিশ্চিত জীবনের পথে অগ্রসর হতে হরেছিল তাঁকে-আর সেই চলারপথের বিচিত্র সঞ্চর্মই কালক্রমে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে সাহিত্যের অম্*ল্য র*ন্ধ হরে উঠেছিল। শরংচন্দ্র আপন সাধনার প্রভাবেই মানবজীবনের গৃহন

গভীরের অক্সাত জিনিষগা,িলকে আহরণ করে এনে সাহিত্য ভান্ডারে সন্তিত করেছিলেন। ছেলেবেলা থেকে নানা দিক দিয়ে বিশুত না হলে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের বেদনায় জজীরত না হলে আমরা তাঁর কাছ থেকে এ হার্দ্য-সাহিত্য পেতাম কিনা তাতে যথেক্ট সন্দেহ আছে।

কিন্ত শরংসাহিত্য কি 'বাস্তব' সাহিত্য, না ওটা 'রোমাণ্টিক' সাহিত্য ? সাহিত্য সমালোচকেরা আজ তার জাত বিচারে হাব,ডব, খাচ্ছে। এর কোনটাই কিন্ত আসক্তে এককভাবে ঠিক নয় কারণ শাধ্য বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে সত্যান সরণে সাহিত্য রচিত হলেই তা' বাস্তব সাহিত্য হয় না। হতে পারে সেটা মানব জীবনের ও স্মান্তের একটা নিখ'ত 'স্থিবছবি' মাত্র। আবার নর-নাবীর পূর্ব রাগ-প্রেম-বিরহ মিলনাদি হদয় ঘটিত কারবার নিযে রম্য রচনা সেটাও বাস্তবিক পক্ষে বোমাণিকৈ সাহিত্য হতে পাবে না। তাই কত তান্তিকেরা তাঁব সাহিতাকে বলভে 'বাগতব সাহিতা' আর কলপনাপবণ পাঠকেরা এর মধ্যে রোমান্সের আস্বাদ পেশ্য একে বলভে পরামাণিক সাহিত্য'। দ্বাক্রর শেষ এখানেই নয়। কেউ তাঁর বিভিন্নমুখী বচনাব জনা তাঁকে বলতে দেয়েছেন বিপ্ৰবী সাহিত্যিক। কেউবা বিদোহী সমাজ সংস্কারক, আবার বিকৃতর, চির সমালাচকেবা-- যারা শরং সাহিত্যর ভেতরই প্রেম্মর দেখা করেনি, তারা একে দ্নীতির সহায়ক অশ্লীল সাহিত্তার পর্যায়ে ফেলবার চেণ্টা করছে। ওদের মতে এবে সাহিত্যে কোন আদর্শ ও মুদ্বাদ নেই। এতে সমুস্যা আছে, অথা সমাধানের সূত্র নেই। আসলে শরংচন্দ্র যে সেকালের রক্ষণশীলতাকে কাণিয়ে সমাজের সমস্যা সমাধানর সঠিক পথকে নির্দেশ কবতে পার্বেন-একথা অনেকাংশে সতা। পরেষ চরিত্রের দ্বলতার সমালোচনায় তিনি যতটা সোঁচার ছিলেন ময়েদের আত্মানতনায় উল্বাহ্ধ করেও তাদের বঞ্চনার বির শেষ প্রতিবাদে মুখব হতে অনুপাণিত করেননি। তবে আর যে যাই বল ক না কেন একথা একমান অর্বাচীনেই বলবে যে তাঁর সাহিত্য-দ্নীতির সহায়ক এবং অশ্লীল। স্মালোচকেরা তাঁর সাহিত্যকে যে ভাবেই শহণ কর ক. শাসক সমাজের কাছে তাঁর লেখা মনোগ্রাহী অভিনব সন্টি গ্রেই অক্ষয় সমাদর লাভ করবে-এবং তা করবে এই জন্য যে শরৎসাহিত্যের চরিত্তগালির মধ্যে তারা তাদের নিজেদের প্রাণম্পন্দন তান্তব করে। ওদের সূখ-দঃখ মান-অভিমান, প্রেম-বিরহ তাদের মনকেও আলোডিত করে।

শরংসাহিতা নিরে আলকালকার সমালোচকদের সমালোচনা প্রসংগা শরং সংবর্ধনার এক সভার কবিগরের রবীন্দ্রনাথের কিছু বন্ধবা এখানে উধ্, ত করা উচিত বলে মনে করি। শরং সন্বর্ধনা সভার তিনি বলেছিলেন, "সাহিত্যের দান বারা গ্রহণ করতে আসে তারা নির্মান্তার কাল বা' পেরেছে, তার মালা প্রভত হলেও আজকের মাঠোর কিছু কম পড়লেই শ্রুকৃটি করতে ক্রিণ্টাত হয় না। শর্বে বা ভোগ করেছে, তার কৃতজ্ঞতার দেব থেকে দান কেটে নের, আজ বেট্রকু কম পড়েছে তার হিসাব করে।

তারা লোভী, তাই ভূলে যায় রস ত্রপ্তির প্রমাণ ভরা পেট দিয়ে নয়, আনন্দিত রসনা দিয়ে। নতুন মাল বোঝাই দিয়ে নয়, সূখস্বাদের চিরন্তনত্ব দিয়ে, তারা মানতে চায় না রসের ভোজে স্বল্প যা তাও বেশী, এক যা তাও অনেক। ...জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগং নানা রশ্মি সমবায়ে গড়া নানা কক্ষপথে বেগারিল নানা বেগে আবর্তিত। শরংচন্দ্রের দ, খি ড,ব দিয়েছে বাঙগালীর হৃদয় রহসো। স্থে-দঃ ৄখে, মিল্পন-বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র স্থিতীর তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন. বাঙ্গালী আপনাকে যাতে প্রতাক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তাদের অফ-রাণ আনন্দে। বেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুনী হয়েছে, এমন আর কারো লেখায় তারা হয়নি। অন্য লেখকেরাও অনেক প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সর্বজনীন হাদয়ের এমন আতিথ্য পার্রনি। এ বিষ্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে প্রচার সফলতা তিনি পেয়েছেন, তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষা-ভাজন। সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে সন্থার তাসন অনেক উক্ত চিম্তা শক্তির বিতর্ক নয়, কল্পনা শক্তির দুষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্যাদা পোয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই দুষ্টা শরংচন্দ্রকে মালাদান কবি। তিনি শতায় হসে বাংলা সাহিত্যকৈ সমুখ্যালী কর্ণ-তার পাঠকের দুফ্টিকে শিক্ষা দিন মান্মকে সত্ করে দেখতে. স্পশ্ট করে মানুষকে প্রকাশ করুণ।"

मदानी कथाभिक्तभी भादरतानम्ब वाकाला आहिए। এटे অক্ষয় অবদানই কেবল তাঁব জীবন-পরিচয় নহ। তিনি শু প একজন লেখকই ছিলেন না, জীবনে নানা বিচিত্ত ও দর্গম পাপর তিনি পথিক ছিলেন। অতি সহক ও সাধারণভাবেই ক্ষীবন যাপন কর্তেন তিনি। কথাবাত্যি আচ্ব-আচব্রে ক্রিম গাম্লীর্য তো তাঁর ছিলই না ববং সর্বদা মান্য শরংচন্দ্র জিলেন একজন ঢিলোটলা পবিহাস পিয় উদাব-মানক। তাঁব সানিলে কবাই এসেছিলেন ভাবাই ব ঝেছিলেন দৌর কোমল দবির মাধ্যর ও অসাধারণ ব্যক্তিসক। ব্যক্তি ক্রীবনে তিনি ছিলেন দয়ালা। মানাষের দুঃখেই শাধ্য নয় ইনেরপাণীর ক্রেড তাঁব পাণ কাঁদকো -ওদের তিনি ভালবাসতেন সেবা করতেন। অমিত পতিভাধর এ কথা শিল্পীর কর্মবহাল জীবনের সম্গ্র দিক নিয়ে বিস্তুত আলোচনা এ স্বল্প পরিসর প্রবংশ কবা যাবে না এবং কবার ইচেন্ও আমার নেই। আজকের এই প্রসঙ্গে তাঁর বহুমুখী জীবনধারার একটি উল্লেখ ষোল দিক সম্পর্কে আর একট্র আলোকপাত করেই এর সমাপ্তি টানবো।

সে উল্লেখযোগ্য দিকটি হল যে. শরংচন্দ্র সাহিতা-আজিনার বাহিরে দিলেন একজন যথার্থ দেশ প্রেমিক। পলাধীন ভারতের মান্তিচিন্তা তাঁর লেখনীকে বারবাব থামিয়ে দিরেছিল। মহাত্মা গান্ধীর নেতত্বে ভারতবাাপী বখন অসহযোগ আন্দোলন সাবাহ হয়, শরংচন্দ্র তখন কলম ছেডে সেই আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীক্তীর সঙ্গো মতের মিল তাঁর বেশী দিন ছিল না।

তিনি বুঝেছিলেন 'চরকা' আর অহিংসাই শুঙ্খল মুক্তির পথ নয় ৷ কিম্ত সেজনো মহাত্মাজীর প্রতি তিনি কোনদিনই শ্রুখা হারাননি। তিনি দেশবন্ধরে রাজনৈতিক পরি-কল্পনার ছিলেন প্রবল সমর্থক। সর্বত্যাগী এই মান ষ্টির প্রতি তাঁর ছিল অকৃতিম শ্রন্থা ও অপরিসীম সহান,ভৃতি। কংগ্রেসের একটা বিরাট অংশ যখন দেশবন্ধার বিরোধী, শরংচন্দ্র তথন ছিলেন তাঁরই পাশে। তিনি তাঁকে সাহস দিয়েছেন—দিয়েছেন কর্তব্য সাধনে একলা চলার প্রেরণ।। ১৯২৫ সালের ১১ই মে যথন দেশকথ, দাজিলিঙে দেহ রাখেন, দেশবাসীর সেদিনের কাণ্না দেখে তিনি পরে **লিখেছিলেন. 'মনে হয় প**রাধীন দেশের সবচেয়ে বড অভিশাপ এই যে, মাজি সংগ্রামে বিদেশীদের অপেক্ষা **प्राप्त त्मारकत मध्यदे मान्यरक दिनी नाड़ारे क**तिएछ रहा। এই লড়াই-এর প্রয়োজন যেদিন শেষ হয়, শৃংখল আপান খিসিয়া পড়ে। কিন্ত শেষ হইল না। দেশবন্ধ দেহত্যাগ করিলেন। ঘরে-বাহিরে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করার গরেভার তাঁহার আহত, একান্ত পরিশ্রান্ত দেহ আর বহিতে পারিল না। আজ চারিদিকে কান্নার রোল উঠিয়াছে, ঠিক এতবড কান্নারই প্রয়োজন ছিল।"

১৯২৭ সালে স্ভাষচন্দ্র জেল থেকে ম্বিঙ পেলেন।
কিছ্বিদন পরেই বাণ্গলায় কংগ্রেসের মধ্যে দেখা দিল
দলাদিল। দ্বিট দলে বিভক্ত হলেন দলের সকলে। এক
দলের নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগর্প্ত, অপর দলের নেতা
স্বাষচন্দ্র বস্ত্র। শরংচন্দ্র রইলেন স্ক্রাযচন্দ্রের দলে
শরংচন্দ্র চিরদিন হ্দয় দিয়ে স্বভাষচন্দ্রকে ভাল বেসেছিলেন। তিনি বলতেন, "সবাইকে ছাড়তে পারি স্ভাষকে
না।" তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন
করেক বছর। দলের মধ্যে বিবাদের জন্য একবার হাওড়া
জেলার এক কমী সন্মেলনে স্ক্রাযচন্দ্রক আমন্ত্রণ
জানানো হর্মন জেনে শরংচন্দ্র উদ্যোক্তাদের সরাসির
বলেছিলেন, "বেখানে স্ক্তাষ আমন্ত্রিত নস, সে শিবহীন
যক্তের আমি ষাবো না।"

জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হলেও শরংচন্দ্র বিপ্লবীদের যথেন্ট স্নেহ করতেন। এমনকি দেশের মুন্তির জন্য
সহিংস সংগ্রামকে সমর্থন করতেন। বিশ্লবীদের সান্তির
এলেই তিনি তাদের বিশ্লবের কাহিনী মন দিয়ে
শুনতেন। একদিন বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের কাছে অবাক
বিশ্লয়ে বিনর-বাদল-দীনেশের রাইটার্স বিলিডংস
অভিযানের কথা শুনে এবং পেডি হত্যার কথা শ্বনে তিনি
তাকৈ দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র
বলেছিলেন, 'ইংরেজ নিধনের ব্যাপারে টাকার তেমন
দরকারই হয় না। যেটকুকু হয়, তা আমরা নিজেরাই চালিয়ে

নি।" একথা শ্নে খ্না হরেছিলেন শরংচন্দ্র। এরপর
তিনি তাঁকে তাঁর রিভালবারটি দিতে চাইলেন। হেমচন্দ্র
বলেছিলেন, "দাদা, রিভালবার আমাদের অনেক আছে—
আমাদের অভাব গ্রালর। কিছ্নু গ্রাল দিন।" শ্রনে শরংচন্দ্র বেশ কিছ্নু গ্রাল তখন তাঁকে দিয়ে দিলেন। পরে
আরো অনেকবার ঐ রকম গ্রাল তিনি বিশ্লবীদের
দিরেছিলেন এবং ইংরেজ নিধনে তার ব্যবহারও হয়েছিল।
এইসব বিপ্রবীদের সংস্পর্শে এসেই শরংচন্দ্র "পথের
দাবী" লিখেছিলেন এবং ইংরেজ সরকারের রোষানলে তা
সোদন বাজেয়াপ্তও হয়েছিল। সেদিন তার নির্ঘাৎ কয়েদ
বাস হতো যদি না পাবলিক প্রসিকিউটার স্যার তারকনাথ
সাধ্র তাঁকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে যেতেন। বিপ্রবীদের
সম্পর্কে শরংচন্দ্র বলেছেন. "ওদের সঙ্গো আমার রক্তর
পরিচয়, জন্মাণ্ডরের আখ্বীয়তা—ওদের সাহাষ্য করেই
আমি ধন্য হতে চাই, কিন্তু তা' পারি কই?"

মহান এ কথা শিল্পীর জন্ম হয়েছিল ১৮৭৬-এর ১৫ই সেপ্টেম্বর হ্রগলীর দেবানন্দপ্রের। ৬১ বছরের কিছ্ব বেশী কাল জীবিত থেকে ১৯৩৮-এর ১৬ই জান্রারী কলকাতায় দ্রারোগ্য ক্যান্সারে তাঁর অকাল মৃত্যু হয়।

খ্ব সংক্ষেপে এই তো দরদী কথা দিলপীর জীবন-কথা। সাহিত্য জীবনে তিনি যেমন অর্জন করেছিলেন আপামর জনগণের অসীম শ্রুম্যা আর ব্যক্তিজীবনে পেরে-ছিলেন বহন জ্ঞানীগ্র্ণীর সাহচর্য ও ভালবাসা। তার মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ যথাথ ই লিখেছেন,

> "থাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে। দেশের মাটির থেকে নিল তারে হরি দেশের হুদুয় তারে রাখিয়াছে ধরি।"

শরংচন্দ্রের মৃত্যুতে মহান নেতা শ্যামাপ্রসাদ মৃথোপাধাার লিখেছেন, 'ঘতদিন বাঙ্গলা ভাষা থাকিবে, ততদিন বাঙ্গালির সৃখ-দঃথের সাথী শরংচন্দ্রকে কেহ ভূলিতে পারিবে না। সাহিত্য জগতে শরংচন্দ্রের অভ্যুদর কম্প কথার মতই বিষ্ময়কর।"

তাঁর মহাপ্রয়াণে ব্যাথাহত চিত্তে নেতাজী স্ভাষচন্দ্র বলেছেন, "সাহিত্যাচার্য শরংচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে ভারতের সাহিত্য গগন হতে একটি অত্যুক্তর্বল জ্যোতিক খসে পড়লো। যদিও বহু বর্ষ তাঁর নাম বাণ্গলার ঘরে ঘরেই শুধ্ব পরিচিত ছিল, তথাপি ভারতের সাহিত্য জগতেও তিনি কম পরিচিত ছিলেন না। সাহিত্যিক হিসাবে শরংচন্দ্র বড় ছিলেন বটে, কিন্তু দেশপ্রেমিক হিসাবে তিনি ছিলেন আরও বড়।"

# জুলিয়াস ফুচিক / ধ্ববীর মিছ

<u> কৈরাচারী জল্লাদের হাতে মৃত্যুর মুখোম্খি</u> দাড়িয়েও যে মানুষ মাথা উচ্চ করে বলতে পারে—বিশ্বাস করি শেষ পর্যশত আমরা জিতবই। আমরা মরবো কিন্তু আমাদের উত্তরাধিকারীরা এগিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের অসমাপ্ত কাজ। যে মানুষ মৃত্যু দ্ন্ডাদেশ শোনার প্র সকলের সাথে গান গায়, মুক্তির গান—তারই নাম জুলিয়াস ফ্রচিক। খেটে খাওয়া মানুষ, বৃদ্ধিজীবীদের সংগ্রামের প্রতীক জ্বলিয়াস ফ্রচিক। ফ্রচিক জন্ম গ্রহণ করেন ১৯০৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী, চেকোশ্লাভাকিয়ার দ্নিচিভে। বাবা ছিলেন শ্রমিক। ফ্রাচক আঠার বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকেন। চার বছর আগে রুশ দেশে এক মহা আলোড়ন স্থিকারী বিশ্লব হয়ে গেছে। শ্রেণী শোষণের অবসান ঘটেছে। শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাষ্ট্র, প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ জন্ম লাভ করেছে। দেশে দেশে শাসক শোষক-শ্রেণীর ভীষণ-অনিচ্ছা সত্ত্বেও নানা পথে রুষ বিপ্লবের কথা পেণছে যায় পূথিবীর নানা প্রান্তে সারা প্রথিবী জুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে, শোষণ বণ্ডনার বির**ু**শ্বে আন্দোলনে নতুন প্রাণের সঞ্চার হল। চেক দেশেও গণ-আন্দোলনে, ছাত্র আন্দোলনে এক নতুন জোয়ার সূষ্টি করল রুশ বিম্লবের বার্তা। রুশ বিম্লবের এক বছরের মধ্যেই চেক আর শ্লোভাক জনগণের শতাব্দী-ব্যাপী **আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির সংগ্রামের ফসল ফলল**। জন্ম নিল চেকোশ্লাভাকিয়া। জাতীয় সরকার দায়িত্ব নিল কিন্তু মানুষের দুঃখ-অবমাননার অবসান ঘটল না। রুশ বিশ্লবের সাফল্যে উৎসাহী খেটে-খাওয়া মান্ত্র নতুনতর স্তরে সংগ্রাম শুরু করল। ১৯২১ সালে জন্ম নিল শ্রমিকশ্রেণীর চেকো•লাভাকিয়ার পার্টি -কমিউনিস্ট পার্টি। ঠিক এমনি সময়ে ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ফ্চিক রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন।

প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বামপদথী ছাত্র আন্দোলনের একটি বড় কেন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হবার অলপ কিছ্র্ দিনের মধ্যেই জ্ব্লিরাস ফ্র্রিক হয়ে উঠলেন সকলের প্রিয় ছাত্র নেতা—জ্বলা। এ সময়ে অন্ব্র্ভিত সবকটি ছাত্র আন্দোলনে ফ্র্রিক ছিলেন প্রথম সারিতে। তথনকার দিনে র্শ বিশ্ববের কথা, মার্কসবাদ-লোননবাদের কথা ইউ-রোপের অন্য দেশগ্র্লিতে প্রচার করতে দেওয়া হত না। এতদসত্বেও তিনি দ্বলভ বইপত্র সংগ্রহ করে প্রয়েজনীয় পড়াশ্বা করতে লাগলেন। যতই পড়েন ততই প্রথম রিশ্বর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাল্ম—সোভিয়েত রাশিয়া, সে দেশের আদর্শ আর র্শ বিপ্লবের মহান নেত্র্ছ বিশেষ করে লোননের প্রতি তার প্রশ্বা, ভালবাসা আগ্রহ বাড়তে থাকল। এই ভাবেই জ্বলিয়াস ফ্রিক হয়ে উঠলেন একজন খাঁটি কমিউনিকট।

তথনকার রুশ দেশ—সারা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর, থেটে-থাওয়া মান্বের পিতৃভূমি, মুন্তির দেশ। অনেকদিন ধরেই সে দেশ দেখার সাধ ছিল ফ্রচিকের। ১৯৩০ সালে বহু আকাভ্যিত সে স্বোগ এল। পেশায় তিনি তথন ছিলেন শ্রমিক। রুশ দেশের কির্মিজ শ্রমিক ইউনিয়ন তাঁকে আমশ্রণ জানাল। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল চেক সরকারের প্রিলশ। ফলে ভিন্ন কৌশলে তিনি রুশ দেশে পেশছলেন। অভ্তপুর্ব সে দেশে ফ্রুচিকের দ্বংন! অপুর্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত সে দেশের সাধারণ মান্ব। তিনি অভিভূত হলেন। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বাস্তব অভিক্তবা অর্জন করলেন।

ছোট বেলা থেকেই ফ্রচিক ছিলেন শিল্প-সাহিত্যসংগীতে অনুরাগী। তাঁর পরিবারেও এ সবের চর্চা
ছল. তাঁর বাবা কারখানায় কাজ করার সাথে সাথে অভিনয়
ও সংগীতকেও জীবনের অংগ হিসাবে নির্মোছলেন।
অলপ বয়সেই ফ্রচিক স্লেখক হিসাবে পরিচিতি লাভ
করেন। ছাত্র জীবনে তাঁর বহুলেখা বামপন্থী পত্রপত্রিকার প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন। ৩০ সালে
রুশ দেশ থেকে ফিরে আসার পর তিনি চেক কমিউনিল্ট
পার্টির মুখপত্র 'রুদে প্রভো'র প্রধান সম্পাদক হন।
বিপ্রবী সাংবাদিকতাই হয়ে উঠল তার জীবনের মূল
পেশা, এক বছরের মধ্যে লিখলেন অসংখ্য সম্পাদকীয়।
ব্রুতা দিলেন সারা দেশ জ্বড়ে। দেশের মান্বের কাছে
বর্ণনা করলেন রুশ দেশের সেই অপূর্ব অভিক্ততা।

তংকালীন বুর্জোয়া চেক সরকারের বিষ নজরে পড়লেন ফুচিক। ৩১ সালে তাকে গ্রেপ্তার করা হল। জেলে বসে তিনি লিখলেন রুশ দেশ সম্পর্কে এক অপ্রব গ্রন্থ---'সেই দেশ যেখানে আমাদের আগামী কাল ইতিমধ্যে বিগত।' চার মাস পরে তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। ৩৪ সালে ফুটিক আরও একবার রাশিয়া ভ্রমণ করেন। এবারও তিনি রাশিয়া সম্পর্কে নানা প্রবন্ধ লেখেন। দ্বিতীয় যুশ্ধের প্রস্তৃতি চলছে ইউরোপে। স্পেনে গণতাশ্বী সর-কারের অন্যায় ভাবে পতন ঘটিয়ে ফ্যাসিস্ত-সৈবরাচারী ফ্রাঙ্কো ক্ষমতা দখল করেছে। ইটালী, জার্মানীতে ফ্যাসিস্ত সরকার। হিটলারের জার্মান নাৎসী বাহিনী অস্ট্রিয়া দখল করেছে। **থাবা বাড়াছে চেকো-লাভাকি**য়ার স্*দ*েতিন**ল্যানে**ডর দিকে। হিটলার প্রচার করতে শ্রু করল-প্রথম বিশ্ব য্দেখান্তর শাণ্ডি চ্বন্তির কৃত্রিম স্থিট নাকি চেকো-শ্লাভাকিয়া। আসলে এখানে জার্মান জনগণই নাকি বেশী। ৩৮ সালে সম্পাদিত হল ভরত্কর মিউনিথ চ্ছে। এই চ্বান্তর মাধ্যমেই হিটলার স্বদেতিনল্যাণ্ড, প্রাগ এবং অবশিষ্ট চেক ভূমি দখল করল।

এই নির্পাদক চনুন্তির বিরন্ধে সারা ইউরোপের মান্ষ ঘ্ণার ফেটে পড়েছিল। ফ্রিচক এই চনুন্তির বিরন্ধে লিখে-ছিলেন: আমাদের জনগণকে বিক্রি করে দেওয়া হলেও তাদের আত্মচেতনাকে ট্রকরো ট্রকরো করে দেওয়া এত সহজ নয়। বৈধভাবে সংবাদপত্রে এটাই তার শেষ লেখা। এরপর সমস্ত কমিউনিস্ট প্রস্পাত্রকা নিষিম্থ করা হল। কমিউনিস্ট পার্টির ওপর নেমে আসে প্রচন্ডতম আক্রমণ। পার্টি আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়।

৩৯ সালে হিটলার কর্ত্ক চেক ভূমি দখলের পর সারা দেশে বৃশ্বিজ্ঞাবীদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে ফ্যাসীবাদের সপক্ষে টানার চেন্টা চলে। ফ্রাচিকের কাছেও এল এমন এক প্রস্তাব। হিটলারের সমর্থক 'চেন্স্কি দেলনিক' পতিকার পক্ষ থেকে 'শিল্প ও সংস্কৃতি' বিভাগের দায়িছ নেবার জন্য ফ্রাচিককে আমন্ত্রণ জানিয়ে এক চিঠি এল। অত্যন্ত ঘৃণার সপ্যে ফ্রাচক উত্তর দিলেনঃ আমি যা লিখতে চাই, তা আপনার পত্রিকায় ছাপা সম্ভব নয় আর আপনি যা ছাপতে চান তা আমার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়।

গেঙ্গাপো বাহিনী তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য বিভিন্ন জারগার হানা দিল। কিন্তু পেল না। আত্মগোপন করে পার্টির কাজ আর লেখা চালাতে লাগলেন। তখন পার্টির সামনে প্রধান কাজ ছিল ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলা। ৪১ সালে আত্মগোপন অবস্থাতেই তিনি পার্টির স্বর্বোচ্চ সম্মান, কেন্দ্রীর কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময় তাঁর লেখাগ্রনি গোপন প্রন্থানিকা মারফং শ্বাধ্ চেকেশ্লাভাকিয়া নয় ত্রস্ক, স্ইডেন, স্ইজারল্যান্ড, রুমানিয়া এমন কি শ্বা শিবিরের মধ্যে পর্যন্ত প্রচারিত হত। ৪১ সালের ২২ জ্বন হিটলার সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করল। সম্ব্যা বেলাতেই ইস্তাহার প্রচার করলেন ফ্রচিক—'চেকবাসীকে হ্রসমার।'

এইভাবেই জ্বলিয়াস ফ্বিচক আর তার পার্টি দেশের মান্ষকে ফ্যাসী বিরোধী. স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামে ঐকাবন্ধ করতে. নেতৃত্ব দিতে আত্মগোপন করে কাজ চালাতে থাকেন। গোপন ভাবেই প্রকাশিত হতে থাকল 'র্দে প্রভো'। এই সময় তিনি একটি বই লেখেন নাম—'গ্রানাভেসেক' (খ্দে বাঁশী)। এই বইতে চেক কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে তার গর্ববোধ, প্রম্থা প্রকাশ পেয়েছে। সাথে সাথে তীব্র খ্লা আর বিদ্রুপ বর্ষিত হয়েছে শগ্র্-দের প্রতি।

৪২ সালে ২৯ এপ্রিল ফ্রাচক গেণ্টাপোদের হাতে ধরা পড়লেন। চারশ এগার্রাদন প্রাগের প্যানফ্রাটস গেণ্টাপো বন্দী শালার বন্দী থাকার পর তাঁকে আনা হয় বালিনের নাংসী বিচারালয়ে। তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল ৪৩ সালের ২৫ আগল্ট। ফাঁসী হল ৮ সেপ্টেম্বরের বিষশ্প সকালে। কিন্তু সেই বিরাট হ্দয়ের স্পন্দন ফ্যাসিস্তরা বন্ধ করতে পারল না। ছড়িয়ে পড়ল কোটি কোটি মান্বের হ্দয়ে।

গেণ্টাপোরা ফ্রন্টকের স্থা অগাস্তিনাকেও রেহাই দের্মান। তাঁকেও গেণ্টাপোদের কারাগারে ভোগ করতে হয় অকথ্য নির্যাতন। ৪৫ সালে হিটলার পরাজয়ের পর তিনি মৃত্তি পান। তাদের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধ্র। স্থাী এবং ছেলেমেরেদের কাছে লেখা চিঠি থেকে তার পরিচর পাওয়া যায়।

জালিয়াস ফাচিক ছিলেন একজন খাঁটি কমিউনিস্ট।
চিক্লিশ বছরের জীবনে কখনও মাথা নত করেনান। মানুষের
প্রতি এক বক ভালবাসা, বিশ্বাস আর অদেশের প্রতি
নিষ্ঠাবান মানুষটি জীবনে কখনো হতাশ হরনি। জীবনের
শেষ কাঁদিন একজন সহাদয় জেলরক্ষীর সহায়তায় কিছা
কাগজ আর পেশিসল জোগাড করে লেখেন নানা অনাভৃতি
আর অভিজ্ঞতার কথা। আত্মবিশ্বাস আর আশায় ভরা সে
সমস্ত লেখা। তিনি বিশ্বাস করকেন ফাাসীবাদ একদিন
পরাজিত হবেই। তাঁর সে অফালা সম্পদ লেখাগালো
সংগ্রু করে তার মতার পর ফাঁদির মন্দ্র মন্দ্র থেকে। নামে
একটি বই বার করা হয়। বইটির শেষ লাইন হল—
বন্ধাগণ তোমাদেব আমি ভালবাসতাম। হাঁসিয়ার থেক।
এই বইটি পথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষায় অনাদিত হসেছে।
সাবা পথিবীর মানুষ এই বইটি এবং তার লেখক সম্পর্কে

অফ্রুকত প্রাণের জোয়ার, এই মানুষ্টির জীবনের শেষ কদিনের কথা তার সহবন্দীদের কাছ থেকে বায়। মৃত্যু আদেশ পাবার পর আদালতে দাঁডিয়ে বলে-ছিলেন: 'আমি জানতাম আমাকে অভিযুক্ত করা হবে। কিন্ত আমাদের জয়ের সপক্ষে যা কিছু করণীয় তা আমি সম্পন্ন করেছি এবং বিশ্বাস করি শেষ পর্যত জিতবই। আমরা মরবে কিন্ত আমাদের উত্তর্গাধকারীরা **ज्ञानात्र निराय याद्य आगार्मित अम्बाश्च काळ ।' आमान**् থেকে কারাকক্ষে ফিরে লিডা 'লাচাকে বলেছিলেন একটা গান শোনাতে। মান্তির গান, সংগ্রাসমর গান—সব বন্দীরা তাতে সূর মেলাল। ফুচিকের বন্দী অবস্থায় রুশ লাল ফৌজের হাতে ফার্সিস্ত হিটলারের পরাজ্ঞায়র পালা শরে: হয়েছে। ফাঁসির কিছ্রদিন আগে জেলের চারিপাশে প্রচণ্ড ্রাফার শব্দে বিমর্ষ বন্দীদের উল্দেশ্যে ফুর্চিক বলেছিলেনঃ 'সোভিয়েত জনগণ, তার মাজিবাহিনী কেমন করে মুকেল আর লেনিনগ্রাদের নাৎসীদের পরাজিত করলো, কি অসীম তাদের মনোবল। এখন আমরা যদি নিশ্চিক হয়েও যাই তব্ব বিশ্বস্ততায় থাকবো অকৃতিম এবং সেটাই হবে আমা-দের প্রকৃত জয়।'

ফ্রিচকের ফাঁসির দ্ব' বছর পর ফ্যাসীবাদ চ.ডাম্ড-ভাবে পরাজিত হল রুশ লাল ফোঁজের হাতে। ফ্রেচকের স্বশ্নের দেশ জম্ম নিল চেকোম্লাভাকিরার। সারা বিশ্বের সংগ্রামী মানুক্রের কাছে জ্বলিযাস ফ্রিচক হরে উঠলেন সংগ্রামের প্রতীক, পরম আন্ধীর। আর আন্ধবিক্লরকারী সাংবাদিক ব্শিক্তবীবীদের গালে প্রচন্ড চপেটান্বাত।

# तात्री अशिष्ठ - व्यथं तीषि । जप्ता कतीषि / मिन्त्रा (घाषात

আনতর্জাতিক নারী বর্ষকে পিছনে ফেলে আমরা
এসে দাঁড়িয়েছি ৭৮-এর শেষ সীমার। 'মহান নেরী'
ইন্দিরা গান্ধীর শাসনের 'স্মহান ঐতিহা' আমাদের
ম্মরণসিন্ধকে আজও পীড়িত করছে। আর মেরেরা
তাদের বোরখা আর ঘোমটার আবরণ ছি'ড়ে ট্রামে-বাসে
প্থে-ঘাটে সর্বাহ্ 'নারী প্রগতি'-র বিজ্ঞাপন রূপে বিরাজমান। এ হেন অবস্থায় নারীপ্রগতির প্রশনটা নতুন করে
উঠছে কেন. কেনই বা অর্থনীতি আর সমাজনীতির
নিরিখে তার নতুন ম্লাায়ণের প্রয়োজন?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে গণ আন্দোলনের গন্ডীর নধা নারীসমাজের দিকে একবার চোথ ফেরানো দরকার। আদমস্মারির হিসাবে দেখা যায়, ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হলেন নারী। কিন্তু গণ-আন্দোলনের দিকে তাকালে দেখা যায়, সেই মেয়েরা, আন্দোলনের সামনের সারিতে আসে খ্বই কম। আরও লক্ষ্যণীয় বিষয় এটাই, বিগত কয়েক বছরে রাজনীতির নামে তান্ডব ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে ছাত্রীদের এগিয়ে আসায় বিরাট বাধা হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রোনো ক' বছরের ন্লানিকে ম্ছেফল ট্রেড-ইউনিয়ন ও মহিলা আন্দোলনে মেয়েরা কিছ্ম তাগরে আসছেন। কিন্তু শিক্ষার আলোকপ্রাপ্তা সময়োর এই অনীহা আর জড়তা কাটিয়ে ওঠাটা একটা বিরাট সমস্যা হিসেবে দেখা দিছে।

কেন এই সমস্যা, কোথার এর সমাধান—তা খ্রুজতে গিরেই অর্থানীতি ও সমাজনীতির সপ্পে নারী প্রগতির সমস্যাটা মিলিরে দেখার প্রয়োজন দেখা দিছে। অর্থাং সমাজ বিকাশের কোন স্তর পার হরে, সমাজের কোন প্রেক্ষাপটে দাঁড়িরে মেরেরা এই জাতীয় ভাবনায় অনীহায় ভূগছে তা স্পন্টভাবে না জানলে সতিই এ রোগের চিকিংসা অসম্ভব।

'নারী প্রগতি'র প্রশ্নটা আমাদের কাছে অনেকথানি গিক্ষার স্থেয়াগ, ঘরের গণ্ডী ছেড়ে বাইরে আসার প্রশ্নের সংগ্যে জড়িত। যে দেশে নারীসমাজের ৮৫ ভাগ নিরক্ষর. ঘরের কোণে খ্রিত নাড়া ছাড়া অন্য কাজ যে দেশে অপ্রাধের সমতৃল্যা সে দেশে শিক্ষার স্থেয়াগ পাওয়া, বাইরের মৃত্ত পৃথিবীতে বিচরণ করার অধিকার পাওয়া প্রগতি'-র লক্ষণ সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের কাছে অর্থাৎ আমরা যারা সমাজ পরিব্তনের কথা বলি, নারী-প্র্রের সমানাধিকারের কথা বলি, তাদের কাছে নারী প্রগতি'-র প্রশ্নটা ঠিক ঐট্কুর মধ্যে সীমাক্ষ নার। নারী প্রগতি'-র প্রশ্নটা ঠিক ঐট্কুর মধ্যে সীমাক্ষ নার। যা অর্থনীতির স্থেন, উৎপাদন ব্যবস্থার সঞ্চো ঘনিষ্ঠভাবে সংযুত্ত। সমাজকে বিচার-বিশেল্যণ করেল, সমাজের প্রতিটিন্তর নারীসমাজের অবন্ধিতি অনুধারণ করেল, এটা

গপন্টতই বোঝা ষায় যে. উৎপাদন-ব্যবস্থায় ভূমিকা পরি-বর্তানের সন্ধো সন্ধো সমাজে নারীর অর্বাস্থাতর পরিবর্তান ঘটেছে। 'নারীম্বান্ত' বা 'নারীপ্রগতি' তাই সমাজ-অর্থ-নীতিতে তার সমানাধিকারের প্রশেনর উপর নির্ভারশীল।

সমাজবিকাশের বিভিন্ন স্তরে মেয়েদের ভূমিকা সংক্ষেপে উল্লেখ করলে বিষয়টি সহজতর হবে। প্রথিবীর আদি-ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আদিম যুগের গমাজ ছিল মাত্তান্ত্রিক। আরও লক্ষ্য করা যায়, আদিম সামাবাদের বুগে মেয়েরা কিল্ডু গুহাশ্রী ছিলেন না। মেরে-পরেষ নির্বিশেষে সকলেই খাদা সংগ্রের জন্য শিকার-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতেন। সে যুগে প্রকৃতির স্পে লড়াই করে খাদ্য সংগ্রহ করাই ছিল কঠিন ব্যাপার। এক-একটি গোষ্ঠীতে যে জনবল তা সেই গোষ্ঠীর খাদ্য-সংগ্রহে নিয়োজন করা ছিল একান্ত-প্রয়োজন। এই অবস্থায় দাঁডিয়ে উৎপাদনে সমানভাবে অংশগ্রহণ করে নারী-পরেষ উভয়েই ছিল সমাজের সম্পদের সমান অধি-কারী। সামাজিক দায়-দায়িত্বের সমান অংশীদার। কিন্তু সমাজ ছিল মাত্তান্তিক। অর্থাৎ মেয়েরা বিশেষ কিছ, সম্মান মর্যাদা সমাজের কাছে লাভ করতেন। করেণ. উৎপাদন বাবস্থায় অংশগ্রহণ করা ছাডা তাদের আরেকটি বি**শেষ ভূমিকাও সে য**ুগের সমাজ লক্ষ্য করেছিল। তা হলো সম্তানোৎপাদন ক্ষমতা। এই জনসম্পদ ক্ষমতাই তাকে সমাজে বিশেষ অধিকার দিয়েছিল। উল্লেখ-যোগ্য বিষয় এই যে, ইতিহাসের বিকাশ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যে জনোৎপাদন ক্ষমতা একসংগে নারীকে সমাজে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল সেই জনোংপাদন ক্ষমতাই পরবর্তী যুগে তার সবচেয়ে বেশী লাঞ্চনার কারণ হয়ে

সমাজবিকাশের গতিপথে মান্য ক্রমশ কৃষিকাজ শিখল। মেয়েরাও কৃষিতে অংশগ্রহণ করল। ফলে, একটা বৃহত্তর শ্রমবিভাগ হল। পূর্ব্ধেরা ম্লত শিকারের কাজ ও মেয়েরা কৃষিকাজে অংশগ্রহণ করতে লাগল। আগের বৃংগে যেট্বকু খাদ্য সংগ্হীত হত, তার সবটাই সমাজের প্রয়োজনে লেগে যেত। কিন্তু কৃষিকার্য শ্রু হওয়ার সঞ্জো প্রয়োজনের উন্ত্ত কিছু সম্পদ সুঘি হতে লাগল। একদিকে এই সম্পদের মালিকানা ও উত্তর্রাধিকার, অন্যদিকে দৃ্টি নারীপ্রব্ধের পরস্পরকে ভালোবেসে ঘর বাধার প্রেরণা থেকে প্রিবারের সৃ্তি হল। ধারে ধারে নারীর আর প্রব্ধের সমান শ্রম করার প্রয়োজন থাকল না। নিজের শারীরিক সীমাবন্ধতা ও মান্সিক প্রণতার দিক থেকে মেয়েরা ক্রমশঃ সন্তানপালন, কৃষি ও স্ক্রের্টিবোধের পরিচর্যযুক্ত কাজকেই বেশী বেশী করে পছম্প করতে লাগল। গৃহাশ্রমী হয়ে উঠতে লাগল।

এরপর এল দাস ব্রগ। আরও উন্ব্র শ্রম স্থি হতে লাগল। দাসের শ্রমকে ব্যবহার করে প্রভু আরও धनी द्रात छेठेरा नागन। এই मान-वावन्थाय नात्री उ পূরুষ উভয়েই তার শ্রমদান করত। এছাড়া সে যুগে নিয়ম ছিল, দাসের সম্ভানও প্রভর অধীনে দাস হবে। অর্থাৎ, দাস বংশপরম্পরায় প্রভূকে সেবা করবে। অর্থাৎ, যতবেশ্রী দাস-সম্তান উৎপাদন করা যাবে ততই প্রভর লাভ। দাস নারী এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আরও বেশী নির্যাতিত আর শোষিত হতে লাগল। দাস উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে লাগল। পূথক সত্তা স্বীকার না করে. তার মনকে মর্যাদা না দিয়ে এই যুগ থেকেই তাকে শ্রমিক উৎপাদনের যল্য হিসেবে ব্যবহার করা হতে লাগল। দাস-নারীর বহু,গামিতাকে নিয়ম করে তোলা হল। এই অবস্থার একটা নির্মাম প্রতিফলন আছে গিনি-বিসাউ-এর একটি ম্বীপে। এখানে বসবাসকারী মানুষের পিত্-পরিচয় নেই, পরিবার নেই, শ্ব্ধ্ব মাত্রপরিচয় আছে। অন্সন্ধানে জানা যায়, এই দ্বীপে বসবাসকারী দাসদের বিবাহের অধিকার ছিল না, যে কেউ যে কোন দাসনারীর সঙ্গে মিলিত হতে পারত। এর ফলে সন্তান উৎপাদন হত বেশী। দাস-মালিকও অনেক বেশী দাস-শ্রমিক পেতো। এই সময় থেকেই নারীর মর্যাদাহীনতার শ্রে হল। নারীও শ্রমিকের মত মান্য হিসেবে নয়. বস্তু হিসেবে পরিগণিত হতে লাগল। দাস-যুগের বিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মন্তব্য উল্লেখ করলে বিষয়টি আরও পরিম্কার হয়। অ্যারিস্টটলের দাস-দাসী সম্পদ, স্থাী এই সমস্ত কিছ্বুর মালিক হল পরিবারের কর্তা। স্ত্রী এখানে পরিবারের কর্রী নয়। পরিবারের কর্তার সম্পদের তালিকায় একটি সংযোজনমাত। উৎপাদনের উপকরণের উপর মালিকানা বিস্তারের সঙ্গে সপো পিত্তান্ত্রিক সমাজের স্ভিট হল। মেযেদের সমাজের উপর কর্ত**্ত** হ্রাস পে**ল**।

সামশ্ত ধ্রে মেয়েদের অবস্থা আরও কর্ণ হয়ে উঠল। উন্ব্যুত শ্রমের সপ্সে সপ্সে এক শ্রেণীর মানুষের বিলাসিতাও বৃদ্ধি পেল। মেয়েদের উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল। তাদের একমাত্র কাজ হল সন্তান-উৎপাদন, ক্রমশ নারীদেহ ভোগের সম্পদ হয়ে উঠল। সুন্দর ফুল-ফল হাজারটা বিলাসিতার জিনিসের সপ্তো নারীদেহও হয়ে উঠল ভোগের পণ্য। নারীদেহ নিরে চলল অবাধ বিকিকিনি। স্বন্দর জিনিস মাত্রে পাওয়ার অধিকার সামত্ত প্রভুর। সেই হিসেবে স্ফুরী নারীও তাই তার ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে বিক্রীত হতে লাগল। 'উদার মহানহ,দর সৌন্দর্যপ্রির' বাদশাদ আকবর তার বিলাসের প্রাসাদ ফতেপরের তার ছবি রেখে গেছেন। সেখানে স্ক্রেরী নারী ছিল দাবার গ্রিটমাত। সামন্ত ব্যবস্থার অত্যাচার এমন চরম পর্যায়ে উপস্থিতি হয়েছিল, যে, গাছের প্রথম ফলের মত কুমারী নারীকে তার প্রথম যৌবন উপহার দিতে হত সামন্ত প্রভূকে। শানেছি, এখনও ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও নাকি এই প্রথা চাল, আছে। বিয়ের প্রথম রাতে জমিদার-জোতদার নববধুকে উপভোগ করার
মহান দারিত্ব পালন করে থাকেন। সামন্ত বৃগ থেকেই
উৎপাদন থেকে নারী সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হল। সম্তান উৎ-পাদন ও গ্হস্থালী হল তার ভূমিকা। গ্রের এই কাজ,
নারীর এই সেবাকে উৎপাদনের প্রক্রিয়ার তার ভূমিকা বলে
স্বীকার করা হল না। নারীকে দাসীতে পরিণত করা
হল। ঘোমটার আবরণে তাকে ঢেকে র্পোপজীবির ভূমিকা
দেওয়া হল।

সামনত যুগের পথ পার হয়ে ধনতন্তের যুগে এসে নারীকে কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া হল। কিন্তু সে স্বাধীনতা দেওয়া হল। কিন্তু সে স্বাধীনতা দেওয়া হল । কিন্তু সে স্বাধীনতা দেওয়া হল। ক্ষককে যেমন জাম থেকে মৃত্তু করে. সামনত প্রভুদের অধীনতা মৃত্তু করে. তথাকথিত 'স্বাধীন শ্রামক'-এ পরিণত করা হল. মেয়েদরও তেমনি স্বাধীনতা দেওয়া হল. ঘোমটার আবরণ ছিল্ড তাকে শ্রমের বাজারে নিয়ে আসা হল। তাকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হল, তাকে 'প্রগতিশীল' করে তোলা হল, নারীসমাজকে উর্মাত করার জনা নয়, তার শ্রমকে প্রয়োজনীয় করে তোলার জনা। সপো সপো নারী সম্পর্কে মৃলগত ধারণার কোন পরিবর্তন ঘটল না। বুজোয়া যুগে দাঁড়িয়ে নারীদেহ পণ্যে পরিণত হল। অন্যানা পণ্যের মত তাকেও প্রতিযোগিতার বাজারে নামিয়ে দেওয়া হল নশ্নভাবে।

ব্রজোয়া ব্যবস্থা যেহেতু সামনত ব্যবস্থা থেকে এক ধাপ অগ্রসর একটা ব্যবস্থা সেহেতু এই ব্যবস্থা প্রথম বৃংগে নারীসমাজের ক্ষেত্রেও কিছ্ প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিল। মেয়েদের ঘর থেকে বাইরে এনে শক্ষার সপ্যে বৃক্ত করেছিল। এই কাজের পিছনে তাদের স্বার্থ ছিল দ্'ধরনের—এক, শিলেপর প্রমিক যোগান দেওয়া; দ্ই. নারীর শারীরিক অপট্রের অজত্ত্বাত দেখিয়ে একই পরিমাণে শ্রম অনেক কম দামে কেনা। এখনও, ভারতের বিভিন্ন শিলেপ এই মেয়েদের প্ররুষের তুলনায় কম মজ্বরী দেওয়ার অবস্থাটা বজায় আছে। কিম্তুল ক্ষাণীয় ব্রজোয়ারা শ্রমের ক্ষেত্রে নিজের স্বার্থে কিছ্টো স্বাধীনতা দিলেও শেষ পর্যন্তর উপর নির্ভর করা ছাড়া মেয়েদের গত্যান্তর নেই—এই ভাবনাটা বজায় রেখেছে।

বিশেষত, বৃদ্ধোয়া ব্যবস্থার অবক্ষয়ের বৃংগ্য এই বিষয়টা আরও রৃত্ভাবে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধোয়ারা এখন আর তাদের ব্যবস্থাকে বিকশিত করতে পারছে না। তাদের ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়ছে। শ্রমের স্ব্রোগ ক্রমণ সম্কুচিত হছে। ফলে, প্রব্র-শ্রমিকের সপ্যে সপ্যে নারী-শ্রমিকও উল্ব্ভ হছে। তারা সংগঠিত হয়ে এই ভেঙে পড়া পচা-গলা ব্যবস্থাটাকে চ্রয়য়র করে নিরে নতুন ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলছে। এই সংগ্রামী মান্ত্রকে বিশ্রান্ত করার, সংগ্রামবিম্ব করার অপচেন্টাও তার পাশাপাশি চলেছে। এই বৃংগ্য তাই (শেষাংশ ৩২৮ প্রতার)

## রক যুবকেল্ল সমাচার

### (क) विकान विषयक **जारणाठनाठक**:--

আগন্ট মাসে যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে এবং বি আই টি এম-এর সহযোগিতায় বিভিন্ন রক যুব কেন্দ্রে বিশ্ববিদ্দিত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের জন্মশতবার্ষিকীর সংগে সাযুক্তা রেখে এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিশ্রত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের কর্মবহুল জীবনকে স্মরণ করে আলোচনাচক্রের বিষয়স্চীতে ছিল—আইনস্টাইন ঃ তাঁর জীবন ও কর্ম।

রক পর্যায়ে এই সব মনোগ্রাহী আলে।চনায় অংশগ্রহণ করে মাধ্যমিক শিক্ষায়তনের ছাত্র-ছাত্রীরা। জটিল তত্ত্বগত আলোচনাকে যতদ্র সম্ভব জীবনধর্মা করায় ছাত্র-ছাত্রীরা যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করে। গত ২৮শে আগষ্ট এই আলোচনাচক্র শেষ হয়।

রক পর্যায়ের আলোচনাচক্রের পর জেলাস্তরে আলোচনাচক্রের আয়োজন এগিয়ে চলেছে। এই আলোচনা আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্যস্ত চলবে। জেলাস্তরের সফল ছাত্র-ছাত্রীরা রাজ্যস্তরে প্র্বাঞ্চলীয় রাজ্যগর্নলর মধ্যে একটি প্রতিব্যাগিতাম্লক আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে।

### (খ) পর্বতাডিয়ানে আর্থিক অনুদান:--

এই বিভাগের কাজকর্মের মধ্যে তর্ণ য্বকয্বতীদের পর্বতিভিয়ানে আগ্রহী করে ভোলার জন্য
আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা আছে। এ বছরে এ স্থাস্ত
পশ্চিমবংগ্গর সংস্থাগ্লিকে বিভিন্ন শৃংগে আরোহণ
করাতে সাহায্য করার জন্য আর্থিক অনুদান দেওরা
হয়েছে। এ বাবদ এ প্র্যুক্ত আনুমানিক ৮০ হাজার
টাকা অনুদান মঞ্জুর হয়েছে।

### (গ) রক যুব কেন্দ্র সমাচার:--

যুব কল্যাণ বিভাগের পরিধি বা কর্মক্ষেত্রকে বিস্কৃত করার জন্য ক্রমণ পশ্চিমবণ্ডের ৩৩৫টি রুকের প্রত্যেকটিতে একটি করে রুক যুব কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা নেওরা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৯০টি রকে রক যুব কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং এই সব অফিসের কাজকর্ম ও সু-ঠু-ভাবে এগিয়ে চলেছে।

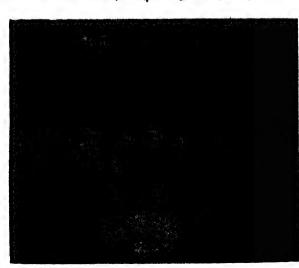
সম্প্রতি আরও ১০০টি রকে রক য্ব কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী আদেশ জারী করা হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রাথমিক কাজকর্ম দ্রতভালে এগিয়ে চলেছে। আশা করা যায় খ্ব শীঘ্রই এই ১০০টি য্ব কেন্দ্রের কাজকর্মও প্রেরাদমে শ্রুর হয়ে যাবে।

#### (च) भिका मृजक समस्यत खना जन्मान:--

সম্প্রতি ব্ব কল্যাণ দপ্তর বিজ্ঞাপন দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে শিক্ষাম্লক সমণের উদ্দেশ্যে আর্থিক অন্দান সংক্রাণ্ড আবেদনপত্র আহ্বান করে। বিশেষ করে অন্দান সংক্রাণ্ড আবেদনপত্র আহ্বান করে। বিশেষ করে অন্দান সংক্রাণ্ড এলাকার দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষাম্লক স্রমণের স্থোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই যুব কল্যাণ দপ্তর এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আবেদনপত্র দেওয়ার শেষ দিন ছিল ৩১শে আগণ্ট। স্কার্র পালেন অঞ্জের বিদ্যালয়গর্বালও এ বিষয়ে যথেণ্ট উৎসাহ দেখায়। ৩১শে আগণ্ট পর্যাণ্ড যে সমস্ত আবেদনপত্রগর্বাল দপ্তরে এসে পেশছেছে সেগ্রাল পতিয়ে দেখা হচ্ছে। উপযুক্ত বিদ্যালয়গর্বাল এ বাবদ আর্থিক অন্দান পাবে। প্রসংগত বলা যেতে পারে এ বিষয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে যে অভাবনীয় উৎসাহ ও উন্দাপনা পরিলক্ষিত হয়েছে তা বিভাগীয় কর্মকান্ডের গতিকে যে আরও বাড়াতে সাহায্য করবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

## (৩) অভিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প:--

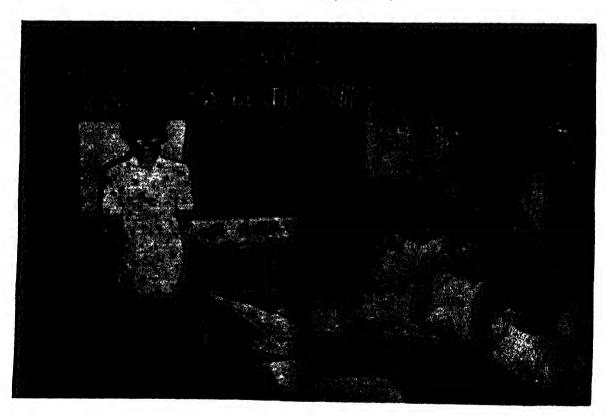
এই প্রকশেপ ব্ব কল্যাণ বিভাগ আগণ্ট মাস পর্যানত হ লক্ষ ৬ হাজার ৫৬৬ টাকা প্রানিতক ঋণ প্রদান করে। এর ফলে ২০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার বিনিয়োগ নদভব হরেছে এবং ৪৭টি প্রকল্প রাপায়ণের পথে এগিয়ে চলেছে। এর শ্বারা ২০০ জন বেকারের কর্মসংস্থান সম্ভব হরেছে।



হাবিবপর ও বামনেগোলা রক বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে
অংশগ্রহণকারী (পরেস্কারপ্রাণ্ড) ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ :—
বাদিক খেকে—দিলীপকুমার সরকার প্রদীপ সিনহা,
শ্রীমতী নিস্কৃতি সাহা, শ্রীমতী লাভলি বস্থ ঠাকুর.
স্বাণনা ভট্টাচার্য, প্রতিদ্দ্র সরকার, অমলকুমার দাস।



হাঁসখালি রক য্বকেন্দ্র আয়োজিত বিজ্ঞান আলোচনাচক্রের সফল প্রতিযোগিরা (দশ্ডায়মান)।



জাম্বিয়া ১নং রকের বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে একজন ছাত্র-প্রতিযোগী বস্তব্য রাখছে।

## আমাদের চোখে আমাদের দেশ / অমিতাভ মুখোগাধাার

(রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবে বিদ্যালয় বিভাগে দ্বিতীয় প্রস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধ)

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন "আমার মাতৃভূমি ভারতবর্ষ। জননী আর জন্মভূমি স্বর্গ হতেও শ্রেষ্ঠ—এই ঋষিবাকা। ভারতের প্রতি ধ্লিকলা পবিত্ত। এক মহাতীর্থ আমার দেশ।" আমার চোথে আমার জন্মভূমি দশপ্রহরণধারিলী। আমার দেশ প্রকৃতির স্বাভাবিক আয়ুধে স্কৃতিজত। উত্তরে তুষার মৌলী হিমাচল দ্র্লভ্য প্রাচীর রূপে বহিঃশত্ত্বর আক্রমণ প্রতিহত করেছে। পূর্ব, পশ্চিংম ও দক্ষিণে ষথাক্রমে বংশাপসাগর, আরবসাগর, ভারত মহাসাগর শত্ত্বর আক্রমণের আশক্ষাকে দ্রে সরিয়ে রেখেছে। আমার চোথে, আমার দেশ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই জানা দরকার আমাদের দেশের ভারতবর্ষ বা India নামকরণ হ'ল কেন?

#### নামকরণ

কিংবদন্তি আছে. ভরত নামে এক রাজা এদেশে রাজত্ব করতেন। তাঁহারই নাম অন্সারে এই নামকরণ হয়েছে। প্রাচীন প্রাণ গ্রেথেও এই দেশকে ভারতবর্ষ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন আর্যাগণ অবশ্য এদেশে তাঁদের বাসভূমিকে সপ্তাসিন্ধ' নামে অভিহিত করতেন; এই সিন্ধ্ শব্দই প্রাচীন পার্রাসকগণের উচ্চারণে হিন্দ্রতে র্পান্তরিত হয়। এর থেকেই ক্রমে ভারতীয়গণ 'হিন্দ্র' বলে পরিচিত হলেন এবং তাঁদের বাসম্থান 'হিন্দ্রম্পান' নামে খ্যাত হ'ল। এই হিন্দ্র শব্দ প্রনরায় গ্রীক ও রোমক লেখকদের লেখা 'ইন্দ্রশ' Indus র্প গ্রহণ করে, এবং এই 'ইন্দ্রশ' থেকে 'ইন্ডিয়া" নামের উৎপত্তি।

### আনার চোখে আমার দেশবাসী

কবিগ্রের রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "দেশ মান্ধের স্থি। দেশ মৃশ্মর নর সে চিন্মর…দেশ মাটিতে তৈরী নর, দেশ মান্ধের তৈরী।" তাই আমাব চোখে আমার দেশ সম্পর্কে লিখতে গেলে জানতে হবে ভারতীয় জনতত্ত্ব।

অনাদি অতীত কাল থেকে কত জাতি, কত বর্ণের লোক যে এই ভারতভূমিতে আগমন করল তার ইয়ন্তা নেই। বহু জাতির আগমনে ভারতবর্ষ এক মহামানবের মিলনতীপে পরিণত হয়েছে।

"হেথার আর্যা, হেথা অনার্যা, হেথার দ্রাবিড় চীন—
শক-হৃত্ব-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।"
কবিগত্ত্বের রবীন্দ্রনাথের প্রেন্তি বর্ণনা শুধ্মাত্র কবি
কল্পনা নর, ঐতিহাসিক সভ্যের বহিঃপ্রকাশ।

বিভিন্ন বর্ণ ও প্রেণীর জনসাধারণের দেহ গঠনের, বিশেষ করে কেশ বৈশিষ্টা, চোখ ও চামড়ার রং, নাসিকা, কপাল ও নরম্পেডর আকৃতি ইত্যাদির পরিমিতি গ্রহণ

করে. ন্বিজ্ঞানীগণ ভারত-বাসীর জনতত্ত্ব নির্পণের চেন্টা করেছেন। সকলের পরিমিতি একই মানদণ্ড অন্সারে গৃহীত হয়নি; ফলে মত পার্থকা রয়েছে। বিখ্যাত আধ্নিক ন্তত্ত্বিদ ডঃ বিরজা শব্দর গ্রের মতে ভারতবাসী মোট ছয়টি শাখা ও নয়টি উপশাখায় বিভক্ত।

- (১) নেগ্রিটো বা নিগ্রোব্ট (The Negrito)
- (২) আদি অন্টোলয় ( Proto-Austroloid )
- (৩) মোশলীয় ( Mongoloid ) এরা আবার তিনটি শাখার (১) দীর্ঘমন্ড প্রচীন মোশলীয় (২) গোলমন্ড প্রাচীন মোশলীয় (৩) তিব্বতী মোশলীয়।
- (৪) ভূমধাসাণরীয় ( Mediterranean ) এরা আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত (১) প্রাচীন ভূমধা সাগরীয় (Palaeo-Mediterranean) (২) ভূমধ্যসাগরীয় Mediterranean) ৩)প্রাচা(Oriental type)(৫) পশ্চিমী প্রশৃতশির জাতি ( Western Brachycephalo ) এরাও আবার তিনটি শাখায় বিভক্ত (১) আলপাইন ( The Alpiniod (২) দীনারীয় ( The Dinaric ) (৩) আর্মানীয় ( The Armenioid ) (৬) নডিক ( Nordic )

### আমার চোখে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা সম্পর্কে বিশেবর মেহনতী মান,ষের নেতা বলেছেন—"শিক্ষা স্বনামধনা মার্কস এজোল ·G বলতে আমরা বুঝি তিনটি দিক প্রথমত মানসিক শিক্ষা, দিতীয়ত শারীরিক শিক্ষা, যেমন শিক্ষা জিমনাসটিকস ও সামরিক বিদ্যালয়ে দেয়া হয়, তৃতীয়ত কারিগরী শিক্ষা যে শিক্ষা সমস্ত রকম উৎপাদন পদ্ধতিতে সাধারণভাবে কাজে লাগে এবং সাথে সাথে শিশু ও তর্বদের সমস্ত বিষয়ের সাধারণ যন্ত্রপাতি নাডাচাডা করতে ও বাবহার করতে উৎসাহ দের।" (মার্কস এঞ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড) কিন্তু আমার চোখে আমাদের দেশে তৃতীয় ধরণের কোন বাবস্থা প্রচলিত নেই। কারণ আমাদের দেশটা হচ্ছে ধনতান্তিক দেশ। এই ধরণের দেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে প'্রজিপতিরা, বুর্জোয়াগ্রেণী। এরা মুনাফার কথা ছাড়া আর কিছু ভাবে না, এমনকি তারা বে শিক্ষানীতি নির্ধারণ করে তাও মুনাফার দিকে লক্ষ্য রেখে। তাদের কল-কারখানা অফিস চালানর জন্য বে পরিমাণ শিক্ষিত শ্রমিক বা কর্মচারীর প্রয়োজন শুধু-মাত্র সেই সংখ্যক মান,যের জন্য তারা শিক্ষার ব্যবস্থা করে।

ভারতবর্ষের ৭০% লোকই কৃষিজীবী। পরেন আমলের ষম্প্রণাতি হাল-বলদ ব্যবহারের জন্য শিক্ষিত ব্যক্তির দরকার হয় না। তাই আমার দেশের ৪০ কোটি মানুষকে শাসকগ্রেণী শিক্ষিত করার কোন প্রয়োজনই মনে করেনি। প্থিবীর মোট নিরক্ষর লোকের ৫০% বাস করে ভারতবর্ষে যেটা স্বাধীনতার সময়ে ছিল ১০% বা ১২% এর মত।

১৯৪০ সালে সোভিয়েত দেশের অন্যতম কমিউনিস্ট নেতা এম, আই, কালিনিন শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করেন 'Education is definite, purposeful and systemetic influencing of the mind of the person being educated in order to imbue him with the qualities desired by the educator.'

আমার চোখে আমার দেশের শাসকশ্রেণী এটাই চেরেছিলেন। এখন দেশ জোড়া গভীর সংকট। একচেটিয়া পর্বৃদ্ধিপতি, জমিদার ও জোতদারদের স্বার্থরক্ষায় সদা চণ্ডল এ সরকার। ধনতন্ত্র বিকশিত হতে পারলেও (আজকের যুগে যা অসম্ভব) শিক্ষাক্ষেত্রে যুতটুকু অগ্রগতি ঘটতে পারত, আমাদের দেশে সেট্কুও হতে পারেনি। এবং আমার চোখে আমাদের শাসকশ্রেণীই তা হতে দেয়নি। কেননা "In a class society, there never has been nor there can be, education outside or above the classes"

স্ত্রাং আমার চোখে আজকের শিক্ষা জগতের এ পরিস্থিতি শাসকশ্রেণীর স্বার্থকেই স্বত্নে রক্ষ। করে চলেছে।

ভারত সরকার পশুম পশুবার্যিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তাবেও গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমসত প্রস্তাবই বাতিল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু উচ্চবিত্তদের মধ্য থেকে কিছুকে বৈছে নিয়ে সুযোগ সুবিধা দানের প্রানো নীতিই বহাল রেখেছিলেন। সাত বছর আগে ২ বছর ধরে পশুম পশুবার্ষিকী পরিকল্পনার শিক্ষাখাতে ৩২০০ কোটি টাকা দেবার বাগাড়ন্বর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ১৭২৬ কোটি টাকা বরান্দ করা হয়েছিল, অথচ এই সময়ের মধ্যে দ্রব্যমুল্য বৃন্ধি হয়েছিল ৪০%।

আমার চোখে ১৯৭৯ সালের মধ্যেও সমস্ত শিশ্ ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অন্তত পাঁচ বছরের শিক্ষা বাবস্থা প্রবর্তনের আশা নেই, কারণ এমন কি পরিকল্পনায় প্রতিপ্রতি অনুযায়ী মাত্র ৮২ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী (৬-১৪ বছর বয়স পর্যন্ত) স্কুলে নাম লেখাবে এবং নাম লেখান ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে থেকে ৪০% পাঁচ বছরের শিক্ষা সমাপ্ত করবে। অপর সকলে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে নিরক্ষরের সংখ্যা বৃশ্বি করবে। ৮৫-৮৬ সাল পর্যন্ত ৮ বছরের স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা দ্রে রাখা হয়েছে। ১০+২ +৩ বছরের শিক্ষায় অপেক্ষাকৃত কম সময়ের অর্থাৎ ১০ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষার স্ব্যোগ স্টিই হয় ২৬%-এর বালক-বালকার জন্য। এটা ৭০ সালের ২২%-এর চেয়ে কোনক্রমে ৪% বেশী। ৭ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন বালকবালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঢোকার স্ব্যোগ পার। কিন্তু তর্ও পরিকল্পনা বর্তমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঢোকার স্ব্যোগ পার। কিন্তু

বালক-বালিকাদের বিনা বেতনে পড়ার স্বোগ থেকে বঞ্চিত করতে চায়।

আমার চোখে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাখুলা, নেহরু-যুব্ব কেন্দ্র, হোন্টেলের স্বযোগ বৃন্ধি, ডে-ভ্রুডেন্টস হোম, স্বাঙ্গ্য কেন্দ্র ভোজনালয়, বই ব্যাঙ্ক ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক ছাত্র যুবকে প্রলুখ্ধ করতে চায়; কিন্তু ছাত্রদের গণতান্ত্রিক দাবী, ছাত্র-সংসদ গঠনের অধিকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও পরিচালন ব্যবস্থায় ছাত্র প্রতিনিধিত্ব ও শিক্ষা ব্যবস্থা রুপায়ণে ও পরিচালনায় ছাত্রদের অংশ গ্রহণের অধিকারের কথা উচ্চারণ করে না।

আমার চোখে জমিদার তন্ত্রের সংগে অংপোষের ফলে গ্রামীণ জনগণের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তারা শিক্ষার সূর্যোগ গ্রহণ করতে পারছে না। ভারত সরকার প্রকাশিত 'India-74' এ প্রচারিত তথা থেকে দেখা যায় ১৯৬৫-৬৬ সালে প্রার্থামক বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে পশুম শ্রেণী) ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫ কোটি ৯৩ ৫ লক্ষ এবং ১৯৭১ সালে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে একানশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র সংখ্যা ২ কোটি ৭ ২ লক্ষ। তাহলে দেখা যায় পাথমিক শিক্ষা নিতে বিদ্যালয়ে ভতি হয়েছিল অথচ শিক্ষা জীবন পরিচালনা করতে পারল না এমন ছাত্র-ছারীর সংখ্যা ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ্য এরা হচ্ছে সেই হত-ভাগোর দল যাদের পিতামাতা ভূমিহীন অথবা অত্যন্ত অলপ জমির মালিক। এবং বুর্জোয়া গণতা শ্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজের শিকার—জোতদার ও মহাজনী শিকারে পিন্ট। এরা শুধ্ব ৮/১০ বছরে পদার্পণ করার পূর্বেই অনোর বাড়ীর রাখালি শরু করে আর স্কুলে যাওয়া ছ।ত-ছাত্রীদের দিকে চেয়ে বাতাস ভারী করে তোলে. শীষ"-কাপড় নেই, গাছের পাতা যাদের খাদ্যতালিকার স্থানে—বিদ্যালয় তদের কাছে বিলাসিতা।

তব্ এদেরই বিরাট অংশ দুঃসাহসে ভর করে পঠি-শালায় ভর্তি হয়। শতক্ষিন্দ জামাকাপড আর অভর শরীরে গা মেলায় স্কুলে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর মিছিলে। তারপর শ্রু হয় মিছিল ভাল্যার পালা। স্কুলের মিছিল ভেশ্যে এক একটি অংশ চলে যায় জীবীকার সন্ধানে। উচ্চতর ক্লাসে পড়াশুনা করার নিশ্চয়তা নির্ভর করে অভিভাবকদের আয়ের ওপর। গ্রামীণ বিদ্যালয়গ্রালেতে ছাত্র সংখ্যার বিভাজন থেকে জানা যায় ১৯ শ্রেণী থেকে শ্রুর করে পরবতী পর্যায়ে যাওয়ার পূর্বেই কি পরিমাণ drop-out হয়—প্রথম শ্রেণী ৪০-৩৬% দ্বিতীয় শ্রেণী ১৬.৯৪% তৃতীয় শ্রেণী ১৬.২৫% চতুর্থ শ্রেণী ১२·११% अषम द्यागी ১·६४९% निस्तुत मण्डान সন্ততিকে বিদ্যালয় প্রেরণ করার জন্য কুবক পিতা-মাতার আগ্রহে যে অপরিসীমতা পূর্বোক্ত বাক্য থেকেই জ্ঞানা यार्व। এथान एथरक दावा यार्व भिका मार्छव छना প্রথম শ্রেণীর ৪০% ছাত্র ন্বিতীয় শ্রেণীতে কমে গিরে হর ১৬%। अर्थार गिका नास्ट्रत आगा निरत यात्रा अधम

শ্রেণীতে ভার্ত হর ন্বিতীর শ্রেণীতে উঠার আগেই শতকরা
৬০% ছাত্র বিদ্যালরকে চিরবিদার দিয়ে কঠিনতর ভবিবাতের দিকে পা বাড়ার। গত শতাব্দীর বেদনার কর্ণ কাহিনীতে নতুন নতুন অধ্যায় যুক্ত করে।সার্বজনীন, অবৈতনিক, বাধ্যতাম্লক শিক্ষার, গালভরা প্রতিশ্রহাত পরিণত হয় নিদার্ণ পরিহাসে।
আমার চোখে

#### जामात कारथ कृषि विख्यात्म जामारमत रम्भ :-

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদরো ও হরুপার কিছু গম বার্লি, ধান ও শাকসক্ষীর বীজ পান। এর থেকে উনি ধারণা করেন যে সেই যুগেও ভারতীয়রা এই সমুহত চাষের কথা জানতেন। প্রাণ্ট্রতিহাসিক যুগ থেকেই যতদরে জানা যায় ভারতীয় কৃষি ছিল উন্নত ও সমন্ধ। তাই আমার চোখে কৃষি-বিজ্ঞানে আমাদের দেশের অগ্রগতি আমাদের ঐতিহ্য। আধুনিক কালের অগ্রগতিকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করতে গেলে আমাদের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়কে দুভাগে ভাগ করে নিয়ে আলোচন। করা উচিত। প্রথম অংশে ১৯৪৭—১৯৬০ সাল এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের শ্রু ১৯৬১ সালে। প্রথম পর্যায়ে আমাদের যা অগ্রগতি তা আমার চোখে মূলত আরো বেশী জমি চাযের আওতায় আসা এবং সেচের স্বিধা বৃশ্ধির জন্য। কিন্ত প্রকৃত অগ্রগতি বলতে যা বোঝায় তার সূত্রপাত হয় ১৯৬১ সালে। थाना উৎপাদনের সচেকটা একটা দেখলেই আমার বন্ধব্যের সতাতা বোঝা যাবে। ১৯৬০ কে ১০০ ধরলে এই সূচক ১৯৭০ সালে সারা পৃথিবীর খাদো-ৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁডায় ১২০তে আর ভারতের সূচক দাঁডায় ১৫৪তে। সতি।ই! শুধু আমার কেন? সবার চোথেই বিষ্ময়কর অগ্রগতি নয় কি? আর এই অগ্র-গতির পেছনে আছে উচ্চফলনশীল প্রজাতি ও উন্নত কলাকৌশল।

কৃষির মূল উপাদ্য তিনটি--কৃষি শিক্ষা, কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণ। ১৯০৬ সালে পুণাতে প্রথম কৃষি কলেজ স্থাপিত হ'লেও ষাটের দশকের আগে কৃষি-শিক্ষা ছিল অবহেলিত। ১৭ই নভেম্বর, ১৯৬০এ পন্থ নগরে ১৭০০০ হেক্টর জমি নিয়ে ভারতের প্রথম কৃষি বিশ্ববিদ্যা-লয় স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গোই আমার চোখে কৃষি শিক্ষার এক নতুন যুগের সূচনা হ'ল। পরবতী সময়ে এই বিশ্ব विमानस्त्रत माफला जन्द्रशानिज रस जारता ১२ हि कृषि বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে যার মধ্যে আমাদের পশ্চিম वारलात 'विधानहरूप कृषि विस्वविद्यालय' प्रव' कालको। বিশ্ববিদ্যালয়গর্নালর নিরন্তর প্রয়াসে প্রতি বছর ৮০০ ছাত্রছাত্রী স্নাতক, স্নাতোকোত্তর ও পি এইচ ডি ডিগ্রী পাচ্ছেন। কেবলমাত্র সাধারণ পঠন-পাঠনের এই বিশ্ব-বিদ্যালয়গর্লি নিজেদের সীমায়িত করে রাখেননি। क्षकरमत्र कृषित्र नानान कलारकोगल, भारि ও সার ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক পশ্বতি, গাছের রোগ ও পোকাকে চেনা ও তার হাত থেকে ফসল বাঁচানোর উন্নত কলাকোঁশল শেখন।

১৯৬৬ সালের আগে আমাদের মোট খাদ্যোৎপাদদ ছিল ৪৪ মিলিয়ন টন। আর গত বছরে ছিল ১১৫ মিলিয়ন টন। আর গত বছরে ছিল ১১৫ মিলিয়ন টন। খাদ্যদস্যের বিপল্ল বৃদ্ধির জন্য খাঁরা সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন, আমার চোখে তাঁরা কৃষি বিজ্ঞানী। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় আমাদের কৃষিতে বিনয়োগের পরিমাণ অনেক কম, তব্ যে কটি দেশ কৃষি সম্পর্কিত গবেষণায় অর্থ বিনিয়োগ করে সর্বাধিক ফল পেয়েছে তার মধ্যে ভারত অগ্রগণ্য।

এই শতকেরই গোড়ায় উচ্চফলনশীল জাতের উশ্ভাবনের তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের জানা হয়ে গিয়েছিল। কিব্তু এই বিষয়ে প্রথম প্রায়োগিক সাফল্য আসে নরম্যান বোরল্যাগের উচ্চফলনশীল গমের 'Norion-10B' বংশান, আবিন্কারের মধ্য দিয়ে। এর অলপ পরে ১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক ধানা গবেষণা কেন্দ্র থেকে বার করা হয় 'IR-8' ধান। ভারতবর্ষেও এই জোয়ার এসেলাগে। এর আগেও অবশ্য ভারতীয় বিজ্ঞানীরা পাট, ভূট্টা ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নত জাত উশ্ভাবন করেছিলেন। এবার তারা ব্ব পরাগ যোগী গম, বাজরা জোয়ার ও অন্যান্য ফসলর ক্ষেত্রেও এগিয়ে এলেন। আমরা পেলাম জয়া, পামা সোনালীকা, কল্যাণসোনা ইত্যাদি জাতগালি।

অংপ কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতের কৃষি বিজ্ঞানীদের প্রচেণ্টায় নানান অঞ্চলের উপযুক্ত জাত আমরা
পেরেছি। মহারাণ্টে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শুক্তর জাতের
নিবিড় তুলা চাষ, যা প্রিথবীর মধ্যে প্রথম ভারতেই শুর্
হয়, পশ্চিমবাংলা ও চিপ্রয় গমের চাষ, পাঞ্জাব ও
হরিয়াণায় ধানের চাষ, উত্তর বাংলার সম্দ্ধতার প্রতীক
আনারসের চাষ, উত্তর ভারতে আমের চাষের কথা আমার
চোখে এই প্রসংগে সমর্তবা।

আমাদের বিজ্ঞানী ডঃ পি কে দে নীলসব্র শাওলা আবিন্দার করেন ডঃ দে ও ডঃ এল এন মণ্ডলের প্রচেণ্টায় আমরা জানতে পারি কিভাবে এরা বায়্র থেকে নাইট্রোজন নিয়ে তা মাটিতে বন্ধন করে। তাঁদের এই গবেষণার কল্যাণে ধানের চাষের খরচ আজ গেছে অনেক কমে। আমাদের বিজ্ঞানী ডঃ এস পি রায়চৌধ্রী নাইট্রোজেনের ওপর গবেষণা করে ভারতীয় কৃষি গবেষণার মানকে প্রথমীর চোখে সম্মানীয় করে তোলেন। আজকে আন্তর্জাতিক প্রস্কার পাওয়া বিজ্ঞানীদের (ভারতীয়) মধ্যে কৃষি বিজ্ঞানীরা প্রথম স্থান অধিকার করে আছেন। Plant-Breeding এর উপর বোরল্যাগ এটাওয়ার্ড সবচেয়ে বেশী বার যে দেশ জয় করেছে সে হল —ভারত।

শ্বাধীনতার সময়ও একই জমিতে একটির বেশী ফসলের কথা ভাবা যেত না, আজ আমরা এক জমি থেকে বছরে চারটি ফসল তুলছি। আগে জলকে কৃষির মুখ্য প্রয়োজনীয় মনে করা হত। এখন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা অজল চাষ গবেষণার নানান পর্যায়ে যে তথা পেয়েছেন তার থেকে এখন আর জলকে বাধা মনে হয় না।

মিশ্র মাছ চাষ, সাগর জলে মাছ চাষ, শব্দর জাতের গর্ন, মহিষ পালন, তাদের দেশজ খাদ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রেও আমার চোখে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রভৃত অবদান আছে।

ভারতবর্ষের কৃষি গবেষণার উন্দেশ্যই হচ্ছে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কৃষি গবেষণাকে নিয়োজিত করা। কিন্ত এখনও আমরা হেক্টর প্রতি উন্নয়নে উন্নত দেশগ**্রিল** থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। এর জন্য আমার চোখে মূলত দায়ী লাগে ভূমি ও জল বাবহারে আমাদের বার্থতা ও নিরক্ষরতা। গ্রামাণ্ডলে কৃষির প্রায়োগিত সাফল্য তখনই আসতে পারে যখন কুষকদের উল্নত কলাকৌশলগুলি ঠিকমত রপ্ত করান যাবে। কিন্তু সম্প্রসারণে আমাদের অনিহার জন্য আমরা এই বিষয়ে খুব বেশী এগোতে পারিন। দুর্ভাগা হলেও সাত্য যে কৃষির প্রয়ন্তিগত অগ্রগতির ফল কেবল মাত্র সম্পন্ন চাষীরাই পেয়েছেন। উপরুতু বিশিষ্ট অর্থনীতি-বিদ্য ওঝা, দান্ডেকর, বর্ম্মন, মিনহাস, রথ সকলেই প্রীকার করেছেন ১৯৬০ সালে গ্রামাণ্ডলে যত লোক দারিদ্রা সীমার নিচে বাস করতেন ১৯৭০ সালে তাদের সংখ্যা ১ গণেরও বেশী হয়েছে। দান্ডেকর ও রথের হিসাব অনুযায়ী ৬৭-৬৮ সালেও আমাদের দেশের মোট জন-সমষ্টির ৪১% দারিদ্র সীমারেখার নিচে ছিলেন। কৃষি বিজ্ঞানে উৎপাদন বাড়াই অগ্রগতির পরিচয় বহন কর না. প্রকৃত অগ্রগতি বলতে বোঝায় সাধারণ মানুষের অর্থ-নৈতিক অবস্থার উন্নয়ন। আমার চোখে কৃষির প্রকৃত অগ্রগতি নির্ভার করছে, কৃষি ক্ষোত্র এখনও যে সামনত-তান্ত্রিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক রয়েছে. তার অবসান করার উপর। প্রকৃত ভূমি সংস্কারকে এডিয়ে উন্নত চাষ পর্ণ্ধতি, অধিক ফলন্দীল বীজ সার, সেচ প্রভাতর মাধ্যমে কৃষির উন্নতির যে সব চেন্টা গত ৩০/৩৫ বছরে ধরে চালান হয়েছে তার ফলে মুণ্টিমেয় কৃষক আরোধনী হয়েছে, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে কৃষির এমন কিছ, উন্নতি হয়নি যাতে জাতীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে অগ্রগতির পথে এগোতে পারে। 'অধিক ফসল ফলাও কমিউনিটি ডেভলেপমেন্ট প্রজেক্ট্র', আই এ ডি পি, সি এ ডি পি প্রভৃতি প্রকলপগ্নলির মাধ্যমে কৃষির উন্নতির প্রচেষ্টা নিতাশ্তই সীমাবন্ধ ফল লাভ করেছে। ৫% ধনী কৃষক এতে লাভবান হয়েছে। ফলে সামগ্রিক অর্থনীতিব বিকাশ তেমন প্রভাব পার্য়নি। এবং ভূমি সংস্কার ভিন্ন তা সম্ভবও নয়।

#### जामात टाट्य जामारम्ब रम्ट्यून न्वार्थीनजाः-

"It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishnsss, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we

had everything before us, we have nothing before us, we were all going direct to Heaven, we were all going direct the other way."

(Charles Dickens, A Tale of Two Cities)

ফরাসী বিশ্লবের দুর্যোগময় দিনগর্বালর এই বর্ণনার সংগে অনেকটা মিল খব্জে পাওয়া যাবে আমাদের দেশের স্বাধীনতার ঘটনাটির। এই রকমই ছিল নতুন ভারতের জন্মলণন—১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। আমার চোখে ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে স্বাধীনতার যে স্বাদ আমরা পেলাম, সেই স্বাদ যেমনি গোরবের তেমনি কল্পেকরও। গ্রিশ বছর আগে সেই ১৫ই আগস্টের পশ্চাদপেটভূগি হিসাবে যে ইতিহাস ছিল দেশের জনগণের তার জন্য আমার চোখে আমরা স্বাই নিশ্চয়ই গর্ববাধ করতে পারি। হাজার হাজার মান্বের স্বার্থত্যাগ্র কারাবরণ, মৃত্যু ও রক্তদানের পথ ধরে এসেছিল এই স্বাধীনতা।

অনাদিকে আর একটি ইতিহাস ছিল স্বাধীনতার। দেশের মান্ত্র স্বাধীনতার জন্য এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের হাতে এল ন।। সেদিন রাজনৈতিক রুজামণ্ডে একদিকে বিটিশ সামাজাবাদ বনাম সারা দেশের জনগণ মুখোমুখি দাঁড়ালেও নেপথো আর একটি দুশা অভিনীত হচ্ছিল। ভারতবর্ষের উঠিত প'্রজিবাদীগোষ্ঠী সামনত প্রভা জমিদার, দেশীয় রাজনা-বর্গ প্রভৃতি তাবং শোষক শ্রেণীগর্বল প্রমাদ গ্রনছিল এই স্বাধীনতার স্বাদ কারা উপভোগ করবে। যদি দেশের জনগণের হাতে ক্ষমতা যায় তাহলে মাুষ্ঠিমেয় সম্পত্তি-বানদের হাতে আর সম্পত্তি প্রতিপত্তি থাকবে না। তাই স্বাধীনতার মধ্য র।চিতে সমঝোতা হল বিটিশ সাম্বাজ্য-বাদের সংখ্য তাদের। দেশ স্বাধীন হবে, সামাজ্যবাদীদের স্বার্থ ও থাকরে, এই প**ু**জিপতি সম্পত্তিবানরাই হবে দেশের মালিক তারাই দেশ পরিচালনার ভার হাতে পাবে. আমার চোথে এই শ্রেণীগুলির নেতৃত্ব করছিল সেদিন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, আজ জনতা পার্টি—ভারতের শোষক শেশীর সংগঠিত রাজনৈতিক দল।

#### আমার চোখে আমার দেশের জাতীয় সংহতি:-

বৈচিত্রাময় এই ভারতবর্ষ। এই বৈচিত্রা জাতি, ভাষা, আচার, আচরণের মধ্যে যেমন তেমনই প্রাকৃতিক, ভৌগালক ক্ষেত্রেও পরিদৃশামান। কিন্তু নানা প্রকার বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক গভীর ঐক্যবোধ চিরকালই বিরাজিত। প্রভেদের মধ্যে ঐক্য প্রথাপন করা ভারতবাসীর চিরদ্তন সাধনা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেন্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য প্রথাপন করা।" আমার চোখে এমন দেশে একমাত্র সচেতন স্বেচ্ছাম্লক প্রচেন্টার মাধ্যমেই জাতীয় সংহতি অর্জন করা যেতে পারে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বিভেদম্লক প্রবণতাকে না বাড়িয়ে বরং তাকে প্রতিহত করতেই সাহাষ্য করবে। বিভিন্ন রাজ্যের মান্বের আশা-আকাক্ষা ও প্রতন্তকে খ্লার

দু ঘিতে না দেখে তাকে শ্রম্থা জানালেই তবে জাতীয় সংহতি সুদুঢ় হবে। আমার চোখে মোট রাজন্তবর ১৫% রাজ্যকে দিলে কোন দিনই জাতীয় সংহতি গডবে না। ৭৫% রাজস্ব রাজ্যগ**্রালকে দিলেই শ**ক্তিশালী ভারত গড়ে উঠবে। কারণ এখন প্রত্যেক রাজাই বেশী টাকা চায়, কারণ রাজ্যগালি প্রয়োজনের তুলনায় খ্বই অলপ টাকা পায়: এমন একটা রাজ্ঞা অনা রাজ্ঞাকে বঞ্চিত করলেই তবে বেশী টাকা পেতে পারে, তাই যে রাজ্য বেশী টাকা পায় আর যে রাজা বঞ্চিত হয় তাদের মধ্যে একটা খারাপ সম্পর্ক গড়ে ওঠে. বন্দিত রাজ্ঞা কেন্দ্রর ওপর বেগে যায়-যা কখনোই শক্তিশালী দেশ গডতে পারে না। আবার শিল্পোছত রাজ্যগালি আর শিল্প অনুমত রাজ্য-গুলি উভয়েই নিজেদের প্রয়োজন দেখিয়ে বেশী টাবা দাবী করে কারণ তারা যা টাকা পায় তাতে তাদের কলোয় না ফলে একটা অসুস্থ পরিবেশ গড়ে উঠে যা জাতীয় ঐকোর পক্ষে ক্ষতিকর।

#### আমার চোখে আমার দেশের আইন শ্ভথলা:--

ভারতবর্ষের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি অতাত খারাপ। "হে মহামানব, একবান এসো ফিরে/শুধ, একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরে ভিডে./এখানে মৃত্যুব হানা দেয় বারবার..." একথা কমিউনিন্ট কবি সকোশ্য ভটাচার্য স্বাধীনতার আগে বলেছিলেন। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে শাসক পার্টির পরিবর্তন হয়েছে কিন্ত 'সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। মূতার হাত থেকে বাঁচার জনা, খাদোর জনা সংগ্রাম মান্ত্র করতে পারে না। এখনও মান্ত্র খাদোর দাবী করলে বালেট পায়-কানপাবের শ্রামকেরা মাসের দশ তারিথ পর্যক্ত দেড মাসের বকেয়া মাহিনা দাবী ক'ব পেল--১১ জন শ্রমিকের মৃতদেহ। উত্তর প্রদেশের কলেজ শিক্ষকদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন নিষিম্প করা হল। সারা ভারতে গত বছরের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যক্ত জমিদার, জোতদারদের হাতে হরিজন নিহত হয়েছে ৫৩৫ জন। নিহতের সর্বোচ্চ সংখ্যা জনতা শাসিত উত্তর প্রদেশ তার পরের স্থান বিহার। আর পশ্চিমবাংলায় এই সংখ্যা শুন্য। পন্থনগরের নিরন্ন শ্রমিকেরা আন্দোলন করে পেলেন-নৃশংস ভাবে নিজেদের মৃত্য। জনৈক প্রত্যক্ষ-দশীর বিবরণে জানলাম আন্দোলনকারী প্রমিকদের বর্বর ভাবে গ্লী চালায়, তখন তারা আও:-PAC রক্ষার্থে আখের ক্ষেতে আশ্রয় নেয়। PAC চাইছিল: তখন তারা আথের ক্ষেতে আগ্ন লাগিয়ে দেয়; ফলে বহু, শ্রমিক জীবনত দাধ হয়ে মারা যায়। স্থানীয় জনসাধারণ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শ্রমিককে হাসপাতালে ভতি করে দেয়। PAC লোকেরা আবার রাতে তাদের হাসপাতাল থেকে বের করে গ্লী করে; শ্রমিকদের ঝুপড়ীগ্রালও অত্যাচার থেকে রক্ষা পায়নি। PAC র অত্যাচারে প্রাণ হারায় দুটি শিশ্ব, একজনের বয়স ২ বছর। ভারতের অনেক জায়গাতেই এরকম ঘটনা প্রায় নিতাসগাী।

### আমার চোখে অলসতা নয়. দারিদুতাই ভারতবাসীর জীবনের উদ্দতির প্রধান প্রতিবশ্যক:—

মানুষের জীবনের উন্নতি, নির্ভার করে অর্থানৈতিক উন্নয়নের চরিত্র ও সেই উল্লয়নের পটভূমিকায় ব্যক্তি মান ষের শ্রেণীগত অবস্থানের ওপর। আর অর্থনৈতিক অগ্রসরতা (?)র এমন এক পদে এসে আমরা দাঁডিয়েছি যেখানে জীবনের সার্থকতা, জীবনের উন্নতি নির্ভার করে অর্থনৈতিক ক্ষমতার ওপর। তাই স্বাধীনতার পর ১৯৬৪ সালে ভারতবর্ষের জনপ্রতি উন্নয়নের হার ছিল ৩%যেখানে এই হার টাটার ছিল ৩২%, বিডলার ৭৮%, মফংলালের ১২০%: তার কারণ কি? বর্ষের টাটা. বিডলা, মফংলালরাই শুধু অলস নয়, আর বাদ বাকি সকলেই অলস? তাতো নয়! আর তা যদি হতো তাহলে টাটা-বিভলার কি এত বৃদ্ধি হ'ত ? কারণ টাটা, বিডলারা কয়েকজন মিলেই তো আর কারখানা চালায় না. যারা চালায় তারা সাধারণ মান্য। এদেরই পরিশ্রমের ফল-শ্রুতি এই অন্যায্য বৃদ্ধির হার। কিছুদিন আগে সংবাদ-পত্রে পড়লাম জাতীয় আয় ২০৯৫% বেডেছে, অথচ টাটা-विफलात दिन्ध निटित भीत्रमःशान एएटकर दावा यादा।

শোষণকারীর	নাম সাল	ম্লধন	ম্নাফা	সাল	ম্লধন		মুনাফা
টাটা	<b>&gt;</b> >94-6	ঃর্য ঃক্যে ৫৫-৫৮	৪৮-৮৩ কোঃ টাঃ	2296	->090.08	কোঃ টাঃ	৭৪.৪৫ কোঃ টাঃ
বিড়লা	,,	\$ <b>60</b> .89	88.58	"	200.22		30.22
<b>মফংলাল</b>	,, :	১৯০-৬৬	28.94	77	66.600		22.20
সিংহানিয়া	,,	<b>५०७</b> -५৫	6.95	29	224.46		20.0A

ভারতববে বর্তমানে শোষণের ফলে গরীব ক্রমে আরো গরীব হছে আর ধনী আরও স্ফীতকায় হচ্ছে। কিছু দিন আগে Survey of India র এক রিপোর্টে জানা যায় ২% লোকের হাতে ৪৬% জমি কেন্দ্রীভূত আছে। অপর দিকে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। আদমসমারীর রিপোর্টে জানা যায় ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭১

সালে, এই ১০ বছরে ক্ষেত্যজ্বরের সংখ্যা ৩১৫১৯৪১১ জন থেকে ৪৭৩০৪৮০৮তে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ সংখ্যার দিক থেকে বান্ধি পেয়েছে ১৫৭৮৫৩৯৭ জন।

এই ভারতবর্ষেরই কোটি কোটি মান, ন ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কঠোর পরিস্তম করে চলে—সামান্য দৃষ্ণ, ঠো খাদ্যের জন্য। ওই টাটা বিড়লারা যা পরিশ্রম করে এরা তার চেয়ে ঢের বেশী পরিশ্রম করে। জীবনের আনন্দ এদের কাছে অজ্ঞাত। জীবনে উন্নতির স্বন্দ দেখতে এরা ভূলে গেছে। শৃথ্যাত্র বে'চে থাকার জন্যই এরা এদের রক্তের বিনিময়ে গড়ে গুতালে স্ফীতকায় ধনীদের আলস্যের সোধ। বরং এই শোষিতদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এই ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একথা সকল উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে সত্য। এবং উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগ্র্লিতে এই দারিদ্রের চিত্র ভয়ত্বর। আগের পরিসংখ্যানে প্রথিবীর ধনতান্ত্রিক দেশগ্র্লির বেকারীর সংখ্যা দেখলেই বোঝা যাবে আমার বস্তব্যের সত্যতা।

দেশ বৈকার সংখ্যা

১। ভারত ১ কোটি ৯ লাখ ২৪ হাজার

২। আমেরিকা ১ কোটি ৩। জাপান ৫০ লক্ষ

৪। পশ্চিম জার্মানী ১৩ লক্ষ ৫১ হাজার

৫। ব্টেন ১৫ ৬। ফ্রান্স ১৪ লক

এই সমস্ত দেশেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্ফলট্রকু ভোগ করেন কেবলমাত্র মুন্টিমেয় ধনীরা।

বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি—ভয়াবহ ধনতান্ত্রিক সংকট, ভয়াবহ দারিদ্র, শিলপ সংকট, বাবসা সংকট, তীরতম সমস্যার মুখোমুখি হয়ে। আর এই সমস্যাগ্র্লিই প্রত্ম সমস্যার মুখোমুখি হয়ে। আর এই সমস্যাগ্র্লিই প্রত্ম পোনিকভাবে স্ছিট করে চলেছে আরো দারিদ্র। এই পরিস্থিতিতেই উপদেশ দেওয়া হয় কঠোর শ্রম করার,—বলা হছে তাই অলসতাই জীবনের উমতির প্রধান প্রতিবন্ধক—দারিদ্র নয়। আর এই বিশ্বাসের স্পেনীয় দাঁতগর্লি রুশ্ধশ্বাস মুম্রের কণ্ঠনালীতে ড্বিরের দিয়ে ধনিক শ্রেণী তাদের পকেট ভরে তুলছে স্বর্ণ মুদ্রায়। তাই পরিশেষে আমি ডাক দিয়ে যাই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীরতর করার জন্য।

## নারীপ্রগতি—অর্থনীতি ও সমাজনীতি

(৩২০ প্ন্ঠার পর)

প্রগতির নামে নারীকে আদিম প্রবৃত্তি জাগানোর হাতিয়ার করে তোলা হচ্ছে। নারীদেহকে লোভনীয় করে তোলা হচ্ছে, সংগ্য সংগ্য মানুষ হিসেবে মেয়েদের মর্যাদাকে তিল তিল করে হত্যা করা হচ্ছে। শিক্ষার মধ্যে, সমাজ জীবনের মধ্যে নারীর ঐ লোভনীয় ভোগের বস্তু হয়ে ওঠার, প্রক্রের মনে মোহস্ঘি করার আদশ্লেই প্রতিষ্ঠা করা হছে। এই বাইরের জগতে পণা হয়ে ওঠাট কুই প্রগতির চরমসীমা বলে প্রতিপন্ন করার স্প্রিকল্পিত প্রয়াস চলেছে। প্রয়াস চলেছে ব্যক্তিত্ব ও সত্তাকে অস্বীকার করার।

কিন্তু এই পণা হয়ে ওঠ:ট্রুকুই কি প্রগতি। না, এই অবন্থাটাকে শ্রমজীবী নারীসমাজ মেনে নিতে নারাজ। তাঁরা নিজেদের অধিকারের প্রশেন আরও বেশী বেশী সজাগ হয়ে উঠছেন। সমানাধিকারের দাবী করতে গিয়ে তাঁরা দেখেছেন, একমার সমাজতানিক দেশ ছাড়া আর কোথাও তাঁদের অধিকার নবীকৃত নয়। সমাজতান ছাড়া আর কোন ব্যবন্থাই মেয়েদের মর্যাদা রক্ষর বাবন্থা করতে পারে না। আবার, একমার সমাজতানেই মেয়েরা তাদের জনবল স্থিটর বিশেষ ভূমিকার জন্য বিশেষ স্থাগ স্থাবধারের দাবীতেই সমাজতানের সপক্ষে আন্দোলন গড়ে ভূলছেন।

আমাদের মত দেশেও গণ-আন্দোলনগ;লিতে আরও বেশী বেশী করে সামিল হচ্ছেন। সমবেত সংগঠিত হচ্ছেন মহিলারাও। কারণ তাঁরাও তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রগতির, অগ্রগতির সঠিক পর্থাট চিনতে পেরেছেন। ছাত্রী-দের কাছে আজও সেই পথটি বিশেষ স্পণ্ট নয়। 'বুজেনিয়া প্রগতি'-র বিষফলটি তাদের সামনে 'সোনালী মোডকে মোডা'। যেখানে 'আনন্দলোক' পহিকার মাধ্যমে রঙীন বন্দেব ফিল্মকে আদর্শ করে তোলা বয়। মার্কিনী রুচি, বিকৃত ভাবনাকে সভ্যতার চরমতম বিন্দু বলে বর্ণনা করা হয়। কিছু স্বাধীনতা দেওয়ার নাম করে তার স্বাধীন বিকাশের প্রধরোধ ক্বার চক্রান্তকে যতদিন না ছাত্রীরা অনুভব করবে ততদিনই গণ-আন্দো-লন সম্পর্কে তাদের অনীহা থাকবে। নারী প্রগতির প্রশ্নটা যে বাস্তবে উৎপাদনে তার ভূমিকার সংগ্রে, অর্থনীতির সংগে জড়িত। উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংশেই যে তার মর্যাদাহানি ঘটে। সমাজের অগ্রগতি না ঘটলে যে তারও অগ্রগতি ঘটে না। এই বিষয়টা সমাক উপলব্ধি না করা পর্যব্ত তারাও বাস্তবে সচেতন, সংগঠিত ও আন্দোলনম্খী হয়ে উঠবে না। একমাত্রই এই সমাক্ত চেতনার প্রসারই তাকে প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।





(সচিত্র মাসিক যুবদপণ)

নবম সংখ্যা ॥ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি কাশ্তি বিশ্বাস

> সহ-সম্পাদক বনভূষণ নায়ক

ব্বকল্যাণ বিভাগ/পশ্চিমবণ্গ সরকার ০২/১ বিনর-বাদল-দিনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলিকাভা-৭০০০০১

প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

পশ্চিমবংগ সরকার যুবকল্যাণ বিভাগের পক্ষে শ্রীরণজিং কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীগণেশ চাদ দে কর্তৃক তর্ণ প্রেস, ১১ অজুর দম্ভ লেন, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।

# जूठी

২৯৯ ঃ সম্পাদকীয়

৩০১ : বিশ্বের যুব সমাজের কাছে আইনান

৩০৩ : বাঙলা সাহিত্যে ছন্দপতন
—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৩০৮ : ফাঁসীর মঞ্চে শৃত্থিলিত এই প্রহরে

কায়েজ আহমেদ ফায়েজ

(অন্বাদ—স্নীলকুমার গজ্গোপাধ্যায়)

৩০৯ : মধ্যপ্রদেশের প্রাগৈতিহাসিক গ্রহাচিত্র
—সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়

৩১৩ : দরদী কথাশিল্পী শরংচন্দ্র
—স্কুমার দাস

৩১৭ : জ্বলিয়াস ফ্রচিক —প্রবীর মিত্র

৩১৯ : নারীপ্রগতি—অর্থনীতি ও সমাজনীতি মন্দিরা ঘোষাল

৩২১ : রুক য্বকেন্দ্র সমাচার

৩২৩ : আমাদের চোখে আমাদের দেশ

—অমিতাভ মনুখোপাধ্যায়

# যুবসমাজের প্রতিঃ-

অশুভ ও অসুন্দরকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে পারে স্থবসমাজ—

শান্তিপ্রিয় মানুষের আশা ভরসার মূর্ত প্রতীক স্থবসমাজ—

- \* বারোয়ারী প্রজোগুলিকে কেন্দ্র করে জোর-জুলুম ও জবরদন্তি কি অসঙ্গত ও অসুন্দর কাজ নয় ?
- ★ জনদাধার পের জন্য নির্দিষ্ট রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে মঞ্চ তৈরী করে যোগা-যোগ ব্যবস্থা বিঘিত কর। কি অশোভন ও অসুন্দর কাজ নয় ?
- \* সারার। ছিব্যাপী মাইক্লোফোন বাজিয়ে শান্তি প্রিয় জনসাধারণকে বিনিদ্র রজনী কাটাতে বাধ্য কর। কি অশালীন ও অসুন্দর কাজ নয় ?
- \* নির্দিষ্ট দিনে প্রতিমা নিরঞ্জন না দিয়ে প্রজোর সময়কে অহেছুক দীর্ঘায়িত করে অনর্থ সৃষ্টি করা কি অন্যায় ও অসুন্দর কান্ধ নয় ?
- \* বিদ্যুৎ উৎপাদনের অবস্থা উপলব্ধি করে আলোকসজ্জায় পরিমিতি বোধের পরিচয় দেওয়া কি সুষ্ঠু ও সুন্দর নয় ?

# সম্পাদকীয়

'অপারেশন' শব্দটি ইংরেজী হলেও এমন বংগ-সন্তান সম্ভবতঃ কম আছেন বিনি শব্দটির সাথে পরিচিত নন। সাধারণ মান্যের কাছে কথাটির ব্যাপক প্রচলন আছে চিকিৎসা বিষয়ে। যখন কোন রুগীর গায়ে চিকিৎসকেরা রোগ নিরাময়ের জন্য অস্ত্র প্রয়োগ করেন—তাকেই সাধারণ কথায় 'অপারেশন' বলা হয়। শব্দটিকে ব্যবহার করা হয় সাম্মরিক যথন সেনাবাহিনী অস্ত হাতে শহুকে মোকাবিলা করেন—তাকেও 'অপারেশন' বলে লোকে জানে। ১৯৭১ সাল হতে ৭৭ পর্যন্ত এ রাজ্যের মান্য আরও একটি ক্ষেত্রে 'অপারেশনের' দাপট দেখতে পেয়েছেন—এর নাম 'কুম্বিং অপারেশন'। সামারক কায়দায় অতর্কিতে এক একটা এলাকা সি. আর. পি. অথবা প্রলিশ বাহিনী দিয়ে ঘিরে ফেলে তম্ন-তম্ম করে খোঁজা হয়েছে এমন সব যুবকদের শাসক শ্রেণীর কাছে যারা শুধু অবাণ্ডিত নয়--যাদের অবস্থান শাসক শ্রেণীর চোথের ঘুম কেডে নির্মেছিল। তাদের এই 'অপারেশন'-এর মধ্য দিয়ে ধরা হয়েছে, পিটিয়ে-লাশ করা হয়েছে--দর ছাডা করা হয়েছে—গ্রন্ডা দিয়ে খুন করা হয়েছে। এই ভাবে শব্দটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নিয়ে হাজির হয়। অর্থের এই দীর্ঘ তালিকার সাথে বোধ করি আর একটি নয়া সংযোজন যুক্ত করছেন পশ্চিমবঞ্চা সরকার। 'বর্গা অপারেশন'।

বর্গাদার কথাটি কুচবিহার জেলা সহ কয়েকটি জেলায় আধিয়ার নামে পরিচিত। এরাও কৃষক। অন্য কৃষক থেকে এদের পার্থকা এই এরা পরের জমিতে চাফ করে। নিজের মেহনত এবং কোথাও কোথাও নিজের বীজ-সার ইত্যাদি বাবহার করে ফসল ফলায়। এক অংশ নিজে পায়—অন্য অংশ জমির মালিককে দিতে হয়। দিতে হয় এই জন্য যে দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে একবার যদি জমির মালিক হওয়া যায় তা হলে চাষ-বাস করাক বা না করাক জমি থেকে অধিকার যায় না—মালিকানা যায় না। যে সামন্ততান্ত্রিক বাবন্থার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশ চলছে তার অনিবার্য ফল হিসাবে এক অংশের লোক কৃষি কাজ না করলেও জমির মালিকানা রাখার স্বযোগ পাছে এবং জমি রাখছে আর অনাদিকে সমাজের আর এক অংশের মানুষ বেচে থাকার তাগিদে জমি না থাকা সত্বেও কৃষি কাজ করছে নিজের জমিতে নয়—অপরের জমিতে। এদেরই নাম বর্গাদার।

যতদিন ধনতাল্যিক ব্যবস্থা চলতে থাকবে সামন্ততাল্যিক ব্যবস্থার রেশট্রক্ যতদিন বজায় থাকবে ততদিন এই বর্গাদারী ব্যবস্থাও চলতে থাকবে। সম্পত্তির উপর ব্যক্তি মালিকানা উচ্ছেদ করে সামাজিক মালিকানা পত্তন করার ন্বারাই একমাত্র ভূমিহীন কৃষককে জমির মালিক করা যায়—বর্গাদারী ব্যবস্থার অবসান ঘটানো যায়। বৈজ্ঞানিক সমাজবাদই একমাত্র ব্যবস্থা যেখানে অকৃষক জমির-মালিক জমি হার: হয়েও সসম্মানে বে'চে থাকার অধিকার পায়—বিকলপ জাবিকার স্ক্রনিশ্চত স্থোগ পায়। আর কোন কৃষককেই নিজের পরিশ্রমে উৎপাদন করা ফসলের একটা সিংহ ভাগ জমির মালিক বলে কথিত কাউকে দিতে হয় না—নিজেই ভোগ করতে পারে এবং বর্গাদার শব্দটি অভিধান থেকে লশ্বে করে দেওয়া যেতে পারে।

সে কথা থাক। আমাদের দেশে দীর্ঘ কাল ধরে এই বর্গাদারী প্রথা চলে আসছে এবং বর্গাদার তার তৈরী ফসলের ন্যায্য অংশ পাওয়ার জন্য আবদন-নিবেদন করেছেন, দাবী তুলেছেন। সংগঠিত হয়েছেন। লড়াই করেছেন। কখনও কথনও রক্ত দিয়েছেন, শহীশদর মৃত্যুও বরণ করেছেন। সেই সংগ্রাম গ্রাম বাংলার গ্রামে গ্রামে এখনও অব্যাহত রয়েছে।

অর্থ শাল্যের স্পশ্ডিত রক্ষণশীল রিকাডো সাহেব থেকে শ্রুর করে আধ্নিক কালের অর্থনীতির অনেক বড় বড় তাত্ত্বিক অনেক গবেষণা করেছেন—মতামত প্রকাশ করেছেন জমিতে উৎপাদিত ফসলের মালিকের ন্যায্য অংশ নির্ধারণ করার জন্য। বিশেবর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক অর্থনীতিবিদ কার্ল মার্ক্সও উৎপাদনে উন্দৃত্ত ম্ল্য স্থিত করার জন্য প্রামের ভূমিকা ও অবদান নির্পণের জন্য ত.র বৈজ্ঞ,নিক তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমাদের মত সামন্ততান্ত্রিক অথবা আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশে ভূমিহীন বর্গাদারের ভাগ্যের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই।

কিন্তু ভূমিকে আশ্রয় করে যে শোষণ সমাজের ব্রুকে দীর্ঘকাল ধরে জগন্দল পাথরের মত চেপে রয়েছে—কৃষক তাকে সরিয়ে ফেলার জন্য আমাদের দেশে বারে বারে লড়াইয়ের ময়দানে সংগঠিত হয়েছে। কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এ ধরনের গৌরবোল্জবল অধ্যায় বিভিন্ন সময় রচিত হয়েছে। বর্গাদারের স্বার্থে তেজাদীণ্ড এ ধরনের একটি সংগ্রামের নাম তে-ভাগা আন্দোলন। বর্গাদার তার ঘামে ভেজা ফসলের তিন ভাগের দৃই ভাগ দাবী করে এ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। জোতদার বা স্বীকার করেননি। ভূ-স্বামীদের স্বার্থ রক্ষা করার তাগিদে তে-ভাগা আন্দোলনকে ধরংস করার জন্য সে সময়ের বৃটিশ সরকার এগিয়ে এসেছিল। বৃটিশ রাজত্বের সশস্র বাহিনীর বৃটে, ব্লেট ও বেয়নেটের বেপরোয়া আক্রমণে আক্রান্ত হওয়া সত্বেও বাহাদ্রর কৃষক পরাজয় বরণ করেননি। শেষ পর্যন্ত তে-ভাগা আইন বিধিবন্ধ হয়়—পরবতী কালে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে চার-ভাগা আইন পাশ হয় অর্থাৎ উৎপাদিত ফসলের তিন চতুর্থাংশ বর্গাদারের জন্য নির্দিন্ট করা হয়।

আইন পাশ হওয়া এক জিনিষ আর তার স্বিধা পাওয়া ভিল্ল জিনিষ বর্গাদার হিসাবে আইনে স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত সে তার ন্যায়্য পাওনা পেতে পারবে না। বর্গাদারের নাম রেকর্ডভুক্তি করার জন্য বিধান তৈরী হোল, ভাগচাষী কোর্ট বসলো। বর্গাদারেক জমির মালিকের বির্দেধ মোকর্দমা করার স্ব্যোগ করে দেওয়া হোল। বর্গাদার উচ্ছেদ রোধ করার আইনগত ব্যবস্থা তৈরী হোল। কিন্তু এতং সত্তেও বর্গাদার তার ফসলের ন্যায়্য অংশ পাওয়ার নিদিন্ট অধিকার পেল না। জমি থেকে উচ্ছেদের বিড়ম্বনা থেকে সেম্বিক্ত পেল না। এ রাজ্যের প্রায়্য ৩৮ লক্ষ্ম বর্গাদারের মধ্যে গত বংসর পর্যন্ত মাত্র ৮ লক্ষ্ম বর্গাদারের নাম বর্গাদার হিসাবে রেকর্ডভুক্ত হয়েছিল। স্বভাবতঃই বর্গাদার বিদ রেকর্ডভুক্ত না হন তা হলে ফসলের আইনগত অংশ পাওয়া স্বানিশ্চিত হতে পারে না—জমি থেকে উচ্ছেদের বিপদ থেকেও ম্বিভ পেতে পারেন না। আইন যতট্বুকু আছে তাকেও বৃন্ধাংগ্বান্ঠি দেখিয়ে এ যাবং বর্গাদারকে বঞ্চনা করা হয়েছে—শোষণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের অধীন একটি কমিটি (Task Force) রাজনৈতিক স্বিচ্ছার অভাবই ভূমি সংক্লান্ত আইনের দ্বঃখজনক পরিণতির প্রধান কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

লক্ষ লক্ষ বর্গাদারকে কারচ্নিপর হাত থেকে—জোতদারের কবল থেকে বাঁচানোর জ্বন্য আইনগত যতট্বকু সনুযোগ আছে তাকে সনুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'বর্গা অপারেশন' নামে একটি বিশেষ অভিযান শ্রুর্ক করেছেন। এই অভিযানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হোল বিপ্লুল সংখ্যক বর্গাদার অধ্যনিষত ছোট ছোট এলাকা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করে, ছোট ছোট স্কোয়াড গঠন করে, তার সাহায্যে বর্গাদারের সাথে—জোতদারের বাড়ীতে নয়—বর্গাদারদের পক্ষে সনুবিধাজনক কোন জায়গায় সান্ধ্য বৈঠক এবং পর্যবেক্ষণ ও সরেজমিনে যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে প্রকৃত রেকর্ডভিক্ত করা। এ ব্যাপারে কৃষক সংগঠনগর্নলির সাহায্য গ্রহণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এবং রেকর্ডভিক্ত বর্গাদারেরা সরকারী সিম্ধানত অনুসারে এবং ব্যান্ডেকর সহযোগিতায় ঋণ পাওয়ারও সনুযোগ পাবেন।

লোক দেখানো আইন থাকা সত্বেও প্রয়োগ পশ্যতির ব্রুটী এবং সদিচ্ছার অভাবে বে বিরাট সংখ্যক বর্গাদার এতদিন পর্যন্ত রেকর্ডভুক্ত হতে পারেননি এবং আইনের বিন্দর্মার স্বযোগ ভোগ করতে পারেননি আমরা বিশ্বাস করি সরকারের এই অভিনব উদ্যোগের ফলে তারা রেকর্ডভুক্ত হতে পারবেন এবং আইনগত যতট্বকু স্বযোগ বিদ্যমান তা লাভ করতে পারবেন।

গ্রাম বাংলায় যে বিপত্ন সংখ্যক শ্রমজীবী যত্ত্ব মানস রয়েছেন তার এক বিশাল অংশ এই বর্গা চাষের সাথে যত্ত্ব। বর্গা অপারেশনের সাফল্যের ফল হিসাবে সমগ্র বর্গাদারের সাথে এই অংশের যত্ত্ব সাম্প্রদায়েরও জীবন-যক্ত্রণা একট্র হ্রাস পাবে। সেই জনাই পশ্চিমবঙ্গা সরকারের এই 'বর্গা অপারেশন'কে স্বাগত জানাই—এর সার্বিক'সাফল্য কামনা করি।

# বিশ্বের মুব সমাজের কাছে আহ্বান ( একাদশ বিশ্ব মুব ছাত্র উৎসবের ঘোষণাগত )

### विरुवन यून ७ शहन्त

বিশ্ব ব্র ছাত্র আন্দোলনের আরও একটি বৃহৎ ঘটনা—একাদশ বিশ্ব যুব ছাত্র উৎসব সফল ভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

আমরা, ১৪৫ দেশের দুইশত সংগঠনের ১৮৫০০ জন প্রতিনিধি ১৯৭৮ এর গ্রীন্মে কিউবার হাভানা শহরে মিলিত হরেছি। মিলিত হরেছি রাজনৈ তিক, দার্শনিক ও ধর্মীর বিশ্বাসের বিভিন্নতা নিয়ে, সাম্লাজাবাদ বিরোধী সংহতি, শান্তি ও মৈত্রীর পতাকা উর্ধে তুলে ধরে, কিউবান জনতা ও ব্ব সমাজের আতিথা ও জয়োল্পাস পরিবৃত হয়ে। মিলিত হয়েছি আমাদেরই সমস্যা নিয়ে প্রকাশ্যে ও খোলামনে আলোচনা করতে, একে অপরকে উপলব্ধি করতে, আমাদের সাফল্য ও অস্ক্রিধাগর্নল উল্লেখ করতে, আমাদের জনগণের সাংস্কৃতি ও ঐতিহাকে আমাদের সহযোভ্যাদের সংশ্যে ভাগাভাগি করে নিতে।

আজকের বিশ্বে যুব সমাজ বে মহান ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে এই অবিস্মরণীয় দিনগর্নালতে আমরা তাকে আর একবার স্বীকৃতি দিছি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশাল বিশাল পরিবর্তন ঘটেছে। আন্তর্জাতিক দাঁতাতের দিকে, শান্তিপ্র্ণ সহাবিথানের আরও ব্যাপকতর ভিত্তির দিকে, জাতীয় শ্বাধীনতা ও সার্বভৌমন্থের মর্বাদার দিকে, বিভিন্ন রাশ্মের সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্নতা নিয়েই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্পর্কে সমান অধিকারের দিকে উল্লেখযোগ্য দিক পরিবর্তনের নিদর্শন মিলেছে; প্রাংমিলিত ভিয়েতনাম, ইন্দোচীনে সাম্বাজ্ঞাবাদের পরাজয়, পর্তুগীজ উপনিবেশিক সাম্বাজ্ঞার অবসান, বিজয়ী এপোলা, ইথিওপিয়ার সামনত রাজ্ঞ্যের অবসান—এ সবই হলো উম্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই সমস্ত পরিবর্তন জনগণের ন্যায়্য আসাআবাংশা প্রেণের জন্য গড়ে ওঠা আন্দোলনকেই সাহায়্য করছে।

আমরা উৎসবে অংশ গ্রহণকারীরা, ন্তেন সমাজ তৈরীতে বিরাট সাফল্য অর্জনকারী সমাজতাল্যিক দেশ জাতীর মূর্ত্তি আন্দোলন উল্নয়নশীল জোট নিরপেক্ষ দেশ ও ধণতাল্যিক দেশের গণতাল্যিক ও প্রগতিশীল শক্তি সম্বের প্রতিনিধিদ করছি। আমরা, সাম্বাজ্যবাদের আগ্রাসন নীতিকে ব্যর্থ কর দিয়েও তার কার্যকলাপকে সীমাবন্ধ করে দিয়ে অক্সিত বিজয়কে অভিবাদন জানাচ্ছি। তব্ও সাম্বাজ্যবাদ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ল্বন্থগ্রিলকে তীক্ষ্য করছে, ক্যাধীনতা, সার্বভৌমদ, গণতকা, শাল্তি ও

সামাজিক প্রগতির দিকে জনগণের অপরিহার্য অভিষানকে শতব্দ করে দেওয়ার প্রচেন্টা চালাচ্ছে এবং তারা আজও প্রধান শত্ন। এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে ও তাকে পরাশ্ত করতে হবে।

আমরা ভালভাবেই উপলব্ধ করি যে আশতর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতির দিকে এই পরিবর্তন স্থায়ী করবার জন্য, আশতর্জাতিক দাঁতাতকে ঐতিহাসিকভাবে অপরিবর্তনীর চরিত্রের ও সার্বজনীন করে তোলার প্রক্রিয়ার জন্য এখন প্রয়োজন, যা প্রের্ব কখনই ছিল না, সাম্রাজ্ঞান্য রেই আধিপতা ও দাঁক্ত প্রয়োগের নীতির অবসান, অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে প্রের্বর তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী নরহত্যাকারী অস্ত্র উৎপাদনের বিরুদ্ধে অনতিক্রমা প্রতিবন্ধকতা তৈরী এবং পারমাণ্যিক নিরস্তীকরণ সহ সাধারণ ও সর্বাত্মক নিরস্তীকরণ কার্যকরী করার কাজ শ্রুর্করা।

এই বাস্তব পরিস্থিতির মূখোমুখী দাঁড়িয়ে এবং সাম্বাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে যুবক ও ছারদের অংশ গ্রহণ বৃশ্বির জন্য আমর। তাদের সহযোগিতা ও কাজের ক্ষেত্রে ঐক্য শক্তিশালী করবার জন্য কঠোর সংকল্পবন্ধ।

কিউবা থেকে আমরা বিশেবর যুবকদের আহ্বান জানাছি। বিশ্বশান্তি দাঁতাত, নিরাপস্তা ও আর্গতর্জাতিক সহযোগতা, সাধারণ ও সর্বাত্মক নিরুল্যীকরণের পক্ষে ও অস্থ্য প্রতিযোগিতা ও সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী যুন্থের পরিসমাপ্তির জন্য সংগ্রাম আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলুন। নিউট্রন অস্থ্যের মত ব্যাপক ধ্বংসকারী অস্থ্যের উৎপাদন আবিষ্কারের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দ্বনিয়াব্যাপী প্রতিবাদ সংগঠিত কর্ন।

সায়াজ্যবাদ, উপনিবেশিকতাবাদ, নয়া-উপনিবেশিকতাবাদ, জাতি বৈষম্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বির্দেধ জাতীয় ম্বিক্ত ক্রাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতল্তের জন্য, প্রতিটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উম্থার ও রক্ষার জন্য, অর্থনৈতিক সম্পর্কের ন্যায়া ও বন্ধ্ত্বপূর্ণ সহযোগিতার জন্য ও একটি ন্তন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঐক্য ও কাজকে ন্বিগ্রণ কর্ন।

ধণতান্দ্রিক দেশগর্নিতে শোষণ, অত্যাচার. বৈষম্য. বেকারী, সংকট ও একচেটিয়া প<sup>\*</sup>্রিজর বির্দেশ, গণ-তান্দ্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা ও বিকাশের জন্য, এবং গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামকে তীর কর্ন।

সংগ্রাম কর্ন য্ব সমাজ যেন তাদের কাজের অধিকার

ও শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারে. সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও আমোদ-প্রমোদ, সমাজে সিম্থানত গ্রহণকারী সংস্থায় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ও অন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে।

### মুৰ সমাজের মধ্যে আরও বেশী সহযোগিতা ও ৰক্ষ্

এই মহান লক্ষ্যের প্রতি অন্প্রেরিত হয়ে জাতীয় ব্রাধীনতার ব্রপক্ষে, সাম্বাজ্যবাদী কৌশলের বির্দেধ এবং বর্ণবৈষম্যবাদী রাজত্বের সম্পূর্ণ অবসানের জন্য নাম্বিয়া, জিম্বাবউ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণ ও যুবকদের সংগ্রামের প্রতি সংহাতিকে শক্তিশালী কর্ন। একইভাবে সাহারার জনগণের স্বাধীনতার জন্য ন্যায্য আকাংখার প্রতি এবং নয়া-উপনিবেশবাদী ও সাম্বাজ্যবাদী হস্ত-ক্ষেপের বির্দেধ আফ্রিকার জনগণের সংগ্রামের প্রতি তাহাদের সাহায্যকে দৃত্তের কর্ন।

আরব জনগণের সংগ্রাম, বিশেষতঃ পি এল ও-র নেত্তে প্যালেন্টাইনের আরব জনগণের সংগ্রাম এবং লেবানন ও গণতান্তিক ইয়েমেনের জনগণের সংগ্রাম আমাদের সংহতি আরও শক্তিশালী করতে হবে। এরা হল মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদ, জিনোইজম ও প্রতিক্রিয়ার বির্দ্ধে এবং ন্যায্য ও চিরস্থায়ী শান্তির পক্ষে। আবার এরাই সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের শিকার।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এবং গণতাত ও সমাজ প্রগতির দ্বপক্ষে চিলির জনগণ ও ব্বকদের সংগ্রামের প্রতি সংহতি জোরদার কর্ন!

### क्यांत्रवाम ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে

উর্গ্রের, নিকারাগ্রের প্যারাগ্রের, রাজিল, বালভিয়া ও অন্যান্য দেশের মান্বের সংগ্রামের প্রতি সংহতি শক্তিশালী কর্ন। শক্তিশালী কর্ন পোয়োটোঁ-বিকোর স্বাধীনতা সংগ্রামের ও ফ্রাসিবাদের বিপদের বিরুদ্ধে ও গণতশ্বের জন্য সংগ্রামরত আজেণিটনার যুবক ও জনগণের সংগ্রাম এবং সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে ও পূর্ণ স্বাধীনতা, গণতন্ত ও সমাজ প্রগতির জন্য লাতিন আমেরিকার ও ক্যারিবিয়ান জনগণের সংগ্রাম। দেশের শান্তিপূর্ণ পুনগঠনের জন্য এবং জাতীর স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সীমানাগত অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ভিয়েতনামের জনগণের প্রতি সংহতিকে জ্যোরদার কর্ন।

ন্তন সমাজ গঠনরত কিউবার মহান জনগণের বিরুদ্ধে অবৈধ জঘন্যতম অবরোধের বিরুদ্ধে আমাদের ঘ্ণা উপচে পড়্ক। গ্রানতানামোয় সামরিক ঘাঁটি মার্কিন ব্রুরাদ্মকৈ অবিলন্তে নিঃসর্ত প্রত্যাপণি করতে হবে এই ন্যায্য দাবীর সমর্থনে আমাদের সংহতিকে দৃত্তর কর্ন।

বিশ্ব উৎসব আন্দোলনের ইতিহাসে একাদশ উৎসব সন্দৃঢ় স্তদ্ভের মত বিরাজ কর্ক এবং এই উৎসবের অজিত সাফল্যগর্নল বিশ্বের গণতান্তিক ও প্রগতিশীল যুব সমাজের কার্যক্ষেত্রে ঐকা ও সহযোগিতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর্ন।

স্বাধীনতা ও মর্যাদার জন্য সংগ্রামরত সমস্ত জন-গণের প্রতিই আমাদের সামাজ্যবাদবিরোধী সংহতি দান্তি-শালী হোক। শান্তি ও সামাজিক প্রগতির পথের যাত্রীদের প্রতি প্রেরণা ও সাহায্যের হাত আরও প্রসারিত কর্ন। আমাদের প্রচেন্টাসমূহ ঐক্যবংশ হোক:—

- —জনগণের আরও বিজয় অর্জনের জন।
- —আন্তর্জাতিক বিপ্লবী, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল যুব আন্দোলনের আরও সাফলোর জন্য
- —সাম্বাজ্যবাদ বিরোধী সংহতি শান্তি ও মৈলীর জনা বিশ্ব যুব ছাত উৎসব দীর্ঘজীবী হোক।

হাভানা—৫ই আগন্ট, ১৯৭৮

# বাওলা সাহিত্যে ছলপতন মাণিক বল্যোপাধ্যায় / ডঃ সরোজমোহন মিছ

'ছন্দপতন' মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই লেখা একটি উপন্যাস। নবকুমার নামে এক তর্নুণ কবির আত্মকাহিনী। এই কবি নিজের পরিচর দিতে গিরে বলেছে—''অল্পবরসী কবি সম্পর্কে একটা চলটিত ধারণা স্থিতি হয়ে আছে—অনেক বন্ধম্ল সংস্কারের মতই সেটা জোরালো। তর্ণ কবি বলতে লোকে ধরে নেয় কমবেশী স্নায়্প্রবণ, ভাবপ্রবণ পরম বেহিসেবী অকেজো অভিমানী একটা জীব—জীবন ও জগংটা যার কাছে নিছক স্বংনাদ্য ব্যাপার।

আমার সম্বশ্ধে এরকম একটা ধারণা নিয়ে এ কাহিনী পড়তে বসলে আমার অনেক কথা আর কাজের ঠিক ঠিক মানোট ব্যুতে অস্ববিধা হবে –অস্ববিধা কেন, মানে বোঝা সম্ভব হবে না। কারণ, আমি ঠিক বিপরীত রকম কবি এবং মান্য।

আমি ক্তুবাদী কবি।

শ্ব্দ্ব কবিতায় নয় সব বিষয়েই বস্তুবাদী।

বস্ত্বাদী কবি কি?

ষে সত্যবাদী কবি। দ্বটো একই কথা। বস্তুই সত্য, সত্যই বস্তু।

আমি কবিতা লিখি, শব্দমদ চোলাই করি না।
আকাশ চবে আমি কাব্যফ্লের চাষ করি না, মাটির
প্থিবীতে মান্বেরই জীবন নিয়ে কাব্যের ফসল ফলাই।
জীবন্ত মান্বের বিচিত্র কাব্যময় প্রাণবন্তু জগৎ থেকে
ভিন্ন মানব জগতের অন্তিত্ব নেই আমার কাছে। ভাবচিন্তা আবেগ অন্ভূতি সবই পার্থিব জীবনের রসে
প্রতী।

ছেলেবেলা থেকেই কবিতার খোকামি আর ন্যাকামি আমার পিত্তি জনলিয়ে দিয়েছে। মনে পড়ে পনের বছর বয়সে লিখেছিলাম—

শব্দ মদ বেচা শহিত্যকো কাব্যলক্ষীর দেহ চিরদিন কচি রেখে দিল।

শহুড়িগুলো সব মরে যাক,

কাব্যলক্ষীর দেহে যৌবনের জোয়ার ঘনাক।

ইচ্ছার্পিনী কাব্যলক্ষীর সব বয়সের বিচিত্রর্পের সংশ্য তখনও অবশ্য আমার পরিচয় ঘটেনি, কিন্তু এ থেকে বোঝা যাবে সতেজ প্রাণবন্ত কবিতার দিকে ওই বয়সেই আমার কেমন পক্ষপাতিত ছিল।

শ্ব্যু কবিতার নর, জীবনেও আমি বস্ত্বাদী।

কবি তার কবিতার একরকম, জীবনে অন্যরকম—এটা আমার উল্ভট ব্যাপার মনে হর। এ যেন ক্রন্নচারীর নারী অপ্য স্পূর্ণ না করেও শ্ব্ধ ইচ্ছাশন্তির সাহায্যে প্রোৎপাদন। বাইশ বছর বয়সে আমি প্রথম স্থির করি এবার আমার কবিতা বাজারে ছাড়া দরকার।

তার আগে কোথাও একটি কবিতাও আমি প্রকাশ কবিন।

এই বয়সের কবির কবিতা ছাপাবার প্রথম প্রচেন্টায় কত কুণ্ঠা কত ভারত্বতা থাকে কারো অজানা নেই,— কবিতা লিখে সে যেন মস্ত অপরাধ করেছে, কবিতা ছাপাতে চেয়ে অপরাধ করতে চলেছে তার চেয়েও মারাশ্বক!

ভীর লাজ্যক কবিকে সহজে কেউ পাত্তা দেয় না, চারিদিক থেকে তার ভাগ্যে জোটে শ্র্য অনাদর, উদাসীনতা ছেলেমান্য কবি হতাশা ও অভিমানে জর্জারিত হয়ে যায়।

আমি এ হতাশা ও অভিমানকে প্রশ্রয় দিইনি।

নতুন কবির উপর জগৎ অকথারকম নিষ্ঠার, নতুন কবিকে সবাই গারের জোরে সাহিতোর আসরের বাইরে ঠেলে রাখে—এটাকে খাঁটি নির্জলা সতা বলে মানতে আমি প্রথম থেকে অস্বীকার করেছি।"…

এ সবই কবি নবকুমারের কথা। তার আরও কথা আছে। 'তাও উল্লেখিত হবে ক্রমশঃ। কিল্তু নবকুমারের কাহিনীর এ ভূমিকা পড়তে পডতে মনে হবে এ যেন মাণিক বন্দ্যোপাধায়ের নিজের সাহিত্য-জীবানর কাহিনী।

বাঙলা সাহিত্যে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যথার্থ আবিভাবে বাংলা ১৩৩৫ সালে। বন্ধ্দের সঞ্জে বাজিরেথে বিখ্যাত মাসিক পহিকার গলপ ছাপানোর জন্য লিখেছিলেন 'অতসীমামী'। অবশ্য মাণিক এ গলপ সম্পর্কে নিজেই তাঁর 'সাহিত্য করার আগে' প্রবন্ধে লিখেছিলেন "রোমান্সে ঠাসা অবাস্তব কাহিনী"। কিন্তু এ গলপ তো তিনি প্রকৃত অর্থে সাহিত্য করার জন্য লেখেননি—লিখেছিলেন বিখ্যাত মাসিকে গলপ ছাপান নিয়ে তর্কে জিতবার জন্য।' সেজনা এ গলেপ নিজের আসল নাম 'প্রবোধকুমার' না দিয়ে দিয়েছিলেন ডাক নাম 'মাণিক"।

মানিকের 'অতসীমামী' প্রকাশিত হয়েছিল 'বিচিতা'
পাঁচকার পৌষ সংখ্যায়। তার প্রেব এই পাঁতকায়ই
প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা', তার
প্রব থেকেই প্রকাশিত হছিল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়
শরংচন্দ্রের 'শেষপ্রশন'। তখন বাঙলা সাহিত্যে 'আধ্বনিকতা'
নিয়ে যে প্রচণ্ড ঝড় এবং বিতর্ক দেখা দিয়েছিল বাঙলা
সাহিত্যের এই দ্বটি উপন্যাসে তার সার্থক প্রতিফলন
দেখা যায়। কিন্তু তার বছর দ্বই আগেই বাঙলা দেশে
এবং বাঙলা সাহিত্যে আয়েকটি প্রবণতা খ্ব জোরালো
হয়ে উঠেছিল—তা রাজনীতি। ১৯২৬ সালে প্রত্কাকারে প্রকাশের সপ্যে শরংচন্দের 'পথের দাবী'

ইংরেজ সরকার কত্তি বাজেরাপ্ত হরেছিল। এবং তার সমকালেই সাম্প্রদায়িক ভেদব্দিধর বির্দেখ তীর ভংসনা সহ লেখা হোল নজর্লের বিখ্যাত কবিতা 'কাণ্ডারী হ'নিশয়ার'।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় য়খন বাঙলা সাহিত্যে আবিভূতি হলেন তখন মনে হয় রাজনৈতিক উত্তেজনা অনেকটা
প্রশমিত। সেজনা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাথমিক পর্বের
লেখায় রাজনৈতিক প্রভাব দেখা যায় না। সাহিত্যে
আধ্নিকতাই ছিল তখন প্রধান আলোচা। মানিক তার
তংকালীন মানসিকাতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে
লিখেছেন, "আমার সাহিত্য করার আগের দিনগর্লি
দ্ব-ভাগে ভাগ করা যায়। স্কুল থেকে শ্রুর করে কলেজে
প্রথম এক বছর কি দ্ববছর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র
প্রভাবিত সাহিত্যই ঘেটেছি এবং তারপর কর্তাদন খ্র
সোরগোলের সংগ্যে বাংলায় যে 'আধ্ননিক' সাহিত্য স্ছি
ইচ্ছিল তার সংগ্যে এবং সেই সাথে হ্যামশ্নের 'হাঙ্গার'
থেকে শ্রুর করে শ্রু নাটক পর্যন্ত বিদেশী সাহিত্য
এবং ফ্রেন্ডে প্রভৃতির সংগ্যে পরিচিত হবার চেন্টা করেছি।"
(সাহিত্য করার আগে)

তারপর নিজের ব্যক্তি মানস, বাস্তব জীবনে সংঘাত এবং সাহিত্যে অভাববোধ সম্পর্কে লিখেছেন, "ছেলেবলা থেকেই গিরেছিলাম পেকে। অলপ বরসে 'কেন' রোগের আক্রমণ খ্ব জোরাল হলে এটা ঘটবেই। ভদ্র জীবনের সীমা পেরিয়ে ঘনিষ্টতা জন্মেছিল নীচের স্তরের দরিদ্র জীবনের সংগা। উভয় স্তরের জীবন সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসাকে স্পন্ট ও জোরাল করে তুলত। ভদ্র জীবনে অনেক বাস্তবতা কৃত্রিমতার আড়ালে ঢাকা থাকে, গরীব আশিক্ষিত খাটিয়ে মান্বের সংস্পর্ণে এসে ওই বাস্তবতা উল্পার্নিপে দেখতে পেতাম, কৃত্রিমতার আবরণটা আমার কাছে ধরা পড়ে যেত। মধ্যবিত্ত স্কৃত্বী পরিবারের শত শত আশা-আকাশ্কা অভ্নপ্ত থাকায়, শত শত প্রয়োজন না মেটার চরম রূপ দেখতে পেতাম নিচের তলার মান্বের দারিদ্রা-প্রীড়িত জীবনে।

গরীবের রিম্ভ বঞ্চিত জ্ঞীবনের কঠোর উল্পা বাস্তবতা আমার মধ্যবিত্ত ধারণা, বিশ্বাস ও সংস্কারে আঘাত করত —জিজ্ঞাসা জাগত, তাহলে আসল ব্যাপারটা কি?

ছাড়া ছাড়া জিজ্ঞাসা—বাস্তবতাকে সমগ্রভাবে দেখবার বা একটা জীবন দর্শন খোঁজার মত সমগ্র জিজ্ঞাসা খাড়া করবার সাধ্য অবশ্যই তখন ছিল না।

সাহিত্যে কিছ্ব কিছ্ব ইণ্গিত পেতাম জবাবের।
বড়দের জীবন আর সমস্যা নিয়ে লেখা গলপ উপন্যাসে।
শৈষ্ট সংগা সাহিত্য আবার জাগাত নতুন নতুন জিজ্ঞাসা।
জীবনকে ব্রুবার জন্য গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়াতাম গলপ
উপন্যাস। গলপ উপন্যাস পড়ে নাড়া খেতাম গভীরভাবে,
গলপ উপন্যাসের জীবনকে ব্রুবার জন্য ব্যাকুল হয়ে
তল্লাস করতাম বাস্তব জীবন।

.....আমার জিল্ঞাসা ছিল প্রেম আর দেহ সম্পর্কিত

সমস্যা নিমে, সাহিত্যের প্রেম আর বাশ্তব জীবনের প্রেম নিমে। সাহিত্যের ফাঁকা প্রেম খা,জে পেতাম না নধাবিত্তর জাঁবনে অথবা নিচের তলার। মধ্যবিত্তের বাশ্তব জীবনের প্রেমে যেট্,কু ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য দেখতাম তার সন্ধান পেতাম না নিচের তলার জাঁবনে। আবার নিচের তলার প্রেমে ঐশ্বর্যের রিক্ততা সত্ত্বেও যে সহজ্ব বিলণ্ঠ উদ্মাদনা দেখতাম, মধ্যবিত্তের জাঁবনে তার অভাব ধরা পড়ত।"

"যাই হোক, ছোট বড় লেখকের বই ও মাসিকের লেখা পড়তে পড়তে এই প্রশ্নটাই ক্রমে ক্রমে আরও স্পন্ট জোরালো হরে উঠতে লাগল বে, সাহিত্যে বাস্তবতা আসে না কেন, সাধারণ মান্য ঠাই পার না কেন? মান্য বে ভালা নয় মন্দ হয়, ভালা-মন্দ মেশানো হয় না কেন? শরং-চন্দের চরিত্রগর্নিও হ্দয়সর্বস্ব কেন, হ্দয়াবেগ কেন সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে মধ্যবিত্তের হ্দয়।

ভদ্র জীবনের বিরোধ, ভণ্ডামি, হীনতা, স্বার্থপরভা, আবিচার, অনাচার বিকার-গ্রুস্ততা, সংস্কার প্রিক্নতা, যান্ত্রিকতা ইত্যাদি তুচ্ছ হয়ে এ মিথ্যায় কেন প্রশ্রম পায় যে ভদ্র জীবন শায়্র স্বান্ধর ও মহৎ ? ভদ্র সমাজের বিকার ও কৃত্রিমতা থেকে মাজ চাষী-মজার, মাঝি-মালা, হাড়িবান্দিদের রাক্ষ কঠোর সংস্কারাচ্ছন বিচিত্র জীবন কেন অবহেলিত হয়ে থাকে, কেন এই রিবাট মানবতা—যে একটা অকথা অনিয়মের প্রতীক হয়ে আছে মানা্রের জগতে—সাহিত্যে দেখা যায় না ?

ক্রমে ক্রমে সাহিত্যের এই অসম্পূর্ণতা, বাশ্তব জীবন ও সাধারণ বাশ্তব মান্ধের অভাব বড়ই পীড়ন করত। সংঘাতের পীড়ন।

আমার নিজের জীবনে যে সংঘাত ক্রমে ক্রমে জোরাল হয়ে উঠছিল সাহিত্য নিরেও ক্রমে ক্রমে অবিকল সেই সংঘাতের পাল্লায় পড়েছিলাম।

ভদ্র পরিবারে জন্মে পেরেছি তদন্র্প হৃদর আর
মা. অথচ ভদ্র জীবনের কৃত্রিমতা, যাল্ডিক ভাবপ্রবণ্তা
ইত্যাদি অনেক কিছ্র বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে বিদ্রোহ মাথা
তুলেছে আমারই মধ্যে! আমি নিজে ভাবপ্রবণ অথচ ভাবপ্রবণ্তার নানা অভিবান্তিকে ন্যাকামি বলে চিনে ছ্ণা
করতে আরম্ভ করেছি। ভদ্র জীবনকে ভালবাসা, ভদ্র
আপনজনদেরই আপন হতে চাই, বন্ধ্রুছ করি ভদ্রম্বরের
ছেলেদের সপোই, এই জীবনের আশা-আকাশ্কা স্বশনকে
নিজম্ব করে রাখি, অথচ এই জীবনের সংকীণ'তা.
কৃত্রিমতা, যাল্ডিকতা, প্রকাশ্য ও মুধ্যেস-পরা হীনতা,
স্বার্থপরতা প্রভৃতি মনটাকে বিষিয়ে তুলেছে।

এই জীবন আমার আপন অথচ এই জীবন থেকেই
মাঝে মাঝে পালিয়ে ছোটলোক চাবা-ভূবোদের মধ্যে গিরে
যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। আবার ওই ছোটলোকদের
আমাজিত রিক্ত জীবনের র্ক্ কঠোর নান বাসত্বভার
চাপে অস্থির হরে নিজের জীবনে ফিরে এসে হাঁই
ছাড়ি।"

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যার ছন্দপতনের কবি নবকুমারের

মতই বস্তবাদী বা স্তাবাদী লেখক। মধ্যবিশুস্কভ ভাবপ্রবৰ্তাকে কাটিরে মাটির প্রথিবীর মান্বের জীবন নিয়ে সাহিত্যের ফসল ফলাতে চেরেছেন। বাঞ্চলা সাহিত্যে অনেক নামী-দামী সাহিত্যিক ছিলেন। জীয়ের মধ্যে প্রথম শরংচন্দ্রই সাহিথ্ত বাস্তবতাকে স্বীকৃতি জানালেন। সমাজ জীবনে আপত নিস্তরপাতার অন্তরালে যে কাত ফলাণা এবং বেদনাবোধ লাকিয়ে ছিল শরংচন্দ্রই প্রথম আমাদের কাছে তা উপস্থিত করেছেন। তিনিই প্রথম অনেক অন্যায় আর গোডামিকে নির্মম আঘাত করেছেন। শরংচন্দ্রের কাহিনীতে পাতিতা আর অসতীরা চরিত্র হয়েছে। বড হরে উঠেছে তাদের মনুষ্য । তখনকার অনা কোন লেখক এটা পারেননি। তবে শরং-চন্দ্রের দুট্টি সীমাবন্ধ ছিল মুক্তি মধ্যবিত্ত নারীছের ক্ষেতে। মাঝে মাঝে তার সাহিত্যে সমাজজীবনের মূল সমস্যা দেখা দিলেও সামাজিকভাবে তাকে তিনি আঘাত করতে পারেননি। বিষয়ী সামন্তবাদী মানসিকতা এবং সমাজব্যবস্থার আমলে উচ্ছেদ করতে না পারলে কেবল ভাবপ্রবণতার স্বারা অন্যের হুদয়কে সিম্ভ করা যায়, মূল সমস্যার কোন সমাধান করা যার না।

মাণিকের সমকালে বাঙলা সাহিত্যে একটি নতন অভিযান দেখা দেয়। এই অভিযাতীয়া ছিলেন হামশ্ন-লরেন্স-হান্ত্রলি-গোকীর ভাবনিষ্য। প্রথম বিশ্ব মহাষ্ট্রশ্বের প্রচন্ড ভাঙনের পরে এদের মধ্যেও ভাঙনের প্রবল নেশা এবং পরিণামে হতাশা আর নৈরাশাই দেখা দিল। **जीख्यात्मत्र यः शत्क मश्क्काश वला दय 'कल्लाल यः श'।** এদের বয়সে ছিল তার,ণা, ভাবে ছিল রবীন্দ্র বিরোধিতা। এদের ভাষার তীব্রতা, ভাপার নতুনম্ব, নতুন মানুষ ও পরিবেশের আমদানি ও নরনারীর রোমান্টিক সম্পর্ককে বাস্তব করে তোলার দঃসাহসী চেন্টা বাঙলা সাহিত্যে এক আলোডন তলেছিল। কিন্তু এদের বিদ্রোহে বতটা ফেনা ছিল ততটা বাস্তবতা ছিল না। আসলে এরা ছিলেন ম্লত রবীন্দ্রভক্ত এবং রোমাণ্টিক ভাববিলাসী। তব্ এই সময়ে বাঙলা সাহিতো এক নতুন দিগৃতত খুলে গেল। বিক্কম রবীন্দ্রনাথের বাঙ্কা উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা ছিলেন প্রধানত সমাজের উপরতলার মান্তব। সেখানে পতিতাদের ভীড জমালেন। আকবর লাঠিয়ালরা সেখানে প্রবেশ পেল। কল্লোল যুগের লেখকদের রচনায় अन भौति शास्त्रत भानाय जात कत्रमार्थानत कृति-काभिनता। এ'দের হাতে আমরা পেরেছি খাটি গ্রামাজীবনের আর করলাখনির ছবি। ছবিগলেলা ঠিক বাস্তবতা লাভ করতে পারেনি। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে বাস্তব সংঘাও আসেনি। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, "ব্যব্তি জীবন এসেছে কিন্তু বিহত জীবনের বাস্তবতা আসেনি বসিতর মান্ত্র ও পরিবেশকে আশ্রর করে রূপ নিরেছে মধ্যবিত্তেরই রোমাণ্টিক ভাবাবেগ। মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতা व्यात्मिन, त्मर वर्ष रात ष्ठेतन अधावित्सत व्यवन्ताव রোমাণ্টিক প্রেম বাতিল হয়নি, ওই একই রোমাণ্ড শা্ধ দেহকে আশ্রম করে খানিকটা অন্যভাবে র পায়িত হফেছে।" মাণিক বন্দ্যোপাধ্যার বাঙ্গা সাহিত্যে সেই বাস্তবতার অভাব প্রেণ করেছেন। তিনি শৈশব থেকে সারা বাঙ্গার রামে শহরে ঘ্রের ঘ্রের যে জীবন দেখেছেন, নিজের জীবনের বিরোধ ও সংঘাতের কঠোর চাপে ভাবালভার আবরণ ছি'ড়ে ছ'ড়ে জীবনের যে কঠোর নৃশ্ন বাস্তব রূপ দেখেছেন, সেই সাধারণ বাস্তব মান্বের জীবনকেই সাহিত্যে প্রতিফলিত করেছেন। ভাবপ্রবর্ণতার বিরুদ্ধে বাস্তবতার আমদানি বাঙ্গা সাহিত্যে মাণিকের অন্যতম অবদান।

মাণিক ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র। বিজ্ঞানীর মতই খানিরে খানিরে জাবিনকে দেখা ছিল তাঁর অভ্যাস। বিজ্ঞানীর মত নিরাসন্ত দ্দিট নিয়েই মাণিক বাঙ্গা উপন্যাসে স্মিট করেছেন একের পর এক অনন্যসাধারণ চরিত্র—শ্যামা, শশী, যশোদা, সত্যপ্রিয় বস্ভা, রাঘব মালাকার প্রভৃতি। বাঙলা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক দ্দিট নিয়ে গাল্প উপন্যাস লেখা ছিল মাণিকের আরেকটি অবদান।

সে জনাই তো 'ছন্দপতন' উপন্যাসের কবি নবকুমারের মত মাণিকও বলতে পারেন, 'শ্ব্ধ্ কবিতায় নয়,
জীবনেও আমি বাস্তববাদী।' হতাশা আর অভিমানকে
মাণিকও প্রশ্রম্ম দেননি। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জননী'র
শ্যামার জীবনে এসেছে আঘাতের পর আঘাত। নানা
বিপর্যয়ে জীবন তার ক্ষতবিক্ষত তব্ হতাশায় না ভেঙ্কে
পড়ে সে অর ছেলেদের নিয়ে সংসারে প্রতিষ্ঠিত হবার
জনাই সংগ্রাম করেছে। তাঁর গলেপ উপন্যাসে এর অজস্র
উদাহরণ আছে।

সেজনাই বন্ধ্রা যখন বলে পত্রিকার সম্পাদকরা গারের জোরে নতুন লেখককে সাহিত্যের আসরের বাইরে ঠেলে রাখে তখন সে কথা কবি নবকুমারও স্বীকার করে না. মাণিকও প্রতিবাদ করে লিখে ফেলেন প্রথম গল্প 'অতসীমামী' এবং তা অচিরে প্রকাশিতও হয়।

মাণিকের জীবনে একটা প্রধান চারিরিক বৈশিষ্ট।
ছিল অম্পুত দৃঢ়তা। নবকুমারকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা
আবৃত্তি করতে বললে সে অনায়াসে দৃপ্ত ভাগতে নিজের
কবিতাই আবৃত্তি করে শোনায় তার স্বকীয়তা প্রচার
করে। মাণিকও বাঙলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন এক দৃঢ়তা
নিয়ে উপস্থিত। নবকুমারের মত তিনিও বলতে পারেন,
"আমিও সম্পূর্ণ নতুন পৃথক জীবনদর্শন রুপায়িত করছি
আমার কবিতায়।"

জীবন বিচিত্র। ভয় লোভ হিংসা আর মিখ্যার চাপে বিকারগ্রন্থ, জীবন। অপিাতদ্ভিতে যাকে চরিত্রের দৃড়তা মনে হয় আসলে তাও যে নিছক প্রাণগান্তর একটা বিকার। সামঞ্জস্যবিহীন জীবনযাত্রা। ঘরের কোণে সংসারের কাজে আটক তৃষ্টি আর আধ্বনিক মধ্যবিত্ত শিক্ষিতা মেয়ে মানসীর মধ্যে সামাজিক নিয়মে কোন তারতম্য নেই। সে জুন্য মানসীদের মধ্যেও দেখা যায় স্বনির্দিণ্ট মানসিক গঠনের অভাব। "তৃষ্টিদের জীবন হয় পণ্ণার, সংকীর্ণ, ক্রু পরিষির মধ্যে অগভীর কৃত্রিম স্ব্রু-দৃষ্টবের কারবার।" আর 'মানসীদের জীবন হয় আরও খানিকটা

ছড়ানো এলোমেলো বিশৃশ্থলার মধ্যে দিশেহারা আর আর্থাবিরোধে জটিল। সেও বুঁতা সত্যিকারের মুক্তি পায় না। ছিপ্তি আর মানসীর জীবন সেই একই পরাধীনতার এপিঠ আর ওপিঠ। বাইরে খানিকটা চলাফেরা, অনেকের সংশ্য মেলামেশা, খানিকটা বাঁধাধরা বিদ্যা আর ছাঁচে ঢালা অভিজ্ঞতা—মানসীদের আসল পাওনা এইট্কুই। সংঘাতময় বৃহত্তর জীবনের সংশ্য তারও আত্মীয়তা নিষিশ্ধ—দ্ব একটি টেউ শ্ব্দু গায়ে লাগতে পারে। তারই মারাত্মক ফল হয় সংগতিহীন স্বকীয়তাহীন বিচিত্র কিম্তু ভিল্ল অনৈকাময় চেতনার বিকাশ। আজ যা চরম সত্য, কাল তা সত্য কুংসিং মিথ্যা মনে হয়। অজ যা জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা, কাল তার মূল্যে খ্রেজে পায় না।"

সংসারের ধরাবাধা নিয়মনীতিগুলো আজকাল আর
চলে না। খাটো কাপড়ের মত নীতির আঁচল এদিকে
টানলে ওদিকে কুলোয় না। মধ্যবিত্ত সমাজ-সংসার একটা
প্রচম্ড ভাঙনের মুখে। পুরানো রীতিনীতি মেনে আর
চলছে না। আর্থিক অনটন এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের
জন্য তাদের জীবন সংগ্রাম তীব্রাকার ধারণ করেছে।
পেটের দায়ে সারাদিন চানাচ্র বিক্রী করেও বাড়িতে
চাকরি বলে তাকে চালিয়ে যেতে হয়। অর্থের জন্য
কিশোরী মেয়েকেও অন্যের গা ঘেষে দাঁড়াতে হয়।
প্রানো ম্লাবোধ আর নেই অথচ তাকে অস্বীকার করে
এমন মানসিক দ্তৃতাও নেই।

সংঘাতময় এ জীবনে নবকুমারের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে "কবিতা লিখি কেন?" আর্টের অনেক
বই পড়ে, অনেক তর্ক সভায় হাজির হয়েও কবি নবকুমার
সঠিক বলতে পারে না কেন সে কবিতা লেখে? এ নিয়ে
চলে অনেক চিল্তা, অনেক অস্থিরতা। রাজপথে মান্মের
ভিড্রের সঙ্গো মিশে কবি একাকার হয়ে য়য়। বিচিত্র বেশ
আর বিচিত্র বয়সের পথ-চলা বাসত মান্মগ্লো
এক সমগ্রতার ঐক্য জানিয়ে দেয় কবির মনে।
কবি অন্ভব করে "পথে-হাঁটা মান্য পথে দ্বিদকেই
হাঁটে, পরস্পরের পাশ কাটিয়ে চলে য়য় বিপরীত দিকে
কিল্তু তাদের জীবনষাত্রার পথ শ্বে পছন থেকে সামনের
দিকে, পাথেয় শ্ব্র জীবনকে এগিয়ে নেবার সংগ্রাম।"

কবি উপলব্ধি করেন, "মানুষের সংগ্রামী জীবনের মর্মবাণীকে ভাষা দিতেই আমার কবি হওরার সাধ।" এই শহরের পাকা দালান থেকে বিশ্তির খোলার ঘর থেকে গ্রামের ওই খড়ের খরের অগণিত মানুষ আমার পথ চেয়ে আছে, উৎকর্ণ হয়ে আছে ছল্দে ও স্বরে আমার আহ্বান শোনার জন্য। এ মিখ্যা কথা নর, অলীক কল্পনা নর। দেহের প্রতিটি অণ্ব পরমাণ্ব দিয়ে আমি লক্ষ কোটি মানুষের এই অসীম ধ্রেরের প্রভীষা অনুভব করি।" তারা যেন কবিকে আহ্বান করে বলছে—"হে আমাদের কবি, হে আমাদের নবজন্মের নবজীবনের নববসন্তের মুখর প্রতীক, আমরা তোমার বরণ করার জন্য প্রশ্তুত হয়ে আছি, তুমি প্রশ্তুত হয়ে এস।"

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যার ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত ভার
"কেন লিখি" প্রবন্ধে লিখেছেন, "জীবনকে আমি বে
ভাবে ও যত ভাবে উপলম্থি করেছি অন্যকে ভার করে
ভশ্নাংশ ভাগ দেওরার তাগিদে আমি লিখি। আমার
লেখাকে আশ্রর করে সে কতকগালি মানসিক অভিজ্ঞতা
লাভ করে—আমি লিখে পাইরে না দিলৈ বেচারী বা
কোনদিন পেতো না।"

চলার পথে একদিন নবকুমার দেখল কলোনীর ধারে ত্মালকে। ছে'ডা একটা ডারে কাপড় পরে কলে কলসী ভরছিল। "রাস্তায় গাড়ী চলছে তার থেয়াল নেই কিন্তু প্রত্যেকটি লোকের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে। জিজ্জেস করছে, আমি কে জানো? আমি মেয়ে নই, আমি একটা মানুষ।" "এ তার নারীত্বের মনুষ্যত্ব চাওয়া নয়। भान्य वर्ष्ट भन्याप पारी कता। त्म भारत ना भारत्य সেটা বড় কথা নয়, সে মানুষ। মেয়েলি সমস্যা তার আসল সমস্যা নয়, আর একেবারে গোড়ার সমস্যা। বঞ্চিতদের অধিকার নিয়ে অনেক মেয়ে লড়াই করেছে, এখনো করছে। কিন্তু ওই বয়সের ওরকম একটি সাধারণ মেয়ের কাছে এই দাবী ছাড়া আর সবকিছ, তুচ্ছ হয়ে যাওয়া সতিয় আশ্চর্য ব্যাপার।" মানুষের মত বাঁচার জন্য ও অনায়াসে নারীত্বের মর্যাদা চুলোয় দিতে পারে আবার দরকার হলে সেজন্য অনায়াসে গর্বলর সামনে ব্রক পেতেও দিতে পারে। ওর এই কথাটা কবির কা**ছে ভাষা দাৰী** 

আরেকদিন চলতে চলতে কবি গিয়ে হাজির হয় মন্মেণ্টের নীচে—হাজার গ্রিশেক জনসমাবেশে। চারিদিকে যে অসহা অবস্থা তার প্রতিকারের দাবিতে এই সমাবেশ। কবি এই সমাবেশের জন্য একটা কবিতা লিখে এনেছেন তার নাম 'প্রতিকার চাই'। কবিতাটা কিশোর অধীরের ভালো লাগে। কারণ এতে সত্যি প্রাণ আছে। এক সভায় কবিতাটা বেশ নাড়া দেয়। কবি উপলব্ধি করেছে—কবিতার ধরণই বদলে গেছে তার।

নানা মান্বের কাছে সে তার কবিতাকে নিয়ে বায়।
তারা শোনে। গভীরভাবে তাদের নাড়া দেয় কিন্তু সমাজের
নীচ্তলায় বারা আছে, চানাচ্র বিক্রীওয়ালা নিখিল,
আলেয়া প্রভৃতি সন্তুক্ত হয় না। তাদের দাবী তারা ব্রুতে
পারে এমন কবিতা চাই।

কবি নবকুমার সেখানে নামে না। কারণ শ্বে বন্ধ্ব মহলে তারিফ পাওয়ার জন্য তো সে কবিতা লেখে না। বান্তিস্বাধীনতা আর প্রতিকার নামে বে কোন অস্থেম আর উশ্ব্যালতাকেও প্রশ্রেয় দেয় না, কোন স্বার্থের খাতিরে সজ্ঞানে সচেতনভাবে নিজের বিবেককেও বিলিয়ে দেয় না। বে জন্য সে বায় একটি সাধারণ মেয়ে তমালেয় কাছে কিবো মহিমের বিভিন্ন দোকানে কবিতা শোনাতে। কারণ তার কবিতা বদি এদের নাড়া না দেয় তাহলে বার্থ হবে তার নতুন ব্বেগর কবিতা লেখা। 'প্রতিভা' সম্পর্কে সাধারণ ধারণার প্রতি তার কোন শ্রুম্থা নেই। কারণ সে জানে, "প্রতিভা কোন আকাশ থেকে পড়া গুল কিংবা ছাঁকা কোন গুল নর। অনেক কিছ্ জড়িরে এই গুলুল—কোন বিষয়ে সাধনা করার বিশেষ ক্ষমতা আর আগ্রহই আসল কথা। বৈজ্ঞানিক আর কবির প্রতিভা আসলে এক—দু'জনের মধ্যে তফাৎ শৃধ্ বোঁকের। মনের গড়ন, পরিবেশ, স্ব্যোগ-স্ক্বিধা অনেক কিছু মিলে ঝোঁকটা ঠিক করে।

১৯৪৭ সালে প্রকাশিত 'প্রতিভা' শীর্ষক রচনায়ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যার লিখেছেন, "প্রতিভা ওই দক্ষতা অর্জনের ক্ষমতা। আর কিছুই নর। কোন বিশেষ প্রতিভা নিয়ে কেউ জন্মার না।" আসলে এটা একটা মিথা অহন্দার। সেই অহন্দার লেখক কবিকে ছাড়তে হবে। তাদের ভাবতে হবে "আমি দশজনের একজন।" "জনসাধারণ না থাকলে কারখানার উৎপাদনের যেমন মানে হয় না, প্রতিভার উৎপাদনই তেমনি অর্থহীন হয়ে যায়।"

কবি নবকুমার উপলব্দি করে তার কবিতা সাধারণ মান্ধের ঐতিহাগত কাব্যবোধাক নাড়া দিতে পারলেও তাতে তাদের প্রাণের ভাষা আর্সেনি। তার কবিতার নতুন ভাব, নতুন ব্যুগের নতুন সত্য এলেও যেন তা সার্থক হয়ে উঠতে পারছে না। সেজন্য এক ভীষণ অস্থিরতায় সে ছুটে যার সবরকম মান্ধের কাছে। মিলেমিশো তাদের আপন হবার চেন্টা করে।

অবশেষে সে উপলব্দি করে তার মধ্যে সংগ্রামী

মানুষের মর্মবেদনাকে রুপ দেওয়ার জন্য এক বিরটি
বালুপাতা আছে. কিন্তু তাদের প্রতি যথার্থ ভালবাসা
নেই। সে যেন যন্দের মত অস্থির হয়ে ছুটে বেড়িয়েছে।
শেষ পর্যতি নবকুমার হারানো থেই পেল। যথার্থ
উপলব্যি করল, "ভালবাসা ছাড়া শ্রুম্বা নেই—শ্রুম্বা
ভালবাসা ছাড়া আত্মীয়তা হয় না। শ্রুম্বায় ভালবাসার মানুষের আপন না হয়ে কি করে জানব সেই প্রাণের
ভাষা—যে ভাষার ছাড়া জীবন কবিতায় কথা কয় না।"

এই উপলন্ধির মধ্যেই নবক্ষারের কাহিনী শেষ কিন্তু মাণিক বন্দ্যোপাধারের এখানেই শারু। মাণিক বন্দ্যোপাধারের পর্বে বাঙলা সাহিত্যে অনেক বিখাত লেখক ছিলেন। নানা আদর্শ, চিন্তা এবং রুপাশণের জন্য তাদের শ্রেন্ডছও অনুস্বীকার্য, কিন্তু শ্রুণা এবং ভালোবাসা দিয়ে সমাজের সংগ্রামী মানুষের মর্মাবেদনাকে ফুটিরে তোলার কৃতিছ বোধ হয় একমাত্র মাণিক বন্দ্যোপাধ্যারের। তার প্রে সাধারণের প্রতি বপার্থ ভালোবাসার পরিচর পাওয়া যায় একমাত্র শারংচন্দ্রের মধ্যে কিন্তু তাঁর ক্ষেত্র সীমিত।

মাণিক বন্দ্যোপাধারই একমাত্র লেখক যিনি সংগ্রামী মান্বের জীবন সমস্যাকে, সমাজের শ্রেণী সংঘাতকে, নতুন ব্বগের নতুন সভাকে তীব্রভাবে র পায়িত করেছেন। গতান্গতিক ভাবধারাকে ভেঙেচ্বের তিনি সম্পূর্ণ নতুন খাতে বাংলা কথাসাহিত্যকে সমৃন্ধ করলেন সেজনা একদিকে তিনি বেমন বাঙলা সাহিত্যের ছন্দপ্তন অন্যদিকে তেমনি তিনি নতুন যুগের পথিক্ছ।

"কোন দেশের অধিবাসীদিগকে সাময়িককালের জন্য নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়া অপমানের বোঝা বহিতে বাধ্য করা যায় বটে কিন্তু ভাহাদিগকে চিরতরে ভাহা মানিয়া লইতে বাধ্য করা যায় না।"

---রবীন্দ্রনাথ

# ॥ ফাঁসীর মঞ্চে শৃত্বলিতের এই প্রহরে

ম্ল রচনা—কারেক আহ্মদ কারেজ (উপ<sup>ন্</sup>) অনুবাদ—স্নীলকুমার গগোগাধায়ে

ফারেজ আহ্মদ ফারেজ পাকিস্তানের কবি। শিক্ষালাভ লাহোরে ১৯৫১-৫৫ মণ্টগোমারী জেলে বন্দীবাসে ছিলেন। ভারত-পাকিস্তান মৈন্ত্রীর ক্ষেন্ত্রে তিনি ছিলেন অগ্রণী কর্মী। ১৯৫১ সালের ৫ মার্চ 'অবজার্ভার' এই মন্তব্য করেছিল: 'ভারত-পাকিস্তান জুড়ে ঘূণার আবহাওয়া রখন তুলো, তখন তিনি অসম সাহসিকতার মহাত্মা গান্ধীর শেষ কৃত্যান্ত্রীনে যোগ দেন। মুসলীম-লীগ-পন্ধীরা তাঁকে যে সাম্প্রদারিক ঘ্ণার বিষে জজ্বীরত করেছিলেন, তা তাঁর কমার্নিন্ট মনোভাবের জন্য নয়—লীগ-পন্ধীদের বন্ধ্যা ও অসার নীতিসম্হের নিভিক্ত ও কঠোর সমালোচনার জন্য।' ইনি লাহোর থেকে প্রকাশিত 'পাকিস্তান টাইমস'এর সম্পাদক। ইকবালের পর ফারেজ সাহেবকেই উর্দ্দ্ ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি রুপে গণ্য করা হয়।

প্রতীক্ষার এমনতর সংশায়াক্ল অন্তিম প্রহর মৃত্ হয়,

সমস্ত চলার পথেই, জীবনের পথে পথে. । আকাত্মিত বসম্তদিন ব্যতিক্রম শ্বধ্ব,

উৎকণ্ঠাহীনতার নিমলিন দিন; প্রতীক্ষার এমনতর অন্তিম প্রহরে উৎকণ্ঠা-উন্বেগের চেনা-দিনলিপি

বোধিম্জে গড়ে দের দ্বহ ভাব— পরীকার এই হ'ল মাহেল্যকণ, পরীকাঃ অনশ্বর প্রেমের। দ্শোর গোচরে আসে প্রির মুখছেবি

এই শ্ভক্ণে,

শাশত-সমাহিত হয় অস্থির হ্দয় এই শ্ভেক্ষণে।
অর্থহীন সে-নদ্দিত প্রহর,
পাশে যদি না-ই থাকে অংশভাগী সহযোশ্যার ম্থ বথন ছায়ামালা নৃত্যপরা,
অথবা যখন ঠাওা মেঘ ভেসে যায়

পাহাড়ের মাথা ছ'্রে, ছ'্রে যায় চেনার বা সাইপ্রেস গাছের পাতা অর্থহীন সে-নন্দিত প্রহর,

স্রোহীন স্রাপাত্তের মত। অসামান্যে-প্রতীকিত এইসব চিহ্নরাজি অনিঃশেষ হয়ে আছে বহুকাল ধরে

বেমন এখন, বর্তমান এই প্রহর, দৃষ্টির আড়ালে রাখে প্রিয়সাধীমুখ

শ্ংখলিত ফাঁসীমণে আনন্দিত উল্লাসের বর্তমান ক্ষণ প্রয়োজন ও প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষণ বেমন এখন। রন্তগোলাপ--উন্মীলনে শ্রেষ্ঠ-প্রকাশ

বাগানে যখন.

তুমি তার কেউ নও অথচ ফাঁসীমঞ্চে তুমিই সমাট; কে আছে এমন শক্তি

वन्नी करत्र धरत्र तारथ

উবার সমীরের পদ-সঞ্চরণ ?

স্প্রকাশ বসশ্ত-মাধ্রী

সে তো সদাই ধরা।

সেই প্রহর

নাইটিপোল পাখির গান,

বাহারী রন্তিন ফুলসাজে

নন্দিত ছন্দিত সে-প্রহর আমি বাদ না দেখি

व्यत्नाता त्मथत्व म्, काथ स्टता

# মধ্যপ্রদেশের প্রাগৈতিহানিক গুহাচিত্র / নৌমেন বন্যোগাধার

১৯৫৩ সাল। মধ্যপ্রদেশের বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান **ডঃ বিক্রমীধরবাক-কর** ফিরছিলেন মান্দাসর জেলা থেকে। ভনপত্নরে পেণছে নদী পার হওরার জন্যে তীরের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। বালির মধ্যে পড়ে রয়েছে দুটি পাথরের কঠার। তাঁর মনে হল ঐ গুলি যারা তৈরি করেছিল নিশ্চয় তারা কাছাকাছি গত্বগ্রিশিতেই থাকত।

কিছ্বদিন পরেই ডঃ বাকৎকর সেখানে শ্রুর, করলেন প্রতাত্ত্তিক খনন কাজ। কাজ শ্রুর, করার পর ত্তাীর দিনেই এক বিশাল গাহার মধ্যে পাওয়া গেল নানা পবণের প্রত্বস্তু। ডঃ বাকৎকর গাহাটির ভিতরের চারদিকে চোখ বোলাতে গিয়ে হতবাক হযে গেলেন। তাঁর নাড়ের গতি দ্রুত হমে গেল—গাহাটির দেওয়ালে, ছালে আঁকা বয়েছে অজস্র ছবি, প্রার হাজার দুরেক! ডঃ বাকৎকরেন চোখের সামনে ভেসে উঠল ফ্রান্স ও স্পোনর বিখ্যাত প্রাগৈতিহাসিক গাহাচিত্রগালি, মনে পড়ে গেল বিখ্যাত প্রাগৈতিহাসিক গাহাচিত্রগালি, মনে পড়ে গেল বিখ্যাত প্রথাতপ্রবিদ গর্জন সাহেবেব কথা—ভারতে কোন গাহাচিত্র নেই। সাপান্দত প্রত্ত্ত্তিবদ ডঃ বাকৎকর তাঁর স্কেচ বই নিম্ম ছবিগালি আঁকতে বসে গেলেন। এই ঘটনার কিছ্বদিন পরেই ভনপার থেকে মাইল ছয়েক দাবে মোদিতে ডঃ বাকৎকর আবিৎকার করলেন আরও কডিটি গাহা। সেগালিতেও ছিল নব্যপ্রস্তর ও তাম্বপ্রস্তর যুগের বহা গাহাচিত্র।

পণ্যাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ডঃ বাংকর মালব উপতাকার প্রায় ছাব্বিশটি অঞ্চলে তামপ্রস্তর ব্রগের সভাতার নিদর্শন আবিষ্কার করলেন। দেখা গেল ঐসব অণ্ডলের মংপাত্রগালির গায়ে বে সব জীবজন্তর ছবি আঁকা রয়েছে তাদের সপো কাছাকাছি নরসিংহবাদ ও ভনপ্রের গ হাচিত্রপ্রির রয়েছে অল্ভত সাদৃশ্য। আরও **एम्या राम जे भव म्ह्लावश्राम म्यालएएम्ब म्हन्वत छ** নবদাতোলি অশুলের মংপাতের সমসাময়িক। বরস হল-২১০০-১৩০০ খ্রীকস্রে । অর্থাৎ নর-সিংল্বাদ ও ভনপারের গাহাচিত্রগালিও ঐ সমরেই আঁকা হরেছিল। সেই প্রথম ভারতে গ্রেছাচনের বরসকাল নির্ধারণ করা সম্ভব হল। এদেশে প্রথম গ্রহাচিত্র আবিক্কার করেছিলেন আচিবিল্ড কার্লাইল ও জে ককবার্ণ বারানসী ও এলাহাবাদের মাঝামাঝি মীরজাপরে জেলার গৃহার সেই ১৮৮০ সালে। পরবতীকালে মধ্য-প্রদেশের মহাদেব পর্বতিমালার গ্রহাগ্রলিতে যে সব গ্রহা-িচন্তগর্বাল তারা আবিম্কার করেছিলেন সেগ্রালকে শুখুমান শিল্প-আপ্সিকের ভিন্তিতে শ্রেণীবিন্যস্ত করার চেন্টা করার ফলে তাঁরা খুব আশাপ্রদ ফললাভ করতে পারেননি। যাই হোক, নরসিংহবাদ ও ভনপারের গাহাচিত্রগালির সংখ্য भागव छेर्भाञ्चात भूरभाष्ट्रगृहिनत गारत जौका इविगृहिनत মিল দেখে মনে হয় তায়প্রশতর যানুগে ঐসব গানুহাগানিতে
বারা বাস করত তারা কাছাকাছি কৃষিজীবী সভ্যতার
সংস্পাশে এসেছিল। এই অন্মানের পক্ষে প্রমাণও পাওরা
গোল ঐ গানুহাগানিতে পাথমিক খনন কাজ চালিয়ে। সে
গানিতে গানুহাবাসীদের শিকার কবাব হাতিয়ারগানির
সংগ্য পাওয়া গোল কাছাকাছি কৃষিজীবী সভাতার মংপার,
তামার গৈরী তৈজসপর। অন্মান করা যেতে পারে গানুহাবাসীরা শিকার সংগ্রহ করে যে সব জিনিসপর জোগাড়
কবদে (যেমন পশার চামডা, মধ্য ফলমাল ইন্যাদি) দারই
কিছাটো অংশ তারা বিনিময় করত নিকটবতী কৃষিজীবীদেব মংপার ব কৈসক্রপরের সংগ্রা ঐসব মাংপারে যে সব
ভবি এবং ক্ষিজীবীলের যে সব আচার-অন্ত্রান তারা
দেখত সেগালিকে একৈ রাখত গাহার দেওবালে।

কিন্ত ভাৰতীয় প্ৰাগৈতিহাসিক গ্লাচিণ্যৰ সৰ্চেষ গ বাছপ'র্ণ আবিষ্কার ঘটতে তিখনও বাকি ভিল। সেটি দালৈ ১৯৭৫ সালে। ঐ বছর মধ্যপ্রদেশরই ভিম্বেতকাস দেঃ বাক্তকব আবিত্তার করলেন সাত্রশারিও বেশী প্রাক্তিক গ্রহা যাদের মধ্যে প্রায় প্রাচ্নাটিতে বয়েছে অসংখ্য প্রাক্তির ক্রিকের ইতোপার্বে পথিবীর কোন দেশে এত প্রাগৈতিহাসিক গ্রহাচিত্রের সমাবেশ দেখা যাসনি। এ ছাডাও ভিফাবতকার রয়েছে আরও দুটি বৈশিষ্টা। এখানে একটি গগেষ পাওয়া গিয়েছে শেষ পরো প্রস্তর ষ্রাগের ১ (পাষ্ট্র বিশ্ হাজান বছর আগের) মান দেব মাথার খুলি। ভারতে এটিই ফসিল মানুবেব প্রথম নিদর্শন। এবং এর নাম দেওয়া হয়েছে সার্গিস্থনস ভিমবেতিয়ান'। দিনকে হৈ এখানকার বিশিক্টটি হল গ্রেগলিতে আদি প্রাপ্রতর যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত সংস্কৃতির ধারা দেখতে প্রেব। বার। তবে ভিমবেতকাব গতাচিত্রগালির করেকটি ছাড়া ভাষিকাংশট প্রোপুস্তর যাগের শ্ব ভাগের শ্রেতে অর্পাং বিশ হাজার খ্রীষ্টপূর্বাম্বে আঁকা এবং এক হাজার খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্দের পর গ্রেগালিতে আব মানুৰ বাস করত না।

ভিমবেতকার গৃহাচিত্রগালির বিষয়বস্ত্ কি ছিল সেই আলোচনা করার আগে ইওরোপীয় উচ্চ প্রত্নপ্রতর বাগের Upper Palaeolithic age গৃহাচিত্র সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা সেরে নিলে বিষয়টি বোঝার পক্ষে স্ববিধা হবে।

ইওবোপে, বিশেষতঃ ফ্রান্স ও স্পেনে ঐ ব্লের বে সব গ্রেছাচিত্রগুলির সম্ধান পাওয়া গিয়েছে সেগালির বিষয়বস্তু প্রধানতঃ ছিল শিকারমূলক জাদ্বিদ্যা (History of Mankind, Cultural and Scientific Development, Vol. 1. Unesco Publication প্র: ২০৫, The Old Stone Age, Mfles Burkitt, প্র: ১৮৪ দুটব্য)।

সে যুগে মানুষ বাস করত ছোট ছোট উপজাতিতে (tribe) ভাগ হয়ে। কয়েকটি কোম (Clan) মিলে গড়ে উঠত এক একটি উপজাতি। প্রতিটি উপজাতি থাকত যৌথভাবে। তাদের জীবিকা প্রধানতঃ ছিল শিকার করা। উপজাতির প্রতিটি সদস্যের নিজস্ব স্বার্থ বলতে কিছু ছিল না, ব্যক্তি সদ্মান হয়ে থাকত যৌথ সদ্মার মধ্যে। দলবন্দ শিকার থেকে পাওয়া খাদ্য তারা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নিত ২। স্বাভাবিকভাবেই শিকার স্কাভ হওয়া এবং পশ্র বংশ ব্লিধর ওপরই নির্ভাব করত উপজাতিগ্রালর জীবনধারণের প্রশ্ন।

কিন্তু সেই যুগে আদিম মানুষের কলাকোশল (technique) ছিল নিতান্তই অনুনত, প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানও ছিল খুবই সামান্য। তাই শিকারে সফল হওয়ার জন্যে তাদের প্রয়োজন ছিল কোন অতিরিক্ত উদ্দীপনার প্রকৃতির সংশা সংগ্রাম করার জন্যে অর্থাৎ পশ্রুর বংশব্দির ঘটাবার জন্যে প্রয়োজন ছিল কোন এক ধবণের কালপানক কলাকোশলের। অর্থাৎ বাস্তব কলাকৌশলের ঘাটতি প্রণের জন্যে তারা কালপনিক কলাকৌশলের আগ্রয় নিত। এই কাল্পনিক কলাকৌশলেই হল জাদ্য। এই জাদ্য

ঐসব ছবি দেখে শিকারীরা নিজেদের শিকারে উৎসাহিত করত। সেই আদিম যুগেও মান্বের অলৌকিক শাস্ত সম্পর্কে একটা ধারণার সৃষ্টি হরেছিল কিন্তু সেই আলৌকিক শাস্তি ছিল পশ্ব ও মান্বের সম্মিলিত গ্নস্ম্পন্ন এবং আদিম মান্বেরা ভাবত ঐ অলৌকিক শাস্তিও জাদ্ব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মান্বের নিয়ল্রণাধীন হরে পশ্বর প্রজনন বাড়াবে। এই উল্পেশ্য নিয়েই তারা



চিত্র (ক) ফ্রান্সের নিঅস্ক গ্রহায় বাইসনের ছবিতে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে: চোখে ফ্রটেছে যক্তণার অনুভূতি



ফ্রান্সের লেট্রফ্রের গৃহার অলোকিক শক্তির চিত্র।

অন্তান ছিল অন্করণম্লক আদিম মান্বেরা ভাবত কোন একটি অন্তানকে সঠিকভাবে অন্করণ করতে পারলেই প্রাকৃতিক নিয়ম মান্বের অধীন হবে। শিকারে যাবার আগে দলবন্ধ শিকার নৃত্যের মাধ্যমে তারা অতিরিক্ত উন্দীপনা সংগ্রহ করত, বৃত্তি না ইলে মেঘের ভাকের নকল করে, আকাশে জল ছিটিয়ে তারা প্রকৃতিকে বৃত্তি দিতে বাধ্য ক্রেবে বলে মনে করত। এইসব উন্দেশ্য নিয়েই সে বৃংগের শিক্পীয়া আঁকত তীর্রবিন্ধ পশ্র ছবি। কখনও তারা পশ্রের ছবিতে আঘাতের চিন্তু সৃত্তি করত (চিন্তু ক)। অলোকিক শক্তির ছবিও আঁকত (চিত্র খ)। অর্থাৎ ত:দিম সমাজে ছবি আঁকার একটা সামাজিক উপযোগিতা ছিল। সে যুগে তাই শিল্পীরা প্রকৃত অর্থে শিল্পী হলেও ছবি আঁকার পিছনে সৌন্দর্য সৃত্তির প্রেরণার থেকে তাদের কাছে সামাজিক দায়িছই ছিল প্রধান। প্রতিটি শিল্পীই ছিল কোন না কোন উপজাতির সদস্য। কিম্তু ছবি আঁকার জন্যে নিম্চর তারা শিকার করা অর্থাৎ সমাজের অর্থনৈতিক দায়িছ থেকে মুক্ত ছিল তা না হলেছবি আঁকার পিছনে তাদের পক্ষে অত সমন্ধ বার করা

সম্ভব হত না। অতএব অনুমান করা চলে বে ছবি আঁকার জন্যে শিল্পীদের খাদ্য সংগ্রহের মত সবচেরে গ্রন্থপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হত সে ছবির সামাজিক উপযোগিতা ছিল অপরিসীম। অর্থাৎ ছবি আঁকাই ছিল শিল্পীর সামাজিক অর্থনৈতিক দায়িত্ব এবং উপজাতীয় সমাজের সদস্য হিসেবে শিল্পীকে সে দায়িত্ব পালন করতে হত।

ইওরোপীয় প্রত্নপ্রতর যুগের ছবিগর্বালর আণিগক এবং ছবি আঁকার জন্যে স্থান নির্বাচনের দ্ভিভণিগকে একট্ খর্টিয়ে বিচার করলে উপরোক্ত ধারণাই আরও দ্ড হয়। ঐ সব ছবিগর্বালতে জীবজন্ত ও মান্বের একান্ড প্রয়োজনীয় অখ্যা-প্রত্যাগার্বালকেই আঁকা হয়েছে, শিল্পী তার দেখা জন্তু বা মান্বের রেখাচিত্রই হাজির করতে চেয়েছেন, কোন প্রণাণ্য চিত্র একে শিল্পস্ব্যা স্থিট করতে চার্নান।

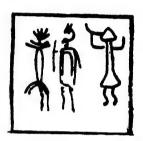
স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশ গ্রহাগ্রিলতেই প্রবেশ করা খ্বই কন্টসাধা এবং কোন কোন গ্রহার (যেমন ফ্রান্সের ফ্রন্টাগ্র্ণ, লাপাজিরেগা প্রভৃতি) এত উচ্চতে ছবি আঁকা হয়েছে যে শিলপীকে নিশ্চয় কোন দংগীর কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল। ফ্রান্সের নিঅস্ক দেখা যায় গ্রহার প্রবেশ পথ থেকে প্রায় আটশ গজ দ্বের ছবি আঁকার জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল, অথচ কাছাকাছি ছবি আঁকার উপযোগী অনেক দেওয়াল ছিল। এইসব দেখে মনে হয় সাধারণ মান্যকে দেখাবার জন্যে ঐ সব ছবি আঁকা হয়নি, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে সাধারণের স্ভিটসীমার বাইরে রাখার উদ্দেশ্য নিয়েই ছবিগ্রিল অত দ্বর্গম স্থানে আঁকা হয়েছিল। এই গোপনীয়তার পিছনে জাদ্বিদ্যা সংক্রান্ত অলোকিকছের ধারণা থাকাটাই সম্ভব।

এবার ভিমবেতকার গৃহাচিত্র প্রসংশ্য আসা যাক।
ভিমবেতকার গৃহাগৃলিতে দলবন্ধ শিকারের চিত্র দেখতে
পাওয়া যায়। দেখা যায় দলবন্ধ নৃত্যের দৃশ্য। এগৃহলি
গৃহাবাসীদের যৌথ জীবনের পরিচয় দেয়। এই ধরণের
নৃত্য এখনও আধ্নিক ভারতের বহ্ন উপজাতির মধ্যে
দেখা যায়।

ভিমবেতকার গ্রহাবাসীদের জীবনে অলোকিক জাদ্ব শান্তর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ছবি আকার জন্যে স্থান নির্বাচন এবং ছবিগ্রনিল আকা হয়েছে অত্যুক্ত দর্গম বহু গ্রহায় ছবিগ্রনিল আকা হয়েছে অত্যুক্ত দর্গম স্থানে, ছবিগ্রনিল প্রধানতঃই রেখাচিত্র এবং কোন কোন জীবজন্তুর ছবি বিশাল আকারে আঁকা হয়েছে (কোন কোনটি ৫ মিটার পর্যন্ত উচ্ব)। ঐ সব জীবজন্তুর ছবির মধ্যে কোন একধরণের অলোকিক বিশেষত্ব স্কৃতি করার জনোই ঐগ্রনিল সাধারণ আকারের চেয়ে অত বড় করে আঁকা হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকেও ভিমবেতকার গ্রহাচিত্র-গ্রাল অলোকিক জাদ্বশান্তকেই প্রকাশ করেছে। চিত্র গ্রাতে দেখা যাচ্ছে অলোকিক জাদ্বশন্তিকে আহ্বান করে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য। চিত্র (ত্ব)তৈ তিনটি অলোকিক জাদ্ব- শান্তর প্রতীকদের ছবি আঁকা হয়েছে। চিত্র (৩)তে আঁকা হয়েছে একটি জাদ্বিদ্যাম্লক অন্ভানের দ্শা। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে কয়েকটি মান্য পরস্পরের হাত ধরে নাচছে এবং একজন প্রোহিত জাদ্বকর তার দ্বপাশে দ্বিট জাদ্বাকর প্রতীককে জাগ্রত কয়ছে। ঐ প্রতীক দ্বিটর মধ্যে পরোহিতের ডার্নাদকেরটি নিঃসন্দেহে কৃষিম্লক জাদ্বাজর প্রতীক। ঐ ছবিটি দেখে মনে হয় ভিমবেতকার গ্রহাবাসীরা তাদের কাছাকাছি সমতলবাসী কোন উপজাতির মধ্যে ঐ রকম জাদ্বিদ্যাম্লক অনুভান দেখেছিল এবং ঐ উপজাতিট অন্ততঃ প্রাথমিক ধরনের কৃষি কাজ কয়ত। আধ্বনিক ভায়তে এখনও অনেক উপজাতি ঐ ধয়ণের কৃষিম্লক জাদ্বিদ্যার অনুভান করে এবং পরস্পরের হাত ধরে নৃত্য কয়া ঐ রকম অনুভানের বিশেষ অপা।।



চিত্র (গ)
ভিমবেতকায়
৬০,০০০-৩০,০০০ বছর
আগে আঁকা মধ্য প্রো-প্রস্তুর মুগের গ্রহাচিত।



চিত্র(ঘ)
ভিমবেতকায়
৩০,০০০-১০,০০০ বছর
আগে আঁকা শেষ প্রোপ্রস্তর যুগের গৃহাচিত্র:
প্রভ্যেকটিই অলোকিক
শক্তির প্রতীক।

ভিমবেতকার সবচেয়ে কোত্হলোন্দীপক গৃহা-চিন্নটির (চিন্ন চ) কথা এখনও বলা হয়নি। এই ছবিটিঠৈত দেখা যাচ্ছে একটি অন্বের ওপর বসে রয়েছে একজন প্রোহিত। অন্বটির সামনে মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে দ্বাতে অন্তধারী একটি মানুষ। এরা দৃজনেই



চিত্র (%) ভিমবেতকায় ১০,০০০-৫০০০ বছর আগে আঁকা গঃহাচিত্র।



চিত্র (চ) ভিমবেতকায় তামপ্রস্তর যুগের (৫,০০০-২,৫০০ বছর আগে) আঁকা গুহা-চিত্রঃ অশ্বমেধ যজের(?)

নিঃসন্দেহে আর্য-পূর্ব কোন গোষ্ঠীর লোক ৩। অস্তাধারী মানুষটির ডানদিকে আঁকা রয়েছে গ্রাস্তকা চিহ্ন। এই চিহ্নটি আজও হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানে পবিত্তার প্রভীক হিসেবে গণ্য হয়। মানুষ্টির বাদিকে আঁকা রয়েছে পর্বতের প্রভীক। স্বকিছ্ মিলিরে মনে হয় এটি সম্ভবতঃ অস্বমেধ বজ্জের চিত্র।

এরকম একটি সিম্পান্তের কথা শ্নে অনেকেরই হয়ও ভূর্ব কুচকে উঠতে পারে। কারণ অশ্বমেধ যন্ত বৈদিক আর্যদের ধর্মীর অন্তান হিসাবেই পরিচিত। কিন্তু খণেবদের সাক্ষা (১/১৬২ ও ১/১৬৩) থেকেই দেখা যায় বে খণেবদের ব্যাহী অশ্বমেধযন্তকে অতীত ব্যাহর অন্তান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া অশ্বমেধ ও অন্যান্য বৈদিক যন্তের মধ্যে আদিম জাদ্ব অন্তানের অনেক স্মারকচিষ্ঠ টিকে ছিল এ মন্তব্য করেছেন কীথ তার The Veda of the Black Yajus School (CXXXV, CXXXVI) এবং Religion and Philosophy of the Veda and Upanisads (প্র ২৫৮-২৫৯) বই দ্বিতে। ম্যাকডোনেলও অন্র্ব্ প মন্তব্য করেছেন চ্ন-cyclopaedia of Religion and Ethics (8.312) কটিটতে।

অশ্বমেধ্যজ্ঞের সময় রাজার প্রধানা মহিষী যজে বলি প্রদত্ত অর্শ্বটির পাশে শ্বয়ে তার সঞ্গে মিলিত হতেন। সেই नमज्ञ रहावि ७ প্रধाना महियौत मर्था, जन्माना महियौ, তাদের পরিচারিকা ও অন্যান্য প্রেরাহতদের মধ্যে অশ্লীল বাক্য বিনিময় হত। ঐ অম্লীল বাক্যগালি ছিল প্রধানতঃ বাঞ্জানেরী সংহিতার বাইশ ও তেইশ অধ্যায়ের মন্ত্র। প্রথিবীর অন্যান্য আদিম মানবগোষ্ঠীর মধ্যেও জাদ্মলেক অনুষ্ঠানের সময় ঐরকম অশ্লীল ভাষা প্রয়োগের রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। অশ্বামধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের সমর 'রন্ধোদর' নামে যে এক ধরণের হে'রালী কাটা হত প্রথিবীর বিভিন্ন আদিম উপজাতির মধ্যে জাদ্মলেক অনুষ্ঠানের সময় ঐ ধরণের হে'য়ালী কাটার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন ফ্রেজার তার The Scapegoat (প: বইটিতে। অর্থাৎ অশ্বমেধ্যজ্ঞের আদি রূপটি ছিল জাদ্ববিদ্যামূলক অনুষ্ঠান। আর্যদের আদিম সমাজেও অশ্ব ছিল গতি ও বীর্ষের প্রতীক। সেই সমাজে আর্বনারী অশ্বের মত বীর্যবান সম্তানলাভের আকাশ্কায় জাদ, অনুষ্ঠানে নিহত অশ্বের সপো মিলিত হত। এটি স্পর্যতই ছিল এক ধরণের উর্বরতাম্লক জাদুবিদ্যা। পরবর্তীকালে খণ্ডেবদের যুগে রাজকীয় অন্বমেধ যজের মধ্যেও সেই আদিম জাদ্ব অন্তানের রেশ টিকৈ ছিল।
বৈনিক আর্যরা ম্লতঃ ছিল পশ্পালক উপজাতি।
প্থিবীর অন্যান্য পশ্পালক উপজাতির মধ্যেও এই রকম
বা অন্য ধরণের উর্বরতাম্লক জাদ্বিদ্যার নিদর্শন
পাওয়া যায় ৪। ভারতেও ভিমবেতকা গ্রের কাছাকছি
সমতলবাসী কোন আর্য-পূর্ব পশ্পালক উপজাতির
সমাজে গ্রেবাসী শিল্পী সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষ করেছিল অম্বমেধ যজের অনুষ্ঠান আর তাকেই সে গ্রের দেওয়ালে
অমর করে রেখে গিয়েছে।

১ ইওরোপীয় প্রস্নপ্রস্কর প্রা প্রস্কর য্গকে (Palaeolithic or Old Stone Age) নিশ্ন, মধ্য ও উচ্চ এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। কিন্তু ভারতীয় ও ইওরোপীয় প্রস্নপ্রস্কর যুগের মধ্যে বেশ কিছ্ পার্থক্য থাকায় ১৯৬১ সালে দিল্লীতে এশীয় প্রস্কৃতত্ত্ব সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় সেখানে ভারতীয় প্রস্নপ্রস্কর যুগকে আদি, মধ্য ও শেষ প্রস্কৃতর যুগকে ভাগ করা হয়েছে। ২ চার্লস ভারউইন তার

A Naturalist's Voyage Round the World
(প্র: ২৪২) বইটিতে ফর্জি শ্বীপের আদিবাসীদের মধ্যে
এক অমোঘ সমবশ্টনের নিরমের কথা লিখেছেন।
রিফলট তার The Mothers-এ (শ্বিতীর খণ্ড, প্র:
৪৯৪) বেইলি, পামার, ম্যাথ্ক, রিডলি প্রম্,খ বিশেষজ্ঞানের উন্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে সিংহলের আদিবাসী
এবং অক্টেলিয়ার শিকারজীবীদের মধ্যেও সমবশ্টনের
নিরম ছিল। অক্টেলিয়ার একদল শিকারজীবীর মধ্যে
দেখা গেছে যে শ্ব্র শিকার থেকে পাওয়া খাদাই নয়,
উপহার হিসাবে পাওয়া সামানাতম জিনিসও তারা সমান
ভাগে ভাগ করে নিত।

৩ এই ছবিটি তামপ্রশতর ব্বেগ আঁকা হয়েছিল। তুলনা-ম্লক ভাষাতত্ত্ব প্রস্নতত্ত্বের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অধিকাংশ ভারততত্ত্বিদই মন্তব্য করেছেন যে আর্যরা ভারতে বহিরাগত এবং আর্থনিক প্রস্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে জানা গেছে এদেশে তারা ১৭৫০ খ্রীষ্ট প্রান্দের আগে আর্সেনি।

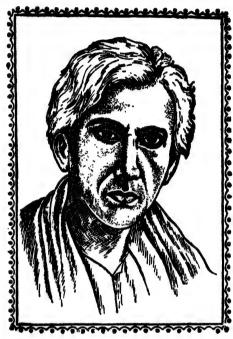
৪ প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ক্ট্রাট পিগট তার Pre-Historic India বইটিতে (প্র ২৪৭) বলেছেন বে খ্রীন্টীর দ্বাদশ শতাব্দীতেও আয়ার্ল্যানেডর Altai-Turk দের মধ্যে অন্বমেধ যজের প্রচলন ছিল। এরা অতীতে পাশ্ব-পালক উপজাতি ছিল।

# দরদী কথাশিলী ও দেশপ্রেমিক শরৎচল্ম / গুরুমার দাস

**''সংসারে বারা শা্ধা দিলে, 'পলে** না কিছাই, বারা বঞ্চিত, যারা দূর্বল, উৎপাডিত, মানুষ যাদের চোথের क्ट्रलंद कथनल हिमार्य निर्देश ना। नित्र शार জীবনে যারা কোনদিনই ভেবে পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই,—ওরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে নালিশ জানাতে।" মানবদরদী অমর কথা শিল্পী শরংচন্দ্র সম্পর্কে কোন কিছু, ভাবতে গেপেই সবার আগে মনে হয় সাধারণ মান্রবের প্রতি তার এ সমবেদনার কথা। সমাজের অবিচার, অত্যাচার ও বণ্ডনার বিরুদেধ নালিশ জানাতেই তিনি যেন তার লেখনীকে সচল করে রেখেছিলেন আজীবন। সাধারণ মানুষের অতি কাছ থেকে. তাদের পারিবারিক ও সামা-জিক জীবনের সূখ-দুঃখকে সহান্ভতির স্পো হুদয়ুগাম করেই তিনি তাদের কথা লিখেছিলেন। এতট্কু আতিশযা ছিল না তাঁর ঐসব লেখার মধ্যে। সমাজের তথাক্থিত নীচ্-্রুতরের মান্ত্রগালির সাথে অকপটে মিশে যেতে পেরেছিলেন বলেই তিনি সেকালের সমাক্রের ও ধর্মের কুসংস্কারের ভয়াবহ র<sub>ু</sub>পকে প্রতাক্ষ করতে পেরেছিলেন। সমাজ ও ধর্মের অন্ধ গোড়ামির উল্থে থেকে শুধুমাত্র মান্যকেই তিনি বড় করে দেখেছিলেন—উপলব্ধি করে-ছিলেন তাদের অন্তরাত্মার আশা আকাঙ্কা ও বেদনাকে। তাই অদৃষ্ট ও মৃত্তার নাগপাশে বন্ধ মান্ত-গ্রিলকে তিনি সচেতন ও মূব্র করতে চেয়েছিলেন। তখনকার সংস্কারাচ্ছন সমাজ সম্পর্কে তার স্পন্ট ধারণা, "সমাজ জিনিষটাকে আমি মানি; কিন্তু দেবতা বলে मानित्न। वर्नामत्नत्र भ्राष्ट्रीकृष्ठ नत्र-नातीत वर्न हिन्छा. বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিলে আছে।" তিনি তাঁর নানা উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধে সমাজের ঐ উপদ্রবের বিরুদ্ধে নিরলস নালিশ জানিয়ে গেছেন বলেই সাধারণ মানুষের কাছে তিনি আজ এত প্রিয়, এত মহান হরে উঠেছেন।

শরং সাহিত্যে সেকালের বাণ্যলার সমাজের যে ছবি
নি'খ্ত ভাবে ফুটে ওঠে তাতে দেখা বার অসহায় গরীব
সাধারণ মানুখগ্লি সমাজের বহু অন্যার, অবিচার আর
নিষ্ঠ্র বিধানের কাছে মাথা নত করে দ্ঃখকতকৈ
অদ্ভের বিধান বলে মেনে নিয়ে ক্লেশ ভোগ করতো—
অথচ এগ্লির অধিকাংশই মানুখের স্ব-স্বার্থে গড়া,
একথা তারা একবারও ব্রুতে চাইতো না বা ব্রুলেও
লাজুনার ভরে প্রতিবাদ করতে, সাহস করতো না। অবর্ণ নীয়
দ্ঃখ কন্টের মধ্যে কালাভিপাত করেও ওরা ছিল জড়
প্রত্বেরে মত নীরব। অকুতোভর শরংচন্দ্র তাই তাদের
ম্খপাত হয়ে সেদিন সমাজের দরবারে তাঁর ক্র্রধার
লেখনীর মাধ্যমে নালিশ পেণছে দিয়েছেন। তিনি ব্রেভিলেন মানুখকে সুখা করতে হলে, সমাজকে সুন্দর

করতে হলে, মান্বের সপ্যে মান্বের বিভেদ, স্বার্থ প্রণাদিত জ্বাতি-কুল-মান'এর বেড়াজালকে সমাজ দেহ থেকে অপসারিত করতেই হবে। এ কাজে কে তাঁকে সাহায্য করবে, কে করবে না—এ কথা না ভেবে একাই সে কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি একথা সঠিকভাবেই জানতেন, "প্থিবীতে কোন সংস্কারই কখনও দল বে'ধে হয় না—একাকীই দাঁডাতে



জম্ম: ১৫-৯-১৮৭৬ মৃত্যু: ১৬-১-১৯০৮

হয়। এর জন্য দুঃখ আছে। কিন্তু দ্বেচ্ছাকৃত একাকীছের দুঃখ একদিন সংঘ্রন্থ হয়ে বহার কল্যাণকর হয়।...পাঁচজনকে যদি বাস্তবিক শিখাইতে পারা ষায়—তার চেয়ে আনন্দের আর কি আছে? আজ লোকে কথা শ্রনিতে না পারে, কিন্তু একদিন শ্রনিবেই।" মানব সমাজের কল্যাণে অপ্রিয় সত্যকে অকপটে প্রচার করেছিলেন বলেই শরংচন্দ্র সেদিনকার বেদনাহত ম্ক মান্যুব্দির অত্যন্ত কাছের মান্যুব হয়ে উঠেছিলেন আর আজ আমাদের হয়ে আছেন বহু প্রের্ণার উৎস।

শরং সাহিত্য চিরকাল পাঠক সমাজকে অভিভূত করবে. কারণ তাঁর গলপ উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও ভাবের সাথে পাঠক এক বিচিত্র অন্তরণাতা অন্ভব করে। এর কারণ এসব তাঁর স্ব-নির্ভার অভিজ্ঞতার সংগ্রহশালা থেকে গ্রহণ করা। মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভিজ্ঞতার আলোকেই সূল্ট তাঁর এসব গল্প উপন্যাসগর্নাল। তাই এগ্রাল অতি সহজেই মানুষের অন্তর স্পর্শ করে। বহুর সাহচর্যেই মানুষের ভিতরকার আসল সন্তাটাকে জানা যায় চেনা যায়—এটা তিনি ভোলেননি। তাঁর মতে, 'कीवत्न य ভानवामतन ना, कनक किनतन ना, मृःश्यत ভার বইলে না. সাতাকারের অনুভাতর অভিজ্ঞতা আহরণ করলে না, তার পরের মুখে ঝাল খাওয়া কল্পনা সত্যিকার সাহিতা কতদিন জোগাবে? নিজের জীবনটাই হল যার নীরস বাংলাদেশে বালবিধবার মতো পবিত্র সে প্রথম জীবনের আবেগে যত কিছুই করুক, দুদিনে সব মরুভূমির মত শুল্ক শ্রীহীন হয়ে উঠবে।" শরৎচন্দ্র মানুষের হুদয়ে ডুব দিয়েছিলেন, তাই মানব জীবনের আশা আকাৰ্ক্ষা তাঁর গল্প উপন্যাসে বিমূর্ত হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে সংসারের নোংরা জিনিষ্টাকে এড়িয়ে বাস্তবের অভিন্তার সাথে আদুর্শের মিলন ঘটিয়ে সাহিত্য স্থিতে রত ছিলেন বলেই শরং সাহিত্য শৈলী আজ এত প্রাণ স্পর্শী ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বলতে দ্বিধা নেই যে শরংচন্দের চোখের পিছনে ছিল একটা দরদী হাদয়, তাই যা তিনি দেখতেন তা' শব্ধ ব্লিধর দেখা নয় ব্কের দরদ দিয়ে দেখা। সেই চোখ দিয়েই তিনি বাজালার নারী সমাজকে দেখেছিলেন—এবং অনায়াসে তাদের হাদয়ের রহস্য উম্ঘাটন করতে পেরেছিলেন। তিনি নারীজাতিকে নারীত্বের ন্যায় মর্য্যাদা দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে সমাজ যাদের কলঙ্কিনী বলে অপাংক্টেয় করে দিয়েছে, হুদয়ের শ্রচিতায়. অনুভূতির গৌরবে তারাও সাধারণ হতে পারে। তিনি বলতে চেয়েছেন মেয়েরা যে শুধু সমাজের স্বারা লাঞ্চিত হয়েছে তাই নয় তাদের জীবনকে আরও বেশী বিড়ম্বিত ও দূর্বিসহ করেছে সমাজের চাপানো যুক্তিহীন নিস্কর্ণ সংস্কার। শরংচন্দ্র নিঃশব্দে লেখনীর সাহায্যে এর বিরুদেধ কঠোর আঘাত হেনেছেন। সবচেয়ে বড কথা তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে মেয়েদের আত্মচেতনাকে উশ্বন্ধ করেছিলেন। মেয়েদেরও যে একটা স্বাধীন সত্তা বলে কিছু থাকতে পারে, তারাও य मान्य, भारा त्यास नय- े कथा त्रिमत्नत পরের শাসিত সমাজ কোনদিনই ভাবতে পারেন। শরং-চন্দ্র তার গলপ উপন্যাসে যে নারী চরিত্রগাল স্তিট করেছেন, তাতে তিনি দেখাতে চেয়েছেন সমাজে মেয়েদেরও একটা পূথক অস্তিত্ব ও অধিকার আছে-তাদেরও আছে ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ, রুচি-অর্.চি। প্রে.ষের নির্দয় ব্যবহারে সমাজ পরিত্যক্ত লাঞ্চিতা ও পতিতা নারীদের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীয় মমত্ব ও কর্ণা। তাঁর কাছে নারীর নারীত্বই বড—সতীত্বই স্ববিচ্ছ নয়। তাঁর সূষ্ট নারী চরিত্রগৃলির মধ্যে তাই তিনি দেখিয়েছেন অবিরাম অর্ন্তব্দ্বন্দ্ব—শ্বন্দ্ব সতীত্বে ও নারীছের. ন্যায়-অন্যায়ের, ধর্ম ও অধর্মের। তাঁর সূচ্ট षाठना, अविका, अन्तरापिष, नित्र पिष, भारवी, कर्मन, नौनिया, त्रया, कित्रन्यत्रौ छ मृत्रया—धत्रा क्रिष्ठे कान ना কোন অর্ল্ড প্রক্র থেকে মুক্ত নর। মেরেদের প্রতি অসীম প্রদায় ছিল শরংচন্দ্রের সহজাত। তাই তাঁর কোমল অন্তর

সর্বদাই তাদের বিড়াম্বত জীবনের জন্য মমতার ছটফট করতো।

মান্ধের মধ্যে তিনি দেবতার অস্তিম্ব প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই তিনি পাপীকে নয় পাপকেই ঘ্ণা করেছেন।
শরংচন্দের চরিত্রের অভিজ্ঞ উদার অস্তরে পদস্থালত
উদ্দ্রোক্ত নর-নারীর জন্য ছিল তার অসীম সহান্ভূতি।
চরিত্রহীনের মধ্যেও যে মহম্ব থাকা সম্ভব তিনি তাই
বারবার তাঁর গল্প উপন্যাসে প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

শরংচন্দের প্রকাশ্য সাহিত্য-জীবন স্থায়ী হয়েছিল প্রিশ বছর। এর যখন শুরু তথন বাজালার সাহিত্যা-कार्म রবি সূর্য মধ্যপথে। সেই প্রথর রবি কিরণছটার মধোই শরংচন্দ্র যেন ছিটকিয়ে এলন অত্যম্জ্রল জ্যোতিন্কের মত এবং অনায়াসেই জয় করে নিলেন বাঙ্গলার হদয়। সে যে কত কঠিন কাজ—তা কল্পনাও করা যায় না। তাঁর প্রথম উপনাস "বডাদিদি" যথন ১৯১৩ -সালের সেপ্টেম্বরে ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল সেদিনই বাংগলার পাঠক সমাজ তাঁকে এক বিরাট প্রতিভাবান লেখক বলে অকণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। "বডদিদি' উপন্যাসটি পড়ে রবীন্দ্রনাথও সেদিন তাঁর তারিফ করে তাঁকে একজন প্রতিশ্রতিপূর্ণ অসামান্য লেখক বলেই মন্তব্য করেছিলেন। এরপর ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হ'ল তাঁর অন্যান্য উপন্যাস বিরাজ বৌ. পণ্ডিতমুশাই, প্রলীসমাজ, চন্দ্রনাথ, শ্রীকানত, দেবদাস, চরিত্রহীন, দত্তা, গৃহদাহ, বাম,নের মেয়ে, দেনা পাওনা নববিধান পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন, বিপ্রদাস, শুভদা ও শেষের পরিচয় (অসম্পূর্ণ)। এরই সাথে সাথে তিনি লিখলেন বিখ্যাত গলপগুলি যেমন বিন্দুর ছেলে, পরিণীতা, মেজদিদি, বৈক্রপ্রের উইল, অরক্ষণীয়া, নিস্কৃতি, কাশীনাথ, স্বামী, ছবি, হরিলক্ষ্মী, অনুরাধা ও সতী। বাঙ্গলার সাহিত্যাকাশে স্ব-প্রতিভায় শরংচন্দ্র তথন এক অসাধারণ কথাশিল্পী। বাঞ্চলার ছরে ঘরে তাঁর গল্প উপন্যাসের কি সমাদর ও প্রশংসা।

রবীন্দ্রনাথের যুগেও শরংসাহিত্য এত সহজেই পাঠক চিত্ত জয় করে নিলো কেমন করে? কেন সমাদ্ত হল তাঁর গল্প উপন্যাস বাজ্গলার ঘরে ঘরে? এর উত্তরে বলা যায় যে শরৎসাহিত্যে ছিল এক অদুশ্য যাদ্বর আকর্ষণ— যা পাঠক সমাজকে সেদিন সহজেই প্রভাবিত করেছিল। শরংচন্দ্রের দরদী লেখনীর যাদ্য স্পর্শেই তাঁর সাহিত্য হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত ও মর্মস্পর্শী। আসলে শরংচন্দের ব্যক্তি জীবনে একটা বেদনাসিক্ত অভিমান সতত প্রবহমান ছিল. এ বেদনা বা অভিমান তাঁর একাশ্তই নিজম্ব ছিল। এখানে তিনি কাউকে প্রবেশ করতে দেন নি. অংশ দিতে চার্নান। আপন জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত এই বেদনাই তাঁর সাহিতাকে মর্মস্পর্শী করে তলতে সাহায়া করেছে। অলপ বয়স থেকেই ভাগ্য বিড়ম্বনায় নানা কঠিন অবস্থার ভিতর দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে ক্ষত-বিক্ষত হুদেয়ে এক অনিশ্চিত জীবনের পথে অগ্রসর হতে হরেছিল তাকে— আর সেই চলারপথের বিচিত্র সঞ্চরই কালক্রমে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে সাহিত্যের অম্প্রের রত্ন হরে উঠেছিল। শরংচন্দ্র আপন সাধনার প্রভাবেই মানবজীবনের গ্রহন গভীরের অক্সাত জিনিষগ্রালকে আহরণ করে এনে সাহিত্য ভাণ্ডারে সণিগুত ক্রেছিলেন। ছেলেবেলা থেকে নানা দিক দিয়ে বণিগুত না হলে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের বেদনায় জন্জবিত না হলে আমরা তাঁর কাছ থেকে এ হার্দ্য-সাহিত্য পেতাম কিনা তাতে ষথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কিন্ত শরংসাহিত্য কি 'বাস্তব' সাহিত্য, না ওটা 'রোমাণ্টিক' সাহিত্য? সাহিত্য সমালোচকেরা আজ তার জাত বিচারে হাব,ডুব, খাচ্ছে। এর কোনটাই কিন্ত আসকে এককভাবে ঠিক নয়, কারণ শাধ্য বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে সত্যান সরণে সাহিত্য রচিত হলেই তা' বাস্তব সাহিত্য হয় না। হতে পারে সেটা মানব জীবনের ও সমাজের একটা নিখ'ত 'দিথবছবি' মাত্র। আবার নর-নারীর পূর্বে রাগ-প্রেম-বিরহ মিলনাদি হাদয় ঘটিত কারবার নিয়ে রমা রচনা সেটাও বাস্তবিক পক্ষে রোমাশিক সাহিত্য হতে পারে না। তাই বস্ত তান্ত্রিকেরা তাঁব সাহিত্যকে বলছে 'বাহুত্ব সাহিত্য' আর কল্পনাপ্রবণ পাঠকেরা এর মধ্যে রোমান্সের আগ্বাদ পেযে একে বলভে 'বামাশিক সাহিতা'। দ্বান্দ্রব শেষ এখানেই নয়। কেউ কেউ তাঁর বিভিন্নমুখী রচনাব জন্য তাঁকে বলতে চেয়েছেন বিপ্রবী সাহিত্যিক। কেউবা বিদোহী সমাজ সংস্কারক আবার বিকতর চিব সমালোচকেবা—যারা শবং সালিতার ডেতরই প্রবেশের দেখ্য করেনি তারা একে দ্নীতির সহায়ক অম্লীল সাহিত্তার পর্যায়ে ফেলবার চেষ্টা করছে। ওদের মতে এব সাহিতো কোন আদর্শ ও মতবাদ নেই। এতে সমস্যা আছে. অথচ সমাধানের সত্র ति । **आगल गउ**९६म्म य स्मकात्मव वक्कनगीनजात्क কাটিয়ে সমাজের সমস্যা সমাধানর সঠিক পথকে নির্দেশ করতে পারেনি—একথা অনেকাংশে সভা। পরেষ চরিত্রের দ্বলতার সমালোচনায় তিনি যতটা সোচার ছিলেন ময়েদের আত্মচেতনায় উন্বান্ধ করেও তাদের বঞ্চনার বিরুদেধ প্রতিবাদে মুখর হতে অনুপ্রাণিত করেননি। তবে আর যে যাই বল ক না কেন একথা একমাত্র অর্বাচীনেই বলবে যে তাঁর সাহিত্য-দুনীতির সহায়ক এবং অশ্লীল। সমালোচকেরা তাঁর সাহিত্যকে যে ভাবেই গহণ করক. পাঠক সমাজের কাছে তাঁর লেখা মনোগ্রাহী অভিনব স্থিতি হয়েই আক্ষয় সমাদর লাভ কববে—এবং তা কববে এই জনা যে শরৎসাহিত্যের চরিত্রগর্নলর মধ্যে তারা তাদের নিজেদের প্রাণম্পদন অনুভব করে। ওদের সুখ-দুঃখু মান-অভিমান প্রেম-বিরহ তাদের মনকেও আলোডিত করে।

শরংসাহিত্য নিরে আঞ্চকালকার সমালেদকদের সমালোচনা প্রসংশা শরং সংবর্ধনার এক সভায় কবিগাবের রবীন্দনাথের কিছু বন্ধবা এখানে উধ্যুক্ত করা উচিত বলে মনে করি। শরং সম্বর্ধনা সভায় তিনি বলেছিলেন, "সাহিত্যের দান বারা গ্রহণ করতে আসে তারা নির্মান্তার কাল বা' পেয়েছে, তার মালা প্রভৃত হলেও আজকের মাতোর কিছু কম পড়লেই স্কুকুটি করতে কুন্দিত হয় না। সাবে বা ভোগ করেছে, তার কৃতজ্ঞতার দেব থেকে দান বিকটে নের, আজ বেটাকু কম পড়েছে তার হিসাবে করে।

তারা লোভী, তাই ভূলে যায় রস ত্রিপ্তর প্রমাণ ভরা পেট দিয়ে নয়, আনন্দিত রসনা দিয়ে। নতুন মাল বোঝাই দিয়ে নর, সূখুস্বাদের চিরুতনত্ব দিয়ে, তারা মানতে চার না রসের ভোজে স্বল্প যা তাও বেশী. এক যা তাও অনেক। ...জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মি সমবায়ে গড়া নানা কক্ষপথে যেগ<sub>ন</sub>লি নানা বেগে আবর্তিত। শরংচন্দ্রের দ্ভিট ভবে দিয়েছে বাঙগালীর হৃদয় রহস্যে। সুথে-দঃুুুুুখ্, মিলনে-বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র স্থিতর তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন, বাঞ্চালী আপনাকে যাতে প্রতাক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তাদের অফ্রাণ আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশী হয়েছে, এমন আর কারো লেখায় তারা হয়নি। অন্য লেখকেরাও অনেক প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পার্রান। এ বিষ্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে প্রচন্তর সফলতা তিনি পেয়েছেন, তাতে তিনি আমাদের ঈর্ধা-ভাজন।...সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রুষ্টার আসন অনেক উচ্চে চিন্তা শক্তির বিতর্ক নয়, কল্পনা শক্তির পূর্ণ দুষ্টিই সাহিতো শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই দুষ্টা শরংচন্দ্রকে মালাদান করি। তিনি শতায় হযে বাংলা সাহিত্যকে সম্প্রালী কর্ণ-তার পাঠকের দুভিকৈ শিক্ষা দিন মানুহকে সত্ত করে দেখতে, স্পন্ট করে মান্যকে প্রকাশ কর্ব।"

দরদী কথাশিলপী শরংচন্দ্রের বাঞালা সাহিত্য এই অক্ষয় অবদানই কেবল তাঁর জীবন-পরিচয় নয়। তিনি শুধ একজন লেখকট ছিলেন না, জীবনে নানা বিচিত্র ও দুর্গম পথের তিনি পথিক ছিলেন। অতি সহজ ও সাধারণভাবেই জীবন যাপন করতেন তিনি। কথাবার্তায় আচাব-আচর**ে** কৃতিম গাম্ভীর্য তো তাঁর ছিলই না বরং সর্বদা মান্ত্র শরংচন্দ্র ছিলেন একজন ঢিলেঢালা পরিহাস প্রিয় উদার-মানক। তাঁর সান্দিধ্যে যারাই এসেছিলেন বাবেছিলেন দাঁর কোমল চরিত্র মাধ্যর্য ও অসাধারণ ব্যক্তিসকে। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন দয়াল,। মান, ষেধ দঃখেই শধ্য নয় ইতরপ্রাণীর কন্টেও তার প্রাণ কাদ্রো— ওদের তিনি ভালবাসতেন সেবা করতেন। অমিত প্রতিভাধর এ কথা শিল্পীর কর্মবহুল জীবনের সমগ্র দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা এ স্বল্প পরিসর প্রবল্ধে করা যাবে না এবং করার ইচ্চেও আমার নেই। আজকেব এই প্রবন্ধে তাঁর বহুমুখী জীবনধারার একটি উল্লেখ বোগ্য দিক সম্পর্কে আর একট, আলোকপাত করেই এর সমাপ্তি টানবো।

সে উল্লেখযোগ্য দিকটি হল যে, শরংচন্দ্র সাহিত্যআঞ্চিনার বাহিরে ছিলেন একজন যথার্থ দেশ প্রেমিক।
পরাধীন ভারতের মান্তিচিন্তা তার লেখনীকে বারবাব
থামিয়ে দিয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর নেত,ত্বে ভারতবাপী
বখন অসহযোগ আন্দোলন সাব্য হয়, শরংচন্দ্র তখন কলম
ছেডে সেই আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন। কিন্তু
গান্ধীজীর সপো মতের মিল তার বেশী দিন ছিল না।

তিনি বুঝেছিলেন 'চরকা' আর অহিংসাই শৃঙ্থল মুভির পথ নয়। কিল্ড সেজনো মহামাজীর প্রতি তিনি কোনদিনই শ্রুম্বা হারাননি। তিনি দেশবন্ধরে রাজনৈতিক পরি-कल्पनात हिलान क्षरण नमर्थक । नर्वा जानी এই मान सिंग প্রতি তার ছিল অকুত্রিম শ্রন্থা ও অপরিসীম সহান্ত্রভি। কংগ্রেসের একটা বিরাট অংশ যখন দেশবন্ধরে বিরোধী, শরংচন্দ্র তথন ছিলেন তাঁরই পাশে। তিনি তাঁকে সাহস দিয়েছেন-দিয়েছেন কর্তব্য সাধনে একলা চলার প্রেরণা। ১৯২৫ माल्यत ১১ই मा यथन प्रभवन्य, पार्जिनाए एनर রাখেন, দেশবাসীর সেদিনের কান্না দেখে তিনি পরে লিখেছিলেন, 'মনে হয় পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড অভিশাপ এই বে, মৃত্তি সংগ্রামে বিদেশীদের অপেকা দেশের লোকের সশাই মান ্যকে বেশী লড়াই করিতে হয়। এই লডাই-এর প্রয়োজন যেদিন শেষ হয়, শৃঙ্খল আপনি খসিয়া পড়ে। কিল্ডু শেষ হইল না। দেশবন্ধ, দেহত্যাগ করিলেন। ঘরে-বাহিরে অবিশ্রান্ত যুক্ষ করার গুরুভার তাঁহার আহত, একান্ত পরিশ্রান্ত দেহ আর বহিতে পারিল না। আজ চারিদিকে কান্নার রোল উঠিয়াছে. ঠিক এতবড কান্নারই প্রয়োজন ছিল।"

১৯২৭ সালে স্ভাষ্টন্দ্র জেল থেকে ম্ভি পেলেন।
কিছ্বিদন পরেই বাণ্যলায় কংগ্রেসের মধ্যে দেখা দিল
দলাদিল। দ্বিট দলে বিভক্ত হলেন দলের সকলে। এক
দলের নেতা বতীন্দ্রমোহন সেনগর্প্ত, অপর দলের নেতা
স্ভাষ্টন্দ্র বস্ব। শরংচন্দ্র রইলেন স্ভাষ্টন্দের দলে
শরংচন্দ্র চিরদিন হ্দেয় দিয়ে স্ভাষ্টন্দেকে ভাল বেসেছিলেন। তিনি বলতেন, "স্বাইকে ছাড়তে পারি, স্ভাষ্কে
না।" তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন
করেক বছর। দলের মধ্যে বিবাদের জন্য একবার হাওডা
জেলার এক ক্মী সম্খেলনে স্ভাষ্টন্দকে আমন্ত্রণ
জানানো হরনি জেনে শরংচন্দ্র উদ্যোজাদের সরাসার
বলেছিলেন, "বেখানে স্ভাষ্ঠ আমন্তিত ন্য, সে শিবহীন
বজ্যে আমি যাবো না।"

জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হলেও শরংচন্দ্র বিপ্লবীদের যথেন্ট স্নেহ করতেন। এমনকি দেশের মুক্তির জন্য
সহিংস সংগ্রামকে সমর্থন করতেন। বিশ্ববীদের সান্তির জান
গ্রেমের তিনি তাদের বিশ্ববের কাহিনী মন দিরে
শ্বতেন। একদিন বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের কাছে অবাক
বিশ্বরে বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স বিভিৎস
অভিযানের কথা শ্বনে এবং পেডি হত্যার কথা শ্বনে তিনি
তাকে দশ হাজার টাকা দিতে চের্মেছলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র
বলেছিলেন, 'ইংরেজ নিধনের ব্যাপারে টাকার তেমন
দরকারই হর না। যেটকে হর, তা আমরা নিজেরাই চালিরে

নি।" একথা শানে খুসী হয়েছিলেন শরংচন্দ্র। এরপর তিনি তাঁকে তাঁর রিভালবারটি দিতে চাইলেন। হেমচন্দ্র বলেছিলেন, 'দাদা, রিভালবার আমাদের অনেক আছে— আমাদের অভাব গানুলির। কিছ্ গানুলি দিন।" শানে শারং-চন্দ্র বেশ কিছ্, গানুলি তখন তাঁকে দিরে দিলেন। পরে আরো অনেকবার ঐ রকম গানুলি তিনি বিশ্লবীদের দিয়েছিলেন এবং ইংরেজ নিধনে তার ব্যবহারও হয়েছিল। এইসব বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসেই শরংচন্দ্র "পথের দাবী" লিখেছিলেন এবং ইংরেজ সরকারের রোষানলে তা সেদিন বাজেয়াপ্তও হয়েছিল। সেদিন তাঁর নির্দাৎ কয়েদ বাস হতো যদি না পাবলিক প্রাসিকিউটার স্যার তারকনাথ সাধ্ তাঁকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে যেতেন। বিপ্লবীদের সম্পর্শকে শরংচন্দ্র বলেছেন "ওদের সঞ্গে আমার রক্তের পরিচর, জন্মান্তরের আখারীয়তা—ওদের সাহাষ্য করেই আমি ধন্য হতে চাই, কিন্তু তা' পারি কই?"

মহান এ কথা শিল্পীর জন্ম হয়েছিল ১৮৭৬-এর ১৫ই সেপ্টেম্বর হ্গলীর দেবানন্দপ্রে। ৬১ বছরের কিছ্ বেশী কাল জীবিত থেকে ১৯৩৮-এর ১৬ই জান্যারী কলকাতায় দ্বারোগ্য ক্যান্সারে তাঁর অকাল মৃত্যু হয়।

খ্ব সংক্ষেপে এই তো দরদী কথাশিলপীর জীবন-কথা। সাহিত্য জীবনে তিনি যেমন অর্জন করেছিলেন আপামর জনগণের অসীম শ্রুণ্যা আর ব্যক্তিজীবনে পেরে-ছিলেন বহ্ জ্ঞানীগ্র্ণীর সাহচর্য ও ভালবাসা। তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ যথাওহি লিখেছেন,

> "থাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে। দেশের মাটির থেকে নিল তারে হরি দেশের হৃদুর তারে রাখিয়াছে ধরি।"

শরংচন্দ্রের মৃত্যুতে মহান নেতা শ্যামাপ্রসাদ মৃথোপাধ্যার লিখেছেন, 'যতদিন বাণ্গলা ভাষা থাকিবে, ততদিন বাণ্গালির সৃথ-দৃঃথের সাথী শরংচন্দ্রকে কেহ ভুলিতে পারিবে না। সাহিত্য জগতে শরংচন্দ্রের অভ্যুদর কলপ কথার মতই বিশ্বরকর।"

তাঁর মহাপ্রয়ালে ব্যাথাহত চিত্তে নেতাঙ্গী স্ভাষ্চন্দ্র বলেছেন, "সাহিত্যাচার্য শরংচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে ভারতের সাহিত্য গগন হতে একটি অভ্যুক্তরল জ্যোতিক্ষ খসে পড়লো। বদিও বহু বর্ষ তাঁর নাম বাজ্গলার খরে ঘরেই শৃধ্ব পরিচিত ছিল, তথাপি ভারতের সাহিত্য জগতেও তিনি কম পরিচিত ছিলেন নটে কিন্তু দেশপ্রেমিক হিসাবে তিনি ছিলেন আরও বড়।"

# जुलियाज कृतिक / बबीब मिछ

দৈবরাচারী জন্সাদের হাতে মৃত্যুর মুখোম্খি দাঁড়িয়েও যে মান্য মাথা উচ্ করে বলতে পারে-বিশ্বাস করি শেষ পর্যন্ত আমরা জিতবই। আমরা মরবো কিন্ত আমাদের উত্তর্গাধকারীরা এগিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের অসমাপ্ত কাজ। যে মানুষ মৃত্যু দ-ডাদেশ শোনার প্র সকলের সাথে গান গায়. মৃত্তির গান—তারই নাম জ্বলিয়াস ফুচিক। খেটে খাওয়া মানুষ, বৃদ্ধিজীবীদের সংগ্রামের প্রতীক জুলিয়াস ফ্রিক। ফুরিক জন্ম গ্রহণ করেন ১৯০০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী, চেকোশোভাকিয়ার গ্নিচিভে। বাবা ছিলেন শ্রমিক। ফ্রাচক আঠার বছর ধাসে স্কুল ছেডে প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকেন। চার বছর আগে রুশ দেশে এক মহা আলোড়ন স্থিকারী বিশ্লব হয়ে গেছে। শ্রেণী শোষণের অবসান ঘটেছে। শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাষ্ট্র, প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ জন্ম লাভ করেছে। দেশে দেশে শাসক শোষক-শ্রেণীর ভীষণ-অনিছা সত্ত্বেও নানা পথে রুষ বিপ্লবের কথা পেশছে যায় প্রথিবীর নানা প্রান্তে সারা প্রথিবী জুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে, শোষণ ব্রুনার বির**ুদ্ধে আন্দোলনে নতুন প্রাণের সঞ্চার** হল। চেক দেশেও গণ-আন্দোলনে ছাত্র আন্দোলনে এক নতন জোয়ার সৃষ্টি করল রুশ বিস্পবের বার্তা। রুশ বিস্পবের এক বছরের মধ্যেই চেক আর শ্লোভাক জনগণের শতাব্দী-ব্যাপী **আর্থ্যনিয়ন্ত্রণের দাবির সংগ্রামের ফসল ফলল**। দশ নিল চেকোশ্লাভাকিয়া। জাতীয় সরকার দায়িত্ব নিল किन्छ मान्द्रस्त मृड्य-अवमाननात अवजान घटेन ना। तुन বিশ্লবের সাফল্যে উৎসাহী খেটে খাওয়া মান্ত্র নতুনতর স্তরে সংগ্রাম শ্রে করল। ১৯২১ সালে জন্ম নিল প্রমিকপ্রেদীর চেকো-লাভাকিয়ার পার্টি -কমিউনিস্ট পার্টি। ঠিক এমনি সমরে ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ফ্রচিক রাজনীতিতে প্রবেশ করজেন।

প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বামপাশ্বী ছাত্র আন্দোলনের একটি বড় কেন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হবার অলপ কিছ্র্লিনের মধ্যেই জ্বলিয়াস ফ্রাচক হয়ে উঠলেন সকলের প্রিয় ছাত্র নেতা জালা। এ সময়ে অন্বভিত সবকটি ছাত্র আন্দোলনে ফ্রাচক ছিলেন প্রথম সারিতে। তখনকার দিনে রুশ বিশ্ববের কথা মার্কসবাদ-লোননবাদের কথা ইউনোপের অন্য দেশগ্রলিতে প্রচার করতে দেওয়া হত না। এতদসত্ত্বেও তিনি দ্বেভর্ত বইপত্র সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় পড়াশ্বনা করতে লাগজেন। ইতই পড়েন ততই প্থিবীর প্রথম সমাজজাল্যক রাজ্য স্মাভিয়েত রাগিয়া, সে দেশের আদর্শ আর রুশ বিশ্ববের মহান নেত্র বিশেষ করে লোননের প্রতি তার প্রশ্বা, ভালবাসা আগ্রহ বাড়তে থাকল। এই স্বাক্রে ক্রিলর্মন ফ্রাচক হয়ে উঠলেন একজন বাটি ক্রিক্রেটিনেট

তথনকার রুশ দেশ—সারা বিদেবর প্রমিকপ্রেণীর, খেটে-খাওয়া মান্বের পিত্ভূমি, মৃত্তির দেশ। অনেকদিন ধরেই সে দেশ দেখার সাধ ছিল ফ্চিকের। ১৯৩০ সালে বহু আকাঙ্থিত সে স্বোগ এল। পেশায় তিনি তথনছিলেন প্রমিক। রুশ দেশের কির্মিজ প্রমিক ইউনিয়ন তাঁকে আমশ্রণ জানাল। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল চেক সরকারের প্রলিশ। ফলে ভিল্ল কৌশলে তিনি রুশ দেশে পেশিছলেন। অভ্তপূর্ব সে দেশে ক্রিচকের স্বানার প্রতিষ্ঠিত সে দেশের সাধারণ মান্ব। তিনি অভিভূত হলেন। সমাজতন্য সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন।

ছোট বেলা থেকেই ফ\_চিক ছিলেন শিলপ-সাহিত্যসংগীতে অন্বাগী। তাঁব পরিবারেও এ সবের চর্চা
ছল তাঁর বাবা কারখানায় কাজ করার সাথে সাথে অভিনয়
ও সংগীতকেও জীবনের অংগ হিসাবে নিরেছিলেন।
অলপ বয়সেই ফ্রিচক স্লেখক হিসাবে পরিচিতি লাভ
করেন। ছাত্ত জীবনে তাঁর বহু লেখা বামপাথী পত্তপতিকার প্রকাশিত হয়। ২৯ সালে তিনি ভোরবা নামে
একটি পত্তিকার প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন। ৩০ সালে
রুশ দেশ থেকে ফিরে আসার পর তিনি চেক কমিউনিল্ট
পার্টির মুখপত্ত 'রুদে প্রভো'র প্রধান সম্পাদক হন।
বিপ্রবী সাংবাদিকতাই হয়ে উঠল তার জীবনের মূল
পেশা, এক বছরের মধ্যে লিখলেন অসংখ্য সম্পাদকীয়া
ব্রুতা দিলেন সারা দেশ জুড়ে। দেশের মানুবের কাছে
বর্ণনা করলেন রুশ দেশের সেই অপ্র্ব অভিজ্ঞতা।

তংকালীন বুর্জোয়া চেক সরকারের বিষ নজরে পড়লেন ফুর্টিক। ৩১ সালে তাকে গ্রেপ্তার করা হল। জেলে বসে তিনি লিখলেন রুশ দেশ সম্পর্কে এক অপর্বে গ্রন্থ---'সেই দেশ যেখানে আমাদের আগামী কাল ইতিমধ্যে বিগত।' চার মাস পরে তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। ৩৪ সালে ফ্র্রাচক আরও একবার রাশিয়া ভ্রমণ করেন। এবারও তিনি ব্লাশিয়া সম্পর্কে নানা প্রবন্ধ লেখেন। দ্বিতীয় ৰুশ্বের প্রস্তৃতি চলছে ইউরোপে। স্পেনে গণতান্ত্রী সর-কারের অন্যায় ভাবে পতন ঘটিয়ে ফ্যাসিস্ত-সৈবরাচারী ফ্রান্কো ক্ষমতা দখল করেছে। ইটালী, জার্মানীতে ফ্যাসিস্ত সরকার। হিটলারের জার্মান নাৎসী বাহিনী অস্ট্রিয়া দখল করেছে। থাবা বাডাচ্ছে চেকোশ্লাভাকিয়ার স,দৈতিনল্যাশেডর দিকে। হিটলার প্রচার করতে শ্রুর করল-প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর শান্তি চুক্তির কৃত্তিম স্থিট নাকি চেকো-শ্লাভাকিয়া। আসলে এখানে জার্মান জনগণই নাকি বেশী। ৩৮ সালে সম্পাদিত হল ভয়ঞ্কর মিউনিখ চুক্তি। এই চ্নুনির মাধ্যমেই হিটলার স্ক্রেতিনল্যান্ড, প্রাগ এবং অবশিষ্ট চেক ভূমি দখল করল।

এই নির্মাণক চনুত্তির বিরন্ধে সারা ইউরোপের মানন্ত্র ঘূণার ফেটে পড়েছিল। ফর্চিক এই চনুত্তর বির্দেশ লিখে-ছিলেন: আমাদের জনগণকে বিক্রি করে দেওয়া হলেও তাদের আত্মচেতনাকে ট্রকরো ট্রকরো করে দেওয়া এত সহজ নয়। বৈধভাবে সংবাদপত্তে এটাই তার শেষ লেখা। এরপর সমস্ত কমিউনিস্ট প্রতপারকা নিষিম্প করা হল। কমিউনিস্ট পার্টির ওপর নেমে আসে প্রচন্ডতম আক্রমণ। পার্টি আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়।

৩৯ সালে হিটলার কর্ত্ব চেক ভূমি দখলের পর সারা দেশে ব্নিশ্বজীবীদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে ফ্যাসীবাদের সপক্ষে টানার চেন্টা চলে। ফ্র্চিকের কাছেও এল এমন এক প্রস্তাব। হিটলারের সমর্থক 'চেস্কি দেলনিক' পরিকার পক্ষ থেকে 'শিল্প ও সংস্কৃতি' বিভাগের দারিছ নেবার জন্য ফ্র্চিককে আমন্ত্রণ জানিয়ে এক চিঠি এল। অতান্ত ঘ্লার সঙ্গে ফ্রিক উত্তর দিলেনঃ আমি বা লিখতে চাই, তা আপনার পরিকার ছাপা সম্ভব নর আর আপনি বা ছাপতে চান তা আমার পক্ষে লেখা সম্ভব নর।

গেঙ্গাপো বাহিনী তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য বিভিন্দ জারগার হানা দিল। কিন্তু পেল না। আত্মগোপন করে পার্টির কাজ আর লেখা চালাতে লাগলেন। তখন পার্টির সামনে প্রধান কাজ ছিল ফ্যাসীবাদের বির্দেখ ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলা। ৪১ সালে আত্মগোপন অবস্থাতেই তিনি পার্টির সব্বোচ্চ সম্মান, কেন্দ্রীর কমিটির সদস্যা নির্বাচিত হন। এই সমর তাঁর লেখাগ্রনি গোপন পত্র-গাঁরকা মারফং শ্ব্রু চেকোশলাভাকিয়া নর তুরুক্ক, স্ইডেন, স্ইজারল্যান্ড, রুমানিরা এমন কি শত্র্ শিবিরের মধ্যে পর্যন্ত প্রচারিত হত। ৪১ সালের ২২ জ্বন হিটলার সোডিরেত দেশ আক্রমণ করল। সন্ধ্যা বেলাতেই ইস্তাহার প্রচার করলেন ফ্রচিক—'চেকবাসীকে হ্নিসারর।'

এইভাবেই জ্বলিয়াস ফ্রিক আর তার পার্টি দেশের মান্বকে ফ্যাসী বিরোধী, স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামে ঐকাবন্ধ করতে, নেতৃত্ব দিতে আত্মগোপন করে কাজ চালাতে থাকেন। গোপন ভাবেই প্রকাশিত হতে থাকল 'র্দে প্রভো'। এই সময় তিনি একটি বই লেখেন নাম—'রানাভেসেক' (খ্লে বাঁশী)। এই বইতে চেক কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে তার গর্ববোধ, শ্রুম্বা প্রকাশ পেয়েছে। সাথে সাথে তীর ঘ্ণা আর বিদ্রুপ বর্ষিত হয়েছে শন্ত্র-দের প্রতি।

৪২ সালে ২৯ এপ্রিল ফ্রাচক গেন্টাপোদের হাতে ধরা পড়লেন। চারশ এগারদিন প্রাণের প্যানফ্রাটস গেন্টাপো বন্দী শালায় বন্দী থাকার পর তাঁকে আনা হয় বার্লিনের নাংসী বিচারালয়ে। তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হল ৪৩ সালের ২৫ আগল্ট। ফাঁসী হল ৮ সেন্টেন্বরের বিষয়্ক সকালে। কিন্তু সেই বিরাট হ্দরের স্পল্প ফ্যাসিস্তরা বন্ধ করতে পারল না। ছড়িরে পড়ল কোটি কোটি মান্বের হ্দরে।

গেণ্টাপোরা ফ্রচিকের স্ত্রী অগাস্তিনাকেও রেহাই দেরনি। তাঁকেও গৈণ্টাপোদের কারাগারে ভোগ করতে হর অকথ্য নির্যাতন। ৪৫ সালে হিটলার পরাজয়ের পর তিনি ম্বি পান। তাদের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধ্র। স্ত্রী এবং ছেলেমেরেদের কাছে লেখা চিঠি থেকে তার পরিচয় পাওরা যায়।

জনুলিয়াস ফাচিক ছিলেন একজন খাঁটি কমিউনিস্ট।
চল্লিশ বছরের জীবনে কখনও মাথা নত করেননি। মানুবের
প্রতি এক বক ভালবাসা, বিশ্বাস আর অদেশের প্রতি
নিষ্ঠাবান মানুবটি জীবনে কখনো হলেশ হয়নি। জীবনের
শেষ কাঁদন একজন সহদর জেলরক্ষীর সহারতার কিছু;
কাগজ আর পেন্সিল জোগাড় করে লেখেন নানা অনুভতি
ভারে অভিজ্ঞতার কথা। আখবিশ্বাস আর আশাম ভরা সে
সমুহত লেখা। তিনি বিশ্বাস করতেন ফাসীবাদ একদিন
প্রাক্তিত হবেই। তার সে অমালা সম্পদ লেখাগালো
সংগত করে তার মতার পর ফাঁদির মাল্য পেকে নামে
একটি বই বার করা হয়। বইটির শেষ লাইন হল্ল
ক্রান্তান, তোমাদের আমি ভালবাসভাম। চাঁসিয়ার থেক।
এই বইটি পথিবীর প্রার সমুহত ভারার অনুদিত হয়েছে।
সাবা প্রথিবীর মানুষ এই বইটি এবং তার লেখক সম্প্রে

অফ্রুলত প্রাণের জোয়ার, এই মান্মটির জীবনের শেষ কদিনের কথা তার সহবন্দীদের কাছ পেকে জানা বার। মতা আদেশ পাবার পর আদালতে দাঁডিয়ে বলে-ছিলেনঃ 'আমি জানতাম আমাকে অভিযুক্ত করা হবে। কিন্ত আমাদের জয়ের সপক্ষে লা কিছু করণীল তা আমি সম্পন্ন করেছি এবং বিশ্বাস কবি শেষ পর্যাত আমবা জিতবই। আমরা মরবো কিন্ত আমাদের উত্তরাধিকারীরা চালিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের অসমাপ্ত কারু।' আদালত থেকে কারাককে ফিরে লিডা প্লাচাকে বলেছিলেন একটা গান শোনাতে। মাজির গান, সংগ্রাের গান-সব বন্দীরা लाल मूज रामान। क्रिक्त वन्ती अवस्थाय ताम नान ফৌজের হাতে ফাসিস্ত হিটলারের পরাজ্যের পালা শরে হয়েছে। ফাঁসির কিছুদিন আগে জেলের দারিপাশে প্রচণ্ড द्यामान भारक निमर्व क्लीएन **উल्लिशा क**्रिक वर्लाइलनः 'সোভিয়েত জনগণ, তার মারিবাহিনী কেমন করে মুকেন আর লেনিনগ্রাদের নাৎসীদের পরাজিত করলো, কি অসীম ভাদেব মনোবল। এখন আমরা যদি নিশ্চিক হরেও বাই তব্ৰ বিশ্বস্তভায় থাকবো অকৃত্রিম এবং সেটাই হবে আমা-দের প্রকৃত জর।'

ফ্রচিকের ফাঁসির দ্ব বছর পর ক্যাসীবাদ চ্ডান্ড-ভাবে পরাজিত হল রুশ লাল ফোঁজের হাতে। ফ্রচিকের স্বশ্নের দেশ জন্ম নিল চেকোশ্জাভাকিরার। সারা বিশেবর সংগ্রামী মানুবের কাছে জ্বলিরাস ফ্রচিক হরে উঠলেন সংগ্রামের প্রতীক, পরম আজীর। আর আজবির্ত্তরকারী সাংবাদিক ব্নিজ্জীবীদের গালে প্রচণ্ড চলেটারাড।

# तात्री अशिक-व्यथं तीषि । जमाजतीषि / मनित्रा (घाषात

আন্তর্জাতিক নারী বর্বকে পিছনে ফেলে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি ৭৮-এর শেষ সামার। মহান নেরী' ইন্দিরা গান্ধীর শাসনের 'স্মহান ঐতিহা' আমাদের স্মর্গাসন্থকে আজও পাঁড়িত করছে। আর মেয়েরা তাদের বোরখা আর ঘোমটার আবরণ ছিড়ে ট্রামে-বাসে প্থে-ঘাটে সর্বত্ত 'নারী প্রগতি'-র বিজ্ঞাপন রূপে বিরাজ্ঞান। এ হেন অবস্থায় নারীপ্রগতির প্রশ্নটা নতুন করে উঠছে কেন, কেনই বা অর্থনাতি আর সমাজনীতির নিরিখে তার নতুন ম্লায়েশের প্রয়োজন?

এ প্রশেনর জবাব দিতে গেলে গণ আন্দোলনের গণ্ডীর নধ্যে নারীসমাজের দিকে একবার চোখ ফেরানো দরকার। আদমস্মারির হিসাবে দেখা যার, ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হলেন নারী। কিস্তু গণ-আন্দোলনের দিকে তাকালে দেখা যার, সেই মেরেরা. আন্দোলনের দামনের সারিতে আসে খ্বই কম। আরও লক্ষাণীর বিষয় এটাই, বিগত করেক বছরে রাজনীতির নামে তাণ্ডব ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে ছাত্রীদের এগিয়ে আসায় বিরাট বাধা হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রোনো ক' বছরের প্লানিকে ম্ছেফেলে ট্রেড-ইউনিয়ন ও মহিলা আন্দোলনে মেরেরা কিছ্র কিছ্র এগিয়ে আসাছেন। কিস্তু শিক্ষার আলোকপ্রাপ্তা ময়েরেরের এই অনীহা আর জড়তা কাটিয়ে ওঠাটা একটা বিরাট সমস্যা হিসেবে দেখা দিছে।

কেন এই সমস্যা, কোথার এর সমাধান—তা খ'্লতে গিয়েই অর্থনীতি ও সমাজনীতির সপ্যে নারী প্রগতির সমস্যাটা মিলিরে দেখার প্রয়োজন দেখা দিছে। অর্থাৎ সমাজ বিকাশের কোন শতর পার হয়ে, সমাজের কোন প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মেয়েরা এই জাতীয় ভাবনায় অনীহায় ভূগছে তা শপ্টভাবে না জানলে সতিটে এ রোগের চিকিংসা অসম্ভব।

'নারী প্রগতি'র প্রশ্নটা আমাদের কাছে অনেকখানি শিক্ষার স্থেবাগ, ঘরের গণ্ডী ছেড়ে বাইরে আসার প্রশ্নের সংগে জড়িত। যে দেশে নারীসমাজের ৮৫ ভাগ নিরক্ষর ঘরের কোণে খুন্তি নাড়া ছড়া অন্য কাজ যে দেশে অপ্রাধের সমতৃত্যা সে দেশে শিক্ষার স্থেবাগ পাওয়া, বাইরের মৃত্ত পৃথিবীতে বিচরণ করার অধিকার পাওয়া প্রাতি'র লক্ষণ সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের কাছে অর্থাং আময়া বারা সমাজ পরিব্তনের কথা বাল, নারী-প্রেবের সমানাধিকারের কথা বাল, তাদের কাছে নারী প্রগতি'র প্রশ্নটা ঠিক ঐট্বুর মধ্যে সীমাবন্ধ নর। নারী প্রগতি'র প্রশ্নটা ঠিক ঐট্বুর মধ্যে সীমাবন্ধ নর। নারী প্রগতি'র প্রশ্নের আমরা আরও অনেক কিছু ব্রির, বা অর্থানীতির সন্প্যে উৎপাদন ব্যবন্ধার সন্পো ছনিন্তভাবে সংবৃত্ত। সমাজকে বিচার-বিজ্ঞাব্য করেল, সমাজের প্রতিটি স্বরের নারীসমাজের অবন্ধিতি অন্থাবণ করেল, এটা

গ্পণ্টতই বোঝা বার যে, উৎপাদন-ব্যবস্থায় ভূমিকা পরি-বর্তনের সপো সপ্যে সমাজে নারীর অবস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। 'নারীম্রান্ত' বা 'নারীপ্রগতি' তাই সমাজ-অর্থ-নীতিতে তার সমানাধিকারের প্রশেনর উপর নির্ভরশীল।

সমাজবিকাশের বিভিন্ন স্তরে মেয়েদের ভূমিকা সংক্ষেপে উল্লেখ করলে বিষয়টি সহজতর হবে। প্রথিবীর আদি-ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আদিম যুগের থমাজ ছিল মাত,তান্তিক। আরও লক্ষ্য করা যায়, আদিম সামাবাদের ব্রুগে মেয়েরা কিল্ড গ্রেপ্রা ছিলেন না। মেয়ে-পুরুষ নিবিশেষে সকলেই খাদ্য সংগ্রারে জন্য শিকার-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতেন। সে খুগে প্রকৃতির সশ্যে লডাই করে খাদ্য সংগ্রহ করাই ছিল কঠিন ব্যাপার। এক-একটি গোষ্ঠীতে যে জনবল তা সেই গোষ্ঠীর খাদ্য-সংগ্রহে নিয়োজন করা ছিল একান্ত-প্রয়োজন। এই অবস্থায় দাঁডিয়ে উৎপাদনে সমানভাবে অংশগ্রহণ করে নারী-পরেষ উভয়েই ছিল সমাজের সম্পদের সমান অধি-কারী। সামাজিক দায়-দায়িত্বের সমান অংশীদার। কিন্ত সমাজ ছিল মাত্তাল্যিক। অর্থাৎ মেয়েরা বিশেষ কিছ. সম্মান মর্যাদা সমাজের কাছে লাভ করতেন। কারণ. উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করা ছাড়া তাদের আরেকটি বিশেষ ভূমিকাও সে যুগের সমাজ লক্ষা করেছিল। তা रला मन्जाताश्यापन क्रम्या। এই জनमन्यप मुखित ক্ষমতাই তাকে সমাজে বিশেষ অধিকার দিয়েছিল। উল্লেখ-যোগ্য বিষয় এই যে, ইতিহাসের বিকাশ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যে জনোৎপাদন ক্ষমতা এক্ডাগে নারীকে সমাজে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল সেই জনোংপাদন ক্ষমতাই পরবর্তী যুগে তার সবচেয়ে বেশী লাঞ্চনার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে।

সমাজবিকাশের গতিপথে মান্য ক্রমণ কৃষিকাজ শিখল। মেরেরাও কৃষিতে অংশগ্রহণ করল। ফলে, একটা বৃহত্তর শ্রমবিভাগ হল। প্রব্যেরা মূলত শিকারের কাজ ও মেরেরা কৃষিকাজে অংশগ্রহণ করতে লাগল। আগের যুগে যেটকু খাদা সংগৃহীত হত, তার সবটাই সমাজের প্ররোজনে লেগে যেত। কিন্তু কৃষিকার্য শ্রু হওরার সম্পে সম্পে প্রয়োজনের উন্ত্ত কিছ্ সম্পদ সাঘ্ট হতে লাগল। একদিকে এই সম্পদের মালিকানা ও উত্তরাধিকার, অনাদিকে দ্বটি নারীপ্রব্রের পরস্পরকে ভালোবেসে ঘর বাধার প্রেরণা থেকে প্রিবারের স্ঘি হল। ধীরে ধীরে নারীর আর প্রক্রের সমান শ্রম করার প্রয়োজন থাকল না। নিজের শারীরিক সীমাবন্ধতা ও মানসিক প্রণতার দিক থেকে মেরেরা ক্রমশঃ সম্ভানপালন, কৃষি ও স্ক্রের র্তিবোধের পরিচরযুদ্ধ কাজকেই বেশী বেশী করে পছন্দ ক্রতে লাগল। গ্রেশ্রমী হরে উঠতে লাগল।

এরপর এল দাস যুগ। আরও উন্বান্ত প্রম স্থি হতে লাগল। দাসের শ্রমকে ব্যবহার করে প্রভু আরও धनी हरत छेठेरा माशम। এই দাস-ব্যবস্থায় नात्री ও পরেষ উভয়েই তার শ্রমদান করত। এছাড়া সে ষ্বগে নিয়ম ছিল, দাসের সম্তানও প্রভর অধীনে দাস হবে। অর্থাৎ, দাস বংশপরম্পরায় প্রভূকে সেবা করবে। অর্থাৎ, যতবেশ্রী দাস-সম্তান উৎপাদন করা যাবে ততই প্রভর লাভ। দাস নারী এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আরও বেশী নির্যাতিত আর শোষিত হতে লাগল। দাস উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহাত হতে লাগল। পৃথক সত্তা স্বীকার না করে, তার মনকে মর্যাদা না দিয়ে এই যুগ থেকেই তাকে **শ্রমিক উৎপাদনের যদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতে লাগল।** দাস-নারীর বহুগামিতাকে নিয়ম করে তোলা হল। এই অবস্থার একটা নির্মাম প্রতিফলন আছে গিনি-বিসাউ-এর একটি শ্বীপে। এখানে বসবাসকারী মানুষের পিত্-পরিচয় নেই, পরিবার নেই, শুধু মাত্পরিচয় আছে। অন্সন্ধানে জানা যার, এই স্বীপে বসবাসকারী দাসদের িববাহের অধিকার ছিল না, যে কেউ যে কোন দাসনারীর সঙ্গে মিলিত হতে পারত। এর ফলে সম্তান উৎপাদন হত বেশী। দা**স-মালিকও অনেক বে**শী দাস-শ্রমিক পেতো। এই সময় থেকেই নারীর মর্যাদাহীনতার যুগ শ্বর হল। নারীও শ্রমিকের মত মান্ত্র হিসেবে নয় বস্তু হিসেবে পরিগণিত হতে লাগল। দাস-যুগের বিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মন্তব্য উল্লেখ করলে বিষয়টি আরও পরিন্কার হয়। অ্যারিস্টটলের মতে, দাস-দাসী সম্পদ, স্বী এই সমস্ত কিছুর মালিক হল পরিবারের কর্তা। স্ত্রী এখানে পরিবারের কর্ত্রী নয়। পরিবারের কর্তার সম্পদের তালিকার একটি সংযোজনমাত। উৎপাদনের উপকরণের উপর মালিকানা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গো পিত,তান্তিক সমাজের স্থান্ট হল। মেয়েদের সমাজের উপর কর্ত্য হ্রাস পেল।

সামণ্ড যুগে মেয়েদের অবস্থা আরও কর্ণ উঠল। উন্বৃত্ত শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে এক শ্রেণীর মানুষের বিলাসিতাও বৃণ্ধি পেল। মেয়েদের উৎপাদন থেকে বিচ্ছিত্র করা হল। তাদের একমাত্র কাজ হল সন্তান-উৎপাদন, ক্রমশ নারীদেহ ভোগের সম্পদ হয়ে উঠল। স্কুন ফ্ল-ফল হাজারটা বিলাসিতার জিনিসের সপো সপো নারীদেহও হয়ে উঠল ভোগের পণ্য। নারীদেহ নিয়ে চলল অবাধ বিকিকিনি। স্থানর জিনিস মাত্রে পাওয়ার অধিকার সামশ্ত প্রভুর। সেই হিসেবে স্ক্রেরী নারীও তাই তার ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে বিক্রীত হতে লাগল। 'উদার মহানহদুর সৌন্দর প্রিয়া বাদশাদ আকবর তার বিলাসের প্রাসাদ ফতেপরের তার ছবি রেখে গেছেন। সেখানে সন্দরী নারী ছিল দাবার প্রটিমার। সামশ্ত ব্যবস্থার অত্যাচার এমন চরম পর্যায়ে উপস্থিতি হরেছিল, যে, গাছের প্রথম ফলের মত কুমারী নারীকে তার প্রথম কৌবন উপহার দিতে হত সামশ্ত প্রভূকে। শক্তাছি, এখনও ভারতবর্ষের काथा उ काथा नाक धरे श्रथा जान, जारह। विसास

প্রথম রাতে জমিদার-জোভদার, নরব্যক্তে উপভোগ করার
মহান দায়িত্ব পালন করে থাকেন। । সামণত বৃগ থেকেই
উৎপাদন থেকে নারী সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হল। সম্তান উৎপাদন ও গৃহস্থালী হল তার ভূমিকা। গৃহের এই কাজ,
নারীর এই সেবাকে উৎপাদনের প্রক্রিরার তার ভূমিকা বলে
ক্বীকার, করা হল না। নারীকে দাসীতে পরিপত করা
হল। ঘোমটার আবরণে তাকে ঢেকে র্পোপজীবির ভূমিকা
দেওয়া হল।

সামশত ষ্পের পথ পার হয়ে ধনতদ্বের ষ্পে এসে নারীকে কিছ্টা স্বাধীনতা দেওয়া হল। কিম্তু সে স্বাধীনতা দেওয়া হল। কিম্তু সে স্বাধীনতা দেওয়া হল। ক্ষককে যেমন জাম থেকে মৃত্তু করে, সামশত প্রভুদের অধীনতা মৃত্তু করে. তথাকথিত 'স্বাধীন শ্রমিক' এ পরিণত করা হল. মেরে-দেরও তেমনি স্বাধীনতা দেওয়া হল. ছোমটার আবরণ ছি'ড়ে তাকে শ্রমের বাজারে নিয়ে আমা হল। তাকে শিক্ষার স্ব্যোগ দেওয়া হল, তাকে 'প্রগতিশীল' করে তোলা হল, নারীসমাজকে উমতি করার জন্য নয়, তার শ্রমকে প্রয়োজনীয় করে তোলার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে নারী সম্পর্কে মৃলগত ধারণার কোন পরিবর্তন ঘটল না। ব্রের্গায়া যুগে দাঁড়িরে নারীদেহ পণ্যে পরিণত হল। অন্যানা পণ্যের মত তাকেও প্রতিযোগিতার বাজারে নামিয়ে দেওয়া হল নশ্নভাবে।

বুর্জোয়া বাবস্থা যেহেতু সামনত বাবস্থা থেকে এক ধাপ অগ্রসর একটা বাবস্থা সেহেতু এই ব্যবস্থা প্রথম বুগো নারীসমাজের ক্ষেত্রেও কিছু প্রগতিশীল ভূমিক। পালন করেছিল। মেয়েদের ঘর থেকে বাইরে এনে শিক্ষার সপ্রের করেছিল। এই কাজের পিছনে তাদের স্বার্থ ছিল দ্বধরনের এক, শিল্পের শ্রমিক যোগানদেওয়া; দুই, নারীর শারীরিক অপট্রের অজনুহাত দেখিয়ে একই পরিমাণে শ্রম অনেক কম দামে কেনা। এখনও, ভারতের বিভিন্ন শিল্পে এই মেয়েদের প্রবুষের তুলনায় কম মজুরী দেওয়ার অবস্থাটা বজায় আছে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বুর্জোয়ায়া শ্রমের ক্ষেত্রে নিজের ফ্রার্থে কিছুটা স্বাধীনতা দিলেও শেষ পর্যক্ত প্রব্রষকে আনন্দ দেওয়াই যে তার একমার লক্ষ্য। প্রের্ষের উপর নির্ভর করা ছাড়া মেয়েদের গতান্তর নেই—এই ভারনাটা বজায় রেখেছে।

বিশেষত, বৃক্তোয়া ব্যবস্থার অবক্ষয়ের বৃশো, এই বিষয়টা আরও য়ৢঢ়ভাবে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বৃক্তোয়ারা এখন আর তাদের ব্যবস্থাকৈ বিকশিত করতে পারছে নাঃ তাদের বাবস্থাটা ভেঙে পড়ছে। প্রমের স্থোগ ক্রমণ সংকৃচিত হছে। ফলে, প্রয়্র-প্রমিকের সজো সংগা নারী-প্রমিকও উদ্বৃত্ত হছে। তারা সংগঠিত হয়ে এই ভেঙে পড়া পাচাঞালা ব্যবস্থাটাকে চ্য়য়য়র ক্ষয়ে নিয়ে নভুন ব্যবস্থার দিকে অগিয়ে বাওয়য়য় ক্য়য়ে বলছে। এই সংগ্রমী মান্যকে বিশ্রামণ্ড করার, সংগ্রামীবিষম্থ করার নিল্টেন্টাও তার পালাপানি ছলৈছে। এই ব্রেমার তাই

# রক যুবকেন্দ্র সমাচার

### (क) विकास विवयक जारनाइमाइक :--

আগণ্ট মাসে ব্ৰ কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে এবং বি আই টি এম-এর সহযোগিতায় বিভিন্ন রক ব্ৰ কেন্দ্রে বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের জন্মণতবার্মিকীর সংগে সাব্দ্রা রেখে এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিশ্রত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের কর্মবহ্ল জীবনকে সমরণ করে আলোচনাচক্রের বিষয়স্চীতে ছিল—আইনস্টাইন ঃ তাঁর জীবন ও কর্ম।

বুক পর্যায়ে এই সব মনোগ্রাহী আলোচনার অংশগ্রহণ করে মাধ্যমিক শিক্ষায়তনের ছাত্র-ছাত্রীরা। জটিল তত্ত্বগত আলোচনাকে যতদ্র সম্ভব জীবনধর্মা করায় ছাত্র-ছাত্রীরা যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করে। গত ২৮শে আগষ্ট এই আলোচনাচক্র শেষ হয়।

বুক পর্যায়ের আলোচনাচক্রের পর জেলাস্তরে আলোচনাচক্রের আয়োজন এগিয়ে চলেছে। এই আলোচনা আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্যস্ত চলবে। জেলাস্তরের সফল ছাত্র-ছাত্রীরা রাজাস্তরে প্রাণ্ডলীয় রাজ্যগ্রিলর মধ্যে একটি প্রতিযোগিতাম্লক আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে।

## (খ) প্ৰতিডিয়ানে আৰিক জন্দান:-

এই বিভাগের কাজকর্মের মধ্যে তর্ণ য্বকয্বতীদের পর্বতাভিষানে আগ্রহী করে তোলার জনা
আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা আছে। এ বছরে এ পর্যন্ত
পশ্চিমবংশার সংস্থাগ্নিলকে বিভিন্ন শংগে আরেহণ
করাতে সাহাষ্য করার জন্য আর্থিক অনুদান দেওরা
হয়েছে। এ বাবদ এ পর্যন্ত আনুমানিক ৮০ হাজার
টাকা অনুদান মঞ্জার হয়েছে।

### (१) वक यून दकना नमाठातः-

যুব কল্যাণ বিভাগের পরিধি বা কর্মক্ষেত্রকে বিস্কৃত করার জন্য জুমশ পশ্চিমবঙ্গের ৩৩৫টি রকের প্রত্যেকটিতে একটি করে রক যুব কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা নেওরা হচ্ছে। এ পর্যশ্ত ৯০টি রুকে রুক ব্রুব কেন্দ্র স্থাপন করা হরেছে এবং এই সব অফিসের কাজকর্মও সম্ভাতার এগিরে চলেছে।

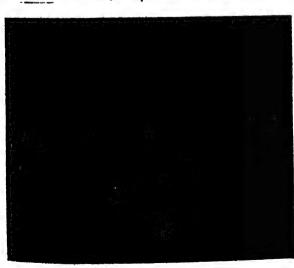
সম্প্রতি আরও ১০০টি রকে রক যাব কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী আদেশ জারী করা হরেছে। এ ব্যাপারে প্রাথমিক কাজকর্ম দ্রতভালে এগিয়ে চলেছে। আশা করা যার খ্র শীঘ্রই এই ১০০টি যাব কেন্দ্রের কাজকর্মও প্রেরাদমে শ্রুর হয়ে যাবে।

#### (व) निका म्लक समस्यत जना जन्मान:-

সম্প্রতি যুব কল্যাণ দপ্তর বিজ্ঞাপন দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে শিক্ষাম্লক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আর্থিক অন্দান সংক্রাণ্ড আবেদনপত আহ্বান করে। বিশেষ করে অন্দান সংক্রাণ্ড আবেদনপত আহ্বান করে। বিশেষ করে অন্দান প্রথাগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই যুব কল্যাণ দপ্তর এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আবেদনপত দেওয়ার শেষ দিন ছিল ৩১শে আগন্ট। সুদ্রে পললী অঞ্চলের বিদ্যালয়গ্রালও এ বিষয়ে যথেন্ট উৎসাহ দেখায়। ৩১শে আগন্ট পর্যন্ত যে সমস্ত আবেদনপত্রগ্রিল দপ্তরে এসে পেশছেছে সেগ্রিল র্থাতয়ে দেখা হচ্ছে। উপর্ব্ত বিদ্যালয়গ্রাল এ বাবদ আর্থিক অন্দান পাবে। প্রসংগত বলা যেতে পারে এ বিষয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে যে অভ্যবনীয় উৎসাহ ও উন্দাপনা পরিলক্ষিত হয়েছে তা বিভাগীয় কর্মকান্ডের গতিকে যে আরও বাড়াতে সাহায্য করবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

### (৬) অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প:-

এই প্রকলেশ যুব কল্যাণ বিভাগ আগষ্ট মাস সর্যাত্ত ২ লক্ষ ৬ হাজার ৫৬৬ টাকা প্রান্তিক ঋণ প্রদান ক'র।
এর ফলে ২০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার বিনিয়োগ নম্ভব
হরেছে এবং ৪৭টি প্রকল্প র্পায়ণের পথে এগিয়ে
চলেছে। এর শ্বারা ২০০ জন বেকারের কর্মসংস্থান সম্ভব
হরেছে।



হাবিবপর ও বাম্নগোলা রক বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে
অংশগ্রহণকারী (প্রেম্কারপ্রাম্ত) ছাত্র-ছাত্রীবৃদ্দ ঃ—
বাঁদ্রিক থেকে—দিলীপকুমার সরকার প্রদীপ সিনহা,
শ্রীমতী নিম্কৃতি সাহা, শ্রীমতী লাভলি বস্ ঠাকুর,
স্বশনা ভট্টাচার্য, প্র্ণচন্দ্র সরকার, অমলকুমার দাস।



হাঁসখালি রক য্বকেন্দ্র আয়োজিত বিজ্ঞান আলোচনাচক্রের সফল প্রতিযোগিরা (দন্ডায়মান)।



জামনুরিয়া ১নং রকের বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে একজন ছাত্র-প্রতিযোগী বস্তব্য রাখুছে।

# আমাদের চোখে আমাদের দেশ / অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

(রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবে বিদ্যালয় বিভাগে দ্বিতীয় প্রস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধ)

ব্যামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন "আমার মাত্ভূমি ভারতবর্ষ। জননী আর জন্মভূমি স্বর্গ হতেও শ্রেষ্ঠ – এই ঋষিবাক্য। ভারতের প্রতি ধ্লিকণা পবিত্র। এক মহাতীর্থ আমার দেশ।" আমার চোথে আমার জন্মভূমি দশপ্রহরণধারিণী। আমার দেশ প্রকৃতির স্বাভাবিক আয়্বধে স্মান্তজ্জত। উত্তরে তুষার মৌলী হিমাচল দ্র্লক্ষ্য প্রাচীর রূপে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করেছে। প্র্ব, পশ্চিমে ও দক্ষিণে যথাক্রমে বংগাপসাগর, আরবসাগর, ভারত মহাসাগর শত্রুর আক্রমণের আশুক্ষকে দ্রে সরিয়ে রেখেছে। আমার চোখে, আমার দেশ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই জানা দরকার আমাদের দেশের ভারতবর্য বা India নামকরা হ'ল কেন?

#### নামকরণ

কিংবদিত আছে. ভরত নামে এক রাজা এদেশে রাজত্ব করতেন। তাঁহারই নাম অন্সারে এই নামকরণ হয়েছে। প্রাচীন প্রাণ গ্রন্থেও এই দেশকে ভারতবর্ষ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন আর্যগণ অবশ্য এদেশে তাঁদের বাসভূমিকে 'সপ্তাসন্ধ' নামে অভিহিত করতেন; এই সন্ধ্ শব্দই প্রাচীন পার্রাসকগণের উচ্চারণে হিন্দ্রতের গুলাতরিত হয়। এর থেকেই ক্রমে ভারতীয়গণ 'হিন্দ্র' বলে পরিচিত হলেন এবং তাঁদের বাসত্থান 'হিন্দ্র্য্যাত হ'ল। এই হিন্দ্র্যু শব্দ প্রনরায় গ্রীক ও রোমক লেখকদের লেখা 'ইন্দ্র্শ' Indus রুপ গ্রহণ করে, এবং এই হিন্দ্র্শ' থেকে 'ইন্ডিয়া" নামের উৎপত্তি।

#### আমার চোখে আমার দেশবাসী

কবিগ্রের রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "দেশ মান্থের স্থি। দেশ মৃন্ময় নয় সে চিন্ময়…দেশ মাটিতে তৈরী নয়, দেশ মান্থের তৈরী।" তাই আমাব চোখে আমার দেশ সম্পর্কে লিখতে গেলে জানতে হবে ভারতীয় জনতত্ত্ব।

অনাদি অতীত কাল থেকে কত জাতি, কত বর্ণের লোক যে এই ভারতভূমিতে আগমন করল তার ইয়ত্তা নেই। বহু জাতির আগমনে ভারতবর্ষ এক মহামানবের মিলনতীর্থে পরিণত হয়েছে।

"হেথা আর্ব, হেথা অনার্ব, হেথায় দ্রাবিড় চীন— শক-হ্ন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।" কবিগ্নের রবীন্দ্রনাথের প্রেন্তি বর্ণনা শুধ্মাত কবি কল্পনা নয়, ঐতিহাসিক সত্যের বহিঃপ্রকাশ।

বিভিন্ন বর্ণ ও প্রেণীর জনসাধারণের দেহ গঠনের, বিশেষ করে কেশ বৈশিষ্ট্য, চোখ ও চামড়ার রং, নাসিকা, কপাল ও নরম্পেডর আকৃতি ইত্যাদির পরিমিতি গ্রহণ

করে নৃবিজ্ঞানীগণ ভারত-বাসীর জনতত্ত্ব নির্পণের চেন্টা করেছেন। সকলের পরিমিতি একই মানদন্ড অনুসারে গৃহীত হয়নি; ফলে মত পার্থকা রয়েছে। বিখ্যাত আধ্নিক নৃতত্ত্ববিদ ডঃ বিরজা শঙ্কর গ্রের মতে ভারতবাসী মোট ছয়টি শাখা ও নর্য়টি উপশাখায় বিভক্ত।

- (১) নেগ্রিটো বা নিগ্রোব্রট (The Negrito)
- (২) আদি অন্টোলয় ( Proto-Austroloid )
- (৩) মোপ্সলীয় ( Mongoloid ) এরা আবার তিনটি শাখায় (১) দীর্ঘমন্ড প্রাচীন মোপ্সলীয় (২) গোলমন্ড প্রাচীন মোধ্সলীয় (৩) তিব্বতী মোধ্সলীয়।
- (৪) ভূমধাসাগরীয় (Mediterranean ) এরা আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত (১) প্রাচীন ভূমধ্য সাগরীয় (Palaeo-Mediterranean) (২) ভূমধাসাগরীয় Mediterranean) ৩)প্রাচ্য (Oriental type)(৫) পশ্চিমী প্রশৃস্তশির জাতি (Western Brachycephalo) এরাও আবার তিনটি শাখায় বিভক্ত (১) আলপাইন (The Alpiniod) (২) দীনারীয় (The Dinaric) (৩) আর্মানীয় (The Armenioid) (৬) নির্ভিক (Nordic)

#### আমার চোখে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা সম্পর্কে বিশ্বের মেহনতী মান্ষের নেতা বলেছেন—"শিক্ষা স্বনামধনা মার্কস এখ্যেল B বলতে আমরা বুঝি তিনটি দিক প্রথমত মানসিক শিক্ষা. শিতীয়ত শারীরিক শিক্ষা, যেমন শিক্ষা জিমনাসটিকস<sup>্</sup> ও সামরিক বিদ্যালয়ে দেয়া হয়, তৃতীয়ত কারিগরী শিক্ষা যে শিক্ষা সমস্ত রকম উৎপাদন পশ্বতিতে সাধারণভাবে কাজে লাগে এবং সাথে সাথে শিশ্ব ও তর্ণদের সমস্ত বিষয়ের সাধারণ যত্পতি নাডাচাডা করতে ও বাবহার করতে উৎসাহ দেয়।" (মার্কস এঙগলস, নির্বাচিত রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড) কিন্তু আমার চোখে আমাদের দেশে তৃতীয় ধরণের কোন ব্যবস্থা প্রচলিত নেই। কারণ আমাদের দেশটা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক দেশ। এই ধরণের দেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে প'্রাজপতিরা, বুর্জোয়াশ্রেণী। এরা মুনাফার কথা ছাড়া আর কিছু ভাবে না, এমনকি তারা যে শিক্ষানীতি নির্ধারণ করে তাও মুনাফার দিকে লক্ষ্য রেখে। তাদের কল-কারখানা অফিস চালানর জন্য যে পরিমাণ শিক্ষিত শ্রমিক বা কর্মচারীর প্রয়োজন শুখু-মাত্র সেই সংখ্যক মানুষের জন্য তারা শিক্ষার ব্যবস্থা করে।

ভারতবর্ষের ৭০% লোকই কৃষিজীবী। পর্রান আমলের বন্দ্রপাতি হাল-বলদ ব্যবহারের জন্য শিক্ষিত ব্যক্তির দরকার হয় না। তাই আমার দেশের ৪০ কোটি মান্বকে শাসকশ্রেণী শিক্ষিত করার কোন প্রয়োজনই মনে

করেনি। পৃথিবীর মোট নিরক্ষর লোকের ৫০% বাস করে ভারতবর্ষে যেটা স্বাধীনতার সময়ে ছিল ১০% বা ১২% এর মত।

১৯৪০ সালে সোভিয়েত দেশের অন্যতম কমিউনিস্ট নেতা এম, আই, কালিনিন শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করেন "Education is definite, purposeful and systemetic influencing of the mind of the person being educated in order to imbue him with the qualities desired by the educator."

আমার চোখে আমার দেশের শাসকশ্রেণী এটাই চেয়েছিলেন। এখন দেশ জোড়া গভীর সংকট। একচেটিয়া
প'র্বিজ্ঞপতি, জমিদার ও জোতদারদের স্বার্থরক্ষায় সদা
চণ্ডল এ সরকার। ধনতন্ত্র বিকশিত হতে পারলেও
(আজকের যুগে যা অসম্ভব) শিক্ষাক্ষেত্রে যতট্বকু অগ্রগতি
ঘটতে পারত, আমাদের দেশে সেট্বকুও হতে পারেনি।
এবং আমার চোখে আমাদের শাসকশ্রেণীই তা হতে
দের্মন। কেননা "In a class society, there
never has been nor there can be, education
outside or above the classes"

স্তরাং আমার চোখে আজকের শিক্ষা জগতের এ পরিস্থিতি শাসকশ্রেণীর স্বার্থকেই সয়ত্নে রক্ষা করে চলেছে।

ভারত সরকার পশ্চম পশ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তাবেও গণতান্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত প্রস্তাবই বাতিল করে দির্মেছিলেন। কিন্তু উচ্চবিত্তদের মধ্য থেকে কিছুকে বৈছে নিয়ে সুযোগ সুবিধা দানের প্রোনো নীতিই বহাল রেখেছিলেন। সাত বছর আগে ২ বছর ধরে পশ্চম পশ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে ৩২০০ কোটি টাকা দেবার বাগাড়ম্বর প্রতিশ্রহ্নতি সত্ত্বেও ১৭২৬ কোটি টাকা বরান্দ করা হয়েছিল, অথচ এই সমরের মধ্যে দ্রব্যম্লা বৃন্ধি হয়েছিল ৪০%।

আমার চোখে ১৯৭৯ সালের মধ্যেও সমস্ত শিশ্ব ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অন্তত পাঁচ বছরের শিক্ষা বাবস্থা প্রবর্তনের আশা নেই, কারণ এমন কি পরিকল্পনার প্রতিপ্রত্বতি অনুযারী মাত্র ৮২ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী (৬-১৪ বছর বয়স পর্যন্ত) স্কুলে নাম লেখাবে এবং নাম লেখান ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে থেকে ৪০% পাঁচ বছরের শিক্ষা সমাপ্ত করবে। অপর সকলে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে নিরক্ষরের সংখ্যা বৃশ্বি করবে। ৮৫-৮৬ সাল পর্যন্ত ৮ বছরের স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা দ্রের রাখা হয়েছে। ১০+২+৩ বছরের শিক্ষার অপেক্ষাকৃত কম সময়ের অর্থাৎ ১০ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষার স্ব্যোগ স্ভিট হয় ২৬%-এর বালক-বালিকার জন্য। এটা ৭০ সালের ২২%-এর চেয়ে কোনক্রমে ৪% বেশী। ৭ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন বালক-বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঢোকার স্ব্রোগ পার। কিন্তু তব্ও পরিকল্পনা বর্তমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ঢেকার স্ব্রোগ পার। কিন্তু

বালক-বালিকাদের বিনা বেতনে পড়ার স্বোগ থেকে বঞ্জিত করতে চায়।

আমার চোখে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কেন্দ্রীর সরকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাখ্লা, নেহর্ব্ব্ব্র্ব্বেক্দ্র, হোণ্টেলের স্থােগ বৃশ্ধি, ডে-ড্র্ডেন্টস হোম, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ভোজনালয়, বই ব্যাৎক ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক ছাত্র য্বকে প্রলুখ করতে চায়; কিন্তু ছাত্রদের গণতানিক দাবী, ছাত্র-সংসদ গঠনের অধিকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও পরিচালন বাবস্থার ছাত্র প্রতিনিধিত্ব ও শিক্ষা ব্যবস্থা র্পায়ণে ও পরিচালনায় ছাত্রদের অংশ গ্রহণের অধিকারের কথা উচ্চায়ণ করে না।

আমার চোখে জমিদার তন্তের সংগে আংপাষের ফলে গ্রামীণ জনগণের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ থাকা সত্তেও তারা শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে না। ভারত সরকার প্রকাশিত 'India-74' এ প্রচারিত তথ্য থেকে দেখা যার ১৯৬৫-৬৬ সালে প্রার্থামক বিদ্যালয়ের (প্রথম থেকে প্রথম শ্রেণী) ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫ কোটি ৯৩.৫ লক্ষ এবং ১৯৭১ সালে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যব্ত ছাত সংখ্যা ২ কোটি ৭ ২ लक । তাহলে দেখা যায় প্রাথমিক শিক্ষা নিতে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল অথচ শিক্ষা জীবন পরিচালনা করতে পারল না এমন ছাত্র-ছাচীর সংখ্যা ত কোটি ৮৬ লক্ষ। এরা হচ্ছে সেই হত-ভাগ্যের দল যাদের পিতামাতা ভমিহীন অথবা অতানত অলপ জমির মালিক। এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজের শিকার—জোতদার ও মহাজনী শিকারে পিষ্ট। এরা শুধু ৮/১০ বছরে পদার্পণ করার পূর্বেই অন্যের বাড়ীর রাখালি শরু করে আর স্কুলে যাওয়া ছাত্র-ছান্রীদের দিকে চেয়ে বাতাস ভারী করে তোলে. পরণে কাপড় নেই, গাছের পাতা যাদের খাদ্যতালিকার শীর্ষ'-স্থানে—বিদ্যালয় তদের কাছে বিলাসিতা।

তব্ব এদেরই বিরাট অংশ দ্বাসাহসে ভর করে পাঠ-শালায় ভার্ত হয়। শতক্ষিকা জামাকাপড আর অভব শরীরে গা মেলায় স্কুলে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর মিছিলে। তারপর শুরু হয় মিছিল ভাগ্গার পালা। স্কুলের মিছিল ভেশ্যে এক একটি অংশ চলে যায় জীবীকার সন্ধানে। উচ্চতর ক্লাসে পড়াশনা করার নিশ্চয়তা নির্ভার করে অভিভাবকদের আয়ের ওপর। গ্রামীণ বিদ্যালয়গঞলিতে ছাত্র সংখ্যার বিভান্তন থেকে জানা যায় ১ম শ্রেণী থেকে শ্রু করে পরবর্তী পর্যায়ে যাওয়ার পূর্বেই কি পরিমাণ drop-out হয়-প্রথম শ্রেণী ৪০-৩৬% দ্বিতীয় শ্রেণী ১৬-১৪% ত্তীয় শ্রেণী ১৬-২৫% চতুর্থ শ্রেণী ১২.৭৭% পঞ্চম শ্রেণী ৯.৬৮৭% নিজের সম্তান সম্তাতকে বিদ্যালয় প্রেরণ করার জন্য কৃষক পিতা-মাতার আগ্রহে যে অপরিসীমতা প্রেছি বাক্য থেকেই জানা বাবে। এখান থেকে বোঝা যাবে শিক্ষা লাভের জন্য প্রথম শ্রেণীর ৪০% ছাত্র ন্বিতীয় শ্রেণীতে কমে গিবে হয় ১৬%। अर्थार निका नात्वत आगा नित्त वाता श्रथम

শ্রেণীতে ভর্তি হয় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠার আগেই শতকরা ৬০% ছাত্র বিদ্যালয়কে চিরবিদায় দিয়ে কঠিনতর ভবি-ষ্যতের দিকে পা বাড়ায়। গত শতাব্দীর বেদনার কর্ণ কাহিনীতে নতুন নতুন অধ্যায় যুক্ত করে।সার্বজনীন, অবৈতনিক, বাধ্যতাম্লক শিক্ষার, গালভরা প্রতিশ্রুতি পরিণত হয় নিদার্ণ পরিহাসে।

### आधात टाएथ कृषि विख्वात आमारमत एम :--

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদরো ও হ্রপ্পায় কিছু গম, বার্লি, ধান ও শাকসক্ষীর বীজ পান। এর থেকে উনি ধারণা করেন যে সেই যুগেও ভারতীয়রা এই সমস্ত চাষের কথা জানতেন। প্রাগঐতিহাসিক যাগ থেকেই যতদরে জানা যায় ভারতীয় কৃষি ছিল উন্নত ও সমুন্ধ। তাই আমার চোথে কৃষি-বিজ্ঞানে আমাদের দেশের অগ্রগতি আমাদের ঐতিহ্য। আধুনিক কালের অগ্রগতিকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করতে গেলে আমাদের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়কে দৃভাগে ভাগ করে নিয়ে আলোচন। করা উচিত। প্রথম অংশে ১৯৪৭—১৯৬০ সাল এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের শ্বর ১৯৬১ সালে। প্রথম পর্যায়ে আমাদের যা অগ্রগতি তা আমার চোখে মূলত আরো বেশী জমি চাষের আওতায় আসা এবং সেচের স্বিধা বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু প্রকৃত অগ্রগতি বলতে যা বোঝায় তার স্ত্রপাত হয় ১৯৬১ সালে। খাদা উৎপাদনের সূচকটা একটা দেখলেই আমার বন্তুব্যের সত্যতা বোঝা যাবে। ১৯৬০ কে ১০০ ধরলে এই স্টেক ১৯৭০ সালে সারা প্রিথবীর খাদ্যো-ৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁডায় ১২০তে আর ভারতের সূচক দাঁডায় ১৫৪তে। সতি ই! শুধু আমার কেন? সবার চোখেই বিস্ময়কর অগ্রগতি নয় কি? আর এই অগ্র-গতির পেছনে আছে উচ্চফলনশীল প্রজাতি ও উন্নত কলাকৌশল।

কৃষির মূল উপাদ্রুতিনটি কৃষি শিক্ষা, কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণ। ১৯০৬ সালে প্রণাতে প্রথম কৃষি কলেজ স্থাপিত হ'লেও ষাটের দশকের আগে কৃষি-শিক্ষা ছিল অবহেলিত। ১৭ই নভেম্বর, ১৯৬০এ পন্থ নগরে ১৭০০০ হেক্টর জমি নিয়ে ভারতের প্রথম কৃষি বিশ্ববিদ্যা-লয় স্থাপনার সঙ্গো সঙ্গোই আমার চোখে কৃষি শিক্ষার এক নতুন যুগের সূচনা হ'ল। পরবতী সময়ে এই বিশ্ব विमानस्त्रत भाष्मला जन्तुशानिज हरत्र जारता ५२िं कृषि বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে যার মধ্যে আমাদের পশ্চিম বাংলার 'বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়' সর্ব কলিন্ড । এই বিশ্ববিদ্যালয়গঞ্জির নির্নত্তর প্রয়াসে প্রতি বছর ৮০০ ছাত্রছাত্রী স্নাতক, স্নাতোকোত্তর ও পি এইচ ডি ডিগ্রা পাচ্ছেন। কেবলমার সাধারণ পঠন-পাঠনের এই বিশ্ব-বিদ্যা**লয়গ<b>ুলি নিজেদের সীমায়িত করে রাখে**ননি। কৃষকদের কৃষির নানান কলাকোশল, মাটি ও সার কবহারের বৈজ্ঞানিক পশ্বতি, গাছের রোগ ও পোত্রাকে চেনা ও তার হাত থেকে ফসল বাঁচানোর উন্নত কলাকৌশল শেখান।

১৯৬৬ সালের আগে আমাদের মোট খাদ্যোৎপাদন ছিল ৪৪ মিলিয়ন টন। আর গত বছরে ছিল ১১৫ মিলিয়ন টন। খাদ্যাশস্যের বিপলে বৃদ্ধির জন্য যাঁরা সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন, আমার চোখে তাঁরা কৃষি বিজ্ঞানী। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় আমাদের কৃষিতে বিনয়োগের পরিমাণ অনেক কম, তব্ব যে কটি দেশ কৃষি সম্পর্কিত গবেষণায় অর্থ বিনিয়োগ করে সর্বাধিক ফল পেয়েছে তার মধ্যে ভারত অগ্রগণ্য।

এই শতকেরই গোড়ায় উচ্চফলনশীল জাতের উদ্ভাবনের তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের জানা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই বিষয়ে প্রথম প্রায়োগিক সাফল্য আসে নরম্যান বোরল্যাগের উচ্চফলনশীল গমের 'Norion-10B' বংশান্ আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। এর অলপ পরে ১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা কেন্দ্র থেকে বার করা হয় 'IR-8' ধান। ভারতবর্ষেও এই জায়ার এসেলাগে। এর আগেও অবশ্য ভারতীয় বিজ্ঞানীয়া পাট, ভূট্টা ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছিলেন। এবার তারা হব পরাগ যোগী গম, বাজরা জোয়ার ও অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রেও এগিয়ে এলেন। আমরা পেলাম জয়া, পদমা, সোনালীকা, কল্যাণসোনা ইত্যাদি জাতগালি।

অলপ কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতের কৃষি বিজ্ঞানী-দের প্রচেষ্টায় নানান অঞ্চলের উপযুক্ত জাত আমরা পেয়েছি। মহারাট্টে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শঙ্কর জাতের নিবিড় তুলা চাষ, যা প্রথিবীর মধ্যে প্রথম ভারতেই শ্রুর হয়, পশ্চিমবাংলা ও গ্রিপ্রায় গমের চাষ, পাঞ্জাব ও হরিয়াণায় ধানের চাষ, উত্তর বাংলার সম্দ্ধতার প্রতীক আনারসের চাষ, উত্তর ভারতে আনের চাষের কথা আমার চোখে এই প্রসংগে স্মত্ব্য।

আমাদের বিজ্ঞানী ডঃ পি কে দে নীলসব্জ শ্যাওলা করেন ডঃ দে ও ডঃ এল এন মণ্ডলের প্রচেণ্টায় আমরা জানতে পারি কিভাবে এরা বায়্র থেকে নাইট্রোজন নিয়ে তা মাটিতে বন্ধন করে। তাঁদের এই গবেষণার কল্যাণে ধানের চাধের খরচ আজ গেছে অনেক কমে। আমাদের বিজ্ঞানী ডঃ এস পি রায়চোধ্রী নাইট্রোজেনের ওপর গবেষণা করে ভারতীয় কৃষি গবেষণার মানকে প্রিথবীর চোখে সম্মানীয় করে তোলেন। আজকে আশ্তর্জাতিক প্রস্কার পাওয়া বিজ্ঞানীদের (ভারতীয়) মধ্যে কৃষি বিজ্ঞানীরা প্রথম স্থান অধিকার করে আছেন। Plant-Breeding এর উপর বোরল্যাগ এ্যাওয়ার্ড সবচেয়ে বেশী বার যে দেশ জয় করেছে. সে হল—ভারত।

স্বাধীনতার সময়ও একই জমিতে একটির বেশী ফসলের কথা ভাবা যেত না, আজ আমরা এক জমি থেকে বছরে চারটি ফসল তুলছি। আগে জলকে কৃষির মুখ্য প্রয়োজনীয় মনে করা হত। এখন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা অজল চাষ গবেষণার নানান পর্যায়ে যে তথা পেয়েছেন তার থেকে এখন আর জলকে বাধা মনে হয় না।

মিশ্র মাছ চাব, সাগর জলে মাছ চাব, শব্দর জাতের গর্ম, মহিষ পালন, তাদের দেশজ খাদ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রেও আমার চোখে ভারতীর বিজ্ঞানীদের প্রভৃত অবদান আছে।

ভারতবর্ষের কৃষি গবেষণার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কৃষি গবেষণাকে নিয়োজিত করা। কিন্তু এখনও আমরা হেক্টর প্রতি উন্নয়নে উন্নত দেশগুলি থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। এর জন্য আমার চোখে মলেত দায়ী লাগে ভূমি ও জল ব্যবহারে আমাদের ব্যর্থতা ও নিরক্ষরতা। গ্রামাণ্ডলে কৃষির প্রায়োগিত সাফল্য তখনই আসতে পারে যখন ক্রমকদের উন্নত কলাকোশলগাল ঠিকমত রপ্ত করান যাবে। কিন্তু সম্প্রসারণে আমাদের অনিহার জন্য আমরা এই বিষয়ে খ্র বেশী এগোতে পারিন। দর্ভাগা হলেও সতিত যে কৃষির প্রয়ন্ত্রিগত অগ্রগতির ফল কেবল মাত্র সম্পন্ন চাষীরাই পেয়েছেন। উপরুত্ত বিশিষ্ট অর্থনীতি-বিদ্য ওঝা, দান্ডেকর, বর্ম্মন, মিনহাস, রথ সকলেই প্রীকার করেছেন ১৯৬০ সালে গ্রামাণ্ডলে যত লোক দারিদ্রা সীমার নিচে বাস করতেন ১৯৭০ সালে তাদের সংখ্যা ১ গণেরও বেশী হয়েছে। দাণ্ডেকর ও রথের হিসাব অনুযায়ী ৬৭-৬৮ সালেও আমাদের দেশের মোট জন-সমণ্টির ৪১% দারিদ্র সীমারেখার নিচে ছিলেন। কৃষি বিজ্ঞানে উৎপাদন বাডাই অগ্রগতির পরিচয় বহন কর না প্রকৃত অগ্রগতি বলতে বোঝায় সাধারণ মান্রষের নৈতিক অবস্থার উন্নয়ন। আমার চোখে কৃষির অগ্রগতি নির্ভার করছে, কৃষি ক্ষেত্র এখনও যে সামনত-তান্ত্রিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক রয়েছে. তার অবসান করার উপর। প্রকৃত ভূমি সংস্কারকে এডিয়ে উন্নত চাষ পশ্রতি, অধিক ফলনশীল বীজ সার, সেচ প্রভৃতির মাধামে কৃষির উন্নতির যে সব চেন্টা গত ৩০/৩৫ বছরে ধরে চালান হয়েছে তার ফলে মুণ্টিমেয় কৃষক আরোধনী হয়েছে, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে কৃষির এমন কিছ, উন্নতি হয়নি যাতে জাতীয় অর্থনীতি চাজা হয়ে অগ্রগতির পথে এগোতে পারে। 'অধিক ফসল ফলাও কমিউনিটি ডেভলেপমেণ্ট প্রজেক্ট'. আই এ ডি পি. সি এ ডি পি প্রভৃতি প্রকল্পগ্রলির মাধ্যমে কৃষির উন্নতির প্রচেন্টা নিতাশ্তই সীমাবন্ধ ফল লাভ করেছে। ৫% ধনী কৃষক এতে লাভবান হয়েছে। ফলে সামগ্রিক অর্থনীতিব বিকাশ তেমন প্রভাব পার্রান। এবং ভূমি সংস্কার ভিন্ন তা সম্ভবও নয়।

### আমার চোখে আমাদের দেশের স্বাধীনতা:--

"It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishnsss, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we

had everything before us, we have nothing before us, we were all going direct to Heaven, we were all going direct the other way."

(Charles Dickens, A Tale of Two Cities)

ফরাসী বিশ্লবের দুর্যোগময় দিনগর্বলির এই বর্ণনার সংগে অনেকটা মিল খর্জে পাওয়া যাবে আমাদের দেশের ব্যাধীনতার ঘটনাটির। এই রকমই ছিল নতুন ভারতের জন্মলণন—১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। আমার চোথে ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে স্বাধীনতার যে স্বাদ আমরা পেলাম, সেই স্বাদ যেমনি গোরবের তেমনি কলঙ্করও। বিশ বছর আগে সেই ১৫ই আগস্টের পশ্চাদ্পিট্র্ছা হিসাবে যে ইতিহাস ছিল দেশের জনগণের তার জন্য আমার চোথে আমরা সবাই নিশ্চয়ই গর্ববাধ করতে পারি। হাজার হাজার মান্ব্রের স্বার্থত্যাগ্য কারাবরণ, মৃত্যু ওরক্তদানের পথ ধরে এসেছিল এই স্বাধীনতা।

অন্যদিকে আর একটি ইতিহাস ছিল স্বাধীনতার। দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের হাতে এল ন।। সেদিন রাজনৈতিক রুজামণ্ডে একদিকে বিটিশ সামাজ্যবাদ বনাম সারা দেশের জনগণ মুখোমাখি দাঁডালেও নেপথো আর একটি দৃশ্য অভিনীত হচ্ছিল। ভারতবর্ষের উঠতি প'ক্রিবাদীগোষ্ঠী সামন্ত প্রভু। জমিদার, দেশীয় রাজন্য-বৰ্গ প্ৰভৃতি তাবং শোষক শ্ৰেণীগুলি প্ৰমাদ গুনছিল এই স্বাধীনতার স্বাদ কারা উপভোগ করবে। যদি দেশের জনগণের হাতে ক্ষমতা যায় তাহলে মুন্তিমেয় সম্পত্তি-বানদের হাতে আর সম্পত্তি প্রতিপত্তি থাকবে না। তাই স্বাধীনতার মধ্য রাচিতে সমঝোতা হল রিটিশ সামাজ্য-বাদের সপো তাদের। দেশ স্বাধীন হবে, সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থত থাকবে, এই প'বুজিপতি সম্পত্তিবানরাই হবে দেশের মালিক তারাই দেশ পরিচালনার ভার হাতে পাবে-আমার চোখে এই শ্রেণীগুলির নত্ত্ব করছিল সেদিন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, আঁজ জনতা পার্টি—ভারতের শোষক শ্রেণীর সংগঠিত রাজনৈতিক দল।

### আমাৰ চোধে আমাৰ দেশেৰ জাতীয় সংহতি:--

বৈচিত্রাময় এই ভারতবর্ষ। এই বৈচিত্রা জ্ঞাতি, ভাষা, আচার, আচরণের মধ্যে যেমন তেমনই প্রাকৃতিক, ভৌগালক ক্ষেত্রেও পরিদ্যোমান। কিন্তু নানা প্রকার বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক গভার ঐক্যাবোধ চিরকালই বিরাজিত। প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা ভারতবাসীর চিরন্তন সাধনা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেন্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা।" আমার চোখে এমন দেশে একমাত্র সচেতন স্বেছাম্লক প্রচেন্টার মাধ্যমেই জাতীয় সংহতি অর্জন করা বেতে পারে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বিভেদম্লক প্রবণতাকে না বাড়িয়ে বরং তাকে প্রতিহত করতেই সাহাষ্য করবে। বিভিন্ন রাজ্যের মানুষের আশা-আকাক্ষা ও স্বাতন্তকে ঘূণার

দুক্তিতে না দেখে তাকে শ্রন্থা জানালেই তবে জাতীয় সংহতি সন্দৃত হবে। আমার চোখে মোট রাজস্বের ২৫% রাজ্যকে দিলে কোন দিনই জাতীয় সংহতি গড়বে না। ৭৫% রাজ্ঞর রাজ্যগৃহলিকে দিলেই শক্তিশালী ভারত গড়ে উঠবে। কারণ এখন প্রত্যেক রাজাই বেশী টাকা চায়, কারণ রাজাগালি প্রয়োজনের তুলনায় খ্এই অলপ টাকা পায়: এমন একটা রাজ্য অনা রাজ্যকে বণ্ডিত করলেই তবে বেশী টাকা পেতে পারে, তাই যে রাজ্য বেশী টাকা পায় আর যে রাজ্য বশিত হয় তাদের মধ্যে একটা খারাপ সম্পর্ক গড়ে ওঠে. বন্দিত রাজ্য কেন্দুর রেগে যায়—যা কখনোই শক্তিশালী দেশ গড়তে পারে না। আবার শিলেপালত রাজাগালি আর শিলপ অনামত রাজা-গুলি উভয়েই নিজেদের প্রয়োজন দেখিয়ে বেশী টাশা দাবী করে কারণ তারা যা নিকা পায় তাতে তাদের কলোয় না ফলে একটা অসম্পুর্থ পরিবেশ গড়ে উঠে যা জাতীয় ঐক্তার পক্ষে ক্ষতিকর।

### আমার চোখে আমার দেশের আইন শৃংখলা:-

ভারতবর্ষের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি খারাপ। "হে মহামানব, একবান এসো ফিরে म.ধ. একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরে ভিডে./এখানে মাতাব হানা দেয় বারবার..." একথা কমিউনিষ্ট কবি সূকাদন ভটাচার্য স্বাধীনতাৰ আগে বলেছিলেন। এখন দেশ স্বাধীন গয়েছে শাসক পার্টির পরিবর্তন হয়েছে কিন্ত 'সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। ম তার হাত থেকে বাঁচার জনা. খাদোর জনা সংগাম মান্য করতে পারে না। এখনও মান্য খাদোব मावी कर्त्राल वाला भारा-कामभारतत शांचित्रकता भारभव দশ তারিখ পর্যাত দেড মাসের বকেয়া মাহিনা দাবী ক'ব পেল-১১ জন শুমিকের মৃতদেহ। উত্তর প্রদেশের কলেজ শিক্ষকদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন নিষিশ্ধ করা হল। সারা ভারতে গত বছরের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যক্ত জমিদাব, জোওদারদের হাতে হরিজন নিহত হয়েছে ৫৩৫ জন। নিহতের সর্বোচ্চ সংখ্যা জনতা শাসিত উত্তর প্রদেশ তার পরের স্থান বিহার। আর পশ্চিমবাংলায় এই সংখ্যা শ্না। পদ্থনগরের নিরন্দ প্রমিকেরা আন্দোলন করে পেলেন—ন্শংস ভাবে নিজেদের মৃত্যু। জনৈক প্রত্যক্ষণদার্শীর বিবরণে জানলাম আন্দোলনকারী প্রমিকদের PAC বর্বর ভাবে গ্লী চালায়, তখন তারা আখু-রক্ষার্থে আখের ক্ষেতে আগ্রয় নেয়। PAC এটাই চাইছিল; তখন তারা আথের ক্ষেতে আগ্রয় লাগিয়ে দেয়; ফলে বহু প্রমিক জীবন্ত দেখ হয়ে মারা যায়। স্থানীয় জনসাধারণ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ২০ জন প্রমিককে হাসপাতালে ভার্ত করে দেয়। PAC ব লোকেরা আবার রাতে তাদের হাসপাতাল থেকে বের করে গ্লী করে; প্রমিকদের ঝ্পড়ীগ্রলিও অত্যাচার থেকে রক্ষা পার্মন। PAC র অত্যাচারে প্রাণ হারায় দ্বিট শিশ্ব, একজনের বয়স ২ বছর। ভারতের অনেক জায়গাতেই এরকম ঘটনা প্রায় নিত্যসগণী।

### আমার চোখে অলসতা নয়. দারিদ্রতাই ভারতবাসীর জীবনেব উদ্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক:—

মানুষের জীবনের উন্নতি, নির্ভার করে অর্থনৈতিক উন্মানের চরিত্র ও সেই উল্লয়নের পটভূমিকায় ব্যক্তি মানুষের শ্রেণীগত অবস্থানের ওপর। আর অর্থনৈতিক অগ্রসরতা (?)র এমন এক পদে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি যেখানে জীবনের সার্থকতা, জীবনের উন্নতি নির্ভার করে অর্থানৈতিক ক্ষমতার ওপর। তাই স্বাধীনতার পর ১৯৬৪ সালে ভারতবর্ষের জনপ্রতি উত্তয়নের হার ছিল ৩%ষেখানে এই হার টাটার ছিল ৩২%, বিডলার ৭৮%, মফংলালের ১২০% : তার কারণ কি? বর্ষের টাটা, বিডলা, মফংলালরাই শুধু, অলস নয়, আর বাদ বাকি সকলেই অলস? তাতো নয়! আর তা যদি হতো তাহলে টাটা-বিভলার কি এত বৃদ্ধি হ'ত? কারণ টাটা, বিওলারা কয়েকজন মিলেই তো আর কারখানা চালায় না যারা চালায় তারা সাধারণ মান্ত্র। এদেরই পরিশ্রমের ফল-শ্রুতি এই অন্যায়া বৃদ্ধির হার। কিছু,দিন আগে সংবাদ-পরে পড়লাম জাতীয় আয় ২১৯৫% বেড়েছে, অথচ টাটা-विष्ठलात विषय निर्फात भीत्रमः थान थारकरे वाया याव।

শোষণকারীর	নাম সাল	মূলধন	মুনাফা	সাল	ম্লধন		ম্নাফা
টাটা	>>9×	–৬৮৯∙৯১ কোঃ টাঃ	৪৮-৮৩ কোঃ টাঃ	>>90	->040.08	কোঃ টাঃ	48·8 <b>৫ কোঃ</b> টাঃ
বিড়লা	99	660.89	88.54	99	206.22		30.22
মফংলাল		\$\$0.88	১৪.৬৫	"	66.600		22.20
সিংহানিয়া		>00·6¢	<b>€</b> ∙৯₹	99	224.46		20.0A

ভারতবর্ষে বর্তমানে শোষণের ফলে গরীব ক্রমে আরো গরীব হচ্ছে। কিছ্
দান আগে Survey of India র এক রিপোর্টে জানা যায়
২% লোকের হাতে ৪৬% জমি কেন্দ্রীভূত আছে। অপর
দিকে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। আদমস্মারীর রিপোর্টে জানা যায় ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭১

সালে, এই ১০ বছরে ক্ষেতমজ্বরের সংখ্যা ৩১৫১৯৪১১ জন থেকে ৪৭৩০৪৮০৮তে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ সংখ্যার দিক থেকে বান্ধ পেয়েছে ১৫৭৮৫৩৯৭ জন।

এই ভারতবর্ষেরই কোটি কোটি মান্ত্র ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে চলে—সামান্য দুরমুঠো খাদ্যের জন্য। ওই টাটা বিড়লারা যা পরিশ্রম করে এরা তার চেয়ে ঢের বেশী পরিশ্রম করে। জীবনের আনন্দ এদের কাছে অজ্ঞাত। জীবনে উন্দাতির স্বক্দ দেখতে এরা ভূলে গেছে। শৃথ্যমার বেক্ট থাকার জন্যই এরা এদের রক্তের বিনিময়ে গড়ে গতালে স্ফীতকায় ধনীদের আলস্যের সোধ। বরং এই শোষিতদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এই ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একথা সকল উল্লয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে সত্য। এবং উল্লত ধনতান্দ্রিক দেশগর্বালতে এই দারিদ্রের চিত্র ভ্রমণ্কর। আগের পরিসংখ্যানে প্রথিবীর ধনতান্দ্রিক দেশগর্বালর বেকারীর সংখ্যা দেখলেই বোঝা যাবে আমার বন্তব্যের সত্যতা।

দেশ বৈকার সংখ্যা

১। ভারত ১ কোটি ৯ লাখ ২৪ হাজার

২। আমেরিকা ১ কোটি ৩। জাপান ৫০ লক্ষ

৪। পশ্চিম জার্মানী ১৩ লক্ষ ৫১ হাজার

৫। ব্টেন ১৫ লক ৬। ফ্রান্স ১৪ লক

এই সমস্ত দেশেও অর্থনৈতিক উল্নয়নের স্ফলট্কু ভোগ করেন কেবলমাত্র মুন্টিমেয় ধনীরা।

বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি—ভয়াবহ ধনতান্ত্রিক সংকট, ভয়াবহ দারিদ্র, শিশ্প সংকট, বাবসা সংকট. তীরতম সমস্যার মুখোমর্নিথ হয়ে। আর এই সমস্যাগ্র্নিই প্রনঃ পৌনিকভাবে স্থিট করে চলেছে আরো দারিদ্র। এই পরিস্থিতিতেই উপদেশ দেওয়া হয় কঠোর শ্রম করার,—বলা হচ্ছে তাই অলসতাই জীবনের উমতির প্রধান প্রতিবন্ধক—দারিদ্র নয়। আর এই বিশ্বাসের স্পেনীয় দাঁতগর্নিল রুদ্ধশ্বাস মুম্র্রের কণ্ঠনালীতে ভ্রবিয়ে দিয়ে ধনিক শ্রেণী তাদের পকেট ভরে তুলছে স্বর্ণ মুদ্রায়। তাই পরিশেষে আমি ভাক দিয়ে যাই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীরতর করার জন্য।

## নারীপ্রগতি—অর্থনীতি ও সমাজনীতি

(৩২০ পৃষ্ঠার পর)

প্রগতির নামে নারীকে আদিম প্রবৃত্তি জাগানোর হাতিয়ার করে তোলা হচ্ছে। নারীদেহকে লোভনীয় করে তোলা হচ্ছে। নারীদেহকে লোভনীয় করে তোলা হচ্ছে। সঙ্গে সংগ্রু মানুষ হিসেবে মেয়েদের মর্যাদাকে তিল তিল করে হত্যা করা হচ্ছে। শিক্ষার মধ্যে, সমাজ জীবনের মধ্যে নারীর ঐ লোভনীয় ভোগের বস্তু হয়ে ওঠার প্রেন্থের মনে মোহস্থি করার আদর্শকেই প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এই বাইরের জগতে পণ্য হয়ে ওঠাট কুই প্রগতির চরমসীমা বলে প্রতিপদ্ম করার স্প্রিক্টিপত প্রয়াস চলেছে। প্রয়াস চলেছে ব্যক্তিত্ব ও সত্তাকে অস্বীকার করার।

কিন্দু এই পণ্য হয়ে ওঠাট্যুকুই কি প্রগতি। না, এই অবস্থাটাকে শ্রমজীবী নারীসমাজ মেনে নিতে নারাজ। তারা নিজেদের অধিকারের প্রশেন আরও বেশী বেশী নজাগ হয়ে উঠছেন। সমানাধিকারের দাবী করতে গিয়ে তারা দেখেছেন, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ ছাড়া আর কোথাও তাদের অধিকার স্বীকৃত নয়। সমাজতন্ত্র ছাড়া আর কোন ব্যবস্থাই মেয়েদের মর্যাদা রক্ষার বাবস্থা করতে পারে না। আবার, একমাত্র সমাজতন্ত্রেই মেয়েরা তাদের জনবল স্থিটর বিশেষ ভূমিকার জন্য বিশেষ স্থাকা স্থাকারের দাবীতেই সমাজতন্ত্রের সপক্ষে আন্দোলন গড়ে তুলছেন।

আমাদের মত দেশেও গণ-আন্দোলনগুলিতে আরও বেশী বেশী করে সামিল হচ্ছেন। সমবেত সংগঠিত হচ্ছেন মহিলারাও। কারণ, তাঁরাও তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রগতির, অগ্রগতির সঠিক পর্থাট চিনতে পেরেছেন। ছাত্রী-দের কাছে আজও সেই পর্থাট বিশেষ স্পণ্ট নয়। 'ব.জে'ায়া প্রগতি'-র বিষফলটি তাদের সামনে আজও 'সোনালী মোডকে মোডা'। যেখানে পত্রিকার মাধ্যমে রঙীন বন্ধে ফিল্মকে আদর্শ করে তোলা হয়। মার্কিনী রুচি, বিকৃত ভাবনাকে সভ্যতার চরমতম নিন্দ্র বলে বর্ণনা করা হয়। কিছু স্বাধীনতা দেওয়ার নাম করে তার স্বাধীন বিকাশের পধরোধ কবার চক্রান্তকে যতদিন না ছাত্রীরা অনুভব করবে ততদিনই গণ-আন্দো-লন সম্পর্কে তাদের অনীহা থাকবে। নারী প্রগতির প্রশ্নটা যে বাস্তবে উৎপাদনে তার ভূমিকার সঙ্গে, অর্থনীতির সংগ্রে জড়িত। উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংগ্রেই যে তার মর্যাদাহানি ঘটে। সমাজের অগ্রগতি না ঘটলে যে তারও অগ্রগতি ঘটে না। এই বিষয়টা সম্যক উপলব্ধি না করা পর্যন্ত তারাও বাস্তবে সচেতন, সংগঠিত ও আন্দোলনমুখী হয়ে উঠবে না। একমাত্রই এই সমাজ চেতনার প্রসারই তাকে প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।





(সচিত্র মাসিক যুবদপণ)

নবম সংখ্যা ॥ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮

সম্পাদক্ষণ্ডলীর সভাপতি কাশ্তি বিশ্বাস

> সহ-সম্পাদক বনভূষণ নায়ক

য্বকল্যাণ বিভাগ/পশ্চিমবণ্গ সরকার ু
০২/১ বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগ (দক্ষিণ)
কলিকাডা-৭০০০১

প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

পশ্চিমবণ্গ সরকার ব্বকল্যাণ বিভাগের পক্ষে শ্রীরণজিং কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীগণেশ চাদ দে কর্তৃক তর্বণ প্রেস, ১১ অন্তর্ব দত্ত লেন, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।

# जूठी

২৯৯ ঃ সম্পাদকীয়

৩০১ ঃ বিশ্বের যুব সমাজের কাছে আহ্বান

৩০৩ ঃ বাঙলা সাহিত্যে ছন্দপতন

—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৩০৮ : ফাঁসীর মঞ্চে শৃংখলিত এই প্রহরে

ক্রায়েজ আহমেদ ফায়েজ
(অনুবাদ—সুনীলকুমার গগোপাধ্যায়)

৩০৯ : মধ্যপ্রদেশের প্রাগৈতিহাসিক গ্রহাচিত্র
—সোমেন বন্দ্যোপাধ্যায়

৩১৩: দরদী কথাশিলপী শরংচন্দ্র

স্কুমার দাস

৩১৭ ঃ জর্লিয়াস ফর্চিক
—প্রবীর মিত্র

৩১৯ : নারীপ্রগতি—অর্থনীতি ও সমাজনীতি মন্দিরা ঘোষাল

৩২১ ঃ ব্লক যুবকেন্দ্র সমাচার

৩২৩ ঃ আমাদের চোখে আমাদের দেশ

—অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

# যুবসমাজের প্রতি:-

অশুভ ও অসুন্দরকে সঠিকভাবে মোকাবিল। করতে পারে সুবসমাজ-

- শান্তিপ্রিয় মানুষের আশা ভরসার মূর্ত প্রতীক সুবসমাজ---
- ★ বারোয়ারী প্রজোগুলিকে কেন্তু করে জোর-জুলুম ও জবরদন্তি কি অসঙ্গত ও অসুন্দর কাজ নয় ?
- ★ জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে মঞ্চ তৈরী করে যোগা-যোগ ব্যবস্থা বিঘিত করা কি অশোভন ও অসুন্দর কাজ নয় ?
- \* সারার। ত্বিব্যাপী মাইক্লোকোন বাজিয়ে শান্তি প্রিয় জনসাধারণকে বিনিদ্র রজনী কাটাতে বাধ্য কর। কি অশালীন ও অসুন্দর কাজ নয় ?
- \* तिर्पिष्टे पित्त श्राणिता नित्रक्षत ता पित्र श्राकात जनशात व्याप्त पित्र श्राणित विश्व पित्र श्राणित विश्व विश्
- \* विद्रा उरशाम(तत्र खवन्द्रा उनलिक्क करत्र खालाकजब्हा निर्वाधि (वार्धत्र निर्वाण्य (मध्या कि जूर्ष्ट्र ध जूनत तत्र ?

# সম্পাদকীয়

'অপারেশন' শব্দটি ইংরেজী হলেও এমন বঙ্গা-সন্তান সম্ভবতঃ কম আছেন যিনি শব্দটির সাথে পরিচিত নন। সাধারণ মান্ধের কাছে কথাটির বাপেক প্রচলন আছে চিকিৎসা বিষয়ে। যখন কোন রুগীর গায়ে চিকিৎসকেরা রোগ নিরাময়ের জন্য অস্ত প্রয়োগ করেন—তাকেই সাধারণ কথায় 'অপারেশন' বলা হয়। শব্দটিকে ব্যবহার করা হয় সামারক বাহিনীতেও। যখন সেনাবাহিনী অস্ত হাতে শত্ত্বকে মোকাবিলা করেন—তাকেও 'অপারেশন' বলে লোকে জানে। ১৯৭১ সাল হতে ৭৭ পর্যন্ত এ রাজ্যের মান্ষ আরও একটি ক্ষেত্রে 'অপারেশনের' দাপট দেখতে পেয়েছেন—এর নাম 'কুন্বিং অপারেশন'। সামারক কায়দায় অতার্কতে এক একটা এলাকা সি. আর, পি, অথবা পর্লুলশ বাহিনী দিয়ে ঘিরে ফেলে তম-তম করে খোঁজা হয়েছে এমন সব যুবকদের শাসক শ্রেণীর কাছে যারা শ্র্যু অবাঞ্চিত নয়—যাদের অবস্থান শাসক শ্রেণীর চোখের ঘ্রম কেড়ে নিয়েছিল। তাদের এই 'অপারেশন'-এর মধ্য দিয়ে ধরা হয়েছে, পিটিয়ে-লাশ করা হয়েছে—ঘর ছাড়া করা হয়েছে—গ্রুডা দিয়ে খ্রন করা হয়েছে। এই ভাবে শব্দটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নিয়ে হাজির হয়। অর্থের এই দীর্ঘ তালিকার সাথে বোধ করি আর একটি নয়া সংযোজন যত্ত্ব করছেন পিন্টমবুজা সরকার। এটির নাম 'বর্গা অপারেশন'।

বর্গাদার কথাটি কুচবিহার জেলা সহ কয়েকটি জেলায় আধিয়ার নামে পরিচিত। এরাও কৃষক। অন্য কৃষক থেকে এদের পার্থকা এই এরা পরের জমিতে চায় করে। নিজের মেহনত এবং কোথাও কোথাও নিজের বীজ-সার ইত্যাদি ব্যবহার করে ফসল ফলায়। এক অংশ নিজে পায়—অন্য অংশ জমির মালিককে দিতে হয়। দিতে হয় এই জন্য যে দেশের প্রচালত আইন অনুসারে একবার যদি জমির মালিক হওয়া যায় তা হলে চাষ-বাস করাক বা না করাক জমি থেকে অধিকার যায় না—মালিকানা যায় না। যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশ চলছে তার অনিবার্য ফল হিসাবে এক অংশের লোক কৃষি কাজ না করলেও জমির মালিকানা রাখার স্থোগ পাচ্ছে এবং জমি রাখছে আর অন্যদিকে সমাজের আর এক অংশের মানুষ বেচে থাকার তাগিদে জমি না থাকা সত্তেও কৃষি কাজ করছে নিজের জমিতে নয়— অপরের জমিতে। এদেরই নাম বর্গাদার।

যতদিন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা চলতে থাকবে সামন্ত্রান্ত্রিক ব্যবস্থার রেশট্রক্ হতদিন বজায় থাকবে ত্রতদিন এই বর্গাদারী বাবস্থাও চলতে থাকবে। সম্পত্তির উপর ব্যান্তি মালিকানা উচ্ছেদ করে সামাজিক মালিকানা পত্তন করার দ্বারাই একমাত্র ভূমিহীন কৃষককে জমির মালিক করা যায়—বর্গাদারী ব্যবস্থার অবসান ঘটানো যায়। বৈজ্ঞানিক সমাজবাদই একমাত্র ব্যবস্থা যেখানে অকৃষক জমির-মালিক জমি হার: হয়েও সসম্মানে বে'চে থাকার অধিকার পায়—বিকলপ জীবিকার স্ক্রিনিশ্চত স্ক্র্যোগ পায়। আর কোন কৃষককেই নিজের পরিশ্রমে উৎপাদন করা ফ্রসলের একটা সিংহ ভাগ জমির মালিক বলে কথিত কাউকে দিতে হয় না—নিজেই ভোগ করতে পারে এবং বর্গাদার শব্দটি অভিধান থেকে লাস্ত্র করে দেওয়া যেতে পারে।

সে কথা থাক। আমাদের দেশে দীর্ঘ কাল ধরে এই বর্গাদারী প্রথা চলে আসছে এবং বর্গাদার তার তৈরী ফসলের নায়্য অংশ পাওয়ার জন্য আবদন-নিবেদন ক'রছেন, দাবী তুলেছেন। সংগঠিত হয়েছেন। লড়াই করেছেন। কখনও কখনও রক্ত দিয়েছেন, শহীশ্দর মৃত্যুও বরণ করেছেন। সেই সংগ্রাম গ্রাম বাংলার গ্রামে গ্রামে এখনও অব্যাহত রয়েছে।

অর্থ শাস্টের স্পশ্ডিত রক্ষণশীল রিকার্ডো সাহেব থেকে শ্বুর করে আধ্বনিক কালের অর্থনীতির অনেক বড় বড় তাত্ত্বিক অনেক গবেষণা করেছেন—মতামত প্রকাশ করেছেন জমিতে উৎপাদিত ফসলের মালিকের ন্যায় অংশ নির্ধারণ করার জন্য। বিশেবর অন্যতম শ্রেষ্ট দার্শনিক অর্থনীতিবিদ কার্ল মার্ক্সও উৎপাদনে উন্দৃত্ত মূল্য স্থিত করার জন্য প্রাথমের ভূমিকা ও অবদান নির্পণের জন্য ত.র বৈজ্ঞ:নিক তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমাদের মত সামন্ততান্ত্রিক অথবা আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশে ভূমিহান বর্গাদারের ভাগ্যের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই।

কিন্তু ভূমিকে আশ্রয় করে যে শোষণ সমাজের বুকে দীর্ঘকাল ধরে জগলল পাথরের মত চেপে রয়েছে—কৃষক তাকে সরিয়ে ফেলার জন্য আমাদের দেশে বারে বারে লড়াইয়ের ময়দানে সংগঠিত হয়েছে। কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এ ধরনেব গৌরবোল্জবল অধ্যায় বিভিন্ন সময় রচিত হয়েছে। বর্গাদারের ন্বার্থে তেজোদীগ্ত এ ধরনের একটি সংগ্রামের নাম তে-ভাগা আন্দোলন। বর্গাদার তার ঘামে ভেজা ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ দাবী করে এ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। জোতদার বা স্বীকার করেননি। ভূ-স্বামীদের স্বার্থ রক্ষা করার তাগিদে তে-ভাগা আন্দোলনকে ধরংস করার জন্য সে সময়ের বৃটিশ সরকার এগিয়ে এসেছিল। বৃটিশ রাজত্বের সশস্ত বাহিনীর বৃট, বৃলেট ও বেয়নেটের বেপরোয়া আক্রমণে আক্রান্ত হওয়া সত্বেও বাহাদ্বর কৃষক পরাজয় বরণ করেননি। শেষ পর্যন্ত তে-ভাগা আইন বিধিবন্ধ হয়—পরবতী কালে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে চার-ভাগা আইন পাশ হয়় অর্থাৎ উৎপাদিত ফসলের তিন চতুর্থাংশ বর্গাদারের জন্য নিদিশ্ট করা হায়।

আইন পাশ হওয়া এক জিনিষ আর তার স্বিধা পাওয়া ভিল্ল জিনিষ বর্গাদার হিসাবে আইনে স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত সে তার ন্যায়া পাওনা পেতে পারঝে না। বর্গাদারের নাম রেকর্ডভিত্তি করার জন্য বিধান তৈরী হোল, ভাগচাষী কোর্ট বসলো। বর্গাদারকে জমির মালিকের বির্দেধ মোকর্দমা করার স্ব্যোগ করে দেওয়া হোল। বর্গাদার উচ্ছেদ রোধ করার আইনগত ব্যবস্থা তৈরী হোল। কিন্তু এতং সত্বেও বর্গাদার তার ফসলের ন্যায়্য অংশ পাওয়ার নিদিন্ট অধিকার পেল না। জমি থেকে উচ্ছেদের বিভূম্বনা থেকে সেম্বিত্তি পেল না। এ রাজ্যের প্রায় ৩৮ লক্ষ্ম বর্গাদারের মধ্যে গত বংসর পর্যন্ত মাত্র ৮ লক্ষ্ম বর্গাদারের নাম বর্গাদার হিসাবে রেকর্ডভিত্ত হয়েছিল। স্বভাবতঃই বর্গাদার বিদ্বেক্তভিত্ত না হন তা হলে ফসলের আইনগত অংশ পাওয়া স্বানিশ্চিত হতে পারে না—জমি থেকে উচ্ছেদের বিপদ থেকেও ম্বিত্ত পেতে পারেন না। আইন যতট্ব আছে তাকেও ব্রুখাংগ্রেন্ডি দেখিয়ে এ যাবং বর্গাদারকে বঞ্চনা করা হয়েছে—শোষণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের অধীন একটি কমিটি (Task Force) রাজনৈতিক সিদিছার অভাবই ভূমি সংক্রান্ত আইনের দ্বঃখজনক পরিণতির প্রধান কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

লক্ষ লক্ষ বর্গাদারকে কারচ্বপির হাত থেকে—জোতদারের কবল থেকে বাঁচানোর প্রন্য আইনগত যতট্বকু স্বযোগ আছে তাকে স্বনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্গা অপারেশন' নামে একটি বিশেষ অভিযান শ্রুর্ক করেছেন। এই অভিযানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হোল বিপর্ল সংখ্যক বর্গাদার অধ্যব্বিত ছোট ছোট এলাকা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করে, ছোট ছোট স্কোয়াড গঠন করে, তার সাহায্যে বর্গাদারের সাথে—জোতদারের বাড়ীতে নয়—বর্গাদারদের পক্ষে স্ববিধাজনক কোন জায়গায় সান্ধ্য বৈঠক এবং পর্য বেক্ষণ ও সরেজমিনে যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে প্রকৃত রেকর্ডভিক্ত করা। এ ব্যাপারে কৃষক সংগঠনগর্বালর সাহায্য গ্রহণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এবং রেকর্ডভিক্ত বর্গাদারেরা সরকারী সিম্ধানত অনুসারে এবং ব্যাঞ্কের সহযোগিতায় ঋণ পাওয়ারও স্বযোগ পাবেন।

লোক দেখানো আইন থাকা সত্বেও প্রয়োগ পশ্বতির ব্রুটী এবং সদিচ্ছার অভাবে যে বিরাট সংখ্যক বর্গাদার এতদিন পর্যন্ত রেকর্ডভুক্ত হতে পারেননি এবং আইনের বিন্দর্মাত স্থোগ ভোগ করতে পারেননি আমরা বিশ্বাস করি সরকারের এই অভিনব উদ্যোগের ফলে তারা রেকর্ডভুক্ত হতে পারবেন এবং আইনগত যতট্বকু স্থযোগ বিদ্যমান তা লাভ করতে পারবেন।

গ্রাম বাংলায় যে বিপল্ল সংখ্যক শ্রমজীবী যুব মানস রয়েছেন তার এক বিশাল অংশ এই বর্গা চাষের সাথে যুক্ত। বর্গা অপারেশনের সাফল্যের ফল হিসাবে সমগ্র বর্গাদারের সাথে এই অংশের যুব সাম্প্রদারেরও জীবন-ফল্যা একট্ হ্রাস পাবে। সেই জনাই পশ্চিমবঙ্গা সরকারের এই 'বর্গা অপারেশন'কে স্বাগত জানাই—এর সার্বিক'সাফল্য কামনা করি।

# বিশ্বের যুব সমাজের কাছে আহ্বান ( একাদশ বিশ্ব স্থুব ছাত্র উৎসবের ঘোষণাগত )

#### विश्वत ब्रंव ७ शावव्य

বিশ্ব যুব ছাত্র আন্দোলনের আরও একটি বৃহং ঘটনা—একাদশ বিশ্ব যুব ছাত্র উৎসব সফল ভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

আমরা, ১৪৫ দেশের দুইশত সংগঠনের ১৮৫০০ জন প্রতিনিধি ১৯৭৮-এর গ্রীন্মে কিউবার হাভানা শহরে মিলিত হয়েছি। মিলিত হয়েছি রাজনৈতিক, দার্শনিক ও ধর্মীর বিশ্বাসের বিভিন্নতা নিয়ে, সাম্বাজ্ঞাদ বিয়োধী সংহতি, শান্তি ও মৈত্রীর পতাকা উর্ধে তুলে ধরে, কিউবান জনতা ও ব্ব সমাজের আতিথ্য ও জয়োল্লাস পরিবৃত হয়ে। মিলিত হয়েছি আমাদেরই সমস্যা নিয়ে প্রকাশ্যে ও খোলামনে আলোচনা করতে, একে অপরকে উপলব্ধি করতে, আমাদের সাফলা ও অস্ক্রিণাগ্রিল উল্লেখ করতে, আমাদের জনগণের সাংস্কৃতি ও ঐতিহাকে আমাদের সহযোভ্যাদের সংশ্যে ভাগাভাগি করে নিতে।

আজকের বিশ্বে যাব সমাজ যে মহান ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে এই অবিস্মরণীয় দিনগালিতে আমরা তাকে আর একবার স্বীকৃতি দিছি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশাল বিশাল পরিবর্তন ঘটেছে। আন্তর্জাতিক দাঁতাতের দিকে, শান্তিপ্র্ণ সহাবিশ্যনের আরও ব্যাপকতর ভিত্তির দিকে, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমন্থের মর্যাদার দিকে, বিভিন্ন রান্থের সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্নতা নিয়েই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্পর্কে সমান অধিকারের দিকে উল্লেখযোগ্য দিক পরিবর্তনের নিদর্শন মিলেছে; প্র্গামিলত ভিয়েতনাম, ইন্দোচীনে সাম্বাজ্যবাদের পরাজয়, পর্তুগীজ উপনিবেশিক সাম্বাজ্যের অবসান, বিজয়ী এন্গোলা, ইথিও-পিয়ার সামনত রাজন্বের অবসান—এ সবই হলো উল্জবল দ্টোন্ত। এই সমন্ত পরিবর্তন জনগণের ন্যাযা আসাজাবংখা প্রশের জন্য গড়ে ওঠা আন্দোলনকেই সাহায্য করছে।

আমরা উৎসবে অংশ গ্রহণকারীরা, ন্তন সমাজ তৈরীতে বিরাট সাফল্য অর্জনকারী সমাজতান্দিক দেশ জাতীর মৃত্তি আদ্দোলন উদ্নর্মশীল জোট নিরপেক্ষ দেশ ও ধণতান্দ্রিক দেশের গণতান্দ্রিক ও প্রগতিশীল শন্তি সম্হের প্রতিনিধিত্ব করছি। আমরা, সামাজ্যবাদের আগ্রাসন নীতিকে ব্যর্জ কর দিয়েও তার কার্যকলাপকে সীমাবন্দ্র করে দিয়ে অজিত বিজয়কে অভিবাদন জানাচ্ছি। তব্ও সামাজ্যবাদ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভবন্দ্বগ্রনিতে তীক্ষা করছে, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতক্য, শান্তি ও

সামাজিক প্রগতির দিকে জনগণের অপরিহার্য অভিযানকে দতব্য করে দেওয়ার প্রচেণ্টা চালাচ্ছে এবং তারা আঞ্চও প্রধান শহ্। এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে ও তাকে পরাদ্ত করতে হবে।

আমরা ভালভাবেই উপলব্দি করি যে আল্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্দাতর দিকে এই পরিবর্তন স্থায়ী করবার জন্য, আল্তর্জাতিক দাতাতকে ঐতিহাসিকভাবে অপরিবর্তনীয় চরিত্রের ও সার্বজনীন করে তোলার প্রক্রিয়ার জন্য এখন প্রয়োজন, যা প্রের্ব কখনই ছিল না, সাম্রাজ্ঞান বাদের সেই আধিপতা ও দান্তি প্রয়োগের নীতির অবসান, অন্য প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে, প্রের্বর তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী নরহত্যাকারী অন্য উৎপাদনের বিরুদ্ধে অনতিক্রমা প্রতিবন্ধকতা তৈরী এবং পারমাণ্যিক নিরস্থীকরণ সহ সাধারণ ও সর্বাত্মক নিরস্থীকরণ কার্মকরী করার কাজ শ্রু করা।

এই বাসতব পরিস্থিতির মুখোমুখী দাঁড়িয়ে এবং সামাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে যুবক ও ছাত্রদের অংশ গ্রহণ বৃশ্ধির জন্য আমর। তাদের সহযোগিতা ও কাজের ক্ষেত্রে ঐক্য শক্তিশালী করবার জন্য কঠোর সংকলপ্রশ্ধ।

কিউবা থেকে আমরা বিশেবর যুবকদের আহ্বান জানাচ্ছ। বিশ্বশান্তি, দাঁতাত, নিরাপন্তা ও আনতর্জাতিক সহযোগতা, সাধারণ ও সর্বাত্মক নিরস্ফাকরণের পক্ষে ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী যুব্দেধর পরিসমান্তির জন্য সংগ্রাম আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলুন। নিউট্রন অস্ত্রের মত ব্যাপক ধ্বংসকারী অস্ত্রের উৎপাদন আবিত্কারের পরিকল্পনার বির্দেধ দ্বনিয়াব্যাপী প্রতিবাদ সংগঠিত কর্ন।

সায়াজ্যবাদ, উপনিবেশিকতাবাদ, নয়া-উপনিবেশিকতাবাদ, জাতি বৈষম্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বির্দেধ জাতীয় মৃত্তিঃ মৃত্তিঃ মৃত্তিঃ মৃত্তিঃ মৃত্তিঃ ম্বান্তান কাৰ্যানিতা, সার্বভোমত্ব ও গণতশ্বের জন্য, প্রতিটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উন্ধার ও রক্ষার জন্য, অর্থনৈতিক সম্পক্রে ন্যায়্য ও বন্ধত্বপূর্ণ সহযোগিতার জন্য ও একটি ন্তন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঐক্য ও কাজকে ন্বিগ্রণ কর্ন।

ধণতান্দ্রিক দেশগর্নলতে শে।ষণ, অত্যাচার, বৈষম্য, বৈকারী, সংকট ও একচেটিয়া প<sup>\*</sup>্রজির বির্দেধ, গণ-তান্দ্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা ও বিকাশের জন্য, এবং গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামকে তীর কর্ন।

সংগ্রাম কর্ন য্ব সমাজ যেন তাদের কাজের অধিকার

ও শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে নিম্চন্ত হতে পারে, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও আমোদ-প্রমোদ, সমাজে সিম্ধানত গ্রহণকারী সংস্থায় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ও অন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে।

### ধুৰ সমাজের মধ্যে আরও বেশী সহযোগিতা ও বন্ধ্য

এই মহান লক্ষ্যের প্রতি অনুপ্রেরিত হয়ে জাতীয় দ্বাধীনতার দ্বপক্ষে, সাম্রাজ্যবাদী কোশলের বির্দেধ এবং বর্ণবৈষম্যবাদী রাজত্বের সম্পূর্ণ অবসানের জন্য নাম্বিয়া, জিম্বাবউ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণ ও যুবকদের সংগ্রামের প্রতি সংহাতিকে শক্তিশালী কর্ন। একইভাবে সাহারার জনগণের দ্বাধীনতার জন্য ন্যায্য আকাংখার প্রতি এবং নয়া-উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী হস্ত-ক্ষেপের বির্দেধ আফ্রিকার জনগণের সংগ্রামের প্রতি তাহাদের সাহায্যকে দ্যুতর কর্ন।

ত্র আরব জনগণের সংগ্রাম, বিশেষতঃ পি এল ও-র নেতৃত্বে প্যালেন্টাইনের আরব জনগণের সংগ্রাম এবং লেবানন ও গণতান্ত্রিক ইয়েমেনের জনগণের সংগ্রামে আমাদের সংহতি আরও শক্তিশালী করতে হবে। এরা হল মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদ, জিনোইজম ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে এবং ন্যাব্য ও চিরস্থায়ী শান্তির পক্ষে। আবার এরাই সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের শিকার।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এবং গণতাত ও সমাজ প্রগতির স্বপক্ষে চিলির জনগণ ও যুবকদের সংগ্রামের প্রতি সংহতি জোরদার কর্ন!

### ফ্যাসিবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে

উর্গ্রের, নিকারাগ্রের প্যারাগ্রের, ব্রাজিল, বালভিয়া ও অন্যান্য দেশের মান্বের সংগ্রামের প্রতি সংহতি শক্তিশালী কর্ন। শক্তিশালী কর্ন পোয়োটো-রিকোর স্বাধীনতা সংগ্রামের ও ফ্যাসিবাদের বিপদের বিরুদ্ধে ও গণতন্তের জন্য সংগ্রামরত আঙ্গেণ্টিনার ধ্বক ও জনগণের সংগ্রাম এবং সাঞ্জাজাবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে ও পূর্ণ স্বাধীনতা, গণতন্ত ও সমাজ প্রগতির জন্য লাতিন আমেরিকার ও ক্যারিবিয়ান জনগণের সংগ্রাম। দেশের শান্তিপূর্ণ পূনুগঠিনের জন্য এবং জাতীর স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সীমানাগত অখন্ডতা রক্ষার জন্য সাম্লাজাবাদ ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ভিয়েতনামের জনগণের প্রতি সংহতিকে জ্যোরদার কর্ন।

ন্তন সমাজ গঠনরত কিউবার মহান জনগণের বিরুদ্ধে অবৈধ জঘন্যতম অবরোবের বিরুদ্ধে আমাদের ঘৃণা উপচে পড়াক। গায়ানতানামোয় সামরিক ঘাঁটি মার্কিন বাজরাশ্রকৈ অবিলাদেব নিঃসর্ত প্রত্যাপণি করতে হবে এই ন্যায্য দাবীর সমর্থনে আমাদের সংহতিকে দৃত্তর কর্ন।

বিশ্ব উৎসব আন্দোলনের ইতিহাসে একাদশ উৎসব স্কৃত্য কতাশ্বের মত বিরাজ কর্ক এবং এই উৎসবের অজিত সাফল্যগর্নল বিশ্বের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশাল যুব সমাজের কার্যক্ষেত্রে ঐক্য ও সহযোগিতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর্ন।

স্বাধীনতা ও মর্যাদার জন্য সংগ্রামরত সমস্ত জন-গণের প্রতিই আমাদের সামাজ্যবাদবিরোধী সংহতি শক্তি-শালী হোক। শান্তি ও সামাজিক প্রগতির পথের বাত্রীদের প্রতি প্রেরণা ও সাহায্যের হাত আরও প্রসারিত কর্ন। আমাদের প্রচেন্টাসমূহ ঐক্যবন্ধ হোক:—

- —জনগণের আরও বিজয় অর্জনের জন্য
- —আন্তর্জাতিক বিপ্লবী, গণতান্দ্রিক ও প্রগতিশীল যুব আন্দোলনের আরও সাফল্যের জন্য
- —সাম্বাজ্যবাদ বিরোধী সংহতি, শান্তি ও মৈত্রীর জন্য বিশ্ব যুব ছাত্র উৎসব দীর্ঘজীবী হোক।

হাভানা—৫ই আগণ্ট, ১৯৭৮

# বাঙলা সাহিত্যে হলপতন মাণিক বল্যোপাধ্যায় / ডঃ সরোজমোহন মিছ

'ছন্দপতন' মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই লেখা একটি উপন্যাস। নবকুমার নামে এক তর্ণ কবির আত্মকাহিনী। এই কবি নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে—''অলপব্যসী কবি সম্পর্কে একটা চলটিত ধারণা স্টিট হয়ে আছে—অনেক বন্ধম্ল সংস্কারের মতই সেটা জোরালো। তর্ণ কবি বলতে লোকে ধরে নেয় কমবেশী স্নায়্প্রবণ, ভাবপ্রবণ পরম বেহিসেবী অকেজো অভিমানী একটা জীব—জীবন ও জগংটা যার কাছে নিছক স্বংনাদ্য ব্যাপার।

আমার সন্বদ্ধে এরকম একটা ধারণা নিয়ে এ কাছিনী পড়তে বসলে আমার অনেক কথা আর কাজের ঠিক ঠিক মার্নোট ব্রুতে অস্বিধা হবে—অস্বিধা কেন, মানে বোঝা সন্ভব হবে না। কারণ, আমি ঠিক বিপরীত রকম কবি এবং মান্স।

আমি বস্তুবাদী কবি।
শংখ্য কবিতায় নয় সব বিষয়েই বস্তুবাদী।

বস্তুবাদী কবি কি? যে সভ্যবাদী কবি। দুটো একই কথা। বস্তুই সভা, সভাই বস্ত।

আমি কবিতা লিখি, শব্দমদ চোলাই করি না।
আকাশ চবে আমি কাব্যফ্লের চাব করি না, মাটির
প্রিবীতে মানুষেরই জীবন নিয়ে কাব্যের ফসল ফলাই।
জীবন্ত মানুষের বিচিত্র কাব্যময় প্রাণবস্তু জগৎ থেকে
ভিন্ন মানব জগতের অস্তিত্ব নেই আমার কাছে। ভাবচিন্তা আবেগ অনুভূতি সবই পার্থিব জীবনের রসে
প্রুট।

ছেলেবেলা থেকেই কবিতায় খোকামি আর ন্যাকামি আমার পিত্তি জন্মলিয়ে দিয়েছে। মনে পড়ে পনের বছর বয়সে লিখেছিলাম—

শব্দ মদ বেচা শহ্বিজগ্নলো কাব্যলক্ষীর দেহ চিরদিন কচি রেখে দিল।

मर्जिश्राला जव मत्र याक,

কাব্যলক্ষীর দেহে যৌবনের জোয়ার ঘনাক।

ইচ্ছার্পিনী কাব্যলক্ষীর সব বরসের বিচিত্রপের সংগ্য তখনও অবশ্য আমার পরিচয় ঘটেনি, কিন্তু এ থেকে বোঝা যাবে সতেজ প্রাণ্বন্ত কবিতার দিকে ওই বরসেই আমার কেমন পক্ষপাতিত ছিল।

শ্ব্ধ্ব কবিতায় নয়, জীবনেও আমি বস্ত্বাদী।

কবি তার কবিতার একরকম, জীবনে অনারকম—এটা আমার উল্প্রুট ব্যাপার মনে হয়। এ যেন ব্রহ্মচারীর নারী অপা স্পর্শ না করেও শুধু ইচ্ছাশন্তির সাহাব্যে প্রোৎপাদন।

বাইশ বছর বয়সে আমি প্রথম দ্থির করি এবার আমার কবিতা বাজারে ছাড়া দরকার।

তার আগে কোথাও একটি কবিতাও আমি প্রকাশ করিন।

এই বয়সের কবির কবিতা ছাপাবার প্রথম প্রচেণ্টায় কত কুণ্ঠা কত ভারত্বা থাকে কারো অজানা নেই,— কবিতা লিখে সে যেন মৃত্ত অপরাধ করেছে, কবিতা ছাপাতে চেয়ে অপরাধ করতে চলেছে তার চেয়েও মারাশ্বক!

ভীর লাজ্বক কবিকে সহজে কেউ পান্তা দেয় না, চারিদিক থেকে তার ভাগ্যে জোটে শ্ব্র অনাদর, উদাসীনতা ছেলেমান্য কবি হতাশা ও অভিমানে জজনিত হয়ে যায়।

আমি এ হতাশা ও অভিমানকে প্রশ্রয় দিইনি।

নতুন কবির উপর জগৎ অকথ্যরকম নিষ্ঠার, নতুন কবিকে সবাই গায়ের জোরে সাহিতোর আসরের বাইরে ঠেলে রাখে—এটাকে খাঁটি নির্দ্রলা সত্য বলে মানজে আমি প্রথম থেকে অস্বীকার করেছি।"…

এ সবই কবি নবকুমারের কথা। তার আরও কথা আছে। তাও উল্লেখিত হবে ক্রমশঃ। কিম্তু নবকুমারের কাহিনীর এ ভূমিকা পড়তে পড়তে মনে হবে এ যেন মাণিক বল্ল্যোপাধারের নিজের সাহিত্য-জীব্দনর কাহিনী।

বাঙলা সাহিত্যে মাণিক বন্দোপাধ্যায়ের যথার্থ আবিভাব বাংলা ১০৩৫ সালে। বন্ধন্দের সঞ্জে বাজিরেথে বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার গলপ ছাপানোর জন্য লিখেছিলেন 'অতসীমামী'। অবশ্য মাণিক এ গলপ সম্পর্কে নিজেই তাঁর 'সাহিত্য করার আগে' প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'রোমান্সে ঠাসা অবাস্তব কাহিনী"। কিন্তু এ গলপ তো তিনি প্রকৃত অর্থে সাহিত্য করার জন্য লেখেননি—লিখেছিলেন বিখ্যাত মাসিকে গলপ ছাপান নিয়ে তর্কে জিতবার জন্য।' সেজনা এ গলেপ নিজের আসল নাম 'প্রবাধকুমার' না দিয়ে দিয়েছিলেন ডাক নাম 'মাণিক"।

মানিকের 'অতসীমামী' প্রকাশিত হয়েছিল 'বিচিত্রা'
পাঁত্রকার পৌষ সংখ্যায়। তার পূর্বে এই পত্রিকায়ই
প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা', তার
পূর্বে থেকেই প্রকাশিত হচ্ছিল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়
শরংচন্দ্রের 'শেষপ্রশন'। তখন বাঙলা সাহিত্যে 'আধুনিকতা'
নিয়ে যে প্রচন্ড ঝড় এবং বিতর্ক দেখা দিয়েছিল বাঙলা
সাহিত্যের এই দুটি উপন্যাসে তার সার্থক প্রতিফলন
দেখা যায়। কিন্তু তার বছর দুই আগেই বাঙলা দেশে
এবং বাঙলা সাহিত্যে আরেকটি প্রবণতা খ্ব জোরালো
হয়ে উঠেছিল—তা রাজনীতি। ১৯২৬ সালে প্রতকান
কারে প্রকাশের সংশ্যে সংগ্যে শরংচন্দ্রের 'পথের দাবী'

ইংরেজ সরকার কত্কি বাজেরাপ্ত হরেছিল। এবং তার সমকালেই সাম্প্রদায়িক ভেদবৃদ্ধির বিরুদ্ধে তীর ভংসনা সহ লেখা হোল নজর্লের বিখ্যাত কবিতা 'কাণ্ডারী হ'নিশ্যার'।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বখন বাঙলা সাহিত্যে আবিভূতি হলেন তখন মনে হয় রাজনৈতিক উত্তেজনা অনেকটা
প্রশামত। সেজনা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাথমিক পর্বের
লেখায় রাজনৈতিক প্রভাব দেখা যায় না। সাহিত্যে
আধুনিকতাই ছিল তখন প্রধান আলোচা। মানিক তার
তংকালীন মানসিকাতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে
লিখেছেন, "আমার সাহিত্য করার আগের দিনগর্নলি
দ্ব-ভাগে ভাগ করা যায়। স্কুল থেকে শ্বর্ করে কলেজে
প্রথম এক বছর কি দ্ব'বছর পর্যাত রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র
প্রভাবিত সাহিত্যই ঘেটেছি এবং তারপর কর্তাদন খ্ব
সোরগোলের সপ্যে বাংলায় য়ে 'আধ্বনিক' সাহিত্য স্থি
ছিল তার সপ্যে এবং সেই সাথে হ্যামশ্বনের 'হাজার'
থেকে শ্বর্ করে শ্বর নাটক পর্যাত বিদেশী সাহিত্য
এবং ফ্রয়েড প্রভৃতির সপ্যে পরিচিত হবার চেন্টা করেছি।"
(সাহিত্য করার আগে)

তারপর নিজের ব্যক্তি মানস, বাস্তব জীবনে সংঘাত এবং সাহিত্যে অভাববাধ সম্পর্কে লিখেছেন, "ছেলেবলা থেকেই গিয়েছিলাম পেকে। অলপ বয়সে 'কেন' রোগের আক্রমণ খনুব জোরাল হলে এটা ঘটবেই। ভদ্র জীবনের সীমা পোরয়ে ঘনিষ্টতা জন্মেছিল নীচের স্তরের দরিদ্র জীবনের সংগা। উভয় স্তরের জীবন সম্পর্কে নানা জিব্দ্রাসাকে স্পন্ট ও জোরাল করে তুলত। ভদ্র জীবনে অনেক বাস্তবতা কৃত্রিমতার আড়ালে ঢাকা থাকে, গরীব আশিক্ষিত খাটিয়ে মান্বের সংস্পর্শে এসে ওই বাস্তবতা উল্পার্গে দেখতে পেতাম, কৃত্রিমতার আবরণটা আমার কাছে ধরা পড়ে যেত। মধ্যবিত্ত স্থা পরিবারের শত শত আশা-আকাজ্জা অভ্নন্ত থাকায়, শত শত প্রয়েজন না মেটার চরম রুপ দেখতে পেতাম নিচের তলার মান্বের দারিদ্রা-প্রীড়িত জীবনে।

গরীবের রিক্ত বিশ্বিত জীবনের কঠোর উল্লখ্য বাস্তবতা আমার মধ্যবিত্ত ধারণা, বিশ্বাস ও সংস্কারে আঘাত করত —জিজ্ঞাসা জাগত, তাহলে আসল ব্যাপারটা কি?

ছাড়া ছাড়া জিজ্ঞাসা—বাস্তবতাকে সমগ্রভাবে দেখবার বা একটা জীবন দর্শন খোঁজার মত সমগ্র জিজ্ঞাসা খাড়া করবার সাধ্য অবশাই তখন ছিল না।

সাহিত্যে কিছ্ কিছ্ ইণ্গিত পেতাম জবাবের।
বড়দের জীবন আর সমস্যা নিয়ে লেখা গল্প উপন্যাসে।
সেই সংশ্য সাহিত্য আবার জাগাত নতুন নতুন জিল্পানা
জীবনকে ব্রুবার জন্য গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়াতাম গল্প
উপন্যাস। গল্প উপন্যাস, পড়ে নাড়া খেতাম গভীরভাবে,
গল্প উপন্যাসের জীবনকে ব্রুবার জন্য ব্যাকুল হয়ে
তল্লাস করতাম বাস্তব জীবন।

.....আমার জিজাসা ছিল প্রেম আর দেহ সম্পর্কিত

সমস্যা নিয়ে, সাহিত্যের প্রেম আর বাশ্তব জাবনের প্রেম নিয়ে। সাহিত্যের ফাঁকা প্রেম খালুজে পেতাম না মধ্যবিত্তের জাঁবনে অথবা নিচের তলায়। মধ্যবিত্তের বাশ্তব জাবনের প্রেমে যেট্কু ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য দেখতাম তার সম্ধান পেতাম না নিচের তলার জাঁবনে। আবার নিচের তলার প্রেমে ঐশ্বর্যের রিক্ততা সত্ত্বেও যে সহজ বলিষ্ঠ উদ্মাদনা দেখতাম, মধ্যবিত্তের জাঁবনে তার অভাব ধরা পড়ত।"

"যাই হোক, ছোট বড় লেখকের বই ও মাসিকের লেখা পড়তে পড়তে এই প্রশ্নটাই ক্রমে ক্রমে আরও স্পষ্ট জোরালো হয়ে উঠতে লাগল বে, সাহিত্যে বাস্তবতা আসে না কেন, সাধারণ মান্য ঠাই পায় না কেন? মান্য বে ছাল নয় মন্দ হয়, ভাল-মন্দ মেশানো হয় না কেন? শরং-চন্দ্রের চরিত্রগর্ভিও হ্দয়সর্বস্ব কেন, হ্দয়াবেগ কেন সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে মধাবিত্তের হ্দয়।

ভদ্র জীবনের বিরোধ, ভন্ডামি, হীনতা, স্বার্থপরতা, অবিচার, অনাচার বিকার-গ্রুস্ততা, সংস্কার প্রিয়তা, যান্ত্রিকতা ইত্যাদি তুচ্ছ হয়ে এ মিধ্যায় কেন প্রশ্রম্ন পায় যে ভদ্র জীবন শৃধ্য স্নুদর ও মহৎ? ভদ্র সমাজের বিকার ও কৃত্রিমতা থেকে মৃক্ত চাষী-মজ্বুর, মাঝি-মাল্লা, হাড়ি-বান্দিদের রুক্ষ কঠোর সংস্কারাচ্ছন বিচিত্র জীবন কেন অবহেলিত হয়ে থাকে, কেন এই রিবাট মানবতা—যে একটা অকথা অনিয়মের প্রতীক হয়ে আছে মান্বের জগতে—সাহিত্যে দেখা যায় না?

ক্রমে ক্রমে সাহিত্যের এই অসম্পূর্ণতা, বাস্তব জীবন ও সাধারণ বাস্তব মান্বের অভাব বড়ই পীড়ন করত। সংঘাতের পীড়ন।

আমার নিজের জীবনে যে সংঘাত ক্রমে ক্রমে জোরাল হয়ে উঠছিল, সাহিত্য নিয়েও ক্রমে ক্রমে অবিকল সেই সংঘাতের পাল্লায় পড়েছিলাম।

ভদ্র পরিবারে জন্মে পেরেছি তদন্র্প হ্দয় আর মা. অথচ ভদ্র জীবনের কৃষ্রিমতা, ষান্দ্রিক ভাবপ্রবণ্তা ইত্যাদি অনেক কিছ্র বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে বিদ্রোহ মাথা তুলেছে আমারই মধ্যে! আমি নিজে ভাবপ্রবণ অথচ ভাবপ্রবণ্তার নানা অভিব্যক্তিকে ন্যাকামি বলে চিনে ঘ্ণা করতে আরম্ভ করেছি। ভদ্র জীবনকে ভালবাসা, ভদ্র আপনজনদেরই আপন হতে চাই, কন্দ্র্য করি ভদ্রঘরের ছেলেদের সপোই, এই জীবনের আশা-আকাজ্কা স্বংনকে নিজস্ব করে রাখি, অথচ এই জীবনের সংকীণতা কৃষ্রিমতা, যান্দ্রিকতা, প্রকাশ্য ও মুধ্যেস-পরা হীনতা স্বার্থপরতা প্রভৃতি মনটাকে বিষিয়ে তুলেছে।

এই জীবন আমার আপন অথচ এই জীবন থেকেই মাঝে মাঝে পালিয়ে ছোটলোক চাষা-ভূষোদের মধ্যে গিয়ে বেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। আবার ওই ছোটলোকদের আমার্জিত রিক্ত জীবনের র্ক্ত কঠেরে নগন বালতবভার চাপে অস্থির হয়ে নিজের জীবনে ফিরে এসে হাঁখ

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছন্দপতনের কবি নবকুমারের

মতাই বস্তবাদী বা সত্যবাদী লেখক। মধ্যবিশুস্কভ ভারপ্রগতাকে কাটিয়ে মাটির প্রথিবীর মান্বের জাবন নিয়ে সাহিত্যের ফসল ফলাতে চেয়েছেন। বাঙলা সাহিত্যে অনেক নামী-দামী সাহিত্যিক ছিলেন। কৌদের মধ্যে প্রথম শরংচন্দ্রই সাহিত্তে বাস্তবতাকে স্বীকৃতি জানালেন। সমাজ জীবনে আপত নিস্তর্গগতার অন্তরালে যে কাত যন্ত্রণা এবং বেদনাবোধ ল\_কিয়ে ছিল শবংদদট প্রথম আমাদের কাছে তা উপস্থিত করেছেন। তিনিই প্রথম অনেক অন্যায় আর গোঁডামিকে নির্মম আঘাত করেছেন। শরংচন্দ্রের কাহিনীতে পাতিতা আর অসতীরা চরিত্র হয়েছে। বড় হয়ে উঠেছে অদের মনুষ্যত্ব। তখনকার অন্য কোন লেখক এটা পারেননি। তবে শরং-চন্দ্রের দূষ্টি সীমাবন্ধ ছিল মূর্লেত মধ্যবিত্ত নারীত্তের ক্ষেত্র। মাঝে মাঝে তার সাহিত্যে সমাজজীবনের ম.ল সমস্যা দেখা দিলেও সামাজিকভাবে তাকে তিনি আঘাত করতে পারেননি। বিষয়ী সামণ্ডবাদী মানসিকতা এবং সমাজব্যবস্থার আম্লে উচ্ছেদ করতে না পারলে কেবল ভাবপ্রবণতার দ্বারা অনোর হুদয়কে সিম্ভ করা যায় মূল সমস্যার কোন সমাধান করা যায় না।

মাণিকের সমকালে বাঙলা সাহিত্যে একটি নতুন অভিযান দেখা দেয়। এই অভিযাতীরা ছিলেন হামশ্ন-লরেন্স-হান্ত্রলি-গোকীর ভাবশিষ্য। প্রথম কিব মহাযুদ্ধের প্রচন্ড ভাঙনের পরে এদের মধ্যেও ভাঙনের প্রবল নেশা এবং পরিণামে হতাশা আর নৈরাশ্যই দেখ। দিল। অভিযানের যুগকে সংক্ষেপে বলা হয় 'কল্লোল যুগ'। এদের বয়সে ছিল তারুণ্য, ভাবে ছিল রবীন্দ্র বিরোধিতা। এদের ভাষার তীব্রতা, ভণ্গির নতুনত্ব, নতুন মানুষ ও পরিবেশের আমদানি ও নরনারীর রে:মাণ্টিক সম্পর্ককে বাদত্ব করে তোলার দুঃসাহসী চেষ্টা বাঙলা সাহিত্যে এক আলোড়ন তুলেছিল। কিন্তু এদের বিদ্রোহে যতটা ফেনা **ছিল ততটা বাস্তবতা ছিল না। আসলে এ**রা ছিলেন মূলত রবীন্দ্রভন্ত এবং রোমান্টিক ভারবিলাসী। তব, এই সময়ে বা**ঙলা সাহিত্ত**্যে এক নতন দিগতত খলে গেল। বিজ্কম রবীন্দ্রনাথের বাঙলা উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা ছিলেন প্রধানত সমাজের উপরতলার মানুষ। **সেখানে পতিতাদের ভীড জমালেন। আকবর লাঠি**য়ালরা সেখানে প্রবেশ পেল। কলেলাল যুগের লেখকদের রচনায় এল খাটি গ্রামের মানুষ আর কয়লাখানর কুলি-কামিনর।। এ'দের হাতে আমরা পেয়েছি খাঁটি গ্রামাজীবনের আর ক্র**লার্থনির ছবি। ছবিগুলো ঠি**ক বাদ্তবতা লাভ করতে পারেনি। বৃহত্তর জীবনের সঞ্গে বাস্তব সংঘাত আর্সেনি! মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, "ব্যক্তি জীবন এসেছে কিন্তু বঙ্গিত জীবনের বাস্তবতা আসেনি—বঙ্গিতর মান্ত্র ও পরিবেশকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে মধ্যবিত্তেরই রোমান্টিক ভাবাবেগ। মধ্যবিত্ত জীবনের আ**সেনি, দেহ বড হয়ে উঠলেও ম**ধ্যবিত্তের অক্তাব রোমাণ্টিক প্রেম বাতিল হমনি, ওই একই রোমাণ্ড শ্ব্ধ দেহকে আশ্রর করে খানিকটা অন্যভাবে র পায়িত হয়েছে।"

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যার বাঙ্গা সাহিত্যে সেই বাস্তবতার অভাব প্রণ করেছেন। তিনি শৈশব থেকে সারা বাঙ্গার গ্রামে শহরে ঘ্রের ঘ্ররে যে জীবন দেখেছেন, নিজের জীব'নর বিরোধ ও সংঘাতের কঠোর চাপে ভাবাল্যতার আবরণ ছি'ড়ে ছি'ড়ে জীবনের যে কঠোর নান বাস্তব রূপ দেখেছেন, সেই সাধারণ বাস্তব মান্যের জীবনকেই সাহিত্যে প্রতিফলিত করেছেন। ভাবপ্রবর্ণতার বির্দেধ বাস্তবতার আমদানি বাঙলা সাহিত্যে মাণিকের অন্যতম অবদান।

মাণিক ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র। বিজ্ঞানীর মতই খ্রিটেয়ে খ্রিটেয়ে জীবনকে দেখা ছিল তাঁর অভ্যাস। বিজ্ঞানীর মত নিরাসন্ত দ্ভি নিয়েই মাণিক বাঙলা উপন্যাসে স্ভি করেছেন একের পর এক অননাসাধারণ চরিত্র—শ্যামা, শশী, যশোদা, সত্যপ্রিয়. বম্ভা, রাঘব মালাকার প্রভৃতি। বাঙলা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক দ্ভিট নিয়ে গলপ উপন্যাস লেখা ছিল মাণিকের আরেকটি অবদান।

সে জন্যই তো 'ছন্দপতন' উপন্যাসের কবি নবকুমারের মত মাণিকও বলতে পারেন, 'শ্ব্ধ্ব কবিতার নর,
জীবনেও আমি বাস্তববাদী।' হতাশা আর অভিমানকে
মাণিকও প্রশ্রর দেননি। তার প্রথম উপন্যাস 'জননী'র
শ্যামার জীবনে এসেছে আঘাতের পর আঘাত। নানা
বিপর্যায়ে জীবন তার ক্ষতবিক্ষত তব্ হতাশায় না ভেঙে
পড়ে সে তার ছেলেদের নিয়ে সংসারে প্রতিষ্ঠিত হবার
জনাই সংগ্রাম করেছে। তাঁর গল্পে উপন্যাসে এর অজস্র
উদাহরণ আছে।

সেজন্যই বন্ধুরা যখন বলে পত্রিকার সম্পাদকর। গামের জোরে নতুন লেখককে সাহিত্যের আসরের বাইরে ঠেলে রাখে তখন সে কথা কবি নবকুমারও স্বীকার করে না. মাণিকও প্রতিবাদ করে লিখে ফেলেন প্রথম গম্প 'অতসীমামী' এবং তা অচিরে প্রকাশিতও হয়।

মাণিকের জীবনে একটা প্রধান চারিত্রিক বৈশিশ্টাছিল অশ্ভূত দৃঢ়তা। নবকুমারকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে বললে সে অনায়াসে দৃস্ত ভশ্গিতে নিজের কবিতাই আবৃত্তি করে শোনায়. তার স্বকীয়তা প্রচার করে। মাণিকও বাঙলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন এক দৃঢ়তা নিয়ে উপস্থিত। নবকুমারের মত তিনিও বলতে পারেন, "আমিও সম্পূর্ণ নতুন পৃথক জীবনদর্শন র্পায়িত করছি আমার কবিতায়।"

জীবন বিচিত্র। ভয় লোভ হিংসা আর মিথ্যার চাপে বিকারগ্রন্থ জীবন। অপিাতদ্ঘিতে থাকে চরিত্রের দৃড়তা মনে হয় আসলে তাও যে নিছক প্রাণশন্তির একটা বিকার। সামঞ্জস্যবিহীন জীবনথারা। ঘরের কোণে সংসারের কাজে আটক ত্ত্তি আর আধ্ননিক মধ্যবিক্ত শিক্ষিতা মেয়ে মানসীর মধ্যে সামাজিক নিয়মে কোন তারতম্য নেই। সে জন্য মানসীদের মধ্যেও দেখা যায় স্ন্নির্দিণ্ট মানসিক গঠনের অভাব। "তৃত্তিদের জীবন হয় পঞ্জা, সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে অগভীর কৃত্রিম সন্থ-দৃঃথের কারবার।" আর "মানসীদের জীবন্ হয় আরও থানিকটা

ছড়ানো এলোমেলো বিশৃষ্থলার মধ্যে দিশেহারা আর আদ্মবিরোধে জটিল। সেও প্রতা সত্যিকারের মুন্তি পার না। ছপ্তি আর মানসীর জীবন সেই একই পরাধীনতার এপিঠ আর ওপিঠ। বাইরে খানিকটা চলাফেরা, অনেকের সপ্রে মেলামেশা, খানিকটা বাঁধাধরা বিদ্যা আর ছাঁচে ঢালা অভিজ্ঞতা—মানসীদের আসল পাওনা এইট্রকুই। সংঘাতময় বৃহত্তর জীবনের সংগ্য তারও আদ্মীয়তা নিষিশ্ব—দন্ একটি ঢেউ শ্ব্ শ্ব গায়ে লাগতে পারে। তারই মারাত্মক ফল হয় সংগতিহীন স্বকীয়তাহীন বিচিত্র কিম্তু ভিম্ন ভিন্ন অনৈকাময় চেতনার বিকাশ। আজ যা চরম সত্যা, কাল তা সাত্য কুংসিং মিখ্যা মনে হয়। অজ যা জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা, কাল তার মূল্যে খ'লে পায় না।"

সংসারের ধরাবাঁধা নিয়মনীতিগুলো আজকাল আর চলে না। খাটো কাপড়ের মত নীতির আঁচল এদিকে টানলে ওদিকে কুলোয় না। মধ্যবিত্ত সমাজ-সংসার একটা প্রচণ্ড ভাঙনের মুখে। প্রানো রীতিনীতি মেনে আর চলছে না। আর্থিক অনটন এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য তাদের জীবন সংগ্রাম তীব্রাকার ধারণ করেছে। পেটের দায়ে সারাদিন চানাচ্র বিক্রী করেও বাড়িতে চাকরি বলে তাকে চালিয়ে য়েতে হয়। অর্থের জন্য কিশোরী মেয়েকেও অন্যের গা ঘেষে দাঁড়াতে হয়। প্রানো ম্লাবোধ আর নেই অথচ তাকে অস্বীকার করে এমন মার্নাসক দ্যুতাও নেই।

সংঘাতময় এ জীবনে নবকুমারের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশন জাগে "কবিতা লিখি কেন?" আর্টের অনেক
বই পড়ে, অনেক তর্ক সভায় হাজির হয়েও কবি নবকুমার
সঠিক বলতে পারে না কেন সে কবিতা লেখে? এ নিয়ে
চলে অনেক চিন্তা, অনেক অস্থিরতা। রাজপথে মান্বের
ভিড়ের সঙ্গে মিশে কবি একাকার হয়ে যায়। বিচিত্র বেশ
আর বিচিত্র বয়সের পথ-চলা বাস্ত মান্বগর্লো
এক সমগ্রতার ঐক্য জানিয়ে দেয় কবির মনে।
কবি অন্ভব করে "পথে-হাঁটা মান্ব পথে দ্বিদকেই
হাঁটে, পরস্পরের পাশ কাটিয়ে চলে যায় বিপরীত দিকে
কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার পথ শ্ব্ধ পিছন থেকে সামনের
দিকে, পাথেয় শ্ব্ধ জীবনকে এগিয়ে নেবার সংগ্রাম।"

কবি উপলব্ধি করেন, "মান্যের সংগ্রামী জীবনের মর্মবাণীকে ভাষা দিতেই আমার কবি হওয়ার সাধ।" এই শহরের পাকা দালান থেকে বিচ্তর খোলার ঘর থেকে গ্রামের ওই খড়ের ঘরের অগণিত মান্য আমার পথ চেয়ে আছে, উৎকর্ণ হয়ে আছে ছন্দে ও স্রের আমার অহ্বান শোনার জন্য। এ মিথ্যা কথা নয়, অলীক কল্পনা নয়। দেহের প্রতিটি অণ্য পরমাণ্য দিয়ে আমি লক্ষ কোটি মান্যের এই অসীম ধৈর্যের প্রতীষা অন্তব করি।" তারা যেন কবিকে আহ্বান করে বলছে—"হে আমাদের কবি, হে আমাদের নবজন্মের নবজীবনের নববসন্তের মুখর প্রতীক. আমরা তোমায় বরণ করার জন্য প্রস্কৃত হয়ে আছি, তুমি প্রস্কৃত হয়ে এস।"

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত তার "কেন লিখি" প্রবন্ধে লিখেছেন, "জীবনকে আমি যে ভাবে ও যত ভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভশ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি। আমার লেখাকে আশ্রয় করে সে কতকগালি মানসিক অভিজ্ঞতা লাভ করে—আমি লিখে পাইয়ে না দিলে বেচারী যা কোনদিন পেতো না।"

চলার পথে একদিন নবকুমার দেখল কলোনীর ধারে ত্যালকে। ছেডা একটা ডারে কাপড পরে কলে কলসী ভরছিল। "রাস্তায় গাড়ী চলছে তার খেয়াল নেই কিন্ত প্রত্যেকটি লোকের দিকে চোথ তুলে তাকাচ্ছে। যেন জিজ্ঞেস করছে, আমি কে জানো? আমি মেয়ে নই, আমি একটা মানুষ।" "এ তার নারীত্বের মনুষ্যত্ব চাওয়া নয়। भान्य राम्हे भन्याप मारी कता। त्म त्यारा ना भृत्यं সেটা বড় কথা নয়, সে মানুষ। মেয়েলি সমস্যা তার আসল সমস্যা নয়, তার একেবারে গোড়ার সমস্যা। বঞ্চিতদের অধিকার নিয়ে অনেক মেয়ে লডাই করেছে. এখনো করছে। কিন্তু ওই বয়সের ওরকম একটি সাধারণ মেয়ের কাছে এই দাবী ছাড়া আর সর্বাকছ, তুচ্ছ হয়ে যাওয়া সতি আশ্চর্য ব্যাপার।" মানুষের মত বাঁচার জনা ও অনায়াসে নারীত্বের মর্যাদা চুলোয় দিতে পারে আবার দরকার হলে সেজনা অনায়াসে গর্নলর সামনে বুক পেতেও দিতে পারে। .ওর এই কথাটা কবির কাছে ভাষা দা**ৰী** 

আরেকদিন চলতে চলতে কবি গিয়ে হাজির হয় মন্মেণ্টের নীচে—হাজার গ্রিশেক জনসমাবেশে। চারিদিকে যে অসহ্য অবস্থা তার প্রতিকারের দাবিতে এই সমাবেশ। কবি এই সমাবেশের জন্য একটা কবিতা লিখে এনেছেন তার নাম 'প্রতিকার চাই'। কবিতাটা কিশোর অধীরের ভালো লাগে। কারণ এতে সত্যি প্রাণ আছে। এক সভায় কবিতাটা বেশ নাড়া দেয়। কবি উপলব্ধি করে এতদিনে সে কবিতা লেখার মর্ম উপলব্ধি করেছে—কবিতার ধরণই বদলে গেছে তার।

নানা মান্বের কাছে সে তার কবিতাকে নিয়ে ষায়।
তারা শোনে। গভীরভাবে তাদের নাড়া দের কিম্তু সমাজের
নীচ্তলায় যারা আছে, চানাচ্র বিক্রীওয়ালা নিখিল,
আলেয়া প্রভৃতি সম্ভূট হয় না। তাদের দাবী তারা ব্যুতে
পারে এমন কবিতা চাই।

কবি নবকুমার সেখানে নামে না। কারণ শুধু বন্ধু মহলে তারিফ পাওয়ার জন্য তো সে কবিতা লেখে না। বাক্তিশাধীনতা আর প্রতিকার নামে যে কোন অসংযম আর উশ্ভেশলতাকেও প্রশ্রয় দের না, কোন স্বার্থের খাতিরে সজ্ঞানে সচেতনভাবে নিজের বিবেককেও বিলিয়ে দের না। যে জন্য সে যায় একটি সাধারণ মেয়ে তমালের কাছে কিংবা মহিমের বিড়ির দোকানে কবিতা শোনাতে। কারণ তার কবিতা যদি এদের নাড়া না দের তাহলে ব্যর্থ হবে তার নতুন ষ্গের কবিতা লেখা। প্রতিভা' সম্পর্কে সাধারণ ধারণার প্রতি তার কোন
শ্রুম্থা নেই। কারণ সে জানে, "প্রতিভা কোন আকাশ
থেকে পড়া গুল কিংবা ছাঁকা কোন গুল নর। অনেক কিছু
জড়িরে এই গুল—কোন বিষয়ে সাধনা করার বিশেষ
ক্ষমতা আর আগ্রহই আসল কথা। বৈজ্ঞানিক আর কবির
প্রতিভা আসলে এক—দ্'জনের মধ্যে তফাৎ শৃধ্
রোকের। মনের গড়ন, পরিবেশ, স্ব্যোগ-স্বিধা অনেক
কিছু মিলে বোঁকটা ঠিক করে।

১৯৪৭ সালে প্রকাশিত 'প্রতিভা' শীর্ষক বচনায়ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন. "প্রতিভা ওই দক্ষতা অর্জনের ক্ষমতা। আর কিছুই নয়। কোন বিশেষ প্রতিভা নিয়ে কেউ ক্রন্মায় না।" আসলে এটা একটা মিথ্যা অহঙ্কার। সেই অহঙ্কার লেখক কবিকে ছাড়তে হবে। তাদের ভাবতে হবে "আমি দশজনের একজন।" "জনসাধারণ না থাকলে কারখানার উৎপাদনের যেমন মানে হয় না, প্রতিভার উৎপাদনই তেমনি অর্থহীন হয়ে যায়।"

কবি নবকুমার উপলব্দি করে তার কবিতা সাধারণ মানুষের ঐতিহাগত কাবাবোধাক নাড়া দিতে পারলেও তাতে তাদের প্রাণের ভাষা আর্সেনি। তার কবিতায নতন ভাব, নতুন যুগের নতুন সতা এলেও যেন তা সার্থক হয়ে উঠতে পারছে না। সেজনা এক ভীষণ অস্থিরতায় সে ছৢটে বায় সবরকম মানুষের কাছে। মিলেমিশে তাদের আপন হবার চেন্টা করে।

অবশেষে সে উপলব্ধি করে তার মধ্যে সংগ্রামী

মান্বের মর্মবিদনাকে রুপ দেওয়ার জন্য এক বিরাট বাাকৃপতা আছে, কিন্তু তাদের প্রতি যথার্থ ভালবাসা নেই। সে যেন বন্দের মত অস্থির হয়ে ছুটে বেড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত নবকুমার হারানো থেই পেল। যথার্থ উপলব্ধি করল, 'ভালবাসা ছাড়া শ্রন্থা নেই—শ্রন্থা ভালবাসা ছাড়া আত্মীয়তা হয় না। শ্রন্থায় ভাল-বাসায় মান্বের আপন না হয়ে কি করে জানব সেই প্রাণের ভাষা— যে ভাষায় ছাড়া জীবন কবিতায় কথা কয় না।"

এই উপলব্ধির মধ্যেই নবকমারের কাহিনী শেষ কিন্তু
মাণিক বন্দ্যোপাধারের এখানেই শরে। মাণিক বন্দ্যোপাধারের পরের্ব বাঙলা সাহিত্যে অনেক বিখ্যাত লেখক
ছিলেন। নানা আদর্শ, চিন্তা এবং র্পায়ণের জন্য তাদের
দ্রেষ্ঠত্বও অনুস্বীকার্য, কিন্তু শ্রম্থা এবং ভালোবাসা দিরে
সমাজের সংগ্রামী মানুষের মর্মাবেদনাকে ফুটিয়ে তোলার
কৃতিত্ব বোধ হয় একমার মাণিক বন্দ্যোপাধ্যাযের। তার
প্রেব সাধারণের প্রতি যথার্থ ভালোবাসার পরিচ্স পাওয়া
যায় একমার শরৎচন্দ্রের মধ্যে কিন্ত তাঁর ক্ষের সীমিত।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই একমাত্র লেখক বিনি সংগ্রামী মান,বের জীবন সমস্যাকে, সমাজের শ্রেণী সংঘাতকে, নতুন যুগের নতুন সভাকে তীব্রভাবে র পায়িত করেছেন। গতানুগতিক ভাবধারাকে ভেঙেচুরে তিনি সম্পূর্ণ নতুন খাতে বাংলা কথাসাহিতাকে সমৃন্ধ করলেন সেজন্য একদিকে তিনি বেমন বাঙলা সাহিত্যের ছন্দপ্তন অনাদিকে তেমনি তিনি নতুন যুগের পথিকং।

"কোন দেশের অধিবাসীদিগকৈ সাময়িককালের জন্য নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়া অপমানের বোঝা বহিতে বাধ্য করা যায় বটে কিল্ডু তাহাদিগকে চিরতরে তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য করা যায় না।"

—রবীন্দ্রনাথ

## ফাঁসীর মঞ্চে শৃশ্বলিতের এই প্রহরে।।

ম্ল রচনা—ফারেজ আহ্মদ কারেজ (উদ্ব) অন্বাদ—স্বীলকুমার গগোপাধ্যায়

ফারেজ আহ্মদ ফারেজ পাকিস্তানের কবি। শিক্ষালাভ লাহোরে ১৯৫১-৫৫ মন্ট্রোমারী জেলে বন্দীবাসে ছিলেন। ভারত-পাকিস্তান মৈন্ত্রীর ক্ষেন্ত্রে তিনি ছিলেন অগ্রণী কমী। ১৯৫১ সালের ৫ মার্চ 'অবজার্ভার' এই মন্তব্য করেছিল: ভারত-পাকিস্তান জুড়ে ঘুণার আবহাওয়া যখন তুলো, তখন তিনি অসম সাহসিকতায় মহাত্মা গান্ধীর শেষ কৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দেন। মুসলীম-লীগপন্থীরা তাঁকে যে সাম্প্রদায়িক ঘুণার বিষে জর্জারিত করেছিলেন, তা তাঁর কম্যুনিন্ট মনোভাবের জন্য নয়—লীগপন্থীদের বন্ধ্যা ও অসার নীতিসমুহের নিভিক্ ও কঠার সমালোচনার জন্য।' ইনি লাহোর থেকে প্রকাশিত 'পাকিস্তান টাইমস' এর সম্পাদক। ইক্বালের পর ফারেজ সাহেবকেই উর্দ্ধি ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি রুপে গণ্য করা হয়।

প্রতীক্ষার এমনতর সংশয়াক্স অন্তিম প্রহর মুর্ত হয়,

সমস্ত চলার পথেই, জীবনের পথে পথে. । আকাঞ্চিত বসম্তদিন ব্যতিক্রম শ্বধ্ব,

উংকণ্ঠাহীনতার নিমলিন দিন; প্রতীক্ষার এমনতর অন্তিম প্রহরে উংকণ্ঠা-উন্বেগের চেনা-দিনলিপি

বোধিম্লে গড়ে দের দ্বর্ব ভাব— পরীক্ষার এই হ'ল মাহেন্দ্রকণ,

পরীক্ষাঃ অনশ্বর প্রেমের। দ্শোর গোচরে আসে প্রিয় মুখছবি

এই শ্ভক্ষণে,

শাশ্ত-সমাহিত হয় অস্থির হ্দয় এই শ্ভক্ষণে।
অর্থহীন সে-নদ্দিত প্রহর,
পাশে যদি না-ই থাকে অংশভাগী সহযোশ্যার ম্থ.
যথন ছায়ামালা নৃত্যপরা,
অথবা যখন ঠান্ডা মেঘ ভেসে যায়

পাহাড়ের মাথা ছ'্বের, সাইপ্রেস গাছের পাতা

ছ'্রে যায় চেনার বা সাইপ্রেস গাছের পাতা অর্থহীন সে-নন্দিত প্রহর,

স্রাহীন স্রাপাত্তের মত। অসামান্যে-প্রতীকিত এইসব চিহ্নাজি অনিঃশেষ হয়ে আছে বহুকাল ধরে

যেমন এখন বর্তমান এই প্রহর, দ্বিন্টর আড়ালে রাখে প্রিয়সাথীমুখ

শ্ংখলিত ফাঁসীমণ্ডে আনন্দিত উল্লাসের বর্তমান ক্ষণ প্রয়োজন ও প্রকাশের উপয**়ন্ত ক্ষণ—যেম**ন এখন। রন্তুগোলাপ—উন্মীলনে শ্রেষ্ঠ-প্রকাশ

বাগানে যখন.

তুমি তার কেউ নও অথচ ফাঁসীমঞ্চে তুমিই সম্লাট;

কে আছে এমন শক্তি,

উষার সমীরের পদ-সঞ্চরণ :

স্প্রকাশ বসন্ত-মাধ্রী

সে তো সদাই ধরা।

বন্দী করে ধরে রাখে

সেই প্রহর

নাইটিজ্গেল পাখির গান,

বাহারী রঙিন ফ্রসাজে

নন্দিত ছন্দিত সে-প্রহর

आमि यीन ना एमिन,

ञानाता प्रथप्त म्,' हाथ छत्त्र।

# মধ্যপ্রদেশের প্রাপৈতিহাজিক গুহাচিত্র / গৌমেন বন্যোগাধ্যায়

১৯৫৩ সাল। মধ্যপ্রদেশের বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্কৃতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ভঃ বিক্রমীবরবাককর ফিরছিলেন মান্দাসর জেলা থেকে। ভনপারের পেশছে নদী পার হওয়ার জনো তীরের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। বালির মধ্যে পড়ে রয়েছে দ্বটি পাথরের ক্ঠার। তাঁর মনে হল ঐ গর্নাল যারা তৈরি করেছিল নিশ্চর তারা কাছাকাছি গ্রগার্নিতেই থাকত।

किছ मिन भरतंरे ७: वाकष्कतं स्मिशास भात कतलन কাজ শুরু করার পর তৃতীয় প্রতাত্তিক খনন কাজ। দিনেই এক বিশাল গ্রেয়ে মধ্যে পাওয়া গেল নানা ধবণের প্রছবস্ত। ডঃ বাকন্কর গ্রহাটির ভিতরের চারদিকে চোথ বোলাতে গিয়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁর নাড়ির গতি দতে হয়ে গেল-গ্রোটির দেওয়ালে, ছালে আঁকা বয়েছে অজস ছবি, প্রার হাজার দুরেক! ডঃ বাকঞ্চরেব চোঞ্র সামনে ভেসে উঠল ফ্রান্স ও স্পেনের বিখ্যাত প্রাগৈতিহাসিক গ্রেচিত্রগর্নি, মনে পড়ে গেল বিখ্যাত প্রস্নৃতন্তবিদ গর্ডন সাহেবের কথা—ভারতে কোন গ্রহাচিত নেই। স**্রপ**িডত প্রত্নতাবদ ডঃ বাক কর তার ক্রেচ বই নিয়ে ছবিগ্রিল আঁকতে বসে গেলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পবেই ভনপরে থেকে মাইল ছায়েক দারে মোদিতে ডঃ বাকংকর আবিষ্কার করলেন আরও কুড়িটি গুহা। সেগ্রালতেও ছিল নব্যপ্রস্থতর ও তামপ্রস্তর ব্রুগের বহু গুহাচিত।

পণ্ডাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ডঃ বাংকর মালব উপত্যকার প্রায় ছান্বিশটি অঞ্চলে তামপ্রস্তর যগের সভাতার নিদর্শন আবিষ্কার করলেন। দেখা গেল ঐসব অণ্ডলের মংপাত্রগালির গারে যে সব জীবজন্তর ছবি আঁকা রয়েছে তাদের সঞ্জে কাছাকাছি নরসিংহবাদ ভনপ্রের গত্রাচিত্রগ**্রলির রযেছে অভ্**ত সাদৃশা। আবও पिया राज वे जन ग्रंशावश्चीन मधाश्चापरणत मर्ट्यत उ नवमार्छानि अभारमद्र मार्थात्वत नमनामश्चिक। वराम रब-२১००-১००० भारीकेमार्याच्या अर्थार नरा-সিংচবাদ ও ভনপ্ররের গ্রহাচিত্রগ্রনিও ঐ সময়েই আঁকা হয়েছিল। সেই প্রথম ভারতে গ্রহাচিত্রের নিধারণ করা সম্ভব হল। এদেশে প্রথম গ্রেছাট্র আবিষ্কার করেছিলেন আচিবিষ্ড কার্লাইল ও জে ক্কবার্ণ বারানসী ও এলাহাবাদের মাঝামাঝি মীরজাপ্র জেলার গহার সেই ১৮৮০ সালে। পরবতীকালে মধ্য-প্রদেশের মহাদেব পর্বভিমালার গহেগ্রনিতে যে সব গহেগ-চিত্রগর্মাল তারা আবিক্ষার করেছিলেন সেগরিলকে শ্বেমাত <sup>শিক্স-আ**িগকের ভিত্তিতে শ্রেণী**বিন্যস্ত করার চেষ্টা</sup> ক্রার ফ**লে তাঁরা খুব আশাপ্রদ ফললা**ভ করতে পারেননি। যাই হোক, নরসিংহ্বাদ ও ভনপারের গাহাচিত্রগালির স্থেগ মালব উপত্যিকার মুখপালগ্রনির গারে আঁকা ছবিগ্রনির মল দেখে মনে হয় তামপ্রস্তর যুগে ঐসব গুহাগুলিতে
বারা বাস করত তারা কাছাকাছি কৃষিজীবী সভ্যতার
সংস্পর্শে এসেছিল। এই অনুমানের পক্ষে প্রমাণও পাওরা
গেল ঐ গুহাগুলিতে পার্থামক খনন কাজ চালিয়ে। সে
গালিতে গুহাবাসীদের শিকার কবার হাতিয়ারগালির
সংগা পাওয়া গেল কাছাকাছি কৃষিজীবী সভাতার মৃংপাত্ত,
তামার তৈরী তৈজসপত্ত। অনুমান করা যেতে পারে গুহাবাসীরা শিকার সংগ্রহ করে যে সব জিনিসপত্ত জ্লোগাড়
করত (যেমন, পশ্রে চামডা, মধ্র, ফলমাল ইত্যাদি) তারই
কিছুটা অংশ তারা বিনিময় করত নিকটবতী কৃষিজীবীদেব মৃৎপাত্ত ও তৈসজপত্রের সংগ্রা ঐসব মৃৎপাত্ত যে সব
ছবি এবং কৃষিজীবীদের যে সব আচার-অনুষ্ঠান তারা
দেখত সেগুলিকে এংকে রাখত গুহার দেওয়ালে।

কিন্তু ভারতীয় প্রাগৈতিহাসিক গ্রেচিনের সবচেষ গ র.ম্বর্প প আবিষ্কার ঘটতে তিখনও বাকি ছিল। সেটি ঘটল ১৯৭৫ সালে। ঐ বছর মধাপ্রদেশেরই ভিমবেতকাস বাকজ্কর আবিজ্কার করলেন সাতশটিরও বেশী প্রাকতিক গ্রহা যাদের মধ্যে প্রায় পাঁচশটিতে নয়েছে অসংখ্য প্রাগৈতিহাসিক গ্রহাদিত। ইতোপার্বে পথিবীর কোন দেশে এত প্রাগৈতিহাসিক গ্রহাচিত্রের সমাবেশ দেখা ষার্যনি। এ ছাডাও ভিমাবতকার রয়েছে আরও দুটি বৈশিষ্টা। এখানে একটি গুলায় পাওয়া গিয়েছে শেষ পরো প্রদতর যাগের ১ (প্রায় বিশা সাজান বছর আগের) মান কের মাথার খালি। ভারতে এটিই ফসিল মান,বের প্রথম নিদর্শন। এবং এর নাম দেওয়া হয়েছে সদিপায়নস ভিমবেতিয়ান'। এখানকার বৈশিষ্টাটি হল গ্রেগালিতে আদি প্রোপ্রস্তর যুগু থেকে ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত সংস্কৃতির ধারা দেখতে পাওয ভিমবেতকার গুহাচিত্রগুলির ক্যেকটি ছাড়া অধিকাংশই প্রোপ্সতর যুগের শেষ ভাগের শুরুতে অপাৎ চিশ হাজার খ্রীন্টপর্বাব্দে আঁকা এবং এক হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পর গ্রেগ্রালতে আব মানুষ বাস করত না।

ভিমবেতকার গ্রহাচিত্তগালির বিষয়বস্ত্ কি ছিল সেই আলোচনা করার আগে ইওরোপীয় উচ্চ প্রত্নপ্রতর বাগের Upper Palaeolithic age গ্রহাচিত্র সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা সেরে নিলে বিষয়টি বোঝার পক্ষে স্বিধা হবে।

ইওরোপে, বিশেষতঃ ফ্রান্স ও স্পোন ঐ যুগের যে সব গুহাচিত্তগুলির সন্ধান পাওরা গিরেছে সেগ**িলর** বিষয়বস্তু প্রধানতঃ ছিল শিকারম্লক জাদ্বিদ্যা ( History of Mankind, Cultural and Scientific Development, Vol. 1. Unesco Publication প্র ২০৫, The Old Stone Age, Mfles Burkitt, প্র: ১৮৪ দুফ্রা)।

সে বৃংগে মানুষ বাস করত ছোট ছোট উপজাতিতে (tribe) ভাগ হয়ে। কয়েকটি কোম (Clan) মিলে গড়ে উঠত এক একটি উপজাতি। প্রতিটি উপজাতি থাকত যৌথভাবে। তাদের জীবিকা প্রধানতঃ ছিল শিকার করা। উপজাতির প্রতিটি সদস্যের নিজস্ব স্বার্থ বলতে কিছু ছিল না, ব্যক্তি সন্থা বলীন হয়ে থাকত যৌথ সন্থার মধ্যে। দলবন্দ শিকার থেকে পাওয়া খাদ্য তারা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নিত ২। স্বাভাবিকভাবেই শিকার স্কৃত্ত হওয়া এবং পশ্র বংশ ব্শিষর ওপরই নির্ভাব করত উপজাতিগুলির জীবনধারণের প্রশ্ন।

কিন্তু সেই যুগে আদিম মানুষের কলাকোশল (technique) ছিল নিতান্তই অনুন্নত, প্রকৃতি সম্পক্তে জ্ঞানও ছিল খুবই সামান্য। তাই শিকারে সফল হওয়ার জন্যে তাদের প্রয়োজন ছিল কোন অতিরিক্ত উন্দর্শীপনার. প্রকৃতির সংক্যা করার জন্যে অর্থাৎ পদার বংশব্দিথ ঘটাবার জন্যে প্রয়োজন ছিল কোন এক ধবণের কাম্পনিক কলাকোশলের। অর্থাৎ বাস্তব কলাকোশলের ঘাটতি প্রগের জন্যে তারা কাম্পনিক কলাকোশলের আগ্রর নিত। এই কাম্পনিক কলাকোশলাই হল জাদ্ব। এই জাদ্ব

ঐসব ছবি দেখে শিকারীরা নিজেদের শিকারে উৎসাহিত করত। সেই আদিম যুগেও মানুষের অলৌকিক শাস্ত সম্পর্কে একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল কিম্তু সেই আলৌকিক শান্ত ছিল পশ্ব ও মানুষের সম্মিলিত গ্রুনসম্পন্ন এবং আদিম মানুষেরা ভাবত ঐ অলৌকিক শান্তিও জাদ্ব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের নিরন্তাগাধীন হরে পশ্বর প্রজনন বাড়াবে। এই উদ্দেশ্য নিরেই ভারা



চিত্র (ক)
ফ্রান্সের নিঅস্ক গ্রেহায় বাইসনের
ছবিতে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে:
চোখে ফুটেছে বন্দ্রণার অনুভূতি



ফ্রান্সের লেট্রফ্রেরে গ্রহার অলৌকিক শক্তির চিত্র।

অনুষ্ঠান ছিল অনুকরণম্পক আদিম মান্বেরা ভাবত কোন একটি অনুষ্ঠানকে সঠিকভাবে অনুকরণ করতে পারলেই প্রাকৃতিক নিরম মান্বের অধীন হবে। শিকারে যাবার আগে দলবন্ধ শিকার নৃত্যের মাধ্যমে ভারা অতিরিক্ত উন্দীপনা সংগ্রহ করত, বৃত্তি না হলে মেঘের ভাকের নকল করে, আকাশে জল ছিটিয়ে ভারা প্রকৃতিকে বৃত্তি দিতে কার্য করবে বলে মনে করত। এইসব উন্দেশ্য নিরেই সে বুরোর শিলপীরা আঁকত তীরবিন্ধ পশ্বর ছবি। ক্ষান্ত ভারা পশ্বর ছবিতে আয়াতের চিক্ত ক্তিই করত (ভিল্লক)। অলোকিক শান্তর ছবিও আঁকত (চিত্র খ)। অর্থাং আদিম
সমাজে ছবি আঁকার একটা সামাজিক উপযোগিতা ছিল।
সে যুগে তাই শিলপীরা প্রকৃত অর্থে শিলপী হলেও
ছবি আঁকার পিছনে সৌন্দর্য স্থানীর প্রেরণার থেকে
তাদের কাছে সামাজিক দারিস্থই ছিল প্রধান। প্রতিটি
শিলপীই ছিল কোন না কোন উপজাতির সদস্য। কিন্তু
ছবি আঁকার জন্যে নিশ্চর তারা শিকার করা আর্থাৎ
সমাজের অর্থনৈতিক দারিস্থ থেকে মুক্ত ছিল তা না হলে
ছবি আঁকার পিছনে তাদের পক্ষে অন্ত সমর বার করা

সম্ভব হত না। অতএব অনুমান করা চলে বে ছবি আঁকার জন্যে শিল্পীদের খাদ্য সংগ্রহের মত সবচেরে গ্রেহ্পণ্ণ সামাজিক দারিছ থেকে মৃত্তি দেওরা হত সে ছবির সামাজিক উপযোগিতা ছিল অপরিসীম। অর্থাৎ ছবি আঁকাই ছিল শিল্পীর সামাজিক অর্থনৈতিক দারিছ এবং উপজাতীর সমাজের সদস্য হিসেবে শিল্পীকে সে দারিছ পালন করতে হত।

ইওরোপীয় প্রস্নপ্রশ্নর যুগের ছবিগালের আগিক এবং ছবি আঁকার জন্যে স্থান নির্বাচনের দ্ভিভগিকে একট্ খাটিয়ে বিচার করলে উপরোম্ভ ধারণাই আরও দ্ঢ় হয়। ঐ সব ছবিগালিতে জীবজন্ত ও মান্বের একান্ত প্রয়োজনীয় অপা-প্রত্যুপাগালিকেই আঁকা হয়েছে, শিল্পী তার দেখা জন্তু বা মান্বের রেথাচিত্রই হাজির করতে চেয়েছেন, কোন প্রণাপ্য চিত্র একে শিল্পস্বমা স্থিট করতে চারনি।

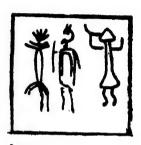
স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশ গ্রোগ্রিকিটেই প্রবেশ করা খ্বই কণ্টসাধা এবং কোন কোন গ্রায় (যেমন, ফ্রান্সের ফ'দ্যগ', লাপাজিরেগা প্রভৃতি) এত উচ্চতে ছবি আঁকা হয়েছে যে শিল্পীকে নিশ্চয় কোন সংগীর কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল। ফ্রান্সের নিঅস্ক দেখা যায় গ্রুযর প্রবেশ পথ থেকে প্রায় আটশ গজ দ্রে ছবি আঁকার জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল, অথচ কাছাকাছি ছবি আঁকার উপযোগী অনেক দেওয়াল ছিল। এইসব দেখে মনে হয় সাধারণ মানুষকে দেখাবার জন্যে ঐ সব ছবি আঁকা হয়নি, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে সাধারণের স্ভিটসীমার বাইরে রাখার উদ্দেশ্য নিয়েই ছবি-গ্রিল অত দ্বর্গম স্থানে আঁকা হয়েছিল। এই গোপনীয়তার পিছনে জাদ্বিদ্যা সংক্রান্ত অলোকিকছের ধারণা থাকাটাই সম্ভব।

এবার ভিমবেতকার গৃহাচিত্র প্রসংশা আসা বাক: ভিমবেতকার গৃহাগৃলিতে দলবন্ধ শিকারের চিত্র দেখতে পাওরা বার। দেখা বার দলবন্ধ নৃত্যের দৃশ্য। এগৃলি গৃহাবাসীদের বৌথ জীবনের পরিচর দের। এই ধরণের নৃত্য এখনও আধ্নিক ভারতের বহ্ন উপজাতির মধ্যে দেখা বার।

ভিমবেতকার গৃহাবাসীদের জীবনে অলোকিক জাদ্ব শক্তির প্রভাব লক্ষ্য করা যার ছবি আকার জন্যে স্থান নির্বাচন এবং ছবিগালের আপ্যিক ও বিষরবস্তুর মধ্যে। বহু গৃহার ছবিগালে আঁকা হরেছে অত্যত্ত দুর্গম স্থানে, ছবিগালি প্রধানতঃই রেখাচিত্র একং কোন কোন জীবজস্তুর ছবি বিশাল আকারে আঁকা হরেছে (কোন কোনটি ৫ মিটার পর্যন্ত উচ্নু)। ঐ সব জীবজস্তুর ছবির মধ্যে কোন একধরণের অলোকিক বিশেষত্ব স্থান্ট করার জন্যেই ঐগালি সাধারণ আকারের চেরে অত বড় করে আঁকা হরেছে। বিষরবস্তুর দিক খেকেও ভিমবেতকার গৃহাচিত্র-গ্রিভ দেখা বাজে অলোকিক জাদ্বশান্তিকে আহ্বান করে নিরে বাওরার দুশা। চিত্র (স্ব)তৈ তিনটি অলোকিক জাদ্ব- শান্তর প্রতীকদের ছবি আঁকা হয়েছে। চিত্র (৩)তে আঁকা হয়েছে একটি জাদ্বিদ্যাম্লক অন্স্ঠানের দৃশ্য। ছবিটিতে দেখা বাচ্ছে কয়েকটি মান্য পরস্পরের হাত ধয়ে নাচছে এবং একজন প্রেরাহিত জাদ্বকর তার দৃশাশে দৃটি জাদ্বান্তর প্রতীককে জাগ্রত কয়ছে। ঐ প্রতীক দৃটির মধ্যে পরোহিতের ডানাদকেরটি নিঃসন্দেহে কৃষিম্লক জাদ্বান্তর প্রতীক। ঐ ছবিটি দেখে মনে হয় ভিমবেতকার গৃহাবাসীরা তাদের কাছাকাছি সমতলবাসী কোন উপজাতির মধ্যে ঐ রকম জাদ্বিদ্যাম্লক অনুষ্ঠান দেখেছিল এবং ঐ উপজাতিট অন্ততঃ প্রাথমিক ধয়নের কৃষি কাজ কয়ত। আধ্বনিক ভায়তে এখনও অনেক উপজাতি ঐ ধয়ণের কৃষিম্লক জাদ্বিদ্যায় অনুষ্ঠান কয়ে এবং পরস্পরের হাত ধরে নৃত্য কয়া ঐ রকম অনুষ্ঠানের বিশেষ অপা।।

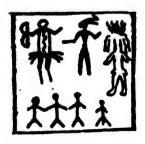


চিত্র (গ)
।ভমবেতকার
৬০,০০০-৩০,০০০ বছর
আগে আঁকা মধ্য প্রো-প্রস্কুতর যুগের গুহাচিত।



চিত্র(ঘ)
ভিমবেতকায়
৩০,০০০-১০,০০০ বছর
আগে আঁকা শেষ প্রো-প্রস্তর যুগের গা্হাচিত্র: প্রত্যেকটিই অলৌকিক শান্তর প্রতীক।

ভিমবেতকার সবচেয়ে কোত্হলোম্দীপক গৃহা-চিন্নটির (চিন্ন চ) কথা এখনও বলা হয়নি। এই ছবিটিটেত দেখা যাচ্ছে একটি অম্বের ওপর বসে রয়েছে একজন প্ররোহিত। অম্বটির সামনে মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে দূহাতে অম্বাধারী একটি মানুষ। এরা দৃদ্ধনেই



চিত্র (ঙ) ভিমবেতকার ১০,০০০-৫০০০ বছর আগে আঁকা গ্রহাচিত্র।



চিত্র (চ)
ভিমবেতকায় তামপ্রস্তর যুগের (৫,০০০-২,৫০০ বছর আগে) আঁকা গুহা-চিত্রঃ অধ্বমেধ যুজের(?)

নিঃসন্দেহে আর্য-পূর্ব কোন গোষ্ঠীর লোক ৩। অস্যধারী মানুর্টির ডানদিকে আঁকা ররেছে স্বস্তিকা চিহ্ন। এই চিহ্নটি আজও হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানে পবিশ্বতার প্রভীক হিসেবে গণ্য হয়। মানুর্টির বাদিকে আঁকা রয়েছে পর্বতের প্রভীক। স্বকিছ্ম মিলিরে মনে হয় এটি সম্ভবতঃ অস্বমেধ বজ্জের চিত্র।

এরকম একটি সিম্পান্ডের কথা শানে অনেকেরই হয়ও ভূর্ব কুচকে উঠতে পারে। কারণ অশ্বমেধ যজ্ঞ বৈদিক আর্যদের ধর্মীর অনুষ্ঠান হিসাবেই পরিচিত। কিন্তু খন্সেদের সাক্ষ্য (১/১৬২ ও ১/১৬৩) থেকেই দেখা যায় যে খন্সেদের যার্কাই অশ্বমেধযক্তকে অতীত যুগের অনুষ্ঠান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া অশ্বমেধ ও অন্যান্য বৈদিক যজ্ঞের মধ্যে আদিম জাদ্ম অনুষ্ঠানের অনেক স্মারকচিক্র টিকে ছিল এ মন্তব্য করেছেন কীথ তার The Veda of the Black Yajus School (CXXXV, CXXXVI) এবং Religion and Philosophy of the Veda and Upanisads (প্র ২৫৮-২৫৯) বই দ্টিতে। ম্যাকডোনেলও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন চ্রি-cyclopaedia of Religion and Ethics (8.312) বইটিতে।

অশ্বমেধ্যজ্ঞের সময় রাজার প্রধানা মহিষী যজ্ঞে বলি প্রদত্ত অর্শ্বটির পাশে শুরে তার সঞ্চো মিলিত হতেন। সেই সমর হোতি ও প্রধানা মহিষীর মধ্যে, অন্যান্য মহিষী, তাদের পরিচারিকা ও অন্যান্য প্ররোহতদের মধ্যে অম্লীল বাক্য বিনিময় হত। ঐ অশ্লীল বাক্যগ্রলি ছিল প্রধানতঃ বাজসনেরী সংহিতার বাইশ ও তেইশ অধ্যায়ের মন্ত। প্রিবীর অন্যান্য আদিম মানবগোষ্ঠীর মধ্যেও জাদুমূলক অনুষ্ঠানের সময় ঐরকম অশ্লীল ভাষা প্রয়োগের রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। অশ্ব্যমধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের সময় 'ব্রন্মোদয়' নামে যে এক ধরণের হে'য়ালী কাটা হত প্রথিবীর বিভিন্ন আদিম উপজাতির মধ্যে জাদ্মূলক অনুষ্ঠানের সময় ঐ ধরণের হে'য়ালী কাটার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন ফ্রেজার তাঁর The Scapegoat (প্র: বইটিতে। অর্থাৎ অশ্বমেধযজ্ঞের আদি त्रुभि हिन काम् विमाम नक अनुष्ठान। आर्याम आमिम সমাজেও অব্ব ছিল গতি ও বীর্ষের প্রতীক। সেই সমাজে আর্যনারী অশ্বের মত বীর্যবান সন্তানলাভের আকাৎকায় জাদ্র অনুষ্ঠানে নিহত অশ্বের সপো মিলিত হত। এটি **স্পন্টতই ছিল এক ধরণের উর্বরতামূলক জাদু,বিদ্যা।** পরবর্তীকালে ঋণেবদের যুগে রাজকীয় অন্বমেধ যজ্ঞের মধ্যেও সেই আদিম জাদ্ব অনুষ্ঠানের রেশ টিকৈ ছিল।
বৈদিক আর্যরা মূলতঃ ছিল পদ্পালক উপজাতি।
প্থিবীর অন্যান্য পদ্পালক উপজাতির মধ্যেও এই রকম
বা অন্য ধরণের উর্বরতামূলক জাদ্বিদ্যার নিদর্শন
পাওয়া যায় ৪। ভারতেও ভিমবেতকা গ্রহার কাছাকাছি
সমতলবাসী কেনি আর্য-পূর্ব পদ্পালক উপজাতির
সমাজে গ্রহাবাসী শিল্পী সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষ করেছিল অশ্বমেধ যজের অনুষ্ঠান আর তাকেই সে গ্রহার দেওয়ালে
অমর করে রেখে গিয়েছে।

১ ইওরোপীয় প্রত্নপ্রশ্ন প্রনা প্রদতর য্গকে (Palaeolithic or Old Stone Age) নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। কিম্তু ভারতীয় ও ইওরোপীয় প্রত্নপ্রত্ন যুগের মধ্যে বেশ কিছ্ পার্থক্য থাকায় ১৯৬১ সালে দিল্লীতে এশীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে বে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় সেখানে ভারতীয় প্রত্নপ্রস্কর্পক আদি, মধ্য ও শেষ প্রস্কার যুগে ভাগ করা হয়েছে। ২ চার্লস ভারউইন তার

A Naturalist's Voyage Round the World
(প্ঃ ২৪২) বইটিতে ফ্র্জি ব্বীপের আদিবাসীদের মধ্যে
এক অমোঘ সমবণ্টনের নিয়মের কথা লিখেছেন।
বিফলট তাঁর The Mothers-এ (ন্বিতীয় খণ্ড, প্ঃ
৪৯৪) বেইলি, পামার, ম্যাথ্জ, রিডলি প্রম্থ বিশেষজ্ঞানের উন্ধ্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে সিংহলের আদিবাসী
এবং অস্থ্রেলিয়ার শিকারজীবীদের মধ্যেও সমবণ্টনের
নিয়ম ছিল। অস্থ্রেলিয়ার একদল শিকারজীবীর মধ্যে
দেখা গেছে যে শ্ব্র শিকার থেকে পাওয়া খাদ্যই নয়
উপহার হিসাবে পাওয়া সামান্যতম জিনিসও তারা সমান
ভাগে ভাগ করে নিত।

৩ এই ছবিটি তামপ্রশতর ব্বেগ আঁকা হয়েছিল। তুলনা-ম্লক ভাষাতত্ত্ব ও প্রস্নতত্ত্বের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অধিকাংশ ভারততত্ত্বিদেই মন্তব্য করেছেন যে আর্যরা ভারতে বহিরাগত এবং আধ্বনিক প্রস্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে জ্ঞানা গেছে এদেশে তারা ১৭৫০ খ্রীন্ট প্রান্দের আগে আর্সেনি।

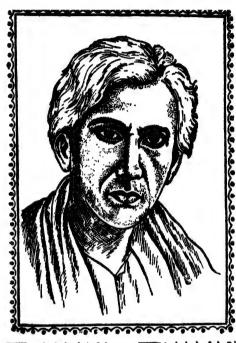
৪ প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্বিদ দ্ব্রাট পিগট তার Pre-Historic India বইটিতে (প্র: ২৪৭) বলেছেন বে খ্রীন্টীর ন্বাদশ শতাব্দীতেও আয়ার্ল্যান্ডের Altai-Turk দের মধ্যে অন্বমেধ বজ্ঞের প্রচলন ছিল। এরা অতীতে পশ্ব-পালক উপজাতি ছিল।

# দ্রদী কথাশিল্পী ও দেশপ্রেমিক শরৎচল্প / গুরুমার দাস

"সংসারে যারা শ্ব্ধ্ দিলে, পেলে না কিছ্ই, যারা বঞ্চিত, যারা দূর্বল, উৎপাড়িত, মানুষ যাদের চোথের জলের কখনও হিসাব নিলে না। নিরুপায় জীবনে যারা কোনদিনই ভেবে পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই,—ওরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে নালিশ জানাতে।" মানবদরদী অমর কথা শিল্পী শরংচন্দ্র সম্পর্কে কোন কিছ, ভাবতে গেলেই সবার আগে মনে হয় সাধারণ মান্ধের প্রতি তাঁর এ সমবেদনার কথা। সমাজের অবিচার, অত্যাচার ও বণ্ডনার বিরুদেধ নালিশ জানাতেই তিনি যেন তাঁর লেখনীকে সচল করে রেখেছিলেন আজীবন। সাধারণ মানুষের অতি কাছ থেকে. তাদের পারিবারিক ও সামা-জিক জীবনের স্থ-দ্বংখকে সহান্ভূতির সংখ্য হৃদয়পাম করেই তিনি তাদের কথা লিখেছিলেন। এতট্টকু আতিশ্যা ছিল না তাঁর ঐসব লেখার মধ্যে। সমাজের তথাকথিত নীচ্স্তরের মান্যগালির সাথে অকপটে মিশে যেতে পেরেছিলেন বলেই তিনি সেকালের সমাজের ও ধর্মের কুসংস্কারের ভয়াবহ রূপেকে প্রতাক্ষ করতে পেরেছিলেন। সমাজ ও ধর্মের অন্ধ গোঁড়ামির উদ্ধে থেকে শুধুমাত মান্যকেই তিনি বড করে দেখেছিলেন উপলব্ধি করে-ছিলেন তাদের অস্তরাত্মার আশা আকাষ্কা ও দঃখ বেদনাকে। তাই অদৃষ্ট ও মৃঢ়তার নাগপাশে বদ্ধ মান্য-গ্নিলকে তিনি সচেতন ও মৃত্ত করতে চেয়েছিলেন। তথনকার সংস্কারাচ্ছনে সমাজ সম্পর্কে তাঁর স্পন্ট ধারণা, "সমাজ জিনিষ্টাকে আমি মানি: কিন্তু দেকতা বলে মানিনে। বহুদিনের প্রশ্নীভূত নর-নারীর বহু চিন্তা. বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিলে আছে।" তিনি তাঁর নানা উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধে সমাজের ঐ উপদ্রবের বির্দেখ নিরলস নালিশ জানিয়ে গেছেন বলেই সাধারণ মানুষের কাছে তিনি আজ এত প্রিয় এত মহান হয়ে উঠেছেন।

শরং সাহিত্যে সেকালের বাণ্গলার সমাজের যে ছবি
নি খ্ত ভাবে ফ্রটে ওঠে তাতে দেখা বার অসহায় গরীব
সাধারণ মান্বগর্নি সমাজের বহু অন্যায়, অবিচার আর
নিষ্ঠ্র বিধানের কাছে মাথা নত করে দ্বঃথকতকৈ
অদ্ভের বিধান বলে মেনে নিয়ে ক্লেশ ভোগ করতো—
অথচ এগর্নির অধিকাংশই মান্বের স্ব-স্বার্থে গড়া,
একথা তারা একবারও ব্রুতে চাইতো না বা ব্রুলেও
লাঞ্চনার ভয়ে প্রতিবাদ করতে, সাহস করতো না । অবর্ণ নীয়
দ্বংখ কন্টের মধ্যে কালাতিপাত করেও ওরা ছিল জড়
প্তেলের মত নীরব। অকুতোভয় শরংচল্দ্র তাই তাদের
ম্থপার হয়ে সেদিন সমাজের দরবারে তার ক্ল্রধার
লেখনীর মাধ্যমে নালিশ পেণিছে দিয়েছেন। তিনি ব্রেছিলেন মান্বকে স্থা করতে হলে, সমাজকে স্বন্ধর

করতে হলে মান্বের সংশ্য মান্বের বিভেদ, স্বার্থ প্রণাদিত জাতি-কুল-মান এর বেড়াজালকে সমাজ দেহ থেকে অপসারিত করতেই হবে। এ কাজে কে তাঁকে সাহায্য করবে, কে করবে না—এ কথা না ভেবে একাই সে কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি একথা সঠিকভাবেই জানতেন, "পৃথিবীতে কোন সংস্কারই কথনও দল বে'ধে হয় না—একাকীই দাঁড়াতে



জন্ম: ১৫-৯-১৮৭৬ মৃত্যু: ১৬-১-১৯৩৮

হয়। এর জন্য দৃহথ আছে। কিন্তু স্বেচ্ছাক্ত একাকীদের দৃহথ একদিন সংঘবন্দ হয়ে বহুর কল্যাণকর হয়।...পাঁচজনকে যদি বাস্তবিক শিথাইতে পারা যায়.. গোঁড়ামির অত্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে কথা বলা যায়— তার চেয়ে আনন্দের আর কি আছে? আজ লোকে কথা শ্রনিতে না পারে. কিন্তু একদিন শ্রনিবেই।" মানব সমাজের কল্যাণে অপ্রিয় সত্যকে অকপটে প্রচার করেছিলেন বলেই শরংচন্দ্র সেদিনকার বেদনাহত ম্ক মান্ম-গ্রনির অত্যন্ত কাছের মান্য হয়ে উঠেছিলেন আর আজ আমাদের হয়ে আছেন বহু প্রেরণার উৎস।

শরং সাহিত্য চিরকাল পাঠক সমাজকে অভিভূত করবে. কারণ তাঁর গল্প উপন্যাসের বিষয়ক্ত ও ভাবের সাথে পাঠক এক বিচিত্র অন্তর্গতা অন্ভব করে। এর কারণ এসব তাঁর স্ব-নির্ভার অভিজ্ঞতার সংগ্রহশালা থেকে গ্রহণ করা। মান্বের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভিজ্ঞতার আলোকেই मुच्छे छौत अमर शन्भ উপন্যাসগর্তি। ডাই এগালি অতি সহজেই মানাষের অন্তর স্পর্শ করে। বহুর সাহচ্বেই মান বের ভিতরকার আসল সত্তাটাকে জানা যার, চেনা যায়—এটা তিনি ভোলেননি। তাঁর মতে, 'क्षीवत्न त्य ভानवामतन ना, कनक किनतन ना, मृःश्यत ভার বইলে না, সত্যিকারের অনুভতির অভিজ্ঞতা আহরণ করলে না, তার পরের মুখে ঝাল খাওয়া কল্পনা সত্যিকার সাহিত্য কতদিন জোগাবে? নিজের জীবনটাই হল যার নীরস বাংলাদেশে বালবিধবার মতো পবিত্র, সে প্রথম জীবনের আবেগে যত কিছুই করুক, দুদিনে সব মরুভূমির মত শুল্ক শ্রীহীন হয়ে উঠবে।" শরংচন্দ্র মান বের হাদয়ে ডাব দিয়েছিলেন, তাই মানব জীবনের আশা আকাশ্য তার গল্প উপন্যাসে বিমুর্ত হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে সংসারের নোংরা জিনিষটাকে এডিয়ে বাস্তবের অভিন্তার সাথে আদশের মিলন ঘটিয়ে সাহিত্য স্থিতৈ রত ছিলেন বলেই শরং সাহিত্য শৈলী আজ এত প্রাণ भ्भानी ७ जनशिव राख छेळाडू। वनए जिया तारे य শরংচন্দের চোখের পিছনে ছিল একটা দরদী হুদয়, তাই ষা তিনি দেখতেন তা' শ্বধ্ব ব্লিধর দেখা নয়, ব্রকের দরদ দিয়ে দেখা। সেই চোখ দিয়েই তিনি বাজালার নারী সমাজকে দেখেছিলেন—এবং অনায়াসে তাদের হৃদরের রহস্য উম্ঘাটন করতে পেরেছিলেন। তিনি নারীজাতিকে নারীছের ন্যায় মর্য্যাদা দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন বে, সমাজ যাদের কলন্কিনী বলে অপাংক্তেয় করে দিয়েছে. হাদয়ের শাচিতায়, অনাভতির গৌরবে তারাও অননা-সাধারণ হতে পারে। তিনি বলতে চেয়েছেন মেয়েরা যে শুধু সমাজের স্বারা লাঞ্চিত হরেছে তাই নয় তাদের জীবনকে আরও বেশী বিডম্বিত ও দুর্বিসহ করেছে সমাজের চাপানো যুক্তিহীন নিম্কর্ণ সংস্কার। শরৎচন্দ্র নিঃশব্দে লেখনীর সাহায্যে এর বিরুদ্ধে কঠোর আঘাত হেনেছেন। সবচেয়ে বড কথা তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে মেরেদের আত্মচেতনাকে উন্দ্রন্থ করেছিলেন। মেরেদেরও যে একটা স্বাধীন সন্তা বলে কিছু, থাকতে পারে, তারাও रव मान्य, भूध स्मारत नत्र-वे कथा त्र्जामतन्त्र পরের শাসিত সমাজ কোনদিনই ভাবতে পারেনি। শরং-চন্দ্র তার গলপ উপন্যাসে যে নারী চরিত্রগলি স্তিট করেছেন, তাতে তিনি দেখাতে চেয়েছেন সমাজে মেরেদেরও একটা পূথক অস্তিত্ব ও অধিকার আছে— তাদেরও আছে ইন্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ, রুচি-অর্.চি। প্রুষের নির্দার ব্যবহারে সমাজ পরিতাত লাম্বিতা ও পতিতা নারীদের প্রতি ছিল তার অপরিসীম মমত্ব ও করুণা। তার কাছে নারীর নারীত্বই বড সতীত্বই সব্যক্তি নয়। তার সূল্ট নারী চরিত্রগ্রনির মধ্যে তাই তিনি দেখিয়েছেন অবিক্লম অন্তৰ্শ্বন্দ্ৰ—শ্বন্দ্ৰ সতীম্বে ও नार्त्रीत्वत्र, नार्त्र-अनारत्रत्र, धर्म ও अध्दर्भत्र । जीत्र मुख षाठमा, त्रविष्ठा, ष्यन्नमामिम, नित्रद्विमिन, माथवी, क्यम, मौलिया, त्रमा, कितनमत्री ७ मृत्रमा— अता एक छ एकान ना কোন অর্ল্ড ব্যক্ত মতে নর। মেরেদের প্রতি অসীম প্রশা ছিল শরংচন্দ্রের সহজাত। তাই তার কোমল অন্তর সর্বদাই তাদের বিভূম্বিত জীবনের জন্য সমতায় ছটফট করতো।

মান্যের মধ্যে তিনি দেবতার অস্তিষ প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই তিনি পাপীকে নর পাপকেই ঘূলা করেছেন।
শরংচন্দ্রের চরিত্রের অভিজ্ঞা উদার অস্তরে পদস্পলিত
উদ্দ্রোদত নর-নারীর জন্য ছিল তাঁর অসীম সহান্তৃতি।
চরিত্রহীনের মধ্যেও যে মহত্ব থাকা সম্ভব তিনি তাই
বারবার তাঁর গল্প উপন্যাসে প্রমাণ করতে চেরেছেন।

শরংচন্দের প্রকাশ্য সাহিত্য-জীবন স্থায়ী হয়েছিল প্রিশ বছর। এর যথন শুরু তথন বাণালার সাহিত্যা-কাশে রবি সূর্য মধাপথে। সেই প্রথর রবি কিরণছটার মধ্যেই শরংচন্দ্র যেন ছিটকিয়ে এলন অত্যক্তরল ক্রোতিন্তের মত এবং অনায়াসেই জয় করে নিলেন বাণ্যলার হৃদয়। সে যে কত কঠিন কাজ—তা কম্পনাও করা যায় না। তাঁর প্রথম উপনাস "বর্ডাদিদি" যথন ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল সেদিনই বাজ্যলার পাঠক সমাজ তাঁকে এক বিরাট প্রতিভাবান লেখক বলে অকণ্ঠচিত্তে গ্ৰীকার করে নিয়েছিলেন। "বডদিদি" উপন্যাসটি পড়ে রবীন্দ্রনাথও সেদিন তাঁর তারিফ করে তাঁকে একজন প্রতিশ্রুতিপূর্ণ অসামান্য লেখক বলেই মন্তব্য করেছিলেন। এরপর ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হ'ল তাঁর অন্যান্য উপন্যাস বিরাজ বৌ. পণ্ডিতমুশাই, পল্লীসমাজ, চন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত দেবদাস চরিত্রহীন, দত্তা, গ্রেদাহ, বাম,নের মেয়ে, দেনা পাওনা, নববিধান, পথের দাবী, শেষ প্রশন, বিপ্রদাস, শভেদা ও শেষের পরিচয় (অসম্পর্ণে)। এরই সাথে সাথে তিনি লিখলেন বিখ্যাত গলপগলে যেমন বিন্দরে ছেলে, পরিবীতা, মেজদিদি, বৈকণ্ঠের উইল অরক্ষণীয়া, নিস্কৃতি, কাশীনাথ, স্বামী, ছবি, হরিলক্ষ্মী, অনুরাধা ও সতী। বাজালার সাহিত্যাকাশে ধ্ব-প্রতিভায় শরংচন্দ্র তথন এক অসাধারণ কথাশিল্পী। বাঞ্চালার ছরে ঘরে তাঁর গল্প উপন্যাসের কি সমাদর ও প্রশংসা।

রবীন্দ্রনাথের যুগেও শরংসাহিত্য এত সহজেই পাঠক চিত্ত জয় করে নিলো কেমন করে? কেন সমাদত হল তাঁর গলপ উপন্যাস বাষ্গলার ঘরে ঘরে? এর উত্তরে বলা যায় যে শরংসাহিত্যে ছিল এক অদৃশ্য যাদ্রের আকর্ষণ-ষা পাঠক সমাজকে সেদিন সহজেই প্রভাবিত করেছিল। শরংচন্দের দরদী লেখনীর যাদ্য স্পশেহি তার সাহিত্য হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত ও মর্মান্সশা। আসলে শরংচন্দের ব্যক্তি জীবনে একটা বেদনাসিত্ত অভিযান সতত প্রবহমান ছিল এ বেদনা বা অভিমান তাঁর একান্তই নিজন্ব ছিল। এখানে তিনি কাউকে প্রবেশ করতে দেন নি. অংশ দিতে চার্নন। আপন জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত এই বেদনাই তাঁর সাহিত্যকে মর্মান্সদর্শী করে তুলতে সাহাষ্য করেছে। অলপ বরস থেকেই ভাগ্য বিজ্বনার নানা কঠিন অবস্থার ভিতর দিয়ে যুম্ম করতে করতে কত-বিক্ষত হুদরে এক অনিশ্চিত জীবনের পথে অগ্নসর হতে হরেছিল তাঁকে— আর সেই চলারপথের বিচিত্র সম্পরই কালক্রমে তার ভবিষ্যৎ জীবনে সাহিত্যের অমূল্য রন্ধ হরে উঠেছিল। শরংচন্দ্র আপন সাধনার প্রভাবেই মানবজীবনের গ্রহন গভীরের অক্সাত জিনিবগর্নিকে আহরণ করে এনে সাহিত্য ভাস্ডারে সম্ভিত করেছিলেন। ছেলেবেলা থেকে নানা দিক দিয়ে বঞ্চিত না হলে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের বেদনায় জন্জীরত না হলে আমরা তার কাছ থেকে এ হার্দ্য-সাহিত্য পেতাম কিনা তাতে বথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কিন্ত শরংসাহিত্য কি 'বাস্তব' সাহিত্য, না ওটা 'বোমাণ্টিক' সাহিত্য ? সাহিত্য সমালোচকেরা আজ তার জাত বিচারে হাব্যুত্ব, খাচ্ছে। এর কোনটাই কিন্ত আসন্দে এককভাবে ঠিক নয়, কারণ শাধ্র বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে সত্যান,সরণে সাহিত্য রচিত হলেই তা বাস্তব সাহিত্য হয় না। হতে পারে সেটা মানব জীবনের ও সমাজের একটা নিখ'তে 'স্থিরছবি' মান্ত। আবার নর-নারীর পরের রাগ-প্রেম-বিরহ মিলনাদি হাদর ঘটিত কারবার নিবে রমা রচনা সেটাও বাস্তবিক পক্ষে রোমাণিক সাহিত্য হতে পারে না। তাই বস্ত তান্তিকেরা তাঁর সাহিত্যকে বলছে 'বার্মত্র সাহিত্য' আর কল্পনাপ্রবণ পাঠকেরা এর মধ্যে রোমান্সের আগ্রাদ পেযে একে বলভে 'বোমালিকৈ সাহিত্য'। স্বাক্ষেব শেষ এখানেই নয়। কেউ তার বিভিন্নমখী রচনাব জনা তাঁকে বলতে দেয়েছেন বিপ্লবী সাহিত্যিক। কেউবা বিদ্রোহী সমাজ সংস্কারক, আবার বিকতর চির সমালোচকেবা-- যারা শরং সালিক্তার ভেতরই প্রকেশর ক্রান করেনি তারা একে দ্নীতির সহায়ক অশ্লীল সাহিত্তার পর্যায়ে ফেলবার চেষ্টা করছে। ওদের মতে এব সাহিতো কোন আদর্শ ও মতবাদ নেই। এতে সমস্যা আছে, অথচ সমাধানের সত ति । **आजारम भवश्यम । एक एक एक वर्षा मा**निकारक কাটিয়ে সমাজের সমস্যা সমাধানর সঠিক পথকে নির্দেশ কবতে পাবেনি-একথা আনকাংশে সতা। প্রেষ দ্বিতের দ্বলতার সমালোচনায় তিনি যতটা সোজার ছিলেন মারেদের আছাচেতনায় উত্তর্গ কবেও তাদের বঞ্চনার বিরাদে প্রতিবাদে মুখর হতে অনাপাণিত করেননি। তবে আর বে যাই বলকে না কেন একথা একমাত্র অর্বাচীনেই বলবে বে তাঁর সাহিত্য-দ্নীতির সহায়ক এবং অনলীল। সমালোচকেরা তাঁর সাহিতাকে যে ভাবেই গহণ কর ক পাঠক সমাজের কাছে তাঁর লেখা মনোগ্রাহী অভিনব সণ্টি হারেট অক্ষর সমাদর লাভ করবে—এবং তা করবে এই জনা বে শরংসাহিত্যের চরিত্রগালির মধ্যে তারা তাদের নিজেদের প্রাণম্পন্দান তান্তব করে। ওদের স্থ-দঃথ মান-অভিযান প্রেম-বিবহু তাদের মনকেও আলোডিত করে।

শরংসাহিতা নিরে আন্দকালকার সমালোচকদের
সমালোচনা প্রসঞ্জো শরং সংবর্ধনার এক সভার কবিগরের
রবীন্দনাম্মর কিছু বন্ধব্য এখানে উধ্যুদ্ধ করা উচিদ্ধ বলে
মনে করি। শরং সন্বর্ধনা সভার তিনি বলেছিলেন
"সাহিত্যের দান বারা গ্রহণ করতে আসে তারা নির্মাম
তার কাল বা পেরেছে, তার মালা প্রভত হলেও আন্দকের
মঠোর কিছু কম পড়লেই প্রকৃতি করতে ক্রিন্ডাভ হয় না।
শর্বে বা ভোগ করেছে, তার কৃতজ্ঞতার দেব থেকে দান
কেটে নের, আন্ত বেট্রকু কম পড়েছে তার হিসাব করে।

তারা লোভী, তাই ভূলে যার রস তৃষ্টির প্রমাণ ভরা পেট দিয়ে নর, আনন্দিত রসনা দিয়ে। নতুন মাল বোঝাই দিরে নর, সূত্রশ্বাদের চিরশ্তনত্ব দিয়ে, তারা মানতে চার ন্য রসের ভোজে স্বল্প যা তাও বেশী, এক যা তাও অনেক। ...জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগং, নানা রশ্মি সম্বারে গ্রভা নানা কক্ষপথে ষেগ্নলি নানা বেগে আবর্তিত। শরংচন্দ্রের দ্ভিট ভ্রব দিয়েছে বাঙগালীর হৃদয় রহস্যে। সুধে-দঃুধে, মিজনে-বিজেদে সংঘটিত বিচিত্র স্ভিতর তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন, বাঞ্গালী আপনাকে যাতে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তাদের অফ্রাণ আনন্দে। বেমন অন্তরের সভেগ তারা থাশী হয়েছে, এমন আর কারো লেখার তারা হর্মন। অন্য লেখকেরাও অনেক প্রশংসা পেয়েছে, কিল্তু সর্বজনীন হাদয়ের এমন আতিখ্য পারনি। এ বিষ্মরের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে প্রচার সফলতা তিনি পেয়েছেন, তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষা-জান্তন। সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রন্থার আসন অনেক উচ্চ চিম্তা শলিব বিত্রক নয়, কলেনা শলিব পার্গ দ্বিটই সাহিত্যে শাশ্বত মর্যাদা পোরে থাকে। কবির আসন পেকে আমি বিশেষভাবে সেই দুষ্টা শরংচন্দ্রকে মালদোন কবি। তিনি শতায় হাস বাংলা সাহিত্যকে সমুম্পশালী কর্ণ-তার পাঠকের দুগিটকে শিক্ষা দিন মান্যকে সত্ করে দেখতে, স্পদ্ধ করে মান ষকে প্রকাশ করে।"

দবদী কথাশিলপী শরংমদের বাজালা সাহিত্য এই অক্ষয় অবদানই কেবল ভাঁব জীবন-প্রিচয় নয়। তিনি শুখু একজন লেখকট ছিলেন না, ক্লীবনে নানা বিচিত্র ও দর্গম পাপব তিনি পথিক ছিলেন। অতি সহজ ও সাধাবণভাবেই ক্ষীবন যাপন করতেন তিনি। কথাবাতায় আচাব-আচব**ে** ক্রিম গাম্ভীর্য তো তাঁর ছিলট না নবং সর্বদা মান্য শরংচন্দ্র ছিলেন একজন ঢিলোনলা পবিতাস পিয় উদাব-মান হ। তাঁব সানিন্ধে ফবাই এসেছিলেন তাবাই ৰ ব্যক্তিলেন কোঁর কোমল চরিত্র মাধর্য ও অসাধারণ ব্যক্তিস্ক। ব্যক্তি লীবনে তিনি ছিলেন দয়ালা। সানাবের দুঃখেই শাধ্য নয় ইত্রপাণীর ক্রেড তাঁব পাণ কাঁদলো— গুদ্র তিনি ভালকাসতেন সেবা কর্তেন। অমিত পতিদোধর । কথা শিল্পীর কর্মবহল জীবনের সমগ্র দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা এ স্বল্প পরিসর প্রবঞ্জে কবা যাবে না এবং করার ইচ্ছেও আমার নেই। আজকের এই প্রবাদ্ধ তার বহুমাখী জীবনধাবার একটি উল্লেখ ারাল্য দিক সম্পর্কে আর একট্ট আলোকপাত করেই এর সমাপ্তি টানবো।

সে উল্লেখযোগ্য দিকটি হল যে. শরংচন্দ্র সাহিতা-আঞ্চিনার বাহিরে দিলেন একজন যথার্থ দেশ প্রেমিক। পলাধীন ভারতের মান্তিচিন্তা তাঁর লেখনীকে বারবাব থামিরে দিরেছিল। মহাত্মা গান্ধীর নেতকে ভারতবাপী যখন অসহযোগ আন্দোলন সাবাহ হয়, শরংচন্দ্র তখন কলম ছেডে সেই আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীয় সঙ্গো মতের মিল তাঁর বেশী দিন ছিল না।

তিনি ব্রেছিলেন 'চরকা' আর অহিংসাই শৃঙ্থল মুল্তির পথ নয়। কিন্ত সেজনো মহাস্মাজীর প্রতি তিনি কোনদিনই শ্রুখা হারাননি। তিনি দেশবন্ধরে রাজনৈতিক পরি-কম্পনার ছিলেন প্রবল সমর্থক। সর্বত্যাগী এই মানুষ্টির প্রতি তার ছিল অকৃতিম শ্রন্থা ও অপরিসীম সহান্ত্রতি। কংগ্রেসের একটা বিরাট অংশ যখন দেশবন্ধার বিরোধী, শরংচনদ্র তথন ছিলেন তাঁরই পাশে। তিনি তাঁকে সাহস দিয়েছেন—দিয়েছেন কর্তব্য সাধনে একলা চলার প্রেরণা। ১৯২৫ সালের ১১ই মে যখন দেশবন্ধ, দাজিলিঙে দেহ রাখেন, দেশবাসীর সেদিনের কান্না দেখে তিনি পরে লিখেছিলেন, "মনে হয় পরাধীন দেশের সবচেয়ে বভ অভিশাপ এই যে, মুক্তি সংগ্রামে বিদেশীদের অপেক্ষা দেশের লোকের সপাই মানুষকে বেশী লড়াই করিতে হয়। এই লড়াই-এর প্রয়োজন যেদিন শেষ হয়, শৃত্থল আপনি খিসিয়া পড়ে। কিন্তু শেষ হইল না। দেশবন্ধ দেহত্যাগ করিলেন। ঘরে-বাহিরে অবিশ্রান্ত যুন্ধ করার গুরুভার তাঁহার আহত, একান্ত পরিশ্রান্ত দৈহ আর বহিতে পারিল না। আজ চারিদিকে কান্নার রোল উঠিয়াছে, ঠিক এতবড কান্নারই প্রয়োজন ছিল।"

১৯২৭ সালে স্ভাষ্ট জেল থেকে মৃত্তি পেলেন।
কিছ্বিদন পরেই বাণ্যলায় কংগ্রেসের মধ্যে দেখা দিল
দলাদিল। দ্বিট দলে বিভক্ত হলেন দলের সকলে। এক
দলের নেতা ষতীন্দ্রমোহন সেনগ্স্থ, অপর দলের নেতা
স্ভাষ্টন্দ্র বস্ব। শরংচন্দ্র রইলেন স্ভাষ্টন্দের দলে
শরংচন্দ্র চিরদিন হ্দয় দিয়ে স্ভাষ্টন্দেকে ভাল বেসেছিলেন। তিনি বলতেন, "সবাইকে ছাড়তে পারি. স্ভাষ্কে
না।" তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন
করেক বছর। দলের মধ্যে বিবাদের জন্য একবার হাওড়া
জেলার এক কমী সম্মেলনে স্ভাষ্টন্দকে আমন্ত্রণ
জানানো হরনি জেনে শরংচন্দ্র উদ্যোক্তাদের সরাসির
বলেছিলেন, "বেখানে স্ভাষ্ঠ আমন্তিত ন্য, সে শিবহীন
যক্তে আমি যাবো না।"

জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হলেও শরংচন্দ্র বিপ্লবন্দর যথেষ্ট সৈহ করতেন। এমনকি দেশের মুক্তির জন্য সহিংস সংগ্রামকে সমর্থন করতেন। বিশ্লবন্দর সান্দিরে এলেই তিনি তাদের বিশ্লবের কাহিনী মন দিয়ে শ্বনতেন। একদিন বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের কাছে অবাক বিশ্লমের বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযানের কথা শ্বনে এবং পেডি হত্যার কথা শ্বনে তিনি তাকৈ দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র বলেছিলেন, 'ইংরেজ নিধনের ব্যাপারে টাকার তেমন দরকারই হয় না। যেটুকু হয়, তা আমরা নিজেরাই চালিয়ে

নি।" একথা শন্নে খুসী হয়েছিলেন শরংচন্দ্র। এরপর তিনি তাঁকে তাঁর রিভালবারটি দিতে চাইলেন। হেমচন্দ্র বলেছিলেন, "দাদা, রিভালবার আমাদের অনেক আছে—আমাদের অভাব গৃনুলির। কিছু গৃনুলি দিন।" শন্নে শরংচন্দ্র বেশ কিছু গৃনুলি তখন তাঁকে দিয়ে দিলেন। পরে আরো অনেকবার ঐ রকম গৃনুলি তিনি বিস্পবীদের দিয়েছিলেন এবং ইংরেজ নিখনে তার ব্যবহারও হয়েছিল। এইসব বিপ্রবীদের সংস্পর্শে এসেই শরংচন্দ্র "পথের দাবী" লিখেছিলেন এবং ইংরেজ সরকারের রোষানলে তা সেদিন বাজেয়াপ্তও হয়েছিল। সেদিন তাঁর নির্ঘাৎ কয়েদ বাস হতো যদি না পাবলিক প্রসিকিউটার স্যার তারকনাথ সাধ্ব তাঁকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে যেতেন। বিপ্রবীদের সম্পর্কের শরংচন্দ্র বলেছেন. "ওদের সঙ্গো আমার রক্তের পরিচয়, জন্মান্তরের আত্মীয়তা—ওদের সাহায্য করেই আমি ধন্য হতে চাই, কিন্তু তা' পারি কই?"

মহান এ কথা শিল্পীর জন্ম হয়েছিল ১৮৭৬-এর ১৫ই সেপ্টেম্বর হ্গলীর দেবানন্দপ্রে। ৬১ বছরের কিছ্ বেশী কাল জীবিত থেকে ১৯৩৮-এর ১৬ই জান্রারী কলকাতায় দ্রারোগ্য ক্যান্সারে তাঁর অকাল মৃত্যু হয়।

খ্ব সংক্ষেপে এই তো দরদী কথা দিলপীর জীবন-কথা। সাহিত্য জীবনে তিনি যেমন অর্জন করেছিলেন আপামর জনগণের অসীম শ্রুখা আর ব্যক্তিজীবনে পেয়ে-ছিলেন বহন জ্ঞানীগন্ণীর সাহচর্য ও ভালবাসা। তাঁর মৃত্যুতে রবীদ্দনাথ যথাওহি লিখেছেন,

> "বাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে ক্ষতি তার ক্ষতি নয় ম্ত্যুর শাসনে। দেশের মাটির থেকে নিল তারে হরি দেশের হদুয় তারে রাখিয়াছে ধরি।"

শরংচন্দ্রের মৃত্যুতে মহান নেতা শ্যামাপ্রসাদ মৃথোপাধারে লিখেছেন, 'বৈতদিন বাঙ্গলা ভাষা থাকিবে, তর্তাদন বাঙ্গালির সৃথ-দৃঃথের সাথী শরংচন্দ্রকে কেহ ভূলিতে পারিবে না। সাহিত্য জগতে শরংচন্দ্রের অভ্যুদয় কলপ কথার মতই বিভায়কর।"

তাঁর মহাপ্রয়াণে ব্যাথাহত চিত্তে নেতাজ্ঞী স্বভাষ্কস্প্র
বলেছেন, "সাহিত্যাচার্য শরংচন্দ্র চট্টোপাধ্যারের অকাল
মৃত্যুতে ভারতের সাহিত্য গগন হতে একটি অত্যুক্তরল
জ্যোতিক খসে পড়লো। বদিও বহু বর্ব তাঁর নাম
বাণগলার ঘরে ঘরেই শ্ব্দ্ব পরিচিত ছিল, তথাপি
ভারতের সাহিত্য জগতেও তিনি কম পরিচিত
ছিলেন না। সাহিত্যিক হিসাবে শরংচন্দ্র বড় ছিলেন বটে,
কিন্তু দেশপ্রেমিক হিসাবে তিনি ছিলেন আরও বড়।"

# জুলিয়াস ফুচিক / ধবীর মিচ

দৈবরাচারী জন্সাদের হাতে মৃত্যুর মুখোম্থি গাঁড়িয়েও যে মান্য মাথা উচ্চ করে বলতে পারে—বিশ্বাস করি শেষ পর্যন্ত আমরা জিতবই। আমরা মরবো কিন্তু আমাদের উত্তরাধিকারীরা এগিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের অসমাপ্ত কাজ। যে মানুষ মৃত্যু দ-ডাদেশ শোনার পব সকলের সাথে গান গায় মুক্তির গান তারই নাম জুলিয়াস ফ্রচিক। খেটে খাওয়া মানুষ, ব্রুম্থিজীবীদের সংগ্রামের প্রতীক জ্বলিয়াস ফ্রিক। ফ্রাটক জন্ম গ্রহণ করেন ১৯০৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী, চেকেন্লাভাকিয়ার গ্নিচিভে। বাবা ছিলেন শ্রমিক। ফ্রাচক আঠার বছর বয়সে স্কুল ছেডে প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকেন। চার বছর আগে রুশ দেশে এক মহা আলোড়ন স্থিকারী বিশ্লব হয়ে গেছে। শ্রেণী শোষণের অবসান ঘটেছে। শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাষ্ট্র, প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ জন্ম লাভ করেছে। দেশে দেশে শাসক শোষক-শ্রেণীর ভীষণ-অনিচ্ছা সত্ত্বেও নানা পথে রুষ বিপ্লবের কথা পেশছে যায় প্রথিবীর নানা প্রান্তে সারা পৃথিবী জুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে, শোষণ বঞ্চনার বির**ুশ্ধে আন্দোলনে নতুন প্রাণের সঞ্চার হল।** চেক দেশেও গণ-আন্দোলনে ছাত্র আন্দোলনে এক নতুন জোয়ার সৃষ্টি করল রুশ বিশ্লবের বার্তা। রুশ বিশ্লবের এক বছরের মধ্যেই চেক আর শেলাভাক জনগণের শতাব্দী-বাাপী আত্মনিয়ন্তণের দাবির সংগ্রামের ফসল ফলল। জন্ম নিল চেকোশ্লাভাকিয়া। জাতীয় সরকার দায়িত্ব নিল किन्छ মানুষের দৃঃখ-জবমাননার অবসান ঘটল না। রুশ বিশ্লবের সাফল্যে উৎসাহী খেটে-খাওয়া মানুষ নতুনতর भ्जात महाम भारत करना। ১৯২১ সালে জन्म निम চেকো•লাভাকিয়ার শ্রমিকশ্রেদীর পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি। ঠিক এমনি সময়ে ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ফ্রাচক রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন।

প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের একটি বড় কেন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হবার অলপ কিছ্ব্ দিনের মধ্যেই জর্বালয়াস ফ্রিচক হয়ে উঠলেন সকলের প্রিয় ছাত্র নেতা—জলা। এ সময়ে অন্বিষ্ঠিত স্বকটি ছাত্র আন্দোলনে ফ্রিচক ছিলেন প্রথম সারিতে। তখনকার দিনে র্শ বিশ্ববের কথা, মার্কস্বাদ-লোননবাদের কথা ইউ-রোপের অন্য দেশগর্নালতে প্রচার করতে দেওয়া হত না। এতদসত্ত্বে তিনি দ্বলভ্ বইপত্র সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় পড়াশ্বান করতে লাগলেন। যতই পড়েন ততই প্থিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাদ্ধ—সোভিয়েত রাশিয়া, সে দেশের আদর্শ আর রুশ বিপ্লবের মহান নেতৃত্ব বিশেষ করে লোননের প্রতি তার শ্রন্থা, ভালবাসা আগ্রহ বাড়তে থাকল। এই ভাবেই জর্লালয়াস ফ্রিচক হয়ে উঠলেন একজন খাঁটি কমিউনিন্ট।

তথনকার রুশ দেশ—সারা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর, থেটে-থাওয়া মান্বের পিতৃভূমি, মুন্তির দেশ। অনেকদিন ধরেই সে দেশ দেখার সাধ ছিল ফ্রিচকের। ১৯৩০ সালে বহু আকাণ্থিত সে স্বোগ এল। পেশায় তিনি তথনছিলেন শ্রমিক। রুশ দেশের কির্বাহজ শ্রমিক ইউনিয়ন তাঁকে আমশ্রণ জানাল। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল চেক সরকারের প্রিলশ। ফলে ভিন্ন কোশলে তিনি রুশ দেশে পেশছলেন। অভূতপূর্ব সে দেশ-ফ্রিচকের স্বানার প্রতিষ্ঠিত সে দেশের সাধারণ মান্ব। তিনি অভিভূত হলেন। সমাজতকা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন।

ছোট বেলা থেকেই ফ্রচিক ছিলেন শিল্প-সাহিত্যসংগীতে অনুরাগী। তাঁর পরিবারেও এ সবের চর্চা
ছিল তাঁর বাবা কারখানার কাজ করার সাথে সাথে অভিনয়
ও সংগীতকেও জীবনের অংগ হিসাবে নিরেছিলেন।
অলপ বয়সেই ফ্রচিক স্লেখক হিসাবে পরিচিতি লাভ
করেন। ছাত্র জীবনে তাঁর বহু লেখা বামপন্থী পত্রপতিকার প্রকাশিত হয়। ২৯ সালে তিনি ভারবা নামে
একটি পত্রিকার প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন। ৩০ সালে
রুশ দেশ থেকে ফিরে আসার পর তিনি চেক কমিউনিন্ট
পার্টির মুখপত 'রুদে প্রভার প্রধান সম্পাদক হন।
বিপ্রবী সাংবাদিকতাই হয়ে উঠল তার জীবনের মূল
পেশা, এক বছরের মধ্যে লিখলেন অসংখ্য সম্পাদকীয়।
বক্কতা দিলেন সারা দেশ জুড়ে। দেশের মানুবের কাছে
বর্ণনা করলেন রুশ দেশের সেই অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

তংকালীন বুর্জোয়া চেক সরকারের বিষ নজরে পড়লেন ফ্রাচক। ৩১ সালে তাকে গ্রেপ্তার করা হল। জেলে বসে তিনি লিখলেন রুশ দেশ সম্পর্কে এক অপ্রে গ্রন্থ— 'সেই দেশ যেখানে আমাদের আগামী কাল ইতিমধ্যে বিগত।' চার মাস পরে তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। ৩৪ সালে ফ্রন্টিক আরও একবার রাশিয়া ভ্রমণ করেন। এবারও তিনি রাশিয়া সম্পর্কে নানা প্রবন্ধ লেখেন। দ্বিতীয় য**েখের প্রস্তৃ**তি চলছে ইউরোপে। স্পেনে গণতান্ত্রী সর-কারের অন্যায় ভাবে পতন ঘটিয়ে ফ্যাসিস্ত-স্বৈরাচারী ফ্রান্কো ক্ষমতা দখল করেছে। ইটালী, জার্মানীতে ফ্যাসিস্ত সরকার। হিটলারের জার্মান নাৎসী বাহিনী অস্ট্রিয়া দখল **করেছে। থাবা বাড়াচ্ছে চেকো**শ্লাভাকিয়ার স্ফেতিনল্যাশ্ডের দিকে। হিটলার প্রচার করতে শ্রুর করল-প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর শাস্তি চুক্তির কৃতিম স্থি নাকি চেকো-শ্লাভাকিয়া। আসলে এখানে জার্মান জনগণই নাকি বেশী। ৩৮ সালে সম্পাদিত হল ভয়ঞ্কর মিউনিখ চ্বন্তি। এই চুক্তির মাধ্যমেই হিটলার সুদেতিনল্যান্ড, প্রাগ এবং অবশিষ্ট চেক ভূমি দখল করল।

এই নির্ম্পান্ত চুক্তির বিরুদ্ধে সারা ইউরোপের মানুষ ঘৃণার ফেটে পড়েছিল। ফুকিক এই চুক্তির বিরুদ্ধে লিখেছিলেন: আমাদের জনগণকে বিক্তি করে দেওয়া হলেও তাদের আত্মচেতনাকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া এত সহজ নয়। বৈধভাবে সংবাদপতে এটাই তার শেষ লেখা। এরপর সমস্ত কমিউনিস্ট প্রস্পানিকা নিষ্মিধ করা হল। কমিউনিস্ট পার্টির ওপর নেমে আসে প্রচ্ছতম আক্রমণ। পার্টি আত্মগোপন করতে বাধা হয়।

৩৯ সালে হিটলার কর্ত্ব চেক ভূমি দখলের পর সারা দেশে বৃদ্ধিজীবীদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে ফ্যাসীবাদের সপক্ষে টানার চেল্টা চলে। ফ্রচিকের কাছেও এল এমন এক প্রস্তাব। হিটলারের সমর্থক 'চেন্স্কি দেলনিক' পরিকার পক্ষ থেকে 'শিলপ ও সংস্কৃতি' বিভাগের দায়িছ নেবার জন্য ফ্রচিককে আমল্রণ জানিয়ে এক চিঠি এল। অতান্ত ঘ্লার সঙ্গে ফ্রচিক উত্তর দিলেনঃ আমি যা লিখতে চাই, তা আপনার পরিকায় ছাপা সম্ভব নয়। আর আপনি যা ছাপতে চান তা আমার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়।

গেস্টাপো বাহিনী তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় হানা দিল। কিন্তু পেল না। আত্মগোপন করে পার্টির কাজ আর লেখা চালাতে লাগলেন। তখন পার্টির সামনে প্রধান কাজ ছিল ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলা। ৪১ সালে আত্মগোপন অবস্থাতেই তিনি পার্টির সর্বোচ্চ সম্মান, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময় তাঁর লেখাগর্নি গোপন পত্র-পত্রিকা মারফং শুখুর চেকোশলাভাকিয়া নয় তুরস্ক, স্ই-ডেন, স্ইজারল্যাণ্ড, রুমানিয়া এমন কি শত্ম শিবিরের মধ্যে পর্যাপত প্রচারিত হত। ৪১ সালের ২২ জুন হিটলার সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করল। সন্ধ্যা বেলাতেই ইস্তাহার প্রচার করলেন ফ্রচিক—'চেকবাসীকে হ্রসিয়ার।'

এইভাবেই জন্দিয়াস ফন্চিক আর তার পার্টি দেশের মান্বকে ফ্যাসী বিরোধী, সৈবরাচার বিরোধী সংগ্রামে ঐক্যবন্ধ করতে, নেতৃত্ব দিতে আত্মগোপন করে কাজ চালাতে থাকেন। গোপন ভাবেই প্রকাশিত হতে থাকল 'রন্দে প্রভো'। এই সময় তিনি একটি বই লেখেন নাম—'গ্রানাভেসেক' (খন্দে বাঁশী)। এই বইতে চেক কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে তার গর্বরোধ, প্রন্থা প্রকাশ পেয়েছে। সাথে সাথে তীর ঘৃণা আর বিদ্রুপ বর্ষিত হয়েছে শগ্র্নি

৪২ সালে ২৯ এপ্রিল ফ্রাচক গেণ্টাপোদের হাতে ধরা পড়লেন। চারশ এগারদিন প্রাগের প্যানফ্রাটস গেণ্টাপো বন্দী শালার বন্দী থাকার পর তাঁকে আনা হর বালিনের নাংসী বিচারালরে। তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হল ৪৩ সালের ২৫ আগল্ট। ফাঁসী হল ৮ সেপ্টেম্বরের বিষয় সকালে। কিন্তু সেই বিরয়ট হ্দরের স্পন্দন ফ্যাসিস্তরা বন্ধ করতে প্যরল না। ছড়িরে পড়ল কোটি কোটি মান্বের হ্দরে।

গেণ্টাপোরা ফ্রনিকের স্থা অগাস্তিনাকেও রেহাই দের্মান। তাঁকেও গেণ্টাপোদের কারাগারে ভোগ করতে হর অকথা নির্বাতন। ৪৫ সালে হিটলার পরাজরের পর তিনি মার্ত্তি পান। তাদের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধ্রে। স্থাী এবং ছেলেমেরেদের কাছে লেখা চিঠি থেকে তার পরিচর পাওয়া যায়।

জালিয়াস ফাচিক ছিলেন একজন খাঁটি কমিউনিস্ট।
চিক্সণ বছরের জীবনে কথনও মাথা নত করেনিন। মানুষের
পতি এক বক ভালবাসা, বিশ্বাস আর আদেশের প্রতি
নিষ্ঠাবান মানুষটি জীবনে কখনো হতাশ হয়নি। জীবনের
শেষ কাঁদন একজন সহাদয় জেলরক্ষীর সহায়তায় কিল
কাগজ আর পোঁশসল জোগাড করে লেখেন নানা অনুভৃতি
আর অভিজ্ঞতার কথা। আত্মবিশ্বাস আর আশাষ ভরা সে
সমস্ত লেখা। তিনি বিশ্বাস কবতেন ফাাসীবাদ একদিন
পরাজিত হবেই। তাঁর সে অমাশা সম্পদ লেখাগালা
সংগত করে তার মতার পর ফাদির মণ্ড থেকে' নামে
একটি বই বার করা হয়। বইটির শেষ লাইন হল—
বাধাগল, তোগাদের আমি ভালবাসতাম। হাসিমার থেক।
এই বইটি পথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষায় অন দিত হয়েছে।
সাবা পথিবীর মানুষ এই বইটি এবং তার লেখক সম্পর্কে
পরিচিত।

অস্মরুত প্রাণের জোয়ার, এই মানুষ্টির জীবনের শেষ কদিনের কথা তার সহবন্দীদের কাছ পেকে জানা শার। মৃতা আদেশ পাবার পর আদালতে দাঁড়িয়ে বলে-ছিলেন: 'আমি জানতাম আমাকে অভিযুক্ত করা হবে। কিন্ত আমাদের জয়ের সপক্ষে যা কিছা করণীয় তা আমি সম্পন্ন করেছি এবং বিশ্বাস করি শেষ পর্যন্ত জিতবই। আমরা মরবো কিন্ত আমাদেব উত্তর্গধকাবীরা চালিরে নিয়ে যাবে আসাদের অসমাপ্ত কারু।' আদালত থেকে কারাকক্ষে স্থিরে লিডা প্লাচাকে বলেছিলেন একটা গান শোনাতে। মাজির গান, সংগ্রাম্মর গান-সর বন্দীবা জালে সূর মেলাল। ফুচিকের বন্দী অবস্থায় র শ লাল ফৌজের হাতে ফাসিসত হিটলারের পরাজ্ঞার পালা শরে হয়েছে। ফাঁসির কিছুদিন আগে জেলের চারিপাশে প্রচড বোমার শাব্দে বিমর্য বন্দীদের উল্লেখ্যে ফ্রাচক বলেছিলেনঃ 'সোভিদেত জনগণ, তার মারিবাহিনী কেমন করে মঙ্গে আর লেনিনগ্রাদের নাৎসীদের পরাক্তিত করলো, কি অসীম তাদের মনোবল। এখন আমরা যদি নিশ্চিক হয়েও যাই তব, বিশ্বস্তভায় থাকবো অকৃত্রিম এবং সেটাই হবে আমা দের প্রকৃত জয়।'

ফ্রচিন্কর ফাঁসির দ্ব' বছর পর ফ্যাসাঁবাদ চ.ডান্ড-ভাবে পরাজিত হল রুশ লাল ফোল্সের হাতে। ফ্রচিকের স্বপ্নের দেশ জন্ম নিল চেকোম্লোভাকিষার। সারা বিশেবর সংগ্রামী মান্ত্রের কাজে জ্বলিদাস ফ্রচিক হরে উঠলেন সংগ্রামের প্রতীক, পরম আন্দার। আর আন্থাবিক্লরকারী সাংবাদিক ব্রন্থিজীবীদের গালে প্রচণ্ড চপেটান্বাত।

# तात्री अशिष्ठ-व्यथं तीषि ଓ ज्ञानतीषि / मिनता धाषात

আন্তর্জাতিক নারী বর্ষকে পিছনে ফেলে আমরা
এসে দাঁড়িয়েছি ৭৮-এর শেষ সীমার। মহান নেরী'
ইন্দিরা গান্ধীর শাসনের 'স্মহান ঐতিহা' আমাদের
ম্যরণসিন্ধকে আজও পাঁড়িত করছে। আর মেয়েরা
তাদের বোরখা আর ঘোমটার আবরণ ছি'ড়ে ট্রামে-বাসে
প্থে-ঘাটে সর্বাত 'নারী প্রগতি'-র বিজ্ঞাপন রূপে বিরাজমান। এ হেন অবস্থায় নারীপ্রগতির প্রশ্নটা নতুন । করে
উঠছে কেন. কেনই বা অর্থনীতি আর সমাজনীতির
নিরিখে তার নতুন ম্লায়েণের প্রয়োজন ?

এ প্রশেনর জবাব দিতে গেলে গণ আন্দোলনের গণ্ডীর মধ্যে নারীসমাজের দিকে একবার চোখ ফেরানো দরকার। আদমস্মারির হিসাবে দেখা যায়, ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হলেন নারী। কিন্তু গণ-আন্দোলনের দিকে তাকালে দেখা যায়, সেই মেয়েরা. আন্দোলনের সামনের সারিতে আসে খ্বই কম। আরও লক্ষ্যণীয় বিষয় এটাই, বিগত কয়েক বছরে রাজনীতির নামে তাপ্ডব ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে ছাত্রীদের এগিয়ে আসায় বিরাট বাধা হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রোনো ক' বছরের প্লানিকে ম্ছে কেলে ট্রেড-ইউনিয়ন ও মহিলা আন্দোলনে মেয়েরা কিছ্ব কিছ্ব এগিয়ে আসছেন। কিন্তু শিক্ষার আলোকপ্রাপ্তা ময়েরেদের এই অনীহা আর জড়তা কাটিয়ে ওঠাটা একটা বিরাট সমস্যা হিসেবে দেখা দিছে।

কেন এই সমস্যা, কোথায় এর সমাধান তা খ্রুজতে গিয়েই অর্থনীতি ও সমাজনীতির সপ্পে নারী প্রগতির সমস্যাটা মিলিরে দেখার প্রয়োজন দেখা দিছে। অর্থাৎ সমাজ বিকাশের কোন স্তর পার হয়ে, সমাজের কোন প্রেক্ষাপটে দীড়িয়ে মেয়েরা এই জাতীয় ভাবনায়, অনীহায় ভুগছে তা স্পন্টভাবে না জানলে সত্যিই এ রোগের চিকিৎসা অসম্ভব।

নারী প্রগতির প্রশ্নটা আমাদের কাছে অনেকথানি শিক্ষার স্থেষাগ, ঘরের গণ্ডী ছেড়ে বাইরে আসার প্রশ্নের সংগ্যে জড়িত। যে দেশে নারীসমাজের ৮৫ ভাগ নিরক্ষর যরের কোণে খান্তি নাড়া ছাড়া অন্য কাজ যে দেশে অপ্রাধের সমতৃল্যা সে দেশে শিক্ষার স্থোগ পাওয়া, বাইরের মন্ত প্রথিবীতে বিচরণ করার অধিকার পাওয়া প্রগতি'র লক্ষণ সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের কাছে অর্থাৎ আমরা ধারা সমাজ পরিব্তনের কথা বলি, নারী-প্র্যের সমানাধিকারের কথা বলি, তাদের কাছে নারী প্রগতি'র প্রশন্টা ঠিক ঐট্কুর মধ্যে সীমাবন্ধ নয়। নারী প্রগতি'র প্রশন্টা ঠিক ঐট্কুর মধ্যে সীমাবন্ধ নয়। বারী প্রগতি'র প্রশেন আমরা আরও অনেক কিছুর ব্রিথ বা অর্থনীতির সন্গো, উৎপাদন ব্যবস্থার সঞ্চো ছনিন্ঠভাবে সংখ্র । সমাজকে বিচার-বিশেল্যণ করেল, সমাজের প্রতিটি স্তরে নারীসমাজের অবস্থিতি অনুধারণ করেল. এটা

গপণ্টতই বোঝা ধায় যে, উৎপাদন-ব্যবস্থায় ভূমিকা পরি-বর্তনের সংগ্য সংগ্য সমাজে নারীর অবস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। 'নারীম্রান্ত' বা 'নারীপ্রগতি' তাই সমাজ-অর্থ-নীতিতে তার সমানাধিকারের প্রশেনর উপর নির্ভরশীল।

সমাজবিকাশের বিভিন্ন স্তরে মেয়েদের ভূমিকা সংক্ষেপে উল্লেখ করলে বিষয়টি সহজতর হবে। প্রথিবীর আদি-ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আদিম যুগের সমাজ ছিল মাত্তান্তিক। আরও লক্ষ্য করা যায়, আদিম সাম্যবাদের যুগে মেয়েরা কিন্তু গ্রাগ্রয়ী ছিলেন না। মেয়ে-পরেষ নিবিশেষে সকলেই খাদ্য সংগ্রারে জন্য শিকার-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতেন। সে যুক্রে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে খাদ্য সংগ্রহ করাই ছিল কঠিন ব্যাপার। এক-একটি গোষ্ঠীতে যে জনবল তা সেই গোষ্ঠীর খাদা-সংগ্রহে নিয়োজন করা ছিল একান্ত-প্রয়োজন। এই অবস্থায় দাঁডিয়ে উৎপাদনে সমানভাবে অংশগ্রহণ করে নারী-পরেষ উভয়েই ছিল সমাজের সম্পদের সমান অধি-কারী। সামাজিক দায়-দায়িত্বের সমান অংশীদার। কিন্তু সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। অর্থাৎ মেয়েরা বিশেষ কিছু সম্মান মর্যাদা সমাজের কাছে লাভ কর্তেন। কারণ. উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করা ছাডা তাদের আরেকটি বিশেষ ভূমিকাও সে যুগের সমাজ লক্ষ্য করেছিল। তা হলো সম্তানোংপাদন ক্ষমতা। এই জনসম্পদ স্থির ক্ষমতাই তাকে সমাজে বিশেষ অধিকার দিয়েছিল। উ**ল্লেখ**-যোগ্য বিষয় এই যে, ইতিহাসের বিকাশ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যে জনোৎপাদন ক্ষমতা একয়:গে নারীকে সমাজে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল সেই জনোংপাদন ক্ষমতাই পরবর্তী যুগে তার সবচেয়ে বেশী লাঞ্নাব কারণ হয়ে দাঁডিয়েছে।

সমাজবিকাশের গতিপথে মান্ষ ক্রমশ কৃষিকাজ গৈখল। মেয়েরাও কৃষিতে অংশগ্রহণ করল। ফলে, একটা বৃহত্তর শ্রমবিভাগ হল। পুরুষেরা ম্লত শিকারের কাজ ও মেয়েরা কৃষিকাজে অংশগ্রহণ করতে লাগল। আগের যুগে ষেট্কু খাদ্য সংগৃহীত হত, তার সবটাই সমাজের প্রয়োজনে লেগে যেত। কিন্তু কৃষিকার্য শুরু হওয়ার সংগে সংগ্র প্রয়োজনের উন্ত্ত কিছু সম্পদ সাঘ্ট হতে লাগল। একদিকে এই সম্পদের মালিকানা ও উত্তরাধিকার, অন্যদিকে দুটি নারীপুরুষের পরস্পরকে ভালোবেসে ঘর বাধার প্রেরণা থেকে গ্রিবারের সৃষ্টি হল। ধীরে ধীরে নারীর আর পুরুষের সমান শ্রম করার প্রয়োজন থাকল না। নিজের শারীরিক সীমাবন্ধতা ও মানসিক প্রবণতার দিক থেকে মেয়েরা ক্রমশঃ সম্ভানপালন, কৃষি ও স্ক্রমর্তিবোধের পরিচয়ষ্ত্র কাজকেই বেশী বেশী করে পছন্দ করতে লাগল। গৃহাশ্রমী হয়ে উঠতে লাগল।

এরপর এল দাঁস যুগ। আরও উন্বৃত্ত শ্রম সৃষ্টি হতে লাগল। দাসের শ্রমকে ব্যবহার করে প্রভূ আরও ধনী হয়ে উঠতে লাগল। এই দাস-ব্যবস্থায় নারী ও পরেষ উভয়েই তার শ্রুর্যদান করত। এছাড়া সে যুগে নিয়ম ছিল, দাসের সম্তানও প্রভর অধীনে দাস হবে। অর্থাৎ, দাস বংশপরম্পরায় প্রভকে সেবা করবে। অর্থাৎ, যতবেশী দাস-সম্তান উৎপাদন করা যাবে ততই প্রভূর লাভ। দাস নারী এই অবস্থায় দাঁডিয়ে আরও বেশী নির্যাতিত আর শোষিত হতে লাগল। দাস উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে दावर् ठ रू नागन। भूथक मञ्जा भ्वीकात ना তার মনকে মর্যাদা না দিয়ে এই যুগ থেকেই তাকে শ্রমিক উৎপাদনের যল্ত হিসেবে ব্যবহার করা হতে লাগল। দাস-নারীর বহু,গামিতাকে নিয়ম করে তোলা হল। এই অবস্থার একটা নির্মাম প্রতিফলন আছে গিনি-বিসাউ-এর একটি স্বীপে। এখানে বসবাসকারী মান,্ষের পিত্-পরিচয় নেই, পরিবার নেই, শুধু মাত্পরিচয় আছে। অন্সন্ধানে জানা যায়, এই ম্বীপে বসবাসকারী দাসদের বিবাহের অধিকার ছিল না, যে কেউ যে কোন দাসনারীর সঙ্গে মিলিত হতে পারত। এর ফলে সন্তান উৎপাদন হত বেশী। দাস-মালিকও অনেক বেশী দাস-শ্রমিক পেতো। এই সময় থেকেই নারীর মর্যাদাহীনতার যুগ শুরু হল। নারীও শ্রমিকের মত মানুষ হিসেবে নয়. ব**স্তু হিসেবে প**রিগণিত হতে লাগল। দাস-য**ু**গের বিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মন্তব্য উল্লেখ করলে বিষয়টি আরও পরিন্কার হয়। আরিস্টটলের মতে, দাস-দাসী সম্পদ, স্ত্রী এই সমস্ত কিছুর মালিক হল পরিবারের কর্তা। স্ত্রী এখানে পরিবারের কর্ত্রী নয়। পরিবারের কর্তার সম্পদের তালিকায় একটি সংযোজনমাত। উৎপাদনের উপকরণের উপর মালিকানা বিস্তাবের সঙগে সংগ্রাপিত তান্তিক সমাজের স্থান্ট হল। মেযেদের সমাজের উপর কর্তার হ্রাস পেল।

সামশ্ত যুগে মেয়েদের অবস্থা আরও কর্ণ ৃহয়ে উঠল। উম্বৃত্ত শ্রমের সপো সপো এক শ্রেণীর মানুষের বিলাসিতাও বৃশ্ধি পেল। মেয়েদের উংপাদন থেকে বিচ্ছিল্ল করা হল। তাদের একমাত্র কাজ হল সন্তান-উৎপাদন, ক্রমশ নারীদেহ ভোগের সম্পদ হয়ে উঠল। স্কুদর ফ্রল-ফল হাজারটা বিলাসিতার জিনিসের সংগা সংগা নারীদেহও হয়ে উঠল ভোগের পণ্য। নারীদেহ নিয়ে চলল অবাধ বিকিকিনি। সুন্দর জিনিস মাত্রে পাওয়ার অধিকার সামশ্ত প্রভুর। সেই হিসেবে স্ফারী নারীও তাই তার ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে বিক্রীত হতে লাগল। 'উদার মহানহ,দয় সৌন্দর প্রির' বাদশাদ আকবর তার বিলাসের প্রাসাদ ফতেপুরে তার ছবি রেখে গেছেন। সেখানে সুন্দরী নারী ছিল দাবার গুটিমাত। সামন্ত ব্যবস্থার অত্যাচার এমন চরম পর্যায়ে উপস্থিতি হয়েছিল, যে, গাছের প্রথম ফলের মত কুমারী নারীকে তার প্রথম যৌবন উপহার দিতে হত সামৃত প্রভুকে। শুনেছি, এখনও ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও নাকি এই প্রথা চাল, আছে। বিয়ের

প্রথম রাতে জমিদার-জোতদার নববধ্কে উপভোগ করার
মহান দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সামন্ত বুগ থেকেই
উৎপাদন থেকে নারী সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হল। সন্তান উৎপাদন ও গ্রুম্থালী হল তার ভূমিকা। গ্রের এই কাজ,
নারীর এই সেবাকে উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় তার ভূমিকা বলে
স্বীকার করা হল না। নারীকে দাসীতে পারণত করা
হল। ঘোমটার আবরণে তাকে ঢেকে রুপোপজীবির ভূমিকা
দেওয়া হল।

সামন্ত য্গের পথ পার হয়ে ধনতন্ত্রের য্গে এসে নারীকে কিছ্টা স্বাধীনতা দেওয়া হল। কিন্তু সে স্বাধীনতা দেওয়া হল। কিন্তু সে স্বাধীনতা দেওয়া হল। কিন্তু সে স্বাধীনতা দেওয়া হল শ্রমের প্রয়োজনে। কৃষককে য়েমন জাম থেকে মৃত্তু করে, সামন্ত প্রভুদের অধীনতা মৃত্তু করে, তথাকথিত 'স্বাধীন শ্রমিক'-এ পরিণত করা হল, মেয়েদেরও তেমনি স্বাধীনতা দেওয়া হল, ঘোমটার আবরণ ছি'ড়ে তাকে শ্রমের বাজারে নিয়ে আসা হল। তাকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হল, তাকে 'প্রগতিশীল' করে তোলা হল, নারীসমাজকে উম্মতি করার জন্য নয়, তার শ্রমকে প্রয়োজনীয় করে তোলার জনা। সংগ্র সংগ্র নারী সম্পর্কে মৃলগত ধারণার কোন পরিবর্তন ঘটল না। বুজোয়া যুগে দাঁড়িয়ে নারীদেহ পণ্যে পরিণত হল। অন্যান্য পণ্যের মত তাকেও প্রতিযোগিতার বাজারে নামিয়ে দেওয়া হল নম্নভাবে।

বুর্জোয়া ব্যবদ্থা যেহেতু সামশত ব্যবদ্থা থেকে এক ধাপ অগ্রসর একটা ব্যবদ্থা সেহেতু এই ব্যবদ্থা প্রথম যুগে নারীসমাজের ক্ষেত্রেও কিছ্ প্রগতিশাল ভূমিকা পালন করেছিল। মেয়েদের ঘর থেকে বাইরে এনে শিক্ষার সপ্রেণ যুক্ত করেছিল। এই কাজের পিছনে তাদের দ্বার্থা ছিল দ্'ধরনের—এক, শিলেপর শ্রমিক যোগান দেওয়া: দ্ই নারীর শারীরিক অপট্রছের অজ্হাত দেখিয়ে একই পরিমাণে শ্রম অনেক কম দামে কেনা। এখনও, ভারতের বিভিন্ন শিলেপ এই মেয়েদের প্রথ্রের তুলনায় কম মজ্বরী দেওয়ার অবস্থাটা বজায় আছে। কিল্ডু লক্ষাণীয় ব্রের্জায়ারা শ্রমের ক্ষেত্রে নিজের স্বার্থে কিছ্টা ব্রাধীনতা দিলেও শেষ পর্যক্ত প্রর্থকে আনন্দ দেওয়াই যে তার একমার লক্ষ্য। প্রর্থের উপর নির্ভার করা ছাড়া মেয়েদের গত্যন্তর নেই—এই ভাবনাটা বজায় রেথছে।

বিশেষত, বৃদ্ধোয়া ব্যবস্থার অবক্ষয়ের যুগে, এই বিষয়টা আরও রৃতভাবে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধোয়ায়া এখন আর তাদের ব্যবস্থাটো ভেঙে পড়ছে। প্রমের সামেরে না। তাদের ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়ছে। প্রমের সামের কাশে সম্বোগ ক্রমণ সম্কুচিত হচ্ছে। ফলে, প্রমুখ-প্রমিকের সম্পো সংগঠিত হয়ে এই ভেঙে পড়া পচা-গলা ব্যবস্থাটাকে চ্রয়য়র করে নিয়ে নতুন ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে য়াওয়ায় কথা বলছে। এই সংগ্রামী মান্মকে বিল্লান্ড করার, সংগ্রামবিম্থ করার অপচেন্টাও তার পাশাপাশি চলেছে। এই বৃগে তাই (শেষাংশ ৩২৮ প্রতার)

## রক যুবকেন্দ্র সমাচার

(क) विकान विवयक चाटनाइनाइक:--

আগণ্ট মাসে যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে এবং বি আই টি এম-এর সহযোগিতায় বিভিন্ন রক যুব কেন্দ্রে বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের জন্মশতবার্ধিকীর সংগে সাযুক্তা রেখে এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিশ্রত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের কর্মবিহুল জীবনকে স্মরণ করে আলোচনাচক্রের বিষয়স্চীতে ছিল—আইনস্টাইন ঃ তাঁর জীবন ও কর্ম।

রক পর্যায়ে এই সব মনোগ্রাহী আলোচনায় অংশগ্রহণ করে মাধ্যমিক শিক্ষায়তনের ছাত্র-ছাত্রীরা। জটিল তত্ত্বত আলোচনাকে যতদ্র সম্ভব জীবনধর্মা করায় ছাত্র-ছাত্রীরা যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করে। গত ২৮শে আগষ্ট এই আলোচনাচক শেষ হয়।

রক পর্যায়ের আলোচনাচক্রের পর জেলাস্তরে আলোচনাচক্রের আয়োজন এগিয়ে চলেছে। এই আলোচনা আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। জেলাস্তরের সফল ছাত্র-ছাত্রীরা রাজাস্তরের প্রেণিঞ্গীয় রাজাগ্র্যালর মধ্যে একটি প্রতিযোগিতাম্লক আলোচনার অংশগ্রহণ করবে।

### (খ) পর্বতাভিযানে আর্থিক অনুদান:-

এই বিভাগের কাজকর্মের মধ্যে তর্ণ য্বকয্বতীদের পর্বতাভিযানে আগ্রহী করে তোলার জন্য
আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা আছে। এ বছরে এ পর্যন্ত
পশ্চিমবংশ্গর সংস্থাগন্লিকে বিভিন্ন শৃংগে আরোহণ
করাতে সাহায্য করার জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া
হয়েছে। এ বাবদ এ পর্যন্ত আনুমানিক ৮০ হাজার
টাকা অনুদান মঞ্জার হয়েছে।

### (গ) तक बाब दकना नमानातः-

ব্ব কল্যাণ বিভাগের পরিধি বা কর্মক্ষেত্রকে বিস্কৃত করার জন্য ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গের ৩৩৫টি রকের প্রত্যেকটিতে একটি করে রক যুব কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৯০টি রকে রক ব্ব কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং এই সব অফিসের কাজকর্মও স্থাপ্তাবে এগিয়ে চলেছে।

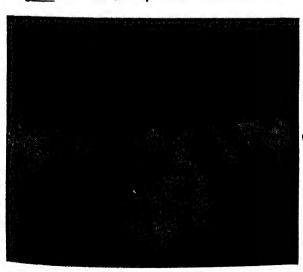
সম্প্রতি আরও ১০০টি রকে রক য্ব কেন্দ্র প্রাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী আদেশ জারী করা হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রাথমিক কাজকর্ম দ্রতভালে এগিয়ে চলেছে। আশা করা যায় খ্ব শীঘ্রই এই ১০০টি যুব কেন্দ্রের কাজকর্মও প্রেরোদমে শ্রুর হয়ে যাবে।

## (च) निका म्लक क्षरपत जना जन्मान:--

সম্প্রতি যাব কল্যাণ দপ্তর বিজ্ঞাপন দিয়ে রাজ্যের বিজ্ঞিন বিদ্যালয় থেকে শিক্ষামালক দ্রমণের উদ্দেশ্যে আর্থিক অনুদান সংক্রাণ্ড আবেদনপত্র আহ্বান করে। বিশেষ করে অনুদান সংক্রাণ্ড আবেদনপত্র আহ্বান করে। বিশেষ করে অনুদান সংক্রাণ্ড আবেদনপত্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষামালক দ্রমণের স্বোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই যাব কল্যাণ দপ্তর এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আবেদনপত্র দেওয়ার শেষ দিন ছিল ৩১শে আগণ্ট। সাদ্র পাললী অঞ্চলের বিদ্যালয়গ্রালিও এ বিষয়ে যথেন্ট উৎসাহ দেখায়। ৩১শে আগণ্ট পর্যন্ত যে সমস্ত আবেদনপত্রগর্নিল দপ্তরে এসে পেশছেছে সেগালি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উপব্রুক্ত বিদ্যালয়গ্রালি এ বাবদ আর্থিক অন্দান পাবে। প্রসংগত বলা যেতে পারে এ বিষয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে যে অভাবনীয় উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হ'য়ছে তা বিভাগীয় কর্মকাণ্ডের গাতিকে যে আরও বাড়াতে সাহায্য করবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

### (६) अधितिङ कर्म जरम्यान श्रकरभः --

এই প্রকল্পে যুব কল্যাণ বিভাগ আগণ্ট মাস সর্যাত্ত ২ লক্ষ্ণ ও হাজার ৫৬৬ টাকা প্রাণ্ডিক ঋণ প্রদান ক'র। এর ফলে ২০ লক্ষ্ণ ৬০ হাজার টাকার বিনিয়োগ নম্ভব হরেছে এবং ৪৭টি প্রকল্প র্পায়ণের পথে এগিয়ে চলেছে। এর শ্বারা ২০০ জন বেকারের কর্মসংস্থান সম্ভব হরেছে।



হাবিবপ্র ও বাম্নগোলা ব্লক বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে
আংশগ্রহণকারী (প্রেফ্লারপ্রাপ্ত) ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ :—
বাঁদিক থেকে—দিলীপকুমার সরকার প্রদীপ সিনহা,
শ্রীমতী নিস্কৃতি সাহা, শ্রীমতী লাভলি বস্ ঠাকুর,
স্বশ্না ভট্টাচার্য, প্র্ণিচন্দ্র সরকার, অমলকুমার দাস।



হাঁসখালি রক য্বকেন্দ্র আয়োজিত বিজ্ঞান আলোচনাচক্রের সফল প্রতিযোগিরা (দন্ডায়মান)।



জাম্বিরা ১নং ব্লকের বিজ্ঞান আলোচনাচক্তে একজন ছাত্র-প্রতিযোগী বন্তব্য রাখছে।

## আমাদের চোখে আমাদের দেশ / অমিতাভ মুখোগাধ্যায়

(রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবে বিদ্যালয় বিভাগে দ্বিতীয় প্রস্কারপ্রাপ্ত প্রবংধ)

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন "আমার মাত্ভূমি ভারতবর্ষ। জননী আর জন্মভূমি স্বর্গ হতেও শ্রেষ্ঠ—এই শ্ববিবারু। ভারতের প্রতি ধ্লিকলা পবিত্র। এক মহাতীর্থ আমার দেশ।" আমার দেশ প্রকৃতির স্বাভাবিক আয়ুধে স্মৃতিজ্ঞত। উত্তরে তুষার মৌলী হিমাচল দ্র্লভ্যা প্রাচীর রূপে বহিঃশহুর আক্রমণ প্রতিহত করেছে। প্রে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে যথাক্রমে বংশাপসাগর, আরবসাগর, ভারত মহাসাগর শত্রুর আক্রমণের আশভ্কাকে দ্রে সরিয়ে রেখেছে। আমার চোখে, আমার দেশ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই জানা দরকার আমাদের দেশের ভারতবর্ষ বা India নামকরণ হ'ল কেন?

#### নামকরণ

কিংবদন্ত আছে, ভরত নামে এক রাজা এদেশে রাজ্য করতেন। তাঁহারই নাম অনুসারে এই নামকরণ হয়েছে। প্রাচীন প্রোণ গ্রন্থেও এই দেশকে ভারতবর্ষ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন আর্যগণ অবশ্য এদেশে তাঁদের বাসভূমিকে 'সপ্তাসন্ধ' নামে অভিহিত করতেন; এই সিন্ধু শব্দই প্রাচীন পার্রাসকগণের উচ্চারণে হিন্দুতে র্পান্তরিত হয়। এর থেকেই ক্রমে ভারতীয়গণ 'হিন্দু' বলে পরিচিত হলেন এবং তাঁদের বাসন্থান 'হিন্দুস্থান' নামে খ্যাত হ'ল। এই হিন্দু শব্দ প্রারায় গ্রীক ও রোমক লেখকদের লেখা 'ইন্দুন্শ' Indus রূপ গ্রহণ করে, এবং এই 'ইন্দুন্শ' থেকে 'ইন্ডিয়া" নামের উৎপত্তি।

#### আমার চোখে আমার দেশবাসী

কবিগ্রের রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "দেশ মান্বের স্থিট। দেশ মৃন্মর নয় সে চিন্মর…দেশ মাটিতে তৈরী নয়, দেশ মান্বের তৈরী।" তাই আমাব চোখে আমার দেশ সম্পর্কে লিখতে গেলে জানতে হবে ভারতীয় জনতত্ত্ব।

অনাদি অতীত কাল থেকে কত জাতি, কত বর্ণের লোক যে এই ভারতভূমিতে আগমন করল তার ইয়ত্তা নেই। বহু জাতির আগমনে ভারতবর্ষ এক মহামানবের মিলনতীর্ষে পরিণত হয়েছে।

"হেথার আর্য, হেথা অনার্য, হেথার দ্রাবিড় চীন— শক-হ্ন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।" কবিগ্রে রবীন্দ্রনাথের প্রেন্তি বর্ণনা শ্র্মাত্র কবি কল্পনা নর, ঐতিহাসিক সত্যের বহিঃপ্রকাশ।

বিভিন্ন বর্ণ ও প্রেণীর জনসাধারণের দেহ গঠনের, বিশেষ করে কেশ বৈশিষ্টা, টোখ ও চামড়ার রং, নাসিকা. কপাল ও নরম্ভের আকৃতি ইত্যাদির পরিমিতি গ্রহণ

করে, ন্বিজ্ঞানীগণ ভারত-বাসীর জনতত্ত্ব নির্পণের চেন্টা করেছেন। সকলের পরিমিতি একই মানদন্ড অনুসারে গ্হীত হয়নি; ফলে মত পার্থক্য রয়েছে। বিখ্যাত আধ্নিক নৃতত্ত্বিদ ডঃ বিরজা শংকর গ্রের মতে ভারতবাসী মোট ছয়টি শাখা ও নয়টি উপশাখায় বিভক্ত।

- (১) নেগ্রিটো বা নিগ্রোব্ট (The Negrito)
- (২) আদি অন্টোলয় ( Proto-Austroloid )
- (৩) মোজলীয় ( Mongoloid ) এরা আবার তিনটি শাখায় (১) দীর্ঘমন্ড প্রাচীন মোজলীয় (২) গোলমন্ড প্রাচীন মোজলীয় (৩) তিব্বতী মোজলীয়।
- (৪) ভূমধ্যসাগরীয় (Mediterranean) এরা আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত (১) প্রাচীন ভূমধ্য সাগরীয় (Palaeo-Mediterranean) (২) ভূমধ্যসাগরীয় Mediterranean) ৩)প্রাচ্য(Oriental type)(৫) পশ্চিমী প্রশৃস্তশির জাতি (Western Brachycephalo) এরাও আবার তিনটি শাখায় বিভক্ত (১) অ্যালপাইন (The Alpiniod) (২) দীনারীয় (The Dinaric) (৩) আর্মানীয় (The Armenioid) (৬) নির্ভিক (Nordic)

### আমার চোখে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

বিশ্বের মেহনতী মানুষের নেতা শিক্ষা সম্পর্কে বলেছেন--"শিক্ষা স্বনামধনা মাক্স G এডেগল বলতে আমরা বুঝি তিনটি দিক প্রথমত মানসিক শিক্ষা, শিতীয়ত শারীরিক শিক্ষা, যেমন শিক্ষা জিমনাসটিকস**েও** সামরিক বিদ্যালয়ে দেয়া হয়, তৃতীয়ত কারিগরী শিক্ষা যে শিক্ষা সমস্ত রকম উৎপাদন পশ্ধতিতে সাধারণভাবে কাজে লাগে এবং সাথে সাথে শিশ্ব ও তর্ণদের সমস্ত বিষয়ের সাধারণ ফলুপাতি নাড়াচাড়া করতে ও বাবহার করতে উৎসাহ দেয়।" (মার্কস এঙগলস নির্বাচিত রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড) কিল্ড আমার চোখে আমাদের দেশে তৃতীয় ধরণের কোন ব্যবস্থা প্রচলিত নেই। কারণ আমাদের দেশটা হচ্ছে ধনতান্তিক দেশ। এই ধরণের দেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে প'্রিজপতিরা, ব্রজোয়াশ্রেণী। এরা মুনাফার কথা ছাড়া আর কিছু ভাবে না, এমনকি তারা যে শিক্ষানীতি নির্ধারণ করে তাও মনোফার দিকে লক্ষ্য রেখে। তাদের কল-কারখানা অফিস চালানর জনা যে পরিমাণ শিক্ষিত শ্রমিক বা কর্মচারীর প্রয়োজন শ্ব-মাত্র সেই সংখ্যক মানুষের জন্য তারা শিক্ষার ব্যবস্থা করে।

ভারতবর্ষের ৭০% লোকই কৃষিজীবী। প্রেনন আমলের যন্দ্রপাতি হাল-বলদ ব্যবহারের জন্য শিক্ষিত ব্যক্তির দরকার হয় না। তাই আমার দেশের ৪০ কোটি মানুষকে শাসকশ্রেণী শিক্ষিত করার কোন প্রয়োজনই মনে করেনি। পৃথিবীর মোট নিরক্ষর লোকের ৫০% বাস করে ভারতবর্ষে যেটা স্বাধীনতার সময়ে ছিল ১০% বা ১২% এর মত।

১৯৪০ সালে সোভিয়েত দেশের অন্যতম কমিউনিস্ট নেতা এম, আই, কালিনিন শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করেন "Education is definite, purposeful and systemetic influencing of the mind of the person being educated in order to imbue him with the qualities desired by the educator."

আমার চোখে আমার দেশের শাসকপ্রেণী এটাই চেয়ে-ছিলেন। এখন দেশ জোড়া গভীর সংকট। একচেটিয়া পর্বাজপতি, জমিদার ও জোতদারদের স্বার্থারক্ষায় সদা চণ্ডল এ সরকার। ধনতন্ত্র বিকশিত হতে পারলেও (আজকের যুগে যা অসম্ভব) শিক্ষাক্ষেত্রে যতট্বুকু অগ্রগতি ঘটতে পারত, আমাদের দেশে সেট্বুকুও হতে পারেনি। এবং আমার চোখে আমাদের শাসকগ্রেণীই তা হতে দেরনি। কেননা "In a class society, there never has been nor there can be, education outside or fabove the classes"

স্তরাং আমার চোখে আজকের শিক্ষা জগতের এ পরিস্থিতি শাসকশ্রেণীর স্বার্থকেই সয়ত্নে রক্ষা করে চলেছে।

ভারত সরকার পশ্চম পশ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তাবেও গণতাশ্যিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত প্রস্তাবই বাতিল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু উচ্চবিত্তদের মধ্য থেকে কিছুকে বৈছে নিয়ে সুযোগ সুবিধা দানের প্রোনা নীতিই বহাল রেখেছিলেন। সাত বছর আগে ২ বছর ধরে পশ্চম পশ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে ৩২০০ কোটি টাকা দেবার বাগাড়েন্বর প্রতিশ্রন্তি সত্ত্বেও ১৭২৬ কোটি টাকা বরান্দ করা হয়েছিল, অথচ এই সময়ের মধ্যে দ্রব্যম্ল্য বৃন্ধি হয়েছিল ৪০%।

আমার চোখে ১৯৭৯ সালের মধ্যেও সমস্ত শিশ্র ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অস্তত পাঁচ বছরের শিক্ষা বাবস্থা প্রবর্তনের আশা নেই, কারণ এমন কি পরিকল্পনায় প্রতিশ্রেতি অনুষারী মাত্র ৮২ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী (৬-১৪ বছর বয়স পর্যাত্র) স্কুলে নাম লেখাবে এবং নাম লেখান ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে থেকে ৪০% পাঁচ বছরের শিক্ষা সমাপ্ত করবে। অপর সকলে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে নিরক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। ৮৫-৮৬ সাল পর্যাত্ত ৮ বছরের সক্লে শিক্ষা ব্যবস্থা দ্রে রাখা হয়েছে। ১০+২ +০ বছরের শিক্ষার অপেক্ষাকৃত কম সময়ের অর্থাং ১০ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষার স্ব্যোগ স্ভি হয় ২৬%-এর চেয়ে বালক-বালিকার জন্য। এটা ৭০ সালের ২২%-এর চেয়ে কোলকমে ৪% বেশী। ৭ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন বালক-বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালরে ঢোকার স্ব্যাগ পার। কিন্তু তব্ও পরিকল্পনা বর্তমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লিতে

বালক-বালিকাদের বিনা বেতনে পড়ার স্বযোগ থেকে বলিত করতে চায়।

আমার চোখে আমাদের শিক্ষা বাবস্থার কেন্দ্রীর সরকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাখ্লা, নেহর্-খ্রুব কেন্দ্র, হোন্টেলের স্থোগ বৃন্ধি, ডে-ড্রুডেন্টস হোম, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ভোজনালার, বই ব্যাৎক ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক ছাত্র খ্রুবকে প্রলুব্ধ করতে চায়; কিন্তু ছাত্রদের গণতান্তিক দাবী, ছাত্র-সংসদ গঠনের অধিকার, বিশ্ববিদ্যালারের এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও পরিচালন ব্যবস্থার ছাত্র প্রতিনিধিত্ব ও শিক্ষা ব্যবস্থা র্পায়ণে ও পরিচালনার ছাত্রদের অংশ গ্রহণের অধিকারের কথা উচ্চারণ করে না।

আমার চোখে জমিদার তল্তের সংগে আপোষের ফলে প্রামীণ জনগণের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তারা শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে না। ভারত সরকার প্রকাশিত 'India-74' এ প্রচারিত তথ্য থেকে দেখা যায় ১৯৬৫-৬৬ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে পঞ্জম শ্রেণী) ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫ কোটি ৯৩.৫ লক্ষ এবং ১৯৭১ সালে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যক্ত ছার সংখ্যা ২ কোটি ৭ ২ লক্ষ। তাহলে দেখা যায় প্রাথমিক শিক্ষা নিতে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল অথচ শিক্ষা জীবন পরিচালনা করতে পারল না এমন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ। এরা হচ্ছে সেই হত-ভাগ্যের দল যাদের পিতামাতা ভূমিহীন অথবা অতান্ত অলপ জমির মালিক। এবং বুর্জোয়া গণতাল্টিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজের শিকার—জোতদার ও মহাজনী শিকারে পিল্ট। এরা শুধু ৮/১০ বছরে পদার্পণ করার পূর্বেই অন্যের বাড়ীর রাখালি শরু করে আর স্কুলে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে চেয়ে বাতাস ভারী করে তোলে. শীর্ষ-কাপড নেই, গাছের পাতা যাদের খাদ্যতালিকার স্থানে—বিদ্যালয় তদের কাছে বিলাসিতা।

তব্ এদেরই বিরাট অংশ দঃসাহসে ভর করে পাঠ-শালার ভূতি হয়। শতচ্চিন্ন জামাকাপড আর অভ্র শরীরে গা মেলায় স্কুলে যাওয়া ছাত-ছাত্রীর মিছিলে। তারপর শরে হয় মিছিল ভাগ্যার পালা। স্কুলর মিছিল एए अक धकि जश्म हाल यात्र की वीकात मन्धात। উচ্চতর ক্লাসে পড়াশ্বনা করার নিশ্চয়তা নির্ভার করে অভিভাবকদের আয়ের ওপর। গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংখ্যার বিভাজন থেকে জানা যায় ১ম শ্রেণী থেকে শরে করে পরবতী পর্যায়ে যাওয়ার পূর্বেই কি পরিমাণ drop-out হয়-প্রথম শ্রেণী ৪০-৩৬% দ্বিতীয় শ্রেণী ১৬-১৪% ত্তীয় শ্রেণী ১৬-২৫% চতুর্থ শ্রেণী ১২-৭৭% পথম শ্রেদী ৯-৬৮৭% নিজের সম্তান সম্ততিকে বিদ্যালয় প্রেরণ করার জন্য কৃষক পিতা-মাতার আগ্রহে যে অপরিসীমতা প্রেন্ত বাক্য থেকেই জানা বাবে। এখান থেকে বোঝা যাবে শিক্ষা লাভের জনা প্রথম শ্রেণীর ৪০% ছাত্র ন্বিতীয় শ্রেণীতে কমে গিয়ে হয় ১৬%। অর্থাৎ শিক্ষা লাভের আশা নিরে বারা প্রথম

শ্রেণীতে ভার্ত হর ন্বিতীর শ্রেণীতে উঠার আগেই শতকরা ৬০% ছাত্র বিদ্যালয়কে চিরবিদায় দিয়ে কঠিনতর ভবিষ্যাতর দিকে পা বাড়ায়। গত শতাব্দীর বেদনার কর্ণ কাহিনীতে নতুন নতুন অধ্যায় ষ্তু করে।সার্বজনীন, অবৈতনিক, বাধাতাম্লক শিক্ষার, গালভরা প্রতিশ্রন্ত পরিণত হয় নিদার্ণ পরিহাসে।
আমার চোথে

### जाबात कार्य कृषि विख्वात्म जामारमत रम्भ :--

শ্রীরাখালদাস বন্দোপোধ্যায় মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় কিছু গম বালি, ধান ও শাকসক্ষীর বীজ পান। এর থেকে উনি ধারণা করেন যে সেই যুগেও ভারতীয়রা এই সমুহত চাষের কথা জানতেন। প্রাগ্ঐতিহাসিক যুগ থেকেই যতদুর জানা যায় ভারতীয় কৃষি ছিল উন্নত ও সমূন্ধ। তাই আমার চোথে কৃষি-বিজ্ঞানে আমাদের দেশের অগ্রগতি আমাদের ঐতিহ্য। আধুনিক কালের অগ্রগতিকে সমিকভাবে পর্যালোচনা করতে গেলে আমাদের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়কে দুভাগে ভাগ করে নিয়ে আলোচন। করা উচিত। প্রথম অংশে ১৯৪৭—১৯৬০ সাল এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের শ্বে ১৯৬১ সালে। প্রথম পর্যায়ে আমাদের যা অগ্রগতি তা আমার চোখে মূলত আরো বেশী জমি চাথের আওতায় আসা এবং সেচের সূবিধা বৃদ্ধির জন। কিন্ত প্রকৃত অগ্রগতি বলতে যা বোঝায় তার স্ত্রপাত হয় ১৯৬১ সালে। थामा উৎপाদনের সূচকটা একট্র দেখলেই আমার বন্ধবোর সত্যতা বোঝা যাবে। ১৯৬০ কে ১০০ ধরলে এই সূচক ১৯৭০ সালে সারা পূথিবীর খাদো-ৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁডায় ১২০তে আর ভারতের স্চক দাঁড়ায় ১৫৪তে। সতি।ই! শুধু আমার কেন? সবার চোথেই বিষ্ময়কর অগ্রগতি নয় কি? আর এই অগ্র-গতির পেছনে আছে উচ্চফলনশীল পজাতি ও উন্নত কলাকৌশল।

কৃষির মূল উপাদ্য তিনটি -কৃষি শিক্ষা, কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণ। ১৯০৬ সালে প্রণাতে প্রথম কৃষি কলেজ স্থাপিত হ'লেও ষাটের দশকের আগে কৃষি-ণিক্ষা ছিল অবহেলিত। ১৭ই নভেম্বর, ১৯৬০এ পন্থ নগরে ১৭০০০ হেক্টর জমি নিয়ে ভারতের প্রথম কৃষি বিশ্ববিদ্যা-লয় স্থাপনার সঙ্গো সংগাই আমার চোথে কৃষি শিক্ষার এক নতুন যুগের সূচনা হ'ল। পরবতী সময়ে এই বিশ্ব विमानसंत्र माफला अन्यानिङ रस आस्ता ১২টি कृषि বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে যার মধ্যে আমাদের পশ্চিম বাংলার 'বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়' সর্ব কলিণ্ঠ। এই বিশ্ববিদ্যালয়গ্রলের নিরুত্তর প্রয়াসে প্রতি বছর ৮০০ ছাত্রছাত্রী স্নাতক, স্নাতোকোত্তর ও পি এইচ ডি ডিগ্রী পাচ্ছেন। কেবলমাত্র সাধারণ পঠন-পাঠনের এই বিশ্ব-বিদ্যা**লয়গ<b>্রলি নিজেদের সী**মায়িত করে রাখেননি। क्षकरमंत्र कृषित नानान कलारकोणल, भारि ও সার ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, গাছের রোগ ও পোকাকে চেনা ও তার হাত থেকে ফসল বাঁচানোর উন্নত কলাকোঁশল শেখান।

১৯৬৬ সালের আগে আমাদের মোট খাল্যোৎপাদদ ছিল ৪৪ মিলিয়ন টন। আর গত বছরে ছিল ১১৫ মিলিয়ন টন। বার গত বছরে ছিল ১১৫ মিলিয়ন টন। বাদ্যাশসোর বিপল্ল বৃদ্ধির জন্য যাঁরা সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন, আমার চোথে তাঁরা কৃষি বিজ্ঞানী। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় আমাদের কৃষিতে বিনয়োগের পরিমাণ অনেক কম, তব্ব যে কটি দেশ কৃষি সম্পর্কিত গবেষণায় অর্থ বিনিয়োগ করে সর্বাধিক ফল পেয়েছে তার মধ্যে ভারত অগ্রগণ্য।

এই শতকেরই গোড়ায় উচ্চফলনগাঁল জাতের উদ্ভাবনের তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের জানা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই বিষয়ে প্রথম প্রায়োগিক সাফল্য আসে নরম্যান বোরল্যাগের উচ্চফলনগাঁল গমের 'Norion-10B' বংশান্ আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। এর অলপ পরে ১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা কেন্দ্র থেকে বার করা হয় 'IR-8' ধান। ভারতবর্ষেও এই জায়ার এসেলাগে। এর আগেও অবশ্য ভারতীয় বিজ্ঞানীরা পাট, ভূট্টা ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছিলেন। এবার তারা হব পরাগ যোগী গম, বাজরা জায়ার ও অন্যান্য ফস'লর ক্ষেত্রেও এগিয়ে এলেন। আমরা পেলাম জয়া, পদমা, সোনালীকা, কল্যাণসোনা ইত্যাদি জাতগালি।

অন্প কয়েক বছরের মধোই ভারতের কৃষি বিজ্ঞানী-দের প্রচেষ্টায় নানান অঞ্চলের উপযুক্ত জাত আমরা পেরেছি। মহারাষ্ট্রে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শঙ্কর জাতের নিবিড় তুলা চাষ, যা প্থিবীর মধ্যে প্রথম ভারতেই শুরু হয়, পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপর্রায় গমের চাষ, পাঞ্জাব ও হরিয়াণায় ধানের চাষ, উত্তর বাংলার সমৃন্ধতার প্রতীক আনারসের চাষ, উত্তর ভারতে আমের চাষের কথা আমার চোখে এই প্রসংগে স্মর্তব্য।

আমাদের বিজ্ঞানী ডঃ পি কে দে নীলসব্জ শ্যাওলা আবিষ্কার করেন ডঃ দে ও ডঃ এল এন মণ্ডলের প্রচেণ্টায় আমরা জানতে পারি কিভাবে এরা বায়্র থেকে নাইট্রোজন নিয়ে তা মাটিতে বন্ধন করে। তাঁদের এই গবেষণার কল্যাণে ধানের চাষের খরচ আজ গেছে অনেক কমে। আমাদের বিজ্ঞানী ডঃ এস পি রায়চৌধ্রী নাইট্রোজেনের ওপর গবেষণা করে ভারতীয় কৃষি গবেষণার মানকে প্রথবীর চোখে সম্মানীয় করে তোলেন। আজকে আম্তর্জাতিক প্রস্কার পাওয়া বিজ্ঞানীদের (ভারতীয়) মধ্যে কৃষি বিজ্ঞানীরা প্রথম স্থান অধিকার করে আছেন। Plant-Breeding এর উপর বোরল্যাগ এয়াওয়ার্ড স্বচেয়ের বেশী বার যে দেশ জয় করেছে সে হল—ভারত।

স্বাধীনতার সময়ও একই জমিতে একটির বেশী ফসলের কথা ভাবা যেত না, আজ আমরা এক জমি থেকে বছরে চারটি ফসল তুলছি। আগে জলকে কৃষির মুখ্য প্রয়োজনীয় মনে করা হত। এখন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা অজল চাষ গবেষণার নানান পর্যায়ে যে তথ্য পেয়েছেন তার থেকে এখন আর জলকে বাধা মনে হয় না।

মিশ্র মাছ চাব, সাগর জলে মাছ চাব, শব্দর জাতের গর্ম, মহিষ পালন, তাদের দেশজ খাদ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রেও আমার চোখে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রভূত অবদান আছে।

ভারতবর্ষের কৃষি গবেষণার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কৃষি গবেষণাকে নিয়োজিত করা। কিন্তু এখনও আমরা হেক্টর প্রতি উন্নয়নে উন্নত দেশগুলি থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। এর জন্য আমার চোখে মলেত দায়ী লাগে ভূমি ও জল ব্যবহারে আমাদের বার্থতা ও নিরক্ষরতা। গ্রামাণ্ডলে কৃষির প্রায়োগিত সাফল্য তখনই আসতে পারে যখন কুষকদের উন্নত কলাকোশলগুলি ঠিকমত রপ্ত করান যাবে। কিন্ত সম্প্রসারণে আমাদের অনিহার জন্য আমরা এই বিষয়ে খুব বেশী এগোতে পারিন। দুর্ভাগ্য হলেও সতিতা যে কৃষির প্রয়ন্তিগত অগ্রগতির ফল কেবল মাত্র সম্পন্ন চাষীরাই পেয়েছেন। উপরন্ত বিশিষ্ট অর্থনীতি-विम ख्या, माल्फक्त, वर्ष्यन, भिनशम, तथ मकल्लंहे প্রীকার করেছেন ১৯৬০ সালে গ্রামাণ্ডলে যত লোক দারিদ্রা সীমার নিচে বাস করতেন ১৯৭০ সালে তাদের সংখ্যা ১ গণেরও বেশী হয়েছে। দাণ্ডেকর ও রথের হিসাব অনুযায়ী ৬৭-৬৮ সালেও আমাদের দেশের মোট সমষ্টির ৪১% দারিদ্র সীমারেখার নিচে ছিলেন। কৃষি বিজ্ঞানে উৎপাদন বাডাই অগ্রগতির পরিচয় বহন কর না প্রকৃত অগ্রগতি বলতে বোঝায় সাধারণ মানুষের নৈতিক অবস্থার উন্নয়ন। আমার চোথে কৃষির অগ্রগতি নির্ভার করছে, কৃষি ক্ষেত্র এখনও যে সামন্ত-তান্ত্রিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক রয়েছে, তার অবসান করার উপর। প্রকৃত ভূমি সংস্কারকে এডিয়ে উন্নত চাষ পন্ধতি, অধিক ফলন্শীল বীজ সার, সেচ প্রভৃতির মাধ্যমে কৃষির উন্নতির যে সব চেন্টা গত ৩০/৩৫ বছরে ধরে চালান হয়েছে তার ফলে মুন্টিমেয় কৃষক আরোধনী হয়েছে, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে কৃষির এমন কিছু উন্নতি হয়নি যাতে জাতীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে অগ্রগতির পথে এগোতে পারে। 'অধিক ফসল ফলাও কমিউনিটি ডেভলেপমেন্ট প্রজেক্ট্র', আই এ ডি পি. সি এ ডি পি প্রভৃতি প্রকলপগ্নলির মাধ্যমে কৃষির উন্নতির প্রচেণ্টা নিতাশ্তই সীমাবশ্ধ ফল লাভ করেছে। ৫% ধনী কৃষক এতে লাভবান হয়েছে। ফলে সামগ্রিক অর্থনীতিব বিকাশ তেমন প্রভাব পায়নি। এবং ভূমি সংস্কার ভিন্ন তা সম্ভবও নয়।

#### আমার চোখে আমাদের দেশের স্বাধীনতা:---

"It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishnsss, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we

had everything before us, we have nothing before us, we were all going direct to Heaven, we were all going direct the other way."

(Charles Dickens, A Tale of Two Cities)

ফরাসী বিশ্লবের দুর্যোগময় দিনগালির এই বর্ণনার সংগে অনেকটা মিল খালে পাওয়া বাবে আমাদের দেশের স্বাধীনতার ঘটনাটির। এই রকমই ছিল নতুন ভারতের জন্মলন—১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। আমার চোখে ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে স্বাধীনতার যে স্বাদ আমরা পেলাম, সেই স্বাদ যেমনি গোরবের তেমনি কলক্ষেরও। বিশ বছর আগে সেই ১৫ই আগস্টের পশচাদ পটভূমি হিসাবে যে ইতিহাস ছিল দেশের জনগণের তার জন্য আমার চোখে আমরা সবাই নিশ্চয়ই গর্ববাধ করতে পারি। হাজার হাজার মান্বের স্বার্থত্যাগ, কারাবরণ, মৃত্যু ও রক্তদানের পথ ধরে এসেছিল এই স্বাধীনতা।

অন্যদিকে আর একটি ইতিহাস ছিল স্বাধীনতার। দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য এগিয়ে এসেছিল। কিন্ত দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের হাতে এল ন।। সেদিন রাজনৈতিক রঙ্গমণ্ডে একদিকে বিটিশ সামাজ্যবাদ বনাম সারা দেশের জনগণ মুখোমুখি দাঁড়ালেও নেপথো আর একটি দুশ্য অভিনীত হচ্ছিল। ভারতবর্ষের উঠতি প'্রজিবাদীগোষ্ঠী সামন্ত প্রভা জমিদার, দেশীয় রাজন্য-বৰ্গ প্ৰভৃতি তাবং শোষক শ্ৰেণীগুলি প্ৰমাদ গুনছিল এই স্বাধীনতার স্বাদ কারা উপভোগ করবে। যদি দেশের জনগণের হাতে ক্ষমতা যায় তাহলে মুষ্ঠিমেয় সম্পত্তি-বানদের হাতে আর সম্পত্তি প্রতিপত্তি থাকবে না। তাই প্রাধীনতার মধ্য রাচিতে সমঝোতা হল রিটিশ সাম্রাজ্য**-**বাদের সঙ্গে তাদের। দেশ স্বাধীন হবে, সামাজ্যবাদীদের স্বার্থত থাকবে, এই প**্র**জিপতি সম্পত্তিবানরাই হবে দেশের মালিক তারাই দেশ পরিচালনার ভার হাতে পাবে. আমার চোখে এই শ্রেণীগুলির নেতৃত্ব করছিল সেদিন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, আজ জনতা পার্টি—ভারতের শোষক শ্রেণীর সংগঠিত রাজনৈতিক দল।

### আমার চোখে আমার দেশের জাতীয় সংহতি:--

বৈচিত্র্যময় এই ভারতবর্ষ। এই বৈচিত্র্য জাতি, ভাষা, আচরণের মধ্যে যেমন তেমনই প্রাকৃতিক, ভৌগলিক ক্ষেত্রেও পরিদৃশ্যমান। কিন্তু নানা প্রকার বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক গভার ঐক্যবোধ চিরকালই বিরাজিত। প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা ভারতবাসীর চিরন্তন সাধনা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেন্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা।" আমার চোথে এমন দেশে একমাত্র সচেতন স্বেচ্ছাম্লক প্রচেন্টার মাধ্যমেই জাতীয় সংহতি অর্জন করা যেতে পারে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বিভেদম্লক প্রবণতাকে না বাড়িয়ে বরং তাকে প্রতিহত করতেই সাহায্য করবে। বিভিন্ন রাজ্যের মান্বের আশা-আকাক্ষা ও স্বাতন্ত্রকে ছ্ণার

দুক্তিতে না দেখে তাকে শ্রন্থা জানালেই তবে জাতীয় সংহতি স্কৃত হবে। আমার চোখে মোট রাজস্বের ২৫% রাজ্যকে দিলে কোন দিনই জাতীয় সংহতি গড়বে না। ৭৫% त्राखम्य त्राखाग्रीलटक पिरलरे गांखगानी ভারত গড়ে উঠবে। কারণ এখন প্রত্যেক রাজ্যই বেশী টাকা চায়, কারণ রাজ্যগ্রিল প্রয়োজনের তুলনায় খ্রই অলপ টাকা পায়: এমন একটা রাজ্য অন্য রাজ্যকে বণ্ডিত করলেই তবে বেশী টাকা পেতে পারে, তাই যে রাজ্য বেশী টাকা পায় আর যে রাজ্য বণিণত হয় তাদের মধ্যে একটা খারাপ সম্পর্ক গড়ে ওঠে. বণিত রাজ্য কেন্দুর রেগে যায়—যা কখনোই শক্তিশালী দেশ গড়তে পারে না। আবার শিলেপালত রাজ্যগর্নল আর শিলপ অনুস্নত রাজ্য-গুলি উভয়েই নিজেদের প্রয়োজন দেখিয়ে বেশী টাবা দাবী করে কারণ তারা যা টাকা পায় তাতে তাদের কলোয় না ফলে একটা অসুস্থ পরিবেশ গড়ে উঠে যা জাতীয় ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

## আমার চোখে আমার দেশের আইন শ্,৽খলা:-

ভারতব্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ। "হে মহামানব, একবাক এসো ফিরে/শ্রেশ, একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরে ভিডে. /এখানে মৃত্যুব চানা দের বারবার..." একথা কমিউনিন্ট কবি স্কাশন ভটাচার্য স্বাধীনতাৰ আগে বলেছিলেন। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে শাসক পার্টির পরিবর্তন হয়েছে কিন্ত 'সেই দীডিশন সমানে চলেছে। মতার হাত থেকে বাঁচার জনা. খাদেরে জনা সংগ্রাম মানুষ করতে পারে না। এখনও মানুষ খাদোর দাবী করলে বালেট পায়—কানপারের শ্রামিকেরা দশ তারিখ পর্যক্ত দেড মাসের বকেয়া মাহিনা দাবী ক'ব পেল-১১ জন শ্রমিকের মতদেহ। উত্তর প্রদেশের কলেজ শিক্ষকদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন নিষিম্প করা হল। সারা ভারতে গত বছরের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যকত জমিদার, জোতদারদের হাতে হরিজন নিহত হয়েছে ৫৩৫ জন। নিহতের সর্বোচ্চ সংখ্যা জনতা শাসিত উত্তর প্রদেশ-তার পরের স্থান বিহার। আর পশ্চিমবাংলায় এই সংখ্যা শ্না। পদ্ধনগরের নিরুদ্ধ প্রমিকেরা আন্দোলন করে পেলেন—নৃশংস ভাবে নিজেদের মৃত্যু। জনৈক প্রত্যক্ষ-দশীর বিবরণে জানলাম আন্দোলনকারী শ্রমিকদের PAC বর্বর ভাবে গ্লী চালায়, তখন তারা আড়:রক্ষার্থে আখের ক্ষেতে আগ্রয় নেয়। PAC এটাই চাইছিল; তখন তারা আথের ক্ষেতে আগ্রয় লাগিয়ে দেয়; ফলে বহু শ্রমিক জীবন্ত দেখ হয়ে মারা যায়। স্থানীয় জনসাধারণ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়রা ২০ জন শ্রমিককে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। PAC ব লোকেরা আবার রাতে তাদের হাসপাতাল থেকে বের করে গ্লা করে; শ্রমিকদের ঝ্পড়ীগ্রলিও অত্যাচার থেকে রক্ষা পার্মান। PAC র অত্যাচারে প্রাণ হারায় দ্বিট শিশ্ব, একজনের বয়স ২ বছর। ভারতের অনেক জায়গাতেই এরকম ঘটনা প্রায় নিত্যসঙ্গী।

#### আমার চোখে অলসতা নয়, দারিদ্রতাই ভারতবাসীর জীবনেব উদ্দত্তির প্রধান প্রতিবন্ধক:—

মান্যবের জীবনের উন্নতি, নির্ভার করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চরিত্র ও সেই উল্লয়নের পটভূমিকায় ব্যক্তি মান,ষের শ্রেণীগত অবস্থানের ওপর। আর অর্থনৈতিক অগ্রসরতা (?)র এমন এক পদে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি যেখানে জীবনের সার্থকতা, জীবনের উন্নতি নির্ভর করে অর্থনৈতিক ক্ষমতার ওপর। <sup>।</sup>তাই স্বাধীনতার পর ১৯৬৪ সালে ভারতবর্ষের জনপ্রতি উল্লয়নের হার ছিল ৩% যেখানে এই হার টাটার ছিল ৩২%. বিডলার ৭৮%, মফংলালের ১২০%: তার কারণ কি? वर्स्यत होहो. विख्ना, भक्ष्मानतारे नृधः अनम नग्न, आत वाम বাকি সকলেই অলস? তাতো নয়! আর তা যদি হতো তাহলে টাটা-বিভলার কি এত বৃদ্ধি হ'ত? কারণ টাটা, বিভলারা কয়েকজন মিলেই তো আর কারখানা চালায় না যারা চালায় তারা সাধারণ মানুষ। এদেরই পরিশ্রমের ফল-শ্রুতি এই অন্যায্য বৃদ্ধির হার। কিছু,দিন আগে সংবাদ-পতে পড়লাম জাতীয় আয় ২০৯৫% বেড়েছে, অথচ টাটা-বিভলার বৃদ্ধি নিচের পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যাবে।

শোষণকারীর	নাম সাল	মূলধন	মুনাফা	সাল	<b>ग</b> ्लधन		ম্নাফা
<b>ठाठा</b>		–৬৮৯-৯১ কোঃ টঃ	৪৮.৮৩ কোঃ টাঃ	2290	- <b>&gt;</b> 0 <b>\</b> 0.08	কোঃ টাঃ	৭৪ ৪৫ কোঃ টাঃ
বিডলা	-	660.89	88.54		206.22		10.22
মফংলাল		>>0.9A	\$8.96	"	009.55		22.26
সিংহানিয়া	"	200.66	<b>€</b> ∙>≥	"	224.24		<b>20.</b> 0₽

ভারতবর্ষে বর্তমানে শোষণের ফলে গরীব ক্রমে আরো গরীব হচ্ছে। কিছ্ব দিন আগে Survey of India র এক রিপোর্টে জানা যায় ২% লোকের হাতে ৪৬% জমি কেন্দ্রীভূত আছে। অপর দিকে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। আদম-দুমারীর রিপোর্টে জানা যায় ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭১ সালে. এই ১০ বছরে ক্ষেত্যজ্বরের সংখ্যা ৩১৫১৯৪১১ জন থেকে ৪৭৩০৪৮০৮তে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ সংখ্যার দিক থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫৭৮৫৩৯৭ জন।

এই ভারতবর্ষেরই কোটি কোটি মান,ব ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে চলে—সামান্য দুমনুঠো খাদ্যের জন্য। ওই টাটা বিড়লারা যা পরিশ্রম করে এরা তার চেয়ে ঢের বেশী পরিশ্রম করে। জীবনের আনন্দ এদের কাছে অজ্ঞাত। জীবনে উন্নতির স্বশ্ন দেখতে এরা ভূলে গেছে। শৃন্ধুমাত্র বেণ্চে থাকার জনাই এরা এদের রক্তের বিনিময়ে গড়ে তোলে স্ফীতকায় ধনীদের আলস্যের সোধ। বরং এই শোষিতদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এই ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একথা সকল উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে সত্য। এবং উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগ্র্লিতে এই দারিদ্রের চিত্র ভয়তকর। আগের পরিসংখ্যানে প্রথিবীর ধনতান্ত্রিক দেশগ্র্লির বেকারীর সংখ্যা দেখলেই বোঝা যাবে আমার বস্তুব্যের সত্যতা।

দেশ বেকার সংখ্যা

১। ভারত ১ কোটি ৯ লাখ ২৪ হাজার

২। আর্মেরিকা ১ কোটি ৩। জাপান ৫০ লক্ষ

৪। পশ্চিম জার্মানী ১৩ লক্ষ ৫১ হাজার

৫। ব্টেন ১৫ লক ৬। ফ্রান্স ১৪ লক

এই সমস্ত দেশেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্ফলট্রকু ভোগ করেন কেবলমাত্র মুন্টিমেয় ধনীরা।

বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি—ভয়াবহ ধনতান্দ্রিক সংকট, ভয়াবহ দারিদ্র, শিশপ সংকট, ব্যবসা সংকট, তীরতম সমস্যার মুখোমুখি হয়ে। আর এই সমস্যাগ্র্লাই প্রনঃ পৌনিকভাবে স্ভিট করে চলেছে আরো দারিদ্র। এই পরিস্থিতিতেই উপদেশ দেওয়া হয় কঠোর শ্রম করার,—বলা হছে তাই অলসতাই জীবনের উমতির প্রধান প্রতিবন্ধক—দারিদ্র নয়। আর এই বিশ্বাসের স্পেনীয় দাঁতগর্বাল রুম্ধশ্বাস মুম্রের কণ্ঠনালীতে ভ্রবিয়ে দিয়ে ধনিক শ্রেণী তাদের পকেট ভরে তুলছে স্বর্ণ মুদ্রায়। তাই পরিশেষে আমি ডাক দিয়ে যাই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীরতর করার জন্য।

# নারীপ্রগতি—অর্থনীতি ও সমাজনীতি

(৩২০ পৃষ্ঠার পর)

প্রগতির নামে নারীকে আদিম প্রবৃত্তি জাগানোর হাতিয়ার করে তোলা হচ্ছে। নারীদেহকে লোভনীয় করে তোলা হচ্ছে। সংগ্রু সংগ্রু সংগ্রু করা হচ্ছে। শিক্ষার মধ্যে, সমাজ জীবনের মধ্যে নারীর ঐ লোভনীয় ভোগের বস্তু হয়ে ওঠার প্ররুষের মনে মোহস্ঘি করার আদর্শকেই প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এই বাইরের জগতে পণ্য হয়ে ওঠাট কুই প্রগতির চরমসীমা বলে প্রতিপন্ন করার স্প্ররক্ষিপত প্রয়াস চলেছে। প্রয়াস চলেছে ব্যক্তিত্ব ও সত্তাকে অস্বীকার করার।

কিন্তু এই পণা হয়ে ওঠাট্বকুই কি প্রগতি। না, এই অবস্থাটাকে শ্রমজীবী নারীসমাজ মেনে নিতে নারাজ। তাঁরা নিজেদের অধিকারের প্রশেন আরও বেশী বেশী নজাগ হয়ে উঠছেন। সমানাধিকারের দাবী করতে গিয়ে তাঁরা দেখেছেন, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ ছাড়া আর কোথাও তাঁদের অধিকার স্বীকৃত নয়। সমাজতান্ত্র ছাড়া আর কোন ব্যবস্থাই মেয়েদের মর্যাদা রক্ষর বাবস্থা করতে পারে না। আবার, একমাত্র সমাজতান্ত্রই মেয়েরা তাদের জনবল স্ভির বিশেষ ভূমিকার জন্য বিশেষ স্ব্রোগ স্ব্বিধা পেয়ে থাকেন। তাই তাঁদের অধিকারের দাবীতেই সমাজতন্ত্রর সপক্ষে আন্দোলন গড়ে ডলছেন।

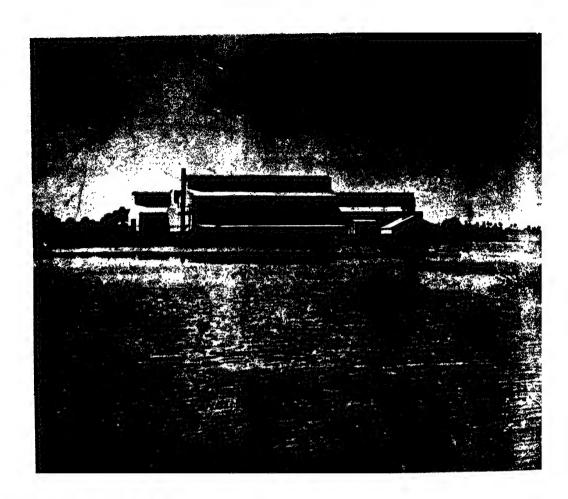
আমাদের মত দেশেও গণ-আন্দোলনগর্নালতে আরও বেশী বেশী করে সামিল হচ্ছেন। সমবেত সংগঠিত হচ্ছেন মহিলারাও। কারণ তাঁরাও তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রগতির, অগ্রগতির সঠিক পর্থাট চিনতে পেরেছেন। ছাত্রী-দের কাছে আজও সেই পথটি বিশেষ স্পন্ট নয়। 'বুজে'ায়া প্রগতি'-র বিষফলটি তাদের সামনে **আজ**ও 'সোনালী মোড়কে মোড়া'। যেখানে 'আনন্দলোক' পূচিকার মাধ্যমে রঙীন বন্দের ফিল্মকে আদর্শ করে তোলা হয়। মার্কিনী রুচি, বিকৃত ভাবনাকে সভ্যতার চরমতম বিন্দ্র বলে বর্ণনা করা হয়। কিছু স্বাধীনতা দেওয়ার নাম করে তার স্বাধীন বিকাশের পধরোধ কবার চক্রান্তকে যতদিন না ছাত্রীরা অনুভব করবে ততদিনই গণ-আন্দো-লন সম্পর্কে তাদের অনীহা থাকবে। নারী প্রগতির প্রশ্নটা যে বাস্তবে উৎপাদনে তার ভূমিকার সংখ্য, অর্থনীতির সংগে জড়িত। উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংগেই যে তার মর্যাদাহানি ঘটে। সমাজের অগ্রগতি না ঘটলে যে তারও অগ্রগতি ঘটে না। এই বিষয়টা সম্যক উপলব্ধি না করা পর্যন্ত তারাও বাস্তবে সচেতন, সংগঠিত ও আন্দোলনমুখী হয়ে উঠবে না। একমাত্রই এই সমাত চেতনার প্রসারই তাকে প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

<u>সাম্প্রতিক</u>

**SAT** 

4

7





ত্ৰাপ





# পশ্চিমবন্ধ সরকারের যুবকল্ঞাণ অধিকারের মাসিক পরিকা ভ্রহ্মতান্স

দীর্ঘদিন পর ব্রমানস পাঁচকার গ্রাহক হবার স্থােগ দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। গত জান্রারী মাস থেকে ক্রােসিক ব্রমানস-এর মাসিকে র্পান্তরের পর থেকেই অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা গ্রাহক হবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে আমাদের দক্তরে চিঠি দিয়েছেন। অনেকে মনি অর্ডারে টাকাও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এতদিন আমাদের পক্ষে কােন গ্রাহক করা সম্ভবপর ছিল না। কারণ বিগত সরকারের সময় থেকে য্রমানস পাঁচকার অস্তিত্ব থাকলেও পাঁচকািট রাজিন্টার্ডার পাঁচকা ছিল না। তাই পাঁচকািট গ্রাহকদের কাছে ডাক্যােগে পাঠানাে প্রচর্ব বায় সাপেক্ষ ছিল। রাজ্যের শাসনক্ষমতায় বামফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হবার পর আমরা পাঁচকািটর রেজিন্ট্রেশনের জন্য প্রচেন্টা চালাই। অনেক পরিশ্রমের পর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অবশেষে করেকদিন প্রে পাঁচকািটর জন্য নির্দিন্ট রেজিন্ট্রেশন নং পাওয়া যায়—পাঁচকািট রেজিন্টার্ড হয়। আশা করি এই অনিচ্ছাকৃত বিলন্বের কারণ প্রত্যেকেই অনুধাবন করতে পারবেন।

সম্পাদকমণ্ডলী যুবমানস

#### —: গ্ৰাছক হৰাৰ নিয়মাৰলী: —

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে।

> বার্ষিক চাঁদা সডাক ৩ টাকা। ষাম্মাসিক চাঁদা সডাক ১ ৫০ টাকা। প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ প্রসা।

শাধ্য মনিঅর্ডারেই বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

> সহ-অধিকর্তা-২ যুবকল্যাণ অধিকার পশ্চিমবংগ সরকার ৩২/১, বিনয়-বাদ্য্য-দৌনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলিকাতা-৭০০০১

#### —: পাঠকদের প্রতি: —

য্বমানস পরিকা প্রসংগ চিঠিপর লেখার সময় জবাবের জনা চিঠির সঙ্গে ফ্টাম্প খাম পেন্টেকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব পরের উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারী চিঠিপরে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

#### —: এজেন্সি গ্রহণের নিয়মাবলী: —

কমপক্ষে ১০টি পত্রিকা ক্রয় করলে এজেন্ট হওয়া যাবে। বিস্তারিত বিবরণ নিন্দে দেওয়া হল:

#### প্রিকার সংখ্যা

#### ক্ষিশনের হার

১৫০০ পর্যন্ত ২০% ১৫০০-এর উদ্বেধ এবং ৫০০০ পর্যন্ত ৩০% ৫০০০-এর উদ্বেধ ৪০%

১০টা সংখ্যার নীচে কোন কমিশন দেওয়া হয় না। উপরিউক্ত নিয়মাবলী আগামী ডিসেম্বর সংখ্যা থেকে কার্যকরী হবে।

#### যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

সহ-অধিকর্তা-২ যুবকল্যাণ অধিকার পশ্চিমবংগ সরকার ৩২/১, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ)

#### লেখা পাঠাতে হলে

	ফ্লক্ষেপ কাগজের এক প্ষ্ঠায় প্রয়োজনীয় মাজিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটাম্বট
	পরিস্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাস্থনীর।
	সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ং দাবী করা চলবে না।
	কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। পান্ডুলিপির বাড়তি কপি
	রেখে লেখা পাঠানো বাঞ্চনীয়।
0	বিশেব ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ২০০০ শব্দের বেশি হলে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত
	इरव जा।
	ব্রকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিরে আলোচনাকালে আশা করা বার লেখকগণ তন্ত্রগত বিষরের
	দেশে বাসক্তর দিকপ্রলির উপর বেশি জোর দৈবেন।



(সচিত্র মাসিক ব্রদর্পণ)

একাদশ সংখ্যা ॥ নভেন্বর ১৯৭৮ (নভেন্বর বিপ্লব সংখ্যা)

> সম্পাদক্ষা-ভলীর সভাপতি ক্যান্ত বিশ্বাস

> > সহ-সম্পাদক বনভূষণ নায়ক

প্রচ্ছদ: বাদশা আলম

য্বকল্যাণ অধিকার/পশ্চিমবংগ সরকার ৩২/১ বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলিকাতা-৭০০০১

भूलाः भर्गिकः १ ला

পশ্চিমবণ্য সরকার যুবকলারণ অধিকারের পক্ষে
শ্রীরণজিং কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও
শ্রীগণেশ চাদ দে কর্তৃক তর্ব প্রেস, ১১ অফ্র দত্ত লেন, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।

# जूठी

৪৬৭ : সম্পাদকীয়

৪৬৯ : নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ ও যুব সমাজের দায়িত্ব

—প্রমোদ দাশগ্রস্ত

895 : মহান নভেম্বর বিপ্লব—কয়েকটি প্রম্ন —অশোক ঘোষ

8৭৩ : নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য ও আমাদের কর্তব্য —মাখন পাল

৪৭৮ : নভেম্বর বিপ্লব —প্রফল্লে চন্দ্র সেন

৪৭৯ : নভেম্বর বিপ্লব
—বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

৪৮২ : লিও তলস্তর এবং রুশ বিপ্লবের পটভূমি
—প্রবীর মিত্র

৪৮৫ : নভেম্বর বিপ্লব ও শিক্ষার কিছ্ কথা
—সাইফ্লিদন চৌধুরী

৪৯০ : প্লাবনের পরে

৪৯১ : মহান নভেম্বর বিপ্লবের আলোকে

সনুকুমার দাস

৪৯৭ : চিত্রে পশ্চিমবংশ বিধৰংসী লাবন, লাণ ও প্রণগঠিন

৫০১ : রক য্বকেন্দ্র সমাচার

৫০০ : চিত্রে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প

৫০৪ : ক্রীড়া উলয়ণে সরকারী সাহাযা-১৯৭৮

# সম্পাদকীয়

বিখ্যাত ফরাসী পর্যটক জ্যাকেমোঁ যাকে 'ভারতের নেপোলিয়ান' আখ্যায় আখ্যায়িত করেছিলেন সেই রাজা রঞ্জিৎ সিংহ একদিন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন 'সব লাল হো জায়েগা'। বিটিশ সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতি দেখে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে তিনি এই ভবিষ্যংবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে ভিন্ন পরিবেশে, পূথক অর্থে তার সেই কথা সত্যে পরিণত হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ঔপনিবেশিক. প'ব্রজিবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বাবস্থাকে ভেন্সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে একটির পর একটি দেশে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। ইউরোপ-এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। প্রশানত-অতলান্তিক বাধাকে অগ্রাহ্য করে দুর্ধর্ষ মার্কিন সামাজ্যবাদের নিজ ভখণেডর দোর গোডায় কিউবাতে এই ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে। এই ব্যবস্থার অমোঘ প্রভাব লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে স্কাভীর আলোড়ন স্থিত করেছে। "অন্ধকারাচ্ছর" মহাদেশ আফ্রিকার বনাণ্ডলে খনি-ক্ষেতে, শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নব জাগরণের প্রবাহ সন্ধার করেছে। ১৯১৭ সালে নভেম্বর মাসে (অতীত রাশিয়ার দিনপঞ্জী অনুসারে অক্টোবর মাসে) সোভিয়েতের বলশেভিক পার্টির পরিচালনায় নবযুগ প্রছটা লেনিনের নেতৃত্বে মার্কস এপেলসের তত্তকে সঠিকভাবে আয়ত্ত করে, পরিস্থিতির স্কৃনিপ্রণ বিশেলষণের ভিত্তিতে, শ্রমিক শ্রেণীর মতাদশে উল্বুল্খ হয়ে রাশিয়ার শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ও জনগণ বৈজ্ঞানিক সমাজতাল্তিক সমাজ ব্যবস্থার যে মশাল প্রজন্ত্রিত করেছিলেন তার লাল অণ্নিশিখার কিরণচ্ছটার তামাম পূথিবীর এক-চতুর্থাংশ এলাকা আজ উদ্ভাসিত, তাবং বিশেবর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ আজ আলোকিত। আজ লাল দুনিয়ার দুর্নিবার রথচক্র দুর্দম গতিতে সব লাল হো জায়েগা'র দিকে ছুটে চলেছে। এই জনাই নভেম্বর বিপ্লব এক অনন্য সাধারণ তাৎপর্য বহন করে চলেছে।

নভেম্বর বিপ্লবের প্রে অনেক বিশ্লব সংঘটিত হয়েছে। ইতিহাসের রক্তামণ্ডে অনেক চমকপ্রদ চোখ ধাঁধান ঘটনা আমরা দেখেছি। আমেরিকার গৃহবিবাদ, স্বাধীনতা যুম্ধ ফরাসী বিশ্লব, ইংলন্ডের শিল্পবিশ্লব প্রভৃতি শত শত ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে। আব্রাহাম লিঙ্কন, নেপোলিয়ন, গ্যারিবল্ডি, ম্যাটসিনী, ক্রমওয়েল সহ অনেক অনেক বার নায়কের মনোমুম্থকর বারত্বের কাহিনী যে কোন ইতিহাসের ছাত্রের অজানা নয়। নভেম্বর বিশ্লব তার প্রে সংঘটিত অপরাপর বিপ্লবের ন্যায় শুধ্ শাসক পাল্টায়নি— পাল্টিয়ে দিয়েছে গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে, উৎপাদন সম্পর্ককে, ভিন্নভাবে উপলিখ করার ব্যবস্থা করেছে জীবনের ম্লাবোধকে।

শ্বলপশ্বায়ী প্যারী কমিউনের কথা বাদ দিলে নভেম্বর বিশ্লবের মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে শোষিত, বাণ্ডত শ্রমিক শ্রেণী প্রথম রাণ্ডক্ষমতা দথল করল। পর্বাজপতি-জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধি জারতন্ত্রের কাছ থেকে তাঁরা ক্ষমতা ছিনিয়ে নিল। সেই যুগের বাস্তব অবশ্বার বিচারে যথার্থভাবেই মার্কাস এগেলস বলোছিলেন শিলপ-সম্পুধ দেশেই সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতা দথল করবে। কিন্তু পরবতী কালে পর্বজিবাদ তার সর্বোচ্চ পর্যায়ে যখন সাম্রাজ্যবাদে রুপ লাভ করল তখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। বুর্জোয়া জমিদার শাসন ব্যবস্থার শৃত্থলে একটি দুর্বলতর স্থানে শিলেপ উল্লত নয় এমন একটি দেশে শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শে সংগঠিত বলগেভিক পার্টির নেতৃত্বে কমরেড লেনিন আঘাত হেনে রাণ্টক্ষমতা কেড়ে নিয়ে প্রমাণ করলেন সাম্রাজ্যবাদ ও পর্বজিবাদের অন্তিম লম্প শ্রম্ব হরেছে। নতুন আভিগকে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করার কৌশলে এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত ও

শিক্ষা তিনি স্থাপন করলেন। তিনি হাতে কলমে প্রমাণ করলেন মার্কসবাদ কোন আত্বাক্য নয় এটি একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। একে আয়ত্ব করতে হয় এবং অন্ধ অন্করণ নয়, ক্ষেত্র বিশ্লেষণ করে প্রয়োগ করতে হয়।

উৎপাদনের সমস্ত উপকরণগালোর মালিকানা থাকবে মাণিটমেয় মান্বের দখলে, मानाका व्यक्त कता द्राय छेर्थापन वार्यम्थात मान नका, जम्भापत छेन्द्र माना मानि कतात মূল শক্তি শ্রমিক শ্রেণীর ন্যায্য পাওনা দরে থাক—টি'কে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় মজ্বী থেকেও হবে তারা বঞ্চিত, অভুক্ত-জীর্ণ-শীর্ণ কৃষকের ঘামে ভেজা ফসলের উপসম্ব ভোগ করবে বিলাসী কুলাক বা জমিদার শ্রেণী, সমাজের রূপ-রস-গন্ধ উপভোগ করার একমাত্র অধিকারী হবে সমাজের উপরতলার এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী—এই সনাতন ব্যবস্থাকে উপড়ে ফেলে দিয়ে নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এক নতন ব্যবস্থা কায়েম হ'লো। ব্যক্তি মালিকানা লুপ্ত করা হ'লো, উৎপাদনের উপকরণগর্নলকে জনগণের সম্পত্তিতে র্পাম্তরিত করা হ'লো, সমাজের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ার রীতি প্রচলিত হ'লো, শ্রমিক শ্রেণীর মেহনতের ন্যায্য পাওনা সুনিশ্চিত হ'লো, জমিদারী ব্যবস্থার অবসান হ'লো, কুষককে জমির মালিক করা হ'লো। গোটা উৎপাদন সম্পর্কের আমলে পরিবর্তন করা হ'লো। কাজের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হ'লো। বেকারত্বের যক্তাণা থেকে স্জনশীল যুবসমাজ চিরদিনের জন্য মুল্তি পেল। কুসংস্কার, নিরক্ষরতা, ক্ষুধা বিদায় নিতে বাধ্য হ'লো। বাসস্থান চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রতিটি মানুষের জন্য স্থানিশ্চিত করা হ'লো। শোষণহীন, বঞ্চনাহীন সমাজ গঠনের মধ্য দিয়ে **শ্রেণীহীন ব্যবস্থা**র ভিত স্থাপিত হ'লো।

নভেম্বর বিপ্লব শিক্ষা দিল ক্পমণ্ড্কতাকে পরিহার করে, সংকীর্ণতার উদ্ধে উঠে, নির্দিন্ট ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে দায়িত্ব. কর্তব্যকে সীমাবন্ধ না রেখে মহান আনত-জ্যাতিকতাবোধে অনুপ্রাণিত হতে। বিশেনর শ্রমজীবী মানুষের সংহতি ও একাত্মতা কি প্রচন্ড শক্তির অধিকারী এবং সামাজ্যবাদকে ধরংস করার জন্য তার গ্রন্থ কি অপরিসীম তার জনলত প্রমাণ নভেম্বর বিপ্লব স্থাপন করেছে। নভেম্বর বিশ্লব গোটা দ্বনিয়ার উপনিবেশিক শক্তিকে প্রাজিত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত মৃত্তির সংগ্রামে এক নতুন আবেগ ও প্রাণ সন্থার করেছে।

শিল্প, সাহিত্যকে অবক্ষয় রাহ্রগ্রাস থেকে মৃক্ত করে সাধারণ মান্ধের জীবনের সাথে যুক্ত করার উৎসমূখ খুলে দিয়েছে নভেম্বর বিপ্লব।

নভেম্বর বিপ্লবের পথ ধরে অগ্রসর হয়ে কমরেড লেনিন অদ্রান্তভাবে প্রমাণ করলেন শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংসদীয় পশ্ধতিতে শ্রমিক শ্রেণী রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে পারে না। ক্ষমতা দখল করতে হ'লে চাই বিপ্লবী আদর্শে দীক্ষিত, বিশ্লবী তত্ত্বে সমৃশ্ধ বিশ্লবী সংগঠন। চাই শ্রমজীবী মান্বের সংগ্রামী একতা। শোষণ, বঞ্চনাকে চিরতরে বিসর্জন দেওয়ার জন্য চাই মান্বের বজ্রকঠোর প্রতিজ্ঞা, চাই নির্বেদত প্রাণের বলিষ্ঠ ভূমিকা।

তাই নভেম্বর বিশ্লব শৃধ্ সোভিয়েতের সম্পদ নয়—বিশ্বের সমস্ত মেহনতী মান্ষের সম্পদ, গণতন্দ্রপ্রিয় মান্ষের সম্পদ—এ এক উল্জান্ল ধ্বনক্ষর বৃগ বৃগ ধরে বা সংগ্রামী মান্ষকে, শোষিত মান্ষকে নব নব পর্যায়ে নতুন ভাবে পথ খ্রেজ নেওয়ার ইণ্যিত দেবে।

আমরা ব্রথকের পারকার পক থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের নিকট মহান নভেন্র বিপ্লব সম্পর্কের দেখা দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। আমরা আনন্দিত বে প্রমোদ দাশগন্ত, অশোক ছেব, মাখন পাল, প্রফ্লেল চন্দ্র সেন ও বিশ্বনাথ ম্থোপাধ্যার প্রচণ্ড কর্মবাস্ততার মধ্যেও তাদের ম্লাবান লেখা দিরে বর্তমান সংখ্যাতিকে সমৃন্ধ করে ভূলেছেন। আমরা তাদের প্রত্যেককে আমাদের অংশ্রেক ধন্যবাদ জানাছি।

नन्भाष्कमण्डली ब्रुवनानन

# बल्बद विश्वविद वामन ७ युव नयार्षद मासिष

अत्याम मामग्रह

সম্পাদক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কস্বাদী) পশ্চিমবংগ রাজ্য কমিটি

এবারে মহান নভেম্বর বিশ্ববের একষটি বছর প্রণ হলো। অন্যান্য বছরের ন্যার এবারও দেশে দেশে উদ্যাপিত হচ্ছে নভেম্বর বিশ্বব বার্ষিকী। সারা বিশ্বের শোষিত মান্ধের জীবনে গভীর তাৎপর্যপর্ন এই দিবস।

এখন থেকে ৬১ বছর পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) ও লেনিনের নেত্রে পরিচালিত নভেম্বর বিপ্লব थ ल শোষণম\_ক সমাজের স্বশ্নের দিগশ্ত। সামাজ্যবাদের গতি রুশ্ব করে **पि**ट्स সভ্যতার সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া প্রতিষ্ঠার দৃঢ়, প্রতায়িত সংগ্রামী অভিযানের পথে, উধের্ব তুলে ধরেছিল শ্রমিক. কৃষক, শ্রমজীবী মান্বের মুদ্ধির রম্ভপতাকা। এই নভেম্বর বিশ্লবই মার্কসবাদী তত্ত ও কর্মধারার সত্যতার বাস্তব স্বাক্ষর। শ্রেণীহীন শোষণমূক দুনিয়ার অনিবার্য সাফল্যের স্বাক্ষর হলো এই নভেম্বর বিস্পব। শোষিত জন-গণের অমিত বিজরের স্টেনা এই নভেন্বর বিশ্লব সারা বিদেবর কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথ প্রদর্শক। এই বিষ্টাবের আদর্শে, অণ্যপ্রেরণায় দেশে দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনে এসেছিল নতুন শক্তি, নতুন আত্মবিশ্বাস, মতুন স্বন্ধ।

নভেশ্বর বিশ্লবের পূর্বে সাম্বাজ্ঞাবাদী শক্তিগ্রিল সমগ্র দ্রনিরা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোরারা করে নিরে-ছিল। নভেশ্বর বিশ্লবই প্রথম সাম্বাজ্ঞাবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার ফাটল ধরালো, দ্রনিরার ছর ভাগের এক ভাগ ভূখাড সাম্বাজ্ঞাবাদী ব্যবস্থা থেকে বেরিরে গেল। নভেশ্বর বিশ্লবের পর যে নতুন যুগ শ্রুর হল তাকে বলা হয় সাম্বাজ্ঞাবাদের পতন এবং প্রলেতারীয় বিপ্ললবের, সমাজ-তান্তিক বিশ্লবের যুগ। মহান লেনিন ছিলেন এই নতুন যুগের পথ প্রদেশক।

নভেম্বর বিপ্লবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য কেবল র্শ দেশের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবন্ধ নর। এই ঐতিহাসিক বিশাবের স্থান্তল ছিলো স্নেরপ্রপ্রারী। নভেম্বর বিশ্ববের অনুপ্রেরণার পার্কিবাদী দেশগ্রিলতে শ্রু হয় পার্কিপতি শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠিত সংগ্রাম। আরো শ্রু হয় সাম্রাজ্যবাদ শাসিত উপনিবেশ, আধা-উপনিবেশ এবং পরাধীন দেশ-গ্রালতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন।

মহান নভেন্বর বিশ্লবই সর্বপ্রথম প্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনগণের সামনে বিশ্লব সমাধার বৈজ্ঞানিক পর্ন্ধতিটি তুলে ধরল। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্দ্র ও সর্বহারা বিপ্লবের মতাদর্শ দেশে দেশে পরিব্যাপ্ত হতে শ্রুর করল। কমিউনিস্ট ভাবধারা ও বিশ্লবী প্রেরণার আনর্বাণ দীপশিখা জেনুলে দিল এই নভেন্বর বিপ্লব। লোনন-স্তালিনের কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবের এক মহান আদর্শ ও শিক্ষা সেদিন নভেন্বর বিশ্লবের মাধ্যমে জনসমক্ষে উপস্থিত করল এবং তার বৈশ্লবিক আকর্ষণ বিভিন্ন ধনবাদী দেশ ও সাম্বাজ্ঞাবাদ কর্বালত উপনিবেশ দুর্বার হরে উঠল।

কমরেড লেনিন-স্তালিনের শিক্ষা ছিল: শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর নেত্ত্বে পরিচালিত আন্দোলন ও সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা বাতীত পরিপ্রেণ জাতীয় মৃত্তি অর্জন অসম্ভব। শ্রমিক-কৃষক-মৈন্ত্রীর ভিত্তিতে মৃত্তি আন্দোলনের প্রধান শক্তি শ্রেণী সংগ্রামকে দ্বর্ণার করতে হবে।

নভেম্বর বিশ্লবের তাৎপর্য এবং লেনিন-স্তালিনের শিক্ষাগ্রিল প্নরার আমাদের স্মরণ করতে হবে, অন্-শীলন করতে হবে এবং বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে।

আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীকেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কস্বাদী)-র নেত্ত্বে বিপ্লব সমাধানে
গ্রের্ দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করতে হবে। নভেম্বর
সর্বহারা বিশ্লব এবং সর্বহারা শ্রেণীর একাধিপতা
স্থাপনের মূল লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীকে গণতান্ত্রিক বিশ্লবের নেত্ত্ব করতে হবে। আর
এ কান্তে যুব সমাজকে অবশাই তার যোগ্য ভূমিকা
পালন করতে হবে।

ভারতের যুব সমাজের সংগ্রামী ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের দেশের যুবসমাজ বে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা ভূলবার নয়। শত শত যুবক স্বাধীনতা আন্দোলনে শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন। দেশ স্বাধীন হ্বার পরও বহু যুবক শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে, গণতন্তের সংগ্রামে জীবন বিসজন দিয়েছেন। ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যেতে. ভারতের অসমাপ্ত গণতান্তিক বিশ্লব সমাধানে তাঁদের এই আত্মত্যাগ ভবিষ্যৎ বংশধরদের নতুন নতুন প্রেরণা জোগাবে। তাঁদের এই আত্মত্যাগ তখনই সফল হবে যখন আমরা দেশের যাব সমাজের এক বড় অংশকে বৈপ্লবিক আদশে উদ্বৃদ্ধ করতে পারবো, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চিন্তাধারায় সমাজতন্ত্রের চিন্তাধারায় তাদের উদ্বৃদ্ধ করতে পারবো। একথা এক মুহুতের জন্যও ভুললে চলবে না. নতুন সমাজ গঠনের সংগ্রামে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দেয় তার প্রতিটির সঙ্গে যুব জীবনের **সমস্যা জড়িত। শিক্ষাগত, বৈষয়িক, সংস্কৃতি** প্রভৃতি সমস্যার সঙ্গে যুব জীবন প্রতাক্ষভাবে জড়িত। প্রতিটি ম্হতে তাদের এই সমস্ত সমস্যার ম্থোম্থি হতে হয়। তাই নিজেদের স্বার্থে এবং সমগ্র সমাজ-জীবনের ম্বার্থেই যুবসমাজকে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অংশগ্রহণ করতে হবে। আর যুব ও ছাত্র আন্দোলন অবশ্যই পরিচালিত হবে এই বৈপ্লবিক লক্ষ্য নিয়ে।

রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্র-যুবদের এ জন্যই অংশগ্রহণ করতে হবে। কেননা সমাজ জীবনের প্রতিটি
সমস্যার জন্মলা তাঁদের ভোগ করতে হয়। সমাজ জীবনের
প্রতিটি সমস্যা তাঁদের জীবন কলন্নিত করে তোলে. এই
সমস্ত সমস্যার মুখোমনুখি হতে হয় প্রতিনিয়ত।

শ্রমিক শ্রেণীর দায়িত্ব হলো, শোষণ ব্যবস্থার ভিত্তিত্বে আঘাত করে ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছেদ এবং সমাজতাশ্রিক সমাজ ব্যবস্থা করের সংগ্রামে হত্তি-ব্র্ব আন্দোলনের ভূমিকা কি হবে? অনেকে বলেন, ছাত্র-ব্রবদের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি উদাসীন্য থাকা উচিত অনেকে বলেন, এই আন্দোলন শিক্ষাম্লক হওয়া দরকার, অনেকে বলেন, এই আন্দোলন হবে জাতীয়তাবাদী। আমরা বলি, এই স্থান্দোলন অবশ্যই পরিচালিত হবে রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে। আর এই দৃষ্টিভঙ্গী হবে বৈণ্লবিক পরিব্রতনের দৃষ্টিভঙ্গী, শ্রেণী সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গী। যাঁরা বলেন, ছাত্র-ব্ররা আন্দোলন-সংগ্রাম সম্পর্কে উদাসীন থাকবে বা এই আন্দোলন কেবল শিক্ষাম্লক হবে তাঁরা

প্রকৃত পক্ষে প্রাতন চিন্তাধারাকেই জাইরে রাখতে চান।
তাদের এই ভূমিকা প্রকৃতপক্ষে সামন্তবাদী, ধনবাদী
শাসন ব্যবন্ধার ন্বার্থই রক্ষা করে। এজনাই আমরা
ভাত-যুবদের একটি বিশেষ রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ
গ্রহণের কথা বলি; তাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ
গ্রহণের কথা বলি। ছাত্ত-যুব সমাজের সামনে দু'টি পথ
খোলা রয়েছে। হয় তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক
জাবনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে
হবে নতুবা তাদের প্রানো ধ্যান ধারণাকে আঁকড়ে ধরে
থাকতে হবে।

রাজনৈতিক ছাত্র-যুব সমাজের যারা বৈপ্লবিক পরি-বর্তনের সংগ্রামকে নিজেদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে চান তাদের পরোতন সমাজ বাবস্থা থেকে অবশাই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। প্রাতনকে ভালো করে না জানলে ভবিষাতের পথে সঠিকভাবে অগ্রসর হওয়া বায় না। প্রোতন সমাজ ব্যবস্থার দোষ-বর্টি. ভালো-মন্দ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে: সমাজ-জীবনের অগ্রগতির পথের বাধাগুলি সম্পর্কে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে নিরুতন সংগ্রাম চালাতে হবে। শিক্ষা এবং অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তাদের শপথ গ্রহণ করতে হবে। এই সংগ্রাম হবে কঠোর এবং কঠিন: এই সংগ্রাম হবে দীর্ঘস্থায়ী। এই সংগ্রাম সহজ সরল পথে চলবে না: এই সংগ্রাম চলতে থাকবে আঁকা-বাঁকা পথ ধরে। ছাত্র-যুব সমাজকে তাই শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শে, সমাজতশ্বের আদর্শে নিজেদের সমৃন্ধ করে তুলতে হবে: সমাজের যার। অনগ্রসর তাদের এই আদর্শে উন্বাদ্ধ করতে হবে। যেহেতু ছাত্র-যাবদের উদাম এবং কর্মক্ষমতা বেশি তাই তাদের একাজ করতে হবে ধৈর্মের সংগ্য, নিষ্ঠার সংগ্য, আশ্তরিকতার সংগ্য। একাজ যত দ্রততার সংখ্য সম্পন্ন হবে, সমাজের বৈপ্লবিক পরি-বর্তনের সংগ্রামও তত বেশি বেশি করে সংগঠিত র্প নেবে।

নভেম্বর বিগলব বার্ষিকীতে ছাত্র-যুব সমাজের প্রতি আবেদন : নভেম্বর বিপ্লব বিশেবর অত্যাচারিত, শোষিত জনগণের সামনে তাদের মৃত্তির পথ নির্দেশ করেছে। নভেম্বর বিপ্লবের আলোকে আরু দৃনিয়ার এক চতুর্থাংশ উল্ভাসিত, নভেম্বর বিপ্লবের আলোকে আরু দৃনিয়ার এক তৃত্তীয়াংশ মান্বের জ্বীবনয়াত্রা আলোকিত। ভারতের মাটিতেও এই মৃত্তি-শিখা প্রজন্লিত করতে হবে। আর এই সংগ্রামে ছাত্র-যুব সমাজের ভূমিকা হবে অবশাই গ্রুছপূর্ণ।

## बराब बराइय विश्वय-कर्याकि श्रम

অশোক ঘোষ

সম্পাদক

সারা ভ:রত ফরোয়ার্ড ব্রক পশ্চিমবংগ রাজ্য কমিটি

কমরেড্ লেনিন একটি নামই শ্ব্ব নয়—একটি ইতিহাস। এক নতুন য্গের প্রভী। এক নতুন সমাজ ব্রহথার প্রবর্তক॥

মহান নভেদ্বর বিপ্লব বিশেব প্রথম শোষিত মান্বদের ম্বিত্তর স্বাদ দেয়। বিশাল প্থিবীর এক বিরাট অংশ শোষণের অন্ধকারাচ্ছল গহর থেকে ম্বিত্ত পায়—প্রতিষ্ঠিত করে থেটে-খাওয়া মান্বের সরকার।

কমরেড্ লেনিন--মহান ঐ নভেম্বর বিপ্লবের সফল নায়ক।

কমরেড্ লেনিন- বিশ্ব প'্জিবাদ, সাম্রাজ্ঞাবাদী শিবিরের এক আতঙক।

কমরেড্ লেনিন—গ্রমিক, কৃষক-ছাত্র-যুব-বৃদ্ধ-জীবিদের এক পরম বন্ধ।

কমরেড্ ভ্যাদিমির ইলিচ্ছ লেনিনের সর্বব্যাপী রাজনৈতিক দ্রদ্ভিট বিপ্লবী প্রতিভা, সফল রণকোশল তাঁকে প্থিবীব্যাপী কোটী কোটী মান্বের কাছের মানুষ হিসাবেই পরিচিত করেছে ॥

নভেম্বর বিপ্লব আজ তাই শ্বধ্ মাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের মান্বদের কাছেই স্মরণীয় নয়—প্থিবীর সমস্ত সমাজতাশ্ত্রক দেশের মান্বদের কাছে সমানভাবে স্মরণীয়—শ্বধ্ তাই নয় প্রিজবাদ. সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ, ফ্যাসীবাদ. সামন্তবাদী শোষণের বিরুম্ধে নিয়োজিত কোটী কোটী সাধারণ মান্বের জীবনে নভেম্বর বিপ্লব উৎসাহ, প্রেরণা দেয়।

কার্ল মার্কস-ফ্রেডারিক এাংগেলস্ এর ঐতিহাসিক
তত্ত্বে সম্মধ্যালী করে কমরেড্রেলানন বিশ্বের ম্রিকামী
মান্ষদের সংগ্রামকে আরও একধাপ এগিয়ে দেন। সময়ে
সময়ে শ্রামকশ্রেণীর দল বলে পরিচিত বিভিন্ন দেশের
ছোট-বড় দলগালি যে ভূল রাজনীতির শিকার হন,
নিঃসন্দেহে এটি বলা যায় কমরেড্রলাননের বিভিন্ন
সময়ের বিভিন্ন অবস্থার নি'খ্ত রাজনৈতিক বিশেলবণএর সঠিক অন্ধাবন হয় তারা করতে অক্ষম কিংবা
ইছাক্তভাবেই ভূল পথেই পা বাড়ান।

প্রশ্নটি আজকে উঠবেই।

যে দেশে কমরেড্ লেনিন বিপ্লব সফল করলেন-স্বীকার করতে হয় সেই দেশে মান্যদের জীবনে এক
নতুন দিগন্তের স্বার উন্মোচিত হয়েছে কিন্তু একথাও
স্বীকার করতে হয় সেই দেশে কমরেড্ স্তালিনের মৃত্যুর

পর ঐ শোধানবাদী চক্র ব্লগানিন, ক্লুচভ্, ব্রেজনেজ মার্কসবাদকে নিয়ে কিভাবে ছেলেখেলা করেছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে শ্রমিকশ্রেণীর মার্লির পক্ষে তারা কথা বলেন অথচ মাক্সবাদের যেটি মাল কথা অর্থাং "গ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব" বা Dictatorship of the Proletariets এর অবলাগ্রির নয়া মতবাদের স্রুণ্টা কিল্তু ঝান্ব ঝান্ব মাক্সবাদী নেতারা।

প্রশন করতে ইচ্ছা হয় -য়ে কমরেড্র লেনিন বিশেবর তাবং শোষিত মান্মদের মৃত্তির স্বশন দেখতেন, সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের মহান তত্ত্বকেই দুনিয়ার বৃক্তে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বার বার বলেছেন সেই রাশিয়ার বর্তমান নেতৃবৃদ্দের সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার ব্যাপারে এই নীরবতা কেন? যদিও আমরা একথা স্বীকার করি প্রথবীর বিভিন্ন দেশের শোষিত মান্মদের মৃত্তির সংগ্রামে বিশেষ করে আফ্রকায় কতকগৃন্লি দেশে রাশিয়া বিপ্ল পরিমাণে সাহায়্য করেছে। কিন্তু ঐ সাহায়্য নিঃশর্ত কিনা প্রশন আছে। সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করবার মার্নাসকতা নিয়ে রাশিয়া ঐ সাহায়্য দিছে না নতুন নতুন উপনিবেশিক দেশগৃন্লিতে নিজের খবরদারী প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সাহায়্য সেটি অবশাই ভাববার বিষয়।

প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়—আমাদের দেশ ভারতকর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাপারে এক অত্যাশ্চর্য মূল্যা-য়নের প্রবক্তাদের। মার্কসবাদের কোন রচনাবলীর কোন অংশের বিপ্লবী লাইন তারা নতুন করে খ'ুজে বার কর-**লেন যার দ্বারা ভারতে স্বৈরতান্তিক শাসনকে তারা** বেমালমে সমর্থন করলেন? আমরা কি ভলতে পারি আজও সেই সব অন্ধকারের দিনগুলি? ভারতের ম্বাধীনতা সংগ্রামে যত মানুষকে ব্রটিশ সরকার ঐ ৪২ সালে গ্রেপ্তার করেছিল তার থেকেও বেশী লোককে ইন্দিরাগান্ধীর আমলে গ্রেপ্তার করা হর্মেছিল। জে**লে** জেলে বন্দী হত্যা এক নিতা-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক দল বলতে তখন শ্ব্মাত্র ঐ স্বৈরাচারী ইন্দিরার কংগ্রেস এবং তাদের বিশ্বস্ত সেবাদাস, উচ্ছিণ্ট ভোজনকারী সারমেয় ভারতের কমানিন্ট পার্টি বা সি পি আই। অনা সব দল-গুলির সভা, সমাবেশ, মিছিল প্রভৃতিকে বেআইনী করে দেওয়া হয়েছিল। প্রেস সেনসর ব্যবস্থা চাল হল। এমন কি রাজনৈতিক দলগুলির নিজস্ব মুখপত্তের উপরও **ट्रमनमृत वाक्म्या** कार्यकत कता रुव। नाती धर्यन,

ঠান্ডামাথার হত্যা, ব্যাপক সংখ্যার গ্রেস্তার এগ্রনিই ছিল জর্বরী অবস্থার উপহার। উপহার পেরেছিলাম এক বকাটে ছেলে—চর্বারর দারে ধৃত, দেশের কলন্দ ঐ ইন্দিরা তনর সঞ্জয়কে বার সেবা করতে সরকারী অর্থের বিপর্ল অপচর করা হরেছিল। কিন্তু তখন কোন প্রতিবাদ হল না সি পি আই-এর কাছ থেকে বা রাশিয়ার থেকে।

প্রশন করি—জর্বী অবস্থাকে সমর্থন করাটা কি মার্কস্বাদী নীতিকে প্রতিষ্ঠা করা না যেন তেন প্রকারে সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বাবিধাকে পাবার জন্য আদর্শ বিসন্ধান দেওয়া?

প্রশন করি—রাশিয়ার মহান কমরেড্ রেজনেভ যখন ভারতে এসে ইন্দিরার প্রশংসা করলেন এবং বললেন ভারতে ইন্দিরা বিরোধীতার প্রয়োজন নেই তথন সি পি আই বন্ধরো তাকে প্রতিবাদ করতে পারলো না—এবং যেহেতু রাশিয়া খ্নী হবেন তাই তারা বেমাল্ম ভাবে ইন্দিরাকে সমর্থন করলেন। এটি কোন মার্কসবাদ?

প্রশ্ন করি—এখন কি ভূল ব্রুতে পেরে ইন্দিরার নিশ্দা করা হচ্ছে না আবার কিছ্ম ক্ষমতার স্বাদ পাবার জন্য জর্বী অবস্থার ভূলগ্রিলর কথা এরা বলছেন?

প্রশন করতে ইচ্ছা হয়—অন্ধভাবে কোন দেশের প্রতি আন্মাত্য প্রদর্শন করা সেই দেশ (রাশিয়া) স্টালিন পরবতীকালে নানারকম ভূল করেছে যার ম্ল্যায়ন করা সব সময় সাধারণ মান্মদের বৃদ্ধিতে পর্যন্ত সম্ভব নয়—সেই সমর্থনের শ্বারা তারা কি ভারতবর্ষের বিপ্লবকে ম্রান্থিত করবেন যেই বিপ্লব শোষিত মান্মদের মৃত্তির পথ দেখাবে—না বিপ্লবের গতিপথকে আরও ভূল দিকে নিরে যাবেন?

ইতিহাসের শিক্ষা—বিপ্লব আমদানী করা যেমন যায় না বিক্লব রপ্তানী করাও তেমনি সম্ভব নয়। বিপ্লবী তত্ত্বকে অনুসরণ করা এক জিনিস আর অধ্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করা আর এক জিনিস। আর কাদের প্রতি অধ্ধ আনুগাত্য? যারা বহু ভূল করেই চলেছেন॥ আজকের দিনে তাই যেটা বার বার বলতে চাই—
মার্কসবাদের মূল কথাটিকে ভূলে গেলে বিপ্লব তো দ্রের
কথা—এক প্রতি-বিশ্ববী অবস্থার স্থিত হওয়া অসম্ভব
নর। মার্কসবাদের যেটি মূল কথা অর্থাৎ "বাস্তব
অবস্থার বাস্তব বিশ্বেষণ" —এটি থেকে বিচাত্ত হয়ে
আমার মহান দাদারা কখন নির্দেশ দেবেন—িক নির্দেশ
দেবেন তার জন্যে প্রতীক্ষা করা বা ভূল নির্দেশ আসকে
তাকেই নিজেদের কর্তব্য বলে মেনে নেওয়াটা মার্কসবাদকে ডার্ডাবিনে ফেলে দেওয়ার সামিল হবে।

বাস্তবতা বিবচ্ছিত ধ্যান-ধারণা নিয়ে প্রমিকপ্রেণীর দল তৈয়ারী করা সম্ভব নয়—ঐ ধ্যান-ধারণা শোষক-গোষ্ঠীর হাতকেই বরং শন্তিশালী করবে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে দেখেছিলাম বহু প্রয়োজনীয় মুহুতে কি প্রচণ্ডরকম দায়িছ অনেক সময় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। বাস্তবের আহ্বানকে অস্বীকার করে কার হাতকে শক্তিশালী করা হয়? পাঠকবর্গ ভেবে দেখবেন।

কমরেড্ লেনিনের সুযোগ্য নেতৃত্ব নভেশ্বর বিপ্লবের সাফল্য এনে দিয়েছিল। লেনিন প্রশেষ বাস্তববাদী নেতা হিসাবে, কমরেড্ লেনিন স্মরণীয় তাঁর নিখ্ত দ্র-দৃষ্টির জন্যে। লেনিনকে স্মরণ করি বিপ্লবের অণিনশিখাকে প্রশুজন্লিত করবার জন্য।

নভেদ্বর বিপ্রবের শিক্ষা—বিশ্বব সম্পন্ন করতে গেলে যেমন দরকার বিপ্রবী পরিস্থিতি তেমনি দরকার বিশ্ববী নেত্য

বিপ্লবী নেতৃত্ব বিষ্ণাবী মতবাদ ছাড়া সম্ভব নয়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদই হল এমন এক মতবাদ যা কিনা দেশে দেশে শ্রমিক-কৃষকদের অনুপ্রেরণা দিয়ে আসছে।

নভেম্বর বিপ্লবের আহ্মান—মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে—তৈয়ারী করতে হবে এক সাচ্চা বিপ্লবী দল।

# बल्धव विश्ववित्र ठाएभर्य ७ वामाम्ब कर्ठवा

মাখন পাল

স্মপাদক

বিপ্রবী সমাজতারী দল পশ্চিমবংগ রাজ্য কমিটি

#### ॥ कक्र ॥

১৯১৭ থেকে ১৯৭৮ সাল। রুশ দেশের সফল নভেন্বর বিশ্লবের পর একষটিটি বছর পার হয়ে গেল। ধনবাদী ব্যবস্থার ধরংস স্ত্পের উপর রুশ দেশে যে নতুন সমাজবাদী রাজ্ফের জন্ম হয়েছিল, তারও বয়স এখন একষটি বছর। বিগত এই ছয়িট দশক ধরে প্থিবীর ইতিহাস কিন্তু এক জায়গয় গেমে থাকেনি, থেমে থাকেনি নতুন সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাজ্টের বাস্তব অবস্থাও।

#### ॥ मुद्दे ॥

১৯৩৯—১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় সাম্রাজাবাদী যুদ্ধের পূর্বে পর্যন্ত, ইউরেশিয় ভূভাগের উত্তরাঞ্চলের বিশ্তীর্ণ ভূখণ্ড-কৃষ্ণসাগর এবং বাল্টিক সাগর থেকে প্রশানত মহাসাগর পর্যন্ত এলাকা, সোভিয়েট রুঘটুর অন্তর্ভ ছিল। প্রিবীর মোট জনসংখার একষষ্ঠাংশ ছিল শ্রমিক রাড্রের প্রতাক্ষ শাসনাধীন। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদেধর সময়ে এবং যুদেধান্তর কালে রুশ রেড-আমির সহায়তায় পূর্ব দিকে পূরো পূর্ব এশিয়া ও চীন দেশের মূল ভূখণ্ড এবং পশ্চিম দিকে গ্রীসকে বাদ দিয়ে পোলা-ড, চেকোলোভাকিয়া ও হা-গেরী সহ সমস্ত বলকান এলাকা এবং পূর্ব জার্মানীতে, প্রেনো ধরনের ও একচেটিয়া প্রাজবাদের অবসান ঘটে। এই সমুত অগুলের জনগণের মোট সংখ্যা সারা প্রথিবীর জনসংখ্যার **এক চতর্থাংশ। উৎ**পাদন যদ্যের রাষ্ট্রীয়করণ এবং বাবসা ও শিল্প ব্যবস্থার জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে এসকল রাণ্ট্র অ-ধনবাদী পথে (ron-capitalist way) পরিক্রমা শ্রু করে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, নব গঠিত রাণ্ট-গ্রনির উপর সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব থাকার দর্ন সোভিয়েট রাষ্ট্র অনাতম প্রাগ্রসর এবং শক্তিশালী শিলেপা-মত রাষ্ট্রের স্তরে উল্লীত হয়।

#### ॥ তিন ॥

সোভিয়েটে রাষ্ট্র, জনগণতান্ত্রিক চীন এবং পর্ব ইউরোপের নবগঠিত রাষ্ট্রগর্নালর মধ্যে অভান্তরীণ আদর্শন নৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে যত স্বন্ধ-কোলাহল-ই থাকুক না কেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, যুন্থোত্তর কালে যে সকল জনগণতাশ্তিক রাণ্টের উন্ভব ঘটেছে. তা সম্ভব হয়েছে ১৯১৭ সালের নভেন্বর বিশ্লবের অনুপ্রেরণার ফলেই। তাছাড়া পশ্চিম গোল দের্থর বিশ্লবের বিশ্লবের অভ্যানয় একথাই প্রমাণ করে যে. নভেন্বর বিশ্লবের আদশনৈতিক প্রভাব এমনকি আমেরিকার দিকেও সম্প্রসারিত হয়েছে। মন্রো-নীতির মাধ্যমে অমিরিকার একচেটিয়া পর্বাজ্ঞবাদকে রক্ষা করার যত চেন্টাই করা হোক না কেন, নভেন্বর বিশ্লবের অদশনিতিক সফল অভিযানকে বাহত করা সম্ভব হয়ন।

#### ॥ हात्र ॥

সমসামায়ক সমাজতাশ্যিক ও আন্তর্জাতিক কমানুনিদট আন্দোলন সম্পর্কে জিল্ঞাস্ ছাত্রদের কাছে একথা অজানা নয় যে, মার্কসবাদ-লোননবাদ এবং নভেন্বর বিশ্ববের শিক্ষা সম্পর্কে উপরে উল্লোখিত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র নেতাদের মধ্যে আদর্শনৈতিক ও রাজনৈতিক মতপার্থক্য বিদ্যমান। তথাকথিত 'সমাজ-তাশ্যিক শিবিরে'র দুটি প্রধান দেশ—সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং জনগণতাশ্যিক চীন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একে অনোর যে শুখু প্রতিম্বন্দ্বী তা নয়, একে অনোর বিরুদ্ধে সর্বহারার সমাজতাশ্যিক আদর্শ ও নভেন্বর বিশ্ববের আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আদর্শ সম্পর্কে বিশ্ববাস-ঘাতকতার অভিশোগ উত্থাপন করেছে।

মাও-সে-তৃং এবং চীন দেশের কমন্নিস্ট পার্টি সোভিয়েট ইউনিয়নকৈ প্রকাশ্য ভাবেই. মুথে সমাজতশ্বী ও কাজে সম্মাজ্যবাদী (Social imperialist আখ্যায় আখ্যায়িত করেছে। অপর দিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের কমন্নিস্ট পার্টিও তার উত্তরে জনগণতাশ্যিক চীনের নেতৃত্বকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী এবং ধনবাদী পথে বিচরণকরী Chauvinist Hegemonist and capitalist deviators বলে অভিহিত করেছে।

#### n शौंठ n

এই উভর রাণ্ট্র ছাড়াও পর্বে ইউরোপের জনগণ-তান্তিক রাণ্ট্রগর্নিল, যারা ম্লতঃ সোভিয়েট ইউনিরনের আদশ্নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল, তারাও কিন্তু এখন আর সোভিয়েট ইউ-নিয়,নর নেতৃত্বকে নিভূল ব.ল মেনে নিতে পারছে না।

্ স্বরণ রাখা দরকার, লেনিনের মৃত্যুর পর থেকে সোভিয়েট রাষ্ট্রকেন্দ্রিক এক-পাথুরে এককেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণা আন্তর্জাতিক কমার্নিন্ট আন্দোলনের মধ্যে এমন ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল যে বিভিন্ন মহ তে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পরবতীকালে সোভিয়েট ইউ-নিয়নের নেতারে ক্রাণ্চেভের আগমনের পর, এদের পার-<del>পিরিক সম্পর্কে আরও চিড ধরে। ফলে অ.শ্তর্জাতিক</del> ক্ষান্ত্ৰিকট আন্দোলনের নেত,ত্বের বহু,কেন্দ্রিকতার কেন্দ্রিকতার পরিবর্তে বহুলাংশে স্থান গ্রহণ করে: তথাকথিত <del>সমাজতান্তিক শিবিরের</del> রাষ্ট্রগর্নিল স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র পথ গ্রহণ করতে থাকে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার অনেক জনগণ-তান্ত্রিক রাজ্ম ও কমার্নিস্ট পার্টিগর্নল সোভিয়েট ইউ-নিয়ন এবং জনগণতান্ত্রিক চীনের পারস্পরিক শ্বন্থে নিরপেক্ষ থাক র সিম্ধান্ত গ্রহণ করে। সোভিয়েট ইউনিয়নের কম নিস্ট পার্টি এবং আন্তর্জাতিক কমা-নিস্ট আন্দোলনের নেতা ক্রন্টেড, এ সময়ে সমাজতন্তে পে'ছানোর বিভিন্ন রাস্তা'র (Different roads to Socialism ) তত্ত প্রচার করেন এবং 'শান্তি-পূৰ্ণ সহযোগিতা' (peaceful co existance) 'শান্তি-পূর্ণ প্রতিযোগিতা' (peaceful competition) এবং 'শান্তিপূর্ণ পথে সমজেতন্ত্র' (socialism through peaceful means) ইত্যাদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী তত্ত গ্রহণ করেন। সম্প্রতিকালে স্পেন, ইতালী এবং ফরাসী দেশের কমানুনিস্ট পার্টিগর্বল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও নভেম্বর-বিশ্লবের ঐতিহ্য বিরোধী ষে ষ্টিয়েরো ক্যানিজম' নামক নবতর তত্ত্বের জন্ম দিলেন. এটা আন্তর্জাতিক কমণ্রনিস্ট আন্দোলনের ভুল তত্ত্ব প্রচারেরই অনিবার্য পরিণতি।

#### ॥ इत्र ॥

বর্তমান প্রবন্ধের স্বল্প-পরিসরে এসকল বিতর্কিত প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নর, অবশ্য প্রাসন্থিকও নর। বা প্রাসন্থিক তা হলো—এসব বিতর্কম্লক পরিস্থিতির উদ্ভব সত্ত্বেও নডেম্বর সমাজ্য তাশিক বিক্লবের আদর্শনৈতিক তাংপর্য এবং বর্তমান ব্যুগেও তার উপযোগিতা এতট্যুকু ম্লান হর্মান। এ কারণে এবারকার নডেম্বর বিপ্লব দিবসে যা স্মরণীর তা হলো নডেম্বর বিক্লব সমগ্র মানবজাতির জন্য যে ঐতিহাসিক বাস্তব সত্য এবং বিক্লবী আদর্শনৈতিক ঘোষণা করে গেছে তার প্রতি আন্যুগতা জ্ঞাপন ও দেশ-কল-পাত্র অন বারী দেশে দেশে বিক্লব সম্পাদনের জন্য যথোপযুক্ত রণনীতি এবং রণকোশকের অনুসরণ।

প্রশন হলো, এই বাস্তব সত্যগ্রনি কী? এবং নভেম্বর বিশ্ববের আভস্কতা-প্রস্ত াশক্ষণীয় ও অন্ব্করণায় বিষয়গ্রালই বা কী? স্ত্রকারে সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক ঃ—

প্রথম বাস্তব সত্য হলো এই বে, বর্তমান যুগ সাম্রাজ্যবাদী ধনবাদী রাদ্ধ বাবস্থার অবক্ষয়ের যুগ। স্ত্রাং বিশ্লব অনিবার্য। কিন্তু এই বিশ্লব সম্পন্ন হবে প্রধানতঃ সেইসব রাদ্ধে যেখানে সাম্রাজ্যবাদ-ধনবাদের শ্ভল অত,নত দ্বল। গিলেপালত এবং প্রধান প্রধান ধনবাদী দেশেই যে প্রথমে বিশ্লব সম্পন্ন হবে এর কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ এসকল দেশের শাসকপ্রেণী অত্যন্ত সচেতন ভাবে প্রমিক শ্রেণীর একটি অংশকে নানা কোশলে নিজের দিকে টেনে নিতে সক্ষম হয়েছে।

শ্বিতীয় বাস্তব সত্য হলো এই যে, প্রত্যেক ধনবাদী-সামাজাবাদী দেশেই শাসক ধনিক শ্রেণীর নানা গোষ্ঠী রয়েছে। নিজ নিজ গোষ্ঠী স্বার্থের কারণে এরা একে অনের প্রতিশ্বন্দ্বী। কিন্তু তাই বলে এদের কাকেও প্রগতিশীল অংখা দিয়ে মৈত্রী বন্ধনে আবন্ধ হলে বিশ্লবেরই ক্ষতি করা হয়। ধনবাদী-গোষ্ঠীর পার-স্পরিক শ্বন্দ্বের স্থোগ গ্রহণ অবশ ই করতে হবে। কিন্তু তাই বলে এদের কোন অংশকে প্রগতিশীল আখ্যা দিরে তার সংগ্রহাত মেলানো সঠিক বিশ্লবী পথ নয়।

ত্তীয় বাস্তব সত্য হলো এই যে, সংসদীয় গণতক্ষ বা ব্জোয়া-গণতক্ষ ধনবাদের আত্মরক্ষার মুখোস মাদ্র। সংকটগ্রুস্ত ধনবাদ প্রয়োজন মনে করলে অনায়াসে সংসদীয় গণতক্ষের মুখোস ছিড্ড ফেলে দিয়ে ফাসিবাদের পথ গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। বাস্তবিক ব্রজোয়া গণতক্ষ্য এবং ফ্যাসিবাদের মধ্যে কোন ম্লগড পার্থক্য নেই। ('They are twins and not antipodes')

চতুর্থ সত্য হলো এই যে, বিস্লবের মাধ্যমে শুধুমার थनवाप-अ शाकावापतक উচ্ছেদ कदाই একমাত काछ नद्र। এদের উচ্ছেন করার পর সঞ্গেই সংগেই পরেনো বাবস্থাকে ভেন্সে ধরংস করে ফেলতে হবে। এবং পরিবতে প্রতিণ্ঠা করতে হবে প্রমিক শ্রেণীর একনায়কম। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরাজিত শোষক শ্রেণী সম্পর্কে এক-নায়কত্ব মূলক ব কংখা গ্রহণ করবে। আর সংখ্যালাভ্রত শোষক-ধনিক শ্রেণী বিরোধী সংখাগরিষ্ঠ জনতা সম্পর্কে গ্রহণ করবে গণতান্তিক ব্যবস্থা। করণে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিক বাবস্থা বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে ৷ পঞ্চম সতা হলো এই যে, ধনতন্তের অসম বিকাশের কারণে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সমাজতান্দ্রিক বিশ্বব সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু একদেশে সমাজতদের চ্ডান্ড বিজর কিছ্ৰতেই সম্ভব হবে না—যতক্ষণ পৰ্যন্ত বিশ্ববাপী সমাজতাশ্যিক বিস্পব সম্পন্ন না হয়। এ কারণে বিজয়ী

সমাজতান্ত্রিক দেশকে নিজ দেশে সমাজতান্ত্রিক প্রণ-গঠিনের কাজের সপ্যে সপ্যে বিশ্ব বিশ্বব সম্পাদনের জন্য রণনীতি ও রণকৌশল গ্রহণ করতে হবে।

#### ॥ সাত ॥

উপরোক্ত বাস্তব সত্যগন্ত্রির প্রতি আন্ত্রগত্য প্রদর্শন করে ভারতবর্ষে প্রমন্ধীবী জনতাকে প্রমিক প্রেণীর নেত্ত্বে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববে সম্পাদনের জন্য প্রস্তৃত হতে হবে। আর সে কাজ কর র সময়ে র্শ দেশের সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববের প্রস্তৃতির দিনগন্ত্রির কথা স্মরণ না করে পারা ধায় না।

মনে রাখতে হবে যে. ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিক্লবের পর যথন ধণিক-শ্রেণীর নেত্তে রুশ দেশে 'অস্থায়ী সরকার' (Provisional Govt.) প্রতিষ্ঠিত হয়. তথন অস্থায়ী সরকারকে সমর্থনের প্রশ্নে এমন কি বলশেভিক পার্টির সদামত্ত এবং নির্বাসন থেকে প্রতাগত নেতাদের মধ্যেও বিদ্রান্ত দেখা দেয়। 'প্রাভদা' পাঁরকার মাধ্যমে এ সরকারকে সমর্থনের আওয়াজ ওঠে। কমরেড লেনিন সে সময়ে ছিলেন রুশ দেশের বাইরে নির্বাসনে। প্রাভ্দা পত্রিকার এর প প্রচারে তিনি व्याणिक्वण रहा अलेन अवः कार्यानित भरा निता तुन দেশে গিয়ে হাজির হন। সে সময় 'অস্থ য়ী সরকারের' মন্ত্রীরাও তাঁকে অভার্থনা জানাতে এগিয়ে আসেন। কিন্ত কমরেড লেনিন সেদিকে নজর না দিয়ে কমরেড কামেনভের কাছে এসে বললেন—"প্রাভদা পত্রিকয় এসব আজে বাজে কি লিখছো?" ('What nuisance you তারপর শ্রমিক are writing in the Pravda?') শ্রেণীর আনীত সাঁজোয়া গাড়ীর উপর দাঁডিয়ে শ্লোগান দিলেন— "No support to the provisional Government; all power to the Soviets"

#### ॥ আট ॥

. পরবতা ইতিহাস আজ আর কারও অজানা নর। কমরেড লেনিনের এই মনোভাব বলগেভিক পার্টির তদানীশ্তন নেতৃত্ব মেনে নিতে পারলেন না। বলগেভিক পার্টির মণ্যে তিনি তখন একা। এরপর তিনি ধীরে ধীরে পার্টি নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং শেব পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বিশ্লব সম্পাদনের জন্য যে নীতি গহীত হয়েছিল তা-ই লেনিনের 'এপ্রিল থিসিস' নামে অভিহত।

সেদিনও এ প্রশ্ন উঠেছিল যে, যেতেতু ফের্য়ারী বিশ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়া গণতান্দিক বিশ্লব আধা-খাঁচরা ভাবে শেষ হয়েছে সেহেতু অর্দ্ব সমাণ্ড বুর্জোয়া নগণতাশ্যিক বিপ্লব সম্পাদনা করাই প্রধান কর্তব্য,
সমাজতাশ্যিক বিংলবের প্রশন আসবে তার পর। কমরেড
লোনন তার বিরুদ্ধে অকাটা ব্রন্তি উত্থাপন করে বললেন—
ধনিকশ্রেণী যেহেতু রাণ্টা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে,
সেই হেতু ধানক শ্রেণীর উচ্ছেদ তথা সমাজতাশ্যিক
বিশ্লবের মাশ্যমে গণতাশ্যিক বিশ্লবের অসমাপ্ত কাজ
সম্পাদন করতে হবে। বাস্তবিক লোনন এবং বলশেভিক
পার্টির নীতি ও কর্ম কোশল অন্যায়ীই ১৯১৭ সালে
নভেশ্বর সমাজতাশ্যিক বিশ্লব সম্পন্ন হয়।

#### ॥ नय ॥

একটি দেশের বিশ্লবের সবগালি কর্মকোশল অন্য দেশে অ-বিকল অনুসরণ করা চলে না। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও সে কথা মোটেই অসতা নয়। কিল্ত সংগ্র<u>ে</u> সংগ্র একথাও কম সতা নয় যে, ভরতের সংশে রুশ দেশের প্রাক বিশ্লব বাস্তব পরিস্থিতির অনেক খানি মিল রয়েছে। কমরেড লেনিন রুশ দেশ সম্পর্কে সে সময়ে বলেছিলেন যে -- "Russia is the most Petti-Bourgeois Country of all the Petti-Bourgeois Countries of the world". ভারতবর্ষের অবস্থাকে অবশাই সেই পর্যায়ে ফেলা এখানেও জাতীয় ধাণকশ্রেণীর তাও নয় বি×বাসঘাতকতার ফলে জাতীয় গণতা**ল্যিক বিপ্লব** গণতান্ত্রিক বিশ্লব আধাথ্যাঁচরা-ব\_জোয়া (Halfbaked and Trunckated) সমাপ্ত হয় এবং ধনিক শ্রেণী রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে। স্তরাং যে বাস্তব পরিস্থিতির মুখে মুখি দাড়িয়ে কমরেড লোনন ও বল-শেভিক পার্টি সমাজতালিক বিশ্লবের রণনীতি করেছিলেন ভারতের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হওয়ার কোন কারণ নেই। তাছাড়া, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণের প্রতাক্ষ্য সচেতন এবং সশস্ত হস্তক্ষেপের মাধামে রুশ দেশে যে সমাজতান্ত্রিক বিশ্লব সম্পন্ন হয়েছিলো তার সভ্যেও ভারতবর্ষের বাস্ত্র পরিস্থিতির অমিল হওয়র কিছু নেই। রণ-নীতি এবং রণ-কৌশলের ক্ষেত্রে উভয় দেশের মণ্ডে এই যে মিল তাকে অস্বীকার করা যায় না।

তাই বলে রণকোশলের সমসত ক্ষেত্রেই অবিকল মিল থাকবে এমন কোন কথা নেই। বিশেষ করে রণকোশলের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সংগে যে প্রচণ্ড অমিল রয়েছে তা কে অস্বীকার করবে? "দুনিয়া ক পানো দশ দিনে" রুশ দেশের বলগোভক পার্টি যেভাবে রাণ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছিল অথবা রাজধানীতে বিশ্লবী কর্মকণ্ড শর্ম করে গ্রামাণ্ডলে সে আগ্ন ছড়িয় দিয়ে বিশ্লবক জয়য়্ব করেছিল, তেমন অবস্থা কিল্ড রুশ বিশ্লবের পর অন্য কোথাও ঘটেনি। চীন, কিউবা এবং ভিয়েতনামের বিশ্লবও দীর্ঘাস্থায়ী গৃহগুণের মধ্য দিয়ে সাফলামণ্ডিত হয়েছে। 'গোরলা যুশ্ধ' ও গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও'এর

যে কৌশল রুশ বিস্লবের পর চীন, কিউবা এবং ভিরেতনাম বিস্লবে গৃংগত হ্রেছিল, ভারতব্যের বিস্লবের অন্রুপ কৌশল গ্রহণযোগ্য হবে কিনা, তা-ও এক্ষ্ণি সঠিকভাবে বলা যায় না। আন্তর্জাতিক ও জাতীর পরিস্থিতির বিচার-বিশেলষণ করে যা বলা যায়, তা হলে—ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণী এবং শ্রমজীবী জনতাকে দৌর্ঘান্থা গৃহ্যুদেশ্র (Protracted Civil War) পথ ধরেই চলতে হবে। আর বিশেষ অর্থনৈতিক-র জানতিক ও ভৌগোলিক কারণে এই গৃহ্যুম্থও শ্রু হবে ভারতের 'উপেক্ষিত প্রাণ্ডলে')।

#### ॥ प्रमा

প্রদান উঠবে, ধনবাদের শৃংখল যেহেতু বিশ্ব জোড়া, সেই হেতু আন্তর্জাতিক কোন প্রতিণ্ঠ নের নেতৃত্বেই সে ধনবাদের মোকাবেলা করতে হবে। এবং তেমন ধরনের কেন আত্তর্গাতক প্রতিষ্ঠানের সংগ্রে যান্ত না থাকলে কেন বিংলবী দুলর পক্ষেই স্বুদ্রশে বিংলব সম্পাদন করা বা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তথা আন্তর্জাতিকতা-বাদী বলে পরিচিত হওয়া সম্ভব নয়। এই তত্ত যে কত বে-ঠিক, নভেম্বর বিপলবই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নভেম্বর বি॰লবের কালেও অনুরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু একথা কারও অজানা নয় যে, সংস্কারপন্থী দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করে এসে ক্যারেড লেনিন ঘোষণা করেছিলেন যে: "There is one, and only one Kind of internationalism in deed; working whole heartedly for the development of the revolutionary movement and the revolutionary Struggle in one's own Country and supporting (by propaganda sympathy and material aid ) such and only such a struggla and such a line in every Country without exceptions.

Everything else is decention and manilovism (sentimental day-dreaming)"

স্তরাং আজ যখন তেমন কোন বিশ্লবী আনত-র্জাতিক প্রতিণ্ঠানের অস্তিত্ব নেই, সেখানে কোন আনত-র্জাতিক প্রতিণ্ঠানের সংগ্য ভারতের মার্কসবাদী-র্লোনন-বাদী তথা বিশ্লবী সমাজবাদীদের যুক্ত থাক্তরও কোন প্রশন ওঠে না।

কমরেড লেনিন আন্তর্জাতিকতার যে সংজ্ঞা দিরে গেছেন, ভারতবর্ষের পক্ষে বর্তমন পরিস্থিতিতে সে ধরনের আন্তর্জাতিকতাই একমান্ত গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে। অবশ্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তথা বিশ্লবী সমান্ত্র-বাদের ভিত্তিতে বদি তেমন কোন বিশ্লবী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে তবে তার সঙ্গে অবশাই ব**রে হতে** হবে।

#### ॥ এগার ॥

মার্কস এবং এগেলস-এর "দুনিয়ার মজুর এক হও" ('Workers of the world unite') আওয়াজের কদর্থ করে এক সময়ে এনন কথা বলা হয়েছিল বে সারা বিশ্বে একই সময়ে সমাজতালিক বিশ্বের সম্পন্ন হবে। মার্কস-এগেলস-এর মৃতুর পর এ প্রশেনর জবাব দিয়েছিলেন মার্কসবাদের ভাষাকার মঃ রিয়াজনভা। তিনি বলেছিলেন প্রকাষের ভাষাকার মঃ রিয়াজনভা। তিনি বলেছিলেন প্রকাষার বাদের ভাষাকার মঃ রিয়াজনভা। তিনি বলেছিলেন প্রকাষার লাকার নামার বাবের ভাষাকার করে বাবের স্বার্থ করে করেছ করিব এই প্রশেনর জবাবে আরও স্পত্ট করে বলানে যে, ধনব দের অসম বিকাশের ফলে একই সমরে বা একই দিনে সারা বিশ্বে বিশ্বের সম্পন্ন হবে। শুধু তাল্ব নয়, বাস্তবেও তিনি তা প্রমাণ করে বিলেন, রুশ দেশে ন্তেভ্বর বিপ্লব সম্পাদনের ম্যা দিয়ে।

#### ॥ বার ॥

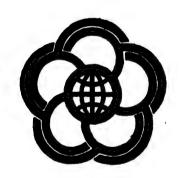
কিন্তু একটি দেশে বিশ্বব সম্পাদনের পরই কি সেই সহলা । এপ্রথা দেশের কর্তবা শেষ হয়ে যায়? নভেন্বর বিশেষকে উপলক্ষ্য করে কমরেও লেনিন তার উত্তর দিতে গিয়ে বললেন "The Russian Revolution is only one link in the chain of world revolution." এই কারণে ১৯১৮ সালের জান্যারী মাসে তিনি ঘোষণা করনেন—সোভিয়েট ইউানয়নের শান্তিকলান দিবাবধ নীতির কথা বাজে বিভাব সমাজতালিক প্রণাঠনের কাজে হাত দিতে হবে। আবার সংগে সংগে (২) অন্যান্য দেশে যাতে বিশ্বব সম্পন্ন হতে পারে তার জন্যও প্রয়োজনীয় প্রচেণ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কারণ ধনতল্বের অসম-বিকাশের ফলে একদেশে সমাজতালিক বিশ্বব সম্পন্ন হতে পারে—কিন্তু 'একদেশে সমাজতালিক বিশ্বব সম্পন্ন হতে পারে—কিন্তু 'একদেশে সমাজতালির পূর্ণ বিজয় লাভ সম্ভব হতে পারে না।'

সত্তরাং সফল বিশ্লবী দেশের নিজের স্বার্থে এবং বিশ্ব ধনবাদকে উচ্ছেদ করার প্রয়োজনে সফল বিশ্লবী দেশকেও বিশ্ব বিশ্লবকে জয়য়্ত করার কাজে এগিনে যেতে হবে। ক.রণ হিসেবে কমরেড লোনন বলেছেন— সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী মহাসাগরের মধ্যে সোভিরেট-ইউনিয়ন একটি শ্বীপ মার্টা। যে কোন ঝড়ে এর ভিড নির্ম্বল হয়ে যেতে পারে। স্বভরাং বিশ্ব-বিশ্লবের

লক্ষ্যকে সামনে রেখে সোভিরেট ইউনিয়নকে বিশ্ব-বিশ্লব সম্পাদনের জন্য প্রচেণ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভণ্গী থেকে বিচার করলে তাতে ভয়ের কারণ রয়েছে সত্য কিন্তু মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তথা আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসেবে বিচার করলে দেখা বাবে এতে ভয়ের কোন কারণ নেই। কমরেড লেনিন ১৯১৯ সালের মে মাসে সোভিয়েট কংগ্রেসের সভায় ঘোষণা করেছিলেন: 'Even if the imperialist capitalist should overthrow the Bolshevik power tomorrow, we would not regret for a second that we took power and took our strategy for the international socialist revolution.' একদেশে সমাজতান্ত্রক বিশ্লব সম্পাদনের পর সফল

বিশ্লবী দেশকে যে বিশ্ব বিশ্লবের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে চলতেই হবে এবং সেকাজ করতে গিয়ে বিদ্বিবশ্লবী রাণ্ট্রকে সামাজ্যবাদ-ধনবাদের হাতে সামায়কভাবে পরাভূতও হতে হয় তব্ বিশ্ব বিশ্লবের পথ ধয়েই এগিয়ে চলতে হবে—এটাই ছিল কময়েড লেনিন এবং র্শ দেশের নভেন্বর বিশ্লবের নির্দেশ।

ভারতবর্ষের বিশ্লবী শ্রমিকশ্রেণী এবং শ্রমজীবী জনশন্তিকে নভেম্বর-বিশ্লব ও কমরেড লেনিনের নির্দেশ অনুযায়ী এগিয়ে চলতে হবে। নিজ দেশে সমাজতাশ্রিক বিশ্লব সম্পাদনের লক্ষাকে সামনে রেথে বাস্তব কর্মস্টী গ্রহণ—নভেম্বর বিশ্লবের আলোকে ভারতবর্ষের বিশ্লবী শক্তির করণীয় কাজের মূল কথা এখানেই নিহিত।



## নভেম্বর বিপ্লব

প্রক্লে চন্দ্র সেন এম, পি.

আজ থেকে ৬১ বছর পূর্বে বে অভূতপূর্ব আলো-ড়ন এবং অভাবনীয় বিস্ময়কর ঘটনার ফলে সমগ্র প্রিথবী তিনদিন কে'পে উঠেছিল তা হচ্চে রাশিয়ার নভেম্বর বিশ্বব। এই মহান বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন লেনিন। বিস্লবের কয়েক মাস পূর্বেও লেনিন ফিনল্যান্ডে গ্যোপনে অৰম্থান ক'চ্ছিলেন—ভাবেনও নাই—এত শীগ্গীর ও আকিম্মকভাবে বিশ্বার ঘটবে। একশত গ্রিশ বছর পূর্বে SUBU-4 Marx & Engels Communist Manifesto সামাবাদ-ইস্ভাহার প্রকাশ করেন এবং তারও ৬৯ বছর পরে রাশিরার নভেন্বর বিম্লব ঘটে। Marx' এর ধারা-বাহিক ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক বিশেলবণ এই কথাই ৰলে বে সমাজ ও সভাতার অগ্রগতি হ'চ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে। সমাজতল্য-সামাবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে ধনতাল্যিক ও সর্বহারার শ্রেণী সংঘর্ষে এবং ধনতদ্মের ফলেই সর্ব-হারার অভ্যুদর এবং উভরের মধ্যে শ্রেণী বিবাদ আনবে সমাজতন্ম এবং তারপর Dictatorship of Proletariat এর স্বারা শ্রেণীর বিলোপ সাধিত হ'লে সমাজতন্য এবং সমাজ শ্রেণীহীন ও শোষণহীন হ'লে রাখ্য ক্ষীণ হতে আরুভ করবে এবং সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠার রাষ্ট্র একেবারে বাবে শ্রকিয়ে আর ক্ষমতা বাবে সোভিয়েতে সোভিয়েতে— অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা হবে সম্পূর্ণ-ভাবে বিকেন্দ্রীকৃত। সেই অবস্থার সত্যিকারের জনগণ-তন্ম প্রতিষ্ঠিত হবে-প্রভ্যেকে সাধ্যান,বায়ী কাজ করবে এবং প্রত্যেকে প্রয়োজনের অনুপাতে ভোগ্যসামগ্রী পাবে। মানুবের শুভবুন্ধি জাগ্রত হবে এই অবস্থায় পরিপূর্ণ-ख्रात वर भागतन श्राताक्रमीत्रजा व्यक्तवादारे थाकरव ना।

Marx ভাবেন নাই রাশিয়ার ন্যার কৃষিপ্রধান দেশে সাম্যবাদী বিশ্বর সম্ভব হবে। কিন্তু নানা কারণে

রাশিয়ার প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে পরাজয় বরণ করতে থাকার সেনাবাহিনীর মনোবল ভেগে পড়ে এবং অবশেবে বিপ্লব অবশান্ভাবী হয়ে পড়ে তদানীন্তন বিকট অবন্ধার। রাশিয়ায় বিস্লবের পূর্বে সে রকম industrialisation হয় নাই—সেইজন্য বিপ্লবোত্তর কালে শিলেপাময়নের জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়। বিস্লবের তিন বছর পরেই ১৯২০ সালে রাশিয়ায় দুভিক্ষ হয় এবং সেই দুভিক্ষ প্রায় চাল্সশ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়-মহানুভব লেনিনের সম্মতিতে আমেরিকার Hoover 'এর নেত্রে বিপ্রলভাবে রিলিফের ব্যবস্থা সত্ত্বেও। আবার এর আমলে ১৯৩১-৩৩ এ ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় যার ফলে এক কোটির বেশি মানুষ অনাহারে মারা বার। এছাড়া আরো লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করা হয় Stalin এর নিৰ্বাসন বন্দ্ৰণা ভোগ ক'রতে হর। এই বিপলে মানলে দিয়েও রাশিয়া এখন পর্যন্ত Socialism (সমাজতন্তের)-এর স্তর উত্তীর্ণ হয়ে Communism (সাম্যবাদের)-এর স্তারে উঠতে পারে নাই। ধনতন্দ্র বিশাস্ত্র হারেছে পরিবর্তে State Capitalism (র দ্মায়ন্ত ধনতন্ত্র) প্রতিষ্ঠা লাভ क द्वादा ।

সিলোভান ভিলোসের মতে শ্রেণীহীন রাশিরার এক ন্তন শ্রেণীর (New Class) আবির্ভাব হরেছে— এই শ্রেণী হ'ছে 'আমলাতল্য' ("ureaucracy;—এই Bureaucracy শব প্রভাবশালী। কবে যে রাশিরার সমাবাদ আসবে—রাদ্ধ দ্বিরে বাবে—সাঁতাকারের জনগণতল্য প্রতিষ্ঠিত হবে তা কেউই বলতে পারে না। হরতো আর একটা বিশ্লবের মাধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে সামাবাদ।

## वाष्ट्रय विश्वव

#### विश्वनाथ अद्भाशायाम

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমবংগ রাজ্য পরিষদ

এ বছরের এই নভেন্বর সারা বিশ্বজন্তে প্রবল সমারোহের মধ্যে নভেন্বর বিপ্লবের ৬১তম বার্ষিকী উদ্যোপিত হল। এই ৬১ বছরের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীর এক তৃতীরাংশেরও বেশি মানুব তাঁদের নিজ নিজ দেশে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা—এক নতুন অর্থনৈতিক কাঠামো—এক নতুন মানবিক বোধ গড়ে তুলেছে বেখানে বেকারীর জনালার তর্গ-তর্গীর হৃদর স্লানিতে রক্তান্ত হয়ে ওঠে না—বেখানে মন্তিমের ন্বারা শোষণের অবসান ঘটেছে—বেখানে প্রতিটি মানুবের আশা, স্বশ্ন ও সম্ভাবনা বিকশিত হয়ে ওঠে। আর এই নতুন যুগের স্কুনা হয়েছিল ১৯১৭ সালের ৭ই নভেন্বর রুশ দেশে।

সেদিন নভেম্বর বিপ্লব সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে কি বিপ্লে আশা আর গভীর প্রত্যন্ত বয়ে এনেছিল তা উপলম্পি করা যায় যখন ১৯১৮ সালে রবীন্দুনাথ একে অভিহিত করেন "নবযুগের উবা সমাগমে প্রভাতী তারা।" আর নভেম্বর বিপ্লবের মহানায়ক কমরেভ ভ্যাদিমির লেনিন নিজে এর ম্ল্যায়ন করেছেন "পর্ট্রাজবাদ ও তার অবশেষগর্টার বিলুদ্ভি এবং কমিউনিস্ট ব্যবস্থার ব্রনিয়াদ প্রতিষ্ঠাই প্রথিবীর ইতিহাসে আরক্ষ নবযুগের সারবস্তু।"

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে পর্বান্ধবাদের চ্ডান্ত-রপে সাম্রাজ্যবাদ যথন জমজমাট তখন কমরেড লেনিন পর্বান্ধবাদী শৃত্থল ভেলেগ মেহনতী মানুষের জয়যাত্রার জনা যে পরিকলপনা উপস্থাপিত করেছিলেন তার মূল কথাই ছিল 'সাম্রাজ্যবাদের বির্ন্থে আন্তর্জাতিক সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লব।'' আর এই বিশ্ববিশ্লবী প্রক্রিয়ায় যে পরাধীন দেশের মানুষের জাতীয়ম্বিভ আন্দোলন গ্রেছ-প্র্ণ ভূমিকা পালন করবে তা কমরেড লেনিন তখনই ঘোষণা করেছিলেন

"The period of awakening of the East in the contemporary revolution is being succeeded by a period in which all the Eastern peoples will participate in deciding the destiny of the whole world."

সিমকালীন বিপ্লবে প্রাচ্যদেশসম্ভের জাগরণের সংশ্য সংগ্য এমন একটা অধ্যারের স্চনা ঘটছে যখন প্রাচ্যদেশ-সম্ভের সমস্ত মান্ব সমগ্র প্রথবীর ভাগ্য নিধারণে অংশগ্রহণ করবে]।

তাই নভেন্বর বিশ্লবে গঠিত প্রথিবীর প্রথম সমাজ-

তান্ত্রিক রাম্ম সামাজ্যবাদী উপনিবেশগর্নালর জনগণের কাছে আহ্বান জানাল

"Lose no time, throw off the age-old invader of your lands! No longer permit them to plunder your old abodes! You yourselves must be masters of your country! You yourselves must build your life as you see fit! you have a right to do so, for your destiny is in your own hand with banner unfurled we bring liberation to the downtrodden peoples of the world."

[ আর বিলম্ব নর, যুগ্যুগ্ব্যাপী তোমাদের মাত্ভূমির দখলদারদের দ্র হঠাও। তোমাদের আবাসকে
আর লুক্টন করতে দিও না! তোমাদের নিজেদের
শাসনের কত্ত্ব তোমাদের নিজেদেরই গ্রহণ করতে হবে।
তোমাদের অভিলাষিত পথ অনুযায়ীই তোমাদের
জীবনকে গড়ে তুলতে হবে। এ অধিকার তোমাদের
আছে কারণ তোমাদের ভবিষাত তোমাদেরই হাতে।
পতাকা উধের্ব তুলে আমরা সারা প্থিবীর নির্যাতিত
মানুবের মুক্তি আনব ]

আর এই বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়াকে সহায়তা করার মহান দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নভেশ্বর বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই কমরেড লেনিন দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে ঘোষণা করলেন—

will stand as a Living Example to the peoples All fo Countries, and the propaganda and Revolutionising Effect of the Example will be Immense."

রিশ দেশের সমাজতানিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত সমস্ভ দেশের জনগণের কাছে এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে এবং এর প্রচার ও বিপ্লবী প্রতিক্রিয়া হবে অসামান্য ]।

প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার যে নীতি অন্মরণ করে আজও তা অব্যাহত। ১৯১৭ সালে কমরেড লেনিনের ঘোষণা আজ ১৯৭৮ সালেও অম্লান। সমগ্র প্থিবীর কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর কাছেই নয় সমস্ত গণতান্ত্রিক—সমস্ত দেশপ্রেমিক মান্বেরে কাছে আজও সোভিয়েত ইউ-

নিয়ন এক জীবনত উদাহরণ—এক সংবেদনশীল প্রেরণা।

যুগ যুগ ধরে শোষিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত মানুষ
বাদ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়—যদি এই অবহেলিত
মানুষরা তাদের প্রতিভা, তাদের সম্ভাবনা বিকাশের
স্যোগ পায় তবে দেশে কি বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন
করা যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন তার জীবনত উদাহরণ।

'স্বাধীন দ্নিরার' (!) স্বর্গ খোদ মার্কিন ধ্রুরাণ্টের
বখন ১৯ লক্ষাধিক বেকার তখন ভারতের মত ভ্রাবহ
বেকারীর দেশের তর্ণ-তর্ণীর কাছে অবিশ্বাস্য মনে
হলেও একথা সত্য যে বিপ্লবের মাত্র ১০ বছরের মধ্যেই
সোভিয়েত ইউনিয়নে বেকার সমস্যার প্র্ণ সমাধান
হরেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নই প্থিবীর প্রথম দেশ
বেখানে নাগরিকদের "কাজের অধিকার" সংবিধানে
স্বীকৃত হয়েছে।

১৯১৭ সালের তুলনার ১৯৭৭ সালে সোভিয়েত ইউনিরনে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের (যন্ত্রপাতি) উৎপাদন বেড়েছে ৫০০ গ্ল. ভোগ্য পলের উৎপাদন বেড়েছে ৭৩ গ্ল. কৃষি উৎপাদন ৪০৬ গ্ল. এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫০০ গ্ল। শুখা তাই নয় উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ মার্কিন যান্তরাত্ত্রকৈ আতিক্রম করে গিয়েছে। ১৯৭৭ সালে সোভিয়েত ইউনিরনে মার্কিন যান্তরাত্ত্রের চেয়ে ৩৪% বেশি তেল উৎপাদিত হয়েছে, ইস্পাত বেশি উৎপাদন হয়েছে ২৬%।

কেবলমাত্র অথনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়। সমাজতক্ত্রের সোনার পরশে সমাজ জীবনে যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব হয়— জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের দুরার সাধারণ মানুষের জনা উন্মন্ত হয়—মানুষের জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন সম্ভব হয় তা আজ সোভিয়েত ইউনিয়নে সন্দেহাতীত-ভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

সাংস্কৃতিক জগতে, খেলাধ্লার আসরে সমাজতাল্যিক দ্নিরার তর্ণ-তর্ণীদের বিস্ময়কর সাফল্য
আজ এই সত ই প্রমাণ করেছে যে সমাজতশ্যই যৌবনের
ম্বি এনে দেয়।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান, সাংস্কৃতিক ক্ষেপ্রে নব নব সাফল্য ছাড়াও সমাজতান্ত্রিক সমাজবাবস্থা বে মান্বের মনোজগতেও ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায়—তার নৈতিক মানকেও উন্নত করে আজকের সোভিয়েত যুবসমাজ তার নিদর্শন। হতাশা, শ্লানি আর অপসংস্কৃতি নর সোভিয়েত যুব সমাজের কাছে জীবন মানে বিশ্বভাতৃত্ব, ভালোবাসা, স্কুথ মানবিকবোধ রুচিশীল পরিবেশ। আর এই পরিবেশের মধ্যে গড়ে ওঠে বলেই বখন উন্নত পর্কুজিবাদী দেশে এমর্নাক কিছু কিছু উন্নর্মশীল পর্কুজিবাদী দেশেও খুন, রাহাজানি ও অন্যান্য সামাজিক অপরাধ বেড়েই চলেছে (এই সমস্ভ দেশের ঘোষিত সংখাতত্ত্বই এর স্বীকৃতি আছে) তথন সোভিয়েত ইউনিয়নে এধরণের ঘটনা খুবই বিরল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ছ্রের এসে বহু কমিউনিস্ট বিশ্বেষীও একথা স্বীকার করেছে। স্বীকার করতে হয়েছে সে দেশে বহু জাতির বাস হলেও—সেখানে বিভিন্ন ভাষাভাষী থাকলেও সেখানে জাতিগত, সম্প্রদার-গত কোন বিরোধ নেই—সেখানে প্রত্যেকটি ভাষাই স্বগোরবে স্বর্মাহ্মায় বিরাজমান। বিপ্লবোত্তর যুগে সেদেশের 'জাতীয়-সমস্যা'র সফল সমাধান হয়েছে।

এর ফলে প্রয়োজনের মহতে সমগ্র দেশ এক হয়ে দাঁড়াতে পারে যাকে কোন সাম্রাজাবাদী শক্তি কোন ফ্যাসিস্ত শক্তি পরাস্ত করতে পারে না। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে বিশ্ব-ফ্যাসিবাদকে চুড়ান্ডভাবে পরাস্ত করার জন্য কমরেড স্তালিন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতামে সোভিয়েত জনগণ ও অমিতবিক্রমশালী লালফৌজের মরণবিজয়ী সংগ্রাম সেকথা প্রমাণ করেছে। তি-শক্তির চ্যক্তি হওয়া সত্তেও ব্রটেন ও মার্কিন যুক্তরান্ট্রের দিবতীয় ফ্রণ্ট খুলতে ইচ্ছাকৃত বিশম্ব, সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাদ হিটলারের সাথে যোগা-যোগের প্রচেণ্টা—সামুজ্যবাদীদের সমুস্ত হীন সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন চূড়োল্ড বিজয় অর্জন করে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এক নতুন প্রেরণা, এক নতুন আত্মবিশ্বাস এনে দিল। সোভি-য়েত ইউনিয়নের প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষের মৃতার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন দেশে সমাজতল্তের ব্রনিয়াদ রচিত হল, নতুন নতুন দেশ তাঁদের বহু আকাণ্খিত স্বাধীনতা অর্জন করল।

সমগ্রভাবে সমাজতালিক ব্যবস্থা অনেকগন্তাল চ্ডাল্ড বিজয় অর্জন করেছে। এই সমস্ত বিজয়ে মার্কসবাদ-লোননবাদের বিজয়ই স্চিত হয়। এইগালি পার্টিজ-তল্যের অধীনস্থ সমস্ত জনগণকে পরিস্কার দেখিয়ে দিছে যে এই মতবাদের ব্যনিয়াদের উপর গঠিত সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা ও সংস্কৃতির প্রণতম বিকাশের, উন্নত জীবনমানের ব্যবস্থার জনা এবং জনগণের শান্তিময় ও আনন্দময় জীবনের জন্য অসীম স্যোগ অবারিত করে দেয়। সোভিয়েত বিজ্ঞান মহাশ্নাদেশ আবিষ্কারের স্টনা করে সমাজতালিক শিবিরের অর্থনৈতিক ও কারিগরী ক্ষমতার এক চিন্তাকর্যক প্রমাণ তুলে ধরেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নই ইতিহাসে প্রথম দেশ-যে দেশ সময় মানবজাতির সম্মুখে সামাবাদের দিকে যাত্রাপথকে আলোকোশ্ভাসিত করেছে।

কেবলমার নবজীবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সাম্বাজ্ঞানিবরোধী সংগ্রামে জনগণ উৎসাহিত করাই নর—প্রতিষ্ঠার দিন থেকে আজ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশেবর প্রতিটি দেশের জাতীয় মৃত্তি আন্দোলনকে, সাম্বাজ্ঞাবাদের বির্দেধ প্রতিটি সংগ্রামে প্রতক্ষভাবে সহায়তা করেছে। এশিয়া, আফ্রিকা, লাটিন আম্বিরকার জাতীয় মৃত্তি আন্দোলনের সমস্ত নেতৃব্নেদর সোভিয়েত

ইউনিয়নের অকুণ্ঠ সমর্থানের স্বীকৃতি দিরেছেন তাঁদের দ্বার্থাহীন ঘোষণার মাধ্যমে।

শুধ্ জাতীয় মৃত্তি আন্দোলনকে সহায়তাই নয়—
সায়াজ্যবাদের জোয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসা সদাস্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগৃলি বাতে স্বাধীন ও স্বানর্ভর অর্থনীতি
গড়ে তুলে নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম রাখতে
পারেন তার জনা সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সমস্ত সদাস্বাধীন দেশগৃলিকে প্রভূত পরিমাণে অর্থনৈতিক ও
কারিগরী সাহায্য দিয়ে চলেছে। এর ফলে এই সমস্ত
দেশের গণতাশ্বিক অংশের সাম্রাজ্যবাদ্বিরোধী অবস্থান
আরও সৃদৃত্ হচ্ছে। উপনিবেশবাদ ও বহুর্জাতিক
করপোরেশনের বিরুদ্ধে শ্রামকশ্রেণীর লড়াইয়ে শ্রামকশ্রেণীর সপক্ষে নতুন নতুন শক্তির সমাবেশ ঘটছে।

৬১ বছরের পরিসরে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনেক নতন স্হৃদ বেড়েছে একথা সত্য কিন্তু একথা ভললে চলবে না সোভিয়েত বিরোধী কংসা আজও বলগাহীন-ভাবে চলছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্মলণন থেকেই ব্যুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা হৈ-চৈ শুরু করেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নে গণতন্ত্র নেই। ব্যর্জোয়া গণতন্ত্রের এইসব প্রবন্তারা এ সত্য সব সময়ই গোপন রাখেন যে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ ও ক্ষমতা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলেই বার্জোয়া **গণতন্তের আসল চেহারা বেরি**য়ে <mark>পড়ে। আব</mark> এইসব প্রবন্ধারা একথাও বলেন না যে সমাজতান্ত্রিক গণতদের জনগণের প্রতিনিধির কেবলমার নীতি নিধারণ আইন প্রণয়ন বা বাজেট রচনার অধিকারই নয় এই সমুস্ত নীতি, আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে, তা বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বিভিন্ন স্তরে অধিকার থাকে। এ কথা হয়ত অনেকের জানা নেই ৫০ হাজার স্থানীয় সোভিয়েতে নির্বাচিত মোট ডেপটের সংখ্যা ২৩ লক্ষ (দেশের মোট েনসংখ্যা ২৫ কোটি) আর এই নির্বাচিত ডেপটুেদের गर्धा ६७ ४% आधि अपना नय।

সমাজতদের বিরুদ্ধে বিশেষ করে প্রথম সমাজভান্তিক রাণ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া
প্রচারবিদরা যে কুংসা করেন তা মোটেই আম্বাভাবিক
নয়। কারণ আমাদের যুগের প্রধান মর্মবিম্তু হল পর্বজিবাদ থেকে সমাজতদেত উত্তরণ যার স্চনা হয়েছে
মহান নভেম্বর সমাজতান্তিক বিপ্লব থেকে।

দ্বংখের বিষয় হল সম্প্রতিকালে আক্রমণ শ্রুর্
হয়েছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে। যে চীনের
কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে প্রথিবীর
অনা ৮০টি দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাথে একযোগে
ঘোষণা করেছিল "শান্তির জন্য, গণতান্তিক শ্বাধীনতার
জন্য, জাতীয় মুন্তির জন্য, সামাজিক প্রগতির জন্য

বিশ্ব জনগণের সংখ্যামের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বাপেক্ষা জালজনোমান দৃষ্টান্ত ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী
দর্শ", সেই চীনা নেতারা ৬০ দশকেই অভিযোগ তুললেন
মন্তি সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়ন কোন সহায়তা করে
না—ওরা শোধনবাদী! ইতিহাস কি তানা কথা সাক্ষা দেয়
না ২ ভিয়েতনাম থেকে আন্থোলা পর্যন্ত কোন দেশের
মাজিসংগ্রামের প্রতি সোভিয়েত ইউনিসনের বংশাতের হাত
প্রসারিত হর্মান ২ চীনের নিক্ষর সংগ্রামের সাম্রাই কি
সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রাণ্ডা এবে দাঁলেক্সিন হাপ্রবি দিকে
আন্থোলার ফালি সংগ্রাম চীনের ভিয়না কি প্রভাক্ষভারে
সাম্রাজাবাদী শিবিরকে মদং দেয়নি ?

অভিযোগ কৰা সমেছিল যে পঞ্চা দল্পের স্থান্তাগ্র পোক সোদিকের ইউনিয়ান প্রতিবাদের পান্তবিভিন্নার চেণ্টা হাজে। অথা চীনসহ ৮১ প্রাচিত নিজনে বলা হয়েছে "আজ কেবল্যান সোভিয়েত ইউনিয়ানেই প্রতিবাদ তল্পের প্রথাকিকী সামাজিক ও অথিনিকিক দিক থেকে অসম্ভব হয়ে প্রেম্বি কাই নয়, প্রক্ত অন্যান্ত সমাজ-তালিক দেশেও প্রতিবাদের প্রেম্বিভিন্না সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকেও অসম্ভব।"

মত্রিবাধ ধরি কের্লমার মালায়নের পাওঁকের মধ্যে সীমারশ্ব থাকরে লা হালে ন্যাপার্টা এড় গারাজপার্ল হাজ না। কিল্ড দুখের বিস্থা দীনা নেনারা স্থানিবাদ ইন্দীন্যান্ক প্রধান শবা হিসাবে চিজিত করে স্থানালালী শক্তিদের সাথে জোট বাঁধছে এখন কি নিয়েজনাখার বির দেধও যুদ্ধের প্রবোচনা চালায় এই অপবাদ দিয়ে যে ভিয়েতনাম সোভিয়েত ইউনিয়নের 'হস্তপ্তেলিকা'।

মোট কথা ইতিহাসে আফ প্রাণ্ড এই স্বান্ত বাবে বারে প্রমাণিত হয়েছে যে বিশ্ব শাহিত কালেই মারি গণতাহিক স্বাণীনতা ও স্মাজতানের জনা দানিসালোজা সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিস্নই স্বদ্ধ্য শবিশালী ও নির্ভারযোগ্য অতহন প্রহরী—এটাই নালেবর বিপ্রের স্বদ্ধার বদ্ধ ভাবদান। এবং যারাই সোভিয়েত ইউনিসনের শত্রতা করে ভারাই সাম্লাজাবাদের সংগ্র শেষ প্র্যাণ্ড হাত মেলার।

নভেদ্বর বিপ্লব শধ্যে বাশ সায়াজ্যকে ভেঙ্গে দিকে বিশ্ববী শ্রিমকশ্রেণীর নেতাকে থেটে-থাওয়া মান্যদেব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে পথিবীতে পথ্য সম্পাদ নিজক সমাজ গড়ে কলেছে ভাই নয় নভেদ্বর বিপ্লবই সারা বিশেষ সামাজাবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মাকি ও সমাজভাবন সংগ্রামে পরল ভোষার ওনেছে যে ভোষার ঘটিল কঠোব সমসত বিপত্তি অতিক্রম করে নব নামাজাবার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

মহান নভেদ্বৰ বিপ্লব দীৰ্ঘুলীবি হক

# বিও তবস্তয় প্রবং রুশ বিপ্লবের পটভূমি

নভেন্বর বিপ্লব পূর্ব রুশ দেশের কৃষক সমাজের মর্ম-বেদনা আর বিদ্রোহের সাহিত্য-রূপকার লিও তলস্ত্র। বিশ্ব সাহিত্যের এই মহান শিলপীর জন্ম আজ থেকে দেড়শ বছর আগে, ১৮২৮ সালের ২৮ আগস্ট মস্কো থেকে ২০০ কিলো মিটার দ্রের ইয়াসনায়া পলিয়ানায়। জমিদার পরিবার উল্ভূত মহান ঈশ্বর অনুসন্ধানী, 'গীর্জার সংস্কারপন্থী, 'অন্যায়ের প্রতিরোধ' না করার পক্ষপাতী মানুষটি ভাবগতভাবে ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা চৈতনার প্রতিভূ। অথচ এমনই এক মানুষকে লেনিন অভিহিত করেছিলেন 'রুশ বিশ্লবের দর্পণ' হিসাবে। লেনিনের এই বস্তব্যের ভাৎপর্য ব্রুবতে হলে তাকাতে হবে তলস্ত্রের ব্যক্তিষ্ক এবং তাঁর যুগের বৈশিন্ট্যের দিকে।

তলম্ভয়ের মহান স্থিতগ্রিলর রচনাকাল ম্লত
রুশ ইতিহাসের দুই বাঁকের মধ্যবতী সময়ে, ১৮৬১
থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে। ইউরোপের অন্যান্য দেশের
তুলনায় রাশিয়ার ইতিহাস ছিল মন্থর। গত শতাব্দীর
ষষ্ঠ দশকের আগে পর্যন্ত রুশ দেশ ছিল প্রায় স্থাবর
এবং ভীষণ পশ্চাদপদ। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল ভূমিদাস
প্রথার উপর নিভরশীল।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর দুর্বল জার কারের পক্ষে কবকদের ক্রমাগত বিদ্রোহ আর দমন রাখা সম্ভব ছিল না। ফলে ১৮৬১ সালে জার ভূমিদাস প্রথা আনুষ্ঠানিকভাবে উঠিয়ে দিতে বাধ্য হল। ফলে রুশ দেশে য'ঠ দশকের পর এক নতুন গতিবেগের সঞ্চার হয়। ধনতন্ত্রের দ্রুত বিকাশ ঘটতে থাকল শহরাণ্ডলে। কলকারখানা গড়ে উঠল। এর ঢেউ এসে প্রভল গ্রামের জীবনেও। ভূমিদাস প্রথা উঠে গেল, কিন্ত চাষীদের উপর নিম'ম শোষণের অবসান ঘটল না। ভাম-দাসদের দীর্ঘদিনের চাষ করা জমি কেডে নিয়ে অত্যন্ত কঠোর শর্ভে নতুন করে আবার সেই জমি চাষীদের ইজারা দেওয়া হ'ল। ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তির মূল্য ম্বরূপ চাষীদের কছে থেকে ২০০ কোটি ব্রবল আদায় করা হ'ল। চাষের সমস্ত বায় বহন ছাড়াও বিনা পারি-শ্রমিকে জমিদারের জমির অংশ বিশেষে বেগার খেটে দিতে হত। খাজনা দিতে হত মোটা হারে। ব্যক্তিগত ভাবে চাষীরা স্বাধীন হলেও অবস্থা প্রায় আগের মতই থেকে গেল। জমিদারদের যথেষ্ট খাজনা, জরিমানা আর অত্যাচারে কৃষক সমাজ ক্রমশই নিঃস্বে পরিণত হ'ল। অনেকে গ্রাম ছেড়ে শহরে এল নতুন কাজের খোঁজে। পরিণত হ'ল শিল্প শ্রমিকে। গ্রামাণ্ডলে বাড়তে অসন্তোষ আর বিক্ষোভ। শহরাণ্ডলেও মালিকদের শোষণ চলতে থাকল অবাধে, নির্মাভাবে। মেহনতকারী 😸

শোষিত জনসাধারণের বিরুদ্ধে জার, পর্জিপতি ও জিমিদারদের রক্ষা করার জনা বেরিক, ডেপ্র্টি বোরিক, প্রিলিস কনস্টেবল, গ্রাম্য চৌকিদার ইত্যাদি নিয়ে যেন এক বিরাট বিহানী মজ্বর কৃষকদের উপর অধিণ্ঠিত ছিল। ১৯০০ সালে পর্যাত দৈহিক দন্ড প্রচলিত ছিল। ভূমিদাস প্রথা রদ হওয়। সঙ্গেও সামান্য কিংবা খাজনা না দেওরা অভিযোগে চাণ্টাদের চাব্ক মারা হত। পর্লিশ ও কসাক দৈনারা প্রতিক্ষের মারধর করত। জারের আমালে মজ্ব



ও কৃথকদের কিছ্মান্তও রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। জারের দৈবর শাসন ছিল জনগণের সবচেয়ে বড় শন্ত। ১ এরই সংগে প্রায়ই দেখা দিত ভয়ঙ্কর অজম্মা ও দ্বভিঞ্চ।

ক্রনগণের এই শার্র বির্দেধই বিদ্রোহ দেখা দিল
১৯০৫ সালে। এই বিংলবে কৃষক সমাজের ভূমিকা ছিল
অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯০৫ সালের এই প্রথম বৃশে
বিংলব হল কৃষক ব্জোয়া বিংলব। এই বিপ্রবের নেত্রে
ছিল ব্রোয়ারা। জারতশ্রের উচ্ছেদ ছিল এর লক্ষা।

১৮৬১ সালে যে যুগের শ্রে ১৯০৫ সাল হল তার পারণান্ত। এই যুগ হল ১৯১৭ সালে প্রায়ক প্রেণার মহান নভেশ্বর বিপ্লবের এক গ্রের্প্ণ প্রথায়। এই যুগেরই প্রথান্প্রথ ছাব একে ছেন লিও তলস্ত্র। ভার সাহিত্য বাবে বারে বিদ্রোহ করেছে রাণ্ট্র, জামদার, গিজা, প্রালশ ও প্রচলিত আইন কান্নের বির্পেষ। এই কি আশ্চর্ম, ১৯০৫ সালের এই বিপলব থেকে তোন ব্যাজগতভাবে দ্রের থাকলেন। কিল্ডু ভারই সাহিত্য রুশ দেশের সমাজ বিবতানের এক শান্তশালী হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছিল। লোনিনের মতে রুশ বিপ্লব ব্রতে হলে তলস্ত্র পড়াত হবে। বিশেষ করে ১৯০৫-থ সালের বিশলবের দ্বালতা, ব্যথার কারণ ব্রহেজ্পত্র একাল্ডই আবশ্যক।

ভলগতর ছিলেন এক দান্তিক চরিত্রের মানুষ।

একাদকে সানাচিক মিন্যাচার-তাভামির বিরুদ্ধে অসাবারণ শান্তিশালা প্রতিনাদ, পাইভিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে

নিন্ম স্থালোচনা, সর্কারণ অভ্যাচার, বিচারের প্রথসন

ভরাদ্ধার প্রশাসনের স্বরুপ প্রকাশ অন্যাবক আত্তা

সম্পাণের পক্ষে নিলাবং প্রচার আর সন্স্যার সন্ধান খাইতে চেয়েছেন 'আত্মার শান্তির মধ্য দিয়ে। বলেছেন হিসার মাধ্যমে 'আন্যারের প্রতিরোধ নয়'। যোন ধম্মের নামে গিলার গিজার কপ্যাচারের বিরুদ্ধে তাক্ষ্য স্মালাচক, তিনিই আবার উপদেশ দিতেন এবং নিজেও একাণত্রভাবে বিন্তাস করতেন—ক্ষম্বরে বিশ্বাস ছাড়া মানবারার মান্তি নেই।

ভলম্ভয়ের চিন্তা চৈতন্যের এই অসংগতি এবং এর চারিত্রিক বৌশষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লোনন বলেছেন. ব্জোয়া বিংলব যে সময়ে রুশ দেশে অগ্রসর হাঞ্ল খন লফ রুশ কৃষকের মধ্যে যে ধ্যান ধারণা ও খনভোতর উদ্ভব হয়েছিল তার মুখণাত হিসাবে <sup>হল্</sup>তর মহান।...তল্গতারের মতানতের শ্বনব্রোধিতা-<sup>গুলোর</sup> মধ্যে প্রকৃতপক্ষেই প্রাতফালত ২য়েছে সেই সম>৩ <sup>হব-াবরোধী</sup> **অবস্থা যার মধ্যে আমাদের** বিপলবে তারা <sup>ও,দে</sup>র ভূমিকা পালন করেছে।'২ ।ঠকই তৎকালীন ংশদেশের কৃষক সমাজ অত্যাচারিত হয়েছে, বিদ্রোহ <sup>করেছে কিন্</sup>তু মনীম্বর জন্য নতুন পথ সম্পর্কে তালের ধান-ধারণা ছিল প্রাণো 'গো-ঠীপতি' শাসনপন্থী এবং <sup>ধন অন্</sup>গত। তাদের মনুদ্ধির জন্য কি ধরণের সংগ্রাম প্ররোজন, কাদের তারা নেতা াহসাবে পেতে পারে, তানের সম্পকে ব্রেজায়া এবং ব্রেজায়া ব্রাদ্ধজাগিবদের মনো ভাবহ বা কি এসব বোঝার মত অবস্থা তদের ছিল না। তারা জমিদার ও সরকারী কর্মচারীদের ঘ্ণা করতে শিখেছিল কিন্তু শেখেনি তাদের সমস্যার সমাধান এবং <sup>জীবনের</sup> মৌলিক প্রশেনর জ্বাব কোথায় খ<sup>4</sup>্জতে হবে। <sup>প্রকৃত</sup> পক্ষে কৃষক সমাজের এই ভাবধারাতেই আচ্ছন ছলেন মহান তলম্ভন্ন।

এই আচ্ছন্নতার জন্য তার পক্ষে তৎকালীন প্রমিক আন্দোলন, সমাজভলের জনা সংগ্রাম, এবং বিস্লবের প্রকৃত তাৎপর্য ধরা সম্ভব হয়ান। অথচ তারই রচনায় অভূতপ্রে ভাবে ফ্টে ডঠেছে তংকালান রুশ সমাঞ্জের 'অ•তরের চাহিদা'—তার 'বা>তববাদা' দ্বার্চর **জন্যই তার** তাাগদ' (সচেতনভাবে না হলেও) গোটা সমাজের 'অ•ভরের চাহিনার' সংগ্রামিলে ামশে একাকার ২য়ে গিয়েছিল। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সন্সত বৃস্তুর মত সমাজ জাবনের মূল লক্ষণ হল তার গাত। সামাজক দ্বন্ধ সংঘাত সংগ্রাম এই আবিরাম গাতর উৎস। গাতই পরেণ করে সমাজ জাবনের অন্তরের নতুন নতুন চাহিদা। সংগাঁঠত হয় বিপ্লব। তল্পতা তংকালান রুশ সমাজ ধারিনের দ্বন্ধ সংঘাতগরিলাকে র্রান্তরে ধরতে সৈরে-।ছলেন এবং ত। প<sub>র্</sub>খ্নন্প্রভাবে তুলে ধরেছেন তার সাহেতো। ফলে যে নান,যাচর কাছে রুশ বিপ্লবের অর্থ-নোতক দিকটি মোডেই পরিকার নয় আবার তাঁর লেখনাতে ফুটে ডঠেছে রুশাবপ্লবের সম্ভাবনাময় প্রচ্ছাম। তলস্ত্রের মহত্ব এখানেই। প্রতিক্রিয়াশাল চিন্তা চৈতনের আচ্ছন্নতা তাকে রাশ জীবনের সাঠক চিত্রায়ণে বাধা দিতে পারোন। দ্যুণ্ডভ**ংগার ত্রটি** সত্তেও তিনি একাজ সাফল্যের সংগ্য করতে পেরেছিলেন কারণ পরুরো সমস্যাতাই তিনি দেখোছলেন কৃষক বিদ্রোহের দান্টকোণ থেকে।

রুশ দেশের জাবন, বিশেষ করে প্রাম্য জাবন সম্পর্কে তলম্ভয়ের জ্ঞান ছিল অসাবারণ। দেনদার ও সাধারণ চাধাদের জাবনের খুর্টি-নাটি সমস্ত কিছুই তিন জানতেন। ফলে তার রচনায় কৃথিমতার কোন ঠাই ছিল না। তিনি নিপাণ নিপায় ১৯০৫ সালের প্রাক্ষাধারে জনমানসের প্রতিফলন ঘাটয়েছলেন তার মাহিতো। তারই সাহিত্যে ফর্টে উঠেছে রুশ বিপ্রবের শাস্ত এবং দ্বলিভার দিকগর্লা। সমাজ জাবনের বিভেন্ন সম্মা সম্পর্কে বাস্তব দ্রুল। এই মহান মন্যধার প্রশন্তার নিজ্প্র উত্তর যতই অবাস্তব হোক না কেন তার প্রশন্তার নিজ্প্র উত্তর যতই অবাস্তব হোক না কেন তার প্রশন্তানি ছিল গোটা সমাজের মূল প্রশন। সঠিক প্রশন উত্তর যতই জ্বাসনের এই ক্ষমতা তাকে প্রকৃত সমাজ বিশেলমকের উচ্চ আসনে বিসরেছে।

প্রানো ম্ল্যবোধ ভেঙ্গে পড়েছে ন্তুন ম্ল্যবোধ তার স্বকীয়তা নিয়ে তখনও প্রতিটা পায়ান। দ্বিয়ে মিলে সমাজ জাবনে এক দড়কটো মারা অবস্থা। এরই মধ্যে নতুন ব্রেণায়া মূল্যবোধে সংকট দেখা দিতে শ্রেক্রেছে: সাঠকভাবে ধরতে না পারলেও তলস্তয় ব্রেণাছলেন একটা পরিবর্তন আসছে। তার মহান স্বাচ্চ এগানা কারনিনায়' লেভিনের উক্তি এখানে উল্লেখা— কেমন করে আমাদের স্বকিছ্ব ওলোট-পালট হয়ে যাছে...'। এই ওলোট-পালটের মধ্যে রাস্টভ (য়্ম্ধ ও শান্তি) শোষক হিসাবে নিজের অবািগতি বজায় রাখার

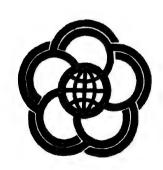
চেন্টা করছে। শোষক হিসাবে ভার নানসিক দ্বন্ধ স্থানর ভাবে ফ**ুটিয়ে তুলেছেন তলঙ্**তয়। বুর্জোয়া সমাজের পারিবারিক জীবনের যাল্যিকতা এবং প্রেম, বিবাহের नाना अभभाव **मन्दर्य वर्षना करत्रहरून** 'ब्रामा कार्तानना' এবং পরিণত ধয়সে লেখা 'ইভান ইলিচের মৃত্যু'র পাতার। সমাজের পরগাছা অভিজাত শ্রেণীর প্রতি তল-**স্তয়ের ঘূণ। বয়স** বাড়ার সাথে সাথে আরও তীর হয়ে **দেখা** দিল। জীবনের খেষে তিনি এদের দেখেছিলেন অপদার্থ, দ্বনীতিপরায়ণ, ইতর হিসাবে। শেষ জীবনের লেখা মহান উপন্যাস পুনার খান-এ রাজপুর নিথলাদভের মানসিক দৈন। এবং কুণাসত চেহারার বর্ণনা হল এই রকম-'স্কুলরভাবে পাট করা এবং পরিষ্কার করা রাজ-পোষাক পরা ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই. যে পোষাকগ্রলো সে নিজে নয় অন্যে তৈরী এবং প্রিকার মাথায় শিরস্তাণ, কোমরে অস্তবন্ধনী এগালোও তৈরী করেছে, পরিন্কার করেছে এবং তার থাতে তুলে দিয়েছে অপরে। যে স্ন্দর যুদ্ধ ঘোড়ায় তিনি চড়ে বসলেন, সেটিকেও তৈরী করেছে শিক্ষা দিয়েছে, লালনপালন করেছে অন্যের। এইভাবেই তিনি **চললেন কোন সৈন্য সমাবেশে অথবা কোন পরিদর্শনে...।** 

ভলস্তর সমাজজীবনের সমস্ত সমস্যা দেখেছিলেন কৃষক বিদ্রোহের দ্ভিটকোণ থেকে। তিনি নিজের মত করে বিশ্বাস করতেন 'দ্বি-জাতি' তত্ত্ব। গরীব অত্যাচারিত কৃষক সমাজ এবং জমিদার শ্রেণী, এই দুই জাতি দ্বন্দ্বে তিনি স্বস্ময়ে কৃষকের পক্ষ নিয়েছেন। নিজে জমিদার পরিবারের স্বৃতান হওয়। সত্ত্বেও সাধারণ মান্ধের প্রতি অপূর্ব ভালবাসায় ভাদের দুঃখ বেদলা ক্ষোভ এবং জীবনের নানা সমসায় তুলে ধরেছেন নি**থ**্বতভাবে। তাদের শিক্ষার জন্য গড়ে তুলেছিলেন স্কুল। দিন-রাত্রি কাটিয়ে ছিলেন দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত কৃষকদের মধ্যে। তার কথায়, কাজে এবং জীবনযাত্রায় কোন বিরোধ ছিল না. এমনকি মৃত্যু শ্যায় শুয়েও তার মুমূর্য কণ্ঠে ধর্নিত হয়েছে. ∴ানা কৃষকরা এভাবে মর না।' যাদের দুঃখ-দুর্দশায় কাতর হতেন, যাদের মুক্তির জন্য সারাজীবন উৎসর্গ করেছেন তলস্ত্য় সেই নিপ্রীডিত মানুষের মাধি এল শ্রমিকশ্রেণীর নেতাত্বে নভেম্বর বিপ্রবের মধ্যে দিয়ে। 'জমি মুদ্ভ করতে, সমস্ত পুরানো ধরণের জমিদারী প্রথা ধরংস করতে. পর্লিশ রাজের পরিবর্তে মুক্ত এবং সম অধিকার সম্পন্ন ছোট কৃষক রাজ কায়েম করতে সম্পূর্ণ-ভাবে অপসারিত কর সরকারী গিজা, জমিদার এবং জমিদার সরকার...'—তলম্তয়ের এই ঐকান্তিক বাসনা আজ রুশ দেশে ফুলে ফলে শোভিত।

যে যে বই-এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে:
শিলপ সাহিত্য প্রসংগ্য লেনিন
সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিণ্ট পার্টির ইতিহাস
এ স্টাডি ইনট্ ইউরোপীয়ন রিয়ালিজম—জর্জ ল্কাস
তলস্ত্য—স্টিফেন জাইগ
রেমিনিসনসেস্ অব লেভ তলস্ত্য় বাই হিস
কনটেমপোরারিস
১ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস

থেকে

২ শিল্প সাহিত্য প্রসঞ্গে লেনিন থেকে



# নভেষর বিপ্লব ও শিক্ষার কিছু কথা

"শ্রমিকরা পছন্দ করে সারবস্তু সম্পন্ন শিক্ষা। যা ব্র্র্জোরা স্বার্থ রক্ষার বাগাড়ন্বর থেকে মৃত্ত। সমাজতান্ত্রিক শিক্ষালয়গ্র্লিতে প্রায়ই বিজ্ঞান, নৈতিক এবং
অর্থনৈতিক বিষয়গর্নালর উপর যে বন্তুতা দেওয়া হয় এবং
যা শ্নতে এই শ্রমিকরা বেশ ভাঁড় করে তাতেই এর
প্রমাণ মেলে।

আমি প্রায়ই সেই সব শ্রমিকের বন্ধতা শুনি যারা ভূতত্তবিদ্যা, জ্যোতিবিদ্যা কিংবা অন্যান্য বিষয়ে জাম'নির সংস্কৃতিবান বুর্ভোয়াদের চাইতে অনেক বেশী জ্ঞানের গভীরতা নিয়ে বলে। আর নিজম্ব স্বাধীন শিক্ষা গড়ে তুলতে ইংরেজ সর্বহারারা কি সাফলাই না এর্জন করেছে। প্রমাণ আধ্যনিক দর্শন, রাজনীতি এবং যুগান্তকারী সাহিত্যগালি একমাত্র একান্তভাবে শ্রমিকে-রাই পড়ে। সামাজিক দবন্দের শংখলে বাঁধা বুর্জোয়ারা তাদের সংকীর্ণতার দর্শে যা সত্যি করেই প্রগতির পথ উন্মন্ত করে তার সামনে ভীত হয়ে পড়ে, ঐশ্বরিক অন্ত্রহ প্রার্থনা করে, বুকে ক্রুশচিক্ত আঁকতে শুরু করে দেয়। সর্বহারাদের চোথ এইসব কিছুর জন্যই খোলা। তারা এইসব আনন্দের সঞ্জে, সাফল্যের সংগ্যে পডে। এই দিক থেকে সমাজতন্ত্রীরা বিশেষতঃ শ্রমিকদের শিক্ষার জন্য বিষ্ময়কর কাজ করেছে। তারা ফরাসী বস্তুবাদী হেলতেটিয়াস, হোলবাক, ডিডেরো প্রভৃতিনের রচনা অনুবাদ করেছে এবং শ্রেষ্ঠ ইংরাজী রচনাগর্নালর সণ্গে সহজ সংস্করণে বীজের মত ছডিয়ে দিয়েছে। স্রাউসের 'যিশার জীবন' এবং রুধোর 'সম্পত্তি'ও শাধ্-মাত্র শ্রমিকদের মধ্যেই প্রচারিত হয়। বিস্ময়কর প্রতিভা, মহাপ্রেষ শেলী এবং তার উজ্জ্বল ইন্দ্রিরবাদ ও বর্তমান সমাজের প্রতি নিক্ষিপ্ত তীর বিদ্রুপ নিয়ে বায়রন তাদের পাঠক খ'বজে পেয়েছেন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে। দের কাছে আছে শুধুমাত্র এইসবের নিজম্ব সংস্করণ, পারিবারিক সংস্করণ আজকের ভণ্ড নৈতিকতার মাপে ছোট করে কাটা সংস্করণ। বর্তমান 4.59 সময়ের বাস্তববাদী দার্শনিক বেন্থাম এবং গড় উইন, বিশেষ করে গড উইন একান্তভাবেই সূর্বহারার সম্পত্তিত পরিণত হয়েছেন। যদিও ব্যাডিকাল বুর্জোয়াদের মধ্যে বেন্থামের রয়েছেন কিন্তু সর্বহারা বে**ন্থামের শিক্ষাকে আর** এক ধাপ উন্নত করেছে। সব-হারারা এর ভিত্তির উপর একটি সাহিত্য গড়ে তুলেছে যা ম্লতঃ পত্রিকা ও ইস্তাহার দিয়ে তৈরী এবং যা প্রকৃত গভীরতর সম্পদ হিসেবে সমগ্র বুর্জোরা সাহিত্যের চেরে অনেক অগ্রসর। 'ইংলন্ডে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা' ১৮৪৫ সালে এপোলস যে বই লিখেছিলেন তাতে প্রকৃত পতাকাবাহী হিসেবে যে শ্রেণীটির ভূমিকা

উম্জনল হয়ে ফ্টে উঠেছে সেই শ্রমিকশ্রেণীই ১৯১৭
সালের নভেম্বর বিংলবে রুশ দেশে ক্ষমতা দথল
করেছিল। সমাজের অন্য অন্য ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক
এই ক্ষমতা দথলের বৈংলবিক প্রক্রিয়া যেমন কার্যকরী
হতে শ্রে করেছিল তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও স্টিত
হয়েছিল নতুন একটি যুগের। এই যুগটি সংকীণ শ্রেণী
আধিপতা থেকে মুক্ত জ্ঞানের সামাহীন বিষ্কৃতি ও
অগ্রগতির যুগ। সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে অর্থনৈতিক ও
সাংস্কৃতিক উৎপাদনকে দ্রুত তালে এগিয়ে নিয়ে চলার
জনা শিক্ষার দুনিবার হয়ে ওঠার যুগ।

মান্ত্রের জ্ঞান, মান্ত্রের সংস্কৃতি সমগ্র মান্ব সমাজের সাধারণ সম্পদ। মানব সভাতার সাধারণ বিকাশের ফলশ্রতি। অর্থনৈতিক উৎপাদনের চাহিদা মানুষের ব্যাপিব ত্তিতে স্ভানশালতার রসদ অবিরাম যাগিয়ে চলে। ক্রমাগতঃ এই সামাজিক তাগাদাটা ছাড়া, প্রকৃতির উপর আরও বেশী বেশী আধিপত্য খাটাবার দরেনত প্রেরণাটি ছাডা মান,ষের পক্ষে নতুন আবিষ্কারের পথে এগিয়ে চলার, বুদ্ধিব্যত্তির জগতে নতুন নতুন দিগণতকে ঠাই করে দেওয়ার কোনই প্রয়োজন হত না। বুর্জেয়া যুগে ষে জ্ঞানের আলো প্রজর্বলিত হয়েছিল তা ঐ কারণেই। বুজোয়া যুগে অজিত জ্ঞান সমগ্র সমাজের পক্ষেই একটি বড পাওয়া। কিন্ত বুর্জোয়া যুগে জ্ঞানের কারা-মাজি হয়নি। বন্দী রাখার খাঁচাটা আয়তনে বেশ খানিকটা नमी खात्न চলাফেরায় স্বাচ্ছন্দ্য এসেছিল। ঐ পর্যণতই। একটি অনিবার্ষ সীমা-বন্ধতা, অপরিহার্য বন্দীদশার হাত থেকে জ্ঞানের জগতকে বুজোয়া **যুগ মুক্তি দি**তে পারেনি। বুজোয়া উৎপাদন পর্ম্বাতর সংগতিতে গড়ে ওঠা জ্ঞান চর্চার ক্ষে<u>র</u>গর্মাল প্রকত জ্ঞানের ঠিকানা এনে দিতে পারেনি।

পারিপাদির্বাক বন্দ্তুময় জগতের সংশা মান্যের ষা কিছ্ সংযোগ তা সবই হয় শ্রমের মাধামে। বন্দ্র প্রত্যক্ষ সংস্পশো থাকে শ্রম। বাদ্রির প্রথমের মাধামে। বন্দ্র প্রত্যক্ষ সংস্পশো থাকে শ্রম। বাদ্রির এই শ্রমকে সংগঠিত করে. পরিচালনা করে। অতএব বাদ্রিবৃত্তির জগতের শ্রমের জগত থেকে বিচ্ছিল্ল হয়ে থাকাটা গ্রেবৃত্তর ক্ষতিকর। এই দ্রেরার নিবিড় জীবনত সম্পর্কাই জ্ঞানের বিকাশের একমার স্তা। তাই দেখা যায় মার্কাস প্রে যে সব দার্শনিক তাদের লেখায় বিন্দ্রমার বন্তুবাদের কিংবা দ্বন্দ্রম্লক পদ্র্বতির সন্ধান দিয়েছেন শ্রমিকশ্রেণীই, তাদের পক্ষবলম্বী বাদ্রিজাবিরাই উদ্দীপনার সংগ্রে তাকে গ্রহণ করেছে। এগেগলসের লেখায় আমরা শ্রমিকশ্রণীর এই জ্ঞান পিপাসা লক্ষ্য করেছি। রাজনীতি, অর্থানীতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বন্তুবাদী দ্ভিউভগী কিংবা এই সরের বিকাশের দ্বন্দ্রম্লক প্রক্রিরাটির

স্সংগত মতবাদ হিসেবে মাধ'স্থাদের আবিভ'াব ছমিক-শ্রেণীর এই চাহিদারই নিখুত প্রাতফলন। মাকাসবাদ • শ্রামকশ্রেণার মতবাদ কারণ জ্ঞানের জগতে যা কিছ্ মাথায় ভর দিয়ে চলত মাক'সবাদ তাকে সোজাস্বাঞ পায়ের ওপর দাড় কারয়ে শ্রামকশ্রেণার শাণিত হাতিয়ারে পরিণত করেছিল। প্রমিকশ্রেণী কত্ক রুশ দেশের সামাজিক ক্ষেত্রে এই মার্ক'সবাদের সফল প্রয়োগই হচ্ছে নভেম্বর বিশ্বব। মার্কসবাদ একটি স্জনশাল মতবাদ। রুশ সমাজকে বিশেলখণ করার ক্ষেত্রে শত্র প্রালতম স্থানে আঘাত করে জয়মাল্য ছি।।::, সানার ক্ষেত্রে এই স্**জনশালতার উম্জ**্ল প্রয়োগ ঘটিয়েত্থ নভেশ্বর বিংলবে রুশ দেশের শ্রমকশ্রেণী ও তাদের অল্লা বাহনী **লোননের বলশোভক পার্টি। াপেক্ষার্কত পি।**ছয়ে পড়া, অর্থনাতিতে জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও, পর্নজবাদের সবাত্মক বিকাশের অনুপশ্যিত সড়েও রুশদেশে গ্রামক-প্রেণী কত্কি ক্ষমতা দখলের কর্মানীতি ও ক্ম কোশল बहना माक जवामी विश्ववीकात जदर्वा कृष्टे । नम्भान ।

#### ৰুজোয়া আধিপত্যে জ্ঞানের পীড়ন

বুজে ৷য়াদের পক্ষে জ্ঞানের চচা এবং বিকাশের প্রয়োজনটা একান্ত ভাবেই তাদের নিজেদের ন্বাথে। অর্থনৈতিক উৎপাদনকে বিকশিত ও উন্নত করার ত্যাগদ-ঢাও তাদের মন্নাফাকে বাড়াবার জন্য। একটা পর্যায় পর্যাত পর্জিবাদী উৎপাদন ও জ্ঞানের বিকাশের সাধারণ সামজ্ঞস্য বজায় থাকে। কিন্তু প্রাজবাদী উৎপাদনের আছে সহজতে সংকট ও নৈরাজ্য। এখনকার সময়ে একটি সাধারণ পারকল্পনার মধ্যে পংক্রিবাদী উৎপাদনকৈ পার-চালিত করার আপ্রাণ চেন্টা প'্রিজবাদী সরকার সমূহ চালালেও বিভিন্ন প'্রাজপাতদের মধ্যে বিরোধ রেবারোষ कथनरे वन्ध रुख्यात नय। कात्रण স্বারই চরম লক্ষ্য ানজের মনোফা। সরকারী নিয়ন্ত্রণো কংবা বিভিন্ন একচোটয়। প'্রাজপতিদের সান্মালত সংস্থার অধানে, थिकारवरे छेरभामन हन्द्रक ना रकन मान्द्रवत्र रनाश्रावत ওপর দাড়িয়ে থাকে যে মুনাফা সেহ শোষণই শেষ্ পর্যত পর্বাজবাদী উৎপাদনে বিপ্যয় নিয়ে আসে। মান্ধ কেনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, বাজার খারাপ হয়ে গে**লে উৎ**পাদন পড়ে সংকটে। এই সংকট তথন ছাড়ুুুুে পড়ে জौবনের অন্যান্য সবক্ষেত্রে। শিক্ষা এই সংকটের অন্যতম প্রধান বালিতে পারণত হয়। ১৯৩২ সালে বিশ্ব জ্বড়ে ধনতশ্ব একটি গভার সংকটে পড়েছিল। প'নাজবাদী বিকাশে শক্তি যুনিগয়েছিল যে জ্ঞান সংকটের ধ্বগে তার ওপর নেমে এসেছিল গ্রুতর আঘাত। ফরাসী পর্কিপতিদের রাজনৈতিক মুখপাত্র যোশেফ ক্যালিআর ঐ বছরে প্যারিসের প্রেস এসোণিয়েসনের কাছে এবং পরবর্তীকালে কণ্ডনের কবডেন ক্লাবে বলে-ছিলেন,

> "বন্দ্র মান্ত্রকে গ্রাস করছে।" "প্রস্কৃতিবিদ্যার ওপরে নিয়ন্দ্রণ রাখা দরকার।"

"থে স্ব আবিৎকার আকস্মিকভাবে উৎপাদনে বিপ্য'য় ঘটায় সেগ**্রালকে রোধ করা প্রয়োজন।"** "বিজ্ঞানের অৎগচ্ছেদ করতে হবে।"

এইভাবে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে বাধা হয়েছে বুজোয়া শ্রেণী। যে জ্ঞান বিজ্ঞানকে উৎপাদনের কাজে লাগিয়েছিল বুজোয়ারা শেষ প্রযাজ্ঞ নিজেরাই তার শুলুতে পারণত হয়েছে। সংকটের সমাধান বের করে ডংপাদনকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজনায় ব্যবহার সমাধান মাহ গ্রহণ করার সামিত ও সংকীণ পারসরের মধ্যে আবদ্ধ করেছে জ্ঞান বিজ্ঞানের চচাকে। নতুন বাজার-এর জন্য দেশ দখলের যুদ্ধ সরক্তাম প্রস্তুতির কাজে কিংবা কম শ্রামক নিয়োগ করে ব্যাপক মুনাফা লোটার জন্য জনত খল্লপাত তৈরার কাজে জ্ঞানকে ব্যবহার করছে বুজোয়া শ্রেণী।

জ্ঞানের উপর বুজোয়া আধিপত্যের স্তাট কি?

শ্রম বিভাগ এবং সংকার্ণ শ্রেণাস্বাথে এই বিভাগের স্কোশলে গ্রহণ করে ব্রেলায়া সব সংযোগগ্ৰালকে এেণী জ্ঞানের উপর আধেপত্য বিশ্তার করে আছে। ঞানকে ধরে রেখেছে তাদের শ্রেণার মন্টোর মধ্যে। প্রাজবাদী যুগের আগে স্বাধান কৃষক বা হস্তাশক্পী সামান্য পারমাণে হলেও জ্ঞানকে, অত্তদ্ভিতকে ।বকাশত করতে পারত। যুদ্ধের কলাকোশলের মধ্যে দাস সোনকের বাাস্তগত চাতুর্য প্রকাশ পেত। কিন্তু খনেত্রর মুগে এইসৰ বিষয়গুলা সমস্ত কারখানার আয়ত্তে চলে গেল। ৬ংপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাম্থমতা অন্য সব দিক হারিয়ে (एल। वर्ट म्बर् क्रेन वकानक। वक्जन नियुक् প্ণাণ্গ শ্রামক যা হারাল, প'্রাজ তা আধকার করল কারণ প্রামকদের ানয়েগি করত সে। এখন একাট ক্ষে**ত্রে** ডংপাদনের ঢ্করে। *ড্*করো কাজ জানে এক এক**জন** শ্রামক। একে জোড়া দিয়ে এক করার ক্ষমতাটা **রইল** একমাত্র পর্বাজর হাতে। সমগ্র ব্যাধব্যত্তর জগতে প**্রাজর** আ।ধপত্য প্রাতন্তিত হল। বৃহদায়তন **ডং**-পাদনের যুগে এটা সম্পন্ন হল। শ্রম খেকে বিজ্ঞানক বি।চ্ছন্ন করা হল। উৎপাদনের ক্রেক্রে বিজ্ঞানকে একটি প্রতন্ত্র ক্ষমতা হিসেবে দাড় করানো হল। এবং প**্রাক্তর** সেবার লাগিয়ে দেওয়া হল। [মাক'সের 'প'র্জি'—১ম খন্ড ৩৮২ পাতা দুৰ্ঘবা ]

জ্ঞানের জগতে ব্রেগ্রােদের এই পাকাপােক্ত আধিপত্যের বিপরীতে সামন্ততান্দ্রিক উৎপাদনের যুগে
ন্বাধীন কৃষক বা হস্তাশিলপীর জ্ঞানচচাকে সন্মানিক
করার কিছু নেই। আমরা সকলেই জানি সামন্ততান্দ্রিক
উৎপাদন পাধাত হচ্ছে রক্ষণশীল উৎপাদন পাধাত। ওই
সময় একটি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সংগে যুক্ত একটি বিশেষ
ধরনের শ্রমজাবি আজাবিন একই রক্ম কাজ করে ষেত।
এই উৎপাদন পাধতির সবটাই সে জানত। কিন্তু উৎপাদনকে উন্নত ও বিকশিত করার জন্য জ্ঞানচচার কোন
কোন সুবোগ ও সম্ভাবনা সামন্ততান্দ্রিক উৎপাদনে তার

ছিল না। এটা শ্ব্র হয়েছিল ব্রের্লায়াদের ব্রেণ। এই ব্রের্লায়ারা ভাবনা চিন্তার জগত থেকে শ্রমজীবিদের হঠিয়ে দিরে সব দায়িম্ব নিজেরাই কাঁধে তুলে নিয়েছিল আর শ্রমিকদের জন্য কোন ক্ষেত্রে কিছু শিক্ষার ব্যবস্থা করলেও তা হল শ্রমিকদের কাজের টেকনিকগর্মল ভালভাবে রপ্ত করিয়ে দেওয়ার জনা। কিংবা উৎপাদনে অপরিহার্য একটি যন্ত হিসেবে নিখাত করে তোলার জনা। গোটা ব্রের্লায়া শিক্ষাব্যবস্থাটাই গড়ে উঠল সংকীর্ণ শ্রেণীন্যার্থের উপর যার ভিত্তিটাই হল দ্বলতা, সীমাবন্ধতা অসততা এবং অক্ষমতা। ব্রের্লায়া শিক্ষাব্যবস্থাটা ব্রের্লায়া শিক্ষাব্যবস্থাটা ব্রের্লায়া শিক্ষাব্যবস্থাটা হল দ্বলতা, সীমাবন্ধতা বে ব্রিম্কেলীবি তৈরী করতে শ্রের করল তাদের অবস্থাটা হল কর্ণ। এ সম্পর্কে এটি ভুরিং-এ এব্রেরালস লিখেছেন।

"শাধ্যুমাত্র শ্রমিকেরা নর, সেই শ্রেণীগ্র্লিও হাবা প্রভাক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে শ্রমিকদের শোষণ করে তারাও শ্রা বিভাগের মাধ্যুমে তাদের কাজের যথের পরিণত হয়। অহতঃসারশ্না ব্রজায়ারা তার নিজেব পর্মিচ ও মানাফাব জনা উন্মন্ততার দাসে পরিণত হয়। আইনজীবি হয় তার প্রস্তবাভূত আইনী ধানে ধারণার দাস। যা তার উপর একটি বতন্ত্র শক্তি হিসেবে আ্রিপতা করে। সাধারণভাবে শিক্ষিত শ্রেণীগ্রাল আণ্যলিক সংক্রীণ হানোভাবের, একমাখীনভার এবং নিজেদের দৈয়িক ও মানাসক অন্তদ্ধির ব্যালপতার কাছে এবং নিজেদের মার্নিক অন্তদ্ধির স্বল্পতার কাছে এবং নিজেদের মার্নিক ব্রাপ্রের কাছে আত্মসমপূর্ণ করে। এ সবেরই কারণ তাদের শিক্ষাটা হচ্ছে সংকীর্ণভাবে বিশেষায়িত। এবং এই বিশেষায়িত কাজের জনা তারা সারা জীবন শৃংথলিত থাকে। এমনকি তখনও যখন তাদের এই বিশেষায়িত কাজ আসলে কিছাই নয়।"

### শ্রমিক বিশ্লবে জ্ঞানের বন্ধন মন্ত্রি

ব্রজোয়া শ্রেণীর বিপরীতে শ্রমিকশ্রেণীই একমাত্র প্রণতিশীল যারা **জ্ঞানকে বন্ধন** মান্ত করতে পারে। শ্রমিকশ্রেণীর কাছে জ্ঞান হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম হাতিয়ার। নিখ'ত স্মংগত, পূর্ণাখ্য এবং ক্রাগত ভাবে আনের জনা শ্রমিকশ্রেণী লডাই চালায়। উৎপাদনে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে. উৎপাদনী ক্ষমতার অতুলনীয় অভ্তপূর্ব উন্নতি ঘটিয়ে সমাজের সভোর জন্য অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতির চাহিদা মেটাতে শ্রমিকশ্রেণী ঐতিহাসিকভাবে দায়িত্বপ্রপ্র। তাই এই শ্রেণীর পক্ষে জ্ঞানকে শৃংখলিত করে রাখার কিছু নেই। জ্ঞান যত স্কাংগত হয়ে উঠবে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুসাদী দ্ভিউৎগীতে মান্ত্র যতবেশী নিজেকে সভিজত করবে, গতবেশী সম্ভব হবে বৃহত্তর অন্তঃসম্পর্ক ও পারুপরিক সম্পকে জানা বোঝা ততবেশী নতুন আবিস্কারের দিগনত খালে বাবে: আর এইসব কিছাকেই শ্রমিকশ্রেণী কাজে লাগিয়ে দেবে শ্রমকে সহজ ও সাবলীল করার জন্য উংপাদনের সব ক্ষেত্রগঢ়লিতে। শ্রমিকশ্রেণীই পারে যৌল নীতিগুলির উপর প্রম বিভাগ শোষণম্লক সমাজের কাঠামোটি রচনা করে আছে তাকে ভেগে চ্রেমার করে দিতে। সবচেয়ে প্রাচীন শ্রম বিভাগ—
মানসিক ও দৈহিক শ্রমের মধ্যে বিভাগকে শ্রমিকশ্রেণী
বিল্পু করে দেয়। শহর এবং গ্রামের বৈপরীতাকে
শ্রমিকশ্রেণী ধরংস করে। সমগ্র সামাজিক উৎপাদনকৈ
পরিচালনা করে একটি সাধারণ শৃংখলায়। এই শংখলার
মৌলিক জ্ঞান দিয়ে সমাজের সব সভাকে শ্রমিকশ্রেণী গড়ে
তোলে। শ্রমিকশ্রেণী সমাজে উছিন্টভোগীদের থাকতে
দেয় না। সমাজের কর্মক্রম সম্লুত মান্বকে শ্রম করতে
হয়। শ্রমকে সম্মান করতে হয়। নভেন্বর বিংলব সোভিয়োতের মান্বের জন্য—'বে লাজ করবে না সে খেতেও
পাবে না' এই ঘোষণা নিয়ে হাজির হর্মেছল। এইসবই
হল্লে শ্রমিকশ্রেণীর শিক্ষা নীতির ভিত্তি যার ম্লেকথা
শ্রম ও ব্রিপর জগতের দ্স্তর ব্যবপানের অবসান।

সমাকে শ্রমিকশ্রেণীর এই শিকানীতি এদ্নিতে প্রবাস্ত হয়নি। এরাজনা সর্পুথ্যে শুমিক্শেণীকে এইস্ব নীতি প্রয়োগ করেব জন্য প্রোভনীয় ক্ষমতা মজনি করেবে হয়েছে। নভেম্বর বিশ্লবে রূপ দেশের শুমিকশ্রেণী এই ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। প্রাক্তিবাদী সামুদ্ত-তান্ত্রিক রাণ্ট্র ক্ষমতা ভেণেগ দিয়ে শ্রমিক ক্ষকের রাণ্ট্র ক্ষমতা স্থাপন করেছিল নভেম্বর বি**ংল**ব। বিম্লব একটি গণতদের ক্রম নিয়েছিল যে গণতদ্র শ্রমিক্শেণীকে অর্থনীতির সমাজতান্তিক পাণ্যসিনের জন্য এবং তার পরিপারক শিক্ষাবাকস্থা গড়ে তোলার একচ্চত ক্ষতা দিয়েছিল ! এই ক্ষমতাটি ছাডা জ্ঞানের বন্ধনম**্**কি হত না। নতন সংস্কৃতি গড়ে উঠত না। নতন সংস্কৃতির সংস্কৃতির জগতে বিপ্লবের প্রানো আদর্শ ও চেতনার পচনকে চাডান্তভাবে অপসারিত করার পর্বে শত হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা গণ্ডদ্র জয়। নভেশ্বর বিপ্লব রূপ দেশে এই কাজটি সম্পন্ন করেছিল। অক্তানতার অন্ধকারের বিরূদেধ আলোর মুশাল জুরালয়ে ছিল নডেম্বর বিংলব।

#### **अन्भकारत विद्युत्थ रक्षशम**

১৯১৩ সালে গতীর কোডের সংগে লেলিন লিখেভালন 'এমন বর্বব আর কোন দেশ নেই যেখানে ভ্রাবহ
ভাবে জনসাধারণ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, জ্ঞানেব আলো
থেকে বঞ্চিত-ইউবোপে এমন দেশ আর একটাও নেই
রাশিয়া ছাড়া।' বিপ্রবপ্রে রাশিয়ার প'্রিলাদের বিকাশ
ঘটলেও সামন্ততালিক উৎপাদন সম্পর্কিই ছিল প্রধান।
জ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রটি তাই ছিল সংকৃচিত। এর ওপর
শ্রমজীবি, জনসাধারণের কাছে জ্ঞানকে হাজির করতে
রাশিয়ার শাসকেরা ভ্রা পেত। এগেলসের সেই কথাটি
উল্লেখযোগা—শ্রমিকশ্রেণী চায় সারবস্ত্ সম্পন্ন শিক্ষা।
ব্র্জেয়া প্রম্ব শোষক শ্রেণীসমূহ তাদের উপযোগী
শক্ষা বাবস্থাটাও শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়নি কারশ
শ্রমিকশ্রেণী এই শিক্ষার স্বোগকে গ্রহণ করে—এই আশংকা

ভাদের ছিল। কোন রকম শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে যাবে না—এই ছিল রাশিয়ার শাসকদের নীতি। সম্বাজ্ঞী শ্বিতীর ক্যাথারিন বলেছিলেন—'অজ্ঞ এবং নিরক্ষর জনসাধারণকে শাসন করা অপেক্ষাকৃত সহজ।' এই ছিল তংকালীন শাসকদের দ্ভিভগ্গী। ১৯১৭ সালে বিপ্লবের আগের সময়ে রাশিয়ার শতকরা ৭৩জন মান্য ছিলেন নিরক্ষর। অর্শীয়দের ক্ষেত্রে এই হার ছিল শতকরা ৯৭-৯৮।

অজ্ঞানতা এবং অশিক্ষাকে গলাটিপে মারার রাজ-নৈতিক অধিকারটি নভেম্বর বিশ্লবে হাতে পেয়েই শ্রম-জনীব জনসাধারণ তাদের পার্টি, বলশেভিক পার্টি ও তাদের শ্রেষ্ঠ নেতা লেলিনের নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ল্লাচারফিককে বিশ্লবের পর্যাদনই লেনিন ডেকে পাঠালেন। তাঁকে জনশিক্ষা কমিশার নিযুক্ত করে অজ্ঞনতা, নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে জেহাদ শ্রুর্ করার নির্দেশ দিলেন। জনশিক্ষা কমিশারিয়েট এবং রাষ্ট্রীয় কমিশন—২৭শে অক্টোবর তাদের প্রথম আবেদনে—দেশের শিক্ষিত সমাজকে এই কাজে সক্রিয় হয়ে উঠতে তাক্রান জানালেন।

লোননের নেত,ছে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে জনগণের কাছে শিক্ষাকে পেণিছে দেওয়ার একমার মাধামে হচ্ছে তাদের মাতৃভাষা। ২রা নভেন্বর (প্রানো মতে) সোভিয়েত সরকার জনগণের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণায় অর্শভাষী অওলে র্শভাষার সমমর্যদায় আওলিক ভাষায় শিক্ষাদানের নীতি চাল্ব করলেন। এতদিন মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের নীতি অস্বীকৃত ছিল ব্যাপক সংখ্যক জনসাধারণকে শিক্ষার স্যোগ থেকে বণিওত করে রাখার জনা। শ্রমিকশ্রেণী এই বণ্যনার অবসান ছটালো।

১৯১৯ সালের ২৬শে ডিসেম্বর "R S F S R এর জনসাধারণের মধ্য থেকে নিরক্ষরতা বিলোপ প্রসঙ্গে" একটি ডিক্রীতে লেনিন স্বাক্ষর করলেন। এতে ৮ থেকে ৫০ বছরের লিখতে পডতে সক্ষম ব্যক্তিদের জনা আঞ্চলিক ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হল। শিক্ষার উৎসব শ্রু হল সারা দেশ জ্ঞে। ক্রাব, কার্থানার উঠান. প্রান্তন জমিদারদের প্রাসাদ যেখানে যা পাওয়া গেল তৈরী হল স্কল। প্রমিকদের শিক্ষাগ্রহণের সময়ে দ্র-ঘণ্টা সবেতন ছুটি ঘোষণা করলেন সরকার। ওই ডিক্রী বলে—জনশিক্ষা কমিশারিয়েট ক্ষমতা পেল সমস্ত স্বাক্ষ্য জনসাধারণের নাম সংগ্রহ করার এবং তাদের নিরক্ষরতা দ্রে করার কাজে লাগিয়ে দেওয়ার। যুস্ধকালীন দুততায় ও জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে এইসব সংগঠিত হল। শ্রমিকশ্রেণী জানত—পরাজিত শক্তিগুলি জনসাধারণের শিক্ষায় বাধা দেবে. কারণ অজ্ঞানতা ধ্বংস হলে এইসব শন্তি পা রাখার জারগা পাবে না, তাই ডিক্রী নির্দেশ দিল—বারা বাধা দেখে—ভাদের কঠোর শান্তি দেওৱা 444 1

চারিদিক থেকে বিপ্ল সাড়া পড়ে গেল। বারাই শিক্ষা পেরেছেন—তিনি শিক্ষক, ডাক্তার, নানা ধরণের চাকুরিজীবী কিংবা সৈনিক যাই হোন না কেন নিরক্ষতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমে পড়লেন।

শিক্ষার সাজ-সরঞ্জাম বই-পত্র পেতে সেইসময় অনেক অস্বিধা রাশিয়ার জনসাধারণ সহ্য করেছেন। কিন্তু এই প্রমিকপ্রেণী পর্বজিবাদী যুগে শিক্ষাসামগ্রীর চড়াদামের প্রতি বিদ্রুপ করে লক্ষ্ণ লক্ষ্য জনসাধারণের জন্য সর্লভ সংস্করণ. পত্রিকা ও ইস্তাহারের জোয়ার বইয়ে দিয়েছিল। কোন বাধাই এখন প্রমিকপ্রেণীকে দমিয়ে রাখতে পারল না। কাঠ-কয়লা, সীসা. বীট কয়লার গ্লেংড্তি থেকে তৈরী কালী, হাসের পালক, যা ব্যবহার করা যায় সবই কাজে লাগান হোল নিরক্ষরতা বিরোধী লড়াইয়ে।

লেনিন বললেন, 'আমরা গরীব এবং আশিক্ষিত। তাতে কিছু যায় আসে না, যদি আমাদের জনসাধারণ উপলব্ধি করেন যে তাঁদের শিখতেই হবে এবং যদি সেই শেখার ইচ্চাটা থাকে—এই ইচ্চা এবং আকাণ্যা বর্তমান. তাই আমরা শিখবই এবং শিখতে পারবই।' প্রকৃতই কোন কিছাই রাশিয়ার <u>শ্রমিকশ্রেণীকে</u> বাধা দিতে পারেনি। ১৯২০ সালের ১৯শে জুলাই জনশিক্ষা কমিশারিয়েটের স্মধীনে নিরক্ষতা বিরোধী আন্দোলনকে আরো জোরের পংগে পরিচালনার জন্য 'নিখিল রাশিয়া বিশেষ কমিশন' ১ঠিত হল। এই কমিশনকে লেনিনের নেতাতে সোভি-য়েত সরকার সবরকমভাবে উপযুক্ত ও সুসন্জিত করে তলেছিলেন। ১৯২০ সালের অগস্টে কমিশনের শরিষদের সভারা আরো যোগ্য ব্যক্তি চেয়ে লেনিনের কাছে আবেদন করেছিলেন—লেনিন সংগ্রে সংগ্রে লিখে-ছিলেন 'যেহেত নিরক্ষরতা বিরোধী সংগ্রাম অন্য সব কিছুর থেকে গ্রুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাই এই অনুরোধ রাখা হবে।' মনে রাখতে হবে বিপ্লবের অবাবহিত পরেই—এই সংগ্রাম পরিচালনা করা খুবই কণ্টসাধ্য ছিল। কারণ অর্থনীতি ভেণেে পড়েছিল তার উপর ছিল সামাজ্যবাদী দেশগুলির ও আভান্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির আক্রমণ। নবজাত সোভিয়েত শক্তিকে ধরংস করার ঘূণা চক্রান্ত। এইসব কিছুকে পরাস্ত করেই শ্রমিকশ্রেণী অট্রট রেখেছিল নিরক্ষরতা বিরোধী সংগ্রামকে। তর্মণ ক্মিউনিস্ট লীগের ত্তীয় কংগ্রেসে (অক্টোবর ২. ১৯২০) লেনিন জোর দিয়ে বলেছিলেন—"কমিউনিজমের অর্থ সমস্ত যুব সম্প্রদায়—তরুণ তরুণী নিবিশেষে এই যাব কমিউনিস্ট লীগের সদস্য এসে বলবে এটা আমা-দেরই কাজ, আমরা একত হয়ে গ্রামাণ্ডলে যাব, নিরক্ষরতা धरुम कत्रव।" यूव मिल्क উन्दूम्ध करतिছलान लिनन। প্রতিটি দিক থেকে সবরকমভাবে এই সংগ্রামের সাফলো প্রেরণা যাগিয়েছেন লেনিন, বলগেভিক পার্টি ও সোভি-রেত সরকার। কারণ শ্রমিকশ্রেণী, তার নেতা লেনিস জালতেন—"নিরক্ষ মান্তব রাজনীভিন্ন বাধা,—জাকে

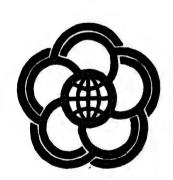
প্রথমে অ আ **ক ব শিখতে হবে। এছাড়া কোন রাজনী**তি সম্ভব নর।"

এই রাজনীতির প্রশ্নটি ছিল নতুন অর্থনীতি গড়ে তোলার সংগে জীবন মরণের প্রশন হিসেবে যুক্ত। লেনিন নিরক্ষরতা বিরোধী সংগ্রামের এই তাৎপর্য দেখিয়ে বললেন—"সোভিরেত অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে হবে এবং এই পথে নিছক স্বাক্ষরতা আমাদের বেশীদ্র এগিয়ে নিতে পারবে না—লিখতে এবং পড়তে পারার ক্ষমতাকে সাংস্কৃতিক মনোময়নের কাজের সংগে যুক্ত করতে হবে।"

লিখতে এবং পড়তে পারার ক্ষমতাকে সাংক্ষৃতিক মানোলয়নের কাজের সংগে যুক্ত করতে না পারাটাই বহু-সংখ্যক বুর্জোয়া বৃশ্ধিজীবিদের জীবনে আবহমান কাল ধরে দ্বঃসহ পীড়া দিয়েছে। এইসব প্রানো দিনের বৃশ্ধিজীবিরাও নতন মনোভাব গ্রহণ করতে এগিয়ে এলেন, প্রামকগ্রেণীর গণতন্দ্র শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবজীবনের জোয়ার নিয়ে এল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বছরগন্লিতে (১৯২৮-৩২) স্বাক্ষরতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অজিতি হল। ানরক্ষরতার অভিশাপ মৃত্ত হয়ে উঠল সোভিয়েত, সেই আগেকার রাশিয়ায় যা জন্মের পর থেকে চিরকাল অজ্ঞানতার বোঝা বয়েছে।

নভেম্বর বিপ্লব প্রথম স্বেগিদেরের মত সারা রাশিরার ছড়িয়ে দিয়েছিল শিক্ষার উষ্জ্বল আলে:ক শিখা। সোভিয়েতের ঘরে ঘরে এই শিখা আজও অনিবাণ।

জাশকারের বিরুদ্ধে জেহাদ এই অংশ লেখায়— সাক্ষরতা প্রকাশনের ভি. কুমানেভ রচিত লেনিন ও নিরক্ষরতা প্রিস্তকার সাহাষ্য কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ কর্মছ।



#### श्चावत्तव भट्ड

#### তালের স্মরণ করি

বাঁরা বন্যার জলে ভেসে বাওয়া অসহায় মান্বকে রক্ষা করতে নিজেদের অম্বা প্রাণ বিসর্জন দিরেছেন তাঁদের স্মৃতির উন্দেশ্যে আমাদের অন্তরের গভাঁর প্রখা জানাই। এ মহান আত্মত্যাগ আমাদের চিরঞ্জীব প্রেরণা, প্রথ চলার পাথের।

ধারা বন্যার তাণ্ডবে মৃত্যু বরণ করেছেন, বেদনা ভারাক্রান্ত হ্দরে তাদের ক্ষরণ করি আর সমবেদনা জানাই তাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের।

#### जिन्नन जानहै

वन्।।-कर्वामक मान्यस्त्र छेन्थात छ वाग कार्य बौता এগিয়ে এসেছেন, তাদের জানাই অভিনন্দন; বন্যা পরবতী অতি গ্রেম্পর্ণ প্নর্বাসন ও প্নগঠিনের कारक त्राका कर्ए रव जनश्था वर्वक-य्वकी निरक्रमत्र স্বতঃস্ফুর্তভাবে নিয়োজিত করেছেন তাদের আশ্তরিক অভিনন্দন জানাই। অভিনন্দন জানাই তাঁদের যাঁরা স্কুল-वन्थ রেখে-এমনকি জল খাবারের পরসা বাঁচিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে সেই অর্থে গ্রাম বাঙলার প্রনগঠনে এগিয়ে धरमाह्म धरा वाँता निरक्षापत त्रहमान करत् भूनगर्छत्तत জন্য অর্থ সংগ্রহ করে ও প্রয়োজনীয় রক্ত ভান্ডার গড়ে जूनाहन। अভिनम्पन जानारे সেইসব শ্রমজীবী মান্বদের প্রতি যারা গ্রাম বাঙলার প্রনগঠনে স্বেচ্ছার প্রমদান করছেন। একই সাথে কৃতজ্ঞতা জানাই পশ্চিমবশ্যের বাইরের অগণিত ব্বক-যুবতী ও সাধারণ মান্বকে বাঁরা বন্যাবিধনুস্ত পশ্চিমবশ্যকে সাহাষ্য করার জন্য বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করছেন।

### ৰন্যাত্ৰাণে আধিক সহৰোগিতা

অভ্তপ্র বিধন্দেরী বন্যার পশ্চিমবণ্গের ১২টি জেলার জনজীবন সম্প্রতি বিপর্বস্ত হরে পড়ে। এ হেন প্রলয় স্বভাবতঃই রাজ্য সরকারের অর্থনৈতিক পরি-কম্পনার উপর এক অভাবনীর আকস্মিক আঘাত হানে। এই বিপর্ব ক্ষতির সপ্যে পাল্লা দিরে জোর কদমে প্র-গঠিনের দারিম্ব হাতে নেওরা দ্বের্হ মনে হলেও রাজ্য সরকার সর্বতোভাবে চেন্টা করে চলেছেন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা আরো সহান্তৃতিশীল স্কৃত্ব সহবোগিতা ও বাস্তবান্গ দ্বিভগণী আশা করি।

স্থের বিষয় বেশ কিছ্ বিদেশী রাষ্ট্র ও সংস্থা এবং অন্যান্য রাজ্য সরকার এই অবস্থার পশ্চিমবংগ সরকারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এ বাবদ বিশেষ নগদ টাকায় তাগ সাহাযোর তালিকায় আছেন—

(2)	<u>त्राक्रम्थात्नत्र</u>	<b>म्थामन्त्र</b> ी	2,00,000	<b>जिका</b>		
(२)	<u> তিপ্রার</u>	म, भामन्त्री	\$,00,000	টাকা		
(0)	আসামের	म, थामका	5,56,065	টাকা		
(8)	উত্তর প্রদেশের	म्यामना ।	5,00,000	<b>ोका</b>		
<b>(4)</b>	বিহারের	म्यामन्त्री	<b>60,000</b>	টাকা		
(6)	কেরালা	সরকার	3,50,000	টাকা		
(9)	সিকিমির	म्भामकी	20,000	টাকা		
(A)	कनगद्भारे स्वनादान					
	অব্ ফেডারেল					

নভেম্বর মাসের ২১ তারিখ পর্বশত মুখামদ্বীর ত্রাণ-তহবিলে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ্ ৭৭ হাজার ৯ শত ৭৫ টাকা ২৫ পরসা জমা পড়েছে।

২,০০,০০০ টাকা

রিপার্বালক (ক'লকাডা)

সবশেষ সংবাদে প্রকাশ মহারাশ্র সরকার পশ্চিম-বশাকে সাহাষ্য করার জন্য প্রীরজনী প্যাটেলের সভাপতিয়ে এক শতিশালী কমিটি গঠন করেছেন এবং প্রথম কিস্তিতে ২৫ লক্ষ টাকা পশ্চিমবশ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দিরেছেন।

## बराव बरुषद विश्वविद चात्वाक

मृक्षात पान

১৯১৭ সাল। বিশ্বের সর্বাচ বখন চলছে ধনতল্যের চক্রম বিকাশ, চলছে সামাজ্যবাদের নিরক্ত্রণ আধিপত্যের হাগ—সেই বছরেই নভেম্বর মাসে, মহানারক লেনিনের গড়া বলশেভিক দলের নেতৃত্বে রাশিরার সফল হরেছিল দ্রনিয়ার সর্বপ্রথম সার্থক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বিশ্লবের ফলেই ইতিহাসে সর্বপ্রথম শোষিত প্রমিকশ্রেণী, নির্বাতিত ও নিপাড়িত শ্রেণী পেরেছিল শাসকশ্রেণীর মর্বাদা। তাই এই বিপ্লব হলো মানৰ ইতিহাসে সবচেরে তাংপর্য পূর্ণ ঘটনা। এ বিশ্বর সেদিন একদিকে যেমন বুর্জোরাদের সর্বগ্রাসী শোষণের ভিতটাকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলো, অপরদিকে তেমনি দুনিরার সর্বত বঞ্চিত শ্মিক ও মেহনতী জনগণকে দেখিরেছিল অত্যাচার. অবিচার ও বঞ্চনার হাত থেকে সঠিক মান্তির পথ। লক্ষ্য দিথর রেখে, দতে পণে লডাই চালালে কোন অভীন্টে পেছিনোই অসম্ভব নর, কোন প্রতিক্লেতাই বিশেবর বে কোন দেশের প্রমিক ও কুবকের স্কোগঠিত ঐকাবন্ধ ম্তি প্রয়াসকে বুর্কোরা শ্রেণী বার্থ করতে পারে না—এ সফল সমাজতাশ্যিক বিপ্লৰ বিশেষৰ শোষিত শ্ৰেণীদিগকে সেদিন এ শিক্ষার আলোকেই আলোকিত করেছিল। শ্বং রাশিরার নর, বিদেশের সমস্ত পদানত জাতির নিরাশার সীমাহীন অম্থকারে এ বিপ্লব এক নতন ম্গের স্চনা করেছিল। এক কথার, দ্রনিরার যেখানেই তথন চলছিলো শোষণ, নিপাড়ন, দাসদ, সেখানেই শ্বাশিয়ার এ বিপ্লব সেধানকার নিপাঁডিত শ্রেণীকে দেখি-য়েছে वन्यन भूकित এक छेन्छन আলোকবর্তিকা—য় তাদের ম্বি-চেতনা সঞ্জীবনে প্রেরণা জুগিরেছে, উৎপীড়ন অবসানের সভাইতে করেছে উন্দীপ্ত।

প্রথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অভীতেও অনেক বিপ্লব সংঘটিত হরেছে এবং সেগ্রেলও সেখানকার অবন্থার পরিবর্তন প্ররাসেই সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু সেসব বিপ্লৰ সংঘটিত ছলেও, সামরিক সাফল্য লাভ করলেও, তার আসল উদ্দেশ্য অসফলই থেকে গেছে। আগেকার সেসৰ সংঘটিত বিপ্লবে সেই দেশের একদল দান্ব বিশ্লবের মাধ্যমে দেশের অভ্যাচারী শাসকশ্রেণীকে হঠিরে দিতে সমর্থ হরেছিল বটে, কিন্তু কিছ্বদিনের মধোই আরেকদল শোষক এসে তার জারগা জ্বড়ে নিরে-ছিল, অর্থাৎ সেসৰ বিপ্লবে শোষণের, অত্যাচারের কিন্দ্রমাত <sup>অবসান</sup> **হর্মন। সেদিক থেকে রাশি**রার নভেম্বর বিপ্লবের পার্যকাটা আকাশ পাতাল। এ বিস্কব রুশদেশের <sup>জনগাণে</sup>র শো**ষণের ধারাটারই অবসান ঘটিরেছিল।** নভেম্বর বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল মান্তবের শ্বারা মান্তবের শোবণের সব অবস্থার অবসাদ ঘটালো এবং শোবকলোণী ও তার মদতদারদের উৎখাত করে শ্রমিক প্রেণীর হাতে শাসন কর্ত্ব দিয়ে দেওরা। সেদিক দিয়ে এ বিক্ষব সার্থক এবং এ জনাই এ বিপ্লব আগের সংঘটিত অপরাপর বিক্ষব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর থেকে ১৭ই নভেম্বর পর্যাত, এই দশ দিনে নানা বিষ্ময়কর ঘটনার মধ্য দিয়ে সাফল্য লাভ করেছিল এই ব্গান্তকারী বিপ্লব। কিন্ত এর প্রস্তৃতি পর্ব চলেছিল ঐ বছরেরই মার্চ মাসের বিস্পবের পর থেকেই। শ্রামক শ্রেণীকে সংগঠিত করে. কৃষক শ্রেণীর মধ্যে বৈপ্লবিক সচেতনতা সূজি করে মহান लीनन वर् প्रीठक नाजित काणिता, व विश्ववरक সাফল্যের তোরণে পেণছে দেন। ঐ দর্শাদন ঘটনার তীব গতি প্রবাহে বিশ্বের কাছে চমক সৃষ্টি করেছিল রাশিয়ার বলশেভিক পার্টি। আর সেসব ঘটনার চরমক্ষণ ছিল ৭ই নভেম্বরের শেষ রাতি। পেট্রোগ্রাদের স্মোলনি প্রাসাদ থেকে সেদিনই জনগণের ইচ্ছান,সারে সোভিয়েতকে রাশিয়ার সরকার হিসাবে ঘোষণা করা হয়। সেদিনের সেই রোমাঞ্চকর ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ এ ক্ষার প্রবদেশ তুলে ধরা অসম্ভব। তাই খুব সংক্ষেপে তার কিছুটা মাত্র এখানে তুলে ধরবার চেণ্টা করবো।

মার্চের বিস্লবের পর থেকেই রাশিয়ার সোভিয়েত গ্লোর প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বেড়ে উঠছিলো এবং সেগ্লি জনগণের প্রতেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে আকৃষ্ট কর-ছিলো। এগ্রাল ছিল জনগণের বৈশ্লবিক অংশকে ট্রেনিং দিরে বিস্পবের উপবোগী করে গড়ে তোলার বিদ্যায়তন। জনগণের বিপ্রল আস্থা অর্জন করে, জালের মতো বিশ্তুত স্থানীর শ্রমিক ও সৈনিক সোভিয়েতগুলো তখন মজবুত সংগঠনে রুপাশ্তরিত হরেছিল। সরকার হিসেবে ঘোষণার অপেকা না করেই, বিপ্লবের অনেকদিন আগে থেকেই, এ সোভিয়েতগুলো সরকার হিসাবেই কাজ করে আস্ছিলো। তখন শুধু বাকী ছিল এগ্রলিকে সরকার হিসাবে স্বীকৃতিট্রক দেয়া। রাশিয়ার জনগণের গভীর থেকে তখন একটি প্রবল আওয়াজই উঠেছিল "অস্থায়ী সরকার নিপাত যাক সোভিয়েক্তর হ'তে সমস্ত ক্ষমতা **ठारे।" मात्रा दम्मवाभी এ मावी इंडिट्स भएडिंग मावा-**নলের মতো। কেতে খামারে, কলে কারখানায় বাারাক আর রুণাশ্যনের গলা মিলে এ শ্লোগান প্রতি মুহুতে প্রবলতর হরে উঠছিলো। সোভিয়েতের জনা লড়াই চালাবার জনা, প্রাণ দেবার জনা সেদিন দ্র্পুতিজ্ঞ হরে-ছিল রাশিরার লক্ষ লক্ষ মান্ব-গড়ে তলেছিল নানা কমিটি ও সংগঠিত করেছিল সরকারের বির শ্বে বিশাল বিশাল মিছিল। গরীব মানুষের তখন ধৈবের বাঁধ ভেগেছে, কামানের খোরাক হয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় বেচ

থাকতে আর চাইছিলো না। ওরা হয়ে উঠেছিলো বিদ্রোহী; রাদ্ম নায়কদের কথার ফ্রলফ্র্রিতে ওরা আর বিদ্রান্ত হতে রাজী ছিল না—ওরা সেদিন জেগে উঠেছে। নেতাদের কাছে ওদের স্পদ্ট দাবী, "হয় বিশ্লবকে দ্বরাশ্বিত করো—নয়তো ক্ষমতা ছাড়ো।"

স\_সংগঠিত হয়ে, সচেতনভাবে রাশিয়ায় আর শোষিতেরা নিজেদের পরিত্রাণের সঠিক মুহুত্টিকৈ বেছে নিয়ে তখন দাঁডিয়েছে বৈশ্লবিক অভ্যুত্থানের পক্ষে-প্রথবীর এক-ষষ্ঠাংশের শাসন ভার নিতে চাইছে একাণ্ডভাবে নিজেদের হাতে। রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে শিক্ষা-দীক্ষাহীন মানুষের পক্ষে এ এক দঃসাহসিক আকাৎখা। বুর্জোয়ারা শৃৎকত হয়ে পড়ে, কিন্তু তখনো আশা পোষণ করে যে, এ বিস্লব প্রচেন্টাও আগের মতোই বার্থ হয়ে যাবে। এর কারণ শত প্ররোচনাতেও জনগণ বিশ্ৰেশলতার কোন নজীরই তাদের সামনে হাজির करत ना। विश्वायत कना हारे कर्छात्र भाष्थ्वा आत সংযম—এ কথাটা জাগ্রত জনতা ব্রুলেও, বুর্জোয়ারা এর গুরুত্ব ও এর ভয়ংকর পরিণতির কথা অনুমানও করতে পারে না। ঘরে ঘরে বেড়ে ওঠে বিদ্রোহী মানুষ, বিপ্লবের সপক্ষে ভোট দেবার হাতে তারা তুলে নেয় বিশ্লবের হাতিয়ার-রাইফেল। যে কোন প্রতিবিপ্লবের মথো-মুখি হবার জন্য তারা সজাগ হয়ে থাকে। পেট্রোগ্রাদে, নেভার পারে বিশাল প্রাসাদ স্মোলনি হয়ে উঠলো বিষ্ণবী জনগণের সাময়িক কার্যালয়। সেখান থেকেই প্রতিনিয়ত নির্দেশ আসতে থাকে তাদের উন্দেশ্যে।

মুক্তিকামী এসব বিস্লবীদের বিভিন্ন অংশকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে রাশিয়ার সাম-রিক সরকার। কিন্তু সোভিরেতগর্লি ও সামরিক ব্যারাকগালির মধ্যেকার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নঘ্ট করবার চেন্টা বার বার করেও লালরক্ষীদের কর্ম তংপরতায় তা কেরেনস্কি জিগির তোলেন. ভণ্ড ল হয়ে যায়। "রাষ্ট্রের বিরুদেধ অপরাধী লেনিন লুঠতরাজে উম্কানি দিচ্ছে। উম্কানি দিচ্ছে ভয়াবহ গণহত্যার। এতে রাশিয়ার নাম চিরকল্পেক কালিমা লিশ্ত হয়ে যাবে।" কিন্ড জিগিরের ফল হলো উল্টো। জনগণ লেনিনকে তাঁর অজ্ঞাতবাস থেকে ফিরিয়ে এনে প্রত্যন্তরে তাঁকে জানালো বিপ্লে অভিনন্দন। স্মোলনি প্রাসাদও রূপান্তরিত হলো বিরাট এক অস্থাগারে—শুধু অস্থাগারই নয়, বিষ্ণবী জনগণের কাছে তখন সে প্রতিষ্ঠিত হলো বিপ্লবের মন্দির রূপে।

এই বিশ্ববী শ্রেণীর মধ্যে বিভেদের বীন্ধ প্রবেশ।
করিরে দিরে এ বিপ্লব প্রচেন্টাকে রম্ভপাত ও বিশৃত্থলার
ভূবিরে দেবার বহু চেন্টা এর আগে করেছিলো সামরিক
সরকার কিন্তু সেসব প্রচেন্টা সহজেই ধরে ফেলেছে
বিশ্ববী জনগণ। তাই প্রস্পর প্রস্পরের মধ্যে ঐক্যকে
ওরা ক্ষুদ্ধ হতে দেরনি কোন মতেই। এরপর বড়বন্দ্র

চললো বাইরে থেকে নির্ভরবোগ্য ফৌজ এনে এদের দমন করবার কিন্ত বৈপ্রবিক জনগণের আবেদনে এর হলো বিপরীত। বাইরে থেকে আসা ফৌজেরাও विश्ववीत्मव समर्थात्वे जीगत्त्र जला। परे পেট্রোগ্রাদের অভান্তরে তথন চলছে সংঘর্ষ। বিভিন্ন ট্রলদার বাহিনীর মধ্যে পরস্পরের বিরুশ্ধবাদী বাদের জন্য চলছে সংঘাত। এই পরিস্থিতিতেই অসংখ্য মানুষ আসতে থাকে স্মোলনিতে, দ্বিতীয় সারা রাশিয়া সোভিয়েত কংগ্রেসের প্রতিনিধি সভায় যোগদানের জন্য। সারা রাশিয়ার মানুষ সেদিন তাকিয়ে ছিল স্মোলনির দিকে। অগণিত কোটি কোটি বঞ্চিত ও গরীব মানুষের আশা আকাৎখার কেন্দ্রবিন্দ, হয়ে উঠেছিল ঐ স্মোলনি। যুগ-যুগান্তের দুদ্দা আর অত্যাচারের হাত থেকে অব্যাহতি লাভের জনা তারা অধীর আগ্রহে তাকিয়ে ছিল স্মোলনির দিকে। সেদিন সেখানেই হবে তাদের জীবন-মরণের প্রশেনর সমাধান।

রাহিতে স্মোলনি তখন ফুসছে, গর্জাচ্ছে কামান-শালার মতো। সেখানে বিভিন্ন বন্ধারা জনগণকে ডাক দিচ্ছেন অস্ত্র ধারণ করবার জন্য, অন্যদিকে পরিবেশকে আরও অর্থময় করে তুলছে সমবেত কণ্ঠে বৈপ্লবিক সংগীতগুলি। দশটা চল্লিশ মিনিটে শুরা হলো সেই ঐতিহাসিক সভা। প্রথমেই কংগ্রেসের পরিচালক সংস্থা (সভাপতি মন্ডলী) নির্বাচন হয়ে গেল। ১৪জন সদস্য নির্বাচিত হলেন বলশেভিক পার্টির এবং অন্যান্য সব দল মিলিয়ে আরও ১১জন। পরেরানো পরিচালক সরে গেল, আর তাদের আসন গ্রহণ করলেন. বারা ছিলেন রাশিয়ার নির্বাসিত, সমাজচাতে আইনের আশ্রর থেকে বহিস্কৃত, সেই **বলশে**ভিক নেতারা। দক্ষিণ পন্থী পার্টিগালের কাছে এটা হজম করা সহজসাধ্য ছিল ना। जांत्रा निर्मिष्ठे कार्य विवत्न नित्र नाना न्यारलाहनाय অধিবেশন কক্ষকে সরগরম করে তললো। নানা বাক্যজাল স্থিতি করে এরা জনগণের বিপ্লবের ঐকাশ্তিক ইচ্ছাকে নস্যাৎ করে দিতে চাইছিলো। এ সময় রাতের অন্ধকার ভেদ করে দরে শোনা গেল একটা গর্জন। প্রতিনিধিরা চণ্ডল ও বাস্ত হয়ে উঠলো। ওটা কামানের গর্জন। শীত প্রাসাদে গোলা বর্ষিত হচ্ছে। সে আওয়াজ যেন কুমশই এগিয়ে আসছে স্মোলনিব দিকে। সে আওয়াজ যেন **ঘোষণা করছে, পুরোনো ব্যবস্থার মৃত্যুর আর** নতুনের প্রশাস্ত। এ আওয়াজ হলো বঞ্চিত, শোষিত জনগণের **দঢ়ে ক**ণ্ঠস্বর, "সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই।" ক্রেসের সামনে তথন জনগণ শুধু একটা প্রশ্নই রাথছে বে. সোভিয়েতকে রাশিয়ার সরকার বলে ছোরণা করে তখনই তারা নতুন কর্তাত্তকে বিধিবশ্ধ করে দেবে কিনা।

বৃশ্বিজাবিরাও এ সময় সকলকে অবাক করে দিরে জনগণের বৈশ্লবিক এ কর্মধারাকে তখনই মেনে নিতে চাইলো না। জনগণকে ওরাই একদিন বাক্ চাতুর্যে বিশ্ববের দীকার দীকিত করেছিল। আজ বখন জনগণ

প্রস্তৃত, তখন ওরাই ভাদের এ কাজকে অপরিণত পন্থা ও ভয়াবহ ফলদারী "গৃহেষ্ম্ধ" বলে প্রত্যাখান করতে চাইলে।। জনগণের বিদ্রোহের আধকারকে অস্বীকার করে এই সমস্ত বৃশ্বিজীবি, বাক্সর্বস্বের দল অধিবেশন कक शोत्राजा करत हरन शासा। वर्शक वरन छेठरनन "ওরা চলে যাক। চলেই যাক ওরা। ওরা কিছু জঞ্জাল মাত্র—যাবে ইতিহাসের আবর্জনার স্তুপে।" জনগণ ধিক্কার জ্ঞানায় ওদের। জনগণের বৈশ্ববিক ইচ্ছা প্রেণ দেখার জন্য জনতা তখন অধার। সোভিয়েতকে সরকার থলে ছোম্বণার বিরুক্তে যে কোন প্রচেন্টাকে তারা খান খান করে দিতে চায়। ব্লিখজীবিদের এ নিল্র্ড্ অস্বীকৃ।তকে ।কছ্ আমল দেয় না তারা। রাস্তায়, ট্রেণ্ডে, ব্যারাকে—তথন সর্বত কলে-কারখানার. বিশ্ববের প্রচণ্ড লড়াই। এ বিশ্বব প্রবেশ করেছে 🐠 গ্রেসের অধিবেশন কক্ষেও—একে তখন অস্বীকার করাতে। আশেনয়ার্গারর অশ্নংপাতকেই অস্বীকার কর।। বেশন কক্ষের বাইরে তখন জড়ো হচ্ছে অবিচলিত সব ন্তুন নতুন বাহিন।। মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার, রাজীয় বাংক, ্টালগ্রাফ ভেটশন, টেলিফোন স্টেশন, সামরিক ঘটি প্রল—বিশ্লবের নতুন নতুন জয়ের খবর **শে**মালনিতে আসতে লাগলো প্রাত মিনিটে। প্রোনো কর্তারের সব খ্বিটগ্রনি উপড়ে পড়ছে তখন একের পর এক জনগণের বিলেহের আগ্ননে। শেষে প্রচণ্ড শীতের এই রবি শেষে বিভিন্ন ইচ্ছার সংঘাতের ভেতর দিয়েই বেরিয়ে যুগাণ্ডকারী সেই ঘোষণা। "সাময়িক সরকার ক্ষমতা 5 ত। শ্রমিক, সৈনিক আর কৃষকদের বিপ্ল গ্রিণ্টের ইচ্ছায় সোভিয়েত কংগ্রেস রাণ্ট্র ক্ষমতঃ হাতে িল। অবিলম্বে সমুহত জাতির জন্য গণতা শৈক শান্তি সমুহত রুণাধ্যাদে অবিলম্বে যুদ্ধ বির্বাতর জন্য সোভিয়েত কর্ত**্পক্ষ এখনই প্রস্তাব দেবে। সোভিয়েত** কর্ত্পক না-চতভ বে, ামর উপর জমিদারী স্বছের অবসান ঘটাবে, আর উৎপাদনের উপর শ্রমিক নিয়ন্ত্রণকে প্রতিষ্ঠা করবে।" রাশিয়ার জনগণ যে অভীক্টের জন্য এতদিন ংড়েছিল, আজ্ব তারা তাই অর্জন করলো। নিপীড়িত ও শে,ষিত শ্রেণী—শ্রমিক শ্রেণীকে আজ তারা শ্রণীতে পরিণত করলো। সোভিয়েতই এখন সরকার। বিশ্লবী জনগণের এ ইচ্ছাপ্রেণে জনগণ আনশে পর-প্রকে জড়িরে কাদতে শুরু করে দিল। তাদের কাছে এ সামান্য ইচ্ছাপরেণ নর, এতো মরি।

৭ই নভেম্বারর সারা র তের ঘটনার অতি সংক্ষিত বিবরণ এটা। লিখে বোঝানো দ্রহ্ এর গতিবেগের প্রচাণ্ডতা। এর পরের দশ দিন ছিল ঐ ঐতিহাসিক ঘে বণার প্রতিক্রিয়ার লড়াই এবং ব্রেজায়াদের প্রতিবিপ্রব স্থিব স্থাস—যা সোভিয়েট সরকার ও বলাণ্ডিক দল দক্ষতার সাথে বানচাল করে দিয়ে নিজেদের অগ্রগতির পথকে কণ্টকহীন করে ফোলছিল। এমনি করেই রাশিয়য় সোলক সফল হয়ে উঠেছিল সমাজতাশ্যিক বিশাব—বা মানব সভ্যতার সীমাহীন অগ্রগতির ক্ষেতে

এক অকল্পনীর অধ্যায়ের স্চনা করেছিলো। এইভাবেই
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানব সভাতার এক ক্রুল্ল
অংশের বৃশ্ধি ও শক্তির কবলে বৃহত্তম অংশের উপর
অমান্থিক শোবণ ও অত্যাচারের কলাত্বত ইতিহাসের
সাধাক অবসান ঘটিয়েছিল সর্বপ্রথম সোভিয়েত রাশিয়া—
মহানায়ক লেনিনের নিখাত নেতৃত্বে। ঐ বিগলবই আজ্ঞানব সমাজকে বহু দ্বে এগিয়ে নিয়ে এসেছে, জেবলেছে
অগ্রগতির এক নতুন আলোকবির্ত্তিক। যা কোনদিনই
নিভতে পারে না। এ বিগলব স্থাপন ক্রেছে মানব
সমাজের নতুন সভাতার এক দ্চ ভিত্তি যে ভিত্তি কোনদিনই আলগা হতে পারে না। এর থেকে শিক্ষালাভ করেই
অগ্রসর হতে হবে বর্তমান ও আগামা প্রগতিশাল মানব
সমানেকে।

য্গান্তকারী এ সাফল্য যে অঞ্চিমকভাবে 
থাসেনি তা' সহত্রেই অনুমের। এর পিছনে ছিল অনেকগ্রেল কারন। প্রথমেই এ বিংলবের সাফলোর কারণ্রিল নিয়ে একট্ব আলোচনা করা যাক। একট্ব মনোনিবেশ
করলেই এটা স্পণ্ট হয়ে ওঠে য়ে, এ বিরাট সাফলোর
মলে সেদিন তিনটি উপাদান বিশেষভাবে কাল করেছিল।
সে তিনটি উপারান হলো, তদানীন্তন আন্তর্জাতিক ও
আভন্তরীণ অবস্থা, লেনিনের মত্যে দ্রদশী বিংলবী
নেতার আবিভাবে এবং বলশোতিক পার্টির মতো কর্মদক্ষ,
শৃংখলাবন্ধ ও আদশনিষ্ঠ একটি রাজনৈতিক দল। এ
তিনের স্কুদর সমন্বয়ই নত্রেবর বিংলবকে সেদিন
চূড়ান্ত সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

আন্তর্জাতিক ও দেশের আভান্তরীণ অবস্থা বে ্কোন বৈণ্লবিক সংঘটনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এ**বং** বিম্লবের ক্ষেত্র প্রস্তৃতিতে তা' সাহায্য করে। নভেম্বর . **বি॰লব যখন হয়,** তখ**ন প্রথম বিশ্বয**ুদ্ধে ইউরোপের **প্রধান** সাম্রাজ্যাদী দেশগুলি দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিরে পরস্পর পরস্পরের সভেগ হানাহানি করছিলো। অন দিকে দ্বণ্টি দেবার অবসর তখন তাদের মোটেই ছিল না। **ইংলণ্ড** ও ফ্রন্স এবং অভ্যিয়া ও জার্মানী পরস্পরের মধ্যে লড়াইয়ে উন্মন্ত। রাশিয়ায় কি ঘটছে সেদিকে দেখাৰ অবকাশ তখন তাদের নেই। অপরদিকে রাশিয়ার পার্শ্ব-বতা দেশগুলি ও বিবদমান সায়াজ বাদী দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণী তথা সমস্ত মেহনতী শ্রেণী ও জনসাধারণ এই স্থায়ী বৃষ্ধ বিগ্রহের ফলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল এবং তাদের মধ্যে বিক্ষোভ পঞ্জীভূত হচ্ছিলো। সামাজ্যবাদীদের যুদ্ধ বিগ্রহ থতম করার জন্য শাদ্তি স্থাপনে প্ররাসী বিশ্ববী অভাত্থানগর্বিতে দলে দলে লোক এসে তখন একচিত হতে শ্বের করেছিলো। শ্বের বিবদমান সামুজ্যবাদী দেশগুলির মেহনতী শ্রেণীর মধ্যেও একটা নিবিড একাত্মতা গড়ে উঠেছিল এবং তারা সবাই নভেম্বর বিস্লবের প্রস্তৃতিতে মদত জর্গায়ে-ছিল। সূতরাং এই ধরশের আন্তর্জাতিক অবস্থার স্যোগে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ বৈশ্ববিক অভ্যুখনেকে প্রতিরোধ করবার মতো তখন কোন বহিঃশন্ত্র ছিল না; উপরুক্ত এর প্রতি ছিল এসব সাম্রাজ্যবাদী দেশগ্রনির সমগ্র মেহনতী জনতার ঐকাশ্তিক সমর্থন।

সে সময়কার রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থার দিকে তাকালেও আমরা ব্রুতে পারবো ঐ বিপ্লবকে ঐ অবস্থা কিভাবে সার্থক করতে সহজ করে তলেছিলো। সে সময়ে র:শিয়ার অধিকাংশ শ্রমিকই বিশ্লবে যোগদানের প্রস্তুত ছিল। শ্বের **প্রমিকরাই নর, সামন্ততন্তে**র নিম্ম শোষণে তথন রাশিয়ার কৃষক শ্রেণীর মধ্যেও তীর বিক্ষোভ দানা বে'ধে উঠেছিল: তারা অধিকাংশই তখন ভূমিহীন কুষকে পরিণত হয়েছিল। সেনা বাহিনীর মধ্যেও তীর অসন্তোষ পঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল—কারণ তারাও ছিল ঐ কৃষক শ্রেণী সম্ভত। তাছাড়া তখন লেনিন ও হুংস্কির নেতৃত্বে বলুশেভিক পার্টির মতো একটা শুভেখলাবন্ধ রাজনৈতিক দলের কর্মধারার ওপরে আকৃষ্ট হয়েছিল দেশের অধিকাংশ নেহনতী জনতা। উপর রাজনৈতিক দলের এ গভীর প্রভাবের মূলা অপরিসীয়। দেশের মধ্যে তথন বিভিন্ন কৃষক আন্দো লনে সামন্ততান্ত্রিক বুর্জোয়া শাসক শ্রেণীতে দর্বল হয়ে পড়েছিল। অপর দিকে ক্ষমতা দখলের লড়াই চালাবার জন্য রাশিয়ার অপর দুটি রাজনৈতিক মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারী দল তথন পরস্পর মনোমালিনের জন্য জনসাধারণের ওপর হতে তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি একেবারেই হারিয়ে ফেলেছিল। সূবিধা আরো ছিল, তথন কেন্দ্রীর রুশ দেশের প্রত্যুত প্রদেশগুলি ছিল রুশ দেশের শস্য ভাণ্ডার ও জ্বালানী এবং কাঁচা মালে সমৃন্ধ। সেইসব প্রদেশগর্মলর সাধারণ মনুষের সমর্থন এইসব বিশ্ববীদের পেছনে থাকায়. বি॰লবীরা দীর্ঘদিন অবরুখে থাকলেও তাদের খাদা. জনলানী ও ক'চা মাল প্রাণ্ডর কোন অস্কবিধা হবার অশেকা ছিল না। শৃধ্য তাই নয়, সামন্ততান্ত্রিক শোষণের তীব্রতায় রাশিয়ার প্রতান্ত প্রদেশগর্নল যে খণ্ড খণ্ড কৃষক সংগ্রামগ্রনির মাধ্যমে বুর্জোয়া ডেমোরেটিক পরি-বর্তন সচনা করেছিলো, তাকে मृत्व स्मामानिकः রেভোলিউশনারী দল নেত্র দিতে অক্ষম হওয়ায় তাদের বৈশ্লবিক দাবীগলে বলশেভিক দল নিজেদের দাবীর অশ্যীভত করে নিয়ে তাদেরও নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়ে-ছিল। সূতরাং স্পষ্টই বলা যায় যে, উপরোক্ত আভ্য-·দ্তরীণ অব**দ্থাগ**্রালও রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লবকে 'ধরান্বিত করতে প্রভত সাহাষ্য করেছিল।

অপর দিকে, আগেই উল্লেখ করেছি যে, এই সময়ে লোননের মত বিচক্ষণ নেতার আবির্ভাব না হলে, ঐ সকল উপাদান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এ বিংলবও সফল হতে পারতো না। লোননের অসামান্য নেত ছইছিল এ বিংলবের সকল সাফলের ম্লো। বার্থ ফরাসীবিপ্রবের আলোকে লোনন শিক্ষা গ্রহণ করে ব্,ঝেছিলন বেন, ফরাসী দেশের বৈংলবিক অভ্যুত্থানে কৃষক শ্রেণীকে

বুজোয়া শ্রেণীর প্রভাব থেকে মুক্ত করা যায়নি বলেই সেদিন প্যারিস কমিউন বার্থ হয়। রাশিয়ায় বলশেভিক-দের মানেও ভয় ছিল, নভেম্বর বিপ্রবেও হয়তো ক্রবক শ্রেণীকে সামিল করা বাবে না। আর এটাও সতিয় যে. ১৯০৫ সালে তংগ্কির ভলের জনাই রাশিয়ার বৈপ্লবিক অভ্যথানও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বংশ্কি কৃষকদের বৈশ্লবিক মানসিকতার সন্দেহ প্রকাশ করে তাদের সং-গঠিত করার চেন্টা থেকে বিরত ছিলেন। অবশ্য কৃষক শ্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকা সম্পর্কে মার্কসের নিজেরও থব একটা আন্থা ছিল না। কিন্তু বিশ্লবে ওদের সামিল করতে পারলে তা' যে আরও অনেক বেশী শক্তিশালী হবে—এ বিশ্বাস তার ছিল। সেইজন ই তিনি জ:মান কমিউনিস্ট পার্টিকে বলেছিলেন যে, কৃষক শ্রেণীকে ষে কোন উপায়ে শ্রমিক শ্রেণীর সহযোগী করে তলতে। ১৮৫০ সালে জার্মানী ও ফ্রান্সে বৈংলবিক অভ খানের ব্যর্থতায় মার্কস এণেগলসকে এবং তাঁর মধ্যমে জার্মানীর ক্মিউনিষ্ট পাৰ্টিকে জানিয়েছিলেন যে জার্মানীতে বি॰লব সফল করতে হলে কৃষক শ্রেণীকে হয় সহমতে আনতে হবে, নয়তো তাদেরকে কৃষক যুদ্ধে প্রণোদিত করতে হবে।

বিচক্ষণ লেনিন তাই তংশ্কির মতো সে ভল আর করেননি। তিনি কৃষকদের শ্রমিক শ্রেণীর সহমতে এনে তাদের বিপ্লবে সামিল করতে পেরেছিলেন। ঐ রকম বিশ্লবী পরিস্থিতির উল্ভব হলেও ক্ষমতা দখলের পূর্বে যে দুটি বিষয়ে বলশেভিক দলকে ভাবিত করে তলেছিল তা' হলো ক্ষমতা দখলের পরে শাসনগোষ্ঠী এবং অনুগমীরা তাদের বিরুদেধ যে লডাই চালাবে তার মোকাবিলা করা তাদের পক্ষে এককভাবে সম্ভব কিনা। কারণ তখন রাশিয়ার <del>পার্শ্ববর্তী এমন</del> কোন প্রগতিশীল দেশ ছিল না যে. সেখান থেকে ঐ বিশ্লব রুখতে তাদের সাহাযা ও সমর্থন আসবে। তাছাড়া দেশের মধ্যেই সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর তথনও থবে একটা আশান্বর্প ছিল না। তাই বিপ্লবের পরেও সংখ্যা গরিষ্ঠ কৃষক শ্রেণীর সক্রিয় সমর্থন পাওয়ার নিশ্চয়তা নিশ্ধারণ করে নেবার প্রয়েজন তাদের পঞ্চে একাণ্ডভাবেই ছিল। লেনিন সে কর্তব্য নি**ৰ**্ডভাবে পালন করেন। তাই নভেম্বর বি**ম্লবে দেখা** গেল মার্কসের কথিত কৃষক যুদ্ধ ও প্রমিক বিষ্প্রব পাশাপাশি হয়েছে তারই নেতুছে। ঐ বিশ্বব থেকে এ শিক্ষাও আহরণ করা গেল যে, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীকে একই বিশ্লবে সামিল করা সম্ভব যদি সর্বহারা কৃষক শ্রেণীকে সামন্ততান্ত্রিক বাবস্থার প্রভাব থেকে মৃত্তু করা যায় এবং ·তাদের সর্বহারা চেতনায় উ**ল্জীবিত করা যায়।** স**ু**তরাং নভেম্বর বিপ্লবে দুটি বৈশিষ্টা দেখা গোল। রাশিরায় শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো কৃষক শ্রেণীর সহযোগিতায়, যারা সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী অপেকা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। দিবতীয়তঃ সমাজতাণ্টিক বিস্তাব রাশিরাতে তখনই সম্ভব হয়ে উঠলো যর্থন সেখানে

ধনতদা প্রোপ্রনিভাবে বিকাশলাভ করতে পারেনি, পরুতু সে দেশ ছিল কৃষি প্রধান।

লেনিন এ বিশ্ববে আমাদের আরও শিখিয়েছেন যে. বিশ্লব সাফল্যের সবচেয়ে বড়ো হাতিরার হ.লা স্কং-গঠিত একটি বিশ্লবী দল, বৈশ্লবিক পরিস্থিতির বড়ো কথা নয়। রাজনৈতিক দলকে শুধু निर्वाहनमर्वन्य रामरे हमाय ना। श्राह्मान जाए अश्म গ্রহণ করা চলে: किन्छ এটাই বিস্পবে বিশ্বাসী দলের শেষ কাজ নয়। তিনি কোন সময়েই রাজনৈতিক দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণকে বৈশ্ববিক কর্মকাণ্ডের অংশ বলে মেনে নিতে পারেননি। তিনি যনে করতেন, বিশ্ববী দলের কাজ হবে বিভিন্ন কার্য ও আন্দোলনের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে বিস্তারের চেণ্টা করা এবং তাদের সমর্থন আদায় করে তার মধ্য থেকেই পার্টির ক্যাডার সংগ্রহ করা। রাশিয়ায় সাময়িক সরকারের বিরুদ্ধে তখন বিরাট বিরাট বিক্ষোভ মিছিলগুলির সামিল হরে বলশেভিক দল ব্ৰুতে পেরেছিল যে বিশ্লব আসন্ন এবং এর সর্ব প্রস্তুতি তাদেরই চালাতে হবে। অতএব এর নেতার দিতে হলে প্রয়োজন হবে একদল শুংখলাবন্ধ সৈনিকের আর তা' সংগ্রহ করে নিতে হবে জনগণের আগ্নয়া অংশ থেকেই, কেননা বেতনভূক সৈন্যবাহিনী কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই সংগঠিত করা সম্ভব নয়। বিপ্লবকে সার্থক করার জনা তাই লেনিন সেদিন ঐসব বিক্ষোভ মিছিল ও আন্দোলন থেকেই শ্ধে সৈনা সংগ্রহ করে ক্ষান্ত হননি, তিনি তা' সংগ্রহ করেছিলেন জেলা শহরের বিভিন্ন ডুমা নির্বাচনের সময়ে এবং কর্নি লোভ বিদ্রোহের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়েও এবং তাদের সকলকে অক্লান্ত পরিশ্রমে বিশ্লবী শিক্ষায় শিক্ষিতও করে তলেছিলেন।

কিন্তু এভাবে সৈনিক সংগ্রহ করে বৈপ্লবিক পরি-ম্থিতিকে তখনই তিনি কাজে লাগাননি। তিনি নভেন্বরের আগে বিপলবের ডাক দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মতে বিপ্লব সংঘটনের প্রকৃত সময় তখনো রাশিয়ায় হর্মন। বলশেতিক দলের ডখনও একটা কান্ত বাকী ছিল—সেটা হলো রাশিয়ায় তখনকার আপোষপন্থী দলগালিকে জন-সাশরণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা। মেনশোভিক ও সোসগালস্ট-রিভোলিউশনারী দল দুটি তখনও নিশ্চিক হয়ে যায়নি এবং জনগণের উপর তাদের প্রভাব তখনও ছিল। এই দলগ্মলি ছিল প্রতিক্রিয়াশীল, বিপলব বিরোধী ও আপোষপন্থী। এইসব দলগুলির সংগে কেন রকম আঁতাত না গড়ে বলশেভিক দলকে তখন এককভাবেই কাজ করতে হয়। লোনন বুরোছলেন বে, আপোষপন্থী এসব দ্বলি দলগুলিকে জনগণের সমর্থন হারা করতে না পারলে বিপ্লবের মধ্যে থেকেই এরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে। ১৯০৫—১৯১৬ পর্যত ব্রন্ধোয়া ডেমোক্রেটিক আন্দোলনের সময়, জার সামাজাবাদকে বে শক্তিশালী

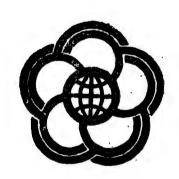
রাজনৈতিক দলটি টিকিরে রেখেছিল সেটি হলো 'ক্যাডেট পার্টি'। এই পার্টি জারতন্ত্রের সংগ্য সর্বদাই একটা আপোষের মাধ্যমে কৃষক অভ্যুত্থানের অগ্রগতিকে বার বার প্রতিহত করেছিল। লেনিনের নেতৃত্বে বলগেভিক দল মেনগেভিক ও সোস্যালিস্ট-রেভোলিউশনারী দল দ্বিটর্ম বিশ্লব বিরোধী আসল চেহারাটাকে জনগণের কাছে নশ্লাত তুলে ধর্রোছল। ফলে, বিশ্লবের আগে ঐ দল দ্বিট জনগণের সমর্থন একেবারেই হারিয়ে ফেলেছিল। এমনি করেই বিশ্লব প্রস্তৃতির প্রত্যেকটি ধাপে সঠিক পদ্থা গ্রহণে ও অভ্যুত্থানের সঠিক সময় নিশ্ধারণে লেনিনের বিচক্ষণতা এ মহান নভেন্বর বিশ্লবকে সাফলোর তোরণন্বারে পেণছে দিরে বিশ্লবর প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিশ্লবকে সার্থক করে তুলেছিল।

মহান সেই বিপ্লবের পরে দীর্ঘ একষ্টিটি বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু তার অমূল্য শিক্ষাকে কাজে ল গিরে সামাজ্যবাদ ও বুজোয়াদের বিরুদ্ধে বিশ্বের নিপিডতি জনগণ আজও মান্তির জন্য লড়াই করে চলেছে। সাম্রাজ্য-বাদী শক্তি সমাজতাশ্তিক বিপ্লব প্রচেন্টাকে ধরংস করে দেবার জন্য প্রতিনিয়ত চেণ্টা চালিয়েও সমাজতল্মী দুনিয়র কাছে আজ সে দুর্বল হয়ে পড়েছে। বিশ্বের বেখানেই আজ সামাজাবাদের কুটিল চক্রান্ত, নভেন্বর বিশ্লবের প্রেরণা সেখানেই তার বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য প্রতি-রোধের প্রাচীর গড়ে তলেছে। আজ প্রথিবীর এক-ত্তীয়াংশ সাম্বাজ্যবাদ-প<sup>\*</sup>্জিবাদ শোষণ মৃত্ত। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম আজ আরও ব্যাপকতা ও তীব্রতা লাভ করেছে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আর্মেরিকার পরাধীন জাতিগুলি আজ মুক্তির আম্বাদ পেয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কালো রংয়ের মানুষেরা বর্ণবৈষমের বিরুদেধ অবিরাম সংগ্রাম চলিয়ে যাচ্ছেন। সদ্য স্বাধীন উন্নয়নশীল ও উন্নয়নকামী জাতি ও দেশসমূহ অজিত স্বাধীনতার ভিত্তিকে স্কুদ্র করার জনা, অর্থনীতির সয়ন্ডরতা অর্জনের জন্য দুচপণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে এবং আরও বেশী করে সামাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকার অবতীর্ণ হচ্ছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ আজ সৎকটের আবর্তে কোণঠাসা হলেও, শেষ হয়ে যায়নি। বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবদে তার আক্রমণাত্মক নীতির পরিবর্তন করেনি। কৌশল ও পদ্ধতি কিছু, পালটে তারা এখনও পূথিবীর নানাপ্রান্তে যুদ্ধের উত্তেজনা সৃষ্টি করে আপন প্রভূমকে প্রতিষ্ঠিত করতে ও বজার রাখতে নিরলস চেন্টা চালাচ্ছে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশগর্বার শান্তি প্রয়াস ও তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাম্বাজাবাদী শক্তির সে চকাশ্তকে বার্থ করে দিচ্ছে এবং তা' সম্ভব হচ্ছে কেবলমার নভেম্বর বিশ্ববের শিক্ষার আলোকেই। সর্ব দেশেই আজ সর্বহারা শোষিত মানবসমাজ ত দের মাজির क्रमा, विश्व সামাজাবাদ ও জনশত দের ধ্বংসের জনা নভেদ্বর বিশ্লবের অম্ল্যে শিক্ষাকেই প্রয়োগ করছে।

বিশেবর সার্থক সেই প্রথম সমাজতান্তিক বিপ্লব

থেকে বিশ্ববে বিশ্বাসী প্রতিটি দলকে আজও অনেক
শিক্ষা নিতে হবে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ব্রলিটা আজ
উল্দেশ্য প্রণোদিতভাবে জনেক ব্যক্তি ও দলের ম্থেই
শোনা যায়। এই ব্রলি সামনে রেখে তারা তাদর দ্বীর
দ্বার্থ সিন্ধির চেন্টা চালাচ্ছে এবং জনগণের একটা অংশকে
বিদ্রান্ত করে রাখছে। এদেরই কেউ কেউ এই শ্লোগান
দিয়ে কলে কারখানায় প্রমিকদের সামানা কারণে ক্ষেপিয়ে,
উৎপাদন বাকথাকে বিপর্যান্ত করে দিয়ে, প্রমিকদের
বিপদগ্রন্থত করে তুলছে। গ্রামাণ্ডলে কেউ কেউ এই ব্রলি
আওড়ে কৃষকদের ক্ষেপিয়ে দ্বা চারজন জোতদার খতম
করুছে, কেউ কেউ এরই নাম করে রাস্তায় দ্বা চারটি বোমা
ক্ষাটিয়ে, রাতের অন্ধকারে দেশের মনীধীদের ম্তিগ্রলি
ভেণ্ডেগ ফেলে, বিশ্ববের পথকে স্বগম করতে চাইছে।

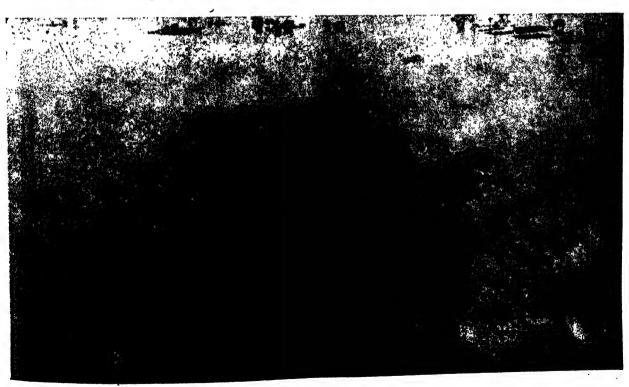
আসলে এরা এসব করে বিপ্লবের বে কি কতিসাধন করছে নভেন্বর বিশ্বন আমাদের তা' চোথে আপ্রান্ত দিয়ে দেখিয়ে দেয়। তাই নভেন্বর বিপ্লবের আলোকে আজ তাদের শিক্ষাগ্রহণ করতে বিল। সেই বিশ্বনের ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ না করে তারা তাদের বিপ্লবী বলে জাহির করতে পারবে না। সফল সে বিশ্বনের ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ না করে কিছু করতে যাওয়া মনেই তা' হবে বিপ্লবের মূলে কুঠারাঘাত করা এবং তার সম্ভাবনকে বহুদ্রে পিছিয়ে দেয়া। তাই তাদের আজ ব্রুবতে বলি, মেহনতী জনগণের কলাণ সাধনের পথ ও পশ্থা ঐ হঠকারী কাজ নয়। এর সঠিক পথ ধ্রুবতারার মতো আজও আমাদের দেখিয়ে চলেছে নভেন্বর বিপ্লবে জেবলে রাখা সেই উক্জবল আলোকবির্ত্বলা।



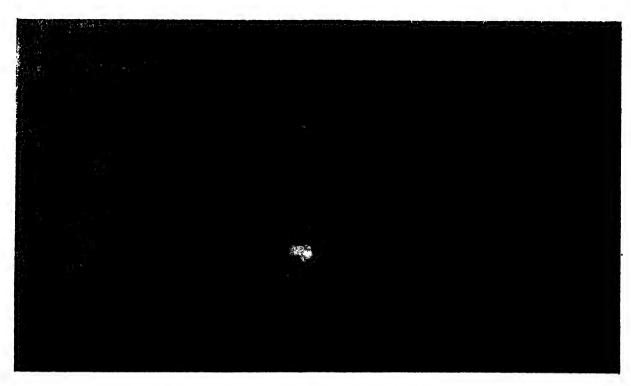
# চিত্তে পশ্চিমবঙ্গে সাম্ভতিক বিধবংসী প্লাবন, আণ ও পুণর্গঠন



বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানাগড়-ইলামবাজার রোড। এই রাস্তা ভেঙেগ সিউড়ির সংগে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে বার।



চারিদিকে অথৈ জল-বর্ধমান জেলার বন্যার তাণ্ডবলীলা।



মেদিন পির জেলার ময়না/পশ্চিম নাইচানপর অগুলে বন্যাপ্লাবিত শস্যক্ষেত।



কালনার বাস্বদেবপরে গ্রামের জলবন্দী মান্বদের উন্ধার করতে এগিরে এসেছেন স্থানীর তর্ণ দল।



মেদিনীপ্র জেলার ময়না/আড়ংকিয়ারানার রাহ্মা করা খাবার যোগান দেওয়ার কাজ চলছে।

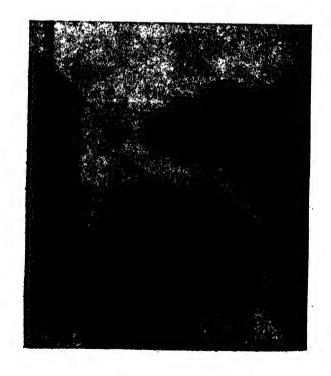


মেদিনীপ্রের মুরনা/কিশাের চক্ অণ্ডলে বনাালাণের কাজ এগিয়ে চলেছে।



পানাগড় বিমান কেতে
খাদ্যবস্তু প্যাকেট করার
কাজ চলছে। এই বিমান
ক্ষেত্র থেকে বর্ধমান,
বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ
জেলার জলবন্দী দ্র্গত
মান্যজনের কাছে ৩০ টন
খাদ্য দ্ব্য পেশছে দেওয়া
হয়

বন্যাপ্রাবিত কালনা শহরের মহিষমান্দ্রিতলা



## ब्रक युवाकस भवाषाब

#### (১) वग्रन्क भिका कम्प्र

বয়দক শিক্ষার প্রসার যুবকল্যাণ বিভাগের গ্রুছ-পূর্ণ শিক্ষাম্লক অনুষ্ঠানস্চীর অন্যতম। দক্ষিণ ২৪-পরগণার ডায়মন্ডহারবার-১ ও ২ রক. ফলতা, সাগর, বার্ইপ্র, সোনারপ্র, জয়নগর, নামখানা, মথ্রাপ্র ইত্যাদি রক অফিসগর্লির মাধ্যমে বিভিন্ন বয়দক শিক্ষা কেন্দ্র ১৯৫০জন বয়দক শিক্ষাথী শিক্ষাগ্রহণ করছেন। বর্ধমান জেলায় এই ধরনের ৫২টি শিক্ষাকেন্দ্র ১২৩০জন শিক্ষাগ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছেন।

প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে সম্প্রতি ম্থান্দীর সভাপতিত্বে যে উপদেন্টা পর্ষদ গঠন করা হয়েছে তার সামগ্রিক পরিকল্পনার সংগে সামপ্রসা রেখে যাতে এই বিভাগের অধীনে যে সব বয়ুক্ক শিক্ষা কেন্দ্রগালিত আছে সেগ্লিতে ব্যাপকভাবে শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয় সেদিকে নজর দেওয়া হছে।

#### (২) অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প

এই বিভাগের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় চলতি আর্থিক বংসরে এ বাবদ অফ্টোবর মাস পর্যন্ত ৫ লক্ষ টাকা প্রান্তিক দেয় মঞ্জ্র করা হয়েছে। এই পরিমাণ অথের পরিপ্রেক্ষিতে মোট বিনিয়ে:গের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা। এইসব প্রকল্পের মধ্যে আছে—

কয়লা ডিপো, সার বিক্রয় কেন্দ্র. হিমক্রীম কারখানা, 
টাক্টার, মনোহারী দোকান, কাটা কাপড়ের দোকান, মাদ্রের বয়ন, টাইলের কারখানা. সাইকেল মেরামতি দোকান, 
মুদিখানা, বই দোকান, পাওয়ার টিলার, মিনিবাস ও 
নানা ধরনের দ্রাক (বর্তমানে এ দুটি বন্ধ আছে), থেস 
কারখানা, স্ইচ ও সুইচ বোর্ড তৈরী কারখানা, ইনটার 
কম্ কারখানা, সীবন শিলপ, গম পেষাই কল, ছাপাখানা, 
ছাগ ও পশ্বশালন, ভীলের/কাঠের আসবাবপত্র. জ্বতো 
তৈরী, ধ্রহীন গ্ল কারখানা, কাঠ চেরাই কল, ডেয়ারী, 
হাঁস ও ম্রুগী পালন, গ্রাদি পশ্র খাদ্য বিক্রয় কেন্দ্র, 
রেডিও তৈরী, বেকারী, সিল্ক ছাপা কেন্দ্র ও কাগজের 
ব্যাগ তৈরী।

এছাড়াও এই বিভাগের ধ্বকেন্দ্রগালি নানা ধরনের কারিগরী শিক্ষার উপর প্রশিক্ষণের বাক্ষথা করে থাকে। সম্প্রতি আমডা•গা ও বনগাঁতে ৬ মাসবাপৌ প্রশিক্ষণ বাক্ষথায় ৫০জন মহিলাকে সীবন ও এমব্রয়ভারী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবার কাজ শ্রুর হতে চলেছে।

## (७) निकास्तक स्थान

এই বিভাগ থেকে প্রতি বংসর শিক্ষাম্লক প্রমণের জন্য বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে।
এ বংসর অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে নানান বিদ্যালয়ের
আবেদন বিচার-বিবেচনা করে এ বাবদ অর্থ সাহায্য দেওয়া
হয়েছে। ২৮১টি বিদ্যালয় এই দ্রমণের স্ব্যাগ পেয়েছে।
অবহেলিত উত্তরবংগর দরখাস্তকারী প্রতিটি বিদ্যালয়
অর্থ সাহায্য লাভ করেছে। এ বাবদ এই বিভাগের ৪ লক্ষ
৬৭ হাজার ৬৩০ টাকা বয় হয়েছে। প্রসংগত সমরণ করা
যেতে পারে আগামী তিন বংসরের মধ্যে যাতে প্রতিটি
বিদ্যালয়কে এই স্যোগ দেওয়া যায় তার বাকস্থা করতে
যুবকল্যাণ বিভাগ দ্যুপ্রতিজ্ঞ। জেলাওয়ারী সাহায্যপ্রাপ্ত
বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও অর্থের পরিমাণ নীচে দেওয়া হোল।

	জেশা	विमाणस्त्रत्र त्रःथा	মোট সাহার পরিমাণ	
51	কলকাতা	२४	80,080	টাকা
२ ।	বীরভূম	25	২০,৬১০	ē
01	নদীয়া	22	২৯,৫ <b>৬</b> ০	دو
81	मार्कि <b>ल</b> ং	>	২,০৮০	**
¢ 1	হাওড়া	>6	२७,७२०	75
<b>9</b> (	বাঁকুড়া	20	२२,२९०	"
91	প্র্কিয়া	20	<b>&gt;6,</b> 4%0	11
81	হ্বলী	90	<b>©</b> 8,000	**
۱۵	ম্শিদাবাদ	20	২৪,৬৪০	"
501	পশ্চিম দিনাজ	প্র ১৬	२४,७৯०	"
221	মালদা	¥	<b>&gt;6,</b> 440	**
<b>५</b> २।	কুর্চাবহার	20	২৯,২৪০	"
201	জ <b>লপাইগ</b> ্বড়ি	৯	<b>১৬,</b> ৬ <b>৭</b> 0	"
781	বর্ধমান	20	25,050	"
261	মেদিনীপ্র	98	৬৬,৪৯০	"
১৬।	২৪-পরগণা	88	<b>64,580</b>	"

২৮১ মোট ৪.৬৭.৬৩০ টাকা

## (৪) যুব আবাস নির্মাণ প্রকলপ

দ্বলপ ব্যয়ে শিক্ষাম্লক দ্রমণ, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে অংশ নেওয়ার স্বযোগ করে দেবার সদিচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিভাগ বিভিন্ন জায়গায় ব্ব আবাস নির্মাণ করেছেন এবং করছেন। সম্প্রতি এই ধরনের একটি য্ব আবাস নির্মাণের সিম্ধান্ত কার্যকরী হতে চলেছে। বাঁকুড়ার শ্বন্নিয়া পাহাড়ের কোলে একটি য্ব আবাস তৈরীর জন্য বর্নবিভাগ থেকে প্রয়োজনায় জমি পাওয়া গেছে। পর্বতারোহণের শিক্ষাক্রম চালানোর ব্যাপারে উদ্যোগী সংস্থাগ্রিল এ থেকে বিশেষভাবে উপক্বত হবেন।

#### (৬) পর্বতাতিয়ানের খবর

পর্বতাভিষাত্রীদের পক্ষে এ বছরটি সম্ভবত শত্ত্ব নর। হিমালরের আবহাওরা এবার প্রায় প্রত্যেকটি অভিষাত্রী দলের উপর অসহনীয় দৃঃখ কন্টের ছাপ রেখে গেছে। সাধারণ মান্ধের কাছে সাফল্য আনন্দদায়ক হলেও অভিষাত্রীরা জানেন সাফল্য বা অসাফল্য বলে হিমালরে কিছ্ থাকতে পারে না। আমাদের দপ্তরে হিমালর অভিযানের যে সংবাদ এসেছে তাতে দেখা যায় ট্রেকারস্ গিল্ডের ভারতীয় মানা-কামেট অভিযানে একজন সদস্য উচ্চতাজ্জনিত (ইডিমা) রোগে মারা যাওয়ার পর অভিযান পারিতাক্ত হয়। এটি প্রেসে যাওয়ার সময় পর্যন্ত হিমালয়ান এ্যাসোসিয়েশনের মহিলা অভিযাত্রীদের মধ্যে একজন সদস্যা এখনও নিখোঁজ আছেন। পার্বতী উপত্যকার ধর্মস্ব্রা (হোয়াইট সেল) শ্বেণ এই দলের ৬ জন সদস্যা আরোহণ করেন।

বাদল মরস্মের আগে চলতি বছরের ৪টি অভিযানের খবর পাওয়া গৈছে। আসানসোলের মাউনটেন
লাভারস্ এ্যাসোসিয়েশন ও বার্ণপ্রের ইসকো মাউনটেনিয়ারিং ক্লাব যথাক্তমে গাড়োয়াল হিমালয়ের শ্রীকণ্ঠ
ও মাত্ শৃংগ জয় করে। এছাড়া কলকাতার পর্বত
অভিযানী সংঘ ও ট্রেকারস্ এণ্ড ক্লাইল্বারস্ যথাক্তমে
গাড়োয়াল হিমালয়ের মন্দির পর্বত ও এ্যাভালাঞ্ড শ্রেগ
অভিযান পরিচালনা করে।

বাদল মরস্কমের শেষে প্রথমে উল্লিখিত দু'টি অভিযান ছাড়াও ৬টি সংস্থার অভিযানের সংবাদ আমা-দের দপ্তরে এসেছে। এ বিষয়ে বিশেষ পারদিশিতা দেখিয়েছে কলকাতার দিগনত। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে গাড়োয়ালের গণেগানী-গোমাখ যাওয়ার পথে এক বিধরংসী প্লাবন ও ধরুস ঐ পথে নির্দিষ্ট বেশ কয়েকটি অভিযাত্রী দলকে অভাবনীয় পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে। অনেকেই তাঁদের অভিযানের এলাকা পরিবর্তন করেন। এই পরিম্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দিগন্তের ঐ এলাকায় একটি অনামী শূপো আরোহণ অভিযাতী মহলকে অভি-ভূত করে। ক্লাইম্বারস গ্রপে বিশেষভাবে চেণ্টা করেও নিদিশ্ট এলাকায় পেণছোতে পার্রোন। এই অভতপূর্ব পরিম্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের অনমনীয় চেডাও উল্লেখ করার মত। হিমাচল প্রদেশে অভিযান চালিয়ে কলকাতার এ্যাডভেনচারার রাভালকাণ্য, যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতারোহণ সংস্থা লায়ন ও অনামী শ্রুগ, ক্লাইন্বারস সারকেল শিতিধর ও মানালী এবং চন্দ্রন-নগরের গিরিদ্তে ফ্রেন্ডশীপ শৃণেগ আরোহণ করে। কুমার্ন হিমালয় অণ্ডলে অভিযান চালিয়ে মাউনটেনিয়ার্স ইয়াথ রিং সংকল্প শুল্গে আরোহণ করা ছাডাও বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা কার্য পরিচালনা করে। বন্যায়াণে যুব কল্যাণ বিভাগ

১২টি জেলার ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির মোকাবেলায় যুব কল্যাণ দপ্তরের কমীগণ এগিয়ে আসেন।
এই বিভাগের যুব সংযোজক মদন মোহন সাহা বর্ধমান
জেলায় বিমানে খাদ্য সরবরাহের ব্যাপারে বিশেষ দায়িছে
কাজ করেছেন। দপ্তরের দুই সহ অধিকর্তা শ্যামলেন্দ্র
বস্ব ও অর্বণকুমার সরকার যথান্তমে মেদিনীপ্র জেলার
গোপীগঞ্জে ও বাঁকুড়া জেলার কামারবণীতে তাণ কার্য
পরিচালনা করেন। উল্লেখ করার বিষয় যে এই বিভাগের
প্রায় প্রত্যেকটি কমীই বন্যাতাণে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন। এই বিভাগের অধীনস্থ অধিকার, রক ও জেলা
পর্যায়ের কার্যালয়ের তরফ থেকে প্রথম কিস্তিতে ১০০১
টাকা মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দান করা ছাড়াও বেশ কিছ্
জামা-কাপড় ইত্যাদি বিতরণের জন্য দেওরা হয়।

ক্ষতিগ্রুস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় পড়ার বই-পত্তর, বেতন ও পরীক্ষার ফি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রুস্ত কয়েকটি এলাকায় কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করার কাজ হাতে নেওয়ায় বিষয়টি থতিয়ে দেখা হচ্ছে।

#### (१) भामनी मन्छन

এই বিভাগের কমী কুমারী শ্যামলী মণ্ডল করেক মাস আগে নেফাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। কুমারী মণ্ডল এই দপ্তরের বার্ইপ্র রক য্ব অফিসের সঙ্গেগ য্ব্রু ছিলেন। বিগত রাজ্য য্ব উৎসবের সময় সামায়কভাবে তিনি য্ব কল্যাণ অধিকার অফিসে আসেন। অতি অলপ সময়ের মধাই তার ব্যবহার ও কর্মাতৎপরতায় এই দপ্তরের সকলে মৃশ্য হন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে কুমারী মণ্ডল পবর্তারোহণেও বিশেষ পারদার্শতা দেখান। যেদিন তিনি শেষ অফিস ছেড়ে যান সেদিনও তিনি আর পাচজনের মত স্বাভাবিক ও প্রাণচান্তালে ভরপ্রের ছিলেন। কিছুদিন পর তিনি পি জি হাসপাতালে চিকিৎসারতা অবস্থায় মারা যান। এই দ্বংসংবাদ বিভাগের কর্মচারী ছাড়াও নানান পর্বতারোহণ সংস্থার কাছে বিশেষ শোকসংবাদ হিসাবে চিহ্নিত হয়।

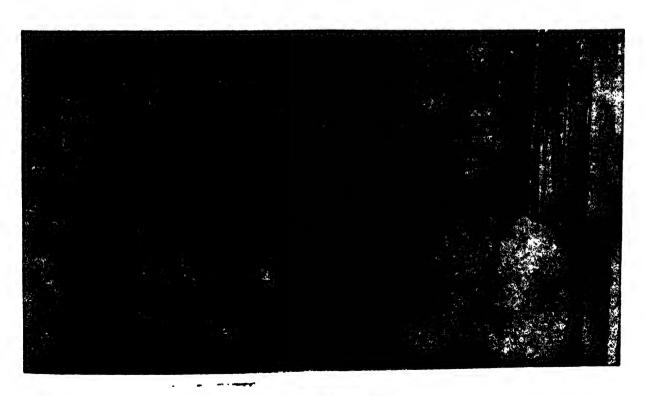
বর্তমান সরকারের দোষিত নীতি অনুসারে এই একনিষ্ঠ কমীর প্রাতা প্রভাত মন্ডলকে প্রসন্ত্রা রক যুব অফিসে সহায়ক হিসাবে সম্প্রতি নিয়োগ করা হয়। শ্রীমন্ডল কিছুদিন আগে কাজে যোগদান করেছেন।

—वनष्ट्रचन नाप्तक

# চিত্রে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকণ্স



বীরভূম জেলার ইলামবাজার থানায় গৌরাশ্য গোপাল দাসের মন্দির দোকান।



কাটা কাপড়ের দোকান

## জীড়া উন্নয়নে সরকারী সাহায্য-১৯৭৮

প্রতি বংসর পশ্চিমবংগ সরকার খেলাখ্লার উন্নতিকল্পে নানাভাবে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাকে সাহায্য দিয়ে থাকেন। চলতি বংসরে এ পর্যন্ত সরকারী সাহায্যের ক্ষেত্র নিশ্নর প।

- (১) বিভিন্ন সংস্থাকে খেলাধ্লার উন্নতিকল্পে সাহায্য হিসাবে দেওয়ার জন্য পশ্চিমবংগ সরকার স্পোর্টস কাউনসিলকে ৫ লক্ষ টাকা দিয়েছেন।
- (২) সম্তরণ প্রতিযোগিতাগর্নাল সর্ক্তর্ভাবে পরিচালনা করার জন্য মর্নিশানাদ স্ইমিং এ্যাসোসিয়েশনকে ১২ হাজার টাকা দেওয়া হয়।
- (৩) বিগত দিনের দরিদ্র খেলোয়াড়দের অর্থ সাহায্য দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের একটি পরিকল্পনা বর্তমান। এ বাবদ এ বংসর প্রতি মাসে ১০০ টাকা করে ১২জনকে দেওয়া হয়েছে।
- (৪) দাজিলিং-এর গোল্ড কাপ ফ্টবল প্রতিযোগিতা পরিচালন সংস্থাকে এই প্রতিযোগিতার স্ফ্ট্ আয়োজন করার জন্য ১ লক্ষ্টাকা দেওয়া হয়।
- (৫) রাজ্য সরকার খেলাখ্লার স্থোগ-স্থিধা বাড়া-নোর জন্য রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সদর কার্যালয়ে ও বড় বড় শহরে ২৭টি ভৌডিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এ পর্যন্ত ৫টি এ ধরনের ভৌডিয়ামের কাজ শেষ হয়েছে। বাকী-গ্রালর কাজ চলছে।
- (৬) কোলকাতার আগামী জান্বারী মাসে চতুর্থ মহিলা জাতীর ক্রীড়া উৎসব শ্রুর হবে। এ বাবদ ৩ লক্ষ টাকা দেওরা হয়েছে।
- (৭) ৭ই নভেম্বর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ক্ষ্র্বিদরাম ক্রীড়া
  অন্মালন কেন্দ্র সরকারীভাবে ক্রীড়াবিদ্দের জন্য
  খ্লে দেন। সম্প্রতি এটি'র সংস্কার করা হয়।
  স্পোর্টস কাউনসিল সম্ভানামর ক্রীড়াবিদ্দের
  এখানে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ হাতে নেবেন। এই
  কেন্দ্রে টেবল টেনিস, বাসকেট বল, ভালবল, ব্যাডমিন্টন ও জিমন্যাসটিক্সে তালিম নেওয়া যাবে।
- (৮) সল্ট লেক মহানগরীর **৩র সেকটরে আ**শ্তর্জাতিক

- মানের একটি ভৌডিয়াম নির্মাণের জন্য শিক্ষা দফতরের (ক্রীড়া) একটি পরিকল্পনা আছে।
- (৯) রবীন্দ্র সরোবরে আন্তর্জাতিক মানের একটি স্কুইমিং প্রল নির্মাণের কাজ ঐ দফতর হাতে নিয়েছেন।
- (১০) সারা বংসরব্যাপী ক্রিকেট খেলা অন্শীলনের জন্য ১৫ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা বায়ে ইডেন গার্ডেনসে 'আচ্ছাদিত পীচ' নির্মাণের কাজ চলছে। আশা করা যায় আগামী ডিসেম্বর মাসে কাজ শেষ হয়ে যাবে।
- (১১) ভারত সরকার পাতিয়ালার জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার প্রাঞ্চলীয় ইউনিট কোলকাতায় স্থাপন করতে সম্মত হয়েছেন। রবীন্দ্র সরোবর ভেটিডয়াম কমশেলকস-এ এই ইউনিট স্থাপিত হবে।
- (১২) "Distressed and Needy Sportsmen and Women Welfare Fund" নামে একটি সাহাষ্য প্রকলপ থেকে West Bengal State Council of Sports 'এর মাধামে দ্বঃ ছথ ও দরিদ্র খেলো-রাড়দের বৃত্তি দেওয়া হবে। এ বাবদ ৫ লক্ষ ১৪ হাজার ৮৬৭ টাকা দেওয়া হয়েছে।

जाहारमञ्ज छन्। आरवननकाती भारता/ प्रमूच या वश्त्रज्ञ वृत्ति हारेरवन राष्ट्रे वश्त्रज्ञ ५मा जान्यमात्रीरा अवगारे २५ वश्त्रज्ञ कम हरवन।

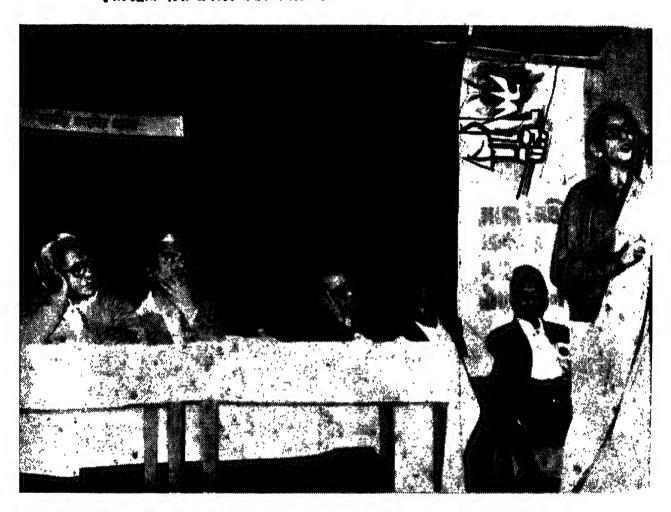
- (১৩) West Bengal Sports Council
  নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণের কাজ চালাচ্ছেন। এ ব্যাপারে
  আবাসিক ক্রীড়াবিদ্রাও অংশ নিতে পারেন। এই
  শিবিরগর্নার বেশ কিছ্ জেলা শহরে অন্তিত
  হয় এবং উৎসাহী শিক্ষাথী দের সংখ্যাও উৎসাহজনক।
- (১৪) সারা ভারত গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এ রাজ্যের অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা আশাব্যঞ্জক।
- (১৫) এছাড়া West Bengal State Council বিকলা গদের খেলাধ্লায় অংশগ্রহণের জন্য নানান সুযোগ সুবিধা দিছেন।

# মুখ্যমন্ত্রীর তাণ তহবিলে মুক্তহন্তে দান করুন

"বস্যা-কবলিত অসংখ্য মানুষকে রক্ষা করা ও তাঁদের জন্য স্বস্তু ব্যবস্থা গড়ে তোলা একা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়, সকলেরই সক্রিয় উত্যোগ ও সহযোগিতা প্রয়োজন। আহ্ন দলমত নির্বিশেষে স্বাই মিলে তুর্গত মানুষের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমি সর্বসাধারণের কাছে, সর্বস্তরের মানুষের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানাচ্ছি।"

—गूथामञ्जो

## विधितात भाषा क्षेकारक तका कतल श्रव—



জাতীর সংহতির সমস্যা' আলোচনা চক্রে গাঁতা মুখাঞ্জা আলোচনারত। মঞ্চে বাঁদিকে ই. এম. এস- ইন্দ্বনুদ্রিপাদ।



াশ্চমবর্ণা সরকারের ব্যক্তস্যাধ বিভাগের মাসিক মুখ্ণত মার্চ-এইলে '৮০



আমর: জন্মণের প্রতিনিধি, জনগণের সাহান্য				
र्गनका होन/क्यारिक बन्द्/	•			
গণতায়কে রক্ষা করতে হবে/ন্পেন চলবতী	>			
লেনিন-এক মহান জীবনের করেকটি দিক/				
क्यीन भटन्त्राभाषात्रः /	30			
ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, গোহাটী শাখার অভিনন্দনগর/	20			
রাজ্ঞা ব্র-ছাত্র উৎসবে জনগণের অংশগ্রহণ/				
অংশ্যক ভট্টাচাৰ্য্য/	38			
এবানের ঘূৰ-ছাত্র উৎসবে সাংস্কৃতিক				
_প্রতিবোগিতা/নমীর প্তভুত্ত/	28			
যুৰ-ছাত্ৰ উৎসৰে ক্ৰীড়া প্ৰতিৰোগিডা/অৰুণ সৰকাৰ/	94			
ম্ভূহীন পালে ক্ষিউন/রখীন সেন/	0			
ম্ব্ৰী প্ৰেমচাৰ ও সাহিত্যে ৰাশ্চৰৰাৰ/মহন্মৰ আমিন/	03			
শতবর্বের আলোকে প্রেমচন্/তপন চরবর্তী/	82			
অলচিকি ও পশ্চিত রখনোথ মুর্মন্/	80			
মানভূমে পৌৰের ভীড়ে/জি এব আব্ৰেকর/	87			
कान्ते त्यो.क/बावकूमात मृत्याभाषात/	45			
দিন ৰন্তায়/রজভ বল্যোপাধ্যার/	44			
নতুন স্ব' নতুন দিন/আেহিনী আহম গণেগাপান্যার/	44			
নজের ভিতরে গোপন ইশ্ভাহার/স্বোধ চৌধ্রী/	4.0			
जीवन जन्धारन/कृष्णभर कृत्यू/	4.			
ম্ভ হরিশেরা আজ জেগে ওঠে/ভপনকান্ডি সন্তল/	49			
শত্যটা থাকৰেই/বাস্ফেৰ সম্ভল চট্টোপাধ্যাৰ/	69			
মিছিলের প্রতিনিধিজামিও/স্কর চরবর্তী/	49			
बन्दन छेंडेन जाटना—/	e v			
नावेरकत मृत्व-मेर्ट्स्य अवर 'क्कन जानि जानरह'/				
গোডৰ যোৰ পণ্ডিলার/	•0			
नजन बारतन जूनिटज/				
बहेशह/	•8			
विकाशीस गरवाम/	**			
नामा ग्रा-मात करनार विकित श्रीकरमानिकास कनाकन/	•			
गाउदका जाववा/	95			
প্ৰদেশ গৈতিক বোৰ পশ্চিমার				
সম্পাদক সভলীর স্ভাপতি কান্তি বি	শ্বাস			
গণিচমৰশ্য সরকারের ব্রক্ত্যাশ অধিকারের পকে গ্র	রণবিং			
কুমার মুখোপুরার কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রীণিলী	পকুমার			
চ্টোপাধ্যার কড়াক হেলপ্রজা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ ব্লাবন				
দানক লেন, কৰকাতা-৯ থেকে ম্বিয়ত।				

# निमानकीय

ফেব্রুয়ারী মাসের ২৩শ থেকে তারিখ-এই সাতটা দিন উত্তরবাঙ্লার শিলি-গর্ড় শহরে 'রাজ্য য্ব-ছাত্র উৎসব-'৮০' হয়ে रान । भार यान-हात छेप्सर वनता तारहत সবটা বলা হ'ল না বরং বলি-পশ্চিমবাঙ্জার হিমালয় থেকে স্কুদরবন অবধি নানা জাতি-ধর্ম-বর্ণ আর সম্প্রদায়ের মিলন মেলা, প্রাণে প্রাণ মেলাবার এক মহোৎসবের আয়োজন করে ছিলেন পশ্চিমবাঙ্লার বর্তমান সরকার। উৎসব অনুষ্ঠানের গতানুগতিক গান-বাজনা এবং আর পাঁচটা আইটেমের মদির আবেশের সীমানা ছাড়িয়ে যে সূর এখানে ছড়িয়ে পড়েছে তার তাংপর্য উপলব্ধির অনেক গভীরে গেথে গেছে। সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের অ-সংগঠিত চেহারার পাশে পশ্চিমবাঙ্লার যুব-ছাত্র উৎসব সংগঠিত যুব-মানসের সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভাষ্বর উদাহরণ নিঃসন্দেহে। বেল চি-পরশ-বিঘা-পিপরার পৈশাচিক উন্মন্ততার পাশাপাশি মেদিনীপরে শহরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে আদিবাসী যুবক-যুবতীদের প্রাণচাঞ্চা কিংবা দাজিলিং শহরে নেপালী ভাষা-ভাষীদের মুখর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অথবা শিলিগ্রড়ি শহরের মূল অনুষ্ঠানে অসমীয়া শিল্পীদের প্রতি পশ্চিমবাঙ্লার মানুষের উষ্ণ অভার্থনা এসব-কিছ্বই প্রমাণ করেছে স্বস্থ-সংগঠিত-স্বচ্ছ দ্ভিভিভিগতে, হৃদয়ের ঐকান্তিক প্রচেন্টার এবং গণচেতনার সঠিক মূল্যায়নের দ্রদ্ভিতে পশ্চিমবাঙ্লার মান্য পরস্পরকে ঐক্যের উদাত্ত মঞ্চে সারা ভারতবর্ষের মান্ব্যের কাছে আদর্শ হিসাবে খাডা করতে পেরেছে। পশ্চিম-বাঙ্লার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্ত্ অনেকবার বলেছেন, 'আমরাও দেশকে ভালবাসি, আমরাও ভারতবর্ষের ঐক্যে বিশ্বাস করি'—এসব কথার কথা নয়, এ যে বাঙ্লার মান,ষের সত্যিকার আঁতের কথা তা এই উৎসব নিন্দ্রকের চোখে আঙ্কল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। একই মঞ্চে বিভিন্ন সংস্কৃতির মান্ত্র্য অথচ চিম্তায় চেতনার मां ७ जानी-त्ने भानी-वां जानी- नवारे मिल मिल একাকার! এই তো ঐক্য, একেই বলে সমন্বর। সমস্ত বিভেদের কালিমাকে ধ্রের ফেলার এই তো প্ৰকৃত ঘাট। d,

উৎসবের ক'টা দিন সমগ্র শিলিগ্রড়ি শহর বেন মেতে উঠেছিল। বসন্তের প্রকৃতির রঙে রঙ মিলিরে দলে দলে মান্য চলেছে এক মণ্ড থেকে আর এক মঞে। শিশ্ব-যুবা-বৃদ্ধা সবাই। দর্শকদের আগ্রহ যেমন বিখ্যাত শিল্পীদের অনুষ্ঠানে তেমনি তারা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছে আদিবাসীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান অথবা নেপালী সংস্কৃতির কিছু উপকরণ। অসমীয়া ব্বক-ব্বতীদের অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁদের প্রাণের টান এত গভীর যে দর্শ কদের অনুরোধে বার বার তাঁদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করতে रातरह । जौरमत विमास भारा जिल्ला अक्षा मन भाष-গর্লি ভুলবার নয়। সেমিনার, বিতর্ক অথবা প্রদর্শনীর মত সিরিয়াস বিষয়গুলিতেও মানুষের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। তাঁরা জানতে एएरत्रष्ट । वृत्यार्छ । भिका निरत्रर्छ अत्नक ।

পাঁচটা মণ্ডে একষোগে অনুষ্ঠান চলেছে। বিশাল তার ব্যাণিত কিন্তু শৃত্থলা ছিল এদের অপোর ভূষণ। শৃত্থলা ছাড়া কোন দিন কোন বড় কাজ কি কোথাও হয়েছে! কর্তৃপক্ষ এবং প্রস্তৃতি কমিটি অসীম ধৈর্য্য আর আন্তরিকতা নিরে প্রতিটি বিষয়কে পরিচালনা করেছেন। ন্বেছার্সেবক আর সাধারণ শান্তবির বোঝাপড়ার তা আরও সহজ হরেছে। হরেছে। এতসবের মধ্যেও খ্রুত হরত নিক ছিল, খ্রুলে ভূল বে পাওরা থেত না এমন নর কিন্তু স্বকিছ্কে ঢেকে বিতে ভাল কিছ্ করব এই সদিছো জয় করেছে জনগণকে। তাই তো সাধারণ মান্ব উৎসবকে নিজের করে নিতে স্বতঃস্কৃত ভাবে এগিয়ে এসেছে প্রতিনিয়ত। রাজ্য সরকারের এও একটা বড় পাওনা বৈকি।

সংস্কৃতি বিনিময়ের এই তীর্থকের ক'টা দিন যে ম্বিলর উচ্ছাসে কেপে কেপে উঠেছে, যে কোলাহলের ঢেউ তুলেছে য্ব মনে তাকে লালন করে ছড়িয়ে দিতে হবে সারা ভারতবর্বের ব্কে, যেন সাম্বাজ্ঞাবাদের চ্ড়াকে ভেঙে গ'র্ডিয়ে তা ম্বিলর নীলিমায় একাকার হ'তে পারে। সার্থক হয় বিশ্ব য্ব উৎসবের আহ্বান। সেই ঐতিহাসিক দায়িছের কথা মনে রেখে শিলিগ্রিড় শহরের গলিতে-বিশ্ততে-রাজপথে যে স্বর শ্বেছি তাতে গলা মিলিয়ে আমরাও বলি—য্ব-ছাত্র উৎসব তুমি ফিরে এস। আবার। বার বার।

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিন্টেশন (কেন্দ্রীর) আইনের ৮নং ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞাপত।

পত্রিকার নাম — খ্রমানস প্রকাশের সময় ব্যবধান — মাসিক

মুদ্রক দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যর,

১/১, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, ক'লকাতা-১

প্রকাশক শ্রী রণজিং কুমার মুখোপাধ্যার

যুণ্ম-আধিকতা, যুবকল্যাণ অধিকার ৩২/১, বিকাদি বাগ (দক্ষিণ)

কলকাতা-১

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি— শ্রী কান্ডি বিশ্বাস ভারপ্রাণ্ড রাষ্ট্র মন্দ্রী

যুবকল্যাণ ও স্বরাম্ম (ছাড়পর) বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গা সরকার। পশ্চিমবঙ্গা সরকার

সন্ত্যাধকারী

আমি, শ্রী রণজিং কুমার মনুখোপাধ্যার, খোষণা করছি, উপরে দেওয়া তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সভা।

স্বাঃ

গ্রী রণজিং কুমার মুখোপাধ্যার ১. ৪. ৮০

## আমরা জনগণের প্রতিনিধি, জনগণের সাহায্য নিয়ে চলি

থত ২০শে মার্চ পশ্চিমবর্ণ্য বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্ স্বরাশ্ট কণ্ডরের জন্য ১৯৮০-৮১ সালের বায় মঞ্জুরীর দারি পেশ করেন। দাবির উপর বিভিন্ন দলের সদস্যর। বিভব্নে অংশ গ্রহণ করেন। বিভব্নের শেবে স্বরাশ্ট দণ্ডরের ভারপ্রাণ্ড মন্ত্রী ক্ল্যোতি বস্কু জ্বাবী ভাষণ দেন। ঐ ভারণকে সম্পাদনা করে ছাপান ছলা।

—সম্পাদকম-ডলী ব্ৰমালস

বিধানসভার বিরোধী দলগন্ল এখানে অনেক বকুতা দিলেন। বললেন, পর্লিস বাজেট খ্র গ্রেছ-প্র্ণ, আলোচনা করা প্রয়োজন। একথা বলে বকুতা দিয়েই ইন্দিরা কংগ্রেস বিধানসভা থেকে বেরিরের গেলেন। পর্নিস বাজেট সম্পর্কে আমরা কি বলি, অনারা কি বলেন, তা শোনবার দরকার নেই, বোঝবার দরকার নেই ওঁদের। এই হচ্ছে পশ্চিমবাংলার দায়িছ-জ্ঞানহীন ইন্দিরা কংগ্রেস। ওঁরা গণ্ডগোল করছেন। পরিকন্দিওভাবে সমস্ভ ব্যবস্থা নিচ্ছেন আইন-শৃংখলা বিদ্যিত করার জন্য। সারা ভারতের মান্ব, পশ্চিমবাংলার মান্ব ইন্দিরা কংগ্রেসীদের চেহারা দেখুন, ব্রুন্ন ওদের আসল উদ্দেশ্য—এটাই আমরা চাই।

আমরা সীমাবন্ধ ক্ষমতার মধ্যে রাজ্য সরকারে আছি। এই বাস্তব কথা আমরা সর্বত্ত বলছি। এই বিধানসভায়ও বারবার বলেছি। কারণ কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা ভূলে বেতে **পারেন। সে জন্য একথা** বার-বার বলার প্রয়োজন আছে। একটা দ্রন্টিভগ্নী নিয়ে আমরা একথা বলছি। আমরা দিল্লির ক্ষমতার নেই। পশ্চিমবাংলার আছি। সংবিধানের যে অবস্থা কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক অন্যান্য সাধারণ বে অবস্থা আছে তা আমরা দেশের মান্ত্রকে মনে করিয়ে দিতে চাই। রাজ-নৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, আইনের ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থাটা আমরা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরছি। বলছি, আমাদের দেশে ৩২ বছর ধরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক বাবস্থা **চলছে। এই বাবস্থা**য় একটা রাজ্য সরকারে থেকে আমরা সব কিছুতে আমূল পরিবর্তন এনে দিতে পারি না। সব কিছু পরিবর্তন করে দেব—এমন কথা আমরা **কখনো বলিও নি। বললে, সেটা হ**তো অসত্য প্রচার। এটা আমরা করতে পারি না।

প্রিসী প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, ৩২ বছর ধরে প্রিলসকে বাবহার করা হরেছে ম্বিট্মেরের স্বার্থ রক্ষার করে. গণতন্ত্রের বির্দ্ধে। দ্বংখের সংগ্য একথাও বলতে হচ্ছে, আমাদের দেশের লোকই প্রিলসের কাজ করছে. গরিব ভরের জনেক ছেলে কাজ করছে। ম্বিট্মেরর স্বার্থরিক্সা, গণতন্তের বিরোধিতা করার কাজে প্রিলস বাবহার করার জন্য দারী তারাই, যারা এত্দিন ধরে সরকার চালিয়ে বাচ্ছেন বিশেষতঃ কেন্দ্রে এবং ভারতের অন্যান্য জারগায়। ওই সরকারের সপ্সে আমাদের मकात्र कारना भागभग तन्हे, भिम तन्हे। भागकरभूणी তাঁদের লক্ষ্য চরিতার্থ করার জন্য সেইভাবে পরিলস ব্যবহার করকেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু আছে কি? কিছু নেই। এসব ব্রুঝেই আমরা সরকারে এর্সোছ। পশ্চিমবাংলার মানুষ এখানে আমাদের পাঠিরেছেন। আমরা সরকারে এসে জনসাধারণকে বর্লেছি, আপনারা অবস্থাটা বুঝুন। সীমাবন্ধ ক্ষমতা, কোথায় কোথায় আমাদের বাধা আছে, বাধাগুলি কতটা অতিক্রম করতে পারি—এসব ব্রুন আপনারা। কিছুটো বাধা অতিক্রম করা যায়। সবটা যায় না। এ সব কথা আমরা জন-সাধারণকে বলেছি। এখনই বলছি। সেই হিসেবে প্রবিসকে বলেছি, একটা সুযোগ, বড় সুযোগ যখন এসেছে, বাষফ্রন্ট সরকারের মত একটা সরকার এখানে পশ্চিমবাংলার মানুষ প্রতিষ্ঠা করেছেন, এই সুযোগ আপনারা নিন। আগেকার দিনে সরকার যা করেছেন, পর্বালসকে দিয়ে করিয়েছেন, পর্বালসের অনেকেই সম্ভূম্ব হতে পারেন নি সেই সব কাজে। মুখ বুজে তাঁদের সহ্য করতে হয়েছে। যার ফলে আজকে, স্বাধী-নতার ৩২ বছর পরেও পর্লিস মান্য থেকে বিচ্ছিন্ন. সমস্ত জারগায়, সারা ভারতে বিচ্ছিন্ন। অথচ এটা বাস্থনীয় নয়। একথা পর্বালসকে বলোছ। পর্বালসের সংগ্যে নতন করে আমরা সম্পর্ক স্থাপন করার চেন্টা করছি। আমরা বিভিন্ন জারগার, জেলার জেলার কমিটি করেছি, কেন্দ্রে কমিটি করেছি। আমি তার সভাপতি। বতগ্রিল সংগঠন আছে তাদের প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি করেছি। এ জিনিস করেছে ভারতবর্ষে আর কে.ন সরকার? কংগ্রেস, ইন্দিরা গান্ধী এতদিন ধরে তো রাজত্ব করেছেন। আমরা প্রলিসের সংগ্র বসে আলো-চনা করি। তাঁদের সংগঠন আছে। তাঁদের সঞ্গে দাবি-দাওয়া নিয়ে কথা বলি। দাবি-দাওয়া মানতে পারি না পারি, তাঁদের একথা বলি. এই কারণে মানতে পারছিনা। আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে। এইভাবে প্রলিসকে বলেছি ব্যবহার চলবার চেন্টা করছি। পরিবর্তন করে এই স্বযোগ আপনারাও গ্রহণ কর্ন। মান্বের সংখ্য ব্যবহার করতে আপনারা বেভাবে অভ্যস্ত হরেছেন, বিগত দিনগ্রিলর সরকার যে অভ্যাস क्रिक्सिक्न जाभनाता स्मिणे एकामवात रहको कत्ना। আমি জানি সময় লাগবে। কারণ, ভয়ংকর জিনিস এই অভ্যাস। আমি জানি এখানে বে শ্রেণী বিভক্ত সমাজ রয়েছে এ সবের মধ্যে অভ্যাস বদল হওয়া খুব কঠিন। কিন্তু তব্বও তো কিছ্ব করা যায়। কিছ্ব হয়েছেও ইতিমধ্যে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি দেখেছি, সরকার পক্ষের কেউ কেউ বলেছেনও, মান্যকে সাহাষ্য করার কাকে চরম বিপদের সমর পর্বালস তো এগিয়ে গিয়েছেন। আমরা ক্ষমতায় আসার পর, গত দ্-তিন বছরের মধ্যে আমরা দেখেছি কিছু প্রিলস প্রাণও দিয়েছেন, আহত হয়েছেন হয়ত ডাকাত ধরতে গিরে, দ্বকৃতকারী ধরতে গিমে, সমাজবিরোধীদের ধরতে থিয়ে। এক্ষেত্রে প্রিলসকে আমরা প্রশংসা করেছি, তাঁদের প্রেম্কৃতও করতে চাই আমরা। এইভাবে আমরা প্রবিসকে একটা স্ব্যোগ দিচ্ছি। এটা শ্ব্র সরকার আর কয়েকজন মন্দ্রী বক্ততা দিয়ে করে দিতে পারেন ना, शास्त्र शास्त्र महत्त्र महत्त्र राथात्न भर्तिमत्रा काळ <del>করেন সেখানে</del> সেটা তাদের বুঝে নিতে হবে এই পরিবর্তিত পরিম্পিতিটা। কেউ কেউ হয়ত এই সুষোগটা গ্রহণ করছেন আবার কেউ কেউ হয়ত করছেন ना। এখানে দ্ব-একজন আমাকে বললেন যে, আপনি **কি জানেন যে পর্নালসের মধ্যে এরকম একটা ইস্তাহার** বিলি করা হয়েছে? আমি তো জানি, আমার কাছেও আছে সেটা। আমরা তো একেবারে মূর্খ নই। আমাদের চোখ তো খোলাই আছে। অসংখ্য মান্য আমাদের প্রতিদিন খবরাখবর দিচ্ছেন, আমরা জানি। সব হয়ত না জানতে পারি কিন্তু কিছু জানি যে কোথায় কি হচ্ছে। কিন্তু আমরা করবোটা কি? ইস্তাহারটা হিন্দিতে পড়ে শোনালেন (বিরোধী পক্ষের জনৈক সদস্য) দ্বন্ধন পর্বালস, আগে থেকে তাদের বিরুদ্ধে মামলা চলছিল। তারা গর্বল করে হত্যা করেছিল কাদের। সে সম্বন্ধে অ<sup>ন</sup>মরা সরকারে আসার আগে থেকেই মামলা চলছিল। তারা সাজা পেলেন—যাব-<del>জ্জীবন—সেখানে</del> অপরাধ হয়ে গেল আমাদের সর-কারের! কিন্তু কি করকো আমরা? এই দ্ব'জন প্রালস বলছেন, আমরা তো বিগত সরকারের কথা শুনে মান্বকে গর্বাল করে হত্যা করেছিলাম। কিন্তু আমি বলছি, সেখানে কোন উপায় নেই, আইনে যা আছে তাই হবে। আমরা কি করবো? একেত্রে আমরা কিছ্ব করতে পারি না। এই যে বাইরে ইস্তাহার বিলি করা হচ্ছে এর মানে হচ্ছে সরকারের বিরোধিতা করো। এ সব তো আমরা জানি। দ্ব'বার আমরা সরকারে এসেছি, এ স্ব আমরা দেখেছি। এই বিধানসভার ভেতরেই আমরা আক্রমণ দেখেছি। কংগ্রেসীরা তার পেছনে ছিলেন যথন সেই আক্রমণ এখানে হয়েছে। তাদের আমরা স্তব্ধ করেছিলাম।

সারা ভারতবর্ষ রাপী বা হরেছে সেদিকে একবার আপনারা চেরে দেখন। সেখানে পর্নিসকে গ্রিক করে হত্যা করা হরেছে সি. আর. পি নিয়ে গিরে, মিলিটারি নিরে গিরে। আমাদের এখানে এটা হর নিপ্রায়ে ধন্যবাদ জানাছি আমাদের প্রবিসবাহিনীকে। তাদের সংগ্যাকি সব ব্যাপারে আমরা একমত? না, একমত নই। তথাপি ওই পথে তারা বান নি।

তারপর সি আই এস এফ-এর সপো গোলমাল হরেছে জনতা পার্টির সরকার বখন ছিলেন। সেধানে গ্রনি গোলা চলেছে। আমাদের এখানে ওটা আমাদের আওতার মধ্যে নর। কিন্তু তা সত্ত্বেও দিল্লির সরকারের সপ্তে কথা বলে একটা সমঝোতায় যাতে আসা বায় তার জন্য আমরা চেণ্টা করেছি। এসব কি আর কোথাও হরেছে? ভারতের আর কোথাও এসব হয় না। এখানে আমরা আলাদা দৃষ্টিভগ্গী নিয়ে চলবার চেন্টা করছি। **কিছু সূফল** আমরা পেয়েছি। এখনও অনেক কাজ আমাদের করতে হবে। এই সামাজিক অকম্থার মধ্যে, रवशास्त्र निषात्र्व पातिष्ठा आभारपत्र रपरण त्रस्तरक, श्रठ ७ বেকারী সমস্যা আমাদের দেশে রয়েছে। এ সবই আমাদের চিশ্তায় রাখতে হবে। তাছাড়া আমরা জানি **কংগ্রেসীরা করেক হাজার সমাজবিরোধী তৈরি ক**রে রেখে গিয়েছেন। তারা আমাদের ছেলেগ্রলিকে বিপথে **পরিচালিত করেছেন নিজে**রা সরকারে থাকক:র জন্য। তাদের হাতে বোমা, পিদতল তুলে দিয়েছেন। মানুষকে হত্যা করতে শিখিয়েছেন, নির্বাচন প্রহসনে পরিণত **করতে শিথিয়েছেন। আমাদের ঘরের ছেলেগ<b>্রলিকে** তারা **লেই পথে টেনে নিয়ে গিয়েছেন যাতে তারা পরীক্ষ**় টোকাট্রিক করে। কংগ্রেসী মন্দ্রী নেতার। তাদের ডেকে এই সব ব্যবস্থা করিয়েছেন যাতে তারা সমাজ-**বিরোধীতে পরিণত হয়। তারা এটা করেছিলেন** তার **কারণ তাহলে যুব সমাজ আর দেশের জনা, দশের** জনা. **সমাজ পরিবর্তনের জন্য লড়াই করতে পারবে** না.. **তাদের মের্দেণ্ড ভেঙে বাবে। কিন্তু সৌভা**গ্যবশতঃ তারা সফল হতে পারেন নি। চার পাঁচটি নির্বাচনে কত বড় জর আমাদের এনে দিয়েছেন সেটা আপনার। **দেখেছেন। সেজন্য মান্**বের কাছে আমরা *কৃত*জ্ঞ, ভাদের উপরই আমরা নির্ভার করি। আমরা বারে বারে বলোছ, গোপনে অন্য কথা বলি না, কংগ্রেসীদের মতন আমরা ভণ্ড নই। পর্বিসকে খেলাখনলি বলেছি আপনারা নিরপেক থাকবেন আমাদের সরকারী দলের নাম করে যদি কেউ সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়। খুন জখম রাহাজানী বা অন্য কিছ্, করে তা হলে তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা অবসম্বন করতে হবে।

এখানে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, আপনাদের লোকেরা ধরা পড়ে? একবার এই বিধানসভার আমি হিসেব দিরোছলাম। আবার আপনারা প্রশন কর্ন আমা কবাব দিরে দেব কত লোক গ্রেণ্ডার হরেছে। আমাদের ১১০০ ছেলে খুন হরেছে ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে এবং রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল উইং, শ্রীমতী ইন্দিরা গাল্ধী এই সমস্ত ব্যবস্থা দিলি / ব্যুক্ত ক্রেছেন্। ক'টা মামলা হ্রেছে? ক'জন সাজা পেরেছে? ভারতের আর কোধার এত হত্যাকান্ড হরেছে? আজকে আমাদের জিব্দাসা করা হচ্ছে প্রালস নিরপেক কি না! তবে এটা ঠিক প্রলিসের মধ্যে আমি দেখেছি, বে ভাবে এখানে একটা অরাজক অবস্থার মধ্যে ইন্দিরা কংগ্রেসীরা নিয়ে যেতে চাচ্ছেন—ইন্দিরা কংগ্রেসের ছেলেদের দেখে প্রিলস অনেক জায়গায় থমকে দাঁডিয়েছেন। নিরপেক্ষ বলতে কি বোঝাচ্ছেন? নিরপেক্ষ বলতে হারা আক্রমণ করে তাদের পক্ষে দাঁডানো বোঝায়, না যারা আক্রান্ত হয় তাদের উপেক্ষা কর।? এই রকম উদাহরণ আমার কাছে আছে। তা তো **इलार ना। भानिमारके अकर्वे द्वार इरव।** माथा ঘামাতে হবে। আক্রমণকারীকেই গ্রেপ্তার করতে হবে। यात्र श्रीम नाम मिरा मिलाम या श्रीम इस इरव? रय আক্লান্ত হলো জেনেশুনে সে গ্রেপ্তার হবে? একে নিরপেক্ষ বলে না। কিন্তু আমি জানি এই পরিবতিত অবস্থা হবার পরে, স্বৈরাচারী শক্তি দিল্লিতে জেতবার পরে এই রকম সব ঘটনা ইতিমধ্যেই আমার কাছে এসেছে। এটাকে আমি অন্ততঃ নিরপেক্ষ বলতে রাজী नहे। कार्यहे व विषय कारना मल्लह तनहे यीप हिमाव আপনার। চান আমি দিয়ে দেব। জমি নিয়ে, এটা নিয়ে, ওটা নিয়ে, পারিবারিক কলহ, গ্রামের মধ্যে কোন কলহ বিবাদ ইত্যাদি এই সব নিয়ে যে মামলা হয়েছে সেখানে গ্রেম্তার হয়েছে সেখানে যে কোন পক্ষই আছে, যারাই এর মধ্যে লিশ্ত আছে, তারা গ্রেশ্তার হয়েছে। কেউ আমাকে বলতে পারবেন, আপনারা নেই? সি পি আই (এম)-এর তথাকথিত সমর্থক, অন্য কোন বামপন্থী मरलं नमर्थक त्नहे ? **এ**টা এই বাজে। প্ৰমাণ করা যাবে না, অন্য রাজ্যে খ'লে কেডান নিরপেক্ষ কেউ আছে কি না। আমাদের এখানে এই সব চলতে পারে না। আমরা মন্ত্রী হবার জন্য সরকারে আসি নি. সমাজ পরিবর্তনের জন্য।

আমাদের লোক যদি কোন ভঙ্গ করে, অন্যায় করে আমরা তংকণাৎ তাদের ডেকে বলি, ভুল বা অন্যায়টা ব্যবিষ্ণে বলি। যদি কেউ না বোঝেন তাহলে, আমাদের পার্টির সে ক্ষমতা আছে. বলে দিই বামপন্থীতে তাদের কোন স্থান নেই। ভারা কেরিয়ে বাবেন, কংগ্রেসে যেতে পারেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে এই সব থাকতে পারে না। এখানে আমি আপনাদের বলতে চাই, একটি কথা আবার শ্নেলাম. ইন্দিরা কংগ্রেসের ভোলানাথ সেন वर्ष भारतन, छीन बर्बारे हरन भारतन, इश्च अपन সব ধরা গড়ে গেছে। বললেন, আইন-শৃত্থলার ব্যাপারে আমরা জনগণের সাহায্য নেওয়ার কথা वर्लाष्ट्र। जा अंता क्रमान' कथागा मन्तरलहे क्रि যা**ছেন। উনি বলবেন, গ্রামে** আপনারা আছেন, শহরে আপনারা আছেন, আপনাদের হাতে পণ্ডায়েত আছে। কিন্তু পঞ্চায়েত তো কংগ্রেসের হাতেও আছে। আমরা ওইভাবে চলি না। আমরা জনগণের সাহাষ্য নিয়ে চলি। স্ত্রতীতের পঞ্চায়েত, পোরসভা এই সব কথা বলি না। আমরা জনগণের প্রতিনিধি। আমর্বা বলেছি. যদি কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে গণ্ডগোল বাধে তাহলে সেখানে যে দলের নেতাই থাকুন বা ষারাই থাকুক তাঁদের সংগ্যে বসে আলোচনা কর—এতে অস\_বিধার কি আছে ? আমরা বরাবর এই নীতি নিয়ে চলেছি। কিন্তু উনি বললেন, জনগণের সঞ্চে সহ-र्याभिका रकन रूप-भानिम भानि हानारा। नाठि চা**লাবে, যা থ**ুশি তাই করবে। কিন্তু আমরা ভোলা সেনদের এই সব কথা মার্নছি না। ওঁদের সরকার ষেখানে আছে তারা এই সব করবেন। আমরা এই সব মানতে রাজি নই, পর্লিস ব্রেছেন আমাদের এই মনোভাব। তাঁরা অনেক সময় অস্ত্রবিধায় পড়ে যান। গোলমালে পড়ে যান, নানারকম অভিযোগ হয় পরস্পর বিরোধী। বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, কৃষক সমিতির আন্দোলন, ছাত্র-যুব আন্দোলন ইত্যাদি নানা-রকম আন্দোলন যখন হয় তখন এই সব হয়। কিল্ড সাধারণ অপরাধমলেক কাজের ক্ষেত্রে কারো সপো আলোচনা করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এক্ষেত্রে কারো সংশ পরামশ করবো না যোগাযোগ করবো না!

কেউ বলছেন, কংগ্রেস সরকারের সংগ্য আপনাদের তকাং কি—ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের আমলে আপনি বিরোধী দলের নেতা হিসাবে ৫ কোটি টাকা বেড়েছিল বলে সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু এখন কি হছে? এখন এটকু যদি ব্রুগতে না পারেন তা হলে আপনাদের বোঝাব কি করে? প্লিসের বাড়ি তৈরির জন্য খরচ করছেন বলে, মাইনে বাড়ছে বলে বাধা দিতাম? তা তো দিতাম না। আমরা বলেছি, এই প্লিসকে আপনারা ব্যবহার করছেন গণতন্ম হত্যা করার জন্য। জনগণের বিরুদ্ধে আপনারা কাজ করাছেন। পক্ষপাতিত্বের কাজ আপনারা করছেন, এই জন্য বাধা দিতাম।

ভোলাবাব, বলে চলে গেলেন। এই তো কোন খাতে কিছু বাড়লো। সব কমে গেল। তিনি বাজেট বইটা পড়েন নি। এমন কি আমার বক্ততাটাও পড়েন নি। দারিত্বজানহীন লোক হলে যা হয়। আমার সব বলার **সময় নেই। ১৯৬৬-৬৭ সালে শিক্ষাথাতে আমরা ৮০** কোটি টাকা খরচ করেছি আর এবারে সেটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৪০ কোটি টাকা। অন্য খাতগত্নলি দেখুন, গঠনমূলক যে সমস্ত খাত আছে. কোথায় আমরা কত **খরচ করেছি। এগ**র্নল দেখলেই ব্রুঝতে পারবেন. বাজেট ব্যয়ের মধ্যে গ্রামের জন্য আমরা কত ব্যয় করছি। **এটা তো ওঁর দেখবা**র দরকার নেই। তিনি এই সবের দিকে না গিরে একটা হ্মকি দিয়ে চলে গেলেন। देन्मित्रा शान्धीत कारह यारान कि ना जानि ना। সংবিধানের ৩৬৫ নং ধারার কথা বলে চলে গেলেন। প্রেসিডেন্ট রূল নাকি এখানে করা হবে আমি যা ব্রুবালাম ওঁর কথায়। এর মানে কি হবে? কেন্দ্র যদি আমাকে বলে এই জনতা পার্টিতে যাঁরা সব রসে

আছেন তাদের গলা কেটে দাও—তাহলে আমাকে কাটতে হবে? আমি বলেছি প্রণববাব্যকে প্রেণব মুখার্জ, কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্দ্রী) আপনারা বিনা বিচারে আটক করতে চান কর্মন আপনাদের যেখানে ইন্দিরা কংগ্রেসের রাজত্ব আছে। আপনারা ন'টা রাজ্য সরকার ভেঙে নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছেন। আসাম আছে। আরও তো আপনাদের অনেক জায়গা আছে। আপনারা ক'লেকে বিনা বিচারে আটক করেছেন, ক্রান। আপনারা গ্রেণ্ডার করেন নি কারণ নির্বাচন আছে। কিল্ড আমরা তা করবো না। আপনাদের যদি সাহস থাকে আটকান। আপনারা বলনে আমাদের এখানে কাকে কাকে আটকাতে হবে। তাহলে অন্ততঃ আমরা ব্রুতে পারি যে কারা কারা আপনাদের টাকা দেয়নি আমি সে লিস্ট পাই নি। বিনা বিচারে আটকের এই অসভ্য বর্বর আইনকে আমরা ব্যবহার করি না। এতে অস্ক্রিধার কি আছে? সব ব্যাক মারকেটিয়ার, জ্যোতি বস, থেকে আরম্ভ করে সবাইকে গ্রেফতার করে দাও। এই কথা আমাদের শুনতে হবে? এইসব কথা তো আমরা ৩৩ বছর ধরে শুনছি। এই সভার বসে শুনলাম সিকিওরিটি জ্যাট্ট সন্বন্ধে। তথন প্রফক্লচন্দ্র ছোষ বস্তুতা দিয়ে-ছিলেন। আমি বিরোধিতা করেছিলাম। জানি না কত সংশোধনী (আমেন্ডমেন্ট) এনেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন, এতো আপনাদের বিরুদ্ধে নয়। কেন আপনারা নিজের গারে মাখছেন এইসব সমাজ-বিরোধীদের জন্য। কিল্ড সেদিন আমাকে ভোর ৪টার সময় গডিয়াহাটা রুট ধরে বাডি থেকে জীপ-এ করে নিয়ে গিয়েছিল। তখন দেখি, ওই ভদ্রলোক (প্রফল্ল-চন্দ্র বোৰ, পশ্চিমবাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী) রাস্তার পাইচারী করছেন, মর্রানং ওরাক করতে বেরিয়েছেন। আমি তো তখন জীপ থেকে বলতে পারি না কি মহাশর, এ কি হোল, কি প্রতিপ্রতি দিলেন আর কি হল ? বা হোক আমি সে সব কথার মধ্যে বাচ্চি না।

কে একজন বললেন যে, এখানে নাকি রেকর্ড খুন হচ্ছে। এখানে সাটার সব চেরে বেশি রেকর্ড। উনি নাকি পি ভবলিউ মিনিস্টারের কাছে গিরেছিলেন। সাড়ে তিনটার সমর তিনজন অফিসারকে ফোন করে-ছিলেন, একজনকেও পাননি—এও রেকর্ড। এই রকম অনেক কিছু রেকর্ড বলে গেলেন। উনি কার নাম করলেন, উনি নাকি সাট্টাওরালাকে চেনেন এবং উনি প্রেলিস অফিসারের কথা বললেন। আমি জানি, দেখতে হবে এই সব জিনিস। এইরক্মভাবে হচ্ছে আমি জানি না। জামি এখানে দুটি উল্লহ্রণ দিকিঃ

2268	ভাকাতি	হিনতাই	হত্যাকান্ড
<b>কল</b> কাতা	62	590	39
मि <b>डिय</b>	CO	629	>69
वरन्द	२२	078	297
वाक्शादनात्र	89	894	83

১৯৭৯ সাজে ভাকাতি কলকাভার ৩৬, দিলিতে ৬১, বন্দের ৪১। ছিনতাই কলকাভার ১৬০, দিলিতে ৬২১, বন্দের ৩৪৫। হত্যাকাণ্ড কলকাভার ৯৩, দিলিতে ১৯০ এবং বন্দের ১৫৭। এই রক্ষম আরো অনেকরেকর্ড আমার কাছে আছে। এটা একটা অলুহাত আমানেরই বা ৯৩ হবে কেন, ২০-এ নেমে বাওরার উচিত ছিল। আমি এটা বারে বারে দ্বীকার করেছি। কিন্তু এখানে এমনভাবে দেখান হচ্ছে বেন আইনশংখলা আর নেই। যারা ৩৬৫-র কথা বলছেন ওখানে গিরে ৩৬৫ আ্যাপলাই (প্ররোগ) কর্ন। ওখানে ইন্দিরা-কংগ্রেস রাজত্ব করছেন।

উত্তর প্রদেশে কি হবে জিল্ঙাসা করি? এগ্রালতো সাধারণ ডাকাতি নয়। আমরা দেখেছি হরিজন-দের উপর আক্রমণ হচ্চে উপজাতিদের আক্রমণ হচ্ছে। তাঁদের নারীদের নির্বাতন কর। इटक् ट्राइटिंग्स्य अर्डिंग्स माता इटक् । এই नव লোকদের কাছে আমাদের শানতে হয় আইন-শাত্রপলার কথা। এটা ঠিক, আমাদের এখানে বা ডাকাতি হচ্ছে, তার হিসেব দিলাম। অনেক জারগার প্রিভেণ্ট (বন্ধ) कदा शास्त्र ना किन्छ এইট.क সান্দ্রনা আছে বে জিটেকশন'টা আগের থেকে অনেক ভাল হচ্ছে। আমার अत्नक हिरमय आरह् स्मग्रीम स्मयात्र मत्रकात स्नरे। সেন্ট্রালব্যরের অব ইনভেস্টিগেশন, দিলি থেকে তারা আমাকে লিখেছেন ২. ৫. ৭৯ তারিখে। ডি. সি. ডি. ডি কে লিখেছেন Heartiest Congratulations on the Excellent work done by you and your colleagues in the detection of sensational robbery in the State Bank of Hyderabad, Maharshi Debendra Road, on April 4, 1979, Indeed the recovery of a large amount within so short a time must be a record in the History of criminal investigation of this country. (মহবি দেবেন্দ্ৰ रहारफ ১৯৭৯ **माला**न 8ठा अधिम साम्रामान एनेपे বাক্তেকর চাঞ্চলকের ডাকাতি ধরার জনা আপনাকে এবং আপনার সহক্ষীদের আত্তরিক অভিনন্দন জানাচ্চি। এড বেশি টাকা এত অল্প সমরে উম্পার করেছেন। এটা अस्मरणद व्यथनाथ कार्य कको निकन्न हरत शाकरः)। এখন এটা বাঁরা করেছেন তাঁদের আমাদের অভিনন্দন জানাতে হবে। বেগ্রাল হরনি সেটা হওরা উচিত বা বিদেশৰ করে প্রিভেনশান—বৈগর্নেল আরো ঠিক মত ইনভেন্ডিগেশন হয়। হয়ত সেই ডাকাভগালির এমন ব্যবস্থা করা যেতে পারে বাতে ভারা ওই অপরাধম,লক কাল করবে না। কাজেই সে দিকে আমাদের নজর দিতে शहर । 'अवारन जरनक जमजा त्व जय कथा वरणहरून, अविश्व कारे स्मामात्न धाकरण जारतम अकरें स्मर्प আলতে পারভাম। কিন্তু তা নেই। হঠাৎ টাইপ রাইটারের কাগজ নিয়ে পড়তে আরুভ করলেন। ভোলা সৈন নেট। জাৰ উত্তর দেবারও প্রয়োজন নেই। তিনি চলে লেভেন। তার সং সাহস্টুকু সেই বে জামার জবাবটা সারে বাবেন উনি বা বলেছেন, বেশিরভাগ অসতা ৰলে শেলেন। আৰু বাজেটও পড়েন না, আমার বহুতা भएका ना। ठिक करत अरमिस्टिन अरे त्रव वनर्वत। গ্রন্ডপোল সাম্ভি করবেন, করে চলেগেলেন। এখানে কথা উঠেছে যে ব্যক্তিগতভাবে কে স্টুডেণ্ট ফেডারে-শনের ক্ষেত্রার ছিল। উনি জানলেম কি করে স্টাডেণ্ট ফেডারেশনের মেন্বার ছিল? বা খুশি তাই বললেই হল। স্টাজেণ্ট ফেডারেশনের মেশ্বার হওরা কেন আপত্তি জনক কথা নর। কিন্তু উনি কি করে জানলেন सिंही **आधि जिल्हामा क**ित करने **हिन, रक हिन**? जन-প্রতিনিধি হয়ে সব আজগুরি বললেন, ওরা সব ঠিক করে ফেলেছেন যে কে কোথার পোসটেড হবে। আপনারা জানেন যে, একটা গোলমাল হয়েছে আমাদের ক্যা**লকাটা প<b>্রলি**সের ব্যাপারে। কি**ন্তু** এতে এত ভীত সন্দ্রুত আপনারা হবেন না। আমরাও জন-গণের প্রতিনিধি। সংকটের কথা মনে করে এত ঘাবড়ে বাবার কি আছে? আমন্তা দেখছি, সমস্ত আমাদের হাতে আছে, জনগণ আমাদের পাশে আছেন। বদি তারা কিছু অন্যার করে থাকেন, কিছু করে থাকলে, যতবড অফিসারই হোন আপনারা দেখেছেন আগেও আমরা ব্যক্তথা অবলন্দ্রন করেছি। কিন্ত সেটা বিরোধীদলের সম্পে পরামর্শ করে করবো না। আমরা নিজের বিদ্যা-বৃদ্ধি আছে, বেভাবে চললে জনগণের উপকার হবে সেই ভাবে আমরা ব্যবস্থা নেব. কাজেই সেদিকে যেতে চাইনা। আর বেহেতু নতুন কোন कथा त्नरे, वारत कारत छरे मित्रक्वांिशत कथा. कामी-भरतित कथा. वर्षमात्नत्र कथा छेट्ठेट । वर्षमात्न छीन (ভোলা সেন) নিজে গিয়েছিলেন। ভোলাবাব, এটাতো বললেন না, বললে ক্ষতি কি হত বে ওরা প্রথম পর্বিসটাকে মেরে ফেললেন। তখন পর্বলসের হাতে আর্মস (অস্ত্র-শস্ত্র) ছিলনা—ওদের ট্রেনে তুর্লেদিছিল দশ্ভকারণ্যে নিয়ে বাবার জন্য। উনি কতগ্রনি হাফ দ্বীপ (অর্থসত্য) এবং কতগর্নাল অসত্য কথা বলে **গেলেন। এরা মরিচঝাঁপিতে লোকেদের উস্**কাবার **চেন্টা করে ছিলেন : কিন্ত উস্কানো বার** নি। আমরা কেন্দ্রীর সরকারের সপ্সে পরামর্শ করে এক লক্ষ কয়েক হাজার স্বাদ্-বকে পাঠিরে দিরেছি। গুরা অনেক চেন্টা করেছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবাংলার মান্ত্র ওঁদের মানছে ना। **कारकरे वाहेरत रथरक मानाव अरम-नाती भारा**य **শিশাদের নিয়ে খেলা আরম্ভ করেছিলেন। এটাই** কি जित्मत मात्रिका

ভারপক্ক অনেক স্পেসিকিক (নির্দিন্ট) কেসের বটনা এখানে উল্লেখ করা হরেছে। সেগালি সম্বন্ধে নির্দিন্টভাবে সমস্ত কিছু না পেলে আমি কিছুই বলতে পারব না। সেগালি লিখিড ভাবে বিলে নিশ্চরই বেশ্বৰ কি হুরেছে, বা হুরেছে। স্থা সভ্যা ভাবে আবার হাওড়ার কথা এখানে তোলা হয়েছে। সেদিন হাওড়ার কথার উত্তর হয়ে গেছে। সেখানে মামলা হয়েছে। কান্ডেট মামলা যথন চলছে, ইনভেসটিগেশন (তদতত) যখন হক্তে তখন আমি আগে থেকে কি করে বলে দেব যে, সব প্রমাণ হয়ে গেছে ? অথচ একজন আইনজীবী হয়ে एकानावाद उदे ज्ञव कथा धशास वरन द्वितास लालन। **এই সব দায়িত্বজানহীন কথাবার্তা শানলে আমাদের** একটা আশংকা হয়। আগে প্রফাল্ল সেন মহাশয়ের কাছে দিস্তা দিস্তা কাগজে চিঠি যেত। সেগুলি উনি আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আমি সেগ্রেল দেখতাম। अथन तर पिक्कि हता यात्रक अवः त्रत्रत त्रम्यत्थ अक-वात रेक्न जिर निषर्दन, अकवात शान्धी निषर्दन। আমি অবশ্য সেসবের জবাব দিচ্ছি। যে সব চিঠি আসছে এবং তার জবাব দিচ্ছি তা সব আমি পশ্চিম-বাংলার জনগণকে ভারতকর্ষের জনগণকে দিয়ে দেব তাঁরা ব্রেঝ নেবেন।

তবে ওই একটা ঘটনার কথা আমি বর্লি। বর্ধ মানের বামর্নিরা না কোন্ জারগার ঘটনা। সে সন্বথে ইন্দিরা কংগ্রেসের কে একজন এম. পি. ইন্দিরা গান্ধীকে গিরে বলেছেন বে, ওখানে এক প্রেক্তন) এম. এল. এ. এবং কংগ্রেসী লিডারের একমান্ত ছেলে খুন হরে গেছে, আর খুন যখন হরেছে তখন নিশ্চর সি পাই (এম) করেছে। অথচ সেই কংগ্রেস লীডারের (নেতার) স্থাী কে'দে কেটে আমার কাছে চিঠি লিখেছেন, আমরা জানি কারা খুন করেছে এবং আমরা ইন্দিরা কংগ্রেসের লোক, আমাদের বিপক্ষে ইন্দিরা কংগ্রেসের লোক, আমাদের বিপক্ষে ইন্দিরা কংগ্রেসেরই যারা আছে তারা খুন করেছে। যদিও সেই চিঠি অনুযারী আমি কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করি নি। কারণ, ইনভেসটিগোশন (তদক্ত) চলছে, আমরা চাই ইনভেসটিগোশন হোক। কিন্তু আমি তাদের বলব যে, ওই চিঠি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পাঠান।

আমাদের পক্ষের লোকদের বেখানে মারা হচ্ছে, সেখানে কি হচ্ছে? আমি তাই সমস্ত লিস্ট পাঠিয়ে দিছি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ভোলাবাব্রো আবার বিপদে পড়লেই বলছেন, আইন-শৃত্থলার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কি করবে? এটা স্টেট সাবজেই, রাজ্যের বিষয়। কাজেই ৩৬৫ ধারা অন্যায়ী এই সর-কারকে বিভাড়িত কর।

বাই হোক, ভোলাবাব্ নতুন ইন্দিরা মাহ। গ্র গাইছেন। ইলেকশনের আগে উনি অন্য একটা কংগ্রেসে ছিলেন। এখন ইন্দিরা কংগ্রেসে চলে গেছেন। এইসব লোকের কি কোনো ম্ল্য আছে, চরিত্র আছে? নির্বা-চনে দাঁড়াবার জন্য দল বদল করে চলে গেলেন, আর ভার কাছ খেকে এসব বন্ধব্য শ্নতে হচ্ছে।

জরনাল আবেদিন (কংগ্রেস-আ) অনেক কথা বলেছেন। আমি সব কথার উত্তর দিতে পারব না। তবে আমি তাঁকে বলতে চাই বে, উনি অনেক ঘটনার কথার মধ্যে আবার বললেন, পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে। কিসের পক্ষপাতিত্ব? আপনি তো আমার কাছে হিসাব চাইতে পারতেন। একটা কোশ্রেন (প্রশ্ন) কর্ন, হিসাব চান **र्व कान मलात अधाकिष**ण क'स्नन धता পড়েছে ইত্যাদি জিল্ঞাসা করুন। আমি আবার বলছি, এভাবে मत्रकात हत्न ना। अन्नतान आर्त्वान मारहर आर्थान নিজে কি করেছেন? আমি জানি সে সব নিশ্চয়ই আপনাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। এখন কোন কংগ্ৰেসে আছেন তাই বোঝা মুস্কিল। আপনি এখানে হঠাৎ ওই কোথায় মসজিদ দখল হয়ে গেছে ইত্যাদি वन्ताना । धन्त छाः कद कथा। मूननमान छाईरवानाम ধমীয় স্থান নিয়ে এইভাবে এখানে আলোচনা করা কি উচিত ? এটাকে কি রাজনৈতিক মূলধন করা উচিত ? আর্পনি তে। আসতে পারতেন আমার কাছে। কড ব্যাপার নিয়েই তো আসেন। আপনার <mark>পরিবারের</mark> লোকেরা আমার কাছে চিঠি লিখেছে......আপনার বাডির লোকেরা আমার কাছে আসছেন। তা কি আপনি জানেন? আমি কিন্তু এখন পর্যত কোনো সিন্ধান্তে পেণছাই নি। এই সব ব্যাপারে বিশেষ করে জমির ব্যাপারে—জমিদারদের ব্যাপারে আমি কিছ করতে পারি নি। কিন্তু আমি ষেটা বলতে চাইছি ষে, আমরা বিচার করবার চেন্টা করছি, সূবিচার করতে যতটুকু পারি ততটুকু চেণ্টা করছি। ভুল বুটি হয়তো কিছু, হতে পারে কিন্তু সুপরিকল্পিতভাবে কংগ্রেসীরা গত ৩০ বছর ধরে সেই জিনিস করেছেন। আপনাদের কাঠগোডার দাঁড করানো উচিত ছিল-মান্ব আপনাদের সাজা দিয়েছেন, এখন অন্য জায়গায় বাকি আছে।

আপনারা কি ভয় দেখাচ্ছেন ? আমরা এখানে ২-৪ জন মন্দ্রী হবার জন্য রাজনীতি করছিনা—আপনাদের প্রতন খর-বাড়ি তৈরি করার জন্য রাজনীতি করছি না। আন্নতা কন্মিউনিস্ট। আমরা বামপন্থী। আমরা বৈ লকো পোছাতে চাই সেই লক্ষো এখনও কোঁছাতে প্রারি নি। আমরা সরকারের সীমাবন্ধ ক্ষমতা নিরে কাজ করছি। সতিয়কারের যারা কৃষক, যারা **মজ্**র, যারা মধ্যবিত্ত, যারা ছাত্র-যুক্ত-মহিলা তাঁদের যে সংগঠন আছে সেই সংগঠন আমরা গড়ে তোলবার চেণ্টা করছি। এ ছাড়া সমাজ বিশ্লব ঘটানো বায় না । এ ছাড়া আই,ল পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা নেই। কাজেই এইসব ৩৬৫ ধারা দেখিয়ে কোন লাভ নেই। আমরা একটা লোকসভার একটা বিধানসভার, পঞ্চায়েত এবং আবার লোকসভার নির্বাচনে জিতেছি। সেখানে ইন্দিরা কংগ্রেসের ঝড় উঠেছে বলে আমরা শানেছিলাম. সেই ঝড স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল পশ্চিমবাংলার আকাশে। আর একবার ১৯৭১ সালে হয়েছিল—ইন্দিরা কংগ্রেস বেহেতু बारमारमस्य मार्थित समर्थन कानिरहिष्टिन रमरेकना গোটা ভারতবর্ষ ব্যাপী জয়জয়কার শুনেছিলাম কিন্তু পশ্চিমবাংলার আকাশে কোন মেঘ দেখা যায়নি, পশ্চিমবাংলার আকাশে সেই ঝড় ওঠেন। সেবারেও কংগ্রেসকে পরাজিত করেছিলাম যদিও বামপন্থী দলের মধ্যে ঐক্য ছিল না, তথাপি কংগ্রেসীদের আমরা এই পশ্চিমবাংলায় পরাজিত করেছিলাম। ১৯৭২ সালে পরাজিত করতে পারি নি এই জন্যে যে. আপনারা কংগ্রেসীরা চুরি জোচ্চারি করে নির্বাচন করেছিলেন, বেলা ১১টার সময়ে নির্বাচন শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর এবারে রাত ৯টা পর্যন্ত নির্বাচন হয়েছিল, যারা ভোট কেন্দ্রের ভিতরে ঢুকেছিলেন তারা রাত্রি আটটা নটা পর্যক্ত ভোট দিয়েছেন।

## ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, গোহাটী শাখার অভিনক্ষন পত্র

[২০ প্তার লেবাংশ]

কাছে অন্রোধ জানাই। আমরা চাই আমাদের আসাম প্রাত্মাতী দাংগার রক্তপাত থেকে মৃক্ত হোক; ভাষা-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমঙ্গত মেহনতী জনগণ আর ছান্ত-যুবকের ঐক্য অট্টে থাকুক, ভারতবর্ষের রাখ্মীর অথশ্ডতা অট্ট থাকুক, তা সৃদৃদ্ হোক।

আজকের এই মিলন উংসবে সমবেত বন্ধ্বদের সামনে আসামের সমগ্র সংগ্রামী জনতার মুখপর হরে একটা অনুরোধ রাখতে চাইছিঃ আসামে আজ গণ-তাল্যিক বিধি ব্যবস্থা, মুলাবেখি আর সংখ্যালঘু সম্প্রদারের অধিকারের বিরুদ্ধে এক পরিকল্পিড চক্লান্ত চলছে। চক্লান্ত চলছে ভারতের সংগ্রামী জন-গণের সংগ্রামী ঐক্যের বিরুদ্ধে। এই চক্লান্ডকে ধরংস করতে আসামের গণতদাকামী, মানবতাবাদী আর প্রগতিবাদী শব্ধিকারিল যে মরণপণ ব্লুখ করছেন, সেই ব্লেখ আপনারাও সামিল হোন, ঐক্য আর সম্প্রীতি স্কুচ্ করতে এগিয়ে আস্কুন আর অসমীয়া মান্বের ন্যারস্পাত ভর আর সম্পেহ বাতে ঐক্য বিরোধী আর সদ্যাসবাদী শব্ধিকারলো ব্যবহার করতে না পারে, অর জন্য অসমীয়া জনসাধারণের চিন্তা চেত্রনা ব্লিখর জন্য সহায় সহবোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। প্রকৃত সাখী স্কুল্ড মনোবৃত্তির বিকাশ ঘটুক সেই কামনা নিরে—

হাত্ৰ-ব্যবদ-প্ৰমিক-কৃষক ঐক্য জিলাবাদ প্ৰসংস্কৃতি--জিলাবাদ অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিতে গড প্ৰণ বিকলিত হেকে

## গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে

উত্তরবংশার শিলিগন্তি শহরে ২৩-২৯শে ফের্রারী পশ্চিমবংগ র:জ্য ধ্ব-ছাত্র উৎসব ৭৯-৮০ উন্বোধন করে লিখিত ভাষণ পঠে করেন ত্রিপ্রোর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নূপেন চক্রবতী

কমরেডস্,

বিশ্ব সাম্বাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, গণতত রক্ষার সংগ্রামে, শোষণ-মন্ত্রির সংগ্রামে যুবশত্তিকে ঐক্যবন্ধ করার সংকলপ নিয়ে পশ্চিমবাংলার যুবসম জ আজ এই সম্মেলনে সমবেত। আমি তাদের প্রতি জান ই সংগ্রামী অভিনন্দন।

সাম্রাজ্যবাদের সে যৌবন আজ আর নাই, যথন তারা

যুদেধর মধ্য দিয়ে, কোন পশ্চাদপদ দেশকে প্রত্যক্ষভাবে গ্রাস করে, পৃথিবীকে নৃতনভাবে ভাগ-বাঁটোরারা করে নিতে পারতো। পৃথিবীর একটি বড় অংশে ধনতশ্বের অবসানের মধ্য দিয়ে, শোষণ-মুক্ত সমাজতাশ্বিক সমাজ এবং একটি সমাজতাশ্বিক শিবির গড়ে ওঠার ফলে, পৃথিবীর শক্তিসানুহের ভারসাম্য ক্রমশঃ সমাজতাশ্বিক দ্বিনারার দিকে ঝাকুছে। তাই, পিছা হটতে হচ্ছে,



ব্ব উৎসবের উদেবাধন করছেন 'ত্রিপর্রার ম্থামাতী ন্পেন চক্রবতী'

দার্ম্বান্তের সাম্বান্ধ্যবাদী দিবিরের প্রধান পার্ণ্ডা মার্কিন সাম্বান্ধ্যবাদকে। প্রতিনিয়ত পাল্টাতে হচ্ছে সামাজ্যবাদীদের সংগ্রাম কৌশলও।

প্রথম সফল সমাজতান্দ্রিক বিশ্ববের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্মলাভের শ্রুর থেকেই, সামাজ্যবাদীদের রগকোশল ছিল, সোভিয়েত ইউ-নির্মকে 'ঘেরাও করে কোনঠাসা করা', একঘরে করা, সামারক হস্তক্ষেপ ও অর্থ নৈতিক অবরোধের মধ্য দিয়ে ভাকে গলাটিপে হত্যা করে, প্থিবীকে কমিউনিজম-এর বিপদ থেকে মুক্ত করা। তাই, সেদিন ব্দেধর উত্তেজনা ছিল, বালিনিকে কেন্দ্র করে, প্রধানতঃ ইরোরোপে।

শ্বিতীয় মহায্কেশর শেষে চীন ধনতাল্যিক শিবির থেকে বের হয়ে আসার পর থেকে, মার্কিন সাম্লাজ্যবাদের রণকৌশল ছিল, কমিউনিজনের প্রসার রুখবার জন্যে, তাকে 'গণ্ডীবন্ধ' করে রাখার জন্য, মহাচীনের চারপাশে সাম্লাজ্যবাদী ঘটি তৈরী করা, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে তারা প্রত্যক্ষ বুন্ধ চালিয়েছে ভিয়েংনাম-লাওস-কাম্বো-ডিরাতে, সাম্লাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ করেছে—সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিক্ষার দেশগ্রনির উপর।

আজ কিন্তু ইরোরোপে সে উত্তেজনা নাই। ওয়ারসো সম্মেলনে পোলাণ্ডের সীমানা স্বীকৃত, মার্কিন সামাজাবাদের প্রতিটি বড়বন্দ্র সেখানে বার্থ।

উত্তেজনা কমেছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও। ভিয়েংনামের দেশভন্ত বীর জনগণ—পর পর তিনটি সাম্বাজ্ঞাবাদী শক্তিকে পরাস্ত করে, নিজেদের দেশকেই শুখ্ব
মূক্ত করেন নি, সমগ্র অঞ্চল থেকে সাম্বাজ্ঞাব:দীদের
পিছ্র হটতে বাধ্য করেছেন। মূক্ত হয়েছে লাওস, মূক্ত
হয়েছে কান্ফোডিয়া।

সাম্রাজ্যবাদীদের এখন শেষ ঘাঁটি হয়ে উঠেছে— পশ্চিম-এশিয়া, আফ্রিকা, আমাদের এই উপমহাদেশ।

এই অঞ্জের সকল প্রতিক্রয়শীল শক্তি সমবেত হচ্ছে, মার্কিন সাম্লাজ্যবাদের পতাকাতলে, কিন্তু তব্ দমন করা বাছেন:—প্যালেন্টাইনের মুক্তিকামী সংগ্রামী-দের। ইজরাইলের যুম্ধ-ঘাঁটি, মিশরের বিশ্বাস ঘাতক-দের কোন কাজে লাগ্ছে না।

তেমনি ধনস নামছে ইরানে। ইরানের ফ্যাসিন্ট শাহ—বিতাড়িত হবার পর থেকে, তৈল অণ্ডলের এই মার্কিন ঘাঁটিও মার্কিন সাম্লাজ্যবাদের নিকট আজ অর নির্ভরবোগ্য নর। গ্রীস ও তুরক্কের সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামের তীব্রতা সাম্লাজ্যবাদীদের চেথের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে।

আফ্রিকার দেশগ্রিলতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফলা, ক্রুটিবেরমের বিরুদ্ধে বিশ্ব-বাগেশী মৈলী অন্দোলনের মধ্যাদয়ে সাফ্রাক্রবাদীদের পিছন্ হটা বেমন লক্ষ্যণীর, ক্রেমনি উল্লেখবোগ্য তাদের টিকে থাকার জন্য নানা-ধরনের বিভেদ ও উক্লানীয়লক বড়বলা।

ঠিক বে সময়ে ধনতান্ত্রিক সংকট আরও তীব্রতা

লাভ করছে, তৈল-সংকট বাড়ছে, প্রতিটি ধন্তাব্রিক্ দেশে মেহনতি মান,য বিনা প্রতিবাদে অর্থনীতিক সংকটের বোঝা বহন করতে অস্বীকার করে ঐক্যবন্ধ-ভাবে ধনতল্যের বিরুদ্ধে লড়ছে, ঠিক সেই সমরে আফগান জনগণ সামন্ততন্ত্র ও সামাজাবাদের হাত থেকে কেড়ে নিলেন তাদের দেশ শাসনের ক্ষমতা। জন্মদিলেন এমন একটি বিশ্লবী সরকারকে, যারা আফগানিস্তানকে মার্কিন সামাজাবাদের যুদ্ধ ঘটিতে পরিণত করতে অস্বীকার করছেন। ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ নিয়ে গঠিত এই উপমহাদেশ এবং সোভিরেত ইউনিয়নের সীমান্তে অর্বান্থত এই গ্রের্জ্প্র্ণ অঞ্চলে যুদ্ধঘটি করে, 'গালফ্' অঞ্চলের তৈল এলাকার উপর প্রাধানা বিস্তার করার যে প্রিকল্পনা মার্কিন সামাজ্যবাদ রচনা করেছিল, তা সংগ্রামী আফগান জনগণের হাতে বাধা-প্রাণ্ড হচ্ছে দেখে তারা আজ ক্ষুদ্ধ।

যেখানে গণতন্ত বিপন্ন, সেখানে সামাজ্যবাদের পক্ষে যে কোন ষড়য়ন্ত বিস্তৃত করার ক্ষেত্র তৈরী। যেখানে সামন্ততন্ম শব্দিশালী, সেখানে সাম্রাজ্যকাদের मान्ध्रमात्रिक, विराजनिका खे मन्द्रामवामी अरस्मिद्रा সক্রির। তাই, আফগানিস্তানের বিস্লবের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্বাজ্যবাদীদের ষড়যন্তের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে পাকিস্তান। আধা-সামরিক শাসনে পাকি-স্তানের জনগণ হারিয়েছেন ভাদের গণতান্ত্রিক অধি-কার। তাই সেখানকার শাসকগোষ্ঠী মার্কিন সাম্রান্তা-বাদকে ডেকে নিয়ে আসছেন—আফগান উম্বাস্তদের স্বার্থ রক্ষার নাম করে, তাদের স্পৃষ্ঠ করে, আফ্যানি-স্তানে প্রতিক্রিয়ার শক্তিসমূহকে অস্ত্র সাহাষ্য দিতে। পাকিস্তানে ৪০০ কোটি ডলারের অস্তা বাচ্ছে শুরু আফগানিস্তানের স্বাধীনতা নয়, পাকিস্তানী জনগণের বিরুম্থে, ভারত সমেত অন্যান্য সকল প্রতিকেশী রাশ্ব-সম্ভের উপর আঘাত হানার উব্দেশ্যে। আফগানিস্তানে "ইসলাম বিপল্ল" বলে পাকিস্ভানে বারা মুসলিম স্থান্থ-সম্হকে সমবেত করতে আজ ব্যান্ত, তারাই সেদিন "ইসলাম বিপন্ন" বলে চীংকার ভুলেছিলেন বাংলা-प्रतात माकियान्यक दायवात कना माकिन महाका-বাদের ইণ্গিতে।

সায়াজ্যবাদ, বিশেষভাবে মার্কিন সায়াজ্যকাদের এই সকল বড়যন্ত আফগানিস্ভানের প্রশেষ জ্বনালের সামনে বড়খানি ধরা পড়েছে, ঠিক ততথানি কিস্তু তা' ধরা পড়ে নি—যখন সায়াজ্যবাদ ধীরে ধীরে প্রতিদিন, প্রতিম্বত্তে তার থাবা বিস্তার করেছে, নয়া সায়াজ্যবাদী কৌশল অবলম্বন করে, সায়াজ্য-বাদী শোষণের জাল বিস্তার করতে।

যতদিন ধনতন্ত আছে, প্রত্যক্ষভাবে হোক, আর পরোক্ষভাবে হোক ততদিন সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নরা উপনিবেশিক নীতির প্রতি ভীকা দৃশ্তি রাখ্যে মুধ্ব —প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সৈনিককে। প্রথবীর সেরা ধনতান্তিক দেশগুলি তাদের শোষণের জাল

কিতার করেছে,—তৃতীয় দুনিয়ার সর্বত্র আন্তর্জাতিক কপোরেশন প্রভৃতি মাধ্যমে, তাদের প্রায় হাজার শাখা এবং ৮২ হাজার উপ-শাখা বিস্তার করে। প্রায় ৫ লক্ষ মার্কিন সৈন্য বিদেশে মোতায়েন করে. দিওগো-গাসিরার মত অসংখ্য ঘাঁটি সূতি করে। সমুদ্রে সম্প্রে যুত্থজাহাজের টহলদারী বিস্তার করে সেই শোষণ কাকস্থাকে পাহারা দেয়া হচ্ছে। বহুজাতিক বাণিজ্ঞা সংস্থার শাখা উপ-শাখার অধিকাংশের জন্ম-ভূমি আমেরিকা-বুটেন। বিশ্বের বিভিন্ন অনগ্রসর এলাকায় বিদেশী মূলধন কিভাবে সেসব দেশের শ্রম-कौदी मान्यक रमायन करत्र अवर रमने विष्ममी मान-ধনের বিনিয়োগ কিভাবে প্রতিবছর বাড়ছে—তাও লক্ষ্য করতে হবে। ১৯৭০-৭১-এ তার পরিমাণ ষেখানে ছিল সাডে তিন বিলিয়ন ডলার, ১৯৭৭-৭৮-এ তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে, ১০৫ বিলিয়ন ডলার। এই সময়ের মধ্যে বিদেশী ব্যাৎক প্রভৃতির লাণন বেড়েছে—তিন বিলিয়ন থেকে ১৮ বিলিয়ন ডলারে। তৈল প্রভাতর মত সবচেয়ে মুল্যবান পণ্যের উপর সাম্বাজ্যবাদীদের কব্জা সম্প্রতি আরো শক্ত করার চেণ্টা হছে। অনগ্রসর দেশগুলি সরবরাহ করছে কাঁচামাল, আর কারখানা-জাত পণ্য আসছে—ধনতান্দিক দেশ-গুলি থেকে। সামাজ্যবাদীরা অনগ্রসর দেশগুলির কাঁচামাল নিচ্ছে অলপ দরে, আর তাদের শিল্পজাত পণ্য বিক্লি কর**ছে**—অতিরি**ত্ত ম**ুনাফা নিয়ে। এই অসম বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যই সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ৭৭টি উক্ষয়নকামী দেশের প্রতিনিধিদের দিল্লী সম্মেলনে অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধিরা এতখানি অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছেন।

মনে রাখতে হবে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির কোন আর্থিক সাহায্য, বহ্জাতিক কপোরেশন বা ব্যাৎক মাধ্যমে মূলধন খাটানো, মিছক ব্যবসা নয়, রাজনীতি-বিজিতি ঘটনা নয়। এর মধ্য দিয়েই মার্কিন সাম্বাজ্যবাদ তার বৈদেশিক নীতিকে কার্যকরী করছেন। এই সাহাষ্যের উপর নির্ভারশীল কলেই ভারতবর্ষের শাসক-গোষ্ঠীর পক্ষেও মার্কিন সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোন বিশিষ্ঠ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। একথা ঠিক যে ভারতের শাসকগোষ্ঠী কখনো কখনো সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাহাষ্য গ্রহণ করেন, মার্কিন माञ्चाकारापत मारथ जन्याना माञ्चाकाराकी एक्नार्जनत যে বিরোধ আছে—তার স,যোগ গ্রহণ করেন, ভারতে ধনতান্ত্রিক শাষণব্যক্তথা আরো শক্ত করতেই বৈদেশিক খণ গ্রহণে কেশী করে আগ্রহ দেখান বৈদেশিকনীতি তার শ্বারা সাময়িকভাবে প্রভাবিত হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নর যে, তারা সাম্ভাক্রবদী শিবিরের উপর নির্ভার না করে, দেশকে আত্মনির্ভারশীল করে তোলার নীতি গ্রহণ করছেন সম্পূর্ণ স্বাধীন বৈদেশিক নীতি অন্সরণ করা তাদের পথ নর তাদের পক্ষে সম্ভবও नम् ।

ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্র-তিক দ্রুত পরিবর্তনের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় হলো
—"রাজনৈতিক অস্থিরতা"—যা শাসকগোষ্ঠীকে গণ-তল্মকে আঘাত করতে, দুর্বল করতে সাহায্য করে, সাম্লাজ্যবাদের উপর শাসকগোষ্ঠীর নিভারশীলতা আরো বাড়িয়ে দেয়।

भागाकावामीता भूष, भूमधन निरंत्र आस्त्र नाः কোন রাষ্ট্রের উপর প্রভ.ব বিস্ত.র করতে হলে তাকে আমদানী করতে হয়—প্রতিক্রিয়াশীল অপ-সংস্কৃতি ও মতবাদ। কোথাও সে মতবাদ আসে উগ্ল-জাতীয়তা-বাদের পোষাকে, কেথাও বিচ্ছিন্নতাবাদের মুখেন পরে, কোথাও সাম্প্রদায়িকতার আবরণ নিয়ে। কিন্তু পোষাক যত অভিনব হোকনা কেন, এইসকল বিভেদ-মূলক কার্যকলাপের মধ্যাদয়েই আন্তর্জাতিক প্রতি-**ক্রিয়া চক্রগ**ুলি সাম্র'জ্যব<sub>'</sub>দ, বিশেষ করে ম:কিন সাম্বাজ্যবাদের গোয়েন্দা দণ্তরের (সি আই এ'র) টাকায় সক্রিয় হস্তক্ষেপের সুযোগ পায়—যা আমর। দেখতে পাচ্ছি—ভারতের উত্তর-পূর্বাণ্ডলে। আনন্দ-মার্গ ধর্মীয় সংগঠনের প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ, এমন কি ব্রটিশ শাসনের দিনেও এমন ঝাপক ছিল না—যেমন আজ দেখা যাচ্ছে এই উপমহ'দেশে। **অথ'নৈতিক সংকটের তীরতা যেমন বাড়ছে. বেকার** যুবসমাজের মধ্যে তেমনি বাড়ছে হতাশা--যা এই সামাজ্যবাদীদের জন্য চমংকার জমি তৈরী করে দিচ্ছে।

ভারতের যুবসমাজের সাম্বাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্র মের ঐতিহ্য উষ্জ্বল। যথন যেখানে যেদেশে সাম্বাজ্যব দের আক্রমণ ঘটেছে, সেখানে ভারতের যুবশক্তি প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন, মুক্তিকামী জনগণের ফ্যাসিজম-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে অন্তর্জাতিক ঐকা আমরা দেখেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, যে আন্তর্জাতিক কর্তবাবোধ আমরা দেখেছি,—ভিয়েং-নামের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে, আজও সেই আন্তর্জাতিক দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে—আফগানিস্ত নের জনগণের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত রক্ষার স্বর্থে আফ্রিকা, এশিয়ার জনগণের প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সমর্থনে এগিয়ে এসে। এই দায়িত্ব আমরা তথনই কার্যকরীভাবে পালন করতে পারবো---যখন আমরা রক্ষা করতে পারবো আমাদের দেশের গণতন্মকে, যখন আমরা রুখতে পারবো দৈবর চরী প্রতিক্রিয়ার শব্তিসমূহকে। গণতন্তকে রক্ষা না করে সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী না করে –সায়াজ্ঞাব দকে রোখা ফায় না—পৃথিবীর ইতিহাস তাই প্রমাণ করে।

সামাজ্যবাদ পিছ্ হটছে। কিন্তু আমাদের দ্রভ গা থৈ, সমাজতান্তিক শিবিরের অনৈক্যের স্থেষ্য নিয়ে তারা প্থিবীর কে'ন কোন অঞ্জে এখনো বিপদ্জনক ভূমিকা নিতে সমর্থ হচ্ছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি

[শেষাংশ ২২ প্তে'য় ]

## লেনিন—এক মহান জীবনের কয়েকটি দিক

## রথান গঙ্গোপাধ্যায়

"তিনি (লেনিন) ছিলেন স্বেণ্চ শ্রেণীর নেতা—এক পার্বতা ঈগল, বিনি কোন সংগ্রামেই ভর পাওয়ার পার ছিলেন না এবং বিনি রাশিয়ার বিশ্ববী আন্দেল্লনের অজানা পথে পার্টিকে অসম সাহসিকতার সংখ্য পরিচালিত করে নিয়ে গেছেন।"

---স্তালিন

১৮৭০ সাল, ২২শে এপ্রিল ভলগার তীরে সিমবির কে শহরে (বর্তমানে উলিয়ানভক্ক) ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভের জন্ম। এই ভ্লাদিমির ইলিচ
উলিয়ানভই মার্কস ও এপেলসের বৈশ্লবিক মতবংদের প্রতিভাশালী উত্তরসাধক, প্রথম সমাজতান্ত্রিক
সোভিয়েত রাম্মের প্রতিষ্ঠাতা, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক এবং বিশ্বের মেহনতী
মান্বের প্রিয়তম নেতা ও শিক্ষক লেনিন। তাঁর জন্মশতবার্ষিকীই আজ আমরা আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে পালন করছি।

পিতা—ইলিয়া নিকোলায়েভিচ উলিয়নেভ। প্রথম জীবনে ছিলেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। পরে ফুল পরিদর্শক ও শেষ জীবনে, সিমাবর্দক প্রদেশের ফুল পরিচালক। শিক্ষাবিশতারে দার্ণ আগ্রহ। কিন্তু সাধ থাকলে কী হবে, সাধ্য নেই। মা—মারিয়া আলেক-সান্দ্রভন। বাড়িতে বসে লেখাপড়া করলেও কয়েকটি বিদেশী ভাষা জানতেন। ভালবাসতেন সাহিত্য ও সঙ্গীত।

উলিয়ানভ পরিবারের ছয়টি ছেলেমেয়ে। ভ্লাদিমির স্কান—আয়া, আলেক্সান্দার ভ্লাদিমির, ওলগা, দমিতি ও মারিয়া। চণ্ডল হাসিখ্দি প্রাণেচ্ছল শিশ্ব ভ্লাদিমির। সবাই ডাকে ভলোদয়। বলে। খেলা-ধ্লায় তার যেমন ঝোঁক পড়,শন্নয় তেমনি তুখেড়ে।

সে সময় রাশিয়ায় প'নুজিবাদের দ্রুত বিকাশ হচ্ছে।
গড়ে উঠছে কলকারথানা। তাহলেও টি'কে ছিল ভূমিদাস-প্রথা। শহরে ও প্রামে চলেছে জারের ভীষণ অত্যাচার। গরিব চাষীর পেটে অল্ল নেই। পেয় দা এসে
তাদের গর্ম বাছ্র ধরে নিয়ে যায়। মজ্বরদের কট্ট হয়ে
ওঠে অসহনীয়। বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাদের কাজের
ঘণ্টা। ধর্মঘট করে মজ্বররা। জারের প্রলিস এসে
ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের উপর।

ঐ সব ঘটনা শিশ্ব ভলোদরার অন্তরে দাগ কেটে যার। থেলার সাধী ভেরা ও ইভানের কাছে শে নে গরিব চাষীদের কী কন্টে দিন কাটে। ভলে দরার ভাব্বক মনে তার ছাপ পড়ে। সারা জীবনে তা সে ভলতে পারে না।

১৮৮৬। বাবা মারা গেলেন, নিতানত অ:কিন্মিক-ভবে। বড় বোন আল্লা ও বড় তাই অ:লেকসান্দার পড়ে সেন্ট পিটার্সবিহুর্গে। ভবুল্যুন্নাই এখন ব.ডির কর্তা। মারের কণ্ট লাঘব করার জন্য মনের দ্বংশ চেপে হেসে হেসে কথা বলে। সবসময় মারের কাছে কাছে থাকে।

'বড় হয়ে সাশা-দার (দাদা আ'লেকসান্দার') মতো হব।' ভলোদয়ার চোখে সংশা-দা ছিল যেন এক রুপ-কথার বীর। জারের অত্যাচারে ছাত্ররা তথন ভারণ বিক্ষাখা। অত্যাচারী জারকে হত্যা করতে হবে—গাঞ্জন চলে ছাত্রদের মধ্যে। সাশা তাদের নেতা।

ভলোদয়। তখন স্কুলে। খবর এল দাদা ধরা পড়েছে। আমাও রেহাই পায় নি। ছুটে গিয়ে মাকে খবর দিল। মার বিছানা-পত্র গ্রিছিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে এল। স্টেশন থেকে ফেরর পথে ভলোদয়ার মনে অনেক কথাই জাগে—কেন সাশা-দা এমন কাজ করল? এ কি ঠিক পথ?

মা পিটার্স ব্রগ থেকে ফিরে এলেন নিদার্ণ খবর নিয়ে—সাশকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। ভ্লোদ্রা কেপে উঠল। প্রতিজ্ঞা করল, অত্যাচারের বিরুদ্ধে ম্বান্তসংগ্রামে সে অংশ নেবেই। সেটা ছিল ১৮৮৭ সালের মে মাস।

## তর্ণ ছাত্রনেতা

দাদার মৃত্যু ভ্ল দিমিরকে কঠিন করে দিয়ে গেল।
সে বছরই সে চলে যায় কাজানে কলেজে পড়তে। এবার
সে যোগ দিল প্রেরাপ্রির ছাত্র আন্দোলনে। সতের
বছরের তর্ণ ছাত্রনেতা। প্রিলস ধরে নিয়ে গেল তাকে।
বিচারক বিদ্রুপ করে বলল, 'ছেলেমান্য! এ পাগলামী
কেন? দেখছ না তোমাদের বিরুদ্ধে কত বড় বাধা,
নিরেট পাথরের প্রাচীর। একে ভাঙর দ্বংসাহস করে
লাভ কী?'

ভ্লাদিমির শাশ্ত ও নিভীক কণ্ঠে জবাব দিল, 'জীৰ্ণ প্ৰাচীর, এক ধাকায় স্ব ধ্লিসাং হয়ে বাবে।'

হয়তো ফাঁসিই হয়ে যেত। মায়ের অনুরোধে বিচারক ভ্লোদিমিরকে ককুসকিনো-তে (বর্তমানে লোননো গ্রাম) তার দিদি আলার কাছে নির্বাসিত করল। তিন বছর ভ্লাদিমির নজরবন্দী রইল তার দাদা মশায়ের পাড়াগাঁরের বাড়িতে। এখানে তার ঘনিষ্ঠ পরিচর হল চাষীজীবনের সংশা।

এরপর ভ্লাদিমির চেণ্টা করল বিশ্বকিদ্যালয়ে চ্কুডে, কিন্তু অবাঞ্চিত ব্যক্তির তালিকার তার নাম খাকাতে অনুমতি দেওয়া হল না। চার বছরের পাঠা-স্চী দেড় বছরের মধ্যে নিজে নিজেই পড়ে পিটার্সবৃগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের পরীক্ষার প্রথম বিভাগে পাস করল ভ্লাদিমির। ওকালতি শ্রুর করল। কিন্তু সে আর ক'দিন।

ভ্লাদিমর এখন ২৩ বছরের যুবক। কক্সাক-নোতে থাকতে তিনি প্রচুর পড়াশনো করেন। ভ্লাদিমির এখন প্রোদস্তুর বিস্পবী। দাদার পথ নর,
মার্কস ও এগোলসের শিক্ষার মধ্যে তিনি তার পথ
খালে পেরেছেন, অত্যাচার ও শোষণমন্ত সমাজতানিক সমাজের দিগনত উন্মোচিত হয়ে গেছে তার
সামনে।

যোগ দিলেন মার্কসবাদী চক্রে। গড়ে উঠল "শ্রমিক শ্রেণীর ম্বিসংগ্রাম সমিতি"। জারের প্রিলস ওং পেতে অ.ছে। পেছনে চলে সব কাজ। গোয়েন্দার চোথ এড়িরে চলাফেরা। মাটির নিচে ছাপাখানা। এখান থেকে হাজার হাজার ইস্তাহার ছাপা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। মেয়ে শ্রমকরা তরিতরকারির ঝ্রিড় নিয়ে হাটে-বাজারে যায়! তার নিচে ল্বিক্য়ে নিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে তারা বিলি করে সেই ইস্তাহার।

১৮৯২ স লে ভ্লোদিমির সামারা সদর অ.দ লতে উকিল হিসাবে ন.ম লেখান। কিন্তু ওকালতি তিনি করতে পারেন নি। নিজের সমসত শক্তিস.মর্থ্য তিনি নিয়োগ করলেন মার্কস্বাদ অধ্যয়নে, বিশ্লবের প্রস্তৃতিতে। যোগাযেগে করলেন ভলগা তীরের বিভিন্ন অক্তলের বিশ্লবী কমীদের সঙ্গে। মার্কস্বাদ প্রতিষ্ঠা ও শ্রমিক সংগঠনের পথে যে বাধা স্থিট করেছিল উদার নীতিক ও সংস্কারবাদীরা, ত দের মুখোশ খুলে দিতে লেখনী চালান। লেখেন ভলগণের বন্ধ্ব করেছেল কিতে ভাবে তারা সেল্গাল ডেমেজেটেদের বিরুদ্ধে লড়ে বইখানি ছাপা ও প্রচারিত হয় গোপনে। কপির সংখ্যা বেশি ছিল না। 'হলদে খাতা' ন মে বইটি হাতে হাতে ফিরত, তুমুল তর্ক ও উত্তেজনা জ্লোগাত।

## नारम्यमा क्रू भन्कामात्र जारथ भतिहम

১৮৯৪ সালে ভ্লাদিমিরের পরিচয় হল নাদেঝদা কনস্তান্তিনেভানা জ্পুস্কায়ার সঙ্গে জ্পুস্কায়া ছিলেন নেভাস্ক ফটকের ওপারে শ্রমিকদের রবিবাসরীয় সাল্ধা স্কুলের শিক্ষিকা। এ শ্রমিকচকের পরিচালনা করতেন ভ্লাদিমির। এভাবে তাঁর সংখ্যে জ্পুস্কায়ায় বন্ধ্যু গড়ে ওঠে। জ্পুস্কায়ায় সম্তিকথায় আছে, "শ্রমিকদের রীতিনীতি ও জীবনযালার প্রতিটি কাপারেই ছিল ভ্লাদিমির ইলিচের আগ্রহ। বিভিন্ন দিক থেকে তিনি চাইতেন শ্রমিকদের সমগ্র জীবনটাকে ধরতে, সেই জিনিসটার খোঁজ করতেন যার হাদিশ পেলে সবচেয়ে ভালোভাবে বিশ্বাবী প্রচার নিয়ে হাজির হতে পারা যার শ্রমিকদের কাছে"।

পিটাস বিশে প্রমিকদের মধো ভ্লাদিমির হয়ে

ওঠেন সংগঠক ও নেতা। তাঁর লেখা প্রিস্তকা ও প্রচারপ্রগ্রেলি জনগণের মধ্যে আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে,
এগিয়ে নিতে সাহায্য করে। লেখ র প্রাঞ্চলতা আনবার
জন্য সে সময় তিনি প্রায়ই কথাসাহিত্যের আগ্রয়
নিতেন। 'নতুন কারখানা আইন' প্রিস্তকায় তিনি
সিংহের শিকার' গলপিট তুলে ধরেন। তিনি লেখেন,
ওভারটাইমের নতুন নিয়মটায় সিংহের মাংস ভাগ করার
কথা মনে পড়ে। "প্রথম ভাগটা সে ন্যায্য মতে নিজেই
নিল। শ্বিতীয় ভাগটা নিল এজন্য যে সে পশ্রে রাজা।
তৃতীয় ভাগটা নিল কারণ সে সক্র চেয়ে বলবান, আর
চতুর্থা ভাগটার দিকে যে থবা বাড়াবে, তার আর প্রাণে
বাঁচতে হবে ন.।" মজ্বুরদের উপর শোষণ ও লাক্টন
চালোবার সময় পার্ভিগতিরাও ঠিক তাই করে।

১৮৯৫ সালে পশ্চিম ইউরোপীয় আন্দোলনের সংগ্র পরিচিত হবার জন্য ভ্লাদিমির বিদেশে যান। স্ইজারল্যান্ডে শ্লেখান্ডের সংগ্র দেখা করে 'রাবেংনিক' (শ্রমিক) নামে একটি প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশ করা হবে ঠিক হয়। প্যারিসে মার্কসের জামাতা, বিশ্লবী শ্রমিক অন্দোলনের বিখ্যাত কমী পল লাফার্গের সংগ্রেও তার পরিচয় হয়। ফ্রিডার্মণ এগেলসের সংগ্র দেখা করবার খুব ইচ্ছা ছিল তার, কিন্তু এগেলস তখন ছিলেন গ্রহ্তর অস্কুপ্র। স্টকেসের গ্রেপনতলায় মার্কস্বাদী সাহিত্য লাকিয়ে নিয়ে তিনি পিটার্সবির্গে ফিরে অন্সন।

## পিটার্সবিগ জেলে—সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে

বি**শ্লবী কমী**দের পরিশ্রমের ফল শীঘ্রই ফলল। ১৮৯৬ সলে সংগ্রম সমিতির নেতৃতে পিটার্সবংগে সূতাকল শ্রমিকরা ধর্মঘটে ন মল। প্রচণ্ড আঘাত হানল জার সরক:র। গ্রেণ্ডার হলেন ভলোদিমির ও তীর বহু, সহকমী'। 'র বে'চেয়ে দেলো' (শ্রমিক অ'দৃশ') পত্রিক:র প্রথম সংখ্যাটি হস্তগত করল প্রিলস। ভ্লাদিমিরকে নিয়ে যাওয়া হল পিটার্সবির্গ জেলে। এই জেলে বসেই তিনি লেখেন মার্কসবাদী পার্টির প্রথম খসডা কর্মসচী। বই ও পত্রিকার লাইনের ফাঁকে ফাঁকে কালির বদলে দুধ দিয়ে তিনি লিখতেন ও বাইরে পাঠিয়ে দিতেন। আগ্রনের উপর ধরতেই দুয়ের লেখা স্পন্ট হয়ে উঠত। পর্রাদন সেই লেখা ইস্তা-হার হরে ছড়িয়ে পড়ত সারা শহরে। রুটি দুধে ভিজিয়ে নিয়ে দোয়াত তৈরি করতেন তিনি। আর যেই সেলের গ্রাদের সামনে পায়ের শব্দ হত, অমনি তা খেয়ে ফেলতেন। পরিহাস করে এক চিঠিতে তিনি লিখে-ছিলেন, জ্বানো, ছয়টা দোয়াত আজ আমাকে খেতে रदार्थ।'

ভ্লাদিমির পিটার্সবি,গ জেলে কাটান প্রায় ১৪ মাস। এখানে বসেই তিনি শ্রুর করেন তাঁর বিখ্যাত বই "রাশিয়ার প<sup>\*</sup>্জিকদের বিকাশ।" দিদি আলা তাঁর প্রয়োজনীয় বই জেলে পেণছে দিতেন। ১৮৯৭ সালের

ফেরুয়ারিতে তাঁকে তিন কছরের জন্য সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হল। রেললাইন থেকে শত-শত কিলোমিটার দারে এক অজ সাইকেরীয় গ্রাম শুসেনস্করে-তে থাকা তার পক্ষে সহজ ছিল না। তব্ এরই মাঝে তিনি পড়াশনা ও লেখার কাজ চালিয়ে যেতেন। স্কেটিং করতেন, শিকারে যেতেন, দেখা করতেন আশেপাণে নির্বাসিত বন্দ্রদের সঞ্চো। আর চিঠি লিখতেন এন্তার। এ সম্পর্কে আহা ইলিনিচনা লিখে-ছেন "চিঠিগুলেতে বিষাদ বা নালিশের কোন চিহ্ন ছিল না, বরং তার বুন্ধিদীণত রাসকতা থেকে আনন্দ উপচে পড়ত যে কোন কাব্দের পক্ষে তা ছিল সেরা দ¦ওয়াই।" চাষীরা তাঁর কাছে আসত. অভাব-অনটনের কথা জানাত, পরামর্শ ও সাহাষ্য চাইত। পরে ভ্লা-দিমির সে সব কথা সমরণ করে বলেছিলেন, বখন সাইবেরিয়ায় ছিলাম, তখন আমাকে উকিল হতে হরে-ছিল, অবশ্য আন্ডারগ্রাউন্ড উকিল।'

এক বছর পর শ্রেনস্করে গ্রামে নির্বাসিত হয়ে এলেন নাদেঝদা ক্রপস্কায়া। ভ্লাদিমিরের ঝাগ্দত্তা বধ্ হিসাবে তাকৈ এখানে এসে থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়। বিয়ে হয় তাঁদের এখানেই।

নির্বাসন থাকাকালে ভ্লোদিমির লেখেন তিরিশটিরও কোঁশ রচনা। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য "রুশ
সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের কর্তব্য"। "রাশিয়ায় প'র্কিবাদের বিকাশ" ক্ইখানি তিনি এখানেই শেষ করেন।
বইটি হল রাশিয়ার অর্থনৈতিক বিকাশ নিয়ে একটি
বৈজ্ঞানিক গবেষণা, মার্কসের 'প'র্কি'র প্রান্সরণ।

দরে-নির্বাসনে থেকেও তিনি শ্রমিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। এ সময় ধর্মঘট ও শ্রমিক বিক্ষোভের খানিক সাফল্যে সোশ্যাল ডেমোক্রাট-দের একটা অংশ শ্রমিকদের বোঝাতে শ্রের করে, কেবল অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালাও। রাজনৈতিক সংগ্রামটা ব্রক্তোয়াদের ব্যাপার।' 'অর্থানীতিবাদীদের' এই কার্যা-কলাপকে ভ্লাদিমির গ্রের্তর বিপদ বলে মনে করলেন। এরা শ্রমিক শ্রেণীকে ঠেলছিল ব্রন্ধারাদের সঙ্গে আপসের পথে, প্রমিক শ্রেণীর বিশ্ববী ভূমিকাকে ছোট করে রাজ-নৈতিক সংগ্রাম থেকে সরিয়ে দিয়ে। এই সূবিধাবাদীদের বিরুদেধ দুড় সংগ্রামের মনোভাব নিয়ে তিনি মার্কস-বাদী পার্টি গঠনের পরিকল্পনা করেন। প্রধান গরেছ দেওয়া হয় একটি রাজনৈতিক সংবাদপত্র প্রকাশের উপর य পত्रिकां मिन्द्र क्षादारे भौगायम्थ थाकरव ना, श्रव সংগঠকও। মেলাতে হবে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের স্থানীয় চক্ত ও গ্রুপগর্যালকে একক সংগঠনে।

১৯০০ সালের জানুয়ারি মাসে ভালাদিমির সদ্গীক
শানুসেনস্করে ছাড়লেন। রাজধানী পিটার্সবির্গে আসার
তার উপায় ছিল না। পর্নিসে ধরবে। তাই আশ্রয় নিলেন তিনি পাশের একটি ছোট শহর পঙ্গভ-এ। পত্তিকা প্রকাশের জন্য এবার তিনি উঠেপড়ে লাগলেন। প্রনিসের উপারবে রাশিয়ার তা বের করা অসম্ভব। তাই বিদেশ থেকে তা প্রকাশের সংকলপ করলেন। এই উদ্দেশ্যে প্রলিসের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি ফল্কো, পিটার্সবৃর্গা, রিগা, সামারা, নিঝান-নডগোরদ ও স্মলেনস্ক সফর করলেন। গ্রেণ্ডার হলেন পিটার্সবৃর্গা আসার পথে। তবে শীদ্রই তিনি সেবার ছাড়া পান।

## ইস্কা প্রকাশিত হল

বহন কন্টে সীমানত পার হয়ে ১৯০০-র ১৬ই জন্লাই তিনি এলেন জার্মানীতে। শ্রু হল তার দেশান্তরী জীবন। সারা রুশ বিশ্লবী পাঁহকার নাম হয় "ইস্ক্রা" (স্ফ্লিণ্গ)। সম্পাদকমন্ডলী আচ্তানা নিলেন মিউনিকে। কাগজটির প্রতি সংখ্যার বড় হয়ফেলেখা থাকত, "স্ফ্লিণ্গ থেকেই একদিন আগন্ন জনলে উঠবে।" পরে ঘটলও তাই। রাশিরায় বিশ্লবর্ষি লোলহান হয়ে উঠল। আর তাতে ভঙ্গ্মীভূত হল জার-শৈবরাচার ও পাঁহুজিব দী ব্যবস্থা। সমস্ত মন তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন এই পাঁহুজা প্রকাশে। সে-সময় এক চিঠিতে তিনি লেখেন, "আমাদের সমস্ত জীবন-রস ঢালা চাই প্রস্ব-আসম বাচ্চাটর প্রণ্ডির জন্য।" বাস্তবিকই 'ইস্ক্লা' ছিল তার প্রিয়তম সম্তান।

রাশিয়ার মধ্যে গড়ে উঠল ইস্কার সহবোগী গ্রুপ, এক্সেন্টদের একটা জালি-ব্নট। তারা কাগজটি ছড়াত, খবরাখবর পাঠাত, চাঁদা তুলত। রাশিয়ায় কাগজটি পাঠানো ছিল খ্বই কঠিন। প্লিসের চোখ এড়াবার জনা, ইসকো যে সব স্টেকেসে পাঠানো হত, তাতে থাকত দ্টো করে তল। বইরের মলাটের মধ্যে বাঁধাই করে, ষাত্রী কমরেডদের কোটের আস্তরণের মধ্যে সেলাই করে পাঠানো হত কাগজটি।

১৯০১ সালের শেষের দিকে ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁর কিছ্ব কিছ্ব লেখার নিচে স্বাক্ষর দিতে শ্রুর করেন—লোনন। ক্রুসস্কায়ার মতে, এ ছম্মনাম নির্বাচনটা নেহাত আকস্মিক হতে পারে। ইস্কায় কাল তিনি করতেন শ্লেখানভের সপো। শ্লেখানভ তাঁর লেখার তলে স্বক্ষর করতেন ভলগিন (ভলগা নদীর নামে)। লিনিন হয়তো তাঁর ছম্মনামটা নেন সাইবেরীয় মহানদী লোনা থেকে।

১৯০২ সালে প্রকাশিত হল লেনিনের বই "কী করিতে হইবে?" এতে তিনি প্রলেতারিরান মার্কসবাদী পার্টি গঠনের পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। রাশিয়ায় পার্টি রূপ গ্রহণের আগে থেকেই পশ্চিম ইওরোপে প্রমিক পার্টি বর্তমান ছিল। এই সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিগর্নল গড়ে উঠেছিল পর্বাদ্ধির অপেক্ষাকৃত শান্তিপ্রশ বিকাশের অবস্থার। বিশ্ববী সংগ্রামের যোগ্যতা এদের ছিল না। এরা চলত আপসের পথে। এই স্বিধাব দীরা বোঝাত বে, সমাজতাশ্যিক বিশ্বব ছাড়াই শোষণের অবসান ও সমাজতলে উত্তরণ সম্ভব। আসলে এরা হরে গাঁড়াত পর্বাদ্ধিরা ব্যক্তরার দালাল। এদের বিরুদ্ধে, লেনিন বললেন, মন্তুল ধরনের

সংগ্রামী পার্টি, খাঁটি বিশ্ববী প্রমিক পার্টি গড়তে হবে। এ পার্টিকে হতে হবে মার্কসন্দের বিশ্ববী তত্ত্বে সম্বাধ। "বিশ্ববী তত্ত্ব ছাড়া বিশ্ববী আন্দোলন সম্ভব নয়"—বললেন প্রেনিন।

কৃষকদের কাছে পার্টির কর্মস্চী ব্যাখ্যার জন্য ১৯০৩ সালে লেনিন লিখলেন "গ্রামের গরিবদের প্রতি"। এতে তিনি প্রাঞ্জল ভাষার বোঝান, প্রমিক গ্রেণীর পার্টি কী চার এবং কেন প্রমিকের সপ্যে কৃষকের ঐক্য প্রয়োজন।

১৯০৩ সালের মে মাসে ইস্টার পেছনে পর্লিসের চর লাগে। সম্পাদকরা লণ্ডন থেকে কাগজ বের করবেন স্থির করেন। এপ্রিলে লেনিন এলেন লণ্ডনে। এখানে থাকতে তিনি ইংরেজ প্রমিকদের জীবনবাহা, তাদের আন্দোলনকে মন দিয়ে লক্ষ্য করতেন, প্রারই যেতেন প্রমিক সভায়, আর অনেকটা সময় দিতেন রিটিশ মিউ-জিয়মের গ্রম্পাগারে, যেখানে একদা মার্কস পড়,শন্না করেছেন।

এরপর আবার ইস্কার মাদ্রণ স্থানাস্তরিত হল জেনেড.য়। লেনিনও চলে এলেন সেখানে। রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির শ্বিতীয় কংগ্রেসে তিনি **সক্রিয় অংশ নেন। তিনি ইস্ক্রার সম্পাদ**কীয় বে:ডের্ড নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় কংগ্রেস প্রথম বসে ब्राटमनाम, किन्छ दिनिक्सान भूमितम्ब हानात्र भरत অধিবেশন চলে ল-ডনে। কংগ্রেসে ইস্ক্রোপন্থীরা সংখ্যায় বেশি থাকলেও বহু সূবিধাবাদী এসে ভিড করেছিল। এদের বিরুদ্ধে জেনিন সতেজে সংগ্রাম চালান। বিশ্লবী কর্ম স্চী, প্রলেতারিয়ান একনায়কত্ব, প্রমিক-কৃষক মৈহী, জাতিসমূহের আত্মানরকাণ অধিকার এবং প্রকেতারিয়ন আন্তর্জাতিকতা—এইসব মূল মার্কসবাদী নীতির বিরুদেধ দাঁড়ায় স্ববিধাবাদীরা, কিন্তু ত'দের সমস্ত অ'রুমণই পর.স্ত হর। বেনিনের সমর্থকরা অধিকাংশ (বলশিন্সতভো) ভোট পান। সেই থেকে তাঁদের নাম বঙ্গশৈভিক। আর সংখ্যালঘুতে (মেনশিন্ততভে।) সূর্বিধ বাদীদের বলা হয় মেনগেভিক। মেনশেভিকরা চার পার্টিকে সূবিধাবাদের পথে টেনে নিতে। ফলে তাদের সঞ্জে চলে বললেভিকদের একটা অবিশ্রান্ত **লড়াই। ১৯০৩ সালের নভেন্বরে শ্লে**খানভ মেনশেভিকদের দলে ভিড়ে পড়েন, ইস্ক্রা মেনগেভিকরা দ**খল করে নের। লে**নিন তার সম্পাদকীয় বোর্ড থেকে পদত্যাগ করেন।

শতালিন তখন সাইবেরিয়ার নির্বাসনে। লেনিন তাঁকে চিঠিতে পাটির অবস্থা এবং পাটির জন্য তাঁর পরিকদ্পনার কথা জানালেন। জেনেভা থেকে প্রকাশিত হল লেনিনের বই "এক পা আগে দ্ব' পা পিছে"। মেনশেভিকদের প্রচারের বিরুদ্ধে লেনিন জাের দিয়ে ক্লালেন, "ক্মতা দখলের সংগ্রামে সংগঠন ছাড়া প্রলে-তারিয়েতের আর কোন অস্ত্র নেই। পার্টি হল প্রমিক শেশীর অন্ত্রণী ক্লাক্তন বাহিনী।" লোনন পার্টির ভৃতীর কংগ্রেস আহ্বানের জন্য সচেন্ট হয়ে ওঠেন। রাশিয়ায় বিপলবের পরিস্থিতি পরিণত হয়ে উঠছিল। প্রয়োজন ছিল মেনশেভিকদের বিভেদম্লক কার্যকলাপ বন্ধ করার। পার্টির মধ্যে সংগ্রামে অধিকাংশ পার্টি কমিটিগর্মল বলশেভিকদের পক্ষে চলে আসে। পার্টির বিপ্রল অংশ সংহত হয় লোননের পেছনে।

১৯০৫ সালের জান্রারিতে লোননের পরিচালনায় জেনেভা থেকে প্রকাশিত হয় একটি বলগেভিক পরিকা —"ভ্পেরিয়োদ"। এতে প্রকাশিত "পোর্ট আর্থারের পতন" প্রবশ্বে লোনন বললেন, রাশিয়ায় বিশ্লব আসছে।

র্শ-জাপান যুন্ধ থেকে ক্লান্ত সৈন্যরা ফিরে এসে দেখে ঘরসংসারের দ্রবন্ধা চরম। পিটার্সবিহুর্গে শ্রমিকরা ঠিক করল, জারের কাছে গিয়ে তারা সাহায্য চাইবে। সাহায্য অবশ্য দিল 'গ্রাণকর্তা' জার, তবে রুটি নর, বন্দরেকর গুর্লি। ১৯০৫ সাল ৯ই জানুয়ারি। দ্ব' হাজার শ্রমিক সেদিন রুটি চাইতে এসে গুর্লিতে প্রাণ দিল। শ্রমিকরা প্রতিজ্ঞা করল, আর ভিক্ষা নর, এবার দাবি। আর লড়ই করেই এ দাবি আদায় করবে ত বা।

দরে প্রবাসে থেকে লেনিন সব কিছ্ব লক্ষা করলেন। ব্রুলেন তিনি, বিক্লব অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তাই অবিলম্বে কংগ্রেস অহ্য নের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

রুশ সোশ্যাল ডেমোকাটিক পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস কলল লণ্ডনে ১৯০৫ সালের এপ্রিলে। মেনশেভিকরা তাতে বোগ দিতে অস্বীকার করল। জেনেভার তারা ডাকল তাদের নিজেদের সম্মেলন, স্পট্টতই এটা পার্টি ভাঙবার একটা পদক্ষেপ, বিশ্লবের মূল প্রশনগর্নল আলোচিত হয় কংগ্রেসে। সভাপতি নির্বাচিত হন লোনন। পেশ করেন তিনি একাধিক রিপোর্টা সশশ্র বিশ্লব, সাময়িক বিশ্লবী সরকার, কৃষক আন্দোলনের প্রতি মনোভাব সম্পর্কে সিম্ধান্তগর্হালর থসড়া তিনিই করেন। নির্বাচিত কেন্দ্রীয় ক্মিটির নেতৃত্বে থাকেন লোনন। পার্টির কেন্দ্রীয় মূখপত্র "প্রলেতারি" পত্রিকার সম্পাদকও হন তিনি।

কংগ্রেসের পর লেনিন জেনেভায় ফেরেন। এ সময়
প্রকাশিত হয় "গণতাশ্যিক বিশ্লবে সোশ্যাল ডেমোক্রাসিয় দৄই রণকৌশল" বইখানি। লেনিন রাশিয়ার
আসম বিশ্লবকে বুর্জোয়া গণতাশ্যিক বিশ্লব বলে
গণ্য করেন। এ বিশ্লবের লক্ষ্য—ভূমিদাস প্রথার
বিলোপ, জারতক্রের উচ্ছেদ এবং গণতাশ্যিক অধিকার
লাভ। লেনিনই প্রথম সামাজাবাদী যুগের বুর্জোয়া
গণতাশ্যিক বিশ্লবের বৈশিষ্ট্য, তার চালিকাশন্তি ও
পরিপ্রেক্ষিতের বিচার করেন। তিনি মনে করেন, প্রলেভারিরেতের স্বার্থ হল বুর্জোয়া বিশ্লবকে সফল করা,
কারণ এর ফলে সমাজতশ্যের জন্য সংগ্রাম এগিরে

আসবে। বিশ্ববের প্রধান চালিকাশন্তি ও নেতা ইতে হবে প্রলেতারিয়েতকেই। প্রলেতারিয়েতের সহযোগী হবে কৃষক। লোনন দেখিয়ে দিলেন যে, মেনশেভিকদের লাইন হল বিশ্ববের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রলে-তারিয়েতকে ব্রজোরাদের নেতৃত্বাধীন করার প্রয়াস। লোনন এ বইয়ে লিখলেন, কৃষকের সপো একরে ব্রজোয়া গণতাশ্যিক বিশ্ববে জয়ী হবার পর প্রলে-তারিয়েত তার শান্তি সংহত করে, গরিব কৃষক ও শহরের গরিবদের সম্মিলিত করে আঘাত হানবে পর্বাজবাদের উপর। এভাবে ব্রজোয়া গণতাশ্যিক বিশ্বব পরিগত হয়ে উঠবে সমাজতাশ্যিক বিশ্ববে।

## ১৯০৫ সালের বিশ্বব

১৯০৫ সালের বসন্ত ও গ্রীন্মে পিটার্সবৃর্গ ও অন্যান্য জারগার প্রমিকরা ধর্মঘটে নামল। কৃষক আন্দোলনের টেউ উঠল। জন্ম মাসে কৃষকাগর নোবাহিনীর "পতের্মাকন" যুন্ধ জাহাজে জনলে উঠল নোসৈন্যের বিদ্রেহ। অক্টোবরে শ্রুব হল সর্বাত্মক রাজনৈতিক ধর্মঘট। বন্ধ হল কলকারখানা, ভাক ও তার অফিস। অচল হয়ে পড়ল দেশের জাবন্যাত্রা। জার, জ্যানার ও প'নজিপতিরা সন্তুম্ত। জার সরকার ঘোষণা করল, সভাসামিতির স্বাধীনতা ও অন্যান্য নাগরিক অধিকার দেওয়া হল। এ হল বিশ্লবের প্রথম জর।

কিন্তু জারের এই ঘোষণা লেনিনকে ধোঁকা দিতে পারল না। তিনি স্পন্ট বললেন, জারের ফাঁকা কথার কিবাস করো না। এখনও অনেক লড়াই বাকি। প্রস্তুত হও। সৈন্যদের দলে টেনে নিয়ে এসো। চাষীদের ব্যক্ষিয়ে এগিয়ে নাও। আরও ছড়িয়ে পড়্ক ধর্ম ঘট।

ঝড়ো দিনগর্নালর মধ্যে গড়ে উঠল গণ-রাজনৈতিক সংগঠন-শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত। লেনিন বললেন, এগ্রালই হবে আগামী দিনে মেহনতীদের রাদ্মক্ষমতা। এ সময় রাশিয়া থেকে দরে প্রকা লোননের পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। ফিরে এলেন পিটার্সবর্গে। আইনসপাত বলগোভক সংবাদপত্র "নভায়া ঝাজন" (নবজাবন) পরিচালনা করতে লাগলেন। জারের কাছ থেকে কিছ্ম স্বাধীনতা আদায় হলেও লোননকে থাকতে হত পর্নিসের চোধ এড়িয়ে। প্রারই পাসপোর্ট ও কাসা বদল করতে হত। কয়েকবার ফিনল্যান্ডেও চলে যেতে হয়েছিল।

বিশ্বর শীরে পেণছল ডিসেন্বরে মন্তের প্রামক-দের সশস্য অভ্যুত্থানে। নর্রাদন ধরে করেক হাজার সশস্য প্রামক বীরম্বের সপো কাড়াই চালার জারের প্রালস ও কশাক সৈনাদের বিরুম্থে। গোর্কি তথন মন্তেকার ছিলেন। তিনি এক চিঠিতে প্রামকদের এ লড়াইকে উচ্ছন্নিত ভাষার বর্ণনা করেছেন। মন্তেকার পরই বিদ্রোহ জেগে উঠল অন্যান্য শহরে। কিন্তু বিজ্বির এ সব অভ্যাধান তেমন সংগঠিত ছিল না। ভাষা তাই নির্মাভাবে তা দমন করে দৈতে পারিটা।
অনেক নেতাই হাল ছেড়ে দিলেন। লেনিনের কিন্তু
ব্রুতে এতটাকু দেরী হয় নি যে বিষ্ণাবের এ শেষ পর্ব
নর, এটা শ্বাব প্রথম পর্ব। প্রমিকদের তিনি বোঝালেন,
প্রস্তুত হও, আমাদের এগোতেই হবে।

পিটার্সবার্গ ছেড়ে লেনিন ফিনল্যাণ্ডে এসেছেন। এখানে তামারফর্সে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। এ সম্মেলনেই তার স্তালিনের সংখ্য প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। এই সাক্ষাৎ প্রসংগ্য স্তালিন লিখেছেন, "সাধারণত 'মসত লোকেরা' সভায় আসেন একটা দেরি করে যাতে লোকে উদগ্রীক হয়ে অপেক্ষা করে এবং 'মস্ত লোকটি' এসেছেন শ্নেলেই 'ঐ আসছেন, চুপ চুপ' ধর্নির একটা সাড়া পড়ে- যায়। কিন্তু যখন শুনলাম, লেনিন অনা প্রতি-নিধিদের আগেই সম্মেলনে এসে এক কোণে বসে সাধারণ প্রতিনিধিদের সংশ নেহাত মাম্লি কথা-বার্তা বলছেন, তখন আমি কেমন অবাক হয়ে গিরে-ছিলাম....পরে ব্রেছি এই যে সরল বিনয়নম স্বভাব, সবার দুণ্টির অগোচরে থাকার, নিজেকে জাহির না করার মনোভাব, লেনিন-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যই সাধারণ মানুষের, নতুন জনগণের নতুন নেতার সব থেকে বড গণ।"

ফিনল্যাশ্ডেও জারের পর্বালস লোননের পিছ নেয়। চলে ষেতে হবে, অনেক দরে, একেবারে স্টকহোমে। ষেতে হবে ডিঙি করে, কিন্তু সব ডিঙির উপরই প্রলিসের কড়া নজর। ঠিক হল দরের একটা শ্বীপে গিয়ে ডিঙি নেওয়া হবে। সে দ্বীপ কয়েক মাইল দুরে বলটিক সাগরের মধ্যে। ডিসেম্বর মাস। জলের উপর বরফ জমেছে। তবে তখনও তা হে'টে যাবার মতে। শক্ত জমাট বাঁধে নি। এ অবস্থার এ বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে যদি পায়ের তলায় বরুষ একবার সরে যায়, তবে নির্ঘাত মৃত্যু। কিন্তু উপায় নেই-দেরি করার। প্রিলস ধাওয়া করছে। একবার ধরতে পারশে একেব রে ছি'ড়ে খাবে। তাই দক্তন চাষীকে নিয়ে লেনিন এগিয়ে চললেন। হঠাৎ পায়ের নিচে বরুষ ভেঙে বসে যেতে আরম্ভ করল। মহে জমধ্যে ঐ বরফের মতো ঠান্ডা জলে ডুবে মরতে হবে ! কী বিশ্রীই না হরে সে মরণ! ভাবলেন লেনিন। টেনেছিচডে কোনমতে জারা धक्या मन वतरकत हाक्ष्म भरत रन याता रव क मान। সময়মতো এটা ধরতে পেরেছিলেন, তাই রক্ষা 🗈

্ এভাবে লেনিন গিয়ে প্রেণছলেন স্টকহোরে। বোগ দিলেন রুশ সোল্যাল ডেমোরাটিক পার্টির চতুর্থ (ঐক্য) কুরোনে। বলপেভিকদের সঙ্গে মেনলেভিকদের ভীর সংগ্রামের মধ্যে কংগ্রেস চলে। সে সমার অনেক বলশেভিক সংগঠন গণ-আন্দোলনে ব্যাপ্ত ও ধমনে রিপর্যস্ত থাকার কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠাতে পারে নি। ভাই মেনশেভিকরা সংখ্যাধিক্যে সমস্ভ প্রধান প্রভেনই নিজেদের সিম্থান্ত পাস করিরে নিজে গারে। ক্ষেপ্রা কমিটিতে সংখ্যাধিক্য লাভ ও কেন্দ্রীয় মৃখপত্র দখলও সম্ভব হয় তাদের পক্ষে। কিন্তু মেনশোভকদের এ জয় দীর্ঘস্থারী হয় নি। মার্কস্বাদের বিশ্লবী রণনীতি ও রণকোশলের জয়ে দৃঢ় আস্থা ছিল লেনিনের। শীঘ্রই বলশেভিকরা মেনশেভিকদের স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়ে তাদের বিভিন্ন করে দিতে পারল।

১৯০৭ সালের মে মাসে লণ্ডনে বসল রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির পশ্চম কংগ্রেস। লেনিন তার সভা-পতিত্ব করলেন, লিখলেন কংগ্রেসের থসড়া প্রস্তাব। বিশ্লবে বলশোভিক কর্মস্চীর যথার্থতা সমর্থিত হল কংগ্রেসে। মেনশোভিকদের পরাভূত করল বলশোভিকরা। আগস্টে লেনিন স্টুটগার্টে দ্বিতীর আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে হাজির থাকেন।

১৯০৮ সালের জানুরারিতে লেনিন আবার জেনেভায় ফিরলেন। আত্মনিয়োগ করলেন নতুন উদ্যোগ নিয়ে নতুন বিশ্লব প্রস্তৃতির কাজে। তাঁর দৃঢ় প্রতায় ছিল, এ পরাজয় কেবল সাময়িক। স্বৈরাচারের সংগ লড়াইয়ে প্রলেতারিয়েতের জয় অবশ্যুদ্ভাবী। পার্টির উদ্দেশে লেনিন তেজোদ্দীশত কপ্রেই আমরা। আমাদের জন্য দীর্ঘ বহু বছর ধরে কাজ করছি আমরা। আমাদের লোহদ্ট বলা হয়, খামকা নয়। প্রলেতারিয়ান পার্টি প্রথম অসাফল্যে হতোদাম হয় না, মাথা খারাপ করে না, হঠকারিতায় নামে না...এই পার্টিই পেশছকে বিজয়ে!" প্রতিক্রিয়ার সে বিষম বছরগর্মালতে লেনিন ভাবছিলেন আসয় বিজয়ের কথা। তখন প্রতিশোধ নিচ্ছিল জার সরকার। হাজার হাজার মানুষের প্রাণদশ্য ও নির্বাসন দিয়ে তেবেছিল সবকিছু শতক্ষ করে দেওয়া যাবে।

জেনেভায় এসে লেনিন "প্রলেতারি" পত্রিকার নব সংস্করণ প্রকাশের আয়োজন করলেন। টেনে আনলেন গোর্কি, লুনাচারস্কি ও অন্যান্য বিশিষ্ট লেখকদের। প্নঃপ্রকাশিত হল "প্রলেতারি"—বিশ্লবের জোয়ারের জন্য পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীকে প্রস্তুত করে তোলার এক হাতিয়ার। লেনিন বললেন, প্রয়োজন অবৈধ পার্টি সংগঠনকে জোরদার করা ও সেই সপ্সে প্রকাশ্য শ্রমিক সংগঠন<del>গরিলাকে ব্যবহার করা। শেখালেন, দুমা</del>য় প্রকাশ্য বক্তুতা দেবার যে কোন সম্ভাবনার সম্ব্যবহার করতে হবে, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায়ে কাজ করা দরকার। এভাবে আইনসঞ্গত কাজের সঞ্গে মেলাতে ক্রোইনী কাজ। বিশ্লবের সাময়িক পরাজয়ের পর মেনশেভিকরা আতকে পিছ; হটে, শ্রমিক শ্রেণীকে বলে ব,জোয়াদের সঙ্গে আপস করতে। কেউ কেউ বলে পার্টি ভূলে দেবার কথা। লেনিন দৃঢ়ভাবে বলেন, প্রলেতারিরেতের পার্টির কর্তব্য এই সমস্ত সূবিধা-वामीरमंत्र त्यारक द्रामा।

১৯০৮-এর এপ্রিলে লেনিন গেলেন ইতালির কাপ্রি দ্বীপে গোকির সভাগে দেখা করতে। লেনিন মন দিয়ে শোনেন গোকির স্থালা ও কৈশোরের কথা, তাঁর ভবদ্বরে জীবনের কাহিনী, পরামর্শ দেন তা লিখতে। লেনিনের সঙ্গে আলাপ গোর্কির উপর প্রবল প্রভাব বিদ্তার করে।

১৯০৮ সালের শেষের দিকে "প্রলেভারি" পারকার প্রকাশন স্থানাম্তরিত হয় প্যারিসে। লেনিন ও ক্রপশ্কায়া এ উপলক্ষে সেখানে আসেন। শ্রমজীবী ফ্রান্সের জীবন লেনিন বিশেষভাাবে লক্ষ্য করেন, যান শ্রমিক সভার, শ্রমিক এলাকার থিয়েটারগর্নলতে। এ সময় পার্টির ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের সংখ্য লেনিন তাঁর তাত্তিক ভিত্তির ভাবাদশগত বিশান্থতা মার্কস-এ**শেলসের মতবাদের প্রতি আনুগতোর সংগ্রাম**ও র্ঘানষ্ঠভাবে যুক্ত করেন। দর্শনের ক্ষেত্রে শোধনবাদী দ্ভিতিভিগর প্রসার পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে গ**্রর্তর বিপদের কারণ হ**য়ে ওঠে। লেনিন এর জ্বাবে লেখেন, "বস্ত্বাদ ও অভিজ্ঞতাবাদী সমালোচনা"। এ**পোলস বলেছিলেন** "বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুবাদকেও নতুন রূপ পরিগ্রহ করতে হবে।" লেনিন দর্শন নিয়ে মাথা ঘামান না' বলে স্লেখানভ বিদ্রুপ করতে খুব পট্র ছিলেন বটে. কিন্তু সবাই জানেন যে লেনিনই এ গ্রন্থে সে কর্তব্য পা**লন করেছেন, প্লে**খানভ তা করতে সাহস পান নি। বইটিতে লোনন মার্কসবাদী দর্শনের বিরোধীদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন।

শুধু যে লিকুইডেটরদের (যারা পার্টি তুলে দিতে চায়) মতো প্রকাশ্য সূবিধাবাদীদের সপ্গেই লেনিন আপসহীন সংগ্রাম চালান তাই নয়, তিনি লড়েন তাদের বিরুদেধও যারা নিজেদের সূবিধাবাদ চাপা দিত বিশ্লবী ব্লির আড়ালে। পরে লেনিন " 'বামপন্থী' কমিউনিজম —শিশ**্বস্থলভ রোগ" (১৯২০-এ প্র**কাশিত) বইয়ে লেখেন যে, বলশেভিক পার্টি তার বাহিনী অক্ষার রেখে পশ্চাদপসরণ করতে পেরেছিল এজন্য যে 'বর্লি-বাগীশ বিস্প্রবীদের' মুখোশ নিম্মভাবে উন্মোচন করে তাদের ঝেণ্টিয়ে দরে করা হয়। ১৯০৮-১২ এই কয় বছর লেনিন প্রধানত দক্ষিণ ও বামপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। স্তালিন এক জায়গায় **লিখেছেন, "অনেকে লেনিন সম্বন্ধে** অভিযোগ কয়তেন যে, তিনি দারুণ বাদানুবাদ ও দল ভাঙাভাঙির প্রতি আসম্ভ। কিন্তু এটা মানতেই হবে যে, যদি পার্টি থেকে সুবিধাবাদীদের না তাড়ানো হত তাহলে পার্টির ভেতরকার দর্বেলতা ও ঢিলেমী ঘটত না, পার্টির দ্টে শক্তিশালী চরিত্রও গড়ে উঠত না। বুর্জোয়া শাসনের দিনে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি বাড়তে ও শক্তিশালী হতে পারে ঠিক সেই পরিমাণে, যে পরিমাণে সে তার ও भामक त्थ्रानीत मत्था म्राविधावानी, विश्नव-विद्याधी ७ পার্টি-বিরোধী শক্তিগুলির বিরুদেধ লড়তে পারে।"

১৯০৯-এর নভেন্বরে গোর্কির সাহিত্যের উচ্চ প্রশংসা করে লেনিন তাঁকে চিঠি দেন ও কয়েক মাস পরে আবার তাঁর সঙ্গো দেখা করেন। উপস্থিত থাকেন কোপেনহেগেনে ন্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে। প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় বলগেভিক পরিকা "রাবোচায়া গাজেতা"র প্রথম সংখ্যা। এতে থাকে লোননের প্রবন্ধ "বিস্লবের শিক্ষা"। তলস্তরের মৃত্যুর উপর করেকটি প্রবন্ধ লেখেন লেনিন।

১৯১০ সালে রাশিয়ার প্রামক আন্দোলনে ফের প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। বলগোভিকরা পেরোগ্রাদ থেকে "জভেঝদা" (তারকা) এবং মন্দেলা থেকে "মিস্ল্" (ভাবনা) পরিকা প্রকাশে সমর্থ হয়। লোননের পরি-চালনায় "জ্ভেঝদা" হয়ে ওঠে সংগ্রামী মার্কসবাদী পরিকা। ১৯১১ সালে প্যারিসের উপকণ্ঠে একটি পার্টি ক্রুলের ব্যবক্থা করেন লোনন।

১৯১২-র জানুয়ারি। প্রাগে এককভাবে বলশেভিকদের সম্মেলন হয়। বলশেভিক পার্টি, নতুন ধরনের
পার্টি গঠনে প্রাগ সম্মেলনের বিশেষ ভূমিকা ছিল।
এর একটি জর্বরী সিন্ধান্ত ছিল—পার্টি থেকে
মেনশেভিক-লিকুইডেটরদের বহিষ্কার, স্ববিধাবাদের
সংগে বলশেভিকদের প্রেরাপ্রার সাংগঠনিক সম্পর্কচ্ছেদ। সম্মেলনে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিলেন
লোনন, স্তালিন প্রমুখ নেতৃব্দ।

পিটার্সবিংগের শ্রমিকদের উদ্যোগে এবং লেনিন ও স্তালিনের সম্পাদনায় বলশোভিকদের বৈধ দৈনিকপত্র "প্রাভদা"র প্রথম সংখ্যা বের হয় ১৯১২-র ২২শে এপ্রিল। রাশিয়ার কাছাকাছি থাকার জন্য লেনিন প্যারিস ছেড়ে ক্লাকাউ (পোল্যান্ড) আসেন। এখানে তিনি ছিলেন দ্বহুরের বেশি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শ্রুর ছওয়া নাগাদ। প্রাভদার জন্য লেনিন প্রায় প্রতিদিনই লিখতেন। সেগালি প্রকাশিত হত নানা ছন্মনামে।

লেনিন বললেন, রাষ্ট্রীয় দুমার নির্বাচনে অংশ নিতে হবে। গণতাশ্রিক সাধারণতন্দ্র, ৮ ঘণ্টা কাজের দিন, জমিদারদের সমস্ত জমি বাজেয়াণ্ড—এই তিনটি মুল দাবির উপর নির্বাচনী অভিযান চালাল বলশেভিকরা। নির্বাচনী ফলাফলে খুদি হলেন লেনিন। লিখলেন, বলগেভিক প্রতিনিধিদের চমৎকারিত্ব কথার ফুলঝ্রিতে নয়, বরং শ্রমজীবী জনগণের সম্পর্কে সেই জনগণের মধ্যে আত্মোৎসগী কর্মে। সাইবেরিয়ায় লেনা সোনার খনিতে শ্রমিকদের গুলি করে হত্যার ঘটনায় সারা রাশিয়া বিক্ষুন্ধ হয়ে উঠল। শ্রমিকরা ধর্মঘট করে বেরিয়ে এল। লেনিন ব্রুলেন, ১৯০৫-এর পরাজয়ের গ্লানি কাটিয়ে উঠেছে শ্রমিকরা। আবার নতুন করে আসছে বিশ্লবের চেউ।

১৯১৪-র আগস্ট। শ্রের্ হল সাম্বাজ্যবাদী প্রথম কিব্ববৃশ্ধ। প্রথম দিন থেকেই লেনিন দৃঢ়ভাবে এ বৃশ্ধের বির্দেশ দাঁড়ান। কিছু, দিনের মধ্যেই অস্থায়ী সরকার জাঁকে প্রেশ্তার করে জার সরকারের পক্ষে গৃণ্ড-চন্নবৃত্তির অভিযোগে। দ্ব স্পতাহ আটক রেখে তাঁকে স্বইজারল্যান্ডে চলে যেতে দেওয়া হয়। সাম্বাজ্যবাদী বৃদ্ধের বির্দ্ধে লড়াইরের স্ক্রিনির্দ্ধি কর্মস্টী রচনা করেন লোনন। বার্নে আসার পর্যদিনই তিনি বলদোভিক্দের সভার যুশ্ধ সম্পর্কে রিপোর্ট করেন এবং প্রশ

করেন "ইওরোপীয় ষ্বেধ বিশ্ববী সোশ্যাল ডেমো-ক্রাসির কর্তব্য।" লেনিনের নেতৃত্বে বলগেভিক পার্টি যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম চালার। বুর্জোরা ও তাদের रमवामाम म्याविधायामीया क्रमा ब्रह्मा स्राप्त त्व, वनत्मिक्करम्ब দেশপ্রেম নেই, তারা দেশদ্রোহী। মোক্রম জবাব দিয়ে লেনিন বোঝান, সত্যকার দেশপ্রেমিক হওয়ার অর্থ কী। তিনি লেখেন, সুবিধাকাদীরা হল শ্রমিক শ্রেণীর. মেহনতী মানুষের শত্র, যারা শান্তির সময় বুর্জোয়ার স্বার্থে শ্রমিক পার্টির অভ্যান্তরে নিজেদের কাজ চালায় গোপনে আর যুদেধর সময় খোলাখুলি জোট বাঁধে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে বুজে রাদের সপো, গ্রহণ করে উগ্র জাতীয়তাবাদী নীতি। প**শ্চিম ইওরোপীয় পার্টিগ**্রা**ল**র মধ্যে যারা প্রলেতারিয়ান আন্তর্জাতিকতার পক্ষে ছিল. তাদের সংহতি সাধনের কাজ লেনিন চালিয়ে যান অক্রান্তভাবে। সূর্বিধাবাদীদের সংগ্যে সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছিম করার জন্য তিনি ভেঙে-পড়া দ্বিতীয় আন্ত-র্জাতিকের স্থলে তৃতীয় আন্তর্জাতিক গড়তে বলেন। রুশ বলশেভিক ও তাদের সহগামী পশ্চিম ইওরোপীয় সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির বামপন্থীরা সে সময় ছিল সংখ্যালঘু। কি**ল্ড মার্কসবাদের অনিবার্য বিজ**য়ে দুড় বিশ্বাস নিয়ে **লেনিন বললেন, "আমরা** একল। পড়েছি, এটা কোন বিপদ **নয়। আমাদের সংগ্যই** আসবে লক্ষকোটি মান্ত্র, কেননা বলপেভিকদের মতটাই এক-মাত্র সঠিক মত।"

বামপদথীদের সংহতির উন্দেশ্যে লেনিন জিমারওরালডে ও কীন্ধালে আন্তর্জাতিক সমাজতল্যী সন্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় প্রচন্ড অভাবের মধ্যে
তাঁকে দিন কাটাতে হয়। প্রধান নির্ভন্ন ছিল তাঁর লেখার
আয়। অথচ যুন্ধ-বিরোধী রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও পুন্তক
প্রকাশন ছিল অতি দুন্কর। সে সময় এক পত্রে তিনি
লেখেন, "আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে বলি, রোজগার
দরকার। নইলে স্লেফ ধ্বংস, সত্যি বলছি।" সাদাসিদে
দিন কাটাতেন তিনি। একটি কামরায় তিনি আর
ক্রুপন্কায়া। আরামের অবকাশ ছিল না তাতে।

১৯১৬। লেনিনের মা মারা বান। মাকে বড় ভালোবাসতেন লেনিন। এ বছরই তিনি লেখেন তাঁর বিখ্যাত
বই "সাম্রাজ্যবাদ—প\*্রিজবাদের সর্বোচ্চ পর্যার।" লেনিন
তাতে দেখালেন যে, বিশ শতকের গোড়া খেকে পংরিজবাদ তার বিকাশের নতুন পর্বে—সাম্রাজ্যবাদের পর্বে—
প্রবেশ করেছে। "সাম্রাজ্যবাদ হল সমাজতালিক
বিশ্লবের প্র্বাহু।"

য্দেশর বির্দেশ সংগ্রামী আন্তর্জাতিক প্রলেতারিরেতের প্রথম সারিতে এগিরে এল লোনিনের পরিচালনার রাণিয়ার বিশ্লবী শ্রমিকরা। যুন্শক্তে পরাজয়,
ধরণে ও দর্ভিক জারতদের একেকারে পচন ধরিরে দিল,
লোনন ভবিষ্যান্যাণী করলেন, বিশ্লব আসতে। ভাক
দিলেন তিনি, "যেসব বিশ্বাস্যাতকের দল নিজেদের
স্বার্থে মুনাফার লোভে ভোমাদের পরস্পরতে গ্রিল

করে মারতে বলছে, ঐসব শাসকদের, ঐসব প'র্জিদার-দের বিরুদ্ধে বন্দ্রকের মূখ ঘ্রিরের ধর, এ যুদ্ধের আগ্রনে আজ বিশ্লববৃদ্ধি জনালাও।"

প্রথম জেগে উঠল পেরোগ্রাদের শ্রমিকরা। রক্তান্ত রবিবারের বার্ষিকীতে একটা বিরাট বৃশ্ধ-বিরোধী মিছিল বের হল। মিছিল হল মস্কো, বাকু, নির্মান-নভগোরদেও। ফেরুরারিতে বলশোভিক পাটির আহ্বানে পেরোগ্রাদের শ্রমিকরা রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটে নামল। তাতে যোগ দিল দৃই লক্ষের উপর শ্রমিক। ধর্মন উঠল, 'স্বৈরতক্ত নিপাত যাক', 'বৃশ্ধ ধরংস হোক', 'র্টি চাই'। জার সরকার সৈন্য দিয়ে দমন করতে চাইল। জারতক্তের বির্দেখ শ্রমিকদের সংখ্য এসে যোগ দিল সৈন্যদল ও নোবাহিনী। শ্রমিকরা পেরোগ্রাদ শহর দথল করে নিল। ১৯৭১ সালের ফেরুরারি

বিশ্ববের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত। কিন্তু সোভিয়েতগর্নিতে যে মেনশেভিক ও সোল্যালিন্ট রেভলিউশনারিরা ঢুকে গড়েছিল, তারা শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থের প্রতি বেইমানি করে রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে দিল বুর্জোয়াদের গড়া অস্থায়ী সরকারের হাতে। দেখা দিল শ্বৈত ক্ষমতা—একদিকে বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকার, অন্যাদকে সোভিয়েত বা প্রলেতারিয়েত ও কৃষকদের বিশ্ববী গণ্তান্তিক ক্ষমতা।

লেনিন তখন স্ইজারল্যান্ডে। রাশিয়ায় ফিরবার জন্য ব্যা**কুল। এদিকে সীমান্তে রুশ-জার্মান যুদ্ধ স**মান-তালে চ**লেছে। জারের জারগায় যে নতুন স**রকার বসেছে, তারা না **আনল শান্তি, না দিল জনসা**ধারণকে র**ু**টি। শ্রমিকদের ঠকাল তারা, বলতে লাগল রাজতল্তের পতনের পর যুদ্ধ নাকি ন্যায়যুদ্ধ হয়ে উঠেছে। জন-গণকে প্রতারণার ব্যাপারে বুর্জোয়াদের সাহায্য করতে লাগল মেনশেভিকরা। এ অবস্থায় গ্লুস্ত অকস্থা থেকে বের হরে এসে বলগেভিক পার্টি তার শক্তি সমাবেশ করতে লাগল, বহু বিশিষ্ট কমী জার্জিনস্কি, স্ভেদ্লভ, স্তালিন ফিরে এলেন জেল ও নির্বাসন থেকে। প্রেঃপ্রকাশিত হল "প্রাভদা"। লেনিন লিখলেন, "বিষ্ণাবের প্রথম পর্যায় কেবল শেষ হয়েছে। ক্ষমতা গেছে ব**ুর্জোরাদের হাতে। অস্থায়ী** সরকারকে বিশ্বাস করা চলবে না, চলবে না বুর্জোয়াদের ক্ষমতায় পাকা <sup>হয়ে</sup> বসবার স**ুবোগ দেওরা। সর্বোপা**য়ে **ল**ড়তে হবে সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার লক্ষ্যসাধনের জন্য, বিধনুষ্ঠ করতে হবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে এবং তৈরি হতে হবে সমাজতান্মিক বিস্লবের জন্য।"

লেনিন রশিরার ফেরার উপার খ্রুডতে লাগলেন।
বাধা দিল অস্থারী সরকার। এ সরকার বিদেশে তাদের
প্রতিনিধিদের কাছে পাঠাল লেনিন ও অন্যান্য বলশেভিকদের নামে একটা ব্ল্যাকলিস্ট। দেশে ফেরার অনুমতি
দেওয়া হল না তাঁদের। অবশেষে বহুক্টে সুইজারলাভের সোধ্যাল ভেমোক্লাটদের সাহায্যে স্বদেশে

প্রত্যাবর্তনের একটা ব্যবস্থা হল। প্রায় দশ বছর ফেরারী জীবন কাটিয়ে ১৯১৭ সালের ১৬ই এপ্রিল লেনিন পেরোগ্রাদে এসে পেশছলেন। মহোল্লাসে বিশ্লবী রাশিয়া অভ্যর্থনা জানাল তার মহান নেতাকে। সৈনিক ও নাবিকদের বিশ্লবী বাহিনী দিল গার্ড অব অনার। তুমুল করতালি ও আনন্দোচ্ছনাসের মধ্যে লেনিন উঠলেন তাঁর জন্য অপেক্ষমাণ একটি সাঁজোলা গাড়ির উপর এবং সমাজতাশ্রিক বিশ্লবের জন্য, সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতার জন্য সংগ্রামের উপ্দীণত আহন্তন জানালন শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকদের কাছে।

#### নভেদ্বৰ বিপ্লবেৰ নাযক

পেনোগ্রাদে পেণছেই ৪ঠা এপ্রিল বলগেভিকদের সভায় বিশ্লবী প্রলেভারিয়েতের কর্তব্য নিয়ে থিসিস পেশ করেন। ইতিহাসে এটি "এপ্রিল থিসিস" নামে খ্যাত। এতে তিনি সমাজতান্ত্রিক বিশ্লবে এগিয়ে যাবার জন্য সংগ্রামের স্কুপণ্ট পরিকল্পনা হাজির করেন।

এদিকে বুর্জোয়াদের স্বার্থে অস্থায়ী সরকার যুদ্ধ जित्य या नामन। मल मल रामना भागाता रन ফ্রন্টে কামানের খোরাক হিসাবে। শ্রমিক-কুষকের জীবন হয়ে উঠল দুর্বিষহ। ৩রা জ্বলাই শ্রামক ও সৈনিকরা পেরোগ্রাদের রাস্তায় নামল। তাদের কণ্ঠে গর্জে উঠল— সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা চাই। সশস্ত শক্তি নিয়ে তাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল অস্থায়ী সরকার। জন-গণের রক্তে রাজপথ ভাসল। তছনছ করা হল "প্রাভদা" সম্পাদকীয় ভবন। কারাগারে পাঠানো হল বহু বল-শেভিককে। অস্থায়ী সরকারের নেতা কেরেনাস্ক ঘোষণা করল, লেনিনকে ধরে দিতে পারলে প্রচুর পুরুস্কার। পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকরা লেনিনকে নিয়ে লাকিয়ে রাখল তাদের বঙ্গিততে। পরে তিনি চলে যান রাজলিফ হুদের তীরে একটা কু'ড়ে ঘরে, ফিনদেশীয় ঘেস**্**ড়ে সেজে। কু'ড়ের কিছু, দুরে ঝোপের মাঝে ছোটু একটু জায়গা সাফ করে রাখা হল। লেনিন রসিকতা করে বলতেন, "আমার সব্জুজ অফিস-ঘর।" সেখানে ছিল দ্বটো কাঠের গ'র্ডি, চেয়ার টেবিলের বদলে। এই কাঠের গ'র্ডির উপর বসেই লেনিন লেখেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ "রাষ্ট্র ও বিশ্লব"।

১৯১৭-র আগস্টে আধা গোপনে পেরোগ্রাদে পার্টির যে ষষ্ঠ কংগ্রেস হয়, লেনিন তার পরিচালনা করেন গ্রুতভাবে। কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির মূল রাজনৈতিক রিপোর্ট এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির থতিয়ান পেশ করেন স্তালিন। কংগ্রেস থেকে সশস্ত্র বিশ্লবের পথে প্রতিবিশ্লবী বৃদ্ধোয়া ও জমিদারদের ক্ষমতা চূর্ণ করার সংগ্রামের আহ্নান দেওয়া হয়। সিম্বান্তে লেনিনের এই নির্দেশের উপর জোর দেওয়া হয় য়ে, দ্রামক শ্রেণীর সংখ্য গরিব কৃষকের মৈগ্রীই হল সমাজতালিক বিশ্লবের বিজয়ের শর্ত। পার্টি কংগ্রেসের পর

কলকারখানায় গ্রামাণ্ডলে গড়ে ওঠে লাল রক্ষীবাহিনী। সেপ্টেম্বরের দিকে ইঞ্জিনের ফায়ারম্যান সেজে লেনিন किननारिक (दनित्रश्कारम् (दनित्रिक्क) हत्न यान। বিশ্লবের শত্রদের অভিসন্ধি তিনি আঁচ করেছিলেন। পার্টি ও জনগণকে তিনি সতর্ক করে দেন। জেনারেল কর্নিলভ প্রতিবিম্লবী বিদ্রোহ করে সৈন্য চালায় পেনোগ্রাদের দিকে। কনিলভের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতত্ব নিল পার্টি। বিধন্ত হল কনিলভ। ফিনল্যাণ্ড থেকে লেনিন কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পেনোগ্রাদ ও মস্কো কমিটির নিকট পাঠালেন দুটি ঐতিহাসিক চিঠি-"বলশেভিকদের ক্ষমতা দখল করতেই হবে" এবং "মার্কসবাদ ও অভ্যুত্থান।" এরপর লেনিন চলে এলেন ভিবর্গে পেক্রোগ্রাদের কাছাকাছি যাবার জন্য। "বল-শেভিকরা ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে কি?" প্রবর্ণেধ লেনিন বোঝালেন যে, বুর্জোয়াদের এ প্রচারটা কেবল শ্রমিক শ্রেণীকে ভয় পাইয়ে দেবার মতলবে। এরপর এক পত্রে লেনিন লিখলেন, "অভ্যুত্থানের ব্যাপারে বিলম্ব করা চলে না. এই মুহুতে এগুনো দরকার।" ২০শে অক্টোবর গোপনে লোনন পেত্রোগ্রাদে এলেন। ২৩শে অক্টোবর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে লেনিন রচিত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক প্রস্তাব গ্রহীত হল। ২৯শে অভ্যুত্থান পরিচালনার জন্য নির্বাচিত হল স্তালিনের নেতৃত্বে একটি সামরিক বিপ্লবী কেন্দ্র। পার্টিতে হেরে গিয়ে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ বিশ্বাসঘাতকতার পথ নেয়, ফাঁস করে দেয় কেন্দ্রীয় কমিটির গোপন সিম্বান্ত। লেনিন তাঁদের পার্টি থেকে বহিৎকারের দাবি তোলেন।

৬ই নভেম্বর লেনিন রাত্রে ছম্মবেশে এলেন পেরে।
গ্রাদের স্মোলনি ইনস্টিটউটে অভ্যুত্থান পরিচালনার
জন্য। শ্রুর হল সশস্ত্র অভ্যুত্থান। শ্রমিক, সৈন্যদল ও
নৌবাহিনী একযোগে ঝড়ের মতো আক্রমণ চালাল।
১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর লেনিন ও স্তালিনের
নেতৃত্বে পেরোগ্রাদে বিশ্লবী অভ্যুত্থান বিজয়ী হল।
রাষ্ট্রক্ষমতা এল সোভিরেতগ্রনির হাতে।

সন্ধ্যায় স্মোলনিতে বসল দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেস।
লোনন শান্তি ও ভূমি সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেন।
তিনি প্রস্তাব আনেন, অবিলম্বে ফ্রন্টে বৃশ্ধ বিরতির জন্য সমস্ত যুধ্যমান দেশের জনগণ ও সরকারের কাছে ঘোষণা পাঠানো হোক। শান্তি ও জাতিতে জাতিতে বন্ধ্যম—প্রথম দিন থেকেই এই হল নতুন সমাজতান্ত্রিক রাণ্টের বৈদেশিক নীতি। কংগ্রেসে শান্তি ও ভূমি ভিক্রি গৃহীত হল। ভূমি ভিক্রিতে বিনা ক্ষতিপ্রেণে জমিদারি মালিকানা উচ্ছেদ হল। প্রথম সোভিয়েত রাজ্রের সভাপতি নির্বাচিত হলেন লেনিন।

স্মোর্লনিতে হল নতুন সরকারের কর্মকেন্দ্র। এখান থেকেই পাঠানো হত সব নির্দেশ ও সার্কুলার। দেশের সব প্রান্ত থেকে লোকজন আসত। সবদিকেই ছিল লোননের নেতৃত্ব। কিছুই তাঁর নজর এড়াত না। তিনি ছিলেন এই বিপলে কর্মকাণ্ডের মধ্যমণি। "জনগণের প্রতি" আবেদনে তিনি তাদের সোভিয়েতগর্নালর চার-পাশে দাঁড়াবার, নির্ভয়ে রাষ্মপরিচালনার কাজ হাতে নেবার আহ্বান জানান। রাজ্যের কাজটা নাকি শুধু ধনীদের পক্ষেই সম্ভব, এই মিথ্যা রটনার সম্মাণ্ড করতে হবে। উৎপাদন ও বন্টনের উপর শ্রমিক নিয়ু**লুণের লেনিনীয় খসড়৷ প্রস্তাব গ্**হীত হয় সোভিয়েত সরকারের প্রথম দিনগ**ুলিতেই। ঘো**ষিত হয় রাশিয়ার সমস্ত জাতির পরিপূর্ণ সমানাধিকার। স্তালিন ঐ ঘোষণাটি রচনা করেন এবং এতে স্বাক্ষর দেন লেনিন ও স্তালিন উভয়েই। যুম্ধ বন্ধ করার জন। জার্মান প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পাঠানো হয়েছিল ট্রটিস্ককে। ট্রটিস্ক পার্টির নির্দেশ অমানা করে শান্তির আলোচন। ভেঙে দেন। এই সুযোগে জার্মান সৈন্য নতুন করে আক্রমণ শ্বর্ করে। প্রতিরক্ষার কাজে সমস্ত শক্তি ও সংগতি নিয়োগের প্রস্তাব করেন লেনিন।

১৮১৮ সালে ৬ই মার্চ পেত্রোগ্রাদে বসল পার্টির ৭ম কংগ্রেস। সমাজতান্ত্রিক বিশ্লবের পর এই প্রথম পার্টি কংগ্রেস। গৃহীত হয় 'যদেও শান্তির সিন্ধান্ত'। পার্টির নতুন নামকরণ হয়। ১৯১৮-র মার্চেরজিধানী স্থানান্তরিত হল মঙ্গ্লেতে। লেনিন বাসা নিলেন ক্রেমলিনে।

কিন্তু বিশেবর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রান্ট্রের শন্ত্রা চুপ করে রইল না। কেরেনাস্ক বাহিনীকে চ্র্প করা হল। বিদেশী সাম্লাজ্যবাদী শক্তিগুলি যোগ দিল রাশিয়ার ধনী ব্যবসায়ী জ্ঞামদারদের সঙ্গে। এই 'হোয়াইট'রা তিন দিক থেকে সোভিয়েতকে গ্রাস করার জন্য হাঁ করে এল। বহু ত্যাগ ও কল্টের মধ্যে রাশিয়ার মেহনতী মানুষ যে ক্ষমতা দখল করেছে, তা রক্ষা করতে তারা র্ঞাগয়ের এল। ১৯২০ সালের মধ্যে পরাজিত হল 'হোয়াইট'রা লালফৌজের হাতে। খাদ্য পরিস্থিতি হল গ্রেত্র। কুলাক ও চোরাবাজারীরা শষ্য ল্রিকরে দ্ভিক্ষ ঘটিয়ে বিশ্লবকে মারতে চাইল। লোনন ধর্নি তুললেন, শধ্যের সংগ্রামই সমাজতল্যের সংগ্রাম। শ্রামক্দের তিনি বললেন, 'কমরেডস, মনে রাখবেন, পরিস্থিতি সংকটজনক। বিশ্লবকে বাঁচাতে পারেন কেবল আপনারাই, আর কেউ নয়।'

প্রথম থেকেই সামাজ্যবাদী শক্তিম্লি লেনিন ও সোভিয়েত বিশ্ববের বিরুশ্ধে তীর বিদেবৰ ছড়াতে লাগল। লেনিন হল তাদের ভাষায় দানব দস্য়। তারা গ্রুক্ত রটিয়ে চলল, লেনিনকে হত্যা করা হয়েছে। আর তাকে হত্যার চেন্টাও চলল। ১৮১৮, ৩০শে আগস্ট। একটা কারখানার শ্রমিকদের সন্ধ্যে কথা বলতে বলতে আস্তে আস্তে হে'টে চলেছেন লেনিন। হঠাং সোশ্যা-লিস্ট রেভোলিউশনারি সদস্যা কাপলান রিভলবার খ্রেল শ্রমিকদের প্রিয়তম নেতার উপর গ্রেল চালাল। গ্রন্তর আহত হলেন তিনি। উল্লাসত হল শন্ত্র দল। কিল্ছু লোনন বে'চে উঠলেন। তার যে এখনও অনেক কাজ বাকী রয়েছে।

১৮১৮-১৯। মার্কিন যুক্তরাম্ম, ইংলন্ড, ফ্রান্স ও জাপানের সাম্বাজ্যবাদীরা সোভিরেতের বিরুদ্ধে সরা-সার আক্রমণে নামল। দশ লক্ষাধিক শত্রেসৈন্য চারদিক থেকে বেণ্টন করল নতুন সোভিরেত রাষ্ট্রকে। গড়ে উঠল লেনিনের নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক প্রতিরক্ষা পরিষদ। দত্যালন ও জার্জিনিস্কিকে পাঠালেন লেনিন প্রাচ্ফেন্টে শ্রুদের মোকাবিলা করার জন্য।

প্রকাশিত হল লেনিনের "প্রলেতারিয়ান বিশ্লব ও দলত্যাগী কাউটম্কি" বইখানা। এই শক্তিশালী রচনায় তিনি প্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি স্ক্রিধাবাদের প্রবঙ্গা কাউটম্কির বিশ্বাসঘাতকতার মুখোশ খুলে ধরেন।

১৯১৯ মার্চ । লেনিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস। এতে তিনি "ব্রেজায়া গণতলা ও প্রলেতারিয়ান একনায়কম্মানিষরে রিপোর্ট পেশ করেন। এরপরই বসে পার্টির অন্টম কংগ্রেস, প্যারি কমিউন দিবসে ১৮ই মার্চ। কমিউনিস্টরা সেদিন যে স্বান্ন দেখেছিল, তা বাস্ত্রের রাগায়ত করেছে রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত। এ কংগ্রেসের কর্মস্চীতে পর্বাজবাদ থেকে সমাজতলো উত্তরণের গোটা পর্বটার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়।

১৯২০ সালের মার্চে নবম কংগ্রেসে লোনন অর্থ-নৈতিক নির্মাণের পরিকল্পনা হাজির করলেন পার্টির সামনে। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের তিনি ছিলেন অন্প্রাণক ও সংগঠক।

জন্লাই-আগস্টে পেরোগ্রাদে কমিউনিস্ট আন্ত-র্দাতিকের দিবতীয় কংগ্রেস পরিচালনা করেন লোনন। ১৯২১-এ পার্টির দশম কংগ্রেসেরও পরিচালক ছিলেন তিনি। সেখানে তিনি মুটিস্কি, বৃখারিন প্রভৃতি উপদল-নেতাদের ক্রিয়াকলাপ ও পার্টি-বিরোধী গ্রুপের আস্তত্ব নিষিম্প করার প্রস্তাক আনেন। শ্রন্থির ফলে পার্টি স্কাংহত হয়, দৃঢ় হয় তার ঐকা।

কাজে একেবারে ডুবে ছিলেন লেনিন। তাঁর একমার্
বিশ্রাম ছিল ক্রেমালনের ময়দানে একট্ব পায়চারি অথবা
বিশেষ ছর্টির দিনে ক্রুপস্কায়া ও মারিয়া ইলিনিচনার
সংগ্য মস্কোর উপকপ্তের পাহাড়ে একট্ব বেড়ানো।
কাজের চাপে ও গ্রন্থির জখমের ফলে (একট গর্নল
তখনও বের করা যায় নি) লেনিনের স্বাস্থা ভেঙে
পড়ল। নিজের শরীরের দিকে তাঁর লক্ষাই ছিল না
কিন্তু অন্য কারও শরীর একট্ব খারাপ হলেই বড়
বাসত হয়ে উঠতেন তিনি। গোর্কির অস্বথের জনা
লোনন তাঁকে তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্যকর স্থানে নিয়ে
যাবার ব্যবস্থা করেন।

১৯২২ সালের মার্চে পার্টির একাদশ কংগ্রেসে গোনন ভাষণ দেন। রিপোর্টে তিনি নরা অর্থনৈতিক নীভির প্রথম বছরের খাতিয়ান করেন এবং সানদ্দে জানান যে, সমস্ত ক্ষেত্রেই অগ্রগতি শ্রে হয়েছে, শ্রমিক-কৃষক ঐক্য। পার্টি কংগ্রেসে এই লেনিনের শেষ বক্ততা।

১৯২২ সালের গ্রীম্মে অসমুস্থ হয়ে পড়ে লেনিন মস্কোর উপকশ্চে গোর্কিতে চলে যান। চাষীরা ঝর্ড়ি বোঝাই ফলম্ল এনে দিত। তিনি রেগে উঠতেন, বারণ করতেন, কিল্ছু ফিরিয়ে দিতে পারতেন না পাছে তারা মর্মাহত হয়। সব খাবার তিনি র্গন কমরেডদের মধ্যে বিলি করে দিতেন।

অক্টোবরে মন্তেকা ফিরে এসে আবার কাজে লাগলেন।
সভাপতিত্ব করলেন জনকমিশার পরিষদের, অংশ নিলেন
কেন্দ্রীয় কমিটির কাজে, বক্তুতা দিলেন। ১৩ই নভেন্বর
তিনি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ৪র্থ কংগ্রেসে
রিপোর্ট দেন, "রুশ বিশ্লবের পাঁচ বছর ও বিশ্ববিশ্লবের পরিপ্রেক্ষিত।" ২০গে নভেন্বর মন্তেকা
সোভিয়েত অধিবেশনে লোনন তার শেষ প্রকাশ্য বক্তৃতা
দেন। সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগ্রালকে একটি একক ইউনিয়ন রাজ্মে মিলিত করার কর্তব্য তিনি হাজির করেন।
এ প্রদেনর সিন্ধান্তের জন্য স্তালিনের সভাপতিত্বে
একটি কমিশন গঠিত হয়।

১৯২২-এর ডিসেম্বরে লেনিন ফের গ্রেত্র 
অস্ক্র হয়ে পড়েন। আবার একট্র সেরে উঠলেন 
জানুয়ারি-ফেরুয়ারির দিকে। এ সময় তিনি শ্রুতিলেখন দিয়ে যান তাঁর শেষ প্রবন্ধগর্মালর — কংগ্রেসের 
নিকট পত্র', 'দিনলিপির পাতাগর্লা, 'সমবায় প্রসংগা. 'আমাদের বিশ্লব', 'কি ভাবে শ্রামক-কৃষক পরিদর্শন 
প্রন্গঠিত করা উচিত', 'বরং অলপ কিন্তু ভ ল করে'। 
"বরং অলপ কিন্তু ভাল করে" এই প্রবন্ধে লেনিন 
ভবিষ্যাম্বাণী করেন—রাশিয়া ভারতবর্ষ ও চীন ম্বিভসংগ্রামের দিকে দ্বত এগিয়ে আসছে বলে সমাজতন্ত্রের 
জয় আজ প্রথিবীতে অবশাশভাবী।

লেনিন নির্দেশ দিলেন, সমাজতর্গ্র গঠনের জন। আবশ্যক ভারী শিল্পের বিকাশ, টেকনিক্যল পশ্চাদ-পদতার অবসান, সারা দেশের শিল্পায়ন ও বৈদ্যুতি-করণ। তিনি বললেন, জনশিক্ষার জন্য অর্থবায়ে যেন কোন কুণ্ঠা না করা হয়। তিনি শেখালেন, প্রলে তারিয়ান রা**ত্রই হল সমাজতল্ত নির্মাণের মাল হাতি**য়ার। পার্টি কমীদের কাছ থেকে কঠোর শৃঙ্থলা দাবি করার সঙ্গে সঙ্গে লেনিন নিজেই সে শৃঙ্খলার দৃষ্টান্ত রেখে যান। বি**ণ্লব ও সমাজ**তন্তের শত্রুদের সম্পকে যেমন তিনি ছিলেন কঠোর ক্ষমাহীন, তেমনি ছিলেন বিনয়ী অনাড়-বর সংবেদনশীল। শত্রুরা তার বলিষ্ঠ ও শাণিত য**়িন্তর সামনে দাঁড়াতে সাহস** পেত না। লেনিনের যুক্তি ছিল এত স্পন্ট ও জোরালো যে তা গ্রোতাদের মনকে প্রথমে আলোড়িত, ক্রমে উদ্দীপিত ও শেষপর্যন্ত, চলতি ভাষায় বলা চলে একেবারে দখল করে বসত। নীতির প্রতি নিষ্ঠা ছিল তাঁর অবিচল। "নীতিনিষ্ঠ কার্য-প**ন্ধতিই নির্ভুল** কার্যপিন্ধতি" বলতেন লেনিন। আর

জনগণের স্জনশীল শক্তিতে তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস।
সবচেয়ে আশ্চর্ষ ছিল তাঁর বিশ্ববপ্রতিজ্ঞা। সত্যদ্রন্টার মতো বিভিন্ন গ্রেণীর গতিপ্রকৃতি ও বিশ্ববের
সম্ভাব্য গতিপথের বাঁকগুলো পরিক্কার তিনি দেখতে
পেতেন, যেন সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর হাতের মুঠোর
রয়েছে। লেনিন চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্তালিন
দুটো ঘটনার উল্লেখ করেছেন:

"প্রথম ঘটনাটা নভেম্বর বিম্লবের ঠিক আগে, যখন লাথ লাথ শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্য যুন্ধক্ষেত্রে ও দেশের মধ্যে সংকটের তাড়নায় শান্তি ও মুক্তির দাবি তুলছে: যখন সেনাপতিরা ও বুর্জোয়ারা শেষ পর্যন্ত লড়াই চালাবার মতলবে সামরিক শাসন কারেম করার চেন্টা করছে: যখন সমস্ত তথাকথিত 'সোশ্যালিস্ট' পার্টি-গুলো বলশেভিকদের বিরোধী এবং তাদের জার্মান-গত্বতার বলে বদনাম রটাচ্ছে, যখন কেরেনস্কি বল-শেভিকদের আত্মগোপনে বাধ্য করার চেষ্টা করছে: যখন একদিকে অস্ট্রিয়া-জার্মানীর শক্তিশালী সৈন্যদল আমাদের ক্লান্ত ধরংসোন্মর্থ রুশ্বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, আর অন্যাদকে পশ্চিম ইওরোপের 'সোশ্যা-লিস্টরা' নিজ নিজ দেশের সরকারের সপ্গে ভিডে গেছে 'চ্ডান্ত জয়লাভ পর্যন্ত যুক্ষ চালাবার জন্য'.....এ অবস্থায় বিদ্রোহ শ্রের করার অর্থ সর্বস্ব পণ করা। কিন্তু লেনিন সে ঝ'বুকি নিতে মোটেই ভীত হন নি. কারণ, তিনি জানতেন, বিস্লব অবশ্যমভাবী এবং বিজয়ও স্ক্রনিশ্চিত। লেনিনের এই বৈশ্লবিক দ্রেদ্নিট পরবর্তী ঘটনায় সম্পূর্ণ সত্য প্রমাণিত হয়েছে।"

"দ্বিতীয় ঘটনা—নভেদ্বর বিষ্পবের প্রথম দিনগ্রালর কথা—যখন গণপ্রতিনিষি পরিষদ বিদ্রোহী
সেনাপতি জেনারেল দ্বংখানিনকে যুন্ধ-বন্ধ ও
জার্মানীর সংগ্য আপস আলোচনা শ্রুর করতে বাধ্য
করার চেচ্টা করছেন। মনে পড়ে, লেনিন, ক্লাইলেণ্ডেকা ও
আমি পেরোগ্রাদের সর্বোচ্চ সমর-পরিষদে গেলাম
দ্বংখানিনের সংগ্য টেলিফোনে কথা বলতে। দ্বংখানিন
ও সমর-পরিষদ সটান বলে দিল, তারা গণ-প্রতিনিধি
পরিষদের হ্রুম মানবে না। সে একটা মারাদ্মক মুহ্তা।
সামরিক কর্মচারী সমর-পরিষদের বশ্বতী। সৈন্দের

কথাও কিছু বলা যায় না। তার উপর কেরেনিম্ক পেটো-গ্রাদের দিকে অভিযান চালাচ্ছে। টেলিফোনের কাছে কিছুক্রণ চুপ করে থাকার পর লেনিনের মুখখানা হঠাৎ উল্জ্বল হয়ে উঠল। বেঝা গেল, একটা সিম্পান্তে তিনি পেশছেছেন। বললেন, বেতার স্টেশনে চল। আমরা দুখোনিনকে বর্থাস্ত করে তার জায়গার কমরেড ক্লাইলেন্ফোকে সেনাপতি নিযুক্ত করে এক বিশেষ আদেশ জারি করক এবং অফিসারদের ডিঙিয়ে সৈন্যদের কাছে আবেদন জানাব, তারা যেন সেনাপতিগুলোকে ছেরাও করে ফেলে, যুল্খ বন্ধ করে দেয় এবং জার্মান-অস্ট্রীয় সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে শান্তি প্রতিষ্ঠার ভার নিজেদের হাতে তুলে নেয়—এ ছিল অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া। কিন্তু লেনিন ঘাবড়ালেন না, কারণ তিনি জানতেন, সৈনারা শান্তি চায় এবং শান্তি তারা প্রতিষ্ঠা করবেই। আমরা জানি, এ ক্ষেত্রেও লেনিনের দ্রদ্ঘি আশ্চর্যরকমভাবে সঠিক প্রমাণিত ত যা।"

১৯২৩ সালের মে মাসে লেনিন আবার গার্কতে চলে আসেন। গ্রামের মৃত্ত হাওয়া তাঁকে একট্ব সজীব করে তোলে। ছোটবেলার খেলার সাথী ভেরা এল তার ছেলেকে নিয়ে তাঁকে দেখতে। শ্রমিক প্রতিনিধিরা এল। হাসিম্থে সবার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন লেনিন। কিন্তু এই ভাল হওয়া বেশি দিন টিকল না।

১৯২৪ সালের ২১শে জান্মারি সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে লেনিন—ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ মারা গেলেন। এক মহাজীবনের অবসান হল।

কিন্তু মৃত্যু নেই লেনিনের। প্রথিবীর যে কোন প্রান্তে মেহনতী মান্য যেখানে শোষণের অবসান ঘটিয়ে নবজীবনের পথে, সমাজতন্দ্রের পথে পা বাড়িরেছেন, বেখানে মৃত্তিকামী মান্য কলে কারখানায়, ক্ষেতে খামারে, শহরের রাজপথে সাম্রাজ্যবাদী শুরুর মুখোম্থি আজও লড়ছেন, তাঁদেরই মধ্যে বে'চে রয়েছেন লেনিন, লেনিন তাঁদের পথ প্রদর্শক, মহানায়ক। দীর্ঘজীবী হোন ক্মরেড লেনিন।

[গণশক্তি লেনিন জন্ম শতবাধিকী সংখ্যা, ১৯৭০ থেকে প্নমন্তিত]

## [ अथाज्याक अका कन्नराठ हरन : ১১ श्राफीन स्थारण ]

ও কমিউনিস্ট শাসকগোষ্ঠীর, সাম্প্রতিক কার্যকলাপ মার্কিন সামাজ্যবাদ সমেত অন্যান্য সামাজ্যবাদীদের আক্রমণম্বা হতে সাহাষ্য করছে। সমাজতান্যিক শিবির বাতে ঐক্যবন্ধ হয়ে সামাজ্যবাদ এবং বিশেষভাবে মার্কিন সামাজ্যবাদের প্রতিটি আক্রমণ, প্রতিটি হস্ত- ক্ষেপ, প্রতিটি বড়বন্দের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে—
তারজনাে ভারতের যাবসমাজকে জনমত স্থিট করতে
হবে ভারতের যাব শান্তকে এইভাবেই আগামী দিনে
সামাজাবাদের বিরুদ্ধে সকল দল-মতের যাবশন্তিকে
ঐক্যক্ষ করতে হবে।' ইনক্লাব—জিন্দাবাদ

# ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ, গৌহাটী শাখার অভিনন্দন পত্র

বন্ধ্বগণ,

পশ্চিমবংগ রাজ্য য্ব-ছাত্র উৎসবে আমাদেরকে নিমল্রণ করে এনে যে স্নেহ আর সম্মান দিয়েছে, তার জন্য আমরা এই উৎসবের কর্মকর্তাদেরকে কৃতক্ষতা জানাচ্ছি আর সাথে সাথে এই সম্মেলনের প্রতি শ্ভেচ্ছা আর বৈশ্লকিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আসামের বর্তমানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সমগ্র ভারতবর্ষের দ্বিট আকর্ষণ করেছে। গত ছ'মাস ধরে বিদেশী বহিষ্করণ আন্দোলনের ফলে এক তীর আলোড়নের স্থি হয়েছে আর এই আলোড়নে আসামের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনকে বেশ ভালোভাবেই নাড়া দিয়েছে।

বর্তমানের এই আন্দোলনের ম্লে যে অসমীয়া মান্ধের ভর আর ভাবাবেগ কাজ করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিদেশীর প্রাবল্যে অসমীয়ারা নিজের ঘরেই সংখ্যালঘ্ হওয়ার আশঙ্কা করেছে। তাছাড়া এই অবস্থায় আর্থিক বিকাশ, উদ্যোগীকরণ, কর্মসংস্থান আর কৃষি সংস্কারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় তথা রাজ্যিক সরকারের দ্কপাতহীন মনোভাবের ফলে যে অন্ত-হীন নির্মম শোষণ আর বঞ্চনা চলছে তাও আসামবাসীদের মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ জাগিয়ে তুলেছে।

আসামবাসীর এই ন্যায়সখ্যত ভয় আর ক্ষোভকে সাম্প্রদায়িক, সাম্লাজ্যবাদী আর ঐক্যাব্রোধী শক্তি-গ্লো ব্যবহার করে আসামে হিংসা আর সংঘর্ষের এক দাবানল স্থিত করেছে। বিদেশী সনান্তকরণ আর বহিত্করণের মত একটা জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনা আর ন্যায়িক বিধি ব্যক্তথার বাইরে অন্য পথ নেই। এবং এই শান্তি-প্র্, গণতান্ত্রিক পন্ধতি আর সহযোগিতাকে উপেক্ষা <sup>করা</sup>র ফ**লে বিদেশী বিতাডনের পরিবর্তে** আসামের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী আর ধর্মাব**লম্বী জনসাধারণে**র মনে শত শত বছর ধরে চলে থাকা ঐক্য আর সম্প্রীতির উপরে এক প্রচন্ড আঘাত আসলো; ধর্মীয় উভয় সম্প্রদায়েরই রম্ভ ঝরলো; হাজার হাজার পরিবার সর্বস্বান্ত হলো। আর সংখ্যালঘ্রদের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মরণুপণ সংগ্রামকারী গণতান্ত্রিক সংগঠন, দল, সাংস্কৃতিক অন্তোন, শিল্পী, বৃদ্ধিজীবীরাও এই অমান্ত্রিক আকুমণের শিকার হলেন। দ্রাতৃঘাতী আর সন্মাসবাদী শক্তিগন্তি বর্তমানের আন্দোলনকে গণতান্তিক ঐক্য আর ভারতের রাজীয় অখণ্ডতার বিরুদেধ পরিচালিত করার জন্য অবিরাম প্রচেণ্টা চালাচ্ছে। সামাজ্যবাদী শক্তিরও দীঘদিন থেকে তেমন প্রচেণ্টা চালিয়ে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

আবার এই আন্দোলনকে ম্লধন করে এক শ্রেণীর ব্যবসারীরা আসামের সর্বস্তরের মান্ধের জীবনযাত্ত্য আচল করে তোলার চেণ্টা চালাছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্ব্যাদির ম্লা বৃন্ধি ঘটেছে। গরীব কৃষক শ্রমিকের অবস্থা জ্বাস্তম হয়েছে। বাজার নেই, কৃষিজাত দ্বন্ধের ম্লা নেই, হাজিরা নেই। শ্রমিকের মজ্রী আর অন্যান্য দাবী-দাওয়ার আন্দোলনও একেবারে বন্ধ। শিক্ষাজগতেও সেই একই অচলাবস্থা। শিক্ষাজীবনের একটা অম্লা বছরও নন্ট হওয়ার আশ্বন্ধা দাবছে।

ভাষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিপদ নেমে আসছে। বিভিন্ন ভাষা ধর্মের মান্মকে নিয়ে গড়ে ওঠা বৃহৎ অসমীয়া জাতির ভাষা সংস্কৃতির বিকাশের পথে বাধা পড়েছে। মৃসলমান কৃষিজীবী আর চা মজদ্র. যারা অনসমীয়া হয়েও অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি গ্রহণ করে অসমীয়া জনসমাজের সাথে মিশে গিয়েছেন, তাদের মধ্যেও সন্দেহ আর ভীতি জন্ম নিয়েছে। এককথার অসমীয়া জাতি আর ভাষা সংস্কৃতির গণতান্তিক সংগ্রামী আর ঐক্যবদ্ধ পরন্পরার ওপরে প্রতিক্রিশালিরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গোহাটী শাখা আসামের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী আর জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক মিলন আর ঐক্যের পতাকাকেই উধের্ব তুলে ধরার চেষ্টা **চালিরে যাচ্ছে। আমরা চেণ্টা করছি আসামের বি**শ্লবী সংস্কৃতির অগ্রদ্বত আর এই সঙ্ঘের কমী জ্যোতি-প্রসাদ, বিষ্ণুরাভা আর মঘাই ওজা গোরবোজ্জ্বল ঐতিহাকে রক্ষা আর প্রবাহিত করতে, বিভিন্ন ভাষা-ভাষী আর জনগোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ আর ঐক্যকে স্থানিশ্চিত আর প্রবাহিত করে আসামে মিলিত সংস্কৃতির ভিত্তি গড়ে তুলতে। সেই উদ্দেশ্যে এই সঙেঘর জন্মলগন থেকেই আমাদের পূর্বসূরীরা নিজের সীমিত শক্তি নিয়ে সংগ্রাম করে আসছেন। আমরাও ব্যাতিক্রম নই। আর তাই বিদেশী সনাস্তকরণ আর বহিৎকরণের ক্ষেত্রে আমন্ধ এক শাল্তিপ্র্ণ, ন্যায়িক আর গণতান্তিক বিধি ব্যবস্থার দাবী করি আর বর্তমানের উত্তেজনা আর দ্রাভ্যাতী হিংসার অণ্ড ফেলানোর জন্য জনগণের

[শেষাংশ ৮ প্তার]

## রাজ্য খুব-ছাত্র উৎসবে জনগণের অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতা অশোক ভট্টাচার্য্য

অভতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবংগ রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব গত ২৩শে থেকে ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শিলিগর্ড়ি শহরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। নানা দিক দিয়ে এবারের যুব-ছাত্র উৎসব একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে **থাকবে। প্রথম কারণটি** হ'ল-এবারই ক'লকাতার গণ্ডী পেরিয়ে উত্তরবভেগর শিলিগ**্রাড় শহর এই উৎসবটির আয়োজক। দিবতী**য় হ'ল -- পশ্চিমবজ্গের বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রতিফলন এই উৎসবের মধ্য দিয়ে ঘটেছে। তৃতীয়টি—বা:পক জনগণের অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতা। উপরের প্রথম দুট কারণ নিয়ে অনেক আলোচন। হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ব্যাপক জনগণের অং**শ গ্রহণ** ও সহযোগিতা নিঃসন্দেহে এবারের যুব-ছার উৎসবের একটি রাজনৈতিক তাৎপর্যবাহী ঘটনা। কোলকাতার বাইরে যুব-ছাত্র উৎসব কতথানি সফল হ'তে পারে এনিয়ে যেমন সরকারী পর্যায়ে এবং অভিজ্ঞ মহলে আশংকা ছিল, তেমনি শিলিগুড়ির একজন যুবকমী হিসেবেও নিজেদের উপর পূর্ণ আম্থা কথনই রাখতে পারি নি। কারণ কোলকাতার কাইরে উত্তরব**্দোর যাঁ**রা এই যুব-ছাত্র উৎসব প্রস্তৃতি কমিটির কর্মকর্তা বা কমী ছিলেন তাঁদের অনেকেরই যুব-ছাত্র উৎসব সম্পর্কে ইতিপূর্বে কোনও পরিষ্কার ধারণা ছিল না। যে যুব-ছাত্র উৎসব এ' বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে অন্তিত হ'ল তা অন্তিত হবার কথা ছিল ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে। সেই ভাবেই প্রস্তৃতিও শ্রের হয়েছিল, কিন্তু লোকসভার মধ্যবতী নির্বাচন ইতিমধ্যে এসে পড়ায় উৎসবের দিনটিকে পিছিয়ে দিতে হয়। স্বাভাবিক ভাবে যুব-উৎসব প্রস্তৃতির সাথে যুক্ত কমী দের জড়িয়ে পড়তে হয় বৃহত্তর রাজ-নৈতিক কর্মকাণ্ডে। স্কুল-কলেজগ**্লোও এই সম**য় হয় বৃষ্ধ ছিল নতুবা স্বাভাবিক ক্লাস ব্যাহত ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার প্রাথমিক কাজ-গ**ুলোকে চাল**ু রাখতে হয়। স্কুল কলেজ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বহ, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এই প্ৰতিযোগিতাগ,লোতে নাম লেখায়। লোকসভার নির্বাচনের পর যুব-ছা**র** ক্<mark>মী</mark>রা এই উৎসবের কাজে দায়িত্ব সহকারে এগিয়ে আসতে থাকে। কেন্দ্রীয় অফিসে স্থান সংকুলানের ঘটে ছাত্র-ছাত্রী কমীরা বিভিন্ন স্কুলে স্কুলে গিরে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিবোগিতাগুলোতে অংশ গ্রহণ করবার আবেদন জানার। **৫ই ফেব্রুরারী খেকে** সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্যায়ের অনুষ্ঠান শরে হর উত্তরব**ে**গর তিনটি কেন্দ্রে। শিলিগুড়ি

কেন্দ্রের অনুষ্ঠানগুলো প্রথম দিন থেকেই এমনভাবে শ্বর হয় যা আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের পক্ষে সামলানে। কঠিন হয়ে পড়ে। ছাত্র-ছাত্রীদের ভীড়ই ছিলো ব্যাপক। ञानत्मत कथा এই অনুষ্ঠানগুলো পরিচালনায় যত स्विष्टारमवक हिल जात मव**ो**हे हात-हाती कभी। সংগীত, আবৃত্তি প্রতিযোগিতাগুলোতে শুধু মাত্র প্রতিযোগীদেরই ভীড় হ'ত না তাদের অভিভাবক-অভিভাবিকাদেরও ভীড হ'ত প্রচুর। হিসাবে শিলিগাড়ি ও উত্তরবংগর যাদের কাছেই আবেদন করা হয়েছিলো তারাই সাডা দিয়েছিলেন অকুণ্ঠচিত্তে। এমন অনেক বিচারককে দেখা গেছে যেদিন তাঁদের বিভাগের প্রতিযোগীতা ছিল না, তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত কাজকে উপেক্ষা করেও দীর্ঘ সময় ধরে অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত ছিলেন। কি বিচারক, কি অভিভাবক কি প্রতিযোগী সকলের মুখেই ছিল একটি কথা উত্তরবঙ্গের মানুষ এই ধরনের সুযোগ কোনও দিন পায় নি। চ্ডান্ত পর্যায়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও ছিল দারুণভাবে সফল, প্রতিযোগীদের গ্রনাগ্রণ বিচারও ছিলো উন্নত। পশ্চিমবঙ্গের অনেক খ্যাতনামা শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ স্কুদ্রে কোলকাতা থেকে এগিয়ে এসেছিলেন শিলিগন্তি শহরে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের অনুষ্ঠানে বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে। অন্যান্য প্রতিযোগীদের সংখ্যার দিক দিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান ছিলো আরও

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রতিটি দিনই তিলক ময়দানে ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী, সাধারণ মানুষের প্রচুর সমাগম ঘটেছিলো। ভলিবল, খো-খো, হা-ভুডু, কার্বাড প্রতিযোগিতাগুলো দেখতে প্রচুর সংখ্যক মানুষের ভীড় হয়েছিলো। প্রতিটি মুহুর্ত ছিল উত্তেজনায় ভরা। শিলিগর্নিড তথা উত্তরবঙ্গের অন্যান্য শহর থেকেও বিচারকরা এই প্রতিযোগিতা পরিচালনার দারিত্ব পালন করেন। শিলিগাড়ির অনেক ক্রীড়া অন্ত্র-রাগী মানুষের মুখেই শোনা যায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এই শহরে ইতিপূর্বে কখনও এত ব্যাপকভাবে সফল হর নি। প্রতিযোগিতার বিষয়গঞ্জার মধ্যেও ছিল নতুনম্ব। সেদিক দিয়েও এই অনুষ্ঠান মানুষকে আরও বেশী আকর্ষিত করে। এবারের রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবের আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ঠ্য হ'ল প্রতিযোগিতায় নেপালী ও আদিবাসী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আরোজন। দাজিলিং শহরে ১লা, ২রা, ৩রা ফের্-রারী নেপালী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শহরটি রুপ নির্মেছলো ছোটো খাটো উৎসবের। প্রতিযোগীদের সংখ্যা ও মান ছিল অভিনন্দন যোগ্য। নেপালী-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে হয় বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন নতুবা অন্য যেকোনো ভাবে আন্তরিকতার সংগ্য এগিয়ে এসেছিলেন অনুষ্ঠানকে সফল করতে। দার্জিলিং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের একটি বড় অংশ পালন করেছে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব। চা-বাগান ও গ্রামাণ্ডলের আদিবাসীদের সমবেত ন্ত্য ও সংগীত প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যব্দেক উৎসাহের স্টিট হয়। য়ে ন্ত্য ও সংগীত এই সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্ব্রুমাত তাদের সমাজিক ও ধমীয় অনুষ্ঠানগ্রেলাতেই সমীমাক্ষ ছিল

সেই ন্ত্য ও সঞ্গীতের যে একটি প্রতিষোগিতা হ'তে পারে ইতিপ্রের্ব তার প্রতিষ্ঠলন কোথাও ঘটেছে কিনা জানা নেই। তরাই এলাকার প্রায় ১৬টি দল গত ১০ই ও ১৪ই ফের্রারী শিলিগর্ডি বাঘাষতীন পার্ক ময়দানে য্ব-ছার উৎসব উপলক্ষ্যে আদিবাসী ন্তা ও সঞ্গীত প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। শহরের মান্র্যকে এই অন্তানের কথা না জানানো সম্বেও দ্বটো দিনই প্রায় ৩ হাজার করে লোকের সমাগম ঘটোছলো, মান্র্য তাদের ন্তা ও সঞ্গতকে ম্হ্-মর্ব্র অভিনন্দন জানিয়েছে করতালির মধ্য দিয়ে। আদিবাসী ভাই বোনেরা পেয়েছে প্রাণভরা ভালবাসা ও প্রেরা। এবারের য্ব-ছার উৎসবের বিশেষ বৈশিষ্ঠাটি কি হ'তে পারে এই অন্তানটির মধ্য দিয়েই মান্বের



প্রদর্শনী দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্

তা বোধগম্য হয়েছিল। ২৩শে থেকে ২৯শে ফের-রারীর দিনগন্লো যতই এগিয়ে আসতে লাগলো ডতই মানুষের মধ্যে উৎসাহ বাড়তে লাগল। শারদ উৎসবের দিনগরলোর আগমনকে কেন্দ্রকরে স্কুলের ছেলে-মেয়ে-দের মধ্যে যেমন পড়ে যায় আনন্দের প্রতিধর্নন তেমান ভাবেই আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছিল যুব-ছাত্র উৎসবকে কেন্দ্র করে। ছাত্র টিকিট পেতে হাজার-হাজার স্কুল-কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের বিশাল লাইন দেখে প্রস্তৃতি কমিটি হতভন্ব হয়ে যায়। সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী-দেরই টিকিট দেওয়া সম্ভব হয় নি। ছত্র টিকিটকে किन्त्र करत न्वार्थारन्वयी भरतनत विभाष्थना म्हिन কিছ, সক্ষা চক্রান্ত থাকলেও সাধারণভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা যে য্ব-ছাত্র উৎসবকে তাদের নিজেদেরই উৎসব বলে ধরে নিয়ে ছাত্র টিকিটের দাবী জানিয়েছিল, তা বলাই বাহ্বা। এদের একটি অংশকে যতই উত্তেজিত করবার চেষ্টা থাকনা কেন. যখনই উৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ বস্ব সেই সমস্ত উর্ত্তোজত ছাত্রদের সাধারণ টিকিট নিতে আবেদন জানান তখনই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে সাধারণ টিকিটই সংগ্রহ করে। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কতখানি সহযোগিতার মনোভাব ছিল তা এই ঘটনার মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত হয়। মূল উৎসবের ৭ দিনে প্রতিদিন যে ৪০ হাজার লোকের সমাগম ঘটে-ছিল তা শুধু শিলিগন্ডি শহরেরই নয়, তার মধ্যে একটি ভাল অংশ ছিল গ্রামাণ্ডল ও চাবাগানের। মান্য এসেছিলো প্রতিদিনই জলপাইগর্নড়, ময়নাগর্নড়, মালবাজার, ইসলামপরে থেকেও। সাধারণভাবে শিলি-গ্র্ডি শহরের মান্ষ দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করেই বাঁধ-ভাপ্সা জনস্রোত দেখে অভাস্ত। কিন্তু এই যুব-ছাত্র উৎসবের এই জনস্রোত মান্যকে দিয়ে গেছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। হিলকার্ট রে.ড. সেভক রেনড সহ সমস্ত বড় বড় রাস্তাগ্রলো ধরে মান্ত্র চলেছে হয় ভান্ভঙ্ক মণ্ডে নয়তো গ্রের্দাস বা ঋত্বিক নতুবা সমীরণ মণ্ড বা তিলক ময়দানের প্রদর্শনীতে। বৃন্ধ-বৃন্ধা, মহিলা-প্রব্য-শিশ্ব নিবিশেষে চলেছে য্ব উৎসবের প্রাশাণে প্রাণে প্রাণ মেলাতে। রাত ১টা বা সারারাত্রি ব্যাপী মানুষ উপভোগ করেছে অনুষ্ঠানগরলো, এই মণ্ড থেকে ওই মণ্ডে ছ্বটে গেছে। মেয়েরা ঘ্ররেছে একা একাই, নির্ভায়ে। সমস্ত পরিবেশটাই গড়ে উঠেছিল এত স্কুদরভাবে যে সমাজবিরোধীদের বিশৃত্থলা স্ভির চেষ্টা করতেও সমীহ করতে হয়েছিল। উৎসবের অপ্রাণে যে ধরণের অবস্থায় কিছ্ব মান্ত্রকে দেখা যায় তারা নিজেদেরকে দুরে সরিয়ে রেখেছিল এই পবিত্র প্রাণ্গণ থেকে। এই হাজার-হাজার মান,বের ভীড়েও একটিও ছিনতাই বা অশালীন কোন ঘটনা ঘটে নি। অনেক মেয়েরা অভিভাবক ব্যাতিরেকই উপভোগ করেছে সারারাত্রি কাপী অনুষ্ঠানগালো। প্রতিটি দিনে সেই সেই অংশের মান্যের ভূড়িই ছিল বেশ্র। শিশ্ব ও মহিলা দিবসে এই দুই অংশের ভীড় ছিল উল্লেখ-যোগ্য। প্রায় ৫ হাজার শিশ্বর স্কুসজ্জিত স্কুশ্ভথল ও মুখারত মিছিল শিশ্বদিবসের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে থাকবে। হাজার-হাজার মান্য এই মিছিল **উপভোগ করে রা**স্তার দ**্**দিকে দাঁড়িয়ে থেকে। মহিলা মিছিলটিও ছিল আকর্ষণীয়। অনুষ্ঠানগরলো পরি-চালনা করা ৫-শত স্বেচ্ছাসেবকের পক্ষে সম্ভব হ ত না যদি না হাজার-হাজার সাধারণ দর্শক আন্তরিক-ভাবে সহযোগিতা করতেন। কোথাও কোনো বিশ্ভখলা **স্নান্তর সামান্য প্রচেষ্টা হলেই** দর্শকরা নিজেরাই **সেখানে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিল।** দর্শকদের পক্ষ থেকে কোন শিল্পীর ক্ষেত্রেও ন্যুন্তম বাধা পর্যন্ত **আসে নি। আসাম ত্রিপরো, কেরালা রাজ্যের এবং** বিভিন্ন লোক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগ্ৰলো সাধারণ <mark>মান্য দার্ণভাবে অভিনন্দন জানিয়েছে। আসামে</mark>র **শিল্পীদের অনুষ্ঠান মানুষ এমনভাবে নিয়েছিল যে** তাদের দিয়ে নির্দি**ন্ট মণ্ড ব্যাতিরেকও** আরও দ**্**টো **মণ্ডে অনুষ্ঠান করান হয়েছিল।** আসামের অনুষ্ঠান চলাকালীন মানুষ এমন সোদ্রাতৃত্বের নিদর্শন দেখিয়েছে **ষা পশ্চিমবঙ্গের মান**্ধ হিসেবে আমাদের গবিতি **করে তুর্লোছল। আসামের শিল্পী**রাও এই ভালবাসা ও সোদ্রাতৃত্বে অভিভূত হয়ে উঠেছিলেন। অশ্র, সজল নয়নে তারা বিদায় নেয় উৎসব অৎগণ থেকে।

বেকর্ড সংখ্যক মানুষের সমাগম ঘটেছিলো ২৯শে ফেরুয়ারী উৎসবের শেষ দিনটিতে। কিল্ডু বাধ সাধল বৃষ্টি। বৃষ্টি সাময়িকভাবে শেষ হ'তেই মানুষ আবার সমবেত হ'ল ময়দানে। তাদেরই অনুরোধে আবার শরুর হ'ল অনুষ্ঠানগুলো। ৭টি দিনের উৎসব শেষ হ'তেই উৎসব মুখর শিলিগ্র্ডি শহরের প্রাণম্পদান কেমন কথা হয়ে গেল। সকলের মুখেই একই কথা শহরটাকে বেন শমশান করে দিয়ে গেল। এই সরকারের অতি বড় সমালোচকও কলতে বাধ্য হয়েছে এত স্মৃত্থল ও এত সফলভাবে ৭টি দিনের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে পারে কেবলমাত স্মৃত্থল আদর্শবিদ্যার রাজনৈতিক নেতৃত্বই। ৭টি দিনের একটি দিনেও নার্নতম বিশৃত্থলা স্থিত হয় নি, অনেক মানুষের কাছে এটাই একটা ভাববার বিষয় হয়ে দাঁডিরেছে।

প্রস্তৃতি-কমিটির নেতৃত্ব ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কার্যকলাপের ভূরসী প্রশংসা করেছে সাধারণ মান্ত্র। অনুষ্ঠানগর্লার বৈচিত্র দর্শকদের মুক্ষ করে তুলেছে। আলোচনা চক্রগর্লোতে বিপ্ল মান্ত্রের ভীড় প্রমাণ করেছে মান্ত্র জানতে চার।

অনেক মান্বেরই ভাল লেগেছে এই উৎসবে প্রমিক-কৃষক-গরীব মান্বের বিপ্ল সমাবেশ দেখে। উৎসবের শেষটাকে শিলিগন্ডি শহরের মান্ব কিছন্তেই যেন মেনে নিতে পারছে না। একটি স্থানীর ইন্দিরা
ক'গ্রেস নির্য়ান্তত পত্রিকা উৎসবের করেকদিন আগে
মন্তব্য করেছিল "এই যুব-ছাত্র উৎসবকে কেন্দ্র করে
ম ন্যের কোন উৎসাহ নেই"। তাদের সে গ্রেড়
বালি দিয়ে ১৯৭৯-৮০ সালের যুব-ছাত্র উৎসবের
বিরাট সাফল্য উত্তরবপ্যের গণতান্ত্রক মান্যের মনে
নতুন আজপ্রতায় জন্ম দিয়েছে। সাংস্কৃতির পীঠস্থান

ক'লকাতার বাইরেও বাঙলার সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে রক্ষা ও এগিয়ে নেওয়া যায়, দিলিগর্নিড়তে যুব-ছার উৎসব তাই প্রমাণ করেছে। যুব-ছার উৎসবের এই সাফল্যের সিংহ ভাগেরই দাবীদার নিঃসন্দেহে দিলি-গর্নিড় তথা উত্তরবংগর জনগণ। বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি তাদের অকৃতিম ভালোবাসার জনোই তা সম্ভব হয়েছে।



টিকিট কাউন্টারে দর্শকদের বিরাট লাইন

## এবারের যুব-ছাত্র উৎসবে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সমীর পুততুত্ত

পশ্চিমবাংলার ছাত্র-য্ব সমাজের মধ্যে স্কৃথ
সামাজিক এবং সংস্কৃতিক চেতনা গড়ে তোলার অন্যতম
কর্মস্চী হিসাবে ধ্ব-ছাত্র উৎসব উদ্যাপনের যে
কর্মস্চী ক্ষমতায় আসীন হবার মাত্র কয়েক মাসের
মধ্যে রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছিলেন এবারের য্ব-ছাত্র
উৎসব কর্মস্চী পালনের মধ্যাদিয়ে তা আরো
পরিণত র্পলাভ করলো। বিশ্ব য্ব উৎসবের অংশ
হিসাবেই বিগত য্ব-ছাত্র উৎসব পালিত হয়েছিল।
কিউবার হাভানা শহরের ব্কে বিশ্ব য্ব-ছাত্র সংস্থা
সম্হ সারা দ্বিনয়ার য্ব-ছাত্র সমাজের কাছে সয়্মাজ্যবাদ কিরোধী চেতনায় উল্বন্ধ হয়ে য্ব-ছাত্র উৎসবে
সামিল হবার আহ্বান জানিয়েছিল। পশ্চিমবাংলার য্বছাত্র সমাজের কাছে বিশ্ব য্ব-ছাত্র সমাজের আহ্বান
পশক্রে দেবার অংশ হিসাবেও বিগত কছরের য্ব-ছাত্র
উৎসব পালিত হয়েছে।

এবছর বিশ্ব যুব-ছাত্র সমাজের কোন কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানসূচী ছিল না। দুনিয়াব্যাপী যুব-ছাত্র সমাজের কোন কেন্দ্রীয় আহ্বান না থাকা সত্ত্তেও পশ্চিমকণা সরকার এ রাজ্যের যুব-ছাত্র সমাজের কাছে সামাজ্যবাদবিরোধী আহ্বান পেণছে দেবার মণ্ড হিসাবে "পশ্চিমবন্দা রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব প্রস্তৃতি কমিটি (১৯৭৯-৮০)" গঠন করেছিলেন। উৎসবের জৌল**ু**সে **যুবমানসে শুধুমার** আনন্দের খোরাক যোগাবার জন্য নয়-সামাজ্যবাদবিরোধী সাধারণ চেতনার যুব-ছাত্র সমাজকে উৎসবের প্রাপাণে সমবেত করা, এবং উৎসবে অংশ গ্রহণের মধ্যদিয়ে যুবমানসে স্কৃতিক চেতনার বিকাশের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্য নিয়েই আয়োজিত হয়েছিল যুব-ছাত্র উৎসব। বিগত বছরের চাইতে বহু বিধ স্বাতন্য নিয়েই অনুষ্ঠিত হলো এবারের উৎসব।

অন্যান্য বহু ক্ষেত্রের মতো সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কলকাতাই পশ্চিমবাংলার পঠিস্থান। সেকারণেই এযাবং সমস্ত যুব উৎসব অনুষ্ঠানের আরোজনই হয়েছে কলকাতা শহরে। সারা রাজ্যের মানুষের মধ্যে উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাম্বাজ্যবাদ বিরোধীতার আহ্বান ছড়িরে দেবার উন্দেশ্য নিয়ে এবারের উৎসব অনুষ্ঠানের আসর বসেছিল, উত্তরবাংলার শিলিগন্ডি শহরে। উত্তরবাংলার পাঁচটি জেলাতেই যুব-ছাত্র সমাজের ব্যাপক অংশ গ্রহণের লক্ষ্য নিয়েই শ্বর থেকে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। উৎসবের দিনগন্লিতে উৎসব সংগঠকদের মুখ সাফল্যের আনন্দে উষ্ক্রন হয়ে

উঠেছে উৎসক্ষন্থর শিলিগন্ত শহরের চেহারা দেখে। উৎসবের সময় যেন উত্তরবাংলার যৌবনশন্তির ঢল নেমেছিল উত্তরবাংলার প্রাণকেন্দ্র শিলিগন্তি শহরে। যৌবনের উৎসব প্রাণগণে স্ফী-প্রেন্ম, শিশন্, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী মিলে মিশে একাকার।

সমগ্র উৎসব অনুষ্ঠানকে বিশেষ গতিবেগ সঞ্চার করেছে উৎসবের অন্যতম অঙ্গা সাংস্কৃতিক এবং ক্রীডা প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানসমূহ। মূল উৎসবের অনেক আগেই শ্রু হয়েছে এই প্রতিযোগিতাম্লক अनुष्ठान, क्रीफ़ा প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো मृ िं কেন্দ্র—শিলগুরিড শহর এবং মেদিনীপরে শহরে। **সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনু**ণ্ঠানের কেন্দ্র হিসাবে **স্থান নির্ধারিত হয়েছিল কলকাতা, মেদিনীপুর, রা**য়-গল, কুচবিহার, শিলিগাড়ি এবং দাজিলিং শহর। মেদিনীপরে শহরে অন্যান্ঠত হলো শ্বধ্যাত্র আদি-**বাসীদের ক্রীড়া একং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। সারা-**রাজ্যে যুব-ছাত্র সমাজের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কেন্দ্র **হিসাবে বাছ**।ই করা হয়েছিল শিলিগ**্রড়ি শহর। কল-**কাতা, রায়গঞ্জ, কুচবিহার এবং শিলিগাট্ড শহরে প্রাথমিক প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করে শিলিগর্নাড় শহরে অন্বাষ্ঠত হল বাংলাভাষার চ্ডান্ত সাংস্কৃতিক প্রতি-**যোগিতা। আর দাজিলিং শহরে** নেপালীভাষীদের **সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান।** এছাড়াও আদি-বাসীদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হলো শিলিগর্ডি শহরে।

প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান কেন্দ্রের হিসাব থেকেই বিশতবছরের চাইতে এবারের অনুষ্ঠানের স্বাতল্য বোঝা যাচ্ছে। মূল উৎসবের একমাসেরও বেশী সময় আগে থেকে প্রতিযোগিতাম্লক অনুষ্ঠান শ্রু হওয়ার ফলে রাজ্যের ভাষী সংস্কৃতিক শিল্পী এবং ক্লীড়া-বীদেরা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের মধ্যদিয়ে কার্যতঃ ৭ দিনের উৎসব অনুষ্ঠানের সময় সীমাকে বাড়িয়ে নিয়ে গেলেন ৩৮ দিনে। ২১শে জানুয়ারী তারিখে কল-কাতার বে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার শ্রুর তা রায়গঞ্জ এবং কুচবিহার শহরে গিয়ে শেষ হল ১৪ই ফেব্রুয়ারী, '৮০ তারিখে। পরের দিন ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে শিলিগন্ডি শহরে শ্রু হল বাংলাভাষার চ্ডান্ত প্রতি-যোগতা। চললো ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। মাঝের म्, मिन वाम मिरा मिनिश्चिष् भारत भून अन् कीरन **শ্রে: ২৩শে ফেব্রুয়ারী থেকে।** একটানা ৩১ দিনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেন ৬৭৯১ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং যুবক-যুবতী।



শিশ্ব দিবসে শিশ্বদের বর্ণাত্য সমাবেশ

একই মণ্ড থেকে একাধিক ভাষাভাষীদের জন্য একাধিক স্থানে এজাতীয় প্রতিযোগিতাম্লক অনুষ্ঠান সম্ভবতঃ পশ্চিমবাংলার বুকে এই প্রথম। বর্তমান রাজ্য সরকার আরোজিত বিগত যুব উৎসবের প্রাথমিব ঘোষণাতেও একাধিক ভাষাভাষীদের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ঘোষণা করা হরেছিল। কিন্টু শেষপর্যকত শুধুমাত বাংলা ভাষাভাষীদের প্রতিযোগিত। অনুষ্ঠানই সম্ভব হরেছে। কিন্তু এবারে পূর্ব ঘোষণ অনুষ্ঠানই সম্ভব হরেছে। কিন্তু এবারে পূর্ব ঘোষণ অনুষারী আঞ্চলিক ভাষার সাওতালীদের, হিন্দী ভাষার আদিবাসীদের, নেপালী ভাষী এবং বাংলা ভাষার প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করা সম্ভব হরেছে। প্রত্যেক অংশের ভাষাভাষীদের অনুষ্ঠানেই বিপ্রল সংখ্যক প্রতিযোগী অংশ নিরেছেন।

উংসব প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক দ্রী অমিতাভ বস,, প্রতিযোগিতাম,লক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ঘোষণায় বলেছেন—"আমাদের মৃতিয়াগতা চলছে সমাজের সর্বত্ত।। ব্যক্তি প্রতিযোগিতা চলছে সমাজের সর্বত্ত।। ব্যক্তি প্রতিযোগিতার এমিন পরিবেশে আমরা প্রতিযোগিতাম,লক অনুষ্ঠানের আরোজন করেছি। বর্তমান সমাজের ব্যক্তি প্রতিযোগিতার সাধারণ চেহারার চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রতিযোগিতার সাধারণ চেহারার চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক বা দ্বীড়া জগতে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অসংখ্য ব্যক্তির মধ্যে সমুস্থ সংস্কৃতি এবং দ্বীড়া চর্চা বৃদ্ধিই এই অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য ।...বিভিন্ন বিষয়ে সফল প্রতিযোগীদের প্রেক্তৃত করার ব্যবস্থাও আমরা করেছি। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণে উংসাহিত করার জন্যই এই ব্যক্তথা।" এই স্বচ্ছ দৃদ্দিভভগী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবীরা এবং বিচারক মন্ডলীও সংগঠকদের এই মনোভাবের কথা জেনেই অনুষ্ঠান সফল করতে এগিয়ে এসেছেন।

#### मिनीन्द्रतन अनुर्फान

আঞ্চলিকি ভাষী সাঁওতালীদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে সাঁওতাল অধ্যুবিত মেদিনীপরে জেলার মেদিনীপরে শহরে। মেদিনী-পুরের অরবিন্দ ভৌডিয়ামে ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রায় দশ হাজার মান-ষের উপস্থিতিতে সর্বমোট ১৬টি বিষয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং সমবেত নতা (করম নাচ) প্রতিযোগিতা অনুন্ঠিত হয়। ২১টি দলে সর্বমোট ২৭২ জন সমবেত নৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। মেদিনীপুরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগিদেরই উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে স্মারক উপহার দেওয়া হয়। চেতনার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া সাঁওতালী সম্প্রদায়ের ছাত্র-যুবদের সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া চর্চায় উৎসাহিত করার জন্যই এই বিশেষ ব্যবস্থা। সাঁওতালীদের ৫২ জন প্রতিযোগীর সকলকে প্রুরুক্ত করা হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন মেদিনীপার জেলার পণ্-আন্দোলনের শ্রম্থেয় নেতা সাকুমার সেনগঞ্ত। এছাড়াও রাজ্য সরকারের আদিবাসী কল্যাণ দশ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী শম্ভ মাণ্ডি মহাশয়ও সমগ্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পুরুকার বিতরণী অনুষ্ঠান অর্বিন্দ ষ্টেডিয়ামেই অনুষ্ঠিত হয়।

#### দাজিলিংয়ে নেপালী ভাষার আসর

১লা থেকে ৩রা ফেব্রুয়ারী পর্যক্ত তিনানন বাপেন্দাজালং শহরের জি. ডি. এন এস হলে নেপালী-ভাষীদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সময়কালে দাজিলিং শহরের সমসত স্কুল-কলেজে শীতকালীন ছুন্টি চলছিল তা সত্ত্বেও প্রচন্ড শীতকে উপেক্ষা করে অনুষ্ঠান সফল করতে দ্রে-দ্রয়ন্তের পাছাড়ী এলাকা থেকেও প্রতিযোগারা ছুন্টে এসেছেন। একাধিক বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের তিনদিন থাকা এবং সমস্ত প্রতিযোগীদের জন্ট খাওয়ারও বাকন্থা করা হয়েছিল। সিকিম এবং ভূটানের কিছু সংখ্যক প্রতিযোগীও আলোচ্য প্রতিযোগিতার অংশ নিয়েছেন। প্রতি-

যোগিতা অনুষ্ঠানের তিনদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানেই দান্ধিলিং শহরের মানুষ দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। দর্শকেরা ষেমন অনুষ্ঠান দেখে আনন্দ উপ-ভোগ করেছেন, তেমনি প্রতিযোগীরাও দর্শকে ঠাসা হলে বিপরেছেন। স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও নেপালীভাষার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সংগঠকেরাই স্বেছায় বিচারকের আসন অলংকত করতে এগিয়ে এসেছেন।

প্রসংগতঃ উল্লেখবোগ্য, নেপালীভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবীতে শিল্পী-সাহিত্যিক এবং বৃদ্ধি-জীবারা দীঘদিন যাবং সংগ্রাম পরিচালনা করে আসছেন। সারা রাজ্যব্যাপী প্রবল আন্দোলনের টেউ না উঠলেও নেপালীভাষা অধ্যানিত দার্জিলিং পার্বত্য এলাকায় বিগত কিছু দিন আগেও প্রবল আন্দোলন গড়ে উঠেছে। সারা রাজ্যের শৃভবৃদ্ধি সম্পন্ন সমস্ত মান্ষই নেপালীভাষীদের এই সংগ্রামকে সমর্থন যুগিয়েছেন। কি কংগ্রেস, কি জনতা পার্টির সরকার—কোন কেন্দ্রীয় সরকারই নেপালীভাষীদের এই দাবীকে তখনো পর্যক্ত স্বীকৃতি দের্মান। যদিও উভয় দলই কেন্দ্রীয় ক্ষমতার বাইরে থাকাকালীন নেপালীভাষীদের এই এই দাবীর প্রতি যথেন্ট সহান্ত্রতি দেখিয়েছেন।

নেপালীভাষীদের এই ন্যায়সপাত দাবীকে নির্বা-চনী বিজয়ের কাজে উভয় দলই ব্যবহার করেছেন। অথচ পশ্চিমবাংলার কামপন্থী সরকার নিজস্ব ভাষা-নীতি অনুযায়ীই নেপালীভাষার প্রতিও যথাযথ মর্যাদা দেখিয়েছেন। রাজ্য সরকারী ক্ষমতায় আসীন হবার পরই নিজস্ব দুষ্টিভগ্গীর কথা খোলাখুলি সাধারণ মান, ষকে জানিয়েছেন। রাজ্য বিধানসভায় নেপালীভাষার সমর্থনে উত্থাপিত সরকারী প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্হীতও হয়েছে। কিন্তু আজো পর্যন্ত এই দাবী সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করেনি। রাজ্য সরকারের অর্থান্কুল্যে অনুষ্ঠিত আলোচ্য অনু-ষ্ঠানের মধ্যদিয়েও নেপালীভাষার স্বীকৃতির দাবীই আর একবার জোরালো সমর্থন লাভ করলো। একই সাংগঠনিক মণ্ড থেকে বাংলাভাষার সাথে সাথে নেপালী-ভাষার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন হওয়াতে নেপালীভাষীরাও অনেক বাড়তি উৎসাহ নিয়ে প্রতি-ক্ল প্রাকৃতিক পরিবেশ সত্ত্বেও প্রতিযোগিতা অনু-ষ্ঠানকে সর্বতোভাবে সফল করতে সর্বপ্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের বিষয় সম্বের মধ্যে ছিল-একাংক নাটক, সমবেত নৃত্য ও সংগীত, একক সংগীত, আবৃত্তি, বিতর্ক, প্রবন্ধ, গলপ ও কবিতা রচনা। নেপালীভাষার প্রতিযোগিতায় সকল প্রতিযোগীদের মধ্যে উৎসবের ম্লমণ্ডে প্রস্কার বিতরণ করা ছাড়াও দাজিলিং শহরের প্রতিযোগিতা-কেন্দ্রেও পরেম্কার বিতরণের আয়োজন করা হয়েছিল।

#### কলকাতাৰ প্ৰাথমিক প্ৰতিযোগিতা

ম্লতঃ উত্তরবাংলা ভিত্তিক উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন হলেও দক্ষিণবাংলার প্রতিযোগীদের প্রাথমিক পর্বের বাছাই করার জন্য কলকাতায় প্রাথমিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ২১শে জানুয়ারী থেকে ২৮শে জানুয়ারী পর্যণত এবং ১২ই, ১৩ই ফেবুয়ারী কলকাতার প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার উত্তীর্ণদের চ্ট্যুন্ত প্রতিযোগিতার অংশ গ্রহণের জন্য যাতালাতের বায়ভার বহন ক্রা



আদিবাসী দিবসের মিছিল

সম্ভব হর্মা। আর্থিক সমস্যার কারণে দক্ষিণবাংলার অনেক প্রতিষোগীর পক্ষেই অংশ গ্রহণের ইচ্ছা থাকলেও অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তা সত্ত্বেও দক্ষিণবাংলার প্রাথমিক প্রতিবোগিতার সর্বমেট ২৪৫৭ জন প্রতি-যোগী অংশ গ্রহণ করেছেন। বহু সংখ্যক ছাত্র-ধ্বর পক্ষে আলোচ্য অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব না হলেও উত্তরবাংলার শিলিগুড়ি শহরের চ্ডান্ত প্রতি-যোগিতার অংশ গ্রহণের জন্য কলকাতা শহরে প্রাথমিক বাছাই কেন্দ্রের আয়োজনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। চ্ডান্ত প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত হলেও চ্ডান্ত প্রতিযোগিতার অর্থ ব্যার করে যাওয়া প্রায় অসম্ভব— এমন চিন্তা সত্ত্বেও প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় নির্বর্গচিত হয়ে শিলিগাড়ি শহরের চ্ডান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন এমন প্রতিযোগীর সংখ্যা একাধিক। এদের নিজস্ব আর্থিক স্পাতির অভাব থাকলে এদের শ্বভান্ধ্যায়ীরাই আর্থিক সাহায্য য্তিরেছেন। এদিক থেকেও শিলিগর্জি শহর থেকে বহু দ্রে অবস্থিত ক'লকাতার শহরে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার আয়োজন সাথক হয়েছে।

#### উত্তরবাংলার প্রাথমিক বাছাইয়ের আসর

উত্তরবাংলার ব্যাপক সংখ্যক প্রতিযোগীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে রায়গঞ্জ, শিলিগর্ড় এবং কুচ-বিহার শহরে তিনটি কেন্দ্রে পৃথকভাবে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ফলও ফলেছে ভালো। উৎসব কমিটির প্রাথমিক ঘোষণাতেই এই তিন কেন্দ্রে প্রথকভাবে প্রথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ছোষণা থাকলে আরো বেশী সংখ্যক প্রতি-যোগীর অংশ গ্রহণ ঘটতো। দেরীতে হলেও উৎসব কমিটির এই সিম্পান্তকে অনেকেই স্বাগত জানিয়েছেন। কুচবিহার এবং রায়গঞ্জ শহরের অবস্থান শিলিগাড়ি শহর থেকে বহু দরে। দরেবতী এই শহর দর্টিতে প্রথকভাবে প্রাথমিক বাছাই অনুষ্ঠানের আয়েজনের ফলে যুব উৎসবের প্রচারও যেমন ব্যাপকতা লাভ করেছে তেমনি এই দ্বটি শহরের যে সমস্ত মান্যের পক্ষে শিলি-গ**্রাড় শহরে উপস্থিত হয়ে মূল উংস**র দেখা সম্ভব হয়নি তাদের অনেকেই নিজ নিজ স্থানে বসে উৎসবের সমগ্র আয়োজনের এক ভশ্নাংশমাত্র হলেও প্রত্যক করতে পেরেছেন। যেমনটি পেরেছেন মেদিনীপুর দার্জিলিং শহরের ক্ষেত্রে। সাধারণের উপভেগের যে স,যোগ ক'লকাতার মান্বদের জন্য করা সম্ভব হয়নি সেই ব্যবস্থা মেদিনীপরে, দাজিলিং এবং কুচবিহার শহরের মান**ুষের জন্য করা হয়েছিল**।

রারগঞ্জ, কুচবিহার এবং দাজিলিং শহরে প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠানের দিনগ্রনিতে, স্চনার কিছ্ব আলোচনা অনুষ্ঠানেরও ব্যক্তথা করা হয়েছিল। যুব উংসবে মূল দ্ভিভগার সপ্যে সংগতিপূর্ণ বিষয় সম্হের আলোচনা উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী আনন্দের সংশ্য গ্রহণ করেছেন। আলোচনার বিষয়গ্রিলর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বস্তা উৎসবের দ্ভিভগ্যী উপস্থিত সকলের কাছে তুলে ধরা ছাড়াও সাম্বাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে য্বসমাজের কর্তব্য এবং রাজ্যের স্কৃথ সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে য্বসমাজের ভূমিকা প্রসংগ্যও আলোচনা করেন।

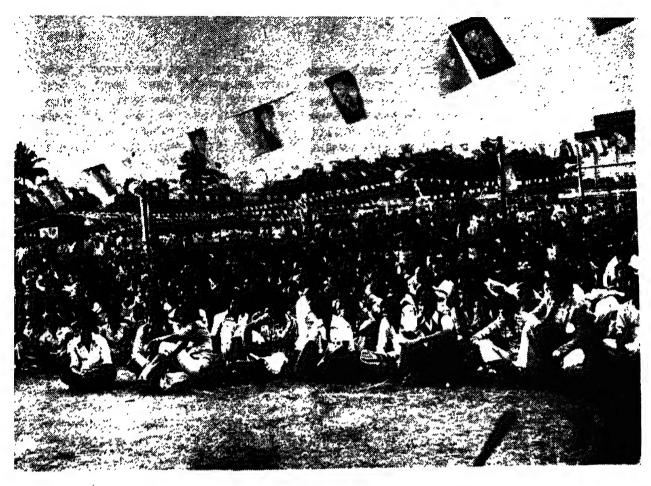
#### जन्द्रश्राम श्रीब्रहानमात्र श्रमत्था

প্রথমিক অবস্থায় সর্বমোট সাভাট দশ্ভর থেকে
সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার প্রস্তৃতি চলেছে। স্থানীয়
ছাত্র-যুব সম্প্রদায় এবং সরকারী কর্মচারীদের যুৱ
উদ্যোগের ফলেই প্রাথমিকভাবে প্রতিযোগীদের নাম
তালিকাভূত্তির কাজ সুক্তভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব
হয়েছে। একই সম্পে ৭টি দশ্ভর থেকে আবেদনপত্র
বিতরগ এবং গ্রহণ করে নাম তালিকাভূত্তির ফলে
অনেক আবেদনপর সংগ্রহ করতে পেরেছেন।
ডাক্যোগে আবেদনপত্র সংগ্রহে ইছ্কুক এমন ৪৭৮
জনকে ভাক্যোগেও আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছে।

একই সঙ্গে এতগ্রলো দশ্তর থেকে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে ইচ্ছুকদের সম্পে যোগাযোগের ব্যবস্থা সর্বাণ্যস্করভাবে করা সম্ভব হয়েছে—এমন দাবী করা যায় না। <mark>যে সমস্ত দশ্তর থেকে মূল</mark> দশ্তরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা সভ্তব হয়নি সে সমস্ত দৃৃত্রের সভেগ যোগাযোগ রক্ষাকারী প্রতি-যোগীদের সামান্য বিষয়ে সাময়িক কালের জন্য হলেও বহু,বিধ বিদ্রান্তিতে ভুগতে হয়েছে। যদিও পরবতী সময়ের তৎপরতার ফলে অনেক বিষয়ই সংশোধন করে নেওয়া হয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে ইচ্ছুকদের সর্বতোভাবে সহযোগিতা কাতিরেকেও এত সংখ্যার কেন্দ্র থেকে একই সাথে প্রাথমিক প্রস্তৃতি এগিয়ে নিয়ে বাওয়া সম্ভব হত না। এজন্য উৎসব কমিটিকে বিরাট সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবীর সাহায্যও গ্রহণ করতে হয়েছে। কিছ, মুটি বিচ্যুতি হলেও একাধিক কেন্দ্র থেকে প্রাথমিক প্রস্তৃতি গ্রহণের পরিকল্পনা ষ্থেষ্ট ফলপ্রসূ इ द्युट्य ।

#### अर्थ विद्यार

প্রবিষ্যিত অনুষ্ঠানস্চী অনুবায়ী সমসত কর্মস্চী সাফল্যের সপে পালিত হলেও ১৬ই ফেব্রুরারী তারিখের চ্ড়ান্ড প্রতিবােগিতা প্রবিষ্যারীর অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। ১৬ই ফেব্রুরারীর স্র্র গ্রহণের কথা উৎসব সংগঠকদের জানা ছিল না এমন নর। কিন্তু বেটা জানা ছিলনা সেটা হলো—সরকারী ছ্টির ঘোষণা। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের অন্ন্মানের নামে সংবাদ প্রগ্রুলির প্রচার এবং শেষ মৃহ্তে



উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কলেজ মাঠে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ।

সরকারী ছুটি ঘোষণার ফলে ১৫ই ফেব্রুরারী তারিখে সিম্পান্ত গ্রহণ করে ১৬ তারিখের সমগ্র সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ১৭ই তারিখে অনুষ্ঠিত করার সিম্ধান্ত নেওয়া হয়। রেডিও মারফং এই পরিবর্তনের কথা ঘোষিত হলেও যানবাহন সমস্যা এবং সঠিক যোগা-থোগের অভাবের কারণে বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার উত্তীর্ণদের মধ্যে কমপক্ষে পাঁচজন প্রতিযোগী ঐদিনের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। এমনকি কলক।তা থেকে প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ একজন প্রতি-যোগী শিলিগাড়ি শহরে উপস্থিত হয়ে চূড়ান্ত প্রতি-যোগিতায় অংশ গ্রহণ থেকে বণ্ডিত হয়েছেন। দক্ষিণ বাংলার প্রতিযোগীরা ঐদিন সকালে যথাসময়ে শিলি-গ্রুডি শহরে উপস্থিত হলেও উত্তরবাংলার রাজ্রীয় পরিবহণ বন্ধ থাকার কারণে উত্তরবাংলার প্রতিযোগী-দের বিরাট অংশের নিশ্চিত অনুপস্থিতিকে এড়াবার জনাই ঐদিনের অনুষ্ঠান পরবর্তী দিনে সম্পন্ন করার সিন্ধান্ত হয়। কয়েক জন প্রতিযোগীর পক্ষে ১৬ তারিখের প্রতিযোগিতায় পরের দিন অর্থাৎ ১৭ই তারিখে অংশ গ্রহণ সম্ভব না হলেও সাধারণভাবে প্রত্যেকেই এই অনুষ্ঠানস<sub>্</sub>চী প্রাবর্তনের সিম্ধান্তকে স্ঠিক বলেই মেনে নিয়েছেন।

#### म्बिक्सात्मवकरमञ्ज अमारमनीम कृषिका

স্বেচ্ছ:সেবকদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং বিচারকদের সাক্রয় অংশ গ্রহণের ফলেই এই বিরাট আয়তনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সফল করা সম্ভব হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকদের বিরাট অংশই ছিল স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। এর মধ্যে শিলিগার্নিড় শহরের ছাত্র-ছাত্রীরা সংখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগা। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা সংখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগা। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা গিলিগার্নিড় শহরের স্কুলগার্নিতে উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বন্তব্য নিয়ে উপস্থিত হলে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন দলে দলে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য উৎসব দশ্তরে যোগাযোগ করেছেন তেমনি এগিয়ে এসেছেন দেকছাসেবকের ভূমিকা নিয়ে।

কলকাতায় ইতিপ্রে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলেও উত্তরবাংলার কেন্দ্রগৃলিতে এজাতীয় উদ্যোগ এই প্রথম। স্বভাবতই অভিজ্ঞতার অভাবের ফলে সমগ্র অনুষ্ঠানকে আরো সনুন্দর করে তোলার কাল কিছন্টা ব্যাহত হয়েছে। তথাপি একথা স্বীকার করতেই হবে—একটা সামাজিক দায়িত্ববাধে উন্দর্শ্ধ হয়েই স্বেচ্ছাসেবকেরা এগিয়ে এসেছেন। এগিয়ে এসেছেন উন্নত সাংস্কৃতিক চেতনা নিয়ে, সনুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ ঘটাবার জন্য।

সর্বমোট ৫৮৫ জন স্বেচ্ছাসেবক সমগ্র অনুষ্ঠান (ম্ল উংসব অনুষ্ঠানের বাইরে) পরিচালনার অংশ নিরেছেন। এদের মধ্যে কমপক্ষে ১২৩ জন প্রস্কৃতির শ্রুর থেকেই সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছেন।

#### বিচারকেরা উৎসাহে এগিয়ে এসেছেন

প্রতিযোগিতা পরিচালনায় শিল্পী সাহিত্যিক এসেছেন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বহু ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বিচারকের আসন অলংকৃত করতে সম্মত হয়েছেন। অনেকেই নিজম্ব পেশার ক্ষতি-স্বীকার করেও সংগঠকদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রতিযোগিতা কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগী এবং স্বেচ্ছাসেবক-দের বাড়তি উৎসাহ যুগিয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হলেন—সংগীত শিল্পী শ্রী চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, শ্রী ধীরেন মিত্র, ধীরেন বস্ব, নির্মালেন্দ্ব চোধ্রী, অংশ,মান রায়, প্রেবী দত্ত, অধ্যক্ষ কুম,দরঞ্জন ব্যানাজী, ডাঃ শ্রী স্কুমার চ্যাটাজী, গীতা চোধ্রী, সমরেশ वाानाकी, नरतन मन्द्रशानायात्र, मीरनन क्रीयन्त्री, আজিম,ন্দিন মিঞা, কণ্কন ভট্টাচার্য্য, দিলীপ সেন-গ্মুক্ত, উৎপলা গোস্বামী প্রমুখ। নৃত্য জগতের প্রখ্যাত শিক্ষক এবং শিলপী এন শিবশঙ্করণ, গোবিন্দ, কুনি, ক্ষান্তমনি কুটি, বেলা অর্ণব, শান্তি বস্ক, স্নিন্ধা ব্যানাজী, শিবপদ ভৌমিক প্রমন্থ। নাট্য জগতে খ্রী জ্ঞানেশ মুখাজী, অনুপকুমার, বাস্কুদেব বস্কু, म्यो श्रयान, विमार नाग, अधात्रक मर्गण क्रोध्रती. বারিণ রায় প্রমুখ। আবৃত্তির আসরে উপস্থিত ছিলেন শ্রী প্রদীপ ঘোষ, রজত বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক অশ্রকুমার সিকদার, দেবদ্বলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়-লক্ষ্মী বর্মণ, দীপৎকর মজ্মদার, সোমিত মিত্র, শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস গাংগ্রুলী প্রমুখ। কবি ও সাহিত্যিক শ্রী অন্নয় চট্টোপাধ্যায়, নেপাল মজ্মদার, ডঃ সরোজমোহন মিত্র, দিগ্রিজয় দে সরকার প্রণব চট্টোপাধ্যার, প্রতপজিত রার, শ্যামস্কর দে প্রযুখ। চিত্র শিলপী অধ্যক্ষ বিজন চৌধ্রী, নিম্লালা নাগ প্রমূখ। যদ্র শিল্পী শৃত্য চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ বোডাস, দ্লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নীল চক্রবর্তী প্রমূখ। সর্ব-মোট ১৯৭ জন বিচারক বিভিন্ন বিষয়ে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

প্রতিযোগিতার বিষয় সম্হের মধ্যে আব্তি

(চারটি), রবীন্দ্র, নজর্ম, মার্গ, কাব্যসপ্গীত, লোক-গীতি এবং গণসপ্গীত, বিতর্ক, তাংক্ষণিক বন্ধুতা, তবলা-লহরা, সেতার, একক ন্ত্যু, বার্ষিক পরিকা, প্রচীর পরিকা, প্রক্ষ, গল্প, কবিতা রচনা, একাংক নাটক, চিরান্ফণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিলিগর্ম্ এবং মেদিনীপ্র শহরে প্রক্ষভাবে আদিবাসী ন্ত্য প্রতিবাগিতাও অন্মিঠত হয়েছে।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম স্থানায়িকারী মূল উংসব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে বংশুট সনুনাম অর্জন করেছেন। প্রথম স্থানায়িকারী-দের সাধারণ মান থেকেই সমগ্র প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের মান সম্পর্কে সাধারণ ধারণা করা সম্ভব। সাধারণের মতে উচ্চমানের প্রতিযোগীরাই রাজ্য ভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন।

সমগ্র সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সর্বমোট ১৯২ জন সফল প্রতিযোগীকে প্রেস্কৃত করা হরেছে। প্রেস্কারের সাথে পশ্চিমবংগ সরকারের মাননীয় মুখ্য-মন্দ্রী খ্রী জ্যোতি বস্কু এবং রাজ্য যুবকল্যাণ দশ্তরের ভারপ্রাণ্ড রাদ্রমন্দ্রী খ্রী কান্তি বিশ্বাসের স্বাক্ষরযুক্ত মানপত্তও প্রতিযোগীদের উপহার দেওয়া হয়েছে।

শিচ্পী-সাহিত্যিক-বৃদ্ধিজীবীরা এবং প্রতিযোগি-তার সংগঠকেরা প্রতিযোগিতার আণ্গিনায় দিনের শিল্পী-সাহিত্যিক-ব্রন্থিজীবীদের করার তপ্তি নিয়েই ঘরে ফিরেছেন। উচ্চমানের যে সমস্ত প্রতিযোগী প্রতিযোগিতার আসরে সমবেত হয়ে-ছিলেন তারা নিরবচ্ছিমভাবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে চর্চা অব্যাহত রাখলে, অনেকেই সাধারণের কাছে যথেষ্ট সনোম অর্জন করতে পারবেন। প্রকৃত পক্ষে পশ্চিম-বাংলার সংস্কৃতি জগতের ভবিষ্যতেরা সকলে আলোচ্য আসরে অংশ নিয়েছেন এমন কথা হলফ করে বলতে ना भातरमञ् निःमल्मरहरे वना यात्र—এদের অনেকেই আরো অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারবেন। মূলতঃ যে বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্য এই প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হর্মেছিল সেই বয়সটা হল—গড়ে ওঠার বয়স। এই বয়সে চাই অফব্রুন্ত উৎসাহ উদ্যোগ এবং ধৈর্য। এই তিনটি বিষয়েরই মিলন ঘটেছিল পশ্চিমবণ্গ রাজ্য যুব-ছাত্র প্রস্তুতি কমিটি (১৯৭৯-৮০) আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায়। সেদিক থেকে আলোচ্য অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনেকের মধ্যেই ভবিষ্যতের <del>জ</del>ন্য বাড়তি উৎসাহ নিয়ে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে বিশা**ল** উদ্যোগ স্বৃত্তির উন্নত মানসিকতা গড়ে তোলা সম্ভব হরেছে। এদিক থেকে সামান্য পরিমাণে হলেও রাজ্যের ভবিষ্যৎ বৃশ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে স্ক্রেডাবে গড়ে তোলার কাজেও উৎসব কমিটি আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান যথেষ্ট সফল ভূমিকা পালন करतरहा

# खलाधुला

## যুব-ছাত্র উৎসবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

#### অক্রণ সরকার

পশ্চিমবশ্য রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব ১৯৭৯-৮০-এর অপা হিসাবে যুব কল্যাণ বিভাগ-এর তরফ থেকে রাজ্য পর্যারের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আরোজন করা হরেছিলো। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় শিলিগর্মাড়র তিলক ময়দানে গত ১৭ই ফেরুয়ারী তারিখে। এটি এই বিভাগ কর্তৃক আয়োজত শ্বিতীর রাজ্য পর্যারের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। প্রথম রাজ্য পর্যারের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। প্রথম রাজ্য পর্যারের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। প্রথম রাজ্য পর্যারের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ক'লকাতার রনজি স্টেডিয়ামে ১৯৭৮ সালের ২৬শে ও ২৭শে এপ্রিল তারিখে। উল্লেখ্য, ঐ বছরেই কিউবার হাভানার একাদশ বিশ্ব যুব-ছাত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিলো এবং তারই সঞ্চো সংগতি রেখে যুবকল্যাণ বিভাগ ১ম পশ্চিমবশ্য রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবের আয়োজন করে-ছিলো।

এবারের প্রতিযোগিতার বিষয়ে প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে আমাদের আয়োজন এবার প্রণাণগ রপ নিতে পারেনি। প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক অস্ববিধার জন্য সমস্ত জেলা থেকে প্রতিনিধিরা এই প্রতি-যোগিতায় যোগদান করতে পারেননি এবং শিলিগর্ডিতে বাসস্থানের অভাবের জন্য প্রতিযোগিতার বিষয়ও অনেক কাটছাট করতে হয়েছিলো।

প্রাসংগিক ভাবেই আমাদের ব্বকল্যাণ বিভাগের রাজ্য পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সাংগঠনিক বিষয়ের কথা আসে, আর সেইজনাই এ ব্যাপারে সংক্ষিণত আলোচনা প্রয়েজন। ক্রীড়া ও অন্যান্য প্রতিযোগিতা এই বিভাগ আয়োজিত ব্ব-ছাত্র উৎসবের অপা হিসাবেই তিনটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই তিনটি পর্যায় হ'ল রক, জেলা ও রাজ্য। যেসব প্রতিযোগিতায় সফল হ'ন ভারাই জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে আহ্ত হ'ন এবং জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় সফল প্রত্যোগিতায় সফল প্রত্যোগিতায় সফল প্রত্যোগিতায় সফল প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগিতায়

আগেই বলা হ'রেছে এবারের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রণাণ্য হয়নি তার কারণ দ্'টো। প্রথমতঃ, বিভিন্ন অস্ববিধার জন্য আমরা কেবলমাত্র মেদিনীপ্রে, বর্ষমান, মুশিদাবাদ ও দাজিলিং এই চারটি জেলায় জেলা ব্ব-ছাত্র উৎসব সম্পন্ন করতে পেরেছি ফলে বাকী জেলাগ্রলো প্রতিনিধিত্ব করতে পার্রেন এবং স্থানাভাবের জন্য দলগত প্রতিযোগিতা সমূহ বাদ দিতে হ'রেছে।

মহিলাদের জন্য প্রতিযোগিতার বিষয় ছিলো নিন্দোন্ত ৬টিঃ—

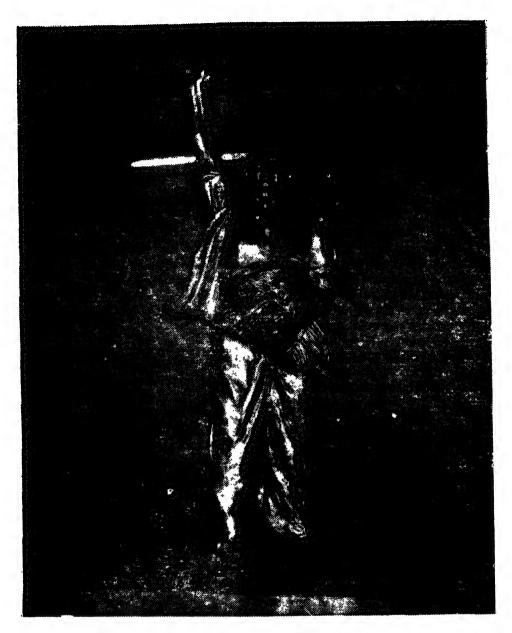
- (১) ১০০ মিটার দৌড়,
- (२) छेक मञ्चन,
- (०) मीर्च मञ्चन,
- (8) लोट लानक नित्कर,
- (৫) ডিস্কাস্ নিকেপ,
- (৬) বর্ণা নিক্ষেপ।

প্রেষ বিভাগে যে ৭টি বিষয় প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিলো সেগ্লো—

- (১) ১০০ মিটার দৌড়,
- (২) ৮০০ মিটার দৌড়,
- (०) উष्ठ मञ्चन,
- (8) मीर्च मञ्चन,
- (७) लोट लानक नित्कर्भ,
- (৬) বর্ণা নিকেপ,
- (৭) ড়িস্কাস্ নিকেপ।

বিভিন্ন বিষয়ে ৪টি জেলার অংশ গ্রহণকারী প্রেয় ও মহিলা প্রতিযোগীদের পরিসংখ্যান দেওয়। হ'ল ঃ—

- (ক) **ৰৰ্ষমান জেলা** প্ৰৱ্ৰ প্ৰতিযোগী—১৩ মহিলা প্ৰতিযোগী— ৫
- (খ) মেদিনীপ্র জেলা প্রেষ প্রতিযোগী—১১ মহিলা প্রতিযোগী-- ৭
- (গ) ম্নিশিদাবাদ জেলা
  প্রন্থ প্রতিযোগী—১৩
  মহিলা প্রতিযোগী—১০



তিলক ময়দানের প্রদর্শনীতে পোড়ামাটির স্বৃদৃশ্য মডেল।

#### (ঘ) দাজিলিং জেলা পুরুষ প্রতিযোগী—১২ মহিলা প্রতিযোগী— ৪

শিলিগন্ত্র তিলক ময়দানে ১৪ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৮-৩০ মিনিটে অংশ গ্রহণকারী সমস্ত প্রতিবোগীদের এক স্বশৃংখল উদ্বোধনী কুচকাওয়াজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের স্চনা হয় এবং তাদের অভিবাদন গ্রহণ করেন যুবকল্যাণ বিভাগের মাননীয় মল্লী জীর উদ্বোধনী ভাষণে সংক্ষিণতভাবে গ্রামীণ এলাকায় খেলাধ্লার

প্রসারে সীমিত আথিকি সংগতির মধ্যে যুবকল্যাণ বিভাগের বিভিন্ন কর্মস্চীর উল্লেখ করেন এবং অংশ-গ্রহণকারীদের উৎসাহদান করেন। সেই সন্গে পশ্চিম-বন্ধের সমস্ত জেলার প্রতিযোগীদের এই প্রতি-যোগিতায় অংশগ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় দৃঃখ প্রকাশ করেন।

প্রত্থদের ১০০ মিটরে দোড় প্রতিযোগিত।র মাধ্যমে প্রতিযোগিতা শ্রুর হয়, এর শেষ হয় প্রের্ব-দেরই ৮০০ মিটার দোড় প্রতিযোগিতায়। এই প্রতি-যোগিতায় প্রত্থদের বিভাগে মেদিনীপ্র ও মেয়েদের বিভাগে ম্শিদাবাদ বিশেষ সাফল্য লাভে সক্ষম হয়। শিলিগন্তিতে ২৮শৈ ফেব্রুয়ারী প্রক্লার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। সফল প্রতিযোগীদের প্রক্লার ও অভিজ্ঞান-পত্র প্রদান করেন যুবকল্যাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কাশ্তি বিশ্বাস।

প্রের্ব ও মহিলা এই দ্বই বিভাগেরই অংশগ্রহণ-কারী প্রতিযোগীদের ক্রীড়া শৈলী আশাব্যঞ্জকর্পে উন্নতমানের ছিলো এবং মাঠের ভিতরে ও বাইরে তাদের সন্শৃত্থল আচরণ প্রশংসনীয় ছিলো সন্দেহাতীত ভাবে। এই প্রসত্পে বলা প্রয়োজন যে স্থানীয় ক্রীড়া-মোদী জনসাধারণ অকুণ্ঠভাবে আমাদের এই ক্রীড়া অনুণ্ঠানে সহযোগিতা ক'রেছেন। আমরা তাঁদের অকুপণ সাহায্যের কথা কুতন্ত্রচিত্তে স্মরণ করছি।



তিলক ময়দানের প্রদর্শনীতে ব্বকল্যাণ বিভাগের স্টল।

## মৃত্যুহান প্যারী কমিউন

#### ব্রথীন সেন

১৮ই মার্চ থেকে ২৮শে মে ১৮৭১ সালের ৭২টি দিন। সারা প্রথিবীর মুক্তিকামী প্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাসে এই ৭২টি দিন আশ্চর্য প্রেরণার উৎস, শোষিত লাঞ্চিত নিপাড়িত মানুষের জীবনে অবিক্ষরণীয় রক্তান্ত ক্ষাতি।

১৮৪৮-এ কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে মার্কস ও এপোলস যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্তার কথা ঘোষণা করলেন তাকে বাস্তবে রুপাগ্নিত করার প্রথম সংগ্রাম— প্যারী কমিউন।

১৮৬৯-এর ফ্রান্স। রাজতন্তের তীর স্র্কৃতি, প্রভাব ও প্রচারকে অগ্রাহ্য করে গ্রিশলক্ষ ভোট পড়েছে সরকারের বিরুদ্ধে। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে অসন্তোষ। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগ্রহে আলোড়িত হচ্ছে সারা দেশ। জাতীয় সম্মান রক্ষার অন্ধ মোহে জনচেতনাকে বিদ্রান্ত করে হতে মর্যাদা উম্পারের আশায় ১৮৭০ সালের ১৯শে জনুলাই সম্লাট তৃতীয় নেপোলিয়ন বৃন্ধ ঘোষণা করলেন প্রন্দিয়ার বিরুদ্ধে। কিন্তু দ্বমাসের মধ্যেই পরাজিত ফরাসী বাহিনী আত্মসমর্পণ করল। বিজয়ী প্রন্দিয়ানরা অবরোধ করল প্যারিস। শ্রমিক সংগঠনগর্নার প্রস্তৃতি ও ঐক্যের অভাবের স্ব্যোগে বৃক্তেরারারা ক্ষমতা দখল করে গঠন করল জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার।

দেশপ্রেমে উদ্দীপত প্যারীর শ্রমিক শ্রেণী অবর্শ্ধ নগর রক্ষার জন্য নিজেরাই গঠন করল জাতীর রক্ষী বাহিনী। প্রায় তিন লক্ষ মানুষ নাম লেখাল সশস্য বাহিনীতে। মেহনতী মানুবের এই সংগ্রামী সশস্য চেহারা দেখে আতক্ষে শিহরিত বুর্জোরারা চরম বিশ্বাসঘাতকতার পরিচর দিয়ে আত্মসমর্পণ করল প্রুণিরানদের কাছে। নির্দেশ এল, জাতীর রক্ষী বাহিনীর সমস্ত অস্প্রশস্য বিশ্বাসঘাতক সরকারের হাতে তুলে দিতে। শ্রমিকরা এবার রুখে দাঁড়াল, অস্বীকার করল অস্থ্য সমর্পণে। ১৮৭১-এর ১৮ই মার্চ বুর্জোরা সরকার সৈন্য পাঠাল অস্থা দখলের জন্য।

কিল্ডু '১৮ই মার্চের সকালে কমিউন দীর্ঘজীবী হোক এই বজ্ঞাধনিতে জেগে উঠল প্যারিস' (মার্কস)। বুর্জোরা সরকার প্যারিস থেকে ভেসাইতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হ'ল। অন্থারী সরকার হিসাবে রাদ্ম কর্তৃত্ব গ্রহণ করল জাতীর রক্ষী বাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি, ঘোষণা করল, 'প্যারিসের প্রলেতারিয়েতরা শাসক শ্রেণীগুনলির ব্যর্থতা ও দেশদ্রোহিতা দেখে এ কথাই অন্তব করেছে যে রাদ্মীর দারিদের পরি- চালনাভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করে পরিস্থিতি বাণের মুহুর্ত সমাগত।'

সাবজনীন ভোটাখিকারের ভিত্তিতে দ্'লক্ষ তিশ হাজার মানুষের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচকমন্ডলীর কাছে দারিত্বশীল ও ইচ্ছান্সারে প্রত্যাহারবোগ্য শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের নিরে গঠিত হ'ল কমিউন। শ্ব্রু পোর শাসন নর রাষ্ট্র পরিচালিত সব উদ্যোগই অপিতি হ'ল কমিউনের হাতে। শ্রমজীবী মানুষ ও তাদের সম্ম্বিত প্রতিনিধিরাই কমিউনে নির্বাচিত হলেন।

কমিউনের ঘোষণাবাণীতে ধর্নিত হ'ল এতদিনের পরিচিত প্রচলিত প্রশাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীক্ষা প্রতিবাদ। 'কমিউন ছিল সামাজ্যের সাক্ষাং বিরুদ্ধর্প।' কমিউন ছিল এমন 'এক প্রজাতদের স্বনিদিশ্টর্প যা শ্রেণী-প্রভূষের রাজতান্তিক রুপকেই শ্ব্দু নয় খোদ শ্রেণী প্রভূষকেই বরবাদ ক'রে দিত' (মার্কস)।

প্রায়ী সৈন্য বাহিনীর অবলুগ্রিত ঘটিয়ে কমিউন সেখানে নিয়োগ করল সশস্ত জনসাধারণকে। পর্বলসকে সরকারের হাতিয়ার হিসাবে না রেখে তাকে পরিণত করা হ'ল কমিউনের কাছে দায়ী ও যে কোন সময়ে প্রত্যাহারযোগ্য রূপে। গরিবদের বকেয়া খাজনা মুকুব कता रल, रन्ध कात्रथानागर्नालत छेरशामन भरतर्त मात्रिष দেওয়া হ'ল শ্রমিক সংস্থাদের। রুটি তৈরির কার-খানাগ্রলিতে রাতের কাজ বন্ধ করা হ'ল। কারখানা-গ্রনিতে প্রচলিত জরিমানা প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হ'ল। রাম্মের ওপর অবসান হ'ল গির্জার কর্তৃত্বের। ধর্ম-যাজকদের কর্তৃত্ব মৃত্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বার সকলের জন্য উন্মৃত্ত করে শিক্ষাকে ঘোষণা অবৈতনিক। কমিউন ছোষণা করন ঃ কমিউনের সদস্য হ'তে একজন নিম্নতম কর্মচারী পর্যশ্ত প্রত্যেক কর্মীকে সাধারণ শ্রমিকের মজনুরি নিয়ে কাজ করতে হবে। এই ঘোষণার উচ্ছবসিত প্রশংসা *করে লে*নিন **वरमट्ट**न, 'এখানেই সবচেয়ে স্পন্টরূপে দেখতে পাওয়া ষার বৃদ্ধোরা গণতন্ম মজ্বরতান্মিক গণতন্মের দিকে মোড় ব্রেছে, অত্যাচারীদের গণতন্য অত্যাচারিত শ্রেণী সম্ভের গণতদের রুপান্তরিত হরেছে। শ্রেণী বিশেবকে দমনের জন্য বিশেষ শক্তি স্বরূপ যে-রাষ্ট্র তার রূপান্তর ঘটেছে; এখানে জনগণের অধিকাংশের, মজ্বর ও কৃষকদের সাধারণ শক্তি দিয়ে অত্যাচারীদের **प्रमन क्या इटाइ।** 

[শেষাংশ ৪০ প্ৰান্ন }

## মুক্সী প্রেমটাদ ও সাহিত্যে বাস্তববাদ

#### सश्चम वासित

প্রতিটি ভাষায় সাহিত্যের অগ্রগতির একটি ইতিহাস
আছে এবং সে ইতিহাস মানবসমাজের অগ্রগতির
ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই কারণে
কোন সাহিত্যিক, কবি, লেথক বা নাট্যকারের ম্ল্যায়ন
করতে গেলে এই বিষয়টা প্রধানত লক্ষ্য করতে হয় যে,
শিলপ-সাহিত্যে বাস্তববাদের দ্ভিভভগী নিয়ে তার
অবদান কতট্যুকু। তাছাড়া আরেকটা বিষয় মনেরখা
দরকার যে শিলপী, সাহিত্যিক, কবির রচনাকাল কোন্
সময়। তার কারণ হ'ল যে সাহিত্য যদি শ্র্যুমাত্র
কল্পনার ভিত্তিতে রচনা হয় তবে সে সাহিত্য মান্যকে
ততটা অনুপ্রাণিত করতে পারেনা যতটা বাস্তববাদী
সাহিত্য করে থাকে।

মুন্সী প্রেমচাদের জন্ম হয়েছিল এমন এক সময়ে যথন ভারতবর্ষে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে দমন করবার পরে বিটিশ সামাজ্যবাদী শক্তি জাঁকিয়ে বসে গিয়েছিল। মোগল রাজত্বের কালে ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে একটা জডতা থেকে গিয়েছিল এবং প**ু**জিবাদী সমাজ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেনি। যার ফলে মোগলরাজ্য অত্তর্ধন্দের শিকার হয়ে তাসের ঘরের মত ভেশে গেল এবং এর পূর্ণ সুষোগ গ্রহণ করল বিটিশ সাম্বাজ্যবাদীরা, তাদের সাম্বাজ্যবাদের স্বাথেই ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক প্রথাকে শুখু বাঁচিয়েই **দিলনা**, তাকে আরো পোক্ত করল এবং ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্তম্ভরূপে গড়ে তুলল। ঠিক এই সময়ে উদ্ব সাহিত্যে মুন্সী প্রেমচাদের আবিভাব ঘটল। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন **উদ**্সাহিত্য অলিফলায়**ল**৷ আমির হাম্জা, হাতিম তারী গলেপ মেতেছিল এবং এগিয়ে যাওয়ার কোন সঠিক পথ পাচ্ছিলনা তেমান হিন্দী সাহিত্যও ঐ সমরে রামায়ণ মহাভারত এবং প্রোণের গল্পের মধ্যেই ঘ্রপাক খাচ্ছিল।

মৃশ্সী প্রেমচাদের জন্ম উত্তরপ্রদেশের বেনারস জেলার একটি গ্রামে ৩১শে জুলাই ১৮৮০ সালে। প্রেমচাদের পিতার নাম ছিল মৃশ্সী আজারের লাল, তিনি পোল্ট অফিসের পিয়ন ছিলেন, চাকরী থেকে আংশিক উপার্জন হ'ত, অলপকিছু, জমিও ছিল। দু'টি মিলিরেই তাঁদের সংসার চলত। প্রেমচাদের আসল নাম হ'ল ধনপত রায়, তাঁকে আদের করে নবাব জালা হ'ত। যখন তাঁর বয়স আট বছর তখনই তাঁর মা মারা বান, মারের স্নেহের অভাব মৃশ্সী প্রেম-চাঁদ সারাজীবনই অনুভব করলেন, এবং বোধহয় এই কারণেই তাঁর গলপ এবং সাহিত্যে, মারের প্রতি এত

ভালবাসা দেখা যেত। উনি তের বছর বয়সেই যাদ্র-টোনার উপন্যাস পড়ে সাহিত্যের দিকে আকুণ্ট হন এবং ১৮৯৮ সালে ম্যাট্রিক পাশ করবার পরে চুনারের **লম্ডন মিশন স্কুলের শিক্ষক হয়ে** যান এবং তারপরে তিনি সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন এবং বাহারাইচে **শিক্ষক নিযুক্ত হন।** তার কয়েকমাস পরেই তিনি প্রতাপগড়ে বদলী হয়ে যান এবং সেইখনে মুন্সী প্রেমচাদ তার প্রথম উপন্যাস রচনা করেন, যার নাম "ইসর:রে মা-আবিদ"। এই উপন্যাসটি ১৯০৩ সালে বেনারসের এক সাণ্তাহিক পত্রিকায় কিম্তীতে প্রকা-**শিত হয়। চা**রিদিকে যখন অত্যাচার, বিশেষ করে গ্রামে কুষকদের উপরে জোতদার-জমিদার-মহ.জনের অত্যাচার এবং সার দেশের উপরে সামাজ্যবাদী শাসন **ও শোষণের অ**ত্যাচার, প**ুলিশ ও আমল**;তল্রের যোগ-**সাজসে যখন সমাজে** নানারকমের অধঃপতন এবং যখন শিল্প-সাহিত্যও কল,িষ্ঠ হচ্ছিল তখন উদ্-সাহিত্যে প্রেমচাদের প্রবেশে মনে হ'ল যেন দীর্ঘ-কালরাত্রির পরে সকালের প্রথম আলো দেখা দিল। কেননা উদ্নোহিত্যে মুন্সী প্রেমচাদ সর্বপ্রথম বাস্ত্ব-বাদকে নিয়ে এলেন।

মনুস্সী প্রেমচাদ নিজে কোনদিন ক্ষেতে লাঙাল ধরেননি, কিন্তু তাঁর গলেপ উত্তরপ্রদেশের গ্রাম-জীবনের যে চিত্র তিনি অঞ্জন করেছেন তাতে তাঁকে শরংচন্দ্র চট্টোপাধ্যারের সাথে তুলনা করা যায়।

শরংবাব্ ষেমন তাঁর সাহিত্যে গ্রামবাংলাকে ফ্রিটরে তুলেছেন এবং সোজা সাদামাটা কথার গ্রামের মান্বের বর্ণনা করেছেন ম্নুসী প্রেমচাদ হ্বহ্ তাই করেছেন। ম্নুসী প্রেমচাদ একটা গর্বা একটা কুকুর বা একটি কৃষকরমালী বা একজন জমিদার যে কোন একটি বিষয়কে বেছে নিতেন এবং তাকে কেন্দ্র করে গোটা সমাজের অকম্থা বলে দিতেন। তার মধ্যে মানব চরিত্রের সমস্ত দিকই থাকত। ভয়ভীতি, লোভ, ক্রোধ, ঘ্ণা, আপ্রকরা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া কোন দিকই বাদ প্রভ্তনা।

আমার একবার দীর্ঘদিন জেলে থাকতে হরেছিল।
সেই সময়ে ইকবাল, প্রেমচাদ, রবীন্দ্রনাথ, শরংচন্দ্র
চট্টোপাধ্যায়, টলস্টয় ও লেনিনের যতগর্নল বই আমি
পেরেছি সেগ্রাল খ্রুব মনোযোগ দিয়ে আমি পড়েছি,
এবং সেই পড়ার মধ্যাদয়ে ম্নুসী প্রেমচাদ সম্পর্কে
আমার ধারণা যে উনি উদ্বুসাহিত্যে তখনকার সমাজের
সত্য কথাকে যত সহজ ও সরলভাবে তুলে ধরেছেন তা
আজ্পুও অনেক সাহিত্যি পারেনিন। তাঁর যে কেনে

একটি গলপ একটি আয়নার মত তখনকার সমাজের প্রতিফলন করে। শৃংধ্যু ভাষার দিক থেকে নয়, বিষয়ের দিক থেকেও।

মুক্সী প্রেমচাদ মারা গিয়েছিলেন ১৮ই অক্টোবর ১৯৩৬ সালে, যখন তার বরস মাত্র ৫৬ বছর। উনি যদি আরো কিছুদিন বে'চে থাকতে পারতেন তাহ লে হয়ত অজকে বিশ্বব্যাপী খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের মধ্যেই তার ক্থান হ'ত। কিন্তু তার গ্রনগ্রন ব্রিঝ এর চইতেও বেশি এই কারণে যে তিনি বিংশশতাব্দীর প্রথম দিকে যে সব কথা বলেছিলেন পরবতীকিংলে রুশ বিশ্লবের পরেও সেই সব কথার অর্থ আমাদের দেশে বোঝা যাছিলনা।

মৃন্সী প্রেমচাদ তাঁর যোবনে গান্ধীবাদের প্রতি
আরুষ্ট হরেছিলেন এবং একথা মনে করেছিলেন যে
গ্রামের গরীবদের মৃত্তি বোধহয় সেই পথেই আসবে।
পরবতীকালে তিনি কিছু নতুন কথা বললেন, যেমন
মহাজনী সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রেহের কথা এবং
পঞ্চয়েতী রাজ্যের কথা। তিনি মনে করতেন যে
পঞ্চয়েতী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হ'লে পরে সমস্ত ক্ষমতা
পঞ্চের হাতে চলে আসবে এবং পঞ্চের মাধ্যমে পরমেশ্বর

নেমে আসবেন, আর সকলের প্রতি ন্যায় বিচার হবে।
কিন্তু তা হবে কি করে? এ প্রশেনর জবাব উনি দিল্লেছিলেন একথা বলে যে আমাদের কিষাণসভা প্রতিষ্ঠিত
করতে হবে, এটা মনে রাখা দরকার যে এই শব্দ
"কিষাণসভা" কি অপরিসীম গ্রেম্ব বহন করে।

সমালোচকদের মধ্যে এমন করেকজন আছেম বাঁরা এই কথা বলার চেন্টা করেন যে মৃন্সী প্রেমচাঁদ আজকের যুগে অচল। এটা শুখু অসত্য নর একটা উল্ভট কথা; তার কারণ হ'ল যে মৃন্সী প্রেমচাঁদ তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সমাজের যে পরিবর্তন আলতে চেরেছিলেন, নতুন সমাজের যে স্বান্দ দেখেছিলেন, মানুষ এবং তার সভ্যতা-সংস্কৃতিকে যেভাবে গড়ে তুলতে চেরেছিলেন, সেসব কাজ কি সম্পন্ন হরেছে? হরিজনদের উপরে তথাকথিত উচ্ জাতের অত্যাচার কি বন্ধ হরেছে? নারী জাতির মৃত্তি কি এসেছে? না এসব কোন প্রশানেরই মীমাংসা হর্মান, এবং যতাদন এ সমসত কজ সম্পন্ন হবেনা অর্থাৎ সমাজতাল্যিক বিশ্বক সম্পন্ন হবেনা ততাদন পর্যত্ত প্রেমচাঁদের সাহিত্য তাজা থাকবে, এবং সংগ্রামরত মেহনতী মানুষের বৃক্কে ভ্রসা যোগাবে।

#### [ মুড়াহীন প্যারী কমিউন: ৩৮ পুন্ঠার শেষাংশ ]

মধ্যে ধনতান্দ্রিক সমাজ সেদিন স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ্য করেছিল তার ধ্বংসের বজ্বগর্ভ মেঘ। স্তান্ভিত বিস্ময়ে কে'পে উঠেছিল শোষক
প্রভুরা। তাই শ্রমিকদের ধ্বংসের লড়াই-এ সাহায্য
করতে প্রনাশয়ান সরকার সমস্ত বন্দী ফরাসী সোনকদের মাজি দিল। ভেসাই আর জার্মান সরকারের সৈন্যরা
আক্রমণ করল প্যারিস। অসাধারণ বীরম্বের সঙ্গের
সংগ্রাম করে পথে পথে রক্তের আলপনা এ'কে দিল
মাতৃঞ্জেয়ী কমিউনার্ডরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ২৮শে
মে পতন হ'ল ব্রজোয়ানের হাতে প্যারিসের। বর্বর
প্রতিহিংসায় ব্রজোয়ারা সেদিন রক্তের বন্যায় ভ্রিয়ের
দিয়েছিল প্যারিসকে। শ্ব্র গ্রাল করে হত্যা করা
হয়েছিল বিশ হাজার মানুষকে।

কমিউনকে বিচার করতে গেলে বিশেষভ বেই মনে রাথতে হবে যে কমিউনকে প্রথম থেকেই আত্মরক্ষার লড়াই এ ব্যাপ্ত থ কতে হয়েছিল। পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণীও সেদিন তার সমর্থনে এগিয়ে আসতে পারেনি। শ্রমিকদের নিজস্ব কোন পার্টি ছিলনা, ছিলনা আভজ্ঞতা। বুর্জেরা ধ্যান ধারণার প্রভাবও ছিল তাদের ওপর গভীর। শোষণক্রিণ্ট কৃষকদের সংগে যোগাযোগ কমিউন স্থাপন করতে পারেনি, ব্যর্থ হয়েছিল ফ্রান্সের অন্যান্য প্রদেশের মেহনতী মান্যুবদের সংগে সম্পর্ক স্থাপনে। দ্রুততার সংগে ভেস্বাই-এর বুর্জোয়া সরকারের বিরুদ্ধে অভিযানও সংগঠিত করতে পারেনি কমিউন। তাই কৌশলী বুর্জোয়ারা

সেদিন ধরংস করতে পেরেছিল কমিউনকে। কিন্তু মৃত্যু হয়নি কমিউনের আদর্শের। কমিউনই প্রথম পথ দেখিয়েছিল শ্রমিকদের আথিকি মৃত্তির রাষ্ট্রব্যক্ষার।

কমিউনের মৃত্যুহীন আদর্শ সাফল্যে উ**ল্ভাসি**ত হয়ে উঠল ১৯১৭ সালে রাশিয়ার নভেম্বর বি**ল্লা**ব। সার্থক হ'ল চীন, ভিয়েতনাম আর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মৃত্তি যুল্ধে।

কমিউনের অভিজ্ঞতা ভাবীকালের জন্য একটি বিশেষ শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে—শ্রমিক শ্রেণীকে শর্ধ্ব আগের রাষ্ট্রযন্ত দখল করলেই চলবেনা ঐ বন্তকে চ্ণবিচ্ণ করে স্থাপন করতে হবে শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত।

আজ প্থিবীর এক চতুর্থাংশে উড়ছে সমাজতশ্বের জয় পতাকা। বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ মান্য ছিল্ল করে-ছেন শোষণের শৃত্থল। গভীর থেকে গভীরতর সংকটে জজরিত হচ্ছে পর্মজিবাদ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমন্থের সংগ্রামে উত্তাল এশিয়া আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকা। দারিদ্রা, নিপীড়ন ও অনাহারের বিরুদ্ধে লড়ছে দুর্নিয়ার শ্রমিক। সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজতশ্বের এই জয়য়ায়ার মৃহ্তে মেহনতী মান্য বারবার সমরণ করবে প্যারী কমিউনকে।

'কমিউনের আদর্শ হচ্ছে সমাজবিস্পবের আদর্শ, শ্রমজীবী মান্বের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্তির আদর্শ। এ হচ্ছে সারা দ্বিরার প্রসেতারিরেতের আদর্শ। এই অর্থে কমিউনের মৃত্যু নেই' (কেনিন)।

## শতবর্ষের আলোকে প্রেমচন্দ্ তপন চক্রবর্তী

যথন হিন্দী তথা উদ্ব সাহিত্য বানানো কলপকাহিনী আর অবাস্তব চরিত্রের আজগ্রুবি কাণ্ড
কারখনার ভোজবাজীতে মস্গ্রুল হয়েছিল তখন সেই
কলপনার ইউটোপিয়া থেকে রক্তমাংসের মানুষের
বাস্তব জীবনের কাছাকাছি হিন্দি তথা উদ্বি
সাহিত্যকে টেনে নিয়ে আসেন মনীষী লেখক ম্নুসী
প্রেমচন্দ্। তাঁর জন্ম ১৮৮০ সালে বেনারসের কাছা
কাছি লমহি গ্রামে। বাবা অজয়ব রায় ছিলেন একজন
ডাক কমী। শৈশবে মাতৃহীন প্রেমচন্দ্ জীবনের নানা
চড়াই উৎরাই পার হয়ে দ্বংখ কল্টের ঘনিষ্ঠ র্পকে
মন্ভব করতে পেরেছিলেন।

প্রেমচন্দ্র তাঁর আসল নাম নয়। তাঁর আসল নাম ধনপত্রায়। লেখার জন্য রাজরোবে তাঁকে পড়তে হয় এবং নিজেকে গোপন রাখার জন্য কথনে। নবাব রায় কথনো প্রেমচন্দ্র নাম নিতে হয়। অবশেষে প্রেম-চন্দ্রায়েই তিনি লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

এই শতাৰদীর শ্রে থেকেই প্রেমচন্দ্ তাঁর লেখনী ধরে ছিলেন। এবং জীবনের শেষ দিন (১৯৩৬ সাল) পর্যন্ত তাঁর কলম সক্রিয় ছিল। লেখক হিসেবে তিনি ৩৬ বছর ব্যাপী জীবন ও জগতের যে অবস্থা - দেশের যে অবস্থাকে দেখতে পেয়েছেন - তার ঘনিষ্ট বাস্ত্র র্পকে তাঁর কলমে সত্যানিষ্ঠভাবে ফ্র্টিয়ে তুলেছেন। বিশ্বযুদ্ধের আলোড়নে অস্থির সেই সময়ের প্রামজীবন-শোষণে, নির্যাতনে, জরাজীপ প্রামীণ গরীব মানুষ তাঁর কলমে কেবল স্থির চিন্ন হয়েই ফ্রটে ওঠেন। নিজের স্জনশীল প্রতিভায় এবং দ্রদশী জীবনবোধের সাহায়ে। তিনি নিশীড়িত মানুষকে প্রতিবাদের সিংহদ্রার প্রয়ণ্ড নিয়ে গিয়েছেন। তাঁর এই জীবনবোধ এবং শ্রেণীসচেতনতা তংকালে কেবল হিন্দি বা উদ্বি সাহিত্যেই নয় সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেই তুলনাহীন।

প্রেমচন্দ্ প্রায় ২৭৫টি ছোট গলপ এবং ১৫ খানি উপন্যাস লিখেছেন। এছাড়া প্রবন্ধ, নাটক, শিশ্ব সাহিত্যও রচনা করেছেন, এবং অনুবাদও করেছেন কয়েকটি বই। তবে সর্বাকছ্বর উপরে গলেপ ও উপন্যাসে তিনি স্বচেয়ে কার্যকরী প্রভাব বিশ্তার করেছিলেন।

তাঁর উপন্যাসের মধ্যে বংগভূমি, কর্মভূমি, সেবা-সদন, গোদান, গবন এবং গলপ গুল্থের মধ্যে কাফন, সোজে বতন, সপত সরোজ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাঁর গলেপ ও উপন্যাসে একদিকে বেমন তিনি গ্রামের ও শহরের অর্থিক শোষণকে চিত্রিত করেছেন অন্যাদিকে
সমাজের নানা ব্যাধি, কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে
পাঠককে সচেতন করেছেন। তাঁর রচনায় দরিদ্রের দুর্দশা,
পতিতাবৃত্তি, সাম্প্রদায়িকতা, জাত পাত ইত্যাদির
সমস্যাগর্বিল নম্নর্পে ফুটে উঠেছে। এবং সেই সংজ্য চিত্রিত হয়েছে এই সব সমস্যার মোকাবিলায় মান্মের
নির্ভর সংগ্রামের কথা।

এবছর প্রেমচন্দের শতবর্ষ। এবং সেকারনেই প্রগতিশীল মানুষের কাছে এই শতবর্ষের এক বিরাট গ্রুছ রয়েছে। শতবর্ষের এই সুযোগে প্রেমচন্দের সাহিত্য পাঠ ও আলোচনার জন্য ব্যাপক প্রচেট্য গড়ে তোলা আজ বিশেষ প্রয়োজন। কারণ প্রেমচন্দ্ তাঁর সময়ে দাঁড়িয়ে যে সমস্যাগর্মালর প্রতি অংগ্রিল নির্দেশ করেছিলেন সেই সমস্যা আজন্ত প্রায় অপরি-বার্তিত রয়েছে। তাই আজকের জীবনেও প্রেমচান্দ্ সমান ক্রিয়াশীল।

আমাদের কাছে খ্বই আনন্দের বিষয় যে প্রেমচন্দ্ শতবর্ষের এই তাৎপর্যকে উপলব্ধি করে পশ্চিমবংগ সরকার শতবর্ষের শ্রুতেই কলকাতায় প্রেমচন্দের উপর একটি মনে।জ্ঞ আলোচনাসভার আয়োজন করে-ছিলেন। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যশত শিশির মঞ্চের সেই আলোচনা সভায় হিন্দি বাংলা গ্রু উর্দ্ব সাহিত্যের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি প্রেম-চন্দের উপর নানা দিক থেকে আলোকপাত করেন যা প্রেমচন্দ্ চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ গ্রুত্বপূর্ণ।

আলোচনা সভার উন্বোধন করে টা ই. এম. এসনাম্ব্রিপ্রাদ্ বলেন—প্রেমচন্দ্ যে ভাষায় তাঁর সাহিত্য রচনা করেছেন সে ভাষা আমি জানিনা। অনুবাদের মাধামে তাঁর সাহিত্য পাঠ করেছি। এবং বন্ধ্র বান্ধবের মথে তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা শ্রেনছি। এতে আমার প্রেমচন্দ্ সম্পর্কে মনে হয়েছে যে তাঁর মতনলেথক তৎকালীন যুগের ভারতীয় সাহিত্যে আর কেউছিলেন না। সেই যুগে যে বিষয়গর্বালকে তিনি তাঁর সাহিত্যে নিয়ে এসেছিলেন সেই বিষয়গর্বাল বহু বড় সাহিত্যে নিয়ে এসেছিলেন সেই বিষয়গর্বাল বহু বড় সাহিত্যে নিয়ে এসেছিলেন সেই বিষয়গর্বাল বহু বড় সাহিত্যিকরই চোথ এড়িয়ে গির্মেছিল। সমাজেব আর্থিক শোষণ, কুসংস্কার ইত্যাদির বির্দ্ধে প্রেমচন্দ্র্যেভাবে তাঁর কলম নিয়ে লড়াই করেছেন তেমনটা সে যুগে আর কেউ করেছেন বলে মনে হয়না। তাঁর সমকালীন সাহিত্যিকদের সংগ্যে যিদ প্রেমচন্দের তুলনাম্লক আলোচনা করা ধায় তাহলেই আমরা প্রেমচন্দের

গ্রেছকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারব। এই তুলনাম্লক আলোচনা সমাজের অগ্রগতির স্বার্থেই এক মহান ঐতিহাসিক দায়িত্ব হওয়া উচিত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য মন্দ্রী বৃশ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রেমচন্দ্ চর্চার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে জানান
পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুবাদের মাধ্যমে প্রেমচন্দ্
সাহিত্যকে বঙালী পাঠকের কাছে পেণছে দিতে
চান। প্রথম দিনের সভার সভাপতি রাজ্যপাল গ্রিভুবন
নারারণ সিং প্রেমচন্দের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি
অন্পবর্সে তাঁর যে উষ্ণ সালিধ্য পেয়েছিলেন তার
সপ্রশ্বর উল্লেখ করেন এবং প্রেমচন্দের স্থায়ী স্মারক
নির্মাণের জন্য তিনি আবেদন জানান।

দিতীয় দিনে শ্রী কে, সি পাণ্ডে ও ডঃ সরোজমোহন মিত্র দুটি স্বর্গিড প্রবন্ধ পাঠ করেন। দুজনেই প্রেম-চন্দের সাহিত্য সম্পর্কে বিশদ বিবরণ তাঁদের প্রবন্ধ তুলে ধরেন। ঐ দিনের বিশিষ্ট কস্তা ডঃ নামওয়ার সিং প্রেমচন্দের রাজনৈতিক মতামত সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেন যে প্রেমচন্দ্ গান্ধীবাদ থেকে ক্রমশঃ মার্কস্বাদের দিকে ঝ'রকে ছিলেন এমন কথা বলাটা ঠিক নয়। এটা নিছক সরলীকরণ। আসলে গভীর মানবতাবাদী ছিলেন প্রেমচন্দ্। সেই মানবতাবাদী মনোভাবই ভাঁকে গান্ধীজীর আন্দোলনের কাছাকাছি এনেছিল এবং তাঁর কাছ থেকে দুরে সরিয়েও নিয়ে গিয়েছিল।

তৃতীর দিনে সর্বশ্রী আলিখ লখনোভি, নারায়ণ চৌধ্রনী, অর্ত্ব নারায়ন সিং, শ্রীমতী চন্দ্রাপাণ্ডে প্রমুখ প্রেমচন্দ্র সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ সমস্ত প্রবন্ধে উর্দ্দর সাহিত্যে প্রেমচন্দের স্থান, প্রেম-চন্দের উত্তর্রাধিকার, প্রেমচন্দ্র সাহিত্যে নারী ইত্যাদি বিষয়গর্নি তুলে ধরা হয়। এই দিনের সভাপতি ছিলেন পরিবহণ মন্দ্রী মহঃ আমীন।

চতুর্থ দিনে এবং অন্যান্য দিনগর্বালতে প্রেমচন্দের সাহিত্য নিয়ে তৈরী কয়েকটি নাটক ও চলচ্চিত্র দেখানো হয়। এই আলোচনা চক্রের বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন প্রেমচন্দের পরে হিন্দি সাহিত্যের অন্যতম দিক্পাল

ত্রী অমৃত রায়। তিনি প্রথম ও তৃতীয় দিনে আলোচনা
করেন। প্রথম দিন তিনি প্রেমচন্দের সমকালীনম্থ বিষয়ে
বললেন—প্রেমচন্দ্ যে সমসত সমাজিক সমস্যাগ্রিল
নিয়ে লিখেছেন, যে সব সংস্কার, দ্বনীতি, ও পশ্চাংপদ মনোভাবের বিরোধিতা করেছেন সেই সব সমস্যা,
কুসংস্কার আজো আমাদের সমাজে বর্তমান। তাই
প্রেমচন্দ্ সাহিত্য আজো সমান ভাবেই গ্রুত্বপূর্ণ।

শেষ দিনে তিনি প্রেমচন্দ্ সাহিত্যে শৈলীর প্রশেষ বন্ধব্য রাথেন। তিনি বলেন, যারা প্রেমচন্দ্ সাহিত্যে শৈলীর অভাব আছে বলে মতামত রাথেন তারা আসলে সাহিত্যে শৈলী বা শিল্প সম্পর্কে তাদের অস্পন্থ ধারণা থেকেই প্রেমচন্দ্ সাহিত্যকে বিচার করেন। প্রেমচন্দ্ যে সব বিষয়গর্নলি সাহিত্যে নিয়ে এলেন তা তার প্র্বস্রীদের থেকে সম্প্রণ পৃথক। বাস্তব জীবন, দারিদ্রা, শোষণ ইত্যাদির র্পকে সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রচিলত ধারণায় ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। প্রসংগত তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন—একজন রাজকন্যা আর একজন দেহাতী রমণীর র্প একরকম হয়না। দেহাতী রমণীর র্পকে উপলব্ধি করতে হলে যে স্ম্প সৌন্দর্যবিধ্য প্রয়োজন সেই কোধের আলোকেই প্রেমচন্দ্র সাহিত্যকে দেখতে হবে।

এ প্রসঙ্গে সেদিন চলচ্চিত্রকার ম্ণাল সেনও বেশ মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। সব মিলিয়ে আলোচনা চক্রতি প্রেমচন্দ্, সাহিত্য অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেছে বলেই মনে হয়।

প্রেমচন্দ্র শতবর্ষের বিষয়কে গ্রেছ দিয়ে পাশ্চম-বঙ্গা সরকার যে এমন একটি আলোচনার ব্যবস্থা করেছন এবং প্রেমচন্দের সাহিত্যকে বাঙালী পাঠকের সামনে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছেন তার জন্য অজস্ত্র ধনাবাদ তাঁদের প্রাপ্য। আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গা সরকার এই প্রতিশ্রুত পথে এগিয়ে যাবেন প্রেমচন্দ্রেমীদের এটাই প্রত্যাশা।

## आलीव्या

## অলচিকি ও পণ্ডিত রম্বুনাথ মুমু

সম্প্রতি পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার পশ্ডিত রছনাথ মুর্মান্তে প্রবৃত্তিরায় গণ-সন্দর্শনা দিয়ে-ছেন। পশ্ডিত রঘনাথ মুর্মান্থ উম্ভাবিত সাঁওতালি ভাষার হরফ অলাচিকিকেও এই সপ্রে রাজ্য সরকার আন্নুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিলেন, সম্প্রে অলাচিকি লিপিকে সাঁওতাল জনগনের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্র-গাতর উপযোগী করে তোলার জন্য সর্বপ্রকার সাহাযোর প্রতিশ্রাতিও।

পশ্চিমবাংশায় প্রায় ২৫ লক্ষ্ণ সাঁওতাল আদিবাসী বসবাস করেন। মেদিনীপ্রে জেলার পশ্চিমাংশে, প্র্র্লিয়া, বাঁকুড়য়, বাঁরভূমে ও মালদহ জেলায় ম্লত এরা বসবাস করেন। এছাড়াও পশ্চিমদিনাজ-প্রে, জলপাইগর্ড়ি, হ্গলা, বর্ধমান, ম্মিদিবাদ প্রভৃতি জেলায় ইত্সত বিক্ষিণতভাবে কিছ্ কিছ্ সাঁওতাল বসবাস করেন। পশ্চিমবংগ ছাড়াও সাঁওতাল আদিবাসীরা ছড়িয়ে রয়েছেন বিহারের চাইবাসা, সাঁওতাল পরগনা, সিংভূম প্রভৃতি জেলায়, উড়িয়ায় ও অসামের কিছ্ কিছ্ অঞ্জে। অর্থাৎ ম্লত ভারতের চারটি প্রদেশ সাঁওতালরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছেন।

সাঁওতালী ভাষার সংগ্য আমাদের অনেকেরই পরিচয় নেই। কিন্তু সাঁওতালী ভাষা ও সংস্কৃতিরও স্মুমহান ঐতিহ্য অ.ছে। অতীতে সাঁওতালরা গভীর বনে জণ্গলে বসবাস করত। এখনও তাদের অনেকে নগর সভাতার আলো দেখেনি, তারা নিজ্প জীবন ধারার ঐতিহ্য অনুযায়ী ছোট ছোট গোষ্ঠী করে বসবাস করছেন স্কুর গ্রামাঞ্জলে। আধ্নিক শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতার গণ্ডীর বাইরে নিজেদের একান্ত আপন জগতে তারা নিমন্দ।

ভাষা মান্ধের আত্মপ্রকাশের অন্যতম বাহন।
প্রতিটি ভাষার বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে
এই সাধারণ সতাই উদ্ভাটিত হয় য়ে, মান্ধ তার
নিজস্ব সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে ভাষার জন্ম
দিয়েছে, ক্রম বিকাশ ঘটিয়েছে। মান্ধ যখন সভাতার
আলো পায়নি, তখনও প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার
জন্য, পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য
নানা রক্ষ পন্ধতি অবলন্বন করেছিল। গ্রহাবাসী
মান্ধ নানা রক্ষ ঢিহ্ন ও সংকেতের মাধ্যমে, চিত্রের
মাধ্যমে নিস্কেদের ভাব প্রকাশ করত। ক্রমে ক্রমে মান্ধের

প্ররোজনেই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে, ভাষার উৎপত্তি হয়েছে, বর্ণলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, ছাপাখানা স্থিট হয়েছে, জন্ম নিয়েছে আধ্নিক্তম বন্ত্রপাতি। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মান্রকে সামান্য কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই এমন উল্লত সভ্যতা উপহার দিয়েছে যার ফলে সমঙ্গত ভাষারই ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, শব্দ ভাশ্ডার দ্বত্ত হয়েছে। নতুন নতুন শব্দ উদ্ভাবিত হয়েছে।

আদিবাসীরা দীর্ঘকাল অবহেলিত রয়েছে। তাদের মধ্যে এখনও অনেক প্রাচীন সভ্যতার **নিদর্শন পাওয়া যা**য়। সাঁওতাল আদিবাসীরাও যখন বনে জ্ঞালে বসবাস করত, কখনও ভয়, সভা, যোগা-যোগ করা প্রভৃতি বিষয় বে:ঝানোর জন্য তারা পাথরের গারে অথবা গাছের ডালে নানা রকম চিহু ও সঙ্কেত একে রাখত। শুধু চিহ্ন বা সঙেকতের এই সব ব্যবহারই নয়, সামনে কোন বিপদ বা ভয়ের আশংকা থাকলে তারা পশ্রর সিং দ্বারা নিমিতি নানারকম বাদ্য-যশ্ব দিয়ে বিচিত্র শব্দের সাহায্যে সেই সব বিষয়ে সতর্কও করত। এসব ছাড়াও এখনও বিভিন্ন জায়গায় সাঁওতাল অধিবাসীদের মধ্যে দেখা যায় যে, গ্রহপালিত জন্ত জানোয়ারের গায়ে নানারকম দাগকেটে তারা মালিকানা নিশ্বারণ করে দেয়। বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহারের প্রচলন এখনও রয়েছে। বাঁ হাতে পোড়া দাগ সাঁওতাল উপজাতির চিহ্ন বহন করে। সাঁওতাল উপজাতি রমণীপের শরীরে শিল্প স্ব্রমার্মাণ্ডত নীল রঙের প্রিন্ট দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রিন্টগ**ুলি অবশ্যই অর্থ**বহ এবং এগ**ুলি উপ-জাতিগ;লির মধ্যে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।** 

সাঁওতাল আদিবাসীদের মধ্যে নানা রকম চিহ্ন সঙ্কেত শব্দ ধর্নির যে ব্যবহার প্রচলিত, ক্রমে সেইসব চিহ্ন সঙ্কেত শব্দ ধর্নিন ভাষার জন্ম দিয়েছে কিন্তু লিখিত কোন সাহিতা সংস্কৃতির বিকাশ হয়নি, ছাপার হরফে বহু মানুষের সংযোগ স্ভিকারী ভাষার জন্মও হর্মান, কারণ সাঁওতালী ভাষায় লেখার উপযোগী কোন হরফ ছিল না।

সাঁওতাল ভাষীদের মধ্যে শিক্ষার জন্য এবং ভাষা প্রকাশ করার জন্য বাংলা লিপির ব্যবহার করা হত। আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করার লক্ষ্য সামনে রেখে মিশনারীরা বিভিন্ন জায়গায় স্থানপূনভাবে আদ্তানা গাড়ে। ধর্ম প্রচার করার অভিলায় তার: সাঁওতালী জনগণকে রোমান হরফ ব্যবহার করার পথে ঠেলে দেয়। শিক্ষা ও ভাষার ক্ষেত্রে রোমান হরফ ব্যবহার করার জন্য খ্টান মিশনারীরা উঠে পড়ে লাগেন। কিল্ডু বিদেশী ভাষার হরফ ব্যবহার করে খ্ব একটা স্ফল পাওয়া যায়নি, বরং সাঁওতালরা যথেন্ট পিছিয়ে রয়েছেন।

অলচিকি লিপির উদ্ভাবক ও র্পকার পশ্ডিত রঘ্নাথ মর্ম বৈবাবনেই উপলব্ধি করেছিলেন যে. সাঁওতালী ভাষা ও সংস্কৃতি আধর্নিক সভ্য সমাজে নিদার্শভাবে ধরংসের পথে এগিয়ে যাবে যদি সাঁওতালী ভাষা তার একাল্ত নিজস্ব হরফ উল্ভাবন করতে না পারে। সাঁওতালী ভাষা ব্যবহার করার জন্য, চিঠিপত্র আদান-প্রদানের জন্য, পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং ছাপাখনার মাধ্যমে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর জন-গণের মধ্যে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির সম্পদ্গালিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাঁওতালী ভাষার নিজস্ব লিপির প্রয়োজন।

খুন্টান মিশনারীদের প্রভাবে কেউ কেউ রোমান হরফ ব্যবহার করলেও রঘ্নাথবাব্ কিন্তু অন্ভব করেন যে, রোমান হরফে বা বাংলা হরফে সাঁওতালী ভাষার একান্ত নিজন্ব যে উচ্চারণ ধর্নিন তা সার্থক-ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বস্তুত অন্য কোন ভাষার হরফে ঠিক ঠিক ভাবে সাঁওতালী ভাষার ধর্নি বৈশিষ্ট প্রকাশ করার জন্য, তাদের সংখ্যা সমগ্র সাঁওতালী যারা রোমান হরফ ব্যবহার করতেন সাঁওতালী ভাষাকে প্রকাশ করার জন্য, তাদের সংখ্যা সমগ্র সাঁওতালী জাতির তুলনায় অতি নগণ্য ছিল।

রঘুনাথবাব্ কোত্হলী মান্ষ। এখন এই চুয়ান্তর বছর বয়সেও তাঁর চোখে মুখে কোত্হল, অজানাকে জানার আকাঞ্যা তীর। একজন আবিষ্কারকের মত



সন্দাক পণ্ডিত মুম্ব্, সংগে পশ্চিমবংগ সরকার প্রদত্ত প্রশংসাপত্র

অপরিসীম থৈষা, প্রলোভন ভুলে আত্মতাগ করার স্পৃহা এবং অন্যমত সহনশীলতার সপ্রে বিচার বিবেচনা করে যাজি নির্ভার পশ্বতিতে তা খণ্ডন করে নিজের মতকৈ প্রতিষ্ঠিত করার দর্জায় নিষ্ঠা পশ্চিত রঘুনাথ মুমর্ম্বর আছে।

হালকা শীতের সকালে রোদের দিকে পীঠ দিয়ে বসেছিলেন পণ্ডিত মুর্ম্ব। মুখে খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি, মাথায় ধবধবে সাদা অবিনাসত কেশ। চুয়ান্তর বছরের দীর্ঘ জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই কেটেছে হরফ আবিষ্কার ও প্রচার করার কাজে। শ্রুর্ করে ছিলেন ১৯২৫ সালে। আজও সেই প্রতিভা সমান ভাবে উজ্জ্বল। বর্তামানে পণ্ডিত মুর্ম্ব্ আছেন সিংভূম জেলার টাটানগরের করণ ডিহিতে ছেলের কাছে। ছেলে টিসকোতে চাকরী করেন। যুক্ত মানস্পাত্রকার প্রয়োজনে তার সঙ্গে সাক্ষাংকার নিতে গিয়ে সাভিতালী ভাষা, সংস্কৃতি ও আদিবাসী জীবনের অনেক অজানা কথা ট্রকরো ট্রকরো করে জানতে পেরেছি।

পশ্ডিত রঘ্নাথ মুর্মন্র জন্ম ১৯০৫ সালের ৫ই মে। উড়িষ্যার মর্রভঞ্জ জেলার একটি ছোটু গ্রাম দাঁত-বোমে, বাবা নন্দলাল মুর্মন্ তাঁকে ম্যাট্রিককুলেশন পর্যান্ত পড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। রঘ্নাথবাব্ বললেন—ময় রভঞ্জ জেলার বারিপাদা হাই স্কুলে লেখা-পড়া শেষ করে বারিপাদা পাওয়ার হাউসে শিক্ষা-নবীশ ছিলাম। কিন্তু শিক্ষা শেষ হ'লে কোন চাকরী করার ইচ্ছা হ'ল না। কুটির শিলেপ আগ্রহ দেখা দিল, বুনন শিল্পকে বেছে নিলাম।

কারপেট ব্নন ও টাইস্টিং-এ অভিনবত্ব স্থিতি कत्रत्नन त्रचूनार्थ भूभी । वर् भागाय जाँत भिल्ली হাতের কাজ দেখতে আসতেন। একদিন ময়ুরভঞ্জ মহারাজার তংকালীন দেওয়ান ডাঃ পি. কে. সেন এলেন দেখতে এবং মাণ্ধ হলেন। ফলে রঘান থকাকে প্রদত ব দিলেন ইনডাস্থিয়াল ট্রেনিং-এ যাওয়ার। রঘুন।থজী রাজী হয়ে গেলেন। কলকাতা শ্রীর মপুর ও গোসাবায় শিলেপর যান্ত্রিক কর্মকৌশল সম্পর্কে ট্রোনংও নিলেন। তারপর বারিপাদা পূর্ণচন্দ্র ইনস্টি-টিউটের ইনস ট্রাক্টর। কিন্তু এখ'নেও মন বসলো না. স্থায়ী হ'তে পারলেন না। ছ'ম'সের মধে। পিতা নন্দলাল মুম্বুর জীবন বসান ঘটল ফিরে যেতে বাধ। *হলেন রঘুনাথ*জী। দেওয়ান সাহেব রম্বনাথজীকে তার বাড়ীর কাছাকাছি বাদামটালিয়া মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিয়ন্ত করলেন। এখানেই রঘুনাথজীর জীবনে খানিকটা স্থায়ীও এর্সোছল।

র্ঘুন।থজী যথন বারিপাদায় শিক্ষানবীশ ছিলেন

pones and serve cours son server burned for any mend sound s

ভ্ৰম তাঁকে আদিবাসী ভাষার বিভিন্ন লিপি লিখতে হয়েছে। সমস্যাটি তখনই তাঁর মাথায় ঘ্র-পাক খেতে থাকে। তিনি একান্ত নিজন্ব একটি বর্ণ-লিপির প্রয়েজনে গভীরভাবে নিমণ্ন হয়ে পড়েন। সমস্যার জট খুলতে গিয়েই জন্ম নিল ইতিহাসের এক উল্জ্বল মুহুতে, জন্ম নিল সাঁওতাল ভাষা-ভাষীদের নিজ্ঞস্ব বর্ণমালা। অল স্ক্রিপট। তখন রঘুনাথজী বাদামটালয়ায়। বর্ণালিপি না হয় এলো তার প্রচার किछाटव इ ल ? आि प्यामी अनगन नजून वर्गभानात সংশ্যে পরিচিত কিভাবে হলেন? কেমন করেই বা তা জনপ্রিয়ত: লাভ করল? অলচিকির রূপকার রঘুনাথ মুর্মা এরকম একঝাঁক প্রশেনর জবাব দিলেন ধীরে ধীরে একটার পর একটা করে। দেখুন, যৌবনকালেই কতগুলো প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে দেখা দেয়। দেখতাম চোখের সামনে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ঘারে বেড়াচ্ছে, লেখাপড়া করে না স্কুলে যেতে চায় না অশিক্ষিত থেকে যাচ্ছে সমগ্ৰ সাঁওতাল জাত পিছিয়ে যাচ্ছে, সভা সমাজের সংখ্যা ত.ল রাখতে পারছে না।

ভাষতে ভাষতে ভাষনার জ্ঞাত খলতে লাগল। প্রদন দেখা দিল আদিবাসী ভাষা 'Phonetically' অন্যান্য ভারতীয় ভাষা থেকে কতটা স্বতন্ত্র কেন সাঁওতাল ছ ত্রা প্রচলিত বর্ণমালা গ্রহণ করছে না. কিভাবে বর্ণম.ল.র উন্নতি করলে তা ছাত্রদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, ছাপা ও হাতের লেখার মধ্যে সুসামঞ্জস। थाकरव এমন वर्णभामात रहशाता रकमन शरव। क'हा বর্ণের প্রয়োজন হবে, আদিবাসী সাঁওতাল হো. মু-ডা মাহালি বিহরদের ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা রোমান. দেবনাগরী হরফ উচ্চারণ ধর্নন যথাযথভাবে আনতে পারছে না। এবং সবচেয়ে বড প্রশন কেন বিভিন্ন ভাষার জন্য বিভিন্ন হরফ ব্যবহার করা হয়, এদের উল্ভবের নেপথ্য কাহিনী কি? এই সব প্রশ্নই আমার হরফ আবিষ্ক:রের প্রেরণা থামলেন রঘুন।থজী। "জন-সাধারণের প্রয়ে।জন পরেণ করার প্রচেণ্টাকেই প্রেরণা **বলতে হয়। না হলে বাইরে থেকে** অনা কেউ আমাকে প্রেরণা দেয়নি।"

"অলচিকি তৈরী করার পর প্রশ্ন দেখাদিল প্রচার কিভাবে হবে। সবাইকে ধরে ধরে শেখান সম্ভব না। তার জন্য মনুদ্রণ ব্যবস্থা চাই। বিদ্যালয়ে থাকতে থাকতেই একটা Hand Press তৈরী করলাম"।

হাাণ্ড প্রেস তৈরী করার অতীত প্মৃতি মনে পড়ে গেল পণ্ডিত রঘ্নাথ মুর্মন্র। একট্ন থামলেন তিনি। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস। "আজ অনেক মান্য সমরের অগ্রগমনের সংথে সাথে অল ক্ষিপ্ট ব্যবহার করছেন"। ঘটনাচক্রে রঘ্নাথঞ্জীর তৈরী হরফ ও হ্যাণ্ড প্রেসের খবর পেরেছিলেন শিক্ষা দশ্তরের কর্তা ব্যক্তিরা। তাঁরা রঘ্নাথঞ্জীকে রাজ্য প্রদর্শনীতে অলচিকি দেখাতে বললেন, সেটা হচ্ছে ১৯৩৯ সাল। প্রদর্শনীতে জল-চিকি দারুণ আলোড়ন তোলে, প্রচান্ধ বাড়ে।

আদিবাসী সাঁওতালী জনগণ আলচিকি হরফ ব্যবহার একদিনে রুক্ত করেননি। পশ্ডিত রুদ্ধনাথ মুর্ম্ব সাঁওতাল অধ্যুমিত এলাকার এলাকার প্রচার কাজ চালিরেছেন। হ্যান্ড প্রেসে লিপি ছাপিরে হাজার হাজার মান্বের মধ্যে বিলি করেছেন। বাধারও সম্মুখীন হরেছেন। তব্ও সাঁওতাল সমাজের নিজ্পব বাক্রীতি উচ্চারণভণ্গী ও ভাষা মাধ্য রক্ষার জন্য একক উদ্যোগে অগ্রসর হরেছেন। মুক্তি-পরামর্শও অনেক দিয়েছেন। বেশ কয়েকজন শিক্ষিত সাঁওতাল হরফ আবিষ্কারের কাজে বাস্ত ছিলেন। তারা অলচিকি দেখার পর সেটাই গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেন, এবং এর উমতিতে আত্মনিরোগ করেন।

অলচিকি প্রায় চার দশক আগে প্রথিবীর আলো দেখেছে। জন্মের পর কয়েকটি দশক অতিক্রান্ত হয়েছে, দেশও স্বাধীন হয়েছে অনেকদিন আগে। কিন্তু সরকারীভাবে অলচিকি লিপিকে মেনে নেওয়া হয়নি এতোদিন। রঘ্নাথ মুর্মান্থ পশ্চিমবাংলা, বিহার উড়িষ্যার সাঁওতাল অধ্যাবিত এলাকায় ঘ্রের ঘ্রের লিপির প্রয়োগ পর্মাত, ভাষার ধর্নি বৈশিষ্ট্য ও শব্দ গঠন প্রণালী সম্পর্কে বাদ্তব অভিক্রতা সঞ্চয় করে-ছিলেন।

হরফ আবিষ্কারের সময় সাঁওতালদের প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি বিশ্বাসকে ও পরিচিত জগতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যাতে লিপি দ্রুত রুশ্ত করা যায়।

রঘুনাথবাবুর আবিষ্কৃত অলচিকি লিপিতে ছয়িট স্বরবর্গ ও চিব্বপটি ব্যক্তন বর্গ আছে অর্থাৎ মোট তিরিশটি বর্গ আছে। ডায়া ক্লিটিক্যাল মার্ক ব্যবহার করার ফলে কেউ কেউ এই হরফকে অবৈজ্ঞানিক ও জটিল বলে মনে করেন, কিন্তু পশ্ডিত মুর্মান্ন দৃঢ়তার সপ্রেগ বললেন হরফ আবিষ্কার করা হয়েছে বৈজ্ঞানিক পশ্ধতি মেনেই এবং এগালি সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাঁওতাল ভাষার উচ্চারণ ধর্নি সঠিকভাবে আনার জন্যই ডায়া ক্লিটিক্যাল মার্ক ব্যবহার করা হয়েছে সামান্য কয়েকটা ক্লেটে। প্রত্যেক স্বরবর্গের পর চারটি করে ব্যক্তনবর্গ আছে, এই 'arrangenent' শিশ্বদের বর্গ রুত করার ক্লেটে বিশেষ সহায়ক। কারণ একটি স্বরবর্গ সামনে পাকায় বর্গ পাঠে গতিশীল নিয়মের স্থিটি করেছে।

পণ্ডিত মুমর্ তাঁর লিপিতে অন্য কোন লিপির প্রভাব পড়েছে বলেও মনে করেন না। রছনুনাথবাব, ও তাঁর পরু আমাকে বর্ণগর্নালর গঠন প্রণালী বোঝাবার জন্য বেশ কিছ্ উদাহরণ দিলেন। কিন্তাবে, কোন ঘটনাকে মনে রেখে কত সহজ উপায়ে এই সব লিপির কাঠামো রচিত হরেছে তাও তারা ব্যাখ্যা করলেন। কিন্তু অকপটে স্বীকার করছি সাঁওতালী ভ:ষার কোন জ্ঞান বা পূর্ব ধারণা না থাকার তা সঠিকভাবে আমি ব্রুতে পারিনি এবং তাই তার ব্যবহারও করলাম না।

নানারকম জটিল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সাঁওতালী জনগণের নিজস্ব বর্ণমাল্য অলচিকি অগ্রসর হরেছে। তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন 'Adibasi Socio-Educational and Cultural Association' বিপলে উৎসাহ উন্দীপনা নিয়ে অল-চিকির প্রচার কান্স সংগঠিত করতে এগিয়ে এসেছেন। অন্যান্য কিছু কিছু সংগঠনও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সরকারী পর্যায়ে কোন স্বীকৃতি না থাকা সত্তেও দরিদ্রা আদিবাসীদের ক্ষাদ্র ক্ষাদ্র দানে অলচিকি সূপ্রতিষ্ঠিত করার কাজ অগ্রসর হয়েছে। সম্পূর্ণ অলচিকিতে মাসিক পত্ৰিকা 'Sagen Sakam' ছাপাও হ**চ্চে। আদিবাসী জনগণের অর্থ** সাহায্যে কলকাতার 'স্বদেশী টাইপ ফাউন্ডি' থেকে রম্বনাথবাব, ছাপার অক্ষর বানিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রেসও চাল, করেছিলেন। কলকাতার 'Adibasi Socio-Educational and Cultural Association' নানারকম বইপত, পর্চিতকা ও সাহিত্য পত্রিকা 'Jug Jarpa' প্রকাশ করছেন অলচিকিতে।

দীর্ঘ নিরবচ্ছিল্ল আন্দোলন সংগ্রাম, গণডেপ্রটেশন মিছিল ও সভার মধ্যদিয়ে অলচিকিকে স্বীকৃতি দানের দাবী উত্থাপন করা হয়েছিল। কংগ্রেস সরকার জনত। সরকার সকলের কাছেই আবেদন পেশ করা হয়েছিল কিন্ত কেউ অ**লচিকিকে স্বীকৃতি দেননি।** সারা ভারতে পশ্চিমবংগার বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারই অল-চিকিকে স্বীকৃতি দেন। আদিবাসী ও তপশিলী উপ-জাতি কল্যাণ দশ্তরের রাজ্যমন্ত্রী ডাঃ শশ্ভনাথ মাণ্ডির সভাপতিত্বে গঠিত ক্যাবিনেট সাব কমিটি সুদীর্ঘ পর্যালোচনার পর আদিবাসী জনগণের সংখ্যা গরিণ্ঠের অভিমতকে মর্যাদা দিয়ে বিগত জনে মাসে অলচিকিকে সাঁওতাল জনগণের লিখিত ভাষার বাহন বলে স্বীকার করে নেন। সেই স্বীকৃতিই আনুষ্ঠানিক রূপ পায় গত ১৭ই নভেম্বর পরেবিলয়ার হজার হাজার আদিবাসীর উপস্থিতির আনন্দখন অনুষ্ঠানে রঘুনাথ মুর্মাক সন্বৰ্ধনা দানের সভায়। রঘুনাথবাব্র ধারণা বিহার. উড়িষ্যা ও অন্যান্য প্রদেশের সরকারও ধীরে ধীরে মেনে নেবেন এবং কালক্রমে হবে সাঁওতাল জনগণের নিজস্ব ভাষা বৈশিভের मुहक।

পশ্ডিত রঘুনাথ মুম নু সাঁওতাল জনগণের সামাজিক পশ্চাৎপদার বিরুদ্ধে আপে ষহীন সংগ্রামী।
তাদের জীবনের নানা দিক নিয়ে শিক্ষ মূলক কয়েকটা
গ্রন্থও তিনি লিখেছেন। যেমন অলচেমেদ, এলখা
পোতপ (অংকের বই), পাশি পোহা (স্কুল পাঠ। বই),
দারেশ ধন (নাটক), Ronode (ব্যাকরণ), বিধ্নুদদন
(নাটক), খেরোওয়ার বীর (নাটক) প্রভৃতি।

রম্বাথ মুম্ব নিজম্ব কর্মক্ষেত্র ছ:ড়:ও দেশ-বিদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছ্ব কিছ্ব থবর রাখেন। আসামের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে তিনি ব্যথিত, কেন্দ্রীর সরকারের আরও তংপরতা দরকর বলে তিনি মনে করেন। তিনি অবশ্য সক্রিয়ভাবে রাজনী,ত করেন না। মাঝে মাঝে সংবাদপত্র পঠ করেই থবরাথবর জানতে পারেন।

সাঁওতালী ভাষার সৌন্ধর্য ও নিজ্পর হারক্ষ র এবং তার অগ্রগমনে অলচিকি বিপল্লভাবে প্রভ ব বিস্তার করবে বলে পশ্ডিত মুমানু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। বারা এখন অলচিকির বিরোধীতা করছেন তারা আচিরেই তাদের ভূল ধরতে পারবেন করেণ এ কথা সবাই মানবেন যে একটি ভাষাকে আর একটি ভাষার লিপিতে প্রকাশ করলে ভাষা ক্রমশ দীন ও হতন্ত্রী হয়ে পড়ে। কেউ কি নিজের ভাষার ভণ্ন ভাগি চেহারং পছন্দ করেন দীর্ঘকাল। আমার ধারণা ভলাচিকির জয় ও স্থায়ীত্ব অনিবার্য।

নিজের ভাষাকে স্বাহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে চুয়ান্তর বছরের বৃশ্ব রঘুনাথবাব্ গৌরবাদ্বিত বোধ করছেন। ভবিষাতে এর উল্লাতির জন্য আরও অসংখ্য শিক্ষিত সাঁওতাল যুবক এগিয়ে আস্বেন এ দৃঢ় বিশ্ব স তাঁর শেষ জীবনের পাথেয়।

দীর্ঘ আড়াই ঘন্টার সাক্ষাংকার শেষ করে ফিরে আসছিলাম এক বিস্ময়াভিত্ত অন্তুতি নিয়ে। মাঝে চা টোন্টের লৌকিকতা শেষ করেছি। ওঠার আগে তাঁর স্বহস্তে অলচিকি লিপিতে কিছু লিখে দিতে বললাম। চোখে ভালো দেখতে পাছেন না তিনি, তব্ ধরে ধরে লিখে দিলেন—"পশ্চিমবাংলার ব মফ্রন্ট সরকার অলচিকি লিপিকে স্বীকৃতি দিয়ে সাওতালি ভাষার অগ্রগতিতে গ্রের্থপ্র ভূমিন্টা পালা করেছেন। এ জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে আমি ধনাব দ দিছি। আমি আশা করি সাঁওতালী ভাষা ও সংস্কৃতির উল্লিয় জন্য তাঁরা আরও অনেক কাজ করবেন"।

-- বিশেষ প্রতিনিধি



## মানভূমে পৌষের ভিড়ে

### क्ति এম আবুবকর

বাঙালীর কাছে মাস হিসেবে পৌষের কদরটাই আলাদা। পৌষে গৃহন্থের ঘর ভরে যায় ফসলের সম্ভরে, আনন্দের হিল্লোল ছড়িয়ে পড়ে সর্বত। বাংলায় একটা চালা বাগধারা আছে—কারো পৌধমাস কারো সর্বাদা। প্রিয় মাসটিকে ঠিক সর্বাদেশর বিপরীত কোটিতে বাসিয়ে পক্ষান্তরে ভারই মহিমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্র্বিলয়ার মানভূমী মান্ষের কাছে পৌষের একই মর্যাদা।

প্রব্লিয়া জেলার বিভিন্নস্থানে মকর সংক্রাণ্ড ও ট্রস্বপরব উপলক্ষে গ্রামীণ মেলা, ম্রগাঁ লড়াই ইওাদি আনশ্লোপকরণের বিস্তর আয়োজন হয়। তবে এবছর খরাজনিত পরিস্থিতির জন্য মান্বের আনন্দ উচ্ছনসে কিছ্টা ঘাটতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। তব্ উৎসবের এই মরশ্বমে মান্য সামর্থ অন্যায়ী মেতে উঠেছে, তাও দেখেছি।

'আঘন সাকরাত' অর্থাৎ অন্তাণ সংশ্লান্তির দিন থেকে শ্রুর হয় ট্যুস্পরব। ট্যুস্ আজ মানভূমের মান্ধের কাছে লোকিক দেবীতে র্পান্তরিত হয়ে-ছেন। তিনি লক্ষ্মীস্বর্পা। গ্রামের ধনী-নির্ধান সকল শ্রেণীর মান্ধ এই উৎসব পালন করেন। ট্যুস্পরবের জ.ক-জমক আমোদ-প্রমে,দের সঙ্গে একমাত্র বাঙালীর দ্বর্গোৎসবের তুলনা চলতে পারে। উৎসবের অংগে ঘরে ঘরে নতুন কাপড়চোপড় কেনাকাটার ধ্ম পড়ে যায়। ঘর-দুয়ার ঝাডপোছ হয়।

শোনা যায়, কাশীপুরের পণ্ডকোটরাজ ট্রম্ ও ভাদ্য এদ্টি পরবের প্রবর্তান করেন। রাজদ্হিত। ট্রম্ ও ভাদ্র অকালমৃত্যুর পর তাদের স্মৃতিরক্ষার্থে রাজা ভাদ্রমাসে ভাদ্যপরব ও পৌষমাসে ট্রম্পরব উদ্যাপন করেন এবং রাজ্যের প্রজাদেরও উৎসব পালন করতে উৎসাহিত করেন। তবে ট্রম্র নাকি মৃত্যু হয়েছিল বৈশাথমাসে। রাজ নির্দেশে পৌষমাসেই ট্রম্ উৎসব শারু হয়। মানভূম সংস্কৃতি ও নৃতত্ব বিষয়ে একজন বিদম্ধ ব্যক্তির কাছে এদ্রটি পরবের উৎসব সম্বন্ধে কথা পেড়েছিলাম। তিনি বলেছেন রাজদ্রহিতা ভাদ্রর মৃত্যুকাহিনীর সঙ্গে ভাদ্র উৎসবের স্কুনার ব্যাপারটি সঠিক। কিন্তু ট্রম্ উৎসব

সানভূমে আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। এর সংগে কোন রাজকুমারীর মৃত্যুকাহিনী যুক্ত নেই।

যাই হোক, 'আঘন সাকরাতের' দিন ট্রস্কুকে ঘরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ওইদিন থেকে গ্রামের মেয়ের: ট্রস<sub>্</sub> গান শুরু **করেন। টুসুগান আজ ম**ানভূমী সংস্কৃতি তথা বংগ সংস্কৃতির অংগ। সহজ মোহনীয় পল্লীস্কুরে এগান গাওয়া হয়। সর্বত একই সারের গান। মেয়োরা দলবে'ধে রাস্তায় চলতে চলতে বনে কাঠ পাতা সংগ্রহ করতে করতে, ঘরে অবসর সময়ে আসর করে বঙ্গে ট্সুগান করেন। গানের ভাষায় ট্সুর মাহাত্ম গ্রাম-জীবনের নানান কথা প্রেমের কথাও থাকে। স্বভাব কবিদের মতো মুখে মুখে গানের কথা রচনা করা হয়। ইদানিং ছাপানো পু্সিতকায় টুসুগানের সংকলন্ড পাওয়া যায়। ট্সা্গান শা্ধা মেয়ের: নয়, ছেলেরাও করেন। তবে তাদের গানের কথায় আদি-রসের ছড়া-ছড়ি থাকে। সংক্রান্তির চারপাঁচ দিন পর থেকে গান বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় মান্বের বিশ্বাস, এরপর গান গাইলে নাকি মুখে খোশ পাঁচড়। হয়।

সাকরাতে অর্থাৎ মকর সংক্রান্তির রাতে মেয়ের।
সারারাত জেগে গান করেন। পর্যাদন ট্মুনুর "চৌডোল"
নিয়ে দলবে'ধে নিকটবতী জলাশয় কিম্বা নদীতে
ভাসিয়ে আসেন। সেই সঙ্গে মকর স্নান সেরে আসেন।
মকর পরবে স্নানের রীতি এখানেও জনপ্রিয়। 'চকর
দেখে মকর স্নান'—স্থোদিয়ের সময় স্নান করলে
বছরটা ভালো কাটবে। মকর স্নানে প্ণ্যার্জনের ও পাণ
স্থলনের প্রচলিত বিশ্বাস এখানে ততোটা পরিচিত
নয়।

ট্বস্র 'চৌডোল' রণ্ডিন কাগজ কেটে ও কাগজের ফ্ল দিয়ে সাজানো হয়। দেখতে খানিকটা শিয়া ম্বলমানদের মহরম পরবের তাজিয়ার মতো। চৌডোল প্রতি পাড়ায় বা বাড়িতে তৈরী হয়। অধিকাংশের আয়তন বেশ ছোট, খেলনা রথের মতো।

পৌষ সংক্রান্তিতে প্রব্লিয়ার সর্বা মেলা বসে।
এর মধ্যে নামডাক আছে মাঠাপাহাড়ে মাঠাকুর্র মেলা.
চান্ডিলের অদ্রের স্বর্ণরেখার তীরে জয়দার মেলা.
বীরগ্রামে সতী মেলা, হুড়ার শিলাই মেলা, প্রব্লিয়ার

কাছে চাঁচড়া মেলা, স্বর্ণরেখার তীরে ঐতিহাবাহী সতীঘাটার মেলা।

সংক্রান্তির দিন বলরামপ্রর থেকে মাইল দেড়েক দ্রের একটি ছোট মেলায় গিরেছিলাম। সকাল থেকে সেখানে মোরগ লড়াই চলছে। বাব্রগারবের কলকাতায় এককালে বাব্রা টাকা ওড়াতো ম্রুগা লড়াই করে। প্রব্লিয়ার দেহাতী মান্বের কাছে আজো মোরগ লড়াই দার্ণ জনপ্রিয়। অল্লাণ-পোব-মাঘ মাসে সর্বপ্র মোরগ লড়াইয়ের আখড়া বসে। লড়াইয়ের মোরগ কেনাকেচা হয় নানান জায়গার হাটে। এ'বছর এক একটি মোরগ ১৫ টাকা থেকে ১৩০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে। তাগড়া চেহারা, দার্ণ লড়তে পারে—এরকম মোরগের দাম পঞ্চাশ ষাটের কম নয়।

মেলায় লোক আর ধরেনা। তার মধ্যে শ'আডাই লোক গোল করে দাঁড়িয়ে মোরগ লড়াই দেখছিল। মোরগের একপায়ে ধারালো ফলার মতো অস্ত বাঁধা। **স্থানীয় ভাষায় একে 'কাইত' বলে। লড়াই হচ্ছে প্রা**য় সমান সাইজের মোরগের স**েগ। দূর্বলে**র সংগা প্রবলের নয়। দুটো মোরগকে মুখোমুখি ধরে রেখে রাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ছেড়ে দেওয়ামাত তারা ঘাডের কেশর ফ্রালয়ে একে অপরের ওপর জাতশত্র মতো ঝার্লিপয়ে পড়ছে। **অ**ুটোপর্টি করতে করতে একের 'কাইতে' অন্যের বাজ্ব বা পেট চিরে যাচ্ছে। আহত রম্ভাক্ত পরাজিত মোরগ বিজয়ী মোরগের মালিকের পাওনা, রসনা তৃণ্তির আদিমতম রসদ। পরবের দিনে এইভাবে বহু, নেশাগ্রুত লোককে মোরগ লড়াইয়ে টাকা ওড়াতে দেখলাম। অভাবী মন্বরাও বিরত নেই। **অনেকে মোরগ লড়াই না করে শুধু লড়াই**য়ের উপর টাকার বাজী ধরে জুয়া **খেলছে।** আজকাল আবার প্রাইজ দেবার চলন হয়েছে। নতুন জারগায় লড়াইয়ের আখড়া বসানোর সময় লড়াইকে আকর্ষণীয় করার জন্য গেঞ্জী, ছাতা, বালতি ইত্যাদি গৃহস্থালী জিনিষপত্র উদ্যোক্তারা প্রাইজ হিসাবে ঘোষণা করেন। প্রের্নলয়ার এই মোরগ লড়াই নামধেয় টাকার শ্রাম্থের ঐতিহা বহালতবিয়তে আছে থাকবেও হয়ত দীর্ঘকাল এর জনপ্রিয়তার জনা।

পোষ সংক্রান্তির দিন বাঙালীর পিঠে পরব।
পর্ব্লিয়াতেও এদিন সর্ব্র পিঠে খাওয়ার ও
খাওয়ানোর প্রতিষোগিতা চলে। বন্ধ্রামধ্যর, আখায়পারজন সকলে আন্তরিক অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হয়।
আমিও বাদ গোলাম না। আমন্দ্রিত হলাম দ্বিট বন্ধ্বগ্রে বাঙালী মেয়েদের কাছে পিঠে তৈরী—এ নিল্প
বিশেষ। রসে ভূব্ ভূব্ পিঠে, চোবানো তেলে-ভাজা
পিঠে, পিঠের পেটে নানানরকম প্র দিয়ে তৈরী পিঠে।
ভালের, ছাতুর, স্গাম্মী মশলার, নাবকোলের—নানান
ধরণের প্র করতে বাঙালী মেয়েরা সিম্থহত। চালের
গাঁকুড়া দিয়ে তৈরী এসব পিঠে গরমজলের ভাপে সিম্থ
করা হয়। খেলে রসনার পরিতৃতিত। তবে গরীবের

আনব্যাঞ্জনে বেমন পদের বৈচিত্র্য থাকেনা, তেমনি পিঠে পরবেও তাদের রকমফের করার সনুযোগ থাকেনা। প্রবন্ধা লিয়ার দরিদ্রসাধারণের প্রিয় আস্কা পিঠে, গ্রুড় পিঠে আর উন্ধি পিঠে।

মকর সংক্রান্তিতে জয়দায় তিন্দিনের বিরাট মেলা বসে। সংক্রান্তির পর্রাদন এক বন্ধ্বকে নিয়ে গিয়েন্ছিলাম মেলা দেখতে। বাংলার সীমানা পেরিয়ে বিহারের চান্ডিল, সেখান থেকে চার কিলোমিটার ভিতরে জয়দা। স্থানটি প্রকৃতির র্পপাগলদের বিহার ক্রেট। এখানে এলেই মন আপনহারা মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। টাটা হয়ে পাকা রাস্তা এখানে স্বর্ণয়েখার উপর দিয়ে রাঁচীর দিকে চলে গেছে। আশেপ্সশে ছোট ছোট পাহাড় মাথা উচ্চু করে দাঁড়িয়ে আছে। এইখানেই পাহাড়ের গা ঘেসে স্বর্ণরেখা বাঁক নিয়েছে। সায়া এলাকা সব্জ বনানীর চাদর ম্বিড় দিয়ে আছে। পাহাড়ের গায়ে নদীর কিনারে শিবমন্দির। এইখানে প্রতিকছর মেলা বসে।

সকালবেলায় মেলায় গিয়ে দেখলাম মেঘলা আব-হাওয়ার জন্য লোকজন বেশী আর্সেনি। স্বর্ণরেখার ব্রিজের পাশে রাস্তার ধারে মেলা উপলক্ষে জীবন-বীমার স্টল, পরিবার কল্যাণ স্টল, অস্থায়ী থানা বসেছে। পরিবার কল্যাণ স্টলের মাইকে বাজছে প্রনো হিন্দী ফিল্মের গান। প্রচুর দোকান পশারী বসেছে রাস্তার ধারে। টাটা কান্ডিল থেকে মেলায় আসার জন্য বাস, মিনিবাস, লরীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। অপ্যশিত ব্যাবস্থা অব্যাবস্থার সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বেলা যতো বাড়তে লাগলো, মেঘলা আবহাওয়া ততো কেটে যেতে লাগলো। মান্ধের ভিড়ও বাড়তে লাগলো। মেলাটি যদিও বিহারের মাটিতে, কিন্তু মেলার দর্শনাথী প্রায় সকলে বাংলা ভাষী দেহাতী মান্ধ।

গ্রামের মেয়েরা দলে দলে 'চৌডোল' নিয়ে আসতে লাগুলা। কণ্ঠে তাদের ট্রস্কুগান। অনেকে চৌডে:লের পরিবতে পদ্মাসীনা ট্রস্ক্রেবীর প্রতিমা এনেছে বিসর্জন দিতে। প্রতিমা তৈরীর চলন ইদানিং শ্রের্ হয়েছে। ছেলেদের ট্বস্বদলও আসছে। তাদের সঙ্গের মাদলের 'গেদা ঘ্যান গেদেদ গড়ে্ম' বোল অম্ভূত মাদকতা সৃষ্টি করছে। তারা গাইছে—'বল্ সংগতি জয়দা কতদ্র/ত'য় উন্ধি পিঠা তিলের পরে।' বড়ো দলগালোতে শ্বং মাদল নয়, ধমসা, ফুট বাঁশিও আছে। দলের অনেকের হাতে টাঙি উ'চু করে উপর **দিকে তুলে** ধরা। কারো কারো হাতে পাতা**স**ুন্ধ, জ্যান্ত গাছের ডাল উচ্চু করে ধরা। সবাই ট্রস্নগান করতে করতে নাচতে নাচতে আসছে। এনাচের কোন জাত নেই। প্রতিমা বিসর্জনের সময় ছেলেরা রাস্তায় যে উम्पाম नाচ नारा, তाর সভেগ তুলনা চলতে পারে। গানের ভাষায় আদি রস. স্থলে রসিকতা। বোঝা যাচ্ছে অনেকেই 'দার' পান করে 'মস্ত্' হয়ে আছে। দেহাতী মানুষের কাছে পরবে 'দারু' পান করাটাই রেওয়াজ। অনেক মেয়েরা মেলার দর্শনাথীর বিচিত্র পোষাক-আসাক, অভার আচরণ লক্ষ্য করে গান রচনা করে গাইছে।

নদীর তীরে বালির চড়ায় জমজমাট মেলা বসেছে।
অঙ্গায়ী হোটেল, রকমারী খাবারের দোকান, খেলনা,
ভে'প্র, ঘর-গৃহস্থালী জিনিষপত্ত, শাঁথের জিনিষ,
মোষের সিংয়ের বাহারী জিনিষের দোকান বসেছে।
সর্বান্ত ক্রেতা-বিক্রেতায় গিজগিজ করছে। প্রতুল নাচ
বসেছে মেলার একপ্রান্তে। ধমসা মাদল বাজিয়ে
ভারা লোক জড়ো করছে।

নদীর পাড়ে বালিভার্ত অঢেল জায়গা। দ্রদ্রান্ত থেকে দর্শনাথীরা এসেছেন। তারা স্বর্ণরেখার জলে ডুব দিচ্ছেন। তারপর শিব্দান্দরে গিয়ে
প্জা দিয়ে আসছেন। মেয়েরাও নিঃসঙ্কোচে স্নান
করছেন। নদীতে হাঁট্রজল, অল্প স্রোত। স্নান করতে
পায়ে একট্রও কাদা লাগেনা। পায়ের নীচে শ্র্ব্
বালি। অনেকে দলবলসমেত রায়ার সরঞ্জাম নিয়ে
রন্ধনক্রিয়য় রত। যেন পিকনিক করছে। স্থানটি
পিকনিক বিলাসীদের পক্ষে আদর্শস্থান। শ্র্নলাম
অনেকেই ছ্টির দিনে এখানে এসে পিকনিক করে
এবং কয়েকঘন্টার জন্য জায়গাটি সরগরম করে আবার
চলে যায়।

নদীর দক্ষিণধারে খাড়াই পাহাড় অকাশে মাথা তুলেছে। পাহাড়ের গায়ে শিবমন্দির। ভক্তরা নতন মন্দির তৈরী করে দিয়েছেন। এইখানে আগে ছিল পাথরের পরুরনো মন্দির। মন্দিরের নিজম্ব মাইকে চল্তি ফিল্মের ভজনগান এবং হালকা গান দু-ই বাজছে। অনেককে দেখলাম ট্রানজিস্টারে টেস্ট ক্রিকেটের রিলে শ্রনছে, আবার মেলাও দেখছে। মন্দির চত্তরে সাধ্য ও ভিখারীরা ছার্ডনি ফেলেছে। দেহাতী মান্যদের সংখ্যে শহরে ভক্তরাও মন্দিরে শ্রম্থাবনত হয়ে প্রজা দিচ্ছেন। মন্দিরচত্তরে প্রাচীন পাথরের শিবলিখ্যের ছড়াছড়ি। এগর্বল নাকি প্রেনো মন্দিরেই ছিল। আমার দ্রণ্টি আকর্ষণ করলো প্রাচীন পাথরের একটি ময়্রার্ড় কাতি কম্তি, দুটি হর-পার্বতীর যুগলমূর্তি ও হাল আমলের তৈরী একটি বিশালকায় ষাঁড়ের মূর্তি শিবের বাহন। প্রেনো মন্দিরের ভণনাংশগ্রলো যাদ্রারে দর্শনীয় বস্তুর মতো করে বেদীর উপর রাখা হয়েছে। একটি জায়গায় একটি পাথরে খোদাইকরা নিবিড় আলিৎগনে পিণ্ট ওণ্ঠাধর
চুন্বনরত প্রেমিকযুগল মুর্তি দেখলাম। দেখে কোনারকের মিথুন মুর্তির কথা সমরণে এলো। একটি
প্রস্তর ফলকে দেখলাম আমার আজানা কোন লিপিতে
অজ্ঞাত কোন বাণী উৎকীর্ণ আছে। এ লিপি না বাংলা
—না হিন্দী, অথচ দুইটি লিপির সঙ্গে কোথায় যেন
মিল আছে।

প্রদেশর ফলকটি আমাকে খ্রিটিয়ে দেখতে দেখে এক ভাগ্যবিশারদ সাধ্কা বললেনঃ স্লিফ নেহর্ক্লীনে এহি লিখাই পড়নে সকা। আমি সাধ্কে জিজ্ঞেস করি নেহর্ক্লী এখানে কবে এসেছিলেন। তাঁর জবাবঃ উল্লিশিশা ছিয়ান্তর সালতক্। আমি তাঁকে বোঝাবার চেন্টা করি, তখন নেহর্ক্লী ইহলোকের মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন। সাধ্ব আমাকে আরো এক বিচিত্রতর তথ্য পরিবেশন করলেনঃ বিশ্কেমাজীনে এহি মন্দির ব্যানায়া। দ্রনিয়ামে তিনো চীজোঁ বিশ্কমাজীনে আপনা হাথসে বানায়া। জগল্লাথ দেবকী মন্দির, এহি শিউ মন্দির, অউর সোনেকী লঙকা।

স্থানীয় এক প্জার প্রসাদবিক্তেতা দোকানদ।রের मृत्य गूनलाम, भिव मिन्नति वर् कात्लत भूतता, রাজা বিক্রমাদিত্যের আমলের। আগে লে:কে নৌকায় করে মন্দিরে পূজা দিতে আসতো। তবে মেলার ঐতিহা দীর্ঘদিনের নয়; ষাট সত্তর বছরের বেশী হবেনা। প্রথমে একদিনের জন্য মেলা বসতো। যখন স*ুবর্ণ*রেখার উপরে ব্রিজ হয়নি, তথন লোক বনপ্রান্তর পেরিয়ে পারে হে'টে মেলায় আসতো। তাঁর কাছে আরো भूनलाम, मन्मित त्थरक এक कार्लाः मृत्त नमीवत्क প্রসারিত পাহাড়ের পাথরের উপর একটি বেদী আছে। সেখানে বসে সীতা রামচন্দের সঙ্গে পাশা খেলে-ছিলেন। ঔৎস্কারশে পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে গেলাম সেখানে। কিন্তু কোথাও কোন বেদী দেখতে পেলাম না। শুধু একটি স্থানে দেখলাম পাথরের একটি অসমান চাতাল। তার উপরে সান্দর হস্তাক্ষরে লেখা আছে—'জয় রাম'।

বিকেল গড়িয়ে সন্থ্যে হবার আগেই আস্তানায় ফেরার উদ্যোগ করলাম। স্বর্ণরেখার ব্রিজের উপর উঠে শেষবারের মতো চেয়ে দেখলাম, মেলা দার্ণ জমে উঠেছে। মাইকের কলতান, মাদলের দ্রিম দ্রিম শব্দ, মান্বের কোলাহল প্রকৃতির এই নির্জন কোলকে ম্খর করে তুলেছে।

## ফাক্ট ফ্টোক

#### রামকুমার মুখোপাধ্যায়

পোষ মাসের শীতের ভোরে বাইরের উঠোনটায় চাদর মন্ডি দিয়ে বসেছিল খোকা মড়ল। হাতে বালতি আর খড়ের লনটোটা নিয়ে "শালা" "শালা" বলতে বলতে টিউকলের দিকে গেল বিষ্কম নন্দী। "খাক্ খন্" "খাক খন্" করে থন্থ ফেলে বার কয়েক। হাত পা ঘসে ঘসে ধোয়। নাকের কাছে হাতটা নিয়ে গিয়ে তেরে তেরে শোঁকে। এক খাবলা গোবর নিয়ে হাতদ্বটো বারকয়েক ঘসে। কাঁপতে কাঁপতে আবার হড়হড় করে হাত পা ধন্লো। তারপর ঠক্ ঠক্ করতে করতে হাত পা মন্ছে বিড়িটা ধরায়। খোকা মড়ল মাথামন্থের চাদরটা একটন্ ফাঁক করে মনুখ বার করে বলে—'না খন্ডো তোমার সিদিন ব্রেসন্থে অমন কাডটা করতে হোত।'

বঙ্কিম নন্দী গায়ে চাদরটা জড়িয়ে গর্ড়সর্ড় মেরে বসে বলে—'ব্বে স্বে কিরে! শালী এলো তোর রোদ উঠতে, ব্যাটার অস্থের ধানাইপানাই শ্বনোতে শ্বনোতে। মাঠে আমার ধান। তা বলল্ম তোকে আর খাটতে হবোন ঘর যা। তা বলে কি জানিস, গতকালের খাট্রনির দামটা মিটিয়ে দাও।'

—'যা দিনকাল পড়েছে খুড়ো মিটিয়ে দিয়ে পাপ-যন্ত্রণা চুকিয়ে দিলেই ভাল হোত।'

—'থাম না! তা আমি কলল্ম, তোর জন্যি ট্যাঁকে টাকা লিয়ে ঘ্রতে হবে না কি লো! আবার যেদিন ভোর ভোর আসবি সিদিন দ্ববো।'

---'ভानरे एठ। वर्त्नाहर्त्न। कथाय कान भारत्याह

—'তা আমি বললমে তো শোনে কে। বলে ছেলের ওয়াধ লাগবে আবার বারলিক লাগবে। তা রাগের মাথায় বলেছি খাটার গতর নাই, ছেলে তো বিয়োচ্ছিস পিল পিল করে।'

—'বেশ বলেছো খ্বড়ো'—থিক্ থিক্ হাসতে হাসতে বলে খে'কা মড়ল।

—'তা তাতেই মহারানীর মানে লেদনা পড়ে গেল। তা জবাব কি জানিস, ট্যাঁকে পয়সা নাই তো ম্নিস ডাকা কেনে!'

—'ইকি অনাছিচ্টি কথা। কোন শালা বলে বিৎকম নন্দীর পয়সা নাই। এমন গাছ পালুই কার ওঠে!' বেশ রাগ রাগ করে বলে খোকা মড়ল। গলাটা নামিয়ে তারপর বলে—'থুড়ির আমার বার ভরির বিছে—'

—'আর ব্রুলি কিনা আমার মাথায় বা করে রক্ত
উঠে গেল; এমন কথা আমার ম্থের সামনে আজ
পর্যান্ত কেউ বলতে সাহস করেনি। রাগের মাথায় ঝা
করে মেরেদিলুম বাাতে এক চড়।'

—'ইথিনটিতেই তো ভুল করলে খুড়ো।' বিড়িতে একটা টান দিয়ে চাদরে ভাল করে টাঁকটা ঢেকে বলে খোলা মড়ল।—'হাজার হোক মেয়ে মানুষ। এক-বারে দল বে'ধে পণ্ডায়েতে চলেগেল। আর সি শালারাও তো ই-সব দেখতে বসে আছে। শালা চাটার ইয়ে চিয়ারে উঠেছে। তার উপর ডোমপাড়ার মাগী মরদ্বালার সি কি বিতিকিচ্ছিরি গালবাখান! তোমাকেই তো দোষ দিল।'

—'দিল বললেই মানল্ম নাকি। বলল্ম গাল দিয়েছে তাই চড় মেরেছি। দোষ মানব কার কছে! যা পারিস করে লিবি, কত হাতি গেল তল—'

— 'আর সি জনি।ই তো ই কিন্তি খুড়ো'। আর একটা বিড়ি ধরিয়ে হি-হি করে হাসতে হাসতে বলে খোকা মড়ল। মাঠে পাকা ধান তাও সয় সারা দেয়ালে গুল্যাপা!'

— শালা শালীদের পেলে — কথাটা বলতে বলতে হাত টা আর একবার শোকে বিষ্ক্রন নন্দী। শালা শুধু দিয়ালে চৌকাঠ পর্যন্তি।

—'কি আর করবে খ্ডো:'—সান্ত্না দেয় খোকা মড়ল। 'কলিকাল। গালমন্দ দিয়েই কি করবে। লোকে হাসবে গ্লোপার খপর শানে। তার উপর মাঠে সত্তর বিঘে পাকা ধান। তোমার ঘরে খাটে না এলে তোমারই লোসকান।'

—'তা তে:র। সবাই মিলে তুলে দিবি। মাথা নুয়োবো কিরে!'

—'তা তো ব্রুল্ম কিন্তু আবার একটা ধর গিয়ে যদি গজড় লাগায়। সব চাষীরা কি আর আসবে এক্ষ্মির যদি সব ম্যানসগ্লো বলে খাটতে যাবনি।'

— 'বললিই হোল। পেটে জনলা ধরবেনি!'

— পৈত্নির আবার শাকচুন্নির ভয় খন্ড়ো! এমনিতে

জনুটোন আর দন্বাদন খাবেনি। কিন্তু দেবতা একবার নামলে পাকা ধানে কি ক্ষোতিটা হবে ভেবে দেখে। দিকিনি। তাইসই খনুড়ো কিন্তু আবার যদি ল্যাপে—

—'লেপলেই হোল'—গর্জে ওঠে বৃত্তিম নন্দী।
'হাত ভেঙে দুবো—আমিও শালা বৃত্তিম নন্দী।'

—'তা তো হোল খ্বড়ো কিন্তু রেতের বেলা লিপলে ক'রাত জেগে কাটাবে। তা ছাড়া যা দিনকাল রেতের বেলা পেছন থেকে তোমার গায়েই ঢেলে দিল এক খোলা।'

"খাক্ থ্" "খাক থ্" করে আর খানিক থ্থ্
ফেলে বিণ্কম নন্দী। গন্ধটা এখনও চারদিক ছড়াছে।
মনে মনে গায়ে ঢাললে কি বিতিকিচ্ছিরি হবে ভাবতে
ভাবতে গাটা গ্লিয়ে ওঠে। আবার খানিক থ্থ্
ফেলে। তার উপর পাড়াপড়শী দ্টারজনের সংগ্র মন
ক্ষাকিষ আছে। মরাই পাল্য়ের গতর দেখলে, সনে
সনে মা লক্ষ্মীর ক্ষেত্র বাড়লে অমন দ্ চার জনের রাগ
হয়। আর সকাল হলেই তারা এক্ষ্মিন চারদিক চাউর
করে দিবে। পাঁচজন এখন ব্যাঁত ফেড়ে দাঁত বার করে
জিজ্জেস করবে ল্যাপা লেপির কথা। অন্যের কাছে
শ্লুনলেও জিজ্জেস করবে। একবার শ্লুনলেও আরো
পাঁচবার তেরে তেরে জিজ্জেস করবে। ভাবতে ভাবতে
একটা বিড়ি ধরায় বিণ্কম নন্দী। খানিক পরে বলে
—"তা কি করা যায় বল্ দিকি মড়ল।"

খোকা মড়ল সামনের অর্কাশন্ট দ্বাটি লড়া দাঁত জিব দিয়ে নাড়তে নাড়তে বলে—"আমি বলি খুড়ো এই ভোররেতে মাগীটার কাছে একবার যাও। ওর ব্যাটাটার হাতে একটা আধ্বলি দিয়ে বোলো মকরে মিশ্টি খাবি।"

—"সি কি রে বাব্—ই তোর যে বেশ কথা। ল্যাপাকে ল্যাপা আট আনা গচ্ছা।"

—"আহা হাতে দিলে বলে কি একবারে দিয়ে দিলে। পাঁচদিন কাজ কর্মক ধানটা উঠে যাক। তার-পর ঝাড়া হয়ে গেলে তো তোমার দিন। মানিস তখন ফ্যা ফ্যা, শেষদিন আটআনা কেটে লিবে। আর ইদিক দিয়ে তোমার খপরটিও চেপে গেল।"

—"তোর মাথা বড় ভালো থেলে রে"—বেশ মোলায়েম করে বলে বিষ্কম নন্দী। "আমার সব চুলগ্বলো পেকে গোল তব্ব তোর মত ব্বথতে পারিনি।"

— "আমার থাকলিই তোমার থাকা খুড়ো।"—
থিক থিক করে হাসতে হাসতে খুব খুশী হয়ে নিজের
মাথাটাতে একবার হাত বুলোয় মড়ল। তারপর আবার
বলে—"তবে একটা মোলায়েম করে বলো আরকি। তোর
শ্বশ্র আমার ঘরে খাটত। কতা বলতে অজ্ঞান। আর
প্যালাটাকে বাইরে ডেকে হাতে একটা বিড়ির ভাড়া
দিয়ে দিও আরকি। লুলো হোক কুঠে হোক ভাতার
তো বটে। ও বললে শুনুবে।"

—'তাই করি বল।ে তবে শালা ধান ঝাড়াটা হয়ে গেলে আমার একদিন কি ওদের একদিন। শালা তথন দেখে ল্বো ডোম পাড়ার মাগী-মরদগ্রেলার কত তেল।

—'তা তো দেখে লিবেই খ্ডো। শ্ব্ধ প্র স্থি-গ্রেহণটা ষেতে দাও। বোশেখ-জৈটি পড়ক।'

—'হাা দাঁড়ানা। এমন দিন চলবেনি! উপরে ভগবান আছে ষেম্বেথ গাল দিয়েচে গলে গলে পড়বে। আর এক মাঘেতে কি শীত পালাইরে! আবার ভোট হবে চিরকালের গাঁরের মাথা বিভক্ম নন্দী আবার মাথা হবে।'

—'তা হবে বইকি খ্বড়ো। তোমার মত গ্রণী লোক গাঁরে ক'টা আছে। গাঁরের লোকে আজও কি সম্মান দেয়। তা হারলেই কি মান্বের দাম কমে! তা যাক খ্বড়ো ঝ্ককো থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়। আবার পাঁচজনের চোখে পড়বে। হাজার হোক কলিকাল।'

টর্চটা ইচ্ছা করেই হাতে নিয়ে বেরিয়েছিল বিৎক্ষ নন্দী। একট্ট ঝুককো ঝুককো আছে দুৰ্বীদক ভালো করে দেখে যেতে হবে। হাাঁ যা ভেবেছিলো তাই। যে রাস্তা দিয়ে নাক খুলে এগোনো যেত না একবারে তক্তক্করছে। সব শালাশালীরা ভাঙা খোলায় কুড়িয়ে তার গাং দিয়ালিতে লেপে দিয়ে এসেছে। থোকা মড়লের কথাশননে মাথাটা খানিক ঠান্ডা হয়ে-ছিল আবার দাউ দাউ করে জত্বলে ওঠে। শালারা এত-দিন তার দুয়োর নিকিয়েছে আজ তাতে ল্যাপা! আজ এক চড়ে অত লাফানি তোদের বাপ দাদুদের যে পিঠে ঘা খেয়ে কার্লাসটে পড়ে গেসলরে! রাগে গরগর করতে করতে লম্বা লম্বা পা ফেলে প্যালার ঘরের দিকে এগোয় নন্দী। প্যালার দুয়োরে উঠে শ্বাস ফেলে। শালা ওর বোয়ের জন্যে যত কেলেংকারি। আগডটা ঠেলে চড়চড় করে খোলে নন্দী। প্যালাকে হাঁক পাডতে পাড়তে তোলে। প্যালা খানিক ভ্যাব।চ্যাকা "কত্তা যে" বলে উঠে বসে। সামনে পেয়ে খানিকটা তাকেই ঝেড়ে দেয় নন্দী—'শালা তোর বৌ আমার গাংদিয়ালিতে ইয়ে লেপে দিয়ে এয়চে। তোর বৌকে—' थानिक दाँक छाटक भागात दो नक्सी ল•ঠনের আলোয় বি∗কম নন্দীকে দেখে বলে—"কত্তা যে।" "হ≒" করতে গিয়ে নন্দী ধ্যাৎ ওঠে। ঘরের এককোণে পাঁঠি ছাগলটা বাঁধা। তিনটে বাচ্ছা হয়েছে। সেগুলো লিড়বিড় করে। লক্ষ্মী উঠে বলে—"কত্তা একট্ব পেছন ফিরো দিকি।"

ধক্ করে ওঠে নন্দীর ব্রকটা। খোকা মড়ল এমন একটা কথা বলেছিলো বটে। পিছন থেকে ঢেলে দিতে পারে। শালা ছোটলোকের রাজত্ত্ব কিছহ বলা যার্মান। নন্দী এদিক ওদিক চেয়ে বলে—'কেন লো?'

—'না ফিরলে রেতের কাপড় কি তোমার ম্বের উপর ঠিক করবো?'

—"अ"—वर्ष्टा शिष्ट्रन किरत नम्मी। পরে कि वनस्य মনে মনে ঠিক করে।

—"रसटः। घ्रता"—रत्न भानात र्यो।

ধাঁ করে ঘ্ররে নন্দী। তারপর বেশ চড়া গলায় বলে—'তুই যত লন্টের গোড়া। শালা তোরাই আমার গাং দিয়ালি—'

ব্যা-ব্যা করে বার দ্বই ভ্যাবাই ছাগলটা। 'থাম থাম' করে ধমকায় নন্দী। কে শোনে কার কথা! প্যালার বৌ গারে হারে হাত ব্বলোতে তবে থামে। বেশ তোরাজ্ব করে হাতব্বলোর প্যালার বৌ। প্যালা নন্দীকে হাত নেড়ে বলে—'না-না কত্তা। লক্ষ্মী সারা রেতে পাশটি ফিরেনি। আমি বলছি কত্তা আমার দিকে পাশ ফিরেছেলো। লক্ষ্মী আমার অমন লয়—'

—'কৈ গন্ধ দেখাও দিকি'—হাতটা সট করে নন্দীর নাকের ডগায় আনে লক্ষ্মী। গাটা গ্রালয়ে ওঠে নন্দীর। ছাগলের বটকা গন্ধ।

—"হাঁ লিপেছিস।"—এতক্ষণে জ্বোর ধরে নন্দী। 'আমিও শালা বিশ্বম নন্দী সব থানায় ঢ্কোবো। ভেবেছিস কি এখনও থানায় গেলে দারোগা আমায় সেলাম ঠকে।' তড়াক করে একট্ন সরে যায় নন্দী। প্যালা বলে—"ও কিছ্নু লয় ছাগল ছেনা।" লক্ষ্মী ততক্ষণে কোমরে কাপড়টা জড়িয়েছে। বলে "ঢ্কোও না কেনে। তোমার ঘরে লোকে খাটতে যাছেনি, তোমার গাং দিয়ালিতে কে কি লিপবে তা সব দোষ পারা লক্ষ্মীর। কাল তোমার মাথায় রেতে কে কি ঢালবে তাও লক্ষ্মী। কাল তোমার মাঠ থেকে ধান যাবে তাও পারা লক্ষ্মী।

মাথাটা পাঁই করে ঘ্ররে যায় নন্দীর। মড়লের সণ্ডেগ একেবারে কথায় কথায় মিলে যাচ্ছে। এখনও সত্তর বিঘে ধান মাঠে পড়ে আছে। আবার র্যাদ ঢেলেই দেয় মাথায় লোকে কত হাসাহাসি করবে। দিন ঠিক আসবে এখন শ্বধ্ব একট্ব ব্বেমেস্বের চলতে হবে। <mark>মাথাটা ঠাণ্ডা করে নন্দী। বলে—</mark>'তা কি আর পারি—তোদের সঙ্গে এমন করতে পারি?' ফতয়ার পকেট থেকে বিভিন্ন তাড়াটা বার করে একটা ধরায়। একটা প্যান্ধার হাতে দেয়। বাকি তাডাটা চপিসাডে চাদরের ভিতর দিয়ে প্যালার দিকে ঠেলে দেয়। প্যালা বৌয়ের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে চাদরের ভিতর দ্বকিয়ে নেয়। অনেক দিন বিড়ি জ্বটছেনি। বৌ দিন গেলে গোনা পাঁচটি কিনে দেয়। বলে—"ভাত জ্বটোন বিড়ি।" প্যালা ভাবে নেশা তো করেনি—মেয়ে মান্ষ ইর আর কি ব্রুবে! যাক কাল এখন একট্র মৌজ করে খাবে। নন্দী এবার বেশ ঠান্ডা হয়ে বলে—"তা তোরা তো জানিস বাব, আমার মাথাটা মাঝে মাঝে **গরম হয়ে ধায়। তা লইলে তোর ব্যাটার অস**ুখ আর আমি অমন বলতে পারি। আর ধমকে দিতে গিয়ে ব্ৰুবলি না কি অসাডে হাতটা উঠেগেল।"

—"তা **राम शारत हाल जूमारा** ना कि?" विश्विस

—"সি টি কিন্তু অন্যায় হয়েচে"—মাথা নেড়ে হাত ঝাকিয়ে বলে প্যালা। "গায়ে হাত কি! মেয়ে ছেলে মা লক্ষ্মী! আমার বৌ হাজার দোষ কর্ক তব্ কেউ বলতে পারবে কোনোদিন প্যালা বৌকে এক ঘা দিরেচে।"

—"আহা তোর বো আমার মেয়ের বয়সি।" গলাটা বেশ নরম নরম করে বলে নন্দী। 'ইকি আর মারব বলে মারা। আমার বড় বেটিটা তিন ছেলের মা কথা না শুনলে এখনও দুচার ঘা মারি। বিধবা আদরের বুন —সি দিন দূ্বা বসিয়ে দিল্ম। আহা মায়ামমতা কার **র্যালই তো অমন জোর করতে পারি। তা লইতো কি** আর লোকের ঘরে গিয়ে মারতে যাচ্ছি! দুর শালা—' হাতটা विनक्तित नन्दी। ছाগলটা জিব দিয়ে नन्दीत পিছন দিকে নন্দীর ঘাড়টা চাটছে। নন্দী একটা সরে বসে আবার বলে—"তা ব্রুমলি কিনা বাছা আমার ঘরে খার্টবি চ। আর যে ব্যাপারটা বললুম সেই ল্যাপার **কথা চেপে যাবি বুর্ঝাল। নোংরা জিনিস যত রটে তত** খরাপ। চ খার্টবি চ—রাগ করে কি হবে বাবু। তোর **\*বশ্র—ব্র**্ক*িল লক্ষ*্রী—অ¦মাদের ঘরে বাঁধা মান্দার ছিল। কি ভালবাসতো আমাকে। ছোটবেলায় কোলে করত—কত কিল চড় মেরেছি। তা ছাড়া প্যালা খোঁড়া মানুষ অ,বার তুইও যদি না খাটিস্"—

—"সি কথা বৈ লোনি কন্তা"—চটে বলে প্যালা।
"আমি ষা ইদিক উদিক থেকে যোগাড় করি একটা
মরদ পারবেনি। তবে তুমি ঘর বরে এরেচ—যাবেতা
লইলে অমন অনিল কুণ্ডু হ'তে পারে ধরে বলে গেল
খাটতে গেলনি।" নন্দী আবার গরম হয়ে যায়। মনে
মনে বলে—"বড় কথা তো শালার হাতে পায়ে ধরে।
দাঁড়া শালা ধান টা উঠকে আর গেহণটা যাক তারপর
দেখব শালা তোদের কি আমাদের এক দিন।" মুখ
ফুটে বলে—"তা ওঠ—সকাল হয়ে গেছে।" পয়সা আট
আনা কোঁড়াচ থেকে আর বার করে না। বাইরে এসে
সারা ডোম পাড়াটার দিকে আগ্রন-দ্গিটতে একবার
তাকায়। তারপর কাছা খ্লতে খ্লতে প্রুবর পাড়

খানিক পরে পরুরুর পাড় সেরে ঘরে নন্দীর মেজাজটা একেবারে তিরখে হয়ে যায়। লক্ষ্মী प्राप्ता वर्म भा भिल कन देखत कार्य हा अल्ह। আ**বার বলছে—"গ**ুড়ের চায়ে একট্রন আদা দিলে ষা न र्गान !" "मार्ठ या"—"मार्ठ या" वनरू वनरू গ্রোল ঘরের দিকে যায় নন্দী। মনে মনে গজ্গজ্ **করে। "গান্ধ্রল্বনে কথা শোনো**—আদা দিলে চা ভালো লাগেনি!" রাগে রি-রি করতে করতে গর্র দড়ি **খোলে। নিজের মনেই বলে—"দাঁড়া শালা**র <mark>মিটোবো। বোশেখ-জৈচ্টি আস্ক্র।</mark> দিনকালটা একট্র গর্র শিঙে भा**न**होक।" ह्हाक करत उट्टे हामत्रहो। ডাংটা **নি**য়ে লেগে ছি'ডে গেল। লাফাতে লাফাতে रमञ्ज नन्ती। ফটাফট ফটাফট করে ঘা কতক বসিয়ে এই শীতে গায়ে ঘাম ঝরছে। হাজার হোক ষাট-প'য়ম্বট্টি বয়েস হয়েছে তার উপর ভোর থেকে সারা

দেওয়াল লাতা দেওয়া, এত ঝগড়াঝাটি, গা জবলবে কথা-মান,বের মেজাজ ঠিক থাকে কতক্ষণ। ওদিকে আবার কানে ঢ্রকছে লক্ষ্মীর কথা—'আমাদের তো **ыतकाम स्ट्रांन रेकारम आत्र कि वाफ़्रव थ्री** । जरव শ্বনছি কানাঘ্বয়ে দিনে আট টাকা বেতন লিয়ে সব এক চোট লাগবে। গমের দাম বেড়েছে, ধানের দাম বেড়েছে—খাট্রনির দাম বাড়াতে হবেনি—গতর কি সম্তা!" ডাংটা হাতে নিয়ে নন্দীর মনে হয় গোদা গতরটা আগাদে দিয়ে আসে। আবার সেদিনের চড় চাপড়ের কথা মনে পড়াতে অনেক কণ্টে চেপে যায়। লক্ষ্মীর কথা আবার কানে ঢুকে—'কাল রেতে নিমাই বামুন এয়েছিলো। বলে গেলো কলকেতায় মিছিল করে যেতে হবে। আমাকেও যেতে বলে গেল। মন্ত্রী-দের সঙ্গে কথা বলতে হবে গো!' নন্দী ডাংটা এক-বার ঠোকে একবার 'মারবো' মারবো' বলে নামতে যায়। ঘামতে থাকে দরদর করে। ডাংটা দনে ঠোকে-ফোকলা মাড়ি দিয়ে ঠোঁট কামড়ায়। একা গোয়াল ঘরে মাথা নাড়ে। ভিতরটা হঠাৎ ধড়ফড় করে ওঠে। উল্টে দনের ভিতর পড়ে যায় নন্দী।

খানিক পরে চাকরটা চিৎকার করে গোয়াল থেকে লোক ড.কে। সবাই মিলে ছুটে এসে তোলে। একে-বারে অসাড়। কেউ বলে "ভূতে পেয়েছে গো" কেউ বলে "ঠাকুর পেয়েছে।" তুলে এনে দ্বয়োরে মাদ্বর পেতে বালিশ দিয়ে শোয়ায়। মুখে জলের ঝাপটা দেয়—মাথায় পাখা করে। বিনোদের পিসী গলায়

কাপভ দিয়ে জ্বোড় হাত করে বলে—"কি দোব করেছি मा-का मा कानी। मूथ कृट्ट वन मा।" जव मूथ रकार**े ना। त्रव िश्र**िष्भ्ं करत गड़ शरह। शर्छ-মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বড় বেটা নরহরি বাপকে किं फ़िर्स थरत। थत्रलारे कि ट्रिंग किंध वन्ध मूथ वन्ध। দেহে প্রাণ নেই। নরহারর বৌ উঠে গিয়ে কন্তার বিছানার ভলা হাতড়িয়ে চাবিটা নিয়ে আচলে বাঁধে। মেজ কৌ চোথ মুছতে মুছতে ঘরে ঢাকে কন্তার ছোট টিনের বাস্তটা নিজের ঘরে ঢ্রকিয়ে কাঁথা চাপা দের। ছোট বেটা খানিক কে'দে ঘরে ঢুকে মায়ের বাস্ত্র হাতড়ায়। হৃততে হৃততে আসে খোকা মড়ল। চোখ মুছতে মুছতে কলে—"খুড়ো আমায় পেছনে ফেলে স্বর্গে গেলো যে গো! এই ভোরবেলায় খুড়াকে যে ঠাকুর নাম করতে করতে গাং দিয়ালিতে গোবর লভো দিতে দেখলমে গো! এই খানিক আগে বলছিলো গো লক্ষ্মীবার চার্রাদক পরিষ্কার করতে হয়!" সব্বাই क किरस क ए ७८०। नम्मीत विभवा मिम "द्याँ शा আমি কি করে বাঁচবো গো—দাদা যে আমার নেই গো" **ক্লতে বলতে ঘর থেকে একটা ছে'ড়। বালিশ-এনে** মাথার নিচে দিয়ে নতুন মাথার বালিশ আর পাশ বালিশটা ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে আসে। এতক্ষণে হোমিও-প্যাথ ডাক্তার আসে। আর দেখেই কি হবে! ডাক্তার নাকে থানিক তুলো শোঁকায়। বুকে টেথেস্কোপ বসায়। নাড়ী দেখে বলে—"বে'চে আছে। এক্সনি 🟿 कान ফিরবে। তিনবারের বেলা বাঁচেনা। এই তো সবে ফাস্ট স্ট্রোক।" আবার চোখ মেলে বঙ্কিম নন্দী।

### नाष्ट्रेरकत मृथ-मृश्थ अदः क्कन जानि जानरह

[ ७२ श्रुपंत्र रणवारण ]

নাটকের প্রাণবায়,। সমীরণের ভীর,তা এবং হীন-মন্যতাকে স্পষ্ট ক'রেছেন হার বস্। এ ছাড়া অবিশ্যি কারো অভিনয়ই মনে দাগ কাটে না। মন্দার বাবা এবং ফ্যাক্টরীর মালিক চরিত্রের অভিনেতা জড় জিহ্বায় অজস্ত্র ইংরেজী সংলাপ বললেও তা তিনি ছাড়া আর কেউ ব্রতে সক্ষম হন না। এমনকি, তার উদ্দেশে দর্শকাসন থেকে কয়েকবার 'লাউডার' শব্দটি ছ'র্ড়তে শোনা যায়। তার আরেকট্র সরব হওয়া দরকার। মন্দার একাকিম্ব, কিষণ্ণতা এবং ব্যম্পির ছাপ উপন্যাসে যেরকম ছোঁয়া গিয়েছিল, এখানে অভিনয় ব্রুটিতে তা একেবারেই অনুপৃস্থিত। বরং তাকে কেমন রঙিন সোসাইটি গার্ল মনে হয়। ঠিক তেমনই বৌধায়নের কবিত্ব এবং সরলতার বদলে এখানে সে যেন একটি হাবাগোবা বয়স্ক বালক। স্ত্রত কিম্বা কল্প দ্'জনেই অভিনয় ক'রেছেন আচত থিরেট্রিকাল ভাঁড়ের মত। বরং সে তুলনায় বেদি চরিত্রের অভিনেত্রী অনেক সাবলীল।

এই নাটকের মঞ্চলজ্ঞা একেবারেই প্রয়োজনহীন বাহন্ত্রা হ'য়ে থাকে। জোন-বিভক্ত মঞ্চ ন.টকের বাইরের ব্যাপার মনে হয়। গানগর্নি শন্নতে মন্দ না লাগলেও, তা আসলে নাটকের অন্যান্য দর্বলতা ঢাকার প্রয়াসে মোহন প্রলেপের মত ব্যবহৃত। বিশেষত শেষ দৃশ্যে বেমক্কা ব্যাক-জোন থেকে যাত্রার ঢঙে গান গেরে ওঠা যথেন্ট বিসদৃশ।

আসলে এই নাটকের যাবতীয় দ্বলতার জন্যে দায়ী নাট্যকার অমর গভগোপাধ্যায়। এরকম একটি তীক্ষা থিমেটিক উপন্যাসের নাট্যর্প প্রদানের ব্যাপারে তিনি কেন ম্লের সর্বপ্রাসিতার কাছে এ্যাত নতজান্ব র'য়ে গেলেন, বোঝা গ্যাল না। বস্তৃত, সে কারণেই নাটকটি উপন্যাসের জলছবি হয়েই রইলো, আমাদের নতুন কোথাও পেণছে দিতে পারলো না। অথচ, সম্ভাবনা ছিল প্রচুর।

—গৌতম ঘোষ দন্তিদার



## **मिन वम्**लाय

#### বজত বন্দ্যোপাধ্যায়

पिन वप्लाय

ফিরে আসছি
দিন বদ্ল।র
দিন।
চোথের পাতার উথালপাথাল
যেন আচম্বিতে
উ'চিয়ে ফণা ছুটে আসছে
অবাধ্য কৈশোর
ছোকল দিলো বুকে আমার
কখন হোলো ভোর—
তাকিয়ে দেখি হাসছো তুমি
উম্ধত সঙীন।
দিন চলে যার

তব্ৰ ঝড় ধমক দেয় মাটিতে মেশে ঘর পায়ের চিহ্ন মিলিয়ে যায় ভিডে— দ্বহাত ভারে ধরতে যাই যা-ইচ্ছে-তাই খ্ৰা বুকের মধ্যে কোন্ চেনা মুখ রাথছে আমায় ঘিরে! আকাশে চোখ। কাঁপছে মাটি। আগ্বনে-মেঘ ছোটে। হতোদাম বুকে মেদুর স্মৃতির মৃদ্, চাপ— তব্ কখন উঠে দাঁড়াই শরীর টান টান শিরায় ছোটে রক্ত, মনে কিসের উত্তাপ? ব্ৰুতে হাতে হাত মেলাই ঘূণায় বাঁধি ভয়— भाग्रजना गर्ज उटे ভাঙতে দুর্দিন **पिन वम्**लाश ফিরে আসছি দিন বদ্লায় पिन।

## নতুন সূর্য নতুন দিন মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রতাহ রক্তের মধ্যে ক্রোধ জমে ধারালো অশ্রুর মধ্যে ঘৃণা এই ভাবে লালিত দৃঃখ গৃলে এক সময় গর্ভো ওঠে নিজস্ব তঃগিদে প্রত্যে ভালবাসা, প্রত্যে সৌখীন স্থের শিল্প, পাতার প্রতিমা রক্তান্ত ভয়ঞ্কর মান্ধের ইতিহাস এই ভাবে মান্থকে রেজ শিক্ষা দেয়, জ্ঞান দেয়, যুদ্ধের পম্পতি প্রক্রিয়া সহজে শিখিয়ে দেয় পৃথিবীর ভূগোল পালটায়।

**স্বভাবের গ<sub>ন</sub>\*ত কক্ষে দাবানল জবলতে থাকে** *জন্*'লায় শরীব..

দেশের প্রানো ত্বক দণ্ধ করে, দাল চামড়া ঝলসে যায় অবিনাশী তেজে:

সমাজ সভ্যতা প্রড়ে স্বয়ংক্লিয় চুল্লির আগ্রনে সমস্ত ঘ্ণা ও ক্লোধ দ্বঃখ গ্রাল জোট বেংধে প্রশস্ত রাজপথে

শোভাষারা বের করে, বৃকে সাঁটে কালো ব্যাজ দৃ'হাতে ফেস্ট্ন, প্রতিবাদে গজে ওঠে গ্রেনেডের মুখে মুখে ঢালে তণ্ড খুন।

এই ভাবে শাসনের ছড়ি ভেঞে প্রতিদিন এক একটা মান্য

পালেট দের সিংহাসন মানচিত্র এবং মনুকুট ন্তন সামাজ্য এক জন্ম নেয় যুদ্ধরত সৈনিকের অস্তের ডগায়

লাল সূর্য ঝলকে ওঠে, প্থিবীর স্পর্ধিত যৌবন সব্জ শস্যের সূরে ভূমিণ্ট দিনকে সূথে স্বাগত জানায়।

## রক্তের ভিতরে গোপন ইশ্তাহার সুবোধ চৌধুরী

এখন বস্তুত আপ্নের প্রস্তুতির কাল কেননা অভিজ্ঞতার নখ-দপ্রে শত্ত্বর ভরাল মুখ আমি দেখেছি— একদিন নিশ্চিত তার স্বার্থে ভীষণ মারণাস্ত্র নিয়ে আমাকে তোমাকে মুখোমুখি হতে হবে।

কল্যাণী মাসিমা পানিহাটির সোনারপর্রের গাঁতা-বউদি কিংবা সাত ভাই চম্পার এক বোন পার্ল মিয়াবাগানের অসীমা— ওদের সকলের অশ্রকে বার্দে র্পান্তরিত করার চিন্তায় মশ্ন ছিলাম আমি এতক:ল অনেককাল.....।

এতদিন মৃতৃ আমি
মোমের আলোয় করোছ শৃধ্ পাঠ
জালিম জমানার সাণিনক সংকেত
অস্তিদের জীর্ণ দীর্ণ ভূজপিরে।
এবার, বন্ধ, জেনোছ খবরঃ
মালতী মায়ের বৃকে-বাঁধা মাইন
শ্বর নিশ্চিত কবর!

তখন তাই আশ্নের প্রস্তৃতির ক'ল। সাথী, এখন তাই রক্তের ভিতরে গোপন ইশ্তাহার নিঃশব্দ হাত-বদল করে কে।

### জীবন সন্ধানে

#### কৃষ্ণপদ কুণ্ডু

দুটি পাতা আর একটি কু'ড়ির দেশ এই তর:ইয়ের বৃকে জমা আছে কতো নিরম্ন মানুষের না-বলা ইতিহাস, আশা হতাশার ব্যথাদীর্ণ বেদনা জীবনয়লুবায় আছে শরীরী উত্তাপ...... ' চা-গাছের তৃষ্ণা মেটায় রক্তক্ষরা স্বেদ চা-শ্রমিকের ক্ষ্মাতুর চোখে থাকে নেতৃন পাতা ও কু'ড়ির প্রসববেদনা। রোলার পেশনীতে সব্জ রসট্কু নিঃশেষ ক'রে দিয়ে চ্পবিচ্প হ'য়ে প্যাকিং বাক্সকন্দী হয় তার বিবর্ণ রূপে— বাণিজ্যিক মার্কে ঢাকা পড়ে থাকে নেপথ্য ভূমিকায় শ্রেণীস্কার্থের উলঙ্গ শোষণ অথবা ফোস্কা পড়া আঙ্বলের ছাপঃ অলস নিদ্রায় ভোরের বিছানায় জোটায় দৈনিক নেশার খোরাক। অধিক মুনাফায় সভ্যতার উল্টোপিঠে মালিকের বিছানো অন্ধকারে লেখা হয় ক'লের ইতিহাস। কিম্ব: ভাটিখানার নেশাখোর কাটে ওদের ব্যস্ত পেশীর শংকিত সময় লাল ঝাডার ডাক শুনেছে শোষিত মজ্বর কাস্তের শাণিত ফলা আর হাতুড়িপেটা শব্দ চিনিয়ে দিয়েছে ওদের মৃক্তির লাল পথ..... পালা বদলের দিনে অগ্রপথিক ওরাই নেমেছে পথে সংগ্রামী চেতনায়; ম্ব্রির মাদল বাজাতে ওরাই আমাকে রাজপথে টেনে আনলো রাজনৈতিক কোঁধতে: ওদের নিরম্ন পেটের বস্ত্রাদী বাণী আমার উদ্বৃদ্ধ করে জীবনে বাঁচার সব্জ ফসল তোলার জীবন সন্ধানে **क्निना** ওরাই তরাই-সভ্যতার বিস্তৃতি ॥

## মৃত হরিণেরা আজ জেগে ওঠে

#### তপনকান্তি মণ্ডল

মৃত হরিণেরা আজ জেগে ওঠে চারণের ক্ষেতে ঝর্ণার ধারে শিকারীর শেষ তীরে সমবেত অন্ধকারে অরণ্য নদী পার হয়ে জ্যোৎস্না রোম্পুর আসে: স্বগত উজ্ঞানে হাঁটে উৎসবের আয়োজনে বেজে ওঠে ঘণ্টাধর্নন

একদা এই চারণের ক্ষেতে ঝিরি ঝিরি ব্রিটর দিনে শাবকেরা মেতেছিল ক্রীড়া-মাধ্রীতে দ্রে ময়্রীর সংগীতে বনভূমি উঠেছিল নেচে অথচ দিনের আলো নিভে না যেতে রাত্তি নেমেছিল এই ভিজে মাটির বুকে

যথন আকাশের মেঘ ছি'ডে নেমে এসেছিল তীর বর্ণার গতিতে ঝলমূলে মিঠে সোনালি রোন্দর্র সহসাঁ তথন শ্বেতাশোর শরে বিশ্ব হ'ল নিরীহ মান্য

মহাকলরেলে আজ বনভূমি কাঁপে একে একে মৃত **হরিণের**৷ ওঠে জেগে।

## সত্যটা থাকবেই

## বাহুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়

প্ৰিবীটা ঘ্রছে ঘ্রবেই সতাটা **থাকছে** থাকবেই। म्यण উठेए क्रमग्रतमा क्रिक्

মৌমাছি জুটছে **स**्छे वह

इ.जेरक्टे। वाय्रुश्रुत्मा घ्राटेट्

মিথ্যেরা মরছে মৰুকেই অন্যায় ঝরছে अत्ररवरे। হিংসেটা পড়ছে

शाशश्रदमा स्मोप्ट्य ज्य येहि हाफ्टह সভাটা ৰাড়ছে

## মিছিলের প্রতিনিধি—আমিও

### সুৰয় চক্ৰবৰ্তী

মিছিলের প্রতিনিধি--আমিও দেখি, এগিয়ে আসছে মিছিল সমুদ্রের তীরঘে'ষা আছড়ে পড়া ঢেউগুলোর মন্ত দ্বনত আক্লেশে; আণনশিখার মত ব্ক চিতিয়ে মনে সুর্যের তেজ নিয়ে এগিয়ে আসছে বৃভুক্ষ, জনতার ঐ মিছিল রাসতার দু'পাশের বড় বড় বাড়ীগুলোর দরজায় ঐ তেউগ্বলো পড়ছে আছড়ে ঐ বড় বড় দেয়ালে প্রতিধর্নিত হচ্ছে অযুত কণ্ঠের সন্মিলিত স্বর ওরা এগিয়ে আসছে বার্দদশ্ধ রাজপথ দিয়ে মৃত শবের পাশ কাটিয়ে—ধরংসম্ভূপে ওদের হাত উধর্ম,খী, বজামন্থি মুখে দাবী-দাওয়া, আর ধিকারের ফুলঝুরি, পরণে ছেড়া কাপড় আর বুকে সুর্যবিহ্— ওদেরকে অহানিশি এই মিছিলের করেছে।

ওদের হাতগুলো চায় আকাশ ছ ুতে---চায় বুঝি ঈশ্বরকে টেনে হি চড়ে নামিয়ে আনতে ওদের এই সংগ্রামী রাজ্যে স্বাধীনতার উদগ্র ক্ষ্মা ওদেরকে দিয়েছে উৎসাহ াদয়েছে প্রাণ, বলেছে, "তোম'দের বাঁচতে হবেই তোমরাই ভবিষ্যং।" সংঘাতের কণ্টিপাথরে নিজেদের যাচাই করে ওরা এখন সংগ্রামী—যোগ্যভার উচ্চাসনে উপবিষ্ট হবার বাসনায় ওদের অদম্য ইচ্ছার্শান্ত আর---সামনে मौजित्स "चन्द्रे" रक "चन्द्रे" वनरङ रमस्थ আমার ভালো লাগল ওদেরকে আমি সপা নিলাম ওদের অন্তহীন মিছিলে ম एथ मावि-माखता, धिकात निरंश शाल छैर्स् म सी. বজ্যমূদ্টি করে আমরা হে°টে চলেছি—অন্তহীন স্ন্রপ্রসারী

# বিজ্ঞান-জিজাসা

## জ্বলে উঠল আলো-

আকৃতি-প্রকৃতি দোষ-গ্রেণের কথা ভূলে গিয়েও একথা সবার আগে নিশ্বিধায়, নির্ভয়ে স্বীকার করতে হবে যে আমাদের অতি প্রির, অতি কাজের অতি প্রয়োজনের সংগী ইলেক্ট্রিক কাল্বের জন্মশতবর্ষের কথা আমরা প্রায় ভূলে গিয়েছি।

অপচ গত একশ' বছরে মানুষ বিজ্ঞানের কাছ সুযোগ-সুবিধা থেকে পাওয়া যতগঞ্জী প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রয়ো-জনীয়, সবচেয়ে কাজের, সবচেয়ে বেশীভাবে ব্যবহাত নাম ইলেকট্রিক বাল্ব। বস্ত্রটির খ্ৰীষ্টাব্দের আগেও ইলেকট্রিক বাল্ব জবলত, তবে তা ভাস্বর ছিল না, তার জীবনীশক্তি ছিল অতি সামান্য। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ডেভী নামে জনৈক ইংল্যাণ্ডবাসী কার্বণ আরু জ্যাম্প আফিকার করেন। ব্যাপারটা ছিল श्रुवरे माथात्रण। मृ-थ-७ कार्यण म-७८क म्, ि विम्,।९ পরিবাহী তারের প্রান্তে জ্বড়ে দিয়ে তারপর কার্বণ দ**ন্ড দু'টিকে একবার ছ'ুয়ে দিলে**ই তার মধ্যে দিয়ে বৈদ্যতিক বৰ্তনী সম্পূৰ্ণ হয় এবং কাৰ্বণ দণ্ড দু'টি ষে বিন্দুতে একৱিত হয় সেখানে সাদা উজ্জ্বল আলোর সৃষ্টি হয়। আজকের দিনে স্কুলের বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে ছাত্ররা এরকম ঘটনা প্রায়ই দেখিয়ে থাকে। তার আগে অবশ্য ১৮০০ খ্রীন্টাব্দেই জানা গেছিল ষে কোন ধাতব পদার্থার মধ্যে দিয়ে অনেকক্ষণ বিদ্যাৎ পাঠালে ও তাতে ধাতক পদার্থের তাপমান্তা ২০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের উপর গেলেই ধাতব পদার্থ থেকে সাদা আলোর বিকিরণ ঘটে। কিন্তু দৃঃখের বিষয় হ'ল যে এমন কোন ধাতু খ'কে পাওয়া সেয়ুগে এতই দ্বন্দর ছিল যা এই কাজে ব্যবহৃত হ'তে পারে। শুধু সেব্রগ কেন আজকের দিনেও এমন ধাতুর সংখ্যা অত্যান্ত কম যা ২০০০ ডিগ্ৰী সেণ্টিগ্ৰেডেও গলে যার না। যদি সেরকম কোন ধাতু খ'কে পাওয়া যেত তাহলে ১৮২০ খ্রীন্টাব্লেই ভাস্বর ইলেক্ট্রিক ল্যান্প আবিষ্কৃত হ'ত। কারণ, ঐ বছর ফ্রান্সের ডি-লা-রুই নামে এক ভদ্রলোক সামান্য করেক মিনিটের ভুনা ভাস্বর ইলেক্ট্রিক বাল্ব জ্বালাতে পেরেছিলেন।

প্রসংগত ভাস্বর ইলেক্ট্রিক বালেবর সংগ্রে একট্র

পরিচিত হওরা বাক। ভাস্বর ইলেকট্রির বাল্ব হ'ল সেই ধরণের বাতি বা বিদ্যুৎ শক্তির সাহাব্যে এক-নাগাড়ে দীর্ঘক্ষণ আলো দিতে সক্ষম। আমরা সাধা-রণত এই ধরণের ইলেকট্রিক ল্যাম্পই বাবহার করে থাকি। এছাড়াও আরও এক ধরনের ইলেকট্রিক ল্যাম্প আছে বা সাধারণত ফোটোগ্রাফির কাজে বাবহৃত হর। এই ধরণের বাতির জীবনীশক্তি খ্বই সামান্য।

১৮৭৮ খ্রীণ্টাব্দ। ফার্মার ও ওয়ালেস নার্মে দুই ব্যক্তি বিদ্যাৎ শক্তি উৎপাদক যদ্র বা ভায়নামো আবিষ্কার করলেন। বৈজ্ঞানিক ও সাংবাদিককে আমশ্রণ জানিয়ে ডায়নামোর উল্ভাক্করা তাঁদের যন্ত্র। ডায়নামো চলল। কিছুকণের মধ্যেই একটা সাংঘাতিক চিম্তা ফার্মার মাথায় খেলে গেল যে একটা দার গুৰুত আবিষ্কৃত হয়েছে। সবাই স্লেফ্: বাহবা জানিয়ে বাড়ী চলে গেলেও সেদিনের সেই ঘটনা একজনের মাথার অন্য এক চিন্তার জন্ম দিল। ব্যক্তিটি হলেন টমাস আলভা এডিসন আর চিন্তাটি হ'ল,-কিভাবে একটানা দীর্ঘক্ষণ ধরে বিদ্যাৎ শক্তি ব্যবহার করে বাতি জন্মলানো যায়। কারণ ফার্মার ও ওয়ালেস তাঁদের উল্ভাবিত ভারনামোর ক্ষমতা প্রদর্শন করতে গিয়ে ডায়নামো উৎপাদিত বিদ্যুৎ শক্তি দিয়ে একটি আৰ্ক-বাতি জ্বালিরেছিলেন। একথা আগেই বলেছি যে আর্ক-বাতি বেশীক্ষণ জবলে না। তার জীকনীশন্তি বড়ই ক্ষীণ। সূতরাং এডিসন চিন্তা শুরু করলেন।

এবং যেহেতু শুন্ধ চিন্তার পেট ভরে না, অথবা ফাঁকা চিন্তার রাজপ্রাসাদ গড়েও লাভ নেই অতএব কোমর বে'ধে কাজে নেমে লড়াই শ্রের মনে করলেন এডিসন। কিন্তু, তাতে আবার অর্থ প্ররোজন। স্তরাং শুরু হ'ল অর্থ সংগ্রহের পালা। নিউ-ইয়র্ক শহরে থাকতেন এডিসনের বন্ধ গ্রদ্ভেনর লাউরী। ভরলোক পেশার উক্লিল। ব্যবসার সক্রেমান্ত পসার জমাতে শুরু করেছেন। এমন সমর এডিসন তার বিচিত্র ইছা নিরে হাজির হলেন লাউরীর কাছে। বন্ধনে কি তার করার ইছা। এবার মাঠে নামলেন লাউরী নিজে। অর্থ সংগ্রহর কাজ ভালভাবেই এগিরে

इस्ता। छात्रभद्र ১४९४ भाष्टिस्मत्र ५७१ व्यक्तीवत প্রতিষ্ঠিত হল "দি এডিস্ন ইলেক্ট্রিক লাইটিং खान्धानी।" न्यान निष्के **कार्गित प्रमार**ना भारक অবস্থিত এডিসনের বাড়ী। নামেই ইলেক্ট্রিক লাইটিং কোম্পানী। কিন্তু বৈদ্যাতিক কাতি বা ইলেকট্রিক ল্যান্প তখনও দুর অস্ত্। প্রধান বল্য ভা**রনামো কেনা হ'ল। কেনা হ'ল অ.রও প্রয়োজ**নীয় যুক্তপাতি। সেয়াগে প্রাপ্ত সাক্ষাতম বন্দাদিও এল পরীক্ষাগারে। এল বিদ্যাৎ-সংক্রান্ত প্রথিবীর যাকতীয় বহু প্রশুক। সংগ্রীত হ'ল তাবং প্র-পত্রিকা। সে এক সাংঘাতিক হৈ হৈ ব্যাপার। আর আনা হ'ল একশ' জন স্কুদক কর্মীকে। তাদের प्रतथा न्यवनीय वांचि ছिलान खन चटणे, खन क्र्यमी, हार्लम् व्हाहिनत **এর মত স**্থিপ্ত কারিগরবৃন্দ। অব্দ্র ও পদার্থ বিদ্যার সূপ-ডিত ফ্রান্সিস্ আদটন ও যোগদান করলেন এডিসনের পরীক্ষাগারে। সব মিলিরে প্রায় ৩০ হাজার ডলার নিরোজিত হ'ল এই প্রকল্পে।

এবার শ্রুর হ'ল পরীক্ষা। উচ্চ তাপমাত্রায় 
অবিকৃত থাকতে পারে এমন একটি পদার্থ খ'র্ছে 
বার করতে প্রায় দ্ব-হাজার জিনিষকে কাজে লাগানো 
হ'ল। কাগজ, বাঁশ, কার্ডবোর্ড, থেকে শ্রুর করে 
অত্যন্ত দামী ধাতু পর্যন্ত কিছুই বাদ গেল না এই 
পরীক্ষায়; কিন্তু কিছুব্তেই কিছুব হয় না। তখন এডিসন 
মন দিলেন অন্য দিকে। বিদ্বাৎ উৎপাদন যন্ত 
ভায়নামোকে আরও উন্নত করতে প্রয়াসী হলেন তিনি। 
কিন্তুৎ মাপার বিভিন্ন যন্তাদি যেমন গ্যালভানোমিটার, 
ভোল্টামিটার, আম্মিটার প্রভৃতিকে তিনি উল্লত 
করলেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হ'ল না।

তারপর অবশেবে এল সেই আলোকসঞ্চারী চমক-প্রদাদন। বেদিনের সেই আলোড়ন স্থিকারী ঘটনাকে পর্যাদনের নিউ-ইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকার 'ইরাড্কী রাফ্' বলে মন্তব্য করা হ'ল। সেদিনের ঘটনা সত্যি সত্যি মানবসভাতাকে নিরে এল আলোকময় যুর্গ।

সমাজ-সভ্যতাকে হঠাৎ যেন এক ধাক্কায় এগিয়ে দিল অনেকটা পথ। যদিও সেই ঘটনার ফলাফলকে কাজে লাগাতে লণ্ডন শহরেরও লেগেছিল আরও ৪০ বছর। তবু ঘটনাটি স্মরণীয়।

তারিখটা ছিল ৩১ ডিসেন্বর ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। ম্থান আমেরিকার নিউ জার্সির মেন্লো পার্কের এডিসনের বাড়ী বা "দি এডিসন ইলেক্ট্রিক লাইটিং কোম্পানী।" সেদিন সত্যিকারের ৬০টি ইলেক্ট্রিক বাল্ব লাগানো হয়েছিল এই বাডীটির প্রাণ্যণে বক্ষ-শাখায়। বহু প্রতীক্ষা নিয়ে প্রায় হাজার তিনেক মান্ত্র হাজির হয়েছিলেন ওখানে। রীতিমত বিশেষ টেনের আয়োজন করা হয়েছিল এই উন্দেশ্যে। কাঁচের গোলকের মধ্যে সাধারণ সূতোকে কার্যনাইজড করে রাখা হয়েছিল। আর তার বাইরের দুই প্রান্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছিল বিদ্যাৎ পরিবাহী তারের সংগ্রে। আজকের উন্নত বৈদ্যাতিক বাতি বা ইলেক্মিক वाल्यत स्मर्रे हिल अथम मःस्कत्रन। वर् भतीका-নিরীক্ষার মাধ্যমে আজ অনেক কিছুরে মত কৈয়েতিক বাতি সম্পূর্ণ নিজের জন্য এক স্কুলর সাজানো গোছানো একাধারে শৈদ্পিক আধ্রনিক জগত গডে নিয়েছে সতিয়: কিল্তু তার জন্মকালের দীর্ণ চেহারার कथा फुलाल हलात ना आत यारे दशक अत्रभाग्र हिल মাত্র ৪৫ ঘণ্টা। আমরা আবার ফিরে যাই সেই সাংঘাতিক উম্মাদনা স্ভিকারী দিনটিতে।

এটাই অপেক্ষা করছে অনেকক্ষণ ধরে। আশাআশা-কায় অন্য অনেকের মত এডিসন নিজেও কিছুটা
চিন্তান্বিত। যদিও কিছুদিন আগেই পরীক্ষায় তিনি
সফল হয়েছেন কিন্তু জনসমক্ষে এই হবে তাঁর প্রথম
পরীক্ষা। ষোগাড়যন্ত সব প্রস্তুত। সমস্ত যন্ত্রপাতি
একবার খাটিয়ে দেখে নেওয়া হ'ল। চলল ডয়নামো।
বিদ্যুৎ পরিবাহী তারগালো হঠাৎ যেন প্রাণ পেল।
আর তারপর সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল নিয়ে সমস্ত
আশা-আশ্বনা অপেক্ষা-প্রতীক্ষার অবস'ন ঘটিয়ে,
জনলে উঠলো আলো।

# भिन्ध-भःकृष्ठि

## নাটকের সুখতৃঃখ এবং. 'ফজল আলি আসছে'

নাটক শেষ হওয়ার পর মৃত্তা গনের বাইরে আলোকিত রাজপথে বেরিয়ে সিগারেট ধরাতেই একটি
সোনালি থালায় কিছুটা শৃদ্ধ ভাতের কথা খ্ব বেশি
মনে হয়। এবং খালি পেটে সিগারেট টানতে টানতে
কমশই শরীরের মধ্যে ওই অমোঘ ক্ষিধের প্রবল টান
অনুভব ক'রতে পারি। আর তখন, হঠাৎ বিদ্যাচামকের মত কয়েক মৃহ্ত্, নিজেকে নাটকে দ্যাখা
ফলল আলি শ্রম হয়। যদিও, তিন মৃহ্ত্ প্রেই,
নিজের কাছে, স্ফাটকের চেয়েও স্বচ্ছভাবে, নাটকের
ফলল আলির সাথে আমাদের শ্রেণীগত পার্থকটো খ্ব
প্রকট হ'য়ে ওঠে।

তফাৎটা এইরকম যে, তখন, রাতদ্পন্রে শহর-তলীর একটি নিরাপদ ছাদের তলায় ক্ষ্মার্ড আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে র'য়েছেন এক সহাস্য ভাতের থালা। আর আপাতত আমার লড়াই, লড়াই শব্দটি **এখানে খুব সৌখিন অর্থে ব্যবহাত বোঝ**াই যায়, নাটক নিয়ে সবান্ধবে কিছুকাল আঁতলেমো করে, **ট্রাম-বাস হাঁকড়ে সেই প্রতীক্ষারত ভাতের কাছে পেণছনোর জন্যে।** তারপর ভরপেটে মৌরী চিব্বতে চিবুতে ওই ফজল আলির মত মানুষদের জন্যে ঘুমোতে যাওয়ার আগে, শীতল বাতাসে গা এলিয়ে কিছ্কণ, গভীর কুশ্ভিরাশ্র, মোচন ক'রবো। এবং তখন, যখন আমি এইভাবে মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্ট নিয়ে দ্রব হ'চিছ, ঠিক তখনই মধ্যরাতে অবিকল মানুষের মত দেখতে কিছু বিজাতীয় প্রাণীর, যাদের দেখে আমরা, বাব্রা প্রায়ই নাকে রুমাল দিয়ে থাকি তাদের ক্ষিধে ও সংগম একাকার হয়ে যাচ্ছে কী নিবিড় অসহায়তায় ! স্তব্ধ রাতে শ্ন্য খাবারের পার হাতে তারা ক্রমশই কেমন পাষাণ হ'য়ে যাচ্ছে। হায় এই বিপরীত সহাবস্থানের চেয়ে চরম অশ্লীলতা আর কীই বা হ'তে পারে।

হল থেকে বেরিয়ে অন্য কেউ কিম্বা আমিই হয়তো বলেছিলাম, 'আহ্, কী অভিনয়, ফজল আলির'! কথাটা হঠাং আমাকে তীরের মত বিশ্ব করে। যদিও, হয়তো কোন কারণ ছিল না। আমরা তো যথার্থ ই একটি 'নাটক' দেখতে এসেছিলাম। স্বতরাং অভিনয়,

नाग्रेज्ञूभ, श्रद्धागरकोभन, সংলাপ, আলোকপাত, সংগীত, মঞ্জসম্জা, পোষাক-আষাক ইত্যাদি কিছ্ শৈল্পিক শতাবলী তো খুব অনিবার্যভাবে আমাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীলতার সূতি ক'রবেই-নাটক এবং নাট্য ক্লিয়াকোশল নিয়ে স্বভাবতই ভাবিত হবো। তব্ হঠাৎ কীরকম খটুকা লাগে। ওইরকম একটি শ্বাসরোধী অবস্থা দু-আড়াই ঘণ্টা ধরে প্রত্যক্ষ করার পর, আমরা শুধু তার স্ক্র নান্দনিক দিকটি নিয়েই ভাবিত হবো, ওই ফজল আলিদের যন্ত্রণার আঁচ আমাদের নধর শরীরে একটাুও স্পর্শ ক'রবে মা ? নাট্যশিল্পের সাথে যে সামাজিক, মান্রাইক সচেতনতার প্রশ্ন থবে নিবিড়ভাবে ওতপ্রেত, শুধুমার শিল্পের খাতিরে তার সাথে এরকম গভীর ব্যবধান গডে উঠবে ? শিল্প কি জীবনের চেয়ে তত মহান ? সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায় বন্যাক্লিণ্ট মানুষের ছবি দেখে আঁতকে না উঠে ক্যামেরাকৌশল বিষয়ে ভাবিত হওয়া তো বস্তুতই কোন কাজের কথা নয়। তাহ'লে কি পরিচ্ছন্ন সন্ধ্যেবেলা ঘাড়ে পাউডার দিয়ে নিখ†ত পোবাকে বিলোল প্রেমিকা সহ ক্ষিধের নাটক, বিস্লবের নাটক দ্যাথা একধরনের বিশহুদ্ধ ফ্যাশানে পরিণত হ'য়েছে?—এইসৰ জৱলত প্ৰশ্ন আমাকে তখন যুগপৎ অসহায় এবং বিষ্ময়াবিষ্ট ক'রে তোলে।

কিন্তু এখন তো একথা আমরা সকলেই জেনে গেছি যে, শিলপ-সংস্কৃতি ইত্যাদি ম্লতই একটি বিশ্লবী কার্যক্রম এবং তা অবশাই ব্যবহৃত হওরা উচিত সেইসব অধিকাংশ অসহায়, বোবা, ক্রন্দনরত মান্বের উজ্জ্বল অন্দ্র হিসেবে। অর্থাৎ মাও-ং-সেতুং যাকে বৈশ্লবিক যন্দের অংশবিশেষ র্পে উল্লেখ করেছিলেন এবং যে মেসিনের উৎপাদিত ফলাফল ব্যবহার করবেন সেইসব শোষিত শ্রমিক-কৃষক ইত্যাদি সম্প্রদায়। এই ব্যবহারিক যোগ্যতাই শিলপ-সাহিত্যের সার্থকতার একমাত্র মাপকাঠি। কেননা, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কলাকৈবল্য তো সোনার পাথর বাটি ছাড়া আর কিছু নয়। উল্লেশ্যহীন শিলপবিলাস এই সমাজে বিশম্প যুক্তিহীনতারই নামান্তর। অথচ, শিলপ সংস্কৃতি আমাদের কাছে প্রায়ই একটা অর্থহীন শব্দ মাত্র। আর সেজনা, আমাদের নান্দনিক দ্বিট

এয়াতই একচন্দ্র হরিণের মত বে, আমরা কেউ হিন্দী ফিলম্কেই সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি মনে করি, আর কেউ মাঝেমধ্যে চীনা খাবার খাওয়ার মত বিশ্লব-টিশ্লবের নাটক দেখে স্বাদ বদল করি! বাস্, এর বেশি কিছা নয়।

কিছুদিন আগে আমরা, কিছু তথাকথিত বৃদ্ধি-মান এবং সংক্ষত দশক মেটো সিনেমার নরম শীতাতপ নিয়ান্তত আরামে ব'সে রম্ভিন পর্দার একটি শক্তিশালী ছবি দেখেছিলাম। সেই ছবিটিতে কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংঘবশ্ধ আন্দে*।লনের স্প*ন্ট ভূমিকা বিষয়ে আপোষহীন, জোরালে। বস্তব্য রাখা হ'য়োছল। অথচ. সেইসব তচ্চ করে প্রতিষ্ঠান-পালিত জনৈক সিনে-আঁতেল আলোচ্য ছবিটির শ্রেষ্ঠ উপহার হিসেবে একটি-মাত্র মহার্ঘ দ্লোর দিকে আঞ্চল-নির্দেশ ক'রে-ছিলেন, যেখানে দ্যাখানো হায়েছে নায়িকার নংন. নিটোল পায়ের ওপর দিয়ে গড়িয়ে আসছে একবিন্দ্র **उन्हों क्न ! এवः म्यारे अर्शिवहः এरे म्या**हि ছবির মূল বন্তব্যের সাথে বিন্দুমাত সংশিল্ভ নয়। অথচ, সেই প্রাক্ত সমালোচকের কাছে তা খুব জরুরী ব্যাপার—শি**লেপর খাতিরে! আর এই ম্বেচ্ছাম**ুড়ত। থেকে ছবির মলে অভিঘাতটিই মাঠে মারা যার। আসলে, এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় সামগ্রিক ষড়যন্তেরই অংশবিশেষ। কেননা, বুর্জে।য়া-প্রতিষ্ঠান চিরক:লই শিল্প-সাহিত্যকে ভয় পেয়ে এসেছে, যেহেতু তা খ্ব বিস্ফোরক ব্যাপার। তাই তারা আমাদের স্বচ্ছ দ্যাখাকে বিদ্রান্ত করে দিতে সন্ধিয়। এবং অনিবার্যভাবে ধন-তল্যের ঢাক ঢোল বাজনা অবিরত শ্বনতে শ্বনতে, আমরাও তার শিকার হ'রে পড়িছ। তাই আমরাও এখন যেন শিল্প থেকে কোনরূপ গভীর এবং আদু শিক শিক্ষার্জনে তীব্রভাবে বীতম্পৃহ।

সেজন্যেই, শিল্প-সাহিত্যের একমাত্র প্রভাগোষক আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত তথাকথিত বৃদ্ধিজীবী মান্বেরাও এই পরিম্কার, লক্ষ্যাস্থর ছবিটির ম্বারা কতট্টকু প্রভাবিত, প্ররোচিত হ'য়েছি, সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। অর্থাৎ এ-কথা আক্ষরিক ভাবেই সত। **य. এখনো भिल्लित मनातक्षक कम्मठा यंज्यो** वालिक. সামাজিক সচেতনতা স্থিতিতে তার বার্থতা ঠিক ত**তটাই। আমাদের শিক্প-দৃণ্টির সীমাক্**শতাই এর জন্যে দায়ী। শিলেপর সংজ্ঞাকে জীবনের কাছাকাছি আনতে গেলেই শিল্প-ব্যক্ষারী প্রতিষ্ঠানের যেমন আতংক হয় (সম্প্রতি অম্লীল নাট্য প্রচারের বিরুদ্ধে नाछाक्यी दलव সংঘবস্ধ প্রচেষ্টায় আনন্দবাজার কোম্পানীর বেমন হ'য়েছিল), তেমনই শিল্পকে রাংতার মোড়কে স্কান্ধী সাবানের মত পেতে আগ্রহী এবং অভ্যম্প। তাহ'লে এখানে ব্যর্থতা কার--শিলেপর, শিলপীর, দর্শকের না সমূহ ব্যবস্থার?

যদিও, আধ্বনিক বাংলা নাটক তার উষাকাল

থেকেই সামাজিকক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হ'রেছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের রূপটি भ्भष्णेजत क'रत्र मााथावात, जारमामरानत भाराष्ठ्र विवरत আমাদের সচেতন করার কাজে নাটক একটি বিশেষ হাতিয়ার রূপে বিবেচিত। আমাদের নাট্যজ্বগৎ (উত্তর কলকাতার ক্যাবারেকাম থিয়েটারের কথা এখানে अवभारे थता शक्त ना।) এकि निर्मिष्ठे भौमात मर्था জীবনকে জীবনের স্থিতি কিম্বা ভগারতাকে তলে ধরতে চেয়েছে আপোষহীনভাবে সাবধানে এবং অবশ্যই শিল্পিত প্রক্রিয়ায়। সামাজিক অবহে সঞ্ চেতনায়, গভীরতম অনুভূতির ছোঁয়ায় এ এক মনোরম দুশাপট যা আগামী সূর্যের স্বংন ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত। আর এইটাই আমাদের কাছে আশা এবং আনন্দের কথা যে, অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের মত নাটক এখনো সংস্কৃতি-বণিকদের থেকে কেরিয়ার ঘ্রম্ব নিতে-নিতে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত হ'য়ে যায়নি। বহু উল্জ্বল প্রলোভন তৃচ্ছ ক'রে তা এখনো একটি স্থির ইডিওলজির প্রাত অবিচল, আস্থাশীল রয়ে গ্যাছে। এবং তা সম্ভব হ'য়েছে তাঁদের রাজনৈতিক সচেতনতার জন্যেই। অবিশ্যি, অনেকে র:জনীতি এবং শিল্পকে পরস্পর বিরোধী ব্যাপার বলে মনে করেন এবং সমত্বে রাজনীতিকে শিল্প থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতে সন্ধিয় হন। তাঁরা সম্ভবত মনে করেন প্রেমিক কবি লম্পট মাতাল জুয়ারী বোহেমিয়ান বেশ্যা সকলকে নিয়েই শিল্পস্থি হ'তে পারে কিন্ত কেউ যদি রাজ-নীতি করে সমকালীন সমাজ ব্যবস্থাকে মেনে না নিয়ে যদি তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চায়, তাহ'লেই আমাদের পোষা শিক্পী-সাহিত্যিকেরা তা থেকে সাত হাত দরে ছিট্রকে আসেন। আসলে এরা আদিমকাল থেকেই রাজার সিংহাসনের পাশে বীণা বাজিয়ে আসছেন, রাজাকে সিংহাসনে সমার্ট রাখবার জন্য তাদের বাদ্যি-বাজনার প্রয়োজন আছে। তাই চামচে-জীবী না হ'য়ে এদের উপায় নেই, নইলে প্রভুর রম্ভচক্ষ্য তাকে গোল-গোল স্থ এবং খ্যাতির মিনার থেকে এক লাথিতে আম্তাকুডে নিক্ষেপ করবে। সেটা নিশ্চয়ই কাঙ্কিত নয়! তাই রাজনীতির নামেই তারা আঁতকে ওঠেন। কিন্তু ক্সতুতপক্ষে, শিল্প ও রাজনীতির মধ্যে কোন সংঘাত নেই। রাজনৈতিক সচেতনতাই সং শিল্প স্থির একমার উপাদান। শিল্পী যেহেতু সামাজিক জীব সেহেত সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত অসাড়তা বিষয়ে তাঁকে সচেতন থাকতেই হবে. এবং তার প্রতি-ফলন ঘটবে শিলপকমে। কেননা, শ্রেণী বিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থায় শিল্পীকে অবশ্যই কোন কল্যাণময় শ্বান্দ্ৰিক মতাদশের বিশ্বাসে অটল থেকে তাঁর শিল্পকর্মের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে হবে। দরবারী শিল্প থেকে কিছু, নগদ বিদায় জুটলেও তার কোন স্থায়ী মূল্য নেই, এ-কথা বলাই বাহুল্য। '৪০-এর দশকে বাংলা নাটক এই রাজনৈতিক

विश्वान त्थरको शए छेट्रीइन, बाद करना मानी ভারতের কমিউনিস্ট পাটি এবং তার সংস্কৃতিক স্লাটফর্ম ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। সেই ঐতিহ্য, যা তংকালীন ব্রন্ধোরা শিলপপ্রতিষ্ঠানের ভিত অনেক-টাই কাপিয়ে দিতে সক্ষম হ'রোছল, আজো আমাদের श्रु-शिरम्पोत्रग्रीम यथको मामिष निरम् त्रका क'रत যাকে। তবে দঃখের ব্যাপার এই যে. নাটক দশকের অনেক কাছাকাছি নেমে এলেও দর্শকেরা নাটকের দিকে ঠিক ততটাই উঠে যেতে পারেনি। নাটক এখনো আমাদের অনেকের কাছে নিছক অবসর বিনোদন ছাড়া আরু কিছু নয়। আমরা অনেকেই (আঁ) তেল-(আঁ) তেল মুখে নাটক দেখতে যাই এবং নাটক শেষে তা কত-খানি 'প্রতিক্রিয়াশীল' কিন্বা তার সেট-কম্পোজিশান কতটা ভশ্যার সেই আলোচনায় আত্মতৃণিত অন্যুভব করি। (অথাৎ আমরা একদল 'অতি বিপ্লবী', আরেক-দল গাড়ল। গাড়লদের কিছু বলার না থাকলেও কাগ্রন্জে বিশ্লবীদের জন্যে এইট কুই বলা যায় নাটক আর পোষ্টার যে এক নয়, রেখ্ট কিম্বা স্ট্যানিসলোভিস্কর এই বিশ্বাস থেকে শিক্ষা নিয়ে একটা ধৈয' সহ শিল্প-বিচার কর্মন। এবং জেনে রাখ্যন, অ্যাকাডেমির ঠাডা ঘর থেকে বিশ্বৰ হঠাৎ মোয়া হ'য়ে হাতে চলে আসবে না।) **এবং খুব অনিবার্যভাবে বাডি গিয়ে নাটকটির কথা** সম্পূর্ণ ভবে যেতে সক্ষম হই। নাটকটির উদ্দেশ্য मन्भरक विम्पूमात भरठकन रहे ना। अविभिन्न अवज्ञता হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই, ভণ্ড দর্শকেরা এক-সময় প্রাকৃতিক নিয়মেই আমড়া পাতা থসার মত य'द्र शिद्य সং দশ কেরা নিজস্ব প্রয়োজনেই ঠিক নাটকের জন্যে রম্ভ ঢেলে দেবে বীরের মত, প্রবীরের (দত্ত) মত।

এইসব কথা নতুন ক'রে মনে হ'ল সাম্প্রতিক কালে অভিনীত একটি নাটক দেখে—'নটরণ্গ' প্রযোজিত এই নাটকটির নাম 'ফজল আলি আসছে'। প্রসংগত উল্লেখ থাকা প্রয়োজন, আলোচ্য নাটকটি যে উপন্যাসের নাট্য-রূপ তা প্রকাশিত হয়েছিল বংগসংস্কৃতির পালক-আনন্দবাজারকোম্পানীর পূষ্ঠপোষকতায় শীর্ষেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের শারদ-কীতি রূপে। প্রতি-ষ্ঠানিক শাসনের মধ্যে থেকেও কেউ কেউ ঈষং বিদ্রোহ ক'রে থাকেন, এবং শীর্ষেন্দর্ভ এখানে তাই ক'রেছেন। অন্তত চেম্টা ক'রেছেন। সেকারণেই এই উপন্যাসটি অনায়াসেই সমসময়ের একটি মহার্ঘ রচনা রূপে বিবেচিত হ'তে পারে। কী ঝরঝরে এবং জল-তরশ্যের মত অনায়ার্স শিল্পকর্ম শীর্ষেন্দরে করায়ত্ব যা সাবলীল পদচারণার শেষে পাঠককে এক অনিবার্য স্থানুছের দিকে, যা কিনা অতল খাদের মত ঠেলে দ্যার। সমকালে ধনতান্তিক ব্যবস্থাকে এই একটি উপন্যাস সরাসরি তীর ব্যঙ্গে বিন্ধ করে। এই আপাত-পরিচ্ছন্ন বেশ্চে থাকার যাবতীয় অসহায়তা, নন্টামো, রুরতা, ভাডামী সর্বাক্তর উচ্জারণ করটে ওঠে শার্ষেন্দরে অস্থির ক্যানভাসে।

রুবি ফ্যান্টরির একজন অনশনরত প্রমিক ফজন আলি। ১৪৫ দিন অনশনের পর কণ্কালপ্রতিম এই মানুষ্টিকে আরু ততো মানুষ্রুপে সনাভ করা বার না। জ্বলন্ত ক্ষিধেকে গলা টিপে মারার চেণ্টার তথন তার কোটরাগত চক্ষ্ম দুটো প্রাগৈতিহাসিক ক্ষুস্থর মত क्रबनक्रवन करता किनना स्म ज्थन धरे मत्रन मर्जा পৌছে গ্যাছে যে, ক্ষিধে ব্যাপারটা একটা শারীরিক অভ্যেস ছাড়া আরু কিছু নয়। আর সেই অভ্যেসকে জয় করার জন্যেই তার লড়াই। প্রাথমিকভাবে তার লডাই মালিকপক্ষের বিরুম্থে হ'লেও, ক্রমশই তা রুপাশ্তরিত হ'য়েছে নিজের সাথে অবিরাম সংগ্রামে। সে স্বাদন দেখেছে—একদিন, তার এই নতুন যু**ল্খের শেষে** যে চরমপ্রাণ্ডি আসবে. তা সে পেণছে দেবে পাথিবীর সমূহ মানুষের কাছে-কি করিয়া না খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয় সে বিষয়ে সে সমস্ত ক্ষুংকাতর মানুষকে শিক্ষিত করে তুলবে। তার কাছে ক্ষুধার্ড মানুষের এই-ই একমাত্র বাঁচার পথ। রাজনৈতিক দু, খিতে এর মধ্যে একটা নঞ্জর্থক চেতনা আভাসিত হ'লেও, এর ব্যাপাসক আবেদন অনেক বেশি তীব্র। এবং সেই তীব্রতাই আমাদের ক্রমণ একরূপ সদর্থকতার দিকে নিয়ে বায়। আর ওই অ-মান্যিক, প্রায় প্রতীকী চার্রাটকে কেন্দ্র করে যে নাটকীয় বিন্যাস গড়ে উঠেছে, তার মানবিক দিকটিও কিছু কম স্বাস্থ্যকর নয়। তাছাড়া **ফজল** আলিকে আপাত চোখে সমাজ থেকে. একটি পূর্ণাপা লডাই থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাওয়া বাছি মনে হ'লেও অমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিৎ হবে যে, ফজল আলি আসলে একটি বৃহৎ লড়াইয়ে সামীল এবং তার চিন্তা-চেতনা সবই নিবেদিত উত্তরকালের ক্ষুধার্ত মানুষের জন্যে। যদিও, তার লড়াই অনেকটাই প্রতীকী, রোমা-ন্টিক: তাসত্ত্বেও তার মহম্ব এবং ব্যাঘ্র-মনস্ক্তার কারণেই সে একটি উল্জ্বল চরিত্র রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়ে

এই নাটকের আভিনয়িক শক্তি একটি উল্লেখযোগ্য
ঘটনা। বিশেষত, ফজল আলির চরিত্রে স্বত্ত বস্ব
আক্ষরিক অথেই অসাধারণ অভিনয় ক'রেছেন।
এরকম একটি রক্তমাংসহীন প্রতীকী, প্রায় অবিশ্বাস্য
চরিত্রে তিনি কোনরকম ক্লিয়াছক ভূমিকা ছাড়াই
(চরিত্রটি আগাগোড়া একটি খাটিয়ায় শ্বের ছিল।),
শ্ব্বমান্ত সংলাপ অবলম্বন ক'রে যে শক্তিশালী অভিনয় করে গ্যাছেন, তা আমাদের বহুদিন মনে থাকরে।
তাছাড়া দোলগোবিন্দ উকিলের চরিত্রে স্বৃশান্ত
বন্দ্যোপাধ্যায়ও দাপটের সাথে অভিনয় ক'রেছেন।
তবে চরিত্রটির পরিকল্পনার নুটিতে তাকে প্রায়ই এই
নাটকের বিবেক বলে মনে হয়। তব্ব তিনিই এই

[শেষাংশ ৫৪ প্তায় ]

## प्रबल दारमञ्जू जूलिए—



যুক্মানস।। ৬৩

# শ্ৰীশ্ৰীগণেশ মহিমা। সহাদেৰতা দেবী

শারদীর যুগান্তর, ১৩৮৬-তে প্রকাশিত।

"বাঢ়া গ্রামের ম্যানগ্রাফে তপশীলীদের অস্তিত্ব একেবারে গোণ ও প্রয়োজনীয়। গোণ তারা। ম্খ্য এখানে রাজপুত সমাজ। প্রয়োজনীয় তারা সমাজের মুখ্য জীবগালের বিবিধ কাজ করার জন্য। যেহেতু গ্রামটি মেদিনী সিং সদৃশ রাজপত্তদের সৃষ্ট, সেই-হেত এখানকার নয়ভাগ জমি তাদের দখলে। অনোরা, অर्थार সংখ্যাগ্রেরা সংখ্যালঘ্দের জমি চবে।" চাল্লশ বছরের ধারাবাহিক মধ্য প্রাচ্যের এই ক্লেজআপ্ ছবি ফ্রটিয়ে ভূলেছেন মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'গ্রী গ্রী গণেশ মহিমা' উপন্যাসে। ম্লত দুটি সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকা অতি নিপ্ৰেভ:বে চিগ্ৰিত হয়েছে একটি পরিবারের দ্ব'প্রের্বের নিটোল কাহিনীর মাধ্যমে। কাহিনীর স্তপাত বৃটিশ শাসন থেকে. শেষ হয়েছে স্বাধীনতার পরবতী আজ এই মুহুতে পর্যন্ত। আসলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শাসক ও শোষিতের স্বর্পকে তুলে ধরেছেন লেখিকা ভাপ্পী ও দুসাদ অধ্যুষিত একটি নিদিভি **অণ্ডলকে কেন্দ্র করে। বস্তৃত যে অণ্ডলে সম**স্ত জমির মালিকানা মাত্র কয়েকটি রাজপ্রত পরিবারের হাতে। এবং তাই রাজপ্রতেরা নিজেদের সমস্ত বিভেদ ভূলে হাতে হাত মিলিয়ে থাকে ভঃগী ও দ্বসাদদের কব্জা করতে। সরল হিসেবে সমস্ত জমি কেন্দ্রীভূত হয়, আর দিনকে দিন ভূমিদাস ও ক্ষেত-মজ্বরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। "বান্দা বা দাসপ্রথা আছে কি নেই তা বান্দাদের क्कि कानामनि। তारमञ्ज वश्यधनरमञ्ज विका मानिकरमञ স্ববিধে বেড়ে যায় আরো।" শ্ব্ধ্ব তাই নয় এইসব মধাব্যীয় প্রায় দাসদের জীবনের অত্যন্ত ন্যায্য ও সামান্য সৰ্থগ্ৰিল এইসব 'মালিক' গ্ৰেণী যে রক্ম স্বাধীকারে প্রমন্ত হয়ে নষ্ট করে দেয় তারই সত্যানিষ্ঠ জীবনমুখী সাহিত্যরূপ এই উপন্যাস।

উপন্যাস শ্রন্ হরেছে গণেশের জন্ম থেকে। তার-পর সেই জন্মকে কেন্দ্র করে মেদিনী সিং-এর পরি-বার এবং তারপর সেই পরিবারকে কেন্দ্র করে বাজ় গ্রাম তথা সমগ্র সমাজটাই উপস্থিত হরেছে উপন্যাসের পটভূমিকার। উপস্থিত হয়েছে প্র'প্রুষ্ণের ঐতিহ্যান্বারী গণেশ সিং-এর অবিচার অত্যাচার ও ব্যাভিচারের কাহিনী। উপস্থিত হয়েছে ভাঙ্গীদের লোকসংস্কৃতি সং-এর গান। এই সমর, সমাজ ও সামাজিকতার উপস্থিতির মধ্য দিরে গণেশ সিং নামক একটি চরিতের কিংবা একটি শ্রেণী চরিতের তথা একটি ব্রেগর [ ষা মধ্যয্গীয় সামন্ততান্তিক ] পতন ক্টেউঠেছে।

আর এই পতনকে ফ্টিয়ে তুলতে লেখিকা নিপ্ণভাবে অত্যাচারিত চরিত্রগর্মালর Development
ঘটিয়েছেন। লছিমা জীবনের স্বন্দ ও সাধকে বিসর্জন
দিয়ে, পিতার রক্ষিতা ও প্রেত্রর ধাত্রীর্পে শ্বৈত
জীবন যাপন করে, দীর্ঘ জীবনে নির্মাম দীর্ঘ
আভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। আর তারই ফলস্বর্প
দেখতে পাই গণেশ সিংকে হত্যার হোতা হিসেবে
স্তনদায়িনী সেই লছিমাকেই। সেই একই কারণে
গান্ধী মিশনভূক্ত তপশীলীদের নেতা উভয়ের নভূন
চিন্তার উন্মেষ ঘটেছে। সর্বহারাদের কোন জাত থাকতে
পারে না—ভিল্ল গোন্ডীভূক্ত ভাগ্গী ও দ্রসাদরা এক
হয়েছে বাঁচার তাগিদে সেই অভিজ্ঞতাতেই। আর এইসব কিছ্রে নিয়ামক হিসাবে যিনি আছেন, সেই
দেবাংশী প্রস্বেকে দাঁড় করিয়েছেন লেখিকা ব্যুক্য
করে নাম ভূমিকার।

সর্বশেষে লেখিকাকে সাধ্বাদ জানাতে হর এই উপন্যাসে তাঁর ভাষা ব্যবহারে। নাটকের মত তিনি চরিত্রগ্নলির মন্থের ভাষা ব্যবহার করেছেন উক্ত অঞ্চলের কথাভাষা থেকে। কিন্তু ষেখানে লেখিকা স্বরং উপন্থিত, উপন্যাস ষেখানে কর্ণনাম্বক—তা হয়েছে প্রাঞ্জল বাংলা প্রবশ্বের ভাষা। তাঁর অন্যান্য মহতী স্থিতান্তির মত এই উপন্যাসটির মধ্যেও লেখিকার আন্তরিরকতা ক্তে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসগ্নলির মধ্যে শ্রী শ্রী গণেশ মহিমা' অচিরেই নিজের আসন করে নেবে আশা করি।

—হুৰ্গা ঘোষাল

# विषिशीय मःवीष

### बोकुका रजनाः

শালতোড়া ব্লক য্ব-করণ—শালতোড়া ব্লক য্ব-করণের উদ্যোগে এবং ব্লক ফ্টবল প্রতিযোগিতা কমিটির পারচালনায় ব্লক ভিত্তিক ফ্টবল প্রতিযোগিতার হংশ ভিসেন্বর শেষ হরেছে। এই প্রতিযোগিতার তিনাট বিভাগে মোট ৩৪টি স্থানীর দল অংশ গ্রহণ করে। যুব কল্যাণ বিভাগ থেকে ব্লকে এই প্রথম ক্রীড়া সামগ্রী সাহাষ্য দেওয়ার ফলে প্রতিযোগিতার স্থানীয় যুব সংস্থার্নলির মধ্যে প্রভূত উৎস হের সঞ্চার হয়। ব্লকের ৩৪টি যুব সংস্থার ৪০৮ জন তর্মণ এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। চ্ডান্ত প্রতিযোগিতায় তিল্বড়ি মনোমোহিনী ইনস্টিটিউট ও শিরপারা উদয়ন সংঘ যুক্ম বিজয়ীর সম্মান লাভ করে।

গত ৭ই ডিসেম্বর শালতোড়া রুকের রঘ্নাথচক প্রামে শালতোড়া রক যুব-করণের উদ্যোগে ও রঘ্নাথ-চক মহিলা সমিতির পরিচালনার সেলাই শিলেপর উপর মহিলাদের একটি ব্রিম্লক প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শ্রু হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ স্চী প্রাথমিকভাবে নয় মাস স্থায়ী হবে। পরবর্তী কালে এর কাজ পর্যালোচনা করে এর স্থায়ীত্বকে বাড়ান হ'তে পারে। বর্তামানে এই কেন্দ্রে ৫৩ জন শিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মহিলা প্রশিক্ষণরত।

চলতি বছরে একাদশ শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রী-দের ব্লক যাব্ব-করণ পাঠাপ্সতক ঋণ দিরেছেন। মেট তেত্রিশ জন ছাত্র-ছাত্রী ব্লক যাব্ব-করণের পাঠাপ্সতক পাঠাগার থেকে এই সাহায্য পাচ্ছেন। পাঠশেষে তারা পাসতকগালি ফেরত দেবেন।

স্বনিভার কর্মসংস্থান প্রকলেপ এই রক প্রায় সাতটি প্রকলপ অনুমোদন করে ব্যাৎকর বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে দ্বাটি প্রকলপ আশাকরা যায় বর্তমান মাসে ব্যাৎকের অনুমোদন পাবে এবং ক'জে রুপায়িত হবে।

বনজ সম্পদে পূর্ণ এই ব্লকে নতুন কর্মসংস্থানের উম্পেশো যুব-করণ অভোজ্য তেল উৎপাদন ও প্রশিক্ষণের একটি প্রকল্প রচনা করেছেন। প্রকল্পটি বর্তমানে দণ্ডরের বিবেচনাধীন আছে। প্রকল্পটি র্পারিত হলে কহু সংখ্যক অশিক্ষিত তর্গের নতুন আরের রাস্তা খুলে বাবে বলে আশ্ করা যায়।

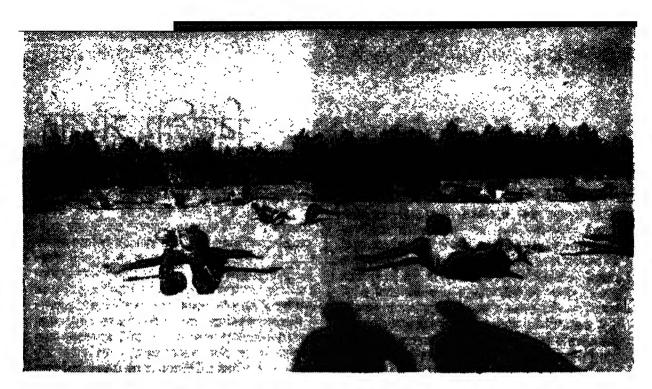
## व्यक्तिनीभूत रक्ताः

বিলপ্র ১নং রক ব্র-করণ—বিলপ্র ১নং রকের ব্র সমাকের ফ্টেরল খেলার মান-উল্লয়ন এবং উৎসাহিত করার জন্য বিন্পত্র ১নং বুক যুব-. করণের উদ্যোগে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২০শে क्ष्वद्वाती भर्यन्छ लालगड़ भग्ननात्न ५६ मिरनत कर्डे-বল প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে দৈনিক গড়ে তিরিশ-প<sup>শ্</sup>রাত্রশ জন য**ুবক অংশ গ্রহণ করে**। এই শিবিরে প্রশিক্ষণ দেন অতীতের খ্যাতনামা ফুটবঙ্গ খেলের।ড় স্ট্রাম্যেল আল্টনী, যিনি প্রে' বেশ কয়েকবার ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে রকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ব্রকদের মধ্যে বিশেষকরে অদিবাসী যুরকদের মধ্যে **বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। অনেকে দশ মাইল দ্রে** থেকে এসে প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেন। প্রশিক্ষক আন্টনীর স্ক্র প্রশিক্ষণ পর্ণগতিতে অংশগ্রহণকারী যুবকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি হয়। এই প্রাশক্ষণ শিবির সাড়াভাবে পরিচালিত করতে স্থানীয় পণ্ডায়েত সমিতি প্রভূত সাহায্য করেছে। মনে হয় এই অণ্ডলে প্রথম এজাতীয় প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়ো-জন। আগামী দিনে বিনপ**ুর ১নং বুক য**ুব-করণের লোহবল, বৰ্শা ও ডিসকাস নিক্ষেপ বিষয়ে প্ৰশিক্ষণ দেওয়ার ইচ্ছে আছে বলে বুক-যুব আধিকারীক জানিয়েছেন। এছাড়া যোগাসন শিক্ষা দেবার শিবিরের বাকস্থা করার চেণ্টাও চলছে। মার্চ মাসে যুব উৎসব আয়োজনের প্রস্তৃতি এগিয়ে চলেছে।

# जनभारेग्रीष् रजना:

মালারীহাট-বীরপাড়া রক যুব-করণ—মাদারীহাট-বীরপাড়া রক যুব-করণের উদোগে গত ২৬শে জানুয়ারী ভারতের ৩১-তম প্রজাতন্ত দিবস পালিত হয়। ঐ অনুষ্ঠানে মাদারীহাট বিধানসভার নবনির্বাচিত সদস্য স্নীল কুজ্রুরকে সম্বর্ধনা জানখনা হয়। রক যুব আধিকারীক শ্রীকুজ্রুরকে যুব কল্যাণ বিভাগের লক্ষ্য ও কর্মস্চী সম্পর্কে অবহিত করেন। সম্বর্ধনার উত্তরে স্নুনীল কুজ্রুর এই ধরণের অনুষ্ঠানকে স্বাগত জানিয়ে স্থানীয় জনসাধারণের বিভিন্ন উদ্যোগকে যুব কল্যাণ বিভাগ কাজে রুপ দেবে, এই অংশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে প্রায় আড়াই শা যুবক-যুবতী ও সাধারণ মানুয় অংশ নেন।

ষ্ব সংগঠনগুলিকে অথিকি অনুদান কর্মস্চীর ভিত্তিতে সম্প্রতি মাদারীহাট-বীরপাড়া ব্রক য্ব-করণ স্থানীয় কুড়িটি যুব সংগঠনকে পাঁচ হ জার টাকা অনুদান দিয়েছে। খেলাধ্লার সম্প্রসারণের জনাও কুড়িটি সংগঠনকে বিনাম্লো নেট ও ভলিবল দেওয়া



হয়েছে। এই ব্লকে ব্লক স্তরে কার্বাভি প্রতিযোগিতা, ভালবল প্রতিযোগিতা ও ব্লক স্পোর্টস করার কর্মস্চী নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি ও
ব্লব সংগঠনগর্নালর সক্রিয় সহযোগিতায় অনুষ্ঠানগর্নাল
শ্লম্ম হ'তে চলেছে।

অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকলপ অনুসারে মাদারীহাট-বীরপাড়া রক যুব-করণ বীরপাড়াতে একটি টায়ার রিসোলিং ইউনিট, একটি মুদি দোকান ও একটি ক্ষুদ্র দেশলাই বিক্রয় ইউনিট চাল্ম করেছে। তিনটি প্রকলপ বাবদ স্থানীর ব্যাৎক মোট ২৯,০৭০ টাকা ঋণ মঞ্জার করেছে আর যুব কল্যাণ বিভাগ প্রান্তিক অর্থ বাবদ ২,৯০৭ টাকা ঋণ মঞ্জার করেছে। প্রকলপগ্যালির কাজ সমুক্ত ভাবে এগিরে চলেছে।

ক্তিম্লক প্রশিক্ষণ কর্মস্চী অন্সারে মাদারীহাট-বীরপাড়া ব্রুক য্ব-করণ মাদারীহাট ও বীরপাড়া
দ্বিট গ্রামে দ্ব'টি মহিলা সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন
করেছে। কেন্দ্র দ্বিটের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা সন্তর
জন। মাদারীহাট শিক্ষণ কেন্দ্রের দশজন শিক্ষার্থীর
প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে ঋণ দেবার প্রস্তাব
স্থানীর ব্যান্ডেক পাঠন হরেছে বাতে করে তারা এই
ঋণের সাহাব্যে সেলাই মেশিন এবং প্ররোজনীর কাপড়
কিনে ব্যক্তিগত ইউনিট গড়তে পারেন। আশাক্রা বার
থ্ব তাড়াতাড়ি এই ইউনিটগর্বিল চাল্ব হবে। এছাড়া
উল নিটিং ইউনিট স্থাপনের জন্য ছ'হাজার টাকা
ঝণের প্রস্তাকন্ত ব্যাক্ষেক পাঠান হরেছে। মেসিনে
সোরোটার রোনার এই প্রকল্পটিও শীল্পই চাল্ব করা
রাবে।

১৯৮০-র রক যাব উৎসবের প্রস্তুতিও এগিয়ে চলেছে।

কালাকাটা ব্লক ব্ল-করণ—ফালাকাটা ব্লক ব্লব-করণের উদ্যোগে ও স্থানীর জনসাধারণের সজিয় সহবোগিতার গত ২৬শে জান্ত্রারী প্রজাতন্য দিবস উপলক্ষে স্থানীয় ব্লকদের জনা ১২ কি. মি. দীর্ঘ দোড় প্রতিযোগিতা অন্তিত হয়। এই প্রতিযোগিতার বেমন অনেক প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন তেমনি বহু সংখ্যার সাধারণ মান্য দর্শক হিসাবে ব্লকদের দোড় উপভোগ করেন। উৎসাহ দেন। দশজন সফল প্রতিযোগীকে প্রস্কার ও সরকারী অভিজ্ঞান পর দিরে অভিনন্দিত করা হয়। মোট একানব্রই জন ব্লক অংশ নেন।

অর্থ নৈতিক উল্লয়ন কর্মস্চীর আওতায় বাইশটি ব্ব সংগঠনকে গৃহ নির্মাণ, খেলাধ্লার সরঞ্জাম কেনা ইত্যাদির জন্য পাঁচ হাজার টাকা অনুদান হিস্মবে দেওয়া হয় এবং ভালবল ও নেট বিনাম্লো দেওয়া হয়।

স্থানীর গ্রাম পঞ্চারেত ও রক যুব-করণের যৌথ উদ্যোগে নর্মসংহপ্রর গ্রামে আদিবাসী উৎসব পালনের কাজ হাতে নেওরা হয়েছে। এই উৎসবে আদিবাসী যুকক-যুবতীদের নাচ, গান ও খেলাধ্লার কর্মস্চী খাকছে।

অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকলেপর কর্মস্চীতে ফালাকাটা রকে জান্রারী মাসে একটি আট: চাকী ইউনিট খোলা হরেছে। স্থানীর ব্যাহ্ক প্রকল্পটির জন্য ৯,৯৮৫ টাকা খণ মঞ্জুর করে এবং বুব-কল্যাণ বিভাগ প্রাণ্ডিক ঋণ বাবদ ৯৯৮ টাকা মধ্যে ধরে। প্রসংগত উল্লেখ করা বাদ ইভিগ্যুর্বে বিভিন্ন প্রকলেগ মোট ছ'জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা গেছে।

এছাড়াও এই রক তৈরী পোষাকের দোকান, রেডিও দোকান এবং পরিবহণ ইউনিট (টাক) প্রকল্পের জন্য স্থানীর ব্যাপ্কের কাছে ঋণ মঞ্জুরের প্রস্তাব পাঠিরেছে।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুসারে ফালাকাটা সূভাষ পাঠাগারে মহিলাদের সেলাই শেখানোর কাজ চলছে। বারজন শিক্ষাথীরি প্রত্যেকের জন্য এক হাজার টাকা ঋণ মঞ্জারের প্রস্তাব ব্যাক্তে পাঠান হরেছে।

আলিপ্রেদ্রোর ঃ অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পে এই রুকে তিনটি মিনিবাস, দৃর্টি মংস চার প্রকল্প, একটি বেকারি, তৈরী পোবাকের দোকান এবং শাঁখার গহনার দোকান গত আগন্ট মাস থেকে চলছে। এতে মোট বিনিয়োগ ৫,৩০,০০০ টাকা, প্রান্তিক ঋণ দেওয়া হয়েছে ৫৩,০০০ টাকা। কাজ পেরেছে কৃতি জন যুবক।

এই রকের অন্তর্গত শিলবাড়ীহাট গ্রামে মেরেদের সেলাই শেখানোর কান্ধ সাফলোর সপো এগোচেছ। এবং আলিপ্রেসন্মার জংশনে উন্বাস্ত্ অধ্যায়িত অঞ্জ দ্বঃস্থ মহিলাদের নিয়ে একটি সেলাই সমবায় কেন্দ্র স্থাপিত হ'তে চলেছে। এ'দের প্রশিক্ষণের কান্ধ ইতি-মধ্যে শেষ হয়েছে।

আলিপ্রেদ্রার কলেজে গত নভেন্বর মাসে
তথ্য ও সংস্কৃতি দশ্তরের আলিপ্রেদ্রার মহকুমা
অফিসের সহযোগিতায় সাম্প্রদায়িকতা প্রসংগ্য রবীন্দ্রনাথ এবং সোনারপ্র গ্রামে শিক্ষা প্রসংগ্য রবীন্দ্রনাথ
শীর্ষক দ্বাটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান
দ্বাট আলোচনার উচ্চমানে এবং প্রোভ্যান্ডলীর
সমাবেশে দার্ণ সাফল্য লাভ করে। আকাশবাণী
শিলিগ্রিড় দ্বাটি অনুষ্ঠানকেই সম্প্রসারিত করে।

রক ভিত্তিক ফন্টবল ও ভালবল খেলা তিনশোরও বেশী যুবকের অংশ গ্রহণে জমে ওঠে। অংশ গ্রহণ-কারী প্রতিটি রককে বিনাম্ল্যে খেলাখ্লোর সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়। পঞ্চারেত সমিতির সপো পরামর্শ করে কারটি ক্লাবকে আথিক অনুদান হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা দেওরা হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যার স্মরণোৎসব এই অঞ্চলের মান্বের কাছে বিশেষ উৎসাহের খোরাক হরেছিল। এব্যাপারে এই অঞ্চলের সাধারণ মান্ব এবং শিক্ষিত সমাজ কর্তৃপক্ষের সঞ্চো নিজেদের সহযোগিতার হাত বাড়িরে তাদের সচেতনতার পরিচর দেন। একটি স্মারক গ্রন্থও বের করা হয়। এই অনুষ্ঠানের সাফলে। অনুপ্রাণিত হরে রক ব্ব-করণ ৮ই মার্চ সোমেন চন্দ্র স্মরণোৎসবের আরোজন করেন। বিপ্রেল উৎসাহ এবং ভাবগান্ডার পরিবেশে এই অনুষ্ঠান হয় আলিপ্রেন্রার মহকুমা গ্রন্থাগারে। জলপাইগর্ডি জেলার বিভিন্ন প্রান্ত খেকে বেমন অধ্যাপক-শিক্ষকেরা এসেছেন, এসেছেন স্কুল-কলেকের ছাত্ত-ছাত্রীরা তেমনি

আনেক সাধারণ মান্বিও অংশ নিরেছেন শহীদ শিক্ষাী সোমেন চন্দকে জানতে এই অনুষ্ঠানে। 'নবীন শিক্ষাী সোমেন চন্দ' একং 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও সোমেন চন্দ' শার্ষক দুটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা একং সোমেনের 'রাজপথ' কবিতাটি নিয়ে আবৃত্তি প্রতি-যোগিতার আয়োজনে আশাতীত সাড়া পাওয়া ধার। এছাড়া 'সোমেন চন্দ এবং সমকালীন সাহিত্য' আলো-চনা চক্তে অংশ গ্রহণ করেন ডঃ জ্যোৎসেন্দ্র চক্তবতী, অধ্যাপক শৈলেন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক মিহির রঞ্জন লাহিড়ী এবং শ্রীদীনেন রায়। অনুষ্ঠান কক্ষে সোমেনের জীবন ও কর্মে'র উপর একটি প্রদর্শনী দর্শকদের ভাষণ আকৃত্য করে।

#### मार्किनिश रक्नाः

মিরিক খ্ৰ-করণ য্ব কল্যাণ বিভাগের আর্থিক আন্কুল্যে এলাকার দ্বঃম্থ স্বল্প শিক্ষিত এবং নেপালী মহিলাদের সেলাই শিক্ষাদেবার ব্যাপারে মিরিক রক য্ব-করণ উদ্যোগ নেয়। ১৫ই ফের্য়ারী থেকে পর্যান্ত জন শিক্ষার্থী অনেক উৎসাহ নিয়ে কাজ শিথছেন। গত ২৬শে ফের্য়ারী বিভাগীয় ভারপ্রাপত মন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাস এবং উপ-সচিব শ্রী রণজিং কুমার মুখোপাধ্যায় এই প্রশিক্ষণ শিবির পরিদর্শন করেন। এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। মন্ত্রীমহাশয় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অস্ক্রিযার কথা উপলব্ধি করেন এবং পাঁচ হাজার চাল্লশ টাকা টিফিন খরচ বাবদ অনুমোদন করেন।

#### भानम् दन्नाः

প্রাতন মালদা রক ব্ব-করণ—গত ১৭ই ফের্য়ারী
প্রাতন মালদা রক স্পোর্টস কমিটি এবং রক ব্বকরণের যৌথ উদ্যোগে প্রোতন মালদা কালাচাদ হাইস্কুল মাঠে বার্ষিক ফ্রীড়া প্রতিযোগিতা অন্থিত হয়।
এই প্রতিযোগিতায় প্রোতন মালদা রকের ছটি
অঞ্জের বিভিন্ন স্কুল, ক্লাব, সমিতি ও সংগঠনের মোট
একশ' আশি জন যুবক-যুবতী অংশ নেয়।

এদের মধ্যে তিরানব্দই জন যুবক এবং সাতাশি জন যুবতী। অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আতাউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

হরিশ্চম্পন্র ১নং রক ধ্র-করণ—যুব কল্যাণ বিভাগের সহযোগিতায় এবং রক স্পোর্টস কমিটির পরিচালনায় রক ভিত্তিক বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ১৩ই ফের্ব্লারী হরিশ্চম্পন্র উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এই রকের অন্তর্ভুক্ত পনেরটি ক্লাব ও আটটি স্কুলের প্রায় একশ' পঞ্চাল জন প্রতি-যোগী অংশ নেয় এবং পাঁচশোরও বেশী মান্য এই প্রতিযোগিতা উপভোগ করে। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারীদের মধ্যে থেকে পাঁচজন য্বককে জেলা ক্রীডা প্রতিযোগিতায় পাঠান হয়।

# রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবে বিভিন্ন প্রতিযোগিভার ফলাফল

#### ॥ বৰীন্দ্ৰ সংগতি॥

প্রথম ঃ—রিংকু করঞ্জাই, কলিকাতা-১ দ্বিতীয় ঃ—শ্যামলী দাস, নদীয়া। তৃতীয় ঃ—বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য্য, হাওড়া।

## ॥ नकत्व गीं ।।

প্রথমঃ—রীতা গাণগ্রেণী, কলিকাতা-১৯। দ্বিতীয়ঃ—নন্দা চক্রবতী, কলিকাতা-৪২। তৃতীয়ঃ—প্রাক ভদ্র।

#### ॥ মার্গ সংগীত॥

প্রথম ঃ—পিয়াল ব্যানাজী, কলিকাতা-২৬। দ্বিতীয় ঃ—পার্থ রায়, ভূতীয় ঃ—কৃষ্ণা রায়, ২৪ পরগনা।

#### ॥ লোকগাঁতি (একক)॥

প্রথম :--বকুল রায়, দ্বিতীয় :--ব্বিধিষ্ঠির রায়, তৃতীয় :--তৃহিন দত্ত, ২৪ পরগনা।

#### ॥ লোকগীতি (সমবেত)॥

প্রথম ঃ—তাপস বস্থানিয়া ও সম্প্রদায়, দিনহাট। দ্বিতীয় ঃ—মালতি সরকার ও সম্প্রদায়, কোচবিহার। তৃতীয় ঃ—শ্রীমতি কাবেরী ও সম্প্রদায়, মিলিগর্ড়।

#### ॥ গণসংগীত (সমবেত)॥

প্রথম ঃ—সপ্গীতাংকুর, দ্বিতীয় ঃ—কর্ণিক, তৃতীয় ঃ—দম্দম্ ৬নং ইউনিট, কলিকাডা-৩০।

#### ॥ कावा সংগতি॥

প্রথম ঃ—পার্থ কুমার রায় দ্বিতীয় ঃ—অপ'ণা চক্রবতী' তৃতীয় ঃ—তপতী বিশ্বাস

## ॥ আবৃত্তি—অণ্নকোণ ॥

প্রথম ঃ—সন্মিত্রা দিবাত্রী মজন্মদার, ২৪ পরগনা।
দিবতীয় ঃ দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া-২।
তৃতীয় ঃ—জ্যোতির্মায় ভট্টাচার্যা, আসানসোল।
তৃতীয় ঃ—চন্দন সাহা, ইসলামপ্র ।

# ॥ जान् जि-अ, कृष्टाश ॥

প্রথম :—প্থা দত্ত, হ্গলী। দ্বিতীয় :—স্কিতা গণ্ডে, নদীয়া। তৃতীয় :—স্কিতকা ঘোষ, জলপাইগন্ডি।

#### ॥ जान् चि-शिवस्थान, ॥

প্রথম :—অমিতরঞ্জন ব্যানাজী<sup>4</sup>, শ্বিতীয় :—তৃষার গাণ্যকৌ, বর্ধমান। তৃতীয় :—সংখ্যিষ্ঠা তরফদার পঃ দিনাজপরে।

# ॥ আবৃত্তি—আজ সৃতিট স্থের উল্লাস ॥

প্রথম ঃ—মধ্বমিতা ভট্টচোর্য, কলিকাতা-৫। দ্বিতীয়ঃ—ফ্রিশ্যা বিশ্বাস, হাওড়া। তৃতীয়ঃ—শ্রীপর্ণা দত্ত,

## ॥ न्यत्रहिष्ठ कर्षिण (১৪-১৮ वर्णत)॥

প্রথম : —কেরা সেন, জলপাইগর্ড়ি ন্বিতীয় : —মনোমিতা দস্তগর্ক, শিলিগর্ড়। ভূতীয় :—ছন্দা দে, শিলিগ্রড়ি।

# ॥ न्वत्रिक कविका (১৮—२৫ क्श्नत्र)॥

প্রথম ঃ—আশীস বোস, নদীয়া।
দিবতীয় ঃ এম. আফসার আলি, কুচবিহার।
ভূতীয় ঃ—পিনাকী চৌধ্রী, শিলিগন্ডি।
ভূতীয় ঃ—দেবাশীষ মিশ্র, বীরভূম।

### ॥ ट्यांके शक्स (১৪--১४ वस्त्रज्ञ)॥

প্রথম ঃ—জয় বস্, কলিকাতা-৩। শ্বিতীয় ঃ—হীরালাল ভট্টাচার্য্য, বর্ধমান। ভূতীয় ঃ—স্মৃদীপত ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা-১৪। ভূতীয় ঃ—শমিপ্টা দত্ত মজ্মদার, শিলিগ্র্ডি।

# ॥ ट्यांकेशन्त्र (১४—२७ वरनत्र)॥

প্রথম ঃ--স্কশিতা চট্টোপাধ্যার, ২৪ পরগনা।
শ্বতীর ঃ--প্রবীর রুদ্র, শিলিগর্ড়।
তৃতীর ঃ--সন্ভোষ সাহা, শিলিগর্ড়।
তৃতীর ঃ--শর্ভংকর চক্রবতী, কলিকাতা-৩৯।
তৃতীর ঃ--গোতম রার, ২৪ পরগনা।

# ॥ তাৎক্ষণিক বহুতা (স্কুল বিভাগ)॥

প্রথম ঃ—জাতিস্মর ভারতী, উত্তর বাংলা দ্বিতীয় ঃ—বিসব ভাওয়াল, উত্তর বাংলা তৃতীয় ঃ—অনুপকুমার চ্যাটাজী, উত্তর বাংলা

## ॥ তাংক্ষণিক বকৃতা (কলেজ বিভাগ)॥

প্রথম ঃ—গোডম সেন, বহরমপরে। শ্বিতীয় ঃ—বিক্স্থসাদ ধর, উত্তর বাংলা

# ॥ हिटाष्क्रम (১৪—১৮ वश्मन्र)॥

প্রথম ঃ—স্মুপর্ণা সাহা, কলিকাতা-৫৩। দ্বিতীয় ঃ—রীঞ্জত সরকার, কুচবিহার তৃতীয় ঃ—গোপাল সাহা, কুচবিহার

#### ॥ हिहान्सन (১৮-২৫ वरनत)॥

প্রথম ঃ—গোতম সেনগর্গত, কলিকাতা-৬৪। দ্বিতীর ঃ—অমরেন্দ্র মজ্মদার, গিলিগর্ড় তৃতীয় ঃ—জরুন্ত সরকার, শিলিগর্ড়ি

#### ॥ न,का ॥

প্রথম :—শ্রাবনী হালদার, আসানসোল। দ্বতীয় :—র.জা দন্ত, শিলিগর্ড় তৃতীয় :—বিদিশা ঘোষ দহিতদার, শিলিগর্ড় তৃতীয় :- সংগীতা পাল, শিলিগ্রাড়

#### া সেতার ৷৷

প্রথম:--সঞ্জয় গাৃহ্ কলিকাতা-৭০০০২৫। প্রথম:--অনন্য দে, জলপাইগাৃ্ডি শ্বিতীয়:--শাশ্তিরঞ্জন কর্মকার

#### ॥ তवना नर्ना (১৪—১৮ वरत्रन)॥

প্রথম ঃ—শিবশংকর রায়, ২৪ পরগনা। শ্বিতীয় ঃ—বিকাশ দে. তৃতীয় ঃ—দীপংকর রায়

#### ॥ जनमा लहता (১৮-२৫ वरनत)॥

প্রথম :--শ্যামল কাঞ্জিলাল, কলিকাতা-৬৭। শ্বিতীয় :--দেবাশীষ বস্, শ্রিলগ্রাড় তৃতীয় :--বিরেশ সরকার, কুচবিহার।

#### ॥ अवन्थ (১৪—১৮ वरत्रत)॥

প্রথম ঃ—ভাস্কর সরকার, কুচবিহার। শ্বিতীয় ঃ-- অনুপম কুমার চ্যাটাজী, জলপাইগ্র্ডি। তৃতীয় ঃ - কস্তুরি বল্যোপাধ্যায়, হাওড়া-২।

#### ॥ अवन्ध (১৮—২० वश्मन)॥

প্রথম :—কুণ্তল চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা-৭৩। দ্বিতীয় :—অসীম কুমার কর্মকার, তৃতীয় :—মনীন্দ্র মাইতি, কলিকাতা-৬।

# ॥ ব। विक পরিকা, স্কুল বিভাগ ॥

প্রথম ঃ—রায়গঞ্জ করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয়। দ্বিতীয় ঃ—বিষ্ণৃত্বর সার রমেশ ইন্স্টিটিউশন। তৃতীয় ঃ—জলপাইগুড়ি জেল। স্কুল।

## ॥ বাৰ্ষিক পত্ৰিকা, কলেজ বিভাগ।।

প্রথম :—মালদহ কলেজ দ্বিতীয় :—মালদহ কলেজ (বাণিজা) া :—হৈরদ্ব চন্দ্র কলেজ।

#### ॥ একাংক নাটক প্রতিবোগিতা॥

প্রবোজনা—
প্রথম ঃ—স্বাবর্তা, নাটক সেইস্র, কলিকাতা-৫৯।

দ্বিতীয় :—বিশ্লবী সংঘ, নাটক—ইতিহাস কাঁদে, ইসলামপ্রে।

তৃতীয় ঃ—শিল্পীসংসদ, নাটক—চলো সাগরে, জল-পাইগু:ডি।

#### পরিচালনা---

প্রথম ঃ—অর্জ্বন ভট্টাচার্য, নাটক—সেইস্বর।
শ্বতীয় ঃ—সত্যাজিত্বার, নাটক—চলো সাগরে,
শিক্সীসংসদ, জলপাইগাড়ি।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা- বলাই চট্টোপাধ্যায়, 'য্বক', সেইস্বঃ।

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—সংঘামতা তরফদার, 'মেরেটি', ইতিহাস কাঁদে, বিশ্লবী সংঘ।

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা—অশোক ভট্টাচার্য, 'ডাক্তার', চলো সাগরে, শিল্পীসংসদ।

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী—তপতী বিশ্বাস, কাকদ্বীপের এক মা, মিলেমিশে, শিলিস্কড়ি।

শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা—দিলীপ চৌধ্রী, সংক্ষিণ্ত সংবাদ, সংকেত বালুরঘাট।

শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেত্রী—গ্রাবণী দাশগ্রু\*তা, ইতি-হাসের পাতা থেকে, নিউ আলিপরুর কলেজ।

#### n আদিবাসী নৃত্য (সমবেড) n

প্রথম ঃ—দেশ্ট মেরী গার্লস হাই স্কুল, গরাগঙ্গা। দ্বিতীয় ঃ—বিজ্ঞানীটো টি এস্টেট, কমলবাগান। তৃতীয় ঃ—পুটিং বাড়ী চা বাগান, পুটিং বাড়ী।

#### ॥ বিতক ॥

প্রথম: পক্ষে—জলপাইগর্ড় জেল: স্কুল, শ্রী কমলেশ শাও, শ্রীমতি সর্মিতা মিশ্র, শ্রী সর্বত সান্যাল।

বিপক্ষে—শিলিগন্ধি উচ্চ বালক বিদ্যালয়,
শ্রী বিশ্লব ভাওয়াল, শ্রী শাল্তন, চক্রবতী,
শ্রীসন্দীপন চন্দ।

# ॥ क्रीका প্রতিযোগিতা॥

প্রুষ বিভাগ--

#### ১০০ মিটার দৌড়

পরমেশ্বর জানা	মেদিনীপরে	১ম
স্মন সরকার	মুশি দাবাদ	২য়
अमील अञ्चलात	ম্শিদাবাদ	৩য়

भारत विकास :			ৰিছলা বিভাগ <b>ঃ</b> —	•	
थाई भर्			১০০ দিউরে লোড়		
গোত্ম চ্যাটাজী	মেদিনীপরে	54	নিয়তি সিনহা	মুশিশ্বাদ	১ম
प्तवधनाम जन्त	মুশি দাবাদ	₹स	হাসন্মারা বেগম	মেদিনীপর্য	২র
मिनीभ मिकादी	ম্বাশ্দাবাদ	OA	त्राणी जत्रमगत	ক্ধ <b>মা</b> ন	の有
इक साम्भ		दादे जान्न			
সাধনকুমার দাস	মেদিনীপ_র	>ম	मामा चाव	বর্ধ মান	<b>&gt;</b> ¤
অসিত সরকার	মুশি দাবাদ	₹\$	সূৰ্যা সাহা	মুশিদাবাদ	२ म
नीरमास्थम किम्कू	মেদিনীপর্য	ON	ব্লা মণ্ডল	<b>ক্র্য</b> মান	৩য়
<b>चिनकान दक्षा</b>		भागे भर्गे			
निर्मण यानावी	বর্ধ মান	১ম	প্রভাতী শীল	মুশিদাবাদ	১ন
দিলীপ শিকারী	মুশি দাবাদ	২য়	यत्रना माञ	মুশিদ।বাদ	২য়
পি. মজ্বদার	কর্মান	৩য়	মিনতি সিনহ।	মেদিনীপর্র	<b>৩</b> য়
हाहे जाम्भ		ডিসকাস প্লো			
ইলিয়াস আলি সন্ডল	বধ'মান	১ম	यत्रना मात्र	মুশিদাবাদ	<b>&gt;</b> ¥
বলরাম মাইতি	মেদিনীপরে	২য়	वनानी माम	মুশিদাবাদ	ু ২য়
মহঃ মহসিন	কর্মান	৩য়	সম্ব্যা পাখিরা	বর্ধমান	<b>৩</b> য়
नर्भा व्याफा		রভ জাম্প			
গোত্ম চ্যাটাজী	মেদিনীপরে	১ম	মালা ঘোষ	বধ মান	১ম
সতীশ মাধ্র	বর্ধ মান	27	হাসনুয়ারা বেগম	মেদিনীপুর	২য়
আবদ্দে সালাম	মুশিদাবাদ	৩য়	ব্লা মণ্ডল	বর্ধ মান	৩য়
¥00	बिहोन्न ट्लोक्		क्	ৰ্ণা হোড়া	
মোহনানন্দ ছোষ	মেদিনীপরুর	১ম	প্রভাতী শীল	মুশিদাবাদ	24
তাপস ভট্টাচার্য	मार्कि निः	২য়	প্তুল দাস	মেদিনীপুর	২য়
স্বিজত চোধ্রী	কর্মান	তয়	সম্থ্যা পাখিরা	বর্ধ মাল	<b>৩</b> য়

# িপাটকের ভাবনাঃ ৭২ পৃষ্ঠার শেবাংশ

#### মহাশয়,

শিলিগন্ডিতে অন্তিত ব্ব-উৎসবে (২৩—২৯ ফের্রারী) আমরা অন্প্রাণিত হরেছি। দীঘদিনের অবহেলিত উত্তরবণ্গ সাংস্কৃতিক তথা অন্যান্য বিভাগে অংশ গ্রহণের স্বোগ পেরে গবিত। বিভিন্ন শাখার আমাদের প্রগতি এবার সরকারীভাবেই প্রমাণিত হল। উত্তরবংগাই বেশীরভাগ প্রক্রার এসেছে। ৮০'তে এমন একটি ব্ব-উৎসব অন্তিত হওরার আমরা প্রস্তৃতি কমিটি ও জলপ্রির পশ্চিমবংগের বাম্ফ্রন্ট সরকারকে জানাই সাধ্বাদ ও সংগ্রামী উক্ব অভিনন্দন।

আমাদের এখানে একট। সায়েন্স ক্লাব আছে। সন্ধানী বিজ্ঞানচক্র বানারহাট। স্থাপিত ২-৮-৭৬।

য্বকদের মুখপত 'য্ব মানস' দশ কপির এক্তেসী নিতে হলে কী করতে হবে দয়াকরে জানাবেন। কিছ্ কিছ্ পত্তিকা এইসাথে (প্রন্থো কপি) পাঠালে উপকৃত হবো। ইতি—

> সংগ্রামী অভিনন্দনসহ কৃষ্ণপদ কুণ্ডু, শিক্ষাকমী বানারহাট, জলপাইগর্ড়।

# पेठिलेब जिन्ता

প্রিয় সম্পাদক মহাশর,

'যুব মানস' পাঁচকার একজন নির্মামত পাঠক হিসাবে আপনাদের করেকটি কথা বিনীতভাবে জ্ঞানতে চাই।

আমরা প্রাম বাংলার ব্ব সমাজ ব্ব মানস' পাঠ করে বর্তমান সমাজের অত্তর্গত নানা সমস্যা সম্পর্কে সঠিক ও ব্রন্তিনিষ্ঠ পথের সম্ধান পাই। কিন্তু আমা-দের মনে হয়েছে জটিল বিষয়বস্তুগর্লিকে আরও সরল ভাষায় উপস্থিত করতে পারলে গ্রামাণ্ডলের ব্ব সমাজ মূল বন্ধবাগর্লি সঠিকভাবে ধরতে পারবেন। আপনাদের পত্রিকার বিষয়বস্তুগর্লি সব সময় সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হচ্ছে না বলে মনে হয়।

যুব জীবন যদিও মূল জনসাধারণের জীবনধারার থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নর, তবু যুব জীবনের নিজম্ব কিছু সমস্যা আছে। যুব জীবনের স্বাভাবিক প্রবণতা-গুর্নি যেমন খেলাধ্লা করা, গান-বাজনা চর্চা করা, বিপ্লে উৎসাহ উদ্দীপনা নিরে লিটিল ম্যাগাজিন প্রকাশ করা, বার্থতার পর বার্থতা ঘটলেও অসীম ধৈর্যা 'যুব মানস' পত্রিকায় কর্মসংস্থান, লেখাপড়ার সম্ভাব্য স্বোগ স্থিবা, খেলাখ্লার বৃহত্তর অভগণে প্রবেশ করার পশ্যতি প্রভৃতি বিষয় ছোট ছোট আটিকৈলের ন মাধ্যমে প্রকাশিত হলে অনেকে লাভবান হতে পারেন। আপনারা তার ব্যবস্থা কর্ন না, তাতে পত্রিকাটি আরও ম্লাবান হয়ে উঠবে।

মক্ষাকের য্বকরা প্রবল প্রতিক্ল পরিবেশ ও সমস্যা থাকা সত্ত্বে অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করেন। আলোচনাসভা, বিতর্ক, নাটক, গান, চিচাঙ্কন প্রভৃতির মধ্যদিয়ে এই লড়াই সংগঠিত করা হয়। যদি কখনও লিটিল ম্যাগাজিনগর্নার পাতার নজর দেন ভাহলে অনেক চমকপ্রদ সংবাদ, বিষয়বস্তু ও ম্নুস্থী কলমের সম্থান পেয়ে যেতে পারেন। এ সবই নির্মান্ধ ভাবে সীমাবন্ধ প্রচারে আবন্ধ থাকে। তাদের বিশাল পাঠক সমাজের সামনে হাজির করার দায়িত্ব আপনারা নিতে পারেন। আপনারা লেখক তালিকার গণভাটা আরও প্রসারিত কর্ন না, তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।

'বৰ্ব মানস' পরিকা সম্পর্কে বিভিন্ন দ্যাঁন্টকোণ খেকে মডান্নড স্থানিরে আনাদের দশ্চরে অনেক চিঠি আসহে। চিঠিপরের মাধ্যমে 'ব্র মানস'-কে আরও উল্লেড করার জব্য পাঠক-পাঠিকাদের স্থাবান পরামর্শ আগামী সংখ্যাগ্রালিকে আরও সম্শি করতে আনাদের সাহান্য করবে। আমরা ব্র মানসে নির্মিড পাঠক-পাঠিকাদের মডানড 'পাঠকের ভাবনাচিক্তা' বিভাগে প্রকাশ

করি। আপনাদের সহবোগিতার এই বিভাগ প্রাণকত হয়ে উঠকে আলাকরি।

নিয়ে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা করা ইত্যাদি। যুব সমাজের এই স্বাভাবিক প্রবণতাগর্লি বর্তমান সমাজে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতার সন্মুখীন হচ্ছে। প্রতিভা স্ফ্রণের যথার্থ পরিবেশ নেই। 'যুব মানসে'র পাতার যুব সমাজের এই যন্তাগার ছবি বিশেষ পাইনি। আপনাদের কাছে অনুরোধ এই বিষয়গর্লিকে ফিচার, আর্চিকেল ও তথ্যের মাধ্যমে 'যুব মানসে' হাজির করুন।

য্ব কল্যাণ বিভাগের 'আমরা-প্রতিশ্র্তি প্রত্যাশা' নামক প্রিতকাটি সম্প্রতি আমরা পাঠ করে ঐ দণ্ডরের কাজকর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম। 'ব্রুব মানসে' বিভিন্ন রক ব্রুব কল্যাণ করণের কিছু কিছু কাজের বাসি সংবাদ পড়েছি। আপনাদের পারকার নির্মাত যুব কল্যাণ দণ্ডরের কর্মধারার পরিচয় সংবাদ হিসাবে শ্রুব নর, ব্যাখ্যাম্লকভাবেও প্রকাশ করা বায় না কি? মফল্যলের ব্রকরা অনেক আনেক প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও বর্ধার্থ পরিচালনার আভাবে স্ঠিক পথ অনেক সমর বেছে নিতে পারে না।

আমার পর্যাটতে আমাদের একান্ত আপনজন 'যুব মানস'কে সমূন্ধ করার জন্য করেকটি পরামর্শ দিলাম। আপনারা বিচার করবেন। গ্রহণ করতে পারলে পারকাটি ব্ব-জনের প্রকৃত মুখপর হয়ে উঠতে আরও করেক ধাপ অগ্রসর হয়ে বাবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

> নমস্কারাকেও সরল বিশ্বাস মালদহ।

মহাশর,

পশ্চিমবস্প সরকারের বৃব কল্যাণ দশ্তর বে স্পর্যা নিরে 'বৃব মানস' পত্রিকা প্রকাশ করেন তা বাস্গালী বৃব সমাজের কাছে শ্রন্থা ও গর্বের বস্তু এ বিষরে কোন সন্দেহ নাই। তব্ও আমার দ্ভিট ভগ্নীতে 'বৃব মানস' পত্রিকাটি আরও ব্যাপক অর্থে প্রকাশ পেরে খুবই ভাল হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে প্রভাগনা করে তার গোর দোহাই দিয়ে। এই তার গাকে শতিকারার ফার্টিরে ক্রান্টের তার গাকে। সরকারের খ্র ক্রান্টের পার প্রতিকা প্রাথমে। ক্রান্টের ক্রান্টের ক্রান্টের ক্রান্টের করে। তাই খ্রব মানস' পরিকার সম্পাদকমন্ডলীর কাছে আমার অন্বারোধ তারা যেন স্কুল জীবনে উধর্ব শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভবিষাৎ যৌবনের কর্মপন্থা কি হবে, তাদের উচ্চালা ও নবীন স্বান্দ কিভাবে যৌবনে পদাপ্র করে দেশের ও দশের কাজে উৎসগীকৃত হবে, তার একটি নিখাতে ও প্রণাপ্র চিন্তাধারা খ্রব মানস' পরিকার প্রতি সংখ্যায় প্রকাশ করেন তার নের স্বান্দ নাম দিয়ে, তবে বংগবাসী, যুবসমাজ তথা তর্শতর্শীরা তাদের ভবিষাৎ কর্মপন্থা ও চিন্তাধারাকে বাস্তবািরত করতে অধিক আগ্রহে সচেন্ট হবে। পশ্চমবান্স সরকারের খ্রব মানস' পরিকা দীর্ঘজীবী হোক এই কামনা করি।

শ্রীদিলীপ কুমার গিরি
গ্রামঃ কৃষ্ণনগর
পাঃ গড়-কৃষ্ণনগর, নন্দীগ্রাম, মেদিনীপরের।

याननीय जन्नापक.

আপনার পাঁচকার আমি একজন নির্মানত পাঠক।
বিগত দুই বছরে আপনাদের পাঁচকার প্রকাশত
প্রবন্ধাবলী পাঠ করে আমি বিশেষ উপকৃত হরেছি।
প্রায় প্রতিটি সংখ্যাই ব্যক্তিশত সংগ্রহে স্বর্গন্ধত রয়েছে।
পাঁচকাটি সংগ্রহ করার উৎসাহে অবশ্য মাঝে মাঝে
ছেদ পড়ে। কারণ আপনারা ভীষণ অনির্মানতভাবে
পাঁচকাটি প্রকাশ করছেন। অনির্মানত প্রকাশনার মধ্য
দিরে কোন দিন কোন পাঁচকা পাঠক সমাজকে মুক্ষ
করতে পারে না। আমার দুঢ় বিশ্বাস আপনারা
উদ্যোগী হলে পাঁচকা নির্মানত হবে। আর 'যুব মানস'
নির্মানত হলে আমার মত আরও অসংখ্য পাঠকপাঁঠকা উপকৃত হবেন।

রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর
তথ্য ও সংস্কৃতি দশ্তরের মন্দ্রী শ্রী বৃশ্বদেব ভট্টাচার্য
মহাশয় অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের
ভাষা জর্গিয়েছেন। স্বয়ং মর্খায়ন্দ্রী জ্যোতি বসর্
আমদের জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষা করার
আহ্রান জানিয়েছেন। স্বভাবতই স্প্রথ জীবন ভাবনায়
বিশ্বাসী সংস্কৃতিবান মান্ম বামফ্রন্ট সরকারকে এই
বিলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণের জন্য অভিনন্দিত করেছিলেন।
যাব মানসা স্কৃত্য শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।
যাব জাবনের সমস্যাবলাই শার্মান নয়্য সমস্র সংস্কৃতির
জগৎ সম্পর্কে যাব মানসা সচেতন রয়েছে বলে আবার
ধনাবাদ জ্ঞাপন করছি।

অপ-সংস্কৃতির বির্দেশ লড়াই করার জন্য স্ত্থ জীবন ভাবনার বিশ্বাসী প্র-প্রিকার ভাষণ অভাব আমরা প্রতি মৃহতে অন্ভব করি। সেই অভাব প্রণে যাব মানস' খ্বই গ্রেছ্প্ণে ভূমিকা পালন করতে পারে, কিছ্টা করছেও নিশ্চর। এ রকম খ্বই গ্রেছ্প্ণ ভূমিকা যখন যাব মানসের ওপর অপিত হয়েছে, তখন তার নিয়মিত প্রকাশন ব্যবস্থা করা খ্বই জর্বরী নয় কি? অংশাকরি আপনারা বিষয়টি যথাথ গ্রুছ দিয়ে বিবেচনা করবেন।

> ধন্যবাদাদেও সন্দীপত গায়েন বিষয়পন্ন, বাঁকুড়া।

সম্পাদক মহাশয়,

আপনাদের পতিকায় ম্লাবান তথা ও তত্ত্ব সম্শধ প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হওয়ায় যুব-ছাত্র সমাজ বিশেষ-ভাবে উপকৃত হচ্ছেন। কিন্তু আমরা দ্বংখের সংগে লক্ষা করছি আপনার। সমসাময়িক আন্তজ্যতিক ঘটনাবলীর ওপর বিশেষ আলোকপাত করছেন না। যুব মানস পতিকার পাতায় নিয়মিতভাবে আন্তজ্যতিক প্রসংগ আমরা দেখতে চাই।

আর একটা অনুরে.ধ করব। প্রবন্ধম্লক রচনার পাশাপাশি প্রগতিশীল গলপ, কবিতা আরও বেশী বেশী করে প্রকাশ কর র ব্যবস্থা কর্ন। প্রগতিশীল লেখকের অভাব নেই, অভাব তাদের প্রকাশ মাধ্যমের। আপনারা নতুন ও সম্ভাবনাময় লেখকদের আত্মপ্রকাশের পথ করে দিলে একটি গ্রেড্পার্ণ দায়িছ পালনের গর্ব অনুভব করতে পারবেন।

> অভিনন্দনসহ— রঞ্জন রায়, সেওড়াফ্লী, হুগলী।

প্রিয় মহাশয়,

প্রতি সংখ্যায় ম্ল্যান চিত্তার খোরাক দেওয়ায় আপনাদের ধন্যবাদ।

আপনাদের পত্রিকাটি স্মৃন্দ্রিত ও স্কৃদ্ধা হলেও কোন নির্দিষ্ট পশ্বতি মেনে চলে না। কোন নির্মাত বিভাগ নেই। অথচ এ ধরণের প্রায় প্রতিটি পত্রিকাতেই কিছ্ নির্মাত বিভাগ থাকে যেমন পাঠকের কলম, প্রুত্ক সমালোচনা, জনবার কথা, অথানৈতিক প্রসংগ, মাসিক সংবাদ পর্যালোচনা, বিজ্ঞান প্রসংগ ইত্যাদি। সব বিভাগ হয়ত একসংখ্যা চাল্প করতে পারবেন না। অন্তত করেকটি করা কি খুবই শক্ত কজ!

> ধন্যবাদ দেও সব্যসাচী বাগচী রামধন মিল লোন কলকাতা-৭০০০৪ [শেষাংশ ৭০ প্তার |

# नासदा कत्रव क्य-



সাম্বাজ্যবাদ বিরোধী দিবসে ব্রক-যুরতীদের দৃশ্ত মিছিল।

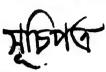
# विधियात भर्षा क्षेकारक तका कत्रल श्रव—



'ছাতীর সংহতির সমস্যা' আলোচনা চক্রে গীতা মুখাজী আলোচনারত। মণ্ডে বাদিকে ই. এম. এস- নাম্ব্রিপ্রাদ।



শিচনবংগ সরকারের ব্রক্ত্যাণ বিভাগের মাসিক ম্বংগত মার্চ-এইলে '৮০



মাসরঃ জনগণের প্রতিনিধি, জনগণের সাহান্য	
নিয়ে চলি/জ্যোত বস্/	•
গণতশাকে রক্ষা করতে হবে/ন্পেন চরুবর্তী/	>
জনিন-এক সহলে জীবলের করেকটি নিক/	
क्षणीन गर्नगानामाल/	>0
ভারতীয় গণনাট্য সংখ, গোহাটী শাখার অভিনন্দনগর/	50
রাজ্য ব্র-ছাত্র উৎসবে জনগণের অংশগ্রহণ/	
कटम.क' कहेकार्या/	₹8
अवारम्ब मृत-कार छेश्त्रत्व त्रारण्कृष्टिक	
প্ৰতিৰোগিতা/সমীর প্ৰত্যুক্ত/	SA
ম্ব-ছার উৎসবে দ্রীড়া প্রতিযোগিতা/অর্ব সরকার/	94
দ্ভোহীন প্যালী কমিউন/রখীন সেন/	ov
ম্বনী প্রেমচাদ ও সাহিত্যে বাস্তব্ধাদ/সহস্কদ আমিন/	07
माजबारमा आरमारक दशकानम्/जनन हकवणीं/	82
অলচিকি ও পণ্ডিত রখনোথ মুম্ন্/	80
মানভূমে পৌৰের ভীড়ে/জি এম আব্ৰেকর/	84
ফাল্ট ক্রেক্র/রামকুসার স্ব্যোপাধ্যার/	42
দিন বন্দায়/রকত বন্দ্যোপাধ্যয়/	44
নতুন স্ৰ' নতুন দিন/ৰোছিনী লোহন গণেগাপান্যাল/	é é
রতের ভিতরে গোপন ইশ্ভাহার/স্বোধ চৌধ্রী/	49
अविन जन्धारन/कृष्णभन कूप्पू/	46
ল্ড হরিশেরা আজ জেগে ওঠে/ডপনকাল্ড লন্ডল/	49
সভ্যটা খাকৰেই/ৰাস্ফেৰ মণ্ডল চট্টোপাধ্যৰ/	49
মিছিলের প্রতিনিধি—আমিও/স্কর চক্রবর্তী/	69
कर्तन केंग्रेन जारना—/	¢ Y
माग्रेरकत नर्ष-नर्भ अवर 'कळन जानि जानदः'/	
গোডন ঘোৰ দশ্ভিদাৰ/	•0
সমল রাব্রের ভূলিতে/	60
वरेशा/	•8
विकालीय जरवान/	• • • • · · · · · · · · · · · · · · · ·
রাজ্য ব্র-হার উৎসবে বিভিন্ন প্রতিবোগিভার কলাকন	
भारतमा , जावना /	95
প্রজ্ব/গোড়ন বোৰ দশ্ভিদার	
সম্পাদক সম্ভলীর সভাপতি—কাশ্তি বি	ক্ৰাস
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্রবক্তাশ অধিকারের পক্তে	<u> প্রীরগাঁজং</u>
কুমার মুখোলাঞ্জুর কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীদির	াপকুমার
চট্টোগাধ্যার কর্তৃক হেমপ্রজা প্রিন্টিং হাউস, ১/১	व,न्सावन
্ৰশীলক লেন, ক'লকাজা-৯ থেকে মটোত।	
TON-MAPE	

# नेम्बापकीयः

ফেরুরারী মাসের ২৩শ থেকে তারিখ-এই সাতটা দিন উত্তরবাঙ্গার শিলি-গ্রাডি শহরে 'রাজ্য যুব-ছার উৎসব-'৮০' হয়ে र्गाल । भार्य, यात-हात छेश्मत वलाल ताथर्य সবটা বলা হ'ল না বরং বলি-পশ্চিমবাঙ লার হিমালয় থেকৈ স্কুরবন অবধি নানা জাতি-ধর্ম-বর্ণী আর সম্প্রদায়ের মিলন মেলা, প্রাণে প্রাণ মেলাবার এক মহোৎসবের আয়োজন করে ছিলেন পশ্চিমবাঙ্গুলার বর্তমান সরকার। উৎসব অনুষ্ঠানের গতানুগতিক গান-বাজনা এবং আর পাঁচটা আইটেমের মদির আবেশের সীমানা ছাড়িয়ে যে সার এখানে ছডিয়ে পডেছে তার তাৎপর্য উপলম্পির অনেক গভীরে গেথে গেছে। সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের অ-সংগঠিত চেহারার পাশে পশ্চিমবাঙ্লার যুব-ছাত উৎসব সংগঠিত যুব-মানসের সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভাস্বর উদাহরণ নিঃসন্দেহে। বেল্চি-পরশ-বিঘা-পিপরার পৈশাচিক উন্মত্ততার পাশাপাশি মেদিনীপুর শহরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে আদিবাসী যুবক-যুবতীদের প্রাণচাণ্ডল্য কিংবা দাজিলিং শহরে নেপালী ভাষা-ভাষীদের মুখর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অথবা শিলিগন্ডি শহরের ম্ল অন্তানে অসমীয়া শিল্পীদের প্রতি পশ্চিমবাঙ্গুলার মানুষের উষ্ণ অভ্যর্থনা এসব-কিছ,ই প্রমাণ করেছে স্কেথ-সংগঠিত-স্বচ্ছ দুল্টিভাগতে, হুদয়ের ঐকান্তিক প্রচেন্টার এবং গণচেতনার সঠিক ম্ল্যায়নের দ্রদ্ভিতে পশ্চিমবাঙ্লার মান্য পরস্পরকে ঐক্যের উদাত্ত মঞ্চে সারা ভারতবর্ষের মান্থের কাছে আদর্শ হিসাবে খাড়া করতে পেরেছে। পশ্চিম-বাঙ্লার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু অনেকবার বলেছেন, 'আমরাও দেশকে ভালবাসি, আমরাও ভারতবর্ষের ঐক্যে বিশ্বাস করি'—এসব কথার কথা নয়, এ যে বাঙ্লার মান,ষের সত্যিকার আঁতের কথা তা এই উৎসব নিন্দ্রকের চোখে আঙ্বল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। একই মঞ্চে বিভিন্ন সংস্কৃতির মান্ত্র অথচ চিন্তায় চেতনার সাঁওতালী-নেপালী-বাঙালী-সবাই মিলে মিশে একাকার ! এই তো ঐক্য, একেই বলে সমন্বয়। সমস্ত বিভেদের কালিমাকে ধ্রের ফেলার এই তো প্ৰকৃত ঘাট।

উৎসবের ক'টা দিন সমগ্র শিলিগন্তি শহর বেন মেতে উঠেছিল। বসন্তের প্রকৃতির রঙে রঙ শিলিরে দলে দলে মান্য চলেছে এক মণ্ড থেকে আর এক মণ্ডে। শিশন্-য্বা-বৃন্ধা সবাই। দশক্দের আগ্রহ যেমন বিখ্যাত শিশপীদের অনুষ্ঠানে তেমনি তারা হ্দর দিয়ে উপলব্ধি করেছে আদিবাসীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান অথবা নেসালী সংস্কৃতির কিছু উপকরণ। অসমীয়া যুবক-যুবতাদের অনুষ্ঠানের প্রতি তাদের প্রাণের টান এত গভীর যে দশক্দের অনুরোধে বার বার তাদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করতে ইরেছে। তাদের বিদায় মৃহুতের অগ্রহ্মন ম্খানিল ভূলবার নর। সোমনার, বিতর্ক অথবা প্রদর্শনীর মত সিরিয়াস বিষয়গ্রালতেও মানুবের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। তারা জানতে চেরেছে। ব্রেছে। শিক্ষা নিয়েছে অনেক।

পাঁচটা মঞ্চে একষোগে অনুষ্ঠান চলেছে।
বিশাল তার ব্যাণিত কিন্তু শৃত্থলা ছিল এদের
অত্গের ভূষণ। শৃত্থলা ছাড়া কোন দিন কোন
বড় কাজ কি কোথাও হয়েছে। কর্তৃপক্ষ এবং
প্রস্তুতি কমিটি অসীম ধৈষ্য আর আন্তরিকতা
নিরে প্রতিটি বিষয়কে পরিচালনা করেছেন।

লেক্ছার্সেবক আর সারার্র্যার বার্ক্তর বিশ্বনির বিশ্বনির

সংস্কৃতি বিনিময়ের এই তীপক্ষেত্র ক'টা দিন যে মৃত্তির উচ্ছাসে কে'পে কে'পে উঠেছে, যে কোলাহলের ঢেউ তুলেছে যুব মনে তাকে লালন করে ছড়িয়ে দিতে হবে সারা ভারতবর্ষের বৃকে, যেন সাম্লাজ্যবাদের চ্ড়াকে ভেঙে গ'র্ডিয়ে তা মৃত্তির নীলিমায় একাকার হ'তে পারে। সার্থক হয় বিশ্ব যুব উৎসবের আহ্বান। সেই ঐতিহাসিক দায়িছের কথা মনে রেখে শিলিগ্রড়ি শহরের গলিতে-বিস্ততে-রাজপথে যে স্বর শ্নেছি তাতে গলা মিলিয়ে আমরাও বলি—যুব-ছাত্র উৎসব তুমি ফিরে এস। আবার। বার বার।

১৯৫৬ **সালের সংবাদপত্ত রেজিন্দ্রেশন (কেন্দ্রীয়)** আইনের ৮নং ধারা অনুযায়ী বি**জ্ঞ**িত।

পত্রিকার নাম — যুব্মানস

প্রকাশের সমর ব্যবধান — মাসিক : মুদ্রক — দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যর,

১/১, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, ক'লকাতা-৯

প্রকাশক — শ্রী রণজিং কুমার মুখোপাধ্যায়

যুক্ম-আধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার ৩২/১, বিকাদি বাগ (দক্ষিণ)

ক'লকাতা-১

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি— গ্রী কান্তি বিশ্বাস ভারপ্রাণ্ড রাম্ম মন্ট্রী

যুবকল্যাণ ও স্বরাদ্ধ (ছাড়পত্র) বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গা সরকার।

সত্ত্বাধিকারী -- পশ্চিমবশ্য সরকার

আমি, শ্রী রণজিং কুমার মুখোপাধ্যায়, ছোষণা করছি, উপরে দেওয়া তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

ম্বাঃ

গ্রী রণজিং কুমার মুখোপাধ্যার ৯. ৪. ৮০

# আমরা জনগণের প্রতিনিধি, জনগণের সাহায্য নিয়ে চলি

পড় ২০শে মার্চ পশ্চিমবণ্স বিধানসভার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্কু স্বরাদ্ধী দশ্তরের জন্য ১৯৮০-৮১ সালের বার মঞ্জুরীর দাবি পেশ করেন। দাবির উপর বিভিন্ন দলের সদস্যরা বিতকে অংশ গ্রহণ করেন। বিতকের শেবে স্বরাদ্ধী দশ্তরের ভারপ্রাশ্ত মন্ত্রী জ্যোতি বস্কু জ্বাবী ভাষণ দেন। ঐ ভাষণকে সম্পাদন। করে ছাপান হ'ল।

-- जन्मानकमण्डनी ब्रम्भानम

বিধানসভার বিরোধী দলগুর্লি এখানে অনেক বৃদ্ধুতা দিলেন। বললেন, পর্নিস বাজেট খুব গুরুছ্বপূর্ণ, আলোচনা করা প্রয়োজন। একথা বলে বৃদ্ধুতা দিরেই ইন্দিরা কংগ্রেস বিধানসভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। পর্নিস বাজেট সম্পর্কে আমরা কি বলি, অন্যরা কি বলেন, তা শোনবার দরকার নেই, বোঝবার দরকার নেই ওঁদের। এই হচ্ছে পশ্চিমবাংলার দায়িছ-জ্ঞানহীন ইন্দিরা কংগ্রেস। ওঁরা গণ্ডগোল করছেন। পরিকল্পিতভাবে সমস্ত ব্যবস্থা নিচ্ছেন আইন-শৃংখলা বিঘিতে করার জন্য। সারা ভারতের মান্ম, পশ্চিমবাংলার মান্ম ইন্দিরা কংগ্রেসীদের চেহারা দেখনে, ব্যুক্ন ওদের আসল উদ্দেশ্য—এটাই আমরা চাই।

আমরা সীমাবন্ধ ক্ষমতার মধ্যে রাজ্য সরকারে আছি। এই বাস্তব কথা আমরা সর্বত বলছি। এই বিধানসভায়ও বারবার বলেছি। কারণ কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা ভূলে যেতে পারেন। সে জন্য একথা বার-বার বলার প্রয়োজন আছে। একটা দৃষ্টিভগ্গী নিয়ে আমরা একথা বলছি। আমরা দিল্লির ক্ষমতায় নেই। পশ্চিমবাংলায় আছি। সংবিধানের যে অবস্থা কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক অন্যান্য সাধারণ যে অবস্থা আছে তা আমরা দেশের মান্ত্রকে মনে করিয়ে দিতে চাই। রাজ-নৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে, আইনের ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থাটা আমরা জনসাধারণের সামনে তলে ধরছি। বলছি, আমাদের দেশে ৩২ বছর ধরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা চলছে। এই ব্যবস্থায় একটা রাজ্য সরকারে থেকে আমরা সব কিছুতে আমূল পরিবর্তন এনে দিতে পারি না। সব কিছু পরিবর্তন করে দেব—এমন কথা আমরা কখনো বলিও নি। বললে সেটা হতো অসতা প্রচার। এটা আমরা করতে পারি না।

প্রিলসী প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, ৩২ বছর ধরে প্রিলসকে ব্যবহার করা হরেছে ম্বিটমেয়ের স্বার্থ রক্ষার কাজে, গণতন্মের বির্দ্ধে। দ্বঃখের সন্গো একথাও বলতে হচ্ছে, আমাদের দেখের লোকই প্রিলসের কাজ করছে। ম্বিটমেয়র স্বার্থ রক্ষা, গণতন্মের বিরোধিতা করার কাজে প্রিলস ব্যবহার করার জ্লা দায়ী তারাই, ধারা এতাদন ধরে

সরকার চালিয়ে এাছেন বিশেষতঃ কেন্দ্রে এবং ভারতের অন্যান্য জান্নগার। ওই সরকারের সপ্গে আমাদের मकात काता नामक्षमा तन्हे. मिन तन्हे। भामकाशनी তাঁদের লক্ষ্য চরিতার্থ করার জন্য সেইভাবে পর্লিস ব্যবহার করবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু আছে কি? কিছু নেই। এসব বুঝেই আমরা সরকারে এসেছি। পশ্চিমবাংলার মানুষ এখানে আমাদের পাঠিয়েছেন। আমরা সরকারে এসে জনসাধারণকে বর্লোছ, আপনারা অবস্থাটা বুঝুন। সীমাবন্ধ ক্ষমতা, কোথায় কোথায় আমাদের বাধা আছে, বাধাগুলি কতটা অতিক্রম করতে পারি—এসব বৃঝ্ন আপনারা। কিছুটো বাধা অতিক্রম করা যায়। সবটা যায় না। এ সব কথা আমরা জন-সাধারণকে বলেছি। এখনই বলছি। সেই হিসেবে প্রবিদ্যকে বলেছি, একটা সুযোগ, বড় সুযোগ যখন এসেছে, বামফ্রন্ট সরকারের মত একটা সরকার এখানে পশ্চিমবাংলার মানুষ প্রতিষ্ঠা করেছেন, এই সুযোগ আপনারা নিন। আগেকার দিনে সরকার যা করেছেন. পর্নিসকে দিয়ে করিয়েছেন, পর্নিসের অনেকেই সম্ভুষ্ট হতে পারেন নি সেই সব কাজে। মুখ বুজে তাদের সহ্য করতে হয়েছে। যার ফলে আজকে, স্বাধী-নতার ৩২ বছর পরেও পর্লিস মান্য থেকে বিচ্ছিল, সমস্ত জায়গায়, সারা ভারতে বিচ্ছিন্ন। অথচ এটা বাঞ্নীয় নয়। একথা পর্বলসকে বলেছি। পর্বলসের সঙ্গে নতুন করে আমরা সম্পর্ক স্থাপন করার চেন্টা করছি। আমরা বিভিন্ন জারগার, জেলার জেলার কমিটি করেছি, কেন্দ্রে কমিটি করেছি। আমি তার সভাপতি। যতগ্রিল সংগঠন আছে তাদের প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি করেছি। **এ জিনিস করেছে ভারতবর্ষে আর কে**ন্ সরকার? কংগ্রেস, ইন্দিরা গান্ধী এতদিন ধরে তো রাজত্ব করেছেন। আমরা প্রালসের সংগ্য বসে আলো:-চনা করি। তাঁদের সংগঠন আছে। তাঁদের সঙ্গে দাবি-দাওয়া নিমে কথা বলি। দাবি-দাওয়া মানতে পারি না পারি, তাঁদের একথা বলি, এই কারণে মানতে পারছিনা। আ<mark>পনাদের অপেক্ষা</mark> করতে হবে। এইভাবে আমরা **ठनवात रहको कर्त्राह्य। भ**्रीनमरक वरनिष्ट পরিবর্তন করে এই স্যোগ আপনারাও গ্রহণ কর্ন। মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে আপনারা ষেভাবে অভ্যস্ত হয়েছেন, বিগত দিনগর্নার সরকার যে অভ্যাস ক্রিরেছেন আপনার। সেটা ভোলবার চেণ্টা কর্ন। আমি জানি সময় লাগবে। কারণ, ভুমংকর জিনিস এই অভ্যাস। আমি জানি এখানে যে শ্রেণী বিভৱ সমাজ রয়েছে এ সবের মধ্যে অভ্যাস কলে হওয়া খবে কঠিন। কিন্তু তবুও তো কিছু করা যায়। কিছু হয়েছেও ইতিমধ্যে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি দেখেছি, मत्रकात भरकत रक्छे रक्छे वर्लर हन्छ, मान्यरक माराया করার কাজে চরম বিপদের সময় পর্লিস তো এগিয়ে গিরেছেন। আমরা ক্ষমতায় আসার পর, গত দ্ব-তিন বছরের মধ্যে আমরা দেখেছি কিছু প্রালস প্রাণও দিরেছেন, আহত হয়েছেন হয়ত ডাব্দত ধরতে গিয়ে, দুক্তকারী ধরতে গিয়ে, সমাজবিরোধীদের ধরতে গিরে। এক্ষেত্রে পরিসকে আমরা প্রশংসা কর্নেছি, ভাঁদের প্রুরুক্তও করতে চাই আমরা। এইভাবে আমরা প্রবিসকে একটা স্ববোগ দিচ্ছি। এটা শ্বা সরকার আর করেকজন মন্ত্রী বস্তুতা দিয়ে করে দিতে পারেন না, গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে যেখানে পর্নিসরা কাজ করেন সেখানে সেটা তাদের বুঝে নিতে হবে এই পরিবর্তিত পরিম্পিতিটা। কেউ কেউ হয়ত এই সুবোগটা গ্রহণ করছেন আবার কেউ কেউ হয়ত করছেন না। এখানে দ্-একজন আমাকে বললেন যে. আপনি কি জানেন যে পরিলসের মধ্যে এরকম একটা ইস্তাহার বিলি করা হয়েছে? আমি তো জানি, আমার কাছেও আছে সেটা। আমরা তো একেবারে মূর্খ নই। আমাদের চোৰ তো খোলাই আছে। অসংখ্য মান্য আমাদের প্রতিদিন খবরাখবর দিচ্ছেন, আমর। জানি। সব হয়ত না জানতে পারি কিল্তু কিছু জানি যে কোথায় কি হচ্ছে। কিন্তু আমরা করবোটা কি? ইস্তাহারটা হিন্দিতে পড়ে শোনালেন (বিরোধী পক্ষের জনৈক সদস্য) দু'জন পুলিস, আগে থেকে ত'দের বিরুদ্ধে মামলা চলছিল। তারা গালি করে হত্যা করেছিল কাদের। সে সম্বন্ধে আমরা সরকারে আসার আগে र्ष्यक्रे मामला हर्लाइल। जात्र। त्राका পেलেन-याव-**জ্ঞীবন—সেখানে** অপরাধ হয়ে গেল আমাদের সর-কারের! কিন্তু কি করকো আমরা? এই দ্ব'জন পর্বালস বলছেন, আমরা তো বিগত সরকারের কথা শনে মান্বকে গ্রিল করে হত্যা করেছিলাম। কিন্তু আমি বলছি, সেখানে কোন উপায় নেই, আইনে যা আছে তাই **হবে। আমরা কি করবো? এক্ষেত্রে আমরা কিছ**্ব করতে পারি না। এই যে বাইরে ইস্তাহার বিলি করা হচ্ছে এর মানে হচ্ছে সরকারের বিরোধিতা করো। এ সব তো আমরা স্থানি। দ্ব'বার আমরা সরকারে এসেছি, এ সব আমরা দেখেছি। এই বিধানসভার ভেতরেই আমরা আক্রমণ দেখেছি। কংগ্রেসীরা তার পেছনে ছিলেন যথন সেই আক্রমণ এখানে হয়েছে। তাদের আমরা **স্ত**ৰ্খ করেছিলাম।

সারা ভারতবর্ষ রাপী যা হয়েছে সেদিকে একবার আপনারা চেরে দেখন। সেখানে পর্নলসকে গ্রনি করে হত্যা করা হয়েছে সি. আর. পি: নিরে গিয়ে, মিলিটারি নিরে গিরে। আমাদের এখানে এটা হয় নিং আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের প্রতিস্বাহিনীকে। তাদের সংগ্য কি সব ব্যাপারে আমরা একমত? না, একমত নই। তথাপি এই পথে তারা বান নি।

তারপর সি আই এস এফ-এর সঞ্গে গোলমাল ছয়েছে জনতা পার্টির সরকার যথন ছিলেন। সেখানে গ্রাল গোলা চলেছে। আমাদের এখানে ওটা আমাদের আওতার মধ্যে নর। কিল্ড তা সম্ভেও দিল্লির সরকারের সংশ্য কথা বলে একটা সমঝোতায় যাতে আসা বায় তার জনা আছরা চেন্টা করেছি। এসব কি আর কোথাও ছারেছে ? ভারতের আর কোখাও এসব হয় না। এখানে আমরা আলাদা দ্থিতভগী নিয়ে চলবার চেন্টা করছি। কিছা সংকল আমরা পেয়েছি। এথনও অনেক কাজ আমাদের করতে হবে। এই সামাজিক অক্থার মধ্যে, **যেখানে নিদার ণ দারিদ্রা আমাদের দেশে রয়েছে. প্রচ**ন্ড বেকারী সমস্যা আমাদের দেশে রয়েছে। এ সবই আমাদের চিশ্তায় রাখতে হবে। তাছাড়া আমরা জানি কংগ্রেসীরা কয়েক হাজার সমাজবিরোধী তৈরি করে রেখে গিয়েছেন। তারা আমাদের ছেলেগ্রালকে বিপথে পরিচালিত করেছেন নিজেরা সরকারে থাকবার জনা। তাদের হাতে বোমা, পিদ্তল তুলে দিয়েছেন। মানুষকে **হ**ত্যা করতে শিখিয়েছেন, নির্ব*া*চন প্রহসনে পরিণত **করতে শিথিয়েছেন। আমাদের ঘরের ছেলেগ<b>্রালকে** তারা সেই পথে টেনে নিয়ে গিয়েছেন যাতে তারা পরীক্ষয় টোকাট্রকি করে। কংগ্রেসী মন্দ্রী নেতার। তাদের ডেঞ **এই সব ব্যবস্থা করিয়েছেন যাতে তারা স**মাজ-বিরোধীতে পরিণত হয়। তারা এটা *করেছিলে*ন তার কারণ তাহলে যুক সমাজ আর দেশের জন্য, দশের জন্য, সমাজ পরিবর্তনের জন্য লড়াই করতে পারবে না, **তাদের মের্দণ্ড ভেঙে যাবে।** কিন্তু সোভাগ্যবশতঃ তারা সফল হতে পারেন নি। চার পাঁচটি নির্বাচনে কত বড় ব্রুর আমাদের এনে দিয়েছেন সেটা আপনার৷ দেখেছেন। সেজন্য মান্যের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তাঁদের উপরই আমরা নির্ভার করি। আমরা বারে বারে বলেছি, গোপনে অন্য কথা বলি না, কংগ্রেসীদের মতন আমরা ভণ্ড নই। পর্লিসকে খেলাখালি বলেছি আপনারা নিরপেক্ষ থাকবেন আমাদের সরকারী দলের নাম করে যদি কেউ সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয় দ **খনে জখ**ম রাহাজানী বা অন্য কিছ**ু করে তা হলে** তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

এখানে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, আপনাদের লোকেরা ধরা পড়ে? একবার এই বিধানসভার আমি হিসেব দির্মেছিলাম। আবার আপনারা প্রশন কর্ন-আমি জবাব দিরে দেব কত লোক গ্রেপ্তার হয়েছে। আমাদের ১১০০ ছেলে খুন হয়েছে ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে এবং রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল উইং, গ্রীমতী ইন্দিরা গাম্বী এই সমস্ত ব্যবস্থা দিলি ধ্রুকে ক্রেছেন। ক'টা মামলা ছয়েছে? ক'জন সাজা পৈরেছে? ভারতের আর কোথার এত হত্যাকান্ড হরেছে? আজকে আমাদের জিল্ঞাসা করা হচ্ছে প্রিলস নিরপেক কি না! তবে এটা ঠিক প্রলিসের মধ্যে আমি দেখেছি, যে ভাবে এখানে একটা অরাজক অবস্থার মধ্যে ইন্দিরা কংগ্রেসীরা নিয়ে যেতে চাচ্ছেন—ইন্দিরা কং**গ্রেসের ছেলেদের দেখে প**্রলিস অনেক জারগায় থমকে দাঁডিয়েছেন। নিরপেক্ষ বলতে কি বোঝাচ্ছেন? নিরুপেক্ষ বলতে যারা আক্রমণ করে তাদের পক্ষে দাঁড়ানো বোঝার, না যারা আক্রান্ত হয় তাদের উপেক্ষা কর।? এই রকম উদাহরণ আমার কাছে আছে। তা তো **Бलट्ट ना। भानमाद्यु अकर्ट द्युट रट्ट।** माथा ঘামাতে হবে। আক্রমণকারীকেই গ্রেম্তার করতে হবে। यात श्रीम नाम मिरा मिलाम या श्रीम इस रूप? रय আক্লান্ত হলো জেনেশনে সে গ্রেপ্তার হবে? একে নিরপেক্ষ বলে না। কিন্তু আমি জানি এই পরিবর্তিত অবস্থা হবার পরে, স্বৈরাচারী শক্তি দিল্লিতে জেতবার পরে এই রকম সব ঘটনা ইতিমধ্যেই আমার কাছে এ**সেছে। এটাকে আমি অন্ততঃ নিরপেক্ষ বলতে** রাজী নই। কাজেই এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যদি হিসাব আপনারা চান আমি দিয়ে দেব। জমি নিয়ে, এটা নিয়ে, ওটা নিয়ে, পারিবারিক কলহ, গ্রামের মধ্যে কোন কলহ বিবাদ ইত্যাদি এই সব নিয়ে যে মামলা হয়েছে সেখানে গ্রেণ্ডার হয়েছে সেখানে যে কোন পক্ষই আছে, যারাই এর মধ্যে লিশ্ত আছে, তারা গ্রেশ্তার হয়েছে। কেউ আমাকে বলতে পারবেন, আপনারা নেই? সি পি আই (এম)-এর তথাকথিত সমর্থক, অন্য কোন বামপন্থী দলের সমর্থক নেই ? এটা এই রাজ্যে প্রমাণ করা যাবে না, অন্য রাজ্যে **খ**ুজে কেড়ান নিরপেক্ষ কেউ আছে কি না। আমাদের এখানে এই সব চলতে পারে না। আমরা মশ্রী হবার জন্য সরক,রে আসি নি, সম:জ পরিবর্তনের জন্য।

আমাদের লোক যদি কোন ভুল করে, অন্যায় করে আমরা তংক্ষণাৎ তাঁদের ডেকে বলি, ভুল বা অন্যায়টা **ব্যবিষ্ণে বলি। যদি কেউ না বোঝেন তাহলে**, আমাদের পার্টির সে ক্ষমতা আছে. বলে দিই বামপন্থীতে তাদের **কোন স্থান নেই। তারা কেরিয়ে যাবেন, কংগ্রেসে** যেতে পারেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে এই সব থাকতে পারে **না। এখানে আমি আপনাদের বলতে চাই**, একটি কথা আবার শ্নলাম, ইন্দিরা কংগ্রেসের ভোলানাথ সেন **বলে গেলেন, উনি বলেই চলে গেলে**ন, হয়ত ওঁদের সব ধরা পড়ে গেছে। বললেন আইন-শৃত্থলার ব্যাপারে আমরা জনগণের সাহায্য নেওয়ার কথা বলৈছি। তা ওঁরা জনগণ কথাটা শ্নলেই কেপে **যাচ্ছেন। উনি বললেন, গ্রামে আপনা**রা আছেন, **শহরে আপনারা আছেন, আপনাদের হাতে পণ্ডা**য়েত আ**হে। কিন্তু পঞ্চা**রেত তো কংগ্রেসের হাতেও আছে। আমরা ওইভাবে চলি না। আমরা জনগণের নাহাষ্য নিয়ে চলি। অতীতের পঞ্চায়েত, পৌরসভা এই সব কথা বলি না। আমরা জনগণের প্রতিনিধি। আমর্ক্স বলৈছি, যদি কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে গণ্ডগোল বাধে তাহলে সেখানে যে দলের নেতাই থাকুন বা যারাই **থাকুক তাঁদের স**েগ বসে আলোচনা কর—এতে অস্ববিধার কি আছে ? আমরা বরাকর এই নীতি নিয়ে চ**লেছি। কিন্তু** উনি বললেন, জনগণের সং<del>ংগ</del> সহ-যোগিতা কেন হবে—পূলিস গুলি চলেকে। লাঠি চালাবে, যা খুশি তাই করবে। কিন্তু আমরা ভোলা সেনদের এই সব কথা মার্নছি না। ওঁদের সরকার্ন যেখানে আছে তারা এই সব করবেন। আমরা এই সব মানতে রাজি নই, পর্যালস ব্ঝেছেন আমাদের এই মনোভাব। তাঁরা অনেক সময় অসু বিধায় পড়ে যান। গোলমালে পড়ে যান, নানারকম অভিযোগ হয় পরস্পর বিরোধী। বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কৃষক সমিতির আন্দোলন, ছাত্র-যুব আন্দোলন ইত্যাদি নানা-রকম আন্দোলন যখন হয় তখন এই সব হয়। কিল্ড সাধারণ অপরাধমূলক কাজের ক্ষেত্রে কারো সংগ্র আলোচনা করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এক্ষেত্রে কারো সংগ্রে পরামর্শ করবো না যোগাযোগ করবো না!

কেউ বলছেন, কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে আপনাদের তফাৎ কি—ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের আমলে আপনি বিরোধী দলের নেতা হিসাবে ৫ কোটি টাকা বেড়েছিল বলে সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু এখন কি হছে? এখন এট্রকু যদি ব্রুতে না পারেন তা হলে আপনাদের বোঝাব কি করে? প্রালসের বাড়ি তৈরির জন্য খরচ করছেন বলে, মাইনে বাড়ছে বলে বাধা দিতাম? তা তো দিতাম না। আমরা বলেছি, এই প্রেলসকে আপনারা ব্যবহার করছেন গণতন্ম হত্যা করার জন্য। জনগণের বিরুদ্ধে আপনারা কাজ করাছেন। পক্ষপাতিত্বের কাজ আপনারা করছেন, এই জন্য বাধা দিতাম।

ভোলাবাৰ, বলে চলে গেলেন। এই তো কোন খাতে কিছ্ব বাড়লো। সব কমে গেল। তিনি বাজেট বইটা পড়েন নি। এমন কি আমার বক্ততাটাও পড়েন নি। দায়িত্বজানহীন লোক হলে যা হয়। আমার সব বলার সমর নেই। ১৯৬৬-৬৭ সালে শিক্ষাথাতে আমরা ৮০ কোটি টাকা খরচ করেছি আর এবংরে সেটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৪০ কোটি টাকা। অন্য খাতগালি দেখন, গঠনমূলক যে সমস্ত খাত আছে, কোথায় আমরা কত খরচ করেছি। এগালি দেখলেই বাঝতে পারবেন, বাজেট ব্যয়ের মধ্যে গ্রামের জন্য আমরা কত বায় করছি। এটা তো ওঁর দেখবার দরকার নেই। তিনি এই সবের **पिटक ना शिरा अको। इ.सिक पिरा हरना शिराना।** देन्मिता शान्धीत कार्ष्ट यार्यन कि ना आनि ना। मरिवधात्मत ७७৫ नः धातात कथा वरल **एल रालन**। প্রেসিডেন্ট রূল নাকি এখানে করা হবে আমি বা ব্রুবালাম ওঁর কথায়। এর মানে কি হবে? কেন্দু যদি আমাকে বলে এই জনতা পার্টিতে যাঁরা সব বসে আমেন তাদের গলা কেটে দাও—তাহলে আমাকে কাটতে হবে? আমি বলেছি প্রণববাবকে (প্রণব মুখার্কি কেন্দ্রীর বাণিজ্য মন্দ্রী) আপনারা বিনা বিচারে আটক করতে চান করনে আপনাদের যেখানে ইন্দিরা কংগ্রেসের রাজত্ব আছে। আপনারা ন'টা রাজ্য সরকার ভেঙে নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছেন। আসাম আছে। আরও তো আপনাদের অনেক জারগা আছে। আপনারা ক'জনকে বিনা বিচারে আটক করেছেন. ক্ষান। আপনারা গ্রেম্ভার করেন নি কারণ নির্বাচন আছে। কিন্ত আমরা তা করবো না। আপনাদের যদি সাহস থাকে আটকান। আপনারা বলনে আমাদের এখানে কাকে কাকে আটকাতে হবে। তাহলে অন্ততঃ আমরা ব্রুতে পারি যে কারা কারা আপনাদের টাকা দেয়নি আমি সে লিস্ট পাই নি। বিনা বিচারে আটকের এই অসভ্য বর্বর আইনকে আমরা ব্যবহার করি না। এতে অস্কবিধার কি আছে? সব ব্যাক মারকেটিয়ার, জ্যোতি বস্ব থেকে আরম্ভ করে সবাইকে গ্রেফতার করে দাও। এই কথা আমাদের শানতে হবে? এইসব কথা তো আমরা ৩৩ বছর ধরে শুনছি। এই সভায় বসে শুনলাম সিকিওরিটি আৰু সম্বন্ধে। তখন প্ৰফক্লচন্দ্ৰ ছোষ বস্তুতা দিয়ে-ছিলেন। আমি বিরোধিতা করেছিলাম। জানি না কত সংশোধনী (আ্রামেন্ডমেন্ট) এনেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন, এতো আপনাদের বিরুদ্ধে নয়। কেন আপনারা নিজের গায়ে মাখছেন এইসব সমাজ-বিরোধীদের জন্য। কিন্ত সেদিন আমাকে ভোর ৪টার সময় গড়িয়াহাটা রুট ধরে বাড়ি থেকে জীপ-এ করে নিয়ে গিয়েছিল। তখন দেখি, ওই ভদলোক (প্রফক্ল-চন্দ্র ঘোষ, পশ্চিমবাংলার প্রথম মুখামন্ত্রী) রাস্তায় পাইচারী করছেন, মরনিং ওয়াক করতে বেরিয়েছেন। আমি তো তখন জীপ থেকে বলতে পারি না. কি মহাশয়, এ কি হোল, কি প্রতিশ্রতি দিলেন আরু কি হল? যা হোক আমি সে সব কথার মধ্যে যাছি না।

কে একজন বললেন বে, এখানে নাকি রেকর্ড খন হচ্ছে। এখানে সাট্টার সব চেরে বেশি রেকর্ড। উনি নাকি পি ডবলিউ মিনিস্টারের কাছে গিরেছিলেন। সাড়ে তিনটার সময় তিনজন অফিসারকে ফোন করেছিলেন, একজনকেও পার্নান—এও রেকর্ড। এই রকম অনেক কিছু রেকর্ড বলে গেলেন। উনি কার নাম করলেন, উনি নাকি সাট্টাওয়ালাকে চেনেন এবং উনি প্রিস অফিসারের কথা বললেন। আমি জানি, দেখতে হবে এই সব জিনিস। এইরকমভাবে হচ্ছে আমি জানি না। আমি এখানে দুটি উদাহরণ দিজিঃ

7268	ভাকাতি	ছিনতাই	হত্যাকাণ্ড
কৃশকাতা	62	590	59
দিলি	60	696	>69
বৃদ্ধে	२२	028	222
বাজালোর	89	824	83

১৯৭৯ সালে ভাকাতি কলকাভার ৩৬, গিলিতে ৬৯, বন্বে ৪১। ছিনভাই কলকাভার ৯৬০, গিলিতে ৬২৯, বন্বে ৩৪৫। হত্যাকাণ্ড কলকাভার ৯৩, গিলিতে ১৯০ এবং বন্বে ১৫৭। এই রকম আরো অনেক রেকর্ড আমারে কাছে আছে। এটা একটা অলুহাত আমারেরই বা ৯৩ হবে কেন, ২০-এ নেমে বাপ্তরায় উচিত ছিল। আমি এটা বারে বারে স্বীকার করেছি। কিন্তু এখানে এমনভাবে দেখান হচ্ছে বেন আইন-শংখলা আর নেই। যাঁরা ৩৬৫-র কথা বলছেন ওখানে গিরে ৩৬৫ আগেলাই (প্ররোগ) কর্ন। ওখানে ইন্দিরা-কংগ্রেস রাজত্ব করছেন।

উত্তর প্রদেশে কি হবে জিব্বাসা করি? এগালিডো সাধারণ ডাকাতি নয়। আমরা দেখেছি. হরিজন-দের উপর আক্রমণ হচ্ছে, উপজাতিদের উপর আক্রমণ ছচ্ছে। তাঁদের নারীদের নির্বাতন কর। रक्ट, रहरमस्यसम्बद्ध भाष्ट्रा भाषा रहा । এই जय লোকদের কাছে আমাদের শনেতে হয় আইন-শৃঞ্ধলার कथा। এটা ঠিক, আমাদের এখানে বা ভাকাতি হচ্ছে, তার হিসেব দিলাম। অনেক জারগার প্রিভেণ্ট (কথ) করা ঘাচ্ছে না কিন্তু এইটুকু সান্দ্রনা আছে বে ডিটেকশন'টা আগের থেকে অনেক ভাল হচ্ছে। আমার অনেক হিসেব আছে সেগ্রাল দেবার দরকার নেই। সেন্ট্রালব**ু**রে। অব ইনভেস্টিগেশন, দিল্লি থেকে তাঁরা আমাকে লিখেছেন ২. ৫. ৭৯ তারিখে। ডি. সি. ডি. ছি. কে লিখেছেন Heartiest Congratulations on the Excellent work done by you and your colleagues in the detection of sensational robbery in the State Bank of Hvderabad, Maharshi Debendra Road, on April 4, 1979. Indeed the recovery of a large amount within so short a time must be a record in the History of criminal investigation of this country. (মহবি দেবেন্দ্ৰ द्वारफ. ১৯৭৯ **সালের ৪ঠা এপ্রিল হা**য়দাকার স্টেট ব্যাক্তের চাণ্ডল্যকর ডাকাতি ধরার জন্য আপনাকে এবং আপনার সহক্ষীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এত বেশি টাকা এত অল্প সময়ে উম্পার করেছেন। এটা এদেশের অপরাধ কার্যে একটা নজিম্ব ছরে থাকবে)। এখন এটা যাঁরা করেছেন তাঁদের আমাদের অভিনন্দন জানাতে হবে। বেগুলি হয়নি সেটা হওয়া উচিত বা বিশেষ করে প্রিভেনশান—বেগর্নির আরো ঠিক মত ইনভেণ্টিগেশন হয়। হয়ত সেই ভাকাতগুলির এমন ব্যক্তথা করা যেতে পারে যাতে তারা ওই অপরাধম লক কাজ করবে না। কাজেই সে দিকে আমাদের নজর দিতে **ছবে। এখানে অনেক সদস্য বে সব কথা বলেছেন**, अग्रीम कारे त्यामात्न शाकरता जाहरम अकरे, स्मर्थ আসতে পারতাম। কিন্তু তা নেই। হঠাৎ টাইপ রাইটারের কাগজ নিরে পড়তে আরম্ভ করলেন। ভোলা সেন নেই। ভার টেন্তর দেবারও প্রয়োজন নেই। তিনি চলে লেকে। তার সং সাহসটাকু সেই বে আমার কবাবটা **ানে বাবেন উনি বা বলেছেন, বেশিরভাগ** অসতা বলে লেলেন। আর বাজেটও পড়েন না, আমার বক্ততা भारतम ना। ठिक करत अरमिस्टिन अरे मन दलरान। প্রস্তাল সুষ্টি করবেন, করে চলেগেলেন। এখানে কথা উঠেছে বে ব্যক্তিগতভাবে কে স্টুডেণ্ট ফেডারে-শনের মেন্বার ছিল। উনি জানলেন কি করে স্টাডেণ্ট ক্ষেতারেশনের মেন্বার ছিল? বা থালৈ তাই বললেই ছল। **ল্টাডেণ্ট ফেডারেশনের** মেম্বার হওরা কেন আপত্তি জনক কথা নয়। কিন্তু উনি কি করে জানলেন সেটা আমি জিজ্ঞাসা করি কবে ছিল, কে ছিল? জন-প্রতিনিধি হয়ে সব আজগারি বললেন, ওরা সব ঠিক করে ফেলেছেন যে কে কোথায় পোসটেড হবে। আপনারা জানেন যে, একটা গোলমাল হয়েছে আমাদের ক্যা**লকাটা পর্লোদের** ব্যাপারে। কি**ন্তু** এতে এত ভীত সন্মুস্ত আপনারা হবেন না। আমরাও জন-গণের প্রতিনিধি। সংকটের কথা মনে করে এত ছাবডে বাবার কি আছে? আমনা দেখছি সমস্ত আমাদের হাতে আছে, জনগণ আমাদের পাশে আছেন। যদি তারা কিছু অন্যার করে থাকেন কিছু করে থাকলে, বতবড অফিসারই হোন আপনারা দেখেছেন আগেও আমরা বাকথা অবলন্বন করেছি। কিন্ড সেটা বিরোধীদলের সঙ্গে পরামর্শ করে করবো না। আমরা নিজের বিদ্যা-বৃদ্ধি আছে, বেভাবে চললে জনগণের উপকার হবে সেই ভাবে আমরা ব্যবস্থা নেব, কাব্দেই সেদিকে যেতে চাইনা। আর ষেহেত নতুন কোন কথা নেই, বারে বারে ওই মরিচঝাপির কথা, কাশী-भ्दत्तत्र कथा, वर्धभारनत्र कथा छेट्ठेट । वर्धभारन छीन (**ভোলা সেন) নিব্দে গিয়েছিলেন। ভোলাবাব, এ**টাতো বললেন না. বললে ক্ষতি কি হত বে ওরা প্রথম পর্নিসটাকে মেরে ফেললেন। তখন পর্নিসের হাতে আমস (অস্ত্র-শস্ত্র) ছিলনা—ওদের ট্রেনে তলেদিছিল দশ্ডকারণো নিয়ে যাবার জন্য। উনি কতগরেল হাফ দ্বীধ (অর্থসভ্য) এবং কভগত্রিল অসভ্য কথা বলে গেলেন। গুরা মারচঝাপিতে লোকেদের উস্কাবার **চেন্টা করে ছিলেন : কিন্তু উস্কানো বা**য় নি। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সভ্যে পরামর্শ করে এক লক্ষ কয়েক राजात मान्यक भाठित्त्र मिर्स्साइ। अत्रा अत्नक क्रियो করেছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবাংলার মান্ত্র ওঁদের মানছে ना। कारकरे वाहेरत स्थरक मान्य अरन-नाती भरत्य **লিশনের নিয়ে খেলা আরম্ভ করেছিলেন।** এটাই কি তাদের দায়িত।

ভারপর অনেক স্পেসিফিক (নিদিশ্ট) কেসের বটনা এখানে উল্লেখ করা হরেছে। সেগন্লি সম্বশ্ধে নিদিশিউভাবে সমস্ত কিছু না পেলে আমি কিছুই বলতে পারব না। সেগন্লি লিখিত ভাবে দিলে নিশ্চয়ই দেশব কিছুরেছে, না হরেছে। সব নতুন ভাবে আবার হাওড়ার কথা এখানে তোলা হয়েছে। সেদিন হাওড়ার কৰার উত্তর হয়ে গেছে। সেখানে মামলা হরেছে। কাজেই মামলা যথন চলছে. ইনভেসটিগেশন (তদন্ত) যখন হচ্ছে তখন আমি আগে থেকে কি করে বলে দেব বে, সব প্রমাণ হয়ে গেছে? অথচ একজন আইনজীবী হয়ে ভোলাৰাব, ওই সব কথা এখানে বলে বেরিয়ে গেলেন। এই সব দায়িৎজ্ঞানহীন কথাবার্তা শুনলে আমাদের একট আশংকা হয়। আগে প্রফল্ল সেন মহাশ্রের কাছে দিস্তা দিস্তা কাগজে চিঠি বেত। সেগুলি উনি আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আমি সেগ্রলি দেখতাম। এখন সব দিল্লি চলে যাচ্ছে এবং সেসব সম্বন্ধে এক-বার জৈল সিং লিখছেন, একবার গান্ধী লিখছেন। আমি অবশ্য সেসবের জবাব দিচ্ছি। যে সব চিঠি আসছে এবং তার জবাব দিচ্ছি তা সব আমি পশ্চিম-বাংলার জনগণকে ভারতকর্ষের জনগণকে দিয়ে দেব তাঁরা বুঝে নেবেন।

তবে ওই একটা ঘটনার কথা আমি বলি। বর্ধমানের বামনুরিরা না কোন্ জায়গার ঘটনা। সে সম্বন্ধে ইন্দিরা কংগ্রেসের কে একজন এম. পি. ইন্দিরা গাম্বীকে গিরে বলেছেন বে, ওখানে এক্স (প্রান্তন) এম. এল. এ. এবং কংগ্রেসী লিভারের একমার ছেলে খ্নহরে গেছে, আর খ্ন যখন হয়েছে তখন নিশ্চর সি প আই (এম) করেছে। অথচ সেই কংগ্রেস লীভারের (নেতার) স্থাী কে'দে কেটে আমার কাছে চিঠি লিখেছেন, আমরা জানি কারা খ্ন করেছে এবং আমরা ইন্দিরা কংগ্রেসের লোক, আমাদের বিপক্ষে ইন্দিরা কংগ্রেসের লোক, আমাদের বিপক্ষে ইন্দিরা কংগ্রেসের লোক, আমাদের হিপক্ষে ইন্দিরা করেছে। যাদও সেই চিঠি অনুযায়ী আমি কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করি নি। কারণ, ইনভেসটিগোশন (তদক্ত) চলছে, আমরা চাই ইনভেসটিগোশন হোক। কিন্তু আমি তাদের বলব যে, ওই চিঠি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পাঠান।

আমাদের পক্ষের লোকদের যেখানে মারা হচ্ছে, সেখানে কি হচ্ছে? আমি তাই সমসত লিস্ট পাঠিয়ে দিছি । মজার ব্যাপার হচ্ছে, ভোলাবাব্রা আবার বিপদে পড়লেই বলছেন, আইন-শৃংখলার ব্যাপারে কেন্দ্রীর সরকার কি করবে? এটা স্টেট সাবজেই, রাজ্যের বিষয়। কাজেই ৩৬৫ ধারা অন্যায়ী এই সর-কারকে বিভাজিত কর।

বাই হোক, ভোলাবাব, নতুন ইন্দিরা মাহাত্ম গাইছেন। ইলেকশনের আগে উনি অন্য একটা কংগ্রেসে ছিলেন। এখন ইন্দিরা কংগ্রেসে চলে গেছেন। এইসব লোকের কি কোনো ম্ল্য আছে, চরিত্র আছে? নির্বা-চনে দাঁড়াবার জন্য দল বদল করে চলে গেলেন, আর তাঁর কাছ খেকে এসব বস্তব্য শানতে হচ্ছে।

জরনাল আবেদিন (কংগ্রেস-আ) অনেক কথা বলেছেন। আমি সব কথার উত্তর দিতে পারব না। তবে আমি তাঁকে বলতে চাই যে, উনি অনেক ঘটনার কথার মধ্যে আকার বললেন, পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে। কিসের পক্ষপাতিছ? আপনি তো আমার কাছে হিসাব চাইতে পারতেন। একটা কোশ্রচন (প্রশ্ন) করুন, হিসাব চান বে কোন দলের তথাকথিত ক'জন ধরা পড়েছে ইত্যাদি ক্রিজ্ঞাসা কর্ম। আমি আবার বলছি, এভাবে সরকার চলে না। জ্বরনাল আবেদিন সাহেব আপনি নিজে কি করেছেন? আমি জানি সে সব নিশ্চয়ই আপন্যকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। এখন কোন কংগ্ৰেসে আছেন তাই বোঝা মুস্কিল। আপনি এথানে र्का ७३ काथाय मजिल मथल रखा लाइ रेजानि বললেন। এসব ভয়ংকর কথা। মুসলমান ভাইবোনদের ধমীয় স্থান নিয়ে এইভাবে এখানে আলোচনা করা কি উচিত ? এটাকে কি রাজনৈতিক ম্লেখন করা উচিত ? আপনি তে। আসতে পারতেন আমার কাছে। কত ব্যাপার নিয়েই তো আসেন। আপনার পরিবারের লোকেরা আমার কাছে চিঠি লিখেছে.....আপনার বাড়ির লোকেরা আমার কাছে আসছেন। তা কি আপনি জানেন? আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো সিন্ধান্তে পেণছাই নি। এই সব ব্যাপারে বিশেষ করে জমির ব্যাপারে—জমিদারদের ব্যাপারে আমি কিছ করতে পারি নি। কিন্তু আমি ষেটা বলতে চাইছি যে, আমরা বিচার করবার চেণ্টা করছি, সুবিচার করতে যতট্কু পারি ততট্কু চেন্টা করছি। ভূল ব্রটি হয়তো কিছ্ ইতে পারে কিন্তু স্পরিকল্পিতভাবে কংগ্রেসীরা গত ৩০ বছর ধরে সেই জিনিস করেছেন। আপনাদের কাঠগোড়ায় দাঁড় করানো উচিত ছিল—মান্ব আপনাদের সাজা দিয়েছেন, এখন অন্য জায়গায় বাকি আছে।

আপনারা কি ভয় দেখাচ্ছেন? আমরা এখানে ২-৪ জন মন্ত্রী হবার জন্য রাজনীতি করছিনা—আপনাদের মতন খর-বাড়ি তৈরি করার জন্য রাজনীতি করছি না। আমরা কমিউনিস্ট। আমরা বামপুশ্রী। আমরা রে মক্ষ্যে পেণছাতে চাই সেই লক্ষ্যে এখনও পেণছাতে পারি নি। আমরা সরকারের সীমারশ্ব ক্ষমতা নিরে কাজ করছি। সত্যিকারের যারা কৃষক, যারা মজার যাঁরা মুধ্যবিত্ত, যাঁরা ছাত্র-য**ুক-মহিলা তাদের বে সংগঠন** আছে সেই সংগঠন আমরা গড়ে তোলবার চেন্টা করছি। এ ছাড়া সমাজ বিশ্লব ঘটানো যায় না। এ ছাড়া আম্ল পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা নেই। কাজেই এইসব ৩৬৫ ধারা দেখিয়ে কোন লাভ নেই। আমরা একটা লোকসভার, একটা বিধানসভার, পঞ্চয়েত এবং আবার লোকসভার নির্বাচনে জিতেছি। সেখানে ইন্দিরা কংগ্রেসের ঝড উঠেছে বলে আমরা শক্তেছিল।ম. সেই ঝড় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল পশ্চিমবাংলার আকাশে। আর একবার ১৯৭১ সালে হয়েছিল—ইন্দিরা কংগ্রেস বেহেড वाश्मारम्यात्र म्हारेस नमर्थन कानिस्त्रिक्तन रमरेकना গোটা ভারতবর্ষ ব্যাপী জয়জয়কার শনেছিলাম কিন্তু পশ্চিমবাংলার আকাশে কোন মেঘ দেখা বার্রান পশ্চিমবাংলার আকাশে সেই ঝড় ওঠেনি। সেহারেও কংগ্রেসকে পরাজিত করেছিলাম যদিও দলের মধ্যে ঐক্য ছিল না, তথাপি কংগ্রেসীদের আমর। এই পশ্চিমবাংলায় পরাজিত করেছিলাম। ১৯৭১ সালে পরাজিত করতে পারি নি এই জন্যে যে, আপনারা কংগ্রেসীরা চুরি জোচ্চুরি করে নির্বাচন করেছিলেন दिला ১১ होत नमरत निर्वाहन स्थि हरत शिर्ताहल। আর এবারে রাত ৯টা পর্যন্ত নির্বাচন হয়েছিল, যারা ভোট কেন্দ্রের ভিতরে ঢুকেছিলেন তাঁরা রাচি আটটা নটা পর্যক্ত ভোট দিয়েছেন।

## ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, গোহাটী শাধার অভিনন্দন পত্র

[২০ প্ৰভাব শেষাংশ]

কাছে অন্বোধ জানাই। আমরা চাই আমাদের আসাম দ্রাত্যাতী দাংগার রম্ভপাত থেকে মৃত্ত হোক; ভাষা-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মেহনতী জনগণ আর ছাত্র-যুবকের ঐক্য অট্ট থাকুক, ভারতবর্ষের রাদ্ধীয় অংশ্ডতা অট্ট থাকুক, তা সুদৃঢ় হোক।

আজকের এই মিলন উৎসবে সমবেত বন্ধ্বদের সামনে আসামের সমগ্র সংগ্রামী জনতার মুখপর হয়ে একটা অনুরোধ রাখতে চাইছি: আসামে আজ গণ-তান্দিক বিধি ব্যবস্থা, মুল্যবোধ আর সংখ্যালঘ্ সম্প্রদারের অধিকারের বিরুদ্ধে এক প্রিক্লিপত চক্লান্ত চলছে। চক্লান্ত চলছে ভারতের সংগ্রামী জন-গণের সংগ্রামী ঐকোর বিরুদ্ধে। এই চক্লান্টকে ধ্বংস করতে আসামের গণতন্দ্রকামী, মানবতাবাদী আর প্রগতিবাদী শক্তিগৃলি যে মরণপণ বৃশ্ব করছেন, সেই বৃশ্বে আপনারাও সামিল হোন, ঐক্য আর সম্প্রীতি সৃদ্দ্ করতে এগিয়ে আস্কুন আর অসমীয়া মানুবের নাার-স্থাত ভয় আর সন্দেহ বাতে ঐক্য বিরোধী আর সন্দাসবাদী শক্তিগৃলো ব্যবহার করতে না পারে, তার জন্য অসমীয়া জনসাধারণের চিন্তা চেতনা বৃশ্বির জন্য সহায় সহবোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। প্রকৃত সাধী স্কুন্ত মনোবৃত্তির বিকাশ ঘটুক সেই কামনা নিয়ে—

ছাত্ৰ-যুৰক-প্ৰমিক-কৃষক ঐক্য জিল্মবাদ গণসংস্কৃতি--জিল্মবাদ অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিতে শত প্ৰেণ বিকশিত হোক

# গণতপ্তকে রক্ষা করতে হবে

উল্লবজ্যের শিলিগন্তি শহরে ২০-২৯শে ফের্রারী পশ্চিমবলা র জা ব ব-ছাত্র উৎসব '৭৯-'৮০ উপেবাধন করে লিখিত ভাষণ পঠ करतन विश्वतात माथामकी ही। नारभन ठक्वणी

কমরেডস্',

বিশ্ব সাম্বাজ্যবাদের বিরুদেধ সংগ্রামে, গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে, শোষণ-ম্ভির সংগ্রামে যুবশান্তিকে ঐক্যবন্ধ করার সংকলপ নিয়ে প্শিচমবাংলার যুবসম জ আৰু এই সম্মেলনে সমবেত। আমি তাদের প্রতি জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন।

সাম্রাজ্যবাদের সে যৌবন আজ আর নাই, যখন তারা

য**ু**শেধর মধ্য দিয়ে, কোন পশ্চাদপদ দেশকে প্রত্যক্ষভাবে গ্রাস করে, প্রিথবীকে ন্তনভাবে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিতে পরতো। প্রিথবীর একটি বড় অংশে ধনতশের অবসানের মধ্য দিয়ে, শোষণ-মুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং একটি সমাজত নিত্রক শিবির গড়ে ওঠার ফলে, প্থিবীর শাঙসন্হের ভারসার ক্রমশঃ সমাজতাশিক দর্মনয়ার দিকে ঝ'্কছে। তাই, পিছ, হটতে হচ্ছে,



যুব উৎসবের উদ্বোধন করছেন ত্রিপ্রার মুখ্যমন্ত্রী ন্পেন চক্রবতী

সাম্ভারাদকে, সামজাবাদী শিবিরের প্রধান পাণ্ডা মার্কিন সামজাবাদকে। প্রতিনিয়ত পাল্টাতে হচ্ছে সামজাবাদীদের সংগ্রাম কৌশলও।

প্রথম সফল সমাজতাল্যিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সোভিরেত ইউনিয়নের জন্মলাভের শ্রুর থেকেই, সাম্বাজ্যবাদীদের রণকৌশল ছিল, সোভিরেত ইউ-নিয়নকে 'ঘেরাও করে কোনঠাসা করা', একঘরে করা, সাম্বারক হস্তক্ষেপ ও অর্থনৈতিক অবরোধের মধ্য দিয়ে ভাকে গ্লাটিপে হত্যা করে, প্থিবীকে কমিউনিজম-এর বিপদ থেকে মুক্ত করা। তাই, সেদিন যুদ্ধের উত্তেজনা ছিল, বার্লিনকে কেন্দ্র করে, প্রধানতঃ ইরোরোপে।

দ্বতীয় মহাষ্ট্রশ্বের শেষে চীন ধনতাল্যিক শিবির থেকে বের হয়ে আসার পর থেকে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রপকৌশল ছিল, কমিউনিজমের প্রসার রূথবার জন্যে, ভাকে 'গণ্ডীবৃষ্ধ' করে রাখার জন্য, মহাচীনের চারপাশে সাম্রাজ্যবাদী ঘাঁটি ভৈরী করা, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে তারা প্রত্যক্ষ যুক্ষ চালিয়েছে ভিয়েংনাম-লাওস-কান্বো-ভিরাতে, সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ করেছে—সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগ্রনির উপর।

আজ কিন্তু ইয়োরোপে সে উত্তেজনা নাই। গুল্লারসো সম্মেলনে পোলাণ্ডের সীমানা স্বীকৃত, মার্কিন সামাজ্যবাদের প্রতিটি ষড়যশ্য সেখানে ব্যর্থ।

উত্তেজনা কমেছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিরাতেও। ভিরেৎ-নামের দেশভক্ত বীর জনগণ—পর পর তিনটি সাম্বাজ্য-বাদী শক্তিকে পরাস্ত করে, নিজেদের দেশকেই শুধ্ব মূক্ত করেন নি, সমগ্র অঞ্চল থেকে সাম্বাজ্যব দীদের পিছ্ব হটতে বাধ্য করেছেন। মূক্ত হয়েছে লাওস, মূক্ত, হয়েছে কাম্বোডিয়া।

সাম্রাজ্যবাদীদের এখন শেষ ঘাঁটি হয়ে উঠেছে—
পশ্চিম-এশিয়া, আফ্রিকা, আমাদের এই উপমহাদেশ।
এই অগুলের সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সমবেত
হচ্ছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পতাকাতলে, কিন্তু তব্
দমন করা হাচ্ছেন:—প্যালেন্টাইনের ম্বিভকামী সংগ্র মীদের। ইজরাইলের ব্যুশ্ব-ঘাঁটি, মিশরের বিশ্বাস ঘাতক-

रमत्र रकान कारक लाग्रह ना।

তেমনি ধনস নামছে ইরানে। ইরানের ফ্যাসিণ্ট শাহ—বিতাড়িত হবার পর থেকে, তৈল অণ্ডলের এই মার্কিন ঘাঁটিও মার্কিন সাম্বাজ্যব দের নিকট আজ অর নির্ভরযোগ্য নর। গ্রীস ও তুরস্কের সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামের তীব্রতা সাম্বাজ্যবাদীদের চেথের ঘুম কেডে নিচ্ছে।

আফ্রিকার দেশগ্রনিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্য, বর্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে বিশ্ব-ব্যাপী মৈনী অন্দোলনের মধ্যদিরে সাফ্রাজ্যবাদীদের পিছ্র হটা যেমন লক্ষ্যণীয়, তেমনি উল্লেখযোগ্য তাদের টিকে থাকার জন্য নানা-ধরনের বিভেদ ও উম্কানীমূলক ষড়যন্ত্র।

ঠিক যে সময়ে ধনতান্ত্রিক সংকট আরও তীব্রতা

লাভ করছে, তৈল-সংকট বাড়ছে, প্রতিটি ধন্তালিক দেশে মেহনতি মানুব বিনা প্রতিবাদে অর্থানীতিক সংকটের বোঝা বহন করতে অন্বীকার করে ঐক্যব্ধ-ভাবে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ছে, ঠিক সেই সমরে আফগান জনগণ সামন্ততন্ত্র ও সাম্বাজ্যবাদের হাত থেকে কেড়ে নিলেন তাদের দেশ শাসনের ক্ষমতা। জন্মদিলেন এমন একটি বিশ্ববী সরকারকে, বারা আফগানিস্তানকে মার্কিন সাম্বাজ্যবাদের ব্রুথ ঘটিতে পরিণত করতে অস্বীকার করছেন। ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ নিয়ে গঠিত এই উপমহাদেশ এবং সোভিরেত ইউনিরনের সীমান্তে অবস্থিত এই গ্রুহ্পূর্ণ অঞ্জলে ব্রুথঘটি করে, 'গালফ্' অঞ্জের তৈল এলাকার উপর প্রাধান্য বিস্তার করার যে পরিকল্পনা মার্কিন সাম্বাজ্যবাদ রচনা করেছিল, তা সংগ্রামী আফগান জনগণের হাতে বাধাপ্রাণ্ড হছে দেখে তারা আজ ক্ষুথ।

বেখানে গণতন্ত বিপন্ন, সেখানে मायाकावारपद পক্ষে যে কোন ষড়যন্ত্র বিস্তৃত করার ক্ষেত্র তৈরী। যেখানে সামন্ততন্ম শব্দিশালী, সেখানে সাম্বাজ্ঞাবাদের সাম্প্রদায়িক, বিভেদপন্থী ও সন্তাসবাদী একেন্টরা সক্রির। তাই, আফগানিস্তানের বিস্লবের বিরুদ্ধে মার্কিন সামাজ্যবাদীদের ষড়যুক্তের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে পাকিস্তান। আধা-সামরিক শাসনে পাকি-স্তানের জনগণ হারিয়েছেন তাদের গণতান্ত্রিক অধি-কার। তাই সেখানকার শাসকগোষ্ঠী মার্কিন সাম্বাজ্ঞা-বাদকে ডেকে নিয়ে আসছেন—আফগান উদ্বাস্তদের স্বার্থ রক্ষার নাম করে, তাদের সশস্ত করে, আফগানি-স্তানে প্রতিক্রিয়ার শান্তসমূহকে অস্ত্র সাহাষ্য দিতে। পাকিস্তানে ৪০০ কোটি ভলারের অস্ত্র বাচ্ছে—শু-ধ্ আফগানিস্তানের স্বাধীনতা নয়, পাকিস্তানী জনগণের বিরুদেশ, ভারত সমেত অন্যান্য সকল প্রতিকেশী রাষ্ট্র-সম্হের উপর আঘাত হানার **উদ্দেশ্যে। আফগানিস্**তানে "ইসলাম বিপন্ন" বলে পাকিস্তানে বারা মুসলিম রাখ্র-সম্হকে সমবেত করতে আজ ব্যুম্ত, তারাই সেদিন "ইসলাম বিপন্ন" বলে চ**ীংকার তলেছিলেন**—বাংলা-प्राप्त मा जिया न्या कर्मा मार्किन महाका-বাদের ইপ্গিতে।

সাম্বাজ্যবাদ, বিশেষভাবে মার্কিন সাম্বাজ্যবাদের এই সকল ষড়যন্ত্র আফগানিস্তানের প্রশেষ জনগণের সামনে যতখানি ধরা পড়েছে, ঠিক ততখানি কিন্তু তা' ধরা পড়ে নি—যখন সাম্বাজ্যবাদ ধীরে ধীরে প্রতিদিন, প্রতিম্হুতে তার থাবা বিস্তার করেছে. নয়া সাম্বাজ্যবাদী কৌশল অবলম্বন করে, সাম্বাজ্যবাদী শোক্ষণের জাল বিস্তার করতে।

বর্তদিন ধনতদা আছে, প্রত্যক্ষভাবে হোক, আর পরোক্ষভাবে হোক তর্তদিন সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নরা উপনিবেশিক নীতির প্রতি তীক্ষা দ্বিট রাখতে হবে প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সৈনিককে। প্রিবীর সেরা ধনতান্ত্রিক দেশগ্রিল তাদের শোষণের জাল বিশ্তার করেছে,—ভৃতীয় দুনিয়ার সর্বন্ন আন্তর্জাতিক কপোরেশন প্রভৃতি মাধ্যমে, তাদের প্রায় চাজার শাখা এবং ৮২ হাজার উপ-শাখা বিস্তার করে। शास द लक भाकिन रंगना विरमरण स्माछ। स्मन करत् দিওগো-গাসিরার মত অসংখ্য ঘাটি সূত্রি করে। সমুদ্রে সম্প্রে যুম্পজাহাজের টহলদারী বিস্তার করে সেই খোষণ ব্যবস্থাকে পাহারা দেয়া হচ্ছে। বহুজাতিক বাণিক্য সংস্থার শাখা উপ-শাথার অধিকাংশের জন্ম-ভাম আমেরিকা-বটেন। বিশ্বের বিভিন্ন অনগ্রসর এলাকায় বিদেশী মলেধন কিভ বে সেসব দেশের শ্রম-कीवी मान्यक रमायन करत धवर राष्ट्रे विस्मा म्ल-ধনের বিনিয়োগ কিভাবে প্রতিবছর বাড়ছে—তাও লকা করতে হবে। ১৯৭০-৭১-এ তার পরিমাণ ষেখানে ছিল সাডে তিন বিলিয়ন ডলার ১৯৭৭-৭৮-এ তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে, ১০৫ বিলিয়ন ডলার। এই সমরের মধ্যে বিদেশী ব্যাৎক প্রভৃতির লিন বেডেছে—তিন বিলিয়ন থেকে ১৮ বিলিয়ন ডলারে। তৈল প্রভাতর মত সবচেয়ে মূল্যবান পণ্যের উপর সাম্বাজ্যবাদীদের কব্জা সম্প্রতি আরো শক্ত করার চেণ্টা **१८७६। अन्धनंत्र एम्गानि नत्रवतार कतरह काँ**ठामाल আর কারখানা-জাত পণ্য আসছে—ধনতান্তিক গ**িল থেকে। সামাজ্যবাদী**রা অনগ্রসর দেশগ**ি**লর কাঁচামাল নিচ্ছে অলপ দরে আর তাদের শিল্পজাত পণ্য বিক্তি করছে—অতিরিক্ত মুনাফা নিয়ে। এই অসম বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় রাখার জনাই সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ৭৭টি উল্লয়নকামী দেশের প্রতিনিধিদের দিল্লী সম্মেলনে অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধিরা এতখানি অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছেন।

মনে রাখতে হবে, ধনতান্তিক দেশগুলির কোন আর্থিক সাহাযা, বহুজাতিক কপোরেশন বা ব্যাৎক মাধামে মূলধন খাটানো, নিছক ব্যবসা নয়, রাজনীতি-বজিত ঘটনা নয়। এর মধ্য দিয়েই মার্কিন সামাজাবাদ তার বৈদেশিক নীতিকে কার্যকরী করছেন। এই সাহায্যের উপর নির্ভারশীল বলেই ভারতবর্ষের শাসক-গোষ্ঠীর পক্ষেও মার্কিন সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোন বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। একথা ঠিক যে ভারতের শাসকগোষ্ঠী কথনো কখনো সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাহায্য গ্রহণ করেন, মার্কিন माश्राकारापत मारथ अन्याना माश्रकारामी प्रभगः नित्र । যে বিরোধ আছে—তার সুযোগ গ্রহণ করেন, ভারতে ধনতান্ত্রিক শাষণব্যক্তথা আরো শক্ত করতেই বৈদেশিক भग श्रद्धा रुपी करत्र आश्रद्ध रम्थान रेतर्पामकनी उ তার **স্বারা সাময়িকভাবে প্রভাবিত হয়। কিন্তু** তার অর্থ এই নর যে, তারা সাম্বান্ধারাদী শিবিরের উপর নি**র্ভার না করে, দেশকে আত্মনির্ভারশীল** করে তোলার <sup>\*</sup> नौठि श्रद्य कत्राह्म अम्भून स्वाधीन रेतामिक नी उ অন্সরণ করা তাদের পথ নয় তাদের পক্ষে সম্ভবও नज्ञ ।

ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রতিক দ্রুত পরিবর্তনের মধ্যে সবচেরে লক্ষ্যণীয় হলো
—"রাজনৈতিক অস্থিরতা"—যা শাসকগোষ্ঠীকে গণতন্তকে আঘাত করতে, দুর্বল করতে সাহায্য করে,
সাম্রাজ্যবাদের উপর শাসকগোষ্ঠীর নিভারশীলতা
অরের বাড়িয়ে দের।

সাম্বাজ্যবাদীরা শ্ধ্র ম্লধন নিয়ে কোন রাষ্ট্রের উপর প্রভ.ব বিস্ত.র করতে হলে তাকে আমদানী করতে হয় -প্রতিক্রিয়াশীল অপ-সংস্কৃতি ও মতবাদ। কোথাও সে মতবাদ আসে উগ্র-জাতীয়তা-বাদের পোষাকে, কোথাও বিচ্ছিন্নতাবাদের মুখে,স পরে, কোথাও সাম্প্রদায়িকতার আবরণ নিয়ে। কিন্তু পোষাক যত অভিনব হোকনা কেন্ এইসকল বিভেদ-মূলক কার্যকলাপের মধ্যাদয়েই আন্তর্জাতিক প্রতি-ক্রিয়া চক্রগত্রলি সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে মার্কিন সামাজ্যবাদের গোয়েন্দা দণ্তরের (সি আই এর) টাকায় সন্ধ্রিয় হস্তক্ষেপের স<sub>ন্</sub>যোগ পায়—যা আমর। দেখতে পাচ্ছি—ভারতের উত্তর-পূর্<u>ব</u>াণ্ডলে। আনন্দ-মার্গ ধমীর সংগঠনের প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ, এমন কি ব্রটিশ শাসনের দিনেও এমন ঝাপক ছিল না—যেমন অ<sub>'</sub>জ দেখা যাচ্ছে এই উপমহ'দেশে। অর্থনৈতিক সংকটের তীরতা যেমন বাড়ছে, বেকার যুবসমাজের মধ্যে তেমনি বাডছে হতাশা—যা এই সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য চমৎকার জমি তৈরী করে দিচ্ছে।

ভারতের যুবসমাজের সামাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রমের ঐতিহ্য উষ্জ্বল। যথন যেখানে যেদেশে সাম্বাজ্যব দের আক্রমণ ঘটেছে, সেখানে ভারতের যুবশক্তি প্রতিব'দে সোচ্চার হয়েছেন মুক্তিকামী জনগণের ফ্যাসিজম-এর বিরুদেধ সংগ্রামে যে আন্তর্জাতিক ঐকা আমরা দেখেছি, দিবতীয় বিশ্বযুদ্ধের আন্তর্জাতিক কর্তব্যবোধ আমরা দেখেছি,—ভিয়েং-নামের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে, আজও সেই আশ্তর্জাতিক দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে—আফগানিস্ত নের স্বাধীনতা. সার্বভৌমত্ব রক্ষার দ্ব থে আফ্রিকা এশিয়ার জনগণের প্রতিটি সামাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সমর্থনে এগিয়ে এসে। এই দায়িত্ব আমরা তখনই কার্যকরীভাবে পালন করতে প'রাবা-যখন আমরা রক্ষা করতে পারবো আমাদের দেশের গণতন্তকে, যখন আমরা রুখতে পারকো দৈবর চরী প্রতিক্রিয়ার শক্তিসমূহকে। গণতন্ত্রকে রক্ষা না করে সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী না করে সাম্রাজ্যবাদকে রোখা ষায় না—পূথিবীর ইতিহাস তাই প্রমাণ করে।

সামাজ্যবাদ পিছু হটছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভ গা যে, সমাজতান্তিক শিবিরের অনৈকোর সুযোগ নিয়ে তারা প্রথিবীর কোন কোন অগুলে এখনো বিপ্তলনক ভূমিকা নিতে সমর্থ হচ্ছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি

[ শেষাংশ ২২ প্তে'য় ]

# লেনিন—এক মহান জীবনের কয়েকটি দিক

# রথান গঙ্গোপাধ্যায়

"তিনি (লেনিন) ছিলেন সর্বোচ্চ শ্রেণীর নেতা—এক পার্বতা ঈগল, যিনি কোন সংগ্রামেই ভর পাওয়ার পার্ট ছিলেন না এবং যিনি রাশিয়ার বিশ্লবী আন্দে,লনের অঞ্জালা পথে পার্টিকে অসম সাহসিকতার সংগ্য পরিচালিত করে নিয়ে গেছেন।"

-- তালিন

১৮৭০ সাল, ২২শে এপ্রিল ভলগার তীরে সিমবির স্ক শহরে (বর্তমানে উলিয়ানভঙ্গ) ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভের জন্ম। এই ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভাই মার্কস ও এপেলসের বৈশ্লবিক মতবাদের প্রতিভাশালী উত্তরসাধক, প্রথম সমাজতালিক সোভিয়েত রাজ্মের প্রতিষ্ঠাতা, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক এবং বিশ্বের মেহনতী মান্বের প্রিয়তম নেতা ও শিক্ষক লেনিন। তাঁর জন্মশতবার্ষিকীই আজ আমর। আনন্দ ও গর্বের সঙ্গেপালন করছি।

পিতা—ইলিয়া নিকোলায়েভিচ উলিয়ানভ। প্রথম জীবনে ছিলেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। পরে স্কুল পরিদর্শক ও শেষ জীবনে, সিমাবর স্ক প্রদেশের স্কুল পরিচালক। শিক্ষাবিস্তারে দার্ণ আগ্রহ। কিন্তু সাধ থাকলে কী হবে, সাধ্য নেই। মা—মারিয়া আলেক-সান্দ্রজন। বাড়িতে বসে লেথাপড়া করলেও কয়েকটি বিদেশী ভাষা জানতেন। ভালবাসতেন সাহিত্য ও সংগীত।

উলিয়ানভ পরিবারের ছয়টি ছেলেমেয়ে। ভ্লাদিমির তৃতীয় সন্তান—আলা, আলেক্সান্দার, ভ্লাদিমির, ওলগা, দমিতি ও মারিয়া। চণ্ডল হাসিখনি প্রাণে,ছল শিশ্ব ভ্লাদিমির। সবাই ভাকে ভ্লোদয়া বলে। খেলা-ধ্লায় তার যেমন ঝোঁক পড়াশ্ন য় তেমনি তুথেড়ে।

সে সময় রাশিয়ায় প'্জিবাদের দ্রুত বিকাশ হচ্ছে।
গড়ে উঠছে কলকারথানা। তাহলেও টি'কে ছিল ভূমিদাস-প্রথা। শহরে ও প্রামে চলেছে জারের ভীষণ অত্যাচার। গরিব চাষীর পেটে অল্ল নেই। পেয় দা এলে
তাদের গর্ব বাছ্রুর ধরে নিয়ে বায়। মজ্বুরদের কর্ট হয়ে
ওঠে অসহনীয়। বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাদের কাজের
ঘণ্টা। ধর্মঘট করে মজ্বুররা। জারের পা্লিস এসে
ঝালিয়ে পড়ে তাদের উপর।

ঐ সব ঘটনা শিশ্ব ভলোদয়ার অন্তরে দাগ কেটে যায়। খেলার সাথী ভেরা ও ইভানের কাছে শে নে গরিব চাষীদের কী কণ্টে দিন কাটে। ভলে দয়ার ভাব্ব মনে তার ছাপ পড়ে। সারা জীবনে তা সে ভূলতে পারে না।

১৮৮৬। বাবা মারা গেলেন, নিতানত আক্রিকিক-ভাবে। বড় বোন আল্লা ও বড় ভাই আলোকসান্দার পড়ে সেন্ট পিটার্সবির্গে। ভূলে,দয়াই এখন বাড়ির কর্তা। মারের কণ্ট লাঘব করার জন্য মনের দ**্বংথ চেপে হেসে** হেসে কথা বলে। সবসময় মারের কাছে কাছে থাকে।

বড় হয়ে সাশা-দার (দাদ। আলেকসান্দার) মতো হব। ভলোদয়ার চোখে সাশা-দা ছিল যেন এক রুপ-কথার বীর। জারের অত্যাচারে ছাত্ররা তথন ভীষণ বিক্ষাব্ধ। অত্যাচারী জারকে হত্যা করতে হবে—গ্রেমন চলে ছাত্রদের মধ্যে। সাশা তাদের নেতা।

ভলোদয়! তখন স্কুলে। থবর এল দাদা ধরা পড়েছে। আলাও রেহাই পায় নি। ছুটে গিয়ে মাকে খবর দিল। মার বিছানা-পত্র গৃছিয়ে গাঁড়িতে তুলে দিয়ে এল। স্টেশন থেকে ফের র পথে ভলোদয়ার মনে অনেক কথাই জাগে—কেন সাশা-দা এমন কাজ করল? এ কি ঠিক পথ?

মা পিটার্স বৃগা থেকে ফিরে এলেন নিদার্ণ খবর নিয়ে—সাশাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। ভ্লোদ্রা কে'পে উঠল। প্রতিজ্ঞা করল, অত্যাচারের বিরুদ্ধে মৃক্তিসংগ্রামে সে অংশ নেবেই। সেটা ছিল ১৮৮৭ সালের মে মাস।

#### তর্ণ ছান্নতা

দানর মৃত্যু ভ্লাদিমিরকে কঠিন করে দিরে গেল। সে বছরই সে চলে যায় কাজানে কলেজে পড়তে। এবার সে যোগ দিল প্রোপ্রির ছাত্র আন্দোলনে। সতের বছরের তর্ণ ছত্রনেতা। প্রিলস ধরে নিয়ে গেল তাকে। বিচারক বিদ্রুপ করে বলল, 'ছেলেমান্য ! এ পাগলামী কেন? দেখছ না তোমাদের বিরুদ্ধে কত বড় বাধা, নিরেট পাথরের প্রচীর। একে ভাঙর দ্বঃসাহস করে লাভ কী?'

ভ্লাদিমির শাশ্ত ও নিভীকি কণ্ঠে জবাব দিল, জীর্ণ প্রাচীর, এক ধাক্কায় সব ধ্লিসাং হয়ে যাবে।

হরতো ফাঁসিই হয়ে যেত। মায়ের অন্রোধে বিচারক ভলাদিমিরকে ককুসকিনো-তে (বর্তমানে লোননো গ্রাম) তার দিদি আমার কাছে নির্বাসিত করল। তিন বছর ভ্লাদিমির নজরবন্দী রইল তার দাদা মশায়ের পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে। এখানে তার ঘনিন্ঠ পরিচয় হল চাবীজীবনের সংগা।

এরপর ভ্লাদিমির চেণ্টা করল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢ্কতে, কিন্তু অবাঞ্ছিত ব্যক্তির তালিকায় তার বীমু আকাতে অনুমতি দেওরা হল না। চার বছরের পাঠ্য-স্কী দেড় বছরের মধ্যে নিজে নিজেই পড়ে পিটার্স বৃগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের পরীক্ষার প্রথম বিভাগে পাস ক্রল ভ্লাদিমির। ওকালতি শ্রুর করল। কিন্তু সে আর ক'দিন।

ভ্লাদিমির এখন ২৩ বছরের যুবক। কক্সাক-নোতে থাকতে তিনি প্রচুর পড়াশনো করেন। ভ্লাদি-মির এখন প্রোদস্তুর বিশ্লবী। দাদার পথ নর, মার্কস ও এপোলসের শিক্ষার মধ্যে তিনি তার পথ খাজে পেয়েছেন, অত্যাচার ও শোষণমন্ত সমাজ-ভালিক সমাজের দিগণত উল্মোচিত হয়ে গেছে তার সামনে।

বোগ দিলেন মার্ক সবাদী চক্তে। গড়ে উঠল "শ্রমিক শ্রেণীর মর্বিজসংগ্রাম সমিতি"। জারের পর্বলিস ওং পেতে অ.ছে। পেছনে চলে সব কাজ। গোয়েন্দার চোথ এড়িয়ে চলাফেরা। মাটির নিচে ছাপাখানা। এখান থেকে হাজার হাজার ইম্ভাহার ছাপা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। মেয়ে শ্রমিকরা তরিতরকারির ঝর্ড়ি নিয়ে হাটে-বাজারে যায়! তার নিচে লর্বাকয়ে নিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে তারা বিলি করে সেই ইম্ভাহার।

১৮৯২ সলে ভ্লোদিমির সামার। সদর অদলতে 
ভৌকল হিসাবে নাম লেখান। কিন্তু ওকালতি তিনি 
করতে পারেন নি। নিজের সমস্ত শক্তিসামর্থা তিনি 
নিয়োগ করলেন মার্কস্বাদ অধ্যরনে, বিশ্লবের 
প্রস্তুতিতে। যোগাযোগ করলেন ভলগা তীরের বিভিন্ন 
অপ্তলের বিশ্লবী কমীদের সঙ্গে। মার্কস্বাদ প্রতিষ্ঠা ও 
শ্রমিক সংগঠনের পথে বে বাধা স্ভিট করোছল উদারনীতিক ও সংস্কারবাদীরা, তাদের মুখোশ খুলে দিতে 
লেখনী চালান। লেখেন 'জনগণের বন্ধ্ব' কারা এবং কা 
ভাবে তারা সোশ্যাল ডেমোক্রটদের বিরুদ্ধে লড়ে 
বইখানি ছাপা ও প্রচারিত হয় গে পনে। কপির সংখা 
বেশি ছিল না। 'হলদে খাতা' নাম বইটি হাতে হাতে 
ফিরত, তুমুল তর্ক ও উত্তেজনা জ্লোগাত।

# नाटमका क्र अञ्कामात्र जाटथ श्रीत्रहम

১৮৯৪ সালে ভ্লাদিনিরের পরিচয় হল নাদেঝদা কনস্তান্তিনেভনা ক্রপস্কায়ার সঙ্গে ক্রপস্কায়া ছিলেন নেভাস্ক ফটকের ওপারে শ্রামিকদের রবিবাসরীয় সাল্ধ্য ক্রলের শিক্ষিকা। এ শ্রামিকচক্রের পরিচালনা করতেন ভ্লাদিমির। এভাবে তাঁর সংগ্যে ক্রপস্কায়ার বন্ধ্য গড়ে ওঠে। ক্রপস্ক য়ার স্মৃতিকথায় আছে, "শ্রামিকদের রীতিনীতি ও জীবনযালার প্রতিটি কাপারেই ছিল ভ্লাদিমির ইলিচের আগ্রহ। বিভিন্ন দিক থেকে তিনি চাইতেন শ্রামিকদের সমগ্র জীবনটাকে ধরতে, সেই জিনিস্টার খোঁজ করতেন যার হাদিশ পেলে সবচেং ভালোভারে বিশ্লবী প্রচার নিয়ে হাজির হতে পারা ষায় শ্রমিকদের কাছে"।

্**পিট্যর্শ বৃংগ**্র**শ্রমকদের মধ্যে ভ্লা**দিমির হয়ে

ওঠেন সংগঠক ও নেতা। তাঁর লেখা প্রিতকা ও প্রচারপ্রগ্রেলি জনগণের মধ্যে অন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে,
এগিয়ে নিতে সাহায্য করে। লেখার প্রাঞ্জলতা আনবার
জন্য সে সময় তিনি প্রায়ই কথাসাহিত্যের আশ্রয়
নিতেন। 'নতুন করেখানা আইন' প্রিতকায় তিনি
সিংহের শিকার' গলপিটি তুলে ধরেন। তিনি লেখেন,
ওভারটাইমের নতুন নিয়মটায় সিংহের মাংস ভাগ করার
কথা মনে পড়ে। "প্রথম ভাগটা সে ন্যায্য মতে নিজেই
নিল। শ্বিতীয় ভাগটা নিল এজন্য যে সে পশ্রের রাজা।
ভৃতীয় ভাগটা নিল করণ সে সকরে চেয়ে বলবান, আর
চতুর্থ ভাগটার দিকে যে থ বা বাড়াবে, তার আর প্রাণে
বাঁচতে হবে না।" মজারুরদের উপর শোষণ ও লাকুঠন
চালাবার সময় পার্বিজপতিরাও ঠিক তাই করে।

১৮৯৫ সালে পশ্চিম ইউরোপীয় আন্দোলনের সংশ্য পরিচিত হবার জন্য ভ্লাদিমির বিদেশে যান। স্ইজারল্যান্ডে শ্লেখানভের সংগ্য দেখা করে রাবেংনিক' (শ্রমিক) নামে একটি প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশ করা হবে ঠিক হয়। প্যারিসে মার্কসের জামাতা, বিশ্লবী শ্রমিক অন্দোলনের বিখ্যাত কমী পল লাফার্গের সংগ্যও তাঁর পরিচয় হয়। ফ্রিডরিশ এগেলসের সংগ্য দেখা করবার খাব ইচ্ছা ছিল তাঁর, কিন্তু এগেলস তথন ছিলেন গা্রা্তর অস্ক্রথ। স্টুকৈসের গোপনতলায় মার্কসবাদী সাহিত্য লাকিয়ে নিয়ে তিনি পিটার্সবির্গে ফিরে অন্সেন।

# পিটার্সব্বর্গ জেলে—সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে

বিশ্লবী কমীদের পরিশ্রমের ফল শীঘুই ফলল। ১৮৯৬ সালে সংগ্রম সমিতির নেতত্ত্বে পিটার্সবার্গে **সূতোকল শ্রমিকরা ধর্মঘটে ন**মল। প্রচণ্ড আঘাত **হানল** জার সরকার। গ্রেণ্ডার হলেন ভ্লোদিমির ও তার বহু সহকমী। 'র বে'চেয়ে দেলো' (প্রামক আদর্শ) পত্রিকর প্রথম সংখ্যাটি হুস্তগত করল প্রিলস। ভলাদিমিরকে নিয়ে যাওয়া হল পিটার্সব্রগ জেলে। এই জেলে বসেই তিনি লেখেন মার্কসবাদী পার্টির প্রথম খসডা কর্মসূচী। বই ও পত্রিকার লাইনের ফাকে ফাকে কালির বদলে দুখে দিয়ে তিনি লিখতেন ও বাইরে পাঠিয়ে দিতেন। আগ্রনের উপর ধরতেই **দুধের লেখা স্পন্ট হয়ে উঠত। পর্রাদন সেই লেখা ইস্তা-হার হয়ে ছডি**য়ে পড়ত সারা শহরে। রুটি দুধে ভিজিয়ে নিয়ে দোয়াত তৈরি করতেন তিনি। আর ষেই সেলের গরাদের সামনে পায়ের শব্দ হত, অমনি তা থেয়ে ফেলতেন। পরিহাস করে এক চিঠিতে তিনি লিখে-**ছিলেন 'জানো ছয়টা দে**৷য়াত আজ আম!কে খেতে হয়েছে।'

ভ্লাদিমির পিটার্সবির্গ জেলে কাটান প্রায় ১৪ মাস। এখানে বসেই তিনি শ্রের করেন তাঁর বিখ্যাত বই "রাশিরায় প'্জিকদের বিকাশ।" দিদি আলা তাঁর প্রয়োজনীয় বই জেলে পে'ছে দিতেন। ১৮৯৭ সালের

ফেরুরারিতে তাঁকে তিন কছরের জন্য সাইবেরিরার নিৰ্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হল। রেললাইন থেকে শত-শত কিলোমিটার দূরে এক অব্দ সাইকেরীয় গ্রাম শ্রসেনস্করে-তে থাকা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। তব্ এরই মাঝে তিনি পড়াশনা ও লেখার কাজ চালিয়ে ষেতেন। স্কেটিং করতেন, শিকারে যেতেন, দেখা করতেন আশেপাশে নির্বাসিত বন্ধ্রদের সপ্সে। আর চিঠি লিখতেন এন্তার। এ সম্পর্কে আল্লা ইলিনিচনা লিখে-**ट्यन. "िर्हार्रेग्रामिट** विद्यान वा नामिट्यत द्यान हिन्द ছিল না. বরং তার ব্রুম্পিদীপ্ত রুসিকতা থেকে আনন্দ উপচে পড়ত যে কোন কাজের পক্ষে তা ছিল সেরা দাওরাই।" চাষীরা তাঁর কাছে আসত, অভাব-অনটনের কথা জানাত, পরামর্শ ও সাহায্য চাইত। পরে ভ্লা-দিমির সে সক কথা সমরণ করে বর্লোছলেন, 'যখন সাইবেরিয়ায় ছিলাম, তখন আমাকে উকিল হতে হয়ে-ছিল, অবশা আন্ডারগ্রাউন্ড উকিল।'

এক বছর পর শ্রেনস্করে গ্রামে নির্বাসিত হরে এলেন নাদেঝদা জ্বপস্কারা। ভ্লাদিমিরের বাগ্দন্তা বধ্ হিসাবে তাঁকে এখানে এসে থাকবার অনুমতি দেওরা হয়। বিয়ে হয় তাঁদের এখানেই।

নির্বাসন থাকাকালে ভ্লোদিমির লেখেন তিরিশটিরও বেশি রচনা। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য "রুশ
সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের কর্তব্য"। "রাশিয়ায় প'র্জিবাদের বিকাশ" কইখানি তিনি এখানেই শেষ করেন।
বইটি হল রাশিয়ার অর্থনৈতিক বিকাশ নিয়ে একটি
বৈজ্ঞানিক গবেষণা, মার্কসের 'প'র্জি'র প্র্বান্সরণ।

দরে-নির্বাসনে থেকেও তিনি শ্রমিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। এ সময় ধর্মঘট ও প্রমিক বিক্ষোভের থানিক সাফল্যে সোশ্যাল ডেমোক্রাট-দের একটা অংশ শ্রমিকদের বোঝাতে শ্রুর করে, কেবল অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালাও। রাজনৈতিক সংগ্রামটা ব জোরাদের ব্যাপার।' 'অর্থানীতিবাদীদের' এই কার্য-কলাপকে ভূলাদিমির গ্রব্তর বিপদ বলে মনে করলেন। এরা শ্রমিক শ্রেণীকে ঠেলছিল ব্রজারাদের সঙ্গে আপসের পথে শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্লবী ভূমিকাকে ছোট করে রাজ-নৈতিক সংগ্রাম থেকে সরিয়ে দিয়ে। এই সূর্বিধাবাদীদের কির্দেখ দ্যুত সংগ্রামের মনোভাব নিয়ে তিনি মার্কস-वामी भाषि गठेरनद्र भित्रकम्भना करतन। श्रथान ग्राद्युः দেওয়া হয় একটি রাজনৈতিক সংবাদপত্র প্রকাশের উপর रव পविकाणि भूषा প्रচारत्रदे मौमायन्थ थाकरव ना, श्रव সংগঠকও। মেলাতে হবে সোশ্যাল ডেমোকাটদের স্থানীয় চক্র ও গ্রন্থগর্নালকে একক সংগঠনে।

১৯০০ সালের জান্রারি মাসে ভ্লাদিমির সন্দ্রীক শানুসেনস্করে ছাড়লেন। রাজধানী পিটার্সবির্গে আসার তার উপায় ছিল না। পর্নিসে ধরবে। তাই আশ্রয় নিলেন তিনি পাশের একটি ছোট শহর পস্কভ-এ। পত্রিকা প্রকাশের জন্য এবার তিনি উঠেপড়ে লাগলেন। পর্নিসের উপদ্রবে রাশিরার তা বের করা অসম্ভব। তাই বিবেশ থেকে তা প্রকাশের সংকাশ করতেন। এই উল্লেখ্যে পর্নিসের নিবেধ সংস্কৃত ডিনি সংক্ষা, শিটার্সবৃগ, রিগা, সামারা, নিবানি-মজগোরদ ও স্মলেনস্ক সফর করলেন। গ্রেণ্ডার হলেন পিটার্সবৃগ্র্য আসার পথে। তবে শীল্পই তিনি সেবার ছাড়া পান।

# ইস্কা প্রকাশিত হল

বহন কণ্টে সীমান্ত পার হরে ১৯০০-র ১৬ই জন্মই তিনি এলেন জার্মানীতে। শ্রের হল তাঁর দেশান্তরী জীবন। সারা র্শ বিশ্লবী পহিকার নাম হয় "ইস্ক্রা" (স্ফ্রিলগা)। সম্পাদকমণ্ডলী আন্তানা নিলেন মিউনিকে। কাগজটির প্রতি সংখ্যার বড় হরুফে লেখা থাকড, "স্ফ্রিলগা থেকেই একদিন আগ্রেন জনুলে উঠবে।" পরে ঘটলও তাই। রাশিরার বিশ্লবর্হিলেলিহান হরে উঠল। আর তাতে ভস্মীভূত হল জার্স্বেশরাচার ও পার্ভিব দী বাবস্থা। সমস্ত মন তিনি ডেলে দির্রোছলেন এই পহিকা প্রকাশে। সেসময় এক চিঠিতে তিনি লেখেন, "আমাদের সমস্ত জীবন-রস ঢালা চাই প্রস্ব-আসর বাচ্চাটির প্রতির জন্য।" বাস্তবিকই 'ইস্ক্রা' ছিল তাঁর প্রিয়তম সম্ভান।

রাশিয়ার মধ্যে গড়ে উঠল ইস্কার সহবোগা গ্রন্থ, এজেন্টদের একটা জ্লাল-ব্নট। তারা কাগজটি ছড়াত, থবরাথবর পাঠাত, চাদা তুলত। রাশিয়ায় কাগজটি পাঠানো ছিল খ্বই কঠিন। প্রলিসের চোখ এড়াবার জন্য, ইসকো যে সব স্ফাটকেসে পাঠানো হত, তাতে থাকত দ্বটো করে তল। বইরের মলাটের মধ্যে বাধাই করে, যাত্রী কমরেডদের কোটের অন্তরণের মধ্যে সেলাই করে পাঠানো হত কাগজটি।

১৯০১ সালের শেষের দিকে ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁর কিছু কিছু লেখার নিচে স্বাক্ষর দিতে শ্রুর করেন—লোনন। জুসুস্কায়ার মতে, এ ছম্মনাম নির্বাচনটা নেহাত আক্সিমক হতে পারে। ইস্কার কাজ তিনি করতেন স্বোধানভের সপো। স্পেখনেভ তাঁর লেখার তলে স্বাক্ষর করতেন ভলগিন (ভলগা নদীর নামে)। লিনিন হয়তো তাঁর ছম্মনামটা নেন সাইবেরীয় মহানদী লোনা থেকে।

১৯০২ সালে প্রকাশত হল লেনিনের বই "কী করিতে হইবে?" এতে তিনি প্রলেতারিয়নে মার্কসবাদী পার্টি গঠনের পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। রাশিয়ার পার্টি রুপ গ্রহণের আগে থেকেই পশ্চিম ইওরোপে প্রমিক পার্টি বর্তমান ছিল। এই সোশ্যাল ডেমোক্লাটিক পার্টিগন্লি গড়ে উঠেছিল পার্টিকাদের অপেক্ষাকৃত শাহিতপূর্ণ বিকাশের অবস্থার। বিশ্লবী সংগ্রামের যোগ্যতা এদের ছিল না। এয়া চলত আপসের পথে। এই স্ববিধাবদেরী বাবাত বে, সমাক্ষতাশিক্রক বিশ্লব ছাড়াই শোষণের অবসান ও সমাক্ষতশ্রে উত্তরণ সম্ভব। আসলে এরা হয়ে দাঁড়াত পার্কিকাদী ব্যক্ষার দালাল। এদের বিরুদ্ধে, লেনিন ব্লক্লেন, লডুল ধরনের

সংগ্ৰামী পাটি, খাঁটি বিশ্ববী শ্ৰামক পাটি গড়তে হবে। এ পাটিকৈ হতে হবে মাৰ্কসন্তদের বিশ্ববী তত্ত্বে সম্প্র। "বিশ্ববী তত্ত্ব ছাড়া বিশ্ববী আন্দোলন সম্ভব নৱ"—বল্লেন গোনন।

কৃষকদের কাছে পার্টির কর্মস্টী ব্যাখ্যার জন্য ১৯০৩ সালে লোনন লিখলেন "গ্রামের গরিবদের প্রতি"। এতে তিনি প্রাঞ্জল ভাষার বোঝান, প্রমিক প্রোলীর পার্টি কী চার এবং কেন প্রমিকের সপ্যে কৃষকের ঐক্য প্ররোজন।

১৯০৩ সালের মে মাসে ইস্কার পেছনে পর্লিসের চর লাগে। সম্পাদকরা ল'ডন থেকে কাগজ বের করবেন স্থির করেন। এথানে লোকতে তিনি ইংরেজ শ্রমিকদের জীবনযালা, তাদের আন্দোলনকে মন দিয়ে লক্ষ্য করতেন, প্রায়ই যেতেন শ্রমিক সভার, আর অনেকটা সমর দিতেন রিটিশ মিউ-জিরমের গ্রম্থাগারে, বেখানে একদা মার্কস পড় শ্র্না করেছেন।

এরপর আবার ইস্কার মাদ্রণ প্থানাম্তরিত হল क्षात्मक ज्ञा विभिन्न कर्म अलन स्मर्थात । तुम সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির দিকতীয় কংগ্রেসে তিনি সক্রিয় অংশ নেন। তিনি ইস্ক্রার সম্পাদকীয় বে,ডে নিৰ্বাচিত হন। দ্বিতীয় কংগ্ৰেস প্ৰথম বসে ब्रुट्मन:म. किन्छ दिनिक्यान भीनात्मत शान.त भरत অধিবেশন চলে লাভনে। কংগ্রেসে ইসক্রোপন্থীরা সংখ্যায় रवि**ण थाकरण** वर् म्याविधावामी अस्म छिए कर्ताहल। এদের বির দেখ লেনিন সতেকে সংগ্রাম চালান। বিংলবী কর্মসূচী, প্রলেতারিয়ান একনায়কত্ব, প্রমিক-কুষক মৈগ্রী, জাতিসমূহের আত্মনিরন্ত্রণ অধিকার এবং প্রলেতারিয়ান আন্তর্জাতিকতা—এইসব মূল মার্কসবাদী নীতির বিরুদেধ দাঁড়ায় স্ববিধাবাদীরা, কিন্তু তাদের সমস্ত অক্তমণই পর.স্ত হয়। লেনিনের সমর্থকরা অধিকাংশ (বলশিন্সতভো) ভোট পান। সেই থেকে তাঁদের নাম হয় বলশেভিক। আর সংখ্যালঘুতে (মেনশিন্ততভা) সুবিধ বাদীদের বলা হয় মেনগেভিক। মেনশেভিকরা চায় পার্টিকে সূর্বিধাবাদের পথে টেনে **নিতে। ফলে তাদের সংগ্র চলে বল্লশেভিকদে**র একটা **অবিদ্রান্ত লড়াই। ১৯০৩ সালের নভেন্বরে শ্লেখানভ** মেনশেভিকদের দলে ভিডে পডেন, ইস্ক্লা মেনশেভিকরা **দখল করে নের। লেনিন তার সম্পাদকী**য় বোর্ড থেকে পদত্যাগ করেন।

শ্রুলিন তখন সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে। লেনিন তাঁকে চিঠিতে পার্টির অবস্থা এবং পার্টির জনা তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন। জেনেভা থেকে প্রকাশিত হল লেনিনের কই "এক পা আগে দ্ব' পা পিছে"। মেনশোভকদের প্রচারের বির্দেখ লেনিন জাের দিয়ে ক্যালেন, "ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে সংগঠন ছাড়া প্রলেভারিরেভেক্ব আর কােন অস্যু নেই। পার্টি হল শ্রামক শ্রেণীর অশ্রুলী সচেতন বাহিনী।"

লেনিন পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বানের জন্য সচেন্ট হয়ে ওঠেন। রাশিয়ায় বিশ্লবের পরিস্থিতি পরিণত হয়ে উঠছিল। প্রয়োজন ছিল মেনশেভিকদের বিভেদম্লক কার্যকলাপ বন্ধ করার। পার্টির মধ্যে সংগ্রামে অধিকাংশ পার্টি কমিটিগর্বাল বলশেভিকদের পক্ষে চলে আসে। পার্টির বিপত্ন অংশ সংহত হয় লেনিনের পেছনে।

১৯০৫ সালের জানুরারিতে লেনিনের পরিচালনায় জেনেডা থেকে প্রকাশিত হয় একটি বলগোভক পরিকা —"ভ্পেরিয়োদ"। এতে প্রকাশিত "পোর্ট আর্থারের পতন" প্রবশ্বে লেনিন বললেন, রাশিয়ায় বিশ্লব আসছে।

বৃশ-জাপান যুখ্ধ থেকে ক্লান্ত সৈন্যরা ফিরে এসে দেখে ঘরসংসারের দুরবস্থা চরম। পিটার্সবিংগ্রে প্রামিকরা ঠিক করল, জারের কাছে গিয়ে তারা সাহায্য চাইবে। সাহায্য অবশ্য দিল 'গ্রাণকত'।' জার, তবে রুটি নয়, বন্দ্বকের গুলি। ১৯০৫ সাল ৯ই জান্মারি। দ্ব' হাজার শ্রামিক সেদিন রুটি চাইতে এসে গুলিতে প্রাণ দিল। শ্রামিকরা প্রতিজ্ঞা করল, আর ভিক্ষা নয়, এবার দাবি। আর লড় ই করেই এ দাবি আদায় করবে তরা।

দ্রে প্রবাসে থেকে লেনিন সব কিছ্ব লক্ষ্য করলেন। ব্রালেন তিনি, বিশ্লব অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তাই অবিলন্দের কংগ্রেস অহ্ব নের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস বসল লণ্ডনে ১৯০৫ সালের এপ্রিলে। মেনশেভিকরা তাতে যোগ দিতে অস্বীকার করল। জেনেভায় তারা ডাকল তাদের নিজেদের সন্মেলন, স্পদ্টতই এটা পার্টি ভাঙবার একটা পদক্ষেপ, বিশ্লবের মূল প্রশনগর্গল আলোচিত হয় কংগ্রেসে। সভাপতি নির্বাচিত হন লোনন। পেশ করেন তিনি একাধিক রিপোর্টা। সশস্ত্র বিশ্লব, সাময়িক বিশ্লবী সরকার, কৃষক আন্দোলনের প্রতি মনোভাব সম্পার্ক সিম্ধান্তগর্গলর থসড়া তিনিই করেন। নির্বাচিত কেন্দ্রীয় ক্মিটির নেতৃত্বে থাকেন লোনন। পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র "প্রলেতারি" পত্রিকার সম্পাদকও হন তিনি।

কংগ্রেসের পর লেনিন জেনেভায় ফেরেন। এ সময় প্রকাশিত হয় "গণতালিক বিশ্লবে সোশ্যাল ডেমোক্রাসির দুই রণকোশল" বইখানি। লেনিন রাশিয়ার আসল বিশ্লবকে বুর্জোয়া গণতালিক বিশ্লব বলে
গণ্য করেন। এ বিশ্লবের লক্ষ্য—ভূমিদাস প্রথার
বিলোপ, জারতলের উচ্ছেদ এবং গণতালিক অধিকার
লাভ। লেনিনই প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুগের বুর্জোয়া
গণতালিক বিশ্লবের বৈশিষ্টা, তার চালিকাশন্তি ও
পরিপ্রেক্ষিতের বিচার করেন। তিনি মনে করেন, প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ হল বুর্জোয়া বিশ্লবকে সফল করা,
কারণ এর ফলে সমাজতলের জন্য সংগ্রাম এগিয়ে

আর্সবে। বিশ্লবের প্রধান চালিকাশন্তি ও নেতা হতে হবে প্রলেতারিয়েতকেই। প্রলেতারিয়েতের সহযোগী হবে কৃষক। লোনন দেখিয়ে দিলেন বে, মেনগেভিকদের লাইন হল বিশ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রলেতারিয়েতকে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বাধীন করার প্রয়াস। লোনন এ বইয়ে লিখলেন, কৃষকের সপো একতে বুর্জোয়া গণতাশ্রিক বিশ্লবে জয়ী হবার পর প্রলেতারিয়েত তার শন্তি সংহত করে, গরিব কৃষক ও শহরের গরিবদের সিম্মালত করে আঘাত হানবে পর্বিজবাদের উপর। এভাবে বুর্জোয়া গণতাশ্রিক বিশ্লবে।

#### ১৯০৫ সালের বিশ্লব

১৯০৫ সালের বসনত ও গ্রীন্মে পিটার্সবৃর্গ ও অন্যান্য জায়গায় প্রমিকরা ধর্মঘটে নামল। কৃষক আন্দোলনের ঢেউ উঠল। জনুন মাসে কৃষকাগর নোবাহিনীর "পতেমিকিন" যুম্ধ জাহাজে জনুলে উঠল নোসৈনোর বিদ্রেহ। অক্টোবরে শ্রুর হল সর্বাত্মক রাজনৈতিক ধর্মঘট। বন্ধ হল কলকারখানা, ডাক ও তার অফিস। অচল হয়ে পড়ল দেশের জীবনযাত্রা। জার, জমিদার ও পার্কিপতিরা সন্ত্রস্ত। জার সরকার ঘোষণা করল, সভাসমিতির স্বাধীনতা ও অন্যান্য নাগরিক অধিকার দেওয়া হল। এ হল বিশ্লবের প্রথম জয়।

কিন্তু জারের এই ঘোষণা লেনিনকে ধোঁকা দিতে পারল না। তিনি স্পন্ট বললেন, জারের ফাঁকা কথায় কিবাস করো না। এখনও অনেক লড়াই বাকি। প্রস্তৃত হও। সৈন্যদের দলে টেনে নিয়ে এসো। চাষীদের ব্যক্তিয়ে এগিয়ে নাও। আরও ছড়িয়ে পড়ক ধর্মঘট।

ঝড়ো দিনগর্নার মধ্যে গড়ে উঠল গণ-রাজনৈতিক সংগঠন—শ্রামক প্রতিনিধিদের সে:ভিয়েত। লেনিন বললেন, এগরিকট হবে আগামী দিনে মেহনতীদের রাজ্মকমতা। এ সময় রাশিয়া থেকে দরের থকো লেনিনের পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। ফিরে এলেন পিটার্সবর্গে। আইনসংগত বলগেভিক সংবাদপর "নভায়া ঝাজন" (নবজাবন) পরিচালনা করতে লাগলেন। জারের কাছ থেকে কিছু দ্বাধানতা আদায় হলেও লেনিনকে থাকতে হত প্রলিসের চোখ এড়িয়ে। প্রায়ই পাসপোর্ট ও বাসা বদল করতে হত। কয়েকবার ফিনল্যান্ডেও চলে যেতে হয়েছিল।

বিশ্বব শীর্ষে পেণছল ডিসেন্বরে মঙ্গো শ্রামক-দের সশস্য অভ্যুত্থানে। নর্মাদন ধরে করেক হাজার সশস্য শ্রমিক বীরত্বের সপো লড়াই চালার জারের প্রালস ও কশাক সৈন্যদের বির্দেশ। গোর্কি তখন মঙ্গেলার ছিলেন। তিনি এক চিঠিতে শ্রামকদের এ লড়াইকে উচ্ছন্সিত ভাষার বর্ণনা করেছেন। মঙ্গের পরই বিদ্রোহ জেগে উঠল অন্যান্য শহরে। কিন্তু বিচ্ছির এ সব অভ্যুত্থান তেমন সংগঠিত ছিল না। জার তাই নিম্মভাবে তা দম্ন করে দিতে পার্কী

আনেক নেতাই হাল ছেড়ে দিলেন। লেনিনের কিন্তু ব্যক্তে এতট্যকু দেরী হয় নি যে বিশ্ববের এ শেষ পর্ব নয়, এটা শন্ধন্ প্রথম পর্ব। শ্রমিকদের তিনি বোঝালেন,

প্রস্কৃত হও, আমাদের এগোতেই হবে।

পিটার্সব্রগ ছেডে লেনিন ফিনল্যাণ্ডে এসেছেন। এখানে তামারফর্সে রূশ সোশ্যাল ডেযোক্লাটিক পার্টির সম্মেলনে তিনি সভাপতিত করেন। এ সম্মেলনেই তাঁর স্তালিনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাং ঘটে। এই সাক্ষাং প্রসংগ্য স্তালিন লিখেছেন, "সাধারণত 'মস্ত লোকেরা' সভায় আসেন একট্ দেরি করে যাতে লোকে উদগ্রীক হয়ে অপেকা করে এবং 'মস্ত লোকটি' এসেছেন শ্বনলেই 'ঐ আসছেন, চুপ চুপ' ধর্বনর একটা সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু যখন শ্বনলাম, লেনিন অন্য প্রতি-নিধিদের আগেই সম্মেলনে এসে এক কোণে বসে সাধারণ প্রতিনিধিদের সংগে নেহাত মাম্রলি কথা-বার্তা বলছেন, তখন আমি কেমন অবাক হয়ে গিয়ে-ছিলাম.....পরে বুঝেছি এই যে সরল বিনয়নম স্বভাব, স্বার দ্ভির অগোচরে থাকার, নিজেকে জাহির না করার মনোভাব, লেনিন-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যই সাধারণ মান,বের, নতুন জনগণের নতুন নেতার সব থেকে বড গ্ৰেণ।"

ফিনল্যান্ডেও জারের পর্বালস লেনিনের পিছু নেয়। চলে যেতে হবে, অনেক দরে, একেবারে স্টক্রোমে। যেতে হবে ডিঙি করে, কিন্তু সব ডিঙির উপরই প्रामित्मत कड़ा नक्षत्र। ठिक रूम मृद्धत এको। न्दौरभ গিয়ে ডিঙি নেওয়া হবে। সে দ্বীপ কয়েক মাইল দুরে বলটিক সাগরের মধ্যে। ডিসেম্বর মাস। জলের উপর বরফ জমেছে। তবে তখনও তা হেবটে যাবার মতে। শক্ত জমাট বাঁধে নি। এ অবস্থায় এ বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে যদি পায়ের তলায় বরফ একবার সরে যায়, তবে নির্ঘাত মৃত্যু। কিন্তু উপায় নেই দেরি করার। পর্বালস ধাওয়া করছে। একবার ধরতে পারলে একেব'রে ছি'ড়ে খাবে। তাই দুজন চাষীকে নিয়ে লেনিন এগিয়ে চললেন। হঠাৎ পায়ের নিচে বরফ ভেঙে বসে যেতে আরম্ভ করল। মৃহ্তিমধ্যে ঐ বরফের মতো ঠাডা জলে ডবে মরতে হবে। কী বিশ্রীই না হবে সে মরণ! ভাবলেন লেনিন। টেনেহি'চডে কোনমতে তাঁরা একটা শক্ত বরফের চাঙড় ধরে সে যাতা বে'চে যান। সময়মতো এটা ধরতে পেরেছিলেন, তাই রক্ষা।

এভাবে লেনিন গিয়ে পেণছলেন স্টকহোমে। যোগ দিলেন রুশ সোণ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির চতুর্থ (ঐক্য) কংগ্রেসে। বলশেভিকদের সন্ধ্যে মেনশেভিকদের ভারি সংগ্রামের মধ্যে কংগ্রেস চলে। সে সমন্ত্র অনেক বলশেভিক সংগঠন গণ-আন্দোলনে ব্যাপ্ত ও দমনে বিপর্যস্ত থাকায় কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠাতে পারে নি। ভাই মেনশেভিকরা সংখ্যাধিক্যে সমস্ত প্রধান প্রন্থেই নিজেদের সিন্ধান্ত পাস করিয়ে নিভে পারে। কেল্পীর

কমিটিতে সংখ্যাধিক্য লাভ ও কেন্দ্রীয় মুখপত্র দখলও সম্ভব হয় তাদের পক্ষে। কিন্তু মেনশেভিকদের এ জয় দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। মার্কস্বাদের বিশ্লবী রগনীতি ও রণকোশলের জয়ে দৃঢ় আস্থা ছিল লেনিনের। শীঘ্রই বলগেভিকরা মেনশেভিকদের স্বর্প প্রকাশ করে দিয়ে তাদের বিভিন্ন করে দিতে পারল।

১৯০৭ সালের মে মাসে লণ্ডনে বসল রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস। লেনিন তার সভা-পতিত্ব করলেন, লিখলেন কংগ্রেসের খসড়া প্রস্তাব। বিশ্লবে বলশেভিক কর্মস্চীর যথার্থতা সমর্থিত হল কংগ্রেসে। মেনশেভিকদের পরাভূত করল বলশেভিকরা। আগস্টে লেনিন স্টুটগার্টে শ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে হাজির থাকেন।

১৯০৮ সালের জানুরারিতে লেনিন আবার জেনেভার ফিরলেন। আর্থানিরাগ করলেন নতুন উদ্যোগ নিয়ে নতুন বিশ্লব প্রস্কৃতির কাজে। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, এ পরাজয় কেবল সামায়ক। স্বৈরাচারের সংগ্রে লড়াইয়ে প্রলেতারিয়েতের জয় অবশ্যস্ভাবী। পার্টির উদ্দেশে লেনিন তেজোদ্দীপ্ত কপ্টে বললেন, "বিশ্লবের জন্য দীর্ঘ বহু বছর ধরে কাজ করছি আমরা। আমাদের লোহদ্ট বলা হয়, খামকা নয়। প্রলেতারিয়ান পার্টি প্রথম অসাফল্যে হতোদ্যম হয় না, মাথা খারাপ করে না, হঠকারিতায় নামে না...এই পার্টিই পেশছবে বিজয়ে!" প্রতিক্রিয়ার সে বিষয় বছরগর্যালতে লেনিন ভারছিলেন আসম বিজয়ের কথা। তখন প্রতিশোধ নিচ্ছিল জার সরকার। হাজার হাজার মানুবের প্রাণদণ্ড ও নির্বাসন দিয়ে ভেরেছিল সর্বাকছ্ব সত্তথ্য করে দেওয়া যাবে।

জেনেভায় এসে লেনিন "প্রলেভারি" পত্রিকার নব সংস্করণ প্রকাশের আয়োজন করলেন। টেনে আনলেন গোর্কি, ল্বনাচারক্ষি ও অন্যান্য বিশিষ্ট লেখকদের। প্রনঃপ্রকাশিত হল "প্রলেতারি"—বিস্লবের জোয়ারের জন্য পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীকে প্রস্তৃত করে তোলার এক হাতিয়ার। লেনিন বললেন প্রয়োজন অবৈধ পার্টি সংগঠনকে জোরদার করা ও সেই সংখ্য প্রকাশ্য শ্রমিক সংগঠনগ**্রলিকে ব্যবহার করা। শেখালেন, দু**মায় প্রকাশ্য বন্ধতা দেবার যে কোন সম্ভাবনার সদ্বাবহার করতে হবে, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায়ে কাজ করা দরকার। এভাবে আইনসঙ্গত কাজের সঙ্গে মেলাতে হবে বেআইনী কাজ। বিশ্লবের সাময়িক পরাজয়ের পর মেনশেভিকরা আতৎেক পিছ; হটে, শ্রমিক শ্রেণীকে ব**লে বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপস করতে।** কেউ কেউ বলে পার্টি তলে দেবার কথা। লেনিন দুঢ়ভাবে বলেন, প্রলেতারিরেতের পার্টির কর্তব্য এই সমুহত সূর্বিধা-বাদীদের ঝেডে ফেলা।

১৯০৮-এর এপ্রিলে লোনন গেলেন ইতালির কাপ্রি ন্বীপে গোর্কির সপো দেখা করতে। লোনন মন দিয়ে শোনেন গোর্কির বাল্য ও কৈশোরের কথা, তাঁর ভবঘুরে জাবনের কাছিনী: প্রাম্মণ দেন তা লিখতে। লেনিনের স**েগ আলাপ গোর্কি**র উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে।

১৯০৮ সালের শেষের দিকে "প্রলেতারি" পরিকার প্রকাশন স্থানাম্তরিত হয় প্যারিসে। লেনিন ও ক্রপেস্কায়া এ উপলক্ষে সেখানে আসেন। শ্রমজীবী ফ্রান্সের জীবন লেনিন বিশেষভাাবে লক্ষ্য করেন, যান শ্রমিক সভায়, শ্রমিক এলাকার থিয়েটারগর্নলতে। এ সময় পার্টির ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে লেনিন তাঁর তাত্তিক ভিত্তির ভাবাদর্শগত বিশান্ধতা, মার্কস-এশেলসের মতবাদের প্রতি আন্নগত্যের সংগ্রামও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করেন। দর্শনের ক্ষেত্রে শোধনবাদী দ্**ষ্টিভঙ্গির প্রসার পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে** গ্রেতের বিপদের কারণ হয়ে ওঠে। লেনিন এর জবাবে **লেখেন, "বস্ত্বাদ ও অভিজ্ঞ**তাবাদী সমালোচনা"। এপোলস বলোছলেন "বিজ্ঞানের প্রত্যেক নতন আবিষ্কারের সংখ্য সংখ্য বস্ত্বাদকেও নতন রূপ পরিগ্রহ করতে হবে।" লেনিন দর্শন নিয়ে 'মাথা ঘামান না' বলে শ্লেখানভ বিদ্রুপ করতে খুব পট্র ছিলেন বটে. কিন্তু সবাই জানেন যে লেনিনই এ গ্রন্থে সে কর্তব্য পালন করেছেন, শ্লেখানভ তা করতে সাহস পান নি। বইটিতে লেনিন মার্কসবাদী দর্শনের বিরোধীদের न्वत्भ छेम् घाउँन करतन।

শ্বধ্ব যে লিকুইডেটরদের (যারা পার্টি তুলে দিতে চায়) মতো প্রকাশ্য স্ববিধাবাদীদের সংগাই লেনিন আপসহীন সংগ্রাম চালান তাই নয়, তিনি লডেন তাদের বিরুদেধও যারা নিজেদের স্ববিধাবাদ চাপা দিত বিশ্লবী ব্রলির আড়ালে। পরে লেনিন " 'বামপন্থী' কমিউনিজম —শিশ**্ন্স্লভ রোগ**" (১৯২০-এ প্রকাশিত) বইয়ে লেখেন যে বলুশেভিক পার্টি তার বাহিনী আক্ষুর রেখে পশ্চাদপসরণ করতে পেরেছিল এজন্য যে 'বুলি-বাগীশ বিপ্লবীদের' মুখোশ নির্মমভাবে উন্মোচন করে তাদের ঝেটিয়ে দূর করা হয়। ১৯০৮-১২ এই কয় বছর লেনিন প্রধানত দক্ষিণ ও বামপন্থী বিচ্যতির বিরুদেধ লেখনী ধারণ করেন। দতালিন এক জায়গায **লিখেছেন, "অনেকে লেনিন সম্বন্ধে** অভিযোগ *বরু*তেন যে, তিনি দার্ণ বাদান্বাদ ও দল ভাঙাভাঙির প্রতি আসম্ভ। কিন্তু এটা মানতেই হবে যে, যদি পার্টি থেকে স্বিধাবাদীদের না তাড়ানো হত, তাহলে পার্টির ভেতরকার দূর্বলতা ও ঢিলেমী ঘুচত না, পার্টির দৃঢ় শক্তিশালী চরিত্রও গড়ে উঠত না। বুর্জোয়া শাসনের দিনে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি বাডতে ও শক্তিশালী হতে পারে ঠিক সেই পরিমাণে যে পরিমাণে সে তার ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে স্ববিধাবাদী, বিপ্লব-বিরোধী ও পার্টি-বিরোধী শক্তিগ**্রালর বির**্দেধ লড়তে পারে।"

১৯০৯-এর নভেন্বরে গোর্কির সাহিত্যের উচ্চ প্রশংসা করে লেনিন তাঁকে চিঠি দেন ও করেক মাস পরে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। উপস্থিত থাকেন কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে। প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় বলশেতিক পরিকা "রাবোচারা গাজেতা"র প্রথম সংখ্যা। এতে থাকে লোননের প্রবন্ধ "বিস্লবের শিক্ষা"। তলস্তয়ের মৃত্যুর উপর করেকটি প্রবন্ধ লেখেন লেনিন।

১৯১০ সালে রাশিয়ার শ্রামক আন্দোলনে ফের প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। বলগেভিকরা পেরোগ্রাদ থেকে "জ্বভেঝদা" (তারকা) এবং মন্ফো থেকে "মিস্ল্" (ভাবনা) পরিকা প্রকাশে সমর্থ হয়। লোননের পরি-চালনায় "জ্বভেঝদা" হয়ে ওঠে সংগ্রামী মার্কসবাদী পরিকা। ১৯১১ সালে প্যারিসের উপকন্ঠে একটি পার্টি ক্রুলের ব্যবস্থা করেন লেনিন।

১৯১২-র জানুয়ারি। প্রাগে এককভাবে বলশোভকদের সম্মেলন হয়। বলগোভক পাটি, নতুন ধরনের
পাটি গঠনে প্রাগ সম্মেলনের বিশেষ ভূমিকা ছিল।
এর একটি জর্বরী সিম্ধান্ত ছিল—পাটি থেকে
মেনশোভক-লিকুইডেটরদের বহিষ্কার, স্ববিধানাদের
সংগে বলগোভকদের প্ররোপ্বার সাংগঠনিক সম্পর্কছেদ। সম্মেলনে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিলেন
লোনন, স্তালিন প্রমুখ নেতৃব্দ।

পিটার্সবিংগের শ্রমিকদের উদ্যোগে এবং লোনন ও স্তালিনের সম্পাদনায় বলশোভিকদের বৈধ দৈনিকপত্র "প্রাভদা"র প্রথম সংখ্যা বের হয় ১৯১২-র ২২শে এপ্রিল। রাশিয়ার কাছাকাছি থাকার জন্য লোনন প্যারিস ছেড়ে ক্লাকাউ (পোল্যান্ড) আসেন। এখানে তিনি ছিলেন দ্বাহুরের বোশ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শ্রুর ছওয়া নাগাদ। প্রাভদার জন্য লোনন প্রায় প্রতিদিনই লিখতেন। সেগালি প্রকাশিত হত নানা ছম্মনামে।

লোনন বললেন, রাজ্রীয় দ্মার নির্বাচনে অংশ নিতে হবে। গণতান্তিক সাধারণতন্ত্র, ৮ ঘণ্টা কাজের দিন, জমিদারদের সমস্ত জমি বাজেয়াণ্ড—এই তিনটি ম্ল দাবির উপর নির্বাচনী অভিযান চালাল বলশোভকরা। নির্বাচনী ফলাফলে খ্লিশ হলেন লোনন। লিখলেন, বলশোভক প্রতিনিধিদের চমংকারিষ কথার ফ্লেঝ্রিতে নয়, বরং শ্রমজীবী জনগণের সম্পর্কে সেই জনগণের মধ্যে আত্মোংসগাঁ কর্মে। সাইবেরিয়ায় লোনা সোনার খনিতে শ্রমিকদের গ্লিল করে হত্যার ঘটনায় সারা রাশিয়া বিক্ষ্ব হয়ে উঠল। শ্রমকরা ধর্মঘট করে বেরিয়ে এল। লোনন ব্রুলেন, ১৯০৫-এর পরাজয়ের শ্লানি কাটিয়ে উঠেছে শ্রমকরা। আবার নতুন করে আসছে বিশ্লবের চেউ।

১৯১৪-র আগস্ট। শ্রের হল সায়াজ্যবাদী প্রথম বিশ্ববাশ্ধ। প্রথম দিন থেকেই লেনিন দ্যুভাবে এ ব্রেথর বির্বেধ দাঁড়ান। কিছ্র্দিনের মধ্যেই অস্থায়ী সরকার তাঁকে প্রেশতার করে জার সরকারের পক্ষে গ্রুত-চর্ম্বাভির অভিযোগে। দ্র সংতাহ আটক রেখে তাঁকে স্কুজারল্যান্ডে চলে যেতে দেওয়া হয়। সায়াজ্যবাদী ব্রেশের বার্নেধ লড়াইয়ের স্ক্রিনিদিট কর্মস্চী রচনা করেন লোনন। বার্নে আসার প্রদিনই তিনি বলগেভিক্রের সভায় ব্রুধ সম্পর্কে বির্পোট করেন এবং প্রেশ

করেন "ইওরোপীয় যুদ্ধে বিস্পবী সোশ্যাল ডেমৌ-ক্লাসির কর্তব্য।" লেনিনের নে**তৃত্বে বলগেভিক পা**র্টি বুদেধর বিরুদেধ দৃঢ় সংগ্রাম চালার। বুর্জেরা ও তাদের সেবাদাস স্ববিধাবাদীরা কুংসা রুটার বে, বলশেভিকদের দেশপ্রেম নেই, তারা দেশদ্রেহী। মোক্ষম জবাব দিয়ে লোনন বোঝান, সত্যকার দেশপ্রেমিক হওরার অর্থ কী। তিনি লেখেন, স্বিধাকাদীরা হল শ্রমিক শ্রেণীর, মেহনতী মানুষের শ্রু যারা শাল্ডির সময় বুর্জোরার স্বাথে প্রমিক পার্টির অভ্যন্তরে নিকেদের কারু চালায় গোপনে আর যুদ্ধের সময় খোলাখুলি জোট বাঁধে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের সংগ্র, গ্রহণ করে উগ্র জাতীয়তাবাদী নীতি। পশ্চিম ইওরোপীয় পার্টিগালির মধ্যে যারা প্রলেতারিয়ান আন্তর্জাতিকতার পক্ষে ছিল. তাদের সংহতি সাধনের কাজ লেনিন চালিয়ে ধান অক্রাণ্ডভাবে। সূর্বিধাবাদীদের সপে সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছিল্ল করার জন্য তিনি ভেঙে-পড়া শ্বিতীয় আন্ড-ব্র্ণাতিকের স্থলে তৃতীয় আ**দ্তর্জ্যাতিক গড়তে বলে**ন। রুশ বলপোভক ও তাদের সহগামী পশ্চিম ইওরোপীয় সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির বামপন্ধীরা সে সময় ছিল সংখ্যালঘু। কিন্তু মার্কসবাদের অনিবার্য বিজয়ে দুঢ় বিশ্বাস নিয়ে লেনিন বললেন, "আমর: 'একলা পড়েছি এটা কোন বিপদ নর। আমাদের সপ্সেই আসবে লক্ষকোটি মান্য, কেননা বলশেভিকদের মতটাই এক-মাত্র সঠিক মত।"

বামপন্থীদের সংহতির উন্দেশ্যে লেনিন জিমার-ওয়ালডে ও কীন্থালে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সন্মে-লনে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় প্রচন্ড অভাবের মধ্যে তাঁকে দিন কাটাতে হয়। প্রধান নির্ভার ছিল তাঁর লেখার আয়। অথচ যুন্ধ-বিরোধী রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও প্রত্তক প্রকাশন ছিল অতি দ্বুকর। সে সময় এক পরে তিনি লেখেন, "আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে বলি, রোজগার দরকার। নইলে স্লেফ ধর্ংস, সত্যি বলছি।" সাদাসিদে দিন কাটাতেন তিনি। একটি কামরার তিনি আর ক্রুপন্কারা। আরামের অবকাশ ছিল না তাতে।

১৯১৬। লেনিনের মা মারা যান। মাকে বড় ভালোবাসতেন লেনিন। এ বছরই তিনি লেখেন তাঁর বিখ্যাত
বই "সাম্রাজ্যবাদ—প'র্জিবাদের সর্বোচ্চ পর্বায়।" লেনিন
তাতে দেখালেন যে, বিশ শতকের গোড়া থেকে প'র্জিবাদ তার বিকাশের নতুন পর্বে—সাম্রাজ্যবাদের পর্বে—
প্রবেশ করেছে। "সাম্রাজ্যবাদ হল সমাজতান্তিক
বিশ্লবের প্রাহু।"

যানুশ্বের বিরন্ধে সংগ্রামী আনতর্জাতিক প্রলেতারিরেতের প্রথম সারিতে এগিরে এল লেনিনের পরিচালনার রাশিরার বিশ্লবী শ্রমিকরা। যুশ্বকেতে পরাজর,
ধরংস ও দাভিক্ষ জারতলে একেবারে পচন ধরিরে দিল,
লেনিন ভবিষাশ্বাণী করলেন, বিশ্লব আসছে। ডাক
দিলেন তিনি, "যেসব বিশ্বাসঘাতকের দল নিজেদের
কবার্থে মনাফার লোভে ভোষাদের প্রকশ্বকে গ্রিল

ক্ষরে খারতে বলছে, ঐসব শাসকদের, ঐসব প<sup>‡</sup>জিদার-দের বির**্দে বন্দক্তর মূখ ঘ্**রিরে ধর, এ য্দেধর আগনে আজ বিশ্লববছি জনালাও।"

প্রথম জেগে উঠল পেটোগ্রাদের প্রমিকরা। রন্ধান্ত রবিবারের বার্ষিকীতে একটা বিরাট যুন্ধ-বিরোধী মিছিল বের হল। মিছিল হল মস্কো, বাকু, নির্মান-নভগোরদেও। ফেরুরারিতে বলগোভক পাটির আহ্বানে পেটোগ্রাদের শ্রমিকরা রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটে নামল। তাতে যোগ দিল দুই লক্ষের উপর শ্রমিক। ধর্নি উঠল, স্বৈরতক্ষ নিপাত যাক', 'যুন্ধ ধর্ংস হোক', র্বটি চাই'। জার সরকার সৈন্য দিয়ে দমন করতে চাইল। জারতক্ষের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সঙ্গে এসে যোগ দিল সৈনাদল ও নোবাহিনী। শ্রমিকরা পেটোগ্রাদ শহর দথল করে নিল। ১৯৭১ সালের ফের্বুয়ারি

বিশ্ববের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত। কিন্তু সোভিয়েতগর্নিতে যে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারিরা ত্তে পড়েছিল, তারা শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থের প্রতি বেইমানি করে রাশ্বক্রমতা তুলে দিল ব্রেজায়াদের গড়া অস্থায়ী সরকারের হাতে। দেখা দিল দৈবত ক্রমতা—একদিকে ব্রেজায়া অস্থায়ী সরকার, অন্যাদকে সোভিয়েত বা প্রলেতারিয়েত ও কৃষকদের বিশ্ববী গণ্তান্তিক ক্ষমতা।

লেনিন তখন সুইজারল্যাণ্ডে। রাশিয়ায় ফিরবার জন্য ব্যা**কুল। এদিকে সীমান্তে রুশ-জার্ম**ান যুদ্ধ সমান-তা**লে চলেছে। জারের জায়গায় যে নতুন স**রকার বসেছে. তারা না **আনল শান্তি, না দিল জন**সাধারণকে র**ু**টি। প্রমিকদের ঠকাল তারা বলতে লাগল রাজতল্রের পতনের **পর য<b>়ুশ্ধ নাকি ন্যায়য**়ুশ্ধ হয়ে উঠেছে। জন-গণকে প্রতারণার ব্যাপারে বুর্কোয়াদের সাহায্য করতে লাগল মেনশেভিকরা। এ অবস্থায় গ**ে**ত অবস্থা থেকে বের হরে এসে বলগেভিক পার্টি তার শক্তি সমাবেশ করতে লাগল, বহু বিশিষ্ট কমী জার্জিনিস্ক্ স্ভেদ'লভ, স্তালিন ফিরে এলেন জেল ও নির্বাসন থেকে। প্রেঃপ্রকাশিত হল "প্রান্তদা"। লেনিন লিখলেন "বি**শ্লবের প্রথম পর্যার কেবল শেষ হয়েছে।** ক্ষমতা গেছে ব্**র্জেন্নাদের হাতে। অস্থায়ী স**রকারকে বিশ্বাস করা চলবে না, চলবে না বুর্জোয়াদের ক্ষমতায় পাকা হয়ে বসবার স**ুযোগ দেওয়া। সর্বো**পায়ে লড়তে হবে সোভিরেতের হাতে কমতা তুলে দেবার লক্ষ্যসাধনের জন্য, বিধনসভ করতে হবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে এবং তৈরি হতে হবে সমাজতান্তিক বি**ণ্ল**বের জন্য।"

লেনিন রশিরার ফেরার উপার খ্রুজতে লাগলেন।
বাধা দিল অস্থারী সরকার। এ সরকার বিদেশে তাদের
প্রতিনিধিদের কাছে পাঠাল লেনিন ও অন্যান্য বলশেভিকদের নামে একটা ব্ল্যাকলিস্ট। দেশে ফেরার অন্মতি
দেওরা হল না ভাঁদের। অবশেষে বহুক্টে সুইজারল্যান্ডের সোশ্যাল ডেমোক্লাটদের সাহায্যে স্বদেশে

প্রত্যাবর্তনের একটা ব্যবস্থা হল। প্রায় দশ বছর ফেরারা জীবন কাটিয়ে ১৯১৭ সালের ১৬ই এপ্রিল লোনন পেরোগ্রাদে এসে পেছিলেন। মহোল্লাসে বিশ্লবী রাশিরা অভ্যর্থনা জানাল তার মহান নেতাকে। সৈনিক ও নাবিকদের বিশ্লবী বাহিনী দিল গার্ড অব অনার। তুম্ল করতালি ও আনন্দোচ্ছন্তাসের মধ্যে লোনন উঠলেন তাঁর জন্য অপেক্ষমাণ একটি সাঁজোরা গাড়ির উপর এবং সমাজতাশ্রিক বিশ্লবের জন্য, সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতার জন্য সংগ্রামের উদ্দীণত আহন্তান জানালেন শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকদের কাছে।

#### নভেম্বর বিপ্লবের নায়ক

পেত্রোগ্রাদে পেণছেই ৪ঠা এপ্রিল বলগোভকদের সভায় বিশ্লবী প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য নিয়ে থিসিস পেশ করেন। ইতিহাসে এটি "এপ্রিল থিসিস" নামে খ্যাত। এতে তিনি সমাজতান্ত্রিক বিশ্লবে এগিয়ে যাবার জন্য সংগ্রামের স্কুপন্ট পরিকল্পনা হাজির করেন।

এদিকে বুর্জোয়াদের স্বার্থে অস্থায়ী সরকার যুদ্ধ र्जानस्य स्थरं नागन। मतन मतन रंभना भोजाता इन ফ্রন্টে কামানের খোরাক হিসাবে। শ্রমিক-কুষকের জীবন হয়ে উঠল দূর্বিষহ। ৩রা জ্বলাই শ্রমিক ও সৈনিকরা পেগ্রোগ্রাদের রাস্তায় নামল। তাদের কপ্ঠে গর্জে উঠল--সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা চাই। সশস্ত্র শক্তি নিয়ে তাদের পথ রোধ করে দাঁডাল অস্থায়ী সরকার। জন-**গণের রক্তে রাজপথ ভাসল।** তছনছ করা হল "প্রাভদা" সম্পাদকীয় ভবন। কারাগারে পাঠানো হল বহ**ু** বল-**শেভিককে। অস্থা**য়ী সরকারের নেতা কেরেনাস্ক ঘোষণা করল, লেনিনকে ধরে দিতে পারলে প্রচুর প্রহ্নকার। পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকরা লেনিনকে নিয়ে ল\_কিয়ে রাখল তাদের বাস্ততে। পরে তিনি চলে যান রাজলিফ হুদের তীরে একটা কুড়ে ঘরে, ফিনদেশীয় ঘেস,ড়ে সেজে। কু'ড়ের কিছ্ব দুরে ঝোপের মাঝে ছোট্ট একট্ব জায়গা সাফ করে রাখা হল। লেনিন রসিকতা করে বলতেন, "**আমার সব**ুজ অফিস-ঘর।" সেখানে ছিল দুটো কাঠের গ**্রাড়, চে**য়ার টেবিলের বদলে। এই কাঠের গ**্রাড়র** উপর বসেই লেনিন লেখেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "রাষ্ট্র ও বিশ্লব"।

১৯১৭-র আগস্টে আধা গোপনে পেরোগ্রাদে পার্টির যে ষষ্ঠ কংগ্রেস হয়, লোনন তার পরিচালনা করেন গ্রুতভাবে। কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির মূল রাজনৈতিক রিপোর্ট এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির খতিয়ান পেশ করেন স্তালিন। কংগ্রেস থেকে সশস্ত্র বিশ্লবের পথে প্রতিবিশ্লবী ব্রজোয়া ও জমিদারদের ক্ষমতা চ্র্ণ করার সংগ্রামের আহ্বান দেওয়া হয়। সিম্পান্তে লোননের এই নির্দেশের উপর জোর দেওয়া হয় য়ে, শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রেগরিব ক্ষকের মৈত্রীই হল সমাজতালিক বিশ্লবের বিজয়ের শর্ত। পার্টি কংগ্রেসের পর

কলকারখানায় গ্রামাঞ্চলে গড়ে ওঠে লাল রক্ষীবাহিনী। সেপ্টেম্বরের দিকে ইঞ্জিনের ফারারম্যান সেজে লেনিন िकनन्गार-७ ट्रनिभरकार्म (ट्रनिभिक्क) हत्न यान। বিশ্লবের শত্রদের অভিসন্ধি তিনি আঁচ করেছিলেন। পার্টি ও জনগণকে তিনি সতর্ক করে দেন। জেনারেল কর্নিলভ প্রতিবিশ্লবী বিদ্রোহ করে সৈন্য চালায় পেত্রোগ্রাদের দিকে। কর্নিলভের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব নিল পার্টি। বিধন্ত হল ক্রিলভ। ফিনল্যাও থেকে লেনিন কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পেরোগ্রাদ ও মন্কো কমিটির নিকট পাঠালেন দুটি ঐতিহাসিক চিঠি-"বলশেভিকদের ক্ষমতা দখল করতেই হবে" এবং "মার্কসবাদ ও অভ্যুত্থান।" এরপর লেনিন চলে এলেন ভিবর্গে পেত্রোগ্রাদের কাছাকাছি যাবার জন্য। "বল-শেভিকরা ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে কি?" প্রবন্ধে লেনিন বোঝালেন যে, বুর্জোয়াদের এ প্রচারটা কেবল শ্রমিক শ্রেণীকে ভয় পাইয়ে দেবার মতলবে। এরপর এক পত্রে লেনিন লিখলেন, "অভ্যুত্থানের ব্যাপারে বিলম্ব করা চলে না. এই মুহুতের্ত এগুনো দরকার।" २०१म अरङ्घावत रामारान त्यानन रामात्राचारम जलान। ২৩শে অক্টোবর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে লেনিন রচিত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক প্রস্তাব গৃহীত হল। ২৯শে অভ্যুত্থান পরিচালনার জন্য নির্বাচিত হল স্তালিনের নেতৃত্বে একটি সামরিক বিপ্লবী কেন্দ্র। পার্টিতে হেরে গিয়ে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ বিশ্বাসঘাতকতার পথ নেয়, ফাঁস করে দেয় কেন্দ্রীয় কমিটির গোপন সিম্পান্ত। লেনিন তাঁদের পার্টি থেকে বহিষ্কারের দাবি তোলেন।

৬ই নভেম্বর লেনিন রাত্রে ছম্মবেশে এলেন পেরো-গ্রাদের স্মোলনি ইনস্টিটিউটে অভ্যুত্থান পরিচালনার জন্য। শ্রুর হল সশস্র অভ্যুত্থান। শ্রমিক, সৈন্যদল ও নোবাহিনী একযোগে ঝড়ের মতো আক্রমণ চালাল। ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে পেরোগ্রাদে বিশ্লবী অভ্যুত্থান বিজয়ী হল। রাষ্ট্রক্ষমতা এল সোভিয়েতগুর্লির হাতে।

সন্ধ্যায় স্মোলনিতে বসল দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেস।
লোনন শান্তি ও ভূমি সন্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেন।
তিনি প্রস্তাব আনেন, অবিলন্তে ফ্রন্টে যুন্ধ বিরতির
জন্য সমস্ত যুধ্যমান দেশের জনগণ ও সরকারের কাছে
ঘোষণা পাঠানো হোক। শান্তি ও জ্বাতিতে জাতিতে
বন্ধ্যমান থেকেই এই হল নতুন সমাজতালিক
রাজ্যের বৈদেশিক নীতি। কংগ্রেসে শান্তি ও ভূমি
ডিক্রি গৃহীত হল। ভূমি ডিক্রিতে বিনা ক্ষাতিপ্রেলে
জমিদারি মালিকানা উচ্ছেদ হল। প্রথম সোভিয়েত
রাজ্যের সভাপতি নির্বাচিত হলেন লোনন।

স্মোলনিতে হল নতুন সরকারের কর্মকেন্দ্র। এখান থেকেই পাঠানো হত সব নির্দেশ ও সার্কুলার। দেশের সব প্রান্ত থেকে লোকজন আসত। সবদিকেই ছিল লোননের নেতৃত্ব। কিছুই তার নজর এড়াত না। তিনি

ছিলেন এই বিপলে কর্মকাণ্ডের মধ্যমণি। "জনগণের প্রতি" আবেদনে তিনি তাদের স্বোভিয়েতগর্নালর চার-পাশে দাঁড়াবার, নির্ভায়ে রাষ্ট্রপরিচালনার কাজ হাতে নেবার আহত্রান জানান। রাষ্ট্রের কাজটা নাকি শুধু ধনীদের পক্ষেই সম্ভব, এই মিথ্যা রটনার সমাণিত করতে হবে। উৎপাদন ও বণ্টনের উপর শ্রমিক নিয়ন্তণের লেনিনীয় খসডা প্রস্তাব গ্রীত হয় সোভিয়েত সরকারের প্রথম দিনগুলিতেই। ঘোষিত হয় রাশিয়ার সমস্ত জাতির পরিপূর্ণ সমানাধিকার। স্তালিন ঐ ঘোষণাটি রচনা করেন এবং এতে স্বাক্ষর দেন লেনিন ও স্তালিন উভয়েই। যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য জার্মান প্রতিনিধিদের সংগ্য কথাবার্তা বলতে পাঠানো হয়েছিল ট্রটস্কিকে। ট্রটস্কি পার্টির নির্দেশ অমান্য করে শান্তির আলোচনা ভেঙে দেন। এই সুযোগে জার্মান সৈন্য নতুন করে আক্রমণ শ্বর্ করে। প্রতিরক্ষার কাজে সমস্ত শক্তি ও সংগতি নিয়োগের প্রস্তাব করেন লেনিন।

১৮১৮ সালে ৬ই মার্চ পেত্রোগ্রাদে বসল পার্টির ৭ম কংগ্রেস। সমাজতান্ত্রিক বিশ্লবের পর এই প্রথম পার্টি কংগ্রেস। গৃহীত হয় 'ষ্কুম্ব ও শান্তির সিম্বান্ত'। পার্টির নতুন নামকরণ হয়। ১৯১৮-র মার্চের জিধানী স্থানান্তরিত হল মস্কোতে। লেনিন বাসা নিলেন জেমলিনে।

কিন্তু বিশেবর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাজ্মের শত্রুরা চুপ করে রইল না। কেরেনাস্কি বাহিনীকে চ্র্ণ করা হল। বিদেশী সামাজ্যবাদী শক্তিগ্রুলি যোগ দিল রাশিয়ার ধনী ব্যবসায়ী জমিদারদের সজো। এই 'হোয়াইট'রা তিন দিক থেকে সোভিয়েতকে গ্রাস করার জন্য হাঁ করে এল। বহু ত্যাগ ও কন্টের মধ্যে রাশিয়ার মেহনতী মানুষ যে ক্ষমতা দখল করেছে, তা রক্ষা করতে তারা এগিয়ে এল। ১৯২০ সালের মধ্যে পরাজিত হল 'হোয়াইট'রা লালফৌজের হাতে। খাদ্য পরিস্থিতি হল গ্রুত্ব। কুলাক ও চোরাবাজারীরা শষ্য ল্রুকিয়ে দ্র্তিক্ষ ঘটিয়ে বিশ্লবকে মারতে চাইল। লেনিন ধর্না তুললেন, শষ্যের সংগ্রামই সমাজতদেরর সংগ্রাম। প্রামক্দরে তিনি বললেন, 'ক্মরেডস, মনে রাখবেন, পরিস্থিতি সংকটজনক। বিশ্লবকে বাঁচাতে পারেন কেবল আপনারাই, আর কেউ নয়।'

প্রথম থেকেই সাম্বাজ্যবাদী শক্তিগ্রাল লেনিন ও সোভিয়েত বিশ্লবের বিরুদ্ধে তীর বিশ্বেষ ছড়াতে লাগল। লেনিন হল তাদের ভাষায় দানব দস্য়। তারা গ্রুক রটিয়ে চলল, লেনিনকে হত্যা করা হয়েছে। আর তাকে হত্যার চেন্টাও চলল। ১৮১৮, ৩০শে আগস্ট। একটা কারখানার শ্রমিকদের সপো কথা বলতে বলতে আন্তে আস্তে হেণ্টে চলেছেন লেনিন। হঠাৎ সোশ্যা-লিস্ট রেভোলিউশনারি সদস্যা কাপলান রিভলবার খ্লে শ্রমিকদের প্রিয়ত্ম নেতার উপার গ্রাল চালাল। গ্রুত্র আহত হলেন তিনি। উল্লাস্ত হল শাহুর দল। किन्छू र्लानन रवस्क छेर्रेलन। जाँत रव अथने अस्नक काल वाकी त्रसाह ।

১৮১৮-১৯। মার্কিন যুক্তরাদ্ধী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জাপানের সাম্বাজ্ঞাবাদীরা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে সরা-সরি আক্রমণে নামল। দশ লক্ষাধিক শানুসৈন্য চারদিক থেকে বেণ্টন করল নতুন সোভিয়েত রাদ্ধকৈ। গড়ে উঠল লেনিনের নেতৃদ্বে শ্রমিক-কৃষক প্রতিরক্ষা পরিষদ। দত্যালন ও জার্জিনাস্কিকে পাঠালেন লেনিন প্রাচ্ফ্রেন্টে শানুদের মোকাবিলা করার জন্য।

প্রকাশিত হল লোননের "প্রলেতারিয়ান বিশ্লব ও দলত্যাগী কাউটাস্ক" বইথানা। এই শক্তিশালী রচনায় তিনি শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি স্ক্রিধাবাদের প্রবন্ধ। কাউটাস্কর বিশ্বাসঘাতকতার মুখোশ খুলে ধরেন।

১৯১৯ মার্চ । লেনিনের পরিচালনায় অন্থিত হয় কমিউনিস্ট আশতর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস। এতে তিনি "ব্র্জোয়া গণতলা ও প্রলেতারিয়ান একনায়কত্ব বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করেন। এরপরই বসে পার্টির অণ্টম কংগ্রেস, প্যারি কমিউন দিবসে ১৮ই মার্চ। কমিউনিস্টরা সেদিন যে স্বান্ধ দেখেছিল, তা বাস্তবে র্পায়িত করেছে রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত। এ কংগ্রেসের কর্মস্টীতে পর্টায়বাদ থেকে সমাজতলা উত্তরণের গোটা পর্বটার জনা কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়।

১৯২০ সালের মার্চে নবম কংগ্রেসে লেনিন অর্থ -নৈতিক নির্মাণের পরিকল্পনা হাজির করলেন পার্টির সামনে। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের তিনি ছিলেন অনুপ্রাণক ও সংগঠক।

জনুলাই-আগস্টে পেন্তোগ্রাদে কমিউনিস্ট আল্ড-জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস পরিচালনা করেন লেনিন। ১৯২১-এ পার্টির দশম কংগ্রেসেরও পরিচালক ছিলেন তিনি। সেখানে তিনি ট্রটিস্ক, ব্খারিন প্রভৃতি উপদল-নেতাদের ক্লিয়াকলাপ ও পার্টি-বিরোধী গ্রুপের অস্তিত্ব নিষিম্ধ করার প্রস্তাব আনেন। শর্মির ফলে পার্টি স্কাংহত হয়, দৃঢ় হয় তার ঐক্য।

কাজে একেবারে ডুবে ছিলেন লেনিন। তাঁর একমাত বিশ্রাম ছিল ক্রেমলিনের ময়দানে একট্ব পায়চারি অথবা বিশেষ ছর্নটর দিনে ক্রুপস্কায়া ও মারিয়া ইলিনিচনার সংগ্যে মস্কোর উপকণ্ঠের পাহাড়ে একট্ব বেড়ানো। কাজের চাপে ও গর্নলির জখমের ফলে (একটা গর্নল তখনও বের করা যায় নি) লেনিনের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। নিজের শরীরের দিকে তাঁর লক্ষ্যই ছিল না. কিন্তু অন্য কারও শরীর একট্ব খারাপ হলেই বড় বাসত হয়ে উঠতেন তিনি। গোর্কির অস্বথের জনা লেনিন তাঁকে তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্যকর স্থানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন।

১৯২২ সালের মার্চে পার্টির একাদশ কংগ্রেসে লোনন ভাষণ দেন। রিপোর্টে তিনি নয়া অর্থনৈতিক নীজির প্রথম বছরের খতিয়ান করেন এবং সানন্দে জানান বে, সমসত ক্ষেত্রেই অগ্রগতি শ্রের হয়েছে, শ্রমক-কৃষক ঐক্য। পার্টি কংগ্রেসে এই লেনিনের শেষ বস্তুতা।

১৯২২ সালের গ্রীন্মে অস্কুথ হয়ে পড়ে লোনন মক্ষের উপকপ্তে গোর্কিতে চলে যান। চাষারা ঝ্রিড় বোঝাই ফলম্ল এনে দিত। তিনি রেগে উঠতেন, বারণ করতেন, কিল্ডু ফিরিয়ে দিতে পারতেন না পাছে তারা মর্মাহত হয়। সব খাবার তিনি র্কন কমরেডদের মধ্যে বিলি করে দিতেন।

অক্টোবরে মঙ্কো ফিরে এসে আবার কাজে লাগলেন।
সভাপতিত্ব করলেন জনকমিশার পরিষদের, অংশ নিলেন
কেন্দ্রীয় কমিটির কাজে, বক্কুতা দিলেন। ১৩ই নভেন্বর
তিনি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ৪র্থ কংগ্রেসে
রিপোর্ট দেন, "রুশ বিশ্লবের পাঁচ বছর ও বিশ্ববিশ্লবের পরিপ্রেক্ষিত।" ২০শে নভেন্বর মঙ্কো
সোভিয়েত অধিবেশনে লোনিন তাঁর শেষ প্রকাশ্য বক্কুতা
দেন। সোভিয়েত সাধারণত-ব্রগর্লাকে একটি একক ইউনিয়ন রাজ্যে মিলিত করার কর্তব্য তিনি হাজির করেন।
এ প্রন্থের সিম্বান্তের জন্য স্তালিনের সভাপতিত্বে
একটি কমিশন গঠিত হয়।

১৯২২-এর ডিসেম্বরে লেনিন ফের গা্রা্তর অস্থে হয়ে পড়েন। আবার একটা সেরে উঠলেন জান্যারি-ফের্য়ারির দিকে। এ সময় তিনি গ্রাতিলিখন দিয়ে যান তাঁর শেষ প্রবন্ধগা্লির—কংগ্রেসের নিকট পত্র', 'দিনলিপির পাতাগা্লি', 'সমবায় প্রসংগ'. 'আমাদের বিশ্লব', 'কি ভাবে প্রামিক-কৃষক পরিদর্শন প্রগঠিত করা উচিত', 'বরং অলপ কিন্তু ভাল করে'। "বরং অলপ কিন্তু ভাল করে" এই প্রবন্ধে লেনিন ভবিষ্যান্বাণী করেন—রাশিয়া ভারত্বষ ও চীন মা্ডিসংগ্রামের দিকে দ্বুত এগিয়ে আসছে বলে সমাজতলের জয় আজ প্রথিবীতে অবশ্যাভাবী।

**লেনিন নির্দেশ দিলেন**, সমাজতন্ত্র গঠনের জন। আবশ্যক ভারী শিল্পের বিকাশ, টেকনিকাল পশ্চাদ-পদতার অবসান, সারা দেশের শিলপায়ন ও বৈদ্যুতি-করণ। তিনি বললেন, জনশিক্ষার জন্য অর্থব্যয়ে যেন কো<mark>ন কুণ্ঠা না করা হয়। তিনি শেখালেন, প্র</mark>পেভারিয়ান রা**ত্রই হল সমাজতন্ত্র নির্মাণের ম**ূল হাতিয়ার। পাটি ক্ষীদের কাছ থেকে কঠোর শ্রুখলা দাবি করার সঙ্গে সংগে লেনিন নিজেই সে শুঙ্খলার দুণ্টোল্ড রেখে যান। বি**ণ্লব ও সমাজতন্ত্রের শ্**রুদের সম্পর্কে যেমন তিনি **ছিলেন কঠোর ক্ষমাহী**ন, তেমনি ছিলেন বিনয়ী অনাড়ম্বর সংবেদনশীল। শত্রা তার বলিষ্ঠ ও শাণিত য**়িন্তর সামনে দাঁ**ড়াতে সাহস পেত না। লেনিনের য**়ি**ন্ত **ছিল এত স্পন্ট ও জো**রালো যে তা শ্রোভাদের মনকে প্রথমে আলোড়িত, ক্রমে উন্দীপিত ও শেষপর্যনত, চলতি ভা**ষায় বলা চলে একেবা**রে দখল করে বসত। নীতির প্রতি নিষ্ঠা ছিল তাঁর আবচল। "নীতিনিষ্ঠ কার্য-পার্ধতিই নির্ভাল কার্যপিদ্ধতি" বলতেন লেনিন। আর

সনগণের স্কানশীল শান্ততে তাঁর ছিল তাগাধ বিশ্বাস।
সবচেরে আশ্চর্য ছিল তাঁর বিশ্ববস্থাতিতা। সত্যদুন্টার মতো বিভিন্ন শ্রেণীর গতিপ্রকৃতি ও বিশ্ববের
সন্ভাব্য গতিপথের বাঁকগ্রেলা পরিক্রার তিনি দেখতে
পেতেন, যেন সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর হাতের মুঠোর
রয়েছে। লেনিন চরিয়ের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্তালিন
দুটো ঘটনার উল্লেখ করেছেনঃ

"প্রথম ঘটনাটা নভেন্বর বিস্লবের ঠিক আগে, যখন লাখ লাখ শ্রমিক, কুষক ও সৈন্য যুক্তকেত্রে ও দেশের মধ্যে সংকটের তাডনায় শান্তি ও মুক্তির দাবি তুলছে; যখন সেনাপতিরা ও বুর্জোয়ারা শেষ পর্যত লড়াই চালাবার মতলবে সামরিক শাসন কায়েম করার চেণ্টা করছে; যখন সমস্ত তথাক্থিত 'সোশ্যালিস্ট' পার্টি-গুলো বলগেভিকদের বিরোধী এবং তাদের জার্মান-গ্রুতচর বলে বদনাম রটাচ্ছে, যখন কেরেনিস্ক বল-শেভিকদের আত্মগোপনে বাধ্য করার চেন্টা করছে; বখন একদিকে অস্ট্রিয়া-জার্মানীর শান্তশালী সৈন্যদল আমাদের ক্লান্ত ধরংসোল্ম্খ রুশকাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, আর অন্যাদকে পশ্চিম ইওরোপের সোশ্যা-লিস্টরা' নিজ নিজ দেশের সরকারের সঙ্গে ভিডে গেছে অবস্থায় বিদ্রোহ শ্রুর করার অর্থ সর্বস্ব পণ করা। কিন্তু লেনিন সে ঝ'ুকি নিতে মোটেই ভীত হন নি. কারণ, তিনি জানতেন, বিশ্লব অবশ্যম্ভাবী এবং বিজয়ও স্ক্রিশ্চিত। লেনিনের এই বৈশ্লবিক দূরদ্যিট পরবর্তী ঘটনায় সম্পূর্ণ সত্য প্রমাণিত হয়েছে।"

"দ্বিতীয় ঘটনা—নভেদ্বর বিশ্ববের প্রথম দিন-গৃহ্বির কথা—যখন গণপ্রতিনিধি পরিষদ বিদ্রোহী সেনাপতি জেনারেল দৃংখোনিনকে যুদ্ধ-বন্ধ ও জার্মানীর সংগ্যে আপস আলোচনা শুরু করতে বাধ্য করার চেন্টা করছেন। মনে পড়ে, লেনিন, ক্লাইলেণ্ডেকা ও আমি পেগ্রোগ্রাদের সর্বোচ্চ সমর-পরিষদে গেলাম দৃংখানিনের সংগ্যে টেলিফোনে কথা বলতে। দৃংখানিন ও সমর-পরিষদ সটান বলে দিল, তারা গণ-প্রতিনিধি পরিষদের হৃত্বুম মানবে না। সে একটা মারাত্মক মৃহ্ত্ । সামরিক কর্মচারী সমর-পরিষদের বশবতী। সৈন্দের

কথাও কৈছু বলা যার না। তার উপর কেরেনস্কি পেটো-গ্রাদের দিকে অভিযান চালাছে। টেলিফোনের কাছে কিছুক্তপ চুপা করে থাকার পর কেনিনের মুখখানা হঠাং উল্লুৱল হয়ে উঠল। বোঝা গেল, একটা সিম্পাল্ডে তিনি পেণছেছেন। বললেন, বেতার স্টেশনে চল। আমরা দুখোনিনকে বরখাস্ত করে, তার জারগার কমরেড ক্লাইলেঞ্কোকে সেনাপতি নিয়ত্ত করে এক বিশেষ আদেশ জারি করব এবং অফিসারদের ডিঙিয়ে সৈন্যদের কাছে আবেদন জানাব, তারা ষেন সেনাপতিগুলোকে रचता छ करत रकरन, यून्ध वन्ध करत रमत्र अवश कार्यान-অস্থ্রীয় সৈন্যদের সংখ্য যোগাযোগ স্থাপন করে শান্তি প্রতিষ্ঠার ভার নিজেদের হাতে তুলে নেয়—এ ছিল অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া। কিন্তু লেনিন ঘাবড়ালেন না, কারণ তিনি জানতেন, সৈন্যরা শান্তি চায় এবং শান্তি তারা প্রতিষ্ঠা করবেই। আমরা জানি, এ ক্ষেত্রেও লেনিনের দরেদ্ভি আশ্চর্যরকমভাবে সঠিক প্রমাণিত इस।"

১৯২৩ সালের মে মাসে লেনিন আবার গার্কতে চলে আসেন। প্রামের মৃত্ত হাওয়া তাঁকে একট্ব সজীব করে তোলে। ছোটবেলার খেলার সাথী ভেরা এল তার ছেলেকে নিয়ে তাঁকে দেখতে। শ্রমিক প্রতিনিধিরা এল। হাসিম্থে সবার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন লেনিন। কিল্কু এই ভাল হওয়া বেশি দিন টিকল না।

১৯২৪ সালের ২১শে জানুরারি সম্ব্যা ৬টা ৫০ মিনিটে লেনিন—ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ মারা গেলেন। এক মহাজীবনের অবসান হল।

কিল্ডু মৃত্যু নেই লেনিনের। প্রথিবীর যে কোন প্রাক্তে মেহনতী মান্য যেখানে শোষণের অবসান ঘটিয়ে নবজীবনের পথে, সমাজতল্যের পথে পা বাড়িয়েছেন, ষেখানে মৃত্তিকামী মান্য কলে কারখানায়, ক্ষেতে খামারে, শহরের রাজপথে সাম্বাজ্যবাদী শহরের মুখোম্থি আজও লড়ছেন, তাঁদেরই মধ্যে বেচে রয়েছেন লেনিন, লেনিন তাঁদের পথ প্রদর্শক, মহানায়ক। দীর্ঘজীবী হোন ক্মরেড লেনিন।

[গণশন্তি লেনিন জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৯৭০ থেকে পুনুমান্তিত]

# [ গণতন্তকে রক্ষা করতে হবেঃ ১১ প্রতার শেষাংশ ]

ও কমিউনিস্ট শাসকগোষ্ঠীর, সাম্প্রতিক কার্যকলাপ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমেত অন্যান্য সাম্লাজ্যবাদীদের আক্রমণমন্থী হতে সাহাষ্য করছে। সমাজতান্দ্রিক শিবির যাতে ঐক্যবন্ধ হয়ে সাম্লাজ্যবাদ এবং বিশেষভাবে মার্কিন সাম্লাজ্যবাদের প্রতিটি আক্রমণ, প্রতিটি হস্ত- ক্ষেপ, প্রতিটি বড়বন্দের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে তারজন্য ভারতের ব্বসমাজকে জনমত স্থি করতে হবে ভারতের ব্ব শান্তকে এইভাবেই আগামী দিনে সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সকল দল-মতের ব্বশন্তিকে ঐক্যক্ষ করতে হবে।' ইনক্লাব—জিল্পাবাদ

# ভারতীয় গণনাট্য সজ্ব, গোহাটী শাখার অভিনন্দন পত্র

ব•ধ্যুগণ,

পশ্চিমবঙ্গা রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবে আমাদেরকে
নিমন্ত্রণ করে এনে যে স্নেহ আর সম্মান দিয়েছে, তার
জন্য আমরা এই উৎসবের কর্মকর্তাদেরকে কৃতজ্ঞতা
জানাচ্ছি আর সাথে সাথে এই সম্মেলনের প্রতি শ্ভেচ্ছা
আর বৈশ্লবিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আসামের বর্তমানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সমগ্র ভারতবর্ষের দ্ভিট আকর্ষণ করেছে। গত ছ'মাস ধরে বিদেশী বহিষ্করণ আন্দোলনের ফলে এক তীর আলোড়নের স্ভিট হয়েছে আর এই আলোড়নে আসামের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনকে বেশ ভালোভাবেই নাড়া দিয়েছে।

বর্তমানের এই আন্দোলনের ম্লে যে অসমীয়া মান্যের ভর আর ভাবাবেগ কাজ করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিদেশীর প্রাবল্যে অসমীয়ারা নিজের ঘরেই সংখ্যালঘ্ হওয়ার আশু কা করেছে। তাছাড়া এই অবস্থায় আর্থিক বিকাশ, উদ্যোগীকরণ, কর্ম সংস্থান আর কৃষি সংস্কারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় তথা রাজ্যিক সরকারের দ্কপাতহীন মনোভাবের ফলে যে অন্ত-হীন নির্মাম শোষণ আর বঞ্চনা চলছে তাও আসাম-বাসীদের মনে প্রচন্ড ক্ষোভ জাগিরে তুলেছে।

আসামবাসীর এই ন্যায়সপাত ভয় আর ক্ষোভকে সাম্প্রদায়িক, সাম্লাজ্যবাদী আর ঐক্যবিরোধী শক্তি-গ্লো ব্যবহার করে আসামে হিংসা আর সংঘর্ষের এक দাবানল স্থি করেছে। বিদেশী সনাম্ভকরণ আর বহিত্করণের মত একটা জটিল সমস্যা সমাধানের জনা শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনা আর ন্যায়িক বিধি ব্যক্তথার বাইরে অন্য পথ নেই। এবং এই শান্তি-পূর্ণ, গণতান্দ্রিক পন্ধতি আর সহযোগিতাকে উপেক্ষা করার ফলে বিদেশী বিতাডনের পরিবর্তে আসামের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী আর ধর্মাবলদ্বী জনসাধারণের <sup>মনে</sup> শত শত বছর ধরে চলে থাকা ঐক্য আর সম্প্রীতির উপরে এক প্রচণ্ড আঘাত আসলো: ভাষিক আর ধমীয়ে উভয় সম্প্রদায়েরই রক্ত ঝরলো; হাজার হাজার পরিকার সর্বস্বান্ত হলো। আর সংখ্যালঘ্রদের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মরণপণ সংগ্রামকারী গণতান্তিক সংগঠন, দল সাংস্কৃতিক অন্তান, শিক্সী, ব্নিশঙ্গীবীরাও এই অমান্বিক আক্রমণের শিকার হলেন। দ্রাত্বাতী আর সন্দাসবাদী শক্তিগ্নলি বর্তমানের আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক ঐক্য আর ভারতের রাষ্ট্রীয় অশ্বন্ডতার বিরুদ্ধে পরিচালিত করার জন্য অবিরাম প্রচেণ্টা চালাচ্ছে। সামাজাবাদী শক্তিরও দীর্ঘদিন থেকে তেমন প্রচেণ্টা চালিয়ে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

আবার এই আন্দোলনকে ম্লধন করে এক শ্রেণীর বাবসায়ীরা আসামের সর্বস্তরের মান্ষের জীবনযাত্তা আচল করে তোলার চেন্টা চালাচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্ব্যাদির ম্ল্য বৃদ্ধি ঘটেছে। গরীব কৃষক শ্রমিকের অবস্থা জঘন্যতম হয়েছে। বাজার নেই, কৃষিজাত দ্রের ম্ল্য নেই, হাজিরা নেই। শ্রমিকের মজ্রী আর অন্যান্য দাবী-দাওয়ার আন্দোলনও একেবারে বন্ধ। শিক্ষাজগতেও সেই একই অচলাবস্থা। শিক্ষাজীবনের একটা অম্ল্য বছরও নন্ট হওয়ার আশ্রুকা দেখা যাছেছ।

ভাষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিপদ নেমে আসছে। বিভিন্ন ভাষা ধর্মের মান্মকে নিয়ে গড়ে ওঠা বৃহৎ অসমীয়া জাতির ভাষা সংস্কৃতির বিকংশের পথে বাধা পড়েছে। মুসলমান কৃষিজীবী আর চা মজদুর, যারা অনসমীয়া হয়েও অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি গ্রহণ করে অসমীয়া জনসমাজের সাথে মিশে গিয়েছেন, তাদের মধ্যেও সন্দেহ আর ভীতি জন্ম নিয়েছে। এককথার অসমীয়া জাতি আর ভাষা সংস্কৃতির গণতান্ত্রিক সংগ্রামী আর ঐক্যবদ্ধ পরম্পরার ওপরে প্রতিক্রিরাশীলরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গোহাটী শাখা আসামের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী আর জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক মিলন আর ঐক্যের পতাকাকেই উধের্ব তুলে ধরার চেণ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি আসামের বিশ্লবী সংস্কৃতির অগ্রদত্ত আর এই সঙ্ঘের কমী জ্যোতি-প্রসাদ, বিষ্কুরাভা আর মঘাই ওজা প্রভৃতির গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে রক্ষা আর প্রবাহিত করতে. বিভিন্ন ভাষা-ভাষী আর জনগোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক সং**স্কৃতির বিকাশ** আর ঐক্যকে স্থানিশ্চিত প্রবাহিত করে আসামে মিলিত সংস্কৃতির ভিত্তি গড়ে তুলতে। সেই উদ্দেশ্যে এই সংখ্যের জন্মলণন থেকেই আমাদের পূর্বসূরীরা নিজের সীমিত শক্তি নি**রে সংগ্রাম করে আসছেন।** আমরাও ব্যাতিক্রম নই। আর তাই বিদেশী সনাস্তকরণ আর বহিন্করণের ক্ষেত্রে আমরা এক শান্তিপূর্ণ, ন্যায়িক আর গণতান্তিক বিধি ব্যবস্থার দাবী করি আর বর্তমানের উত্তেজনা আর দ্রাত্যাতী হিংসার অন্ত ফেলানোর জন্য জনগণের

[শেষাংশ ৮ প্তঠার ]

# রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবে জনগণের অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতা অশোক ভট্টাচার্য্য

অভতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব গত ২৩শে থেকে ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যনত শিলিগর্ড় শহরে অন্থিত इर्य राजा। नाना पिक पिरा धवारतत यूव-ছात छेरमव একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে থাকবে। প্রথম কারণটি হ'ল-এবারই ক'লকাতার গণ্ডী পেরিয়ে উত্তরবঙেগর িশিলিগ**্রাড় শহর এই উৎসব**িটর আয়েজেক। দিবতীয় বিভিন্ন অংশের হ'ল-পশ্চিমবজ্গের সংস্কৃতির প্রতিফলন এই উৎসবের মধ্য দিয়ে ঘটেছে। ততীয়টি—ক্যাপক জনগণের অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতা। উপরের প্রথম দ্ব'ট কারণ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ব্যাপক জনগণের অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতা নিঃসন্দেহে এবারের যুব-ছার উৎসবের একটি রাজনৈতিক তাৎপর্যবাহী ঘটনা। কো**ল**কাতার বাইরে যুব-ছাত্র উৎসব কতথানি সফল হ'তে পারে এনিয়ে যেমন সরকারী পর্যায়ে এবং অভিজ্ঞ মহলে আশংকা ছিল, তেমনি শিলিগ্রাড়র একজন যুবকমী হিসেবেও নিজেদের উপর পূর্ণ আস্থা কখনই রাখতে পারি নি। কারণ কোলকাতার বাইরে উত্তরবঙ্গের যাঁরা এই যুব-ছাত্র উৎসব প্রস্তৃতি কমিটির কর্মকর্তা বা কমী ছিলেন তাঁদের অনেকেরই যুব-ছাত্র উৎসব সম্পর্কে ইতিপূর্বে কোনও পরিষ্কার ধারণা ছিল না। যে যুব-ছাত্র উৎসব এ' বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হ'ল তা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে। সেই ভাবেই প্রস্তৃতিও শ্বর হয়েছিল, কিন্তু লোকসভার মধ্যবতী নির্বাচন ইতিমধ্যে এসে পড়ায় উৎসবের দিন্টিকে পিছিয়ে দিতে হয়। স্বাভাবিক ভাবে যুব-উৎসব প্রস্তৃতির সাথে যুক্ত কমীদের জড়িয়ে পড়তে হয় বৃহত্তর রাজ-নৈতিক কর্মকান্ডে। <del>স্কুল-কলেজগ,লোও এই সম</del>য় হয় বন্ধ ছিল নতুবা স্বাভাবিক ক্লাস ব্যাহত ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার প্রাথমিক কাজ-গ্ৰলোকে চাল্ব রাখতে হয়। স্কুল কলেজ বন্ধ থাকা। সত্ত্বেও বহু, ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিযোগিতাগু,লোতে নাম -লেখায়। লোকসভার নির্বাচনের পর যুব-ছাত্র কমীরা এই উৎসবের কাজে দায়িত্ব সহকারে এগিয়ে আসতে থাকে। কেন্দ্রীয় অফিন্সে স্থান সংকুলানের অভাৰ ঘটে ছাত্র-ছাত্রী কমীরা বিভিন্ন স্কুলে স্কুলে গিয়ে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগ্রলোতে অংশ গ্রহণ করবার আবেদন জানায়। **৫ই ফেরুব্রারী** থেকে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্যায়ের অনুষ্ঠান শ্বর হয় উত্তরব**েগ**র তিনটি কেন্দ্র। শিলিগ্রাড

কেন্দ্রের অনুষ্ঠানগুলো প্রথম দিন থেকেই এমনভাবে শ্বরু হয় যা আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের পক্ষে সামলানো কঠিন হয়ে পডে। ছাত্র-ছাত্রীদের ভীড়ই ছিলো ব্যাপক। আনন্দের কথা এই অনুষ্ঠানগুলো পরিচালনায় যত ম্বেচ্ছাসেবক ছিল তার সবটাই ছাত্র-ছাত্রী কমী। সংগীত, আবৃত্তি প্রতিযোগিতাগুলোতে শুধু মাত্র প্রতিযোগীদেরই ভীড় হ'ত না, তাদের অভিভাবক-ভীড হ'ত প্রচুর। বিচারক অভিভাবিকাদেরও হিসাবে শিলিগর্ড়ি ও উত্তরবংগের যাদের কাছেই আবেদন করা হয়েছিলো তারাই সাড়া দিয়েছিলেন অক্-ঠচিত্তে। এমন অনেক বিচারককে দেখা গেছে যেদিন তাঁদের বিভাগের প্রতিযোগীতা ছিল না তাঁর। তাঁদের ব্যক্তিগত কাজকে উপেক্ষা করেও দীর্ঘ সময় ধরে অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত ছিলেন। কি বিচারক. কি অভিভাবক কি প্রতিযোগী সকলের মুখেই ছিল একটি কথা উত্তরবংশের মানুষ এই ধরনের সুযোগ কোনও দিন পায় নি। চ্ডাম্ত পর্যায়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও ছিল দারুণভাবে সফল প্রতিযোগীদের গ্রুনাগ্রুণ বিচারও ছিলো উন্নত। পশ্চিমবঙ্গের অনেক খ্যাতনামা শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ সুদূরে কোলকাতা থেকে এগিয়ে এসেছিলেন শিলিগর্বাড় শহরে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের অনুষ্ঠানে বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে। অন্যান্য প্রতিযোগীদের সংখ্যার দিক দিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান ছিলো আরও

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রতিটি দিনই তিলক ময়দানে ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী, সাধারণ মানুষের প্রচুর **সমাগম ঘটেছিলো। ভলিবল, খো-খো**, হা-ডুডু, কাৰ্বাডি প্রতিযোগিতাগুলো দেখতে প্রচুর সংখ্যক মানুষের ভীড় হয়েছিলো। প্রতিটি মুহূর্ত ছিল উত্তেজনায় ভরা। শিলিগর্নড তথা উত্তরবঙ্গের অন্যান্য শহর থেকেও বিচারকরা এই প্রতিযোগিতা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। শিলিগ,ডির অনেক ক্রীড়া অন্-রাগী মানুষের মুখেই শোনা যায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এই শহরে ইতিপূর্বে কখনও এত ব্যাপকভাবে সফল হর নি। প্রতিযোগিতার বিষয়গ**্রলো**র মধ্যেও ছিল নতুনত্ব। সেদিক দিয়েও এই অনুষ্ঠান মানুষকে আরও কেশী আকর্ষিত করে। এবারের রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবের আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ঠ্য হ'ল প্রতিযোগিতায় নেপালী ও আদিবাসী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আরোজন। দাজিলিং শহরে ১লা, ২রা, ৩রা ফেব্র-য়ার্নী নেপালী সাংস্কৃতিক প্রতিবোগিতা অনুষ্ঠানে<sup>র</sup>

মধ্য দিয়ে শহরটি র্প নির্বেছলো ছোটো খাটো উৎসবের। প্রতিবোগীদের সংখ্যা ও মান ছিল অভিনন্দন যোগ্য। নেপালী-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে হয় বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন নতুবা অন্য যেকোনো ভাবে আর্শ্তারকতার সংগ্য এগিয়ে এসেছিলেন অনুষ্ঠানকে সফল করতে। দাজিলিং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের একটি বড় অংশ পালন করেছে স্বেছ্লাসেবকের দায়িত্ব। চা-বাগান ও গ্রামাণ্ডলের আদিবাসীদের সমবেত নৃত্য ও সংগীত প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের স্কৃতি হয়। যে নৃত্য ও সংগীত এই সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্বধ্মাত্র ভাদের স্মাজিক ও ধমীয় অনুষ্ঠানগুলোতেই সীমাবন্ধ ছিল

সেই নৃত্য ও সংগীতের যে একটি প্রতিযোগিতা হ'তে পারে ইতিপ্রের্ব তার প্রতিফলন কোথাও ঘটেছে কিনা জানা নেই। তরাই এলাকার প্রায় ১৬টি দল গত ১৩ই ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী শিলিগর্ড বাঘাষতীন পার্ক ময়দানে য্ব-ছাত্র উৎসব উপলক্ষ্যে আদিবাসী নৃত্য ও সংগীত প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। শহরের মান্যুকে এই অনুষ্ঠানের কথা না জানানো সম্পেও দ্বটো দিনই প্রায় ৩ হাজার করে লোকের সমাগম ঘটেছিলো, মান্যুষ্য তাদের নৃত্য ও সংগতকে মহ্বু-মর্হু অভিনন্দন জানিয়েছে করতালির মধ্য দিয়ে। আদিবাসী ভাই বোনেরা পেয়েছে প্রণভরা ভালবাসা ও প্রেরণা। এবারের যুব-ছাত্র উৎসবের বিশেষ বৈশিষ্ঠাটি কি হ'তে পারে এই অনুষ্ঠানটির মধ্য দিয়েই মান্যুষ্য



প্রদর্শনী দেখছেন ম্খামন্ত্রী জ্যোতি বস্

তা বোধগম্য হয়েছিল। ২৩শে থেকে ২৯শে ফেব্র-মারীর দিনগুলো যতই এগিয়ে আসতে লাগলো ডতই মানুষের মধ্যে উৎসাহ বাড়তে লাগল। শারদ উৎসবের দিনগালোর আগমনকে কেন্দ্রকরে স্কুলের ছেলে-মেয়ে-দের মধ্যে যেমন পড়ে যায় আনন্দের প্রতিধর্নন তেমনি ভাবেই আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছিল যুব-ছাত্র উৎসবকে কেন্দ্র করে। ছাত্র টিকিট পেতে হাজার-হাজার স্কল-কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের বিশাল লাইন দেখে প্রস্তৃতি কমিটি হতভাব হয়ে যায়। সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী-দেরই টিকিট দেওয়া সম্ভব হয় নি। ছাত্র টিকিটকে किन्द्र करत न्वार्थारन्वरी भर्तनत विभाष्थना माण्डित কিছু, স্ক্রে চক্রান্ত থাকলেও সাধারণভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা যে যুব-ছাত্র উৎসবকে তাদের নিজেদেরই উৎসব বলে ধরে নিয়ে ছাত্র টিকিটের দাবী জানিয়েছিল, তা বলাই বাহ্বলা। এদের একটি অংশকে যতই উর্ত্তোজত করবার চেন্টা থাকনা কেন. যখনই উৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ বসঃ সেই সমস্ত উত্তেজিত ছাত্রদের সাধারণ টিকিট নিতে আবেদন জানান, তখনই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে সাধারণ টিকিটই সংগ্রহ করে। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কতখানি সহযোগিতার মনোভাব ছিল তা এই ঘটনার মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত হয়। মূল উৎসবের ৭ দিনে প্রতিদিন যে ৪০ হাজার লোকের সমাগম ঘটে-ছিল তা শুধু শিলিগর্ড়ি শহরেরই নয়, তার মধ্যে একটি ভাল অংশ ছিল গ্রামাণ্ডল ও চাবাগানের। মান্ত্ৰ এসেছিলো প্ৰতিদিনই জলপাইগ্ৰড়ি, ময়নাগ্ৰড়ি, মালবাজার, ইসলামপরে থেকেও। সাধারণভাবে শিলি-গর্বাড় শহরের মান্ত্র দ্বর্গেশিংসবকে কেন্দ্র করেই বাঁধ-ভাষ্গা জনস্লোত দেখে অভ্যস্ত। কিন্তু এই যুব-ছাত্র উৎসবের এই জনস্রোত মান্যকে দিয়ে গেছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। হিশকার্ট রেড়ে সেভক রোড সহ সমস্ত বড় বড় রাস্তাগ্বলো ধরে মানুষ চলেছে হয় ভানুভন্ত মণ্ডে নয়তো গ্রন্দাস বা ঋত্তিক নতুবা সমীরণ মণ্ড বা তিলক ময়দানের প্রদর্শনীতে। বৃন্ধ-বৃন্ধা, মহিলা-পারাষ-শিশা নিবিশেষে চলেছে যাব উৎসবের প্রাজ্যণে প্রাণে প্রাণ মেলাতে। রাত ১টা বা সারারাত্রি ব্যাপী মান্য উপভোগ করেছে অনুষ্ঠানগন্তা, এই মণ্ড থেকে ওই মণ্ডে ছুটে গেছে। মেয়েরা ঘুরেছে একা একাই, নিভ'য়ে। সমস্ত পরিবেশটাই গড়ে উঠেছিল এত স্কুন্দরভাবে যে সমাজবিরোধীদের বিশৃত্থলা স্ভির চেষ্টা করতেও সমীহ করতে হয়েছিল। উৎসবের অশ্যণে যে ধরণের অবস্থায় কিছ্ব মানুষকে দেখা যায় তারা নিজেদেরকে দুরে সরিয়ে রেখেছিল এই পবিত্র প্রা•গণ থেকে। এই হাজার-হাজার মান্বের ভীড়েও একটিও ছিনতাই বা অশালীন কোন ঘটনা ঘটে নি। অনেক মেয়েরা অভিভাবক ব্যাতিরেকই উপভোগ করেছে সারারাত্রি কাপী অনুষ্ঠানগুলো। প্রতিটি দিনে সেই সেই অংশের মান্বের ভীড়ই ছিল বেশী। শিশ্ব ও महिना पिर्दान और पार्ट जारागत जीए हिन ऐस्त्रथ-যোগ্য। প্রায় ৫ হাজার শিশ্বর স্ফুল্জিত স্শৃত্থল ও মুখরিত মিছিল শিশ্বদিবসের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে থাকবে। হাজার-হাজার মান্য এই মিছিল **উপভোগ করে রা**স্তার দু'দিকে দাঁড়িয়ে থেকে। মহিলা মিছিলটিও ছিল আকর্ষণীয়। অনুষ্ঠানগুলো পরি-চালনা করা ৫-শত স্বেচ্ছাসেবকের পক্ষে সম্ভব হ ত না যদি না হাজার-হাজার সাধারণ দর্শক আন্তরিক-ভাবে সহযোগিতা করতেন। কোথাও কোনো বিশৃত্থল। স্মির সামান্য প্রচেষ্টা হলেই দশকিরা নিজেরাই সেখানে শৃত্থলা ফিরিয়ে এনেছিল। দর্শকদের পক্ষ থেকে কোন শিল্পীর ক্ষেত্রেও ন্যানতম বাধা পর্যত আসে নি। আসাম, ত্রিপ্রো, কেরালা রাজ্যের এবং বিভিন্ন লোক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো সাধারণ <mark>মান্য দার্ণভাবে অভিনন্দন জানিয়েছে। আসা</mark>মের শিল্পীদের অনুষ্ঠান মানুষ এমনভাবে নিয়েছিল যে **তাদের দিয়ে নিদিন্টি মণ্ড** ব্যাতিরেকও আরও দু'টো মণ্ডে অনুষ্ঠান করান হয়েছিল। আসামের অনুষ্ঠান চলাকালীন মানুষ এমন সৌদ্রাতৃত্বের নিদর্শন দেখিয়েছে **যা পশ্চিমবঙ্গের মান,্য হিসেবে আমাদের গবিতি** করে তুর্লোছল। আসামের শিল্পীরাও এই ভালবাসা ও সোদ্রাতৃত্বে অভিভূত হয়ে উঠেছিলেন। অগ্র, সজল **নয়নে** তারা বিদায় নেয় উৎসব অৎগণ থেকে।

রেকর্ড সংখ্যক মান্বের সমাগম ঘটেছিলো ২৯শে ফেব্রুরারী উৎসবের শেষ দিনটিতে। কিন্তু বাধ সাধল বৃষ্টি। বৃষ্টি সামিয়কভাবে শেষ হ'তেই মান্য আবার সমবেত হ'ল ময়দানে। তাদেরই অনুরোধে আবার শরুর হ'ল অনুষ্ঠানগ্রেলা। ৭টি দিনের উৎসব শেষ হ'তেই উৎসব মুখর শিলিগ্রুড়ি শহরের প্রাণম্পদন কেমন বন্ধ হয়ে গেল। সকলের মুখেই একই কথা শহরটাকে যেন শমশান করে দিয়ে গেল। এই সরকারের অতি বড় সমালোচকও বলতে বাধ্য হয়েছে এত স্মৃশৃত্থল ও এত সফলভাবে ৭টি দিনের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে পারে কেবলমাত্র স্মৃশৃত্থল আদর্শ-বাদী রাজনৈতিক নেতৃত্বই। ৭টি দিনের একটি দিনেও নানুক্য বিশৃত্থলা সৃষ্টি হয় নি, অনেক মানুষের কাছে এটাই একটা ভাববার বিষয় হয়ে দাঁডিয়েছে।

প্রস্কৃতি-কমিটির নেতৃত্ব ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কার্যকলাপের ভূরসী প্রশংসা করেছে সাধারণ মান্য। অনুষ্ঠানগ্রেলার বৈচিত্র দর্শকদের মুন্ধ করে তুলেছে। আলোচনা চক্রগারলোতে বিপ্রশ মান্বের ভীড় প্রমাণ করেছে মান্য জানতে চার।

অনেক মান্বেরই ভাল লেগেছে এই উৎসবে শ্রমিক-কৃষক-গরীব মান্বের বিপ্ল সমাবেশ দেখে। উৎসবের শেষটাকে শিলিগন্ডি শহরের মান্য কিছুবেতই যেন র্মেনে নিতে পারছে না। একটি স্থানীর ইন্সিরা কংগ্রেস নির্মাণ্ডত পত্রিকা উৎসবের করেকদিন আগে মাণ্ডব্য করেছিল "এই যুব-ছাত্র উৎসবেক কেন্দ্র করে মানুবের কোন উৎসাহ নেই"। তাদের সে গাড়ের বালি দিয়ে ১৯৭৯-৮০ সালের যুব-ছাত্র উৎসবের বিরাট সাফল্য উত্তরবংগর গণতান্ত্রিক মানুবের মনেন্ত্র আত্মপ্রতায় জন্মে দিয়েছে। সাংস্কৃতির পীঠম্থান

ক দকাতার বাইরেও বাঙলার সংস্কৃতির ঐতিহ্যকেরকা ও এগিয়ে নেওয়া যায়, দিলিগন্ডিতে ব্ব-ছার উৎসব তাই প্রমাণ করেছে। য্ব-ছার উৎসবের এই সাফলোর সিংহ ভাগেরই দাবীদার নিঃসন্দেহে দিলিগন্ডি তথা উত্তরবংগার জনগণ। বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি তাদের অকৃতিম ভালোবাসার জনোই তা সম্ভব হয়েছে।



টিকিট কাউন্টারে দর্শকদের বিরাট লাইন

## এবারের যুব-ছাত্র উৎসবে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা দমীর পূতত্ত্ত

পশ্চিমবাংলার ছাত্র-যুব সমাজের মধ্যে স্কৃথ সামাজিক এবং সংক্ষৃতিক চেতনা গড়ে তোলার অন্যতম কর্মস্চী হিসাবে যুব-ছাত্র উৎসব উদ্যাপনের যে কর্মস্চী ক্ষমতার আসীন হবার মাত্র করেক মাসের মধ্যে রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছিলেন এবারের যুব-ছাত্র উৎসব কর্মস্চী পালনের মধ্যাদিয়ে তা আরো পরিণত র্পলাভ করলো। বিশ্ব যুব উৎসবের অংশ হিসাবেই বিগত যুব-ছাত্র উৎসব পালিত হয়েছিল। কিউবার হাভানা শহরের বুকে বিশ্ব যুব-ছাত্র সংস্থা সম্হ সারা দ্বিনার যুব-ছাত্র সমাজের কাছে সামাজাবদ বিরোধী চেতনার উদ্বৃশ্ধ হয়ে যুব-ছাত্র উৎসবে সামিল হবার আহ্বান জানিরেছিল। পশ্চিমবাংলার যুব-ছাত্র সমাজের কাছে বিশ্ব যুব-ছাত্র সমাজের আহ্বান জানিরেছিল। পশ্চিমবাংলার যুব-ছাত্র সমাজের আহ্বান পোছে দেবার অংশ হিসাবেও বিগত বছরের যুব-ছাত্র উৎসব পালিত হয়েছে।

অবছর বিশ্ব য্ব-ছাত্র সমাজের কোন কেন্দ্রীয়
অনুষ্ঠানস্কৃটী ছিল না। দুনিয়াব্যাপী য্ব-ছাত্র
সমাজের কোন কেন্দ্রীয় আহ্বান না থাকা সত্ত্বেও
পশ্চিমকশ্য সরকার এ রাজ্যের য্ব-ছাত্র সমাজের কাছে
সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আহ্বান পেণছে দেবার মণ্ড হিসাবে
"পশ্চিমকশ্য রাজ্য য্ব-ছাত্র উৎসব প্রস্তৃতি কমিটি
(১৯৭৯-৮০)" গঠন করেছিলেন। উৎসবের জৌল্বসে
য্বমানসে শৃধ্মাত্র আনন্দের খোরাক যোগাবার জন্য
নয়—সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সাধারণ চেতনার য্ব-ছাত্র
সমাজকে উৎসবের প্রাণ্ডাণে সমবেত করা, এবং উৎসবে
অংশ গ্রহলের মধ্যদিয়ে য্বমানসে স্কৃথ সাংস্কৃতিক
চেতনার বিকাশের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালনের
উদ্দেশ্য নিরেই আয়োজিত হয়েছিল য্ব-ছাত্র উৎসব।
বিগত বছরের চাইতে কহ্বিধ স্বাতন্ত্র নিয়েই অন্বিন্ঠিত
হলো এবারের উৎসব।

অন্যান্য বহু ক্ষেত্রের মতো সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কলকাতাই পশ্চিমবাংলার পাঁঠস্থান। সেকারণেই এযাবং সমস্ত ব্ব উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজনই হয়েছে কলকাতা শহরে। সারা রাজ্যের মানুষের মধ্যে উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাম্লাজ্যবাদ বিরোধীতার আহ্বান ছড়িরে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে এবারের উৎসব অনুষ্ঠানের আসর বর্সোছল, উত্তরবাংলার শিলিগন্ডি শহরে। উত্তরবাংলার পাঁচটি জেলাতেই যুব-ছাত্র সমাজের ব্যাপক অংশ গ্রহণের লক্ষ্য নিয়েই শ্বর থেকে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। উৎসবের দিনগন্তিতে উৎসব সংগঠকদের মুখ সাফল্যের আন্দেদ উজ্জ্বল হয়ে

উঠেছে উৎসক্ষা খর শিলিগা ড়ি শহরের চেহারা দেখে। উৎসবের সময় যেন উত্তরবাংলার যৌবনশন্তির চল নেমেছিল উত্তরবাংলার প্রাণকেন্দ্র শিলিগা ড়ি শহরে। যৌবনের উৎসব প্রাণগণে স্ত্রী-পার্বাই, শিশা, কিশোর-কিশোরী, যাবক-যাবতী মিলে মিশে একাকার।

সমগ্র উৎসব অনুষ্ঠানকে বিশেষ গাতিকো সঞ্চার করেছে উৎসবের অন্যতম অঙ্গা সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানসমূহ। মূল উৎসবের অনেক আগেই শ্রুর হয়েছে এই প্রতিযোগিতাম লক অনুষ্ঠান, ক্লীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো দু'টি क्टिन मिनिग्रिष् महत्र वर त्र्यामनीभूत महत्ता। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের কেন্দ্র হিসাবে স্থান নির্ধারিত হয়েছিল কলকাতা, মেদিনীপরে, রায়-গল, কুচবিহার, শিলিগ ডি এবং দার্জিলিং শহর। মেদিনীপরে শহরে অন্থিত হলো শ্ধুমার আদি-**বাসীদের ক্রী**ড়া একং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। সারা-রাজ্যে যুব-ছাত্র সমাজের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কেন্দ্র হিসাবে বাছাই করা হয়েছিল শিলিগর্ভি শহর। কল-কাতা, রায়গঞ্জ, কুচবিহার এবং শিলিগর্ডি শহরে প্রাথমিক প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করে শিলিগর্ড়ি শহরে অনুষ্ঠিত হল বাংলাভাষার চূড়ান্ত সাংস্কৃতিক প্রতি-যোগতা। আর দাজিলিং শহরে নেপালীভাষীদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান। এছাড়াও আদি-বা**সীদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা** হলো শিলিগ,ড়ি শহরে।

প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান কেন্দ্রের হিসাব থেকেই বিশতবছরের চাইতে এবারের অনুষ্ঠানের প্রতিল বোঝা বাচছে। মূল উৎসবের একম:সেরও বেশী সময় আগে থেকে প্রতিবোগিতাম্লক অন্নঠান শ্রু হওয়ার ফলে রাজ্যের ভাবী সংস্কৃতিক শিল্পী এবং ক্রীড়া-বীদেরা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের মধ্যদিয়ে কার্যতঃ ৭ দিনের উৎসব অনুষ্ঠানের সময় সীমাকে বাড়িয়ে নিয়ে **গেলেন ৩৮ দিনে। ২১শে জানুয়ারী** তারিখে কল-কাতার যে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার শুরু তা রায়গঞ্জ **এবং कुर्ठावदात्र भरदा शिया भिष रम ১८ই फिन्र्**याती, '৮০ তারি**খে। পরে**র দিন ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে শিলিগর্ড়ি শহরে শ্রু হল বাংলাভাষার চ্ডান্ত প্রতি-যোগিতা। চললো ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। মাঝের দ্বদিন বাদ দিয়ে শিলিগ্রড়ি শহরে মূল অনুষ্ঠানের শ্বর ২৩শে ফেব্রুয়ারী থেকে। একটানা ৩১ দিনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেন ৬৭৯১ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং যুবক-যুবতী।



निम् दियम निम्दित वर्गाण म्यादिन

একই মণ্ড থেকে একাধিক ভাষাভাষীদের জন্য একাধিক স্থানে একাতীয় প্রতিযোগিতাম্পক অনুষ্ঠান সম্ভবতঃ পশ্চিমবাংলার বুকে এই প্রথম। বর্তমান রাজ্য সরকার আরোজিত বিগত ব্ব উৎসবের প্রাথমিব ঘোষণাতেও একাধিক ভাষাভাষীদের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্দু শেষপর্যকত শ্রুমান্ত বাংলা ভাষাভাষীদের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানই সম্ভব হরেছে। কিন্দু এবারে পূর্ব ঘোষণ অনুষারী আঞ্চলিক ভাষার সাওতালীদের, হিন্দী ভাষার আদিবাসীদের, নেপালী ভাষী এবং বাংলা ভাষার প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। প্রত্যেক অংশের ভাষাভাষীদের অনুষ্ঠানেই বিপ্রল সংখ্যক প্রতিযোগী অংশ নিয়েছেন।

উৎসব প্রস্কৃতি কমিটির পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক শ্রী অমিতাভ বসন, প্রতিযোগিতামলেক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ঘোষণায় বলেছেন—"আমাদের বর্তমান সামাজিক পরিবেশে, বহু বিচিত্র চেহারার প্রতিযোগিতা চলছে সমাজের সর্বত্র।। ব্যক্তি প্রতিযোগিতার এমান পরিবেশে আমরা প্রতিযোগিতামলেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। বর্তমান সমাজের ব্যক্তি প্রতিযোগিতার সাধারণ চেহারার চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক বা ক্রীড়া জগতে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অসংখ্য ব্যক্তির মধ্যে সন্তথ্য সংস্কৃতি এবং ক্রীড়া চর্চা বৃদ্ধিই এই অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য।...বিভিন্ন বিষয়ে সফল প্রতিযোগীদের প্রক্তৃত করার ব্যবস্থাও আমরা করেছি। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণে উংসাহিত করার জনাই এই ব্যক্ত্যা।" এই স্বচ্ছ দৃষ্টিভগা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হরেছিল। স্বেচ্ছাসেবীরা এবং বিচারক মন্ডান সংগঠকদের এই মনোভাবের কথা জেনেই অনুষ্ঠান সফল করতে এগিয়ে এসেছেন।

#### व्यिमनीभ्रतन अनुष्ठान

আঞ্চলিক ভাষী সাঁওতালীদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে সাওতাল অধ্যাবিত মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহরে। মেদিনী-পুরের অরবিন্দ ভৌডিয়ামে ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রায় দশ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে সর্বমোট ১৬টি বিষয়ের ক্লীড়া প্রতিযোগিতা এবং সমবেত ন্ত্য (করম নাচ) প্রতিযোগিতা অনুনিঠত হয়। ২১টি দলে সর্বমোট ২৭২ জন সমবেত নৃত্য প্রতিযোগিতার অংশ নেন। মেদিনীপারের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগিদেরই উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে স্মারক উপহার দেওয়া হয়। চেতনার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া সাঁওতালী সম্প্রদায়ের ছাত্র-যুবদের সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া চর্চায় উৎসাহিত করার জন্যই এই বিশেষ ব্যবস্থা। সাঁওতালীদের ৫২ জন প্রতিযোগীর সকলকে প্রেস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন মেদিনীপরে জেলার গণ-আন্দোলনের শ্রন্থেয় নেতা স্কুমার সেনগ্রুত। এছাডাও রাজ্য সরকারের আদিবাসী কল্যাণ দৃশ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী শৃশ্ভ মাণ্ডি মহাশয়ও সমগ্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রুক্রার বিতরণী অনুষ্ঠান অর্বিন্দ ফেডিয়ামেই অনুষ্ঠিত হয়।

#### দাজিলিংয়ে নেপালী ভাষার আসর

১লা থেকে ৩রা ফেব্রুয়ালী পর্যক্ত তিনাদন বাপৌ দাজিলিং শহরের জি. ডি. এন এস হলে নেপালী-ভাষীদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়াজন করা হয়েছিল। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সময়কালে দাজিলিং শহরের সমসত স্কুল-কলেজে শীতকালীন ছুটি চলছিল তা সত্ত্বেও প্রচন্ড শীতকে উপেক্ষা করে অনুষ্ঠান সফল করতে দ্রুর-দ্রান্তের পাহাড়ী এলাকা থেকেও প্রতিযোগীরা ছুটে এসেছেন। একাধিক বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের তিনদিন থাকা এবং সমস্ত প্রতিযোগীদের জন্যই খাওয়ারও ব্যবন্থা করা হয়েছিল। সিকিম এবং ভূটানের কিছু সংখ্যক প্রতিযোগীও আলোচা প্রতিযোগীতায় অংশ নিয়েছেন। প্রতি-

ষোগিতা অনুষ্ঠানের তিনদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানের দার্জিলিং শহরের মানুষ দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। দর্শকেরা যেমন অনুষ্ঠান দেখে আনন্দ উপজ্ঞোগ করেছেন, তেমনি প্রতিযোগীরাও দর্শকে ঠাসা হলে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সংগ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও নেপালীভাষার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সংগঠকেরাই স্বেচ্ছায় বিচারকের আসন অলংকৃত করতে এগিয়ে এসেছেন।

প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য, নেপালীভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবীতে শিল্পী-সাহিত্যিক এবং বৃদ্ধি-জীবীরা দীর্ঘদিন যাবং সংগ্রাম পরিচালনা করে আসছেন। সারা রাজ্যব্যাপী প্রবল আন্দোলনের টেউ না উঠলেও নেপালীভাষা অধ্যু মিত দার্জিলিং পার্বত্য এলাকার বিগত কিছু দিন আগেও প্রবল আন্দোলন গড়ে উঠেছে। সারা রাজ্যের শৃভবৃদ্ধি সম্পন্ন সমস্ত মানুষই নেপালীভাষীদের এই সংগ্রামকে সমর্থন বৃগিরেছেন। কি কংগ্রেস, কি জনতা পার্টির সরকার—কোন কেন্দ্রীয় সরকারই নেপালীভাষীদের এই দাবীকে তখনো পর্যক্ত স্বীকৃতি দের্মান। যদিও উভয় দলই কেন্দ্রীয় ক্ষমতার বাইরে থাকাকালীন নেপালীভাষীদের এই এই দাবীর প্রতি ষ্থেন্ট সহান্ভৃতি দেখিরেছেন।

নেপালীভাষীদের এই ন্যায়স্পত দাবীকে নির্বা-**চনী বিজয়ের কাজে উভয় দলই ব্যবহার করেছে**ন। অথচ পশ্চিমবাংলার কামপন্থী সরকার নিজ্ঞান ভাষা-নীতি অনুযায়ীই নেপালীভাষার প্রতিও যথাযথ মর্যাদা দেখিয়েছেন। রাজ্য সরকারী ক্ষমতায় আসীন হবার পরই নিজস্ব দৃষ্টিভগ্গীর কথা খোলাথুলি সাধারণ মানুষকে জানিয়েছেন। রাজ্য বিধানসভায় নেপালীভাষার সমর্থনে উত্থাপিত সরকারী প্রস্তাব **সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীতও হয়েছে। কিন্তু আজো পর্য**ন্ত এই দাবী সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করেনি। রাজ্য সরকারের অর্থান কুল্যে অনুষ্ঠিত আলোচ্য খন্-**তানের মধ্যদিয়েও নেপালীভাষার স্বীকৃতির দাবীই** আর একবার জোরালো সমর্থন লাভ করলো। একই সাংগঠনিক মণ্ড থেকে বাংলাভাষার সাথে সাথে নেপালী-ভাষার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন হওয়াতে নেপালীভাষীরাও অনেক বাড়তি উৎসাহ নিয়ে প্রতি-ক্ল প্রাকৃতিক পরিবেশ সত্তেও প্রতিযোগিতা অন্-ষ্ঠানকে সর্বতোভাবে সফল করতে সর্বপ্রকার উদ্যোগ **গ্রহণ করেছেন। প্রতিযোগিতা অনুন্ঠানের** বিষয় সম্বের মধ্যে ছিল—একাংক নাটক, সমবেত নৃত্য ও সংগীত, একক সংগীত, আকৃত্তি, বিতর্ক, প্রবন্ধ, গলপ ও কবিতা রচনা। নেপালীভাষার প্রতিযোগিতায় সকল প্রতিযোগীদের মধ্যে উৎসবের মূলমণ্ডে পরুক্কার বিতরণ করা ছাড়াও দাজিলিং শহরের প্রতিযোগিতা-কেন্দ্রেও পরেম্কার বিতরণের আয়োজন করা হয়েছিল।

#### কলকাতার প্রাথমিক প্রতিযোগিতা

ম্লতঃ উত্তরবাংলা ভিত্তিক উৎসব অন্ভানের আয়োজন হলেও দক্ষিণবাংলার প্রতিযোগীদের প্রাথমিক পর্বের বাছাই করার জন্য কলকাতার প্রাথমিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ২১শে জান্রারী থেকে ২৮শে জান্রারী পর্যনত এবং ১২ই, ১৩ই ফেব্রারী কলকাতার প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অন্থিত হয়েছে। উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার উত্তীর্ণদের চড়োন্ত প্রতিযোগিতার এংশ গ্রহণের জনা যাতাস তের বায়ভার বহন ক্যা



আদিব সী দিবসের মিছিল

সম্ভব হর্মন। আর্থিক সমস্যার কারণে দক্ষিণবাংলার অনেক প্রতিযোগীর পক্ষেই অংশ গ্রহণের ইচ্ছা থাকলেও অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তা সত্ত্রেও দক্ষিণবাংলার প্রাথমিক প্রতিযোগিতার সর্বমোট ২৪৫৭ জন প্রতি-यागी जाम গ্রহণ করেছেন। বহু সংখ্যক ছাত-যুবর পক্ষে আলোচ্য অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব না হলেও উত্তরবাংলার শিলিগুড়ি শহরের চূড়ান্ত প্রতি-যোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য কলকাতা শহরে প্রার্থামক বাছাই কেন্দ্রের আয়োজনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। চ্ডান্ত প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত হলেও চ্ডান্ত প্রতিযোগিতায় অর্থ ব্যায় করে যাওয়া প্রায় অসম্ভব— এমন চিন্তা সত্ত্বেও প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত হয়ে শিলিগাড়ি শহরের চড়োল্ড প্রতিষেণিতার অংশ নিয়েছেন এমন প্রতিযোগীর সংখ্যা একাধিক। এদের নিজস্ব আর্থিক সম্পতির অভাব থাকলে এদের শ্বভান্ধ্যায়ীরাই আথিক সাহায্য যুগিয়েছেন। এদিক থেকেও শিলিগাড়ি শহর থেকে বহা দ্রে অবস্থিত ক'লকাতার শহরে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার আয়োজন সার্থক হয়েছে।

#### উত্তরবাংলার প্রাথমিক বাছাইয়ের আসর

উত্তরবাংলার ব্যাপক সংখ্যক প্রতিযোগীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে রায়গঞ্জ, শিলিগর্ভি এবং কুচ-বিহার শহরে তিনটি কেন্দ্রে পৃথকভাবে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ফলও ফলেছে ভালো। উৎসব কমিটির প্রাথমিক ঘোষণাতেই এই তিন কেন্দ্রে পৃথকভাবে প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ঘোষণা থাকলে আরো কেশী সংখ্যক প্রতি-যোগীর অংশ গ্রহণ ঘটতো। দেরীতে হলেও উৎসব কমিটির এই সিম্পান্তকে অনেকেই স্বাগত জানিয়েছেন। কুচবিহার এবং রায়**গঞ্জ শহরের** অবস্থান শিলিগ**্**ড়ি শহর থেকে বহু দুরে। দুরবতী এই শহর দুটিতে প্রথকভাবে প্রাথমিক বাছাই অনুষ্ঠানের আয়োজনের ফলে যুব উৎসবের প্রচারও ষেমন ব্যাপকতা লাভ করেছে তেমনি এই দুটি শহরের যে সমস্ত মানুষের পক্ষে শিলি-গ**্রাড় শহরে উপস্থিত হয়ে মূল উৎসব দেখা** সম্ভব হয়নি তাদের অনেকেই নিজ নিজ স্থানে বসে উৎসবের সমগ্র আয়োজনের এক ভণ্নাংশমাত্র হলেও প্রত্যক করতে পেরেছেন। <mark>বেমনটি পেরেছেন মে</mark>দিনীপ**ুর** দার্জিলিং শহরের ক্ষেত্রে। সাধারণের উপভোগের যে স্ব্যোগ ক'লকাতার মান্রদের জন্য করা সম্ভব হয়নি সেই ব্যবস্থা মেদিনীপ্রে, দাঞ্জিলিং এবং কুচবিহার শহরের মানুষের জন্য করা হয়েছিল।

রায়গঞ্জ, কুচবিহার এবং দাজিলিং শহরে প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠানের দিনগুর্নিতে, স্চনার কিছু আলোচনা অনুষ্ঠানেরও ব্যক্তথা করা হরেছিল। যুব উৎসবে মূল দৃষ্টিভগার সংগ্য সংগতিসূর্ণ বিষয় সম্হের আলোচনা উপস্থিত দর্শকমন্ডলী আনন্দের সংগ্য গ্রহণ করেছেন। আলোচনার বিষয়গানুলির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বক্তা উৎসবের দ্ভিতভগাী উপস্থিত সকলের কাছে তুলে ধরা ছাড়াও সাফ্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে ধ্বসমাজের কর্তব্য এবং রাজ্যের স্কৃথ সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্বসমাজের ভূমিকা প্রসংগ্যও আলোচনা করেন।

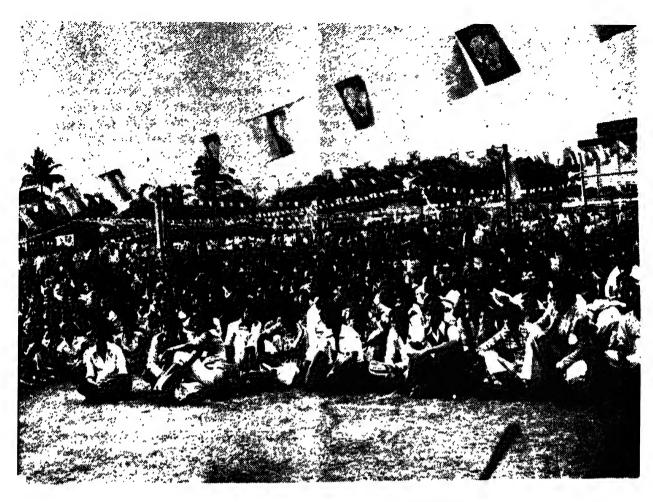
#### जन्द्रेशन श्रीब्रहाननात श्रमर्ट्श

প্রথিমিক অবস্থার সর্বমোট সাতটি দশ্তর থেকে সাংস্কৃতিক প্রতিবোগিতার প্রস্কৃতি চলেছে। স্থানীর ছাত্র-ব্ সম্প্রদার এবং সরকারী কর্মচারীদের যুক্ত উদ্যোগের ফলেই প্রাথমিকভাবে প্রতিবোগীদের নাম তালিকাভূত্তির কাজ স্কৃতভাবে সম্প্রম করা সম্ভব হয়েছে। একই সপো ৭টি দশ্তর থেকে আবেদনপত বিতরণ এবং গ্রহণ করে নাম তালিকাভূত্তির ফলে অনেক আবেদনপর বিতরণ এবং গ্রহণ করে নাম তালিকাভূত্তির ফলে অনেক আবেদনপরীই নিজম্ব বসবাসের কাছাকাছি কেন্দ্র থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পেরেছেন। ডাক্যোগে আবেদনপত্র সংগ্রহে ইচ্ছ্কক এমন ৪৭৮ জনকে ডাক্যোগেও আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছে।

একই সপো এতগ্রেলা দশ্তর থেকে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে ইচ্ছকেদের সঞ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা সর্বাজ্যসূন্দরভাবে করা সম্ভব হয়েছে-এমন দাবী করা **যায় না। যে সমস্ত দশ্তর থেকে মলে** দ**শ্**তরের **সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হ**য়নি সে সমস্ত দশ্তরের সংশ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী প্রতি-যোগীদের সামান্য বিষয়ে সাময়িক কালের জন্য হলেও বহুবিধ বিদ্রান্তিতে ভূগতে হয়েছে। যদিও পরবর্তী সময়ের তৎপরতার ফলে অনেক বিষয়ই সংশোধন করে নেওরা হয়েছে। প্রতিযোগিতার অংশ গ্রহণে ইচ্ছ্রকদের **সর্বতোভাবে সহযোগিতা কাতিরেকেও এত সং**খার কেন্দ্র থেকে একই সাথে প্রাথমিক প্রস্তৃতি এগিয়ে নিয়ে বাওরা সম্ভব হত না। এজন্য উৎসব কমিটিকে বিরাট **সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবীর সাহাষ্যও গ্রহণ করতে** হয়েছে। কিছ্ম বুটি বিচুটিত হলেও একাধিক কেন্দ্র থেকে প্রাথমিক প্রস্তৃতি গ্রহণের পরিকল্পনা যথেষ্ট ফলপ্রস্ इ स्टार्फ ।

#### अर्थ विकार

প্র্বেথাষিত অন্কানস্চী অন্বারী সমদত কর্মস্চী সাফল্যের সপো পালিত হলেও ১৬ই ফের্রারী তারিখের চ্ডাল্ড প্রতিবোগিতা প্র্বেথাবা অন্বারী অন্তিত হতে পারেনি। ১৬ই ফের্রারীর স্ব্র্য গ্রহণের কথা উৎসব সংগঠকদের জানা ছিল না এমন নর। কিল্ডু বেটা জানা ছিলনা সেটা হলো—সরকারী ছ্টির খোষণা। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের অন্ব্রানের নামে সংবাদ প্রগ্রালর প্রচার এবং শেষ মৃহ্তে



উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কলেজ ফঠে হাজার হাজার মান্ধের সমাবেশ।

সরকারী ছাটি ঘোষণার ফলে ১৫ই ফেব্রারী তারিখে সিম্পান্ত গ্রহণ করে ১৬ তারিখের সমগ্র সংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ১৭ই তারিখে অনুষ্ঠিত করার সিম্পান্ত নেওয়া হয়। রেডিও মারফং এই পরিবর্তনের কথা ঘোষিত হলেও খানবাহন সমস্যা এবং সঠিক যোগা-যোগের অভাবের কারণে বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণদের মধ্যে কমপক্ষে পাঁচজন প্রতিযোগী ঐদিনের চড়েন্ত প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। এমনকি কলকাতা থেকে প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ একজন প্রতি-যোগী শিলিগাড়ি শহরে উপস্থিত হয়ে চ্ডান্ত প্রতি-যোগিতায় অংশ গ্রহণ থেকে বণ্ডিত হয়েছেন। দক্ষিণ বাংলার প্রতিযোগীরা ঐদিন সকালে যথাসময়ে শিলি গর্নাড় শহরে উপাস্থত হলেও উত্তরবাংলার রাজী পরিবহণ বন্ধ থাকার কারণে উত্তরবাংলার প্রতিযোগী-দের বিরাট অংশের নিশ্চিত অনুপস্থিতিকে এড়াব'র জনাই ঐদিনের অনুষ্ঠান পরবতী দিনে সম্পন্ন করার সিম্পান্ত হয়। কয়েক জন প্রতিযোগীর পক্ষে ১৬ তারিখের প্রতিযোগিতায় পরের দিন অর্থাৎ ১৭ই তারিখে অংশ গ্রহণ সম্ভব না হলেও সাধারণভাবে প্রত্যেকেই এই অনুষ্ঠানস্চী পরিবর্তনের সিম্ধান্তকে সঠিক বলেই মেনে নিয়েছেন।

#### স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশংসনীয় ভূমিকা

শেবচ্ছাসেবকদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং বিচারকদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের ফলেই এই বিরুট আয়তনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সফল করা সম্ভব হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকদের বিরাট অংশই ছিল স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। এর মধ্যে শিলিগর্ট্ড শহরের ছাত্র-ছাত্রীরা সংখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগা। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা শিলিগর্ট্ড শহরের স্কুলগর্হিতে উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বন্ধব্য নিয়ে উপস্থিত হলে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন দলে দলে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য উৎসব দম্ভবের যোগাযোগ করেছেন তেমনি এগিয়ের এসেছেন স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা নিয়ে।

কলকাতায় ইতিপ্রে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলেও উত্তরবাংলার কেন্দ্রগর্নিতে এজাতীয় উদ্যোগ এই প্রথম। স্বভাবতই অভিজ্ঞতার অভাবের ফলে সমগ্র অনুষ্ঠানকে আরো স্কুদর করে তোলার কাজ কিছনটা ব্যাহত হয়েছে। তথাপি একথা স্বীকার করতেই হবে—একটা সামাজিক দায়িত্ববাধে উম্বুম্ধ হয়েই স্বেচ্ছাসেবকেরা এগিয়ে এসেছেন। এগিয়ে এসেছেন উমত সাংস্কৃতিক চেতনা নিয়ে, স্কুম্প সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ ঘটাবার জন্য।

সর্বমোট ৫৮৫ জন স্বেচ্ছাসেবক সমগ্র অনুষ্ঠান (ম্ল উংসব অনুষ্ঠানের বাইরে) পরিচালনার অংশ নিয়েছেন। এদের মধ্যে কমপক্ষে ১২৩ জন প্রস্তুতির শ্রুর থেকেই সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছেন।

#### বিচারকেরা উৎসাহে এগিয়ে এসেছেন

প্রতিযোগিতা পরিচালনায় শিল্পী সাহিত্যিক এবং বৃশ্বিজীবীরাও যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বহু ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কিচারকের আসন অলংকৃত করতে সম্মত হয়েছেন। অনেকেই নিজস্ব পেশার ক্ষতি-স্বীকার করেও সংগঠকদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রতিযোগিতা কেন্দ্রে উপদ্থিত থেকে প্রতিযোগী এবং দেবছাসেবক-দের বাড়তি উৎসাহ যুগিয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হলেন—সংগতি শিল্পী শ্রী চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, ন্ত্রী ধীরেন মিত্র, ধীরেন বস্ব, নির্মালেন্দ্র চৌধ্রী, অংশ্বমান রায়, প্রেবী দত্ত, অধ্যক্ষ কুম্বদরঞ্জন ব্যানাজী ডাঃ শ্রী স্কুমার চ্যাটাজ্রী, গাতা চোধ্রী, সমরেশ वानाकी, नरतन मृत्थाशायात, मीरनन कांयाती, আজিম্বিদ্দন মিঞা, কৎকন ভট্টাচার্য্য, দিলীপ সেন-গ্রুত, উৎপলা গোম্বামী প্রমুখ। নৃত্য জগতের প্রখ্যাত শিক্ষক এবং শিল্পী এন. শিবশঙ্করণ, গোবিন্দ, কুনি, ক্ষান্তমর্নি কুটি, বেলা অর্ণব, শান্তি বসর, সিন্ত্ধা ব্যানাজী, শিবপদ ভৌমিক প্রমুখ। নাট্য জগতে খ্রী জ্ঞানেশ মুখাজী, অনুপকুমার, বাসুদেব বস্তু, সুধী প্রধান, বিদ্যুৎ নাগ, অধ্যাপক দর্শণ চৌধুরী, বারিণ রায় প্রমন্থ। আবৃত্তির আসরে উপস্থিত ছিলেন শ্রী প্রদীপ ঘোষ, রজত বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক অশ্রকুমার সিকদার, দেবদলোল বল্দ্যোপাধ্যার, বিজয়-লক্ষ্মী বর্মণ, দীপৎকর মজ্মদার, সৌমিত্র মিত্র, শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস গাংগ্ৰুলী প্ৰমূখ। কবি ও সাহিত্যিক শ্রী অন্নয় চট্টোপাধ্যায়, নেপাল মজনুমদার, ডঃ সরোজমোহন মিত্র, দিগ্বিজয় দে সরকার, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, প্রুন্পজিত রায়, শ্যামস্কুন্দর দে প্রস্কুর্খ। চিত্র শিল্পী অধ্যক্ষ বিজ্ঞন চৌধুরী, নির্মাল্য নাগ প্রমূখ। যন্ত্র শিলপী শৃত্য চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ বোডাস, म्नाम वर्म्याभाषाय, म्नाम ठक्ववर्णी श्रम्थ। मर्व-মোট ১৯৭ জন বিচারক বিভিন্ন বিষয়ে বিচারকের माग्निष গ্রহণ করেছিলেন।

প্রতিযোগিতার বিষয় সম্হের মধ্যে আবৃত্তি

(চারটি), রবীন্দ্র, নজর্ল, মার্গ, কাব্যসংগীত, লোক-গীতি এবং গণসংগীত, বিতর্ক, তাংক্ষণিক বন্ধুতা, তবলা-লহরা, সেতার, একক নৃত্যে, কার্ষিক পরিকা, প্রাচীর পরিকা, প্রকাশ, গণপু, কবিতা রচনা, একাংক নাটক, চিরাঙ্কণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিলিগর্ডু এবং মেদিনীপ্র শহরে প্থকভাবে আদিবাসী নৃত্য প্রতি-বোগিতাও অন্থিত হয়েছে।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম স্থানাধিকারী মূল উংসব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে ব্যথেষ্ট সনুনাম অর্জন করেছেন। প্রথম স্থানাধিকারী-দের সাধারণ মান থেকেই সমগ্র প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের মান সম্পর্কে সাধারণ ধারণা করা সম্ভব। সাধারণের মতে উচ্চমানের প্রতিযোগীরাই রাজ্য ভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন।

সমগ্র সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সর্বমোট ১৯২
জন সফল প্রতিযোগীকে প্রেস্কৃত করা হয়েছে।
প্রেস্কারের সাথে পশ্চিমবঙ্গা সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্দ্রী শ্রী জ্যোতি বস্কু এবং রাজ্য যুবকল্যাণ দশ্তরের
ভারপ্রাপত রাজ্যমন্দ্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাসের স্বাক্ষরযুক্ত
মানপত্রও প্রতিযোগীদের উপহার দেওয়া হয়েছে।

শিল্পী-সাহিত্যিক-বৃন্থিজীবীরা এবং প্রতিযোগি-তার সংগঠকেরা প্রতিযোগিতার আঞ্গিনায় আগামী শিল্পী-সাহিত্যিক-বর্নিশ্বজীবীদের করার তৃপ্তি নিয়েই ঘরে ফিরেছেন। উচ্চমানের যে সমস্ত প্রতিযোগী প্রতিযোগিতার আসরে ছিলেন, তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে চর্চা অব্যাহত রাখলে, অনেকেই সাধারণের কাছে যথেণ্ট সুনাম অর্জন করতে পারবেন। প্রকৃত পক্ষে পশ্চিম-বাংলার সংস্কৃতি জগতের ভবিষ্যতেরা সকলে আলোচ্য আসরে অংশ নিয়েছেন এমন কথা হলফ করে বলতে ना भारताल. निःमरामरहरे वना यात्र-धापत अस्तरकरे আরো অনেক দরে পর্যন্ত অগ্রসর হতে মূলতঃ যে বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্য এই প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল সেই বয়সটা হল—গডে ওঠার বয়স। এই বয়সে চাই অফ্রন্ড উৎসাহ উদ্যোগ এবং ধৈর্য। এই তিনটি বিষয়েরই মিলন ঘটেছিল পশ্চিমবঙ্গা রাজ্য যুব-ছাত্র প্রস্তৃতি কমিটি (১৯৭৯-৮০) আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায়। সেদিক থেকে আলোচ্য অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনেকের মধ্যেই ভবিষ্যতের জন্য বাড়তি উৎসাহ নিয়ে অসীম থৈযের সপ্ণে বিশাল উদ্যোগ স্থািত্ব উন্নত মান্সিকতা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। এদিক থেকে সামান্য পরিমাণে হলেও রাজ্যের ভবিষ্যৎ বৃশ্বিজীবী সম্প্রদায়কে সুস্থভাবে গড়ে তোলার কাব্দেও উৎসব কমিটি আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান বথেষ্ট সফল ভূমিকা পালন कदत्रद्ध ।

# (थेलाधूला)

## যুব-ছাত্র উৎসবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

#### वक्व प्रवकाव

পশ্চিমবর্ণা রাজ্য ব্ব-ছাত্র উৎসব ১৯৭৯-৮০-এর অপা হিসাবে ব্ব কল্যাণ বিভাগ-এর তরফ থেকে রাজ্য পর্যারের ক্রীড়া প্রতিষোগিতার আয়োজন করা হয়েছিলো। প্রতিযোগিতা অন্থিত হয় শিলিগর্যাড়র তিলক ময়দানে গত ১৭ই ফের্রারী তারিখে। এটি এই বিভাগ কর্তৃক আয়োজত শ্বিতীর রাজ্য পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। প্রথম রাজ্য পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। প্রথম রাজ্য পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অন্থিত হয়েছিলো ক'লকাতার রনজি স্টেডিয়ামে ১৯৭৮ সালের ২৬শে ও ২৭শে এপ্রিল তারিখে। উল্লেখ্য, ঐ বছরেই কিউবার হাভানায় একাদশ বিশ্ব ব্ব-ছাত্র উৎসব অন্থিত হয়েছিলো এবং তারই সপ্রো সংগতি রেখে য্বকল্যাণ বিভাগ ১ম পশ্চিমবর্ণা রাজ্য য্ব-ছাত্র উৎসবের আয়োজন করেছিলো।

এবারের প্রতিযোগিতার বিষয়ে প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে আমাদের আয়োজন এবার প্রণাপা র্প নিতে পারেনি। প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক অস্ববিধার জন্য সমস্ত জেলা থেকে প্রতিনিধিরা এই প্রতি-যোগিতায় যোগদান করতে পারেননি এবং শিলিগর্বাড়তে বাসস্থানের অভাবের জন্য প্রতিযোগিতার বিষয়ও অনেক কাটছাট করতে হর্মোছলো।

প্রাসংগিক ভাবেই আমাদের যুবকল্যাণ বিভাগের রাজ্য পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সাংগঠনিক বিষয়ের কথা আসে, আর সেইজন্যই এ ব্যাপারে সংক্ষিণত আলোচনা প্রয়োজন। ক্রীড়া ও অন্যান্য প্রতিযোগিতা এই বিভাগ আয়োজিত যুব-ছার উৎসবের অপা হিসাবেই তিনটি পর্যায়ের অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই তিনটি পর্যায় হ'ল রক, জেলা ও রাজ্য। যেসব প্রতিযোগী রক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় সফল হ'ন ভারাই জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে আহুত হ'ন এবং জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় সফল প্রত্যামিতার সফল প্রতিযোগীগণ রাজ্য পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ গ্রপার ভিবেটিত হ'ন।

আগেই বলা হ'রেছে এবারের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রণাণা হরনি তার কারণ দ্'টো। প্রথমতঃ, বিভিন্ন অস্থিবার জন্য আমরা কেবলমাত্র মেদিনীপ্র বর্ধমান, ম্বাশিদাবাদ ও দাজিলিং এই চারটি জেলায় জেলা ব্ব-ছাত্ত উৎসব সম্পন্ন করতে পেরেছি—ফলে বাকী জেলাগ্রেলা প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি এবং স্থানাভাবের জন্য দলগত প্রতিযোগিতা সমূহ বাদ দিতে হ'রেছে।

মহিলাদের জন্য প্রতিযোগিতার বিষয় ছিলো নিন্দোক্ত ৬টিঃ—

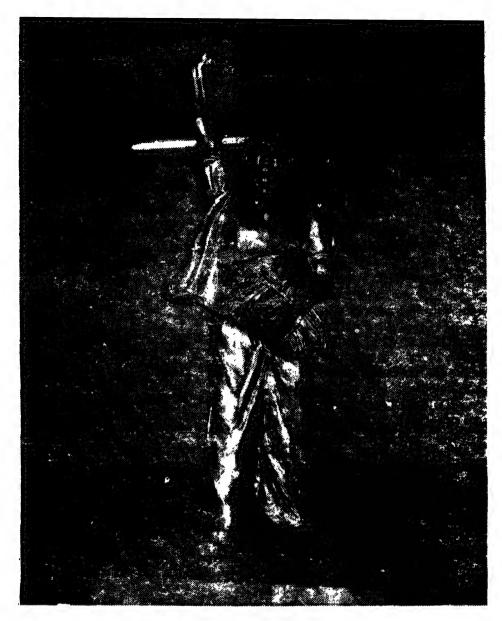
- (১) ১০০ মিটার দৌড়.
- (२) छेक नम्फन,
- (०) मीर्च लम्बन,
- (8) लोर लानक नित्क्रभ.
- (৫) ডিস্কাস্ নিকেপ,
- (৬) বর্ণা নিক্ষেপ।

প্রেষ বিভাগে যে ৭টি বিষয় প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিলো সেগ্লো—

- (১) ১০০ মিটার দোড়.
- (২) ৮০০ মিটার দৌড়,
- (৩) উচ্চ লম্ফন,
- (৪) দীর্ঘ লম্ফন.
- (৫) लोह लानक नित्कर्भ,
- (৬) বর্ণা নিকেপ,
- (৭) ডিস্কাস্ নিক্ষেপ।

বিভিন্ন বিষয়ে ৪টি জেলার অংশ গ্রহণকারী প্রেষ্ ও মহিলা প্রতিযোগীদের পরিসংখ্যান দেওয়া হ'ল :—

- (ক) ৰৰ্ধমান জেলা প্ৰেয়ৰ প্ৰতিযোগী—১৩ মহিলা প্ৰতিযোগী— ৫
- (খ) মেদিনীপ্র জেলা প্রেষ প্রতিযোগী—১১ মহিলা প্রতিযোগী— ৭
- (গ) ম্বিশ্বাবাদ জেলা
  প্রব্য প্রতিযোগী—১৩
  মহিলা প্রতিযোগী—১০



তিলক ময়দানের প্রদর্শনীতে পোড়ামাটির স্বদৃশ্য মডেল।

#### (ঘ) দাজিলিং জেলা পুরুষ প্রতিযোগী--১২ মহিলা প্রতিযোগী-- ৪

শিলিগর্ন্ডর তিলক ময়দানে ১৪ই ফেব্র্যারী
সকাল ৮-৩০ মিনিটে অংশ গ্রহণকারী সমসত প্রতিযোগীদের এক স্নৃশৃংখল উদ্বোধনী কুচকাওয়াজের
মাধ্যমে অন্ফানের স্চনা হয় এবং তাদের অভিবাদন
গ্রহণ করেন য্বকল্যাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী
শ্রী কান্তি বিশ্বাস। মাননীয় মন্ত্রী তাঁর উদ্বোধনী
ভাষণে সংক্ষিণতভাবে গ্রামীণ এলাকায় খেলাধ্লার

প্রসারে সীমিত আথিকি সংগতির মধ্যে যুবকল্যাণ বিভাগের বিভিন্ন কর্মস্চীর উল্লেখ করেন এবং অংশ-গ্রহণকারীদের উৎসাহদান করেন। সেই সঙ্গে পশ্চিম-বঙ্গের সমন্ত জেলার প্রতিষোগীদের এই প্রতি-যোগিতায় অংশগ্রহণ সন্ভব না হওয়ায় দ্বংখ প্রকাশ করেন।

প্রের্বদের ১০০ মিট্র দৌড় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতিযোগিতা শ্রুর্ হয়, এর শেষ হয় প্রের্ব-দেরই ৮০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায়। এই প্রতি-যোগিতায় প্রব্রুবদের বিভাগে মেদিনীপ্রর ও মেয়েদের বিভাগে ম্বিশিদাবাদ বিশেষ সাফল্য লাভে সক্ষম হয়। শৈলিগন্ডিতে ২৮শে ফেব্রুরারী প্রস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। সফল প্রতিষোগীদের প্রস্কার ও অভিজ্ঞান-পত্র প্রদান করেন যুবকল্যাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাস।

প্রের ও মহিলা এই দ্বই বিভাগেরই অংশগ্রহণ-কারী প্রতিযোগীদের ক্রীড়া শৈলী আশাব্যঞ্জকর্পে উন্নতমানের ছিলো এবং মাঠের ভিতরে ও বাইরে তাদের সন্শৃংখল আচরণ প্রশংসনীয় ছিলো সন্দেহাতীত ভাবে। এই প্রসংগ্য বলা প্রয়োজন যে স্থানীয় ক্লীড়া-মোদী জনসাধারণ অকুণ্ঠভাবে আমাদের এই ক্লীড়া অনুণ্ঠানে সহযোগিতা ক'রেছেন। আমরা তাঁদের অকুপণ সাহাযোর কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।



াতলক ময়দানের প্রদর্শনীতে ব্রকল্যাণ বিভাগের স্টল।

# মৃত্যুহান প্যারী কমিউন

### वयोत प्रत

১৮ই মার্চ থেকে ২৮শে মে ১৮৭১ সালের ৭২টি দিন। সারা প্রথিবীর মুক্তিকামী প্রমিক প্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাসে এই ৭২টি দিন আশ্চর্ম প্রেরণার উৎস, শোষিত লাখিত নিপনীড়িত মানুষের জীবনে অবিসমরণীয় রক্তাক স্মৃতি।

১৮৪৮-এ কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে মার্কস ও এখ্যেলস যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্দের কথা ঘোষণা করলেন তাকে বাস্তবে র্পান্নিত করার প্রথম সংগ্রাম— পাারী কমিউন।

১৮৬৯-এর ফ্রান্স। রাজতন্তের তাঁর শুকুটি, প্রভাব ও প্রচারকে অগ্রাহ্য করে হিশলক ভোট পড়েছে সরকারের বিরুদ্ধে। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে অসলেতার। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগ্রহে আলোড়িত হচ্ছে সারা দেশ। জাতীয় সম্মান রক্ষার অন্থ মোহে জনচেতনাকে বিশ্রান্ত করে হৃত মর্যাদা উম্থারের আশার ১৮৭০ সালের ১৯শে জ্বলাই সমাট তৃতীয় নেপোলিয়ন বৃন্ধ ঘোষণা করলেন প্রুদ্মার বিরুদ্ধে। কিন্তু দ্বামাসের মধ্যেই পরাজিত ফরাসী বাহিনী আত্মসমর্পণ করল। বিজ্বা প্রুদ্মানেরা অবরোধ করল প্যারিস। শ্রমিক সংগঠনগর্নার প্রস্তুতি ও ঐক্যের অভাবের স্ব্যোগে বৃক্তোরারা ক্ষমতা দখল করে গঠন করল জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার।

দেশপ্রেমে উদ্দীপত প্যারীর শ্রমিক শ্রেণী অবর্মধ নগর রক্ষার জন্য নিজেরাই গঠন করল জাতীয় রক্ষী বাহিনী। প্রায় তিন লক্ষ মান্য নাম লেখাল সশস্য বাহিনীতে। মেহনতী মান্বের এই সংগ্রামী সশস্য চেহারা দেখে আতকে শিহরিত ব্রেগায়ারা চরম বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়ে আত্মসমর্পণ করল প্রনিয়ানদের কাছে। নিদেশ এল, জাতীয় রক্ষী বাহিনীর সমস্ত অস্থাশস্য বিশ্বাসঘাতক সরকারের হাতে তুলে দিতে। শ্রমিকরা এবার র্থে দাঁড়াল, অস্বীকার করল অস্থা সমর্পণে। ১৮৭১-এর ১৮ই মার্চ ব্রেগায়া সরকার সৈন্য পাঠাল অস্থা দখলের জন্য।

কিন্তু '১৮ই মার্চের সকালে কমিউন দীর্ঘজীবী হোক এই বজ্ঞধনিতে জেগে উঠল প্যারিস' (মার্কস)। বুর্জোয়া সরকার প্যারিস থেকে ভেসাইতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হ'ল। অন্থারী সরকার হিসাবে রাজ্ম কর্তৃত্ব গ্রহণ করল জাতীর রক্ষী বাহিনীর কেন্দ্রীর কমিটি, ঘোষণা করল, 'প্যারিসের. প্রলেতারিয়েতরা শাসক শ্রেণীস্কলির ব্যর্থতা ও দেশদ্রোহিতা দেখে এ কথাই অনুভব করেছে যে রাজ্মীর দারিষের পরি- চালনাভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করে পরিস্থিতি হাণের মুহুত সমাগত।'

সার্বজনীন ভোটাথিকারের ভিত্তিতে দুক্তক ত্রিশ হাজার মান্বেরর অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে দারিত্বশীল ও ইচ্ছান্সারে প্রত্যাহার্যোগ্য শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হ'ল কমিউন। শুধ্ব পোর শাসন নয় রাজ্ম পরিচালিত সব উদ্যোগই অপিত হ'ল কমিউনের হাতে। শ্রমজীবী মানুষ ও তাদের সম্মিত প্রতিনিধিরাই কমিউনে নির্বাচিত হলেন।

কমিউনের ঘোষণাবাণীতে ধর্নিত হ'ল এতদিনের পরিচিত প্রচলিত প্রশাসন বাবস্থার বির্দেশ তীক্ষা প্রতিবাদ। 'কমিউন ছিল সামাজ্যের সাক্ষাৎ বির্দ্ধর্প।' কমিউন ছিল এমন 'এক প্রজাতল্যের স্বানিদি'ট্রপ্র যা শ্রেণী-প্রভূদের রাজতাল্যিক র্পকেই শ্বধ্বনর খোদ শ্রেণী প্রভূদকেই বরবাদ ক'রে দিত' (মার্কস)।

প্থায়ী সৈন্য বাহিনীর অবলুণিত ঘটিয়ে কমিউন সেখানে নিয়োগ করল সশস্ত্র জনসাধারণকে। পর্লিসকে সরকারের হাতিয়ার হিসাবে না রেখে তাকে পরিণত করা হ'ল কমিউনের কাছে দায়ী ও যে কোন সময়ে প্রত্যাহারযোগ্য রূপে। গরিবদের বকেয়া খাজনা মুকুব कत्रा रुव, वन्ध कात्रथानागर्नावत উৎপाদन भरत्र्त मात्रिष দেওয়া হ'ল শ্রমিক সংস্থাদের। রুটি তৈরির কার-**थानाগ्र्रीमर**७ রাতের কাজ বन्ধ করা হ'ল। কারখানা-**গর্নিতে প্রচলিত জরিমানা প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হ'ল।** রাম্মের ওপর অবসান হ'ল গিজার কর্তুত্বের। ধর্ম-বাজকদের কর্তৃত্ব ম**্বন্ত**িশক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বার সক**লের** জন্য উন্মান্ত করে শিক্ষাকে ঘোষণা অবৈতনিক। কমিউন ঘোষণা করলঃ কমিউনের সদস্য হ'তে একজন নিম্নতম কর্মচারী পর্যন্ত প্রত্যেক কর্মীকে সাধারণ শ্রমিকের মজত্বর নিয়ে কাজ করতে হবে। এই ছোষণার উচ্ছবসিত প্রশংসা করে লেনিন বলেছেন, 'এখানেই সবচেয়ে স্পন্টরূপে দেখতে পাওয়া বার ব্রেজারা গণতন্ত্র মজ্বরতান্ত্রিক গণতন্ত্রের দিকে মোড় ঘ্রেছে, অত্যাচারীদের গণতন্ত্র **শ্রেণী সম্বের গণতন্দে রুপান্তরিত হয়েছে। শ্রেণী** বিশেষকে দমনের জন্য বিশেষ শক্তি স্বর্পে যে-রাম্ম তার রুপান্তর ঘটেছে; এখানে জনগণের অধিকাংশের, মজ্বে ও কৃষকদের সাধারণ শক্তি দিয়ে অত্যাচারীদের मभन कत्रा ट्रा ।'

[শেষাংশ ৪০ প্ৰান্ন]

## মুকী প্রেমচাঁদ ও সাহিত্যে বাস্তববাদ

## सक्सम वासित

প্রতিটি ভাষায় সাহিত্যের অগ্রগতির একটি ইতিহাস আছে এবং সে ইতিহাস মানবসমাজের অগ্রগতির ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই কারণে কোন সাহিত্যিক, কবি, লেখক বা নাট্যকারের ম্ল্যায়ন করতে গেলে এই বিষয়টা প্রধানত লক্ষ্য করতে হয় যে, গিলপ-সাহিত্যে বাস্তববাদের দ্ভিভগ্ণী নিয়ে তার অবদান কতট্কু। তাছাড়া আরেকটা বিষয় মনেরাখা দরকার যে গিলপী, সাহিত্যিক, কবির রচনাকাল কোন্সময়। তার কারণ হ'ল যে সাহিত্য যদি শ্ব্যুমাত্র কলপনার ভিত্তিতে রচনা হয় তবে সে সাহিত্য মান্যকে ততটা অন্প্রাণিত করতে পারেনা যতটা কাসতববাদী সাহিত্য করে থাকে।

মুক্সী প্রেমচাদের জন্ম হয়েছিল এমন এক সময়ে যখন ভারতবর্ষে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে দান করবার পরে বিটিশ সামাজ্যবাদী শক্তি জাঁকিয়ে বসে গিয়েছিল। মোগল রাজত্বের কালে ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে একটা জডতা থেকে গিয়েছিল প'বিজবাদী সমাজ বাবস্থার বিকাশ ঘটেনি। যার ফলে মোগলরাজ্য অশ্তর্দ্বরে শিকার হয়ে তাসের ঘরের মত ভেশ্যে গেল, এবং এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা, তাদের সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থেই ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক প্রথাকে শুধ্য বাঁচিয়েই **দিলনা**, তাকে আরো পোক্ত করল এবং ভারতবর্ষকে সামাজ্যবাদী শোষণের স্তম্ভরূপে গড়ে তুলল। ঠিক এই সময়ে উদ্ব সাহিত্যে মুন্সী প্রেমচাদের আবিভাব ঘটল। অর্থাৎ উর্নবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন **উদ**্বসাহিত্য অালিফলায়লা, আমির হাম্জা, হাতিম তারী গল্পে মেতেছিল এবং এগিয়ে যাওয়ার কোন সঠিক পথ পাচ্ছিলনা, তেমনি হিন্দী সাহিত্যও ঐ সময়ে রামায়ণ মহাভারত এবং প্রাণের গলেপর **মধ্যেই ঘ**ুরপাক থাচ্ছিল।

মৃন্সী প্রেমচাদের জন্ম উত্তরপ্রদেশের বেনারস জেলার একটি গ্রামে ৩১শে জুলাই ১৮৮০ সালে। প্রেমচাদের পিতার নাম ছিল মুন্সী আজারের লাল, তিনি পোস্ট অফিসের পিয়ন ছিলেন, চাকরী থেকে আংশিক উপার্জন হ'ত, অলপকিছ, জমিও ছিল। দুর্টি মিলিয়েই তাঁদের সংসার চলত। প্রেমচাদের আসল নাম হ'ল ধনপত রায়, তাঁকে আদর করে নবাব বলে ভাকা হ'ত। যথন তাঁর বয়স আট বছর তথনই তাঁর মা মারা যান, মায়ের স্নেহের অভাব মুন্সী প্রেম-চাদ সারাজীবনই অনুভব করলেন, এবং বোধহয় এই কারণেই তাঁর গলপ এবং সাহিত্য মায়ের প্রতি এত

ভালবাসা দেখা যেত। উনি তের বছর বয়সেই যাদ্র-টোনার উপন্যাস পড়ে সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হন. এবং ১৮৯৮ সালে ম্যাণ্ট্রিক পাশ করবার পরে চনারের লন্ডন মিশন স্কুলের শিক্ষক হয়ে যান এবং তারপরে তিনি সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন এবং বাহারাইচে **শিক্ষক নিযুক্ত হন।** তার কয়েকমাস পরেই তিনি প্রতাপগড়ে বদলী হয়ে যান এবং সেইখনে মুন্সী **প্রেমচাদ তাঁর প্রথম** উপন্যাস রচনা করেন, যার নাম "ইসরারে মা-আবিদ"। এই উপন্যার্সাট ১৯০৩ সালে বেনারসের এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় কিস্তীতে প্রকা-**শিত হয়। চা**রিদিকে যখন অত্যাচার, বিশেষ করে গ্রামে কৃষকদের উপরে জোতদার-জমিদার-মহাজনের অত্যাচার এবং সার:দেশের উপরে সাম্বাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের অত্যাচার, পর্বালশ ও আমলাতন্দের যোগ-সাজসে যথন সমাজে নানারকমের অধঃপতন **যথন শিল্প-সাহিত্যও কল**্যিত হচ্ছিল তথন উদ্-সাহিত্যে প্রেমচাদৈর প্রবেশে মনে হ'ল যেন দীর্ঘ-কালরাত্রির পরে সকালের প্রথম আলো দেখা দিল। কেননা উদ্বৈসাহিত্যে মুন্সী প্রেমচাঁদ সর্বপ্রথম বাস্ত্ব-বাদকে নিয়ে এলেন।

মুন্সী প্রেমচাদ নিজে কোনদিন ক্ষেতে লাগাল ধরেননি, কিন্তু তাঁর গলেপ উত্তরপ্রদেশের গ্রাম-জীবনের যে চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন তাতে তাঁকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে তুলনা করা যায়।

শরংবাব্ যেমন তাঁর সাহিত্যে গ্রামবাংলাকে ফ্রটিয়ে তুলেছেন এবং সোজা সাদামাটা কথার গ্রামের মান্যের বর্ণনা করেছেন মুন্সী প্রেমচাঁদ হ্বহ্ তাই করেছেন। মুন্সী প্রেমচাঁদ একটা গর্ বা একটা কুকুর বা একটি কৃষকরমণী বা একজন জমিদার যে কোন একটি বিষয়কে বেছে নিতেন এবং তাকে কেন্দ্র করে গোটা সমাজের অবস্থা বলে দিতেন। তার মধ্যে মানব চরিত্রের সমস্ত দিকই থাকত। ভয়ভীতি, লোভ, ক্রোধ, ঘ্ণা. আপ্রকরা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া কোন দিকই বাদ পড়তনা।

আমার একবার দীর্ঘদিন জেলে থাকতে হরেছিল।
সেই সময়ে ইকবাল, প্রেমচাঁদ, রবীন্দ্রনাথ, শরংচন্দ্র
চট্টোপাধ্যায়, টলস্টয় ও লেনিনের যতগর্নল বই আমি
পেরেছি সেগ্রনি খুব মনোযোগ দিয়ে আমি পড়েছি,
এবং সেই পড়ার মধ্যদিয়ে মুন্সী প্রেমচাঁদ সম্পর্কে
আমার ধারণা যে উনি উদ্মাহিত্যে তখনকার সমাজের
সত্য কথাকে যত সহজ ও সরলভাবে তুলে ধরেছেন তা
আজ্ঞও অনেক সাহিত্যিক পারেননি। তাঁর যে কেন

একটি গল্প একটি আরনার মত তখনকার সমাজের প্রতিফলন করে। শৃংধু ভাষার দিক থেকে নয়, বিষয়ের দিক থেকেও।

মুন্সী প্রেমচাদ মারা গিয়েছিলেন ১৮ই অক্টোবর ১৯৩৬ সালে, যখন তাঁর বয়স মাত্র ৫৬ বছর। উনি যদি আরো কিছুদিন বে'চে থাকতে পারতেন তাহ লে হয়ত আজকে বিশ্বব্যাপী খ্যাতনমা সাহিত্যিকদের মধ্যেই তাঁর স্থান হ'ত। কিন্তু তাঁর গ্রুনগ্রন ব্রিথ এর চাইতেও বেশি এই কারণে যে তিনি বিংশশতাব্দীর প্রথম দিকে যে সব কথা বলেছিলেন পরবতীকালে রুশ বিশ্লবের পরেও সেই সব কথার অর্থ আমাদের দেশে বোঝা যাচ্ছিলনা।

মনুন্সী প্রেমচাদ তাঁর যোবনে গান্ধীবাদের প্রতি আকৃষ্ট হরেছিলেন এবং একথা মনে করেছিলেন যে গ্রামের গরীবদের মৃত্তি বোধহয় সেই পথেই আসবে। পরবতীকালে তিনি কিছা নতুন কথা বললেন, যেমন মহাজনী সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা এবং পণ্ড য়েতী রাজ্যের কথা। তিনি মনে করতেন যে পণ্ড য়েতী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হ'লে পরে সমৃত্ত ক্ষমতা পণ্ডের হাতে চলে আসবে এবং পণ্ডের মাধ্যমে পর্মেশ্বর

নেমে আসবেন, আর সকলের প্রতি ন্যায় বিচার হবে। কিল্পু তা হবে কি করে? এ প্রশেনর জ্বাব উনি দিরে-ছিলেন একথা বলে যে আমাদের কিষাণসভা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এটা মনে রাখা দরকার যে এই শব্দ "কিষাণসভা" কি অপরিসীম গ্রেছ বহন করে।

সমালোচকদের মধ্যে এমন করেকজন আছেন বাঁরা এই কথা বলার চেন্টা করেন যে ম্লুনী প্রেমচাঁদ আজকের যুগে অচল। এটা শুখু অসত্য নর একটা উল্ভট কথা; তার কারণ হ'ল যে ম্লুনী প্রেমচাঁদ তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সমাজের যে পরিবর্তন আলতে চেয়েছিলেন, নতুন সমাজের যে পরবর্তন বালতে চেয়েছিলেন, নতুন সমাজের যে পরবর্তন বালতে চেয়েছিলেন, নতুন সমাজের যে প্রকল্প হরেছে? গুলতে চেয়েছিলেন, সেসব কাজ কি সম্পন্ন হরেছে? হরিজনদের উপরে তথাকথিত উচ্চ জাতের অত্যাচার কি বন্ধ হয়েছে? নারী জাতির ম্বান্ত কি এসেছে? না এসব কোন প্রশেনরই মীমাংসা হর্মান, এবং যতদিন এ সমস্ত কাজ সম্পন্ন হবেনা অর্থাৎ সমাজতাল্যিক বিশ্বর সম্পন্ন হবেনা ততিদন পর্যক্ত প্রেমচাঁদের সাহিত্য তাজা থাকবে, এবং সংগ্রামরত মেহনতী মান্বের বুকে ভরসা যোগাবে।

#### [মৃত্যুহীন প্যারী কমিউন: ৩৮ প্রভার শেষাংশ]

কমিউনের মধ্যে ধনতান্দ্রিক সমাজ সেদিন স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ্য করেছিল তার ধ্বংসের বজ্বগর্ভ মেঘ। স্তান্ভিত বিস্ময়ে কেপে উঠেছিল শোষক প্রভুরা। তাই শ্রমিকদের ধ্বংসের লড়াই-এ সাহায্য করতে প্রন্নিয়ান সরকার সমস্ত বন্দী ফরাসী সৈনিকদের মুক্তি দিল। ভেসাই আর জার্মান সরকারের সৈন্যরা আক্রমণ করল প্যারিস। অসাধারণ বীরত্বের সংগ্যে সংগ্রাম করে পথে পথে রক্তের আলপনা একে দিল মৃত্যুঞ্জয়ী কমিউনার্ভরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ২৮শে মে পতন হ'ল বুর্জোয়ারা সেদিন রক্তের বন্যায় ভ্রিয়ের বিরের দিয়েছিল প্যারিসকে। শৃধ্ব গ্রাল করে হত্যা করা হয়েছিল গ্রিশ হাজার মানুষকে।

কমিউনকে বিচার করতে গেলে বিশেষভাবেই মনে রাখতে হবে যে কমিউনকে প্রথম থেকেই আত্মরক্ষার লড়াই এ ব্যাপ্ত থ কতে হয়েছিল। পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণীও সেদিন তার সমর্থনে এগিয়ে আসতে পারেনি। শ্রমিকদের নিজস্ব কোন পার্টি ছিলনা, ছিলনা অভিজ্ঞতা। ব্রেজায়া ধ্যান ধারণার প্রভাবও ছিল তাদের ওপর গভীর। শোষণক্রিণ্ট কৃষকদের সংগে ষোগাযোগ কমিউন স্থাপন করতে পারেনি, বার্থ হয়েছিল ফ্রান্সের অন্যান্য প্রদেশের মেহনতী মান্মদের সংগে সম্পর্ক স্থাপনে। দ্রুততার সংগ্র ভেসাই-এর ব্রেজায়া সরকারের বিরুদ্ধে অভিযানও সংগঠিত করতে পারেনি কমিউন। তাই কৌশলী ব্রজোয়ারা

সেদিন ধরংস করতে পেরেছিল কমিউনকে। কিন্তু মৃত্যু হয়নি কমিউনের আদর্শের। কমিউনই প্রথম পথ দেখিয়েছিল শ্রমিকদের আর্থিক মুক্তির রাষ্ট্রবাক্ষার।

কমিউনের মৃত্যুহীন আদর্শ সাফল্যে উম্ভাসিত হয়ে উঠল ১৯১৭ সালে রাশিয়ার নভেম্বর বিশ্লবে। সার্থক হ'ল চীন, ভিয়েতনাম আর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মৃত্তি যুদ্ধ।

কমিউনের অভিজ্ঞতা ভাবীকালের জন্য একটি বিশেষ শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে—শ্রমিক শ্রেণীকে শ্ব্ধ আগের রাষ্ট্রযন্ত দখল করলেই চলবেনা ঐ বন্দ্রকে চ্ণিবিচ্ণ করে স্থাপন করতে হবে শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত।

আজ প্থিবীর এক চতুর্থাংশে উড়ছে সমাজতশ্রের জয় পতাকা। বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ মান্য ছিল্ল করে-ছেন শোষণের শৃত্থল। গভীর থেকে গভীরতর সংকটে জর্জারিত হচ্ছে পাঁকুজিবাদ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমন্থের সংগ্রামে উত্তাল এশিয়া আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকা। দারিদ্র্যা, নিপীড়ন ও অনাহারের বির্দ্ধে লড়ছে দানিয়ার শ্রমিক। সাম্রাজ্যবাদের বির্দ্ধে সমাজতশ্রের এই জয়য়ায়ার মাহুত্তে মেহ্নতী মান্য বারবার স্মরণ করবে প্যারী কমিউনকে।

'কমিউনের আদর্শ হচ্ছে সমাজবিক্সবের আদর্শ, শ্রমজীবী মান্ধের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্তির আদর্শ। এ হচ্ছে সারা দ্বনিয়ার প্রলেতারিরেতের আদর্শ। এই অর্থে কমিউনের মৃত্যু নেই' (লেনিন)।

## শতবর্ষের আলোকে প্রেমচন্দ্ তপন চক্রবর্তী

যখন হিন্দী তথা উদ্বিসাহিত্য বানানো কংশকাহিনী আর অবাস্তব চরিত্রের আজগ্রি কান্ড
কারখানার ভোজবাজীতে মস্গ্ল হয়েছিল তথা সেই
কলপনার ইউটোপিয়া থেকে রক্তমাংসের মান্যের
বাস্তব জীবনের কাছাকাছি হিন্দি তথা উদ্বি
সাহিত্যকে টেনে নিয়ে আসেন মনীষী লেখক মান্সা
প্রেমচন্ত্র তার জন্ম ১৮৮০ সালে বেনারসের কাছা
কাছি লমহি গ্রামে। বাবা অজয়ব রায় ছিলেন একজন
ডাক কমী। শৈশবে মাতৃহীন প্রেমচন্ত্র ঘনিষ্ঠ র্পকে
জন্তব করতে পেরেছিলেন।

প্রেমচন্দ তার আসল নাম নয়। তার আসল নাম ধনপত্ রায়। লেখার জন্য রাজরোধে তাঁকে পড়তে হয় এবং নিজেকে গোপন রাখার জন্য কখনে। নবাব রয় কখনো প্রেমচন্দ নাম নিতে হয়। অবশেষে প্রেম-চন্দ্ নামেই তিনি লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

এই শতাবদীর শ্রু থেকেই প্রেমচন্দ্ তার লেখনি গরে ছিলেন। এবং জীবনের শেষ দিন (১৯৩৬ সাল। পর্যন্ত তাঁর কলম সক্তিয় ছিল। লেখক হিসেবে তিনি ৩৬ বছর বাপৌ জীবন ও জগতের যে অবস্থা। দেশের যে অবস্থাকে দেখতে পেয়েছেন তার ঘনিষ্ট বাস্ত্রর রূপকে তাঁর কলমে সত্যানষ্ঠভাবে ফ্রাট্য়ে তুলেছেন। বিশ্বযুদ্ধের অ'লোড়নে অস্থির সেই সময়ের গ্রাম জীবন—শোষণে, নির্যাতনে, জরাজীণ গ্রামীণ গরীর মানুষ তাঁর কলমে কেবল স্থির চিন্ন হয়েই ফ্রটেওঠেন। নিজের স্ক্রনশীল প্রতিভায় এবং দ্রদশী জীবনবাধের সাহায়ে। তিনি নিপ্রীড়ত মানুষকে প্রতিবাদের সিংহদ্বার পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছেন। তাঁব এই জীবনবাধ এবং শেলীসংচতনতা তংকালে কেবল হিন্দি বা উদ্বি সাহিত্যেই নয় সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেই তুলনাহীন।

প্রেমচন্দ্ প্রায় ২৭৫টি ছোট গল্প এবং ১৫ খানি উপন্যাস লিখেছেন। এছাড়া প্রবন্ধ, নাটক, শিশ, সাহিত্যও রচনা করেছেন, এবং অনুবাদও করেছেন করেকটি বই। তবে স্বাক্ছবুর উপরে গল্পে ও উপন্যাসে কিন স্বচেয়ে কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

তাঁর উপন্যাসের মধ্যে বঙ্গাভূমি, কর্মভূমি, সেব'-সদন, গোদান, গবন এবং গলপ গুলেথর মধ্যে কাফন লোজে বতন, সশত সরোজ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য: তাঁর গলেপ ও উপন্যাসে একদিকে যেমন তিনি গ্রামের ও শহরের অথিকি শোষণকে চিত্রিত করেছেন অন্যাদিকে
সমাজের নানা ব্যাধি, কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে
পঠেককে সচেতন করেছেন। তাঁর রচনায় দরিদ্রের দ্বর্দশা,
পতিতাব্তি, সাম্প্রদায়িকতা, জাত-পাত ইত্যাদির
সমস্যাগ্র্লি নানর্পে ফ্র্টে উঠেছে। এবং সেই সংশ্রে চিত্রিত হয়েছে এই সব সমস্যার মোকাবিলায় মান্ত্রের
নির্ভর সংগ্রামের কথা।

এবছর প্রেমচন্দের শতবর্ষ। এবং সেকারনেই প্রগতিশীল মানুষের কাছে এই শতবর্ষের এক বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। শতবর্ষের এই স্বারোগে প্রেমচন্দের সাহিতা পাঠ ও আলোচনার জন্য ব্যাপক প্রচেট্টা গড়ে তোলা আজ বিশেষ প্রয়োজন। কারণ প্রেমচন্দ্র তার সময়ে দাঁড়িয়ে যে সমস্যাগর্বলির প্রতি অঞ্জর্বিলিদেশি করেছিলেন সেই সমস্যা আজও প্রায় অপরিবৃত্তি রয়েছে। তাই আজকের জীবনেও প্রেমচান্দ্রমান ক্রিয়াশীল।

আমাদের কাছে খ্বই আনন্দের বিষয় যে প্রেমচন্দ্ শতবর্ষের এই তাৎপর্যকে উপলব্ধি করে পশ্চিমবংগ সরকার শতবর্ষের শ্রুব্তেই কলকাতার প্রেমচন্দের উপর একটি মনোজ্ঞ আলোচনাসভার আয়োজন করে-ছিলেন। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যক্ত শিশির মঞ্চের সেই আলোচনা সভায় হিন্দি বাংলা ও উর্দ্ব সাহিত্যের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি প্রেম-চন্দের উপর নানা দিক থেকে আলোকপাত করেন যা প্রেমচন্দ্ চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ গ্রুত্বপূর্ণ।

আলোচনা সভার উদ্বোধন করে দ্রী ই. এম. এস
নাম্ব্রিদ্রপাদ্ বলেন—প্রেমচন্দ্ যে ভাষায় তাঁর সাহিত।
রচনা করেছেন সে ভাষা আমি জানিনা। অনুবাদের
মাধামে তাঁর সাহিতা পাঠ করেছি। এবং বন্ধ্ বান্ধবের
মাধামে তাঁর সাহিতা সম্পর্কে আলোচনা শানেছি। এতে
আমার প্রেমচন্দ্ সম্পর্কে মনে হয়েছে যে তাঁর মতন
লেখক তংকালীন যুগের ভারতীয় সাহিতো আর কেউ
ছিলেন না। সেই যুগে যে বিষয়গ্রিলকে তিনি তার
সাহিতে নিয়ে এদেছিলেন সেই বিষয়গ্লি বহু বদ
সাহিতিকেই চোথ এডিয়ে গিয়েছিল। সমাজেব
আথিকি শোষণ, কুসংম্কার ইতাদির বিরুদ্ধে প্রেমচন্দ্
যেভাবে তাঁর কলম নিয়ে লড়াই কবেছেন তেমনটা সে
যুগে আর কেউ করেছেন বলে মনে হয়না। তাঁর সমকালীন সাহিত্যিকদের সপ্যে যদি প্রেমচন্দের তুলনামূলক আলোচনা করা থায় তাহলেই আমরা প্রেমচন্দের

গ্নর্ত্বকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারব। এই তুলনাম্লক আলে।চনা সমাজের অগ্রগতির স্বার্থেই এক মহান ঐতিহাসিক দায়িত্ব হওয়া উচিত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য মন্দ্রী বৃশ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রেমচন্দ্ চর্চার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে জানান
পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুবাদের মাধ্যমে প্রেমচন্দ্
সাহিত্যকে বঙালী পাঠকের কাছে পেশছে দিতে
চান। প্রথম দিনের সভার সভাপতি রাজ্যপাল গ্রিভুবন
নারায়ণ সিং প্রেমচন্দের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি
অনপ্রস্রসে তাঁর যে উষ্ণ সাহিষ্য পেয়েছিলেন তার
সম্রান্ধ উল্লেখ করেন এবং প্রেমচন্দের স্থায়ী স্মারক
নির্মাণের জন্য তিনি আবেদন জানান।

দ্বিতীয় দিনে গ্রী কে, সি পাণ্ডে ও ডঃ সরোজমোহন মিত্র দ্বৃটি স্বরচিত প্রবংধ পাঠ করেন। দ্বৃজনেই প্রেম-চন্দের সাহিত্য সম্পর্কে বিশদ বিবরণ তাঁদের প্রবংধ তুলে ধরেন। ঐ দিনের বিশিষ্ট বস্তা ডঃ নামওয়ার সিং প্রেমচন্দের রাজনৈতিক মতামত সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেন যে প্রেমচন্দ্ গান্ধীবাদ থেকে ক্রমণঃ মার্কস্বাদের দিকে ঝ্রুকে ছিলেন এমন কথা বলাটা ঠিক নয়। এটা নিছক সরলীকরণ। আসলে গভীর মানবতাবাদী ছিলেন প্রেমচন্দ্। সেই মানবতাবাদী মনোভাবই তাঁকে গান্ধীজীর আন্দোলনের কাছাকাছি এনেছিল এবং তাঁর কাছ থেকে দ্বে সরিয়েও নিয়ে গিয়েছিল।

তৃতীয় দিনে সর্বশ্রী আলিখ লখনোভি, নারায়ণ চৌধ্রনী, অর্তব নারায়ন সিং, শ্রীমতী চন্দ্রাপাণেড প্রমাথ প্রেমচন্দ্র সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ সমস্ত প্রবন্ধে উর্দ্ধি সাহিত্যে প্রেমচন্দের স্থান, প্রেম-চন্দের উত্তর্গাধিকার, প্রেমচন্দ্র সাহিত্যে নারী ইত্যাদি বিষয়গ্রিক তুলে ধরা হয়। এই দিনের সভাপতি ছিলেন পরিবহণ মন্দ্রী মহঃ আমীন।

চতুর্থ দিনে এবং অন্যান্য দিনগর্হালতে প্রেমচন্দের সাহিত্য নিয়ে তৈরী করেকটি নাটক ও চলচ্চিত্র দেখানো হর। এই আলোচনা চক্রের বিশেষ আকরণ ছিলেন প্রেমচন্দের পরে হিন্দি সাহিত্যের অন্যতম দিক্পাল

শ্রী অমৃত রার। তিনি প্রথম ও তৃতীর দিনে আলোচনা
করেন। প্রথম দিন তিনি প্রেমচন্দের সমকালীনম্ব বিষয়ে
বললেন—প্রেমচন্দ্র যে সমস্ত সমাজিক সমস্যাগ্রিল
নিয়ে লিখেছেন, যে সব সংস্কার, দ্বনীতি, ও পশ্চাংপদ মনোভাবের বিরোধিতা করেছেন সেই সব সমস্যা,
কুসংস্কার আজাে আমাদের সমাজে বর্তমান। তাই
প্রেমচন্দ্র সাহিত্য আজাে সমান ভাবেই গ্রের্মপর্ণ।

শেষ দিনে তিনি প্রেমচন্দ্ সাহিত্যে শৈলীর প্রশেন বন্ধব্য রাথেন। তিনি বলেন, যারা প্রেমচন্দ্ সাহিত্যে শৈলীর অভাব আছে বলে মতামত রাথেন তারা আসলে সাহিত্যে শৈলী বা শিলপ সম্পর্কে তাদের অম্পন্ট ধারণা থেকেই প্রেমচন্দ্ সাহিত্যকে বিচার করেন। প্রেমচন্দ্ যে সব বিষয়গর্লি সাহিত্যে নিয়ে এলেন তা তার প্র্বস্রীদের থেকে সম্প্রণ পৃথক। বাস্তব জীবন, দারিদ্রা, শোষণ ইত্যাদির র্পকে সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রচলিত ধারণায় ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। প্রসংগত তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন—একজন রাজকন্যা আর একজন দেহাতী রমুণীর র্প একরকম হয়না। দেহাতী রমণীর র্পকে উপলিখি করতে হলে যে স্ক্র্য সোন্দর্যবেধ প্রয়োজন সেই বোধের আলোকেই প্রেমচন্দ্র সাহিত্যকে দেখতে হবে।

এ প্রসংগ্য সেদিন চলচ্চিত্রকার ম্ণাল সেনও বেশ মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। সব মিলিয়ে আলোচনা চক্রটি প্রেমচন্দ্; সাহিত্য অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রয়ো-জনীয় ভূমিকা পালন করেছে বলেই মনে হয়।

প্রেমচণদ্ শতবর্ষের বিষয়কে গ্রেছ দিয়ে পশ্চিম-বংগা সরকার যে এমন একটি আলোচনার ব্যবস্থা করে-ছেন এবং প্রেমচন্দের সাহিত্যকে বাঙালী পাঠকের সামনে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছেন তার জন্য অজস্র ধন্যবাদ তাঁদের প্রাপা। আগামী দিনে পশ্চিমবংগা সরকার এই প্রতিশ্রুত পথে এগিয়ে যাবেন প্রেমচন্দ্ প্রেমীদের এটাই প্রত্যাশা।

# अल्लाहता

# অলচিকি ও পণ্ডিত রম্বুনাথ মুমু

সম্প্রতি পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুকে প্রের্লিয়ার গণ-সন্দর্শনা দিয়ে-ছেন। পশ্ডিত রঘনাথ মুর্মু উল্ভাবিত সাঁওতালি ভাষার হরফ অলাচাককৈও এই সংশ্য রাজ্য সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিলেন, সংশ্য অলাচাক লিপিকে সাঁওতাল জনগণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্র-গাতর উপযোগী করে তোলার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও।

পশ্চিমবাংলায় প্রায় ২৫ লক্ষ্ সাঁওতাল আদিবাসী বসবাস করেন। মেদিনীপরে জেলার পশ্চিমাংশে, প্র্র্লিয়া, বাঁকুড়ায়, বাঁরভূমে ও মালদহ জেলায় ম্লত এরা বসবাস করেন। এছাড়াও পশ্চিমদিনাজ-প্রে, জলপাইগার্ড়ি, হ্গলা, বর্ধমান, ম্বির্দারাদ প্রভৃতি জেলায় ইতহতত বিক্ষিণতভাবে কিছ্ব কিছ্ব সাঁওতাল বসবাস করেন। পশ্চিমবর্ধ্স ছাড়াও সাঁওতাল আদিবাসীরা ছড়িয়ে রয়েছেন বিহারের চাইবাসা, সাঁওতাল পরগনা, সিংভূম প্রভৃতি জেলায়, উড়িয়ায় ও আসামের কিছ্ব কিছ্ব অপ্তলে। অর্থাৎ ম্লত ভারতের চারটি প্রনাশে সাঁওতালরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছেন।

সাঁওতালী ভাষার সংগ্য আমাদের অনেকেরই পরিচয় নেই। কিন্তু সাঁওতালী ভাষা ও সংস্কৃতিরও স্মহান ঐতিহ্য অছে। অতীতে সাঁওতালরা গভীর বনে জগালে বসবাস করত। এখনও তাদের অনেকে নগর সভ্যতার আলো দেখেনি, তারা নিজম্ব জীবন ধারার ঐতিহ্য অনুযায়ী ছোট ছোট গোণ্ঠী করে বসবাস করছেন স্নুদ্র গ্রামাঞ্জে। আধ্ননিক শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতার গণ্ডীর বাইরে নিজেদের একান্ত আপন জগতে তারা নিমন্দ।

ভাষা মানুষের আত্মপ্রকাশের অন্যতম বাহন।
প্রতিটি ভাষার বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে
এই সাধারণ সত্যই উদ্ঘাটিত হয় বে, মানুষ তার
নিজস্ব সামাজিক প্ররোজনের তাগিদে ভাষার জন্ম
দিয়েছে, ক্রম বিকাশ ঘটিয়েছে। মানুষ যখন সভ্যতার
আলো পারনি, তখনও প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার
জন্য, পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য
নানা রক্ষ পন্ধতি অবলন্দ্রন করেছিল। গুহাবাসী
মানুষ নানা রক্ম ঢিহু ও সংকেতের মাধ্যমে, চিত্রের
মাধ্যমে নিজেদের ভাব প্রকাশ করত। ক্রমে ক্রমে মানুষের

প্রয়োজনেই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে, ভাষার উৎপত্তি হয়েছে, বর্ণলিপি আবিন্দৃত হয়েছে, ছাপাথানা সৃষ্টি হয়েছে, জন্ম নিয়েছে আধ্নিক্তম বন্দ্রপাতি। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মান্বকে সামান্য কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই এমন উন্নত সভ্যতা উপহার দিয়েছে যার ফলে সমস্ত ভাষারই ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, শব্দ ভাণ্ডার দুত্ত স্কাত হয়েছে। নতুন নতুন শব্দ উদ্ভাবিত হয়েছে।

সাঁওতাল আদিবাসীরা দীর্ঘকাল অবহেলিত রয়েছে। তাদের মধ্যে এখনও অনেক প্রাচীন সভ্যতার নিদ্র্শন পাওয়া যায়। সাঁওতাল আদিবাসীরাও যথন বনে জঙ্গলে বসবাস করত, কখনও ভয়, সভা, যোগা-যোগ করা প্রভৃতি বিষয় বোঝানোর জন্য তারা পাথরের গায়ে অথবা গাছের ডালে নানা রকম চিহ্ন ও সঙ্কেত একে রাখত। শুধু চিহ্ন বা সঙ্কেতের এই সব বাবহারই নয়, সামনে কোন বিপদ বা ভয়ের অংশংকা **থাকলে তারা পশার সিং** শ্বারা নিমিতি নানারকম বাদ্য-যক্ত দিয়ে বিচিত্ত শব্দের সাহাযো সেই সব বিষয়ে সতর্কও করত। এসব ছাড়াও এখনও বিভিন্ন জায়<mark>গার</mark> সাঁওতাল অধিবাসীদের মধ্যে দেখা যায় যে, গৃহপালিত জন্তু জানোয়ারের গায়ে নানারকম দাগকেটে তারা মালিকানা নির্ম্পারণ করে দেয়। বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহারের প্রচলন এখনও রয়েছে। বাঁ হাতে পোড়া দাগ সাঁওতাল উপজাতির চিহ্ন বহন করে। সাঁওতাল উপজাতি রমণীদের শরীরে শিচ্প স্বমার্মাণ্ডত নীল রঙের প্রিন্ট দেখতে পাওয়া যায়। **এই প্রিন্টগ**ুলি <mark>অবশ্য</mark>ই অর্থবহ এবং এগ**ুলি উপ**-**জাতিগ***্রালর* **মধ্যে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে**।

সাঁওতাল আদিবাসীদের মধ্যে নানা রকম চিহ্ন সভেকত শব্দ ধর্নির যে ব্যবহার প্রচলিত, ক্রমে সেইসব চিহ্ন সভেকত শব্দ ধর্নি ভাষার জন্ম দিয়েছে কিন্তু লিখিত কোন সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশ হর্মান, ছাপার হরফে বহু মানুষের সংযোগ স্ভিকারী ভাষার জন্মও হর্মান, কারণ সাঁওতালী ভাষায় লেখার উপযোগী কোন হরফ ছিল না।

সাঁওতাল ভাষীদের মধ্যে শিক্ষার জন্য এবং ভাষা প্রকাশ করার জন্য বাংলা লিপির ব্যবহার করা হত। আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করার লক্ষ্য সামনে রেখে মিশনারীরা বিভিন্ন জায়গায় সন্নিপ্রভাবে আস্তানা গাড়ে। ধর্ম প্রচার করার অভিলায় তার: সাঁওতালী জনগণকে রোমান হরফ ব্যবহার করার পথে ঠেলে দেয়। শিক্ষা ও ভাষার ক্ষেত্রে রোমান হরফ ব্যবহার করার জন্য খূন্টান মিশনারীরা উঠে পড়ে লাগেন। কিন্তু বিদেশী ভাষার হরফ ব্যবহার করে খুব একটা সন্ফল পাওয়া যায়নি, বরং সাঁওতালরা যথেন্ট পিছিয়ে রয়েছেন।

অলচিকি লিপির উদ্ভাবক ও র্পকার পণ্ডিত রঘুনাথ মুম বৈষাবনেই উপলব্দি করেছিলেন যে. সাঁওতালী ভাষা ও সংস্কৃতি আধন্নক সভ্য সমাকে নিদার প্রভাবে ধরংসের পথে এগিয়ে যাবে যদি সাঁওতালী ভাষা তার একান্ত নিজ্ঞস্ব হরফ উল্ভাবন করতে না পারে। সাঁওতালী ভাষা ব্যবহার করার জন্য, চিঠিপত্র আদান-প্রদানের জন্য, পরস্পরের সংগ্র যোগাযোগ কর। এবং ছাপাখানার মাধ্যমে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর জনগণের মধ্যে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির সম্পদগ্রনিকে

নিয়ে যাওয়ার জন্য সাঁওতালী ভাষার নিজস্ব লিপির প্রয়োজন।

খৃন্টান মিশনারীদের প্রভাবে কেউ কেউ রোমান হরফ বাবহার করলেও রঘুনাথবাব্ কিন্তু অন্ভব করেন যে, রোমান হরফে বা বাংলা হরফে সাঁওতালী ভাষার একান্ত নিজস্ব যে উচ্চারণ ধর্নান তা সার্থকি-ভাবে প্রকাশ করা সন্ভব নয়। বস্তুত অন্য কোন ভাষার হরফে ঠিক ঠিক ভাবে সাঁওতালী ভ ষার ধর্নান বৈশিষ্ট প্রকাশ করার জন্য, তাদের সংখ্যা সমগ্র সাঁওতালী যারা রোমান হরফ ব্যবহার করতেন সাঁওতালী ভাষাকে প্রকাশ করার জন্য, তাদের সংখ্যা সমগ্র সাঁওতালী জাতার তুলনায় অতি নগণ্য ছিল।

রদ্বনাথবাব্ কোত্হলী মান্ষ। এখন এই চুয়াত্তর বছর বয়সেও তাঁর চোখে মৃখে কোত্হল, অজানাকে জানার আকাণখা তীর। একজন আবিষ্কারকের মত



সদ্মীক পণিডত মুম্ম্, সংগে পশিচমবংগ সরকার প্রদত্ত প্রশংসাপত্ত

অপরিসীম ধৈর্য, প্রলোভন ভুলে আত্মত্যাগ করার স্পৃহা এবং অনামত সহনশীলতার সংশ্য বিচার বিবেচনা করে যুক্তি নির্ভার পশ্যতিতে তা খণ্ডন করে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার দুর্জায় নিষ্ঠা পণ্ডিত রঘুনাথ মুম্মির আছে।

হালকা শীতের সকালে রোদের দিকে পীঠ দিয়ে বসেছিলেন পণিডত মুম্ন। মুথে খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি, মাথার ধবধবে সাদা অবিনাদত কেশ। চুয়ান্তর বছরের দীর্ঘ জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই কেটেছে হরফ আবিষ্কার ও প্রচার করার কাজে। শ্রুর্ করে ছিলেন ১৯২৫ সালে। আজও সেই প্রতিভা সমানভাবে উষ্পর্কা। বর্তমানে পণিডত মুম্ন্ আছেন সিংভূম জেলার টাটানগরের করণ ডিহিতে ছেলের কাছে। ছেলে টিসকোতে চাকরী করেন। যাব মানার পাতকার প্রয়োজনে তার সঞ্জে সাক্ষাংকার নিতে গিপ্তে সাভ্তললী ভাষা, সংস্কৃতি ও আদিবাসী জীবনের এনেক অজানা কথা ট্রকরো ট্রকরো করে জানাত প্রেরিছ।

পশ্ডিত রঘ্নাথ মুম্নুর জন্ম ১৯০৫ সালের ৫ই মে। উড়িষ্যার মর্রভঞ্জ জেলার একটি ছোটু গ্রাম দাঁত-বোমে, বাবা নন্দলাল মুম্নু তাঁকে ম্যাট্রিক্লুলেশঃ পর্যন্ত পড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। রঘুনাথবাব বললেন মর্রভঞ্জ জেলার বারিপাদা হাই স্কুলে লেখা-পড়া শেষ করে বারিপাদা পাওয়ার হাউসে শিক্ষা-নবীশ ছিলাম। কিন্তু শিক্ষা শেষ হ'লে কোন চাকরী করার ইচ্ছা হ'ল না। কুটির শিলেপ আগ্রহ দেখা দিল, বুনন শিলপকে বেছে নিলাম।

কারপেট ব্নন ও ট্রস্টিং-এ অভিনবত্ব স্থি করলেন রঘুন।থ মুমরি। বহু মানুষ তার শিল্পী থাতের কাজ দেখতে। আসতেন। একদিন ময়ুরভঞ্জ মহারাজার **৩ংক:লানি দেওয়ান ডাঃ**াপ কে. সেন এলেন দেখতে এবং মুক্ষ হলেন। ফলে রঘুন থজীকে প্রছত,ব দিলেন ইনড।স্থিয়াল ট্রেনিং-এ যাওয়ার। রঘুন:থজী রাজী হয়ে গেলেন। কলকাতা শ্রীর:মপুর ও গোসাবায় শিলেপর যাল্যিক কর্মকৌশল সম্পকে<sup>ব</sup> ট্রোনংও নিলেন। তারপর বারিপাদা পূর্ণচন্দ্র ইনস্টি-চিউটের ইনস উ।ৡর। কিন্তু এখনেও মন বসলো না, প্থায়ী হতে পারলেন না। ছ'ম সের মধ্যে পিতা নন্দলাল মুম্ম্রি জীবন বসান ঘটল, ফিরে যেতে বাধা হলেন রঘুনাথজী। দেওয়ান সাহেব রঘুনাথজীকে তার বাড়ীর কাছাক।ছি বাদামটালিয়া गर्छन म्कूरनत अधान भिक्कक नियुक्त कतानन। এখानि বঘুনথেজীর জীবনে খানিকটা স্থায়ীও এসেছিল।

রঘুনাথজী যখন বারিপাদায় শিক্ষানবীশ ছিলেন

Beggy Wight any source prome of ing brown on the source of the form of the form of the source of the country of

রঘ্ন থ মুম্বি নিপেব লেওে লেখা এলচিকি

উখন তাঁকে আদিবাসী ভাষার বিভিন্ন লিপি লিখতে হয়েছে। সমস্যাটি তখনই তার মাথার ঘ্র-পাক খেতে থাকে। তিনি একান্ত নিজন্ব একটি বর্ণ-লিপির প্রয়োজনে গভীরভাবে নিমণন হয়ে পড়েন। সমস্যার জট খুলতে গিয়েই জন্ম নিল ইতিহাসের এক উन्ध्राम भाराणं, जन्म निम मौख्याम ভाষा-ভाষीদের নিজস্ব বর্ণমালা। অল স্ক্রিপট। তখন রন্থনাথজী বাদামটলিয়ায়। বণলিপি না হয় এলো তার প্রচার কিভাবে হল: আদিবাসী জনগণ নতুন বর্ণমালার সংগ্রে পরিচিত ।কভাবে হলেন? কেমন করেই বা তা জনপ্রিয়ত: লাভ করল? অলচিকির রূপকার রঘুনাথ মুর্মা, এরকম একঝাঁক প্রশেনর জবাব দিলেন ধীরে ধীরে একটার পর একটা করে। দেখুন, যৌবনকালেই কতগ্রলো প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে দেখা দেয়। দেখতাম চোখের সামনে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে. **रमथ**। পড़ा करत नः, म्कूरम रयरा हात्र ना अभिक्रि (थरक যাচ্ছে সমগ্ৰ সাঁওতাল জাত পিছিয়ে যাচ্ছে সভা সমাজের সপো ত ল রাখতে পারছে না।

ভাবতে ভাবতে ভাবনার জ্বটও খুলতে লাগল। প্রদন দেখা দিল আদিবাসী ভাষা 'Phonetically' অন্যান্য ভারতীয় ভাষা থেকে কতটা স্বতন্স, কেন সাওত।ল ছ ত্রা প্রচলিত বর্ণমালা গ্রহণ করছে না. কিভাবে বর্ণমালার উন্নতি করলে তা ছাত্রদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, ছাপা ও হাতের লেখার মধ্যে সুসামঞ্জস্য থাকবে এমন বর্ণমালার চেহারা কেমন হবে। ক'টা বর্ণের প্রয়োজন হবে, আদিবাসী সাঁওতাল হো, ম-ডা মাহালি বিহরদের ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা রোমান, দেবনাগরী হরফ উচ্চারণ ধর্নি যথাষথভাবে আনতে প রছে না। এবং সবচেয়ে বড প্রশ্ন কেন বিভিন্ন ভাষার জন্য বিভিন্ন হরফ ব্যবহার করা হয়, এদের উল্ভবের **त्मिथा काहिनी कि? এই সব প্রশ্নই** আমার হরফ আবিষ্কারের প্রেরণা থামলেন রঘুন।থজী। "জন-সাধারণের প্রয়োজন প্রেণ করার প্রচেণ্টাকেই প্রেরণা বলতে হয়। না হলে বাইরে থেকে অন্য কেউ আমাকে প্রেরণা দেয়।"

"অলচিকি তৈরী করার পর প্রশ্ন দেখাদিল প্রচার কিভাবে হবে। সবাইকে ধরে ধরে শেখান সম্ভব না। তার জন্য মনুদ্রণ ব্যক্তথা চাই। বিদ্যালয়ে থাকতে থাকতেই একটা Hand Press তৈরী করলাম"।

হাান্ড প্রেস তৈরী করার অতীত স্মৃতি মনে পড়ে গেল পন্ডিত রঘ্নাথ মুর্মর। একট্ থামলেন তিনি। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস। "আজ অনেক মান্য সময়ের অগ্রগমনের সাথে সাথে অল ক্ষিপ্ট ব্যবহার করছেন"। ঘটনাচক্রে রঘ্নাথজীর তৈরী হরফ ও হ্যান্ড প্রেসের খবর পেরেছিলেন শিক্ষা দশ্তরের কর্তা ব্যক্তিরা। তারা রঘ্নাথজীকে রাজ্য প্রদর্শনীতে অলচিকি দেখাতে বললেন, সেটা হচ্ছে ১৯৩৯ সাল। প্রদর্শনীতে জল-চিকি দারুণ আলোড়ন তোলে, প্রচায় বাড়ে।

আদিবাসী সাঁওতালী জনগণ অলচিকি হরফ ব্যবহার একদিনে রুত করেননি। পণ্ডিত রন্ধনাথ মুর্মন্ব সাঁওতাল অধ্যানিত এলাকার এলাকার প্রচার কাজ চালিরেছেন। হ্যাণ্ড প্রেসে লিপি ছাপিরে হাজার হাজার মান্বের মধ্যে বিলি করেছেন। বাধারও সম্মন্থীন হরেছেন। তব্ও সাঁওতাল সমাজের নিজম্প বাক্রীতি উচ্চারণভগ্গী ও ভাষা মাধ্যুর্ব রক্ষার জন্য একক উদ্যোগে অগ্রসর হরেছেন। ব্যক্তি-পরামশ্ও অনেক দিয়েছেন। বেশ করেকজন শিক্ষিত সাঁওতাল হরফ আবিষ্কারের কাজে বাস্ত ছিলেন। তারা অলচিকি দেখার পর সেটাই গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেন, এবং এর উর্যাতিতে আত্মনিয়েগ করেন।

অলচিকি প্রায় চার দশক আগে পৃথিবীর আলো দেখেছে। জন্মের পর কয়েকটি দশক অতিক্রান্ত হয়েছে, দেশও স্বাধীন হয়েছে অনেকদিন আগে। কিন্তু সরকারীভাবে অলচিকি লিপিকে মেনে নেওয়া হয়নি এতোদিন। রঘুনাথ মুর্মান্থ পশ্চিমবাংলা, বিহার উড়িষ্যার সাঁওতাল অধ্যাধিত এলাকায় ঘুরে ঘুরে লিপির প্রয়োগ পর্ম্মতি, ভাষায় ধ্বনি বৈশিন্টা ও শব্দ গঠন প্রণালী সম্পর্কে বাস্তব অভিক্রতা সঞ্চয় করে-

হরফ আবিষ্কারের সময় সাঁওতালদের প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি বিশ্বাসকে ও পরিচিত জগতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যাতে লিপি দ্রুত রুক্ত করা যায়।

রঘ্নাথবাব্র আবিষ্কৃত অলচিকি লিপিতে ছয়টি স্বরবর্গ ও চন্বিশটি ব্যঞ্জন বর্গ আছে অর্থাৎ মোট তিরিশটি বর্গ আছে। ডায়া ক্লিটিক্যাল মার্ক ব্যবহার করার ফলে কেউ কেউ এই হরফকে অবৈজ্ঞানিক ও জটিল বলে মনে করেন, কিন্তু পণিডত ম্ম্র্যু দৃঢ়তার সংশা বললেন হরফ আবিষ্কার করা হয়েছে বৈজ্ঞানিক পর্ণতি মেনেই এবং এগর্লাল সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাওতাল ভাষার উচ্চারণ ধর্নি সঠিকভাবে আনার জনাই ডায়া ক্লিটিক্যাল মার্ক ব্যবহার করা হয়েছে সামান্য করেকটা ক্লেত্রে। প্রত্যেক স্বরবর্ণের পর চারটি করে ব্যঞ্জনবর্ণ আছে, এই 'arrangenent' শিশ্বদের কর্ণ রুণত করার ক্লেত্রে বিশেষ সহায়ক। কারণ একটি স্বরবর্ণ সামনে থাকায় বর্ণ পাঠে গতিশাল নিয়মের সৃষ্টি করেছে।

পশ্ডিত মুর্মন্ তাঁর লিপিতে অন্য কোন লিপির প্রভাব পড়েছে বলেও মনে করেন না। রঘুনাথবাব, ও তাঁর পত্রে আমাকে বর্ণগালীর গঠন প্রণালী বোঝাবার জন্য বেশ কিছন্ উদাহরণ দিলেন। কিভাবে, কোন ঘটনাকে মনে রেখে কত সহজ উপায়ে এই সব লিপির কাঠামো রচিত হরেছে তাও তাঁরা ব্যাখ্যা করলেন। কিল্ডু অকপটে স্বীকার করছে সাঁওতালী ভাষার কোন জ্ঞান বা পূর্ব ধারণা না থাকার তা সঠিকভাবে আমি ব্রুতে পারিনি এবং তাই তার ব্যবহারও করলাম না।

নানারকম জটিল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সাঁওতালী জনগণের নিজস্ব বর্ণমালঃ অলচিকি অগ্রসর হরেছে। তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন Adibasi Socio-Educational and Cultural Association' বিপ্লে উৎসাহ উন্দীপনা নিয়ে অল-চিকির প্রচার কান্ধ সংগঠিত করতে এগিয়ে এসেছেন। অন্যান্য কিছু কিছু সংগঠনও সাহাযোর হাত বাডিয়ে जिस्साइन । **अत्रकाती भर्यास्त रकान न्वीकृ** ना थाना সত্তেও দরিদ্রা আদিবাসীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে অলচিকি সপ্রতিষ্ঠিত করার কাজ অগ্রসর হয়েছে। সম্পূর্ণ অলচিকিতে মাসিক পতিকা 'Sagen Sakam' ছাপাও হচ্চে। আদিবাসী জনগণের অর্থ সাহায়ে। কলকাভার ज्यामा देशि कार्षेन्द्र थारक त्रवागथवाद हालात অক্ষর বানিরে নিয়ে গিয়ে প্রেসও চালা করেছিলেন। কলকাতার 'Adibasi Socio-Educational and Cultural Association' নানারকম বইপত্ত, পাৃ্হিতকা ও সাহিত্য পত্রিকা 'Jug Jarpa' প্রক'শ করছেন অলচিকিতে।

मीर्च निवर्वक्रिय आरम्भामन **সংগ্রাম, গণডেপ**ুটেশন মিছিল ও সভার মধ্যদিরে অলচিকিকে স্বীকৃতি দানের দাবী উত্থাপন করা হয়েছিল। কংগ্রেস সরকার জনতা সরকার **সকলের কাছেই আবেদন পেশ** করা হয়েছিল কিল্ড কেউ অ**লচিকিকে স্বীকৃতি** দেন্দি। সারা ভারতে পশ্চিমবঞ্গের বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারই অল-চিকিকে স্বীকৃতি দেন। আদিবাসী ও তপাশলী উপ-জাতি কল্যাণ দশ্তরের রাশ্মনতী ডাঃ শম্ভুন থ মাণ্ডির সভাপতিত্বে গঠিত ক্যাবিনেট সাব কমিটি সাদীৰ্ঘ পর্যালোচনার পর আদিবাসী জনগণের সংখ্যা গরিণ্টের অভিমতকে মৰ্বাদ্য দিয়ে বিগত জ্বন মাসে অলচিকিকে সাওতাল জনগণের লিখিত ভাষার বাহন বলে স্বীকার করে নেন। সেই স্বীকৃতিই আনুষ্ঠানিক রূপ পায় গত ১৭ই নভেম্বর প্রেলিয়ার হজার হাজার আদিবাসীর উপস্থিতির আনন্দঘন অনুষ্ঠানে রঘুনাথ মুর্মাকে সম্বর্মনা দানের সভায়। রছুনাথবাব্র ধারণা বিহার অলচিকিকে উড়িষ্যা ও অন্যান্য প্রদেশের সরকারও অলচিকিই ধীরে ধীরে মেনে নেবেন এবং কালক্রমে হবে সাঁওতাল জনগণের নিজম্ব ভাষা বৈশিক্টের म्हक।

পশ্ডিত রঘ্নাথ মুমর্ সাঁওতাল জনগণের সামা-জিক পশ্চাৎপদার বিরুদ্ধে আপে ষহীন সংগ্রামী। তাদের জীবনের নানা দিক নিয়ে শিক্ষ মূলক কয়েকটা গ্রন্থও তিনি লিখেছেন। যেমন অলচেমেদ, এলখা পোতপ (অংকের বই), পাশি পোহা (স্কুল পাঠ। বই), দারেশ ধন (নাটক), Ronode (ব্যাকরণ), বিধন্চশন নোটক), খেরোওয়ার বীর (নাটক) প্রভৃতি।

রঘুনাথ মুর্মর্ নিজম্ব কর্মক্ষেত্র ছাড়.ও দেশ-বিদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছুর্ কিছুর্ থবর রাখেন। আসামের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে তিনি ব্যথিত, কেন্দ্রীয় সরকারের আরও তংপরতা দরকার বলে তিনি মনে করেন। তিনি অবশ্য সক্রিয়ভাবে রাজনী,ত করেন না। মাঝে মাঝে সংবাদপত্র পাঠ করেই থবরাথবর জানতে পারেন।

সাঁওতালী ভাষার সৌন্দর্য ও নিজপ্রতারক্ষার এবং
তার অগ্রগমনে অলাচিকি বিপ্লভাবে প্রভাব বিস্তার
করবে বলে পশ্ডিত মুর্মান্দ্রভাবে বিশ্বাস করেন।
যারা এখন অলাচিকির বিরোধীতা করছেন তারা
অচিরেই তাদের ভূল ধরতে পারবেন কারণ এ কথা
স্বাই মানবেন যে একটি ভাষাকে আর একটি ভাষার
লিপিতে প্রকাশ করলে ভাষা ক্রমশ দীন ও হতন্ত্রী হয়ে
পড়ে। কেউ কি নিজের ভাষার ভংশ জীপ চেহার!
পছন্দ করেন দীর্ঘকাল। আমার ধারণা সম্পাদির জন্ম
ও স্থারীত্ব অনিবার্ষ।

নিজের ভাষাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে চুয়াত্তর বছরের বৃশ্ধ রঘুনাথবাব, গৌরবাদ্বিত বেধি করছেন। ভবিষ্যতে এর উম্বতির জন্য আরও অসংখ্য শিক্ষিত সাঁওতাল যুবক এগিয়ে আস্বেন এ দৃঢ় বিশ্ব স তার শেষ জীবনের পাথেয়।

দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টার সাক্ষংকার শেষ করে ফিরে
আসছিলাম এক বিস্ময়াভিত্ত অনুভূতি নিয়ে। মাঝে
চা টোন্টের লােকিকতা শেষ করেছি। ওঠার আগে
তার স্বহস্তে অলাচিকি লিপিতে কিছ; লিখে দিতে
বললাম। চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছেন না তিনি, তব্
ধরে ধরে লিখে দিলেন শপশ্চিমবাংলার ব্যক্ত্রন্ট সরকার অলাচিকি লিপিকে স্বীকৃতি দিয়ে সাওতালি
ভাষার অগ্রসতিতে গ্রেম্পুপ্রিফাল পলান করেছেন।
এ জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে আমি ধনাবদ দিছি। আমি
আশা করি সাঁওতালী ভাষা ও সংস্কৃতির উল্লিভির জন্য
তাঁরা আরও অনেক কাজ করবেন"।

াবশেষ প্রতিনিধি



# মানভূমে পৌষের ভিড়ে

## জি এম আবুবকর

বাঙ্কার কাছে মাস হিসেবে পোরের কদরটাই আলাদা। পোষে গৃহন্থের ঘর ভরে যায় ফসলের সম্ভারে, আনন্দের হিল্লোল ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্ত। বাংলায় একটা চালা বাগধারা আছে—কারো পৌষমাস কারো সর্বনাশ। প্রিয় মাসটিকে ঠিক সর্বনাশের বিপরীত কোটিতে বসিয়ে পক্ষান্তরে তারই মহিমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পার্নলিয়ার মানভূমী মান্বের কাছে পৌষের একই মর্যাদা।

প্রবৃলিয়া জেলার বিভিন্নস্থানে মকর সংক্রান্তি ও ট্রস্পরব উপলক্ষে গ্রামীণ মেলা, ম্রগাী লড়াই ইত্যাদি আনন্দোপকরণের বিস্তর আয়োজন হয়। তবে এবছর খরাজনিত পরিস্থিতির জনা মান্ধের আনন্দ উচ্চ্বাসে কিছুটা ঘাটতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। তব্ উৎসবের এই মরশ্রমে মান্ধ সামর্থ অন্যায়ী মেতে উঠেছে, তাও দেখেছি।

'আঘন সাকরাত' অর্থাৎ অন্ত্রাণ সংক্রান্তির দিন থেকে শ্রুর হয় ট্রুস্পরব। ট্রুস্ আজ মানভূমের মান্বের কাছে লৌকিক দেবীতে রুপান্তরিত হয়ে-ছেন। তিনি লক্ষ্মীস্বরুপা। গ্রামের ধনী-নিধনি সকল-শ্রেণীর মান্য এই উৎসব পালন করেন। ট্রুস্পরবের জাক-জমক আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে একমাত্র বাঙালীর দ্বর্গোৎসবের তুলনা চলতে পারে। উৎসবের আগে ঘরে ঘরে নতুন কাপড়চোপড় কেনাকাটার ধ্রুম পড়ে গায়। ঘর-দ্বুয়ার ঝাড়পোছ হয়।

শোনা যায়, কাশীপ্রের পণ্ডকোটরাজ ট্রস্ব ও ভাদ্ব এদ্বিটি পরবের প্রবর্তন করেন। রাজদ্বিতা ট্রস্ব ও ভাদ্বর অকালম্ত্রার পর তাদের স্মৃতিরক্ষার্থের রাজা ভাদ্রমাসে ভাদ্বপরব ও পৌষমাসে ট্রস্বপরব উদ্যাপন করেন এবং রাজোর প্রজাদেরও উৎসব পালন করতে উৎসাহিত করেন। তবে ট্রস্বর নাকি মৃত্যু হয়েছিল বৈশাখমসে। রাজ নির্দেশে পৌষমাসেই ট্রস্ব উৎসব শ্রের হয়। মানভূম সংস্কৃতি ও নৃতত্ত্ব বিষয়ে একজন বিদম্প ব্যক্তির কাছে এদ্বিট পরবের উৎসব সম্বন্ধে কথা পেড়েছিলাম। তিনি বলেছেন, রাজদ্বিতা ভাদ্বর মৃত্যুকাহিনীর সঙ্গে ভাদ্ব উৎসবের স্ট্রনার ব্যাপারটি সঠিক। কিন্তু ট্রস্ব উৎসব

মানভূমে আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। এর স্থেগ কোন রাজকুমারীর মৃত্যুকাহিনী যুক্ত নেই।

যাই হোক, 'আঘন সাকরাতের' দিন ট্রস্কুকে ঘরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ওইদিন থেকে গ্রামের মেয়ের: ট্রস্-গান শ্রুর করেন। ট্রস্কান আজ মানভূমী সংস্কৃ তথা বংগ সংস্কৃতির অংগ। সহজ মোহনীয় পল্লীস্করে এগান গাওয়া হয়। সর্বত একই স্ক্রের গান। মেয়ের। দলবে°ধে রাস্তায় চলতে চলতে, বনে কাঠ পাত। সংগ্রহ করতে করতে, ঘরে অবসর সময়ে আসুর করে ব্যু ট্স্পান করেন। গানের ভাষায় ট্স্বুর মাহাত্ম, গ্রা জীবনের নানান কথা, প্রেমের কথাও থাকে। স্বভাব কবিদের মতো **মূখে মূখে গানের** কথা রচন। করা হয়। ইদানিং ছাপানো প্রু>িতকায় ট্রস্কুগানের সংকলন ৬ পাওয়া যায়। ট্রস্কান শৃধ্ মেয়েরা নয়, ছেলেরা৬ করেন। তবে তাদের গানের কথায় আদি-রসের ছড়। ছড়ি থাকে। সংক্রান্তির চারপাঁচ দিন পর থেকে গান বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, এরপর গান গাইলে নাকি মুখে খোশ পাঁচড়া হয়।

সাকরতে অর্থাৎ মকর সংক্রান্তির রাত্রে মেয়ের।
সারারাত জেগে গান করেন। পর্রাদন ট্মুন্র "চৌডোলা
নিয়ে দলবে'ধে নিকটবতী জলাশয় কিম্বা নদীতে
ভাসিয়ে আসেন। সেই সঙ্গে মকর স্নান সেরে আসেন।
মকর পরবে স্নানের রীতি এখানেও জনপ্রিয়। চিকর
দেখে মকর স্নান'—স্থোদয়ের সময় স্নান করলে
বছরটা ভালো কাটবে। মকর স্নানে প্রাজনের ও পাপ
স্থলনের প্রচলিত বিশ্বাস এখানে ততোটা পরিচিত
নয়।

ট্সর 'চৌডোল' রাঙন কাগজ কেটে ও কাগজের ফ্ল দিয়ে সাজানো হয়। দেখতে খানিকটা শিয়া ম্সলমানদের মহরম পরবের তাজিয়ার মতো। চৌডোল প্রেটি পাড়ায় বা বাড়িতে তৈরী হয়। অধিকাংশের আয়তন বেশ ছোট, খেলনা রথের মতো।

পৌষ সংক্রান্তিতে প্রব্লিয়ার সর্বা মেলা বসে এর মধ্যে নামডাক আছে মাঠাপাহাড়ে মাঠাকুর্র মেলা চান্ডিলের অদ্রে স্বর্পরেখার তীরে জয়দার মেলা বীর্গ্রামে সতী মেলা, হর্ডার শিলাই মেলা, প্রব্লিয়ার কাছে চাঁচড়া মেলা, সন্বৰ্ণরেখার তীরে ঐতিহাবাহী সতীঘাটার মেলা।

সংক্রান্তির দিন বলরামপুর থেকে মাইল দেড়েক
দুরে একটি ছোট মেলার গিরেছিলাম। সকাল থেকে
সেখানে মোরগ লড়াই চলছে। বাবুগোরবের কলকাতার
এককালে বাবুরা টাকা ওড়াতো মুরগা লড়াই
করে। পুরুলিরার দেহাতী মানুষের কাছে আজাে
মোরগ লড়াই দার্ল জনপ্রিয়। অন্তাল-পােষ-মাঘ মাসে
সর্বা মােরগ লড়াইয়ের আখড়া বসে। লড়াইয়ের মােরগ
কেনাকেচা হয় নানান জায়গার হাটে। এবছর এক একটি
মোরগ ১৫ টাকা থেকে ১৩০ টাকা পর্যন্ত বিরি
হয়েছে। তাগড়া চেহারা, দার্ল লড়তে পারে—এরকম
মারগের দাম পঞ্চাশ বাটের কম নয়।

মেলায় লোক আর ধরেনা। তার মধ্যে শ'আডাই **লোক গোল ক**রে দাঁড়িয়ে মোরগ লড়াই দেখছিল। মোরগের একপায়ে ধারালো ফলার মতো অস্ত্র বাঁধা। স্থানীয় ভাষায় একে 'কাইত' বলে। লড়াই হচ্ছে প্রায় সমান সাইজের মোরগের সংগে। দ্বলের সংগ প্রবলের নয়। দুটো মোরগকে মুখোমুখি ধরে রেখে রাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ছেড়ে দেওয়ামাত্র তার। ঘাড়ের কেশর ফ্রালয়ে একে অপরের ওপর জাতশত্রে মতে। ব্যাপিয়ে পড়ছে। বাটোপর্টি করতে করতে একের 'কাইতে' অন্যের বাজ, বা পেট চিরে যাচ্ছে। আহত রক্তাক্ত পরাজিত মোরগ বিজয়ী মোরগের মালিকের পাওনা, রসনা তৃ•িতর আদিমতম রসদ। পরবের দিনে এইভাবে বহু, নেশাগ্রস্ত লোককে মোরগ লড়াইয়ে টাকা **ওড়াতে দেখলাম। অভাবী মন্ম্বরাও** বিরত নেই। অনেকে মোরগ লডাই না করে শুধু লড়াইয়ের উপর টাকার বাজী ধরে জুয়া খেলছে। আজকাল আবার প্রাইজ দেবার চলন হয়েছে। নতুন জায়গায় লড়াইয়ের আখড়া বসানোর সময় লড়াইকে আকর্ষণীয় করার জন্য গেঞ্জী, ছাতা, বালতি ইত্যাদি গৃহস্থালী জিনিষপত্র উদ্যোক্তারা প্রাইজ হিসাবে ঘোষণা করেন। প্রের্লিয়ার এই মোরগ লড়াই নামধেয় টাকার শ্রান্ধের ঐতিহা বহালতবিয়তে আছে থাকবেও হয়ত দীৰ্ঘকাল এর জনপ্রিয়তার জনা।

পোষ সংক্রান্তির দিন বাঙালীর পিঠে পরব।
প্রে,লিয়াতেও এদিন সর্বা পিঠে খাওয়ার ও
খাওয়ানোর প্রতিযোগিতা চলে। বন্ধ্রান্ধ্র, আত্মীয়পরিজন সকলে আন্তরিক অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হয়।
আমিও বাদ গেলাম না। আমন্দিত হলাম দুটি বন্ধ্বগ্রে বাঙালী মেয়েদের কাছে পিঠে তৈরী- এ শিল্প
বিশেষ। রসে ভূব্ ভূব্ পিঠে, চোবানো তেলে-ভাজা
পিঠে, পিঠের পেটে নানানরকম প্র দিয়ে তৈরী পিঠে।
ভালের, ছাতুর, স্কুগন্ধী মশলার, নারকোলের—নানান
ধরণের প্র করতে বাঙালী মেয়েরা সিম্বহুত। চালের
গাঁঞা দিয়ে তৈরী এসব পিঠে গরমজলের ভাপে সিম্ব
করা হয়। খেলে রসনার পরিত্রিত। তবে গরীবের

আমব্যাঞ্গনে যেমন পদের বৈচিত্র্য থাকেনা, তেমনি পিঠে পরবেও তাদের রকমফের করার সনুযোগ থাকেনা। পনুর্ন-লিয়ার দরিদ্রসাধারণের প্রিয় আস্কা পিঠে, গন্ড পিঠে আর উন্ধি পিঠে।

মকর সংক্রাণ্ডিতে জয়দায় তির্নাদনের বিরাট মেলা বসে। সংক্রাণ্ডির পর্রাদন এক বন্ধন্কে নিয়ে গিয়ে-ছিলাম মেলা দেখতে। বাংলার সীমানা পেরিয়ে বিহারের চাণ্ডিল, সেথান থেকে চার কিলোমিটার ভিতরে জয়দা। স্থানটি প্রকৃতির র্পপাগলদের বিহার ক্ষেত্র। এখানে এলেই মন আপনহারা মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। টাটা হয়ে পাকা রাস্তা এখানে সন্বর্ণয়েখার উপর দিয়ে রাঁচীর দিকে চলে গেছে। আশেপাশে ছোট ছোট পাহাড় মাথা উচ্চ করে দাঁড়িয়ে আছে। এই-খানেই পাহাড়ের গা ঘেন্সে সন্বর্ণয়েখা বাঁক নিয়েছে। সারা এলাকা সব্জ বনানীর চাদর মন্ড়ি দিয়ে আছে। পাহাড়ের গায়ে নদীর কিনারে শিবমন্দির। এইখানে প্রতিকছর মেলা বসে।

সকালবেলায় মেলায় গিয়ে দেখলাম মেঘলা আবহাওয়ার জন্য লোকজন বেশী আসেনি। স্বর্গরেখার
রিজের পাশে রাস্তার ধারে মেলা উপলক্ষে জীবনবীমার স্টল, পরিবার কল্যাণ স্টল, অস্থায়ী থানা
বসেছে। পরিবার কল্যাণ স্টলের মাইকে বাজছে প্রনেন
হিন্দী ফিল্মের গান। প্রচুর দোকান পশারী কসেছে
রাস্তার ধারে। টাটা কান্ডিল থেকে মেলায় আসার
জন্য বাস, মিনিবাস, লরীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
অপ্র্যাপ্ত ব্যাবস্থা অব্যাবস্থার সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বেলা যতো বাড়তে লাগলো, মেঘলা আবহাওয়া ততো কেটে ষেতে লাগলো। মান্বের ভিড়ও বাড়তে লাগলো। মেলাটি যদিও বিহারের মাটিতে, কিন্তু মেলার দর্শনাথী প্রায় সকলে বাংলা ভাষী দেহাতী মান্য।

গ্রামের মেয়েরা দলে দলে 'চৌডোল' নিয়ে আসতে **লাগলো। কণ্ঠে তাদে**র ট্রস্ক্রগান। অনেকে চৌডে:লের পরিবর্তে পদ্মাসীনা ট্রস্ক্দেবীর প্রতিমা এনেছে বিসজন দিতে। প্রতিমা তৈরীর চলন ইদানিং শ্রে হয়েছে। ছেলেদের ট্রস্কলও আসছে। তাদের সঙ্গের মাদলের 'গেদা ঘ্যান গেদেদ গ্রেড্রম' বোল অম্ভূত মাদকতা সূচ্টি করছে। তারা গাইছে—'বল্ সংগতি জয়দা কতদ্র/ত'য় উন্ধি পিঠা তিলের প্রে। কড়ো मनगर्तारण भारा भामन नय राममा कर्रे वाँ गिछ আছে। দলের অনেকের হাতে টাঙি উ'চু করে উপর দিকে তুলে ধরা। কারো কারো হাতে পাতাস্কুর্ম্ব জ্যান্ত গাছের ডাল উ'চু করে ধরা। সবাই ট্রস্নগান করতে করতে নাচতে নাচতে আসছে। এনাচের কোন জাত নেই। প্রতিমা বিসর্জনের সময় ছেলেরা রাস্তায় যে উন্দাম নাচ নাচে, তার সংগে তুলনা চলতে পারে। গানের ভাষায় আদি রস, স্থলে রসিকতা। বোঝা যাচ্ছে অনেকেই 'দার্ব' পান করে 'মস্ত্' হয়ে আছে। দেহাতী মান্বের কাছে পরবে 'দার্ব' পান করাটাই রেওয়াজ। অনেক মেয়েরা মেলার দর্শনাথীরে বিচিত্র পোষাক-আসাক, আচার আচরণ লক্ষ্য করে গান রচনা করে গাইছে।

নদীর তীরে বালির চড়ায় জমজমাট মেলা বসেছে।
অস্থায়ী হোটেল, রকমারী খাবারের দোকান, খেলনা,
ভে'প্র, ঘর-গৃহস্থালী জিনিষপত্র, শাঁথের জিনিষ,
মোষের সিংয়ের বাহারী জিনিষের দোকান বসেছে।
সর্বত্র ক্রেতা-বিক্রেতায় গিজগিজ করছে। প্রতৃল নাচ
বসেছে মেলার একপ্রান্তে। ধমসা মাদল বাজিয়ে
ভারা লোক জড়ো করছে।

নদীর পাড়ে বালিভর্তি অঢ়েল জারগা। দ্রদ্রান্ত থেকে দর্শনিথে রা এসেছেন। তারা স্বর্ণরেখার জলে ডুব দিচ্ছেন। তারপর শিব্দান্দরে গিয়ে
প্লা দিয়ে আসছেন। মেয়েরাও নিঃসভেকাচে স্নান
করছেন। নদীতে হাঁট্রজল, অলপ স্রোত। স্নান করতে
পায়ে একট্রও কাদা লাগেনা। পায়ের নীচে শ্বর্
বালি। অনেকে দলবলসমেত রায়ার সরঞ্জাম নিয়ে
রন্ধনিক্রায় রত। যেন পিকনিক করছে। স্থানটি
পিকনিক বিলাসীদের পক্ষে আদর্শস্থান। শ্রনলাম
অনেকেই ছ্রিটর দিনে এখানে এসে পিকনিক করে
এবং কয়েকঘণ্টার জন্য জায়গাটি সরগরম করে আবার
চলে যায়।

নদীর দক্ষিণধারে খাড়াই পাহাড় অকাশে মাথা তুলেছে। পাহাডের গায়ে শিবমন্দির। ভব্তরা নতন মন্দির তৈরী করে দিয়েছেন। এইখানে আগে ছিল পাথরের প্রেরনো মন্দির। মন্দিরের নিজম্ব মাইকে চল্তি ফিল্মের ভজনগান এবং হালকা গান দু-ই বাজছে। অনেককে দেখলাম ট্রানজিস্টারে টেস্ট ক্রিকেটের রিলে শনেছে, আবার মেলাও দেখছে। মন্দির চত্তরে সাধ্ব ও ভিখারীরা ছাউনি ফেলেছে। দেহাতী মান্মদের সঙ্গে শহুরে ভক্তরাও মন্দিরে প্রাথাবনত হয়ে প্রজা দিচ্ছেন। মন্দিরচন্তরে প্রাচীন পাথরের শিবলিভগের ছড়াছড়ি। এগর্বল নাকি প্রেরনো মন্দিরেই ছিল। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো প্রাচীন পাথরের একটি ময়ুরার্ড় কাতিকম্তি দুটি হর-পার্বতীর যুগলমূতি ও হাল আমলের তৈরী একটি বিশালকায় ষাঁড়ের মূর্তি শিবের বাহন। প্রেনো মন্দিরের ভণনাংশগুলো যাদ্ঘরে দর্শনীয় বস্তুর মতো করে বেদীর উপর রাখা হয়েছে। একটি জায়গায় একটি

পাথরে খোদাইকরা নিবিড় আলিখ্যনে পিণ্ট ওণ্ঠাধর চুম্বনরত প্রেমিকযুগল মুর্তি দেখলাম। দেখে কোনা-রকের মিখুন মুর্তির কথা স্মরণে এলো। একটি প্রস্তর ফলকে দেখলাম আমার আজানা কোন লিপিতে অজ্ঞাত কোন ঝাণী উৎকীর্ণ আছে। এ লিপি না বাংলা না হিন্দী, অথচ দুর্ণিট লিপির সঙ্গে কোথার যেন মিল আছে।

প্রশ্বর ফলকটি আমাকে খাঁটিয়ে দেখতে দেখে এক ভাগ্যবিশারদ সাধ্কী বললেন: স্রিফ নেহর্জীনে এহি লিখাই পড়নে সকা। আমি সাধ্কে জিজ্জেস করি নেহর্জী এখানে কবে এসেছিলেন। তাঁর জবাব: উল্লিখনো ছিয়ান্তর সালতক্। আমি তাঁকে বোঝাবার চেণ্টা করি, তখন নেহর্জী ইহলোকের মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন। সাধ্ আমাকে আরো এক বিচিত্রতর তথ্য পরিবেশন করলেন: বিশ্কেমাজীনে এহি মন্দির ব্যানায়া। দ্র্নিরামে তিনো চীজোঁ বিশ্কর্মাজীনে আপনা হাথসে বানায়া। জগ্লাখ দেবকী মন্দির, এহি শিউ মন্দির, অউর সোনেকী লঙকা।

স্থানীয় এক প্রজার প্রসাদবিক্রেতা দোকানদারের मृद्ध भूनलाम. भिव मिलती वरू कारलत भूत्राना. রাজা বিক্রমাদিতোর আমলের। আগে লোকে নোকায় করে মন্দিরে পূজা দিতে আসতো। তবে মেলার ঐতিহা দীর্ঘদিনের নয়; ষাট সত্তর বছরের বেশী হবেনা। প্রথমে একদিনের জন্য মেলা বসতো। যখন সূর্বর্ণরেখার উপরে ব্রিজ হয়নি, তখন লোক বনপ্রান্তর পেরিয়ে পারে হে'টে মেলায় আসতো। তাঁর কাছে भूनलाम, मन्मित एएरक धक कार्लाः मृदत नमीवरक প্রসারিত পাহাড়ের পাথরের উপর একটি বেদী আছে। সেখানে বসে সীতা রামচন্দের সঙ্গে পাশা খেলে-ছিলেন। ঔৎস-ক্রবশে পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে গেলাম সেখানে। কিন্তু কোথাও কোন বেদী দেখতে পেলাম না। শুখে একটি স্থানে দেখলাম পাথরের একটি অসমান চাতাল। তার উপরে স্ক্রের হস্তাক্ষরে লেখা আছে—'জয় রাম'।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হবার আগেই আদ্তানায় ফেরার উদ্যোগ করলাম। স্বর্গরেখার ব্রিজের উপর উঠে শেষবারের মতো চেয়ে দেখলাম, মেলা দার্গ জমে উঠেছে। মাইকের কলতান, মাদলের দিম দিম শব্দ, মান্বের কোলাহল প্রকৃতির এই নির্জন কোলকে ম্খর করে তুলেছে।

## ফাক্ট (ফ্ট্রাক

## রামকুমার মুখোপাধ্যায়

পৌষ মাসের শীতের ভোরে বাইরের উঠোনটায় চাদর মন্ডি দিয়ে বংসছিল থোকা মড়ল। হাতে বালতি আর থড়ের লনটোটা নিয়ে "শালা" "শালা" বলতে বলতে টিউকলের দিকে গেল বিষ্কম নন্দী। "থাক্ খনু" "থাক থনু" করে থনুখনু ফেলে বার কয়েক। হাত পা ঘসে ঘসে ধোয়। নাকের কাছে হাতটা নিয়ে গিয়ে তেরে তেরে শোকে। এক খাবলা গোবর নিয়ে হাতদন্টো বারকয়েক ঘসে। কাঁপতে কাঁপতে আবার হড়হড় করে হাত পা ধনুলো। তারপর ঠক্ ঠক্ কয়তে কয়তে হাত পা মনুছে বিভিটা ধরায়। খোকা মড়ল মাথামনুথের চাদরটা একটা ফাঁক করে মনুখ বার করে বলে—'না খনুড়ো তোমার সিদিন বনুঝেসনুঝে অমন কাড্টা কয়তে হোত।

বিংকম নন্দী গায়ে চাদরটা জড়িয়ে গর্নড়সর্নড় মেরে বসে বলে -- ব্রে সর্ঝে কিরে! শালী এলো তার রোদ উঠতে, ব্যাটার অস্থের ধানাইপানাই শ্রেনাতে শ্রনোতে। মাঠে আমার ধান। তা বলল্ম তোকে আর খাটতে হবেনি ঘর যা। তা বলে কি জানিস, গতকালের খাট্নির দামটা মিটিয়ে দাও।

—'যা দিনকাল পড়েছে খ্রেড়া মিটিয়ে দিয়ে পাপ-যন্ত্রণা চুকিয়ে দিলেই ভাল হোত।'

—'থাম না! তা আমি কললম, তোর জন্যি টাকৈ টাকা লিয়ে ঘ্রতে হবে না কি লো! আবার যেদিন ভোর ভোর আসবি সিদিন দ্ববো।'

—'ভाলই তো বলেছিলে। कथाय कान ম্যারপ্যাচ নাই।'

—'ত। অমি বললমে তো শোনে কে। বলে ছেলের ওষ্ধ লাগবে আবার বার্রালক লাগবে। তা রাগের মাথায় বলেছি খাটার গতর নাই, ছেলে তো বিয়োচ্ছিস পিল পিল করে।'

—'বেশ বলেছো খ্বড়ো'—থিক্ থিক্ হাসতে হাসতে বলে খোকা মড়ল।

—'তা তাতেই মহারানীর মানে লেদনা পড়ে গেল। তা জবাব কি জানিস, ট্যাঁকে পয়সা নাই তো ম্নিস ডাকা কেনে!'

—'ইকি অনাছিণ্টি কথা। কোন শালা বলে বি কম নন্দীর পয়সা নাই। এমন গাছ পালুই কার ওঠে!' বেশ রাগ রাগ করে বলে খোকা মড়ল। গলাটা নামিয়ে তারপর বলে—'খুড়ির আমার বার ভরির বিছে—'

—'আর ব্রুলি কিনা আমার মাথার ঝাঁ করে রক্ত
উঠে গেল; এমন কথা আমার মুখের সামনে আজ
পর্যান্ত কেউ বলতে সাহস করেনি। রাগের মাথার ঝাঁ
করে মেরেদিলুম বাাঁতে এক চড়।'

—'ইখিনটিতেই তো ভূল করলে খুড়ো।' বিড়িতে একটা টান দিয়ে চাদরে ভাল করে টাঁকটা ঢেকে বলে খোলা মড়ল।—'হাজার হোক মেয়ে মান্ধ। এক-বারে দল বে'ধে পঞ্চায়েতে চলেগেল। আর সি শালারাও তো ই-সব দেখতে বসে আছে। শালা চাটার ইয়ে চিয়ারে উঠেছে। তার উপর ডেমপাড়ার মাগী মরদ্বালার সি কি বিতিকিচ্ছিরি গালবাখান! তোমাকেই তো দোষ দিল।'

— দিল বললেই মানলম নাকি। বললম গাল দিয়েছে তাই চড় মেরেছি। দোষ মানব কার কাছে! যা পারিস করে লিবি, কত হাতি গেল তল--

—'আর সি জনি।ই তো ই কিন্তি খ্ডো'। আর একটা বিড়ি ধরিয়ে হি-হি করে হাসতে হাসতে বলে খোকা মড়ল। মাঠে পাকা ধান তাও সয় সারা দেয়ালে গ্রন্থাপা!'

—'শালা শালীদের পোল'—কথাটা বলতে বলতে হাত টা আর একবার শোঁকে বিছ্কম নন্দী। শালা শাধ্য দিয়ালে চৌকাঠ পর্যন্তি।'

— 'কি আর করবে খ্র্ডো'—সাল্ত্রনা দেয় খোকা
মড়ল। 'কলিকাল। গালমন্দ দিয়েই কি করবে। লোকে
হাসবে গ্ল্লোপার খপর শ্রুনে। ভার উপর মাঠে সত্তর
বিঘে পাকা ধান। ভোমার ঘরে খাটতে না এলে
তোমারই লোসকান।'

—'তা তোরা সবাই মিলে তুলে দিবি। মাথা নুয়োবো কিরে!'

—'তা তো ব্ঝল্ম কিন্তু আবার একটা ধর গিয়ে যদি গজড় লাগায়। সক চাখীরা কি আর আসবে এক্ষ্মনি যদি সব ম্মনিসগ্লো বলে খাটতে যাবনি।'

—'বললিই হোল। পেটে জন্বালা ধরবেনি!'

—**পেন্নির আবার শাকচুলির ভয় খ্**ড়ো! **এমনিতে** 

জনুটোন আর দন্দিন খাবেনি। কিন্তু দেবতা একবার নামলে পাকা ধানে কি ক্ষেতিটা হবে ভেবে দেখো দিকিনি। তাইসই খুড়ো কিন্তু আবার যদি ল্যাপে—'

—'লেপলেই হোল'—গজে ওঠে বঞ্চিম নন্দী।
'হাত ভেঙে দুবো—আমিও শালা বঞ্চিম নন্দী।'

—'তা তো হোল খ্বড়ো কিন্তু রেতের বেলা লিপলে ক'রাত জেগে কাটাবে। তা ছাড়া যা দিনকাল রেতের বেলা পেছন থেকে তোমার গায়েই ঢেলে দিল এক খোলা।'

"থাক্ থ্ন" "খাক থ্ন" করে আর খানিক থ্থ্ব ফেলে বিণ্কম নন্দী। গন্ধটা এখনও চার্রাদক ছড়াছে। মনে মনে গায়ে ঢাললে কি বিতিকিচ্ছিরি হবে ভাবতে ভাবতে গাটা গ্নলিয়ে ওঠে। আবার খানিক থ্থ্ ফেলে। তার উপর পাড়াপড়শা দ্টারজনের সজো মন ক্ষাক্ষি আছে। মরাই পাল্মের গতর দেখলে, সনে সনে মা লক্ষ্মীর ক্ষেত্র বাড়লে অমন দ্ব চার জনের রাগ হয়। আর সকাল হলেই তারা এক্ষ্মিন চার্রাদক চাউর করে দিবে। পাঁচজন এখন ব্যাঁত ফেড়ে দাঁত বার করে জিজ্জেস করকে ল্যাপা লেপির কথা। অন্যের কাছে শ্বনলেও জিজ্জেস করবে। একবার শ্বনলেও আরো পাঁচবার তেরে তেরে জিজ্জেস করবে। ভাবতে ভাবতে একটা বিড়ি ধরায় বিণ্কম নন্দী। খানিক পরে বলে—"তা কি করা যায় বল্ল দিকি মড়ল।"

খোকা মড়ল সামনের অবশিষ্ট দ্বৃটি লড়া দাঁত জিব দিয়ে নাড়তে নাড়তে বলে—"আমি বলি খ্বড়া এই ভোররেতে মাগীটার কাছে একবার যাও। ওর ব্যাটাটার হাতে একটা আধ্বলি দিয়ে বোলে। মকরে মিশ্টি খাবি।"

—"সি কি রে বাব—ই তোর যে বেশ কথা ল্যাপাকে ল্যাপা আট আনা গচ্ছা।"

—"আহা হাতে দিলে বলে কি একবারে দিয়ে দিলে। পাঁচদিন কাজ কর্মক ধানটা উঠে যাক। তার-পর ঝাড়া হয়ে গেলে তো তোমার দিন। ম্নিস তথন ফ্যা ফ্যা, শেষদিন আটআনা কেটে লিবে। আর ইদিক দিয়ে তোমার খপরটিও চেপে গেল।"

—"তোর মাথা বড় ভালো খেলে রে"—বেশ মোলায়েম করে বলে বিষ্কম নন্দী। "আমার সব চুলগুলো পেকে গেল তব্ব তোর মত ব্রুয়তে পারিনি।"

— "আমার থাকলিই তোমার থাকা খুড়ো।"—
খিক্ খিক্ করে হাসতে হাসতে খুব খুশী হয়ে নিজের
মাধাটাতে একবার হাত বুলোয় মড়ল। তারপর আবার
বলে— "তবে একটা মোলায়েম করে বলো আরকি। তোর
শ্বশর্র আমার ঘরে খাটত। কতা বলতে অজ্ঞান। আর
প্যালাটাকে বাইরে ডেকে হাতে একটা বিড়ির তাড়া
দিয়ে দিও আরকি। লুলো হোক কুঠে হোক ভাতার
তো কটে। ও বললে শুনুরে।"

—'তাই করি বলা। তবে শালা ধান ঝাড়াটা হয়ে গেলে আমার একদিন কি ওদের একদিন। শালা তখন দেখে ক্ষো ভোম পাড়ার মাগী-মরদগ্রলোর কত তেল।

—'তা তো দেখে লিবেই খ্ডো। শ্ব্ব প্রে স্বিন-গ্রেহণটা যেতে দাও। বোশেখ-জৈটি পড়ক।'

—'হ্যা দাড়ানা। এমন দিন চলবেনি! উপরে ভগ-বান আছে যেমনুখে গাল দিয়েচে গলে গলে পড়বে। আর এক মাঘেতে কি শীত পালাইরে! আবার ভোট হবে চিরকালের গাঁরের মাথা বিভক্ষ নন্দী আবার মাথা হবে।'

—'তা হবে বইকি খুড়ো। তোমার মত গুণী লোক গাঁরে ক'টা আছে। গাঁরের লোকে আজও কি সম্মান দেয়। তা হারলেই কি মান্বের দাম কমে! তা যাক খুড়ো ঝুককো থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়। আবার পাঁচজনের চোখে পড়বে। হাজার হোক কলিকাল।'

টর্চটা ইচ্ছা করেই হাতে নিয়ে বেরিয়েছিল বিষ্কম নন্দী। একট্ব অকুককো অকুককো আছে দুৰ্বীদক ভালো করে দেখে যেতে হবে। হ্যাঁ যা ভেবেছিলো তাই। যে রাস্তা দিয়ে নাক খুলে এগোনো যেত না একবারে তক্ তক্ করছে। সব শালাশালীরা ভাঙা খোলায় কুড়িয়ে তার গাং দিয়ালিতে লেপে দিয়ে এসেছে। খোকা মড়লের কথাশ্বনে মাথাটা খানিক ঠান্ডা হয়ে-ছিল আবার দাউ দাউ করে জবলে ওঠে। শালারা এত-দিন তার দুয়োর নিকিয়েছে আজ তাতে ল্যাপা! আজ এক চড়ে অত লাফানি তোদের বাপ দাদ্দের যে পিঠে ঘা খেয়ে কার্লাসটে পড়ে গেসলরে! রাগে গরগর করতে করতে লম্বা লম্বা পা ফেলে প্যালার ঘরের দিকে এগোয় নন্দী। প্যালার দুয়োরে উঠে শ্বাস ফেলে। শালা ওর বোয়ের জন্যে যত কেলেংকারি। আগড়টা ঠেলে চড়চড় করে খোলে নন্দী। প্যালাকে হাঁক পাড়তে পাড়তে তোলে। প্যালা খানিক ভ্যাবাচ্যাকা "কত্তা যে" বলে উঠে বসে। সামনে পেয়ে খানিকটা তাকেই ঝেড়ে দেয় নন্দী—'শালা তোর বৌ আমার গাংদিয়ালিতে ইয়ে লেপে দিয়ে এয়চে। তোর বৌকে—' খানিক হাঁক ডাকে প্যালার বৌ লক্ষ্মী লণ্ঠনের আলোয় বাঁ কম নন্দীকে দেখে বলে—"কত্তা যে।" "হ≒" করতে গিয়ে নন্দী ধ্যাৎ করে ওঠে। ঘরের এককোণে পাঁঠি ছাগলটা বাঁধা। তিনটে বাচ্ছা হয়েছে। সেগুলো লিড়বিড় করে। লক্ষ্মী উঠে বলে—"কত্তা একট্ব পেছন ফিরো দিকি।"

ধক্ করে ওঠে নন্দীর ব্কটা। খোকা মড়ল এমন একটা কথা বলেছিলো বটে। পিছন থেকে তেলে দিতে পারে। শালা ছোটলোকের রাজত্বি কিছন বলা যার্যান। নন্দী এদিক ওদিক চেয়ে বলে—'কেন লো?'

—'না ফিরলে রেতের কাপড় কি তোমার মুখের উপর ঠিক করবো?'

—"অ"—বলে পেছন ফিরে নন্দী। পরে কি বলবে মনে মনে ঠিক করে।

— "হয়তে। ঘুরো"—বলে প্যালার বৌ।

ধা করে ঘ্রের নন্দী। তারপর বেশ চড়া গলায় বলে—'তুই যত লন্টের গোড়া। শালা তোরাই আমার গাং দিয়ালি—'

ব্যা-ব্যা করে বার দুই ভ্যাবাই ছাগলটা। 'থাম থাম' করে ধমকার নন্দী। কে শোনে কার কথা! প্যালার বৌ গারে হারে হাত বুলোতে তবে থামে। বেশ তোরাজ করে হাতবুলোর প্যালার বৌ। প্যালা নন্দীকে হাত নেড়ে বলে—'না-না কন্তা। লক্ষ্মী সারা রেতে পাশটি ফিরেনি। আমি বলছি কন্তা আমার দিকে পাশ ফিরে ছেলো। লক্ষ্মী আমার অমন লয়—'

—'কৈ গন্ধ দেখাও দিকি'—হাতটা সট করে নন্দীর নাকের ডগার আনে লক্ষ্মী। গাটা গ্রিলয়ে ওঠে নন্দীর। ছাগলের বটকা গন্ধ।

—"হাঁ লিপেছিস।"—এতক্ষণে জোর ধরে নন্দী। 'আমিও শালা বি কম নন্দী সব থানায় ঢুকোবো। ভেবেছিস কি এখনও থানায় গেলে দারোগা আমায় সেলাম ঠুকে।' তড়াক করে একট্ব সরে যায় নন্দী। প্যালা বলে—"ও কিছু লয় ছাগল ছেনা।" লক্ষ্মী ততক্ষণে কোমরে কাপড়টা জড়িয়েছে। বলে "ঢুকোও না কেনে। তোমার ঘরে লোকে খাটতে যাচ্ছেনি, তোমার গাং দিয়ালিতে কে কি লিপবে তা সব দোষ পারা লক্ষ্মীর। কাল তোমার মাথায় রেতে কে কি ঢালবে তাও লক্ষ্মী। কাল তোমার মাঠ থেকে ধান যাবে তাও পারা লক্ষ্মী।

মাথাটা পাঁই করে घर्त यात्र नन्दीत्। মড়লের সঙ্গে একেবারে কথায় কথায় মিলে যাচ্ছে। এখনও সত্তর বিঘে ধান মাঠে পড়ে আছে। আবার র্যাদ **ঢেলেই দেয় মাথায় লোকে কত হাস**।হাসি করবে। দিন ঠিক আসবে এখন শুধু একটা বুঝেসুঝে চলতে হবে। মাথাটা ঠাণ্ডা করে নন্দী। বলে –'তা কি আর পারি—তোদের সপো এমন করতে পারি?' ফতুয়ার পকেট থেকে বিভিন্ন তাড়াটা বার করে একটা ধরায়। একটা **প্যালার হাতে দেয়। বাকি** তাড়াটা চুপিসাড়ে চাদরের ভিতর দিয়ে **প্যালার দিকে ঠেলে দে**য়। প্যালা বৌরের দিকে আড চোখে তাকিয়ে চাদরের ভিতর ত্বিক্য়ে নেয়। অনেক দিন বিড়ি জ্বটছেনি। বৌ দিন গেলে গোনা পাঁচটি কিনে দেয়। বলে—"ভাত জ্টোন বিজি।" প্যালা ভাবে নেশ। তো করেনি—মেয়ে মান্য ইর আর কি ব্রুবে ! যাক কাল এখন একট্ মৌজ করে খাবে। নন্দী এবার বেশ ঠান্ডা হয়ে বলে—"তা তোরা তো জানিস বাব, আমার মাথাটা মাঝে মাঝে গরম হয়ে যায়। তা লইলে তোর ব্যাটার অস্থ আর আমি <mark>অমন বলতে পারি। আর ধমকে</mark> দিতে গিয়ে व्यक्षिन ना कि अजारफ़ दाउठो উঠেগেল।"

—"তা বলে গায়ে হাত তুলবে না কি?" ঝে°িকয়ে বলে লক্ষ্মী।

—"সি টি কিন্তু অন্যায় হয়েচে"—মাথা নেড়ে হাত ঝাকিয়ে বলে প্যালা। "গায়ে হাত কি! মেয়ে ছেলে মা লক্ষ্মী! আমার বৌ হাজার দোষ কর্ক তব্ কেউ বলতে পারবে কোনোদিন প্যালা বৌকে এক ঘা দিয়েচে।"

—"আহা তোর বৌ আমার মেয়ের বয়সি।" গুলাটা বেশ নরম নরম করে বলে নন্দী। 'ইকি আর মারব কলে মারা। আমার বড় বেটিটা তিন ছেলের মা কথা না **শ্বনলে এখনও দ্**কার ঘা মারি। বিধবা আদরের ব্বন -সি দিন দ্বা বসিয়ে দিল্ম। আহা মায়ামমতা কার ধ**লিই তো অমন জোর কর**তে পারি। তা লইতো কি আর লোকের ঘরে গিয়ে মারতে যাচ্ছি! দুর শালা—' হাতটা ঝিনকে।র নন্দী। ছাগলটা জিব দিয়ে নন্দীর পিছন দিকে নন্দীর ঘাড়টা চাটছে। নন্দী একট্ব সরে বসে আবার বলে—"তা ব্র্ঝাল কিনা বাছা আমার ঘরে খার্টীব চ। আর যে ব্যাপারটা বলল্বম সেই ল্যাপার কথা চেপে যাবি ব্রুলি। নােংরা জিনিস যত রটে তত খরাপ। চ খাটবি চ---রাগ করে কি হবে কাব্। তোর \*বশর্র---ব্রু*লি লক্ষ*্মী-- আমাদের ঘরে বাঁধা মান্দার ছিল। কি ভালবাসতো আমাকে। ছোটবেলায় কোলে করত—কত কিল চড় মেরেছি। তা ছাড়া প্যালা খোঁডা মানুষ অবার তুইও যদি না খাটিস্"—

—"সি কথা বেলোনি কন্তা"—চটে বলে প্যালা।

"আমি যা ইদিক উদিক থেকে যোগাড় করি একটা
মরদ পারবেনি। তবে তুমি ঘর বয়ে এয়েচ—যাবেতা
লইলে অমন অনিল কুণ্ডু হাতে পারে ধরে বলে গেল
খাটতে গেলনি।" নন্দী অনুর গরম হয়ে যায়। মনে
মনে বলে—"বড় কথা তো শালার হাতে পায়ে ধরে।
দাঁড়া শালা ধান টা উঠনক অর গেহণটা যাক তারপর
দেখব শালা তোদের কি আমাদের এক দিন।" মন্থ
ফ্টে বলে—"তা ওঠ—সকাল হয়ে গেছে।" পয়সা আট
আনা কোঁড়চ থেকে আর বার করে না। বাইরে এসে
সারা ডোম পাড়াটার দিকে আগ্রন-দ্ভিতে একবার
তাকায়। তারপর কাছা খ্লতে খ্লতে প্রকুর পাড়
দিয়ে চলে যায়।

খানিক পরে পতুরুর পাড় সেরে ঘরে নন্দীর মেজাজটা একেবারে তিরখে হয়ে যায়। লক্ষ্মী দুয়োরে বসে পা মিলে কল:ইয়ের কাপে চা খাচ্ছে। আবার বলছে—"গ্রড়ের চায়ে একট্ন আদা দিলে ষা ল গেনি!" "মাঠ যা"--'মাঠ ফা" বলতে বলতে গ্রোল ঘরের দিকে যায় নন্দী। মনে মনে গজ্গজ্ करतः। "शास्त्रवन्तः कथा माना-आमा मिला हा लाला লাগেনি!" রাগে রি-রি করতে করতে গর্র দড়ি খোলে। নিজের মনেই বলে—"দাঁড়া শালার তেল মিটোবো। বোশেখ-জৈচ্টি আস**্ক। দিনকালটা একট্**ব গর্র শিঙে পালটাক।" চড়াক করে ওঠে চাদরটা। ডাংটা **নিয়ে** লেগে ছি'ডে গেল। লাফাতে লাফাতে ফটাফট ফটাফট করে ঘা কতক বসিয়ে रमय नन्दी। এ**ই শীতে গা**য়ে ঘাম ঝরছে। হাজার হোক ষাউ-প্রাম্বটি বয়েস হয়েছে তাব উপর ভোর থেকে সারা

দেওয়াল লাতা দেওয়া, এত ঝগড়াঝাটি, গা জবলবনে কথা—মানুষের মেজাজ ঠিক থাকে কতক্ষণ। ওদিকে আবার কানে ঢাকছে লক্ষ্মীর কথা—'আমাদের তো চারকাল জুটোন ইকালে আর কি বাড়বে খুড়ি! তবে শুনুছি কানাঘুষো দিনে আট টাকা বেতন লিয়ে সব এক চোট লাগবে। গমের দাম বেডেছে, ধানের দাম বেড়েছে—খাট্রনির দাম বাড়াতে হবেনি—গতর কি সম্তা!" ডাংটা হাতে নিয়ে নন্দীর মনে হয় গোদা গতরটা আগাদে দিয়ে আসে। আবার সেদিনের চড় চাপড়ের কথা মনে পড়াতে অনেক কন্টে চেপে যায়। লক্ষ্মীর কথা আবার কানে ঢুকে—'কাল রেতে নিমাই বামন এয়েছিলো। বলে গেলো কলকেতায় মিছিল করে যেতে হবে। আমাকেও যেতে বলে গেল। মন্ত্রী-দের সঙ্গে কথা বলতে হবে গো!' নন্দী ডাংটা এক-বার ঠোকে একবার 'মারবো' মারবো' বলে নামতে যায়। ঘামতে থাকে দরদর করে। ডাংটা দনে ঠোকে— ফোকলা মাডি দিয়ে ঠোঁট কামডায়। একা গোয়াল ঘরে মাথা নাড়ে। ভিতরটা হঠাৎ ধড়ফড় করে ওঠে। উল্টে দনের ভিতর পড়ে যায় নন্দী।

খানিক পরে চাকরটা চিংকার করে গোয়াল থেকে লোক ড.কে। সবাই মিলে ছুর্টে এসে ভোলে। একে-বারে অসাড়। কেউ বলে "ভূতে পেয়েছে গো" কেউ বলে "ঠাকুর পেয়েছে।" ভূলে এনে দর্য়োরে মাদ্র পেতে বালিশ দিয়ে শোয়ায়। মুখে জ্লের ঝাপটা দেয়—মাথায় পাখা করে। বিনোদের পিসী গলায় কাপড় দিয়ে জ্যোড় হাত করে বলে—"কি দোষ করেছি मा-दन मा कानी। मूथ कृत्ते वन मा।" जव् मूथ रकार्ट ना। नव जिन् जिन् करत गड़ श्रष्ट । श्रष्ट-মাউ করে কাদতে কাদতে কড় বেটা নরহার বাপকে জড়িয়ে ধরে। ধরলেই কি হবে চোথ বন্ধ মূখ বন্ধ। দেহে প্রাণ নেই। নরহারর বৌ উঠে গিয়ে কন্তার বিছানার তলা হাতডিয়ে চাবিটা নিয়ে আচলে বাঁধে। মেজ বৌ চোখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢ্বকে কতার ছোট টিনের বাস্থটা নিজের ঘরে ঢুকিয়ে কাঁথা চাপা দেয়। ছোট বেটা খানিক কে'দে ঘরে ঢুকে মায়ের বাস্ক হাতড়ায়। ছুটতে ছুটতে আসে খোকা মড়ল। চোথ মুছতে মুছতে কলে—"খুড়ো আমায় পেছনে ফেলে স্বর্গে গেলো যে গো! এই ভোরবেলায় খুড়াকে যে ঠাকুর নাম করতে করতে গাং দিয়ালিতে গোবর লাতা দিতে দেখলম গো! এই খানিক আগে বলছিলো গো লক্ষ্মীবার চারদিক পরিষ্কার করতে হয়!" সস্বাই <del>ক'কিয়ে কে'দে ওঠে। নন্দীর</del> বিধবা দিদি "হ্যা গো আমি কি করে বাঁচবো গো—দাদা যে আমার নেই গো" *বলতে বলতে ঘর থেকে* একটা ছে'ড়া বালিশ এনে মাথার নিচে দিয়ে নতুন মাথার বালিশ আর পাশ বালিশটা ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে আসে। এতক্ষণে হোমিও-প্যাথ ডাক্টার আসে। আর দেখেই কি হবে! ডাক্টার নাকে খানিক তুলো শোঁকায়। বুকে টেথেস্কোপ বসায়। নাড়ী দেখে বলে—"বে'চে আছে। এক্স্বনি জ্ঞান ফিরবে। তিনবারের বেলা বাঁচেনা। এই তো সবে ফার্ন্ট স্মৌক।" আবার চোখ মেলে বাণ্কম নন্দী।

## नाम्टेकत ग्राथ-ग्राथ अवर कक्त जानि जानहरू [ ७२ श्योत स्ववारण ]

নাটকের প্রাণবায়,। সমীরণের ভীর,তা এবং হীন-মন্যতাকে স্পন্ট ক'রেছেন হার্ বস্। এ ছাড়া র্অবিশ্যি কারো অভিনয়ই মনে দাগ কাটে না। মন্দার বাবা এবং ফ্যাক্টরীর মালিক চরিত্রের অভিনেতা জড় জিহ্বায় অজস্ল ইংরেজী সংলাপ বললেও তা তিনি ছাড়া আর কেউ ব্**ঝতে সক্ষম হন না। এম**নকি, তার উদ্দেশে দর্শকাসন থেকে কয়েকবার 'লাউডার' শব্দটি ছ'বড়তে শোনা যায়। তার আরেকট্ব সরব হওয়া দরকার। মন্দার একাকিছ, ক্রিমগ্রতা এবং ব্যন্থির ছাপ উপন্যাসে যেরকম ছোঁয়া গিয়েছিল, এখানে অভিনয় ব্রটিতে তা একেবারেই অনুপস্থিত। বরং তাকে কেমন রঙিন সোসাইটি গার্ল মনে হয়। ঠিক তেমনই বোধায়নের কবিত্ব এবং সরলতার বদলে **এখানে সে যেন একটি হাবাগোকা বয়>ক বালক।** স্বত কিন্বা কর্ দ্'জনেই অভিনয় ক'রেছেন আলত থিয়েট্রিকাল ভাঁড়ের মত। বরং সে তুলনায় বৌদি চরিত্রের অভিনেত্রী অনেক সাবলীল।

এই নাটকের মঞ্চসম্জা একেবারেই প্রয়োজনহীন বাহ্বা হ'রে থাকে। জোন-বিভক্ত মঞ্চ নাটকের বাইরের ব্যাপার মনে হয়। গানগর্বিল শ্বনতে মন্দ না লাগলেও, তা আসলে নাটকের অন্যান্য দ্বর্বলতা ঢাকার প্রয়াসে মোহন প্রলেপের মত ব্যবহৃত। বিশেষত শেষ দ্শো বেমকা ব্যাক-জোন থেকে যাত্রার ঢঙে গান গেয়ে ওঠা যথেন্ট বিসদৃশ।

আসলে এই নাটকের যাবতীয় দুর্বলিতার জন্যে দায়ী নাট্যকার অমর গণেগাপাধ্যায়। এরকম একটি তীক্ষা থিমেটিক উপন্যাসের নাট্যর্প প্রদানের ব্যাপারে তিনি কেন মুলের সর্বপ্রাসিতার কাছে এ্যাত নতজান্ব র'য়ে গেলেন, বোঝা গ্যাল না। বস্তূত, সে কারণেই নাটকটি উপন্যাসের জলছবি হ'য়েই রইলো, আমাদের নতুন কোথাও পেণছৈ দিতে পারলো না। অথচ, সম্ভাবনা ছিল প্রচুর।

—গৌতম ঘোষ দন্তিদার



## मिन वम् लाय

#### রজত বন্দ্যোপাধ্যায়

मिन वम्लाग्न ফিরে আসছি দিন বদ্লায় দিন। চোখের পাতায় উথালপাথাল যেন আচন্দিবতে উ'চিয়ে ফণা ছুটে আসছে অবাধ্য কৈশোর ছোবল দিলো ব্বকে আমার কখন হোলো ভোর— তাকিয়ে দেখি হাসছো তুমি উম্ধত সঙীন। দিন চলে যায় দিন বদ্লায় দিন চলে যায় फिन।

তব্ও ঝড় ধমক দের মাটিতে মেশে ঘর পায়ের চিহ্ন মিলিয়ে বায় ভিডে— দ্বহাত ভ'রে ধরতে যাই যা-ইচ্ছে-তাই খুশী বুকের মধ্যে কোন্ চেনা মুখ রাখছে আমায় ঘিরে! আকাশে চোখ। কাঁপছে মাটি। আগ্বনে-মেঘ ছোটে। হতোদ্যম বুকে মেদুর স্মৃতির মৃদ্ব চাপ— তব্ব কখন উঠে দাঁড়াই শরীর টান টান শিরায় ছোটে রক্ত, মনে কিসের উত্তাপ ? ব্ৰুতে হাতে হাত মেলাই ঘ্ণায় বাঁধি ভয়— भाग्डना गर्ड उर्र ভাঙতে দুর্দিন দিন বদ্লায় ফিরে আসছি দিন বদ্লায় फिन।

## নতুন সূর্য নতুন দিন মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রতাহ রক্তের মধ্যে ক্রোধ জমে ধারালো অশ্রুর মধ্যে ছ্ণা এই ভাবে লালিত দ্বংখ গর্বল এক সময় গর্জে ওঠে নিজস্ব তঃগিদে প্রেড় ভালবাসা, প্রেড় সৌখীন স্থের শিল্প, পাতার প্রতিমা রক্তান্ত ভয়ংকর মান্বের ইতিহাস এই ভাবে মান্যবে রেজ শিক্ষা দেয়, জ্ঞান দেয়, যুদ্ধের প্রথিত প্রক্রিয়া সহজে শিথিয়ে দেয় প্রথিবীর ভূগোল পাল্টায়।

শ্বভাবের গর্শত কক্ষে দাবানল জবলতে থাকে জব্বলায় শরীব...

দেশের পরোনো ত্বক দশ্ধ করে, ছাল চামড়া ঝলসে যায় অবিনাশী তেজে;

সমাজ সভ্যতা প্রেড়ে স্বয়ংক্রিয় চুল্লির আগর্নে সমসত ঘ্ণা ও ক্রোধ দ্বঃখ গর্নল জোট বেংধে প্রশস্ত রাজপথে

শোভাষারা বের করে, বুকে সাঁটে কালো ব।।জ দ্বাহাতে ফেস্ট্রন, প্রতিবাদে গর্জে ওঠে গ্রেনেডের মুখে মুখে ঢালে তণ্ড খুন।

এই ভাবে শাসনের ছড়ি ভেঙ্গে প্রতিদিন এক একটা মান্য

পাল্টে দের সিংহাসন মানচিত্র এবং মর্কুট ন্তন সাম্রাজ্য এক জন্ম নের যুন্ধরত সৈনিকের অন্দের ডগায়

লাল সূর্য ঝলকে ওঠে, প্থিবীর স্পর্ধিত যৌবন সব্জুজ শস্যের স্কুরে ভূমিষ্ট দিনকে স্কুথে স্বাগত জানায়।

## রক্তের ভিতরে গোপন ইশ্তাহার স্বোধ চৌধুরী

এখন বস্তুত আশ্নের প্রস্তৃতির কাল কেননা অভিজ্ঞতার নখ-দপ্ণে শব্রে ভয়াল মূখ আমি দেখেছি— একদিন নিশ্চিত তার স্বার্থে ভীষণ মারণাস্ত্র নিয়ে আমাকে তোমাকে মুখোমুখি হতে হবে।

কল্যাণী মাসিমা পানিহাটির সোনারপর্রের গীতা-বউদি কিংবা সাত ভাই চম্পার এক বোন পার্ল মিয়াবাগানের অসীমা— ওদের সকলের অশ্রবক বার্দে র্পাম্তরিত করার চিম্তায় মশ্ন ছিলাম আমি এতকাল অনেককাল.....।

এতদিন মৃঢ় আমি
মোমের আলোয় করোছ শৃধ্ পাঠ
জালিম জমানার সাগ্নিক সংকেত
অভিত্তের জীর্ণ দীর্ণ ভূজপিরে।
এবার, বন্ধ, জেনেছি খবরঃ
মালতী মায়ের বৃকে-বাধা মাইন
শ্বনুর নিশ্বিত কবর!

তখন তাই আশেনয় প্রস্তুতির ক'ল। সাথী, এখন তাই রক্তের ভিতরে গোপন ইশ্তাহার নিঃশব্দ হাত-বদল করে কে।

## জীবন সন্ধানে

### কৃষ্ণপদ কুণ্ডু

দ্বটি পাতা আর একটি কু'ড়ির দেশ এই তরাইয়ের বুকে জমা আছে কতো নিরল্ল মানুষের না-বলা ইতিহাস, আশা হতাশার ব্যথাদীর্ণ বেদনা জীবন্যন্ত্রণায় আছে শরীরী উত্তাপ...... চা-গাছের তৃষ্ণা মেটায় রক্তক্ষরা স্বেদ চা-শ্রমিকের ক্ষুধাতুর চোখে থাকে নেতৃন পাতা ও কুর্ণিড়র প্রসববেদনা। রোলার পেশনীতে সব্জ রসট্কু নিঃশেষ ক'রে দিয়ে চ্পবিচ্প হ'য়ে প্যাকিং বাক্সকন্দী হয় তার বিবর্ণ রূপ---বাণিজ্যিক মার্কে ঢাকা পড়ে থাকে নেপথা ভূমিকায় শ্রেণীস্বার্থের উলঙ্গ শোষণ অথবা ফোস্কা পড়া আঙ্লের ছাপ: অলস নিদ্রায় ভোরের বিছানায় জোটায় দৈনিক নেশার খোরাক। অধিক মুনাফায় সভ্যতার উল্টোপিঠে মালিকের বিছানো অন্ধকারে লেখা হয় ক'লের ইতিহাস। কিম্বা ভাটিখানার নেশাখোর কাটে ওদের ব্যুস্ত পেশীর শংকিত সময় লাল ঝান্ডার ডাক শ্রনেছে শোষিত মজ্বর কাস্তের শাণিত ফলা আর হাতুড়িপেটা শব্দ চিনিয়ে দিয়েছে ওদের মুক্তির লাল পথ..... পালা বদলের দিনে অগ্রপথিক ওরাই নেমেছে পথে সংগ্রামী চেতনায়: ম্বন্তির মাদল বাজাতে ওরাই আমাকে রাজপথে টেনে আনলো রাজনৈতিক কোঁধতে ওদের নিরন্ন পেটের বস্তুবাদী বাণী আমার উদ্বৃদ্ধ করে জীবনে বাঁচার সব্বজ ফসল তোলার জীবন সন্ধানে মৃত্যুঞ্জয়ী কেননা ওরাই তরাই-সভ্যতার বিস্তৃতি ॥

## মৃত হরিণেরা আজ জেগে ওঠে

## চপনকান্তি মণ্ডল

মৃত হরিশেরা আজ জেগে ওঠে
চারণের ক্ষেতে ঝর্ণার ধারে
গিকারীর শেয তীরে
সমবেত অন্ধকারে অরণ্য নদী পার হরে
জ্যোৎসনা রোন্দর্ব আসে ঃ স্বগত উজানে হাটে
উৎসবের আয়োজনে বেজে ওঠে স্টাধর্নন

একদা এই চারণের ক্ষেতে
বির্ণির বিশির বৃষ্টির দিনে
শাবকেরা মেতেছিল ক্রীড়া-সাধ্রীতে
দ্রে ময়্রীর সংগীতে
বনভূমি উঠেছিল নেচে
অথচ দিনের আলো নিভে না বেতে
রাতি নেমেছিল এই ভিজে মাটির বৃকে

যখন আকাশের মেঘ ছি'ড়ে নেমে এসেছিল তীর বর্শার গাঁডতে ঝলমলে মিঠে সোনালি রোন্দরে সহসা তথন শ্বেতাপের শরে বিন্ধ হ'ল নিরীহ মান্য

মহাকলরেলে আজ কনভূমি কাঁপে একে একে মত হরিগেরা ওঠে জেগে।

## সত্যটা থাকবেই

### বাহুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়

প্থিবীটা **ঘ্রছে খ্রেবেই** সত্যটা থাক**ছে থাকবেই**।

म्र्विंग डिठेट

ফ্লগ্লো ফ্টছে
মামাছি জন্টছে ভ বার্গ্লো ছন্টছে ছ

ख्रु । इ. इ. इ. इ.

মিথোরা **মরছে** অন্যায় ঝরছে

भन्नत्वरे अन्नत्वरे ।

হিংসেটা পড়ছে পাপগুলো দেড়িছে

ভয় ঠাই হাড়ছে সভাটা বাড়ছে बाष्ट्रवर्दे ।। वाष्ट्रवरे ॥

## মিছিলের প্রতিনিধি—আমিও

## সুষয় চক্রবর্তী

মিছিলের প্রতিনিধি—আমিও দেখি, এগিয়ে আসছে মিছিল সম্দ্রের তীরঘেষা আছড়ে পড়া তেউগুলোর মত দূরুত আক্রে শে: অশ্নিশিখরে মত ব্রুক চিতিয়ে মনে স্থেরি তেজ নিয়ে এগিয়ে অসছে বৃভুক্ষ্ জনতার ঐ মিছিল রাস্তার দ্ব'পাশের বড় বড় বাড়ীগুলোর দরজায় ঐ তেউগংলো পড়ছে আছড়ে ঐ বড় বড় দেয়ালে প্রতিধর্ননত হচ্ছে অযুত কণ্ঠের সন্মিলিত স্বর ওরা এগিয়ে আসছে वात्रुममन्ध दाख्यश्य मिटा মৃত শবের পাশ কাটিয়ে—ধরংসস্তুপে ওদের হাত উধর্ম খী, বজামানিট মুখে দাবী-দাওয়া, আর ধিকারের ফ্লেঝ্রি, পরণে ছে'ড়া কাপড় আর ব্বকে স্থ'বহি-ওদেরকে অহনিশি এই মিছিলের करत्रहा

ওদের হাতগ্লো চায় আকাশ ছ'্তে—চায় ব্বি
ঈশ্বরকে টেনে হি'চড়ে নামিয়ে আনতে
ওদের এই সংগ্রামী রাজ্যে
শ্বাধীনতার উদগ্র ক্ষ্মা ওদেরকে দিয়েছে উৎসাহ
দিয়েছে প্রাণ, বলেছে, "তোমাদের বাঁচতে হবেই
তোমর ই ভবিষ্যং।" সংঘাতের কণ্টিপাথরে
নিজেদের যাচাই করে ওরা এখন সংগ্রামী—যোগ্যতার
উচ্চাসনে উপবিষ্ট হবার বাসনায়
ওদের অদম্য ইচ্ছাশন্তি আর—
সামনে দাঁড়িয়ে "ঝ্ট্" কে "ঝ্ট" বলতে দেখে
আমার ভালো লাগল ওদেরকে
আমি সংগ নিলাম ওদের অন্তহীন মিছিলে
ম্থে দাবি-দাওয়া, ধিকার নিয়ে হাত উধ্বম্খী.
বজ্যম্থিট করে
আমরা হে'টে চলেছি—অন্তহীন স্দ্রপ্রপ্রসারী

भट्टा।

# বিজ্ঞান-জিজাসা

## জ্বলে উঠল আলো—

আকৃতি-প্রকৃতি দোষ-গ্রণের কথা ভূলে গিয়েও একখা সবার আগে নিন্দির্বার, নির্ভারে স্বীকার করতে হবে যে আমাদের অতি প্রির, অতি কাজের অতি প্রয়োজনের সংগী ইলেক্ট্রিক কাল্বের জন্মশতবর্ষের কথা আমরা প্রায় ভূলে গিয়েছি।

অথচ গত একশ' বছরে মানুষ বিজ্ঞানের কাছ থেকে পাওয়া যতগর্বল সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রয়ো-জনীয়, সবচেয়ে কাজের, সবচেয়ে বেশীভাবে ব্যবহাত নাম ইলেক্ট্রিক বাচব। খ্রীষ্টাব্দের আগেও ইলেকট্রিক বাল্ব জব্লত, তবে তা ভাষ্বর ছিল না, তার জীবনীশক্তি ছিল অতি সামান্য। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ডেভী নামে জনৈক ইংল্যান্ডবাসী কার্বণ আর্ক ল্যাম্প আবিম্কার করেন। ব্যাপারটা ছিল थ्य माधात्रण। मृ-थन्छ कार्यण मन्छरक मृ कि विमृत्र পরিবাহী তারের প্রান্তে জ্বড়ে দিয়ে তারপর কার্বণ मन्ड म्रांपिरक अकवात इन्द्रा मिरमारे जात मर्था मिरा বৈদ্যাতিক বর্তনী সম্পূর্ণ হয় এবং কার্বণ দণ্ড দু'টি ৰে বিক্ষাতে একহিত হয় সেখানে সাদা উল্জাৱন আলোর সূতি হয়। আজকের দিনে স্কুলের বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে ছাত্ররা এরকম ঘটনা প্রায়ই দেখিয়ে থাকে। তার আগে অবশ্য ১৮০০ খনীন্টাব্দেই জানা গেছিল বে কোন ধাতব পদার্থার মধ্যে দিয়ে অনেকক্ষণ বিদ্যাৎ পাঠালে ও তাতে ধাতব পদার্থের তাপমাত্রা ২০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের উপর গেলেই ধাতব পদার্থ থেকে সাদা আলোর বিকিরণ ঘটে। কিন্তু দ্বংখের বিষয় হ'ল বে এমন কোন ধাতু খ'বজে পাওয়া সেয়ুগে এতই দঃকর ছিল যা এই কাজে ব্যবহৃত হ'তে পারে। শুধু সেব,গ কেন আজকের দিনেও এমন ধাতর সংখ্যা অত্যন্ত কম যা ২০০০ ডিগ্ৰী সেন্টিয়েডেও গলে বার না। বদি সেরকম কোন ধাতু খ'কে পাওয়া যেত তাহলে ১৮২০ খ্রীন্টাব্দেই ভাস্বর ইলেক্ট্রিক ল্যান্প আবিষ্কৃত হ'ত। কারণ, ঐ বছর ফ্রান্সের ডি-লা-র.ই নামে এক ভদ্রলোক সামান্য করেক মিনিটের জন্য ভাস্বর ইলেকট্রিক বাল্ব জনাসাতে পেরেছিলেন।

প্রসংগত ভাস্বর ইলেকট্রিক বালেবর সংগ্যে একট্র

পরিচিত হওয়া বাক। ভাস্বর ইলেকট্রিক বাল্ব হ'ল সেই ধরণের বাতি বা বিদৃংং শক্তির সাহায্যে এক-নাগাড়ে দীর্ঘক্ষণ আলো দিতে সক্ষম। আমরা সাধা-রণত এই ধরণের ইলেকট্রিক ল্যাম্পই ব্যবহার করে থাকি। এছাড়াও আরও এক ধরনের ইলেকট্রিক ল্যাম্প আছে বা সাধারণত ফোটোগ্রাফির কাজে ব্যবহৃত হয়। এই ধরণের বাতির জীবনীশক্তি খ্বই সামানা।

১৮৭৮ খ্রীন্টাব্দ। ফার্মার ও ওয়ালেস নামে দুই ব্যক্তি বিদাং শক্তি উৎপাদক যন্ত্র বা জারনামো আবিষ্কার করলেন। বৈজ্ঞানিক ও সাংবাদিককে আমন্ত্রণ জানিয়ে ডায়নামোর উল্ভাককরা চালালেন তাঁদের যশ্ত। ভায়নামো চলল। কিছ্কেণের মধ্যেই একটা সাংঘাতিক চিন্তা ফার্মার মাথায় খেলে গেল যে একটা দার্ণ যদ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। সবাই স্লেফ বাহবা জানিয়ে বাড়ী চলে গেলেও সেদিনের সেই ঘটনা একজনের মাথায় অনা এক চিন্তার জন্ম দিল। ব্যক্তিটি হলেন টমাস আলভা এডিসন আর চিম্তাটি হ'ল,--কিভাবে একটানা দীর্ঘক্ষণ ধরে বিদ্যাৎ শক্তি বাবহার করে বাতি জ্বালানো যায়। কারণ ফার্মার ও ওয়ালেস তাঁদের উল্ভাবিত ভায়নামোর ক্ষমতা প্রদর্শন করতে গিয়ে ভায়নামো উৎপাদিত বিদ্যাৎ শক্তি দিয়ে একটি আৰ্ক-বাতি জ্বালিয়েছিলেন। একথা আগেই বলেছি যে, আৰ্ক-বাতি বেশীক্ষণ জৰলে না। তার জীবনীশন্তি বড়ই ক্ষীণ। সত্ররাং এডিসন চিন্তা শুরু করলেন।

এবং যেহেতু শৃথু চিন্তার পেট ভরে না, অথবা ফাঁকা চিন্তার রাজপ্রাসাদ গড়েও লাভ নেই অতএব কোমর বে'ধে কাজে নেমে লড়াই শ্রের মনে করলেন এডিসন। কিন্তু, তাতে আবার অর্থ প্ররোজন। স্তরাং শৃরু হ'ল অর্থ সংগ্রহের পালা। নিউ-ইয়র্ক শহরে থাকতেন এডিসনের বন্ধু গ্রদ্ভেনর লাউরী। ভদ্রলোক পেশার উকিল। বাবসার স্বেষার প্রারজন তাঁর ক্মাতে শ্রু করেছেন। এমন সমর এডিসন তাঁর বিচিন্ন ইছা নিরে হাজির হলেন লাউরীর কাছে। ক্সালেন কি তাঁর করার ইছা। এবার মাঠে নামলেন লাউরী নিজে। অর্থ সংগ্রহর কাজ ভালভাবেই এগিরে

প্রাঞ্জন ভারপর ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হল "দি এডিসন ইলেক্ট্রিক লাইটিং रकाम्भानी।" न्यान निष्ठे वार्नित सन्ता भारक অবস্থিত এভিসনের বাড়ী। নামেই ইলেক্ট্রিক লাইটিং কোম্পানী। কিন্তু বৈদ্যুতিক বাতি বা ইলেকট্রিক ল্যাম্প তথনও দুরে অস্ত্। প্রধান যদ্য ভারনামে। কেনা হ'ল। কেনা হ'ল অ.রও প্রয়োজনীয় ফলপাতি। সেহগে প্রাপ্য সংক্ষাতম বল্যাদিও এল পরীক্ষাগারে। এল বিদ্যাৎ-সংক্রান্ত প্রথিবীর বাকতীয় বহু প্রশুক্ত। সংগ্রীত হ'ল তাবং প্র-পত্রিকা। সে এক সাংঘাতিক হৈ হৈ ব্যাপার। আর আনা হ'ল একশ' জন সদক্ষ কর্মীকে। তাঁদের प्रति न्यत्रभीत यांच हिलान अन चारी, अन क्रियमी, চার্লাস ব্যাচিলার এর মত স্থানিপণে কারিগরবান। অংক ও পদার্থবিদ্যার সূপি-ডত ফ্রান্সিস্ আদটন ও যোগদান করলেন এডিসনের পরীক্ষাগারে। স্ব মিলিয়ে প্রায় ৩০ হাজার ডলার নিয়োজিত হ'ল এই প্রকলেগ।

এবার শ্রের হ'ল পরীক্ষা। উচ্চ তাপমান্তার অবিকৃত থাকতে পারে এমন একটি পদার্থ খ'রেজ বার করতে প্রায় দ্ব-হাজার জিনিষকে কাজে লাগানো হ'ল। কাগজ, বাঁশ, কার্ডবোর্ড, থেকে শ্রুর করে অতানত দামী ধাতু পর্যনত কিছুই বাদ গেল না এই পরীক্ষার; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। তখন এডিসন মন দিলেন অন্য দিকে। বিদ্বাৎ উৎপাদন যল্ড ডায়নামোকে আরও উম্লভ করতে প্রয়াসী হলেন তিনি। ক্যিন্থ মাপার বিভিন্ন যল্গাদি যেমন গ্যালভানোমিটার, ভোল্টামিটার, আম্মিটার প্রভৃতিকে তিনি উল্লভ করলেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হ'ল না।

তারপর অবশেষে এল সেই আলোকসণ্টারী চমক-প্রদাদন। যেদিনের সেই আলোড়ন স্থিকারী ঘটনাকে পরদিনের নিউ-ইয়র্ক টাইমস্পত্রিকার 'ইয়াড্কী রাফ্' বলে মন্তব্য করা হ'ল। সেদিনের ঘটনা সত্যি সত্যি মানবসভাতাকে নিরে এল আলোকময় যথে।

সমাজ-সভার্তাকে হঠাৎ যেন এক ধার্কায় এগিন্ধে দিল অনেকটা পথ। যদিও সেই ঘটনার ফলাফলকে কাজে লাগাতে লন্ডন শহরেরও লেগেছিল আরও ৪৩ বছর। তব্ব ঘটনাটি স্মরণীয়।

তারি**খ**টা ছিল ৩১ ডিসেম্বর ১৮৭৯ খ<sub>ন</sub>ীন্টাব্দ। দ্খান আমেরিকার নিউ জার্সির মেন্*লো* পার্কের এডিসনের বাড়ী বা "দি এডিসন ইলেক্ট্রিক লাইটিং কোম্পানী।" সেদিন সতিকোরের ৬০টি ইলেক্ট্রিক বাচব লাগানো হয়েছিল এই বাডীটির প্রাণ্যানে বক্ষ-শাখার। বহু প্রতীক্ষা নিয়ে প্রায় হাজার তিনেক মান্ত্র হাজির হয়েছিলেন ওখানে। রীতিমত বিশেষ ট্রেনের আয়োজন করা হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে। কাঁচের গোলকের মধ্যে সাধারণ সূতোকে কার্বনাইজড করে রাথা হয়েছিল। আর তার বাইরের দুই প্রাণ্ত জ্বডে দেওয়া হয়েছিল বিদাং পরিবাহী তারের সংগা। আজকের উন্নত বৈদ্যাতিক বাতি বা ইলেকট্রিক वाल्यत स्मरे हिल श्रथमं भश्यक्ता। वर् भतीका-নিরীক্ষার মাধ্যমে আজ অনেক কিছুর মত কৈন্যতিক বাতি সম্পূর্ণ নিজের জন্য এক সুন্দর সাজানো গোছানো একাধারে শৈদ্পিক আধ্যনিক জগত গডে নিয়েছে সত্যি: কিন্তু তার জন্মকালের দীর্ণ চেহারার कथा फुलाल हलात ना आत यारे दशक भत्रभाग्र फिल মাত ৪৫ ঘণ্টা। আমরা আবার ফিরে যাই সেই সাংঘাতিক উন্মাদনা স্ভিকারী দিন্টিতে।

এটাই অপেক্ষা করছে অনেকক্ষণ ধরে। আশাআশাক্ষায় অন্য অনেকের মত এডিসন নিজেও কিছুটা
চিন্তান্বিত। যদিও কিছুদিন আগেই পরীক্ষায় তিনি
সফল হয়েছেন কিন্তু জনসমক্ষে এই হবে তাঁর প্রথম
পরীক্ষা। যোগাড়্যল সব প্রস্তুত। সমস্ত যন্ত্রপাতি
একবার খ্রিটেয়ে দেখে নেওয়া হ'ল। চলল ডয়নামো।
বিদ্যুৎ পরিবাহী তারগ্রুলো হঠাৎ যেন প্রাণ পেল।
আর তারপর সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল নিজে সমস্ত
আশা-আশুজনা অপেক্ষা-প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে,
জরলে উঠলো আলো।

# भिन्ध-मः कृष्टि

# নাটকের সুখতুঃখ এবং. 'ফজল আলি 'আসছে'

নাটক শেষ হওয়ার পর মৃত্তঃশানের বাইরে আলোকিত রাজপথে বেরিয়ে সিগারেট ধরাতেই একটি সোনালি থালায় কিছুটা শুদ্ধ ভাতের কথা খুব বেশি মনে হয়। এবং খালি পেটে সিগারেট টানতে টানতে ক্রমশই শরীরের মধ্যে ওই অমোঘ ক্রিধের প্রবল টান অন্তব্ধ কারতে পারি। আর তখন, হঠাৎ বিদ্যাচন্দকের মত কয়েক মৃহ্তে, নিজেকে নাটকে দ্যাখা ফ্রজল আলি শ্রম হয়। বিদিও, তিন মৃহ্তে পরেই, নিজের কাছে, ফাটকের চেয়েও স্বচ্ছভাবে, নাটকের ফ্রজল আলির সাথে আমাদের শ্রেণীগত পার্থকাটা খুব প্রকট হায়ে ওঠে।

ভফংটো এইরকম যে, তখন, রাতদ্পরে শহর-তলীর একটি নিরাপদ ছাদের তলায় ক্ষাধার্ত আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে র'য়েছেন এক সহ,সা ভাতের থালা। আর অপেতত আমার লড়াই, লড়াই শব্দটি এখনে খুব সৌখিন অর্থে ব্যবহৃত বোঝাই যায়, নাটক নিয়ে সবাশ্ববে কিছুকাল আঁতলেমো ক'রে. **ট্রাম-বাস হাঁকডে সেই প্রতীক্ষারত ভাতের কাছে** পৌছনোর জন্যে। তারপর ভরপেটে মৌরী চিবুতে চিবতে ওই ফজল আলির মত মান্যদের জন্যে ঘুমোতে বাওয়ার আগে, শীতল বাতাসে গা এলিয়ে কিছুক্লণ, গভীর কুম্ভিরাগ্র, মোচন ক'রবো। এবং তখন, যখন আমি এইভাবে মধ্যবিত্ত সেল্টিমেল্ট নিয়ে দ্রব হ'ল্ছি, ঠিক তথনই মধ্যরতে অবিকল মানুষের মত দেখতে কিছু বিজ্ঞাতীয় প্রণীর, যদের দেখে আমরা, বাব্রা প্রায়ই নাকে রুমাল দিয়ে থাকি তাদের ক্ষিধে ও সংগম একাকার হয়ে যাছে কী নিবিড় অসহায়তায়! স্তব্ধ রাতে শ্ন্য খাব রের পত্ত হাতে তারা ক্রমশই কেমন পাষাণ হ'য়ে য'চ্ছে। হায় এই বিপরীত সহাবস্থানের চেয়ে চরম অশ্লীলতা আর কীই বা হ'তে পারে।

হল থেকে বেরিয়ে অন্য কেউ কিন্বা আমিই হয়তো বলেছিলাম, 'আহ্, কী অভিনয়, ফজল আলির'! কথাটা হঠাং আমাকে তীরের মত কিন্দ করে। যদিও, হয়তো কোন কারণ ছিল না। আমরা তো যথাথ হি একটি 'নাটক' দেখতে এসেছিলাম। স্বতরাং অভিনয়

নাট্যর্প, প্রয়োগকোশল, সংল্রাপ, আলোকপাত, সংশীত, মঞ্চসম্জা, পোষাক-আয়াক ইত্যাদি কিছু শৈল্পিক শর্তাবলী তো খবে অনিবার্যভাবে আমাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীলতার স্থাটি ক'রবেই-নাটক এবং নাটা ক্লিয়াকোশল নিয়ে স্বভাবতই ভ:বিত হবো। তব্য হঠাং কীরকম খটুকা লাগে। ওইরকম একটি শ্বাসরোধী অবস্থা দু-আড়ই ঘণ্টা ধরে প্রত্যক্ষ করার পর, আমরা শ্ধু তার স্ক্রা ন শ্নিক দিকটি নিয়েই ভাবিত হবো, ওই ফজল আলিদের যন্ত্রণার আঁচ আমাদের নধর শরীরে একটাও স্পর্শ করবে না? নাট্যশিল্পের সাথে যে সামাজিক, মানা্ষিক সচেতনতার প্রদন খুব নিবিজ্ভাবে ওতপ্রেত, শুধুমত শিল্পের থাতিরে তার সাথে এরকম গভীর ব্যবধন গড়ে উঠবে ? শিল্প কি জীবনের চেয়ে তত মহান ? সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায় কন্যক্লিষ্ট মন্বের ছবি দেখে আঁতকে না উঠে ক্যামের কৌশল বিষয়ে ভাবিত হওয়া তো বস্তুতই কোন কাজের কথা নয়। তাহ'লে কি প**রিচ্ছন্ন সন্থ্যেবেলা ঘাড়ে পাউডার** দিয়ে নিখ**ু**ত পোষাকে বিলোল প্রেমিকা সহ ক্ষিধের নাটক বিস্লবের নটক দ্যাথা একধরনের বিশান্থ ফ্যাশানে পরিণত হ'য়েছে ?—এইসৰ জ্বলন্ত প্ৰশ্ন আমাকে তথন যুগপৎ অসহায় এবং বিষ্ময়াবিষ্ট ক'রে তেলে।

কিন্তু এখন তো একথা অমরা সকলেই জেনে গোছ যে, শিলপ-সংস্কৃতি ইত্যাদি ম্লতই একটি বিশ্ববী কার্যক্রম এবং তা অবশ্যই ব্যবহৃত হওয়া উচিত সেইসব অধিকাংশ অসহায়, বোবা, ক্রন্দনরত মান্বের উন্জ্বল অস্থা হিসেবে। অর্থাং মাও-ং-সেতৃং যাকে বৈশ্ববিক যন্তের অংশবিশেষ রূপে উল্লেখ করেছিলেন এবং যে মেসিনের উৎপাদিত ফলফল ব্যবহার করেনে সেইসব শোষিত প্রামক-কৃষক ইত্যাদি সম্প্রদায়। এই ব্যবহারিক যোগ্যতাই শিলপ-সাহিত্যের সার্থকতার একমান্ত মাপকাঠি। কেননা, শ্রেণীবিভঙ্ক সমাজে কলাকৈবলা তো সোনার পথের বাটি ছাড়া আর কিছু নয়। উদ্দেশ্যহীন শিলপবিলাস এই সমাজে বিশেশ ব্রিহেনিতারই নামান্তর। অথচ, শিলপ সংস্কৃতি আমাদের কাছে প্রাই একটা অর্থহীন শব্দ মান্ত। আর সেজনা, আমাদের মান্ত্রিক দ্বিত্তি

এ্যাতই একচন্দ্র হরিণের মত বে, আমরা কেউ হিন্দী ফিলম্বেই সংস্কৃতির প্রেণ্ড প্রতিনিধি মনে করি, আর কেউ মাঝেমধ্যে চীনা খাবার খাওয়ার মত বিপ্লব-টিপ্লবের নাটক দেখে স্বাদ করে। বাস্, এর বেশি কিছন নায়।

কিছুদিন আগে আমরা, কিছু তথাকথিত বৃদ্ধি-মান এবং সংস্কৃত দর্শক মেটো সিনেমার নরম শীতাতপ নিয়াস্ত আরামে ব'সে রঙিন পর্দায় একটি শক্তিশালী ছবি দেখেছিলাম। সেই ছবিটিতে কায়েমী স্বার্থের বিরুদের সংঘবন্ধ আনেদালনের স্পন্ট ভূমিকা বিষয়ে অংগোষহীন, জোরালো বন্ধব্য রাখা হ'য়ে।ছল। অথচ সেইসব তুচ্ছ ক'রে প্রতিষ্ঠান-পালিত জনৈক সিনে-আতেল আলোচ্য ছবিটির শ্রেষ্ঠ উপহার হিসেবে একটি-মাত্র মহার্ঘা দ্লোর দিকে আঞ্চলে-নির্দেশ করে-ছিলেন যেখানে দ্যাখানো হ'য়েছে নায়িকার নান নিটোল পায়ের ওপর দিয়ে গড়িয়ে আসছে একবিন্দ্র हेमहेल सम्। এवः मिथाई अजितिस এই मूर्गाहि ছবির মূল বত্তব্যের সাথে বিন্দুমাত সংশ্লিষ্ট নয়। অথচ সেই প্রা**জ সম লে.চকের কাছে** তা খবে জরুরী ব্যাপার—শিক্ষের খাতিরে! আর এই স্বেচ্ছাম্চতা থেকে ছবির মূ**ল অভিদাত**িটই মাঠে মারা যায়। আসলে, এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সামগ্রিক ষড়যন্তেরই অংশবিশেষ। কেননা, বৃক্তেরা-প্রতিষ্ঠান চিরক লই **শিল্প-সাহিত্যকে ভয় পেয়ে এসেছে, যেহেতু** তা খুব বি**স্ফোরক ব্যাপার। তাই তারা আমাদের স্বচ্ছ** দ্যাথাকে বিদ্রান্ত কারে দিতে সক্রিয়। এবং অনিবার্যভাবে, ধন-তল্যের ঢাক ঢোল বাজনা অবিরত শনুনতে শনুনতে. আমরাও তার শিকার হ'য়ে পর্ডাছ। তাই আমরাও এখন যেন শি**ল্প থেকে কোনরূপ গভী**র এবং আদাশিক শিক্ষাৰ্জনে তীৱভাবে বীতম্পাহ।

সেজন্যেই, শিক্প-সাহিত্যের একমাত্র পৃষ্ঠপে ধক আমরা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীভূত্ত তথাক্তিত ব্লিধজীবী মা**ন,ষেরাও এই পরিক্কার, লক্ষ্যাস্থর ছ**র্বিটির স্বারা কতট্টকু প্রভাবিত, প্রব্লোচত হ'রেছি, সে বিষয়ে সন্দেহ **থেকেই যায়। অর্থাৎ এ-কথা আক্ষরিক ভাবেই** সত্য বে, এখনো শিলেপর মনোরঞ্জক ক্ষমতা যতটা ব্যাপক. সামাজিক সচেতনতা সুন্থিতে তার বার্থতা ঠিক তত**াই। আমাদের শিল্প-দ্**ষ্টির সীমাক্ধতাই এর कता मात्री। भिरम्भत मरकारक कीवरनत काकाकािक আনতে গেলেই শিল্প-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের যেমন আতংক হয় (সম্প্রতি অশ্লীল নাটা প্রচারের বির্দেধ नाएँ।क्येर दमक **अक्टा**कोस আনন্দবাজার সংঘবন্ধ কোম্পানীর বেমন হ'রেছিল), তেমনই আমরাও **শিল্পকে রাংভার মোড়কে স্কার্ম্বী** সাবানের মত পেতে **আয়হী এবং অভ্যন্থ। তাহ'লে এখানে ব্যর্থ**তা কার— শিলেপর, শিলপীর, দর্শকের না সমূহ বাবস্থার?

यिष्ठ, आयानिक वाश्ना नाएक जात खेवाकाल

त्यत्करे नामाध्यक्तकरत अकि विस्मय क्षीमका श्रद्ध করতে সক্ষম হ'রেছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের রুপাঁট স্পন্টতর ক'রে দ্যাথাবার, আন্দোলনের গ্রের্ড বিষয়ে আমাদের সচেতন করার কাজে নাটক একাট বিশেষ হাতিরার রূপে বিবেচিত। আমাদের নাট্যজগৎ (উত্তর কলকাতার ক্যাবারেকাম থিয়েটারের কথা এখানে অবশ্যই ধরা হচ্ছে না।) একটি নির্দিন্ট সীমার মধ্যে জীবনকে—জীবনের স্থিতি কিম্বা ভগারতাকে তুলে ধরতে চেয়েছে আপোষহীনভাবে সাবধানে এবং অবশ্যই শিল্পিত প্রক্রিয়ায়। সামাজিক অ.বহে সঞ্জ চেতনায়, গভীরতম অনুভূতির ছোঁয়ায় এ এক মনোরম দুশাপ্ট, যা আগামী সূর্যের স্বপ্নে ক্ষতবিক্ষত, ব্রক্তাক্ত। আর এইটাই আমাদের কাছে আশা এবং আনন্দের কথা যে, অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের মত নাটক এখনো সংস্কৃতি-বণিকদের থেকে কেরিয়ার ঘূষ নিতে-নিতে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত হ'য়ে যায়নি। বহু উম্জ্বল প্রলোভন তৃচ্ছ করে তা এখনো একটি স্থির ইডিওলজির প্রাত অবিচল, অস্থাশীল র'য়ে গ্যাছে। এবং তা সম্ভব হ'য়েছে তাঁদের রাজনৈতিক সচেতনতার জন্যেই। অবিশ্যি, অনেকে রাজনীতি এবং শিল্পকে পরস্পর বিরোধী ব্যাপার বলে মনে করেন এবং সমত্নে রজনীতিকে শিল্প থেকে বিচ্ছিল করে রাখতে স্বাক্তর হন। তার। সম্ভবত মনে করেন প্রেমিক কবি লম্পট মাতাল জুয়ারী বোহেমিয়ান বেশ্যা সকলকে নিয়েই শিল্পস্ঞি হ'তে পারে, কিন্তু কেউ যদি রাজ-নীতি করে, সমকলীন সমাজ ব্যবস্থাকে মেনে ন। নিয়ে যদি তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়তে চায়, তাহ'লেই আমাদের পে:ষা শিল্পী-সাহিত্যিকেরা তা থেকে সত হাত দূরে ছিট্কে আসেন। আসলে এরা সেই আদিমকাল থেকেই রাজার সিংহাসনের পাশে বীণা বাজিয়ে আসছেন, রাজাকে সিংহাসনে সমার্চ রাখবার জন্য তাদের বাদ্যি-বাজনার প্রয়োজন আছে। তাই চামচে-জীবী না হ'য়ে এদের উপায় নেই, নইলে প্রভুর রন্তচক্ষ্ম তাকে গোল-গোল সূখ এবং খ্যাতির মিনার থেকে এক লাথিতে আম্তাকু'ড়ে নিক্ষেপ করবে। সেটা নিশ্চয়ই কাষ্ণিকত নয়! তাই রাজনীতির নামেই তারা আঁতকে ওঠেন। কিন্তু কন্তুতপক্ষে, শিল্প ও রাজনীতির মধ্যে কোন সংঘাত নেই। রাজনৈতিক সচেতনতাই সং শিল্প সৃষ্টির একমাত্র উপাদান। শিল্পী যেহেতু সামাজিক জীব সেহেতু সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত, অসাডতা বিষয়ে তাঁকে সচেতন থাকতেই হবে, এবং তার প্রতি-ফলন ঘটবে শিল্পকর্মে। কেননা শ্রেণী বিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থায় শিল্পীকে অবশাই কোন কল্যাণময় শ্বান্দ্বিক মতাদশের বিশ্বাসে অটল থেকে তাঁর শিলপকর্মের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে হবে। দরবারী শিল্প থেকে কিছু নগদ বিদায় জুটলেও তার কোন म्थाग्नी भूमा तिहै, এ-कथा वनाई वार्यमा। '৪০-এর দশকে বাংলা নাটক এই রাজনৈতিক

विश्वाम रथक्के शरफ फेंट्रीक्रम, बाई करना पानी ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার সংস্কৃতিক প্লাটফর্ম ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। সেই ঐতিহ্য, যা তংকালীন ব্রন্ধোয়া শিলপপ্রতিষ্ঠানের ভিত অনেক-টাই কাঁপিয়ে দিতে সক্ষম হ'য়েছিল, আজো আমাদের গ্রপ-থিয়েটারগ্রিল যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়েই রক্ষা ক'রে যাচ্ছে। তবে দঃখের ব্যাপার এই যে, নাটক দর্শকের অনেক কাছাকাছি নেমে এলেও দর্শকেরা নাটকের দিকে ঠিক ততটাই উঠে যেতে পার্রেন। নাটক এখনো আমাদের অনেকের কাছে নিছক অবসর বিনোদন ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা অনেকেই (আঁ) তেল-(আঁ) তেল মুখে নাটক দেখতে যাই এবং নাটক শেষে তা কত-খানি 'প্রতিক্রিয়াশীল' কিম্বা তার সেট-কম্পোজিশান কতটা ভঙ্গার সেই আলোচনায় আত্মতৃণিত অনুভব করি। (অথাৎ আমরা একদল 'অতি বিগলবী', আরেক-দল গাড়ল। গাড়লদের কিছু বল,র না থাকলেও কাগুজে विश्ववीरमत জন্যে এইউ कुई वना यात्र, नाउँक आत পোষ্টার যে এক নয়, ব্রেখ্ট কিম্বা স্ট্যানিসলোভস্কির এই বিশ্বাস থেকে শিক্ষা নিয়ে একটা ধৈর্য সহ শিল্প-কিচার কর্মন। এবং জেনে রাখ্যন, অ্যাকাডেমির ঠাণ্ডা ঘর থেকে বিশ্বব হঠাৎ মোয়া হ'য়ে হাতে চলে আসবে না।) এবং খুব অনিবার্যভাবে বাড়ি গিয়ে নাটকটির কথা সম্পূর্ণ ভূলে ষেতে সক্ষম হই। নাটকটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিন্দ্রমান্ত সচেতন হই না। অবিশ্যি এরজন্যে হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই, ভণ্ড দর্শকেরা এক-সময় প্রাকৃতিক নিয়মেই আম্ভা পাতা খসার মত ঝ'রে গিয়ে সং দর্শকেরা নিজম্ব প্রয়োজনেই ঠিক নাটকের জন্যে রম্ভ ঢেলে দেবে বীরের মত প্রবীরের (দন্ত) মত।

এইসব কথা নতুন ক'রে মনে হ'ল সাম্প্রতিক কালে অভিনীত একটি নটক দেখে—'নটরঙ্গা প্রযোজিত এই নাটকটির নাম 'ফজল আলি আসছে'। প্রসংগত উল্লেখ থাকা প্রয়োজন, আলোচ্য নাটকটি যে উপন্যাসের নাটা-রূপ তা প্রকাশিত হয়েছিল বংগসংস্কৃতির পলেক-পিতা আনন্দবাজারকোম্পানীর পুষ্ঠপোষকতায় শীর্ষেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের শারদ-কীতি রূপে। প্রতি-ষ্ঠানিক শাসনের মধ্যে থেকেও কেউ কেউ ঈষং বিদ্রোহ ক'রে থাকেন, এবং শীর্ষেন্দ্র এখানে তাই ক'রেছেন। অন্তত চেষ্টা ক'রেছেন। সেকারণেই এই উপন্যাসটি অনামাসেই সমসময়ের একটি মহার্ঘ রচনা রূপে বিবেচিত হ'তে পারে। কী ঝরঝরে এবং জল-তরশ্যের মত অনায়াস শিল্পকর্ম শীর্ষেন্দ্র করায়ত্ব যা সাবলীল পদচারণার শেষে পাঠককে এক অনিবার্য न्धान, एवर मिरक, या किना अछन थाएमत मज् रहेरन দ্যার। সমকালে ধনতান্তিক ব্যবস্থাকে এই একটি উপন্যাস সরাসরি তীব্র ব্য**েগ**িবিশ্ব করে। এই আপাত-পরিচ্ছন্ন বেটে থাকার যাবতীয় অসহায়তা, নদ্যামো, করেতা, ভাডামী সবকিছ, উম্পান করটে এঠে শীর্ষেন্দরে অস্থির ক্যানভাসে।

র বি ফ্যাইরির একজন অনশনরত প্রমিক কজন আলি। ১৪৫ দিন অনশনের পর কণ্কালপ্রতিম এই মানুষ্টিকে আর ততো মানুষ্রপে সনাত করা যায় না। জ্বলম্ত ক্ষিধেকে গলা টিপে মারার চেন্টায় তথন তার কোটরাগত চক্ষ্ম দুটো প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মত জবলজবল করে। কেননা সে তখন এই সর**ল** সত্যে পেণছে গ্যাছে যে ক্ষিধে ব্যাপারটা একটা শারীরিক অভ্যেস ছাড়া আরু কিছু নয়। আর সেই অভ্যেসকে জন্ন করার জন্যেই তার লডাই। প্রাথমিকভাবে তার লডাই মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে হ'লেও, ক্রমশই তা রুপাশ্তরিত হ'য়েছে নিজের সাথে অবিরাম সংগ্রামে। সে স্বশ্ন দেখেছে—একদিন, তার এই নতুন যুদ্ধের শেষে যে চরমপ্রাণ্ডি আসবে, তা সে পেণছে দেবে প্রথিবীর সমূহ মানুষের কাছে-কি করিয়া না খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয় সে বিষয়ে সে সমস্ত ক্ষুংকাতর মানুষকে শিক্ষিত ক'রে তুলবে। তার কাছে ক্ষুধার্ত মানুষের এই-ই একমাত্র বাঁচার পথ। রাজনৈতিক দুট্টিতে এর মধ্যে একটা নঞ্জর্থক চেতনা আভাসিত হ'লেও, এর ব্যাপাত্বক আবেদন অনেক বেশি তীব্র। এবং সেই তীব্রতাই আমাদের ক্রমশ একর্পে সদর্থকতার দিকে নিয়ে যায়। আর ওই অ-মানুমিক, প্রায় প্রতীকী চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে যে নাটকীয় বিন্যাস গড়ে উঠেছে, তার মানবিক দিকটিও কিছু কম স্বাস্থ্যকর নয়। তা**ছাড়া ফজল** আলিকে আপাত চোখে সমাজ থেকে, একটি পূর্ণাণ্য লড়াই থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাওয়া ব্যক্তি মনে হ'লেও অমাদের অবশ্যই মনে রাথা উচিৎ হবে যে, ফজল আলি আসলে একটি বৃহৎ লড়াইয়ে সামীল এবং তার চিন্তা-চেতনা সবই নির্বেদিত উত্তরকালের ক্ষুধার্ত মানুষের জন্যে। যদিও, তার লড়াই অনেকটাই প্রতীকী, রোমা-ন্টিক; তাসত্ত্বেও তার মহম্ব এবং ব্যাঘ্র-মনস্কতার কারণেই সে একটি উষ্জ্বল চরিত্র রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়ে

এই নাটকের আভিনায়ক শত্তি একটি উল্লেখবোগ্য
ঘটনা। বিশেষত, ফজল আলির চরিত্রে স্বত্ত বস্ব
আক্ষরিক অথেই অসাধারণ অভিনয় করেছেন।
এরকম একটি রক্তমাংসহীন প্রতীকী, প্রায় অবিশ্বাস্য
চরিত্রে তিনি কোনরকম কিয়াছক ভূমিকা ছাড়াই
(চরিত্রটি আগাগোড়া একটি খাটিয়ায় শ্বেয় ছিল।),
শ্ব্মাত্র সংলাপ অবলম্বন করে যে শক্তিশালী অভিনয় করে গ্যাছেন, তা আমাদের বহুদিন মনে থাকরে।
তাছাড়া দোলগোবিন্দ উকিলের চরিত্রে স্বৃশান্ত
বন্দ্যোপাধ্যায়ও দাপটের সাথে অভিনয় করেছেন।
তবে চরিত্রটির পরিকল্পনার ত্র্টিতে তাকে প্রায়ই এই
নাটকের বিবেক বলে মনে হয়। তব্ব তিনিই এই

[শেষাংশ ৫৪ পৃন্ঠার ]

## प्रबल द्वारयञ्ज जूलिल—



ব্বমানস ॥ ৬৩



## প্রীপ্রীগণেশ মহিমা। সহাপ্রেতা দেবী

শারদীয় ব্রগান্তর, ১০৮৬-তে প্রকাশিত।

"বাঢ়া গ্রামের ম্যানগ্রাফে তপশীলীদের আঁস্ডম্ব একেবারে গোণ ও প্রয়োজনীর। গোণ তারা মংখ্য এখানে রাজপতে সমাজ। প্রয়োজনীয় তারা সমাজের মুখ্য জীবগুলির বিবিধ কাজ করার জন্য। যেহেতু গ্রামটি মেদিনী সিং সদৃশ রাজপত্তদের সৃষ্ট, সেই-হেত এখানকার নয়ভাগ জমি তাদের দখলে। অন্যেরা, অর্থাৎ **সংখ্যাগরের**র সংখ্যা**লঘ্**দের জমি চবে।" চলিশ বছরের ধারাবাহিক মধ্য প্রাচ্যের এই ক্লেজআপ্ ছবি ফুটিরে তুলেছেন মহান্বেতা দেবী তাঁর 'শ্রী শ্রী গণেশ মহিমা' উপন্যাসে। মূলত দুটি সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকা অতি নিপ্ৰেভ.বে চিগ্ৰিত হয়েছে একটি পরিবারের দ্'প্রেবের নিটোল কাহিনীর মাধ্যমে। কাহিনীর সূত্রপাত বৃটিশ শাসন থেকে. শেষ হয়েছে স্বাধীনতার পরবর্তী আজ এই মহুত পর্যনত। আসলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বাকস্থায় শাসক ও শেঃষিতের স্বর্পকে তুলে ধরেছেন লেখিকা ভাপাী ও দুসাদ অধ্যাষত একটি নিদিশ্ট **অঞ্চলকে কেন্দ্র** করে। ক্ষতুত যে অঞ্চলে সমস্ত জমির মা**লিকানা মাত্র** কয়েকটি রাজপ**্**ত পরিবরের হাতে। এবং তাই রাজপ্রতেরা নিজেদের সমস্ত বিভেদ ভূলে হাতে হাত মিলিয়ে থাকে ভাশাী ও দ্সাদদের কজা করতে। সরল হিসেবে সমস্ত জমি কেন্দ্রীভূত হয়, আর দিনকে দিন ভূমিদাস ও ক্ষেত-মজ্বরের সংখ্যা বৃদ্ধি পার। "বান্দা বা দাসপ্রথা আছে কি নেই তা বান্দাদের কেউ জানার্যান। তাদের বংশধরদের বেলা মালিকদের স্ববিধে বেড়ে যার আরো।" শ্বধ্ব তাই নর এইসব यथायनगीत शात मामरमत कीवरनत अछान्छ न्याया छ সামান্য সন্ধগন্লি এইসব 'মালিক' শ্রেণী যে রক্ম স্বাধীকারে প্রমন্ত হরে নন্ট করে দের তারই স্ত্যানিষ্ঠ জীবনম্থী সাহিত্যরূপ এই উপন্যাস।

উপন্যাস শ্রে হরেছে গণেশের জন্ম থেকে। তার-পর সেই জন্মকে কেন্দ্র করে মেদিনী সিং-এর পরি-বার এবং তারপর সেই পরিবারকে কেন্দ্র করে বাদ্য গ্রাম তথা সমগ্র সমাজটাই উপন্থিত হয়েছে উপন্যাসের পটভূমিকার। উপস্থিত হয়েছে প্র'প্রব্দার ঐতিহ্যান্যারী গণেশ সিং-এর অবিচার অত্যাচার ও ব্যাভিচারের কাহিনী। উপস্থিত হয়েছে ভাগণীদের লোকসংস্কৃতি সং-এর গান। এই সমর, সমাজ ও সামাজিকতার উপস্থিতির মধ্য দিরে গণেশ সিং নামক একটি চরিত্রের কিংবা একটি শ্রেণী চরিত্রের তথা একটি ব্রের [ বা মধ্যব্রণীর সামস্ত্তান্তিক ] পতন ফ্টে উঠেছে।

আর এই পতনকে ফ্রিটেরে তুলতে লেখিকা নিপ্লভাবে অত্যাচারিত চরিল্লালর Development
ঘটিরেছেন। লছিমা জীবনের স্বন্দ ও সাধকে বিসর্জন
দিরে, পিতার রক্ষিতা ও প্রেরে ধালীর্পে দৈবত
জীবন বাপন করে, দীর্ঘ জীবনে নিম্মি দীর্ঘ
অভিজ্ঞতা সঞ্চর করেছে। আর তারই ফলস্বর্প
দেখতে পাই গণেশ সিংকে হত্যার হোতা হিসেবে
স্তনদারিনী সেই লছিমাকেই। সেই একই কারণে
গান্ধী মিশনভূব তপশীলীদের নেতা উভরের নতুন
চিন্তার উন্মেষ ঘটেছে। সর্বহারদের কোন জাত থাকতে
পারে না—ভিল্ল গোষ্ঠীভূব ভাগ্গী ও দ্বাদরা এক
হরেছে বাঁচার তাগিদে সেই অভিজ্ঞাতাতেই। আর এইসব কিছ্বে নির্মেক দাঁড় করিরেছেন লেখিকা ব্যুগ্র

সর্বশেষে লেখিকাকে সাধ্বাদ জানাতে হয় এই উপন্যাসে তাঁর ভাষা ব্যবহারে। নাটকের মত তিনি চরিত্রগৃলির মুখের ভাষা ব্যবহার করেছেন উত্ত অন্তলের কথ্যভাষা থেকে। কিন্তু যেখানে লেখিকা ন্বরং উপস্থিত, উপন্যাস যেখানে কর্পনাম্বক—তা হরেছে প্রাঞ্জন বাংলা প্রবশ্বের ভাষা। তাঁর অন্যান্য মহতী স্বিত্রারকাল মত এই উপন্যাসটির মধ্যেও লেখিকার আন্তরিরকাল ফুটে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসগৃলির মধ্যে লী লী গণেশ মহিমা' অচিরেই নিজের আসন করে নেকে আশা করি।

—ছুর্গা ঘোষাল

# विषिशीय मःवीष

## वोक्षा रजनाः

শালতোড়া ব্লক ব্ৰ-ক্ষণ—শালতোড়া ব্লক য্ব-ক্ষণের উদ্যোগে এবং ব্লক ফ্টবল প্রতিযোগিতা কমিটির পরিচালনায় ব্লক ভিত্তিক ফ্টবল প্রতিযোগিতার হংশে ভিসেন্বর শেষ হরেছে। এই প্রতিযোগিতার তিনটি বিভাগে মোট ৩৪টি স্থানীয় দল অংশ গ্রহণ করে। য্ব কল্যাণ বিভাগ থেকে ব্লকে এই প্রথম ক্রীড়া সামগ্রী সাহাষ্য দেওয়ার ফলে প্রতিযোগিতায় স্থানীয় য্ব সংস্থাগ্রলির মধ্যে প্রভূত উৎসাহের সঞ্চার হয়। রকের ৩৪টি য্ব সংস্থার ৪০৮ জন তর্ণ এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। চ্ডান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। চ্ডান্ত প্রতিযোগিতায় তিলাড়ি মনোমোহিনী ইনস্টিটিউট ও শিরপারা উদয়ন সংঘ যাল্য বিজয়ীর সম্মান লাভ করে।

গত ৭ই ডিসেম্বর শালতে ড়ো রুকের রঘ্নাথচন গ্রামে শালতোড়া রক য্ব-করণের উদ্যোগে ও রঘ্নাথ-চক মহিলা সমিতির পারচলনায় সেলাই শিলেপর উপর মহিলাদের একটি ব্রিম্লক প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শারা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ সচী প্রাথমিকভ বে নয় মাস স্থারী হবে। পরবতী কালে এর কাজ পর্যালোচনা করে এর স্থায়ীসকে বাড়ান হ'তে পারে। বর্তম নে এই কেন্দ্রে ৫৩ জন শিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মহিলা প্রশিক্ষণরত।

চলতি বছরে একাদশ শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রী-দের রক যুব-করণ পাঠ্যপাস্তক ঋণ দিয়েছেন। মেট তেত্রিশ জন ছাত্র-ছাত্রী রক যুব-করণের পাঠ্যপাস্তক পাঠাপার থেকে এই সহায্য পাছেন। পাঠ্যেয়ে তার, পাস্তকগালি ফেরত দেবেন।

শ্বনির্ভার কর্মসংশ্বান প্রকলেপ এই এক প্রায় সাতটি প্রকলপ অনুমোদন করে ব্যাওকর বিবেচনার জনা পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে দর্ঘট প্রকলপ আশাকবা যায় বর্তমান মাসে ব্যাওকর অনুমোদন পাবে এবং ক জে রুপায়িত হবে।

বনজ সম্পদে পূর্ণ এই ব্লকে নতুন কর্মসংস্থানের উন্দেশ্যে যুব-করণ 'অভোজ্য তেল উৎপাদন ও প্রশিক্ষণের' একটি প্রকল্প রচনা করেছেন। প্রকল্পটি বর্তমানে দণ্ডরের বিবেচনাধীন আছে। প্রকল্পটি রপায়িত হলে কহা সংখ্যক আশিক্ষিত তর্গের নতুন আয়ের রাস্তা খুলে বাবে বলে আশা করা যায়।

## र्मापनीशृत रक्षणाः

বিনশ্রে ১নং দুক ব্র-করণ—বিনপ্র ১নং রকের ব্রুব সমাজের ফাটবলা খেলার মান-উল্লয়নে এবং উৎসাহিত করার জনা বিনপরে ১নং রুক যুব-করণের উদ্যোগে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২০শে रफड्राज्ञी भर्यन्ड लालगड़ भग्नमारन ১৫ मिरनत कर्ड-বল প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে দৈনিক গড়ে তিরিশ-প'য়ালিশ জন য্বক অংশ গ্রহণ করে। এই শিবিরে প্রশিক্ষণ দেন অতীতের খ্যাতনামা ফুটবল খেলেরাড় স্যাম্য়েল অ্যান্টনী, যিনি প্রে বেশ **ক্য়েক্**বার ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব ক্রে**ছেন**। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে রকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা **ষ**্বকদের মধ্যে বিশেষকরে অনিদ্বাসী যাবকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ দেখা **য**ায়। অনেকে দশ মাইল দ্র থেকে এসে প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেন। প্রশিক্ষক অ্যান্টনীর স্কুদর প্রশিক্ষণ পর্ণ্ধতিতে অংশগ্রহণকারী য্বকদের মধ্যে বিশেষ উৎসংহের স্ঘিট হয়। এই প্রশিক্ষণ শিবির সম্ভাত্তাবে পরিচালিত করতে স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি প্রভূত সাহাযা করেছে। মনে হয় এই অপলে প্রথম এজাতীয় প্রাশক্ষণ শিবিরের আয়ো-জন। আগামী দিনে বিনপ**ুর ১নং ব্রক য**ুব-করণের লোইবল, বৰ্শা ও ডিসকাস নিক্ষেপ বিষয়ে প্ৰশিক্ষণ দেওয়ার ইচ্ছে আছে বলে রক-যুব আধিকারীক জানিয়েছেন। এছাড়া যোগ সন শিক্ষা দেব'র শিবিরের বাবস্থা করার চেণ্টাও চলছে। মার্চ মাসে য**ুক উৎস**ব **আয়োজনের প্রস্তৃ**তি এগিয়ে চলেছে।

## कनभादेग्रीष् खना:

মাদারীহাট-বীরপাড়া রক যুব-করণ—মাদারীহাট-বীরপাড়া রক যুব-করণের উদোপে গত ২৬শে জানুরারী ভারতের ৩১-তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়। ঐ অনুষ্ঠানে মাদারীহাট বিধানসভার নবনির্বাচিত সদস্য স্থানীল কুজারকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। রক যুব আধিকারীক শ্রীকুজারকে যুব কল্যাণ বিভাগের লক্ষ্য ও কর্মস্চী সম্পর্কে অবহিত করেন। সম্বর্ধনার উত্তরে স্থানীল কুজার এই ধরণের অনুষ্ঠানকে স্বাগত জানিয়ে স্থানীয় জনসাধারণের বিভিন্ন উদ্যোগকে যুব কল্যাণ বিভাগে ক'জে রুপ্রের্ এই আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে প্রায় আড়াই শা যুবক-যুবতী ও সাধারণ মানুষ অংশ নেন।

য্ব সংগঠনগর্লিকে অথিকি অন্দান কর্মস্চীর ভিত্তিতে সম্প্রতি মাদারীহাট-বীরপাতা রক য্ব-করণ স্থানীয় কুড়িটি য্ব সংগঠনকে পাঁচ হাজার টাকা অন্দান দিয়েছে। খেলাধ্লার সম্প্রসারণের জনাও কুড়িটি সংগঠনকে বিনাম্লো নেট ও ভলিবল দেওয়া



স্যামনুরেল অ্যান্টনীর তত্ত্বাবধানে বিনপরে ১নং রক ব্ব-করণের ফ্টবল প্রশিক্ষণ কর্মস্চী

হয়েছে। এই ব্লকে ব্লক স্তরে কার্বাভি প্রতিযোগিতা, ভালবল প্রতিযোগিতা ও ব্লক স্পোটস করার কর্ম-স্চী নেওরা হয়েছে। স্থানীর পঞ্চারেত সমিতি ও যুব সংগঠনগর্বালর সাক্রিয় সহযোগিতার অনুষ্ঠানগর্বল শুরু হ'তে চলেছে।

অতিরিক্ত কর্ম সংস্থান প্রকলপ অনুসারে মাদারীহাটবীরপাড়া ব্রুক যুব-করণ বীরপাড়াতে একটি টায়ার
রিসোলিং ইউনিট, একটি মুনি দোকান ও একটি ক্ষুদ্র
দেশলাই বিক্রর ইউনিট চাল্য করেছে। তিনটি প্রকলপ
বাবদ স্থানীর ব্যাহ্ক মোট ২৯,০৭০ টাকা ঋণ মঙ্গার
করেছে আর যুব কল্যাণ বিভাগ প্রাহ্তিক অর্থ বাবদ
২,৯০৭ টাকা ঋণ মঞ্জার করেছে। প্রকলপগর্থার কাজ
সুক্রেভাবে এগিয়ের চলেছে।

বৃত্তিম্লক প্রশিক্ষণ কর্মস্চী অন্সারে মাদারীহাট-বীরপাড়া রক ব্ব-করণ মাদারীহাট ও বীরপাড়া
দ্বিট গ্রামে দ্বিট মহিলা সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন
করেছে। কেন্দ্র দ্বিটর মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা সত্তর
জন। মাদারীহাট শিক্ষণ কেন্দ্রের দশজন শিক্ষার্থীর
প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে ঋণ দেবার প্রস্তাব
স্থানীর ব্যাক্ষে পাঠান হরেছে বাতে করে তারা এই
খণের সাহাব্যে সেলাই মেশিন এবং প্রয়োজনীর কাপড়
কিনে ব্যক্তিগত ইউনিট গড়তে পারেন। আশাকরা বার
থ্ব তাড়াতাড়ি এই ইউনিটগর্বল চাল্ব হবে। এছাড়া
উল নিটিং ইউনিট স্থাপনের জন্য ছ'হাজার টাকা
খণের প্রস্তাবত ব্যাক্ষে পাঠান হরেছে। মেসিনে
সোরোটার বোনার এই প্রকল্পাটিও শীন্তই চাল্ব করা
বাবে।

১৯৮০-র ব্লক য**়ব উৎসবের প্রস্তু**তিও এগিয়ে চলেতে।

কারণের উদ্যোগে ও স্থানীর জনসাধারণের সাঁজর সহবোগিতার গত ২৬শে জানুরারী প্রজাতন্য দিবস উপলক্ষে স্থানীর ব্বকদের জন্য ১২ কি. মি. দীর্ঘ দৌড় প্রতিযোগিতা অনুভিত হয়। এই প্রতিযোগিতার বেমন অনেক প্রতিযোগী তংশ গ্রহণ করেন তেমান বহু সংখ্যার সাধারণ মানুষ দর্শক হিসাবে যুবকদের দৌড় উপভোগ করেন। উৎসাহ দেন। দশজন সফল প্রতিযোগীকে প্রস্কার ও সরকারী অভিজ্ঞান পর দিরে অভিনাশিত করা হয়। মোট একানব্দই জন যুবক অংশ নেন।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্ম স্চীর আওতার বাইশটি যুব সংগঠনকে গৃহ নির্মাণ, খেলাখ্লার সরজার কেনা ইত্যাদির জন্য পাঁচ হাজার টাকা অনুদান হিসাবে দেওয়া হয় এবং ভালবল ও নেট বিনাম্লো দেওয়া হয়।

স্থানীর গ্রাম পঞ্চারেত ও রক ব্ব-করণের যৌথ উদ্যোগে নর্রসিংহপ্র গ্রামে আদিবাসী উৎসব পালনের কাজ হাতে নেওরা হরেছে। এই উৎসবে আদিবাসী ব্রক-ব্বতীদের নাচ, গান ও খেলাধ্লার কর্মস্চী থাকছে।

অতিরিত্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পের কর্মস্চীতে ফালাকাটা রকে জান্রারী মাসে একটি আটা চাকী ইউনিট খোলা হয়েছে। স্থানীর ব্যাৎক প্রকল্পটির জন্য ৯,৯৮৫ টাকা খণ মঞ্জুর করে এবং ব্র-কলাণ

বিভাগ প্রাণিতক থণ বাঁৰৰ ৯৯৮ টাকা মাধ্যুর করে। প্রসংগত উল্লেখ করা বায় ইভিগ্যুর্বে বিভিন্ন প্রকলেগ মোট ছ'জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা গেছে।

এছাড়াও এই ব্লক তৈরী পোবাকের দোকান, রেডিও দোকান এবং পরিবহণ ইউনিট (থাক) প্রকল্পের জন্য স্থানীর ব্যাপ্কের কাছে খণ মঞ্জুরের প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

বৃত্তিম লক প্রশিক্ষণ কর্ম স্চী অনুসারে ফালাকাটা স্কাষ পাঠাগারে মহিলাদের সেলাই শেখানোর কাজ চলছে। বারজন শিক্ষাথীরি প্রত্যেকের জন্য এক হাজার টাকা ঋণ মঞ্জারের প্রশুতাব ব্যাপ্তেক পাঠান হরেছে।

আলিপ্রেদ্রোর ঃ অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকলেপ এই রকে তিনটি মিনিবাস, দুর্নটি মংস চাব প্রকল্প, একটি বেকারি, তৈরী পোষাকের দোকান এবং শাখার গহনার দোকান গত আগন্ট মাস থেকে চলছে। এতে মোট বিনিয়োগ ৫,৩০,০০০ টাকা, প্রান্তিক ঋণ দেওয়া হয়েছে ৫৩,০০০ টাকা। কাজ পেরেছে কুড়ি জন ব্রক।

এই রকের অন্তর্গত শিশ্রমাড়ীহাট গ্রামে মেরেদের সেলাই শেখানোর কান্ধ সাফল্যের সংশ্য এগোছে। এবং আলিপরেদর্রার জংশনে উন্বাস্ত্ অধ্যবিত অগুলে দ্বঃন্থ মহিলাদের নিয়ে একটি সেলাই সমবায় কেন্দ্র স্থাপিত হ'তে চলেছে। এ'দের প্রশিক্ষণের কান্ধ ইতি-মধ্যে শেষ হয়েছে।

আলিপ্রদর্মার কলেজে গত নভেম্বর মাসে তথ্য ও সংস্কৃতি দশ্তরের আলিপ্রদর্মার মহকুমা অফিসের সহযোগিতার সাম্প্রদারিকতা প্রসংশ্য রবীন্দ্রনাথ এবং সোনারপ্র গ্রামে 'শিক্ষা প্রসংশ্য রবীন্দ্রনাথ' এবং সোনারপ্র গ্রামে 'শিক্ষা প্রসংশ্য রবীন্দ্রনাথ' দার্যি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান দর্যি আলোচনার উচ্চমানে এবং গ্রোভ্যমন্ডলীর সমাবেশে দার্শ সাফল্য লাভ করে। আকাশবাণী শিলিগর্ভি দর্যি অনুষ্ঠানকেই সম্প্রসারিত করে।

রক ভিত্তিক ফাটবল ও ভলিবল খেলা তিনশোরও বেশী যাবকের অংশ গ্রহণে জমে ওঠে। অংশ গ্রহণ-কারী প্রতিটি রককে বিনাম্ল্যে খেলাখ্লোর সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়। পঞ্চায়েত সমিতির সপ্যে পরামর্শ করে বার্টি ক্লাবকে আথিক অনুদান হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা দেওরা হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণোৎসব এই অঞ্জের মান্বের কাছে বিশেষ উৎসাহের খোরাক হয়েছিল। এব্যাপারে এই অঞ্জের সাধারণ মান্ব এবং শিক্ষিত সমাজ কর্তৃপক্ষের সংগ্য নিজেদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে তাঁদের সচেতনতার পরিচর দেন। একটি স্মারক গ্রন্থও বের করা হয়। এই অন্তানের সাফলো অন্প্রাণিত হয়ে রক য্ব-করণ ৮ই মার্চ সোমেন চন্দ স্মরণোৎসবের আয়োজন করেন। বিপ্রেল উৎসাহ এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশে এই অন্তান হয় আলিপ্রেদ্রার মহকুমা গ্রন্থাগারে। জলপাইগর্ডি জেলার বিভিন্ন প্রাণ্ড থেকে বেমন অধ্যাপক-শিক্ষকেরা এসে-ছেন, এসেছেন স্কুল-কলেজের ছাত্ত-ছাত্রীরা তেমনি

আনক সাধারণ মান্বও অংশ নিয়েছেম শহীদ শিক্ষা সোমেন চলকে জানতে এই অনুষ্ঠানে। 'নবীন শিক্ষা সোমেন চলক' একং ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও সোমেন চলক' শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা এবং সোমেনের 'রাজপথ' কবিতাটি নিয়ে আবৃত্তি প্রতিব্যাগিতার আয়োজনে আশাতীত সাড়া পাওয়া যায়। এছাড়া 'সোমেন চলক এবং সমকালীন সাহিত্য' আলোচনা চক্রে অংশ গ্রহণ করেন ডঃ জ্যোৎস্নেল্ চক্রবতী, অধ্যাপক শৈলেন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক মিহির য়ঞ্জন লাহিড়ী এবং শ্রীদীনেন রায়। অনুষ্ঠান কক্ষে সোমেনের জীবন ও কমে'র উপর একটি প্রদর্শনী দর্শকদের ভীবন আকৃষ্ট করে।

### गांकींगर रक्ताः

মিরিক য়্ব-করণ খ্ব কল্যাণ বিভাগের আথিক আন্ক্লো এলাকার দ্বঃম্থ স্কল্প শিক্ষিত এবং নেপালী মহিলাদের সেলাই শিক্ষাদেবার ব্যাপারে মিরিক রক য্ব-করণ উদ্যোগ নেয়। ১৫ই ফের্য়ারী থেকে পর্যায়শ জন শিক্ষার্থী অনেক উৎসাহ নিয়ে কাজ শিখছেন। গত ২৬শে ফের্য়ারী বিভাগীয় ভারপ্রাণত মন্দ্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাস এবং উপ-সচিব শ্রী রণজিং ক্মার মুখোপাধ্যায় এই প্রশিক্ষণ শিবির পরিদর্শন করেন। এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। মন্দ্রীমহাশ্য় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অস্ক্রিবার কথা উপলব্ধি করেন এবং পাঁচ হাজার চিরিশ টাকা টিফিন থরচ বাবদ অনুমোদন করেন।

#### भागमर दक्षमा:

প্রাতন মালদা রক ম্ব-করণ—গত ১৭ই ফের্রারী
প্রাতন মালদা রক স্পোর্টস কমিটি এবং রক ম্বকরণের যৌথ উদ্যোগে প্রোতন মালদা কালাচাদ হাইস্কুল মাঠে বার্ষিক ক্লীড়া প্রতিযোগিতা অন্নিষ্ঠত হয়।
এই প্রতিযোগিতায় প্রোতন মালদা রকের ছাটি
অগুলের বিভিন্ন স্কুল, ক্লাব, সামিতি ও সংগঠনের মোট
একল' আলি জন য্বক-য্বতী অংশ নেয়।

এদের মধ্যে তিরানব্দই জন যুবক এবং সাতাশি জন ব্বতী। অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আতাউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

হরিশ্চম্মপ্র ১নং রক য্ব-করণ—যুব কল্যাণ বিভাগের সহযোগিতায় এবং রক স্পোর্টস কমিটির পরিচালনায় রক ভিত্তিক বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী হরিশ্চন্দ্রপরে উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এই রকের অন্তর্ভুক্ত পনেরটি ক্রাব ও আটটি স্কুলের প্রায় একশা পণ্ডায় জন প্রতিযোগী অংশ নেয় এবং পাঁচশোরও বেশী মান্য এই প্রতিযোগিতা উপভোগ করে। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারীদের মধ্যে থেকে পাঁচজন য্বককে জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পাঠান হয়।

## রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফলাফল

### ॥ বৰীন্দ্ৰ সংগতি॥

প্রথম ঃ—রিংকু করঞ্জাই, কলিকাতা-১ দ্বিতীয় ঃ—শ্যামলী দাস, নদীয়া। ভূতীয় ঃ—বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য্য, হাওড়া।

## ॥ नकत्न गीं ।।

প্রথম ঃ—রীতা গাণ্গ্রালী, কলিকাতা-১৯। দ্বিতীয় ঃ—নন্দা চক্রবতী, কলিকাতা-৪২। তৃতীয় ঃ—প্রাক ভদ্র।

#### ॥ মার্গ সংগীত ॥

প্রথম ঃ—পিয়াল ব্যানাজী<sup>4</sup>, কলিকাতা-২৬। দ্বিতীয় ঃ—পার্থ রায়, ভূতীয় ঃ—কৃষ্ণা রায়, ২৪ পরগনা।

### ॥ লোকগীতি (একক) ॥

প্রথম ঃ—বকুল রায়, দ্বিতীয় ঃ—ব্রিধিষ্ঠির রায়, তৃতীয় ঃ—তুহিন দত্ত, ২৪ পরগনা।

### ॥ লোকগীতি (সমবেত)॥

প্রথম ঃ—তাপস বস্থানিয়া ও সম্প্রদায়, দিনহাট। দ্বিতীয় ঃ—মালতি সরকার ও সম্প্রদায়, কোচবিহার। তৃতীয় ঃ—শ্রীমতি কাবেরী ও সম্প্রদায়, শিলিগর্ড়।

#### ॥ গণসংগীত (সমবেত)॥

প্রথম ঃ—সপ্রীতাংকুর, দ্বিতীয় ঃ—কর্ণিক, তৃতীয় ঃ—দম্দম্ ৬নং ইউনিট, কলিকাতা-৩০।

#### ॥ কাৰ্য সংগতি॥

প্রথম ঃ--পার্থ কুমার রায় দ্বিতীয়ঃ--অপ্ণা চক্রবতী তৃতীয়ঃ--তপতী বিশ্বাস

## ॥ व्यावृद्धि-व्याग्नत्कान ॥

প্রথম:—সন্মিত্রা দিবাশ্রী মজনুমদার, ২৪ পরগনা।
দ্বিতীয়: দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া-২।
তৃতীয়:—ক্যোতির্মায় ভট্টাচার্যা, আসানসোল।
তৃতীয়:—চন্দন সাহা, ইসলামপনুর।

## ॥ जान्छि-म्कृक्षम्॥

প্রথম ঃ—প্থা দত্ত, হ্রগলী। শ্বিতীয় ঃ—স্ক্রিমতা গ্রুণ্ড, নদীয়া। তৃতীয় ঃ—স্ক্রিডকা ঘোষ, জলপাইগ্রুড়ি।

## ॥ सार्वि-शिवस्मान, ॥

প্রথম ঃ—অমিতরঞ্জন ব্যানাজী, ন্বিতীয় ঃ—তুবার গা•গ্রুলী, বর্ধমান। তৃতীর ঃ—সংঘ্যামনা তরফদার, পঃ দিনাজপ্রের।

## n जार्जि-जाक 'जृष्डि जृत्थत छेलाज n

প্রথম ঃ—মধ্মিতা ভট্টাচার্য, কলিকাতা-৫। দ্বিতীয় ঃ—দ্বিশ্বা বিশ্বাস, হাওড়া। তৃতীয় ঃ—শ্রীপূর্ণা দত্ত,

## ॥ স্বর্চিত কবিতা (১৪-১৮ বংসর)॥

প্রথম ঃ—কেরা সেন, জলপাইগর্ড়ি ন্বিতীয় ঃ—মনোমিতা দত্তগর্শত, শিলিগর্ড়। তৃতীয় ঃ—ছন্দা দে, শিলিগর্ড়।

## ॥ স্বর্টিত কবিতা (১৮—২৫ বংসর)॥

প্রথম ঃ--আশীস বোস, নদীয়া।
দিবতীয় ঃ এম. আফসার আলি, কুচবিহার।
ভূতীয় ঃ--পিনাকী চৌধ্রী, শিলিগ্র্ডি।
ভূতীয় ঃ--দেবাশীষ মিশ্র, বীরভূম।

## ॥ व्हाडे भन्म (১৪—১৮ वरम्ब)॥

প্রথম :—জর বস্ব, কলিকাতা-৩। শ্বিতীয় : --হীরালাল ভট্টাচার্য্য, বর্ধম:ন। তৃতীয় :—স্বদীপত ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা-১৪। তৃতীয় :—শমিপ্টা দত্ত মজ্মদার, শিলিগ্রাড়।

## ॥ ट्याकेंगरून (১৮—२६ वस्त्रज्ञ)॥

প্রথম: — স্থানিতা চট্টোপাধ্যার, ২৪ পরগনা।
নিবতীর: —প্রবীর রুদ্ধ, শিলিগন্তি।
তৃতীর: —সন্তোষ সাহা, শিলিগন্তি।
তৃতীয়: —শন্তংকর চক্রবর্তী, কলিকাতা-৩৯।
তৃতীয়: —গোতম রার, ২৪ পরগনা।

## ॥ তাৎক্ষণিক বস্থুতা (স্কুল বিভাগ)॥

প্রথম ঃ—জাতিস্মর ভারতী, উত্তর বাংলা শ্বিতীয় ঃ—বিসব ভাওয়াল, উত্তর বাংলা তৃতীয় ঃ—অনুপকুমার চ্যাটাজী, উত্তর বাংলা

## ॥ তাংক্ষণিক বন্ধুতা (কলেজ বিভাগ)॥

প্রথম ঃ—গোতম সেন, বহরমপরে। দিব্তীয় ঃ—রিক্সপ্রসাদ ধর, উত্তর বাংলা

## ॥ हिटाच्यन (১৪—১৮ वरणस)॥

প্রথম ঃ—স্বর্ণা সাহা, কলিকাতা-৫৩। ন্বিতীয় ঃ—রাজত সরকার, কুচবিহার তৃতীয় ঃ—গোপাল সাহা, কুচবিহার

## ॥ किठाब्कन (১৮-২৫ वरनत)॥

প্রথম ঃ—গোতম সেনগ্রুত, কলিকাতা-৬৪। দিবতীয় ঃ—অমরেন্দ্র মজ্মদার, দিলিগ্র্ডি তৃতীয় ঃ—জয়নত সরকার, দিলিগ্র্ডি

#### ॥ न जा ॥

প্রথম ঃ--শ্রাবনী হালদার, আসানসোল। দিবতীয় ঃ--রজো দত্ত, শিলিগার্ড় তৃতীয় ঃ--বিদিশা ঘোষ দহিতদার, শিলিগার্ড় তৃতীয় ঃ--সংগীতা প'ল, শিলিগার্ড়

#### ॥ সেতার ॥

প্রথম:—সঞ্জয় গ্রহ, কলিকাতা-৭০০০২৫। প্রথম:—অনন্য দে, জলপাইগ্রিড় শ্বিতীয়:--শান্তিরঞ্জন কর্মকার

#### ॥ उवना नहत्रा (১৪-১৮ वरमद)॥

প্রথম ঃ—শিবশংকর রার, ২৪ পরগনা। দিবতীয় ঃ—বিকাশ দে. তৃতীয় ঃ—দীপংকর রায়,

#### ॥ उदला लह्दा (১৮--२৫ वरत्रत)॥

প্রথম ঃ—শ্যানল কাঞ্জিলাল, কালকাতা-৬৭। দিবতীয় ঃ--দেবঃশীষ বসঃ, শিলিগ্যাড় তৃতীয় ঃ—বিরেশ সরকার, কুচবিহার।

#### ॥ अवन्ध (১৪—১৮ वरत्रत्र) ॥

প্রথমঃ--ভাস্কর সরকার, কুচাবহার। দ্বিতীয়ঃ- অনুপম কুমার চ্যাটাজী, জলপাইগর্ড়। তৃতীয়ঃ -কস্তুরি বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া-২।

#### ॥ अवन्य (১৮--२० वरत्रज्ञ)॥

প্রথম : কুল্তল চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা-৭৩। ন্বিতীয় :—অসীম কুমার কর্মকার, তৃতীয় :—মনীলু মাইতি, কলিকাতা-৬।

## ॥ वःचिक পতিকা, স্কুল বিভাগ॥

প্রথম ঃ—রায়গঞ্জ করে।নেশন উচ্চ বিদ্যালয়।
দিবতীয় ঃ—বিষ্কৃপ্র সার রমেশ ইন্সিটিউশন
তৃতীয় ঃ—জলপাইগাড়িড জেলা স্কল।

## ॥ বার্ষিক পত্রিকা, কলেজ বিভাগ ॥

প্রথম ঃ—মালদহ কলেজ শ্বিতীয় ঃ—মালদহ কলেজ (বাণিজা) ঃ—হৈরদ্ব চন্দ্র কলেজ।

## ॥ একাংক নাটক প্রতিযোগিতা ॥

প্রযোজনা— প্রথম ঃ---সূর্যাবর্তা, নাটক — সেইস্বর, কলি-কাতা-৫৯। শ্বিতীয় :—বিশ্লবী সংঘ, নাটক –ইতিহাস কাঁদে, ইসলামপ্রে।

ভূতীয় ঃ—শিল্পীসংসদ, নাটক—চলো সাগরে, জল-পাইগ্রাড়।

#### र्गात्रहामना---

প্রথম ঃ—অর্জ্বন ভট্টাচার্বা, নাটক—সেইস্বর। দ্বিতীয় ঃ—সত্যাজিত্বায়, নাটক—চলো সাগরে, শিক্ষীসংসদ, জলপাইগ্রাড়।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—বলাই চট্টোপাধায়, 'যা্বক', সেইসা্র।

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—সংঘমিত্র। তরফদার, 'মেরেটি', ইতিহাস কাঁদে, বিশ্লবী সংঘ।

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা—অশে।ক ভট্টাচার্য, 'ডাক্তার', চলো সাগরে, শিল্পীসংসদ।

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী—তপতী বিশ্বাস, কাকল্বীপের এক মা মিলেমিশে, শিলিগর্কাড়।

শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা—দিলীপ চৌধ্রী, সংক্ষিণ্ড সংবাদ, সংকেত, বালুরঘাট।

শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেত্রী—শ্রাবণী দ:শগ্রুণতা, ইতি-হাসের পাতা থেকে, নিউ আলিপরে কলেজ।

### ॥ আদিবাসী নৃত্য (সমবৈত)॥

প্রথম ঃ—সেন্ট মেরী গার্লস হাই স্কুল, গয়াগখ্যা। দ্বিতীয় ঃ—বিজলীমাটি টি এস্টেট, কমলবাগান। তৃতীয় ঃ—পর্টিং বাড়ী চা বাগান, পর্টিং বাড়ী।

## ॥ বিতক ॥

প্রথম :--পক্ষে-জলপাইগ্র্ডি জেলা স্কুল, গ্রী কমলেশ শাও, গ্রীমতি স্নিতা মিশ্র, গ্রী স্রত সান্যাল।

বিপক্ষে—শিলিগন্ধ উচ্চ বালক বিদ্যালয়,
শ্রী বিশ্লব ভাওয়াল, শ্রী শান্তন্ চক্রবতী,
শ্রীসন্দীপন চন্দ।

## ॥ ক্রীড়া প্রতিবোগিতা॥

প্রুষ কিভাগ—

#### ১০০ মিটার দৌড়

প্রমেশ্বর জানা	মেদিনীপর্র	১ম
স্মন সরকার	মুশি দাবাদ	২য়
প্রদীপ মজুমদার	মু শিদাবাদ	৩য়

न्द्रित विकास ।		• •	भौद्जा विकाश !		٠
भारे ग्यूपे		•	. <b>১০০ विकास स्था</b> क		
গোতম চ্যাটান্সী	মেদিনীপরে	54	নিয়তি সিনহা	মুশিশাবাদ	১ম
द्विश्रमाम् हन्त	म्बीम मावाम	<b>3</b> #	रामन्द्राता द्यभ्य	दर्भापनीशद्य	২য়
দিলীপ শিকারী	ম্বাশদাবাদ	<b>PC</b>	র্পালী তর্ফদার	ক্ধমান	PC
	Minel		Ę	हे जान्न	
সাধনকুমার দাস	মেদিনীপর্র	24	মালা ভোষ	<b>বর্ধ</b> মান	<b>&gt;</b> ¤
অসিত সরকার	মুশি দাবাদ	24	স্বমা সাহা	মুহাশদাবাদ	₹ ₹
नीलारभन किम्कू	<b>ट्यांपनी</b> श्रद्ध	03	व्या मण्डन	কৰ্মান	ত য়
चिनकान द्वा		भावे भर्हे			
निर्मण यानाकी	বর্ধ মান	>4	প্রভাতী শীল	মুশিদাবাদ	১ম
দিলীপ শিকারী	মুশিদাবাদ	२ स	यत्रना माम	মুশিদাবাদ	২য়
পি. মজ্বমদার	কৰ্মান	OH	মিনতি সিনহ।	মেদিনীপর্র	৩য়
रारे	काच्य		ि	সকাস খ্যো	
ইनियान जानि मन्छन	বর্ধ মান	>4	यत्रना माम	মুশিদাবাদ	24
বলরাম মাইতি	মেদিনীপরে	২র	वनानी पान	মুশিদাবাদ	২য়
মহঃ মহসিন	কৰ্মান	FO	সন্ধ্যা পাখিরা	বধুমান	<b>৩</b> য়
ৰশ	ं ट्याफ़ा		đ	ড জাম্প	
গোতম চ্যাটাব্দী	মেদিনীপরে	১ম	भागा एचाय	ব্ধ <b>মা</b> ন	১ম
সতীশ মাথ্য	বর্ধ মান	২র	হাসনুয়ারা বেগম	মেদিনীপরে	২য়
আবদন্স সালাম	মুশিদাবাদ	৩য়	युमा भ-छम	বর্ধ মান	৩য়
voo f	अहात ट्यांफ्		ক	ৰ্ণা হোড়া	
মোহনানন্দ ছোষ	মেদিনীপরে	১ম	প্রভাতী শীল	মুশিদাবাদ	>ন
তাপস ভট্টাচার্য	मार्कि निः	২র	भ्रुष माम	মেদিনীপরে	২য়
স্কিত চৌধ্রী	কৰ্মান	<b>₽</b>	সন্ধ্যা পাখিরা	বর্ধমান	৩য়

## । भाष्ट्रेरकत्र कावनाः ५२ भाष्ट्रोत् स्मवारम

মহাশয়,

শিলিগন্ডিতে অন্তিত ব্ব-উৎসবে (২০—২৯ ফের্রারী) আমরা অন্প্রাণিত হরেছি। দীর্ঘদিনের অবহেলিত উত্তরবণা সাংস্কৃতিক তথা অন্যান্য বিভাগে অংশ গ্রহণের স্বোগ পেরে গবিত। বিভিন্ন শাধার আমাদের প্রগতি এবার সরকারীভাবেই প্রমাণিত হল। উত্তরবংগাই বেশীরভাগ প্রকৃকার এসেছে। ৮০'তে এমন একটি ব্ব-উৎসব অন্তিত হওরার আমরা প্রস্তৃতি কমিটি ও জনপ্রির পশ্চিমবংগার বামফ্রন্ট সরকারকে জানাই সাধ্বাদ ও সংগ্রামী উক্ত অভিনন্দন।

আমাদের এখানে একটা সায়েন্স ক্লাব আছে। সম্ধানী কিজ্ঞানচক্র বানারহাট। স্থাপিত ২-৮-৭৬।

য্বকদের মুখপর 'যাব মানস' দশ কপির এজেন্সী নিতে হলে কী করতে হবে দয়াকরে জানাবেন। কিছ্ কিছ্ পরিকা এইসাথে (প্রনো কপি) পাঠালে উপকৃত হবো। ইতি—

> সংগ্রামী অভিনন্দনসহ কৃষ্ণপদ কুন্ডু, শিক্ষাকমী বানারহাট, জলপাইগর্নিড়।

## भोठिखे ब्रावता

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

যুব মানস' পাঁৱকার একজন নির্মায়ত পাঠক হিসাবে অপনাদের কয়েকটি কথা বিনীতভাবে জানাতে চাই।

আমরা গ্রাম বাংলার যুব সমাজ 'যুব মানস' পাঠ করে বর্তমান সমাজের অভ্তর্গত নানা সমস্যা সম্পর্কে সঠিক ও যুক্তিনিষ্ঠ পথের সম্থান পাই। কিন্তু আমা-দের মনে হয়েছে জটিল বিষয়বস্তুগর্মিকে আরও সরল ভাষায় উপস্থিত করতে পারলে গ্রামাণ্ডলের যুব সমাজ মূল বস্তব্যগর্নি সঠিকভাবে ধরতে পারবেন। আপনাদের পত্রিকার বিষয়বস্তুগর্নি সব সময় সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হচ্ছে না বলে মনে হয়।

যুব জীবন যদিও মূল জনসাধারণের জীবনধারার থেকে বিজিল্ল কিছু নয়, তবু যুব জীবনের নিজম্ব কিছু সমস্যা আছে। যুব জীবনের স্বাভাবিক প্রবণতা-গুর্নি যেমন খেলাধ্লা করা, গান-বাজনা চর্চা করা, বিপ্ল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে লিটিল ম্যাগাজিন প্রকাশ করা, বার্থতার পর বার্থতা ঘটলেও অসীম ধৈর্যা খুব মানস' পত্তিকায় কর্মসংস্থান, লেখাপড়ার সম্ভাব্য সনুষোগ সনুষিধা, খেলাখ্লার বৃহত্তর অঞ্চাণে প্রবেশ করার পশ্যতি প্রভৃতি বিষয় ছোট ছোট আটি কৈলের মাধ্যমে প্রকাশিত হলে অনেকে লাভবান হতে পারেন। আপনারা তার ব্যবস্থা কর্ন না, তাতে পত্তিকাটি আরও ম্লাবান হয়ে উঠবে।

মফশনের ব্বকরা প্রবল প্রতিক্ল পরিবেশ ও সমস্যা থাকা সত্ত্বেও অপ-সংস্কৃতির বির্দ্ধে লড়াই করেন। আলোচনাসভা, বিতর্ক, নাটক, গান, চিন্তাত্কন প্রভৃতির মধ্যদিরে এই লড়াই সংগঠিত করা হয়। যদি কখনও লিটিল ম্যাগাজিনগর্নালর পাতার নজর দেন তাহলে অনেক চমকপ্রদ সংবাদ, বিষয়বস্তু ও মৃন্সী কলমের সম্ধান পেরে যেতে পারেন। এ সবই নির্মান ভাবে সীমাবন্ধ প্রচারে আবন্ধ থাকে। তাদের বিশাল পাঠক সমাজের সামনে হাজির করার দায়িত্ব আপনারা নিতে পারেন। আপনারা লেখক তালিকার গণভাটা আরও প্রসারিত কর্ন না, তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।

'ব্ৰ সানস' পত্তিকা সম্পৰ্কে বিভিন্ন দ্বিভিন্নদ খেকে সভাসভ জানিকে আমাদের সম্ভৱে অনেক চিঠি আসছে। চিঠিপত্তের মাধ্যমে 'ব্ৰ সানস'-কে আরও উল্লভ করার জন্য পাঠক-পাঠিকাদের স্ব্যাবান পরামর্শ আগামী সংখ্যাগ্রিলকে আরও সম্ভি করতে আমাদের সাহাব্য করবে। আমরা ব্ৰ মানসে নির্মিত পাঠক-পাঠিকাদের সভামত 'পাঠকের ভাষনাচিশ্চা' বিভাগে প্রকাশ করছি। আপনাদের সহবোগিতার এই বিভাগ প্রাণক্ত হয়ে উঠবে আশাক্রি।

নিয়ে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা করা ইত্যাদি। যুব সমাজের এই স্বাভাবিক প্রবশতাগর্নি বর্তমান সমাজে নানাভাবে প্রতিবশ্ধকতার সম্মুখনি হচ্ছে। প্রতিভা স্ফ্রণের যথার্থ পরিবেশ নেই। 'ব্রুব মানসে'র পাতার যুব সমাজের এই বল্ফগার ছবি বিশেষ পাইনি। আপনাদের কাছে অন্রোধ এই বিষয়গর্নিকে ফিচার, আর্চিকেল ও তথ্যের মাধ্যমে 'ব্রুব মানসে' হাজির কর্ন।

যাব কল্যাণ বিভাগের 'আমরা-প্রতিশ্রতি প্রত্যাশা নামক প্রিতকাটি সম্প্রতি আমরা পাঠ করে ঐ দশ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে অনেক কিছ্ জানতে পারলাম। 'যাব মানসে' বিভিন্ন ব্লক যাব কল্যাণ করণের কিছ্ কিছ্ কাজের বাসি সংবাদ পড়েছি। আপনাদের পাঁচকার নির্মায়ত যাব কল্যাণ দশ্তরের কর্মধারার পরিচয় সংবাদ হিসাবে শাধ্য নর, ব্যাখ্যাম্লকভাবেও প্রকাশ করা ধার না কি? মফ্স্লের যাবকরা অনেক অনেক প্রতিভা থাকা সন্ত্রেও যথার্থ পরিচালনার অভাবে সঠিক পথ অনেক সমর বেছে নিতে পারে না।

আমার পর্যাটতে আমাদের একাল্ড আপনজন 'যুব মানস'কে সমুন্ধ করার জন্য করেকটি পরামর্শ দিলাম। আপনারা বিচার করবেন। গ্রহণ করতে পারলে পাঁরকটি যুব-জনের প্রকৃত মুখুপত্র হয়ে উঠতে আরও করেক ধাপ অগ্রসর হরে যাবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

> নমস্কারাকেও সরল বিশ্বাস মালদহ।

মহাশর,

পশ্চিমবর্পা সরকারের যুব কল্যাণ দশ্তর যে
স্পর্ধা নিয়ে 'যাব মানস' পাঁচকা প্রকাশ করেন তা
বাঙ্গালী যাব সমাজের কাছে শ্রন্থা ও গর্বের বস্তু এ
বিষরে কোন সন্দেহ নাই। তব্ ও আমার দ্থিত
ভগ্নীতে 'যাব মানস' পাঁচকাটি আরও ব্যাপক অর্থে
প্রকাশ পেলে খ্রুই ভাল হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে

পড়াশুনা করে তার্পোর্ডার দিয়ে। এই তার্ণাকে
শতধারার ক্রিটরে জুলতে আমাদের সরকারের খুব
কম সংখ্যক প্র-পরিকা এগিরে এসেছে। তাই ব্বে
মানস' পরিকার সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে আমার অন্রোধ তাঁরা যেন স্কুল জীবনে উধর্ব শ্রেণীর ছারছারীদের জন্য ভবিষ্যৎ যৌবনের কর্মপন্থা কি হবে,
তাদের উচ্চাশা ও নবীন স্বশ্ন কিভাবে যৌবনে পদাপণ করে দেশের ও দশের কাজে উৎসগীকৃত হবে,
তার একটি নিখাত ও প্রণাজা চিন্তাধারা 'ব্র মানস'
পরিকার প্রতি সংখ্যায় প্রকাশ করেন 'তর্ণের স্বশ্না
নাম দিয়ে, তবে বজ্গবাসী, য্রসমাজ তথা তর্ণতর্ণীরা তাদের ভবিষাৎ কর্মপন্থা ও চিন্তাধারাকে
বাস্তবায়িত করতে অধিক আগ্রহে সচেন্ট হবে।
পশিচমবন্ধা সরকরের 'যুব মানস' পরিকা দীর্ঘজনীবী
হোক এই কামনা করি।

শ্রীদিলীপ কুমার গিরি গ্রামঃ কৃষ্ণনগর পোঃ গড়-কৃষ্ণনগর, নন্দীগ্রাম, মেদিনীপরুর।

মাননীয় সম্পাদক,

অপনার পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত পাঠক।
বিগত দুই বছরে আপনাদের পত্রিকার প্রকাশিত
প্রবন্ধাবলী পাঠ করে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি।
প্রায় প্রতিটি সংখ্যাই ব্যক্তিগত সংগ্রহে স্বর্ক্ষিত রয়েছে।
পত্রিকাটি সংগ্রহ করার উৎসাহে অবশ্য মাঝে মাঝে
ছেদ পড়ে। কারণ আপনারা ভীষণ অনির্রমিতভাবে
পত্রিকাটি প্রকাশ করছেন। অনির্রমিত প্রকাশনার মধ্য
দিয়ে কোন দিন কোন পত্রিকা পাঠক সমাজকে ম্বর্ধ্ব করতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা উদ্যোগী হলে পত্রিকা নির্মিত হবে। আর 'যুব মানস' নির্মিত হলে আমার মত আরও অসংখ্য পাঠক-পাঠিক। উপকৃত হবেন।

রাজ্যে বাম্ফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর
তথ্য ও সংস্কৃতি দশ্তরের মন্দ্রী শ্রী ব্রুখদেব ভট্টাচার্য
মহাশার অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের
ভাষা জর্বাগরেছেন। স্বরং মর্খ্যমন্দ্রী জ্যোতি বসর্
আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহা রক্ষা করার
আহ্রান জানিয়েছেন। স্বভাবতই স্কৃথ জীবন ভাবনায়
বিশ্বাসী সংস্কৃতিবান মান্র্র বাম্ফ্রন্ট সরকারকে এই
বিলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণের জন্য অভিনাশিত করেছিলেন।
'ব্র মানস' সক্থা শিলপ-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম ছাতিরার হয়ে উঠেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।
ব্র জীবনের সমস্যাবলীই শুধু নয়, সমগ্র সংস্কৃতির
জাৎ সম্পর্কে 'ব্র মানস' সচেতন রয়েছে বলে আবার
ধনাবাদ জ্ঞাপন করিছ।

অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সংস্থ জীবন ভাবনায় বিশ্বাসী প্র-প্রিকার ভীষণ অভাব আমরা প্রতি মৃহুতে অন্ভব করি। সেই অভাব প্রণে 'যুব মানস' খ্বই গ্রুত্থেণ্ড্রিকা পালন করতে পারে, কিছুটা করছেও নিশ্চর। এ রকম খ্বই গ্রুত্থেণ্ড্রিকা যখন 'যুব মানসে'র ওপর অপিতি হয়েছে, তখন তার নির্মিত প্রকাশন ব্যবস্থা করা খ্বই জর্বী নর কি ? অশোকরি আপনারা বিষয়টি যথার্থ গ্রুত্ব দিয়ে বিবেচনা করকেন।

> ধন্যবাদানেও সন্দীকত গায়েন বিষয়পূর্ব, বাঁকুড়া।

সম্পাদক মহাশয়.

আপনাদের পত্তিকায় ম্লাবান এখা ও তত্ত্ব সম্পধ্ প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হওয়ায় ব্ব-ছাত্ত সমাজ বিশেষ-ভাবে উপকৃত হচ্ছেন। কিন্তু আমরা দ্বংখের সংগ্র লক্ষ্য করছি আপনার। সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ওপর বিশেষ আলোকপাত করছেন না। যব্ব মানসা পত্রিকার পাতায় নির্মামতভাবে আন্তর্জাতিক প্রস্থা আমরা দেখতে চাই।

আর একটা অনুরে.ধ করব। প্রবন্ধম্লক রচনার পাশাপাশি প্রগতিশীল গলপ, কবিতা আরও বেশী বেশী করে প্রকাশ কর র বাবস্থা কর্ন। প্রগতিশীল লেখকের অভাব নেই, এভাব তাদের প্রকাশ মধ্যেরের। আপনারা নতুন ও সম্ভাবনাময় লেখকদের আত্মপ্রকাশের পথ করে দিলে একটি গ্রেক্সপ্র্ণ দায়িত্ব পালনের গর্ব অনুভব করতে পারবেন।

> অভিনন্দনসহ --রঞ্জন রায়, সেওড়াফালী, হাুগলী।

িপ্রিয় মহাশয়,

প্রতি সংখ্যার মূলাবান চিন্তার খোরাক দেওয়ার আপনাদের ধন্যবাদ।

আপনাদের পাঁচকাটি স্মানুদ্রিত ও স্নৃদৃশ্য হলেও কোন নির্দিটি পশ্বতি মেনে চলে না। কোন নির্মাত বিভাগ নেই। অথচ এ ধরণের প্রায় প্রতিটি পাঁচকাতেই কিছ্ম নির্মাত বিভাগ থাকে যেমন পাঠকের কলম. প্রুতক সমালোচনা, জানবার কথা, অথানৈতিক প্রসংগ, মাসিক সংবাদ পর্যালোচনা, বিজ্ঞান প্রসংগ ইত্যাদি। সব বিভাগ হয়ত একসংগো চালা করতে পারবেন না। অশ্তত করেকটি করা কি খ্রেই শক্ত কলে!

> ধন্যবাদ'েত স্বাস্চী বাগচী রমধন মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০৪

> > [শেষাংশ ৭০ প্ৰঠায় ]

## আমরা করব জয়-



সাম্বাজ্যবাদ বিরোধী দিবসে যুবক-যুবতীদের দৃশ্ত মিছিল।

## খেলার মাঠে অসভ্যতা সম্পকে মুখ্যমন্ত্রী

গত ৮ই মে, ফেডারেশন কাপের ফাইন্যাল খেলাকে কেন্দ্র করে ইডেন উদ্যানে যে ধরণের ঘটনা ঘটেছে তা কলকাতার খেলার মাঠে অছাবনীর। খেলার মাঠের বাইরে দুই প্রতিশ্বন্দ্রী দলের সমর্থকদের মধ্যে মারামারির ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু এখন যা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিল্ল ধরণের। এ এক ন্যকারক্ষনক উচ্ছ্ তথলতা। খেলার মাঠের ভেতরে খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে ঘ্রিষ মারামারি করতে দেখা গেছে, দুর্শকরা খেলার মাঠে চাকে পড়েছে, মাঠের ফেল্সিং লাইনের ধারে একদল লোক কট্লা করেছে। এসর কিছাই কলকাতা ফারুরলের ঐতিহ্যকে নট্ট করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্ক বিষয়টি সম্পকে গভীর উল্বেগ প্রকাশ করেছেন। সঞ্জে সংগে তিনি কঠোর মনোভাবও গ্রহণ করেছেন। গত ৯ই মে মহাকরণে সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন—

ফেড়ারেশন কাপ ফাইন্যাল খেলার মাঠে ৰে সব ঘটনা ঘটেছে এই ধর্ণের উচ্চ্ অলভার বির্দ্ধে শৃভব্নির সম্পন্ন ছার্ল-য্বকদের প্রচার আন্দোলনে নামা উচিত। ফুটেরল খেলা বিদিও আই এফ এ 'র ব্যাপার, কিল্ডু খেলার মাঠের প্রতিক্রিয়া বাইরেও পড়ে বলে রাজ্য সরকারও এর সপ্সে সংশ্লিকট । বড় দ্'টি ক্লাবের এই ইদি খেলোয়াড় স্লভ মনোভাব হয়, তাহলে সেটা খ্বই দ্ঃখজনক। অথচ আমি আশ্চর্য হচ্ছি, এসব ঘটনার নিন্দা করে দ্'টি বড় ক্লাবের কর্মকর্তাদের কেউ কোন বিবৃতি দেননি। যেসব খেলোয়াড় খেলার মাঠের মধ্যে অখেলোয়াড়োচিত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে তাদের চিহ্নিত করা উচিত। আমাদের সময় দেখেছি খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে মারামারি হলে রেফারী তাদের মাঠ থেকে বের করে দিত।

ইডেনের মাঠের মধ্যে লাইনে এত লোক বসবে কেন? মাঠের ভেতরে বারা ত্কবে তাদের বের করে দিতে হবে। তার জব্য গোলমাল হরে খেলা যদি বন্ধ হয়ে বার, বন্ধ হরে যাবে। এসব কথা দঃখের সপোই আমাকে বলতে হছে।

খেলার মাঠ অসভাতা করার জারগা নর। কিছু ক্লাবের সমর্থক রেড, ক্র নিরে মাঠে ঢ্কবে। এসব উচ্ছ্থেলতা তো সমাজ বিরোধী কাজ। আশি ছাজার দর্শক খেলা দেখতে গেলে এসব কাজ করে মাত্র হাজার দৃই লোক। সাধারণ মান্ব এ জিনিব কখনই বরদাসত করবেন না। ছাত্র-যুবদের এই নোংরামীর বিরুদ্ধে সর্বাত্তে এগিরে আসতে হবে।



# नमामकीय

পশ্চিমবঙ্গা সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত মে '৮০

## माम्भव

জাতীয় সংহতি স্কৃত্ করতে আসাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান প্ররোজন/	e
•	
রবীন্দ্রনাথ: বিভেদপণ্থা ও বিক্সিতাবাদের বিরুদ্ধে/ রবীন্দ্রনাথ গড়ে	6
গণতদ্য সম্পৰ্কে প্ৰচাৰ ও অপপ্ৰচাৰ/নৰীন পাঠক/	*
নিঙা ভাই মর্নিনি/প্রণৰ কুমার চরবর্ডী/	>>
বসন্ত/অসীম স্বেশপাধ্যায়/	>8
রবীন্দ্রনাথ/ইরা সরকার/	78
আগামী সকাল পর্যশ্ত/চন্দন কুলার বস্ব/	28
ন্ত্ৰহম্পৰ্যের পাণ্ডুলি <b>পিতে/কল্যাণ</b> দে/	78
জনাণ্ডকে/কেডকী বিশ্বাস/	36
চণ্দ্ৰমা/পরিতোৰ দস্ত/	36
নিচিন ম্যাগাজিন আন্দোলন: এক পরম সত্য/ক্তীশ	
<b>ठक्रवर्धा</b> ∕	24
আরো আরো দাও প্রাণ/স্কৃত্বিত নন্দী/	24
শত্তির উৎস /	₹0
দিলীপ ভট্টাচাৰ্য্যের ভূলিতে/	११
्षि प्रमा जिनिहे छेरम्ब/	२७
- , व्यक्तिम्भकः नाम्राकाबारम्ब मृगः প्रक्रम्हे। এवः	
বিশ্বব্যাপী প্রতিক্লিয়া/অশোক দাশগর্প্ত/	२७
ৰইপত/	•0
বিভাগীয় সংবাদ/	05
পাঠকের ভাৰনা/	0

अक्ष : शारलम क्रीश्रुती

## সম্পাদক মাডলীর সভাপতি-কান্তি বিশ্বাস

পশ্চিমবর্ণগা সরকারের ব্বক্স্যাণ অধিকরের পক্ষে শ্রীরণজিং কুমার ম্থোপ,ধাায় কর্তৃক ৩২/১, বি বা দি বাগ (দক্ষিণ), ক'লকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক হেমপ্রভা প্রিলিইং হাউস, ১/১ ব্ন্সাবন মাজক লেন, ক'লকাতা-১ থেকে ম্বিছে।

ब्ला-भक्ष भवना

গোটা বিশ্বের শ্রমজীবী মান্ব্রের সাথে আমরাও দ্-হাত বাড়িয়ে বরণ করছি ঐতিহাসিক মে-দিবসকে। অহোরাত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৪ থেকে ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কিংবা কখনও কখনও তারও বেশি সময় ধরে শ্রমিককে খাটিয়ে তার রম্ভ নিংড়ানো সম্পদে মালিকশ্রেণী ম্নাফার পাহাড় তৈরী করত—আর সেই সম্পদ স্থিট কর্তা শ্রমিক দ্ব-বেলা পেট ভরে খেতে পারত না। শিক্ষা চিকিৎসার স্বযোগ থেকে তারা থাকত চির বঞ্চিত। কদর্য অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দিনের এই দীর্ঘ-ক্ষণ ধরে হাড়ভাগ্গা খাটুনির পর আলোহীন, বায়ু-হীন, স্যাতস্যাতে বাস্তর খুপরির মধ্যে দিনের অব-শিষ্ট সময়টাকু অর্ধমাতের মত শ্রমিককে কাটাতে হোত। এই ছিল শ্রমিক-জীবনের রোজ নামচা। দ্রত-लरस त्वरफ़ छो भाकिन युक्तरारुषेत कलकात्रशासात् শ্রমিক সংগঠিত হতে থাকল এবং ব্যাপকভাবে এই অমানবিক ব্যবস্থার প্রতিবাদে গর্জে উঠল। দাবী তুলল—৮ ঘণ্টার বেশি শ্রমিককে খাটানো চলবে না। দুনিয়ার ক্ষাইখানা হিসাবে পরিচিত মার্কিন যুক্ত-রাজ্মের চিকাগো শহরের হে সার্কেমে ১৮৮৬ সালে ১লা মে শ্রমিকের ৮ ঘণ্টার কাজের দাবীতে স্কুশুঙ্খল শান্তিপূর্ণ সমাবেশকে মোকাবেলা করার জন্য সর-কারের সশস্ত্র বাহিনীর বন্দ**্**ক গর্জে উঠল। ঘামে ভেজা শ্রমিকের জামা কাপড় তার ক্ষত-বিক্ষত দেহের রত্তে রাঙা হোল। শ্রমিকশ্রেণী তার জীবন উৎসর্গের মধ্য দিয়ে আমেরিকার ধ্সর-মাটিতে রক্তের অক্ষরে শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাসের এক নতুন এবং স্কুদ্রে প্রসারী তাৎপর্যময় অধ্যায় সূষ্টি করল।

তারপর আরও গ্রাল চলল—আরও শ্রমিককে আত্মাহর্তি দিতে হোল—আরও রক্ত ঝরল—বিচারের নামে
তামাসা করে শ্রমিক নেতাদের ফাঁসিতে ঝ্লানো হোল।
কিন্তু যে দ্বর্জার ঝড়ের স্ছিট হোল তাকে আমেরিকার
ভোগোলিক সীমারেখার মধ্যে সীমাবন্ধ রাখা গেল না।
শ্রমিক মানসিকতার ইথারের তরঙেগ ভর করে তামাম
'দ্বনিয়ার শ্রমিক এক হও'—কার্লাক্স-এর এই
আহরানের অন্তর্নিহিত অর্থ সমস্ত শ্রমজীবী মান্ব
সমস্ত সন্তা দিয়ে উপলব্ধি করল। ১৮৯০ সালে স্থির
হোল বিন্বব্যাপী ১লা মে তারিখিট ''মে-দিবস''
হিসাবে পালিত হবে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি

দিবস হিসাবে এই দিন্টিকে পূর্ণ মর্যাদার সাথে পালন করা হবে।

সেই থেকে ৯০টি বংসর ধরে প্রথিবীব্যাপী শ্রমজীবী মানুষ এই ঐতিহাসিক দিনটি পালন আসছেন। শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামে ভীত মালিকশ্রেণী এবং তার সেবাদাস সরকারগর্বাল সমস্ত প্রকার দমন-পীড়নের পথ ধরে এই 'মে-দিবসের' অনুষ্ঠানকে বন্ধ করতে সম্ভাব্য সমস্ত প্রকার চেণ্টা চালিয়েছে। অন্যদিকে শ্রমিক-শ্রেণীর আদশে অনুপ্রাণিত মানুষ বন্ধ্রকঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে এই দিনটিকে বিভিন্ন ভাবে পালন করেছেন। ফ্যাসীবাদী দস্যুদের কারাগারে বন্দী মহান জ্বলিয়াস ফ্রচীক মে-দিবস পালন করার, লাল ঝান্ডা উত্তোলন করার কোন সুযোগ না পেয়ে নিজের দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে পরনের বস্তা নিজের রক্তে রাঙা করে, অন্ধকার বন্দীশালায় সেই কাপড় দ হাতে উধের তুলে ধরে মে-দিবস পালন করেছেন। শ্রমিক-শ্রেণীর মৃত্তি সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, প'্রজি-বাদী ব্যবস্থাকে ধরংস করার স্কুদূঢ় শপথ গ্রহণ করে-ছেন। মে-দিবস পালন করার এই ধরনের অগণিত গোরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রমজীবী মান্বের সংগ্রামী ইতিহাসকে আরও মহীয়ান করে তুলেছে।

এবার যখন আমরা মে-দিবস পালন করছি তখন প'্রজিবাদী পথ ধরে যে সকল দেশ চলছে সেইসব দেশগুলি এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটে হাবুড়বু খাচ্ছে এবং এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক চরম অস্থিরতার সূষ্টি হয়েছে। কোন মতে টি'কে থাকার জন্য প'্রজিবাদীশ্রেণী এই সংকটের যাবতীয় বোঝা শ্রমিকশ্রেণীর কাঁধে তথা সাধারণ মানুষের কাঁধে চাপাবার চেষ্টায় সর্বদা ব্যুস্ত থাকছে। ফলে কারখানা বন্ধ, ছাঁটাই, লে-অফ, শ্রামক সংকোচন নীতি অন্যসরণ, শ্রমিককে দিয়ে আরও বেশি কাজ করিয়ে নেওয়া, বোনাস দিতে টালবাহানা, দ্রব্য-মূল্যসূচক সংখ্যার হিসাব জালিয়াতি করে শ্রমিককে তার পাওনা মজুরী থেকে বণ্ডিত করা—ইত্যাদি ব্যবস্থা মালিকের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। অন্যাদকে অধিক মুনাফার লোভে কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যের দাম যথেচ্ছভাবে বাড়িয়ে তোলা, শিল্পে প্রয়োজনীয় কুষিজাত কাঁচামালের দাম খাসি মত কমিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষকে দুঃখ কন্টের সহ্য সীমার শেষ প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষেরাও মুখ বুজে এই ব্যবস্থাকে মেনে নিচ্ছেন না। তারা একদিকে যেমন পেশাগত অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়াকে আদায় করার জনা আরও সংগঠিতভাবে লডাই চালিয়ে

বাছেন অন্যাদকে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতায় আরঙ সমৃন্ধ হয়ে শ্রমিকশ্রেণী বেশি বেশি করে উপলব্ধি করতে পারছেন যে জীবনের দৃঃসহ জনালা-বন্দ্রণা হতে পারীভাবে নিক্ষাত পেতে হলে ঘুন ধরা, পালে পড়া এই পালিজবাদী ব্যবস্থাকে ধরংস করে তার সমাধির উপর নতুন শোষণহীন, অবিচারহীন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন করতে হবে—এবং সেই কাজ সমাধা হতে পারে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ও শ্রমিক-কৃষক মৈগ্রীর উপর ভিত্তি করে ধারাবাহিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

শ্রমিকশ্রেণী আরও অধিক মান্রায় অনুভব করতে পারছেন যে তার অধিকার সংগ্রাম, তার মুক্তির সংগ্রামকে যদি পরিচালিত করতে হয়—তাহলে একান্ত ভাবে প্রয়োজন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সংকট যত বাড়বে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর ধণিকশ্রেণীর, প'্রজিপতিশ্রেণীর আক্রমণ তত প্রথর হবে, স্বৈরতান্ত্রিক শন্তির মেকী গণতন্ত্র মার্কা পাতলা আবরণট্রকু তত দ্রুত অপসারিত হয়ে তার বীভংস নক্ষন মুর্তি বিকট আকারে প্রকাশিত হতে থাকবে। তাই স্বৈরতান্ত্রিক শন্তির চক্রান্তর্কে পরাজিত ক'রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করা—তাকে আরও প্রসারিত করার কাজে শ্রমিকশ্রেণীকে অধিকতর যোগ্যতার সাথে তার ভূমিকা পালন করতে হবে। বেশি বেশি করে বিভিন্ন স্তরে গণতন্ত্র প্রিয় মানুষকে তার এই সংগ্রামের সাথী করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্বের তিন ভাগের এক ভাগ এলাকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্ব সূপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মালিক শ্রেণীর অস্তিত্ব নিশ্চিক্ত হয়েছে। সেখানকার শ্রমজীবী মানুষের কাছে 'মে-দিবস' উৎসবের আমেজ নিয়ে হাজির হয়। আরও উন্নত জীবন যাপন, আরও অবকাশ, বিজ্ঞানের আশীর্বাদ সমূহকে ব্যবহারিক জীবনে আরও অধিক পরিমাণে প্রয়োগ ক'রে জীবনকে আরও উপভোগ্য করে গড়ে তোলার কর্মসূচী গ্রহণ করাকে মে-দিবস পালন করার অংগ হিসাবে তারা ব্যবহার করে। বিশেবর বাকী অংশের শ্রমজীবী মান্য মে-দিবসকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণের দিন হিসাবে পালন করেন। এই দিনে দাঁডিয়ে তারা শ্রন্ধার সাথে স্মরণ করেন দেশে দেশে যুগে যুগে অসংখ্য সংগ্রামে অংশ-গ্রহণকারী অগণিত শ্রমজীবী মান্ত্রকে। নতুন করে ঘোষণা করে আ তর্জাতিক শ্রমিক সংহতিকে—সমস্ত অংশের প্রমঞ্জীবী মানুষের মূল লক্ষ্য অভিন্ন, আদর্শ এক, বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের মূল স্লোতধারার তারা অবিচ্ছেদ্য অংশ, মূলধন ছাড়া তাদের হারাবার কিছ্ব নাই জয় করার জন্য আছে তামাম দুনিয়া।

[শেষাংশ ৪ পৃষ্ঠায় ]

## জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করতে আসাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন

প্রায় এক বছর হ'ল আসাম সহ সারা উত্তর পূর্বাঞ্জের রাজ্যগ্রনিতে আন্দোলনের নামে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে তাতে করে সারা ভারতবর্ষের মান্বের মনে প্রশ্ন উঠতে শ্রু করেছে ভারতবর্ষের ঐক্য, সংহতি রক্ষা করা যাবে তো?

এই সব জ্বলন্ত প্রশ্ন সামনে রেখে গত ২২শে এবং ২৩শে এপ্রিল ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক সর্বভারতীয় আলোচনা সভার মাধ্যমে সর্বভারতীয় স্তরে বর্তমানে দেশের এক গ্রের্তর সমস্যার সমাধানস্ত্র বের করার চেণ্টা করেছেন। দু' দিন ব্যাপী এই আলোচনা সভাতে পশ্চিমবন্দা তথা সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। দিল্লী বোদ্বাই, মাদ্রাজ, মাদ্ররাই, আলিগড়, সিমলা ভবনেশ্বর, গ্রিপ্ররা, হরিয়ানা সহ বিভিন্ন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তেমান উপস্থিত ছিলেন হায়দ্রবাদ, উত্তরবংগ, কল্যাণী, রবীন্দ্রভারতী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ এবং বি. জি. ভার্গিস, রণজিৎ রায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যয়. র্থানল বিশ্বাস প্রমূখ বিশিষ্ট সাংবাদিক বর্গ। এছাড়াও অল্লদাশংকর রায়, অমলেন্দ্ গৃহর মত বৃন্ধিজীবীরা যেমন ত'দের মূল্যবান মতামত রেখেছেন্ অন্যদিকে জ্যোতি বস্তু বিশ্বনাথ মুখাজী, সৌরীন ভট্টাচার্য্য, প্রিয়রঞ্জন দাসমুস্সী, ভোলা সেন, সতাসাধন চক্রবতী, সাইফ্লিদন চৌধ্রী সহ অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও তাঁদের বন্ধব্য রাখেন। আসামের বিশিষ্ট ছান্ননেতা হীরেন গোগই এবং গোহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রধান ডঃ হীরেন গোয়াইন বিশেষ আমন্দ্রিত হিসাকে উপস্থিত থেকে বর্তমান সমস্যার পটভূমিকা এবং সমাধানের উপায় সম্পর্কে তাঁদের স্ক্রচিন্তিত মতামতে আলোচনাকে সমৃন্ধ করেন।

২২শে এপ্রিল জনাকীর্ণ শতবার্ষিকী হলে আলোচনা সভার উন্থোধন করে স্ফুর্নির্ঘ ভাষণে পশ্চিমবঞ্জের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বস্ফুর্নেন—

আসামের সমস্যা গ্রহ্তর আকার ধারণ করেছে। শ্র্ধ্মান্ন প্রশাসন দিরে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। চাই
রাজনৈতিক সমাধান। অবশ্য জনসাধারণের নিরাপত্তা এবং
অত্যাবশ্যক পণ্য চলাচলের মত করেকটি বিষয়ে প্রশাসনকে
কাজে লাগাতেই হবে কিন্তু রাজনৈতিক সমাধানে আর গড়িমাস করবার সমর নেই। অনেক দেরী হরে গেছে। একমান্ন
প্রধানমন্ত্রীর পক্ষেই রাজনৈতিক সমাধানের দারিদ্ব নেওরা
সম্ভব। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে আমরা বারে বারে
প্রধানমন্ত্রীকে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার কথা বলেছি। ঐ বৈঠকে
বারা আন্দোলন করছেন তাদেরও ডাকা হোক।

আসামের আন্দোলন স্থাতীয় অর্থানীতিরও বথেন্ট ক্ষতি করছে। ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যেরও অনেক ক্ষতি হরে গেছে। ছ' হাজার উন্বাস্তু পরিবার এই রাজ্যে আশ্রয় নিরেছেন। তাদের

ফিরিরে নেবার জন্য আমরা বারে বারে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি। কিন্তু কেন্দ্র এখনও কোন সাড়া দেয়নি।

আসামের ছাত্ররা আমায় তাদের আভ্যন্তরণ ব্যাপারে নাক না গলানোর পরামর্শ দিরেছেন। এ এক আশ্চর্য কথা! ওরা বলবেন আসামের তেল আসামের জন্য—অথচ তার প্রতিবাদ করতে পারব না। আমরা যদি বলি পশ্চিমবাঙ্লার করলা, লোহা কেবল মাত্র পশ্চিমবাঙ্লার জন্য তা'হলে জাতীয় সংহতি কি করে থাকবে? আমরা ঐসব কথা বলতে পারিনা। আমাদের রাজনৈতিক সচেতনতা আছে। আমাদের রাজ্যে সংগঠিত শিলপ শ্রমিকদের শতকরা মাত্র চল্লিশ ভাগ বাঙালী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকদের সংগ্রুত তাদের প্রীতির সম্পর্ক কখনও নন্ট হর্মন। তারা ঐক্যবম্ব-ভাবে সাধারণ শত্ব—পশ্রজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাছেন।

তিনি দৃঢ়তার সংখ্য বলেন—এইরকম আলোচনা সভার মাধ্যমে ব্যাপক জনমত স্থি করে ভারতবর্ষের ঐক্য, সংহতি এবং অগ্রগতির স্বার্থে দ্রুত আসাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করতে হবে।

আলোচনাচক্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিরে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোন্দার বলেন, আসাম সমস্যার উপর এই অালোচনা প্রমাণ করে যে এই রাজ্যের শিক্ষা জগত আঞালকতা, বিচ্ছিন্নতা, সাম্প্র-দায়িকতা, প্রাদেশিকতা থেকে সম্পূর্ণ মৃত্ত।

হারদ্রবিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাণ্ড উপাচার্য শ্রীশিবকুমার এই অনুষ্ঠানে বন্ধব্য রাখতে গিয়ে বলেন—শুখুমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই ধরণের আলোচনা সভা হওয়া দরকার যাতে করে শুভব্যুম্প সম্পন্ন মানুষ এক-যোগে এই ধরণের বিক্লিন্নতাবাদের বির্দেধ সোচ্চার হ'তে পারে।

স্প্রীমকোটের আইনজীবী গোবিন্দ মুখোটী বলেন—বহুভাষাভাষীর দেশ এই ভারতবর্ষে আসামের মত দাবি উঠতে শ্রু করলে জাতীয় ঐক্য বলে কিছু থাকবে না। দেশ ভেঙে ট্রুররো ট্রুররো হয়ে যাবে। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি নাগরিকের অধিকার আছে দেশের যে কোন অঞ্চলে বসবাস করার কিন্তু আসামের বর্তমান আন্দোলন নাগরিকদের এই অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে, যা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপক্ষনক। স্তরাং সমস্ত গণতান্ত্রিক চেতনাসম্প্র মান্ত্রকে এর বির্দেধ সোচ্চার হতে হবে।

বিশিষ্ট সাংবাদিক বি. জি. ভাগিস বলেন যে, আসামের বিদেশী নাগরিক সংক্রান্ত প্রশ্নটিই বিদ্রান্তিকর। আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে এই বিদ্রান্তি দ্র করে একটা স্ভুঠ, সমাধানে আসতে হবে।

অপর এক সাংবাদিক রণজিং রার বলেন, নাগরিক প্রশেন নেহর্-লিয়াক্ত চুল্লি এবং ইন্দিরা-মন্জিব চুল্লির পরিপ্রেক্ষিতে আসামের বর্তমান আন্দোলন অত্যন্ত অন্যায্য। কেন্দ্রীয় সর্বকারকে ঐ দৃই চুক্তিকে সামনে রেখে সংবিধান সম্মতভাবে নাগরিক প্রশেবর মীমাংসা করতে হবে।

আসামের ছাত্রনেতা হীরেন গোগই বলেন আসামের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ। আসামের গণতান্ত্রিক আন্দোলন যখন ব্যাপক আকার ধারণ করতে চলেছে তখন মানুষের দৃণিতকৈ অন্যাদিকে ফিরিয়ে দেবার কোশল হিসাবে এই আন্দোলন শ্রুর হয়েছিল। আজকে তা সংকীর্ণ প্রাদেশিকতায় পর্যবিসিত হয়েছে। এর সপ্পে য্রুভ হয়েছে বিদেশী শাস্তু। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মানুষদের উপর আক্রমণ হচ্ছে সেখানে। কিন্তু শত আক্রমণ অপপ্রচার সত্ত্বেও আসামের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ, বামপন্থী রাজনৈতিক দলগ্লি এই বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাছে।

দিল্লীর জত্তহরলাল নেহর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে. পি. দেশপান্ডে বলেন—এই আন্দোলন হিংসাত্মক, দ্রাত্-ঘাতী। এ এক বিপজ্জনক বৈশিষ্ট। ভারতের ঐক্য, সংহতির

প্রতি এই আন্দোলন চরম আঘাত স্বর্প।

পশ্চিমবংগ আর্স কংগ্রেসের সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাসম্নুসী তার ভাষণে বলেন—আমাদের এই সমস্যা সমাধানের সূত্র খ'লে বের করতে হবে। লোকসভার মধ্যবতা নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেস আসামে বিদেশী ভোটারের ধ্রা তুলে মধ্যবদাইতে বিচ্ছিত্রতাবাদী আন্দেলন শ্রুর করে। পরে তার পেছনে বিদেশী শক্তি যোগ দের। এই আন্দোলনের পেছনে সিয়া টাকা ঢালছে। ওরাল্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিসের হাত্ত আছে এই আন্দোলনের পেছনে। নাগরিক প্রশ্নের স্বত্তর্যমীমাংসা করে প্রকৃত সমাধান স্ত্র খ'লে বের করতে জাতীর স্তরে একটি কমিটি গঠন করা দরকার। তাতে সমস্ত রাজ্বনিতিক দলের প্রতিনিধিদের নিতে হবে। তারা গোটা ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে পার্লামেন্টের কাছে একটা রিপোর্ট পেশ করবেন। তার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার সিন্ধান্ত নেবেন।

দ্বিতীয় দিনের আলোচনার শ্রন্তেই বলতে ওঠেন গোহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রধান ডঃ হীরেন গোরাইন। তিনি তাঁর লিখিত বস্তুব্যের মধ্যে আসামের সমাজ-অর্থনৈতিক অকম্থার অতীত এবং বর্তমান পটভূমি বিশেল্যণ করেন। তিনি বলেন আসামে বাম এবং গণতান্ত্রিক শক্তির দ্ববলতার জন্যই এই রকম উগ্র প্রাদেশিকতার নীতিতে পরি-চালিত আন্দোলন দানা বাঁধতে পেরেছে। এই আন্দোলন বাম এবং গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ চাল।চ্ছে। তিনি তথ্য দিয়ে ব্ৰিয়ে দেন যে আসামে বহিরাগতদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে একথা ঠিক নয়। আসামের সংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। অসমীরা ভাষাও অত্যন্ত উন্নত। কিন্তু অসমীয়াদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বহিরাগতরা নন্ট করে দেবে, এই আশংকা অমূলক। পশ্চিমবঙ্গা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যেও অন্য রাজ্যের লোকেরা বাস করছে। আসলে গোটা দেশ জ্বড়ে যে অনগ্রসরতা তাকে দ্রে করতে আন্দোলন করতে হবে এবং তা হবে ঐক্যবস্ধ-ভাবে। কোন একটি রাজ্যে বিচ্ছিন্নভাবে সে আন্দোলন চলতে পরে না। কিন্তু আসামে তা না হরে অন্দোলনকারীরা সংখ্যা-লঘুদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। বামপন্থী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে আক্রমণ করছে। জ্যোতি কস্বর কুশপত্তিলকা পোড়াচ্ছে। আর এসবে মদত দিছে সেখানকার একচেটিয়া প্রভিপতি-

গোষ্ঠী। এই রকম একটা প্রতিক্র অবস্থার মধ্যে দর্ভিয়েও আসামের বাম এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগ্রাল উগ্রজাতীয়তাবাদ, প্রাদেশিকতা এবং আঞ্চলিকতাবাদের বিরন্ধ্যে দ্ভে প্রতায়ে অভিযান চালিরে যাচ্ছে।

দ্বাদিনের আলোচনা সভাতে মোট প্রায় চলিশ জন বন্ধা তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশের বন্ধব্য থেকে যে কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে তা হ'ল—আসাম সমস্যাকে রাজ্রানিতিক উপায়ে সমাধান করতে হবে। বিদেশী প্রশ্নে একান্তর সালকে ভিত্তি হিসাবে ধরে নেহর্বলিয়াকত এবং ইন্দিরাম্বাজিব চুক্তি অনুষায়ী সংবিধান সম্মতভাবে নাগরিক প্রশেনর মীমাংসা করতে হবে। বিচ্ছিন্নতাবাদের বির্শেখ ব্যাপক এবং ঐক্যবন্ধ আন্দোলন সারা ভারতবর্ষব্যাপী গড়ে তুলতে হবে।

প্রসঞ্জতঃ উল্লেখযোগ্য কলক।তা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সোমনার কমিটির তরফ থেকে সাধারণ সম্পাদক মানবেন্দ্র মুখাজী আলোচনা সভ:তে আসাম সমস্যা ও জাতীয় সংহতি। শীর্ষক একটি কার্যকরী দলিল উপস্থাপিত করেন।

সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আসামের শিল্পীদের পরি-বেশিত সংগীতানুষ্ঠানকে সমবেত গ্রোত্ম-ডলী বিপ্লভাবে অভিনন্দিত করেন।

-নিজম্ব প্রতিনিধি

## [ সম্পাদকীয়: ২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ ]

তাই মে-দিবসের অমোঘ আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়
সমসত সতরের লড়াকু সাধারণ মান্ষ। যে দেশে ক্রমবন্ধমান বিভাষিক।ময় বেকারীর তীর দংশনে য্ব
জীবন নন্দ হতে থাকে, যেখানে স্জনশীল শক্তিমান
য্ব সমাজের এক বিরাট অংশের কাছে জীবনটা এক
দ্বিসহ বিড়ন্থনা ছাড়া আর কিছ্ই নয়, যে দেশের
য্ব শক্তির প্রতিভার যথোপযুক্ত স্ফ্রেণের স্ব্যোগ
অকল্পনীয়ভাবে সীমাবন্ধ—সেথানে মে-দিবস য্বসম্প্রদায়কে হাতছানি দিয়ে জীবন-সংগ্রামের সমাধানের
সঠিক পথে আহ্বান করে। সেই জন্য বিশেবর লক্ষ
কোটি মান্যের কন্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও মেদিবসকে স্বাগত জানাই, বরণডালা সাজিয়ে আমরাও
মে-দিবসকে বন্দনা করি। স্ব-স্বাগ্তম মে-দিবস।
জয়ত মে-দিবস।

## রবীক্রনাথ: বিভেদপন্থা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিরার ৩৪

রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে একটি স্বাহাতিম দৃষ্টানত।
উন্ধ্রণতম-জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ভাব-আন্দোলনের
ক্ষেত্রেও। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা—সারা দেশে তথন
জাতীয়ভার নামে প্রবল প্রাচ্যাভিমান বা হিন্দ্র-ঐতিহ্যের
গ্নর্খানপর্ব। রবীন্দ্রনাথও সেই আন্দোলনে মেতেছেন।
কিন্তু এ সর্বনাশা সংকীর্ণ ঝোঁক বেশিদিন স্থারী হর্মন। তাই
মগ্রজদের উন্দেশে বললেন:

তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ ভেপোছ মাটির আল, তোমরা আবার আনিছ বপো উদ্ধান স্লোতের কলে।

১৯০৫-এর বশাভণা আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের অন্য চেহারা। তিনি প্রে:মারায় চারণ। স্বদেশী গানে, প্রবঙ্গেও কবিতায় রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক নেতাদের চেয়ে মণন, অধিকতর বাসত।

এবার ফিরাও মেরে' কেবল কবির নয়, স্বদেশী যুগের ভারতবর্ষের প্রথেনা। পর-পর স্বদেশে বিদেশে অনেক ঘটনা ঘটেছে। কবিতা রচনার পক্ষে সে-সব থবর জানা এবং সেগ্রলির তাংপর্য বুঝে উম্পীপিত হওয়া মোটেই অপরিহার্য ছিলনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সর্বমানবের কবি। যেখানেই সংকীর্ণতা, প্রবলের অত্যাচার, ন্যাশনালিজমের নামে বর্বরতা, বর্ণ-বৈষম্য ছাতিবৈষম্য এবং পরস্পর হানাহানি সেখানেই কবির প্রতিবাদী কণ্ঠ মুখর।

বালগণগাধর তি**লকের কারাদণ্ড, সায়** জাবাদী দমননীতি, কার্জনের শিক্ষাসংকোচ, বংগভংগ, ভাষা-বিচ্ছেদ পরিকল্পনা. আফ্রিকায় ইংরেজ সাম্বাজ্যবাদের নিল'ল্জ নিষ্ঠ্রতা ব্যুর य्भ, त्र्म-काशान युम्ध त्रवीन्त्रवाहिष्टक शकीत्रकाटव आरमा-লিত করে। 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' রাজনীতির দিবধা অপমানের প্রতিকার সমস্যা প্রভাত প্রবন্ধে মনীষী রবীন্দ্রনাথকে সম-কালের সংকীর্ণতা থেকে আশ্চর্য রকম মূক থাকতে দেখি। ম্বদেশী সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে তিনি ছিন্দ্-ঐতিহা-বাদের ম্বারা অংশত প্রভাবিত হলেও প্রধান ঝোঁকটা ছিল দেশের শতকরা নব্বইজনের পক্ষে। স্বদেশীসমাজ পল্লীসমাজ পল্লীপ্রকৃতি এবং সংস্কার সমিতির গঠনতলা ও সংকল্পবাকা রচনা কেবল দেশকমী রবীন্দ্রনাথের কাজ নয়। তিনি বস্তৃত <sup>স্বদেশ-সাধনার এই পর্বে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক।</sup> কিন্তু তখনও তিনি একাধারে বাঙালীর কবি, ভারতের <sup>কবি</sup> এবং **কবি-সার্বভৌম। অখণ্ড** বাং**লা** ও ভারতের সব সামাজিক অসাম্য ও বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বর বর সরব প্রতিবাদ **জানিরেছেন। হিন্দ**্-ম**্সল**মান সমস্যা, यम्भ्राणा, काण्टिक, कृषकीवरद्वार, त्याभनावित्वार, व्यवस्थान <sup>বয়ক্ট-আন্দোলন</sup> প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা আশ্চর্য-<sup>র্কম</sup> প্রগতিশীল। তার দৃষ্টি বে কত দ্রপ্রসারী তার করেকটি निमर्गन अभारत छेटाचथ कता त्वराछ शास्त्र ।



**्रक्ठ-- मजल** दाव

স্বদেশী বৃংগের ভাব সাবনের মধ্যেও ইংরেজীয়ানা অনেকথানি ছিল। তাই কবিকতে ধিক্কার শোনা বায় ঃ 'দৃঃসাধ্য, তব্
মনের আক্ষেপ স্পদ্ট করিয়া বাজ করিয়া বলা আবশ্যক।
.....ইংরাজের কাছে আদর কুড়াইয়া কোন ফল নাই, আপনাদের
মন্বাছকে সচেতন করিয়া তোলাতেই বথার্থ গোরব।' সম্মান
বঞ্চনা করিয়া লইব না সম্মান আকর্ষণ করিব।'

১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে তাঁর সাম ছিল। বস্তৃত অসহযোগের মধ্যে যে 'আত্মনির্মাণ' জাতি-নির্মাণ' এবং স্বদেশী শিক্ষার ভিত্তিনির্মাণের মহতী সম্ভাবনা তিনি দেখেছিলেন তাকেই সর্বশক্তি দিয়ে বাস্তবে র্পায়িত করতে চেম্নেছিলেন। 'উত্তেজনার হাত থেকে আমিও নিষ্কৃতি পাইনি'—এ উত্তি ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিত। এসবা কথা কম-বেশী পরিচিত। কিন্তু কেন তিনি এই অসহবোগের উত্তেজনার পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন, সেটিই আমাদের আলোচ্য। অনেকের মতে, কবির স্টি-কম্পনা কর্মবজ্ঞের তাড়নায় ব্যাহত হচ্ছিল বলেই আপন কবিধর্মের তাগিদে জনারণ্য থেকে 'বিদায়' নিরে তিনি শান্তিনিকেন্তনের 'নীল-নিজ'নে' ফিরে গেছেন। কিন্তু আসল কথা অন্য। বয়কটের নামে জবরদন্তি, বোদ্বাই-আমেদাবাদের কোটিপতিদের স্বার্থরকা, হিন্দ্র-ম্সলমানের মধ্যে ব্যবধান ও বিরোধ বৃদ্ধি তাঁকে পাঁড়িত করেছিল। সাম্প্রদায়িকতার বিষ ইংরেজ সামাজ্যবাদ আমাদের মনের পাচে বরাবর ঢালতে চেণ্টা করেছে। সে তার শ্রেণীস্বার্থে। কিন্তু আমাদের মনের মধ্যেই কোথাও একটা প্রস্তৃতি ছিল। নইলে এত তাড়াতাড়ি এত বেশি রন্তপাত হতনা। ইংরেজী শিক্ষিত ক্রেকজন এবং দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে যে গভীর विराष्ट्रम, विम्मत-अनुममारन विराधम, म्भागा ७ अभ्भारमा विराधम —এ সকই আমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাকাদের জন্ম দিয়েছে। ইংরেক্সী শিক্ষিত Elit গোষ্ঠী এবিষয়ে অবহিতও ছিলনা। তাই তাঁর ধারণা ষথার্থ : বিলাতীদ্রব্য ব্যবহারই দেশের চরম অহিত নহে, গৃহবিচ্ছেদের মতো এত বড় অহিত আর কিছু

পূর্বে আমরা যে তিনটি সমাজের কথা বলেছি, সেগ্রনির গঠনতদ্য থেকে কিছু অংশ উম্পৃত করলেই বিভেদপদ্যা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে কবির সতর্ক চেতনার পরিচয় পাওয়া যাবে।

## (১) न्दरमभी नमास

- ১। আমাদের সমাজের ও সাধারণত ভারতব্যীর সমাজের কোনপ্রকার সামাজিক বিধিব্যক্থার জন্য আমরা গভর্নমেন্টের স্মরণাশয় হইব না।
- ত। কর্মের অন্করেরধ ব্যতীত বাঙালীকে ইংরাজীতে পর লিখিবনা।
- ৪। ক্লিরাকর্মে ইংরেজীখানা, ইংরেজী সাজ, ইংরেজী বাদ্যা, মদ্য সেবন এবং আড়ুন্বরের উদ্দেশে ইংরেজ-নিমন্ত্রণ বন্ধ করিব। যদি বন্ধ্যুত্ব বা অন্য বিশেষ কারণে ইংরেজ-নিমন্ত্রণ করি, তবে তাহাকে বাংলা দ্বীভিত্তে খাওরাইব।
- ৫। যতীদন না আমরা নিজে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপন করি, ততদিন যথাসাধ্য স্বদেশীচালিত বিদ্যালয়ে সম্তানদিগকে পড়াইব।

- ও। সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি কোনপ্রকার বিয়োধ উপস্থিত হয় তবে আদালতে না গিয়া সর্বাল্রে সমাজনিদিন্টি বিচার-ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার চেন্টা করিব।
- ৭। স্বদেশী দোকান হইতে আমাদের ব্যবহার্য দুব্য ক্রয় করিব।

#### (২) পল্লীসমাজ

- ১। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও সম্ভাক সংবর্ধন এবং দেশের ও সমাজের অহিতকর বিষয়গ্নলি নির্ধারণ করিয়া তাহার প্রতিকারের চেন্টা।
- २। সর্বপ্রকার গ্রাম্যবিবাদ-বিসম্বাদ সালিশের ম্বারা মীমাংসা।
- ত। স্বদেশ শিল্পজাত দ্রব্য প্রচলন এবং তাহা স্লভ ও সহজ্ঞাপ্য করিবার জন্য ব্যবস্থা এবং সাধারণ ও স্থানীয় শিল্প-উন্নতির চেন্টা।
- 8। উপযুত্ত শিক্ষক নির্বাচন করিয়া পল্লীসমাজের অধীনে বিদ্যালয় ও আবশ্যক মতো নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালক-বালিকা সাধারণের স্থাশন ব্যবস্থা।
- ৫। বিজ্ঞান ইতিহাস বা মহাপরের্বদিগের জীবনী ব্যাখা।
  করিরা সাধারণকে শিক্ষাপ্রদান ও সর্বধর্মের সারনীতি সংগ্রহ করিরা সাধারণের মধ্যে প্রচার ও
  সর্বতোভাবে সাধারণের মধ্যে স্ননীতি ধর্মভাব
  একতা স্বদেশান্রাগ বৃদ্ধি করিবার চেন্টা।
- ৮। আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বা খামার স্থাপন ও তথায় যুবক বা অন্য পল্লীবাসীদিগকে কৃষিকার্য বা গে-মহিষাদির পালন স্বারা জীবিকা-উপার্জনোপযোগী শিক্ষাপ্রদান ও কৃষিকার্যের উন্নতিসাধনের চেটা।
- ৯। দ্বভিক্ষ নিবারণার্থে ধর্মগোলা স্থাপন।
- ১৩। পদ্ধীর তত্ত্বসংগ্রহ: অর্থাৎ জনসংখ্যা, স্থা, পরুর্ব বালক বালিকার সংখ্যা, বিভিন্ন জাতির সংখ্যা, গৃহসংখ্যা, জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা, অধিবাসীগণের স্থানত্যাগ ও ন্তন বসতি, বিভিন্ন ফসলের অবস্থা, কৃষির ও বিভিন্ন ব্যবসার উন্নতি-অবনতি, বিদ্যালয়, পাঠশালা ও ছাত্ত-ছাত্তী সংখ্যা, ম্যালেরিয়া (জনুর) ওলাউঠা, বসন্ত, অন্যান্য মহামারীতে আফ্রান্ড রোগার ও ঐসব রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ও পল্লীর প্রস্কাব্ত ও বর্তমান উন্নতি ও অবনতির বিবরণ ও কারণ ধারাবাহিক রুপে লিপিবন্ধ করিয়া রাখা।
- ১৪। জেলার জেলার, পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে পরস্পরের মধ্যে সম্ভাব সংস্থাপন ও ঐক্যসংবর্ধন।

## (০) সংস্কার সমিতি ১৯৩১

#### जामना हाहै

বহুকাল ধরিয়া আমাদের দেশ পরাভবের পথে চলিয়াছে।
আমাদের সমাজে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর ব্যবহারে
উপেকা ও অসম্মান এই সাংঘাতিক দুর্গতির কারণ। এইজনাই
মহাম্মা গাম্ধী মৃত্যুপণ ক্রিয়া তুপ্সাায় বসিয়াছেন। সমস্ত্

দৈশবাসীরও প্রাণপণ করিয়া এই অপরাধ দরে করিবার চেড্টা করা উচিত।

এখন অবিলম্বে আমাদের এই করেকটি রত গ্রহণ করিতে চইবে—

- ১। কাহাকেও আমরা সামাজিকভাবে হীন মনে করিব না, বা অস্পৃশ্য করিরা রাখিব না। সকল জাতিকেই আমাদের জল-চল করিয়া লইতে হইবে।
- ২। সাধারণের মন্দির, প্জার স্থান ও জলাশর সকলের জন্যই সমানভাবে উল্মন্ত হইবে।
- ৩। বিদ্যালয়, তীর্থক্ষেত্র, সভা সমিতি প্রভৃতিতে কোথাও কাছারও আসিবার কোনো বাধা থাকিবেনা।
- ৪। কাহারও জ্ঞাতি লক্ষ্য করিয়া আত্মসম্মানে আঘাত দিবার অন্যার ব্যক্তথা সমাজে থাকিতে দিবনা।

#### आधारमत काल

হিন্দ্র সমাজ হইতে অস্পূশ্যতা দ্র করা, দ্র্গতদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, পরস্পর শ্রন্থা স্বারা সর্বশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধকে সত্য করা, জনসাধারণের মধ্যে আত্মশ্রশান্ত উদ্বোধন করার উদ্দেশে বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতন পল্লী-সেবা বিভাগের ভিতর দিয়া বহুদিন বাবং কাজ করিয়া আসিতেছে।.....এখন হইতে...বিশ্বভারতীতে সংস্কার সমিতি স্থাপিত হইল।

সংস্কার সমিতির কার্যধারা মোটামুটি এইরূপ

#### ১। পল্লীসেবা

- কেন্দ্রীয়সভার অধীনে স্ক্রবিধায়তো অন্যান্য স্থানেও কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপন করা হইবে।
- (খ) ঐ শাখাকেন্দ্র হইতে পারিপান্ত্রিক গ্রামসম্হে সংস্কার সমিতি গড়া এবং তাহার অধীনে হরিসভা স্থাপন করিয়া তাহাতে সংতাহের নির্ধারিত দিনে কীর্তন, পাঠ, কথকতা এবং সংবাদপত্র হইতে দেশের ও তংগ্রসপো নিজ গ্রামের অকথা পর্যালোচনা। দ্বর্গতদের ঘনিষ্ঠ সহবেগে, তাহাদেরই সেবার প্রতি বিশেষ দ্ভি রাখিয়া, গ্রামে দিবা ও নৈশ্বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, স্বান্থা ও সেবা-সমিতি, ব্রতীদল, সালিশী-পঞ্চায়েং, সমবায় সমিতি পরিচালনা, মৃভিডিকাসংগ্রহ, আবাস পরিক্ররণ এবং রাস্তাঘাট সংস্কার।

#### ২। আবাসিক শিক্ষা

বিনা দক্ষিণায় শান্তিনিকেতন ও খ্রীনিকেতনে দ্র্গতদের ছেলে রাখিয়া অন্যান্য ছাত্রদের সহিত সমভাবে শিক্ষা দিরা তাহাদের মধ্য হইতেই সমিতির ভাষী কমী ও কেন্দ্র-পরিচালক তৈরি করা।

#### ৩। ব্যাপকভাবের প্রচার এবং সংঘ-সংগঠন

প্রচারকার্বের পরিপ্রমণের সংশ্য সংশ্য নানাম্থানে সংশ্বার সমিতির শাখা স্থাপন। তন্দ্রারা স্থারীভাবে অস্প্শাতা-পরিহার ও শিক্ষার প্রসারে দুর্গতদের সামাজিক অধিকার ব্নিধর প্রচেন্টা। দুর্গতদের সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষা-সম্বন্ধীয় উন্নতির পথে বে-সকল অন্তরায় আছে, তাহার প্রতিকার।

আমরা দেশবাসীদিগকে অস্পূশ্যতা দ্রে করিবার জন্য

দৈশের সর্বত্ত এইরূপ স্থায়ী কাজের অনুষ্ঠান গড়িতে আহ্বান করিতেছি।...

এই সংস্কার সামিতি বিষয়ে ইংরোজ ও বাংলায় কবির স্বাক্ষরিত আবেদন (১৫ই অন্ত্রাণ ১৩৩৯, ১লা ডিসেম্বর ككور) 'Mahatmaji and the Depressed Humanity' শীৰ্ষ প্ৰতিকায় প্ৰকাশিত হয়েছিল। তাতে লেখা Proceeds from the sale of this book will go to the সংস্কার সমিতি, বিশ্বভারতী, for helping in its work of removing untouchability' অস্থাতা, হরিজনদের ওপর অত্যাচার, গান্ধীর অনশন সম্পর্কে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ পত্রালাপ এই পর্নিতকার বিষয়। বলা বাহুল্যু অম্প্রশ্যতার প্রশ্নে গান্ধী-পর্ন্ধতির সংখ্য তাঁর অচিরেই মতান্তর ঘটেছিল। চরকার ওপর অতিমান্রায় জে<sub>।</sub>র দিলে যদি গান্ধী-অনুমিত ৫০,০০০ টাকার সাশ্রয়ও হয়, তাতেও কুষকের অধিকারের সীমা বাড়ছে না, তার সীমাহীন দারিদ্রা ও সামাজিক নিপীডনও দরে হচ্ছে না। প্রতি বছর কয়েকদিন ভাগি-कर्त्नानित् वाम कदलहे ममभाद ममाधान रहना। द्रवीन्त्रनाथ গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্র, কৃষিজীবী জনগণ ও বুদ্ধিজীবী মানুষের মানসিক বিচ্ছেদের সমস্যাকে প্রায়-আধর্নক সমাজবিদের দ**্রিন্টতে দেখেছেন।** তাঁর পরিকল্পনাস**্থাল**ও অনেকাংশে <del>'ইউটোপিয়ান'। তবু তিনি সমস্যার গভীরে পেণচৈছিলেন।</del> অতদ্রে আর কোন দেশনেতার দ্বিট পড়েন। যৌথখামার ধর্ম গোলা, দুভিক্ষ ও জলকণ্ট নিবারণ, মহামারী প্রতিষেধ, সমবার ব্যাংক ও সমবায় সমিতি, বৃতিশিক্ষার স্বারা যথার্থ আধ্বনিক সমাজকল্যাণ পদ্ধতিরই ইণ্গিত দেওয়া হয়েছে। কীর্তন, পাঠ এবং কথকতার সঞ্চে প্রাচীন সমাজের প্রনর খানের যোগ আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা এবং পল্লীসমাজ-উন্নয়ন ভাবনার সংগ্র এগালিকে মিলিয়ে দেখতে হবে। পাঠ ও কথকতা লোকশিক্ষার অপরিহার্য অজা। নৈশ ও বয়স্ক **শিক্ষাকেন্দ্রের পক্ষেও** কার্ষকর। লক্ষণীয় যে সমবায়ের স্বারা গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা লাহোর কংগ্রেসের নেতারা **ভাৰতে পারেনান। 'কাহাকে**ও আমরা সামাজিকভাবে হীন মনে **ক:রবনা বা অম্পূন্য করিয়া রাখিব না।'–** এই কথায় আন্তরিক বিশ্বাস এখনো অনজিত।

সংস্কার সমিতির গঠনতকোর পরিপ্রেক্ষিতে 'প্রনণ্চ' কাবাগ্রন্থের শ্রিচ, সনান-সমাপন, প্রেমের সোনা রং রেজিনী. প্রথম প্রা বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে। কবিতাগ্রনি পরিচিত, তাই এখানে উন্ধৃতি বর্জন করা হল। কিন্তু কী প্রবন্ধ গণম্থী মানবপ্রেম সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের উপলক্ষের রবীন্দ্রসাহিত্যে উচ্ছন্সিত হয়ে উঠেছিল, সেদিকে দ্রিট আকর্ষণ করতে চাই।

'একজন লোক' কবিতার অংশ উদ্ধার করা হল।

আধ ব্ডো হিন্দ্ স্থানি
রোগা লম্বা মান্য,
পাকা গোঁফ, দাড়ি-কামানো মৃথ,
দাকিয়ে-অ:সা ফলের মতো।
ছিটের মেরজাই গায়ে, মালকোঁচা ধ্তি,
বাঁ কাঁধে ছাতি, ডান হাতে খাটো লাঠি,
পায়ে নাগরা, চলেছে শহরের দিকে।

সেও আমার গেছে বেখে
তার জগতের পোড়ো জমির শেষ
সেখানকার নীল কুয়াশার মাঝে
কারো সপ্গে সম্বন্ধ নেই কারো
যেখানে আমি—একজন লোক।

একই দেশে একই সমাজের দ্বই শ্রেণী, পরস্পর বিচ্ছিন। আমদানীকরা শিক্ষার এমনই প্রভাব। এই এলিটীয় জীবন এবং অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বেড়েই চলেছে। রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহে 'অস্থানে' বা 'একজন লোক' বিখ্যাত উপলখণ্ড নয়; কিন্তু নতুন মূল্যবোধের বিশিন্ট নিদর্শন।

এইসব বিভেদ, বিচ্ছেদ থেকে মারির জন্য কবি ডাক দিয়েছিলেন যাবসমাজকে।

'আমাদের দেশে অন্ধকার রাতি। মান্বের মন চাপা পড়েছে। তাই অবৃন্ধি, দুর্বৃন্ধি, ভেদবৃন্ধিতে সমস্ত জাতি পীড়িত। আশ্ররের আশায় অলপমাত যা-কিছু গড়ে তলি, তা নিজেরই মাথার উপরে ভেঙে ভেঙে পঞ্চে। আমাদের খুভ চেন্টাও খণ্ড খণ্ড হয়ে দেশকে আহত করচে।

'এই যে পাপ দেশের বৃক্তের উপর চেপে তার নিঃশ্বাস রোধ করতে প্রবৃত্ত, এ-পাপ প্রাচীন বৃক্তের, এই অন্ধ বার্ধক্য বাবার সমর হল। তার প্রধান লক্ষণ এই বে, সে আজ নিদার্ণ দৃ্র্বোগ ঘটিয়ে নিজেরই চিতানল জন্মিরেছে। এই উপলক্ষ্যে আমরা যতই দৃঃখই পাই মেনে নিতে সম্মত আছি, কিন্তু আমাদের পরম বেদনায় এই পাপ হয়ে যাক নিঃশেষে ভস্মসাং।

'আজ অন্ধ অমারাত্রির অবসান হোক তর্গদের নব জীবনের মধ্যে। আচারভেদ, স্বার্থভেদ, মতভেদ, ধর্মভেদের সমস্ত ব্যবধানকে বীরতেজে উত্তীর্ণ হয়ে তারা প্রাভ্তপ্রেমের আহ্বানে নবযুগের অভ্যর্থনায় সকলে মিলিত হোক। যে-দুর্বল সেই ক্ষমা করতে পারেনা, তারুণ্যের বিলণ্ঠ ঔদার্য সকল প্রকার কলহের দীনতাকে নিরস্ত করে দিক, সকলে হাতে হাত মিলিয়ে দেশের সার্বজনীন কল্যাণকে অটল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করি।'



বিক্সের ১নং রক যুব উৎসবে প্রের্ছদের উক্ত লম্ফন প্রতিযোগিতার লম্ফনরত জনৈক প্রতিযোগী।

## গণভন্ত্র সম্পকে প্রচার ও অপপ্রচার নবান পাঠক

সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাত্ম মানবাধিকার ও গণতদের সবচেরে বড় প্রবন্ধা হয়ে উঠেছে, এটা খুবই বিপজ্জনক। যে উদ্দেশ্য নিয়ে মার্কিন যুক্তরাত্ম এই প্রচারাভিষানে নেমেছে, তাকে সিন্দ করতে গিয়ে ভারতের করেকটি সংবাদপত্র ও স্বার্থান্বেমী মহলও উঠে পড়ে লেগেছে। আক্রমণের লক্ষ্যম্পল কমিউনিস্টরা বলেই বিষয়টি বিপজ্জনক। মার্কিন যুক্তরাত্মের প্রচারকের ভূমিকায় নেমে তিরিশে মার্চ আনন্দবাজ্ঞার পত্রিকা তার সম্পাদকীয়তে এমন পর্যন্ত লিখেছে, বামফ্রন্ট সরকারকে বাদ কেন্দ্র যে কোন অজ্বহাতে ভেঙে দেয়, সেটা হবে গণতান্দ্রক। সরকার ভেঙে দিতে না পারটোই অগণতান্দ্রক। একমাত্র জণগীশাহী ও কমিউনিস্ট শাসনে নাকি সরকার ভাঙা যয় না, কাজেই কমিউনিস্টরা অগণতান্ত্রক। গণতন্ত্রের এধরণের সংজ্ঞা মার্কিন প্রচারেরই অংশ। স্কুকৌশলে তা ভারতীয় জনগণের মধ্যে প্রচার করা হচ্ছে।

বাদ্তব জীবনের ঘটনাপ্রবাহে এ প্রশেনর আজ সন্দেহাতীত-ভাবে উত্তর মিলে গেছে যে, সমাজতন্ত্র পর্বিজ্ঞবাদ এই দুইে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কোন্টি জনগণের সত্যি-কারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম। পর্বিজ্ঞবাদের প্রচারকরা মনে করছে, সমাজতন্তকে আক্রমণ করতে গেলে আধ্বনিক যুগে মানবাধিকারের কথা বলা ছাভা গত্যন্তর নেই।

মানবাধিকার ও গণতদের কথা বলতে গিয়ে সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে তারা প'র্বজ্ঞবাদ সম্পর্কে একটা তাত্ত্বিক প্রহেলিকা তৈরি করে এবং গণতদ্র মানবিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ প্রান্ত ধারণা মানুষের মধ্যে অন্-প্রবেশ করানোর চেষ্টা করে। এর জন্যও প্রচুর অর্থ ব্যায়ত হয়। গণতদের সামাজিক অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে এই প্রচারকরা কোন উচ্চবাচ্য করে না। ওথানেই যে তাদের বিপদ।

একসময় যখন সামন্তশোষণ ছাড়া আর কিছু ছিল না, তথন ব্য**ক্তিমান,ধের স্বাধীনতার নামোচ্চারণ ক**র। **অসম্ভ**ব ছিল। যে দাসম্বের সর্তই জমিদার সামন্ত প্রভ ও রাজা মহারাজারা দিক না কেন, সেটা বিনা বাক্যবায়ে মেনে নেওয়া সাধারণ মান্স. দাস কিংবা **কৃষকদের পক্ষে ছিল বাধ্যতামূলক। যখন শিল্পায়নে**র য্গ শ্রে হল, তথন বড় বড় শিল্পপতিরা আরেক ধরণের শোষণ স্থিত করল। সামনত প্রভূদের সাথে শিল্পপতিদের বিরাট বিরোধ বাধে। শিলপপতিরা তখন সেই অর্থে প্রগতিশীল। কারণ শিল্পপতিরা বলল, অন্যায় হলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করা যাবে; আইন আদালত, ভোট সব থাকবে। এরই নাম দেওয়া হল গণতন্ত্র। এভাবে শিচ্পপতিদের স্বাধীনতা অর্থাৎ শোষণ নিপীড়ণ চালাবার স্বাধীনতাকে যখন আইনসিন্ধ, স্কানিশ্চিত ও স্বাক্ষত করা হল, তখন ব্যক্তিস্বাধীনতার ফাঁকা আওয়াজের তীরতা বেড়ে যায়। নিপ্রাভাবে গোটা সমাজের ব্যবস্থা এমন-ভাবে তৈরি যার থেকে এক্ষেত্রে লাভবান গোটাকতক বড়লোক এবং সর্বনাশ সমাজের ব্যক্তি গোটা অংশের মানুষের। এই অর্থ-নৈতিক শোষণ ও বৈষম্য যাতে শোষিত মান্ত্রকে সমাজের এই-मेव भाषामा वायम्थात विदास्य विद्यारी करत जुनराज ना भारत তার জন্য গণ্ডনা, ব্যক্তিন্বাধীনতা মানবাধিকার ইত্যাদি আওড়ানো হয়। যেমন শিশ্ব কালাকে রোধ করতে চকো**লে**ট <u>দেওয়া হয়। গণতল্যকে ব্যবহার করে ম.ন.্থ তার অসারত্ব করে।</u> সাত্যিই যদি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তাহলে আছে আইন, আদালত প্রবিদ্য মিলিটারী, ঠ্যাঙারে বাহিনী, অদ্যশস্ত্র। এই শিলপুর্গাত বড়লোকদের প্রতিনি।ধত্ব করার জন্য থাকে রাজনৈতিক দল। সংসদীয় গণতন্তের প্রথম যুগে সমান ভোটাধিকার ছিল না। রাজ্মশাসকদের হাতে ছিল সবাকছু। গণতাল্যিক অধিকারের আ**ন্দোলন বিস্তৃতির সাথে সাথে আধকারও সম্প্রসারিত হয়।** রাশ্বক্ষমতায় থেকে বা না-থেকে শিল্পপতিদের অর্থ ও ক্ষমতায় বলীয়ান রাজনৈতিক দলেরও যথেণ্ট ক্ষমতা থাকে পিছিয়ে পড়া মানুষকে বিপথগামী করতে। এসবের মধ্যে দাঁড়িয়েও যখন গণতাশ্যিক উপায়েই জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বকারী দল বা গোষ্ঠী শত্রুদের কোণঠাসা করতে সক্ষম হয়, তখনই 'গণতন্ত্র-**প্রেমী**' শাসকদের দল হয়ে ওঠে জণ্গী। গণতন্ত্র নিক্ষিণ্ড হয় অথৈ জলে। সুদীর্ঘ মানব ইতিহাসের অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে উপরোক্ত কথাগুলি জার্গাতক সূত্রে পরিণত হয়েছে। কিন্ত ঘটনাবলীকে এইভাবে দেখার মত চেতনার যথেণ্ট অভাব থেকে যাওয়ায় এখনও বড়লোকদের দলগর্বাল মান্যকে বিপথগামী করতে পারে। মানুষ তার আধিকার সম্পর্কে সচেতন **হলে**. গণতন্ত্রের মূল্যে সম্পর্কে তার চেতনা জাগ্রত হলে গণতন্ত্রের **শত্ররা বিচ্ছিন্ন হ**য়ে পড়বে। বড়লোকদের দেওয়া গণত**ন্তে**র জন্য লড়াই করার সার্থকতা এখানেই।

প্রতিনিয়ত প্রচার করা হচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্র নেই। প্রচারের উদ্যোক্তা আগেই বলেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাম্লাজ্যবাদী শক্তিগ*ুলি* এবং তাদের সম-মনোভাবাপর ধন-তান্ত্রিক দেশগুলি। ভারতের মত দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের শ্বরা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এই প্রচার প্রতিনিয়ত চালায়। **চরণ সিং, মোরারজী দেশাই** বা ইন্দিরা গান্ধী সবারই এক রা'। জনগণের এক বিরাট অংশের মধ্যেও এ নিয়ে তারা বিদ্রাণ্ডির **স্থিত করতে পেরেছে।** আমানের দেখে একদিকে ম<sub>-</sub>ঘ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারের হাতে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির পাহাড, অন্যাদকে কোটি কোটি মান্য নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর। কোটি কোটি মান্ত্র্যকে শোষণে সর্বাহ্ন করেই বড়লোকদের **এত সম্পত্তি। সমুহত অন্যায়ভাবে অগণতান্ত্রিকভাবে প**্রাজপতি **পরিবারগ**ুলি মানুষের ওপর শোষণ নিয**়তন চালা**য়, মানুষ তার প্রতিবাদ জানায়। দিল্লির সর্বশক্তিমান সরকার বড়লোক-দের পক্ষে দাঁডিয়ে কাজ করে। এরকম একটা পরিবেশে যুগ যুগ ধরে পুটে যে কোন মানুষের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক পরি-বেশের কথা বাস্তবে উপলব্ধি করা সতি।ই কঠিন। আমাদের দেশে যে অর্থে গণতন্ত্র এত প্রয়েজন, সমাজতান্ত্রিক দেশে সেই অথে সেই ধরণের গণতন্তের কোন প্রয়োজনই নেই। সাধারণ মানুষ তার তাগিদ-বোধ করে না। কারণ সমাজ-তান্ত্রিক সমাজে বড়লোক গরিব বলে কিছু থাকছে না, একজন **অপরকে শোষণও** করতে পারে না। সমস্ত রকম শোষণ ব্যবস্থার বিলোপ করেই যে সমাজতান্তিক ব্যবস্থা কায়েম হয়। যে দেশে বেকারী নেই. সেখানে বেকার যুবকদের কাজের অধিকারের

ধন্য আন্দোলন করার গণতান্দ্রিক অধিকারদানের প্রশ্নই ওঠে না। ভাত কাপড়ের সমস্যা যে দেশে নেই, সে দেশে ভাত কাপড়ের জন্য আন্দোলন করার গণতন্তেরও প্রয়োজন কি? मान्यस्य कौरान्तर प्राणिक সমস্যাগर्यान राथात সমাধাन হয়নি, গণতন্ম দরকার সেইসব ধনতান্মিক দেশেই, যে অর্থে অন্ততঃ এখন আমরা গণতন্ত্রের প্রয়োজনটা উপলব্ধি করি। গণতন্ত্র যে কারণে দরকার সেই কারণগর্নি সমাজতান্ত্রিক দেশে দুর হয়ে যায়। উপরক্ত স্তিকারের গণতক্তের সর্বোচ্চ রূপ সমাজতান্ত্রিক দেশেই সম্ভব। সেই গণতন্ত্রের নাম সমাজতান্ত্রিক গণতল্য। ভারতের মত ধনতান্ত্রিক দেশগ্রনিতে বিদামান গণ-তল্কের নাম বুর্জোয়া গণতন্ত্র। এই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অর্থ,— শোষণ নিপীড়ণ অত্যাচার অবিচারের বিরুম্থে নিপীড়িত মানুষের সভা, সমাবেশ, সংগঠন করার অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচারবাবস্থার স্বাধীনতা ইত্যাদি। কিন্তু এট্-কু গণতন্ত্রও শাসকদের পক্ষে একসময় বিপঙ্জনক হয়ে ওঠে, তখন শাসকরা সেই গণতন্ত্রও ছ'ুড়ে ফেলে দিয়ে জপ্গী হয়ে ওঠে। যেমন শ্রীমতী গান্ধী জর্বী অবস্থার সময় জংগী শাসন কায়েম করেছিল, যেমন পাকিস্তানে বাংলাদেশে ও বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশে জঙ্গী ও সামরিক শাসকরা শাসন করছে। এই জ্প্যী শাসনের সাথে সমাজতান্ত্রিক দেশের শাসনের পার্থক্য আকাশ-পাতাল। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র অনুযায়ী শাসনপর্ম্মতির যে কোন সমালোচনা যে কোন লোকই করতে পারে। সংবিধানে সেই অধিকার স্কুম্পন্টভাবে দেওয়া আছে। বডলোক-গরিব না থাকায় সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকার সমস্ত জনগণেরই সরকার। কাজেই ধনতান্তিক দেশের সংবিধানের মতো সমাজতান্ত্রিক দেশের সাংবিধানিক অধিকার কথার ফুলঝুরিও নয়, ফাঁকা আওয়াজও নয়। কিন্তু যারা এই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সমালোচক, তারা ধনতান্ত্রিক সমাজের পরিবেশে মানুষ হয়ে তার চৌহন্দির বাইরে কোনকিছ, চিন্তা করতে শৈখেনি। সেজন্য তারা ভাবে, সমাজতান্ত্রিক দেশে যখন প্রতিবাদ ধর্মঘট, মিছিল, মিটিং, ট্রেন আটকানো, বাস পোড়ানো ইত্যাদি হয় না; পর্নিস লাঠি, গর্নি, টিয়ার গ্যাস চালায় না, মিথ্যা মামলায় পর্লিস প্রতিবাদী মানুষ ও সমালোচকদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায় না, সেটা আবার গণতন্ত্র হল কি करत ? जारमत्र कारह ११० ज्यान वर्ष, यूरनाय्त्रीन भाताभाति **তুলকালাম কান্ড। তারপর অনেক হেস্তনেস্ত করে** বড়জোর বিচারবিভাগীয় তদন্ত। অপরাধীরা তাকে হেসেই উড়িয়ে দেয়। কিন্তু তারা ভাবতেও পারে না, ধনতান্ত্রিক দেশের মত সমাজ-তান্ত্রিক দেশের শাসনকর্তারা জনগণের শত্রু নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশে জনগণের বন্তব্য, সমালোচনা ও পরামশ সর্বাধিক গ্রেম্ম দিয়ে সরকার গ্রহণ করে। সেজন্যই সেখানে তলকালাম কান্ড করার কথা মান,ষের চিন্তার মধ্যেই নেই। এই বুর্জোয়া প্রচারকরা ভাবে, গভর্নমেন্ট মানে এমন একটা বস্তু যা জন-গণকে পিষে মারে, প্রতিবাদ করলে জনগণের বিরুদ্ধে প্রালস লেলিয়ে দেয়। গভর্নমেন্ট মানে জনগণ যা চাইবে, তার বিরুদ্ধে **দমনপীড়নমূলক কাজ করা। সমাজতান্ত্রিক দেশে সরকার** বৈহেতু জনগণের বস্তব্য ও সমালোচনাকে মর্যাদার সাথে গ্রহণ করে এবং সেজন্য যখন কোন সংঘর্ষ হয় না, তখন সেই সরকার সরকারই নয়। এই ধ্যান ধারণা নিয়েই তারা সমাজ-**তান্দ্রিক দেশে গণতন্দ্র নেই বলে প্রচার করে। অথচ** জনগণের

সমালোচনা ও পরামশের মর্বাদা একমান্ত সমাজতান্দ্রিক দেখে দৈওরা হয় বলে গণতন্ত্র সেখানে বিকশিত হয়, গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ র্পের বিকাশ ঘটে। জনগণের সত্যিকারের গণতান্ত্রিক অধিকার স্নিন্দিচত হয় একমান্ত সমাজতান্দ্রিক সমাজেই। সেখানে এই অধিকার হরণের কোন ভয় বা আশংকা নেই। সেজনা সেখানে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই-ও করতে হয় না, দিবা-রান্তু গণতন্ত্র, গণতন্ত্র বলে ব্রক্ষাটা চিংকারও করতে হয় না।

গণতন্ত্রের আর একটি মূল্যবান দিক হ'ল বিরোধীপক্ষ নাকি থাকতেই হবে। কিন্তু সে তো বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রয়ো-জন, যে বুর্জোরা গণতন্ত্রের কথা আগেই বলা হয়েছে। ভারতের মত যেখানে বুর্জোয়া গণতন্দের আবরণ রয়েছে. সেই দেশে মান্বের খাবার নেই, পরনের কাপড় নেই, জিনিস-পত্রের দাম দিন দিন বাড়ছে, কোটি কোটি মানুষ বেকার, মাথা গোজার ঠাই নেই, শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই সেখানে মানুষের শত সহস্র দাবি। সমস্যা জীবন-भत्रावत । भान स्वत पारि ना ना या स्वरंक त्या की वन-ধারণট্রকু করতে পারে। এই কোটি কোটি মানুষের প্রতিবাদকে ভাষা দিতে তাদের সংগঠন চাই, সংগঠন চাই সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবন্ধ সংগ্রাম করতে। তা না হয় মান্ত্র অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন থাকলে তার ওপর কেন্দ্রের প'ব্লিপতিদের স্বার্থবাহী সরকারের অত্যাচার নিপীডনের সীমা পরিসীমা থাকে না। এই সংগঠনগর্বিই হল বিরোধীপক্ষ। কিন্তু বিরোধীপক্ষের এই ভূমিকা পালনের অবকাশ সমাজতান্তিক দেশে কোথায়? ওখানে চাকরি দাও—এই দাবিতে ক্ষোভ বিক্ষোভই নেই। খেতে দাও **পরতে দাও রেশন দাও—এসব দাবি করার প্রশ্নই ও**ঠে না। কাজেই যে বিরোধীপক্ষ ভারতে, ব্রিটেনে বা মার্কিন যুক্তরান্ট্রে দরকার, সমাজতান্ত্রিক দেশে সেই বিরোধীপক্ষের প্রয়োজন কোথায় ? কেন বিরোধীপক্ষ ? কিসের বিরোধিতা করবে ? **বিরোধীপক্ষের কাজ কী হবে? সমাজতান্দ্রিক দেশের** সরকার **ভূলপথে চললে তাকে শোধরানো? সমাজতান্ত্রিক** দেশের **সরকারের ভূলপথে চলার অর্থ তো এই নর যে মানুষের** খাদা, বস্তা, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সমস্যা স্টাট হবে? ছোটখাট বৃটি বিচ্যুতি যদি সেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে **উন্নত করার পথে হয়েই থাকে, তার জন্য কমি**উনিস্ট পার্টির नक नक अपना अभारमाहना आषाज्ञभारमाहना करत। এই नक লক সদস্য পার্টির ভেতরে যা কিছু বলবে, সেটা জনগণের সাথক প্রতিনিধি হয়ে জনগণের বিভিন্ন অংশের বন্তক্ট তুলে ধরে। তার বাইরে যে জনগণ রয়েছে, তাদের বন্ধব্যকে প্রাধান। দেওয়া হয়। তার জন্য রয়েছে সরকারী-বেসরকারী অসংখ্য নির্বাচিত গণসংগঠন। ষেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক **গণতন্দ্রের ভিত হ'ল, শ্রমজীবী মানুষের ডেপ্রিটদের সো**ভিয়েত। **এই সোভিয়েতগর্বি গণসংস্থা। সাধারণ মান্**ষরা নির্বাচিত করেন এবং সাধারণ মান্ববের কথামতই তা চলে। কর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে গ্রাম সোভিয়েত থেকে স্বপ্রিম সোভিয়েত পর্যনত নির্বাচিত বিশ লক্ষ প্রতিনিধি বা ডেপর্টি সরকার চালার। এর সাথে রয়েছে ২৫ লক্ষ সক্রিয় সোভিয়েত कर्मों। कार्र्क्षरे स्मनगरनद्ग वहवारक এसार्व श्राधाना प्रविद्या रय বলেই ক্ষোভ বিক্ষোভ আন্দোলন করতে হর না জনগণকে। এই কারণেই বিরোধীপক গঠনের প্রয়োজনও ফ্রিয়ে যায়। তর্কের খাতিরে বাদ ধরেই নেওয়া হয় বে, মানুষের বিক্ষোভ থেকে ধার, তারা আন্দোলন করতে চান, তাহলে ঘটা করে বিরোধী বাজনৈতিক দল করার প্রয়োজন হয় না, আপনা থেকেই বিরোধীশব্দ গড়ে উঠতে বাধ্য এবং সেটা জাগতিক নিরমেই হবে। সোভিয়েতে বিশ্ববের পর গত তেষট্টি বছরের অভিন্ততা এবং অন্যান্য সমাজতান্তিক দেশগুলির অভিন্ততা থেকে এটা বৈজ্ঞানিক সত্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, সেই আশংকা সম্পূর্ণ অম্লক। অন্যদিকে জগ্গী শাসনের অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা বার মানুষের ক্ষোভ থাকলে কী করে তা বিস্ফারিত হয়। প্রথিবীর বর্তমান ও অতীত ইতিহাসে জগ্গী শাসনের উত্থান-গতনের অব্দন্ন ঘটনার মধ্যে কোথাও একটি ঘটনাও পাওয়া वाद ना रक्षात्न क्ष्णीमारी मान्द्रवत्र विरक्षारत्त्र हार्ल भर्या, पत्र হয়নি। স্পেনে একনায়কতন্ত্রী জগ্গীশাসক ফ্রান্ফোর বিরুদ্ধে চল্লিশ বছর ধরে মানুষ লড়াই করে গেছে, অভ্যুত্থানে সফল হতে চল্লিশ বছর সময় লেগেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে সমালোচনা ও বিতর্ক যা কিছু হয়, সেটা সমাজতান্তিক সমাজকে প্রগতির পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রেরণা থেকেই উচ্চৃত। কাজেই প্রতিবাদের ধরণ জগ্গীশাহী ও সমাজতান্ত্রিক দেশে সম্পূর্ণ বিপর**ীত ধরণের। সমাজতান্দ্রিক সমাজ উংখাত করে ধন**তান্দ্রিক সমাজ কায়েমের কথা গোটা জনসংখ্যার কেউ বলেন না। সলঝেনিংসিন প্রমাখদের আলাদা ব্যাপার। এদের আগেই তাড়ানো হল না কেন বৃত্তি না। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজ ভেঙে সমাজতন্ত্র কারেমের কথাই গোটা অংশের মানুষ বলে, ভারতে সেই সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। গণতন্ত্র ষেখানে প্রতিনিয়ত আক্রান্ত, সেখানে বৃজেনিয়া প্রচারকরা জগ্গীশাহী ও কমিউনিস্ট সমাজকে এক করে দেখার জন্য মান্যকে শিক্ষা দের। অথচ এই প্রচারকরাই চীন সোভিয়েতের ভূয়সী প্রশংসা করে বলে, সেখানে ভাত কাপড় বা মা**থা গোঁ**জার **ঠাই**য়ের কোন সমস্যাই নেই। ফ্যাসিস্ট হিটলারও বলতো সমাজতন্তের কথা যার নাম দিয়েছিল জাতীয় সমাজতন্ত্র। ইন্দিরা গান্ধী, মোরারজী দেশাইদের মতো বুর্জোরা **শাসকরাও সমাজতন্ত গঠনের কথা বলে।** কারণ সারা প্থিবীর মানুষের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এমন এক আস্থা গে'থে দিয়েছে যে, সমাজতন্তের কথা না বললে মানুষ আর কাউকে বিশ্বাস করছে না। এটা সমাজতল্যেরই জয়ের একটা পরিচর। কিন্তু গণতন্তের নাম করে সমাজতান্তিক সমাজের আদশের বিরুদ্ধে সমাজতদেরর এই শত্রুরা যে আক্রমণ চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামকে তীব্রতর করা বৈজ্ঞানিক সমাজকভেরে প্রতিটি কমীরেই গ্রের্ম্বপূর্ণ কত বা।

গণতন্দ্র শব্দটির চেয়ে এত বেশি বলাংকার অন্য কোন শব্দের ওপর হয় না। গ্রীক শব্দ "demoskratos" শব্দ থেকে Democracy কথাটা এসেছে। "demos" মানে জনগণ এবং "kratos" মানে শাসন। অর্থাং গণতন্দ্রের অর্থ জনগণের শাসন। কিন্তু কলকারথানা, জমি সম্পত্তি বাড়ি যখন মৃথিনেয় কয়েকজন লোকের হাতে থাকে এবং তারা যদি অবাধে কোটি কোটি মান্মকেশোষণ করে, তাহলে তাকে কি জনগণের শাসন বলা যায়? বিজোয়া শাসকরা শ্ব্দ মুখের কথায় বাক্ স্বাধীনতা, সংবাদশিরের স্বাধীনতা ইত্যাদির কথা বলে। অথচ এরাই সেসবের হতা। সমাজতান্দ্রক দেশে এসব স্বাধীনতা স্ক্রিনিন্টত করা হয়। সংবাদপ্রগ্রিল আমাদের দেশে কোটিপতিদের মালিকানায় রয়েছে। কাজেই পশ্জিপতিদের প্রচারটাই এসব সংবাদপ্রের

ম্লধন। রেডিওতে প্রচার হয় কেন্দ্রের জনবিরোধী সরকারের হুকুমে। জনগণের কথা তাতে স্থান পায় না। গণতদের পালিস রাখতে শতকরা পাঁচ সাত ভাগ জায়গা বিরোধীদের জন্য দেওয়া হয়। ঘুষে বিচারকদের রায় পর্যন্ত পাল্টে ষায়। জনগণ বিচার কোথার পাবে? এটা গোপন রাখার কিছ, নেই যে, সমাজ-তাশ্যিক দেশের প্রচার মাধ্যমে ব্রজেনিয়া ভাবধারা প্রচার করতে দেওয়া হয় না। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিশ্লবের পর দাবি উঠেছিল, জারপন্থী, রাজপন্থী, নৈরাজ্যপন্থীদের বস্তব্য প্রচার করতে দিতে হবে। লেনিন তথন বলেছিলেন, আমরা শ্রেণী দ্বিউভপাতিই এই প্রশ্নটাকে দেখি। কাজেই প্রচারবদ্যে এমন কিছু প্রচার করতে দেওয়া হবে না যা সমাজতদ্রের বির**ুদ্ধে** কুংসা করবে এবং ধনতলের জয়গান গাইবে। সমাজতানিক সমাজের চেয়ে সমগ্র জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত ধনতালিক সমাজ ভাল—এই জনবিরোধী প্রচার করতে দিলেই বুর্জোয়া প্রচারকদের কাছে "গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা" রক্ষিত হয়। সেই গণতক্র জনগণের চরম শত্র। সমাজতাক্রিক দেশে সংবাদপ্র একটি নয়, অসংখা। সোভিয়েত ইউনিয়নে ৫৭টি ভাষায় ১৪ হাজার সংবাদপত্র ও সামগ্রিক প্রকাশিত হয়। চীনে এর চাইতে অনেক বেশি। সেখানে জনগণের সমস্ত অংশের মতামত প্রচারিত হয়।

ধনতান্ত্রিক দেশে যেমন ভারতে অন্যায় অবিচারের প্রতি-বাদ করা যায়, কিন্তু তা করতে গেলে গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র তার ওপর **ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার সরকারের অন্যায় অবিচারের সমর্থন** করে সমস্তরকমের সমাজবিরোধী কার্যকলাপও চালানো বায়। তার বিরুদ্ধেও আইন আছে বটে। কিন্তু আইনের নিয়ন্তক সরকার ও তার প্রশাসন-পর্লিস সেইসব সমাজবিরোধীদের মাথার তুলে রাখে। এরই নাম ব্রজেনিয়া প্রচারকদের কাছে গণ-তন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক দেশে উল্টোটা হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমাজের সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য, প্রগতির জন্য যা কিছু করা হোক, সবট্রকুকে সমাদর দেওয়া হয়। সমার্জাবরোধী কার্ষ-কলাপ সম্পূর্ণরূপে নিষিশ্ব ও তিরোহিত। এর নাম সমা<del>জ</del>-তান্দ্রিক গণতন্ত্র। তাহলে সত্যিকারের গণতন্ত্র কোন্টি। সমাজতান্ত্রিক সমাজে মান্ত্র্য হয়ে জনগণের মধ্যে সমার্জবিরোধী কা**র্য কলাপ করার প্রবণতাই লোপ** পায়। সেই প্রবণতার সামান্য-**তম কিছু দেখা দিলেও কঠোর হস্তে** তা দমন করা হয়। <mark>তাহলে</mark> দেখা ষায়, কোন সরকার চাইলে শোষণ নিপীড়ন অত্যাচার **অবিচার সমাজবিরোধী** কার্যকলাপ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারে। একমত সমাজতান্ত্রিক দেশেই তা সম্ভব এবং একমাত্র সমাজ-তান্দিক গণতন্দেই তা সম্ভব। তাহলে মৌলিক প্রশ্ন এসে দাঁড়ার কোন্টি ভাল-দৈবরতন্ত্র বা জগাঁশাহী না ব্রজোরা গণতন্ত্র ? কোন্টি ভাল-বুর্জোয়া গণতন্ত্র না সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ? কোন্টি ভাল—ধনতন্ত্র না সমাজতন্ত্র ? তবে এটা তো নিশ্চিত বে টাটা বিডলার পক্ষে যা ভাল, জনগণের পক্ষে তা নিশ্চরই সর্বনাশ। আবার জনগণ যাকে ভাল মনে করবে. টাটা বিড়লারা তাকে সর্বনাশ মনে করবে। টাটা বিড়লারা চার ভারতে এখন যে বাবস্থা সেটা, অর্থাৎ ধনতন্ত্র। জনগণ চান সম্পূর্ণ বিপরীতটা অর্থাৎ সমাজতন্ত্র। কাজেই সমাজতন্ত্রের জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের জন্য লড়াই অব্যাহতগতিতে চালিয়ে যেতে হবে। এই লড়ায়ের জন্য ব্রক্ষোয়া গণতন্ত্র দরকার। অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতন্ত দরকার জনগণেরই।

## নিঙা ভাই মরিনি প্রণব কুমার চক্রবর্তী

কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল—সেরকম কিছুই ছিলনা। অথচ শেষ পর্যান্ত হয়ে গেল। ঘটে গেল এত বড় ব্যাপারটা।

গ্রামটা ছোট। সবে সন্ধ্যার মজলিস মণ্ডপতলার জমে উঠব উঠব করছে। বোশেখী উত্তাপ। এরই মাঝে উত্তর পাড়ার নিতাই-পদ এসে খবরটা দিল—আর পাখির পালকের মত তা ছড়িয়ে পড়ল ক্রমশ।

পালেদের লেঠেল টাঙি দিয়ে কচুকাটা করে ফেলেছে নিঙা কাহারকে। পাশের গাঁরের রমজান চাচার কাজ ছিল কামার দোকানে। গুখানেই বর্সেছিল গু। একলাফে উঠে এসে জিজ্ঞেস করল—"কি হলছে রায়?" রমজান চাচা আগে ভাগেই কানা-ঘ্রায় একট্ব আধট্ব শ্বনেছিল পালেদের সাথে নিঙার গণ্ড-গোলের কথা। গুকে বলেগুছিল রমজান চাচা—"দ্যাখ ভাই আমরা হালাম ছোট জাত—মুখাবু নোক—মজ্বর খাটি—বালবাচা আছে—আমাদের কি উসব বড়নোকদের সাথে আবাদ বিবাদ মানায় রায়।"

নিঙা কথাগুলো ভালোকরে শুনেই উত্তর দেয়—"চাচা ইসব কথা ঠিক লয়। উ বড়নোক তাতি তুমর আমর কি? উকি আমদের কিনি রাখছে? উদের পরসা আছে বলি যা খুশী তাই কর্রব?—ইসব কেম্ন কথা গো চাচা।" রমজান চাচা বোঝাতে চেরেছিল ব্যাপারটা। "ওদের জমিতে মজ্বর খেটিই আমদের পেট চালাতি হয়।" কিন্তু নিঙা ওর কথাই বলে—"উসব ছাড় চ'চা। অলায্য কাজ করব না। হকপথে চলি। উ বড়নোক—তা কি হল্——বা খুশী তাই কর্রব?"

আর কিছু না বলে—কিংবা রমজান চাচাকে কিছু বলার সনুযোগ না দিয়ে হনহন করে চলে গ্যাল। আজ হঠাৎ পালেদের সাথে নিঙার গণ্ডগোলের খবর পেয়ে চমকে উঠল রমজান চাচা। মনে পড়ল সেই কথাগুলো। একলাফে ক্মার দোকান থেকে উঠে গিয়ে জিজ্জেস করল—"কি ব্যাপর র্যা?"

নিতাইপদ এমনিতেই মজলিসের মাঝে সবিস্তারে সমস্ত ঘটনাটা বলছিল—তাই উত্তেজনার মাঝে রমজান চাচার কথা আলাদা করে তার কানে গ্যালনা। যেট্রকু রমজান চাচার কানে গ্যাল তাতে ব্রুতে পারল পালেদের ভাড়াটে লেঠেল নিঙাকে খ্ন করেছে। তবে মরার আগে অর্বাধ নিঙা লড়েছিল—মরদের মত। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গ্যাল মাড়পতলার। ছেলেছোকরার দল বরস্কদের ধমকানি এড়িক্কেও জমে রইল। ব্যাপারটা কি সে নিয়ে মাথাব্যাপা সেরকম্ম নর্। স্বার ম্থেকথা একটাই—

"নিঙা কি ম্যারি ফ্যালল।" কেউ হয়তো ভাসা গলায় বলল
—"উদের পয়সা কত উরা তু মার্রাবই।" কেউ আফসোস করল— "বাঃ, নিঙা কি ম্যারি ফ্যালল রায়!" ভূতো খ্ডোই একমাত্র আইনের কথাটা তুলল। থানা প্রালস হবি। এপাশ ওপাশ থেকে কেউ বলল—"আরি উসব তো পয়সার ব্যাপর।"

তারপর বেশ কিছ্ক্লণ পরে উত্তেজনা কমে এল। কেউ বরের পানে আবার কেউ কেউ ঘটনাস্থলের দিকে যেতে শ্রুর করল। ব্যাপারটার মাঝে যে একটা কিন্তু আছে সেটা অনেকেই জানে—কিন্তুটা যে কি সেটা সঠিক কেউ জানেনা।

অবশ্য জমির ব্যাপারটা রমজান চাচা অর দ্ব' চারজন ছাড়া ভালোভাবে কেউ জানেনা। রমজান চাচা চুপচাপ। কোন কথা নেই। কামারশালের একপ্রান্তে মাথা নীচু করে বসে আছে ও ওদিকে হাতুড়ির ঘারে তার ইম্পাত ক্রমশ হাঁসনুর আকার নিছে। কিছ্কুণ বসে থাকার পর রমজান চাচা উঠে পড়ল। "উদিকি একবার যাবার দরকার। ছ্বড়াটা অকালি চলি গ্যাল। উর ঘরের নোক আর বাল-বাচ্চাগ্র্লা না থেতি পেরি মারা পড়াবি?"—নিজের মনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল রমজনে চাচা।

বিলপারে যেখানটায় ঘটনাটা ঘটেছিল রমজান চাচা যথন সেখানে গ্যাল তথন সন্থোর অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। ওপালের স্ইজগেটের উপর বেশ কিছ্ন লোক জড় হয়েছে। প্রত্যেকের মুখই কেমন থমখমে—হাঁ চাঁ নাই একট্ও। একট্ একট্ করে রমজান চাচা নিঙার পড়ে থাকা দেহটার কাছে গ্যাল।

নিশ্চিকেত ঘ্রিমেরে আছে নিঙা! না নিশ্চিকেত নর। ওর মুখের মধ্যে বিরন্ধির ছাপ—অুকৃটি। মাটিতে হাঁট্গেড়ে রমজান চাচা আল্লার কাছে তার জন্যে প্রার্থনা জানাল—শ্রুণ্ধা জানাল এই একগ্রের—জেদী—চওড়া ব্রুক ছোঁড়াটার জন্যে। যে দ্বেলা পেটভরে খেতে পেত না তার মধ্যে এত তেজ এত আগ্রন ছিল কে জানত?

এতক্ষণে বেশ লোকজন এসে গ্যাছে। নিঙার আত্মীয়
পাড়াপ্রতিবেশী। চারপাশে কানাকানি। কত রকম কথা। নিঙার
সদ্য বিধবা বউ ও চার চারটে ছেলে সবগন্তাই একথেকে আট
বছরের মধ্যে নিঙার পাশে বসে আছে। ব্রুবে আর কে
কতটা? ঐ বড়ছেলে কান্ আর নিঙার বো। বো মাঝে মাঝে
চীংকার করে উঠছে শাপশাপাশ্ত দিছে। কাদছে গলা ছেড়ে"ওগ্র আমর কি হল্ গা—আমর কি হবি? মর মর সব মর।
আম্র ম্রুদ্কে যারা মারেছিল তাদের নিশ্বংশ হবে। আলা তুমি

বিচার কর—ে আজ্লা—আমর মরদকে বারা মারিছে তাদের যেন নিব্বংশ হয়—মুখ দিরি গলগল করি অন্ত উঠে।" খ্কনি পিসি, অচুখেপী বে বার মত সাম্থনাও দিছে। দ্বঃখ করছে। কেউ গ্নছে। কেউ কিছ্ বলছে। আবার কেউ একেবারে চুপচাপ। কল্পে আঁটা। কিছ্ একটা করা দরকার।

ফিসফিস গ্রেনটা ক্রমশ একট্ চাপা উত্তেজনার দিকে মেড় নিতে শ্র্ করল। করেকজন বেশ উত্তেজিত—নিঙার প্রতিবেশী, রমজান চাচার পাড়ার লোক—এরা বেশ ক্ষ্র। উত্তেজনা আরো বেড়ে উঠল। আইনরক্ষকের দল এসে পড়ল। বড় দারোগা এসেই জেরা শ্রু করল—

"যথন ঘটনা ঘটে তখন কে কে উপস্থিত ছিলি?" প্রথমটা কেউ সাড়া দিতে চার্রান পরে দারোগা আবার হাঁকতে যোদকটার উত্তেজনা বেশী ছিল সেখান থেকে একজন বেংটে শীর্ণকার লোক বেরিয়ে এল—

—"আমি ছিলম কটে"

বলেই দারোগার সামনে মাথার মাথালিটা ছ্বড়ে ফেলে দাঁড়াল। দারোগা ওর পা থেকে মাথা অবধি দেখে নিল এক পলক। দ্বাল—

- —"তোর নাম কি?"
- —"मीनः वटा।"
- —"কোন গায়ে থাকিস?"
- —"ঐ হোথা, উ গায়ে"—বলে প্বের দিকে আগ্গাল দেখাল।
- —"আরে নামটা বলবিতো"—বলে মাটিতে ব্টট ঘষে
  - -"ग्रम्नम्त्र दर्छ।"
  - —"তা তুই দেখেছিলি নিঙাকে কারা মারল?"
- —"কারা কি গ্র? পালিদির লোঠল আবর কারা? উরা তু ইর আাগেও দ্ব' সাতটা নোককি কুপাই কাটিছে—যে উদের ম্থির উপর লাঠি ঘ্রাইছে তাদিরকে শ্যাষ করি দিলছে—ভাড়া করা লোঠল দিয়ি। কিন্তু এব'রে নিগুকি মারাটা....."

দারোগা "থাম" বলে—কাছের কনভৌবলকে ভাক দিল। ভীড়ের মাঝে—উত্তেজনাটা আরো অশাশ্ত হোল। স্বার চোথ একবার দারোগার দিকে একবার দানার দিকে—কি হয় কি হয়। দারোগা একবার দেখে নিল—চারপাশটা। আজকলে কি স্ব হয়—ব্রুতে একট্র অস্ক্রিশা হয়। একসময় ছিল বখন এরকম খ্নগ্লো কিছ্ই ছিল না। আস্বার দরকারও হোত না। সহকারী এসে কানে কানে কিছ্ব বলতে দারোগা শাধ্য মাথা নাড়ল।

দারোগা ও দীন্র কথা থেকে বোঝা গেল নিঙা ওর বাপচাকুরদার আমল থেকে এ জমিটা চাষ করে আসছে। কেউ কিছ্
বলেনি। কিন্তু এতদিন পরে হঠাং পালেদের এ জমির প্রতি
নজর পড়ে। বলে এ জমি আমাদের। অবশ্য পালেদের প্রকৃরটা
সাইজ করার জন্যে এ জমিটার খ্ব দরকার। এ নিরে বেশ
কিছ্দিন ধরে নিঙার সাথে পালেদের খ্চখচ চলছিল। নিঙা
আবার এমনিতেই একট্ একগার্বের, গোঁয়ার। দীন্র কথায়—
"উ অলায্য কাজ করতুও না দেখতিও পারতু না।" বলাই মোড়ল
এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। কিন্তু এবারে মুখ খ্লল। "আরে
চুপ কর বড় বড় কথা বলিসনি।" দারোগার দিকে তাকিয়ে

বলল,—"যা হয় কর্ন আপনিই। ওদের কথা বাদ দিন। সর্ব তাতে বড় বড় কথা।"

किन्छू मौन् मर कथाई यनत्। "त्कत्न यूनय्ना। छ वा वीनोह या कीत्रीह भर यूनयः।"

"সন্থ্যের দিকে পালিদির বড় ছেলি লেঠিল নিরি এসে জার্মাত নামে। নিঙা ধারে কাছিই ছিল। উ থবরটা পোতই লাঠি নিরি ছুটি আসে। তথনো পালিদির লেঠিল জার্মাত নামিন। জার্মাত বকে সমান পাট। চোথ জুড়ান পাট।"

নিঙা এসেই হ্ংকার ছাড়ল—"যে শালা জমিতি নামৰি" আজ তার একদিন কি আমর একদিন।"

বেশ কিছুক্ষণ বচসা হয়।

তারপর পালিদির লেঠিল জমিতি নামে। নিঙা বাধা দিতি গোল পাঁচ ছ' জন ওকি ঘিরি ধরি টাঙ্গির কোপ বসিয়ি দেয়। উ একা আর কত্তখণ লড়বি?"

সাঁঝ গড়িয়ে রাত নামব নামব। আকাশে মেঘ জমেছে। বৃষ্টি নামবে মনে হয়। দারোগা একট্ চণ্ডল হোল। ভীড়ের মাঝে এখন শুধুই উত্তেজনা।

দারোগা হাঁক দিল,—"রামধন, লাশ তোল।" কিন্তু চাপা গ্রেলটা এবার ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল। দারোগা দেখল..... বিপত্তি.....। বলাই মোড়ল ও ভূতো মোড়ল নড়ে চড়ে বসল। "দারোগাবাব্ আপনিই দেখেন ব্যাপারটা আমরা ওদিকে যাই, জল হবে মনে হয়।"

দরোগা প্রথমে হ্ংকার দিয়ে সেই চিরায়ত নিয়মে ফায়সালা করা যায় কিনা দেখতে চাইল।

কিন্তু রমজান চাচা এবারে সপ্রতিত। "না নিঙা ভাই কি আমরা কার্র হাতি দিবনা। যা করবার আমরই করব্।" দারোগা ব্রুতে পারল আজ আর স্বিধে হবে না। হাসপাতালের পরীক্ষার কথা—আইনের কথা বলে দেখল কিছু হয় কিনা? শুধু বুট দিয়ে মাটী ঘষতে লাগল। হাতের উপর হাত ঘষতে লাগল।

রমজান চাচা এবারে জোর গলায় বলে উঠল—"ভাইসব নিঙাভাই মরিনি। নিঙাভাই আমদের দেখিয়ি দিল জান দিব তবে অধিকার ছাড়বো নাই। আর আমরা বড়নোকদের লাল-চোখকে ভয় পাব্ না। ভাইসব, আজ সব থেকি দ্ঃখের কথা আমদের মতই মজ্বর তারা পালিদির কিনা গ্লাম হায় সামন্য পরসার লোভে আমদেরই এক ভাই কি খ্ন করল্।"

রমজ্ঞান চাচার কণ্ঠস্বর প্রায় ভেঙে এসেছিল, কাল্লার— ক্ষোভে দ্বঃখে, তব্ত কিছ্ব বলার চেণ্টা করছিল।

ফোটা ফোটা বৃষ্টি এবারে মুখলধারে নেমে এল। বাঁধ ভাঙা স্পাবনের মতো শেষ বাংশখের মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরতে শ্রু করল। তার মাঝে রমজান চাচা লাশে হাত লাগাল। রমজান চাচার পেছনে মানুষের সারি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ তর হতে লাগল। দুরে দাঁড়িয়ে বড় দারোগা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।



## বসস্ত বুদীম মুখোপাধ্যায়

**দিগণ্ডব্তের মধ্যে ভূবে গেছে স্ব' ও পাখী**র।।

অধনিমীলিত চোখ—ছুটে আসে ছারার বিমান
চরাচর শিস্মাখা স্তব্ধ প্রার সাঁতালী পর্বত
আহিকের কাল শেষ.....তারাদের গগনবিহার:
সম্তর্মির দীশ্তি নিরে অকাশ শ্রুকৃটি করে, হাসে
বাতাসে ফুলের গন্ধ মাতোরারা অথিল ভূবন!

খাবারের ঘণ্টা হলে এইসব রেখে যেতে হবে।

## রবীন্দ্রনাথ ইয়া সরকার

ইচ্ছে করে সব শিশ্বকেই দিই তোমার শৈশব সেনার বাংলার গল্পে স্বচ্ছল স্বচ্ছণ এক বিসময় আরক লেখাপড়া গানশেখা বাবার সংগে ঘোরা ডালহোসী পাছাড়ে পাছাড়ে—

ইচ্ছে করে সব শিশ্বদের হাতে তুলে দিই এক একটি রবীন্দ্রনাথের প্রতিশ্রনিত সদর স্থীটের কাড়ী খ্রনলে তারা ফিরে পাবে নিক্রির স্বংনভণ্গ সাবলীল জীবনের গতি—

আকাশের মদত খামে প্রথিবীর চিঠি প্রতিদিন বে অক্ষরে লেখা থাকে শিশ্বরা তা বোঝে, তুমিও ব্রুতে, সকলেই কবি নর, কেউ কেউ কবি, কিন্তু সবাই মান্ব হবে ছড়ানো জীকন ধারা বহুদুরে নদী এক পশ্চিম বাংলায়—

তুমি কি এখন কবি বাংলার পলিমাটি স্পদ্দন আকুল তোমার বাঁচার রস ছড়িরেছ শিশ্বদের শিকড়ে শিকড়ে বেমন অব্রুর মাকে ওপারের অব্নুমনে করে রবির সোনার আলো এদেশের শ্যামল গভীরে॥

## আগামী সকাল পর্যন্ত চন্দন কুমার বস্থু

প্রাণদন্তে দণ্ডিত কলম
শিশ্ব
নিশ্চুপ...
সম্মুখে প্রস্তুত আশ্নেম
লুস্ত
স্পান্দিত।
ভূবে যাবে মুহুত্ পরেই
পান্চমে
নির্দ্রনে—
তব্ লাল, অনেক-অনেক লাল

মা<mark>থার আকাশ</mark> আর

দিগণত র**ন্তিম।** নিংড়ে দেবেই রসদ বাঁচতে

সারাটা রাত.....

আগামী সকাল পর্যনত।

## ত্র্যহম্পর্শের পাণ্ড্রলিপিতে কল্যাণ দে

ইশ্সিত ঘাসের ডগার প্রণর ছড়িরে আছে হৈমন্তিকার ভোরে দোর খোলেনা কেন স্বন্ধন বকুল ? কাকের চোথের 'পরে স্বন্ধন যে ডিম ভেঙে স্নেহ ছড়ার মেঘের জাজিম লেপ এখনো বৃকে জড়িয়ে নিস্পৃহ সম্যাস নিয়ে আত্মমন্দ মাটির মান্ধ..... বৃক গ্লো চিরে ফেল কলজের দেখ গাঁখা আছে কালের শরীর

नन्न राज निर्द्धारक क्यू मराखरे राजना याय-

উর্ণনাভ বিছিয়ে য়েখে গার্হপথ মাঠের দাওয়ায়
নন্ট বটের ছায়ার মত পাশা খেলা
বিধি বহিভূতি ক্লানিকর
এত সব বাক্য শুধু নিম্ফলা বীজ—ভেবেনাঃ
জব্মন দিয়েছ বা নদীর দলিলে
এখন গ্রাহস্পদেরি পাক্লিপিতে ছোমটা খুলে হও
সরগোর সরল বগাঁরি উদ্ভিদ!

## জনান্তিকে কেকৌ বিশ্বাস

কান্তের ফলার মত পশ্বমীর শিশ্ব চাঁদ
থিক থিক করে কাঁপে
ঘ্রুশত আকাশের নিঃশ্বাসের চাপে,
অনাহত্ত্ত, অশরীরী ইচ্ছারা কাঁপে
অস্পন্ট তারার, পাঁচিলের উপর গোড়া পেড়ে
কেটে ফেলা অশত্থের নরম পাতার,
এখানে এক বৃক কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িরে
ছোটু ফাটলধরা চাতালে
পোঁষের শীতে কাঁপি আমি।

বিছানার উত্তাপ স্বশ্নের দানবিক যক্ষণার কাছে
অতিরিক্ত, তাংপর্যহীন,
ঘুম নেই; ঘুম আসে না;
ঘুমাতে নেই, ঘুমালে—
যক্ষণা চাপা পড়ে যায়
এক বুক কুয়াশার নিচে।
পাশের বিস্তিতে সেই মেয়েটাও
ঘুমায় না আজ কদিন
ছটফট করে প্রসবের অসহ্য কেনায়,
ঘুমাতে পারে না আরো অনেকে
যারা মেয়েটাকে পাহারা দেয়
এবং রাচিকেও।

পঞ্চনীর শিশ্বটাদ উদ্গ্রীব হয়ে শোনে
টীনের চালে আটকে থাকা বাতাসের
কর্ণ প্রতিধ্বনি,
অভিজ্ঞ মারেদের ফিস্ফিসে গলায়
সতর্ক প্রহর গোনা

এবং

আরো অনেকের সাথে আমার ফ্রুসফুসের দ্রুত উঠা নামা।

ঘ্নম নেই; ঘ্নম আসে না;
ঘ্নাতে নেই; ঘ্নালে, স্বপ্নের অশ্লীলতায়
স্বপ্নের সত্যটা মরে যায়!
তাই জেগে থাকি—
এক ব্ক কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে
চরম বল্যার ম্থোম্মি হতে।
জেগে থাকি—
আরো অ-নে-ক "জেগে থাকা" চোখে
নিজেকে চিন্ব বলে।

## চন্দ্রিমা পরিতোষ দত্ত

দেখো চান্দ্রমা—
চাদের তৈরী পাহাড়ের গপেগা, আমি
শ্নেছি অনেক,
দেখেছি কিন্তর—
মনে পড়ছে আবছা আবছা।
এক সেই ব্ড়ী
তার মাংস বিহীন দেহটাকে
যৌবন খোলসে প্রে
কোন ঐ আদ্যিকাল থেকে
শুধ্রে চরকা কেটে চলেছে।

হাতে আমার অক্ষয় স্তো ধমণীতে অমর পোন্টার দেবদের উত্তর্যাধকার।

চন্দ্রিমা— তোমার তৈরী পাহাড়ের গপ্পো আমার জানা নেই म्दर्नाष्ट्र वरल यत्न भए ना দেখোছ শুধু অমার অন্ধকারে তবে-ভূলি নি কছ,ই। হয়তো বুর্ঝোছলাম— তোমার নিঃশ্বাসে উক্ষতা আছে. রক্তের ফোঁটাগালো এখনো দর্ধের মতো হর্মান তোমার যৌবন পল্লাবত কুঞ্জ পরে ন্ট ন্যাকামির খোলসম্ভ। গোলাপ পাঁপড়ির স্তর বিভাগ— আজও আমি জানি না, ঘাণের তীৱতা— জিজেস করলে নির্ভুল উত্তর আজ হয়তো তুমি আর পাবে না। তবে ফ্রটপাথে বিছানো ছে'ড়া কাঁথার ঐ প্রত্যেকটি স্তর, সিত্ত কাঁথার মাদকীয় ঘাণ ক্শলী ছ'্চের নিপ্রণ টান আজও আমি ভুলি নি। চন্দ্রা, তোমার নিটোল যৌবন, কুস্বিমত কুঞ্জ— অনন্ত সম্দুদে, সময় মন্থনে ভাসিয়ে রাখো। তোমার সৌন্দর্য, প্রতিটি ম্হত্র, মূর্ত হোক চিরবসতে। শাশ্বত তল্মীর ঝংকৃত বন্দনায় ধরা থাক এক মলিন সতা॥

## आलाहता

## লিট্ল ম্যাগাজিন আন্দোলনঃ এক পরম সত্য ঋতীশ চক্রবর্তী

তর্ণ মানসের স্কৃপন্ট প্রতিফলন 'লিট্ল ম্যাগাজিন'। ব্যবসায়িক দ্ভিভগা অনুযায়ী একচেটিয়া প্রিজপতি গোষ্ঠী সাহিত্য শিলপ জগৎ তাদের করায়ত্ত করে নিয়েছে। এইসব সংবাদপত্র গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্রের মূল লক্ষ্য মনাফা লোটাই শুখন নয়, এ'দের কেনা শিলপী-সাহিত্যিক দিয়ে স্ভিশীল মানসিকতাকে বিপথে পরিচালিত করা। মানসিক দিক থেকে এই বিকৃত চেতনা স্ভির বির্দ্ধে সোচ্চারিত শব্দে লিট্ল ম্যাগাজিনের আত্মপ্রকাশ।

রাষ্গালীর সাহিত্যপ্রীতি আবহমানকালের। জীবনের জিজ্ঞাসা বাস্তবে চিত্রায়িত করবার প্রচেষ্টা করে থাকেন আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকরা। কিছ্ম কিছ্ম শিল্পী এরমধ্যে নিজেদের বিক্রী করে দেন জীবনের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনবার জন্য। তাঁরা মৌলিক চিন্তাধারা থেকে অনেকটা সরে আসতে বাধ্য হন। যে শিল্প মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি-কাল্লার পুরো চিত্রটাকে তুলে ধরতে পারে, জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগ করার মাধ্যম হিসেবে যে শিল্প প্রতিফলিত হয়, সেই শিল্পকেই আমাদের দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকরা বিভিন্ন সময়ে আঁকবার চেন্টা করেছেন। অগণিত পাঠককে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন জীবনের সংখ্য শিল্পের সম্পর্ক স্থাপন করতে। কিন্তু আত্ম-বিক্রীত যাঁরা, তাঁদের স্কৃতির সঙ্গে জীবনের কোন যোগ থাকে না। সম্ভবও নয়। সাধারণ মান ্ষের স্নায়বিক চেতনার ওপর আঘাত দেবার তাঁরা চেষ্টা করেন। চেষ্টা করেন কিভাবে তর্বের প্রাণোচ্চলতাকে বিকৃত মানসিকতার চিরস্থায়ী করে রাখা যায়। বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের তাঁর। শেষপর্যত্ত সফলকাম হতে পারেন না।

ভারতবর্ষের মত ধনতান্দ্রিক সমাজব্যবন্ধার মধ্যেই জন্ম হয় সমাজতান্দ্রিক চিন্তাধারার। এই জীবন বিকেন্দ্রিক পরি-মন্ডলেই গড়ে ওঠে 'জীবনের জন্য শিল্প' মনোভাব। তার্গ্যের দীক্ততেজ প্রতিবাদীমন গড়ে তুলতে সাহায্য করে। বেশীর ভাগ লিট্ল ম্যাগাজিনেই এর পরিচয় পাওয়া য়য়। সাধারণতঃ আবহমান কালের সাহিত্যপ্রীতির প্রবহে তর্ণ মানস দৃশ্ত হয়ে ওঠে। গ্রিটকতক ছেলে লেখার তাগিদকে ধরে এগিয়ে যেতে চেন্টা করে। আত্মবিক্লীত সাহিত্যিককে যদি তাঁরা অন্করণ করবার চেন্টা করেন, দ্টো কি কড়জোর তিনটে সংখ্যা অনির্মাতভাবে তাঁরা প্রকাশ করে থাকেন সাধারণতঃ। তারপর উক্তরাসের ধায়ার মধ্যে ভাটা আসে কার্র । আবার কেউ হয়ত এরইমধ্যে একে-তাকে ধরে দুই একটা লেখা বাজারী সংবাদপরে

প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করেন। পত্রিকা প্রকাশ করবার ক্ষেত্রেও তাঁদের আর আগ্রহ থাকে না।

কিন্তু লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো—যখন একটা স্কুচিন্তিত মানসিকতা নিয়ে প'ব্লিবাদী ব্যবস্থায় লড়াই-এর মাধ্যম হিসেবে লিট্ল ম্যাগাজিনকৈ প্রকাশ করবার চেন্টা করা হয় বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সেই পত্রিকাগ্রলো বেশ কিছ্বদিন অনিয়মিতভাবে হলেও প্রকাশিত হয়। প্রথম থেকেই উদ্যোদ্ভারা জানেন পথটা সহজ নয়। লড়াই-ই একমাত্র পথ। স্বভাবতঃই দমে যাবার কোন ইণ্গিত তাঁদের মধ্যে নেই। যেহেড দ্র্ণিটভগ্গী সঠিক এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে বিশেলষণ করতে তাঁরা আগ্রহী. পাঁচকার জীবনে আরও বেশ কিছু আদর্শবান ছেলে আসতে থাকেন। কারণ, তাঁদের নেশা আছে, সংগঠিতভাবে জীবনকে পরিচালিত করবার। সামান্য খড়কুটো পেলেই তাঁরা হাত বাড়িয়ে দেন। আশ্তে আন্তে পত্রিকার জীবন এগিয়ে চলে। পথে বেশ কিছা নতুন মাখ ষেমন জে'টে, আবার কিছা পারোন মুখও সরে পড়ে। সঠিক আদর্শ থাকে বলে বন্ধ্ব বা শত্রু চিনতে উদ্যোজ্ঞাদের অসুবিধা হয় না। ফলে আগাছার সুন্ডিও কম হয় সেখানে।

প্রার একটা গোষ্ঠী আছে শ্বেখানে সম্পাদক তাঁর নিজের জীবনের অধ্যায় দিয়ে কিছু লোককে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করেন। পাঁচকায় সম্পাদকের নিজের চার পাঁচটা কবিতা, প্রবন্ধ, তাঁর প্রকশিত কোন বই-এর সমালোচনা, বিজ্ঞাপন। মূলতঃ কিছু ছেলেকে পরিস্কারভাবে চিট করে সম্পাদকের আগ্রন্থার। এ প্রসংগ দৃঃখের সংগ্য অনেক পরিচিত প্রগতিশীল কবিদের নামও মনে পড়ে যাছে। সম্পাদক যিনি থাকেন, তাঁর মূল লক্ষ্য পাঁচকার মধ্যে কতবার কতক য়দায় তাঁর নামটা ছাপান থেতে পারে। এ ধরণের পতিকার তায় বুও খুবই সীমিত।

মোটাম্টিভাবে লিট্ল ম্যাগাজিন জগত সম্পর্কে বাঁরা জাত আছেন তাঁরা আমার কথার সংশ্য আশাকরি একমত হবেন-বি সমস্ত লিট্ল ম্যাগাজিন স্কৃচিন্তিত দ্ভিভগী নিয়ে বিকৃত মানসিকতার বির্দেধ লড়াই ঘোষণা করতে পারে এবং এগিয়ে বেতে পারে স্কৃথ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অগাীকার নিয়ে, সে ধরনের লিট্ল ম্যাগাজিনের জীবনও অনেক বেশী সাবলীল। অনেক দৃশ্ত। এবং তারা ক্ষণজীবীও নয়।

বাঙালীর সাংস্কৃতিক চেতনার উল্পেবল দলিল এইসব লিট্ল ম্যাগাজিন। এখনও এমন সম্পাদক-শিল্পী-সাহিত্যিক রুর্নেছেন বারা কোনাকছ্র বিনিমরেও নিজেকে বিক্রী করবেন না। জীবনের জন্য শিশপ প্রতিষ্ঠার সংকলেপ নিজেরা উৎসগাঁ-কৃত। বস্তুতঃ এ'দের তপস্যার ফসলই জাতির মানস সপ্তরে সংগ্রহ করে রাখার প্রয়োজন অন্তুত হয়। সম্পাদনা যে শ্রমনিষ্ঠ ভালবাসা এবং সম্পুথ মানসিকতা নির্ভর শিশপ, এ'দের লিট্রে ম্যাগাজিনগর্লোই তার সাক্ষ্য বহন করে। কিছু কবিতা, গলপ বা প্রবন্ধ বেমন এই পারকায় থাকে, পাশাপাশি থাকে পরীক্ষাম্লক বিভিন্ন রচনা। এই সব পরীক্ষা পাঠকদের চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বাজারী পর পরিকাগর্নি এগিয়ে আসবে না। করেণ তাদের ম্লে লক্ষ্য স্থিদীল চেতনার বিকাশ সাধন নয়, ম্নাফার পাহাড় বাড়ানো। সংগতকারণেই লিট্ল ম্যাগাজিনের মধ্যেই এই পরীক্ষা চলে। সঠিকভাবেই লিট্ল ম্যাগাজিনকে বলা যায় বাংলা সাহিত্যের ল্যাবরেটরী। সাহিত্যকে কাটা ছেণ্ডা করে পরীক্ষা করবার স্ব্যোগ থাকে

জাতীর সামগ্রিক প্রয়োজনেই এই লিট্ল ম্যাগাজিনের সংরক্ষণ প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকারের চিন্তাভাবনা শুরু করা দরকার। লিট্ল ম্যাগাজিনের অকালম্ভার আর একটি প্রধান কারণ বিজ্ঞাপনের অভাব। যদিও বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ঘোষণা করেছেন, যে কোন registered পত্রিকাকেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। এরমধ্যে বেশ কিছু লিট্ল ম্যাগাজিনে রাজ্যসরকারী কিজাপন চোখে পডেছে। একটা পত্রিকার রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে বডজোর একটা কি দুটো মার্র কিজ্ঞাপন দেওয়। সম্ভব হয়। কিন্তু অস্বাভাবিক কাগজের দাম আর প্রিশ্টিং-এর অব্যবস্থা এইসব লিটলে ম্যাগাজিন-গুলোকে ক্ষণজীবী হতে বাধ্য করে। আর্থিক সচ্চলতা এই भव मगुशाक्रित्नत्र थाटक ना। न्यजायणः रेटम किছ, होका অগ্রিম বাবদ প্রেসে তাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় না। প্রেসের মালিকও এই সব ম্যাগাজিনকে একটা অন্যভাবে দেখে। কর্ণার দৃষ্টিতে তারা দেখে। কারণ, সাধারণতঃ এই সব ম্যাগাজিন-গুলো প্রথমে কিছু টাকা নিজেদের পকেট থেকে প্রেসকে দেন। যদি কিছু বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় তার টাকা জোগাড় করে পকেট থেকে আরও কিছু দিয়ে প্রেসের পরেরা টাকা শোধ করে দেন। ষেহেতু ছোট পাঁবকা, তাতে আবার টাকাটাও সাধারণতঃ কয়েক ক্ষেপে দেওরা হয় তাই এদের ওপরে প্রেসের মালিকদের থাকে অনুকম্পার মনোভাব। বেন তারা কতার্থ করছেন। কিন্তু এই মালিকরাই আবার প্রচুর টাকা থরচ করে একচেটিয়া প'র্জিপতি গোষ্ঠীর কান্ত করে দিচ্ছেন। যে টাকা কবে পাকেন তার কোন নিশ্চরতা নেই সেই কোম্পানীর যে ব্যক্তি এইসব দেখাশোনা করেন তাকে এ ছাড়াও আবার সম্তুষ্ট রাথবার জন্য কিছ্ **প্রেসের মালিককে দিতে হয়। স**ূতরাং প্রিন্টিং-এর এই অব্যবস্থা লিট্ল ম্যাগাজিনকে বেশ ধারা দেয়।

বিজ্ঞাপনের প্রসংশ্য আসা যাক। শুধুমাত রাজ্যসরকারের একটা বা দুটো বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভার করলে লিট্ল ম্যাগা-জিনের জীবনের স্লোতধারাকে সাবলাল করা সম্ভব নয়। ধর্ন কেন্দ্রীয় সরকারের কোন একটা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞাপনের জনাকোন সম্পাদক গেলেন। সেখানে দেখা বায় যতটা গ্রেছ এ'বে দিছেন তার থেকেও বেশী গ্রহ্ পাছেন কোন বাজারী সংবাদপতের প্রতিনিধি। তার নিজের সম্পাদিত পতিকা বা কোনও বন্ধু সম্পাদকের জন্য হয়ত তিনি গেছেন। তারের

আদর্শ সেই তথাকথিত আত্মক্রিনীত শিলপীসাহিত্যিক। লেখকের একবার প্রয়োজন হরেছিল কোন এক লিট্ল ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপনের জন্য ইন্সার্ন রেল পি. আর. ও. অফিসে যাওয়া। প্রথম দিকে বিভাগীয় ব্যক্তি বললেন কোন একজন চার্টার্ড আনাউল্টেন্ট-এর সার্টিফিকেট লাগবে—আপনাদের পাঁচকা ২২০০-এর মত বেরোয় এই হিসেবে। কাদিন পরে সার্টিফেকেট নিয়ে দেখা করলাম সেই ব্যক্তিটির সঞ্চো। কলেন, ডি. এ. ভি. পি.-র কোটা থাকলে পাবেন। হতাশ হয়ে আমাকে ফিরতে হয়েছিল সেদিন। কিন্তু কোন বিখ্যাত বাজারী সংবাদপত্রের সঞ্চো যাক্ত আত্মবিক্রীত শিলপী সাহিত্যিকদের এমন কিছ্ম পাঁচকা রয়েছে যাদের এসবের প্রয়োজন হয় না। কারণ অপসংস্কৃতির বেলেক্সাপনায় সেই সব শিলপী সাহিত্যিকদের সঞ্চো এইসব সরকারী উচ্চপদন্থ কর্মচারীদেরও গাভাসাতে হয়।

বর্তমান রাজ্যসরকার ক্ষমতায় অধিণ্ঠিত হবার সাথে সাথেই স্কুথ জীবনকেন্দ্রিক সংস্কৃতির সপক্ষে সচেতন হতে দেশের জাগ্রত যুবসমাজকে আহ্বান জানিয়েছেন। লিট্ল ম্যাগাজিকারলো এর সপক্ষে স্টির প্রভাত থেকেই দুংত পদচারণা भारा करति । काँध काँध भिनिता ना के ते का পারলে এই অপসংস্কৃতির বেলেল্লাপনা রোখা যাবে না। তাই প্রয়োজন সংগঠিত প্রয়াস। বিক্ষিণ্ডভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লিট্ল ম্যাগাজিনগুলোর মধ্যে একটা সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। বাংলাসাহিত্যের মধ্য থেকে আবর্জনাকে সরিয়ে দিতে হবে। আবর্জনা সংরক্ষণের দায়িত্ব প**্রাজপতি গোষ্ঠী পরি-**চালিত পাঁত্রকার কর্মকর্তাদের। স্ক্র্ম জীবনম্খী চেতনার বিকাশ ঘটাতে গেলে সরকারেরও প্রয়োজন এই সব লিট্ল ম্যাগাজিনগুলোর স্বীকৃতি দেওয়া। তাঁদের কাছে অনুরোধ— বছরে একবার শারদ সংখ্যার বিচার করে শ্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগা-জিনকৈ প্রুক্ত কর্ন। কিছু অনুদানেরও ব্যক্থা কর্ন। যাতে এই সব পত্রিকা থেকে ফুল ফুটতে পারে। আনন্দের উদ্যান তৈরী হতে পারে। মানুষের বে'চে থাকবার অধিকার রক্ষার সংগ্রামে গ্রেছপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে এইসব লিটল ম্যাগাজিন। লিট্ল ম্যাগাজিন অনুন্দালন সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এ আন্দোলন চিরসতা হয়ে উঠবেই।



## আরো আরো দাও প্রাণ স্থুমিত নন্দী

বিগত ৯ই মার্চ সমগ্র কলকাতার শরীরে মিশে ছিল এক অভিনব পদযানা। এই কলকাতারই কর্মবাসত মান্ব্রের মনের কোণে বহু গোপনে ল্রিক্সে থাকা স্বংশনর শিকড়াটকৈ যারা স্থ ও সৌন্ধর্যের গান গেয়ে নাড়া দিয়েছিলেন, সেই স্ট্ডেনথ হেলথ হোমকে অজস্র ধন্যবাদ। অস্থ থেকে স্থেরর পথে চলার আহ্বানে হাজার হাজার ছান্তছান্তী কলকাতার বিভিন্ন দিক থেকে পায়ে হে'টে শহীদ মিনারের সামনে জমায়েত হন। আর, এই পদযানায় অভিভাবকের দায়িয় নিয়ে সমগ্র ছান্তছানীনের পাশে এসে দাঁড়ান শিক্ষক, রাজনৈতিক কমী, শিল্পী থেকে আরম্ভ করে সর্বস্তরের মান্য। ছান্তছানীদের স্বাস্থা সম্পর্কিত এক গ্রেম্পূর্ণ সমস্যাকে তুলে ধরাই ছিল এই পদযানার মূল উদ্দেশ্য। বলতে শ্বিধা নেই, বছরের পর বছর ধরে ছান্তছানীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নির্মাম উদাসীনতার সম্থান পেয়ে, আমরা আজ সতিই লজ্জিত। সেইজন্যই বিগত দিনের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগ্রিলর দিকে চোথ ফেরাতে বাধ্য হই।

সেই প্রাচীনকালে শ্লেটো, অ্যারিস্টটল থেকে আরশ্ভ করে হালের দিনের নয়া দার্শনিকের চিন্তাতেও একই কথা শোনা যায়, "স্বন্দর স্বাস্থের বিনিময়ে আমরা পেতে পারি এক আদর্শনাগরিক।" কথাটা একট্ব কিশদভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। আসলে, স্বাস্থ্য ভাল থাকলে মনও সতেজ হয়, মনের প্রসারতা ঘটে। আর প্রসারিত মনের নাগরিকের কর্মচিন্তা সর্বদাই বাস্তবধর্মী ও মানবিকগ্বণসম্পন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। এবং স্বন্দর ও স্বতঃস্ফৃত্র্ সমাজ গঠনে এই সমস্ত নাগরিকের এক ঘনিষ্ঠ ভূমিকা থাকে। অথচ আজকের দিনের যে-শিশ্রা ভবিষাতের নাগরিক এবং ঐ স্বন্দর ও স্বতঃস্ফৃত্র সমাজ গড়ার মলে উৎস, তাদের অবস্থা আমাদের দেশে বড়ই কর্ল—ঠিক যেন জানা ঝপেটানো পাখির মতো, অস্থের তাপ ব্কে নিয়েও স্বশ্বাখিত উচ্চাকাশের পাহাড়ে চোখ রেখে বড় হওয়ার অদম্য উৎসাহ। কিন্তু, আজকের শিশ্র এই উৎসাহের জোয়ারে পরিণত বয়সে নেমে আসে ভাটার টান।

ঐ ভাটার উৎস সন্ধানের তাগিদেই আমাদের বৈজ্ঞানিক দ্ণিউভিগ্নির মুখেমের্খি দাঁড়ানো প্রয়োজন। আসলে শৈশব, বাল্য বা কৈশোরকালে মান্য তার ক্ষ্মার সাথে সন্গতি রেখে ঠিক মতো পর্টিউকর খাদ্য না পেলে অপর্টিজনিত রোগের শিকার হয়। অলপবয়সে শরীরের সর্বঅংশের স্বাভাবিক বৃদ্ধি তখন অনিয়মিত আকার ধারণ করে। এবং তার ফলস্বর্প পরিণত বয়সে চরম শারীরিক ক্ষমক্ষতির সৃষ্টি হয়। যদিও

আমরা জানি, আমাদের এই অর্থনীতিক কাঠামোয় বেশীরভাগ অভিভাবকের ক্ষেত্রেই তার সদতানের প্রতি উপযুক্ত খাদ্যের সংস্থান ক'রে দেওয়া খুবই দুম্কর। তাদের সংসারের আর্থিক অসংগতির টানাপোড়নে ঐ সমস্ত শিশ্ব বা অক্পবয়সী ছাত্রভাতীদের জীবনে নেমে আসে দ্বিসহ অক্ধকার। সেইজনাই বড় হওয়ার উৎসাহে মণ্ন শিশ্বরা একদিন পরিণত বয়সে বয়র্থতার ঝাপটানিতে হোঁচট খেতে খেতে বিচ্ছিয়তার প্রতিভূহয়ে এই বেনো-জলে মিশ্রিত উয়য়নশীল সভ্যতার মাঝে বিদ্বুর মতো কোনক্রমে টিকে থাকে। আম্ল অর্থনৈতিক পরিবর্তন ব্যতিরেকে এই অসংলগ্ন পরিবেশকে কথনই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। কিন্তু, ঐ আম্লে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের আশায় এইসমস্ত ছেলেমেয়েদের ফেলে রাখা বড়ই অমানবিক। তাই অতি স্বক্প সামর্থকে পাইজি করেই তাদের পাশে দাঁড়াবার জন্য স্ট্ডেনথ হেলথ হোমের এই নব প্রচেডা।

খাদ্যের সমস্যা কিছুটো সমাধানের জন্য ছাত্রছাত্রীদের স্কুলগ্রনিতেই বিশেষ টিফিনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিছ্ বিদেশী সংস্থা বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বিগত কয়েক বছর ধ'রে এ-ব্যাপারে সহযোগী হ'লেও, তা মূলতঃ খ্ব সামান্য কয়েকটি জায়গার মধ্যে সীমাবন্ধ। তাছাড়া, তাদের পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের অর্থনৈতিক পরিবেশের মান অনুযায়ী স্কুল-গুলি নির্বাচনের প্রশ্নটিও সঠিক হ'য়ে ওঠে না। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই প্রসংগটির উপর বিশেষ-ভাবে দুন্টি দেওয়া হয়েছে। আপাততঃ সরকারী অনুদানপ্রাণ্ড প্রাথমিক স্তরের স্কুলগ**্রালতে সরকার থেকে প**্রাণ্টিকর টিফিন বিতরণের ব্যক্তথাটি সাফলোর সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। যদিও ব্যাপকহারে সব স্কুলে এই ব্যবস্থা চাল, করা সম্ভব হয়নি। আমরা জানি, ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকার-গুলিকে অর্থনৈতিক সীমাবন্ধতার আড়ালে কিভাবে নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছে। তার উপর যদি আবার ঐ কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার রাজনৈতিক প্রশেন ভিন্নধর্মী হয়, তা হলে তো কথাই নেই। সত্তরাং, এই সীমাকশ্বতার মধ্যে দাঁড়িয়ে সবরকম উন্নয়নমূলক প্রকলেপ সরকার ইচ্ছা করলেই হাত দিতে পারেন না। বহু কম্ট ও সততার বিনিময়ে এবং মাথা খাটিয়ে এইসমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পের পিছনে অর্থের সংস্থান করতে হয়। সেইজনাই তা সময়-সাপেক্ষ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে স্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যক্তথা চাল, হওয়া (একাশি সাল থেকে কার্যকর হবে), বেকার ভাতা, বৈধবাভাতা, বৃশ্ব কৃষকদের পেনসন প্রবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পশ্চিমবন্ধের বামপন্থী সরকার ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে উন্নত মনন্দশীল চিন্তার পরিচর রেখেছেন, তা একদিনের ঘটনা নর, ধীরে ধারে জনচেতনার তাগিদেই এগর্বলি ফলপ্রস্থরেছে। স্বতরাং আশা করা বার আগামী দিনে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাংলাদেশের সমস্ত স্কুলেই বিনাখরচার ছাত্রছাত্রীদের একবেলা পেটভরার মতো টিফিন ব্যবস্থাকে চাল্ব ক'রে সরকার সাধারণ মান্থের গোপন ইচ্ছাকে বাস্তবে রুপায়িত করার স্বোগ পাবেন। এক্ষেত্রে, প্রয়োজন হলে কোনো নিস্বার্থবাদী ও উৎসাহী বেসরকারী বা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সংগ্রেসহবোগী হ'রে সরকার এই পরিকল্পনার হাত দিতে পারেন।

শুধ্ প্রয়োজনীয় খাদ্য নয়, বাসম্থান এবং স্কুলের অবস্থান প্রভৃতি অনেক কারণেও ছাত্রছাত্রীর। রে,গে আক্রান্ত হয়। কল-কাতা শহরে বিশেষত, বস্তি অণ্যলে এমন অনেক স্কুল রয়েছে যেখানে একেবারেই আলোবাতাস ঢোকে না, তাছাড়া স্কুলবাড়ীর অবস্থিতিও খ্ব খারাপ। পাশেই হয়তো কেনো খাটাল বা পচা নর্দমার বিষান্ত প্রভাবে ছাত্রছাত্রীরা হামেশাই আক্রান্ত হ'য়ে থাকে। এক্ষেত্রে, সেইম্বুর্তে সমগ্র বস্তি উন্নয়ন সম্ভব না হ'লেও, ঐ স্কুলবাড়ীটিকে অন্তত একটি স্বাভাবিক আলো-বাতাসপূর্ণ পরিবেশে স্থানান্তরিত করা বিশেষ প্রয়োজন।

সেদিনের এই পদযাতাকে কেন্দ্র করেই ছাত্রছাতীদের এট সমস্যাগর্মি সমস্ত মানুষের দ্বিতে আরও বেশী করে প্রতি-ভাত হয়। এবং সেই সমস্যা সমাধানের রাস্তা উদ্যাটনের জন্য আমরা তাই আজ নতুন করে কিছ্ব ভাবারও অবক্রণ পাই। যদিও এই পদযাত্রায় ছাত্রছাত্রীদের রে:গ বিনাশের জন। প্র**ি**ত-রে ধক ও প্রতিষেধক ব্যবস্থাকে জোরদাব করার দাবিটিই ছিল প্রধান। কোনো চরম রোগ শরীরে বাসা বাঁধার পূর্বেই যাতে তাকে ধরংস করা যায় এবং তার জন্য কি কি বাকস্থা নেওয়া প্রয়োজন, সেই সমস্ত চিন্তার ফসলগুলি বিভিন্ন পোস্টার বা **স্ব্যাক:ডেরি মাধ্যমে স্ট্রডেনথ হেলথ হে.ম বিভিন্ন ছাত্রছ:ত**ীদের হাতে তুলে দেন। বাস্তবে দেখা যায়, বেশীর ভাগ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথমজীবনের অবহেলিত অতি সামান্য রে'গ **পরবর্তীকালে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির স্**নিট করে। ভাছাড়া **ঐ সামান্য রোগের ছোঁয়া সমগ্র স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রভ**বিত করে। তা**ই রোগের শ্রর্তেই কোনো প্রতিষেধক** টিকা বা ইন-**জেকসন**় **অথবা প্রতিরোধক ওম্বপত্র ব্যবহার একা**ন্ত অবশ্যক। স্ট্রভেনথ হেলথ হোমের সাথে প্রতিটা স্কুলের ছাত্র-ছা**ত্রীর সেইজন্যই এক ঘনিষ্ঠ ষোগাযোগ থাকা বিশেষ** জর্বী। **এক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক হেলথ হোম গঠন** করে তার **মাধ্যমে প্রতিটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীকে মাসে দ**্ব'বার, অন্তত শরীর **চেকঅ'পের ব্যবস্থা করা ষেতে পারে। প্রতি মাসে** ডাক্তারসহ কোনো ভ্রাম্যমান গাড়ি বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সামনে **উপস্থিত হলে, আরো ভালো হয়। এবং ঐ প্রতি**ষেধক ও প্রতি-রোধক ওম্বগরলো বিনাম্ল্যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পেণছে **দেওরার দারিত্বও স্টাডেনথ হেলথ হোমকে** নিতে হবে। এ-ব্যাপারে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজগুলির এবং অন্যান্য কলেজ বা সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা একসংগ্র স্ট্রডেনথ **হেলথ হোমের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে এগি**য়ে এলে এই ব্যাপক नमनारक नमाधान कता भूव धक्रों कठिन काक रूप ना।

**এ-তা গেল শহর অঞ্জের কথা। গ্রাম অঞ্জের ছাত্রছাত্রী-**

দের মধ্যেও ঐ একই সমস্যা ছড়িরে আছে। বরণ অনেকক্ষেরে দ্বৈলা পেটভরানোর তাগিদে সারাদিনের পরিশ্রমের পর, অভিভাবকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের শরীর বা স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু ভেবে দেখাকে অহেতুক বিলাসিতা বলেই মনে ক'রে থাকেন। তার উপর আছে অজ্ঞতা বা শিক্ষার অভাব। গ্রামাণ্ডল বা কলকাতার বাইরে নিন্দ্র আয়ের শ্রমিক-অধ্যুবিত কলোনিগুলির ছান্টছান্রীদের শারীরিক প্রশ্নটি তাই আরো জটিল। স্ত্রাং, বর্তমানে শ্রে, শহরম্বী চিন্তার আবরণে আটকে না থেকে স্টুডেনথ হেলথ হোমের বিভিন্ন শাথাকে ঐ-সমস্ত গ্রাম ও কলোনি অঞ্চলের ছান্টছান্রীদের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনে, সরকারের কাছে ব'জেট থেকে ছান্টছান্রীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উল্লয়নখতে বায়ের পরিমাণ বাড়ানোর দাবি রাখা যেতে পারে। তাতেও প্রোপ্রির অর্থিক ঘাটতি না মিটলে. স্টুডেনথ হেলথ হে।ম বাংলাদেশের বিভিন্ন ছরের দরজায় দরজায় গিয়ে সাহায্যের আবেদন রাখতে পারেন।

বিগত কয়েক বছরে দেখা গেছে যে ছাত্রছাত্রীদের প্রায় বিনাম্ল্যে চিকিৎসা ও ওষ্ ধপত্র সরবরাহের জন্য স্ট্রডেনথ হেলথ হোম নামক সংগঠনটির অস্তিত্ব কলকাতার প্রায় বেশীরভাগ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাই জানত না। শুধুমাত্র কয়েকটি নামজাদা স্কুল-কলেজের অহেতুক পৃষ্ঠপোষকতা ও উপযুক্ত প্রচ রের অভাবেই অন্যান্য স্কুলগর্মল এই স্বযোগকে কাজে ল গাতে পারেনি। স্তরাং বর্তমানে গ্রাম-শহর-বঙ্গিত-উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিশ্নবিত্ত অথবা, কোনো মানের প্রশ্ন ব্যতিরেকেই সমতার ভিত্তিতে সমস্ত স্কুল, স্ট্রডেন্থ হেল্থ হোমের এই সুযোগটাকুকে কাজে লাগাতে পারবে। কারণ, স্টাডেনথ হেলথ হোমের বন্তব্য এখন খুবই পরিকারঃ ছাত্রছাত্রীদের নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতন করা এবং খুব স্বল্প সাুযোগকেও পরি-পূর্ণভ'বে কাজে লাগানো। এক্ষেত্রে সর্বস্তরের মানুষেরই এক বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। পূর্ণবয়স্ক যে-কোনো নাগরিকই অ:জকের বা আগামীদিনের এইসমুহত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অভি-ভাবকের স্থান নিয়ে তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা উন্মো-চনের খুব সামান্য এই রাস্তাট্যকুকেও দেখিয়ে দিতে পারেন। সেদিন শহীদ মিনারে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর বক্তবোর মধ্যে এই কথাটাই পরিকারভাবে ফুটে ওঠে যে, ছাত্র-ছাত্রীদের শরীর সম্পর্কিত বিভিন্ন সমসাার ব্যাপারে শুধু সরকার বা কোনো সংগঠনের একার পক্ষে প্রেরাপ্রির সমাধান কর। সম্ভব নয়: সমগ্র মান,ষের মিলিত প্রয়াসেই এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের অস্থ থেকে স্থের পথে নিয়ে যাওয়া সফল হতে পারে।

পরিশেষে, স্ট্রভেনথ হেলথ হোম তাদের নৈরাশাজনক বিমিয়ে যাওয়া ভার্বাটকে কাটিয়ে উঠে আজ যে ভাবে নব-প্রচেন্টায় ও নিবিড় উদ্যোগে রাস্তায় নেমে এসেছেন, তাকে আবার সাধ্বাদ জানাই। আশাকরি, তারা বর্তমানের এই স্বল্প বাতাবরণকে ম্লধন করেই ভবিষাতে পশ্চিমবাংলায় সময় ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে, সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবে র্পায়িত করায় জনা সচেন্ট হবেন। কলকাতায় কর্মবাস্ত্র মান্বের মনের কোণে বহু গোপনে ল্বিকয়ে থাকা স্বশ্নের শিকড়টিকে স্থ ও সৌন্বর্মের গান গেয়ে তারা যে-ভাবে প্রভাবিত করছেন, তাকে কথনই নন্ট হ'তে দেবেন না—বরণ্ড, ব্রী শিকডটিকে স্বশেরর আরো গভীরে পেশীছে দিতে পারবেন।

# বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা

## শক্তির উৎস

গোটা বিশ্বজন্ত এখন শত্তি সংকট চলছে। সংগা সংগা ব্যাপক বৈজ্ঞানিক প্রারাস চলেছে শত্তির উৎস সম্পানে। জিল্পাস্থ্য পাঠক মনের কাছে এই কর্মকাশের কিছন্ তথ্যজিতিক আলোচনার তাগিদেই আমাদের বর্তমান ভাবনা। লেখাটি করেকটি কিস্তিতে বেরোবে। এই সংখ্যার বিষর সৌরশত্তি।

—সম্পাদকম্ভানী

সৌরশান্ত / স্ব্রি - প্রাচীনকাল থেকে মান্ব যে সমস্ত প্রাকৃতিক শন্তিকে ভর পেরেছে তার মধ্যে অন্যতম হল স্বর্জ। স্ব্রি থেকে বেরিরে আশা তাপশন্তি ও অংলাকশন্তিকে মান্ব বেমন ভরও পেরেছে তেমনি শ্রুখাও জানিরেছে। আবার স্ব্রিন্গতি তাপশন্তি ও আলোকশন্তি অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে সোর-শান্তিকে নিজের প্রয়োজনে মান্ব সভ্যতার সেই আদিয্গ থেকেই ব্যবহার করে আসছে।

ফসল শ্রকানোর কাজে সৌরশন্তির ব্যবহার সেদিন থেকেই भारत राजिएन योगन थारक मानाय कत्रन उर्लापन कतरा শিখেছে। আজও এই কাজে সৌরশক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া অন্যভাবে সৌরশন্তির ব্যবহ'রের কথা বলতে প্রথমেই মনে আশে আর্কিমিডিসের কথা। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ অব্দেই যিনি স্যালোক ব্যবহার করে আগনে জনালতে পেরেছিলেন। তারপর সৌরশন্তিকে সমাজ-সভ্যতার কাজে লাগানোর প্রচেন্টা আজও অব্যাহত আছে। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে মনে আসে ফ্রান্সের মিঃ মৌচট্ (Mouchot)-এর কথা। যিনি সেই ১৮৭৮ **খ্রীন্টাব্দে সৌরশন্তি** ব্যবহার করে একটি পাম্প চালান। ১৯১৩ খ**্রী**ন্টাব্দে আমেরিকার ফ্রাণ্ডক শামোন (Frank Schuman) এক সাংঘাতিক কাজ করলেন। মিশরে তিনি এক চোঙাকৃতি প্রতিফলক (Cylindrical Reflector) বসালেন বার আরতন ছিল ২৩০০০ বর্গফটে। এই বিশাল প্রতি-ফলকের উপর স্থ্যালোক ফেলে তা দিয়ে জল গরম করে বাষ্প উৎপন্ন করে, সেই বাষ্প দিয়ে টারবাইন চালিয়ে তিনি **৫৫ অন্বর্গান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন এক পাম্প চালালেন।** তার চেয়েও উন্নতভাবে সৌরশন্তির ব্যবহার করলেন ইতালীর জেনোয়ার অধিবাসী জি. ফ্র্যান্সিস্। সেটা ছিল ১৯৬৮ খ্রীন্টাব্দ। ফ্র্যান্সিসের ব্যবস্থায় ১০০ কিলোওয়াট বিদ্যাংশক্তি যে পরি-মাণ তাপশক্তি উৎপাদন করতে পারে সেই পরিমাণ তাপ উৎপাদিত হয়েছিল।

সোরশন্তি থেকে তাপ অথবা আলোক সরাসরি পাওয়া বায়। কিন্তু মানবসভাতার দুত অগ্রগতিতে সর্বাধিক সাহায্য-কারী কিন্তুংশত্তি কিন্তু সরাসরি স্বাত্ত্ব থেকে পাওয়া বায় না। তাপশত্তি থেকে বিদ্যুংশত্তি অথবা জ্লপ্রবাহ থেকে বিদ্যুংশত্তি উৎপাদনের জন্য যেমন বিশেষ ধরণের কিছু বন্দ্রপাতির সাহায্য নিতে হয় সৌরশত্তি থেকে বিদ্যুংশত্তি উৎপাদনের জন্য তেমনি কিছু বিশেষ ধরণের বন্দ্রপাতির সাহায্য নিতে হয় ও কিছু বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। কিছু কিছু ক্ষেয়ে অবশা

সরাসরি সৌরশন্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎশন্তির ব্যবহার বন্ধ করা বায়। বেমন জলগরম করার ক্ষেত্রে। বৈদ্যুতিক হীটার-এর পরিবর্তে সৌরশন্তির ব্যবহারে জল গরম করা সম্ভব। শীত প্রধান দেশে বাড়ীঘর গরম রাথার জন্য সৌরশন্তির ব্যবহার চাল্করা সম্ভব। কৃষিজ ও পশ্কাত দ্রব্যাদির ব্যবহারে সৌরশন্তি অনায়াসেই ব্যবহার করা যায় ও হচ্ছে। লবন উৎপাদনে সৌরশন্তির ব্যবহারে বহুকাল থেকেই চাল্ক আছে। সৌরশন্তির ব্যবহারে মূল সমস্যাটা হল স্ব্যালোক ও তাপকে একজায়গায় সংগ্রীত করা। ভূপন্তে যে পরিমাণ সৌরশন্তি প্রতিদিন এসে পৌছায় তা দিয়ে সতের হাজার কোটি মেগাওয়াট বিদ্যুৎশন্তি উৎপাদন করা যায়। কিন্তু ভূপন্তে পতিত এই বিপ্রেল পরিমাণ সৌরশন্তির সবট্রকু সংগ্রহ করা অসম্ভব ব্যাপার। তবে তাকে বেশকিছ্টো অন্ততঃ মানবসভ্যতার কাজে লাগানো যায়।

প্রতিফলক পন্ধতি ও ফোটোভোল্টাইক পন্ধতিতে সৌর-শক্তি থেকে বিদ্যাৎশক্তি উৎপাদিত হয়। প্রতিফলক পন্ধতিতে প্রথমতঃ কোন একটি নিদিন্ট জারগায় অবস্থিত প্রতিফলক-এর (আন্ননা অথবা পালিশ করা কোন ধাতব পাত) উপর স্বারশ্মি ফেলার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিফলকের উপর স্ব্যিকিরণ পড়লে প্রতিফলিত স্ব্যির্শিমর তাপ অনেকগুণ বেড়ে বায়। এবার সেই তাপ কাজে লাগিয়ে জল গরম করা হয়। জল ফুটিয়ে বাষ্প করতে পারলে সেই বাষ্পকে অতিরিক্ত চাপে টারবাইন-এর উপর ফেলতে পারলে টারবাইন স্বোরান সম্ভব আর টারবাইন ঘ্রুরেলে তার সাথে জেনারেটর সমন্বিত থাকলে তাও ঘ্রবে। আর জেনারেটর ঘ্রলেই পাওয়া যাবে বহ্ব কাষ্ণ্ৰিত বিদ্যাংশন্তি। এই হল সংক্ষেপে প্ৰতিফলক পন্ধতিতে সৌরশন্তি থেকে বিদ্যাৎশন্তি উৎপাদনের কার্য-পন্ধতি। সৌরশন্তির প্রতিফলকগুলের বৈজ্ঞানিক নাম তাপ সংগ্রাহক বা থামাল কালেইর। স্থারিমিম প্রথমতঃ পড়ছে প্রতিফলকের উপর। প্রতিফলিত স্বার্রাম্মর তাপকে কাব্দে লাগিয়ে পাশের ট্যান্ডেকর জল গরম করে বান্ডেপ পরিণত করা হচ্ছে। সেই বাষ্প দিয়ে টারবাইন চালানো হবে। তারপর वाकी थारक मन्धन्यात रक्तनारत्रेत्र সংখ् क्रिक्तरावत काछ। अवात আসা বাক ফোটোভোন্টাইক পন্ধতিতে। ফোটোভোন্টাইক পর্ম্বতি হল সংক্ষেপে এইরকম,—দুটো বিসদৃশ পদার্থ, পাশা-পাশি রাখনে তাদের মিলনমূলে যদি অতি-কোনৌ রশিম পড়ে তাহলে তড়িং-চালক বল সৃষ্টি হয়। সূৰ্য রুশ্মিতে অতি-বেগ্ননী রশ্মি আছে। এখন এমন একটি ক্রেম্বা করা হল বার

মধ্যে দ্টো বিসদ্শ পদার্থ পালাপাশি সংযুক্ত আছে এবং বার মিলনন্থলে স্থারশিম পড়তে পারে। তাহলে আমরা তার থেকে সরাসরি তড়িং-চালক বল পার। আর তড়িং-চালক বল হল বিদ্যুংশন্তির আঠাল। স্তুলাং এই ব্যক্তথার সরাসরি বিদ্যুংশন্তি পাওরা বার। আর এই ব্যক্তথার নাম হল ফোটোভোলটাইক সেল। এর স্থাবিষা হল যে এর সমস্ত অংশগ্রিল প্রারী (কোনপ্রকার নড়াচড়া করে না), আলালা কোন শন্তি ব্যক্তথার পারিছ ভীষণ কম। ফোটোভোলটাইক সেলের সাধারণ নাম হল 'সোলার সেল'। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সোলার সেল প্রথম চাল হর ১৯৫৫ খারীটাকো। সোলার সেলের ব্যবহার দিন বাড়ছে। বর্তমানে সাম্বিদ্রক বরা, লাইট হাউস, পরিবেশ নিরক্তাণ ব্যবস্থা, মাইক্রোওরেভ রিলে স্টেশন, বন প্রভাত কারে সেলার সেল ব্যবহার দিন বিরক্তাণ ব্যবস্থা, মাইক্রোওরেভ রিলে স্টেশন, বন প্রভাত কারে সোলার সেল ব্যবহাত হচ্ছে।

সৌরশন্তির বাবহার প্রিকীর বিভিন্ন দেশে বর্তমানে বার্গিন্তাক ভিত্তিতে শ্রুর হরে গেছে। জ্ঞাপানে ১৯৭১ খ্রীণ্টান্দে সৌরশন্তি পরিচালিত একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হরেছে। এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নিরে এখন গ্রেষণ চলছে। আশা করা ষার ১৯৮১ খ্রীণ্টান্দ নাগাদ এটি চলে হবে। ফ্রান্সের ওভেলিওতে একটি সৌরশন্তি পরিচালিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হরেছে, ইতালীতে ৪০০ কিলো-ওয়াট উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন একটি সৌরশন্তি পরিচালিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হরেছে। আরেকটি ১ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সেখানে প্রতিষ্ঠিত হঙ্কেঃ আরেরিকার নিও মেক্সিকোর প্রথিবীর সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সোধানে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেঃ আরেরিকার নিও মেক্সিকোর প্রথিবীর সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেঃ আর স্বচেরে বড় কথা সৌরশন্তি নিরে গ্রেষণা সবদেশেই চলছে।

ভারতবর্ষে ও সৌরশন্তির বাবহার নিয়ে ব্যাপন্ধ গাধেষণা চলছে। তবে ভারতবর্ষের কোথাও এখনও বাণিজ্ঞাক ভিত্তিতে সৌরশন্তির ব্যবহার হয়নি।

পরিশেষে একথা নিশ্চরই দৃঢ়তার সংখ্য বলা যার বে সৌরশন্তি আগামী দিনে ব্যাপকভাবে মানবসমাজের অন্ক্লে কাজ করবে।

(출시시8)



বহরমপ্রে ব্রক য্র উৎসবে কথক নৃত্যরত শিশ্লিক্পা।



রক যুব উৎসবে বালিক:দের ক্বাডি প্রতিযোগিতা

## দিলাপ ভট্টাচার্যের তুলিভে—



# भिन्धी-मः कृष्ठि

## ত্ব'টি মেলা তিনটি উৎসব

## কলকাতা ৰইমেলা

कनकाला भग्नमात्न गल ১৪ই मार्ड त्थरक २५८म मार्ड গর্যক্ত ব্রুকসেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স শিক্তের উদ্যোগে প্রদান বইমেলা অনুষ্ঠিত হ'য়ে গেল। ১৯৭৬ সালে প্রথম यथन এই বইমেলার উদ্যোগ পর্ব শরের হয়, তথন থেকেই কলক।তার গ্রন্থ-প্রেমিক মান্ত্র এই মেলার প্রতি একটা অমে।ঘ আক্র্যণ অনুভব ক'রেছিলেন। বই না কেনা গেলেও, শুধুমাত্র যদিচ্ছ বই নাড়াচাড়ায়ও যে কিছুটা গ্রন্থ-পিপাসা মেটে সেই পথম টের পাওয়া যায়। এবং প্রধানত সেই স্তেই কলকাতা क्राम्ना প্রথম আবিভাবেই বই-প্রেমিকদের হৃদয় জিতে ন্যে। বইমেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এর উদ্যোক্তারা বলেছেন, আমাদের আরো আগ্রহ জাগানো এবং নিয়মিত বই কেনার অভোস তৈরী করা। বস্তৃত, আমাদের যথন সততই ন্ন আনতে পাতা ফুরোয়, তখন বই বিষয়ে তত সচেতন থাকা নিয়ত সম্ভব হয় না। আন্তরিক ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তেল-ন্নের হিসেব ক'রে ফের বই কেনাটা সতিয়ই একধরণের বিলাসিতা হয়ে পডে। তা**ই গ্রন্থ-বিপননে সেইসব মানুষের কা**ছে এই ক্রমেল্য আ**ক্ষরিক অর্থেই একটি উপহারের মত। সে** ক্রিণে এ-বছর বই মেলার অনিশ্চয়তার সংবাদে বই প্রেমিকেরা পভারত**ই ঈষৎ বিষন্ন ছিলেন। কিন্তু শেষপর্য**ন্ত আমরা যে ওই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হইনি, সেজন্য রাজ্যসরকার এবং মেলার উদ্যোক্তারা অবশ্যই ধন্যবাদ দর্যাব করতে পারেন।

এ-বছরের মেলায় কলকাতার বিভিন্ন নামী দামী প্রকাশক ছাড়াও অনেক ছোট প্রতিষ্ঠানও তাঁদের পসরা সাজিয়ে বর্সোছলেন। কর্ণিনের জন্য সাবা কলেজম্মীট পাড়াটাই যেন উঠে এসেছিল এই ময়দানে। শুধু আণ্ডালক প্রতিষ্ঠানই নয়. **ক্য়েকটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানও এই মেলার মর্যাদাব্যাদ্ধ**ে <sup>সাহাষ্য</sup> ক'রেছিল। বিভিন্ন প্রকাশকের বিভিন্ন ধরনের বইয়ের বিস্তৃত তা**লিকা থেকে প্রত্যেকেই নিজস্ব পছন্দ অন্**যায়ী বই সংগ্রহ ক'রতে পেরেছেন। এছাড়া মেলার অন্যতম অক্ষর্যণ ছিল এইসব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অনেকগ্রল <sup>লিট্ল</sup> ম্যা**গাজিনের নিজম্ব স্টল।** একমাত্র এ'রাই দোক।ন-<sup>দার</sup>ীর **\*বাসর<sub>-</sub>\*ধতার মধ্যে অনেকটা খোল**াবাতাস থেল.তে পেরেছিলেন। এ-বছর মেলায় মিনি বই প্রকাশনার একটি <sup>আভুত</sup> প্রবণতা দেখা গেছে। মিনি মহাভারত থেকে মধ্-স্দ্ন, স**্কুমার রায় গরম কেকের ম**ত বিকিয়েছে। আশ্চর্য <sup>এরই</sup> পাশাপাশি সাঁইবাবা প্রকাশনের মত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের শ্লৈও মন্দ ভিড় ছিল না।

প্রতিবছরের মত এবারের বইমেলার বিক্রী বেড়েছে, লে.ক

সমাগম বেড়েছে। কিন্তু একটা ভাবলেই দেখা যাবে যে. খংকের হিসেবে এই মেলার সাফল্য বিশেষ নয়ন-সূত্রকর হ'লেও, বইমেলার সাফল্য মেলার মাপকাঠি হিসেবে বেশ ভ**ংগ্রের। কেননা**, এতে কিছু, মুন্টিমেয় বই-ব্যবসায়ীর **আথেরে** কিছু লাভ হ'য়ে থাকলেও, ৫/৬ লক্ষ বই-পোকা মানুষের কাছে এটা তেমন কোন আহামরি সার্থকতা আনে না। এই নেলার যতটাকু সাফল্য তা আসলে নিভরিশীল মেলায় উপস্থিত অসংখ্য বই পাগলদের সন্ধিয় অংশগ্রহণে। ব্যবসায়ীদের শুধু দোকান সাজিয়ে বসা ছাডা আর তেমন কোন উম্জ্বল উদ্যোগ নেই যা গ্রন্থ পিপাস,দের অনিবার্যভাবে মেলাপ্রাংগণে টেনে যানতে পারে। মাসলে এ'রা মেলায় এসেছেন বইয়ের প্রতি সপা**র ভালোবাসা**য় এবং কৌত্রলের টানে। নইলে স্বল্প-পরিসর মন্ডপগর্বলিতে না আছে কোন শৈল্পিক পারিপাট্য, না আছে প্রুস্তক তালিকা সরবরাহ বা প্রচারে তেমন কোন চোখে পড়ার মত দৃষ্টান্ত, না আছে বই সাজানোর কোন সুশৃংখল স**ুষমা না আছে তেমন কোন দুর্লভ গ্রন্থের সমারোহ** এবং সর্বোপরি নেই সূলভ মূল্যে বই সরবরাহের কোন আর্বাশ্যক উদ্যোগ।

এই বইমেলায় ক্রেতাদের ক'ছে যেটা সবচেয়ে ক্ষোভের বাপার তাহ'ল, এখানকার ডিস্কাউন্টের কুপণতা। কলেজদুরীট পাড়ায় পাবলিসারের ঘর থেকে বই নিলে বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে হেসে-খেলে ১৫ থেকে ২০ পার্সেন্ট এবং ইংরেজী বইয়ে ১২/১৩ পার্সেন্ট ছাড় পাওয়া যায়ই। তাহ'লে কি মানে হয় বহুদ্রে থেকে গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে এখানে এসে ধ্লো-থেয়ে, ভিড় ঠেলে এখান থেকে বই কেনার' অবশ্য বইমেলায় একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রতিদিন ছিল তাহ'ল বই বাজার। ছাই ঘেটে সেখানে হঠাংই পেয়ে যাওয়া যেত অনেক দ্লেভি বই। কিন্তু কোন দ্রুত্ব কারণে এবার ক্রেতারা বই বাজারের সুযোগ থেকে বণিত হ'লেন, বোঝা গেল না।

বস্তৃত, এই মেলার ৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখন মনে হয়, এই মেলা থেকে প্রুতক ব্যবসায়ীদের ফায়দালোটা এবং কিছু শহুরে বাব্র ইন্টেলেক্চুয়াল সাজার অর্থহীন প্রয়াসকে প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া এই মেলার বোধহয় আর খ্ব-বেশি গ্রহুছ নেই।

## भिन्गदम्बा

শিলপকলাকে জনম্খী করার জনা, শিলপী ও জনগণের মধ্যে মেলা বসানোর ঐকান্তিক বাসনায়, শিলপকলা বিষয়ে জন-গণকে সচেতন করার প্রয়াসে এবছরও ১৭ই মার্চ থেকে ২৩শে মার্চ পর্যক্ত গণতাল্যিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সন্মিলনীর উদ্যোগে कनकाणात त्रवीन्त्र त्रपन शाकारण এक नर्वाकान्यनत শিলপমেলার আরোজন হ'রেছিল। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, রামকিংকর, গোপাল ছোষ প্রমূখ খ্যাতিমান শিল্পীদের শিল্পসম্ভারের পাশাপাশি অনেক তর্ণ শব্তিমান শিল্পীর চিত্রও এই প্রদর্শনীতে স্থান পেরেছিল। এ ছাড়া ছিল কিছা প্রখ্যাত বিদেশী শিলপীর ছবির প্রিন্ট। প্রদর্শনীর পাশা-পাশি মুক্তমণ্ডে প্রতিদিন শিক্স সমালোচকদের বিদশ্ধ আলো-हना, সংগীতানুষ্ঠান, আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদিরও ব্যবস্থা ছিল। এই শিল্পমেলা জনসাধারণের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছিল। মেলার শেষদিনে প্রখ্যাত শিল্পী এবং ভাস্কর রামকিংকর বেইজকে সন্বার্ধত করার কথা থাকলেও শিল্পীর অস্ক্রেতার কারণে তা শেষপর্যণত আর সম্ভব হয় নি। শিল্প যে সো-কেসে সাজিয়ে রাখার সামগ্রী নয়, তা যে জনসাধারণের জীবনযাপনের এক অপরিহার্য অংগ, তা এই প্রদর্শনী আরেকবার প্রমাণ করলো।

#### **हर्नाकत छेश्नव '४**०

বাংলা ছবির ৬০ বছর প্তি এবং 'পথের পাঁচালী'র ২৫ বছর প্তি উপলক্ষে পশ্চিমবংগ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে গত ১১ই এপ্রিল থেকে ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত কলকাতার ৮টি প্রেক্ষাগৃহে ৭ দিন ব্যাপী এক চলচ্চিত্র উৎসব হ'রে গেল। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় তোলা ৬০টি ছবি এই উৎসবে প্রদর্শিত হ'রেছে। একসাথে এত-গ্রেলা সং ছবি দেখার স্বাধাগ ক'রে দিরে রাজ্য সরকারের সংস্কৃতি বিভাগ অবশ্যই ধন্যবাদার্হ হ'রেছেন। কেননা, এই প্রথম একটি রাজ্য সরকার এরকম একটি প্রায়-সর্বভারতীয় চলচ্চিন্রোংসবের আয়োজন করলেন, যা অবশ্যই একটি শ্রভ্র সংকেত রূপে বিবেচিত হ'তে পারে। বিকিনি-শাসিত হিন্দী ফিল্ম এবং ফরম্বা বন্দী বাংলা ছবির পাশাপাশি এই চলচ্চিন্র উৎসব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা রূপে আমাদের স্বৃতিতে রয়ে যাবে বহুকাল।

বাংলা ছবির ৬০ বছর পর্তি উপলক্ষে ১৯৩২ সালে তোলা জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' থেকে শ্রুর করে ১৯৮০-এর বৃশ্বদেব দাশগুণেতর 'নিম-অলপূর্ণা' পর্যন্ত প্রায় ৪০টি নির্বাচিত বাংলা ছবি ছিল এই উৎস্বের অন্যতম আকর্ষণ। বাংলাছবির শৈশব অবস্থা থেকে আধ্যনিক কাল পর্যন্ত যা একটি ধারাবাহিক অগ্রগতির ছবি স্পর্শ করে। ছবিগালির নির্বাচনেও ছিল একর্প দৃণ্টিভাগার স্বচ্ছতা— শ্ব্ব্ব শৈল্পিক উৎকর্ষতার ভিত্তিতে এগর্নল নির্বাচিত হয়নি, বরং একটি ব্যাপক সাধারণ মানের ছবি প্রদর্শিত হ'য়েছে, যা থেকে বাংলাছবির একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আমরা খুব সহজেই পেয়ে যায়। ৩০, ৪০ দশকের ছবিগারিল প্রকৃতপক্ষেই আমাদের প্রজন্মের কাছে একটি উল্জন্ম উল্ধার। তবে এই ব্যাপারে একটা অভিযোগ থেকেই যায়—বিঞ্কমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের গলেপর অনেকগ্রাল চিত্ররূপ উৎসবে প্রদার্শত হ'লেও শরংচন্দ্রের কোন ছবি উৎসবে দেখা গেল না। অথচ একসমর, এবং হয়তো আজো, শরংচন্দের গলেপর জোরেই অনেক ছবি বিস্ফোরক বন্ধ-অফিস পেয়েছে। ইতিহাসের খাতিরে শরংচদ্রকে উপেক্ষা করার কোন বুল্তি নেই।

'প্রথের পাঁচালাঁ'র ২৫ বছর প্রতি উপলকে স্ত্যাজিং রায়ের অনেকগর্নল প্রেণ্ট ছবি উৎসবে দেখানো হরেছিল। 'প্রথের পাঁচালাঁ' বতবার দেখা বায় ততো বেন আয়্ বড়ে, প্রনিগ হয়। স্ত্যাজিতের সামগ্রিক চিত্রকর্ম থেকে গ্রেটকয়েক ছাব নির্বাচন করা খ্রুব দ্রুর্হ বয়পার হ'লেও তার 'দেবা', 'কাপ্র্রুব-মহাপ্রুব্য', 'জলসাঘর', 'মহানগর' উৎসবে থাকা আবশ্যক ছিল। 'অরণ্যের দিনয়াত্র' বা 'প্রতিশ্বন্দ্রী'কে উৎসব থেকে অনায়াসে বাদ দেওয়া বেত। কেননা, এগর্নল সাম্প্রতিক্রালে বহুবার প্রদর্মিত হ'য়েছে। তুলনায় এই প্রজন্মের দর্শকেরা তার প্রথম দিকের ছবি দেখার স্ক্রোগ খ্রুব কমই প্রেরছেন।

ঋষিক ঘটকের 'অধাশ্যক', 'স্বর্শরেখা', কোমল গান্ধার'
ইত্যাদি ছবিগবলো এই উৎসবের মর্যাদা বৃদ্ধিতে দার্ব সহায়ক হরেছিল। তাছাড়া প্রেণিদ্র প্রারীর 'দ্বীর পর' বারীণ সাহার 'তের নদীর পারে', নারারণ চক্রবতীরি 'দিবারারির কাব্য', সৈকত ভট্টাচার্যের 'একদিন স্বর্য', শংকর ভট্টাচার্যের 'দোড়', ম্ণাল সেনের 'একদিন প্রতিদিন', এবং বৃদ্ধদেব দাশগ্রুকের 'নিম-অমপ্রণা' ছিল উৎসবের সম্পদ বিশেষ। উৎপল দন্তের 'নিম-অমপ্রণা' ছিল উৎসবের সম্পদ বিশেষ। উৎপল দন্তের 'ঝড়' একটি সেল্লেয়েডের বাত্রা হিসেবে দেখতে মন্দ লাগে না। বৃদ্ধদেব দাশগ্রুকের 'নিম-অমপ্রণা' সম্পর্কে দর্শকদের প্রত্যাশা পূর্ণ হয় না। দারিদ্রোর এই রক্ম ভকুমেন্টারী আমরা কলকাতা '৭১-এও দেখেছি। অবশ্য এই ছবির অভিনায়িক দৃঢ়তা একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত। কেননা, এই ছবির কোন শিল্পীই অভিনয় করেন না। শংকর ভট্টা-চার্যের 'দোড়' রাজনৈতিক শ্রুণতার একটি সাহসিক দলিল হিসেবে স্মরণীয়।

वाश्माहित हाड़ा २० हि भावाठि, भामग्रामभ, कानाड़ी, তামিল, উর্দ্ধ, হিন্দী, ওড়িয়া, অসমীয়া ছবিগালেও দর্শক আনুকুল্য থেকে বঞ্চিত হয়নি। দক্ষিণ ভারতীয় ছবিগুলি আমাদের সত্যক্তিং-ঋত্বিক-মূণাল কেন্দ্রিক অহংকারের ওপর **একটি সজোরে চপেটাঘাত করে যায়। ভাষার ব্যবধান ছাড়ি**য়ে (সব ছবিতে সাব-টাইটেল ছিলনা) ছবিগ**্লি** অনায়াসে আমাদের অধিকার ক'রে নেয়। বিশেষত, 'ওকা উরি কথা', 'কোপিয়েওম', 'অশ্বত্বমা', 'আমপন্', 'চিতেগ্ব চিন্তি', 'গহণ', 'সর্ব-প্রাথা মা ভূমি', 'বাসিরাম কোতোয়াল', ইত্যাদি ছবি ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক-একটি অক্ষর মাইলস্টোন হয়ে থেকে যাবে। এরমধ্যে 'খট্শান্ধ' ছবিটিকে উৎসবের শ্রেণ্ঠ ছবি বলে চিহ্নিত করা যায়। গ্রামীণ জাতপাতের সমস্যা ছবিটির আলোচ্য ক্ষিয়। ছবির মূল দু'টি চরিত যমুনা এবং মানীর ভূমিকানেতৃম্বর অভিনয় নৈপ্রণ্যে ব্রকের মধ্যে তীর মোচড় চালকটিকে দেখে, কার্যকারণ হীন ভাবে হ'লেও 'পথের পাঁচালী'র অপত্র, দুর্গাকে মনে পড়ে যায়।

ওড়িয়া ছবি 'বাতিছর' (কাহিনী বৃশ্ধদেব গ্রহ) <sup>চবছ</sup> কাহিনী চিত্র হিসেবে দাগ কাটে।

হিন্দীছবির জগতেও বে একটা নতুন বাতাস এসেছে তা সপত হয় সৈয়দ মিজার দ্বাটি ছবি 'অরবিন্দ দেশাই কি জীবন দর্শন' এবং "আলবার্জ পিলেটা ক গোঁস্যা কিউ আয়া বিমল দত্তের 'কস্তুরী', শ্যাম বেনেগালের 'কন্দ্র', বিশ্লব রারচৌধ্রীর 'শোধ' ইত্যাদি ছবিগ্রলি দেখে। 'আলবার্ট গিল্টো'র শেষদ্শো পদায় মশালের, রন্ত পতাকার লাল আগন্ন লাগা একটি স্মরণীয় শিলপ স্থিত। শেশার্ধ ছবিটি এবছরের শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্রের জন্য প্রেস্কৃত। স্নীল গপোপাধ্যারের গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গলপ অবলম্বনে গড়ে উঠেছে এর কাহিনী। ছবিটির ফটে'গ্রাফিক অসাধারণতা এবং বন্তব্যের দৃঢ়তা আমাদের খ্ব অনিবার্বভাবে ছ'ব্রে যায়। বেনেগালের 'কন্দ্রা' আমাদের শোচনীয়ভাবে হতাশ করে। একটি প্রায় মিথোলজিকাল আখ্যান অবলম্বনে সন্তর দশকে ছবিটি তোলার অর্থ ঠিকঠিক অন্ভব করা গেল না।

উংসবে কাহিনী চিত্তগুলি ছাড়াও রবিশংকর, ইনার আই, এ হিল্পি অফ ফিল্ম মেকিং, এবং পাকা ফসলের কড়চা ইত্যাদি তথাচিত্তগুলিও যথেন্ট আলোড়ন তুর্লোছল। বিশেষত শেষ ছবিটা একটি হাতিয়ার বিশেষ। জোডদার-জমিদারের শঠতা এবং ভূমিহীন কৃষকের ঐকাবন্ধ সংগ্রাম এই ছবির প্রতিপাদ্য ব্যাপার। এর কয়েকটি দ্লো বথাক্তমে জোতদারের ধান লঠে করা এবং পাকা ধানের ক্ষেতে আগ্রন লাগানো এক নয়া দাড়ি পাল্লার মধ্যে অসহায়, পর্পান্থ ব্যবক ডোমনের ক্লান্ড, উন্দীন্ত চোথ স্মরণীর শিলপকাজ। ছবিটি এই মৃহুত্তি কলকাতার ঠান্ডা প্রক্লাগ্র থেকে মৃক্ত করে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া একটি আবশ্যক কর্তব্য।

এই চলচ্চিত্র উৎসব চিত্র নির্বাচনে একটি বিশেষ চরিত্র গড়ে তুলতে সক্ষম হরেছে। ধনতান্ত্রিক পণ্যচিত্র এবং পর্ণোচিত্র ছাড়াও যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নিয়ে সং চলচ্চিত্র তৈরী সম্ভব এবং তা যে যথেকট দর্শক আন্ক্লাও পেতে পারে এই উৎসব তা আরেকবার প্রমাণ করে দেয়। বাঙ্গালোর চলচ্চিত্র উৎসবে যেখানে দর্শক যৌনাত্মক চিত্র প্রদর্শনের দাবিতে প্রকাগ্রহে ভাঙচুর করে, সেখানে কলকাতা চলচ্চিত্র প্রদর্শনের একটি ঐতিহাসিক দলিল হ'য়ে রইল। এই উৎসব উপলক্ষে নুখামান্ত্রী জ্যোতিবস্ব যে আর্টা ফিল্ম-থিয়েটারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন, আমরা আশা করি, তা শ্রেম্মাত্র একটি মিনার হ'য়েই থাকবে না, স্কে সংস্কৃতির সপক্ষে তা হবে একটি বিস্ফোরক প্রতিষ্ঠান বিশেষ।

#### গণনাচ্য উৎসৰ

বাংলা শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গণন।টা সংঘের একটি ।বংশ্য অবদানের কথা সর্বজনজ্ঞত। চল্লিশের দশকের সেই ব্যাপক সংস্কৃতি আন্দোলনকে ইতিহাসের পাতা থেকে গত ১৯ এবং ২০শে এপ্রিল দ্ব'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। গণনাটা উৎসব প্রস্কৃতি কমিটির উদ্যোগে স্টুডেন্ট হেলথ্ হোমের সাহায্যাথে উৎসবটি সংগঠিত হয়।

কবি ইকবাল রচিত 'সারে জাহাসে আচ্ছা' গানটি গেয়ে উৎসবের উদ্বোধন হয়। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্থ উদ্বোধনী ভাষণে সামাজিক অগ্রগতিতে শিল্প-সংস্কৃতির বলিষ্ঠ ভূমিকা বিষয়ে বন্ধবা রাখেন। এরপর শম্ভ ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় 'কল অফ দ্য ছ্লামস' প্রতীক ন্ত্যান্ন্টান প্রোতাদের আনন্দিত করে।

অনুষ্ঠানের মুখ্য অকর্ষণ ছিল সেকাল এবং একালের গণ-সংগতি। তবে শ্রোতারা সমকাল অপেকা ৩০/৪০ দশকের

প্রতি বেশি আকৃষ্ট হ'রেছিলেন। সলিল চৌধ্রীর গান এখনো লোভাদের সন্ধারিত করে, এর প্রমাণ আরেকবার পাওয়া গেল। এবং একক সন্ধারিত স্কুচিতা মিতের তুলনা তিনি নিজেই।

এছাড়া নবাম, নীলদর্পণ এবং কিমলিসের কয়েকটা নির্বাচিত দ্শোর অভিনয় তংকালীন নাটা আবহকে তুলে ধরতে সক্ষম হ'য়েছিল। তংকালীন প্রতিষ্ঠান-বিরোধী শিল্পীরা আজ যে নিজেরাই এক একটি প্রতিষ্ঠান হ'য়ে গেছেন, সেজন্য দ্বঃখ হওয়াই স্বাভাবিক।

#### भावित्य देवमाध

প্রতিবছরের মত এবারের ২৫শে বৈশাখের পবিত্র সকালে বহু রবীন্দ্র-মনসক মানুষ সমবেত হ'রেছিলেন রবীন্দ্রসদন এবং জ্যোড়াসাঁকোর মক্ত রবীন্দ্রানুষ্ঠানে। রবীন্দ্রসংগীত ছাড়াও ২৫শে বৈশাথের আরেকটি তাৎপর্য প্রায় দুই দশক ধরে বংগসংস্কৃতির ঐতিহ্যের সাথে ভীষণ ভাবে ওতপ্রোত হ'রে গেছে। এই দিনে অসংখ্য ছোট-ছোট পত্রিকার প্রকাশনা रयन এই कथाय প्रमान करत रय, २६८म रिनाथ माधा त्रवीन्त-নাথেরই জন্মদিন নয়, তা আসলে বাংলা সাহিত্যেরই জন্ম-দিন। তাই নিঃসন্দেহে, পেটমোটা বাণিজ্যিক পত্রিকাগ্মলের পাশাপাশি দুবিনীত চালেঞ্জের মত এইসব লিটল ম্যাগা-জিনের প্রকাশনা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কেননা এ-কথা কে-না জানে যে, এইসব পত্ত-পত্তিকাগ্যলিতেই আছে সেই অমোঘ শক্তি যার নাম যুবন্, এবং যা সাহিত্যের নার্জ্জ মেরুদ ডকে, ক্ষয়া-খর্ব টে প্রবাহকে, টানটান রাখতে সাহায্য করে। সে কারণে **भक्काम वाभी कृत्म,** भारत, भरता, भूरताहिर त्रवीन्त প্রজার তুলনায়; সমবেত সংস্কৃতি-মনসক মান্থের স্কুক্টি তুচ্ছ ক'রে, বৈশাথের প্রথর নিদাঘ উপেক্ষা ক'রে কবির প্রতি, বাংলা সাহিত্যের প্রতি এই হ'ল শ্রেষ্ঠ শ্রন্ধাঞ্জলি।

—উপল উপাধ্যায়



# মস্কো অলিম্পিক: সাম্রাজ্যবাদের স্থণ্য প্রচেষ্টা এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া অধ্যাপক অশোক

বিশেবর সকল দেশের জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি ও প্রাতৃষ গড়ে তোলার এবং তা আরোও দৃঢ় ও সংহত করার লক্ষ্য নিয়ে ১৮৯৬ সালে প্রথম অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হরেছিল। অলিম্পিকের মহান আদর্শকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে ২১টি অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। বিশ্বের সক**ল** দেশের অগণিত ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীর অলিম্পিকের ২২তম অনুষ্ঠান আগামী ১৯শে জ্বলাই থেকে ৩রা আগস্ট পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়ার রাজ-ধানী মন্কোতে হতে চলেছে। অলিম্পিকের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে এই গ্রেছপূর্ণ আন্ত-ৰুণাতিক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আজ থেকে ছ' বছর আগে আম্বর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে ১৯৮০ সালে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা মন্কোতে অনুষ্ঠিত হবে তখন কমিটিকৈ অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সাম্রাজ্যবাদী-প'র্বজবাদী দর্বনয়ার সরকারগর্বাল এবং তাদেরই পাশাপাশি খেলাধ্লাকে যারা নিছক পণ্যে পরিণত করেছে সেই সব ব্যবসায়ী, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির **এই সিম্ধান্তকে সহজে মেনে** নিতে পারেনি। তারা প্রথম থেকেই সুযোগ খ'ব্ৰুছিল কিভাবে মস্কোর আলিম্পিক অনুষ্ঠানকে বানচাল করা যায়। কথায় আছে দ্বর্জনের সুযোগের অভাব হয় না। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর মধ্যে একটি ঘটনাকে তারা সূ্যোগ হিসাবে গ্রহণ করল। সম্প্রতি আফগানিস্থান সরকারের আমন্ত্রণে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর এগিয়ে আসা এবং আফগানিস্থানে সোভিয়েত বাহিনীর উপ-স্পিতির ঘটনাকে সুযোগ হিসাবে এরা গ্রহণ করেছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি কার্টার, ব্রিশ প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার, অম্ফ্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ফ্রেজার মন্ত্রে অলিম্পিক বর্জনের জন্য বিভিন্ন रमरमञ्ज क्रीफ़ाविम् । अ क्रीफ़ारमामीरमञ्ज कारक श्रहारत्न स्नरम গেছেন। বিভিন্ন দেশের সরকারের উপরও তাঁরা এই প্রশ্ন নিরে চাপ দেবার চেন্টা করছেন। আজ যখন দ্বনিয়ার সর্বত্র ক্রীড়া-বিদ্ ও ক্রীড়ামোদীরা অধীর আগ্রহে ২২তম অলিম্পিক অন্তানের জন্য অপেকা করে আছেন তথনই সাম্বাজ্যবাদী দুনিয়ার এই নেতারা খেলাখ্লোর ক্ষেত্রে রাজনীতিকে টেনে আনছেন, মরীয়া হয়ে মস্কো অলিম্পিক বর্জনের প্রচারে নেমে গেছেন। মঙ্গেল অলিম্পিক বানচাল করার জন্য কেন এই ঘূণ্য প্রচেন্টা-এই প্রণন আজ ক্রীড়াবিদ্ ও ক্রীড়ামোদীরা নিন্চরই করতে পারেন।

#### অলিম্পিক প্রতিবোগিতা: সমাজতান্তিক দেশগালির অবস্থান

বিগত কয়েকটি অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ফলাফল বদি পর্যালোচনা করা বার তাহলে প্রথমেই বেটা বিশেষভাবে চোখে পড়বে তা হল সোভিয়েত রাশিয়া সহ সমাজতান্তিক দেশ-গু-লির ক্লীড়াবিদদের বিস্ময়কর সাফল্য। অর্থ নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল বিষয়ের মত খেলাখ্লার জগতেও সমাজতান্ত্রিক দেশগ্রনির কিষয়কর অগ্রগতি ও সাফলাকে সাম্বাজ্যবাদী প'বুজিবাদী দেশগুর্বালর শাসকেরা খুব স্বাভাবিক কারণেই বরদাসত করতে পারে না। পর্বান্ধবাদী দেশগর্বালর শাসকেরা দ্বিয়ার সাধারণ মান্ত্রদের ধাপ্পা দেবার জন্য প্রচার করে যে খেলাখুলায় রাজনীতির কোনও স্থান নেই, খেলাখুলার জন্যই খেলাখুলা। কিন্তু এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কিছ, হতে भारत ना। भ्वाक्षवामी वावन्थात अन्ताना भक्त क्रिनित्यत मट খেলাধূলাকেও নিছক মূনাফা স্ভিকারী একটি পণ্য হিসাবেই एक्या इस । **এই ব্যবস্থা**स स्थलास् ला भामकरश्चनी **७ ल**ासक-**শ্রেণীর রাজনীতির উম্পে কিছ**ুতেই থাকতে পারে না। কিন্তু অবক্ষয়ী প'বুজিবাদী ব্যবস্থার পাশাপাশি যে সমস্ত দেশ পর্বান্তবাদের শৃংখল ভেঙে সমাজতলা প্রতিষ্ঠা করেছে সেই সব দেশে অন্যান্য সকল জিনিষের মত খেলাধ্লাও পরিচালিত হয় একেবারে ভিন্ন **পরিবেশে। সমাজ**তান্তিক ব্যবস্থায় সব-কিছ্র করা হয় সমাজের সকলের প্রয়োজন মেটাবার লক্ষ্য নিয়ে। ব্যক্তিগত মালিকানায় উৎপাদন পঙ্ঘতির পরিবতের্ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎপাদন পৃষ্ধতি সামাজিক মালিকানার চালানে। হয়। সোভিয়েত রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে দেশের সকল সাধারণ মানুষের স্বার্থে দুতে অর্থনৈতিক অগ্র-গতির জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বিষরটি বিশেষ গরেন্থ দিয়ে গ্রহণ করা হ**র। স্বাস্থ্য গঠনের সপো সপো শৃংখলা** স্<sup>ৰিট্</sup>র कना निम् त्थरक भूत् करत जकलत कना त्थलाध्लात नाना ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে অন্যান্য সকল বিষয়ের মত খেলাখ্লারও নিয়ন্ত্রণ হ'ল প্রমিকগ্রেণীর রাজনীতি ও আদর্শ। এই কারণে সমাজতাল্যিক দেশগ্রনিতে খেলাব্লাকে পণ্য হিসাবে দেখার কোনও প্রশ্নই আসে না। এখনে প্রতিটি মানুবের জীবনে অন্যান্য কাজের মত খেলা-ধ্লাও অবশ্য করণীয় একটি কাজ। এই ধরণের ব্যবস্থার মধ্যে খেলাধ্লার উল্লাভ ঘটতে বাধ্য। সামাজ্যবাদী প'বুজিবাদী দ্বনিয়ার সকল ব্যা প্রচেন্টাকে বার্থ করে দিতে সমাজতান্ত্রিক দেশগর্নি রাজনৈতিক ও অধনৈতিক দিক দিরে দ্রনিয়ার বেমন

বিশেষ স্থান দখল করেছে তেমনই খেলাখলোর জগতেও নিজেদের শব্তির জোরেই বিশিশ্ট স্থান দখল করতে সক্ষম হ**রেছে। অলিম্পিক প্রতিবোগিতার কর্ণধারেরা** অলিম্পিক আসর থেকে সোভিরেত রাশিয়াকে দরে রাখার চেন্টা প্রথম थ्यत्करे करतरह। किन्छ न्विणीत विश्वयद्भायत शत् विराग्य करत সোভিরেত বাহিনীর হাতে স্থাসিবাদের চ্ছোন্ত পরাজ্যের পর সোভিয়েত রাশিয়াকে অলিন্পিক প্রতিযোগিতার আসর খেকে দারে সরিয়ে রাখা আর সম্ভব হল না। ১৯৫২ সালে অলিন্পিক আসরে প্রথম অংশগ্রহণ করার সময় থেকেই সোভিয়েত রাশিয়া এবং পরকর্তী সময়ে অন্যান্য সমাজতান্তিক দেশগালি স্বাস্থাচর্চার আশ্চর্য অগ্রগতির স্বাক্ষর রেখে চলেছে। সমাজতাল্যিক দেশগুলির যুবশক্তি আজ পূর্ণ মর্যাদায় অলিম্পিক ও খেলাখলোর অন্যান্য আসরে অংশগ্রহণ করছেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্লীড়া প্রতিযোগিতার আসরে সমাজ-তান্ত্রিক দেশগরেলর ক্রীড়াবিদেরা একের পর এক বিস্ময়ত্র রেকর্ড স্থাপন করার সঞ্গে সংগে দর্নিরার সকলের সামনে আদর্শ বোধের অত্যুক্তরল দৃষ্টান্তও উপস্থিত করতে সক্ষম হচ্ছেন। সোভিয়েত রাশিয়া চীন থেকে শ্রে করে ছোট দেশ কিউবা উত্তর কোরিয়া—সকল সমাজতান্ত্রিক দেশের ক্রীড়া-বিদেরা খেলাধূলার আসরেও সমাজতান্যিক বাবস্থার উৎকর্ষতা প্রমাণ করতে পারছেন। সামাজ্যবাদী দেশগুলির শাসকেরা ও रथलाथ लात वावनायौदा व किनिय कि करत नहा कत्तर ? शर প্রাভাবিক কারণেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অগ্রগতি এদের ক্ষিণত করছে।

# অলিম্পিক অনুষ্ঠান: লোভিয়েত সরকার ও জনগণ কি দ্ভিতে দেখছেন?

সোভিয়েত রাশিয়া অলিম্পিকে প্রথম অংশগ্রহণ করে ১৯৫২ সালে। অলিম্পিক আসরে প্রথম অংশগ্রহণ করার তিন দশক পরে সোভিয়েত রাশিয়া অলিম্পিক অনুষ্ঠিত করার দায়িত্ব পেয়েছে। ১৯৭৬ সালের অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়ে যাবার পর থেকেই সোভিয়েত সরকার ও সোভিয়েত জনগণ অলিম্পিক অনুষ্ঠানের প্রস্তৃতির কাজ শরু করে দিয়েছে। অলিম্পিক কোনও মামুলী অনুষ্ঠান নর। বিশ্ব মৈগ্রী ও সোদ্র তত্ত্বের মহান আদশকৈ সামনে রেখে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে ক্রীড়াবিদ্, ক্রীড়ামোদী, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী ২২তম অলিম্পিক প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে মন্কোতে সমবেত হবেন। এই আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের মধা দিয়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা প্রস্পর ভাব বিনিময়, সংস্কৃতির বিনিময় করার সুযোগ পাবেন। এই কারণেই সোভিয়েত সরকার ও সমাজতশ্যের আদর্শে উদ্দৃশ্য সোভিয়েত জনগণ অলিম্পিক অনুষ্ঠানকে সর্বতোভাবে সফল করার জন্য যেন মেতে উঠেছেন। বিগত সাড়ে তিন বছর প্রস্তৃতিপরে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের মধ্য দিরে দেশের জনগণের সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের এক অভ্যতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হরেছে। বিশেবর বিভিন্ন দেশ থেকে সাংবাদিকরা অলিম্পিকের প্রস্তুতির কাজ দেখতে মুক্তো গেছেন। তারা সকলেই সোভিরেত সরকার ও সোভিরেত জনগণের উদ্যোগ দেখে অভিভূত হয়েছেন। 6966 সালের ডিসেম্বর মাদে অলিম্পিকের প্রস্তৃতির কাজ দেখার জন্য কলকাতার ক্রীড়া

সাংবাদিক চির্মান সোভিয়েত রাশিরার গিরেছিলেন। তিনি কলকাতার ফিরে এসে লিখেছেন, "The Moscow Olympic Games are scheduled to start in the third week of July. But go to any city of any republic of the USSR to-day, and it will seem to you that the games are starting tomorrow. The Modern Olympic Games had started way back 1896, but this is the first time in 84 years that a Socialist nation is going to hold it—and the arrangements, the Soviet people have made for the Games have over-shadowed all the previous efforts." (Sports World, ১৯৮০ সালের ১৯শে মার্চের সংখ্যা থেকে উন্মৃত)

মন্দ্রিল বা মিউনিথ অলিম্পিক অনুষ্ঠান করতে গিয়ে যত ধরচ হয়েছিল তার মধ্যে একটি বড় অংশ হয়েছে নতুন করে স্টেডিরাম, জিমন্যাসিরাম, স্ইেমিং প্লে ইত্যাদি তৈরী করার জনা। কিন্তু দেশের অন্যান্য বিষয়ের মত খেলাধ লার উন্নতি ও প্রসারের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ায় স্টেডিয়াম জিমন্যাসিয়াম, সুইমিং পূল ইত্যাদি আগে থেকেই তৈরী ছিল বলে ২২তম আলম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার জন্য সেই সব আর নতুন করে তৈরী করার প্রয়োজন হচ্ছে না। ফলে মন্দ্রিল ও মিউনিথ অলিম্পিক অনুষ্ঠান করার জন্য যা খরচ হয়েছিল তার চেয়ে অততঃ শতকরা ২৫ ভাগ কম খরচ হবে মঙ্গে। অলিম্পিক অনুষ্ঠান করতে। অলিম্পিকের অধিকাংশ প্রতিষোগিতা অনুষ্ঠিত হবে মম্কোতে। লেনিনগ্রাদ্ কিংয়ভ ও মিনস্ক এই তিনটি শহরে ফটেবলের তিনটি গ্রপের কোরার্টার ফাইন্যাল পর্যায় পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ফুটবলের र्मियकारेनाम ७ कारेनाम (थनाग्रीन रद मह्कार्छ। भान তোলা নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতা হবে বাল্টিক সাগর তীর-বতী শহর আল্লিনে। এতগর্বাল জায়গা জড়ড়ে আলিম্পিক অনুষ্ঠানের সময় প্রতিটি দেশের ক্রীড়াবিদ, প্রতিনিধিদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, কোনও বিদেশী পর্যটকের যাতে এতট্রকু সমস্যায় পড়তে না হয় তার জন্য খটিনাটি সব দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যাপক প্রস্তৃতি চলছে। অলিম্পিকের মত একটি বিরাট আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানকে সফল করতে হলে প্রচর কর্মী প্রয়োজন। দেড লক্ষ কর্মীর নাম ইতিমধ্যেই তালিকাভূত করে তাদের সকলকেই ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেকের কান্ধ অন্-ষারী। অলিম্পিকের সময় ৪৫টি ভাষায় দোভাষী হিসাবে যারা কাজ করবেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং গবেষণা কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ। ভাষাগত পার্থকা যাতে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ক্রীডাবিদ ও ক্রীডামোদীদের সামান্য অস্ক্রবিধা স্ভি না করতে পারে তার জন্য বিমানসেবিকা, বিমানবহরের कभी भिनिश्वा, भर्य हेन विखाश, खाकचत, वाा॰क प्रो॰क रहेनि-रकान ও টেলের বিভাগের কমী, গাড়ীর চালক, হে'টেলের क्यी. माकात्मत क्यी वर एथलाध्लात माल्य याता महिय-ভবে জডিয়ে আছেন তাদের মধ্যে বিদেশী ভাষা শেখার ধ্য পড়ে গেছে। বিদেশী পর্যটকদের যাতায়াতের স্ববিধার জন্য কেবলমার মন্কোতেই প্রায় ৬০০০টি বাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ১৬ তলা বিশিষ্ট ১৮টি নতুন বাড়ী নিয়ে গড়ে উঠেছে অলিম্পিক ভিলেজ। মম্কোতে গড়ে ওঠা এই ভিলেজের মধ্যে

তৈরী করা হয়েছে একটি হাসপাতাল। নতুন করে তৈরী এই বাড়ীগুলি অলিম্পিক অনুষ্ঠান শেষ হ্বার পরে এখানকার নাগরিকদের আবাসন হিসাবে ব্যবহাত হবে। বিদেশী সাংবাদিক, রেডিও ও টেলিভিসনের জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অলিম্পিকে যে প্রেসবন্ধের ব্যবস্থা হচ্চে তাতে একসপ্গে ৭২০০ জন ক্রীড়া সাংবাদিক বসতে পারবেন। ২২০০টির दिनी ट्रिविटन ट्रिनिस्त्रिन ও ट्रिनिस्मात्नद्र वाक्या थाक्टा। অলিম্পিক ঐতিহাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বিদেশী-एम प्रत्नातकात्व উल्म्हा এक विभाग श्राम कर्म म. ही अ প্রস্তৃত করা হচ্ছে। সোভিয়েত রাশিয়ার মত বহুজাতিক দেশের জনগণের শিল্পকলা ও সোভিয়েত সমাজের বিভিন্ন দিকের সংখ্য বিদেশের ক্রীডাবিদ ও ক্রীডামোদীদের পরিচিত করানোর জন্য ১৪৪টি ব্যালে ও অপেরা অনুষ্ঠান ৪৫০টির বেশী নাটক এবং ৩৫০টি সার্কাসের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এইভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার ব্যাপক জনগণ যে কোনও রকমেই হোক না কেন অলিম্পিকের অনুষ্ঠানে নিজেদের অংশীদার করার জন্য প্রস্তৃত হচ্ছেন। গত বছর মস্কোতে একটি সাক্ষাংকারে এক সোভিয়েত সাংবাদিকের প্রশেনর উত্তরে ইন্টার-ন্যাশনাল স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং ইটালীর বিশিষ্ট সাংবাদিক এনরিকো ক্রেসপি বলেন "I have very pleasant impreassious. Preparatoins are going full stream ahead. People are working on Olympic projects with enthusiasm and competence. Apart from Moscow, I visited Tallin, uslere use all knows, the Olympic regatta will be held and I would say I was equally awed by Olympic projects there. In my view. you have advanced much further in your Pre-Olympic preparations. To this day them the organisers of the two previous games, in Munich and Montreal, in just as much thime.

But my dearest impression is of the Soviet people who are, at this early stage showing great interest and enthusiasm, the two qualities that make for the success of the 1980 Olympics, which are destined to play a Key role in strengthening sports, culture and friendly ties among nations." (আলম্মান-৮০ অপনাইছিং কমিটি কর্ক প্রকাশিত Olympic Panorama-র নবম সংখ্যা থেকে উম্বৃত্

সোভিয়েত সরকার ও সোভিয়েত জনগণের দৃঢ় বিশ্বাস, ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিম্চিতভাবেই প্রমাণ করা বাবে যে সমাজতান্দ্রিক ব্যবস্থায় উন্নততর পরিবেশের মধ্যে অলিম্পিকের মত বিরাট অনুষ্ঠান হতে পারে। অলিম্পিক আসরে আগত সকলেই উপলব্ধি করতে পারবেন বে সমাজতান্দ্রিক বাবস্থায় একটি দেশের সরকার কিভাবে দেশের সমগ্র জনগণকে প্রত্যক্ষভাবে বা পরেক্ষভাবে এই ধরণের এক বিরাট অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশীদার করতে পারে। অলিম্পিকের আসর যে যুম্ধবিরোধী শাম্তির মহামিলন ক্ষেত্রে পরিগত হতে পারে তাও প্রমাণিত হবে মন্ফো অলিম্পিকে। বিশ্ব শ্রণিতর পর্যলা নন্বরের শ্বনু সাম্রাজ্যবাদীরা এ জিনিব কিন্তাবে বরদাসত করবে? সাম্রাজ্যবাদীরা মস্কো অলিম্পিক বন্ধ করার জন্য অপচেন্টা চালাবে—এতে আশ্চর্য হ্বার কিছ্নু নেই।

#### সমাজভাগিদ্রক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আলোচেশর লগন বহিঃপ্রকাশ: মদেকা অলিদিপক বর্জন প্রতিবোগিতা

আন্তর্কাতিক অলিম্পিক কমিটির গঠনতব্যের ২৪ নং ধারায় বলা হয়েছে. "জাতীয় অলিদ্পিক কমিটিগালি বাজ-নৈতিক বা ব্যবসায়ীভিত্তিক কোনও ঘটনার সংশ্য নিজেদের যুক্ত করতে পারবে না।" এই ধারাটিতে সামাজ্যবাদীরা বিভিন্ন সময়ে সূবিধামত ব্যবহার করেছে। ১৯৩৬ সালে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ফ্যাসিস্ট হিটলারের অধীনে নাৎসী জার্মানীতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই অনুষ্ঠানকে বর্জন করার कथा हिन्छा कर्त्वान। वर्गरेवयम।वारमत्र वित्रुत्म्थ ও वर्गीवरन्वयी-দের অকথ্য নির্যাতনের প্রতিবাদে বেশ কয়েকটি আফ্রিকার রাষ্ট্র ষখন মণ্ট্রিল অলিম্পিক বর্জনের জনা অহ্বান করেছিল তখন মার্কিন যুক্তরাদ্ম সাড়া দেয়নি। আমেরিকার নিগ্রোদের নির্বাতিত অক্স্থার প্রতি বিশ্বের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ২০০ জন নিয়ো ক্রীড়াবিদ যখন মেক্সিকো অলিম্পিক বর্জনের সিম্ধান্ত ঘোষণা করেন তথন মার্কিন যুক্তরান্ট্রের শাসক ও কর্ণধারেরা বলেছিলেন যে অলিম্পিকে রাজনীতির কোনও স্থান নেই। কিন্তু আজ যখন মন্দেকাতে ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তথন মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র সেই মতে স্থির থাকতে পারছে না।

আনতর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের একের পর এক পরজয় এবং পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক দেশগৃন্তির সববিষয়ে
বিস্ময়কর অগ্রগতির পটভূমিকায় সাম্রাজ্যবাদী দেশগৃন্তির
শাসক ও কর্ণধারেরা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের
আক্রোশকে চেপে রাখতে পারছেন না। তাদের ক্ষিশত মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে নানাভাবে, নানা দিক দিয়ে। এইরকম
এক নশ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মস্কো অলিম্পিক বর্জন প্রতিযোগতার মধ্য দিয়ে।

মন্দের অলিন্পিক বর্জনের আহ্বান জনিরে আসরে নেমেছেন স্বরং মার্কিন রাষ্ট্রপতি কার্টার। ক্রীড়াবিদদের কাছে এই আহ্বান জানানোর সময় কার্টার জানতেন যে একাজ খ্র সহজ্ঞ নয়। তাই তিনি নানা আশ্বাসও দিয়েছেন। মন্দের যেকে সারিয়ে অন্য কোনও দেশে অলিন্পিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে এবং এই স্থান পরিবর্তন যদি আদৌ সম্ভব না হয় তাহলে একটি বিকল্প আলতর্জাতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হবে—সকল দেশের বিশেষ করে মার্কিন ব্রজ্বান্থাের ক্রীড়াবিদদের কাছে এইকথা তিনি ঘোষণা করেছিলেন। মন্দের অলিন্পিক বর্জনের পক্ষে মত স্থির জন্য কার্টার ব্যবিগত দ্তে হিসাবে বিখ্যাত ম্নিউয়েশ্যা মহম্মদ আলিকে আফ্রিকার পাঁচটি দেশে পাঠিয়েছিলেন।

মার্কিন রাদ্মপতি কার্টারের সংগ্য তাল মিলিরে আসরে প্রথমেই নেমে পড়েছিলেন ব্টেনের প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার ও অন্থোলিরার প্রধানমন্ত্রী ফ্রেন্সার। তাঁরাও নিজ নিজ দেশের ক্রীড়াবিদদের মস্কো অলিন্সিকে অংশগ্রহণ না ক্রার জন্য আহ্বান জানিরেছেন। কিন্তু মন্তেকা অলিদিপক বর্জানের জন্য এই সব নেতার আহ্বানে ক্রীড়াবিদরা সাড়া দিছেন কি? এই আহ্বান বিশেবর বিভিন্ন দেশে কি প্রতিক্রিয়া স্টি করেছে?

#### লতে**ল'ডিক জালাম্পিক কমিটি ও বিভিন্ন দেশের লী**জাবিদর। কি ভাবছেন ?

আন্তর্জাতিক অলিন্পিক কমিটি পরিকার ঘোষণা করেছে য় ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠানের স্থান পরিবর্তনের কোনও প্রমুষ্ট প্রঠে না। পূর্ব সিম্পান্ত মত এই অনুষ্ঠান মন্কোতেই গবে। আন্তর্জাতিক অলিন্পিক কমিটির সভাপতি লর্ড তিল্লানিন স্বার্থাহীন ভাষায় বলেছেন যে আইনগত ও নীতি-গত দিক থেকে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের স্থান পরিবর্তন করা যায় না। মস্কোতে ২২তম অণিশ্পিক অনুষ্ঠিত করার যে সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ১৯৭৪ সালে গ্রহণ কর্বোচন সেই সিম্পান্ডকে স্বাভাবিকভাবেই লণ্ডন করা যায় না এছাডাও লর্ড কিল্লানিন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে খেলাধ্লাকে ব্যবহার করার প্রচেষ্টাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। মন্ফেরা অলিম্পিক বয়কট করার আহ্বানে সাডা দেওয়া ত' দরের কথা বরং বিশেবর বিভিন্ন দেশের ক্রীডাবিদ ও ক্রীডামোদীরা এই ধরণের হীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ জানিরেছেন। একজন ক্রীডাবিদের সাধারণতঃ জীবনে একবারই অলিম্পি-কের মত গ্রেম্বপূর্ণ একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ আসে। বেশ কয়েক বছর কঠোর অনুশীলনের পর যদি কোনও ক্রীডাবিদ শোনেন যে তার দেশ অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করবে না তাহলে তার পক্ষে এই সিম্ধান্ত মেনে নেওয়া খুৰ সহজ ব্যাপার হতে পারে না। মার্কিন ক্রীড়াবিদ যর জিওদারি ক্ষোভের সঞ্জে বলেছেন, "১৯৮০ সালে র্থালম্পিককে সংমনে রেখে অগম দশ বছর ধরে অনুশীলন াছ। আমার দতে বিশ্বাস যদি ক্রীডাবিদদের মত মত চাওয়া হয় তাহলে সকলেই রাষ্ট্রপতি কার্টারের ইচ্ছার বির দেধই মত দেবেন।" ১৯৩৬ সালে অলিম্পিকে চার্টি স্বর্ণপদকজয়ী আথেলেটিকসের কিংবদন্তী পরেষ প্রয়াত র্জেমি ওয়েনল রাষ্ট্রপতি কার্টারের অলিম্পিক বয়কটের আহ্বানকে গহিত কাজ বলে মন্তব্য করেছেন। গত বছরে যে ক্রীডাবিদ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আথলেটের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন ব্টেনের সেই জীড়বিদ সেবাস্তিয়ান কো বলেছেন, "যদি টিকিটের ম্ল্য আমাকেই দিতে হয় তাও আমি মঙ্গ্লোতে বাবই।"

ব্টিশ প্রধানমন্দ্রী থ্যাচারের কঠোর মনোভাবের জবাবে বটেনের প্রতিষোগী ক্রীড়াবিদরা বলেছেন বে সরকারের কে:নও সিখান্ত কোনও কঠোর মনোভাবই তাদের মন্দ্রে অলিম্পিকে বাগদান বন্ধ করতে পারবে না।

আফ্রিকার পাঁচটি দেশে কার্টারের বিশেষ দ্ত হিসাবে সফর করার পর মহম্মদ আলির অভিজ্ঞতা কার্টারের অনুক্লে বার নি। মহম্মদ আলি কলেছেন, "মস্কো অলিম্পিক বর্জনের প্রচারে আমাকে আফ্রিকার পাঠিরে রাখ্যপতি কার্টার অন্যার ক্রেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার দেবতাপা বর্গবিশ্বেষী সরকার সম্বন্ধে যুক্তরাম্মের মনোভাবে আফ্রিকার প্রত্যেকটি দেশই গুর্মাশিটেন সরকারের বিরোধী। বিদি আমি আমেরিকা, সাফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার সমগ্র ইতিহাস আগে জানতাম তাহ**লে আমি রাম্মপ**িতর অন্রোধে আফ্রিকার পাঁচটি দেশ সফরে আসতাম না।"

সাম্বাজ্যবাদী দুনিয়ার তাবড় নেতারা মুম্কো আঁলুন্পিক वर्ज त्नत्र त्य श्राप्तका भारतः कर्त्वा इतन त्मरे श्राप्तका रेनी एक দিক থেকে ব্যর্থ হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে শেষপর্যত যদি কয়েকটি দেশ মন্ত্রেকা অলিম্পিক বয়কটের সিম্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে সেই সিম্ধান্তকে কোনও মতেই সেই সব দেশের অর্গাণত ক্রীডাবিদ ও ক্রীডামোদীর সিন্ধান্ত বলে অংখ্যা দেওয়া যাবে না। অলিম্পিককে কেন্দ্ৰ করে সাম্বাজ্যবাদীরা সমাজতাশ্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে ঘূণ্য খেলায় মেতেছেন সেই খেলায় তারা পরাস্ত হয়েছেন। এতে দুনিয়ার অগণিত ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদী নিশ্চয়ই ব্যক্তিবোধ করবেন। দুনিয়ার লক্ষ্ণ ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া-মোদীর শতেক্তা নিয়েই মন্কোতে ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে--এই বিরাট আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানকে সর্বতোভাবে সফল করার লক্ষ্য নিয়ে সোভিয়েত সরকার দেশের অগণিত স্থাংখল জনগণের সহযোগিত। নিয়ে দুঢ়তার সংগ্র এগিয়ে **চলেছেন** L



কালনা ১নং বৃক যাব-করণের উদ্যোগে মেয়েদের ভালবল প্রশিক্ষণ কর্মস্চী।



#### নাগপাশ। সাধন চটোপাধ্যার ক্লান্তিক প্রকাশনী। চার টাকা

"নাগপাশ" চারটি গলেপর সংকলন। প্রথম গল্প 'নাগপাশ,' দ্বিতীয় 'ৰোলস', তৃতীয় 'তিনপুরুষ' এবং চতুর্থ 'জ্বালা।' প্রথম গল্প 'নাগপাশ' চহ্বিশ পরগণার এক ছোটু গ্রামের যাত্রা উৎসৰ নিয়ে শ্রু হয়েছে। এই যাত্রা পালার মধ্য দিয়ে কাহিনীর মূল চারত্রগর্নালর সাথে স্ক্রেও নি'থ্ত পরিমিতি বোধে কাহিনীকার পাঠকের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন। কিল্ডু চরিত্তগর্নির সনাতন রহস্য উল্বাটন লেখকের উপজীব্য নয়— সমাজ পারিপাশ্বিকভার ভারা ফুটে উঠেছে। পালা শুরু হওরার সাথে সাথে দ্রে-দ্রোন্ত হ'তে মানুষের মিছিল এগিয়ে আসে। এই মিছিলের খোশগলেপর মধ্যাদিয়ে আদিবাসী, মাঝি, भारता, ठायौ এই সব শ্রমজীবী মানুষের টুকরো টুকরো কথার कांक प्रभकान म्थणे इस्र ७८५। जाएमत ज्ञानकार जामरका ধান কাটার মরশুমে বেশ কিছু বিপদ ঘটতে পারে এবং এই কটি কথার মধ্যদিয়ে লেখক কাহিনীর মধ্যে অবশ্যভাবী ষে <del>শ্বন্দ্ব</del> তার পর্বোভাস স্পন্ট করে তুলেছেন। এই আসরেই আমাদের পরিচয়ঘটে পর্ন্ডু সমাজের গরীব চাষীর ছেলে 'কালপাথরে খোদাই দেহ' নকুলের সাথে। ষাট-সত্তর বছর আগে এই বাদার বর্সাত পত্তনে নকুলদের পরিবার ছিল অন্যতম। আর এই বাদার অধিকারের প্রশ্নে লেখক তাই সেই ঐতিহাসিক স্ত্রটাকে ছ'রের গেছেন। 'এযেন অজিতি অধিকার ফিরে পাওরার সংগ্রাম।' যে সমাজের সাথে এই সংগ্রাম তার চরিত্র-গ্রাল হোল যদ্পতি, রাখাল ও অন্যান্যরা এবং তাদের শিরো-মণি মতমথ শিকদার।

कारिनौत मर्था मन्त्रथ भिक्मात এवः नकुम ও সবহারানো मान्द्रवत प्रनम् क्रममः जौडजत रहा ७८५। मन्मथ मिकमाहतत <u>ज्याथ लायलंद मामाना अकर्हे वाथा नकुल। स्म वाधारक यथन</u> মিশ্টি কথার সরানো গেলোনা তখন শিকদার অন্যপথ ধরল। নকুলের বোন চাঁপা ধর্ষিত হোল মন্মথের বন্ধ্ব এক ফরেস্ট অফিসারের মাধ্যমে। নকুল এবং এই গরীব মান্বদের বন্দুগা धवर पर्टांग ठ्रांग्ठ र्भ निम। किन्छु मन्मध निक्षान তাদের বশে আনতে পারলনা। শেষ করতে পারলনা। মানুৰের প্রতিরোধ আরও তীর হয়ে উঠল। এবার মন্মর্থ শিকদারের কলকাতার হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করা ছেলে রমেন এল। ব্রজোরা নতুন পশ্বতি প্রয়োগ করন। মান্ত্রকে ছলচাতুরী দিরে সে বল করতে চাইল। নকুলকে লঞ্চে চাকরী দিল। তাকে বিচ্ছিন্ন করল তার শ্রেণী থেকে এবং শেষপর্যস্ত তাকে ছটিটে করল। কাহিনীর নারক নকুল বাইরের জগতে ফিরে দেশল তার পারের নিচে মাটি নেই। সে ক্থিকত—চ্ডুকত ট্রাক্ষেডির নারকের মত আত্মযন্ত্রণার হাহাকারে অসহার। গর্কেন, চাঁপা নেই বে তাকে সান্থনা দেয়। পদ্ম তাকে ভালবাসত সেও আজ তার কাছ থেকে বহুদেরে। সে নির্জন নদীতীরে এসে ডিঙি च्रत्नरमञ्ज। मिकरण आरेथ नम्यूष्ट। मायानमीराज इकारहे

দেখা হরে বার পশ্ম, গজেন, চাপার সঙ্গে। নকুলের মনেহর এই বৈঠার টানেই সে সম্প্রে চলে বেতে পারে। 'সশব্দে তার বৈঠার জল ভেণেগ ট্রকরো ট্রকরো হরে বেতে লাগল।'

এই গলপটি লেখকের জীবনদর্শন, বস্তুবাদী দ্ভিভগ্গী, শ্রমজীবী মান্বের প্রতি মমন্ববোধ, সমাজ ও জনজীবনের সংথে নিবিড় সংবোগ এইসব কারলে পাঠকের কাছে নিঃসন্দেহে ম্ল্য পাবে। কিন্তু পাঠকের স্বভাবতই মনে হতে পারে লেখক কাহিনীর পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং চরিত্রগ্রনির ভিতর এবং বাইরের জগংকে বিশেলষণ করে একখানি প্রতিগ উপনাস উপহার দিতে পারতেন। ছোট গলপ হলে এ আলোচনা আসত না কিন্তু লেখক যেখানে বড় গলেপর পরিবেশ রচনা করেছেন সেখানে পরিবেশ ও চরিত্র আরো বিস্তৃত ও বিশেলবিত হলে কাহিনীটি আরো সার্থক হয়ে উঠতে পারত।

বাকি তিনটি কাহিনী নিঃসন্দেহে স্বদিক দিয়ে ছোট গল্প। 'খোলস' গল্পের মধ্যে মধ্যবিত্ত আত্মকেন্দ্রিক পরি-বারম,খী সতীশের মনস্তাত্মিক বিশেলবণ। কিন্তু পরিবেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে হারিয়ে যাননি লেখক। পরিণতি অভিনব—"ডাকবে কি ডাকবে না কে বেন ভিতর থেকে চিংকার করে ডাকলে স্থাবাব ? ও সংধাবাব<sub>র</sub>"। সংধাবাব্ নামের মান্য এই ক্ষয়িকা সমাজের বির**েখে লড়াই করে। সতীশ তাকে ডাকতে পারে**নি কারণ **এদের সাথে মিশলে** অ**নের কাছ হতে সে আঘাত আ**সার ভয় করে। এই ছোট গল্পটির মধ্যে সবচেরে বলিষ্ঠ বিষয় অভ্ভূত **কিছ, শব্দের কাবহার—'আঠা আঠা চোথের সামনে'**, 'চোরা টাক' 'ল্যাম্পপোস্টটা অভাবী রঙয়ের চোখের ভারর মত মিট্মিট করছে', 'স<sub>ং</sub>শ্বের খুদ' ইত্যাদি। এই ছে'ট গল্পটির মধ্যে গত দশকের অন্ধকার দিনগুলোর ছবি তির্যকভাবে লেখকের কলমে ধরা পড়েছে।

তিন প্রেষ্ গলপটির মধ্যে ব্র্জোরাশ্রেণীর চরিত্র ফটে উঠেছে। যুগ পাল্টাচ্ছে এবং সাথে সাথে সমাজের আচার ব্যবহার পাল্টাচ্ছে এবং শোষণের পদ্ধতি পাল্টাচ্ছে কিল্ডু শোষণ ব্যবস্থা যে নির্রবিচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত আছে তা রসো-ত্তীর্ণভাবে লেখক আমাদের দেখিরেছেন।

'জনালা' কারখানার এক শ্রমিক কেনের দর্বথ এবং রাগ এবং এসবকিছ্রে মধাদিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর জীবন এবং মালিক শ্রেণীর চরিত্র ফাটে উঠেছে, এই লেখাটির পরে লেখকের বে জীবন এবং শিক্স সম্বন্ধে অনেক উন্তোরণ ঘটেছে তা আগের গক্সগালি (বেগালি লেখক গত দশকের সম্ভবত শেষ-দিকে লিখেছেন) হতে স্পন্ট হয়।

-- बासक्साब स्थानाधार

# विषित्रीय मःवीप

সারা রাজ্যজনুড়ে আমাদের বিভিন্ন ব্লক্সনুলিতে যন্ব উংসব কেথাও চলছে, আবার কোথাও শেব হয়েছে। এপর্যন্ত আমাদের দশ্তরে যে সমস্ত সংবাদ পেণিছেছে তাই দিরেই এবারের বিভাগীর সংবাদ।

#### वीतक्षम रक्षमाः

রাজনগর ক্লক যুব-করণ—পণ্চিমবংশ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ও আনুক্ল্যে এবং রাজনগর রক যুব-উৎসব কমিটির পরিচালনার ১৪ই থেকে ১৬ই মার্চ তিন-দিন ব্যাপী যুব উৎসব চলেছে। এই উৎসবের অংশ হিসাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্লীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হরেছিল। ১২৫ জন শিশ্বসহ প্রায় ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়াও একাংক নাটক প্রতিযোগিতার ছ'টি দল অংশ গ্রহণ করে। আদিবাসীদের জন্য 'লোকনুতো'-রও ব্যবস্থা ছিল।

১৪ই মার্চ পতাকা উত্তোলন এবং শিশুদের মার্চপান্টের মধ্য দিয়ে এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও বুব উৎসব কমিটির কার্বকরী

সভাপতি প্র্নানন্দ মুখোপাধ্যায়।

শিশ্ব বিভাগের উল্লেখবোগ্য অনুষ্ঠান ছিল সন্দিলিত রিলে রেস, আবৃত্তি এবং বসে আঁকো প্রতিবোগিতা। বিদ্যা-লয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং যুবক-যুবতীদের জন্য ছিল কবাডি, থো-খো, আবৃত্তি, রবীন্দ্র সংগীত, বাউল সংগীত, বিতর্ক ইত্যাদি। প্রতিদিন রাত্রে অনুষ্ঠিত একাংক নাটক প্রতিবোগিতায় প্রথম প্রস্কার লাভ করে রাজনগর ইউনিক ক্লাব-এর 'শিকার'। শ্বতীয় গাগী সোষ্ঠীয় 'স্চীপত্র'। কবাডি ও খো-খো প্রতি-বোগিতায় বিজয়ী হয় রাজনগর উচ্চ বিদ্যালয়।

**रवालभूत व्रक ब्राव-क्वय-ग**ण ५६१-५५१ मार्ज रवालभूत ডাকবাংলো মরদানে ভ্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে व्रक ब्राव छरत्रक खन्मिक इत्र। ১৫ই मार्च त्रकारण छरन्वाधनी মিছিল **শ্রে হয় উৎসব প্রাণ্যাণ থেকে। মিছিলে** অংশ নেয় গ্রামের সাধারণ খেটেখাওরা মান্ত, ব্র-ছার, মহিলা, আদি-বাসী, সাঁওতাল প্রভৃতি সর্বস্তরের অসংখ্য মানুষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শর্মীস রার এম. পি. ও জ্যোৎস্না গ<sub>ন্</sub>শ্ত এম. এল. এ.। **খেলাখ**ুলার বালক বালিকাদের দৌড়. হাই-**জাম্প, লং-জাম্প ইত্যাদি ছাড়াও বিশেষ** আকর্ষণীয় খেলা ছিল আদিবাসী ও সাঁওভালদের তীর ধন্ক ছোঁড়া, রণপা দৌড় ইত্যাদি। এছাড়াও ছিল বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত দলের মধ্যে হা-ছু-ছু প্রতিৰোগিতা। বিকালে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার কবিতাগ**্রাল ছিল—রবীন্দ্রনাথের 'ও**রা কাজ করে', নজর্বলের 'ক্লিমজ্ব এবং স্কান্তের 'চিল'। ক্বিগান ও ম্যাজিকের আসরও বসে। উত্তরণ সাংস্কৃতিক শাখা (বোলপরে) মর্চকি ম**ণাল কাব্য' নাটকটি মধ্যম্ম করে। কস**বা গ্রাম পঞ্চায়েত পরি- বেশিত 'রায়বেশে' একটি স্কুদর অনুষ্ঠান ছিল। এছাড়া 'বদন চাঁদের বঙ্জাতি' নাটক ও 'মা মাটি মান্য' যাত্রান্তান দর্শ কদের ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। বিতক প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল—কেন্দু-রাজ্য সম্পর্ক যুকুরান্ত্রীয় হওরা উচিত। প্রতিযোগীরা এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের একতারা শিল্পীচক্রের সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমিকায় 'হ্ল' ব্যালে স্থানীয় জনমানসে উল্লেখ-বোগ্য রেখাপাত করে। এছাড়া বিভিন্ন দিনে পঃ বঃ সরকার তথ্য ও সংস্কৃতি শাখার বীরভূম জেলা অফিস কর্তৃক তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

তিনদিনে প্রায় তিরিশ হাজার মান্য এই উৎসব উপভোগ

নান্র রক ব্ব-করণ নান্র রকে তিনদিন প্থকভাবে তিন জারগায় খেলাধ্লা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে য্ব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রথম দিন ২৭শে মার্চ খ্রুনিট পাড়া চন্ডীদাস মহাবিদ্যালয় প্রাণগণে সকালে শ্রুহ হা-ডু-ডু ও ভলিবল প্রতিযোগিতা। সন্ধ্যায় গণসংগীত, কবিগান ও নাটক অনুষ্ঠিত হয়। পঃ বঃ সরকারের তথ্যচিত্তও দেখান হয়।

ন্বিতীর দিন ২৮শে মার্চ কির্ণাহার শিবচন্দ্র হাইন্কুলে আ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার বিপল্ল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ও ব্বক-য্বতী অংশ গ্রহণ করে। সন্ধ্যার পাপন্ডি ইউনিট কর্তৃক 'রারবেশে' এবং কির্ণাহার স্বশ্সমা সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র পরিবেশিত সংগীতান্ন্তান বেশ জমে ওঠে। তথ্য ও সংস্কৃতি দশ্তর তথ্যচিত্র প্রদর্শন করেন।

তৃতীয় দিনে নান্র ইউকো ব্যাশ্ক মাঠে সকালের অনুষ্ঠানে গণসংগীত, সাঁওতাঁলী সংগীত, চংগীদাস পদ বলী পরিবেশিও হয়। তারপর শ্রুর হয় আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, তাৎক্ষণিক বস্তৃতা, স্বরচিত কবিতা পাঠ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। দ্বপ্রের অনুষ্ঠানে চারকল গ্রাম ইউনিট 'রায়বেশে' পরিবেশন করেন। পরে রবীন্দ্রসংগীত এবং ভাদ্বগান প্রতিযোগিতা শ্রুর হয়।

অনুষ্ঠান শেষ হয় শম্ভু বাগের নির্দেশনায় চন্ডীপর্র নবনাট্য আলোড়ন গ্রন্থের যাগ্রাভিনয় 'সব্জের অভিযান' দিয়ে। প্রক্রার বিতরণ করেন নান্র পঞ্চায়েত সমিতির সভা-পতি জিতেন মিত্র।

লাভপ্র ব্লক ব্র-করণ—গত ২৪, ২৫, ২৬শে মার্চ তিন-দিন ধরে ব্র উৎসব পালিত হয়। উদ্বোধন করেন প্রালন-বিহারী চট্টোপাধ্যায়। লাভপ্র যাদবলাল হাইস্কুল মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগর্নি অন্থিত হয়। এতে অংশ গ্রহণ করেন স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এবং স্থানীয় রক ও ব্রসংগঠনের অনেক য্রক-য্রতী।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার স্চীতে ছিল—আব্তি, রবীন্দ্র সংগীত, নজর,লগীতি ইত্যাদি। বিতর্কের বিষয় ছিল —'আম্ল ভূমি সংস্কার বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারে না'। বিতকে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের আলোচনা তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃন্ধ হরে সকলের কাছে হুদেরগ্রাহী হরেছিল।

এছাড়াও বাউল গান, বোলান গান ইত্যাদি লোকসংস্কৃতি সাধারণ মানুৰ দারুণ আগ্রহ ভরে উপভোগ করে।

#### চব্দিশপরগনা জেলা:

সোনারপরে ব্লক ব্র-করণ—বিভিন্ন অন্ন্ডানের মধ্যাদিরে গত ৪ঠা থেকে ৬ই এপ্রিল সোনারপরের রক ব্র উৎসব উদ্বাপিত হ'ল। প্রামের ব্রক-ব্রতীদের মধ্যে স্কৃথ সংক্ষৃতির চেতনাকে আরও বেশী বেশী করে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই উৎসবের বিভিন্ন অনুন্ডানগর্নাল রকের বিভিন্ন জারগায় অন্ন্ডিত হয়। চাদমারীর মাঠে খো খো ও কার্বাডি প্রতিযোগিতা, হরিণাভিতে সংগীত, আব্তি, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং প্রদর্শনী ফ্টবল, রাজপরে ও বোড়ালে আলোচনা সভা এবং সোনারপ্রের বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুন্ডান হয় বোসপ্রকুর ময়দানে।

বিভিন্ন আলোচনা সভায় বর্তমান সময়ের গ্রুত্বপূর্ণ বিষয়গ্রনি সম্পর্কে বস্তব্য রাখেন সর্বভারতীয় ছারনেতা সাইফ্রাম্দন চোধ্রমী এম. পি., সতাসাধন চক্রবর্তী এম. পি-এবং বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক অন্নয় চট্টোপাধ্যায়।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রক্রম্কার প্রাপকদের হাতে প্রক্রমার তুলে দেন দক্ষিণ চন্দিশপরগনার য্ব-সংযোজক মিহির কুমার দাস।

কাকশ্বীপ ব্লক ম্ব-করণ—কাকশ্বীপ বিধান ময়দান ও কিশোর প্রাণগণে ২৮শে থেকে ৩০শে মার্চ পর্যণত রক য্ব উৎসব অন্থিত হয়। ফ্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৫৫১ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল আবৃত্তি, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বন্ধুতা, বসে আঁকো, একাংক নাটক, সংগীত ইত্যাদি বিষয়। এতে অংশ নেয় ২০৪ জন প্রতিযোগী। সফল প্রতিযোগীদের প্রক্রকার বিতরণ করেন বিধান সভার সদস্য হ্যিকেশ মাইতি।

#### वर्षभाग रक्ताः

কালনা ১নং ব্লক শ্ব-করণ—খ্ব কল্যাণ দণ্ডরের সহায়তায় এবং য্ব উৎসব প্রস্তুতি কমিটির পরিচালনায় কালনা রক য্ব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ২০-২৩শে মার্চ। উৎসবের উন্বোধন করেন জেলা শাসক প্রী বৈদ্যনাথ সিংহরায়। ২৩শে মার্চ সমাণ্ডি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বিধানসভার সদস্য গ্রন্থসাদ সিংহরায় এবং প্রধান অতিথি বিধানসভার অধ্যক্ষ সৈরদ মনস্ব হবিব্লোহ প্রস্কার বিতরণ করেন। উৎসবের ৪ দিন রকের তর্ণ-তর্ণীরা বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। পশ্চিম-বংগ সরকারের স্বাস্থাবিভাগ, যুব কল্যাণ বিভাগ ছাড়াও এ. কে. বিদ্যামশিদর আয়োজিত একক বিজ্ঞান প্রদর্শনী দর্শকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

সালানপরে ব্লক ব্র-করণ—পশ্চিমবংগ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের অধীনস্থ সালানপরে ব্লক যুব অফিসের মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রক্তেপ ১৬টি বিভিন্ন ধরণের ইউনিট স্থাপন করা হরেছে। এতে মোট ২৭ জন ব্রকের কর্মসংস্থান সম্ভব হরেছে। এছাড়া মহিলাদের জন্য সীবন-শিলেপর উপর ১টি প্রশিক্ষণ শিবিরের আরোজন করা হয়। এখানে ৪৫ জন মহিলা প্রশিক্ষণ দিরেছেন। আশা করা হায় এ থেকে এ'রা নিজেদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নিতে পারবেন।

১৯শে মার্চ থেকে ২৪শে মার্চ পর্যন্ত ব্লক যাব উৎসব প্রতি বংসরের মত এবারও প্রভৃত উদ্দীপনার মধ্যে শেষ হ'ল। বিশেষ করে তপশীলী ও আ।দবাসী মহিলাদের দ্বারা পরি-বেশিত লোকন্তা ও জিশেন ক্লাবের ছেলেমেয়েদের জিমন্যাস-টিক, জন্ডো ও ক্যারেটে প্রদর্শন এবং লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক মহারা ন্তানাটাটি জনচিত্তে বিশেষ রেখাপাত করে। এছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় মোট ৮০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও তর্শ-তর্শী অংশগ্রহণ করে উৎসব প্রাণগণকে মুখর করে

#### नरीया रजनाः

চাকদহ ব্লক ব্ৰ-করণ—গত ২১ থেকে ২০শে মার্চ চাকদহ ব্লক ব্ৰ অফিসের উদ্যোগে আয়েছিত য্র উৎসবে ক্লীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগতার আয়েছিল করা হয়। ক্লীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল যথাক্তমে ৩৫০ ও ৫০০ জন। প্রায় ১২,০০০ দর্শক সকাল ১০টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত এইসব অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি পরিমল বাগচী সফল প্রতিযোগীদের হাতে প্রস্কার তুলে দেন। অন্যান্য বস্তারা ব্র উৎসবের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

চাপড়া রক ষ্ব-করণ—২২, ২৩ ও ২৪শে মার্চ কিং এডওয়ার্ড বিদ্যালয় প্রাণগণে রক যাব উৎসবের আসর বসে। ক্লীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন











নদীয়া জেলায় চাপড়া ব্লক যুব উৎসবে কৰাডি প্ৰতিযোগিতা।

করা হয়। এছাড়া বিক্সান, কলা ও হস্তাশক্ষের উপর অনেক প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা হর্মোছল। প্রতিদিন সন্ধ্যার একাংক নাটক প্রতিযোগিতার আসর বসে। এইসব বিভিন্ন প্রতি-যোগিতার নানান বিদ্যালয়ের ৪৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। যুব্যেলার উন্বোধন করেন বিধানসভা সদস্য সাহাব্দদীন মণ্ডল। সদর মহকুমা শাসক স্বল মাণ্ডি এবং বিশিষ্ট অতিথিরা তাদের মুল্যবান বন্ধব্য রাথেন।

नाकामी शाष्ट्रा व्रक ब्राव-क्रबण-- गठ २४८म मार्ज थ्या ৩১শে মার্চ পর্যান্ত এই ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে এবং যুব উৎসব কমিটির সহযোগিতার বেথুয়াডহরী জে. সি. বিদ্যালয় ময়দানে ব্ৰু যুব উৎসৰ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। জীড়া প্ৰতি-যোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল একদিনের ফুটবল, ভালবল ও क्वां धांठरवां भाषा वांच्या त्यां-त्या अपर्यानी, नाठित्यना ব্রতচারী নৃত্য, ড্রিল, ব্যায়াম ও শরীর চর্চা প্রদর্শনী। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অন্তর্গত ছিল আবৃত্তি, বিতর্ক, রবীন্দ্র ও নজর্বগাতি, কথন, কোত্কাভিনয় ও আলপনা প্রতিযোগিতা। এছাড়া একাংক নাটক প্রতিযোগিতা। অংশ নেয় ১৫টি দল। এরপরও ছিল দলগত লোকগীতি, সমবেত দেশাষ্মবোধক সঞ্গীত, আলোচনাচক্র ইত্যাদি। বিতর্ক প্রতি-যোগিতার বিষয়স্চী ছিল "আম্ল ভূমি সংস্কারই বেকার সমস্যা সমাধানের একমার পথ।" এবং আলোচনাচকের বিষয় ছিল—"গণতন্ত্রে সূরক্ষায় ও সম্প্রসারণে যুব সমাজের ভূমিকা।"

এই যুক উৎসব জনমনে বিশেষ করে সাধারণ স্তরের মানুষের মনে প্রভৃত প্রভাব বিস্তার করে।

কাকসা ব্লক ব্ল-করণ—এই অফিসের পরিচালনায় ১২ থেকে ১৪ই মার্চ পর্যাকত যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্থানীয় এম. এল. এ. লক্ষ্মীনারায়ণ সাহা। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্যতম বিষয় ছিল আদিবাসী যুবকদের তীর ছোড়া ও যুবতীদের নৃত্যানুষ্ঠান। এক বর্ণাত্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ীদের প্রুক্তার বিতরণ করেন সম্পূর্ণ মাঝি, বি. ডি. ও.।

শান্তিপ্রে ব্লক ব্র-করণ—এই ব্র-করণের উদ্যোগে আরোজিত ব্রব উৎসবের (২০শে থেকে ২২শে মার্চ) সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ৫০০ জন প্রতিযোগী সেমিনার, বিতর্ক, সম্পাত, আবৃত্তি, রওচারী ও লোকন্তা, স্বরচিত গম্প ও কবিতা, নাটক প্রস্কৃতি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অম্তর্ভুক্ত ছিল করাজি, হাই-জাম্প, দৌড় ইত্যাদি। স্থানীয় এম. এল. এ. বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায়'এর সভাপতিকে অধ্যক্ষ জঃ চুনীলাল দেব কীর্ত্তনীয়া সফল প্রতিযোগীদের মানপত্ত ও প্রক্রকার দেন।

এছাড়া এই অফিস থেকে ৬৪ জন দ্বঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপ**ু**স্তক সরবর হ করা হয়।

ক্ষনগর রক ব্র-করণ—এই অফিসের পরিচালনায় যে ব্র উৎসব (২০-২৫শে মার্চ) অন্তিত হয় তার প্রধান আকর্ষণ ছিল ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও মডেল প্রদর্শনী। এছাড়াও চলচ্চিত্র. দেখান হয় এবং দেহ সোষ্ঠব ও বোগাসন নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিষ্টেমে ৪৪২ ও ৩৫১ জন অংশগ্রহণ করে। উৎসবের উদ্বোধন করের নিলীয়া ভোলার সভাধিপতি পরিমল বাগচী ও সফল- काम श्रीज्यागीरमत्र भ्रतंत्रकात विजतम करतन खंशक महस्त्रमं हम्म मतकात्र।

হাঁদখাল ব্লক ব্ল-করণ—এই রকের যাব উৎসব উন্বোধনে (১৪. ৩. ৮০) উপাঁদ্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাবিপতি শান্তিভূবণ ভট্টাচার্য ও বিধানসভার সদস্যাব্দর স্কুমার মণ্ডল ও সতীশ চন্দ্র বিশ্বাস। জেলা পরিষদের সদস্যাব্দর ক্রেলা চৌধারী ও পণ্ডায়েত সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস উন্বোধন অনুষ্ঠানে সক্লিয় অংশ নেন। স্কুদ্শ্য বর্ণাত্য শোভাষাত্রায় ২৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতী বোগ দের। এরপর ক্রীড়া ও সাংক্রতিক প্রতিবোগিতায় ৫৫৯ জন প্রতিবোগী অংশ নের।

নবশ্বীপ রক ম্ব-করণ—এই রক য্ব-করণের উদ্যোগে এবং নবশ্বীপ থেকে নির্বাচিত বিধানসভার সদস্য দেবী বস্বর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া আরো দ্বটি উপসমিতি গঠন করা হয়। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অক্তর্ভুক্তি ছিল চিন্তান্দ্রণ, হস্তাশিল্প, বসে আঁকো, বিজ্ঞান মডেল, বিতক্, সংগীত, ন্তা, একাৎক নাটক ইত্যাদি। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অক্তর্ভুক্তি ছিল কর্বাড়ি ও খো-খো। এই দ্বটি প্রতিযোগিতার অক্তর্ভুক্তি ছিল কর্বাড়ি ও খো-খো। এই দ্বটি প্রতিযোগিতার প্রতিযোগী বালক বালিকার সংখ্যা ছিল যথাক্তমে ৩৬৩ ও ৩৫৭ জন। প্রস্কার বিতরণী সভায় বস্তুক্ত কুমার পাল, সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতি ও দীপৎকর সাহা, বি. ডি. ও. যথাক্তমে সভাপতি ও প্রধান প্রতিথির আসন গ্রহণ করেন।

#### म्बिनावाम दक्षना :

বহরসপ্রে রক ঘ্র-করণ—এই কেন্দ্রের উন্যোগে ২, ৩ ও ৪ঠা এপ্রিল মণীন্দ্রনাথ বালিকা বিদ্যালয় প্রাণগণে ঘ্র উন্সব অন্থিত হয়। এই উন্সবকে দ্বটি স্তরে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম স্তরে ছিল শহরের প্রতিযোগীরা এবং ২য় ভাগে ছিল গ্রামীণ প্রতিযোগীরা। এই প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল



वर्त्रमभात व्रक यान छेश्मात विद्धान माछल श्रमणानि ।

বিভর্ক, আব্তি, স্পাণিত, বাউস স্পাণিত, বসে আঁকো, বোগ ব্যারাম ইত্যাদি। প্রতিবোগীর সংখ্যা ছিল ৩৪৫।

রব্দাধগঞ্জ ব্লক ব্ল-করব—এই ব্লব করণের পরিচালনার ৪, ৫ ও ৬ই এপ্রিল ব্লব উৎসব অনুষ্ঠিত হর। এই উৎসবে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক দ্বীট ভাগ ছিল। আ্যাথলেটিকস ও খো-খো প্রতিযোগিতার ১৮টি ক্লাবের ২৫৯ জন বালক-



ম্বিশ্বাদা জেলার রঘ্নাথগঞ্জ ১নং ব্লক য্ব উৎসবে একাণ্ক নাটক প্রাত্যোগতার 'অশান্ত বিবর' নাটকে একটি দুশ্য।

বালিকা অংশ নেয়। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল আবৃত্তি, তবলা বাদ্য ও একান্ক নাটক প্রতিযোগিতা। ২০টি ক্লাবের ১৮৮ জন তর্গ-তর্গী এতে অংশ নেয়।

#### भागम् दणनाः

হারশ্চশ্রের রক শ্ব-করণ—হারশ্চশ্রের ১নং পণ্ডারেত পার্মাতর উদ্যোগে ও পশ্চিমবণ্য সরকারের বিভিন্ন দশ্তরের সহবোগিতার হারশ্চশ্রের ১নং রকের ময়দানে গত ২০শে মার্চ হতে ২৭শে মার্চ পর্যতে কৃষি, শিলপ মেলা ও ছাত্র-যুব উংসব সফলতার সপ্যো সমাণ্ড হরেছে। পণ্ডায়েত সমিতি কর্তৃক আরোজিত মেলার পশ্চিমবশ্য সরকারের বিভিন্ন দশ্তর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল, ভাছাড়াও অন্যান্য বেসরকারী সংশ্যা ও ক্লাবগ্রালরও ছিল কিছ্ম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা। উদ্ভ

দিবস, ২৫শে মার্চ শিচ্প দিবস, ২৬শৈ মার্চ পশ্চারীত দিবস अवर २०८म मार्ड हात-बन्द निवंज हिजारव अववालिक हत। মেলার উদ্বোধন করেন পরিবহণ দশ্তরের রাশ্মশ্রী শ্রীণিবেন कियुती मदागत। याना शाम्माल श्रमणानी श्रण्य तना २के হতে খোলা থাকত এবং প্রতাহ দিবস অনুবারী আলোচনা চত্ত্রের ব্যবস্থা ছিল। আলোচনা চক্র ব্যতীত মেলাকে সাফলা-মণ্ডিত করার জন্য উত্ত ব্রকের ২টি ক্লাব ২টি নাটক করেন। ২৩শে মার্চ আঞ্চলিক শিল্পীদের উৎসাহিত করার জন্য বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন, ২৪শে মার্চ রাত্রি ৭ ঘটিকার কলিকাতার গণনাটা সংঘ কর্তৃক গণসংগীত ও তরজাগান পরিবেশিত হয়। ২৫শে মার্চ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার বেতার শিল্পী নিম'লেন্দু চৌধুরী কর্তৃক পল্লীস্পাতি, ২৬শে মার্চ পশ্চিম-বশ্য সরকারের লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক মহরুরা গীতিনাট্য পরি-বেশিত হয়। যুব দিবস উপলক্ষে ২৭শে মার্চ বেলা ৩টায় ক্লাবের পতাকাসহ শোভাবাত্রাসহকারে উৎসব প্রাণাণে সমবেত হয় ক্লাবের সদস্যরা। বেলা ৪টার সময় যুব উৎসব উপলক্ষে আনতঃ ক্লাব ভালবল প্রতিযোগিতার চুড়ান্ত খেলাটি হয় ভিশাল সব্জ সংঘ বনাম হারশ্চন্দ্রপরে সংগঠন সমিতির মধ্যে সংগঠন সমিতির মাঠে। ভলিবল প্রতিযোগিতার বিজয়ীর সম্মান লাভ করে ভিশাল সব্জ সংঘ। ছাত্র-যুব উৎসব উপলক্ষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মোট ২৪৩ জন ছাত্র-ছাত্রী ও ব্যুবক অংশগ্রহণ করে, তার মধ্যে ছাত্র-যুক্তের সংখ্যা ১৮৮ ও বালিকার সংখ্যা ৫৫ জন। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৯৭ জন, তারমধ্যে ছাত্র-যুব ৬০ জন ও ছাত্রী-যুবতীর সংখ্যা ৩৭ জনের মত। ভালবল প্রতিযোগিতার পর কৃষ্ শিল্প ও পরিবার কল্যাণ দৃশ্তরের প্রদর্শনীর প্রতিযোগীদের পরেস্কার দেওয়া হয় এবং যুব উৎসব উপলক্ষে ক্রীড়া প্রতি-যোগিতা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীদের প্রেস্কার ও ভালবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও বিজেতা দলকে যুব কল্যাণ বিভাগ ও ব্লক স্পোর্টস কমিটির পক্ষ থেকে শীল্ড ও থেলোয়াড়দের গোঞ্জ দেওয়া হয়। সমস্ত রকম প্রতিযোগিতার প্রেক্সকার ও প্রশংসাপত বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মালদা জিলা পরিষদের সভাধিপতি মাননীয় শ্রী মানিক ঝা মহাশয়। প্রেক্কার বিতরণীর পর পশ্চিমবঙ্গা সরকারের লোকরঞ্জন শাখা কর্ডুক চিত্রাগ্যদা ন্ত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। কৃষি, শিল্প মেলা ও ছাত্র-য<sub>়</sub>ব উৎসব উপলক্ষে প্রত্যহ প্রায় ছয় থেকে সাত হাজার পরেবে ও মহিলা মেলায় অংশগ্রহণ ক'রে আনন্দ উপভোগ করেন।

প্রোতন মালদহ ব্লক ব্ল-করণ—পশ্চিমবর্জ্য সরকারের ব্লব কল্যাণ বিভাগের প্রোতন মালদহ ব্লক ব্ল-করণের উদ্যোগে এবং ব্লক ব্লব উৎসব কমিটির পরিচালনার মধ্যালবড়ি পি. ভার্ ডি. অফিসের সম্মুখ্য মরদানে গত ২২শে মার্চ হতে ২৪শে মার্চ ৮০ পর্যাকত ৩ দিন ব্যাপী ব্লক, ব্লব উৎসবের আরোজন করা হরেছিল।

গত ২২শে মার্চ তারিখে ব্লক ব্র উৎসবের উন্থোধনী আনুষ্ঠান হর। অনুষ্ঠানের উন্থোধন করেন মাননীর শ্রীদিব্যেশ্র মুখার্জী, সমণ্টি উন্নের আধিকারিক, প্রোতন মালদা। উন্থোধনী অনুষ্ঠানে পর্ঃ মালদা ব্লকের সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এবং বিভিন্ন ক্লাব, সমিতি ও সংক্রে সদস্য-সদস্যারা নিক্ক নিক্ক সংক্রার প্রভাকা নিরে

জংশগ্রহণ করেন। উন্দোধনী অনুন্ঠানের পর বিচিন্নানুন্ঠান, গাল্টীরা, দেহসোন্ট্র প্রদর্শনী ও কোরাসের সংগীতাভিনর "সাম্বের গাল" আরোজন করা হরেছিল। বুব উৎসবের ১ম দিন প্রার ১৫০০ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

ব্র উৎসবের ন্যিতীর দিন সন্ধ্যার বিচিন্ন হুটান ও নিশ্র নাটক "সাত বন্ধর খ্রুমণি" (পরিচালনার মালদা ভ্রামা-লীগ) সংগতি, নৃত্য, নাটক ও ম্কোভিনরের (পরিবেশনার প্র কলচারাল ইউনিট) আরোজন করা হর। ২র দিন প্রায় ২৫০০ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

ব্ব উৎসব্বের তৃতীয় দিন প্রক্রকার বিতরণী সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন প্রে মালদার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহঃ আতাউর রহমান এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলা সমাহত্য মহাশয়, শ্রী আর. কে. প্রসম। এবং তিনি প্রক্রার বিতরণ করেন।

প্রক্ষার বিতরণীর পর গশ্ভীরাগান, (পরিবেশনায় দো-কড়ি চৌধ্রী ও তাঁর সম্প্রদায়) নাটিকা ও সমবেত সঙ্গীত (পরিবেশনার গণনাট্য সংঘ, মালদা শাখা), এবং সবশেষে একটি নাটক (পরিবেশনার কিশোর ভারতী পরিষদ, মঞ্চালবাড়ী) আরোজন করা হরেছিল। উত্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০০ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন। মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ২৭৫ জন।

#### क्कार्विद्यात रक्षणाः

কোর্চাবছার ১নং রুক ম্ব-করণ—পশ্চিমবংগ সরকারের ব্ব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে বাব্রহাট শ্রীরামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয় প্রাশানে, ৫ই থেকে এই এপ্রিল '৮০ এক অনাড়ন্বর পরিবেশে কোর্চাবহার ১নং রুক ব্ব উৎসব অন্থিত হ'ল। ৫ই এপ্রিল অন্থানের উশ্বোধন করেন পরিবহন রাজ্মন্ত্রী শিবেন্দ্র নারারণ চৌধ্রনী মহোদর। সব্জের দলের ছোট শিশ্বমিতারা প্রধান অতিথি শ্রীচৌধ্রনীকে অভ্যর্থনা জানার। ৫ই এপ্রিল ব্ব-ছাত্র দিবসে 'কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের' উপর আলোচনার অংশগ্রহণ করেন ডঃ দিশ্বিজয় দে সরকার ও শ্রীঅমিতোষ দত্ত রার। প্রাকৃতিক দ্বর্যোগের ফলে আলোচনা চক্ত বন্ধ রাখা হর।

৬ই এপ্রিল প্রমিক কৃষক মৈত্রী দিবসে আলে।চনা চক্রে অংশগ্রহণ করেন গ্রীগোপাল সাহা, গ্রীপ্রদীপ নাথ, গ্রীস্নীল-কৃষার নন্দী ও শ্রীপরিতোষ পশ্ডিত।

৭ই এপ্রিল জাতীর সংহতি রক্ষা দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীনিখিলেশ দাস। এদিন তিনি প্রেস্কার বিতরণ করেন। ব্রুব উৎসবে প্রত্যহ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বিকালে গণসংগীত, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ব্রুব সংস্থা কর্ত্ব নাট্যান্যুটানের ব্যবস্থা ছিল। অনুষ্ঠানে বেমন ব্রুব-ছাত্রর প্রধান ভূমিকা নির্মেছিল আবার শ্রমিক, আদিবাসীদের অংশগ্রহণ এক নতুন পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। সব থেকে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল তরুণ কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্য পাঠের আসর। কোচবিহার ১নং রকের ১৪ জন তরুণ কবি ও শহরের তিন বিশিষ্ট কবি এতে অংশগ্রহণ করেন। সরকারের পক্ষ থেকে কবিদের, সম্বর্ধনা জানানোর ঘটনা কোচবিহার শহরে এই প্রধা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভারতীর গণনাট্য সংস্থা, ভাওয়া-গ্রিফ লাখা, গ্রিফ ক্লেরার ও সম্প্রদার ও পিন্টা দত্তের গিটার খ্ব

আকর্ষণীর ছিল। টোটো পাড়ার আদিবাসী নৃত্য দশকিরা প্রব উৎসাহের সপো দেখেছেন। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, কিশোর মাট্য সংস্থা, কলেরপাড় তর্নুণ সংঘ্ গণতান্দ্রিক মহিলা সমিতি, ভাওরাগন্ডি, বাণীতীর্থ ক্লাব ও তাঁত প্রমিক ইউ-নিয়নের সদস্যরা নাটক পরিবেশন করেন। প্রত্যহ প্রায় ৪ হাজার দর্শকের সমাগম হয়। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ছোট ছোট ছেলেমেরেদের 'অমলের স্বণন ভঙ্গা', বাশীভার্যের ঘটনার বিবরণে প্রকাশ নাটক দুটি উচ্চ মানের ছিল। अन्दर्भानीं अरुन कतात कना वीता अरुरवाशिका है **क्टब्राइ**न তাদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জানান যুব উৎসব কমিটির স্পাদক ও ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দাশ। বিভিন্ন দৈনে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় যাঁরা প্রথমস্থান অধিকার করেছেন তারা হলেন আব্তি (নবম/দশম) ঃ শ্রীমতী রীণা দত্ত, দেওরানহাট হাইস্কুল। আবৃত্তি (সর্বসাধারণ) : শ্রীবিজয় খোষ, বাণীতীর্থ ক্লাব। রবীন্দ্র সংগীত: শ্রীমতী রীণা দত্ত, দেওরান-হাট হাইস্কুল। নজর্ল গাঁতি: শ্রীপ্রবীর কুমার রার, হেস্থ বিভিয়েশন ক্লাব। ভাওয়াইয়া ঃ শ্রীমতী অঞ্চনা রার, কোচবিহার সাংস্কৃতিক পরিষদ। তাংক্ষণিক বস্তুতা ঃ শ্রীপরিতোষ পণিডত পি. এম. জি. ও ডাঃ অশোক চৌধুরী, হেলপ্র রিক্রিয়েশন ক্লাব। অব্দন: শ্রীপবিত্র সরকার, তল্লীগর্নাড।

#### कलभारेग्रीष क्रना:

আলিপ্রেদ্য়ার ১নং রক ব্ব-করণ ব্ব কল্যাণ বিভাগের পেঃ বঃ সরকার) আলিপ্রদ্য়ার ১নং রক ব্ব-করণের উদ্যোগে আলিপ্রদ্য়ার ১নং রকের ব্ব উৎসব অন্তিত হলো ২৩শে থেকে ২৫শে ম.চ পলাশবাড়ি গ্রামে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৫০০ ব্বক্ব্বতী অংশগ্রহণ করেন। বিশেষত্ব হল এদের অধিকাংশই গ্রাম থেকে এসেছিলেন। তিন দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের উন্বোধন করেন জলপাইগ্রিড় জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি স্থেন্দ্ রায়। এবং প্রেস্কার বিতরণ করেন আলিপ্রদ্য়ার ১নং পঞ্চায়েত সভাপতি দিলীপ চৌধ্রী। উৎসবের দিনগ্রিলতে প্রায় ৬০০০ লোকের সমাবেশ হয়। ২৩শে মার্চ সাম্রাজাবাদ বিরোধী সংহতি দিবস', ২৪শে মার্চ প্রামক কৃষক দিবস' ও ২৫শে মার্চ 'ব্ব-ছার দিবস' হিসেবে পালিত হয়।

কালচিনি ব্লক য্ব-করণ—এই য্ব-করণের উদ্যোগে ও কালচিনি ব্লক য্ব উৎসব '৮০ কমিটির পরিচালনার হ্যামিলটন-গঞ্জ কালীব ভূটী ময়দান ও কালচিনি থানা ময়দানে গত ২৪ থেকে ২৬শে মার্চ '৮০ পর্যন্ত য্ব উৎসব বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

এক অনাড়ন্বর অন্ভানের মধ্য দিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানের উন্থোধন করেন ঐ রকের সমণ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মহাশয় এবং পতাকা উত্তোলন করে যুব উংসবের শ্বর ঘোষণা করেন অঞ্জন রায়, যুব সংযোজক, নেহর যুবক কেন্দ্র, আলিপ্রদর্মার। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে শিশ্বদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, রবীন্দ্র সংগীত, নজর্ক গীতি, বিতর্ক, রচনা, স্বর্হিত কবিতা, একাংক নাটক ও ন্তাের ব্যক্তারী ও ছাড়া সাঁওতালী নৃতা, বোরো নৃতা, নেপালী নৃতা, রতচারী ও তথ্য চিত্র প্রদর্শীত হয়েছে। এ বিভাগে মোট ২০০ যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেছিল। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়

বিভাগে বাট ৩০০ ব্রক-ব্রতী, ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। এই উৎসবের অন্য একটি আকর্ষণীয় দিক ছিল বিভিন্ন ষ্টলের আয়োজন। এর মধ্যে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও মহিলা সমিতির, ষ্টলদ্র্টি দশ্কিগণের দ্র্ফি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। গড়ে তিন হাজার দশ্ক এই



কালচিনি ব্লক যুব উৎসবে শিশ্বদিবসে ন্ত্যের ভণিগতে জনৈক শিশ্ব শিলপী।

উৎসব উপভোগ করেন। কালচিনি রকের বিভিন্ন অংশ থেকে ব্রক-ব্রতী ছাত্ত-ছাত্তীদের অংশগ্রহণ সতাই প্রশংসার যোগ্য। এই অঞ্চলে সরকারী সহযোগিতার এই ধরণের উৎসব শ্বিতীয় বার অনুষ্ঠিত হ'ল।

#### त्मिनीभूत रक्तनाः

সবং দ্লক ব্ৰ-করণ—এই ব্লক ব্ৰ-করণের উদ্যোগে ২০শে মার্চ থেকে ২২শে মার্চ পর্যন্ত ব্র্ব উৎসব অন্থিত হয়। প্রত্যহ প্রায় ৪০০০ দর্শকের উপস্থিতিতে প্রতিযোগীরা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিশ্বন্দ্বীতা করেন। তিনাদনে মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ১৩৪৭ জন। এর মধ্যে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল বর্ধাক্রমে ৭৫৯ ও ৫৮৮ জন। প্রদর্শনীর সংখ্যা ছিল ১৭টি। সফল প্রতিযোগীদের প্রেক্ত করা হয়।

বিনপরে ১নং রক ব্র-করণ—পশ্চিমবংগ সরকারের ব্র কল্যাণ দশ্তরের অধীন বিনপরে ১নং রক য্ব-করণ ও স্থানীয় পঞ্চারেত সমিতির যোথ উদ্যোগে লালগড় রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে সারা রকের সর্বস্তারের মানুবের বিপরে উৎসাহ ও উন্দীপনার মধ্যে २७८म मार्ज एथरक २४८म मार्ज शर्यन्छ जिन निन वााशी हरू यून छेश्मन ७ स्मना जनाचिष्ठ दत्र। २७८म मार्ज माता इरकत य्वकत्म ও अनमाधात्रण धरार न्थानीत न्कूनग्रानित सावसावी अ र्মापनीश्रात्तव श्रीवन बाहेत्वव वान्छ महरवारा मात्रा वानगड অণ্ডলটি পরিক্রমা করে এবং পরিক্রমা শেবে নেহর যুবক কেন্দের যুব সংযোজক সুশান্তকুমার সরকার পতাকা উত্তোলন করেন। তারপর যুব উৎসব ও মেলা শ্রু হয়। এই মেলাতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্যে বিতর্ক, আবৃত্তি, সংগীত, প্রবন্ধ ও নানাবিধ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন প্রতি-যোগিতায় বারোশত প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এছাডা বিতকে ২৮ জন, আব্ভিতে ১১৫ জন, প্রবন্ধে ৩১ জন এবং সংগীতে ২৫ জন প্রতিযোগী ছিলেন। এই রক মেলা ও যাব উৎসবে আদিবাসীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উন্দীপনা नका করা যায়। এবং ২৬শে মার্চ আদিবাসী দিবস হিসাবে প্রতি-যোগিতাম লক বিভিন্ন খেলাখুলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। এই উৎসবে অংশগ্রহণ করার জন। গ্রামাঞ্চল থেকে বিপলে সংখ্যায় প্রতিযোগী মেলাতে যোগদান করেন। বিশেষ করে আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতায় ৪২০ জন, একক সংগীতে ১৮ জন, তীর নিক্ষেপ এ ৫২ জন অংশ-গ্রহণ করেন। এই উৎসবে বিভিন্ন সরকারী বিভাগ তাদের প্রদর্শনী ফল দেন। এছাড়া প্রতিদিন চলচ্চিত্র, মেদিনীপরে ক্রদিরাম সংঘের পরিচালিত ব্যায়াম প্রদর্শনী এবং ভারতীয় লোক সংগীতের প্রখ্যাত গায়ক সত্যেন্দ্রনাথ মহান্তি ও তাঁর সম্প্রদায় কর্ত্তক সংগীত পরিবেশনা ও স্থানীয় আদিবাসী জনসাধারণ কর্ত্তক যাত্রাগান অনুষ্ঠিত হয়। যেভাবে সারা রকের সর্বস্তরের মান্য এই রক মেলাতে যোগদান করে মেলাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন তাতে প্রমাণ হয় যে এই উৎসব সারা ব্লকেরই উৎসব। শেষ দিনে পরুক্ষার বিতরণ করেন পণ্ডায়েত সমিতি ও মেলার সভাপতি সংধীর কুমার

ভমল্ক ১নং রক ধ্ব-করণ—পশ্চিমবণ্য সরকারের য্ব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে তমল্ক ১নং রক য্ব-করণের পরিচালনায় চনশ্বরপরে উচ্চবিদ্যালয় ফ্টবল ময়দানে গত ২০শে মার্চ থেকে ২২শে মার্চ পর্যন্ত রক ভিত্তিক যুব উৎসব অন্তিঠত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তমল্কের অতি-রিক্ত জ্বোশাসক বর্ণ কুমার মুখোপাধ্যায়।

ব্ব উৎসবে অন্তিত হয় বিভিন্ন এ্যাথলেটিক প্রতি-যোগিতা, কাবাডি, খো-খো, লোকন্ত্য, চিন্তাঙ্কণ, আব্তি, সংগীত, গণসংগীত, তাংক্ষণিক বক্তা, নাটক। বয়স্ক শিক্ষা, কৃষি এবং স্বাস্থ্যের উপর আলোচনা চক্তে অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণ।

উৎসবে ১২০০ শ' প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। স্থানীর বিদ্যালয়গর্নার শিক্ষক এবং শিক্ষিকা ও বিভিন্ন সংস্থার ঐকাশ্তিক সহযোগিতায় এই যুব উৎসব জনসাধারণের মধ্যে প্রভৃত আশা এবং উন্দীপনার সঞ্চার করে।

সমাণিত দিবলৈ প্রেম্কার বিতরণী সভার পৌরহিত্য করেন তমল্বকের অতিরিক্ত জেলাশাসক বর্ণ কুমার মুখো-পাধ্যার এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বিধান-সভার সদস্য প্রেলক বেরা। ग्राजिता टनना :

রব্নাথপরে ব্লক ব্র-করণ—বিসাত ২৯শে এবং ৩০শে মার্চ এবং ৪, ৫, ৬ই এপ্রিল '৮০ দ্বিট স্তরে বিভৱ হয়ে ব্রুনাথপরে ১নং ব্লক 'ব্রু-উৎসব' অন্তিত হয়।

উৎসবের প্রস্কৃতি পরে ১নং রকে-র অন্তর্গত সমস্ত কাবগ্রিল, পঞ্চারত সমিতি এবং বিশিষ্ট কারিবর্গ তথা যুব সংগঠনগর্বলকে নিরে 'যুব-উৎসব-কমিটি' গঠিত হয়। গ্রী রগনাথ আচারি, সভাপতি পঞ্চারত সমিতি এবং শ্রী বিভূতি বেজ যুব-কল্যাণ আধিকারিক যথাক্তমে এই 'কমিটি'র সভাপতি এবং সম্পাদক মনোনীত হন। উৎসবকে সাফল্যমিন্ডিত করে তেলার জন্য শ্রী নীহার রঞ্জন চৌধ্রী ও শ্রী চন্ডীচরণ গ্রুতকে যুগ্ম আহ্বারক করে একটি ক্রীড়া উপ-সমিতি এবং অধ্যাপক দিলীপ গণ্ডোপাধ্যার এবং শ্রী পার্থ সার্থি ঘোষকে আহ্বারক করে একটি সাংস্কৃতিক উপ-সমিতি গঠন করা হয়।

দ্বদিন ব্যাপী ক্রীড়া প্রতিষোগিতার রন্থনাথপরে ১নং রুকর ৩৩টি ক্লাব ও ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৭০৭ জন প্রতিষোগী অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে মহিলা প্রতিষোগীর সংখ্যা শতাধিক। প্রের্ব ও মহিলা বিভাগে মোট ১৫টি বিষয়ে প্রতিষোগিতার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় টোর ছোঁড়া এবং 'ষেমন খুশী সাজো' প্রতিযোগিতা। শেষেরটিতে ১৫ জন অংশ গ্রহণ করেন। ক্রীড়া-বিভাগে প্রদত্ত মোট ৪৬টি প্রক্রারের মধ্যে 'পল্লী-শ্রী সংঘ' (ন-পাড়া-শাঁকা অণ্ডল) এবং রন্থনাথপরে গার্লাস্ হাইস্কুল প্রত্যেকেই ৫টি করে এবং 'বয়েজ-ফ্রেন্ডস্ ক্লাব' (আদ্রো) 'অরবিন্দ-সংঘ' (আড়রা অণ্ডল) এবং 'আমরা সবাই (রন্থনাথপরে) প্রত্যেকের চারটি করে প্রক্রার দথল সবাইকার দ্বিট আকর্ষণ করে।

য্ব-উৎসবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগর্বি বিপ্রল উৎসাহ উদ্দীপনার সপো অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল মানেজভ্ জ্বনিয়ার হাইস্কুলের প্রাণ্গণে। রঘ্নাথপ্র শহর এবং সামহিত অণ্ডলের সর্বস্তরের মানুবের মধ্যে এই উংসবান্ষ্ঠান যে এক অভ্তপ্র্ব সাড়া স্থিট করতে পেরেছে তার মধ্যদিয়েই এর সার্থকতা ও সাফল্য পরিস্ফুট। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অণ্য হিসাবে বিবিধ বিষয়ে অনেক-গ্রিল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

রবীন্দ্রসংগীত ও নজর্পগীতি প্রতিযোগিতা বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল প্রতিযোগী ও প্রোতাদের কাছে। বালক-বালিকা থেকে শ্রুর করে বিভিন্ন বয়সের মান্যেরা এই প্রতিযোগিতায় সমান আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও নজর্লের বিশেষ কোনো গান নির্দিষ্ট করে না দেওয়াতে প্রতিযোগীয়া যেমন স্ব-মনোনীত সংগীত পরিবেশনের স্থোগ লাভ করেছিলেন তেমনি ভিন্ন প্রতিযোগীয় কপ্তে রবীন্দ্রনাথ ও নজর্লের গানের বিচিত্রভাব ও ঐশ্বর্য নানা র্পে রসে ও বৈচিত্রো ফ্টে উঠতে পরেছিল।

আবৃত্তি প্রাযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ-নজর্পের সংগ স্কাল্ডের কবিতাও শিশ্ব বা কিশোর প্রতিযোগীদের কণ্ঠে স্চার্ পারদাশিতার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। তিনদিনের অন্তানে প্রতিদিন মধ্যাকে যথাক্রমে বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বস্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং আলোচনাচক্র অন্তিঠত হয়। সর্ব-সাধারণের জনো এই জাতীয় প্রতিযোগিতার মধ্যে বিতর্কের বিষয় ছিল 'শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাই একমাত্র মাধ্যম হওরা উচিং'। আলোচনাচক্রের বিষয়বস্তু ছিল দুর্বিট (ক) পরের্লিয়া জেলার সার্বিক উন্নয়নে যুব-সমাজের ভূমিকা এবং (খ) আণ্ডালকতা ভারতের জাতীয় সংহতির পরিপন্থী। এইসব গ্রের্ম্বপূর্ণ বিষয়গ্রীল নিয়ে যে বিতর্ক, আলোচনা এবং বন্ধৃতায় মুখরিত হয়ে উঠেছিল স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যান্য প্রতি-যোগীরা তা শুধুই যে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল তা নয়—ছিল যথেন্ট **শিক্ষামূলকও উৎসাহবাঞ্জক। সমকালীন সমাজের মান**হ' জীবনের সমস্যার নানা দিক ও তার সমাধানের সঠিক পথ সন্ধান নিয়ে যে আজকের যুব সমাজ ভাবছেন তা স্কুর স্পণ্টভাবে প্রতিফালিত হয়েছে এখানে। বিতর্ক ও আলো-চনার **ক্ষেত্রে সভাপ**তি মণ্ডলীর পক্ষে পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি শ্রী তপন লাহিড়ীর সুচিন্তিত ও মূল্যবান বস্তুব্য প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বৃণ্ণি করে। প্রবন্ধ প্রতি-যোগিতার বিষয় ছিল 'যুক্তরাম্মীয় কাঠামোতে কেন্দ্র রাজ্যের সম্পর্ক'। এরকম একটি গ্রেছপূর্ণ ও তথানিভার বিষয়ের উপর রচিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যাঁরা অংশগ্রহণ করে প**ুরুক্ত হয়েছেন তাঁরা যথে**ন্ট উন্নত চিন্তার পরিচয় রেখেছেন।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো একাংক নাটকের প্রতিযোগিতা। এই অভিনয় প্রতি-যোগিতা বিপ্লেভাবে সমাদৃত হয়েছে দর্শকমণ্ডলীর কাছে। কয়েক হাজার দর্শক নিবিন্টচিত্তে বিভিন্ন সংস্থা কর্তক প্রযোজিত এই উন্নত রুচির ও মানের নাটকগর্বল পরম আগ্রহ নিয়ে উপভোগ করেছেন। এই অঞ্চলের য**ৃবকেরা অসাধার**ণ নৈপূণ্য দেখিয়েছেন এক্ষেত্রেও। বিষয় বৈচিত্রোর এবং বস্তব্যের দিক্ **থেকে সম**্ব্লত আদর্শের এইসব নাটকাভিনয় আণ্ডা**লক** যুব সমাজের অসাধারণ নাট্য-প্রতিভা এবং উচ্জবলতর ভবিষ্যতের ইপ্গিত দিচ্ছে। 'স্তালিনের নামে' (চোর পাহাড়ী নাট্য সংস্থা), 'রক্তাক্ত রোডেশিয়া' (বিদ্যাসাগর-শরৎ-নজরুল-স্মৃতি পাঠ্চক, রঘুনাথপরে), স্কিংস (ডাবর অর্বণাদর ক্লাব. চোর পাহাড়ী), কিংবা 'চন্দ্রালোকের যাত্রী' (আমরা সুবাই, রঘুনা**থপুর)-র অভিনয়** তারই প্রমাণ। নাট্যাভিনয় প্রতি-যোগিতার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো ব্রন্দলা খাজ**্বা অণ্ডল কর্তৃক সাঁওতাল** ভাষার নাটক 'মার্শাল ডাহা'র অভিনয়। আশা করা যায় রঘুনাথপরে ১নং ব্রকের যুব-উৎসবের পক্ষে এই ঐতিহাসিক ঘটনা একটা স্থায়ী মূল্য নিয়ে আগামী ভবিষ্যতকে প্রেরণা যোগাবে।

৬ই এপ্রিল '৮০ সন্ধ্যায় এক সংক্ষিপত ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রক্ষারগ্রিল বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী রঞ্গনাথ আচারী। সম্পাদকের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় মোট ২৬০ জন প্রতিযোগী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। উৎসবের আর একটি উল্লেগযোগ্য ঘটনা হলো সীমান্তিক গোষ্ঠী (আদ্রা)-র গণসংগীত পরিবেশন।

পরিশেষে বলা যায়, এই জাতীয় উৎসবান্তানের মধ্যাদয়ে রঘ্নাথপনের এবং সালিছিত অঞ্চলের যাব-সমাজের ক্রীড়াগত এবং সাংস্কৃতিক মান যে ভবিষাতে উম্জ্বলতর হবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই—সন্দেহ নেই এবিষয়েও যে এই অঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের অকুণ্ঠ সহযোগিতা, ও সহান্ভূতিই এই যাব উৎসবকৈ সাফলোর স্বর্ণ-শিখরে উপনীত করেছে।

# भोठलेन जावता

#### मन्त्रामक मबीटशब्द

ব্ৰমানস কৰে কেরোবে—আশা নিমে দার্ণ আগ্রহতরে অপেকা করি। পড়তে ভাল লাগে। ইদানিং ভালবাসতে শ্রু করেছি। গত সংখ্যা অর্থাং মার্চ-এপ্রিল সংখ্যায় কয়েরটি নতুন বিভালের সংযোজন দেখলাম। আশা করব এমনি করে আগামী দিনগ্রিলতে 'ব্রমানস' আরও সমৃশ্ধ হবে।

শিশ্প সংস্কৃতি বিভাগে গোতম ঘোষদন্তিদারের 'নাটকের কিছ্ কথা এবং ফলস আলী আসছে' একটি বলিণ্ঠ, ব্রন্তি-পূর্ণ আলোচনা। লেখার ভিগোটিও স্কুলর। গোতমবাব্ শিশ্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাকরণবাগিশ সমালোচকদের ব্রিয়ের দিতে পেরেছেন বিচারের মানদণ্ড অনাত্র অর্থাৎ পাঠকের হৃদয়ে।

তবে বানানের ক্ষেত্রে এতখানি এগিয়ে যাওয়া ঠিক কি? পরিকার সময়মত প্রকাশ অবশ্য কাম্য।

> শ্রন্ধাসহ— নমিতা ঘোষ। বসিরহাট। ২৪-প্রগ্না।

#### প্রির সম্পাদক,

ব্ৰমানসের মার্চ-এপ্রিল সংখ্যার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্ব ভাষণের সম্পাদিত রুপ পড়লাম। আমাদের মত গ্রামের ব্বক্ ব্বতীরা বিধানসভার আমাদের প্রতিনিধিরা বা বলেন, তার খুব কম অংশ জানতে পারি। বাজারী সংবাদপ্রগ্রনিতে এই ধরণের গ্রহুস্পূর্ণ বিষয়গর্লির সংবাদ সামানাই ছাপা হয়। যদি বা ছাপা হয় তা পড়ে আমরা সরকারের দ্ভিউভগার পূর্ণ ম্ল্যায়ন করতে পারিনা এবং সত্যি কথা বলতে কি কিছ্ কিছ্ ক্লেন্তে বিদ্রান্ত হই।

যুবমানসের পাতায় মুখ্যমন্ত্রীর বস্তব্য পড়ে আমাদের কাছে পরিন্দার হয়ে গেছে সরকার কোন পথে চলতে চান, আমলা-তন্ত্র সম্পর্কে তাঁদের দ্ভিড্গাী কি ইত্যাদি বিষয়গুলি।

এরকম একটা গ্রুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ করে 'যুবমানস' আমাদের মত গাঁরের মান্বদের অনেক অজ্ঞানা কথাকে জানতে সাহায্য করেছেন। যুবমানসের সম্পাদকমন্ডলীকে অভিনন্দন জানাছি।

—কামাল আমেদ গ্রাম—থানারপাড়া। নদীয়া।

সহ-সম্পাদক,

#### य्यमानम् ।

আপনাদের নতুন বিভাগ 'পাঠকের ভাবনা'-র সংযোজনে উৎসাহিত হরে চিঠি লিখছি। আপনারা পাঠকদের 'পরামর্শ'-কে ম্ল্যু দেন জানিরেছেন। সেই ভরসায় আমার প্রথম পরামর্শ — ব্র্মানস নির্মিতভাবে প্রকাশ কর্ন। মাঝে মাঝে হঠং শেরলা' ভেশনের হকারের হাতে 'ব্রমানস' দেখতে পাই। আবার অরেক সমর অনেক খোঁজাখনুজি করে পাইনা। সময়মত প্রকাশ করে এবং স্তুত বভন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে তা সাধারণের কাছে পেশিছন্তে না পারলে এর ম্লা কমে যেতে বাধ্য। অধ্য পহিকাটির চাহিদা আছে।

জানিনা আমার পরামশে আপনাদের অথবা আমাদের পত্তিকা তথানি প্রাণকত' হয়ে উঠবে। তবে উঠ্ক এটা সবাদ্যকরণে চাই।

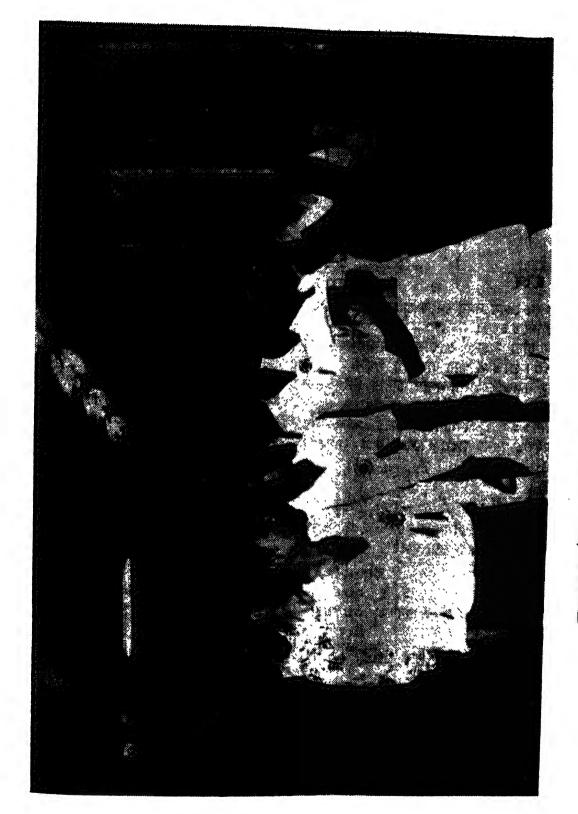
নমস্কার জানবেন।

—নিতাই বড়াল
কুশমোড়। বীরভূম

#### প্রশ্বের সম্পাদকমন্ডলী,

মাসিক 'যুবমানস' কাগজের আমি নির্মামত পাঠক। তা কটুর পাঠক হিসেবে আমার দাবী আছে। ক্রম লাক্ত বাংলার লোকসাহিত্য বিলাকত হয়ে যাছে। এর সঠিক বৈজ্ঞানিক পথে প্রথিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। আপনাদের কাগজে আমি বাংলার লোকসাহিত্যে দিশা প্রকথ ছাপতে চাই। বেশ করেক বছর গ্রামগঞ্জ-এ মান্বের সাথে মিশে আত্যান্তিক প্রতিকুলতার মধ্যে রাত কাটিয়ে মার্শিদাবাদ জেলার আলকাপ, গ্রামের আণ্ডালিক একানত নিজম্ব ছড়া, গান, প্রবাদ, কবি প্রভৃতি মহামাল্যবান তথ্য দলিল সংগ্রহ করেছি। এগালিকে সাম্প্রভাবে প্রকাশ করার একটি বিশেষ মাধ্যম চাই। তাই আপনাদের কাছে জানালাক্রম আমার কথা। মাল্যবান তথ্য সংগ্রহ নাক বাবে একথা ভাবতে কণ্ট হয়। আপনারা জানাবেন আপনাদের বন্ধবা। উত্তরের অপেকার থাকলা্র। নমস্কার।

গোতম ৰোষ শাহগড়। বনগ্ৰাম। ২৪ পরগনা।



ब्राक्ता यद्व-ছात्र एक्सद्वत शक्तमा अन्तरण विभावात मूक्षाभकी न्रामन **इ**क्वडी।

### পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক যুখপত্র



#### शारक रूट र 'त

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা সভাক ৩ টাকা। বান্মাসিক চাঁদা সভাক ১-৫০। প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পয়সা।

শন্ধন মনিঅর্ডারেই বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলিকাতা-৭০০০১।

#### এক্তেন্সি নিতে হ'লে

কমপক্ষে ১০টি পত্রিকা নিলে এজেন্ট হওরা বারে। বিস্তারিত বিবরণ নীচে নেওয়া হলঃ

পরিকার সংখ্যা	ক্ষিশনের হার
১৫০০ পর্যক্ত	₹0 %
১৫০০-এর উধের এবং ৫০০০	পর্যক্ত ৩০ %
৫০০০-এর উধের	80 %
১০টা সংখ্যার নীচে কোন কমি	শন দেওয়া হ্র না।
যোগাযোগের ঠিকানা ঃ	with the second

উপ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবিশা সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাদা (দুক্ষিণ), কলিকাতা-৭০০০১।

#### লেখা পাঠাতে হ'লে

ফ্লস্কেপ কাগজের এক প্ন্ঠার প্রয়েজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটাম্টি পরিজ্ঞার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্চনীয়।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জনা কোনও কৈফিয়ং দাবী করা চলবে না।

কোনরমেই অমনোনীত লেখা ফেরং পাঠানো সম্প্র নয়। পাণ্ডুলিপির ৰাড়তি কপি রেখে লেখা পাঠান।

বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ৩০০০ শব্দের বেশি হ'লে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

যুবকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকেরা তত্ত্বগত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব দিক গুরুলির উপর বেশি জোর দেবেন।

#### পাঠকদের প্রতি

য্বমানস পতিকা প্রসপ্যে চিঠিপত লেখার সম্প্রাবের জন্য চিঠির সপ্যে ভ্যাম্প, খাম, গোল্ট্রার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব চিঠিও উত্তর দেওরা হয় এবং সরকারী চিঠিপতে সার্ভিন ভাকটিকিটই কেবল বাবহার করা চলে।





বীরভূমের বোলপরে ব্রক যুব উৎসবে সাঁওতাল 'বদ্রোহের পটভূমিকায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের একতারা শিক্পীচক্র শাখার ব্যালে 'হ্লো'-এর দ্ব'টি বিশেষ মৃহতে ।

# খেলার মাঠে অসভ্যতা সম্পকে মুখ্যমন্ত্রী

গত ৮ই মে. ফেডারেশন কাপের ফাইন্যাল খেলাকে কেন্দ্র করে ইডেন উদ্যানে যে ধরণের ঘটনা ঘটেছে তা কলকাতার খেলার মাঠে অভাবনীর। খেলার মাঠের বাইরে দ্বই প্রতিশ্বদার দলের সমর্থকদের মধ্যে মারামারিক ঘটনা নতুন নর। কিন্তু এখন বা হছে তা সম্পূর্ণ ভিক্র ধরণের। এ এখি নাজারজনক উচ্ছুখ্থলতা। খেলার মাঠের খেলোরাড়ে ঘ্রেলি মারাজারির করতে ছেখা গেছে, ছুল্করা খেলোর মাঠের মাঠের চুল্কে পড়েছে, খাঠের ফেলিসং লাইনের খালে একালা লোক ঘটলা করেছে ছুল্কি পড়েছে, খাঠের ফেলিসং লাইনের খালে একালা লোক ঘটলা করেছে ছুল্কি পড়েছে, খাঠের ফেলিসং লাইনের খালে একালা লোক ঘটলা করেছে ছুল্কি করেছে ছুল্কিক করেছে ছুল্কি ছুল্কি করেছে ছুল্কি ছুল্কি করেছে ছুল্কি করেছে ছু

মুখ্যানতী জ্যোতি বস্থা বিষয়টি সম্পর্কৈ গভার উল্লেখ্য প্রকাশ করেছেন সংখ্যা লেখ্যে ডিনি কঠোর মনোভাবত গ্রহণ করেছে। এত ৯ই মে মহাকরণে সাংবর্গদকরেছ তিনি ক্রিনেন্দ্রন

ফেড়ারেশন কাপ ফাইন্যাল শেলার মার সে সব ঘটনা ঘটেছে এই শুর্তিবর উচ্চত থলাতার বির্দেশ শ্রন্থ কিন্তু এই ব্যাপার, কিন্তু শেলার মুঠের প্রতিরিয়া বাইরেও পড়ে বলে রাজ্য সরকারও এর আন্দেশ মেটা খ্রই দ্বংথজনক। অথট আমি আন্দর্য হাছি, এসব ঘটনার নিন্দা করে দ্ব'টি বড় ক্লাবের কর্ম কর্তারে কোনা বিবৃত্তি দেননি। যেসব খেলোরাড় খেলার মাঠের মারো অথভা আমি ভাবের গ্রিকা বিবৃত্তি দেননি। যেসব খেলোরাড় খেলার মাঠের মারো অথভালারাড়ে মনো ভাবের পরিচর দিয়েছে ভাদের চিহ্নিত করা উচিচ্চ। আমাদের সমর দেখেছি খেলোরাড়ে খেলোরাড়ে মারামারি হলে রেফারী ভাবের মাঠ খেকে বের করে কিন্তু।

ইছেনের মার্টের মধ্যে লাইনে এত জোক বসরে জনন ? সাঠের ভেতরে বারা ঢ্কবি তালের বের করে দিতে হবে। তার জান্ত গোলমাল হরে খেলা বদি কল হতে বার, বন্ধ হরে বাবে। এসব কথা দঃখের সম্বাহী আনাকে বলতে হচ্ছে।

শেলার মাঠ অসভ্যতা করার জারগা নর। বিছনু ক্লাবের সমর্থক রেড, করে নিরে মাঠে চনকবে। এসব উচ্ছুস্থলতা তো সমাজ বিরোধী কাজ। আলি হাজার দর্শক থেলা দেখতে গেলে এসব কাজ করে মাত্র হাজার দুই লোক। সাধারণ মানুব এ জিনিব কথনই বরদাসত করবেন না। ছাত্র-বন্ধদের এই লোকারীর বির্দেধ সর্বাত্রে এগিরে আসতে হবে।



# Complimentary Copy



পশ্চিমবংগ সরকারের যাবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মাখপত মে '৮০



জাতীর সংহতি স্মৃত্ করতে আসাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন/ র্বীন্দ্রনাথ: বিভেদপণ্থা ও বিভিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে/ ब्रवीन्द्रमाथ गर्छ/ भगकमा जन्मदर्क अनात ও अभअनात/नवीन भाउंक/ নিঙা ভাই মরিনি/প্রণৰ কুমার চলবভী/ বস্ত/অসীম মুখোপাধ্যার/ बर्वान्य्रनाथ/देवा नवकात/ 28 আগামী সকাল পর্যত্ত/চলন কুমার বস্/ 28 ন্ত্ৰপৰ্যের পাড়ুলিপিতে/কল্যাণ দে/ জনাণ্ডকে কেডকী বিশ্বাস/ 36 চান্দ্ৰমা/পরিতোৰ দত্ত/ 26 লিটিল ম্যাগাজিন আন্দোলন: এক পরম সত্য/কভীশ DETO! 56 আরো আরো দাও প্রাণ/স্ক্রিত নন্দী/ 24 শান্তৰ উৎস / দিলীপ ভটাচার্ব্যের ভূলিতে/ \$ \$ দু'টি মেলা ডিনটি উৎসৰ / 90 भएका जिल्लिक: माहाजाबादाव ब्रांग शहाको अवर বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া/অশোক দাশগ্রে/ ২৬ ৰইপ্র/ 00 বিভাগীর সংবাদ/ 03 भाउदक्त जानना/ 94

अक्न: पारमर क्रीयाजी

#### সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি—কান্তি বিশ্বাস

পশ্চিমবঞ্চা সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিং কুমার মুখোপাধ্যার কর্তৃক ৩২/১, বি বা দি বাগ (দক্ষিণ), ক'লকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যার কর্তৃক হেমপ্রভা গ্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, ক'লকাতা-১ থেকে মুদ্রিত।

ন্লা—প'চিল পর্না

গোটা বিশ্বের শ্রমজীবী মান্বের সাথে আমরাও দ্র-হাত বাড়িয়ে বরণ কর্রাছ ঐতিহাসিক মে-দিবসকে। অহোরাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৪ থেকে ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কিংবা কখনও কখনও তারও বেশি সময় ধরে শ্রমিককে খাটিয়ে তার রক্ত নিংডানো সম্পদে মালিকশ্রেণী মুনাফার পাহাড় তৈরী করত—আর সেই সম্পদ সুজি কর্তা শ্রমিক দ্ব-বেলা পেট ভরে খেতে পারত না। শিক্ষা চিকিৎসার স্বযোগ থেকে তারা থাকত চির বঞ্চিত। কদর্য অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দিনের এই দীর্ঘ-ক্ষণ ধরে হাড়ভাগ্গা খাট্রনির পর আলোহীন, বায়ু-হীন, স্যাতস্যাতে বাস্তর খুপারর মধ্যে দিনের অব-শিষ্ট সময়ট্কু অর্থমতের মত শ্রমিককে কাটাতে হোত। এই ছিল শ্রমিক-জীবনের রোজ নামচা। দ্রত-লয়ে বেড়ে ওঠা মার্কিন যুক্তরান্ট্রের কলকারখানার শ্রমিক সংগঠিত হতে থাকল এবং ব্যাপকভাবে এই অমানবিক ব্যবস্থার প্রতিবাদে গর্জে উঠল। দাবী তুলল—৮ ঘণ্টার বেশি শ্রমিককে খাটানো চলবে না। দুনিয়ার ক্ষাইখানা হিসাবে পরিচিত মার্কিন যুক্ত-রাজ্যের চিকাগো শহরের হে সার্কেমে ১৮৮৬ সালে ১লা মে শ্রমিকের ৮ ঘণ্টার কাজের দাবীতে সুশুংখল শান্তিপূর্ণ সমাবেশকে মোকাবেলা করার জন্য সর-কারের সশস্ত্র বাহিনীর বন্দুক গর্জে উঠল। ঘামে ভেজা শ্রমিকের জামা কাপড় তার ক্ষত-বিক্ষত দেহের রক্তে রাঙা হোল। শ্রমিকশ্রেণী তার জীবন উৎসর্গের মধ্য দিয়ে আমেরিকার ধ্সের-মাটিতে রক্তের অক্ষরে শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাসের এক নতুন এবং স্কুর প্রসারী তাৎপর্যময় অধ্যায় সৃষ্টি করল।

তারপর আরও গ্রাল চলল—আরও শ্রমিককে আত্মাহর্তি দিতে হোল—আরও রক্ত ঝরল—বিচারের নামে
তামাসা করে শ্রমিক নেতাদের ফাঁসিতে ঝ্লানো হোল।
কিন্তু ষে দ্রুর্গর ঝড়ের স্ছিট হোল তাকে আমেরিকার
ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে সীমাবন্ধ রাখা গেল না।
শ্রমিক মানসিকতার ইথারের তরঙ্গে ভর করে তামাম
"দ্রনিয়ার শ্রমিক এক হও"—কার্লমাক্স-এর এই
আহ্বানের অন্তর্নিহিত অর্থ সমস্ত শ্রমজীবী মান্
সমস্ত সন্তা দিয়ে উপলব্ধি করল। ১৮৯০ সালে স্থির
হোল বিশ্বব্যাপী ১লা মে তারিখিট 'মে-দিবস''
হিসাবে পালিত হবে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি

দিবস হিসাবে এই দিনটিকে পূর্ণ মর্যাদার সাথে পালন করা হবে।

শ্রমজীবী মানুষ এই ঐতিহাসিক দিনটি পালন আসছেন। শ্রমজীবী মানঃষের সংগ্রামে ভীত মালিকশ্রেণী এবং তার সেবাদাস সরকারগর্নাল সমস্ত প্রকার দমন-পীডনের পথ ধরে এই 'মে-দিবসের' অনুষ্ঠানকে বন্ধ করতে সম্ভাব্য সমস্ত প্রকার চেষ্টা চালিয়েছে। অন্যদিকে শ্রমিক-শ্রেণীর আদশে অন্প্রাণিত মান্য বজ্বকঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে এই দিনটিকে বিভিন্ন ভাবে পালন করেছেন। ফ্যাসীবাদী দস্যুদের কারাগারে বন্দী মহান জ্বলিয়াস ফ্চীক মে-দিবস পালন করার, লাল ঝান্ডা উত্তোলন করার কোন সুযোগ না পেয়ে নিজের দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে পরনের বন্দ্র নিজের রক্তে রাঙা করে, অন্ধকার বন্দীশালায় সেই কাপড় দুহাতে উধের্ব তুলে ধরে মে-দিবস পালন করেছেন। শ্রমিক-শ্রেণীর মৃত্তি সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, প'্রজি-বাদী ব্যবস্থাকে ধরংস করার স্কুদ্যু শপথ গ্রহণ করে-ছেন। মে-দিবস পালন করার এই ধরনের অগণিত গোরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রমজীবী মান্ব্রের সংগ্রামী ইতিহাসকে আরও মহীয়ান করে তুলেছে।

এবার যখন আমরা মে-দিবস পালন কর্রাছ তখন প'্ৰজিবাদী পথ ধরে যে সকল দেশ চলছে সেইসব দেশগুলি এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটে হাবুভবু খাচ্ছে এবং এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক চরম অস্থিরতার সূষ্টি হয়েছে। কোন মতে টি'কে থাকার জন্য প'্রজিবাদীশ্রেণী এই সংকটের যাবতীয় বোঝা শ্রমিকশ্রেণীর কাঁধে তথা সাধারণ মান-ষের কাঁধে চাপাবার চেন্টায় সর্বদা বাস্ত থাকছে। ফলে কারখানা বন্ধ, ছাঁটাই, লে-অফ, শ্রমিক সংকোচন নীতি অন্সরণ, শ্রমিককে দিয়ে আরও বেশি কাজ করিয়ে নেওয়া, বোনাস দিতে টালবাহানা, দ্রব্য-মূল্যসূচক সংখ্যার হিসাব জালিয়াতি করে শ্রমিককে তার পাওনা মজুরী থেকে বণ্ডিত করা—ইত্যাদি ব্যবস্থা মালিকের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। অন্যদিকে অধিক ম্নাফার লোভে কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যের দাম যথেচ্ছভাবে বাড়িয়ে তোলা, শিলেপ প্রয়োজনীয় কৃষিজাত কাঁচামালের দাম খ্রিস মত কমিয়ে দিয়ে সাধারণ মান্ত্র্যকে দৃঃখ কন্টের সহ্য সীমার শেষ প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষেরাও भूथ वृद्ध धरे वावन्थाक त्यान निष्कृत ना। जाता একদিকে যেমন পেশাগত অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়াকে আদার করার জন্য আরও সংগঠিতভাবে লডাই চালিয়ে

ষাচ্ছেন অন্যদিকে শিক্ষায় এবং অভিজ্ঞতায় আর্থ সমৃত্য হয়ে শ্রমিকপ্রেণী বৈশি বেশি করে উপলব্ধি সেই থেকে ৯০টি বংসর ধরে প্থিবীব্যাপী 🔭 করতে পারছেন যে জীবনের দুঃসহ জনালা-করণা হতে স্থায়ীভাবে নিষ্কৃতি পেতে হলে ঘুন ধরা, প'ড়ে পড়া এই প'্রাঞ্চবাদী ব্যবস্থাকে ধরংস করে তার সমাধির উপর নতুন শোষণহীন, অবিচারহীন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন করতে হবে—এবং সেই কাজ সমাধা হতে পারে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ও শ্রমিক-কৃষক মৈন্ত্রীর উপর ভিত্তি করে ধারাবাহিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

শ্রমিকশ্রেণী আরও অধিক মান্রায় অনুভব করতে পারছেন যে তার অধিকার সংগ্রাম, তার মান্তির সংগ্রামকে যদি পরিচালিত করতে হয়—তাহলে একাল্ড ভাবে প্রয়োজন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সংকট যত বাডবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর ধণিকশ্রেণীর প্রশুজ্পতি-শ্রেণীর আক্রমণ তত প্রখর হবে, স্বৈরতান্ত্রিক শান্তির মেকী গণতন্ত্র মার্কা পাতলা আবরণট্রকু তত দুত অপসারিত হয়ে তার বীভংস নগন মূর্তি বিকট আকারে প্রকাশিত হতে থাকবে। তাই স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির চক্রান্তকে পরাজিত ক'রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করা—তাকে আরও প্রসারিত করার কাব্দে শ্রমিক-শ্রেণীকে অধিকতর যোগ্যতার সাথে তার ভূমিকা পালন করতে হবে। বেশি বেশি করে বিভিন্ন দ্তরে গণতন্ত্র প্রিয় মান ষকে তার এই সংগ্রামের সাথী করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্বের তিন ভাগের এক ভাগ এলাকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্ব স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মালিক শ্রেণীর অস্তিত্ব নিশ্চিক্ত হয়েছে। সেখানকার শ্রমজীবী মানুষের কাছে 'মে-দিবস' উৎসবের আমেজ নিয়ে হাঙ্গির হয়। আরও উন্নত জীবন যাপন, আরও অবকাশ, বিজ্ঞানের আশীর্বাদ সমূহকে ব্যবহারিক জীবনে আরও অধিক পরিমাণে প্রয়োগ ক'রে জীবনকে আরও উপভোগ্য করে গড়ে তোলার কর্মসূচী গ্রহণ করাকে মে-দিবস পালন করার অপা হিসাবে তারা ব্যবহার করে। বিশ্বের বাকী অংশের শ্রমজীবী মান্য মে-দিবসকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণের দিন হিসাবে পালন করেন। এই দিনে দাঁডিয়ে তারা শ্রন্থার সাথে স্মরণ করেন দেশে দেশে যুগে যুগে অসংখ্য সংগ্রামে অংশ-গ্রহণকারী অগণিত শ্রমজীবী মান্ত্রকে। নতুন করে ঘোষণা করে আ তর্জাতিক প্রমিক সংহতিকে—সমস্ত অংশের শ্রমজীবী মানুষের মূল লক্ষ্য অভিন্ন, আদর্শ এক, বিশ্বের প্রমিক আন্দোলনের মূল স্লোতধারার তারা অবিচ্ছেদ্য অংশ, মূলধন ছাড়া তাদের হারাবার কিছ্ব নাই জয় করার জন্য আছে তামাম দুবিয়া।

[শেষাংশ ৪ প্ৰায় ]

# জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করতে আসাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন

প্রান্ন এক বছর হ'ল আসাম সহ সারা উত্তর প্রেণিওলের রাজ্যগর্নিতে আন্দোলনের নামে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে তাতে করে সারা ভারতবর্ষের মান্বের মনে প্রশ্ন উঠতে শ্রুর করেছে ভারতবর্ষের ঐক্য, সংহতি রক্ষা করা যাবে তো?

এই সব জ্বলন্ত প্রশন সামনে রেখে গত ২২শে এবং ২৩শে এপ্রিল ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক সর্বভারতীয় আলোচনা সভার মাধ্যমে সর্বভারতীয় স্তরে বর্তমানে দেশের এক গরেরতার সমস্যার সমাধানসূত্র বের করার চেণ্টা করেছেন। দু' দিন ব্যাপী এই আলোচনা সভাতে পশ্চিমবশা তথা সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট বাজিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মাদ্ররাই, আলিগড়, সিমলা ভবনেশ্বর, তিপ্রেরা, হরিয়ানা সহ বিভিন্ন রাজ্যের কিবকিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন এই আলোচনার অংশগ্রহণ করেছিলেন, তেমনি উপস্থিত ছিলেন হায়দু বাদ, উত্তরবংগ, কল্যাণী, রবীন্দ্রভারতী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ এবং বি. জি. ভার্গিস, রণজিৎ রায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যয়. র্জানল বিশ্বাস প্রমূখ বিশিষ্ট সাংবাদিক বর্গ। এছাড়াও অমদাশংকর রায়, অমলেন্দ্র গ্রহর মত ব্লিখজীবীরা যেমন তাদের ম্ল্যবান মতামত রেখেছেন, অন্যাদকে জ্যোতি বস্তু বিশ্বনাথ মুখাজী, সৌরীন ভট্টাচার্য্য, প্রিয়রঞ্জন দাসমুশ্সী, ভোলা সেন, সত্যসাধন চক্রবর্তী, সাইফ্রন্দিন চৌধুরী সহ অনেক রাজনৈতিক নেতৃব,ন্দও তাদের বন্ধব্য রাখেন। আসামের বিশিষ্ট ছাত্রনেতা হীরেন গোগই এবং গোহাটী কিববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রধান ডঃ হীরেন গোয়াইন বিশেষ আমন্দ্রিত হিসাবে উপস্থিত থেকে বর্তমান সমস্যার পটভূমিকা এবং সমাধানের উপায় সম্পর্কে তাঁদের স্ক্রচিন্তিত মতামতে আলোচনাকে সমৃশ্ধ করেন।

২২শে এপ্রিল জনাকীর্ণ শতবার্ষিকী হলে আলোচনা সভার উন্দোধন করে স্ফীর্ষ ভাষণে পশ্চিমবংগার মাননীয় ম্খ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বস্কু বলেন—

আসামের সমস্যা গ্রেব্তর আকার ধারণ করেছে। শৃধ্মাত্র প্রশাসন দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা যাকে না। চাই
বাজনৈতিক সমাধান। অবশ্য জনসাধারণের নিরাপত্তা এবং
অতাবশ্যক পণ্য চলাচলের মত করেকটি বিষয়ে প্রশাসনকে
কাজে লাগাতেই হবে কিন্তু রাজনৈতিক সমাধানে আর গড়িমাস করবার সমর নেই। অনেক দেরী হরে গেছে। একমাত্র
প্রধানমন্ত্রীর পক্ষেই রাজনৈতিক সমাধানের দারিত্ব নেওরা
সম্ভব। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে আমরা বারে বারে
প্রধানমন্ত্রীকে সর্বদলীর বৈঠক ছাকার কথা বলেছি। ঐ বৈঠকে
বারা আন্দোলন করছেন তাদেরও ভাকা হোক।

আসামের আন্দোলন জাতীর অর্থনীতিরও বথেন্ট কবি করছে। ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যেরও অনেক ক্ষতি হরে গেছে। ই' হাজার উদ্যাস্তু পরিবার এই রাজের আ্র্র্য় নিয়েছেন। তাদের ফিরিরে নেবার জন্য আমরা বারে বারে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি। কিন্তু কেন্দ্র এখনও কোন সাড়া দেয়নি।

আসামের ছাত্ররা আমায় তাদের আভানতরীণ ব্যাপারে নাক না গলানোর পরামর্শ দিয়েছেন। এ এক আশ্চর্য কথা! ওরা বলবেন আসামের তেল আসামের জন্য—অথচ তার প্রতিবাদ করতে পারব না। আমরা যদি বলি পশ্চিমবাঙ্লার কয়লা, লোহা কেবল মাত্র পশ্চিমবাঙ্লার জন্য তাহলে জাতীয় সংহতি কি করে থাকবে? আমরা ঐসব কথা বলতে পারিনা। আমাদের রাজনৈতিক সচেতনতা আছে। আমাদের রাজ্যে সংগঠিত শিলপ শ্রমিকদের শতকরা মাত্র চল্লিশ ভাগ বাঙালী হওয়া সত্ত্বে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকদের সংগ্যে তাদের প্রতির সম্পর্ক কথনও নন্ট হর্মান। তারা ঐক্যবন্ধ-ভাবে সাধারণ শত্ব—পশ্বজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাছেন।

তিনি দ্যুতার সংখ্য বলেন—এইরকম আলোচনা সভার মাধ্যমে ব্যাপক জনমত স্থিট করে ভারতবর্ষের ঐক্য, সংহতি এবং অগ্রগতির স্বার্থে দ্রুত আসাম সমস্যার র:জনৈতিক সমাধান করতে হবে।

আলোচনাচক্রের আন্টানিক উন্বোধন করতে গিরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোন্দার বলেন, আসাম সমস্যার উপর এই আলোচনা প্রমাণ করে যে এই রাজ্যের শিক্ষা জগত আগুলিকতা, বিচ্ছিরতা, সাম্প্র-দারিকতা, প্রাদেশিকতা থেকে সম্পূর্ণ মৃত্ত।

হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাংশত উপাচার্য শ্রীশিবকুমার এই অনুষ্ঠানে বন্ধব্য রাখতে গিয়ে বলেন—শ্ব্রুমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় সারা ভারতবর্ষ জ্বড়ে এই ধরণের আলোচনা সভা হওয়া দরকার যাতে করে শ্ভব্নিধ সম্পল্ল মানুষ এক-যোগে এই ধরণের বিভিন্নতাবাদের বির্দেধ সোচ্চার হ'তে পারে।

স্থামকোটের আইনজীবী গোবিন্দ মুখোটী কলেন—বহুভাষাভাষীর দেশ এই ভারতবর্ষে আসামের মত দাবি উঠতে শ্রু করলে জাতীয় ঐক্য বলে কিছু থাকবে না। দেশ ভেঙে ট্রুকরো ট্রুকরো হয়ে যাবে। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি নাগরিকের অধিকার আছে দেশের যে কোন অগুলে বসবাস করার কিন্তু আসামের বর্তমান আন্দোলন নাগরিকদের এই অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে, যা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপশ্জনক। স্তুবাং সমস্ত গণতান্তিক চেতনাসম্পান্ন মান্যুবকে এর বির্দেধ সোচ্চার হতে হবে।

বিশিষ্ট সাংবাদিক বি. জি. ভার্গিস বলেন যে, আসামের বিদেশী নাগরিক সংক্রান্ত প্রশ্নটিই বিদ্রান্তিকর। আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে এই বিদ্রান্তি দরে করে একটা স্কুঠ্য সমাধানে আসতে হবে।

অপর এক সাংবাদিক রণজিং রায় বলেন, নাগরিক প্রশ্নে নেহর্-লিয়াক্ত চুক্তি এবং ইন্দিরা-মন্জিব চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আসামের বর্তমান আন্দোলন অত্যন্ত অন্যায্য। কেন্দ্রীয় সর্ব কারকে ঐ দ্বই চুক্তিকে সামনে রেখে সংবিধান সম্মতভাবে নাগরিক প্রশেনর মীমাংসা করতে হবে।

আসামের ছান্তনেতা হীরেন গোগই বলেন—আসামের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ। আসামের গণতান্ত্রিক আন্দোলন যখন ব্যাপক আকার ধারণ করতে চলেছে তখন মানুষের দৃশ্টিকে অন্যাদিকে ফিরিয়ে দেবার কৌশল হিসাবে এই আন্দোলন শ্রুর হয়েছিল। আজকে তা সংকীর্ণ প্রাদেশিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। এর সঙ্গে য্তু হয়েছে বিদেশী শস্তি। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মানুষদের উপর অক্রমণ হচ্ছে সেখানে। কিন্তু শত আক্রমণ অপপ্রচার সত্ত্বেও আসামের গণতন্ত্রপ্র মানুষ, বামপন্থী রাজনৈতিক দলগ্লি এই বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাছে।

দিল্লীর জওহরলাল নেহর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে. পি. দেশপান্ডে বলেন—এই আন্দোলন হিংসাত্মক, প্রাত্-ঘাতী। এ এক বিপজ্জনক বৈশিষ্ট। ভারতের ঐক্য, সংহতির প্রতি এই আন্দোলন চরম আঘাত স্বরূপ।

পশ্চিমবংগ আর্স কংগ্রেসের সভাপতি প্রিয়রপ্কন দাসম্ন্সী তাঁর ভাষণে বলেন—আমাদের এই সমস্যা সমাধানের সূত্র খব্জে বের করতে হবে। লোকসভার মধ্যবতী নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেস আসামে বিদেশী ভোটারের ধ্যা তুলে মধ্যলদইতে বিচ্ছিরতাবাদী আন্দেলন শ্রু করে। পরে তার পেছনে বিদেশী শক্তি যোগ দেয়। এই আন্দোলনের পেছনে সিয়া টাকা ঢালছে। ওয়াল্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিসের হাত আছে এই আন্দোলনের পেছনে। নাগরিক প্রশেনর স্কৃত্র মীমাংসা করে প্রকৃত সমাধান সূত্র খব্জে বের করতে জাতীর সতরে একটি কমিটি গঠন করা দরকার। তাতে সমস্ত রজ্বনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিতে হবে। তারা গোটা ব্যাপ্রেটা পর্যালোচনা করে পার্লামেন্টের কাছে একটা রিপোর্ট পেশ

করবেন। তার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার সিম্পান্ত নেবেন। িবতীয় দিনের আলোচনার শ**ুর**ুতেই বলতে ওঠেন গোহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রধান ডঃ হীরেন গোয়াইন। তিনি তাঁর লিখিত বন্তব্যের মধ্যে আসংমের সমাজ-অর্থনৈতিক অকল্থার অতীত এবং বর্তমান পটভূমি বিশেলষণ করেন। তিনি বলেন আসামে বাম এবং গণতান্ত্রিক শস্তির দ্বর্বলতার জন্যই এই রকম উগ্র প্রাদেশিকতার নীতিতে পরি-চালিত আন্দোলন দানা বাঁধতে পেরেছে। এই আন্দোলন বাম এবং গণতান্দ্রিক শক্তির বিরুদেধ আক্রমণ চাল:চ্ছে। তিনি তথ্য দিয়ে ব্রিয়ে দেন যে আসামে বহিরাগতদের সংখ্যা বেডে চলেছে একথা ঠিক নয়। আসামের সংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। অসমীয়া ভাষাও অত্যন্ত উন্নত। কিন্তু অসমীয়াদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বহিরাগতরা নন্ট করে দেবে, এই আশংকা অমূলক। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যেও অন্য রাজ্যের লোকেরা বাস করছে। আসলে গোটা দেশ জ্বড়ে যে অনগ্রসরতা তাকে म्द्र कत्ररा आस्मा**नन कत्ररा**ज হবে এবং তা হবে ঐक्যक्य-ভাবে। কোন একটি রাজ্যে বিচ্ছিন্নভাবে সে আন্দোলন চলঠে পরে না। কিন্তু আসামে তা না হয়ে অন্দোলনকারীরা সংখ্য:-লঘ্দের উপর আক্রমণ চালক্ষে। বামপন্থী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে আক্রমণ করছে। জ্যোতি ক্স্রুর কুশপ্রেলিকা পোড়াচ্ছে। আর এসবে মদত দিচ্ছে সেখানকার এক্চেটিয়া প্রিজপতি-

শ্বোষ্ঠী। এই ব্লক্ষ একটা প্রতিক্ল অবস্থার মধ্যে দীড়িয়েও আসামের বাম এবং গণতান্তিক শক্তিগালি উগ্রজাতীয়তাবাদ, প্রাদেশিকতা এবং আঞ্চলকতাবাদের বিরন্ধে দ্য়ে প্রত্যয়ে অভিযান চালিয়ে যাছে।

দর্শিনের আলোচনা সভাতে মোট প্রায় চল্লিশ জন বঙ্জা তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশের বন্ধব্য থেকে যে কথাগুলো বেরিরে এসেছে তা হ'ল—আসাম সমস্যাকে রাজ্ঞানিক উপায়ে সমাধান করতে হবে। বিদেশী প্রশ্নে একান্তর সালকে ভিত্তি হিসাবে ধরে নেহর্ন্লিয়াকত এবং ইন্দিরামর্ক্তিব চুক্তি অনুযায়ী সংবিধান সম্মতভাবে নাগরিক প্রশ্নের মীমংসা করতে হবে। বিচ্ছিন্নতাব্দের বির্দ্ধে ব্যাপক এবং ঐক্যবশ্ধ আন্দোলন সায়া ভারতবর্ষব্যাপী গড়ে তুলতে হবে।

প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সোমনার কমিটির তরফ থেকে সাধারণ সম্পাদক মানবেন্দ্র মুখান্ত্রী আলোচনা সভাতে 'অসাম সমস্যা ও জাতীয় সংহতি' শীর্ষক একটি কার্যকরী দলিল উপস্থাপিত করেন।

সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আসামের শিল্পীদের পরি-বেশিত সংগীতানুষ্ঠানকে সমবেত শ্রোত্ম-ডলী বিপ্লভাবে অভিনন্দিত করেন।

—নিজস্ব প্রতিনিধি

#### [ সম্পাদকীয়: ২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ ]

তাই মে-দিবসের অমোঘ আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়
সমসত স্তরের লড়াকু সাধারণ মান্ষ। যে দেশে ক্রমবর্ম্মান বিভীষিকাময় বেকারীর তীর দংশনে য্ব্
ক্রীবন নন্দ হতে থাকে, যেখানে স্ক্রনশীল শক্তিমান
য্ব সমাক্রের এক বিরাট অংশের কাছে জ্রীবনটা এক
দ্বিসিহ বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছ্ই নয়, যে দেশের
য্ব শক্তির প্রতিভার যথোপয্ত স্ফ্রণের স্থোগ
অকল্পনীয়ভাবে সীমাবন্ধ—সেখানে মে-দিবস য্বসম্প্রদায়কে হাতছানি দিয়ে জ্রীবন-সংগ্রামের সমাধানের
সঠিক পথে আহ্বান করে। সেই জন্য বিশেবর লক্ষ্
কোটি মান্বের কন্ঠে কন্ঠ মিলিয়ে অন্মরাও মেদিবসকে স্বাগত জানাই, বরণডালা সাজিয়ে আমরাও
মে-দিবসকে বন্দনা করি। স্-স্বাগত্ম মে-দিবস।
জরতু মে-দিবস।

# রবীক্রনাথ: বিভেদপ্যা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে নীজনায় গুল

রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে একটি স্থাপ্তিম দৃণ্টান্ত।
উল্লেখন জাতীর এবং আন্তর্জাতিক ভাব-আন্দোলনের
ক্রেণ্ডে। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিন্ঠা—সারা দেশে তথন
ভাতীয়তার নামে প্রবল প্রাচ্যাভিমান বা হিন্দ্র-ঐতিহ্যের

গ্নর খানপর্ব। রবীন্দ্রনাথও সেই আন্দোলনে মেতেছেন।
কিন্তু এ সর্বনাশা সংকীর্ণ ঝোঁক বেশিদিন স্থারী হয়নি। তাই
অগ্রজদের উদ্দেশে বললেন:

वश्वस्थतं अटन्यदम् वयाद्यान् इ

তোমরা আনিরা প্রাণের প্রবাহ ভেপ্পেছ মাটির আল, তোমরা আবার আনিছ বঞ্জে উজান স্লোতের ক.ল।

১৯০৫-এর বংগভংগ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের অন্য চেহারা। তিনি প্রেমান্তায় চারণ। স্বদেশী গানে, প্রবন্ধে ও কবিতায় রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক নেতাদের চেয়ে মণ্ন, অধিকতর বাসত।

এবার ফিরাও মেরে' কেবল কবির নয়, স্বদেশী যুগের ভারতবর্ষের প্রঞ্জনা। পর-পর স্বদেশে বিদেশে অনেক ঘটনা ছটেছ। কবিতা রচনার পক্ষে সে-সব থবর জানা এবং সেগ্রেলর তংপর্য বুবে উদ্দীপিত হওয়া মোটেই অপরিহার্য ছিলনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সর্বমানবের কবি। যেখানেই সংকীর্ণতা, প্রবলর অত্যাচার, ন্যাশনালিজমের নামে বর্বরতা, বর্ণ-বৈষম্য জাতিবৈষম্য এবং পরস্পর হানাহানি সেখানেই কবির প্রতিবাদী কণ্ঠ মুখর।

বালগণগাধর তিলকের কারাদণ্ড, সাম্বাজ্যবাদী দমননীতি, কার্জনের শিক্ষাসংকোচ, বংগভঙ্গা, ভাষা-বিচ্ছেদ পরিকল্পনা. আফ্রিকায় ইংরেজ সামাজ্যবাদের নির্লেজ নিষ্ঠরেতা ব্যুর य्य, त्रा-काशान य्य त्रवीन्त्रवर्गाङ्करक शकीतकारव जात्ना-লিত করে। 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' রাজনীতির দ্বিধা অপমানের প্রতিকার সমস্যা প্রভৃতি প্রবন্ধে মনীধী রবীন্দ্রনাথকে সম-কালের সংকীর্ণতা থেকে আশ্চর্য রকম মৃত্ত থাকতে দেখি। দ্বদেশী সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে তিনি হিন্দু-ঐতিহ্য-বদের শ্বারা অংশত প্রভাবিত হলেও প্রধান ঝোঁকটা ছিল দেশের **শতকরা নব্দইজনের পক্ষে। স্বদেশীসমাজ** পল্লীসমাজ <sup>পদ্মী</sup>প্রকৃতি **এবং সংস্কার সমিতির গঠনতন্দ্র ও সংকল্প**বাক্য <sup>র্</sup>টনা **কেবল দেশকমী রবীন্দ্রনাথে**র ক**জে নয়।** তিনি বস্তুত <sup>স্বদেশ-সাধনার এই পর্বে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিশ্তানায়ক।</sup> <sup>কিন্</sup>তু তথনও তিনি একাধারে বাঙালীর কবি, ভারতের <sup>ক্রি</sup> এবং **ক্রি-সার্বভৌম। অখণ্ড** বাং**লা** ও ভারতের সব <sup>সামাজিক অসাম্য ও বিচ্ছিন্নতার বির**্**শ্ধে রবীন্দ্রনাথ বর'বর</sup> <sup>দর্ব</sup> প্রতিবাদ **জানিরেছেন। হিন্দ**্-ম**্সল্মান** সমস্যা, <sup>জ্ব</sup>শাতা, **জাতিভেদ, কৃষকবিদ্রোহ, মোপলাবিদ্রোহ**, অসহযোগ. ব্যক্ট-অ'ল্লোলন প্রস্তৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা আশ্চর্য-<sup>রক্ম</sup> প্রগতিশীল। তার দৃষ্টি বে কত দ্রেপ্রসারী তার করেকটি निमर्गन **এখানে উল্লেখ করা বে**তে পারে।



স্বদেশী যুগের ভাবংলাবনের মধ্যেও ইংরেজীয়ানা অনেকখানি ছিল। তাই কবিকণ্ঠে ধিকার শোনা বার ঃ 'দুঃসাধ্য, তব্
মনের আক্ষেপ স্পত্ট করিয়া বান্ত করিয়া বলা আবশ্যক।
....ইংরাজের কাছে আদর কুড়াইয়া কোন ফল নাই, আপনাদের
মন্বাছকে সচেতন করিয়া তোলাতেই বখার্থ গৌরব।' 'সম্মান
বশ্বনা করিয়া লইব না, সম্মান আকর্ষণ করিব।'

১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে তাঁর সায় ছিল। বস্তুত অসহযোগের মধ্যে যে 'আত্মনির্মাণ' জাতি-নিমাণ এবং স্বদেশী শিক্ষার ডিন্তিনিমাণের মহতী সম্ভাবনা তিনি দেখেছিলেন, তাকেই সর্বশক্তি দিয়ে বাস্তবে রুপায়িত করতে চেয়েছিলেন। উত্তেজনার হাত থেকে আমিও নিক্ষৃতি পাইনি'--এ উদ্ভি ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিত। এসক কথা কম-বেশী পরিচিত। কিল্ড কেন তিনি এই অসহবোগের উত্তেজনার পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন, সেটিই আমাদের আলোচ্য। অনেকের মতে, কবির স্থি-কল্পনা কর্মবজ্ঞের তাড়নার ব্যাহত হচ্ছিল বলেই আপন কবিধর্মের তাগিদে জনারণ্য থেকে 'বিদায়' নিয়ে তিনি শান্তিনিকে**তনের 'নীল-নির্জ**নে' ফিরে গেছেন। কিন্তু আঙ্গল কথা অন্য। বয়কটের নামে জবরদঙ্গিত, বোম্বাই-আমেদাবাদের কোটিপতিদের স্বার্থরক্ষা, হিন্দ্র-মুসলমানের মধ্যে ব্যবধান ও বিরোধ বৃদ্ধি তাঁকে পাঁড়িত করেছিল। সাম্প্রদায়িকতার বিষ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের মনের পাতে বক্সবর ঢালতে চেন্টা করেছে। সে তার শ্রেণীস্বার্থে। কিন্তু আমাদের মনের মধ্যেই কোথাও একটা প্রস্কৃতি ছিল। নইলে এত তাডাতাডি এত বেশি রম্ভপাত হতনা। ইংরেন্সী শিক্ষিত ক্ষেকজন এবং দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে যে গভীর विटक्कम, शिम्मू-भूममभारन विटक्कम, म्मूमा ও अम्मूरमा विटक्कम —এ সবই আমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দিরেছে। ইংরেজী শিক্ষিত Elit গোষ্ঠী এবিষয়ে অবহিতও ছিলনা। তাই তাঁর ধারণা যথার্থ : বিলাতীদুব্য ব্যবহারই দেশের চরম আহিত নহে, গৃহবিচ্ছেদের মতো এত বড় অহিত আর কিছু

প্রের্ব আমরা বে তিনটি সমাজের কথা বলেছি, সেগন্লির গঠনতন্ত থেকে কিছন অংশ উন্ধৃত করলেই বিভেদপন্থা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরন্ধে কবির সতর্ক চেতনার পরিচর পাওয়া বাবে।

#### (১) न्दरमभी नवाक

- ১। আমাদের সমাজের ও সাধারণত ভারতবর্ষীর সমাজের কোনপ্রকার সামাজিক বিধিব্যবস্থার জন্য আমরা গভর্নমেন্টের স্মরণাশ্যম হইব না।
- ৩। কর্মের অনুরোধ ব্যতীত বা**ঙালীকে ইংরাজীতে পর** লিখিবনা।
- ৪। ক্লিরাকর্মে ইংরেজীখানা, ইংরেজী সাজ, ইংরেজী বাল্যা, মদ্য সেবন এবং আড়ুস্বরের উদ্দেশে ইংরেজ-নিমল্যণ বন্ধ করিব। বদি বন্ধ্রু বা অন্য বিশেষ কারণে ইংরেজ-নিমল্যণ করি, তবে তাহাকে বাংলা রীভিতে খাওরাইব।
- ৫। বতাদন না আমরা নিজে স্বদেশী বিদ্যালর স্থাপন করি, ততাদন বথাসাধ্য স্বদেশীচালিড বিদ্যালরে সম্তানদিগকে পড়াইব।

- ও। সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে বদি কোনপ্রকার বিরোধ উপস্থিত হয় তবে আদালতে না সিরা সবাত্র সমাজনিদিশ্ট বিচার-বাবস্থা গ্রহণ করিবার চেণ্টা করিব।
- ৭। স্বদেশী দোকান হইতে আমাদের ব্যবহার্য দুব্য কুরু করিব।

#### (২) পল্লীসমাজ

- ১। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও সম্ভাব সংবর্ধন এবং দেশের ও সমাজের অহিতকর বিষয়গ্নিল নির্ধারণ করিয়া তাহার প্রতিকারের চেন্টা।
- २। সর্বপ্রকার গ্রাম্যবিবাদ-বিসম্বাদ সালিশের দ্বারা মীমাংসা।

M

京道書をう

- ত। স্বলেশ শিলপজাত দ্রব্য প্রচলন এবং তাহা স্লভ
   ও সহজ্ঞাপ্য করিবার জন্য ব্যবস্থা এবং সাধারণ ও
   স্থানীয় শিলপ-উন্নতির চেন্টা।
- ৪। উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন করিয়া পল্লীসমাজের অধীনে বিদ্যালয় ও আবশ্যক মতো নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালক-বালিকা সাধারণের স্কৃশিক্ষার বাবস্থা।
- ৫। বিজ্ঞান ইতিহাস বা মহাপুরুব্দিশের জীবনী বাাখা।
  করিয়া সাধারণকে শিক্ষাপ্রদান ও সর্বধর্মের সারনীতি সংগ্রহ করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার ও
  সর্বতোভাবে সাধারণের মধ্যে স্কুনীতি ধর্মভাব
  একতা স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধি করিবার চেন্টা।
- ৮। আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বা খামার স্থাপন ও তথায় ব্বক বা অন্য পল্লীবাসীদিগকে কৃষিকার্য বা গে-মহিষাদির পালন স্বারা জীবিকা-উপার্জনোপ্যোগী শিক্ষাপ্রদান ও কৃষিকার্যের উল্লোভিসাধনের চেন্টা।
- ৯। म्बिक निवात्रगार्थ धर्मरशाला न्थाशन।
- ১০। পল্লীর তত্ত্বসংগ্রহ: অর্থাৎ জনসংখ্যা, স্থা, প্রের্ব, বালক বালিকার সংখ্যা, বিভিন্ন জাতির সংখ্যা, গৃহসংখ্যা, জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা, অধিবাসীগণের স্থানত্যাগ ও নৃতন বসতি, বিভিন্ন ফসলের অবস্থা কৃষির ও বিভিন্ন ব্যবসার উন্নতি-অবনতি, বিদ্যালয়, পাঠশালা ও ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা, ম্যালেরিরা (জ্বে) ওলাউঠা, বসন্ত, অন্যান্য মহামারীতে আঞাত রোগাঁর ও ঐসব রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ও পল্লীর প্রাবৃত্ত ও বর্তমান উন্নতি ও অবনতির বিবরণ ও কারশ ধারাবাহিক রূপে লিপিবন্ধ করিরা রাখ্যা
  - ১৪। জেলার জেলার, পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে পরস্পরের মধ্যে সম্ভাব সংস্থাপন ও ঐক্যসংবর্ধন।

#### (৩) সংস্কার সমিতি ১৯৩১

#### जामना ठाउँ

বহুকাল ধরিরা আমদের দেশ পরাভবের পথে চলিয়াছে।
আমাদের সমাজে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর ব্যবহারে
উপেক্ষা ও অসম্মান এই সাংবাতিক দুর্গতির কারণ। এইজনাই
বহাদ্মা গাম্ধী মৃত্যুপণ করিরা তপ্সাার বসিয়াছেন। স্মুস্ত

र्मिणवाजीवन शायमा क्रिक्सा वह अंग्रेस मूर्व क्रिकाद क्रांकी कहा डिज्डिए।

এখন অবিলম্বে আমাদের এই করেকটি ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে—

- ১। কাহাকেও আমরা সামাজিকভাবে হীন মনে করিব না, বা অস্পৃশ্য করিয়া রাখিব না। সকল জাতিকেই আমাদের জল-চল করিয়া লইতে হইবে।
- ২। সাধারণের মন্দির, প্রার স্থান ও জলাশর সকলের জনাই সমানভাবে উন্মর হইবে।
- ৩। বিদ্যালয়, তীর্থ ক্ষেত্র, সভা সমিতি প্রস্থৃতিতে কোথাও কাহারও আসিবার কোনো বাধা থাকিবেনা।
- ৪। কাহারও জ্বাতি লক্ষ্য করিরা আত্মসম্মানে আঘাত দিবার অন্যায় ব্যক্তথা সমাজে থাকিতে দিবনা।

#### जामारनद काल

হিন্দ্র সমাজ হইতে অম্প্রাতা দ্র করা, দ্রাতিদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, পরস্পর শ্রন্থা স্বারা সর্বশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধকে সত্য করা, জনসাধারণের মধ্যে আত্মশ্রন্থা ও আত্মশান্ত উল্বোধন করার উল্দেশে বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতন প্রমীন্সেবা বিভাগের ভিতর দিয়া বহুদিন বাবং কাজ করিয়া আসিতেছে।....এখন হইতে...বিশ্বভারতীতে সংস্কার সমিতি স্থাপিত হইল।

সংস্কার সমিতির কার্যধারা মোটাম্টি এইর্প

#### श्राधित्या

- (ক) কেন্দ্রীয়সভার **অধীনে স্বাবিধামতো** অন্যান্য স্থানেও কয়েকটি গ্রাম লইরা এক **একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপন করা হইবে**।
- (খ) ঐ শাখাকেন্দ্র হইতে পারিকান্ত্রিক গ্লামসম্হে সংস্কার সমিতি গড়া এবং তাহার অধীনে হরিসভা স্থাপন করিয়া তাহাতে সংতাহের নির্ধারিত দিনে কীর্তন, পাঠ, কথকতা এবং সংবাদপত্র হইতে দেশের ও তংগ্রসপো নিজ গ্লামের অকথা পর্যালোচনা। দুর্গাতদের ঘনিষ্ঠ সহবোগে, তাহাদেরই সেবার প্রতি বিশেষ দ্ভি রাখিরা, গ্লামে দিবা ও নৈশ্বিদয়লয়, গ্রন্থাগার, স্বাল্থা ও সেবা-সমিতি, ব্রতীদল, সালিশী-পঞ্চায়েং, সমবায় সমিতি পরিচালনা, মুন্টিভিক্ষাসংগ্রহ, আবাস পরিত্করণ এবং রাস্তাঘাট সংস্কার।

#### ২। আবাসিক শিক্ষা

কিনা দক্ষিণায় শানিতনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে দুর্গতদের ছেলে রাখিয়া অন্যান্য ছাত্রদের সহিত সমভাবে শিক্ষা দিয়া তাহাদের মধ্য হইতেই সমিতির ভাবী কমী ও কেন্দ্র-পরিচালক তৈরি করা।

#### ৩। ব্যাপকভাবের প্রচার এবং সংঘ-সংগঠন

প্রচারকার্বের পরিভ্রমণের সপ্যে সপ্যে নানাস্থানে সংক্রার সমিতির শাখা স্থাপন। তন্দ্রারা স্থারীভাবে অস্প্শাতা-পরিহার ও শিক্ষার প্রসারে দ্বর্গতিদের সামাজিক অধিকার বিশ্বের প্রচেন্টা। দ্বর্গতিদের সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষা-সম্বন্ধীয় উন্নতির পথে বে-সকল অন্তরার আছে, তাহার প্রতিকার।

जामता रमगवाजीमिशत्क जन्भूगाङा मृद्र कतिवात सना

দেশের সর্বর্গ প্রায়ী কাজের অনুষ্ঠান গড়িতে আইনান করিতেছি।...

এই সংস্কার সমিতি বিষয়ে ইংরেজি ও বাংলায় কবির স্বাক্ষরিত আবেদন (১৫ই অন্ত্রাণ ১৩৩৯, ১লা ডিসেম্বর ১৯০২) 'Mahatmaji and the Depressed Humanity' শীৰ্ষ ক প্ৰ্যিতকায় প্ৰকাশিত হয়েছিল। তাতে লেখা from the sale of this book will go to the সংস্কার সমিতি, বিশ্বভারতী, for helping in its work of removing untouchability' অস্পাতা, र्शिकनरमंत्र अभव अज्ञाहात, शान्धीत अनमन मम्भरक शान्धी-त्रवीन्यनाथ भवामाभ এই भूम्जिकात विषय । क्या वाद्यमा অস্প্রশাতার প্রশেন গান্ধী-পর্ন্ধতির সঙ্গে তার অচিরেই মতান্তর ঘটেছিল। চরকার ওপর অতিমান্তায় জের দিলে যদি গান্ধী-অনুমিত ৫০,০০০ টাকার সাশ্রয়ও হয়, তাতেও কুষকের অবিকারের সীমা বাড়ছে না, তার সীমাহীন দারিদ্রা ও সামাজিক নিপ**ীড়নও** দ্রে হচ্ছে না। প্রতি বছর *ক্*য়েকদিন ভাগিন-क्रलानिक वात्र क्रवल्य त्रमात्रात त्रमाधान रयना। त्रवीन्त्रनाथ গ্রাম ও শহরের ব্দম্ব, কৃষিজীবী জনগণ ও বঃশ্ধিজীবী মানুষের भानीमक विष्कृत्पत्र समस्रात्क श्राह्म-आधूर्तिक समाक्षितिएत দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁর পরিকল্পনাগৃলিও অনেকাংশে ইউটোপিয়ান'। তবু তিনি সমস্যার গভীরে পেণচৈছিলেন। অতদ্রে আর কোন দেশনেতার দুটি পর্ডেন। যৌথখামার ধর্ম গোলা, দুভিক্ষ ও জলকণ্ট নিবারণ, মহামারী প্রতিষেধ, সমবার ব্যাংক ও সমবার সমিতি, ব্রতিশিক্ষার শ্বারা যথার্থ আধ্বনিক সমাজকল্যাণ পশ্যতিরই ইণ্গিত দেওয়া হয়েছে। কীর্তন, পাঠ এবং কথকতার সপ্সে প্রাচীন সমাজের প্রনর খানের যোগ আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা এবং পল্লীসমাজ-উন্নয়ন ভাবনার সভেগ এগর্বালকে মিলিয়ে দেখতে হবে। পাঠ ও কথকতা লোকশিক্ষার অপরিহার্য অগা। নৈশ ও বয়স্ক **শিক্ষাকেন্দ্রের পক্ষে**ও কার্যকর। লক্ষণীয় যে, সমবায়ের দ্বারা গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা লাহোর কংগ্রেসের নেতারা ভাবতে পারেনান। কাহাকেও আমরা সামাজিকভাবে হীন মনে করিবনা বা অম্প্রশ্য করিয়া রাখিব না।'—এই কথায় আন্তরিক বিশ্বাস এখনো অনজিত।

সংক্ষার সমিতির গঠনতকের পরিপ্রেক্ষিতে 'পর্নদ্ট' কাব্যাক্তের দর্চি, কান-সমাপন, প্রেমের সোনা রং রেজিনী. প্রথম প্রা বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে। কবিতাগর্নি পরিচিত, তাই এখানে উন্ধৃতি বর্জন করা হল। কিন্তু কী প্রবল গণম্থী মানবপ্রেম সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রসাহিত্যে উচ্ছন্সিত হয়ে উঠেছিল, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

'একজন লোক' কবিতার অংশ উদ্ধার করা হল।

আধ ব্ড়ো হিন্দ্থানি
রোগা লম্বা মান্য,
পাকা গোঁফ, দাড়ি-কামানো ম্থ,
শ্বিকয়ে-আসা ফলের মতো।
ছিটের মেরজাই গায়ে, মালকোঁচা ধ্তি,
বাঁ কাঁধে ছাতি, ডান হাতে খাটো লাঠি,
পায়ে নাগরা, চলেছে শহরের দিকে।

সৈও আমার গেছে থেথে
তার জগতের পোড়ো জমির শেষ
সেধানকার নীল কুরাশার মাঝে
কারো সণ্ডো সম্বন্ধ নেই কারো
যেখানে আমি—একজন লোক।

একই দেশে একই সমাজের দ্বৈ শ্রেণী, পরস্পর বিচ্ছিন। আমদানীকরা শিক্ষার এমনই প্রভাব। এই এলিটীয় জীবন এবং আশিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বেড়েই চলেছে। রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহে 'অস্থানে' বা 'একজন লোক' বিখ্যাত উপলখণ্ড নয়; কিন্তু নতুন মূল্যবোধের বিশিষ্ট নিদ্র্শন।

এইসব বিভেদ, বিচ্ছেদ থেকে মনুক্তির জন্য কবি ডাক দিয়েছিলেন ধনুবসমাজকে।

'আমাদের দৈশে' অন্ধকার রাতি। মানুষের মন চাপা পড়েছে। তাই অবৃন্থি, দুর্বৃন্থি, ভেদবৃন্থিতে সমস্ত জাতি পাঁড়িত। আশ্ররের আশায় অল্পমাত্র যা-কিছু গড়ে ভূলি, তা নিজেরই মাথার উপরে ভেঙে ভৈঙে পড়ে। আমাদের শুভ চেণ্টাও খণ্ড খণ্ড হয়ে দেশকে আহত করচে।

'এই যে পাপ দেশের মৃকের উপর চেপে তার নিঃশ্বাস রোধ করতে প্রবৃত্ত, এ-পাপ প্রাচীন মৃগের, এই অন্ধ বার্ধক্য ষাবার সময় হল। তার প্রধান লক্ষণ এই বে, সে আন্ধ নিদার্ণ দ্রোগ ঘটিরে নিজেরই চিতানল জ্বালিরেছে। এই উপলক্ষ্যে আমরা যতই দৃঃথই পাই মেনে নিতে সম্মত আছি, কিন্তু আমরদের পরম বেদনায় এই পাপ হয়ে বাক নিঃশেষে ভক্মসাং।

'আজ অন্ধ অমারান্তির অবসান হোক তর্বদের নব জীবনের মধ্যে। আচারভেদ, স্বার্থভেদ, মতভেদ, ধর্মভেদের সমস্ত ব্যবধানকে বীরতেজে উত্তীর্ণ হরে তারা দ্রাভ্তপ্রেমের আহ্বানে নবযুগের অভ্যর্থনায় সকলে মিলিত হোক। যে-দুর্বল সেই ক্ষমা করতে পারেনা, তার্গোর বিলণ্ঠ ঔদার্য সকল প্রকার কলহের দীনতাকে নিরস্ত করে দিক, সকলে হাতে হাত মিলিয়ে দেশের সার্বজনীন কল্যাণকে অটল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করি।'



বিক্পার ১নং ব্লক যাব উৎসবে পারা্বদের উচ্চ লম্ফন প্রতিযোগিতায় লম্ফনরত জলৈক প্রতিযোগী।

# গণভন্ত্র সম্পকে প্রচার ও অপপ্রচার নবান পাঠক

সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরান্দ্র মানবাধিকার ও গণতদেরর সবচেয়ে বড় প্রবক্তা হয়ে উঠেছে, এটা খুবই বিপদ্জনক। যে উদ্দেশ্য নিয়ে মার্কিন যুক্তরান্দ্র এই প্রচারাভিযানে নেমেছে, তাকে সিম্প করতে গিয়ে ভারতের কয়েকটি সংবাদপত্র ও ম্বার্থানেবয়ী মহলও উঠে পড়ে লেগেছে। আক্রমণের লক্ষ্যম্পল কমিউনিস্টরা বলেই বিষয়টি বিপদ্জনক। মার্কিন যুক্তরান্ট্রের প্রচারকের ভূমিকায় নেমে তিরিলে মার্চ আনন্দবান্ধার পত্রিকা তার সম্পাদকীয়তে এমন পর্যক্ত লিখেছে, বামফ্রুল্ট সরকারকে বাদ কেন্দ্র যে কোন অজ্বহাতে ভেঙে দেয়, সেটা হবে গণতান্দ্রক। সরকার ভেঙে দিতে না পারাটাই অগণতান্দ্রক। একমাত্র জণগীশাহী ও কমিউনিস্ট শাসনে নাকি সরকার ভাঙা যয় না, কাজেই কমিউনিস্টরা অগণতান্দ্রক। গণতন্দের এধরণের সংজ্ঞা মার্কিন প্রচারেরই অংশ। স্কুকৌশলে তা ভারতীয় জনগণের মধ্যে প্রচার করা হচ্ছে।

বাশ্তব জীবনের ঘটনাপ্রবাহে এ প্রশেনর আজ সন্দেহাতীত-ভাবে উত্তর মিলে গৈছে যে, সমাজভন্ম পর্কালবাদ এই দুই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কোন্টি জনগণের সত্যি-কারের গণতন্ত প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম। পর্বালবাদের প্রচারকরা মনে করছে, সমাজতন্তকে আক্রমণ করতে গেলে আধ্যনিক যুগে মানবাধিকারের কথা বলা ছাড়া গতান্তর নেই।

মানবাধিকার ও গণতন্তের কথা বলতে গিয়ে সামাজিক ব্যক্তথা হিসেবে তারা প'র্বজ্ঞবাদ সম্পর্কে একটা তাত্ত্বিক প্রহেলিকা তৈরি করে এবং গণতন্ত্র মানবিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ দ্রান্ত ধারণা মান্ধের মধ্যে অন্-প্রবেশ করানোর চেণ্টা করে। এর জন্যও প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হয়। গণতন্ত্রের সামাজিক অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে এই প্রচারকরা কোন উচ্চবাচ্য করে না। ওথানেই যে তাদের বিপদ।

একসময় যখন সামশ্তশোষণ ছাড়া আর কিছু ছিল না. তখন ব্যক্তিমান,ষের স্বাধীনতার নামোচ্চারণ করা অসম্ভব ছিল। যে দাসত্বের সর্ভাই জমিদার সামন্ত প্রভু ও রাজা মহারাজারা দিক না কেন, সেটা বিনা বাকাব্যয়ে মেনে নেওয়া সাধারণ মানুস. দাস কিংবা কৃষকদের পক্ষে ছিল বাধ্যতামূলক। যখন শিল্পায়নের য্গ শ্রে, হল, তথন বড় বড় শিলপপতিরা আরেক ধরণের শোষণ স্থিত করল। সামনত প্রভূদের সাথে শিলপপতিদের বিরাট বিরোধ বাধে। শিল্পপতিরা তখন সেই অর্থে প্রগতিশীল। কারণ শিলপপতিরা বলল, অন্যায় হলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করা যাবে; আইন আদালত, ভোট সব থাকবে। এরই নাম দেওয়া হল গণতন্ত্র। এভাবে শিলপপতিদের স্বাধীনতা অর্থাৎ শোষণ নিপীড়ণ চালাবার স্বাধীনতাকে বখন আইনসিম্ধ, সর্নিশ্চিত ও স্বেক্ষিত করা হলা তখন কান্তিস্বাধীনতার ফাঁকা আওয়াজের তীরতা বেড়ে যায়। নিপ্রণভাবে গোটা সমাজের ব্যবস্থা এমন-ভাবে তৈরি যার থেকে এক্ষেত্রে লাভবান গোটাকতক বড়লোক এবং সর্বনাশ সমাজের ব্যক্তি গোটা অংশের মানুষের। এই অর্থ-নৈতিক শোষণ ও কৈম্মা যাতে শোষিত মানুষকে সমাজের এই-সব শোষণের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলতে না পারে তার জন্য গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা মানবাধিকার ইত্যাদি আওড়ানো হয়। যেমন শিশ্বর কামাকে রোধ করতে চকোর্লেট দেওয়া হয়। গণতন্তকে ব্যবহার করে মান্য তার অসারত্ব করে। সতিটে যদি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তাহলে আছে আইন, আদালত প্রবিদ্য মিলিটারী, ঠ্যাঙারে বাহিনী, অদ্যশস্ত্র। এই শিলপপতি বর্ডলোকদের প্রতিনি।ধত্ব করার জন্য থাকে রাজনৈতিক দল। সংসদীয় গণতন্তের প্রথম যুগে সমান ভোটাধিকার ছিল না। রা**ত্মশাসকদের হাতে ছিল স**বাকছা। গণতাল্যিক অধিকারের **আন্দোলন বিস্তৃতির সাথে সাথে আধিকারও সম্প্রসারিত হয়।** রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে বা না-থেকে শিলপপতিদের অর্থ ও ক্ষমতায় বলীয়ান রাজনৈতিক দলেরও যথেণ্ট ক্ষমতা থাকে পিছিয়ে পড়া মান্ত্রকে বিপথগামী করতে। এসবের মধ্যে দাঁডিয়েও যখন **গণতান্তিক উপায়েই জনগণের সতিঃকারের প্রতিনিধিত্বকারী দল** বা গোষ্ঠী শত্রদের কোণঠাসা করতে সক্ষম হয়, তথনই 'গণতন্ত্র-প্রেমী' শাসকদের দল হয়ে ওঠে জংগী। গণতন্ত্র নিক্ষিণ্ড হয় **অথৈ জলে। স**ুদীর্ঘ মানব ইতিহাসের অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে উপরোক্ত কথাগর্নি জাগতিক সূত্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু **ঘটনাবলীকে এইভাবে দেখার মত চেতনার যথে**ণ্ট অভাব **থে**কে যাওয়ায় এখনও বড়লোকদের দলগর্বাল মান্বকে বিপথগামী করতে পারে। মানুষ তার আধকার সম্পর্কে সচেতন **হলে**. গণতন্ত্রের মূল্য সম্পর্কে তার চেতনা জাগ্রত হলে গণতন্ত্রের শত্ররা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। বড়লোকদের দেওয়া গণতন্তের জন্য লডাই করার সার্থকতা এখানেই।

প্রতিনিয়ত প্রচার করা হচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্র নেই। প্রচারের উদ্যোক্তা আগেই বর্লেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সামাজ্যবাদী শক্তিগর্কি এবং তাদের সম-মনোভাবাপর ধন-**তান্তিক দেশগ**ুলি। ভারতের মত দেশগুলিতে সমাজতন্তের শব্রুরা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এই প্রচার প্রতিনিয়ত চালায়। **চরণ সিং মোরারজী দেশা**ই বা ইন্দিরা গান্ধী সবারই এক রা'। **জনগণের এক বিরাট অংশের মধ্যেও এ** নিয়ে তারা বিদ্রান্তির **সৃষ্টি করতে পেরেছে। আমাদের দেশে একদিকে ম**ুষ্টিমেয় **কয়েকটি পরিবারের হাতে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির পাহাড়, অন্যদিকে কো**টি কোটি মানঃষ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর। কোটি কোটি মান ষকে শোষণে সর্ব স্ব স্ত করেই বড়লোকদের **এত সম্পত্তি। সম**স্ত অন্যায়ভাবে অগণত**িল্যকভাবে প**্ৰজিপতি পরিবারগালি মানাষের ওপর শোষণ নির্যাতন চালায়, মানাষ তার প্রতিবাদ জানায়। দিল্লির সর্বশক্তিমান সরকার বডলোক-দের পক্ষে দাঁডিয়ে কাজ করে। এরকম একটা পরিবেশে যুগ যুগ ধরে পুন্ট যে কোন মানুষের পক্ষে সমাজতান্তিক পরি-বেশের কথা বাস্তবে উপলব্ধি করা সতি।ই কঠিন। আমাদের দেশে যে অর্থে গণতন্ত এত প্রয়োজন, সমাজতান্ত্রিক দেশে সেই অর্থে সেই ধরণের গণতল্তের কোন প্রয়োজনই নেই। সাধারণ মানুষ তার তাগিদ-বোধ করে না। কারণ সমাজ-তান্ত্রিক সমাজে বড়লোক গরিব বলে কিছু থাকছে না, একজন **অপরকে শোষণও** করতে পারে না। সমস্ত রকম শোষণ ব্যবস্থার **বিলোপ করেই যে সমাজতান্তিক ব্যবস্থা কায়েম হয়। যে দেশে বেকারী নেই, সেখানে বে**কার য**্**বকদের কাজের অধিকারের

ঞ্চন্য আন্দোলন করার গণতান্দ্রিক অধিকারদানের প্রশ্নই ওঠে না। ভাত কাপড়ের সমস্যা যে দেশে নেই সে দেশে ভাত কাপড়ের জন্য আন্দোলন করার গণতন্দেরও প্রয়োজন কি? भान् त्यत्र कीवतनत्र स्भीलक সমস্যাগर्गलत त्यथात সমাধাन হয়নি, গণতন্ত্র দরকার সেইসব ধনতাশ্রিক দেশেই, যে অর্থে অন্ততঃ এখন আমরা গণতন্ত্রের প্রয়োজনটা উপলব্ধি করি। গণতন্ত্র যে কারণে দরকার, সেই কারণগর্মিল সমাজতান্ত্রিক দেশে দুর হয়ে যায়। উপরক্ত সত্যিকারের গণতক্তের সর্বোচ্চ রূপ সমাজতান্ত্রিক দেশেই সম্ভব। সেই গণতন্ত্রের নাম সমাজতান্ত্রিক গণতব্য। ভারতের মত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিদ্যমান গণ-তল্মের নাম বুর্জোয়া গণতন্দ্র। এই বুর্জোয়া গণতন্দ্রের অর্থ,— শোষণ নিপীড়ণ অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে নিপীড়িত মান্বের সভা, সমাবেশ, সংগঠন করার অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা ইত্যাদি। কিণ্তু এট্রকু গণতব্যুও শাসকদের পক্ষে একসময় বিপঙ্জনক হয়ে ওঠে, তখন শাসকরা সেই গণতন্ত্রও ছ<sup>4</sup>ড়ে ফেলে দিয়ে জঞ্গী হয়ে ওঠে। বেমন শ্রীমতী গান্ধী জর্বী অবস্থার সময় জঙ্গী শাসন কায়েম করেছিল, যেমন পাকিস্তানে বাংলাদেশে ও বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশে জ্বন্সী ও সামরিক শাসকরা শাসন করছে। এই জ্পাী শাসনের সাথে সমাজতান্ত্রিক দেশের শাসনের পার্থক্য আকাশ-পাতাল। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র অনুযায়ী শাসনপর্ম্মতির যে কোন সমালোচনা যে কোন লোকই করতে পারে। সংবিধানে সেই অধিকার সম্পেষ্টভাবে দেওয়া আছে। বড়লোক-গরিব না থাকায় সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকার সমস্ত জনগণেরই সরকার। কাজেই ধনতান্তিক দেশের সংবিধানের মতো সমাজতান্ত্রিক দেশের সাংবিধানিক অধিকার কথার ফুলঝুরিও নয়, ফাঁকা আওয়াজও নয়। কিন্তু যারা এই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সমালোচক, তারা ধনতান্ত্রিক সমাজের পরিবেশে মানুষ হয়ে তার চৌহন্দির বাইরে কোনকিছু, চিন্তা করতে শেখেনি। সেজন্য তারা ভাবে, সমাজতান্ত্রিক দেশে যখন প্রতিবাদ ধর্মঘট, মিছিল, মিটিং, ট্রেন আটকানো, বাস পোড়ানো ইত্যাদি হয় না; পর্নলস লাঠি, গর্বল, টিয়ার গ্যাস চালায় না, মিথ্যা মামলায় পর্বালস প্রতিবাদী মান্য ও সমালোচকদের **নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায় না, সেটা আবার গণতদ্র হল** কি करत ? जारमन्न कार्ष्ट भगजरम्बन व्यर्थ, यूरनाय्कीन भानामानि **তুলকালাম কান্ড। তারপর অনেক হেস্তনেস্ত করে বড়জোর** বিচারবিভাগীয় তদন্ত। অপরাধীরা তাকে হেসেই উড়িয়ে দেয়। কিন্তু তারা ভাবতেও পারে না, ধনতান্মিক দেশের মত সমাজ-তা**ন্দিক দেশের শাসনকর্তারা জনগণের শন্ত্র নয়। সমাজ**তান্দিক দেশে জনগণের বন্ধবা, সমালোচনা ও পরামশ সর্বাধিক গ্রের্থ দিয়ে সরকার গ্রহণ করে। সেজন্যই সেখানে তুলকালাম কাণ্ড করার কথা মানুষের চিন্তার মধ্যেই নেই। এই বুর্জোয়া প্রচারকরা ভাবে, গভর্নমেন্ট মানে এমন একটা বঙ্গতু বা জন-গণকে পিষে মারে, প্রতিবাদ করলে জনগণের বিরুদ্ধে প্রিলস **ट्रिंगित्य एम्बर। गर्जन सम्मे मात्न बन्गन या हारेदा, जात दित्र एप्स** দমনপীড়নম্*লক* কাজ করা। সমাজতান্ত্রিক দেশে সরকার বেহেতু জনগণের বছব্য ও সমালোচনাকে মর্যাদার সাথে গ্রহণ करत वर क्रांकना यथन कान मरपर्य दर्ज ना उथन क्रिके সরকার সরকারই নয়। এই ধ্যান ধারণা নিয়েই তারা সমাজ-**তান্দ্রিক দেশে গণতন্দ্র নেই বলে প্রচার করে।** অথচ জনগণের

সমাজোচনা ও পরামশের মর্যাদা একমাত্র সমাজতাশ্যিক দেখে দেওরা হয় বলে গণতন্ত্র সেখানে বিকশিত হয়, গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ রুপের বিকাশ ঘটে। জনগণের সত্যিকারের গণতাশ্যিক অধিকার স্নুনিশ্চিত হয় একমাত্র সমাজতাশ্যিক সমাজেই। সেখানে এই অধিকার হরণের কোন ভয় বা আশংকা নেই। সেজনা সেখানে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই-ও করতে হয় না, দিবা-রাল্র গণতন্ত্র, গণতন্ত্র বলে ব্রক্ষাটা চিংকারও করতে হয় না।

গণতন্ত্রের আর একটি ম্ল্যেবান দিক হ'ল বিরোধীপক্ষ নাকি থাকতেই হবে। কিন্তু সে তো বুর্জোয়া গণতদে প্রয়ো-कन, स्व पूर्व्यात्रा भगजल्यतः कथा आरगरे वना रस्तरह। ভারতের মত বেখানে বুর্জোয়া গণতন্দের আবরণ রয়েছে. সেই দেশে মানুষের খাবার নেই, পরনের কাপড় নেই, জিনিস-পত্রের দাম দিন দিন বাড়ছে, কোটি কোটি মানুষ বেকার, माथा গোঞ্জার ঠাই নেই, শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই সেখানে মানুষের শত সহস্র দাবি। সমস্যা জীবন-মরণের। মানুষের দাবি ন্যুনতম, বেট্কু পেলে সে জীবন-ধারণটুকু করতে পারে। এই কোটি কোটি মানুষের প্রতিবাদকে ভাষা দিতে তাদের সংগঠন চাই, সংগঠন চাই সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবন্ধ সংগ্রাম করতে। তা না হয় মান্ত্র অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন থাকলে তার ওপর কেন্দ্রের প'্রজিপতিদের স্বার্থবাহী সরকারের অত্যাচার নিপীড়নের সীমা পরিসীমা থাকে না। এই সংগঠনগর্বিই হল বিরোধীপক্ষ। কিন্তু বিরোধীপক্ষের এই ভূমিকা পালনের অবকাশ সমাজতান্ত্রিক দেশে কোথার? ওখানে চাকরি দাও—এই দাবিতে ক্ষোভ বিক্ষোভই নেই। খেতে দাও পরতে দাও রেশন দাও—এসব দাবি করার প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই যে বিরোধীপক্ষ ভারতে, ব্রিটেনে বা মার্কিন যুক্তরান্টে দরকার, সমাজতান্ত্রিক দেশে সেই বিরোধীপক্ষের প্রয়োজন কোথার? কেন বিরোধীপক্ষ? কিসের বিরোধিতা করবে? বিরোধীপক্ষের কাজ কী হবে ? সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকার **ভূলপথে চললে** তাকে শোধরানো? সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকারের ভূলপথে চলার অর্থ তো এই নয় যে মানুষের খাদা, বস্তা, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সমস্যা স্টেট হবে? ছোটখাট বৃত্তি বিচ্যুতি যদি সেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উন্নত করার পথে হয়েই থাকে, তার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির **লক্ষ লক্ষ সদস্য সমালোচনা আত্মসমালোচনা করে। এই** লক্ষ লক্ষ্যসদস্য পার্টির ভেতরে যা কিছু বলবে, সেটা জনগণের সার্থক প্রতিনিধি হয়ে জনগণের বিভিন্ন অংশের বন্ধকাই তুলে **ধরে। তার বাইরে যে জনগণ রয়েছে, তাদের বন্তব্যকে প্রা**ধানা দেওরা হয়। তার জন্য রয়েছে সরকারী-বেসরকারী অসংখ্য নিব'চিত **গণসংগঠন। যেমন সোভিরেত ইউনিয়নে সমাজ্**তান্ত্রিক গণতন্মের ভিত হ'ল, শ্রমজীবী মানুবের ডেপ্রিটদের সোভিয়েত। **এই সোভিয়েতগর্বি গণসংস্থা। সাধারণ মান্বরা** এদের নিব'নিচত করেন এবং সাধারণ মান<sub>ন</sub>বের কথামতই তা চলে। কর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে গ্রাম সোভিয়েত থেকে স্বপ্রিম সোভিয়েত পর্যন্ত নির্বাচিত বিশ লক্ষ প্রতিনিধি বা ডেপর্টি সরকার চালার। এর সাথে রয়েছে ২৫ লক্ষ সন্ধির সোভিরেত कर्मी। कारकरे कनगरनद्र वहवारक এভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয় বলেই ক্ষোভ বিক্ষোভ আন্দোলন করতে হয় না জনগণকে। এই **কারণেই বিরোধীপক্ষ গঠনের প্রয়োজনও ফ্ররি**য়ে যার। তর্কের শাতিরে যদি ধরেই নেওয়া হয় যে, মান,বের বিক্ষোভ থেকে বার, তাঁরা আন্দোলন করতে চান, তাহলে ঘটা করে বিরোধী রাজনৈতিক দল করার প্রয়োজন হর না, আপনা থেকেই বিরোধীপক গড়ে উঠতে বাধ্য এবং সেটা জাগতিক নিয়মেই হবে। সোভিয়েতে বিশ্ববের পর গত তেষট্টি বছরের অভিন্তুতা এবং অন্যান্য সমাজতান্দ্রিক দেশগুলির অভিন্তুতা থেকে এটা বৈজ্ঞানিক সত্যে প্রমাণিত হয়েছে বে, সেই আশংকা সম্পূর্ণ অম্**লক। অন্যদিকে জণ্গী শাসনের অভিজ্ঞ**তা থেকেই বোঝা **যায় মান,বের ক্ষোভ থাকলে কী করে তা বিস্ফারিত হ**য়। পূথিবীর বর্তমান ও অতীত ইতিহাসে জগ্গী শাসনের উত্থান-পতনের অজস্ম ঘটনার মধ্যে কোথাও একটি ঘটনাও পাওয়া शांद ना रायान कशीणादी मान्द्राय विरामाद्र कारल अर्यन्त्रक হয়নি। স্পেনে একনায়কতদ্বী জ্পাশাসক ফ্রাণ্কোর বির**্**দেধ চল্লিশ বছর ধরে মানুষ লড়াই করে গেছে, অভ্যুত্থানে সফল হতে চল্লিশ বছর সময় লেগেছে। সমাজতান্দ্রিক দেশে সমালোচনা ও বিত্রক যা কিছু হয়, সেটা সমাজতান্ত্রিক সমাজকে প্রগতির পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রেরণা থেকেই উচ্ভূত। কাজেই প্রতিবাদের ধরণ জগণীশাহী ও সমাজতান্ত্রিক দেশে সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের। সমাজতান্তিক সমাজ উৎথাত করে ধনতান্তিক সমাজ কায়েমের কথা গোটা জনসংখ্যার কেউ বলেন না। সলঝেনি**ংসিন প্রমুখদের আলাদা ব্যাপার।** এদের আগেই তাড়ানো হল না কেন ব্ৰিঝ না। কিন্তু ধনতান্ত্ৰিক সমাজ ভেঙে সমাজতন্দ্র কায়েমের কথাই গোটা অংশের মানুষ বলে, ভারতে সেই সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। গণতন্ত্র ষেখানে প্রতিনিয়ত আক্রান্ত, সেখানে ব্ৰেজায়া প্রচারকরা জংগীশাহী ও কমিউনিস্ট সমাজকে এক করে দেখার জন্য মান ্যকে শিক্ষা দেয়। অথচ এই প্রচারকরাই চীন সোভিয়েতের ভূয়সী প্রশংসা করে বলে, সেখানে ভাত কাপড় বা মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের কোন সমস্যাই নেই। ফ্যাসিস্ট হিটলারও বলতো সমাজতন্ত্রের কথা, যার নাম দিয়েছিল জাতীয় সমাজতন্ত্র। ইন্দিরা গান্ধী, মোরারজ্ঞী দেশাইদের মতো ব্রজোয়া **শাসকরাও সমাজতন্ত্র গঠনের কথা বলে।** কারণ সারা প্থিবীর মান্বের মধ্যে সমাজতান্তিক সমাজব্যক্থা এমন এক আস্থা গে'থে দিয়েছে যে, সমাজতন্মের কথা না বললে মান্য আর কাউকে বিশ্বাস করছে না। এটা সমাজতদেরই জয়ের এক্টা **পরিচয়। কিন্তু গণতন্দ্রের নাম ক**রে সমাজতান্ত্রিক সমাজের আদর্শের বিরুদেধ সমাজতদৈরর এই শন্তরা যে আক্রমণ চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামকে তীব্রতর করা বৈজ্ঞানিক সমাজতল্যের প্রতিটি কমীরেই গ্রেছপ্র কর্তব্য।

গণতন্দ্র শব্দাটের চেয়ে এত বেশি বলাংকার অন্য কোন শব্দের ওপর হর না। গ্রীক শব্দ "demoskratos" শব্দ থেকে Democracy কথাটা এসেছে। "demos" মানে জনগণ এবং "kratos" মানে শাসন। অর্থাং গণতন্দ্রের অর্থ জনগণের শাসন। কিন্তু কলকারখানা, জমি সম্পত্তি বাড়ি যখন ম্বিটমেয় কয়েকজন লোকের হাতে থাকে এবং তারা যদি অবাধে কোটি কোটি মান্বকেশোষণ করে, তাহলে তাকে কি জনগণের শাসন বলা যায়? বিজেয়া শাসকরা শ্ব্দ মুখের কথার বাক্ স্বাধীনতা, সংবাদপরের স্বাধীনতা ইত্যাদির কথা বলে। অথচ এরাই সেসবের হতা। সমাজতান্ত্রক দেশে এসব স্বাধীনতা স্ক্রিনিন্চত করা হয়। সংবাদপরের্কি আমাদের দেশে কোটিপতিদের মালিকানার রয়েছে। ক্লাজেই প্রভিপতিদের প্রচারুটাই এসব সংবাদপরের

ম্লধন। রেডিওতে প্রচার হয় কেন্দ্রের জনবিরোধী সরকারের **হ্রকুমে। জনগণের কথা** তাতে স্থান পায় না। গণতন্ত্রের পালিস রাখতে শতকরা পাঁচ সাত ভাগ জায়গা বিরোধীদের জন্য দেওয়া **হয়। ঘুষে বিচারকদে**র রায় পর্যন্ত পাল্টে যায়। জনগণ বিচার কোথার পাবে? এটা গোপন রাখার কিছ্ নেই ষে, সমাজ-**অন্তিক দেশের প্রচার মাধ্যমে ব**ুর্জোয়া ভাবধারা <mark>প্রচার করতে</mark> দেওয়া হয় না। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপ্লবের পর দাবি উঠেছিল, জারপন্থী, রাজপন্থী, নৈরাজ্যপন্থীদের বস্তব্য প্রচার করতে দিতে হবে। লেনিন তখন বলেছিলেন, আমরা শ্রেণী দৃষ্টিভশ্গীতেই এই প্রশ্নটাকে দেখি। কাজেই প্রচার**যশ্যে এমন কিছ্ম প্রচার করতে দেও**য়া হবে না যা সমাজত**ন্দ্রের বিরুদ্ধে** কুংসা করবে এবং ধনতন্ত্রের জয়গান গাইবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের চেয়ে সমগ্র জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত ধনতান্ত্রিক **সমাজ ভাল—এই** জনবিরোধী প্রচার করতে দিলেই বুর্জোয়া প্রচারকদের কাছে "গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা" রক্ষিত হয়। সেই গণতল্য জনগণের চরম শত্ত্ব। সমাজতাল্যিক দেশে সংবাদপত্ত একটি নয়, অসংখ্য। সোভিয়েত ইউনিয়নে ৫৭টি ভাষায় ১৪ হাজার সংবাদপত্র ও সামগ্রিক প্রকাশিত হয়। চীনে এর চাইতে অনেক বেশি। সেখানে জনগণের সমস্ত অংশের মতামত প্রচারিত হয়।

ধনতান্ত্রিক দেশে যেমন ভারতে অন্যায় অবিচারের প্রতি-বাদ করা যায়, কিন্তু তা করতে গেলে গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র তার ওপর **ঝালিরে পড়ে। আবার স**রকারের অন্যায় অবিচারের সমর্থন করে সমস্তরকমের সমাজবিরোধী কার্যকলাপও চালানো বার। তার বিরুদ্ধেও আইন আছে বটে। কিল্ডু আইনের নিয়ন্ত্রক সরকার ও তার প্রশাসন-পর্বালস সেইসব সমার্জাবরোধীদের মা**থার তুলে রাথে।** এরই নাম ব্রক্রোয়া প্রচারকদের কাছে গণ-তন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক দেশে উল্টোটা হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমাজের সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য প্রগতির জন্য যা কিছু করা হোক, সকট্রকুকে সমাদর দেওয়া হয়। সমার্জাবরোধী কার্ষ-কলাপ সম্পূর্ণরূপে নিষিম্ধ ও তিরোহিত। এর নাম সমাজ-তান্দ্রিক গণতন্ত্র। তাহলে সত্যিকারের গণতন্ত্র কোন্টি। সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানুষ হয়ে জনগণের মধ্যে সমাজবিরোধী **কার্য কলাপ করার প্রবণতাই লোপ পায়। সেই প্রবণতার সামান্য-তম কিছ্র দেখা দিলেও** কঠোর হস্তে তা দমন করা হয়। তাহ**লে** দেখা বায়, কোন সরকার চাইলে শোষণ নিপীড়ন অত্যাচার অবিচার সমাজবিরোধী কার্যকলাপ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারে। একমত সমাজতান্ত্রিক দেশেই তা সম্ভব এবং একমাত্র সমাজ-তাশ্বিক গণতন্তেই তা সম্ভব। তাহলে মৌলিক প্রশ্ন এসে পাঁড়ার কোন্টি ভাল-স্বৈরতন্ত্র বা জগণীশাহী না ব্রজোয়া গণতন্ত্র ? কোন্টি ভাল—ব্রেজীয়া গণতন্ত্র না সমাজতানিত্রক গণতলা ? কোন্টি ভাল—ধনতলা না সমাজতলা ? তবে এটা তো নিশ্চিত যে, টাটা বিড়লার পক্ষে যা ভাল, জনগণের পক্ষে তা নিশ্চয়ই সর্বনাশ। আবার জনগণ যাকে ভাল মনে করবে, টাটা বিড্লারা তাকে সর্বনাশ মনে করবে। টাটা বিড্লারা চার ভারতে এখন যে ব্যবস্থা সেটা, অর্থাং ধনতন্ত্র। জনগণ চান সম্পূর্ণ বিপরীতটা অর্থাৎ সমাজতন্ত্র। কাজেই সমাজতন্ত্রের জন্য এবং সমাজতান্দ্রিক গণতন্দ্রের জন্য লড়াই অব্যাহতগতিতে চালিরে যেতে হবে। এই লড়ারের জন্য ব্রঞ্জোয়া গণতন্ত দরকার। অর্থাৎ ব্রজোরা গণতন্ত দরকার জনগণেরই।



# নিঙা ভাই মরিনি প্রণব কুমার চক্রবর্তী

কোথা থেকে কি যেন হরে গেল—সেরকম কিছুই ছিলনা। অথচ শেষ পর্যক্ত হয়ে গেল। ঘটে গেল এত বড় ব্যাপারটা।

প্রামটা ছোট। সবে সন্ধ্যার মজলিস মণ্ডপতলার জমে উঠব উঠব করছে। বোশেখী উত্তাপ। এরই মাঝে উত্তর পাড়ার নিতাই-পদ এসে খবরটা দিল—আর পাখির পালকের মত তা ছড়িয়ে পডল ক্রমশ।

পালেদের লেঠেল টাঙি দিয়ে কচুকাটা করে ফেলেছে নিঙা কাহারকে। পাশের গাঁয়ের রমজান চাচার কাজ ছিল কামার দোকানে। ওখানেই বর্সোছল ও। একলাফে উঠে এসে জিজ্ঞেস করল—"কি হলছে র্যা?" রমজান চাচা আগে ভাগেই কানাঘ্রায় একট্ব আধট্ব শ্বনেছিল পালেদের সাথে নিঙার গণ্ড-গোলের কথা। ওকে বলেওছিল রমজান চাচা—"দ্যাখ ভাই আমরা হালাম ছোট জাত—মুখ্যু নোক—মজ্বুর খাটি—বালবাচ্চা আছে—আমাদের কি উসব বড়নোকদের সাথে আবাদ বিবাদ মানায় র্যা।"

নিঙা কথাগুলো ভালোকরে শুনেই উত্তর দেয়—"চাচা ইসব কথা ঠিক লয়। উ বড়নোক তাতি তুমর আমর কি? উকি আমদের কিনি রাখছে? উদের পয়স। আছে বলি যা খুশী তাই করবি?—ইসব কেমন কথা গো চাচা।" রমজান চাচা বোঝাতে চেরেছিল ব্যাপারটা। "ওদের জমিতে মজনুর খেটিই আমদের পেট চালাতি হয়।" কিন্তু নিঙা ওর কথাই বলে—"উসব ছাড় চাচা। অলায্য কাজ করব না। হকপথে চলি। উ বড়নোক—তা কি হল্ব—যা খুশী তাই করবি?"

আর কিছু না বলৈ—কিংবা রমজান চাচাকে কিছু বলার সনুযোগ না দিয়ে হনহন করে চলে গ্যাল। আজ হঠাং পালেদের সাথে নিঙার গণ্ডগোলের খবর পেয়ে চমকে উঠল রমজান চাচা। মনে পড়ল সেই কথাগুলো। একলাফে ক্মার দোকান থেকে উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—"কি ব্যাপর র্য়া?"

নিতাইপদ এমনিতেই মজলিসের মাঝে সবিস্তারে সমস্ত ঘটনাটা বলছিল—তাই উত্তেজনার মাঝে রমজান চাচার কথা আলাদা করে তার কানে গ্যালনা। ফেট্কু রমজান চাচার কানে গ্যাল তাতে ব্রুতে পারল পালেদের ভাড়াটে লেঠেল নিঙাকে খনুন করেছে। তবে মরার আগে অর্বাধ নিঙা লড়েছিল—মরদের মত। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গ্যাল মন্ডপতলার। ছেলে ছেকরার দল বরস্কদের ধমকানি এড়িয়েও জমে রইল। ব্যাপারটা কি সে নিয়ে মাথাব্যাথা সেরকম্ম নর্। স্বার মুখে কথা একটাই— "নিগু কি ম্যারি ফ্যালন।" কেউ হয়তো ভাসা গলার বলল

--"উদের পরসা কত উরা তু মার্রবিই।" কেউ আফসোস করল-"যাঃ, নিগু কি ম্যারি ফ্যালন রয়।" ভূতো খ্ডোই একমাত্র
আইনের কথাটা তুলন। থানা প্রনিস হবি। এপাশ ওপাশ থেকে

কেউ বলল—"আরি উসব তো<sup>ঁ</sup>পয়সার ব্যাপর।"

তারপর বেশ কিছ্কণ পরে উত্তেজনা কমে এল। কেউ ঘরের পানে আবার কেউ কেউ ঘটনাস্থলের দিকে যেতে শ্রুর্করল। ব্যাপারটার মাঝে যে একটা কিন্তু আছে সেটা অনেকেই জানে—কিন্তুটা যে কি সেটা সঠিক কেউ জানেনা।

অবশ্য জমির ব্যাপারটা রমজান চাচা আর দ্ব' চারজন ছাড়া ভালোভাবে কেউ জানেনা। রমজান চাচা চুপচাপ। কোন কথা নেই। কামারশালের একপ্রান্তে মাথা নীচু করে বসে আছে। ওদিকে হাতুড়ির ঘায়ে তার ইস্পাত ক্রমশ হাঁস্বর আকার নিছে। কিছ্কুশ বসে থাকার পর রমজান চাচা উঠে পড়ল। "উদিকি একবার যাবার দরকার। ছ্বড়াটা অকালি চলি গ্যাল। উর ঘরের নোক আর বাল-বাচ্চাগ্রলা না থেতি পেরি মারা পড়বি?"—নিজের মনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল রমজান চাচা।

বিলপারে যেখানটার ঘটনাটা ঘটেছিল রমজান চাচা যখন সেখানে গ্যাল তখন সন্ধ্যের অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। ওপাশের সুইজগেটের উপর বেশ কিছু লোক জড় হয়েছে। প্রত্যেকের মুখই কেমন থমখমে—হাঁ চাঁ নাই একট্ও। একট্ একট্ব করে রমজান চাচা নিঙার পড়ে থাকা দেহটার কাছে গ্যাল।

নিশ্চিতে ঘ্রিময়ে আছে নিঙা! না নিশ্চিতে নয়। ওর মুখের মধ্যে বিরন্ধির ছাপ—দ্রুক্টি। মাটিতে হাঁট্গেড়ে রমজান চাচা আল্লার কাছে তার জনো প্রার্থনা জানাল—শ্রম্থা জানাল এই একগ্রেয়ে—জেদী—চওড়া ব্বক ছোঁড়াটার জনো। যে দ্ববেলা পেটভরে থেতে পেত না তার মধ্যে এত তেজ এত আগ্রন ছিল কে জানত?

এতক্ষণে বেশ লোকজন এসে গ্যাছে। নিঙার আছীয়
পাড়াপ্রতিবেশী। চারপাশে কানাকানি। কত রকম কথা। নিঙার
সদ্য বিধবা বউ ও চার চারটে ছেলে সবগ্লোই একথেকে আট
বছরের মধ্যে নিঙার পাশে বসে আছে। ব্রুবে আর কে
কতটা? ঐ বড়ছেলে কান্ আর নিঙার বো। বো মাঝে মাঝে
চীংকার করে উঠছে শাপশাপাশ্ত দিছে। কদিছে গলা ছেড়ে—
"ওগ্র আমর কি হল্ গা—আমর কি হবি? মর মর সব মর।
স্নামর মরদক্ বারা মারেছিস তাদের নিশ্বংশ হবে। আলা তুমি

বিচার কর—আলা—আমর মরদকে বারা মারিছে তাদের যেন নিব্বংশ হর—রুখ দিরি গলগল করি অন্ত উঠে।" খুকনি পিসি, অচুখেপী বে বার মত সাম্থনাও দিছে। দৃঃখ করছে। কেউ গুনছে। কেউ কিছু বলছে। আবার কেউ একেবারে চুপচাপ। কুলুপ আঁটা। কিছু একটা করা দরকার।

ফিসফিস গ্রেনটা ক্রমণ একট্ চাপা উত্তেজনার দিকে মোড় নিতে শ্রে করল। করেকজন বেশ উত্তেজিত—নিঙার প্রতিবেশী, রমজান চাচার পাড়ার লোক—এরা বেশ ক্ষর্খ। উত্তেজনা আরো বেড়ে উঠল। আইনরক্ষকের দল এসে পড়ল। বড় দারোগা এসেই জেরা শ্রে করল—

"যথন ঘটনা ঘটে তখন কে কে উপস্থিত ছিলি?" প্রথমটা কেউ সাড়া দিতে চার্মান পরে দারোগা আবার হাঁকতে যেদিকটার উত্তেজনা কেশী ছিল সেখান থেকে একজন বেণ্টে দার্শকার লোক বেরিয়ে এল—

—"আমি ছিলম বটে"

বলেই দারোগার সামনে মাথার মাথালিটা ছাড়ে ফেলে দাঁড়াল। দারোগা ওর পা থেকে মাথা অবধি দেখে নিল এক পলক। দাধাল—

- —"তোর নাম কি?"
- "मीनः वट्टे।"
- —"কোন গায়ে থাকিস?"
- —"ঐ হোথা, উ গায়ে"—বলে প্বের দিকে আংগ্ল দেখাল।
- —"আরে নামট। বলবিতো"—বলে মাটিতে ব্টটা ঘষে
  - -- "শাুশাুনপাুর বটে।"
  - —"তা তুই দেখেছিলি নিঙাকে কারা মারল?"

—"কারা কি গ্ন? পালিদির লোঠল আবর কার।? উরা তু ইর আগেও দ্ব' সাতটা নোক্ষিক কুপাই কাটিছে—যে উদের ম্থির উপর লাঠি ঘ্রাইছে তাদিরকে শ্যাষ করি দিলছে - ভাড়া করা লোঠল দিরি। কিন্তু এবারে নিঙাকি মারাটা......"

দারোগা "থাম" বলে—কাছের কনন্টেবলকে ডাক দিল। ভীড়ের মাঝে—উত্তেজনাটা আরো অশাশ্ত হোল। সবার চোখ একবার দারোগার দিকে একবার দানার দিকে—কি হয় কি হয়। দারোগা একবার দেখে নিল—চারপাশটা। আজকলে কি সব হয়—ব্রুতে একট্র অস্ববিধা হয়। একসময় ছিল যথন এরকম খ্নগ্লো কিছ্রই ছিল না। আসবার দরকারও হোত না। সহকারী এসে কানে কানে কিছ্র বলতে দারোগা শ্রুব্ মাথা নাডল।

দারোগা ও দীন্র কথা থেকে বোঝা গেল নিঙা ওর বাপচাকুরদার আমল থেকে এ জমিটা চাষ করে আসছে। কেউ কিছ্
বলেনি। কিন্তু এতদিন পরে হঠাং পালেদের এ জমির প্রতি
নজর পড়ে। বলে এ জমি আমাদের। অবশ্য পালেদের প্রকৃরটা
মাইজ করার জন্যে এ জমিটার খ্র দরকার। এ নিরে বেশ
কিছ্দিন ধরে নিঙার সাথে পালেদের খ্রুডখাচ চলছিল। নিঙা
আবার এমনিতেই একট্ একগার্রে, গোঁয়ার। দীন্র কথায়—
"উ অলায্য কাজ করত্ও না দেখতিও পারতু না।" বলাই মোড়ল
এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। কিন্তু এবারে মুখ খ্লল। "আরে
ইপ কর বড় বড় কথা বলিসনি।" দারোগার দিকে তাকিরে

বলল,—"যা হয় কর্ন আপনিই। ওদের কথা বাদ দিন। সর্ব তাতে বড় বড় কথা।"

किन्छू मौन्द नव कथाहे वलरवः। "रकरन व्यवद्नाः। छ वा वीनिष्टि या कीन्नीष्ट नव व्यवद्रः।"

"সন্থ্যের দিকে পালিদির বড় ছোল লোঠল নিরি এসে জমিতি নামে। নিঙা ধারে কাছিই ছিল। উ খবরটা পোতিই লাঠি নিরি ছুটি আসে। তখনো পালিদির লোঠল জমিতি নামিন। জমিতি বুক সমান পাট। চোখ জুড়ান পাট।"

নিঙা এসেই হংকার ছাড়ল—"যে শালা জমিতি নামবি আজ তার একদিন কি আমর একদিন।"

বেশ কিছুক্ষণ বচসা হয়।

তারপর পালিদির লোঠল জমিতি নামে। নিঙা বাধা দিতি গোল পাঁচ ছ' জন ওকি ঘিরি ধরি টাজ্যির কোপ বসিয়ি দেয়। উ একা আর কতুখণ লড়বি?"

সাঁঝ গড়িয়ে রাত নামব নামব। আকাশে মেঘ জমেছে। বৃষ্টি নামবে মনে হয়। দারোগা একট্ চণ্ডল হোল। ভীড়ের মাঝে এখন শুধুই উত্তেজনা।

দারোগা হাঁক দিল,—"রামধন, লাশ তোল।" কিন্তু চাপা গ্রন্থনটা এবার ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল। দারোগা দেখল..... বিপত্তি.....। বলাই মোড়ল ও ভূতো মোড়ল নড়ে চড়ে বসল। "দারোগাবাব, আপনিই দেখেন ব্যাপারটা আমরা ওদিকে যাই, জল হবে মনে হয়।"

দ'রোগা প্রথমে হ্ংকার দিয়ে সেই চিরায়ত নিয়মে ফায়সালা করা যায় কিনা দেখতে চাইল।

কিন্তু রমজান চাচা এবারে সপ্রতিত। "না নিঙ। ভাই কি আমরা কার্র হাতি দিবনা। যা করবার আমরই করব্।" দারোগা ব্ঝতে পারল আজ আর স্বিধে হবে না। হাসপাতালের পরীক্ষার কথা—আইনের কথা বলে দেখল কিছ্র হয় কিনা? শৃব্ধ্ব বুট দিয়ে মাটী ঘষতে লাগল। হাতের উপর হাত ঘষতে লাগল।

রমজান চাচা এবারে জোর গলায় বলে উঠল— "ভাইসব নিঙাভাই মরিনি। নিঙাভাই আমদের দেখিয়ি দিল জান দিব তবে অধিকার ছাড়বো নাই। আর আমরা বড়নোকদের লাল-চোখকে ভয় পাব্ না। ভাইসব, আজ সব থেকি দ্ঃখের কথা আমদের মতই মজ্ব তারা পালিদির কিনা গ্লাম হয়ি সামনা পয়সার লোভে আমদেরই এক ভাই কি খ্ন করল্।"

রমজান চাচার কণ্ঠস্বর প্রায় ভেঙে এসেছিল, কাল্লায়— ক্লোভে দ্বংখে, তব্ত কিছু বলার চেন্টা করছিল।

ফোটা ফোটা বৃষ্টি এবারে মুখলধারে নেমে এল। বাঁধ ভাঙা স্পাবনের মতো শেষ বোশেখের মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরতে শ্রুর করল। তার মাঝে রমজান চাচা লাশে হাত লাগাল। রমজান চাচার পেছনে মানুষের সারি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগল। দুরে দাঁড়িয়ে বড় দায়োগা ফালে ফাল করে চেয়ে রইল।



## বসস্ত বসাম মুখোপাধ্যায়

দিগল্তব্তের মধ্যে ডুকে গেছে স্থা ও পাখীরা।

অধনিমীলিত চোখ—ছুটে আসে ছায়ার বিমান চরাচর শিস্মাখা দতব্ধ প্রায় সাঁতালী পর্বত আহিকের কাল শেষ.....তারাদের গগনবিহার: সম্তর্ষির দীশ্তি নিয়ে অকাশ স্ত্রুটি করে, হাসে বাতাসে ফুলের গন্ধ মাতোয়ারা অখিল ভূবন!

খাব্দরের ঘণ্টা হলে এইসব রেখে যেতে হবে।

### রবীন্দ্রনাথ ইরা সরকার

ইচ্ছে করে সব শিশ্বকেই দিই তোমার শৈশব সোনার বাংলার গল্পে স্বচ্ছল স্বচ্ছণ এক বিসময় আরক লেখাপড়া গানশেখা বাবার সংগ ঘোরা ভালহোসী পাহাড়ে পাহাড়ে—

ইচ্ছে করে সব শিশ্বদের হাতে তুলে দিই এক একটি রবীন্দ্রনাথের প্রতিপ্রত্নতি সদর স্থীটের কাড়ী খ্লেলে তারা ফিরে পাবে নিকারের স্বংশভাগ সাবলীল জীবনের গতি—

আকাশের মশত খামে প্রথিবীর চিঠি প্রতিদিন বে জকরে লেখা থাকে শিশরো তা বোঝে, তুমিও ব্রথতে, সকলেই কবি নর, কেউ কেউ কবি, কিন্তু সবাই মান্য হবে ছড়ানো জীকন ধারা বহুদ্রে নদী এক পশ্চিম বাংলায়—

তুমি কি এখন কবি বাংলার পলিমাটি স্পন্দন অকুল তোমার বাঁচার রস ছড়িরেছ শিশ্বদের শিকড়ে শিকড়ে বেমন অব্রুর মাকে ওপারের অব্নমনে করে রবির সোনার আলো এদেশের শ্যামল গভারে॥

# আগামী সকাল পর্যন্ত চন্দন কুমার বস্থ

প্রাণদণ্ড দণ্ডিত কলম
দিশ্ব
নিশ্চুপ...
সম্মান্থে প্রস্তুত আশেনর
গ্রুত
স্পান্দিত।
ভূবে বাবে মাহার্ত পরেই
পশ্চিমে
নির্জানে—
তবা, লাল, অনেক—অনেক লাল
কম্পড়্মি
মাথার আকাশ
আর
দিগন্ত রন্তিম।
নিংড়ে দেবেই রসদ
বাঁচতে
সারাটা রাত.....

## ত্র্যহম্পর্শের পাণ্ড্লিপিতে কল্যাণ দে

আগামী সকাল পর্যন্ত।

ইশ্সিত ঘাসের ডগার প্রণয় ছড়িরে আছে হৈমন্তিকার ভোরে দোর খোলেনা কেন স্বজন বকুল ? কাকের চোথের 'পরে স্বশ্ন যে ডিম ভেঙে স্নেহ ছড়ার মেঘের জাজিম লেপ এখনো বাকে জড়িরে নিস্পৃহ সম্যাস নিয়ে আদ্মশ্ন মাটির মান্য..... বাক গালো চিরে ফেল কলজের দেখ গাঁখা আছে কালের শরীর

नन्न रत्न नित्कत्क वर् मरत्करे हिना यात्र-

উর্গনাভ বিছিরে রেখে গার্হস্থ মাঠের দাওয়ার
নন্ট বটের ছায়ার মত পাশা খেলা
বিষি বহিত্তি ক্লানিকর
এত সব বাক্য শুধ্ব নিজ্ফলা বীজ—ভেবেনাঃ
জবান দিরেছ যা নদীর দলিলে
এখন তাহস্পশের পাংডুলিপিতে ঘোমটা খ্লে হও
তারগাের সরল বগাঁর উন্ভিদ!

## জনান্তিকে তেতে বিশ্বাস

কান্তের ফলার মত পঞ্চমীর শিশ্ব চাঁদ থিক থিক করে কাঁপে ব্নশ্ত আকাশের নিঃশ্বাসের চাপে, অনাহন্ত, অশরীরী ইচ্ছারা কাঁপে অস্পট্ট তারার, পাঁচিলের উপর গোড়া পেড়ে কেটে ফেলা অশত্থের নরম পাতার, এখানে এক ব্ক কুরাশার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছোট্ট ফাটলধরা চাতালে পোষের শাঁতে কাঁপি আমি।

বিছানার উত্তাপ স্বংশর দানবিক যন্দ্রণার কংছে
আতিরিক, তাংপর্যহীন,
ঘুম নেই; ঘুম আসে না;
ঘুমাতে নেই, ঘুমালে—
যন্দ্রণা চাপা পড়ে ধার
এক বুক কুরাশার নিচে।
পাশের বিশ্ততে সেই মেরেটাও
ঘুমার না আজ ক'দিন
ছটফট করে প্রসবের অসহ্য কেদনার,
ঘুমাতে পারে না আরো অনেকে
ধারা মেরেটাকে পাহারা দের
এবং রাচিকেও।

পঞ্চমীর শিশ্বচাদ উদ্গ্রীব হয়ে শোনে টীনের চালে আটকে থাকা বাতাসের কর্ণ প্রতিধর্নি, অভিজ্ঞ মারেদের ফিস্ফিসে গলায় সতর্ক প্রহর গোনা

এবং

আরো অনেকের সাথে আমার ফ্রক্ট্রের দ্রুত উঠা নামা।

ঘ্না নেই; ঘ্না আসে না;
ঘ্নাতে নেই; ঘ্নালে, স্বংশনর অশ্লীলতায়
স্বংশনর সত্যটা মরে যায়!
তাই জেগে থাকি—
এক ব্ক কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে
চরম বল্যণার ম্থোমন্থি হতে।
জেগে থাকি—
আরো অ-নে-ক "জেগে থাকা" চোখে
নিজেকে চিনব বলে।

### চন্দ্রিমা পরিতোষ দন্ত

দেখো চন্দ্রমা—
চাদের তৈরী পাহাড়ের গপেগা, আমি
শন্দেছি অনেক,
দেখেছি কিশ্তর—
মনে পড়ছে আবছা আবছা।
এক সেই ব্ড়ী
তার মাংস বিহীন দেহটাকে
যৌবন খোলসে পন্তর
কোন ঐ আদ্যিকাল থেকে
শন্ধ চরকা কেটে চলেছে।

হাতে আমার অক্ষন্ন স্তো ধমণীতে অমর পোন্টার দেবদ্বের উত্তর্যাধকার।

চন্দ্রিমা---তোমার তৈরী পাহাড়ের গপ্পো আমার জানা নেই मुर्त्नाष्ट्र यत्न भरत भरत् ना দেখেছি শ্ব্ধ্ব অমার অন্ধকারে তবে-ভূলি नि किছ् रे। হয়তো বুঝোছলাম— তোমার নিঃ\*বাসে উষ্ণতা আছে, রক্তের ফোঁটাগ্রলো এখনো দ্বধের মতো হয়নি তোমার যৌবন পল্লবিত কুঞ্জ প্রবৃষ্ট ন্যাকামির খোলসম্বর। গোলাপ পাঁপড়ির স্তর বিভাগ— আজও আমি জানি না, দ্বাণের তীরতা— किट्कम क्रतल निर्जुल উखर আজ হয়তো তুমি আর পাবে ।।। তবে ফ্রটপাথে বিছানো ছে'ড়া কাঁথার ঐ প্রত্যেকটি স্তর, সিন্ত কাঁথার মাদকীয় ঘ্রাণ क्षली इंद्राइत निभाग होन **ज्या**— আজও আমি ভুলি নি। চন্দ্রা, তোমার নিটোল যৌবন, কুস্মমিত কুঞ্জ-অনন্ত সম্বদ্ধে, সময় মন্থনে ভাসিয়ে রাখো। তোমার সৌন্দর্য, প্রতিটি ম্হতে, মুর্ত হোক চিরবসন্তে। শাশ্বত তম্মীর ঝংকুত বন্দনায় ধরা থাক এক মলিন সতা॥



# লিট্ল ম্যাগাজিন আন্দোলন : এক পরম সত্য ঋতীশ চক্রবর্তী

তর্ণ মানসের স্কৃপত প্রতিফলন 'লিট্ল ম্যাগাজিন'। ব্যবসায়িক দ্ভিভগা অনুযায়ী একচেটিয়া প'্জিপতি গোষ্ঠী সাহিত্য শিল্প জগৎ তাদের করায়ত্ত করে নিয়েছে। এইসব সংবাদপত গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত সংবাদপতের মূল লক্ষ্য মুনাফা লোটাই শুখু নয়, এ'দের কেনা শিল্পী-সাহিত্যিক দিয়ে স্ভিশীল মানসিকতাকে বিপথে পরিচালিত করা। মানসিক দিক থেকে এই বিকৃত চেতনা স্ভির বির্দ্ধে সোচ্চারিত শক্ষে লিট্ল ম্যাগাজিনের আত্মপ্রকাশ।

বাঙ্গালীর সাহিত্যপ্রীতি আবহমানকালের। জীবনের জিজ্ঞাসা বাস্তবে চিত্রায়িত করবার প্রচেষ্টা করে থাকেন আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকরা। কিছু কিছু শিল্পী এরমধ্যে নিজেদের বিক্রী করে দেন জীবনের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনবার জনা। তাঁরা মৌলিক চিন্তাধারা থেকে অনেকটা সরে আসতে বাধা হন। যে শিল্প মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি-কালার পুরো চিত্রটাকে তুলে ধরতে পারে, জীবনের সংগ্যে জীবনের যোগ করার মাধ্যম হিসেবে যে শিল্প প্রতিফলিত হয়, সেই শিল্পকেই আমাদের দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকরা বিভিন্ন সময়ে আঁকবার চেষ্টা করেছেন। অগণিত পাঠককে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন জীবনের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক স্থাপন করতে। কিন্তু আত্ম-বিক্রীত যাঁরা, তাঁদের স্মিটর সঙ্গে জীবনের কোন যোগ থাকে না। সম্ভবও নয়। সাধারণ মানুষের স্নায়বিক চেতনার ওপর আঘাত দেবার তাঁরা চেন্টা করেন। চেন্টা করেন কিভাবে তর্বের প্রাণেচ্ছলতাকে বিকৃত মানসিকতার পরিধির মধ্যে চিরস্থায়ী করে রাখা যায়। বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের তাঁর। শেষপর্যনত সফলকাম হতে পারেন না।

ভারতবর্ষের মত ধনতান্দ্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যেই জন্ম হয় সমাজতান্দ্রিক চিন্তাধারার। এই জাবন বিকেন্দ্রিক পরি-মন্ডলেই গড়ে ওঠে জাবনের জন্য শিলপ' মনোভাব। তার্গ্যের দীপততেজ প্রতিবাদীমন গড়ে তুলতে সাহাষ্য করে। বেশীর ভাগ লিট্ল ম্যাগাজিনেই এর পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ আবহমান কালের সাহিত্যপ্রীতির প্রবাহে তর্ল মানস দৃশ্ত হয়ে ওঠে। গাটকতক ছেলে লেখার তাগিদকে ধরে এগিয়ে যেতে চেন্টা করে। আর্থাবিক্রীত সাহিত্যিককে যদি তাঁরা অন্-ক্রণ করবার চেন্টা করেন, দাটো কি কড়জোর তিনটে সংখ্যা অনির্মিতভাবে তাঁরা প্রকাশ করে থাকেন সাধারণতঃ। তারপর উচ্ছাসের ধারার মধ্যে ভাটা আসে কার্র। আবার কেউ হয়ত এরইমধ্যে একে-তাকে ধরে দাই একটা লেখা বাজারী সংবাদপতে

প্রকাশ করবার বাবস্থা করেন। পত্রিকা প্রকাশ করবার ক্ষেত্তেও তাদের আর আগ্রহ থাকে না।

কিন্ত লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো—বখন একটা স্কুচিন্তিত মানসিকতা নিয়ে পর্জিবাদী ব্যবস্থায় লড়াই-এর মাধাম হিসেবে লিট্ল ম্যাগাজিনকৈ প্রকাশ করবার চেম্টা করা হয় বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সেই পত্রিকাগ্রলো বেশ কিছুদিন অনিয়মিতভাবে হলেও প্রকাশিত হয়। প্রথম থেকেই উদ্যোদ্ভার। कारनन পथे। प्रदेक नयः। ल्राइ-दे वक्यात भथः। स्वाविकःदे দমে যাবার কোন ইণ্যিত তাঁদের মধ্যে নেই। যেহেতু দ্র্যিউভগা সঠিক এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে বিশেলষণ করতে তারা আগ্রহী, পাঁবকার জীবনে আরও বেশ কিছু আদর্শবান ছেলে আসতে থাকেন। কারণ তাঁদের নেশা আছে, সংগঠিতভাবে জীবনকে পরিচালিত করবার। সামান্য খড়কুটো পেলেই তাঁরা হাত বাডিয়ে দেন। আন্তে আন্তে পত্রিকার জীবন এগিয়ে চলে। পথে বেশ কিছু নতুন মুখ যেমন জে'টে, আবার কিছু পুরোন মুখও সরে পড়ে। সঠিক আদর্শ থাকে বলে বন্ধ্ব বা শহু চিনতে উদ্যোক্তাদের অস্ক্রিকা হয় না। ফলে আগাছার স্থিত কম হয় সেখানে।

আর একটা গোষ্ঠী আছে যেখানে সম্পাদক তাঁর নিজের জাবনের অধ্যায় দিয়ে কিছু লোককে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করেন। পত্রিকায় সম্পাদকের নিজের চার পাঁচটা কবিতা, প্রবর্গ, তাঁর প্রকাশত কোন বই-এর সমালোচনা, বিজ্ঞাপন। মূলতঃ কিছু ছেলেকে পরিস্কারভাবে চিট করে সম্পাদকের আজ্মপ্রচার। এ প্রসঞ্জে দ্বংখের সঞ্জে অনেক পরিচিত প্রগতিশীল কবিদের নামও মনে পড়ে যাছে। সম্পাদক যিনি থাকেন, তাঁর মূল লক্ষ্য পত্রিকার মধ্যে কতবার কতকরাদায় তাঁর নামটা ছাপান যেতে পারে। এ ধরণের পত্রিকার কার্ম্বও খুবই সীমিত।

মোটামন্টিভাবে লিটলে ম্যাগাজিন জগত সম্পর্কে ধাঁরা জ্ঞাত আছেন তাঁরা আমার কথার সঞ্জে আশাকরি একমত হবেন-বে সমস্ত লিট্ল ম্যাগাজিন সন্চিন্তিত দ্ভিভগানী নিয়ে বিকৃত মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করতে পারে এবং এগিয়ে যেতে পারে সম্পুর্ম সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অগ্যাকার নিয়ে, সে ধরনের লিট্ল ম্যাগাজিনের জীবনও অনেক বেশী সাবলীল। অনেক দৃশ্ত। এবং তারা ক্লাজনিবীও নম্ম।

বাঙালীর সাংস্কৃতিক চেতনার উল্জবল দলিল এইস্ব লিট্ল ম্যাগাজিন। এখনও এমন সম্পাদক-শিল্পী-সাহিত্যিক রুর্নেছেন বাঁরা কোনাকছর বিনিমরেও নিজেকে বিক্রী করবেন না। জীবনের জন্য শিক্স প্রতিষ্ঠার সংকলেপ নিজেরা উৎসগী-কৃত। বস্তুতঃ এন্দের তপস্যার ফসলই জাতির মানস সন্তরে সংগ্রছ করে রাখার প্ররোজন অন্তুত হয়। সম্পাদনা যে প্রমানষ্ঠ ভালবাসা এবং সক্ষে মার্নাসকতা নির্ভার শিক্স, এ'দের লিট্র ম্যাগাজিনগর্লোই তার সাক্ষ্য বহন করে। কিছু কবিতা, গক্স কা প্রবিশ্ব বেমন এই পরিকার থাকে, পাশাপাশি থাকে পরীক্ষাম্লক বিভিন্ন রচনা। এই সব পরীক্ষা পাঠকদের চেতনার প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বাজারী পত্র পত্রিকাগ্রিল এগিয়ে আসবে না। কারণ তাদের ম্ল লক্ষ্য স্থিমণীল চেতনার বিকাশ সাধন নয়, ম্নাফার পাহাড় বাড়ানো। সম্পতকারণেই লিট্র ম্যাগাজিনকে বলা যার বাংলা সাহিত্যের ল্যাবরেটরী। সাহিত্যকে কাটা ছেড্য করে পরীক্ষা করবার স্ব্যোগ থাকে লিট্র ম্যাগাজিনগ্রের পাতায়।

জাতীর সামগ্রিক প্রয়োজনেই এই লিট্ল ম্যাগাজিনের সংরক্ষণ প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকারের চিম্তাভাবনা শরে করা দরকার। লিট্ল ম্যাগাজিনের অকালম্ভার আর একটি প্রধান কারণ বিজ্ঞাপনের অভাব। যদিও বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ঘোষণা করেছেন, যে কোন registered পাঁচকাকেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। এরমধ্যে বেশ কিছু লিট ল ম্যাগাজিনে রাজ্যসরকারী বিজ্ঞাপন চোখে পডেছে। একটা পত্রিকার রাজাসরকারের পক্ষ থেকে বডজোর একটা কি দুটো মাত্র বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্ত অস্বাভাবিক কাগজের দাম আর প্রিণ্টিং-এর অব্যবস্থা এইসব লিট্লে ম্যাগাজিন-গলোকে ক্ষণজীবী হতে বাধ্য করে। আর্থিক সচ্চলতা এই সব ম্যাগাজিনের থাকে না। স্বভাবতঃই বেশ কিছু টাকা অগ্রিম বাবদ প্রেসে তাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় না। প্রেসের মালিকও এই সব ম্যাগাজিনকে একটা অন্যভাবে দেখে। কর্ণার দ্রিষ্টতে তারা দেখে। কারণ, সাধারণতঃ এই সব ম্যাগাজিন-গুলো প্রথমে কিছু টাকা নিজেদের পকেট থেকে প্রেসকে দেন। যদি কিছু বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় তার টাকা জোগাড় করে পকেট থেকে আরও কিছু দিয়ে প্রেসের পররো টাকা শোধ করে দেন। যেহেতু ছোট পরিকা, তাতে আবার টাকাটাও সাধারণতঃ কয়েক ক্ষেপে দেওরা হয় তাই এদের ওপরে প্রেসের মালিকদের থাকে অন্কম্পার মনোভাব। যেন তারা কৃতার্থ করছেন। কিন্তু এই মালিকরাই আবার প্রচুর টাকা খরচ করে একচেটিয়া প'্রজিপতি গোষ্ঠীর কাজ করে দিচ্ছেন। বে টাকা কবে পাকেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই, সেই কোম্পানীর বে ব্যক্তি এইসব দেখাশোনা ক্রেন তাকে এ ছাড়াও আবার সন্তুষ্ট রাথবার জন্য কিছ্ প্রেসের মালিককে দিতে হয়। স্বতরাং প্রিল্টিং-এর এই অব্যবস্থা লিট্ল ম্যাগাজিনকে বেশ ধারা দেয়।

বিজ্ঞাপনের প্রসংশ্য আসা বাক। শুধ্মার রাজাসরকারের একটা বা দুটো বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভার করলে লিট্ল ম্যাগাজিনের জীবনের প্রোতধারকে সাবলীল করা সম্ভব নয়। ধর্ন কেন্দ্রীয় সরকারের কোন একটা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞাপনের জনাকোন সম্পাদক গেলেন। সেখানে দেখা বায় বতটা গ্রেছ একে দিছেন তার থেকেও বেশী গ্রেছ পাছেন কোন বাজারী সংবাদপরের প্রতিনিধি। তার নিজের সম্পাদিত প্রিকা বা কোনও বংশ্ব সম্পাদকের জন্য হয়ত তিনি গেছেন। তাদের

আদর্শ সেই তথাকথিত আদ্বাব্দ্রীত দিল্পীসাহিত্যিক। লেখকের একবার প্রয়েজন হরেছিল কোন এক লিট্ল ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপনের জন্য ইন্টার্ন রেল পি. আর. ও. অফিসে যাওয়া। প্রথম দিকে বিভাগীয় ব্যক্তি বললেন কোন একজন চার্টার্ড আনাউন্টেন্ট-এর সার্টিফিকেট লাগবে—আপনাদের পাঁচকা ২২০০-এর মত বেরোয় এই হিসেবে। ক'দিন পরে সার্টিফিকেট নিয়ে দেখা করলাম সেই ব্যক্তিটির সঙ্গে। কললেন, ডি. এ. ভি. পি.-র কোটা থাকলে পাবেন। হতাশ হয়ে আমাকে ফিরতে হয়েছিল সেদিন। কিন্তু কোন বিখ্যাত বাজারী সংবাদপত্রের সঙ্গে যাক্ত আত্ববিক্রীত শিল্পী সাহিত্যিকদের এমন কিছ্ব পাঁচকা রয়েছে যাদের এসবের প্রয়োজন হয় না। কারণ অপসংস্কৃতির বেলেক্সাপনায় সেই সব শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে এইসব সরকারী উচ্চপদেপ কর্মচারীদেরও গা ভাসাতে হয়।

বর্তমান রাজ্যসরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার সাথে সাথেই সূম্প জীবনকেন্দ্রিক সংস্কৃতির সপক্ষে সচেতন হতে দেশের জাগ্রত য্বসমাজকে আহ্বান জানিয়েছেন। লিট্ল ম্যাগাজিনগ্রেলা এর সপক্ষে স্টির প্রভাত থেকেই দুক্ত পদচারণা শ্বর করেছে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই না করতে পারলে এই অপসংস্কৃতির বেলেল্লাপনা রোখা যাবে না। তাই প্রয়োজন সংগঠিত প্রয়াস। বিক্ষিণ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা निष्न भागां किनग्रतात मर्या अक्षे भमन्त्र गर्छ ज्ञार्ड হবে। বাংলাসাহিত্যের মধ্য থেকে আবর্জনাকে সরিয়ে দিতে হবে। আবর্জনা সংরক্ষণের দায়িত্ব প**্রা**জপতি গোষ্ঠী পরি-চালিত পাঁরকার কর্মকর্তাদের। স্কুম্থ জীবনমুখী চেতনার বিকাশ ঘটাতে গেলে সরকারেরও প্রয়োজন এই সব লিটল ম্যাগাজিনগুলোর স্বীকৃতি দেওয়া। তাঁদের কাছে অনুরোধ— বছরে একবার শারদ সংখ্যার বিচার করে শ্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগা-জিনকে প্রুরুক্ত কর্ন। কিছু অনুদানেরও ব্যবস্থা কর্ন। ষাতে এই সব পহিকা থেকে ফ্রল ফ্রটতে পারে। আনন্দের উদ্যান তৈরী হতে পারে। মানুষের বে'চে থাকবার অধিকার রক্ষার সংগ্রামে গ্রেম্পূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে এইসব লিটল মাাগাজিন। লিট্ল ম্যাগাজিন অংশোলন সম্থে সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এ আন্দোলন চিরসতা হয়ে উঠবেই।



### আরো আরো দাও প্রাণ স্থুমিত নন্দী

বিগত ৯ই মার্চ সমগ্র কলকাতার শরীরে মিশে ছিল এক অভিনব পদযারা। এই কলকাতারই কর্মব্যান্ত মান্বের মনের কোলে বহু গোপনে ল্কিয়ে থাকা স্বংশনর শিকড়টিকে যারা সন্থ ও সৌন্দর্যের গান গেয়ে নাড়া দির্মেছলেন, সেই স্ট্ডেনথ হেলথ হোমকে অজস্র ধন্যবাদ। অস্থ থেকে স্বথের পথে চলার আহ্বানে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী কলকাতার বিভিন্ন দিক থেকে পায়ে হে'টে শহীদ মিনারের সামনে জমায়েত হন। আর, এই পদযারায় অভিভাবকের দায়িছ নিয়ে সমগ্র ছাত্রছাত্রীলের পাশে এসে দাঁড়ান শিক্ষক, রাজনৈতিক কমী, শিক্পী থেকে আরশ্ভ করে সর্বস্তরের মান্ব। ছাত্রছাত্রীদের স্বান্থ্য সম্পর্কিত এক গ্রুত্বপূর্ণ সমস্যাকে তুলে ধরাই ছিল এই পদযারায় মূল উন্দেশ্য। বলতে শ্বিধা নেই, বছরের পর বছর ধরে ছাত্রছাত্রীদের স্বান্থ্য সম্পর্কিত নির্মাম উদাসীনতার সন্ধান পেয়ে, আমরা আজ সত্যিই লচ্জিত। সেইজনাই বিগত দিনের ব্যান্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগ্রালর দিকে চোখ ফেরাতে বাধ্য হই।

সেই প্রাচীনকালে পেলটো, অ্যারিস্টটল থেকে আরম্ভ করে হালের দিনের নয়া দার্শনিকের চিন্তাতেও একই কথা শোনা যায়, "সন্দর স্বাস্থের বিনিময়ে আমরা পেতে পারি এক আদর্শনাগরিক।" কথাটা একট্ব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। আসলে, স্বাস্থ্য ভাল থাকলে মনও সভেজ হয়, মনের প্রসায়তা ঘটে। আর প্রসারিত মনের নাগরিকের কর্মচিন্তা সর্বদাই বাস্তবধর্মী ও মানবিকগর্ণসম্পন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। এবং সন্দর ও স্বতঃস্ফৃত্র সমাজ গঠনে এই সমস্ত নাগরিকের এক ঘনিষ্ঠ ভূমিকা থাকে। অথচ আজকের দিনের যে-শিশ্রো ভবিষাতের নাগরিক এবং ঐ স্কার ও স্বতঃস্ফৃর্ত সমাজ গড়ার মলে উৎস, তাদের অবস্থা আমাদের দেশে বড়ই কর্ল—ঠিক যেন ডানা ঝপেটানো পাথির মতো, অস্থের তাপ ব্কেনিয়েও স্বশ্বোতিত উচ্চাকাশের পাহাড়ে চোখ রেথে বড় হওয়ার অদম্য উৎসাহের জ্যোর পরিণত বয়সে নেমে আসে ভাটার টান।

ঐ ভাটার উৎস সন্ধানের তাগিদেই আমাদের বৈজ্ঞানিক দ্থিভিগ্নির মুখোমুখি দাঁড়ানো প্রয়োজন। আসলে শৈশব. বাল্য বা কৈশোরকালে মানুষ তার ক্ষুধার সাথে সপ্গতি রেখে ঠিক মতো প্রিটকর খাদ্য না পেলে অপ্র্থিভিনিত রোগের শিকার হয়। অলপবয়সে শরীরের সর্বঅংশের স্বাভাবিক ব্রিশ্ব তথন অনিয়মিত আকার ধারণ করে। এবং তার ফলস্বর্প পরিগত বয়সে চরম শারীরিক ক্ষয়ক্ষতির সূতি হয়। যদিও

আমর। জানি, আমাদের এই অর্থনীতিক কাঠামোয় বেশীরভাগ অভিভাবকের ক্ষেত্রেই তার সন্তানের প্রতি উপযুক্ত খাদ্যের সংস্থান করে দেওয়া খুবই দুম্কর। তাদের সংসারের আর্থিক অসংগতির টানাপোড়নে ঐ সমস্ত শিশ্ব বা অল্পবয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে নেমে আসে দ্বিসহ অল্থকার। সেইজনাই বড় হওয়ার উৎসাহে মন্ন শিশ্বরা একদিন পরিপত বয়সে বয়র্থতার ঝাপটানিতে হোঁচট খেতে খেতে বিচ্ছিয়তার প্রতিভূহ য়ে এই বেনো-জলে মিশ্রিত উয়য়নশীল সভ্যতার মাঝে বিন্দ্র মতো কোনক্রমে টিকে থাকে। আম্ল অর্থনৈতিক পরিবর্তন ব্যতিরেকে এই অসংলন্দ পরিবেশকে কখনই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। কিন্তু, ঐ আম্ল অর্থনৈতিক পরিবর্তনে আশায় এইসমস্ত ছেলেমেয়েদের ফেলে রাখা বড়ই অমানবিক। তাই অতি স্বল্প সামর্থকে পশ্বিজ করেই তাদের পানে দাঁড়াবার জন্য স্ট্রডেনথ হেলপ হোয়ের এই নব প্রচেটা।

খাদ্যের সমস্যা কিছুটা সমাধানের জন্য ছাত্রছাত্রীদের স্কলগুলিতেই বিশেষ টিফিনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিছু বিদেশী সংস্থা বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বিগত কয়েক বছর ধ'রে এ-ব্যাপারে সহযোগী হ'লেও, তা মূলতঃ খুব সামান্য কয়েকটি জায়গার মধ্যে সীমাবন্ধ। তাছাড়া, তাদের পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের অর্থানৈতিক পরিবেশের মান অনুযায়ী স্কুল-গুর্লি নির্বাচনের প্রশ্নটিও সঠিক হ'য়ে ওঠে না। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই প্রসংগটির উপর বিশেষ-ভাবে দুট্টি দেওয়া হয়েছে। আপাততঃ সরকারী অনুদানপ্রাণ্ড প্রাথমিক স্তরের স্কুলগ নালতে সরকার থেকে প নাটকর টিফিন বিতরণের ব্যক্থাটি সাফল্যের সঞ্গে এগিয়ে **চলেছে।** যদিও ব্যাপকহারে সব স্কুলে এই ব্যবস্থা চাল, করা সম্ভব হয়নি। আমরা জানি, ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকার-গুলিকে অর্থনৈতিক সীমাবন্ধতার আড়ালে কিভাবে নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছে। তার উপর যদি আবার ঐ কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার রাজনৈতিক প্রশেন ভিন্নধর্মী হয়, তা হলে তো কথাই নেই। স্কুতরাং, এই সীমাবন্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে সবরকম উল্লয়নমূলক প্রকলেপ সরকার ইচ্ছা কর্লেই হাত দিতে পারেন না। বহু কন্ট ও সততার বিনিময়ে এবং মাথা থাটিয়ে এইসমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পের পিছনে অর্থের **সংস্থান করতে হয়। সেইজন্যই তা সময়-সাপেক্ষ হওয়া**টাই স্বাভাবিক। তবে স্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যক্তথা চাল, হওয়া (একাশি সাল থেকে কার্যকর হবে), বেকার ভাতা, বৈধবাভাতা, বৃশ্ব কৃষকদের পেনসন প্রবর্তন প্রভৃতি কেরে পশ্চিমবদের বামপশ্বী সরকার ভারতবর্বের ইতিহাসে যে উন্নত মনন্দশীল চিন্তার পরিচর রেখেছেন, তা একদিনের ঘটনা নর, ধীরে ধীরে জনচেতনার তাগিদেই এগর্নলি ফলপ্রস্থরেছে। স্বতরাং আশা করা বার আগামী দিনে মাধ্যমিক ন্তর পর্যনত বাংলাদেশের সমন্ত স্কুলেই বিনাথরচার ছাত্রছাত্রীদের একবেলা পেটভরার মতো টিফিন ব্যবন্থাকে চাল্ব ক'রে সরকার সাধারণ মান্ব্যের গোপন ইচ্ছাকে বান্তবে র্পায়িত করার স্থোগ পাবেন। এক্ষেত্রে, প্রয়োজন হলে কোনো নিন্তার্থবাদী ও উৎসাহী বেসরকারী বা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সংগ্রেসহ্যোগী হ'য়ে সরকার এই পরিকল্পনার হাত দিতে পারেন।

শুধ্ প্রয়োজনীয় খাদ্য নয়, বাসম্থান এবং ম্কুলের অবস্থান প্রভৃতি অনেক কারণেও ছাত্রছাত্রীরা রেনে আক্রান্ত হয়। কল কাতা শহরে বিশেষত, বিস্ত অঞ্চলে এমন অনেক ম্কুল রয়েছে যেখানে একেবারেই আলোবাতাস ঢোকে না, তাছাড়। ম্কুলবাড়ীর অবস্থিতিও খাব খারাপ। পাশেই হয়তো কোনো খাটাল বা পচা নর্দমার বিষান্ত প্রভাবে ছাত্রছাত্রীরা হামেশাই আক্রান্ত হ'য়ে থাকে। এক্ষেত্রে, সেইম্বহুতে সমগ্র বিস্ত উল্লয়ন সম্ভব না হ'লেও, ঐ ম্কুলবাড়ীটিকে অন্তত একটি ম্বাভাবিক আলো-বাতাসপূর্ণ পরিবেশে স্থানান্তরিত করা বিশেষ প্রয়োজন।

সেদিনের এই পদযাতাকে কেন্দ্র করেই ছাত্রছাতীদের এটা সমস্যাগর্মল সমস্ত মানুষের দ্বিউতে আরও বেশী করে প্রতি-ভাত হয়। এবং সেই সমস্যা সমাধানের রাস্তা উদ্ঘাটনের জন। আমর। তাই আজ নতুন করে কিছু ভাবারও অবক শ পাই। যদিও এই পদযাত্রায় ছাত্রছাত্রীদের রে:গ বিনাশের জন্য প্রতি-রে ধক ও প্রতিষেধক বাবস্থাকে জোরদার কর:র দাবিটিই ছিল প্রধান। কোনো চরম রোগ শরীরে বাসা বাঁধার পূর্বেই যাতে তাকে ধরংস করা যায় এবং তার জন্য কি কি বাবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, সেই সমস্ত চিন্তার ফসলগর্মল বিভিন্ন পোস্টার বা **প্ল্যাক।ডেরি মাধ্যমে স্ট্রভেনথ হেলথ হে.ম বিভিন্ন ছ।গ্রছ**।গ্রাদের হাতে **তুলে দেন। বাস্তবে দেখা যায়, বেশার ভ** গ স্কুলের ছাত্র-ছা**ত্রীদের প্রথমজীবনের অবহেলিত অতি সামান্য** রেগ পরবতীকালে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির স্বাট্ট করে। তাছাড়া **ঐ সামান্য রোগের ছোঁয়া সমগ্র স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রভ**িবত করে। তাই রোগের শ্রেতেই কোনো প্রতিষেধক টিকা বা ইন-**জেকসন**় **অথবা প্রতিরোধক ওষ্ধপত্র** ব্যবহার একান্ত অবশ্যক। স্ট্রভেনথ হেলথ হোমের সাথে প্রতিটা স্কুলের ছাত্র-ছা**ত্রীর সেইজনাই এক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা বিশেষ** জরারী। **এক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক হেলথ হোম গঠন ক'রে** তার মাধামে প্রতিটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীকে মাসে দ**্বার, অ**ন্তত শরীর **চেকআপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রতি মাসে** ডক্তারসহ কোনো ভ্রামামান গাড়ি বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাতীদের সমনে **উপস্থিত হলে, আরো ভালো হয়। এবং ঐ প্রতিষেধক** ও প্রতি-রোধক ওব্ধগরেলা বিনামরেলা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পে<sup>ণ</sup>ছে **দেওরার দারিত্বও স্ট্রডেনথ হেলথ হোমকে** নিতে হবে। এ-**ব্যাপারে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজগ<b>্রাল**র এবং অন্যান্য কলেজ বা **সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী**রা একসপে স্ট্রুডেনথ **হেলথ হোমের দারিত্ব কাঁধে নিয়ে এগিয়ে এলে** এই ব্যাপক সমস্যাকে সমাধান कরा খুব একটা কঠিন কাজ হবে না।

এ-তো গেল শহর অঞ্লের কথা। গ্রাম অঞ্লের ছাত্রছাত্রী-

দের মধ্যেও ঐ একই সমস্যা ছড়িরে আছে। বরণ অনেকক্ষেয়ে দ্বলা পেটভরানোর তাগিদে সার্রাদিনের পরিপ্রমের পর, অভিভাবকেরা তাদের ছেলেমেরেদের শরীর বা স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু ভেবে দেখাকে অহেতুক বিলাসিতা বলেই মনে ক'রে থাকেন। তার উপর আছে অজ্ঞতা বা শিক্ষার অভাব। গ্রামাণ্ডল বা কলকাতার বাইরে নিন্ন আরের শ্রমিক-অধ্যুবিত কলোনি-গ্রালর ছারছারীদের শারীরিক প্রশ্নটি তাই আরো জটিল। স্ব্তরাং, বর্তমানে শ্র্যু শহরম্বা চিন্তার আবরণে আটকে না থেকে স্ট্রেডনথ হেলথ হোমের বিভিন্ন শাখাকে ঐ-সুমস্ত গ্রাম ও কলোনি অণ্ডলের ছারছারীদের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনে, সরকারের কাছে ব'জেট থেকে ছারছারীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উন্নয়নখ্যেত ব্যরের পরিমাণ বাড়ানোর দাবি রাখা যেতে পারে। তাতেও প্রোপ্রাক্ষির আর্থিক ঘাটতি না মিটলে, স্ট্রেডনথ হেলথ হে।ম বাংলাদেশের বিভিন্ন ঘরের দরজায় দরজায় গিয়ে সাহায্যের আবেদন রাখতে পারেন।

বিগত কয়েক বছরে দেখা গেছে যে ছাত্রছাত্রীদের প্রায় বিনাম্ল্যে চিকিৎসা ও ওষ্ধপত্র সরবরাহের জন্য স্ট্রডেন্থ হেলথ হোম নামক সংগঠনটির অস্তিত্ব কলকাতার প্রায় বেশীরভাগ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাই জানত না। শুধুমাত্র কয়েকটি নামজাদা স্কুল-কলেজের অহেতৃক পূর্ণ্ঠপোষকতা ও উপযুক্ত প্রচ রের অভাবেই অন্যান্য স্কুলগর্মাল এই সংযোগকে কাঞ্জে ল গাতে পারেনি। স্তরাং বর্তমানে গ্রাম-শহর-বৃহত-উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত অথবা, কোনো মানের প্রশ্ন ব্যতিরেকেই সমতার ভিত্তিতে সমুহত স্কুল, স্টুডেন্থ হেল্থ হোমের এই সংযোগট,কুকে কাজে লাগাতে পারবে। কারণ, স্টান্ডেনথ হেলথ হোমের বক্তব্য এখন খ্রেই পরিল্কারঃ ছাত্রছাত্রীদের নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতন করা এবং খুব স্বল্প সংযোগকেও পরি-পূর্ণভ'বে কাজে লাগানো। এক্ষেত্রে সর্বস্তরের মানুষেরই এক বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। পূর্ণবয়স্ক যে-কোনো নাগরিকই অ:জকের বা আগামীদিনের এইসমদত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অভি-ভাবকের পথান নিয়ে তাদের প্রাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা উন্মো-চনের খাব সামান্য এই রাস্তাটাকুকেও দেখিয়ে দিতে পারেন। সেদিন শহীদ মিনারে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর বক্তব্যের মধ্যে এই কথাটাই পরিক্লারভাবে ফ্রটে ওঠে যে, ছাত্র-ছাত্রীদের শরীর সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে শুধু সরকার বা কোনো সংগঠনের একার পক্ষে প্ররোপর্যার সমাধান কর। সম্ভব নয়: সমগ্র মান,ষের মিলিত প্রয়াসেই এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের অসুখ থেকে সুখের পথে নিয়ে যাওয়া সফল হতে পারে।

পরিশেষে, স্ট্রভেনথ হেলথ হোম তাদের নৈরাশ্যজনক বিমিয়ে যাওয়া ভাবটিকে কাটিয়ে উঠে আজ য়ে ভাবে নব-প্রচেন্টায় ও নিবিড় উদ্যোগে রাস্তায় নেমে এসেছেন, তাকে আবার সাধ্বাদ জানাই। আশাকরি, তারা বর্তমানের এই স্বন্ধ বাতাবরণকে ম্লধন করেই ভবিষ্যতে পশ্চিমবাংলায় সমগ্র ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে, সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবে রুপায়িত করায় জনা সচেন্ট হবেন। কলকাতায় কর্মবাস্ত মান্বের মনের কোণে বহু গোপনে ল্বিকয়ে থাকা স্বশ্নের শিকড়টিকে স্থ ও সৌন্ধের গান গেয়ে তারা যে-ভাবে প্রভাবিত করছেন, তাকে কখনই নন্ট হ'তে দেবেন না—বরণ্ড, ঐ শিকড়টিকে স্বশ্নের আরো গভীরে পেণীছে দিতে পারবেন।

# বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা

### শক্তির উৎস

গোটা বিশ্বজন্তে এখন পাঁভ সংকট চলছে। সপো সপো ব্যাপক বৈজ্ঞানিক প্রবাস চলেছে পাঁভর উৎস সম্পানে। জিজ্ঞাসন্ পাঠক মনের কাছে এই কর্মকাশেনর কিছ্ তথাভিত্তিক আলোচনার তাগিদেই আমাদের বর্তমান ভাষনা। লেখাটি করেকটি কিম্পিততে বেরোবে। এই সংখ্যার বিষর সৌরশীভ।

—সম্পাদকমন্ত্রী

নোরশান্ত/স্বা—প্রাচীনকাল থেকে মান্ষ যে সমস্ত প্রাকৃতিক শান্তিকে ভয় পেয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল স্বা। স্বা থেকে বেরিয়ে আশা তাপশান্ত ও আলোকশন্তিকে মান্য বেমন ভয়ও পেয়েছে তেমনি শ্রুখাও জানিয়েছে। আবার স্বানির্তিত তাপশান্ত ও আলোকশন্তি অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে সৌর-শান্তিকে নিজের প্রয়োজনে মান্য সভ্যতার সেই আদিয্গ থেকেই ব্যবহার করে আসছে।

ফসল শ্রুকানোর কাজে সৌরশন্তির ব্যবহার সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল যেদিন থেকে মানুষ ফসল উৎপাদন করতে শিখেছে। আজও এই কাজে সৌরশন্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া অন্যভাবে সৌরশন্তির ব্যবহ'রের কথা বলতে প্রথমেই মনে আশে আর্কিমিডিসের কথা। খ্রীন্টপূর্ব ২০০ অব্দেই ষিনি সুর্য্যালোক ব্যবহার করে আগ্রন জ্বালতে পেরেছিলেন। তারপর সৌরশস্তিকে সমাজ-সভাতার কাজে লাগানোর প্রচেণ্টা আন্তর অব্যাহত আছে। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে মনে আসে ফ্রান্সের মিঃ মৌচট্ (Mouchot)-এর কথা। যিনি সেই ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সৌরশন্তি ক্রহার করে একটি পাম্প চালান। ১১১৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার ফ্রাণ্ক শ্রমান (Frank Schuman) এক সাংঘাতিক কাজ করলেন। মিশরে তিনি এক চোঙাকৃতি প্রতিফলক (Cylindrical Reflector) বসালেন যার আয়তন ছিল ২৩০০০ বগফিটে। এই বিশাল প্রতি-ফলকের উপর সূর্য্যালোক ফেলে তা দিয়ে জল গরম করে বাষ্প উৎপন্ন করে, সেই বাষ্প দিয়ে টারবাইন চালিয়ে তিনি ৫৫ অন্বশান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন এক পাম্প চালালেন। তার চেয়েও উমতভাবে সৌরশন্তির ব্যবহার করলেন ইতালীর জেনোয়ার অধিবাসী জি. ফ্র্যান্সিস্। সেটা ছিল ১৯৬৮ খ্রীন্টাব্দ। ফ্র্যান্সিসের ব্যবস্থায় ১০০ কিলোওয়াট বিদ্যাৎশক্তি যে পরি-মাণ তাপশক্তি উৎপাদন করতে পারে সেই পরিমাণ তাপ উৎপাদিত হয়েছিল।

সৌরশন্তি থেকে তাপ অথবা আলোক সরাসরি পাওরা বায়। কিন্তু মানবসভ্যতার দ্রুত অগ্রগতিতে সর্বাধিক সাহায্য-কারী বিদ্যুৎশন্তি কিন্তু সরাসরি স্বাঃ থেকে পাওয়া বায় না। তাপশত্তি থেকে বিদ্যুৎশত্তি অথবা জলপ্রবাহ থেকে বিদ্যুৎশত্তি উৎপাদনের জন্য যেমন বিশেষ ধরণের কিছ্রু বন্দ্রপাতির সাহায্য নিতে হয় সৌরশত্তি থেকে বিদ্যুৎশত্তি উৎপাদনের জন্য তেমনি কিছ্রু বিশেষ ধরণের বন্দ্রপাতির সাহায্য নিতে হয় ও কিছ্রু বিশেষ ধরণের বন্ধ্রপাতির সাহায্য নিতে হয় ও কিছ্রু বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। কিছ্রু কিছ্রু ক্ষেত্রে অবশ্য

সরাসরি সৌরশন্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎশন্তির ব্যবহার বন্ধ করা বায়। যেমন জলগরম করার ক্ষেত্রে। বৈদ্যুতিক হীটার-এর পরিবর্তে সৌরশন্তির ব্যবহারে জল গরম করা সম্ভব। শীত প্রধান দেশে বাড়ীঘর গরম রাখার জন্য সৌরশন্তির ব্যবহার চাল্, করা সম্ভব। কৃষিজ ও পশ্কাত দ্রব্যাদির ব্যবহারে সৌরশন্তি অনায়াসেই ব্যবহার করা যায় ও হছে। লবন উৎপাদনে সৌরশন্তির ব্যবহার বহুকাল থেকেই চাল্যু আছে। সৌরশন্তির ব্যবহারে মূল সমস্যাটা হল স্ব্যালোক ও তাপকে একজায়গায় সংগৃহীত করা। ভূপ্তেই যে পরিমাণ সৌরশন্তি প্রতিদিন এসে পোছায় তা দিয়ে সতের হাজার কোটি মেগাওয়াট বিদ্যুৎশন্তি উৎপাদন করা যায়। কিন্তু ভূপ্তেই পতিত এই বিপ্লে পরিমাণ সৌরশন্তির সবট্কু সংগ্রহ করা অসম্ভব ব্যাপার। তবে তাকে বেশকিছন্টা অন্ততঃ মানবসভ্যতার কাজে লাগনে। যায়।

প্রতিফলক পম্পতি ও ফোটোভোন্টাইক পম্পতিতে সোর-শক্তি থেকে বিদ্যাংশক্তি উৎপাদিত হয়। প্রতিফলক পন্ধতিতে প্রথমতঃ কোন একটি নিদিন্টি জায়গায় অবস্থিত প্রতিফলক-এর (আয়না অথবা পালিশ করা কোন ধাতব পাত) উপর সূর্ব্যর**িম ফেলার** ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিফলকের উপর স্র্ত্যকিরণ পড়লে প্রতিফলিত স্ত্ত্যরিশ্মর তাপ অনেকগুণ বেডে যায়। এবার সেই তাপ কাব্দে লাগিয়ে জল গরম কর। হয়। **জল ফ**ুটিয়ে বাষ্প করতে পারলে সেই বাষ্পকে অতিরি<del>র</del> চাপে টারবাইন-এর উপর ফেলতে পারলে টারবাইন ঘোরান সম্ভব আর টারবাইন ঘ্রেলে তার সাথে জেনারেটর সমন্বিত থাকলে তাও ঘ্রবে। আর জেনারেটর ঘ্রলেই পাওরা যাবে বহু কাষ্ক্রিত বিদ্যাংশন্তি। এই হল সংক্রেপে প্রতিফলক পম্বতিতে সৌরশন্তি থেকে বিদ্যুৎশন্তি উৎপাদনের কার্য-পর্ম্মাত। সৌরশন্তির প্রতিফলকগ্রনির বৈজ্ঞানিক তাপ সংগ্রাহক বা থামাল কালেক্টর। স্ব্রেরশ্মি প্রথমতঃ পড়ছে প্রতিফলকের উপর। প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মির তাপকে কাব্দে লাগিয়ে পাশের ট্যান্ডেকর জল গরম করে বান্ডেপ পরিণত করা হচ্ছে। সেই বাষ্প দিয়ে টারবাইন চালানো হবে। তারপর वाकी थारक ग्रायात स्क्नारत्रहेत्र मश्याक्रिकत्ररावत काळ। अवात আসা বাক ফোটোভোন্টাইক পন্ধতিতে। কোটোভোন্টাইক পর্ম্মতি হল সংক্রেপে এইরকম,—দুটো বিসদৃশ পদার্থ, পাশা-शामि **ताथरल** जारनत भिननमूरल यपि खाँछ-रकारनी तम्म भर्ष তাহলে তড়িং-চালক কল স্থিত হর। সূর্ব্য রাম্মতে অতি-त्वभूनी त्रान्म चारह। अथन अमन अकृषि स्वरम्था कता हन यात्र মধ্যে দুটো বিসদৃশ পদার্থ পাশাপাশি সংবৃত্ত আছে এবং বার মিলনম্পলে সূর্ব্রেশিম পড়তে পারে। তাহলে আমরা তার থেকে সরাসরি তড়িং-চালক বল পাব। আর তড়িং-চালক বল হল বিদ্যুংশন্তির আঠাল। স্তুর্নাং এই ব্যক্তথার সরাসরি বিদ্যুংশন্তির আঠাল। স্তুর্নাং এই ব্যক্তথার সরাসরি বিদ্যুংশন্তি পাওরা বার। আর এই ব্যক্তথার নাম হল ফোটোভোলটাইক সেল। এর স্কুর্বিথা হল বে এর সমস্ত অংশগুর্কা ম্থারী (কোনপ্রকার নড়াচড়া করে না), আলাদা কোন শন্তি ব্যবহার করে একে উত্তর্নীবিত করতে হয় না। সর্বোপরি রক্ষণাবিক্রণের দারিম্ব ভীষণ কম। কোটোভোলটাইক সেলের সাধারণ নাম হল 'সোলার সেল'। ব্যবসারিক ভিত্তিতে সোলার সেল প্রথম চাল্ হয় ১৯৫৫ খ্রীন্টাব্দে। সোলার সেলের ব্যবহার দিন বিদ্যুত্ত। বর্তমানে সাম্দ্রিক বয়া, লাইট হাউস্পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবহ্যা, মাইক্রেওরেভ রিলে স্টেশন, বন প্রভৃতি কার্বে সোলার সেল ব্যবহাত হচ্ছে।

সৌরশন্তির ব্যবহার প্রথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্তমানে বাণিজ্যক ভিত্তিতে শ্রু হয়ে গেছে। জ্ঞাপানে ১৯৭১ খ্রীণ্টাব্দে সৌরশন্তি পরিচালিত একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নিয়ে এখন গবেষণ চলছে। আশা করা ষায় ১৯৮১ খ্রীণ্টাব্দ নাগাদ এটি চাল্ল্রহবে। ফ্রান্সের ওভোলওতে একটি সৌরশন্তি পরিচালিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইতালীতে ৪০০ কিলো-ওয়াট উৎপাদনক্ষমভাসম্পন্ন একটি সৌরশন্তি পরিচালিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আরেরকটি ১ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন একটি সৌরশন্তি পরিচালিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আরেরকটি ১ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সেখানে প্রতিষ্ঠিত হছে। আরেরকার নিও মেজিকোর প্রথিবীর সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হছে। আরেরকার নিও মেজিকোর প্রথিবীর সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হছেছে। আর সবচেরে বড় কথা সৌরশন্তি নিয়ে গ্রেবশনা সবদেশেই চলছে।



রক ব্ব উৎসবে বালিক:দের কবাডি প্রতিযোগিতা

ভারতবর্ষেও সৌরশন্তির বাবহার নিয়ে ব্যাপক গ্রেষ্থপা চলছে। তবে ভারতবর্ষের কোথাও এখনও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সৌরশন্তির বাবহার হয়নি।

পরিশেষে একথা নিশ্চরাই দৃঢ়তার সংগ্রে বলা যায় বে সৌরশীত আগামী দিনে ব্যাপকভাবে মানবসমাজের অন্ক্লে কাজ করবে।

(কুমশঃ)



বহরমপর্র ব্রক যুব উৎসবে কথক ন্তারত শিশ্রিশদর্গান

## দিলাপ ভট্টাচার্যের তুর্লিচে—



# भिन्ध-भःकृष्ठि

## ত্ব'টি মেলা তিনটি উৎসব

#### কলকাতা বইমেলা

কলকাতা ময়দানে গত ১৪ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ গর্যত ব্রুকসেলার্স আণ্ড পাবলিশার্স শিল্ডের উদ্যোগে পঞ্ম বইমেলা অনুষ্ঠিত হ'য়ে গেল। ১৯৭৬ সালে প্রথম যখন এই বইমেলার উদ্যোগ পর্ব শ্বের হয়, তখন থেকেই বলকাতার গ্রন্থ-প্রেমিক মানুষ এই মেলার প্রতি একটা অমোঘ আক্র্যণ অনুভব করেছিলেন। বই না কেনা গেলেও, শুধুমত্র র্যাদচ্চ বই নাড়াচাড়ায়ও যে কিছুটা গ্রন্থ-পিপাসা মেটে সেই প্রথম টের পাওয়া যায়। এবং প্রধানত সেই স্তেই কলকাতা ক্রমেলা প্রথম আবিভাবেই বই-প্রেমিকদের হদেয় জিতে নেয়। বইমেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এর উদ্যোক্তারা বলেছেন, আমাদের আরো আগ্রহ জাগানো এবং নিয়মিত বই কেনার অভোস তৈরী করা। বস্তুত, আমাদের যথন সততই নুন আনতে পাতা ফুরোয়, তখন বই বিষয়ে তত সচেতন থাকা নিয়ত সম্ভব হয় না। আন্তরিক **ইচ্ছে থা**কা **সত্তেও** তেল-নুনের হিসেব করে ফের বই কেনাটা সতি৷ই একধরণের বিলাসি**তা** হয়ে পড়ে। তা**ই গ্রন্থ-বিপননে সেইসব মান**ুষের কাছে এই বইমেলা আ**ক্ষরিক অর্থেই একটি উপহারের মত।** সে কারণে এ-বছর বই মেলার অনিশ্চয়তার সংবাদে বই প্রেমিকের: পভাবত**ই ঈষৎ বিষন্ন ছিলেন। কিন্তু শেষপর্য**ন্ত আমরা যে ওই আ**নন্দ থেকে বণ্ডিত হইনি, সেজন্য** রাজ্যসরকার এবং মেলার উদ্যোক্তারা অবশাই ধন্যবাদ দাবি করতে পারেন।

এ-বছরের মেলায় কলকাতার বিভিন্ন নামী দামী প্রকাশক ছাড়াও অনেক ছোট প্রতিষ্ঠানও তাঁদের পসরা সাজিয়ে <sup>ব</sup>র্সো**ছলেন। ক'দিনের জন্য সারা কলেজন্মী**ট পাড়াটাই যেন <sup>উঠে</sup> এসেছি**ল এই ময়দানে। শ্বধ্ব আণ্ডলিক প্রতিষ্ঠানই** নয়. ক্য়েকটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানও এই মেলার মর্যাদাব্দিধতে <sup>সাহাষ্য</sup> করেছিল। বিভিন্ন প্রকাশকের বিভিন্ন ধরনের বইয়ের বিষ্ঠ্ত তা**লিকা থেকে প্রত্যেকেই নিজম্ব পছন্দ** অন্যায়ী বই <sup>সংগ্রহ ক'রতে পেরেছেন। এছাড়া মেলার অন্যতম আকর্ষণ</sup> ছিল এইসব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অনেকগ**্**লি <sup>লিট্ল</sup> ম্যা**গাজিনের নিজম্ব স্টল।** একমাত্র এ°রাই দোকান-<sup>দারী</sup>র **শ্বাসর্ম্থতার মধ্যে অনেকটা খোলাবাতাস** খেলাতে পেরেছিলেন। এ-বছর মেলার মিনি বই প্রকাশনাব একটি <sup>অভ্</sup>ত প্রবণতা দেখা গেছে। মিনি মহাভারত থেকে মধ্-<sup>স্দৃন,</sup> স**্কুমার রায় গরম কেকের** মত বিকিয়েছে। আশ্চর্য <sup>এরই</sup> পাশাপাশি সাইবাবা প্রকাশনের মত ধ্মীর প্রতিষ্ঠানের <sup>मोर्</sup>ल अन्म **ভिড ছिल ना**।

প্রতিবছরের মত এবারের বইমেলার বিক্রী বেড়েছে, লে ক

সমাগম বেড়েছে। কিন্তু একটা ভাবলেই দেখা যাবে যে. অংকের হিসেবে এই মেলার সাফল্য বিশেষ নয়ন-সূত্রকর হ'লেও, বইমেলার সাফল্য মেলার মাপকাঠি হিসেবে বেশ ভণ্যার। কেননা, এতে কিছু, মুন্টিমেয় বই-ব্যবসায়ীর আখেরে কিছু লাভ হ'য়ে থাকলেও, ৫/৬ লক্ষ বই-পোকা মানুষের ক**ছে এটা তেমন কোন আহামরি** সার্থকতা আনে না। **এই** মেলার যতট্কু সাফল্য তা আসলে নির্ভারশীল মেলায় উপস্থিত অসংখ্য বই পাগলদের সক্রিয় অংশগ্রহণে। ব্যবসায়ীদের শুধু দো**কান সাজিয়ে** বসা ছাড়া আর তেমন কোন উম্জ্বল উদ্যোগ নেই, যা গ্রন্থ পিপাস,দের অনিবার্যভাবে মেলাপ্রাজ্গণে টেনে আ**নতে পারে। আসলে** এ'রা মেলায় এসেছেন বইয়ের প্রতি অপার ভালোবাসায় এবং কোত্হলের টানে। নইলে স্বল্প-পরিসর মন্ডপগর্নালতে না আছে কোন শৈল্পিক পারিপাট্য, না আছে প্রুত্তক তালিকা সরবরাহ বা প্রচারে তেমন কোন চোখে পড়ার মত দৃষ্টান্ত, না আছে বই সাজানোর কোন স্মুশৃঙ্খল স্বমা, না আছে তেমন কোন দুর্ল'ভ গ্রন্থের সমারোহ এবং সর্বোপরি নেই সূলভ মূল্যে বই সরবরাহের কোন আর্বাশ্যক উদ্যোগ।

এই বইমেলায় ক্রেতাদের কাছে যেটা সবচেয়ে ক্ষোভের বাপার তাহ'ল, এখানকার ডিস্কাউন্টের ক্পণতা। কলেজভীট পাড়ায় পাবলিসারের ঘর থেকে বই নিলে বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে হেসে-খেলে ১৫ থেকে ২০ পার্সেন্ট এবং ইংরেজী বইয়ের ১২/১৩ পার্সেন্ট ছাড় পাওয়া যায়ই। তাহ'লে কি মানে হয় বহুদ্রে থেকে গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে এখানে এসে ধ্লো-খেয়ে, ভিড় ঠেলে এখান থেকে বই কেনার! অবশ্য বইমেলায় একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রতিদিন ছিল তাহ'ল বই বাজার। ছাই ঘে'টে সেখানে হঠাৎই পেয়ে যাওয়া যেত অনেক দ্র্লভি বই। কিন্তু কোন দ্রহ্ কারণে এবার ক্রেতারা বই বাজারের স্থোগ্য থেকে বিশ্বত হ'লেন. বোঝা গেল না।

বস্তুত, এই মেলার ৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখন মনে হয়, এই মেলা থেকে প্রুতক ব্যবসায়ীদের ফায়দালোটা এবং কিছ্ম শহরের বাব্র ইন্টেলেক্টুয়াল সাজার অর্থহীন প্রয়াসকে প্রশ্রম দেওয়া ছাড়া এই মেলার বোধহয় আর খ্ব-বেশি গ্রেম্ব নেই।

#### निर**नट**मना

শিলপ্কলাকে জনমুখী করার জন্য, শিলপী ও জনগণের মধ্যে মেলা বসানোর ঐকান্তিক বাসনায়, শিলপকলা বিষয়ে জন-গণকে সচেতন করার প্রয়াসে এবছরও ১৭ই মার্চ থেকে ২৩শে মার্চ পর্যাত্ত গণতান্তিক লেখক শিলপী কলাকুশলী সন্মিলনীয় উদ্যোগে কলকাতার রবীন্দ্র সদন প্রাণ্গণে এক সর্বাণ্যস্কুদর শিল্পমে**লার আরোজন হ'রেছিল।** রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ব্লামকিংকর গোপাল ঘোষ প্রমূখ খ্যাতিমান শিল্পীদের শিল্পস্ভারের পাশাপাশি অনেক তর্ণ শক্তিমান শিল্পীর চিত্রও এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। এ ছাড়া ছিল কিছু, প্রখ্যাত বিদেশী শিল্পীর ছবির প্রিন্ট। প্রদর্শনীর পাশা-পাশি মুক্তমণ্ডে প্রতিদিন শিল্প সমালোচকদের বিদশ্ধ আলো-চনা, সংগীতানুষ্ঠান, আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদিরও ব্যবস্থা ছিল। এই শিল্পমেলা জনসাধারণের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছিল। মেলার শেষদিনে প্রখ্যাত শিল্পী এবং ভাস্কর রামকিংকর বেইজকে সম্বর্ধিত করার কথা থাকলেও শিল্পীর অস্কৃথতার কারণে তা শেষপর্যন্ত আর সম্ভব হয় নি। শিল্প যে সো-কেসে সাজিয়ে রাখার সামগ্রী নয়, তা যে জনসাধারণের জীবনযাপনের এক অপরিহার্য অংগ, তা এই প্রদর্শনী আরেকবার প্রমাণ করলো।

#### চলচ্চিত্ৰ উৎসৰ '৮০

বাংলা ছবির ৬০ বছর প্র্তি এবং 'পথের পাঁচালী'র ২৫ বছর প্রতি উপলক্ষে পশ্চিমবংগ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে গত ১১ই এপ্রিল থেকে ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত কলকাতার ৮টি প্রেক্ষাগ্রে ৭ দিন ব্যাপী এক চলচ্চিত্র উৎসব হ'য়ে গেল। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় তোলা ৬০টি ছবি এই উৎসবে প্রদর্শিত হ'য়েছে। একসাথে এত-গ্রেলা সং ছবি দেখার স্বোগ ক'রে দিয়ে রাজ্য সরকারের সংস্কৃতি কিভাগ অবশ্যই ধন্যবাদার্হ হ'য়েছেন। কেননা, এই প্রথম একটি রাজ্য সরকার এরকম একটি প্রায়-সর্বভারতীয় চলচ্চিত্রোৎসবের আয়োজন করলেন, যা অবশ্যই একটি শ্রভ্র সংকেত রূপে বিবেচিত হ'তে পারে। বিকিনি-শাসিত হিন্দী ফিল্ম এবং ফরম্লা বন্দী বাংলা ছবির পাশাপাশি এই চলচ্চিত্র উৎসব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা রূপে আমাদের স্ক্রিততে রয়ে বাবে বহুকাল।

বাংলা ছবির ৬০ বছর পর্তি উপলক্ষে ১৯৩২ সালে তোলা জ্যোতিষ বল্ব্যোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকাশ্তের উইল' থেকে শ্রুর করে ১৯৮০-এর বৃশ্বদেব দাশগুরুতর 'নিম-অল্লপূর্ণা' পর্যন্ত প্রায় ৪০টি নির্বাচিত বাংলা ছবি ছিল এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ। বাংলাছবির শৈশব অবস্থা থেকে আধ্যনিক কাল পর্যন্ত যা একটি ধারাবাহিক অগ্রগতির ছবি স্পর্শ করে। ছবিগালির নির্বাচনেও ছিল একর্প দ্ভিভিগির স্বচ্ছতা-শুধু শৈল্পিক উৎকর্ষতার ভিত্তিতে এগরিল নির্বাচিত হয়নি, বরং একটি ব্যাপক সাধারণ মানের ছবি প্রদর্শিত হ'য়েছে, যা থেকে বাংলাছবির একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আমরা খুব সহজেই পেয়ে যায়। ৩০, ৪০ দশকের ছবিগ্রাল প্রকৃতপক্ষেই আমাদের প্রজন্মের কাছে একটি উল্জব্বল উম্পার। তবে এই ব্যাপারে একটা অভিযোগ থেকেই যায়—বিণ্কমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের গল্পের অনেকগুলি চিত্ররূপ উৎসবে প্রদর্শিত र'लि अतरहत्मत रामन हिंद छेरमत एका राम ना। अथह একসমর, এবং হয়তো আজো, শরংচন্দের গলেপর জোরেই অনেক ছবি বিস্ফোরক বন্ধ-অফিস পেয়েছে। ইতিহাসের খাতিরে শরংচন্দ্রকে উপেক্ষা করার কোন বৃত্তি নেই।

'সংখের পাঁচালাঁর ২৫ বছর প্রতি উপলক্ষে সভাজিং রায়ের অনেকগ্রিল শ্রেণ্ঠ ছবি উৎসবে দেখানো হয়েছিল। 'পথের পাঁচালাঁ' যতবার দেখা বায় ততো বেন আয়ু বাড়ে, প্র্ণিয় হয়। সভাজিতের সামগ্রিক চিত্রকর্ম থেকে গ্রেটিকয়েক ছবি নির্বাচন করা খ্রুব দ্বর্হ ব্যাপার হ'লেও তাঁর দেবাঁ', 'কাপ্রুর্ব-মহাপ্রুর্ব', 'জলসাঘর', 'মহানগর' উৎসবে থাকা আবশ্যক ছিল। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' বা 'প্রতিম্বন্দ্রীকৈ উৎসব থেকে অনায়াসে বাদ দেওয়া বেত। কেননা, এগ্রিল সাম্প্রতিক-কালে বহুবার প্রদার্শত হ'য়েছে। তুলনায় এই প্রজন্মের দর্শকেরা তাঁর প্রথম দিকের ছবি দেখার স্ব্বোগ খ্রুব কমই প্রের্ছেন।

শাদিক ঘটকের 'অষাদিয়ক', 'স্বর্ণরেখা', 'কোমল গান্ধার' ইত্যাদি ছবিগ্রলো এই উৎসবের মর্যাদা ব্নিশতে দার্ল সহায়ক হরেছিল। তাছাড়া প্রেণ্দ্র পারীর 'ক্যীর পার বারীণ সাহার 'তের নদার পারে', নারায়ণ চক্রবর্তীর 'দিবারারির কাবা', সৈকত ভট্টাচার্যের 'একদিন স্থা', শংকর ভট্টাচার্যের 'দোড়', ম্ণাল সেনের 'একদিন প্রতিদিন', এবং ব্লুখদেব দাশগ্রুতের 'নিম-অল্লপ্রা' ছিল উৎসবের সম্পদ বিশেষ। উৎপল দত্তের 'নম-অল্লপ্রা' ছিল উৎসবের সম্পদ বিশেষ। উৎপল দত্তের 'নম-অল্লপ্রা' কাকা হৈসেবে দেখতে মন্দ্র লাগে না। ব্লুখদেব দাশগ্রুতের 'নিম-অল্লপ্রা' সম্পর্কে দর্শকদের প্রত্যাশা পূর্ণ হয় না। দারিদ্রোর এই রক্ম ভকুমেন্টারী আমরা কলকাতা '৭১-এও দেখেছি। অবশ্য এই ছবির অভিনায়িক দ্যুতা একটি অসাধারণ দ্যুটান্ত। কেননা, এই ছবির কোন শিল্পীই অভিনয় করেন না। শংকর ভট্টাচার্যের 'দোড়' রাজনৈতিক দ্রুটার একটি সাহসিক দালল হিসেবে স্মরণীয়।

বাংলাছবি ছাড়া ২০টি মারাঠি, মালয়ালম, কানাড়ী, তামিল, উর্দ্ধ, হিন্দী, ওড়িয়া, অসমীয়া ছবিগুলিও দর্শক আনুক্ল্য থেকে বঞ্চিত হয়নি। দক্ষিণ ভারতীয় ছবিগুলি আমাদের সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মূণাল কেন্দ্রিক অহংকারের ওপর **একটি সজোরে চপেটাঘাত করে যায়। ভাষার ব্যবধান ছাড়ি**য়ে (সব ছবিতে সাব-টাইটেল ছিলনা) ছবিগুলি অনায়াসে আমাদের অধিকার ক'রে নেয়। বিশেষত, 'ওকা উরি কথা', 'কোপিয়েওম', 'অশ্বত্থমা', 'আমপন', 'চিতেগন্ চিন্তি', 'গহণ', সর্ব-প্রাথা মা ভূমি', 'ঘাসিরাম কোতোয়াল', ইত্যাদি ছবি ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক-একটি অক্ষর মাইলস্টোন হয়ে থেকে যাবে। এরমধ্যে 'খটশ্রান্ধ' ছবিটিকে উৎসবের শ্রেষ্ঠ ছবি বলে চিহ্নিত করা যায়। গ্রামীণ জাতপাতের সমস্যা ছবিটির আলোচ্য কিষয়। ছবির মূল দু'টি চরিত যমুনা এবং মানীর ভূমিকানেতৃশ্বয় অভিনয় নৈপুণ্যে বুকের মধ্যে তীব্র মোচড় দিয়ে যায়। এই ষম্না নামে যুবতীটি এবং মানী নামে চালক্টিকে দেখে, কার্যকারণ হীন ভাবে হ'লেও 'পথের পাঁচালী'র অপ্র, দর্গাকে মনে পড়ে যায়।

ওড়িয়া ছবি 'বাতিঘর' (কাহিনী বুন্ধদেব গ্রুহ) <sup>দ্র্</sup>ছ কাহিনী চিত্র হিসেবে দাগ কাটে।

হিন্দীছবির জগতেও যে একটা নতুন বাতাস এসেছে তা স্পন্ট হয় সৈয়দ নিজার দুর্টি ছবি 'অরবিন্দ দেশাই কি জীবন দর্শন' এবং 'আলবার্ডা পিনেটা ক গোঁস্যা কিউ আয়া বিমল দত্তের 'কস্তুরী', শ্যাম বেনেগালের 'কন্দুর', বিশ্লব রায়চৌধুরীর 'শোধ' ইত্যাদি ছবিগ্রাল দেখে। 'অ্যালবার্ট পিল্টো'র শেষদ্শো পদায় মশালের, রব্ধ পতাকার লাল আগন্ন লাগা একটি স্মরণীয় শিলপ স্থিত। 'শোধ' ছবিটি এবছরের গ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্রের জন্য প্রক্রুক্ত। স্নীল গণ্ণোপাধ্যারের গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গলপ' অবলন্দনে গড়ে উঠেছে এর কাহিনী। ছবিটির ফটে'গ্রাফিক অসাধারণতা এবং বন্তব্যের দৃঢ়তা আমাদের খ্ব অনিবার্যভাবে ছব্রে যায়। বেনেগালের 'কন্দ্রা' আমাদের শোচনীয়ভাবে হতাশ করে। একটি প্রায় মিধোলজিকাল আখ্যান অবলন্দনে সম্ভর দশকে ছবিটি তোলার অর্থ ঠিকঠিক অন্ভব করা গেল না।

উৎসবে কাহিনী চিত্রগালি ছাড়াও রবিশংকর, ইনার আই, এ হিন্দি অফ ফিল্ম মেকিং, এবং পাকা ফসলের কড়চা ইত্যাদি তথাচিত্রগালিও যথেন্ট আলোড়ন তুলেছিল। বিশেষত শেষ ছবিটা একটি হাতিয়ার বিশেষ। জোতদার-জমিদারের শঠতা এবং ভূমিহীন কৃষকের ঐক্যবন্ধ সংগ্রাম এই ছবির প্রতিপাদ্য ব্যাপার। এর কয়েকটি দ্শো ষধাক্তমে জোতদারের ধান লাঠ করা এবং পাকা ধানের ক্ষেতে আগান লাগানো এক নয়া দাঁড়ি পাল্লার মধ্যে অসহায়, পংগা যাবক ডোমনের ক্লান্ত, উন্দাশত চোখ সমরণীয় শিলপকাজ। ছবিটি এই মাহাতে কলকাতার ঠান্ডা প্রেক্ষাগ্র থেকে মান্ত করে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া একটি আবশ্যিক কর্তব্য।

এই চলচ্চিত্র উৎসব চিত্র নির্বাচনে একটি বিশেষ চরিত্র
গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। ধনতাল্যিক পণ্যচিত্র এবং পর্ণোচিত্র
ছাড়াও যে সমাজতাল্যিক বাস্তবতা নিয়ে সং চলচ্চিত্র তৈরী
সম্ভব এবং তা যে যথেন্ট দর্শক আন্ক্লাও পেতে পারে এই
উৎসব তা আরেকবার প্রমাণ করে দেয়। বাঙ্গালোর চলচ্চিত্র
উৎসবে যেখানে দর্শক যৌনাম্মক চিত্র প্রদর্শনের দাবিতে
প্রক্ষাগ্রে ভাঙচুর করে, সেখানে কলকাতা চলচ্চিত্র প্রদর্শনের
একটি ঐতিহাসিক দলিল হ'য়ে রইল। এই উৎসব উপলক্ষে
মুখামল্যী জ্যোতিবস্কু যে আর্টা ফিল্ম-থিয়েটারের ভিত্তি
প্রস্তর স্থাপন করলেন, আমরা আশা করি, তা শ্র্যুমাত্র একটি
মিনার হ'য়েই থাকবে না, স্ক্রে সংস্কৃতির স্পক্ষে তা হবে
একটি বিস্ফোরক প্রতিষ্ঠান বিশেষ।

#### ग्रानाहे छरत्रव

বাংলা শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গণন টে সংঘের একটি বিশেষ অবদানের কথা সর্বজনজ্ঞাত। চল্লিশের দশকের সেই ব্যাপক সংস্কৃতি আন্দোলনকে ইতিহাসের পাতা থেকে গত ১৯ এবং ২০শে এপ্রিল দ্বাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে আবার ফিরিয়ে জানা হরেছিল। গণনাট্য উৎসব প্রস্কৃতি কমিটির উদ্যোগে স্ট্ডেন্ট হেলখ্ হোমের সাহায্যাথে উৎসবটি সংগঠিত হর।

কবি ইকবাল রচিত 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা' গানটি গেরে উৎসবের উদ্বোধন হয়। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্ উদ্বোধনী ভাষণে সামাজিক অগ্রগতিতে শিল্প-সংস্কৃতির বলিণ্ঠ ভূমিকা বিষয়ে বন্ধব্য রাখেন। এরপর শম্ভু ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় 'কল অফ দ্য ড্রামস' প্রভীক নৃত্যান্ন্তান গ্রোভাদের আনন্দিত করে।

অন, ন্ঠানের মুখ্য অকর্ষণ ছিল সেকাল এবং একালের গণ-সংগীত। তবে শ্রোতারা সমকাল অপেকা ৩০/৪০ দশকের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হ'রেছিলেন। সলিল চৌধ্রীর গান এখনো শ্রোতাদের সঞ্চারিত করে, এর প্রমাণ আরেকবার পাওয়া গেল। এবং একক সংগীতে সুচিতা মিত্রের তলনা তিনি নিজেই।

এছাড়া নবাম, নীলদপণি এবং কিমলিসের কয়েকটা নির্বাচিত দুশ্যের অভিনয় তংকালীন নাট্য আবহকে তুলে ধরতে সক্ষম হ'য়েছিল। তংকালীন প্রতিষ্ঠান-বিরোধী শিলপীরা আজ যে নিজেরাই এক একটি প্রতিষ্ঠান হ'য়ে গেছেন, সেজন্য দ্বঃখ হওয়াই স্বাভাবিক।

#### भाकित्म देवमाथ

প্রতিবছরের মত এবারের ২৫শে বৈশাথের পবিত্র সকালে বহু রবীন্দ্র-মনসক মানুষ সমবেত হ'য়েছিলেন রবীন্দ্রসদন এবং জ্যোড়াসাঁকোর মৃত্ত রবীন্দ্রানুষ্ঠানে। রবীন্দ্রসংগীত ছাড়াও ২৫শে বৈশাথের আরেকটি তাৎপর্য প্রায় দুই দশক ধ'রে ব•গসংস্কৃতির ঐতিহ্যের সাথে ভীষণ ভাবে ওতপ্রোত হ'রে গেছে। এই দিনে অসংখ্য ছোট-ছোট পত্রিকার প্রকাশনা रवन এই कथाय भ्रमान करत रय, २६८म रिक्माथ भ्रम, त्रवीन्य-নাথেরই জন্মদিন নয়, তা আসলে বাংলা সাহিত্যেরই জন্ম-দিন। তাই নিঃসন্দেহে, পেটমোটা বাণিজ্যিক পত্রিকাগ**্রাল**র পাশাপাশি দুবিনীত চ্যালেঞ্চের মত এইসব লিটল ম্যাগা-জিনের প্রকাশনা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কেননা এ-কথা কৈ-না জানে যে, এইসব পত্ত-পত্তিকাগ, লিতেই আছে সেই অমোঘ শক্তি বার নাম যুবন্, এবং যা সাহিত্যের নাুজ্জ মেরুদ্ভকে, ক্ষয়া-খর্ব টে প্রবাহকে, টানটান রাখতে সাহায্য করে। সে কারণে পক্ষকাল ব্যাপী ফুলে, গানে, পদ্যে, পুরোহিতে রবীন্দ্র প্রজার তুলনায়; সমবেত সংস্কৃতি-মনসক মানুষের দ্রুকুটি তুচ্ছ ক'রে, বৈশাথের প্রথর নিদাঘ উপেক্ষা ক'রে কবির প্রতি, বাংলা সাহিত্যের প্রতি এই হ'ল শ্রেষ্ঠ শ্রন্ধাঞ্জলি।

—উপল উপাধ্যায



### মস্কে। অলিম্পিক ঃ সাম্রাজ্যবাদের স্থণ্য প্রচেষ্টা এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া অধ্যাপক অশোক দাশগুপ্ত

বিশেবর সকল দেশের জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি ও প্রাতৃষ গড়ে তোলার এবং তা আরোও দৃঢ় ও সংহত করার লক্ষ্য নিরে ১৮৯৬ সালে প্রথম অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অলিম্পিকের মহান আদর্শকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে ২১টি অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। বিশ্বের সকল দেশের অগণিত ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় অলিম্পিকের ২২তম অনুষ্ঠান আগামী ১৯শে জ্বলাই থেকে ৩রা আগস্ট পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়ার রাজ-ধানী মস্কোতে হতে চলেছে। অলিম্পিকের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে এই গ্রেম্বপূর্ণ আন্ত-ৰ্জাতিক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আ**জ থেকে** ছ' বছর আগে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে ১৯৮০ সালে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা মন্কোতে অনুষ্ঠিত হবে তখন কমিটিকৈ অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সাম্রাজ্যবাদী-প<sup>\*</sup>ুজিবাদী দ**ুনিয়ার সরকারগ**ুলি এবং তাদেরই পাশাপাশি খেলাধ্লাকে যারা নিছক পণ্যে পরিণত করেছে সেই সব ব্যবসায়ী, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির এই সিম্পান্তকে সহজে মেনে নিতে পারেনি। তারা প্রথম থেকেই সুযোগ খ'বুজছিল কিভাবে মস্কোর অলিম্পিক অনুষ্ঠানকে বানচাল করা যায়। কথায় আছে দুর্জনের সংযোগের অভাব হয় না। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর মধ্যে একটি ঘটনাকে তারা সূ্যোগ হিসাবে গ্রহণ করল। সম্প্রতি আফগানিস্থান সরকারের আমল্রণে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর এগিয়ে আসা এবং আফগানিস্থানে সোভিয়েত বাহিনীর উপ-স্থিতির ঘটনাকে সুযোগ হিসাবে এরা গ্রহণ করেছে। মার্কিন রাম্মপতি কার্টার, ক্টিশ প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার, অম্মেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ফ্রেজার মঙ্গেকা অলিম্পিক বর্জনের জন্য বিভিন্ন रमत्मत्र क्वीफ़ार्विम् ७ क्वीफ़ारमामीरमत्र कारक श्राटत त्नरम গেছেন। বিভিন্ন দেশের সরকারের উপরও তাঁরা এই প্রশ্ন নিয়ে চাপ দেবার চেষ্টা করছেন। আজ বখন দুনিয়ার সর্বান্ত ক্রীড়া-বিদ্ ও ক্রীড়ামোদীরা অধীর আগ্রহে ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করে আছেন তখনই সাম্বাজ্ঞাবাদী দ্নিয়ার এই নেতারা খেলাধ্লার ক্ষেত্রে রাজনীতিকে টেনে আনছেন, মরীয়া হয়ে মস্কো অলিন্পিক বর্জনের প্রচারে নেমে গেছেন। মস্কো অলিম্পিক বানচাল করার জন্য কেন এই খুণ্য প্রচেষ্টা—এই প্রণন আজ জীড়াবিদ্ ও জীড়ামোদীরা নিশ্চরই করতে পারেন।

#### অলিদ্পিক প্রতিৰোগিতা: সমাজতান্ত্রিক দেশগ্রনির অবস্থান

বিগত কয়েকটি অলিন্সিক প্রতিযোগিতার ফলাফল যদি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে প্রথমেই যেটা বিশেষভাবে চোথে পড়বে তা হল সোভিয়েত রাশিয়া সহ সমাজতাশ্বিক দেশ-গুলুর ক্রীড়াবিদদের বিক্ষয়কর সাফল্য। অর্থ নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল বিষয়ের মত খেলাধ্লার জগতেও সমাজতান্ত্রিক দেশগর্নালর বিস্ময়কর অগ্রগতি ও সাফল্যকে সাম্বাজ্যবাদী প'র্জিবাদী দেশগর্বির শাসকেরা খ্র স্বাভাবিক कातर्शके वतमाञ्च कत्रत्व भारत ना। भर्माकवामी पमग्रानित শাসকেরা দর্নিয়ার সাধারণ মান্যদের ধাণ্পা দেবার জন্য প্রচার **করে যে থেলাধ্লায় রাজন**ীতি**র কোনও স্থান নেই, থেলাধ্**লার জন্যই খেলাধূলা। কিন্তু এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কিছু হতে भारत ना। भर्दे किवामी वावन्थाय जनाना नकन किनित्यत भए খেলাধ্লাকেও নিছক মুনাফা স্ভিকারী একটি পণ্য হিসাবেই দেখা হয়। এই ব্যবস্থায় খেলাধ্লা শাসকশ্রেণী ও শোষক-**শ্রেণীর রাজনীতির উম্পে কিছুতেই থাকতে পা**রে না। কিন্তু অবক্ষয়ী পর্যুক্তবাদী ব্যবস্থার পাশাপাশি যে সমস্ত দেশ প'র্জিবাদের শৃংখল ভেঙে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে সেই সব **प्रताम अनामा मक्न किनित्यत मठ त्थनाथ्ना श्रीत्रामि** । হয় একেবারে ভিন্ন পরিবেশে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স**ব**-কিছ**ু করা হয় সমাজের সকলের প্রয়োজন মে**টাবা**র লক্ষ্য**িনয়ে। ব্যক্তিগত মালিকানার উৎপাদন পন্ধতির পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তথায় উৎপাদন পত্র্বতি সামাজিক মালিকানায় চালানে। হয়। সোভিয়েত রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে দেশের সকল সাধারণ মানুষের স্বার্থে দুত অর্থনৈতিক অগ্র-গতির জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করা হয়। স্বাস্থ্য গঠনের সপো সপো শৃংখলা স্<sup>নিট্র</sup> कना गिग्द त्थरक ग्रंत् करत जकरनत कना त्थनाथ्नात नाना ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগ**্রলতে** অন্যান্য সকল বিষয়ের মত খেলাখুলারও নির্মূলণ হ'ল শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি ও আদর্শ। এই কারণে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে <del>খেলাধ্লাকে পণ্য হিসাবে দেখার কোনও প্রশ্নই আসে না।</del> এখানে প্রতিটি মান্বের জীবনে অন্যান্য কাজের মত খেলা-ধ্লাও অবশ্য করণীয় একটি কাজ। এই ধরণের ব্যবস্থার মধ্যে খেলাখ্লার উন্নতি ঘটতে বাধ্য। সাম্রাজ্যবাদী প'্লিবাদী দ্বনিকার সকল খুণ্য প্রচেন্টাকে ব্যর্থ করে দিতে সমাজতান্তিক দেশগর্বাল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দ্বনিরায় বেমন

বিশেষ স্থান দথল করেছে তেমনই খেলাখলার জগতেও নিজেদের পরির জোরেই বিশিশ্ট স্থান দখল করতে সক্ষম লয়েছে। অলিম্পিক প্রতিযোগিতার কর্ণধারেরা অলিম্পিক আসর থেকে সোভিরেত রাশিরাকে দুরে রাখার চেম্টা প্রথম থেকেই করেছে। কিল্ড শ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশেষ করে সোভিয়েত বাহিনীর হাতে ফ্যাসিবাদের চডান্ত পরাজয়ের পর সোভিয়েত রাশিয়াকে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার আসর एथरक प्राप्त जीतरा दाशा जात जम्म्बर रम ना। ১৯৫২ जारम ত্রালম্পিক আসরে প্রথম অংশগ্রহণ করার সময় থেকেই সোভিরেত রাশিয়া এবং পরবর্তী সমরে অন্যান্য সমাজতাশিক দেশগলে স্বাস্থ্যচর্চার আন্চর্য অগ্রগতির স্বাক্ষর রেখে চলেছে। সমাজতাল্যিক দেশগুলের যুবশক্তি আজ পূর্ণ মর্যাদায় অলিম্পিক ও খেলাধ্লার অন্যান্য আসরে অংশগ্রহণ করছেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিবোগিতার আসরে সমাজ-তা**লিক দেশগুলির ক্রীডাবিদেরা একের পর এক বিস্ম**য়কর রেকর্ড স্থাপন করার সংখ্য সংখ্যে দুনিয়ার সকলের সামনে আদর্শবোধের অত্যান্তরেল দুন্টান্তও উপন্থিত করতে সক্ষম হচ্ছেন। সোভিয়েত রাশিয়া, চীন থেকে শুরু, করে ছোট দেশ কিউবা উত্তর কোরিয়া—সকল সমাজতান্ত্রিক দেশের ক্রীডা-বিদেরা থেলাধ্লার আসরেও সমাজতান্তিক ব্যবস্থার উৎকর্ষতা প্রমাণ করতে পারছেন। সাম্রাজ্যবাদী দেশগালির শাসকেরা ও থেলাধ লার বাবসায়ীরা এ জিনিষ কি করে সহা করবে? খব দ্বাভাবিক কারণেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অগ্রগতি এদের ক্ষিণ্ড করছে।

## র্যালম্পিক অনুষ্ঠান: সোভিয়েত সরকার ও জনগণ কি দ্ভিতে দেখছেন?

সোভিয়েত রাশিয়া অলিম্পিকে প্রথম অংশগ্রহণ করে ১৯৫২ সালে। অলিম্পিক আসরে প্রথম অংশগ্রহণ করার তিন দশক পরে সোভিয়েত রাশিয়া অলিম্পিক অনুষ্ঠিত করার দায়িত্ব পেয়েছে। ১৯৭৬ সালের অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়ে যাবার পর থেকেই সোভিয়েত সরকার ও সোভিয়েত জনগণ অলিম্পিক অনুষ্ঠানের প্রস্তৃতির কাজ শরে করে দিয়েছে। অলিম্পিক কোনও মাম, লী অনুষ্ঠান নর। বিশ্ব মৈত্রী ও সোদ্রাত্ত্বের মহান আদর্শকে সামনে রেখে দর্নিরার বিভিন্ন দেশ থেকে ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়ামোদী, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কমী ২২তম অলিম্পিক প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে মন্কোতে সমবেত হবেন। এই আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা প্রস্পর ভাব বিনিময়, সংস্কৃতির বিনিমর করার সাবোগ পাবেন। এই কারণেই সোভিয়েত সরকার ও সমাজতশ্রের আদর্শে উদ্বৃন্ধ সোভিয়েত জনগণ অলিম্পিক অনুষ্ঠানকৈ সর্বতোভাবে সফল করার জন্য যেন মেতে উঠেছেন। বিগত সাডে তিন বছর প্রস্তৃতিপর্বে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের মধ্য দিরে দেশের জনগণের সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের এক অভ্যতপূর্ব দৃন্টান্ত স্থাপিত হরেছে। বিশেবর বিভিন্ন দেশ থেকে সাংকাদিকরা অলিম্পিকের প্রস্তৃতির কাজ দেখতে মস্কো গেছেন। তারা সকলেই সোভিয়েত সরকার ও সোভিয়েত জনগণের উদ্যোগ দেখে অভিভূত হরেছেন। ১৯৭৯ ডিসেম্বর সালের অলিম্পিকের প্রস্তৃতির ক্রে দেখার জনা কলকাতার ক্লীড়া সাংবাদিক চিরঞ্জীব সোভিয়েত রাশিরার গিরেছিলেন। তিনি কলকাতার ফিরে এসে লিখেছেন, "The Moscow Olympic Games are scheduled to start in the third week of July. But go to any city of any republic of the USSR to-day, and it will seem to you that the games are starting tomorrow. The Modern Olympic Games had started way back 1896, but this is the first time in 84 years that a Socialist nation is going to hold it—and the arrangements, the Soviet people have made for the Games have over-shadowed all the previous efforts." (Sports World, ১৯৮০ সালের ১৯শে মার্চের সংখ্যা খেকে উষ্থাত)

মন্ট্রিল বা মিউনিথ অলিম্পিক অনুষ্ঠান করতে গিয়ে যত খরচ হরেছিল তার মধ্যে একটি বড় অংশ হয়েছে নতন করে স্টেডিরাম, জিমন্যাসিয়াম, সূইমিং পলে ইত্যাদি তৈরী করার জনা। কিন্ত দেশের অন্যান্য বিষয়ের মত খেলাধ্লার উন্নতি ও প্রসারের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ায় স্টেডিয়াম, জিমন্যাসিয়াম, সূইমিং পূল ইত্যাদি আগে থেকেই তৈরী ছিল বলে ২২তম অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার জন্য সেই সব আর নতন করে তৈরী করার প্রয়োজন হচ্ছে না। ফলে মন্ট্রিল ও মিউনিখ অলিম্পিক অনুষ্ঠান করার জন্য যা থরচ হয়েছিল তার চেয়ে অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ কম খরচ হবে মক্ষে অলিম্পিক অনুষ্ঠান করতে। অলিম্পিকের অধিকাংশ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে মন্কোতে। লেনিনগ্রাদ কিংয়ভ ও মিনস্ক এই তিনটি শহরে ফ্টেবলের তিনটি গ্রুপের কোয়ার্টার ফাইন্যাল পর্যায় পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ফুটবলের स्त्रियगरेनाम **उ कारेनाम (थलाग**्रील रूप मार्कारः। भान তোলা নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতা হবে বাল্টিক সাগর তীর-বতী শহর আল্লিনে। এতগর্মল জায়গা জ্বড়ে আলম্পিক অনুষ্ঠানের সময় প্রতিটি দেশের ক্রীড়াবিদ, প্রতিনিধিদের যাতে কোনও অস্ত্রেধা না হয় কোনও বিদেশী প্রযুটকের যাতে এতটক সমস্যায় পড়তে না হয় তার জন্য খটিনাটি সব দিকে লক্ষা রেখে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। অলিম্পিকের মত একটি বিরাট আশ্তর্জাতিক অনুষ্ঠানন্দে সফল করতে হলে প্রচুর কমী প্রয়োজন। দেও লক্ষ কমীর নাম ইতিমধ্যেই তালিকাভুক্ত করে তাদের সকলকেই ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেকের কাব্রু অন্-যারী। অলিম্পিকের সময় ৪৫টি ভাষায় দোভাষী হিসাবে বারা কাজ করবেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং গবেষণা কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ। ভাষাগত পার্থকা যাতে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীদের সামান্য অসহবিধা मृष्टि ना कत्रु भारत जात कना विमानस्मितका विमानवश्यत কমী মিনিশিয়া, পর্যটন বিভাগ, ডাকঘর, ব্যাৎক, ট্রাৎক টেলি-रकान ও টেলেক বিভাগের कभी गाড़ी व हालक रहा छिला व क्यों. पाकात्नत क्यों जवर रथनाध्नात मर्का याता मिक्स-ভাবে জড়িয়ে আছেন তাদের মধ্যে বিদেশী ভাষা শেখার ধ্মে পড়ে গেছে। বিদেশী পর্যটকদের যাতায়াতের স্কবিধার জন্য কেবলমার মস্কোতেই প্রায় ৬০০০টি বাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ১৬ তলা বিশিষ্ট ১৮টি নতুন বাড়ী নিয়ে গড়ে উঠেছে অলিন্সিক ভিলেজ। মন্কোতে গড়ে ওঠা এই ভিলেজের মধ্যে

তৈরী করা হরেছে একটি হাসপাতাল। নতন করে তৈরী এই বাড়ীগ্রাল অলিম্পিক অনুষ্ঠান শেষ হবার পরে এখানকার নাগরিকদের আবাসন হিসাবে বাবহাত হবে। বিদেশী সাংবাদিক, রেডিও ও টেলিভিসনের জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা করা হচ্চে। অলিম্পিকে যে প্রেসবস্থের ব্যবস্থা হচ্ছে তাতে একসংগ ৭২০০ জন ক্রীড়া সাংবাদিক বসতে পারবেন। ২২০০টির दिनौ एर्विटन एर्वेनिक्सन ७ एविट्यातन वाक्या थाकर । অলিম্পিক ঐতিহাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বিদেশী-एवं भरनावश्रानव উल्लिए। এक विशाल अधान कर्म महीख প্রস্তৃত করা হচ্ছে। সোভিয়েত রাশিয়ার মত বহুজাতিক দেশের জনগণের শিল্পকলা ও সোভিয়েত সমাজের বিভিন্ন দিকের সঞ্গে বিদেশের ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীদের পরিচিত করানোর জন্য ১৪৪টি ব্যালে ও অপেরা অনুষ্ঠান ৪৫০টির বেশী নাটক এবং ৩৫০টি সার্কাসের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এইভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার ব্যাপক জনগণ যে কোনও রকমেই হোক না কেন অলিম্পিকের অনুষ্ঠানে নিজেদের অংশীদার করার জন্য প্রস্তৃত হচ্ছেন। গত বছর মস্কোতে একটি সাক্ষাৎকারে এক সোভিয়েত সাংবাদিকের প্রশেনর উত্তরে ইন্টার-ন্যাশনাল স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং ইটালীর বিশিষ্ট সাংবাদিক এনরিকো ক্রেসপি বলেন "I have very pleasant impreassious. Preparatoins are going full stream ahead. People are working on Olympic projects with enthusiasm and competence. Apart from Moscow, I visited Tallin, uslere use all knows, the Olympic regatta will be held and I would say I was equally awed by Olympic projects there. In my view, you have advanced much further in your Pre-Olympic preparations. To this day them the organisers of the two previous games, in Munich and Montreal, in just as much thime.

But my dearest impression is of the Soviet people who are, at this early stage showing great interest and enthusiasm, the two qualities that make for the success of the 1980 Olympics, which are destined to play a Key role in strengthening sports, culture and friendly ties among nations." (আলিম্প্রান-৮০ অপনাহজিং ক্যিটি কর্ক প্রকাশিত Olympic Panorama-র নব্য সংখ্যা থেকে উষ্কৃত)

সোভিয়েত সরকার ও সোভিয়েত জনগণের দৃঢ় বিশ্বাস, ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিম্চিতভাবেই প্রমাণ করা যাবে যে সমাজতান্দ্রিক ব্যবস্থার উন্নততর পরিবেশের মধ্যে অলিম্পিকের মত বিরাট অনুষ্ঠান হতে পারে। অলিম্পিক আসরে আগত সকলেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে সমাজতান্দ্রিক ব্যবস্থার একটি দেশের সরকার কিভাবে দেশের সমগ্র জনগণকে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে এই ধরণের এক বিরাট অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশীদার করতে পারে। অলিম্পিকের আসর যে যুম্খবিরোধী শাম্তির মহামিলন ক্ষেত্রে পরিগত হতে পারে তাও প্রমাণিত হবে মৃত্যু অলিম্পিকে।

কিব প্রাণিতর পর্যা নন্বরের শার্ সাম্রাজ্যবাদীরা এ জিনিব কিন্তাবে বরদাসত করবে? সাম্রাজ্যবাদীরা মস্কো অলিম্পিক বংধ করার জন্য অপচেন্টা চালাবে—এতে আম্চর্য হবার কিছ্ব নেই।

#### সমাজতাশ্যিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আলোদের নান বহিঃপ্রকাশ: মদেরা জলিম্পিক বর্জন প্রতিবোগিতা

আশ্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির গঠনতক্ষের ২৪ নং ধারায় বলা হয়েছে, "জাতীয় অলিম্পিক কমিটিগুলি রাজ-নৈতিক বা বাবসায়ীভিত্তিক কোনও ঘটনার সংগ্রা নিজেদের যুক্ত করতে পারবে না।" এই ধারাটিতে সাম্বাজ্যবাদীরা বিভিন্ন সময়ে স্ববিধামত ব্যবহার করেছে। ১৯৩৬ সালে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ফ্যাসিস্ট হিটলারের অধীনে নাৎসী कार्यानीए। शार्किन यक्तान्ये त्मरे जनाके नत्क वर्जन कताव कथा हिन्छा करति। वर्गरविषयावारमत वित्रास्थ ७ वर्गविस्वरी-দের অকথা নির্যাতনের প্রতিবাদে কেশ কয়েকটি আফ্রিকার রাষ্ট্র বখন মণ্ট্রিল অলিম্পিক বর্জনের জন্য অহ্যান করেছিল তখন মার্কিন যুক্তরান্দ্র সাড়া দেয়নি। আমেরিকার নিগ্রোদের নির্যাতিত অবস্থার প্রতি বিশেবর সকলের দুল্টি আকর্ষণ করার জন্য ২০০ জন নিহো ক্রীড়াবিদ যখন মেক্সিকো অলিম্পিক বর্জনের সিম্ধান্ত ঘোষণা করেন তথ্য মার্কিন যুক্তরাম্মের শাসক ও কর্ণধারেরা বলেছিলেন যে অলিম্পিক রাজনীতির কোনও স্থান নেই। কিম্ত আজ যখন মুস্কোতে ২২তম আলিম্পিক অনুষ্ঠিত হতে যাছে তখন মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র সেই মতে স্থির থাকতে পারছে না।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের একের পর এক পর জয় এবং পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক দেশগালির সববিষয়ে
বিসময়কর অগ্রগতির পটভূমিকায় সাম্রাজ্যবাদী দেশগালির
শাসক ও কর্ণধারেরা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের
আক্রোশকে চেপে রাখতে পারছেন না। তাদের ক্ষিণ্ত মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে নানাভাবে, নানা দিক দিয়ে। এইরকম
এক নশ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মন্সে অলিম্পিক বর্জন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে।

মন্দে। অলিম্পিক বর্জনের আহ্বান জনিয়ে আসরে নেমেছেন ম্বরং মার্কিন রাষ্ট্রপতি কার্টার। ক্রীড়াবিদদের কাছে এই আহ্বান জানানোর সময় কার্টার জানতেন যে একাজ খ্ব সহজ নয়। তাই তিনি নানা আম্বাসও দিয়েছেন। মন্কো খেকে সরিয়ে অন্য কোনও দেশে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে এবং এই স্থান পরিবর্তন যদি আদৌ সম্ভব না হয় তাহলে একটি বিকদ্প আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হবে—সকল দেশের বিশেষ করে মার্কিন ব্রের্মেইর ক্রীড়াবিদদের কাছে এইকথা তিনি ঘোষণা করেছিলেন। মন্কো অলিম্পিক বর্জনের পক্ষে মত স্টিটর জন্য কার্টার ব্যবিশ্বত দত্ত হিসাবে বিখ্যাত ম্বিট্রোম্থা মহম্মদ আলিকে আফ্রিকার পাঁচটি দেশে পাঠিয়েছিলেন।

মার্কিন রাত্মপতি কার্টারের সংগ্য তাল মিলিয়ে আসরে প্রথমেই নেমে পড়েছিলেন ব্টেনের প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার ও অন্ত্রোলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ফ্রেজার। তাঁরাও নিজ নিজ দেশের ক্রীড়াবিদদের মন্ত্রো অলিন্সিক্ত অংশগ্রহণ না করার জন্য আহনান জানিয়েছেন। কিন্তু মন্তেকা অলিন্পিক বর্জনের জন্য এই সব নেতার আহন্বানে ক্লীড়াবিদরা সাড়া দিচ্ছেন কি? এই আহন্তান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কি প্রতিক্রিয়া স্থিত করেছে?

#### অশ্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ও বিভিন্ন দেশের জীড়াবিদর। কি ভাবহেন ?

আন্তর্জাতিক অলিন্পিক কমিটি পরিন্কার ঘোষণা করেছে ্য ১২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠানের স্থান পরিবর্তনের কোনও পুনই ওঠে না। পূর্ব সিম্পান্ত মত এই অনুষ্ঠান মন্কোতেই নতে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি লর্ড কিল্লানিন দ্বার্থহীন ভাষায় বলেছেন যে আইনগত ও নীতি-গত দিক থেকে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের স্থান পরিবর্তন করা যয় না। মন্কোতে ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত করার যে সিদ্ধানত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ১৯৭৪ সালে গ্রহণ করেছিল সেই সিম্পান্তকে স্বাভাবিকভাবেই লণ্ডন করা যায় না। এছাডাও লর্ড কিল্লানিন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে থেলাধ্লাকে ব্যবহার করার প্রচেণ্টাকে তীর ভাষায় নিন্দা করেছেন। মন্ফো র্ঘালম্পিক বয়কট করার আহ্বানে সাড়া দেওরা ত' দ্রের কথা বরং বিশেকর বিভিন্ন দেশের ক্রীডাবিদ ও ক্রীডামোদীরা এই ধরণের হীন প্রচেন্টার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ জানিয়েছেন। একজন ক্রীডাবিদের সাধারণতঃ জীবনে একবারই অলিম্পি-কের মত গ্রেছপূর্ণ একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার স্যোগ আসে। বেশ করেক বছর কঠোর অনুশীলনের পর যদি কোনও ক্রীডাবিদ শোনেন যে তার দেশ অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করবে না তাহলে তার পক্ষে এই সিম্ধান্ত মেনে নেওয়া খ্রুব সহজ ব্যাপার হতে পারে না। মার্কিন ক্রীডাবিদ যর জিও**দারি ক্ষোভের সং**শ্য বলেছেন, "১৯৮০ সালে অলিম্পিককে সামনে রেখে আমি দশ বছর ধরে অনুশীলন কর্মছ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যদি ক্লীড়াবিদদের মত মত চাওয়া হয় তাহলে সকলেই রাষ্ট্রপতি কার্টারের ইচ্ছার বির শেবই মত দেবেন।" ১৯৩৬ সালে অলিম্পিকে চারটি স্বর্ণপদকজয়ী আথেলেটিকসের কিংকদতী পরেষ প্রয়াত জেমি ওয়েনল রাষ্ট্রপতি কার্টারের অলিম্পিক বয়কটের আহত্তানকে গহিতি কাজ বলে মুক্তবা করেছেন। গত বছর যে ক্রীডাবিদ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যাথলেটের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন ব্রটনের সেই **গীড়**িবদ সেবাস্তিয়ান কো বলেছেন, "যদি টিকিটের মূলা আমাকেই দিতে হয় তাও আমি মন্ফোতে যাবই।"

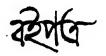
ব্টিশ প্রধানমন্ত্রী প্রাচারের কঠোর মনোভাবের জবাবে ব্টেনের প্রতিযোগী ক্রীড়াবিদরা বলেছেন যে সরকারের কে:নও সিম্পান্ত কোনও কঠোর মনোভাবই তাদের মন্কো অলিম্পিকে যোগদান বন্ধ করতে পারবে না।

আফ্রিকার পাঁচটি দেশে কার্টারের বিশেষ দ্ত হিসাবে সফর করার পর মহম্মদ আলির অভিজ্ঞতা কার্টারের অনুক্লে ব্যায় নি। মহম্মদ আলি বলেছেন, "মন্ফো আলিম্পিক বর্জনের প্রচারে আমাকে আফ্রিকার পাঠিয়ে রাম্মপিতি কার্টার অন্যায় করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাপা বর্ণবিশ্বেষী সরকার সম্বন্ধে ব্রুরাম্মের মনোভাবে আফ্রিকার প্রত্যেকটি দেশই ওয়াশিটেন সরকারের বিরোধী। যদি আমি আমেরিকা, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার সমগ্র ইতিহাস আগ্রে জানতাম তাহলে আমি রাষ্ট্রপতির অন্রেরেধে আফ্রিকার পাঁচটি দেশ সফরে আসতাম না।"

সাম্বাজ্যবাদী দর্হনিয়ার তাবড় নেতারা মস্কো অলিম্পিক বর্জনের যে প্রচেষ্টা শরুর করেছিলেন সেই প্রচেষ্টা নৈতিক দিক থেকে ব্যর্থ হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে শেষপর্যন্ত যদি কয়েকটি দেশ মক্ষেতা অলিম্পিক বয়কটের সিম্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে সেই সিম্ধান্তকে কোনও মতেই সেই সব দেশের অগণিত ক্রীডাবিদ ও ক্রীডায়ে।দীর সি**ন্ধান্ত বলে আখ্যা** দেওয়া যাবে না। অলিম্পিককে কেন্দ্ৰ করে সমাজ্যবাদীরা সমাজতাত্তিক সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে ছাণ্য খেলায় মেতেছেন সেই খেলায় তারা পরাদত হয়েছেন। এতে দুনিয়ার অর্গণত ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদী নিশ্চয়ই স্বাদ্তবোধ করবেন। দুনিয়ার লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া-মো**দীর শতেজ্**য নিয়েই মন্কোতে ২২তম অলিম্পিক অন্ত্রিত হতে চলেছে—এই বিরাট আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানকে সর্বতোভাবে সফল করার লক্ষ্য নিয়ে সোভিয়েত সরকার দেশের অগণিত সুশুংখল জনগণের সহযোগিতা নিয়ে দুট্তার সংগ্র এগিয়ে চলেছেন L



কালনা ১নং রক য্ব-করণের উদ্যোগে মেয়েদের ভালবল প্রশিক্ষণ কর্মস্চী।



#### নাপপাশ। সাধন চটোপাধ্যার ক্রান্তিক প্রকাশনী। চার টাকা

"নাগপাশ" চারটি গলেপর সংকলন। প্রথম গলপ 'নাগপাশ,' ন্বিতীর 'খোলস', ভৃতীর 'তিনপ্রের্য' এবং চতুর্থ' জ্বালা।' প্রথম গল্প 'নাগপাশ' চন্দ্রিশ পরগণার এক ছোট্ট গ্রামের বাত্রা **উৎসব নিয়ে শ্রু হয়েছে। এই যাত্রা পালার মধ্য দিয়ে** কাহিনীর মূল চরিত্রগুলির সাথে স্ক্রেও নিশ্ত পরিমিতি বোধে কাহিনীকার পাঠকের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু চরিত্রগর্বালর সনাতন রহস্য উম্ঘাটন লেখকের উপজীব্য নয়— সমাজ পারিপাশ্বিকতার তারা ফ্রটে উঠেছে। পালা শ্রু ছওরার সাথে সাথে দ্র-দ্রান্ত হ'তে মান্যের মিছিল এগিরে আসে। এই মিছিলের খোশগলেপর মধ্যদিয়ে আদিবাসী, মাঝি, भारता, हायी এই সব भ्रमकीयी भान, रायत्र हे, करता हे, करता कथात ফাঁকে দেশকাল স্পণ্ট হয়ে ওঠে। তাদের অনেকেরই আশংকা ধান কাটার মরশ্রমে বেশ কিছু বিপদ ঘটতে পারে এবং এই কটি কথার মধ্যদিয়ে লেখক কাহিনীর মধ্যে অবশ্যস্ভাবী বে শ্বন্দ্র তার পূর্বাভাস স্পন্ট করে তুলেছেন। এই আসরেই আমাদের পরিচরঘটে পর্ব্রে সমাজের গরীব চাষীর ছেলে কালপাথরে থোদাই দেহ' নকুলের সাথে। ষাট-সত্তর বছর আগে এই বাদার বসতি পত্তনে নকুলদের পরিবার ছিল অন্যতম। আর এই বাদার অধিকারের প্রশেন লেথক তাই সেই ঐতিহাসিক স্ত্রটাকে ছ'ব্রে গেছেন। 'এযেন অজিত অধিকার ফিরে পাওরার সংগ্রাম।' যে সমাজের সাথে এই সংগ্রাম তার চরিত-গুলি হোল ষদুপতি, রাখাল ও অন্যান্যরা এবং তাদের শিরো-र्माण मन्त्रथ निक्मान ।

কাহিনীর মধ্যে মতমধ শিকদার এবং নকুল ও সবহারানো মানুষের স্বন্ধ ক্রমশঃ তীব্রতর হয়ে ওঠে। মন্মধ শিকদারের <u>ज्याथ त्नायलं जामाना अकर्हे वाथा नकुन। त्र वाथात्क यथन</u> মিশ্টি কথার সরানো গেলোনা তথন শিকদার অন্যপথ ধরল। নকুলের বোন চাঁপা ধর্ষিত হোল মন্মথের বন্ধ, এক ফরেস্ট অফিসারের মাধ্যমে। নকুল এবং এই গরীব মান্বদের বন্যগাঁ এবং দ্বর্ভোগ চ্ডান্ত রূপ নিল। কিন্তু মন্মধ শিকদার তাদের বশে আনতে পারলনা। শেষ করতে পারলনা। মানুষের প্রতিরোধ আরও তাঁর হয়ে উঠল। এবার মন্মধ শিকদারের কলকাতার হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করা ছেলে রমেন এল। বুর্জোরা নতুন পশ্বতি প্ররোগ করল। মানুষকে ছলচাত্রী দিরে সে বশ করতে চাইল। নকুলকে লঞ্চে চাকরী দিল। তাকে বিচ্ছিন্ন করল তার শ্রেণী থেকে এবং শেবপর্যনত তাকে ছটিটি করল। কাহিনীর নায়ক নকুল বাইরের জগতে ফিব্রে দেখল তার পারের নিচে মাটি নেই। সে বিধানত-চ্ডাল্ড ম্রীব্রেডির নারকের মত আত্মধন্যণার হাহাকারে অসহার। গরেন চাঁপা নেই বে তাকে সাম্থনা দেয়। পদ্ম তাকে ভালবাসত সেও আজ তার কাছ থেকে বহন্দ্রে। সে নির্জন নদীতীরে এসে ডিঙি খনেদের। দক্ষিণে অধৈ সমন্ত। মাঝনদীতে হঠাংই

দেখা হরে বার পশ্ম, গজেন, চাপার সজে। নকুলের মনেহর এই বৈঠার টানেই সে সমন্ত্রে চলে বেতে পারে। 'সশব্দে তার বৈঠার জল ভেশ্যে টুকরো টুকরো হরে বেতে লাগল।'

এই গলপটি লেখকের জীবনদর্শন, বস্ত্বাদী দ্ভিডগা, প্রমজীবী মানুবের প্রতি মমন্বাধ, সমাজ ও জনজীবনের সাথে নিকিড় সংযোগ এইসব কারণে পাঠকের কাছে নিঃসন্দেহে ম্ল্য পাবে। কিন্তু পাঠকের স্বভাবতই মনে হতে পারে লেখক কাহিনীর পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং চরিত্রগ্রিলর ভিতর এবং বাইরের জগংকে বিশেলখণ করে একখানি প্রণিগ্য উপন্যাস উপহার দিতে পারতেন। ছোট গলপ হলে এ আলোচনা আসত না কিন্তু লেখক বেখানে বড় গলেপর পরিবেশ রচনা করেছেন সেখানে পরিবেশ ও চরিত্র আরো বিস্তৃত ও বিশেলখিত হলে কাহিনীটি আরো সার্থক হয়ে উঠতে পারত।

বাকি তিনটি কাহিনী নিঃসন্দেহে সবদিক দিয়ে ছোট গল্প। **'খোলস' গল্পের মধ্যে মধ্যবিত্ত আত্মকেন্দ্রিক** পরি-বারমুখী সতীশের মনস্তাত্ত্বিক বিশেলষণ। কিন্তু পরিবেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে হারিয়ে যাননি লেখক। পরিণতি অভিনব—"ডাকবে কি ডাকবে না ভেবেও क राम चिछत थरक हिश्कात करत छाकरन मुधायात्? ७ সুধাবাব্"। সুধাবাব্ নামের মানুষ **এই ক্ষ**য়িক্স সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই করে। সতীশ তাকে ডাকতে পারেনি করণ **এদের সাথে মিশলে অনের কাছ হতে সে আঘাত** আসার ভয় **করে। এই ছোট গল্পটির মধ্যে সবচেরে বলিন্ঠ বিষ**র অল্ভুত **কিছ**ু শব্দের ব্যবহার—'আঠা আঠা চোখের সামনে', 'চোরা টাক' ল্যাম্পপোস্টটা অভাকী রঙয়ের চোথের তার'র মত মিট্মিট করছে', 'সূথের খুদ' ইত্যাদি। এই ছেণ্ট গলপটির **মধ্যে গত দশকের অন্ধকার দিনগুলোর ছবি তির্যকভা**বে লেখকের কলমে ধরা পড়েছে।

তিন পরেষ' গলপটির মধ্যে বুর্জোরাশ্রেণীর চরিত্র ফ্রটে উঠেছে। বুগ পাল্টাচ্ছে এবং সাথে সাথে সমাজের আচার ব্যবহার পাল্টাচ্ছে এবং শোষণের পন্ধতি পাল্টাচ্ছে কিন্তু শোষণ ব্যবস্থা যে নির্রবিচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত আছে তা রসো-ত্তীর্ণভাবে লেখক আমাদের দেখিরেছেন।

'জনালা' কারখানার এক শ্রমিক কেনের দুঃখ এবং রাগ এবং এসবকিছ্র মধাদিরে শ্রমিকশ্রেণীর জীবন এবং মালিক শ্রেণীর চরিত্ত ফটে উঠেছে, এই লেখাটির পরে লেখকের বে জীবন এবং শিলপ সম্বশ্যে অনেক উদ্ভোরণ ঘটেছে তা আগের গলপানুলি (বেগন্লি লেখক গত দশকের সম্ভবত শেষ-দিকে লিখেছেন) হতে স্পন্ট হয়।

— दासक्साद सूर्याशाधाः

# विंखिनीय मंद्रवीप

সারা রাজ্যজনুড়ে আমাদের বিভিন্ন রকগনিলতে বনুব উৎসব কেথাও চলছে, আবার কোথাও শেষ হরেছে। এপর্যস্ত আমাদের দশ্তরে বে সমস্ত সংবাদ পেণছেছে তাই দিরেই এবারের বিভাগীয় সংবাদ।

#### वीतक्ष क्ला :

রাজনগর ব্লক ব্ল-করণ—পশ্চিমবণ্য সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ও আনুক্ল্যে এবং রাজনগর ব্লক যুব-উৎসব কমিটির পরিচালনার ১৪ই থেকে ১৬ই মার্চ তিন-দিন ব্যাপী যুব উৎসব চলেছে। এই উৎসবের অংগ হিসাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১২৫ জন শিশ্সহ প্রায় ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়াও একাংক নাটক প্রতিযোগিতার ছাট দল অংশ গ্রহণ করে। আদিবাসীদের জন্য লোকন্ত্রেণ্ডা-রও ব্যবস্থা ছিল।

১৪ই মার্চ পতাকা উত্তোলন এবং শিশ্বদের মার্চপান্টের মধ্য দিয়ে এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক উত্তেবধন করেন স্থানীয় সমণ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও ব্ব উৎসব কমিটির কার্যকরী সভাপতি পূর্ণানন্দ মুখোপাধ্যায়।

শিশ্ব বিভাগের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল সম্মিলিত রিলে রেস, আবৃত্তির এবং বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। বিদ্যালয়ের ছাত্ত-ছাত্তী এবং ব্যক-ষ্বতীদের জন্য ছিল কবাডি, খো-খো, আবৃত্তি, রবীন্দ্র সংগীত, বাউল সংগীত, বিতর্ক ইত্যাদি। প্রতিদিন রাত্তে অনুষ্ঠিত একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম প্রস্কার লাভ করে রাজনগর ইউনিক ক্লাব-এর 'শিকার'। শ্বিতীয় গাগী' গোষ্ঠীর 'স্চীপত্ত'। কবাডি ও খো-খো প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয় রাজনগর উচ্চ বিদ্যালয়।

**रवानभूब ब्रक ब्रव-क्बर-गठ ১৫ই-১৭ই মার্চ বোলপ**্র ভাকবাংলো মন্নলানে ক্লীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে वर द्र छरमर अन्धिष्ठ इत। ১৫ই मार्ट मकारम छरन्वाधनी মিছিল শ্রে হয় **উৎসব প্রাণ্যাণ থেকে। মিছিলে** অংশ নেয় গ্রামের সাধারণ খেটেখাওরা মান্ত, ব্র-ছাত, মহিলা, আদি-বাসী, সাঁওতাল প্রভৃতি সর্বস্তরের অসংখ্য মান্ত্র। উদ্বোধনী অন্তানে উপস্থিত ছিলেন শ্রদীন রার এম. পি. ও জ্যোৎস্না <sup>গ</sup>েত এম: এল: এ.। বিশাধ্সার বালক বালিকাদের দৌড়. হাই-জাম্প, লং-জ্ঞান্প ইত্যাদি ছাড়াও বিশেষ আকর্ষণীয় খেলা ছিল আদিবাসী ও সাঁওভালদের তীর ধন্ক ছোড়া, রণপা দৌড় ইত্যাদি। এছাভাও ছিল বিভিন্ন গ্রাম পণ্ডায়েত দলের <sup>মধ্যে</sup> হা-ছু-ছু প্রতিৰোগিতা। বিকালে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ক্বিতাগ**্রিল ছিল ব্রবীন্দ্রনাথের 'ও**রা কাজ করে', নজর্বলের 'কৃলিমজ্বর' এবং স্কোতের 'চিল'। কবিগান ও ম্যাজিকের <sup>আসরও</sup> বসে। **উত্তরণ সাংস্কৃতিক শাখা (বোলপ**রে) মুচকি মপাল কাব্য' নাটকটি মঞ্চন্দ করে। কসবা গ্রাম পঞ্চায়েত পরি- বোশত 'রায়বেশে' একটি স্কলর অনুষ্ঠান ছিল। এছাড়া 'বদন
চাঁদের বক্জাতি' নাটক ও 'মা মাটি মান্র' যাত্রান্তান দর্শকদের
ভাষণভাবে আকৃষ্ট করে। বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল—
কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক যুক্তরান্ত্রীয় হওরা উচিত। প্রতিযোগীরা
এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।
ভারতীয় গণনাট্য সংঘের একতারা শিল্পীচক্রের সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমিকায় 'হ্ল' ব্যালে স্থানীয় জনমানসে উল্লেখষোগ্য রেখাপাত করে। এছাড়া বিভিন্ন দিনে পঃ বঃ সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি শাখার বীরভূম জেলা অফিস কর্তৃক তথ্যচিত্র
প্রদার্শত হয়।

তিনদিনে প্রায় তিরিশ হাজার মান্য এই উৎসব উপভোগ করে।

নান্র ক্লক ব্র-করণ নান্র রকে তিনদিন পৃথকভাবে তিন জারগার খেলাখ্লা ও সাংস্কৃতিক অন্ন্ঠানের মাধ্যমে য্র উৎসব অন্দিঠত হয়ে গেল। প্রথম দিন ২৭শে মার্চ খ্রুটি পাড়া চন্ডীদাস মহাবিদ্যালয় প্রাণগণে সকালে শ্রুহ হা-ডু-ডু ও ভলিবল প্রতিযোগিতা। সন্ধ্যায় গণসংগীত, কবিগান ও নাটক অন্নিঠত হয়। পঃ বঃ সরকারের তথ্যচিত্রও দেখান হয়।

ন্বিতীয় দিন ২৮শে মার্চ কির্ণাহার শিবচন্দ্র হাইস্কুলে আ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় বিপ্রল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ও ব্রবক-ব্রতী অংশ গ্রহণ করে। সন্ধ্যায় পাপ্রিড় ইউনিট কর্তৃক 'রাম্ববেশে' এবং কির্ণাহার স্বরুগ্যমা সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র পারবেশিত সংগীতান্ত্রান বেশ জমে ওঠে। তথ্য ও সংস্কৃতি দশ্তর তথ্যাচত্র প্রদর্শন করেন।

তৃতীয় দিনে নান্রর ইউকো ব্যাৎক মাঠে সকালের অনুষ্ঠানে গণসংগীত, সাঁওতালী সংগীত, চম্চীদাস পদাবলী পরিবেশিত হয়। তারপর শ্রুর হয় আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, তাৎক্ষণিক বছতা, স্বর্গিত কবিতা পাঠ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। দ্পুরের অনুষ্ঠানে চারকল গ্রাম ইউনিট 'রায়বেশে' পরিবেশন করেন। পরে রবীলুসংগীত এবং ভাদ্গান প্রতিযোগিতা শ্রুর হয়।

অনুষ্ঠান শেষ হয় শম্ভু বাগের নির্দেশনায় চিন্ডীপর্র নবনাট্য আলোড়ন গ্রুপের যাগ্রাভিনয় 'সব্রুজের অভিযান' দিয়ে। প্রুফ্লার বিতরণ করেন নান্র পণ্ডায়েত সমিতির সভা-পতি জিতেন মিত্র।

লাভপরে ব্রক ব্র-করণ—গত ২৪, ২৫. ২৬শে মার্চ তিন-দিন ধরে ব্র উৎসব পালিত হয়। উদ্বোধন করেন প্রলিন-বিহারী চট্টোপাধ্যায়। লাভপরে যাদবলাল হাইস্কুল মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগর্নল অন্তিত হয়। এতে অংশ গ্রহণ করেন স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এবং স্থানীয় রক ও ব্রসংগঠনের অনেক ব্রক-ব্রতী।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার স্চীতে ছিল—আবৃত্তি, রবীন্দ্র সংগীত, নজর,লগীতি ইত্যাদি। বিতর্কের বিষয় ছিল —'আম্ল ভূমি সংস্কার বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারে না'। বিতরেণ অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের আলোচনা তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃত্যু হয়ে সকলের কাছে হুদেয়গ্রাহী হয়েছিল।

এছাড়াও বাউল গান, বোলান গান ইত্যাদি লোকসংস্কৃতি সাধারণ মানুষ দারুণ আগ্রহ ভরে উপভোগ করে।

#### চবিশ্পরগনা জেলা:

সোলারপরে ব্লক ব্র-করণ—বিভিন্ন অন্তানের মধ্যাদয়ে গত ৪ঠা থেকে ৬ই এপ্রিল সোলারপরে রক য্র উৎসব উদ্যাপিত হ'ল। প্রামের য্রক-য্রতীদের মধ্যে স্কুথ সংস্কৃতির চেতনাকে আরও বেশী বেশী করে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানগর্মল রকের বিভিন্ন জারগায় অনুষ্ঠিত হয়। চাদমারীর মাঠে খো খো ও কার্বাডি প্রতিযোগিতা, হরিণাভিতে সংগীত, আবৃত্তি, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং প্রদর্শনী ফ্টবল, রাজপরে ও বোড়ালে আলোচনা সভা এবং সোলারপ্রে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর অ্রোজন করা হয়। এছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় বোসপত্রের ময়দানে।

বিভিন্ন আলোচনা সভায় বর্তমান সময়ের গ্রেছপ্র বিষয়গ্রিল সম্পর্কে বস্তব্য রাখেন সর্বভারতীয় ছাত্রনেতা সাইফ্রাম্পন চৌধ্রী এম. পি., সতাসাধন চক্রবর্তী এম. পি. এবং বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক অনুনয় চট্টোপাধ্যায়।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রক্রন্তার প্রাপকদের হাতে প্রক্রার তুলে দেন দক্ষিণ চবিশপরগনার য্ব-সংযোজক মিহির কুমার দাস।

কাকশ্বীপ ব্লক ম্ব-করণ—কাকশ্বীপ বিধান ময়দান ও কিশোর প্রাণগণে ২৮শে থেকে ৩০শে মার্চ পর্যন্ত রক য্ব উৎসব অন্থিত হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৫৫১ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল আবৃত্তি, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বন্ধৃতা, বসে আঁকো, একাংক নাটক, সংগীত ইত্যাদি বিষয়। এতে অংশ নেয় ২০৪ জন প্রতিযোগী। সফল প্রতিযোগীদের প্রস্কার বিতরণ করেন বিধান সভার সদস্য হ্যিকেশ মাইতি।

#### वर्धभान एकना :

কালনা ১নং ব্লক যুব-করণ—যুব কল্যাণ দণ্ডরের সহায়তায় এবং যুব উৎসব প্রস্তুতি কমিটির পরিচালনায় কালনা রক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ২০-২৩শে মার্চা। উৎসবের উদ্বোধন করেন জেলা শাসক ছী বৈদানাথ সিংহরায়। ২৩শে মার্চ সমাণ্ডি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ম্থানীয় বিধানসভার সদস্য গ্রুরুপ্রসাদ সিংহরায় এবং প্রধান অতিথি বিধানসভার অধ্যক্ষ সৈয়দ মনস্র হবিব্লোহ প্রস্কার বিতরণ করেন। উৎসবের ৪ দিন রকের তর্গ-তর্গীয়া বিভিন্ন ক্লীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। পশ্চমবরণ সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগ, যুব কল্যাণ বিভাগ ছাড়াও এ. কে. বিদ্যামন্দির আয়োজিত একক বিজ্ঞান প্রদর্শনী দশ্কদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

সালানপ্রে ব্লক ব্র-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের অধীনস্থ সালানপ্রে রক যুব অফিসের মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পে ১৬টি বিভিন্ন ধরণের ইউনিট স্থাপন করা হরেছে। এতে মোট ২৭ জন যুবকের কর্মসংস্থান সম্ভব হরেছে। এছাড়া মহিলাদের জন্য সীবন-শিলেপর উপর ১টি প্রশিক্ষণ শিবিরের আরোজন করা হয়। এখানে ৪৫ জন মহিলা প্রশিক্ষণ দিরেছেন। আশা করা যায় এ থেকে এ'রা নিজেদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নিতে পারবেন।

১৯শে মার্চ থেকে ২৪শে মার্চ পর্যণত রক যুব উৎসব প্রতি বংসরের মত এবারও প্রভৃত উদ্দীপনার মধ্যে শেব হ'ল। বিশেষ করে তপশীলী ও আদিবাসী মহিলাদের ন্বারা পরি-বেশিত লোকন্তা ও ক্লিশেন ক্লাবের ছেলেমেয়েদের জিমন্যাস-টিক, জনুডো ও ক্যারেটে প্রদর্শন এবং লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক মহনুয়া নৃত্যনাটাটি জনচিত্তে বিশেষ রেখাপাত করে। এছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় মোট ৮০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও তর্গ-তর্গী অংশগ্রহণ করে উৎসব প্রাণ্গণকে মুখর করে তোলে।

#### ननीमा रकनाः

চাকদহ , ব্লক খ্ৰ-করণ—গত ২১ থেকে ২৩শে মার্চ চাকদহ রক খ্ৰ অফিসের উদ্যোগে আয়োজিত থ্ৰ উৎসবে ক্লীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ক্লীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল যথাক্তমে ৩৫০ ও ৫০০ জন। প্রায় ১২,০০০ দর্শক সকাল ১০টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত এইসব অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি পরিমল বাগচী সফল প্রতিযোগীদের হাতে প্রক্রার তুলে দেন। অন্যান্য বস্তারা খ্র উৎসবের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

চাপড়া রক য্ব-করণ—২২, ২৩ ও ২৪শে মার্চ কিং এডওয়ার্ড বিদ্যালয় প্রাণ্গণে রক য্ব উৎসবের আসর বসে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন



নদীয়া জেলায় চাপড়া রক যুব উৎসবে কবাভি প্রতিযোগিতা।

করা হয়। এছাড়া বিজ্ঞান, কলা ও হস্তাশিলেশর উপর অনেক প্রদর্শনীর ব্যক্তথাও করা হরেছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যার একাংক নাটক প্রতিবোগিতার আসর বসে। এইসব বিভিন্ন প্রতি-বোগিতার নানান বিদ্যালয়ের ৪৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। যুব্যেলার উন্বোধন করেন বিধানসভা সদস্য সাহাব্লুদীন মন্তল। সদর মহকুমা শাসক স্বুবল মান্তি এবং বিশিষ্ট অতিথিরা তাঁদের মুল্যবান বন্ধব্য রাখেন।

नाकामी शाष्ट्रा क्रक ब्राव-क्रमण-गठ २४८म मार्ट एथरक ৩৯শে মার্চ পর্যান্ত এই ব্লক যাব-করণের উদ্যোগে এবং যাব উৎসব কমিটির সহযোগিতায় বেথুয়াডহরী জে. সি. বিদ্যালয় ময়দানে ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ক্রীড়া প্রতি-বোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল একদিনের ফুটবল, ভালবল ও ক্বাডি প্রতিযোগিতা, মহিলা খো-খো প্রদর্শনী, লাঠিখেলা, ব্রতচারী নৃত্য, ড্রিল, ব্যায়াম ও শরীর চর্চা প্রদর্শনী। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অন্তর্গত ছিল আব্তি, বিতর্ক, রবীন্দ্র ও নজর্বগাতি, কথন, কোত্কাভিনয় ও আল্পনা প্রতিযোগিতা। এছাড়া একাংক নাটক প্রতিযোগিতা। অংশ নেয় ১৫টি দল। এরপরও ছিল দলগত লোকগীতি, সমবেত দেশাত্মবোধক সঞ্গীত, আলোচনাচক্র ইত্যাদি। বিতর্ক প্রতি-যোগিতার বিষয়স্চী ছিল "আম্ল ভূমি সংস্কারই বেকার সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ।" এবং আলোচনাচক্রের বিষয় ছিল—"গণতলের সুরক্ষায় ও সম্প্রসারণে যুব সমাজের ভমিকা।"

এই যুব উৎসব জনমনে বিশেষ করে সাধারণ স্তরের মানুষের মনে প্রভৃত প্রভাব বিস্তার করে।

কাকসা ব্লক মন্ব-করণ—এই অফিসের পরিচালনায় ১২ থেকে ১৪ই মার্চ পর্যাতত যুব উৎসব অন্বিটত হয়। অন্ন্তানের উন্বোধন করেন স্থানীয় এম. এল. এ. লক্ষ্মীনারায়ণ সাহা। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্যতম বিষয় ছিল আদিবাসী যুবকদের তীর ছোড়া ও যুবতীদের নৃত্যান্তান। এক বর্ণাঢ্য অনুস্তানের মাধ্যমে বিজয়ীদের প্রক্ষকার বিতরণ করেন সম্পূর্ণ মাঝি, বি. ডি. ও.।

শান্তিপরে রক ব্ৰ-করণ—এই ব্ব-করণের উদ্যোগে আরোজিত ব্ব উৎসবের (২০শে থেকে ২২শে মার্চ) সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ৫০০ জন প্রতিযোগী সোমনার, বিতর্ক; সংগীত, আবৃত্তি, রতচারী ও লোকন্তা, স্বর্চিত গলপ ও কবিতা, নাটক প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল করাডি, হাই-জাম্প, দৌড় ইত্যাদি। স্থানীয় এম. এল. এ. বিমলানন্দ ম্থোপাধ্যার এর সম্রাপতিক্তে অধ্যক্ষ ডঃ চুনীলাল দেব কীর্ত্তনীয়া সফল প্রতি-যোগীদের মানপার ও প্রক্রকার দেন।

এছাড়া এই অফিস থেকে ৬৪ জন দ্বঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠাপ্রস্তক সরবর হ করা হয়।

কৃষ্ণনগর রক ব্র-করণ—এই অফিসের পরিচালনায় যে ব্র উৎসব (২০-২৫শে মার্চ) অনুষ্ঠিত হয় তার প্রধান আকর্ষণ ছিল ক্লীড়া, সাংস্কৃতিক ও মডেল প্রদর্শনী। এছাড়াও চলচ্চিত্র. দেখান হয় এবং দেহ সোষ্ঠিব ও রোগাসন নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ক্লীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ব্যাক্রে ৪৪২ ও ০৫১ জন অংশগ্রহণ করে। উৎসবের উদ্বে-ধন করেন নদীয়া জেলার সভাধিপতি পরিমল বাগচী ও সফল-

কাম প্রতিবোগীদের পরেস্কার বিতরণ করেন অধ্যক্ষ সহরেশ চন্দ্র সরকার।

হানধাল ব্লক ম্ব-করণ—এই রকের য্ব উৎসব উন্বোধনে (১৪. ৩. ৮০) উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শান্তিভূষণ ভট্টাচার্য ও বিধানসভার সদস্যাবর স্বকুমার মণ্ডল ও সতীশ চন্দ্র বিশ্বাস। জেলা পরিষদের সদস্যাবিমল চৌধ্রী ও পণ্ডায়েত সভাপতি বিনয়ক্ক বিশ্বাস উল্বোধন অনুষ্ঠানে সক্লিয় অংশ নেন। স্বৃদ্ধ্য বর্ণাত্য শোভাষাত্রায় ২৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও য্বক-য্বতী যোগ দেয়। এরপর ক্লীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ৫৫৯ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়।

নবশ্বীপ রুক ব্ব-করণ—এই রুক ব্ব-করণের উদ্যোগে এবং নবশ্বীপ থেকে নির্বাচিত বিধানসভার সদস্য দেবী বস্ত্র নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া আরো দ্বিট উপ-সমিতি গঠন করা হয়। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অভ্যন্তুর্ভ ছিল চিন্নান্দকণ, হস্তশিল্প, বসে আঁকো, বিজ্ঞান মড়েল, বিতক্, সংগীত, নৃত্য, একাৎক নাটক ইত্যাদি। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অভ্যন্তুর্ভ ছিল কর্বাডি ও খো-খো। এই দ্ব্রটি প্রতিযোগিতার প্রতিযোগী বালক বালিকার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৬৩ ও ৩৫৭ জন। প্রস্কুকার বিতরণী সভায় বসন্ত কুমার পাল, সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতি ও দীপৎকর সাহা, বি. ডি. ও. যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

#### म्मिनाबान टक्ना:

ৰহন্তমপরে ব্লক ম্ব-করণ—এই কেন্দ্রের উদ্যোগে ২, ৩ ও ৪ঠা এপ্রিল মণীন্দ্রনাথ বালিকা বিদ্যালয় প্রাণ্গণে ম্ব্র উৎসব অন্থিত হয়। এই উৎসবকে দ্রটি স্তরে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম স্তরে ছিল শহরের প্রতিযোগীরা এবং ২র ভাগে ছিল গ্রামীণ প্রতিযোগীরা। এই প্রতিযোগিতার অস্তর্ভুক্ত ছিল



वरत्रभभात त्रक याव छेश्मरव विख्डान मराजन श्रमभानी।

বিতর্ক, আবৃত্তি, স্পাতি, বাউস স্পাতি, বসে আঁকো, বোগ ব্যায়াম ইত্যাদি। প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ৩৪৫।

রব্দাধনা রক ব্র-করণ—এই ব্র করণের পরিচালনার ৪, ৫ ও ৬ই এপ্রিল ব্র উৎসর অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে ক্রীড়া ও সাংক্ষৃতিক দৃর্টি ভাগ ছিল। অ্যাথলেটিকস্থ ও খো-খো প্রতিযোগিতার ১৮টি ক্লাবের ২৫৯ জন বালক-



মুনির্শাদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ ১নং রক যুব উৎসবে একান্ড নাটক প্রতিযোগিতার 'অশান্ত বিবর' নাটকে একটি দুশ্য।

কালিকা অংশ নের। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল জাব্**তি, তবলা বাদ্য ও একাক্ক নাটক** প্রতিযোগিতা। ২০টি ক্লাবের ১৮৮ জন তর্ণ-তর্ণী এতে অংশ নের।

#### भागवदं रजना :

হবিক্সমন্ত্র রুক ব্র-করণ হবিশ্চন্দ্রপরে ১নং পঞ্জেত সামিতির উদ্যোগে ও পশ্চিমবণ্গ সরকারের বিভিন্ন দশ্তরের সহবোগিতার হবিশ্চন্দ্রপরে ১নং রকের ময়দানে গত ২০শে মার্চ হতে ২৭শে মার্চ পর্যণত কৃষি, শিল্প মেলা ও ছাত্র-ব্রব্ধার্থক সফলতার সপ্তের সমাণত হরেছে। পঞ্চারেত সমিতি ফর্তৃক আরোজিত মেলার পশ্চিমবণ্গ সরকারের বিভিন্ন দশ্তর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল, তাছাড়াও অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা ও ক্লাবণ্যনিরও ছিল কিছু প্রদর্শনীর ব্যবস্থা। উদ্ভ

দিবস, ২৫৫শ মার্চ শিক্স দিবস, ২৬৫শ মার্চ পঞ্চয়েত দিবস ध्येश २०८ण मार्ज हात-बान नियम दिलास्य क्षेत्रवाणिक हरा। মেলার উল্বোধন করেন পরিবহণ দশ্তরের রাশ্বীমন্ত্রী শ্রীলিকেন क्रोध्यती महाभव। याना शामाल शहर्ममी श्रेष्ठांह रचना ५क्षे হতে খোলা থাকত এবং প্রত্যহ দিবস অনুবারী আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা ছিল। আলোচনা চক্র ব্যতীত মেলাকে সাক্ষ্যা-মণ্ডিত করার জন্য উত্ত ব্লকের ২টি ক্লাব ২টি নাটক করেন। ২৩শে মার্চ আঞ্চলিক শিল্পীদের উৎসাহিত করার জন্ম বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন, ২৪শে মার্চ রাত্রি ৭ ঘটিকার কলিকাতার গণনাট্য সংঘ কর্তৃক গণসংগীত ও তরজাগান পরিবেশিত হয়। ২৫শে মার্চ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার বেতার শিক্ষী নিম'লেন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক পল্লীসংগীত, ২৬শে মার্চ পশ্চিম-বংগ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক মহুরা গীতিনাট্য পরি-বেশিত হয়। যুব দিবস উপলক্ষে ২৭শে মার্চ বেলা ৩টায় ক্লাবের পতাকাসহ শোভাষাত্রাসহকারে উৎসব প্রাণ্যগে সমবেত হর ক্লাবের সদস্যরা। বেলা ৪টার সময় যুব উৎসব উপলক্ষে আন্তঃ ক্লাব ভালবল প্রতিযোগিতার চুড়ান্ত খেলাটি হয় ভিশাল সব্জ সংঘ বনাম হারণ্চন্দ্রপর্র সংগঠন সমিতির মধ্যে সংগঠন সমিতির মাঠে। ভলিবল প্রতিযোগিতার বিজয়ীর সম্মান লাভ করে ভিশাল সব্জ সংঘ। ছাত্র-যুব উৎসব উপলক্ষে ক্রীডা প্রতিযোগিতার মোট ২৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও ব্রক অংশগ্রহণ করে, তার মধ্যে ছাল্র-যুক্তকর সংখ্যা ১৮৮ ও বালিকার সংখ্যা ৫৫ জন। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৯৭ জন, তারমধ্যে ছাত্র-যুব ৬০ জন ও ছাত্রী-যুবতীর সংখ্যা ৩৭ জনের মত। ভালবল প্রতিবোগিতার পর কৃষি শিলপ ও পরিবার কল্যাণ দৃশ্তরের প্রদর্শনীর প্রতিযোগীদের প্রেম্কার দেওরা হয় এবং যুব উৎসব উপলক্ষে ক্রীড়া প্রতি-যোগিতা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ০য় স্থানাধিকারীদের প্রেস্কার ও ভালবল প্রতিযোগিতার বিজয়ী ও বিজেতা দলকে যুব কল্যাণ বিভাগ ও ব্লক স্পোর্টস কমিটির পক্ষ থেকে শীল্ড ও খেলোরাড়দের গোঞ্জ দেওরা হয়। সমস্ত রকম প্রতিযোগিতার প্রক্রন্তার ও প্রশংসাপর বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মালদা জিলা পরিষদের সভাধিপতি মাননীয় শ্রী মানিক ঝা মহাশয়। পরেস্কার বিতরণীর পর পশ্চিমবণ্য সরকারের লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক চিত্রাণ্যদা ন্তানাট্য পরিবেশিত হয়। কৃষি, শিল্প মেলা ও ছাত্র-ব্ উৎসব উপলক্ষে প্রত্যহ প্রার ছয় থেকে সাত হাজার পরেষ ও মহিলা মেলার অংশগ্রহণ ক'রে আনন্দ উপভোগ করেন।

প্রেভন মালদহ ব্লক ব্র-করণ—পশ্চিমবণ্গ সরকারের ব্রব কল্যাণ বিভাগের প্রেডন মালদহ ব্লক ব্র-করণের উদ্যোগে এবং ব্লক ব্রব উৎসব কমিটির পরিচালনার মধ্যালবাড়ী পি. ভার্. ডি. অফিসের সম্মুখন্থ মরদানে গত ২২শে মার্চ হতে ২৪শে মার্চ '৮০ পর্যাকত ও দিন ব্যাপী ব্লক ব্রব উৎসবের আরোজন করা হরেছিল।

গত ২২শে মার্চ তারিখে ব্লক ব্রুব উৎসবের উন্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের উন্বোধন করেন মাননীর শ্রীদিবোলন মুখাজা, সমন্টি উন্নয়ন আধিকারিক, প্রোতন মালদা। উন্বোধনী অনুষ্ঠানে পর্ঃ মালদা ব্লকের সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্ত-ছাত্তী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এবং বিভিন্ন ক্লাব, সমিতিও সংখ্যের স্থস্য-স্থস্যারা নিজ নিজ সংক্ষার প্রাক্তা নিরে

অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর বিচিন্নন্তান, গম্ভীরা, দেহনৌষ্ঠব প্রদর্শনী ও কোরাসের সংগীতাভিনর "সমোর গান" আরোজন করা হরেছিল। বুব উৎসবের ১ম দিন প্রায় ১৫০০ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

ব্ব উৎসবের শ্বিতীর দিন সম্প্রার বিচিয়ান্তান ও শিশ্ব নাটক "সাত বন্ধ্ব খ্কুমণি" (পরিচালনার মালদা ভ্রামান্তাগ) সংগতি, নৃত্য, নাটক ও ম্কাভিনরের (পরিবেশনার প্র কালচারাল ইউনিট) আরোজন করা হয়। ২য় দিন প্রায় ২৫০০ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

ব্ব উৎসব্বের ভূতীর দিন পর্রক্ষার বিতরণী সভার সভাপতির আসন অলংকৃত করেন প্রঃ মালদার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহঃ আতাউর রহমান এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলা সমাহর্তা মহাশর, দ্রী আর. কে. প্রসম। এবং তিনি প্রক্ষার বিতরণ করেন।

পর্কশ্বার বিতরণার পর গশ্ভীরাগান, (পরিবেশনায় দোকাড় চৌধ্রী ও তাঁর সম্প্রদার) নাটিকা ও সমবেত সঙ্গীত (পরিবেশনার গণনাট্য সংঘ, মালদা শাখা), এবং সবশেষে একটি নাটক (পরিবেশনার কিশোর ভারতী পরিষদ, মঞ্চলবাড়ী) আরোজন করা হরেছিল। উত্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০০ জন দশ্ক উপস্থিত ছিলেন। মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ২৭৫ জন।

#### कार्डावरात रक्ता :

কোচবিছার ১নং ব্লক ব্র-করশ—পশ্চিমবংগ সরকারের ব্রব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে বাব্রহাট শ্রীরামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয় প্রাপাণে, ৫ই থেকে এই এপ্রিল '৮০ এক অনাড়ন্বর পরিবেশে কোচবিহার ১নং ব্লক ব্রব উৎসব অন্থিত হ'ল। ৫ই এপ্রিল অন্ভানের উশ্বোধন করেন পরিবহন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশিবেন্দ্র নারারণ চৌধর্রী মহোদর। সব্জের দলের ছোট ছোট শিশ্বমিতারা প্রধান অতিথি শ্রীচৌধ্রগীকে অভ্যর্থনা জানার। ৫ই এপ্রিল ব্রব-ছার দিবসে 'কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের' উপর আলোচনার অংশগ্রহণ করেন ডঃ দিশ্বজয় দে সরকার ও শ্রীআমিতোব দত্ত রার। প্রাকৃতিক দ্বর্যোগের ফলে আলোচনা চক্র বন্ধ রাখা হয়।

৬ই এপ্রিল প্রমিক কৃষক মৈত্রী দিবসে আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করেন গ্রীগোপাল সাহা, গ্রীপ্রদীপ নাথ, গ্রীস্নীল-কুমার নন্দী ও শ্রীপরিতোষ পশ্ডিত।

৭ই এপ্রিল জাতীর সংহতি রক্ষা দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীনিখিলেশ দাস। এদিন তিনি প্রেস্কার বিতরণ করেন। ব্রুব উৎসবে প্রত্যন্ত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বিকালে গণসংগীত, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ব্রুব সংস্থা কর্ত্ব নাটান্দ্রীনের ধ্যবস্থা ছিল। অনুষ্ঠানে বেমন ব্রুব-ছাত্ররা প্রধান ভ্যমকা নির্রোছল আবার শ্রামক, আদিবাসীদের অংশগ্রহণ এক নতুন পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। সব থেকে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল তর্ণ কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্য পাঠের আসর। কোচবিহার ১নং রকের ১৪ জন তর্ণ কবি ও শহরের তিন বিশিষ্ট কবি এতে অংশগ্রহণ করেন। সরকারের পক্ষ থেকে কবিদের সম্বর্ধনা জানানোর ঘটনা কোচবিহার শহরে এই প্রধান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভারতীর গণনাটা সংস্থা, ডাওয়া-গ্রিড শাখা, তিফ্রেরারার ও সম্প্রদার ও পিন্টু দত্তের গিটার খ্ব

অকর্ষণীর ছিল। টোটো পাড়ার আদিবাসী নৃত্য দর্শকরা খন্ব উৎসাহের সপো দেখেছেন। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, কিশোর নাট্য সংস্থা, কলেরপাড় তর্নুণ সংঘ, গণতান্দ্রিক মহিলা সমিতি, ভাওরাগন্ডি, বাণীতীর্থ ক্লাব ও তাঁত প্রমিক ইউ-নিয়নের সদস্যরা নাটক পরিবেশন করেন। প্রত্যহ প্রায় ৪ হাজার দর্শকের সমাগম হয়। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ছোট ছোট ছেলেমেরেদের 'অমলের স্বণন ভঙ্গা', বাবীভারের 'चंदेनाक् विकारण शकाम' नादेक पर्विते छेक आत्मक किन। অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য বারা সহবোগিতা করেন তাদের উদেশো কৃতজ্ঞতা জানান যুব উৎসব কমিটির স্থানুত্রক ও রক যাব আধিকারিক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দাশ। বিভিন্ন শিনে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার যাঁরা প্রথমস্থান অধিকার করেছেন তারা হলেন-আব্তি (নবম/দশম) ঃ শ্রীমতী রীণা দত্ত দেওয়ানহাট হাইস্কুল। আবৃত্তি (সর্বসাধারণ) : শ্রীবিজয় বৈষ্ বাণীতীর্থ ক্লাব। রবীন্দ্র সংগীত: শ্রীমতী রীণা দত্ত, দেওবান-হাট হাইস্কুল। নজরুল গাঁতি : খ্রীপ্রবার কুমার রার, হেল্থ রিক্রিনেশন ক্লাব। ভাওয়াইয়া ঃ শ্রীমতী অঞ্চনা রার কোচবিছার সাংস্কৃতিক পরিষদ। তাংক্ষণিক বন্ধতা ঃ শ্রীপরিতোষ পশ্চিত পি. এম. জি. ও ডাঃ অশোক চৌধরী, হেলথা রিক্রিনেশন ক্লাব। অংকন: শ্রীপবিত্র সরকার, তল্লীগর্ডি।

#### जनभारेगर्डिए जना:

আলিপ্রেদ্রার ১নং রক ব্ব-করণ ব্ব কল্যাণ বিভাগের পেঃ বঃ সরকার) আলিপ্রদ্রার ১নং রক ব্ব-করণের উদ্যোগে আলিপ্রদ্রার ১নং রকের ব্ব উৎসব অনুষ্ঠিত হলো ২৩শে থেকে ২৫শে মার্চ পলাশবাড়ি গ্রামে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ৫০০ ব্বক্ব্বতী অংশগ্রহণ করেন। বিশেষত্ব হল এদের অধিকাংশই গ্রাম থেকে এসেছিলেন। তিন দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জলপাইগ্রাড় জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি স্থেন্দ্র রায়। এবং প্রস্কার বিতরণ করেন আলিপ্রদ্রার ১নং পঞ্চায়েত সভাপতি দিলীপ চৌধ্রী। উৎসবের দিনগ্রালতে প্রায় ৬০০০ লোকের সমাবেশ হয়। ২৩শে মার্চ সাঞ্জাবাদ বিরোধী সংহতি দিবস', ২৪শে মার্চ প্রাক্ত ক্ষক দিবস' ও ২৫শে মার্চ 'ব্র-ছাত্র দিবস' হিসেবে পালিত হয়।

কালচিনি ব্লক যুৰ-করণ—এই যুব-করণের উদ্যোগে ও কালচিনি ব্লক যুব উৎসব '৮০ কমিটির পরিচালনার হ্যামিলটন-গঞ্জ কালীবড়ী মরদান ও কালচিনি থানা মরদানে গত ২৪ থেকে ২৬শে মার্চ '৮০ পর্যন্ত যুব উৎসব বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

এক অনাড়শ্বর অন্তানের মধ্য দিরে উক্ত অন্তানের উদ্বোধন করেন ঐ রকের সমণ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মহাশয় এবং পতাকা উত্তোলন করে যুব উংসবের শ্রুর ঘোষণা করেন অঞ্জন রায়, যুব সংযোজক, নেহর যুবক কেন্দ্র, আলিপ্রদর্মার। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে শিশ্বদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, আব্তি, রবীন্দ্র সংগীত, নজর্ল গীতি, বিতর্ক, রচনা, স্বর্রিত কবিতা, একাংক নাটক ও ন্তাের ব্যক্থা ছিল। এ ছাড়া সাঁওতালী নৃতা, বোরো নৃতা, নেপালী নৃতা, বতারী ও তথ্য চিত্র প্রদর্শীত হয়েছে। এ বিভাগে মোট ২০০ ব্রক্ত-যুবতী অংশগ্রহণ করেছিল। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়

বিশ্বিক বিভাগে সেটে ৩০০ ব্ৰক-ব্ৰতী, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ করেছিল। এই উৎসবের অন্য একটি আকর্ষণীয় দিক ছিল বিভিন্ন ভলৈর আরোজন। এর মধ্যে গণতান্তিক যুব ফেডারেশন ও মহিলা সমিতির ভলেদ্টি দশকিগণের দ্ভিট বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। গড়ে তিন হাজার দশক এই



কালাচিনি ব্লক যুব উৎসবে শিশ্বদিবসে ন্ত্যের ভণিগতে জনৈক শিশ্ব শিক্পী।

উংসব উপভোগ করেন। কালচিনি রকের বিভিন্ন অংশ থেকে ব্রবক-ব্রবতী ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ সতাই প্রশংসার যোগা। এই অঞ্চলে সরকারী সহযোগিতায় এই ধরণের উৎসব শ্বিতীয় বার অনুষ্ঠিত হ'ল।

#### व्यक्तिभूत क्लाः

সবং দ্লক ব্ৰ-করণ—এই রক য্ব-করণের উদ্যোগে ২০শে মার্চ থেকে ২২শে মার্চ পর্যন্ত য্বা উৎসব অন্থিত হয়। প্রত্যন্ত প্রায় ৪০০০ দর্শকের উপন্থিতিতে প্রতিযোগীরা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিশ্বদ্ধীতা করেন। তিনদিনে মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ১৩৪৭ জন। এর মধ্যে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল বংগাক্রমে ৭৫৯ ও ৫৮৮ জন। প্রদর্শনীর সংখ্যা ছিল ১৭টি। সফল প্রতিযোগীদের প্রক্রকৃত করা হয়।

বিনপরে ১নং ক্লক যুক-করণ—পশ্চিমবণ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দশ্তরের অধীন বিনপরে ১নং ব্লক যুব-করণ ও স্থানীয় পঞ্চারেত সমিতির যৌথ উদ্যোগে লালগড় রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে সারা बरक्य अर्व कार्यात मान्यवर्व विभाग करमार ७ केन्द्रीभनाइ सहा २७८ण मार्च एथरक २५८ण मार्च भवन्छ छिन मिन वााभी इक যুব উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ২৬শে মার্চ সারা রকের य वक्त मा ७ जनमाधातन वावर स्थानीय स्कूलग्रीनत हावहावी उ र्योपनी भरत्रत भावज नाहरात्र याण्ड महत्यारा मात्रा नानगड অঞ্চলটি পরিক্রমা করে এবং পরিক্রমা শেষে নেহর, যুরক কেন্দ্রের যুব সংযোজক সুশান্তকুমার সরকার পতাকা উত্তোলন करतन। তात्रभत्र युव जेरमव ७ समा भन्तः इत्र। এই समारा বিভিন্ন প্রতিবোগিতার মধ্যে বিতর্ক, আবৃত্তি, সংগীত, প্রকথ ও নানাবিধ ক্রীডা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন প্রতি-যোগিতায় বারোশত প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বিতকে ২৮ জন, আবৃতিতে ১১৫ জন, প্রবন্ধে ৩১ জন এবং সংগীতে ২৫ জন প্রতিযোগী ছিলেন। এই রক মেলা ও ব্র छेश्मद आमिवामीतित मार्था विरमय छेश्मार ७ छेन्मीभना नका করা বায়। এবং ২৬শে মার্চ আদিবাসী দিবস হিসাবে প্রতি-যোগিতাম লক বিভিন্ন খেলাখ্লা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। এই উৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্য গ্রামাণ্ডল থেকে বিপলে সংখ্যায় প্রতিষে:গী মেলাতে যোগদান করেন। বিশেষ করে আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতায় ৪২০ জন, একক সংগীতে ১৮ জন, তীর নিক্ষেপ এ ৫২ জন অংশ-গ্রহণ করেন। এই উৎসবে বিভিন্ন সরকারী বিভাগ তাদের প্রদর্শনী অল দেন। এছাড়া প্রতিদিন চলচ্চিত্র, মেদিনীপরে ক্ষ্মিরাম সংঘের পরিচালিত ব্যায়াম প্রদর্শনী এবং ভারতীয় লোক সংগীতের প্রখ্যাত গায়ক সত্যেন্দ্রনাথ মহান্তি ও তাঁর সম্প্রদায় কর্ত্তক সংগীত পরিবেশনা ও স্থানীয় আদিবাসী জনসাধারণ কর্ত্তক যাত্রাগান অন্যন্তিত হয়। যেভাবে সারা ব্লকের সর্বস্তরের মানুষ এই ব্লক মেলাতে যোগদান করে মেলাটিকে সাফলামণ্ডিত করেছেন তাতে প্রমাণ হয় যে এই উৎসব সারা ব্রকেরই উৎসব। শেষ দিনে পরেস্কার বিতরণ করেন পঞ্চায়েত সমিতি ও মেলার সভাপতি সুধীর কুমার

ভমলকে ১নং রক ধ্ব-করণ—পশ্চিমবণ্য সরকারের ব্ব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে তমলকে ১নং রক য্ব-করণের পরিচালনায় চনশ্বরপরে উচ্চবিদ্যালয় ফ্টবল ময়দানে গত ২০শে মার্চ থেকে ২২শে মার্চ পর্যন্ত রক ভিত্তিক যুব উৎসব অন্তিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তমলকের অতি-রিক্ত জ্লোশাসক বর্ণ কুমার মুখোপাধ্যায়।

য্ব উৎসবে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন এ্যাথলোটকা প্রতিবাদিতা, কাবাডি, খো-খো, লোকন্তা, চিন্নান্কণ, আব্তি, সংগীত, গণসংগীত, তাৎক্ষণিক বক্কৃতা, নাটক। বয়স্ক শিক্ষা, কৃষি এবং স্বাস্থ্যের উপর আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণ।

উৎসবে ১২০০ শ' প্রতিবোগী অংশগ্রহণ করেন। স্থানীর বিদ্যালয়গর্বলির শিক্ষক এবং শিক্ষিকা ও বিভিন্ন সংস্থার ঐকাশ্তিক সহযোগিতায় এই যুব উৎসব জনসাধারণের মধ্যে প্রভৃত আশা এবং উন্দীপনার সঞ্চার করে।

সমাণিত দিবসে প্রস্কার বিতরণী সভার পোরিহিতা করেন তমল্বকের আতিরিক্ত জেলাশাসক বর্ণ কুমার মুখো-পাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বিধান-সভার সদস্য প্রক বেরা। ग्राजिता टक्का ह

রব্নাখপরে রক ব্র-করণ—বিগত ২৯শে এবং ৩০শে 
রচ এবং ৪, ৫, ৬ই এপ্রিল '৮০ দ্বিট স্তরে বিভক্ত হয়ে 
ব্যানাথপরে ৯নং রক ব্র-উৎসব' অন্বিতিত হয়।

উৎসবের প্রকৃতি পরে ১নং রকে-র অন্তর্গত সমস্ত কার্নার্লি, পঞ্চারত সমিতি এবং বিশিষ্ট কার্ত্তবর্গ তথা যুব সংগঠনগর্নিকে নিয়ে 'ব্ব-উৎসব-কমিটি' গঠিত হয়। গ্রী রগনাথ আচারি, সভাপতি পঞ্চারত সমিতি এবং শ্রী বিভূতি বেজ যুব-কল্যাণ আধিকারিক যথাক্রমে এই 'কমিটি'র সভাপতি এবং সম্পাদক মনোনীত হন। উৎসবকে সাফল্যমিন্ডিত করে তেলার জন্য শ্রী নীহার রঞ্জন চৌধ্রী ও শ্রী চন্ডীচরণ গ্রুতকে যুগ্ম আহ্বারক করে একটি ক্লীড়া উপ-সমিতি এবং অধ্যাপক দিলীপ গ্রেগাপাধ্যার এবং শ্রী পার্থ সার্বাথ ঘোষকে আহ্বারক করে একটি সাংস্কৃতিক উপ-সমিতি গঠন করা হয়।

দ্বদিন ব্যাপী ক্রীড়া, প্রতিবোগিতার রন্থনাথপরে ১নং রকের ৩৩টি ক্লাব ও ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৭০৭ জন প্রতিবোগী অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে মহিলা প্রতিবোগীর সংখ্যা শতাধিক। প্রের্য ও মহিলা বিভাগে মোট ১৫টি বিষয়ে প্রতিবোগিতার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় তীর ছোঁড়া' এবং 'বেয়ন খুশী সাজো' প্রতিযোগিতা। শেবেরটিতে ১৫ জন অংশ গ্রহণ করেন। ক্রীড়া-বিভাগে প্রদন্ত মোট ৪৬টি প্রক্রেকরের মধ্যে 'পক্লী-শ্রী সংঘ' (ন-পাড়া-শাঁকা অঞ্জা) এবং রঘ্নাথপরের গার্জস্ব, হাইস্কুল প্রত্যেকেই ৫টি করে এবং 'বয়েজ-ফ্রেন্ডম্ন্ ক্লাব' (আদ্রো) 'অরবিন্দ-সংঘ' (আড়রা অঞ্জা) এবং 'আমরা স্বাই' (রঘ্নাথপরে) প্রত্যেকের চারটি করে প্রক্রার দথল স্বাইকার দ্বিট আকর্ষণ করে।

য্ব-উৎসবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগর্কা বিপর্ক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সংগ্য অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল ম্যানেজড্ জ্বনিয়ার হাইস্কুলের প্রাণগণে। রঘ্নাণপরে শহর এবং সামহিত অঞ্চলের সর্বস্তরের মানুবের মধ্যে এই উৎসবান্ত্যান যে এক অভ্তপ্র সাড়া স্থিত করতে পেরেছে তার মধ্যদিয়েই এর সার্থকতা ও সাফল্য পরিস্ফুট। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অংগ হিসাবে বিবিধ বিষয়ে অনেক-গ্রিল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

রবীন্দ্রসংগীত ও নজর্পগীতি প্রতিযোগিতা বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল প্রতিযোগী ও প্রোতাদের কাছে। বালক-বালকা থেকে শ্রুর করে বিভিন্ন বয়সের মান্বেরা এই প্রতিযোগিতার সমান আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও নজর্পের বিশেষ কোনো গান নির্দিউ করে না দেওয়তে প্রতিযোগীরা যেমন স্ব-মনোনীত সংগীত পরিকেশনের স্ব্যোগ লাভ করেছিলেন তেমনি ভিন্ন প্রতিযোগীর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ ও নজর্পের গানের বিচিত্রভাব ও ঐশ্বর্য নানা র্পে রসে ও বৈচিত্র্যে ফ্টে উঠতে প্রেভিল।

আব্তি প্রায়োগতায় রবীন্দ্রনাথ-নজর্পের সংগ্র দ্কান্তের কবিতাও শিশ্ব বা কিশোর প্রতিযোগীদের কণ্ঠে দ্চার্ পারদশিতার সংগ্র পরিবেশিত হয়েছে। তিনদিনের জন্মতানে প্রতিদিন মধ্যাহে যথাক্রমে বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বস্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। সর্ব-সাধারণের জন্যে এই জাতীয় প্রতিযোগিতার মধ্যে বিতর্কের বিষয় ছিল

'শিকার সর্বস্তরে মাতৃভাষাই একমান্ত মাধ্যম হওয়া উচিং'। আলোচনাচক্রের বিষয়বস্তু ছিল দ্বটি (ক) প্রের্লিয়া জেলার সার্বিক উন্নয়নে যুব-সমাজের ভূমিকা এবং (খ) আঞ্চলিকভা ভারতের জাতীয় সংহতির পরিপন্থী। এইসর গ্রের্ম্পূর্ণ বিষয়গত্তীল নিয়ে যে বিতৰ্ক, আলোচনা এবং বন্ধতায় মুখরিত रा উঠেছিল স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যান্য প্রতি-যোগীরা তা শ্বধ্ই যে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল তা নয়—ছিল যথেষ্ট শিক্ষাম্লকও উৎসাহব্যঞ্জক। সমকালীন সমাজের মানর জীবনের সমস্যার নানা দিক ও তার সমাধানের সঠিক পথ সন্ধান নিয়ে যে আজকের যুব সমাজ ভাবছেন তা স্কুদর ম্পণ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এখানে। বিতর্ক ও আলো-চনার ক্ষেত্রে সভাপতি মণ্ডলীর পক্ষে পণ্ডায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি শ্রী তপন লাহিড়ীর স্কুচিন্তিত ও মূল্যবান বক্তবা প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। প্রবন্ধ প্রতি-যোগিতার বিষয় ছিল 'যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কেন্দ্র রাজ্যের সম্পর্ক'। **এরকম এ**কটি গ্রন্ত্বপূর্ণ ও তথ্যনির্ভার বিষয়ের উপর রচিত প্রকশ্ব প্রতিযোগিতায় যাঁরা অংশগ্রহণ করে প**্রস্কৃত হয়েছেন তাঁরা যথে**ষ্ট উন্নত চিন্তার পরিচয় **রেখেছেন**।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো একাংক নাটকের প্রতিযোগিতা। এই অভিনয় প্রতি-যোগিতা বিপ্লেভাবে সমাদৃত হয়েছে দর্শকমণ্ডলীর কাছে। কয়েক হাজার দর্শক নিবিন্টচিত্তে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রযোজিত এই উন্নত রুচির ও মানের নাটকগুলি পরম আগ্রহ নিয়ে উপভোগ করেছেন। এই অণ্ডলের য**়বকেরা অসাধার**ণ নৈপূ্ণ্য দেখিয়েছেন এক্ষেত্রেও। বিষয় বৈচিত্রোর এবং বস্তুব্যের দিক**় থেকে সম**ুন্নত আদশের এইসব নাটকাভিনয় আণ্ডালক য্বব সমাজের অসাধারণ নাট্য-প্রতিভা এবং উল্জব্পতর ভবিষ্যতের ইপ্গিত দিচ্ছে। 'স্তালিনের নামে' (চোর পাহাড়ী নাট্য সংস্থা), 'রক্তাক্ত রোডেশিয়া' (বিদ্যাসাগর-শরং-নজর্ম্ব-ন্মতি পাঠচক্র, রঘুনাথপরের), স্কিৎস (ডাবর অরুণোদয় ক্লাব, চোর পাহাড়ী) কিংবা চন্দ্রালোকের যাত্রী (আমরা সবাই, রঘ্না**থপ্রে)-র অভিনয় তারই প্রমাণ। নাট্যাভিনয় প্রতি**-যোগিতার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো বুন্দলা খাজ্বা অণ্ডল কর্তৃক সাঁওতাল ভাষার নাটক মার্শাল ডাহা'র অভিনয়। আশা করা যায় রঘুনাথপ্র ১নং রকের যুব-উৎসবের পক্ষে এই ঐতিহাসিক ঘটনা একটা স্থায়ী মূল্য নিয়ে আগামী ভবিষ্যতকে প্রেরণা যোগাবে।

৬ই এপ্রিল '৮০ সন্ধ্যায় এক সংক্ষিণ্ড ও অনাজ্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রস্কারগ্রিল বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী রক্গনাথ আচারী। সম্পাদকের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় মোট ২৬০ জন প্রতিযোগী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছির্লেন। উৎসবের আর একটি উল্লেগযোগ্য ঘটনা হলো সীমান্তিক গোষ্ঠী (আদ্রা)-র গণসংগীত পরিবেশন।

পরিশেষে বলা যায়, এই জাতীয় উৎসবান্তানের মধ্যাদয়ে রঘ্নাথপার এবং সািয়হিত অঞ্জের যাব-সমাজের ক্রীড়াগত এবং সাংস্কৃতিক মান যে ভবিষাতে উড্জালতর হবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই—সন্দেহ নেই এবিষয়েও যে এই অঞ্জের সর্বস্তরের মানা্ষের অকুণ্ঠ সহযোগিতা, ও সহানা্ছতিই এই যার উৎসবকে সাফলাের স্বর্ণ-শিখরে উপনীত করেছে।

## भोठलेख जावता

#### जन्मानक जबीटभद्र,

'ব্ৰমানস' কৰে বেরোবৈ—আশা নিরে দার্ণ আগ্রহভরে অপেকা করি। পড়তে ভাল লাগে। ইদানিং ভালবাসতে শ্রুব্ করেছি। গত সংখ্যা অর্থাং মার্চ-এপ্রিল সংখ্যার করেকটি নতুন বিভাগের সংযোজন দেখলাম। আশা করব এমনি করে আগামী দিনগ্লিতে 'ব্রুমানস' আরও সমৃশ্ধ হবে।

শিশ্য সংস্কৃতি বিভাগে গোতম ঘোষদন্তিদারের 'নাটকের কিছু কথা এবং ফজল আলী আসছে' একটি বলিণ্ড, যুদ্ধি-পূর্ণ আলোচনা। লেখার ভিগটিও স্কুলর। গোতমবাব্ শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাকরণবাগিশ সমালোচকদের ব্রিথরে দিতে পেরেছেন বিচারের মানদণ্ড অন্যত্র অর্থাৎ পাঠকের হ্রদয়ে।

তবে বানানের ক্ষেত্রে এতখানি এগিয়ে যাওয়া ঠিক কি? পরিকার সময়মত প্রকাশ অবশ্য কাম্য।

> শ্রন্ধাসহ— নমিতা ঘোষ। বসিরহাট। ২৪-প্রগ্না।

#### থ্রিয় সম্পাদক,

যুবমানসের মার্চ-এপ্রিল সংখ্যার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্ব ভাষণের সম্পাদিত রুপ পড়লাম। আমাদের মত গ্রামের যুবক-যুবতীরা বিধানসভার আমাদের প্রতিনিধিয়া যা বলেন, তার খুব কম অংশ জানতে পারি। বাজারী সংবাদপ্রগ্রিলতে এই ধরণের গ্রুমুপ্রণ বিষয়গর্লির সংবাদ সামান্ট ছাপা হয়। বিদি বা ছাপা হয় তা পড়ে আমরা সরকারের দ্ভিউভগীর পূর্ণ ম্ল্যায়ন করতে পারিনা এবং সত্যি কথা বলতে কি কিছু কিছু ক্লেন্তে বিভানত হই।

য্বমানসের পাতায় ম্বামদ্বীর বন্ধব্য পড়ে আমাদের কাছে পরিন্দার হরে গেছে সরকার কোন পথে চলতে চান, আমলা-তদ্য সম্পর্কে তাঁদের দ্ভিড্গাী কি ইত্যাদি বিষয়গুলি।

এরকম একটা গ্রুর্ম্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ করে 'ব্রমানস' আমাদের মত গাঁরের মান্বদের অনেক অজ্ঞানা কথাকে জানতে সাহায্য করেছেন। ব্রমানসের সম্পাদকমন্ডলীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

> —কামাল আমেদ গ্রাম—থানারপাড়া। নদীয়া।

#### সহ-সম্পাদক,

#### व्वभानम्।

আপনাদের নতুন বিভাগ 'পাঠকের ভাবনা'-র সংযোজনে উৎসাহিত হরে চিঠি লিখছি। আপনারা পাঠকদের 'পরামর্গ'-কে ম্ল্যু দেন জানিয়েছেন। সেই ভরসার আমার প্রথম পরামর্গ—র্বমানস নির্মাতভাবে প্রকাশ কর্ন। মাঝে মাঝে হঠাং শেরলদা' ভৌশনের হকারের হাতে 'য্বমানস' দেখতে পাই। আবার অনেক সমর অনেক খোঁজাখ্জি করে পাইনা। সময়মত প্রকাশ করে এবং স্কুঠ বন্টন বাবক্থার মধ্যে দিয়ে তা সাধা-রশের কাছে পোঁছন্তে না পারলে এর ম্লা কমে যেতে বাধ্য।

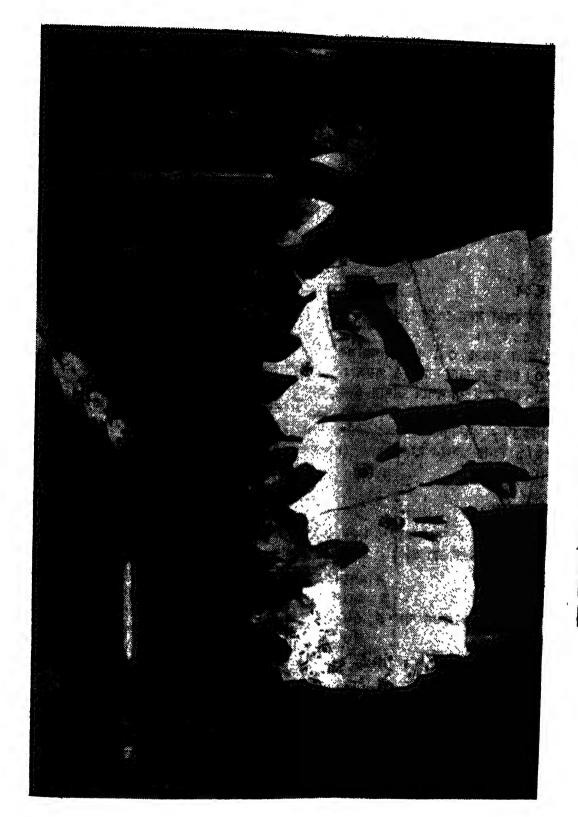
জানিনা আমার পরামশে আপনাদের অথবা আমাদের পাঁচকা কতথানি 'প্রাণকত' হয়ে উঠবে। তবে উঠ্কু এটা স্বাণতকরণে চাই।

নমস্কার জানবেন।
—িনতাই বড়াল
কুশমোড়। বীরভূম

#### প্রদেধর সম্পাদকমন্ডলী,

মাসিক 'য্বমানস' কাগজের আমি নির্মামত পাঠক। তা কটুর পাঠক হিসেবে আমার দাবী আছে। ক্রম ল্বণ্ড বাংলার লোকসাহিত্য বিল্বণ্ড হয়ে যাচ্ছে। এর সঠিক বৈজ্ঞানিক পথে গ্রাথত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। আপনাদের কাগজে আমি বাংলার লোকসাহিত্যে দিশ্ব প্রক্ষ ছাপতে চাই। বেশ করেকবছর গ্রামগঞ্জ-এ মান্বের সাথে মিশে আত্যান্তক প্রতিক্লভার মধ্যে রাত কাটিয়ে ম্বাশদাবাদ জেলার আলকাপ, গ্রামের আণ্ডালিক একান্ত নিজ্ঞ্ব ছড়া, গান, প্রবাদ, কবি প্রভৃতি মহাম্ল্যবান তথ্য দলিল সংগ্রহ করেছি। এগ্রালিকে স্ক্র্যভাবে প্রকাশ করার একটি বিশেষ মাধ্যম চাই। তাই আপনাদের কাছে জানাল্ম আমার কথা। ম্লাবান তথ্য সংগ্রহ নন্ট হয়ে বাবে একথা ভাবতে কন্ট হয়। আপনারা জানাবেন আপনাদের বন্ধবা। উত্তরের অপেক্ষার থাকল্ম। নমক্ষার।

গোতম ঘোষ শক্তিগড়। বনগ্রাম। ২৪ পরগনা।



अन्ति बृत-ह ह ऐस्मत्य शक्षांनी माधाण विभावात माथामधी नार्थन हरूका है।

### পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র



#### গ্ৰাহক হতে-হ'লে

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা সভাক ৩ টাকা। বাশ্মাসিক চাঁদা সভাক ১ ৫০। প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পয়সা।

শন্ধন মনিঅর্ডারেই বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

উপ-আধকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পঙ্গিচমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলিকাতা-৭০০০১।

#### अर्जान्त्र निरक र'रन

কমপক্ষে ১০টি পত্রিকা নিলে এজেন্ট হওয়া ষাবে। বিস্তারিত বিবরণ নীচে নেওয়া হলঃ

পত্রিকার সংখ্যা
১৫০০ পর্যনত
১৫০০-এর উধ্বের্য এবং ৫০০০ পর্যনত
৩০ %
৫০০০-এর উধের্ব
১০টা সংখ্যার নীচে কোন কমিশন দেওয়া হয় না।
যোগাযোগের ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, য্বকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবংগ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ, বাগ (দক্ষিণ), কলিকাডা-৭০০০১।

#### লেখা পাঠাতে হ'লে

ফ্লুলেস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠার প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটাম্নুটি পরিজ্জার হসতাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্চনীয়।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ং দাবী করা চলবে না।

কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সভ্জ নয়। পান্ডুলিপির বাড়তি কপি রেখে লেখা পাঠান।

বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ৩০০০ শব্দের বেশি হ'লে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

য্বকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিম্নে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকেরা তত্ত্বগত বিষয়ের চেম্নে বাস্তব দিক-গ্রালের উপর বেশি জোর দেবেন।

#### পাঠকদের প্রতি

ব্বমানস পত্রিকা প্রসপ্তে চিঠিপত্র লেখার সমর্ জবাবের জন্য চিঠির সপ্তে ভ্যাম্প, খাম, পোর্ট্ডার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব চিঠি উত্তর দেওরা হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রে সার্ভিগ ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।





বীরভূমের বোলপুর ব্লক যুব উৎসবে সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমিকায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের একতার শিল্পীচক্র শাখার ব্যালে 'হ্লেশ'-এর দু'টি বিশেষ মুহুতে।

## খেলার মাঠে অসভ্যতা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী

গত ৮ই মে, ফেডারেশন কাপের ফাইন্যাল থেলাকে কেন্দ্র করে ইডেন উদ্যানে যে বার্ত্তর বার্তর বার্ত্তর বার্তর বার্ত্তর বার্ত্তর বার্ত্তর বার্ত্তর বার্ত্তর বার্ত্তর বার্ত্তর

ম ক্রমন্ত্রী জ্যোতি বঁস, বিষয়টি সম্পত্তি স্থান উপের প্রকাশ করেছেন সংগ্রি ক্রেন্স ক্রিট্র কঠোর মনোভাবত গ্রহণ করেছেন। সত এই ছেন্স্ট্রকুরণে সাংক্রাদকরেছ বিভিন্নি ক্রেট্রন

ফেডাইশেন কাপী ফাইন্যাল বৈশান মানি প্রা সব ঘটনা ঘটেটে এই খাইপর ভিত্ত পলভাই বিরুপে কুডাইলা সম্পন্ন কিন্তু ব্যবহান কালে আইন প্রার্থিত কিন্তু কোরে আইন প্রার্থিত কালিক কালিক। বিসাধ কালের কালিক কালিক। বিসাধ কালের কালিক কালিক। বিসাধ কালের চিহ্নিত কালিক কালিক। আমানের সমান কেথেছি কালের কালিক। আমানের সমান কেথেছি কোলাকছে প্রেলারাড়ে মারামারি হলে রেকারী ভারতর আমানের সমান কেথেছি কোলাকছে প্রেলারাড়ে মারামারি হলে রেকারী ভারতর আঠ কালেক বের করে কিত।

ইজেনের, মাঠের মধ্যে লাইনে এত জোক বসবে কেন? মাঠের ভেডরে বারা চ্কবে ভালের বের কিতে হবে। তার জন্ম গোলমাল হয়ে খেলা যদি কর্ম হয়ে বার, কথ হয়ে ছাবে। এসব কথা দ্ঃখের সঞ্চাই জামাকে কলতে হচ্ছে।

খেলার মাঠ অসভাতা করার জারগা মর। বিদ্ধা ক্লবের সমর্থক রেড, করে রীনরে
মাঠে ত্বেব। এসর উচ্চ্তলতা ভো সমাজ বিরোধী করে। আলি ছাজার দর্শক খেলা
সেখনে গেলে এসব কাজ করে মাত হাজার করি জোক। সাধারণ আন্ত্র এ জিনিব
কথনই বর্গাত করবেন না। ছাত্র-য্বদের এই লোগেরারীর বির্তেথ সবাত্যে এগিলে
আসতে ইবে।



পশ্চিমবঙ্গা সরকারের যুবকল্যাশ বিভাগের মাসিক মুখপত্র মে '৮০



জাতীর সংহতি স্বৃত্ করতে আসাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন/ রবীন্দ্রনাথ: বিভেদপন্থা ও বিভিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে/ बबीन्द्रनाथ ग्रह/ গণ্ডস্থ সম্পর্কে প্রচার ও অপপ্রচার/নবীন পাটক/ নিঙা ভাই মরিনি/প্রণৰ কুমার চছৰভী/ 25 বসত্ত/অসীম মুখোপাধ্যার/ 58 त्रवीन्त्रवाथ/देता नतकात/ আগালী সকাল পর্যত্ত/চলন কুলার বস্/ 84 ন্তুহুসন্দের পাংডুলিপিডে/কল্যাণ কে/ 58 জনাশ্চিকে/কেডকী বিশ্বাস/ চান্দ্ৰমা/পরিতোৰ দস্ত/ 34 লিটিল ম্যাণাজিন আন্দোলন: এক পরম সত্য/ৰভীৰ DETOT! 50 54 আরো আরো দাও প্রাণ/স্ক্রিত নন্দী/ ₹0 শতির উৎস / দিলীপ ভট্টাচার্য্যের ভূলিতে/ **\$ ?** 90 দু'টি মেলা তিনটি উৎসৰ/ भएका जीनिष्णक: जाह्याकातात्त्व ब्या श्राटको এवर বিশ্বব্যাপী প্রতিভিন্না/অশোক দাশগর্প/ ২৬ ৰইপ্ত/ 00 বিভাগীর সংবাদ/ 05 0 V পাঠকের ভাবনা/

अन्दर : पारमर क्रोब्र्जी

#### সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি—কান্ডি বিশ্বাস

পশ্চিমবর্ণা সরকারের ব্রক্সাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিং কুমার ম্থোপাধ্যার কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দি. বাগ (দক্ষিণ), কাসকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যার কর্তৃক হেমপ্রভা গ্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মালক লোন, কাসকাতা-৯ থেকে ম্রিছে। नमापकीय

গোটা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সাথে আমরাও দ্--হাত বাড়িয়ে বরণ করছি ঐতিহাসিক মে-দিবসকে। অহোরাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৪ থেকে ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কিংবা কখনও কখনও তারও বেশি সময় ধরে শ্রমিককে খাটিয়ে তার রম্ভ নিংডানো সম্পদে মালিকশ্রেণী ম্নাফার পাহাড় তৈরী করত—আর সেই সম্পদ স্ভি কর্তা শ্রমিক দ্-বেলা পেট ভরে খেতে পারত না। শিক্ষা চিকিৎসার স্বযোগ থেকে তারা থাকত চির বঞ্চিত। কদর্য অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দিনের এই দী<del>র্ম্ব</del>-ক্ষণ ধরে হাড়ভাগ্গা খাট্রনির পর আলোহীন, বায়ু-হীন, স্যাতস্যাতে বাস্তর খুপরির মধ্যে দিনের অব-শিষ্ট সময়ট্যকু অর্থমাতের মত শ্রমিককে কাটাতে হোত। এই ছিল শ্রমিক-জীবনের রোজ নামচা। দ্রত-লয়ে বেড়ে ওঠা মার্কিন যুক্তরান্ট্রের কলকারখানার শ্রমিক সংগঠিত হতে থাকল এবং ব্যাপকভাবে এই অমার্নবিক ব্যবস্থার প্রতিবাদে গর্জে উঠল। দাবী তুলল—৮ ঘণ্টার বেশি শ্রমিককে খাটানো চলবে না। দ্বনিয়ার ক্ষাইখানা হিসাবে পরিচিত মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের চিকাগো শহরের হে সার্কেমে ১৮৮৬ সালে ১লা মে শ্রমিকের ৮ ঘণ্টার কাজের দাবীতে সুশুংখল শান্তিপূর্ণ সমাবেশকে মোকাবেলা করার জন্য সর-কারের সশস্ত্র বাহিনীর বন্দুক গর্জে উঠল। ঘামে ভেজা শ্রমিকের জামা কাপড তার ক্ষত-বিক্ষত দেহের রক্তে রাঙা হোল। শ্রমিকশ্রেণী তার জীবন উৎসর্গের মধ্য দিয়ে আমেরিকার ধ্সের-মাটিতে রক্তের অক্ষরে শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাসের এক নতুন এবং স্কৃত্র প্রসারী তাৎপর্যময় অধ্যায় সূজি করল।

তারপর আরও গর্লি চলল—আরও শ্রমিককে আত্মাহর্তি দিতে হোল—আরও রক্ত ঝরল—বিচারের নামে
তামাসা করে শ্রমিক নেতাদের ফাঁসিতে ঝ্লানো হোল।
কিন্তু যে দ্রুর্য ঝড়ের স্ভি হোল তাকে আমেরিকার
ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে সীমাবন্ধ রাখা গেল না।
শ্রমিক মানসিকতার ইথারের তরঙেগ ভর করে তামাম
"দ্বনিয়ার শ্রমিক এক হও"—কার্লমাক্স-এর এই
আহ্বানের অন্তর্নিহিত অর্থ সমস্ত শ্রমজীবী মান্
সমস্ত সন্তা দিয়ে উপলব্ধি করল। ১৮৯০ সালে স্থির
হোল বিন্বব্যাপী ১লা মে তারিখটি "মে-দিবস"
হিসাবে পালিত হবে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি

দিবস হিসাবে এই দিনটিকে প্রণ মর্যাদার সাথে পালন করা হবে।

সেই থেকে ৯০টি বংসর ধরে প্রথিবীব্যাপী শ্রমজীবী মানুষ এই ঐতিহাসিক দিনটি পালন আসছেন। শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামে ভীত মালিকশ্রেণী এবং তার সেবাদাস সরকারগর্মাল সমস্ত প্রকার দমন-পীড়নের পথ ধরে এই 'মে-দিবসের' অনুষ্ঠানকে বন্ধ করতে সম্ভাব্য সমস্ত প্রকার চেন্টা চালিয়েছে। অন্যাদকে শ্রমিক-শ্রেণীর আদর্শে অনুপ্রাণিত মানুষ বজ্বকঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে এই দিনটিকে বিভিন্ন ভাবে পালন করেছেন। ফ্যাসীবাদী দস্যুদের কারাগারে বন্দী মহান জ্বলিয়াস ফ্বচীক মে-দিবস পালন করার. লাল ঝাণ্ডা উত্তোলন করার কোন সুযোগ না পেয়ে নিজের দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে পরনের বস্তা নিজের রক্তে রাঙা করে, অন্ধকার বন্দীশালায় সেই কাপড় দুহাতে উধের তলে ধরে মে-দিবস পালন করেছেন। শ্রমিক-শ্রেণীর মারি সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, প'রিজ-বাদী ব্যবস্থাকে ধরংস করার স্বৃদৃঢ় শপথ গ্রহণ করে-ছেন। মে-দিবস পালন করার এই ধরনের অগণিত গোরবোক্জবল দৃষ্টানত শ্রমজীবী মান্বের সংগ্রামী ইতিহাসকে আরও মহীয়ান করে তুলেছে।

এবার যখন আমরা মে-দিবস পালন করছি তখন প'্রজ্বাদী পথ ধরে যে সকল দেশ চলছে সেইসব দেশগুলি এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটে হাব্যুড়ব্যু খাচ্ছে এবং এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক চরম অস্থিরতার সূষ্টি হয়েছে। কোন মতে টি'কে থাকার জন্য প'্রজিবাদীশ্রেণী এই সংকটের যাবতীয় বোঝা শ্রমিকশ্রেণীর কাঁধে তথা সাধারণ মান্বের কাঁধে চাপাবার চেণ্টায় সর্বদা ব্যস্ত थाकरह। ফলে কারখানা বन्ध, ছাঁটাই, লে-অফ, শ্রমিক সংকোচন নীতি অন্যুসরণ, শ্রমিককে দিয়ে আরও বেশি কাজ করিয়ে নেওয়া, বোনাস দিতে টালবাহানা, দ্রব্য-মূল্যসূচক সংখ্যার হিসাব জালিয়াতি করে শ্রমিককে তার পাওনা মজুরী থেকে বণ্ডিত করা—ইত্যাদি ব্যবস্থা মালিকের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। অন্যাদকে অধিক মুনাফার লোভে কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যের দাম যথেচ্ছভাবে বাড়িয়ে তোলা, শিল্পে প্রয়োজনীয় কৃষিজাত কাঁচামালের দাম খ্রাস মত কমিয়ে দিয়ে সাধারণ মান্ত্রকে দুঃখ কন্টের সহ্য সীমার শেষ প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষেরাও মুখ বুজে এই ব্যবস্থাকে মেনে নিচ্ছেন না। তারা একদিকে যেমন পেশাগত অর্থ নৈতিক দাবী-দাওয়াকে আদায় করার জন্য আরও সংগঠিতভাবে লডাই চালিয়ে

যাচ্ছেন অন্যদিকে শিক্ষায় এবং অভিজ্ঞতায় আরও
সম্ব্য হয়ে প্রমিকপ্রেণী বেশি বেশি করে উপলব্যি
করতে পারছেন যে জীবনের দ্বঃসহ জন্তা-ব্যুগা হতে
স্থায়ীভাবে নিক্ষতি পেতে হলে ঘ্ন ধরা, প'বজ পড়া
এই প'বজিবাদী ব্যবস্থাকে ধবংস করে তার সমাধির
উপর নতুন শোষণহীন, অবিচারহীন সমাজ ব্যবস্থার
পত্তন করতে হবে—এবং সেই কাজ সমাধা হতে পারে
প্রমিকপ্রেণীর নেতৃত্বে ও প্রমিক-কৃষক মৈন্তীর উপর
ভিত্তি করে ধারাবাহিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

শ্রমিকশ্রেণী আরও অধিক মান্রায় অন্ভব করতে পারছেন যে তার অধিকার সংগ্রাম, তার মুনিন্তর সংগ্রামকে বদি পরিচালিত করতে হয়—তাহলে একান্ত ভাবে প্রয়োজন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সংকট যত বাড়বে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর ধণিকশ্রেণীর, প'্রজিপতিশ্রেণীর আক্রমণ তত প্রথম হবে, স্বৈরতান্ত্রিক শন্তির মেকী গণতন্ত্র মার্কা পাতলা আবরণট্যুকু তত দুত্ অপসারিত হয়ে তার বীভংস নগন মুতি বিকট আকারে প্রকাশিত হতে থাকবে। তাই স্বৈরতান্ত্রিক শন্তির চক্রান্তকে পরাজিত ক'রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করা—তাকে আরও প্রসারিত করার কাজে শ্রমিকশ্রেণীকে অধিকতর যোগ্যতার সাথে তার ভূমিকা পালন করতে হবে। বেশি বেশি করে বিভিন্ন স্তরে গণতন্ত্র প্রিয় মান্যকে তার এই সংগ্রামের সাথী করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্বের তিন ভাগের এক ভাগ এলাকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্ব সূপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মালিক শ্রেণীর অস্তিত্ব নিশ্চিক্ত হয়েছে। সেখানকার শ্রমজীবী মানুষের কাছে 'মে-দিবস' উৎসবের আমেজ নিয়ে হাজির হয়। আরও উন্নত জীবন যাপন, আরও অবকাশ, বিজ্ঞানের আশীর্বাদ সমূহকে ব্যবহারিক জীবনে আরও অধিক পরিমাণে প্রয়োগ ক'রে জীবনকে আরও উপভোগ্য করে গড়ে তোলার কর্মসূচী গ্রহণ করাকে মে-দিবস পালন করার অ**ণ্গ হিসাবে** তারা ব্যবহার করে। বিশ্বের বাকী অংশের শ্রম**জ**ীবী মান্ত্র মে-দিবসকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণের দিন হিসাবে পালন করেন। এই দিনে দাঁডিয়ে তারা শ্রন্থার সাথে স্মরণ করেন দেশে দেশে যুগে যুগে অসংখ্য সংগ্রামে অংশ-গ্রহণকারী অগণিত শ্রমজীবী মানুষকে। নতুন করে ঘোষণা করে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতিকে—সমস্ত অংশের প্রমঞ্জীবী মানুষের মূল লক্ষ্য অভিন্ন, আদর্শ এক, বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের মূল স্লোতধারার তারা অবিচ্ছেদ্য অংশ, মূলধন ছাড়া তাদের হারাবার কিছ্, নাই জয় করার জন্য আছে তামাম দুনিয়া।

[শেষাংশ ৪ পৃষ্ঠায় ]

## জাতীয় সংহতি সৃদৃঢ় করতে আসাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন

প্রার এক বছর হ'ল আসাম সহ সারা উত্তর পূর্বাঞ্জের রাজ্যগ্রিলতে অংব্দোলনের নামে বে সমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে তাতে করে সারা ভারতবর্বের মান্বের মনে প্রশ্ন উঠতে শ্রুর্ করেছে ভারতবর্বের ঐক্য, সংহতি রক্ষা করা যাবে তো?

এই সব জ্বলম্ত প্রশ্ন সামনে রেখে গত ২২শে এবং ২৩শে এ**প্রিল ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা** এক সর্বভারতীয় আলোচনা সভার মাধ্যমে সর্বভারতীয় স্তরে বর্তমানে দেশের এক গরেতের সমস্যার সমাধানসূত্র বের করার চেণ্টা করেছেন। দ্র' দিন ব্যাপী এই আলোচনা সভাতে পশ্চিমবণ্গ তথা সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। দিল্লী বোম্বাই, মাদ্রাজ, মাদ্ররাই, আলিগড়, সিমলা ভুবনেশ্বর, ত্রিপারা, হরিয়ানা সহ বিভিন্ন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ত-ছাত্রীরা যেমন এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তেমনি উপস্থিত ছিলেন হায়দু,বাদ, উত্তরবংগ, কল্যাণী, রবীন্দ্রভারতী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ এবং বি. জি. ভাগিসি, রণজিৎ রায়, বিবেকানন্দ মুখে।পাধ্যয়. অনিল বিশ্বাস প্রমুখ বিশিষ্ট সাংবাদিক বর্গ। এছাডাও অম্রদাশংকর রায়, অমলেন্দ্ গৃহের মত বৃন্ধিজীবীরা যেমন তাদের মূল্যবান মতামত রেখেছেন, অন্যাদিকে জ্যোতি বস্তু বিশ্বনাথ মুখাজী, সৌরীন ভট্টাচার্য্য, প্রিয়রঞ্জন দাসমুল্সী, ভোলা সেন, সতাসাধন চক্রবতী, সাইফ্রন্দিন চৌধুরী সহ অনেক রাজনৈতিক নেতৃব্নদও তাদের বস্তব্য রাখেন। আসামের বিশিষ্ট ছাত্তনেতা হীরেন গোগই এবং গোহাটী বিশ্ববিদ্যা**লয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রধান ডঃ হীরেন** গোয়াইন বিশেষ আমন্দ্রিত হিসাবে উপস্থিত থেকে বর্তমান সমস্যার পটভূমিকা এবং সমাধানের উপায় সম্পর্কে তাঁদের স্কুচিন্তিত মতামতে আলোচনাকে সমৃন্ধ করেন।

২২শে এপ্রিল জনাকীর্ণ শতবার্ষিকী হলে আলোচনা সভার উন্বোধন করে স্দীর্ঘ ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় ম্খ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বস্ব বলেন—

আসামের সমস্যা গ্রহ্তর আকার ধারণ করেছে। শ্র্ধ্মাত্র প্রশাসন দিরে এই সমস্যার সমাধান করা থাবে না। চাই
রাজনৈতিক সমাধান। অবশ্য জনসাধারণের নিরাপত্তা এবং
অত্যাবশ্যক পণ্য চলাচলের মত করেকটি বিষয়ে প্রশাসনকে
কাজে লাগাতেই হবে কিন্তু রাজনৈতিক সমাধানে আর গড়িমাস করবার সময় নেই। অনেক দেরী হয়ে গেছে। একমাত্র
প্রধানমন্ত্রীর পক্ষেই রাজনৈতিক সমাধানের দায়িত্র নেওয়া
সম্ভব। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে আমরা বারে বারে
প্রধানমন্ত্রীকে সর্বপলীর বৈঠক ডাকার কথা বলেছি। ঐ বৈঠকে
যারা আন্দোলন করছেন তাদেরও ডাকা হোক।

আসামের আন্দোলন জাতীয় অর্থনীতিরও যথেণ্ট ক্ষতি করছে। ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যেরও অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। ছ' হাজার উত্তাসত পরিবার এই রাজ্যে আগ্রয় নিয়েছেন। তাদের

ফিরিরে নেবার জন্য আমরা বারে বারে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি। কিন্তু কেন্দ্র এখনও কোন সাড়া দেয়নি।

আসামের ছাত্ররা আমায় তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক না গলানোর পরামর্শ দিয়েছেন। এ এক আশ্চর্য কথা! ওরা বলবেন আসামের তেল আস'মের জন্য---অথচ তার প্রতিবাদ করতে পারব না। আমরা যদি বলি পশ্চিমবাঙ্লার করলা, লোহা কেবল মাত্র পশ্চিমবাঙ্লার জন্য তাহলে জাতীয় সংহতি কি করে থাকবে? আমরা ঐসব কথা বলতে পারিনা। আমাদের রাজনৈতিক সচেতনতা আছে। আম'দের রাজ্যে সংগঠিত শিশপ শ্রমিকদের শতকরা মাত্র চল্লিশ ভাগ বাঙালী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকদের সঞ্গে তাদের প্রীতির সম্পর্ক কথনও নদ্ট হয়ন। তারা ঐক্যবম্ব-ভাবে সাধারণ শত্র--পশ্রজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছেন।

তিনি দৃঢ়তার সংখ্য বলেন—এইরকম আলোচনা সভার মাধ্যমে ব্যাপক জনমত সৃণ্টি করে ভারতবর্ষের ঐক্য, সংহতি এবং অগ্রগতির স্ব'থে দৃতে আসাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করতে হবে।

আলে চনাচক্রের আন্পানিক উদ্বোধন করতে গিরে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোন্দার বলেন, আসাম সমস্যার উপর এই অ'লোচনা প্রমাণ করে যে এই রাজ্যের শিক্ষা জগত অংগলিকতা, বিচ্ছিন্নতা, সাম্প্র-দায়িকতা, প্রাদেশিকতা থেকে সম্পূর্ণ মৃত্ত।

হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপত উপাচার্য শ্রীশিবকুমার এই অন্প্রানে বস্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন—শ্বধুমার কলক।তা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই ধরণের আলোচনা সভা হওয়া দরকার যাতে করে শ্ভব্দিধ সম্প্র মান্য এক-ষোগে এই ধরণের বিচ্ছিন্নতাবাদের বিবর্দেধ সোচার হ'তে পারে।

স্প্রীমকোর্টের আইনজীবী গোবিশ্দ মুখোটী কলেন—বহুভাষাভাষীর দেশ এই ভারতবর্ষে আসামের মত দাবি উঠতে শ্রুর করলে জাতীয় ঐক্য বলে কিছু থাকবে না। দেশ ভেঙে ট্রুকরো ট্রুকরো হয়ে যাবে। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি নাগরিকের অধিকার আছে দেশের যে কোন অগুলে বসবাস করার কিন্তু আসামের বর্তমান আন্দোলন নাগরিকদের এই অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে, যা গণতশ্রের পক্ষে বিপদ্জনক। স্কুতরাং সমস্ত গণতাশ্রিক চেতনাসম্পন্ন মান্ত্রকে এর বির্দেধ সোচ্চার হতে হবে।

বিশিষ্ট সাংবাদিক বি. জি. ভাগিস বলেন যে, আসামের বিদেশী নাগরিক সংক্লান্ত প্রশ্নটিই বিদ্রান্তিকর। আলাপ আলেন্ডনার মধ্যে দিয়ে এই বিদ্রান্তি দ্র করে একটা স্কুঠ্ব সমাধানে আসতে হবে।

অপর এক সাংবাদিক রণজিং রায় বলেন, নাগরিক প্রশেন নেহর,-লিয়াকত চুক্তি এবং ইন্দিরা-মৃজিব চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আসামের বর্তমান আন্দোলন অত্যন্ত অন্যায়। কেন্দ্রীর সর-কারকে ঐ দৃই চুক্তিকে সামনে রেখে সংবিধান সম্মতভাবে নাগরিক প্রশেবর মীমাংসা করতে হবে।

আসামের ছাত্রনেতা হীরেন গোগই বলেন—আসামের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ। আসামের গণতান্ত্রিক আন্দোলন যখন ব্যাপক আকার ধারণ করতে চলেছে তখন মানুষের দৃণিতকৈ অন্যাদিকে ফিরিয়ে দেবার কৌশল হিসাবে এই আন্দোলন শ্রুর হয়েছিল। আজকে তা সংকীর্ণ প্রাদেশিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। এর সপ্ণে ব্রুভ হয়েছে বিদেশী শক্তি। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মানুষদের উপর আক্রমণ হচ্ছে সেখানে। কিন্তু শত আক্রমণ অপপ্রচার সত্ত্বেও আসামের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ, বামপন্থী রাজনৈতিক দলগানিল এই বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাছেছ।

দিল্লীর জওহরলাল নেহর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে. পি. দেশপান্ডে বলেন—এই আন্দোলন হিংসাত্মক, ভ্রাত্-ঘাতী। এ এক বিপজ্জনক বৈশিষ্ট। ভারতের ঐক্য, সংহতির

প্রতি এই আন্দোলন চরম আঘাত স্বর্প।

পশ্চিমবংগ আর্স কংগ্রেসের সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাসম্শুসী
তার ভাষণে বলেন—আমাদের এই সমস্যা সমাধানের সূত্র
খ'ুজে বের করতে হবে। লোকসভার মধ্যবতী নির্বাচনে
ইন্দিরা কংগ্রেস আসামে বিদেশী ভোটারের ধ্রা তুলে
মংগলদইতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শ'ুর্ করে। পরে তার
পেছনে বিদেশী শক্তি যোগ দেয়। এই আন্দোলনের পেছনে
সিয়া টাকা ঢালছে। ওয়াল্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিসের হাত
আছে এই আন্দোলনের পেছনে। নাগরিক প্রশেনর সৃষ্ঠ্
মীমাংসা করে প্রকৃত সমাধান সূত্র খ'ুজে বের করতে জাতীয়
শতরে একটি কমিটি গঠন করা দরকার। তাতে সমস্ত রাজ্ঞনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিতে হবে। তারা গোটা ব্যাপারটা
পর্যালোচনা করে পার্লামেন্টের কাছে একটা রিপোর্ট পেশ
করবেন। তার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার সিম্পান্ত নেবেন।

দ্বিতীয় দিনের আলোচনার শ্রুরেতেই বলতে ওঠেন গোহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রধান ডঃ হীরেন গোয়াইন। তিনি তাঁর লিখিত বন্তব্যের মধ্যে আসামের সমাজ-অর্থনৈতিক অকস্থার অতীত এবং বর্তমান পটভূমি বিশেলষণ করেন। তিনি বলেন আসামে বাম এবং গণতানিত্রক **শ**ক্তির দর্বলতার জন্যই এই রকম উগ্র প্রাদেশিকতার নীতিতে পরি-চালিত আন্দোলন দানা বাধতে পেরেছে। এই আন্দোলন বাম এবং গণতান্দ্রিক শক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছে। তিনি তথ্য দিয়ে ব্বিয়ে দেন যে আসামে বহিরাগতদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে একথা ঠিক নয়। আসামের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। অসমীয়া ভাষাও অত্যদত উন্নত। কিন্তু অসমীয়াদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বহিরাগতরা নন্ট করে দেবে, এই আশংকা অম্লক। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যেও অন্য রাজ্যের লোকেরা বাস করছে। আসঙ্গে গোটা দেশ জ্বড়ে যে অনগ্রসরতা তাকে দরে করতে আন্দোলন করতে হবে এবং তা হবে ঐক্যকশ্ধ-ভাবে। কোন একটি রাজ্যে বিচ্ছিন্নভাবে সে আন্দোলন চলতে পরে না। কিল্তু আসামে তা না হয়ে অন্দোলনকারীরা সংখ্যা-লঘ্দের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। বামপল্থী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে আক্রমণ করছে। জ্যোতি বস্তুর কুশপত্তেলিকা পোড়াচ্ছে। আর এসবে মদত দিচ্ছে সেখানকার একটেট্রা প্রিজপতি-

গোষ্ঠী। এই রক্ষ একটা প্রতিক্র অবস্থার মধ্যে দীড়িরেও আসামের বাম এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগ্রিল উগ্রজাতীরতাবাদ, প্রাদেশিকতা এবং আঞ্চলিকতাবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ে প্রতায়ে অভিযান চালিরে যাছে।

দ্বাদিনের আলোচনা সভাতে মোট প্রায় চল্লিশ জন বন্ধা তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশের বন্ধব্য থেকে যে কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে তা হ'ল—আসাম সমস্যাকে রাজ্ঞানিক উপায়ে সমাধান করতে হবে। বিদেশী প্রশ্নে একান্তর সালকে ভিত্তি হিসাবে ধরে নেহর্ন্নলিয়াকত এবং ইন্দিরাম্বাজিব চুক্তি অনুযায়ী সংবিধান সম্মতভাবে নাগরিক প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে। বিচ্ছিয়তাবাদের বির্দেধ ব্যাপক এবং ঐক্যবন্ধ আন্দোলন সায়া ভারতবর্ষব্যাপী গড়ে তুলতে হবে।

প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সোমনার কমিটির তরফ থেকে সাধারণ সম্পাদক মানবেন্দ্র মুখান্ত্রী আলোচনা সভাতে 'আসাম সমস্যা ও জাতীয় সংহতি' শীর্ষক একটি কার্যকরী দলিল উপস্থাপিত করেন।

সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আসামের শিল্পীদের পরি-বেশিত সংগীতানুষ্ঠানকে সমবেত গ্রোত্মণ্ডলী বিপ্লেভাবে অভিনন্দিত করেন।

—নিজস্ব প্রতিনিধি

#### [ সম্পাদকীয়: ২য় প্রতার শেবাংশ ]

তাই মে-দিবসের অমোঘ আকর্ষণে আরুণ্ট হয়
সমসত স্তরের লড়াকু সাধারণ মান্য। যে দেশে ক্রমবন্ধমান বিভীষিকাময় বেকারীর তীর দংশনে যুব
জীবন নণ্ট হতে থাকে, যেখানে স্জনশীল শক্তিমান
যুব সমাজের এক বিরাট অংশের কাছে জীবনটা এক
দ্বিসহ বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়, যে দেশের
যুব শক্তির প্রতিভার যথোপযুক্ত স্ফুরণের স্যুযোগ
অকল্পনীয়ভাবে সীমাবন্ধ—সেখানে মে-দিবস যুবসম্প্রদায়কে হাতছানি দিয়ে জীবন-সংগ্রামের সমাধানের
সঠিক পথে আহ্বান করে। সেই জন্য বিশ্বের লক্ষ্
কোটি মান্যের কপ্টে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও মেদিবসকে স্বাগত জানাই, বরণভালা সাজিয়ে আমরাও
মে-দিবসকে বন্দনা করি। স্কু-স্বাগ্তম মে-দিবস।
জয়তু মে-দিবস।

## রবীক্রনাথঃ বিভেদপন্থা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে

রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে একটি স্থাপ্রতিম দৃষ্টানত।

উজ্জ্বলতম-জাতীর এবং আন্তর্জাতিক ভাব-আন্দোলনের
ক্রেও। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা—সারা দেশে তখন
ক্রাতীয়তার নামে প্রবল প্রাচ্যাভিমান বা হিন্দ্-ঐতিহ্যের
গ্নর্খানপর্ব। রবীন্দ্রনাথও সেই আন্দোলনে মেতেছেন।
কিন্তু এ সর্বনাশা সংকীর্ণ ঝোঁক বোর্শাদন স্থায়ী হয়নি। তাই
স্থাজদের উন্দেশে বললেন:

তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ ভেপ্পেছ মাটির আল, তোমরা আবার আনিছ বপ্গে উদ্ধান স্লোতের কাল।

১৯০৫-এর বংগভংগ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের অন্য চেহারা। তিনি প্রোমান্নায় চারণ। স্বদেশী গানে, প্রবন্ধে ও কবিতার রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক নেতাদের চেয়ে মণন, অধিকতর বাসত।

এবার ফিরাও মেরে' কেবল কবির নয়, স্বদেশী যুগের 
ভারতবর্ষের প্রার্থনা। পর-পর স্বদেশে বিদেশে অনেক ঘটনা 
ঘটছে। কবিতা রচনার পক্ষে সে-সব খবর জানা এবং সেগ্রলির 
তাংপর্য বুঝে উদ্দীপিত হওয়া মোটেই অপরিহার্য ছিলনা। 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সর্বমানবের কবি। যেখানেই সংকীর্ণতা, 
প্রবলের অত্যাচার, ন্যাশনালিজমের নামে বর্বরতা, বর্ণ-বৈষম্য 
জাতিবৈষম্য এবং পরস্পর হানাহানি সেখানেই কবির প্রতিবাদী 
কঠ মুখর।

বালগণ্গাধর তিলকের কারাদণ্ড, সাম্রাজ্যবাদী দমননীতি, কার্জনের শিক্ষাসংকোচ, বঙ্গাভঙ্গা ভাষা-বিচ্ছেদ পরিকল্পনা. আফ্রিকার ইংরেজ সাম্বাজ্যবাদের নির্লেজ নিণ্ঠ্রেতা ব্রুর य्य, त्रान-काशान याच्य त्रवीन्त्रवाञ्चिष्टक गाणीत्रकारव आरमा-লিত করে। 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' রাজনীতির ন্বিধা অপমানের প্রতিকার সমস্যা প্রভৃতি প্রবন্ধে মনীষী রবীন্দ্রনাথকে সম-কলের সংকীর্ণতা থেকে আশ্চর্য রকম মন্ত্র থাকতে দেখি। ম্পদেশী সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে তিনি হিন্দ্র-ঐতিহা-বদের শ্বারা অংশত প্রভাবিত হলেও প্রধান ঝেকিটা ছিল দশের শতকরা নব্বইজনের পক্ষে। স্বদেশীসমাজ পল্লীসমাজ পদ্মীপ্রকৃতি এবং সংস্কার সমিতির গঠনতন্ত্র ও সংকল্পবাক্য <sup>রুচনা</sup> কেবল দেশকমী রবীন্দ্রনাথের কাজ নয়। তিনি বস্তৃত শ্বদেশ-সাধনার এই পর্বে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক। কিন্তু তখনও তিনি একাধারে বাঙালীর কবি, ভারতের <sup>ক্বি</sup> এবং **কবি-সার্বভৌম। অখণ্ড** বাংলা ও ভারতের সব শামাজিক অসম্যে ও বিচ্ছিনতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বরুবর मत्त्र প্রতিবাদ জানিরেছেন। হিন্দ্-ম্সলমান সমস্যা. অস্থাতা, জাতিভেদ, কৃষকবিদ্রোহ, মোপলাবিদ্রোহ অসহযোগ. ব্যক্ট-আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা আন্চর্য-<sup>র্কম</sup> প্রগতিশীল। তাঁর দৃষ্টি বে কত দ্রপ্রসারী তার কয়েকটি निमर्गन अथारन छेट्टाथ करा खर् शाह्न।



স্বদেশী যুগের ভাবস্পাবনের মধ্যেও ইংরেজীয়ানা অনেকথানি ছিল। তাই কবিকপ্তে ধিক্কার শোনা যায় ঃ 'দ্বঃসাধ্য, তব্ব
মনের আক্ষেপ স্পদ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়া বলা আবশ্যক।
.....ইংরাজের কাছে আদর কুড়াইয়া কোন ফল নাই, আপনাদের
মন্বাছকে সুচেতন করিয়া তোলাতেই যথার্থ গৌরব।' 'সম্মান
বঞ্চনা করিয়া লইব না, সম্মান আকর্ষণ করিব।'

১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে তাঁর সার ছিল। বস্তুত অসহযোগের মধ্যে যে 'আত্মনির্মাণ' জাতি-নির্মাণ এবং স্বদেশী শিক্ষার ভিত্তিনির্মাণের মহতী সম্ভাবনা তিনি দেখেছিলেন, তাকেই সর্বশক্তি দিয়ে বাস্তবে রপোয়িত করতে চেয়েছিলেন। 'উত্তেজনার হাত থেকে আমিও নিক্কতি পাইনি-এ উদ্ভি ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিত। এসব কথা কম-বেশী পরিচিত। কিল্ত কেন তিনি এই অসহযোগের উত্তেজনার পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন, সেটিই আমাদের আলোচ্য। অনেকের মতে, কবির স্টি-কল্পনা কর্মাযজ্ঞের তাড়নার ব্যাহত হচ্ছিল বলেই আপন কবিধর্মের তাগিদে জনারণ্য থেকে 'বিদায়' নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনের 'নীল-নির্জানে' ফিরে গেছেন। কিন্তু আঙ্গল কথা অন্য। বয়কটের নামে জবরদহিত বোদবাই-আমেদাকাদের কোটিপতিদের স্বার্থরক্ষা, হিন্দ্র-মুসলমানের মধ্যে ক্রবধান ও বিরোধ বৃদ্ধি তাঁকে পাঁড়িত করেছিল। সাম্প্রদায়িকতার বিষ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের মনের পারে বরাবর ঢালতে চেণ্টা করেছে। সে তার শ্রেণীস্বার্থে। কিন্তু আমাদের মনের মধ্যেই কোথাও একটা প্রস্তৃতি ছিল। নইলে এত তাড়াতাড়ি এত বেশি রক্তপাত হতনা। ইংরেজী শিক্ষিত কয়েকজন এবং দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে যে গভীর বিচ্ছেদ, হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ, স্পূশ্য ও অস্পূণ্যে বিভেদ —এ সবই আমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দিরেছে। ইংরেজী শিক্ষিত Elit গোষ্ঠী এবিষয়ে অবহিতও ছিলনা। তাই তাঁর ধারণা যথার্থ : 'বিলাতীদ্রব্য ব্যবহারই দেশের চরম আহিত নহে, গ্রেবিচ্ছেদের মতো এত বড় অহিত আর কিছু

পূর্বে আমরা যে তিনটি সমাজের কথা বলেছি, সেগ্রালর গঠনতদ্ম থেকে কিছু অংশ উম্পৃত করলেই বিভেদপন্থা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বির্দেশ কবির সতর্ক চেতনার পরিচয় পাওরা যাবে।

#### (১) স্বদেশী সমাজ

- ১। আমাদের সমাজের ও সাধারণত ভারতব্যারি সমাজের কোনপ্রকার সামাজিক বিধিব্যবস্থার জন্য আমরা গভর্নমেন্টের স্মরণাপার হইব না।
- ত। কর্মের অন্রোধ ব্যতীত বাঙালীকে ইংরাজীতে পর লিখিবনা।
- ৪। ক্লিয়াকর্মে ইংরেজীখানা, ইংরেজী সাজ, ইংরেজী বাদ্যা, মদ্য সেবন এবং আড়েন্বরের উদ্দেশে ইংরেজ-নিমন্ত্রণ বন্ধ করিব। যদি বন্ধান্ত বা অন্য বিশেষ কারণে ইংরেজ-নিমন্ত্রণ করি, তবে তাহাকে বাংলা ইনীতিতে খাওয়াইব।
- ৫। যতদিন না আমরা নিজে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপন করি, ততদিন বথাসাধ্য স্বদেশীচালিত বিদ্যালয়ে সম্তানদিগকে পড়াইব।

- ৬। সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে বদি কোনপ্রকার বিরোধ উপস্থিত হয় তবে আদালতে না গিয়া সর্বাত্র সমাজনিদিশ্টি বিচার-ব্যবস্থা গ্রহণ করিকার চেষ্টা করিব।
- ৭। স্বদেশী দোকান হইতে আমাদের ব্যবহার্য দ্রব্য ক্র্য়

#### (২) পল্লীসমাজ

- ১। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও সম্ভাব সংবর্ধন এবং দেশের ও সমাজের অহিতকর বিষয়গ্নিল নির্ধারণ করিয়া তাহার প্রতিকারের চেন্টা।
- ३। त्रर्राश्चकात्र श्रामार्गियाम-वित्रम्यःम त्रामिरःगत म्वाता सौमारता।
- ৩। স্বদেশ শিলপজাত দ্রব্য প্রচলন এবং তাহা স্লভ ও সহজপ্রাপ্য করিবার জন্য ব্যবস্থা এবং সংধারণ ও স্থানীয় শিলপ-উন্নতির চেন্টা।
- ৪। উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন করিয়া পল্লীসমাজের অধীনে বিদ্যালয় ও আবশাক মতো নৈশ বিদ্যালয় প্থাপন করিয়া বালক-বালিকা সাধারণের স্বৃশিক্ষয় বাবস্থা।
- ৫। বিজ্ঞান ইতিহাস বা মহাপরের্বদিগের জীবনী বাখা।
  করিয়া সাধারণকে শিক্ষাপ্রদান ও সর্বধর্মের সারনীতি সংগ্রহ করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার ও
  সর্বতোভাবে সাধারণের মধ্যে স্বনীতি ধর্মভব
  একতা স্বদেশান্রাগ বৃশ্ধি করিবার চেন্টা।
- ৮। আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বা খামার স্থাপন ও তথায় যুবক বা অন্য পল্লীবাসীদিগকে কৃষিকার্য বা গে-মহিষাদির পালন দ্বারা জীবিকা-উপার্জনোপযোগী শিক্ষাপ্রদান ও কৃষিকার্যের উল্লোভসাধনের চেটা।
- ৯। দ্বভিক্ষ নিবারণার্থে ধর্মগোলা স্থাপন।
- ১০। পদ্লীর তত্ত্বসংগ্রহ: অর্থাৎ জনসংখ্যা, স্থা, প্রেক্ষ বংলক বালিকার সংখ্যা, বিভিন্ন জাতির সংখ্যা, গ্রসংখ্যা, জল্ম-মৃত্যুর সংখ্যা, অধিবাসীগণের স্থানত্যাগ ও ন্তন বসতি, বিভিন্ন ফসলের অবস্থা, কৃষির ও বিভিন্ন ব্যবসার উন্নতি-অবনতি, বিদ্যালয়, পাঠশালা ও ছাত-ছাত্রী সংখ্যা, ম্যালেরিয়া (জ্বর) ওলাউঠা, বসন্ত, অন্যান্য মহামারীতে আক্রাত রোগাঁর ও ঐসব রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ও পল্লীর প্রাব্ত ও বর্তমান উন্নতি ও অবনতির বিবরণ ও কারণ ধারাবাহিক রূপে লিপিবন্ধ করিয়া রাখা।
- ১৪। জেলার জেলার, পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে, পরস্পরের মধ্যে সম্ভাব সংস্থাপন ও ঐক্যসংবর্ধন।

#### (৩) সংস্কার সমিতি ১৯৩১

#### जामना हारे

বহুক ল ধরিয়া অ.ম'দের দেশ পরাভবের পথে চ'লিয়াছে।
আমাদের সমাজে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরুপর ব্যবহারে
উপেকা ও অসম্মান এই সাংঘাতিক দুর্গতির কারণ। এইজনাই
মহাদ্যা গাল্ধী মৃত্যুপণ করিয়া তপস্যার বসিয়াছেন। সম্প্র

দেশবাসীরও প্রাণপণ করিয়া এই অপরাধ দরে করিবার চেম্টা করা উচিত।

**এখন অবিলন্দের আমাদের এই করেকটি রত গ্রহণ** করিতে হইবে—

- ১। কাহাকেও আমরা সামাজিকভাবে হীন মনে করিব না, বা অস্পৃশ্য করিয়া রাখিব না। সকল জাতিকেই আমাদের জল-চল করিয়া লইতে হইবে।
- ২। সাধারণের মন্দির, প্রভার প্থান ও জলাশয় সকলের জন্যই সমানভাবে উন্মন্ত হইবে।
- ৩। বিদ্যালয়, তীর্থ ক্ষেত্র, সভা সমিতি প্রভৃতিতে কোধ:ও কাহারও আসিবার কোনো বাধা থাকিবেনা।
- ৪। কাহারও জ্ঞাতি লক্ষ্য করিয়া আত্মসম্মানে আছ ত দিবার অন্যায় ব্যক্তথা সমাজে থাকিতে দিবনা।

#### जाबारेपर काल

হিন্দ্র সমাজ হইতে অপ্শাতা দরে করা, দ্র্গতদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, পরস্পর শ্রম্থা দ্বারা সর্বশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধকে সত্য করা, জনসাধারণের মধ্যে আত্মশ্রেণাও অাত্ম-শান্ত উদ্বোধন করার উদ্দেশে বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতন পল্লী-সেবা কিন্তাগের ভিতর দিয়া বহুদিন যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছে।....এখন হইতে...বিশ্বভারতীতে সংস্কার সমিতি স্থাপিত হইল।

সংস্কার সমিতির কার্যধারা মোটাম্টি এইরূপ

#### ১। পল্লীসেবা

- ক) কেন্দ্রীয়সভার অধীনে স্বাবধামতো অন্যান্য স্থানেও
   কয়ের্কটি গ্রাম লইয়া এক একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপন কয়া হইবে।
- (খ) ঐ শাখাকেন্দ্র হইতে পারিপান্থিক গ্রামসম্হে সংস্কার সমিতি গড়া এবং তাহার অধীনে হরিসভা স্থাপন করিয়া তাহাতে সংতাহের নির্ধারিত দিনে কীর্তন, পাঠ, কথকতা এবং সংবাদপত্র হইতে দেশের ও তংগ্রসণেগ নিজ গ্রামের অক্ষথা পর্যাদেশালা। দ্বর্গতিদের খনিষ্ঠ সহযোগে, তাহাদেরই সেবার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, গ্রামে দিবা ও নৈশ্বিদ্যালয় গ্রন্থাগ র, স্বাস্থা ও সেবা-সমিতি, রতীদল, সালিশী-পঞ্চায়েং সমবায় সমিতি পরিচালনা, মৃষ্টিভিক্ষাসংগ্রহ, আবাস পরিংকরণ এবং রাস্তাঘাট সংস্কার।

#### ২। আবাসিক শিক্ষা

কিনা দক্ষিণার শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে দুর্গতদের ছেলে রাখিরা অন্যান্য ছান্তদের সহিত সমভাবে শিক্ষা দিরা হাংসাদের মধ্য হইতেই সমিতির ভাষী কমী ও কেন্দ্র-পরিচালক তৈরি করা।

#### ৩। ব্যাপকভাবের প্রচার এবং সংঘ-সংগঠন

প্রচারকার্বের পরিভ্রমণের সঞ্গে সংগ্য নানাস্থানে সংস্কার
সমিতির শাখা স্থাপন। তন্দ্রারা স্থায়ীভাবে অস্পৃশ্যতাপরিহার ও শিক্ষার প্রসারে দুর্গতিদের সামাজিক অধিকার
ব্নিষর প্রচেন্টা। দুর্গতিদের সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষাসম্বন্ধীর উন্নতির পথে যে-সকল অন্তরার আছে, তাহার
প্রতিকার।

আমরা দেশবাসীদিগকে অস্পূশ্যতা দরে করিবার জন্য

দেশের সর্বত এইর্প স্থায়ী কাজের অনুষ্ঠান গড়িতে আহ্বান ক্রিতেছি।...

এই সংস্কার সমিতি বিষয়ে ইংরেজি ও বাংলায় কবির স্বাক্ষরিত অবেদন (১৫ই অন্ত্রাণ ১৩৩৯, ১লা ডিসেম্বর ১৯০২) 'Mahatmaji and the Depressed Humanity' শীর্ষ ক পর্নিতকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে লেখা from the sale of this book will go to the সংস্কার সমিতি, বিশ্বভারতী, for helping in its work of removing untouchability' অস্পুনাতা, হরিজনদের ওপর অত্যাচার গান্ধীর অনশন সম্পর্কে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ প্রাল,প এই পর্নিতকার বিষয়। বলা বাহরে। অম্পূশ্যতার প্রদেন গান্ধী-পর্দাতির সংখ্যে তাঁর অচিরেই মতান্তর ঘটেছিল। চরকার ওপর অতিমান্তায় জোর দিলে যদি গান্ধী-অন্মিত ৫০,০০০ ট কার সাশ্রয়ও হয়, তাতেও কুষ্কের অধিকারের সীমা বাড়ছে না, তার সীমাহীন দারিদ্রা ও সামাজিক নিপীভূনও দ্রে হচ্ছে না। প্রতি বছর ক্য়েকদিন ভা<del>গি</del>য়-कर्लानिट वात्र कदलहे त्रमत्राद त्रमाधान हयूना। द्रवीन्त्रनाथ গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্ব, কৃষিজীবী জনগণ ও বঃ দ্বিজীবী মানুষের মানসিক বিচ্ছেদের সমস্যাকে প্রায়-আধ্রনিক সমার্জবিদের দ ষ্টিতে দেখেছেন। তার পরিকল্পনাগর্বালও অনেকাংশে 'ইউটোপিয়ান'। তবু তিনি সমস্যার গভীরে পে**ণচেছিলেন**। অতদরে আর কোন দেশনেতার দ্রান্টি পড়েনি। যৌথথামার, ধর্মগোলা, দুভিক্ষ ও জলকণ্ট নিবারণ, মহামারী প্রতিষেধ, সমবায়া ব্যাংক ও সমবায় সমিতি, ব্রতিশিক্ষার দ্বারা ষ্থার্থ আধ্বনিক সমাজকল্যাণ পৰ্দ্ধতিরই ইণ্গিত দেওয়া হয়েছে। কীর্তন, পাঠ এবং কথকতার সঙ্গে প্রচীন সমাজের প্রনর খানের যোগ আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা এবং পল্লীসমাঞ্জ-উন্নয়ন ভাবনার সংখ্য এগর্নলকে মিলিয়ে দেখতে হবে। পাঠ ও কথকতা লোকশিক্ষার অপরিহার্য অঙগ। নৈশ ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের পক্ষেও কার্যকর। লক্ষণীয় যে, সমবায়ের দ্বারা গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা লাহোর কংগ্রেসের নেতারা ভা**ৰতে প'রে**ননি। 'কাহাকেও আমরা সামাজিকভাবে হীন মনে **করিবনা বা অম্পূশ্য করি**য়া রাখিব না।'—এই কথায় আন্তরিক বিশ্বাস এখনো অনজিত।

সংস্কার সমিতির গঠনতাকের পরিপ্রেক্ষিতে 'প্রনণ্ট' কাব্যপ্রশেষর শ্রহি, স্নান-সমাপন, প্রেমের সোনা রং রেজিনী, প্রথম প্রেলা বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে। কবিতাগ্রনি পরিচিত, তাই এখানে উন্দৃতি বর্জন করা হল। কিন্তু কীপ্রবল গণমুখী মানবপ্রেম সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রসাহিত্যে উচ্ছ্রিসিত হয়ে উঠেছিল, সেদিকে দৃতি আকর্ষণ করতে চাই।

'**একজন লোক' ক**বিতার অংশ উন্ধার করা হল।

আধ বুড়ো হিন্দুপ্থানি
রোগা লম্বা মানুষ,
পাকা গোঁফ, দাড়ি-কামানো মুখ,
শুকিয়ে-আসা ফলের মতো।
ছিটের মেরজাই গায়ে, মালকোঁচা ধ্তি,
বাঁ কাঁধে ছাতি, ডান হাতে খাটো লাঠি,
পায়ে নাগরা, চলেছে শহরের দিকে।

সেও আমার গেছে দেখে
তার জগতের পোড়ো জমির শেব
সেখানকার নীল কুরাশার মাঝে
কারো সঙ্গো সম্বন্ধ নেই কারো
কেখানে আমি—একজন লোক।

একই দেশে একই সমাজের দ্বই শ্রেণী, পরস্পর বিচ্ছিন।
আমদানীকরা শিক্ষার এমনই প্রভাব। এই এলিটীয় জীবন এবং
আশিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বেড়েই চলেছে। রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে 'অম্থানে' বা 'একজন লোক' বিখ্যাত উপলখণ্ড
নয়: কিন্তু নতুন মূল্যেবোধের বিশিষ্ট নিদর্শন।

এইসব বিভেদ, বিচ্ছেদ থেকে মৃত্তির জন্য কবি ডাক দিরেছিলেন ব্রসমাঞ্চকে।

'আমাদের দেশে অন্ধকার রাতি। মান্বের মন চাপা পড়েছে। তাই অব্নিখ, দুর্বনিখ, ভেদব্নিখতে সমস্ত জ্ঞাতি পাঁড়িত। আশ্ররের আশার অন্পমাত্ত বা-কিছ্নু গড়ে তুলি, তা নিজেরই মাথার উপরে ভেঙে তেঙে পড়ে। আমাদের শ্ভ চেন্টাও খণ্ড খণ্ড হয়ে দেশকে আহত করচে।

'এই যে পাপ দেশের ব্বের উপর চেপে তার নিঃশ্বাস রোধ করতে প্রবৃত্ত, এ-পাপ প্রাচীন ব্বেগর, এই অব্ধ বার্ধক্য যাবার সমর হল। তার প্রধান লক্ষণ এই বে, সে আজ নিদার্গ দ্বর্ধোগ ঘটিরে নিজেরই চিতানল জন্মালরেছে। এই উপলক্ষ্যে আমরা যতই দৃঃখই পাই মেনে নিতে সম্মত আছি, কিন্তু আমাদের পরম বেদনার এই পাপ হরে বাক নিঃশেষে ভস্মসাং।

'আজ অন্ধ অমারাচির অবসান হোক তর্ণদের নব জীবনের মধ্যে। আচারতেদ, স্বার্থভেদ, মতভেদ, ধর্মভেদের সমস্ত ব্যবধানকে বীরতেজে উত্তীর্ণ হয়ে তারা দ্রাত্প্রমের আহ্বনে নবয্গের অভ্যর্থনায় সকলে মিলিত হোক। যে-দূর্বল সেই ক্ষমা করতে পারেনা, তার্ণ্যের বলিষ্ঠ ঔদার্থ সকল প্রকার কলহের দীনতাকে নিরস্ত করে দিক, সকলে হাতে হাত মিলিয়ে দেশের সার্বজনীন কল্যাণকে অটল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করি।'



বিষ্কৃপরে ১নং রক যুব উৎসবে প্রেব্দের উচ্চ-সম্ফন প্রতিযোগিতার সম্ফনরত জনৈক প্রতিযোগী।

### র্গণতন্ত্র সম্পকে প্রচার ও অপপ্রচার নবান পাঠক

সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরান্ম মানবাধিকার ও গণতদের সবচেরে বড় প্রবন্ধা হরে উঠেছে, এটা খুবই বিপচ্জনক। যে উদ্দেশ্য নিয়ে মার্কিন যুক্তরান্ম এই প্রচারাভিষানে নেমেছে, তাকে সিম্প্র করতে গিয়ে ভারতের করেকটি সংবাদপত্র ও স্বার্থান্বেষী মহলও উঠে পড়ে লেগেছে। আক্রমণের লক্ষ্যম্পল কমিউনিস্টরা বলেই বিষয়টি বিপচ্জনক। মার্কিন যুক্তরান্মের প্রচারকের ভূমিকায় নেমে তিরিশে মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকা তার সম্পাদকীয়তে এমন পর্যন্ত লিখেছে, বামফ্রণ্ট সরকারকে বাদি কেন্দ্র যে কোন অজ্বহাতে ভেঙে দেয়, সেটা হবে গণতান্দ্রিক। সরকার ভেঙে দিতে না পারাটাই অগণতান্দ্রিক। একনার জণগীশাহী ও কমিউনিস্ট শাসনে নাকি সরকার ভাঙা যায় না, কাজেই কমিউনিস্টরা অগণতান্দ্রিক। গণতন্তের এধরণের সংজ্ঞা মার্কিন প্রচারেরই অংশ। স্বকোশলে তা ভারতীয় জনগণের মধ্যে প্রচার করা হচ্ছে।

বাদত্য জীবনের ঘটনাপ্রবাহে এ প্রদের আজ সন্দেহাতীত-ভাবে উত্তর মিলে গেছে যে, সমাজতক্য পর্বজ্ञবাদ এই দুই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কোন্টি জনগণের সত্যি-কারের গণতক্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম। পর্বজ্ञবাদের প্রচারকরা মনে করছে, সমাজতক্ষকে আক্রমণ করতে গেলে আধর্নিক যুগে মানবাধিকারের কথা বলা ছাড়া গতান্তর নেই।

মানবাধিকার ও গণতন্দ্রের কথা বলতে গিয়ে সামাজিক ব্যক্ষথা হিসেবে তারা পর্বৈজ্ঞবাদ সম্পর্কে একটা তাত্ত্বিক প্রহেলিকা তৈরি করে এবং গণতন্দ্র মানবিক অধিকার, ব্যক্তি ন্বাধীনতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ প্রান্ত ধারণা মান্ত্রের মধ্যে অন্ত্র-প্রবেশ করানোর চেন্টা করে। এর জন্যও প্রচুর অর্থ ব্যায়ত হয়। গণতন্দ্রের সামাজিক অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে এই প্রচারকরা কোন উচ্চবাচ্য করে না। ওখানেই যে তাদের বিপদ।

একসময় যখন সামন্তশোষণ ছাড়া আর কিছু ছিল না. তখন ব্যক্তিমান,ষের স্বাধীনতার নামোচ্চারণ করা অসম্ভব ছিল। যে দাসত্বের সর্ভাই জমিদার সামন্ত প্রভা ও রাজা মহারাজারা দিক না কেন, সেটা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেওয়া সাধারণ মান্য দাস কিংবা কৃষকদের পক্ষে ছিল বাধ্যতামূলক। যখন শিল্পায়নের য্গ শ্রে হল, তখন বড় বড় শিলপপতিরা আরেক ধরণের শোষণ স্থিত করল। সামন্ত প্রভদের সাথে শিলপপতিদের বিরাট বিরোধ বাধে। শিলপপতিরা তখন সেই অর্থে প্রগতিশীল। কারণ শিলপপতিরা বলল, অন্যায় হলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করা ষাবে : আইন আদালত, ভোট সব থাকবে। এরই নাম দেওয়া হল গণতন্ত্র। এভাবে শিল্পপতিদের স্বাধীনতা অর্থাৎ শোষণ নিপ্রীড়ণ চালাবার স্বাধীনতাকে যখন আইনসিম্ধ, স্ক্রনিশ্চিত ও স্বেক্ষিত করা হল, তথন ব্যক্তিস্বাধীনতার ফাঁকা আওয়াজের তীব্রতা বেড়ে যায়। নিপুণভাবে গোটা সমাক্রের ব্যবস্থা এমন-**জবে তৈরি যার থেকে এক্ষেত্রে লাভবান গোটাকতক বড়লোক** এবং সর্বনাশ সমাজের বাকি গোটা অংশের মানুষের। এই অর্থ-নৈতিক শোষণ ও বৈষম্য যাতে শোষিত মানুষকে সমাজের এই-नव र्णावरणत वाबन्धात विद्यालय दिएहारी क्रदत छूनएछ ना शास्त्र তার জন্য গণতন্ত, ব্যক্তিন্বাধীনতা মানবাধিকার ইভ্যাদি আওডানো হয়। যেমন শিশরে কামাকে রোধ করতে চকো**লে**ট দ্রেওয়া হয়। গণতল্যকে ব্যবহার করে মানুষ তার অসারম্ব করে সতিটে যদি বিদ্ৰোহী হয়ে ওঠে, তাহলে আছে আইন, আদালত প্রবিদ্য মিলিটারী, ঠ্যাঙারে বাহিনী, অস্থাসন্ত। এই শিলপর্ণাত বড়লোকদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য থাকে রাজনৈতিক দল। সংসদীয় গণতন্দের প্রথম য**ু**গে সমান ভোটাধিকার ছিল না। রাখাশাসকদের হাতে ছিল স্বাকিছ্। গণতান্দ্রিক অধিকারের **আন্দোলন বিস্তৃতির সাথে সাথে অধিকারও সম্প্রসারিত হয়।** রাত্মক্রমতার থেকে বা না-থেকে শিল্পপতিদের অর্থ ও ক্রমতার বলীয়ান রাজনৈতিক দলেরও যথেন্ট ক্ষমতা থাকে পিছিয়ে পড়া মানুষকে বিপথগামী করতে। এসবের মধ্যে দাঁড়িয়েও যখন গণত্যান্ত্রক উপায়েই জনগণের সতি্যকারের প্রতিনিধিত্বকারী দল বা গোষ্ঠী শত্রুদের কোণঠাসা করতে সক্ষম হয়, তখনই 'গণতন্ত্র-প্রেমী' শাসকদের দল হয়ে ওঠে জগ্গী। গণতন্ত্র নিক্ষিণ্ড হয় অথৈ জলে। সুদীর্ঘ মানব ইতিহাসের অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে উপরোক্ত কথাগর্বল জার্গাতক সূত্রে পারণত হয়েছে। কিন্তু ঘটনাবলীকে এইভাবে দেখার মত চেতনার যথেষ্ট অভাব থেকে যাওয়ায় এখনও বডলোকদের দলগালি মানাযকে বিপথগামী করতে পারে। মানুষ তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলে. গণতব্যের মূল্য সম্পর্কে তার চেতনা জাগ্রত হলে গণতব্যের শ্ব্রা বিচ্ছিন্ন হয়ে পডবে। বডলোকদের দেওয়া গণতন্ত্রের জন্য লডাই করার সার্থকতা এখানেই।

প্রতিনিয়ত প্রচার করা হচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক দেশে গণভন্ত নেই। প্রচারের উদ্যোক্তা আগেই বলেছি মার্কিন যুক্তরাম্ম ও সাম্বাজ্যবাদী শক্তিগর্মাল এবং তাদের সম-মনোভাবাপন্ন ধন-তাশ্বিক দেশগুলি। ভারতের মত দেশগুলিতে সমাজতশ্বের শ্বরো কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এই প্রচার প্রতিনিয়ত চালায়। **इतन जिर स्माजातको एनगाई वा देग्निजा शान्धी नवातरे এक जा'।** জনগণের এক বিরাট অংশের মধ্যেও এ নিয়ে তারা বিদ্রাশ্তির সূখি করতে পেরেছে। আমাদের দেশে একদিকে মুখ্টিমেয় **কয়েকটি পরিবারের** হাতে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির পাহাড়, অন্যদিকে কোটি কোটি মান্ত্র নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর। কোটি কোটি মান্মকে শোষণে সর্বস্বান্ত করেই বড়লোকদের এত সম্পত্তি। সমস্ত অন্যায়ভাবে অগণতান্ত্রিকভাবে প'্রজিপতি পরিবারগ্রিল মানুষের ওপর শোষণ নির্যাতন চালায়, মানুষ তার প্রতিবাদ জানায়। দিল্লির সর্বশক্তিমান সরকার বড়লোক-দের পক্ষে দাঁডিয়ে কাজ করে। এরকম একটা পরিবেশে যুগ বুগ ধরে পুন্ট যে কোন মানুষের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক পরি-বেশের কথা বাস্তবে উপলব্ধি করা সত্যিই কঠিন। সামাদের দেশে যে অর্থে গণতন্ত এত প্রয়োজন, সমাজতান্তিক দেশে সেই অর্থে সেই ধরণের গণতন্তের কোন প্রয়ো<del>জন</del>ই নেই। **সাধারণ মানুষ তার তাগিদ-বোধ করে না। কারণ সমাজ-**তান্তিক সমাজে বডলোক গরিব বলে কিছু থাকছে না. একজন **অপরকে শোষণও** করতে পারে না। সমস্ত রকম শোষণ ব্যবস্থার বিলোপ করেই যে সমাজতান্ত্রিক বাবস্থা কারেম হয়। যে দেশে বেকারী নেই, সেখানে বেকার ব্যবকদের কাজের অধিকারের

খন্য আন্দোলন করার গণতান্ত্রিক অধিকারদানের প্রশ্নই ওঠে না। ভাত কাপড়ের সমস্যা যে দেশে নেই, সে দেশে ভাত কাপড়ের জন্য আন্দোলন করার গণতন্তরও প্রয়োজন কি? मान् स्वत कीवरनत स्मीलक সমস্যাগर्जानत स्थारन সমাধাन হয়নি, গণতন্ম দরকার সেইসব ধনতা নাক দেশেই, যে অর্থে অন্ততঃ এখন আমরা গণতন্তের প্রয়োজনটা উপলব্ধি করি। গণতন্ত্র যে কারণে দরকার, সেই কারণগ্রনি সমাজতান্ত্রিক দেশে দুর হয়ে যায়। উপরন্তু সত্যিকারের গণতন্তের সর্বোচ্চ রুপ সমাজতান্ত্রিক দেশেই সম্ভব। সেই গণতল্যের নাম সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। ভারতের মত ধনতান্ত্রিক দেশগর্মিতে বিদ্যমান গণ-তন্দের নাম বুর্জোরা গণতন্তা। এই বুর্জোরা গণতন্তের অর্থ,— শোষণ নিপীড়ণ অত্যাচার অবিচারের বিরুম্থে নিপীড়িত মানুষের সভা, সমাবেশ, সংগঠন করার অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, কিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা ইত্যাদি। কিন্তু এট্ কু গণতন্ত্রও শাসকদের পক্ষে একসময় বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, তখন শাসকরা সেই গণতদাও ছ'ুড়ে ফেলে দিয়ে জপ্গী হয়ে ওঠে। যেমন শ্রীমতী গান্ধী জরুরী অবস্থার সময় জণ্গী শাসন কায়েম করেছিল, যেমন পাকিস্তানে বাংলাদেশে ও বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশে জ্বপাী ও সামরিক শাসকরা শাসন করছে। এই জপ্ণী শাসনের সাথে সমাজতান্ত্রিক দেশের শাসনের পার্থক্য আকাশ-পাতাল। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র অনুযায়ী শাসনপম্বতির যে কোন সমালোচনা যে কোন লোকই করতে পারে। সংবিধানে সেই অধিকার স্কেপন্টভাবে দেওয়া আছে। বডলোক-গরিব না থাকায় সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকার সমস্ত জনগণেরই সরকার। কাজেই ধনতান্দ্রিক দেশের সংবিধানের মতো সমাজতান্ত্রিক দেশের সাংবিধানিক অধিকার কথার ফ্রলঝ্রিও নর, ফাঁকা আওয়াজও নয়। কিন্তু যারা এই সমাজতান্ত্রিক গণতন্দের সমালোচক, তারা ধনতান্দিক সমাজের পরিবেশে মান্ব হয়ে তার চৌহন্দির বাইরে কোনকিছু চিন্তা করতে শেখেনি। সেজন্য তারা ভাবে, সমাজতান্ত্রিক দেশে যখন প্রতিবাদ ধর্মঘট, মিছিল, মিটিং, ট্রেন আটকানো, বাস পোড়ানো रेजापि रत्र ना; भर्गमम माठि, भर्गम, जित्रात भाम ठामात्र ना, बिथा। बाबनात भूनिम প্রতিবাদী बान्य ও সমালোচকদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায় না, সেটা আবার গণতদা হল কি करत ? जाएमत कारक भगजरम्बत अर्थ, श्रात्माश्रीन मातामाति তুলকালাম কান্ড। তারপর অনেক হেস্তনেস্ত করে বড়জোর বিচারবিভাগীয় তদন্ত। অপরাধীরা তাকে হেসেই উড়িয়ে দেয়। কিন্তু ভারা ভাবতেও পারে না. ধনতান্দ্রিক দেশের মত সমাজ-তান্ত্রিক দেশের শাসনকর্তারা জনগণের শন্ত্র নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশে জনগণের বন্তব্য, সমালোচনা ও পরামণ সর্বাধিক গ্রেম্ব দিয়ে সরকার গ্রহণ করে। সেজনাই সেখানে তুলকালাম कान्छ कन्नात कथा मान्यस्य ििक्ठात मर्थारे तिरे। এरे वृद्धाता প্রচারকরা ভাবে, গভর্নমেন্ট মানে এমন একটা বৃস্তু যা জন-গণকে পিৰে মারে, প্রতিবাদ করলে জনগণের বিরুদ্ধে প্রালস লোলিরে দের। গভর্নমেন্ট মানে জনগণ বা চাইবে, তার বিরুদ্ধে <del>দমনপ</del>ীড়নম্*লক কাজ করা। সমাজতান্দ্রিক দেশে সরকার* বৈহেতু জনগণের বছবা ও সমালোচনাকে মর্যাদার সাথে গ্রহণ करत थवर मिकना वयन कान मरपर्य इत्र ना उथन मिट সরকার সরকারই নয়। এই ধ্যান ধারণা নিয়েই তারা সমাজ-তাল্যিক দেশে গণতল্য নেই বলে প্রচার করে। অথচ জনগণের

্নির্মক্রোচনা ও পরামণের মর্বাদা একমার সমাজতান্ত্রিক সেখে দেওয়া হয় বলে গণতন্ত্র সেখানে বিকশিত হয়, গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ রুপের বিকাশ ঘটে। জনগণের সত্যিকারের গণতান্ত্রিক অধিকার স্থানিশ্চত হয় একমার সমাজতান্ত্রিক সমাজেই। সেখানে এই অধিকার হরণের কোন ভয় বা আশংকা নেই। সেজনা সেখানে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই-ও করতে হয় না, দিবা-রার গণতন্ত্র, গণতন্ত্র বলে ব্রক্ষাটা চিংকারও করতে হয় না।

গণতন্ত্রের আর একটি মূল্যবান দিক হ'ল বিরোধীপক নাকি থাকতেই হবে। কিন্তু সে তো ব্রঞ্জোরা গণতকে প্রয়ো-कन, य वृत्कां हा भगजन्तर कथा आगरे वना श्राह । ভারতের মত যেখানে বুর্জোরা গণতন্ত্রের আবরণ রয়েছে. সেই দেশে মানুষের খাবার নেই, পরনের কাপড় নেই, জিনিস-পত্রের দাম দিন দিন বাড়ছে, কোটি কোটি মানুষ বেকার, माथा लौकात ठींदे त्नदे, शिकात वावन्था त्नदे, िं किश्नात ব্যবস্থা নেই সেখানে মানুষের শত সহস্র দাবি। সমস্যা জীবন-মরণের। মানুষের দাবি ন্যুনতম্ যেটুকু পেলে সে জীবন-ধারণটুকু করতে পারে। এই কোটি কোটি মানুষের প্রতিবাদকে ভাষা দিতে তাদের সংগঠন চাই, সংগঠন চাই সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবন্ধ সংগ্রাম করতে। তা না হয় মানুষ অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন থাকলে তার ওপর কেন্দ্রের পর্বাঞ্চপতিদের স্বার্থবাহী সরকারের অত্যাচার নিপীডনের সীমা পরিসীমা থাকে না। এই সংগঠনগুলিই হল বিরোধীপক্ষ। কিন্তু বিরোধীপক্ষের এই ভূমিকা পালনের অবকাশ সমাজতান্ত্রিক দেশে কোথায় ? ওখানে চার্করি দাও—এই দাবিতে ক্ষোভ বিক্ষোভই নেই। খেতে দাও পরতে দাও রেশন দাও—এসব দাবি করার প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই যে বিরোধীপক্ষ ভারতে, ব্রিটেনে বা মার্কিন যুক্তরাখৌ দরকার, সমাজতান্ত্রিক দেশে সেই বিরোধীপক্ষের প্রয়োজন কোথায়? কেন বিরোধীপক? কিসের বিরোধিতা করবে? **বিরোধীপক্ষের কাজ কী হবে ? সমাজতান্দ্রিক দেশের** সরকার ভূলপথে চললে তাকে শোধরানো? সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকারের ভূলপথে চলার অর্থ তো এই নয় যে মানুষের খাদ্য, বন্দ্র, বাসন্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সমস্যা সাম্ভি হবে? ছোটখাট ব্রুটি বিচ্যুতি যদি সেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উন্নত করার পথে হয়েই থাকে, তার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির লক লক সদস্য সমালোচনা আত্মসমালোচনা করে। এই লক লক সদস্য পার্টির ভেতরে বা কিছু বলবে, সেটা জনগণের সাথকি প্রতিনিধি হয়ে জনগণের বিভিন্ন অংশের বন্তব্যই তুলে ধরে। তার বাইরে যে জনগণ রয়েছে, তাদের বন্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তার জন্য রয়েছে সরকারী-বেসরকারী অসংখ্য নিৰ্বাচিত গণসংগঠন। যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্ৰিক গণতন্দের ভিত হ'ল, শ্রমঞ্জীবী মানুষের ডেপ্রটিদের সোভিয়েত। এই সোভিয়েতগর্বি গণসংস্থা। সাধারণ মান্বরা এদের নির্বাচিত করেন এবং সাধারণ মানুষের কথামতই তা চলে। কর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে গ্রাম সোভিয়েত থেকে স্বাপ্রিম সোভিয়েত পর্যন্ত নির্বাচিত বিশ লক্ষ প্রতিনিধি বা ডেপর্টি সরকার চালার। এর সাথে ররেছে ২৫ লক্ষ সক্রিয় সোভিয়েত कर्मी। कार्ष्करे कनगरगत वहवारक এভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয় वरनरे क्लांच विस्कांच चारमामन क्रत्राच रहा ना जनगन्त । धरे কারণেই বিরোধীপক গঠনের প্ররোজন্ও ফ্রিরে বার। তর্কের শাতিরে যদি ধরেই নেওয়া হয় বে. মানুষের বিক্ষোভ থেকে বার, তারা আন্দোলন করতে চান, তাহলে ঘটা করে বিরোধী রাজনৈতিক দল করার প্রয়োজন হয় না, আপনা থেকেই বিরোধীপক গড়ে উঠতে বাধ্য এবং সেটা জাগতিক নিয়মেই হবে। সোভিয়েতে বিশ্ববের পর গত তেষটি বছরের অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য সমাজতান্দ্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে এটা বৈজ্ঞানিক সত্যে প্রমাণিত হয়েছে বে, সেই আশংকা সম্পূর্ণ অম্বেক। অন্যদিকে জপ্গী শাসনের অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যার মানুষের ক্ষোভ থাকলে কী করে তা বিস্ফারিত হয়। পূর্ণিবীর বর্তমান ও অতীত ইতিহাসে জ্পাী শাসনের উত্থান-পতনের অক্স ঘটনার মধ্যে কোথাও একটি ঘটনাও পাওয়া ষাবে না ষেখানে জপাশাহী মানুষের বিদ্রোহের চাপে পর্যবৃদ্ত হর্মন। স্পেনে একনায়কতন্ত্রী জগ্গীশাসক ফ্রাণ্ডেকার বিরুদ্ধে চল্লিশ বছর ধরে মানুষ লড়াই করে গেছে, অভ্যুত্থানে সফল হতে চল্লিশ বছর সমর লেগেছে। সমাজতান্দ্রিক দেশে সমালোচনা ও বিতং যা কিছু হয়, সেটা সমাজতান্ত্রিক সমাজকে প্রগতির পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রেরণা থেকেই উল্ভূত। কাজেই প্রতিবাদের ধরণ জখ্গীশাহী ও সমাজতান্দ্রিক দেশে সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের। সমাজতান্ত্রিক সমাজ উৎথাত করে ধনতান্ত্রিক সমাজ কারেমের কথা গোটা জনসংখ্যার কেউ বলেন না। সলঝেনিংসিন প্রমুখদের আলাদা ব্যাপার। এদের আগেই जाज़ात्ना रम ना रकन द्वि ना। किन्तु धनजिनक नमाज एउट সমাজতন্ত্র কায়েমের কথাই গোটা অংশের মান্য বলে, ভারতে সেই সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। গণতন্ত বেখানে প্রতিনিয়ত আক্রান্ত, সেখানে বুর্জোরা প্রচারকরা জগ্গীশাহী ও কমিউনিস্ট সমাজকে এক করে দেখার জন্য মান ্যকে শিক্ষা দের। অথচ এই প্রচারকরাই চীন সোভিয়েতের ভূয়সী প্রশংসা করে *বলে*, সেখানে ভাত কাপড় বা মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের কোন সমস্যাই নেই। ফ্যাসিস্ট হিটলারও বলতো সমাজতন্তের কথা, যার নাম দিয়েছিল জাতীয় সমাজতন্ত। ইন্দিরা গান্ধী, মোরারজী দেশাইদের মতো ব**্রজোয়া শাসকরাও সমাজতন্ত গঠনের কথা বলে।** কারণ সারা প্রথিবীর মানুষের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এমন এক আস্থা গে'থে দিয়েছে যে, সমাজতন্তের কথা না বললে মান্য আর কা**উকে বিশ্বাস করছে না। এটা সমাজ্বতদ্যেরই জ**য়ের একটা পরিচয়। কিন্তু গণতন্ত্রের নাম করে সমাজতান্ত্রিক সমাজের আদর্শের বিরুদ্ধে সমাজতলের এই শনুরা যে আক্রমণ চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামকে তীব্রতর করা কৈজ্ঞানিক সমাজতদের প্রতিটি কমীরিই গ্রের্ছপূর্ণ ক্তব্য।

গণতদ্ম শব্দটির চেরে এত বেশি বলাংকার অন্য কোন শব্দের ওপর হর না। গ্রীক শব্দ "demoskratos" শব্দ থেকে Democracy কথাটা এসেছে। "demos" মানে জনগণ এবং "kratos" মানে শাসন। অর্থাং গণতদের অর্থ জনগণের শাসন। কিন্তু কলকারথানা, জমি সম্পত্তি বাড়ি যখন মন্তিমের করেকজন গোকের হতে থাকে এবং তারা বাদ অবাধে কোটি কোটি মান্যকেশোবণ করে, ভাহলে তাকে কি জনগণের শাসন বলা যার? বর্জোরা শাসকরা শব্দ মন্থের কথার বাক্ প্রাধীনতা, সংবাদপরের প্রাধীনতা ইত্যাদির কথা বলে। অথচ এরই সেসবের হতা। সমাজতানিক দেশে এসব প্রাধীনতা স্ক্রিনিচত করা হর। সংবাদপরগ্রিল আমাদের দেশে কোটিপতিদের মালিকানার মরেছে। কাজেই প্রাজপতিদের প্রচারটাই এসব সংবাদপরের

ম্লেধন। রেডিওতে প্রচার হয় কেন্দের জনবিরোধী সরকায়ের **হত্তুমে। জনগণের কথা** তাতে স্থান পায় না। গণতন্তুর পা**লিস** রাখতে শতকরা পাঁচ সাত ভাগ জায়গা বিরোধীদের জন্য দেওয়া হয়। হ্রেষে বিচারকদের রায় পর্যন্ত পাল্টে বায়। জনগণ বিচার কোথার পাবে? এটা গোপন রাখার কিছ, নেই ষে, সমাজ-তান্ত্রিক দেশের প্রচার মাধামে বুর্জোয়া ভাবধারা প্রচার করতে দেওরা হয় না। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিস্পবের পর দাবি উঠেছিল, জারপন্থী, রাজপন্থী, নৈরাজ্যপন্থীদের বন্তব্য প্রচার করতে দিতে হবে। লেনিন তথন বলেছিলেন, আমরা শ্রেণী দ্**ণিউভপাতি**ই এই প্রশ্নটাকে দেখি। কাজেই প্রচারবন্দ্রে এমন কিছ্ম প্রচার করতে দেওয়া হবে না যা সমাজতন্দ্রের বিরুদ্ধে কুংসা করবে এবং ধনতলের জয়গান গাইবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের চেয়ে সমগ্র জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত ধনতান্ত্রিক সমাজ ভাল-এই জনবিরোধী প্রচার করতে দিলেই বুর্জোরা প্রচারকদের কাছে "গণতন্ত্র ও ন্বাধীনতা" রক্ষিত হয়। সেই <del>গণতন্ত জনগণের চরম শত্র। সমাজতান্তিক দেশে সংবাদপ্ত</del> একটি নয়, অসংখ্য। সোভিয়েত ইউনিয়নে ৫৭টি ভাষার ১৪ **হাজার সংবাদপত্র ও সামায়িকি প্রকাশিত হয়। চীনে এর চাইতে** অনেক বেশি। সেখানে জনগণের সমস্ত অংশের মতামত প্রচারিত হয়।

ধনতাশ্যিক দেশে যেমন ভারতে অন্যায় অবিচারের প্রতি-বাদ করা যার, কিন্তু তা করতে গেলে গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র তার ওপর **ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার সরকারের** অন্যায় অবিচারের সমর্থন করে সমস্তরকমের সমাজবিরোধী কার্যকলাপও চালানো যার। তার বিরুম্থেও আইন আছে বটে। কিন্তু আইনের নিয়ন্তক সরকার ও তার প্রশাসন-পর্বলস সেইসব সমাজবিরোধীদের মাথার তুলে রাথে। এরই নাম ব্রজোয়া প্রচারকদের কাছে গণ-তন্দ্র। সমাজতান্দ্রিক দেশে উল্টোটা হয়। সমাজতান্দ্রিক রাম্মে **সমাজের সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য, প্রগতির জন্য বা কিছ**ু করা হোক, সকটুকুকে সমাদর দেওয়া হয়। সমার্জাবরোধী কার্ষ-কলাপ সম্পূর্ণর পে নিষিম্প ও তিরোহিত। এর নাম সমাজ-তান্তিক গণতন্ত। তাহলে সত্যিকারের গণতন্ত কোন্টি। সমাজতান্ত্রিক সমাজে মান্য হয়ে জনগণের মধ্যে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ করার প্রবণতাই লোপ পায়। সেই প্রবণতার সামান্য-**তম কিছু দেখা দিলেও কঠো**র হস্তে ডা দমন করা হয়। <mark>তাহলে</mark> দেখা যায়, কোন সরকার চাইলে শোষণ নিপীড়ন অত্যাচার व्यक्तित समाखितरताथी कार्यकमाश सम्भूग वन्ध कतरा भारत । **একমার সমাজতান্যিক দেশেই তা সম্ভব এবং একমার সমাজ-**তান্দ্রিক গণতন্দেই তা সম্ভব। তাহলে মৌলিক প্রশ্ন এসে পাঁড়ার কোন্টি ভাল—দৈকরতন্ত বা জপাঁশাহী না বুর্জোয়া গণতন্ত্র ? কোন্টি ভাল—ব্র্রেলায়া গণতন্ত্র না সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ? কোন্টি ভাল—ধনতন্ত্র না সমাজতন্ত্র ? তবে এটা তো নিশ্চিত বে, টাটা বিড়লার পক্ষে যা ভাল, জনগণের পক্ষে छा निम्हत्रहे मर्यनाम । आवाद क्षनगण यात्क छाल मत्न कदात, টাটা বিভূলারা তাকে সর্বনাশ মনে করবে। টাটা বিভূলারা চায় ভারতে এখন যে ব্যবস্থা সেটা, অর্থাৎ ধনতন্ত্র। জনগণ চান সম্পূর্ণ বিপরীতটা অর্থাৎ সমাজতন্ত্র। কাজেই সমাজতন্ত্রের জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের জন্য লড়াই অব্যাহতগতিতে চালিরে যেতে হবে। এই লড়ারের জন্য ব্রঞ্জোরা গণতন্ত্র দরকার। অর্থাৎ ব্রন্তায়া গণতন্ত্র দরকার জনগণেরই।

## নিঙা ভাই মরিনি প্রদেব কুমার চক্রবর্তী

কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল—সেরকম কিছুই ছিলনা। জথচ শেষ পর্যাত হয়ে গেল। ঘটে গেল এত বড় ব্যাপার্টা।

গ্রামটা ছোট। সবে সম্ব্যার মজলিস মন্ডপতলায় জমে উঠব উঠব করছে। বোশেখী উত্তাপ। এরই মাঝে উত্তর পাড়ার নিতাই-পদ এসে খবরটা দিল—আর পাখির পালকের মত তা ছড়িয়ে পড়ল ক্রমশ।

পালেদের লেঠেল টাঙি দিয়ে কচুকাটা করে ফেলেছে নিঙা কাহারকে। পাশের গাঁয়ের রমজান চাচার কাজ ছিল কামার দোকানে। ওখানেই বসেছিল ও। একলাফে উঠে এসে জিজ্ঞেস করল—"কি হলছে র্য়া?" রমজান চাচা আগে ভাগেই কালাঘ্রায় একট্ব আধট্ব শ্বনেছিল পালেদের সাথে নিঙার গণ্ড-গোলের কথা। ওকে বলেওছিল রমজান চাচা—"দ্যাশ ভাই আমরা হালাম ছোট জাত—ম্খ্রু নোক—মজ্ব খাটি—বালব চাচা আছে—আমাদের কি উসব বড়নোকদের সাথে আবাদ বিবাদ মানায় র্য়া।"

নিঙা কথাগুলো ভালোকরে শুনেই উত্তর দের—"চাচা ইসব কথা ঠিক লর। উ বড়নোক তাতি তুমর আমর কি? উকি আমদের কিনি রাখছে? উদের পরসা আছে বলি বা খুশী তাই করবি?—ইসব কেমন কথা গো চাচা।" রমজান চাচা বোঝাতে চেরেছিল ব্যাপারটা। "ওদের জমিতে মজ্বর খেটিই আমদের পেট চালাতি হয়।" কিম্তু নিঙা ওর কথাই বলে—"উসব ছাড় চাচা। অলাষ্য কাজ করব না। হকপথে চলি। উ বড়নোক—তা কি হল—্বা খুশী তাই করবি?"

আর কিছু না বলে—কিংবা রমজান চাচাকে কিছু বলার সংযোগ না দিয়ে হনহন করে চলে গ্যাল। আজ হঠাং পালেদের সাথে নিঙার গণডগোলের খবর পেরে চমকে উঠল রমজান চাচা। মনে পড়ল সেই কথাগংলো। একলাকে কামার দোকান থেকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—"কি ব্যাপর র্যা?"

নিতাইপদ এমনিতেই মজলিসের মাঝে সবিস্তারে সমস্ত ঘটনাটা বলছিল—তাই উত্তেজনার মাঝে রমজান চাচার কথা আলাদা করে তার কানে গ্যালনা। ষেট্রকু রমজান চাচার কামে গ্যাল তাতে ব্রুতে পারল পালেদের ভাড়াটে লেঠেল নিঙাকে ঘ্ন করেছে। তবে মরার আগে অর্থাধ নিঙা লড়েছিল—মরদের মত। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গ্যাল মন্ডপতলার। ছেলে ছোকরার দল বরস্কদের ধমকানি এড়িরেও জমে রইল। ব্যাপারটা কি সে নিরে মাথাব্যাপ্তা সেরকৃষ্ নয়। সবার মুখে "নিঙা কি ম্যারি ফ্যালল।" কেউ হয়তো ভাসা পলার বলল

—"উদের পয়সা কত উরা তু মারবিই।" কেউ আফসোস করল—

"বাঃ. নিঙা কি ম্যারি ফ্যালল র্য়া!" ভূতো খ্রুড়োই একমাত্র

আইনের কথাটা তুলল। থানা পর্নিস হবি। এপাশ ওপাশ থেকে কেউ বলল—"আরি উসব তো পরসার ব্যাপর।"

তারপর বেশ কিছ্মকণ পরে উত্তেজনা কমে এল। কেউ করের পানে আবার কেউ কেউ ঘটনাস্থলের দিকে যেতে শ্রুর করল। ব্যাপারটার মাঝে যে একটা কিন্তু আছে সেটা অনেকেই জানে—কিন্তুটা যে কি সেটা সঠিক কেউ জানেনা।

অবশ্য জমির ব্যাপারটা রমজান চাচা আর দ্ব' চারজন ছাড়া ভালোভাবে কেউ জানেনা। রমজান চাচা চুপচাপ। কোন কথানেই। কামারশালের একপ্রান্তে মাথা নীচু করে কসে আছে। ওদিকে হাড়ড়ির ঘারে তার ইস্পাত ক্রমশ হাঁস্র আকার নিছে। কিছ্কল বসে থাকার পর রমজান চাচা উঠে পড়ল। "উদিকি একবার বাবার দরকার। ছ্বড়াটা অকালি চলি গ্যাল। উর ঘরের নোক আর বাল-বাচ্চাগ্লা না থেতি পেরি মারা পড়বি?"—নিজের মনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল রমজান চাচা।

বিলপারে বেখানটার ঘটনাটা ঘটেছিল রমজান চাচা যথন সেখানে গ্যাল তখন সম্পোর অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। ওপাশের স্ইজগেটের উপর বেশ কিছ্ লোক জড় হয়েছে। প্রত্যেকের ম্থই কেমন থমখমে—হাঁ চাঁ নাই একট্ও। একট্ একট্ করে রমজান চাচা নিঙার পড়ে থাকা দেহটার কাছে গ্যাল।

নিশ্চিকেত ঘ্রিমের আছে নিগু! না নিশ্চিকেত নর। ওর মুখের মধ্যে বিরন্তির ছাপ—প্র্কৃটি। মাটিতে হাঁট্গেড়ে রম্মান চাচা আল্লার কাছে তার জন্যে প্রার্থনা জানাল—শ্রুখা জানাল এই একগ্রের—জেদী—চওড়া ব্রক ছোঁড়াটার জন্যে। যে দ্বেলা পেটভরে খেতে পেত না তার মধ্যে এত তেজ এত আগ্রুন ছিল কে জানত?

এতক্ষণে বেশ লোকজন এসে গ্যাছে। নিঙার আছার পাড়াপ্রতিবেশী। চারপাশে কানাকানি। কত রকম কথা। নিঙার সদ্য বিধবা বউ ও চার চারটে ছেলে সবগন্তাই একথেকে আট বছরের মধ্যে নিঙার পাশে বসে আছে। ব্রুবে আর কে কতটা? ঐ বড়ছেলে কান্ আর নিঙার বো। বো মাঝে মাঝে চাংকার করে উঠছে শাপশাপান্ত দিছে। কাদছে গলা ছেড়ে— "ওগ্র আমর কি হল্ গা—আমর কি হবি? ছর মন সব মর। আমর মরদক্রে বারা মারেছিস তাদের নিক্বংশ হবে। আলা তুমি বিচার কর্—আলা—আমর মরদকে বারা মারিছে তাদের বেন নিবংশ হর—মুখ দিরি গলগল করি অন্ত উঠে।" খুকনি পিসি, অচুখেপী বৈ বার মত সাম্থনাও দিছে। দুঃখ করছে। কেউ শুনছে। কেউ কিছু বলছে। আবার কেউ একেবারে চুপচাপ। কর্প আঁটা। কিছু একটা করা দরকার।

ফিসফিস গ্রেজনতা ক্রমশ একট্ চাপা উত্তেজনার দিকে মোড় নিতে শ্রের করল। করেকজন বেশ উত্তেজিত—নিঙার প্রতিবেশী, রমজান চাচার পাড়ার লোক—এরা বেশ ক্ষর্ধ। উত্তেজনা আরো বেড়ে উঠল। আইনরক্ষকের দল একে পড়ল। বড় দারোগা এসেই জেরা শ্রু করল—

"যখন ঘটনা ঘটে তখন কে কে উপস্থিত ছিলি?" প্রথমটা কেউ সাড়া দিতে চার্রান পরে দারোগা আবার হাঁকতে র্যোদকটার উত্তেজনা কেশী ছিল সেখান থেকে একজন বেটে শীর্ণ লায় লোক বেরিয়ে এক—

—"আমি ছিলম বটে"

বলেই দারোগার সামনে মাধার মাথালিটা ছবড়ে ফেলে দাঁড়াল। দারোগা ওর পা থেকে মাধা অবধি দেখে নিল এক পলক। দাধাল—

- —"তোর নাম কি?"
- —"मीन्द्र वट्छे।"
- —"কোন গায়ে থাকিস?"
- —"ঐ হোষা, উ গান্ধে"—বলে প্রের দিকে আঞ্চাল দেখাল।
- —"আরে নামটা বলবিতো"—বলে মাটিতে ব্টটা ঘষে নিল।
  - -"म्म्न्नभूत्र क्टि।"
  - —"তা তই দেখেছিল নিঙাকে কারা মারল?"
- —"কারা কি গ্র? পালিদির লোঁঠল আবর কারা? উরা তু ইর অ্যাগেও দ্ব' সাতটা নোককি কুপাই কাটিছে—যে উদের ম্থির উপর লাঠি ঘ্রাইছে তাদিরকে শ্যাষ করি দিলছে—ভাড়া করা লোঁঠল দিরি। কিম্পু এবারে নিঙাকি মারাটা....."

দারোগা "থাম" বলে—কাছের কনভেবলকে ভাক দিল। ভাঁড়ের মাঝে—উত্তেজনাটা আরো অশাশত হোল। সবার চোখ একবার দারোগার দিকে একবার দানার দিকে—কি হয় কি হয়। দারোগা একবার দেখে নিল—চারপাশটা। আজকাল কি সব হয়—ব্রুকতে একট্র অস্ববিধা হয়। একসময় ছিল যখন এরকম খ্নগ্লো কিছ্ই ছিল না। আসবার দরকারও হোত না। সহকারী এসে কানে কানে কিছ্ব বলতে দারোগা শ্ধ্র মাখা নাড়ল।

দারোগা ও দীনুর কথা থেকে বোঝা গেল নিঙা ওর বাপঠাকুরদার আমল থেকে এ জমিটা চাৰ করে আসছে। কেউ কিছ্
বলেনি। কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ পালেদের এ জমির প্রতি
নজর পড়ে। বলে এ জমি আমাদের। অকল্য পালেদের প্রকৃরটা
সাইজ করার জন্যে এ জমিটার খ্রুব দরকার। এ নিরে বেশ
কিছ্বিদন ধরে নিঙার সাথে পালেদের খ্রুখাচ চলছিল। নিঙা
আবার এমনিতেই একট্ব একগারে, গোঁরার। দীনুর কথার—
"উ অলাব্য কাজ করতুও না দেখতিও পারভু না।" বলাই মোড়ল
এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। কিন্তু এবারে মুখ খ্রুল। "আরে
চুপ কর বড় বড় কথা বলিসনি।" দারোগার দিকে তাকিরে

বলল,—"যা হয় কর্ন আপনিই। ওদের কথা বাদ দিন। স্ব ভাতে বড বড কথা।"

किन्छू मौन, अर कथारे रामरा। "रामरान रामराना। छ वा र्वामिष्ट या क्रिक्ष अर रामरा।"

"সন্ধ্যের দিকে পালিদির বড় ছোল লোঠল নিরি এসে জমিতি নামে। নিঙা ধারে কাছিই ছিল। উ খবরটা পেতিই লাঠি নিরি ছুটি আসে। তখনো পালিদির লোঠল জমিতি নামিন। জমিতি বুক সমান পাট। চোখ জুড়ান পাট।"

নিঙা এসেই হ্ংকার ছাড়ল—"বে দালা জামিটিত নার্যানি আজ তার একদিন কি আমর একদিন।"

বেশ কিছুক্ষণ বচসা হয়।

তারপর পালিদির লোঠল জমিতি নামে। নিঙা বাধা দিতি গোল পাঁচ ছ' জন ওকি ঘিরি ধরি টাজ্যির কোপ বাসিরি দের। উ একা আর কতুখণ লড়বি?"

সাঁঝ গড়িয়ে রাত নামব নামব। আকাশে মেঘ জমেছে। বৃষ্টি নামবে মনে হয়। দারোগা একট্ চঞ্চল হোল। ভীড়ের মাঝে এখন শুখুই উত্তেজনা।

দারোগা হাঁক দিল,—"রামধন, লাশ তোল।" কিল্তু চাপা গ্রন্থনটা এবার ক্রমশ ছড়িরে পড়ল। দারোগা দেখল..... বিপত্তি.....। বলাই মোড়ল ও ভূতো মোড়ল নড়ে চড়ে বসল। "দারোগাবাব, আপনিই দেখেন ব্যাপারটা আমরা ওদিকে যাই, জল হবে মনে হয়।"

দ'রোগা প্রথমে হ্ংকার দিয়ে সেই চিরায়ত নিয়মে ফায়সালা করা যায় কিনা দেখতে চাইল।

কিন্তু রমজান চাচা এবারে সপ্রতিভ। "না নিঙ। ভাই কি
আমরা কার্র হাতি দিবনা। বা করবার আমরই করব্।"
দারোগা ব্রতে পারল আজ আর স্বিধে হবে না।
হাসপাতালের পরীক্ষার কথা—আইনের কথা বলে দেখল কিছ্
হর কিনা? শ্বং ব্ট দিয়ে মাটী ঘষতে লাগল। হাতের উপর
হাত ঘষতে লাগল।

রমজান চাচা এবারে জোর গলার বলে উঠল—"ভাইসব নিঙাভাই মরিনি। নিঙাভাই আমদের দেখিরি দিল জান দিব তবে অধিকার ছাড়বো নাই। আর আনরা কড়নোকদের লাল-চোখকে ভর পাব্ না। ভাইসব, আজ সব খেকি দ্বংখের কথা আমদের মতই মজ্বর তারা পালিদির কিনা গ্লাম হরি সামন্য পরসার লোভে আমদেরই এক ভাই কি খুন করল্ব।"

রমজান চাচার কণ্ঠস্বর প্রার ভেঙে এসেছিল, কারার— ক্ষোভে—দ্বংখে, তব্বও কিছ্ব বলার চেম্টা করছিল।

ফোটা ফোটা বৃষ্টি এবারে মুখলধারে নেমে এল। বাঁধ ভাঙা স্বাবনের মতো শেষ বোশেখের মেঘ থেকে বৃষ্টি ধরতে শ্রু করল। তার মাঝে রমজান চাচা লাশে হাত লাগাল। রমজান চাচার পেছনে মানুষের সারি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগল। দ্বের দাঁড়িয়ে বড় দারোগা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।



## বসন্ত বসীম মুখোপাধ্যায়

**দিগল্তব্**ত্তের মধ্যে ভূকে গেছে সূর্য ও পাখীরা।

অর্ধনিমীলিত চোখ—ছুটে আসে ছারার বিমান চরাচর শিস্মাখা শতব্ধ প্রার সাঁতালী পর্বত আছিকের কাল শেষ.....তারাদের গগনবিহার: সম্ভর্মির দীশ্তি নিরে অকাশ শ্রুকৃটি করে, হাসে বাতাসে ফুলের গন্ধ মাতোরারা অখিল ভূবন!

थायात्त्रत चन्छ। इतन এইসব রেখে যেতে হবে।

## রবীন্দ্রনাথ ইরা সরকার

ইচ্ছে করে সব শিশ্বকেই দিই তোমার শৈশব সোনার বাংলার গল্পে স্বচ্ছল স্বচ্ছল এক বিসময় আরক লেখাপড়া গানশেখা বাবার সংগে ঘোরা ডালহোসী পাছাড়ে পাহাড়ে—

ইচ্ছে করে সব শিশ্বদের হাতে তুলে দিই এক একটি রবীন্দ্রনাথের প্রতিপ্রনৃতি সদর স্মীটের ঝড়ী খ্লালে তারা ফিরে পাবে নির্বারের স্বাদ্যভাগা সাবলীল জীবনের গতি—

আকাশের মৃত্ত খামে প্রিবীর চিঠি প্রতিদিন বে অক্রে লেখা থাকে শিশ্বা তা বোঝে, তুমিও ব্রতে, সকলেই কবি নর, কেউ কেউ কবি, কিন্তু স্বাই মান্ধ হবে হড়ানো জীকন ধারা বহুদ্রে নদী এক পশ্চিম বাংলায়—

তুমি কি এখন কবি বাংলার পলিমাটি স্পালন আকুল তোমার বাঁচার রস ছড়িরেছ শিশ্বদের শিকড়ে শিকড়ে বেমন অব্র মাকে ওপারের অব্ মনে করে রবির সোনার আলো এদেশের শ্যামল গড়ীরে॥

## আগামী সকাল পর্যন্ত চন্দন কুমার বস্থ

প্রাণদশ্ভে দণ্ডিত কলম স্থির নিশ্চপ... সম্মুখে প্রস্তৃত আশ্নের ম্পন্দিত। ডুবে যাবে মুহুত পরেই পশ্চিমে নিজ্ঞ নৈ— তব্ লাল, অনেক—অনেক লাল ক্ষভূমি মাথার আকাশ দিশনত রব্তিম। নিংড়ে দেবেই রস্প বাঁচতে সারাটা রাভ..... আগামী সকাল পর্যব্ত।

## ত্র্যহস্পর্শের পাণ্ড্লিপিতে কল্যাণ দে

ইণিসত খাসের ডগার প্রণর ছড়িরে আছে হৈমন্তিকার ভোরে দোর খোলেনা কেন স্বজন বকুল? কাকের চোখের 'পরে স্বশ্ন যে ডিম ডেঙে স্নেহ ছড়ার মেখের জাজিম লেপ এখনো ব্বকে জড়িরে নিস্পৃহ সম্যাস নিরে আত্মমণ্ন মাটির মান্ব..... ব্বক গ্লো চিরে ফেল কলজের দেখ গাঁখা আছে কালের শরীর

नन्न रत्न निर्द्धरक क्ष्र अश्रक्षहे रहना यात्र-

উর্গনাভ বিছিরে রেখে গার্হস্থ মাঠের দাওরার নন্ট বটের হারার মত পাশা খেলা বিধি বহিস্তৃত গ্লানিকর এত সব বাক্য শুখু নিজ্ফলা বীজ—ভেবেনা ঃ জবান দিরেছ বা নদীর দলিলে এখন হাহস্পদৈরি পাশ্চুলিপিতে ঘোমটা খুলে হও অরণ্যের সরল বয়র্মির

## জনান্তিকে কেন্তা বিশ্বাস

কাল্ডের ফলার মত পঞ্চমীর শিশ্ব চাঁদ
থিক থিক করে কাঁপে
ঘ্রমন্ড আকাশের নিঃশ্বাসের চাপে,
অনাহতে, অশরীরী ইচ্ছারা কাঁপে
অস্পন্ট তারার, পাঁচিলের উপর গোড়া পেড়ে
কেটে ফেলা অশখের নরম পাতার,
এখানে এক ব্রুক কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িরে
ছোট্ট ফাটলধরা চাতালে
পোঁষের শাঁতে কাঁপি আমি।

বিছানার উত্তাপ স্বশ্বের দানবিক যক্ত্বণার কাছে
আতিরিক, তাৎপর্যহান,
ছ্মানেই; ছ্মা আসে না;
ছ্মাতে নেই, ছ্মালে—
বক্ষ্বণা চাপা পড়ে বার
এক ব্রুক কুরাশার নিচে।
পাশের বিস্ততে সেই মেরেটাও
ছ্মায় না আজ ক'দিন
ছটফট করে প্রসবের অসহ্য কেনায়,
ছ্মাতে পারে না আরো অনেকে
বারা মেরেটাকে পাহারা দেয়
এবং রাহিকেও।

পশুমীর শিশ্বাদ উদ্গ্রীব হয়ে শোনে টীনের চালে আটকে থাকা বাতাসের কর্ণ প্রতিধর্নি, অভিজ্ঞ মায়েদের ফিস্ফিসে গলায় সতর্ক প্রহর গোনা

এবং আরো অনেকের সাথে আমার ফ্রুসফ্রসের দ্রুত উঠা নামা।

ঘ্নম নেই; ঘ্নম আসে না;
ঘ্নাতে নেই; ঘ্নালে, স্বশ্নের অশ্লীলতার
স্বশ্নের সত্যটা মরে যার!
তাই জেগে থাকি—
এক ব্লুক কুরাশার মধ্যে দাঁড়িরে
চরম যক্তপার ম্থোম্খি হতে।
জেগে থাকি—
আরো অ-নে-ক "জেগে থাকা" চোখে
নিজেকে চিনব বলে।

### চন্দ্রিমা পরিলোম দর্ম

দেখো চন্দ্রিমা—
চাদের তৈরী পাহাড়ের গপ্পো, আমি
শুনেছি অনেক,
দেখোছ ক্ষিতর—
মনে পড়ছে আবছা আবছা।
এক সেই বুড়ী
তার মাংস বিহীন দেহটাকে
যৌবন খোলসে প্রের
কোন ঐ আদ্যিকাল খেকে
শুনু চরকা কেটে চলেছে।

হাতে আমার অক্ষয় স্তো ধমণীতে অমর পোন্টার দেবদ্বের উত্তর্যাধিকার।

চন্দ্রিমা— তোমার তৈরী পাহাড়ের গপেগা আমার জানা নেই भारतीष्ट्र वरम मत्न शर्फ ना দেখেছি শুধু অমার অন্ধকারে তবে-जूनि नि किছ, है। হয়তো ব্ৰেছিলাম— তোমার নিঃ\*বাসে উঞ্চতা আছে, রভের ফোঁটাগালো এখনো দুখের মতো হর্মন তোমার যৌবন পল্লবিত কুঞ্জ भ्रत्य नाकामित रथानमम्ब । গোলাপ পাঁপড়ির স্তর বিভাগ— আক্তও আমি জানি না দ্রাণের তীরতা— জিজেস করলে নির্ভুল উত্তর আজ হয়তো তুমি আর পাবে না। তবে ফ্টপাথে বিছানো ছে'ড়া কাঁথার ঐ প্রত্যেকটি স্তর, সিত্ত কাঁথার মাদকীয় ঘাণ क्षणी ছ'रुठत निभ्र गोन আজও আমি ভুলি নি। চন্দ্রা, তোমার নিটোল যৌবন, কুস্মিত কুঞ্জ-ञनन्छ नम्दत्त, नमग्र मन्थरन ভानित्त त्रारथा। তোমার সৌন্দর্য, প্রতিটি মৃহ্ত্, মূর্ত হোক চিরবসতে। শাশ্বত তল্মীর ঝংকৃত বন্দনায় ধরা থাক এক মলিন সতা॥



## লিট্ল ম্যাগাজিন আন্দোলন: এক পরম সত্য

তর্ণ মানসের স্কপন্ট প্রতিফলন 'লিট্ল ম্যাগাজিন'। ব্যবসায়িক দ্ভিভগণী অনুবায়ী একচেটিয়া প্রিজপতি গোষ্ঠী সাহিত্য শিলপ জগৎ তাদের করায়ত্ত করে নিয়েছে। এইসব সংবাদপত্ত গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্তের মূল লক্ষ্য মন্নাফা লোটাই শুখনু নয়, এ'দের কেনা শিলপী-সাহিত্যিক দিয়ে স্ভিশীল মানসিকতাকে বিপথে পরিচালিত করা। মানসিক দিক থেকে এই বিকৃত চেতনা স্ভির বিরুদ্ধে সোচ্চারিত শব্দে লিট্ল ম্যাগাজিনের আত্মপ্রকাশ।

বাষ্পালীর সাহিত্যপ্রীতি আবহমানকালের। জীবনের জিজ্ঞাসা বাস্তবে চিত্রায়িত করবার প্রচেষ্টা করে থাকেন আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকরা। কিছু কিছু শিল্পী এরমধ্যে নিজেদের বিক্রী করে দেন জীবনের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনবার জন্য। তারা মৌলিক চিন্তাধারা থেকে অনেকটা সরে আসতে বাধ্য হন। যে শিল্প মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি-কালার পুরো চিত্রটাকে ভূলে ধরতে পারে, জীবনের সঞ্গে জীবনের যোগ করার মাধ্যম হিসেবে যে শিল্প প্রতিফলিত হয়, সেই শিল্পকেই আমাদের দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকরা বিভিন্ন সময়ে আঁকবার চেষ্টা করেছেন। অগণিত পাঠককে অন্প্রেরণা দিয়েছেন জীবনের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক স্থাপন করতে। কিন্তু আত্ম-বিক্রীত যারা, তাদের স্কৃদ্টির সঞ্জে জীবনের কোন যোগ থাকে না। সম্ভবও নয়। সাধারণ মানুষের স্নায়বিক চেতনার ওপর আঘাত দেবার তাঁরা চেল্টা করেন। চেল্টা করেন কিভাবে তর্পের প্রাণোচ্ছলতাকে বিকৃত মানসিকতার পরিধির মধ্যে চিরস্থারী করে রাখা যায়। বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের তাঁর। শেষপর্যকত সফলকাম হতে পারেন না।

ভারতবর্ষের মত ধনতাল্যিক সমাজব্যবস্থার মধ্যেই জন্ম হয় সমাজতাল্যিক চিন্তাধারার। এই জীবন বিকেল্যিক পরিন্দেডলেই গড়ে ওঠে জীবনের জন্য শিল্প মনোভাব। তার,গ্রের দীশ্ততেজ প্রতিবাদীমন গড়ে তুলতে সাহাষ্য করে। বেশীর ভাগ লিট্ল ম্যাগাজিনেই এর পরিচয় পাওয়া বায়। সাধারণতঃ আবহমান কালের সাহিত্যপ্রীতির প্রবাহে তর্ল মানস দৃশ্ত হয়ে ওঠে। গ্রিটকতক ছেলে লেখার তাগিদকে ধরে এগিয়ে যেতে চেন্টা করে। আত্মবিক্রীত সাহিত্যিককে বিদ তারা অন্করণ করবার চেন্টা করেন, দ্টো কি কড়জোর তিনটে সংখ্যা অনির্মাতভাবে তারা প্রকাশ করে থাকেন সাধারণতঃ। তারপর উচ্ছনসের ধায়ার মধ্যে ভাটা আসে কার্র। আবার কেউ হয়ত এরইমধ্যে একে-ভাকে ধরে দুই একটা লেখা বাজারী সংবাদপরে

প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করেন। পত্রিকা প্রকাশ করবার ক্ষেত্রেও তাদের আর আগ্রহ থাকে না।

কিন্তু লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো—বখন একটা স্কুচিন্তিত মার্নাসকতা নিয়ে প\*ুজিবাদী ব্যবস্থায় লড়াই-এর মাধ্যম হিসেবে निर्देश ম্যাগাজিনকৈ প্রকাশ করবার চেন্টা করা হয়. বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সেই পত্রিকাগ্রলো বেশ কিছুদিন অনিয়মিতভাবে হলেও প্রকাশিত হয়। প্রথম থেকেই উদ্যোলারা জানেন পথটা সহজ নয়। লডাই-ই একমাত্র পথ। স্বভাবতঃই দমে যাবার কোন ইপ্গিত তাঁদের মধ্যে নেই। যেহেতু দুক্তিভগা সঠিক এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে বিশেলষণ করতে তারা আগ্রহী, পত্রিকার জীবনে আরও বেশ কিছু আদর্শবান ছেলে আসতে থাকেন। কারণ, তাঁদের নেশা আছে, সংগঠিতভাবে জীবনকে পরিচালিত করবার। সামান্য খড়কুটো পেলেই তাঁরা হাত বাড়িয়ে দেন। আন্তে আন্তে পত্রিকার জীবন এগিয়ে চলে। পথে বেশ কিছু নতুন মুখ যেমন জোটে, আবার কিছু পুরোন म् ४७ मत्त्र পড़ে। সঠिक আদর্শ থাকে বলে বন্ধ, বা শত্র চিনতে উদ্যোজ্যদের অস্ক্রিকা হয় না। ফলে আগাছার স্থিত কম হয় সেখানে।

আর একটা গোষ্ঠী আছে যেখানে সম্পাদক তাঁর নিজের জীবনের অধ্যায় দিয়ে কিছু লোককে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করেন। পত্রিকায় সম্পাদকের নিজের চার পাঁচটা কবিতা, প্রকথ্য তাঁর প্রকাশিত কোন বই-এর সমালোচনা, বিজ্ঞাপন। মূলতঃ কিছু ছেলেকে পরিস্কারভাবে চিট করে সম্পাদকের আত্মপ্রচার। এ প্রসঞ্জে দঃথের সঞ্জে অনেক পরিচিত প্রগতিশীল কবিদের নামও মনে পড়ে যাছে। সম্পাদক বিনি থাকেন, তাঁর মূল লক্ষ্য পত্রিকার মধ্যে কতবার কতকারদায় তাঁর নামটা ছাপান যেতে পারে। এ ধরণের পত্রিকার ভারনুও খুবই সীমিত।

মেটামন্টিভাবে লিউল ম্যাগাজিন জগত সম্পর্কে বাঁরা জ্ঞাত আছেন তাঁরা আমার কথার সপ্পে আশাকরি একমত হবেন—বে সমস্ত লিউল ম্যাগাজিন স্ন্চিন্তিত দ্ভিভগা নিরে বিকৃত মার্নাসকতার বিরুদ্ধে লড়াই খোষণা করতে পারে এবং এগিরে বেতে পারে স্কুত সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অগাকার নিয়ে, সে ধরনের লিউল ম্যাগাজিনের জীবনও অনেক বেশী সাবলীল। অনেক দৃশ্ত। এবং তারা কণজীবীও নয়।

বাঙালীর সাংস্কৃতিক চেতনার উচ্জবল দলিল এইসব লিট্ল ম্যাগাজিন। এখনও এয়ন সম্পাদক-শিচ্পী-সাহিত্যিক রুর্নেছেল বাঁরা কোনাকছ্র বিনিমরেও নিজেকে বিক্রী করবেন না। জীবনের জন্য শিক্স প্রতিষ্ঠার সংকলেপ নিজেরা উৎসগী-কৃত। বস্তুতঃ এ'দের তসস্যার ফসলই জাতির মানস সগুরে সংগ্রন্থ করে রাধার প্ররোজন অন্তুত হয়। সম্পাদনা বে প্রমানষ্ঠ ভালবাসা এবং সংস্থ মানাসকতা নির্ভার শিক্স, এ'দের লিট্র ম্যাগাজিনগর্লাই তার সাক্ষ্য বহন করে। কিছু কবিতা, গলেপ বা প্রবেশ বেমন এই পত্রিকার থাকে, পাশাপাশি থাকে পরীক্ষাম্লক বিভিন্ন রচনা। এই সব পরীক্ষা পাঠকদের চেতনার প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বাজারী পত্র পত্রিকাগর্লি এগিরে আসবে না। কারণ তাদের ম্ল লক্ষ্য স্থিদীল চেতনার বিকাশ সাধন নয়, ম্নাফার পাহাড় বাড়ানো। সম্পতকারণেই লিট্র ম্যাগাজিনের মধ্যেই এই পরীক্ষা চলে। সঠিকভাবেই লিট্র ম্যাগাজিনকে বলা যায় বাংলা সাহিত্যের ল্যাবরেটরী। সাহিত্যকে কাটা ছেড়া করে পরীক্ষা করবার স্থ্যোগ থাকে লিট্র ম্যাগাজিনগরেলার পাতায়।

জাতীর সামগ্রিক প্রয়োজনেই এই লিট্ল ম্যাগাজিনের সংরক্ষণ প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকারের চিন্তাভাবনা শরে করা দরকার। লিট্র ম্যাগাজিনের অকালম্ভার আর একটি প্রধান কারণ বিজ্ঞাপনের অভাব। যদিও বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ঘোষণা করেছেন, যে কোন registered প্রিকাকেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। এরমধ্যে বেশ কিছু লিট ল मााशाक्तित त्राकामत्रकाती विकाशन क्रांट्थ शर्एए । এको পত্রিকায় রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে বড়জোর একটা কি দুটো মাত্র বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু অস্বাভাবিক কাগজের দাম আর প্রিন্টিং-এর অব্যবস্থা এইসব লিটলে ম্যাগাজিন-গুলোকে ক্ষণজীবী হতে বাধ্য করে। আর্থিক সচ্ছলতা এই সব ম্যাগাজিনের থাকে না। স্বভাবতঃই বেশ কিছু টাকা অগ্রিম বাবদ প্রেসে তাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় না। প্রেসের মালিকও এই সব ম্যাগাজিনকৈ একটা অন্যভাবে দেখে। কর্ণার দ্যিতিত তারা দেখে। কারণ, সাধারণতঃ এই সব ম্যাগাজিন-गुला श्रथ्य किन्द्र होका निर्फात्त शरकर रथरक रश्चिमक एन। র্যাদ কিছু বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় তার টাকা জোগাড় করে পকেট থেকে আরও কিছ, দিয়ে প্রেসের পরেরা টাকা শোধ করে দেন। বেহেড় ছোট পাঁচুকা, তাতে আবার টাকাটাও সাধারণতঃ কয়েক ক্ষেপে দেওয়া হয় তাই এদের ওপরে প্রেসের মালিকদের থাকে অন্কম্পার মনোভাব। যেন তারা কৃতার্থ করছেন। কিন্তু এই মালিকরাই আবার প্রচুর টাকা খরচ করে একচেটিয়া প'্রজিপতি গোষ্ঠীর কাজ করে দিচ্ছেন। যে টাকা কবে পাকেন তার কোন নিশ্চরতা নেই, সেই কোম্পানীর যে ব্যক্তি এইসব দেখাশোনা করেন তাকে এ ছাড়াও আবার সন্তুক্ট রাখবার জন্য কিছ প্রেসের মালিককে দিতে হয়। স্তুতরাং প্রিশ্টিং-এর এই অব্যবস্থা লিট্ল ম্যাগাজিনকে বেশ ধারা দেয়।

বিজ্ঞাপনের প্রসংশ্য আসা যাক। শুধুমাত্র রাজ্যসরকারের একটা বা দুটো বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করলে লিট্ল ম্যাগাজনের জীবনের স্রোতধারাকে সাবলীল করা সম্ভব নয়। ধর্ন কেন্দ্রীর সরকারের কোন একটা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞাপনের জনা কোন স্পাদক গোলেন। সেখানে দেখা যায় যতটা গ্রহু ও কে দিছেন তার থেকেও বেশী গ্রহু পাছেন কোন বাজারী সংবাদপতের প্রতিনিধি। তার নিজের সম্পাদিত প্রিকা বা কোনও কথা সম্পাদকের জন্ম হয়ত তিনি গেছেন। তাদের

আদর্শ সেই তথাকথিত আত্মবিক্রণীত শিলপাঁসাহিত্যিক। লেখকের একবার প্রয়েজন হয়েছিল কোন এক লিট্ল ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপনের জন্য ইন্টার্ন রেল পি. আর. ও. অফিসে যাওয়া। প্রথম দিকে বিভাগায় ব্যক্তি বললেন কোন একজন চার্টার্ড আরাউন্টেন্ট-এর সার্টিফিকেট লাগবে—আপনাদের পহিকা ২২০০-এর মত বেরোয় এই হিসেবে। ক'দিন পরে সার্টিফিকেট নিয়ে দেখা করলাম সেই ব্যক্তিটির সঙ্গো। কললেন, ডি এ. ভি. পি.-র কোটা থাকলে পাবেন। হতাশ হয়ে আমাকে ফিরতে হয়েছিল সেদিন। কিন্তু কোন বিখ্যাত বাজারী সংবাদপত্রের সঙ্গে যক্ত আত্মবিক্রীত শিলপাঁ সাহিত্যিকদের এমন কিছ্ম পহিকা রয়েছে যাদের এসবের প্রয়োজন হয় না। কারণ অপসংস্কৃত্রির বেলেক্লাপনায় সেই সব শিলপাঁ সাহিত্যিকদের সঙ্গে এইসব সরকারী উচ্চপদন্থ কর্মচারীদেরও গাভোসাতে হয়।

বর্তমান রাজ্যসরকার ক্ষমতায় আর্ধাণ্ঠত হবার সাথে সাথেই সূত্র্য জীবনকেন্দ্রিক সংস্কৃতির সপক্ষে সচেতন হতে দেশের জাগ্রত যুবসমাজকে আহ্বান জানিয়েছেন। লিট্র ম্যাগাজিকারলো এর সপক্ষে স্থির প্রভাত থেকেই দুস্ত পদচারণা শরুর করেছে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড় ই না করতে পারলে এই অপসংস্কৃতির বেলেল্লাপনা রোখা যাবে না। ডাই প্রয়োজন সংগঠিত প্রয়াস। বিক্ষিণ্ডভাবে ছডিয়ে ছিটিয়ে থাকা লিট্ল ম্যাগাজিনগুলোর মধ্যে একটা সমন্বর গড়ে তুলতে হবে। বাংলাসাহিত্যের মধ্য থেকে আবর্জনাকে সরিয়ে দিতে হবে। আবর্জনা সংরক্ষণের দায়িত্ব প**্র**জিপতি গোষ্ঠী পরি-চ।লিত পত্রিকার কর্মকর্তাদের। সংস্থ জীবনম্খী চেতনার বিকাশ ঘটাতে গেলে সরকারেরও প্রয়োজন এই সব লিটল ম্যাগাজিনগুলোর স্বীকৃতি দেওয়া। তাঁদের কাছে অনুরোধ— বছরে একবার শারদ সংখ্যার বিচার করে শ্রেষ্ঠ লিট্ল ম্যাগা-জিনকে প্রুক্ত কর্ন। কিছু অনুদানেরও ব্যবস্থা কর্ন। যাতে এই সব পাঁচকা থেকে ফুল ফুটতে পারে। আনন্দের উদ্যান তৈরী হতে পারে। মানুষের বে<sup>\*</sup>চে থাকবার অধিকার রক্ষার সংগ্রামে গরের্ত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে এইসব লিট্ল ম্যাগাজিন। লিট্ল ম্যাগাজিন অনেদালন সম্পু সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এ আন্দোলন চিরসতা হয়ে উঠবেই।



## আরো আরো দাও প্রাণ স্থুমিত নন্দী

বিগত ৯ই মার্চ সমগ্র কলকাতার শরীরে মিশে ছিল এক অভিনব পদ্যাত্রা। এই কলকাতারই কর্মব্যুস্ত মান্ব্রের মনের কোলে বহু গোপনে ল্রাক্সের থাকা স্বংশ্বর শিকড়টিকে যারা সন্থ ও সৌন্দর্যের গান গেয়ে নাড়া দিয়েছিলেন, সেই স্ট্রুডেনথ হেলথ হোমকে অজস্র ধন্যবাদ। অসন্থ থেকে স্ব্রের পথে চলার আহ্বানে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী কলকাতার বিভিন্ন দিক থেকে পায়ে হে'টে শহীদ মিনারের সামনে জমায়েত হন। আর, এই পদ্যাত্রায় অভিভাবকের দায়িয় নিয়ে সমগ্র ছাত্রছাত্রীলের পাশে এসে দাঁড়ান শিক্ষক, রাজনৈতিক কমী, শিলপী থেকে আরক্ষ্ড করে সর্বস্তরের মান্ম। ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এক গ্রুম্বুম্প্র্ণ সমস্যাকে তুলে ধরাই ছিল এই পদ্যাত্রায় ম্লে উন্দেশ্য। বলতে শ্বিধা নেই, বছরের পর বছর ধরে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নির্মাম উদাসীনতার সম্থান পেয়ে, আমরা আজ সত্যিই লচ্জিত। সেইজন্যই বিগতে দিনের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগ্রালির দিকে চোথ ফেরাতে বাধ্য হই।

সেই প্রাচীনকালে পেলটো, আরিস্টটল থেকে আরম্ভ করে হালের দিনের নয়া দার্শনিকের চিন্তাতেও একই কথা শোনা বায়, "সন্নদর স্বাস্থের বিনিময়ে আমরা পেতে পারি এক আদর্শনাগরিক।" কথাটা একট্ব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। আসলে, স্বাস্থ্য ভাল থাকলে মনও সতেজ হয়. মনের প্রসারতা ঘটে। আর প্রসারিত মনের নাগরিকের কর্মচিন্তা সর্বদাই বাস্তবধর্মী ও মানবিকগর্ণসম্পন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। এবং সন্নদর ও স্বতঃস্ফৃত সমাজ গঠনে এই সমস্ত নাগরিকের এক ঘনিষ্ঠ ভূমিকা থাকে। অথচ আজকের দিনের যে-শিশ্রো ভবিষতের নাগরিক এবং ঐ সন্নদর ও স্বতঃস্ফৃত সমাজ গড়ার মলে উৎস, তাদের অক্থা আমাদের দেশে বড়ই কর্ণ—ঠিক যেন ডানা ঝপেটানো পাথির মতো, অস্থের তাপ বৃক্রে নিয়েও স্বপেনাখিত উচ্চাকাশের পাহাড়ে চোখ রেখে বড় হওয়ার অদম্য উৎসাহ। কিন্তু, আজকের শিশ্র এই উৎসাহের জেয়ারে পরিণত বয়সে নেমে আসে ভাটার টান।

ঐ ভাটার উৎস সম্ধানের তাগিদেই আমাদের বৈজ্ঞানিক দ্যিভাগ্যর মুখোমুখি দাঁড়ানো প্রয়োজন। আসলে শৈশব, বাল্য বা কৈশোরকালে মানুষ তার ক্ষুধার সাথে সংগতি রেখে ঠিক মতো প্রতিকর খাদ্য না পেলে অপ্রতিজনিত রোগের শিকার হয়। অলপবয়সে শরীরের সর্বঅংশের স্বাভাবিক বৃদ্ধি তথন অনির্মিত আকার ধারণ করে। এবং তার ফলস্বর্প পরিগত বরুসে চরম শারীরিক ক্ষমক্ষতির সৃষ্টি হয়। যদিও

আমরা জানি, আমাদের এই অর্থনীতিক কাঠামোয় বেশীরভাগ অভিভাবকের ক্ষেত্রেই তার সম্তানের প্রতি উপযুক্ত খাদ্যের সংস্থান ক'রে দেওয়া খুবই দুম্কর। তাদের সংসারের আর্থিক অসংগতির টানাপোড়নে ঐ সমস্ত শিশ্র বা অল্পবয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে নেমে আসে দ্বিসহ অন্ধকার। সেইজনাই বড় হওয়ার উৎসাহে মন্দ শিশুরা একদিন পরিণত বয়সে বার্থতার ঝাপটানিতে হোঁচট থেতে খেতে বিচ্ছিয়তার প্রতিভূহ'য়ে এই বেনো-জলে মিশ্রিত উয়য়নশীল সভ্যতার মাঝে বিন্দর মতো কোনক্রমে টিকে থাকে। আম্ল অর্থনৈতিক পরিবর্তন ব্যতিয়েকে এই অসংলাদ পরিবেশকে কথনই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। কিন্তু, ঐ আম্ল অর্থনৈতিক পরিবর্তনের আশায় এইসমস্ত ছেলেমেয়েদের ফেলে রাখা বড়ই অমানবিক। তাই অতি স্বলপ সামর্থকে প'র্ছিছ করেই তাদের পাশে দাঁড়াবার জন্য স্ট্রভন্থ হেলথ হোমের এই নব প্রচেন্টা।

খাদ্যের সমস্যা কিছুটো সমাধানের জন্য ছাত্রছাত্রীদের স্কুলগ**্রালতেই বিশেষ টিফিনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।** কিছু বিদেশী সংস্থা বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বিগত কয়েক বছর ধরে এ-ব্যাপারে সহযোগী হ'লেও, তা মূলতঃ খুব সামান্য কয়েকটি জায়গার মধ্যে সীমাবন্ধ। তাছাড়া, তাদের পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের অর্থনৈতিক পরিবেশের মান অনুযায়ী স্কুল-গুলি নির্বাচনের প্রশ্নটিও সঠিক হ'য়ে ওঠে না। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই প্রসংগটির উপর বিশেষ-ভাবে দূন্টি দেওয়া হয়েছে। আপাততঃ সরকারী অনুদানপ্রাণ্ড প্রার্থামক স্তরের স্কুলগ**়ালতে সরকার থেকে প**্রন্থিকর টিফিন বিতরণের ব্যক্থাটি সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। যদিও ব্যাপকহারে সব স্কুলে এই ব্যবস্থা চাল, করা সম্ভব হয়নি। আমরা জানি, ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকার-গ্রনিকে অর্থনৈতিক সীমাবন্ধতার আড়ালে কিভাবে নাকানি-চোবানি থাওয়াচ্ছে। তার উপর যদি আবার ঐ কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার রাজনৈতিক প্রশেন ভিন্নধর্মী হয়, তা হলে তো কথাই নেই। সত্তরাং, এই সীমাবন্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে সবরকম উন্নয়নম্লক প্রকল্পে সরকার ইচ্ছা করলেই হাত দিতে পারেন না। বহু কন্ট ও সততার বিনিময়ে এবং মাথা খাটিয়ে এইসমস্ত উলয়নমূলক প্রকল্পের পিছনে অর্থের সংস্থান করতে হয়। সেইজন্যই তা সময়-সাপেক্ষ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে স্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যক্তথা চাল, হওয়া (একাশি সাল থেকে কার্যকর হবে), বেকার ভাতা, বৈধবাভাতা, বৃশ্ধ কৃষকদের পেনসন প্রবর্তন প্রভৃতি ক্রের পশ্চিমবন্দের বামপান্ধী সরকার ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে উন্নত মনন্দশীল চিস্তার পরিচর রেখেছেন, তা একদিনের ঘটনা নর, ধীরে ধীরে জনচেতনার তাগিদেই এগালি ফলপ্রস্থ হরেছে। সাত্রাং আশা করা বায় আগামী দিনে মাধ্যমিক স্তর পর্যস্ত বাংলাদেশের সমস্ত স্কুলেই বিনাখরচার ছাত্রছাত্রীদের একবেলা পেটভরার মতো টিফিন ব্যবস্থাকে চালা ক'রে সরকার সাধারণ মান্থের গোপন ইচ্ছাকে বাস্তবে র্পায়িত করার স্থোগ পাবেন। এক্ষেত্রে, প্রয়োজন হলে কোনো নিস্বার্থবিদী ও উৎসাহী বেসরকারী বা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সংগ্রেসহযোগী হ'য়ে সরকার এই পরিকল্পনার হাত দিতে পারেন।

শৃন্ধন্ব প্রয়েজনীয় খাদ্য নয়, বাসস্থান এবং স্কুলের অবস্থান
প্রভৃতি অনেক কারণেও ছাত্রছাত্রীর। রেন্সে আক্রান্ত হয়। কলকাতা শহরে বিশেষত, বিশ্ত অন্তলে এমন অনেক স্কুল রয়েছে
খেখানে একেবারেই আলোব।তাস ঢোকে না, তাছাড়া স্কুলবাড়ীর
অবস্থিতিও খ্ব খারাপ। পাশেই হয়তো কেনো খাটাল বা পচা
নর্দমার বিষান্ত প্রভাবে ছাত্রছাত্রীরা হামেশাই আক্রান্ত হ'য়ে
থাকে। এক্ষেত্রে, সেইমন্হ্তে সমগ্র বিস্ত উন্নয়ন সম্ভব না
হ'লেও, ঐ স্কুলবাড়ীটিকে অন্তত একটি স্বাভাবিক আলোবাতাসপূর্ণ পরিবেশে স্থানান্তরিত করা বিশেষ প্রয়োজন।

সেদিনের এই পদ্যাত্রকে কেন্দ্র করেই ছাত্রছাত্রীদের এই সমস্যাগর্বি সমস্ত মানুষের দ্বিউতে আরও বেশী করে প্রতি-ভাত হয়। এবং সেই সমস্যা সমাধানের রাস্তা উদ্ঘাটনের জনা আমর। তাই আজ নতুন করে কিছু ভাবারও অবক শ পাই। যদিও এই পদযাত্রায় ছাত্রছাত্রীদের রোগ বিনাশের জন্য প্রতি-রে.ধক ও প্রতিষেধক ব্যবস্থাকে জোরদার করার দাবিটিই ছিল প্রধান। কোনো চরম রোগ শরীরে বাসা বাঁধার পূর্বেই যাতে তাকে ধরংস করা যায় এবং তার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, সেই সমস্ত চিন্তার ফসলগুলি বিভিন্ন পোস্টার বা প্লাক:ডেরি মাধ্যমে স্টুডেনথ হেলথ হে.ম বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেন। বাস্তবে দেখা যায়, বেশীর ভাগ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথমজীবনের অবহেলিত অতি সামান্য রে:গ **পরবতী কালে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির স**ূম্বি করে। তাছাড়া **ঐ সামান্য রোগের ছোঁয়া সমগ্র স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রভ**াবিত করে। তাই রোগের শরেরতেই কোনো প্রতিষেধক টিকা বা ইন-**জেকসন্: অথবা প্রতিরোধক ওয়্রধপত্র ব্যবহা**র একান্ত **অ'বশ্যক। স্ট্রন্ডেনথ হেলথ হোমের সাথে প্রতিটা স্কুলের** ছাত্র-ছা**ত্রীর সেইজনাই এক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা** বিশেষ জর্রী। **এক্ষেরে বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক হেলথ হোম গঠন ক'রে** তার মাধ্যমে প্রতিটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীকে মাসে দু'বার, অন্তত শরীর চেকআপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রতি মাসে ড ভারসহ কোনো প্রামামান গাড়ি বিভিন্ন স্কুলের ছারছারীদের সংমনে **উপস্থিত হলে, আরো ভালো হয়। এবং ঐ প্রতিষেধক ও প্রতি**-রোধক ওম্ধগ্রেলা বিনাম্লো ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পেণছৈ দেওরার দারিত্বও স্ট্রভেনথ হেলথ হোমকে নিতে হবে। এ-**ব্যাপারে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজগ**ুলির এবং অন্যান্য কলেজ বা সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা একসংকা স্ট্রডেনথ रश्निथ रशास्त्रत मात्रिष कौर्य निरत्न जीगरत जरम जहे गाभक नमनारिक नमाधान कता थाय अकरो कठिन काल रहत ना।

এ-তো গেল শহর অঞ্লের কথা। গ্রাম অঞ্লের ছাত্রছাত্রী-

দের মধ্যেও ঐ একই সমস্যা ছড়িরে আছে। বরণ্ড অনেকক্ষেরে দ্বেলো পেটভরানোর তাগিদে সারাদিনের পরিপ্রমের পর, অভিভাবকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের শরীর বা স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু ভেবে দেখাকে অহেতুক বিলাসিতা বলেই মনে ক'রে থাকেন। তার উপর আছে অজ্ঞতা বা শিক্ষার অভাব। গ্রামাণ্ডল বা কলকাতার বাইরে নিম্ন আয়ের শ্রমিক-অধ্যুবিত কলোনি-গর্বালর ছারছারীদের শারীরিক প্রশ্নটি তাই আরো জটিল। স্ব্তরাং, বর্তমানে শ্রুম্ব, শহরম্ব্যী চিন্তার আবরণে আটকে না থেকে স্ট্রেডনথ হেলথ হোমের বিভিন্ন শাথাকে ঐ-সমস্ত গ্রাম ও কলোনি অঞ্চলের ছারছারীদের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনে, সরকারের কাছে ব'জেট থেকে ছারছারীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উন্নয়নথাতে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ানোর দাবি রাখা যেতে পারে। তাতেও প্ররোপ্রির আর্থিক ঘাটতি না মিটলে, স্ট্রেডনথ হেলথ হোম বাংলাদেশের বিভিন্ন ঘরের দরজায় দরজায় গিয়ে সাহাযোর আবেদন রাখতে পারেন।

বিগত কয়েক বছরে দেখা গেছে যে, ছাত্রছাত্রীদের প্রায় বিন,মূল্যে চিকিৎসা ও ওষ্ট্রধপত্র সরবরাহের জন্য স্টুডেনথ হেলথ হোম নামক সংগঠনটির অস্তিত্ব কলকাতার প্রায় বেশীরভাগ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাই জানত না। শুধুমাত্র কয়েকটি নামজাদা স্কুল-কলেজের অহেতুক পূষ্ঠপোষকতা ও উপযুক্ত প্রচারের অভাবেই অন্যান্য স্কুলগালি এই সাযোগকে কাজে ল গাতে পারেনি। স্তরাং বর্তমানে গ্রাম-শহর-বিস্তি-উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত অথবা, কোনো মানের প্রশ্ন ব্যতিরেকেই সমতার ভিত্তিতে সমুদত স্কুল, স্টুডেন্থ হেল্থ হোমের এই সুযোগট কুকে কাজে লাগাতে পারবে। কারণ, স্টুডেনথ হেলথ হোমের বন্তব্য এখন খুবই পরিকার: ছাত্রছাত্রীদের নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতন করা এবং খুব স্বল্প সুযোগকেও পরি-পূর্ণভাবে কাজে লাগানো। এক্ষেত্রে সর্বস্তরের মানুষেরই এক বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। পূর্ণবয়স্ক যে-কোনো নাগরিকই আজকের বা আগামীদিনের এইসমুহত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অভি-ভাবকের স্থান নিয়ে তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা উন্মো-চনের খুব সামান্য এই রাস্তাট্যকুকেও দেখিয়ে দিতে পারেন। সেদিন শহীদ মিনারে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর বন্তবোর মধ্যে এই কথাটাই পরিন্কারভাবে ফুটে ওঠে যে, ছার-ছাত্রীদের শরীর সম্পর্কিত বিভিন্ন সমসাার ব্যাপারে শুধু সরকার বা কোনো সংগঠনের একার পক্ষে পুরোপর্রার সমাধান কর। সম্ভব নয়: সমগ্র মান,ষের মিলিত প্রয়াসেই এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের অসূত্র থেকে সূথের পথে নিয়ে যাওয়া সফল হতে পারে।

পরিশেষে, স্ট্ডেনথ হেলথ হোম তাদের নৈরাশ্যজনক বিমিয়ে যাওয়া ভাবটিকে কাটিয়ে উঠে আজ যে ভাবে নব-প্রচেণ্টায় ও নিবিড় উদ্যোগে রাস্তায় নেমে এসেছেন, তাকে আবার সাধ্বাদ জানাই। আশাকরি, তারা বর্তমানের এই স্বল্প বাতাবরণকে ম্লেধন করেই ভবিষাতে পশ্চিমবাংলার সমগ্র ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে, সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবে র্পায়িত করার জন্য সচেণ্ট হবেন। কলকাভার কর্মবাস্ত মান্ব্রের মনের কোণে বহু গোপনে ল্রিকয়ে থাকা স্বশেনর শিকড়টিকে স্থ ও সৌন্দর্যের গান গেয়ে ভারা যে-ভাবে প্রভাবিত করছেন, তাকে কখনই নণ্ট হ'তে দেবেন না—বরণ্ড, ঐ শিকড়টিকে স্বশেনর আরো গভীরে প্রশীছে দিতে পারবেন।

# বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা

## শক্তির উৎস

গোটা কিবজন্তে এখন শতি সংকট চলছে। সংগা সংগা ব্যাপক বৈজ্ঞানিক প্রবাস চলেছে শতির উৎস সম্বানে। বিজ্ঞাসন্ পাঠক মনের কাছে এই কর্মকিং-ডর কিছন্ তথ্যজিবিক আলোচনার তাগিদেই আমাদের বর্তমান ভাবনা। লেখাটি করেকটি কিপিডতে বেরোবে। এই সংখ্যার বিবর সৌরশতি।

—সম্পাদক্ষ-ডলী

সৌরশান্ত / স্বা — প্রাচীনকাল থেকে মান্য বে সমস্ত প্রাকৃতিক শান্তকে ভর পেরেছে তার মধ্যে অন্যতম হল স্বা । স্বা থেকে বেরিরে আশা তাপশন্তি ও আলোকশন্তিকে মান্য বেমন ভরও পেরেছে তেমনি শ্রুখাও জানিরেছে। আবার স্বা-নিগতি তাপশন্তি ও আলোকশন্তি অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে সৌর-শান্তকে নিজের প্রয়োজনে মান্য সভ্যতার সেই আদিয়াণ থেকেই ব্যবহার করে আসছে।

ফসল শ্কানোর কাজে সৌরশান্তর ব্যবহার সেদিন থেকেই भृत् रसिष्टिन र्योपन रथरक मान्य कमन उर्शापन कतराउ **শিখেছে।** আজও এই কাজে সৌরশক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া অন্যভাবে সৌরশন্তির বাবহ'রের কথা বলতে প্রথমেই মনে আশে আর্কিমিডিসের কথা। খ্রীন্টপূর্ব ২০০ অব্দেই বিনি সুর্য্যালোক ব্যবহার করে আগুন জ্বালতে পেরেছিলেন। তারপর সৌরশন্তিকে সমাজ-সভ্যতার কাজে লাগানোর প্রচেণ্টা আজও অব্যাহত আছে। এ প্রস্পো সর্বাগ্রে মনে আসে ফ্রান্সের মিঃ মৌচট্ (Mouchot)-এর কথা। যিনি সেই ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সৌরশত্তি ব্যবহার করে একটি পাম্প চালান। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে আর্মেরিকার ফ্লাঙ্ক শামান (Frank Schuman) এক সাংঘাতিক কাজ করলেন। মিশরে তিনি এক চোঙাকৃতি প্রতিফলক (Cylindrical Reflector) বসালেন বার আয়তন ছিল ২৩০০০ বর্গফটে। এই বিশাল প্রতি-ফলকের উপর স্থ্যালোক ফেলে তা দিয়ে জল গরম করে বাষ্প উৎপন্ন করে, সেই বাষ্প দিয়ে টারবাইন চালিয়ে তিনি ৫৫ অম্বর্শান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন এক পাম্প চালালেন। তার চেয়েও উন্নতভাবে সৌরশন্তির ব্যবহার করলেন ইতালীর জেনোয়ার অধিবাসী জি. ফ্র্যান্সিস্। সেটা ছিল ১৯৬৮ খ্রীফ্রাক। ফ্র্যান্সিসের ব্যবস্থায় ১০০ কিলোওয়াট বিদ্যাংশন্তি যে পরি-মাণ তাপশক্তি উৎপাদন করতে পারে সেই পরিমাণ তাপ উৎপাদিত হয়েছিল।

সৌরশন্তি থেকে তাপ অথবা আলোক সরাসরি পাওয়া
বায়। কিন্তু মানবসভ্যতার দ্রুত অগ্রগতিতে সর্বাধিক সাহায্যকারী কিন্তুংশন্তি কিন্তু সরাসরি স্বাধিক পাওয়া বায় না।
তাপশত্তি থেকে বিদ্যুংশত্তি অথবা জলপ্রবাহ থেকে বিদ্যুংশত্তি
উংপাদনের জন্য যেমন বিশেষ ধরণের কিছ্র বন্দ্রপাতির সাহায্য
নিতে হয় সৌরশত্তি থেকে বিদ্যুংশত্তি উংপাদনের জন্য তেমনি
কিছ্র বিশেষ ধরণের বন্দ্রপাতির সাহাষ্য নিতে হয় ও কিছ্
বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। কিছু কিছু ক্ষেয়ে অবশ্য

সরাসরি সৌরশন্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎশন্তির ব্যবহার বন্ধ করা যায়। যেমন জলগরম করার ক্ষেত্রে। বৈদ্যুতিক হীটার-এর পরিবর্তে সৌরশন্তির ব্যবহারে জল গরম করা সম্ভব। শীত প্রধান দেশে বাড়ীঘর গরম রাখার জন্য সৌরশন্তির ব্যবহার চাল্করা সম্ভব। কৃষিজ ও পশ্র্জাত দ্রব্যাদির ব্যবহারে সৌরশন্তি অনায়াসেই ব্যবহার করা যায় ও হছে। লবন উৎপাদনে সৌরশন্তির ব্যবহারে বহুকাল থেকেই চাল্ব আছে। সৌরশন্তির ব্যবহারে মূল সমস্যাটা হল স্ব্যালোক ও তাপকে একজায়গায় সংগ্রেতি করা। ভূপ্তেঠ যে পরিমাণ সৌরশন্তি প্রতিদিন এসে পৌছায় তা দিয়ে সতের হাজার কোটি মেগাওয়াট বিদ্যুৎশত্তি উৎপাদন করা যায়। কিন্তু ভূপ্তেঠ পতিত এই বিপ্রল পরিমাণ সৌরশন্তির সবট্কু সংগ্রহ করা অসম্ভব ব্যাপার। তবে তাকে বেশকিছন্টা অন্তত্তঃ মানবসভ্যতার কাজে লাগানো যায়।

প্রতিফলক পন্ধতি ও ফোটোভোল্টাইক পন্ধতিতে সৌর-শক্তি থেকে বিদ্যাংশক্তি উৎপাদিত হয়। প্রতিফলক পর্ন্ধতিতে প্রথমতঃ কোন একটি নিদিন্ট জায়গায় অবস্থিত প্রতিফলক-এর (আয়না অথবা পালিশ করা কোন ধাতব পাত) উপর স্*র্যার*শিম ফে**লা**র ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিফলকের উপর স্ব্রিকরণ পড়লে প্রতিফলিত স্ব্রিরিশ্মর তাপ অনেকগুণ বেড়ে যায়। এবার সেই তাপ কাব্সে লাগিয়ে জল গরম কর। হয়। জল ফ**্রটিয়ে বাষ্প করতে পারলে সেই বাষ্পকে অতি**রি<del>ত্ত</del> চাপে টারবাইন-এর উপর ফেলতে পারলে টারবাইন ছোরান সম্ভব আর টারবাইন ঘুরলে তারু-সাথে জেনারেটর সমন্বিত থাকলে তাও ঘুরবে। আর জেনারেটর ঘুরলেই পাওয়া যাবে বহু কাষ্ক্রিত বিদ্যুৎশন্তি। এই হল সংক্রেপে প্রতিফলক পন্ধতিতে সৌরশক্তি থেকে বিদ্যাৎশক্তি উৎপাদনের কার্য-পর্ম্বতি। সৌরশন্তির প্রতিফলকগর্বালর বৈজ্ঞানিক নাম তাপ সংগ্রাহক বা থামাল কালেক্টর। সূর্যেরখিম প্রথমতঃ পড়ছে প্রতিফলকের উপর। প্রতিফলিত সূর্য্যরশিমর তাপকে কাজে লাগিরে পাশের ট্যান্ডের জল গরম করে বান্সে পরিণত করা হচ্ছে। সেই বাষ্প দিয়ে টারবাইন চালানো হবে। তারপর वाकी थारक भारत्यात स्कनारत्रेत সংयात्रिकत्रत्वत कास । अवात আসা বাক ফোটোভোন্টাইক পন্ধতিতে। ফোটোভোন্টাইক পন্ধতি হল সংক্ষেপে এইরকম,—দুটো বিসদৃশ পদার্থ, পাশা-পাশি রাখলে তাদের মিলনমূলে যদি অতি-কেনুনী রাশ্ম পড়ে जाराम जिएश-ठामक का मृच्यि हत्। मृद्या त्रीन्त्रास्**छ जी**छ-বেগনে রিশ্ম আছে। এখন এমন একটি ব্যবস্থা করা হল বার মধ্যে দুটো বিসদ্শ পদার্থ পাশাপাশি সংযুক্ত আছে এবং বার মিলনস্থলে স্ব্রিরশিম পড়তে পারে। তাহলে আমরা তার থেকে সরাসরি তড়িং-চালক বল পার। আর তড়িং-চালক বল হল বিদ্যুংশন্তির আঠাল। স্ভেরাং এই ব্যবস্থার সরাসরি বিদ্যুংশন্তির আঠাল। স্ভেরাং এই ব্যবস্থার সরাসরি বিদ্যুংশন্তি পাওরা বার। আর এই ব্যবস্থাটির নাম হল ভোটোভোটাইক সেল। এর স্ক্রিবা হল বে এর সমস্ত অংশগর্কা প্রার্হার করে একে উম্পীবিত করতে হয় না। সর্বোপরি রক্ষণাবেকণের দারিক ভীষণ কম। জোটোভোটাইক সেলের সাধারণ নাম হল 'সোলার সেল'। ব্যবসারিক ভিত্তিতে সোলার সেল প্রথম চাল্ হয় ১৯৫৫ খ্রীটান্সে। সোলার সেলের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। বর্তমানে সাম্বির্র বরা, লাইট হাউস, পরিবেশ নির্ব্রণ ব্যবহ্বা, মাইক্রেওয়েভ রিলে স্টেশন, বন প্রভৃতি কার্যে সোলার সেল ব্যবহৃত্ত হচ্ছে।

দৌরশতির ব্যবহার প্রথমীর বিভিন্ন দেশে বর্তমানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শ্রুর হরে গেছে। জ্ঞাপানে ১৯৭১ খ্রীণ্টাব্দে সোরশতি পরিচালিত একটি তাপবিদ্বাং কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হরেছে। এই তাপবিদ্বাং কেন্দ্রটি নিয়ে এখন গবেষণা চলছে। আশা করা বায় ১৯৮১ খ্রীণ্টাব্দ নাগাদ এটি চাল্র হবে। ফ্রান্সের ওভেলিওতে একটি সোরশত্তি পরিচালিত তাপ বিদ্বাং কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইতালীতে ৪০০ কিলো-ওয়াট উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন একটি সোরশত্তি পরিচালিত তাপবিদ্বাং কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আরেকটি ১ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্বাং কেন্দ্র সেখানে প্রতিষ্ঠিত হছে। আরেরিকার নিও মেক্সিকোর প্রথিবীর সর্বোচ্চ বিদ্বাং উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্বাং কেন্দ্র সেথানে প্রতিষ্ঠিত হছে। আরেরিকার নিও মেক্সিকোর প্রথিবীর সর্বোচ্চ বিদ্বাং উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্বাং কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আর সবচেরে বড় কথা সোরশত্তি নিয়ে গবেষণা সবদেশেট চলছে।



রক ধ্ব উৎসবে বালিকাদের কবাডি প্রতিযোগিতা

ভারতবর্ষে ত সৌরশন্তির ব্যবহার নিয়ে ব্যপেষ্ঠ গ্রেষণা চলছে। তবে ভারতবর্ষের কোথাও এখনও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সৌরশন্তির ব্যবহার হরনি।

পরিশেষে একথা নিশ্চরই দৃঢ়তার সংখ্য বলা যায় বে সৌরশন্তি আগামী দিনে ব্যাপকভাবে মানবসমাজের অন্ক্লে কাজ করবে।

(ক্রমণঃ)



বহরমপ্রে ব্রুক ব্রুব উৎসবে কল্পক ন্তারত শিশ্রিশ্চপ

## দিলাপ ভট্টাচার্যের তুর্লিভে—



# भिन्धी-भः कृष्ठि

## ত্ব'টি মেলা তিনটি উৎসব

### কলকাতা ৰইমেলা

কলকাতা ময়দানে গত ১৪ই মট্ট থেকে ২৫শে মার্চ গর্যনত ব্রুকসৈলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স শিক্ষের উদ্যোগে পশ্বম বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ১৯৭৬ সালে প্রথম যুখন এই বইমেলার উদ্যোগ পর্ব শুরু হয়, তখন থেকেই কলক।তার গ্রন্থ-প্রেমিক মানত্ব এই মেলার প্রতি একটা অমোঘ আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। বই না কেনা গেলেও, শুধুমাত্র র্যাদচ্ছ বই নাড়াচাড়ায়ও যে কিছুটা গ্রন্থ-পিপাসা মেটে সেই প্রথম টের পাওয়া যায়। এবং প্রধানত সেই সূত্রেই কলকাতা বইমেলা প্রথম আবিভাবেই বই-প্রেমিকদের হৃদয় জিতে तिय। वरेट्यालात উप्पन्ना मन्यदर्व अत উप्तांखाता वरलाह्न. আমাদের আরো আগ্রহ জাগানো এবং নিয়মিত বই কেনার অভ্যেস তৈরী করা। বস্তুত, আমাদের যথন সততই ন্ন আনতে পানতা ফুরোয়, তখন বই বিষয়ে তত সচেতন থাকা নিয়ত সম্ভব হয় না। আন্তরিক ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তেল-ন্নের হিসেব করে ফের বই কেনাটা সতি।ই একধরণের বিলাসিতা হয়ে পডে। তাই গ্রন্থ-বিপননে সেইসব মান্তবের কাছে এই বইমেলা আক্ষরিক অর্থেই একটি উপহারের মত। সে কারণে এ-বছর বই মেলার অনিশ্চয়তার সংবাদে বই প্রেমিকেরা পভাবত**ই ঈষৎ বিষন্ন ছিলেন। কিন্তু শেষপর্য**ন্ত আমরা যে ওই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হইনি, সেজন্য রাজ্যসরকার এবং মেলার উদ্যোক্তারা অবশ্যই ধন্যবাদ দাবি করতে পারেন।

এ-বছরের মেলায় কলকাতার বিভিন্ন নামী দামী প্রকাশক ছাড়াও **অনেক ছোট প্রতিষ্ঠানও তাঁদের পসরা** সাজিয়ে <sup>ব</sup>র্সো**ছলেন। কণিনের জন্য সারা কলেজম্মী**ট পাড়াটাই যেন উঠে এসেছিল এই ময়দানে। শ্বধ্ব আণ্ডালক প্রতিষ্ঠানই নয়, ক্রেকটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানও এই মেলার মর্যাদাব্যদ্ধতে সাহাষ্য **ক'রেছিল। বিভিন্ন প্রকাশকের বিভিন্ন ধরনের** বইয়ের বিশ্বত তালিকা থেকে প্রস্যোকেই নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী বই সংগ্রহ ক'রতে পেরেছেন। এছাড়া মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল এইসব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অনেকগর্বল <sup>লিট্</sup>ল ম্যা**গান্তিনের নিজস্ব স্টল।** একমান্ত এ'রাই দোকান-<sup>দার</sup>ীর **শ্বাসর শ্বতার মধ্যে অনেকটা খোলাবাতাস** থেল।তে পেরেছিলেন। এ-বছর মেলায় মিনি বই প্রকাশনার একটি <sup>আ</sup>ম্ভুত প্রবণতা দেখা গেছে। মিনি মহাভারত থেকে মধ্-<sup>স্দৃন</sup>, স**ুকুমার রায় গরম কেকের ম**ত বিকিয়েছে। আশ্চর্য <sup>এরই</sup> পাশাপাশি সাঁইবাবা প্রকাশনের মত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের শ্বলৈও মন্দ ভিড ছিল না।

প্রতিবছরের মত এবারের বইমেলার বিক্রী বেড়েছে, লেক

সমাগম বেড়েছে। কিন্তু একট্ব ভাবলেই দেখা যাবে ষে, থংকের হিসেবে এই মেলার সাফল্য বিশেষ **নয়ন-স**ুথকর হ'লেও, বইমেলার সাফল্য মেলার মাপকাঠি হিসেবে বেশ ভগার। কেননা, এতে কিছ্ ম্ভিমেয় বই-ব্যবসায়ীর আথেরে কিছ**ু লাভ হ'য়ে থাকলেও**, ৫/৬ লক্ষ বই-পোকা মান**ুষের** কছে এটা তেমন কোন আহামরি সার্থকতা আনে না। এই মেলার যতটেকু সাফল্য তা আসলে নির্ভারশীল মেলায় উপস্থিত অসংখ্য বই পাগলদের সন্ধিয় অংশগ্রহণে। ব্যবসায়ীদের শৃঃধ দোকান সাজিয়ে বসা ছাড়া আর তেমন কোন উষ্জ্বল উদ্যোগ নেই যা গ্রন্থ পিপাস,দের অনিবার্যভাবে মেলাপ্রাণ্যণে টেনে এনতে পারে। আসলে এ'রা মেলায় এসেছেন বইয়ের প্রতি অপা**র ভালোবাসা**য় এবং কোত্রলের টানে। নইলে স্বল্প-পরিসর মন্ডপগর্নিতে না আছে কোন শৈল্পিক পারিপাট্য, না থাছে প্রুহতক তালিক: সরবরাহ বা প্রচারে তেমন কোন চোথে পড়ার মত দৃষ্টান্ত, না আছে বই সাজানোর কোন সমুশৃঙ্খল সাুষমা না আছে তেমন কোন দূর্লভি গ্রন্থের সমারোহ এবং সর্বোপরি নেই সূলভ মূল্যে বই সরবরাহের কোন আবশ্যিক উদোগে।

এই বইমেলায় ক্রেতাদের কাছে যেটা সবচেয়ে ক্ষোভের ব্যাপার তাহ'ল, এখানকার ডিস্কাউন্টের কুপণতা। কলেজভীট পাড়ায় পার্বালসারের ঘর থেকে বই নিলে বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে হেসে-খেলে ১৫ থেকে ২০ পার্সেন্ট এবং ইংরেজনী বইয়ে ১২/১৩ পার্সেন্ট ছাড় পাওয়া যায়ই। তাহ'লে কি মানে হয় বহুদ্রে থেকে গাঁটের পয়সা খরচ করে এখানে এসে ধ্লো-খেয়ে, ভিড় ঠেলে এখান থেকে বই কেনার! অবশ্য বইমেলায় একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রতিদিন ছিল তাহ'ল বই বাজার। ছাই খেটে সেখানে হঠাংই পেয়ে যাওয়া ষেত অনেক দ্লেভ বই। কিন্তু কোন দ্রহ্ কারণে এবার ক্লেতারা বই বাজারের স্থোগ্য থেকে বণ্ডিত হ'লেন. বোঝা গেল না।

বস্তুত, এই মেলার ৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখন মনে হয়, এই মেলা থেকে প্রুস্তক ব্যবসায়ীদের ফায়দালোটা এবং কিছ্ম শহরের বাবর ইন্টেলেক্চুয়াল সাজার অর্থহীন প্রয়াসকে প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া এই মেলার বোধহয় আর খ্রব-বেশি গ্রেম্ম নেই।

#### <u> भिन्भुद्रम्</u>जा

শিলপকলাকে জনম্খী করার জন্য, শিলপী ও জনগণের মধ্যে মেলা বসানোর ঐকান্তিক বাসনার, শিলপকলা বিষয়ে জন-গণকে সচেতন করার প্রয়াসে এবছরও ১৭ই মার্চ থেকে ২০শে মার্চ পর্যাত গণতাল্যিক লেখক শিলপী কলাকুশলী সন্মিলনীর উদ্যোগে কলকাতার রবীন্দ্র সদন প্রাণ্গণে এক সর্বাণ্গস্কর শিলপমেলার আরোজন হ'রেছিল। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, ব্লামকিংকর, গোপাল ঘোষ প্রমূখ খ্যাতিমান শিলপীদের শিলপসম্ভারের পাশাপাশি অনেক তর্ন শক্তিমান শিল্পীর চিত্রও এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। এ ছাড়া ছিল কিছা প্রখ্যাত বিদেশী শিলপীর ছবির প্রিন্ট। প্রদর্শনীর পাশা-পাশি মুক্তমণ্ডে প্রতিদিন শিক্স সমালোচকদের বিদর্শ্ব আলো-**ठना. সংগীতান, छान, আ**र्जास, नाएक ইত্যাদিরও ব্যবস্থা ছি**ল।** এই শিল্পমেলা জনসাধারণের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছিল। মেলার শেষদিনে প্রখ্যাত শিল্পী এবং ভাস্কর রামকিংকর বেইজকে সম্বাধিত করার কথা থাকলেও শিল্পীর অস্ক্রেতার কা**রণে** তা শেষপর্যন্ত আর সম্ভব হয় নি। শিল্প যে সো-কেসে সাজিয়ে রাখার সামগ্রী নয়, তা যে জনসাধারণের জীবনযাপনের এক অপরিহার্য অব্দা, তা এই প্রদর্শনী আরেকবার প্রমাণ করলো।

### **इनकित छेश्मव '४**०

বাংলা ছবির ৬০ বছর প্রতি এবং 'পথের পাঁচালী'র ২৫ বছর প্রতি উপলক্ষে পাঁচমবঙ্গা সরকারের তথা ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে গত ১১ই এপ্রিল থেকে ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত কলকাতার ৮টি প্রেক্ষাগ্রেহে ৭ দিন ব্যাপী এক চলচ্চিত্র উৎসব হ'রে গেল। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় তোলা ৬০টি ছবি এই উৎসবে প্রদর্শিত হ'রেছে। একসাথে এত-গ্রেলা সং ছবি দেখার স্বোগ ক'রে দিয়ে রাজ্য সরকারের সংস্কৃতি বিভাগ অবশ্যই ধন্যবাদার্হ হ'রেছেন। কেননা, এই প্রথম একটি রাজ্য সরকার এরকম একটি প্রায়-সর্বভারতীয় চলচ্চিত্রোৎসবের আয়োজন করলেন, যা অবশ্যই একটি শৃত্ত সংকেত র্পে বির্বেচিত হ'তে পারে। বিকিনি-শাসিত হিন্দী ফিল্ম এবং ফরম্লা বন্দী বাংলা ছবির পাশাপাশি এই চলচ্চিত্র উৎসব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা র্পে আমাদের স্মৃতিতে রয়ে যাবে বহুকাল।

বাংলা ছবির ৬০ বছর পর্তি উপলক্ষে ১৯৩২ সালে ভোলা জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' থেকে শরের করে ১৯৮০-এর বৃশ্বদেব দাশগ্রুপ্তর 'নিম-অলপ্রণা' পর্যন্ত প্রায় ৪০টি নির্বাচিত বাংলা ছবি ছিল এই উৎস্বের অন্যতম আকর্ষণ। বাংলাছবির শৈশ্ব অবস্থা থেকে আধ্রনিক কাল পর্যান্ত যা একটি ধারাবাহিক অগ্রগতির ছবি স্পর্ণ করে। ছবিগালের নির্বাচনেও ছিল একর্প দ্ভিভিগার স্বচ্ছতা— শুধু শৈল্পিক উৎকর্ষতার ভিত্তিতে এগর্নল নির্বাচিত হয়নি, বরং একটি ব্যাপক সাধারণ মানের ছবি প্রদর্শিত হ'য়েছে, বা থেকে বাংলাছবির একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আমরা খুব সহজেই পেরে যায়। ৩০, ৪০ দশকের ছবিগ্রলি প্রকৃতপক্ষেই আমাদের প্রজন্মের কাছে একটি উল্জবল উম্পার। তবে এই ব্যাপারে একটা অভিযোগ থেকেই বায়—বি•কমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গলেপর অনেকগালি চিত্ররূপ উৎসবে প্রদর্শিত হ'লেও শরংচন্দের কোন ছবি উংসবে দেখা গেল না। অথচ একসময়, এবং হয়তো আজো, শরংচন্দের গলেপর জোরেই অনেক ছবি বিস্ফোরক বন্ধ-অফিস পেয়েছে। ইতিহাসের খাতিরে শরংচন্দ্রকে উপেকা করার কোন বৃত্তি নেই।

'স্থের পাঁচালা'র ২৫ বছর প্রতি উপলক্ষে স্ভাজিং রায়ের অনেকগর্নাল শ্রেণ্ট ছবি উৎসবে দেখানো হয়েছিল। 'প্থের পাঁচালা' বতবার দেখা বার ততো বেন আরু বাড়ে, পর্না হয়। সত্যাজতের সামগ্রিক চিত্রকর্ম থেকে গ্রেটিকয়েছ ছবি নির্বাচন করা খ্রু দ্রুহ ব্যাপার হ'লেও তাঁর 'দেবী', 'কাপ্রের্ব-মহাপ্রের্ব', 'জলসাম্বর', 'মহানগর' উৎসবে থাকা আবশ্যক ছিল। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' বা 'প্রতিম্বন্দ্রী'কে উৎসব থেকে অনায়াসে বাদ দেওয়া বেত। কেননা, এগর্নাল সাম্প্রতিক কালে বহুবার প্রদর্মিত হ'য়েছে। তুলনায় এই প্রজ্ঞানের দর্শকেরা তাঁর প্রথম দিকের ছবি দেখার স্ব্যোগ খ্রু কমই প্রের্ছেন।

শান্তিক ঘটকের 'অষান্দ্রিক', 'স্বর্গরেশা', 'কোমক গান্ধার'
ইত্যাদি ছবিগ্রলো এই উৎসবের মর্যাদা ব্ন্থিতে দার্ন সহায়ক হ'রেছিল। তাছাড়া প্রেণ্দ্র পারীর 'ক্রীর পার'
বারীণ সাহার 'তের নদীর পারে', নারায়ণ চক্রবতীর 'দিবারারির কাবা', সৈকত ভট্টাচার্যের 'একদিন স্বর্ণ', শংকর ভট্টাচার্যের 'বাদিন', এবং ব্ল্থেদেব দাশগ্রেণতর 'নিম-অলপ্র্ণা' ছিল উৎসবের সম্পদ বিশেষ। উৎপল দন্তের 'ঝড়' একটি সেল্লায়েডের বারা হিসেবে দেখতে মন্দ লাগে না। ব্ল্থেদেব দাশগ্রেণতর 'নিম-অলপ্র্ণা' সম্পর্কে দর্শকদের প্রত্যাশা প্রণ হয় না। দারিল্রের এই রক্ম ভকুমেন্টারী আমরা কলকাতা '৭১-এও দেখেছি। অবশ্য এই ছবির জাভনায়িক দ্যুতা একটি অসাধারণ দ্যুটান্ত। কেননা, এই ছবির কোন শিল্পীই অভিনয় করেন না। শংকর ভট্টাচার্যের 'দোড়' রাজনৈতিক প্রন্থতার একটি সাহসিক দলিল হিসেবে স্মরণীয়।

বাংলাছবি ছাড়া ২০টি মারাঠি, মালয়ালম, কানাড়ী, তামিল, উর্দ্ধ, হিন্দী, ওড়িয়া, অসমীয়া ছবিগালিও দর্শক আনুক্লা থেকে বঞ্চিত হয়নি। দক্ষিণ ভারতীয় ছবিগুলি আমাদের সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মূণাল কেন্দ্রিক অহংকারের ওপর একটি সজোরে চপেটাঘাত করে যায়। ভাষার ব্যবধান ছাড়িয়ে (সব ছবিতে সাব-টাইটেল ছিলনা) ছবিগুলি অনায়াসে আমাদের অধিকার ক'রে নেয়। বিশেষত, 'ওকা উরি কথা', 'কোপিয়েওম', 'অশ্বস্থমা', 'আমপত্ম', 'চিতেগত্ম চিন্তি', 'গহণ', 'সর্ব-প্রাথা মা ভূমি', 'ঘাসিরাম কোতোয়াল', ইত্যাদি ছবি ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক-একটি অক্ষর মাইলস্টোন হ'রে থেকে যাবে। এরমধ্যে 'খটশ্রান্ধ' ছবিটিকে উৎসবের শ্রেষ্ঠ ছবি বলে চিহ্নিত করা যায়। গ্রামীণ জাতপাতের সমস্যা ছবিটির আলোচ্য বিষয়। ছবির মূল দু'টি চরিত ব্যুনা এবং মানীর ভূমিকানেতৃন্বর অভিনয় নৈপ্রণ্যে ব্রকের মধ্যে তীর মোচড় **फिरम यात्र। এই यम्ना नारम य्वर्जीं । अवर मानी** नारम চালকটিকে দেখে, কার্যকারণ হীন ভাবে হ'লেও 'পথের পাঁচালী'র অপত্র, দর্গাকে মনে পড়ে বায়।

ওড়িয়া ছবি 'বাতিঘর' (কাহিনী বুন্ধদেব গ্রুহ) স্বচ্ছ কাহিনী চিত্র হিসেবে দাগ কাটে।

হিন্দীছবির জগতেও বে একটা নতুন বাতাস এসেছে তা সপত হর সৈমদ নিজার দুটি ছবি অরবিন্দ দেশাই কি জীবন দর্শনি এবং 'আলবার্টা সিল্টো ক গোঁস্যা কিউ আয়া বিমল দত্তের 'কস্তুরী', শ্যাম বেনেগালের 'কল্বুর', বিম্পাব মারটোধুরীর 'শোধ' ইত্যাদি ছবিগুলি দেখে। 'আলবার্ট

পিলেটা'র শেষদ্শো পদ'ার মশালের, রম্ব পতাকার লাল আগন্ লাগা একটি স্মরন্ধীর শিলপ স্টি। 'শোধ' ছবিটি এবছরের প্রেন্ড কাহিনী চিত্রের জন্য প্রেক্ত্ত। স্নীল গপোপাধ্যায়ের গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গলপ' অবলম্বনে গড়ে উঠেছে এর কাহিনী। ছবিটির ফটে:গ্রাফিক অসাধারণতা এবং বন্তব্যের দৃঢ়তা আমাদের খ্ব অনিবার্যভাবে ছ'্রে যায়। বেনেগালের 'কন্দ্রা' আমাদের শোচনীয়ভাবে হতাশ করে। একটি প্রায় মিধোলজিকাল আখ্যান অবলম্বনে সত্তর দশকে ছবিটি তোলার অর্থ ঠিকঠিক অন্তব করা গেল না।

উৎসবে কাহিনী চিত্রগর্নি ছাড়াও রবিশংকর, ইনার আই, এ হিস্মি অফ ফিল্ম মেকিং, এবং পাকা ফসলের কড়চা ইত্যাদি তথ্যচিত্রগর্নিও যথেক আলোড়ন তুর্লোছল। বিশেষত শেষ ছবিটা একটি হাতিয়ার বিশেষ। জোতদার-জমিদারের শঠতা এবং ভূমিহীন কৃষকের ঐক্যবন্ধ সংগ্রাম এই ছবির প্রতিপালে ব্যাপার। এর কয়েকটি দ্লো ষধাক্রমে জোতদারের ধান ল্ঠ করা এবং পাকা ধানের ক্ষেতে আগন্ন লাগানো এক নয়া দাঁড়ি পাল্লার মধ্যে অসহায়, পংগ্র ব্বক ডোমনের ক্লান্ড, উদ্দীপ্ত চোধ স্মরণীর শিল্পকাজ। ছবিটি এই মৃহ্তে কলকাতার ঠাণ্ডা প্রেক্ষাগ্র থেকে মৃত্ত করে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া একটি আবশ্যক কর্তবা।

এই চলচ্চিত্র উৎসব চিত্র নির্বাচনে একটি বিশেষ চরিত্র
গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। ধনতান্দ্রিক পণ্যচিত্র এবং পর্ণোচিত্র
ছাড়াও যে সমাজতান্দ্রিক বাস্তবতা নিয়ে সং চলচ্চিত্র তৈরী
সম্ভব এবং তা যে যথেন্ট দর্শক আন্ক্লাও পেতে পারে এই
উৎসব তা আরেকবার প্রমাণ করে দেয়। বাশ্যালোর চলচ্চিত্র
উৎসবে যেখানে দর্শক যৌনাত্মক চিত্র প্রদর্শনের দাবিতে
প্রেক্ষাগৃহে ভাঙচুর করে, সেখানে কলকাতা চলচ্চিত্র প্রদর্শনের
একটি ঐতিহাসিক দলিল হ'য়ে রইল। এই উৎসব উপলক্ষে
নুখামন্দ্রী জ্যোতিবস্ক যে আটা ফিল্ম-থিয়েটারের ভিত্তি
প্রস্তর স্থাপন করলেন, আমরা আশা করি, তা শুধুমাত্র একটি
মিনার হ'য়েই থাকবে না, স্কুল্থ সংস্কৃতির সপক্ষে তা হবে
একটি বিস্ফোরক প্রতিষ্ঠান বিশেষ।

### গণনাট্য উৎসৰ

বাংলা শিলপ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গণন।ট্য সংঘের একটি বিশেষ অবদানের কথা সর্বজনজ্ঞাত। চল্লিশের দশকের সেই ব্যাপক সংস্কৃতি আন্দোলনকে ইতিহাসের পাতা থেকে গত ১৯ এবং ২০শে এপ্রিল দ্ব'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে আবার ফিরিয়ের আনা হয়েছিল। গণনাট্য উৎসব প্রস্কৃতি কমিটির উদ্যোগে স্ট্ডেন্ট হেলথ্ হোমের সাহাষ্যার্থে উৎসবটি সংগঠিত হয়।

কবি ইকবাল রচিত সারে জাঁহাসে আচ্ছা গানটি গেরে উৎসবের উদ্বোধন হর। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্ উদ্বোধনী ভাষণে সামাজিক অগ্নগতিতে শিলগ-সংস্কৃতির বলিষ্ঠ ভূমিকা বিষরে বন্ধবা রাখেন। এরপর শাদ্ধু ভট্টাচার্বের নির্দেশনার কল অফ দ্য ভ্রামস' প্রতীক ন্ত্যান্ত্রান গ্রোতাদের আনন্দিত করে।

অন্-ঠানের মুখ্য অকর্ষণ ছিল সেকাল এবং একালের গণ-সংগীত। তবে শ্রোতারা সমকাল অপেকা ৩০/৪০ দশকের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হ'রেছিলেন। সলিল চৌধ্রবার গান এখনো প্রোভাদের সঞ্চারিত করে, এর প্রমাণ আরেকবার পাওরা গেল। এবং একক সংগীতে স্বচিন্না মিন্তের তুলনা তিনি নিজেই।

এছাড়া নবাম, নীলদপণ এবং কিমলিসের করেকটি নির্বাচিত দ্শোর অভিনয় তৎকালীন নাট্য আবহকে তুলে ধরতে সক্ষম হ'য়েছিল। তৎকালীন প্রতিষ্ঠান-বিরোধী শিক্ষাীরা আৰু যে নিব্দেরাই এক একটি প্রতিষ্ঠান হ'য়ে গেছেন, সেজন্য দ্বঃখ হওয়াই স্বাভাবিক।

### भागित्य देवमाथ

প্রতিবছরের মত এবারের ২৫শে বৈশাখের পবিত্র সকা**লে** বহু রবীন্দ্র-মনসক মানুষ সমবেত হ'র্যোছলেন রবীন্দ্রসদন এবং জ্বোড়াসাঁকোর মৃক্ত রবীন্দ্রানুষ্ঠানে। রবীন্দ্রসংগীত ছাড়াও ২৫শে বৈশাথের আরেকটি তাৎপর্য প্রায় দুই দশক ধ'রে ব•গসংস্কৃতির ঐতিহ্যের সাথে ভীষণ ভাবে ওতপ্রোত হ'রে গেছে। এই দিনে অসংখ্য ছোট-ছোট পত্রিকার প্রকাশনা যেন এই কথায় প্রমাণ করে যে, ২৫শে বৈশাখ শুধু রবীন্দ্র-নাথেরই জম্মদিন নয়, তা আসলে বাংলা সাহিত্যেরই জম্ম-দিন। তাই নিঃসন্দেহে, পেটমোটা বাণিজ্যিক পান্নকাগ**্রালর** পাশাপাশি দুর্বিনীত চ্যালেঞ্চের মত, এইসব লিটল্ ম্যাগা-জিনের প্রকাশনা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কেননা এ-কথা কে-না জানে যে, এইসব পত্ৰ-পত্ৰিকাগ, লিতেই আছে সেই অমোঘ শক্তি যার নাম যুবন্, এবং যা সাহিত্যের নাক্তে মেরুদণ্ডকে. ক্ষয়া-থর্ব টে প্রবাহকে, টানটান রাখতে সাহায্য করে। সে কারণে **१क्कान वाभी कृत्न, भारत, भरता, भरतारिक त्रवीन्त्र** প্রজার তুলনায়; সমবেত সংস্কৃতি-মনসক মানুষের দ্রুক্টি তুচ্ছ ক'রে, বৈশাথের প্রথর নিদাঘ উপেক্ষা ক'রে কবির প্রতি, বাংলা সাহিত্যের প্রতি এই হ'ল শ্রেষ্ঠ শ্রন্ধাঞ্জলি।

—উপল উপাধ্যায়



## মস্কো অলিম্পিক ঃ সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া অধ্যাপক অশোক দাশগুপ্ত

বিশ্বের সকল দেশের জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি ও প্রাতৃত্ব গড়ে তোলার এবং তা আরোও দৃঢ় ও সংহত করার লক্ষ্য নিয়ে ১৮৯৬ সালে প্রথম অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অন্থিত হয়েছিল। অলিম্পিকের মহান আদর্শকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে ২১টি অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। বিশ্বের সকল দেশের অগণিত ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় অলিম্পিকের ২২তম অনুষ্ঠান আগামী ১৯শে জ্বলাই থেকে ৩রা আগস্ট পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়ার রাজ-ধানী মস্কোতে হতে চলেছে। অলিম্পিকের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে এই গ্রেছপূর্ণ আন্ত-ৰ্লাতিক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আৰু থেকে ছ' বছর আগে আস্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি যথন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে ১৯৮০ সালে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা মন্কোতে অনুষ্ঠিত হবে তখন কমিটিকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সাম্রাজ্যবাদী-পর্জিবাদী দর্নিয়ার সরকারগর্বাল এবং তাদেরই পাশাপাশি খেলাধ্লাকে যারা নিছক পণ্যে পরিণত করেছে সেই সব ব্যবসায়ী, আল্ডর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির **এই সিম্ধান্তকে সহজে মেনে নিতে পার্রোন। তারা প্রথম** থেকেই সুযোগ খ'ুজছিল কিভাবে মন্কোর অলিম্পিক অনুষ্ঠানকৈ বানচাল করা যায়। কথায় আছে দৃর্জনের **সুযোগের অভাব হয় না। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর মধ্যে** একটি ঘটনাকে তারা সুষোগ হিসাবে গ্রহণ করল। সম্প্রতি আফগানিস্থান সরকারের আমশ্রণে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর এগিয়ে আসা এবং আফগানিস্থানে সোভিয়েত বাহিনীর উপ-স্থিতির ঘটনাকে সুযোগ হিসাবে এরা গ্রহণ করেছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি কার্টার, ব্রিশ প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার, অক্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ফ্রেজার মন্ত্রে অলিম্পিক বর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদ্ ও ক্রীড়ামোদীদের কাছে প্রচারে নেমে গেছেন। বিভিন্ন দেশের সরকারের উপরও তাঁরা এই প্রশ্ন নিয়ে চাপ দেবার চেষ্টা করছেন। আজ যখন দ্বনিয়ার সর্বত্ত ক্রীড়া-বিদ্ ও ক্রীড়ামোদীরা অধীর আগ্রহে ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করে আছেন তখনই সাম্বাজ্যবাদী দ্বনিয়ার এই নেতারা খেলাখ্লার ক্ষেত্রে রাজনীতিকে টেনে আনছেন, মরীয়া হয়ে মস্কো অলিম্পিক বর্জনের প্রচারে নেমে গেছেন। মঙ্কো অলিম্পিক বানচাল করার জন্য কেন এই ঘ্ণ্য थराज्यो—এই श्रम्न जाब्र क्रीड़ाविम् ७ क्रीड़ारमामीता निम्हत्रहे করতে পারেন।

### অলিম্পিক প্রতিৰোগিতা: সমাজতান্ত্রিক দেশগ্রির অবস্থান

বিগত কয়েকটি অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ফলাফল যদি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে প্রথমেই ষেটা বিশেষভাবে চোথে পড়বে তা হল সোভিয়েত রাশিয়া সহ সমাজতানিক দেশ-গুলির ক্রীড়াবিদদের বিস্ময়কর সাফল্য। অর্থ নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল বিষয়ের মত খেলাখ্লার জগতেও সমাজতান্ত্রিক দেশগ্রনির কিময়কর অগ্রগতি ও সাফল্যকে সামাজ্যবাদী প'র্বজিবাদী দেশগ্রবালর শাসকেরা খ্র স্বাভাবিক कात्रलाष्ट्रे वद्रमाञ्च कद्राच भारत ना। भन्निकवामी एममगर्नामद শাসকেরা দর্নিয়ার সাধারণ মান্ত্রদের ধাস্পা দেবার জন্য প্রচার করে যে খেলাধ্লায় রাজনীতির কোনও স্থান নেই, খেলাধ্লার জন্যই থেলাধ্লা। কিন্তু এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কিছ্র হতে भारत ना। भर्किवामी वावन्थात्र जन्माना नकन किनिरवत मण খেলাধ্লাকেও নিছক মুনাফা স্থিকারী একটি পণ্য হিসাবেই দেখা হয়। এই ব্যবস্থায় খেলাধ্লা শাসকশ্রেণী ও শোষক-শ্রেণীর রাজনীতির উদ্বে কিছুতেই থাকতে পারে না। কিন্তু অবক্ষয়ী প'র্জিবাদী ব্যবস্থার পাশাপাশি যে সমস্ত দেশ প'র্বজিবাদের শৃংখল ভেঙে সমাজতদা প্রতিষ্ঠা করেছে সেই সব দেশে অন্যান্য সকল জিনিষের মত খেলাখুলাও পরিচালিত হয় একেবারে ভিন্ন পরিবেশে। সমাজতান্তিক ব্যবস্থায় সব-কিছ্ম করা হয় সমাজের সকলের প্রয়োজন মেটাবার লক্ষ্য নিয়ে। ব্যক্তিগত মালিকানায় উৎপাদন পন্ধতির পরিবতে সমাজতান্তিক ব্যক্ষার উৎপাদন পশ্বতি সামাজিক মালিকানার চালানে। হয়। সোভিয়েত রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে দেশের সকল সাধারণ মানুষের স্বার্থে দুতে অর্থনৈতিক অগ্র-গতির জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বিষয়টি বিশেষ গরেন্ত্র দিয়ে গ্রহণ করা হর। স্বাস্থ্য গঠনের সংগ্য সংখ্যা স্থির জন্য শিশ্ব থেকে শ্বর্ করে সকলের জন্য খেলাখ্লার নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগ**্রলিতে** অন্যান্য সকল বিষয়ের মত খেলাখ্লারও নিয়স্তাণ হ'ল শ্রমিকপ্রেণীর রাজনীতি ও আদর্শ। এই কারণে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে খেলাব্লাকে পণ্য হিসাবে দেখার কোনও প্রখনই আংসে না। এখানে প্রতিটি মানুষের জীবনে অন্যান্য কাজের মন্ত খেলা-ধ্লাও অবল্য করণীর একটি কাজ। এই ধরণের ব্যবস্থার মধ্যে খেলাখ্লার উন্নতি ঘটতে বাধ্য। সাম্রাজ্যবাদী প'্রন্থবাদী দ্নিরার সকল ঘ্ণ্য প্রচেন্টাকে বার্থ করে দিতে সমাজতান্তিক দেশগর্নি রাজনৈতিক ও অখনৈতিক দিক দিরে দ্বনিরার বেমন

বিশেষ স্থান দথল করেছে তেমনই খেলাখলোর জগতেও নিজেপের পত্তির জোরেই বিশিষ্ট স্থান দখল করতে সক্ষম গুরেছে। অলিম্পিক প্রতিবোগিতার কর্ণধারেরা অলিম্পিক আসর থেকে সোভিয়েত রাশিরাকে দরে রাখার চেন্টা প্রথম থেকেই করেছে। কিল্ড দ্বিতীয় বিশ্বমন্থের পর, বিশেষ করে সোভিয়েত বাহিনীর হাতে ফ্যাসিবাদের চডান্ত পরাজয়ের পর সোভিয়েত রাশিয়াকে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার আসর থেকে দরে সরিরে রাখা আর সম্ভব হল না। ১৯৫২ সালে অলিম্পিক আসরে প্রথম অংশগ্রহণ করার সময় থেকেই সোভিয়েত রাশিয়া এবং পরবর্তী সমরে অন্যান্য সমাজতাশ্যিক দেশগুলি স্বাস্থ্যচর্চার আশ্চর্য অগ্রগতির স্বাব্দর রেখে চলেছে। সমাজতাশ্যিক দেশগালির ব্রেশন্তি আজ পূর্ণ মর্যাদায় অলিম্পিক ও খেলাধ্যার অন্যান্য আসরে অংশগ্রহণ করছেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিবোগিতার আসরে সমাজ-তাশ্যিক দেশগ্রিলর ক্রীডাবিদেরা একের পর এক বিস্ময়কর রেকর্ড স্থাপন করার সভেগ সভেগ দুনিয়ার সকলের সামনে আদর্শবোধের অত্যক্তরল দুন্টান্তও উপস্থিত করতে সক্ষম হচ্ছেন। সোভিয়েত রাশিয়া, চীন থেকে শব্রে করে ছোট দেশ কিউবা উত্তর কোরিয়া—সকল সমাজতালিক দেশের ক্রীডা-বিদেরা খেলাখলোর আসরেও সমাজতান্তিক ব্যবস্থার উৎকর্ষতা প্রমাণ করতে পারছেন। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসকেরা ও रथलाथ लात वावमात्रीता अ क्रिनिय कि करत महा कत्रत ? थत দ্বাভাবিক কারণেই সমাজতান্ত্রিক দেশগালির অগ্রগতি এদের ক্ষিণ্ড করছে।

## অলিম্পিক জন্তান: সোভিয়েত সরকার ও জনগণ কি দ্ভিতে দেখছেন?

সোভিয়েত রাশিয়া অলিম্পিকে প্রথম অংশগ্রহণ করে ১৯৫২ সালে। অলিম্পিক আসরে প্রথম অংশগ্রহণ করার তিন দশক পরে সোভিয়েত রাশিয়া অলিম্পিক অনুষ্ঠিত করার দায়ি**ছ পেয়েছে। ১৯৭৬ সালের অলিন্পিক অন**্তিঠত হয়ে যাবার পর থেকেই সোভিয়েত সরকার ও সোভিয়েত জনগণ অলিম্পিক অনুষ্ঠানের প্রস্তৃতির কাজ শুরু করে দিয়েছে। অলিদিপক কোনও মামলে। অনুষ্ঠান নর। বিশ্ব মৈতী ও সোদ্রাত্ত্বের মহান আদর্শকে সামনে রেখে দর্নিরার বিভিন্ন দেশ থেকে ক্লীড়াবিদ, ক্লীড়ামোদী, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ক্মী ২২তম অলিম্পিক প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে মন্কোতে नमत्वे इतन। अहे व्यान्जर्जाजिक व्यन्कीरनेत मधा पिरा বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা প্রস্পর ভাব বিনিময়, সংস্কৃতির বিনিময় করার সুযোগ পাবেন। এই কারণেই সোভিয়েত সরকার ও সমাজতশ্বের আদৃশে উন্দুন্ধ সোভিয়েত জনগণ অলিম্পিক অনুষ্ঠানকে সর্বতোভাবে সফল করার জন্য যেন মেতে উঠেছেন। বিগত সাডে তিন বছর প্রস্তৃতিপর্বে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের মধ্য দিরে দেশের জনগণের সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের এক অভতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হরেছে। বিশেবর বিভিন্ন দেশ থেকে সাংবাদিকরা অলিম্পিকের প্রস্তৃতির কাল দেখতে মন্কো গেছেন। তারা সকলেই সোভিরেত সরকার ও সোভিরেত জনগণের উদ্যোগ দেখে অভিভূত হরেছেন। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর অলিম্পিকের প্রস্তৃতির কাজ দেখার জুনা কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিক চির্মাণ সোভিয়েত রাশিরার গিরেছিলেন। তিনি কলকাভার ফিরে এসে লিখেছেন, "The Moscow Olympic Games are scheduled to start in the third week of July. But go to any city of any republic of the USSR to-day, and it will seem to you that the games are starting tomorrow. The Modern Olympic Games had started way back 1896, but this is the first time in 84 years that a Socialist nation is going to hold it—and the arrangements, the Soviet people have made for the Games have over-shadowed all the previous efforts." (Sports World, ১৯৮০ সালের ১৯শে মার্চের সংখ্যা থেকে উন্ধ্যুক্ত)

মন্দ্রিল বা মিউনিখ অলিম্পিক অনুষ্ঠান করতে গিয়ে বত খরচ হয়েছিল তার মধ্যে একটি বড অংশ হয়েছে নতন করে স্টেডিরাম, জিমন্যাসিয়াম, সুইমিং প্রল ইত্যাদি তৈরী করার জনা। কিল্ড দেশের অন্যান্য বিষয়ের মত খেলাধুলার উন্নতি ও প্রসারের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ায় স্টেডিয়াম. জিমন্যাসিয়াম, সূইমিং পূল ইত্যাদি আগে থেকেই তৈরী ছি**ল** বলে ২২তম অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার জন্য সেই সব আর নতন করে তৈরী করার প্রয়োজন হচ্ছে না। ফলে र्मान्येन ও মিউনিখ অলিম্পিক অনুষ্ঠান করার জন্য যা খরচ হরেছিল তার চেয়ে অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ কম খরচ হবে মক্ষে। অলিম্পিক অনুষ্ঠান করতে। অলিম্পিকের অধিকাংশ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে মন্কোতে। লেনিনগ্রাদ কিংয়ভ ও মিনস্ক এই তিন্টি শহরে ফুটবলের তিন্টি গ্রুপের কোরাটার ফাইনাল পর্যায় পর্যনত অনুষ্ঠিত হবে। ফুটবলের र्সियकारेनाम **७ कारेनाम (थनाग**ीन रूप मरुकार । भान তোলা নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতা হবে বাল্টিক সাগর তীর-বতী শহর আল্লিনে। এতগর্নি জারগা জড়ে আলিম্পিক অনুষ্ঠানের সময় প্রতিটি দেশের ক্লীড়াবিদ, প্রতিনিধিদের যাতে কোনও অস্কবিধা না হয়, কোনও বিদেশী পর্যটকের বাতে এতট্রকু সমস্যায় পড়তে না হয় তার জন্য খ'রটিনাটি সব দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। অলিম্পিকের মত একটি বিরাট আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানকে সফল করতে হলে প্রচর क्यों श्राह्मन । एए एक क्यों त नाम रेजिमरशरे जानकाजुड করে তাদের সকলকেই ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেকের কাব্রু অন্-বারী। অলিম্পিকের সময় ৪৫টি ভাষায় দোভাষী হিসাবে বারা কান্ধ করবেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং গবেষণা কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ। ভাষাগত পার্থক্য যাতে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ক্রীডাবিদ ও ক্রীডামোদীদের সামান্য অস্কবিধা স্থি না করতে পারে তার জন্য বিমানসেবিকা, বিমানবহরের কমী মিনিশিরা, পর্যটন বিভাগ, ডাক্ঘর, ব্যাঞ্ক ট্রাঞ্ক টেলি-रकान ও টেলেক বিভাগের কমী, গাড়ীর চালক, হোটেলের क्यों, प्लाकात्नत्र क्यों अवः त्थलाध्लात्र मत्भ यात्रा महिन्त-ভাবে জড়িরে আছেন তাদের মধ্যে বিদেশী ভাষা শেখার ধ্য পড়ে গেছে। বিদেশী পর্যটকদের যাতায়াতের সূর্বিধার জন্য কেবলমার মন্কোতেই প্রায় ৬০০০টি বাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ১৬ তলা বিশিষ্ট ১৮টি নতুন বাড়ী নিয়ে গড়ে উঠেছে অুলিন্পিক ভিলেজ। মন্কোতে গড়ে ওঠা এই ভিলেজের মধ্যে

তৈরী করা হয়েছে একটি হাসপাতাল। নতুন করে তৈরী এই বাড়ীগুলি অলিম্পিক অনুষ্ঠান শেষ হবার পরে এখানকার নাগরিকদের আবাসন হিসাবে ব্যবহাত হবে। বিদেশী সাংবাদিক, রেডিও ও টেলিভিসনের জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অলিম্পিকে যে প্রেসবন্ধের ব্যবস্থা হচ্ছে তাতে একসংগ ৭২০০ জন ক্রীড়া সাংবাদিক বসতে পারবেন। ২২০০টির বেশী টেবিলে টেলিভিসন ও টেলিফোনের ব্যবস্থা থাকবে। অলিম্পিক ঐতিহাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বিদেশী-দের মনোরঞ্জনের উম্পেশ্যে এক বিশাল প্রমোদ কর্মসূচীও প্রস্তৃত করা হচ্ছে। সোভিয়েত রাশিয়ার মত বহুজাতিক দেশের জনগণের শিল্পকলা ও সোভিয়েত সমাজের বিভিন্ন দিকের সংশ্য বিদেশের ক্রীডাবিদ ও ক্রীডামোদীদের পরিচিত করানোর জন্য ১৪৪টি ব্যালে ও অপেরা অনুষ্ঠান ৪৫০টির বেশী নাটক এবং ৩৫০টি সার্কাসের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এইভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার ব্যাপক জনগণ যে কোনও রকমেই হোক না কেন অলিম্পিকের অনুষ্ঠানে নিজেদের অংশীদার করার জন্য প্রস্তৃত হচ্ছেন। গত বছর মস্কোতে একটি সাক্ষাংকারে এক সোভিয়েত সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ইন্টার-ন্যাশনাল স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং ইটালীর বিশিষ্ট সাংবাদিক এনরিকো ক্রেসপি বলেন "I have very pleasant impreassious. Preparatoins are going full stream ahead. People are working on Olympic projects with enthusiasm and competence. Apart from Moscow, I visited Tallin, uslere use all knows, the Olympic regatta will be held and I would say I was equally awed by Olympic projects there. In my view, you have advanced much further in your Pre-Olympic preparations. To this day them the organisers of the two previous games, in Munich and Montreal, in just as much thime.

But my dearest impression is of the Soviet people who are, at this early stage showing great interest and enthusiasm, the two qualities that make for the success of the 1980 Olympics, which are destined to play a Key role in strengthening sports, culture and friendly ties among nations." (আলিম্মান-৮০ অর্থানাইছিং কমিটি কর্ক প্রকাশিত Olympic Panorama-র নবম সংখ্যা থেকে উষ্ণ্ড)

সোভিয়েত সরকার ও সোভিয়েত জনগণের দৃঢ় বিশ্বাস, 
২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিরে নিম্চিতভাবেই প্রমাণ
করা বাবে বে সমাজতান্ত্রিক বাবস্থার উমততর পরিবেশের
মধ্যে অলিম্পিকের মত বিরাট অনুষ্ঠান হতে পারে।
অলিম্পিক আসরে আগত সকলেই উপলব্দি করতে পারবেন
বে সমাজতান্ত্রিক বাবস্থার একটি দেশের সরকার কিভাবে
দেশের সমগ্র জনগণকে প্রত্যক্ষভাবে বা পরেক্ষভাবে এই
ধরণের এক বিরাট অনুষ্ঠানে সক্রির অংশীদার করতে পারে।
অলিম্পিকের আসর যে বৃষ্ধবিরোধী শাহ্তির মহামিলন ক্ষেত্রে
পরিগত হতে পারে তাও প্রমাণিত হবে মস্ক্রে অলিম্পিকে।

বিশ্ব শাণিতর পরলা নশ্বরের শহ্ম সাম্রাজ্যবাদীরা এ জিনিব কিন্তাবে বরদাস্ত করবে? সাম্রাজ্যবাদীরা মস্কো অলিম্পিক কথ করার জন্য অপচেন্টা চালাবে—এতে আন্চর্ব হ্বার কিছ্ম নেই।

### সমাজতাশ্যিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আফ্রোম্বের নগন বহিঃপ্রকাশ: মুক্তো জলিন্দিক বর্জন প্রতিবোগিতা

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির গঠনতব্যের ২৪ নং ধারায় বলা হয়েছে, "জাতীয় অলিম্পিক কমিটিগালি রাজ-নৈতিক বা বাবসায়ীভিত্তিক কোনও ঘটনার সংখ্য নিজেদের যুক্ত করতে পারবে না।" এই ধারাটিতে সামাজ্যবাদীরা বিভিন্ন সমরে সূর্বিধামত ব্যবহার করেছে। ১৯৩৬ সালে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ফ্যাসিস্ট হিটলারের অধীনে নাৎসী জার্মানীতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই অনুষ্ঠানকে বর্জন করার कथा किन्छा कर्तान । वर्गरेवयमावारमत विद्यालय ও वर्गविरम्बरी-দের অকথা নির্যাতনের প্রতিবাদে বেশ কয়েকটি আফ্রিকার রাখ্য যখন মণ্ট্রিল অলিম্পিক বর্জনের জন্য আহত্তান করেছিল তখন মার্কিন যুক্তরান্ট্র সাড়া দেয়নি। আমেরিকার নিগ্রোদের-নির্যাতিত অকম্থার প্রতি বিশ্বের সকলের দুল্টি আকর্ষণ করার জন্য ২০০ জন নিয়ো জীড়াবিদ যখন মেক্সিকো অলিম্পিক বর্জনের সিম্পান্ত ঘোষণা করেন তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক ও কর্ণধারেরা বলেছিলেন যে অলিম্পিকে রাজনীতির কোনও স্থান নেই। কিল্ডু আজ যখন মন্কোতে ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হতে বাচ্ছে তখন মার্কিন বৃত্ত-রাষ্ট্র সেই মতে স্থির থাকতে পারছে না।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের একের পর এক পরাজ্যর এবং পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক দেশগর্নালর সববিষয়ে বিসময়কর অগ্রগতির পটভূমিকার সাম্রাজ্যবাদী দেশগর্নালর শাসক ও কর্ণধারেরা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশকে চেপে রাখতে পারছেন না। তাদের ক্ষিপ্ত মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে নানাভাবে, নানা দিক দিয়ে। এইরকম এক নান বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মস্কো অলিম্পিক বর্জন প্রতিব্যোগতার মধ্য দিয়ে।

মন্দের অলিন্পিক বর্জনের আহ্বান জানিয়ে আসরে নেমেছেন স্বয়ং মার্কিন রাষ্ট্রপতি কার্টার। ক্রীড়াবিদদের কাছে এই আহ্বান জানানার সমর কার্টার জানতেন যে একাজ খ্রু সহজ নয়। তাই তিনি নানা আদ্বাসও দিয়েছেন। মস্কো থেকে সরিয়ে অন্য কোনও দেশে অলিন্পিক অন্ন্তানের ব্যবস্থা করা হবে এবং এই স্থান পরিবর্তন বদি আদে সম্ভব না হয় তাহলে একটি বিকল্প আন্তর্জাতিক প্রতিবোগিতার ব্যবস্থা করা হবে—সকল দেশের বিশেষ করে মার্কিন ব্রেন্টানের রাষ্ট্রের ক্রীড়াবিদদের কাছে এইকথা তিনি ঘোষণা করেছিলেন। মস্কো অলিন্পিক বর্জনের পিক্ষে মত স্টিটর জন্য কার্টার ব্যবিগত দ্তে হিসাবে বিখ্যাত ম্ভিরেম্থা মহম্মদ আলিকে আফ্রিকার পাঁচাট দেশে পাঠিয়েছিলেন।

মার্কিন রাদ্মপতি কার্টারের সংগা তাল মিলিরে আসরে প্রথমেই নেমে পড়েছিলেন ব্টেনের প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার ও অন্দৌলিরার প্রধানমন্ত্রী ফ্রেজার। তাঁরাও নিজ নিজ দেশের ক্রীড়াবিদদের মন্ফো অলিন্সিকে অংশগ্রহণ না করার জন্য আহ্বান জানিরেছেন। কিন্তু মন্তেকা অলিচিপক বর্জনের জনা এই সব নেতার আহ্বানে দ্বীড়াবিদরা সাড়া দিছেন কি? এই আহ্বান বিশেবর বিভিন্ন দেশে কি প্রতিজ্বিয়া স্টি করেছে?

### ৰাত্ৰপ্ৰতিক জালাম্পিক কমিটি ও বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদর। ডি ভাৰছেন ?

আন্তর্জাতিক অলিন্পিক কমিটি পরিকার ঘোষণা করেছে য ১২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠানের স্থান পরিবর্তনের কোনও প্রদাই ওঠে না। পূর্ব সিম্বান্ত মত এই অনুষ্ঠান মন্কোতেই হবে। আন্তর্জাতিক অলিদ্পিক কমিটির সভাপতি লর্ড কিল্লানিন স্বার্থাহীন ভাষায় বলেছেন বে আইনগত ও নীতি-গত দিক থেকে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের স্থান পরিবর্তন করা হার না। মন্কোতে ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত করার যে সিম্খান্ত আন্তব্ধাতিক অলিন্পিক কমিটি ১৯৭৪ সালে গ্ৰহণ করেছিল সেই সিম্পান্তকে স্বাভাবিকভাবেই লজ্বন করা যায় না। এছাডাও লর্ড কিল্লানিন রাজনৈতিক উন্দেশ্যে খেলাখুলাকে বাবহার করার প্রচেষ্টাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। মন্ফো অলিম্পিক বরকট করার আহ্বানে সাড়া দেওয়া ত' দুরের কথা বরং বিশেবর বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীরা এই ধরণের হীন প্রচেণ্টার বিরুদেধ প্রকাশ্যে বিক্ষোভ জানিয়েছেন। একজন ক্রীড়াবিদের সাধারণতঃ জীবনে একবারই অলিদ্পি-কের মত গ্রেম্পূর্ণ একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ আসে। বেশ করেক বছর কঠোর অনুশীলনের পর যদি কোনও ক্রীড়াবিদ শোনেন যে তার দেশ অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করবে না তাহলে তার পক্ষে এই সিম্খান্ত মেনে নেওয়া খুব সহজ ব্যাপার হতে পারে না। মার্কিন ক্রীডাবিদ যর জিওদারি কোডের সপো বলেছেন, "১৯৮০ সালে র্যালম্পিককে সামনে ব্লেখে আমি দশ বছর ধরে অনুশীলন করছি। আমার দৃঢ়ে বিশ্বাস যদি ক্রীডাবিদদের মত মত চাওয়া হয় তাহলে সকলেই রাষ্ট্রপতি কার্টারের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই गए प्राप्त ।" ১৯৩৬ माल जिलाम्माक हार्वारे न्वर्गभावकारी আথেলেটিকসের কিংবদনতী পুরুষ প্রয়াত জেসি ওয়েন্স রাষ্ট্রপতি কার্টারের অলিম্পিক বয়কটের আহ্রানকে গহিত কাজ বলে মন্তব্য করেছেন। গত বছর যে ক্রীডাবিদ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আাথলেটের স্বীকৃতি পেরেছিলেন ব্রটেনের সেই লীড়াবিদ সেবাস্তিয়ান কো বলেছেন, "যদি টিকিটের মূলা আমাকেই দিতে হয় তাও আমি মন্কোতে যাবই।"

ব্টিশ প্রধানমন্দ্রী ধ্যাচারের কঠোর মনোভাবের জবাবে ব্টেনের প্রতিষোগী জীড়াবিদরা বলেছেন যে সরকারের কোনও সিন্দান্ত কোনও কঠোর মনোভাবই তাদের মন্দ্রে অলিম্পিকে বোগদান কম্ম করতে পারবে না।

আফ্রিকার পাঁচটি দেশে কার্টারের বিশেষ দ্ত হিসাবে সফর করার পর মহম্মদ আলির অভিজ্ঞতা কার্টারের অন,ক্লে বার নি। মহম্মদ আলি কলেছেন, "মস্কো অলিম্পিক বর্জনের প্রচারে আমাকে আফ্রিকার পাঠিয়ে রাদ্মপতি কার্টার অন্যার করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার শেবতাপা বর্ণবিশ্বেবী সরকার সন্বশ্যে ব্রোভার মনোভাবে আফ্রিকার প্রত্যেকটি দেশই ওরাশিংটন সরকারের বিরোধী। বদি আমি আমেরিকা, সাফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার সমগ্র ইতিহাস আগে জানতাম তাহলে আমি রাখীপতির অন্ত্রোধে আছিকার পাঁচটি দেশ সফরে আসভাম না।"

সাম্বাজ্যবাদী দুনিরার তাবড় নেতারা মন্ফো অলিন্পিক वर्क तन व शक्को भारा कर्ता हलन स्तरे शक्को निष्क দিক থেকে বার্থ হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে শেষপর্যন্ত যদি কয়েকটি দেশ মন্কো অলিম্পিক বরকটের সিম্পান্ত গ্রহণ করে তাহলে সেই সিম্পান্তকে কোনও মতেই সেই সব দেশের অগণিত ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীর সিন্ধানত বলে আখ্যা দেওয়া যাবে না। অলিন্পিককে কেন্দ্ৰ করে সাম্বাজ্যবাদীরা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিরার বিরুদ্ধে বে খুণ্য খেলায় মেতেছেন সেই খেলায় তারা পরাস্ত হয়েছেন। এতে দুনিয়ার অগণিত ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদী নিশ্চয়ই श्विष्ठाताथ कत्रत्वन । मानियात लक्ष क्ष्म कीर्जावम स कीर्जा মোদীর শহেজ্ছা নিয়েই মন্ফোতে ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে-এই বিরাট আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানক সর্বতোভাবে সফল করার লক্ষ্য নিয়ে সোভিয়েত সরকার দেশের অগণিত সুশুংখল জনগণের সহযোগিতা নিয়ে দুঢ়তার সংগ্র र्थाशस्त्र ह्लाट्टन।



কালনা ১নং ব্রক য্ব-করণের উদ্যোগে মেয়েদের ভালবল প্রশিক্ষণ কর্মস্চী।



### নাগপাশ। সাধন চটোপাধ্যার জান্তিক প্রকাশনী। চার টাকা

"নাগপাশ" চারটি গলেপর সংকলন। প্রথম গলপ 'নাগপাশ,' শ্বিতীর 'খোলস', তৃতীর 'তিনপ্রেব' এবং চতুর্থ 'জনালা।' প্রথম গল্প 'নাগপাশ' চব্বিশ পরগণার এক ছোটু গ্রামের বাত্রা উৎসব निरत भ्रत् शरहरह। এই यावा भामात यथा पिरत কাহিনীর ম্ল চরিত্রপ্লির সাথে স্ক্র ও নি খ্ত পরিমিতি বোধে কাহিনীকার পাঠকের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু **চরিত্রগুলির সনাতন রহস্য উম্বাটন লেখকের উপজী**ব্য নয়— সমাজ পারিপাশ্বিকতায় তারা ফ্রটে উঠেছে। পালা শ্রু হওরার সাথে সাথে দ্র-দ্রান্ত হ'তে মান্ধের মিছিল এগিয়ে जारन। अहे मिहिलात त्थामशतम्भत मधामिता व्यामितानी, मासि, भारमा, हायी এই সব भ्रमकीयी मान्यस्त्र हेन्क्रता हेन्क्रता कथात्र काँक रममकाम भ्रमचे হয়ে ওঠে। তাদের অনেকেরই আশংকা धान काणेत्र मत्रमास्य राज्य किन्द्र विश्वन चर्णेरा शास्त्र अवर अरे ক'টি কথার মধ্যদিয়ে লেখক কাহিনীর মধ্যে অবশ্যম্ভাবী বে **শ্বন্দ্ব তার পূর্বাভাস স্পন্ট করে তুলেছেন।** এই আসরেই আমাদের পরিচয়ঘটে প্রেড্র সমাজের গরীব চাষীর ছেলে **কালপাথরে খোদাই দেহ' নকুলের সাথে। বাট-সত্তর বছ**র আগে **এই বাদার বসতি পত্তনে নকুলদের পরিবার ছিল** অন্যতম। আর **এই বাদার অধিকারের প্রশেন লেখক** তাই সেই ঐতিহাসিক স্**রটাকে ছ'্রের গেছেন। 'এযেন অজি'ত অধিকার** ফিরে পাওরার সংগ্রাম।' যে সমাজের সাথে এই সংগ্রাম তার চরিত্র-প্রীল হোল বদ্পতি, রাখাল ও অন্যান্যরা এবং তাদের শিরো-মণি মৃত্যুথ শিক্দার।

কাহিনীর মধ্যে মধ্মধ শিকদার এবং নকুল ও সবহারানো মানুষের স্বন্ধ ক্রমশঃ তীব্রতর হয়ে ওঠে। মন্মথ শিকদারের <mark>অবাধ শোষণের সামান্য একট্ব বাধা নকুল। সে বাধাকে বখন</mark> মিশ্টি **কথার স**রানো গেলোনা তখন শিকদার অন্যপথ ধরল। নকুলের বোন চাঁপা ধর্ষিত হোল মন্মথের বন্ধ্ব এক ফরেন্ট जिक्नारतत माथारम। नकून अरू अरे शतीय मान्यरमत यनागा এবং দর্ভোগ চ্ড়ান্ত র্প নিল। কিন্তু মন্মধ শিকদার তালের বলে আনতে পারলনা। শেব করতে পারলনা। মানুষের প্রতিরোধ আরও তীর হরে উঠল। এবার মন্মধ শিকদারের কলকাতার হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করা ছেলে রমেন এল। ব্রেলোরা নতুন পার্শ্বতি প্রয়োগ করল। মান্বকে ছলচাতুরী দি**রে সে বশ করতে চাইল। নকুলকে লঞ্চে চাকরী** দিল। তাকে বিচ্ছিম করল তার শ্রেণী থেকে এবং শেষপর্যন্ত তাকে ছটিটি করল। কাহিনীর নায়ক নকুল বাইরের জগতে ফিরে দেশল তার পারের নিচে মাটি নেই। সে বিধন্দত—চ্ডান্ড ম্বীজের নারকের মত আত্মধন্যণার হাহাকারে অসহার। গজেন, <mark>চাঁপা নেই বে তাকে সাম্থনা দেয়। পদ্ম তাকে ভাল</mark>বাসত সেও আৰু তার কাছ থেকে বহুদ্রে। সে নির্জন নদীতীরে এসে ডিভি খলেদের। দক্ষিণে অথৈ সমন্ত। মাঝনদীতে হঠাংই দেখা হরে বার পশ্ম, গজেন, চাপার সঙ্গে। নকুলের মনেহয় এই বৈঠার টানেই সে সম্দ্রে চলে বেতে পারে। 'সণ্ডি তার বৈঠার জল ভেগে ট্রকরো ট্রকরো হরে বেতে লাগল।'

এই গলপটি লেখকের জীবনদর্শন, বস্তুবাদী দৃষ্টিভগা, প্রমক্ষীবী মানুষের প্রতি মমন্ধবাধ, সমাজ ও জনজীবনের সাথে নিকিড় সংবোগ এইসব কারণে পাঠকের কাছে নিঃসন্দেহে মূল্য পাবে। কিল্ডু পাঠকের স্বভাবতই মনে হতে পারে লেখক কাহিনীর পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং চরিত্রগারির ভিতর এবং বাইরের জগংকে বিশেলবদ করে একখানি প্রণাপ্ত উপন্যাস উপহার দিতে পারতেন। ছোট গলপ হলে এ আলোচনা আসত না কিল্ডু লেখক বেখানে বড় গলেপর পরিবেশ রচনা করেছেন সেখানে পরিবেশ ও চরিত্র আরো বিস্তৃত ও বিশেলবিত হলে কাহিনীটি আরো সার্থক হরে উঠতে পারত।

বাকি তিনটি কাহিনী নিঃসন্দেহে স্বদিক দিয়ে ছোট গল্প। খোলস' গল্পের মধ্যে মধ্যবিত্ত আত্মকেন্দ্রিক পরি-বারম্খী সতীশের মনস্তাত্ত্বিক বিশেলষণ। কিন্তু পরিবেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে হারিয়ে যাননি লেখক। পরিণতি অভিনব—"ডাকবে কি ডাকবে না **কে বেন ভিতর থেকে চিংকার করে ডাক্লে স্**ধাবাব**়** ও সুধাবাব,"। সুধাবাব, নামের মান্য এই ক্রিফ্ সমাজের বি<mark>রুদ্ধে লড়াই করে। সতীশ তাকে ডাকতে পারেনি</mark> কারণ এদের সাথে মিশলে অনের কাছ হতে সে আঘাত আসার ভয় করে। এই ছোট গল্পটির মধ্যে সবচেরে বলিন্ঠ বিষয় অভ্ভূত কিছ্ম শব্দের ব্যবহার—'আঠা আঠা চোখের সামনে', 'চোরা টাক'. 'ল্যাম্পপোস্টটা অভাবী রপ্তয়ের চোখের তারার মত মিট্মিট করছে', 'স্থের খ্রদ' ইত্যাদি। এই ছোট গলপ্টির মধ্যে গত দশকের অন্ধকার দিনগুলোর ছবি তির্যকভাবে লেখকের কলমে ধরা পড়েছে।

তিন প্রত্থ গলপটির মধ্যে বুর্জোরাশ্রেণীর চরিত্র ফ্টে উঠেছে। বৃগ পাল্টাক্তে এবং সাথে সাথে সমাজের আচার ব্যবহার পাল্টাক্তে এবং শোষণের পন্ধতি পাল্টাক্তে কিন্তু শোষণ ব্যবস্থা বে নির্রাবিচ্ছিসভাবে অব্যাহত আছে তা রসো-ত্তীর্ণভাবে লেখক আমাদের দেখিরেছেন।

জরালা' কারখানার এক শ্রমিক কেনের দ্বংখ এবং রাগ এবং এসবাকছন্তর মধ্যদিরে শ্রমিকশ্রেণীর জীবন এবং মালিক শ্রেণীর চরিত্র ফটে উঠেছে, এই লেখাটির পরে লেখকের বে জীবন এবং শিল্প সম্বন্ধে অনেক উদ্ভোরণ ঘটেছে তা আগের গল্পান্লি (বেপান্লি লেখক গত দশকের সম্ভবত শেষ-দিকে লিখেছেন) হতে স্পন্ট হয়।

— রামকুমার মুখোপাধ্যায়

# विधानीय मःवीप

সারা রাজ্যজনুড়ে আমাদের বিভিন্ন রকগনিতে বনুব উৎসব কেথাও চলছে, আবার কোখাও শেব হরেছে। এপর্যস্ত আমাদের দশ্তরে বে সমস্ত সংবাদ পেশিছেছে তাই দিয়েই এবারের বিভাগীয় সংবাদ।

### বারভুম জেলাঃ

রাজনগর ব্লক ব্লক-করণ—পশ্চিমবণ্য সরকারের য্ব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ও আনুক্ল্যে এবং রাজনগর রক য্ব-উংসব কমিটির পরিচালনার ১৪ই থেকে ১৬ই মার্চ তিন-দিন ব্যাপী য্ব উংসব চলেছে। এই উংসবের অণ্য হিসাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্লীড়া প্রতিবোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১২৫ জন শিশ্সেহ প্রায় ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী, য্বক-য্বতী এই উংসবে অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়াও একাংক নাটক প্রতিবোগিতার ছাটি দল অংশ গ্রহণ করে। আদিবাসীদের জন্য 'লোকন্ত্যে'-রও ব্যবস্থা ছিল।

১৪ই মার্চ পতাক। উত্তোলন এবং শিশুনের মার্চপি। দেওর মধ্য দিয়ে এই উৎসবের আনন্তানিক উন্থোধন করেন স্থানীয় সমণ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও যুব উৎসব কমিটির কার্যকরী সভাপতি পূর্ণানন্দ মুখোপাধ্যায়।

শিশ্ব বিভাগের উল্লেখবোগ্য অনুষ্ঠান ছিল সন্দিলিত রিলে রেস, আবৃত্তি এবং বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। বিদ্যালি লয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং যুবক-যুবতীদের জন্য ছিল কবাডি, খো-খো, আবৃত্তির, রবীন্দ্র সংগীত, বাউল সংগীত, বিতর্ক ইত্যাদি। প্রতিদিন রাত্রে অনুষ্ঠিত একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম প্রস্কার লাভ করে রাজনগর ইউনিক ক্লাব-এর 'শিকার'। শ্বতীয় গাগী গোষ্ঠীর 'স্চীপত্র'। কবাডি ও খো-খো প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয় রাজনগর উচ্চ বিদ্যালয়।

ৰোলপুৰে ক্লক ব্ৰ-কল্প-গত ১৫ই-১৭ই মাৰ্চ বোলপুর **जिक्तारामा अञ्चलक क्रीज़ ७ जार्ज्ज़िक जन**्छारनंत्र भाषारम রুক ব্রে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ই মার্চ সকালে উন্বোধনী মিছিল **শ্রহ হর উৎসব প্রাণ্গণ থেকে। মিছিলে** অংশ নের গ্রামের সাধারণ খেটেখাওয়া মান্ব, ব্ব-ছাত্র, মহিলা, আদি-বাসী, সাঁওতাল প্রভৃতি স্ব'স্তরের অসংখ্য মান্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শরদীস রায় এম. পি. ও জ্যোৎস্না <sup>श</sup>्ठ **धम. धन. ध.। रथनाध्**नात्र वानक वानिकारमंत्र रमोष् হাই-জাম্প, লং-জাম্প ইত্যাদি ছাড়াও বিশেষ আকর্ষণীয় খেলা ছিল আদিবাসী ও সাঁওভালদের তীর ধন্ক ছোঁড়া, রণপা দৌড় ইত্যাদি। এছাড়াও ছিল বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত দলের <sup>মধ্যে</sup> হা-ভূ-ভূ প্রতিৰোগিতা। বিকালে আবৃত্তি প্রতিৰোগিতার কবিতাগ**্রিল ছিল রবীন্দ্রনাথের** 'ওরা কাজ করে', নজর্বলের 'क्निमज्दत्र' धवर मद्कारन्छत्र 'िंग्न'। कविभान ও मार्कित्कर আসরও বসে। উত্তরণ সাংস্কৃতিক শাখা (বোলপরে) 'ম্চকি মপাল কাবা' **নাটকটি মঞ্জন্ম করে।** কসবা গ্রাম পঞ্চারেত পরি- বেশিত 'রায়বেশে' একটি স্কুদর অনুষ্ঠান ছিল। এছাড়া 'বদন
চাঁদের বঙ্জাতি' নাটক ও 'মা মাটি মানুষ' যাত্রান্ত্রান দর্শকদের
ভাষণভাবে আকৃষ্ট করে। বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল—
কেন্দু-রাজ্য সম্পর্ক থ বুরুরান্ত্রীয় হওয়া উচিত। প্রতিযোগীরা
এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে তথ্য ও তত্ত্পশূর্ণ আলোচনা করেন।
ভারতীয় গণনাট্য সংঘের একতারা শিল্পীচক্রের সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমিকায় 'হ্ল' ব্যালে স্থানীয় জনমানসে উল্লেশযোগ্য রেখাপাত করে। এছাড়া বিভিন্ন দিনে পঃ বঃ সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি শাখার বীরভূম জেলা অফিস কর্তৃক তথ্যাচিত্র
প্রদার্শত হয়।

তিনদিনে প্রায় তিরিশ হাজার মান্য এই উৎসব উপভোগ করে।

নান্র রক যুৰ-করণ—নান্র রকে তিনদিন পৃথকভাবে তিন জারগার খেলাধ্লা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রথম দিন ২৭শে মার্চ খ্রুন্টি পাড়া চন্ডীদাস মহাবিদ্যালয় প্রাণগণে সকালে শ্রুর্ হয় হা-ডু-ডু ও ভালবল প্রতিযোগিতা। সন্ধ্যায় গণসংগীত, কবিগান ও নাটক অনুষ্ঠিত হয়। পঃ বঃ সরকারের তথ্যচিত্রও দেখান হয়।

শ্বিতীর দিন ২৮শে মার্চ কির্ণাহার শিবচন্দ্র হাইস্কুলে
আ্যাথলেটিকা প্রতিযোগিতার বিপ্লে সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ও ব্বকয্বতী অংশ গ্রহণ করে। সন্ধ্যার পাপ্রতি ইউনিট কর্তৃক
'রায়বেশে' এবং কির্ণাহার স্বক্তামা সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র
পরিবেশিত সংগীতান্ত্রভান বেশ জমে ওঠে। তথ্য ও সংস্কৃতি
দশ্তর তথ্যচিত্র প্রদর্শন করেন।

তৃতীয় দিনে নান্র ইউকো ব্যাণ্ক মাঠে সকলের অনুষ্ঠানে গণসংগীত, সাঁওতাঁলী সংগীত, চণ্ডীদাস পদ বলী পরিবেশিত হয়। তারপর শরের হয় আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, তাংক্ষণিক বন্ধুতা, স্বরচিত কবিতা পাঠ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। দ্পুরের অনুষ্ঠানে চারকল গ্রাম ইউনিট 'রায়বেশে' পরিবেশন করেন। পরে রবীন্দ্রসংগীত এবং ভাদুগান প্রতিযোগিতা শ্রু হয়।

অনুষ্ঠান শেষ হয় শম্ভু বাগের নির্দেশনায় চ ড পীপুর নবনাট্য আলোড়ন গ্রুপের যাগ্রাভিনয় 'সব্রুজের অভিযান' দিয়ে। প্রুফলার বিতরণ করেন নান্র পণ্ডায়েত সমিতির সভা-পতি জিতেন মিত্র।

লাভপরে রক যবে-করণ—গত ২৪, ২৫, ২৬শে মার্চ তিন-দিন ধরে ব্ব উৎসব পালিত হয়। উদ্বোধন করেন প্রিলন-বিহারী চট্টোপাধ্যায়। লাভপরে যাদবলাল হাইস্কুল মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগর্নল অন্তিত হয়। এতে অংশ গ্রহণ করেন স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এবং স্থানীয় রক ও যবসংগঠনের অনেক ব্বক-ব্বতী।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার স্চীতে ছিল—আব্তি, রবীন্দ্র সংগীত, নজর্লগীতি ইত্যাদি। বিতর্কের বিষর ছিল —'আম্ল ভূমি সংস্কার বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারে না'। বিতর্কে অংশগ্রহণকারী প্রতিবোগীদের আলোচনা তত্ত্ব তথ্যে সমৃশ্ব্ররে সকলের কাছে হৃদরগ্রাহী হরেছিল।

এছাড়াও বাউল গান, বোলান গান ইত্যাদি লোকসংস্কৃতি সাধারণ মানুষ দারুণ আগ্রহ ভরে উপভোগ করে।

### **विमागतगना रक्ना :**

সোলারপরে ব্লক ব্র-করণ—বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যাদিরে গত ৪ঠা থেকে ৬ই এপ্রিল সোনারপরে ব্লক ব্রব উৎসব উদ্বাপিত হ'ল। প্রামের ব্রক-ব্রতীদের মধ্যে স্কুথ সংস্কৃতির চেতনাকে আরও বেশী বেশী করে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানগর্নাল রকের বিভিন্ন জারগায় অনুষ্ঠিত হয়। চাদমারীর মাঠে থো থো ও কার্বাডি প্রতিবাগিতা, হরিণাভিতে সংগীত, আবৃত্তি, বসে আঁকো প্রতিবোগিতা এবং প্রদর্শনী ফ্টবল, রাজপর্র ও বোড়ালে আলোচনা সভা এবং সোনারপ্রের বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এছাড়া প্রতিদিন সম্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় বোসপত্রের ময়দানে।

বিভিন্ন আলোচনা সভায় বর্তমান সময়ের গর্র্থপ্র বিষয়গালি সম্পর্কে বন্ধব্য রাখেন সর্বভারতীর ছাত্রনেতা সাইফর্শিন চৌধ্রবী এম. পি., সত্যসাধন চক্রবর্তী এম. পি. এবং বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক অনুনর চট্টোপাধ্যায়।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতার প্রক্কার প্রাপকদের হাতে প্রক্কার তুলে দেন দক্ষিণ চবিশপরগনার ব্ব-সংযোজক মিহির কুমার দাস।

কাকশ্বীপ ব্লক ব্ৰ-করণ—কাকশ্বীপ বিধান ময়দান ও কিশোর প্রাণগণে ২৮শে থেকে ৩০শে মার্চ পর্যন্ত রক য্ব উৎসব অন্থিত হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৫৫১ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভূত্ত ছিল আবৃত্তি, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বন্ধৃতা, বসে আঁকো, একাংক নাটক, সংগীত ইত্যাদি বিষয়। এতে অংশ নেয় ২০৪ জন প্রতিযোগী। সফল প্রতিযোগীদের প্রস্কার বিতরণ করেন বিধান সন্ভার সদস্য হ্রিকেশ মাইতি।

#### वर्षभान रक्षणाः

কালনা ১নং ক্লক যুব-করণ—ব্ব কল্যাণ দণ্ডরের সহারতায় এবং যুব উৎসব প্রস্তুতি কমিটির পরিচালনায় কালনা রক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ২০-২৩শে মার্চা। উৎসবের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ২০-২৩শে মার্চা। উৎসবের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ২০-২৩শে মার্চা। উৎসবের উদেবাধন করেন জেলা শাসক দ্রী বৈদ্যনাথ সিংহরায়। ২৩শে মার্চা সমাণ্ডি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ম্থানীয় বিধানসভার সদস্য গ্রের্প্রসাদ সিংহরায় এবং প্রধান অতিথি বিধানসভার অধ্যক্ষ সৈরদ মনস্বর হবিব্রপ্রাহ প্রকল্পার বিভিন্ন করিণ করেন। উৎসবের ৪ দিন রকের তর্বা-তর্বাীয়া বিভিন্ন ক্লীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। পাশ্চমব্রণা সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগ, যুব কল্যাণ বিভাগ ছাড়াও এ. কে. বিদ্যামণ্দির আয়োজিত একক বিজ্ঞান প্রদর্শনী দর্শকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

সালানপরে ব্লক ব্র-করণ—পশ্চিমবংগ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের অধীনস্থ সালানপরে ব্লক যুব অফিসের মাধ্যমে অতিরিম্ভ কর্মসংস্থান প্রকল্প ১৬টি বিভিন্ন ধরণের ইউনিট স্থাপন করা হরেছে। এতে মোট ২৭ জন ব্রক্রের কর্মসংস্থান সভ্তব হরেছে। এছাড়া মহিলাদের জন্য সীবনশিলেপর উপর ১টি প্রশিক্ষণ শিবিরের আরোজন করা হয়।
এখানে ৪৫ জন মহিলা প্রশিক্ষণ দিরেছেন। আশা করা হায়
এ থেকে এ'রা নিজেদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে
নিতে পারবেন।

১৯শে মার্চ থেকে ২৪শে মার্চ পর্যন্ত ব্লক যুব উৎসব প্রতি বংসরের মত এবারও প্রভূত উদ্দীপনার মধ্যে শেষ হ'ল। বিশেষ করে তপশীলী ও আাদবাসী মহিলাদের স্বারা পরি-বেশিত লোকন্তা ও ক্লিশেন ক্লাবের ছেলেমেরেদের জিমন্যাস-টিক, জ্বডো ও ক্যারেটে প্রদর্শন এবং লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক মহুরা ন্তানাটাটি জনচিত্তে বিশেষ রেখাপাত করে। এছাড়া বিজিল্ল সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় মোট ৮০০ জন ছাল্ল-ছালী ও তর্ণ-তর্ণী অংশগ্রহণ করে উৎসব প্রাঞ্গলকে মুখর করে তোলে।

### नरीया रकना ३

চাকদহ রক ব্ব অফিসের উদ্যোগে আরোজিত ব্ব উৎসবে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আরোজন করা হয়। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল বথান্তমে ৩৫০ ও ৫০০ জন। প্রায় ১২,০০০ দর্শক সকাল ১০টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যক্ত এইসব অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। নদীয়া জেলা পরিষদের সভাবিপতি পরিমল বাগচী সফল প্রতিযোগীদের হাতে প্রক্লার তুলে দেন। অন্যান্য বক্তারা ব্ব উৎসবের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

চাপড়া ব্লক ব্ল-ক: 1—২২, ২৩ ও ২৪শে মার্চ কিং এডওয়ার্ড বিদ্যালয় প্রাণ্গণে ব্লক য্ল উৎসবের আসর বসে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন



নদীরা জেলার চাপড়া ব্লক যুব উৎসবে কবাডি প্রতিযোগিতা।

ইরা হরা। এইাড়া বিজ্ঞান, কলা ও ইম্ভানদেশর উপর অনৈর্ক প্রদর্শনীর ব্যক্তরাও করা হরেছিল। প্রতিদিন সম্থ্যার একাংক নটক প্রতিক্রেশিকভার আসর বসে। এইসব বিভিন্ন প্রতি-রোগিভার নানান বিদ্যালরের ৪৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নের। ব্রমেলার উম্বোধন করেন বিধানসভা সদস্য সাহাব্যুদ্দীন মণ্ডল। সদর মহকুমা শাসক স্বল মান্ডি এবং বিশিষ্ট রতিথিরা ভাষের ম্লারান বরুব্য রাখেন।

नाकामी शाका व्यव-कत्रय-गठ २४८म मार्ज १४८क 0 x मार्च भव के अरे क्रक यूव-कन्नर केरमारण धवर यूव জনেব কমিটির সহবোগিতার বেথুরাডহরী জে. সি. বিদ্যালয় মায়দানে ব্রক যুবে উৎসব অনুষ্ঠিত হরে গেল। ক্রীড়া প্রতি-যোগিতার অন্তর্ভু ছিল একদিনের ফুটবল, ভালবল ও क्वांफ श्रीकट्यां भाषा महिला त्था-तथा श्रमण नी, लाठित्थला, ब्रकाती न्छा, फ्रिन, वालाय ७ मतीत ठर्गा अपर्यानी। সাক্ষেতিক অনুষ্ঠানের অন্তর্গত ছিল আবৃত্তি, বিতর্ক, রবীন্দ্র ও নজর, লগীতি, কখন, কোত, কাভিনর ও আলপনা পতিযোগিতা। এছাড়া একাংক নাটক প্রতিযোগিতা। অংশ নেয় ১৫টি দল। **এরপরও ছিল দলগত লোকগী**তি, সমবেত দেশাঘ্যবোধক সপ্ণীত, আলোচনাচক ইত্যাদি। বিতর্ক প্রতি-যোগিতার বিষয়স্চী ছিল "আম্ল ভূমি সংস্কারই বেকার সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ।" এবং আলোচনাচত্ত্রের বিষয় ছিল—"গণতলের স্কেনার ও সম্প্রসারণে যুব সমাজের ভামকা।"

এই ব্রুষ উৎসব জনমনে বিশেষ করে সাধারণ স্তরের মানুষের মনে প্রভত প্রভাব বিস্তার করে।

কাৰুসা রক ব্র-করণ—এই অফিসের পরিচালনায় ১২ থেকে ১৪ই মার্চ পর্যাত ব্রব উৎসব অন্তিত হয়। অন্তিচানের উদ্বোধন করেন স্থানীর এম. এল. এ. লক্ষ্মীনারায়ণ সাহা। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্যতম বিষয় ছিল আদিবাসী ব্রকদের তীর ছোড়া ও ব্রতীদের নৃত্যান্তিচান। এক বর্ণান্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ীদের প্রস্কার বিতরণ করেন সম্পূর্ণ মাঝি, বি. ডি. ও.।

শান্তিগ্রে ব্লক ব্র-করণ—এই ব্র-করণের উদ্যোগে আরোঞ্জিত ব্র উৎসবের (২০শে থেকে ২২শে মার্চ) সাম্প্রেতিক প্রতিবোগিতার ৫০০ জন প্রতিবোগী সোমনার, বিতর্ক, সম্পাত, আবৃত্তি, রতচারী ও লোকন্ত্য, স্বরচিত গল্প ও কবিতা, নাটক প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ক্রীড়া প্রতিবোগিতার অসতভূতি ছিল করাডি, হাই-জাম্প, দৌড় ইত্যাদি। স্থানীয় এম এল এ বিমলানন্দ মুখোপাধ্যার'এর সভাপতিত্ব অধ্যক্ষ ডঃ চুনীলাল দেব কীর্ত্তনীয়া সফল প্রতিবোগীদের মানপাত ও প্রেক্তার দেন।

এছাড়া এই অফিস থেকে ৬৪ জন দ্বেস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপক্রেডক সরবর হ করা হর।

ক্ষনগর রক ব্র-করণ—এই অফিসের পরিচালনার যে যুব উৎসব (২৩-২৫শে মার্চ) অনুষ্ঠিত হয় তার প্রধান আকর্ষণ ছিল লীড়া, সাংস্কৃতিক ও মডেল প্রদর্শনী। এছাড়াও চলচিত্র, দেখান হয় এবং দেছ সোষ্ঠিব ও বোগাসন নিয়ে প্রদর্শনীর অয়োজন কয়া হয়। লীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিধালমে ৪৪২ ও ৩৫১ জন অংশগ্রহণ করে। উৎসবের উম্বোধ্ন করেন নদীরা জেলার সভাবিপতি পরিমল বাগচী ও সকল-

কাম প্রতিবোগীদের পর্ক্তকার বিভরণ করেন অধ্যক্ষ স্থাকে। চন্দ্র সরকার।

হালখাল রক ব্র-করণ—এই রকের য্র উৎসব উন্থোধনে (১৪. ৩. ৮০) উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শাল্ডিভ্যণ ভট্টাচার্য ও বিধানসভার সদস্যাবর সর্কুমার মণ্ডল ও সতীশ চন্দ্র বিশ্বাস। জেলা পরিষদের সদস্যাবিমল চৌধ্রী ও পঞ্চায়েত সভাপতি বিনরকৃষ্ণ বিশ্বাস উন্থোধন অনুষ্ঠানে সন্ধির অংশ নেন। স্বৃদ্ধ্য বর্ণাচ্য শোভাষান্তার ২৫০০ জন ছাত্ত-ছাত্রী ও ব্রক্-ব্রতী যোগ দের। এরপর ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ৫৫৯ জন প্রতিযোগী অংশ নের।

নক্ষীপ ব্লক ব্র-করণ—এই ব্লক ব্র-করণের উদ্যোগে এবং নক্ষীপ থেকে নির্বাচিত বিধানসভার সদস্য দেবী বস্ত্র নেতৃক্তে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া আরো দ্বটি উপসমিতি গঠন করা হয়। আংকাতি প্রতিযোগিতার অক্তর্ভুত্ত ছিল চিন্তাদ্দেশ, হস্তাশিল্প, বসে আঁকো, বিজ্ঞান মডেল, বিতর্ক, সংগীত, নৃতা, একাৎক নাটক ইত্যাদি। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অক্তর্ভুত্ত ছিল ক্রাডি ও খো-খো। এই দ্বাটি প্রতিযোগিতার অক্তর্ভুত্ত ছিল ক্রাডি ও খো-খো। এই দ্বাটি প্রতিযোগিতার প্রতিযোগী বালক বালিকার সংখ্যা ছিল বখাক্রমে ৩৬০ ও ৩৫৭ জন। প্রস্কার বিতরণী সভার বসতে কুমার পাল, সভাপতি পণ্ডায়েত সমিতি ও দীপৎকর সাহা, বি. ডি. ও যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিধির আসন গ্রহণ করেন।

### मानियान रक्ता:

বহরমপরে রক য্ব-করণ—এই কেন্দ্রের উদ্যোগে ২, ৩ ও ৪ঠা এপ্রিল মণীন্দ্রনাথ বালিকা বিদ্যালয় প্রাণ্গণে যুব উৎসব অন্তিত হয়। এই উৎসবকে দ্'টি স্তরে ভাগ করা হরেছিল। প্রথম স্তরে ছিল শহরের প্রতিযোগীরা এবং ২র ভাগে ছিল প্রামীণ প্রতিযোগীরা। এই প্রতিযোগিতার অক্তর্ভুক্ত ছিল



वरक्रमभात क्रक यात छेरमत विख्यान मध्यम अपर्णानी।

বিতর্ক, আবৃত্তি, সপাতি, বাউল সপাতি, বসে আঁকোঁ, বোগ ব্যারাম ইত্যাদি। প্রতিবোগাীর সংখ্যা ছিল ৩৪৫।

সম্নাধ্যক ক্ল ম্ব-ক্রণ—এই ব্ব করণের পরিচালনার ৪, ৫ ও ৬ই এপ্রিল ম্ব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে ক্লীড়া ও সাংস্কৃতিক দ্বটি ভাগ ছিল। অ্যাথলেটিকস্থ খেনখো প্রতিযোগিতায় ১৮টি ক্লাবের ২৫৯ জন বালক-



মুনির্শাদাবাদ জেলার রঘ্ননাথগঞ্জ ১নং রক যাব উৎসবে একাণ্ক নাটক প্রতিযোগিতার আশান্ত বিবর' নাটকে একটি দ্যা।

বালিকা অংশ নের। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল আব্তি, তবলা বাদ্য ও একান্ফ নাটক প্রতিযোগিতা। ২০টি ক্লাবের ১৮৮ জন তর্ণ-তর্ণী এতে অংশ নের।

### भागम्ह दलना इ

ছবিক্তল্পন্ধ ক্লক ব্ৰ-ক্ষণ—হবিক্তল্পন্র ১নং পণ্ডায়েত সমিতির উদ্যোগে ও পশ্চিমবংগ সরকারের বিভিন্ন দশ্তরের সহবোগিতার হবিশ্চন্দপন্র ১নং রকের ময়দানে গত ২৩শে মার্চ হতে ২৭শে মার্চ পর্যাক্ত কৃষি, শিক্প মেলা ও ছাত্র-ব্র উৎসব সফলতার সংগ্যা সমাশ্ত হয়েছে। পণ্ডায়েত সমিতি কর্তৃক আরোজিত মেলায় পশ্চিমবংগ সরকারের বিভিন্ন দশ্তর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল, তাছাড়াও অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা ও ক্লাবগ্রেলরও ছিল কিছ্ন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা। উদ্ধ মেলায় ২৩শে মার্চ কৃষি দিবস, ২৪শে মার্চ পরিবার কল্যাণ मियम, २७८म मार्च मियम मियम, २७८म मोर्च अधारमण मियम धवर २९८म बार्ट हात-बार मिनन हिमारन जैनकाशिल हह। মেলার উদ্বোধন করেন পরিবছণ দশ্ভরের রাশ্বীমন্দ্রী শ্রীণিত্রে टिंग की महामन । स्मना आभारत अन्मिनी अकार दिना की হতে খোলা থাকত এবং প্রত্যহ দিবস অনুবারী আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা ছিল। আলোচনা চক্র ব্যতীত মেলাকে সাফলা মণ্ডিত করার জন্য উত্ত ব্লকের ২টি ক্লাব ২টি নাটক করেন। ২৩শে মার্চ আঞ্চলিক শিল্পীদের উৎসাহিত করার জন বিচিত্রান, তানের আয়োজন, ২৪শে মার্চ রাত্রি ৭ ঘটিকার কলিকাতার গণনাট্য সংঘ কর্তৃক গণসংগীত ও তরজাগান পরিবেশিত হয়। ২৫শে মার্চ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার বেতার শিল্পী নিম্লেন্দ্ৰ চৌধ্বী কতুক পল্লীসংগীত, ২৬শে মাৰ্চ পশ্চিম-ব•গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক মহুরা গীতিনাটা পরি বেশিত হয়। যুব দিবস উপলক্ষে ২৭শে মার্চ বেলা ৩টার ক্লাবের পতাকাসহ শোভাষাত্রাসহকারে উৎসব প্রাণ্যণে সমবেত হয় ক্লাবের সদস্যরা। বেলা ৪টার সময় যুব উৎসব উপলক্ষে আন্তঃ ক্লাব ভালবল প্রতিযোগিতার চুড়ান্ত খেলাটি হয় ভিপাল সব্জ সংঘ বনাম হরিশ্চন্দ্রপত্র সংগঠন সমিতির মধ্যে সংগঠন সমিতির মাঠে। ভলিবল প্রতিযোগিতায় বিজ্ঞরীর সম্মান লাভ করে ভিণ্ণল সব্জ সংঘ। ছাত্র-যুব উৎসব উপলক্ষে ত্রীড়া প্রতিযোগিতায় মোট ২৪৩ জন ছাত্র-ছাত্রী ও ব্রবক অংশগ্রহণ করে. তার মধ্যে ছাত্র-যুক্তকর সংখ্যা ১৮৮ ও বালিকার সংখ্যা ৫৫ জন। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৯৭ জন, তারমধ্যে ছাত্র-যুব ৬০ জন ও ছাত্রী-যুবতার সংখ্যা ৩৭ জনের মত। ভালবল প্রতিযোগিতার পর কৃষি শিল্প ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রদর্শনীর প্রতিযোগীদের পরেম্কার দেওয়া হয় এবং যুব উৎসব উপলক্ষে ক্রীড়া প্রতি-যোগিতা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ১ম, ২য় ও ০য় স্থানাধিকারীদের প্রক্রার ও ভালবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও বিজেতা দলকে যুব কল্যাণ বিভাগ ও ব্লক স্পোর্টস কমিটির পক্ষ থেকে শীন্ড ও খেলোরাড়দের গেঞ্জি দেওয়া হর। সমস্ত রকম প্রতিযোগিতার প্রকৃষ্ণার ও প্রশংসাপত্র বিভরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মালদা জিলা পরিষদের সভাধিপতি মাননীয় শ্রী মানিক ঝা মহাশয়। প্রুরুকার বিতরণীর পর পশ্চিমবঙ্গা সরকারের লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক চিত্রাঙ্গাদা ন্তানাট্য পরিবেশিত হয়। কৃষি, শিলপ মেলা ও ছাত্র-ব্ উৎসব উপলক্ষে প্রত্যহ প্রায় ছয় থেকে সাত হাজার পুরুষ ও মহিলা মেলার অংশগ্রহণ ক'রে আনন্দ উপভোগ করেন।

প্রাতন মালদহ ব্লক ব্র-করণ—পশ্চিমবণ্য সরকারের ব্র কল্যাণ বিভাগের প্রোতন মালদহ ব্লক ব্র-করণের উদ্যোগে এবং ব্লক ব্র উংসব কমিটির পরিচালনার মণ্যালবাড়ী পি. ভার্. ডি. অফিসের সম্মর্থক্থ ময়দানে গত ২২গে মার্চ হতে ২৪গে মার্চ '৮০ পর্যক্ত ৩ দিন ব্যাপী ব্লক ব্র উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল।

গত ২২শে মার্চ তারিখে ব্লক বৃত্ত উৎসবের উন্দোধনী অনুষ্ঠান হর। অনুষ্ঠানের উন্দোধন করেন মানলীর শ্রীদিবেদ্দর মুখান্দী, সমষ্টি উন্নরন আধিকারিক, প্রোতন মালদা। উন্দোধনী অনুষ্ঠানে প্র মালদা রকের সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এবং বিভিন্ন ক্লাব, সমিতি ও সংখের সদস্য-সদস্যারা নিজ নিজ সংক্ষার প্রাক্তা দিরে

জংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর বিচিয়ান্ষ্ঠান, গাল্টীরা, দেহসোষ্ঠ্য প্রদর্শনী ও কোরাসের সংগীতাভিনর "সারোর পান" আরোজন করা হরেছিল। ব্রুব উৎসবের ১ম দিন প্রায়ে ১৫০০ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

ব্র উৎসবের ন্তিটার দিন সন্ধ্যার বিচিন্ন তান ও বিশ্বনাটক "সাত বন্ধ্ খ্রুমণি" (পরিচালনার মালদা ড্রামানীগ) সংগীত, নৃত্য, নাটক ও ম্কাভিনরের (পরিবেশনার প্রে কালচারাল ইউনিট) আরোজন করা হয়। ২য় দিন প্রায় ২৫০০ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

ব্র উৎসবের তৃতীয় দিন প্রক্রকার বিতরণী সভঃর সভাপতির আসন অলংকৃত করেন প্রঃ মালদার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহঃ আতাউর রহমান এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলা সমাহতা মহাশয় ব্রী আর কে. প্রসম। এবং তিনি প্রক্রার বিতরণ করেন।

পর্রক্ষার বিতরণীর পর গম্ভীরাগান, (পরিবেশনায় দোকড়ি চৌধ্রী ও তাঁর সম্প্রদার) নাটিকা ও সমবেত সঙ্গীত
(পরিবেশনার গণনাট্য সংঘ, মালদা শাখা), এবং সবশেষে একটি
নাটক (পরিবেশনার কিশোর ভারতী পরিষদ, মঞালবাড়ী)
আরোজন করা হয়েছিল। উত্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০০ জন
দর্শক উপস্থিত ছিলেন। মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল
২৭৫ জন।

### कार्धिकात रक्ता:

কোচবিছার ১নং ব্লক ব্ব-করণ—পশ্চিমবংগ সরকারের ব্ব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে বাব্রহাট শ্রীরামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয় প্রাংগণে, ৫ই থেকে এই এপ্রিল '৮০ এক অন্যত্ত্বর পরিবেশে কোচবিহার ১নং ব্লক ব্ব উৎসব অন্থিত হ'ল। ৫ই এপ্রিল অন্থানের উন্বোধন করেন পরিবহন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগিবেন্দ্র নারায়ণ চৌধ্রমী মহোদয়। সব্জের দলের ছোট ছোট শিশ্বমিতারা প্রধান অতিথি শ্রীচৌধ্রমীকে অভ্যর্থনা জানায়। ৫ই এপ্রিল ব্ব-ছাত্র দিবসে 'কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডঃ দিশ্বিজয় দে সরকার ও শ্রীঅমিতোষ দত্ত রায়। প্রাকৃতিক দ্বর্বোগের ফলে আলোচনাচন চক্র বন্ধ রাখা হয়।

৬ই এপ্রিল শ্রমিক কৃষক মৈন্ত্রী দিবসে আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করেন দ্রীগোপাল সাহা, দ্রীপ্রদর্শীপ নাথ, দ্রীসন্নীল-কুমার নন্দী ও শ্রীপরিতোষ পণ্ডিত।

বই এপ্রিল জাতীয় সংহতি রক্ষা দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীনিখিলেশ দাস। এদিন তিনি প্রেস্কার বিতরণ করেন। যুব উৎসবে প্রত্যহ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বিকালে গণসংগতি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও যুব সংস্থা কর্তৃক নাট্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। অনুষ্ঠানে যেমন যুব-ছাত্ররা প্রধান ছিমকা নিরেছিল আবার শ্রমিক, আদিবাসীদের অংশগ্রহণ এক নতুন পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। সব থেকে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল তর্ণ কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্য পাঠের আসর। কোচবিহার ১নং রকের ১৪ জন তর্ণ কবি ও শহরের তিন বিশিষ্ট কবি এতে অংশগ্রহণ করেন। সরকারের পক্ষ থেকে কবিদের সম্বর্ধনা জানানোর ঘটনা কোচবিহার শহরে এই প্রথম। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভারতীর গণনাট্য সংস্থা, ভাওয়া-গ্র্ডি শাখা, তিফ্লেরার ও সম্প্রদার ও পিন্ট্র দত্তের গিটার খ্ব

আকর্ষণীর ছিল। টোটো পাড়ার আদিবাসী নৃত্যু দর্শকরা খ্ব উৎসাহের সপ্সে দেখেছেন। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, কিশোর নাট্য সংস্থা, কলেরপাড় তর্নুণ সংঘ্, গণতান্দ্রিক মহিলা সমিতি, ভাওনাগন্ডি, বাণীতীর্থ ক্লাব ও তাঁত শ্রমিক ইউ-নিয়নের সদস্যরা নাটক পরিবেশন করেন। প্রত্যহ প্রায় ৪ হাজার দর্শকের সমাগম হয়। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ছোট ছোট ছেলেমেরেদের 'অমলের স্বণন ভঙ্গা', বাণীতীর্মের 'चंदिनाक विकार शकाम' नाएक मूर्वि छेक मात्नक हिन। অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য যারা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জানান যুব উৎসব কমিটির সম্পাদক ও রক যুব আধিকারিক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দাশ। বিভিন্ন দিনে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় যাঁরা প্রথমস্থান অধিকার করেছেন তীরা হলেন—আব্তি (নবম/দশম) ঃ শ্রীমতী রীণা দত্ত দেওরানহাট হাইস্কুল। আব্যত্তি (সর্বসাধারণ)ঃ শ্রীবিজয় ছোষ্ বাণীতীর্থ ক্লাব। রবীন্দ্র সংগীতঃ শ্রীমতী রীণা দন্ত, দেওয়ান-হাট **হাইস্কুল। ন**জরুল গীতি : শ্রীপ্রবীর কুমার রায়, হেল্প রি**রিন্দেশন ক্লাব। ভাওয়াইয়া ঃ শ্রীমতী অঞ্জনা রায় কোচবি**হার সাংস্কৃতিক পরিষদ। তাংক্ষণিক বন্ধতা ঃ শ্রীপরিতোষ পণ্ডিত, পি. এম. জি. ও ডাঃ অশোক চৌধুরী, হেলথ**্রিক্রিশন ক্লাব।** অঞ্কন: শ্রীপবিত্র সরকার, তল্লীগর্নাড়।

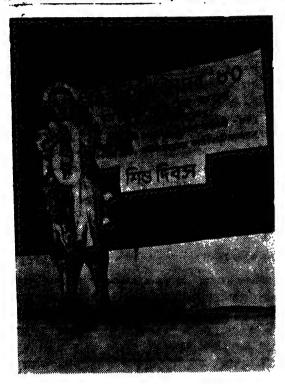
### खनभारेग्रीष खना:

আলিপ্রেদ্য়ার ১নং রক ব্র-করণ ব্র কল্যাণ বিভাগের (পঃ বঃ সরকার) আলিপ্রদর্মার ১নং রক য্ব-করণের উদ্যোগে আলিপ্রদর্মার ১নং রকের য্ব উৎসব অন্থিত হলো ২৩শে থেকে ২৫শে ম.চ পলাশবাড়ি গ্রামে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৫০০ য্বক-য্বতী অংশগ্রহণ করেন। বিশেষত্ব হল এদের অধিকাংশই গ্রাম থেকে এসেছিলেন। তিন দিন ব্যাপী এই অন্থানের উন্বোধন করেন জলপাইগর্মড় জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি স্থেশন্ রায়। এবং প্রেস্কার বিতরণ করেন আলিপ্রদর্মার ১নং পঞ্চায়েত সভাপতি দিলীপ চৌধ্রী। উৎসবের দিনগ্রিলতে প্রায় ৬০০০ লোকের সমাবেশ হয়। ২৩শে মার্চ সাম্বাজ্যবাদ বিরোধী সংহতি দিবস', ২৪শে মার্চ গ্রামক ক্ষক দিবস' ও ২৫শে মার্চ 'য্ব-ছার দিবস' হিসেবে পালিত হয়।

কালচিন ব্লক য্ব-ক্রণ—এই য্ব-করণের উদ্যোগে ও কালচিনি ব্লক য্ব উৎসব '৮০ কমিটির পরিচালনার হ্যামিলটন-গঞ্জ কালীবাড়ী ময়দান ও কালচিনি থানা ময়দানে গত ২৪ থেকে ২৬শে মার্চ '৮০ পর্যন্ত য্ব উৎসব বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

এক অনাড়ন্দ্রর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানের উন্দোধন করেন ঐ রকের সমণ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মহাশয় এবং পতাকা উব্তোলন করে যুব উৎসবের শ্রুর ঘোষণা করেন অঞ্চন রায়, যুব সংযোজক, নেহর, যুবক কেন্দ্র, আলিপ্রদর্মার। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে শিশ্বদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, রবীন্দ্র সংগীত, নজর্ল গাতি, বিতর্ক, রচনা, স্বরচিত কবিতা, একাংক নাটক ও ন্তাের ব্যক্তথা ছিল। এ ছাড়া সাঁওতালী নৃতা, বোরো নৃতা, নেপালী নৃতা, ব্রতচারী ও তথা চিত্র প্রদর্শীত হয়েছে। এ বিভাগে মোট ২০০ যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেছিল। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়

বিভাগে মোট ৩০০ ব্যক্ত-ব্যক্তী, ছাপ্ত-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। এই উৎসবের অন্য একটি আকর্ষণীয় দিক ছিল বিভিন্ন উলের আয়োজন। এর মধ্যে গণতান্ত্রিক ব্যক্তেরেশন ও মহিলা সমিতির উলদ্বিটি দশ্কিগণের দ্থিটি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। গড়ে তিন হাজার দশ্ক এই



কালচিনি ব্লক ব্লব উৎসবে শিশ্বদিবসে ন্ত্যের ভণিগতে জনৈক শিশ্ব শিক্সী।

উৎসব উপভোগ করেন। কালচিনি রকের বিভিন্ন অংশ থেকে ব্রক-ব্রকী ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ সতাই প্রশংসার যোগ্য। এই অঞ্জে সরকারী সহযোগিতায় এই ধরণের উৎসব দ্বিতীয় বার অনুষ্ঠিত হ'ল।

### व्यक्तिनीभूत व्यक्ताः

সবং দ্বক ব্ৰ-করণ—এই রক ব্ব-করণের উদ্যোগে ২০শে মার্চ থেকে ২২শে মার্চ পর্যন্ত ব্র উৎসব অন্থিত হয়। প্রত্যহ প্রার ৪০০০ দর্শকের উপস্থিতিতে প্রতিযোগীরা রুট্যা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিন্বন্দরীতা করেন। তিনাদনে মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ১৩৪৭ জন। এর মধ্যে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ব্যালার বিও৯ ও ৫৮৮ জন। প্রদর্শনীর সংখ্যা ছিল ১৭টি। সফল প্রতিযোগীদের প্রক্রুক্ত করা হয়।

বিনপরে ১নং ব্লক ব্রুকরণ—পশ্চিমবণ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দশ্তরের অধীন বিনপরে ১নং ব্লক যুব-করণ ও স্থানীয় পশু-রেত সমিতির যৌথ উদ্যোগে লালগড় রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে সারা ब्रुट्कंत नव न्छारतं मान्यायंत्र विश्वान छरनाइ ७ छन्नी ननातः मार्था ২৬শে মার্চ থেকে ২৮শে মার্চ পর্যত্ত তিন দিন ব্যাপী ব্রক यून छैरमन ७ दमना जना छैठ रजा। ५६८म बार्ट मात्रा ब्रह्मत যুবকবৃন্দ ও জনসাধারণ এবং স্থানীর স্কুলগর্নির ছার্ট্রারী ও মেদিনীপরের প্রিলস লাইনের ব্যাণ্ড সহযোগে সারা লালগড जक्रमि भारत्कमा करत् धवर भारतमा स्मर्थ निरुद्ध युवक কেন্দ্রের যুব সংযোজক স্থান্তকুমার সরকার পতাকা উর্ত্তোলন করেন। তারপর যুব উৎসব ও মেলা শুরু হয়। এই মেলাতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্যে বিতর্ক, আবৃত্তি, সংগীত, প্রবন্ধ ও নানাবিধ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বাবস্থা ছিল। বিভিন্ন প্রতি-যোগিতার বারোশত প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এছাডা বিতকে ২৮ জন আব্যক্তিতে ১১৫ জন প্রবন্ধে ৩১ জন এবং সংগীতে ২৫ জন প্রতিযোগী ছিলেন। এই রক মেলা ও ব্রুব উৎসবে আদিবাসীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উन्দীপনা लक्षा করা বার। এবং ২৬শে মার্চ আদিবাসী দিবস হিসাবে প্রতি-যোগিতামূলক বিভিন্ন খেলাধূলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। এই উৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্য গ্রামাণ্ডল থেকে বিপাল সংখ্যায় প্রতিযোগী মেলাতে যোগদান করেন। বিশেষ করে আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতার ৪২০ क्रन, এकक সংগীতে ১৮ क्रन, তीत्र निएक्रि এ ৫২ क्रन अःग-গ্রহণ করেন। এই উৎসবে বিভিন্ন সরকারী বিভাগ তাদের প্রদর্শনী ভল দেন। এছাড়া প্রতিদিন চলচ্চিত্র মেদিনীপরে ক্র্দিরাম সংঘের পরিচালিত ব্যায়াম প্রদর্শনী এবং ভারতীয় লোক সংগীতের প্রখ্যাত গায়ক সত্যেন্দ্রনাথ মহান্তি ও তাঁর সম্প্রদায় কর্ত্তক সংগীত পরিবেশনা ও স্থানীয় আদিবাসী জনসাধারণ কর্ডক বাত্রাগান অনুষ্ঠিত হর। যেভাবে সারা ব্রকের সর্বস্তরের মানুষ এই ব্লক মেলাতে যোগদান করে মেলাটিকে সাফল্যমন্ডিত করেছেন তাতে প্রমাণ হয় যে এই উৎসব সারা ব্রকেরই উৎসব। শেষ দিনে পরেস্কার বিতরণ করেন পঞ্চায়েত সমিতি ও মেলার সভাপতি সংধীর কুমার

ভমল্ক ১নং ব্লক ব্ৰ-ক্রণ—পশ্চিমবণ্য সরকারের য্ব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে তমল্ক ১নং ব্লক য্ব-ক্রণের পরিচালনার চনশ্বরপ্র উচ্চবিদ্যালয় ফ্টবল ময়দানে গত ২০শে মার্চ থেকে ২২শে মার্চ পর্যন্ত ব্লক ভিত্তিক য্ব উৎসব অন্থিত হয়। অনুষ্ঠানের উন্বোধন করেন তমল্কের অতি-রিক্ত জ্লোশাসক বর্ণ কুমার মুখোপাধ্যার।

ব্ব উৎসবে অন্তিত হর বিভিন্ন এয়াখলেটির প্রতিবোগিতা, কাবাডি, খো-খো, লোকন্ত্য, চিন্তাঞ্চণ, আব্তির সংগাতি, গণসংগাতি, তাৎক্ষণিক বন্ধুতা, মাটক। বরুক্ত শিক্ষা, কৃষি এবং স্বাস্থ্যের উপর আলোচনা চক্তে অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণ।

উৎসবে ১২০০ শ' প্রতিবোগী অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় বিদ্যালয়গ্রনির শিক্ষক এবং শিক্ষিকা ও বিভিন্ন সংস্থার ঐকাশ্তিক সহযোগিতার এই ব্রুব উৎসব জনসাধারণের মধ্যে প্রভৃত আশা এবং উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

সমাণিত দিবসে প্রক্ষার বিভরণী সভার পৌরহিতা করেন তমল্কের অতিরিক্ত জেলাশাসক বর্ণ কুমার মুখো-পাধ্যার এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বিধান-সভার সদস্য প্রক্ষ বেরা। न्तर्वाजना रजना ३ -

त्रवासम्बद्ध इक यून-कत्तर-रिगेष्ठ २०१म अवर ००१म प्रार्ट अवर ८, ८, ७ই अधिश्रम '४० म्द्रीवे न्छरत विख्य रहा त्रवासम्बद्ध २नर त्रक 'व्यव-छरमव' अन्यव्येष्ठ रहा।

উৎসবের প্রকৃতি পরে ১নং রকে-র অন্তর্গত সমসত ক্লাবগ্রনি, পঞ্চারত সমিতি এবং বিশিশ্ট ব্যক্তিবর্গ তথা যুব সংগঠনগ্রনিকে নিয়ে 'ব্ব-উৎসব-কমিটি' গঠিত হয়।

রী রক্গানাথ আচারি, সভাপতি পঞ্চারত সমিতি এবং শ্রী বিভূতি বেজ যুব-কল্যাণ আধিকারিক বধান্তমে এই 'কমিটি'র সভাপতি এবং সম্পাদক মনোনীত হন। উৎসবকে সাফলামনিডত করে তেলার জনা শ্রী নীহার রঞ্জন চৌধ্রনী ও শ্রী চম্ভীচরণ গ্রুতকে ব্যুত্ম আহ্বারক করে একটি ক্লীড়া উপ-সমিতি এবং অধ্যাপক দিলীপ গ্রেগাপাধ্যার এবং শ্রী পার্থ সার্থি ঘোষকে আহ্বারক করে একটি সাংস্কৃতিক উপ-সমিতি গঠন করা হয়।

দ্বদিন ব্যাপী ক্রীড়া প্রতিবেণিতায় রন্থনাথপরে ১নং রকের ৩০টি ক্লাব ও ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৭০৭ জন প্রতিবোগী অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে মহিলা প্রতিযোগীর সংখ্যা শতাধিক। প্রের্ম ও মহিলা বিভাগে মোট ১৫টি বিষরে প্রতিবোগিতার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় 'তার ছোড়া' এবং 'বেমন খুশী সাজো' প্রতিযোগিতা। শেবেরটিতে ১৫ জন অংশ গ্রহণ করেন। ক্রীড়া-বিভাগে প্রদত্ত মোট ৪৬টি প্রক্রারের মধ্যে 'পারী-ক্রী সংঘ' (ন-পাড়া-শাকা অঞ্জা) এবং রন্ধান্ধপরে গার্লস্ হাইস্কুল প্রত্যেকেই ৫টি করে এবং 'বয়েজ-ফ্রেন্ডস্ ক্লাব' (আদ্রো) 'অরবিন্দ-সংঘ' (আড়রা অঞ্জা) এবং 'আমরা সবাই' (রন্ধান্থপরে) প্রত্যেকের চারটি করে প্রেক্সকার দখল সবাইকার দৃণ্ডি আকর্ষণ করে।

ব্ব-উৎসবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগর্না বিপর্শ উৎসাহ ও উন্দীপনার সপো অনুষ্ঠিত হর স্থানীর মিউনিসিপ্যাল ম্যানেজড্ জ্বনিরার হাইস্কুলের প্রাণালে। রঘ্নাথপ্রে শহর এবং সামহিত অঞ্জের সর্বস্তরের মানুবের মধ্যে এই উৎসবান্স্টান বে এক অভ্তপ্র সাড়া স্থি করতে পেরেছে তার মধ্যাদরেই এর সাথকিতা ও সাফল্য পরিস্ফ্ট। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অংগ হিসাবে বিবিধ বিষরে অনেক-গ্রিল প্রতিবোগিতার ব্যবস্থা করা হরেছিল।

রবীন্দ্রসংগীত ও নজর্বগাীত প্রতিবোগিতা বিশেষভাবে আকর্ষণীর হরে উঠেছিল প্রতিবোগী ও শ্রোতাদের কাছে। বালক-বালিকা খেকে শ্রের করে বিভিন্ন বরসের মান্বেরা এই প্রতিবোগিতার সমান আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে বোগ দিরেছিলেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও নজর্বের বিশেষ কোনো গান নির্দিত করে না দেওরাতে প্রতিবোগীরা বেমন স্ব-মনোনীত সংগীত পরিক্ষেনের স্ব্রোগ লাভ করেছিলেন তেমনি ভিন্ন প্রতিবোগীর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ ও নজর্বেলর গানের বিচিত্রভাব ও ঐশ্বর্ষ নানা র্পে রসে ও বৈচিত্রো ফ্টে উঠতে প্রেছিল।

আবৃত্তি প্রবিগিতার রবীন্দ্রনাথ-নজর্কের সংশ্যা স্কান্তের কবিতাও শিশ্ব বা কিশোর প্রতিবোগীদের কণ্ঠে স্চার্ পারদার্শতার সংশ্যা পরিবৌশত হয়েছে। তিনদিনের অন্তানে প্রতিদিন মধ্যাতে ব্যাক্তমে বিতর্ক, তাংক্ষণিক বস্থৃতা প্রতিবোগিতা এবং আলোচনাচক অন্তিত হয়। সর্ব-সাধারণের জনো এই জাতীয় প্রতিবোগিতার মধ্যে বিতর্কের বিষয় ছিল 'শিক্ষার সর্বস্তরে মাজুভাষাই একমাত্র মাধ্যম হওরা উচিং'। আলোচনাচক্রের বিষয়বস্তু ছিল দুটি (ক) পরেরলিয়া জেলার সার্বিক উন্নয়নে যুব-সমাজের ভূমিকা এবং (খ) আঞ্চলিক্ডা ভারতের জাতীয় সংহতির পরিপন্থী। **এইসব গ্রেছপ্**র বিষয়গর্নি নিয়ে যে বিতর্ক, আলোচনা এবং বন্ধুতার মুখরিত হয়ে উঠেছিল স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যান্য প্রতি-যোগীরা তা শ্বেই যে চিন্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল তা নর—ছিল यर्थणे निकाम्लक् जेश्माह्वाक्षक । ममकानीन ममास्क्रत मानव জীবনের সমস্যার নানা দিক ও তার সমাধানের সঠিক পথ সম্পান নিয়ে যে আজকের যুব সমাজ ভাবছেন তা স্কুন্দর <del>স্পণ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে</del> এখানে। বিতর্ক ও আলো-চনার ক্ষেত্রে সভাপতি মণ্ডলীর পক্ষে পণ্ডায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি দ্রী তপন লাহিড়ীর স্কুচিন্তিত ও মূল্যবান বন্তব্য প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। প্রবন্ধ প্রতি-যোগিতার বিষয় ছিল 'যান্তরাম্মীয় কাঠামোতে কেন্দ্র রাজ্যের সম্পর্ক'। **এরকম একটি গ্রেছপ**ূর্ণ ও তথ্যনির্ভার বিষয়ের উপর রচিত প্রকশ্ব প্রতিযোগিতায় যারা অংশগ্রহণ করে পরেস্কৃত হয়েছেন তাঁরা যথেষ্ট উন্নত চিন্তার পরিচয় রেখেছেন।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হ**লো একাংক নাটকের প্রতিযোগিতা। এই অভিনয়** প্রতি-যোগিতা বিপ্লভাবে সমাদৃত হয়েছে দশকমণ্ডলীর কাছে। কয়েক হাজার দর্শক নিবিষ্টচিত্তে বিভিন্ন সংস্থা কর্তক প্রবোজিত এই উন্নত রু,চির ও মানের নাটকগর্নল পরম আগ্রহ নি<del>রে উপভোগ করেছেন।</del> এই অঞ্চলের য**্**বকেরা অসাধারণ নৈ**পর্ণ্য দেখিয়েছেন এক্ষেত্রেও।** বিষয় বৈচিত্র্যের এবং ব**ন্ত**ব্যের দিক্ থেকে সমক্ষত আদর্শের এইসব নাটকাভিনয় আঞ্চলক য**ুব সমাজের অসাধারণ না**টা-প্রতিভা এবং উ**ল্জ্বল**তর ভবিষ্যতের ইণ্গিত দিচ্ছে। 'স্তালিনের নামে' (চোর পাহাড়ী নাট্য সংস্থা), 'রক্তাক্ত রোডেশিয়া' (বিদ্যাসাগর-শরৎ-নজরুল-স্মৃতি পাঠচক্র, রঘুনাথপরে), স্কিৎস (ভাবর অর্ণোদর ক্লাব, চোর পাহাড়ী), কিংবা চন্দ্রালোকের বান্ত্রী (আমরা সবাই, রঘুনাথপুর)-র অভিনয় তারই প্রমাণ। নাট্যাভিনয় প্রতি-যোগিতার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো ব্যুন্সলা **খাজুরা অণ্ডল কর্তৃক সাঁওতাল** ভাষার নাটক 'মার্শাল ডাহা'র অভিনয়। আশা করা যায় রঘুনাথপরে ১নং রকের যুব-উৎসবের পক্ষে এই ঐতিহাসিক ঘটনা একটা স্থায়ী মূল্য নিয়ে আগামী ভবিষ্যতকে প্রেরণা যোগাবে।

৬ই এপ্রিল '৮০ সন্ধ্যার এক সংক্ষিত ও অনাড়ন্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রেস্কারগানি বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী রখগনাথ আচারী। সম্পাদকের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় মোট ২৬০ জন প্রতিযোগী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণ করেছিলেন। উৎসবের আর একটি উল্লেগযোগ্য ঘটনা হলো সীমান্তিক গোন্ডী (আদ্রা)-র গণসংগীত পরিবেশন।

পরিশেষে বলা বার, এই জাতীয় উৎসবান, তানের মধ্যদিরে রখনাথপরে এবং সার্রাহত অঞ্চলের ব্র-সমাজের ক্লীড়াগত এবং সাংস্কৃতিক মান যে ভবিষাতে উম্জ্বলতর হবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই—সন্দেহ নেই এবিষয়েও যে এই অঞ্চলের সর্ব-সতরের মান্বের অকুণ্ঠ সহবোগিতা, ও সহান্ভূতিই এই ব্রে উৎসবকে সাফল্যের স্বর্ণ-শিখরে উপনীত করেছে।

# भोठलेख जावता

### मन्त्रापक मधीरभव्

'ব্ৰমানস' কৰে বেরোবে—আশা নিমে দার্ণ আগ্রহভরে অপেকা করি। পড়তে ভাল লাগে। ইদানিং ভালবাসতে শ্রুব্ করেছি। গত সংখ্যা অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল সংখ্যায় কয়েকটি নতুন বিভাগের সংযোজন দেখলাম। আশা করব এমনি করে আগামী দিনগ্রিলতে 'ব্রমানস' আরও সমৃশ্ধ হবে।

শিলপ সংস্কৃতি বিভাগে গোতম ঘোষদাস্তদারের নাটকের কিছ্ম কথা এবং ফজল আলী আসছে' একটি বলিন্ঠ, য্বন্তি-পূর্ণ আলোচনা। লেখার ভাগ্গাটিও স্কুলর। গোতমবাব্ শিলপ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাকরণবাগিশ সমালোচকদের ব্বিয়ে দিতে পোরেছেন বিচারের মানদন্ড অন্যন্ত অর্থাৎ পাঠকের হৃদয়ে।

তবে বানানের ক্ষেত্রে এতখানি এগিরে যাওয়া ঠিক কি? পরিকার সময়মত প্রকাশ অবশ্য কাম্য।

> গ্রন্থাসহ— নমিতা ছোষ। বসিরহাট। ২৪-প্রগনা।

প্রিয় সম্পাদক,

যুবমানসের মার্চ-এপ্রিল সংখ্যার মুখ্যমন্থী জ্যোতি বস্ব ভাষণের সম্পাদিত রূপ পড়লাম। আমাদের মত গ্রামের যুবক-যুবতীরা বিধানসভার আমাদের প্রতিনিধিরা বা বলেন, তার খুব কম অংশ জানতে পারি। বাজারী সংবাদপত্রগ্লিতে এই ধরণের প্রুম্পূর্ণ বিষয়গ্লির সংবাদ সামানাই ছাপা হয়। যদি বা ছাপা হয় তা পড়ে আমরা সরকারের দ্ভিভগীর প্র ম্ল্যায়ন করতে পারিনা এবং সত্যি কথা বলতে কি কিছ্ কিছ্ ক্লেত্রে বিদ্রান্ত হই।

যুবমানসের পাতার মুখ্যমন্ত্রীর বন্ধব্য পড়ে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে সরকার কোন পথে চলতে চান, আমলা-তন্ত্র সম্পর্কে তাঁদের দ্ভিডগা কি ইত্যাদি বিষয়গর্নি।

এরকম একটা গ্রুছপূর্ণ বিষয় প্রকাশ করে 'যুবমানস' আমাদের মত গাঁরের মান্যদের অনেক অজ্ঞানা কথাকে জানতে সাহাষ্য করেছেন। যুবমানসের সম্পাদকমন্ডলীকে অভিনন্দন জানাছি।

—কামাল আমেদ গ্রাম—থানারপাড়া। নদীয়া।

সহ-সম্পাদক,

### य्वमानम्।

আপনাদের নতুন বিভাগ 'পাঠকের ভাবনা'-র সংযোজনে উৎসাহিত হরে চিঠি লিখছি। আপনারা পাঠকদের 'পরামর্শ'-কে ম্ল্যু দেন জানিয়েছেন। সেই ভরসার আমার প্রথম পরামর্শ— ব্রুমানস নির্মায়তভাবে প্রকাশ কর্ন। মাঝে মাঝে হঠং শেরলাণ' ভৌশনের হকারের হাতে 'ব্রুমানস' দেখতে পাই। আবার অনেক সময় অনেক খোঁজাখনুজি করে পাইনা। সময়মত প্রকাশ করে এবং সন্ত বন্টন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে তা সাধারণের কাছে পে'ছিনতে না পারলে এর ম্ল্যু কমে যেতে বাধা। অথচ পরিকাটির স্টাইদা আছে।

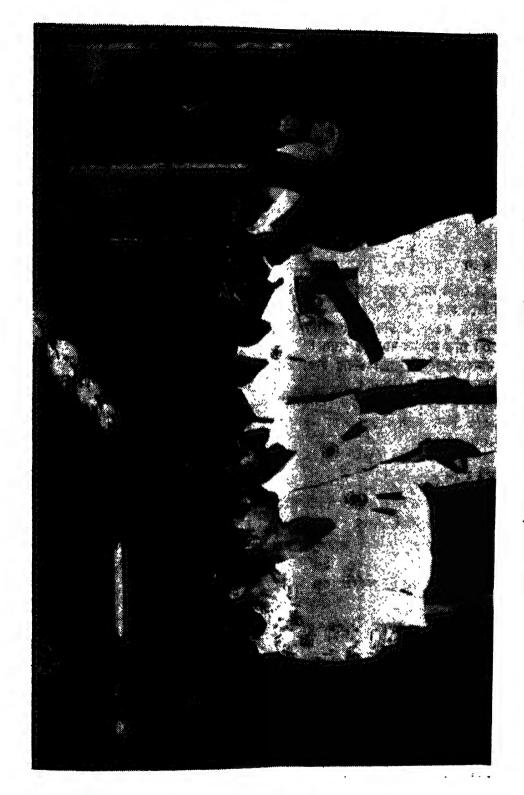
জানিনা আমার পরামর্শে আপনাদের অথবা আমাদের পরিকা কতথানি 'প্রাণবশ্ত' হয়ে উঠবে। তবে উঠ্বক এটা সর্বাশতকরণে চাই।

> নমস্কার জানবেন। —নিতাই বড়াল কুশমোড়। বীরভূম

श्रात्थ्य मन्शापकमण्डली,

মাসিক 'য্বমানস' কাগজের আমি নির্মাত পাঠক। তা কটুর পাঠক হিসেবে আমার দাবী আছে। ক্রম ল্বন্ত বাংলার লোকসাহিত্য বিল্বন্ত হয়ে যাছে। এর সঠিক বৈজ্ঞানিক পথে গ্রথিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। আপনাদের কাগজে আমি বাংলার লোকসাহিত্যে শিশ্ব প্রক্ষ ছাপতে চাই। বেশ করেক্বছর গ্রামগঞ্জ-এ মান্বের সাথে মিশে আতান্তিক প্রতিক্লতার মধ্যে রাত কাটিয়ে ম্নিশিদাবাদ জেলার আলকাপ, গ্রামের আণ্ডলিক একান্ত নিজম্ব ছড়া, গান, প্রবাদ, কবি প্রভৃতি মহাম্ল্যবান তথ্য দলিল সংগ্রহ করেছি। এগ্রেলিকে স্কৃথভাবে প্রকাশ করার একটি বিশেষ মাধ্যম চাই। তাই আপনাদের কাছে জানাল্বম আমার কথা। ম্ল্যবান তথ্য সংগ্রহ নন্ট হয়ে যাবে একথা ভারতে কন্ট হয়। আপনারা জানাবেন আপনাদের বন্ধবা। উত্তরের অপেক্ষার থাকল্ম। নমস্কার।

গৌতম ঘোব শাঁভগড়। বনগ্রাম। ২৪ পরগনা।



वाका ब्र-हाँ छरभरवत्र क्षमर्थनी यन्धर्भ विभावात्रं भाषामध्यी म्रभम ठकवर्णी।

### भिन्छसवङ्ग नवकारवेव यूवकलाव विजाशित सामिक स्थापी



### গ্ৰাহক হতে হ'লে

বছরের বে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া ধার। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা সভাক ৩ টাকা। বাম্মাসিক চাঁদা সভাক ১·৫০। প্রতি সংখ্যার দাস ২৫ পরসা।

শন্ধন মনিঅর্ডারেই বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

উপ-আঁষকর্তা, ব্রকল্যাশ অধিকার, পশ্চিমান্ধ্র সরকার। ৩২/১ বিনর-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলিকাতা-৭০০০১।

### अर्ज्जन निरं र'ल

কমপক্ষে ২০টি পাঁৱকা নিলে এজেন্ট হওয়া বাবে। বিস্তারিত বিষয়েশ মাঁচে নেওয়া হল:

পরিকার সংখ্যা
১৫০০ পর্বত
১৫০০-এর জন্ম এবং ৫০০০ পর্বত ৩০ %
৫০০০-এর উধের ৪০ %
১০টা সংখ্যার নীতে কোন কমিশন দেওয়া হর না।
বোগাবোগের উক্তান ১

উপ**-আন্তর্ভাগ ব্রেকজাশ অধিকার, পশ্চিমান্য** সর**কার**। ৩২/১ বিনার-রাপ্ত-দীনেশ স্থায় (দক্ষিক), কলিকাডা-৭০০০১।

### লেখা পাঠাতে হ'লে

ফ্লেন্স্পে কাগজের এক প্রতার প্ররোজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটামন্টি পরিজ্ঞার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাস্থ্যীয় ।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জনা কোনও কৈফিয়ং দাবী করা চলবে না।

কোনকমেই অমনোনীত লেখা ফেরং পঠোনো সম্ভব নয়। পাতৃলিপির বাড়তি কুপি রেখে প্রেখা পাঠান।

বিশেষ ক্ষেত্র ছাজা কোনও লেখাই ৩০০৩ শব্দের বেশি হ'লে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

যাবকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিরে আনোক্রাকালে আশা করা বার লেখকের। তত্ত্বত বিষয়ের চেরে বাস্তব দিক-গালির উপর বেশি জোর দেকেন।

### পাঠকদের প্রতি

ব্ৰমানস পৃথিক। প্ৰস্কো চিঠিপ্ত লেখার সমা জবাবের জন্য চিঠির সপো ভালে, খাম, পোল্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবামে সব চিঠির উত্তর দেওরা হয় এবং সরকারী ফ্রিটিপ্তে সার্ভিস ভাকটিকিটই কেবল ক্লাবহার করা চলে।





বীরভূমের বোলপরে ব্লক যুব উৎসবে সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমিকার ভারতীর গণনাট্য সংখের একভার শিলপীচন্ত শাখার ব্যালে হেলা-এর দ্বটি বিশেষ মহেতে।



কালনা ২ ব্লক যুব উৎসবে প্রদর্শনীতে ভাগচাষী রেকর্ড সম্পর্কে চাষীদের বেঝান হচ্ছে।



পশ্চিমবংগ সরকারের ব্বকল্যাণ বিভাগের মাসিক ম্থপত্ত জ্ন-জ্লাই '৮০



বামফুন্ট সরকারের তিন বছর: গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবনে গতি প্রবাহের স্চনা করেছে/জয়ন্ত ভট্টাচার্য/ শিক্ষার পক্ষে তিনটি বছর/আশিস চ্যাটাজী সূপ্থ সংস্কৃতি ও বামফ্রণ্ট সরকারের তিন বছর/ অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়/ বামফ্রণ্ট সরকারের তিন বছর ও ব্ৰকল্যাণ বিভাগ/অর্ণ সরকার/ >8 24 সর্বনাশা বিচ্ছিন্নতাবাদ/স্কুমার দাস/ ম্কো আলিম্পিক: মান্ষের আলিম্পিক/সৌমিত লাহিড়ী/ २১ রোমানিয়ার কমিউনিষ্ট যুব সংস্থার একাদল সম্মেলন/অমিতাভ বস্./ 26 २४ জনসংখ্যা সমস্যা ও সমাজতন্ত্ৰ/অগাষ্ট বেবেল/ রাজনেখর কিম্বা প্রশ্রাম: একটি ধ্রুপদী ব্যক্তিছ/ 99 গোতম ঘোষদাস্তদার/ তার্ণ্যের বিজয় উৎসব বাগম্-িডতে/জি. এম. আব্বকর/ OF 85 অরাজনৈতিক সেই লোকটার গলপ/শ্ভাশীৰ চৌধ্রী/ 80. সেদিন স্থ /অমিতাভ চট্টোপাধ্যার/ 80 মেহগান ও বাণক সভাতা/রণজিং সিংহ/ 80 মারের মূখ/আদিতা মুখোপাধ্যার/ 80 न्दे / विद्यारश्मानाथ वन्त्र/ বাংলা সিনেমা—তর্ণ মনে তার প্রতিক্রিয়া/ शीवानान भौन/ 88 84 ভান, বিবেদীর তুলিতে/ 84 পরিবর্ত পর্ত্ত-উৎস/ ক্রকাতার এশীর টেব্ল টেনিসের আসর/ 8% άŽ বইপত্ৰ/ ¢0 বিভাগীয় সংবাদ/ 46 পাঠকের জাবনা/

প্রচ্ছদ/চন্দন বস্

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি—কান্তি বিশ্বাস

পশ্চিমবর্ণণ সরকারের ব্রকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিং কুমার ম্থোপাধ্যার কর্তৃক ৩২/১, বি বা দি বাগ (দক্ষিণ), ক'লকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যার কর্তৃক হেমপ্রভা প্রিন্টিং শুউস, ১/১ বৃন্দাবন মাল্লক লেন, ক'লকাতা-৯ থেকে ম্ট্রিড।

# निमानकीय

কোন কিছু ধংনস করিতে তিন বংসর যথেণ্ট সময় কিন্তু কোন বিষয় বা বস্তু গঠন করিতে এই সময়কাল নিতান্তই নগণ্য। তিন বংসর আরও তুচ্ছ সময় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে—যাদ ঐ নির্মাণকাণ্ডের সহিত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মান্যকে স্পর্শ করিবার প্রশ্ন বিদ্যমান থাকে। বলিলে বোধ করি এতট্বুকু বাড়াইরা বলা হইবে না যে পশ্চিমবংগর বর্ত-মান বামজোট সরকার তাহার শাসনকালের এই স্বল্প তিন বংসরের মধ্যে সাড়ে চার কোটি মান্যের সমস্যা জজর্বিত রাজ্যের নির্মাণ কার্যে এক অভূতপ্রে গতিবেগ এক অদৃ্ট-পূর্ব সাফল্য অর্জন করিয়াছে।

বে পরিম্পিতির মধ্যে এই সরকারের হাতে শাসন ভার অপিত হইয়াছিল সেই অক্থার কথা এই সময়ের মধ্যে তো কেহই ভূলিরা যায় নাই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে পঠন-পাঠনের পরিবেশকে প্রায় নিমলি করা হইয়াছিল-পরীক্ষা ক্ষে<u>রে</u> চরম উচ্ছ্যুত্থলতা বিরাজ করিতেছিল। সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের জন্য সমস্ত প্রচলিত নির্মকাননেকে বৃ**ন্ধাণ্যুন্তী দেথাই**য়া মন্ত্রীসভার কয়েকজন সদস্যকে লইয়া গঠিত সাব-কমিটি'র উপর প্রাথী বাছাই করার সকল দায়িত্ব নাস্ত করা হইয়াছিল—বিরাট সংখ্যক বেকার যুত্রকের নির্মাম অসহায় অকম্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাকে শাসক শ্রেণীর কর্ণধারদের নিকট নতজান, হইয়া প্রসাদ ভিক্ষা করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল—যোবন জনোচিত দুঢ়তাকে চূর্ণ করিয়া তাহাকে দুনীতির পণ্ডেক ডুবাইয়া শ্বাস রচ্ণুধ করিয়া হত্যা করিবার যাবতীয় বন্দোবস্ত সুকৌশলে করা হইয়াছিল। অপ-সংস্কৃতির স্লাবন সূদিট করিয়া, যৌনতা নগনতা দিয়া যুব মানসিকতাকে বিকৃত করিয়া, 'হিরোইন', 'এল. এস, ডি' ইত্যাদি নেশা করা দ্রব্য সম্ভারে যুব মনকে পঙ্গা করিবার কতই না বাকশা করা হইয়াছিল। শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ করিয়া দেবার জন্য সকল-প্রকার দৈবরাচারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল। চিন্তার **স্বাধীনতা, মত প্রকাশের** অধিকার পর্যন্ত বিপর্যস্ত হইয়াছি**ল।** সাধারণ মানুষের দৃঃথকণ্ট উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছিল। অল-ক্র-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা-পরিবহণ এমনকি তঞ্চার জলট্রকুর **সমস্যার কোন সমাধান দ্**রে থাকুক তাহা হ্রাস করিবার নিমিত্ত বাস্তব পরিকল্পনার কোন লেশমাত্র ছিল না। দ্রদশিতার **অভাব, প্রকল্প সমূহকে বা**স্তব্যয়িত করার আম্ত**রিক**তা ও যোগ্যতার অভাব, ব্যক্তি স্বার্থ ও গোষ্ঠী স্বার্থের সেবা করিবার জন্য <mark>অকল্পনীয় লিপ্সা</mark>, আত্মকলহে নিমণন শাসকগোণ্ঠীর **কুংসিত ক্রিয়াকলাপ**, বিদ্যাত সহ সকল মোল সংকটের তীব্রতা বৃশ্বি, প্রশাসনের সকল স্তরে দ্বাতির দাপট—এই সবই ছিল সেই সমরের বৈশিষ্টা। আর এই অসহ অবস্থার প্রতিবাদে ট্র শব্দটি যাহাতে কোথাও উচ্চারিত না হইতে পারে তাহার জন্য **আধা-ফ্যাসীবাদী সন্মানের** রাজত্ব কারেম করিয়া একদ**লীর** শাসনব্যবস্থা চাল, করিয়া গণতল্যকে সমাধিস্থ করিবার আনুবি**পাক সকল** কাজকর্ম সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা হুইতেছিল।

সেই সমন রাজ্যের সাধারণ মানুষ অনেক বিপদের ঝ'্কি গ্রহণ করিয়া, নীরবে-নিঃশব্দে ভোটের মাধ্যমে তাঁহাদের রায় ঘোষণা করিয়া স্কঠোর কর্তব্যের মুকুট মাথায় প্রাইয়া কাঁটার সিংহাসনে এই সরকারকে বসাইয়াছিলেন।

ভারতের সংবিধানের বিধান অনুসারে একটি অগ্য রাজ্যের আর্থিক ক্ষমতা একেবারেই সীমাবন্ধ, ততােধিক সীমিত তাহার প্রশাসনিক অধিকার। অর্থের জন্য, অনুমতির জন্য দিল্লীর দিকে তাকাইয়া উন্বিংন চিত্তে ও অনিশ্চিয়তার সহিত প্রহর গ্রনিতে হয়। এই অবস্থার মধ্যে দ'ড়াইয়াই রাজ্যের জনগণের জীবনের কতকগ্রিল মৌলিক দিক যথা—কৃষি, সেচ, চিকিৎসা, শিক্ষা, পরিবহণ প্রভৃতি বিষয়ের উর্মাত বিধানের দায়িত্ব রাজ্য সরকারকেই পালন করিতে হয়। দায়িত্ব পালনের উপাদান ও স্বামাণের অভাব যতই থাকুক না কেন কতকগ্রিল অতিরিক্ত স্ববিধাও এই রাজ্যের বর্তমান সরকারের ভাগ্যে জ্বিয়াছে। অর্গাণত মানুষের আস্থা, সকল স্তরের সাধারণ মানুষের আশবিশি, শ্রামক-কৃষক-ছাত্ত-যুব-মধ্যবিত্তের একনিন্ট সমর্থন ইহার প্রের্থা আর কোন্ সরকারের অদ্যেত ছিল?

দায়িত্ব পালনে বন্ধপরিকর এই সরকার জনগণের ভাল-বাসাকে পাথেয় করিয়া প্রতায়-সিম্ধ মনোভাব লইয়া বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল বলিয়া হাজার বংসরের দৃষ্টান্ত বিহু ন বন্যার ধ্বংস স্তুপ হইতে রাজ্যের বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে আকার এত কম সময়ের মধ্যে চাঙ্গা করিতে পারিয়াছিল। সেই জন্য ক্ষতিগ্রন্থ লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বস্ব খুয়াইয়া হতাশায় ভাপোয়া পড়িয়া ভিটামাটি ছাডিয়া শুকুর মুখে ছাই দিয়া শহরের রাজপথে ভিক্সকের মিছিলে সামিল হয় নাই। সেই জন্যই গণনাতীত ঐতিহ্যের স্টিকারী ছাত্র-যুবকেরা দেহের রম্ভ বিক্রি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া পুন-গঠনের কাজে এই ভাবে আগাইয়া আসিয়াছিলেন। আবার তাহার পরের বংসরেই অভূতপূর্ব খরায় রাজ্যের ব্যাপক এলাকায় নিদার,ণ অবস্থার সূষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এই সরকারের সময়োপযোগী ও বলিষ্ঠ ব্যবস্থার ফলে মানুষ গা ঝাড়া দিয়া উঠিতে পারিয়াছে। নিন্দুকে যাহাই বলকে না কেন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ দিল্লীর সরকার মারফত খরা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের গৌরবোল্জবল ভূমিকার জন্য সাধুবাদ জানাইয়াছেন।

ক্ষমতায় বসার একবংসরের মধ্যে দেড়ব্র ধরিয়া স্থাগত পণ্ডায়েত নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়া এই সরকার গ্রামীণ মানুষের গণতান্দিক অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে—গ্রামের মানুষকে দেশ গঠনের কাজে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করিবার স্বোগ স্ভিট করিয়া এক-দিকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করিয়াছেন, অন্যাদকে চিরাচরিত আমলাতান্দ্রিকতার ফাঁস হইতে গ্রামীণ কর্মধারাকে যথেন্ট পরিমাণে মুক্ত করিয়াছেন। পঞ্চায়েতগর্লির হাতে প্রের তুলনায় বহুগুল বেশি অর্থ বরান্দ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানগ্রিকে প্রণবিশ্ব করিয়া ভূলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কাজের বদলে খাদ্য ইত্যাদি কর্মস্ক্রেটীর ফলে সেই জন্য প্রায় ছয় কোটি কাজের দিন স্থিট করিয়া গ্রামীণ বেকারীকে কছুটা পরিমাণে লাঘ্ব করিতে পারিয়াছে।

প্রায় নয় লক্ষ একর খাস জমি দরিদ্র কৃষকের মধ্যে বন্ট্র করিয়া, প্রায় সাড়ে আট লক্ষ বর্গাদার আধিয়ারের নাম নথি- ভুক্ত করিয়া, ব্যাৎক হইতে পাট্টাদার ও বর্গাদারকে সামান্য স্কৃদে বা বিনা স্কৃদে ঋণের ব্যবস্থা করিয়া, ষাট বংসরের বেশি বয়স্ক দীন-দরিদ্র ক্ষেত্মজনুর-গরীব কৃষককে ষাট টাকা করিয়া মাসিক পেনসন দেওয়ার সিম্পান্ত গ্রহণ করিয়া বিধবা ভাতা, এবং প্রায় তিন লক্ষ বেকার যুবককে বেকার-ভাতা প্রদান করিয়া গোটা ভারতের জনগণের নিকট এই সরকার একটি উজ্জন্মতম উদাহরণ স্থাপন করিয়াছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিয়াই শ্,ধ্
কানত হয় নাই—সেই শিক্ষা পদ্ধতিকে অন্ততঃ কিছ্মু পরিমাণে গণতন্দ্রীকরণ ও সার্বজনীন করিবার জন্য অনেকগর্না
ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে—সমাজের অবহেলিত নির্যাতি
স্তরের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষার আলোকে আলোকিঃ
হইবার সুষোগ সুষ্টি করিয়াছে।

একমাত্র কমবিনিয়াগ কেন্দ্রের মাধ্যমেই রেজিণ্ট্রীকৃত বেকারদের বয়সের অপ্রাধিকারের ভিত্তিতে চাকুরী দেওয়ার একটি পরিচ্ছেন্ন নীতি গ্রহণ করিয়া এবং তিন বংসরে প্রায় চিল্লেশ হাজার য়ুবককে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে এই নীতিকে স্কুত্রভাবে প্রয়োগ করিয়া গোটা দেশের মান্রয়ের বিশেষ করিয়া যুব সমাজের নিকট এই সরকার ধন্যবাদার হইয়াছে। ৩৫টি বন্ধ কারখানা খ্লিয়া চাণ্গা করিয়া প্রয় চিল্লেশ হাজার শ্রমিকের কাজের সংস্থানের বাবস্থা করিয়ায়ের প্রবং শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণকারী বাল্ডে নীতি গ্রহণ করিয়ায়ের ফলে এই তিন বংসরে মালিকের নিকট হইতে রাজ্যের শ্রমিক শ্রেণ্ড কোটি টাকার অতিরিক্ত মজ্বরী আদায় করিতে পারিয়াছেন শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক সাবলীল গতিময়তা আনা সম্ভব হইয়াছে।

রাজ্যের সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক শিক্ষাক্মীসিহ অনা না কর্মচারীর চাকুরীর নিরাপত্তা, কাজের অন্ক্ল পরিবেশ স্থিট, বেতন বৃশ্বি ইত্যাদির শ্ব্ব ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাই নথে তাহাদের গণতাশ্বিক আন্দোলন করিবার প্র্থি অধিকার গোটা দেশের মধ্যে প্রথম এই রাজ্য সরকার প্রদান করিয়া সাফ্রাজ্যবাদী আমলের একটি ধারাকে ল্ব-ত করিয়া ভারতের শ্রমজ্বীবী মানুবের প্রশংসাধন্য হইয়াছে।

সংস্থা সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধন, খেলাধ্লার স্থোগ বৃণ্ধি য্ব জীবনের বিভিন্ন চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নানা ধরণের প্রকল্প গ্রহণ করিয়া—নিঃসন্দেহে সমগ্র দেশের মধ্যে এই রাজ্য সরকার এক অনুকরণীয় উদাহরণ স্থাপন করিয়াছে।

১৯৭৬-৭৭ আর্থিক বংসরে এই রাজ্যের বার্ধিক বারবরান্দের পরিমাণ বেখানে ছিল ৭০০ কোটি টাকার কিছ্
বেশি সেইখানে বর্তমান বংসরে এই রাজ্য সরকার সেই পরিমাণকে শ্বিগ্র করিয়া ১৪০০ কোটি টাকার উপর ধার্য করিয়াছেন। রাজ্য বোজনার জন্য এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর্ব
বংসরে বরান্দ করা হইয়াছিল ২০০ কোটি টাকা আর বর্তমান
বংসরে এই রাজ্য সরকার যোজনা খাতে ব্যয়ের জন্য নির্ধারণ
করিয়াছেন ৪৮০ কোটি টাকা। রাজ্যবাসীর কল্যাণের জন্য
স্বাক্ষ তিন বংসরে একটি রাজ্য সরকারের সমতুল আল্তরিকতার
নজীর ত্রিপ্রেরা ও কেরালা ব্যাতীত আর কোথাও খ্রিজ্যা
পাওয়া যাইবে না।

রাজ্য সরকার গণতান্ত্রিক পরিবেশকে প্রনরায় প্রতিন্ঠিত শেষাংশ ৫ প্রতীয়

## বামফ্রণ্ট সরকারের তিন বছর : গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবনে গতিপ্রবাহের সূচনা করেছে

### জয়ন্ত ভট্টাচায়

একটা বিনয় নানেতম কর্মস্চী সামনে রেখে পশ্চিমবংশর বামফ্রন্ট সরকার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, নাগরিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিমর্যাদা স্নিন্দিত করার উদ্দেশ্যে যথাযথ ব্যবস্থা নেবার কথা ঘোষণা করে জনসাধারণের অভিপ্রায়ের সংগ্র সংগতি রেখে এই কর্মস্চীতে রাজ্যের প্রমাবষয়ক, ভূমিসংস্কার, কৃষিসমস্যা, শিক্ষা সংক্রান্ত ও অর্থানিতই বিষয়গ্রিল স্থান পেয়েছে। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাঁদের ঘোষিত কর্মস্চী রূপ দেবার সাধামত প্রচেট্যা নিচ্ছেন।

আমাদের অধিকাংশ মান্য গ্রামে বসবাস করেন। কৃষিজীবী পরিবারগর্নলর বিরাট সংখ্যাগ্রিষ্ঠ অংশ ভূমিহারা হয়ে
নিদার্ণ দারিদ্রের মধ্যে দিন কাটান। ফসলের চড়া ভ.গ.
মহাজনী জ্লাম, নিদার্ণ বেকারী, ট্যাক্সের বোঝা ও ধনতালিক শোষণের জ্লাম কৃষককে নিঃদ্ব স্বশ্বান্ত করছে।
কৃষক জমি রাখতে পারছেনা। পরিণতিতে জমি হারিয়ে ভিড়
করছে খেতমজ্রদের দলে। গ্রামাণ্ডলের সাধ্রণ চিত্র হল কর্মাভ.ব. বৃভক্ষা ঋণভার অার দুঃগ্রতার বিষাদময় পশ্চাৎপদতা।

শাসক শ্রেণীগর্নি স্বাধীনতার পর বিগত তিরিশ বছর ধরে জিদারী বাবস্থার আম্ল অবসান ঘটিয়ে কৃষকের স্বার্থে প্রকৃত ভূমি সংস্করে করতে অস্বীকার করেছে। কৃষি বাবস্থার এবং গ্র মাণ্ডলে ভূমি সম্পর্কের ওপর সামন্ততান্ত্রিক ও আধাস্মন্ত্রান্ত্রিক শোষণের শংখল ভেঙে ফেলে মধ্যযুগীয় বর্বর নিপীড়নের অবশেষগর্মার বিলোপ ঘটানো না গেলে প্রকৃত ভূমিসংস্কার বাস্তবায়িত হতে পারেনা, সামাজিক অগ্রগতিকথার কথা থেকে যায়। ভূমি সংস্কার ও কৃষি সমস্যার ওপর স্বাধিক গ্রেছ দিয়ে পশ্চমবংগর বামক্রন্ট সরকার স্বানিদিন্ট পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে চলেছেন।

চতুর্থ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে প্রকাশিত প্রিচতকার বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেছেন, 'যেহেতু বর্তমান অবস্থার কোন মোলিক পরিবর্তন সম্ভব নয় তাই জনগণের সাময়িক দ্গতি মোচনের জন্য এবং আগামী সংগ্রমের জন্য তাদের মনে বিশ্বাস ও শক্তি এনে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু বাবস্থা নেওয়া হচ্ছে।' পর্বাজ্ঞপতি-জমিদার রাদ্ম কাঠামোর মধ্যে সংবিধানের বেড়াজালে একটা অংগ রাজ্যে অত্যুক্ত সীমাবন্ধ ক্ষমতা নিয়ে সমস্যার মোলিক সমাধান করা যায় না। এই সরকার পারবে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছুটা প্রসার ঘটিয়ে জনগণের আত্মবিশ্বাস স্থিট করতে এবং আশ্ব সমস্যাগ্র্লির ওপর নজর দিয়ে জনগণের ওপর চাপানো বোঝা কিছুটা হালকা করতে। বামফ্রন্ট সরকারের গণম্বুণী কর্মস্টী জনগণের মধ্যে উৎসাহ স্থিট করবে এবং গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তেলোর কাজ সহজতর হবে। আশ্ব দাবির সাফ্রন্টা গণসমাবেশ ব্যাপকতর করে এবং শাসক শ্রেণীগুলি সম্পর্কে মোহম্বিন্তর প্রক্রিয়

দ্রততর হয়। বামফ্রন্ট সরকারের অবস্থান ও কর্মস্চী এই ব্যাপারে কতটা কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে গণতান্ত্রিক শক্তির সেটাই হল প্রধান বিকেনার বিষয়।

আমাদের দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাটা দাঁড়িয়ে আছে একটা নিশ্ছিদ্র ও কেন্দ্রীভূত আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর। সমস্ত ক্ষমতা ওপরতলায় কেন্দ্রীভূত। শাসক শ্রেণী ও তাদের অন্পত্র আমলাদের দ্বারা পরিচালিত সরকারী কাঠামোর মধ্যে যথার্থ গণতন্ত্রের কোন জায়গা নেই। নিচের তলায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব তুলে দিয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়েই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসার ঘটানে। সম্ভব। গণতান্ত্রিক পর্ম্বাতিত কার্যক্রমের বিকাশের সাথে গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে জডিত। বামফ্রন্ট সরকারের সাফলোর সোপান হল এটি।

শৃধ্ব মাত্র বিনাবিচারে আটক, সাজাপ্রাণত ও বিচারাধীন সমসত ধরণের রাজনৈতিক বন্দীদের মর্নিন্ত দেওয়া এবং জনগণের ওপর অত্যাচারের তদন্তের বাবস্থা করাই নয়, বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা হাতে নেঝার সময় থেকেই আমলাতন্ত্রের ওপর পরিপূর্ণ নির্ভারতার পন্ধতি না নিয়ে গণসংগঠনগর্নালর পরামর্শ ও সহায়তা নিয়ে প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করছেন এবং নির্বাচিত পঞ্চায়েতগর্নালর ওপর অধিক দায়িছ ও ক্ষমতা তুলে দিয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের নজির স্থিট করেছেন। গ্রামা জীবনের অগ্রগাতিতে বামফ্রন্ট সরকারের এই অবদান উল্লেখ করার মত।

গ্রামের পঞ্চায়েতগুলি ছিল জোতদার কায়েমীস্বার্থের ম্থানীয় রাজনৈতিক কেন্দ্রের ঘাটি এতিক্রিয়ার ষ্ড্যন্তের আখডা। নিচের তলায় প্রশাসনিক কেন্দ্র থেকে বাস্তুঘুঘুদের হঠিয়ে দিয়ে গরিকের প্রতিনিধিরাই অধিকাংশ পণ্ডায়েতে এখন নির্বাচিত। বামফ্রন্ট সরকার পূর্বের ঘুণধরা পঞ্চায়েতগ**ুলিতে** কাজের প্রবাহ সুণ্টি করতে গণতান্ত্রিক পর্ন্ধতিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর ব্যাপক দায়িত্ব তলে দিয়ে বিপলে পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ গ্রামাণ্ডলে গরিবদের **मिटक टेंटल ट्रि**नात वायम्था निरायाहरून। कारकत विनिमराय थाना, গ্রামোলয়ণ ও প্রনর্গঠন প্রকলপর্যালর ব্যাপক প্রচলনে গ্রামাঞ্চলে খেতমজনুর, গরিব চাষী ও কর্মচ্যুত কারিগরদের কাজের সংস্থান বৃদ্ধি পাবার অনিবার্য ফল হিসেবে ঋণ সরবরাহকারী পরগাছা মহাজনের ওপর নির্ভরতা কমানো গিয়েছে। শ্রমনির্ভর এই কাজগর্বলি বিকল্প কাজের বাবস্থা করছে এবং অভাবের তাড়নায় শেষ সম্বল হিসেবে ঘরের থালা-বাটি, বাস্তুভিটা বা জমিখন্ডটাকু কশ্বক রেখে অথবা মরশামে থেটে শোধ দেবার কড়ারে বড় জমির মালিক ও মহাজনের দরজায় ধর্ণা দেবার দীর্ঘ দিনের অবস্থাটার এক নিশ্চিত পরিবর্তন ঘটেছে। গারিবের হাতে সম্পদকে ঠেলে দেবার ফলে, টাকার হাতফেরতা

নিশ্চিতভাক্টে ব্লিখ পেয়েছে এবং রুম্খ গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্থের এই গতিবেগ, পরিবর্তনের একটা স্কেনা স্থিট করতে সক্ষম হয়েছে।

গ্রামাণ্ডলে কাজের সংস্থান, গরিব জনগণের আর্থিক সংস্থানের কিছ্টা স্বোগ বৃদ্ধি নিশ্চয়ই গ্রুছ্পণ্ ব্যাপার সন্দেহ নেই। দ্বঃথ কট লাঘবের প্রচেটার অথবা গ্রামীণ সম্পদ প্রবর্গার ও প্রনগঠনের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পণ্ডায়েত-গর্লার উদ্যোগ গৌরব করার মত। কিন্তু সকচেরে বড় কথা হল বামফ্রন্ট সরকারের ব্যবস্থাবলী ও পণ্ডায়েতের মাধ্যমে গ্রামাণ্ডলের ব্যাপক কর্মকান্ড জনগণের চেতনা ও সমাবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছে কতটা, বামফ্রন্ট সরকারের সীমাবন্ধ ক্ষমতা সম্বন্ধে উপল্যাধ্য গড়ে উঠছে কিনা এবং নির্দিত্ত লক্ষ্যে গ্রামাণ্ডলের শ্রেণীশত্বদের কতদ্র বিচ্ছিন্ন ও কোণঠাসা করা গোলা। দেশের বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক মান্ত্র পণ্ডায়েতগর্নালর করার বিরাট দায়িছ দিয়ে এই সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরী করতে সাহাষ্য করেছে।

কৃষক সাধারণ ও গ্রামের গরিব জনগণের ওপর শোষণ দির্ঘাতনের নায়ক জোতদার-কায়েমীস্বার্থই হল স্বৈরাচারী শিক্তির গ্রামাঞ্চলের সামাজিক ভিত্তি। গ্রাম্য সমাজজীবন থেকে জমিদারী শোষণের শেকড় উপড়ে ফেলতে না পারলে স্বৈরাচার বারে বারেই তার বিষদাত ফোটাতে চাইবে, সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা বাবে না। গ্রামাঞ্চলে জমিদারী শোষণকে কতটা আঘাত দেওয়া গেল, শ্রেণীশত্রের বির্দ্থে সচেতন গণউদ্যোগ ও জনসমাবেশ গড়ে উঠছে কেমন এবং গণতান্ত্রিক চেতনাকে শত্রের বির্দ্থে সংগ্রামের স্তরে নিয়ে যাবার সম্ভাবনা স্থিই হচ্ছে কিনা এটাই হল বামপাথী শক্তির মূল বিবেচনার বিষয়। বামফ্রন্ট সরকারের কার্যক্রম এই সম্ভাবনার দিক খবলে দিতে সাহাষ্য করেছে।

যত সাদিচ্ছাই থাকুক না কেন, বর্তমান ভূমি সম্পর্কের মূল কাঠামোকে বজায় রেখে সংবিধান ও আইনগত পরিধির মধ্যে ভূমিসংস্কার কর্মস্চীর ফলাফল সীমাক্ষ হতে বাধ্য। এই ব্যাপারে পরিপূর্ণ সচেতন থেকে বর্তমান সীমাবন্ধ সুযোগকে প্রেরাপর্রার কাজে লাগিয়ে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার ভূমিসংস্কার কর্মস্চীর ওপর সর্বাধিক গ্রেছে দিয়েছেন। এতে ব্যাপক অংশের গ্রামের গরিব মান্বধের আথিকি দ্রবস্থা কিছুটা হালকা করা যাবে এবং এই কর্মস্চীর সাফল্য গ্রামাণ্ডলে জ্যোতদার কায়েমীস্বার্থের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে গরিব মান্বদের উৎসাহের সূচ্টি করবে। শাসক শ্রেণীর তৈরী সংবিধান যে গ্রামাণ্ডলে জমিদার সম্পত্তিবানদের স্বার্থের পাহারাদার সেই উপলব্ধিতে গ্রামের জনগণ ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছেন। অপারেশন বর্গার মাধ্যমে বর্গাদারদের প্রসারিত অধিকার, সিলিং বহিভূতি জমি অধিগ্রহণ ও বণ্টন, অভাবের কারণে হস্তান্তরিত জমি ফেরতের ব্যবস্থা, ভাগচাষী ও খাস জমির পাট্টাপ্রাপ্ত গরিব কৃষককে ব্যাণ্কঋণের ব্যবস্থা ইত্যাদির সাফল্য গ্রামাঞ্চলে গরিব মানুষকে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি বাড়িয়ে তুলতে এবং মালিক ও মহাজনের সাথে ব্যবধান সৃষ্টি করতে সুনিদিষ্ট ভূমিকা নিচ্ছে।

পশ্চিমবাংলার সংগঠিত কৃষক আন্দোলন আংশিক দাবি-গ্নিল নিরে যে সংগ্রাম চালিয়ে আসছে তাকে স্বীকৃতি দিরেই বামন্ত্রন্থ সরকার তাঁদের ন্দেত্র সাধারণ কর্মস্টাতে 'ভূমি-সংক্রার ও কৃষক' সংক্রান্ত বিষয়গর্বাল অন্তর্ভুক্ত করে অগ্রা-ধিকারের ভিত্তিতে নিরলসভাবে তা কার্যকরী করে চলেছেন। আংশিক দাবির সাফল্য জনগণের আত্মবিশ্বাস স্থিট করবে, চেতনার বিকাশ ঘটে, সমস্যার স্থায়ী সমাধানের বিষয়টি সামনে এসে হাজির হয় এবং শন্ত্রা দ্বর্শ ও কোণঠাসা হয়ে পড়ে। গ্রামাণ্ডলে গণতান্ত্রিক সমাবেশ ব্যাপকতর হবার প্রশেন, জোত-দার কায়েমীস্বার্থকে বিচ্ছিল করতে বামন্ত্রন্থ সরকারের সাফল্য সমগ্র গণতান্ত্রিক শত্তির কাছে গোরবের।

জোতদার বাস্তৃঘ্যুঘ্দের আঘাত না দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের কর্মস্টার র পায়ন সার্থাক হতে পারে না, আবার কারেমীস্বার্থার বাধা আতিক্রম করতে না পারলে বামফ্রন্টের কর্মস্টার সাফ্ল্যের অগ্রগতি হতে পারে না। জোতদার মহা-জনেরা তাই আজ মরিয়া।

আমাদের লক্ষ লক্ষ য্বকরা এক অনিশ্চিং ভবিষাতের আশংকায় নির্দ্দম জীবন কাটাতে কাধ্য হন। বেকারী ও অশ্ধবেকায়ীর জনালায় তাঁরা লক্ষ্যহীন হয়ে পড়েন। গ্রামা জীবনের কোটি কোটি জনগণের ক্লয়ক্ষমতা সংকৃচিত হয়ে গেলে শিলেপর বাজারে অনিবার্য সংকট দেখা দেয়, সমগ্র জাতীয় অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ে। বেকায়ী ভয়াবহ র্প নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। শিক্ষার সংকট, সংক্রতির সংকট দেশের সকল ক্ষেত্রে সংকট ঘনীভূত হয়ে দেখা দেয়। সামগ্রিক অর্থনীতিতে প্রবাহ আনার প্রথম সর্ভ হল ক্ষকের হাতে জমি এবং কাজ। সীমাক্ষ্য ভূমিসংস্কারের সাফল্য ও কর্মসংখানের বিশ্বত স্বোগ গারিব কৃষকের চাষের নিরাপত্তা ও অর্গাণত জনগণের ক্লয়ক্ষমতা কিছ্নটা বাড়িয়ে তুলে পশ্চিমবংলায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে সবলতা আনার স্চুনা ঘটিয়েছে। গোটা সমাজের বিশেষতঃ যুব সমাজের কাছে এই স্ভাবনাময় দিকটি কিশেষ গ্রেম্পূর্ণ।

সামন্ততান্ত্রিক ও আধাসামন্ততান্ত্রিক শোষণের জগণ্দল পাথরকে চূর্ণ করে উৎপাদনের উৎসম্থ খুলে দেওয়া না গেলে নতুন পর্বাজ স্থির জায়গা কোথায় ? বামফ্রন্ট সরকারের কর্মস্টী ও গৃহীত পদক্ষেপগর্বাল জমিদারী শোষণের শোকড়কে আলগা করতে সাহায্য করছে। নির্দিন্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হবার পটভূমিকায় বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য তাই ভবিষাং ইশ্যিতবহ।

জমিদারী ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে উল্লত চাষের প্রচলনের আনবার্য পরিণতিতে কৃষক আজ মরতে বসেছে। কৃষক চাষের উৎপাদনে উপকরণ সংগ্রহের ঝাজারদরে মার খাচ্ছে, উৎপন্ন ফসল বিক্রয়ে মার খাচ্ছে। রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ কৃষিয়ন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণে দেশী বিদেশী একচেটিয়া পর্নুজি গ্রামাণ্ডলে ক্রমেই তার থাবা বিস্তার করছে। কায়েমী-স্বার্থের বির্ন্থে সমগ্র কৃষক সাধারণকে সংগঠিত করতে না পারলে গণতান্ত্রিক সমাবেশ অপূর্ণ থেকে যায়, সাফল্যের পথে অগ্রসর হওয়া কঠিন ও আংশিক হয়ে পড়ে। পশ্চিমবঞ্চের বামফ্রন্ট সরকার কৃষকের ওপর চাপানো বেঝা হালকা করতে সাধারণ কৃষকের জমি নিস্কর, সেচ ব্যবস্থার প্রসার ও সেচকর হাস, ব্যাপক কৃষিঋণ সরবরাহ, মিনিকিট বন্টন, ভতুকি দিয়ে চাবের উপকরণ সরবরাহ, বার্ম্বজাতা ইত্যাদির বাবস্থা নিয়েছেন। কৃষককের রক্ষা করতে এই আংশিক দাবিগ্রেলির

দ্বীকৃতি দিয়ে গ্রামাণ্ডলে গণতান্ত্রিক সমাবেশ ব্যাপকতর হবার সম্ভাবনা স্থিত হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের মাত্র তিন বছরের কার্যক্রম কৃষকের জমি হারাবার প্রক্রিয়াকে মন্থর করতে প্রেরেছে। সারা দেশের কাছে এটা একটা নতুন দিক।

জন্মের প্রথম দিনটি থেকে সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের মূল রণধননী হল কৃষকের জমি এবং নিপীড়ন থেকে মৃত্তি। মূল লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থেকে গ্রামাণ্ডলে নিরবিচ্ছিল্ল সংগ্রাম পরিচালিত হরেছে। তীরতর আংশিক দাবির সংগ্রাম শ্রেণী সংগ্রামে রুপ নিরে পশ্চিমবাংলার বামপন্থী আন্দোলনের অপরিহার্য শান্ত হিসেবে একটা কিশেষ পর্যায়ে বামফ্রন্ট সরকারের জন্ম দিতে যোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। ভূমিসংকার সংক্রান্ত প্রশেন, গ্রামাণ্ডলের আশ্রু সমস্যাগ্রাল সমাধান করতে, বিশেষতঃ জমিতে চাবের অধিকার ও বন্ধন নিপ্রাড়ন থেকে কৃষক সাধারণকে মৃত্তির আন্বাদ দিতে পশ্চিমবঙ্গের বামগন্থী ফ্রন্ট সরকার কতটা ভূমিকা পালন করল, সেটাই হল বামপন্থী ও গণতান্তিক আন্দোলনের চরম বিচার।

গ্রামাণ্ডলের গরিব জনগণ মাথা তুলে চলতে শ্রুর্ করে-ছেন। অনেক পথ বাকি। কিন্তু অগণিত গরিব মান্ব, মেহনতি কৃষক মর্যাদাবোধে সচেতন হরে আজ সিম্পান্তকারী শন্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছেন। বামফ্রনট সরকারের পদ-ক্ষেপ গ্রামের গরিব জনগণ ও কৃষক সাধারণের সম্ভাবনাময় ভবিষাৎ অগ্রগতির পথ সহজ্ঞতর করেছে। স্বৈরাচারী শন্তির আতংকের কারণ এখানেই। বামফ্রনট সরকারের কর্মাস্ট্রার সফল রুপায়ন ঐতিহাসিক হয়ে থাকবে।

### निम्भावकीयः २म् भृष्ठांत स्थारमः

করিয়াছে, বিনা রন্তপাতে সকল মতের সকল পদের মান্য শতকরা ৮০ ভাগ কিন্দা তারও বেশি সংখ্যক মান্য এই সরকারের আমলে একাধিকবার ভোটাধিকার প্রয়োগ করার স্থোগ পাইয়া নিরপেক ও দক্ষ সরকারী প্রশাসনের এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। সমন্ত প্রকারের দ্নীতি মৃত একটি স্কুট্র ও জনমুখী শাসন বাবস্থা প্রবর্তন করার এক কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। দীঘদিন ধরিয়া বাহারা স্বিবচার হইতে বঞ্জিত থাকিয়াছেন—অপমানিত হইয়াছেন—শোষিত নিপ্রীভিত হইয়াছেন—তাহারা অন্ততঃ মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইবার অবকাশ পাইয়াছেন—মাত তিন বংসরে এইন কৃতিছের দাবী নিশিচতভাবে বর্তমান রাজ্য সরকার গরিতে পারে।

সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, সংকীর্ণতা, অস্প্রাতা, হরিজন নিগ্রহ, ভাষাগত অসহিষ্কৃতার মত সর্বনাশা ব্যাধি ইতে এই রাজ্য বলা বাইতে পারে প্রায় মৃত্ত জনগণের সাথে সাথে রাজ্য সরকারও ইহার জন্য প্রশংসিত হইতে পারে।

গোটা উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব-ভারতে বিচ্ছিন্নতা কামী শন্তি সামাজ্যবাদী শন্তির মদতে সারা দেশের ঐক্যকে চ্যালেঞ্জ দানাইয়াছে, আর সেই সুরে সুর মিলাইতে ঝাড়খণ্ড, উত্তর-

খণ্ড ও গোর্থাখণ্ডের পাণ্ডারা মাথা খাড়া করিবার চেন্টা করিতেছে—কিন্তু রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় তৎপরতার সাথে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবন্ধ করিয়া চক্তান্তকারীদের জনজীবন হইতে বিচ্ছিল্ল করিয়া "খণ্ড" আন্দোলনকারীদের দুর্ব্দিধকে খণ্ড-বিখণ্ড করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া যেকোন দেশপ্রেমিক ও শাভবান্ধি সম্পন্ন মানুষের প্রশংসাধন্য হইয়াছে।

বাধা বিপত্তি অনেক, বড়যন্ত্রকারীরা তংপর সরকারের ক'জে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে—সরকারকে উৎথাত করিতে। কিন্তু সহায় যাহারা জনগণের অকুণ্ঠ ভালবাসা শ্ব্যু এ রাজ্যের নয় তবং ভারতের, আদর্শ থখন অদ্রান্ত, নিশানা যেখানে সঠিক, নিষ্ঠা যেখানে চালিকা শক্তি, কর্তব্যপরায়ণতা ও দ্টেতা যেখানে হাতিয়ার, সংগ্রামী সংথী যেখানে শ্রমিক-কৃবক-মধ্যাবিত্ত-ছাত্র-যুব তখন সকল বিঘাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, সমুস্ত চল্লাতকৈ পর্যাপুস্ক করিয়া এই সরকার তাহার লক্ষ্য পথে বলিষ্ঠভাবে অপ্রসর হইবে—সকলের সাথে আমরাও কার্মনবাক্যে সেই আশাই করিব। জয়তু পশিচ্মবাঙ্লার বামজোট সরকার।

# শিক্ষার পক্ষে ভিনটি বছর

## वार्थित मामिली

আজকাল বেশী বেশী করে শিক্ষানীতিকে সমাজনীতির সাথে মিলিয়ে ভাবা হচ্ছে। এটা একটা স্কেক্ণ। কেননা অন্য অনেক ধরনের মতবাদ আছে যা শিক্ষাকে সমাজ, তার কাঠামো, শাসন পর্ম্মতি, শাসক ইত্যাদি থেকে আলাদা করে ভাবাতে চায়। এই মতামতের প্রবন্ধারা সেইজন্য অনেক সময়ে বলেছেন শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সব আলাদা থাকবেন সমাজে যা কিছ্ হচ্ছে তার থেকে, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজদর্শন ভাবতে হবে না কিছু। সে বাধা আর টিকলো না। বে'চে থাকার ব্যবস্থাটার নডাচডার সাথে সাথে ছাত্র-সমাজ, শিক্ষকমহাশয়রা নডলেন চডলেন, পথে নামলেন। ভাবতে লাগলেন বেশী বেশী করে এরা আর সব মানুষের সাথে—ব্যাপারখানা কি? শিক্ষিত হয়েও যেন অনেকেই শিক্ষিত নন যে সক্রমার প্রবৃত্তিগলো বিকশিত হবার কথা ছিল শিক্ষা পেয়ে সে অঞ্কটা আর মিলছে না। দেখা গেল শিক্ষক-শিক্ষাথীর সম্পর্ক যেমনটি হওয়ার কথা ছিল তেমনটি আর নেই, ছাত্রদের পড়ার থেকে পাশের দিকে নজর বেশী, তার জন্য অনেকে সবসময় সং উপায়ও অবলম্বন করছেন না অনেক শিক্ষকও ভলে যাচ্ছেন তার সামাজিক দায়দায়িত্বের কথা। গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থাটা যেন প্রচণ্ড অস্কুস্থতায় ভূগছে, সে রোগের অনেক লক্ষণ--গণটোকা-টুকি, অবৈজ্ঞানিক সিলেবাস, শিক্ষণের অনুপযুক্ত মান, ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও একটা ব্যাপার সকলের দুটি আকর্ষণ কর-ছিল—তা হচ্ছে গণ-অশিক্ষা। দেশের বেশীর ভাগ মান্যই নিরক্ষর। শহর বা মফঃস্বলে শিক্ষার কিছু ব্যবস্থা থাকলেও দেশের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ যে গ্রামাণ্ডলে বাস করেন সেখনে নিরক্ষরতা সর্ব্যাপী।

কেন এমন হল? রিটিশরা ভারতবর্ষে এসেছিল র.জত্ব করতে—তারা তাদের শাসনের স্বার্থে আধানিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। করেকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল সে সময়ে, আধানিক স্কুল কলেজও গড়ে উঠল, রিটেনের ধাঁচে শিক্ষিত করা হচ্ছিল কিছু মানুষকে। এসব শিক্ষিত মানুষের প্রয়োজন ছিল রিটিশ ভারতে আমলাতন্দ্রের কাঠামো তৈরীর জন্য। ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়রা বড় বড় প্রশাসনিক পদে আসীন হয়েছিল এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইংরেজ জমিদারের যোগ্য পারিষদ হয়েছিল।

পরাধীন ভারতেই বিপ্রেল বিস্তৃত গ্রামাণ্ডলে নিরক্ষরতার সমস্যা স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বাংলায় বিদ্যাসাগর, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ আশ্বতাষ মইখোপাধ্যায় প্রভৃতি মণীষীরা এই দাবীকে সামনে নিয়ে এলেন। দেশ স্বাধীন হ্বার পরে দেশের মানুষ স্বভাবতঃই আশা করেছিল শিক্ষার সমস্যাগ্রনি দ্রে হবে।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে শিক্ষার স্থাস্যা ছিল অনেক।
কিন্তু মূল সমস্যাগ্রিলর মধ্যে প্রধান ছিল নিরক্ষরতার সমস্যা।
১৯৬১ সালের হিসাব অনুষায়ী তখন দেশে ১৯.২৬%
মানুষ স্বাক্ষর ছিল। স্বভাবতঃই ব্যাপক জনগণের কল্যাণে

একটি ক্রাতীয় শিক্ষানীতির প্রয়োজন ছিল বা দতে দেশের সমুহত মানুষকে হ্বাক্ষর করে তুলবে। কিন্তু ইতিহাস লেখা হল অনাভাবে। স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনীতি যেভাবে সাজানো হ'ল তাতে উৎপাদনের উপকরণগালোর মালিক রয়ে গেল জমিদার-জোতদার, কারখানার মালিক এবং সামাজ্যবাদীরা। দেশীয় বাজারকে বাবহার করে বড় প'্রজিপতিরা শীঘ্র এক-চেটিয়া প**্রজিপতিতে পরিণত হলেন। এখন প**্রা**জ**বাদের নিয়মই হলো টাকা খাটিয়ে মুনাফা করা, সেই মুনাফা প'র্জিতে যে:গ করা বেশী প'র্জি বিনিয়োগ করে বেশী উৎপাদন করা এই উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রী করে মুনাফা করা এবং আবার তা প্রাঞ্জর সংখ্য যোগ করা। এইভাবে উৎপাদন সীমাহীন-ভাবে বাড়তে থাকে কিন্তু জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে না, এক-সময় উৎপাদিত সামগ্রী বাজারের ধারণক্ষমতার বেশী হয়ে খায়. প'ভিৰাদ থমকে দাঁডায়। যতদিন উৎপাদন বাডতে থাকে. তত্তিদন এবং সেই পরিমাণে প্রয়োজন হয় দক্ষ শ্রমিক, অফিসের কেরাণী উৎপাদন-বাবস্থা তদার্যাকর জন্য উচ্চার্শিক্ষত লোক-জন। ততদিন এবং সেই পরিমাণেই শিক্ষার প্রসার ঘটে। কিন্ত যেদিনই নতন নতন দক্ষ শ্রমিক ও উচ্চাশিক্ষিত লোকজনের প্রয়োজন পর্জবাদের কাছে ফ্রারিয়ে যায়. সেদিন থেকেই শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনও তাদের কা**ছে ফুরোয়। স্বাধীন**ভার পর থেকে দেশের কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় এবং বেশীর ভাগ রাজ্য-সরকারগ,লির ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস বা জনতা দল যা প**্**জি-পতি-জামদারদের প্রতিনিধি। এই সরকার দেশে প**ু**জিবাদের বৃদ্ধির স্বাথেই কিছু, শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল কিত্ যেদিন প'রজিবাদের বাডবার ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল, সেদিন থেকে প্রচলিত ব্যবস্থাটাকেও সংকৃচিত করার চেণ্টা শুরু হল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগর্লিতে ক্রমাগতঃ শিক্ষাথতে ক্রমানো হয়েছে: যেমন প্রথম পরিকল্পনায়—মোট বরান্দের ৪১৯% **শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়েছে, পণ্ডম পরিকল্পনায় এ হি**সেব ১.৩%। প্রসংগতঃ বলে রাখা ভাল ইচ্ছা করলেই প্রচলিত **শিক্ষা-ব্যবস্থাটাকে যেমন ইচ্ছে সংকৃচিত করতে প'্রজিপ**তিরা বা তাদের সরকার পারে না, কেননা জনগণ শিক্ষার জন্য সংগ্রাম করে, শিক্ষা-সঙ্কোচনের যেকোন পদক্ষেপকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু শিক্ষিত মানুষের চাকরীর ব্যবস্থা হ'ল না, শিক্ষিত বেকারের মিছিল দিন দিন লম্বা হয়েই চলেছে। যাই হোক, স্বাধীনতার পর প্রায় ২০% স্বাক্ষরতাকে ৩০ $^{\prime}\epsilon$ এর বেশী বাড়ানো হল না এবং আজও দেশ্রের প্রায় ৭০% মান্য নিরক্ষর। আবার যে শিক্ষার কাঠামোটা ছিল তাও সকলের জন্য সমান নয়। আমাদের সমাজে শিক্ষা কিনতে হয়। বে বেশী দাম দিতে পারবে তার জন্য বেশী চকচকে শিক্ষার ব্যবস্থা, চাকরী-বাকরীতে তার**ই সুষোগ বেদী।** খুব অ<sup>লপ</sup>-সংখ্যক স্বচ্ছল পরিবারের শিক্ষাথীরা পাবলিক স্কুল বা ঐ জাতীয় কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পড়বে, আর বাকীরা যে কোন স্কুলে যেমন তেমন পড়ে পাশ করবে।

এরকয় পটভূমিকার ১৯৭৭ সালের জনুন মাসে পশ্চিম-বাংলায় বামফ্রন্ট সরকার প্রাতিতিত হয়। এই সরকারের দৃণিট্ভগাী কিন্তু কংগ্রেস সরকারগান্ত্রীলা থেকে মৌলিকভাবেই আলাদা। শোষিত নিপনীড়িত অসংখ্য প্রামক-কৃষক-মধ্যবিত্ত এবং তাদের ঘরের সন্তান ছাত্র-যুবকের প্রতিনিধিত্ব করে এই সরকার। কিন্তু মজাটা হলো এই যে বামফ্রন্ট সরকারকে বর্তানান পর্বাজিপতি-জমিদার রাজ্যকাঠামোর মধ্যেই কাজ চালাতে হচ্ছে। তাই কোন মৌলিক পরিবর্তান সাধন এই সরকারের ক্ষমতার বাইরে। তার উপরে রাজনৈতিক ও অর্থানিতিক ক্ষমতার সিংহভাগটাই কেন্দ্রের হাতে, রাজ্যের হাতে রয়েছে ছিটেফোটা। এই সীমাবন্ধতাকৈ গণনার মধ্যে রেখেই বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষেক্রম্ব দেখতে হবে।

বেশীরভাগ নিপীভিত জনগণের প্রতিনিধি বাম সরকারের কাছে প্রথম কর্তব্য অবশাই ছিল শিক্ষার বিষ্ঠার। এখন গ্রমাণ্ডলে গরীব কৃষকদের এবং শ্রমিকশ্রেণীর অধিকংশের অায় এত কম যে বেতন দিয়ে তাদের ঘরের সন্তানদের পড়ানে। অসম্ভব। তাই প্রয়োজনীয় নানেতম শিক্ষাকে অবৈতনিক করা প্রয়োজন। সরকার ধাপে ধাপে দশম শ্রেণী অবণি শিক্ষা অবৈত্যিক কর্পেন এবং আগামী ১৯৮১ স.ল থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যক্ত বিনা বৈতনে পড়াশনো চালানোর বাবস্থা কর**লেন। নিঃসদেহে এ এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।** যা পশ্চিমবাংলার মানুষ ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে পায়নি মাত্র তিন বছরে বামফ্রন্ট সরকার তাই করলেন। শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেবার জন্য গ্রামে গ্রামে কাজ হাতে নিলেন, এবং ৩,৪০০ নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১০.২০০ প্রাথমিক শিক্ষকের পদ এন্-মোদিত হল। ৩৪১টি নতেন মাধ্যমিক বিদ্যালয় অনু/মাদিত হয়েছে এবং ১৩,৫০০ শিক্ষকের পদ সূণ্টি করা হয়েছে জ্নিয়ার হাই স্কুল, মাদ্রাসা ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জনা। আবার গ্রামাণ্ডলে বা দরিদ্র শ্রমিক বৃহততে শুধু বিনা বেতনে পড়তে দেওয়াই যথেষ্ট হয় না। যে ব.লককে বিদ্যালয়ে র্ভার্ত করার কথা, সে তার বাবার সাথে মাঠে গিয়ে চাষের কাজে সাহায্য করলে বা শহরাণ্ডলে মেটের গ্যারেজ বা চায়ের দোকানে কাজ করলে তার নিজের খাদ্যটুকু হয়তো সংগ্রহ করতে পারে। তাই সেই বালকটিকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে হলে দুন্দুরে কিছ্ খাবারের বন্দোবস্ত করতে হয় তার জন্য। বাম সরকার কল-কাতায় ২.৫০,০০০, কলকাতা ছাড়া শহরাণ্ডলে ৫,০০,০০০ এবং গ্রামাণ্ডলে ২৬,২১,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশ্বকে "শি**শন্প্রিউ" প্রকল্পের আওত**ায় এনে দ**্প্রে**র খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এইসব ব্যবস্থার ফলে স্কুলগামী ছাত্র ছা<mark>ত্রীদের সংখ্যা বিরাট অঞ্চে বেড়েছে। ১</mark>৯৭৮-৭৯ সলে ৮৪% ছাত্ত-ছাত্রী প্রাথমিক স্কুলে ভাতি হয়েছিল এবং ৭৯-৮০ সালে তা বেড়ে ৮৬% হয়। ১৯৭৭-৭৯ সালের মধে। ৪,৮৯,৫৭১ জন বেশী ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গর্লিতে নথিভুক্ত হয়েছে। ৭৯-৮০ সালে এই ব্যন্থির হিসেব ধবা হয়েছে ২,০০,০০০ **জন। সকল তফশিলী** জাতি ও আদিবাসী ছাত্রী-দের **স্কুলের পোশাক বিতরণ করা হচ্ছে।** সাধারণ ছাত্রীদের ৪০% কে এই পোশাক দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। নিয়মিত উপস্থিতির জন্য সকল তফশিলী জাতি ও আদিবাসী ছাত্রী দের এবং অন্যান্য ছাত্রীদের ২০% কে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে এছাড়া প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীর সকল ছাত্র-ছাত্রীকে স্লেট, পেনসিল ও খাতা দিচ্ছেন বামদ্রুণ্ট সরকার। এসবের সাথে আছে ব্যাপক বয়সক-শিক্ষার প্রকলপ। সব মিলিয়ে বামফ্রন্ট সরকার নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক অভিযানে নেমেছেন।

এখন, শিক্ষাকে শ্ব্ধ অবৈত্যনিক করলেই ত' চলবে না, একটি শিশ্ব বা কিশোর যাতে তা গ্রহণ করতে পারে তার দিকেও নজর দেওরা চাই। এর জন্য প্রথমেই যা করা প্রয়োজন ছিল, তা হচ্ছে প্রাথমিক স্তরে—শ্ব্ধাল মাতৃভাষা পড়ানো, সিলেব সকে ন্তন করে সাজিয়ে—এই বয়সের ছাত্র-ছাত্রীর উপযোগী করে তোলা ইত্যাদি। এই সমস্ত কাজে বামফ্রন্ট সরকার বিরাট সাফলোর পরিচয় দিয়েছেন।

শ্বভাবতঃই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার পরে আসে
উচ্চ-শিক্ষার কথা। উচ্চশিক্ষা বলতে বোঝাব স্নাতক ও
স্নাতকোত্তর স্তরের কথা। এসমস্ত স্তরের শিক্ষার সমস্যা একট্
ভিন্ন প্রকৃতির ও জটিল। কিন্তু তারও মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার
প্রথমেই শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের বেতনের দায়িত্ব
নিলেন। অতীতের অবস্থাটা নিন্চয় আমাদের সকলের জানা।
ম্লতঃ ছাত্র-ছাত্রীর দেয় বেতন ও কিছ্, সরকারী স্রাহ্মার
উপর নির্ভার করতে হোতো শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের।
ফলে প্রতি মাসে বেতন তো' জ্টতোই না, দ্-তিন মাস অন্তর
কিছ্ টাকা হয়তো পাওয়া য়েত। বাম সরকারের 'পে-প্যাকেট'
এই সমস্যার সমাধান করেছে। এছাড়া ন্তন ন্তন কলেজ
তৈরী করা, মেদিনীপারে একটি ন্তন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন
করার সিন্ধান্ত, ইত্যাদি উচ্চ-শিক্ষার জগতে যুগ্যত্বারী।

আমরা বলেছি উচ্চ-শিক্ষার সমস্যাটা জটিল, যেমন, একটি ছাত্র স্নাতক স্তরে কোন কোন বিষয় নিয়ে পড়বে. তা ঠিক করায় ছাত্র-ছাত্রীকে আরও অধিকার দেওয়া। এসব আগে ছিল না। তথন যে কলা বা বাণিজ্য বিভাগে পড়ত, তাকে বাধাতা-**মূলকভাবে ইংরাজী ও বাংলা পড়তে হোত। আবার বিজ্ঞানের** ছত্ত-ছাত্রী কথনোই ভাষা-সাহিত্যকে পাঠক্রমে রাথতে পারতনা। **ন্তন নিয়মে সমস্ত বিষয়গ<b>্লোকে** কয়েকটি শৃঃখলায় (Discipline) ভাগ করা হয়েছে। যেমন কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি। এখন যে ছাত বিজ্ঞান নিয়ে পড়বে সে **বিজ্ঞানের দর্টি বিষয়ের সাথে অন্য যে কোন শৃঙ্খলার একটি বিষয় নিতে পারবে। যেমন, কোন ছাত্র পনার্থ**বিদ্যা, রসায়ন ও **ইতিহাস নিয়ে পড়তে** পারবে। সে যদি দুটি কলার বিষয়, যথা ইতিহাস ও সমাজবিদ্যা এবং একটি বিজ্ঞানের বিষয় যথা অঙকশাস্ত্র নিয়ে পড়তে চায়, তাও পারবে, শুধু সৈ তখন **কলাবিভাগের ছাত্র হবে।** ভাষা-সাহিত্য পড়বার ক্ষেত্রেও এরকম। অর্থাৎ একজন ছাত্র-ছাত্রী নিজের খুশীমত বিষয় নিতে পারবে।

এরই সঙ্গে চলে আসে স্নাতক শুর ক-বছরের হবে। পর্রানো বাবস্থায় পাস ও অনার্স সব স্নাতকস্তরের ছাত্রকেই তিন বছর পড়তে হোত। এখন যারা পাস পড়বে, তাদের দ্ব বছর আবার যারা অনার্স পড়বে তাদের তিন বছর। যারা পাস নিয়ে ভর্তি হবে তারাও যে বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাবে সেই বিষয়ে এক বছর পড়তে পারবে সাম্মানিক স্নাতক হবার জন্য। অন্যরা দ্ব-বছর পরেই স্নাতক হবে। এইসব ব্যবস্থা উচ্চ-শিক্ষাকে আরও উপযোগী ও বৈজ্ঞানিক করেছে।

আমরা এ কথা বলে শ্রুর করেছিলাম যে গোটা শিক্ষা িশেষাংশ ১৭ পৃষ্ঠার।

## সুস্থ সংস্কৃতি ও বামফ্রণ্ট সরকারের তিন বছর অরিন্দম *চ*টোপাধ্যায়

মান্বের সবচেরে বড় সাধনা হল আপন স্বদেশকে শোষণ-মন্ত ও মহীয়ান করে তোলা। দ্বানয়ার ইতিহাসে মান্বই যোদন থেকে মান্বকে শোষণ করতে শ্রু করেছে, সেদিন থেকে তাকে আর স্ক্র বিচারে সভ্যতার ইতিহাস বলা যায় না। প্রায়শই মনে হতে থাকে—এ কেমন সভ্যতা, বেখানে মান্ব

মান্ত্রকে মনে করে পণ্য, তার রক্ত, শ্রম, ঘাম শোষণ করে বে'চে

থাকে। একাজটা কি ধরনের সভাতা?

শোষণহীন এমন ঈশ্সিত জন্মভূমি গড়ে তোলবার প্রাথমিক শর্ত হল একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ দর্শন, তার ভিত্তিতে একটি সামগ্রিক কর্মান্তী ও কর্মানীতি এবং তাকে রুপায়িত করার জন্য উপযুক্ত নেতৃত্ব ও সংগঠন। শ্রেণী ন্বন্দের পূর্ণ অবসান ঘটানো তার চ্ডুন্ত লক্ষ্য এবং তা করার জন্য শোষক আর শোষিতে বিভক্ত বর্তমান সমাজটা বদলে অন্য এক সমাজে উত্তরিত হওয়ার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালানো তার কাজ। আপনা থেকে বা সংগ্রাম না করে এ কাজ করা অসম্ভব। সমাজ বদলের এই সংগ্রামের ধারণাটা বহু ব্যাপত এবং ব্যাপক। শ্রমজীবী মানুষের নিরন্তর শ্রেণী সংগ্রাম এই লড়াই-এর মূল শক্তি, কিন্তু তারই সপো বৃক্ত হয়ে থাকে সমাজের অন্যান্য সতরের মানুষের অত্পিতজানত ক্ষোভ, ব্যথা, বেদনা। শেষ প্রমান্য বন্ধার এই স্কুবিশাল দত্প ক্রাধে ফেটে পড়ে, প্রধান সংগ্রামের ধারার সংগ্রামিশে ষায়।

## সংগ্ৰামের হাতিয়ার সংস্কৃতি

সংস্কৃতি হল এই সংগ্রামের উপাদানগর্বালকে পর্যুট করে তোলার এক অনিবার্য ও তাৎপর্যময় হাতিয়ার। প'র্জিবাদী সমাজে ধনিক শ্রেণী উৎপাদনের উপকরণগর্নালর ওপর তাদের र्भानकाना व्यक्तक ताथ त खना अवर छेरभामन सम्भकी हेटक অপরিবর্তিত রাখার জন্য যে কে.ন ধরনের ছল, বল বা কৌশল প্রয়োগ করে। শ্রেণী স্ব.র্থের কারণেই তারা সর্বপ্রকার ন্যায় অন্যায় বোধকে বিসর্জন দেয়। প'্রজিবাদী সমাজ সমস্ত কিছ্মকেই পণ্যে পরিণত করে এবং সেই পণ্যের চাহিদা, চরিত্র ও ব:জার পরিপূর্ণভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়ে:জনীয় সব রকম ব্যবস্থা অবলন্বন করে। সংস্কৃতিও তাই প'নজিবাদী সভ্যতায় তাদের চোখে একটি পণ্য ছাড়া আর কিছ্বই নয় এবং নিজেদের শ্রেণীস্ব:র্থের উপযোগী একটি সাংস্কৃতিক পরিমশ্ডল গড়ে তোলার জন্য তারা প্রয়োজনীয় ভাড়াটে ও ক্রীতদাস বৃন্ধিজীবী নিযুক্ত করে। এরাই তাদের হয়ে সমগ্র সামাজিক আবহাওয়াটি কল্মবিত করার কাজটি সম্পন্ন করে। স্বভাবতই সাংস্কৃতিক ফসল নির্মাণের সময় ম্লতঃ এরা বেটা দেখে তা হল—কোন্ধরনের সাংস্কৃতিক পণ্য বাজারে বিকোবে বেশী। মানুষের মণ্যন্তাকাক্ষায় এরা কলম ধরে না। এমনকি মানুষের চাহিদাটাও বাতে বিকৃত হয়ে ওঠে সে ব্যাপারেও এরা সচেতন। প্রন্ন উঠলে জবাব আসে—

মান্য চাইছে, তাই আমরা এসব স্থি করছি। সত্যটা গোপন করে যায়।

### প্ৰতিক্লিয়াৰ কাদ

সমাজ বদলের লড়াই-এর জন্য ক্ষ্যার্ড, ক্ষ্ম বা দ্রুন্ধ মান্যই যথেণ্ট নয়। প্রয়েজন সচেতন ও মানসিকভাবে বিকাশ-প্রাণত মান্য। এটা জানে বলেই তারা সমাজে এমন এক্টি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে চায়, যাতে বণিত মান্য সচেতন ও মানসিকভাবে বিকাশপ্রাণত না হয়ে উঠতে পারে। সমাজের সার্বিক অগ্রগতি এবং বিকাশ ঠেকিয়ে য়েথে প্রাণপণে তারা স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখতে চায় । নানা মিথারে আড়ালে শোষণের ন্যাযাতা প্রমাণ করতে চায় বা তাকে আড়ালা করে রাথে এবং এই সব কাজ করতে গিয়ে তারা যে সংস্কৃতির প্রচার ও গ্লেগান করে তাকেই আমরা অপসংস্কৃতি নম দিয়েছি। এর বাইরের দিকে কিছু চাকচিক্য থাকে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ জিনিস অন্তঃসারশ্ন্য। এতে চোখ হয়ত ধাঁধে, কিন্তু মন ভরে না।

### সংস্কৃতি কি

সংস্কৃতি হল সামগ্রিক জীবনচর্চা। মানুষকে স্কৃত্ প্রাণ-বন্ত ও শভ্রেটোধে উন্বান্ধ করা এবং উন্নতত্তর সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য অঙগীকারবন্ধ করা তার কাজ। অপসংস্কৃতি বলতে আমরা তাকেই ব্রুকছি যার পরিমণ্ডলে এবং আবহাওয়ায় গোটা জাতির মানসিক স্বাস্থ্য পীড়িত ও অস্কৃথ হয়ে যায়। সকলেই লক্ষ্য করেছেন যে সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবাংলায় সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতি নিয়ে অজন্ত সভাসমিতি সেমিনার বা লেখা হচ্ছে। অসংখ্য ম.ন.্ধ শ্বনতে আসছেন এই সব অনুষ্ঠান। আলোচনা হচ্ছে। পক্ষে বিপক্ষে নানা মত বেরিয়ে আসছে। এই লক্ষণটা সমাজে সজীবতার লক্ষণ। কিন্তু বর্তমান সময়ে এমন ঘটছে বলেই একথা কেউ যেন মনে না করি যে শোষকদের এই প্রয়াস ও তার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আগে কখনও হর্মান। সভ্যতার ইতিহাস আমাদের স্পন্টই দেখিয়ে দেয় যে শাসকশ্রেণীর অন্সূত অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি-গ্র্লির ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক সংকট একটা তীব্র মাত্রায় পেশছলেই এবং তার বিরুদ্ধে মানুষের অ'লেন,লন দর্বার হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিলেই তারা অপসংস্কৃতির বেনো জলে মানুষের মনকে ভাসিয়ে দিতে मीत्रशा टाण्णा हालाश, नमश्च श्रक्षन्मत्क मार्नानकछात्व अभ्य, करत দিতে চায়। জীবনের **শত্র মিত্র অভিজ্ঞতা**য় চিনে নিয়ে আপন দর্যথ কন্ট নিরসনের জন্য ঐক্যকন্ধ আন্দোলনে সামিল হওয়ার মানসিকতা গড়ে ওঠার আগেই মান্যকে তাংক্ষণিক মোহ-গ্রস্ততার মাতিরে দিরে জীবনের প্রকৃত পথ থেকে সরিরে নেওয়ার চেম্টা করে।

## ग्रीडे जरका

সংস্কৃতি কি? আগেই বলোছ মানুষের গোটা জীবনচর্চাই হল সংস্কৃতির পরিমান্তল। একজন মানুষ কি ভাবে, কেমনভাবে কথা বলে, তার কাজ, ভণগী, সারাদিনের মেলামেশা। চিন্তার প্রাক্তরা, প্রবণতা, দুর্ঘিভণগী, এক কথার তার সমগ্র জীবনচর্চাই হল তার সাংস্কৃতিকবোধের পরিচায়ক। অপসংস্কৃতি বলতেও তেমনি আমরা শুধু বোনতা, অশ্লীলতা, বা নিছক নোংরাম ব্যব না। এর মলে আরো গভীরে। এবং এই দুইয়েরই শিকড় সম জ-অর্থনীতিক কাঠামের অভ্যন্তরে।

#### রোগলকণ ও রোগ

মান্বের শরীরে একটা ব্যাধির প্রকাশ তার লক্ষণগর্নির মাধ্যমে। লক্ষণগর্লো ব্যাধি নয়। ভাতাররা লক্ষণগর্লো সারান না, রোগলক্ষণ ব্রেও তারা সেগর্নির কারণ স্বর্প ব্যাধিটির চিকিৎসা করেন। আজকের দিনে যারা অপসংস্কৃতির বির্দেধ লড়াই করবেন, তাঁদের তাই ব্রেতে হবে, যোনবিকার বা অশলীল অপগভগ্গী, রিরংসা বা হীনমন্যতা শ্ধ্ব এগর্নিই অপসংস্কৃতি নয়। এরা সেই মূল ব্যাধির নানাবিধ প্রকাশ মার।

#### मिल्म छ।वनात छेरम

ম.নুষের সম.জে প্রতিনিয়ত যে অসংখ্য ঘটনা ঘটে চলেছে —সভাতার অগ্রগতির ধাপে ধাপে কখনও প্রকৃতির সংগ্র. ক্**থনও বা অন্যশ্রেণীভুক্ত ম<sub>া</sub>ন্যের সঞ্জে মান্য যে** অসংখা সংগ্র**ন করছে এবং তারই ফলগ্র**াততে এগিয়ে যাচ্ছে যে ইাত হাস-এই সব ঘটনাই হল মহিতংক নামক যদেরে প্রয়েজনীয় কাঁচামাল, এসব থেকে রসদ সংগ্রহ করেই তাই শিল্পী বা ব্**ন্থিজীবীর মহিত্তক নতুন নতুন শিল্পাচ**ন্তা, তত্ত্বের, ভাবনার জন্ম দেয়। মানবু সমাজ ও সভ্যতা প্রায় গোড়া থেকেই যেহেতু ৭,টি **মূল ভাগে বিভক্ত, মোটা দাগে এই দূভাগ হল শে**য়ক ও শোষিত—তাদের সমস্ত কার্যকলাপ যেহেত পরস্পর বরেন্ধী ধর**নের, ইতিহ'লে যেহেতু একই সঙ্গে চিন্তার ও জীবন**যা<u>গ</u>র দ্বিটি **পরস্পর বিরোধী ধারা। প্র**বাহিত **হচ্ছে, ম**স্তিজ্ক ৩.ই প্রায় **শর্র থেকেই ভাবনার ক্ষেত্রে দু'ধরনের সাম**াজিক রস্থ পেয়ে এসেছে। এক ধরনের শান্ত প্রিথবীতে যুগ যুগ ধরে সাক্রয়, **যার স্বরূপ হল যেমন করে পারি** আমার বান্তি ব **শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য আমি অপরকে শোষণ** করব, অন্যর: ষা**তে তাদের স্বাধীনতাকে প্রতিণ্ঠিত করতে** না পারে তার জন। গড়ে তুলব সব রকমের দমন প্রীড়নের ব্যবস্থা। এই কাজের যারা **নেতা, তারা হল জমিদার, মালিক, প**র্জিপতি ও তাদের দা**লালরা। ত,দের কার্যকলাপের এ**ক ধারাকাহিক প্রবাহ চলছে আদি **ব্র্গ থেকে—এই সব কাজের সমর্থনে। এই** সব কাজকে मीरमान्विज करत एम्थारज अकनम न्वार्थास्विमी, अर्थानाजी. আদ**শচ্যুত মন্তিতকজীবী সদাব্যাপৃত। অন্যাদিকে** রয়েছে অগণিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই—প্রথম দলের আঘাত প্রত্যাহত করতে মরণপণ প্রতিজ্ঞা। এদিকে রয়েছে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, অন্যান্য মেহনতী মান্ত্র এবং তারের <sup>দর্</sup>দী **ব্রন্থিক্সীবীরা। দ্র'ধরনের জীবন্যাত্তা, দ্র'**ধরনের চিন্ত প্রবণতা—অস্তহীনকাল ধরে মস্তিত্কের কাছে তাই দ্'ধরনের

কাঁচামাল সরবর্রাহ হচ্ছে। দুর্টি প্রস্পর্বাবরোধী ধরনের চিন্তা-ভাবনা শিলপ ও তত্বের জন্ম হওয়া তাই ন্বাভাবিক। প্রথম দলের শিলপ প্রচেণ্টাটা শেষ বিচারে হল অসংখ্য মানুষকে দাবিরে রাখার চেণ্টা, মানুষের অধিকার ও মর্যাদাকে ভূল্বনিশ্রত করার চেণ্টা। শোষণ, দমন ও পীড়নের জন্য শিলপ, সত্যের সুর্বকে ঢেকে দেবার জন্য শিলপ, প্রমের গ্রন্থ ও মর্যাদাকে বিশ্রুন্ত করার শিলপ,—যে কেউ ব্রুখতে পারবেন এমন ধরনের প্রচেণ্টা শর্ভ হয়ে উঠতে পরে না। এই যে অশ্ভ প্রয়াস, সংস্কৃতির নাম করে এই যে কাণ্ডকরেখানা, এটার জন্য ব্যাকরণসিম্প একটি শব্দের অস্তিত্ব যদি না থাকে, আমরা এটাকে "অপসংস্কৃতি" বলছি, বলবো এবং সমাজের মাটি থেকে শিকড়শান্ধ একে উপড়ে ফেলার চেণ্টা চালাবো।

#### ৰামক্লণ্ডের সীমাৰাধতা

পশ্চিমবাংলায় এবং ভারতবর্ষের অন্য করেকটি রাজ্যে প্রমজীবী মান্বের অন্দোলনের একটি বিশেষ স্তরে বামফ্রণ্ট সরকারগ্রালর ক্ষমতালাভ আমাদের সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটি বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা। বামফ্রণ্ট সরকারগ্রাল সম্পর্কে সবানিক গ্রের্ড্বপূর্ণ এবং প্রাথামক কথাটি হল এই যে, সমাজ বদল করে মান্বের জীবনে যে মোলিক পরিবর্তন আনার কথা আমরা উল্লেখ করেছি সেই কাজটা এই সরকার সমাধা করতে পারেন না। কিন্তু সেই মূল লক্ষ্যে পেণ্টবার ক্ষেত্রে এই সরকারকে একাট বিনাণ্ট ধাপ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সেভাবে তাকে ব্যবহার করাটা অভ্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

পশ্চিমবংশার বামফ্রণ্ট তাঁদের নিব্যাচনী ইন্তাহারে ৩৬ দফা কর্মস্টার উল্লেখ করেছিলেন। সাঁমিত ক্ষমতার মধ্যে মৌলিক কোন পরিবর্তান তাঁরা হয়ত করতে পারবেন না—কিন্তু এর মধ্যেও, সদিচ্ছা থাকলে, একটা দ্লিউভগা ন্বারা পরিচালিত হলে মান্ধের দ্বেখদ্দাশার যে কিছুটা লাঘব করা যায়, সেই কথা সমরণে রেখেই ঐ কর্মস্টা। মান্ধের জাবিনকে প্রারিকশিত করে তুলতে যদি নাও পারির, কেন তা বিকশিত হয়ে উঠছে না, তার উল্লয়নের পথে বাধা কি, এট্রকু অন্তত যদি স্পন্ট করে খ্লে বলতে পারি, এবং মান্ধকে তার নিজের ভাগা নিজেই গড়ে তেলার আহ্বান জানাতে পারি, সেটাও বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ কথা।

#### कारमभी न्वार्थात ह्वान्ड

গোটা ভারতে তীর অর্থনৈতিক সংকট যথন ঘনীভূত, ঠিক যথন প্রতিক্রিয়ার শক্তিরা সাংস্কৃতিক জগতে এক অস্কৃথ নেতিবাদী পরিমন্ডল তৈরী করতে কোমর বে'ধে উঠে পড়ে লেগেছে. তথনই পশ্চিমবঙ্গ ও আর করেকটি রাজ্যে দ্বাল্ম্বিক কারণেই বামফ্রণ্ট সরকারগর্নলির আবিভাব। ওরা অবিরাম চেণ্টা চালাবে এক জীবনবিম্ব ভোগলালসা-রিরংসাময় বিকৃত সংস্কৃতির স্লোভ বইয়ে দেবার। এই সব নেতিবাদী বিষয়গ্রলিকে মান্বের মনের কাছে গ্রাহ্য করে তোলার জন্য তারা খব্জে মান্বের মনের কাছে গ্রাহ্য করে তোলার জন্য তারা খব্জে থব্জে নিয়ত্ত করবে আদর্শহীন একদল ব্রুদ্ধজীবী, সাংবাদিক ও শিক্পী। দেশব্যাপী সাধারণ মান্বের চরিত্র, মত, দ্ভিভঙ্গী ও গোটা সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল স্ববিধামত গড়ে তোলবার

চৈন্টা করবে ভারাই—সাহিত্য, চলচ্চিত্র, নাটক, গান, যাত্রা প্রক্তাতির মাধ্যমে।

### স্বেজনীন দায়িত্ব

म्का विहाद भार वह त्नाश्ता नाहेक, शान, मिरनमा वा সাহিতাই অপসংস্কৃতি নর তার মূল অনেক গভীরে। তার বিরুদেধ লড়াই দীর্ঘ কালীন কঠিন লড়াই, একথা আমরা আগেই বলেছি। তব্ যেহেতু ব্যাপক অর্থে জনগণের এই চিত্ত বিনোদন ও বিকাশের ক্ষেত্রটিকে ঘিরেই ঘনায়মান সংকট, তাই অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াইতে এগালির বিরুদেধ পাল্টা স্থির ও দুষ্টিভগ্গী ব্যক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অসীম। তাত্বিক বিতর্ক চালাতে হবে. প্রতিবাদী জনমত গঠন করতে হবে। সমাজ বদলের সংগ্রামে যথায়থ সহায়ক শক্তিরূপে কাজ করতে হবে—কিন্ত সাথে সাথে পালটা স্থিতৈ মাতিয়ে দিতে হবে গ্রাম শহর, ক্ষেতকারখানা। পাল্টা স্থির বাস্তব অবস্থা ও সুযোগ তৈরী করতে হবে, এটাও কম কথা নয়। যেহেতু সামগ্রিক সংগ্রামেরই এটা একটা অংশ তাই সর্বস্তরের সংগ্রামী মানুষকেই এবিষয়ে সচেতন হতে হবে। নিজম্ব ভূমিকা পালন করতে হবে। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবক বা মধ্যবিত্ত কর্মচারীরা তাঁদের নিজেদের দাবী-দাওয়া নিয়ে দ্বর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন, আংশিকভাবে দাবী আদায়ও করতে পারেন, তার মধ্যে দিয়ে বৃহত্তর লড়াইতে সামিল হবার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন, প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারেন। এগুলি শাসকরা কোনভাবেই রুম্ধ করে দিতে পারে না। চেণ্টা করলেও, অত্যাচার নিপীড়ন চালালেও তাকে অতি-ক্রম করতে হয়—কারণ নান্য পন্থা। কিন্তু সংস্কৃতির জায়গাটা **ফাঁক থেকে গেলে বিপদ। এইখানে ওরা যখন সতক** জাল ফেলে, আমাদের মধ্যে কেউ যদি বলে দিই, ওটা তেমন গ্রেম্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, বা ওটা আমাদের বোঝার ব্যাপার নয়, তাহলে বিপদের আশত্কা। শ্রমিকশ্রেণীকে যেমন কৃষক সমস্যা ব্ৰুবতে হবে, কুষককে ব্ৰুৱতে হবে শ্ৰমিকশ্ৰেণীর রাজনীতি, ছাত্র যুক বা মধ্যবিত্তকেও ষেমন বুঝে নিতে হকে শ্রমিক কৃষকের সমস্যা, রাজনীতি ও মৃত্তির পথ তেমনি স্বাইকেই ব্ৰুতে হবে সংক্ষৃতির সংকট, বিপদ ও তার প্রতিরোধের কথা। এ কান্ধটি ভবিষ্যতের জন্য স্থাগিত রাখলে চলবে না শুরু করতে হবে এখন থেকেই। শন্তরা জানে সচেতন মান্ত্রকে এই বিষ দিয়ে পণ্গ, করা যাবে না, তাই মুখ্যত তাদের লক্ষ্য হল অসচেতন মানুষ ও অপেক্ষাকৃত অলপবয়সী তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীরা। জীবনের সঠিক পথ চিনে, আন্দোলনে সামিল হবার আগেই যদি ব্যাপক মান্ত্রকে চিন্তার ক্ষেত্রে পণ্য, করে তোলা যায় তাতে ভবিষ্যতের লডাইতে এ পক্ষের সৈনিক কমে যাবে এই পরিকল্পনায় তারা ফাঁদ পাতে। সতর্ক-ভাবে আমাদের তা এডাতে হবে।

#### দায়িত্বীল সরকারের ঘোষণা

এবং পশ্চিমবাংলার বামফ্রণ্ট সরকার সঞ্জিরভাবে সেই উদ্যোগ নিরেছেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মানুষের জন্য তাঁরা ইতি-মধ্যেই বিরাট কিছু করেছেন তা নয় কিন্তু তাঁদের দ্ভিটভগ্গীটা প্রকাশিত হরেছে। তিন বছুরের কার্যকলাপে মানুষ তা ক্রমে উপলাশ করছেন। সরকার গঠন করার অবাবহিত পরেই মুখান্দরী শ্রীজ্যোতি বস্ অপসংস্কৃতির বির্দ্ধে তাঁর সরকারের দ্থিতভগী ঘোষণা করেছিলেন। এবং এমন ঘটনা ভারতবর্বে তেরিশ বছরে এই প্রথম। তিনি বলেছিলেন, আমরা চুপ করে থাকতে পারি না। কলেছিলেন, "কোন দারিছশীল সরকার সাংস্কৃতিক জগতের এই বিষান্ধ আবহাওরা সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না।" বৃদ্ধির বিচারে এটা লচ্জার, যে এই প্রশন্ত উঠেছিল, মুখামন্দ্রী কি সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রের মান্দ্র? না—মুখামন্দ্রী জীবনের সপক্ষের মান্দ্র। সংস্কৃতি চর্চা মান্ধের জীবনকে বাদ দিয়ে নয়, জীবনকে বিকশিত করে তোলাই তার কাজ—তাই মান্ধের জীবন ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন একজন দায়িছশীল নেতা হিসাবে মুখামন্ত্রী ঐ আহ্বান জানিরেছিলেন এবং সংস্কৃতির নামে যাঁরা জীবনের অগ্রগতিকেই রুম্ধ করে দিতে চাইছেন তাঁরাই মুখামন্ত্রীর আহ্বানকে অনধিকার চর্চা বলে বালকোচিত সমালোচনা করছেন।

#### প্রাক পরিদিথতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা

তিন বছর এমন কিছু বেশী সময় নয়। তবু এক্টা সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হওয়ার পক্ষে সময়টা কমও নয়। এ রাজ্যে এই সরকার গঠনের সময়ে সমগ্র রাজ্যের পরিস্থিতি কেমন ছিল তা কেউই বিস্মৃত হন নি। সেই থমথমে অবস্থা কাটিয়ে একটা সূক্ষ্য, ভয়হীন, গণতান্ত্রিক আবহাওয়ার সূষ্টি করা এই সরক:রের প্রথম সাফল্য। শিক্ষার বিস্তার সংস্কৃতি চর্চার ও সমুস্থ সংস্কৃতি প্রসারের ক্ষেত্রে একটি গ্রুত্বপূর্ণ দিক। ৭৭ সালের আগে প্রায় সাত আট বছর ধরে এই রাজ্যে শিক্ষ। বিষয়ক প্রতিটি দিক নিদার ুণভ বে অবহেলিত ও আক্রান্ত হয়েছে। পরীক্ষাকেন্দ্রে অবাধ টোকা-ট্রকি করা এক শ্রেণীর ছাত্র নিজেদের অধিকার বলে ভাবতে শ্রু করেছিল। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এমন এক পরিম্থিতি সৃণিট করা হয়েছিল, যে আমাদের ঐতিহাময় শিক্ষার কেন্দ্রগর্নলিতে একটা থমথমে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করছিল। তাকে কাটিয়ে তুলে এখন সেখানে পড়াশোনার স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনা এবং সময়মত পরীক্ষা নিয়ে, তার ফল প্রকাশে এই সরকার আন্তরিকভাবে সচেন্ট। সিলেবাসগর্বল পরীক্ষাম্লকভাবে বৈজ্ঞানিকভিত্তিতে পরি-বর্তন করা হচ্ছে, শিক্ষার আলো বহুতর মানুষের মধ্যে পেণছে **प्रियात क**ना **এ** ता नाना वावञ्था निष्ट्रन, श्रामाश्रास्त याथको मरथाक विमानस न्थाभन कता इ**ट्या । समानिहरू भर्या**ण्ड সংখ্যক শিক্ষককে নিয়োগ করা যাচ্ছে। এ'রা স্কুল পর্যায়ের সমস্ত ক্লাসগর্নিতে ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সমস্ত খরচ চালানোর দায়িত্ব নিচ্ছেন। বয়স্কশিক্ষা কেন্দ্রও এ'দের আর একটি গ্রেছপূর্ণ কর্মসূচী। শিক্ষার প্রসারের জন্য এই রাজ্যে এত ব্যাপক ব্যবস্থা এর আগে অন্য কোন সরকার করেন নি।

### মাতৃভাষা ও সংখ্যালঘুদের সম্মান

রাজ্যে গণতান্তিক অধিকারকে স্থাতিষ্ঠিত করা, সহজ পরিবেশ ফিরিয়ে অনা আর সেই সংগ্র শিক্ষার প্রসারের জনা নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা—এগর্নি বামফ্রন্ট সরকরের স্কৃতি প্রসারের জন্য তাদের পরিকল্পনা ও ক্যাস্টার প্রা**র্থামক প্রয়োজনীয় দিক। রাজ্যসরকার যুগপৎ অস্তত:** ৬টি ভাষার সাংতাহিক পরিকা প্রকাশ করছেন। সেগ্রলির সংফল। অতীতের সমস্ত অভিয়েতাকে ছাপিয়ে গেছে। তাঁদের দুলি-ভগা। ভাষনা ও কাজকর্মের বিস্তারিত বিবরণ এতে থাকছে। সভ্যে আকছে বেশ কিছু মূল্যবান সূজনমূলক রচনা। প্রথিত-যশা বহু লেখক এই সব কাগজে লিখছেন। বিগত সরকারের আমলেও পশ্চিমবংগ পত্ৰিকা মাঝে মাঝে প্ৰকাশিত হতে দেখেছি —তখন এই কাগজ কেউ নিয়মিত আগ্রহ নিয়ে পড়তেন বলে শ্রনিন। এর প্রচার সংখ্যা ছিল খুব বেশী হলে হ,জার তিনেক। বর্তমান সরকারের প্রকাশিত পশ্চিমবংগ পত্রিকটির প্রচার সংখ্যা প্রায় **লক্ষের ঘরে পেশছতে যাচ্ছে। সরক**রী কাজ-কর্ম করার ক্ষেত্রে তাঁরা বাংলা ভাষাকে পরেরাপর্নির চাল্য করে-ছেন। এই রাজ্যের বেশীর ভাগ মান্ত্র যে ভাষায় কথা বলেন চিন্তা করেন-তারা যদি কাজ করার জন্য এমন একটি ভাষা ব্যুইহার করেন, যার আশ্রয়ে তাঁরা বেডে ওঠেন নি. ত হলে ক জের গতি ও পারিপাটা কমে যায়। অন্য ভাষাগালি তা বলে অব হেলিত হয়নি। বরণ প্রতিটি আণ্ডলিক উপভাষা ও অনানে ভাষাকে যথোচিত মর্যাদা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। অলচিকি ও নেপা**লীভাষাকে এ'রা সরকারী স্বীকৃতি দিয়েছেন।** বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রতিও তাঁদের দ্ভিভগ্গী পরিপূর্ণ भूषानील। तिर्माली मिल्म आष्मिक उ मारिठारक उरमार দানের জনা একটি নেপালী একাডেমী স্থাপন বামফ্রণ্ট সর-কারের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। আন্দলিক ভাষা ও সংস্কৃতি-গ্লি বিকশিত হয়ে না উঠলে, গোটা রাজ্যের প্রণ বিকাশ সম্ভব নয়। সেদিকে নজর রেখেই তারা এই সব পদক্ষেপ নিয়েছেন। একটি রাজ্যে একটি বিশেষ ভাষাভাষী মান্ত্ সংখ্যায় বেশী বলে সেই মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতিকেই এক-মাত্র বলে চালাতে হবে ব্রুশ্বির এমন মারাত্মক বিকার আমরা কোথাও কোথাও দেখতে পাচ্ছি-সংখ্যালঘুর ভাষাকে প্রয়ো-জনীয় ও যথোচিত সম্মান প্রদর্শন সেইসব দ্র্ভিউঙগীর বির**েধ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ**।

## অংমলাতদেরর ওপর নির্ভারশীলতা নয়

সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে এই সরকার নানাবিধ কর্মস্চী নিয়েছেন। নাটক, চলচ্চিত্ৰ, চিত্ৰকলা বা সাহিত্য কোনটিতেই তারা অবহেলা করছেন না। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গ্রেছপূর্ণ যে বিষয়টি সকলেরই প্রশংসা অর্জন করবে তা হল উপনিবেশিক আমল থেকেই এখানে প্রচলিত আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর-শীলতার অভ্যাসবর্জন। **এই সমাজ বাবস্থা**র আমলাতদা গতি-শীলতার বিরোধী। তাঁরা যে পালটাতে পারেন না, এমন নয়, কিন্তু দীর্ঘকালের গতানুগতিক চরিত্র বজায় রেখে চলতেই তারা অভাসত। বামফ্রন্ট গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত নির্বাচন করে সেখানে গ্রামোলয়নের কান্জটি আমলাতল্যের হাত এড়িয়ে সরা-সরি গ্রামের মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। কলকাতায় Municipal Act চাল, হতে বাছে, কর্পরেশনের কাজকর্মের বিবিধ **পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে। আমলাতল্যের ক্ষম**তা ও উন্নয়ন-ম্লক কাজের ক্ষেত্রে তাঁদের ওপর নির্ভরশীলতা তাতেও অনেকটা হ্রান্স পাবে। সংস্কৃতি দশ্তরের কাজকর্মেও এই দ্ভি-ভগ্গী প্রসারিত হরেছে। শিক্পচর্চার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরিকলপনাগ্রলি এখন আর সরকারী অফিসারদের মজি- মাফিক হচ্ছে না-কি করা হবে সেটা ঠিক করছেন বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিত ও প্রাক্ত শিল্পী এবং বোন্ধা মানুৰেরা। मतकात अरमत निरंश अरनकश्चीन क्यिंगि क्रतिष्ट्रन । अहे मुन्धि-ভণ্গী সাংস্কৃতিক কাজকমে নিঃসন্দেহে নতুন প্রাণাবেগ সৃষ্টি করবে। অপসংস্কৃতির বিষান্ত প্রভাবকে প্রতিরোধ করার জন্য পশ্চিমবাংলার গ্রামে শহরে প্রগতিশীল চিন্তার লেখকশিলপীরা বিগত কয়েক বছর ধরে নানা আন্দোলন ও স্ঞ্জনমূলক প্রয়াস চালাচ্ছেন। মান্বের মধ্যে তা প্রভৃত সাড়া এনেছে। "অপ-সংস্কৃতি কাকে বলে—কৈন তা খারাপ—কৈমন করে তা রোখা যাবে". শাধ্য এবিষয়ে আলেচনা শোনার জন্য গ্রামে শহরে নানা সভাসমিতি হচ্ছে এবং তা শ্নতে আসছেন অসংখ্য মানুষ। এই রকম সমস্ত প্রয়াসকে আন্তরিক মদত দিচ্ছেন বামফ্রণ্ট সরকার। কোথাও বা সং সংস্কৃতির প্রয়াসে আর্থিক সাহায্যও দিচ্ছেন। আমাদের রাজ্যে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। সরকারী আনুক্লো এ রাজ্যে কংগ্রেস সরকারের আমলে অমরা বহু বিধ অন্যায় ও নেতিবাদী কাজ হতে দেখেছি। বহু সময়ে বহু দ।য়িত্বপূর্ণ পদে আসীন ব্যক্তি সম্পর্কে শোনা গেছে বহু নোংরা অভিযোগ। লম্পট, গ্রন্ডা বা সমাজবিরোধীরা প্রকাশ্য মদত পেয়েছে সরকারী প্রশাসন যদ্যের কাছে। স্বাধীনতা-উত্তর তিরিশ বছরে সবার মধ্যে একটা ধারণা তিলে তিলে তৈরী হয়েছে, যে অসং পথ অবলম্বন না করলে, ঘ্রেষ না দিলে, ব্যক্তিম্বার্থে নিজেকে ব্যবহাত হতে না দিলে এদেশে প্রায় কোথাও কোন কাজ হবার নয়। জাতীয় চরিত্র সম্বশ্ধে এমন ধারণা জাতির মধোই তৈরী হলে ভয়ানক বিপদের কথা।

#### हम कित

চলচ্চিত্র হল শিল্প সংস্কৃতির জগতে সবচেয়ে জনচিত্ত-জয়ী ও ব্যাপকতম মাধ্যম। এতে বিষ্মিত হ্বার কিছু নেই, যে এই শিলেপর মালিকেরা প্রচুর পরিমাণ টাকা ঢেলে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে নিজেদের মুনাফা অর্জনের চেয়ে মানুষের চরিত্র-गर्छन ও জीवनाम भी इता उठारक वर्ष करत रम्थरवन ना। সমাজে সংকট যত বাড়বে, সেই সংকট সাধারণ মান,ষের কাঁধে চাপানোর চেষ্টা হবে, মানুষ সেই ভার বহন করতে চাইবে না— অত্যাচার, নিপীডন হবে এবং তা প্রতিরোধও হবে। একই সভেগ চেন্টা হবে এই সব সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা সংকটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন থেকে মানুষকে দুরে সরিয়ে রাখার। স্বভাবতই এই জনপ্রিয়তম মাধামটিকে সে কাজে ব্যবহার করা হবে। এমন চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হবে বার মধ্যে জীবনের প্রকৃত সমস্যা বা তা থেকে উত্তরণের পথের कान रिमम रनरे। वमरल किस् वाङ्गिकिक नमना, जाल्किक মোহগ্রস্ততা, উল্ভট কল্পনামিশ্রিত রোমান্টিক ভাবাল,তা দিয়ে ভরিয়ে দেওরা হচ্ছে এই সব চলচ্চিত্র। বহু গবেষণায় এসব তৈরী করে মানুষের মনের কিধে মেটানো হবে, তাকে অভ্যাস कद्रात्ना इर्ट धर्रे विष भान कद्राट धरः वना इर्ट मान्स চাইছে বলেই এসব তৈরী হচ্ছে। অথচ জীবনের প্রসারিত অনা দিক পড়ে আছে। সেই জীবনের ছবি সম্পর্কে এরা চোথ বক্রজ থাকবে। বামফ্রণ্ট সরকার এক ঐতিহাসিক দায়িত্ববাধ থেকে এগিয়ে এসেছেন এই অন্য জীবন, অন্য ছবির শিল্পায়নের সাহাব্যে। তাঁদের ক্ষমতা কম। একচেটিয়া বাজারে অনুপ্রবেশ করা কঠিন, তব্ব তাঁরা সিম্পান্ত নিয়েছেন প্রতি বছর অন্ততঃ

২০টি দলিল চিত্র ভুলবেন-পশ্চিমবাংলার শহরে গ্রামে মানুবের অন্তিত অধিকার রক্ষার লড়াই কিভাবে চলছে, দেশগঠনে নতুন উদ্যমে গ্রামের মানুষ কেমনভাবে নেমেছেন পঞ্চায়েতের নেডুছে, তা দেখানো হবে। দেখানো হবে, বুগ বুগ ধরে বণিত মানুব নবচেতনার মন্তে কেমন করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। সরকার निमाप्ति क्रमा हिंव जुनहरून, श्राराक्षमा कराइन भार्ग रिपर्सात কাহিনীচিত্র। ছবি তোলার জন্য বিশিষ্ট পরিচালকদের অন্-দান দিচ্ছেন, যাতে তাঁরা আর্থিক বাধাটা অন্ততঃ আংশিক-ভাবে কাটিরে উঠতে পারেন। ছবি রিলিজের সমস্যাটা এখনও রয়েছে—ছবি তোলার পর যাতে তা দীর্ঘকাল বাক্সবন্দী পড়ে ना शास्त्र. त्मणे एम्था थून अत्रुती। श्रायाक्षक भीत्रातमकापत्र দীর্ঘকালের তৈরী করা কেড়াজাল, তাকে ছিল্ল করা কঠিন, সময় সাপেক্ষ। বাইরে থেকেও এ রাজ্যে প্রসিম্ধ ও উন্নতমানের পরি-চালকরা ছবি তলতে আসছেন। তাতে পশ্চিমবাংলায় তোলা ছবি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আসন পাবে, প্রচার লাভ করবে। সম্মান ও আর্থিক প্রশ্ন দটোই এতে জড়িত। আমাদের ন্ট্রডিয়ো ও লেবরেটরীগ্রাল উন্নত মানের যন্ত্রের অভাবে বহু সময়েই কাজের পারিপাট্য বজায় রাখতে পারে না, বা বহু-সময়েই সেখানে কাজের অগ্রগতি হয় অত্যন্ত শ্লথ। সরকার উন্নতমানের যক্তপাতি কেনার জন্য ঋণ দিচ্ছেন। ট্রভিয়োয় ব্যবহারের উপযোগী উন্নতমানের ক্যামেরা কিনেছেন, যাতে পরিচালকরা কম ভাড়ায় তা পেতে পারেন। ইতিমধ্যেই তাঁরা মতপ্রায় টেক্নিসিয়ান ট্রাডিয়োর দায়িত্তরে গ্রহণ করেছেন। সল্ট লেকে রংগীন ফিল্ম লেবরেটরী তৈরীর কাজও প্রথমিক-ভাবে শেষ হয়েছে। রবীন্দ্রসদনের পেছনের জমিতে করেছেন আর্ট থিয়েটার। সারা রাজ্যে ফিল্ম থিয়েটার স্থাপনের জন্য তাঁরা আথিকি সাহায্য দানের সিন্ধান্ত নিয়েছেন। সিন্ধান্ত নিয়েছেন একটি ফিল্ম ডিভিশন স্থাপনের। গত তিন বছরের মধ্যে বামফ্রণ্ট সরকার ৫টি পূর্ণে দৈর্ঘ্যের ছবি করেছেন। ৩টি স্বলপ দৈর্ঘ্যের শিশ্বচিত্র এবং ২৮টি তথ্যচিত্র-ও এই সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন চিত্রগতে মানুষ সেগালি দেখ-**ছেন। চলচ্চিত্র হিসাবে সেগ**্রালর বিচার হবে ইতিহাসের গতি-ধারায়। আপাতত আমরা এই নতুন দুণ্টিভঙগীর সপক্ষে দাঁডাচ্ছি।

#### नाहेक

নাটক হল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অপরিসীম গ্রেছ্পণ্ণ আর একটি দিক। আমাদের এখানে পেশাদারী রুণসমঞ্চের বাবসায়িক দাপটের বির্দেখ দাঁড়িয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও অসংখ্য গ্রুপ্থিয়েটার একটা স্ম্থ চিম্ভার নাট্য আন্দেলনের ধারাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। নানা অস্ববিধা, মতাদর্শগত স্ক্রুপ্থিকা, আর্থিক অসংগতি, হলের সমস্যা সত্তেও তাঁরা থামেন নি। সাম্প্রতিককালে কলকাতার থিয়েটারে সংস্কৃতির নামে যে অবাধ চ্ডান্ত নোংরামি চলছে তা অমাদের সমস্ত ঐতিহার কলক। তাকে বাধা দেওয়া এদের আর একটা কাজ। নতুন নতুন নাট্যচর্চার মাধ্যমেই তাঁর। তা করছেন। দায়িত্বশীল ও সং কিম্তু বিচ্ছিল্ল এই প্রতিবাদী প্রচেন্টাগ্র্লির পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন এই সরকার। ৭৮ সালে সরকারী উদ্যোগে নাট্যোংস্ব

ক্রিলেন। ৭৯-তে নিরেছিলেন জেলার জেলার সাট্টোংসবের পরিকল্পনা। এখন শ্রে হরেছে নতুন নতুন মধ্য দির্মাণ জেলার জেলার রবীন্দ্রভবদগ্রীলর সংক্রার। টাউন হলগ্রিল মেরাফ্র করা হছে। অপেশাদার নাট্যদলগুলি কম ভাডার এগ্রাল পেলে তাঁদের আর্থিক সমস্যা কিছুটো মিটবে। করেক-দিন আগে শ্রীজ্যোতি বস, উত্তর কলকাতার গিরীপ মণ্ডের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে নাট্যমোদীদের বহুরদিনের ইচ্ছা প্রেণ করেছেন। প্রবীন নাট্যব্যক্তিত্ব শ্রীমন্মথ রায় আবেগমিপ্রিত কপ্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, আশীর্বাদ জানিয়েছেন এট পদক্ষেপকে। সরকার আর্ট গ্যালারীর জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করেছেন, গ্রুপ থিয়েটারগালিকে নানাবিধ কর-দান থেকে রেহাই ও আর্থিক অনুদান দিক্ষেন। দঃস্থ শিল্পী-দের এককালীন সাহায্য ও পেনশন দিচ্ছেন। অনেক ব্যক্তি-শিল্পী-প্রতিভাও এই রকম সাহাষ্য পাবেন। কেন্দ্রীয় ও জেলা-ন্তরে তাঁরা আয়োজন করেছেন নাট্য প্রতিযোগিতার। সব মিলিয়ে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এ এক নতুন যুগ। সরকার এগিয়ে এসে-ছেন। যৌথ ঐকাবন্ধ বেসরকারী প্রচেন্টার পাশে দাঁডাচ্ছেন-প্রতিক্রিয়ার শক্তি থেমে থাকবে না। নতুন নতুন উদ্যুমে তারা বাধা সূষ্টি করবে। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে যখন এই সরকারের মুখামন্ত্রী কলকাতার একটি নাটামণ্ডে সকল স্তরের লেখক-শিল্পীদের সমাবেশে দাঁডিয়ে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্ক্রম্ম চিন্তার জন্য আবেদন জন্মলেন, তার অব্যবহিত পরেই সেখানেই শ্রু হল নাটকের নামে বেলেল্লাপনা। সচেতন জন-মত গড়ে তলে মুখর প্রতিবাদে এই হীন চক্রান্তকে দমাতে হবে ৷

#### **ठि**शक्ता

চিত্রকলার বিষয়টি প্রায়ই উপেক্ষিত থেকে যায়। কিন্তু এবার সেদিকেও যথেন্ট দুনিট দেওরা হয়েছে। সরকারী উদ্যোগে বেশ কিছু ছাপা Poster Set বেরিয়েছে—লেখা ও রেখায় যা সহজেই মান্যের মন স্পর্শ করে। বন্ধব্য ও অলংকরণে সম্পর্ধ এই Set গ্লিকে বহু সংগঠন বিনা খরচে মান্যের কাছে উপস্থাপিত করছেন। জাতীয় মিউজিয়াম ও গ্যালারী তৈরীর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। আমাদের রাজ্যের অতীত দিনের শিল্পীদের কিছু উন্নত মানের কাজ যথাযোগ্য মর্যালার চিরকালের জন্য যাতে সংরক্ষিত হতে পারে সেটা দেখা একটা বিরাট কাজ।

#### সাহিত্যতা

সাহিত্যের নানা দিকে নানা ধরনের উৎসাইবাঞ্জক পদক্ষেপ গ্রহণ সাহিত্যিক ও সাহিত্যপাঠকদের ক্রমণাই উৎসাহিত করছে। রবীন্দ্রপ্রস্কার পশ্চিমবংগর সাহিত্য-সেবীদের কাছে অন্যতম প্রধান সামাজিক স্বীকৃতি। অথচ এই প্রস্কারকে খিরে কয়েক বছর আগেও বেসব নানা ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা নিতাস্তই অবাঞ্চিত ও দ্বংখজনক। রবীন্দ্রপর্বকারকে এই লাঞ্ছনার হাত থেকে তুলে এনে সম্পূর্ণ গণতান্তিক পন্ধতিতে এই প্রস্কার প্রদানের বাবস্থা করে বাম্ফর্ণ সরকার তাকে তার সম্মান ফিরিরে দিরেছেন। বন্ধ হয়ে যাওয়া করেকটি প্রস্কার প্রনার প্রবর্তন করে সাহিত্যিক সমাজে সঞ্চার করেছেন নতুন উৎসাহের। সেই সপ্রেণ নতুন

ক্রেকটা প্রেক্সার দেওরার কথাও তারা ভাবছেন। এগ**্রা**লর जर्भ ग्रामा त्नदार कम नत्न, किन्छ . त्मणेहे अक्माव कथा नहा। সমাজগঠনের কৈতে দারিত্ব পালনে সাহিত্যিকদের যে গরেত্ব-পূর্ণ ভূমিকা ররেছে ভাকে স্বীকৃতি দেওরা ও উৎসাহিত করার য়ে দুক্তি**ভণ্গী এ খেকে বেরিয়ে আসছে, সে**টাই আসল কথা।

বামফ্রণ্ট সরকার প্রায় ১ কোটি ২ সক্ষ টাকা ভরত্তি भिरंद **श्रकाम करत्ररहन त्रवीन्त्र** त्रहनावनी। श्रकाम कतात कथा ভাব**ছেন শরংচন্দ্র, নজরুল, মানিকের সমস্ত লে**খা। আরও কিছু চিদ্রা**রত গ্রন্থ প্রনর্ম**দুনের কথাও তারা ভাবছেন। যে <u> ঐতিহার ধারা বেরে সভাতা ও সমাজ আজকের স্তরে এসে</u> দ্রভি**রেছে বর্তমান প্রজন্মের সংগ্র** তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া এক মহান দায়িছ। বিভিন্ন সময়ে সরকারী উদ্যোগে ভারতবর্ষের মহান সম্ভানদের কর্ম ও জীবন সম্পর্কে প্রাঞ্জব্যক্তিদের আলো-চনার মাধ্যমে তাদের স্মরণ অনুষ্ঠান পালিত হচ্ছে। যথাযথ মর্যাদার সংগ্র তারা পালন করেছেন ইকবাল ও প্রেমচাঁদ জন্ম-শতবার্ষিকী। আন্তর্জাতিক শিশ্বর্ষ উপলক্ষে "আলোর ফুলকি" নাম দিয়ে যে শিশ, সাহিত্য সংকলন প্রকাশিত হয়েছে কোন কোন মহল থেকে তার অর্থহীন সমালেচনা করা হচ্ছে, এটা আমাদের চোখে পড়েছে। কিন্তু তাতে এই প্রয়াসের গোরব কমে নি। নতুন নতুন বই প্রকাশের জন্য সরক র সাহা**য্যের ব্যবস্থা করার কথা** তাঁরা ভাবছেন। ভাবছেন দ**ু**গ্থ সাহিত্যিকদের পেনশন দেওয়া যায় কিনা। সদ্য প্রয়াত সাহিত্যিক বিনয় ঘোষের চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব বহন করে বামফাট সরকার গোটা দেশের শ্রন্থা অর্জন করেছেন। প্রখ্যাত ভাস্কর রামকি**ত্বরকে বাঁচিয়ে রাখা গেল** না অনেক চেণ্টা সত্তেও। কিন্ত **জীবনের শেষ দিনগঃলিতে** অব**হেলিত এই** শিল্পীর চিকিৎসার সব দায়িত্ব নিরেছিলেন এবাই। আমরা এই দুণ্টি-ভগীকে স্বাগত জানাই।

বিবিধ প্রয়াস

সমগ্র এশিয়ার অসংখ্য জাতি ও বৈচিত্রময় জীবনচর্চার মান্যের সাংস্কৃতিক বোধ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানের জন্য Netaji Institute for Asian Studies তৈরী হচ্ছে। দ্র্গাপুর এবং শিলিগ্রভিতে দ্রটি নতুন তথ্যকেন্দ্র খেলে হয়েছে, চা বাগান ও কয়লাখনি অণ্ডলে স্থাপন করা হয়েছে শ্রম তথ্যকেন্দ্র। রাজ্যসরকারের তথ্য দণ্তরের কাজ এখন 'এর **শ্ব্র কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। তাকে ছড়ি**য়ে দেওয়া হয়েছে ব্লক্ষতর পর্যশ্ত। সংগীতচর্চাকে উৎসাহিত করার জনা এ রা**জ্যে একটি সংগীত একাদেমী স্থাপ**ন করা হয়েছে। প্রত্নু-তাত্বিক বিষয়ে গবেষণা ও সংরক্ষণের জন্য স্থাপিত হয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক গ্যালারী। লোকরঞ্জন শাখার কাজকর্ম গোটা র জা জ্বড়ে প্রসারিত হয়েছে। তাদের কর্মসূচীর মধ্যে যুক্ত হয়েছে। **জীবনের সপক্ষে বহ**ু নাটক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রয়াস। <del>ঝাড়গ্রাম ও শিলিগাড়িতে লোকরঞ্জন শাখা স্থাপিত হয়েছে</del> আ**ণ্ডলিক মান,যের সাংস্কৃতিক** চাহিদার দিকে নজর রেখে। রাজ্যসরকার একটি লোকসাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট গঠন করে-ছেন। বিভিন্ন জেলার অনুভিত হচ্ছে লোক উৎসব সংপ্রাচীন काल रशरक दारला रिलाम स्नाककीवरन श्रामण के जिल्हामय বহু,বিচিত্র সাংস্কৃতিক ধারার রক্ষণাবেক্ষণ ও বিকাশের ক্ষেত্র এই **পদক্ষেপ অত্যন্ত গরে,ত্বপূর্ণ। রাজ্য সংস্কৃতি** দণ্তর ছোট বড় সংবাদপরে বিজ্ঞাপন মারকং তালের দ্রণিউভগ্যী ও কার্য-

কলাপের ব্যাপক প্রচার করছেন। বিজ্ঞাপন দেওরার ক্ষেত্রে সম্প্র বিজ্ঞান সম্মত নীতি চাল, হয়েছে—ছোট বড় সমস্ত রেজিন্টার্ড কাগজই বিদা তদ্বিরে বিজ্ঞাপন পাজেন। সঙ্গে সঙ্গে এরই ৰাধ্যমে গোটা দেশের ৰান্যবের কাছে ভাঁদের এই ব্যাপক কর্ম-উদ্যোগ ও নতুন দ্ণিউভগা পরিচিত ও আকর্ষণীয় হরে छेठर छ ।

### नश्ज्ञाम नीर्चण्यासी

আমরা যেগালি উল্লেখ করলাম সেগালি বামফ্রণ্ট সরকারের ঘোষিত কর্মসূচী রূপায়ণে নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় ও গ্রুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং এর গ্রুত্ব সর্বভারতীয়। এই ব্যাপক কর্মকাণ্ডের প্রভাব গোটা ভারতবর্ষের সমস্ত শ্রমজীবী ও ব্যুন্ধিজীবী মানুষের ওপর পড়তে বাধ্য। কিল্ড বর্তমান সমাজকে পালটে যে নতুন ভারতবর্ষ গঠনের কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, সেখানে পে'ছিবার পক্ষে এই কার্যকলাপ নিশ্চয়ই যথেষ্ট নয়। গভীরভাবে। আমাদের ভেবে দেখতে হবে এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যেই মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য আপাতত আরও কি কি আমরা করতে পারি। নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে সেই কাজ আমাদের করে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে কোন্ কাজ কতটাকু করা হল তথ্য ও সংখ্যার বিচারে সেটা নিশ্চয়ই গ্রেত্বপূর্ণ কথা। কিন্তু তার চেয়েও গ্রেম্পূর্ণ কথা হল মানুষের প্রতি এক দরদী দুল্টিভগা। সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রটি মূল্টিমেয়র লীলাবিলাসের কম্জা থেকে উম্ধার করে ব্যাপক মান বের অংশ গ্রহণের উদার ক্ষেত্রে পরি-ণত করার যে অংগীকার বর্তমান সময়ে উম্ভাসিত হয়েছে সেটা আরও তাৎপর্যপূর্ণ। বহু মানুষের স্বারা চচিতি না হলে সংস্কৃতির বর্ণচ্ছটাময় স্বরভিত কুস্মেটি বাঁচে না। বন্ধ দ্য়ারের আড়াল থেকে বের করে এনে তাকে স্থাপিত করতে হবে বহু মানুষের বিস্তীর্ণ আধ্গিনায়। মনে রাখতে হবে. এ কাজ খুব সহজে কুসুমাস্তীর্ণ পথে করা যাবে না। প্রতি-ক্রিয়ার সক্রিয় বাধা আসবে। মরণাপন্ন প<sup>4</sup>ুজিবাদী সভ্যতা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিকভাবে আজ কোণঠাসা। তার প্রতিগন্ধময় শরীরে এখন জ্যাগণের মনোহরণকারী কোন আকর্ষণ আর অবশিষ্ট নেই। কিন্তু সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাবার আগে সে চরম আঘাত হানার চেণ্টা করবেই। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা বারবার দেখা দেবে। সমাজে তাদেরই সূভ্ট ক্ষত-গুলির দিকে বীভংস অংগুলি নির্দেশে তারা দেখাবে এই হল অনিবার্য ও একমার বাস্তব। অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রন্থাহীন করে তোলবার চেণ্টা করবে আজকের প্রজন্মকে। বর্তমানকে করে তলবে বিষয় ভবিষ্যতকে নিদিশ্টি করবে অনিশ্চিত বলে। চোথ কান খোলা রাখলে দ্ভিট এড়াবে না যে এক বিশাল দায়িত্বের সামান্য যে প্রারম্ভিক কাজ এই সরকার শুরু করেছেন কায়েমী স্বার্থের পক্ষ থেকে তাতেই নানা প্রতিবন্ধকতা সূণ্টি করা হচ্ছে। অকারণ, মিথ্যা ও হাস্যকর সমালোচনা করা হচ্ছে বাজারী কাগজে, অর্ণ্ধশিক্ষিত নেতাদের বক্তুতায়। তার মধ্যে বিস্ময়ের কিছ, নেই, কিন্তু দায়িত্ব নেব'র আছে। একটা সংগ্রাম চলছে চলবে দীর্ঘকাল। নানা চডাই উৎরাই পেরিয়ে আমাদের বহু ঐতিহাময় দেশকে, সংস্কৃতিকে নিয়ে যেতে হবে ঈস্পিত কাঞ্চ্চিত লোকে। সে কাজে হাত লাগাতে হবে সকল স্তরের মান্বকে শ্রমে, সচেতদতার।

## বামফ্রণ্ট সরকারের তিন বছর ও যুবকল্যাণ বিভাগ

## অক্রণ সরকার

বিষয়টি অবতারণার আগে বলা প্রয়োজন যে য**ুবকল্যাণের** বাবতীর উদ্যোগ কার্যকরী করবার জন্য সারা ভারতের অংগ-রাজাগ্রেলর মধ্যে পশ্চিমবংগাই সর্বপ্রথম একটি পৃথক দশ্তরের সৃষ্টি করা হ'রেছে এবং সম্ভবতঃ এ বিষয়ে পশ্চিম-বংগ আজও অন্বিতীয়।

আমাদের সমাজে দারিদ্র আছে, ক্ষ্মা আছে. কর্মহীনতা আছে, আছে নিরক্ষরতা, শারীরিক ও মানসিক শান্তির প্র্ণ বিকাশের স্বোগের অভাব; সামাজিক সংকীর্ণতা ও উল্লাসিকতা আছে, আছে স্কুথ জীবনধমী সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারের সীমাবন্ধতা। আপামর জনসাধারণের সঞ্গে সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে য্বসমাজও এই ঘনীভূত সংকটে নিমাজ্জত। এই সামগ্রিক সমস্যা ছাড়াও য্বসমাজের কিছ্ নিজস্ব চাহিদা, কিছ্ অভাব ও আবেদন, কর্মসংস্থানের অভাবনীয় অপ্রভ্লতা, স্কুথ সংস্কৃতিচর্চা ও খেলাধ্লায় অংশগ্রহণে হাজারো প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি নিয়েই য্বজীবনের বর্তমান চালচিত।

সমাজের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই সব সমস্যার মৌল সমাধান সম্ভব নয়। যাবসমাজের চাহিদা সীমাহীন আর রজ্য সরকারের ক্ষমতা অতি সীমিত। তব্তু এরই মধ্যে সমাজের সকল স্তরের মান্বের সহযোগিতাকে ম্লধন করে এই বিভাগ ঐকাশ্তিক প্রচেটা চালিয়ে যাছে যাতে কারে যাবজীবনের এই বেদনাকে একটা প্রশামিত করা যায়, একটা স্ব্যোগ একটাখানি অধিকারে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তারা উপলিখি করতে পারে যে সরকার তাদের সমব্যথী এবং সাধী।

প্রসংগত উল্লেখ্য আমাদের কর্মস্চী ম্লতঃ গ্রামম্খী। বিদিও কোন কোন ক্ষেত্রে শহর ও গ্রাম নিবিশ্যের কিছ্ কিছ্ প্রকল্পের স্বোগ সকলের জন্য নিদিছি। আরও অধিকমান্তার শহরগ্লিকে বিশেষকরে শহরের অনগ্রসর এলাকাগ্লিকে এই বিভাগের কাজের পরিধির মধ্যে আনার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনাধীন রয়েছে।

বর্তমান সরকারের আমলে বিগত তিন বছরে আমরা যেসব কর্মসূচী রূপারণ করতে পেরেছি তার কিছ্, সংক্ষিণ্ড তথ্য ও পরিসংখ্যান এখানে দেওয়া হ'য়েছে।

#### অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প

কর্মক্ষম মান্বের কাজের সংগ্থান না থাকা তার জীবনের এক চরম অভিশাপ। দ্বঃসহ বেকারীর জ্বালায় য্বসমাজ হতাশাগ্রস্ত এবং বিদ্রান্ত। এই হতাশা ও বিদ্রান্তির অনিবার্য ফলপ্রনিত হ'ল তার নৈতিক মানের অধঃপতন এবং প্রচালত ম্লাবোধের প্রতি অবিশ্বাসী হওয়া। এই দ্বর্হ সমসার বন্ধ্যক্ল সমাধান যদিও সম্ভব নয় তব্ য্বক্ল্যাণ বিভাগ তার সীমিত সংগতির মাধ্যমে কর্মসংগ্থানের জন্য যথাসাধ্য প্রচেন্টা চালিয়ে যাছে। এই প্রচেন্টারই একটি অপ্য অতিরিক্ত কর্মসংক্থান প্রকল্প। এই অতিরিক্ত কর্মসংক্থান প্রকল্প।

রাষ্ট্রীয় ব্যাঞ্চ ও অন্যান্য ঋণ লণ্নীসংখ্যা শতকরা ৯০ তাগ
অর্থ সাধারণতঃ ঋণ হিসাবে দিয়ে থাকেন এবং এই বিভাগ
থেকে প্রাণ্টিতক ঋণ হিসাবে বাকী ১০ ভাগ মঞ্জার করা হয়।
বে সমস্ত প্রকলপ অতিরিক্ত কর্মসংস্থার খাতে নেওয়া হয়েছে
তার মধ্যে আছে, ছাগল ও শ্কর পালন, সার/ র্মাণহারী/বই/
তৈরী পোষাক ইত্যাদির দোকান স্থাপন, মোমবাতি/ছাতা/
টালি/খেলাধ্লার সাজসরঞ্জাম/প্রতুল/সাবান ইত্যাদি তৈরীর
কারখানা স্থাপন এবং কিছু ক্ষেত্রে পরিবহণ প্রকল্প প্রাণ্টিতক
ঋণ দেওয়া হ'য়েছে। অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প বিগত তিন
বছরের কিছু উল্লেখযোগ্য পরিসংখান দেওয়া হ'ল—

- (১) য্বকল্যাণ বিভাগ কর্তৃক মঞ্জা্রীকৃত প্রাণ্ডিক ঋণের পরিমাণ— ৩০,৯৪,২৬০,০০
- (২) প্রকল্প সম্হে নিয়োজিত মোট অথেরি পরিমাণ— ৩,০৯,৪২,৬০০,০০
- (৩) এই সব প্রকল্পে মোট নিয়ান্ত্রির সংখ্যা—২৪০০ জনেরও বেশী

### পৰ্বতাভিযান, পৰ্বতারোহণ শিক্ষণ, ট্লেকিং ও স্কীয়িং

য্বসমাজকে দ্ঃসাহসিক কাজে অনুপ্রাণিত করা, তাদের মধ্যে বলিণ্ঠ আত্মপ্রতায় গড়ে তেলা এবং পরিবেশের প্রতিক্লতাকে অতিক্রম করবার মত মানসিকতা স্থিত করার কাজে য্বকল্যাণ বিভাগের যেসব কর্মস্চী নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পর্বতাভিষান ও ট্রেকং অভিষান পরিচালনায় অর্থ সাহাষ্য দেওয়া এবং পর্বতারোহণ ও ক্লীয়িং এ প্রশিক্ষণের স্থোগ করে দেওয়া। পর্বতাভিষানে এ রাজ্যের পর্বতারোহীদের সাহাষ্য করার জন্য চলতি আর্থিক বছর থেকে এই বিভাগ একটি সরঞ্জাম ভান্ডার গড়ে তুলেছে এবং এ বিষয়ে পর্বতারোহীদের উৎসাহ ব্লিধর জন্য একটি প্রত্কাগার ক্থাপনের ক্লেও স্মাণিতর পথে।

বিগত তিন বছরের পরিসংখ্যান নিদেন দেওয়া হল।

- (ক) বিগত তিন বছরে পর্বতাভিষান পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন পর্বতারে হী সংস্থাকে মোট ২,২২,০০০ টাকা অনুদান হিসাবে দেওয়া হ'রেছে।
- (খ) ঐ সময়ে প্রশিক্ষণ দেওরা হ'য়েছে—
  (১) পর্বতারোহণের জন্য—৪৬ জনকে।
  স্কীয়িং-এর জন্য—১৪ জনকে।
- (গ) সরঞ্জাম ভাণ্ডার ও পাঠাগারের জন্য নির্দিষ্ট মানের সরঞ্জাম ও প্রয়েজনীয় প্রস্তাকাদি ক্লয়ের জন্য হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটউটের অধ্যক্ষ -মহালয়কে ২,৫০,০০০ টাকা বরান্দ করা হ'য়েছে। কিছু সরঞ্জাম কেনা হ'য়েছে এবং তার বিতরণের কাজও শ্রুর হ'য়েছে।

## कार्डिटिर शादेखिर, बच्छात्री अ मीनटमनी

শিশ্ব ও কিশোর কিশোরীদের চরিত্র গঠন, শরীর গঠন, নির্মান্বেডীতা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে দায়িছ ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য এই বিভাগ থেকে ভারত স্কাউট এবং গাইড, রতচারী মণিমেলা ইত্যাদি সংস্থাকে প্রতি বছর দেড় লক্ষ টাকারও অধিক অনুদান দেওয়া হয়।

## আন্তর্জাতিক শিশুবর্গের কার্যক্রম

১৯৭৯ সালটি আন্তর্জাতিক শিশ্বর্ষ হিসাবে চিহ্নিত ছিল—ঐ বছরটি বথোপচিত মর্যাদার সপ্সে এই বিভাগ পালন করেছে। ঐ বছর অন্যান্য অনুষ্ঠানের সপ্সে আমরা আমাদের অধীন তিনটি শ্রীঅরবিন্দ বালকেন্দের মাধ্যমে ক'লকাতার বিন্ত এলাকার শিশ্বদের জন্য শিক্ষাম্লক ও প্রমোদান্ত্রানের আযোজন করেছি।

#### অসম-সাহসিকতার জন্য উৎসাহদান প্রকলপ

মহং উদ্দেশ্যে সাহসিকতার জন্য যুবক-যুবতীদের উংসাহিত করার জন্য এই বিভাগ এক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ বাবদ বর্তমান আর্থিক বছরে ১ লক্ষ টাকা বরান্দ করা হয়েছে।

## বৈজ্ঞানিক সচেতনতঃ স্থিতৈ য্ৰকল্যাণ বিভাগের কার্যক্রম

য্বকল্যাণ বিভাগের বিজ্ঞান কার্যক্রমের মলে উদ্দেশ্য হ'ল গ্রামের সাধারণ মান্বের কাছে বিজ্ঞানকে সহজবোধ্য করে ভূলে ধরা। বিজ্ঞান যে কেবলমাত বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারেই নিক্ধ নর সাধারণ মান্বের দৈনন্দিন জীবনযাতার সঙ্গও যে বিজ্ঞান অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত এই উপলব্ধির উদ্মেষ ঘটনো আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। বিজ্ঞান মনকে যুক্তিবাদী করে, পুসংস্কার দ্বে করে আত্মপ্রতায় গড়ে তোলে, জীবনের প্রতিটিক্ষতে ব গুবানুণ ম্ল্যায়ণে পরিমণ্ডল স্থিত সহারতা করে—বিজ্ঞানের এইসব ম্লাবান বাতাকে গ্রামেগঙ্গে পেণছে দেব র

বিগত তিন বছরে এই উদ্দেশ্যকৈ সামনে রেখে আমরা নিন্দোন্ত কর্মসন্চীগ্রলো গ্রহণ করেছি—

বিজ্ঞান ক্লাব গঠন ও প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান ক্লাব সম্হকে
সংগ নিমে বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনকে সংগঠিত করে একে
স্মংহত ও গতিশীল করে তুলতে আমরা পদক্ষেপ নির্মেছ।
এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিপ্রেক কারিগরি সাহায্য আমরা
পাছি ভারত সরকারের বিভূলা শিলপ ও কারিগরি সংগ্রহশালার কাছ থেকে। গত আর্থিক বছরে ৪৭টি বিজ্ঞান ক্লাবকে
মোট ২৩,৫০০ টাকা অর্থ সাহায্য দেওয়া হ'য়েছে।

বিড়লা শিলপ ও কারিগারি সংগ্রহশালার সহযোগিতায় এই বিভাগ প্রতিবংসর নিয়ন্তিত বিজ্ঞান আলোচনাচক ও বিজ্ঞানমেলা ও শিবির পরিচালনা করে আসছে।

বিজ্ঞান আলোচনাচক:—এই প্রতিযোগিতাম্কক আলোচনাচক চারটি শতরে অনন্তিত হয়—(১) রকশ্তর, (২) জেলাতর (৩) রাজ্যশতর এবং (৪) আন্তরাজ্যশতর। এই প্রতিযোগিতায় উচ্চমাধ্যামক শতর পর্যশত বিদ্যায়তনের ছারছারীরা
বংশ গ্রহণ করতে পারে। বিগত তিন বছরে এই প্রতিযোগিতঃয়

৪০০০ ইন্টোরেরও বেশী ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে। প্রতি স্তরের প্রতিযোগিতার আকর্ষণীর প্রস্কার ও মানপত্র দেওরার ব্যবস্থা নেওরা হ'রেছে।

**জেলা বিজ্ঞান মেলা ও প্**রেভারতীয় (আ**ন্তঃরাজ্য) বিজ্ঞান** শিবির—

এই প্রকল্পে ছাত্রছাতী ও বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যদের তৈরী মডেল ইত্যাদির প্রতিযোগিতাম্লক প্রদর্শনীর আয়ো-জন করা হয়। এই প্রতিযোগিতা দ্বটি পর্যায়ে অন্থিত হয়— (১) জেলা পর্যায় ও (২) আল্তঃরাজ্য পর্যায়। এই প্রতি-যোগিতায় বিগত তিন বছরে ২৮০০ জন অংশ গ্রহণ করেছে এবং ক্কৃতি অংশগ্রহণকারীদের প্রক্রম্কার ও মানপ্র দেওয়া হ'য়েছে।

#### জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন—

গ্রামীণ এলাকায় বিজ্ঞান গবেষণা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের উমতিকরণ, বিজ্ঞান সংগ্রহশালা স্থাপন, বেকার যুবকদের স্বানর্ভর করার জন্য বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণদান, স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান ইত্যাদির জন্য প্রবৃলিয়ায় একটি জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হ'য়েছে। এই প্রকল্পটি ভারত সরকারের বিড্লা শিল্প ও কারিগারি সংগ্রহশালা ও যুবকল্যাণ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে রুপায়ণ করা হবে। যুবকল্যাণ বিভাগ থেকে এ বাবদ ৫ লক্ষ্ক টাকা দেওয়া হ'বে; এর মধ্যে ২ লক্ষ্ক টাকা ইতিপ্রেই এই বিভাগ থেকে গত আথিক বছরে মঞ্জুর করা হ'য়েছে।

## श्वाहातीत्मन सन्। निर्मिष्ठे अकल्भ नम्

বিদ্যালয় সমবায়—

সম্বলহান দ্বংগথ পল্লীবাংলার ছারছারীদের নাষ্যম্লো পাঠাপানতক এবং শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ সম্হ সরবরাহের জন্য থাবকলাণ বিভাগ থেকে বিদ্যালয়-সমবায় স্থাপনে আর্থিক সাহায্য অনুমোদন করা হয়। এই প্রকল্পে এ পর্যন্ত এই বিভাগ থেকে ১৭৯টি বিদ্যালয় সমবায় গ্রাপন করা হ'য়েছে এবং এর দ্বারা উপকৃত হ'য়েছে ৬২,০০০ এর অধিক ছারছারী।

#### পাঠাপকেক গ্রন্থাগার—

ব্রক এলাকার দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সাহাযোর জন্য প্রতি রকে পাঠাপকেতক পাঠাগার স্থাপনের এক প্রকল্প এই বিভাগ থেকে নেওয়া হ'য়েছে। এই প্রকল্পে এ পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ টাকা বায় করা হ'য়েছে। এর মাধ্যমে মোট ৬২,৪৩৬ জন ছাত্রছাত্রী উপকৃত হ'য়েছে।

#### ভাতভাতীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে অনুদান—

মাধ্যমিক ও উচ্চতর বিদ্যায়তন সম্হের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাম্লক প্রমণে অন্দান এই বিভাগের একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রকলপ। প্রতি আর্থিক বছরের শ্রুতে সংবাদপতে বিজ্ঞাপন মারফং বিদ্যায়তন সমূহ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়। যাতায়াতের রেলভাড়া ও অংশগ্রহণকারী দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের খাইখরচা বাবদ অন্দান এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। বিগত তিন বছরে এ বাবদ ৮১০টি বিদ্যায়তনকে মেট ১৫,৫৭,১০০ টাকা অর্থ সাহায্য দেওয়া হ'রছে। উপকৃত

ছাল্রছালীর সংখ্যা ২৫,৮৫০ জন। এই শিক্ষাম্পক স্থানি অংশ গ্রহণকারী শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা ২৪০০ জন।

### বিভাগীয় পঢ়িকা অবেমানসা প্রকাশন

বর্তমান সরকার কার্যভার গ্রহণ করার পর এই পরিকাটিকে রৈমাসিক হতর থেকে মাসিক আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হ'রেছে এবং এর প্রচার সংখ্যা ৩ হাজার থেকে ১০ হাজার করা হ'রেছে। যুব জীবনের নানাবিধ সমস্যার সঠিক প্রতিফলনে, যুব জীবন সম্পার্কত বিভিন্ন স্ফাটিনতত প্রবশ্ব প্রকাশনে, দেশ ও বিদেশের তথ্য ও সংবাদাদির প্রাসাণ্ড উপস্থাপনে, যুব সমাজকে একটি স্কৃথ ও গতিশীল সাংস্কৃতিক পর্থানদেশিনায় এবং তাঁদের সাহিত্যচেতনাকে প্রগতিবাদী করার উদ্দেশ্য নিয়েই 'যুবমানস' প্রকাশনা করা হছে। এই পরিকাটি যুব সমাজ ও বৃদ্ধিজীবী মানুষের মধ্যে যথেন্ট সাড়া জাগাতে ইতিমধ্যেই সক্ষম হ'য়েছে।

## ব্ৰকল্যাৰ কাৰ্যন্তম আরও ব্যাপকভাবে র্পায়ণে অধিক সংখ্যায় ব্ৰ অফিস স্থাপন

বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসীন হবার সময় সমসত
পশ্চিমবংগা কেবলমান্ত ৪০টি রক যুব অফিস খোলা হ'য়েছিলো। যুব সমাজের জন্য কল্যাণম্লক কার্যক্রম যাতে আরও
প্রসারিত করা যায় এবং যাতে অবহেলিত যুব সম্প্রদায়ের
আরও কাছাকাছি পেশছতে পারা যায় সেই উদ্দেশ্য নিয়ে
বিগত তিন বছরে নতুন ২৮৭টি রক যুব অফিসের খোলা
হ'য়েছে। আজ পশ্চিমবাংলায় রক যুব অফিসের সংখ্যা ৩২৭।
এতাবংকাল কেন্দ্রীয় সরকারের জেলাস্তরের যুবকেন্দ্র সম্হ
এই বিভাগের জেলা অফিসের দায়িত্বপালন করে আসছিলেন।
কিন্তু আমাদের ক্রমবর্ম্থানা কর্মস্টার সফল রুপায়নের জন্য
এবং প্রশাসনিক স্বাবধার কথা বিবেচনা করে প্রতিটি জেলায়
জেলা পর্যায়ের যুব অফিস খোলার সিম্পান্ত নেওয়া হ'য়েছে।
এজন্য প্রয়োজনীয় কর্মশিনয়োগের কাজ হ'তে নেওয়া হ'য়েছে।
অনতিবিলন্তেই এই জেলা যুব অফিসগ্লাল দায়ীত্বার গ্রহণে
সক্ষম হ'বে।

## वयन्किमका कर्मन्ती

রাজ্যের বয়শ্ক-নিরক্ষর মান্ত্রকে জক্ষরজ্ঞান শিক্ষা ও তৎসহ বিধিমৃত্ত শিক্ষাদানের জন্য এই বিভাগ একটি ব্যাপক কর্মস্ট্রী গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পে ক'লকাতার বস্তী এলাকা ও হাওড়া, হ্গলী ও ২৪-পরগনা জেলার শিল্পাণ্ডলে ৩০০টি বয়শ্ক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনার কাজ হাতে নেওয়া হ'য়েছে। এ বাবদ বর্তমান আর্থিক বছরে ৬ লক্ষ টাকা বরান্দ করা হ'য়েছে।

### ৰ্ৰ আৰাস প্ৰকল্প

গণ্ডীবন্ধ জীবনের ক্পমণ্ডুকতা ব্ব জীবনের এক অভিশাপ। বিভিন্ন পরিবেশের সংগ্য পরিচিত হওয়া, রাজ্যের ভিতরে ও বাইরে মান্বের বিচিত্র জীবনবালার সংগ্য, তাদের দৈনন্দিন সমস্যার সংগ্য, স্ব্থ-দ্বেখ-আশানিরাশার সংগ্য প্রত্যক্ষ বোগাবোগের মাধ্যমে জীবনের অভিজ্ঞতাকে প্র্ণতা দান ব্ব সমাজের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু শ্বধ্রমাল ইচ্ছার অভাবের জনাই নর আর্থিক অনটনই ব্ব সমাজের এক গরিষ্ঠ অংশকে লমণের স্বোগ থেকে বিগ্ত করে রাখে। ব্ব সম্প্রদারের এই সমস্যার কথা বিবেচনা করে সম্তার স্বন্ধকালীন বাসের জন্য রাজ্যের ভিতরে ও বাইরে ব্র আবাস স্থাপনের ক্র স্কৃতিক আরও সম্প্রসারিত করার কাজে ব্রক্ত্যাণ বিভাগ প্রশ্নেজনীর পদক্ষেপ নিচ্ছে। রাজ্যের বাইরে রাজগারে ব্র-আবাস এর জন্য একটি বাড়ী ক্রয় করা হ'রেছে। প্রনীতে একটি ব্র-আবাস স্থাপনের একটি পরিকল্পনা নেওয়া হ'রেছে। এ ছাড়াও রাজ্যের বাইরে আরো ব্র-আবাস স্থাপনের বিষয়টি সক্লিয়-ভাবে বিভাগের বিবেচনাধীন আছে।

রাজ্যের ভিতর শিলিগন্ডিতে একটি ২০ আসনবিশিন্ট যুব-আবাস সম্প্রতি স্থাপন করা হ'রেছে। দীঘাতে, লালবাগে যুব-অবাস তৈরীর কাজ নিদিশ্ট সময়স্চী অনুযায়ী চলছে। আশাকরা যাচ্ছে এই বছরের মধ্যেই নিমাণের কাজ শেষ হবে।

শ্শ্নিয়া এবং বেলপ্র ব্ব-আবাস স্থাপনের প্রাথমিক কাজ প্তবিভাগ শেষ করেছেন এবং নির্মাণের কাজ শীঘ্রই শ্রু হবে।

#### बाका य्वरकम्

কলকাতার মোলালীতে রাজ্য য্বকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে য্বসম্প্রদায়ের জন্য একটি বহু, উল্দেশ্যসাধক প্রকল্পের কাজ সমাণিতর পথে। ঐ প্রকল্প বাবদ রাজ্য সরকারের বার হবে আনুমানিক ৪০ লক্ষ টাকার উপরে।

বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে রাজ্য যুবকেন্দ্রে থাকবে একটি প্রেক্ষাগৃহ, লাইব্রেরী, জিমনাসিয়াম, ছেলে ও মেয়েদের জন্য প্থক প্থক যুব-আবাস, ব্তিম্লক শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই বহ্তল বিশিষ্ট কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ এই বছরের মধ্যেই শেষ হবে।

## क्षिडिनिটि इस ও मुजान्त्रण मण न्यानन

গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং স্কৃথ সংস্কৃতির বিকাশের জন্য যুবকল্যাণ বিভাগ থেকে (ক) কমিউনিটি হল ও (থ) মুক্তাগণ মণ্ড স্থাপনের প্রকল্প নেওয়া হ'য়েছে। এই প্রকল্প দুটির খরচের শতকরা ৫০ ভাগ সরকারী অনুদান হিস্তবে দেওয়া হ'য় এবং বাকী ৫০ ভাগ খরচের দায়ীত্ব স্থানীয় উপকৃত জনসাধারণের। প্রতিটি কমিউনিটি হ'লের জন্য সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ১২,৫০০ এবং মুক্তাগণ মণ্ডের ক্ষেত্রে এই সাহায্যের পরিমাণ ৭০০০। জেলা পরিষদের মাধ্যমে এই প্রকল্প দুটি রুপায়ণ করা হয়। এপর্যাত ১১৮টি কমিউনিটি হ'লের জন্য মোট ১৪,৭৫০০০ ও সম্পংখ্যক মুক্তাগণ মণ্ডের জন্য ৮,২৬,০০০ টাক্বা এই বিভাগ থেকে মঞ্জুর করা হ'য়েছে।

## श्रामीन त्युनाय,नात छेन्नीज्राक ब्यूक्कमान विचारमञ्जू कर्म ग्रही

গ্রামীণ এলাকার খেলাধ্লার সম্প্রসারণ ও উন্নতিসাধনে যুবকল্যাণ বিভাগ কয়েকটি প্রকল্পের কান্ত হাতে নিয়েছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল—

## (১) খেলার মাঠ স্থাপন

খেলার মাঠের অপ্রতুলত। গ্রামীণ খেলাধ্লার উল্লয়নের একটি অন্যতম অন্তরায়। এই অস্বিধা দ্রীকরণে এই বিভাগ খেলার মাঠ স্থাপনের কাজে উদ্যোগী হ'রেছে। এই প্রকল্পে খরচের শতকরা ৫০ ভাগ সরকারী অন্দান হিসাবে দেওয়া হয়। এই সাহাযোর পরিমাণ মাঠ পিছ্ন ২৫০০০ টাকা। এই প্রকল্পটিরও রুপারণ স্থানীয় জেলাপ্রিরদের মাধ্যমেই করা হর। এই খাতে এ পর্যালত মোট ১৪৭টি খেলার মাঠের জন্য ৩৬,৭৫,০০০ টাকা বিভাগ থেকে বরান্দ করা হ'রেছে।

(২) ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান

গ্রামাণ্ডলের ছেলেমেরেদের খেলাখ্লায় উৎসাহ দেবার জন্য গ্রতি বছরই মৃব উৎসবের অংগ হিসেবে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতি-যোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতা তিনটি স্তরে অন্তিঠত হয়—(১) রক স্তর (২) জেলা স্তর ও (৩) রাজ্য প্রযায়।

(৩) থেলাধ্লার সাজসরঞ্জাম সরবরাহ

থেলাধ্লার প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের অভাব গ্রামীণ খেলাধ্লার আর এক অন্তরায়। এই কথা মনে রেখে এই বিভাগ খেলাধ্লার সরঞ্জাম বিলির কাজ হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্প বাবদ বিগত তিন বছরে এই বিভাগ ৫,৯০,০০০ টাকা বায় কারছে। এর মাধ্যমে গ্রিশ হাজারের বেশী ছেলেমেয়ে উপকৃত হ'য়েছে।

(৪) গ্রামীণ খেলাধ্লার উন্নতির জন্য প্রশিক্ষণ দান

অভিজ্ঞ এবং দক্ষ প্রশিক্ষকের দ্বারা গ্রামের ছেলেমেরেদের বিজ্ঞানসম্মত পদর্যতিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের মান উল্লয়নের ছন্য এই বিভাগ একটি কর্মস্চী গ্রহণ ক'রেছে। চলতি আথি ক বছরে এ বাবদ ১০ লক্ষ টাকা বরান্দ করা হ'রেছে।

(৫) জিমনাসিয়াম তৈরীর প্রকল্প

গ্রামীণ যুবসম্প্রদায়কে স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীর গঠনে শরীর চর্চার উপকারীতা সম্বন্ধে অবহিত ও উৎসাহিত করার জন্য প্রতিটি ব্লকে একটি করে জিমনাসিয়াম কেন্দ্র স্থাপন করার সিধানত নেওয়া হ'য়েছে। এ প্রকম্পের জন্য এই অগ্রিথিক বছরে ১০ লক্ষ্ণ টাকা বরাম্প করা হ'য়েছে।

(৬) ক্ল.ব সমূহকে সাহায্যদান প্রকলপ

রাজ্যের গ্রামাণ্ডলের ক্লাবগর্নালকে খেলাধ্লার উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক প্রনর্ভজীবনের কাজে উৎসাহিত করার জন্য এই বিভাগ থেকে আর্থিক সাহাযাদানের কর্মস্চী গ্রহণ করা হ'য়েছে। এ বাবদ গত আর্থিক বছরে মোট ১১,৪০,০০০ টাকা বায় করা হ'য়েছে। এই বরান্দের ২৩,৫০০ টাকা বিজ্ঞান ক্লাব সমূহকে দেওয়া হ'য়েছে।

ছাত্র নয় এয়ন য়৻বক-য়৻বতীদের শিক্ষাম,লক শ্রমণে অন্দান গত আর্থিক বছর থেকে অ-ছাত্র য়৻বক-য়৻বতীদের শিক্ষা-ম্লক শ্রমণে অন্দান দেবার ব্যবস্থা নেওয়া হ'য়েছে এবং এই খাতে ১৯০,০০০ টাকা ব্রান্দ করা হ'য়েছে।

#### ब्द छेश्नब

উৎসব গ্রামের মান্বের জীবনধারার একটি মূল স্রেত।
তাই গ্রামবাংলার প্রতি প্রান্তে এত বেশী লোক-উৎসবের ছড়াছড়ি, সেখানে বারো মাসে তের পাবনের সমারোহ। উৎসবের
এই আবেদনকে সামনে রেখেই য্বকল্যাণ বিভাগ প্রতিবছর
রক, জেলা ও রাজ্য পর্যারের য্ব উৎসবের আয়োজন নির্মাতভাবে করে আসছে। এই উৎসবের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রামীণ
খেলাধ্লা, বিতর্ক, সংগীত, আব্তি ইত্যাদির প্রতিযোগিতা
খান্তিত করা হয় এবং গ্রামের আপামর জনসাধারণ বিশেষতঃ
অবহেলিত প্রেণীর মান্বের সংগ্র রাজ্য সরকারের বিভিন্ন
বিভাগের কল্যাণমূলক কার্যক্রমের পরিচিতি ঘটানোর প্রচেষ্টা

নেওরা হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর ষ্বসম্প্রদারের মধ্যে মত বিনি-ময়ের স্ক্রোগ স্থি করাও এইসব উৎসবের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

वर्म्यो जना य्वक्य शक्य

যুবক-যুবতীদের বেকারী নিরসনে সাহায্যদান, খেলাধ্লায় উৎসাহ সৃথ্টি, সাংস্কৃতিক প্রনরোজ্জীবনে অনুপ্রাণিত করা, বৈজ্ঞানিক দৃণ্টিভগ্গীর সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা করার জন্য প্রতি জেলায় একটি করে জেলা যুবকেন্দ্র ম্থাপনের কর্মস্কৃতী হাতে নেওয়া হ'য়েছে এবং এ বাবদ চলতি আথিক বছরে এ লক্ষ্ণ টাকা বরাদ্দ করা হ'য়েছে।

वर्त्राभी ब्रक यात ज्था ७ कम्यान कन्द्र

বহুমুখী জেলা কেন্দ্রের অনুরূপ উদ্দেশ্যে প্রতিটি ব্লকে একটি করে ব্লক তথ্য ও কল্যাণ কেন্দ্র দ্থাপন করা হ'রেছে।

### [ শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনটি বছর: ৭ প্রতার শেষাংশ ]

ব্যব**ম্থা নৈরাজ্যের শি**কার হর্মোছল। বামফ্রন্ট সরকারের কাছে সবথেকে বড় বিষয় ছিল এই নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা। এটা একটা আদর্শগত সংগ্রাম। শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব মহ**লের স**ক্রিয় উদ্যোগ ছাড়া একাজ সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে গণটোকার্ট্রকির কথা। এই রোগে বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত। এখন এর বিরুদেধ লড়তে গেলে প্রগতিশীল ছাত্র-শিক্ষক ও অন্যান্য সকল সংশ্লিণ্ট অংশের মানুষের সহযোগিতা ও উদ্যোগ দরকার। এ কথা বলা যেতে পারে এই লড়াইতে স**ু**স্থ ব**ুদ্ধির** জয় হয়েছে। এরই স**ে**গ জড়িয়ে ছিল ব্যাপক ও সর্বব্যাপী দুনীতি এবং অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনিধারক সংস্থাগুলি (যেমন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট, সিণ্ডি-কেট, ইত্যাদি) এসবের সংখ্য যুক্ত হয়ে পড়েছিল। বামফ্রণ্ট সরকার দুনীতির সংগে যুক্ত এসয সংস্থাকে ভেঙে দিয়ে কাউন্সিল তৈরী করেন এবং নতেন আইন তৈরীর কাজে খাত দেন। এই আইনের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি নধারক সংস্থাগুলিতে ছাত্র-শিক্ষক-আশক্ষক কর্ম-চারীদের প্রতিনিধিরা থাকতে পারবেন, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যা**লয়** পারচালনের আরও গণতন্ত্রীকরণ হবে। এসব কিছুই উচ্চ-শি**ক্ষাকে নতুন খাতে প্রবাহিত করবে**।

আমরা লক্ষ্য করেছি বাম সরকার একটি নির্দিষ্ট নীতির দারা পরিচালিত হচ্ছেন। এই নীতি হল—শিক্ষা-প্রসারের পক্ষে, দ্ননীতির বিরুদ্ধে। একটি গণতালিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রেপ্রার্দ্রির প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যদি গরীব মান্ম্র সমাজের মালিক না হন, বামফ্রণ্ট সরকার সমাজকাঠামোর কোন মোলিক পরিবর্তন করতে পারবেন না, তার জন্য সমাজ-বিশ্লবের প্রয়োজন হবে। যতদিন না তা হচ্ছে, সীমাবন্ধ ক্ষমতা নিয়ে বামফ্রণ্ট সরকারের শিক্ষার স্বার্থে কাজ করছেন। এরজন্য চাই রাজ্যের হাতে আরও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা। তাই শিক্ষাকে রাজ্য তালিকাভুক্ত করা, রাজ্যের হাতে আধক ক্ষমতা প্রদানের মত গণতালিক দাবীগ্যলি নিয়ে বাম সরকার দাবী উত্থাপন করছেন। বাম সরকারের এই বন্ধব্যের সাথে এ রাজ্যের এবং অন্যান্য রাজ্যের মান্য কণ্ঠ মিলিয়ে-ছেন।

## সর্বনাশা বিচ্ছিন্নতাবাদ

## স্থুকুমার দাস

ভারতের স্বাধীনভার জন্মলণেন ব্রিটিশ সামাজ্যবাদ এ দেশের মাটিতে ন্বিজাতি ততুকে কেন্দ্র করে যে সাংঘাতিক জাতিবৈরীতার বীজটিকে রোপণ করে গিয়েছিল তাই আজ মহীর হয়ে দেশের মধ্যে নানা অশান্তি ও অনৈক্যের বাতা-বরণ সূখি করে চলেছে। আজকের নানা বিভেদপন্থা ও বিচ্ছিন্নতাবাদীর আন্দোলনের উৎস সেখানেই। নানা বিচিত্র দাবী নিয়ে বিভেদপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন আজ দেশের নানা প্রান্তে, নানা নামে নানা চেহারায় আত্মপ্রকাশ করে দেশের সংহতি ও ঐক্যের সর্বনাশ ডেকে আনছে। ভারতের স্বাধীনতার কার্যুশ কছর পরেও তাই আজও ওঠে দেশের অখণ্ডতার প্রশ্ন। স্বাভাবিকভাবে এ জিনিষ কম্পনাও করা যায় না। এই বিভেদপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলনের আগ্রনে আজ দশ্ধ হতে চলেছে ভারতের বিভিন্ন অণ্ডল এবং এর শিকার হয়ে চলেছে দেশের হাজার হাজার মান্ত্র। এমনটি চললে দেশ একদিন খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে—বিপন্ন হবে দেশের স্বাধীনতা। এ প্রসংগ্য দ্রেদশী নেতাজী স্ভাষচন্দ্রের উচ্চারিত সেই সাবধান বাণী আজ আবার মনে পড়বে, যা' অক্ষরে অক্ষরে সত্য হ'তে চলেছে। তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে ব্রিটিশ শক্তির সপ্তে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম না করে. দেশ বিভাগ মেনে নিয়ে আপোষের মাধ্যমে যদি দেশের ম্বাধীনতা অজিতি হয়, তবে সে স্বাধীনতাকে পূর্ণ স্বাধীনতা বলে মনে করা ভল হবে। কারণ ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় চতুর সামাজ্যবাদ শক্তি দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করে জাতিবৈরীতার ম বীজ দেশবাসীর মনে বপন করে যাবে তাতে একদিন "ভারত ∡রংস হয়ে যাবে।" দেশ স্বাধীন হবার পরে যা' হবার তাই হ'ল। বিদেশীর বদলে শাসন ক্ষমতা পেলো দেশী বুর্জোয়ার দল। এতে কোন মোলিক পরিবর্তন সূচিত হল না। পরিবর্তন হলো শুধু শোষকের। এরাও একটানা দীর্ঘ ত্রিশ বছর দেশ শাসন করলো ইংরেজের মতোই 'বিভাজন ও শাসন' এ নীতিকে আশ্রয় করে। মানুষের আশা আকাষ্কার প্রতি, সুখ সুর্বিধার দিকে বিন্দুমাত্র নজর এরা দেয়নি। এদের চরম ঔদাসীন্য ও উপেক্ষা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মান ্বকে ক্ষিপ্ত করে তুললো। এ ক্ষিণ্ডতার কারণ তাদের অন্তরের বহুদিনের পঞ্জীভূত বঞ্চনার বেদনা। সেই প**্লে**ীভূত বেদনাই আজ যে কোন উম্কানিতে মান**্**ষকে ধাবিত করছে চরমপন্থার দিকে। আ<del>জ</del> ষে দিকে দিকে বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করছে এর পেছনেও কারণ ঐ একই দীর্ঘ দিনের উপেক্ষা ও বঞ্চনা। আর আজকের এ আন্দোলন যে নামেই চলকে, যে দাবিকে সামনে নিয়েই হাজির হোক না কেন—আসলে এ বিভেদপন্থী আন্দোলন দেশের ঐক্য ও সংহতির সর্বনাশ ছাড়া আর কিছু ডেকে আনছে না।

আজ গোটা উত্তর-পূর্ব ভারত জ্বড়ে অযোগ্তিক নানা দাবীকে সামনে রেথে আন্দোলনের নামে চলছে বিশৃত্থলা স্তির অপপ্রয়াস। আসাম থেকে তা' মিজোরামে, মিজোরাম থেকে মণিপুর, মণিপুর থেকে চিপুরা এবং চিপুরা থেকে পশ্চিমবাংলার উত্তর প্রান্তে একং মেদিনীপরে, প্রের্লিয়া ও বাঁকুড়ার বেশ কিছু অঞ্চলে। নাগাল্যান্ড তো স্বাধীনতার প্রাক্তাল থেকেই হয়ে আছে অণ্নিগর্ভ। শৃথ্য উত্তর-পূর্ব ভারতেই নর বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন আজ গ্রাস করতে চলেছে ভারতের আরও! নানা প্রান্তকে। এ অবশ্য নতুন কিছু নয়। ভারতের স্বাধীনতার আগে জিলা সাহেব দেশ ভাগের সময় পাকিস্তান ছাডা শিখদের দলে টানবার জন্য স্বাধীন "শিখিস্থান" গড়বার প্রস্তাবত দিয়েছিলেন। কিন্তু শিখদের অনীহার জন্য তাঁর সে চেণ্টা ফলপ্রস্থার্ হয়নি। কিন্তু সেদিন যা হয়নি, পাঞ্জাবে আব্দ আবার সে দাবি উঠছে। তারা দাবি তুলছে ভারত থেকে পূথক হয়ে একটি "স্বাধীন শিখ রাজ্য" প্রতিষ্ঠার। রাজধানীর অতি কাছে চলছে এর উদ্যোগ। অবশ্য ভারতে প্রথম বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল নাগাল্যান্ডে। নাগাদের মধ্যে ছিল শ্রেণী বিভাগ। ছিল তীব্র গোষ্ঠী বিবাদ। একে যখন ভারতের অণ্যরাজারপে গ্রহণ করা হয়, বিদেশী অর্থ ও অস্তের সাহায্যে তখনই ওখানে শুরু হয়ে যায় বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন। সেই ভয়াক্ছ আন্দো-লনকে রুখতে ভারত সরকারকে শেষ পর্যন্ত সৈন্য বাহিনী পাঠাতে হয়। এর পরই বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন দেখাদেয় মাদ্রাজে। এদের দাবি ছিল পৃথক "দ্রাবিড় ভূমির"। এ দাবি সেদিন মাদ্রাজের গণদাবিতে পরিণত হয়। এবং এ আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ে হিন্দিভাষা ও হিন্দি এলাকার প্রভূত্বের অভিযোগ তুলে। এর ফলে মাদ্রাজ রাজ্য থেকে নির্বাসিত করা হয় হিন্দি ভাষাকে এবং রাজ্যের নাম বদলে রাথা হয় 'তামিলনাডু'। আসাম সরকারের চরম অবহেলায় মিজোরামেও শুরু হয়েছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। ফলে একদিন আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওরা গঠন করে পৃথক মিজোরাম রাজা। মিজোরামের পরই সে ঢেউ ধাক্কা দেয় মণিপুরে। মণিপুরের সেই বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলনের স্লোত আজও চলছে এবং এর তীব্রতা ক্রমশই তীব্রতর হচ্ছে সীমান্তরাজ্য বার্মা থেকে অস্ফ্রশস্ক্রের আমদানীতে।

সাম্প্রতিক কালে উত্তর-পূর্ব ভারতের আসামরাজ্য এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রভা। এটা নতুন নয়, এ রাজ্যে এরকম আন্দোলনের জিগির তোলা হয়েছে বার বার। এ যেন কোন সুশ্ত আন্দোর্নারির কিছুদিনের বিরামের পর হঠাং আশন উল্গিরণ। যে কোন একট্র উল্কানি, যে কোন রকম প্রাদেশিকতার স্রস্কারির পেলেই সেখানে শ্রুহ হয়ে যায় ল্ঠতরাজ, খ্না জখম। আর এ অন্দোলনের মূল শিকার হয়ে আসছিলো এতাদন শ্রুহ সংখ্যালঘ্য বাজ্যালীরা। এবারের আন্দোলন চলছে সেখানকার 'আস্মু' ও গণসংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্ব। এবারের এ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন কিন্তু আর "বাজ্যালী খেদাও" আন্দোলনের মধ্যে সীমাবন্ধ নেই। এবার এ আন্দোলন চলছে বিদেশী তাড়ানোর নামে। তার ফলে শ্রুধ

বাগ্যালী নেপালীরাই নয়, মার খাচ্ছে গোটা সংখ্যালঘু ল্ল-অসমীরারা। তাদের অনেকেই এদের সহিংস এ আন্দোলনের বলি হরেছে। হয়েছে হাজার হাজার মান্ব প্রহারা, এমন্ক পদেশ ছাড়া। তারা **আজ উত্তর বংশের বিভিন্ন শিবিরে** আ<u>খ</u>র গ্রহণ করেছে। ওরা আর আসামে ফিরে বেতে চাইছে না। ওদের আশকা ওখানে ফিরে গেলে প্রাণে আর তারা বাঁচতে পারবে ता कार्त्रण के जब जारमानानकारीया जर्विधान मारन ना। विरमणी বলে ওরা ভারতের নাগারকদের যা' খুশী তাই করতে পারে। বিদেশী কারা তা' তারা নির্ম্বারণ করবে নিজেদেরই ইচ্ছামত। ভারতের যে কোন প্রান্তের নাগরিকই যে ভারতের যে কোন পদেশে কসবাস ও জীবিকা অর্জনের অধিকারী—একথাটা ওরা মানতেই চাইছেনা, ওদের থেয়ালের শিকার হতে চলেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। এই আন্দোলনের পেছনে মদত জোগাচ্ছে কিছু কায়েমী দ্বার্থবাদী রাজনীতিবিদ ও প্রতিক্রিয়াশীল ধনার দল এবং िक्र विद्यानी मिक्त। निरक्षापत न्वार्थिनिष्यत छेरामरा বিদেশী হঠানোর নামে এরা অর্থ ও প্ররোচনা দিয়ে এক শ্রেণীর ছাত্র ও যুবকদের বিপথগামী করে তুলছে। এরা চাইছে এ আন্দোলনকৈ সামনে রেখে ওদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে। অথচ আশ্রেমের কথা কেন্দ্রীয় সরকার সব কিছু ব্রেওে এ সমস্যা সমাধানের ফলপ্রসূ কোন ব্যবস্থা আজও গ্রহণ করতে পারছে না। কেন পারছে না? প্রশনটা সেখানেই।

অন্বর্পভাবে সম্প্রতি বিপর্রাতে উপজাতি আন্দে:লনের নাম করে উগ্র-উপজাতি দল মান্ডাই বাজারে অ-গ্রিপরোবাসী-দের উপর **অতর্কিতে হানা দিয়ে যে নারকীয় গণহত্যা সং**ঘঠিত করলো তাতেও বলি হলো প্রায় ছ' শোর মত মানুষ। বহু লোক আহত হলো। প্রড়লো অনেক ঘরবাড়ী। ঘর ছাড়া হলো কয়েক হাজার মান্ব। এর পেছনেও আছে প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমীস্বার্থ কাদের এবং বিদেশী শক্তির মদত। এরা উপজাতি আন্দোলনের নাম করে দাংগা হাংগামা সূচ্টির এক গভীর ষড়য**ন্দ্র দুরে দিয়েছিল অনেক আগেই। উপজ**াতি ও বাংলা ভাষাভাষীদের সংগ্রামী ঐক্য নন্ট করাই এর উদ্দেশ্য। গ্রিপ্রোতে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে বেশী করে উৎসাহ জ্গিয়েছে সাম্বাজ্যবাদী, বিদেশী মিশনারী সংস্থা ও সি, আই, এ। **এদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্ররোচনায় উ**গ্রপন্থী উপজাতি য**়ব-সমিতি বীভংস হত্যাকা**ণ্ড ঘটাচ্ছে। এদের উদ্কানিতেই উপজাতি**দের একাংশ আজ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।** একথা স্বীকার **করতেই হবে যে উপজাতিরা স**্কার্মকাল সাম**্**গ্রক-ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এমন কিছু সাহায্য ও সহ-যোগিতা পার্যান যার ফলে তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটতে পারে। উপজাতিরা **আজও সমানভাবে অনগ্রসরই রয়ে গেছে। গ্রিপ**রোর সা**ম্প্রতিক ঘটনাবলীর জন্য যে কেন্দ্রী**য় সরকার দায়ী সে বিষয়টি **আজ পরিম্কার হয়ে গেছে। প্রথমত** এই ধরনের সম্ভাব্য **উপজ্ঞাতি আক্রমণের আশ**ৎকার চিপরের সরকার পেলের করেছ একাধিকবার সৈন্য ইত্যাদির চেয়েছিল, কিন্তু কেন্দ্র এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছে। **দ্বিতীরত এখনও গ্রিপ**্রাতে বে পরিমাণ সেনা আছে তা পার্বত্য-উপজাতিদের আচমকা আক্রমণের মোকাবিলা ক্রার পর বিপ্রোর নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যথেতি নর। তব্ও কেন্দ্রীর সরকার সেটা প্রেণ করতে গড়িমসী क्तरहर । अञ्चार को ब्रायर अम्बिया इत ना य विभागात নিরে কেন্দ্রীর সরকার আরও খেলতে চাইছে। ত্রিপর্রার বামফ্রন্ট সরকারকে হের প্রতিপন্ন করাই কেন্দ্রের মূল উন্দেশ্য।
কেন্দ্রের সব থেকে প্রধান উন্দেশ্য হলো বামপন্থী আন্দোলনের
ঘাটিগর্নালকে ধরংস করা। সেটা দেখা যাছে আসামের বেলার।
কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী আজ ভারতের বাম আন্দোলনের
কাছে অনেকটা শন্তিহীন, তাই তাকে আজ স্তব্ধ করতে আশ্রর
ও কৌশল নিরেছে অন্য পথের। আসামে আসাম ছাত্র ইউনিরন
বা গণসংগ্রাম পরিষদকে মদত এবং ত্রিপ্রার উগ্র-উপজাতিদের
মদত দেওয়া সেই ষড়যন্তেরই একটা চাল। অর্থাৎ আসাম ও
ত্রিপ্রাকে কেন্দ্র করে আজ আক্রমণের ষড়যন্ত্র চলছে বামপন্থী
আন্দোলনের উপর। আগামী দিনে তা আরও ভর্মন্কর পথে
যে মোড় নেবে তাতে বিস্মরের কিছ্ন নেই।

আসামের ঘটনার সংখ্য ত্রিপারার সামগ্রিক ঘটনাবলীর কিছু মূলগত পার্থক্য আছে। আসামে বিপন্ন হয়ে পডেছে সংখ্যা-লঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠদের ঢাপে। আসামের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আজ একাধিক কারণে নিজেদের আশৎকায় ভরিয়ে তলে সংখ্যা-লঘু অংশকে রাজ্য থেকে বহিত্কার করে দিতে সচেন্ট। সেই প্রয়াস থেকেই রব উঠেছে প্রাদেশিকতাবাদের—স্বতন্ত্র আসাম দেশ গঠনের। অতএব আসামে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই সেখানে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে আন্দোলন গড়ে তোলার, দাবী আদায়ের, নিজেদের সূথ সূর্বিধাকে প্রতিষ্ঠা করার। অপর দিকে গ্রিপব্রার ঘটনাবলী সম্পূর্ণ আলাদা। ত্রিপুরায় আক্রমণের সূচনা করেছে উপজাতিরা—যারা গ্রিপুরায় সংখ্যালঘু বি**শৃ>খলা স**ৃষ্টির প**ু**রোধাও তারা। সাম্প্রতিক গণহত্যার নায়কও তারাই। আসামে সংখ্যালঘুদের উপস্থিতির জন্য যে আশৃৰ্কায় শৃত্তিত সংখ্যাগুরু অংশ, ত্রিপুরায় সেই আশৃৰ্কায় শঙ্কিত সংখ্যালঘ্ অংশ, সংখ্যাগ্রনুদের ভয়ে। দুটি স্লোতই কিন্তু একই জায়গায় মিশতে চলেছে। দুটি স্লোতের মুল লক্ষ্যও এক।

উপজাতিরা দীর্ঘদিন ধরে পিছিরেই রয়েছে। অনগ্রসর অংশ হিসাবেই তারা চিহ্নিত। ব্রিটিশ সব সময়েই উপজাতিদের সঞ্গে অ-উপজাতিদের একটা বিরোধের স্ত্রকে জীইরে এসেছে। গত তিরিশ বছরে তংকালীন সরকার সম্হের অপদার্থতায় সে স্ত্র আরও বড় আকার নিয়েছে। এটা পরিক্লার যে, তিরিশ বছর আগে উপজাতি সম্প্রদায়ের যে অর্থনৈতিক মান ও ভিত্তি ছিল, আজ সেই মান এক থেকে দেড় শতাংশের বেশী বাড়েনি। এই বৈষম্যের ছবি দীর্ঘকাল মনে গাঁথতে গাঁথতে আজ তা' পরিণত হয়েছে ব্যাপক হিংসা ও দ্বেষে। আর এই প্রবল বিতৃষ্ণাকেই কাজে লাগিয়েছে চতুর রাজনীতিবিদেরা এবং অদ্শ্য বিদেশী হাত। এরাই মদত জ্গারাছে হিংসার। সে হিংসা ছিল করেছে আজ তিপ্রান্বাসীদের দীর্ঘদিনের সম্প্রীতিকে।

আসাম ও বিপর্রার অশাশত তেওঁ আজ পশ্চিমবশ্সের উত্তর প্রাণ্ডে এসে আঘাত করেছে। উত্তর বাংলার কোন কোন অঞ্চলে রাজবংশী ও অনগ্রসর তপশীল জাতি ও উপজাতির জনসাধারণের মধ্যে "উত্তর খণ্ড" আন্দোলনের নামে এক প্রচার কার্য চলছে। সংখ্যার এরা স্বন্প হলেও একে উপেক্ষা করা সমীচীন হবে না। এখানেও সেই এক্ই কারণে অর্থাৎ অর্থা-নৈতিক অনগ্রসরতা ও অণিক্ষার স্ব্যোগ নিরে একপ্রেশীর লোক এই দাবী ভুলছে বে, উত্তর বাংলার জমিজমা বণ্টনের

কাপারে এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ দাবী অনেক ক্ষেত্রে অযৌত্তিক বা অন্যায় বলা যাবে না। কিন্তু এ আন্দোলনের যেমন ভাবে এ'রা প্রসার ঘটাতে চাইছেন সেটাই বিপদের। এ আন্দোলনের নেতারা এমন প্রচার-কার্ষ চালাচ্ছেন যা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে উদ্বাস্ত্ বাঙ্গালীরাই বৃত্তির ওদের সব দৃঃখের কারণ। ওরাই নাকি ওদের অহে বাইরে থেকে এসে ভাগ বসাতে চাইছে। অর্থাৎ ওরা নাকি বহিরাগত। আসামে 'বঙ্গাল খেদাও' আন্দোলন এবং **গ্রিপ্রোয় নৃশংস হত্যাকাশ্ডের পর এই আন্দোলনকে নিতান্ত** নিরীহ বলে ভাবার কোন অবকাশ থাকে না। কারণ এ আন্দো-লনের দাবী যা'ই থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাই বিচ্ছিন্নতা-বাদের আন্দোলনে পরিণত হবে। ত্রিপ্ররার উপজাতি যুব সমিতির মত উত্তরখন্ডের আন্দোলনকারীরাও যে একদিন 'ভাটিয়া' তাড়াও বলে হ, জ্বার ছাড়বে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? আর এর মূল রয়েছে কোচবিহারের পশ্চিমবংগ সংযুক্তির সময় থেকেই। ঐ সময়ে রাজবংশীদেরই একটা অংশ কোচাবহ।রকে সঙ্গে যুক্ত করতে। ঐ দাবীদার ছিল সেখানকার সম্পন্ন লোকেরাই এবং জোতদারেরা। তারাই সেদিন সরল সাধারণ মান্ত্রকে নানা প্রলোভনের সূরস্কারির সাহায্যে বিদ্রান্ত করে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেয়েছিল। উত্তর বাংলার উন্নয়নের দাবী অবশ্যই ন্যায্য। দীর্ঘদিন উত্তর वाश्मारक नाना पिक पिरा छेरशका कता शरारह। किन्छ এकটा অঞ্জের অনগ্রসরতার সমস্যা সমাধানের পথ নিশ্চয়ই এ ধরনের বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন নয়। দেশভাগের ফলে বাংলা-

ভাষী অঞ্চলের অধিকাংশই ভারত থেকে আলাদা হয়ে যায়। সম্কৃচিত পশ্চিমবঙ্গকে যে সংকটের মধ্য দিয়ে তার অহিতত্ব রক্ষার সংগ্রাম করতে হয়েছে, তা ভূললে চলবে না। উত্তর বাংলার উন্নয়ন গোটা পশ্চিমব**েগার উন্নয়নেরই স**েগ যুক্ত। তাকে আলাদা বলে দেখা ঠিক হবে না। তবে ওদের প্রচারে কিছ্ম কিছ্ম ভুল রয়েছে। যে সংখ্যা ও তথ্য দিয়ে সকলকে বিভ্রাম্ত করার চেণ্টা হচ্ছে, তার বিরুম্থে প্রচার চাই। এটা অনস্বীকার্য যে কামফ্রণ্ট সরকার রাজবংশী ও তপশীলদের অবস্থার উন্নতির জন্য কিছু কিছু চেণ্টা ইতিমধ্যে করেছেন। জমি বণ্টনের ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার পেয়েছে ওখানকার তপশীল সম্প্রদায়ই। আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রভ:বে উত্তরখণ্ড আন্দোলনও দ্রান্ত পথে চালিত হতে পারে। তার জনাই পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ ও সরকারকে এ সম্পর্কে সচেতন ও সজাগ থাকতে হবে। দেশের ঐক্য ও সংহতি বিরোধী এই ধরনের বিভেদপন্থী আন্দোলন কোন ক্রমেই সমর্থন করা যায় না। রাজনৈতিক দলগুলির উচিত এখনই এর বিরুদেধ সোচ্চার হওয়া এবং এ বিভেদের বীজকে অর্ণ্ডুরেই বিনষ্ট করে ফেলা। এ আন্দোলন জোরদার করতে কোন রাজনৈতিক দলই যেন এগিয়ে যেতে সাহস না করে এর জন্য বামফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দলের কর্মীদের উচিত সজাগ দুজিট রাখা।

দ্ভি না রেখে উপায় নেই কারণ এর পেছনেও রয়েছে জঘন্য এক রাজনৈতিক ষড়যন্তা। আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দেলনের হঠাৎ তীব্রতা অনুভব করা গিয়েছিল সেখানকার বিগত নির্বাচনে বামপন্থীদের সামান্য শস্তিব্দিশতেই। কায়েমী স্বার্থবাদীর দল এতেই বিচলিত বোধ করেছে। বাধ্য হয়েই

ৰাম স্লোতকে রুখতে এরা বিচ্ছিন্নতাবদের আন্দোলনকে উস্কানি দিরেছে। আবার ত্রিপরোয়ও বখন বামফ্রণ্ট সরকারের অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেল, তখনই সমস্ত কারেমী স্বার্থ উপজাতি ও वाश्नानौत मर्था विरक्षम मृश्यित राज्यो करतरह । श्रीकायरश्यद বামফ্রণ্ট সরকারের সাফল্য, বিশেষকরে ক্র্ণাদার, ক্ষেত্যজ্ব প্রান্তিক চাষীদের অভতপূর্ব জাগরণ ও তাদের অকথার উন্নতিতে দিশেহারা হয়ে কায়েমীস্বার্থ এখানেও গোলযোগ স্ভির চেন্টা করছে। উত্তরবংশেও এরা তারই স্বযোগ খ'্জছে। জলপাইগাড়ি ও দাজিলিং জেলায় কয়েক লক্ষ চা বাগান শ্রমিক আছে। তা' ছাডা আছে বনাণ্ডলে সংগ্রামী বন-প্রমিক, এরা প্রধানত আদিবাসী ও নেপালী। বাঁচার দাবীতে চা বাগ নের শ্রমিক ও বন-শ্রমিক এবং অন্যান্য শ্রমিক ঐক্যবন্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ওখানকার মালিকশ্রেণীর পক্ষে এ সম্ভাবনাকে মানা সম্ভব নয়। তাই তারা সুযোগ খবজছে এ বিচ্ছন্নতাবাদী আন্দোলনকে আরও তীরতর করার জন্য। এর পিছনে ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রমিক ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরানো। দুণ্টি আরও দিতে হবে এই জন্য যে ঐ সব বিচ্ছিন্নতা-বাদীর দল আরও বিচিত্র নানা দাবীকে ওদের আন্দোলনের সামনে রাখবার চেণ্টা করছে, যা' পি চমবণ্গের পক্ষে মার অফ হয়ে উঠতে পারে। উত্তর**খন্ডের আন্দোলনকারীদের কেউ** কেউ কিছ্র দিন আগে 'কামতাপ্রে' রাজ্য গড়ারও স্বংন দেখেছে। এদের অনেকেরই আজও দুঢ়বিশ্বাস কোচবিহারের ভারতভৃত্তি চ্ডান্ত নয়। একে পশ্চিমবঙ্গ থেকেই শ্ব্ব্ন্নয়, ভারত থেকেও বিচ্ছিন্ন করতে হবে। আবার কেউ কেউ নেপালী বাৎগালী বিরোধ বাঁধিয়ে দাজিলিং জেলাকেও পশ্চিমবংগ থেকে প্রাথক, **এমনকি পারলে ভারত থেকেও পৃথক করার কথা বলছে।** এক সময় এখান থেকেই উঠেছিল, নেপাল, দার্জিলিং জেলা ও সিকিমকে নিয়ে এক 'মহানেপাল' গড়ার বিচিত্র দেলাগান।

এদিকে আবার ঝাড়গ্রামকে কেন্দ্র করে বীনপরে গোপী-বল্লভপ্র দহিজ্ঞী ইত্যাদি আদিবাসী মাহাতো ও সাঁওতালরা আদিবাসী উন্নয়ন সমিতি নামক এক প্রতিষ্ঠানের অধীনে **সংহত হওয়ার চেণ্টা করছে। তারা মেদিনীপরে, বাঁকু**ড়া, প্রে,লিয়া ও সাঁওতাল প্রগনা ও ময়্রভঞ্জ সংলশ্ন আদিবাসী অধ্যবিত এলাকাগবলৈ একত করে ঝাড়খন্ড নামে স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি রাজ্য গঠনের আন্দোলনে রতী হয়েছেন। এ ঘটনাও উপেক্ষার নয়। কারণ এর পেছনেও আছে বহু, দিনের পঞ্জীভূত দর্বংখ, বেদনার ও অবহেলার ইতিহাস। এখানেও আদিবাসীদের একটা বড় অংশ অর্থ নৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর। আশে-পাশের বহু, পরিবর্তন ও উল্লয়নের চেহারায় তারাও আজ ক্ষিণ্ড। সেই ক্ষোভই হয়তো এ বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলনের রূপকার। তিন দশকের বেশী শাসন কর্তুত্ব হাতে পেয়েও শাসকবর্গ ওদের জন্য কিছ, করার চেণ্টাই করেননি কেন-সে প্রশ্নই আজ তারা করছে। ক্ষোভের তাড়নায় জাগৃতির আন্দো-লনকে অস্বাভাবিক ভাবা যায় না আন্দোলন করবার অধিকার তাদের আছে কিন্তু সে পথ কোনমতেই আত্মস্বাতন্ত্রের পথ হওয়া উচিত নয়। যে কোন আত্মন্বাতন্ত্রের আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার আন্দোলনের দিকে যায়। এখানেও দেখতে হবে পেছন থেকে সনতো টানছে কারা ? বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদেশী कुठक्रौता अर्पत मर्थाउ जन्यायम करत्राह अवर करतरह वरमरे [শেষাংশ ২৭ প্ৰায়]

# মস্কো অ**লিম্পিক: মামু**ষের অলিম্পিক দৌর্মিত্র লাইটা

বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েট রাশিয়া। সেই সোভিয়েট ক্লিশায়র রাজধানী মন্তেকায় এবার ২২তম অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বলা বাহ্ল্য শুধ্ প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাত্ম বলে নয়, এই প্রথম একটি সমাজতান্ত্রিক রাত্ম ব্যবস্থাধীন দেশে অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় সারা বিশ্বের ক্রীড়ামোদি জনগণ অসীম কোতৃহলে বর্তমান অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিকে তাকিয়ে আছেন।

সালিশ্পিক ফ্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় প্রতি চার বছর অন্তর। ২১-তম আলিশ্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৬ সালে মন্দ্রিলে, এবার বাইশ-তম প্রতিযোগিতা। স্বভাবতই কোত্ত্বল জাগে, প্রথম অলিশ্পিক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল? প্রথম আলিশ্পিক গত শতাব্দীর শেষ দিকে ১৮৯৬ সালে গ্রীস দেশের এথেন্সে অনুষ্ঠিত হয়। আধ্নিক অলিশ্পিক ফ্রীড়া প্রতিযোগিতার জনক ব্যারন পিয়ের ডি কাউবার্টিন (Baron Pierre de Coubertin) উদ্যোগী হয়ে এই প্রতিযোগিতা প্রবায় শ্রুর করেন। জন্ম হয় আধ্ননিক অলিশ্পিকের।

'আধ্বনিক' এবং 'প্রনরায়' শব্দদ্বিট চলে এলো। অতএব একট্র ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এই ব্যাখ্যার সত্রে নিহিত রয়েছে অলিম্পিকের ইতিহাসের পাতায়। বিস্তারিত ইতিহাস উল্লেখ না করে তারও একটি সংক্ষিণ্ত পাঠ নেওয়া যেতে পারে।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে অলিম্পিয়া মন্দিরের ভংশাবশেষ ভূকম্পনে ভূগর্ভে অন্তলীন হয়ে যায় এবং এর কিছুদিন পরেই আসে আলফিউস নদীতে প্রবল বন্যা। প্রলয়ঞ্করী ভূকম্পন এবং বিধনংসী বন্যার করাল গ্রাসে অলিম্পিয়ার উপত্যকা ডুবে যায়। অলিম্পিকের সন্মহান ঐতিহামন্ডিত ক্রীড়াগণ অতীতের স্মৃতির মতন হারিয়ে যায়, জমে ওঠে পলি আর অরন্যাব্ত সব্জ ভূমির ওপর বিশাল বিশাল গাছপালা। দেখে বোঝাই যায় না এখানে কথনও কোনদিন কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অন্তিত হয়েছে। জার্মান প্রস্থৃতাত্ত্বিকরা অতীতের স্মৃতি খান্ডে প্রাচীন জলিম্পক প্রান্তর আবিষ্কার করেছেন প্রায় এক শতাব্দী আগে (১৮৭৬-১৮৮১)।

প্রাচীন অলিম্পিক কত প্রচীন সে বিষয়ে নানা রক্ষ মতভেদ আছে। আলতর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি অবশ্য সর্ব-সম্মত একটা ইতিহাস তৈরী করেছেন।

প্রাচীন গ্রীস দেশের গাথা ও চারনদের গানের মধ্যে জালিন্সক ক্রীড়ার ট্রকরো ট্রকরো ছবি পাওয়া যায়। হোমারের লেখাতেও জালিন্সকের ছারাপাত ঘটেছে। আনুমানিক খ্রুটিন্র এক হাজার বছর আগে প্রাচীন অলিন্সিক শ্রুর হয়. কিন্তু ৮৮৪ খ্রু প্রে আগেকার ধারাবাহিক ক্র্তি কোথাও নেই বলে জানা যায় না অলিন্সিক সভিটে কত প্রাচীন।

অলিন্পিরা শব্দটি গ্রীক শব্দ জালিন্পিয়াস থেকে এসেছে। এই শব্দটির অর্থ দেবতাদের আবাসভূমি। মান্র তার ইতি-হাসকে বেমন বিভিন্ন শিলেপ সাহিত্যে গানে, সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিরে রেখেছিল, সেই সূত্র ধরে ধরে, গ্রন্থনা করে করে ষেমন আমরা আমাদের অতীতকে চিনেছি, ঠিক তেমনি ভাবেই আলিম্পিকের সম্পর্কেও কিছ্ম কিছ্ম গলপ কথা, উপকথা প্রচলিত আছে, যার সূত্র ধরে ধরে, গ্রন্থনা করে করে, আমরা খাজে পাই অতীত, আমরা খাজে পেরেছি তার ইতিহাস, তার স্মহান ঐতিহা, তার চির অম্লান বাণী 'আম্তর্জাতিক মৈন্তী, সম্প্রীতি দ্রাতৃত্ব, সংহতির বিজয় গান'। মান্বের স্কৃথ স্কুদর সবল সোর্যবীয়ের প্রতীক অলিম্পিক।

ঐতিহাসিক যুগ শুরু হওয়ার সময়ই দেখা যায় আর্য জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত ছড়িয়ে পড়েছে। আর্য জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে খেলা ধ্লার বিশেষ প্রচলন ছিল। বিবাহ, দেবপ্রেলা, বিভিন্ন মাংগালিক অনুষ্ঠানেও মিলিত হয়ে আর্য যুবকরা শরীর চর্চা, অস্ত্রচালনা এবং অন্যান্য ক্রীড়ার নানা কায়দা কোশল প্রদর্শন করতেন। ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভের পর ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রমাণ খৃষ্ট পূর্ব দুইাজার বংসর প্রে ক্রীটের মাইনোসের রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে দেওয়ালে আকা নানা ছবিতে রয়েছে।

গ্রীস দেশেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান অংগ ছিল খেলাধ্লা। বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে এবং ছুর্টির দিনে গ্রীক জাতির মধ্যে মিলিত হয়ে কীড়া চর্চার নজির খবুজে পাওয়া যায়। গ্রীক ভাষায় এই সব আনন্দ অনুষ্ঠানের নাম 'প্যানেগেরিশ'। হোমারের ইলিয়ড়ে (২০ খন্ডে) পেট্রোক্রসের অন্ত্যোণ্টিকিয়া উপলক্ষে প্যানেগেরিশের একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। ১১০০ খ্ঃ প্ঃ অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় রথ চালনা, মুফিযুম্প, ভারী প্রস্তর নিক্ষেপ্ কৃত্তি প্রভৃতি ছিল অন্যতম আকর্ষণ। ট্রেজান যুম্খখ্যত আজাফ্স ইউলিসিস এন্টিলোকাস প্রমুখ অংশ গ্রহণ করেছিলেন ওড়েসিতে রাজা আলমিন্যাসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি প্যানেগেরিশে।

প্যানেগেরিশ ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। ফলে তিন চারটি প্যানেগেরিশ নিয়ে একটি বৃহত্তর প্যানেগেরিশ স্থিট হয়। আর এই প্যানেগেরিশে যোগদানের জন্য শরীর চর্চা ও ক্রীড়া গ্রীক জাতির অন্যতম অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। পিণ্ডার হেসিয়ড, হেয়ো ডোটাস প্রেনিয়াস প্রভৃতি বহু বৃহত্তর প্যানেগৈরিশের কথা জানা গেছে। তার মধ্যে ওলিম্পিয়ার জিউসদেবের মহা-প্রজা উপলক্ষে ওলিম্পিয়ার উৎসব, এপোলোদেবের পাইথন হত্যার উপলক্ষে পাইথন উৎসব, হার্রিকউলিসের 'নেম্যান সিংহ' হত্যা উপলক্ষে নেম্যান উৎসব, হার্রাকউলিসের ক্রীটের উন্মত্ত বৃষ হত্যা উপলক্ষে ফোরিন্স যোজকে ইসয়মিয়ান উৎসব. হায়্যানসিন্থ্যাসের মৃত্যু উপলক্ষে হায়্যাসিন্থ্যাস উৎসব, এ**থেন্সের থারপেলি**য়া এথেনা দেবীর সম্মানে অনুষ্ঠিত भागत्थि जिल्ला छे । निर्मा के भनत्क रामे । भी निर्मा छे । মাইফেলের প্যানয়াবোমিয়া উৎসব, ভেঙ্গ্লেসের এপোলে!দেব উৎসব উল্লেখযোগ্য। কালক্রমে এইসব উৎসব গ্রীক জাতির জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছিল। ইতিহাস বলে স্থানীয় প্যানে-

গেরিশ থেকে জাতীর হেলেনিক ন্যাশনাল গেমস স্থিট হরে-ছিল। হেজেনেসদের চারটি হেলেনিক জাতীর ক্রীড়ার প্রচলন ছিল। কালক্রমে অলিম্পিরার জিউসদেবের সম্মানে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিকোগিতা ছড়ো অন্য তিনটি কথ হরে বার। অলিম্পিক ক্রীড়াই ছিল প্রাচীনতম ক্রীড়া প্রতিবোগিতা।

অলিম্পিক ক্রীড়া জন্মলখেনর পর থেকে বার বার নানারক্ষ সমস্যার সম্মুখীন হয়। যুন্ধ মহামারী সংঘর্ষ রন্তপাত বার বার দেখা দিয়েছে, কিন্তু অলিম্পিকের আদর্শ কথনও ম্লান হতে পারে নি। যুন্ধরত অবস্থায় দেখা গেছে অলিম্পিক ক্রীড়া হচ্ছে। কিন্তু তারও সমাণিত ঘটে কালের অমোঘ নিয়মে। ১১৭২ বছর পর ২৯৭তম অলিম্পিয়াডের সাথে সাথে অলিম্পিকের পরিসমাণিত ঘটে। কেন আলিম্পিকের পরিসমাণিত ঘটে। কেন আলিম্পিকের পরিসমাণিত ঘটেছল তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮৭৬ সালে ফরাসী জাতির যুদ্ধে পরাজয় ঘটে। যুদ্ধে পরাজয়ের প্লানি ফরাসী জাতির জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। গোটা জাতি হতাশায় ডবে যায়। তথন ফরাসী ধনকুবের পরিবারের সম্তান কিউবার্রাটনের বয়স মাত্র ১৪ বছর। তার জন্ম ১ জানুয়ারী ১৮৬২। বালক বয়সেই ধনিক পরিবারের সন্তান হলেও কিউবার্রটিন যুদ্ধের উন্মত্ত লালসা থেকে মুক্ত শান্তির প্রথিবীতে বাস করার দ্বপন দেখেছিলেন। তাঁর সেই স্বাসন দেখার মহেতেই জার্মান প্রস্নতাত্ত্বিকরা অতীত দিনের অলিম্পিকের মহান বাণীর স্মারক চিহুগর্নল মাটির গহরর থেকে সূর্যের আলোয় টেনে আনছিলেন। যুন্ধ হাজামা বিধ্বস্ত ফরাসী জাতির মনে মানবীয় মূল্যবোধগঢ়লিকে প্নঃ-স্থাপিত করতে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে শান্তি মৈন্ত্রী দ্রাতৃত্ব বোধ জাগ্রত করতে কিউবারটিন অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রনরায় চাল্র করতে উদ্যোগী হন। কলেজে কলেজে ছাত্রদের জমায়েত করে. বস্তুতা করে. সংঘবন্ধ প্রচেন্টা চালিয়ে দীর্ঘ নিরবাচ্ছন প্রয়াস চালিয়ে তিনি সফল হলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী বন্ধ থাকার পর আধুনিক অলিম্পিক আবার আত্ম-প্রকা**শ করল ১৮৯৬ সালে।** আধ**্**নিক অলিম্পিকের জনক কিউবার্ক্তিন প্রথম অলিম্পিক প্যারীতে করতে চেয়েছিলেন কিন্ত গ্রীস দেশের প্রবল ইচ্ছারও চাপ ও ঐক্যের খাতিরে তিনি অলিম্পিকের জন্মস্থান গ্রীস দেশেই অলিম্পিক অন্-ষ্ঠানের দায়িত ছেডে দিতে সমত হন।

প্রথম আন্তর্জাতিক অলিন্পিক কমিটির সভাপতি হন
গ্রীস দেশের ডিমিট্রিয়াস ডাইকেলাস। প্রথম অলিন্পিক কংগ্রেস
থেকে নীতিগত সাতটি সিম্পান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সিম্পান্তগ্রিল হ'লো (১) প্রাচীন অলিন্পিকের আদর্শে বর্তমান
আলিন্পিক প্রতিবেংগিড়া হলেও ঘ্রেগর পরিবর্তনের সাথে একে
থাপ থাইরে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হবে।
(২) আন্তর্জাতিক অলিন্পিক প্রতিবোগিতা কেবলমাত্র
থলেলাদার দীড়াবিদদের মধ্যে সীমান্ত্রথ থকেবে। (৩) আন্তভাতিক অলিন্পিক কমিটি অলিন্পিক জীড়া প্রতিবোগিতা
পরিচালনার অবিকারী হবে। (৪) কোন রাখ্য নিজেদের প্রতিবিধি ছিলাবে অন্য কোন দেশের নাগরিকদের মনোনীত করতে
পারবে না। (৫) অলিন্পিক প্রতিবোগিতার প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক রাখ্যে নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক রাখ্যে নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক রাখ্যে নির্বাচনা প্রতিবোগিতার অনুন্টান
হবে। (৬) ১৮৯৬ খুন্টাব্যে লাড়া প্রতিবোগিতা অধ্যানত এবেলস ও

প্যারীতে অন্তিত হবে এবং এরপর প্রতি চার বছর জন্তর জালিন্দিক রাড়া প্রতিযোগিতা অন্তিত হবে। (৭) বিভিন্ন বেশের রাজ্য শতির সাহব্যে ব্যতীত জালিন্দিক রাড়া প্রতি-বোগিতা সফল হতে পারে না।

১৮৯৬ সালের প্রথম আধ্বনিক অলিম্পিকে দর্শাট দেশের মাত্র ৫৯ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। এথেন্স অলিম্পিকে যোগদানকারী দেশগ্রনির মধ্যে ছিল আমেরিকা, গ্রীস, অস্থ্রে-লিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানী, হাপ্গেরী, চিলি ও স্কুডেন।

মন্দেরা অলিন্পিক ২২তম অলিন্পিক হলেও আসলে ১৯ বার অলিন্পিকের আসর বসছে। ১৯১৬ সালে প্রথম বিশ্বব্যুন্ধ এবং ১৯৪০ ও ১৯৪৪ সালে ন্বিতীয় বিশ্বব্যুন্থের জন্য মোট তিনবার অলিন্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান হতে পারেনি।

এপর্যন্ত যেসব জায়গায় অলিন্পিক অন্থিত হয়েছে—
(১) এথেন্স (১৮৯৬) (২) প্যারী (১৯০০) (৩) সেন্ট ল্ইন
(১৯০৪) (৪) লন্ডন (১৯০৮) (৫) স্টক্ষোম (১৯১২)
(৬) বার্লিন (শেষ পর্যন্ত অন্থিত হয়নি), ১৯১৬ (৭)
এনাইওয়ার্প (১৯২০) (৮) প্যারী (১৯২৪) (৯) আম্প্টারডাম
(১৯২৮) (১০) লস্ এঞ্জেলস্ম (১৯০২) (১১) বার্লিন
(১৯০৬) (১২) লন্ডন (১৯৪৮) (১০) হেল্সিংকি (১৯৫২)
(১৪) মেল্কের্ল (১৯৫৬) (১৫) রোম (১৯৬০) (১৬)
টোকিও (১৯৬৪) (১৭) মেক্সিকো (১৯৬৮) (১৮) মিউনিক
(১৯৭২) (১৯) মন্ট্রিল (১৯৭৬)।

অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার স্থায়ী জায়গা গ্রীস দেশেই হোক এই দাবী গ্রীস দেশ উপস্থিত করেছিল; আমেরিকার সমর্থন ছিল এই দাবীর প্রতি। কিন্তু কিউবারটিন অলিম্পিক ক্রীড়ার আন্তর্জাতিক চরিত্র অব্যাহত রাখার জন্য অবিচল থাকলেন। ন্বিতীয় আলিম্পিক কংগ্রেস থেকে তিনি সভাপতি হন এবং প্যারীতে ন্বিতীয় আলিম্পিক অন্নিষ্ঠত হয় ১৯০০ সালে। রাশিয়া খেলাখ্লায় অংশ গ্রহণ না করলেও ন্বিতীয় আলিম্পিক কংগ্রেসে সরকারীভাবে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল।

দিবতীয় অলিম্পিকে ১৫টি দেশ অংশ গ্রহণ করে। প্রতি-যোগীর সংখ্যা ছিল ১২১। ভারতের যোগদান এই অলিম্পিকের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতীয় এ্যা**থলে**ট **ডবু.উ**. জি. পিটচার্ড বিশেষ কুতিত্ব দেখান। তার প্রসংগ্য আমাদের দেশে বিশেষ কিছু পাওয়া না গেলেও আলেকজান্ডার এস অয়ন্ডার fলখেছেন—"that in the 2nd Olympic held in 1900, an Indian athleth Mr. W. G. Pritchard secured the second position in 200 metres and 200 metres Hardle run, these securing 6 point for India in truck and field events" প্যারীতে পরেন্ট গণনা হত কোন বিষয়ে প্রথম ৫ পয়েন্ট্ ন্বিতীয় ৩ পয়েন্ট তৃতীয় ১ পয়েণ্ট। এই হিসাব অনুসারে আমেরিকা ১৪০ পরেন্ট, গ্রেট ব্রিটেন ৩১ পরেন্ট, ফ্রান্স ২০ পরেন্ট, ভারত ও হাপোরী ৬ পয়েন্ট পায়। প্রথম অলিন্পিকে গ্রীক মতে পয়েন্ট ছিল প্রথম ২ পয়েন্ট ও দ্বিতীয় ১ পয়েন্ট। এই হিসাবে আমেরিকা ২৩ পরেন্ট পেরে প্রথম ও গ্রীস ৫ পরেন্ট পেরে শ্বিতীয় স্থান দখল করে।

অলিশ্সিক ক্লমশঃ আন্তর্জাতিক মৈন্ত্রী সংহতি প্রাভূমবোধ

ও মানবীর মূল্য বেধের প্রতীক ইরে ওঠে। অলিম্পিকের প্রধান দেলাগান হিল মান্ব অপরাজের, মান্ব সব কিছু কর করতে পারে, অলিম্পিকের আদর্শ হলো—Fitius, Altius, Fortius. (তরীরান, তুপ্পীরান, বলীরান)।

অলিম্পিকের মহান আদর্শ প্রথিবীব্যাপী আলোড়ন তোলে ফলে ক্রমশঃ বাড়তে থাকে যোগদানকারী দেশের ও প্রতি-যোগীর সংখ্যা এবং দর্শকের সংখ্যাও। পরপর বিভিন্ন দেশে অলিম্পিকের ক্রীড়া অনুষ্ঠানে এইভাবে সংখ্যাগর্বল বাড়তে থাকে—ততীয় অলিম্পিকে ৪৯৬ জন প্রতিযোগী ১১টি দেশের প্রতিনিধিত্ব করে, চতুর্থ অলিম্পিকে ২০৫৯ জন (৩৬ জন মহিলা সহ) ২২টি দেশের প্রতিনিধিত্ব করে, পণ্ডম অলিম্পিকে ২৮টি দেশের ২৫৪১ জন অংশ নেয়। এর মধ্যে ৫৭ জন মহিলা ছিলেন। সত্তম অলিম্পিকে ২৯টি দেশের ১৬০**৬ জন প্রতিযোগী ছিলেন যার ৬৩ জন মহিলা** ৷ অণ্টম র্মালম্পিকে দেশের সংখ্যা আরও ব'ডে। ৪৪টি দেশের ৩০১২ জন **প্রতিযোগী ছিলেন, যার ১৩৬ জন মহিলা।** নবম অলিম্পিকে ৪৬টি দেশের ২৯০ জন মহিলা সহ ৩০১৫ জন প্রিয়োগী ছিলেন। দশম অলিম্পিকে অবশ্য প্রতিযোগীর ও দেশের সংখ্যা কমে যায়। ৩৭টি দেশের ১৪০৮ জন প্রতিযোগী এই অলিম্পিকে যোগদান করেন যার মধ্যে ১২৭ জন ছিলেন মহিলা। একাদশ অলিম্পিকে ৪৯টি দেশের ৪০৬৯ জন প্রতি-নিধি ছিলেন। এর মধ্যে ছিলেন ৩২৮ জন মহিলা। দ্বাদশ র্আ**লম্পিক জাপানের টোকিওতে প্রথমে অন**ুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল কি**ন্ত যুদ্ধ অলিম্পিক আন্দোলনে আবার নখদন্ত** বিস্তার করে। স্থান পরিবর্তন করে ফিনিসে নিয়ে যাওয়ার সিম্ধান্ত আই ও, সি, করে কিন্তু হিংসার উন্মত্ত লেলিহান শিখা সেথানেও থাবা উর্ভাচয়ে বলে—তফাৎ যাও। ফলে অলিম্পিক র্ম্থাগত হয়ে যায়। <u>বয়োদশ অলিদ্পিকও</u> মহাযুদ্ধের ফলে লন্ডনে হতে পারেনি। চতুদ'শ অলিম্পিক আবার বিপাল উৎসাহ **উদ্দীপনা নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৮** সংলে লংডনে। য**ুদ্ধের রণদামামা থামার সঙেগ সঙেগই এই থেলার** আয়োজন শ্রুর **হয়ে যায়। পর পর দুটি অলিম্পিক** বাতিল হয়ে গেলেও আন্তর্জাতিক অলিম্পিক অবিচ্ছেন্য আন্দোলন বলে চিহিত করার জন্য ক্রমিক হিসাবে লন্ডন অলিম্পিককে চতুর্দশ র্থালিম্পিক রূপে চিহ্নিত করা হয়। এই র্জালম্পিকে ৫৯টি দেশের ৪৪৬৮ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। মহিল। প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁডায় ৪৫৮ জনে।

পঞ্চদশ অলিম্পিক নানা দিক থেকে ক্ষারণীয়। ১৯৫২ সালে হেলাসংক্তিতে অনুষ্ঠিত এই অলিম্পিকেই সর্ব প্রথম সমাজতাল্যিক সোভিয়েটে রাশিয়া যোগদান করে। শরের হয় সমাজতাল্যিক বিশ্ব ও ধনতাল্যিক বিশ্বের প্রবল প্রতিশ্বিশ্বতা।

অলিম্পিকের মূল আদর্শ অংশ গ্রহণ, জয়লাভ বা পদক লাভ প্রধান লক্ষ্য নর। কঠোর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে অলিম্পিক গ্রামকে ক্রীড়া জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহারগর্নি উপস্থিত করার কেন্দ্র রুপে বিবেচনা করা হয়। অতীতের অলিম্পিকে অলিম্পিরা গ্রামে মূল অনুস্ঠানের এগার মাস আগে প্রতিবোগাঁরা হাজির হতেন। তাদের নির্মাত অন্-শীলন, শরীর চর্চা ও তালিমের ব্যবস্থা থাকত। কঠোর শংথলা ও অনুশীলনের এগার মাসের শিক্ষানবীশ অভিজ্ঞতার প্রতিকলন স্থাত মূল ক্রীড়াগাণে। এখনও অতীতের মত আধ্-

নিক সংযোগ সংবিধা সম্মত অলিম্পিক গ্রাম তৈরী করা হয়। সেখানে জীড়া চর্চার পাশাপাশি মানসিক বিকাশের জন্য শিক্ষা সাহিত্য সংক্ষৃতি চর্চার ব্যবস্থাও থাকে।

অলিম্পিক আদর্শের কথা স্মরণে রেখেও বলা প্রয়োজন সোভিয়েট রাশিয়ার অংশ গ্রহণের ফলে অলিম্পিক ক্রীডার গ\_ণগত পরিবর্তন ঘটে যায়। পদক বিজ্ঞারে আমেরিকার নিরবচ্ছিত্র সাফল্যের রাশ টেনে ধরে খেলাধ্লার জগতেও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অপর প সাফল্য এই অলিম্পিকে চমক সৃষ্টি করে। পদক বিজয়ে অবশ্য সেবারও আমেরিকা শীর্ষে ছিল। আমেরিকা পায় ৪০টি স্বর্ণ, ১৮টি রোপ্য এবং ১৭টি ব্রোনজ (বেসরকারী হিসাব মতে ৬১৫ পয়েন্ট)। আর সোভিয়েট রাশিয়া পায় ২২টি স্বর্ণ, ৩০টি রোপ্য এবং ১৫টি ব্রোনজ (বেসরকারী হিসাব মতে ৫৪১ পয়েন্ট)। আর একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ হাঙেগরী স্বর্ণ পায় ১৬. রোপ্য ১০ এবং রোনজ ১৫টি যার বেসরকারী পয়েন্ট ৩০৫। সমাজতান্ত্রিক চৈকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধি ৫.০০০ মি, ১০,০০০ মিটার ও ম্যারাথন দৌড়ে স্বর্ণ পদক লাভ করে মানব ইঞ্জিন নামে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত হয়। মানব ইঞ্জিন এমিল জেটো-প্যাকের স্থাী ডানা জেটোপাাকও ১৬৫-৭ ফুট র্জোর্ভালন নিক্ষেপ করে অতীতের সমস্ত বিশ্ব রেকর্ড ম্লান করে দেন।

পণ্ডদশ অলিম্পিকে যে চমক জাগানো আবিভাব সোভিয়েট রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ঘটিয়ে-ছিল তা পরবতী কালেও অব্যাহত রয়েছে। বিশ্ববাসী আজ একথা দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করে নিয়েছে যে, অল্ল, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান প্রভৃতি মানবজীবনের প্রার্থামক দৈনান্দন চাহিদাগ্রিলর সমস্যা মীমাংসায় সমাজতান্ত্রিক দেশ-গর্নল ধনতান্ত্রিক বিশ্বকে শুধু টেক্কা দেয়নি, মানব জীবনের বিকাশের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের সমাজব্যবস্থা বিশ্লাকরণীর মত কাজ করেছে। খেলাধূলায় অগ্রগতি একটি ধারাবাহিক পরিকলপনা মাফিক ব্যবস্থার ফসল মাত্র, তাই মাত্র সাতটি অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করে সোভিয়েট রাশিয়া এপ্যশ্তি ৬৮৩টি পদক পেয়েছে (গ্বৰ্ণ ২৫৮, রৌপ্য ২২১, ব্রেনজ ২০৪), আর আমেরিকা পেয়েছে ৬০৫টি পদক। <del>প্রসংগত</del> আমরা ৬৬ কোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষের করুণ চেহারা স্মরণ না করে পারিনা। দুই সমাজবাবস্থার মৌলিক তফাংটি এক্ষেত্রে ফুটে উঠেছে। লজ্জায় ঘূণায় আমরা মুখ লুকাই যথন দেখি আমাদের প্রতিযোগীরা প্রায় শ্ন্য হাতেই ঘরে ফিরে আসছে।

২২তম অলিম্পিক ১৯ জন্লাই শ্রের্ এবং শেষ ৩ আগস্ট।
গত এক শতাব্দার আবহাওয়া কম্পিউটারের মাধ্যমে পর্যাক্ষোচনা করে বলা হয়েছে, এই সময় মন্স্লোর্গ আবহাওয়া থাকবে
মন্যেরম, প্রতিযোগিতার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট। বেশার ভাগ খেলাই
হবে মন্স্লোতে। শ্র্ব্ ইয়টিঙ প্রতিযোগিতা হবে তল্পিনে এবং
বাছাই পর্যায়ের ফ্টবল ম্যাচগর্নল লেনিনপ্রাদে ক্লিয়েভ ও
মিনক্সে অন্বিষ্ঠিত হবে। আশা করা হছে ২১টি খেলার ২০০টি
প্রতিযোগিতায় ছয় হাজার ক্লীড়াবিদ অংশ গ্রহণ করবেন।

অলিদ্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা মন্দেরায় যাতে অনুষ্ঠিত না হয় তার জন্য বিশ্ববাসীর পয়লা নন্দ্রের শাহ্র মার্কিন সাম্মাজ্যবাদ দীর্ঘকাল ধরে চক্লান্ত করে যাছে। কিন্তু ১৯৭৪ সালে চ্ডান্ত ঘোষণার সাথে সাথে মন্দ্রে। প্রস্তৃত হতে থাকে। সামাজ্যবাদী দিবির চাম না বে, বিভিন্ন দেশের ফ্রীড়াবিদরা মন্কোর সমাজতাশ্যিক ব্যক্ষথার সীমাহীন সাফল্যগর্নিকে স্বচক্ষে দেখতে পায়। এমনিতেই আলি পিক প্রতিযোগিতার আসরে সমাজতাশ্যিক দেশগর্নি যেভাবে সাফল্য অর্জন করেছে, মার্কিন ব্রুরাশ্বকৈ পেছনে ফেলে তারা যেভাবে পাদপ্রদীপের আর্তাক্ত। সমাজতাশ্যিক সমাজব্যকথা সম্পর্কে যে মিথ্যা প্রচার দীর্ঘকাল ধরে তারা করে এসেছে তার মুখোশ থশে পড়ছে, প্রচারের উল্পা চেহারা আরও নির্মামভাবে ধরা পড়ে যাবে যদি বিভিন্ন দেশের ফ্রীড়াবিদ ও দর্শকের। মঙ্গোর আলিম্পকে যোগদেন। তাই তারা ছুতো খ্রুছিল। অবশেষে আফ্রগান জনগণের আহ্বানে সোভিয়েট সৈন্য সে দেশে অন্প্রবেশ করার ঘটনাকে মার্কিন সাম্বাজ্যবাদ তুর্পের তাসের মত পেরে গেছে। এই তুর্পের তাস রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার চেন্টায় তারা মরিয়া।

প্রেসিডেন্ট কার্টার একা নন। তার সংগ্য আছেন, রিটিশ প্রধানমন্দ্রী থ্যাচার, অস্ট্রোলয়ার প্রধানমন্দ্রী ফ্যেক্রার প্রমাথ পর্যক্রিবাদী দেশের রাষ্ট্রনায়করা। তারা মস্কো অলিম্পিক বয়কট করার জন্য ব্যাপক প্রচার চালায়। নানা রকম অর্থ নৈতিক প্রতিবন্ধকতা স্থিট করে, প্রতিযোগীদের বিদ্রান্ত করার জন্য বিশ্বথ্যাত ম্বিট্রোম্থা মহম্মদ আলিকে দতে করে আফ্রিকার দেশে দেশে অভিযানে পাঠায়। কিন্তু তাতেও খ্ব্ব বেশী সাড়া মেলেনি।

একজন ক্রীড়াবিদের জীবনে অলিম্পিকে যোগদানের সম্মান ও স্বযোগ বার বার আসে না। অলিম্পিকে পদক জয়ের স্বশ্ব নিয়ে দীর্ঘ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যারা প্রস্তুত হয়েছে তাদের কার্টার সাহেব ভয় ভীতি প্রলোভন দেখিয়েও অবদমিত করতে পারেনি, অনেক প্রতিযোগী যোগ দিচ্ছেন; এমনিক আনেক অলিম্পিক কমিটি দেশের শাসক বর্গের রক্তফর্ উপেক্ষা করে শান্তি ও মৈত্রীর পতাকা অলিম্পিকের পতাকা তুলে নিয়েছেন।

৮৩টি দেশ এবার মন্তেকা অলিম্পিকে যোগদান করেছে।
মন্তেকায় ন্যাটো চুক্তি ভুক্ত অনেকগর্নল দেশের উপস্থিতি এবং
অন্টেলিয়ার মত দেশের যোগদান কার্টারের মানবীয় অধিকার
ও শান্তি ধর্মস করার চক্রান্তকে চপেটাঘাত করবে। আপোলা,
ভিরেশনাম, লাওস, বোস্টয়ানা, জিন্বাবেয়ের সেচিলিজ প্রভৃতি
দেশের প্রথম যোগদান অলিম্পিক আন্দোলনের অবিরাম
সাফল্যেরই ইণ্গিতবাহী। নারী প্রের্বের সমান অধিকারকে
স্বীকৃতি দিয়ে এবার কোয়ায়েতের মহিলা ক্রীভাবিদরা মন্তেরয়
আসছেন। কোয়ায়েতের ইতিহাসে এই রকম ঘটনা এই প্রথম
ঘটল।

আমেরিকার নির্লেজ ভূমিকার প্রতিবাদে সারা বিশেবর শানিতাপ্রিয় জনগণ সোচোর হয়েছেন, আন্তর্জাতিক অলিন্পিক কমিটির সভাপতি আইরিশ ভদ্রলোক লড কিলানিন খেলাধ্যাকে রাজনীতির স্ক্রের জটিলতায় আবন্ধ না রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। অলিন্পিকের আদর্শকে উদ্ধে তুলে ধরবায় আহ্বান জানিয়েছেন বিভিন্ন দেশের অলিন্পিক কমিটির ক্রীড়াবিদ, এমনকি মার্কিন অলিন্পিক কমিটির সভাপতি রবার্ট কেন ও বয়কট সিন্ধান্তকে তীয়্র সমালোচনা করেছেন।

্বন্নকট আন্দোলনের তামাশা সত্ত্বেও মন্কো নিপ্ৰেভাবে

প্রকৃত হয়েছে। সমাজতালিক দেশের আদর্শ অনুবারী দেশের প্রতিটি মান্র কর্মবজ্ঞে মেতে উঠেছেন। সামান্য কাজকেও অসামান্য গ্রন্থ দিয়ে প্রত সম্পাদন করা হছে। কোন কাজই গ্রন্থইটান নয়, কোন মান্যইই অপ্রয়েজনীয় নন। মান্যের এই মর্যাদা ও সম্মান দেখে, কাজের এই অপ্রে শ্থেলা দেখে, খেলাখ্লার প্রতি এই মমন্থবোধ ও শ্রন্থা দেখে বিখ্যাত ইতালীয় চলচ্চিত্র পরিচালক মারচেল্লো মারচেলিন বলেছেন—রোম অলিম্পিককে যদি সংগীতের অলিম্পিক কলা যায়, টোকিওকে বলা যায় কারিগারীবিদ্যার অলিম্পিক, মেরিলেে সিটির অলিম্পিককে যদি গ্রাফিক শিল্পের অলিম্পিক এবং মান্তাল অলিম্পিক বলা হয় স্থাপত্যবিদ্যার অলিম্পিক এবং মান্তাল অলিম্পিকর নাম দেওয়া যায় সংকটের অলিম্পিক, তাহলে মস্কো অলিম্পিককে বলাতে হবে মান্তের আলিম্পিক।

বলাবাহ্ল্য মারচেল্লো মারচেলিন ক্রীড়াবিদ বা ক্রীড়া সংগঠক নন। শান্তি-মৈত্রী-সংহতির মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত অলিন্পিক মানুষের ক্ষমতার সীমাহীনতার প্রতীক। সেই মানুষের বন্ধন মাক্ত করে দিয়েছে সমাজতান্ত্রিক সমাজবাবন্ধা। সোভিয়েট রাশিয়া তার প্রথম পার্থ। তাই আমরাও প্রতিষ্কৃত্রিন তুলে বলতে চাই মন্কো অলিন্পিক মানুষের অলিন্পিক। এর সাফ্লা অনিবার্থ।



ম্বীশাদাবাদ জেলার সাগরদীখি রক ধ্র উৎসবে জিমনাশ্টিক প্রদর্শনী।

## রোমানিয়ার কমিউনিফ যুব সংস্থার একাদশ সম্মেলন অমিতাভ বস্থ

"সমসামন্য়ক কালের প্রগতিশীল সামাজিক শস্তিগ্রালর মধ্যে যুবশান্ত অত্যন্ত গ্রেম্পর্শ ভূমিকা পালন করে থাকে। মানবসমাজে নতুন নতুন পরিবর্তান বহন করে আনতে যুবসমাজেই সবচেয়ে সজীব, উৎসাহী শক্তি......" যুবসমাজের উন্দেশ্যে এই বন্ধবা উপস্থিত করেছেন রোমানিরার কমিউনিক্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক এবং মদ্মী পরিবদের সভাপত্তিনিকোলে চসেস্কি।

এই বন্ধবোর সাক্ষ্য বহন করে সমাজবাদের বিজয় বৈজয়ণতী উল্লেষ্ট্র বার দর্পে এগিয়ে চলেছে রেমানিয়া। সামাজিক অর্থানিতিক, সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে নতুন নতুন ইতিহাস রচনা করে চলেছে রোমানিয়ার ব্রসমাজ, জনগণ শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে।

রোমানিয়ার যুবসমাজ, জনগণের অতীত ইতিহাস শোষণের বিরুদেধ নির্বাস সংগ্রামের ইতিহাস। রাজত্ত, সংমণ্ডত্ত এবং প'র্বাজতন্ত্রের বিরুদেধ সংগ্রামের গর্ভেই ১৯২১ সালে রেমানিয়ার কমিউনিন্ট পার্টির জন্ম। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতী মানুষের সংগ্রামের সংগে রোমানিয়ার যুব সংগঠনের ইতিহাস অতান্ত নিবিজ্ভাবে যুক্ত। ১৯২২ সালে রোমানিয়ার সমাজবাদী **য**ুবসংগঠনের জন্ম। বিশেষ করে ফাসিবাদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক রক্তক্ষয়ী প্রতিরে ধ সংগ্রামের ভূমিকায় এই যুব সংগঠন ভাস্বর হয়ে আছে। নিকোলে চসেস্কি ১৯৩৯-৪৪ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রোমা-নিয়ার যুব কমিউনিষ্ট সংঘের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। রক্তক্ষরী প্রতিরোধ সংগ্র'মের সাফল্যে, ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে রে,মানিয়ার রাজ্বক্ষমতায় শ্রমিকশ্রেণীর নেতত্ব কায়েম হয়। বিগত ৩৫ বংসর ধরে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উৎথাত করে, প্রধান প্রধান শিলপ, খনি, ব্যাঙক, বীমা এবং পরিবহণ বাবস্থা জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে এই দেশের জনগণের সংগ য্বশক্তি সম জতশ্রের বিশ্লবী কর্মকাণ্ডকে অগ্রসর করে নিয়ে **উলেছে। "এমন একটি দেশ যার চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ কৃষি** ভিত্তিক, যেখানে নিরক্ষর মানুষ ছিল ৪০ লক্ষ সেই রোমানিয়া র্পায়িত **হয়েছে** শিল্প ভিত্তিক কৃষি উৎপাদনকারী দেশে। ব্যাপক শিলপ য়ণের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক র ঘ্রীয় খামার এবং কৃষি সমবায় আধানিকীকরণের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে....."

এই প্রথম ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ, রোম নিয়ার কমিউনিস্ট যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ের তাদের একাদশ সন্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেন। ৫ই মে সকলে ৯টায় একাদশ সন্মেলনের উন্বোধন হলো স্পোর্টস অ্যান্ড কলেচারাল হলে। হলটি অনেকটা আমাদের নেতাজ্ঞী ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মত। ৮০০০ লোকের বসার উপযোগী আসন ব্যবস্থা এবং গ্যালারি সহ একটি খোলা মণ্ড। সন্মেলন উন্বোধন করলেন নিকোলে চসেস্কি—
"কমিউনিস্ট যুব সংগঠন কমিউনিন্ট ছাত্র সংগঠন, পাইওনিয়ার

সংগঠন এবং শিশ্ব সংগঠনের এই একাদশ সম্মেলন সমাজতালিক রোমানিয়ার যুব ও শিশ্বদের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য
ঘটনা। এই সম্মেলন কমিউনিল্ট যুব তথা দেশের সমগ্র যুব
সমাজের সামনে অত্যন্ত গ্রুব্ধ সহকারে বহুমুখী বিকশিত
সমাজতালিক সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকাকে
তুলে ধরবে।"

সম্মেলনের কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় প্যালেস অফ রিপাবলিক-এ (প্রজাতন্দ্র প্রাসাদে)। এই প্রাসাদটি রোমানিয়ার রাজধ.নী, বৃষ্ণারেস্ট শহরের কেন্দ্রে। এর একট্ব দ্রেই কমিউনিল্ট
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদর দণ্ডর। আর এক পাশে কমিউনিল্ট যুব সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সদর দণ্ডর। এগর্মলিও
এক একটি প্রাসাদ-তুল্য। সম্মেলন এই মে প্র্যান্ত।

১৯৭৯ সালে কমিউনিণ্ট যুব সংঘের সদস্য সংগৃহীত হয় ৩২৫০,০০০ হাজার। কারখানা, খামার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ফ্রীড়া এবং সামরিক কেন্দ্র ভিত্তিক কমিউনিস্ট যুব সংস্থার ইউনিটগ্রিল গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত ইউনিট থেকে নির্বাচিত ২৫০০ প্রতিনিধি এই সম্সেলনে যোগ দেন। বিদেশী প্রতিনিধি ছিলেন ১৩০ জন। ২৫০০ প্রতিনিধির মধ্যে শ্রমিক ১২৮২, কৃষক ৩৫০, ইঞ্জিনিয়ার ১৭৫, শিক্ষক ৭৫, ০৭৫ স্কুলের ছাত্র, ১০৬ জন কলেজের ছাত্র, ৫০ জন ডান্ডার এবং অর্থনীতিবিদ, ৭৫ জন জাতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং ১২ জন অফিস কর্মচারী। প্রতিনিধিদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা শতকরা ৪৬.৬।

কমিউনিন্ট যুব সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থাপিত এক দীর্ঘ প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ৬৩ জন। প্লেনারী অধিবেশনে আলোচনায় অংশ-গ্রহণকারীদের পর্ম্чতি একটা ভিন্ন ধরনের। এই একই রিপোর্টের উপর সর্বোচ্চ সম্মেলনের পূর্বে বিকেন্দ্রীত আলো-চনার ব্যবস্থা করা হয়। সেই অ'লোচনায় অংশগ্রহণ করেন ৪৬৩ জন। এদের আলোচনার মর্মাবস্তু উপস্থিত করেন ঐ ৬৩ জন প্রতিনিধি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীপরিষদের সদসাগণও **আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার বিষয় হচ্ছে** কত বেশি বেশি যুব সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সতেজ ও সজীব মনোভাব নিয়ে অংশগ্রহণ করছেন। কিভ বে, কতটা যোগ্যতা অন্ধন করছেন, কি লক্ষ্য ছিল, কতটা সাফলা অর্জন করেছেন, দূর্ব'লতা কোথায়, সাংগঠনিক শক্তি দিয়ে তাকে অতিক্রম করার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাথছিলেন তাদের মাতৃভাষার—রে'মানিয়া ভাষায়। কিন্তু একই সময় ছয়টি ভাষায় অনুদিত হয়ে হেডফোনের মাধ্যমে ভিনদেশীয় প্রতিনিধিদের শে:নাবার ব্যবস্থা ছিল।

কমিউনিষ্ট যুব সংঘের সম্মেল্ন সমাজতাশ্চিক রে মা-নিয়ার প্রতিটি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার সময় সীমা অতি-রুমের সংগ্য সংখ্য অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের আর একটি গ্রের্ডপূর্ণ অংশ য্বদের বিগত-দিনের বিশাল এবং স্কার কাজগ্রিলর সংগ্র ভিন্ দেশীর প্রতিনিধিদের পরি।চতি ঘটানো। এই কর্মস্চী শ্রুর হয় ২রা মে থেকে।

মে দিবসের পোটার, ফেস্ট্রন, লাল পত কায় মুখরিত বুখারেস্ট শহর। গোটা বুখারেস্ট শহরে রাস্তার দুখারে, মাঝখনে চেরি, স্ট্র বেরী, ঝ.উ-এর বাগান। মাঝে মাঝে লাই-লাক, তুলিফ এবং আরো নানা রং-এর ফ্লের বাগান। পরিক্র-র-পরিচ্ছয়, ধব্ ধব্ করছে চারিধার। অজস্র ফ্লের দোকান। আবাল-বৃদ্ধ-বিনতা প্রায় সকলের হাতেই ফ্লা। কাজে বাচ্ছে ফ্লা নিয়ে কাজ থেকে ফিরছে ফ্লা নিয়ে। কাজের সিফ্ট চেঞ্জ হলো। ঘর পরিক্র-র-পরিচ্ছয় করার কাজে নিয়্ত মহিলারা, যাদের স্থলে যোগ দিলেন তাদের হাতে তুলে দিলেন নানা রং-এর একতে ড়া ফ্লা। নিয়মিত এই ঘটনা, সাত্যিই লক্ষ্যণীয়। রাস্তায় অজস্র দ্রাম, বাস, দ্রাল-বাস, বৈদ্যু-তিক বাস, মোটর গাড়ী চলছে, চলছে প্রশস্ত পথ ধরে অথবা ক্ম প্রশস্ত পথ ধরে। কোথাও ভিড় নেই বা ভিড়ে পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে দেখা যায় নি।

প্রত্যেক ভিন্ দেশীয় প্রতিনিধিদের সংশ্য একজন করে গাইজ এবং দোভাষী। যুব-ছাত্রদের সাংশ্কৃতিক প্রাসাদে যেতে হলো এক সন্ধায়। যুব-ছাত্ররা নিজেরাই গড়ে তুলেছেন ত্রিতল বিশিষ্ট সেই প্রাসাদ। সাংশ্কৃতিক কেন্দ্রের যুব-ছাত্ররা এইখানে সংশ্কৃতি বিশেষতঃ নাটা, সংগীত, নৃত্য কলা প্রসঞ্গে পড়াশুনা, মহড়া এবং প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে থাকেন। প্রাসাদের বাইরে এবং ভিতরে অপূর্ব ওয়ালপেন্টিং এবং ফ্রেসকোর কাজ। ম্পাতিরাই শিলপী। কে নো আতিশ্যা নেই প্রাসাদের নির্মাণ-ছিশ্যর মধ্যে। যেখানে যতট্বকু প্রয়োজন তার অভাব কারো মনে হলো না। ঘ্রিরের, ঘ্রিরের দেখানো হলো। এই একটি কেন্দ্রের সঞ্গে যুক্ত প্রায় ২০০০ হাজার যুব-ছাত্র। এরকম আরো কেন্দ্র আছে সারা দেশে।

সেদিন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল ট্রান্সিলভেনিয়া, মলডেছিয়া এবং ওয় লেশিয়ার লোকন্ত্য আর গন। দুটি বালেন্ত্যও প্রদর্শিত হলো। সুরে, ছন্দে, তাল, লয়ের ঐক্যতনে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলো সেই সন্ধ্যা। বীরত্বপূর্ণ অতীত কাহিনী প্রাণের আবেগে মাতিয়ে তুলেছিলো ব্যালের মাধ্যমে। ক্যান্টিন ঘরে বসে এই সমস্ত শিল্পী ঘ্ব-ছাত্রদের সঞ্জো পরে পরিচয় হলো।

'ঐতিহাসিক মিউজিয়াম'—সতাই বিস্মিত হতে হয়।
খ্রুপুর্ব সণ্ডম শতাব্দী থেকে আধানিক কালের গোটা
রোম নিয়র উল্লেখযোগ্য ঘটনা, প্রতিভা এবং স্ভিশীলতার
নিদর্শনগালিকে নিখ'নত, ধারাবাহিকভাবে, স্থান-কালের সমন্বয়ে
উপস্থিত করা হয়েছে এই মিউজিয়ামে। অত্যন্ত দ্রুততার
সংগ্য দেখেও ছয়ঘণ্টা লাগলো। বড় বড় এক একটা হল ঘর
এক একটি শতাব্দী। সমস্ত মান্বের চেতনায় একটা সামগ্রিক
চিন্তা তুলে ধরার কি অপ্রে 'ঐতিহাসিক বস্তুবদী' প্রয়াস
এই মিউজিয়াম তা প্রমাণ করে।

একটি ইলেক্ট্রনিক কারখানা, ১০ হাজার কমী কাজ করেন। শতকরা ৯০ জনের বয়স ১৮ থেকে ২৩-এর মধ্যে। কমিউনেট পার্টির সদস্য সংখ্যা ২৯০০। কারখানা ইউনিটের সদপ্যদক একজন মহিলা, ৫৫ বংসর বয়স, অতান্ত ব্যক্তিমালী মহিলা। এছাড়া কমিউনিট ব্ব সংস্থার সদস্য ৩০০০। মহিলা কমী শতকরা ৬০ জন। কান্ডের সময় ৮ ঘণ্টা। নান্ত্রম বেতন ১৮০০ লেই এবং সবচেয়ে বেশীর বেতন ৩২০০ লেই। ডলারের হিসাবে এক লেই সমান ২ টাকার কিছা বেশী হবে। কারখানার ভিতর ঝক্পক্ তক্-তক্ করছে চার্রাদক। কমী দের গায়ে ধব-ধবে পোষাক-পরিচ্ছদ। দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাণ্ত য্বরা কারখানায় কাজে নিয়ন্ত হন এবং পরে তারা উচ্চ শিক্ষা অথবা বিশেষ উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন। এই কারখানা সম্পর্কিত কারিগরী কলেজ এবং স্কুল আছে। শতকরা ৯০ জন কমী বিশেষ স্নাতক শিক্ষা অর্জন করে বিশেষ বিশেষ দক্ষ কজে তারা নিয়ন্ত আছেন। পার্টি নেতৃত্বের আদর আপ্যায়নে সতাই মোহিত হতে হয়। গর্ব এবং বিনয়ের অপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছে এদের ব্যবহারে।

'ঐতিহাসিক উদ্যান' এর মধ্যে প্রায় ৩ কিঃ মিঃ দীর্ঘ একটি ছদ। এই উদ্যান থেকেই (তথন ছিল জণ্গল) প্রথম ১৯৩৯ সালে নার্থসি বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু হয়। তাই উদ্যানটির নাম ঐতিহাসিক উদ্যান। প্রাকৃতিক সোলার্থে ভরপার। ১২৫ রকমের একটি গোলাপ বাগান এই উদ্যানের মধ্যে। বসন্তের শারুর গোল পেরও প্রায় শেষ। উদ্যানের মধ্যে খেলাধ্লার স্থান, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য মৃত্তু মঞ্চ। ছদে শ্রমণের জন্য বড় বড় লগু, স্পিড, বোট, দাঁড় বাইবার নোকা, ইয়ান্ট হুদের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে।

ছ্র্টির মেজাজ নিয়ে প্রায় ৫০০০ হাজার বৃশ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রী প্রাম, শিলপাঞ্চল, শহর থেকে চলে আসেন। সে সময় মে দিবসের ছুর্টি চলছিল। ওখানে মে দিবসের ৪ দিন ছুর্টি। উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল গোটা উদ্যান্টি। অফ্রান প্রাণের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছে উদ্যানের মাটি আর ছদের জল।

বেকার যুবক বা যুবতীর সন্ধান ৮ দিনের মধ্যে পাওয়া গেল না। বেকার শন্দটাই ওদের ক'ছে অজানা। বিগত বিশ বছরে আয় বেড়েছে অনেক কিন্তু জিনিষ পত্রের দাম বিশ বছর আগে যা ছিল আজও তাই আছে। ভিথারী চেথে পড়েন।

সন্মেলনের শেষের দিনে নাদীয়া কমানেসীর সংগ পরিচয় করিয়ে দিলেন নব-নির্বাচিত সম্পাদকমন্ডলীর অন্যতম
সদস্য। অপ্র স্কুদরী এবং সরল। কথা বল র সময় মনেই
হচ্ছিল না এই সেই মান্ট্রল অলিম্পিক তারকা। এতট্কু
অহমিকা নেই। অলপ স্বল্প ইংরাজী জানেন। আমি ঠট্টা
করে বললাম—দেখত, তোমার উপস্থিতিতে আমাদের অটোগ্রাফ্ দেওয়া কি শোভা পায়। কিশের, কিশোরীয়া, আমাদের
অটোগ্রাফ্ নেওয়ার জন্য ঘিরে ধরেছিল। নাদীয়া কমানেসী
কমিউনিন্ট যুব সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত
হয়েছেন। সন্মেলন থেকে ১০ জনের সম্পাদকমন্ডলী এবং
২০ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়েছেন। সাধারণ
সা্যাভেনেস্কু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। সংধারণ
সম্পাদক পদাধিকারবলে যুব দশ্তরের ম্ন্দ্রী হিসাবে মন্দ্রী
পরিষদের সদস্য মনোনীত হন।

কথা হাছ্ছল সম্পাদকম-ওলীর করেকজন সদস্যদের সংগ্রা।
মূলত আমাদের দেশের অবস্থা, ব্রকদের অবস্থা এবং ওদের
ভবিষাং গড়ার কথা। কমিউনিন্ট ব্রুব সংস্থার নেতৃত্ব মনে
করেন আগ্রমী পাঁচ বংসর তাদের সামনে অত্যত গ্রেম্বপূর্ণ
সময়। সমস্যা আছে। এ সমস্যা তাদের অতিক্রম করতেই হবে।
সেই বিশ্লবী আবেগ এবং মনোভাব নিয়েই তারা কথা বলছিলেন। ত'দের বক্তবাের মূল কথটো হলো—"এই বহুম্খী
বিক্লিত সমাজতান্ত্রক কর্মকান্ডে ব্রসমাজ তাদের উচ্ছ্রলতা
এবং বিশ্লবী মনোভ ব নিয়েই সংমনের সারিতে থাকবে। তারা
সমাজতান্ত্রক গঠনম্লক কর্মকান্ড, শিক্ষা, গবেষণা সংস্কৃতির
অংগনে উপ্লিত্র থাকবে। কমিউনিন্ট ব্রুব সংস্থার সমগ্র
কর্মস্টী বিশ্লবী সামাবাদী মনেভ বের ন্বারা উন্ত্র্থ হয়ে
সমাজতল্য, সাম্যবাদ, দেশের প্রতি অসীম ভালবাসা এবং সমগ্র
জনগণের স্ব থেবে উদ্দেশে নিয়ে:জিত হবে।"

সন্মেলনের আর একটি গ্রেছপূর্ণ অংশ ভিন্ দেশীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে দিবপাক্ষিক আলোচনা। কিছু দোভাষী কয়েকটি ভ ষায় পারদশী। তারাই প্রধানত এই দ্বিপাক্ষিক অলোচনায় সাহায্য করতেন।

ভালের বিভেদম্শক আন্দোলনে প্ররোচিত করে। পশ্চিমবশ্যেও ওরা জাল পাতার চেণ্টা করছে।

পরিশেষে বলি, আসাম, ত্রিপ্রা ও পশ্চিমবংগর দিকে দিকে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিভেদম্লক আন্দোলনের তরগা বইছে তার প্রধান শিকার হচ্ছে কিন্তু বাণগালীরা। এরা সেই বাণগালী, বারা দেশ বিভাগের ফলে উন্বাস্তু হয়েছিলেন। আর সেদিন এরা উন্বাস্তু হয়েছিলেন ভারতের স্বাধীনতার স্বাথেই। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যেন কখনও না ভোলেন যে সেদিন তাঁদেরই কেউ কেউ এদের ক'ছে পেণছে দিয়েছিলেন এদের ব্যার্থ স্রক্ষার এক স্ক্রের প্রতিশ্রুতি। সেই বাণগালী উন্বাস্তুর দলকে যদি কোন অজ্বাতে ভারতের কোন অংশে বসবাস করতে দেয়া না হয় তকে তাঁরা আজ যাবেন কোথায়? ব্যাধীনতার বিত্রশ বছর পরেও কি সর্বনাশা বিচ্ছিন্নতার দের আন্দোলনের আগ্রনেই তাদের দেখ হতে হবে?

## [ সর্বনাশা বিচ্ছিলতাবাদ: ২০ পৃষ্ঠার শেষাংশ ]

সরকার ও জনসাধারণকে সতর্কভাবে এ আন্দোলনকে বিস্তারে বাধা দিতে হবে। আর আদিবাসী অণ্ডলে কোন বিদেশী সংস্থা যাতে সব্রিয় থাকতে না পারে সেদিকে সজাগ দুজি দিতে হবে। ঝাড্গ্রামে নাকি সম্প্রতি বিদেশীদের আগমন অনেক বেড়েছে এবং এর পর থেকেই নাকি সেখনে ঝাডখন্ড ম্ত্তি মোর্চা কিছ্বদিন থেকে পূথক ঝাড়খণ্ড র জ্যের দাবীতে সোচার হয়েছে। ঝাড়গ্রাম ছাড়াও এরা প্রেলিয়া ও বাঁকুড়ায় নানা ধরনের গণ্ডগেল পাকাবার চেষ্টা করছে। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা চাইছে, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পরুর্বালয়া সহ পাশাপাশি ক্য়েকটি জেলা নিয়ে একটি পূথক রাজ্য গড়তে। এ ব্যাপারে ঝাড়গ্রামে কিছু পোষ্টারও পড়েছে, দেয়াল লিখনও চলছে। তব্ব এও সংগঠিত আন্দোলনে পরিণত হয়ে যেতে পারে যে কোন মৃহ্তেই। কারণ বিদেশীচক্র এখানে বেশ সক্রিয়। এ আন্দোলনের সংগঠকদের দাবী—ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে কে.ন উদ্বাস্ত্ আনা চলবে না এবং সকল সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর ক্ষেত্রে ঝাডখণ্ডীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

অতএব দেখা ষাচ্ছে যে দেশের যে কোন অংশের বিচ্ছিল তান্বের বাদের আদ্দোলন হঠাং কোন উদ্দেশ্যহীন বিচ্ছিল আন্দোলন নর। এর পেছনে রয়েছে এক একটা ষড়যন্ত এবং উদ্দেশ্য। এর জন্ম ও বিস্তার রাজনৈতিক করেণেই। এবং এর মদত দেয় বিভিন্ন প্রতিক্রিরাশীল, কায়েমী স্বার্থবাদীরা এবং সাম্রাজ্যানী কিছু বিদেশী শান্ত। সেই বিদেশী শন্তির অন্চর হিসাবে চুপিসারে কাজ করে যাচ্ছে বিদেশী স্বেছ্নের স্ক্রোপে প্রতিষ্ঠানগ্রিল। এরাই দেশের মান্বের দারিয়ের স্ক্রোপে



কালনা ২ ব্লক যুব উৎসবে কম খরচে যৌথ শৌচাগার-এর মডেল দেখান হচ্ছে

# জনসংখ্যা সমস্যা ও সমাজতম্ব

## वशासे (वरवल

#### লনাধিক্যের আতংক

এমন লোক আছেন যারা জনসংখ্যাব্দির সমস্যাকে অত্যন্ত গ্রন্তর ও আশ্ব সমস্যার সমাধানের যোগ্য বিষয় वरल विरविष्ठना करत्रन। कात्रन, अथनरे अधे आउश्कक्षनक रुख পড়েছে। এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা বিশেষভাবে আলত-র্জাতিক পর্যায়েই প্রয়োজন। কেননা, মান্বের আহার্য ও বসবাস ক্রমবর্ম্মনাহারে আতর্জাতিক প্রশ্নে পরিণত। म्यानथारमत ममस थ्याक्ट लाकमः थार्वान्धत नियम मन्याक् ব্যাপক বিতর্ক হয়ে আসছে। তাঁর একদা-বিখ্যাত ও অধ্যনা-কুখ্যাত জনসংখ্যা নীতির ওপর রচনায় তিনি বলেছেন—জন-সংখ্যা বৃন্ধি পায় জ্যামিতিক হারে (১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২) আর খাদ্য বাড়ে গাণিতিক হ'রে (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬)। এই রচনার ওপর কার্ল মার্ক্স মন্তব্য করেছেন, এটা স্কুলের ছান্রদের উপযোগী, হালকা এবং স্যার জেমস স্টিওয়ার্ট টাউনসেল্ড, ফ্র:•কিলন ওয়ালেস থেকে পেশাদারী-অলৎকারপূর্ণ-ধর্মপ্রচারের সাহিত্যিক-চৌর্যাপরাধের একটি ট্রকরো মাত্র" এবং এটাতে "একটি লাইনও নিজস্ব নয়।" এর অনিবার্য ফলশ্রতি হ'ল: অতি দ্রত জনসংখ্যা ও খাদাসরবরাহে অসংগতি দেখা দেবে; এই অবস্থা অনিবার্যভাবে ব্যাপক দৈনা ও পরিণামস্বর্প ব্যাপক মৃত্যু ডেকে আনবে। কাজেই "জন্মনিরে:ধ অবলম্বন করা" অত্যাবশাক। পরিব রের ভরণপোষণে অক্ষম ব্যক্তিদের বিরে করতে দেওয়া অনুচিত। অন্যথা, তার বংশধরদের "প্রকৃতির কোলে" স্থান হবে না।

জনসংখ্যাবৃদ্ধির আতংক অনেক প্রেনো। এই আতংক গ্রীস ও রোমান আমলেও ছিল এবং মধ্যব্বের অবসানের সমরেও ছিল। শেলটো এবং এরিলটাল, রোমান ও মধ্যব্বেরে পাতিব্রেলারারা সবাই এর ন্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এর প্রভাবে ভলটেরারও অভাদেশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই বিষয়ের ওপর বই লেখেন। অন্যান্য লেখকও তাঁকে অন্সরণ করেন। সব শেবে ম্যালখাসের রচনার এই আতংক অত্যাত শতিশীল অভিব্যান্তর্পে প্রতিভাত হয়।

প্রচলিত সমাজব্যকথা বখন ভেগ্গে পড়ার উপক্রম হর, তখন সবসমর জনসংখ্যার মাল্রাধিক্যের আতংক দেখা দের। তখন বে সাধারণ অসন্তেজৰ দপ্ করে ছড়িরে পড়ে, জনসংখ্যার আধিকা ও খাদ্যের স্কেপতাই তার কারণ বলে ব্যাখ্যা করা হর, খাদ্য কিভাবে উৎপাদিত ও বভিত হর তা নর।

মান্ব ব্যারা মান্বের স্বর্জনের শোরণের ভিত্তি হচ্ছে প্রেণীশাসন বার প্রথম ও প্রধান উপার হল জমি কুল্ফিগত করা। সাধারণ সম্পত্তি ক্রমে রাজ্যিত সম্পত্তিতে পরিণত হর। মান্বকে বিস্তহীন করে বিস্তবানদের সেবা করেই জীবিকা অর্জনে বাধ্য করা হর। এই অবস্থার পরিবারে স্মান্য নবাগতকেও বোঝা বলে মনে হর। জনাধিক্যের (ওভার্মপর্লেশন) ভূত মরীচিকার মত দেখা দের। এটা সেই প্রিমাণে আতংক স্থি করে বে পরিমাণে জমি অন্প্রক্ষ্যক লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হরে উৎপাদন ব্যাহ্ত করে। তাং, মুট্ট জ্মি উপ্ব্,ভু-

ভাবে চাৰ না হওয়ার জন্য কিংবা ভাল জমিগালৈ পশ্চারণে পরিণত করার ফলে অথবা জমির মালিকের শিকারের সং মেটাতে জমি সংরক্ষণ করার জন্য। খাদ্য উৎপাদনের জন্য এই জুমি আর পাওয়া বায় না। রোম ও ইতালি থাদাসংকটে কণ্ট পায় যখন দেশের জমি মাত্র তিন হাজার জমিদারের হাতে থাকে। "জমিদারীগ্রলিই রোমের সর্বনাশের কারণ"—সেখানে এই ধর্নিই তথন চীংকৃত হয়। ইতালির জমি পরিণত হয় সম্ভ্রান্ত মালিকদের সূবিস্তীর্ণ শিকারভূমি ও সৌখীন উদ্যানে। দাসপ্রমিক দিয়ে কৃষিকাজ ব্যয়বহুল বলে বহু জীয পতিত রাখা হয়। এর চাইতে আফ্রিকা বা সিসিলি থেকে আমদানিকত খাদাশস্য দামে সম্তা পড়ে। এটা খাদাশস্য থেকে মুনাফাবাজির দরজা খুলে দেয়। এই ব্যবসায় রোমের সম্ভ্রান্ড ধনী ব্যক্তিরা প্রধান ভূমিকা নেয়। পরে এই ব্যবসা দেশে জমি-চাষে ঔদাসীন্যের প্রধান করেণ হয়ে দাঁডায়। ধনী ব্যক্তিরা দেশে জমি চাষ করার পরিবর্তে খাদ্য ব্যবস:য়ে অধিক মানাফ: অজন করতে থাকে।

শাসকশ্রেণীগৃলির সংখ্যালপতা রোধ করার উদ্দেশ্যে এই অবস্থায় শাসকশ্রেণী রোমের নাগরিক ও দারিদ্রাক্লিন্ট উভিজ্যতবর্গদের বিরে ও সন্তান উৎপাদনে প্রচুর উৎসাহ ও সাহায্যদান সত্ত্বেও তারা বিয়ে করা ও সন্তান প্রজনন থেকে বিরত থাকেন। শাসকশ্রেণীগৃলির অবক্ষয় রোধ করা সন্তব হয়ন।

সমাজের উচ্চশ্রেণী ও প্রের্মাহতবর্গ শত শত বছর ধরে সবরকমের চক্লান্ত ও সন্তাসের মাধ্যমে অসংখ্য কৃষকের জমি আত্মসাং ও জনসাধারণের জমি কৃষ্ণিগত কর র পর মধ্যযুগের অবসানের সময় অনুরূপ ব্যাপার স্থিত হয়। যখন দীর্ঘ <u>ज्यवर्गनीय निर्याज्ञत्मत्र करम कृषकता विरम्र ह</u> करत এवः धे বিদ্রোহ চূর্ণ করা হয়, তথন অভিজাতশ্রেণীর দস্যুতা ব্যাপক আকার ধারণ করে। এমনকি ধমীর রাণ্টের সংস্করে সাধিত গি**জ**ার অনুগামী রাজন্যবর্গ এই অপকর্ম অনুশী*লন ক*রে। চোরড কাত, ভিখারি ও ভবঘুরেদের সংখ্যা বাড়েরে বাড়ে অতীতের সব সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং রিফর্মেশনের (যেড়শ শতাব্দীতে ক্যাথলিক চার্চের বিরুদেধ ইউরোপের অধিকাংশ রা**ম্মে ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দোলন** সংঘটিত হয়। এটা ছি<sup>ল</sup> মূ**লতঃ সামন্তবাদ-বিরোধী আন্দোলন। অনেক দে**শে এই আন্দোলন তীর শ্রেণী সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে—বেমন ১৫২৪-২৫ সালে জার্মানিতে কৃষক যুম্প এবং পরবর্তীকালে ইংল-ড ইত্যাদি জারগার ব্র্জোরা বিশ্লব) পর এই সংখ্যা চরমে ওঠে। জমির দখলহারা কৃষকরা দলে দলে ছুটল সহরের দিকে। কিন্তু উপরিবর্ণিত কারণে সেখানেও জীবনবা<sup>রার</sup> ক্রমাবনীড ঘটতে থাকে। কাজেই "সর্বাচই জনাধিকা" বিরাজ

ম্যালখাসের আবির্ভাব ইংলণ্ডের শিল্প কিকাশের সমরেই। তথন হার্রাক্তস, আর্কারাইট ও ওরাট প্রমূখ বিজ্ঞানীদের আবিস্ফারের ফলে বন্দ্রশিক্ষেপ ও প্রবৃত্তিবিদ্যার বিরাট পরি-বর্তান দেখা দের। প্রধানতঃ বন্দ্রশিক্ষেপ এই প্রভাব পড়ার কুটির িখলেপ নিযুক্ত হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচাত হয়। সেই সময়ে ইংলন্ডে ভূস-পত্তি কেন্দ্রীভূত হয় এবং বৃহদাকার শিলেশর প্রভত বিকাশ ঘটে। একদিকে ষেমন সম্পদ বাভতে থাকে. जनामित्क वाानक मातिस इफ़िट्स भएछ। स्मर्टे नम्दर्स भाजक-গ্রেণীগর্লির একথা ভাবার যথেষ্ট কারণ ছিল যে তদানীন্তন জগত সম্ভাব্য সকল জগতগর্নির মধ্যে উৎকৃণ্ট জগত ছিল এবং ক্রমবর্ন্ধমান শিলপায়ণ ও অপরিমের সম্পদস্থির মাঝখানে ব্যাপক জনসাধারণকে নিঃস্ব করার মত স্ববিরোধী ঘটনার আপাতঃদৃষ্টিতে ন্যায়সংগত সমাধান খ'লতে গিয়ে তারা অপর ধস্কালনের সুযোগ পায়। ধনতান্দ্রিক উৎপাদন-পর্ম্বাত ও মুন্টিমেয় জমিদারের হাতে জমির কেন্দ্রীভবনের ফলে যে অগণিত প্রমিকের কর্মচ্যুতি ঘটে তার পরিবর্তে অতি প্রজননের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর অতি দ্রুত সংখ্যাব্রাণ্যর ওপর দোষ চাপানোর চাইতে সহজতর আর কিছু ছিল না। এই ्यवन्थात्र माानथाम "म्कून ছात्वत উপযোগी, नच् ও পেশामाती ধর্মপ্রচারের অলৎকারপূর্ণ ভাষণের স:হিত্যিক চৌর্যাপরাধের অংশ" রচনা করে বর্তমান দরেবস্থার যে কারণ নির্দেশ করেন তাতে শাসকশ্রেণীর অন্তরের গভীর চিন্তা ও কামনাই প্রতি-ফালত হয়েছে এবং দ্বনিয়ার সামনে শাসকশ্রেণীর সেই চিন্তা ও কামনার যৌত্তিকতাকে হাজির করেছে। একমহল থেকে এর পেছনে সোল্লাস সমর্থন এবং অন্যাদিক থেকে এর প্রবল বিরোধীতাই এর কারণ। ম্যালথ:স সঠিক সময়ে সঠিক কথা নিয়ে বিটিশ বুর্জোয়াদের পক্ষে হাজির হয়েছেন এবং যদিও "তাঁর রচনায় একটিও নিজম্ব বাক্য নেই," তব্ ও তিনি এইভ:বে একজন মহৎ ও বিখ্যাত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন এবং সম্পূর্ণ মতবাদের সাথে তাঁর নাম সমার্থক হয়ে আছে।

### (২) জনাধিক্যের কারণ

যে অকথা মালখাসকে বিপদ সংকেত দেখাতে ও কর্কশ শিক্ষা দিতে প্ররোচিত করেছে তা তখন থেকেই যুগে যুগে বিশ্তার লাভ করছে। শ্রমিকদের প্রতি তাঁর উপদেশ আঘাতের উপর অপমান-স্বরূপ। এটা যে ম্যালথাসের স্বদেশ গ্রেট-রিটেনে শুধু ছড়িয়েছে তা নয় ধনতান্তিক উৎপাদন বাক্থা-সম্পন্ন সব দেশেই এর বিস্কৃতি ঘটেছে। এই বাবস্থা ভূমি-ল্পেন ও জনসাধারণকে যশ্ব ও কারখানার দাসে পরিণত করেছে। এই ব্যবস্থা শ্রমিককে তার উৎপাদনের উপায় থেকে বিচিছ্ন করেছে,—তা জমিই হোক বা যক্ত হোক এবং প', জিপতিদের কাছে ত কে সমপ'ণ করেছে। এই পন্ধতি নিতানতুন শিল্পশাখা নির্মাণ করে তা উন্নত ও কেন্দ্রীভূত করে; কিন্তু এটা বরাবর নতুন জনসমণ্টিকে প্রয়োজনাতিরিক বলে ঘোষণা করে বেকারে পরিণত করে। প্রচীন রে'মের মত এটা আনুষ্ঠাপক কুফল সহ 'লাটিফা-িডরা' বা জমি-দারীতে উৎসাহ প্রদর্শন করে। ইংলন্ডীয় ধারার ভূমি ল্পেনে সর্বাধিক ক্লিন্ট আয়ারদ্যান্ড ইয়োরোপের একটি প্রকৃষ্ট দ্র্টান্ত। ১৮৭৪ সালে আয়ারল্য শেডর ১২, ৩৭৮, ২৪৪ একর তৃণভূমি ও উৎকৃষ্ট পশ্ত রণভূমি ছিল, কিন্তু কর্বণো-পবোগী জমি ছিল মাত্র ৩, ৩৭৩, ৫০৮ একর। প্রতি বছরই লেকসংখ্যা কমতে থাকে: অথচ, আরও বেশী কৃষিবোগ্য জাম তৃণভূমি ও পশ্রচারণভূমিতে এবং জমিদারদের শিকার ভূমিতে পরিণত করা হয়। ১৯০৮ সালে দাঁড়ার ১৪, ৮০৫, ০৪৬

একর ভূণভূমি ও ২, ৩২৮. ৯০৬ একর মান্ত কুষিযোগ্য ভাষি। ভাছনভা, কর্বণে পযোগী জামির অধিকাংশ থাকে বিপ্লে-সংখ্যক ছোট থেকে আরও ছোট কৃষকদের ছাতে যারা জয়ি থেকে প্ররোজনীয় উৎপাদনে অসমর্থ। এই ভাবেই আরারল্যান্ড কৃষিজমি থেকে পশ্চারণভূমিতে পরিণত হয়েছে বলে মনে হয়। উনবিংশ শতাবদীর প্রারম্ভে জনসংখ্যা ছিল ৮০ লক্ষ্ এখন কমে দাঁড়িয়েছে ৪০ লক্ষের কিছা বেশি, তাতেও বেশ करत्रक लक्क मान्य वार्ज्ञ राय পড़েছে। रेश्लार जत वित्रस्थ আইরিশদের বিদ্রোহকে এইভাবে অনায়াসে ব্যাখ্যা করা যায়। জমির মালিকানা ও জমি কর্যণের ক্ষেত্রে স্কটল্যান্ডেও অন্-রূপ চিত্র দেখা যায়। এই একই রকম অবস্থা হাপেরীতেও। সেখ:নে সাম্প্রতিক দশকে আধুনিক প্রগতির চিহ্ন বিদ্যমান। ইউরোপের অনেক দেশের চাইতে উন্নত জমিতে সমৃন্ধ একটি দেশ আজ ঋণভারে জর্জরিত, জনগণ দারিদ্রক্রিণ্ট এবং মহা-জনের কুপার ওপর নির্ভারশীল। হতাশ জনগণ ব্যাপকহারে দেশত্যাগ করছে। কিন্তু জাম এমন সব অ:ধুনিক প**্রান্তপতি** রাঘরবোয়ালদের হাতে কেন্দ্রীভূত যারা বর্বরভাবে বনর্ভাম ও কৃষিজমি স্বীয় স্বার্থসাধনে বাবহার করছে। ফলে হাজেরী **অদ্রে ভবিষ্যতে শ**স্যা রংত.নিকারক দেশ থাকবে না। **ইতালিতেও অন্**রূপ অবস্থা বিদামান। জার্মানির **মত** ইতালিও জাতীয় রাজনৈতিক ঐক্যের নাধ্যমে ধনতালিক বিকাশ উন্নত করেছে। কিল্তু পিডমন্ট্ লে: শ্বার্ডি, টাসকেশী, রোমাণনা ও সিসিলির পরিশ্রমী কৃষকরা ক্রমশঃ দরিদ্র হতে হতে ধ**্বংসের সম্মুখীন। ক**য়েক বছর অ.গে যেখ*্*ন দরিদ্র কৃষকের **দখলী জমিগরিল স্যত্ন-**পরিচালিত উদ্যান ছিল, আজ তা **জল৷ভমিতে** পরিণত হতে শ্রুর করেছে। রোমের নিকটবতী ক্যামপাণনার **লক লক হেক্ট**র জমি পতিত রয়েছে। ঐ এলাকা এককা**লে প্রেনো রোমের অতান্ত বাদ্ধিস্ক**ু স্থানের অন্যতম ছিল। জলার পরিণত জমিগ**্লি বিষাত্ত দ্রগ**ন্ধ বাষ্প নির্গত করে। যদি যথাযথভাবে কামপাণনার জল নিষ্কাশন ও জলসেচনের উত্তম ব্যবস্থা হয় রোমের অধিবাসীরা খাদ্যের একটা সমৃস্থ **উৎস পেয়ে আনন্দিত হতো। কিন্তু ইতালি বৃহৎশক্তি হওয়ায়** দ্রাকাঞ্চনা পোষণ করে। নিকৃষ্ট শাসন পরিচালনা সামারক ও নৌ যুম্থোপকরণ সংগ্রহের জন্য এবং উপনিবেশ তৈরির জন্য **অর্থব্যেয় করে ই**তালির শাসকরা জনগণের সর্বনাশ **করে। এজন্য** কুষিকাজ, যেমন ক্যামপাণনার জমি উন্ধার ইত্যাদির জন্য অর্থের সংস্থান তারা করতে পারে বা ক্যামপান্নার মত অনুরূপ দ্বেবস্থা দক্ষিণ ইতালি ও সিসিলিতেও বর্তমান। যে সিসিলি একক লে রোমের শস্যাগার ছিল আজ তা দারিদ্রের গভীর পঞ্চেক নিমন্ত্রিত। সিসিলির মত দারিদুজর্জরিত ও নিগ্হীত লোক ইউরোপের আর কোথাও নেই। ইউরোপের সবচেয়ে স্কুন্দর দেশের অলেপ-সন্তুল্ট সন্ত'নরা আজ ইউরোপের অধিকাংশ ও আমেরিকায় নগণ্য মজাুরিতে কাজের সন্ধানে ভিড় করে; কিংবা দলবেধে চিরকালের জন্য দেশতা:গী হয়। কারণ স্বদেশের জমি তাদের সম্পত্তি নয় নিজের দেশে অনাহারে মৃত্যুবরণ করতেও তারা চার না। ম্যালেরিয়ার মাত উৎকট জার-ব্যাধি ইতালিতে এত ব্যাপক আকরে বিস্ভার লাভ করে যে সরকার অত্যন্ত অতি ক্তি হয়ে ১৮৮২ সাল নাগাদ এক তদত চালান। তদতে এই শোচনীয় অবস্থা প্রকাশ হয় যে দেশের ৬৯টি বিভাগের মধ্যে ৩২টি বিভাগ মারাঘাকভাবে আক্রান্ত, ৩২টি আংশিক-

ভাবে এবং মাত্র ৫টি বিভাগ এই রোগ থেকে মৃত্ত। এই রোগ আগে শৃধ্ব গ্রামাণ্ডলেই দেখা বেত, এখন শহরগ্রিলতেও প্রবেশ করেছে বেখানে দলে দলে গ্রাম্য সর্বহারাদের সহরে চলে আসার কলে ঘন সলিবিষ্ট সহর্বের সর্বহারার দল বহুগৃহণ বর্ধিত হয় এবং রোগ সংক্রামণের যোগ্য ক্ষেত্র স্মৃতি করে।

## (७) मात्रिष्ट ७ वर्धमर्ण

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পন্ধতিকে যে কোন দিক থেকেই বিচার করা হোক না কেন, দেখা যায়, খাদ্যের স্বল্পতা এবং জীবনধারণের উপায়ের অভাব জনসাধারণের অভাব ও দর্দশার ফল নয়। যে অসম বন্টন ও অর্থনীতিক কুব্যবস্থা কাউকে প্রাচুর্য দান করে এবং অন্যাদের খাদ্যাভাবে মৃত্যুর কবলে **নিক্ষেপ করে,—এটা তারই ফল। ধনতান্তিক উৎপাদন বাবস্থ**ার দিক থেকেই ম্যালথাসীয় যুক্তি অর্থপূর্ণ। অন্যাদকে ধনবাদী ব্যক্তথাই সন্তান প্রজননে উৎসত্ত দেয়। কারখানায় শিশব্দের সম্তা ও স্কুলভ শ্রম ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থারই প্রয়োজন হয়, হিসাব করেই সর্বহারাদের জন্মদান করতে হয়—তাদের ভরণপোষণের মত উৎপাদন করতে হয়। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য কুটিরশিলেপ নিযুক্ত সর্বহারাদের অধিক সন্তান লাভ করতে বাধ্য হতে হয়। এই অনস্বীকার্য ঘূণ্য প্রক্রিয়া শ্রমিকের দারিদ্র তীব্রতর করে এবং নিয়োগকর্তার ওপর নির্ভরতা কড়ায়। **সর্বহ**ারা অত্যন্ত দ**্রঃখদায়ক মজ**্বারতে কাজ করতে ব'ধ্য হয়। কুটির শিলেপ শ্রমিকদের জন্য কোন কল্যাণকর ব্যবস্থা করতে বা সামাজিক কর্তব্য সম্পাদনে অধিক অর্থবায় করতে নিয়োগকর্তা বাধ্য না থাকায় কুটিরশিল্পে সে অধিকসংখ্যক **লোক নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়। কেননা, এই** জাতীয় **শিল্পে সে যে স্ক্**বিধা পায়, অন্য উৎপাদন প**র্ম্ধাততে** তা সহজে পায় না; অবশ্য বিশেষ কোন উৎপাদন পশ্যতি সেই অবস্থায় ৰ্যদি সম্ভব হয়ে থাকে।

ধনতাশ্যিক উৎপাদন পশ্ধতি শ্বধ্ব যে পণ্য ও শ্রমিকের অতি উৎপাদনের ব্যবস্থা করে তা নয়, এই ব্যবস্থা অধিক বৃন্দিজীবী সৃণ্টির দিকেও চালিত হয়। বৃন্দিজীবিশ্রেণীর সদস্যদেরও চাকরি পাওয়া ক্রমবর্শ্ধ মানহারে কঠিন হয়ে পড়ে। চাহিদার চাইতে সরবরাহ স্থায়ীভাবে বৃন্দি পায়। ধনতাশ্যিক জগতে একটিমার জিনিস প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় না—তা হ'ল পবৃজ্ঞিও তার মালিক পবৃত্তিপতি।

যদি বৃক্তোয়া অর্থনীতিবিদরা ম্যালথাসের অনুগামী হয়ে থাকেন, তাহলে তা তাদের বৃক্তোয়া স্বাথের দিক থেকে স্বাভাবিকই, শুখু সমাজতালিক সমাজে তাদের এই বৃক্তোয়া খেরাল প্রসারিত না করাই উচিত। জন স্টুয়ার্ট মিল লিখেছেন, ".....কমিউনিজম এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে এই জাতীয় স্বার্থপির অমিতাচারের বিরুদ্ধে জনমত তীব্রতম প্রতিবাদে সোচ্চার হবে। যে কোন সংখ্যাবৃদ্ধি জনগণের আরামের অপহুব ঘটাবে বা প্রমের পরিমান বৃদ্ধি করবে তা সমাজের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ অস্ক্রিধা সৃদ্ধি করবে এবং এটাকে নিয়োগকর্তার অর্থালিপ্সা বা ধনীদের অন্যায্য অধিকারের ফল বলা যাবে ন'। এই পরিবর্তিত অবস্থায় অযোজিক ধারণাকে অস্বীকার করা হয় এবং তাতেও না হলে যে কোন রকম শাস্তিম্লক বিধান নেওয়া হয় বা সম্প্রারর প্রশ্রের প্রক্ষে কিন্দানীয় আরাম-জরেশের প্রতি বশ্যতার প্রপ্রয় দিতে হয়। ক্মিউনিল্ট ব্যবস্থা

লোকসংখ্যাব্দিধর আতৎক থেকে উখিত প্রতিবাদ প্রকাশ্যে গ্রহণ করার পরিবর্তে ঐ পাপ বা অমণ্যল ঘটবার আগেই বাধা দেবার চেন্টা করে।" অধ্যাপক এ ওরাজ্নার রাউ-এর মান্রাল অব পলিটিক্যাল ইকনমি' বইরের ৩৭৬ প্টোর বলেন. "সমাজতাশ্রিক সমাজে বিবাহ ও সন্তান উৎপাদকের স্বাধীনতা থব করা হয়।" উপরোজ লেখকরা এই ধারণা থেকেই তাদের বন্ধব্য রেখেছেন যে সবরকম সমাজব্যবস্থাতেই জনসংখ্যাব্দিধর প্রকণতা বিদ্যমান, কিন্তু উভরেই স্বীকার করেন যে অন্য সবরকম সমাজব্যবস্থাই জনসংখ্যাব্দিধ ও খাদ্য সরবরাহের মধ্যে ভারস্ক্রা ক্রার্থতে অধিকতর সক্ষম। তাদের পরবতী সিন্ধান্তাট সঠিক, আগেরটি নয়।

অবশ্য ম্যালথাসীয় মতবাদে কল্বিত কিছ্ব কিছ্ব সমাজতদ্বী আছেন যাঁরা জনাধিকাের আশ্ব বিপদ সম্পর্কে
আতি কত । কিন্তু এই সমাজতন্ত্রী ম্যালথাসবাদীরা এখন
উধাও হয়েছে। প্রকৃতি ও ব্রুজােয়া সমাজের আসল চরিত্র
সম্পর্কে গভীর অধ্যয়নের ফলে তাঁদের শিক্ষা হয়েছে।
আমাদের কৃষি বিশেষজ্ঞদের সবিলাপ সংগীত থেকে আমরা
আরও জানতে পারি যে আমরা বিশ্ববাজারের দ্ভিতৈ অতিরিক্ত খাদ্যই উৎপাদন করি—যার ফলে দাম যায় কমে এবং কমদামের জন্য খাদ্য উৎপাদন অলাভজনক হয়ে পড়েছে।

আমাদের ম্যালথাস্ব দীরা ভাবে, আর চিন্তাশক্তিহীন বৃক্তোয়া প্রবক্তাদের ঐক।ত:ন সেই ভাষাকেই প্রতিধর্নিত করে যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে ভালবাসার পাত্র নির্বাচনে স্বংধনিতা বর্তমান এবং যেখানে মান্বষের উপযোগী ব্যবস্থা সকলের জন্য অবারিত, সেখানে মান্য শশকের মত বংশবৃদ্ধি করে যাবে এবং নীতিবহিগতি যৌন সম্ভোগে ব্যাপ্ত থেকে ব্যাপক বংশব্দিধ ঘটাবে। আশা করা যায়, ঘটবে এর বিপরীতটাই। এখনও পর্যাব্ত সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট পরিবারে নয়, নিকৃষ্টতম পরিব রেই অধিকসংখ্যক শিশ্বর আগমন দেখা যায়। আত-রঞ্জনের অপবাদ থেকে মৃত্তু থেকে একথা বলা যায়, অধিকতর দ্দশাগ্রম্থ সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যেই অধিকতর সংখ্যা শিশ্র আবিভাব হয়। ব্যতিক্রম যে একেবরে নেই তা নয়। অণ্টাদশ শতাব্দীর মধাভাগে ভিরচোর লেখা থেকে এর সমর্থন মেলে. মানসিক উদ্দীপক কল্তু থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত, আধঃ-পতনের গভীর পঞ্চে নিমন্তিত ইংরেজ শ্রমিক মাত্র ২টি উপভোগের উৎস জানে, এক মাদকতা, দুই যৌন সংগম। সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত সাইলেসিয়ার জনগণও তার সমস্ত কামনা-বাসনা এই দৃ্ই বস্তুতে কেন্দ্রীভূত করে। স্ক্রা ও যৌন কামনা পরিতৃ িতই সর্বন্ব হয়ে দাঁড়ায় এবং একথা অনায় সে ব্যাখ্যা করা যায় যে শারীরিক বলিণ্ঠতা ও নৈতিক দঢ়েতা যে পরিমাণে কমে সেই পরিমাণে দ্রত জনসংখ্যা বৃষ্ধি পেতে थारक।"

মার্কসও তাঁর ক্যাপিটাল গ্রান্থে অন্বর্প মত প্রকাশ করেছেন। "প্রকৃতপক্ষে, কেবলমার জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যাই নর, পরিবারসম্হের পূর্ণ আরতন আরের উচ্চতার বিপরীত অনুপাতে হরে থাকে এবং সেজন্য বিভিন্ন ন্তরেই শ্রমিকের জীবিকার ওপরও নির্ভার করে। ধনতান্মিক সমাজের এই নীতি অসভ্য জাতির কাছে অবাস্তব মনে হবে, এমনকি সভা উপনিবেশের অধিবাসীদের পক্ষেও। এটা ব্যক্তিগতভাবে দুর্বল ও নিয়ত আক্রান্ত পাশ্বান্নির সামাহানি ব্লিথর কথাই স্মান্ত করিরে দেয়।" মার্কাস লাইং-এর উম্থাতি দিয়েছেন, "সব মান্য বদি অনারাসে, জীবনধারণের অবস্থায় থাকত তাহলে প্থিবী অনতিবিলাদের জনশ্না হয়ে বেতো।" লাইং ম্যালথাসের বিপরীত মত পোষণ করেনঃ জীবনযান্তার উন্নত মান বরং জন্মহাসেরই অন্ক্ল, জন্মব্লিয়র নয়। হার্বাটি স্পেন্সর একই মত প্রকাশ করেছেন, "প্র্ণিতা ও প্রজননশান্তি সবসময় সর্বাচ্ছ পরস্পরবিরোধী। এর থেকে এটাই দাঁড়ায় যে, আরও প্রগতির জনা মানবজ্ঞাতি যে সমাজের দিকে তাকিয়ে আছে, তার ফলে সন্তব্তঃ সন্তান উৎপাদন হ্রাস হবে।"

আমরা দেখতে পাই, অন্যান্য বিষয়ে ভিন্নমত পোষণকারী বান্তিরা এই একটি বিষয়ে একমত এবং আমরা তা সমর্থন করি।

## (৪) লে,কসংখ্যায় ঘাটতি ও খাদ্যে বাড়তি

জনসংখ্যার গোটা প্রশ্নটি এই বলে সহজেই ছেড়ে দেওর।
যায় যে অতিরিক্ত জনসংখ্যার বিপদ দ্ভিগৈচের নয়, কারণ
আমরা অতিরিক্ত খাদ্য সমস্যার সম্মুখীন, যা আবার বছরের
পর বছর ব্ল্ম পাবরেই আশংকা। তাই এই সম্পদ নিয়ে কি
করা হবে এই দ্ভিচন্তা, খাদ্য পর্যাণত কিনা এই দ্ভিচন্তার
চেয়ে অনেকবেশি বড়। খাদ্য উৎপাদনক রীরা সাগ্রহে খাদ্যের
ভক্ষকদের দুত ব্লিখকে অভিনন্দন জানাবে। কিন্তু ম্যালথাসবাদীরা আপত্তি তুলতে ক্লান্তিবোধ করেন না। স্তরং আমাদের
নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করতে হবে পাছে তারা এই অজ্ব্লেওর
আশ্রম্ব নিতে পারে না যে তাদের অপত্তি অকাটা।

তারা দাবি করেন যে অতি নিকট ভাবেষাতে জনাধিকার বিপদ 'ক্রম হ্রাসমান উৎপাদন বিধি'-র মধ্যে নি হত। অম দের জ্ম "উৎপাদনে নিঃশেষিত," ব্ধিষ্ণ ফসল আর আশা করা ষয় না এবং **বেহেতু কৃষির উপযোগী জমি ক্র**মে দ্বুল্প পা হয়ে উঠছে, তাই খাদা সংকটের বিপদ আসন্ন যদি লোকসংখ্যা বাড়তেই থাকে। কু.ষতে জমির ব্যবহার সম্পর্কিত অধ্যায়ে সন্দেহ তীতভাবে একথা প্রমাণ করতে পেরেছি বলে আমরা কিবাস করি যে, কুষি বিজ্ঞানের বর্তমান স্তরেই নতুন খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষ কি বিপত্রল অগ্রগাত ঘটতে পারে। আরও কিছু দুন্টানত দেওয়া যাক। একজন অতানত যে গা বড় ভূম্বামী ও সর্বজনস্বীকৃত অর্থনীতিবিদ (যিনি উভয় ক্ষেত্রে ম্যালথ সের চইতে শ্রেষ্ঠ।) বডবার্টাস কৃষি রসায়ন শ স্তের শৈশবে ১৮৫০ সালে বলেছেন, "কাঁচা সামগ্রী উৎপাদন যেমন, খাদ্যোৎপাদন ভবিষাতে শিলেপাৎপাদনে ও পরিবহনের পেছনে পড়ে থাকবে না। কৃষি রসায়ন এখনই কৃষির ভবিষাং উজ্জ্বল করতে আরম্ভ করছে। যদিও এর ভূলপথ পরিক্রমা করার অ.শংকা বিদ্যমান, তব্বও এটা পরিণামে খাদ্য উৎপাদনকে সমাজের আয়ত্ত্বাধীনে স্থাপন করবে, যেমন বর্তমানে প্রয়োজনীয় পরি-मान अनारमञ्ज अन्नवनार प्राटन य कान अन्निमान वन्त छेरशामन করা যায়।"

কৃষি রসায়ণের প্রতিষ্ঠাতা জ্ব্লাস তন লিবিগ এই মত পোষণ করেন যে "র্ঘাদ মান্বের শ্রম ও সার প্রচুর পরিমাণে পাওরা যার, তাহলে জমি অফ্রেন্ড উৎপাদনশীল থাকে এবং বছরের পর বছর অপরিমেয় ফসল দিতে পারে।" উৎপাদন ইসের নিরম ম্যালখাসীয় খেরাল মান্ত, এটা কৃষিকাজের অতি নিল্লুনতরে গ্রহণ্যোগ্য হতে পারে যদিও এই নিয়ম বিজ্ঞান ও

অভিন্তার আলোকে বহু আগেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে । নিয়মটি বরং এইভাবে বলা যায়—"একটা জমির উৎপাদন মানুষের ব্যায়ত শ্রম (বিজ্ঞান ও যদ্মপাতিসমেত) ও সেই জমিতে প্রদত্ত যথার্থ সারের সাথে সমানঃপাতিক।" যদি গত ৯০ বছরে ফ্রান্সের পক্ষে ক্ষরুদ্র কৃষি খামারগর্বল নিয়ে তার উৎপাদন চতুর্গ বুণিধ করা সম্ভব হয়ে থাকে (লোকসংখ্যা কিল্ড ন্বিগুণ্ড বাডেনি), তাহলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্পন্ন সমাজ থেকে অনেক কেশি ভাল ফল আশা করা যায়। মালেথাসব দীরা আর একটি সতা এডিয়ে যান যে, শুধু আমাদের দেশের কথাই হিসাবের মধ্যে গণ্য করলে চলবে না, প্রথিবীর সব জমি, প্রধানতঃ যে সব দেশের জমি আমাদের দেশের ভূথন্ড থেকে বিশ থেকে ত্রিশ ও তারও বেশি গুণ ফসল দেয়, তাকেও হিসাবের মধ্যে ধরতে হবে। বদতুতঃ পূথিবীর সম্পদরাশি মানুষ ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছে। তবুও বলতে হয় এক অতি ক্ষুদ্র ভণ্নাংশ বাদ দিলে যতটাুকু হওয়া সম্ভব সেভাবে কোথাও জমির চাষ ও ফলপ্রদভাবে তার বাবহার হচ্ছে না। শুধু গ্রেট ব্রিটেনই যে একমাত্র বর্তমানে যা উৎপাদন করে তার চাইতে অনেক বেশি পরিমাণ খাদাশস্য উৎপাদন করতে পারে তাই নয়; ফ্রান্স, জার্মানি ও অন্ট্রিয়াও তা পারে এবং এ সত্য ইউরোপের অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রযো<del>জ্য।</del> ক্ষুদ্র ওয়ার্টেমবার্গে ৮৭৯,৯৭০ হেক্টর কর্ষণযোগ্য জামতে কেবল বাষ্পচালিত লাজ্গল বাবহারের ফলে ৬,১৪০,০০০ সেন্টনার উৎপাদনকে ৯,০০০.০০০ সেন্টনারে উল্লীত করা সম্ভব হয়েছে।

জার্মানির বর্তমান জনসংখ্যার অবন্থা দিয়ে বিচার করলে ইউরোপীয় রাশিয়া তার বর্তমান ১০ কোটি লোকসংখ্যার পরিবর্তে ৪৭·৫ কোটি লোককে খাওয়াতে পারে। আজকের ইউরোপীয় রাশিয়াতে প্রতি বর্গমাইলে ১৯·৪ জন লোক বাস করে, সেক্সনীতে করে ৩০০ জন। রাশিয়ার স্বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে জলবার্ উচ্চপর্যায়ের উর্বরতা অসম্ভব করে তুলেছে সত্য, কিন্তু অন্যদিকে রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলের জলবার্ ও মাটি জার্মানির জমির তুলনায় অনেক বেশি কৃষি উৎপাদনক্ষম। তথন অবার জনসংখ্যার ঘণত্ব ও উন্নত জমি কর্ষণ (যা অব্যবহিত পরেই হয়) জলবার্র পরিবর্তন ঘটাবে যা এমনকি আজও অন্মানকে হার মানায়। যেখানেই লোক রাশীকৃত হয়, সেখনেই জলবার্র পরিবর্তন ঘটে।

এসব বিষয়ের ওপর আমর। গ্রহ্ম দিই না বললেই হয়, এমনকি এগ্রনির সংমগ্রিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতেও আমরা অক্ষম। কারণ বর্তমান অবস্থায় এ বিষয়ে বিরাট আকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার স্বোগা বা সম্ভাবনা আমাদের নেই। দৃষ্টাশ্তস্বর্প আজকের অতি হাল্কা বসতিপ্র্ণ নরওয়ে ও স্কুডেন তাদের বিরাট বনাঞ্চল, সত্যিকারের অফ্রন্ত খণিজ সম্পদ, অসংখ্য নদনদী এবং সম্দ্রতীরবতী দীর্ঘ এলাকা নিয়ে আরও ঘণ জনসংখ্যার জন্য সম্মুখ খাদ্যসংস্থান করতে পারবে। বর্তমান অবস্থায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবশ্বনের উপায়ের দৃষ্প্রাপ্যতার ফলে বিক্ষিণ্ড জনসাধারণের একাংশ দেশত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে।

উত্তরাঞ্চল সম্পর্কে যা বলা যায়, ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চল সম্পর্কে আরও অতুলনীয় অধিক মাত্রায় তা প্রযোজ্য—যেমন পর্তুগাল, দেপন, ইতালি গ্রীস, দানিয়বীয় রাজ্যসমূহ, ইাপোরা, তুরুক প্রভৃতি। এসব দেশসম্বের ক্লেদার্ভ রাজ-নৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ফলে শত সহস্ত মানুষ দেশে অবস্থান বা নিকটবতা সুবিধাজনকভাবে-অবস্থিত দেশে ছারা বসবাস করার পরিবতে দেশত্যাগ করে সম্বেরে ওপারে চলে যেতে বাধ্য হয়। বেইমান্ত একটা ন্যায়নিন্দ্য রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা স্থাপিত হবে, তথন ঐ বিস্তীর্ণ ও উর্বর ভূমিকে উন্নত পর্যায়ের কৃষিভূমিতে উন্নতি করতে নতুন লক্ষ লক্ষ লোকের প্রয়োজন হবে।

আদ্রে ভাবষাতে যখন ইউরোপে অতি উন্নত সাংস্কৃতিক লক্ষ্যপ্রণ সম্ভব হবে লোকসংখ্যা বাড়তির চাইতে ঘাটতিই দেখা দেবে এবং সেই অবস্থায় জনাধিক্যের আতঞ্চ পোষণ করা অসম্ভব হবে। সবসময় মনে রাখা দরকার যে শ্রম ও বিজ্ঞানের সাহাষ্যে খাদ্য উৎপাদনের উৎসের যথাযথ ব্যবহার সীম হীন-ভাবেই করা যায়। করণ প্রত্যেক দিনই নিত্যনতুন আবিষ্কার ও উম্ভাবন খাদ্যের উৎসব্যুদ্ধ করে যাছে।

আমরা ইউরোপ ছেডে যদি অনা দেশের দিকে তাকাই. তাহলে লোকের ঘাটতি ও জমির প্রাচুর্য আপনা থেকেই আমাদের চে.খে পড়ে। প্রথিবীর প্রচুর পরিমাণ উর্বর জমি সম্পূর্ণ বা প্রায় সম্পূর্ণর পেই অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। কারণ পতিত জমি কৃষি উপযোগী করে যথাযথ ব্যবহারের কাজ সম্পাদন করা কয়েক হাজার লোকের পক্ষে সম্ভব নর. বহু লক্ষ লোকের ব্যাপক উপনিবেশ স্থাপন প্রয়োজন, প্রকৃতির **এই প্র:চুর্যের কিয়দংশকে মানুষের নিয়**ন্দ্রাধীন করতে। অন্যান্যের মধ্যে এই পর্যায়ে পড়ে কয়েক **লক্ষ বর্গমাইলের** বিরাট ভূখণ্ড, মধ্য ও দক্ষিণ অংমেরিকা। দৃষ্টাণ্ডস্বর্পে, আর্জেণ্টনার অধীনে ৯ ৬ কোটি হেক্টর উর্বর জমির মধ্যে অন্ধিক ৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষাবাদ হয়। দক্ষিণ আমে-**রিকায় শস্য উৎপাদনক্ষম পতিত জমির পরিমাণ কমপক্ষে** আনুমানিক ২০ কোটি হেক্টর: অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অন্মিয়া, হাঙেগরী, গ্রেট ব্টেন ও আয়ারল্যান্ড, জার্মানি ও ফ্রান্সে সন্মিলিতভাবে শস্য উৎপাদন হয় ১০০৫ কোটি হেক্টর **জমি। ৪০ বছর অ:গে ক্যারী এই মত পোষণ করতেন যে** ৩৬০ মাইল দীর্ঘ ওরিনোকো উপত্যকা একাই সমগ্র ম.নব-জাতিকে খাওয়াবার মত শস্য উৎপাদনে সমর্থ। এই অনুমানের অধেকিও মেনে নিলে তব্ব আরও প্রচুর থাকে। যে কোন ক্ষেত্রে একা দক্ষিণ আমেরিকাই বর্তমান জগতের লোকসংখ্যার বহু-গ্রেকে খাওয়াতে পারে। পর্নাটক।রিতার দিক থেকে একখণ্ড জমিতে কলা চাষ ও ঐ পরিমাণ জমিতে গম চাষের হার হয় ১৩৩ : ১। যেখানে আমাদের ভাল জমিতে গমের ফসল বীজের ১১ থেকে ২০ গুণ মত্র হয়, সেখানে ধান উৎপাদনকারী জমিতে বীজের তুলনায় ফসলের পরিমাণ হয় ৮০ থেকে ১০০ গ্র্ব, ভূট্টা ২৫০-৩০০ গ্র্ব এবং কোন কোন স্থানে যেমন ফি**লিপাইনে ধানের উৎপাদন হয় বীজের ৪০০ গ**ুণের মত। এইসব বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যবস্তু উৎপাদনের সময় তার **প**র্বান্টকারিতা বৃদ্ধির দিকে নজর রাখা দরকার। পর্বান্টর ক্ষেত্রে রসায়নশাদের বিকাশের সীমাহীন পরিধি রয়েছে।

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, বিশেষতঃ ব্রাজিলে, আয়তনে প্রায় সারা ইউরোপের সমান। ব্রাজিলের আরতন ৮,৫২৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার অথচ জনসংখ্যা ২·২ কোটি বেখানে ইউ-রোপের আয়তন ৯,৮৯৭,০১০ বর্গ কিলোমিটার ও লোকসংখ্যা 80 व्यापि। क्रीमत शाहूर्य ७ छर्वत्रकात क्रेना अहे प्रत्भन गर्व পরিব্রাক্তকদের বিষ্ময় ও প্রশংসা অর্জন করে। তাছাড়া এই-দেশসমূহে অফুরাণ আকরিক ও ধাতব পদার্থ আছে। তবুও এসব দেশ এখনও বহিন্তাগত থেকে বিচ্ছিন। কারণ এখনকার জনসাধারণ শ্রমবিমুখ ও সংখ্যায়ও তারা নেহাং অলপ, সভাতার আলো পেয়েছে সামান্যই এবং শক্তিধর প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিশ্তার করতে তারা অক্ষম। আফ্রিকার অবস্থা কি রকম সেটা সাম্প্রতিক দশকগ**্রলি**র আবিষ্কার দেখিয়ে দিয়েছে। মধ্য আফ্রিকার একটি ভাল অংশ ইউরোপীয় চাবের পক্ষে অনুপ-যোগী হলেও এমন বিরাট বিরাট ভূখণ্ডও রয়েছে, মানুষের উপনিবেশ গড়ার যুক্তিগ্রাহ্য নীতিগরাল প্রয়োগ করা হলে रयश्चीमरक ভामভाবে कार्क माशाता यात्र। अनामिरक, এসিয়ার স্ববিস্তীর্ণ ও উর্বর এলাকাগ্বলি লক্ষ লক্ষ অর্গাণত লোকের খাদ্যের সংস্থান করতে পারে। অতীতে আমরা দেখেছি. मृम् कलवारा लाल প्रारं मद्यानित में जन्दि स्थानगर्नि মূল্যবান পর্নিটর যোগান দিতে পারে যদি মান্ত্র জানে কিভাবে তাতে জীবনসঞ্চারী জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হয়। বর্বর ধ্বংসমূলক দেশজয় ও স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর উন্মন্ত নির্যাতনের মাধ্যমে অতি উন্নত ধরণের কুগ্রিম পরঃপ্রণালী ও সেচ ব্যক্তথার ধরংসসাধনের ফলে পশ্চিম এ\সয়ার টাইগ্রিস ও **ইউফ্রেট্স নদীর উপত্যকাগ**্রালর হাজার হাজার বর্গমাইল বালির মর্ভুমিতে পরিণত হয়। একই ঘটনা সংঘটিত হয় উত্তর আফ্রিকা, মেক্সিকো ও পের,তে। যদি সভ্য মানুষ এই সমূহ এলাকায় লক্ষে লক্ষে বসবাস করে তাহলে অফুরুত খাদ্যের উৎসের দ্বার খুলে যায়। এশিয়া ও আফ্রিকয়ায় খেজুর গাছের ফল অবিশ্বাস্য প্রাচুর্যে ফলে এবং তাতে এত কম জায়গার দরকার হয় যে, ২০০টি গাছ এক মর্গেন স্থানে ( দুই একরের সামান্য বেশি) রোপন করা যায়। মিশরে ভুরা (আটা ময়দার মত গ'বড়ো করে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়) নামক শস্য বীব্দের ৩০০০ গুণ ফলন দেয়। তবুও দেশটি গরিব। জনা-ধিকা এর কারণ নয়। বর্বর ধরংসক যের ফলে যুগ যুগ ধরে মর্মুছাম বেড়েই চলেছে, এই গোটা দেশে মধ্য ইউরোপের উদ্যান ও কৃষির কলাকোশল প্রয়োগ করলে যে আশ্চর্যজনক **ফল পাওয়া যাবে তা সব হিসাবকে হার মানায়।** 

বর্তমান কৃষি ব্যবস্থাতেই মার্কিন যুন্তরাষ্ট্র তার বর্তমান জনসংখ্যার (৮ ৫ কোটি) ১৫ থেকে ২০ গন্ন লোকের (১৫০ কোটি থেকে ১৭০ কোটি) অন রাসে আহারের সংস্থান করতে পারে। অনুর্পভাবে কানডাও ৬০ লক্ষ মানুষের খাদ্য সংস্থানের পরিবর্তে কোটি কোটি লোককে খাওয়াতে পারে। তারপর দৃষ্টাশতস্বর্প রয়েছে অস্থোলিয়া এবং ভারত মহাসাগরের অসংখ্য শ্বীপ যার মধ্যে অনেকগন্লি আয়তনে যেমন বড়, উর্বরতাও তার অসাধারণ। সভ্যতার নামে এখন লোকসংখ্যা ক্মানো নয়, বাড়ানোর আবেদনই মানবজাতির কাছে পেশ করা হছে।

সর্বাই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগর্নল এবং বর্তমান উৎপাদন ও বণ্টন পাষ্টিই মানুষের দুঃখ-দুর্দানার কারগ, জনসংখা-বৃদ্ধি নর। করেকটি উত্তম ফসল উপর্য্বার খাদ্যের মূল্য এত কমিরে দের যে অসংখ্য চাবীরই সর্বনাশ হর। কৃষকের অবস্থার উমতির পরিবর্তে অবনতিই হয়। ভাল ফসলের মূল্য কমে যার বলে বর্তমানে কৃষকদের এক বৃহদাংশ ভাল ফসলকেই गुर्जागा काम करन करता। क्षेत्रर क्षाकर वर्गकरा वास्त ত্রা হর। অন্য দেশের কসল প্রাণ্ড থেকে আমাদের বঞ্চিত করার জন্য খাদাশস্যের ওপর চড়া শহুক বসানো হয়। এতে বিদেশী খাদাশস্য আমদানী ব্যাহত হয় এবং দেশী বাজারে দাম চড়ে যায়। কারখানার প্রস্তুতজাত বহু সামগ্রীর প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সম্পদ ও উৎপাদন সম্পর্কের জন্য যেমন লক্ষ লক্ষ লোক প্রয়োজন মেটাতে পারে না, সেইরকম লক্ষ লক্ষ লোক খাদ্যাভাবে কন্ট পার, কারণ খাদ্যের প্রাচূর্য থাকা সত্ত্বেও ভারা তার দাম দিতে অপারগ। এই রকম একটা উন্মত্ত অবস্থা भ्वणे**ः रे विमामान । यथन कमल छाल र** स **आ**मारम् स्थामा-गत्मात्र मन्नाकारथात्त्रता रेष्टाकृष्णात्व थामा नणे कत्त्र रक्त्न, কারণ তারা জনে, যে পরিমাণ খাদ্য দৃষ্প্রাপ্য হয় সেই পরিমাণে তার ম্লাক্ম্পি ঘটে। এই অবস্থায় জনাধিক্যের ভয় আমাদের করতেই হয় ! রাশিয়া, দক্ষিণ ইউরোপ এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গ্রদাম ও পরিবহনের স্ব্যোগ-স্ববিধার অভাবে প্রতি-বছর লক্ষ লক্ষ সেশ্টনার (এক সেশ্টনার প্রায় ৫০ কেজির সমান) খাদ্যশস্য বিনষ্ট হয়। প্রয়োজনীয় ফসলকাটার যন্ত্র-পাতির অভাবে বা ঠিক সময়ে কাজ করার লোকের স্কল্পতার জন্য প্রতি **বছর আরও লক্ষ লক্ষ সে**ন্টনার খাদ্য**শস্যের** অপচয় হয়। বহু শস্য-মঞ্জরী ও পরিপূর্ণ শস্যাগার এবং গোটা ভূসপত্তি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। কারণ এর ফলে যে লাভ হয়, তার চাইতে বীমার প্রিমিয়ম অনেক বেশি লাভজনক। একই-কারণে নাবিকসহ শস্যভাতি জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে খাদ্যশস্য ক্রিণ্ট করা হয়। আমাদের সামরিক অভিযানের সময় ফসলের একটা **বিরাট অংশ বছর বছর নল্ট করা হয়। মাত্র ক**য়েকদিনের সামারক অভিযানের জন্য ব্যয় হয় লক্ষ লক্ষ মুদ্র। এটা সকলেরই জানা বিষয় যে এই হিসাব খুব কম করেই ধরা হয়, এবং অ**নেক সা**মারক অভিযান প্রতি বছরই হয়ে থাকে। একই উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক গ্রামের সম্পূর্ণটাই ধরংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয় এবং বিরাট এলাকা কৃষিকাজ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

এটাও ভূলে যাওয়া উচিত নয় যে সম্দ্র হল খাদোর একটা সহায়ক উৎস। পৃথিবীর জলভাগ স্থলভাগের ১৮ ঃ ৭ অন্-পাতে আছে অর্থাৎ জলভাগ স্থলভাগের চাইতে আড়াইগ্ন্ণ বড় এবং এর অপরিমেয় খাদ্যসম্পদ এখন বিচারব্নিধসম্মতভাবে বাবহারের অপেক্ষা রাখে। সম্ভাবনায় ভবিষাৎ ম্যালথাসবাদীদের অভিকত জীর্ণ চিত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

পরিশেষে, কে বলতে পারে আমাদের রাসায়নিক, প্রাকৃতিক ও শারীরবৃত্ত সম্পর্কীর জ্ঞানের শেষ কোথার? কে সাহস করে ক্লতে পারে মান্য আগামী শতাব্দীগর্নলতে আবহাওয়া পরিবর্তনের ও জাম ব্যবহারের পন্ধতির জন্য কি বিরাট বিরাট পরিকল্পনা কার্যকরী করবে?

আজ আমরা ধনতাশ্রিক পশ্ধতিতে বে পরিকলপনা কার্যকরী হতে দেখি এক শতাব্দী আগে এটাকে অসম্ভব ও উন্মাদ
পরিকলপনা বলেই ভাবা হতো। বিস্তৃত যোজক কেটে সম্মূদ্রকে
সংযাত করা হচ্ছে। অতি উচ্চ পর্বতমালা শ্বারা বিভক্ত দেশকে
সংযোজনের জন্য বহু মাইল দীর্ঘ স্মৃড়প্য প্থিবীর বৃকে খনন
করা হচ্ছে। দ্রুত্ব ক্যাবার জন্য এবং সম্দু শ্বারা বিভক্ত দেশের
নানা বাধা বিপত্তি দ্রু ক্রার জন্য সম্মুগ্রেভি অন্তর্প
স্মৃত্পা খনন চলতে। "বাস, এপর্যাক্তর, অন্ধ না!"—এই ক্যা

ৰণার ৰো কৈ? বর্তমান অভিজ্ঞতা ক্লমন্ত্রাসমান উৎপাদন বিধি' (Law of diminishing returns) শৃধন যে খণ্ডন করেছে তা নয়, উন্ধৃত উর্বর জামও কোটি কোটি লোক ন্বারা কর্বিত হবার অপেক্ষায় আছে।

এই সম্হ কৃষ প্রকাপ যদি একই সংশ্য হাতে নেওরা হর, আমরা লোকের আাধক্যের বদলে লোকের অতি-স্বাক্ষণতাই অনুভব করব। সামনে যে কাজ পড়ে আছে তা সমাধানের জন্য মানবজাতির প্রচুর সংখ্যাব্দিধ দরকার। চাষের আয়য়ৢয়ধীনে আনা জমিরও পরিপ্রেণ ঝবহার যেমন হচ্ছে না, তেমনই প্রিবীর ভূভাগের প্রায় তিন চতুর্থাংশ পরিমাণ জমি চাষ করার জন্য প্রচুর লোকেরও অভাব। ধনতান্দ্রিক ব্যবস্থা শ্রমিক ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর যে আপোক্ষিক জনাধিক্য স্টিট করে, সভ্যতার উন্নত স্তরে তা আশাবাদ বলে গণ্য হবে। জনসংখ্যা যত বে।শই হোক না কেন, তা সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সহয়ের হয়, অন্তরায় হয় না। যেমন, বর্তমানে খাদ্য ও পণ্যের অতি উৎপাদন; নারী ও শিশুকে শিলেপ নিয়েরগের ফলে পারিঝারিক ভাশ্যন এবং বৃহৎ পর্নজিপতিদের দ্বারা সমাজের মধ্যশ্রেণীর উৎসাদন ইত্যাদি স্বাক্ছ্মই স্ভ্যতার উন্নত স্তরের প্রস্তাত ইয়।

#### ৫। সামাজিক সম্পর্ক ও সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা

এই সমস্যার অন্যদিক হচ্ছে—মানুষ কি অনিদিশ্ট হারে বাড়ে এবং এই বাড়ার প্রয়োজন কি তারা অনুভব করে?

মান্ধের সন্তান উৎপাদনের বিরাট ক্ষমতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ম্যালথাসবাদীরা সাধারণতঃ ব্যতিক্রমযুক্ত পারবার ও মান্ধের বিরল ঘটনার উল্লেখ করেন। কিন্তু এতে কিছুই প্রমাণত হয় না। এসব বিরল ঘটনার বিপরীতদিকে আবার এমন ঘটনা আছে যেখানে অনুক্ল জীবনযাপন ব্যবস্থার মধ্যেও সম্পূর্ণ কন্ধ্যান্থ বা নামমাত্র জন্মদান ক্ষমতা অম্পসময় পরেই দেখা দেয়। অবস্থাপন্ন পরিবারগনাল কি দ্রুত নিশ্চিত্র মেটা খুবই আশ্চর্মের ব্যাপার। লোকসংখ্যাব্যক্ষর জন্য অন্য দেশের তুলনায় মার্কিন যুক্তরান্থে অনেক বৌশ অনুক্ল অবস্থা বিদামান থাকা সত্ত্বেও এবং প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোক, কমবয়সে বসবাসের জন্য এদেশে আসা সত্ত্বেও প্রতি প্রতি প্রতি প্রতি বহর জনসংখ্যা দ্বিগৃত্ব হয়। বার থেকে কুড়ে বছরে জনসংখ্যা দ্বিগৃত্ব হয়ার কোন দৃত্যান্ত কোথাও বিরাট আকারে নেই।

ভিচোঁ ও মার্ক্স থেকে উন্ধৃত বাকাসমূহ প্রমাণ করে যে দারিদ্রতম অণ্ডলে লোকসংখ্যা ব্যাদ্ধ পায় বোশ দ্রত। কারণ, ভিচো সঠিকভাবেই দাবি করেন যে মাদকতা ছাড়াও যৌন সংগমেই হ'ল তাদের একমাত্র আনন্দ। সপতম গ্লেগরি (Gregory) যখন যাজকদের উপর চিরকোমার্যরত বাধাতান্ম্লক করেন, মেইঞ্জের বিশপের এলাকায় নিন্দ্রপদের যাজকদের অভিযোগঃ প্রধান প্রোহিতদের দেখেই বেঝা যায় যে যারা সন্ভাব্য সব বয়সের আনন্দে যোগদান করতে পারে, তাদের আনন্দের উৎস মাত্র একটিই—তা হ'ল নারীসন্ভোগ। হরেকরকম পেশার অভাবের জন্যও বোঝা যায় কেন গ্রাম্য প্রোহিতদের বিবাহ অধিকতর ফলপ্রস্ক্রয়। এটাও অনন্ধীকার্য যে জার্মানীর দরিদ্রতম অঞ্চলগ্যাল যেমন ইউলেনবার্গ (সাইক্রাসরাক্ষ), লাসজ, আর্জা, কিয়েলাভ্রার্গ, ব্রবিভারাল

বন, হাজ' প্রভৃতি অধিক খন বসভিতে প্র', বাদিও তাদের প্রধান খাদ্য হ'ল আলু। এটাও নিশ্চিত যে যক্ষ্মারোগে আক্লান্তদের যৌন আবেগ বিশেষভাবে তীব্র; এবং শারীরিক অবস্থার অবনতির সময় যখন সম্ভান উৎপাদন অসম্ভব মনে হয় তথনই অধিক সম্তানের জন্ম দেয়।

(১) সংখ্যা দিয়ে মানের ক্ষতিপ্রেণ করাটাই প্রকৃতির নিরম। (২) হার্বার্ট স্পেনসার, লাইঙ প্রভৃতির উম্পৃত বাক্য থেকেও এর সমর্থন মেলে। বড় ও শক্তিশালী পশ্ব যথা হাতী, 🤸 হওয়া পর্যণত তার তৃণিত খোঁকে। এই প্রেরণা সাধারণতঃ সিংহ ও উট প্রভৃতি, আমাদের গৃহপালিত পশ্ব যেমন ঘোড়া, গাধা ও গর, প্রভৃতি জগতে কম সন্তানই আনয়ন করে। অন্যত্র. নিন্দ্রশোর পশ্রা বিপরীত মাতায় বৃদ্ধি পায়। যেমন সব রকমের পোকামাকড়, অধিকাংশ মংস্যা, নিম্ন স্তন্যপায়ী **জীবদের মধ্যে খরগোশ, ই'দ্বর প্রভৃতি।** অন্যাদকে ডারউইন এটা প্রতিষ্ঠিত করেন যে কতকগুলি পশ্য তাদের প্রজননশক্তি হারিয়ে ফেলে যথন তাদের বশীভূত করে গৃহপালিত করা হয়। হাতী একটা দৃষ্টানত। এতে প্রমাণিত হয় যে নতুন জীবন ধারণের পরিবেশ ও পরিবার্তত জীবন যাপনের পর্ম্বাত প্রজনন ক্ষমতা নির্ম্পারণ করে দেয়।

এটা বিস্ময়ের বিষয় যে ডারউইনবাদীর ই জনাধিক্যের আতত্তেকর অংশীদার এবং তাদের পান্ডত্যের ওপরই আমাদের আধ্রনিক ম্যালথ সবাদীরা ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। আধ্রনিক ভারউইনপন্থীরা যথন তাদের তত্তুগর্নাল মানব জাতির প্রতি প্রয়োগ করেন তখন তাঁদের ভাগ্য সব সময়ই বিরূপ হয়. কারণ তাঁরা সেরা হাতুড়ে পন্ধতির শরণাপন্ন হন এবং বিস্মৃত হন যে মানুষ যদিও উচ্চ পর্যায়ের জীব এবং প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, যা অন্য পশ্রা পারে না—নিজের স্বার্থে প্রকৃতির নিয়মকে ভাল ভ:বে কাজে লাগাতে জানে।

অহিতত্ব রক্ষার সংগ্রামের ততুমতে নতুন জীবনের বীজ প্রাণধারণের বর্তমান উপায়ের চাইতে অধিক সংখ্যায় বিদ্য-মান থাকতে পারে। এই তত্ত্ব মানুষের বেলায়ও প্রয়োগ করা যেত যদি মানুষ মস্তিজ্কচালনা ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে বাতাস, জমি ও জলকে ন্যায্যভাবে ব্যবহারের পরিবর্তে তুণভোজী পশ্রর মত চরতে থাকত বা বানরের মত অবাধ যৌনকার্যে নিরত থাকত, অর্থাৎ সে যদি বানর হয়ে যেত। প্রস্থাক্রমে বলা যায়, মানুষ বাদ দিলে বানররাই একমাত্র জীব ফাদের যৌন আবেগ কোন নির্দিণ্ট সময়ের শ্বারা সীমিত নয়, এটা একটা অকাট্য প্রমাণ যে, এই উভয় জাতির মধ্যে একটা নিকট সম্পর্ক আছে। কিন্তু যদিও তারা নিকট সম্পর্কিত, তারা অভিন্ন नय अवर जाएनत अकटे भर्यास्त्र स्थाभन कत्रा हरण ना वा अकटे মানদশ্ডে বিচার করাও চলে না।

এটা সত্য যে মালিকানা ও উৎপাদনের বর্তমান সম্পর্কের অধীনে ব্যক্তি মানুষকে বে'চে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হয়ে-ছিল এবং এখনও করতে হয়। জীবন ধারণের প্রয়েজনীয় উপকরণ পেতে অনেকেই ব্যর্থ, জীবনধারণের উপায়ের দৃষ্প্রাপ্য-তার জন্য এটা নয়। এর কারণ হ'ল—বর্তমান সামাজিক অক্স্থায়—এমন একটা জগতে বে'চে থাকার উপায় থেকে মান্ত্র বণ্ডিত যেখানে এক বিরাট প্রাচূর্য বিদ্যমান। এর থেকে এই সিম্পান্ত করাও অন্যায় হবে যে যথন আজ পর্যন্ত এই ধরণের অবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে, কাজেই এটা পরি-বর্তনের অতীত এবং কখনও তার পরিবর্তন হবে না।

এখানেই ভারউইনবাদীরা স্থানচ্যুত হন। কারণ তাঁরা প্রাকৃতিক ইতিহাস ও নৃতত্ত অনুশীলন করেন কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের অনুশীলন তারা করেন না। সত্তরাং গভীরভাবে বিবেচনা করেই তাঁরা বৃক্তোয়া তাত্ত্বিকদের পথের পথিক হয়ে যান। এই জনাই তারা ভুল সিম্বান্ডে উপনীত হ'ন।

মানুষের সহজাত যৌন উল্মাপনা সারা বছরব্যাপীই থাকে: **এটা স্বচাইতে শান্তশালী উদ্মাদনা এবং স্বাস্থ্য খারাপ** না তীর হয় স্কে এবং স্বাভাবিক স্ঠাম শরীরে, ঠিক যেমন স্বাভাবিক ক্ষিদে এবং হজম স্কুম্থ পাকস্থলীর লক্ষণ এবং স্কুথ শরীরের মৌ।লক প্রস্তা। কিন্তু যৌন প্রেরণায় পরিতৃশ্তি এবং গর্ভসঞ্চার এক কথা নয়। মানব জাতির প্রজনন সম্পর্কে বহুবিধ তত্ত্ব প্রচারিত আছে। মোটের ওপর অ.মরা এই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অন্ধকারে হ।তড়াচ্ছ। তার প্রধান ক:রণ হ'ল, বহু শতাব্দী ধরে মানুষের উৎপ'iত্ত ও বিকাশের সূত্র অনুসন্ধানে, মানুষের সন্তান উৎপাদন ও বিকাশ সন্পর্কে পুঃখানুপুঃখ অনুশীলনে মানুষকে বিরত রেখেছে বোধ-শ্ন্যহীন নিষেধের বেড়া। অবস্থা শ্ব্ধ্ ক্রমশঃ পাল্টাচ্ছে এবং আরও পাল্টাতে বাধা।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক এই তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন যে উচ্চতর মানাসক বিকাশ এবং কঠোর মান,সক পরিশ্রম, এক কথায়, উন্নততর স্নায়বিক ক্রিয়াশীলতা যৌন আকাঙ্কা দামত করে এবং প্রজননশক্তি দর্বল করে। এই মতের যাঁরা বিরোধিতা করেন তাঁরা দেখেন যে গড়ে অবস্থাপন্ন শ্রেণীর স্বতান সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম এবং তা শুধুমার জন্মনিয়ন্ত্রণের ফল নয়। নিঃসন্দেহভাবে তীর মানসিক পরিশ্রম যৌন আবেগ দমন করে, কিন্তু আমাদের সম্পদশালী শ্রেণীর অধিকাংশ এই ধরণের কাজ করে বলা হলে তা বিতকের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যৌন আকাৎকা দমনে অত্যধিক কায়িক পারশ্রমের একটা প্রভাব আছে। কিন্তু, সব রকমের অত্যাধিক পরিশ্রমই ক্ষতি কর এবং তা বর্জনীয়।

অন্যেরা দাবি করেন যে নারীর জীবনধারা বিশেষতঃ খাদ্যতালিকা ও তার সাথে কতিপয় প্রাকৃতিক অবস্থা মিলিত-ভাবে তার গর্ভধারণের ও প্রসবের শক্তি নিম্ধারণ করে দেয়। পশ্র বেলায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে অন্যান্য সব জিনিষের চাইতে খাদাই প্রজনন ক্লিয়ার কার্যকারিতাকে বেশি প্রভাবিত করে। এটাই বস্তৃতঃ প্রধান নিয়ামক শক্তি হতে পারে। কোন কোন প্রাণীর জীবকোষের ওপর খাদ্যের প্রভাব বিস্ময়করভাবে প্রদার্শিত হয়েছে মৌমাছির বেলায়। বিশেষ খাদ্য প্রদানের দ্বারা ইচ্ছামত রাণীর জন্মদান চলে। মোমাছিরা তাহলে তাদের যৌনবিকাশের জ্ঞানে মানুষের চাইতে অগ্রগামী। খুব সম্ভবতঃ গত দ্ব' হাজার বছর ধরে তাদের মধ্যে এটা প্রবেশ করানো হয়নি যে যৌন ব্যাপারে আলোচনা "অশ্লীল" ও "নীতি-বিগহি ত"।

এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে উৎকৃষ্ট ও ভাল সার দেওয়া জমিতে গাছ খুব বিপ**্ল**ভাবে বাড়ে কিন্তু ফল দেয়না। এ विষয়ে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই যে মানুষের বেলা<sup>রও</sup> প্রেবের শ্বেকীট গঠনে ও নারীর ডিন্ব ফলপ্রস্ করণে খাদোর প্রভাব আছে। কাঞ্চেই মানুষের প্রজনন ক্রম<sup>তার</sup> অনেকখানি নির্ভার করে তাদের খাদ্যের প্রকৃতির ওপর। <sup>এ</sup>

ন্যাপারে অন্য কিছু বিবরেরও ভূমিকা আছে বদিও তাদের প্রকৃতি স্পাকে এখনও পর্যাত তেমন কিছু জানা বায়নি।

ভবিষ্যতে জনসংখ্যার প্রশেন অত্যুক্ত নিম্পত্তিম্লক
গ্রুব্বের বিবর হবে বিনা ব্যতারে আমাদের সকল নারীর
উচ্চতর ও অধিকতর স্বাধীন অবস্থার স্ববস্থান। ব্যতিক্রম
বাদ দিলে ভগবানের দান হিসেবে অধিক সংখ্যক সন্তানের জন্ম
দিতে, জীবনের স্বেত্তিম বছরগালি গর্ভবতী থাকতে বা
কোলে একটি শিশ্ব নিয়ে ব্কের দ্বধ দিয়ে কাটাবার ইচ্ছে
ব্নিষমতী ও তেজী মহিলাদের নেই। ভবিষ্যং সমাজতাশ্রিক
সমাজ গর্ভবতী নারী ও জননীদের যত উন্নত ব্যবস্থাই কর্ক
না কেন অধিক সংখ্যক সন্তান না পাওয়ার প্রবণতা (এমনিক
এখনও যা অধিকাংশ নারীর মধ্যে আছে) না কমে বরং
বাড়বে। আমাদের মতে এর অর্থ এই যে সমাজতাশ্রিক সমাজে
ব্র্জোয়া সমাজের চাইতে জনসংখ্যা খ্রব সম্ভবতঃ অনেক
ধার বাড়বে।

ভবিষ্যতে মানব জাতির বৃদ্ধি নিয়ে আমাদের ম্যালখাসীয়দের মাথা ঠোকার সতাই কোন হেতু নেই। আজ পর্য দত কোন
জাতি লোকসংখ্যা হ্রাসের জন্য ধরংস হয়েছে বলে জানা যায়নি,
জনসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য তো নয়ই। সর্বশেষ বিশেলষণে বলা
যায় যে সমাজ ক্ষতিকর মিতাচার ও অস্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ
বাতিরেকে প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলবে, সেই সমাজে জনসংখ্যা
বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হবে। এই বিষয়েও ভবিষ্যৎ কার্ল মাজের র
যাথার্থ প্রতিপাদন করবে। প্রত্যেক অর্থনৈতিক বিকাশের
সময়কালে, তার নিজস্ব একটা বিশেষ জন্ম-মৃত্যু বিধি থাকে,
সমাজতন্ত্রের অধীনেও মার্জের এই অভিমত সতঃ বলে
প্রমাণিত হবে।

এইচ ফার্ড 'বংশের কৃত্রিম সীমাবন্ধতা' গ্রন্থে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন—"ম্যালথাসবাদের তীব্র বিরোধিতা সোস্যাল ডেমোক্রাটদের একটা বদমাইসি মাত্র। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি হলে জনগণের দারিদ্র বাড়বে এবং এর ফলে অসক্তোষের সৃষ্টি হবে। জনাধিক্য যদি রোধ করা হয় তাহলে সোস্যাল ডেমোক্যাটিক রাজ্ম চিরকালের জন্য কবরুত্থ হবে। সোস্যাল ডেমোক্যাটিক রাজ্ম চিরকালের জন্য কবরুত্থ হবে। সোস্যাল ডেমোক্যাসিকে উংখাতের জন্য অন্যান্য অন্তের মধ্যে আরও একটি অত্য আমাদের বাড়ল—তা হ'ল ম্যালথাসবাদ।"

অধ্যাপক এডলফ ওয়াগনার জনাধিক্যের আতংকে পীড়িত বাজিদের একজন। তাঁর দাবি হল, বিয়ের ক্লেত্রে বিশেষ করে শ্রমিকদের বিয়ের করা ও বাসস্থান নির্বাচনের স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা উচিত। তিনি অভিযোগ করেন যে মধ্যবিত্তদের তুলনায় শ্রমিকরা অতি অলপ বয়সেই বিয়ে করে। এই একই মতাবলদ্বী অনেকের মত তিনিও এই সত্য অগ্রাহ্য করেন যে মধ্যবিত্তেরা নিজের পদমর্যাদা অনুযায়ী বিয়ে করার অবস্থায় যখন আসেন, তখন তাঁদের বয়েস হয়ে যায় আনেক। কিল্ডু তারা তাদের এই মিতাচারের ক্ষতিপ্রগ করে গাঁণকাসন্ত হয়ে। শ্রমিকদের বিয়ের ক্লেত্রে যাদি বাধা স্টিকরা হয় তারাও একই পথে ধাবিত হবে। কিল্ডু সেক্লেত্রে এর পরিণতি সম্পর্কে কোন অনুযোগ থাকা উচিত নয় এবং "ধর্ম ও নাতিকতা সেল গেল" বলে চীংকারও যেন না ওঠে। যদি শ্রুব ও নারী (কারণ নারীরও প্রস্কৃতে আবৈধভাবে মিলিত

হয় এবং সহর ও পল্লী বীজের মত অবৈধ সন্তানে ভরে দেয় তাহলেও রাগ করা উচিত নয়। ওয়াগ্নার অ্যাণ্ড কোম্পানির মতবাদ ব্রক্ষোয়া স্বার্থের ও আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশের বিরোধী। কারণ এর জন্য প্রয়োজন হয় যত বেশি সংখ্যক সম্ভব কাজের লোক যাতে একটা শ্রমিক বাহিনীকে প্রতিযোগিতার জন্য দুনিয়ার বাজারে নিক্ষেপ করা যায়। বর্তমান যুগের পাপ পণ্কিলতা মাম্লি প্রস্তাবগ্রালতে দ্র করা যাবে না, যে প্রস্তাবের উৎসম্থান হ'ল অদ্রদশী বৈষয়িকতাবাদ ও পশ্চাদপদতা। বিংশ শতাব্দীর এই প্রথমভাগে কোন শ্রেণীর বা রাষ্ট্রশক্তির এমন শক্তি নেই যে সমাজের স্বাভাবিক অগ্র-গতিকে পিছ, টানে ধরে রাখতে পারে বা তাকে দাবিয়ে রাখতে পারে। এই জাতীয় প্রচেণ্টা ব্যর্থতায় পর্যবিসিত হবে। বিকাশের জোয়ার এত শক্তিশালী যে তা সমস্ত বাধাই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। পেছনের দিকে নয়, সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই আজকের রণধর্নন। যে এখনও সমাজের স্বাভাবিক বিকাশকে ঠেকিয়ে রাখাতে বিশ্বাস করে, সে নির্বোধ মাত্র।

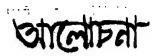
সমাজতাশ্রিক সমাজে মানবজাতি সর্বপ্রথম ষথার্থ স্বাধীন হবে এবং স্বাভাবিক নাতি অনুযায়ী জীবনধারণ করবে। মানবজাতি তথন তার নিজের বিকাশকে সচেতনভাবে চালিত করবে। প্রবিতী যুগসমূহে মানুষ উৎপাদন ও বণ্টন এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছে। এবং তা করেছে কোন্ নিয়মে তারা শাসিত হচ্ছে সেটা না জেনেই অর্থাৎ অচেতনভাবে। নতুন সমাজে স্বীয় বিকাশের নিয়মধারা সম্পর্কিত জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে মানবজাতি কাজ করবেন সচেতনভাবে এবং পরিকল্পনা-মাফিক।

সমাজতন্ত হচ্ছে মান্ধের ক্রিয়াকলাপের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযান্ত বিজ্ঞান।

[ভাষাত্র-মুদ্লে দে]

[ অগাস্ট বেবেল ছিলেন জার্মান সে:স্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির একজন সবচেয়ে শ্রন্থেয় নেতা: ফ্রেডরিক এণ্গেলসের ভাষায়, অগাস্ট বেবেল ছিলেন জার্মান পার্টির সবচেয়ে তীক্ষ্য-ব**্বাম্ধ মননের এবং অ**গাস্ট বেবেল এমন একজন ব্যাক্ত সব-সময়ে ও যে কেনে অবস্থায় যাঁর ওপর নিভরি করা যায়, কোন-কি**ছ**ুই তাঁকে বিপথগামী করতে পারে না। ১৮৪০ সালে তাঁর জন্ম ও ১৯১৩ সালে তাঁর মৃত্যু। প্রায় এক শতাব্দী আগে জনসংখ্যা সম্পর্কে বুজেমিয়া নীতিব:গীশদের যে তত্ত্ব বেবেল খণ্ডন করেছেন, আজ সেই অসার তত্ত্বই নয়া-ম্যাল্থাসবাদীরা ব**ুর্জোয়াদের প্রবন্ধা হিসেবে হাজির করছে। মান**ুষের এত দঃখ দ্বাশা ও দারিদ্রের জন্য ব্র্জেরারা দায়ী করছে এক-মা**ত্র জনসংখ্যাব**ৃদ্ধিকে। কিন্তু আসলে তার জন্য দায়ী শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের লাগামহীন শোষণব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক নৈরাজ্য। বেবেল সমাজতানিক সমাজ দেখে যেতে পারেননি। সমাজতান্ত্রিক সমাজে জনসংখ্যার এই সমস্যাকে সমাধান করা হ**য়েছে। ম্যালথাসবাদীদে**র প্রচারকে আরও অসার করার মতো তথ্যপ্রমাণ ও দৃষ্টান্ত বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রয**্তি**বিদ্যা **রেখেছে।** পরবতী<sup>4</sup> সংখ্যায় তা আলোচিত হবে।

--- वन्दापक ]



# রাজশেখর কিম্বা পরশুরাম: একটি ধ্রুপদী ব্যক্তিত্ব গৌতম ঘোষদন্তিদার

অখন এ-কথা নিশ্বিধার মেনে নেওরা বার বে, রাজশেশয় বস্ গত শতকের এক উল্জ্বল চরিত্র—প্রজ্ঞার, প্রতিভার, ব্যক্তিয়ে, হাস্য-পরিহাসে তাঁর মত ঋজ্ব প্রের্ব ওই শতকে আর খ্ব কমই জন্মেছেন। বেণ্গল কেমিকেলের বৈজ্ঞানিক কর্মশালা থেকে এক প্রতিভাবান রসায়নবীদ হঠাং যে-ভাবে সাহিত্যের আসরে প্রবেশ ক'রে সকলকে সচকিত ক'রে তুলেছিলেন, সেটা ছিল অনেকটাই অভাবনীয়। প্রথম আবিভাবেই তিনি সাহিত্যজগতে একটি বিশেষ প্রথম করে নিতে সক্ষম হ'রেছিলেন। এমনকি, বৈজ্ঞানিক রাজশেখরের সাহিত্যিক র্পে আক্সিমক আবিভাবে রবীশ্রনাথের মত পাঠককেও বিস্মিত ক'রে তুলেছিল, তিনি রাজশেখরের প্রতিভাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এবং পরবতীকালে প্রমাণিত হ'রেছিল যে তিনি খাঁটি খনিজ সোনা' চিনতে একট্বও ভূল করেন নি।

বাংলাসাহিত্যে তখন রবীন্দ্রনাথ নামে সূর্যটি শ্রিতমিত হ'য়ে এলেও পাশাপাশি উল্জ্বন তারকার অভ:ব ছিল না। ছোট গলেপর জগতে প্রভাতকুমার মুখেপাধ্যায়, প্রমথ চৌধরী এবং শরংচন্দ্র তো আসর জাকিয়ে আছেনই উপরন্ত জগদীশ গৃহত, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার প্রমূখ ভংকালীন তরুণ লেখকগণ ক্রমশই স্বপ্রতিভায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত ক'রছেন। রবীন্দ্রান<sub>ন</sub>গত্য এবং রবীন্দ্রবিরোধিতার পরস্পর বিরোধী পথে বাংলাসাহিত্য পূর্ণতার দিকে হে'টে যাছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সাহিত্য আন্দোলনের এই দুই বিপরীত জলে চ্ছনাসে রাজশেখর বস্ব ওরফে পরশ্-রাম একটুও তলিয়ে না গিয়ে একটি স্থির বাতিস্তভের মত বাংলাসাহিত্যের অন্তম্পলে সুদৃঢ় শিক্ড চালিয়ে দিরে-**ছিলেন। জীবনকে—জীবনের স্থিতি** কিম্বা ভণ্গারতাকে উপনিবেশিক বা ফ্রয়েডীয়—কোন চোখেই না দেখে এক সম্পূর্ণে নতুন দুক্তিতৈ দেখতে এবং দেখাতে সক্ষম হ'রেছিলেন। তার প্রতিষ্ঠা এবং জনপ্রিয়তার রহস্যের চাবিকাঠি ছিল এক অনাবিল হাস্যরস মহিমায় প্রোথিত। তিনি একরূপ স্নিশ্ধ স্বচ্ছ, অনুস্যুর, সংযত হাস্যরস ধারার বাংলাসাহিত্যকে **সঞ্জ**ীবিত করার প্ররাস পেরেছিলেন।

আমরা আগে যে-ক'জন গলপকারের উল্লেখ ক'রেছি, তাঁরা প্রত্যেকেই জীবনকে নানা ভাবগদ্ভীর দ্'লিটকোণ থেকে লক্ষ্য করেছিলেন। শাধ্মান প্রমথ চৌধ্রী (বীরবল) ছাড়া হাস্য-রসের সাহিত্যিক প্ররাস আর ক'রো মধ্যে তেমন লক্ষ্যগোচর হর নি। অবশ্য, সমকালে না হ'লেও স্থালা সাহিত্যে হাস্য- রসের প্রবর্তন ঘটেছিল আরো আগে। ঈশ্বর গৃন্ত, রামনারারণ তর্করন্ধ, কালীপ্রসন্ধ সিংহ, এমনকি বিদ্যাসাগর, মধ্সদেন, দীনবন্ধ্ব এবং বিভক্ষচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ পর্যত হাস্যরসের প্রবাহকে আরো গতিশীল করেছিলেন। তাই রাজশেখর র পরশ্রমামের রচনা একেবারে ঐতিহাহীন এবং আক্সিমক নর। বিভক্ষচন্দ্রের কমলাকালত, লোকরহস্য, ম্কিরাম গ্রেড়র জীবন চরিত, রবীন্দ্রনাথের গোড়ায় গলদ, বৈকুণ্ঠের খাতা, হিং-টিংছট, জন্তা আবিন্কার ইত্যাদি দ্বর্শভ হাস্যরসের সাহিত্য পরশ্রমামের আগেই লেখা হ'রে গেছে। তবে বিভক্ষ এবং রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর সকলের রচনাই বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আঘাতধমীন।

কিন্তু পরশ্রামের অবলন্বন ছিল একমাত্র বিশান্ধ হাসা-রস। তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদের রচনার যতট্টকু রুম্ধতা এবং সীমাবন্ধতা ছিল তার অনায়াস অপসারণ ঘটেছে রাজশেখরের হাতে। বস্তুত, তাঁর গলপগ্রালর আড়ালে সমাজ সমালোচনার কটাক্ষ থাকলেও তাঁর হাস্যরস-রসিকতা কখনোই বিদুপেত্মক 'স্যাটায়ার'-এ পরিণত হয় নি। যদিও তার রচনার ভণ্ড গ্রে ধূর্ত ব্যবসায়ী, নারীলোল্পে যুবক, ন্যাকা যুবতী, সুযোগ-সন্ধানী ডাক্তার ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে নরনারী তাঁর বাংগার লক্ষ্য হ'লেও, তিনি কখনোই কিল্ড তাদের মানবিক মর্যাদাকে ক্ষর করেন নি। তার 'পরশ্রাম' ছল্মনাম গ্রহণে এরক্ম মনে হ'তেই পারে যে তিনি বোধহর বিভিন্ন সামাজিক অসংগতির ওপর কুঠারাঘাত হানার প্রেরণায় ওইরূপ নামগ্রহণ করে-ছিলেন। কিন্তু ঘটনা আদৌ সেরকম নয়। তাঁর নিজের ভাষা<sup>র</sup> এই পরশ্রাম হ'ল 'একজন স্যাকরা'। পৌরাণিক পরশ্রামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।.....এই নামের পিছনে অন কোন গড়ে উন্দেশ্য নেই। পরে আরো লিখবো জানলে ও-নাম হয়তো নিতাম না'।

১৯২২ সালে, ৪২ বছর বরসে (একজন লেখকের গ্লাগ্রে ব্য-বরসে স্পত্ট নির্দারিত হরে যার) তিনি লেখেন জীবনের প্রথম গলেপ 'শ্রীশ্রীসিন্দেশবরী লিমিটেড'—এই প্রথম গলেপই তিনি দার্গ হৈ-টৈ ফেলে দিতে সক্ষম হ'রেছিলেন। গলেটি প'ড়ে অনেকে ধারণা ক'রেছিলেন বে তা কোন আইনজীবীর রচনা। কেননা, একটি লিমিটেড কোম্পানী গড়ে তোলার বে ক্টকৌমল তিনি এখানে বর্ণনা ক'রেছেন, তা আইনবিদ্যা জানা না থাকলে অসম্ভব। আবার এই গলেপই হাস্যাছলে বৈজ্ঞানিক রাজশোধনের কুরড়ের সাথে ক্সাটক

ব্লোর্টনার্ক সংবিপ্রণে ভেজিটেবিল সূ' তৈর্বীর আজ্ব পরি-লপনা জারাদের অনাবিদ হাসায়সের সম্পান দিরে বার। এবং সেই সাথে অসাধ্য ব্যবসারীদের প্রতি তিনি কীরকর ক্রন্থ ছিলেন, এই গলপটি ভারও প্রমাণ। ভবে সমাজ সংস্কার বা সমালোচকের ভিত্ততা তাঁর রচনার কথনোট প্রকট নর। কেননা লার সামাজিক জোধ এবং বুলা তার চারতেরই অভ্চর্গভ বিবর তাই তার প্রকাশ এত স্বতোস্ফুর্ত। তাঁর চরিয়ে কোন অন্ধ সংস্কার ছিল না, তাই তিনি সাদাকে সাদা, কালোকে কালো রূপে দেখতে পেরেছিলেন। এবং এই সংস্কারহীনতার কারণেই তার সূত্র চরিত্রগালো এত জীবনত। সেজনোই শিহরণ সেন, नानिमा भाग (भूर), मामून पर, विश्वास व्यानाकी গশ্ভোরিরাম বাট পারিয়া, পেলব রায়, অকিণ্ডিং কর, ইত্যাদি র্চাবদ এবং তাদের ক্লিয়াকলাপ আজো আমাদের প্রেণিকত করে। তার শ্রীশ্রীসিশ্বেশ্বরী লিমিটেড, কচিসংসদ, গভালিকা, চিকিৎসা-मःकृते. वितिष्ठि वावा. कण्डली. धुन्छतीभादा. इन्यारनत प्रकृत ইত্যাদি অসংখ্য উৰ্জ্জ্বল ছোটগল্প রাজশেখরের অসাধারণ অভিজ্ঞতা, কৌতুকরস স্থিতির দুর্লভ শক্তি, বৃণিধর শাণিত উল্জ্বলতা এবং ব্যাপারস পরিবেশনে এখনো আমাদের অত্যাত আকর্ষণের বিষয় হ'রে আছে। হাস্যরসকে প্রপদী পর্যায়ে উন্নীত করার সমস্ত গৌরব তাঁর প্রাপ্য।

পরশ্রামের প্রতিভা ষে কতটা বৈচিত্রাধমী, তা বোঝা বার তাঁর অন্যান্য গশভীর প্রন্থের পরিচয় নিলে। বাংলা বানান সমস্যা সমাধানের তিনি ছিলেন এক উত্তম নারক। অশ্বশ্ধ শব্দ এবং শব্দের অপপ্রয়োগ এবং ভাষার শ্বেছাচার তাঁকে পাঁড়িত করেছিল। তাই শব্দিচিন্তা এবং পরিভ ষা প্রণয়নে তিনি একক প্রচেন্টার অনেকদ্র এগিয়ে ছিলেন। তবে শব্দের এবং বানানের শব্দেতার অন্ধ অহংকার ন্বারা পরিচালিত হর্নান। মান্ডাবার বিশ্বশ্বি রক্ষা অপেকাও বিদেশী ভাষা থেকে শত্তি সপ্তয় করার বিশ্বশ্বি রক্ষা অপকাও বিদেশী ভাষা থেকে শত্তি সপ্তয় করার বিশ্বশ্বি রক্ষা অপকাও বিদেশী ভাষা থেকে শত্তি সপ্তয় করার বিশ্বশ্বি রক্ষা অপকাও বিদেশী ভাষা থেকে শত্তি সপ্তয় করার বিশ্বশ্বি রক্ষা অপকাও বিদেশী ভাষা থেকে শত্তি সপ্তয় করার বিশ্বশ্বি রক্ষা তালিন বলাছিলেন, 'অপ্রয়াজনে আহার করলে অক্ষার্ণ হয়, প্রয়োজনে হয় না'। অন্ধ সংক্রার নয়, তাঁর কাছে এই প্রয়োজনটাই ছিল বড় কথা।

১৯৩০ সালে 'চলাল্ডকা' প্রকাশের সাথে-সথেই রবীল্যনাথ, স্নীতিকুমার প্রম্থ শব্দ-বিশারদেরা ভাঁকে বিপ্লেভাবে
সম্বাশ্বিত করলেন। এই কিম্বদন্তীপ্রতিম অভিধানে বাংলঃ
বানান এবং শব্দের ব্যবহার, সাধ্-চলিত ক্রিয়াপদ, তংসম
শব্দের বানানরীতি, ব্যকরণের দ্রহ্ ভত্ত ইত্যাদির একটি
বিশেষ আদর্শ স্থির করতে চেরেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালরের বানান সংস্কার সমিতি ভাঁর অধিকাংশ স্পারিশ
গ্রহণ ক'রে বাংলা ভাষার অশেষ উপকার করেছেন। তাঁর
চলান্ডকা' এখনো আমাদের কাছে একটি পরম নির্ভরবোগ্য
হ্যাণ্ডব্রক।

বৃশ্বদেব বস্ত্র বিশেব অন্রোধে তিনি বাংলা হন্দ বিষয়েও আগ্রহী হ'রেছিলেন। তবে তাঁর মহন্তম কাজ বাংলা পরিভাষাকে একটি স্কোন্থার অধিকারী করা। এছাড়াও রামারণ, মহাভারতের সরস চলতি পদ্যান্বাদ ক'রে তিনি অন্তত কৃতিকের পরিচর দিরেছিলেন।

আমাদের ভাবতে অবাক লাগে হাস্যারসের কারবারী বাদান্বটি কীভাবে শালা চর্চা, হল্প চর্চা, অন্যাদ ইজাদি সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়েও একজন কিম্বদেতীর নারক হ'রে উঠেছিলেন। আসলে, তাঁর ব্যক্তিছে দ্বুটি স্পন্ট ভাগ ছিল—পরশ্রাম এবং রাজশেখর। প্রথমজন বেখানে হাসির দ্রোতে আমাদের একেবারে ভাসিরে দেন, তিনিই আবার ম্বিভীরজন হ'রে আমাদের জ্ঞান শিপাসার সহারক হন, বিনি আমাদের দ্রোতে ভাসান তিনিই আবার শৃংখলিত করেন। বস্তুত পক্ষে, প্রজ্ঞা এবং আনশের সহাবস্থানে রাজশেখর এক অনন্য ব্যক্তিছ, এক কিম্বদেতীর প্রস্থা।



# তারুণ্যের বিজয় উৎসব বাগমুণ্ডিতে নি. এম: আবুকার

গত ১৮ই এপ্রিল থেকে ২০শে এপ্রিল বাগম্বিততে অন্বিষ্ঠিত হোল পশ্চিমবংগ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগ আরোজিত যুব উৎসব '৮০।

এতদণ্যলে এর প্রে কখনো এমন বৈচিদ্রোভরা বর্ণময় আনক্ষ অন্তান আয়োজত হর্মন। উৎসব প্রাণণ হিসেবে বেছে নেওয়া হরেছিল পলাশ কুস্ম শাল পিয়াল বৃক্ষশোভিত পাথরিডি গ্রাম। তার পিছনে বিস্তীণ উদার অযোধ্যা পাহাড় নৈসাগিক দৃশ্যপট হয়ে দাঁড়িয়ে। এই প্রথর গ্রীজ্মের দিনেও এখানে এলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মায়ায় মন আপনা থেকে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। যুব উৎসবের খেলাধ্লার আভিগনা হিসেবে ছাতাটাড়ের বি এস এ ময়দানকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। সাংস্কৃতিক অন্তান ও প্রদর্শনীর জন্য বি-ডি-ও-অফিসের পিছনের খোলা মাঠে অন্তান মণ্ড ও প্রদর্শনী মণ্ড নির্মাণ করা হয়েছিল।

থেলাধ্লার বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রত্ন বিভাগে ছিল ১০০ মিঃ ও ২০০ মিঃ দোড়, উচ্চ ও দীর্ঘ লম্ফন, বর্শা লোহ গোলক ও তীর নিক্ষেপ এবং সাইকেল রেস। মহিলা বিভাগে ১০০ মিঃ ও ২০০ মিঃ দোড়, দীর্ঘ লম্ফন, বর্শা ও লোহ গোলক নিক্ষেপ এবং মিউজিক্যাল চেয়ার। অন্দর্ধ চোচ্দ বছর বয়সী বালকদের জন্য ১০০ মিঃ দোড়, দীর্ঘ লম্ফন ও জিকেট বল নিক্ষেপ এবং বালিকাদের ৭৫ মিঃ দোড়, দীর্ঘ লম্ফন ও মাটির কলসী মাথায় করে ভারসাম্যের দোড়। এছাড়া সকলের জন্য মজাদার 'যেমন খ্লাী সাজো'। আর ছিল প্রত্নত্ব লের আটটি দলের লাঠিখেলা। একটি প্রদর্শনী মারেচ ছিল 'ছ্রের' খেলার। এই গ্রামীণ খেলাটির স্থানবিশেষে নাম 'দাঁড়িয়া বাল্ধা'।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতার করেকটির হিট ও ফাইনাল অনুষ্ঠিত হরেছিল ২৮শে মার্চা। ওইদিন বিকেলে আকস্মিক কালবৈশাখী ঝড়ব্লিট নামে। ফলে মাঝপথে প্রতিযোগিতা বন্ধ হরে ষায়। উৎসবে সমস্ত খেলাধ্লার মোট প্রতিযোগীর সংখ্যাছিল ৫৪৬ জন। প্র্রুবদের তীর ছোঁড়ায় ও বালকদের ১০০ মিঃ দৌড়ে শতাধিক করে প্রতিযোগী অংশ নিয়েছে।

১৮ই এপ্রিল অনুষ্ঠান শ্রুর হয় সকাল সাতটায় সাইকেল রেস দিয়ে। এই সময় মাঠে উপস্থিত ছিলেন ল্যান্ড রিফর্রমস্ ক্মিশনার ও অন্যান্য অভ্যাগত অতিথিব্দ। সাইকেল রেস ছিল ব্ব উৎসবের অন্যতম আকর্ষণীয় খেলা। ২০টি ব্বক উৎসব প্রাশ্যা থেকে জাইরার মোড পর্যন্ত কালীমাটি গামী ২০ কিলো মিটার কংক্রীটের রাস্তার সাইকেলে জ্বোর ছুটে-ছেন। রাস্তার দুপাশে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে তাদের দেখে হর্ষধর্নি করে উঠেছেন, উৎসাহ ব্যাগরেছেন।

এদিকে খেলার মাঠে শরুর হয়েছে পরুর্ব ও মহিলাদের ক্লীড়া প্রতিযোগিতা। সেখানেও ক্লীড়ামোদী দর্শকের ভিড়। সমস্ত খেলাধ্লা বেলা সাড়ে দশটার মধ্যে শেষ হয়েছে ফলে প্রখর রৌদ্রের তাপ খেলোয়াড়দের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি।

'বৈকালিকী বৈঠকে' ছিল আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। খ্বই
পরিচিত কবিতা, বড়োদের জন্য স্কান্তের 'প্রিয়তমাস্ক্' আর
ছোটদের জন্য রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন'। 'সান্ধ্যবাসরে' ক্ম্র সংগীত প্রতিযোগিতায় ৬৫ জন শিলপী অংশ নিয়েছেন।
শিলপীদের অনেকেই রামকৃষ্ণ গাঙ্গাল্লী, দিন্ তাঁতী, ভব
প্রীতানন্দ, বিনন্দা সিং এর পদ গেয়েছেন। প্রতিযোগিতায়
বয়সের কোন বিধিনিষেধ ছিল না। তাই ১০ বছরের কনিষ্ঠ
শিলপীর পরে ষাটোন্ধ প্রবীণ শিলপীকেও সংগীত পরিবেশন
করতে দেখা গেছে। ক'ঠ মাধ্বর্যের সৌকর্যে উভয়েরই গান
উপভোগ্য হয়েছে। ঝ্ম্রুরের অন্বঙ্গ মাদল বাঁশি। শিলপীদের
অনেকে হারমোনিয়াম ব্যবহার করেছেন। অনেকে মাদলের
পরিবর্তে তবলা ব্যবহার করেছেন। অনেকে কোন যন্দ্রান্সংগ
ছাড়াই গান পরিবেশন করেছেন।

'নৈশ আসরে' আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে স্থানীয় সাঁওতালী নাচের দলগ্রিল অংশ নিয়েছে।

প্রথমদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সংগীত সমালোচক রাজ্যেশ্বর মিত্র (শাংগদেব), কলকাতার প্রখ্যাত লোক সংগীত শিল্পী দীনেদ্র চৌধুরী। তিনি ঝুমুরগানের আকর্ষণে বাগম্বিশুর ধ্রুব উৎসবে এসেছেন। আর ছিলেন প্রব্লিয়ার প্রবীণ বিদক্ষ ব্যক্তি, 'সমবারের কথা'র সম্পাদক ও আকাশবাণী সংবাদদাতা অশােক চৌধুরী, 'ছতাক' পতিকার প্রতিনিধি নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। এবং ছো-ন্তা ও ঝুমুর গানের প্রবীণ রসিক সমজদার ও প্তেশ্যক, ভবানীপ্র গ্রামের ভ্রাভ্রম্বর শিক্তেন্দ্র সিংহদেব ও ব্যক্তিন প্রসংহদেব।

১৯শে এপ্রিল সকালে খেলার মাঠে ছোটদের ক্রীড়া প্রতিবাগিতার চোম্পবছর বরসী ছেলেমেরেরা অংশ নিরেছে। বৈকালিক অনুষ্ঠানে ছিল নির্বাচিত ঝুমুরুগানের অনুষ্ঠান খুনুরররা'। এই অনুষ্ঠানে নির্বাচিত শিলপীরা পরিবেশন করেছেন বিভিন্ন আজিকের খুনুর—দাঁড়, ভাদরিরা, বৈঠকী, পালা, দেহতত্ত্ব, ঢুরা, বিশুতি। স্বরবৈচিত্রো ও মাধুর্যে সম্শুধ লোকসংগীতের এই ধারাটি মানভূমের প্রামের মানুবেরা ব্বেক করে ধরে রেথেছেন। কীর্তনের মতো খুনুরগানে আছে রাধা কৃষ্ণের প্রেমকথা। সংগীত সমালোচক রাজ্যেশ্বর মিত্র অভিমত প্রকাশ করেছেন, খুনুবরের ইতিহাস কীর্তনের চেয়েও প্রানো। মানভূমের মানুবের কাছে এ সংগীতের মর্যাদা জাতীয় সংগীতের মতো।

অনুষ্ঠানে সুভাষ ভকত গেয়েছেন ভাদরিয়া আর ডমকে: চ। কাচ মরকত নবীন জড়িত/স্কোমল তন্ত্রামল/ভূর্ দুটি আঁকা ঈষং বাঁকা/বাঁকা অথি দুটি চলচল/দেখে যা সখী ভরিয়া অ থি/নাগর রূপে বন করিয়াছে আলো। অপুর্ব গেয়ে-ছেন তর্ন গায়ক স্ভাষ। অনুষ্ঠানে আকাশবাণীর প্রতিনিধ সোমনাথ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বেতারের জন্য গানটি টেপরেকডের্ড তুলে নিয়েছেন। গ্রোতারা পরপর অনুরেধ করে গেছেন অন্য একজন নবীন শিল্পী অবনীপ্রসাদ সিংহের একাধিক গান শোনার জন্য। এছাড়া সংগীত পরিবেশন করলেন খুদুভি গ্রামের অশীতিপর বৃদ্ধ শিল্পী সূচাদ মাহাতো। এই শিল্পীর নাচনীনাচে ও অনুমূরগ:নের অবদান সর্বজনবিদিত। তিনি যক্তান,সংগ ছাড় ই ধরলেন দুর্যোধন দাসের পদ একটি पत्रवाती **अनुभात-'रक ना याग्न यभानात जला/रक ना हा**ग्न कालात ক্ষমত**লে গো/তবে কেন মন্দ বলে** আমায় পরস্পর।' শিল্পীর আর সেই গানের গলা নেই। তব্ব অস্তমিত সূর্যের দিগন্তভালে ছড়িয়ে থাকা রক্তিমাভার মতো তাঁর কপ্ঠে আছে ছন্দ, লয় আর বৈঠকী চঙ। এই অনুষ্ঠ'নে সবাইকে অবাক করে দিয়ে সংগীত পরিবেশন করলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছো-নৃত্য শিল্পী গম্ভীর সিং। 'ঝুমুরিয়া' অনুষ্ঠানটি বিদ•ধজনদের প্রচুর প্রশংসা লাভ করেছিল।

এর পরের অনুষ্ঠান ছিল আলোচনাচক্র। বিষয়—পর্র্রালয়া জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তার প্থান। আলোচকদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় বিদম্ধ ব্যক্তি বিরিণ্ডি মোহন দে ও নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এবং রাজ্যেশ্বর মিত্র। শ্রীমিত্র তাঁর আলোচনায় ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রের্লিয়ার লোক-সংস্কৃতির স্থান নিয়ে তথ্যপূর্ণ মনোক্ত আলোচনা করেন।

আলোচনাচক্রের পর গ্রেণীজন সম্বর্ধনা সভায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছো-নৃত্য শিলপী চড়িদার গদ্ভীর সিং মর্ডাকে ও ঝুমুরগান ও নাচনীনাচের প্রবীণ আর্শাতপর বৃদ্ধ শিলপী স্চাদ মাহাতোকে সম্বন্ধনা জানানো হলো। যুব উৎসব কমিটি ও বাগম্বিজ্ব অধিবাসীদের পক্ষ থেকে এ'দের দ্বজনকে স্মারক হিসেবে দ্বটি স্বৃদৃশ্য কার্কার্যখিচিত উন্ধীয় পরিয়ে দিয়েছেন। গদ্ভীর সিং তাঁর নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, তাঁর বাল্যকাল দারিদ্রের মধ্যে কেটেছে। ছোটবেলায় তিনি গর্বাল্যকাল দারিদ্রের মধ্যে কেটেছে। ছোটবেলায় তিনি গর্বাল্যকাল দারিদ্রের মধ্যে কেটেছে। ছোটবেলায় তিনি গর্বাল্যলী করতেন আর নদীর ধারে বালির উপর একা একা নাচতেন। এইভাবে তাঁর প্রতিভার স্ফ্রেণ ঘটে। তবে ত র রক্তেছিল নাচের ছন্দ। সেকালের প্রখ্যাত ছো-নৃত্য শিলপী জিপা সিং তাঁরই পিতা। গদ্ভীর সিং এবং তাঁর দল স্বদেশে বিদেশে শত শত জন্তানে ছো-নৃত্য পরিবেশন করে জনপ্রিয়তার

শীর্ষে পেণছেছেন। ছো-নৃত্যকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য তার অবদান অপারমের।

স্টাদ মাহাতো প্রথমে নিজের সম্পর্কে মুখ খুলতে চাননি। পরে সকলের অনুরোধে রাজী হয়ে যা বলেছেন তা সকল শিলপীজীবনেরই মর্মকথা। তিনি সারাটি জীবন অবিরামভাবে নৃত্য গীতের মাধ্যমে রূপ ও রসের সৃষ্টি করে এসেছেন। আজ জীবনের সায়াহকালে উপস্থিত হয়ে তাঁকে যে এমন একটি স্কুদর অনুষ্ঠানে আম্বরণ করে এনে সম্মান জানানে। হলো এজন্য তিনি উদ্যোজাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। অন্যান্য বস্ভাদের মধ্যে সবাই গ্রহুত্ব দিয়ে একটি কথা বলেছেন যে, এই ধরনের গ্ণীজন সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে যে সমস্ত লোকশিলপীরা জীবনভর কোন একটি শিলেপর জন্য সারাটা জীবন ব্যায়ত করলেন তাঁদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করকে সংকৃতিমনস্ক মানুষের আশ্রু কর্তব্য হিসেবে গণ্য করা উচিত।

ছো-ন্ত্যের আসর বসলো রাত্রি দশটার। আসরে লোকে লোকারণ্য। দ্রে দ্রে গ্রাম থেকে লোক এসেছে সারারাত ধরে ছো-নাচ দেখার জন্য।. পর্নলশ আর ভলান্টিয়াররা ভিড় সামলাতে হিমাশম থেয়েছে। উপচে পড়া ভিড় মাঝে মাঝে মাঝে সামনে নাচের জন্য নিশ্বারিত জায়গায় ঢ্রেক পড়ছে। অনেকে খালিগায়ে বিপদের সহচর টাঙি কিম্বা লাঠি হাতে নিয়ে বনের পথ ভেঙে উপাস্থিত হয়েছে আসরে। আঠারোটি দলের প্রতিযোগিতাম্লক ন্ত্য। ছো-ন্ত্যের প্রত্যেকটি পালা রামায়ণ মহাভারতের কোন একটি বার রসাত্মক কাহিনী অবলম্বনে পারকাল্পত। প্রত্যেক ন্ত্যাশল্পী তার নির্দিষ্ট চারিয়ের মুখোশ এ'টে দলগত ন্ত্য পরিবেশন করবেন।

আসরে একজন বিদেশিনী অতিথি উপস্থিত ছিলেন।
মিস্ স্কান হকস্—িতান ইংলণ্ড থেকে এসেছেন ছো-নৃত্য
কলার উপর গবেষণা করতে। বাগমন্ণ্ডির যুব উৎসবের সংবাদ
পেয়ে উৎসাহ অনুসন্ধিংস্ক নিয়ে হাজির হয়েছেন আসরে। এই
অলপবয়সী তর্ণী সারারাত জেগে ছো-নাচ দেখেছেন, তাঁর
দামী ক্যামেরায় মৃহ্মুর্হ্ব ছবি তুলেছেন আর নোট
লিখেছেন।

প্রথম নৃত্য পরিবেশন করলেন অযোধ্যা পাহাড়ের কৃত্তিবাস মাহাতোর দল গণেশ বন্দনা দিয়ে। ছো-নৃত্যের প্রচলিত রাণিত অনুযায়ী প্রত্যেকদল নৃত্য শুরুর করার আগে গণেশ বন্দনা করেন। বিচারকরা সময়ভাবের জন্য কেবল প্রথমদলকে গণেশ বন্দনার স্যুযোগ দিয়েছেন। ধমসা, ঢোল আর সায়নার (শানাই) আওয়াজে মেলা প্রাংগণ গমগম করতে লাগলো। কৃত্তিবাস মাহাতোর দলের গণেশ বন্দনার পর ছাতাটাড়ের বিবেকানন্দ ক্লাবের কিরাত অভ্জুনি পালা, কড়েং এর চরণ মাহাতোর দলের গো-সিংগা বধ, বৃকাভির দলের সাত্যকী ভূরীসর্বা বধ। রেলার ধনঞ্জ সিং মুভার দলের অভিমন্য বধ (প্রথমস্থান), বৃড়দার তর্ণ সংছের রক্তবীর্য অস্বর বধ (দ্বতীয়), সিন্ধির খ্লুর মাহাতোর দলের প্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ (তৃতীয়) নৃত্য পরিবেশন খ্বই উপভোগ্য হয়েছিল। ছো-নাচ যখন শেষ হলো তখন ভেরের পাখিরা গান গাইছে, প্রাকাশে রক্তিম সূর্য উণিক দিয়েছে।

উৎসবের শেষদিনে সকাল আটটায় আটটি দলের লাঠি-খেলা হয়েছে। লাঠিখেলার সংগ ছিল ঢোল আর সানাইয়ের বাজনা। এই বাজনা সা থাকলে থেকার মেজাকই আনেনা।
কাতির পরে ছিল তিনদলের প্রামীপ 'ছুর' থেলা। সম্পার
অনুষ্ঠিত হল প্রেক্টার বিভরণী উৎসব। সভাপতি ছিলেন
অধ্যাপক সুবোধ বস্তু রার, প্রবীণ জাতিথি রাজ্যেবর মির এবং
বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মিস্ স্কান হক্স্। যুব
উৎসবের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার প্রথম দ্বতীর ও তৃতীর
ক্থানাধিকারীকে মানপর ও প্রেক্টার দেওরা হয়েছে প্রেক্টার
বিভরণী উৎসবে।

প্রক্ষার বিভরণের পর ছিল 'বিভিন্ন' নামাণ্কিত অনুষ্ঠানটি। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রতিভাসম্পন্ন শিক্পীরা রবীন্দ্রসংগীত, নজর্লগীতি, গণসংগীত, ন্ত্য-গীতি, আধ্-নিক গান, ইত্যাদি পরিবেশন করেন। প্রখ্যাত লোকসংগীত শিক্পী দীনেন্দ্র চৌধ্রনীও সংগীত পরিবেশন করে গ্রোতাদের উন্দীপিত করেন।

য্বউংসবের শেষ অনুষ্ঠান ছিল গম্ভীর সিং এর দলের আমন্দ্রিত ছো-নাচ, কিরাত-অর্জ্বন ও অভিমন্ত্রধ পালা। এ অনুষ্ঠানটিও অত্যাত উপভোগ্য হয়েছিল।

যুবউৎসব উপলক্ষে অযোধ্যা পাহাড়ের চারটি গ্রামে সাওতাল মেয়েদের দেয়াল চিত্রাণ্কণের একটি অভিনব প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শনীটির আয়োজন করতে যুব-উৎসব কমিটির সপ্যে যৌথ উদ্যোক্তার ভূমিকা নিয়েছিলেন অযোধ্যা পাহাড়ের ল্বথেরান ওয়ান্ড সাভিস কর্তৃপক্ষ। প্রনিয়াশাসন, সাহারজ্বড়ি, বাদা, বাগানডি—এই চারটি গ্র:মের ৯৭ জন গ্রাম্য রমণী তাঁদের মাটির বাড়ির দেয়াল রঙের আল-পনায় ভরিয়ে তুর্লোছলেন। এইসব চিত্র আঁকতে মেয়েরা বাইরের কোন দে।কানের রঙ ব্যবহার করেননি। ঘাস পর্ভিয়ে কালো রঙ, ছাই থেকে ছাই-রঙ, পাহাড়ের বিভিন্ন বর্ণের মাটি যোগাড় করে নানান রঙ ব্যবহার করেছেন তাঁরা। বেশীরভাগ দেয়ালেই একপ্রকার সহজ আলপনার মতো গোল ফুল। কোথাও লতা পাতা গাছ ফুল মনোলোভা রঙে আঁকা হয়েছে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার একটি দেয়াল ছাড়া কোন দেয়ালে জীবজন্তু বা মানুষের চিত্র দেখা যায়নি। বাগানীড গ্রামের মেয়েরা প্রায় সকলেই অনবদ্য এ'কেছেন। চোখ জুড়ানো ভালো লাগার মতো এ'কে-ছেন রক্ষী কর্মকার (প্রথম), মঞ্চালা মুড়াইন (শ্বিতীয়), রবন সন্দারী, শাণ্ডি কর্মকার, বেহুলা মাছুরার, সে:মারী লোহার, ব্ধনী হেমরম, খাসনী মুমর্ ও শাল্ডি মাছুরার। গ্রামের আদিবাসী মেয়েদের দেয়াল অলংকরণের মতো অনাদৃত লোক শিষ্পকে তুলে ধরে যুবউৎসব কমিটি যে একটি ভালো কাজ করেছেন তা সংস্কৃতিবান প্রতিটি মানুষ একবাকো স্বীকার করেছেন।

য্বউৎসবে মেলা প্রাণগণে প্রত্বলিয়ার প্রপারিকার একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শনীটির আয়োজন করতে মানভূম সংস্কৃতি ম্থপর ছিলাক পরিকাগোল্ঠী ত'দের দরাজ হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। লটলে শ'খানেক ম্লাবান স্ত্তেনীর অজস্র পরপ্রিকা, লিটল ম্যাগাজিন, ম্যাপ, দলিল-পর ছিল। প্রত্বলিয়া থেকে প্রকাশিত পরপ্রিকার মধ্যে বেশী সংখ্যায় ছিল ম্বি, সমবায়ের কথা মালভূমি, র্, মজদ্র দপ্ণ, শিখর ভূমি, ডহর, ট্কল্, কংশাবতী, প্রব্লিয়া প্রভাক্র কেতকী, প্রত্বলিয়া গেজেট, জয়বায়া ইভ্যাদ। ছিলাক পরিকার কথা থেকে প্রত্বলিয়া গেজেট, জয়বায়া ইভ্যাদ। ছিলাক পরিকার কথা থেকে প্রত্বলিয়া গেজেট, সমবায়া ইভ্যাদি। ছিলাক পরিকার কথা থেকে প্রত্বলিয়া গেজেট, জয়বায়া ইভ্যাদি। ছিলাক প্রত্বিলিয়ার প্রত্বানি সংখ্যা। এছাজ্য ছ্রাকের ম্নাবান সংখ্যান

গ্ৰেলাদ প্ৰজ্বদের ৰাম্মত কলেবারে স্কুণ্য রাঙ্ন চিত্র বা দেখে দশককে মানভূম সংস্কৃতিতে পত্রিকাটির অবদানের কথা বিজ্ঞারের সংগ্য সমরণ করিরে দের।

পরপরিকার স্টলের পালেই ছিল মুখোশ ও মুখানিপের
প্রদর্শনীর স্টল। স্টলে চুক্তেই চোখে পড়ে র:মচন্দ্র কুমারের
মুক্ষরী সাঁওতালী মেয়ে। অনেকে প্রথম দর্শনে একে জীবন্ত
মানব প্রতিমা জ্ঞানে শ্রম করেছেন। মুখানিকের মধ্যে অধিক
সংখ্যার ছিল বাঁড়, ময়ুর, গরু, ভালুক ইত্যাদি। মুখোশ
দিলেপর প্রদর্শনীতে চড়িদার মুখোশ দিলপীরা অংশ
নিয়েছেন। রামায়ণ মহাভারত খ'ুজে যেন এক একটি
চরিয়কে দিলপীরা হাজির করেছেন। দিব, কার্তিক, অভিমন্যু,
গয়াসরুর, কালিগ্যাসরুর, নরিসংহ দৈত্য, কিরাত-কিরাতী, গোদিশার ভিড় বেশী। সারা পুরুলিয়ার ছো-নৃত্য দিলপীরা।
প্রতিটির মুল্য পাঁচ টাকা থেকে শুরুর করে দু'শ আড়াইশ।
কাপড়ের সঞ্চে কাগজ মিলিয়ে অপুর্ব কোশলে এইসব
মুখোশ তৈরী হয়, তারপর দেওয়া হয় বাহারী রঙের ছোপ,
করা হয় নানান অলঞ্করণ।

বাগম্বিভতে অন্বিষ্ঠত যুবউৎস্ব '৮০ ব্ৰ মানসে ও সামগ্রিক জনমনে অভাবনীয় স.ড়া জাগিয়েছে। সকল শ্রেণীর মানুষ উৎসবে যোগ দিয়েছেন। তাদের আকৃণ্ট করতে বিচক্ষণতার সঙ্গে অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হর্মোছল। একদিকে মান-ভমের চিরায়ত লোক সংস্কৃতিকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, অন্যাদকে বাংলার প্রচালত সংস্কৃতিকেও পাশাপাশি স্থান দেওয়া হয়েছে। বিদক্ষ চিন্তাশীল মান-ষের জন্য আলো-চন চক্র, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, প্রপত্রিকার প্রদর্শনী, অন্যদিকে যৌবনদীপ্ত তর্ণদের জন্য বিস্তর খেলাধ্লার আয়োজন উৎসবের দিনগুলোকে মুখর করে তুলেছে। উৎসব পরিচালনা করতে স্থানীয় ক্লাবগর্নল, পঞ্চায়েত সংগঠন, সরকারী কর্মচারীরা স্থানীয় নাগরিকরা এবং লুয়েরান ওয়াল্ড সার্ভিস ও ছ্যাক পরিকা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিবেশনার মধ্যেও ছিল অভিনবদ্ধ, র,চিশীলতা ও মনোহারীদ্ব। উৎসব সমাপ্তিতে প্রতিটি মান্ত্র কামনা করেছেন এমন আনন্দ-মুখর উৎসবের দিন তাঁদের কাছে যেন প্রতিবছরই ফিরে ফিরে আসে।

# অরাজনৈতিক সেই লোকটার গম্প গুড়াশাষ চৌধুরী

মিছিলটা নিঃশব্দতার মিলন শেংকাহত কন্কনে বাতাস সংখ নিয়ে এগিয়ে যাছিলো। রাশি রাশি স্তীক্ষা চোখগ্লো কি এক জিজ্ঞাসায় সামনে এগিয়ে চ'লেছে। বি ভল রাস্তা দিয়ে মিছিল প্রবাহিত নদ-নদীর মত এসে ম্ল মহা সম্দের উত্তাল প্রাতের সাথে ক্রমাগত একাকার হ'য়ে যাছে। এ মিছিলের শেষ কোথায় বোঝা যায় না। শ্রুটাও ঠিক মত ধরা যায় না। কোন কোন জায়গায় দ্ব সারি লাইন ঠিক মতো নেই। সেখানে দলকথভাবে বিভিন্ন আকৃতির মান্য এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন সম্প্রদায়। শ্রু এগিয়ে যাওয়াই ম্ল লক্ষা। ম্থ বরাবর, সামনের দিকে। এই ভাবে আমরা, অর্থাৎ ইম্বর সৃত্ট শ্রেষ্ঠ জীবেরা দানবীয় ক'লো, অন্ধকার রাতটার সাথে জীবকত প্রত্যক্ষ অনুভূতি নিয়ে এগিয়ে চ'লতে লাগলাম। ওপরের হাজার হাজার ম্ক নক্ষরমণ্ডল, নীচের বিস্তার্ণ শিলের সিল্ক প্রাক্ত ভূমিকে মনে হ'ছে অন্লের সাথে যুম্ধ-জয়ী কোনো বীরপ্রশাবের পরিপ্রালত স্বেদ বিন্দ্।

নজরুল হঠাৎ ব'লে ওঠে আমরা তো থানার পাশ দিয়ে যাচ্ছি? এদক দিয়ে যাওয়ার কি দরকার ছিল? কথা ও খ্ব আস্তে বলে। কারণ এটাতো একটা শোক মিছিল। ওর কথার পাল্টা কোন উত্তর আংসে না। আমি নিম ইয়ের পকেটে হাত দিয়ে **একটা বিভি বের করি। দম নেও**য়া দরকার। দেড় ঘণ্টার ওপর **শব্দ হে'টেই চলৈছি। নিমাই অন্ধকারে আ**মায় ঠাওর ক'রে ব'**লে ওঠে—আচ্চা এতো লোক আমাদের মিছিলে** এলো ব্যাপারটা কি? আমি তো কিছু ব্রুতে পরিছি না। শহরের বাড়ি ঘর কি সব ফাঁকা? আমি বিভিন্ন ধোঁরায় আমেজ এনে ব'লি মি**ছিলে আবার আমাদের তোম**'দের কি ? একজন মান্য रठा९रे थून इंटना। थूनणे कि क्रमाङाङ ? त्राफ़ा मक तिरे। পাল্টা কথাও আসে না। নিমাই মোটা কাঁথার মত চাদরটি খুলে কোমরে **লেপ্টে রাখে। চাদরটায় আধোয়া-জনিত** একটা বিট-क्ल गम्थ रदत रहा। भौराजत रूम क्रमागा करू के करन भिता-উপশিরার—মিছিলটা এগিরে চলে। নিঃক্রম থমথমে সারিবল্ধ মিছিল।

আমার হঠাংই পেছন থেকে কে যেন চিমটি কেটে তার গাঁগটে কণ্ঠ গানিয়ে ব'লে ওঠে—আছা ওনার দ্যাঁ, ছেলে-মেরেরাও নাকি এই মিছিলে আছে? আমি প্রতি উত্তরে বলি—এ সময় কথা কলা ঠিক নয়। মিছিলটাতো এক জ্যাগায় শেষ

হবেই। তথন সব জানা যাবে। পালটা চিমটি আসে—ব'লে ওঠৈ

না ঘটনাটা কিন্তু খ্বই আন্চর্যের। একজন র জনৈতিক

ব্ট ঝামেলা মৃত্ত মানুষও খুন হ'লো। ধর্মঘটের দিনেও তো
ও বলেছিল কারখানায় না গেলে খাবো কি? চাকরী চলে গেলে
কে দেখবে? তাকেই কিনা আমরা আজ কাঁধে নিয়ে চলেছি।
বাঁ পাল খেকে একজন বুড়ো কফ্-র্গলায় ঘর্ষার ক'রে বলে—
কেন কাঁধে নেওয়াটা কি পাপ? লোকটাতো শেষ পর্যান্ত প্রতিবাদ ক'রেছিলা। ওর কথাগুলো ঠিক মতো কানে আসে না।
দাঁতবিহীন ঘন-কফে কেমন যেন জড়িয়ে যায়। কেউ ওর কথা
শানছে কিনা সে খেয়াল ওর থাকে না। বা এসময় কথা বলা
ঠিক নয় তাও ও বোঝে না। ধর্মঘট করার প্রশেন লোকটার
মধ্যে শিবধা শ্বন্দ্ম ছিল। কিন্তু ভাড়াটে গ্রন্ডাবাহিনীর নানর,প
দেখে ওর মানবিক বোধ জোগে ওঠে।—তেতে থাকা উত্তেজনায়
বুড়ো কথাগুলো বলে—ওর হাতের বিক্ষিণত কাটা ছেব্ডা
জয়গাগুলো দেখিয়ে ও বলে আমাকেও ওরা রেহাই দেয় নি।

স্ক্রন মার্থক ক্যাপের মাঝখান থেকে ঠোঁট নেড়ে জবাব দেয়—আসলে কমরেড অজিত ওর খ্ব ঘনিষ্ঠ বন্ধ্ব। অজিতের উপর হামলাটা আসায় লোকটা আর চুপ থাকতে পারে নি। লোকটা স্বভাব চরিত্রে এক নন্বর ভীতু। তাছাড়া কোনদিন উঠোন-লৈণ্টানো পরিসর ছেড়ে বাইরে বের হয় না।

মিছিলটা কখন থামবে বোঝা যাচ্ছে না। সবাই আমরা সকা**ল বেলায় এ**ৰ্সেছি। কথা ছিল তিন শিফ্টে দায়ীত্বপূৰ্ণ কয়েকজন কমরেডের ওপর আলাদ। আলাদ। ভাবে দায়ীত্ব দেওয়া **থাকবে। সে**ই ভ'বেই দায়ীত্ব ভাগ করা হ'য়েছিল গতকালের সভায়। আমি, সাগর, অজিত, নজর্ল ছিলাম ফ:স্ট সিফ্টে। গণ্ডগোল যে হ'তে পারে তা আমরা আগেই ব**্রেছিলাম। কারণ গতবার যারা আমাদের ধর্ম**ঘটে যোগ দেয়নি তার বেশীর ভাগ অংশই এবার আমাদের সাথে আছে। প্রাভাবিক ভাবেই মালিক এবার অন্য ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। তবে স্কবিধা ছিল আমাদের অন্য ইউনিয়নের নীচ তলার প্রমিকরা প্রকাশ্যেই বলৈ ছিল রাজনৈতিকভাবে আপন দের সমর্থন করি না তবে যে দাবী নিয়ে ধর্মঘট করা হ'ছে আমরা তা সমর্থন করি। আর এই জায়গ'তেই **ছিল** অ'মাদের আসল ঐক্য। আমরা ধর্ম'ঘটের দিন কারখানায় এসে সেটা **স্পন্টই ব্**রুতে পারলাম। উপিস্থিতির হার শতকরা দশ জনও নর। গেটে নজর্ল, সাগর, অজিতের এক সাথে থাকবার

কথাও নর। ওদের উপর আক্রমণ হ'তে পারে আমরা সবাই তা জানতাম। ওরা বে কেন হঠাং ওখানে একসাথে জড়ো হ'রে বক্তা শ্রু করেছিল তা বোঝা যাছে না। প্রিলশগ্রেলা প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা পালন ক'রতে পারে নি। গ্রুডারা এরক-শন্ ক'রেছে ওরা দ্রে ব'সে নীল আকাশে হাই তুর্লোছল।

সাগর বৈ কোথা খেকে আমার পাশ ধরে ধরে হাঁটছিল তা এতক্ষণ ব্ৰুতেই পারিন। ওর মাথার ব্যান্ডেজ বাঁধা। আমি ব'ললাম—কমরেড তেঃমার কি খ্ব কন্ট হ'ছে? ও দাঁত বের করে হেসে উঠলো। কললো—কি ব্যাপাররে শালা একেবারে ইউনিয়নের মিটিংয়ের চংয়ে কথা। ৬২ সংলের মার মনে নাইরে হারামজাদা! বলেই ও আমার পিঠে ওর ব্যান্ডেজ বাঁধা কপালের এক গোন্তা দিল। আমরা দ্লেনেই হেসে উঠলাম।

.....এতক্ষণে একটা আওয়াজ কানে এসে পেণছালো। মনে হ'ল অজিতের গলা। ও চীংকার ক'রে ব'লছে—আপনারা সবাই এখানে ব'সে পড়্ন। বিরাট ফাঁকা ম.ঠ আছে। ব'সবার কোন অস্কবিধা হবে না।

ও যে कथाग्रतमा व'मरह जात अर्थ क कथा वाका याटह ना।

নজরুল আমায় ব'লে, এই শীতে হাত পা সব কাঠের মতো হ'মে গেল। আচ্ছা শীতটা কি এবার একট্ব আগে পড়েছে? আমি ব'ললাম,—হ'তে পারে। থাকতে তো হবেই। নজর্ল বলে তা লোকটার নাম কি ছিল? আমি তো জানি উনি নাকি ব্রাহ্মণ ছিলেন। বড় বংশের ছেলে। আমিষ খেতেন না। বুড়ো মনে হয় সজাগই ছিল। শীত ওকে পরাস্ত ক'রতে পারে নি। বলৈ ওঠে—ব্ৰাহ্মণ-অব্ৰাহ্মণ আসছে কোথা থেকে? লোকটা আম:দের মত একজন শ্রমিক। এই গণ্গার ধারে পাটক**লের** শ্রমিক। তাকে গাল্ডারা খান ক'রেছে। যারা ধর্মঘট ভাগতে এসেছিল তারা খন করেছে। ও এখন আমাদের একজন। আমি ঐ লোকটাকে একটা বিশেষ কারণে ভাল মত চিনি। ওর নাম দীনদয়াল আচার্য। মাপা ছকে বেড়ে ওঠা নিরীহ মানুষ। অন্যায় করতেন না-অন্যায় দেখলে কিছু ব'লতেন না। গত ধর্মঘটে প্রালশ যখন আমার পিটিয়ে কেটে পড়লো তখন আমি ওকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে একট্ব সাহায্য করতে বলেছিলাম। সেই সময় তিনি অ:মায় একটা রিক্সা ডেকে দিতে পারতেন। কিন্তু হঠাংই আমি আসছি বলে চলে গেলেন। পরে হাসপাতাল থেকে ফিরে ওকে দার্ণ গালিগালাজ করে ছিলাম। অজিত না থাকলে হয়তো পিটিয়েও দিতাম। যাই হোক মাঠটা অজস্র রকম মান্ধের ভীড়ে কানায় কানায় ফুলে ফে'পে উঠলো। শিশির সিভ ঘাসে আমরা সবাই হাত পা গ্রিটিয়ে ব'সে পড়লাম। পিছন থেকে কে যেন চীংকার ক'রে বলে উঠলো হ্রকুম দিন—শালাদের পিঠের চামড়া তুলে দেবো। করেকজন ওর কথাকে সমর্থন জানানোর জন্য হাততালি দিয়ে **উঠলো। বিভিন্ন জনের বিক্ষিণ্ত মন্তব্যে মনে হ**িচ্ছল আমাদের দানবীয় চুল্লিটা যেন সাময়িক ভাবে এখানে উঠিয়ে আনা হ'রেছে। শীতের তীর কাঁটা কারো গ'য়ে বি'ধতে পারছে না। বারুদে ডোবানো হাজার হাজার পরিচিত দেখা-অদেখা কালো कारना व्यवस्य भारतेत अभिक स्मिनक इटेस्केट् क'तरह। चुना, ক্রোধ সঞ্চিত অভিশৃত জীবনের অবসান চায় সবাই। এই লেনই।

অজিত একটা চিবির ওপর দাঁড়িনে ওর বন্ধৃতা আরন্ত ক'রলো। অজিত আমি কারখানার একই বিভাগে কাজ করি। দ্বুজনেই ফাজলামি-ইরাকী খ্বুব করি; কিন্তু এখন ও আমার সাথে ঠাট্টা মন্দররা করা—বন্ধ্ব অজিত নর। ও এখন বিরাট একটা দলের প্রতিনিধি। সমন্ত মান্বের মেজাজ আজ ওর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাছে।

ও শ্রু করে—কমরেড আজ আমি এই রাতে আপনাদের रिवभी कथा वलरवा ना। भीनमज्ञाल वावद्रक छत्रा भून करत्रह। আমরা এতক্ষণ মিছিল ক'রলাম। আমাদের যখন গুডারা আক্রমণ করে তখন তিনি প্রতিবাাদ ক'রেছিলেন। উনি ওদের বলেছিলেন কারখানায় যাদের ঢোকার ইচ্ছা ছিল তারা ঢো ঢাকৈই গ্যাছে। আমরা জানি তিনিও কারখানায় ঢোকার জন প্রস্তৃত ছিলেন। উনি সে কথাও ওদের বলৈছিলেন। কিন্ত গু-ডারা যখন আমাদের উপর আক্রমণ ক'রলে। সাগরের মাথা **ফাটিয়ে দিলো তখন তিনি আর চুপ করে থকতে পারে**ন নি। এটাই আমাদের আনন্দ এবং গর্ব। এ সময় সবাই হাততালি দিয়ে উঠলো। পিছন থেকে শেলাগান উঠল শহীদের রক্ত হবে নাকো ব্যর্থ। অজিত রেশ টেনে ব'লে চলে আমর আগামী-কাল আবার ধর্মঘট করবো। আমরা দোষী গ্রন্ডাদের শাস্তি চাই। মালিকদের বাধ্য করবো যাতে তাঁর স্থাী ঐ কারখানায় চাকরী পায়। তবুও যদি দাবী না মানা হয় তবে ধর্মঘট চলবে। সবাই সমস্বরে বলে ওঠৈ—হ্যা এটাই ঠিক। তাই ক'রতে হবে আমাদের। মাঠের দক্ষিণ দিক থেকে এক মহিলা কমরেড বলে ওঠে ওনার স্থাীকে বলবেন ওর হাজার হাজার অভিভাক ওদের পরিবারকে চোখের মণির মত আগলিয়ে রাখবে। যে যায় সে আসে না: কিন্তু তার কাজ ইতিহাস হ'য়ে থাকে। আমরা বহু চেষ্টা করেও ওনার স্ত্রীর চেহারাটা অন্ধকারে দেখতে পেলাম না। সম্ভবতঃ কোলের দুটো বাচ্চা নিয়ে উনি এখন **খাব কাঁদছেন। হয়তো অফিস থেকে গিয়েই শা্**ন্ধ কাপড়ে **গণ্গাজলে আচমন ক'রে তিনি পুজোয় বসতেন। সংসারে**র বাঁধা **জালটার বসে বৌয়ের সাথে গল্প ক'রতেন। হয়তো রো**জই তিনি তাই ক'রতেন। কেউ কোন খোঁজ নিত না। খোঁজ করার মতো কোন কিছুই তিনি হয়তো কখনো করতেন না। পাশ কাটিয়ে চলতেন। কিন্তু আজ, সামান্য একটা প্রতিবাদ। ব্রথিবা প্রতি-বাদও নয় নিছক রাজী করানোর আস্থা নিয়ে ভালোমান,যী। ভিতর থেকে উগ্*লে বেরোনো মানব*তার টান। শৃধ্যু সেই কারণেই তিনি পূথিকীতে আর থাকতে পারলেন না।

কফ-গলার ঘর্ষার আওয়াজে ব্রুড়ো বলে ওঠে—কাল বে অচীন ছিল আজ সে আমাদের মনের বাড়তি শক্তি হ'রে উঠলো!



# সেদিন সূর্য চটোপাধ্যায়

গতরা**টেই বলব সে কি,** আকাশভরা চ**ন্দ্র** গ্রামণহরের মাথার মাথার জ্বল্ডেছিল চন্দ্র।

ভের হরেছে ভে.রের মত উত্তরণের দীশিত তিমির ছে'ড়া অন্ধকারেও ফকেজীবন দীশিত—

সকাল হতেই জীবনযাপন চায় মশালের মন্ত্র অবাক আলোয় ঝরতে থাকে বীজ বপনের মন্ত্র:

হটিতে হাঁটতে আট্কে গেল:ম সামনে দেখি সূর্য..... মাঠের পরে মাঠ চলেছে চত্দিকেই সূর্য।

# মেহগনি ও বণিক সভ্যতা

# রণজিৎ সিংছ

বাড়ির দক্ষিণ জনুড়ে দাঁড়িরে আছে মেহগনি। তার প্রকাণ্ড গ'নিড় আর ছড়ানো ডালপালার উপছে পড়ছে বাঁচা। চিকন সব্জ পাতার করছে খ্রাশ।

ফাল্যনে বহুদ্রে পর্যাপত তার ফালের সন্গান্ধ ব্রুক ভরে টেনে আমরা টের পাই এ সেই মেহগান। বৈশাথে জৈনেঠ মহা-পরাজ্মশালী স্বর্ধের আঁচে ঝলসে আমরা তার ছারার দাড়াই। আর বাল: তাম বাঁচো চিরদিন।

শোনা বার কড়ে আর মালিকে চলতে দরকবাকবি। মালিক চার ১২ হাজার। ফড়ে ৭ পর্যানত উঠে আবার আড়ে আড়ে দৈর্ঘ শৈথ বেড় জরিপ করে। আর অথক কষে তত্তার হিসেবে ঠিক ক্তর প্রভাব।

# মায়ের মুখ আদিত্য মখোপাধ্যায়

এইমেঘ আকাশ বাতাস ভালোবাসা স্ফটিক খচিত প্রিয় মুখ এই মুখ বর্ষার অনুষ্ঠ ভিজে মুখ রাশভারী আমার মায়ের মুখ সোহাগ মেশানো, মাটির অমের স্বাদ পড়ন্ত বেলার দ্রাণ চাষার মাতানো গান শালিখের সিন্ত প্রাণ স্বচ্ছ বাঙ্গোর মুখ এইখানে এই গাঁরেতে বিছানো।

এইখানে বৃক্ষণতা তাল-তর্ সারি স্থাবর স্থপতি
আমার মারের প্রজা মা আমার স্বার নৃপতি
রেজ রোজ পদ্ম ফোটে মারের চরণতলে প্ত হয় দীঘির শরীর,
ঘরময় মাতৃপদচিহ্ন আঁকা মনময় প্রেমের বিন্দর্ক
মাঠময় অসীম তালক্ তার সাজানো সিন্দর্ক
দিকচক্রবালে এক বন-রেখ গণ্ডী আঁকা সীমানা খাড়র।

মহনুল ফ্লের ভিজে দ্রাণ বাউল গানের প্রিয় প্রাণ ডাহনুক-ডাহ্নকী প্রেম দান গাঁরের বধ্র অভিমান এইসব নিয়ে অমার মারের মুখ সোহাগী মায়ের মুখ, মায়ের গেরুয়া শাড়ী পথময় সোনালী স্বপন লাল সিখি পাকা শস্য অনুরাগী হিমেল নয়ন আমার মায়ের স্বাদ এইখানে এইখানে আমার মায়ের মুখ।

# न्ह

## বিদ্রোহেন্দ্রনাথ চন্দ

ঢাকনাথোলা লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে থরে থরে সাজানো বিশাল সম্পদ উদাম পড়ে আছে

ল্টেরাদের হাত ঢোকে ঝাঁপির ভিতরে। প্রতিযোগিতা, রক্তারন্তি। শ্ন্য হাতে আমি দাঁড়িয়ে আছি নিঃদ্ব প্রথিবীর বৃকে।

সাপেবা বাসা বাঁধে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে।

# भिन्ध-भःकृष्ठि

# বাংলা সিনেমা—তরুণ মনে তার প্রতিক্রিয়া হীরাবার শীর

তর্ণ মনে সিনেমার প্রতিক্রিয়া কেমন, কতথানি, তা নিয়ে আলোচনা করার আগে একট্ পেছন ফিরে তাকানো যাক। সিনেমার জন্ম-লানটা একট্ব তুলে ধরা যাক না।

বাংলা সিনেমার বয়স ষাট বছর প্র্ণ হ'ল ১৯৭৯ সালের নভেন্বর মাসে। প্যারিসের গ্রাণ্ডকাফেতে ১৮৯৫ খ্রীণ্টাব্দের ২৮লে ভিসেন্বর যথন প্রথম 'চলমান ছবি' প্রদর্শিত হ'ল, তার মাস দ্বৈরেকর মধ্যেই তা বাঙালীর কল্পনার ভিতকে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। ১৯০০ থেকে ১৯১৫ খ্রীণ্টাব্দের মধ্যে নানা সমরে বাংলাদেশে চলমান ছবি নিয়ে নানা রকম পরীক্ষানিরীক্ষা, আলাপ-আলোচনা চলেছিল। তারই ফলে ১৯১৮ খ্রীণ্টাব্দের নভেন্বর মাসে র্পালী পর্দার প্রথম বাংলা ফিচার ফিল্মের আত্মপ্রকাশ ঘটে। বাংলা চলচ্চিত্রের জনক-স্থ নীয়দের মধ্যে জ্যোতিবচন্দ্র স্বকার, হীরালাল সেন, দেবী ঘোষালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। তাঁদের হাতেই এদেশের ছারাছবির হাতেখাড়। তবে প্রথম প্র্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি জন্ম নিয়েছিল জে. এফ. ম্যাডানের হাতে। ১৯১৮ সালে ম্যাডান খিরেটার্স লিমিটেড প্রণ দৈর্ঘ্যের ছবি 'বিক্বমণ্ডাল' তৈরী করে।

ক্রমশঃ বাংলা ছবি ৪২ বছর ধরে এগিয়ে চলেছে তার নিজস্ব পথে—গতিতে ছলে। যে ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিশ্র জন্ম হয়েছে দাদাসাহেব ফালকের হাতে, তার শিক্ষক বলা যায় বাংলা ছবির কারিগরদের। শিশ্বকে চলতে শিথিয়েছেন তারাই।

দেবকী বস্ব, প্রমথেশ বড়ুরা, নীতিন বোস প্রম্থ প্রথাত পরিচালকদের হাতে পড়ে সেই শিশ্ব বড় হরে উঠেছে। সে আজ কিশোর, কিংবা ব্বক নর, সে প্রোঢ়-পরিগত। আজ সে নিজেই একটি চরিত্র—তার ভাষা আলাদা, বিভিন্ন পরিচালক চলচিত্রকে মাধ্যম করে সমাজের বিভিন্ন দিকের চিত্রকে তুলে ধরেন। স্বথের কথা, আমাদের কোন পরিচালকের অভাব যেমন কোনদিন ছিল না, আজও নেই। কিণ্ডু সিনেমার জন্ম-লগেন যে ধরনের ছবি তৈরী হয়েছে, আর আজকাল যে ধরনের ছবি তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে কোন পার্থক্য কি আমাদের চোখে পড়ছে না? অবশা, পার্থক্য থাকাটাই ন্বাভাবিক। কারণ, য্বগের ধর্মকে ভো অন্বীকার করা যায় না। সে যুগে সেটাই সত্য ছিল, তার পেছনে ছিল আন্তরিক্তা—নিষ্ঠা। কিন্তু বিগত কয়েক দশক ধরে যে ধরনের ছবি তৈরী হছে, তার পেছনে কতট্বুকু আন্তরিক্তা, নিষ্ঠা বর্তমান সে ব্যাপারে চিন্তা করলে হতাশ হতে হর, বিগত কুই দশক ধরে যে সম্ব বাংলা ছবি (নামোক্রেক্সের

প্ররোজন নেই) আমাদের দেখানো হ'ল, সেগ্রলোর মধ্যে বেশির ভাগ ছবিই অত্যন্ত নিদ্দমানের কি উপস্থাপনার দিক থেকে কি আণ্গিকের দিক থেকে, কি বন্ধব্যের দিক থেকে। সত্যজিং রায়, মূণাল সেন, পূর্ণেন্দ্র পরীর কথা বাদ দিলে অমরা এমন কোন পরিচালকের নাম কি খ'ভে পাব যাদের চলচ্চিত্র থেকে আমরা কিছু পেয়েছি? অথচ দেশে বাঙালী পরিচালকের তো অভাব নেই ছবির সংখ্যাও তো পরিমাণের দিক থেকে ক্য দেখছি না, তবে গুণের অভাব কেন ? কেন এই সব পরিচালক পরিণত মনস্তাত্বিকের ভাবনা-চিন্তা-স্টির স্বারা অনুপ্রাণিত হন না? কেন একবার ভেবে দেখেন না, 'অ্যাগ্রিকে'র মতো আর একটা কিছু, করা যেতে পারে কিনা? চেণ্টা করতে ক্ষতি কি? ভাবতে কণ্ট লাগে বর্তমানে পরিচালকদের স্বাধীনতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রযোজকদের মজির দ্বারা নিয়ন্তিত এর ফলে বাঙলা সিনেমার যে কি অপুরেণীয় ক্ষতি হতে চলেছে তা একবার তাঁরা ভেবে দেখেছেন কি? ব্যবসায়িক সাফলোর দিকে দুল্টি রাখতে গিয়ে সিনেমাকে মানের দিক থেকে খাটো করা কখনওই উচিত নয়। সেই কারণেই বর্তমানে সিনেমার অশ্লীলতার পরিমাণ্টাই বেশি চোখে পড়ে।

খাত্বক ঘটক তোঁর ছবিগ্রালিতে যে মহন্তর সত্য ও জীবনের নতুনতর অর্থের সন্ধান করে গেছেন সারা জীবন, যে র্চ বাস্তবের সন্মাখীন হয়েও তাঁর চরিত্রদের হারতে দেখিনি কথনও: এখনকার পরিচালকদের ছবিগ্রালিতে সেই সব অর খাজে পাই না কেন? কেন কিছু একটা করা'র নামে সম্ভা চট্টল ছবি দেখানো হয়?

শৃধ্ব ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেই নয়, গভ কয়েক দশকের প্রায় শতিনেক বাংলা ছবির তালিকার দিকে চোখ রাখলে দেখতে পাব যে, শিলপাত মানের দিক থেকে বাংলা সিনেমা কতটা নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। একই রীতি, একই ধরনের সংলাপ, একই চরিত্রচিত্রণের প্ররাব্ভিতে বাঙালী দর্শক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ঋত্বিক ঘটক বলেছিলেন—"চারপাশের মান্বগ্রেলার জীবনের সাথে নাড়ীর যোগ রেথে ছবি করতে হয়। তা না হলে ছবি করার কোন মানেই হয় না।" দ্বংখের বিষয়, জীবনের সাপো নাড়ীর যোগ দ্রের ব্যাপার বাঙালী পরিচালকর আমাদের চারপাশের মান্যগ্রেলাকেই জানেন না। প্থিবীর সর্বত্র সিনেমা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা আছে, তর্ক-ক্তিক আছে.

[ रणवारण ८४ श्योत ]

**जाइ जित्वमीदा गूलिल**—



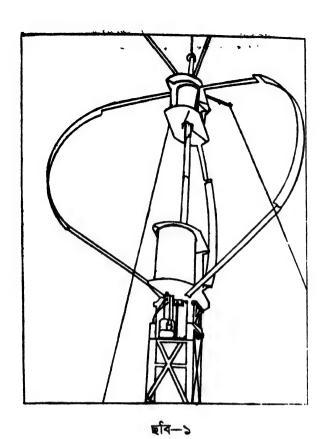
# ৰিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা

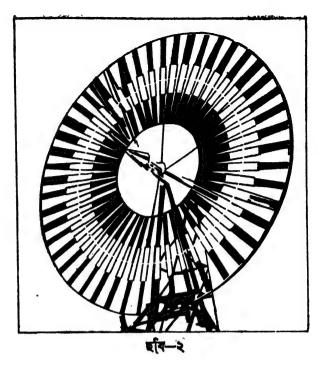
# পরিবর্ত শক্তি-উৎস

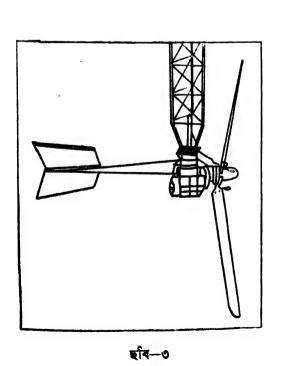
বাডাল/হাওয়-কল—আদিম মানুব ভর পেত হাওরাকে।
সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে, মানুব অন্যান্য প্রাকৃতিক শন্তির
মত হাওরা অর্থাং বাতাসকেও তার কাজে লাগাতে শিখল। যে
বাতাসকে মানুব কেবলমান্ত শ্রুম্থা-ভিত্তি-ভর করত আন্তে আন্তে
সেই বাতাসকে মানুব তার দৈহিক শত্তির পরিবর্ত শত্তি হিসাবে
ব্যবহৃত করতে শিখল।

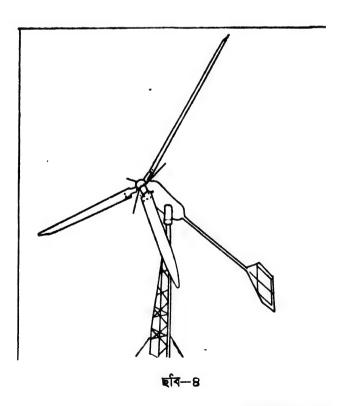
আজ্র থেকে অনেক দিন আগেই মান্য দেখেছিল যে, চার পাঁচটা পাখার সমন্বরে যদি একটা চক্ত তৈরী করা যায়, আর সেই চক্রকে যদি বাতাসের সামনে রাখা যায় তাহলে সেই চক্রটি ঘোরে। বাতাসের জোরে বওয়া আন্তে বওয়ার উপর নির্ভার করে চক্রের ঘোরার গতি। মানুষ এটাকুও ব্রুঝেছিল যে চক্রের মূল অক্ষদন্ডর সাথে যদি কুরোর দড়িটাকে একট্র কারদা করে সংযুক্ত করতে পারলে কুয়ো থেকে আর টেনে টেনে জল তুলতে হয় না। এবং স্তরাং বাতাসকে কাব্সে লাগিয়ে মানুষ পানীয় **जल ७ कृ**षिकार्यित जल সংগ্রহর का<del>ज</del>्ञोरक সহজ করে তুলन, একই ব্যবস্থায় মান্য আরও অনেক কাজই করতে শিথেছিল যার ফলে তার দৈহিক শক্তির ব্যবহার অনেকটা কমে গেল। কি কি কাজ ? যব অথবা গম ভাঙানো, আখ মাড়াই, ধান কোটা. খড় কাটা ইত্যাদি কাজে ব্যাপকভাবে বাতাসকে কাজে লাগানো হত। বাতাসকে কজে লাগিয়ে কাঠ চেরাইয়ের মত দুরুহ কাজও মানুষ করেছিল। পৃথিবীর বহু অঞ্লেই এই ধরণের कारक वाजामतक मान्य वर्ष वर्ष हक्वाक त এक धतरात यन यात চলতি নাম হাওয়া-কল, তার মাধ্যমে নিজের কাজে লাগাত। প্রতিম্ব্তে উল্লিড-অগ্রগতির অন্বেষণে নির্ভ মান্য, হাওয়া-কলকে বাতিল করে বিদল সেদিন যেদিন আরও সুবিধার मन्धान रम रभरत्र रमन । वाष्य-हानिक, विषद्भ-हानिक बन्हापि হাতের মুঠোর আসার হাওয়া-কল নামক বস্তুটি সম্ভবতঃ হারিরে গেল। তারপর বেদিন খনিজ তৈল (পেট্রোলজাত তৈলাদি) তার কম্জাগত হল সেদিন তো একেবারে স্বাই ভলেই গেল বাতাস পরিচালিত হাওয়া-কলের কথা।

কিন্তু আজ টান পড়েছে করলার ভাড়ারে, তেলের অকথাও স্ক্রিবধার নর। তার উপর ক্রমাগত দাম বাড়ার ফলে সবাই আবার নতুন করে ভাবছে হাওয়া-কল বা wind-mill এর কথা। তবে পুরোনো আমলের হাওয়া-কলের থেকে আজকের হাওয়া-কলের চিন্তাধারা ভিন্নমুখী। আজ যারাই হাওয়া-কল নিয়ে চিন্তা করছেন তারা ভাবছেন কিভাবে হাওয়া-কলকে विषद्भार छेरभामनकाती यन्त्र क्षिनादत्रहेत-अत्र मरभा मरयद्भ करत আরও বেশী বেশী করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাওয়া-কল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী এগিয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাজ্মের নাসা (NASA) নামক সংগঠনটি এমন একটি হাওয়া-কল প্রস্তৃত করেছে যার সাহায্যে ১০০ কিলোওয়াট বিদৃ
্বং উৎপাদন সম্ভব। ঘণ্টায় ২৩ মাইল বেগে হাওয়া বইলে তার সাহাযো ২০০ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব এমন একটি যন্ত্র আবিজ্ঞার করেছে ওদেশেরই অন্য একটি প্রস্তৃতকারক সংস্থা। আমে-রিকান এনাব্রি অন্টারনেটিভ নামক একটি সংস্থা এমন একটি হাওয়া-কল তৈরী করেছে যার সহায়তায় ১০৫ কিলোওয়াট পর্যস্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। (ছবি-১) ওদেশের আরেকটি সংস্থা ইন্ডিপেণ্ডেন্ট পাওয়ার ডেভেনপস একটি হাওয়া-কল তৈরী করেছে; এর সাহায্যে ১৮ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পরে। (ছবি-২) অন্যান্য দেশগ্রনিও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। ফ্রান্সের একটি সংস্থার তৈরী "এারো-ওয়াট" (ছবি-৩) নামক হাওয়া-কলের সাহায্যে ৪১১ কিলো-ওয়াট পর্যানত বিদ্যাৎ উৎপাদন সম্ভব। ডে:মেনিকো দেপরান্ডিও নামক একটি ইটালীয় সংস্থার তৈরী হাওয়া-কলের সাহাযো ১ মেগাওয়াগ বিদার উৎপাদন করা বার। সাইস্থারল্যানেডর ইলেকটো গ্যাম্ব সংস্থা ইলেক্ট্রোজেনারেটর (ছবি-৪) নামে এক ধরণের হাওয়া-কল তৈরী করেছে বার সাহাব্যে ৫০ ওরাট থেকে ৫ किटमा बता है भर्यन्छ विम्रार भक्ति छेर भामन कता वाटक। অস্ট্রেলরার "ভানলাইট" (ছবি-৫) ইলেক্ট্রিক্যাল কোম্পানী বে হাওরা-কল তৈরী করেছে তার উৎপাদন ক্মতা ১ মেগা-**उज्ञार्य स्थरक २ स्थागा उज्ञार्य विष**्रार।

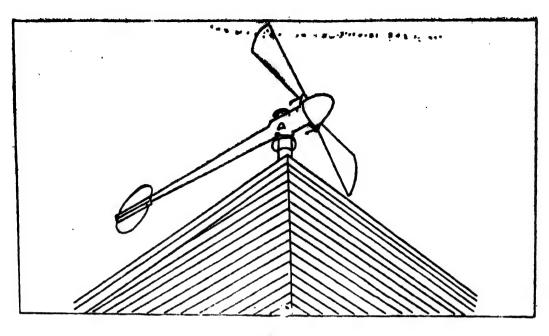








ब्द्रवासम् ॥ ८९



114-E

ইতস্ততঃ বিক্সিণ্ডভাবে সারা প্থিবী জনুড়েই হাওয়া-লো নিয়ে নানা রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। তবে সবারই উন্দেশ্য এক—বাতাসের শাস্তকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। এই কাজে কোন সংস্থা অথবা কোন প্রতিষ্ঠান কিছন্টা হয়তো এগিয়ে গেছে কেউ বা একট্ব পিছিয়ে চলছে। তবে এই শক্তি সংকটের যুগে সবাই আবার বাতাসকে কাজে লাগাবার

চিন্তা করছেন এটাই আশার কথা। আর এ প্রসঞ্জে স্বচেরে আশাব্যঞ্জক দিক হল—ভ:রতবর্ষের মত গরীব দেশে গ্রামীণ সভ্যতার উল্লয়নে হাওয়া-কলের মত যন্ত্র সত্যি সাত্য মান্বের উপকারে আসবে।

— অমিতাভ রায়

## শিল্প-সংশ্কৃতি: ৪৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ ]

পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে, কেবল ৰাংলা চলচ্চিত্রে ভার কোন ভাপ-উত্তাপ নেই।

আসলে, সিনেমা তৈরীর পেছনে দরকার সততা তা আমাদের কতটা আছে? রোজ একটি করে আর্ট ফিল্ম হোক, এতটা আমরা নিশ্চরই কেউ আশা করি না। কিন্তু ভালো কর্মার্শরাল ছবির জন্যও বা বা প্রয়োজন—স্মৃলিখিত কাহিনী, স্ব-অভিনয়, স্ক্রেখিত চিত্রনাট্য, বাস্তববোধ, জীবনচেতনা, আলিকের ব্যুম্পসম্মত প্রয়োগ, এই সবের একান্ত অভাবই আমাদের যন্থা দেয়।

মানলাম, বাংলা চলচ্চিত্র-লিলেপ ক্ষেণ্ট সংখ্যক প'্রজির

অভাব, এমনকি ভালো ল্যাবরেটার ও স্ট্রাডও পাশ্চমবংগা নেই, কিন্তু তাই বলে সব রকম প্রচেন্টা হাল্কা প্রমোদ-উপকরণের স্রোতে ভেসে বাবে কেন? প্রগতিশীল পর-পরিকার একটা বিজ্ঞাপন প্রায় চোখে পড়ে—"মুমুর্য্ব বাংলা চলচ্চিত্র শিলপ বাঁচুক—ভালো ছবি তৈরী হোক। ভালো ছবির জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এবং এখনই।" এই 'এখন' কবে আসবে গালে হাত দিয়ে না ভেবে, কিংবা চায়ের কাপে তুফান না তুলে যদি আমরা রুচিসম্মত মানুবেরা রুচীহীন চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে রুধে দাঁড়াই, মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়া চলচ্চিত্র শিলপকে টেনে তুলি, তবে কি আমরা ঝংলা সিনেমাকে নতুন জীবন দান করতে পায়ব না?

# खलाधूला

# কলকাতার এশীয় টেব্ল টেনিসের আসর

মে মাসের ১ তারিখ থেকে ১৮ তারিখ পর্যনত কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল পঞ্চম এশীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা। ১৯৭৫-এর ফেবর আরিতে অনুষ্ঠিত তেলিশতম বিশ্ব টেব্ল টেনিস প্রতিযোগিতার পর এই ন্বিতীয়বার কলকাতার নেতাজী ইনডোর **স্টেডিয়াম এই ধরনের বডসড ক্রীডা প্রতি**যোগিতার আন্তর্জাতিক আসরে পরিণত হল। কল্লোলনী কলকাতার ইদানিংকার ইতিহাসে এই প্রতিযোগিতা সংগঠনের বিশালতায় প্রতিশ্বন্দিতার উৎকর্বে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রইল। অনুকলে পরিম্পিতি, ক্রীডারসিক দর্শকদের সাগ্রহ উপস্থিতি এবং ক্রীড়া সংগঠকদের পরিশ্রমের যোগফলে আরও একবার প্রমাণিত হল কলকাতাই এই ধরনের প্রতিযোগিতা সংগঠনের দাবিদার হতে পারে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন ক্রীডাকেন্দ্রগ**্রালর মধ্যে। অত্যন্ত অন্পসম**রের মধ্যে এই প্রতি-যোগতার সংগঠকেরা রাজাসরকারের পূর্ণে সহযোগিতায় একটি মর্যাদাপ্রেণ ক্রীডাপ্রতিযোগিতা দর্শকদের কাছে উপহার দিতে পেরেছেন. এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

৯ মে তারিখে আড়ন্বরপূর্ণ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর উন্বোধন ক**রলেন মুখ্যমন্ত্রী ক্র্যোতি বস**ু। সময়োচিত ভাষণে তিনি এই ধরনের ক্রীড়ানুষ্ঠানের সার্থকতা ও তাৎপর্যের কথা তুলে ধরলেন। প্রতিযোগী দেশগুর্লির মার্চপাস্ট এবং সি. এল-টির চিত্তাকর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই দিনটির মর্থাদা व्िष्य करविष्टल वद्द्रुलाश्टल। आलारकाल्क्र्यल ट्रिकेशास्त्रव বিভিন্ন দিকের দর্শকের করতালি ও উচ্ছ্রাসের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল কলকাতার ক্রীডামোদী দর্শকদের সহজাত প্রবণতা ও মানসিকতা। এই স্বতঃস্ফুর্ত অভিনন্দন এবং উপস্থিতি শংগঠকদের ভবিষাতে আরও বর্ণে জ্জাল ক্রীড়ান্ ভান সংগঠনে নিশ্চর**ই অন\_প্রাণিত করবে। ১০ মে থেকে শ্**রু হল দলগত প্রতিযোগিতার খেলা। চলল ১৩ মে পর্যন্ত। ১৪ থেকে ১৮ মৈ পর্যন্ত (১৭ মে বাদে) হল ব্যক্তিগত প্রতিবোগিতার খেলা। আট দিনের সূত্রক্ষাতি ক্রীড়ারসিক দর্শকদের আলোড়িত করে রাখল কানার কানার। দুটি প্রতিযোগিতাতেই জয়জয়কার হল সমাজতানিক চীনের। আরও একবার প্রমাণিত হল রাজ্যের কল্যাণরতী দৃষ্টিভুঞ্গী, শারীরিক পট্তা ও নিরবচ্ছিল অন্-<sup>শীলন</sup> এ**কটা দেশের সাফল্যকে** কিভাবে স্থানিদিত করে।

এই প্রতিবােগিভার মােট বাইশটি দেশ অংশ নিয়েছিল।
সেগ্রিল হল ঃ ভারত, চীন, ভাপান, উত্তর কােরিরা, ইন্দোনেশিরা, অন্থেলিরা, ভাইলান্ড, লাওস, মালরােশিরা
পাকিস্তান, হংকাং, ব্রজনেশ, সিংগাপার, ইরাণ, সােদী আরব
ইরেমেন (এ. আর), শ্রীকংকা, ইরেমেন (পি. ডি. আর), সিরিরা,

নেপাল, বাংলাদেশ এবং বাহরিন। প্যালেন্টিন থেকে এই প্রথম একজন প্রতিনিধি এশীয় টেব্ল টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে **এসেছিলেন।** এছাড়া অনুপস্থিত ছিলেন কাম্প**ু**চিয়া, সংযুক্ত আরক্ষাহী, কাতার, কায়েত—এই চারটি দেশের প্রতি-নিধি **এবং খেলো**য়াড়েরা। আতিথ্য, পরিবহণ এবং রক্ষণা-বেক্ষণের সংখ্যমতি নিয়েই যে এই সমস্ত দেশের খেলোয়াড ও প্রতিনিধিরা দেশে ফিরেছেন, সেকথা তারা যাবার অ গে বারবারই বলে গেছেন। চীন দলগত ও ব্যক্তিগত-দর্টি প্রতি-যোগিতাতেই শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে। বছাই তালিকার শীর্ষ স্থানেও ছিল এই চীন। পুরুষদের দলগত প্রতিযোগিতায় চীনের পরের স্থান ছিল জাপানের, মহিলাদের দলগত প্রতি-যোগিতার চীনের পরের স্থান ছিল উত্তর কোরিয়ার। ১৯৭৭ সালের কুয়ালালামপ্ররের চতুর্থ এশীয় টেবুল টোনস প্রতি-যোগিতার পরেষ ও মহিলা দুটি বিভাগেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল উত্তর কোরিয়া। জাপানের খেলা এবার দর্শকদের পররোপরার হতাশ করেছে। উত্তর কোরিয়ার ক্রীড়া-পর্মাততেও খুব একটা উন্নতির ছাপ ফুটে উঠতে দেখা যায় নি। ১৯৭৫-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশীপের নিরিখেই এ**কথা-গ্রুলো মনে** আসছে। পরেষ বিভাগে বিশ্বের দু'নম্বর চীনের গুয়ো হয়ো, ১৮ বছরের কিশোর সাইকে জাপানের গোটা এবং উত্তর কোরিয়ার জো ইয়ং হে। ক্রীডাশৈলীর স্ক্রেণ্ড পরিচয় রাখতে পেরেছিলেন। মহিলা বিভাগে হংকঙের হুই সে। **হ**ুং, জাপানের এমিকো কান্ডা, চীনের লিউ ইয়ং এবং উত্তর কোরিয়ার লি সং স্ক ছিলেন শ্রেষ্ঠ চার খেলোয়াড়'। ৭৫ ও ৭৭ স'লের মহিলা বিভাগের বিজয়িনী পাক-ইয়ং সনে বরং দর্শকদের প্রত্যাশার ওপর সূর্বিচার করেন নি। ভারতের মনমিত সিং ও নন্দিনী কুলকানীর খেলায় যথেণ্ট প্রতিশ্রতির ছাপ ছিল। বালক বিভাগের রাণার্স স্ক্রের খোড়পাড়ে আগামী দিনের উ**ল্জান্ত স**ম্ভাবনার স্পণ্ট পরিচয় রাখতে পেরেছে। তলনায় ভারতের চন্দ্রশেখর এবং ইন্দ্র পরেরীর খেলায় শারীরিক অক্ষমতার চিহ্ন প্রকট হয়ে উঠেছিল।

আটটি দেশের বির্দেধ একতরফা থেলে চীন সরাসরি ৫-০ ম্যাচে জিতৈছে। দলগত প্রতিযোগিতার এ গ্রুপে চীনের সাথে ছিল ভারত, উত্তর কোরিয়া, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, অন্থোলিয়া, তাইল্যান্ড ও মালরোগিয়া। উত্তর কোরিয়ার থেলোয়াড়রাই যা চীনের বির্দেধ প্রতিম্বন্দিতার পরিবেশ কিছুটা গড়ে তুলেছিলেন। তা না হলে, চীন না থেলেই জিতে গেল, এরকম কথা বললেও অত্যুক্তি হত না। ভারত চতুর্থ স্থান দখল করে কিছুটা এগিরেছে বলা চলে।

এর জালে এশীর প্রতিবোগিতার প্রের বিভাগে ভারতের শান ছিল বর্তা। চীন ও জাপান ভারতের বিরুদ্ধে সহজে জিতলেও উত্তর কোরিরাকে ভারত ভাল মতই বেগ দিডে পেরেছে বলা চলে। উত্তর কোরীর প্রশিক্ষকের নির্দেশনার ভারত বে বেশ কিছুটা এগোডে পেরেছে, এটা তার একটা বড় প্রমাণ। বিশেব করে মনমিত সিং উত্তর কোরিরার দুই বাছাই খেলোরাড় জো ইরং হো এবং হং স্নুন চোলকে বথান্তমে ২১-১৮, ১০-২১ ও ২১-১৪ এবং ২৪-২২ ও ২১-১৭ পরেলেট হারিরে রীতিমত চাণ্ডগোর স্থিট করেছিল।

মহিলাদের দলগত প্রতিযোগিতার চীন ক্রয়ের পথে এক-भाग छेखत क्यांत्रमा इ.फा अना भवकि एमन-छात्रछ, जाभान, তাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, হংকং ও অম্মেলিয়াকে সরাসরি (৩-০ মাচে) হারিরেছে। ভারত মহিলা বিভাগে ফঠ স্থান পার। এর আগের এশীর প্রতিযোগিতার ভারতের স্থান ছিল हिल्म । भूत्र मिशानम्, छारन् म, महिला मिशानम्, छारनम्, **धवर मिन्नफ् जावनात्र धेर भौठिए विखारगरे भौदर्ग हिन होना** वानक ও वानिकारमञ्ज जिलानम् ब्लिएटाइ यथाद्वरम दश्कर धक्र জাপান। পরে, বদের ব্যক্তিগত চ্যান্পিয়নশীপের ফ ইন্যালে পর-পর তিনটি গেম জিতে ঝিহাও সাইকেকে পরাজিত করলেন। চীনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রাখতে ফাইন্যালের দক্রেনেই এলেন একই দেশ থেকে। মহিলাদের ব্যক্তিগত বিভাগে জয়ী হলেন চীনের আট নম্বর বাছাই খেলোয়াড কি ৰাউজিয়াং। তিনি हात्रात्मन न्यापरभत्रहे अ-वाहाहे त्थालाग्नाफ मिछे हेग्नार् ०-১ मार्क। भूत्रसम्ब जन्मात्म हीत्नव भूत्वा देखे द्या ७ कार्रे সাইকে ৩-১ ম্যাচে স্বদেশের অ-বছাই শি বিহাও ও সাই ঝেন द्वारक शांत्रिय ग्रान्यियान श्लन। भश्लिरम जावन्त्र भीर्य বছাই জাড়ি উত্তর কোরিয়ার পাক ইয়াং ওক এবং হংগিল স্ক্রনকে হ্যারয়ে চীনের ঝ্যাং ডাইং এবং লিউ ইয়াং জয়ী হলেন। মিক্সড ভাবল্সে স্বদেশের শীর্ষ বাছাই জর্ড় গুয়ো ইরে হুরা ও লিউ জুটিকে সরাসরি ৩-০ ম্যাচে হারিয়ে অ-বছাই জ্বড়ি জি সাইকে এবং ব্যাং ডাইং জ্বটি জয়ী হলেন। বালক-দের বিস্তাগে ভারতের সঞ্জের ঘোডপাডে ফাইন্যালে হারল इश्करक्षेत्र व कामप्रेटक्षत्र कारह। न्यरमरणत मिनका द्यानितारक হারিয়ে বালিকা সিপালস জিতেছে জাপানের ফ্রকিংমা खकारमारणे।

মোট ৮৩ জন আম্পায়ায় এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলাগ্রিল পরিচালনা করেছিলেন। এর মধ্যে দ্বজন ছিলেন বিদেশী। প্রবৃষ আম্পায়ার মিঃ এং এসেছিলেন সিপ্গাপ্র থেকে, প্রতিযোগিতার একমাত্র মহিলা আম্পায়ায় ছিলেন হংকণ্ডের ফ্র চ্যাং লিং। ভারতীয় সংবাদসংস্থা ও পত্রপত্রিরার প্রতিনিধি ছাড়াও মোট ১২ জন বিদেশী সাংকাদিক এই উপলক্ষে কলকাতার এসেছিলেন। চীনের সিন্হ্রা নিউজ এজেন্সির প্রতিনিধি ছিলেন ৪ জন। এছাড়া ইরাণ, জাপান, পাকিস্তান, তাইলায়ন্ড ও সিম্পাপ্রের সাংবাদিকরাও ছিলেন। খেলোরাড় ও প্রতিনিধিলের ভত্বাবধান করেছিলেন অভার্থনা উপ-সামাতর নির্দেশনায় ৬০ জন তর্গ-তর্ণী এ্যাটাশে বা সহায়কেরা। স্টেডিয়ামের মধ্যেই মিনি হাসপাতালে সবরকমের আধ্নিক চিকিংসায় স্বোগ পেরেছেন সমাগত খেলোয়াড়েরা। বিভিন্ন দিনে মেডিক্যাল ইউনিট নানাভাবে খেলোয়াড়েরেগ পরিচর্বা ও চিকিংসার ক্রেম্থা করেছেন। বিভিন্ন দেশের

্থৈলোরাড় ও প্রতিনিধিরা এক্সাকে। সংগঠকদের নিপ্নতা, নিষ্ঠা এবং কলকাভার দশকিদের সমন্দারি দ্বিউজ্পারি প্রশংসা করে গেছেন।

#### वज्ञनानी विभाग्यना : श्रीक्रकात स्मान शर्य

ज्ञान्थाञ्चकारम भन्नमारनम **य**ूजेवमरक रकम्य करन मर्गक-अमान्छ ध्वर छेक्ट्र अन आहत्राम्य अन्तार्वे विरम्य अस्त्री हार मिथा मिराइ । भारा आहेन-म्ब्यमात अन्नरे धत मर्का किछ নেই। সামাজিক মূল্যবোধের অপহব এবং যুবমানসের বিপথ-চারী প্রবণতা এই ধরনের গণ্ডগোলকে কেন্দ্র করে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মান্ত্র এই প্রশাট নিয়ে উদ্বেল হয়ে উঠেছেন। এটা সূথের কথা, সূত্র্য চিন্তা-সম্পন্ন মানুষ এই ধরনের প্রবণতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। বিভিন্ন সেমিনার, আলোচন সভা এবং প্রপত্তিকার সম্পাদকীয় মুল্যায়ণ—ইত্যাদির মাধ্যমে 'এই সমস্যাটি সকলের সামনে স্পন্টভ:বে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। রাজ্যসরকার এই প্রণনিট নিয়ে বিশেষ চিন্তান্বিত। রাজ্য দেপার্টস কাউন্সিল শিশির মণ্ডে এই প্রসংশ্য একটি আলোচনাসভারও আয়োজন করে-ছিলেন। ৭ জ্বন, ১৯৮০ তারিখে অনুষ্ঠিত এই সভার মুখা-मनी ही स्माणि वम् धरे धर्तात्र शफ्रशास्त्र मन्नावनार অঞ্কুরেই বিনষ্ট করার ওপর জ্যোর দিয়ে বলেছিলেন: রেফারি, বড ক্লাব, খেলোয়াড়, সংবাদপত্র ও পর্নলসের দায়িত্ব এই প্রবর্ণতা রোধে সবচেয়ে কেশী।

মুখ্যমন্ত্রী সঠিকভাবেই বলেছিলেন: ফুটবলের মত জনপ্রিয়তম খেলার অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মুন্ডিমের দর্শকের উচ্ছ •থল এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপকে প্রতিহত করতেই হবে। এই অরজকতাকে সমূলে উংখাত করার জন্য তিনি বড় ক্লাক্সালি এবং সেই সপো কলকাতার ফুটবলের নিরামক সংস্থা আই. এফ. এ-র কাছে সময়োচিত আবেদনও জানিয়ে-ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর অভিমত হোল : ক্রাবগর্নল এ ব্যাপারে निरक्रमंत्र मर्था वस्त्र कि करत्र भुष्थनात्र मर्क्श मुक्तेस्वरं यमा **পরিচালনা করা যায়. তা নিয়ে আলোচনা করলে ভাল হয়।** থেলোরাড়দের দায়িছের কথাও তিনি এই প্রসংগ্যে মনে করিরে দিয়েছিলেন। রেফারীদের সংগঠনকেও তিনি মাঠের শ্<sup>তথ্লা</sup> রক্ষার প্রসঞ্গ নিয়ে বিশেষভাবে ভাবনাচিন্তা করার জনা অনুরোধ করেছিলেন। কেননা এ ব্যাপারে তারা তাদের দায়ি এড়িয়ে যেতে পারেন না। প**্রালসকে আইন-শ**ুঞ্লার প্র<sup>দ্র</sup>ি শন্তহ তে মোকাবিশা করতেই হবে। কিন্তু গণ্ডগোল হলে তার প্রতিক্রিয়া যেভাবে সর্ববচারী হয়ে পড়ে, তার প্রতি দ্ভি রেখে তাদের ব্রন্থিমন্তার সংশ্য পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। তিনি সংবাদপত্রের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেনঃ উত্তেজনা প্রশমনে তাদের বিরাট ভূমিকা আছে। লেখার স্বাধীনতা থাকলেও তার অপব্যবহারও কোন ক্রমেই সমর্থন-বোগ্য নর। উত্তেজনা বাড়তে পারে এমন কিছ প্রকাশ করা ঠিক নর। এই আলোচনার রাজ্য দেশাটর্স কাউন্সিলের সভাপতি খ্ৰী স্নেহাংশ্ৰকান্ত আচাৰ্য এবং আই. এফ, এ-র তংকালীৰ সম্পাদক শ্রী অশোক বোষও অংশগ্রহণ করে তাঁদের স্চিন্তিত মতামত দিরে পরিশ্বিতির উপবৃত্ত মোকাবিলার পর্থনির্দেশ करविष्ठरसन्।

এর পরবর্তী কালে দারিষশীল ব্রসংগঠন এবং হারসংখ্যাব্রিল পথসভা এবং আলোচনাচক্রের মাধ্যমে এই অরাজকতার
বির্থে সোভাল হর্মেছিলেন বিভিন্ন অঞ্চলে। তবে সমস্যার
ব্রেষ্থ ও জটীলতার বিচারে এই প্ররালস্ক্রি ব্যোচ্চ সংর্থক্তার রুপ নিতে পারে নি, একথা অবশ্যই প্রীকার করতে
হবে।

ম্মুদানী বিশৃত্থলার প্রতনটি গড ফেডারেশন কাপের খেলার সতে বড় হয়ে দেখা দিলেও, কলকাতার ফুটবলকে কেন্দ্র করে যে ধারাবাহিক অশান্তির পরিবেশটি গত হয়েক বছর ধরে বিশেষ করে শৃভব্নিশসম্পল্ল মানুষকে ভাবিয়ে ভলেছে, তার পটভূমি অন্বেষণে আমাদের কতকগালি বিষয়ের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওরা প্রয়োজন। কারণ সাম জিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কতকগ্রাল প্রখন এর সংগ্য ওত-প্রোতভাবে জড়িত। একথা অনস্বীকার্য, কলকাতার ফুটবলকে **ছেন্দ্র করে যে উত্তেজনা এবং প্রতিন্দ্রিতার পরিবেশ**ট মহা-নগরী কলকাতাকে খিরে থাকে বছরের প্রায় অর্ধেকটা সময় কুড়ে, তার পেছনে বহু লোকের ক্রীড়মনস্কতা যেমন কাজ করে তেমনই বহু ধরনের অব্যঞ্জিত প্রবণতা এবং স্বার্থব হী কার্যকলাপও একে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে স্বাদীর্ঘকলে ধরে। এই সমস্ত প্রবণতা ও কার্যকলপের জটীলতা অপাতভ বে তেমন দাভিয়াহ্য না হলেও গভীরে এদের উপস্থিতি একটা অনুসন্ধানী দুজিতৈই ধরা পড়ে।

প্রথমেই বড় ক্লাবগর্নালর কার্যাবিধির দিকে চোখ ফেরানো বাক। তিনটি বড় ক্লাব তাদের সূবিপ্রল সমর্থকদের কল্যাণে ক্ছরের পর বছর ধরে উত্তরোত্তর বিরাট অঙ্কের বজেট অবশন্বন করে উত্তেজনা স্কৃতির প্রথম সোপানের কাজ করে ষাচ্ছে। সমর্থ কদের পৃষ্ঠপোষকতা ত দের মার্নাসক আবেগের **ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ম্লে**ধন করছে বড় কুবৰ্ণাল স্থানপ্ৰভাবে। ধনিক স্বাৰ্থ অনুপ্ৰবেশ করছে এই রুত্তা ধরেই। সভো সভো জন্ম নিচ্ছে নিকুণ্ট ধরনের বা।ন জাক र्माण्यावृद्धि। विश्व हे:कात्र त्नात्रत्न त्य त्थलात भात्रः, क्रमभ তারপে নিচ্ছে শিবর ভাগের নেংরামিতে। যে অবক্ষয়ের চেহারা সমাজের সর্বস্তরে শিক্ত গড়ছে অন্য অনন্য নির্দেশে, তারই একটা রূপ প্রতিফলিত হচ্ছে খেল র ম ঠে। বিপথগামী ব্বশার প্রতিটি কিকেলে তাই ময়দান অণ্ডল ছাড়িয়ে পাড়ায় পাড़ाয় বিষ্ণুত দলবাজির আগ্রন নিয়ে সর্বন শা খেলায় মেতে फैठेटह। अलब दलाव जिस्त नाफ त्नरे, नर्वशःनी भ्लारवार्यत **অপহুৰে এদের আর ভূমিকা কতট্টকু। কিন্তু** যেটা অ শংকার কথা, এই ব্রশতি বৃহত্তর ভাঙনের খেলায় খেলার মাঠের টোনংকে কাজে লাগ ছে, সামাজিক পরিবেশে অশ দিত ডেকে व्यानरह, श्रीणिक्यामीन ताकर्तिण्क कर्मात्र वश्मीमत श्लाह। তাই প্রয়োজন বড় ক্লাবের বানিজ্যিক দ্ভিউভগার পরিবর্তন, পদাধিকারী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের অনুগৃহীতজ্ঞন ও পরিষদ-বর্গের অচলায়তন ভাঙা। এ ব্যাপারে জনমত গঠন করার অব-কাশ আছে। তার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য, নিষ্ঠা এবং স্নাচিন্তিত পরিকল্পনা।

শেলা বেহেভু পরিচালিত হর রেফারির নির্দেশে, সেহেভূ শেলা পরিচালনার মানও হাতে উন্নত হর, তার জন্য চেণ্টা করাটাও কর্মার । একটি অম্বা, ভূলেই, মনে রাখা উচিত. নশ্বই মিনিটের খেলার ফলাফল নির্ধান্তিত হতে পারে বার স্ন্দ্রপ্রসারী প্রতিক্রয়ন জনলে ওঠে অশান্তির আগান্ত। তথকই এসে পড়ে আইন-শ্থেলার প্রদন, সামাজিক পরিবেশ হরে ওঠে বিষিত্র। তাই উপবৃদ্ধ মির্বাচন, পরিচালনার ম্ন্শিয়ামা, রেকারিদের সঠিক নিরাপন্তার ব্যবস্থা—স্ববিচ্ছ্ই শান্তিরক্ষার গ্যারাণ্টি হরে গাঁড়ার। খেলার জর-পরাজর আছেই, প্রতিশ্বন্দিতাই আসল কথা—এসব বেমন সত্যি, তেমনই একথাও মনে রাখা উচিত মান্সিক উত্তাপ স্থির সমসত রক্ষের উৎসম্থ কথা করে রাখার চেন্টা সব সময়েই করতে হবে। সেইজনাই প্রয়েজন খেলা পরিচালনার মান উলয়ন, রেকারিদের উপবৃদ্ধ নিরাপন্তার ব্যবস্থা এবং প্রান্থাক কিছু ব্যব্থার কার্যকরণ।

এবার আসা যাক খেলোয়াড়দের দায়িছবোধের প্রসংশা। যেহেতু তাঁদেরকে কেন্দ্র করেই আর্বার্ত হচ্ছে কিশোর ও তর্ণদর্শকদের মার্নাসক আবেগের কেন্দ্রগ্রাল, সেহেতু আচরণে ত.দের আদর্শস্থানীয় হতে হবে। উত্তেজনায় তাঁদের ধর্যচুর্য়াত ঘটতে পারে, কিন্তু কোন সময়েই তাঁদের ভব্যতার সীমারেখা অতিক্রম করা ঠিক নয়। তাঁদের সামান্য একট্র ক্রোধের প্রকাশ হাজার হাজার দর্শকের ক্রোধকে উল্কে দিতে সক্ষম, এটা মনে রাখা উচিত। মনে রাখা উচিত, তাদের পেছনে ব্যায়ত হচ্ছে বহু মান্বের কণ্টার্জিত অর্থা, সেই বিশ্বাসের অমর্যাদা তাঁরা করতে পারেন না। গ্যালারের অভিনন্দনকে পার্কি করে তাঁদের উচিত উন্নততর ক্রীড়ালৈলী প্রদর্শন করা, উত্তেজন য় শরিক হওয়া নয়। সাম্প্রতিককালের কিছু ন মজাদা খেলোয় ড় তাঁদের আচরণে এই ধরনের প্রবৃত্তিরই স্বাক্ষর রেখেছেন। তাতে তাঁদের ক্রীড়াদক্ষতারও অপক্রব ঘটেছে স্বাভাবিকভাবেই।

সংবাদপত্র ও সাম য়কপত্রের কথার বলা যার, তারাই পারেন এই দর্শকি-অশান্তির বির্দেশ জনমত গড়ে তোলার সবচেয়ে সাথাক ভূমিকা পালনে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তারা সে দরিষ্ব অনেকক্ষেত্রে পালন করছেন না, উপরস্তু একটা মোহ ও কলপনার পরিবেশ তৈরি করে উত্তেজনা স্ভির সহয়ক শাস্ত হিসেবে কাজ করছেন। রাজনৈতিক, অর্থানৈতিক ও স মাজিকক্ষেত্রে এই সমস্ত পত্রিকার খ্ব একটা সদর্থাক ভূমিকা নেই, বরং বাণিজ্যিক দৃণ্ডিভগণীর তাড়নার এবং স্কিন্তিত জনবিরোধী পরিকল্পনার মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে করতে ক্রীড়াক্ষেত্রেও তারা থাবা কাড়াচ্ছেন ধারে ধারে। এদের ভূমিকা সম্বন্ধে সতর্কা থাকতে হবে। শাভ্রম্বা উন্বোধনে দরকার হলে এদের বির্দ্ধে জনমত গড়ে ভূলতে হবে। দারিক্ষালীল সংবাদপত্র ও স মায়িক পত্রগন্ত্রি এ ব্যাপারে তাদের যোগ্য ভূমিকা পালন কর্মক, এটা সকাই চান।

সবশেষে, আইনশংখলা রক্ষার প্রদান। এ ব্যাপারে আরক্ষা বাহিনীকে তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে বৃদ্ধিমন্তার সংগ্র, সংযমের সঙ্গে। বেখানে হাজার হাজার মান্বের নিরপ্তার প্রদান জড়িত, পশ্চিমবাংলার স্মহান জড়িত উড়িরে দেওয়া যায় লা। বে কোন ম্লো মান্বের সমর্থনিকে পাথের করে ময়দানের শাহিতপূর্ণ পরিবেশ অক্ষা করার কেন্তে আরক্ষা বাহিনীর দায়িই স্বাধিক।

—(पवानीय पत



ঐক্য বাক্য মাণিক্য। তপন চলবতী ক্লান্তিক প্রকাশন, ১১ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৯। সাত টাকা।

তপন চক্রবর্তী প্রগতি শিবিরের তর্ণতম দেখকদের অন্যতম। তার গল্প কবিতা প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের বাহক বিভিন্ন প্রপত্তিকার প্রকাশিত হয় নিয়মিতভাবে। 'ঐক্য বাক্য মাণিক্য' গল্প সংকলনে নন্দন, সত্যযুগ, ক্রান্তিক, গলপ সংকলন প্রভৃতি প্রপত্রিকার প্রকাশিত ১৪টি গলপকে গ্রথিত করা হরেছে। গ্রন্থভূত এই গলপগন্নির রচনকল সত্তর দশকের প্রথম আটটি বছর। সত্তর দশকের রক্তান্ত চন্ধরে গল্প-গ্নলি ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তাই অত্যন্ত স্বভাবিকভাবেই এই সব গলেপ বারবার মেহনতী মান্বের সংগ্রাম অন্দোলন, দমন পীড়ন, খন-সন্দ্রাস, গ্রনিবাজী নির্বাতন, জোতদারের কুটিল চক্লান্ত, হিংস্ত্র আক্রমণের মুখে দাঁড়িরেও অকুতোভয়ে সংগ্রামকে বিকশিত করার জন্য দাঁতে দাঁত কষে এগিয়ে ষ ওয়ার ছবি ঘ্রের ফিরে এসেছে। লেখককে ধন্যবাদ 'ব্লা-সর্বাস্ব' সাহিত্য স্থিতর চট্ল মাদকতা অস্বীকার করে তিনি গণ-আন্দে লন সংগ্রামকেই তার সাহিত্যের বিষয়ভুক্ত করতে বিন্দ্রমত্র ন্বিধা করেন নি। তাই কল্পাড়ের মানদা মাসীর তাংক্ষণিক ব্ৰন্থির দীণিত, নিবারণের অন্ভূতির নবজন্ম, রামরাবণের সংগ্রামের ময়দানে লন্টিয়ে পড়া শব, সংবাদিক অর্পের শ্থেল ছিল করে বেরিয়ে আসা প্রক্রিয়া, রেল ধর্ম-ঘটের দিনে ভিথিরী মেয়ের হলদে দাঁতের হাসি, অবনীবাব্র প্রমেশন নিয়ে শ্রমিক আন্দোলনে বিশ্বাস অবিশ্ব সের দোলা, বন্যত্রাপে জাত পাতের প্রদন তুলে জোতদারের আখের গে ছানোর হীন প্রচেষ্টা, চটকলে মজনুর ধর্মঘট ভাগুতে দেখে বিরের প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়ার জন্য কুসন্মের মনের অতলে তলিয়ে বাওরা, ভেড়ির মালিকের নিন্দ্র ল্পেন, ট্রেনের মধ্যে গরীব মানুবের একাম অনুভব করার কথা, আবু হোসেনের গল্প প্রস্থৃতি ট্রকরের ট্রকরের ছবি তার গল্পটাকে এগিরে নিরে যার, ছবির মৃত চোখের সামনে তুলে ধরে।

সংকলনের গলগগ্রনির বিষয়বন্দু অত্যান্ত গভীর। ট্রকরো
ট্রকরো ছবির মাধ্যমে লেখক লড়াকু মান্থের জীবনজয়ের
চিন্নটি তুলে ধরতে চেরেছেন। এই সংগ্রামে কথনও কথনও
তুল হর (কমরেড), কখনও বিশ্বাসহীনতা দেখা দের (অবনীবাব্র প্রমোশন), কখনও হঠাং ক্ষ্রনিজা জরলে ওঠে (নথদর্পন, খবর, মাছরাজ্যা) আবার কখনও মান্র অপর্প উপলাখ্যর স্পর্শে নবর্গে উল্ভাসিত হর (ঐক্য বাক্য বাণিকা,
কুস্মের মন, গতকালও আজ প্রভৃতি)। লেখক আপ্রাণ চেন্টা
করেছেন গলেগর নায়ক নায়কাদের বিশ্বাস বোগ্য করে তুলতে।
কিন্তু সব ক্ষেন্নে তিনি সফল হতে পারেন নি। গলপার্নাল
পড়তে পড়তে প্রারই মনে হরেছে লেখক বিষয় বন্দু সংগ্রহে
বতটা বাসত, ভাষা বিন্যাস, শব্দ চয়ন, সংলাপ নির্মাণ, একক্ষার রচনা শৈলীর প্রতি ততটা মনোবোগী নন। অন্মাণীলরের
অভাব অধিকাংশ গলেপ প্রকট হরে উঠেছে। হলদে গাঁতের হাসি
ঐতিহাসিক রেল ধর্মখটের একটি চমংকার চিন্ন বিধ্য করেছে।

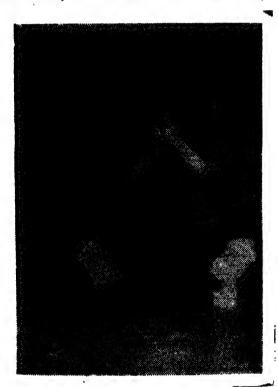
কিন্তু ঐ হলদে দাঁতের হাসিতে এনে থামলেই যেন গল্পটি আরও বেশী বাঞ্জনামর হরে উঠত। সেন্সর গলেন র পকের মাধ্যম অবসম্বন করা হরেছে। কিন্তু র্পক গলেশ যে তীর ভাষার গতি প্রয়োজন তা একদম নেই, ফলে গল্পটি একেবারে ব্যর্থ হরে গেল। অবনীবাব্র প্রমোশন গলপটি একটি মনস্তৃত্ নির্ভন্ন গলপ। এই গলপ একই সংগঠনের মধ্যে থাকা সড়েও সংগঠকে সংগঠকে বে মানসিক দ্বন্দ স্থিত হয়, ভুল বোঝা-व्यक्ति माथा ठाएं। निरत ७८ठे छात्र त्निभथा कात्रग छूटन धरात প্ররাস চালিরেছেন লেখক। কিন্তু বালীকণ্ঠ, অবনীব ব্ স্ক্রমা দের মনস্তম্ব ধরার মত কলমের জোর তপনবাব্রুর নেই। কুস্নের মন গলপটাই মহিলাদের আছা মর্বাদা বেধ ও ধর্মখট ভাপ্যা দালালদের প্রতি ঘ্লা প্রকাশের চেন্টা করা হরেছে। কিন্তু কুস্মের মত বাপ মা হারা মেরের বিবাহ প্রদতাব প্রত্যাখ্যান করার মত মানসিক জোর সংগ্রহ করার জন্য যে পূর্ব প্রস্তৃতি দরকার তার সামান্যতম চিত্রও নেই। ফলে ধর্মঘট ভাগ্গার জনা 'ভালো ছেলে অশোক' দালালি করে চট-কলে ঢ্কছে দেখেই কুস্মের মন বিষাত্ত হয়ে গেল দেখ্ল ব্যাপারটা খুবই সরলীকরণ মনে হতে পারে। সংকলনের অনেক গলেপই এ রকম অসংগতি চোখে পড়ে। বিষয়ের গভীরতা থাকলেই যে কলমের জোরে তাকে বিশ্বস্ত করে তোলা বায় তার জন্য চাই দীর্ঘ অনুশীলন। লেখক সেই অন্-শীলনের ক্ষেত্রে চরম অবহেলা দেখিরেছেন বলে মনে হলে। গ্রম্থভুত গলপগ্রিল পড়ে নীচু ক্লাসে ছাত্রের সিপড়ি ভাগ্গা অংকে বেনতেন প্রকারেণ শেষ উত্তর শ্ন্য করার ঝোঁকের কথা মনে পড়েছে বারবার। কে না জানে সিণ্ড ভাগ্গা অঙ্ক সাধারণত মুখ্য উত্তর এলেও অসংখ্য ক্ষেত্রে অন্য উত্তরও আনে, তাতে অঞ্চ ভূল হয় না। **লেখক প্রায় সব গলে**পই শেষ কালে একটি সংগ্রাম বা কিলোহ বা বিক্লোভকে চিগ্রিত করতে চেরেছেন। বেসব ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে এই চিত্র এসে পড়ে সেখানে বুলার কিছু নেই, কিন্তু বেখানে জোর করে অনতে হর আর্পান্ত ওঠে সেখানেই। ট্রকরো ট্রকরো ছবিতে মান্বের **कौरामत्र मामा त्रकम हिटा जूटन थरत मश्चारमत्र कथा** मा वरनिध পঠিকের মনে রেখাপাত করা বার। তার জন্য চাই দক্ষতা। আমরা আশা করব লেখক সেই দক্ষতা অদ্রে ভবিষ্যতেই **অর্জন করবেন। বর্তমান সংকলনে সেই প্রতিপ্র<sub>ন্</sub>তি খ্**ব जेन्यतम जात्वरे कृत्ये जेतंवर ।

গলপ সংকলনের ছাপা এতো পীড়াদারক হলে প ঠকের ধৈব ধরে রাখা খ্বই কভকর হয়। এতো অসংখা ছাপার ভুল কেন? এই অব্যেলা নতুন লেখকদের স্লাম অর্জনে বাষার কারণ হতে পারে। আশা করা বার ভবিষ্যতে প্রকাশক এদিকে স্ভিট দেবেন। প্রাছদ সাধারণ মানের। ছাপার জগতে সংকটের দিনে একশ চার পাতার বই সাভটাকার পাওরা গেলে লাপত্তি করার কোন কারণ নেই।

# विक्रिशिय मंद्रवीप

#### श्रीमांगामान टक्का

সাগরদিবী ব্লক ব্ল-করণের উদ্যোগে এই রকের রক ব্ল উৎসর (১৩ থেকে ১৬ মার্চ পর্যত) মার্চ মাসের ১৬ তারিখে শেব হর। একটি বর্ণান্ত অন্ত্র্তানের মাধ্যমে উৎসবের উন্বোধন করেন স্থানীর পঞ্চারেত সভাপতি। এই উৎসবের অন্তর্ভুক্ত ছিল ২৫টি প্রতিবোগিতাম্বাক অন্তর্তান এবং ৫টি প্রদর্শনী। প্রতিবোগিতার মধ্যে ছিল শিশ্বদের বসে আকো, অন্ত দৌড, আবৃত্তি, বেমন খ্লী সজো, নাটক, নানা ধরণের সক্ষীত, আলোচনা চক্ত, বিতর্ক ইত্যাদি। খেলখ্লার



वामनरंशांना द्रक वृत्व छेश्मरत राशिक एतत रवाशांमन श्रममानी

মধ্যে ছিল ভালবল, খো-খো, ডিসকাস, দোড়, কবাডি, তাঁর
নিক্ষেপ ও লোছগোলক নিক্ষেপ। সর্বমেট ১০৯৪ জন নানা
ধরনের প্রতিযোগিতার সংশেশ্যহণ করে। ১৭ই মার্চ সকলে
১টার জেলা পরিষ্ঠেবর সভাধিসতির সভাপতিবে প্রকলিব
বিতরণ করা হয়। এই জনুষ্ঠানে স্থানীর জন প্রতিনিধি
পণ্ডরেত সন্থাপতি, বিভিও ও বহু বিশিষ্ট ব্যান্ত উপস্থিত
ছিলেন্

বেলভাপা-১ ব্লক ব্র-করণের যাব উৎসব অন্থিত হর ২১ থেকে ২০শে মার্চ । উৎসবের আন্টানিক উন্থোধন করেন পঞ্চারেত সভাপতি মহঃ নোসাদ আলি। নানা ধরণের প্রতিবাগিতা ও প্রদর্শনী চলে তিনদিন ধরে। ২০শে মার্চ সফল প্রতিবোগীদের প্রকল্পার বিতরণ করা হয়। এই সভার সভাপতিছ করেন জেলা শরীর শিক্ষা আধিকারিক অধীর ঘেষ। এ ছাড়া জারও অনেক বিশিশ্ট ব্যক্তিরণ এই ধরণের অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে বন্ধব্য রাখেন।

### **शिक्कांक्नाक्षभा**त क्रमा

রারপঞ্জ ব্লক ব্লে আফিলের উদ্যোগে ও পরিচ'লনায় ৪ঠা মে ব্লক স্তরে সাহিত্য প্রতিযোগিতার আরেজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতার চ'রটি বিভ গে ০৮ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। সাহিত্যিক ডাঃ বৃন্দ'বন বাগচীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী রততী ঘোষরায় ১৫ জন কৃতী প্রতিযোগীদের প্রেস্ক'র দেন। এবারকার এই প্রতিযোগিতায় গ্র'মীণ প্রতিযোগীদের সং-খ্যাধিক্য একটি বিশেষ আনন্দসংবাদ বলা যেতে পারে। এই রকের পরিচালনার ১৬ ও ১৮ মে ব্রুব উৎসবের আয়োজন করা



গাইঘাটা ব্লক যুব উৎসবের উন্থোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন রণজিং মিত, এম. এল. এ

হয়। উৎসবের উদ্বেখন করেন যুব-উংসব কমিটির সভাপতি প্রাণনাথ দাস। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে ৫৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। আদিবাসী ব্রক্তদের জন্য বিশেষ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। যুব-উৎসবের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন সতারত ঘেষ। বিভিন্ন বিভাগের কৃতী ৬০ জনকে প্রেক্টার ও প্রশংসাপত্র উপহার দেওরা হয়। वर्षभाग रक्षणा

ক্রিটিন্তর্ভ ১নং ব্লক ব্র-করণের উল্যোগে ২১, ২২ ও ২৩ পে বার্চ ব্র উৎসর অনুষ্ঠিত হয়। ব্র উৎসর করিটির সভাপতি কালিদাস মাঝি উৎসবের উল্লেখন করেন। দ্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিবোগিতার মোট প্রতিবোগীর সংখ্যা ছিল ৪০০ জন। আদিবাসী ব্রকদের জন্য তীর নিক্ষেপ প্রতি-বোগিতা নিদিন্ট ছিল। কৃতী প্রতিবোগীদের শ্রীবৃত্ত মাঝি প্রশংসাপত প্রদান করেন।

17



রারগঞ্জ রক ব্ব উৎসবে তীর নিক্ষেপ প্রতি-বোগিতার জনৈক আদিবাসী প্রতিযোগী

আউসপ্রাম ২নং রক ব্র অফিস য্র উৎসব চলে ২৯ থেকে ৩১শে মার্চ। উৎসবের, স্চনা করেন পণ্ডায়েত সভাপতি জানে আলম্। বিভিন্ন ধরনের ক্লীড়া প্রতিযোগিতায় ও সাক্ষিতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিবোগীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৬৯ জন ও ৭৯ জন। সরকারী প্রচেণ্টায় এ ধরনের অনুষ্ঠান এইটান প্রথম অনুষ্ঠিত হওয়ায় জনমনে বিপ্লে উৎসাহ ও উদ্বীপনার সন্থার হয়। সফল প্রতিযোগীদের প্রক্রমার বিতরণ করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি মেহবুর জাহেদী।

কালনা ২ নং রক ব্র-করণের উদ্যোগে আরে।জিত ব্র উৎসব অনুষ্ঠানের ২৯শে মার্চ উদেবাধন করেন পঃ বঃ সর-



काणना २ व्रक यूव छेरत्रस्य क्षत्रभानी बन्छन

কারের পদ্বালন দশ্তরের ভারপ্রাশ্ত মদ্দ্রী অব্তেশন মুখো-পাধ্যর। প্রতিযোগিতাম্বেক নানা ধরনের অন্টোনস্চীতে অংশ প্রহণকারীদের মধ্যে সকল ১০৭ জনকে প্রেক্ত করের কমান জেলাপরিষদের সভাধিপতি মেহব্য ভাষেদী।

#### नरीवा रजना ३

রনোঘাট ২ নং ব্লক ব্ৰ-করণ আরোজিত ১৩ থেকে ১৫ই বার্চা ব্যাপী যে যুব উৎসব অনুষ্ঠান চলে তার উদ্বেখন করেন রানাঘাট (পশ্চিম) কেন্দ্রের বিধানসভার সদস্য গোর চন্দ্র কুড়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিধরসমূচীর মধ্যে ছিল বিভিন্ন মিটারের দোড়, দীর্ঘ ও উচ্চ লম্ফন, ডিসকাস থ্রো ইত্যাদি। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে আবৃত্তি, সংগীত, লোকন্তা, রতচারী



নবন্বীপ ব্লক যুব উৎসবে দৌড প্রতিযোগিতা

অতিপ্রদর্শন, বিতর্ক, একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। বিষয়স্চীভেদে ২ থেকে ৭ হাজার পর্যন্ত জনসমগ্রম হয়। ১৫ই মার্চ স্থানীয় রানাঘাট (পর্ব) কেন্দ্রের বিধান সভার সদস্য সতীশচন্দ্র বিশ্বাসের সভাপতিত্বে সফল প্রতিযোগীদের পর্বস্কার বিতরণ করা হয়।

#### नाकिनिः रक्नाः

মিরিক ব্লক ম্ব-করণ—এই ব্লক অফিসের উদ্যোগ ও
ব্লক ব্ল উৎসব কমিটির পরিচালনার মারমা প্রেমস্কর স্মারক
পাঠশালা প্রাণগণে ১০ ও ১১ই মে ব্ল উৎসবের আরোজন
করা হয়। এই উপলক্ষ্যে জাঁড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিবোগিতার
স্থানীর বিভিন্ন বিদ্যালয় ও ব্ল সংগঠনের প্রায় তিন শত ছাতছাত্রী প্রতিবোগী অংশ গ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক অন্তানে
পাহাড়ী ওচ্ফ্র নাচ, নেপালী নৃত্য ও লোকন্ত্য ও লোকগাঁডি, কবিতা ও শিক্ষাম্লক তথাচিত্র প্রদর্শিত হয়। বিভিন্ন
রক্মারি পাহাড়ী ফ্লের প্রদর্শনী, হাতের কজ এবং শিল্পের
চিত্রাচ্কন খ্রই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। স্ম-ক্ষান্ত থেকে
আগত চা-বাগানেয় ক্ষান্তির কাছে ও এক মতুন অভিক্রতা।

প্রসাদাত উদ্রোধ করা বেন্ডে পারে বে উৎসবের উদ্বোধন করেন ক্রানীর এক প্রবীণ (১৬) সমাজসেবী। প্রক্রার বিতরণ করেন মারনা চা-বাগানের ম্যানেজার এল. বি. দেওয়ান। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন মিরিক গঞ্চারেত সমিতির সভাপতি সি. বি. রাই ও মহকুমা তথ্য ও জনসংবোগ আধিকারিক।



র:রগঞ্জ রক ম্ব উৎসবে উচ্চ লম্ফনরত জনৈক প্রতিযোগী

ক্রিলিরাও ব্লক ব্র-করণ পশ্চিমবংগ সরকারের ব্র কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মণ্ডিত পাহাড়ী এলাকা বেন্টিত কাশিরাও শহরে এন, ডি, ট্রেনিং সেণ্টার মরদানে গত ১৪ ও ১৫ জন্ন '৮০ বিপ্রল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে হাজার হাজার পাহাড়ী লোকের সমাগমে কাশিরাও রক ব্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া, শিক্স ও সংস্কৃতি জগতে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অসংখ্য ব্রুব ছাত্রের মধ্যে সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চা বৃশ্ধিই এই উৎসবের অন্যতম উন্দেশ্য।

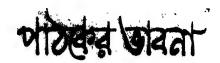
১৪ জন্ন সকাল দশটার অসংখ্য ছাত্র যাব উপস্থিতি কাশিরাও সদরের মহকুমা শাসক ডি. পি. ব্যানাজি প্রদীপ জনালিরে উৎসবের উদেবাধন করেন এবং ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডের কাশিরাও শাখার পরিচালনায় বর্ণাত্য মার্চ পাস্টের অভিনন্দন গ্রহণ করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সহ-মহকুমা শাসক ও যাব উৎসব কমিটির সভাপতি আর. মাংসন্দিদ এবং স্বাগত ভাষণ দেন রক যাব আধিকারিক ও বাব উৎসব কমিটির সদশাদক ও আহ্বায়ক এস. দেওয়ান।

১৪ জন বিকাল ৪টার ব্ব উৎসবের শিক্ষাম্লক অজা হিসাবে বর্তমান আসাম সমস্যা ও পার্ব তা বিকাশ প্রকল্পের ওপর এক "আলোচনা চক্ল অনুষ্ঠিত" হয়। আলোচনা চক্লে সভাপতিত করেন দাজিলিও জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী শিবকুমার রাই। আলোচনার অংশ গ্রহণ করেন সহ-মহকুমা শাসক আর. মৃহস্বশিদ, বিশিষ্ট সাহিত্যিক অসিত রাই। তুলসী ভত্মরাই ও আরো অনেকে।

১৫ জন্ম সকাল দশটার স্থানীর সম্ভাবনাপ্রণ তর্ণ য্ব হাচদের মধ্যে এক প্রতিবোগিতাম্কক "সাহিত্য বাসরের" আসর

বসে। সংক্ষিত বছবোর মধ্যে সাহিত্য বাসরের শর্ভ স্টেনী করেন রক উন্নয়ন আধিকারিক পি. কে. রায়। সভাপতিত করেন সহ-মহকুমা শাসক আর. ম্বংস্কিদ ও প্রধান অতিথি হিসাবে প্রক্রার বিতরণ করেন ভাউহিল বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি এস. প্রধান।

১৫ জন্ন দন্পরে দন্টায় নেপালী একক ও ষৌথভাবে নৃত্য ও সংগীত প্রতিযোগিতার স্চনা হয়। এই অনুষ্ঠান সব থেকে কেশী আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। উৎসব প্রজাণে তিল ধারণের ম্থান ছিল না। এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য কার্লিয়াঙ য়কের বহু দ্রদ্রাত্ত বহুতী থেকে তর্ণ তর্ণীয়া এসে এই উৎসব প্রাণগকে মুখরিত করে রেখেছিল। রাহ্য ১টায় অনুষ্ঠান শেষ হয়। উভয়াদনে প্রক্রকার বিতরণ করেন মহকুমা শাসক ভি. পি. ব্যানার্জি। এই ব্রুব উৎসব প্রস্কো দেওয়ান জানান যে, সব বিভাগ মিলিয়ে প্রায় চারশত প্রতিযোগী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। তার মধ্যে ৯৭ জন প্রতিযোগীকে আক্র্যণীয় প্রক্রতারসহ পশ্চিমবংগ সরকারের মানপত্র দেওয়া হয়।



#### नामेक शकाभ करान

অপসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান মাধ্যম নাটক। আবার জনসংস্কৃতির বিন্নুম্থে লড়বার সবচেরে কার্যকরী মাধ্যম এই নাটক। অথচ অপসংস্কৃতি মূলক নাটকের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য সংস্কৃতির নাটকের সংখ্যা খুব কম।

'ব্ৰমানস' পাঁত্ৰকা একটি স্কুথ সংস্কৃতির বলিন্ট হাতিরার হয়ে উঠেছে। সেই জন্য আমাদের অনুরোধ 'ব্ৰমানসের' প্রতি সংখ্যার গল্প, কবিতা, প্রবন্ধের সাথে নাথে একটি করে স্কুথ সংস্কৃতির ও প্রগতিশীল নাটক প্রকাশ করুন।

> —দিলীপ কুমার মাজী গ্রাম-চাউলা পোঃ-ঘাটাল মেদিনীপরে

#### क्षात्र नागक रहाक

ব্বমানসের মার্চ-এপ্রিল '৮০ সংখ্যা পড়ে অনুপ্রাণিত হ'লাম। বিশেষতঃ প্রবন্ধগন্তাে অত্যন্ত সমকাল চিন্তিত এবং র.জনীতি-সচেতন।

তব্ ও বলতে হয়, 'পশ্চিমবংগ'-এর মত 'ব্বমানস'
পারকার ব্যাপক প্রচার নেই। কারণ জানিনা। আজকের হতাশপ্রস্থ বিদ্রালত ব্রকসম্প্রদায় যথেচ্ছ র্নিচতে পড়তে বাধ্য হচ্ছে
বাজারী পরিকাগ্রলার উপহারঃ বস্তাপচা সাহিত্যের প্রভাব।

ব্বমানসের প্রচার ব্যাপক হ'লে বিদ্রান্ত পাঠকদের কাছে 'ব্বমানস' আদর্শ সর্থমল হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

> <del>—স্বপন নাগ</del> ১১৮, পি. কে. গত্নহ রোড। ক**ল**কাডা-২৮

মাসিক ব্রমানসের আমি নির্মানত পাঠক। আর সেই অধিকারে এই পার্টাট পাঠাছি 'পাঠকের ভাবনা' বিভাগে। ব্র-মানসের গত মে সংখ্যায় প্রকাশিত একগছে কবিতা পড়ে ভাল লাগল। আর একটি ম্লাবান লেখা 'রবীন্দ্রনাথঃ বিভেদপন্থা ও বিজ্ঞিনতাবাদের বির্দ্ধে'। লেখাটির জন্য লেখককে ধন্য-বাদ জানাই।

'য্বমানস' যে ক্রমেই উন্নত হচ্ছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে সাথে সাথে একটা অনুরোধ, এত স্কুদর একটি পত্রিকার প্রচার বৃদ্ধির ব্যবস্থা কর্ন।

> —পাঁচুগোপাল হাজরা ১০০৮/১৫, কল্যাপাড় (হারড়া) ২৪-পরগনা।

#### নিৰ্মায়ত প্ৰকাশ প্ৰয়োজন

আমি 'ব্বমানস' পাঁচকার নিরমিত পাঠক। পাঁচকাটি বেশ উপভোগ্য। এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গা সরকারের ব্রক্তারণ বিভাগের এই দর্ঃসাহাসিক প্রচেণ্টাকে অভিনন্দন জানাই। বর্ত-মানের এই পাঁচকার ব্যাপক প্রচারের ফলে ব্র-ছাত্র সক্ষাল বেশ উপকৃত হয়েছে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান ক্ষেক্টি সংখ্যা শিলপ-সাহিত্য-সংস্কৃতির ম্লাবনে ভ্রেষ্টা সম্খ্য। পাঁচকার বিজ্ঞান-জিক্সাসা বিভাগ সতিয়েই ম্লাবন।

তথাপি এই পাঁচকার আনির্মাত প্রকাশনার পাঠক সমাজ সতিটে হতাশ-গ্রম্থ। এই পাঁচকার প্রকাশ বদি নির্মামত না হর এবং পাঠক সমাজের হাতে বদি নির্মামত না পেশছার, ভাছালে এই পাঁচকা হরত পাঠক সমাজের মানস লেকের আজালেতই থেকে যাবে। ব্যর্থ হবে যুব মনের চাহিদা মেটাতে।

আপনার। পাঁচকাতে 'পাঠকের ভাবনা' বিভাগ সংযোজন করেছেন, তাই উৎসাহিত হয়ে এই পাঁচকার সাফল্য কামনা করে আমার এই আবেদন।

> —তুষার কাশ্তি সামন্ত গড়-কোটালপ্রে। বাঁকুড়া।

## भावेकरमन कारक निरंतमन

গত সংখ্যায় গোতম ঘোষ দাঁশতদারের লেখা 'দ্বিট মেলা তিনটি উৎসব' রিপোর্টদ্বিটিতে কিছ্ব ছাপার অস্বস্থিতকর ভূল থেকে গেছে। ২৪ প্রতার 'কোপিয়ান্তম' নর কোডিরান্তম', 'আমপ্র' নর 'থামপ্র', 'চিতেগ্ব চিন্তি' নর 'চিন্তেকু চিন্তে' গহণ নর 'গ্রহণ' পড়তে হবে। এছাড়া গোতম ঘোষের তেলেগ্র ছবি 'মা ভূমি'-এর আগে সর্বপ্রাথা শব্দটি বাদ বাবে। 'ঘটপ্রান্থ' ছবিটির নাম 'থব' প্রান্থ' হ'রে গেছে এবং এই ছবির একটি চরিত্র 'নানী'-এর স্থলে হরেছে 'মানী'। 'চালক' নর হবে বালক'। কারদ মীজার ছবি দ্বিটির সঠিক নাম—'অরবিন্দ দেশাই কী আজব দসতানা' এবং 'আলবার্ট পিন্টো কো গোঁস্যা কিউ আতা হারে'।

'ৰ্নালন চৌধ্ৰীর গান আমাদের স্বশ্নায়িত করে' জারগায় পঞ্চতে হবে সঞ্চীবিত করে।

এই অনিজ্ঞাকৃত স্বায়ণ প্রমাদের জন্য জানারা জান্তবিক-ভাবে স্কর্মিত।

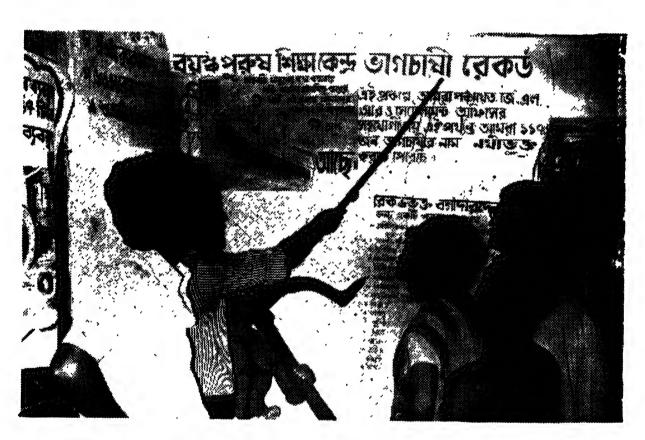
লঃ মঃ ক্ৰমানস



বাগমনুণিড বুক যুব উৎসব '৮০ তে ছো-নৃত্য



সিট্র র:জ্য সম্মেলনে যুব কলাণ বিভ গের প্রদর্শনী স্টলে ছ ত্র-যুবদের ভীড়



কালনা ২ ব্লক যুব উৎসবে প্রদর্শনীতে ভাগচাষী ব্লেকর্ড সম্পর্কে চাষীদের কোঝান হচ্ছে।



পশ্চিমবংগ সরকারের য্বকল্যাণ বিভাগের মাসিক ম্থপচ জনে-জ্লাই '৮০



ব্যস্তান্ট সরকারের তিন বছর: গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবনে	
্র্যান্তর সাচনা করেছে/জয়ন্ত ভটাচার্য/	O
<sub>মিক্ষার</sub> পক্ষে তিনটি বছর/আশিস চ্যাটাঞ্জ <i>ি</i>	6
সুস্থ সংস্কৃতি ও বামফ্রণ্ট সরকারের তিন বছর/	
অরিন্দম চট্টোপাধ্যার/	A
ব্যয়ক্ত সরকারের তিন বছর ও	
য <b>ুবকল্যাণ বিভাগ/অর্ণ সরকা</b> র/	28
মুখ্যালা বিচ্নিব্রান্থাবাদ/সুকুমার দাস/	28
মুদ্রো অলিম্পিক: মানুষের অলিম্পিক/সেণ্ডমত লাহিড়া	<b>₹</b> 5
ব্রাম্নিয়ার কমিউনিষ্ট যুব সংস্থার	
একাদশ সম্মেলন/অমিতাভ বস্/	₹¢
জনসংখ্যা সমস্যা ও সমা <b>জতন্ত/অগান্ট বেবেল</b> /	२४
বাজ্যেখন কিন্দা প্রশ্রাম: একটি প্রশানী ব্যক্তির/	
গোতম ঘোষদন্তিদার/	৩৬
তার, বার বিজয় উৎসব বাগম, ভিতে / জি. এম. আব্বকর/	940
অরাজনৈতিক সেই লোকটার গলপ/শভোশীৰ চৌধ্রী	82
শেদন স্ব <sup>*</sup> /অমিতাভ চটোপাধ্যর/	80
মেহগনি ও বণিক সভাতা/ <b>রণজিং সিংহ</b> /	80
মারের মুখ/আদিত্য মুখেপাধ্যার/	80
न्छे विद्याद्यम्यनाथ हन्त्र/	80
শংলা সিনেমা—তর্ণ মনে তার প্রতিক্রিয়া/	
रीत्रालाल भीत/	88
ভান, তিবেদীর <b>তুলিতে/</b>	84
পরিবর্ত শান্ত-উৎস /	88
ক্লকাতায় এশীয় টেব্ল টেনিসের আসর/	82
বইপত্ৰ /	٥٤
বিভাগীয় সংবাদ /	¢0
শাঠকের ভাবনা/	4.9
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

প্রচ্ছদ/চন্দন বস্ত

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি—কান্তি বিশ্বাস

পশ্চিমবঞা সরকারের ব্রক্স্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণান্তং কুমার
ম্থোপাধ্যার কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দি. বাগ (দক্ষিণ), ক'লকাতা-১
থেকে প্রকাশিত ও শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যার কর্তৃক হেমপ্রভা প্রিলিটং
বিউস, ১/১ ব্লাবন মাল্লক লেন, ক'লকাতা-১ থেকে ম্ট্রিত।

# नेम्बामकीय

কোন কিছু ধংনেস করিতে তিন বংসর বথেন্ট সময় কিন্তু কোন বিষয় বা বন্তু গঠন করিতে এই সময়কাল নিতানতই নগণ্য। তিন বংসর আরও তুচ্ছ সময় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে—যদি ঐ নিমাণকান্ডের সহিত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মান্বকে স্পর্শ করিবার প্রশ্ন বিদ্যমান থাকে। বলিলে বোধ করি এতট্কু বাড়াইয়া বলা হইবে না যে পশ্চিমবংগ্রের বর্ত-মান বামজোট সরকার তাহার শাসনকালের এই স্বন্ধ তিন বংসরের মধ্যে সাড়ে চার কোটি মান্বের সমস্যা জজরিত রাজ্যের নির্মাণ কার্মে এক অভূতপ্র গতিবেগ এক অদৃ্ট-প্র সাফল্য অর্জন করিয়াছে।

যে পরিস্থিতির মধ্যে এই সরকারের হাতে শাসন ভার অপিত হইয়াছিল সেই অক্ষার কথা এই সময়ের মধ্যে তো কেহই ভূলিয়া যায় নাই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে পঠন-পাঠনের পরিবেশকে প্রায় নিমলি করা হইয়াছিল-প্রীক্ষা ক্ষেত্রে চরম উচ্ছাত্থলতা বিরাজ করিতেছিল। সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের জন্য সমস্ত প্রচলিত নিয়মকান্যনকে বৃন্ধা**পত্তী** দেখাইয়া মন্ত্রীসভার কয়েকজন সদস্যকে লইয়া গঠিত সাব-কমিটি'র উপর প্রাথী বাছাই করার সকল দায়িত্ব ন্যুস্ত করা হইয়াছিল--বিরাট সংখ্যক বেকার যুবকের নির্মাম অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাকে শাসক শ্রেণীর কর্ণধারদের নিকট নতজান, হইয়া প্রসাদ ভিক্ষা করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল—যৌবন জনোচিত দুড়তাকে চূর্ণ করিয়া তাহাকে দুনীতির পণ্ডেক ডুবাইয়া ধ্বাস রুদ্ধ করিয়া হত্যা করিবার যাবতীয় বন্দোবস্ত সাকৌশলে করা হইয়াছিল। অপ-**সংস্কৃতির প্লাবন স্**ণিট করিয়া যৌনতা নণ্নতা দিয়া **য**ুব মানসিকতাকে বিকৃত করিয়া, 'হিরোইন', 'এল. এস, ডি' ইত্যাদি নেশা করা দ্রবা সম্ভারে যুব মনকে পংগ**ু** করিবার কতই না ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য গণতালিক আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে স্তথ্য করিয়া দেবার জন্য সকল-প্রকার স্বৈরাচারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল। **চিন্তার** স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার পর্যন্ত বিপর্যন্ত হইয়াছিল। সাধারণ মান্ত্রের দুঃখকন্ট উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছিল। অম-কশ্র-স্বাস্থা-চিকিৎসা-পরিবহণ এমনকি তৃষ্ণার জলট্রকুর সমস্যার কোন সমাধান দুরে থাকুক তাহা হ্রাস করিবার নিমিত্ত বাস্তব পরিকল্পনার কোন লেশমার ছিল না। দ্রদর্শিতার **অভাব, প্রকল্প সমূহকে বা**দ্তবায়িত করার আন্তরি**কতা** ও যোগ্যতার অভাব, ব্যক্তি স্বার্থ ও গোষ্ঠী স্বার্থের সেবা করিবার क्रमा अकल्मनीय निश्मा आज्ञकनट नियम भामकरमान्त्रीय কুর্ণসিত ক্রিয়াকলাপ, বিদ্যাত সহ সকল মৌল সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি প্রশাসনের সকল স্তরে দ্বাতির দাপট—এই সবই ছিল সেই সময়ের বৈশিষ্টা। আর এই অসহ অবস্থার প্রতিবাদে ট্র শব্দটি যাহাতে কোথাও উচ্চারিত না হইতে পারে তাহার জন্য আধা-ফ্যাসীবাদী সন্তাসের রাজত্ব কায়েম করিয়া একদলীর শাসনব্যবস্থা চাল: করিয়া গণতন্তকে সমাধিস্থ করিবার আ**নুষ্ণ্যিক স্কল কাজকর্ম সম্প**ন্ন করিবার ব্যবস্থা **হইতেছিল।**  সেই সমন রাজ্যের সাধারণ মান্য অনেক বিপদের ঝ'ৃকি গ্রহণ করিয়া, নীরবে-নিঃশব্দে ভোটের মাধ্যমে তাঁহাদের রায় ঘোষণা করিয়া স্কঠোর কর্তব্যের মৃত্কুট মাথায় পরাইয়া কাঁটার সিংহাসনে এই সরকারকে বসাইয়াছিলেন।

ভারতের সংবিধানের বিধান অনুসারে একটি অঙ্গ রাজ্যের আর্থিক ক্ষমতা একেবারেই সীমাবন্ধ, ততোধিক সীমিত তাহার প্রশাসনিক অধিকার। অর্থের জন্য, অনুমতির জন্য দিল্লীর দিকে তাকাইয়া উদ্বিশন চিত্তে ও অনিশ্চিয়তার সহিত প্রহর গ্রনিতে হয়। এই অবন্ধার মধ্যে দ৾,ড়াইয়াই রাজ্যের জনগণের জীবনের কতকগ্রাল মোলিক দিক যথা—কৃষি, সেচ, চিকিৎসা, শিক্ষা, পরিবহণ প্রভৃতি বিষয়ের উন্নতি বিধানের দায়িত্ব রাজ্য সরকারকেই পালন করিতে হয়। দায়িত্ব পালনের উপাদান ও স্বোগের অভাব যতই থাকুক না কেন কতকগ্রিল অতিরিক্ত স্ববিধাও এই রাজ্যের বর্তমান সরকারের ভগ্যে জ্বিয়াছে। অগণিত মানুষের আঙ্গ্যা, সকল হতরের সাধারণ মানুষের আশ্বিবাদ, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্ত-যুব-মধ্যবিত্তের একনিষ্ঠ সম্বর্থন ইহার পূর্বে আর কোন্ সরকারের অদ্ভেট ছিল?

দায়িত্ব পালনে বন্দপরিকর এই সরকার জনগণের ভাল-বাসাকে পাথেয় করিয়া প্রতায়-সিম্ধ মনোভাব লইয়া বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল বলিয়া হাজার বংসরের দৃষ্টান্ত বিহীন বন্যার ধন্বংস স্তুপ হইতে রাজ্যের বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে আবার এত কম সময়ের মধ্যে চাঙ্গা করিতে পারিয়াছিল। সেই জন্য ক্ষতিগ্রম্থ লক্ষ লক্ষ মান্য সর্বস্ব খুয়াইয়া হতাশার ভাগিগয়া পড়িয়া ভিটামাটি ছাড়িয়া শুরুর মুখে ছাই দিয়া শহরের রাজপথে ভিক্ষ্বকের মিছিলে সামিল হয় নাই। সেই জন্যই গণনাতীত ঐতিহ্যের স্টিটকারী ছাত্র-যুবকেরা দেহের রম্ভ বিক্লি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া পুন-গঠনের কাজে এই ভাবে আগাইয়া আসিয়াছিলেন। আবার তাহার পরের বংসরেই অভূতপূর্ব খরায় রাজ্যের ব্যাপক এলাকায় নিদার্ণ অবস্থার স্থিত হওয়া সত্ত্বেও এই সরকারের সময়োপযোগী ও বলিষ্ঠ ব্যবস্থার ফলে মান্য গা ঝাড়া দিয়া উঠিতে পারিয়াছে। নিন্দুকে যাহাই বলুক না কেন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ দিল্লীর সরকার মারফত খরা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার জন্য সাধ্বাদ জানাইয়াছেন।

ক্ষমতায় বসার একবংসরের মধ্যে দেড়যুগ ধরিয়া স্থাগত পণ্ডায়েত নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়া এই সরকার গ্রামীণ মানুষের গণতান্দিক অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে—গ্রামের মানুষকে দেশ গঠনের কাজে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করিবার স্কুযোগ স্থাই করিয়া একদিকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করিয়াছেন, অন্যাদিকে চিরাচরিত আমলাতান্দ্রিকতার ফাঁস হইতে গ্রামীণ কর্মধারাকে যথেষ্ট পরিমাণে মুম্ব করিয়াছেন। পণ্ডায়েতগর্হালর হাতে প্রের্বির তুলনায় বহুগুণ বেশি অর্থ বরান্দ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানগ্রেক প্রাপ্রক্র করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কাজের বদলে খাদ্য ইত্যাদি কর্মস্ক্রির ফলে সেই জন্য প্রায়্ব ছয় কোটি কাজের দিন স্থাই করিয়া গ্রামীণ বেকারীকে কছুটা পরিমাণে লাঘ্ব করিতে পারিয়াছে।

প্রায় নয় লক্ষ একর খাস জমি দরিদ্র কৃষকের মধ্যে বন্টন করিয়া, প্রায় সাড়ে আট লক্ষ বর্গাদার আধিয়ারের নাম নথি- ভূক করিয়া, ব্যাৎক হইতে পাট্টাদার ও বর্গাদ রকে সামান্য সন্দে বা বিনা সন্দে ঋণের ব্যবস্থা করিয়া, ষাট বংসরের বেশি বয়স্ক দীন-দরিদ্র ক্ষেত্যজন্ব-গরীব কৃষককে ষাট ট কা করিয়া মাসিক পোনসন দেওয়ার সিম্ধান্ত গ্রহণ করিয়া বিধবা ভাতা, এবং প্রায় তিন লক্ষ বেকার য্বককে বেকার-ভাতা প্রদান করিয়া গোটা ভারতের জনগণের নিকট এই সরকার একটি উষ্জন্মত্য উদা-হরণ স্থাপন করিয়াছে।

শিক্ষা কোনে স্বাভাবিক অবস্থা ফির ইয়া আনিয়াই শুধু কালত হয় নাই—সেই শিক্ষা পদ্ধতিকে অলততঃ কিছু পরি-মাণে গণতল্গীকরণ ও সার্বজনীন করিবার জন্য অনেকগর্মল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে—সমাজের অবহেলিত নির্যাতিত স্তরের সল্ভান-সন্তাতিদের শিক্ষার আলোকে আলোকিড হইবার সুযোগ স্থি করিয়াছে।

একমাত্র কমবিনিয়ােগ কেন্দ্রের মাধ্যমেই রেজিন্ট্রীকৃত বেকারদের বয়সের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চাকুরী দেওয়ার একটি পরিচ্ছয় নীতি গ্রহণ করিয়া এবং তিন বংসরে প্রায় চাল্লশ হাজার যুবককে সরকারী চাকুরীতে নিয়ােগের ক্ষেত্রে এই নীতিকে স্কৃত্যভাবে প্রয়ােগ করিয়া গােটা দেশের মানা্থের বিশেষ করিয়া যা্ব সমাজের নিকট এই সরকার ধনাবাদার্হ ইয়াছে। ৩৫টি বন্ধ কারখানা খালিয়া চাল্গা করিয়া প্রায় চাল্লশ হাজার শ্রমিকের কাজের সংস্থানের বাবস্থা করিয়াছে এবং শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণকারী বাল্ড্র নীতি গ্রহণ করিয়াছে এবং শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণকারী বাল্ড্র নীতি গ্রহণ করিয়াছে ফলে এই তিন বংসরে মালিকের নিকট হইতে রাজাের শ্রমিক শ্রেণী প্রায় কৃত্তি কােটি টাকার অতিরিক্ত মজা্রী আদায় করিতে পারিয়াছেন—শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক সাবলীল গতিময়তা আনা সম্ভব হইয়াছে।

রাজ্যের সরকারী কর্ম চারী, শিক্ষক শিক্ষাক্মীসিহ অন্যন্য কর্ম চারুরীর নিরাপত্তা, কাজের অনুক্ল পরিবেশ স্থিট, বেতন বৃশ্বি ইত্যাদির শ্বে ব্যবস্থা হইয়ছে তাহাই নহে তাহাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন করিবার পূর্ণ অধিকার গোটা দেশের মধ্যে প্রথম এই রাজ্য সরকার প্রদান করিয়া সাম্রাজ্যবাদী আমলের একটি ধারাকে ল্বুত করিয়া ভারতের প্রমজীবী মানুষের প্রশংসাধন্য হইয়াছে।

সক্ষ সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধন, খেলাধ্লার স্বযোগ বৃদ্ধি য্ব জীবনের বিভিন্ন চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নানা ধরণের প্রকল্প গ্রহণ করিয়া—নিঃসন্দেহে সমগ্র দেশের মধ্যে এই রাজ্য সরকার এক অনুকরণীয় উদাহরণ স্থাপন করিয়াছে।

১৯৭৬-৭৭ আর্থিক বংসরে এই রাজ্যের বার্যিক বায়-বরান্দের পরিমাণ যেখানে ছিল ৭০০ কোটি টাকার কিছ্ বেশি সেইখানে বর্তমান বংসরে এই রাজ্য সরকার সেই পরি-মাণকে শ্বিগণে করিয়া ১৪০০ কোটি টাকার উপর ধার্য করিয়াছেন। রাজ্য যোজনার জন্য এই সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্ব বংসরে বরান্দ করা হইয়াছিল ২০০ কোটি টাকা আর বর্তমান বংসরে এই রাজ্য সরকার যোজনা খাতে ব্যয়ের জন্য নির্ধারণ করিয়াছেন ৪৮০ কোটি টাকা। রাজ্যবাসীর কল্যাণের জন্য ব্রহ্মাছিল তিন বংসরে একটি রাজ্য সরকারের সমত্ল আন্তরিকতার নজীর ত্রিপ্রা ও কেরালা ব্যাতীত আর কোথাও খব্লিয়া পাওয়া যাইবে না।

রাজা সরকার গণতান্ত্রিক পরিবেশকে প্নেরায় প্রতিষ্ঠিত [শেষাংশ ৫ পৃষ্ঠায়]

# বামফ্রণ্ট সরকারের তিন বছর ঃ গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবনে গতিপ্রবাহের সূচনা করেছে

# জয়ন্ত ভট্টাচার্য

একটা বিনয় নানেত্র কর্ম স্টী সামনে রেখে পশ্চিমবংগরে বামফ্রন্ট সরকার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, নাগরিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিমর্যাদা স্থিনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে যথাযথ ব্যবস্থা নেবার কথা ঘোষণা করে জনসাধারণের অভিপ্রায়ের সংগ্র সংগতিত রেখে এই কর্ম স্টীতে রাজ্যের প্রমবিষয়ক, ভূমিসংস্কার, কৃষিসমস্যা, শিক্ষা সংকারত ও অর্থনিতিক বিষয়গ্রিল স্থান পেয়েছে। রাজ্যের ব্যক্রন্ট সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাঁদের ঘের্যিত কর্ম স্টী র্প দেবার সাধামত প্রচেটা নিচ্ছেন।

আমাদের অধিকাংশ মান্য প্রামে বসবাস করেন। কৃষিজীবী পরিবারগর্লির বিরাট সংখ্যাগারণ্ঠ অংশ ভূমিহার। হয়ে
নিদার্ণ দারিদ্রের মধ্যে দিন কাটান। ফসলের চড়া ভাগ,
মহাজনী জলেম, নিদার্ণ বেকারী, ট্যাক্সের বোঝা ও ধনতান্ত্রিক শোষণের জলেম কৃষককে নিঃস্ব সর্বস্বান্ত করছে।
কৃষক জমি রাখতে পারছেনা। পরিণতিতে জমি হারিয়ে ভিড়
করছে খেতমজারদের দলে। প্রামাণ্ডলের সাধারণ চিত্র হল কর্মাভাব, ব্যক্তক্ষা, ঋণভার আর দুঃস্থতার বিষাদময় পশ্চাৎপদতা।

শাসক শ্রেণীগ্রিল স্বাধীনতার পর বিগত তিরিশ বছর ধরে জমিদারী ব্যবস্থার আম্ল অবসান ঘটিয়ে কৃষকের স্বার্থে প্রকৃত ভূমি সংস্ক র করতে অস্বীকার করেছে। কৃষি ব্যবস্থার এবং গ্রমাণ্ডলে ভূমি সম্পর্কের ওপর সাম্যত্তালিক ও আধাস্মান্ততালিক শোষণের শৃংখল ভেঙে ফেলে মধ্যম্বায় বর্বর নিপীড়নের অবশেষগর্মালর বিলোপ ঘটানো না গেলে প্রকৃত ভূমিসংস্কার বাসত্বায়িত হতে পারেনা, সামাজিক অগ্রগতি কথার কথা থেকে যায়। ভূমি সংস্কার ও কৃষি সমস্যার ওপর স্বাধিক গ্রেম্থ দিয়ে পশ্চিমবংগর বামফ্রন্ট সরকার স্মানিদিশ্ট পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে চলেছেন।

চতুর্থ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে প্রকাশিত প্রিত্তার বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেছেন, 'যেহেতু বর্তামান অবস্থার কোন মোলিক পরিবর্তান সম্ভব নয় তাই জনগণের সামায়ক দ্রুগতি মোটনের জন্য এবং আগামী সংগ্র মের জন্য তাদের মনে বিশ্বাস ও শক্তি এনে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।' পর্বাজপতি-জমিদার রাষ্ট্র কাঠামোর মধে। সংবিধানের বেড়াজালে একটা অঙগ রাজ্যে অত্যন্ত সীমাবন্ধ ক্ষমতা নিয়ে সমস্যার মোলিক সমাধান করা যয় না। এই সরকার পারবে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছুটা প্রসার ঘটিয়ে জনগণের আত্মবিশ্বাস স্টিট করতে এবং আশ্রু সমস্যাগ্রনির ওপর নজর দিয়ে জনগণের ওগর চাপানো বোঝা কিছুটা হালকা করতে। বামফ্রন্ট সরকারের গণম্বুণী কর্মস্টী জনগণের মধ্যে উৎসাহ স্টিট করবে এবং গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তোলার কাজ সহজতর হবে। আশ্রু দাবির সাফ্রন্ট্য গণসমাবেশ ব্যাপকতর করে এবং শাসক শ্রেণীগ্রনিল সম্পর্কে মোহম্নিভর প্রক্রিয়

দ্রুততর হয়। বার্মফুল্ট সরকারের অবস্থান ও কর্মস্ট্রী এই ব্যাপারে কতটা কার্যকিরী ভূমিকা পালন করছে গণতান্ত্রিক শক্তির সেটাই হল প্রধান বিকেনার বিষয়।

অামাদের দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাটা দাঁড়িয়ে আছে একটা নিশ্ছিদ্র ও কেন্দ্রীভূত আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর। সমস্ত ক্ষমতা ওপরতলায় কেন্দ্রীভূত। শাসক শ্রেণী ও তাদের অনুগত আমলাদের দ্বারা পরিচালিত সরকারী কাঠামোর মধ্যে যথার্থ গণতন্ত্রের কোন জায়গা নেই। নিচের তলায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব তুলে দিয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়েই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো সম্ভব। গণতান্ত্রিক পন্দ্রিতিত কার্যক্রমের বিকাশের সাথে গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বামফ্রন্ট সরকারের সাফলোর সোপান হল এটি।

শ্ব্ধ্ন মাত্র বিনাবিচারে আটক, সাজাপ্রাণত ও বিচারাধীন সমসত ধরণের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া এবং জনগণের ওপর অত্যাচারের তদন্তের ব্যবস্থা করাই নয়, বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা হাতে নেঝার সময় থেকেই আমলাতন্ত্রের ওপর পরিপূর্ণ নির্ভারতার পন্দ্যিত না নিয়ে গণসংগঠনগর্নার পারামর্শ ও সহায়তা নিয়ে প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করছেন এবং নির্বাচিত পঞ্চায়েতগর্নার ওপর অধিক দায়িছ ও ক্ষমতা তুলে দিয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের নজির স্বিটি করেছেন। গ্রাম্য জীবনের অগ্রগতিতে বামফ্রন্ট সরকারের এই অবদান উল্লেখ করার মত।

গ্রামের পঞ্চায়েতগর্লি ছিল জোতদার কায়েমীস্বার্থের ম্থানীয় র*জনৈ*তিক কেন্দ্রের ঘাটি প্রতিক্রিয়ার ষড়য**ে**তর আখড়া। নিচের তলায় প্রশাসনিক কেন্দ্র থেকে বাস্তুঘঃঘঃদের হঠিয়ে দিয়ে গরিবের প্রতিনিধিরাই অধিকাংশ পণ্ডায়েতে এখন নির্বাচিত। বামফ্রন্ট সরকার পূর্বের ঘুণধরা পঞ্চায়েওগর্লিতে কাজের প্রবাহ সূচ্টি করতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর ব্যাপক দায়িত্ব তুলে দিয়ে বিপলে পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ গ্রামাণ্ডলে গরিবদের দিকে ঠেলে দেবার ব্যবস্থা নিয়েছেন। কাজের বিনিময়ে খাদ্য. গ্রামোন্নয়ণ ও পুনর্গঠন প্রকল্পগ**্রালর ব্যাপক প্রচলনে গ্রামাণ্ডলে** খেতমজ্বর, গরিব চাষী ও কর্মচাত কারিগরদের কাজের সংস্থান বৃদ্ধি পাবার অনিবার্য ফল হিসেবে ঋণ সরবরাহকারী পরগাছা মহাজনের ওপর নির্ভারতা কমানো গিয়েছে। শ্রমনির্ভার এই কাজগুলি বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করছে এবং অভাবের তাড়নায় শেষ সম্বল হিসেবে ঘরের থালা-বাটি, বাস্তুভিটা বা জিমিখণ্ডটাকু কথক রেখে অথবা মরশামে খেটে শোধ দেবার কডারে বড় জমির মালিক ও মহাজনের দরজায় ধর্ণা দেবার দীর্ঘ দিনের অবস্থাটার এক নিশ্চিত পরিবর্তন ঘটেছে। গরিবের হাতে সম্পদকে ঠেলে দেবার ফলে, টাকার হাতফেরতা

নিশ্চিতভাবেই বৃণিধ পেয়েছে এবং রুম্ধ গ্রামীণ অর্থনীতিতে অথের এই গতিবেগ, পরিবর্তনের একটা স্কুনা স্থিট করতে সক্ষম হয়েছে।

গ্রামাণ্ডলে কাজের সংস্থান, গরিব জনগণের আর্থিক সংস্থানের কিছন্টা সনুযোগ বৃদ্ধি নিশ্চয়ই গ্রেম্পর্ণ ব্যাপার সন্দেহ নেই। দ্বেখ কট লাঘবের প্রচেণ্টার অথবা গ্রামীণ সম্পদ প্রনর্ম্থার ও প্রনর্গঠনের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পণ্ডায়েত-গর্লার উদ্যোগ গৌরব করার মত। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল বামফ্রন্ট সরকারের ব্যবস্থাবলী ও পণ্ডায়েতের মাধ্যমে গ্রামাণ্ডলের ব্যাপক কর্ম কান্ড জনগণের চেতনা ও সমাবেশ গড়ে ভূলতে সক্ষম হচ্ছে কতটা, বামফ্রন্ট সরকারের সীমাবন্ধ ক্ষমতা সম্বন্ধে উপলাধ্য গড়ে উঠছে কিনা এবং নির্দিন্ট লক্ষ্যে গ্রামাণ্ডলের শ্রেণীশগ্রন্দের কতদ্রে বিচ্ছিল্ল ও কোণঠাসা করা গেল। দেশের বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক মানন্ধ পশ্চিমবশ্বের করে এটাই প্রত্যাশা করে। বামফ্রন্ট সরকার পণ্ডায়েতগর্লার ওপর বিরাট দায়িছ দিয়ে এই সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরী করতে সাহায্য করেছে।

কৃষক সাধারণ ও গ্রামের গরিব জনগণের ওপর শোষণ দির্যাতনের নায়ক জোতদার-কায়েমীস্বার্থই হল স্বৈরাচারী গান্তির গ্রামাণ্ডলের সামাজিক ভিন্তি। গ্রাম্য সমাজজীবন থেকে জমিদারী শোষণের শেকড় উপড়ে ফেলতে না পারলে স্বৈরাচার বারে বারেই তার বিষদাত ফোটাতে চাইবে, সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা যাবে না। গ্রামাণ্ডলে জমিদারী শোষণকে কতটা আঘাত দেওয়া গেল, শ্রেণীশত্রর বির্শেষ সচেতন গণউদ্যোগ ও জনসমাবেশ গড়ে উঠছে কেমন এবং গণতান্তিক চেতনাকে শত্রর বির্শেষ সংগ্রামের স্তরে নিয়ে যাবার সম্ভাবনা স্থিই হচ্ছে কিনা এটাই হল বামপন্থী শক্তির মূল বিবেচনার বিষয়। বামফ্রন্ট সরকারের কার্যক্রম এই সম্ভাবনার দিক খ্লে দিতে সাহাষ্য করেছে।

যত সদিচ্ছাই থাকুক না কেন, বর্তমান ভূমি সম্পর্কের মূল কাঠামোকে বজায় রেখে সংবিধান ও আইনগত পরিধির মধ্যে ভূমিসংস্কার কর্ম সূচীর ফলাফল সীমাকশ্ব হতে বাধ্য। এই ব্যাপারে পরিপূর্ণ সচেতন থেকে বর্তমান সীমাবন্ধ সুযোগকে প্ররোপর্বার কাজে লাগিয়ে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার ভূমিসংস্কার কর্মসূচীর ওপর সর্বাধিক গ্রুরুত্ব দিয়েছেন। এতে ব্যাপক অংশের গ্রামের গরিব মান্বের আর্থিক দ্বরক্থা কিছুটা रामका कता यादा এवर এই कर्म मृहीत माकना शामाश्रम জোতদার কায়েমীস্বার্থের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে গরিব মান্বদের উৎসাহের সূতি করবে। শাসক শ্রেণীর তৈরী সংবিধান যে গ্রামাণ্ডলে জমিদার সম্পত্তিবানদের স্বার্থের পাহারাদার সেই উপলব্ধিতে গ্রামের জনগণ ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছেন। অপারেশন বর্গার মাধ্যমে বর্গাদারদের প্রসারিত অধিকার, সিলিং বহিভূতি জমি অধিগ্রহণ ও বণ্টন, অভাবের কারণে হস্তান্তরিত জমি ফেরতের ব্যবস্থা, ভাগচাষী ও খাস জমির পাট্টাপ্রাণ্ড গরিব কৃষককে ব্যাণ্কঋণের ব্যবস্থা ইত্যাদির সাফল্য গ্রামাণ্ডলে গরিব মানুষকে মাথা তুলে দীড়াবার শক্তি বাড়িয়ে তুলতে এবং মালিক ও মহাজনের সাথে ব্যবধান সূচ্টি করতে স্ক্রনিদি ছি ভূমিকা নিছে।

পশ্চিমবাংলার সংগঠিত কৃষক আন্দোলন আংশিক দাবি-গন্দী নিয়ে যে সংগ্রাম চালিয়ে আসছে তাকে স্বীকৃতি দিয়েই বামফ্রন্ট সরকার তাঁদের ন্নেত্ম সাধারণ কর্মস্চাতে 'ভূনি-সংক্ষার ও কৃষক' সংক্রান্ত বিষয়গর্বা অন্তর্ভুক্ত করে অগ্রা-ধিকারের ভিত্তিতে নিরলসভাবে তা কার্যকরী করে চলেছেন। আংশিক দাবির সাফল্য জনগণের আত্মবিশ্বাস স্থিট করবে, চেতনার বিকাশ ঘটে, সমস্যার স্থায়ী সমাধানের কিষয়টি সামনে এসে হাজির হয় এবং শনুরা দ্বল ও কোণঠাসা হয়ে পড়ে। গ্রামাণ্ডলে গণতান্ত্রিক সমাবেশ ব্যাপকতর হবার প্রশেন, জোত-দার কায়েমীস্বার্থকে বিচ্ছিন্ন করতে বামফ্রন্ট সরকারের সাফ্রন্ড সমগ্র গণতান্ত্রিক শক্তির কাছে গোরবের।

জোতদার বাস্তুঘ্যুদের আঘাত না দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের কর্মস্টীর র্পায়ন সাথকি হতে পারে না, অাবার কারেমীস্বার্থের বাধা আতিক্রম করতে না পারলে বামফ্রন্টের কর্মস্টীর সাফল্যের অগ্রগতি হতে পারে না। জোতদার মহা-জনেরা তাই আজ মরিয়া।

আমাদের লক্ষ লক্ষ য্বকরা এক অনিশ্চিৎ ভবিষ্যতের আশংকায় নির্দ্দম জীবন কটোতে বাধ্য হন। বেকারী ও অশ্ধবেকারীর জনলায় তাঁরা লক্ষ্যহীন হয়ে পড়েন। গ্রামা জীবনের কোটি কোটি জনগণের ক্রয়ক্ষমতা সংকুচিত হয়ে গেলে শিলেপর বাজারে অনিবার্য সংকট দেখা দেয়, সমগ্র জাতীয় অর্থনীতি স্থাবির হয়ে পড়ে। বেকারী ভয়াবহ র্প নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। শিক্ষার সংকট, সংস্কৃতির সংকট, দেশের সকল ক্ষেত্র সংকট ঘনীভূত হয়ে দেখা দেয়। সামগ্রিক অর্থনীতিতে প্রবাহ আনার প্রথম সর্ত হল কৃষকের হাতে জমি এবং কাজ। সীমাক্ষ ভূমিসংস্কারের সাফলা ও কর্মসংস্থানের বিশ্বত স্ব্রুজ্পতা কিছ্বটা বাড়িয়ে তুলে পশ্চিমবংকার গ্রুমীণ অর্থনীতিতে সবলতা আনার স্কুচনা ঘটিয়েছে। গোটা সমাজের বিশেষতঃ যুব সমাজের কাছে এই স্ভাবনাময় দিকটি বিশেষ গ্রুমুপুর্ণ।

সামন্ততান্ত্রিক ও আধাসামন্ততান্ত্রিক শোষণের জগদনল পাথরকে চ্পা করে উৎপাদনের উৎসম্থ খুলে দেওয়া না গেলে নতুন প<sup>‡</sup>্জি স্থির জায়গা কোথায় ? বামফ্রন্ট সরকারের কর্মস্চী ও গৃহীত পদক্ষেপগর্বাল জমিদারী শোষণের শোকড়কে আলগা করতে সাহায্য করছে। নিদিন্টি লক্ষ্যে অগ্রসর হবার পটভূমিকায় বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য তাই ভবিষাং ইন্সিতবহ।

জমিদারী ব্যবস্থা টিকিয়ে রেথে উল্লত চাষের প্রচলনের আনবার্য পরিণতিতে কৃষক আজ মরতে বসেছে। কৃষক চাষের উৎপাদনে উপকরণ সংগ্রহের বাজারদরে মার খাচ্ছে, উৎপশ্ল ফসল বিক্রয়ে মার খাচ্ছে। রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ, কৃষিযুদ্দাতি ও অন্যান্য উপকরণে দেশী বিদেশী একচেটিয়া পর্নজি গ্রামাণ্ডলে ক্রমেই তার থাবা বিস্তার করছে। কায়েমী-স্বার্থের বির্দেশ সমগ্র কৃষক সাধারণকে সংগঠিত করতে না পারলে গণতান্দ্রিক সমাবেশ অপুর্ণ থেকে যায়, সাফল্যের পথে অগ্রসর হওয়া কঠিন ও আংশিক হয়ে পড়ে। পশ্চিমবংগার বামফ্রন্ট সরকার কৃষকের ওপর চাপানো বোঝা হালকা করতে সাধারণ কৃষকের জমি নিস্কর, সেচ ব্যবস্থার প্রসার ও সেচকর হাস, ব্যাপক কৃষিখণ সরবরাহ, মিনিকিট বন্টন, ভতুকি দিয়ে চায়ের উপকরণ সরবরাহ, বার্শ্বভাতা ইত্যাদির ব্যবহণা নিয়েছেন। কৃষককে রক্ষা করতে এই আংশিক দাবিগ্রলির

প্রীকৃতি দিয়ে গ্রামাণ্ডলৈ গণতান্ত্রিক সমাবেশ ব্যাপকতর হবার সম্ভাবনা স্থাত হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের মাত্র তিন বছরের কার্যক্রম কৃষকের জমি হারাবার প্রক্রিয়াকে মন্থর করতে পেরেছে। সারা দেশের কাছে এটা একটা নতুন দিক।

জন্মের প্রথম দিনটি থেকে সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের মূল রণধননী হল কৃষকের জমি এবং নিপীড়ন থেকে মুনিন্ত। মূল লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থেকে গ্রামাণ্ডলে নিরবিচ্ছিল্ল সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। তীরতর আংশিক দাবির সংগ্রাম গ্রেণী সংগ্রামে রূপ নিয়ে পশ্চিমবাংলার বামপদ্থী আন্দোলনের অপরিহার্য শক্তি হিসেবে একটা বিশেষ পর্যায়ে বামফ্রন্ট সরকারের জন্ম দিতে যোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত প্রশ্নে, গ্রামাণ্ডলের আশ্রু সমস্যাগ্রালি সমাধান করতে, বিশেষতঃ জমিতে চাষের অধিকার ও বন্ধন নিপীড়ন থেকে কৃষক সাধারণকে মুক্তির আস্বাদ দিতে পশ্চিমবংগর বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার কতটা ভূমিকা পালন করল, সেটাই হল বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চরম বিচার।

গ্রামাণ্ডলের গরিব জনগণ মাথা তুলে চলতে শ্রুর্ করে ছেন। অনেক পথ বাকি। কিন্তু অগণিত গরিব মান্ম, মেহনতি কৃষক মর্যাদাবোধে সচেতন হরে আজ সিন্ধান্তকারী শঞ্জি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছেন। বামফ্রন্ট সরকারের পদক্ষেপ গ্রামের গরিব জনগণ ও কৃষক সাধারণের সম্ভাবনাময় ভবিষাৎ অগ্রগতির পথ সহজতর করেছে। দৈবরাচারী শঞ্জির আত্তেকের কারণ এখানেই। বামফ্রন্ট সরকারের কম্প্রীর সফল রুপায়ন ঐতিহাসিক হয়ে থাকবে।

## | जन्भामकीयः २म्र भूकांत त्मबारमः]

করিয়াছে, বিনা রক্তপাতে সকল মতের সকল পদের মান্য শতকরা ৮০ ভাগ কিন্বা তারও বেশি সংখ্যক মান্য এই সরকারের আমলে একাধিকবার ভোটাধিকার প্রয়োগ করার স্যোগ পাইয়া নিরপেক্ষ ও দক্ষ সরকারী প্রশাসনের এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। সমন্ত প্রকারের দ্নীতি মৃত একটি সৃত্ত্ব ও জনমুখী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার এক কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া যাহারা স্বিবিচার হইতে বিশ্বত থাকিয়াছেন—অপমানিত ইইয়াছেন—শোষিত নিপীজিত হইয়াছেন—তাহারা অন্ততঃ মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইবার অবকাশ পাইয়াছেন—মাত্র তিন বংসরে এহেন কৃতিছের দাবী নিশ্চিতভাবে বর্তমান রাজ্য সরকার গরিতে পারে।

সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, সংকীর্ণতা, অস্পৃশ্যতা, হরিজন নিগ্রহ, ভাষাগত অসহিষ্কৃতার মত সর্বনাশা ব্যাধি ইইতে এই রাজ্য বলা বাইতে পারে প্রায় মৃক্ত—জনগণের সাথে সাথে রাজ্য সরকারও ইহার জন্য প্রশংসিত হইতে পারে।

গোটা উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব-ভারতে বিচ্ছিন্নতা কামী শস্তি সামাজ্যবাদী শক্তির মদতে সারা দেশের ঐক্যকে চ্যালেঞ্জ জানাইয়াছে, আর সেই স্কুরে স্কুর মিলাইতে ঝাড়খণ্ড উত্তর- খণ্ড ও গোর্থাখণেডর পান্ডারা মাথা খাড়া করিবার চেন্টা করিতেছে—কিন্তু রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় তৎপরতার সাথে সাধারণ মানা্ষকে ঐক্যবন্ধ করিয়া চক্লান্তকারীদের জনজীবন হইতে বিচ্ছিল্ল করিয়া "খণ্ড" আন্দোলনকারীদের দূর্ব্নিশ্বকে খণ্ড-বিখণ্ড করিবার ব্যবন্থা গ্রহণ করিয়া যেকোন দেশপ্রেমিক ও শা্ভবান্ধি সম্পল্ল মানা্ষের প্রশাংসাধনা হইয়াছে।

বাধা বিপত্তি অনেক, বড়যন্দ্রকারীরা তৎপর সরকারের কাজে ব্যাঘাত স্থিত করিতে—সরকারকে উৎখাত করিতে। কিন্তু সহায় যাহারা জনগণের অকুণ্ঠ ভালবাসা শৃধ্ এ রাজ্যের নয় তবং ভারতের, আদর্শ বখন অদ্রান্ত, নিশানা যেখানে সঠিক, নিন্ঠা যেখানে চালিকা শক্তি, কর্তব্যপরায়ণতা ও দৃঢ়তা যেখানে হাতিয়ার, সংগ্রামী সাথী যেখানে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যাবিশু-ছাত্র-বৃব তখন সকল বিঘাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, সমস্ত চ্লান্তকে পর্যন্দ্রত করিয়া এই সরকার তাহার লক্ষ্য পথে বলিন্ঠভাবে অগ্রসর হইবে—সকলের সাথে আমরাও কায়মনবাক্যে সেই আন্ত্রই করিব। জয়তু পশ্চিমবাঙলার বামজোট সরকার।

# শিক্ষার পকে তিনটি বছর

# वार्यित्र छाष्ट्राक्री

আজকাল বেশী বেশী করে শিক্ষানীতিকে সমাজনীতির সাথে মিলিয়ে ভাবা হচ্ছে। এটা একটা স্কেকণ। কেননা অন্য অনেক ধরনের মতবাদ আছে, যা শিক্ষাকে সমাজ, তার কাঠামো, শাসন পর্ম্বতি, শাসক ইত্যাদি থেকে আলাদা করে ভাবাতে চায়। এই মতামতের প্রবন্ধারা সেইজন্য অনেক সময়ে বলেছেন শিক্ষা. শিক্ষক ও শিক্ষাথীরা সব আলাদা থাকবেন সমাজে যা কিছু হচ্ছে তার থেকে, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজদর্শন ভারতে হবে না কিছু। সে বাধা আর টিকলো না। বে'চে থাকার ব্যবস্থাটার নডাচডার সাথে সাথে ছাত্র-সমাজ, শিক্ষকমহাশয়রা नफ्रां क्रिक्त क्रिक्त अरथ नामर्लन। ভावर लागरलन रवनी रवनी করে এরা আর সব মানুষের সাথে—ব্যাপারখানা কি? শিক্ষিত হয়েও যেন অনেকেই শিক্ষিত নন যে স্কুমার প্রবৃত্তিগ্লো বিকশিত হবার কথা ছিল শিক্ষা পেয়ে, সে অৎকটা আর মিলছে না। দেখা গেল শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক যেমনটি হওয়ার কথা ছিল তেমনটি আর নেই, ছাত্রদের পড়ার থেকে পাশের দিকে নজর বেশী তার জন্য অনেকে সবসময় সং উপায়ও অবলম্বন করছেন না অনেক শিক্ষকও ভূলে যাচ্ছেন তার সামাজিক দায়দায়িত্বের কথা। গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থাটা যেন প্রচণ্ড অসমুখ্যতায় ভূগছে সে রোগের অনেক লক্ষণ--গণটোকা-টুকি, অবৈজ্ঞানিক সিলেবাস, শিক্ষণের অনুপযুক্ত মান, ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও একটা ব্যাপার সকলের দুটি আকর্ষণ কর-ছিল—তা হচ্ছে গণ-অশিক্ষা। দেশের বেশীর ভাগ মান্যুষই নিরক্ষর। শহর বা মফঃস্বলে শিক্ষার কিছু ব্যবস্থা থাকলেও দেশের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ যে গ্রামাণ্ডলে বাস করেন সেখানে নিরক্ষরতা সর্ব্যাপী।

কেন এমন হল? রিটিশরা ভারতবর্ষে এসেছিল র,জত্ব করতে—তারা তাদের শাসনের স্বার্থে আধ্বনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। করেকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল সে সময়ে, আধ্বনিক স্কুল কলেজও গড়ে উঠল, রিটেনের ধাঁচে শিক্ষিত করা হচ্ছিল কিছ্ব মান্বকে। এসব শিক্ষিত মান্বের প্রয়েজন ছিল রিটিশ ভারতে আমলাতদ্রের কাঠামো তৈরীর জন্য। ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়রা বড় বড় প্রশাসনিক পদে আসীন হয়েছিল এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইংরেজ জমিদারের যোগা পারিষদ হয়েছিল।

পরাধীন ভারতেই বিপ্রল বিস্তৃত গ্রামাণ্ডলে নিরক্ষরতার সমস্যা স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাদের দৃণ্টি আকর্ষণ করেছিল। বাংলায় বিদ্যাসাগর, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, আশ্রুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মণীষীরা এই দাবীকে সামনে নিয়ে এলেন। দেশ স্বাধীন হবার পরে দেশের মানুষ স্বভারতঃই আশা করেছিল শিক্ষার সমস্যাগ্রিল দুরে হবে।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে শিক্ষার সমস্যা ছিল অনেক।
কিন্তু মলে সমস্যাগ্রলির মধ্যে প্রধান ছিল নিরক্ষরতার সমস্যা।
১৯৬১ সালের হিসাব অনুষারী তথন দেশে ১৯.২৬%
মানুষ স্বাক্ষর ছিল। স্বভাবতঃই ব্যাপক জনগণের কল্যাণে

একটি জাতীয় শিক্ষানীতির প্রয়োজন ছিল যা দুত দেখে সমস্ত মানুষকে স্বাক্ষর করে তুলবে। কিন্তু ইতিহাস লে হল অন্যভাবে। স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনীতি যে<sub>টা</sub> সাজানো হ'ল তাতে উৎপাদনের উপকরণগ**্লো**র মালিক <sub>বা</sub> গেল জমিদার-জোতদার, কারখানার মালিক এবং সামাজ্যবাদীর দেশীয় বাজারকে ব্যবহার করে বড় প'্রজিপতিরা শীঘ্র এর চেটিয়া প'্ৰজিপতিতে পরিণত হলেন। এখন প'্ৰাজবানে নিয়মই হলো টাকা খাটিয়ে মুনাফা করা, সেই মুনাফা প†িজ যে,গ করা, বেশী প'্রজি বিনিয়োগ করে বেশী উৎপাদন কর এই উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রী করে মুনাফা করা এবং আল তা পর্শাজর সঙ্গে যোগ করা। এইভাবে উৎপাদন সীমাহান ভাবে ব'ড়তে থাকে কিন্তু জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে না এর সময় উৎপাদিত সামগ্রী বাজারের ধারণক্ষমতার বেশী হয়ে যা প**্রজিবাদ থমকে দাঁডায়। যতদিন উৎপাদন বাড**তে থাৰে তত্তিদন এবং সেই পরিমাণে প্রয়োজন হয় দক্ষ শ্রমিক, অফিসো কেরাণী, উৎপাদন-ব্যবস্থা তদার্রাকর জন্য উচ্চার্শাক্ষত লোক জন। ততদিন এবং সেই পরিমাণেই শিক্ষার প্রসার ঘটে। কিন যেদিনই নৃতন নৃতন দক্ষ শ্রমিক ও উচ্চশিক্ষিত লোক জান প্রয়োজন পর্বাজবাদের কাছে ফ্রারিয়ে যায়. সেদিন থেঞ **শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনও তাদের কাছে ফারোয়।** স্বাধনিত পর থেকে দেশের কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় এবং বেশীর ভাগ রঞ সরকারগালির ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস বা জনতা দল যা প'লি পতি-জামদারদের প্রতিনিধি। এই সরকার দেশে পং,িজবাংগ বৃদ্ধির স্বার্থেই কিছু শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল ক্ যেদিন প'্রজিবাদের বাড়বার ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল, সেদি থেকে প্রচলিত ব্যবস্থাটাকেও সংকৃচিত করার চেণ্টা শ্রে হল পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাগুলিতে ক্রমাগতঃ শিক্ষাথতে ক্যান হয়েছে: যেমন প্রথম পরিকল্পনায়—মোট বরান্দের ৪০১৭ শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়েছে, পঞ্চম পরিকল্পনায় এ হি.ম ১·০%। প্রসংগতঃ বলে রাখা ভাল ইচ্ছা করলেই প্রচাল শিক্ষা-বাবস্থাটাকে যেমন ইচ্ছে সংকৃচিত করতে প'্রিজপার বা তাদের সরকার পারে না কেননা জনগণ শিক্ষার জনা সংগ্র করে, শিক্ষা-সঙ্কোচনের যেকোন পদক্ষেপকে প্রতিরোধ কর চেণ্টা করে। কি**ন্ত শিক্ষিত মানুষের চাকরী**র বাবস্থা ই না, শিক্ষিত বেকারের মিছিল দিন দিন লম্বা হয়েই চলেছে যাই হোক, স্বাধীনতার পর প্রায় ২০% স্বাক্ষরতাকে ৩০ এর বেশী বাড়ানো হল না এবং আজও দেশের প্রা<sup>য় ৭০</sup> মান্য নিরক্ষর। আবার যে শিক্ষার কাঠামোটা ছিল, <sup>তা</sup> সকলের জন্য সমান নয়। আমাদের সমাজে শিক্ষা কিনতে <sup>হয়</sup> যে বেশী দাম দিতে পারবে তার জন্য বেশী চকচকে <sup>শিক্ষ</sup> ব্যবস্থা, চাকরী-বাকরীতে তারই সুযোগ বেশী। খ্<sup>ব অংশ</sup> সংখ্যক স্বচ্ছল পরিবারের শিক্ষাথীরা পাবলিক স্কু<sup>ল বা</sup> জাতীয় কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পডবে, আর বাকীরা <sup>যে কো</sup> স্কুলে যেমন তেমন পড়ে পাশ করবে।

এরকম পটভূমিকার ১৯৭৭ সালের জন্ন মাসে পশ্চিমালোর বামফ্রন্ট সরকার প্রাতিষ্ঠিত হয়। এই সরকারের দ্খিনালালা। ক্যেকিত কংগ্রেস সরকারগন্তি থেকে মৌলিকভাবেই লাদা। শোষিত নিপীড়িত অসংখ্য শ্রামক-কৃষক-মধ্যবিত্ত বি তাদের ঘরের সক্তান ছাত্র-যুবকের প্রাতিনিধিত্ব করে এই রকার। কিন্তু মজাটা হলো এই যে বামফ্রন্ট সরকারকে বর্তান পর্নজিপতি-জমিদার রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যেই কাজ চালাতে ক্রে। তাই কোন মৌলিক পরিবর্তান সাধন এই সরকারের মতার বাইরে। তার উপরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার মাতার বাইরে। তার উপরে রাজনৈতিক ও বাইকোটা। ই সীমাবন্ধতাকে গণনার মধ্যে রেথেই বামফ্রন্ট সরকারের ক্রেম্বর্ণ দেখতে হবে।

বেশীরভাগ নিপীডিত জনগণের প্রতিনিধি বাম সরকারের ্র্যান্ত পথ্য কর্তব্য অবশাই ছিল শিক্ষার বিস্তার। এখন. মান্তলে গরীব কুষকদের এবং শ্রমিকশ্রেণীর অধিকংশের ার এত কম যে বেতন দিয়ে তাদের ঘরের সক্তানদের পড়ানো ফ্রন্ডব। তাই প্রয়োজনীয় নানেতম শিক্ষাকে অবৈতনিক করা য়োজন। সরকার ধাপে ধাপে দশম শ্রেণী অবধি শিক্ষা ক্রিত্রনিক কর্**লেন এবং আগামী ১৯৮১** স.ল থেকে দ্বাদ্র্য গুণী পুষ্*ৰ*ত **বিনা বেতনে পড়াশুনা** চালানোর বাবস্থা ললেন। নিঃসংক্রেও এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। যা ণিচ্যবাংলার মানুষ ৩০ বছরের কংগ্রেসী শুসুনে পায়নি, ছে তিন বছ**ের বামফ্রন্ট সরকার তাই করলেন। শিক্ষাকে ছ**ডিয়ে ব্যুর জন্য গ্রা**মে গ্রামে কাজ হাতে নিলেন**, এবং ৩,৪০০ ন*্*ত্র ার্থমিক বিদ্যালয় ও ১০.২০০ প্র.র্থামক শিক্ষকের পদ অনু. মাদিত হল। ৩৪১টি নূতন মাধ্যমিক বিধ্যালয় অনুমেঃদিত য়েছে এবং ১৩,৫০০ **শিক্ষকের পদ স**ূণ্টি করা হয়েছে নিয়ার হাই স্কুল, মাদ্রাসা ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদলেয়ের না। আবার গ্রা**মাণ্ডলে বা দরিদ্র শ্রমিক বহিততে শা্ধ**্যবিনা ষ্ঠনে পড়তে **দেওয়াই যথে**ণ্ট হয় না। যে ব.লককে বিদ্যালয়ে র্টি করার কথা, সে তার বাবার সাথে মাঠে গিয়ে চাষের কাজে হোষা করলে বা শহরাঞ্চলে মোটর গ্যারেজ বা চায়ের দোকানে 🌃 করলে তার নিজের খাদ্য**ূকু হয়তো সংগ্রহ** করতে পারে। ই সেই বালকটিকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে হলে দ্বপ্রের কিছ াণারের বন্দোবসত করতে হয় তার জন্য। বাম সরকার কল ানায় ২,৫০,০০০, কলকাতা ছাড়া শহরাপ্তলে ৫,০০,০০০ ার গ্রামাণ্ডলে ২৬,২১,০০০ প্রার্থামক বিদ্যালয়ের শিশ্বকে শিশ্প<sub>ন্</sub>ণিউ" **প্রকল্পের আওত:য় এনে দ**ৃপ্রের খাওয়ার ক্রিথা করেছেন। **এইসব ব্যবস্থার ফলে** স্কুলগামী ছাত্র-<sup>মর্টাদের</sup> সংখ্যা বিরাট অঙেক বে:ড়েছে। ১৯৭৮-৭৯ স*লে* <sup>877</sup> ছাত্ত-ছাত্তী প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়েছিল এবং ৭৯-া সালে তা বেড়ে ৮৬% হয়। ১৯৭৭-৭৯ সালের মধ্যে <sup>৮৯,৫৭১</sup> জন বেশী ছাত্ত-ছাত্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গর্নিতে <sup>থিতৃত্ত</sup> হয়েছে। ৭৯-৮০ **সালে এই ব**্রন্থির হিসেব ধরা হয়েছে <sup>,00,000</sup> জন। সকল তফশিলী জাতি ও আদিবাসী ছ:াী-<sup>দর স্</sup>কুলের পোশাক বিতরণ করা হচ্ছে। সংধারণ ছাত্রীদের  $^{80}\%$  কে এই পোশাক দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। নিয়মিত শিশিতির জন্য সকল তফশিলী জাতি ও আদিবাসী ছার্চা-<sup>দর এবং</sup> অন্যান্য **ছাত্রীদের ২০**% কে ব্তি দেওয়া হচ্ছে। <sup>মহাড়া</sup> প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীর সকল ছাত্র-ছাত্রীকে স্লেট.

পেনসিল ও খাতা দিচ্ছেন বামফ্রন্ট সরকার। এসবের সাথে অ.ছে ব্যাপক বয়স্ক-শিক্ষার প্রকল্প। সব মিলিয়ে বামফ্রন্ট সরকার নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক অভিযানে নেমেছেন।

এখন, শিক্ষাকে শ্বা অবৈতনিক করলেই ত' চলবে না, একটি শিশা বা কিশোর যাতে তা গ্রহণ করতে পারে তার দিকেও নজর দেওয়া চাই। এর জন্য প্রথমেই যা করা প্রয়োজন ছিল, তা হচ্ছে প্রাথমিক স্তরে—শ্বায়মান মাতৃভাষা পড়ানো. সিলেব সকে ন্তন করে সাজিয়ে—এই বয়সের ছাত্র-ছাত্রীর উপযোগী করে তোলা ইত্যাদি। এই সমস্ত কাজে বামফ্রন্ট সরকার বিরাট সাফলোর পরিচয় দিয়েছেন।

দ্বভাবতঃই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার পরে আসে
উচ্চ শিক্ষার কথা। উচ্চ শিক্ষা বলতে বোঝাব দনাতক ও
দনাতকান্তর দতরের কথা। এসমদত দতরে শিক্ষার সমস্যা একট্
ভিশ্ন প্রকৃতির ও জটিল। কিন্তু তারও মধ্যে বামফুন্ট সরকার
প্রথমেই শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের বেতনের দায়িছ্ব
নিলেন। অতীতের অক্থাটা নিশ্চয় আমাদের সকলের জানা।
মূলতঃ ছাত-ছাত্রীর দেয় বেতন ও কিছু সরকারী সহযোর
উপর নির্ভার করতে হোতো শিক্ষক ও আশক্ষক কর্মচারীদের।
ফলে প্রতি মাসে বেতন তো' জুটতোই না, দু-তিন মাস অন্তর
কিছু টাকা হয়তো পাওয়া যেত। বাম সরকারের 'পে-প্যাকেট'
এই সমস্যার সমাধান করেছে। এছাড়া ন্তন ন্তন কলেজ
তৈরী করা, মেদিনীপ্রে একটি ন্তন বিশ্ববিদ্যালয় দ্থাপন
করার সিন্ধান্ত, ইত্যাদি উচ্চ-শিক্ষার জগতে যুগান্তকারী।

আমরা বলেছি উচ্চ-শিক্ষার সমস্যাটা জটিল, যেমন, একটি ছার স্নাত**ক স্তরে কোন কোন বিষয় নি**য়ে পড়বে, তা ঠিক করায় ছাত্র-**ছাত্রীকে আর**ও অধিকার দেওয়া। এসব আগে ছিল না। ত**খন যে কলা বা বাণিজ্য বিভাগে পড়ত**, তাকে বাধাতা-মালকভাবে ইংরাজী ও বাংলা পড়তে হোত। আবার বিজ্ঞানের ছ'ত্র-ছাত্রী **কথনোই ভাষা-সাহিত্যকে পাঠক্রমে রাখতে পারতনা**। ন্তন **নিয়মে সমস্ত বিষয়গুলোকে ক**য়েকটি শৃংখলায় (Discipline) ভাগ করা হয়েছে। যেমন কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি। এখন যে ছাত্র বিজ্ঞান নিয়ে পড়বে সে বিজ্ঞানের দুটি বিষয়ের সাথে অন্য যে কোন শুঙ্খলার একটি বিষয় **নিতে পারবে। যেমন, কোন ছাত্র পনাথ**িবিদা, রসায়ন ও ইতি**হাস নিয়ে পড়তে প**ারবে। সে যদি দুটি কলার বিষয়. যথা ইতিহাস ও সমাজবিদ্যা এবং একটি বিজ্ঞানের বিষয় যথ। অংকশাস্ত্র নিয়ে পড়তে চায় তাও পারবে শুধু সে তথন কলাবিভা**গের ছাত্র হবে।** ভাষা-সাহিত্য পড়বার ক্ষেত্রেও এরকম। অর্থাৎ **একজন ছাত্র-ছাত্রী নিজে**র খ**ুশীমত বিষয় নিতে পার্**বে।

এরই সঙ্গে চলে আসে স্নাতক স্তর ক-বছরের হবে। প্রানো বাবস্থায় পাস ও অনার্স সব স্নাতকস্তরের ছাত্রকেই তিন বছর পড়তে হোত। এখন যারা পাস পড়বে, তাদের দ্ব বছর আবার যারা অনার্স পড়বে তাদের তিন বছর। যারা পাস নিয়ে ভর্তি হবে তারাও যে বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাবে সেই বিষয়ে এক বছর পড়তে পারবে সাম্মানিক স্নাতক হবার জন্য। অনারা দ্ব-বছর পরেই স্নাতক হবে। এইসব বাবস্থা উচ্চ-শিক্ষাকে আরও উপযোগী ও বৈজ্ঞানিক করেছে।

আমরা এ কথা বলে শর্র করেছিলাম যে গোটা শিক্ষা | শেষাংশ ১৭ পৃষ্ঠায় !

# সুস্থ সংস্কৃতি ও বামফ্রণ্ট সরকারের তিন বছর

# অরিন্দম ৪ট্টোপাধ্যায়

মান্বের সবচেরে বড় সাধনা হল আপন স্বদেশকৈ শোষণ-মার ও মহীয়ান করে তোলা। দানিয়ার ইতিহাসে মান্বই যোদন থেকে মান্বকে শোষণ করতে শারা করেছে, সোদন থেকে তাকে আর সাক্ষা বিচারে সভাতার ইতিহাস বলা যায় না। প্রায়শই মনে হতে থাকে—এ কেমন সভাতা, যেখানে মান্ব মান্বকে মনে করে পণা, তার রক্ত, শ্রম, ঘাম শোষণ করে বেচে থাকে। একাজটা কি ধরনের সভাতা?

শোষণহীন এমন ঈশিসত জন্মভূমি গড়ে তোলবার প্রাথমিক শর্ত হল একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ দর্শন, তার ভিত্তিতে একটি সামগ্রিক কর্মসূচী ও কর্মনীতি এবং তাকে র্পায়িত করার জন্য উপযুক্ত নেতৃত্ব ও সংগঠন। শ্রেণী স্বন্দের পূর্ণ অবসান ঘটানো তার চ্ড়েন্ড লক্ষ্য এবং তা করার জন্য শোষক আর শোষিতে বিভক্ত বর্তমান সমাজটা বদলে অন্য এক সমাজে উত্তরিত হওয়ার জন্য নিরন্ডর প্রয়াস চলোনো তার কাজ। আপনা থেকে বা সংগ্রাম না করে এ কাজ করা অসম্ভব। সমাজ বদলের এই সংগ্রামের ধারণাটা বহু ব্যাপত এবং ব্যাপক। শ্রমজীবী মানুষের নিরন্ডর শ্রেণী সংগ্রাম এই লড়াই-এর মূল শক্তি, কিন্তু তারই সপো ব্রক্ত হয়ে থাকে সমাজের অন্যান্য সত্রের মানুষের অত্নিতজনিত ক্ষোভ, বাথা, বেদনা। শেষ পর্যন্ত বঞ্চনার এই স্ক্রিশাল সত্প ক্রাধে ফেটে পড়ে, প্রধান সংগ্রামের ধারার সংগ্রামিশে বায়।

### সংগ্ৰামের হাতিয়ার সংস্কৃতি

সংস্কৃতি হল এই সংগ্রামের উপাদানগর্বালকে প্রুট্ট করে তোল।র এক অনিবার্য ও তাৎপর্যময় হাতিয়ার। প'রুজিবাদী সমাজে ধানক শ্রেণী উৎপাদনের উপকরণগুলির ওপর তাদের মালিকানা অক্ষর্ম রাখার জন্য এবং উৎপাদন সম্পর্কটিকে অপরিবর্তিত রাখার জন্য যে কে.ন ধরনের ছল, বল বা কৌশল প্রয়োগ করে। শ্রেণী স্বার্থের কারণেই তারা সর্বপ্রকার ন্যায় অন্যায় বোধকে বিসর্জন দেয়। প'রুজিবাদী সমাজ সমস্ত কিছ্মকেই পণ্যে পরিণত করে এবং সেই পণ্যের চাহিদা, চরিত্র ও ব:জার পরিপ্রণভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করে। সংস্কৃতিও তাই প'্জিবাদী সভ্যতায় তাদের চোখে একটি পণ্য ছাড়া আর কিছ,ই নয় এবং নিজেদের শ্রেণীস্ব,থের উপযোগী একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য তারা প্রয়োজনীয় ভাড়াটে ও ক্রীতদাস বৃন্ধিজীবী নিয়ন্ত করে। এরাই তাদের হয়ে সমগ্র সামাজিক আবহাওয়াটি কল, যিত করার কাজটি সম্পন্ন করে। স্বভাবতই সাংস্কৃতিক ফসল নির্মাণের সময় ম্লতঃ এরা বেটা দেখে তা হল-কোন্ধরনের সাংস্কৃতিক পণ্য বাজারে বিকোবে বেশী। মানুষের মঞালাকাঞ্চায় এরা কলম ধরে না। এমনকি মান্ধের চাহিদাটাও বাতে বিকৃত হয়ে ওঠে সে ব্যাপারেও এরা সচেতন। প্রম্ন উঠলে জবাব আসে— মান্ষ চাইছে, তাই অমরা এসব স্থি করছি। সত্যটা গোপন করে যায়।

#### প্রতিক্রিয়ার ফাদ

সমাজ বদলের লড়াই-এর জন্য ক্ষ্যার্ড, ক্ষ্ম বা ক্ষ্
মান্যই যথেণ্ট নয়। প্রয়োজন সচেতন ও মানসিকভাবে বিক্ল্
প্রাণ্ড মান্য। এটা জানে বলেই ভারা সমাজে এমন এক
নি
সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে চায়, যাতে বিশ্বত মান্য
সচেতন ও মানসিকভাবে বিকাশপ্রাণ্ড না হয়ে উঠতে পারে।
সমাজের সাবিক অগ্রগতি এবং বিকাশ ঠেকিয়ে য়েখে প্রাণপণে
তারা স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখতে চায় । নানা মিখ্যায় আড়ালে
শোষণের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে চায় বা তাকে আড়ালে ক্ষেথ এবং এই সব কাজ করতে গিয়ে তারা যে সংস্কৃতির
প্রচার ও গ্লোগান করে তাকেই আমরা অপসংস্কৃতি নম
দিয়েছি। এর বাইরের দিকে কিছ্ চাক্চিক্য থাকে কিন্তু প্রকৃত্থ
পক্ষে এ জিনিস অন্তঃসারশ্ন্য। এতে চোখ হয়ত ধাঁধে, কিন্তু
মন ভরে না।

#### সংস্কৃতি কি

সংস্কৃতি হল সামগ্রিক জীবনচর্চা। মানুষকে স্কুথ, প্রাণ-বৃহত ও শুভবোধে উদ্বৃদ্ধ করা এবং উল্লওতর সমাজব্যবৃষ্থা প্রতিষ্ঠার জন্য অংগীকারবম্ধ করা তার কাজ। অপসংস্কৃতি বলতে আমর। তাকেই বুর্কছি যার পরিমণ্ডলে এবং আবহাওয়ায় গে.টা জাতির মানসিক স্বাচ্থ্য পীড়িত ও অস্কুপ্থ হয়ে যায়। সকলেই লক্ষ্য করেছেন যে সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবাংলায় সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতি নিয়ে অজন্ত সভাসমিতি, সেমিনার বা লেখা হচ্ছে। অসংখ্য ম.ন.্য শূনতে আসছেন এই সব অনুষ্ঠান। আলোচনা হচ্ছে। পক্ষে বিপক্ষে নানা মত বেরিয়ে আসছে। এই লক্ষণটা সমাজে সজীবতার লক্ষণ। কিন্তু বর্তমান সময়ে এমন ঘটছে বলেই একথা কেউ যেন মনে না করি যে শোষকদের এই প্রয়াস ও তার বিরুদেধ মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আগে কখনও হয়নি। সভ্যতার ইতিহাস আমাদের স্পন্টই দেখিয়ে দেয় যে শাসকশ্রেণীর অন,সূত অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি-গুলির ফলে সূষ্ট অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক সংকট একটা তীব্র মালায় পেশছলেই এবং তার বিরুদ্ধে মান্ধের অ:দেদলন দুর্বার হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিলেই তারা অপসংস্কৃতির বেনো জলে মান্যবের মনকে ভাসিয়ে দিতে মরিয়া চেণ্টা চালায়, সমগ্র প্রজন্মকে মানসিকভাবে পণ্গ, করে দিতে চায়। জীবনের শন্ত্র মিন্ন অভিজ্ঞতায় চিনে নিয়ে আপন দঃখ কণ্ট নিরসনের জন্য ঐক্যক্ষ আন্দোলনে সামিল হওয়ার মানসিকতা গড়ে ওঠার আগেই মানুষকে তাৎক্ষণিক মোহ-গ্রস্ততার মাতিরে দিরে জীবনের প্রকৃত পথ থেকে সরিরে নেওয়ার চেম্টা করে।

### माडि मरका

সংস্কৃতি কি? আগেই বলেছি মানুষের গোটা জাবনচর্চাই হল সংস্কৃতির পরিমণ্ডল। একজন মানুষ কি ভাবে, কেমনভাবে কথা বলে, তার কাজ, ভংগী, সারাদিনের মেলামেশা, চিন্তার প্রক্রিয়া, প্রবণতা, দুর্ঘিউপাী, এক কথার তার সমগ্র জাবনচর্চাই হল তার সাংস্কৃতিকবোধের পরিচায়ক। অপসংস্কৃতি বলতেও তেমনি আমরা শুধু যোনতা, অশ্লীলতা, বা নিছক নোংর ম বুঝব না। এর মূল আরো গভীরে। এবং এই দুইয়েরই শিকড় সম জ-অর্থনীতিক কাঠামের অভ্যন্তরে।

#### রোগলক্ষণ ও রোগ

মান্বের শ্রীরে একটা ব্যাধির প্রকাশ তার লক্ষণগর্নার নাধ্যমে। লক্ষণগর্লো ব্যাধি নয়। ড্রেরেরা লক্ষণগর্লো সারান না, রোগলক্ষণ ব্যে তাঁরা সেগর্নার কারণ স্বর্প ব্যাধিটর চিকিৎসা করেন। আজকের দিনে যাঁরা অপসংস্কৃতির বির্দেধ লড়াই করবেন, তাঁদের তাই ব্রুতে হবে, যৌনবিকার বা অশ্লীল অশ্যভশ্গী, রিরংসা বা হীনমন্যতা শ্র্ম এগ্রিটর অপসংস্কৃতি নয়। এরা সেই মূল ব্যাধির নানবিধ প্রকাশ নার।

#### শিল্প ভাবনার উৎস

ম.ন**ুষের সম.জে প্র**িতনিয়ত যে অসংখ্য ঘটন। ঘটে চলেছে --সভ্যতা<mark>র অগ্রগতির ধ</mark>ঃপে ধাপে কখনও প্রকৃতির সংগ্র ক্থনও বা অন্য**শ্রেণীভূত্ত মানুষের সংগ্রে মানুষ যে** অসংখ্য সংগ্রম করছে এবং তারই ফলশ্রাততে এগিয়ে যাচ্ছে যে ইতি হাস—এই সব ঘটনাই হল মুম্তিংক নামক থলের প্রয়ে জনীয় কাচামাল, এসব থেকে রসদ সংগ্রহ করেই তাই শিংপী বা ব্যান্ধজীবার মাস্তব্দ নতুন নতুন শিল্পচিন্তা তত্বের, ভাবনার জন্ম দেয়। মানব সমাজ ও সভ্যতা প্রায় গোড়া থেকেই যেহেওু ন্টি মূ**ল ভাগে বিভক্ত, মো**টা দাগে এই দুভ<sup>্</sup>গ হল শে.থক ও শোষিত—তা**দের সমস্ত কার্য'কলাপ যে**হেতু পরস্পর ।বরে.ধী ধর**নের, ইতিহ***া***সে যেহেত একই সঙ্গে** চিন্তার ও জীবন্যাত্রার দুটি **পরস্পর বিরে:ধী ধারা প্রবা।হত হচ্ছে, মা**স্তংক ত.ই প্রায় **শ্র্র থেকেই ভাবনার ক্ষেত্রে দ্**ধরনের সামাজিক রসদ পেয়ে এসেছে। এক ধরনের শক্তি প্রথিবীতে যুগ যুগ ধরে সক্রির, **যার স্বরূপ হল যেমন করে প**র্রি আমার বর্ণক্ত ব। শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য আমি অপরকে শোষণ করব, অনার: য**়তে তাদের স্বাধীনতাকে প্রতি**ন্ঠিত করতে না পারে তার ধন্য গড়ে **তুলব সব রকমের দমন প**ীড়নের ব্যবস্থা। এই কাজের যারা নেতা, তারা হল জমিদার, মালিক, প'র্জিপতি ও তাদের দাঁ**লালরা। ত:দের কার্যকলাপের এক ধারাব**াহিক প্রবাহ চলছৈ আদি **যুগ থেকে—এই সব কাজের সমর্থনে। এই স**ব কাজকে मोरमान्विक करत रम्थारक এकमन म्वार्थारन्वर्यो, वर्धानाको, আদশ্চাত মহিতক্জীবী সদাব্যাপ্ত। অন্যাদকে অর্গাণত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-প্রথম আঘাত প্রত্যাহত করতে মরণপণ প্রতিজ্ঞা। এদিকে রয়েছে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, অন্যান্য মেহনতী মানুষ এবং তানের मत्रमी **याम्यकीयीता। म् यंत्रत्मत्र कीयनयाता, म् यंत्र**त्मत्र ठिन्छी-প্রবণতা—অন্তহ্মনকাল ধরে মস্তিন্তের কাছে তাই দ্বরনের

কাঁচামাল সরবরাহ হচ্ছে। দুটি প্রস্পর্বরোধী ধরনের চিন্তাভাবনা শিলপ ও তত্বের জন্ম হওয়া তাই স্বাভাবিক। প্রথম
দলের শিলপ প্রচেটটো শেষ বিচারে হল অসংখ্য মান্যকে
দাবিয়ে রাখার চেন্টা, মান্যের অধিকার ও মর্যাদাকে ভূলুনিঠত
করার চেন্টা। শোষণ, দমন ও পীড়নের জন্য শিলপ, সত্যের
স্মৃত্তিক টেকে দেবার জন্য শিলপ, প্রমের গ্রহুত্ব ও মর্যাদাকে
বিদ্রুত্ব করার শিলপ,—যে কেউ ব্ন্থতে পারবেন এমন ধরনের
প্রচেন্টা শ্রভ হয়ে উঠতে পরে না। এই যে অশ্রভ প্রয়াস,
সংস্কৃতির নাম করে এই যে কাণ্ডকরেখানা, এটার জন্য
ব্যাকরণসিম্প একটি শ্রেনর অগ্রিত বাদা না থাকে, আমরা
এটাকে "অপসংস্কৃতি" বলাহি, বলবো এবং সমাজের মাটি থেকে
শিকড়শান্ধ একে উপড়ে ফেলার চেণ্টা চালাবো।

#### বামফ্লণ্টের সীমাবংধতা

পশ্চিমবাংলায় এবং ভারতবর্ষের অন্য করেকটি রাজ্যে 
শ্রমজীবী মানা,থের আন্দোলনের একটি বিশেষ স্তরে বামফ্রণ্ট 
সরকারগালির ক্ষমতালাভ আমাদের সামাজিক রাজ্যনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক জীবনে একটি বিরাট ঐতিহালিক ঘটনা। বামফ্রণ্ট 
সরকারগালি সম্পর্কে সবাধিক গাল্লার্পের জীবনে যে 
মোলিক পরিবর্তন আনার কথা আনারা উল্লেখ করেছি সেই 
কাজটা এই সরকার সমাধা করতে পারেন না। কিন্তু সেই মূল লক্ষ্যে পেণছবার ক্ষেত্রে এই সরকারকে একটি বিশেশ্ট ধাপ 
হিসাবে ব্যবহার করা থেতে পারে এবং সেভাবে ভাকে ব্যবহার 
করাটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

পশ্চিমবংগর ব্মফ্রণ্ট তাঁদের নির্বাচনী ইস্তাহারে ৩৬ দফা কর্মস্টার উল্লেখ করেছিলেন। সামিত ক্ষমতার মধ্যে মোলিক কোন পরিবর্তান তাঁরা হয়ত করতে পারবেন না— কিন্তু এর মধ্যেও, সাদিছা থাকলে, একটা দ্বিটভগ্গী দ্বারা পরিচালিত হলে মান্বের দ্বংখদ্দাশার যে কিছ্বা লাঘব করা যায়, সেই কথা সমরণে রেখেই ঐ কার্যাস্টার, কেন তা বিকশিত হয়ে উঠছে না, তার উল্লেখনের পথে বাধা কি, এট্বুকু অন্তত যদি স্পষ্ট করে খ্লো বলতে পারি, এবং মান্বিকে তার নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে তেলোর আহ্বান জানাতে পারি, সেটাও বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ কথা।

#### कारमभी न्वार्थ व हक्कान्ड

গোটা ভারতে তীপ্র অর্থনৈতিক সংকট যথন ঘনীভূত, ঠিক যথন প্রতিক্রিয়ার শক্তিরা সাংশ্কৃতিক জগতে এক অস্কৃথ নেতিবাদী পরিমণ্ডল তৈরী করতে কোমর বে'ধে উঠে পড়ে লেগেছে, তথনই পশ্চিমবণ্গ ও আর করেকটি রাজ্যে শ্বাদ্ধিক কারণেই বামফ্রণ্ট সরকারগালির আবিভাব। ওরা অবিরাম চেণ্টা চালাবে এক জীবনবিমাখ ভোগলালসা-রিরংসাময় বিকৃত সংশ্কৃতির স্লোভ বইয়ে দেবার। এই সব নেতিবাদী বিষয়গালিকে মানামের মনের কাছে প্রাহা করে তোলার জন্য তারা খালেক খালে নিযাক করবে আদশহীন একদল বাশ্বিজীবী, সাংবাদিক ও শিক্পী। দেশব্যাপী সাধারণ মানামের চরিত্র, মত, দ্ভিভগ্ণী ও গোটা সাংশ্কৃতিক পরিমণ্ডল স্ববিধামত গড়ে তোলবার

চৈন্টা করবে তারাই—সাহিত্য, চলচ্চিত্র, নাটক, গান, যাত্রা প্রক্ষতির মাধ্যমে।

#### স্বিজনীন দায়িত্ব

সূক্ষ্ম বিচারে শুধু এই নােংরা নাটক, গান, সিনেমা বা সাহিত্যই অপসংস্কৃতি নয় তার মূল অনেক গভীরে। তার বিরুদেধ লড়াই দীর্ঘ কালীন কঠিন লড়াই, একথা আমরা আগেই বলেছি। তব্ যেহেতু ব্যাপক অর্থে জনগণের এই চিত্ত বিনোদন ও বিকাশের ক্ষেত্রটিকে ঘিরেই ঘনায়মান সংকট, তাই অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াইতে এগুলির বিরুদেধ পাল্টা স্ভির ও দৃষ্টিভ•গী ব্যক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অসীম। তাত্বিক বিতক চালাতে হবে. প্রতিবাদী জনমত গঠন করতে হবে। সমাজ বদলের সংগ্রামে যথাযথ সহায়ক শক্তিরূপে কাজ করতে হবে—কিন্তু সাথে সাথে পাল্টা স্থিতৈ মাতিয়ে দিতে হবে গ্রাম শহর, ক্ষেতকারখানা। পাল্টা স্টিটর বাস্তব অবস্থা ও স যোগ তৈরী করতে হবে এটাও কম কথা নয়। যেহেত সামগ্রিক সংগ্রামেরই এটা একটা অংশ তাই সর্বস্তরের সংগ্রামী মানুষকেই এবিষয়ে সচেতন হতে হবে। নিজম্ব ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবক বা মধ্যবিত্ত কর্মচারীরা তাদের নিজেদের দাবী-দাওয়া নিয়ে দ্বর্ণার আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন, আংশিকভাবে দাবী আদায়ও করতে পারেন, তার মধ্যে দিয়ে বৃহত্তর লড়াইতে সামিল হবার যোগাতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন, প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারেন। এগালি শাসকরা কোনভাবেই রাম্ধ করে দিতে পারে না। চেন্টা করলেও, অত্যাচার নিপীড়ন চালালেও তাকে অতি-ক্রম করতে হয়—কারণ নান্য পন্থা। কিন্ত সংস্কৃতির জায়গাটা ফাক থেকে গেলে বিপদ। এইখানে ওরা যখন সতক<sup>ৰ্</sup>জাল ফেলে, আমাদের মধ্যে কেউ যদি বলে দিই, ওটা তেমন গ্রেছপূর্ণ ব্যাপার নয়, বা ওটা আমাদের বোঝার ব্যাপার নয়, তাহলে বিপদের আশুকা। শ্রমিকশ্রেণীকে যেমন কৃষক সমস্যা বুৰতে হবে, কৃষককে বুঝতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি. ছাত যুব বা মধ্যবিত্তকেও যেমন বুঝৈ নিতে হকে শ্রামক কৃষকের সমস্যা, রাজনীতি ও মুক্তির পথ, তেমনি স্বাইকেই ব্ৰুতে হবে সংস্কৃতির সংকট, বিপদ ও তার প্রতিরোধের কথা। এ কার্জাট ভবিষ্যতের জন্য স্থাগিত রাখলে চলবে না, শ্রুর করতে হবে এখন থেকেই। শূত্ররা জানে সচেতন মান্বকে এই বিষ দিয়ে পণ্যন্ করা যাবে না, তাই মুখ্যত তাদের লক্ষ্য হল অসচেতন মান্ব ও অপেক্ষাকৃত অলপবয়সী তর্ণ-তর্ণী ও য্বক-য্বতীরা। জীবনের সঠিক পথ চিনে, আন্দোলনে সামিল হবার আগেই যদি কাপক মানুষকে চিন্তার ক্ষেত্রে পণ্য, করে তোলা যায় তাতে ভবিষ্যতের লড়াইতে এ পক্ষের সৈনিক কমে যাবে এই পরিকল্পনায় তারা ফাঁদ পাতে। সতর্ক-ভাবে আমাদের তা এডাতে হবে।

#### দায়িত্বশীল সরকারের ঘোষণা

এবং পশ্চিমবাংলার বামফ্রণ্ট সরকার সঞ্জিয়ভাবে সেই উদ্যোগ নিয়েছেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মান্ব্র্যের জন্য তাঁরা ইতি-মধ্যেই বিরাট কিছ্ন করেছেন তা নর, কিন্তু তাঁদের দ্ণিউভগ্গীটা প্রকাশিত হয়েছে। তিন বছরের কার্যকলাপে মানুষ তা ক্রমে উপলাশ্ব করছেন। সরকার গঠন করার অব্যবহিত পরেই মুখ্যন্দ্রী খ্রীজ্যোতি বস্তু অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাঁর সরকারের দৃষ্টিভগাঁ ঘোষণা করেছিলেন। এবং এমন ঘটনা ভারতবর্ষে তোঁচণ বছরে এই প্রথম। তিনি বলেছিলেন, আমরা চুপ করে থাকতে পারি না। বলেছিলেন, "কোন দারিছশাঁল সরকার সাংস্কৃতিক জগতের এই বিষান্ত আবহাওরা সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না।" বৃদ্ধির বিচারে এটা লম্জার, যে এই প্রশন্ত উঠেছিল, মুখ্যমন্দ্রী কি সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রের মান্ত্র? না—মুখ্যমন্ত্রী জীবনের সপক্ষের মান্ত্র। সংস্কৃতি চর্চা মান্ত্রের জীবনকে বাদ দিয়ে নয়, জীবনকে বিকশিত করে তোলাই তার কাজ—তাই মান্ত্রের জীবন ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন একজন দায়িছশাল নেতা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী ঐ আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং সংস্কৃতির নামে যারা জীবনের অগ্রগতিকেই রুখ্ধ করে দিতে চাইছেন তাঁরাই মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানকে অনধিকার চর্চা বলে বালকোচিত সমালোচনা করছেন।

#### প্রাক পরিস্থিতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা

তিন বছর এমন কিছু বেশী সময় নয়। তবু একটা সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হওয়ার পক্ষে সময়টা কমও নয়। এ র.জ্যে এই সরকার গঠনের সময়ে সমগ্র রাজ্যের পরিস্থিতি কেমন ছিল তা কেউই বিস্মৃত হন নি। সেই থমথমে অবস্থা কাটিয়ে একটা সমুস্থ, ভয়হীন, গণতান্তিক আবহাওয়ার স্থিট করা এই সরক'রের প্রথম সাফল্য। শিক্ষার বিশ্তার সংস্কৃতি চর্চার ও সাম্থে সংস্কৃতি প্রসারের ক্ষেত্রে একটি গ্রুত্বপূর্ণ দিক। ৭৭ সালের আগে প্রায় সাত আট বছর ধরে এই রাজে। শিক্ষা বিষয়ক প্রতিটি দিক নিদার ুণভ.বে অবহেলিত ও আক্রান্ত হয়েছে। পরীক্ষাকেন্দ্রে অবাধ টোকা-ট্রকি করা এক শ্রেণীর ছাত্র নিজেদের অধিকার বলে ভাবতে শ্বের করেছিল। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গ;লিতে এমন এক পরিস্থিতি স্ভিট করা হয়েছিল, যে আমাদের ঐতিহাময় শিক্ষার কেন্দ্রগর্বলতে একটা থমথমে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করছিল। তাকে <u>কাটিয়ে তুলে এখন সেখানে পড়াশো</u>নার স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনা এবং সময়মত পরীক্ষা নিয়ে, তার ফল প্রকাশে এই সরকার অন্তরিকভাবে সচেণ্ট। সিলেবাসগর্নল পরীক্ষামূলকভাবে বৈজ্ঞানিকভিত্তিতে পরি-বর্তন করা হচ্ছে, শিক্ষার আলো বহুতের মানুষের মধ্যে পেণছে দেবার জন্য এ°রা ন'না ব্যবস্থা নিচ্ছেন, গ্রামাণ্ডলে যথেণ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। সেগ্রালতে পর্যাণ্ড সংখ্যক শিক্ষককে নিয়োগ করা যাচ্ছে। এ'রা স্কুল পর্যায়ের সমস্ত ক্লাসগর্নিতে ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সমস্ত খরচ চালানোর দায়িত্ব নিচ্ছেন। বয়স্কশিক্ষা কেন্দ্রও এ'দের আর একটি গ্রেপ্ণ্ কর্মসূচী। শিক্ষার প্রসারের জন্য এই রাজ্যে এত ব্যাপক ব্যবস্থা এর আগে অন্য কোন সরকার করেন নি।

#### মাতৃভাষা ও সংখ্যালঘুদের সম্মান

রাজ্যে গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করা, সহজ্ঞ পরিবেশ ফিরিয়ে অ.না আর সেই স্থেগ শিক্ষার প্রসারের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা—এগর্বল বামফ্রন্ট সরকারের স্ক্রম্থ সংস্কৃতি প্রসারের জন্য তাদের পরিকল্পনা ও ক্মাস্ট্রীর প্রা**থমিক প্রয়োজনীয় দিক। রাজ্যসরকার য**ুগপং অন্ততঃ ৬টি ভাষার সাংতাহিক পারকা প্রকাশ করছেন। সেগ্রালর সাকলা অভীতের সমস্ত অভিজ্ঞত কে ছাপিয়ে গেছে। তাঁদের দুদ্ভি-ভগ্নী ভাবনা ও কাজকর্মের বিস্তারিত বিবরণ এতে থাকছে। সংগ্রে**থাকছে বেশ কিছু মূল্যবান স্জনমূল**ক রচনা। প্রথিত-গুণা বহু: লেখক এই সব কাগজে লিখছেন। বিগত সরকারের আমলেও পশ্চিমবংগ পাঁৱকা মাঝে মাঝে প্রকাশিত হতে দেখেছি —তথন এই কাগজ কেউ নিয়মিত আগ্রহ নিয়ে পডতেন বলে শ্রনিন। এর প্রচার সংখ্যা ছিল খুব বেশী হলে হাজার তিনেক। বর্তমান সরকারের প্রকাশিত পশ্চিমবংগ পত্রিকটির প্রচার সংখ্যা প্রায় লক্ষের ঘরে পেণছতে যাচ্ছে। সরকারী কাজ-কর্ম করার ক্ষেত্রে তাঁরা বাংলা ভাষাকে পরুরোপর্বার চালা করে-**ছেন। এই রাজ্যের বেশীর ভাগ মান্য যে ভাষ**য় কথা বলেন চিন্তা করেন—তাঁরা যদি কাজ করার জন্য এমন একটি ভাষা ব্যবহার করেন, যার আশ্রয়ে তাঁরা বেডে ওঠেন নি. ত'হলে ক জের গতি ও পারিপাটা কমে যায়। অন্য ভাষাগালি তা বলে এব-হেলিত হয়নি। বরণ্ড প্রতিটি আণ্ডলিক উপভাষা ও অনানে। ভाষাকে वर्ष्णाहिक भर्यामा प्रवात वाक्त्र्या इरहाइ। अर्लाहिक ए নেপালীভাষাকে এ'রা সরকারী স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিভিন্ন আণ্ডলিক সংস্কৃতির প্রতিও তাঁদের দৃষ্টিভঃগী পরিপ্রণ শ্রন্থাশীল। নেপালী শিল্প আজ্যিক ও সাহিত্যকে উৎসাই-দানের জনা একটি নেপালী একাডেমী স্থাপন ব্যয়কট সর-কারের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতি-গুলি বিকশিত হয়ে না উঠলে গোটা রাজ্যের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। সেদিকে নজর রেখেই তাঁরা এই সব পদক্ষেপ নিয়েছেন। একটি রাজ্যে একটি বিশেষ ভাষাভাষী সান্য সংখ্যায় বেশী বলে সেই মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতিকেই এক-মাত্র বলে চালাতে হবে, বালিধর এমন মারাত্মক বিকার আমরা কোথাও কোথাও দেখতে পাচ্ছি-সংখ্যালঘুর ভাষাকে প্রয়ো-জনীয় ও যথোচিত সম্মান প্রদর্শন সেইসব দুণ্টিভংগীর বিরুদেধ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ।

#### অমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভারশীলতা নয়

সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে এই সরকার নানাবিধ কর্ম স্চী নিয়েছেন। নাটক, চলচ্চিত্র, চিত্রকলা বা সাহিত্য কোনটিতেই তাঁরা অবহেলা করছেন না। একেতে সবচেয়ে গ্রুত্পূর্ণ যে বিষয়টি সকলেরই প্রশংসা অর্জন করবে তা হল ঔপনিবেশিক আমল থেকেই এখানে প্রচলিত আমলাতল্যের উপর নির্ভর-শীলতার অভ্যাসবর্জন। এই সমাজ ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র গতি-শীলতার বিরোধী। তাঁরা যে পালটাতে পারেন না, এমন নয়. কিন্তু দীর্ঘকালের গতানুগতিক চরিত্র বজায় রেখে চলতেই তাঁরা **অভ্যম্ত। বামফ্রণ্ট গ্রামাণ্ডলে পণ্ডায়েত** নির্বাচন করে সেখানে গ্রামোনরনের কার্জটি আমলাতলের হাত এড়িয়ে সরা-সরি গ্রামের মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। কলকাতায় Municipal Act চাল, হতে যাছে, কপরেশনের কাজকর্মের বিবিধ পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে। আমলাতল্যের ক্ষমতা ও উন্নয়ন-ম্লক কাজের ক্ষেত্রে তাঁদের ওপর নির্ভরশীলতা তাতেও অনেকটা হ্রাস পাবে। সংস্কৃতি দণ্ডরের কান্তকর্মেও এই দ্ভিট-ভণ্গী প্রসারিত হরেছে। শিল্পচর্চার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরিকলপনাগ্রাল এখন আর সরকারী অফিসারদের মজি- मारिक राष्ट्र ना-कि कता दार रमि। ठिक कताइन विভिन्न বিষয়ের পশ্ভিত ও প্রান্ত শিল্পী এবং বোল্ধা মানুবেরা। সরকার এ'দের নিয়ে অনেকগালি কমিটি করেছেন। এই দাখি-ভণ্গী সাংস্কৃতিক কাজকমে নিঃসন্দেহে নতুন প্রাণাবেগ স্টিট করবে। অপসংস্কৃতির বিষান্ত প্রভাবকে প্রতিরোধ করার জন্য পশ্চিমবাংলার গ্রামে শহরে প্রগতিশীল চিন্তার লেখকশিলপীরা বিগত কয়েক বছর ধরে নানা আন্দোলন ও স্ঞ্রনমূলক প্রয়াস চালাচ্ছেন। মানুষের মধ্যে তা প্রভত সাডা এনেছে। "অপ-সংস্কৃতি কাকে বলে—কেন তা খারাপ—কেমন করে তা রোখা যাবে". শুধু এবিষয়ে আলে চনা শোনার জন্য গ্রামে শহরে নানা সভাসমিতি হচ্ছে এবং তা শ্বনতে আসছেন অসংখ্য মানুষ। এই রকম সমস্ত প্রয়াসকে আন্তরিক মদত দিচ্ছেন বামফ্রণ্ট সরকার। কোথাও বা সং সংস্কৃতির প্রয়াসে আর্থিক সাহায্যও দিচ্ছেন। আমাদের রাজ্যে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। সরকারী আনুক্লো এ রাজ্যে কংগ্রেস সরকারের আমলে অমরা বহুবিধ অন্যায় ও নেতিবাদী ক'জ হতে দেখেছি। বহু সময়ে বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন ব্যক্তি সম্পকে শোনা গেছে বহু নোংরা অভিযোগ। লম্পট্ গ্রন্ডা বা সমাজবিরোধীরা প্রকাশ্য মদত পেয়েছে সরকারী প্রশাসন যদ্যের কাছে। স্বাধীনতা-উত্তর তিরিশ বছরে সবার মধ্যে একটা ধারণা তিলে তিলে তৈরী হয়েছে, যে অসং পথ অবলম্বন না করলে, ঘুষ না দিলে. ব্যক্তিস্বার্থে নিজেকে ব্যবহাত হতে না দিলে এদেশে প্রায় কোথাও কোন কাজ হবার নয়। জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে এমন ধারণা জাতির মধ্যেই তৈরী হলে ভয়ানক বিপদের কথা।

#### **ज्याकित**

চলচ্চিত্র হল শিল্প সংস্কৃতির জগতে সবচেয়ে জনচিত্ত-জয়ী ও ব্যাপকতম মাধাম। এতে বিস্মিত হবার কিছু, নেই, যে এই শিলেপর মালিকেরা প্রচুর পরিমাণ টাকা ঢেলে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে নিজেদের মুনাফা অর্জনের চেয়ে মানুষের চরিত্র-गर्छन ও জीवनम् भी इस्र उर्छाक वह करत प्रथरवन ना। সমাজে সংকট যত বাডবে, সেই সংকট সাধারণ মানুষের কাঁধে চাপানোর চেণ্টা হবে, মানুষ সেই ভার বহন করতে চাইবে না— অত্যাচার, নিপীডন হবে এবং তা প্রতিরোধও হবে। একই সঙ্গে চেণ্টা হবে এই সব সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা সংকটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন থেকে মান্যকে দ্রে সরিয়ে রাখার। স্বভাবতই এই জনপ্রিয়তম মাধামটিকে সে কাজে ব্যবহার করা হবে। এমন চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হবে যার মধ্যে জীবনের প্রকৃত সমসা৷ বা তা থেকে উত্তরণের পথের কোন হদিশ নেই। বদলে কিছ্ম ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা, তাৎক্ষণিক মোহগ্রুততা, উল্ভট কল্পনামিশ্রিত রোমান্টিক ভাবাল,তা দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই সব চলচ্চিত্র। বহু গবেষণায় এসব তৈরী করে মানুষের মনের ক্ষিধে মেটানো হবে, তাকে অভ্যাস চাইছে বলেই এসব তৈরী হচ্ছে। অথচ জীবনের প্রসারিত অন্য দিক পড়ে আছে। সেই জীবনের ছবি সম্পর্কে এরা চোখ বুজে থাকবে। বামফ্রণ্ট সরকার এক ঐতিহাসিক দায়িত্ববোধ থেকে এগিয়ে এসেছেন এই অন্য জীবন, অন্য ছবির শিল্পায়নের সাহায্যে। তাঁদের ক্ষমতা কম। একচেটিয়া বাজারে অনুপ্রবেশ করা কঠিন, তবু, তাঁরা সিম্ধান্ত নিয়েছেন প্রতি বছর অন্ততঃ

২০টি मौनन **हित जनारवन—श**िक्यवाश्नात भरात शास्त्र भानारवत অন্তিত অধিকার রক্ষার লডাই কিভাবে চলছে, দেশগঠনে নতুন উদ্যমে গ্রামের মানুষ কেমনভাবে নেমেছেন পণ্ডায়েতের নেতত্বে. णा प्रथाता इता प्रथाता इत, या या धात विष्ठ मानाव নবচেতনার মন্দে কেমন করে মাথা তলে দাঁডিয়েছেন। সরকার শিশ্বদের জন্য ছবি তুলছেন, প্রযোজনা করছেন পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত। ছবি তোলার জন্য বিশিষ্ট পরিচালকদের অন্-দান দিচ্ছেন, যাতে তাঁরা আথিকি বাধাটা অণ্ডতঃ আংশিক-ভাবে কাটিয়ে উঠতে পারেন। ছবি রিলিজের সমস্যাটা এখনও রয়েছে—ছবি তোলার পর যাতে তা দীর্ঘকাল বাক্সবন্দী পড়ে না থাকে. সেটা দেখা খুব জরুরী। প্রযোজক পরিবেশকদের দীর্ঘকালের তৈরী করা বেডাজাল, তাকে ছিম্ম করা কঠিন, সময় সাপেক্ষ। বাইরে থেকেও এ রাজ্যে প্রসিন্ধ ও উন্নতমানের পরি-চালকরা ছবি তলতে আসছেন। তাতে পশ্চিমবাংলায় তোলা ছবি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আসন পাবে, প্রচার লাভ করবে। সম্মান ও আর্থিক প্রশ্ন দুটে!ই এতে জড়িত। আমাদের ষ্ট্রাডিয়ো ও লেবরেটরীগর্নল উন্নত মানের যন্দের অভাবে বহু সময়েই কাজের পারিপাট্য বজায় রাখতে পারে না, বা বহু-সময়েই সেখানে কাজের অগ্রগতি হয় অত্যন্ত শ্লথ। সরকার উল্লভ্যানের যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ঋণ দিচ্ছেন। ট্রাড়য়োয় ব্যবহ'রের উপযোগী উল্লতমানের ক্যামেরা কিনেছেন, যাতে পরিচালকরা কম ভাড়ায় তা পেতে পারেন। ইতিমধ্যেই তাঁরা মৃতপ্রায় টেক্ নিসিয়ান দ্যীড়িয়োর দায়িত্বতার গ্রহণ করেছেন। সল্ট লেকে রঙগীন ফিল্ম লেবরেট্রী তৈরীর কাজও প্রথেমিক-ভাবে শেষ হয়েছে। রবীন্দ্রসদনের পেছনের জমিতে করেছেন আর্ট থিয়েটার। সারা রাজে। ফিল্ম থিয়েটার স্থাপনের জন্য তাঁরা আর্থিক সংহায্য দানের সিন্ধান্ত নিয়েছেন। সিন্ধান্ত নিয়েছেন একটি ফিল্ম ডিভিশন স্থাপনের। গত তিন বছরের মধ্যে বামফ্রণ্ট সরকার ৫টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি করেছেন। ৩টি স্বলপ দৈঘোর শিশ্বচিত্র এবং ২৮টি তথ্যচিত্র-ও এই সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন চিত্রগ্রে মানুষ সেগুলি দেখ-ছেন। চলচ্চিত্র হিসাবে সেগ**়ালর বিচার হবে ইতিহাসের গতি-**ধারায়। আপাতত আমরা এই নতুন দ্ভিউভগণীর সপক্ষে দাঁড়াচ্ছ ।

#### नाहेक

নাটক হল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অপরিসীম গ্রেছপূর্ণ আর
একটি দিক। আমাদের এখানে পেশাদারী রংগমণ্ডের ব্যবসায়িক
দাপটের বির্দেশ দাঁড়িয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও অসংখ্য গ্রুপ
থিয়েটার একটা স্কুথ চিন্তার নাট্য আন্দোলনের ধ রাকে বহন
করে নিয়ে যাচ্ছেন। নানা অস্কৃবিধা, মতাদর্শগত স্ক্রুম পার্থক্য,
আর্থিক অসংগতি, হলের সমস্যা সত্তেও তাঁরা থামেন নি।
সাম্প্রতিককালে কলকাতার থিয়েটারে সংস্কৃতির নামে যে
অবাধ চ্ড়ান্ত নোংরামি চলছে তা আমাদের সমস্ত ঐতিহার
কলব্দ। তাকে বাধা দেওয়া এদের আর একটা কাজ। নতুন
নতুন নাট্যচর্চার মাধ্যমেই তাঁরা তা করছেন। দায়িত্বদাল ও সং
কিন্তু বিচ্ছিয় এই প্রতিবাদী প্রচেন্টাগ্রিলর পেছনে এসে
দাঁড়িয়েছেন এই সরকার। ৭৮ সালে সরকারী উদ্যোগে নাট্যোৎসব করে প্রগতি নাট্যচর্চার প্রতি তাঁর। তাঁদের সংহতি জানিয়ে-

ছিলেন। ৭৯-তে নিরেছিলেন জেলার জেলার নাট্যোৎসরের পরিকলপনা। এখন শারা হয়েছে নতুন নতুন মণ্ড নির্মাণ জেলার জেলার রঘীন্দ্রভবনগালের সংস্কার। টাউন হলগাল মেরামত করা হচ্ছে। অপেশাদার নাট্যদলগঞ্জা কম ভাডার এগ্রাল পেলে তাঁলের আর্থিক সমস্যা কিছুটো মিটবে। কয়েক-দিন আগে শ্রীজ্যোতি বস, উত্তর কলকাতার গিরীশ মঞ্জের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে নাট্যমোদীদের বহু,দিনের ইচ্ছা পরেন করেছেন। প্রবীন নাট্যব্যক্তিম শ্রীমন্মথ রায় আবেগমিখিত ক্রে কুতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, আশীর্বাদ জানিয়েছেন এই পদক্ষেপকে। সরকার আর্ট গ্যালারীর জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করেছেন, গ্রুপ থিয়েটারগালিকে নানাবিধ কর-দান থেকে রেহাই ও আর্থিক অনুদান দিচ্ছেন। দুঃস্থ শিল্পী-দের এককালীন সাহায্য ও পেনশন দিচ্ছেন। অনেক ব্যান্ত-শিল্পী-প্রতিভাও এই রকম সাহাষ্য পাবেন। কেন্দ্রীয় ও জেলা-স্তরে তাঁরা আয়োজন করেছেন নাট্য প্রতিযোগিতার। সব মিলিয়ে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এ এক নতুন যুগ। সরকার এগিয়ে এসে-ছেন। যৌথ ঐক্যবন্ধ বেসরকারী প্রচেন্টার পাশে দাঁড চ্ছেন-প্রতিক্রিয়ার **শন্তি থেমে থাকবে না। নতুন নতুন উদ্যমে** তারা বাধা সূষ্টি করবে। এতে বিশ্মিত হবার কিছু নেই যে যখন এই সরকারের মুখামন্ত্রী কলকাতার একটি নাটামঞ্চে সকল স্তরের লেখক-শিল্পীদের সমাবেশে দাঁড়িয়ে সংস্কৃতির ফেন্ত্র সক্রথ চিন্তার জন্য আবেদন জানালেন, তার অব্যবহিত পরেই সেখানেই শুরু হল নাটকের নামে বেলেল্লাপনা। সচেতন জন-মত গড়ে তলে মুখর প্রতিবাদে এই হীন চক্রান্তকে দমতে হবে।

#### চিত্ৰকলা

চিত্রকলার বিষয়টি প্রায়ই উপেক্ষিত থেকে যায়। কিন্তু এবার সেদিকেও যথেণ্ট দৃণ্টি দেওয়া হয়েছে। সরকারী উদ্যোগে বেশ কিছু ছাপা Poster Set বেরিয়েছে—লেখা ও রেখায় যা সহজেই মানুষের মন স্পর্শ করে। বত্তব্য ও অলংকরণে সমৃদ্ধ এই Set গুলিকে বহু সংগঠন বিনা খরচে মানুষের কাছে উপস্থাপিত করছেন। জাতীয় মিউজিয়াম ও গ্যালারী তৈরীর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। আমাদের রাজের অতীত দিনের শিল্পীদের কিছু উল্লভ মানের কাজ যথাযোগ্য মর্যাদায় চিরকালের জন্য যাতে সংরক্ষিত হতে পারে সেটা দেখা একটা বিরাট কাজ।

#### সাহিত্যকচা

সাহিত্যের নানা দিকে নানা ধরনের উৎসাহ্যঞ্জক পদক্ষেপ গ্রহণ সাহিত্যিক ও সাহিত্যপাঠকদের ক্রমশই উৎসাহিত করছে। রবীন্দ্রপ্রস্কার পশ্চিমবংগার সাহিত্য-সেবীদের কাছে অনাতম প্রধান সামাজিক স্বীকৃতি। অথচ এই প্রস্কারকে ঘিরে করেক-বছর আগেও বেসব নানা ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা নিতান্তই অবাস্থিত ও দ্বংখন্তনক। রবীন্দ্রপ্রস্কারকে এই লাঞ্ছনার হাত থেকে তুলে এনে সম্পর্ণ গণতান্তিক পম্ধতিতে এই প্রস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করে বাম্ফ্রণ্ট সরকার তাকে তার সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছেন। বংধ হয়ে যাওয়া কয়েকটি প্রস্কার প্রনার প্রবর্তন করে সাহিত্যিক সমাজে সঞ্চার করেছেন নতুন উৎসাহের। সেই সংগ্যানত্বি

করেকটা পরেকার দেওরার কথাও তাঁরা ভাবছেন। এগালির অর্থমাল্য নেহাং কম নর, কিন্তু সেটাই একমাত্র কথা নর। সমাজগঠনের ক্ষেত্রে লায়িছ পালনে সাহিত্যিকদের যে গ্রেছ-প্র ভূমিকা ররেছে ভাকে স্বীকৃতি দেওয়া ও উংসাহিত করার যে দ্রিউভগা এ থেকে বেরিয়ে আসছে, সেটাই আসল কথা।

বামফ্রণ্ট সরকার প্রায় ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা ভরতুকি मिस्स **श्रकाम करत्ररह्म त्रवीन्त** त्राप्तावनी। श्रकाम कतात कथा ভাবছেন শরংচন্দ্র, নজর্ম, মানিকের সমস্ত লেখা। আরও কিছু, চিব্ৰায়**ত গ্ৰন্থ প<b>ুনর্ম**্বদুনের কথাও তাঁরা ভাবছেন। যে ঐতিহোর ধারা বেয়ে সভাতা ও সমাজ আজকের স্তরে এসে দ্রতি**য়েছে বর্তমান প্রজন্মের সঙ্গে তার পরিচ**য় করিয়ে দেওয়া এক মহান দায়িত্ব। বিভিন্ন সময়ে সরকারী উদ্যোগে ভারতবর্ষের মহান সন্তানদের কর্ম ও জীবন সন্পর্কে প্রাক্তব্যক্তিদের আলো-চনার মাধামে তাঁদের স্মরণ অনুষ্ঠান পালিত হচ্ছে। যথ:যথ মর্ঘাদার সংখ্য তাঁরা পালন করেছেন ইকবাল ও প্রেমচাদ জন্ম-শতবার্ষিকী। আন্তর্জাতিক শিশাবর্ষ উপলক্ষে "আলের ফু**লকি" নাম দিয়ে যে শিশ**্ব সাহিত্য সংকলন প্রক**িশ**ত **হয়েছে কোন কোন মহল থেকে ত'র অর্থহীন সমালে** চনা করা হচ্ছে, এটা **আমাদের চোখে পড়েছে। কিন্তু** তাতে এই প্রয়াসের গৌরব কমে নি। নতুন নতুন বই প্রকাশের জন্য সরক বী সাহ যোর ব্যবস্থা করার কথা তাঁরা ভাবছেন। ভ বছেন দ<sub>্র</sub>ন্থ সাহিত্যিকদের পেনশন দেওয়া যায় কিনা। সদ্য প্রয়াত সাহিত্যিক বিনয় **ঘোষের চিকিৎসার সমস**ত দায়িত্ব বহন করে বামফ্রণ্ট সরকার গোটা দেশের শ্রন্থা অর্জন করেছেন। প্রখ্যাত ভাস্কর রামকি**ত্ররকে বাঁচিয়ে রাখা গেল না অনেক চে**ট্টা সত্তেও। কি**ন্তু জীবনের শেষ দিনগ**ুলিতে অবহেলিত এই শিল্পীর চিকিৎসার সব দায়িত্ব নিয়েছিলেন এ রাই। আমরা এই দ্বিট-ভগ্গীকে স্বাগত জানাই।

বিবিধ প্রয়াস

সমগ্র এশিয়ার অসংখ্য জাতি ও বৈচিত্রময় জীবনচচ র मन स्वतं **जाश्म्कि कि त्वाथ जम्भार्क जन म**न्धान हालारन त कना Netaji Institute for Asian Studies তৈরী হচ্ছে। দ্যাপুর এবং শিলিগাড়িতে দুটি নতুন তথ্যকেন্দ্র খেলা হয়েছে, চা বাগান ও কয়লাখান অঞ্চলে স্থাপন করা হয়েছে **শ্রম তথ্যকেন্দ্র। রাজ্যসরকারের তথ্য দণ্ডরের কাজ এখন হার শ্বেদ, কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। তাকে ছড়ি**য়ে দেওয়া **হয়েছে ব্লক্ষতর পর্যণ্ড। সংগীতচর্চাকে উৎসাহিত কর**ার হান্য এ রাজ্যে একটি সংগীত এক:দেমী স্থাপন করা হয়েছে। প্রত্ন-তাত্বিক বিষয়ে গবেষণা ও সংরক্ষণের জন্য স্থাপিত হয়েছে প্রতাত্তিক গ্রালারী। লোকরঞ্জন শাখার কাজকর্ম গোটা র জা **জ্জে প্রসারিত হয়েছে। তাদের কর্মসূচীর মধ্যে যুক্ত হ**েছে জীবনের সপক্ষে বহু নাটক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রয়াস। <sup>ঝাড়গ্রাম</sup> ও শিলিগর্ভিতে লোকরঞ্জন শাখা স্থাপিত হয়েছে অ'**ওলিক মানুষের সাংস্কৃতিক** চাহিদার দিকে নভর রেখে। রাজাসরকার একটি লোকসাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট গঠন কলে-ছেন। বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে লোক উৎসব, সংপ্রাচীন কাল **থেকে বাংলা দেশের লোকজীবনে প্রচলিত** ঐতিহাময় বহ,বিচিত্র সাংস্কৃতিক ধারার রক্ষণাবেক্ষণ ও বিকাশের ক্ষেত্র এই পদক্ষেপ অত্যত গ্রেত্বপূর্ণ। রাজ্য সংস্কৃতি দণ্ডর ছোট विष् मश्यामभारत विष्ठाभिन मात्रकर जीटनत नृष्टिकश्मी ও कार्य- কলাপের ব্যাপক প্রচার করছেন। বিজ্ঞাপন দেওরার ক্ষেত্রে স্থেত্ব বিজ্ঞান সম্মত নীতি চাল্ব হয়েছে—ছোট বড় সমুস্ত রেজিন্টার্ড কাগজই বিনা ভদ্বিরে বিজ্ঞাপন পাছেন। সংখ্যে সংখ্যে এই রাধ্যমে গোটা দেশের বান্বের কাছে তাদের এই ব্যাপক কর্ম-উদ্যোগ ও নতুন দ্ভিউভগী পরিচিত ও আকর্ষণীর হরে উঠছে।

#### नश्याम नीर्घण्यामी

আমরা যেগঃলি উল্লেখ করলাম সেগঃলি বামফ্রণ্ট সরকারের ঘোষিত কর্মসূচী রূপায়ণে নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় ও গ্রেছপূর্ণ পদক্ষেপ এবং এর গ্রেছ সর্বভারতীয়। এই ব্যাপক কর্মক:শের প্রভাব গোটা ভারতবর্ষের সমস্ত শ্রমজীবী ও ব্যাম্বজীবী মান্যের ওপর পড়তে বাধ্য। কিন্তু বর্তমান সমাজকে পালটে যে নতুন ভারতবর্ষ গঠনের কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, সেখানে পে'ছিবার পক্ষে এই কার্যকলাপ নিশ্চয়ই যথেষ্ট নয়। গভীরভাবে। আমাদের ভেবে দেখতে হবে এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যেই মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য আপাতত আরও কি কি অ'মরা করতে পারি। নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে সেই কাজ আমাদের করে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে কোনা কাজ কতটাকু করা হল তথ্য ও সংখ্যার বিচারে সেটা নিশ্চয়ই গ্রুর্ত্বপূর্ণ কথা। কিন্তু তার চেয়েও গ্রুত্বপূর্ণ কথা হল মানুষের প্রতি এক দরদী দূল্টিভগ্গী। সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রটি মূন্টিমেয়র লীলাবিলাসের কব্জা থেকে উন্ধার করে ব্যাপক মান,ষের অংশ গ্রহণের উদার ক্ষেত্রে পরি-ণত করার যে অংগীকার বর্তমান সময়ে উল্ভাসিত হয়েছে সেটা আরও তাৎপর্যপূর্ণ। বহু মানুষের শ্বার। চার্চতি না হলে সংস্কৃতির বর্ণচ্ছটাময় সূর্রভিত কুস্মুমটি বাঁচে না। বন্ধ দুয়ারের আড়াল থেকে বের করে এনে তাকে স্থাপিত করতে হবে বহু, মানুষের বিস্তীর্ণ আঙ্গিনায়। মনে রাখতে হবে, এ কাজ খুব সহজে কুসুমাস্তীর্ণ পথে করা যাবে না। প্রতি-ক্রিয়ার সক্রিয় বাধা আসবে। মরণাপন্ন প\*্রাজবাদী সভাতা অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বা সামাজিকভাবে আজ কোণঠাসা। তার প্রতিগন্ধময় শরীরে এখন জনগণের মনে:হরণকারী কোন আকর্ষণ আর অর্থাশট নেই। কিন্তু সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাবার আগে সে চরম আঘাত হানার চেন্টা করবেই। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা বারবার দেখা দেবে। সমাজে তাদেরই সূল্ট ক্ষত-গ্রনির দিকে বীভংস অখ্যালি নির্দেশে তারা দেখাবে এই হল অনিবার্য ও একমাত্র বাস্তব। অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কের্ শ্রন্থাহীন করে তোলবার চেণ্টা করবে আজকের প্রজন্মকে। বর্তমানকে করে তলবে বিষয় ভবিষ্যতকে নিদিশ্টি করবে र्जार्नाम्ड वरल। काथ कान त्थाला त्राथरल मृच्छि এড়াবে ना रय এক বিশাল দায়িত্বের সামান্য যে প্রারম্ভিক কাজ এই সরকার শ্রু করেছেন, কায়েমী স্বার্থের পক্ষ থেকে তাতেই নানা প্রতিবন্ধকতা সূণ্টি করা হচ্ছে। অকারণ, মিথ্যা ও হাসাকর সমালোচনা করা হচ্ছে বাজারী কাগজে, অর্ম্বণিক্ষিত নেতাদের বক্ততায়। তার মধ্যে বিসময়ের কিছু নেই, কিন্তু দায়িত্ব নেব র আছে। একটা সংগ্রাম চলছে, চলবে দীর্ঘকাল। নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আমাদের বহু, ঐতিহাময় দেশকে, সংস্কৃতিকে নিয়ে যেতে হবে ঈম্পিত কাঙ্কিত লোকে। সে কাজে হাত লাগাতে হবে সকল স্তরের মানুষকে শ্রমে, সচেতনতার।

# বামফ্রণ্ট সরকারের তিন বছর ও যুবকল্যাণ বিভাগ

## অক্রণ সরকার

বিষয়টি অবতারণার আগে বলা প্রয়োজন যে য্বকল্যাণের যাবতীয় উদ্যোগ কার্যকরী করবার জন্য সারা ভারতের অংগ-রাজ্যগ্রিলর মধ্যে পশ্চিমবংগাই সর্বপ্রথম একটি পৃথক দশ্তরের স্থিট করা হ'য়েছে এবং সম্ভবতঃ এ বিষয়ে পশ্চিম-বংগ আজও অশ্বতীয়।

আমাদের সমাজে দারিদ্র আছে, ক্ষ্মা আছে. কর্মহীনতা আছে, আছে নিরক্ষরতা, শারীরিক ও মানসিক শান্তির পূর্ণ বিকাশের স্থোগের অভাব; সামাজিক সংকীর্ণতা ও উন্নাসিকতা আছে, আছে স্কুথ জীবনধ্মী সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারের সীমাবন্ধতা। আপামর জনসাধারণের সঞ্গে সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে য্বসমাজও এই ঘনীভূত সংকটে নিমাজ্জিত। এই সামাগ্রিক সমস্যা ছাড়াও য্বসমাজের কিছ্মানিজ্পব চাহিদা, কিছ্ম অভাব ও আবেদন, কর্মসংস্থানের অভাবনীয় অপ্রভুলতা, স্কুথ সংস্কৃতিচর্চা ও খেলাধ্লা য় অংশগ্রহণে হাজারো প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি নিয়েই য্বজীবনের বর্তমান চালচিত।

সমাজের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই সব সমসার মৌল সমাধান সম্ভব নয়। যাবসমাজের চাহিদা সীমাহীন আর রাজা সরকারের ক্ষমতা অতি সীমিত। তব্তুও এরই মধ্যে সমাজের সকল স্তরের মান্ধের সহযোগিত কৈ ম্লগন ক'রে এই বিভাগ ঐকান্তিক প্রচেন্টা চালিয়ে যাছে যাতে ক'রে যাবজীবনের এই বেদনাকে একটা প্রশামিত করা যায়, একটা সন্যোগ একটাখানি অধিকারে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তারা উপলিন্ধি করতে পারে যে সরকার তাদের সমবাধী এবং সাধী।

প্রসংগত উল্লেখ্য আমাদের কর্মস্চী ম্লতঃ গ্রামম্খী।
যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে শহর ও গ্রাম নিবিশিষে কিছু কিছু
প্রকল্পের স্থোগ সকলের জন্য নিদিন্ট। আরও অধিকমান্তর
শহরগ্লিকে বিশেষকরে শহরের অনগ্রসর এলাক্যগ্লিকে এই
বিভাগের কাজের পরিধির মধ্যে আনার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে
বিবেচনাধীন রয়েছে।

বর্তমান সরকারের আমলে বিগত তিন বছরে আমরা যেসব কর্মস্চী রূপায়ণ করতে পেরেছি তার কিছ্, সংক্ষিণ্ড তথ্য ও পরিসংখ্যান এখানে দেওয়া হ'য়েছে।

#### অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প

কর্মক্ষম মান্বের কাজের সংস্থান না থাকা তার জীবনের এক চরম অভিশাপ। দ্বংসহ বেকারীর জন্ধার য্বসমাজ হতাশাগ্রুত এবং বিদ্রাহত। এই হতাশা ও বিদ্রাহিতর অনিবার্য ফলগ্রন্থিত হ'ল তার নৈতিক মানের অধঃপতন এবং প্রচালত ম্লাবোধের প্রতি অবিশ্বাসী হওয়া। এই দ্বর্হ সমস্যার বন্ধমূল সমাধান যদিও সম্ভব নয় তব্ য্বকল্যাণ বিভাগ তার সীমিত সংগতির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রচেষ্টারই একটি অংগ অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প। এই অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প রাজীয় ব্যাৎক ও অন্যান্য ঋণ লংনীসংস্থা শতকরা ৯০ জগ্র আর্থ সাধারণতঃ ঋণ হিসাবে দিয়ে থাকেন এবং এই বিভাগ থেকে প্রাণ্ডিক ঋণ হিসাবে বাকী ১০ ভাগ মঞ্জার করা হয়। যে সমস্ত প্রকল্প অতিরিক্ত কর্মসংস্থার খাতে নেওকা হয়েছে তার মধ্যে আছে, ছাগল ও শ্কর পালন, সার/ মণিহারী/বই/তৈরী পোষাক ইত্যাদির দোকান স্থাপন, মোমবাতি/ছাতা/টালি/খেলাধ্লার সাজসরঞ্জাম/প্তুল/সাবান ইত্যাদি তৈরীর কারখানা স্থাপন এবং কিছু ক্ষেত্রে পরিবহণ প্রকল্প প্রাণ্ডিক ঋণ দেওয়া হ'য়েছে। অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প বিগত তিন বছরের কিছু উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যান দেওয়া হ'ল—

- (১) যুবকল্যাণ বিভাগ কর্তৃক মঞ্জারীকৃত প্রাণ্ডিক ঋণের পরিমাণ— ৩০,৯৪,২৬০,০০
- (২) প্রকলপ সম্হে নিয়োজিত মোট অথেরি পরিমাণ-৩,০৯,৪২,৬০০,০০
- (৩) এই সব প্রকল্পে মোট নিষ্কান্তর সংখ্যা—২৪০০ জনেরও বেশী

### পৰতিভিযান, পৰতিারোহণ শিক্ষণ, ট্রেকিং ও দকীয়িং

য্বসমাজকে দ্বংসাহসিক কাজে অন্প্রাণিত করা, তাদের
মধ্যে বলিণ্ঠ আত্মপ্রতার গড়ে তোলা এবং পরিবেশের প্রতিক্লতাকে অতিক্রম করবার মত মানসিকতা স্থি করার কাজে
য্বকল্যাণ বিভাগের যেসব কর্মস্চী নেওয়া হ'য়েছে তার
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল পর্বতাভিষান ও ট্রেকং অভিযান পরিচালনার অর্থ সাহাষ্য দেওয়া এবং পর্বতাভিষানে ও স্কীয়িং এ
প্রশিক্ষণের স্থে।গ করে দেওয়া। পর্বতাভিষানে এ রাজ্যের
পর্বতারোহীদের সাহাষ্য করার জন্য চলতি আর্থিক বছর থেকে
এই বিভাগ একটি সরঞ্জাম ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে এবং এ বিষয়ে
পর্বতারোহীদের উৎসাহ ব্রদ্ধির জন্য একটি প্রস্তকাগার
স্থাপনের কাজও সমাণ্ডির পথে।

বিগত তিন বছরের পরিসংখ্যান নিন্দে দেওরা হল।

- (ক) বিগত তিন বছরে পর্বতাভিষান পরিচালনা করার জনা বিভিন্ন পর্বতারে হী সংস্থাকে মোট ২,২২,০০০ টাকা অনুদান হিসাবে দেওয়া হ'য়েছে।
- (খ) ঐ সময়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হ'য়েছে—
  (১) পর্বতারোহণের জন্য—৪৬ জনকে।
  স্কীয়িং-এর জন্য—১৪ জনকে।
- (গ) সরঞ্জাম ভান্ডার ও পাঠাগারের জন্য নিদিন্টি মানের সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় প্রুক্তাকাদি ক্লরের জনা হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনন্টিটিউটের অধ্যক্ষ -মহাশয়কে ২,৫০,০০০ টাকা বরান্দ করা হ'য়েছে। কিছু সরঞ্জাম কেনা হ'য়েছে এবং তার বিতরণের কাজও শ্রুর হ'য়েছে।

## कार्डिट, गार्टेफिर, तकाती अ मिन्टमनी

শিশ্ব ও কিশোর কিশোরীদের চরিত্র গঠন, শরীর গঠন, নর্মান্বতীতা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে দায়িত্ব ও কর্তব্য দেপকে সচেতন করার জন্য এই বিভাগ থেকে ভারত স্কাউট এবং গাইড, রতচারী মণিমেলা ইত্যাদি সংস্থাকে প্রতি বছর দেউ লক্ষ টাকারও অধিক অনুদান দেওয়া হয়।

## লাতজাতিক শিশ্ববৈদ্য কাৰ্যক্ৰম

১৯৭৯ সালটি আন্তর্জাতিক শিশ্বেষ হিসাবে চিহ্তিত ছিল—ঐ বছরটি বথোপচিত মর্যাদার সংগ্য এই বিভাগ পালন করেছে। ঐ বছর অন্যান্য অনুষ্ঠানের সংগ্য আমরা আমাদের অধীন তিনটি শ্রীঅরবিন্দ বালকেন্দ্রের মাধামে ক'লকাভার বিহত এলাকার শিশ্বদের জন্য শিক্ষাম্লক ও প্রমোদান্ত্ঠানের আয়োজন করেছি।

### অসম লাহসিকতার জন্য উৎসাহদান প্রকল্প

মহৎ উদ্দেশ্যে সাহসিকতার জন্য যুবক-যুবতীদের উংসাহিত করার জন্য এই বিভাগ এক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ বাবদ বর্তমান আথিকি বছরে ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

## বৈজ্ঞানিক সচেতনতা স্ভিতৈ ব্ৰেকল্যাণ বিভাগের কার্যক্রম

যুবকল্যাণ বিভাগের বিজ্ঞান কার্যক্রমের মলে উদ্দেশ। হ'ল গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে সহজ্ঞবাধ্য করে তুলে ধরা। বিজ্ঞান যে কেবলমাত বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষালারেই নিক্ষ নয় সাধারণ মানুষের দৈনাণদন জীবনযাত্রার সংগ্রেও যে বিজ্ঞান অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত এই উপলাধ্যর উদ্মেষ ঘটানো আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। বিজ্ঞান মনকে যুভিবাদী করে ক্সংকার দ্রে করে আত্মপ্রতায় গড়ে তোলে, জীবনের প্রতিটি ক্রেব স্তবানুগ মূল্যায়ণে পরিমণ্ডল স্থিতিত সহায়ত। করে বিজ্ঞানের এইসব মূল্যবান বাতাকে প্রামেগজে পেণছে দেবরে বিজ্ঞানের এইসব মূল্যবান বাতাকে প্রামেগজে পেণছে দেবরে

বিগত তিন বছরে এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমরা নিন্দোক্ত কর্মসন্তীগ্রেলা গ্রহণ করেছি—

বিজ্ঞান ক্লাব গঠন ও প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান ক্লাব সম্হকে
সংগ নিয়ে বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনকে সংগঠিত করে একে
স্মংহত ও গতিশীল করে তুলতে আমরা পদক্ষেপ নির্মোছ।
এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিপ্রেক কারিগরি সাহায্য আমরা
পাচ্ছি ভারত সরকারেব বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালার কাছ খেকে। গত আর্থিক বছরে ৪৭টি বিজ্ঞান ক্লাবকে
মোট ২৩,৫০০ টাকা অর্থ সাহায্য দেওয়া হ'য়ছে।

বিড়লা শিলপ ও কারিগারি সংগ্রহশালার সহযোগিতায় এই বিভাগ প্রতিবংসর নিয়ন্তিত বিজ্ঞান আলোচনাচক ও বিজ্ঞানমেলা ও শিবির পরিচালনা করে আসছে।

বিজ্ঞান আলোচনাচক্রঃ—এই প্রতিযোগিতাম্লক আলোচনাচক্র চারটি স্তরে অনুষ্ঠিত হয়—(১) ব্রকস্তর, (২) জেলাস্তর (৩) রাজ্যস্তর এবং (৪) আন্তরাজ্যস্তর। এই প্রতিবোগিতায় উচ্চমাধ্যামক স্তর পর্যাস্ত বিদ্যায়তনের ছারছারীরা মংশ গ্রহণ করতে পারে। বিগত তিন বছরে এই প্রতিযোগিতায়

৪০০০ হাজারেরও বেশী ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে। প্রতি স্তরের প্রতিযোগিতায় আকর্ষণীয় প্রস্কার ও মানপত্র দেওরার বাবস্থা নেওয়া হ'য়েছে।

জেলা বিজ্ঞান মেলা ও প্রেভারতীয় (আন্তঃরাজ্য) বিজ্ঞান শিবির—

এই প্রকল্পে ছাত্রছাত্রী ও বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যদের তৈরী মডেল ইত্যাদির প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনীর আয়ো-জন করা হয়। এই প্রতিযোগিতা দুটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়— (১) জেলা পর্যায় ও (২) আন্তঃরাজ্য পর্যায়। এই প্রতি-যোগিতায় বিগত তিন বছরে ২৮০০ জন অংশ গ্রহণ করেছে এবং কৃতি অংশগ্রহণকারীদের প্রস্কার ও মানপত্র দেওয়া হায়েছে।

জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন—

গ্রামীণ এলাকায় বিজ্ঞান গবেষণা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের উন্নতিকরণ, বিজ্ঞান সংগ্রহশালা স্থাপন, বেকার যুবকদ্বের স্বনিভর করার জন্য বিভিন্ন ব্তিম্লক প্রশিক্ষণদান, স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান ইত্যাদির জন্য পুর্বলিয়ায় একটি জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপনের কাজ হাতে নেওরা হ'য়েছে। এই প্রকলপটি ভারত সরকারের বিজ্লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালা ও যুবকল্যাণ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে র্পায়ণ করা হবে। যুবকল্যাণ বিভাগ থেকে এ বাবদ ৫ লক্ষ্ণ টাকা দেওয়া হ'বে; এর মধ্যে ২ লক্ষ্ণ টাকা ইভিপ্রেই এই বিভাগ থেকে গত আথিক বছরে মঞ্জার করা হ'য়েছে।

#### ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিদিশ্ট প্রকল্প সমূহ

বিদ্যালয় সমবায়--

সন্বলহীন দ্ংহথ পঞ্জীবাংলার ছাত্রছাতীদের নাষাম্লো পঠাপ্রতক এবং শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ সম্ভ সরবরাহের জন্য য্বকল্যাণ বিভাগ থেকে বিদ্যালয়-সমব্য স্থাপনে আর্থিক সাহায্য অন্মোদন করা হয়। এই প্রকল্পে এ পর্যাহত এই বিভাগ থেকে ১৭৯টি বিদ্যালয় সমবায় হথাপন করা হয়েছে এবং এর দ্বারা উপকৃত হয়েছে ৬২,০০০ এর অধিক ছাত্রছাত্রী।

#### পাঠাপ,স্তক গ্রন্থাগার—

রক এলাকার দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাচছাচীদের সাহায্যের জন্য প্রতি রকে পাঠাপা্সতক পাঠাগার স্থাপনের এক প্রকলপ এই বিভাগ থেকে নেওয়া হ'রেছে। এই প্রকলেপ এ পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ টাকা বায় করা হ'রেছে। এর মাধ্যমে মোট ৬২,৪০৬ জন ছাচছাচী উপকৃত হ'রেছে।

ছাত্রছা**ত্রীদের শিক্ষাম**্লক ভ্রমণে অন্দান—

মাধামিক ও উচ্চতর বিদ্যায়তন সম্বের ছাত্রছাত্রীদের
শিক্ষাম্পক ভ্রমণে অন্দান এই বিভাগের একটি অন্যতম
উল্লেখযোগ্য প্রকলপ। প্রতি আর্থিক বছরের শ্রুতে সংবাদপতে
বিজ্ঞাপন মারফং বিদ্যায়তন সম্ব থেকে আবেদনপত্র আহ্বান
করা হয়। যাতায়াতের রেলভাড়া ও অংশগ্রহণকারী দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের খাইখরচা বাবদ অন্দান এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত।
বিগত তিন বছরে এ বাবদ ৮১০টি বিদ্যায়তনকৈ মেট
১৫,৫৭,১০০ টাকা অর্থ সাহাষ্য দেওয়া হ'য়েছে। উপক্ত

ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৫,৮৫০ জন। এই শিক্ষাম্পক প্রমণে অংশ গ্রহণকারী শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা ২৪০০ জন।

বিভাগীয় পত্তিকা 'ব্ৰেমানস' প্ৰকাশন

বর্তমান সরকার কাষভার গ্রহণ করার পর এই পরিকাটিকৈ রৈমাসিক স্তর থেকে মাসিক আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হ'রেছে এবং এর প্রচার সংখ্যা ০ হাজার থেকে ১০ হাজার করা হ'রেছে। যুব জীবনের নানাবিধ সমস্যার সঠিক প্রতিফলনে, যুব জীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন স্টুচিন্তিত প্রবাধ প্রকাশনে, দেশ ও বিদেশের তথ্য ও সংবাদাদির প্রানিগক উপস্থাপনে, যুব সমাজকে একটি স্কুথ ও গাতশীল সাংস্কৃতিক পর্থানদেশিনায় এবং তাঁদের সাহিত্যচেতনাকে প্রগতিবাদী করার উদ্দেশা নিয়েই 'যুবমান্স' প্রকাশনা করা হছে। এই পরিকাটি যুব সমাজ ও ব্শেধজীবী মান্ধের মধ্যে যথেত সাড়া জাগাতে ইতিমধ্যেই সক্ষম হ'রেছে।

যুৰকল্যাৰ কাৰ্যন্তম আন্নও ব্যাপকভংবে রুপায়ণে অধিক সংখ্যায় যুব অফিস দ্থাপন

বামদ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসীন হবার সময় সমসত পশ্চিমবংগ কেবলমাত্র ৪০টি রক যুব অফিস খোলা হ'য়েছিলো। যুব সমাজের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম যাতে আরও প্রসারিত করা যায় এবং যাতে অবহেলিত যুব সম্প্রদারের আরও কাছাকাছি পেশছতে পারা যায় সেই উন্দেশ্য নিয়ে বিগত তিন বছরে নতুন ২৮৭টি রক যুব অফিস খোলা হ'য়েছে। আজ পশ্চিমবাংলায় রক যুব অফিসের সংখ্যা ৩২৭। এতাবংকাল কেন্দ্রীয় সরকারের জেলাম্তরের যুবকেন্দ্র সমূহ এই বিভাগের জেলা অফিসের দায়িত্বপালন করে আসছিলেন। কিন্তু আমাদের ক্রমবন্ধানান কর্মসূচীর সফল রুপায়ণের জন্য এবং প্রশাসনিক স্কৃবিধার কথা বিবেচনা করে প্রতিটি জেলায় জেলা পর্যায়ের যুব অফিস খোলার সম্পানত নেওয়া হ'য়েছে। এজন্য প্রয়োজনীয় ক্মীনিয়োগের কাজ হ'তে নেওয়া হ'য়েছে। অনতিবিলন্তেই এই জেলা যুব অফিসগত্নল দায়ীয়ভার গ্রহণে সক্ষম হ'বে।

वयण्किमका कर्म ग्रही

রাজ্যের বরুক্ক-নিরক্ষর মান্মকে অক্ষরজ্ঞান শিক্ষা ও তৎসহ বিধিম্ব শিক্ষাদানের জন্য এই বিভাগ একটি ব্যাপক কর্মস্চী গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পে ক'লকাতার বৃহতী এলাকা ও হাওড়া, হ্গলী ও ২৪-পরগনা জেলার শিল্পাণ্ডলে ৩০০টি বরুক্ক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনার কাজ হাতে নেওয়া হ'য়েছে। এ বাবদ বর্তমান আর্থিক বছরে ৬ লক্ষ টাকা বরান্দ করা হ'য়েছে।

ষ্ব আৰাস প্ৰকল্প

গণ্ডীবন্ধ জীবনের ক্পমণ্ডুকতা যুব জীবনের এক অভিশাপ। বিভিন্ন পরিবেশের সপ্গে পরিচিত হওয়া, রাজ্যের ভিতরে ও বাইরে মানুবের বিচিত্র জীবনঘারার সপ্গে, তাদের দৈনন্দিন সমস্যার সপ্গে, সুখ-দৃঃখ-আশানিরাশার সপ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে জীবনের অভিজ্ঞতাকে প্র্ণতা দান যুব সমাজের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু শৃঃধ্নমার ইচ্ছার অভাবের জনাই নয় আর্থিক অন্টনই যুব সমাজের এক গরিষ্ঠ অংশকে শ্রমণের স্বোগ থেকে বিশ্বত করে রাখে। যুব সম্প্রদারের এই সমস্যার কথা বিবেচনা করে সম্তায় স্বন্পকালীন বাসের জন্য রাজ্যের ভিতরে ও বাইরে ব্র আবাস স্থাপনের কর্মস্চীকে আরও সম্প্রসারিত করার কাজে য্রকল্যাণ বিভাগ প্রয়োজনীর পদক্ষেপ নিচ্ছে। রাজ্যের বাইরে রাজগারে য্র-আবাস এর জন্য একটি বাড়ী কর করা হ'য়েছে। প্রবীতে একটি য্র-আবাস স্থাপনের একটি পরিকল্পনা নেওয়া হ'য়েছে। এ ছাড়াও রাজ্যের বাইরে আরো য্ব-আবাস স্থাপনের বিষয়টি সক্লিয়-ভ বে বিভাগের বিবেচন।ধীন আছে।

রাজ্যের ভিতর শিলিগ্নড়িতে একটি ২০ আসনবিশিষ্ট যুব-অংবাস সম্প্রতি স্থাপন করা হ'রেছে। দীঘাতে, লালবংগে যুব-অ.বাস তৈরীর কাজ নিদিশ্টে সময়স্চী অনুযায়ী চলছে। আশাকরা যাচ্ছে এই বছরের মধ্যেই নিমাণের কাজ শেষ হবে।

শৃশ্বনিয়া এবং বে লপ্রে যাব-আবাস স্থাপনের প্রাথমিক কাজ প্তাবিভাগ শেষ করেছেন এবং নির্মাণের কাজ শান্তই শ্রুর হবে।

#### ब्राष्ट्रा य,वरकम्म

কলকাতার মোলালীতে রাজ্য য্বকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে য্বসম্প্রদায়ের জন্য একটি বহু উদ্দেশ্যসাধক প্রকল্পের কাজ সমাণিতর পথে। ঐ প্রকলপ বাবদ রাজ্য সরকারের ব্যয় হবে আনুমানিক ৪০ লক্ষ্ণ টাকার উপরে।

বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে রাজ্য যুবকেন্দ্রে থাকবে একটি প্রেক্ষাগৃহ, লাইরেরী, জিমনাসিয়াম ছেলে ও মেয়েদের জন্য প্থক প্থক যুব-আবাস, বৃত্তিম্লক শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই বহুতল বিশিষ্ট কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ এই বছরের মধ্যেই শেষ হবে।

### কমিউনিটি হল ও মুক্তাংগণ মণ্ড স্থাপন

গ্রামীণ লোকসংকৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং স্কৃথি
সংকৃতির বিকাশের জন্য যুবকল্যাণ বিভাগ থেকে (ক)
কামউনিটি হল ও (খ) মুব্তাংগণ মণ্ড স্থাপনের প্রকল্প নেওয়া
হ'য়েছে। এই প্রকল্প দ্বির খরচের শতকরা ৫০ ভাগ সরকারী
অন্দান হিস্তবে দেওয়া হ'য় এবং বাকী ৫০ ভাগ খরচের
দায়ীত্ব স্থানীয় উপকৃত জনসাধারণের। প্রতিটি কমিউনিটি
হ লের জন্য সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ১২,৫০০ এবং
মুব্তাংগণ মণ্ডের ক্ষেত্রে এই সাহায্যের পরিমাণ ৭০০০। জেলা
পরিষদের মাধ্যমে এই প্রকল্প দ্বিট রুপায়ণ করা হয়। এপর্যান্ত
১১৮টি কমিউনিটি হ'লের জন্য মোট ১৪,৭৫০০০ ও সমসংখ্যক মুব্তাংগণ মণ্ডের জন্য ৮,২৬,০০০ টাকা এই বিভাগ
থেকে মঞ্জুর করা হ'য়েছে।

## গ্রামীণ খেলাধ্লার উন্নতিতে ব্রক্লগণ বিভাগের কর্মস্চী

গ্রামীণ এলাকায় খেলাধ্লার সম্প্রসারণ ও উন্নতিসাধনে যুবকল্যাণ বিভাগ কয়েকটি প্রকল্পের কান্ধ হাতে নিয়েছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল—

#### (১) খেলার মাঠ স্থাপন

থেলার মাঠের অপ্রত্নতা গ্রামীণ খেলাধ্নার উন্নরনের একটি অন্যতম অন্তরার। এই অস্ববিধা দ্রীকরণে এই বিভাগ খেলার মাঠ স্থাপনের কাজে উদ্যোগী হ'রেছে। এই প্রকল্পে ধরচের শতকরা ৫০ ভাগ সরকারী অন্দান হিসাবে দেওয়া হয়। এই সাহাযোর পরিমাণ মাঠ পিছ্ ২৫০০০ টাকা। এই প্রকল্পটিরও রুপারণ স্থানীয় জেলাপরিষ্দের মাধ্যমেই

হর। হয়। এই খাতে এ পর্যন্ত মোট ১৪৭টি খেলার মাঠের ন্ত্রনা ৩৬,৭৫,০০০ টাকা বিভাগ থেকে বরান্দ করা হ'রেছে।

(২) ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান

গ্রামাঞ্জের ছেলেমেয়েদের খেলাধ্লায় উৎসাহ দেবার জন্য গতি বছরই যুব উৎসবের অংগ হিসেবে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতি-যোগতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতা তিনটি স্তরে অনুষ্ঠিত হয়—(১) ব্লক শতর (২) জেলা শতর ও (৩) রাজ্য পর্যায়।

(৩) খেলাধ্লার সাজসরঞ্জাম সরবরাহ

থেলাধ লার প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের অভাব গ্রামীণ খেলাধ্লার আর এক অন্তরায়। এই কথা মনে রেখে এই বিভাগ খেলাখ্লার সরঞ্জাম বিলির কাজ হাতে নিয়েছে। এই প্রকলপ বাবদ বিগত তিন বছরে এই বিভাগ ৫.৯০.০০০ টাকা বায় করেছে। এর মাধ্যমে তিশ হাজারের বেশী ছেলেমেয়ে উপকৃত হ'য়েছে।

(৪) গ্রামীণ খেলাধ্লার উন্নতির জন্য প্রশিক্ষণ দান

অভিজ্ঞ এবং দক্ষ প্রাশক্ষকের দ্বারা গ্রামের ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞানসম্মত পন্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের মান উল্লয়নের জন্য এই বিভাগ একটি কর্মসূচী গ্রহণ ক'রেছে। চলতি আর্থিক বছরে এ বাবদ ১০ লক্ষ টাকা বরান্দ করা হ'রেছে।

(৫) জিমনাসিয়াম তৈরীর প্রকল্প

গ্রামীণ যুবসম্প্রদায়কে স্বাস্থারক্ষা ও শরীর গঠনে শরীর চ্চার উপকারীতা সম্বন্ধে অবহিত ও উৎসাহিত করার জন্য প্রতিটি ব্রকে একটি করে জিমনাসিয়াম কেন্দ্র ম্থাপন করার সিন্ধানত **নেওয়া হ'য়েছে। এ প্রকল্পের জন্য এই আ**থি *ক* বছরে ১০ লক্ষ টাকা বরান্দ করা হ'য়েছে।

(h) ক্লাব সমূহকে সাহায্যদান প্রকলপ

রাজ্যের গ্রামাণ্ডলের ক্লাবগর্মালকে থেলাধ্লার উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক প্রনর জ্লীবনের কাজে উৎসাহিত করার জনা এই ণিভাগ **থেকে আথিকি সাহাযাদানের কর্মস্**চী গ্রহণ করা হ'রেছে। এ বাবদ গত আর্থিক বছরে মোট ১১,৪০,০০০ টাকা বায় করা হায়েছে। এই বরান্দের ২৩,৫০০ টাকা বিজ্ঞান কাব সমূহকে দেওয়া হ'য়েছে।

ছাত্ত নয় এমন ষ্ৰক-ষ্ৰতীদের শিক্ষাম্লক শ্ৰমণে অন্দান গত আথিক বছর থেকে অ-ছাত্র যুবক-যুবতীদের শিক্ষা-ম্লক ভ্রমণে অনুদান দেবার ব্যবস্থা নেওয়া হ'য়েছে এবং এই খাতে ১.৯০.০০০ টাকা বরান্দ করা হ'য়েছে।

ग्र छेश्त्रव

উৎসব গ্রামের মানুধের জীবনধারার একটি মূল স্লেত। তাই গ্রামবাংলার প্রতি প্রান্তে এত বেশী লোক-উৎসবের ছড়া-<sup>ছড়ি</sup>, সেখানে বারো মাসে তের পাবনের সমারোহ। উৎসবের এই আ**বেদনকে সামনে রেখেই য**ুবকল্যাণ বিভাগ প্রতিবছর রক, জেলা ও রাজ্য পর্যায়ের যুব উৎসবের আয়োজন নিয়মিত-ভাবে করে আসছে। এই উৎসবের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রামীণ খেলাধ্লা, বিতর্ক, সংগীত, আবৃত্তি ইত্যাদির প্রতিযোগিতা অন্তিত করা হয় এবং গ্রামের আপামর জনসাধারণ বিশেষতঃ অবহেলিত শ্রেণীর মান্বের সঞ্জে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কল্যাণমূলক কার্যক্রমের পরিচিতি ঘটানোর প্রচেন্টা

নেওয়া হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে মত বিনি-ময়ের সুযোগ সুষ্টি করাও এইসব উৎসবের একটি অন্যতম

वद्भाषी खना यावरकम् अकरभ

যুবক-যুবতীদের বেকারী নিরসনে সাহায্যদান, খেলাধুলায় উৎসাহ স্যান্ট সাংস্কৃতিক প্নেরোজ্জীবনে অনুপ্রাণিত করা, বৈজ্ঞানিক দুণ্টিভ৽গীর সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা করার জন্য প্রতি জেলায় একটি করে জেলা যুত্তকেন্দ্র স্থাপনের কর্মসূচী হাতে নেওয়া হ'য়েছে এবং এ বাবদ চলতি আর্থিক বছরে ৭ লক্ষ টাকা বরান্দ করা হ'য়েছে।

**दर्भाभी द्रक यात उथा ७ कला। किन्स** 

বহুমুখী জেলা কেন্দ্রের অনুরূপ উদ্দেশ্যে প্রতিটি রকে একটি করে ব্লক তথা ও কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করা হ'য়েছে।

#### িশক্ষরে ক্ষেত্রে তিনটি বছর: ৭ প্রতার শেষাংশ ]

ব্যবস্থা নৈরাজ্যের শিকার হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকারের কাছে সবথেকে বড় বিষয় ছিল এই নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা। এটা একটা আদর্শগত সংগ্রাম। শিক্ষার সঙ্গে সংশিল্ট সব মহলের সক্রিয় উদ্যোগ ছাড়া একাজ সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে গণটোকাট্রবির কথা। **এই রোগে** বিদৌর্ণ হয়ে গিয়েছিল গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত। এখন এর বিরুদ্ধে লড়তে গেলে প্রগতিশীল ছাত্র-শিক্ষক ও অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট অংশের মান্য্যের সহযোগিতা ও উদ্যোগ দরকার। এ কথা বলা যেতে পারে এই লড়াইতে সম্পথ বর্ম্বর জার হয়েছে। এরই সংখ্য জড়িয়ে ছিল ব্যাপক ও সর্বব্যাপী দুনীতি এবং অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনিধারক সংস্থাগর্কাল (যেমন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট, সিণ্ডি-বেট ইত্যাদি) এসবের সংখ্য যুক্ত হয়ে পড়োছল। বামফ্রণ্ট সরকার দুনীতির সঙ্গে যুক্ত এসব সংস্থাকে ভেঙে দিয়ে ক্উন্সিল তৈরী করেন এবং নতেন আইন তৈরীর কাজে হাত দেন। এই আইনের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নাতিনিধারক সংস্থাগুলিতে ছাত্র-শিক্ষক-আশক্ষক কর্ম-চারীদের প্রতিনিধিরা থ কতে পারবেন, অর্থাং বিশ্ববিদ্যালয় পারচালনের আরও গণতন্ত্রীকরণ হবে। এসব কিছুই উচ্চ-শিক্ষা**কে নতুন খাতে প্র**বাহিত করবে।

আমরা লক্ষ্য করেছি বাম সরকার একটি নির্দিণ্ট নীতির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন। এই নীতি হল—শিক্ষা-প্রসারের পক্ষে. দুনীতির বিরুদ্ধে। একটি গণতান্তিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-ব্যবস্থা পুরোপুর্নর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যদি গরীব মানুষ সমাজের মালিক না হন, বামফ্রণ্ট সরকার সমাজকাঠামোর কোন মৌলিক পরিবর্তন করতে পারবেন না তার জন্য সমাজ-বি॰লবের প্রয়োজন হবে। যতদিন নাত হৈছে, সীমাবন্ধ ক্ষমতা নিয়ে বামফ্রণ্ট সরকারের শিক্ষার দ্ব থে<sup>ৰ</sup> কাজ করছেন। এরজন্য চাই রাজ্যের হাতে আরও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা। তাই শিক্ষাকে রাজ্য তালিকাভুক্ত করা, রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদানের মত গণতান্ত্রিক দাবীগর্নল নিয়ে বাম সরকার দাবী উত্থাপন করছেন। বাম সরকারের এই বন্ধব্যের স:থে এ রাজ্যের এবং অন্যান্য রাজ্যের মান্য কণ্ঠ মিলিয়ে-

ছেন।

# সর্বনাশা বিচ্ছিন্নতাবাদ

## সুকুমার দাস

ভারতের স্বাধীনতার জন্মলণেন বিটিশ সামাজ্যবাদ এ দেশের মাটিতে শ্বিজাতি তত্তকে কেন্দ্র করে যে সাংখাতিক জাতিবৈরীতার বীজটিকে রোপণ করে গিয়েছিল তাই আজ মহীরত্র হয়ে দেশের মধ্যে নানা অশান্তি ও অনৈক্যের বাতা-বরণ স্থিত করে চলেছে। আজকের নানা বিভেদপন্থা ও বিচ্ছিন্নভাবাদীর আন্দোলনের উৎস সেথানেই। নানা বিচিত্র দাবী নিয়ে বিভেদপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন আজ দেশের নানা প্রান্তে, নানা নামে নানা চেহারায় আত্মপ্রকাশ করে দেশের সংহতি ও ঐক্যের সর্বনাশ ডেকে আনছে। ভারতের স্বাধীনতার বহিশ বছর পরেও তাই আজও ওঠে দেশের **অখণ্ডতার প্রশ্ন।** স্বাভাবিকভাবে এ জিনিষ কম্পনাও করা ষায় না। এই বিভেদপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলনের আগ্মনে আজ দশ্ব হতে চলেছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল এবং এর শিকার হয়ে চলেছে দেশের হাজার হাজার মান্য। এমনটি চললে দেশ একদিন খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে—বিপন্ন হবে দেশের স্বাধীনতা। এ প্রসংগ্য দ্রেদশী নেতাজী স্কুভাষচন্দ্রের উচ্চারিত সেই সাবধান বাণী আজ আবার মনে পড়বে, যা' অক্ষরে অক্ষরে সত্য হ'তে চলেছে। তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে ব্রিটিশ শক্তির সপ্তেগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম না করে. দেশ বিভাগ মেনে নিয়ে আপোষের মাধ্যমে যদি দেশের স্বাধীনতা অজিত হয়, তবে সে স্বাধীনতাকে পূর্ণ স্বাধীনতা বলে মনে করা ভূল হবে। কারণ ক্ষমতা হৃস্তান্তরের সময় চতুর সামাজ্যবাদ শক্তি দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করে জাতিবৈরীতার া বীজ দেশবাসীর মনে বপন করে যাবে তাতে একদিন "ভারত ∡রংস হয়ে যাবে।" দেশ স্বাধীন হবার পরে যা' হবার তাই হ'ল। বিদেশীর বদলে শাসন ক্ষমতা পেলো দেশী বুর্জোয়ার দল। এতে কোন মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হল না। পরিবর্তন হলো শুধু শোষকের। এরাও একটানা দীর্ঘ চিশ বছর দেশ শাসন করলো ইংরেজের মতোই 'বিভাজন ও শাসন' এ নীতিকে আশ্রয় করে। মানুষের আশা আকাঞ্ফার প্রতি, সুখ সূর্বিধার দিকে বিন্দর্মাত্র নজর এরা দেয়নি। এদের চরম উদাসীন্য ও উপেক্ষা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মান্ত্র্যকে ক্ষিণ্ড করে তুললো। এ ক্ষিণ্ডতার কারণ তাদের অন্তরের বহুদিনের পুঞ্জীভূত বঞ্চনার বেদনা। সেই প্রঞ্জীভূত বেদনাই আজ যে কোন উম্কানিতে মান,মকে ধাবিত করছে চরমপন্থার দিকে। আজ যে দিকে দিকে বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করছে এর পেছনেও কারণ ঐ একই দীর্ঘ দিনের উপেক্ষা ও বঞ্চনা। আর আজকের এ আন্দোলন যে নামেই চল্কুক, যে দাবিকে সামনে নিয়েই হাজির হোক না কেন—আসলে এ বিভেদপন্থী আন্দোলন দেশের ঐক্য ও সংহতির সর্বনাশ ছাড়া আর কিছু ডেকে আনছে না।

আজ গোটা উত্তর-পূর্ব ভারত জনুড়ে অযোদ্ভিক নানা দাবীকৈ সামনে রেখে আন্দোলনের নামে চলছে বিশৃত্থলা স্তির অপপ্রয়াস। আসাম থেকে তা' মিজোরামে, মিজোরাম

থেকে মণিপরে, মণিপরে থেকে ত্রিপরো এবং ত্রিপরো থেকে পশ্চিমবাংলার উত্তর প্রান্তে এবং মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার বেশ কিছু অঞ্চলে। নাগাল্যান্ড তো স্বাধীনতাত প্রাক্ষাল থেকেই হয়ে আছে অণ্নিগর্ভ। শুধ**ু উত্ত**র-পূর্ব ভারতেই নয় বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন আজ গ্রাস করতে চলেছে ভারতের আরও। নানা প্রান্তকে। এ অবশ্য নতুন কিছু নয়। ভারতের স্বাধীনতার আগে জিল্লা সাহেব দেশ ভাগের সময় পাকিস্তান ছাড়া শিখদের দলে টানবার জন্য স্বাধীন "শিখিস্থান" গড়বার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। কিন্তু শিখদের অনীহার জন্য তাঁর সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়ন। কিন্তু সেদিন যা হয়নি, পাঞ্চাবে আজ্ব আবার সে দাবি উঠছে। তারা দাবি তুলছে ভারত থেকে পূথক হয়ে একটি "স্বাধীন শিখ রাজ্য" প্রতিষ্ঠার। রাজধানীর অতি কাছে চলছে এর উদ্যোগ। অবশ্য ভারতে প্রথম বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল নাগাল্যাশ্ডে। নাগাদের মধ্যে ছিল শ্রেণী বিভাগ। ছিল তীর গোষ্ঠী বিবাদ। একে যখন ভারতের অঞ্গরাজ্যরূপে গ্রহণ করা হয়, বিদেশী অর্থ ও অস্তের সাহায্যে তখনই ওখানে শ্রু হয়ে যায় বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন। সেই ভয়াক্হ আন্দো-লনকে রুখতে ভারত সরকারকে শেষ পর্যন্ত সৈন্য বাহিনী পাঠাতে হয়। এর পরই বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন দেখাদের মাদ্রাজে। এদের দাবি ছিল পৃথক "দ্রাবিড় ভূমির"। এ দাবি সেদিন মাদ্রাজের গণদাবিতে পরিণত হয়। এবং এ আন্দোলনের তীৱতা বাড়ে হিন্দিভাষা ও হিন্দি এলাকার প্রভুত্বের অভিযোগ তুলে। এর ফলে মাদ্রাজ রাজ্য থেকে নির্বাসিত করা হয় হিন্দি ভাষাকে এবং রাজ্যের নাম বদলে রাখা হয় 'তামিলনাড্র'। আসাম সরকারের চরম অবহেলায় মিজোরামেও শ্বর হয়েছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। ফলে একদিন আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওরা গঠন করে পৃথক মিজোরাম রাজা। মিজোরামের পরই সে ঢেউ ধারুল দের মণিপরের। মণিপরের সেই বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলনের স্লোত আজও চলছে এবং এর তীরতা ক্রমশই তীরতর হচ্ছে সীমান্তরাজ্য বার্মা থেকে অস্ত্রশঙ্কের আমদানীতে।

সাম্প্রতিক কালে উত্তর-পূর্ব ভারতের আসামরাজ্য এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রভা। এটা নতুন নয়, এ রাজ্যে এরকম আন্দোলনের জিগির তোলা হয়েছে বার বার। এ যেন কোন স্কুক্ত আন্দোলনের জিগির তোলা হয়েছে বার বার। এ যেন কোন স্কুক্ত আন্দোলনের কিছুদিনের বিরামের পর হঠাং আন্ন উম্পান উম্পান, যে কোন রকম প্রাদেশিকতার স্বরস্ত্রি পেলেই সেখানে শ্রুর্ হয়ে য়ায় ল্ঠতরাজ, খ্না জখম। আর এ অন্দোলনের ম্লে শিকার হয়ে আসছিলো এতদিন শ্রুব্ সংখ্যালঘ্ বাণ্গালীরা। এবারের আন্দোলন চলছে সেখানকার 'আস্কৃ' ও গণসংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে। এবারের এ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন কিল্টু আর "বাণ্গালী খেদাও" আন্দোলনের মধ্যে সীমাবন্ধ নেই। এবার এ আন্দোলন চলছে বিদেশী তাডানোর নামে। তার ফলে শ্রেধ্

বাংগা**লী, নেপালীরাই নর, মার খাচ্ছে** গোটা সংখ্যালঘু <sub>অ-অসম</sub>ীয়ারা। তাদের অনেকেই এদের সহিংস এ আন্দোলনের বলি হরেছে। হয়েছে হাজার হাজার মান্ত গৃহহারা, এমনাক পদেশ ছাড়া। তারা আজ উত্তর বপের বিভিন্ন শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ওরা আর আসামে ফিরে বেতে চাইছে না। ওদের আশৃৎকা ওখানে ফিরে গেলে প্রাণে আর তারা বাঁচতে পারবে ता कार्त्रण के जब आत्मालनकारौता जशविधान भारत ना। विद्यानी বলে ওরা **ভারতের নাগারকদের যা' খুশী** তাই করতে পারে। বিদেশী কারা তা' তারা নিম্পারণ করবে নিজেদেরই ইচ্ছামত। ভারতের যে কোন প্রান্তের নাগরিকই যে ভারতের যে কেন পদেশে বসবাস ও জীবিকা অর্জনের অধিকারী-একথাটা ওরা মানতেই চাইছেনা, ওদের খেয়ালের শিকার হতে চলেছে লক্ষ লক্ষ মান্ত্র। এই আন্দোলনের পেছনে মদত জোগাচ্ছে কিছু কায়েমী স্বার্থবাদী রাজনীতিবিদ ও প্রতিক্রিয়াশীল ধনীর দল এবং কিছু বিদেশী শক্তি। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিদেশী হঠানোর নামে এরা অর্থ ও প্ররোচন। দিয়ে এক শ্রেণীর চার ও যাবকদের বিপথগামী করে তুলছে। এরা চাইছে এ আল্দোলনকে সামনে রেখে ওদের উল্দেশ্য চরিতার্থ করতে। অথচ আশ্চর্যের কথা কেন্দ্রীয় সরকার সব কিছু বুঝেও এ সমস্যা সমাধানের ফলপ্রস্ কোন ব্যবস্থা আজও গ্রহণ করতে পারছে না। কেন পারছে না? প্রশ্নটা সেখানেই।

অনুরুপভাবে সম্প্রতি গ্রিপারাতে উপজাতি আন্দোলনের নাম করে উগ্র-উপজাতি দল মা ডাই বাজাবে অ-গ্রিপ রাবাসী দের উপর অতর্কিতে হানা দিয়ে যে নারকীয় গণহতা সংঘঠিত করলো তাতেও বলি হলো প্রায় ছ' শোর মত মান্**ষ। বহ**ু লোক আহত **হলো। প্রড়লো অনেক ঘরবাড়**ী। ঘর ছাড়া হলো কয়েক হাজার মানুষ। এর পেছনেও আছে প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী**স্বার্থ কাদের এবং বিদেশী শক্তির মদত। এরা** উপর্জাত আন্দোলনের নাম করে দাংগা হাংগামা স্ভির এক গভীর ষড়য**ন্দ্র শরে করে দিয়েছিল অনেক আগেই।** উপজাতি ও বাংলা ভাষাভাষীদের সংগ্রামী ঐক্য নদ্ট করাই এর উদ্দেশ্য। গ্রিপুরাতে বিচ্ছিন্নতাবাদী শব্তিকে বেশী করে উৎস<u>ং</u>হ জ্গিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী, বিদেশী মিশনারী সংস্থা ও সি, আই. এ। **এদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্ররোচনায় উ**গ্রপণ্থী উপজাতি য্ব-সমিতি বীভংস হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে। এদের উস্কানিতেই উপজাতি**দের একাংশ আজ বেপরো**য়া হয়ে উঠেছে। একথা শীকার করতেই হবে যে উপজাতিরা স্দীর্ঘকাল সামগ্রিক-ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এমন কিছু সাহায্য ও সহ-যোগিতা পার্রান যার ফলে তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটতে পারে। উপজাতিরা **আজও সমানভাবে অনগ্রসরই রয়ে গেছে। গ্রিপ**্রার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী সে <sup>বিষয়টি</sup> আজে পরিভকার হয়ে গেছে। প্রথমত এই ধরনের সম্ভাব্য **উপজ্ঞাতি আক্রমণের আশ**ুকায় ত্রিপরের সরকার কেন্দ্রে করে একাধিকবার সৈন্য ইত্যাদির চয়েছিল, কিন্তু কেন্দ্র এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছে। ন্বিতীয়ত এখনও গ্রিপ্রাতে যে পরিমাণ সেনা আছে তা পার্বত্য-উপজাতিদের আচমকা আক্রমণের মোকাবিলা করার পর চিপরোর নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যথেট নর। তব্ও কেন্দ্রীর সরকার সেটা প্রেণ করতে গড়িমসী क्तरहन। अञ्चव बागे वृक्षर अञ्चित्रा इत ना रव विभावारक

নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আরও খেলতে চাইছে। বিপ্রার বাম
ফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করাই কেন্দ্রের মূল উন্দেশ্য।
কেন্দ্রের সব থেকে প্রধান উন্দেশ্য হলো বামপন্থী আন্দোলনের
ঘাটিগর্লিকে ধরংস করা। সেটা দেখা যাছে আসামের বেলার।
কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী আজ ভারতের বাম আন্দোলনের
কাছে অনেকটা শক্তিহীন, তাই তাকে আজ সতব্ধ করতে আশ্রম
ও কৌশল নিয়েছে অন্য পথের। আসামে আসাম ছার ইউনিয়ন
বা গণসংগ্রাম পরিষদকে মদত এবং বিপ্রার উগ্র-উপজাতিদের
মদত দেওয়া সেই ষড়যন্তেরই একটা চাল। অর্থাৎ আসাম ও
বিপ্রাকে কেন্দ্র করে আজ আক্রমণের ষড়যন্ত্র চলছে বামপন্থী
আন্দোলনের উপর। আগামী দিনে তা আরও ভয়ত্বর পথে
যে মোড় নেবে তাতে বিসময়ের কিছু নেই।

আসামের ঘটনার সংখ্য ত্রিপারার সামগ্রিক ঘটনাবলীর কিছু মূলগত পার্থক্য আছে। অসমে বিপন্ন হয়ে পড়েছে সংখ্যা-লঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠদের ঢাপে। আসামের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আজ একাধিক কারণে নিজেদের আশৎকায় ভরিয়ে তলে সংখ্যা-লঘু অংশকে রাজ্য থেকে বহিন্কার করে দিতে সচেণ্ট। সেই প্রয়াস থেকেই রক উঠেছে প্রাদেশিকতাবাদের—স্বতন্ত্র আসাম দেশ গঠনের। অতএব আসামে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই সেখানে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে আন্দোলন গড়ে তোলার, দাবী আদায়ের, নিজেদের সূত্র সূর্বিধাকে প্রতিষ্ঠা করার। অপর দিকে গ্রিপরার ঘটনাবলী সম্পূর্ণ আলাদা। ত্রিপ্রায় আক্রমণের স্ট্রনা করেছে উপজাতিরা—যারা বিপুরায় সংখ্যালঘু বিশৃঙ্খলা সূষ্টির পুরোধাও তারা। সাম্প্রতিক গণহত্যার নায়কও তারাই। আসামে সংখ্যালঘুদের উপপ্থিতির জন্য যে আশৃৎকায় শৃত্তিকত সংখ্যাগুরু অংশ, গ্রিপুরায় সেই আশৃৎকায় শঙ্কিত সংখ্যালঘু অংশ, সংখ্যাগ্রর্দের ভয়ে। দুটি স্লোতই কিন্তু একই জায়গায় মিশতে চলেছে। দুটি স্লোতের মূল লক্ষাও এক।

উপজাতিরা দীর্ঘদিন ধরে পিছিয়েই রয়েছে। অনগ্রসর অংশ হিসাবেই তারা চিহ্নিত। বিটিশ সব সময়েই উপজাতিদের মঙ্গো অ-উপজাতিদের একটা বিরোধের স্তুকে জীইয়ে এসেছে। গত তিরিশ বছরে তংকালীন সরকার সম্হের অপদার্থতায় সে স্তু আরও বড় আকার নিয়েছে। এটা পরিক্রার ষে, তিরিশ বছর আগে উপজাতি সম্প্রদারের যে অর্থনৈতিক মান ও ভিত্তি ছিল, আজ সেই মান এক থেকে দেড় শতাংশের বেশী বাড়েনি। এই বৈষম্যের ছবি দীর্ঘকাল মনে গাঁথতে গাঁথতে আজ তা' পরিণত হয়েছে ব্যাপক হিংসাও শ্বেষে। আর এই প্রবল বিতৃষ্ণকেই কাজে লাগিয়েছে চতুর রাজনীতিবিদেরা এবং অদ্শ্য বিদেশী হাত। এরাই মদত জন্গিয়েছে হিংসার। সে হিংসা ছিল্ল করেছে আজ তিপ্রান্বাসীদের দীর্ঘদিনের সম্প্রীতিকে।

আসাম ও বিপরেরর অশাশত তেউ আজ পশ্চিমবঞ্চের উত্তর প্রান্তে এসে আঘাত করেছে। উত্তর বাংলার কোন কোন অগুলে রাজবংশী ও অনগ্রসর তপশীল জাতি ও উপজাতির জনসাধারণের মধ্যে "উত্তর খণ্ড" আন্দোলনের নামে এক প্রচার কার্য চলছে। সংখ্যার এরা স্বল্প হলেও একে উপেক্ষা করা সমীচীন হবে না। এখানেও সেই একই কারণে অর্থাং অর্থনিতিক অনগ্রসরতা ও অশিক্ষার স্থাগ নিরে একপ্রেশীর লোক এই দাবী ভুলছে বে, উত্তর বাংলার জমিজমা বণ্টনের

ব্যাপারে এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ দাবী অনেক ক্ষেত্রে অর্যোক্তিক বা অন্যায় বলা ষাবে না। কিল্ড এ আন্দোলনের যেমন ভাবে এ'রা প্রসার ঘটাতে চাইছেন সেটাই বিপদের। এ আন্দোলনের নেতারা এমন প্রচার-কার্য চালাচ্ছেন যা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে উদ্বাস্ত্ বাঙ্গালীরাই ব্রঝি ওদের সব দঃথের কারণ। ওরাই নাকি ওদের অন্নে বাইরে থেকে এসে ভাগ বসাতে চাইছে। অর্থাৎ ওরা নাকি বহিরাগত। আসামে 'বংগাল খেদাও' আন্দোলন এবং **গ্রিপরেয়া নৃশংস হত্যাকান্ডের পর এই আন্দোলনকে নিতান্ত** নিরীহ বলে ভাবার কোন অবকাশ থাকে না। কারণ এ আন্দো-লনের দাবী যাই থাকুক না কেন. শেষ পর্যন্ত তাই বিচ্ছিন্নতা-বাদের আন্দোলনে পরিণত হবে। ত্রিপারার উপজাতি যাব সমিতির মত উত্তরখন্ডের আন্দোলনকারীরাও যে একদিন 'ভাটিয়া' তাড়াও বলে হঃকার ছাড়বে না, তার নিশ্চরতা কোথার? আর এর মূল রয়েছে কোচবিহারের পশ্চিমবঙ্গে সংষ্ট্রন্তির সময় থেকেই। ঐ সময়ে রাজবংশীদেরই একটা অংশ চেয়েছিল কোচবিহারকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করতে। ঐ দাবীদার **ছিল সেখানকার সম্পন্ন লোকেরাই** এবং জোতদারেরা। তারাই সেদিন সরল সাধারণ মানুষকে নানা প্রলোভনের সূরস্কারির সাহায্যে বিভ্রান্ত করে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেয়েছিল। উত্তর বাংলার উন্নয়নের দাবী অবশ্যই ন্যাযা। দীঘদিন উত্তর অণ্ডলের অনগ্রসরতার সমস্যা সমাধানের পথ নিশ্চয়ই এ ধরনের বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন নয়। দেশভাগের ফলে বাংলা-ভাষী অঞ্চলের অধিকাংশই ভারত থেকে আলাদা হয়ে যায়। সম্কুচিত পশ্চিমবশ্যকে যে সংকটের মধ্য দিয়ে তার অহিতত্ব রক্ষার সংগ্রাম করতে হয়েছে, তা ভূললে চলবে না। উত্তর বাংলার উন্নয়ন গোটা পশ্চিমবংগের উন্নয়নেরই সংগে যুক্ত। তাকে আলাদা বলে দেখা ঠিক হবে না। তবে ওদের প্রচারে কিছ, কিছ, ভূল রয়েছে। যে সংখ্যা ও তথ্য দিয়ে সকলকে বিভ্রান্ত করার চেম্টা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে প্রচার চাই। এটা অনস্বীকার্য যে কামফ্রণ্ট সরকার রাজবংশী ও তপশীলদের অবস্থার উন্নতির জন্য কিছু কিছু চেণ্টা ইতিমধ্যে করেছেন। জমি বণ্টনের ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার পেয়েছে ওখানকার তপশীল সম্প্রদায়ই। আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রভাবে উত্তরখণ্ড আন্দোলনও দ্রান্ত পথে চালিত হতে পারে। তার জনাই পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ ও সরকারকে এ সম্পর্কে সচেতন ও সজাগ থাকতে হবে। দেশের ঐক্য ও সংহতি বিরে:ধী এই ধরনের বিভেদপন্থী আন্দোলন কোন কুমেই সমর্থন করা যায় না। রাজনৈতিক দলগুলির উচিত এখনই এর বিরুদেধ সোচ্চার হওয়া এবং এ বিভেদের বীজকে অধ্কুরেই বিনষ্ট করে ফেলা। এ আন্দোলন জোরদার করতে কোন রাজনৈতিক দলই যেন এগিয়ে যেতে সাহস না করে এর জন্য বামফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দলের কমীদের উচিত সজাগ দৃষ্টি রাখা।

দ্বিট না রেখে উপায় নেই কারণ এর পেছনেও রয়েছে জঘন্য এক রাজনৈতিক ষড়যদ্ব। আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দেলনের হঠাৎ তীব্রতা অন্ভব করা গিয়েছিল সেখানকার বিগত নির্বাচনে বামপন্থীদের সামান্য শন্তিব্দ্থিতেই। কায়েমী স্বার্থবাদীর দল এতেই বিচলিত বোধ করেছে। বাধ্য হয়েই

বাম স্লোতকে রুখতে এরা বিচ্ছিনতাবদের আন্দোলনকে উস্কানি দিয়েছে। আবার চিপ্রায়ও যখন বামফ্রণ্ট সরকারের অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেল, তখনই সমস্ত কায়েমী স্বার্থ উপজাতি ও वाकालीत मत्या विराजन माणित राज्या करताह । शिकायरकात বামফ্রণ্ট সরকারের সাফল্য বিশেষকরে কার্নাদার, ক্ষেতমজ্ঞর প্রান্তিক চাষীদের অভতপূর্ব জাগরণ ও তাদের অকথার উন্নতিতে দিশেহারা হয়ে কায়েমীস্বার্থ এখানেও গোলযোগ স্ভির চেন্টা করছে। উত্তরবংশেও এরা তারই স্বযোগ খ'লুজছে। জলপাইগটে ও দাজিলিং জেলায় করেক লক্ষ চা বাগান শ্রমিক আছে। তা' ছাডা আছে বনাণ্ডলে সংগ্রামী বন-শ্রমিক, এরা প্রধানত আদিবাসী ও নেপালী। বাঁচার দাবীতে চা বাগানের শ্রমিক ও বন-শ্রমিক এবং অন্যান্য শ্রমিক ঐকাবন্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ওথানকার মালিকশ্রেণীর পক্ষে এ সম্ভাবনাকে মানা সম্ভব নয়। তাই তারা সুযোগ খ<sup>\*</sup>ুজছে এ বিচ্ছন্নতাবাদী আন্দোলনকে আরও তীব্রতর করার জনা। এব পিছনে ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রমিক ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরানো। দূষ্টি আরও দিতে হবে এই জন্য যে ঐ সব বিচ্ছিন্নতা-বাদীর দল আরও বিচিত্র নানা দাবীকে ওদের আন্দোলনের সামনে রাখবার চেণ্টা করছে, যা' প**িচমবণ্গের পক্ষে মা**র খাড় হয়ে উঠতে পারে। উত্তরখ-েডর আন্দোলনকারীদের কেট কেট কিছু, দিন আগে 'কামতাপুরে' রাজ্য গড়ারও স্বন্দ দেখেছে। এদের অনেকেরই আজও দুঢ়বিশ্বাস কোচবিহারের ভারতভত্তি চ্ডান্ত নয়। একে পশ্চিমবঙ্গ থেকেই শ্বেষ্ নয়, ভারত থেকেও বিচ্ছিন্ন করতে হবে। আবার কেউ কেউ নেপালী বাজালী বিরোধ বাঁধিয়ে দাজিলিং জেলাকেও পশ্চিমবংগ থেকে প্থক, **এমনকি পারলে ভারত থেকেও পৃথক করার কথা বলছে।** এক সময় এখান থেকেই উঠেছিল, নেপাল, দার্জিলিং জেলা ও সিকিমকে নিয়ে এক 'মহানেপাল' গড়ার বিচিত্র শ্লোগান।

এদিকে আবার ঝাডগ্রামকে কেন্দ্র করে বীনপার গোপী-বল্লভপ্র দহিজ্ঞী ইত্যাদি আদিবাসী মাহাতো ও সাঁওতালরা আদিবাসী উল্লয়ন সমিতি নামক এক প্রতিষ্ঠানের অধীনে সংহত হওয়ার চেণ্টা করছে। তারা মেদিনীপরে, বাঁকুডা, প্রেলিয়া ও সাঁওতাল প্রগনা ও ময় রভঞ্জ সংলংন আদিবাসী অধ্যাষিত এলাকাগালি একত করে ঝাড়খণ্ড নামে স্বয়ং সম্পূর্ণ **একটি রাজ্য গঠনের আন্দোলনে ব্রতী হয়েছেন।** এ ঘটনাও **উপেক্ষার নয়। কারণ এর পেছনেও আছে বহ**ুদিনের পঞ্জীভূত দরুংশ, বেদনার ও অবহেলার ইতিহাস। এখানেও আদিবাসীদের একটা বড় অংশ অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর। আশে-পাশের বহু, পরিবর্তন ও উল্লয়নের চেহারায় তারাও আজ ক্ষি**ণ্ড। সেই ক্ষোভই হয়তো এ বিচ্ছিন্নতাবাদ** আন্দোলনের র্পকার। তিন দশকের বেশী শাসন কর্ত্তত্ব হাতে পেয়েও শাসকবর্গ ওদের জন্য কিছ, করার চেষ্টাই করেননি কেন-সে প্রশ্নই আজ তারা করছে। ক্লোভের তাড়নায় জাগ**্**তির আন্দো-লনকে অস্বাভাবিক ভাবা যায় না, আন্দোলন করবার অধিকার তাদের আছে কিন্তু সে পথ কোনমতেই আত্মন্বাতন্ত্রের পথ হওয়া উচিত নয়। যে কোন আত্মস্বাতন্দ্রের অন্দোলনই <sup>শেষ</sup> পর্যনত আত্মহত্যার আন্দোলনের দিকে যায়। এখানেও দেখতে হবে পেছন থেকে স্কতো টানছে কারা ? বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদেশী কুচক্রীরা এদের মধ্যেও অনুপ্রবেশ করেছে এবং করেছে বলেই [শেবাংশ ২৭ প্ৰতায়]

# মস্কো অ**লিম্পিক: মামুষের অ**লিম্পিক দৌর্মিন্ত লাহিড়ী

বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েট রাশিয়া। সেই সোভিয়েট রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় এবার ২২তম অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য শুধ্র প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাজ্ম ববেল নয়, এই প্রথম একটি সমাজতান্ত্রিক রাজ্ম ব্যবস্থাধীন দেশে অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় সারা বিশ্বের ক্রীড়ামোদি জনগণ অসীম কোত্রলে বর্তমান অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিকে ভাকিয়ে আছেন।

অলিশ্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় প্রতি চার বছর অন্তর। ২১-তম অলিশ্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৬ সালে মন্ট্রিলে, এবার বাইশ-তম প্রতিযোগিতা। স্বভাবতই কোতৃহল জাগে, প্রথম অলিশ্পিক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল? প্রথম অলিশ্পিক গত শতাব্দীর শেষ দিকে ১৮৯৬ সালে গ্রীস দেশের এথেন্সে অনুষ্ঠিত হয়। আধুনিক অলিশ্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জনক ব্যারন পিয়ের ডি কাউবারটিন (Baron Pierre de Coubertin) উদ্যোগী হয়ে এই প্রতিযোগিতা পুনরায় শুরুর করেন। জন্ম হয় আধুনিক অলিশ্পিকের।

'আধ্বনিক' এবং 'প্নরায়' শব্দব্টি চলে এলো। অতএব একট্ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এই ব্যাখ্যার স্ত নিহিত রয়েছে অলিম্পিকের ইতিহাসের পাতায়। বিস্তারিত ইতিহাস উল্লেখ না করে তারও একটি সংক্ষিণত পাঠ নেওয়া যেতে পারে।

ষণ্ঠ শতাব্দীতে অলিম্পিয়া মন্দিরের ভংনাবশেষ ভ্রুম্পনে ভূগভে অন্তলীন হয়ে য়য় এবং এর কিছ্বিদন পরেই আসে আলফিউস নদীতে প্রবল বন্যা। প্রলয়ঙ্করী ভূকম্পন এবং বিধ্বংসী বন্যার করাল গ্রাসে অলিম্পিয়ার উপতাকা ভূবে যায়। আলিম্পকের সমুমহান ঐতিহামন্ডিত ক্রীড়াংগণ অতীতের ম্যুতির মতন হারিয়ে য়য়য়, জয়ে ওঠে পলি আর অরন্যাব্ত সব্জ ভূমির ওপর বিশাল বিশাল গাছপালা। দেখে বের্ঝাই যয় না এখানে কথনও কোন্দিন কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অন্বিটিত হয়েছে। জার্মান প্রস্থৃতাত্তিকরা অতীতের ম্যুতি খ্রুড়ে প্রাচীন আলিম্পক প্রান্তর আবিষ্কার করেছেন প্রায় এক শতাব্দী আগে (১৮৭৬-১৮৮১)।

প্রাচীন আলি দিপক কত প্রচীন সে বিষয়ে নানা রক্ম মতভেদ আছে। আলতজাতিক আলি দিপক কমিটি অবশ্য সর্বা সম্মত একটা ইতিহাস তৈরী করেছেন।

প্রাচীন গ্রীস দেশের গাথা ও চারনদের গ নের মধ্যে মালাম্পিক ক্রীড়ার ট্করো ট্করো ছবি পাওয়: যায়। হোমারের লেখতেও আলিম্পিকর ছায়াপাত ঘটেছে। আনুমানিক খ্ল্টিপ্র এক হাজার বছর আগে প্রাচীন অলিম্পিক শ্রুর হয়় কিন্তু ৮৮৪ খৃঃ প্র আগেকার ধারাবাহিক স্মৃতি কোথাও নেই বলে জানা যায় না আলিম্পিক সতিটেই কত প্রাচীন।

অলিম্পিয়া শব্দটি গ্রীক শব্দ অলিম্পিয়াস থেকে এসেছে। এই শব্দটির অর্থ দেবতাদের আবাসভূমি। মান্ত্র তার ইতি-হাসকে বেমন্ত্রিভিন্ন শিকেপ সাহিত্যে গানে, সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছিল, সেই স্ত্র ধরে ধরে, গ্রন্থনা করে করে ষেমন
আমরা আমাদের অতীতকে চিনেছি, ঠিক তেমনি ভাবেই
অলিম্পিকের সম্পর্কেও কিছু কিছু গলপ কথা, উপকথা
প্রচলিত আছে, যার স্ত্র ধরে ধরে, গ্রন্থনা করে করে, আমরা
খ'রেজ পাই অতীত, আমরা খ'রেজ পেয়েছি তার ইতিহাস, তার
স্মহান ঐতিহা, তার চির অম্লান বাণী 'আম্তর্জাতিক মৈনী,
সম্প্রীতি দ্রাতৃত্ব, সংহতির বিজয় গান'। মান্বের স্কৃথ স্কুদর
সবল সৌর্যবিত্রর প্রতীক অলিম্পিক।

ঐতিহাসিক যুগ শুরু হওয়ার সময়ই দেখা যায় আর্য জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। আর্য জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে খেলা ধ্লার বিশেষ প্রচলন ছিল। বিবাহ, দেবপ্জা, বিভিন্ন মাংগালিক অনুষ্ঠানেও মিলিত হয়ে আর্য যুবকরা শরীর চর্চা, অস্ত্রচালনা এবং অন্যান্য ক্লীড়ার নানা কায়দা কোশল প্রদর্শন করতেন। ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভের পর ক্লীড়া প্রতিযোগিতার প্রমাণ খ্ল্ট প্রে দুহাজার বংসর প্রে ক্লীটের মাইনোসের রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে দেওয়ালে আঁকা নানা ছবিতে রয়েছে।

গ্রীস দেশেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান অর্প ছিল খেলাধ্লা। বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে এবং ছর্টির দিনে গ্রীক জাতির মধ্যে মিলিত হয়ে ক্রীড়া চর্চার নজির খর্জে পাওয়া যায়। গ্রীক ভাষায় এই সব আনন্দ অনুষ্ঠানের নাম 'প্যানেগেরিশ'। হোমারের ইলিয়ডে (২৩ খন্ডে) পেট্রোক্লিসের অন্তোগ্রিক্তায়া উপলক্ষে প্যানেগেরিশের একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। ১১০০ খঃ পঃ অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় রথ চালনা, মুন্টিযুন্ধ, ভারী প্রস্তর নিক্ষেপ, কুন্তি প্রভৃতি ছিল অন্যতম আকর্ষণ। ট্রোজ্ঞান যুন্ধ্যাত আজ্ঞাফস ইউলিসিস এন্টিলোকাস প্রমুখ অংশ গ্রহণ করেছিলেন ওডেসিতে রাজ্য আলমিন্যাসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি প্যানেগেরিশে।

পাংনেগেরিশ ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। ফলে তিন চারটি প্যানেগেরিশ নিয়ে একটি বৃহত্তর প্যানেগেরিশ স্থিট হয়। আর এই প্যানের্গোরশে যোগদানের জন্য শরীর চর্চা ও ক্রীড়া গ্রীক জাতির অন্যতম অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। পিণ্ডার হেসিয়ড. হেয়ো ডোটাস পর্সেনিয়াস প্রভৃতি বহু বৃহত্তর প্যানেগেরিশের কথা জানা গেছে। তার মধ্যে ওলিম্পিয়ার জিউসদেবের মহা-প্রজা উপলক্ষে ওলিম্পিয়ার উৎসব, এপোলোদেবের পাইথন হত্যার উপলক্ষে পাইথন উৎসব, হারকিউলিসের 'নেম্যান সিংহ' হত্যা উপলক্ষে নেম্যান উৎসব, হার্রাকর্ডালসের ক্রীটের উন্মন্ত বুষ হত্যা উপলক্ষে ফোরিন্স যোজকে ইসর্মায়ান উৎসব, হায়্যানসিন্থ্যাসের মৃত্যু উপলক্ষে হায়্যাসিন্থ্যাস উৎসব. এথেন্সের থারপেলিয়া এথেনা দেবীর সম্মানে অন্বিষ্ঠত প্যানর্থেসিয়া উৎসব নবাম উপলক্ষে মেটাপটানিয়া উৎসব মাইফেলের প্যানমাবোমিয়া উৎসব, ভেল্লেসের এপোলোদেব উৎসব উল্লেখযোগ্য। কালক্রমে এইসব উৎসব গ্রীক জাতির জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছিল। ইতিহাস বলে স্থানীয় প্যানে- গৈরিশ থেকে জাতীর হেকেনিক ন্যাশন স গেমস স্থিত হরে-ছিল। হেক্সেনেসদের চারটি হেকেনিক জাতীর ক্রীড়ার প্রচলন ছিল। কালক্সমে অলিন্পিরার জিউসদেবের সম্মানে অলিন্পিক ক্রীড়া প্রতিকোগিতা ছাড়া অন্য তিনটি কথ হরে বার। অলিন্পিক ক্রীড়াই ছিল প্রাচীনতম ক্রীড়া প্রতিবোগিতা।

অলিম্পিক ক্রীড়া জন্মলম্বের পর থেকে বার বার নানা-রকম সমস্যার সন্মন্থীন হয়। বৃন্ধ মহামারী সংঘর্ষ রন্ধপাত বার বার দেখা দিরেছে, কিন্তু অলিম্পিকের আদর্শ কখনও স্থান হতে পারে নি। বৃন্ধরত অবস্থায় দেখা গেছে অলিম্পিক ক্রীড়া হচ্ছে। কিন্তু তারও সমাপ্তি ঘটে কালের অমোঘ নিয়মে। ১১৭২ বছর পর ২৯৭তম অলিম্পিয়াডের সাথে সাথে অলিম্পিকের পরিসমাপ্তি ঘটে। কেন অলিম্পিকের পরিসমাপ্তি ঘটে। কেন অলিম্পিকের পরিসমাপ্ত ঘটে। কেন অলিম্পিকের পরিসমাপ্ত ঘটে।

১৮৭৬ সালে ফরাসী জাতির যুদ্ধে পরাজয় ঘটে। যুদ্ধে পরাজয়ের স্পানি ফরাসী জাতির জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। গোটা জাতি হতাশায় ডুবে যায়। তথন ফরাসী ধনকুবের পরিবারের সন্তান কিউবার্রাটনের বয়স মাত্র ১৪ বছর। তার জন্ম ১ জানুরারী ১৮৬২। ব লক বয়সেই ধানক পরিব রের সন্তান হলেও কিউবার্রাটন যুদ্ধের উদ্মত্ত লালসা থেকে মুক্ত শান্তির পূথিবীতে বাস করার স্বন্দ দেখেছিলেন। তাঁর সেই স্বন্দ দেখার মুহুতেই জামান প্রত্নতাত্তিকরা অতীত দিনের অলিম্পিকের মহান বাণীর স্মারক চিহ্নগুলি ম টির গহরুর থেকে সূর্যের আলোয় টেনে আনছিলেন। যুক্ষ হাৎগামা বিধরুত ফরাসী জাতির মনে মনেবীয় মূল্যবে:ধগুর্লিকে প্রনঃ-স্থাপিত করতে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে শান্তি মৈত্রী দ্রাতত্ব বোধ জাগ্রত করতে কিউবারটিন অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রনরায় চাল্ম করতে উদ্যোগী হন। কলেজে কলেজে ছাত্রদের জমায়েত করে, বক্তুতা করে, সংঘবন্ধ প্রচেন্টা চালিয়ে দীর্ঘ নিরবচ্ছিন প্রয়াস চালিয়ে তিনি সফল হলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী বন্ধ থাকার পর আধুনিক অলিম্পিক আবার আত্ম-প্রকাশ করল ১৮৯৬ সালে। আধ্যনিক অলিম্পিকের জনক কিউবারটিন প্রথম অলিম্পিক প্যারীতে করতে চেরোছলেন **কিন্তু গ্রীস দেশের প্রবল ইচ্ছারও** চাপ ও ঐক্যের খাতিরে তিনি অলিম্পিকের জন্মস্থান গ্রীস দেশেই অলিম্পিক অন্-ষ্ঠানের দায়িত্ব ছেডে দিতে সম্মত হন।

প্রথম আন্তর্জাতিক অলিন্পিক কমিটির সভাপতি হন গ্রীস দেশের ভিমিষ্টিয়াস ভাইকেলাস। প্রথম অলিন্পিক কংগ্রেস থেকে নীতিগত সাতটি সিম্পান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সিম্পান্ত-গ্রাল হ'লো (১) প্রাচীন অলিন্পিকের আদর্শে বর্তমান আলিন্পিক প্রতিযোগিতা হলেও বংগের পরিবর্তনের সাথে একে বাপ খাইরে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হবে। (২) আন্তর্জাতিক আলিন্পিক প্রতিযোগিতা কেবলমার অপেশাদার ক্লীড়াবিদদের মধ্যে সীমাবন্দ থাকেবে। (৩) আন্ত-র্জাতিক অলিন্পিক কমিটি অলিন্পিক ক্লীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনার অধিকারী হবে। (৪) কোন রাজ্ম নিজেদের প্রতি-নিমি হিসাবে অন্য কোন দেশের নাগরিকদের মনোনীত করতে পারবে না। (৫) অলিন্পিক প্রতিযোগিতার প্রতিনিমি নির্বা-চনের জন্য প্রত্যেক রাজ্মে নির্বাচনী প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হবে। (৬) ১৮৯৬ খুন্টান্সে ক্লীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে। প্রথম ও ন্তিটীয় অলিন্পিক প্রতিযোগিতা ব্যক্তমে এবেন্স ও প্যারীতে জন্তিত হবে এবং এরপর প্রতি চার বছর জন্তর জালান্পিক ক্রীড়া প্রতিবোগিতা জন্তিত হবে। (৭) বিভিন্ন দেশের রাম্ম শতির সহোব্য ব্যতীত জালান্পিক ক্রীড়া প্রতি-বোগিতা সকল হতে পারে না।

১৮৯৬ সালের প্রথম আধর্নিক অলিম্পিকে দশটি দেশের মাত্র ৫৯ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। এথেন্স অলিম্পিকে যোগদানকারী দেশগর্নলির মধ্যে ছিল আমেরিকা, গ্রীস, অন্থেলিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, ডেনমাক্র্র ফ্রান্স, জার্মানী, হাঞ্যেরী, চিলি ও স্ইডেন।

মন্কো অলিম্পিক ২২তম অলিম্পিক হলেও আসলে ১৯ বার অলিম্পিকের আসর বসছে। ১৯১৬ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯৪০ ও ১৯৪৪ সালে ম্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য মোট তিনবার অলিম্পিক ক্রীডা অনুষ্ঠান হতে পারেনি।

এপর্যন্ত বেসব জায়গায় অলিম্পিক অন্তিত হয়েছে—
(১) এথেন্স (১৮৯৬) (২) প্যারী (১৯০০) (৩) সেন্ট লুইস
(১৯০৪) (৪) লন্ডন (১৯০৮) (৫) স্টক্রেম (১৯১২)
(৬) বার্লিন (শেষ পর্যন্ত অন্তিত হয়নি), ১৯১৬ (৭)
এনাইওয়ার্প (১৯২০) (৮) প্যারী (১৯২৪) (৯) আম্ন্টারডায়
(১৯২৮) (১০) লস্ এজেলস (১৯২২) (১১) বার্লিন
(১৯৩৬) (১২) লন্ডন (১৯৪৮) (১৩) হেলসিংকি (১৯৫২)
(১৪) মেলবেংশ (১৯৫৬) (১৫) রোম (১৯৬৩) (১৬)
টোকিও (১৯৬৪) (১৭) মেরিকো (১৯৬৮) (১৮) মিউনিক
(১৯৭২) (১৯) মন্টিল (১৯৭৬)।

অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার স্থায়ী জায়গা গ্রীস দেশেই হোক এই দাবী গ্রীস দেশ উপস্থিত করেছিল: আমেরিকার সমর্থন ছিল এই দাবীর প্রতি। কিস্তু কিউবার্রাটন অলিম্পিক ক্রীড়ার অস্তর্জাতিক চরিত্র অব্যাহত রাখার জনা আবিচল থাকলেন। দ্বিতীয় অলিম্পিক কংগ্রেস থেকে তিনি সভাপতি হন এবং প্যারীতে দ্বিতীয় অলিম্পিক অন্নিষ্ঠত হয় ১৯০০ সালে। রাশিয়া খেলাখ্লায় অংশ গ্রহণ না করলেও দ্বিতীয় অলিম্পিক কংগ্রেসে সরকারীভাবে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল।

িদবতীয় অলিম্পিকে ১৫টি দেশ অংশ গ্রহণ করে। প্রতি-যোগীর সংখ্যা ছিল ১২১। ভারতের যোগদান এই অলিম্পিকের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতীয় এ্যাথলেট ডবু.উ. জি. পিটচার্ড বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। তার প্রসঙ্গে আমাদের দেশে বিশেষ কিছা পাওয়া না গেলেও আলেকজান্ডার এস অয়ন্ডার লিখেছেন—"that in the 2nd Olympic held in 1900, an Indian athleth Mr. W. G. Pritchard secured the second position in 200 metres and 200 metres Hardle run, these securing 6 point for India in truck and field events" প্যারীতে পরেন্ট গণনা হত কোন বিষয়ে প্রথম ৫ প্রেন্ট্, ন্বিতীয় ৩ প্রেন্ট তৃতীয় ১ পয়েন্ট। এই হিসাব অনুসারে আমেরিকা ১৪০ भरतम्पे, रहारे विरापेन ७১ भरतम्पे, द्धान्म २० भरतम्पे, छात्रज ७ হাজ্যেরী ৬ পয়েন্ট পায়। প্রথম অলিন্পিকে গ্রীক মতে পরেন্ট ছিল প্রথম ২ পরেন্ট ও ন্বিতীর ১ পরেন্ট। এই হিসাবে আমেরিকা ২৩ পরেণ্ট পেরে প্রথম ও গ্রীস ৫ পরেণ্ট পেরে দ্বিতীয় স্থান স্থল করে।

অলিম্পিক ক্লমশঃ আন্তর্জাতিক মৈলী সংহতি দ্রাভ্রবোধ

য় মানবীয় মূপ্য বৈধের প্রতীক হরে ওঠে। অলিদ্পিকের প্রধান দলাগান ছিল মানুৰ অপরাজের, মানুৰ সব কিছু জয় করতে পারে অলিম্পিকের আদর্শ হলো—Fitius, Altius, Fortius.

(তর্বীরান, তুশ্বীয়ান, বলীয়ান)।

অলিম্পিকের মহান আদর্শ প্রথিবীব্যাপী আলোড়ন তালে ফলে ক্রমশঃ বাড়তে থাকে যোগদানকারী দেশের ও প্রতি-যোগীর সংখ্যা এবং দর্শকের সংখ্যাও। পরপর বিভিন্ন দেশে অলিম্পিকের ক্রীড়া অনুষ্ঠানে এইভাবে সংখ্যাগর্বল বাডতে থাকে—তৃতীয় অলিম্পিকে ৪৯৬ জন প্রতিযোগী ১১টি দেশের প্রতিনিধিম্ব করে, চতুর্থ অলিম্পিকে ২০৫৯ জন (৩৬ জন মহিলা সহ) ২২টি দেশের প্রতিনিধিত্ব করে, পঞ্চম অলিম্পিকে ২৮টি দেশের ২৫৪১ জন অংশ নেয়। এর মধ্যে ৫৭ জন মহিলা ছিলেন। সপ্তম অলিম্পিকে ২৯টি দেশের ১৬০৬ জন প্রতিযোগী ছিলেন যার ৬৩ জন মহিলা। অভ্যয র্ত্তালিম্পকে দেশের সংখ্যা আরও বাড়ে। ৪৪টি দেশের ৩০৯২ জন প্রতি**যোগী ছিলেন, যার ১৩৬ জন ম**হিলা। নবম র্যালিম্পিকে ৪৬টি দেশের ২৯০ জন মহিলা সহ ৩০১৫ জন প্রতিযোগী ছিলেন। দশম অলিম্পিকে অবশ্য প্রতিযোগীর ও দেশের সংখ্যা কমে যায়। ৩৭টি দেশের ১৪০৮ জন প্রতিযোগী এই অলিম্পিকে যোগদান করেন যার মধ্যে ১২৭ জন ছিলেন মহিলা। **একাদশ অলিম্পিকে ৪৯টি দেশের ৪০৬৯** জন প্রতি-নিধি ছি**লেন। এর মধ্যে ছিলেন ৩২৮** জন মহিলা। দ্বাদশ অলিম্পিক জাপানের টোকিওতে প্রথমে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু যু**ন্ধ অলিন্পিক আন্দোলনে** আবার নখদন্ত বিস্তার করে। স্থান পরিবর্তন করে ফিনিসে নিয়ে যাওয়ার সিম্ধানত আই ও. সি. করে. কিন্তু হিংসার উন্মত্ত লেলিহান শিখা সেখানেও থাবা উত্বচিয়ে বলৈ—তফাং যাও। ফলে অলিম্পিক র্ম্থাগত হয়ে ষায়। ব্রয়োদশ আলিম্পিকও মহাযুদ্ধের ফলে লন্ডনে হতে পারেনি। চতুদশি অলিম্পিক আবার বিপ**্**ল উৎসাহ **উদ্দীপনা নিয়ে অনুষ্ঠিত হ**য় ১৯৪৮ সালে লন্ডনে। যুদ্ধের রুণদামামা থামার সংগ্র সংগ্রেই এই খেলার আয়েজন শ্বর**ু হয়ে যায়। পর পর দুটি অলিম্পিক** ব<sup>ু</sup>ডিল হয়ে গেলেও আন্তর্জাতিক অলিম্পিক অবিচ্ছেদ্য অ:দেনলন বলে চিহিত করার জন্য **ভ্রমিক হিসাবে লন্ডন** অলিম্পিককে চতুর্দশ র্যালম্পিক রূপে চিহ্নিত করা হয়। এই র্যালম্পিকে ৫৯টি দেশের ৪৪৬৮ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৫৮ জনে।

পণ্ডদশ অলিম্পিক নানা দিক থেকে সমরণীয়। ১৯৫২ দালে হেলসিংকিতে অনুষ্ঠিত এই অলিম্পিকেই সর্ব প্রথম সমাজতা**ল্যিক সোভিয়েট** রাশিয়া যোগদান করে। শ্রে হয় সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ও ধনতান্ত্রিক বিশ্বের প্রবল প্রতিশ্বনিদ্বতা।

অলিম্পিকের মূল আদর্শ অংশ গ্রহণ, জয়লাভ বা পদক লাভ প্রধান লক্ষ্য নয়। কঠোর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে অলিম্পিক গ্রামকে ক্রীড়া জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহারগর্নল উপস্থিত করার কেন্দ্র রূপে বিবেচনা করা হয়। অতীতের অলিম্পিকে অলিম্পিয়া গ্রামে মূল অনুষ্ঠানের এগার মাস আগে প্রতিযোগীরা হাজির হতেন। তাদের নির্মানত অন্-শীলন, শরীর চর্চা ও তালিমের ব্যবস্থা থাকত। কঠোর শ্থেলা ও অনুশীলনের এগার মাসের শিক্ষানবীশ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটত মূল ক্রীড়াপাণে। এখনও অতীতের মত আধ্-

নিক সংযোগ সংবিধা সম্মত জলিদিপক গ্রাম তৈরী করা হয়। সেখানে ক্রীড়া চর্চার পাশাপাশি মানসিক বিকাশের জন্য শিক্ষ সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার ব্যবস্থাও থাকে।

অলিম্পিক আদর্শের কথা সমরণে রেখেও বলা প্রয়োজন সোভিয়েট রাশিয়ার অংশ গ্রহণের ফলে অলিম্পিক ক্রীভার গ্রণগত পরিবর্তন ঘটে যায়। পদক বিজ্ঞারে আমেরিকার নিরবচ্ছিত্র সাফল্যের রাশ টেনে ধরে খেলাধুলার জগতেও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অপর্প সাফল্য এই অলিম্পিকে চমক সৃষ্টি করে। পদক বিজয়ে অবশ্য সেবারও আমেরিকা শীর্ষে ছিল। আর্মোরকা পায় ৪০টি স্বর্ণ, ১৮টি রোপ্য এবং ১৭টি ব্রোনজ (বেসরকারী হিসাব মতে ৬১৫ পয়েন্ট)। আর সোভিয়েট রাশিয়া পায় ২২টি স্বর্ণ, ৩০টি রৌপ্য এবং ১৫টি রোনজ (বেসরকারী হিসাব মতে ৫৪১ পয়েন্ট)। আর একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ হাঙ্গেরী স্বর্ণ পায় ১৬. রৌপা ১০ এবং ব্রোনজ ১৫টি যার বেসরকারী পয়েন্ট ৩০৫। সমাজতান্তিক চেকোশ্লেভাকিয়ার প্রতিনিধি ৫.০০০ মি, ১০.০০০ মিটার ও ম্যারাথন দৌড়ে স্বর্ণ পদক লাভ করে মানব ইঞ্জিন নামে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত হয়। মানব ইঞ্জিন এমিল জেটো-প্যাকের স্ব্রী ডানা জেটোপাকও ১৬৫-৭ ফুট জেডিলিন নিক্ষেপ করে অতীতের সমস্ত বিশ্ব রেকর্ড ম্লান করে দেন।

পণ্ডদশ অলিম্পিকে যে চমক জাগানো আবিভাব সোভিয়েট রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুরি ঘটিয়ে-ছিল তা পরবতী কালেও অব্যাহত রয়েছে। **বিশ্ববাসী আজ** একথা দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করে নিয়েছে যে, অল্ল, বঙ্গু শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসম্থান প্রভৃতি মানবজীবনের প্রাথমিক দৈনন্দিন চাহিদাগ\_লির সমস্যা মীমাংসায় সমাজতা**ন্তিক দেশ**-গ্র্লি ধনতান্ত্রিক বিশ্বকে শুধু টেক্কা দেয়নি, মানব জীবনের বিকাশের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের সমাজব্যবস্থা বিশল্যকরণীর মত কাজ করেছে। খেলাধ্লায় অগ্রগতি একটি ধারাবাহিক পরিকল্পনা মাফিক ব্যবস্থার ফসল মাত্র, তাই মাত্র সাতটি অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করে সোভিয়েট রাশিয়া এপ্র্যান্ত ৬৮৩টি পদক পেয়েছে (স্বর্ণ ২৫৮, রোপ্য ২২১, ব্রেনজ ২০৪), আর আমে।রকা পেয়েছে ৬০৫টি পদক। প্রসংগত আমরা ৬৬ কোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষের করুণ চেহারা প্মরণ না করে পারিনা। দুই সমাজব্যবস্থার মৌলিক তফাংটি এক্ষেত্রে ফুটে উঠেছে। লজ্জায় ঘূণায় আমরা মুখ লুকাই যথন দেখি আমাদের প্রতিযোগীরা প্রায় শ্না হাতেই ঘরে ফিরে আসছে।

২২তম অলিম্পিক ১৯ জুলাই শুরু এবং শেষ ৩ আগস্ট। গত এক শতাব্দীর আবহাওয়া কম্পিউটারের মাধ্যমে পর্যালো-চনা করে বলা হয়েছে, এই সময় মন্ফোর আবহাওয়া থাকবে মনোরম. প্রতিযোগিতার পক্ষে সর্বোৎকৃণ্ট। বেশীর ভা**গ থেলাই** হবে মস্কোতে। শুধু ইয়টিঙ প্রতিষোগিতা হবে তল্লিনে এবং বাছাই পর্যায়ের ফুটবল ম্যাচগুলি লেনিনগ্রাদে ক্লিয়েভ ও মিনক্সে অনুষ্ঠিত হবে। আশা করা হচ্ছে ২১টি খেলার ২০৩টি প্রতিযোগিতায় ছয় হাজার ক্রীড়াবিদ অংশ গ্রহণ করবেন।

অলিদিপক ক্লীড়া প্রতিযোগিতা মন্ফোর যাতে অনুষ্ঠিত না হয় তার জন্য বিশ্ববাসীর পয়লা নম্বরের শত্র মার্কিন সামাজ্যবাদ দীর্ঘকাল ধরে চক্লান্ত করে যাচ্ছে। কিন্তু ১৯৭৪ সালে চুড়ান্ত ঘোষণার সাথে সাথে মদেকা প্রস্তৃত হতে থাকে। সামাজ্যবাদী শিবির চার না বে, বিভিন্ন দেশের ক্লীড়াবিদরা
মন্ফোর সমাজতাশ্রিক ব্যক্তবার সামাহীন সাফলাগার্লিকে
স্বচক্ষে দেখতে পার। এমনিতেই অলিম্পিক প্রতিযোগিতার
আসরে সমাজতাশ্রিক দেশগার্লি বৈতাকে সাফলা সর্জ্বর করেছে,
মার্কিন ব্রুরাষ্ট্রকৈ পেছনে ফেলে তারা বেভাবে পাদপ্রদীপের
আলোর নিজেদের হাজির করেছে, তাতে সামাজ্যবাদী শিবির
আতি কত। সমাজতাশ্রিক সমাজব্যকথা সম্পর্কে যে মিথ্যা
প্রচার দীর্ঘকাল ধরে তারা করে এসেছে তার মুখোশ খণে
পড়ছে, প্রচারের উল্পা চেহারা আরও নির্মাহ্রাবে ধরা পড়ে
যাবে বদি বিভিন্ন দেশের ক্লীড়াবিদ ও দর্শকরা মন্ফোর
অলিম্পিকে যোগদেন। তাই তারা ছুতো খাজুছিল। অবশেষে
আফগান জনগণের আহ্বানে সোভিয়েট সৈন্য সে দেশে অন্প্রবেশ করার ঘটনাকে মার্কিন সামাজ্যবাদ তুর্পের তাসের মত
পেরে গেছে। এই তুর্পের তাস রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার
করার চেন্টায় তারা মরিয়া।

প্রেসিডেন্ট কার্টার একা নন। তার সংগ্য আছেন, রিটিশ প্রধানমন্দ্রী থ্যাচার, অন্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্দ্রী ফ্যেক্সার প্রমান্থ পর্বাদ্যী দেশের রাষ্ট্রনায়করা। তারা মন্দ্রে অলিন্পিক বয়কট করার জন্য ব্যাপক প্রচার চালায়। নানা রকম অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা স্থিটি করে, প্রতিযোগীদের বিদ্রান্ত করার জন্য বিশ্বখ্যাত ম্থিস্থযোশ্যা মহম্মদ আলিকে দতে করে আফ্রিকার দেশে দেশে অভিযানে পাঠায়। কিন্তু তাতেও খ্ব বেশ্যী সাড়া মেলেনি।

একজন ক্রীড়াবিদের জীবনে আলিম্পিকে যোগদানের সম্মান ও স্থোগ বার বার আসে না। আলিম্পিকে পদক জয়ের ম্বন্দ নিয়ে দীর্ঘ অন্শীলনের মধ্য দিয়ে যারা প্রস্তুত হয়েছে তাদের কার্টার সাহেব ভয় ভীতি প্রলোভন দেখিয়েও অবদমিত করতে পারেনি, অনেক প্রতিযোগী যোগ দিচ্ছেন; এমনিক আনেক আলিম্পিক কমিটি দেশের শাসক বর্গের রভ্তচক্ষ্ম উপেক্ষা করে শান্তি ও মৈত্রীর পতাকা অলিম্পিকের পতাকা তুলে নিয়েছেন।

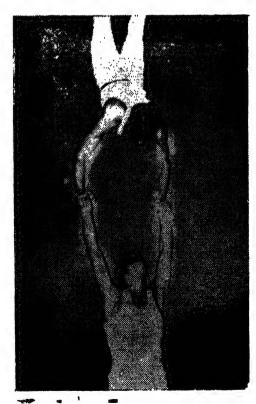
৮৩টি দেশ এবার মন্ফো অলিম্পিকে যোগদান করেছে।
মন্ফোয় ন্যাটো চুক্তি ভুক্ত অনেকগন্নল দেশের উপস্থিতি এবং
অস্ট্রেলিয়ার মত দেশের যোগদান কার্টারের মানবীয় অধিকার
ও শান্তি ধর্পে করার চক্তু তেকে চপেটাঘাত করবে। আপ্সোলা,
ভিরেংনাম, লাওস, বোস্টয়ানা, জিম্বাবেশ্রে, স্মোচলিজ প্রভৃতি
দেশের প্রথম যোগদান অলিম্পিক আন্দোলনের অবিরাম
সাফল্যেরই ইভিগতবাহী। নারী প্রের্ষের সমান অধিকারকে
স্বীকৃতি দিয়ে এবার কোয়ায়েতের মহিলা ক্রীড়াবিদরা মস্কোয়
আসছেন। কোয়ায়েতের ইতিহার্সে এই রকম ঘটনা এই প্রথম
ঘটল।

আমেরিকার নির্ম্পন্ধ ভূমিকার প্রতিবাদে সারা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় জনগণ সোচার হয়েছেন, আন্তর্জাতিক অলিন্পিক কমিটির সভাপতি আইরিশ ভদ্রলোক লড কিলানিন খেল:ধ্লাকে রাজনীতির স্ক্রের জটিলতায় আবম্ধ না রাখার অহ্বান
জানিয়েছেন। অলিন্পিকের আদর্শকে উম্পের্ণ তুলে ধরবার
আহ্বান জানিয়েছেন বিভিন্ন দেশের অলিন্পিক কমিটি,
ক্রীড়বিদ, এমনকি মার্কিন অলিন্পিক কমিটির সভাপতি রবার্ট কেন ও বয়কট সিম্পান্তকে তীর সমালোচনা করেছেন।

বয়কট আন্দোলনের তামাশা সত্ত্বেও মন্ফো নিপ্ণেভাবে

প্রস্তৃত হয়েছে। সমাজতাশ্যিক দেশের আদর্শ অনুবারী দেশের প্রতিটি ফান্র কর্ম বজ্ঞে মেতে উঠেছেন। সামান্য কাজকেও অসামান্য গ্রহুছ দিয়ে দ্রুত সম্পাদন করা হছে। কোন কাজই গ্রহুছহীন নয়, কোন মান্যই অপ্ররোজনীয় নন। মান্যের এই মর্যাদা ও সম্মান দেখে, কাজের এই অপর্কে শংখলা দেখে, খেলাখ্লার প্রতি এই মমন্থবোধ ও শ্রম্যা দেখে বিখ্যাত ইতালীয় চলচ্চিত্র পরিচালক মারচেল্লো মারচেলিনি বলেছেন—রোম অলিম্পিককে যদি সংগীতের অলিম্পিক বলা যায়, টোকিওকে বলা যায় কারিগারীবিদ্যার অলিম্পিক, মেরিকো সিটির অলিম্পিককে যদি গ্রাফিক শিল্পের অলিম্পিক এবং মন্তির অলিম্পিক বলা হয় প্রাপত্যবিদ্যার অলিম্পিক এবং মন্তির অলিম্পিক, নাম দেওয়া যায় সংকটের অলিম্পিক, তাহলে মস্কো অলিম্পিককে বলাত হবে মান্তের অলিম্পিক।

বলাবাহ্ল্য মারচেলো মারচেলিন ক্রীড়াবিদ বা ক্রীড়া সংগঠক নন। শান্তি-মৈত্রী-সংহতির মহান আদর্শে অন্প্রাণিত আলিন্পিক মান্বের ক্ষমতার সীমাহীনতার প্রতীক। সেই মান্বের বংধন মুক্ত করে দিয়েছে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যকথা। সোভিয়েট রাশিয়া তার প্রথম পার্থ। তাই আমরাও প্রতিধ্বনি তুলে বলতে চাই মন্কো আলিন্পিক মান্বের আলিন্পিক। এর সংফ্ল্য অনিবার্থ।



ম্বিশ্লিবাদ জেলার সাগরদীঘি রক য্ব উৎসবে জিমনাম্টিক প্রদর্শনী।

# রোমানিয়ার কমিউনিষ্ট যুব সংস্থার একাদশ সম্মেলন অমিতাত বস্থ

"সমসামন্ত্রিক কালের প্রগতিশীল সামাজিক শন্তিগানিলর মধ্যে যাবৃধ্যন্তি অত্যন্ত গ্রেছপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মানবসমাজে নতুন নতুন পরিবর্তান বহন করে আনতে যাব্বসমাজের সক্রাব, উৎসাহী শন্তি......" যাবসমাজের উদ্দেশ্যে এই বন্ধব্য উপস্থিত করেছেন রোমানিরার কমিউনিন্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক এবং মন্দ্রী পরিবদের সভাপতি, নিকোলে চসেস্কি।

এই বন্তব্যের সাক্ষ্য বহন করে সমাজবাদের বিজয় বৈজয়ণতী উড়িয়ে বীর দর্শে এগিয়ে চলেছে রেমানিয়া। সমাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে নতুন নতুন ইতি-হাস রচনা করে চলেছে রোমানিয়ার য্বসমাজ, জনগণ শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে।

রে:মানিয়ার যুবসমাজ, জনগণের অতীত ইতিহাস শোষণের বিরুদ্ধে নির্<mark>লস সংগ্রামের ইতিহাস। রাজতন্ত, সামন্ততন্ত্র</mark> এবং প'র্বাজতন্ত্রের বিরুদেধ সংগ্রামের গভেই ১৯২১ সালে রেম্নিয়ার কমিউনিন্ট পার্টির জন্ম। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে প্রনিক-কৃষক ও মেহনতী মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে রোমানিয়ার য়ব সংগঠনের ইতিহাস অত্যত নিবিড্ভাবে যুক্ত। ১৯২২ সালে রোমানিয়ার সমাজবাদী **য**ুবসংগঠনের জন্ম। বিশেষ করে ফাসিবাদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক রক্তক্ষয়ী প্রতিরেধে সংগ্রামের ভূমিকায় এই যুব সংগঠন ভাষ্বর হয়ে আছে। নিকোলে চসেস্কি ১৯৩৯-৪৪ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রোমা-নিয়ার যাব কমিউনিষ্ট সংঘের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ব্রুক্ট্রা প্রতিরোধ সংগ্রামের সাফল্যে, ফ্যাসিবাদের পরাজ্যের মধ্য দিয়ে রে.মানিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতায় শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব কায়েম হয়। বিগত ৩**৫ বংসর ধরে সামন্ততান্দিক ব্যবস্থাকে উংখা**ত করে, প্রধান প্রধান শিল্প, খনি, ব্যাঙ্ক, বীমা এবং পরিবহণ বাবস্থা জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে এই দেশের জনগণের সংগ য্বশন্তি সম জতদের বিশ্লবী কর্মকাণ্ডকে অগ্রসর করে নিয়ে টলেছে। "এমন একটি দেশ যার চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ কৃষি ভিত্তিক, যেখানে নিরক্ষর মানুষ ছিল ৪০ লক্ষ সেই রে:মানিয়। র্পায়িত হয়েছে ণিল্প ভিত্তিক কৃষি উৎপাদনকারী দেশে। ব্যাপক শিল্পয়ণের সংখ্য সভ্যে সমাজতান্দ্রিক র জীয় খামার এবং কৃষি সমবায় আধুনিকীকরণের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে....."

এই প্রথম ভারতের গণতাল্যিক যুব ফেডারেশন একটি
সমাজতাল্যিক দেশ, রোমানিয়ার কমিউনিস্ট যুব সংগঠনের
পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ পেরে তাদের একাদশ সন্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেন। ৫ই মে সকলে ৯টায় একাদশ সন্মেলনের
উন্বোধন হলো স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল হলে। হলটি অনেকটা
আমাদের নেতাজনী ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মত। ৮০০০ লোকের
বসার উপযোগনী আসন ব্যক্ষা এবং গ্যালারি সহ একটি খোলা
মণ্ড। সন্মেলন উন্বোধন করলেন নিকোলে চসেস্কি—
"কমিউনিন্ট যুব সংগঠন, কমিউনিন্ট ছাত্র সংগঠন, পাইধনিয়ার

সংগঠন এবং শিশ্ব সংগঠনের এই একাদশ সম্মেলন সমার্জ-তান্দ্রিক রোমানিয়ার যুব ও শিশ্বদের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সম্মেলন কমিউনিষ্ট যুব তথা দেশের সমগ্র যুব সমাজের সামনে অত্যন্ত গ্রুর্ছ সহকারে বহুমুখী বিকশিত সমাজতান্দ্রিক সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকাকে তুলে ধরবে।"

সন্দেশলনের কর্ম সূচী অনুষ্ঠিত হয় প্যালেস অফ রিপাবলিক-এ (প্রজাতন্দ্র প্রাসাদে)। এই প্রাসাদিট রোমানিয়ার রাজধানী, ব্ঝারেস্ট শহরের কেন্দ্রে। এর একট্ন দ্রেই কমিউনিন্দ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদর দণ্ডর। আর এক পাশে কমিউনিন্দ যাব সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সদর দণ্ডর। এগ্রনিও
এক একটি প্রাসাদ-ত্লা। সন্মেলন এই মে প্র্যান্ড।

১৯৭৯ সালে কমিউনিণ্ট য্ব সংঘের সদস্য সংগৃহীত হয় ৩২৫০,০০০ হাজার। কারখানা, খামার. শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া এবং সামারক কেন্দ্র ভিত্তিক কমিউনিস্ট য্ব সংস্থার ইউনিট-গর্নি গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত ইউনিট থেকে নির্বাচিত ২৫০০ প্রতিনিধি এই সম্পেলনে যোগ দেন। বিদেশী প্রতিনিধি ছিলেন ১৩০ জন। ২৫০০ প্রতিনিধির মধ্যে শ্রমিক ১২৮২, কৃষক ৩৫০, ইঞ্জিনিয়ার ১৭৫, শিক্ষক ৭৫, ৩৭৫ স্কুলের ছাত্র, ১০৬ জন কলেজের ছাত্র, ৫০ জন ডক্তার এবং অর্থানীতিবিদ, ৭৫ জন জাতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মাচারী এবং ১২ জন অফিস কর্মাচারী। প্রতিনিধিদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা শতকরা ৪৬৬৬।

কমিউনিল্ট যুব সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থাপিত এক দীর্ঘ প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ৬৩ জন। শ্লেনারী অধিবেশনে আলোচনায় অংশ-গ্রহণকারীদের পর্ন্ধতি একটা ভিন্ন ধরনের। এই একই হিপেটের উপর **সর্বোচ্চ সম্মেলনের প**র্বে বিকেন্দ্রীত আ**লো**-চনার ব্যবস্থা করা হয়। সেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ৪৬৩ জন। এদের আলোচনার মর্মাবস্তু উপস্থিত করেন ঐ ৬৩ জন প্রতিনিধি। সংশিল্ট মন্ত্রীপরিষদের সদস্যাগণও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার বিষয় হচ্ছে কত বেশি বেশি যুব সমাজতান্তিক গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সতেজ ও সজীব মনোভাব নিয়ে অংশগ্রহণ করছেন। কিড.বে, কতটা যোগ্যতা অর্জন করছেন, কি লক্ষ্য ছিল, কতটা সাফল্য অর্জন করেছেন, দূর্ব'লতা কোথার, সাংগঠনিক শক্তি দিয়ে তাকে অতিক্রম করার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রতিনিধিরা বস্তব্য রাথছিলেন তাদের মাতৃভাষায়—রে:মানিয়া ভাষায়। কিন্তু একই সময় ছয়টি ভাষায় অনুদিত হয়ে হেডফোনের মাধ্যমে ভিনদেশীর প্রতিনিধিদের শোনাবার ব্যবস্থা ছিল।

কমিউনিন্ট ব্বে সংঘের সম্মেলন সমাজতাল্ডিক রেমা-নিরার প্রতিটি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার সময় সীমা অতি-ক্রমের সংগ্য সংগ্য অনুন্টিত হয়। সন্মেলনের আর একটি গ্রেছপূর্ণ অংশ য্রদের বিগত-দিনের বিশাল এবং স্কার কাজগ্রনির সংগ্রাভিন্ দেশীয় প্রতিনিধিদের পরি।চতি ঘটালো । এই কর্মস্চী শুরু হয়, ২ুরা মে থেকে।

মে দিবসের পোণ্টার, ফেন্ট্ন, লাল পত কায় মুখরিত বুখারেন্ট শহর। গোটা বুখারেন্ট শহরে রান্টার দুধারে, মাঝখনে চেরি, ন্ট বেরী, ঝ.উ-এর বাগান। মাঝে মাঝে লাইলাক, তুলিফ এবং আরো নানা রং-এর ফুলের বাগান। পরিন্কর-পরিচ্ছন, ধব্ ধব্ করছে চারিধার। অজস্ত ফুলের দোকান। আবাল-বুন্ধ-বনিতা প্রায় সকলের হাতেই ফুল। কাজে যাচ্ছে ফুল নিয়ে কাজ থেকে ফিরছে ফুল নিয়ে। কাজের সিফ্ট চেঞ্জ হলো। ঘর পরিন্কর-র-পরিচ্ছন্ন করার কাজে নিয়্তুর মহিলারা, যাদের ন্থলে যোগ দিলেন তাদের হাতে তুলে দিলেন নানা রং-এর একতে.ড়া ফুল। নিয়মিত এই ঘটনা, সতিরই লক্ষ্ণীয়। রান্টায় অজস্র দ্বাম, বাস, দ্বাল-বাস, বৈদ্যু-তিক বাস, মোটর গাড়ী চলছে, চলছে প্রশন্ত পথ ধরে অথবা ক্ম প্রশন্ত পথ ধরে। কোথাও ভিড় নেই বা ভিড়ে পথ রুম্ধ হয়ে যেতে দেখা যায় নি।

প্রত্যেক ভিন্ দেশীয় প্রতিনিধিদের সংগ্র একজন করে গাইড এবং দোভাষী। যুব-ছাত্রদের সাংস্কৃতিক প্রাসাদে যেতে হলো এক সন্ধায়। যুব-ছাত্ররা নিজেরাই গড়ে তুলেছেন ত্রিতল বিশিষ্ট সেই প্রাসাদ। সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের যুব-ছাত্ররা এইখানে সংস্কৃতি বিশেষতঃ নাটা, সংগীত, নৃত্যু কলা প্রসংগ্র পড়াশুনা, মহড়া এবং প্রদর্শনীর বাবস্থা করে থাকেন। প্রাসাদের বাইরে এবং ভিতরে অপুর্ব ওয়ালপেণ্টিং এবং ফ্রেসকোর কাজ। ম্পতিরাই শিল্পী। কেনো আতিশ্যা নেই প্রাসাদের নির্মাণ্ডাপার মধ্যে। যেখানে যতটাকু প্রয়োজন তার অভাব কারো মনে হলো না। ঘ্রিয়ের, ঘ্রিয়ের দেখানো হলো। এই একটি কেন্দ্রের সংগ্র যুক্ত প্রায় ২০০০ হাজার যুব-ছাত্র। এরকম আরো কেন্দ্র আছে সারা দেশে।

সোদন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল ট্রান্সিলভেনিয়া, মলডেভিয়া এবং ওয়নেশিয়ার লোকন্ত্য আর গন। দ্টি বা লেন্ত্যও প্রদর্শিত হলো। স্বরে, ছদেদ, তাল, লয়ের ঐক্যতনে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলো সেই সন্ধ্যা। বীরম্বপূর্ণ অতীত কাহিনী প্রাণের আবেগে মাতিয়ে তুলেছিলো ব্যালের মাধ্যমে। ক্যান্টিন ঘরে বসে এই সমস্ত শিক্পী ব্ব-ছাত্রদের সঞ্জো পরে পরিচয় হলো।

'ঐতিহাসিক মিউজিয়াম'—সতাই বিদ্যিত হতে হয়।
খ্রুপ্রে সণতম শতাব্দী থেকে আধ্বনিক কালের গোটা
রোমনিয়র উল্লেখযোগ্য ঘটনা, প্রতিভা এবং স্ফিশীলতার
নিদর্শনিক্ নিখ'বত, ধারাবাহিকভাবে, স্থান-কলের সমন্বয়ে
উপস্থিত করা হয়েছে এই মিউজিয়ামে। অত্যন্ত দ্রুতভার
সংগো দেখেও ছয়ঘণ্টা লাগলো। বড় বড় এক একটা হল ঘর
এক একটি শতাব্দী। সমন্ত মান্বের চেতনায় একটা সামগ্রিক
চিন্তা তুলে ধরার কি অপ্রে 'ঐতিহাসিক বন্তুবদী' প্রয়াস
এই মিউজিয়াম তা প্রমাণ করে।

একটি ইলেক্ ট্রনিক কারখানা, ১০ হাজার কর্মী কাজ করেন। শতকরা ৯০ জনের বয়স ১৮ থেকে ২৩-এর মধ্যে। ক্ষিউনিষ্ট পাঁটির সদস্য সংখ্যা ২৯০০। ক্ষাশ্বানা ইউনিটের সদস্যক একজন মহিলা, ৫৫ বংসর বয়স, অত্যন্ত ব্যক্তিশালী মহিলা। এছাড়া কমিউনিষ্ট যুব সংস্থার সদস্য ৩০০০। শ্রীইলা কমী শতকরা ৬০ জন। কাজের সময় ৮ ঘণ্টা। নান্ত্রম বেতন ১৮০০ লেই এবং সবচেয়ে বেশার বেতন ৩২০০ লেই। জলারের হিসাবে এক লেই সমান ২ টাকার কিছু বেশা হবে। কারখানার ভিতর ঝক্ঝক্ তক্-তক্ করছে চার্রাদক। কমীদের গায়ে ধব-ধবে পোষাক-পরিচ্ছদ। দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাশত যুবরা কারখানায় কাজে নিয়ন্ত হন এবং পরে তারা উচ্চ শিক্ষা অথবা বিশেষ উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন। এই কারখানা সম্পর্কিত কারিগারী কলেজ এবং স্কুল আছে। শতকরা ৯০ জন কমী বিশেষ স্নাতক শিক্ষা অর্জন করে বিশেষ বিশেষ দক্ষ কাজে তারা নিয়ন্ত আছেন। পার্টি নেতৃত্বের আদর আপ্যায়নে সতাই মোহিত হতে হয়। গর্ব এবং বিনয়ের অপ্রেব মিশ্রণ ঘটেছে এদের ব্যবহারে।

'ঐতিহাসিক উদ্যান' এর মধ্যে প্রায় ৩ কিঃ মিঃ দীর্ঘ একটি ছদ। এই উদ্যান থেকেই (তখন ছিল জণ্গল). প্রথম ১৯৩৯ সালে নাংসি বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শ্রুর হয়। তাই উদ্যানটির নাম ঐতিহাসিক উদ্যান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপর্র। ১২৫ রকমের একটি গোলাপ বাগান এই উদ্যানের মধ্যে। বসতের শ্রুর গোল পেরও প্রায় শেষ। উদ্যানের মধ্যে থেলাধ্লার স্থান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য মৃত্ত মঞ্ছ। প্রদের জন্য বড় বড় লঞ্চ, স্পিড়ে বোট, দাঁড় বাইবার নোকা, ইয়ান্ট হদের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে।

ছ্বিটর মেজাজ নিয়ে প্রায় ৫০০০ হাজার বৃন্ধ-বৃন্ধা, যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রী গ্রাম, শিলপাঞ্চলা শহর থেকে চলে আসেন। সে সময় মে দিবসের ছুবিট চলছিল। ওথানে মে দিবসের ৪ দিন ছুবি। উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল গোটা উদ্যান্টি। অফ্রান প্রাণের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছে উদ্যানের মাটি আর ছদের জল।

বেকার যুবক বা যুবতীর সন্ধান ৮ দিনের মধ্যে পাওয়া গেল না। বেকার শব্দটাই ওদের ক'ছে অজনা। বিগত বিশ বছরে আয় বেড়েছে অনেক কিল্টু জিনিষ পারের দাম বিশ বছর আগে যা ছিল আজও তাই আছে। ভিখারী চেথে পড়েন।

সন্মেলনের শেষের দিনে নাদীয়া কমানেসীর সংগ্ পরিচয় করিয়ে দিলেন নব-নির্বাচিত সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। অপ্রে স্কুদরী এবং সরল। কথা বল র সময় মনেই হচ্ছিল না এই সেই মন্ট্রিল আলম্পিক তারকা। এতট্রে অহমিকা নেই। অলপ স্বলপ ইংরাজী জানেন। আমি ঠট্টা করে বললাম—দেখত, তেমার উপস্থিতিতে আমাদের অটোগ্রাফ্ দেওয়া কি শোভা পায়। কিশোর, কিশোরীয়া, আমাদের অটোগ্রাফ্ নেওয়ার জন্য ঘিরে ধরেছিল। নাদীয়া কমানেসী কমিউনিন্ট য্র সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত ইয়েছেন। সম্মেলন থেকে ১০ জনের সম্পাদকমণ্ডলী এবং ২৩ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হন। প্যানটোলমন গ্যাভেনেস্কু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। সংধারণ সম্পাদক পদাধিকারবলে ব্র দংতরের মন্দ্রী হিসাবে মন্দ্রী পরিষদের সদস্য মনোনীত হন।

কথা হচ্ছিল সম্পাদকমণ্ডলীর করেকজন সদস্যদের সঞ্চো মুলত আমাদের দেশের অবস্থা, যুবকদের অবস্থা এবং ওদের ভবিষাং গড়ার কথা। কমিউনিন্ট বাব সংস্থার নেতৃত্ব মনে করেন আগ্রামী পাঁচ বংসর তাদের সামনে অত্যন্ত গ্রুত্বপূর্ণ সময়। সমস্যা আছে। এ সমস্যা তাদের অতিক্রম করতেই হবে। সেই বিশ্লবী আবেগ এবং মনোভাব নিয়েই তারা কথা বল-ছিলেন। তাদের বন্ধব্যের মূল কথটো হলো—"এই বহুমুখী বিক্লিত সমাজতাশিক কর্মকাণ্ডে যুবসমাজ তাদের উচ্ছ্রলতা এবং বিশ্লবী মনোভাব নিয়েই সামনের সারিতে থাকবে। তারা সমাজতাশিক গঠনমূলক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা, গবেষণা সংস্কৃতির অগ্রানে উপাস্থিত থাকবে। কমিউনিন্ট যুব সংস্থার সমগ্র কর্মস্টী বিশ্লবী সাম্যবাদী মনেভ বের শ্বারা উশ্বৃদ্ধ হয়ে সমাজতলা, সাম্যবাদ, দেশের প্রতি অসীম ভালবাসা এবং সমগ্র ভালবারে স্ব থের উদ্দেশে নিয়োজত হবে।"

সম্মেলনের আর একটি গ্রের্ডপ্র অংশ ভিন্ দেশীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে দিবপাক্ষিক আলোচনা। কিছু দোভাষী কয়েকটি ভষায় পারদশী। তারাই প্রধানত এই দিবপাক্ষিক জলে চনায় সাহায্য করতেন।

[ সর্বনাশা বিচ্ছিন্নতাবাদ: ২০ প্রভার শেষধ্য ]

সরকার ও জনসাধারণকে সতর্কভাবে এ আন্দোলনকে বিস্তারে বাধা দিতে হবে। আর আদিবাসী অঞ্চলে কোন বিদেশী সংস্থা যাতে সক্রিয় থাকতে না পারে সেনিকে সজাগ দ্ভিট দিতে হবে। ঝাড়গ্রামে নাকি সম্প্রতি বিদেশীদের আগমন মনেক বেডেছে এবং এর পর থেকেই নাকি সেখানে ঝাড়খণ্ড ম্তি মোর্চা কিছ্বদিন থেকে পূথক ঝাড়থত রজ্যের দাবীতে সোচার হয়েছে। ঝাড়গ্রাম ছাড়াও এরা প্রব্লিয়া ও বাঁকুড়ায় নানা ধরনের গণ্ডগেলে পাকাবার চেষ্টা করছে। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা চাইছে, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পরুর্বলিয়া সহ পাশাপাশি কয়েকটি জেলা নিয়ে একটি পূথক রাজ্য গড়তে। এ ব্যাপারে ঝাড়গ্রামে কিছু পোষ্টারও পড়েছে, দেয়াল লিখনও চলছে। ত্ব, এও সংগঠিত আন্দোলনে পরিণত হয়ে যেতে পারে যে কোন মুহাতেই। কারণ বিদেশীচক্র এখানে বেশ সক্রিয়। এ আন্দোলনের সংগঠকদের দাবী—ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে কোন উম্বাস্ত্ আনা চলবে না এবং সকল সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর ক্ষেত্রে ঝাডখন্ডীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে দেশের যে কোন অংশের বিচ্ছিন্নত'বাদের আন্দোলন হঠাং কোন উদ্দেশ্যহীন বিচ্ছিন্ন আন্দোলন
নর। এর পেছনে রয়েছে এক একটা ষড়যন্ত এবং উদ্দেশ্য। এর
জন্ম ও বিশ্তার রাজনৈতিক করেণেই। এবং এর মদত দের
বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল, কায়েমী স্বার্থবাদীরা এবং সাম্লাজ্যবাদী কিছু বিদেশী শান্ত। সেই বিদেশী শান্তর অন্চর
হিসাবে চুপিসারে কাজ করে যাচ্ছে বিদেশী স্বেচ্ছাসেবাম্লক
প্রতিন্ঠানগ্যলি। এরাই দেশের মানুষের দারিদ্রোর সু্যোগে

ভাদের বিভেদম্পক আন্দোলনে প্রয়োচিত করে। পশ্চিমবশ্গেও ওরা জাল পাতার চেন্টা করছে।

পরিশেষে বলি, আসাম, ত্রিপ্রা ও পশ্চিমবঙ্গের দিকে
দিকে যে বিচ্ছিয়তাবাদী ও বিভেদম্লক আন্দোলনের তরণ্য
বইছে তার প্রধান শিকার হচ্ছে কিন্তু বাণ্গালীরা। এরা সেই
বাণ্গালী, যারা দেশ বিভাগের ফলে উন্বাস্তু হয়েছিলেন। আর
সেদিন এরা উন্বাস্তু হয়েছিলেন ভারতের ন্বাধীনতার ন্বাথেই।
বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যেন কখনও না ভোলেন যে সেদিন
তাদেরই কেউ কেউ এদের কছে পেণছে দিয়েছিলেন
এদের ন্বার্থ স্রক্ষার এক স্কুন্দর প্রতিগ্র্তি। সেই বাণ্গালী
উন্বাস্ত্র দলকে যদি কোন অজ্বাতে ভারতের কোন অংশে
বসবাস করতে দেয়া না হয় তবে তারা আজ যাবেন কোথায়?
ন্বাধীনতার বিত্রশ বছর পরেও কি সর্বনাশা বিচ্ছিন্নতাব দের
আন্দোলনের আগ্রনেই তাদের দশ্ধ হতে হবে?



कानना २ त्रक यात छेश्मात कमा अत्राह्म रामेश रमोहामात-धत मराधन राम्यान इटाइ

## জনসংখ্যা সমস্যা ও সমাজভন্তু

## वशा खे (बदवल

#### জনাধিক্যের আতংক

এমন লোক আছেন যাঁরা জনসংখ্যাব্যির সমস্যাকে অত্যন্ত গ্রন্থতর ও আশ্ব সমস্যার সমাধানের যোগ্য বিষয় **यरम** विरविष्ठना करतन। कार्रम, এখনই এটা আডংকজনক হয়ে পড়েছে। এই সমস্যা সম্পর্কে আলে!চনা বিশেষভাবে আন্ত-**র্জাতিক পর্যায়েই প্রয়োজন। কেননা, মান্বের আহার্য ও** বসবাস ক্লমবর্ন্ধমানহারে আণ্ডর্জাতিক প্রশেন পরিণত। भागिषात्मव नमय एथरक्टे लाकमः थात् न्यित नियम मन्भरक ব্যাপক বিতর্ক হয়ে আসছে। তাঁর একদা-বিখ্যাত ও অধুনা-কুখ্যাত জনসংখ্যা নীতির ওপর রচনায় তিনি বলেছেন-জন-সংখ্যা বৃষ্পি পায় জ্যামিতিক হারে (১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২) আর খাদ্য বাড়ে গাণিতিক হ'রে (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬)। এই রচনার ওপর কার্ল মার্ক্স মন্তব্য করেছেন, এটা স্কুলের ছাত্রদের উপযোগী, হালকা এবং স্যার জেমস স্টিওয়ার্ট, টাউনসেন্ড, ফ্রান্কলিন ওয়:লেস থেকে পেশাদারী-অলৎকারপূর্ণ-ধর্ম প্রচারের সাহিত্যিক-চৌর্যাপরাধের একটি ট্রকরো মাত্র" এবং এটাতে "একটি লাইনও নিজস্ব নয়।" এর অনিবার্য ফলগ্রুতি হ'ল: অতি **দ্রত জনসংখ্যা ও খাদাসরবরাহে অসংগতি দেখা দে**বে; এই অবস্থা অনিবার্যভাবে ব্যাপক দৈন্য ও পরিণামস্বর্প ব্যাপক মৃত্যু ডেকে আনবে। কাজেই "জন্মনিরে:ধ অবলম্বন করা" অত্যাবশ্যক। পরিব রের ভরণপোষণে অক্ষম ব্যক্তিদের বি**রে করতে দেও**য়া অনুচিত। অন্যথা, তার বংশধরদের "প্রকৃতির কোলে" স্থান হবে না।

জনসংখ্যাব্দির আতংক অনেক প্রেরনো। এই আতংক গ্রীস ও রোমান আমলেও ছিল এবং মধ্যব্গের অবসানের সমরেও ছিল। স্পেটো এবং এরিস্টটল, রোমান ও মধ্যব্গের পাতিব্রেশারারা সবাই এর ব্যারা প্রভাবিত ছিলেন। এর প্রভাবে ভলটেরারও অভাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই বিষয়ের ওপর বই লেখেন। অন্যান্য লেখকও তাঁকে অন্সরণ করেন। সব শেবে ম্যালখাসের রচনার এই আতংক অত্যত গরিশীল অভিব্যান্তর্পে প্রতিভাত হয়।

প্রচলিত সমাজব্যবন্ধা বখন ভেপে পড়ার উপক্রম হয়,
তখন সবসময় জনসংখ্যার মান্ত্রাধিক্যের আতংক দেখা দেয়।
তখন বে সাধারণ অসন্তোষ দপ্ করে ছড়িয়ে পড়ে, জনসংখ্যার
আধিক্য ও খাদ্যের স্কলপতাই তার কারণ বলে ব্যাখ্যা করা হয়,
খাদ্য কিভাবে উৎপাদিত ও বল্টিত হয় তা নয়।

শান্ধ স্বাদ্ধা মান্বের স্বরক্ষের শোষণের ভিত্তি হছে প্রেশীশ্বাসন বার প্রথম ও প্রধান উপার হল জমি কৃষ্ণিগত করা। সাধারণ সম্পত্তি ক্লমে ক্লমে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিগত ইর। মানুবকে বিশুহীন করে বিশুবানদের সেবা করেই জীবিকা অর্জনে বাধ্য করা হর। এই অবস্থার পরিবারে সমান্য নবা-গতকেও বোঝা কলে মনে হর। জনাধিক্যের (ওভারপপ্রলেশন) ভূত মরীচিকার মত দেখা দের। এটা সেই পরিমাণে আতংক স্থি করে বে পরিমাণে জমি অন্পসংখ্যক লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হরে উৎপাদন ব্যাহত করে। ভা ঘটে জমি উপব্রু

ভাবে চাব না হওয়ার জন্য কিংবা ভাল জমিগুলি পশ্চারণে পরিণ্ড করার ফলে অথবা জমির মালিকের শিকারের সং মেটাতে জমি সংরক্ষণ করার জন্য। খাদ্য উৎপাদনের জন্য এই জুমি আর পাওয়া যায় না। রোম ও ইতালি খাদ্যসংকটে কট পার যখন দেশের জমি মাত্র তিন হাজার জমিদারের হাতে খাকে। "জমিদারীগ্রলিই রোমের সর্বনাশের কারণ"—সেখানে এই ধর্নিই তথন চীংকৃত হয়। ইতালির জমি পরিণত হয় সম্ভ্রান্ত মালিকদের স্কৃতিকতীর্ণ শিকারভূমি ও সোধীন উদ্যানে। দাসপ্রমিক দিয়ে কৃষিকাজ বায়বহুল বলে বহু জমি পতিত রাখা হয়। এর চাইতে আফ্রিকা বা সিসিলি থেকে আমদানিকত খাদ্যশস্য দামে সম্তা পড়ে। এটা খাদ্যশস্য থেকে মুন্ফার্বাজির দরজা খুলে দেয়। এই ব্যবসায় রোমের সম্ভান্ত ধনী ব্যক্তিরা প্রধান ভূমিকা নেয়। পরে এই ব্যবসা দেশে জ্বাম-চাষে ঔদাসীন্যের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ধনী বাজিরা দেশে জুমি চাষ করার পরিবতে খাদ্য ব্যবসায়ে অধিক মুনাফ, অর্জন করতে থাকে।

শাসকশ্রেণীগ্রনির সংখ্যালপতা রোধ করার উদ্দেশ্যে এই অবদ্ধার শাসকশ্রেণী রোমের নাগরিক ও দারিপ্রাক্রিন্ট অ.ভ-জাতবর্গদের বিয়ে ও সম্ভান উৎপাদনে প্রচুর উৎসাহ ও স.হায়-দান সত্ত্বেও ত'রা বিয়ে করা ও সম্ভান প্রজনন থেকে বিয়ত্থাকেন। শাসকশ্রেণীগ্রনির অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব হয়্যন।

সমাজের উচ্চশ্রেণী ও প্ররোহিতবর্গ শত শত বছর ধরে সবরকমের চক্রান্ত ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে অসংখ্য কৃষকের জমি আত্মসাং ও জনসাধারণের জমি কৃক্ষিণত কর র পর মধ্যযুগের অবসানের সময় অনুরূপ ব্যাপার স্টিট হয়। যথন দীর্ঘ **অবর্ণনীয় নির্যাতনের ফলে কৃষকরা বিদ্রেহ করে এবং ঐ** বিদ্রোহ **চ্র্ণ করা হয়, তথন অভিজাতশ্রেণীর দস**মূতা ব্যাপক আকার ধারণ করে। এমন্কি ধমীর রাণ্ট্রের সংস্কার সাধিত গির্জার অনুগামী রাজন্যবর্গ এই অপকর্ম অনুশীলন করে। চোরভাকাত, ভিথারি ও ভবঘুরেদের সংখ্যা বাড়ে হাড়তে অতীতের সব সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং রিফর্মেশনের (বে.ড়শ শতাব্দীতে ক্যাথলিক চার্চের বিরুদেধ ইউরোপের অধিকাংশ রা**ন্টো ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দোলন** সংঘটিত হয়। এটা ছি<sup>ল</sup> ম্লতঃ সামন্তবাদ-বিরোধী আন্দোলন। অনেক দেশে এই আন্দোলন তীর শ্রেণী সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে—যেমন ১৫২৪-২৫ সালে जार्गानिए कृषक यून्य এवर পরবতী काल ইংল-ড ইত্যাদি ভারগায় বুর্ভোয়া বিস্লব) পর এই সংখ্যা **उत्तरम ७८छ। क्रीमत मधनहाता कृषकता मत्म मत्म क्रांम महात** দিকে। কিন্তু উপরিবর্ণিত কারণে সেখানেও জীবনযা<sup>নুরি</sup> ক্লমাবনতি ঘটতে থাকে। কাজেই "সর্বতিই জন্মিকা" বিরাজ

ম্যালখাসের আবির্ভাব ইংলভের শিলপ বিকাশের সমরেই। তথ্য হারণ্ডিভ্রম, আর্কারাইট ও ওয়াট প্রমূখ বিজ্ঞানীদের আবিস্ফারের ফলে ফ্রালিলেপ ও প্রবৃত্তিবিদ্যার বিরাট পরি-বর্তন দেখা দের। প্রধানতঃ বৃদ্যাশিলেপ এই প্রভাব পড়ার কুটির শিলেপ নিযুক্ত হাজার হাজার শ্রমিক কর্মানুত হয়। সেই সময়ে ইংলভে ভূস-পত্তি কেন্দ্রীভূত হয় এবং বৃহদাকার পিলেশ্র প্রভত বিকাশ ঘটে। একদিকে যেমন সম্পদ বাভতে থাকে অন্যদিকে ব্যাপক দারিদ্র ছড়িয়ে পড়ে। সেই সমরে শাসক-শ্রেণীগুলির একথা ভাবার যথেষ্ট কারণ ছিল যে তদানীন্তন জগত সম্ভাব্য সকল জগতগন্ত্রির মধ্যে উৎকৃষ্ট জগত ছিল্ এবং ক্রমবর্ন্ধমান শিলপায়ণ ও অপরিমেয় সম্পদস্থির মাঝখানে ব্যাপক জনসাধারণকে নিঃস্ব করার মত স্ববিরোধী ঘটনায় আপাতঃদূষ্টিতে ন্যায়সংগত সমাধান খ'জতে গিয়ে তারা অপর:ধৃক্ষালনের সুযোগ পায়। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পশ্যতি ও মুন্টিমের জমিদারের হাতে জমির কেন্দ্রীভবনের ফলে যে অগণিত শ্রমিকের কর্মচ্যতি ঘটে তার পরিবর্তে অতি প্রজননের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর অতি দ্রত সংখ্যাব্যাধর ওপর দোষ চাপানোর চাইতে সহজতর আর কিছু, ছিল না। এই অফ্স্থার ম্যালথাস "স্কুল ছাতের উপযোগী, লঘু ও পেশাদারী ধর্মপ্রচারের অলৎকারপূর্ণ ভাষণের সাহিত্যিক চৌর্যাপরাধের অংশ" রচনা করে বর্তমান দূরবস্থার যে কারণ নির্দেশ করেন তাতে শাসকশ্রেণীর অন্তরের গভীর চিন্তা ও কামনাই প্রতি-ফলিত হয়েছে এবং দুনিয়ার সামনে শাসকগ্রেণীর সেই চিন্তা ও কামনার যৌত্তিকতাকে হাজির করেছে। একমহল থেকে এর পেছনে সোল্লাস সমর্থন 'এবং অন্যাদিক থেকে এর প্রবল বিরোধীতাই এর কারণ। ম্যালথ:স সঠিক সময়ে সঠিক কথা নিয়ে বিটিশ ব্রজেনিয়াদের পক্ষে হাজির হয়েছেন এবং যদিও "তাঁর রচনায় একটিও নিজম্ব বাক্য নেই." তবঃও তিনি এইভবে একজন মহৎ ও বিখ্যাত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন এবং সম্পূর্ণ মতব'দের সাথে তাঁর নাম সমার্থক হয়ে আছে।

## (२) जनाभित्कात कात्रभ

বে অক্স্থা ম্যালথাসকে বিপদ সংকেত দেখাতে ও কর্কশ শিক্ষা দিতে প্ররোচিত করেছে তা তথন থেকেই যুগে যুগে বিস্তার লাভ করছে। শ্রমিকদের প্রতি তাঁর উপদেশ আঘাতের উপর <mark>অপমান-স্বরূপ। এটা যে ম্যাল</mark>থাসের স্বদেশ গ্রেট-রিটেনে শুধু ছড়িয়েছে তা নয় ধনতালিক উৎপাদন বাক্থা-সম্পন্ন সব দেশেই এর বিস্তৃতি ঘটেছে। এই ব্যবস্থা ভূমি-ল্পুন ও জনসাধারণকে যদ্য ও কারখানার দাসে পরিণত করেছে। এই ব্যবস্থা শ্রমিককে তার উৎপাদনের উপায় থেকে विष्कृत करत्राष्ट,—जा अभिष्ठे ट्याक् वा यन्त्रदे ट्याक् धवः প' क्रिशिতদের কাছে তাকে সমপ'ণ করেছে। এই পন্ধতি নিত্যনতুন শিল্পশাখা নির্মাণ করে তা উন্নত ও কেন্দ্রীভূত করে: কিন্তু এটা বরাবর নতুন জনসমণ্টিকে প্রয়োজনাতিরিভ वरम प्यायना करत रवकारत भीत्रना करत। श्र. हीन रत सम्ब মত এটা আনুষ্ণিপক কৃষ্ণল সহ 'লাটিফাণিডয়া' বা জমি-দারীতে উৎসাহ প্রদর্শন করে। ইংল-ডীয় ধারায় ভূমি ল্পেটনে সর্বাধিক ক্লিণ্ট আরারল্যাণ্ড ইরোরোপের একটি প্রকৃষ্ট र्चोन्छ। ১৮**५८ जारन** आय्रातना एफत ১২, ०१४, २८८ একর ভূণভূমি ও উৎকৃত্ট পশ্চ রণভূমি ছিল, কিণ্ডু কর্বণো-পবোগী জমি ছিল মাত্র ৩, ৩৭৩, ৫০৮ একর। প্রতি বছরই লোকসংখ্যা কমতে থাকে; অথচ, আরও বেশী কৃষিবোগ্য জাম তৃণ্ভূমি ও পশ্বচারণভূমিতে এবং জমিদারদের শিকার ভূমিতে শরিণত করা হর। ১৯০৮ সালে দাঁড়ার ১৪, ৮০৫, ০৪৬

একর ভূপভূমি ও ২, ৩২৮, ৯০৬ একর মাত্র কবিযোগ্য জাম। ভাষ্ট্রভা কর্বপেপ্যোগী জামর অধিকাংশ থাকে বিপ্লে-সংখ্যক ছোট থেকে আরও ছোট কৃষকদের ছাতে যারা জমি থেকে প্রয়োজনীর উৎপাদনে অসমর্থ। এই ভাবেই আরারল্যান্ড কৃষিজ্ঞাম থেকে পশ্চারণভূমিতে পরিণত হয়েছে বলে মনে **হয়। উনবিংশ শভাব্দীর প্রার**ন্ডে জনসংখ্যা ছিল ৮০ **লক**. এখন কমে দাঁড়িয়েছে ৪০ লক্ষের কিছু বেশি, তাতেও বেশ করেক লক মান্য বাড়তি হয়ে পড়েছে। ইংল**েড**র বিরুদ্ধে আইরিশদের বিদ্রোহকে এইভাবে অনায়াসে ব্যাখ্যা করা যায়। জমির মালিকানা ও জমি কর্যণের ক্ষেত্রে স্কটল্যান্ডেও অনু-त्भ िक एमथा याय। এই এकरे तकम अवन्था शाल्मत्री एउ। সেখানে সাম্প্রতিক দশকে আধ্বনিক প্রগতির চিহ্ন বিদ্যমান। **ইউরোপের অনেক দেশের চ**ইতে উন্নত জামতে সমৃন্ধ একটি দেশ আজ ঋণভারে জর্জরিত, জনগণ দারিদ্রক্রিণ্ট এবং মহা-জনের কুপার ওপর নির্ভারশীল। হতাশ জনগণ ব্যাপকহারে দেশত্যাগ করছে। কিন্তু জমি এমন সব আধুনিক প'ভিপতি রাঘববোয়ালদের হাতে কেন্দ্রীভূত যারা বর্বরভাবে বনভূমি ও कृषिकाम न्वीय न्वार्थनाथरम व वहात कत्रहा महान हार्लाही **অদরে ভবিষ্যতে শস্য রংত**্যনিকারক দেশ থাকবে না। **ইতালিতেও অন্**রূপ অবস্থা বিদ্যমান। জা**র্মানির মত** ইতালিও জাতীয় রাজনৈতিক ঐকোর মাধামে ধনতালিক বিকাশ উল্লভ করেছে। কিন্তু পিডমন্ট্ লোম্বার্ডি, টাসকেশী, রোমান্না ও সিসিলির পরিশ্রমী কৃষকরা ক্রনশঃ দরিদ্র হতে হতে ধরংসের **সম্মুখীন। কয়ে**ক বছর অ গে যেথনে দরিদ্র কুষকের দথ**লী জমিগুলি স্বত্ন-**পরিচালিত উদ্যান ছিল, আজ তা জলা**ভূমিতে** পরিণত হতে শ্রের্ করেছে। রোমের নিকটবভর্ণি ক্যামপান্নার লক লক হেক্টর জমি পতিত রয়েছে। ঐ এলাকা এককালে **প্রেনো রোমের অতান্ত বন্ধিষ**ু স্থানের অন্যতম ছিল। জ্ঞলায় পরিণত জমিগুলি বিষাক্ত দুর্গন্ধ বাষ্প নির্গত করে। যদি যথাযথভাবে ক্যামপাণনার জল নিষ্কাশন ও জলসেচনের **উত্তম ব্যবস্থা হয় রোমে**র অধিবাসীরা খাদ্যের একটা সমৃ**স্থ** উৎস পেয়ে আনন্দিত হতো। কিন্ত ইড়ালি ক্রংশন্তি হওয়ার দর্রাকা ক্ষা পোষণ করে। নিকৃষ্ট শাসন পরিচালনা, সামরিক ও নৌ যুম্খোপকরণ সংগ্রহের জন্য এবং উপনিবেশ তৈরির জন্য অর্থ ব্যয় করে ইতালির শাসকরা জনগণের সর্বনাশ করে। এজন্য কুষিকাজ, যেমন ক্যামপাণনার জাম উন্ধার ইত্যাদির জন্য অর্থের সংস্থান তারা করতে পারে বা ক্যামপাণনার মত অন্রূপ দ্বরক্থা দক্ষিণ ইতালি ও সিসিলিতেও বর্তমান। যে সিসিলি একক লে রোমের শস্যাগার ছিল আজ তা দারিদ্রের গভীর পঞ্চেক নিমাম্মত। সিসিলির মত দারিদ্রভার্জরিত ও নিগ্হীত লোক ইউরোপের আর কোথাও নেই। ইউরেণপের সবচেয়ে স্ক্র দেশের অদেপ-সম্তুল্ট সম্ত:নরা আজ ইউরোপের অধিকংশ ও আমেরিকায় নগণ্য মজা্রিতে কাজের সন্ধানে ভিড় করে; কিবো **দলবে'ধে চিরকালে**র জন্য দেশত্যাগী হয়। কারণ স্বদেশের জমি তাদের সম্পত্তি নয় নিজের দেশে অনাহারে মৃত্যুবরণ করতেও তারা চার না। মালেরিয়ার মত উৎকট জ্বর-ব্যাধি ইতালিতে এত ব্যাপক আৰু রে বিস্তার লাভ করে যে সরকার অত্যুক্ত অ'ভব্জিত হয়ে ১৮৮২ সাল নাগাদ এক তদন্ত চালান। তদন্তে এই শোচনীর অবস্থা প্রকাশ হয় যে দেশের ৬৯টি বিভাগের মধ্যে ৩২টি বিভ:গ মারাত্মকভবে আক্রান্ত, ৩২টি আংশিক-

ভাবে এবং মার ৫টি বিভাগ এই রোগ থেকে মৃত । এই রোগ আগে শুধু গ্রামাণ্ডলেই দেখা বেত, এখন শহরগ্রিলতেও প্রবেশ করেছে বেখানে দলে দলে গ্রামা সর্বহারাদের সহরে চলে আসার কলে খন সন্নিবিষ্ট সহত্তর সর্বহারার দল বহুগ্রণ বির্ধিত হয় এবং রোগ সংক্রামণের যোগ্য কের স্থিট করে।

## (७) मातिस ७ वर्धन, छा

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পর্ম্বতিকে যে কোন দিক থেকেই বিচার করা হোক না কেন, দেখা যায়, খাদ্যের স্বন্পতা এবং জীবনধারণের উপায়ের অভাব জনসাধারণের অভাব ও দ্রদশার ফল নয়। যে অসম বন্টন ও অর্থনীতিক কুবাকথা কাউকে প্রাচুর্য দান করে এবং অন্যাদের খাদ্যাভ:বে মৃত্যুর কবলে নিক্ষেপ করে,—এটা তারই ফল। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ि एक एथरकरे भागवानीय यां जिल्ला अर्थ भाग । अन्यान क्रिक थनवानी वाक्त्र्यारे मन्जान शक्तनात उरमार एमा। कात्रथानाय निमन्द्रपत्र সদতা ও স্কভ শ্রম ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থারই প্রয়োজন হয়, হিসাব করেই সর্বহারাদের জন্মদান করতে হয়—তাদের ভরণপোষণের মত উৎপাদন করতে হয়। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য কুটিরশিলেপ নিযুক্ত সর্বহারাদের অধিক সন্তান লাভ করতে বাধ্য হতে হয়। এই অনম্বীকার্য ঘূণ্য প্রক্রিয়া শ্রমিকের দারিদ্র তীব্রতর করে এবং নিয়োগকর্তার ওপর নির্ভরতা ঝড়ায়। সর্বহারা অত্যন্ত দুঃখদায়ক মজ্বরিতে কাজ করতে বাধ্য হয়। কৃতির শিলেপ শ্রমিকদের জন্য কোন কল্যাণকর ব্যবস্থা করতে বা সামাজিক কর্তব্য সম্পাদনে অধিক অর্থব্যয় করতে নিয়োগকর্তা বাধ্য না থাকায় কুটিরশিক্তেপ সে অধিকসংখ্যক লোক নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়। কেননা, এই জাতীয় শিলেপ সে যে স্ক্রিয়া পায়, অন্য উৎপাদন পর্ম্বতিতে তা সহজে পায় না; অবশ্য বিশেষ কোন উৎপাদন পর্ম্বতি সেই অবস্থায় যদি সম্ভব হয়ে থাকে।

ধনতাশ্বিক উৎপাদন পশ্ধতি শ্বেধ্ যে পণ্য ও শ্রমিকের অতি উৎপাদনের ব্যবস্থা করে তা নয়, এই ব্যবস্থা অধিক বৃশ্দিজীবী সৃশ্টির দিকেও চালিত হয়। বৃশ্দিজীবিশ্রেণীর সদস্যদেরও চাকরি পাওয়া ক্রমবর্শ্ধ মানহারে কঠিন হয়ে পড়ে। চাহিদার চাইতে সরবরাহ স্থায়ীভাবে বৃশ্দি পায়। ধনতাশ্বিক জশতে একটিমার জিনিস প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় না—তা হঙ্গ পর্ক্তিও ও তার মালিক প্রক্তিপতি।

ষদি বৃদ্ধোয়া অর্থনীতিবিদরা ম্যালথাসের অন্গামী হয়ে থাকেন, তাহলে তা তাদের বৃদ্ধোয়া স্বার্থের দিক থেকে স্বান্ডাবিকই, শৃন্ধু সমাজতাশ্বিক সমাজে তাদের এই বৃদ্ধোয়া খেরাল প্রসারিত না করাই উচিত। জন স্ট্রার্ট মিল লিখেছেন, "……কমিউনিজম এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে এই জাতীয় স্বার্থপর অমিতাচারের বির্দ্ধে জনমত তীর্তম প্রতিবাদে সোচ্চার হবে। যে কোন সংখ্যাবৃদ্ধি জনগণের আরামের অপহুব ঘটাবে বা প্রমের পরিমান বৃদ্ধি জনগণের আরামের অপহুব ঘটাবে বা প্রমের পরিমান বৃদ্ধি করবে তা সমাজের প্রত্যকের প্রত্যক্ষ অস্ক্রিথা সৃদ্ধি করবে এবং এটাকে নিয়োগকর্তার অর্থলিপ্সা বা ধনীদের অন্যাষ্য অধিকারের ফল বলা যাবে না। এই পরিবর্তিত অবস্থার অযৌত্তিক ধারণাকে অস্বীকার করা হর এবং তাতেও না হলে যে কোন রকম শাস্তিম্লক বিধান নেওয়া হয় বা সম্প্রদারের প্রক্ষে ক্ষতিকর নিশ্বনীয় আরামঅরমেন্তর প্রতি বশ্যতার প্রশ্রম দিতে হয়। ক্মিউনিন্ট ব্যবস্থা

লোকসংখ্যাব্দির আতক থেকে উখিত প্রতিবাদ প্রকাশ্যে গ্রহণ করার পরিবর্তে ঐ পাপ বা অমণ্যল ঘটবার আগেই বাধা দেবার চেন্টা করে।" অধ্যাপক এ ওরাজ্নার রাউ-এর মান্রাল অব পলিটিক্যাল ইকনমি' বইরের ৩৭৬ প্টার বলেন, "সমাজতাশ্যিক সমাজে বিবাহ ও সন্তান উৎপাদকের স্বাধীনতা থর্ব করা হয়।" উপরোক্ত লেখকরা এই ধারণা থেকেই তাদের বন্ধবা রেখেছেন বে সবরকম সমাজবাবস্থাতেই জনসংখ্যাব্দ্ধির প্রবণতা বিদ্যমান, কিন্তু উভরেই স্বীকার করেন যে অন্য সবরকম সমাজবাবস্থাতেই জনসংখ্যাব্দ্ধির প্রবণতা বিদ্যমান, কিন্তু উভরেই স্বীকার করেন যে অন্য সবরকম সমাজবাবস্থাতেই জনসংখ্যাব্দ্ধির ও খাদ্য সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য বজার রাখতে অধিকতর সক্ষম। তাদের পরবতী সিম্থানতাট সঠিক, আগেরটি নয়।

অবশ্য ম্যালথাসীয় মতবংদে কল্বিত কিছ্ কিছ্ স্মাজতল্মী আছেন যাঁরা জনাধিক্যের আশ্ব াবপদ সম্পর্কে
আতিকত। কিন্তু এই সমাজতন্মী ম্যালথাসবাদীরা এখন
উধাও হয়েছে। প্রকৃতি ও ব্রুজোয়া সমাজের আসল চরিত্র
সম্পর্কে গভীর অধ্যয়নের ফলে তাঁদের শিক্ষা হয়েছে।
আমাদের কৃষি বিশেষজ্ঞদের সবিলাপ সংগীত থেকে আমরা
আরও জানতে পারি যে আমরা বিশ্ববাজারের দ্গিতত আতিরিক্ত খাদ্যই উৎপাদন করি—যার ফলে দাম যায় কমে এবং কমদামের জন্য খাদ্য উৎপাদন অলাভজনক হয়ে পড়েছে।

আমাদের ম্যালথাসবাদীরা ভাবে, আর চিন্তাশান্তহীন ব্জেণিয়া প্রবন্তাদের ঐক্যতান সেই ভাষাকেই প্রতিধর্নিত করে যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে ভালবাসার পার্র নির্বাচনে স্কাধীনতা বর্তমান এবং যেখানে মানুষের উপযোগী ব্যবস্থা সকলের জন্য অবারিত, সেথানে মান্য শশকের মত বংশব্দিধ করে যাবে এবং নীতিবহিগতি যৌন সম্ভোগে ব্যাপ্ত থেকে ব্যাপক বংশবৃদ্ধি ঘটাকে। আশা করা যায়, ঘটবে এর বিপরীতটাই। এখনও পর্যানত সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট পরিবারে নয়, নিকৃষ্টতম পরিব রেই অধিকসংখ্যক শিশ্বর আগমন দেখা যায়। অতি-**রঞ্জনের অপ**বাদ থেকে মৃক্ত থেকে একথা বলা যায়, অধিকতর দুর্দশাগ্রম্থ সর্বহারা শ্রেণীর মধোই অধিকতর সংখ্যা শিশ্বর আবিভাব হয়। ব্যতিক্রম যে একেব'রে নেই তা নয়। অণ্টাদশ শতাব্দীর মধাভাগে ভিরচোর লেখা থেকে এর সমর্থন মেলে. মানসিক উদ্দীপক কল্ডু থেকে সম্প্রের্পে বাণ্ডত, অধঃ-পতনের গভীর পঞ্চে নিম্ডিজত ইংরেজ শ্রমিক মাত্র ২টি উপভোগের উৎস জানে, এক মাদকতা, দুই যৌন সংগম। সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত সাইলেসিয়ার জনগণও তার সমস্ত কামনা-বাসনা এই দৃহই বস্তুতে কেন্দ্রীভূত করে। স্বরা ও যৌন কামনা পরিতৃশ্তিই সর্বস্ব হয়ে দাঁড়ায় এবং একথা অনায় সে ক্যাখ্যা করা যায় যে শারীরিক বলিষ্ঠতা ও নৈতিক দঢ়তা যে পরিমাণে কমে সেই পরিমাণে দ্রত জনসংখ্যা বৃণ্ধি পেতে

মার্কসও তাঁর ক্যাপিটাল গ্রন্থে অন্তর্প মত প্রকাশ করেছেন। "প্রকৃতপক্ষে, কেবলমার জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যাই নর, পরিবারসমূহের পূর্ণ আয়তন আয়ের উক্ততার বিপরীত অনুপাতে হয়ে থাকে এবং সেজন্য বিভিন্ন ভতরেই প্রমিকের জীবিকার ওপরও নির্ভার করে। ধনতান্ত্রিক সমাজের এই নীতি অস্ভ্য জাতির কাছে অবাস্তব মনে হবে, এমনকি সভা উপনিবেশের অধিবাসীদের পক্ষেও। এটা বাল্গিতভাবে দ্বর্গ ও নিয়ত আঞ্জানত পশ্বগ্লির সামাহান ব্লিখর কথাই স্মরণ কাররে দেয়।" মার্কস লাইং-এর উম্পৃতি দিরেছেন, "সব মান্য বিদ আনারাদে জীবনধারণের অবস্থায় থাকত তাহলে প্রিবী অনতিবিলন্দে জনশ্না হরে বেতো।" লাইং ম্যালথাসের বিপরীত মত পোষণ করেনঃ জীবনযাত্তার উন্নত মান বরং জন্মহ্লাসেরই অন্কৃল, জন্মব্লিখর নয়। হার্বার্ট স্পেন্সর একই মত প্রকাশ করেছেন, "প্র্তাতা ও প্রজননগান্ত সবসময় সর্বাহ্রই পরস্পরবিরোধী। এর থেকে এটাই দাঁড়ায় যে, আরও প্রগতির জন্য মানবজাতি যে সমাজের দিকে তাকিয়ে আছে, তার ফলে সম্ভবতঃ সন্তান উৎপাদন হ্লাস হবে।"

আমরা দেখতে পাই, অন্যান্য বিষয়ে ভিন্নমত পোষণকারী ব্যক্তিরা এই একটি বিষয়ে একমত এবং আমরা তা সমর্থন করি।

## (৪) লে,কসংখ্যায় ঘটিত ও খাদ্যে বাড়তি

জনসংখ্যার গোটা প্রশ্নটি এই বলে সহজেই ছেড়ে দেওয়। বায় যে অতিরিক্ত জনসংখ্যার বিপদ দৃণ্টিগোচর নয়, কারণ আমরা অতিরিক্ত খাদ্য সমস্যার সম্মুখীন, যা আবার বছরের পর বছর বৃদ্ধে পাবারই আশংকা। তাই এই সম্পদ নিয়ে কি করা হবে এই দৃশ্চিন্তা, খাদ্য পর্যাণত কিনা এই দৃশ্চিন্তার চেয়ে অনেকবেশি বড়। খাদ্য উৎপাদনকারীরা সাগ্রহে খাদ্যের ভক্ষকদের দ্রুত বৃশ্বিকে অভিনন্দন জানাবে। কিন্তু ম্যালখাসবাদীরা আপত্তি তুলতে ক্লান্তিবোধ করেন না। স্তরং আমাদের নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করতে হবে পাছে তারা এই অজ্বাতের আশ্রয় নিতে পারে না যে তাদের আপত্তি অকাট্য।

তাঁরা দাবি করেন যে অতি নিকট ভাবষাতে জন্মিংকার বিপদ ক্রম হ্রাসমান উৎপাদন বিধি'-র মধ্যে নিহিত। আমাদের জ্ঞাম "উৎপাদনে নিঃশেষিত," বার্ধক্ষ্ম ফসল আর আশা কর। ষায় না এবং যেহেত কৃষির উপযোগী জমি ক্রমে দ্বপ্রাপা হয়ে উঠছে তাই থাদ্য সংকটের বিপদ আসল্ল যদি লোকসংখ্যা বাড়তেই থাকে। কুষিতে জমির ব্যবহার সম্পর্কিত অধ্যায়ে সন্দেহ.তীতভাবে একথা প্রমাণ করতে পেরেছি বলে অ<sub>ন</sub>মর। বিশ্বাস করি ষে, কৃষি বিজ্ঞানের বর্তমান স্তরেই নতুন খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষ কি বিপত্ন অগ্রগাত ঘটাতে পারে। আরও কিছু দৃষ্টাশ্ত দেওয়া যাক। একজন অত্যান্ত যে গা বড় ভূস্বামী ও সর্বজনস্বীকৃত অর্থনীতিবিদ (যিনি উভয় ক্ষেত্রে गानथ সের চাইতে শ্রেষ্ঠ।) বডবার্টাস কৃষি রসায়ন শাসের **শৈশবে ১৮৫০ সালে বলেছেন** "কাঁচা সামগ্রী উৎপাদন যেমন. খাদ্যোৎপাদন ভবিষ্যতে শিলেপাৎপাদনে ও পরিবহনের পেছনে পড়ে থাকবে না। কৃষি রসায়ন এখনই কৃষির ভবিষাং উজ্জ্বল ব্রতে আরম্ভ করছে। যদিও এর ভলপথ পরিক্রমা করার অ শংকা বিদামান, তব্ৰও এটা পরিণামে খাদ্য উৎপাদনকে সমাজের আয়ত্তাধীনে স্থাপন করবে, যেমন বর্তমানে প্রয়োজনীয় পরি-মাণ পশমের সরবরাহ পেলে যে কোন পরিমাণ বস্ত উৎপাদন করা যায়।"

কৃষি রসারণের প্রতিষ্ঠাতা জ্বন্টাস তন লিবিগ এই মত পোষণ করেন যে "ষাদ মান্ধের শ্রম ও সার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহলে জমি অফ্রুকত উৎপাদনশীল থাকে এবং বছরের পর বছর অপরিমেয় ফসল দিতে পারে।" উৎপাদন ইংসের নিরম ম্যালথাসীয় থেয়াল মায়, এটা কৃষিকাজের অতি নিক্ষকতরে গ্রহণ্যোগ্য হতে পারে যদিও এই নিয়ম বিজ্ঞান ও

অভিজ্ঞতার আলোকে বহু আগেই প্রত্যাখ্যাত **হয়েছে।** নিরমটি বরং এইভাবে বলা যায়—"একটা জমির উৎপাদন মানুষের ব্যায়ত শ্রম (বিজ্ঞান ও যল্মপাতিসমেত) ও সেই জমিতে প্রদত্ত যথার্থ সারের সাথে সমানুপাতিক।" যদি গত ৯০ বছরে ফ্রান্সের পক্ষে ক্ষুদ্র কৃষি থামারগালি নিয়ে তার উৎপাদন চতগ'ল বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়ে থাকে (লোকসংখ্যা কিন্তু ন্বিগ্ৰেণও বাড়েনি), তাহলে সমাজতান্ত্ৰিক অৰ্থনীতি সম্পন্ন সমাজ থেকে অনেক কেশি ভাল ফল আশা করা যায়। ম্যালেথাসবাদীরা আর একটি সতা এড়িয়ে যান যে শুধু আমাদের দেশের কথাই হিসাবের মধ্যে গণ্য করলে চলবে না. প্রথিবীর সব জমি, প্রধানতঃ যে সব দেশের জমি আমাদের দেশের ভূখণ্ড থেকে বিশ থেকে চিশ ও তারও বেশি গুণ ফসল দেয়, তাকেও হিসাবের মধ্যে ধরতে হবে। বৃহততঃ প্রিবীর সম্পদরাশি মান্য ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছে। তব্তুও বলতে হয় এক অতি ক্ষ্মন্ত ভগ্নাংশ বাদ দিলে যতটাকু হওয়া সম্ভব সেভাবে কোথাও জামর চাষ ও ফলপ্রদভাবে তার ব্যবহার হচ্ছে না। শুধু গ্রেট রিটেনই যে একমাত্র বর্তমানে যা উৎপাদন করে তার চাইতে অনেক বেশি পরিমাণ খাদাশস্য উৎপাদন করতে পারে তাই নয়; ফ্রান্স, জার্মানি ও অস্ট্রিয়াও তা পারে এবং এ সত্য ইউরোপের অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রযোজ্য। ক্ষ্মদ্র ওয়ার্টেমবার্গে ৮৭৯,৯৭০ হেক্টর কর্মণযোগ্য জামতে কেবল বাষ্পচালিত লাজ্গল ব্যবহারের ফলে ৬,১৪০,০০০ সেন্টনার উৎপাদনকে ৯,০০০.০০০ সেন্টনারে উল্লীভ করা সম্ভব হয়েছে।

জার্মানির বর্তমান জনসংখ্যার অবস্থা দিয়ে বিচার করলে ইউরোপীয় রাশিয়া তার বর্তমান ১০ কোটি লোকসংখ্যার পরিবর্তে ৪৭·৫ কোটি লোককে খাওয়াতে পারে। আজকের ইউরোপীয় রাশিয়াতে প্রতি বর্গমাইলে ১৯·৪ জন লোক বাস করে, সেক্সনীতে করে ৩০০ জন। রাশিয়ার স্বাবস্তৃত ভূমিখণ্ডে জলবায়্র উচ্চপর্যায়ের উর্বরতা অসম্ভব করে তুলেছে সত্য, কিম্তু অন্যাদকে রাশিয়ার দক্ষিণ অপ্যলের জলবয়্র ও মাটি জার্মানির জমির তুলনায় অনেক বেশি কৃথি উৎপাদনক্ষম। তথন আবরে জনসংখ্যার ঘণত্ব ও উল্লত জমি কর্ষণ (যা অব্যবহিত পরেই হয়) জলবয়্র পরিবর্তন ঘটাবে যা এমনকি আজও অন্মানকে হার মানায়। যেখানেই লোক রাশীকৃত হয়. সেখানেই জলবায়্র পরিবর্তন ঘটে।

এসব বিষয়ের ওপর আমরা গ্রুছ দিই না বললেই হয়, এমনকি এগ্রনির সমেগ্রিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতেও আমরা অক্ষম। কারণ বর্তমান অবস্থায় এ বিষয়ে বিরাট আকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার স্বযোগ বা সম্ভাবনা আমাদের নেই। দৃষ্টাশ্তস্বরূপ আজকের অতি হাল্কা বসতিপূর্ণ নরওয়ে ও স্ইডেন তাদের বিরাট বনাগুল, সতিতারের অফ্রন্ত থণিজ সম্পদ, অসংখ্য নদনদী এবং সম্দ্রতীরবর্তী দীর্ঘ এলাকা নিয়ে আরও ঘণ জনসংখ্যার জন্য সম্শুধ খাদ্যসংস্থান করতে পারবে। বর্তমান অবস্থায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের উপায়ের দৃষ্প্রাপ্যতার ফলে বিক্ষিপ্ত জনসাধারণের একাংশ দেশত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে।

উত্তরাঞ্চল সম্পর্কে যা বলা যায়, ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চল সম্পর্কে আরও অতুলনীয় অধিক মাত্রায় তা প্রযোজা—যেমন পতুর্ণাল, স্পেন, ইতালি. গ্রীস, দানিয়ন্ত্রীয় রাজ্যসম্হ. হার্লোরা, তুর্নান্ধ প্রভৃতি। এসব দেশসম্থের ক্লেদার্ভ রাজানিতিক ও সামাজিক অক্ষথার ফলে শত সহস্ত্র মানুষ দেশে অবন্ধান বা নিকটবতার্শ স্ববিধাজনকভাবে-অবন্ধিত দেশে ছারী বসবাস করার পরিবর্তে দেশত্যাগ করে সম্প্রের ওপারে চলে যেতে বাধ্য হয়। যেইমান্ত একটা ন্যার্য়নিষ্ঠ রাজনৈতিক ও সামাজিক অবন্ধা ন্থাপিত হবে, তখন ঐ বিশ্তীর্ণ ও উর্বন্ধ ভূমিকে উন্নত পর্যায়ের কৃষিভূমিতে উন্নতি করতে নতুন লক্ষ্ণ লোকের প্রয়োজন হবে।

অদ্র ভাষষাতে যখন ইউরোপে অতি উন্নত সাংস্কৃতিক লক্ষাপ্রেণ সম্ভব হবে লোকসংখ্যা ঝাড়াতর চাইতে ঘাটতিই দেখা দেবে এবং সেই অবন্ধার জনাধিক্যের আতু ক পোষণ করা অসম্ভব হবে। সবসময় মনে রাখা দরকার যে শ্রম ও কিজ্ঞানের সাহায্যে খাদ্য উৎপাদনের উৎসের যথাযথ ব্যবহার সীমহীনভাবেই করা যায়। কারণ প্রত্যেক দিনই নিত্যনতুন আবিন্কার ও উল্ভাবন খাদ্যের উৎসক্ষাশ্য করে যাচ্ছে।

আমরা ইউরোপ ছেড়ে যদি অন্য দেশের দিকে তাকাই, তাহলে লোকের ঘাটতি ও জমির প্রাচুর্য আপনা থেকেই আমাদের চে থে পড়ে। প্রিথবীর প্রচুর পরিমাণ উর্বর জমি সম্পূর্ণ বা প্রায় সম্পূর্ণর,পেই অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। কারণ পতিত জমি কৃষি উপযোগী করে যথায়থ ব্যবহারের কাজ সম্পাদন করা কয়েক হাজার লোকের পক্ষে সম্ভব নয় বহু, লক্ষ লোকের ব্যাপক উপনিবেশ স্থাপন প্রয়োজন, প্রকৃতির এই প্রাচুর্যের কিয়দংশকে মানায়ের নিয়ল্রাধীন করতে। অন্যান্যের মধ্যে এই পর্যায়ে পড়ে কয়েক লক্ষ বর্গমাইলের বিরাট ভূখণ্ড, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা। দৃণ্টান্তস্বর্প, আব্রেণিটনার অধীনে ৯ ৬ কোটি হেক্টর উর্বর জমির মধ্যে অন্ধিক ৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষাবাদ হয়। দক্ষিণ আমে-রিকায় শস্য উৎপাদনক্ষম পতিত জমির পরিমাণ কমপক্ষে আনুমানিক ২০ কোটি হেক্টর; অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র. অন্দ্রিয়া, হাস্পেরী, গ্রেট ব্টেন ও আয়ারল্যান্ড, জার্মানি ও ফ্রান্সে সম্মিলিতভাবে শস্য উৎপাদন হয় ১০০৫ কোটি হেক্টর জমি। ৪০ বছর আগে ক্যারী এই মত পোষণ করতেন যে ৩৬০ মাইল দীর্ঘ ওরিনে:কো উপত্যকা একাই সমগ্র ম.নব-জাতিকে খণ্ডেয়াব র মত শস্য উৎপাদনে সমর্থ। এই অনুমানের অর্ধেকও মেনে নিলে তব্ আরও প্রচুর থাকে। যে কোন ক্ষেত্রে একা দক্ষিণ আমেরিকাই বর্তমান জগতের লোকসংখ্যার বহ-গ্রনকে খাওয়াতে পারে। প্রন্থিকারিতার দিক থেকে একখন্ড জমিতে কলা চাষ ও ঐ পরিমাণ জমিতে গম চাষের হার হয় ১৩৩ ঃ ১। যেখানে আমাদের ভাল জমিতে গমের ফসল বীক্তের ১১ थिक २० ग्रांग यात रहा. मिथात थान छेरभामनकादी জমিতে বীজের তুলনায় ফসলের পরিমাণ হয় ৮০ থেকে ১০০ গ্রেণ, ভূট্টা ২৫০-৩০০ গ্রেণ এবং কোন কোন স্থানে যেমন ফি**লিপাইনে** ধানের উৎপাদন হয় বাঁজের ৪০০ **গ্রণের ম**ত। এইসব বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যবস্তু উৎপাদনের সমন্ন ডান্ন পর্ন্টিকারিতা ব্ন্থির দিকে নজর রাখা দরকার। প্রিটর ক্ষেত্রে রসারনশংস্টের বিকাশের সীমাহীন পরিধি রয়েছে।

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, বিশেষতঃ ব্রাজিলে, আয়ওনে প্রায় সারা ইউরোপের সমান। ব্রাজিলের আয়তন ৮,৫২৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার অথচ জনসংখ্যা ২·২ কোটি বেখানে ইউ-রোপের আয়তন ৯,৮৯৭,০১০ বর্গ কিলোমিটার ও লোকসংখ্যা

৪৬ কোটি। অমির প্রাচুর্য ও উর্বরভার জন্য এই দেশের গ্র পরিব্রাক্তকদের বিষ্ময় ও প্রশংসা অর্জন করে। তাছাড়া এই-দেশসমূহে অফুরাণ আকরিক ও ধাতব পদার্থ আছে। ত্রুও এসব দেশ এখনও বহিজুগত থেকে বিচ্ছিম। কারণ এখনকার জনসাধারণ শ্রমবিমুখ ও সংখ্যায়ও তারা নেহাং অলপ, সভ্যতার আনো পেয়েছে সামান্যই এবং শক্তিধর প্রকৃতির ওপর আধিপতা বিস্তার করতে তারা অক্ষম। আফ্রিক:র অবস্থা কি রক্ষ সেটা সাম্প্রতিক দশকগর্নির আবিষ্কার দেখিয়ে দিয়েছে। মধ্য আফ্রিকার একটি ভাল অংশ ইউরোপীয় চাষের পক্ষে অনুপ-যোগী হলেও এমন বিরাট বিরাট ভূখণ্ডও রয়েছে, মানুষের উপনিবেশ গড়ার ব্রিক্টাহ্য নীতিগ্রাল প্রয়োগ করা হলে रयग्र्निक ভानভाবে कारक नागारना यात्र। जन्मिक् এসিয়ার সূবিস্তীর্ণ ও উবরে এলাকাগুলি লক্ষ লক্ষ অর্গাণ্ড লোকের খাদোর সংস্থান করতে পারে। অতীতে আমরা দেখেছি মৃদ্ জলবায় পেলে প্রায় মর্ভুমির মত অন্বর্বর স্থানগুলি মূল্যবান পর্নিটর যোগান দিতে পারে যদি মানুষ জানে কিভাবে তাতে জীবনসঞ্চারী জল সরবর।হের ব্যবস্থা করতে হয়। বর্বর ধ্বংসমূলক দেশজয় ও স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর উদ্মন্ত নির্যাতনের মাধ্যমে অতি উন্নত ধরণের কৃত্রিম প্রঃপ্রণালী ও সেচ ব্যবস্থার ধরংসসাধনের ফলে পশ্চিম এ।সন্নার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটস নদীর উপত্যকাগ**্বলির হাজার হাজার বর্গমাইল** বালির মর্ভূমিতে পরিণত হয়। একই ঘটনা সংঘটিত হর উত্তর আফ্রিকা, মেক্সিকো ও পেরুতে। যদি সভ্য মানুষ এই সমূহ এলাকায় লক্ষে লক্ষে বসবাস করে ভাহলে অফুরুত খাদ্যের উৎসের দ্বার খুলে যায়। এশিয়া ও আফ্রিকয়ায় খেজুর গাছের ফল অবিশ্বাস্য প্র.চুর্যে ফলে এবং তাতে এত কম জারগার দরকার হয় যে, ২০০টি গাছ এক মর্গেন স্থানে ( দুই একরের সামান্য বেশি) রোপন করা যায়। মিশরে ভুরা (আটা ময়দার মত গ'বড়ো করে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়) নামক শস্য বীজের ৩০০০ গুণ ফলন দেয়। তব্ত দেশটি গরিব। জনা-ধিক্য এর কারণ নয়। বর্বর ধরংসকার্যের ফলে যুগ যুগ ধরে মর্ভুমি বেড়েই চলেছে. এই গোটা দেশে মধ্য ইউরোপের উদ্যান ও কৃষির কলাকৌশল প্রয়োগ করলে যে আশ্চর্ষজনক ফ**ল** পাওয়া যাবে তা সব হিসাবকৈ হার মানায়।

বর্তমান কৃষি ব্যবস্থাতেই মার্কিন যান্তরাণ্ট্র তার বর্তমান জনসংখ্যার (৮-৫ কোটি) ১৫ থেকে ২০ গনে লোকের (১৫০ কোটি থেকে ১০০ কোটি) অন রাসে আহারের সংস্থান করতে পারে। অন্রপ্রভাবে কান:ডাও ৬০ লক্ষ মান্বের খাদ্য সংস্থানের পরিবর্তে কোটি কোটি লোককে খাওরাতে পারে। তারপর দৃষ্টাস্তস্বর্প রয়েছে অস্ট্রেলিয়া একং ভারত মহাসাগরের অসংখ্য ল্বীপ বার মধ্যে অনেকগর্নি আরতনে বেমন বড়, উর্বরতাও তার অসাধারণ। সভ্যতার নামে এখন লোকসংখ্যা ক্মানো নর, বাড়ানোর আবেদনই মানবজাতির কাছে পেশ করা হছে।

সর্বাই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগর্নি এবং বর্তমান উৎপাদন ও বণ্টন পন্ধতিই মানুষের দুঃখ-দুর্দাশার কারণ, জনসংখ্যা-বৃদ্ধি নর। করেকটি উত্তম ফসল উপর্যাপরি খাদ্যের মূল্য এত কমিরে দের যে অসংখ্য চাষীরই সর্বনাশ হর। কৃষকের অবস্থার উল্লাতির পরিবর্তে অবনতিই হর। ভাল ফসলের মূল্য কনে বায় বলে বর্তমানে কৃষকদের এক বৃহদাংশ ভাল ফসলাকেই প্রভাগ্য কলে কলে করে। এবং একেই ব্যক্তিযুক্ত অবস্থা মনে করা হর। অন্য দেশের কসল প্রাণ্ড থেকে আমাদের বঞ্ডি করার জন্য খাদাশস্যের ওপর চড়া শ্রুক বসানো হয়। এতে বিদেশী খাদাশস্য আমদানী ব্যাহত হয় এবং দেশী বাজারে দাম চড়ে যার। কারখানার প্রস্তুতজাত বহু সামগ্রীর প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সম্পদ ও উৎপাদন সম্পর্কের জন্য যেমন নক লক্ষ লোক প্রয়োজন মেটাতে পারে না, সেইরকম লক্ষ লক্ষ লোক খাদ্যাভাবে কল্ট পায়, কারণ খাদ্যের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও ভারা তার দাম দিতে অপারগ। এই রকম একটা উন্মত্ত অবস্থা প্রুটতঃই বিদ্যমান। যখন ফসল ভাল হয় আমাদের খাদ্য-শস্যের মনাফাখোরেরা ইচ্ছাকৃতভাবে খাদ্য নল্ট করে ফেলে, কারণ তারা জানে, যে পরিমাণ খাদ্য দৃষ্প্রাপ্য হয় সেই পরিমাণে তার ম্ল্যবৃদ্ধি ঘটে। এই অবস্থায় জনাধিক্যের ভয় আমাদের ক্রতেই হয়**! রাশিয়া, দক্ষিণ ইউরোপ এবং প**ৃথিবীর অন্যান্য দেশে গ্রদাম ও পরিবহনের স্বযোগ-স্ববিধার অভাবে প্রতি-বছর **লক্ষ লক্ষ সেন্টনার (এক সেন্টনার প্রায় ৫**০ কেজির সমান) খাদ্যশস্য বিনষ্ট হয়। প্রয়েজনীয় ফসলকাটার যন্ত্র-পাতির **অভাবে বা ঠিক সময়ে কাজ করার লোকের স্বল্প**তার জন্য প্রতি **বছর আরও লক্ষ লক্ষ সে**ণ্টনার খাদ্য**শস্যে**র অপচয় হয়। বহু শস্য-মঞ্জরী ও পরিপূর্ণ শস্যাগার এবং গোটা ভূসম্পত্তি **জ**র্বা**লয়ে দেওয়া হয়। কারণ** এর ফ**লে** যে লাভ হয়, তার চাইতে বীমার প্রিমিয়ম অনেক বেশি লাভজনক। একই-কারণে না**বিকসহ শস্যভার্ত ·জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে** খাদ্যশস্য ক্লিণ্ট করা **হয়। আমাদের সামরিক অভিযানের সম**য় ফসলের একটা **বিরাট অংশ বছর বছর নল্ট করা হ**য়। মা**ত্র কয়ে**কদিনের সামরিক অভিযানের জন্য ব্যয় হয় লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ মুদ্রা। এটা সকলেরই জানা বিষয় যে এই হিসাব খুব কম করেই ধরা হয়, এবং অ**নেক সামরিক অভিযান প্রতি বছরই হয়ে থাকে**। একই উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক গ্রামের সম্পূর্ণটাই ধরংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয় এবং বিরাট এলাকা কৃষিকাজ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া **হয়।** 

এটাও ভূলে যাওয়া উচিত নয় যে সমৃদ্র হল খাদ্যের একটা সহায়ক উৎস। পৃথিবীর জলভাগ স্থলভাগের ১৮ঃ ৭ অন্-পাতে আছে অর্থাং জলভাগ স্থলভাগের চাইতে আড়াইগা্ণ বড় এবং এর অপারমেয় খাদ্যসম্পদ এখন বিচারবর্ণিশ্বসম্মতভাবে ব্যবহারের অপেক্ষা রাখে। সম্ভাবনায় ভবিষ্যং ম্যালথাসবাদীদের অধ্বিক জণীণ চিত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিল্ন।

পরিশেষে, কে বলতে পারে আমাদের রাসায়নিক, প্রাকৃতিক ও শারীরবৃত্ত সম্পকীর জ্ঞানের শেষ কোথার? কে সংহস করে ক্লতে পারে মানুষ আগামী শতাব্দীগর্নলতে আবহাওয়া পারবর্তনের ও জাম ব্যবহারের পম্ধতির জন্য কি বিরাট বিরাট পরিকৃষ্ণনা কার্যকরী করবে?

আজ আমরা ধনতাশ্রিক পার্শবিততে যে পরিকল্পনা কার্যকরী হতে দেখি এক শতাবদী আগে এটাকে অসম্ভব ও উন্মাদ
পরিকল্পনা বলেই ভাবা হতো। বিস্তৃত যোজক কেটে সম্প্রকে
সংয্,ত করা হচ্ছে। অতি উচ্চ পর্বতমালা দ্বারা বিভক্ত দেশকে
সংয়েজনের জন্য বহু মাইল দীর্ঘ স্মৃতৃত্য প্থিবীর বৃকে খনন
করা হচ্ছে। দ্রম্ব ক্মাবার জন্য এবং সম্পুদ্ধ দ্বারা বিভক্ত দেশের
নানা বাধা বিপত্তি দ্র ক্রার জন্য সম্প্রগর্ভেও অন্রত্প
মৃতৃত্য খনন চল্ছে। "বাস, এপর্যক্তর, আরু না।"—এই ক্থা

ক্লার বো কৈ? বর্তমান অভিজ্ঞতা ক্লমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি' (Law of diminishing returns) শুখু বে খণ্ডন করেছে তা নর, উন্ধৃত উর্বর জামও কোটি কোটি লোক ন্বারা কর্ষিত হবার অপেক্লার আছে।

এই সমূহ কৃষে প্রকলপ যদি একই সংশ্য হাতে নেওরা হয়, আমরা লোকের আধিকার বদলে লোকের অতি-স্বলপতাই অনুভব করব। সামনে যে কাজ পড়ে আছে তা সমাধানের জনা মানবজাতির প্রচুর সংখ্যাবৃদ্ধি দরকার। চাষের আয়য়ৢয়ধীনে আনা জমিরও পরিপ্রেণ ব্যবহার যেমন হচ্ছে না, তেমনই প্রিবার ভ্ভাগের প্রায় তিন চতুর্থাংশ পরিমাণ জমি চাষ করার জন্য প্রচুর লোকেরও অভাব। ধনতাল্যিক ব্যবস্থা শ্রমিক ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর যে আপেক্ষিক জনাধিকা সৃষ্টি করে, সভ্যতার উল্লত ক্তরে তা আশীর্বাদ বলে গণ্য হবে। জনসংখ্যা যত বে।শই হোক না কেন, তা সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সহায়ক হয়, অন্তরায় হয় না। যেমন, বর্তমানে খাদ্য ও পণ্যের আতি উৎপাদন; নারী ও শিশ্বকে শিলেপ নিয়েগের ফলে পারিবারিক ভাগন এবং বৃহৎ পর্বাজপতিদের দ্বারা সমাজের মধ্যশ্রেণীর উৎসাদন ইত্যাদি স্বাক্ছ্বই সভ্যতার উল্লত ক্তরের প্র্বাস্ত্র হয়।

### ৫। সামাজিक সম্পর্ক ও সম্ভান উৎপাদন ক্ষমতা

এই সমস্যার অন্যাদিক হচ্ছে—মানুষ কি অনিদিণ্ট হারে বাড়ে এবং এই বাড়ার প্রয়োজন কি তারা অনুভব করে?

মানুষের সদতান উৎপাদনের বিরাট ক্ষমতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ম্যালথাসবাদীরা সাধারণতঃ ব্যতিক্রমযুক্ত পারবার ও সানুষের বিরল ঘটনার উল্লেখ করেন। কিন্তু এতে াকছুই প্রমাণত হয় না। এসব বিরল ঘটনার বিপরীতাদকে আবার এমন ঘটনা আছে যেথানে অনুকৃল জীবনযাপন ব্যবস্থার মধ্যেও সম্পূর্ণ কথ্যাত্ব বা নামমাত্র জন্মদান ক্ষমতা অধ্পসময় পরেই দেখা দেয়। অবস্থাপত্র পারবারগন্নাল কি দ্রুত নিশ্চিত্র যে সেটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। লোকসংখ্যাব্যাধ্যর জন্য অন্য দেশের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাজ্মে অনেক বোশ অনুকৃল অবস্থা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এবং প্রতি বছর লক্ষ্ক লক্ষ্ক লোক, কমবয়সে বসবাসের জন্য এদেশে আসা সত্ত্বেও প্রতি ওত বছরে মাত্র জনসংখ্যা দ্বিগন্ধ হয়। বার থেকে কুড়ে বছরে জনসংখ্যা দ্বিগন্ধ হওয়ার কোন দৃষ্টান্ত কোথাও বিরাট আকারে নেই।

ভিচোঁ ও মার্ক্স থেকে উন্ধৃত বাকাসমূহ প্রমাণ করে যে দরিদ্রতম অণ্ডলে লোকসংখ্যা বান্ধ পায় বোল দ্রত। কারণ, ভিচোঁ সঠিকভাবেই দাবি করেন যে মাদকতা ছাড়াও যৌন সংগমেই হ'ল তাদের একমাত্র আনন্দ। সম্প্রম গ্রেগরি (Gregory) যখন যাজকদের উপর চিরকোমার্যব্রত বাধাতাম্লক করেন, মেইজের বিশপের এলাকায় নিন্দপদের যাজকদের অভিযোগ: প্রধান প্রোহিতদের দেখেই বোঝা যায় যে যারা সম্ভাব্য সব বয়সের আনন্দে যোগদান করতে পারে, তাদের আনন্দের উৎস মাত্র একটিই—তা হ'ল নারীসম্ভোগ। হরেকরকম পেশার অভাবের জন্যও বোঝা যায় কেন গ্রাম্য প্রোহিতদের বিবাহ অধিকতর ফলপ্রস্ক্রম। এটাও অনম্বীক্রের্য যে জার্মানীর দরিদ্রতম অঞ্চলগ্লাল যেমন ইউলেনবার্গ (সাইলোসরার), লসিজ, আর্জা, কিট্টেলাজবার্গ, ব্রেবিশিয়াল

বন, হার্ল্ প্রভৃতি অধিক ঘন বস্থাতিতে প্র্ণ, যদিও তাদের প্রধান খাদ্য হ'ল আল্ব। এটাও নিশ্চিত যে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ডদের যৌন আবেগ বিশেষভাবে তীর; এবং শারীরিক অবস্থার অকাতির সময় যখন সন্তান উৎপাদন অসম্ভব মনে হয় তখনই অধিক সন্তানের জন্ম দেয়।

(১) সংখ্যা দিয়ে মানের ক্ষতিপ্রণ করাটাই প্রকৃতির নিয়ম। (২) হার্বার্ট স্পেনসার, লাইঙ প্রভৃতির উন্ধৃত বাক্য থেকেও এর সমর্থন মেলে। বড় ও শক্তিশালী পশ্ব যথা হাতী, সিংহ ও উট প্রভৃতি, আমাদের গৃহপালিত পশ্ব যেমন ঘোড়া, গাধা ও গর্ম প্রভৃতি জগতে কম সন্তানই আনয়ন করে। অন্যর নিন্দাশ্রেণীর পশ্বরা বিপরীত মাত্রায় বৃন্ধি পায়। যেমন সব রক্ষের পোকামাকড়, অধিকাংশ মৎসা, নিন্দা স্তন্যপায়ী জীবদের মধ্যে খরগোশ, ই'দ্র প্রভৃতি। অন্যদিকে ডারউইন এটা প্রতিষ্ঠিত করেন যে কতকগ্রিল পশ্ব তাদের প্রজননশক্তি হারিয়ে ফেলে যখন তাদের বশীভূত করে গৃহপালিত করা হয়। হাতী একটা দ্ভানত। এতে প্রমাণিত হয় যে নতুন জীবন ধারণের পরিবেশ ও পরিবার্তিত জীবন যাপনের পন্ধতি প্রজনন ক্ষমতা নিন্ধারণ করে দেয়।

এটা বিক্সয়ের বিষয় যে ভারউইনবাদীর ই জনাধিক্যের আতংকর অংশীদার এবং তাদের পা। ভতোর ওপরই আম দের আধুনিক ম্যালথ স্বাদীরা ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। আধুনিক ভারউইনপন্থীরা যখন তাদের তত্ত্বগুলি মানব জাতির প্রতি প্রয়োগ করেন তখন তাদের ভাগ্য সব সময়ই বির্প হয়, কারণ তারা সেরা হাতুড়ে পন্ধতির শরণাপন্ন হন এবং বিক্সত হন যে মান্য যাদও উচ্চ পর্যায়ের জীব এবং প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, যা অন্য পাশ্রা পারে না—ানজের ক্যার্থে প্রকৃতির নিয়মকে ভালা ভাবে কাজে লাগাতে জানে।

অশ্বিত রক্ষার সংগ্রামের তত্ত্বতে নতুন জীবনের বীজ প্রাণধারণের বর্তমান উপায়ের চাইতে অধিক সংখ্যায় বিদ্যানান থাকতে পারে। এই তত্ত্ব মান্বের বেলায়ও প্রয়োগ করা বেত বদি মান্ব মিশ্তিকচালনা ও যল্যপাতির সাহায্যে বাতাস, জমি ও জলকে ন্যাযাজাবে ব্যবহারের পরিবর্তে তৃণভোজী পশ্র মত চরতে থাকত বা বানরের মত অবাধ যৌনকার্যে নিরত থাকত, অর্থাৎ সে যদি বানর হয়ে যেত। প্রসংগক্তমে বলা যায়, মান্ব বাদ দিলে বানররাই একমান্ত জীব যাদের যৌন আবেগ কোন নির্দিশ্ট সময়ের শ্বারা সীমিত নয়, এটা একটা অকাট্য প্রমাণ যে, এই উভয় জাতির মধ্যে একটা নিকট সম্পর্ক আছে। কিম্তু বদিও তারা নিকট সম্পর্কিত, তারা অভিল্ল নয় এবং তাদের একই পর্যায়ে স্থাপন করা চলে না বা একই মানদন্তে বিচার করাও চলে না।

এটা সত্য যে মালিকানা ও উৎপাদনের বর্তমান সম্পর্কের অধীনে ব্যক্তি মান্ত্রকে বে'চে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছিল এবং এখনও করতে হয়। জীবন ধারণের প্রয়েজনীয় উপকরণ পেতে অনেকেই ব্যর্থ, জীবনধারণের উপায়ের দ্বন্থাপ্যতার জন্য এটা নয়। এর কারণ হ'ল—বর্তমান সামাজিক অকম্থায়—এমন একটা জগতে বে'চে থাকার উপায় থেকে মান্ত্র কণ্ডিত যেখানে এক বিরাট প্রাচুর্য বিদ্যমান। এর থেকে এই সিম্থান্ত করাও অন্যায় হবে যে যখন আজ পর্যন্ত এই ধরণের অবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে, কাজেই এটা পরিবর্তনের অবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হালে পরিবর্তন হবে না।

এখানেই ভারউইনবাদীরা স্থানচ্যুত হন। স্থারণ তাঁরা প্রাকৃতিক ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব অনুশীলন করেন কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের অনুশীলন তাঁরা করেন না। সন্তরাং গভীরভাবে বিবেচনা করেই তাঁরা বুর্জোয়া তাজ্বিদের পথের পথিক হয়ে ধান। এই জনাই তাঁরা ভূল সিম্ধান্তে উপনীত হন।

মান্ধের সহজাত যৌন উন্মাদনা সারা বছরব্যাপীই থাকে; এটা স্বচাইতে শভিশালী উন্মাদনা এবং স্বাস্থ্য থারাপ না হওয়া পর্যন্ত তার তৃষ্ঠিত থোঁজে। এই প্রেরণা সাধারণতঃ তার হয় স্কুথ এবং স্বাভাবিক স্কুটাম শরীরে, ঠিক যেমন স্বাভাবিক ক্ষিদে এবং হজম স্কুথ পাকস্থলীর লক্ষণ এবং স্কুম শরীরের মৌলক প্র্রস্ত । কিন্তু যৌন প্রেরণায় পরিতৃষ্ঠিত এবং গর্ভসঞ্চীর এক কথা নয়। মানস্ক্রাতির প্রজনন সম্পর্কে বহুবিধ তত্ত্ব প্রচারিত আছে। মোটের ওপর, অমরা এই প্রয়েজনীয় ক্ষেত্রে অন্ধকারে হাতড়াক্ছি। তার প্রধান কারণ হল, বহু শতাব্দী ধরে মান্ধের উৎপাত্ত ও বিকাশের স্ত্র অন্সন্থানে, মান্ধের সন্তান উৎপাদন ও বিকাশ সম্পর্কে প্র্থান্ধ্র্থ অন্সালনে মান্ধকে বিরত রেখেছে বোধ-শ্নাহীন নিষ্থের বেড়া। অবস্থা শন্ধ্র ক্ষমশঃ পাল্টাক্ছে এবং আরও পাল্টাতে বাধ্য।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক এই তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন যে উচ্চতর মানাসক বিকাশ এবং কঠোর মানাসক পরিশ্রম, এক কথার, উন্নতত্ত্ব সনায়বিক ক্রিয়াশীলতা যৌন আকাশ্কা দমিত করে এবং প্রজননশন্তি দুর্বল করে। এই মতের যাঁরা বিরোধিতা করেন তারা দেখেন যে গড়ে অবস্থাপন শ্রেণীর সম্তান সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম এবং তা শুধুমান জন্মানয়ন্ত্রণের ফল নয়। নিঃসন্দেহভাবে তীর মানসিক পরিশ্রম যৌন আবেগ দমন করে, কিন্তু আমাদের সন্পদশালী শ্রেণীর অধিকাংশ এই ধরণের কাজ করে বলা হলে তা বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যৌন আকাশ্কা দমনে অভাধিক কায়ির পারশ্রমের একটা প্রভাব আছে। কিন্তু, সব রকমের অভাধিক পরিশ্রমই ক্ষতিকর এবং তা বর্জনীয়।

অন্যেরা দাবি করেন যে নারীর জীবনধারা বিশেষতঃ খাদ্যতালিকা ও তার সাথে কতিপয় প্রাকৃতিক অবস্থা মিলিতভাবে তার গর্ভধারণের ও প্রসবের দান্তি নিন্ধারণ করে দেয়। পদ্র বেলায় এটা প্রমাণত হয়েছে যে অন্যান্য সব জিনিষের চাইতে খাদ্যই প্রজনন ক্রিয়ার কার্যকারিতাকে বেশি প্রভাবিত করে। এটাই বস্তৃতঃ প্রধান নিয়ামক শান্ত হতে পারে। কোন কোন প্রাণীর জীবকোষের ওপর খাদ্যের প্রভাব বিস্ময়করভাবে প্রদর্শিত হয়েছে মৌমাছির বেলায়। বিশেষ খাদ্য প্রদানের দ্বারা ইছামত রাণীর জন্মদান চলে। মৌমাছিরা তাহলে তাদের যৌনবিকাশের জ্ঞানে মান্বের চাইতে অগ্রগামী। খ্র সম্ভবতঃ গত দ্ব হাজার বছর ধরে তাদের মধ্যে এটা প্রবেশ করানো হয়ন যে যৌন ব্যাপারে আলোচনা "অগ্লীল" ও "নীতিবিগহির্ত"।

এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে উৎকৃষ্ট ও ভাল সার দেওয়া জামতে গাছ খ্ব বিপ্লভাবে বাড়ে কিন্তু ফল দেয়না। এ বিষয়ে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই যে মান্বের বেলায়ও প্র্বেষে শ্রুকটি গঠনে ও নারীর ভিদ্য ফলপ্রস্করণে খাদ্যের প্রভাব আছে। কাজেই মান্বের প্রজানন ক্ষমতার অনেকখানি নির্ভার করে তাদের খাদ্যের প্রকৃতির ওপর। এ কাপারে অন্য কিছু বিষয়েরও ভূমিকা আছে বদিও তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে এখনও পর্যান্ত তেমন কিছু জানা যায়নি।

ভবিষ্ঠেত জনসংখ্যার প্রশ্নে অভ্যত নিপ্পত্তিম্লক
গ্রুবের বিষর হবে বিনা ব্যত্যরে আমাদের সকল নারীর
উক্তবের ও অধিকতর স্বাধীন অবস্থার অবস্থান। ব্যতিক্রম
বাদ দিলে ভগবানের দান হিসেবে অধিক সংখ্যক সস্তানের জন্ম
দিতে, জীবনের সর্বোত্তম বছরগালি গর্ভবতী থাকতে বা
কোলে একটি শিশ্ব নিয়ে ব্রকের দ্বধ দিয়ে কাটাবার ইচ্ছে
ব্রিশেষতী ও তেজী মহিলাদের নেই। ভবিষ্যং সমাজতান্ত্রিক
সমাজ গর্ভবতী নারী ও জননীদের যত উন্নত ব্যবস্থাই কর্ক
না কেন অধিক সংখ্যক সন্তান না পাওয়ার প্রবণতা (এমর্নাক
এখন্ও বা অধিকাংশ নারীর মধ্যে আছে) না কমে বরং
বাজেবৈ। আমাদের মতে এর অর্থ এই যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে
ব্রোরা সমাজের চাইতে জনসংখ্যা খ্ব সম্ভবতঃ অনেক
ধীরে বাজবে।

ভবিষ্যতে মানব জাতির বৃদ্ধি নিয়ে আমাদের ম্যালথাসীয়দের মাখা ঠোকার সতাই কোন হেতু নেই। আজ পর্যতি কোন
জাতি লোকসংখ্যা হাসের জন্য ধংস হয়েছে বলে জানা যায়িন.
জনসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য তো নয়ই। সর্বশেষ বিশেলষণে বলা
যায় যে সমাজ ক্ষতিকর মিতাচার ও অস্বাভাবিক নিয়লুণ
ব্যাতরেকে প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলবে, সেই সমাজে জনসংখ্যা
বৃদ্ধি নিয়ন্তিত হবে। এই বিষয়েও ভবিষাৎ কার্ল মার্রের
যাথার্থ প্রতিপাদন করবে। প্রত্যেক অর্থনৈতিক বিকাশের
সময়কালে, তার নিজম্ব একটা বিশেষ জন্ম-মৃত্যু বিধি থ'কে,
সমাজতন্তের অধানৈও মার্রের এই অভিমত সতা বলে
প্রমাণিত হবে।

এইচ ফার্ড 'বংশের কৃত্রিম সীমাবন্ধতা' গ্রন্থে এই অভিমত্ত প্রকাশ করেছেন—"ম্যালখাসবাদের তীব্র বিরোধিতা সোস্যাল ডেমোক্রাটদের একটা বদমাইসি মাত্র। জনসংখ্যা দ্রত ব্লিধ হলে জনগণের দারিদ্র বাড়বে এবং এর ফলে অসন্তোষের স্থিট হবে। জনাধিক্য যদি রোধ করা হয় তাহলে সোস্যাল ডেমো-ক্রাসির অবসান হবে এবং সমস্ত চাক্চিক্যসহ সোস্যাল ডেমো-ক্র্যাটিক রাখ্য চিরকালের জন্য কবরুম্থ হবে। সোস্যাল ডেমো-ক্র্যাসিকে উংখাতের জন্য অন্যান্য অস্তের মধ্যে আরও একটি অস্ত্র আমাদের বাড়ল—তা হ'ল ম্যালখাসবাদ।"

অধ্যাপক এডলফ গুরাগনার জনাধিক্যের আতংকে পাঁড়িত বাজিদের একজন। তাঁর দাবি হল, বিয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ করে শ্রামিকদের বিয়ের করা ও বাসম্থান নির্বাচনের স্বাধীনতার ওপর বিধিনিবেধ আরোপ করা উচিত। তিনি অভিযোগ করেন বে মধ্যাবিত্তদের তুলনায় শ্রামিকরা অতি অলপ বয়সেই বিয়ে করে। এই একই মতাবলন্দ্রী অনেকের মত তিনিও এই সত্য অগ্রাহ্য করেন বে মধ্যাবিত্তেরা নিজের পদমর্যাদা অন্যায়ী বিয়ে করার অবস্থায় বখন আসেন, তখন তাঁদের বয়েস হয়ে য়ায় অনেক। কিল্ডু তারা তাদের এই মিতাচারের ক্ষতিপ্রণ করে গণিকাসন্ত হয়ে। শ্রামিকদের বিয়ের ক্ষেত্রে যদি বাধা স্থিট করা হয় তারাও একই পথে ধাবিত হবে। কিল্ডু সেক্ষেত্রে এর পরিণতি সম্পর্কে কোন অনুযোগ থাকা উচিত নয় এবং "ধর্ম ও নৈতিকতা গেল গেল" বলে চীংকারও যেন না ওঠে। যদি প্রেম্ব ও নারী (কারণ নারীরও প্রেম্বের মতই অন্ভূতি) স্বাভাবিক বোন কামনা চরিতার্থ করতে অবৈধভাবে মিলিত

হয় এবং সহর ও পল্লী বীজের মত অবৈধ সম্তানে ভরে দের তাহলেও রাগ করা উচিত নয়। ওয়াগ্নার অ্যাণ্ড কোম্পানির মতবাদ বুর্ক্তোয়া স্বার্থের ও আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশের বিরোধী। কারণ এর জন্য প্রয়োজন হয় যত বেশি সংখ্যক সম্ভব কাজের লোক যাতে একটা শ্রমিক বাহিনীকে প্রতিযোগিতার জন্য দুনিয়ার বাজারে নিক্ষেপ করা যায়। বর্তমান **যুগের** পাপ পণ্কিলতা মাম্লি প্রস্তাবগ্লিতে দ্রে করা য'বে না, ষে প্রস্তাবের উৎসম্থান হ'ল অদ্রদ্শী বৈষয়িকতাবাদ ও পশ্চাদপদতা। বিংশ শতাব্দীর এই প্রথমভাগে কোন শ্রেণীর বা রাষ্ট্রশক্তির এমন শক্তি নেই যে সমাজের স্বাভাবিক অগ্র-গতিকে পিছ টানে ধরে রাখতে পারে বা তাকে দাবিয়ে রাখতে পারে। এই জাতীয় প্রচেণ্টা বার্থতায় পর্যবিসত হবে। বিকাশের জোয়ার এত শক্তিশালী যে তা সমস্ত বাধাই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। পেছনের দিকে নয় সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই অ:জকের রণধর্নন। যে এখনও সমাজের স্বাভাবিক বিকাশকে ঠেকিয়ে রাখাতে কিবাস করে, সে নির্বোধ মত।

সমাজতাশ্যিক সমাজে মানবজাতি সব'প্রথম যথার্থ প্রাথনির হবে এবং প্রাভাবিক নাঁতি অনুযায়ী জীবনধারণ করবে। মানবজাতি তখন তার নিজের বিকাশকে সচেতনভাবে চালিত করবে। পূর্ববতী যুগসমূহে মানুষ উৎপাদন ও বন্টন এবং জনসংখ্যাব্দিধর প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছে। এবং তা করেছে কোন্ নিয়মে তারা শাসিত হচ্ছে সেটা না জেনেই অর্থাৎ অচেতনভাবে। নতুন সমাজে প্রীয় বিকাশের নিয়মধারা সম্পর্কিত জ্ঞানে সমূপ্ধ হয়ে মানবজাতি কাজ করবেন সচেতনভাবে এবং পরিকলপনা-মাফিক।

সমাজতন্ত্র হচ্ছে মান্ধের ক্রির:কলাপের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযান্ত বিজ্ঞান।

[ভাষান্তর-মুদ্লে দে]

্বিত্তা বিবেল ছিলেন জার্মান সে.স্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির একজন সবচেয়ে শ্রন্থেয় নেতা। ফ্রেডরিক এংগলসের ভাষায়, অগস্টে বেবেল ছিলেন জার্মান পার্টির সবচেয়ে তীক্ষ্ম-ব্যুদ্ধ মননের এবং অগস্ট বেবেল এমন একজন ব্যক্তি স্ব-সময়ে ও যে কোন অবস্থায় যাঁর ওপর নির্ভার করা যায়, কোন-কিছ**ুই তাঁকে বিপথগাম**ী করতে প'রে না। ১৮৪০ সালে তাঁর জন্ম ও ১৯১০ সালে ভাঁর মৃত্যু। প্রায় এক শতাব্দী আগে জনসংখ্যা সম্পর্কে বুজে রা নাতিব গীশদের যে তত্ত বেবেল খণ্ডন করেছেন, আজ সেই অসার তত্ত্বই নয়া-মালিথাসবাদীরা ব্রজোয়াদের প্রবন্ধা হিসেবে হাজির করছে। মানুষের এত দৃঃখ দৃদ'শা ও দারিদ্রের জন্য ব্রেজায়ারা দ্রা করছে এক-মাত্র জনসংখ্যাব্দিধকে। কিন্তু আসলে তার জন্য দায়ী শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের লাগামহীন শোষণব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক নৈরাজ্য। বেবেল সমাজতান্তিক সমাজ দেখে যেতে পারেননি। সমাঞ্চতান্ত্রিক সমাজে জনসংখ্যার এই সমস্যাকে সমাধান করা হয়েছে। ম্যালথাসবাদীদের প্রচারকে আরও অসার করার মতো তথাপ্রমাণ ও দৃষ্টান্ত বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযান্তিবিদ্যা রেখেছে। পরবতী সংখ্যায় তা আলোচিত হবে।

— अन्दापक ]



# রাজশেখর কিম্বা পরশুরাম: একটি ধ্রুপদী ব্যক্তিত্ব গৌতম ঘোষদন্তিদার

অখন এ-কথা নিশ্বিধার মেনে নেওরা বার বে, রাজশেশক বস্ব গত শতকের এক উল্জ্বল চরিত্র—প্রজ্ঞার, প্রতিভার, ব্যক্তিছে, হাস্য-পরিহাসে তাঁর মত ঋজ্ব প্রব্য ওই শতকে আর খ্ব কমই জন্মেছেন। বেণ্গল কেমিকেলের বৈজ্ঞানিক কর্মশালা থেকে এক প্রতিভাবান রসায়নবীদ হঠাং যে-ভাবে সাহিত্যের আসরে প্রবেশ ক'রে সকলকে সচকিত ক'রে তুলেছিলেন, সেটা ছিল অনেকটাই অভাবনীয়। প্রথম আবির্ভাবেই তিনি সাহিত্যজগতে একটি বিশেষ স্থান ক'রে নিতে সক্ষম হ'রেছিলেন। এমনকি, বৈজ্ঞানিক রাজশেখরের সাহিত্যিক র্পে আক্স্মিক আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের মত পাঠককেও বিস্মিত ক'রে তুলেছিল, তিনি রাজশেথরের প্রতিভাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এবং পরবতীকালে প্রমাণত হ'রেছিল যে তিনি খাটি খনিজ সোনা' চিনতে একট্বও ভূল করেন নি।

বাংলাসাহিত্যে তখন রবীন্দ্রনাথ নামে সূর্যটি শ্বিতমিত হ'য়ে এলেও পাশাপাশি উল্জ্বল তারকার অভ.ব ছিল না। ছোট গল্পের জগতে প্রভাতকুমার মুখেপাধ্যার, প্রমথ চৌধুরী এবং শরংচন্দ্র তো আসর জাকিয়ে আছেনই উপরন্ত জগদীশ গঃপত. শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার প্রমুখ ভংকালীন তর্ব লেখকগণ ক্রমশই স্প্রতিভায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত ক'রছেন। রবীন্দ্রান্মগত্য এবং রবীন্দ্রবিরোধিতার পরস্পর বিরোধী পথে বাংলাস।হিত্য পূর্ণতার দিকে হেণ্টে যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সাহিত্য আন্দোলনের এই দুই বিপরীত জলে চ্ছ্রাসে রাজশেখর বস্তু ওরফে পরশ্-রাম একটুও তলিয়ে না গিয়ে, একটি স্থির বাতিস্তুদ্ভের মত বাংলাসাহিত্যের অন্তম্থলে সুদৃঢ় শিক্ড চালিয়ে দিরে-**ছিলেন। জীবনকে—জীবনের স্থিতি কিম্বা ভঙ্গারতাকে** ঐপনিবেশিক বা ফ্রয়েডীয়—কোন চোখেই না দেখে এক সম্পূর্ণ নতুন দূল্টিতে দেখতে এবং দেখাতে সক্ষম হ'রেছিলেন। তার প্রতিষ্ঠা এবং জনপ্রিয়তার রহস্যের চাবিকাঠি ছিল এক অনাবিল হাস্যরস মহিমার প্রোথিত। তিনি একর প স্নিন্ধ স্বচ্ছ, অনুস্য়ে, সংযত হাস্যরস ধারার বাংলাসাহিত্যকে সঞ্জীবিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

আমরা আগে বে-ক'জন গলপকারের উল্লেখ ক'রেছি, তাঁরা প্রত্যেকেই জীবনকে নানা ভাবগুল্ভীর দ্'ণিটকোণ থেকে লক্ষ্য করেছিলেন। শুধ্মান্ত প্রমথ চৌধ্রী (বীরবল) ছাড়া হাস্য-রসের সাহিত্যিক প্ররাস আর ক'রো মধ্যে ভেমন লক্ষ্যগোচর হর নি। অবশ্য, সমকালে না হ'লেও সাংলা সাহিজ্যে হাস্য- রসের প্রবর্তন ঘটেছিল আরো আগে। ঈশ্বর গৃশ্ত, রামনারায়ণ তর্করত্ব, কালীপ্রসম সিংহ, এমনীক বিদ্যাসাগর, মধ্মুদ্দন, দীনবংধ্ এবং বিংকমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ পর্যাহত হাস্যরসের প্রবাহকে আরো গতিশীল করেছিলেন। তাই রাজ্যশেষর বা পরশ্রমামের রচনা একেবারে ঐতিহাহীন এবং আকস্মিক নয়। বিংকমচন্দ্রের কমলাকানত, লোকরহস্য, মন্চিরাম গ্রুডের জাবন চরিতে, রবীন্দ্রনাথের গোড়ায় গলদ, বৈকুদ্ঠের খাতা, হিং-টিংছট, জন্তা আবিষ্কার ইত্যাদি দ্লাভ হাস্যরসের সাহিত্য পরশ্রমার অংগেই লেখা হ'রে গেছে। তবে বিংকম এবং রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর সকলের রচনাই বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আঘাতধমীন।

কিন্তু পরশারামের অবলন্বন ছিল একমাত্র বিশান্ধ হাস্য-तम। তाँत भूर्ववर्णी लिथकरमत तहनात यरुहेक तुम्धला **এ**वर সীমাবন্ধতা ছিল তার অনায়াস অপসারণ ঘটেছে রাজশেখরের হাতে। ক্তত তাঁর গলপগ্রলির আডালে সমাজ সমালোচনার কটাক্ষ থাকলেও তাঁর হাস্যরস-রসিকতা কখনোই বিদ্রাপাত্মক 'স্যাটায়ার'-এ পরিণত হয় নি। যদিও তাঁর রচনায় ভণ্ড গ্রের্ ধূর্ত ব্যবসায়ী, নারীলোল প যুবক, ন্যাকা যুবতী, সুযোগ-সন্ধানী ভাক্তার ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে নরনারী তাঁর ব্যাপের লক্ষ্য হ'লেও, তিনি কখনোই কিন্ত তাদের মানবিক মর্যাদাকে ক্ষ্ম করেন নি। তাঁর 'পরশ্বরাম' ছন্মনাম গ্রহণে এরকম মনে হ'তেই পারে যে, তিনি বোধহয় বিভিন্ন সামাজিক অসংগতির ওপর কুঠারাঘাত হানার প্রেরণার ওইরূপ নামগ্রহণ করে-ছিলেন। কিন্তু ঘটনা আদৌ সেরকম নয়। তাঁর নিজের ভাষায় এই পরশ্রাম হ'ল 'একজন স্যাকরা'। পৌরাণিক পরশ্রামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।....এই নামের পিছনে অনা কোন গঢ়ে উদ্দেশ্য নেই। পরে আরো লিখবো জানলে ও-নাম হয়তো নিতাম না'।

১৯২২ সালে, ৪২ বছর বরসে (একজন লেখকের গ্রাগনের বে-বরসে স্পন্ট নির্ধারিত হরে বার) তিনি লেখেন জাবনের প্রথম গলপ 'খ্রীশ্রীসিন্দেশ্বরী লিমিটেড'—এই প্রথম গলেপই তিনি দার্ণ হৈ-চৈ ফেলে দিতে সক্ষম হ'রেছিলেন। গলপটি প'ড়ে অনেকে ধারণা ক'রেছিলেন বে তা কোন আইনজাবীর রচনা। কেননা, একটি লিমিটেড কোম্পানী গড়ে তোলার বে ক্টকোশল তিলি এখানে বর্ণনা ক'রেছেন, তা আইনবিদ্যা জানা না থাকলে অসম্ভব। আবার এই গলেপই হাস্যছলে বৈজ্ঞানিক রাজশেধরের কুমজ্বের সাধে ক্সটিক পটাশের

রাসারীক্ষ সংবিশ্রণে ভৌজটোবল স্ব' তৈরীর আজব পাঁর-क्रममा जाबरम्ब चर्मावन हामात्रास्त्र मन्यान मिरत वात । এवः নেই সাথে অসাধ্য ব্যবসারীদের প্রতি তিনি কীরকম ক্রান্থ ছিলেন, এই গলপটি ভারও প্রমাণ। ভবে সমাজ সংস্কার বা সমালোচকের ভিত্তভা ভার রচনার কথনোই প্রকট নর। কেননা ভার সামাজিক ক্লোধ এবং খুণা ভার চরিতেরই অন্তর্গত বিবর, তাই তার প্রকাশ এত স্বতোস্ফুর্ত। তার চরিয়ে কোন অন্ধ সংস্কার ছিল না, তাই তিনি সাদাকে সাদা, কালোকে কালো রূপে দেখতে পেরেছিলেন। এবং এই সংস্কারহীনতার কারণেই তার সূত্র চরিত্রগালো এত জীকত। সেজনোই শিহরণ সেন্ नानिया भाग (भूर), मामून म. विश्वनिष्ठ वाानाकी গণ্ডোরিরাম বাট্পারিয়া, পেলব রায়, অকিণ্ডিৎ কর. ইত্যাদি চারত এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ আজো আমাদের পলেকিত করে। তাঁর শ্রীশ্রীসিদেশশ্বরী লিমিটেড, কচিসংসদ, গভালিকা, চিকিৎসা-সংকট, वितिष्ठि वावा, कष्कली, धूञ्छत्रीमात्रा, इन्मात्नत प्रका ইত্যাদি অসংখ্য উল্জৱন ছোটগল্প রাজশেখরের অসাধারণ অভিজ্ঞতা, কৌতুকরস সূত্রির দুর্লভ শক্তি, বৃত্তির শাণিত উল্জ্বলতা এবং ব্যাপারস পরিবেশনে এখনো আমাদের অত্যান্ত আকর্ষণের বিষয় হ'রে আছে। হাসারসকে প্রপদী পর্যায়ে উন্নীত করার সমস্ত গোরব তার প্রাপা।

পরশ্রামের প্রতিভা যে কতটা বৈচিত্রাধনী, তা বোঝা যার ভার অন্যান্য গশ্ভীর গ্রন্থের পরিচয় নিলে। বাংলা বানান সমস্যা সমাধানের তিনি ছিলেন এক উত্তম নায়ক। অশ্পুধ শব্দ এবং শব্দের অপপ্রয়োগ এবং ভাষার স্বেচ্ছাচার তাঁকে পাঁড়িত করেছিল। তাই শব্দিচিল্টা এবং পরিভাষা প্রণয়নে তিনি একক প্রচেন্টায় অনেকদ্র এগিয়ে ছিলেন। তবে শব্দের এবং বানানের শৃন্ধতা রক্ষার দিকে দৃষ্টি থাকলেও তিনি কখনোই পাণ্ডিতাের অন্য অহংকার ন্বায়া পরিচালিত হননি। মাভ্ডাষার বিশ্রন্থি রক্ষা অপেক্ষাও বিদেশী ভাষা থেকে শত্তি সক্ষর করার দিকেও তাঁর প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। বিদেশী শব্দ গ্রহণ করার ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন, 'অপ্রয়োজনে আহার করলে অজ্বীর্ণ হয়, প্রয়োজনে হয় না'। অন্য সংক্রায় নর, তাঁর কাছে এই প্রয়োজনটাই ছিল বড় কথা।

১৯৩০ সালে 'চলল্ডকা' প্রকাশের সাথে-সথেই রবীন্দ্রনাথ, স্ননীতিকুমার প্রমন্থ শব্দ-বিশারদেরা তাঁকে বিপন্লভাবে
স্বাদ্ধিত করলেন। এই কিব্দেশতীপ্রতিম অভিধানে বাংলা
বানান এবং শব্দের ব্যবহার, সাধ্-চলিত ক্রিয়াপদ, তংসম
শব্দের বানানরীতি, ব্যকরণের দ্রর্হ তত্ত্ব ইত্যাদির একটি
বিশেষ আদর্শ স্থির করতে চেয়েছিলেন। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতি তাঁর অধিকাংশ স্পারিশ
গ্রহণ ক'রে বাংলা ভাষার অশেষ উপকার ক'রেছেন। তাঁর
'চলল্ডকা' এখনো আমাদের কাছে একটি প্রম নির্ভারযোগা
হ্যান্ডব্রক।

বন্ধদেব বস্ত্র বিশেষ অন্বেরাধে তিনি বাংলা হল বিষয়েও আগ্রহী হ'রেছিলেন। তবে তাঁর মহন্তম কাজ বাংলা পরিভাষাকে একটি স্কাসেখ্যর অধিকারী করা। এছাড়াও রামারণ, মহাভারতের সরস চলতি গদ্যান্বাদ ক'রে তিনি অন্তুত ফুতিকের পরিচর দিরেছিলেন।

আমাদের ভাবতে অবাক লাগে হাস্যরসের কারবারী মান্বটি কভাবে শব্দ চর্চা, কল চর্চা, অনুবাদ ইজ্যাদি সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়েও একজন কিম্বদেতীর নারক হ'রে উঠেছিলেন। আসলে, তাঁর ব্যক্তিরে দুর্গটি স্পন্ট জগ ছিল—পরশ্রমাম এবং রাজশেখর। প্রথমজন বেখানে হাসির স্রোতে আমাদের একেবারে ভাসিরে দেন, তিনিই আবার ম্বিভীরজন হ'রে আমাদের জ্ঞান পিপাসার সহারক হন, বিনি আমাদের স্রোতে ভাসান তিনিই আবার শৃংখলিত করেন। বস্তুত পক্ষে, প্রজ্ঞা এবং আনশের সহাবদ্ধানে রাজশেখর এক অনন্য ব্যক্তিম্ব, এক কিম্বদেত্বীর পূরুব।



# তারুণ্যের বিজয় উৎসব বাগমুণ্ডিতে জি. এম. আবুবকর

গত ১৮ই এপ্রিল থেকে ২০শে এপ্রিল বাগম্বিভতে অন্বিষ্ঠিত হোল পশ্চিমবংগ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগ আয়োজিত যুব উৎসব '৮০।

এতদণ্ডলে এর প্রের্ব কখনো এমন বৈচিত্রেভরা বর্ণময় আনন্দ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়নি। উৎসব প্রাণণ হিসেবে বেছে নেওয়া হরেছিল পলাশ কুস্ম শাল পিয়াল বৃক্ষশোভিত পাথরিছি গ্রাম। তার পিছনে বিশ্তীর্ণ উদার অযোধ্যা পাহাড় নৈসাগিক দৃশ্যপট হয়ে দাঁড়িয়ে। এই প্রথর গ্রীন্মের দিনেও এখানে এলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মায়ায় মন আপনা থেকে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। যুব উৎসবের খেলাখ্লার আভিগনা হিসেবে ছাতাটাড়ের বি এস এ ময়দানকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর জন্য বি-ডি-ও-অফিসের পিছনের খোলা মাঠে অনুষ্ঠান মণ্ড ও প্রদর্শনী মণ্ড নির্মাণ করা হয়েছিল।

খেলাখ্লার বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রব্ধ বিভাগে ছিল ১০০ মিঃ ও ২০০ মিঃ দৌড়, উচ্চ ও দীর্ঘ লম্ফন, বর্শা. লোহ গোলক ও তীর নিক্ষেপ এবং সাইকেল রেস। মহিলা বিভাগে ১০০ মিঃ ও ২০০ মিঃ দৌড়, দীর্ঘ লম্ফন, বর্শা ও লোহ গোলক নিক্ষেপ এবং মিউজিক্যাল চেরার। অন্দর্শ চোলদ বছর বরসী বালকদের জন্য ১০০ মিঃ দৌড়, দীর্ঘ লম্ফন ও জিকেট বল নিক্ষেপ এবং বালিকাদের ৭৫ মিঃ দৌড়, দীর্ঘ লম্ফন ও মাটির কলসী মাথ।র করে ভারসাম্যের দৌড়। এছাড়া সকলের জন্য মজাদার থেমন খুশী সাজোঁ। আর ছিল প্রব্ধ-দের আটিট দলের লাঠিখেলা। একটি প্রদর্শনী মাণ্ট ছিল ছের' খেলার। এই গ্রামীণ খেলাটির স্থানবিশেষে নাম 'দাঁড়িয়া বান্ধা'।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতার কয়েকটির হিট ও ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৮শে মার্চ'। ওইদিন বিকেলে আকদ্মিক কালবৈশাখী ঝড়ব্লিট নামে। ফলে মাঝপথে প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়। উৎসবে সমস্ত খেলাখ্লার মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ৫৪৬ জন। প্রহ্মদের তীর ছোঁড়ায় ও বালকদের ১০০ মিঃ দৌড়ে শতাধিক করে প্রতিযোগী অংশ নিয়েছে।

১৮ই এপ্রিল অনুষ্ঠান শ্রুর, হয় সকাল সাতটায় সাইকেল রেস দিয়ে। ওই সময় মাঠে উপস্থিত ছিলেন ল্যান্ড রিফর্মসর্ কমিশনার ও অন্যান্য অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ। সাইকেল রেস ছিল যুব উৎসবের অন্যতম আকর্ষণীয় খেলা। ২৩টি যুবক উৎসব প্রাণগণ থেকে জাইরার মোড পর্যন্ত কালীমাটি গামী ২০ কিলো মিটার কংক্রীটের রাস্তায় সাইকেলে জোর ছুটে-ছেন। রাস্তার দুপাশে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে তাদের দেখে হর্ষধর্নি করে উঠেছেন, উৎসাহ ব্যারিয়েছেন।

এদিকে খেলার মাঠে শ্র হয়েছে প্রেছ ও মহিলাদের ক্লীড়া প্রতিযোগিতা। সেখানেও ক্লীড়ামোদী দর্শকের ভিড়। সমস্ত খেলাধ্লা বেলা সাড়ে দশটার মধ্যে শেষ হয়েছে ফলে প্রখর রৌদের তাপ খেলোয়াড়দের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি।

'বৈকালিকী বৈঠকে' ছিল আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। খুবই পরিচিত কবিতা, বড়োদের জন্য স্কান্তের 'প্রিয়তমাস্ক' আর ছোটদের জন্য রবীন্দ্রনাথের 'প্রশন'। 'সান্ধাবাসরে' খুম্ব্র সংগীত প্রতিযোগিতায় ৬৫ জন শিলপী অংশ নিয়েছেন। শিলপীদের অনেকেই রামকৃষ্ণ গাঙ্গবুলী, দিন্দ্ তাঁতী, ভব প্রীতানন্দ, বিনন্দা সিং এর পদ গেয়েছেন। প্রতিযোগিতায় বয়সের কোন বিধিনিষেধ ছিল না। তাই ১০ বছরের কানন্দ শিলপীর পরে ষাটোন্ধ প্রবীণ শিলপীকেও সংগীত পরিবেশন করতে দেখা গেছে। ক'ঠ মাধ্বের সৌকর্যে উভয়েরই গান উপভোগ্য হয়েছে। ঝ্ম্ব্রের অন্যুজ্গ মাদল বাঁশি। শিলপীদের অনেকে হারমোনিয়াম ব্যবহার করেছেন। অনেকে কান ফলান্সংগ ছাড়াই গান পরিবেশন করেছেন।

'নৈশ আসরে' আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে স্থানীয় সাঁওতালী নাচের দলগ্রিল অংশ নিয়েছে।

প্রথমদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সংগীত সমালোচক রাজ্যেশ্বর মিত্র (শাংগাদেব), কলকাতার প্রখ্যাত লোক সংগীত শিল্পী দীনেন্দ্র চৌধুরী। তিনি ঝুমুরগানের আকর্ষণে বাগম্বিণ্ডর যুব উৎসবে এসেছেন। আর ছিলেন প্র্রুলিয়ার প্রবীণ বিদম্ধ ব্যক্তি, 'সমবারের কথার সম্পাদক ও আকাশবাণী সংবাদদাতা অশেকে চৌধুরী, 'ছত্রাক' পত্রিকার প্রতিনিধি নরনারারণ চট্টোপাধ্যায়। এবং ছো-ন্তা ও ঝুমুর গানের প্রবীণ রসিক সমজদার ও প্রত্তিপাধক, ভবানীপ্র গ্রামের ভাতৃত্বয় শিক্ষেন্দ্র সিংহদেব ও ব্যক্তন্দ্র সিংহদেব ও ব্যক্তন্দ্র সিংহদেব ও

১৯শে এপ্রিল সকালে খেলার মাঠে ছোটদের ক্রীড়া প্রতিব্যাগিতার চোল্পবছর বরসী ছেলেমেরেরা অংশ নিরেছে। বৈকালিক অনুষ্ঠানে ছিল নির্বাচিত ঝুমুরগানের অনুষ্ঠান 'ঝুমুরিয়া'। এই অনুষ্ঠানে নির্বাচিত শিল্পীরা পরিবেশন করেছেন বিভিন্ন আল্গিকের ঝুমুর—দাঁড়, ভাদরিয়া, বৈঠকী, পালা, দেহতত্ত্ব, ঢুরা, ঝিভাফ্রলী, ডমকোচ, থেমটা, উদাসা, কীর্ত্তনা, লগনসাহী প্রভৃতি। স্বরবৈচিত্ত্যে ও মাধুবে সম্ব্র্ধ লোকসংগীতের এই ধারাটি মানভূমের প্রামের মান্বেরা ব্বেক করে ধরে রেখেছেন। কীর্তানের মতো ঝুমুরগানে আছে রাধা কৃক্বের প্রেমকথা। সংগীত সমালোচক রাজ্যেশ্বর মিত্র অভিমত প্রকাশ করেছেন, ঝুমুরের ইতিহাস কীর্তানের চেয়েও প্ররানো। মানভূমের মান্বের কাছে এ সংগীতের মর্বাদা জাতীয় সংগীতের মতো।

অনুষ্ঠানে সূভাষ ভকত গেয়েছেন ভাদরিয়া আর ডমকেচ। কাচ মরকত নবীন জড়িত/স্কোমল তন্ত্রামল/ভূর্ দ্টি আঁকা, देश वाँका/वाँका अथि पूर्वि एनएन/एएथ या प्रशी ভারয়া অ.খি/নাগর রূপে বন করিয়াছে আলো। অপূর্ব গেয়ে-ছেন তর্ন গায়ক সূভাষ। অনুষ্ঠানে আকাশবাণীর প্রতিনিধি সোমনাথ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বেতারের জন্য গার্না**ট টেপরেকডে তুলে নিয়েছেন। গ্রো**তারা পরপর অনুরোধ করে গেছেন অন্য একজন নবীন শিল্পী অবনীপ্রসাদ সিংহের একাধিক গান শোনার জন্য। এছাড়া সংগীত পরিবেশন করলেন খনেতি গ্রামের অশীতিপর বৃদ্ধ শিল্পী স্কাদ মাহাতো। এই শিল্পীর নাচনীনাচে ও ঝুমুরগানের অবদান সর্বজনবিদিত। তিনি যন্ত্রান,সপা ছাড় ই ধরলেন দুর্যোধন দাসের পদ একটি न्त्र**ाही अन्याह्म-'रक ना याग्न ययानात करन/रक ना 5**'ग्न कालात কদমতলে গো/তবে কেন মন্দ বলে আমায় প্রস্পর। শিল্পীর আর সেই গানের গলা নেই। তব্ব অস্তমিত স্থেরি দিগণ্ডভালে ছড়িয়ে থাকা রঞ্জিমাভার মতো তাঁর কপ্ঠে আছে ছন্দ, লয় আর বৈঠকী ঢঙ। এই অনুষ্ঠানে সবাইকে অবাক করে দিয়ে সংগীত পরিবেশন করলেন লব্দপ্রতিষ্ঠ ছো-নৃত্য শিল্পী গম্ভীর সিং। 'ঝুমুরিয়া' অনুষ্ঠানটি বিদশ্বজনদের প্রচুর প্রশংসা লাভ করেছিল।

এর পরের অনুষ্ঠান ছিল আলোচনাচক্র। বিষয়—পুরুলিয়া জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তার স্থান। আলোচকদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় বিদম্প ব্যক্তি বিরিণ্ডি মোহন দে ও নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এবং রাজ্যেশ্বর মিত্র। শ্রীমিত্র তাঁর আলোচনায় ভারতীয় সংস্কৃতিতে পুরুলিয়ার লোক-সংস্কৃতির স্থান নিয়ে তথ্যপূর্ণ মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

আলোচনাচক্রের পর গ্রাণীজন সম্বন্ধনা সভায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছো-নৃত্য শিলপী চড়িদার গম্ভীর সিং মৃড়াকে ও বৃষ্মরুরগান ও নাচনীনাচের প্রবীণ আশিতিপর বৃষ্ধ শিলপী স্চাদ মাহাতোকে সম্বন্ধনা জানানো হলো। যুব উৎসব কমিটি ও বাগম্বিশ্বর অধিবাসীদের পক্ষ থেকে এ'দের দ্কানকে স্মারক হিসেবে দৃটি সৃদ্দৃশ্য কার্কার্যখিচিত উষ্কীয় পরিয়ে দিয়েছেন। গম্ভীর সিং তার নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, তাঁর বাল্যকাল দারিদ্রোর মধ্যে কেটেছে। ছোটবেলায় তিনি গর্বাল্যকাল দারিদ্রোর মধ্যে কেটেছে। ছোটবেলায় তিনি গর্বাল্যকাল দারিদ্রোর মধ্যে কেটেছে। ছোটবেলায় তিনি গর্বাল্যকাল দারিদ্রোর স্থাতভার স্ফ্রুরণ ঘটে। তবে ত র রম্ভে ছিল নাচের ছন্দ। সেকালের প্রখ্যাত ছো-নৃত্য শিলপী জিপা সিং তারই পিতা। গম্ভীর সিং এবং তার দল স্বদেশে বিদেশে শত শত অনুষ্ঠানে ছো-নৃত্য পরিবেশন করে জনপ্রিয়তার

শীর্বে পেণছেছেন। ছো-ন্তাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য তার অবদান অপারমেয়।

স্কাদ মাহাতো প্রথমে নিজের সম্পর্কে মুখ খ্লেডে
চাননি। পরে সকলের অনুরোধে রাজী হয়ে যা বলেছেন তা
সকল শিল্পীজীবনেরই মর্মাকথা। তিনি সারাটি জীবন
আবরামভাবে নৃত্য গীতের মাধ্যমে রুপ ও রসের স্গিট করে
এসেছেন। আজ জীবনের সায়াহকালে উপস্পিত হয়ে তাঁকে যে
এমন একটি স্কুদর অনুষ্ঠানে অন্যাল করে এনে সম্মান
জানানো হলো এজন্য তিনি উল্যোজাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা
জানান। অন্যান্য বজ্কাদের মধ্যে সবাই গ্রুত্ব দিয়ে একটি কথা
বলেছেন যে, এই ধরনের গ্লীজন সম্বর্ধ দিয়ে একটি কথা
বলেছেন যে, এই ধরনের গ্লীজন সম্বর্ধনা সভার আয়োজন
করে যে সম্মত লোকশিল্পীরা জীবনভর কোন একটি শিল্পের
জন্য সারাটা জীবন ব্যায়ত করলেন তাঁদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন
করাকে সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের আশ্ব কতব্য হিসেবে গণ্য করা
উচিত।

ছো-ন্ত্যের আসর বসলো রাহি দশটায়। আসরে লোকে লোকারণা। দ্র দ্র গ্রাম থেকে লোক এসেছে সারারাত ধরে ছো-নাচ দেখার জন্য। প্রলিশ আর ভলাশ্টিয়াররা ভিড় সামলাতে হিমশিম খেয়েছে। উপচে পড়া ভিড় মাঝে মাঝে মঞ্চের সামনে নাচের জন্য নির্ম্পারিত জায়গায় ঢুকে পড়ছে। অনেকে খালিগায়ে বিপদের সহচর টাঙি কিন্বা লাঠি হাতে নিয়ে বনের পথ ভেঙে উপাঁস্থত হয়েছে আসরে। আঠারোটি দলের প্রতিযোগিতাম্লক ন্ত্য। ছো-ন্ত্যের প্রত্যেকটি পালা রামায়ণ মহাভারতের কোন একটি বার রসাত্মক কাহিনী অবলন্বনে পারকল্পত। প্রত্যেক ন্ত্যাশল্পী তার নির্দ্দিট চারিরের মুখোশ এপটে দলগত নৃত্য পরিবেশন করবেন।

আসরে একজন বিদেশিনী অতিথি উপাদ্থিত ছিলেন।
মিস্ স্সান হকস্—িতান ইংলাড থেকে এসেছেন ছো-নৃত্য
কলার উপর গবেষণা করতে। বাগমন্তির যুব উৎসবের সংবাদ
পেয়ে উৎসাহ অন্সন্ধিংস্ নিয়ে হাজির হয়েছেন আসরে। এই
অলপবয়সী তর্ণী সারারত জেগে ছো-নাচ দেখেছেন, তাঁর
দামী ক্যামেরায় মৃহ্মুহ্ ছবি তুলেছেন আর নোট
লিখেছেন।

প্রথম নৃত্য পরিবেশন করলেন অথে।ধ্যা পাহাড়ের কৃত্তিবাস মাহাতোর দল গণেশ বন্দনা দিয়ে। ছো-নৃত্যের প্রচলিত রীতি অনুষ্ট্রী প্রত্যেকদল নৃত্য শুরুর করার আগে গণেশ বন্দনা করেন। বিচারকরা সময়ভাবের জন্য কেবল প্রথমদলকে গণেশ বন্দনার স্ব্যোগ দিয়েছেন। ধমসা, ঢোল আর সায়নার (শানাই) আওয়াজে মেলা প্রাণ্ডাণ গমগম করতে লাগলো। কৃত্তিবাস মাহাতোর দলের গণেশ বন্দনার পর ছাতাটাড়ের বিবেকানশ্দ কাবের কিরাত অভ্জুন পালা, কড়েং এর চরণ মাহাতোর দলের গো-সিংগা বধ, বুকাভির দলের সাত্যকী ভূরীসর্বা বধ। রেলার ধন্ঞা সিং মুজার দলের অভিমন্য বধ (প্রথমস্থান), বুড়দার তর্ণ সংঘের রক্তবীর্য অসুর বধ (দ্বতীয়), সিন্ধির খুল্লন্মাহাতোর দলের শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ (তৃতীয়) নৃত্য পরিবেশন খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। ছো-নাচ যখন শেষ হলো তখন ভেরের পাখিরা গান গাইছে, প্রাকাশে রক্তিম স্মৃর্য উর্ণক দিয়েছে।

উৎসবের শেষদিনে সকাল আটেটায় আটটি দলের লাঠি-থেলা হয়েছে। লাঠিখেলার সপ্গে ছিল ঢোল আর সানাইয়ের ৰাজনা। এই ৰাজনা দা থাকলে খেলাছ মেজাজই আসেনা।
দাঠির পরে ছিল তিনদলের প্রামীণ 'ছ্র' খেলা। সম্থ্যার
অন্তিত হল প্রকলার বিতরণী উৎসব। সভাপতি ছিলেন
অধ্যাপক স্বোধ বস্ রায়, প্রবীণ অতিথি রাজ্যেশবর মির এবং
বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মিস্ স্সান হক্স্। ব্র
উৎসবের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার প্রথম শ্বিতীয় ও তৃতীর
ক্থানাধিকারীকে মানপর ও প্রক্ষার দেওয়া হয়েছে প্রক্ষার
বিতরণী উৎসবে।

প্রস্করি বিতরণের পর ছিল 'বিচিত্রা' নাম। কিত অনুষ্ঠানটি। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রতিভাসন্পর শিলপীরা রবীন্দ্রসংগীত, নজর্বাগীতি, গণসংগীত, ন্তা-গীতি, আধ্-নিক গান, ইত্যাদি পরিবেশন করেন। প্রখ্যাত লোকসংগীত শিলপী দীনেন্দ্র চৌধ্রীও সংগীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের উন্দীপিত করেন।

যুবউৎসবের শেষ অনুষ্ঠান ছিল গম্ভীর সিং এর দলের আমন্দ্রিত ছো-নাচ, কিরাত-অর্চ্জন্ন ও অভিমন্যুবধ পালা। এ অনুষ্ঠানটিও অত্যক্ত উপভোগ্য হয়েছিল।

যুবউৎসব উপলক্ষে অযোধ্যা পাহাড়ের চারটি গ্রামে সাঁওতাল মেয়েদের দেয়াল চিত্রাক্তণের একটি অভিনব প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শনীটির আয়োজন করতে যাব-উৎসব কমিটির সপো যৌথ উদ্যোক্তার ভূমিকা নিয়েছিলেন অযোধ্যা পাহাড়ের লুথেরান ওয়ার্ল্ড সার্ভিস কর্তৃপক্ষ। পর্নিয়াশাসন, সাহারজ্বড়ি, বাদা, বাগানডি—এই চার্টি গ্রামের ৯৭ জন গ্রাম্য রমণী তাঁদের মাটির বাডির দেয়াল রঙের আল-পনায় ভরিয়ে তুর্লেছিলেন। এইসব চিত্র আঁকতে মেয়েরা বাইরের কোন দোকানের রঙ ব্যবহার করেননি। ঘাস পর্যভয়ে কালো রঙ, ছাই থেকে ছাই-রঙ, পাহাড়ের বিভিন্ন বর্ণের মাটি যোগাড করে নানান রঙ ব্যবহার করেছেন তারা। বেশীরভাগ দেয়ালেই একপ্রকার সহজ আলপনার মতো গোল ফুল। কোথাও লতা পাতা গাছ ফুল মনোলোভা রঙে আঁকা হয়েছে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার একটি দেয়াল ছাড়া কোন দেয়ালে জীবজন্ত বা মানুষের চিত্র দেখা যায়নি। বাগানীড গ্রামের মেয়েরা প্রায় সকলেই অনবদ্য এ'কেছেন। চোথ জুড়ানো ভালো লাগার মতো এ'কে-ছেন রত্নী কর্মকার (প্রথম), মঞ্চালা মুড়াইন (ন্বিতীয়), রবন সন্দারী, শান্তি কর্মকার, বেহুলা মাছ্রার, সে:মারী লোহার, ব্ধনী হেমরম, খাসনী ম্মর্ও শান্তি মাছ্রার। গ্রামের আদিবাসী মেয়েদের দেয়াল অলংকরণের মতো অনাদতে লোক শিল্পকে তলে ধরে যুবউৎসব কমিটি যে একটি ভালো কান্ধ করেছেন তা সংস্কৃতিবান প্রতিটি মানুষ একবাকো স্বীকার করেছেন।

যুবউৎসবে মেলা প্রাণগণে প্রবৃলিয়ার প্রপারকার একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শনীটির আয়োজন করতে মানভূম সংস্কৃতি মুখপর 'ছরাক' পরিকাগোণ্ঠী ত'দের দরাজ হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। স্টলে শ'খানেক মুল্যবান স্মুভেনীর অজন্র পরপ্রিকা, লিটল ম্যাগাজিন, ম্যাপ, দলিল-প্র ছিল। প্রবৃলিয়া থেকে প্রকাশিত পরপ্রিকার মধ্যে বেশী সংখ্যায় ছিল মুভি, সমবায়ের কথা মালভূমি, রু, মজদ্বর দর্পাণ, শিখর ভূমি, ডহর, ট্রকলু, কংশাবতী, প্রবৃলিয়া প্রভাকর কেতকী, প্রবৃলিয়া গেজেট, জয়বারা ইত্যাদি। 'ছয়াক' পরিকার কর্ম থেকে প্রভোকটি সংখ্যা। এছড়ো ছয়াকের মুল্যবান সংখ্যান

গ্রেলার প্রজ্বদের যদ্ধিত কলেবরে স্বৃদ্ধা রঙিন চিয় বা সেখে দর্শককে মানভূম সংস্কৃতিতে পত্রিকাটের অবদানের কথা বিসময়ের সংগ সমরণ করিবের দের।

পরপরিকার স্টলের পাশেই ছিল মুখোল ও মুংলিলেপর
প্রদর্শনীর স্টল। স্টলে ঢ্কতেই চোখে পড়ে রমচন্দ্র কুমারের
মুক্মরী সাঁওতালী মেরে। অনেকে প্রথম দর্শনে একে জীবন্ত
মানব প্রতিমা জ্ঞানে প্রম করেছেন। মুংলিলেপর মধ্যে অধিক
সংখ্যার ছিল যাঁড়, মর্রের, গর্ব, ভাল্বক ইত্যাদি। মুখোল
লিলেপর প্রদর্শনিতে চড়িদার মুখোল শিল্পীরা অংশ
নিরেছেন। রামারণ মহাভারত খারেল যেন এক একটি
চরিত্রকে শিল্পীরা হাজির করেছেন। শিব, কার্তিক, অভিমন্ম,
গয়াস্বর, কালিল্গাস্বর, নরসিংহ দৈত্য, কিরাত-কিরাতী, গোলিল্গার ভিড় বেশী। সারা প্রর্লিয়ার ছো-ন্ত্য শিল্পীরা।
প্রতিটির ম্লা পাঁচ টাকা থেকে শ্রের্ করে দ্ব'ল আড়াইল।
কাপড়ের সংগ্র কাগজ মিলিয়ে অপ্রে কোশলে এইসক
মুখোল তৈরী হয়, তারপর দেওয়া হয় বাহারী রঙের ছোপ,
করা হয় নানান অলন্করণ।

বাগম্য ডিতে অনুষ্ঠিত যুবউৎসব ৮০ যুব মানসে ও সামগ্রিক জনমনে অভাবনীয় স:ড়া জাগিয়েছে। সকল শ্রেণীর মান্ত্র উৎসবে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের আব্রুণ্ট করতে বিচক্ষণতার সঙ্গে অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। একদিকে মান-ভূমের চিরায়ত লোক সংস্কৃতিকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া হয়েছে. অন্যাদকে বাংলার প্রচালত সংস্কৃতিকেও পাশাপাশি স্থান দেওয়া হয়েছে। বিদশ্ধ চিন্তাশীল মানুষের জন্য আলো-চন চক্র, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, পরপারকার প্রদর্শনী, অন্যাদিকে যৌবনদীপ্ত তর্ত্বদের জন্য বিস্তর খেলাধ্লার আয়োজন উৎসবের দিনগুলোকে মুখর করে তুলেছে। উৎসব পরিচালনা করতে স্থানীয় ক্লাবগর্লি, পঞ্চায়েত সংগঠন, সরকারী কর্মচারীরা স্থানীয় নাগরিকরা এবং ল'ুয়েরান ওয়ার্ল্ড সার্ভিস ও ছ্বাক পত্রিকা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিবেশনার মধ্যেও ছিল অভিনবত্ব, রুচিশীলতা ও মনোহারীত্ব। উৎসব সমাপ্তিতে প্রতিটি মানুষ কামনা করেছেন এমন আনন্দ-মুখর উৎসবের দিন তাঁদের কাছে যেন প্রতিবছরই ফিরে ফিরে আসে।



# অরাজনৈতিক সেই লোকটার গম্প গুডাশাষ চৌধুরা

মিছিলটা নিঃশব্দতার মলিন শেকাহত কন্কনে বাতাস সংথ নিয়ে এগিয়ে মাছলো। রাশি রাশি স্তাক্ষ্য চোখগ্লো কি এক জিজ্ঞাসয় সামনে এগিয়ে চলেছে। বিভ্ল রাস্তা দিয়ে মিছিল প্রবাহিত নদ-নদীর মত এসে ম্ল মহা সম্দ্রের উত্তাল স্রাতের সাথে ক্রমাগত একাকার হয়ে যাছে। এ মিছিলের শেষ কোথায় বোঝা যায় না। শ্রুটাও ঠিক মত ধরা যায় না। কোন কোন জায়গায় দ্ সারি লাইন ঠিক মতো নেই। সেখানে দলক্ষভাবে বিভিন্ন আকৃতির মান্য এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন সম্প্রদায়। শ্রু এগিয়ে যাওয়টাই ম্ললক্ষ্য। মুখ বরাবর, সামনের দিকে। এই ভাবে আমরা, অর্থাৎ ঈশ্বর সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীবেরা দানবীয় কলো, অন্ধকার রাতটার সাথে জীবন্ত প্রত্যক্ষ অন্ভূতি নিয়ে এগিয়ে চলতে লাগলাম। ওপরের হাজার হাজার মৃক নক্ষ্যমণ্ডল, নীচের বিস্টার্ণ শিলাস সিক্ত প্রান্ত ভূমিকে মানে হচ্ছে আলের সাথে যুখ্যজয়ী কোনো বীরপ্রগাবের পরিপ্রান্ত স্বেদ বিন্দ্র।

নজরুল হঠাৎ ব'লে ওঠে আমর৷ তো থানার পাশ দিয়ে যাচ্ছি? এ)দক দিয়ে যাওয়ার কি দরকার ছিল? কথা ও খ্ব আন্তে বলে। কারণ এটাতো একটা শোক মি ছল। ওর কথার পাল্টা কোন উত্তর অাসে না। আমি নিমাইয়ের পকেটে হাত দিয়ে একটা বিডি বের করি। দম নেওয়া দরকার। দেড ঘণ্টার ওপর **শৃধ্য হে<sup>\*</sup>টেই চলেছি। নিমাই অন্ধক:রে আম**ায় ঠাওর ক'রে ব'লে ওঠে—আচ্ছা এতো লোক আমাদের মিছিলে এলো ব্যাপারটা কি? আমি তো কিছু ব্রুতে পর্রাছ না। শহরের বাড়ি ঘর কি সব ফাঁক:? আমি বিড়ির ধোঁয়ায় আমেজ এনে ব'লি **মিছিলে আবার আমাদের তোম!দের** কি ? একজন মান্য रठा९रे थून इरला। थूनठा कि जनजाठ ? সाफा मक तरे। পাল্টা কথাও আসে না। নিমাই মোটা কথার মত চাদরটি খুলে কো**মরে লেপ্টে রাখে। চাদর**টায় আধোয়া-জনিত একটা বিট-কেল গন্ধ বের হয়। শীতের হুল ক্রমাগত ফুটে চলে শিরা-উপশিরায়—মিছিলটা এগিয়ে চলে। নিঃবর্ম থমথমে সারিবন্ধ মিছিল।

আমার হঠাৎই পেছন থেকে কে যেন চিমটি কেটে তার পাঁশনটে কণ্ঠ শর্নানরে ব'লে ওঠে—আছা ওনার দ্বী, ছেলেমেরোও নাকি এই মিছিলে আছে? আমি প্রতি উত্তরে বলি-এ সমর কথা কলা ঠিক নয়। মিছিলটাতো এক জায়গায় শেষ

হবেই। তথন সব জানা যাবে। পাল্টা চিমটি আসে—ব'লে ওঠে

না ঘটনাটা কিন্তু খ্বই আশ্চর্যের। একজন র জনৈতিক
বাট কামেলা মান্ত মান্যও খান হ'লো। ধর্মঘটের দিনেও তো
ও বলেছিল কারখান য় না গেলে খ বো কি ? চাকরী চলে গেলে
কে দেখবে ? তাকেই কিনা আমরা আজ কাঁধে নিয়ে চলেছি।
বাঁ পাশ থেকে একজন বাড়ো কফ্-গলায় ঘর্ষার ক'রে বলে—
কেন কাঁধে নেওয়াটা কি পাপ ? লোকটাতো শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদ ক'রোছলো। ওর কথাগালো ঠিক মতো কানে আসে না।
দাঁতবিহীন ঘন-কফে কেমন যেন জড়িয়ে যায়। কেউ ওর কথা
শানছে কিনা সে থেয়াল ওর থাকে না। বা এসময় কথা বলা
ঠিক নয় তাও ও বোঝে না। ধর্মঘট করার প্রশেন লোকটার
মধ্যে শিবধা শ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু ভাড়াটে গান্ডবাহিনীর নানর্ম্প
দেখে ওর মানবিক বোধ জেগে ওঠে।—তেতে থাকা উত্তেজনায়
বাড়ো কথাগালো বলে—ওর হাতের বিক্ষিণত কাট। ছেব্ডা
জায়গাগালো দেখিয়ে ও বলে আমাকেও ওরা রেহাই দেয় নি।

স্ক্রন মাংকি ক্যাপের মাঝখান থেকে ঠোঁট নেড়ে জবাব দেয়—আসলে কমরেড অজিত ওর খুব ঘানন্ট বন্ধ। অজিতের উপর হামলাটা আসায় লোকটা আর চুপ থাকতে পারে নি। লোকটা স্বভাব চারিত্রে এক নন্দ্রর ভীতু। তাছাড়া কোনদিন উঠোন-লেপ্টানো পরিসর ছেড়ে বাইরে বের হয় না।

মিছিলটা কথন থামবে বোঝা যাচ্ছে না। সবাই আমরা সকাল বেলায় এসেছি। কথা ছিল তিন শিফ্টে দায়ীত্বপূর্ণ কয়েকজন কমরেডের ওপর আলাদা অলাদা ভাবে দায়ীত দেওয়া **থাকবে। সে**ই ভ'বেই দায়ীত্ব ভাগ করা হ'রেছিল গতকালের সভায়। আমি, সাগর, অজিত, নজর্ল ছিলাম ফ.স্ট সিফ্টে। গ·ডাগোল যে হ'তে পারে তা আমরা আগেই ব্রেছিলাম। কারণ গতবার যারা আমাদের ধর্মঘটে যোগ দেয়নি তার বেশীর ভাগ অংশই এবার আমাদের সাথে আছে। স্বাভাবিক ভাবেই মালিক এবার অন্য ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। তবে স্ববিধা ছিল আমাদের অন্য ইউনিয়নের নীচু তলার শ্রমিকরা প্রকাশ্যেই বলৈ ছিল রাজনৈতিকভাবে আপন দের সমর্থন করি না তবে যে দাবী নিয়ে ধর্মাঘট করা হ'চ্ছে আমরা তা সমর্থন করি। আর এই জায়গ:তেই ছিল অ'মাদের আসল ঐক্য। আমর: ধর্মঘটের দিন কারখানায় এসে সেটা স্পর্টাই ব্রুবতে পারলাম। উপস্থিতির হার শুভকরা দশ জনও নয়। গেটে নজর্ল, সাগর, অজিতের এক সাথে থাকবার

কথাও নয়। ওদের উপর আক্রমণ হ'তে পারে আমরা সবাই তা জানতাম। ওরা যে কেন হঠাং ওখানে একসাথে জড়ো হ'রে বক্তা শরে করেছিল তা বোঝা যাছে না। প্রিলাগর্লো প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা পালন ক'রতে পারে নি। গ্রন্ডারা এ্যাক-শন্ ক'রেছে ওরা দ্রে ব'সে নীল আকাশে হাই তুলেছিল।

সাগর যে কোথা খেকে আমার পাশ ধ'রে ধ'রে হাঁটছিল তা এতক্ষণ ব্রুবতেই পারিনি। ওর মাথায় ব্যাশেডজ বাঁধা। আমি ব'ললাম—কমরেড তোমার কি খুব কণ্ট হ'ছে? ও দাঁত বের করে হেসে উঠলো। বললৈ।—কি ব্যাপাররে শালা একেবারে ইউনিয়নের মিটিংয়ের ঢংয়ে কথা। ৬২ সংলের মার মনে নাইরে হারামজাদা! বলেই ও আমার পিঠে ওর ব্যাশেডজ বাঁধা কপালের এক গোন্তা দিল। আমরা দ্বজনেই হেসে উঠলাম।

.....এতক্ষণে একটা আওয়াজ ক:নে এসে পেণছালো। মনে হ'ল অজিতের গলা। ও চীংকার ক'রে ব'লছে—আপন.রা সবাই এখানে ব'সে পড়্ন। বিরাট ফাঁকা ম.ঠ আছে। ব'সবার কোন অস্ক্রবিধা হবে না।

ও যে কথাগ**়লো** ব'লছে তার অধেকি কথা বোঝা যাচ্ছে না। নজরুল আমায় ব'লে. এই শীতে হাত পা সব কাঠের মতো হ'য়ে গেল। আচ্ছা শীতটা কি এবার একটা আগে পড়েছে? আমি ব'ললাম,—হ'তে পারে। থাকতে তৈ। হবেই। নজর্ল বলে তা লোকটার নাম কি ছিল? আমি তো জানি উনি নাকি ব্রাহ্মণ ছিলেন। বড বংশের ছেলে। আমিষ খেতেন না। বড়ো মনে হয় সজাগই ছিল। শীত ওকে পর: স্ত ক'রতে পারে নি। বলৈ ওঠৈ—ব্ৰাহ্মণ-অব্ৰাহ্মণ আসছে কোথা থেকে? লোকটা আম'দের মত একজন শ্রমিক। এই গণ্গার ধারে পাটকলের প্রমিক। তাকে গ**্রু**ভারা খ্রুন কারেছে। যারা ধর্মাঘট ভাঙ্গতে এসেছিল তারা খুন করেছে। ও এখন আমাদের একজন। আমি ঐ লোকটাকে একটা বিশেষ কারণে ভাল মত চিন। ওর নাম দীনদয়াল আচার্য। মাপা ছকে বেডে ওঠা নিরীহ মানুষ। অন্যায় করতেন না—অন্যায় দেখলে কিছ; ব'লতেন না। গত ধর্মঘটে প্রালেশ যখন আম:য় পিটিয়ে কেটে পড়লো তথন আমি ওকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে একটা সাহায্য করতে বলেছিলাম। সেই সময় তিনি আমায় একটা রিক্সা ডেকে দিতে পারতেন। কিন্তু হঠাৎই আমি আসছি বলে চলে গেলেন। পরে হাসপাতাল থেকে ফিরে ওকে দারণে গালিগালাজ করে ছিলাম। অজিত না থাকলে হয়তো পিটিয়েও দিতাম। যাই হোক মাঠটা অজস্র রকম মানুষের ভীড়ে কানায় কানায় ফুলে ফে'পে উঠলো। শিশির সিক্ত ঘাসে আমরা সবাই হাত পা গ্রটিয়ে ব'সে পড়লাম। পিছন থেকে কে যেন চীংকার ক'রে বলে উঠলো হ্রকুম দিন—শালাদের পিঠের চামড়া তুলে দেবো। কয়েকজন ওর কথাকে সমর্থন জানানোর জন্য হাততালি দিয়ে **উঠলো। বিভিন্ন জনের বিক্ষিণ্ত মন্তব্যে মনে হ'চ্ছিল আমাদের** দানবীয় চুল্লিটা যেন সাময়িক ভাবে এখানে উঠিয়ে আনা হ'রেছে। শীতের তীর কাঁটা কারো গ'রে বি'ধতে পারছে না। বারুদে ডোবানো হাজার হাজার পরিচিত দেখা-অদেখা কালো कारमा अवस्व भारतेत अभिक त्रिमिक इंग्रेंकिं क'तेरह। घुना, ক্রোধ সঞ্জিত অভিশৃপ্ত জীবনের অবসান চায় সবাই। এই লেনই।

অন্ধিত একটা ঢিবির ওপর দাঁড়িরে ওর বন্ধৃতা আরন্ত করলো। অন্ধিত আমি কারখানার একই বিভাগে কাল করি। দন্দনেই ফাজলামি-ইয়াকী খনুব করি; কিন্তু এখন ও আমার সাথে ঠাট্টা মন্দররা করা—বন্ধনু অন্ধিত নয়। ও এখন বিরাট একটা দলের প্রতিনিধি। সমন্ত মান্বের মেজাজ আজ ওর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাছে।

ও শুরু করে—কমরেড আজ আমি এই রাতে আপনাদের रिवभी कथा वनरवा ना। भीनमग्राम वाव रक खन्न चरतरहः আমরা এতক্ষণ মিছিল ক'রলাম। আমাদের যখন গুডারা আক্রমণ করে তখন তিনি প্রতিবাাদ ক'রেছিলেন। উনি ওদের বলেছিলেন কারখান।য় যাদের ঢোকার ইচ্ছা ছিল তারা তে। ঢাকৈই গ্যাছে। আমরা জানি তিনিও কারখানায় ঢোকার জন। প্রস্তৃত ছিলেন। উনি সে কথাও ওদের বলৈছিলেন। কিল্ড গ্র-ডারা যথন আমাদের উপর আক্রমণ ক'রলে। সাগরের মাথা ফাটিয়ে দিলো তথন তিনি আর চুপ করে থাকতে পারেন নি। এটাই আমাদের আনন্দ এবং গর্ব। এ সময় সবাই হাততালি मिर्स **छेठेर**लो। পिছन **थिरक स्लागान छेठेल मर**ीरमंत तङ, হবে ন কো বার্থ। অজিত রেশ টেনে ব'লে চলে অমরা আগমী-काल आवात धर्मचं कत्रता। आमता पायी गुन्धापत गाञ्चि চাই। মালিকদের বাধ্য করবো যাতে তাঁর স্ত্রী ঐ কারখানায় চাকরী পায়। তবুও যদি দাবী না মানা হয় তবে ধর্মঘট চলবে। সবাই সমস্বরে বলে ওঠৈ—হ্যা এটাই ঠিক। তাই ক'রতে হবে আমাদের। মাঠের দক্ষিণ দিক থেকে এক মহিলা কমরেড বলে ওঠে ওনার স্টাকে বলবেন ওর হাজার হাজার অভিভাবক ওদের পরিবারকে চোখের মণির মত আগলিয়ে রাখবে। যে যায় সে আসে না: কিন্ত তার কাজ ইতিহাস হ'য়ে থাকে। আমর। বহু চেণ্টা করেও ওনার স্ত্রীর চেহারাটা অন্ধকারে দেখতে পেলাম না। সম্ভবতঃ কোলের দুটো বাচ্চা নিয়ে উনি এখন খুব কাদছেন। হয়তে। অফিস থেকে গিয়েই শুন্ধ কাপডে গণ্গাজলে আচমন ক'রে তিনি প্রজোয় বসতেন। সংসারের বাধা জালটায় বসে বৌয়ের সাথে গল্প ক'রতেন। হয়তো রোজই তিনি তাই ক'রতেন। কেউ কোন খোঁজ নিত না। খোঁজ করার মতো কোন কিছুই তিনি হয়তে। কখনো করতেন না। পাশ কাটিয়ে চলতেন। কিন্তু আজ, সামান্য একটা প্রতিবাদ। ব্রাঝবা প্রতি-বাদও নয় নিছক রাজী করানোর আস্থা নিয়ে ভালোমান,ষী। ভিতর থেকে উগ্*লে বেরো*নো মানবতার টান। শুধ**ু** সেই কারণেই তিনি প্রথিকীতে আর থাকতে পার্লেন না।

কফ-গলায় ঘর্ষার আওয়াজে ব্রুড়ো বলে ওঠে—কাল যে অচীন ছিল আজ সে আমাদের মনের বাড়তি শক্তি হ'য়ে উঠলো!



# সেদিন সূর্য <sub>অমিতাভ</sub> চটোপাধ্যায়

গতরাত্রেই বলব সে কি, আকাশভরা চন্দ্র গ্রামশহরের মাধায় মাধায় জ্বল্ তেছিল চন্দ্র।

ভের হ**রেছে ভে.রের ম**ত উত্তরণের দীণিত তিমির ছে'ড়া অন্ধকারেও হারুজীবন দীণিত—

সকলে হতেই জীবন্যাপন 5.য় মশালের মন্ত্র অব:ক আলোয় ঝরতে থাকে বীজ বপনের মন্ত্র:

হাটতে হাঁটতে আট্কে গেল'ম সামনে দেখি স্থ'..... মাঠের পরে মাঠ চলেছে চতদি কেই স্থাঁ।

# মেহগনি ও বণিক সভ্যতা বৰ্ণজিং দিংছ

বাড়ির দক্ষিণ জ্বড়ে দাঁড়িরে আছে মেহগনি। তার প্রকাণ্ড গ'বড়ি আর ছড়ানো ডালপালায় উপত্তে পড়ছে বাঁচা। চিকন সব্জু পাতায় ঝরছে খ্বি।

ফ লানে বহুদ্র পর্যাত তার ফালের স্থাত্থ ব্ক ভরে টেনে আমরা টের পাই এ সেই মেহগান। বৈশাথে জৈতে মহা-পরাক্তমশালী স্বের আঁচে ঝলসে আমর। তার ছারার দাঁড়াই। আর বলিঃ তুমি বাঁচো চিরদিন।

শোনা বার ফড়ে আর মালিকে চলছে দরকবাকবি। মালিক চায় ১২ হাজার। ফড়ে ৭ পর্যানত উঠে আবার আড়ে আড়ে দৈর্ঘ প্রস্থা বেড় জরিপ করে। আর অঞ্চ কষে তক্তার হিসেবে ঠিক কতর পড়তা।

# মায়ের মুখ

## আদিত্য মুখোপাৰ্যায়

এইমেঘ আকাশ বাতাস ভালোবাসা স্ফটিক থচিত প্রিয় মুখ এই মুখ বর্ষার অনুষ্ঠ ভিজে মুখ রাশভারী আমার মায়ের মুখ সোহাগ মেশানো, মাটির অমের স্বাদ পড়ন্ত বেলার ঘ্রাণ চাষার মাতানো গান শালিখের সিক্ত প্রাণ স্বচ্ছ বাঙ্জার মুখ এইখানে এই গাঁরেতে বিছানো।

এইখানে বৃক্ষণতা তাল-তর্ সারি স্থাবির স্থপতি
আমার মারের প্রজা মা আমার সবার নৃপতি
রোজ রোজ পদ্ম ফোটে মারের চরণতলে প্ত হয় দীঘির শরীর,
ঘরময় মাতৃপদিচিত আঁকা মনময় প্রেমের বিন্দৃক
মাঠময় অসীম তাল্ক তার সাজানো সিন্দৃক
দিকচক্রবালে এক বন-রেথ গণ্ডী আঁকা সীমানা খড়ির।

মহ্ল ফ্লের ভিজে ঘাণ
ডাহ্ক-ডাহ্কী প্রেম দান
এইসব নিয়ে আমার মায়ে
মায়ের গের্য়া শাড়ী
লাল সিপথ পাকা শস্য
আমার মায়ের স্বাদ এইখানে

জে দ্বাণ বাউল গানের প্রিয় প্রণে
প্রম দান গাঁরের বধ্র অভিমান
অমার মায়ের মুখ সোহাগী মায়ের মুখ,
ড়ী পথময় সোনালী স্বপন
া শস্য অনুরাগী হিমেল নয়ন
দ্বি এইখানে আমার মায়ের মুখ।

# লুট

## বিদ্রোহেন্দ্রনাথ চন্দ

ঢাকনাখোলা লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে থরে থরে সাজানো বিশাল সম্পদ উদাম পড়ে আছে

লুটেরাদের হাত ঢোকে ঝাঁপির ভিতরে। প্রতিযোগিতা, রক্তারন্তি। শুনা হাতে আমি দাঁড়িয়ে আছি নিঃম্ব প্থিবীর বুকে।

সংপেরা বাসা বাঁধে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে।

# भिन्ध-मः कृष्ठि

# বাংলা সিনেমা—তরুণ মনে তার প্রতিক্রিয়া হীরালাল শীল

ভর্ণ মনে সিনেমার প্রতিক্রিয়া কেমন, কভখানি, তা নিয়ে আলোচনা করার আগে একট্ব পেছন ফিরে তাকানো যাক। সিনেমার জন্ম-লানটা একট্ব তুলে ধরা যাক না।

বাংলা সিনেমার বয়স ষাট বছর প্র্ণ হ'ল ১৯৭৯ সালের নভেন্বর মাসে। প্যারিসের গ্রাণ্ডকাফেতে ১৮৯৫ খ্রীণ্টান্দের ২৮শে ডিসেন্বর যথন প্রথম 'চলমান ছবি' প্রদর্শিত হ'ল, তার মাস দ্বারেকের মধ্যেই তা বাঙালীর কলপনার ভিতকে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। ১৯০০ থেকে ১৯১৫ খ্রীণ্টান্দের মধ্যে নানা সমরে বাংলাদেশে চলমান ছবি নিয়ে নানা রকম পরীক্ষানিরীক্ষা, আলাপ-আলোচনা চলেছিল। তারই ফলে ১৯১৮ খ্রীণ্টান্দের নভেন্বর মাসে র্পালী পর্দায় প্রথম বাংলা ফিচার ফিল্মের আত্মপ্রকাশ ঘটে। বাংলা চলচ্চিত্রের জনক-স্থানীয়দের মধ্যে জ্যোতিবচন্দ্র সরকার, হীরালাল সেন, দেবী ঘোষালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। তাঁদের হাতেই এদেশের ছায়াছবির হাতেখাড়। তবে প্রথম প্র্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি জন্ম নিয়েছিল জে. এফ. ম্যাডানের হাতে। ১৯১৮ সালে ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড প্রণ দৈর্ঘ্যের ছবি 'বিল্বমণ্ডাল' তৈরী করে।

ক্রমশঃ বাংলা ছবি ৪২ বছর ধরে এগিয়ে চলেছে তার নিজ্ঞস্ব পথে—গতিতে ছন্দে। যে ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিশার জন্ম হয়েছে দাদাসাহেব ফালকের হাতে, তার শিক্ষক বলা যায় বাংলা ছবির কারিগরদের। শিশারকে চলতে শিখিয়েছেন তারাই।

দেবকী বস্, প্রমথেশ কড়্রা, নীতিন বোস প্রম্থ প্রখ্যাত পরিচালকদের হাতে পড়ে সেই শিশ্ব বড় হয়ে উঠেছে। সে আজ কিশোর, কিংবা য্বক নয়, সে প্রোঢ়-পরিণত। আজ সে নিজেই একটি চরিত্র—তার ভাষা আলাদা, বিভিন্ন পরিচালক চলচিত্রকে মাধ্যম করে সমাজের বিভিন্ন দিকের চিত্রকে তুলে ধরেন। স্বথের কথা, আমাদের কোন পরিচালকের অভাব যেমন কোনদিন ছিল না, আজও নেই। কিল্ডু সিনেমার জল্ম-ললেন যে ধরনের ছবি তৈরী হয়েছে, আর আজকাল যে ধরনের ছবি তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে কোন পার্থক্য কি আমাদের চোথে পড়ছে না? অবশ্য, পার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ, য্বগের ধর্মকে তো অস্বীকার করা যায় না। সে ব্লে সেটাই সত্য ছিল, তার পেছনে ছিল আল্ডরিক্তা—নিন্ডা। কিল্ডু বিগত কয়েক দশক ধরে যে ধরনের ছবি তৈরী হছে, তার পেছনে কতট্কু আল্ডরিক্তা, নিন্ডা বর্তমান সে ব্যাপারে চিল্ডা করলে হতাশ হতে হর. বিগতে কুই দশক ধরে বে সব বাংলা ছবি (নামোল্লেশ্বে

প্ররোজন নেই) আমাদের দেখানো হ'ল, সেগ্যলোর মধ্যে বেশির ভাগ ছবিই অত্যন্ত নিদ্নমানের কি উপস্থাপনার দিক থেকে, কি আ**িগ**কের দিক থেকে কি বন্তব্যের দিক থেকে। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, প্রেণিদ্র পত্নীর কথা বাদ দিলে আমরা এমন কোন পরিচালকের নাম কি খ'ুজে পাব, যাদের চলচ্চিত্র থেকে আমরা কিছু পেয়েছি? অথচ দেশে বাঙালী পরিচালকের তো অভাব নেই ছবির সংখ্যাও তো পরিমাণের দিক থৈকে কম দেখছি না, তবে গুণের অভাব কেন? কেন এই সব পরিচালক পরিণত মনস্তাত্বিকের ভাবনা-চিন্তা-স্যান্টর ন্বারা অন্যপ্রাণিত हन ना ? किन এकवात राज्य परियन ना 'अयान्तिक'त मराः আর একটা কিছু করা যেতে পারে কিনা? চেন্টা করতে ক্ষতি কি ? ভাবতে কণ্ট লাগে বর্তমানে পরিচালকদের স্বাধীনতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রযোজকদের মজির দ্বারা নিয়ন্তিত, এর ফলে বাঙলা সিনেমার যে কি অপরেণীয় ক্ষতি হতে চলেছে তা একবার তাঁরা ভেবে দেখেছেন কি? ব্যবস্থিক সাফলের দিকে দুট্টি রাথতে গিয়ে সিনেমাকে মানের দিক থেকে খাটো করা কখনগুই উচিত নয়। সেই কারণেই বর্তমানে সিনেমার অশ্লীলতার পরিমাণটাই বেশি চোখে পড়ে।

ঋষিক ঘটক তোঁর ছবিগন্লিতে যে মহত্তর সতা ও জীবনের
নতুনতর অথের সন্ধান করে গেছেন সারা জীবন, যে র্ট্
বাস্তবের সম্ম্বান হয়েও তাঁর চরিত্রদের হারতে দেখিনি
কখনও; এখনকার পরিচালকদের ছবিগন্লিতে সেই সব অর
খানুজে পাই না কেন? কেন 'কিছু একটা করা'র নামে সস্তা
চট্ল ছবি দেখানো হয়?

শ্ধ্ব ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেই মর, গভ করেক দশকের প্রায় 
শাতিনেক বাংলা ছবির তালিকার দিকে চোখ রাখলে দেখতে 
পাব যে, শিলপাত মানের দিক থেকে বাংলা সিনেমা কতটা 
নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। একই রীতি, একই ধরনের সংলাপ, 
একই চরিত্রচিত্রণের প্রনরাব্তিতে বাঙালী দশক ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছে। খাত্বক ঘটক বলেছিলেন—"চারপাশের মান্বগ্রেলার 
জীবনের সাথে নাড়ীর যোগ রেখে ছবি করতে হয়। তা না 
হলে ছবি করার কোন মানেই হয় না।" দ্বংথের বিষয়, জীবনের 
সংশ্যে নাড়ীর যোগ দ্রের ব্যাপার বাঙালী পরিচালকর 
আমাদের চারপাশের মান্বগ্রেলাকেই জানেন না। প্থিবীর 
সর্বত্র সিনেমা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা আছে, তর্ক-বিতর্ক আছে

[ राजारण ८४ श्कांत ]

# লোক চিত্ৰকুলা



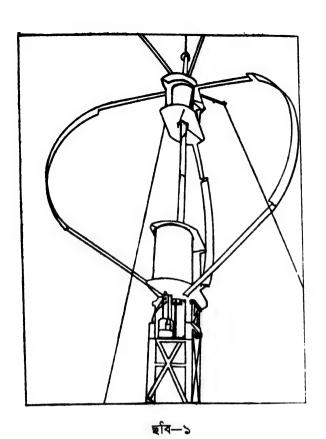
# विज्ञान-जिज्ञामा

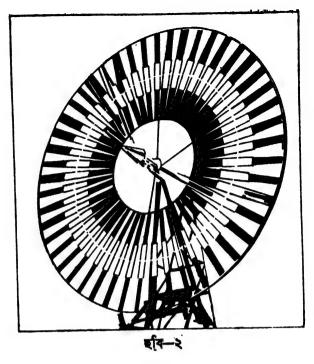
## পরিবর্ত শক্তি-উৎস

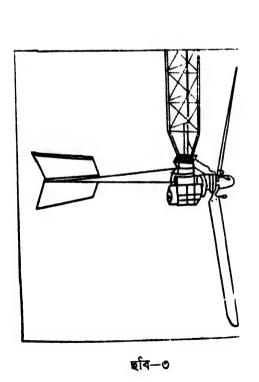
ৰাতাস/হাওয়া-কল—আদিম মান্ব ভর পেত হাওরাকে।
সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে, মান্ব অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির
মত হাওয়া অর্থাং বাতাসকেও তার কাজে লাগাতে শিখল। যে
বাতাসকে মান্য কেবলমাত্র শ্রুম্থা-ভক্তি-ভয় করত আস্তে আস্তে
সেই বাতাসকে মান্য তার দৈহিক শক্তির পরিবর্ত শক্তি হিসাবে
ব্যবহাত করতে শিখল।

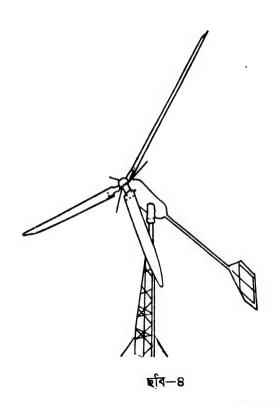
আজ থেকে অনেক দিন আগেই মান্য দেখেছিল যে, চার পাঁচটা পাখার সমন্বয়ে যদি একটা চক্র তৈরী করা যায়, আর সেই চক্রকে যদি বাতাসের সামনে রাখা যায় তাহলে সেই চক্রটি ঘোরে। বাতাসের জোরে বওয়া আন্তে বওয়ার উপর নির্ভর করে চক্রের ঘোরার গতি। মান্য এট্রকুও ব্রেফিল যে চক্রের মূল অক্ষদন্ডর সাথে যদি কুয়োর দড়িটাকে একট্ কায়দা করে সংযাভ করতে পারলে কুয়ো থেকে আর টেনে টেনে জল তুলতে হয় না। এবং স্তরাং বাতাসকে কাব্সে লাগিয়ে মানুষ পানীয় জল ও কৃষিকার্যের জল সংগ্রহর কাজটাকে সহজ করে তুলল, একই ব্যবস্থায় মান্ত্র আরও অনেক কাজই করতে শিখেছিল ষার ফলে তার দৈহিক শক্তির ব্যবহার অনেকটা কমে গেল। কি কি কাজ ? যব অথব। গম ভাঙানো, আথ মাড়াই, ধান কোটা, খড় কাটা ইত্যাদি কাজে ব্যাপকভাবে বাতাসকে কাজে লাগানে হত। বাতাসকে ক'জে লাগিয়ে কাঠ চেরাইয়ের মত দুরুহ কাজও মানুষ করেছিল। প্থিবীর বহু অণ্ডলেই এই ধরণের কাজে বাতাসকে মানা্র বড় বড় চক্রাকার এক ধরণের যার চলতি নাম হাওয়া-কল, তার মাধ্যমে নিজের কাজে লাগাত। প্রতিম,হ,তে উন্নতি-অগ্নগতির অন্বেষণে নিরত মান,ষ, হাওয়া-কলকে বাতিল করে দিল সেদিন যেদিন আরও সূবিধার मन्धान स्म श्रितः शाला। वाष्ट्र-ज्ञानिक, विम्नार-ज्ञानिक यन्त्रामि হাতের মুঠোর আসার হাওরা-কল নামক বস্তুটি সম্ভবতঃ হারিয়ে গেল। তারপর যেদিন খনিজ তৈল (পেট্রোলজাত তৈলাদি) তার কম্জাগত হল সেদিন তো একেবারে সবাই ভূলেই গেল বাতাস পরিচালিত হাওয়া-কলের কথা।

কিন্তু আজ্ঞ টান পড়েছে করলার ভাঁড়ারে, তেলের অকশ্যাও সূবিধার নয়। তার উপর ক্রমাগত দাম বাড়ার ফলে সবাই আবার নতুন করে ভাবছে হাওয়া-কল বা wind-mill এর কথা। তবে পরেনো আমলের হাওয়া-কলের থেকে আজকের হাওয়া-কলের চিন্তাধারা ভিন্নমুখী। আজ যারাই হাওয়া-কল নিয়ে চিন্তা করছেন তারা ভাবছেন কিভাবে হাওয়া-কলকে বিদ্যাৎ উৎপাদনকারী যদ্য জেনারেটর-এর সংশা সংযুক্ত করে আরও বেশী বেশী করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাওয়া-কল বাবহার করে বিদর্থ উৎপাদনের ব্যাপ রে সবচেয়ে বেশী এগিয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরান্ট্রের নাসা (NASA) নামক সংগঠনটি এমন একটি হাওয়া-কল প্রস্তৃত করেছে যার সাহায্যে ১০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপ:দন সম্ভব। ঘণ্টায় ২৩ মাইল বেগে হাওয়া বইলে তার সাহায়ে। ২০০ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব এমন একটি যদ্ম আবিষ্ক:র করেছে ওদেশেরই অন্য একটি প্রস্তৃতকারক সংস্থা। আমে-রিকান এনাজি অল্টারনেটিভ নামক একটি সংস্থা এমন একটি হাওয়া-কল তৈরী করেছে যার সহায়তায় ১০৫ কিলোওয়াট পর্যস্ত বিদ্যাৎ উৎপাদন করা যায়। (ছবি-১) ওদেশের আরেকটি সংস্থা ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার ডেভেলপস একটি হাওয়া-কল তৈরী করেছে; এর সাহাযো ১৮ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদাং উৎপাদন কর। যেতে পারে। (ছবি-২) অন্যান্য দেশগুলিও এ কাপারে পিছিয়ে নেই। ফ্রান্সের একটি সংস্থার তৈরী "এাারো-ওয়াট" (ছবি-৩) নামক হাওয়া-কলের সাহাযো ৪٠১ কিলো-ওয়াট পর্যানত বিদ্যাৎ উৎপাদন সম্ভব। ডে মেনিকো দেপরাণ্ডিও নামক একটি ইটালীয় সংস্থার তৈরী হাওয়া-কলের সাহাযে ১ মেগাওয়াগ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা বায়। স্ইজারল্যান্ডের ইলেকট্রো গ্যাম্ব সংস্থা ইলেক্ট্রোজেনারেটর (ছবি-৪) নামে এক ध्वरणत राख्या-कम रेजरी करत्राह यात्र माहार्या ६० खन्नाचे रेशरक ৫ किटना अग्रा वे भवन्य विमान भिन्न छे । भारत क्या वाटक । অস্টেলিয়ার "ডানলাইট" (ছবি-৫) ইলেক্ট্রিক্যাল কোম্পানী যে হাওয়া-কল তৈরী করেছে তার উৎপাদন ক্ষমত। ১ মেগা-**उत्रा**ष्टे स्थरक ३ स्था अत्राष्ट्रे विष्टार।

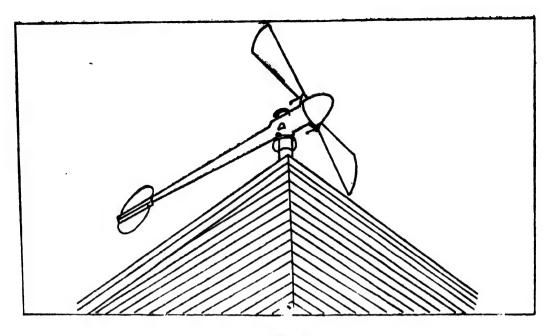








य क्यानम् ॥ ८९



E14-6

ইতসততঃ বিক্ষিপতভাবে সারা প্থিবী জনুড়েই হাওয়া-লল নিয়ে নানা রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। তবে সবারই উন্দেশ্য এক—বাতাসের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদন্যং উৎপাদন করা। এই কাজে কোন সংস্থা অথবা কে:ন প্রতিষ্ঠান কিছন্টা হয়তো এগিয়ে গেছে কেউ বা একট্ব পিছিয়ে চলছে। তবে এই শক্তি সংকটের যুগে সবাই আবার ৰাভাসকে কাজে লাগাবার চিন্তা করছেন এটাই আশার কথা। আর এ প্রসপ্তে সবচেরে আশাব্যঞ্জক দিক হল—ভ:রতবর্ষের মত গরীব দেশে গ্রামীণ সভ্যতার উন্নয়নে হাওয়া-কলের মত যন্ত্র সত্যি সাত্যি মান্বের উপকারে আসবে।

—অমিতাভ বায়

## [ শিল্প-সংশ্কৃতি ঃ ৪৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ ]

প্ৰবীক্ষা-নিৰ্বীক্ষা আছে, কেবল ৰাংগা চলচ্চিত্ৰে ভাৱ কোন ভাপ-উত্তাপ নেই।

আসলে, সিনেমা তৈরীর পেছনে দরকার সততা, তা আমাদের কতটা আছে? রোজ একটি করে আট ফিল্ম হোক, এতটা আমরা নিশ্চয়ই কেউ আশা করি না। কিন্তু ভালো কমাশিরাল ছবির জন্যও বা বা প্রয়োজন—স্মৃলিখিত কাহিনী, স্বৃ-অভিনয়, স্ব্রুথিত চিত্রনাট্য, বাস্তববোধ, জীবনচেতনা, আজিকের বৃন্ধিসম্মত প্রয়োগ, এই সবের একান্ত অভাবই আমাদের যাত্বা দেয়।

মানলাম, বাংলা চলচ্চিত্র-শিক্ষেপ ষ্পেণ্ট সংখ্যক পান্তির

অভাব. এমনকি ভালো ল্যাবরেটরি ও স্ট্রভিও পশ্চিমবংশ নেই, কিন্তু তাই বলে সব রকম প্রচেটা হাল্কা প্রমোদ-উপকরণের স্লোতে ভেসে যাবে কেন? প্রগতিশীল পত্ত-পত্রিকার একটা বিজ্ঞাপন প্রায় চোখে পড়ে—"ম্মুর্ন্র বাংলা চলচ্চিত্র শিলপ বাঁচুক—ভালো ছবি তৈরী হোক। ভালো ছবির জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এবং এখনই।" এই 'এখন' কবে আসবে গালে হাত দিয়ে না ভেবে, কিংবা চায়ের কাপে তুফান না তুলে যদি আমরা র্চিসম্মত মান্বেরা র্চীহীন চলচ্চিত্রের বির্দ্ধে র্থে দাঁড়াই, মাটিতে মুখ থ্বড়ে পড়া চলচ্চিত্র শিলপকে টেনে তুলি, তবে কি আমরা বাংলা সিনেমাকে নতুন জীবন দান করতে পায়ৰ না?

# কলকাতায় এশীয় টেব্ল টেনিসের আসর

মে মাসের ৯ তারিখ থেকে ১৮ তারিখ পর্যন্ত কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল পঞ্চম এশীয় টেব্ল টেনিস প্রতিযোগিতা। ১৯৭৫-এর ফেবর আরিতে অনুষ্ঠিত তেত্রিশতম বিশ্ব টেব্ল টোন্দ প্রতিষোগিতার পর এই দ্বিতীয়বার কলকাতার নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম এই ধরনের বডসড ক্রীডা প্রতিযোগিতার আশ্তর্জাতিক আসরে পরিণত হল। কল্পোলিনী কলকাতার ইদানিংকার ইতিহাসে এই প্রতিযোগিতা সংগঠনের বিশালতায় ও প্রতিন্দাভার উৎকর্ষে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রুইল। অনুকলে পরিস্থিতি, ক্রীডারসিক দর্শকদের সাগ্রহ উপস্থিতি এবং ক্রীডা সংগঠকদের পরিশ্রমের যোগফলে আরও একবার প্রমাণিত হল কলকাতাই এই ধরনের প্রতিযোগিতা সংগঠনের দাবিদার হতে পারে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন ক্রীডাকেন্দ্রগর্নালর মধ্যে। অত্যন্ত অন্পসময়ের মধ্যে এই প্রতি-যোগিতার সংগঠকেরা রাজাসরকারের পূর্ণে সহযোগিতায় একটি মর্যাদাপূর্ণ ক্রীডাপ্রতিযোগিতা দর্শকদের কাছে উপহার দিতে পেরেছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

১ মে তারিখে আড়ন্বরপূর্ণ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর উন্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। সময়েচিত ভাষণে তিনি এই ধরনের ক্রীড়ান ্টানের সার্থকতা ও তাৎপর্যের কথা তলে ধরলেন। প্রতিযোগী দেশগুলির মার্চপাস্ট এবং সি. এল.-টির চিত্তাকর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই দিনটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল বহু,লাংশে। আলোকোল্জ্বল স্টেডিয়ামের বিভিন্ন দিকের দশকের করতালি ও উচ্ছনসের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল কলকাতার ক্রীড়ামোদী দর্শকদের সহজাত প্রবর্ণতা ও মানসিকতা। এই স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন এবং উপস্থিতি সংগঠকদৈর ভবিষ্যতে আরও বর্ণে ক্ষরল ক্রীড়ান্র্ন্থান সংগঠনে নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত করবে। ১০ মে থেকে শুরু হল দলগত প্রতিষোগিতার খেলা। চলল ১৩ মে পর্যন্ত। ১৪ থেকে ১৮ মৈ পর্যাত্ত (১৭ মে বাদে) হল ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার খেলা। আট দিনের সূথক্ষাতি ক্রীড়ার্রাসক দর্শকদের আলোড়িত করে রাখল কানায় কানায়। দুটি প্রতিযোগিতাতেই জয়জয়কার হল সমাজতান্ত্রিক চীনের। আরও একবার প্রমাণিত হল রাষ্ট্রের কল্যাণরতী দুষ্টিভগ্গী, শারীরিক পট্টতা ও নিরবচ্ছিল অন্-শীলন **একটা দেশের সাফল্যকে** কিভাবে স্থানিশ্চিত করে।

এই প্রতিষোগিতার মোট বাইশটি দেশ অংশ নির্মেছল। সেগ্রিল হলঃ ভারত, চীন, জাপান, উত্তর কোরিয়া, ইন্দো-নিশিয়া, অস্থ্রেলিয়া, তাইল্যান্ড, লাওস, মালর্মেশিয়া পাকিস্তান, হংকং, ব্রহ্মদেশ, সিংগাপা্র, ইরাণ, সৌদী আরব ইয়েমেন (এ. আর), শ্রীলংকা, ইয়েমেন (পি. ডি. আর), সিরিয়া,

त्मिल, वार्वाएम वर वार्शात्न। भारतिकेन श्वरक **वर अथम** একজন প্রতিনিধি এশীয় টেব্ল টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে এসেছিলেন। এছাড়া অনুপস্থিত ছিলেন কাম্প্রচিয়া, সংযুক্ত আরবশহী, কাতার, ক্যুয়েত—এই চারটি দেশের প্রতি-নিধি এবং খেলোয়াড়েরা। আতিথ্য, পরিবহণ এবং রক্ষণা-বেক্ষণের সূখস্মতি নিয়েই যে এই সমস্ত দেশের খেলোয়াড ও প্রতিনিধিরা দেশে ফিরেছেন, সেকথা তারা যাবার আগে বারবারই বলে গেছেন। চীন দলগত ও বান্তিগত—দুটি প্রতি-যোগিতাতেই শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। বাছাই তালিকার শীর্ষ স্থানেও ছিল এই চীন। পরেষদের দলগত প্রতিযোগিতায় চীনের পরের স্থান ছিল জাপানের, মহিলাদের দলগত প্রতি-যোগিতার চীনের পরের ন্থান ছিল উত্তর কোরিয়ার। ১৯৭৭ সালের কুয়ালালামপুরের চতর্থ এশীয় টেব ল টেনিস প্রতি-যোগিতার পুরুষ ও মহিলা দুটি বিভাগেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল উত্তর কোরিয়া। জাপানের খেলা এবার দর্শকদের পুরোপ্রার হতাশ করেছে। উত্তর কোরিয়ার ক্রীড়া-পর্ম্মতিতেও খুব একটা উন্নতির ছাপ ফুটে উঠতে দেখা যায় নি। ১৯৭৫-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশীপের নিরিখেই একথা-গ**ুলো মনে আস**ছে। প**ুর**ুম বিভাগে বিশ্বের দু'নন্বর চীনের প্রো হ্যা, ১৮ বছরের কিশোর সাইকে জাপানের গোটা এবং উত্তর কোরিয়ার জো ইয়ং হো ক্রীড়াশৈলীর স্কেপট পরিচয় রাখতে পেরেছিলেন। মহিলা বিভাগে হংকঙের হুই সোহাং, জাপানের এমিকো কান্ডা, চীনের লিউ ইয়ং এবং উত্তর কোরিয়ার লি সং সকে ছিলেন শ্রেষ্ঠ 'চার খেলোয়াড'। ৭৫ ও ৭৭ সালের মহিলা বিভাগের বিজয়িনী পাক-ইয়ং সূন বরং দর্শকদের প্রত্যাশার ওপর স্ববিচার করেন নি। ভারতের মনমিত সিং ও নন্দিনী কুলকানীর খেলায় যথেষ্ট প্রতিশ্রতির ছাপ ছিল। বালক বিভাগের রাণার্স স্ক্রের ঘোড়পাড়ে আগামী দিনের উ**ল্জান্ত স**ম্ভাবনার স্পদ্ট পরিচয় রাখতে পেরেছে। তুলনায় ভারতের চন্দ্রশেখর এবং ইন্দ্র পূরীর খেলায় শারীরিক অক্ষমতার চিহ্ন প্রকট হয়ে উঠেছিল।

আটটি দেশের বির্দেধ একতরফা খেলে চীন সরাসরি ৫-০ মাচে জিতেছে। দলগত প্রতিযোগিতার এ গ্রুপে চীনের সাথে ছিল ভারত, উত্তর কোরিয়া, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, গ্রীলংকা, অন্থোলিয়া, তাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া। উত্তর কোরিয়ার খেলোয়াড়রাই যা চীনের বির্দেধ প্রতিশ্বন্দিতার পারবেশ কিছুটা গড়ে তুলোছলেন। তা না হলে, চীন না খেলেই জিতে গেল, এরকম কথা বললেও অত্যুক্তি হত না। ভারত চতুর্থ স্থান দখল করে কিছুটা এগিয়েছে বলা চলে।

এর জাগে এশীর প্রতিৰোগিতার প্রের্থ বিভাগে ভারতের পান ছিল বন্ত। চীন ও জাপান ভারতের বির্দেশ সহজে জিতলেও উত্তর কোরিয়াকে ভারত ভাল মতই বেগ দিতে পেরেছে বলা চলে। উত্তর কোরীয় প্রশিক্ষকের নির্দেশনায় ভারত যে বেশ কিছুটা এগোতে পেরেছে, এটা তার একটা বড় প্রমাণ। বিশেষ করে মনমিত সিং উত্তর কোরিয়ার দ্বই বাছাই খেলোয়াড় জো ইয়ং হো এবং হং সুন চোলকে যথাক্রমে ২১-১৮, ১০-২১ ও ২১-১৪ এবং ২৪-২২ ও ২১-১৭ পরেন্টে হারিয়ের রীতিমত চাঞ্চলার স্থিট করেছিল।

মহিলাদের দলগত প্রতিযোগিতার চীন জয়ের পথে এক-মার উত্তর কোরিয়া ছাড়া অন্য স্বক্টি দেশ—ভারত, জাপান, তাইল্যাণ্ড, ইন্দোর্নেশরা, হংকং ও অম্মেলিয়াকে সরাসরি (৩-০ ম্যাচে) হারিয়েছে। ভারত মহিলা বিভাগে ফঠ স্থান পায়। এর আগের এশীর প্রতিযোগিতার ভারতের স্থান ছিল हिष्य । भूत्र विभावम्, खावल् म, मिश्रालम्, खावलम्, এবং মিক্সড় ভাবলসে এই পাঁচটি বিভাগেই শীর্ষে ছিল চীন। वानक ও वानिकारमत्र त्रिश्नानम् बिराउरह यथाद्वरम दश्कर धकर জাপান। পরে বদের ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশীপের ফ ইন্যালে পর-পর তিনটি গেম জিতে ঝিহাও সাইকেকে পরাজিত করলেন। চীনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রাখতে ফাইন্যালের দক্রেনই এলেন একই দেশ থেকে। মহিলাদের ব্যক্তিগত বিভাগে জয়ী হলেন চীনের আট নম্বর বছাই খেলোয়াড় কি বাউজিয়াং। তিনি হারালেন স্বদেশেরই অ-বাছাই খেলোয়াড় লিউ ইয়াংকে ৩-১ भारत। भूत्रास्तित छाक्नारम जीतनत्र भूत्या देख द्वा ७ कारे সাইকে ৩-১ ম্যাচে স্বদেশের অ-বাছাই শি বিহাও ও সাই ঝেন ह्यातक हातिस्त ह्यान्त्रियान हलन। महिलाएन छावल्य भीर्य ব'ছাই জর্মাড় উত্তর কোরিয়ার পাক ইয়াং ওক এবং হংগিল म्नात्क द्यात्रात्र हीत्नत्र क्यार छादेर अवर निष्ठे देशार क्या दिलन । মিক্সড ডাবলুসে স্বদেশের শীর্ষ বাছাই জাড়ি গুয়ো ইয়ে द्रा ७ निউ **क**्षिक সরাসরি ৩-० ম্যাচে হারিয়ে অ-বাছাই क्रिं कि मार्टेक अवर कार छाटेर क्रिं क्रेडी ट्लन। वानक-দের বিভাগে ভারতের সঞ্জের ঘোডপাডে ফাইন্যালে হারল इश्करक्षत्र न कामण्रेरक्षत्र कारह। न्यरमस्मत्र मिनका र्ह्यानितारक হারিয়ে বালিকা সিশালস্ জিতেছে জাপানের ফুকিংমা ওকামেটো।

মোট ৮৩ জন আম্পায়ায় এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলাগালি পরিচালনা করেছিলেন। এর মধ্যে দ্কান ছিলেন বিদেশী। প্রুষ্থ আম্পায়ার মিঃ ওং এসেছিলেন সিপ্যাপার থেকে, প্রতিযোগিতায় একমাত্র মহিলা আম্পায়ার ছিলেন হংকণ্ডের ফ্র চাাং লিং। ভারতীয় সংবাদসংস্থা ও পত্রপাত্রকার প্রতিনিধি ছাড়াও মোট ১২ জন বিদেশী সাংবাদিক এই উপলক্ষে কলকাতায় এসেছিলেন। চীনের সিন্হ্য়া নিউজ এজেনিয় প্রতিনিধি ছিলেন ৪ জন। এছাড়া ইরাল, জাপান, পাকিস্তান, তাইল্যান্ড ও সিম্পাপ্রের সাংবাদিকরাও ছিলেন। খেলোয়াড় ও প্রতিনিধিদের তত্বাবধান করেছিলেন অভার্থনা উপ-সমিতির নির্দেশনায় ৬০ জন তর্ল-তর্লী এ্যাটালে বা সহায়কেরা। স্টেডিয়ামের মধ্যেই মিনি হাসপাতালে সবরক্ষের আধ্নিক চিকিৎসার স্থোগা পেরেছেন সমাগত খেলোয়াড়েরা। বিভিন্ন দিনে মেডিক্যাল ইউনিট নানাভাবে খেলোয়াড়েরে।

খেলোরাড় ও প্রতিনিধিরা একমাকো সংগঠকদের নিসনেতা, নিষ্ঠা এবং কলকাভার দশকিদের সমন্ধদারি দ্বিউভগারি প্রশংসা করে গেছেন।

#### अञ्चलनी विभाष्यमा : श्रीक्रकांत स्थल शर्य

সাম্প্রতিককালে ময়দানের ফটেবলকে কেন্দ্র করে দর্শক-অশান্তি এবং উচ্চ অভ আচরণের প্রশ্নাট বিশেষ জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। শুধু আইন-শুঞ্জার প্রশ্নই এর সঞ্চো জড়িত तिहै। म माक्षिक म्लारवार्यत्र अशहर धवर य्वमानरमत्र विभय-চারী প্রবণত। এই ধরনের গণ্ডগোলকে কেন্দ্র করে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মান্ত্র এই প্রশাত নিয়ে উদ্বেল হয়ে উঠেছেন। এটা সূথের কথা, সূক্ষ্প চিন্তা-সম্পন্ন মানুষ এই ধরনের প্রবণতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। বিভিন্ন সেমিনার, আলোচন সভা এবং প্রপারকার সম্পাদকীয় ম্ল্যায়ণ-ইত্যাদির মাধ্যমে এই সমস্যাটি সকলের সামনে স্পন্টভ বে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। রাজ্যসরকার এই প্রশ্নটি নিয়ে বিশেষ চিন্তান্বিত। রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিল নির্নিয় মণ্ডে এই প্রস্পে একটি আলোচনাসভারও আয়োজন করে-ছিলেন। ৭ জুন, ১৯৮০ তারিখে অনুষ্ঠিত এই সভার মুখ্য-মল্বী শ্রী জ্যোতি বসু এই ধরনের গণ্ডগোলের সম্ভাবনাকে অৎকরেই বিনন্ট করার ওপর জোর দিয়ে বলেছিলেন : রেফারি. বড় ক্লাব, খেলোয়াড়, সংবাদপত্র ও পর্নলসের দায়িত্ব এই প্রবণতা রোধে সবচেয়ে কেশী।

মুখ্যমন্ত্রী সঠিকভাবেই বলেছিলেন: ফুটবলের মত জনপ্রিয়তম খেলার অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মুন্টিমেয় দর্শকেয় উচ্ছ তথল এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপকে প্রতিহত করতেই হবে। এই অর:জকতাকে সমূলে উৎখাত করার জন্য তিনি বড় ক্লাক্সালি এবং সেই সপো কলকাতার ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা আই, এফ, এ-র কাছে সময়োচিত আবেদনও জানিয়ে-ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর অভিমত হোল : ক্লাবগালি এ ব্যাপারে निस्करमंत्र मर्था वरत्र कि करत्र मृज्यमात्र त्ररूत त्र्या পরিচালনা করা যায়, তা নিয়ে অ'লোচনা করলে ভাল হয়। খেলোয়াড়দের দায়িত্বের কথাও তিনি এই প্রস্থেগ মনে করিয়ে দির্মেছলেন। রেফারীদের সংগঠনকেও তিনি মাঠের **শ**ুখলা-রক্ষার প্রসংগ নিয়ে বিশেষভাবে ভাবনাচিন্তা করার জনা অনুরোধ করেছিলেন। কেননা এ ব্যাপারে তারা তাদের দায়িৎ এড়িয়ে যেতে পারেন না। প**ুলিসকে আইন-শৃত্থলার প্র**শ্নতি শন্তহ'তে মোকাবিলা করতেই হবে। কিন্তু গণ্ডগোল হলে তার প্রতিক্রিয়া যেভাবে সর্বত্রচারী হয়ে পড়ে, তার প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের ব্যান্থমন্তার সম্পে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। তিনি সংবাদপত্রের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেনঃ উত্তেজনা প্রশমনে তাদের বিরাট ভূমিকা আছে। লেখার স্বাধীনতা থাকলেও তার অপব্যবহারও কোন ক্রমেই সমর্থন-যোগ্য নয়। উত্তেজনা বাডতে পারে এমন কিছু প্রকাশ করা ঠিক নয়। এই আলোচনায় রাজ্য স্পোটর্স কাউন্সিলের সভাপতি গ্রী স্নেহাংশ্বকাল্ড আচার্য এবং আই. এফ. এ-র তৎকালীন সম্পাদক শ্রী অশোক ঘোষও অংশগ্রহণ করে তাঁদের সূচিন্তিত মতামত দিয়ে পরিস্থিতির উপযুক্ত মোকাবিলায় পর্থনির্দেশ করেছিলেন।

এর পরবতী কালে দারিষশীল যুবসংগঠন এবং ছাত্রসংস্থাগুলি পথসভা এবং আলোচনাচক্রের মাধ্যমে এই অরাজকতার
বিরুদ্ধে লোচার হর্মোছলেন বিভিন্ন অগুলে। তবে সমস্যার
গুরুষ ও জটীলতার বিচারে এই প্ররালগানী ক্রোন্ডত সার্থক্তার রুপ নিতে পারে নি, একথা অবশাই স্বীকার করতে
হবে।

মর্দানী বিশ্বভার প্রশ্নটি গড ফেডারেশন কাপের ध्यमात्र मृत्य वर्ष रदा प्रथा पित्न छ. कनकाणात्र य प्रेक्न क কেন্দ্র করে যে ধারাব হিক অশান্তির পরিবেশটি গত ক্ষ্মেক বছর ধরে বিশেষ করে শুভবুন্দ্বিসম্পন্ন মানুষকে ভাবিয়ে ভলেছে, তার পটভূমি অন্বেষণে আম দের কতকগর্নল বিষয়ের দিকে কিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কারণ সাম জিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কতকগুলি প্রশ্ন এর সংখ্য ওত-প্রোতভাবে জডিত। একথা অনস্বীকার্য, কলকাতার ফুটবলকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনা এবং প্রতিশ্বন্দ্বিতার পরিবেশ ট মহা-নগরী কলকাতাকে ঘিরে থাকে বছরের প্রায় অর্থেকটা সময় জ্বতে, তার পেছনে বহু লোকের ক্রীড মনস্কত। যেমন কাজ করে, তেমনই বহু, ধরনের অবাঞ্চত প্রবণতা এবং ন্বার্থবাহী कार्यकलाभु अदक दकन्त्र करत गर्फ छेर्ट्याहरू मामीर्घकाल धरत। এই সমস্ত প্রবণতা ও কার্যকল্যপের জটীলতা অপাতভ বে তেমন দ্রভিগ্রহা না হলেও গভীরে এদের উপস্থিতি একটা অনুসন্ধানী দ্যুন্টিতেই ধরা পড়ে।

প্রথমেই বড় ক্লাবগর্নালর কার্যাবিধির দিকে চোখ ফেরানে। ষাক। তিনটি বড় ক্লাব তাদের সূবিপলে সমর্থবিদের কল্যাণে **বছরের পর বছর ধরে উত্তরোত্তর বিরাট অঞ্চের বজেট** অব**লম্বন করে উত্তেজনা স**্থিতর প্রথম সোপানের কাজ করে যা**ছে। সমর্থকদের প্**ষ্ঠেপোষকতা তদের মনসিক অবেগের **ভিত্তিভামর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তাকে মলেধন করছে বড়** ক্লবগর্মি সর্নিপ্রণভাবে। ধনিক স্বার্থ অনুপ্রবেশ করছে এই র সতা ধরেই। সভেগ সভেগ জন্ম নিচ্ছে নিকৃত্ট ধরনের বানে জাক ফডিয়াব্তি। বিপূল টাকার লেনদেনে যে খেলার শ্রু, ক্রমণ তারূপ নিচ্ছে শিবর ভাগের নেংরামিতে। যে অবক্ষয়ের চেহারা সমাজের সর্বস্তরে শিক্ড গড়ছে অন্য অনন্য নির্দেশে, তারই একটা রূপ প্রতিফলিত হচ্ছে খেল র ম ঠে। বিপথগামী **য<b>ুবণান্ত প্রতিটি বিকেলে** তাই ময়দান অণ্ডল ছাড়িয়ে পাড় য় পাড়ার বিক্রত দলবাজির আগনে নিয়ে সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠছে। এদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, সর্বগ্রাসী মূল্যবোধের **অপঙ্গবে এদের আর ভূমিকা কতট্টকু। কিন্তু যেটা আশংকার** কথা, এই যুবশক্তি বৃহত্তর ভাঙনের খেলায় খেলার মাঠের টোনংকে কাজে লাগ ছে. সামাজিক পরিবেশে অশান্ত ডেকে আনছে, প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক কর্মের অংশীদার হচ্ছে। তাই প্রয়েজন বড় ক্লাবের বর্নিজ্যিক দ্রভিডপণীর পরিবর্তন, পদাধিকারী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের অনুগৃহীতজন ও পরিষদ-বর্গের অচলায়তন ভাঙা। এ ব্যাপারে জনমত গঠন করার অব-কাশ আছে। তার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য, নিষ্ঠা এবং স্কিচিতিত পরিকল্পনা।

খেলা বেহেতু পরিচালিত হর রেফারির নির্দেশে, সেহেত্ খেলা পরিচালনার মানও বাতে উন্নত হর, তার জন্য চেডা করটাও জরুরি। একটি অম্ল্য ভূলেই, মনে রাখা উচিত, নব্ই মিনিটের খেলার ফলাফল নির্ধারিত হতে পারে বার স্ন্দ্রপ্রসারী প্রতিক্লিয়ার জনলে ওঠে অশাহ্নির আগন্ন। তথনই এসে পড়ে আইন-শ্থেকার প্রদন, সামাজিক পরিবেশ হরে ওঠে বিঘিত। তাই উপথতে মির্নাচন, পরিচালনার মন্ন্শিয়ামা, রেকারিদের সঠিক নিরাপন্তার ব্যবস্থা—স্ববিচ্ছ্ই শাহ্তিরক্লার গ্যারাণ্টি হরে দাঁড়ার। খেলার জর-পরাজয় আছেই, প্রতিশ্বন্ধিতাই আসল কথা—এসব বেমন সত্যি, তেমনই একথাও মনে রাখা উচিত মানসিক উত্তাপ স্ভির সমস্ত রকমের উৎসম্থ কথা করে রাখার চেটা সব সময়েই করতে হবে। সেইজনাই প্ররোজন খেলা পরিচালনার মান উল্লয়ন, রেকারিদের উপবৃদ্ধ নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং প্রান্থাক কিছু ব্যব্থার কার্যকরণ।

এবার আসা যাক খেলোরাড়দের দারিছবোধের প্রসংশা।
যেহেতু তাঁদেরকে কেন্দ্র করেই আর্বার্তাত হচ্ছে কিশোর ও
তর্বদর্শকদের মানসিক আবেগের কেন্দ্রগর্লাল, সেহেতু আচরণে
ত:দের আদর্শক্রানীর হতে হবে। উত্তেজনার তাঁদের ধ্রযাত্তাত
ঘটতে পারে, কিন্তু কোন সময়েই তাঁদের ভব্যতার সীমারেখা
অতিক্রম করা ঠিক নয়। তাঁদের সামান্য একট্ ক্রোধের প্রকাশ
হাজার হাজার দর্শকের ক্রেধকে উল্কে দিতে সক্ষম, এটা
মনে রাখা উচিত। মনে রাখা উচিত, তাদের পেছনে ব্যারত
হচ্ছে বহু মান্যের কণ্টার্জিত অর্থা, সেই বিশ্বসের অমর্যাদা
তারা করতে পারেন না। গ্যালারির অভিনন্দনকে পার্কি করে
তাঁদের উচিত উন্নততর ক্রীড়াশেলী প্রদর্শন করা, উত্তেজন র
শরিক হওয়া নয়। সাম্প্রতিককালের কিছু নামজাদা খেলোর ড্
তাঁদের আচরণে এই ধরনের প্রব্তিরই স্বাক্তাবিকভাবেই।

সংবাদপত্র ও সাম য়কপত্রের কথার বলা যার, তারাই পারেন এই দর্শক-অশানিতর বির্দেধ জনমত গড়ে তোল র সবচেরে সাথাক ভূমিকা পালনে। কিন্তু বাসতবক্ষেত্রে তারা সে দর্শিষ্ণ অনেকক্ষেত্রে পালন করছেন না, উপরন্তু একটা মোহ ও কন্পন র পরিবেশ তৈরি করে উত্তেজনা সৃণ্টির সহরক শ স্ত হিসেবে কাজ করছেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও স মাজিক ক্ষেত্রে এই সমসত পত্রিকার খ্র একটা সদর্থক ভূমিকা নেই, বরং বাণিজ্যিক দৃণ্টিভগগীর ত ড়নার এবং স্কৃতিন্তত জনবিরোধী পরিকল্পনার মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে করতে ক্রীড়াক্ষেত্রেও তারা থাবা বাড়াচ্ছেন ধীরে ধীরে। এদের ভূমিকা সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে। শ্ভব্দির উন্বোধনে দরকার হলে এদের বির্দ্ধে জনমত গড়ে ভূলতে হবে। দরিক্ষালীল সংবাদপত্র ও স মারিক পত্রগ্রিল এ ব্যাপারে তাদের বোগ্য ভূমিকা পালন কর্ত্বক, এটা সকাই চান।

সবশেষে, আইনশৃংখলা রক্ষার প্রশন। এ বাপেরে আরক্ষা বাহিনীকৈ ত'দের ভূমিকা পালন করতে হবে বৃদ্ধিমন্তার সংগ্য, সংযমের সঙ্গে। যেখানে হাজার হাজার মান্বের নিরপ্তার প্রশন জড়িত, পশ্চিমব'লোর স্মহান ক্রীড়া-ঐতিহা রক্ষার প্রশন জড়িত, সেখানে কঠোরতার ব্যাপারটিও উড়িরে দেওয়া যার না। যে কোন ম্লো মান্বের সমর্থনিকে পাথেয় করে ময়দানের শান্তিপ্র পরিবেশ অক্ষ্ম করার ক্ষেত্রে আরক্ষা বাহিনীর দায়িছই স্বাধিক।

—দেবাশাষ দত্ত



ঐক্য বাক্য মাণিক্য। তপন চলবতী ক্রান্তিক প্রকাশন, ১১ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-১। সাত টাকা।

তপন চক্রবতী প্রগতি শিবিরের তর্ণতম লেথকদের অন্যতম। তার গল্প কবিতা প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের বাহক বিভিন্ন পত্নপত্রিকায় প্রকাশিত হয় নির্যামতভাবে। 'क्रेका वाका भागिका' शक्य मारकन्ता नन्मन, मठायन्भ, क्रान्ठिक, গল্প সংকলন প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ১৪টি গল্পকে প্রথিত করা হয়েছে। গ্রন্থভূত্ত এই গলপগ্রনির রচন কলৈ সম্ভর দশকের প্রথম আটটি বছর। সত্তর দশকের রক্তান্ত চম্বরে গল্প-গ্নিল ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তাই অত্যন্ত স্বভাবিকভাবেই এই স্ব গলেপ বারবার মেহনতী মান্বের সংগ্রাম অন্দোলন, দমন भीजन, थ्रन-जन्दाज, ग्रीनवाकी नियाजन, काजनारतत कृष्टिन চক্রান্ত, হিংস্র আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়েও অকুতোভয়ে সংগ্রামকে বিকশিত করার জন্য দাঁতে দাঁত কষে এগিয়ে যাওয়ার ছবি ঘারে ফিরে এসেছে। লেখককে ধন্যবাদ 'ব্রা-সর্বাস্ব' সাহিত্য স্থির চট্ল মাদকতা অস্বীকার করে তিনি গণ-আন্দেলন সংগ্রামকেই তার সাহিত্যের বিষয়ভূক্ত করতে বিন্দুমাত্র ন্বিধা করেন নি। তাই কলপাড়ের মানদা মাসীর তাংক্ষণিক বৃদ্ধির দীণ্ডি, নিবারণের অনুভূতির নবজন্ম, রামরাবণের সংগ্রামের ময়দানে ল্যুটিয়ে পড়া শব, সাংবাদিক অরুণের শৃংখল ছিল্ল করে বেরিয়ে আসা প্রক্রিয়া, রেল ধর্ম-ঘটের দিনে ভিখিরী মেয়ের হলদে দাঁতের হাসি, অবনীবাব্র প্রমে শন নিয়ে শ্রমিক আন্দোলনে বিশ্বাস অবিশ্ব:সের দোলা, বন্য ব্রাণে জাত পাতের প্রশ্ন তুলে জোতদারের আথের গে ছানোর হীন প্রচেষ্টা, চটকলে মজ্জর ধর্মঘট ভাঙতে দেখে বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়ার জন্য কুসংমের মনের অতলে তলিয়ে যাওয়া, ভেড়ির মালিকের নিষ্ঠ্রে ল্বন্ঠন, দ্লেনের মধ্যে গরীব মানুষের একাজ অনুভব করার কথা, আবু হেডেনের গল্প প্রভৃতি ট্রকরো ট্রকরো ছবি তার গল্পটাকে এগিয়ে নিয়ে যায়, ছবির মত চোখের সামনে তুলে ধরে।

সংকলনের গলপগ্নলির বিষয়বস্তু অত্যন্ত গভীর। ট্রকরো
ট্রকরো ছবির মাধ্যমে লেখক লড়াকু মান্বের জীবনজ্বের
চিন্নটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। এই সংগ্রমে কখনও কখনও
ভূল হয় (কমরেড), কখনও বিশ্বাসহীনতা দেখা দেয় (অবনীবাব্র প্রমোশন), কখনও হঠাৎ ক্ষ্বলিঙ্গা জন্তল ওঠে (নখদর্পন, খবর, মাছরাঙ্গা) আবার কখনও মান্র অপর্প উপলখির স্পর্শে নবর্পে উল্ভাসিত হয় (ঐক্য বাক্য বাণিকা,
কুস্বমের মন, গতকালও আজ প্রভৃতি)। লেখক আপ্রাণ চেন্টা
করেছেন গলেগর নায়ক নায়কাদের বিশ্বাস বোগ্য করে তুলতে।
কিন্তু সব কেন্তে তিনি সফল হতে পারেন নি। গলপগ্রিল
পড়তে পড়তে প্রয়ই মনে হয়েছে লেখক বিষয় বন্তু সংগ্রহে
যতটা বাঙ্গত, ভাষা বিন্যাস, শব্দ চয়ন, সংলাপ নির্মাণ, এক্
ক্ষায় রচনা শৈলীর প্রতি ততটা মনোবোগী নন। অন্নশীলনের
অভাব অধিকাংশ গলেপ প্রকট হয়ে উঠেছে। হলদে দাঁতের হাসি
ঐতিহাসিক রেল ধর্ম ঘটের একটি চ্মংকার চিন্ন বিষত করেছে।

কিন্তু ঐ হলদে দাঁতের হাসিতে এসে থামলেই যেন গল্পটি আরও বেশী বাঞ্চনামর হয়ে উঠত। সেম্সর **গল্পে রূপকে**র মাধ্যম অবলন্দ্রন করা হয়েছে। কিন্তু রূপক গলেপ বে তীর ভাষার গতি প্রয়োজন তা একদম নেই, ফলে গল্পটি একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। অবনীবাব্রর প্রমোশন গল্পটি একটি মনস্তত্ব নির্ভার গলপ। এই গলপ একই সংগঠনের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও সংগঠকে সংগঠকে যে মানসিক দ্বন্দ্ব সূষ্টি হয়, ভূল বোঝ-ব্রবিধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তার নেপথ্য কারণ তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন লেখক। কিন্তু বাণীকণ্ঠ, অবনীব ব স্ক্রমা দের মনস্তত্ব ধরার মত ক**লমের জোর তপনবাব্**র নেই। কুসুমের মন গলপটাই মহিলাদের আত্ম মর্যাদা বেংধ ও थर्मचर्षे छान्ना मामामरम्ब श्रीठ घृना श्रकारमञ्ज कहा **হয়েছে। কিন্তু কুস্নমের মত বাপ মা হারা মেয়ের বিবাহ প্রদ**তাব প্রত্যাখ্যান করার মত মানসিক জোর সংগ্রহ করার জন্য যে পূর্বে প্রস্তৃতি দরকার তার সামান্যতম চিত্রও নেই। ফলে ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য ভালো ছেলে অশোক' দলোলি করে চট-কলে ত্রকছে দেখেই কুস্কের মন বিষাত্ত হয়ে গেল দেখলে ব্যাপারটা খ্বই সরলীকরণ মনে হতে পারে। সংকলনের অনেক গল্পেই এ রকম অসংগতি চোখে পড়ে। বিষয়ের <del>গভীরতা থাকলেই যে কলমের জোরে তাকে বিশ্বস্ত</del> করে তোলা বায় তার জন্য চাই দীর্ঘ অনুশীলন। লেথক সেই অন্-भौनात्मतः क्कार्य **प्रतास्था क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स** क्रिक्स গ্রন্থভুক্ত গলপগর্বল পড়ে নীচু ক্ল'সে ছাত্রের সির্ণড় ভাগগা অংকে যেনতেন প্রকারেণ শেষ উত্তর শ্ন্য করার ঝোঁকের কথা মনে পড়েছে বারবার। কে না জানে সির্ণড় ভাঙ্গা অঙ্কে সাধারণত মুখ্য উত্তর এলেও অসংখ্য ক্ষেত্রে অন্য উত্তরও আনে, তাতে অঞ্চ ভূল হয় না। লেখক প্রায় সব গলেপই শেষ কালে একটি সংগ্রাম বা বিদ্রোহ বা বিক্ষোভকে চিগ্রিত করতে চেয়েছেন। বেসব ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে এই চিত্র এসে পড়ে मिथात वनात किए, तिरे, किन्छू स्थात खात करत जनट হর আপত্তি ওঠে সেখানেই। ট্রকরো ট্রকরো ছবিতে মান্ষের कौरानंत्र नाना त्रकम bित जूटन थरत সংগ্রামের कथा ना यटने পঠিকের মনে রেখাপাত করা বার। তার জন্য চাই দক্ষতা। আমরা আশা করব লেখক সেই দক্ষতা অদ্রে ভবিষাতেই অর্জন করবেন। বর্তমান সংকলনে সেই প্রতিশ্রুতি খ্র **एक्जनम ভाবেই ফ্**টে উঠেছে।

গণপ সংকলনের ছাপা এতো পাঁড়াদারক হলে প ঠকের ধৈর্য ধরে রাখা খুবই কন্টকর হয়। এতো অসংখ্য ছাপার ভূল কেন? এই অবহেলা নতুন লেখকদের স্কুনাম অর্জনে বাধার কারণ হতে পারে। আশা করা ধার ভবিষ্যতে প্রকাশক এদিকে দ্ভি দেবেন। প্রজ্বদ সাধারণ মানের। ছাপার জগতে সংকটের দিনে একশ চার পাভার বই সাতটাকার পাওরা গেলে আপত্তি করার কোন কারণ নেই।

—সরল বিশ্বাস

# विष्निशीय मंद्रवीप

## ग्रीन नावान रक्तका

সাগরদিশী ব্লক খ্র-করণের উদ্যোগে এই ব্লকের ব্লক খ্র উৎসব (১৩ থেকে ১৬ মার্চ পর্য তে) মার্চ মার্সের ১৬ তারিখে শেষ হয়। একটি বর্ণাত্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবের উল্বোধন করেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সভাপতি। এই উৎসবের অত্তর্ভুক্ত ছিল ২৫টি প্রতিযোগিতাম্লক অনুষ্ঠান এবং ৫টি প্রদর্শনী। প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল শিশ্দের বসে আঁকো, অব্লুক দৌড়, আবৃত্তি, বেমন খ্লী সাজা, নাটক, নানা ধরণের সংগীত, আলোচনা চক্ত, বিতর্ক ইত্যাদি। খেলখলার



বামনগোলা ব্লক যুব উৎসবে বালিক দের যোগাসন প্রদর্শনী

মধ্যে ছিল ভলিবল, খো-খো, ডিসকাস, দৌড়. কবাডি, তীর নিক্ষেপ ও লোহগেলক নিক্ষেপ। সর্বমেট ১০৯৪ জন নানা ধরনের প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণ করে। ১৭ই মার্চ সকলে ৯টার জেলা পরিষদ্ধের সভাধিপতির সভাগতিওে প্রেস্কর বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে স্থানীর জন প্রতিনিধি পশ্তারেত সভাগতি, বিভিও ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বেলভাপ্যা-১ ব্লক ব্লুব-ক্রপের যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়
২১ থেকে ২৩শে মার্চ । উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন
পঞ্চারেত সভাপতি মহঃ নৌসাদ আলি । নানা ধরণের প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী চলে তিনদিন ধরে । ২৩শে মার্চ সফল
প্রতিষোগীদের প্রেম্কার বিতরণ করা হয় । এই সভার সভাপতিত্ব করেন জেলা শরীর শিক্ষা আধিকারিক অধীর ঘেষ ।
এ ছাড়া আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই ধরণের অনুষ্ঠানের
সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন।

## পশ্চিমদিনাজপরে জেলা

রারণার ব্লক ব্র আফিলের উদ্যোগে ও পরিচ'লনার ৪ঠা মে রক স্তরে সাহিত্য প্রতিযোগিতার আরেজন করা হর। এই প্রতিযোগিতার চারটি বিভ গে ০৮ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। সাহিত্যিক ভাঃ বৃন্দাবন বাগচীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি রারগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী রততী ঘোষরার ১৫ জন কৃতী প্রতিযোগীদের প্রেম্কার দেন। এবারকার এই প্রতিযোগিতার গ্রামীণ প্রতিযোগীদের সং-খ্যাধিক্য একটি বিশেষ আনন্দসংবাদ বলা যেতে পারে। এই রকের পরিচালনার ১৬ ও ১৮ মে য্র উৎসবের আয়েজন করা



গাইঘাটা ব্লক যুব উৎসবের উন্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন রণজিং মিত্র, এম. এল. এ

হয়। উৎসবের উদ্বে:ধন করেন য্ব-উৎসব কমিটির সভাপতি প্রাণনাথ দাস। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে ৫৫০ জন প্রতিযোগিতার ব্যবহণের জন্য বিশেষ প্রতিযোগিতার ব্যবহণা করা হর। য্ব-উৎসবের উদ্দেশ্য ব্যাথ্যা করেন সতারত ঘে.ষ। বিভিন্ন বিভাগের কৃতী ৬৩ জনকে প্রক্রার ও প্রশংসাপত্র উপহার দেওয়া হয়।

#### ्यान दल्ला

আইনিরাল-১নং রক ব্য-করনের উল্যোগে ২১, ২২ ও ২০ লে মার্চ ব্য উৎসর অন্তিত হয়। য্য উৎসব কমিটির সভাপতি কালিদাস মাঝি উৎসবের উল্থোধন করেন। জীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ৪০০ জন। আদিবাসী ব্যক্দের জন্য তীর নিক্ষেপ প্রতি-রোগিতা নির্দিতি ছিল। কৃতী প্রতিযোগীদের শ্রীয়ন্ত মাঝি প্রশংসাপ্ত প্রদান করেন।



রায়গঞ্জ ব্লক যাব উৎসবে তীর নিক্ষেপ প্রতি-যোগতায় জনৈক আদিবাসী প্রতিযোগী

আউসগ্রাম ২নং রক ব্র অফিস য্ব উংসব চলে ২৯ থেকে ৩১শে মার্চ । উৎসবের স্কানা করেন পঞ্চারত সভাপ ত জানে আলম্। বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ও সাক্ষেত্রিক প্রতিযোগিতার প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল বথাক্রমে ৩০১ জন ও ৭৯ জন। সরকারী প্রচেণ্টার এ ধরনের অনুষ্ঠান একানে প্রথম অনুষ্ঠিত হওয়ায় জনমনে বিপ্রল উৎসাহ ও উর্দ্দীপনার সঞ্চার হয়। সফল প্রতিযোগীদের প্রক্রক র বিতরণ করেন জেলা পরিষদের সভাবিপতি মেহব্র জহেদী।

কালনা ২ নং ব্লক ব্ৰ-করণের উদ্যোগে আরে জিত য্ব উংস্ব অনুষ্ঠানের ২৯শে মার্চ উদ্বোধন করেন পঃ বঃ সর-



काणना २ व्रक यात्र छरमत्व अपूर्णनी मन्छन

কারের পশ্পালন দশ্তরের ভারপ্রাশ্ত মন্ত্রী অম্তেম্প্র ম্বো-পাধ্যর। প্রতিবোগিতাম্লক নানা ধরনের অন্তানস্তীতে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে সকল ১০৭ জনকে প্রেম্কৃত করেন কর্মনান জেলাপরিবদের সভাধিপতি বেহব্র জাহেদী।

#### वरीया रक्षणाः

রনোঘাট ২ নং রক ব্ৰ-করণ আরোজিত ১০ থেকে ১৫ই মার্চ ব্যাপী বে ব্ব উৎসব অনুষ্ঠান চলে তার উদ্বেধন করেন রানাঘাট (পশ্চিম) কেন্দ্রের বিধানসভার সদস্য গোর চন্দ্র কুণ্ড। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিষয়স্চীর মধ্যে ছিল বিভিন্ন মিটারের দৌড়, দীর্ঘ ও উচ্চ লম্ফন, ডিসকাস থ্যে ইত্যাদি। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে আব্তি, সংগীত, লোকন্তা, ব্রতচারী



নবন্বীপ ব্লক যুব উৎসবে দৌড় প্রতিযোগিতা

অতিপ্রদর্শন, বিতর্ক, একাঞ্চ নাটক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। বিষয়স্চীভেদে ২ থেকে ৭ হাজার পর্যন্ত জনসমাগম হয়। ১৫ই মার্চ স্থানীয় রানাঘাট (প্রে') কেন্দ্রের বিধান সভার সদস্য সতীশচন্দ্র বিশ্বাসের সভাপতিত্বে সফল প্রতিযোগীদের প্রস্কার বিতরণ করা হয়।

### गांकींगः क्लाः

মিরিক ব্লক ব্র-করণ—এই ব্লক অফিসের উদ্যোগ ও ব্লক ব্র উৎসর কমিটির পরিচালনার মারমা প্রেমস্পের স্মারক পঠেশালা প্রাণগণে ১০ ও ১১ই মে ব্র উৎসবের আরোজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার স্থানীর বিভিন্ন বিদ্যালয় ও ব্র সংগঠনের প্রায় তিন শত ছাল্র প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পাহাড়ী ওম্ফু নাচ, নেপালী নৃত্য ও লোকন্ত্য ও লোক-গাতি, কবিতা ও শিক্ষাম্লক তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। বিভিন্ন রক্মারি পাহাড়ী ফ্লের প্রদর্শনী, হাতের কল্প এবং শিশ্দের চিত্রান্ধন ব্রই আকর্ষণীর হয়ে ওঠে। দ্র-দ্রান্ড থেকে আগত চা-বাগানের ক্যান্দের ক্রে ও এক নতুন অভিক্রতা।

প্রসাগত উল্লেখ করা বেতে পারে বে উৎসবের উন্দেশন করেন ছানীর এক প্রবীণ (৯৬) সমাজসেবী। প্রস্কার বিতরণ করেন মারমা চা-বাগানের মানেজার এল. বি. দেওয়ান। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন মিরিক পঞ্চারেত সমিতির সভাপতি সি. বি. রাই ও মহকুমা তথ্য ও জনসংখ্যাগ অধিকারিক।



র:রগঞ্জ ব্লুক মূব উৎসবে উচ্চ লম্ফনরত জনৈক প্রতিযোগী

কাশিরাও দুক ব্র-করণ—পশ্চমবংগ সরকারের ব্র কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মাণ্ডত পাহাড়ী এলাকা বেণ্ডিত কাশিরাও শহরে এন, ভি, ট্রেনিং সেণ্টার মরদানে গত ১৪ ও ১৫ জন্ন '৮০ বিপ্লে উৎসাহ উদ্দাপনার মধ্যে হাজার হাজার পাহাড়ী লোকের সমাগমে কাশিরাও রক ব্র উংসক অনুষ্ঠিত হয়। ক্লীড়া, শিল্প ও সংস্কৃতি জগতে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অসংখ্য ব্র ছাত্রের মধ্যে সংস্কৃতি ও ক্লীড়া চর্চা বৃদ্ধিই এই উৎসবের অন্যতম উদ্দেশ্য।

১৪ জন সকাল দশটার অসংখ্য ছাত্র যুব উপস্থিতি কালিয়েও সদরের মহকুমা শাসক ডি. পি. ব্যানাজি প্রদীপ জনালিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন এবং ভারত স্কাউটস এও গাইভের কালিয়েও শাখার পারচালনায় বর্ণাটা মার্চ পান্টের অভিনন্দন গ্রহণ করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরোহতা করেন সহ-মহকুমা শাসক ও যুব উৎসব কমিটির সভাপতি আর. মুংস্কুন্দি এবং স্বাগত ভাষণ দেন রক যুব আধিকারিক ও যুব উৎসব কমিটির সদ্পাদক ও আহ্বায়ক এস. দেওয়ান।

১৪ জন বিকাল ৪টায় ব্ব উৎসবের শিক্ষাম্লক অপা হিসাবে বর্তমান আসাম সমস্যা ও পার্বত্য বিকাশ প্রকল্পের ওপর এক "আলোচনা চক্র অন্তিত" হয়। আলোচনা চক্রে সভাপতিত্ব করেন দার্জিলিঙ জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী শিবকুমার রাই। আলোচনার অংশ গ্রহণ করেন সহ-মহকুমা শাসক আর মুংস্কিদ, বিশিষ্ট সাহিত্যিক অসিত রাই। তুলসী ভত্মরাই ও আরো অনেকে।

১৫ জন্ন সকাল দশটার স্থানীয় সম্ভাবনাপ্রে তর্ণ য্ব ছালদের মধ্যে এক প্রতিযোগিতাম্লক "সাহিত্য বাসরের" আসর

বসে। সংক্রিকত বছবের মধ্যে সাহিত্য বাসরের শত্ত স্ট্রনা করেন রক উল্লেখন আধিকারিক পি. কে. রার। সভাপতিত্ব করেন সহ-মহকুমা শাসক আর. মৃৎস্থিদ ও প্রধান অতিথি হিসাবে প্রস্কার বিতরণ করেন ডাউহিল বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি এস. প্রধান।

১৫ জন দুপরে দুটায় নেপালী একক ও যৌথভাবে নৃত্য ও সংগীত প্রতিযোগিতার স্চনা হয়। এই অনুষ্ঠান সব থেকে কেশী আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। উৎসব প্রাংগণে তিল ধারণের ম্থান ছিল না। এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য কার্শিয়াঙ রকের বহুর দ্রদ্রান্ত কতী থেকে তর্ণ তর্ণীয়া এসে এই উৎসব প্রাংগণকে মুখরিত করে রেখেছিল। রাহ্য ৯টায় অনুষ্ঠান শেষ হয়। উভয়দিনে প্রেম্কার বিতরণ করেন মহকুমা শাসক ডি. পি. ব্যানার্জি। এই যুব উৎসব প্রস্থাণে দেওয়ান জানান যে, সব বিভাগ মিলিয়ে প্রায় চারশত প্রতিযোগী বিভিন্ন প্রতি-যোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। তার মধ্যে ৯৭ জন প্রতিযোগীকে আকর্ষণীয় প্রস্কারসহ পশ্চিমবংগ সরকারের মানপত্র দেওয়া হয়।

# भाग्रक्तं जावता

#### नाष्ट्रेक श्रकाम कहान

অপসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান মাধ্যম নাটক। আবার অপসংস্কৃতির বিদ্মুন্থে লড়বার সবচেরে কার্যকরী মাধ্যম এই নাটক। অথচ অপসংস্কৃতি মূলক নাটকের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য স্কৃত্য সংস্কৃতির নাটকের সংখ্যা খুব কম।

'ব্বমানস' পরিকা একটি স্ক্রথ সংস্কৃতির বলিণ্ঠ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। সেই জন্য আমাদের অন্বরোধ 'ব্বমানসের' প্রতি সংখ্যায় গলপ, কবিতা, প্রবশ্ধের সাথে মাথে একটি করে স্কুথ সংস্কৃতির ও প্রগতিশীল নাটক প্রকাশ কর্ন।

> —দিলীপ কুমার মাজী গ্রাম-চাউলা পোঃ-ঘাটাল মেদিনীপরে

#### প্ৰভাৱ ব্যাপক হোক

ব্বমানসের মার্চ'-এপ্রিল '৮০ সংখ্যা পড়ে অনুপ্রাণিত হ'লাম। বিশেষতঃ প্রবন্ধগন্লো অত্যন্ত সমকাল চিন্তিত এবং রজনীতি-সচেতন।

তব্ ও বলতে হয়, 'পশ্চমবংগ'-এর মত 'ব্বমানস' পরিকার ক্যাপক প্রচার নেই। কারণ জানিনা। আজকের হতাশ-গ্রন্থ বিদ্রান্ত য্বকসম্প্রদায় বথেচ্ছ ব্রচিতে পড়তে বাধ্য হচ্ছে বাজারী পরিকাগ্রনোর উপহার: বস্তাপচা সাহিত্যের প্রভাব।

য্বমানসের প্রচার ব্যাপক হ'লে বিদ্রান্ত পাঠকদের কাছে 'য্বমানস' আদর্শ সামিল হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

> —স্বপন নাগ ১১৮, পি. কে. গহে রোড। কলকাডা-২৮

মাসিক ব্বমানসের আমি নির্মানত পাঠক। আর সেই অধিকারে এই প্রটি পাঠাছি 'পাঠকের ভাবনা' বিভাগে। ব্ব-মানসের গত মে সংখ্যায় প্রকাশিত একগল্পে কবিতা পড়ে ভাল লাগল। আর একটি ম্লাবান লেখা 'রবীন্দ্রনাথঃ বিভেদপন্থা ও বিচ্ছিয়তাবাদের বিরুদ্ধে'। লেখাটির জন্য লেখককে ধন্য-বাদ জানাই।

'ব্ৰমানস' যে ক্লমেই উন্নত হচ্ছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে সাথে সাথে একটা অন্বরোধ, এত স্ক্রের একটি প্রিকার প্রচার বৃদ্ধির ব্যবস্থা কর্ন।

> —পাঁচুগোপাল হাজর। ১০০৮/১৫, কল্যাশগড় (হাবড়া) ২৪-পরগনা।

#### নিয়মিত প্রকাশ প্রয়োজন

আমি 'ব্বমানস' পরিকার নির্মাত পাঠক। পরিকাটি বেশ উপভোগ্য। এই বিষয়ে পশ্চিমবংগ সরকারের ব্বক্ল্যান বিভাগের এই দর্ঃসাহসিক প্রচেণ্টাকে অভিনন্দন জানাই বর্ত-মানের এই পরিকার ব্যাপক প্রচারের ফলে ব্ব-ছার সমাজ বেশ উপকৃত হরেছে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান করেকটি সংখ্যা শিক্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ম্লাবনে ভথ্যে সম্প্র। পরিকার বিজ্ঞান-জিক্সাসা বিভাগ সতিটেই ম্লাবন।

তথাপি এই পত্রিকার অনির্মামত প্রকাশনার পাঠক সমাজ সাত্যই হত:শ-গ্রন্থ। এই পত্রিকার প্রকাশ যদি নির্মামত না হয় এবং পাঠক সমাজের হাতে যদি নির্মামত না পে'ছার, তাহ'লে এই পত্রিকা হয়ত পাঠক সমাজের মানস লেকের অজান্তেই থেকে যাবে। ব্যর্থ হবে যাব মনের চাহিদা মেটাতে।

আপনার। পত্রিকাতে 'পাঠকের ভাবনা' বিভাগ সংযোজন করেছেন, তাই উংসাহিত হয়ে এই পত্রিকার সাফল্য কামনা করে আমার এই আবেদন।

> —তুষার কান্তি সামন্ত গড়-কোটালপ্র। বাঁকুড়া।

#### পঠেকদের কাছে নিবেশন

গত সংখ্যায় গোতম ঘোষ দাঁত্তদারের লেখা 'দ্বিট মেলা তিনটি উৎসব' রিপোর্টদ্বিটিতে কিছ্ব ছাপার অস্বত্তিত্বর ভূল থেকে গেছে। ২৪ প্ন্তার 'কোপিরান্তম' নর কোডিরান্তম', 'আমপত্ব' নর 'থামপত্ব', 'চিতেগত্ব চিল্ডি' নর 'চিন্তেকু চিল্ডে' গহণ নর 'গ্রহণ' পড়তে হবে। এছাড়া গোতম ঘোষের তেলেগত্ব ছবি 'মা ভূমি'-এর আগে সর্বপ্রাথা শব্দটি বাদ ঘাবে। 'ঘট্রাম্থ' ছবিটির নাম 'থর্ব প্রাম্থ' হ'রে গেছে এবং এই ছবির একটি চরিত্র 'নামী'-এর প্রপ্রেল হয়েছে 'মানী'। 'চালক' নর হবে 'বালক'। সৈরদ মীকার' ছবি দ্বিটির সঠিক নাম—'আরবিন্দ দেশাই কী অক্ষব দদ্তানা' এবং 'আলবার্ট পিল্টো কো গোঁসাা কিউ আতা হ্যার'।

'সন্সিল চৌধ্রবীর গান আমাদের সঞ্চারিত করে' জারগায় পড়তে হবে সঞ্চীবিত করে।

এই অনিচ্ছাকৃত মনুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা আস্তরিক-ভাবে দুঃখিত।

-- मः व्यवमानम



বাগম্বিত ব্ৰক য্ব উৎসব '৮০ তে ছো-ন্ত্য



সিট্র রাজ্য সম্মেলনে যুব কলাণ বিভাগের প্রদর্শনী স্টলে ছাত্র-যুবদের ভীড়



গাইঘাটা ব্লক যুক উৎসবে ছবি আঁকতে বাস্ত শিশ্ব শিল্পীরা



হাড়েয়া ব্রক যুব উৎসবে আদিবাসী সংঘের আদিব সী বালক বালিকাদের নাচের দৃশ্য



প্তিমবস্গ সরকারের মুবক্স্যান বিভাগের মাসিক মুখসর অগান্ট, '৮০

# मृहिभव

এবারের স্বাধীনভা দিবস/প্রমোদ দাশগত্েত/	0
কলান্কত ১৫ আগন্ট/মাখন পাল/	á
আমার চোখে স্বাধীনতা/অশোক ঘোব/	¥
স্বাধীনভার ৩৩ বছর/বিশ্বনাথ ম্থাজি'/	50
আমাদের স্বাধীনতা দিবস/গণেশ বোব/	58
অগান্ট বিশ্বব ও আন্ধ/স্কুমার দাস/	5¢
কর্মচারী চরন আরোগঃ কি ভাবে নিরোগ হর/রণজিত কিশোর	
চলবভী ঠাকুন/	22
মেহমান/হীরালাল চলবতী'/	२२
আছো কেশার কথ,/শ্বভণ্কর রার/	26
अफ़/प्रवामिन् श्रमान/ .	26
छ। ७, क व्यवस्था विकास वितस विकास वि	26
এখনো মানুৰ আমি/শীতল গপ্নোপাধ্যয়ে/	24
একদিন প্রতিদিনঃ এইসব হুদর ও বুবিরের ধারা/	
গোডিম ঘোষণাঁস্তদার/	২৬
বইপ্র/	24
লোকচিত্ৰকলা/	42
विकास विकास	00
বিভাগীর সংবাদ/	05
পাঠকের ভাষনা/	08

शक्र : ज्याक ब्राप्तानामा

## স্মান্ত্ৰ মণ্ডলীর সভাপতি—কান্তি বিশ্বাস

পশ্চিমবর্গন সমন্তারের মুখকল্যাশ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিং কুমার মুখেপোনার কর্তৃক ও২/১, বি বা দি বাগ (দক্ষিণ), ক'লকাতা-১ ব্যেক ক্ষুব্দিন ৯ ব্রীরভাগিকুমার চট্টোপাধার কর্তৃক হেমপ্রভা প্রিটিং হাউস, ১/১ শুক্ষাকা মান্নক লেম, ক'লকাতা-১ ব্যেক ম্ট্রিড।

## त्रमापकोइ

প্রার দুই শত বংসরের প্রাধীনতার স্থানি বেদিনে মুহিরা গেল, সেদিন ভারতের অফিস আদালত হইতে 'ইউনিয়ন জ্যাক'কে বিদায় করিয়া চি-বর্ণ পতাকা স্থান দখল করিল। দেশের বুকে বুটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যেদিন আনুষ্ঠানিক অবসান হইল সেই ১৫ই আগন্ট প্রত্যেক ভারতকাসীর নিকট বে একান্ত পবিত্ত—একথা ন্তন করিয়া বলিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

এই স্বাধীনতার জন্য কত ভারতীয় সিপাই-সাদ্মী ইংরেজের তোপের মুখে বুক চিতাইয়া দাঁড়াইয়াছেন, কত সম্বাসী বিশ্লে তুলিয়া বিদ্যোহের আহ্বান জানাইয়াছেন, কত ছাত্র স্কুল-কলেজের মায়া কাটাইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পাঁড়য়াছেন, কত বিদ্রোহী যৌবন অতুলনীয় আত্মতাগের স্কুমহান দ্ভানত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, অসংখ্য শ্রমিক-কৃষক-মধাবিত্ত স্বাধীনতার যুদ্ধে কতভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া দেশের স্বাধীনতা পাওয়ার পথকে আরও কত সহজ্ব করিয়া দিয়াছেন—তাহার একট্ব ক্ষুদ্র অংশও মনে পাড়লে গরে কাহার না বুকেখানি ফ্লিয়া ওঠে?

দেশ বলিতে তাঁহারা কোন অবাস্তব দেবী মূর্তির কল্পনা करतन नारे, जौराता प्राप्तक मान्यरकरे व्यक्तिशाहित्नन। **স্বভাবতই** স্বাধীনতা দিবসে সমীক্ষা করা হয় স্বাধীনতার স্বাদ মানুষের ভাগ্যে কতটুকু জুটিয়াছে। 'ক্ষুধার রাজ্য' হইতে কি মানুষ মুক্তি পাইয়াছে? যুবকের বেকারত্বের যন্ত্রণার জনালার কি কিছুটা অন্তত উপশম হইয়াছে? নিরক্ষরতার আধার কি দেশ হইতে অপসারিত হইয়াছে? গ্রামে জোতদারী-মহাজনী শোষণের কক্ষা কি আল্গা হইয়াছে? মালিক-মজ্বতদারের অত্যাচার কি ক্ষান্ন নইয়াছে? সাম্প্রদায়িকতা, সংকীণ্ডা, আঞ্চলিকতা অস্পৃশাতার মত মারাত্মক ব্যাধির প্রকোপ কি হ্যাস পাইয়াছে? বিদেশী পর্বজির অক্টোপাস্ হইতে কি জাতীয় অর্থনীতি মুল্তি পাইয়াছে? শ্রন্থার সাথে অগণিত স্বাধীনতা যোষ্ধার স্মৃতি তপণি ষেমন আজকের দিনে প্রয়োজন—সেই সংখ্য জনজীবনে এই ধরণের প্রশন্মালির মীমাংসা এই ৩৩ বংসরে কতখানি হইয়াছে তাহাও গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিবার সময় হইয়াছে। উপদব্ধি করিতে হইবে এই জাতীর সমস্যার যদি কোন সংগত সমাধান না হয় মানুবের নিকট স্বাধীনতার তাৎপর্য, তাহার মর্ম একান্ত-ভাবেই ফিকে হইরা যাইতে পারে।

একই সপো স্তীক্ষা নজর রাখিতে হইবে যেন দেশের কোন দ্রুলাগ্যজনক পরিস্থিতির স্যোগ গ্রহণ করিয়া প্রতি-ক্রিয়াদীল ও বিচ্ছিল্লতাবাদী শক্তি দেশের ঐক্য এবং সংহতির ম্লে কুঠারাঘাত করিয়া স্বাধীনতার ম্লে শিকড়কে আল্গা করিয়া দিতে না পারে। ইহা তো ধ্ব সতা বে আমাদের এই বিশাল দেশে নানা বর্ণের, নানা ভাষার, নানা কৃতির, নানা ধর্মের মান্য দর্মিক্লাল ধরিরা বস্বাস করিরা আসিতেছেন। ভৌগেরিক অবস্থান, অর্থনৈতিক পরিবেশ হইতে শ্রুর করিরা আচার-ব্যবহারের মধ্যে পর্যক্ত বিস্তর পার্থক্য বিদামান। কিন্তু ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে আমরা একই দেশের অধিবাসী। চিন্তা-চেতনার আমরা এক। একই জাতীয়তাবোধে উন্বাস্থ্য, অন্প্রাণিত। বৈচিত্তের মধ্যে ঐক্য, বিবিধের মধ্যে মিলন—ইহাই তো আমাদের জাতীর বৈশিন্ট্য। এই সত্যকে বেমন আমাদের প্রত্যেকের সঠিক ভাবে ব্রিক্তে হইবে, ততোধিক বিলিণ্ট ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে দেশের কর্ণ-ধারদের।

এই ৬৫ কোটি মান্বের দেশের শাসন ভার কাহাদের উপর নাসত হইরাছিল তাহাদের প্রায় তিন যুগের শাসন কালে জাতীর সংহতির স্তা কি শক্তিশালী হইল না দুর্বল হইল, তাহা ভাবিয়া দেখিব না? অর্থনৈতিক স্বােগ স্বাবিধা যতটকু বাড়িরাছে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে তাহার সামঞ্জস্যপর্ণ বন্টন কি আদো হইয়াছে? পণ্ডকার্যিকী পরিকলপনায় রাজ্যগর্লির মধ্যে যুক্তি-নির্ভার সম্পদ বিতরণ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে স্বম অর্থ বিনিয়ােগ, রাজ্যের মান্বের বৈষ্যিক অবস্থার উন্নতি ঘটাইতে নির্বাচিত রাজ্য সরকারগ্লিকে দায়িছ পালনের জন্য প্রয়াজনীয় স্বােগ ও ক্ষমতা প্রদান—
এই সবই তো বিভিন্ন এলাকার বিকাশ সাধনে একান্ত প্রয়োভকনীয়। এই বিষয়গ্লিকি ক্রিবার পাইয়াছে?

জাতীর ভাষা, মূল সাংস্কৃতিক ধারার সহিত লয় রাখিয়া আঞ্চলিক প্রধান ভাষাগৃলি ও বৈশিণ্টাপূর্ণ সংস্কৃতি সমূহ উমতির কোন সংগতিপূর্ণ স্যোগ কি পাইয়াছে? পাইলে ইহার আকাজ্ফিত উমতি হইতে পারিত কি না সে বিতর্কের মধ্যে না বাইয়াও কসম করিয়া বলা যাইতে পারে বর্তমান

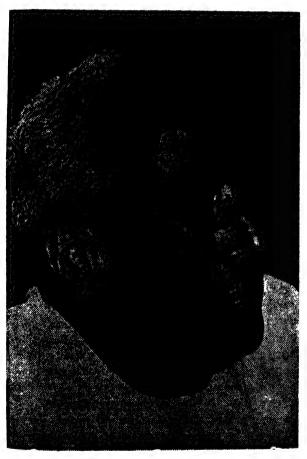
বেদনাদারক ও নিউরে বৈবনা ক্ষেত্রির করেতিকে এই ছারে
চ্যালেক্স জানাইতে পরিত না। এই বৈব্যার গছেই জানা লাভ
করে অবিশ্বাস ও বিশ্বেব। তাহা হইতে স্থানি হর সাভীলকতাবাদ। ইহারই প্রকাশ বটে 'ছারা প্রেদের জন্য সংরক্ষিত স্বোগ'
এর দাবীতে। আর এই ভ্রান্ড ও আত্মবাতী সাবীকে কার্ব করী
করিবার জন্য তৈরী হর শিবসেনা, লাছিছ সেনা, আমরা
বাঙ্গালী, রাশ্মীর স্বরং সেবক সংঘ প্রমুখ সংগঠনগর্নি।
তৈরী হয় 'আস্বুর মত বিবেক বভিত বাহিনী।

ক্রমবর্ধমান শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দপ্রণৈ यान व यथन ७३ नमनानम् त्रव नमाधात्मक शक्ष भरवन সন্ধান পায়, কাভারে কাভারে মান্ত্র সমবেত হইতে থাকে সেই পথের ধারে—তখনই ভীত-শৃত্তিত কারেমী স্বার্থের গোষ্ঠী বহুদিন ধরিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া সন্থিত হওরা মানুষের ক্ষোভকে বিপথে চালিত করিবার জন্য মান্ত্রকে বিশেষ করিয়া সংবেদনশীল य.व-ছাত সমাজকে সর্বনাশা পথে ঠেলিরা দিতে উদ্যত হয়। ত্রিপরা-উপজাতি ব্রুব সমিতি, পশ্চিমবশ্রেগর উত্তর খত. গোর্থা খত ও ঝাড়খতওয়ালারা সেই বিপক্ষনক বড-বন্দের শিকার। আর এই সুযোগ বুঝিয়া ধুরন্ধর সাম্বাজ্যবাদী শক্তি তাহার নিজম্ব এজেন্টদের সাহায্যে তাহার খল উল্লেশ্য সাধনে তংপর হইয়াছে। গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের সংস্রতিক ঘটনা সমূহ ইহারই জ্বলন্ত প্রমাণ। তাই দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার আহ্বানে দেশপ্রেমিক মানুষ বিশেষ ক্রিয়া যুব ও ছাত্র সমাজের যোগাতার সহিত সাভা দেওয়ার প্রয়ো-**জনীয়তা এত গভীরভাবে দেখা দিয়াছে। বহু কণ্টান্তিত ও** লক শহীদের রক্তান্ত পথে আগত এই স্বাধীনতা ও জাতীয় সংহতিকে যে কোন মূল্যে রক্ষা ও শক্তিশালী করিতে হইবে। দেশের অখন্ড সন্তার মধ্যেই জীবনের জ্বলম্ত সমস্যাগ্রালর সমাধানের বৈজ্ঞানিক পথে সমস্ত মান্ত্রকে সমবেত করিতে হইবে। সেই শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়াই এ বংসরের স্বাধীনতা দিবস পালিত হউক যাব মনের নিকট এই আমাদের আবেদন।

## এবারের স্বাধীনতা দিবস

প্রবাধি বাশাগানত সম্পাদক, সি. পি. আই (এম), পন্টিমবণ্স রাজ্য কমিটি

ভারত স্বাধীন হ্বার তেরিশ বছর অতিক্লান্ত হলো।
এবারে দেশের জনগণ চেরিশতম স্বাধীনতা দিবস পালন
করছেন। বর্তমান বছরের একটা বিশেষ রাজনৈতিক গ্রের্ড ও
তাংপর্য রয়েছে। এই বছরেই পালিত হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রামের
চারটি ঐতিহাসিক ঘটনার পঞ্চাশতম বার্যিকী। এই চারটি
ঘটনা হলোঃ গাড়োয়ান বিদ্রোহ, চটুয়াম বিদ্রোহ, সোলাপ্র
বিদ্রোহ এবং গাড়োয়ালী বিদ্রোহ। এই সমন্ত বিদ্রোহ ভারতের



বাধনিতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক গোরবোজনল অধ্যার রচনা করেছে। এই সমস্ত বিদ্রোহ ছিল ভারতের স্বাধনিতা সংগ্রামের এক জলগার প—এই সমস্ত বিদ্রোহ রিটিশ সাম্বাজা-বাদের বিরম্ভার জনগণের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের স্বাক্ষর বহন করছে। ভারতের স্বাধনিতা সংগ্রাম যে নিছক অহিংস পথে জয়য়য়য় ইন্ধ নি ভারই স্বাক্ষর বহন করছে এই সমস্ত বিদ্রোহ। এবারের স্বাধীক্ষা দিকসে ভারাদের স্মান্ত করতে হবে সেই সমস্ত অমর শহীদকে বাঁরা দেশের স্বাধীনতার জনা দেশ থেকে বিটিশ সাম্বাজাবদকে বিতাড়নের জন্য জাঁবন বিসর্জন দিরে-ছেন। তাঁদের এই কঠোর আত্মতাগা, কারা নির্মাতন, কণ্ট-স্বীকার ভারতের দেশপ্রেমিক জনগণ কোন দিন ভূপতে পারেন না। তাঁদের এই আত্মতাগের কাহিনী প্রতি ম্হুতে প্রশার সংশ্য স্মরণ করতে হবে।

দেশ স্বাধীন হবার পর তেতিশ বছর অতিকাস্ত হলো। এই তেতিশ বছরের ইতিহাস যদি আমরা পর্যালে।চনা করি তবে দেখতে পাব এই সময়ে একদিকে যেমন একচেটিয়া প'্ৰজি-পতি ও বৃহৎ ভূস্ব মীদের শোষণ ও অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে তেমান এই শোষণ ও অত্যাচানের বিরুদ্ধে দেশের জনগণ বিরাট বিরাট গণ-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। এক-চেটিরা প'রিজপতি ও বৃহৎ ভূস্বমীদের শোষণের ফলে দেশের অর্থনৈতিক সংকট বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সংকট গভার থেকে গভীরতর হচ্ছে। দেশ স্বাধীন হবার পর এমন একটি বছর অতিক্রান্ত হয় নি, যে বছরে ঘাটতি বাজেট পেশ হয় নি বা জনগণের উপর নতুন করে করের বোঝা চাপে নি। ঘাটতি বাজেট পেশ এবং করের বোঝা বৃশ্ধি ধনব দী শাসন ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি। এই ব্যবস্থার ফলে প্রতি বছর ঘটছে মদ্রাস্ফীতি। বিগত তেতিশ বছরের হিসেব পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে টাকার মূল্য কমতে কমতে বর্তমানে ২৭ পয়সায় দাঁডিয়েছে। এত অন্প সময়ে এই ধরনের অর্থের মলোহাস আর কোন দেশে ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। এই অর্থনৈতিক সংকট ক্রমবর্ধমান। আর অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রেই এই সংকট প্রসারিত। সম্প্রতি লোকসভায় প্রদত্ত বিবরণ থেকে দেখা যায় ভারতে রেজিম্ট্রিকত বেকারের সংখ্যা হলো দেভ কোটি। যে সমুহত যুবক-যুবতী কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম লেখান তারা সকলেই শিক্ষিত যুবক-যুবতী। ষারা শিক্ষিত নন, তাঁদের এক বড অংশই বেকর। রেজিপ্ট্রি-কৃত বেকারের চাইতে অতত দশগুণ হবে অরেজিস্ট্রিকত বৈকার। এ থেকেই দেশের অর্থনৈতিক সংকটের গভীরতা বোঝা ষায়। এই অর্থনৈতিক সংকট আজ এমন পর্যায়ে পেশছিয়েছে যে, দেশের অর্থনীতির একটা বড অংশ নির্ভার করছে বিদেশী ঋণের উপর। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত এক তথ্য থেকে জ্ঞানা যায়, দেশের বর্তমান বিদেশী খণের পরিমাণ হলো তের হাজার কোটি টাকা। ক্রমবর্ধমান এই অর্থনৈতিক সংকটের হাত থেকে রেহাই পাবার কোন ক্ষমতা বর্তমান শাসক-গোষ্ঠীর নেই, থাকতে পারে না।

ইতিহাসের নিয়ম হলো, ধনিকগোষ্ঠীর প্রতিনিধি শাসক ও শোষক শ্রেণী যথন জনজীবনের জন্মত সমস্যাগৃহলি সমাধানে ব্যর্থ হয়, যথন বিভিন্ন সমস্যা ব্তাকারে ঘ্রতে থাকে এবং সংকট ও সমস্যার গভীরতা বাড়তে থাকে তথন ব্রোরারা এই সংকটের সমস্ত বোঝাই জনগণের উপর চাপিরে দিরে নিজেরা পরিরাণ পাবার চেন্টা করে। ইতিহাসের আরো শিক্ষা হলো, ধনবাদী শাসকেরা একটা স্তরে মুখে জনকল্যাণের বৃলি আওড়ালেও প্রকৃতপক্ষে তাদের একটিই লক্ষ্য থাকে—শ্রেণীশোষণ ও প্রেণীশাসন বজার রাখা। স্বাধীন ভারতের তেরিশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব ভারতের বৃক্রোরা শাসকেরা এই পথ ধরেই চলেছে।

অর্থনৈতিক সংকট যত বৃদ্ধি পাবে শাসকশ্রেণী নিজেদের শ্রেণীশাসন ও শোষণ বজায় রাখার জন্য তত বেশি বেশি করে সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করার চেন্টা করে। জনগণের গণতান্দিক অধিকার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা কেডে নেয়। ভারতের বার্জোয়া-জমিদার শাসন ব্যবস্থায় একই চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগর্নিতে দেশের শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনগণের দাবি ছিল গণতন্ত্র এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান। দাবি ছিল: বাক স্বাধীনতা, সংবাদপ্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশ করার স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা। দেশ স্বাধীন হবার পর ভারতের সংবিধানে যে সমস্ত মোলিক অধিকার লিপিবন্ধ হয় সেগালি এই স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগালিতে উত্থাপিত দাবিসমূহেরই প্রতিফলন। তবে এটাও বাস্তব সত্য যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগর্বালতে যে সমস্ত দাবি উন্ধাপিত হয় তার সবটার স্বীকৃতি ভারতের সংবিধানে নেই। শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনগণের অধিকার সমূহ যখন সংবিধান প্রণীত হয় তখনই উপেক্ষা করা হয়। এখানেই কিন্তু শেষ নয়। সংবিধান রচনার সময় যে সমস্ত অধিকার সংবিধানে ম্বীকৃত হয় তার অনেকগুলিই এই তেত্তিশ বছরে কেডে নেওয়া হয়। মাত্র তেত্রিশ বছরে ভারতের সংবিধানের ৪৫ বার সংশোধন করা হয়। এই ধরনের সংবিধানের ব্যাপক সংশোধন আর কোন দেশে হয় নি। আর অধিকাংশ সংশোধনই গেছে গণতলা ও গণতালিক অধিকার সমহের বিরুদ্ধে, নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরুদ্ধে। এই সমস্ত সংশোধনের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকারগর্মালর ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়—কেন্দের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়।

এবারে ভারতের জনগণ যখন চোঁচিশতম স্বাধনিতা দিবস পালন করছেন তখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের ব্রুতে হবে এবং ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে। কেন্দ্রে সাত মাস হলো, ইন্দিরা কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হয়েছে। এই সাত মাসে কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত পদক্ষেপ ও কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তাতে স্বৈরতন্তের বিপদ ঘনীভূত হয়েছে। ৯টি নির্বাচিত রাজ্য বিধানসভা বাতিল, প্রেস কমিশন বাতিল, পি. ডি. আইন প্রবর্তন, ধর্মঘট নিষিম্প করে অডিন্যান্স জারি ইত্যাদি ঘটনা স্বৈরতান্তিক ব্যবস্থার বিপক্জনক ইন্সিত দিচ্ছে। বিশিষ্ট আইনজীবী ভি. এস. তারকুন্ডে বলেছেনঃ বর্তমানে দেশে যে পরিস্থিতি চলছে তা অভ্যন্তরীণ জর্বী অবস্থার প্রাক্-মুত্তের সংক্ষা ছুলনা করা কেন্তে পারে। এই সরকার
ক্ষাতাসীন হরার পর দেশের অর্থনৈতিক সংকট আরো কনীভূত হরেছে। আর এই সংকট বত বেশি বেশি করে বৃশ্বি পাবে
সরকারও তত বেশি বেশি করে ক্ষেত্রতক্ষের পথে পা বাড়াবে।
আজ দেশের জনগণের সামনে এই বিপদ নতুন করে দেখা
দিয়েছে, এই বিপদ ক্ষমবর্ধমান।

একদিকে বেমন সৈর্বরতদার বিপদ বৃদ্ধি পেরেছে, অন্দিকে ভারতের জনগদের সামনে আর একটি বিপদ মারাজকভাবে বৃদ্ধি পেরেছে। এই বিপদ হলো বিজ্ঞিনতাবাদের বিপদ,
ভারতকে ট্রুরো ট্রুরো করার চক্রান্ত। প্রায় এক বছর হতে
চললো আসামে "বিদেশী বিতাড়নে"র নামে চলছে এই
বিজ্ঞিনতাবাদী আন্দোলন। এই তথাক্থিত আন্দোলনের নামে
সেখনে সহস্রাধিক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন; আহত হয়েছেন
করেকশ' নরনারী। করেক কোটি টাকার বিষয় সম্পতি,
ধন সম্পদ বিনন্ট হয়েছে। বহু মান্বকে আসাম ত্যাগ করতে
বাধ্য করা হয়েছে। আসাম সমস্যা সমাধানের জন্য দুর্শ দুবার
সর্বদলীয় বৈঠক অনুন্তিত হয়েছে। কিন্তু এখনও কার্ম কর
কিছুই হয় নি।

আসামের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পিছনে যে বিদেশী শত্তি অর্থাৎ মার্কিন সাম্বাজ্ঞাবাদীরা রয়েছে তা আজ সন্তুমাণিত। মার্কিন সাম্বাজ্ঞাবাদীরা দেশীর প্রতিক্রিমাশীলদের সংগঠিত করে আজ দেশকে ট্রুকরো ট্রুকরো করার চক্রান্ত চালিরে বাজ্ঞে। তারা আজ জাতীয় সংহতি বিপান করে তুলতে উদ্যত। সমগ্র উত্তর-পূর্বাপ্তলে তারা আজ এক বিষান্ত পরিবেশ স্থিট করেছে। এদেরই চক্রান্তে ত্রিপ্রায় নারকীয় ঘটনা ঘটে গেল। আজ স্বাধীনতা দিবসে দেশের প্রতিটি গণতালিক মান্বকে এই ঐক্য ও সংহতি বিনন্টকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। জাতীয় ঐক্য এবং সংহতির স্বপক্ষে ব্যাপক গণ-আন্দোলন সংগঠিত করে তুলতে হবে।

দেশ স্বাধীন হ্বার তেরিশ বছর পরে একদিকে যেমন স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি ক্ষমতা কুক্ষিগত করার ষড়যন্ত্র করছে, অন্য-দিকে দেশের সামনে আর একটি বিকল্প চিত্রও ররেছে। সেই চিত্র হলো বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির অগ্রগতির চিত্র। পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপ্রোর জনগণ বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারকে সামনে রেথে নতুন নতুন বিজয় অর্জন করে চলেছেন। কেরালার প্রতিষ্ঠিত হরেছে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সরকার। এই সমস্ত সরকার নিজ নিজ রাজ্যের জনগণকে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিরেছে, প্রতিষ্ঠিত করেছে গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা। এই সমস্ত সরকার স্বৈরতন্ত্র বিরেধী সংগ্রামের প্রেরাভাগে এসে দাঁভিরেছে। দেশব্যাপী এই শক্তির প্রসার ঘটাতে হবে।

এবারের স্বাধীনতা দিবসে আমাদের সংকরণ হোকঃ স্বৈরতন্ত্রের বিরুম্থে নিরবিচ্ছির সংগ্রাম চালাতে হবে; জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্য সর্বশক্তি নিরোগ করতে হবে; কাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের প্রসার ঘটাতে হবে।

## কলঙ্কিত ১৫ই আগক

गायन भाग

সম্পাদক, আরু এস পি, পশ্চিমবণ্গ রাজ্য কমিটি

ভারতের ৬৫ কোটি মানবের মধ্যে ২০ কোটি মানবেকে 'ফ.লত' বলে ঘোষণা করা হয়েছে: ইংরেজী ভাষায় বলা হয় - 'Redundant'। এরা কোথার থাকে, কী খায় এবং কোথায় যায় তার থবর রঞ্জা সরকার কেন্দ্রীয় সরকার কেউই রাথেন ना. अथवा थवत त्राथात श्राह्मने प्रतासने करते ना। प्राता सात्राह्मत হিসাবে শতকরা ৬০ থেকে ৭০ জন মান্য আর উত্তর-প্রেণিণ্ডলের ক্ষেত্রে শতকরা ৭০ থেকে ৭২ জন কর্মক্ষম মান্য বেকারির জ্বালায় ধ'কে ধ'কে মরছে: এই উত্তর-পর্বাণ্ডলেই শতকরা ৭২ থেকে ৭৩ জন মানুষ দারিদ্রাসীমার নীচে বাস করছে। সরকারী মতে চার জনের পরিবার যদি গড়ে মাসে ১০০ টাকা আয় করে, তবে তাকে ধরা হয় দারিদ্রাসীমার উপরের স্তরে—১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ব্টিশ সরকারের সংখ্য থনিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও মুর্সলিম লীগের সংশ্যে আপে৷যের মাধ্যমে অখণ্ড ভারত দিবখন্ডিত হয়ে যে ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হল তার মধ্যে এই খণ্ডিত ভারতের অবস্থার এটাই হল হালফিল চিত্র। এই হিসাব কিল্ড কে.নও মার্কসবাদী বা বামপন্থী দলের সূত্রে প্রাপত নয়। খোদ কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব। আবার এই চিত্রও ঠিক আজকের চিত্র নয়—দ্র-তিন বংসর অ গেকার চিত্র। অন্-মান করতে অসুবিধা হবে না যে বিগত দু তিন বছরে এই চিত্র আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। অন্য কথা বাদ দিলেও গ্রামাণ্ডলে মধ্যবিত্ত, নিন্দবিত্ত এবং ক্ষুদ্র চাষীর জমি-জমা বেভ বে হাতছাড়া হয়ে যাচেছ তাতে ভূমিহীন ক্ষেত্মজারের সংখ্যা গণন র বাইরে চলে গিয়েছে—যাদের সারা বছরে ৬ থেকে ৮ মাস কোনও কাজই থাকে না। শহরাণ্ডলেও মধ্যবিত্ত নিন্দবিত্ত, ক্ষুদে দোকানদার প্রভাত গরীব মানুষের যা-কিছু ধনসম্পত্তি সবই ধনী ও বড বড বাবসায়ীর হাতে গিয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীর সরকারের প্রথম পাঁচশালা যোজনার পর যোজনাপ্রণেতাদের পক্ষ থেকেই ফলশ্রতি হিসেবে বলা হয়েছে —"ধনী আরও ধনী হয়েছে, গরীব হয়েছে আরও গরীব।" তারপর অনেকগ্রলি পুরো এবং আধা-পরিকল্পনার কাল শেষ रत शिरहर । मताशील कमिनत्तत्र तिरशार्षे त्थरक जाना यात्र, ভারতবর্ষে ৭৫টি পরিবার, আরও সক্ষা হিসেবে ১৩টি পরিষার বর্তমান ভারতবর্ষের মালিক। টাকা-পরসা, ধনসম্পত্তি —সব কিছুরেই প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে মালিকানা এরা পেয়ে গেছে। আপোষে-পাওয়া স্বাধীনতার এটাই হলো নীট ফল। পশ্চাৎপদ বা অনুমত) ঐপনিবেশিক পরাধীন দেশের ধনিক শ্রেণী ষদি প্রাধীনতার অবসানের পর শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে তবে যে এমন দরেবস্থাই জনজীবনকে বিড়ম্বিত करत जुन्द मारे ভবिষ্যण्याणी करत शिरारहिन मर्वशाता मर्व-শ্রেষ্ঠ নেতা কমরেড লেনিন। এই কারণেই ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগ্রন্থ ধনিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের হাতে বখন ক্ষমতা

অপিত হলো তথন তাদের অনেক গালভরা প্রতিগ্রন্তি সম্ভেও
আমরা তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে পারি নি। ভারতবর্ষে
ধনিকরাজ প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে জনজীবন যে বিপর্যাসত হবে
সে কথা আমরা তথনই ঘোষণা করেছিলাম এবং ভারতের জনগণের জীবনে এই স্বাধীনতা যে অভিশাপ ছাড়া আর কিছ্
নয় সে কথা স্পণ্টভাবে ঘোষণা করতেও দিবধা করি নি। কিন্তু
সেদিন ভারতের জনগণ নানাবিধ বিপ্রান্তির কুহেলিকার
আছেম থাকার ফলে আমাদের কণ্ঠ তাদের মনে সাডা জাগাতে



পারে নি। দীর্ঘ ৩৩ বছরের ধনবাদী শাসনের অভিজ্ঞতার আলোকে আজ অবশ্য মেহনতী মান্বযের সকল অংশের কাছ থেকেই উপরোক্ত ঘোষণার স্বীকৃতি পেতে অস্ত্রিধা হবে না।

ধনবাদী শাসনে এমন অবস্থা যে ঘটবে তা তো অস্ততঃ মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী কোনও মান্বের কছেই অজানা থাকার কথা ছিল না। আজ তো বিংশ শতাব্দীর শেষ বামের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। ধনুবাদের সূর্য অস্তাচলের शाम कर्मनाराष्ट्रे एएल शास्त्रह । क्याताम क्विनन कर ब्रांशरक बरलिक्टलन मामार्चा धनवारमत बन्धा। माजातार धनवामी मामरनत बूभ की मौज़ादन, विरागय करत जनाया धनवामी प्रारम. छा দুৰ্বোধ্য ছিল না। কারণ, ধনতন্দ্রের প্রথম আবিভাবের কালে ফরাসী বিস্পবের আমলে ধনিক শ্রেণীকেও আমরা দেখেছি। সাম্য-মৈচী-স্বাধীনতার আওয়াজ তুলে যারা ক্ষমতায় বসেছিল তারা সেদিন সামন্তবাদের অক্সান ঘটিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু 'সাম্যের' নামে আইনের চোখে সব সমান এই লম্বা-চওড়া উল্ভি করলেও কার্যতঃ আইনের পারোপারি সাযোগ পেয়েছিল র্ধানক শ্রেণী ও তার স্তাবকের দল। স্বাধীনতার স্লোগানকে রুপাশ্তরিত করল খেটে-খাওয়া মান ্যকে শোষণের স্বাধীনতায়। আর 'মৈত্রী', তা তো সীমিত ছিল শোষক শ্রেণীর মধ্যে। আর আজ তো মুমুর্য ধনবাদের যুগ। এ যুগে যে মানুষ দ্রবস্থার শেষ স্তরে পেশছুবে সে কথা ভাবতে বেশী বুন্থি খরচ করার প্রয়োজন পড়ে না। এই কারণেই আমরা দেখেছি, যে অর্থ-নৈতিক বনিয়াদের উপর খেটে-খাওয়া মানুষের সম্পু জীবন ও জীবিকার বনিয়াদ গড়ে ওঠে। যে মোলিক অর্থনীতি গ্রহণের ফলে মানুষ মানুষের মত বে'চে থাকতে পারে ভারতের শাসক **ধনিক শ্রেণী সে পথ গ্রহণ** করল না। ভারতের অর্থনীতিকে দাঁড করানো হল তিনটি খ'টির উপর—(১) বিদেশী মূলধন আমদানি, (২) জনগণের উপর নানাবিধ পরোক্ষ করের বোঝা **Бाभारता.** (७) भूमान्की ि वा अर्छन काग्रस्क रता हाभारता। বিদেশী মূলধন আমদানির ফলে ঋণের বেঝা এখন দশ-বারো হাজার কোটি টাকার উপরে উঠে গেছে। পরিশোধ করার মত ক্ষমতা ভারতের আর নেই। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেশটি সাম্বাজ্যবাদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছে। পরে:ক্ষ করের ফলে প্রত্যেকটি জিনিষ, বিশেষ করে নিতাপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম আকাশ ফ'ডে উপরে উঠে গেছে। আর অতেল মদ্রা-স্ফীতির ফলে টাকার মূল্য সরকারী হিসেবে ২২ পয়সায় নেমে গেছে বললেও বস্তৃতঃ দশ/বারো পরসার বেশী নয়। মেহনতী মান<sub>ন</sub>ষের প্রাণ রাখতে প্রাণাতকর অবস্থা। স্থিরী-**কৃত আরের মানুষের ন**ুন আনতে পাশ্তা ফুরিয়ে বায়। কলাব্দত ১৫ই আগভের স্বাধীনতা মেহনতী মানুষকে আনালে-আঘাটে মৃত্যুর স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছু দেয় নি।

অবচ ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করলে একথা অবশাই স্বীকার করতে হয় যে, ভারতের সংগ্রামী জনগণ উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে ভারতবর্ষে ধনিকরাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না; আর খেটে-খওয়া মান্ধকেও এমন দ্রকশ্বায় পড়তে হতো না। দীর্ঘ ইতিহাস আলোচনা না করেও আমরা অবশ্যই স্বীকার করবো যে জন-গণের স্বার্থে বিদেশী শাসনের অবসান ও পূর্ণ স্বাধীনতা অব্দের জন্য ভারতের যুবর্শাক্ত অকাতরে ফাঁসিকান্টে জীবন ডালি দিয়েছে, শ্রমিক-কৃষক-নিশ্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষেরা কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বছরের পর বছর অবিচারে ও বিনা বিচারে জীবন কাটিয়ে দিয়েছে: কত মা সন্তানহারা হয়েছে. স্থার সিশ্বর সিদ্রে মুছে গেছে। সর্বোপরি ১৯৪২ সালের ৯ই আগন্টের বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থানকে কি আমরা ভুলতে পারি? আসমনে হিমাচল হিংসা-অহিংসার গণ্ডী অতিক্রম করে সেদিন "ইংরেজ, ভারত ছার্ড়ো" স্লোগানে ঝাঁপিয়ে পড়ে-विज । উপদ্ৰে বিশ্ববী নেতৃত্ব পেলে ঐ গণ অভ্যুত্থনেই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হত। ১৯৪৭ সালের ক্লীক্ষড় ১৫ই আগতে ধনিকরাজ প্রতিষ্ঠা সক্ষম হতে। না। জাগত বিশ্ববের জয়ের সপো সপো প্রতিষ্ঠিত হতে। প্রমিক-ক্রমক রাজ।

কিন্তু তা হল না। না হওয়ার প্রধান কারণ ছিল, সৌদন ব্রটিশ শাসনের বিরুম্ধে নেতাজী সূভাষ্চন্দ্র বসূর আপোষ-বিরোধী নেতত্বের আহ্বানে উপযুক্ত সাড়া পাওয়া বার নি। আপোষপন্থী ধনিক শ্রেণীর গালভরা বর্লি বিভিন্ন মহলকে মোহগ্রস্ত করে রেখেছিল। এমন কি, বামপন্থী ও মার্কসবাদে বিশ্বাসী বলে পরিচিত কোনও কোনও দল উপনিবেশিক ধনিক <u>শ্রেণী সম্বন্ধে কমরেড লেনিনের বে সাবধান বাণী তাকেও</u> উপেক্ষা করেছিল। ফলে, ১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় সাম্বাজ্ঞাবাদী মহাযুদ্ধে সুযোগ গ্রহণ করার জন্য ত্রিপুরী কংগ্রেসে নেত জী সুভাষ্চন্দ্র বস্থা বৃটিশ শাসকদের প্রতি 'চরমপত্র' দানের যে প্রস্তাব এনেছিলেন তা পরাজিত হল। নেতাজী বার বার বে-কথ:টা বলেছিলেন—'শ্বার বিপদ, আমাদের (Enemy's difficulty, is our opportunity) সে-কথায় অনেকেই কর্ণপাত করলেন না। অথচ অ'পেষপন্থী ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বের বিরুদেধ দাঁড়িয়ে সেদিন যদি যুদেধর সুষোগে জনগণকে প্রস্তুত করা হতো এবং সঠিক সময়ে সংগ্রাম শুরু করা যেত তবে ভারতের পক্ষে সত্যিকারের জনস্বার্থব'হী পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন মোটেই অসম্ভব হতো না। যুদ্ধের কারণে বিপর্যস্ত খেটে-খাওয়া মানুষ যে কী পরিমাণ ব্রিটিশ শাসনবিরোধী হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ হিসেবে সহজেই ১৯৪২ সালের ৯ই আগদ্টের গণ-অভাত্থানের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জনগণ এমন অস্থির হয়ে উঠেছিল যে, যে মহাত্মা গান্ধী নেতাজীর আপোষবিরোধী কর্মসূচীকে **বিরোধিতা করে বর্লোছলেন—এসমরে আন্দোলন করা য**বে না। কারণ, আমি আন্দোলন আরম্ভ করতে পারি, কিন্তু আন্দোলনকে থামাতে পারব না। (I can call a movement, but I cannot call it off). সেই মহাত্মা গান্ধীকে ১৯৪২ সালের ৭ই আগণ্ট আন্দোলনের ডাক দিতে হলো। ম্লোগন তুলতে হলো: ইংরেজ ভারত ছাড়ো। জনগণকে বিদ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে এমন কথাও প্রস্তাবে সন্নির্বোশত করা হলোঃ জমি হবে কিষাণের, কারখানা মজুরের, শান্তি সকলের তরে। কিন্তু স্লোগানেই তা সীমিত ছিল: নেতৃত্বের কোনও ব্যবস্থা করা হলো না, কোনও কর্মস্চী দেওয়া হলো না। ব্রিটিশ শ সন-শোষণে পর্যাদেশত জনগণ সেই স্লোগানকে সম্বল করেই আসম্দ্র-হিমানল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পডল। নেত্ত্ব-বিহুনীন হওয়া সত্ত্বেও নিজেরাই অস্তি-চিম্বর-বালিয়া-সাভারা-বিহার, এমনকি আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের (তংকালীন অথণ্ড বাংলা প্রদেশ) মেদিনীপুরেও ব্রিটিশ শাসনের বিকল্প সমান্তর ল সরকার (parallel government) প্রতিষ্ঠিত করেছিল। উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে সারা ভারতেই জনগণের এই সরকার, তথা 'মজ্ব-কিষাণরাজ' প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। কিন্তু त्निकृषिवरीन व्यात्मानन माछे माछे करत क्षत्र छिठे थीरत ধীরে স্তিমিত হয়ে গেল। সহস্র শহীদের আত্মদান তার মূল লক্ষ্যে পৌছতে পারল না। ভারতের কৃষক বিদ্রোহের আমল থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করলে একটি मरका छेभनीच दर्छ इन्न, का दरनाः क्रमभग मन, समगरणन

I

সংগ্রামস্প্রার অভাব নর, উপবৃত্ত নৈতৃত্বের অভাবই বারবার গণ-অভাস্থানকে বার্থ করে দিয়েছে।

স্চতর কংপ্রাসী ধনিক নেত্রপের অভিসন্ধি কিন্তু জয়যুক্ত হয়েছে। তারা জ্বানত যে, ব্রিটিশ শাসনকর্তাদের সপ্সে আপোষ করতে হলেও জনগণকে সপ্ণে পেতে হবে: আন্দোলনের পথ ধরে চলতে হবে। গান্ধীন্ধী অবশাই এই সতাটি স্বীকার করেই বলতেন: আমার আন্দোলন আপোষের জন্যই (My struggle is only for a compromise)। ১৯৪২ সালের আগত মাসে 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ অথচ রপোয়ণের কোনও কর্মসূচী না দেওয়ার মধ্যেই তার এই মনোভাব मुम्भको। जात स्माननारे जात्मामन हमाकात्मरे कात्राशाहीतत्र অশ্তরাল থেকে তিনি বিটিশ শাসনকর্তাদের সংশ্যে আপে য প্রস্তাব নিয়ে আলেচনা শরে করলেন। এই আপে:ষের প্রয়ো-জনে তিনি যে 'ইংরেজ ভারত ছাডো' প্রস্তাবকে একদিন 'নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস' (breath of life) বলে অভিহিত করে-ছিলেন সেই প্রস্ত বের দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃত হলেন। এদিকে আন্দে,লন ক্রমেই উচ্চগ্রামে উঠে চলেছে। জনগণের অভাত্থান ছাডাও বায়ুসেনা, পরিলশ বাহিনী, কারারক্ষী বাহিনীর বিদ্রেত এবং সর্বশেষে নৌ-বিদ্রেত্র এবং আরও পরে, আজাদ হিন্দ ফোজের মাজি আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে গণ-আন্দোলনের তীব্রতা বেডেই চলতে থাকল। একদিকে বিটিশ শাসনকত'রো ভীত হয়ে উঠলেন, অপর দিকে অথন্ড ভারতের ধনিক শ্রেণীর দুইটি প্রতিষ্ঠান—কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ –গণ-বিশ্লবের ভারে আত্তিকত হয়ে উঠল। ফলে, আপোষের পথ সংগম হয়ে গেল। ১৯৪৭ সালে কলঙ্কত ১৫ই অ,গণ্টে দেশ দ্বিখণ্ডনের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তবের সচেনা এখানেই। তারই ফল-শ্রতিতে দেশের রাণ্টক্ষমত য় ভারতীয় ধনিক শ্রেণী অধিতিত इंटिंग ।

তারপর ৩৩ বছর অতিক্লান্ত হয়ে গেল। ধনতন্ত্রের প্রাভাবিক নিয়মে বিশ্বজোডা ধনবংদের সহগামী হিসেবে ভারতের ধনিক শ্রেণীও সংকটের আবর্তে হাব্রভুব্র খ'চ্ছে। অর্থনৈতিক সংকট রাজনৈতিক সংকটে রূপান্তর লাভ করেছে। ভারতের ধনিক শ্রেণীর সব কয়টি গোষ্ঠী দিবধা-বিধা-বহুধা বিচ্ছিল। ধনিক শ্রেণীর শাসকগোষ্ঠী ১৯৭৫ সালে জর্রী जरम्था प्रायना करत काजियांनी कारानार माजन जानारा আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল। পরবতী কালে সেই গোষ্ঠীর হাত থেকেও অপর গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা চলে গিয়েছিল। রাজনৈতিক সংকটে বিদীর্ণ সেই গোষ্ঠীও শাসনক্ষমতায় টিকে থাকতে পারল না। আজ আবার ফিরে এসেছে ইন্দিরা-নেতৃত্বে কংগ্রেস (ই)-এর শাসন। সংকট কিল্ডু বিন্দুমার কমে নি। ধনিক শ্রেণী সংকটের সমস্ত বোঝা খেটে-খাওরা মান্বের কাঁধে চা**পিয়ে আত্মরক্ষার পথ খ**ুজছে। দৈবরতদেরর পথে বিচরণ ইতিমধ্যেই শ্রুর হয়ে গেছে। এবার আর ঘেষণা করে আনুষ্ঠানিক ভাবে জরুরী অবস্থার প্রবর্তনের প্রয়োজন পড়বে না। ইতিমধ্যেই ফ্যাসীবাদের জন্য গণ-ভিত্তি তৈরীর কাজ শ্রু হয়ে গেছে: এবং সে পথে ধনিক গ্রেণীর আত্মরক্ষা সম্ভব रत वीम वामभन्थी मंखि विश्वय करत मार्क्सवामी-रामनिवामी শব্ধি, অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে জনগণকে শ্রেণীসচেতন ও বিশ্ববস্তেতন করার পঞ্চতি গ্রহণ না করে। অর্থনীতিবাদ धवर मरम्कातवारमञ्ज शक्तांनिका श्रवारः वीम वामभन्थी मीं गा

ভাসিরে না দিরে বাম ও গণতাশ্রিক শান্তকে সংপ্রামের পরের ঐকাবন্দ করার কর্মসূচী গ্রহণ করে তবেই এই মারাজক স্পিতির হাত থেকে উন্ধার পাওয়া যাবে। কারণ, আমাদের ভূলে গেলে চলবে না—প্রখ্যাত মার্ক্সবাদী বিশ্লবী রোজা লুক্সেমবৃগের সেই কথা—ফ্যাসিবাদের উন্ভব ঘটে সর্বহারা শ্রেমবৃগের সেই কথা—ফ্যাসিবাদের উন্ভব ঘটে সর্বহারা শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিশ্লব সম্পাদনে ব্যর্থতার শাস্তি হিসেবে (Fascism comes as a punishment for the failure of the proletariat in accomplishing the socialist revolution.)

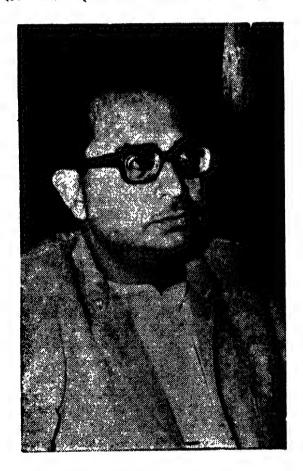
সারা দ্নিয়ার ধনবাদী সংকটের তীব্রতা অন্থাবন করলে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়, '৮০'-এর দশক বিশ্লবের দশক। কমরেড লেনিন এই য্গকেই সমাঞ্চতাশ্রিক বিশ্লবের যুগ বলে অভিহিত করে গেছেন। আমাদের সামনে আজ তত্ত্বগত ও বাস্তবসম্মত বিচারে সেই সত্যেরই প্নরাবিভাবে ঘটতে চলেছে। কিন্তু তত্ত্ব ও বাবহারের সমন্বয় (Unity of theory and practice) ছাড়া বিশ্লব সংঘটিত হয় না। কমরেড লেনিন বলেছিলেন--বিশ্লবী দল ছাড়া বিশ্লব হয় না। আরও বলেছেন—রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জনগণের সচেতন ও সাক্রয় অংশগ্রহণ ছাড়া বিশ্লব হয় না। কিন্তু ধনবাদী শাসনে পর্যবৃদ্দত ভারতের এই থেটে-খাওয়া জনগণকে সচেতন করবে কে? স্বতঃস্ফৃত্ভাবে তারা অর্থনৈতিক চেতনা লাভ করতে পরে। কিন্তু রাজনৈতিক চেতনা অন্প্রবিভ্ট করতে হয় বাইরে থেকে। সেই দায়িত্ব পালন করতে পরে আদর্শনিনুরাগী, অন্ভুতি প্রবণ সচেতন যুবশন্তি।

ভারতের যুবশক্তির মেরুদণ্ড ভেঙেগ দেব র জন্য সেই কারণেই অপসংস্কৃতির জোয়ার বইয়ে দেওয়া হচ্ছে সারা দেশকে গ্লাবিত করে যাতে যুবশক্তি বিগ্লবের কথা চিন্তার সূবেগ না পায়, অপসংস্কৃতির পঙ্কিল আবর্তে তারা নিমন্জিত হয়ে যায়: এবং খেটে-থাওয়া জনগণের মধ্যে বিস্লবের বীজাণ্ম অনুপ্রবিষ্ট কর'র' (inject the bacillii of revolution among the masses) মহান ঐতিহাসিক কর্তব্য থেকে তারা বিচ্যুত হয়। অথচ সময় এবং সুযোগ এসে গেছে। শনুর বিপদের সুযোগ গ্রহণের শুভলান উপস্থিত। ভারতের সর্বাচ বিশেষ করে উত্তর-পর্বোণ্ডলে নবজাতকের প্রাণচাণ্ডলা স্পন্ট হয়ে উঠছে। প্রতিক্রিয়াশীল দেশীয় ধনিক শ্রেণী এবং বিদেশী সামাজ্যবাদী চক্রগালি তাকে ভিন্ন পথে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে। কিল্ড এটাই শেষ কথা নয়। ভারতের তথা পশ্চিম-বঞ্জের যুবশক্তি যদি শ্রেণীসংগ্রামের নীতিকে হাতিয়ার করে বিশ্লবের পথ ধরে এগিয়ে চলার দঃসাহস দেখাতে পারে তবে এ অবস্থারও পরিবর্তন হবে। সারা ভারতের বি**স্পাবের স্কেনা** হবে এই অঞ্চল থেকেই। এবং দীর্ঘস্থায়ী গৃহষ্টেশ্বর মধ্য দিয়ে ভারতে ধনিক রাজের অবসান এবং সমাজতান্তিক রান্টের পত্তন হবে। সারা দূর্নিয়ার, বিশেষ করে ভারতের ধনিক শ্রেণীর এই চরম সংকটের সুযোগে নব ইতিহাস সুষ্টির শুভ সম্ভাবনাও প্রতীক্ষা করছে। ভারতের তথা পশ্চিমব**েগর ব**্ব-শক্তি কি সেই স্বৰ্গসম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য প্রস্তৃতির দায়িত্ব গ্রহণ করবে না?

## আমার চোখে স্বাধীনতা

জাশোক ঘোৰ সম্পাদক: ফরওরার্ড' রক্ পশ্চিমবপ্য রাজ্য কমিটি

১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তাস্তরের সেই ঐতিহাসিক ঘটনার পর আজ তেত্তিশ বছরে অতিক্রম করেছে। তেত্তিশ বছরের প্র্ণতা নিয়ে যে রাল্ট কাঠামো ভারত নামক রাল্টে গড়ে উঠেছে —"স্বাধীনতা" শব্দের ম্ল্যায়ন, তার জাতীয় এবং আন্ত-জ্যাতিক অভিক্রেপ, তার অর্থনীতির ক্রমবিকাশ স্বকিছ্রে প্রেক্ষিতেই আমাকে বিচার করতে হবে। সেই বিচার অবশাই হবে অমার দ্ভিকোণের পরিপ্রেক্ষিতে, যে দ্ভিকোণ



স্বভাবতই আমার রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং ধ্যান ধারণার উপর নির্ভারশীল।

তাই আমার চোখে ভারতের স্বাধীনতাকে বিচার করতে গেলেই তার নিরামক মাপকাঠি হয়ে দাঁড়াবে—'স্বাধীনতা' শব্দটি আমার কাছে কিসের দ্যোতক, কোন্ অর্থ সে বহন করে। "স্বাধীনতা" শব্দটিই এমন ব্যাপক এবং এত অর্থাপ্রস্কৃত্ত যে তার অর্থ যুগে যুগে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভিন্ন অর্থকে বহন করে।

'স্বাধীনতা' শব্দের আভিধানিক সংজ্ঞা বা কেতাবী বিশেলবণ আমার কাছে এই প্রসপো তাই নিরামক মাপকাঠি নর। আমি এই প্রসপো নেতাজী স্ভোষচন্দ্রের প্রদন্ত সংজ্ঞাকে অদ্রান্ত বলে মনে করে তাকেই আমার বিচারের মাপকাঠি করে নির্মেছ শ্র্মান এই প্রবশ্বের ক্ষেত্রেই নয় আমার সমগ্র রাজ-নৈতিক জীবনেও বটে।

ভারতের সাম্বাজ্যবাদের অবস্থিতিকালে যথন দেশবাসী ঔপনির্বোশক দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাছিল, সেই
সময়েই দ্বাধীনতার স্বরুপ সম্পর্কে পূর্ণ এবং স্বচ্ছ কোন
স্কুপট ব্যাখ্যা মুক্তি সংগ্রমের নায়করা, বিশেষ করে মহাত্মাগান্ধী সমেত দক্ষিণপদ্ধী নেতারা কেউই রাখেন নি। রাখতে
পারতেন না এমন নয়, কিন্তু তারা যে প্রেণীর স্বার্থে ভারতীয়
জনগণের ঔপনির্বোশক দাসত্বের শৃত্থল থেকে মুক্ত হওয় র
আকাজ্জা এবং সাম্বাজ্যবাদের প্রতি তার ঘূলাকে কাজে লাগিয়ে
দানেঃ দানেঃ এগোচ্ছিলেন, স্বাধীনতার যে ব্যাখ্যা তাদের ভাত্যরে
ছিল, সেই ব্যাখ্যা তাদের সেই পরিকল্পনাকে বিনষ্ট করে
দিত। তাই স্বাধীনতা সম্পর্কে তাই তারা চেয়েছিলেন।

সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই যত তীব্র থেকে তীব্রতর হরেছে, দক্ষিণপন্ধীদের আপোষমুখী চরিত্র তত বেশী প্রকট হয়েছে এবং অনিবার্ষ হয়ে উঠেছে বামপন্থীদের সংগ্র তাদের প্রকাশ্য সংঘাত। সেই সংঘাতবহুল ঐতিহাসিক ঘটনাবর্তে বামপন্থা ও বামপন্থী ঐক্যের পতাকাকে যিনি দক্ষিণপন্থা ও সামজ্যবাদের বিরুদ্ধে তুলে ধরেছিলেন সেই মহানায়ক নেতাজী স্ভাষ্চন্দ্রই ভারতীয় জনগণের সামনে স্বাধীনতার স্বর্প স**ুস্পত্টভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেছিলেন—"য**াহারা মনে করে বে, রাষ্ট্রীয় বন্ধন হইতে তাহারা দেশকে মূভ করিবে কিন্তু সমাজের প্রাক্তথা বজার রাখিবে, তাহারা প্রান্ত।" তিনি আরও বললেন, "স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি সমজ ও ব্যক্তি—সকলের জন্য স্বাধীনতা। স্বাধীনতা মানেই স'মা এবং **नामा मात्नरे लाजुर। रेटा भार, ताम्हीय वन्यनम् हि न**रर-रेरा অর্থের সমান বিভাগ, জাতিভেদ এবং সামাজিক অবিচারের নিরাকরণ ও সাম্প্রদায়িক সম্কীণতা ও গোভামির বর্জনকেও স্ক্রিত করে।"

স্বাধীনতার এই সংজ্ঞাকে সামনে রেখেই তিনি ফরওরার্ড রকের রাজনৈতিক দলিলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার সামগ্রিক প্রতিত্তিক স্বাধীনে তর ভারতের আদর্শ ছিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

জাতির দ্রভাগ্য বে নেডাজী বে বামপ্রথী পরিচালিত সামাজ্যবাদ-বিরোধী মুভিবুর্ন্থের স্কুনা করেছিলেন—তা গৌরব অর্জন করতে পারক মা। করে ভারতে ক্ষরতা হুস্তাস্তর ঘটে গেল, সাম্বাজ্যবাদীদের হাত থেকে ভারতীর ব্রুজোরারা রাষ্ট্রবন্দের মালিকানা পেল অংপার ও চুল্লির মাধ্যমে।

আজকের ভারতের স্বাধীনতার স্বরূপ বিশেষধ্য করতে **शिलाहे** यामापात भारत कत्रा श्रावह राजहे '89 जान थारक, কারণ আজ ভারতে যা কিছু বিকশিত হয়েছে যা কিছু পরি-র্ণাত লাভ করেছে ব। করছে তার বীজ উপ্ত হয়েছিল সেই ক্ষমতা হস্তান্তরের মুহুতে । সেই '৪৭ স:লের ১৫ অ গণ্ট। ন্বিতীয় বিশ্বয়াশ্বের ধাক্কা থাওয়া, সাম্প্রদায়িক দাপ্যায় বিধাসত ভারতীয় জনতার সামনে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনাটিকেই প্রাধীনতার মুকুট পরিয়ে এমন ভাবে উপস্থাপিত করা হোল যাতে সাধারণ জনগণ তে। মোহগ্রন্ত হলেনই, মোহগ্রন্ত হলেন তথনকার বামপন্থী দলগ<sup>ু</sup>লিও। ফরওয়ার্ড ব্লক সেদিন নেতাজীর মতাদশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছিল ঘটনাপ্রবাহকে ছোষণা করেছিল তার তীর প্রতিবাদ—'ইয়ে আজ দী ঝটো হ্যায়।' ফরওয়ার্ড রকের সামনে জবল জবল করছে নেতাজার সেই মহ বাণী—স্বাধীনতা ম'নে স মা, স্বাধীনতা মানে "All power to the Indian people". তাই যে ক্ষমতা হুমতাম্তর ভারতের জনগণকে সম্বাজ্যবাদী প্রভূদের হাত থেকে ভারতীয় বুর্জে: য়া হাতে স'পে দেওয়ার বন্দোবসত মাত্র যে রাজনৈতিক পরিবর্তন ভারতীয় জনগণের হাতে ক্ষমতা তলে দেওয়ার পরিবর্তে একটি শ্রেণীর হাতে শেষণের অবাধ অধিকারকৈ তলে দেয়—ত কৈ যত উচ্চকণ্ঠেই স্বাধীনতা নম-করণ করা হে ক না কেন. ফরওয়ার্ড ব্রক তাকে স্বাধীনতা বলে মেনে নিতে পারে নি।

তা ছড়াও আর একটি সর্বান শের বীজ সেদিন বোপণ করেছিল, সাম্রাজ্যবাদীরা। সেটি হোল ব্টিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বহু পর্যাতন এবং ঘ্লিত কৌশল দিব-জাতিতত্ব। ভারতের মাজিসংগ্রামের যুগে ইংরেজ বহুবার বহু রক্মে তার এই তত্ত্বক প্রয়োগ করতে চেয়েছে বহু জাতি এবং বহু ধর্মের দেশ এই ভারতবর্ষে। কিল্পু ভারতীয় জনগণের প্রাধীনতার আকৃতি এবং সংগ্রামের চেতনা বার বার তাকে বাহত করেছে। কিল্পু ভারতি বাহত করেছে। কিল্পু ভারতি সালে সেই শ্বিজাতিতত্ত্বের নীতিকে শ্বাহ মেনেই নেওয়া হোল না তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হোল, আবাহন জানানো ও জিত্বে অনিবার্যা পরিণতিকে দেশবিজ্যাের মধ্য দিয়ে।

বুজোর। সংবদপরের স ড়ম্বর প্রচার এবং সরকারী জোলাস আর আলোর ঝলকানিতে ফরওয়ার্ড রকের সেই প্রতিবাদ জনগণকে ঐক্যবন্ধ প্রতিরোধের মোর্চায় সংগঠিত করতে বার্থ হলেও ভারতের ইতিহাসে সেই প্রতিবাদ চিহ্নিত হয়ে আছে প্রতিদিন তার সতাতা আরও গভীর হয়ে ফ্টে উঠছে।

গত তেরিশ বছরের তথাকথিত এই স্বাধীনত য় জনগণ কি পেয়েছে? কি অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রগতি হয়েছে এই ভারত রাজৌ?

তেত্রিশ বছরে একেব রেই কিছুই হয় নি বাঁরা বলেন তাঁদের
সংগ্য আমরা একমত নই। তেত্রিশ বছরের মধ্যে আমরা পেরেছি
একটি লিখিত সংবিধান এবং সংসদীয় গণতলের একটা বর্ণ তা
প্রথা, দেশে একটি বা দুটি নয় পাঁচটি অর্থ নৈতিক পরিকলপনা
বহুন নতুন কারখানা-শিলপ এবং শান্ত উৎপাদন কেলা। আর
গড়ে উঠেছে একটি পূর্ণ পর্বিজবাদী রাদ্মবাবন্ধা বা অংগর

অনেক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে চুরে, remould করেছে। ফলে ভারত আজ একটি উমতিশীল প'্বভিবলৌ র দ্ম হিসেবেই গড়ে ওঠে নি, ভারতে প'্বভিবলৌ বিকাশ আজ একচেটিয়া স্তরে উমীত হয়েছে এই তিন দশকে।

বুর্কোয়া অর্থানীতির এই বিকাশের কাজে রাখ্যযালকে প্ররোপ্রিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে শ্রেণীম্বার্থে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের নমে জাতীয় অর্থনীতিকে প্রয়েগ করা হয়েছে শিল্প মালিক এবং একচেটিয়া পণ্যজিপতিদের পণ্যজ ব্যান্ধর ক জে। কাজেই এই তেতিশ বছরে শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে যেট্রক অগ্রগতি ও বৈজ্ঞানিকীকরণ সম্ভব হয়েছে, তার সিংহভাগ ল ভ করেছে দেশের একচেটিয়া পরিবারগ্রলা। এই ব্রক্তেয়া অর্থ-নীতির দুতে ও অসম বিকাশ অনিবার্যভাবেই সংকট সুণ্টি করে চলেছে এবং ক্রমশঃ সেই সংকটগুলো ঘনীভূত হচ্ছে। একদিকে যেমন একচেটিয়া প'্জিপতিদের ম্নফার অঞ্ক ক্রমশঃ হিমালয়ের মাথা স্পর্শ করতে চলেছে অপর দিকে বেকার বাহিনীতে দেশ ছেয়ে গেছে, মলোবাণিধ ক্রমবর্ণধান গতিকে किছ टिंडे छेकाता याटक ना, मूम स्कीं क्रमभः दे व एटक টাকার প্রকৃত মূল্য দ্রতগতিতে শ্নোর দিকে নেমে চলেছে। এগ্লি হল গত তেতিশ বছরের বুর্জোয়া অর্থনীতির অনিব র্য পরিণতি। ধনব দী সম জব্যবস্থাকে অটুট রেখে এই সমস্যার কব**ল থেকে উম্থা**র পাওয়া যায় না। মুনাফা ভিত্তিক উৎপাদন বাব**স্থা य**र्जामन वलवर थाकर प्रवास लात वृष्टि अवगाण्डा वी। প্রথম অবস্থায় এই সংকটের গতি কম ছিল ফলে বুর্জেন্যা শ্রেণীই কিছুটা 'ছাড়' দিয়ে বৃষ্ণির হারকে সংযত করতে পার-ছি**ল। কিন্তু** যতই বুর্জোয়া অর্থনীতি পরিণতির দিকে যচ্ছে ম্লাব্ন্থির গতিতে ছরণ বাড়ছে, তাকে ঠেকিয়ে রখার কোন চেক্ ভালব বুর্জোয়া অর্থনীতিতে নেই।

১৯৮০ স লে দাঁড়িয়ে তাই আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে সঞ্চটের মোকাবিলা আজ আর বুর্জোয়া রাণ্ট্র করতে পারছে না। জনগণের ওপর এই সঙ্কটের চাপানো বেঝা আজ তার ক্ষমতার বাইরে চলে যাছে। তাই বুর্জোয়া শ্রেণী দাভিকত। জনগণের এই বাবস্থাকে ঘাড়ের ওপর থেকে ঝেড়ে ফেলার ম নাসকতা যতই তার হচ্ছে ততই নােষক শ্রেণীর ভর বাড়ছে যে ঐ বিক্ষর্থ মানুষেরা যাতে শ্রেণী সংগ্র মের দিবিরে সংগঠিত হতে না পারে। তাদের এই ভয়, জনগণের সচেতনতা সম্পর্কে তাদের এই আতংক—আজকে শােষক শ্রেণীকে তার গণতন্ত্রের মুখােদ পরে থাকার স্বাস্তি দিছে। দমবন্ধ হওয়া মানুষের মতোই তারা ক্রমাণত সংবিধান ও গণতন্ত্রের প্রতিন্তিত বিধিকে লগ্নন করে চলেছে। বুর্জোরা গণতন্ত্র আর তার বহর প্রচারিত সংসদীর গণতন্ত্র জনগণের কাছে ধরা পড়ে যাছেছ।

ব্র্জোরা সমাজব্যকথা নিজেরই সূষ্ট সমস্যার ফ্রাজ্কেনস্টিনের তাড়ার পিছ্র হটতে হটতে প্রায় দেওরালে পিঠ দিয়ে
ফেলেছে। তাই তারা তাদের প্রনেনা গ্রের ব্টিশ সাম্রজ্ঞাবাদীর দেওরা শিক্জাতিতত্ত্বে নীতি শেষ অবলম্বন
হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে। '৪৭ সালে যে শিক্জাতিতত্ত্ব এবং তার
পরিণতি দেশভাগকে স্বীকৃতি দিয়ে যে ভারতীয় ব্র্জোয়া
রাজ্মের গোড়াপত্তন করেছিলেন তাদের রাজনৈতিক ম্থপত্তি
পণ্ডিত জওহরলাল নেহর্র, আজ সেই ব্র্জোয়া রাজ্মের
[শেষাংশ ১১ স্ন্ডার]

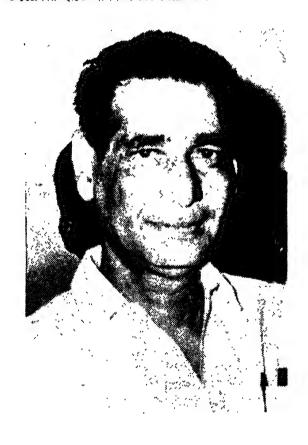
## স্বাধীনতার ৩৩ বছর

### विश्वनाथ मृथाकी

সম্পাদক, সি. পি. আই. পশ্চিমকণ্য রাজ্য পরিবদ

এই ১৫ই আগন্ট আমাদের দেশের স্বাধীনতার ৩৩ বছর পূর্ণ হলো।

স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব বাদের হাতে ছিল তারা উচ্চপ্রেণীর লোক অথবা তাদের দ্ভিভগা ছিল উচ্চপ্রেণীর দ্ভিভগা। তাদের লক্ষ্য ছিল ব্টীশ শাসনকে হটিরে এদেশের উচ্চপ্রেণীর হাতে শাসন ক্ষমতা নিয়ে আসা।



তাই দ্বিতীয় মহাষ্ট্রশ্বের শেষে যখন এদেশে ব্টিশ শাসনের বির্দেশ অভূতপূর্ব গণবিক্ষোভ ফেটে পড়ছিল যার প্রভাবে ভারতীয় সশস্য বাহিনীও বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল তখন গণবিস্পবের পথে একে নেতৃত্ব না দিয়ে তারা বরং নিন্দা করেছিলেন, পেছনে টেনে রেখেছিলেন বাতে মেহনতী মানুষের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা চলে না যায়; আবার সন্ধো সাক্ষে সেই বিক্ষোভকে ব্টিশ শাসকদের ওপর চাপ হিসাবে ব্যবহারও করেছিলেন যাতে তারা আপে:বের ভেতর দিরে ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

ব্টীশ শাসকরাও ব্ৰেছিল এদেশে তাদের শাসন আর রক্ষা করা সম্ভব নয় এবং মন্দের ভাল হিসাবে এদেশের উচ্চ-শ্রেণীর হাতে শাসন ক্ষমতা ছাড়তে হবে। কিম্তু সেই সংগ্রেপালটা চাপ হিসাবে বীভংস সাম্প্রদায়িক দার্গ্গাও তারা বাধিয়ে দিতে পেরেছিল জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের দ্বর্বলতার স্ব্যোগ নিয়ে এবং উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ব্যবহার করে।

ফলে ভারতবর্ষ শেষ পর্যান্ত যথন স্বাধীন হলো তথন দিবখন্ডিতও হলো—ভারত এবং পাকিস্থান এই পরস্পর-বিরোধী দুই রাজ্যে। পরে পাকিস্থানও দিবখন্ডিত হয়েছে।

ব্টিশ ভারতের বেশীর ভাগটাই থাকল স্বাধীন ভারত রান্দ্রের মধ্যে। আধ্নিক শিলেপ এবং রাজনীতিতে এই অংশই ছিল অপেক্ষাকৃত অগ্রসর। এবং এখানে রান্দ্রক্ষমতা এলো জাতীয়তাবাদী ব্রেগায়াশ্রেণীর হাতে। তাই এই ৩৩ বছরে ভারত রান্দ্রে আধ্নিক শিলেপর বেশ কিছ্টা বিস্তার ঘটেছে এবং স্বনির্ভার অর্থনীতির ভিত্তি হিসাবে ভারী শিলপও বেশ কিছ্টা গড়ে উঠেছে প্রধানত রান্দ্রায়াদ্র অংশে। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভারশীলনা থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বেশীরভাগ সমাজবাদীদেশের সংগ্র বংশ্বের সম্পর্ক গড়তে পেরেছেন, বেশীরভাগ সদ্য স্বাধীন দেশের সংগ্র মিলে জোট নিরপেক্ষ গোড়ীও গড়তে পেরেছেন।

সেই সংগ্য যেহেতু তারা ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্ব তাই মুখে সম জবাদের কথা বলেও কার্য তঃ পানুজিবাদী পথেই তারা দেশকে রেখেছেন, পানুজিবাদী বিকাশই তারা ঘটাতে চেরেছেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমাদের মত বিশাল, জনবহুল, দরিদ্র দেশে পানুজিবাদী পথে দ্রুত ও সর্বাপাণীণ বিকাশ হতেই পারে না এবং যেট্রুকু বিকাশ হয় তারও ফল প্রধানত ধনীর ই ভোগ করার সনুযোগ পায়, অবংধ মনুনাফাকারী বলে, ধনীরা আরও আরও ফলীত হয়, একচেটিয়া পানুজি বিপ্লেশন্তি পায় এবং অপর দিকে বেকারী বাড়ে, দারিদ্র বাড়ে, নিতা-প্রয়োজনীয় জিনিষপ্রের মূল্য বৃশ্বি ঘটতে থাকে, অর্থ সংকট গভার এবং তার হয়ে ওঠে এবং জনসাধারণের জাবন ও জাবিকা বিপ্রস্কৃত হয়়—গত ৩৩ বছরে এই হলো আমাদের দেশের মর্নান্তক অভিজ্ঞতা।

শ্ব্য অর্থ সংকট তীর ও অসহা হরে উঠছে তাই নয়, অনিবার্যভাবে রাজনৈতিক সংকটও দেখা দিয়েছে এবং বিক্ষ্ জনগণকে দমন করার প্রয়োজনে শাসকপ্রেণী জনসাধারণের গণতান্দ্রিক অধিক রকেও সংকুচিত করছে বারে বারে, স্বরাচারী প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, গণতন্দ্র বিপশ্ন হচ্ছে।

সেই সংশ্যে নৈতিক অধঃপতনও ঘটছে এত গতিতে—ছ্য দ্নীতি সীমাহীন হচ্ছে, চুরি ডাকাতি রহজানি, সমাজের দ্বেল অংশের ওপর নৃশংস অত্যাচার, নারীধর্ষণ প্রভৃতি পাপে দেশ ভরে যাছে।

শ্বা তই নয়, বহ' ভ ষাভাষী বহ' জাতি ও উপজাতির বাসভূমি এই ভারতে প্রায়ম্প সন ও উল্লয়নের ন্যায়স্পত দাবির পাশাপাশি সংকীর্ণ ও উল্ল জাতীয়তাবাদী, বিভেদকামী এবং বিভিন্নত বাদী অ'দেশালনও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে উত্তর- পূর্ব ভারতে তা বীভংস অকার ধারণ করেছে এবং সারা ভারতেই তা ছড়িয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

তেরিশ বছরের বুর্জোয়া শাসনে সতাই আজ ভারত সর্বাণগীণ সংকটাপন্ন। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করছে এই ভয়ৎকর সংকট থেকে পরিচাণের একমাত্র উপার বুর্জোয়া শ্রেণীর একচেটিয়া শাসনের অবসান করা, জনগণের ঐক্যবন্ধ সংগ্রামের ভেতর দিয়ে ব্যাম ও গণতান্ত্রিক শাস্তিসমূহের ঐক্যবন্ধ সরকার প্রতিষ্ঠা করা, পর্বাজবাদী পথ থেকে দেশকে সরিয়ে সমাজব দ প্রতিষ্ঠার দিকে সংগ্রামে অগ্রসর হওয়া।

ইতিহাসের এই জর্বী আহ্বানে সংড়া দেওয়াই আজ প্রত্যেকটি দেশপ্রেমিক, প্রগতিব দী মানুষের পবিষ্ কর্তব্য।

#### আমার চোখে স্বাধীনতা: ৯ প্রতার শেষাংশ

অভিম সংকট মৃহ্তে শে.ষণ-ভিত্তিক সমাত্রাবস্থাকে টিকিয়ে রাখার শেষ অস্ত্র হিসেবে তাঁর উত্তরস্বীরা সেই দিবজাতিতিত্বের নীতিকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করে সারা দেশটাকেই ট্করেঃ ট্করো করে ফেলতে চাইছে। সেদিন তাদের পাশে এই কাজে সাহায্যকারীরা ছিল এটলী-মাউণ্ট্র্যাটেনের দল, আজ অবার তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে আণ্ট্রাটিক সাম্লাজানাদীরা। উগ্র আঞ্চিলক জাতীয়তাবাদ প্রচার করে আজ ব্রুজারা শ্রেন ভারতের জাতীয় সংহতিকে ধরংস করতে চাইছে, নিজেদের টিকে থাকার শেষ কৌশল হিসেবে। এই প্রক্রিয়া শ্রুর হয়ে গিয়েছে, ভারতের প্রতিটি রাজো।

কিন্তু এই সংকট, জনগণের গণতান্দ্রিক অধিকার হরণ, জাতীর সংহতিকে বিনন্ট করে— বিচ্ছিরত বাদকে প্রসারিত করা. জার্থনৈতিক ভারসাম্য হারানো—এ সবই তো স্বাভ বিক-ব্রেলারা অর্থনীতিক বিক শের অনিবার্থ পরিগতি যা আমাদের তেতিশ বছরের তথাকথিত স্বাধীন দেশের বর্তার ন চেহারার আত্মপ্রকাশ করবেই।

এর থেকে পরিচাণ পাওয়ার কোন সহজ দাওরাই নেই। ব্রক্রোরা সংসদীয় গণতান্দ্রিক পথে এই সমস্যা ও পারণতি থেকে উন্ধার পাওয়া যায় না কারণ এগালি তো তারই স্থিট। এর থেকে পরিত্রণ পাওয়ার একমাত্র পথ হোল ভারতীয় জন-গণের নেতাজীর নির্দেশিত প্রকৃত স্বাধীনতার জনা লড়াই করা। এই প্রকৃত স্বাধীনতা আসতে পারে কোন পথে? নেত জী সেই পথেরও নির্দেশ দিয়েছেন। ব্রজে য়া শ্রেণীর সংগ্রে আপোষ করে বা সেই ব্রক্তোয়া সমাজব্যবস্থার রক্ষাকবচ সংসদীয় গণতলকে অনুশীলন করে সেই আক্ষিকত প্রকৃত স্বাধীনতা আনা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় শোষক শ্রেণীর বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির ফাঁদ থেকে জনগণকে রক্ষা করা। নেতাজীর নির্দেশিত প'ভিজব'দের সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রামের পথই বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে পালেট নতুন সমাজব্যবস্থা আনতে পারে যে ব্যবস্থ য় জনগণের হাতে সমসত ক্ষমতা অজিত হওরা সম্ভব। তাই চিপ্রো, পশ্চিমবণ্গ, কের।লায় যে বাম ঐক্যের বীজ উপ্ত হয়েছে তাকে প্রসারিত করতে হবে সারা ভারতে। প্রসারিত করতে হবে শ্বং মাত নিব চিনে নয়, সকল শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে। সংস্পন্ট ইতিবাচক রণধর্নি তুলতে হবে বর্তমানের শোষণভিত্তিক সমাজের বিরুদ্ধে।

## আমাদের স্বাধীনতা দিবস গণেশ বোৰ

১৯০ বছরের অবর্ণনীয় অত্যাচার, নিষ্ঠ্রতম নির্যাতন এবং অমান্বিক শোষণে সমগ্র ভারতবর্ষকে এবং ভারতের সমগ্র মান্বকে প্রায় একেবারে নিঃম্ব এবং রিস্ত করে ফেলবার পর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগন্ট তারিখে ভারতের ৩৫ কোটি নরনারীর একান্ত কামনার এবং সন্দীর্ঘ আকাঞ্চ র "ম্বাধীনতা দিবস" এসে দেখা দিল। এই অতি-প্রত্যাশিত দিনটিকেই



স্বাগত জানাবার প্রত্যাশার প্রায় ১৯০ বছর ধরে (১৭৬৩-১৯৪৬) ভারতের বহু কোটি মানুব নিজেদের ব্রেকর রক্ত নিঃশেবে উজাড় করে দিরেছে এবং আরও বহু কোটি মানুব অবর্থনীর দ্বঃখ কণ্ট এবং নির্বাতন হাসি মুখে স্বীকার করে নিরেছে।

কিন্তু এই দিনটিকে, ১৫ই আগণ্ট, ভারতের স্বাধীনভার

দিবস ব'লে দেশে বিদেশে ব্যাপক ভাবে প্রচার করা সত্ত্বেও এবং
সমগ্র ভারতবর্ষে এই দিনটি "স্বাধীনতা দিবস" বলে প্রতিপালিত হোলেও বাস্তব পরিস্থিতির সতর্ক বিবেচনায় একথা
নিশ্চয়ই বলা যায় যে এই দিনটিতেও ভারতের জনসাধারণ
বথার্শভাবে ব্টিশদের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব থেকে মৃত্তি পায় নি।
১৫ই আগণ্টের পরে, আরও প্রায় তিন বংসর কাল শেষে
১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতবর্ষ থেকে
বৃটিশদের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব অপসার্থিরত হয় এবং ভারতে সার্ব্ব জনীনভাবে ঘৃণিত সাঞ্জাজারাদের প্রতিভূ ঐ দিনে ভারতবর্ষ
পরিত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয় এবং ওই দিনেই ভারতবর্ষ
একটি স্বাধীন এবং সার্ব্বভৌম রাজ্মী হিসাবে সগোরবে
পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়ায়।

ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে র'জনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং ভারতের জনগণের প্রতিনিধি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু ভারতের ধনিক জমিদার কারেমীন্বার্থের প্রতিনিধিগণের সাথে বৃটিন সামাজাবাদের অপোবের মাধ্যমে রাশ্রীয় ক্ষমতা হসতান্তরিত হওয়ার ফলে ন্বাধীনতা লভের পরেও ভারতের ব্যাপকতম জনসাধারণের অকথার প্রেণিক্ষা বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি; বরং এ কথা বলাই বাস্তব এবং সঠিক হবে যে বহু ক্ষেত্রেই প্রেণিক্ষা জনগণের অকথার আরও অবনতি ঘটেছে। ন্বাধীনতা লাভের তেরিশ বছর পরেও তাই আজকালও অপরিসীম দ্বঃথকন্টে জন্জারিত এবং সীমাহীন শোষণে আরও নিঃন্ব জনসধারণের মুখ থেকে দ্রামে বাসে, পথে ঘাটে, মাঠে ময়দানে, কলে কারখানায় বহু সময়েই এই হতাশাজনক অবস্থার অভিবান্ধি এই বলে শোনা যায় যে, "এর চাইতে ইংরেজের আমল ভাল ছিল।" জাতীয় মর্যাদার পক্ষে এর চাইতে লক্ষা ও অবমানন কর আর কি হোতে পারে আমাদের জানা নেই।

কিল্ছু দৃঃখ ও ক্ষেন্ডের কথা এ সত্ত্বেও ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে অর্থাং বর্তমানের শাসকগণের পক্ষ থেকে এই পরিস্থিতি পরিবর্তন করবার এবং জনগণের দৃঃখ এবং দন্তাগ্য দ্রের করবার জন্য কোনর্প বাস্তব এবং কার্যকর প্রচেণ্টা করা হচ্ছে না। বরং সঠিকভাবে এবং সত্য কথায় বলতে গেলে এই কথাই বলতে হয় যে জাতীয় নেতৃত্ব সর্বতোভাবে এবং সর্ব প্রচেণ্টায় দেশের কারেমী স্বার্থের সর্ব প্রকারের স্বার্থারকা করবার এবং দ বীপ্রেণ করবার ব্যবস্থাই করছেন এবং তার জন্য দেশের ব্যাপকতম জনগণের সর্ব প্রকারের স্বার্থ এমন কি ভাদের বেণ্টে থাকবার জন্য সর্বাপেক্ষা নিন্দাতম প্রয়োজনও অতি নিন্ট্রয়ভাবে উপেক্ষা ও বর্জন করছেন। দেশের ধানক শ্রেণীর শোষণের মাল্রা সব সীমা ছাড়িরে গিরেছে; ফলে অবস্থা এই দাড়িরেছে যে স্বাধীনতার পর গত ৩৩ কছরেই ভারতের প্রার সব সম্পদের মালিকানা এবং কর্ম্বর্ছ

গিরে জমা হরেছে দেশের মাত্র ৭৫টি পরিবারের হাতে এবং দেশের শতকরা ৬৯ জন মান্য অর্থাৎ ৬৬ কোটির মধ্যে সাড়ে পরতাল্লিশ কোটি মান্য দারিদ্র সীমারেথার নীতে গিরে পড়েছে; তাদের মাসে গড়ে ২০ টাকা খরচ করবার সামর্থ ও নেই; অর্থাৎ তারা তিন দিনের ছয় বেলার মধ্যে একবারও পেটভরে খেতে পরে না। এই পরিস্থিতি কি ভীষণ ও ভয়াবহ তা বারা শহর অঞ্চলে বাস করেন তাঁদের পকে বোঝা কঠিন; গ্রামে গিরে কিছ্টা ঘ্রকেই এই দারিদ্রের ভয়াবহ অবস্থা কিছ্টা বোঝা বাবে।

ভারতের জাতীর নেতৃত্ব অর্থাৎ ভারতের বর্তমান শাসকেরা যে নীতি, মনোভাব ও দ্ভিভগণী নিরে আজ ৩৩ বছর দেশ শাসন করে চলেছেন তার ফলে একদিকে যেমন সীমাহীন দারিদ্রা বেড়ে চলেছে অপর দিকে অবার ঠিক তেমনিভাবেই অতি স্বক্ষপ সংখ্যক বিত্তবানের হাতে (ধনিকের) সীমাহীন ধনসম্পদের পাহাড় জমা হচ্ছে; অর্থাং অতি ধনিকের সংখ্যা কমে কমে তৈরী হচ্ছে একচেটিয়া প'্ভিপতি। প্রেই বলা হরেছে ভারতের মাত্র ৭৫টি পরিবারের হাতেই ভারতের প্রায় সমসত ধনসম্পদের মালিকানা গিরে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে বোধ হয় এই সংখ্যা অরেও কমে গিয়েছে এবং ভারতের মাত্র ২৫টি পরিবারই এখন ভারতের সব সম্পদের মালিক। এর সমসত কৃতিত্বই আমাদের প্রধানমন্ত্রী দ্রীমাতি ইন্দিরা গান্ধীরই প্রাপ্ত।

ভারতের এই একচেটিয়া প'বুজিপতিরা ভারতে প'বুজি
নিয়োগ করে দেশের ভিতর কলকারখানা গড়ে তুলতে
অনিচ্ছব্ক; অনেক অধিক ম্নাফ। অর্জানের লোভে এই একচেটিয়া প'বুজিপতিরা প্র' আফ্রিক। অঞ্চলে এবং দক্ষিণ-প্র'
এশিয়ার কোন কোন অতি অনগ্রসর দেশে প'বুজি রপ্তানী
করে সেই সব দেশে কলকারখানা গ'ড়ে তুলতে সাহাষ্য করছে;
অথচ ভারতে এই প'বুজি নিযুত্ত হলে দেশের ভিতরেই অনেক
কলকারখানা গ'ড়ে উঠত, দেশের লক্ষ লক্ষ অনশনগ্রসত বেকার
মান্ত্র অর্থ উপার্জানের স্ব্যোগ পেত এবং সেই সঞ্জে অনা
দেশের উপর ভারতের নিভারতাও বহু পরিমানে হ্যাস পেত।

ভ রতের কারেমীস্বার্থের নির্দেশে দেশের শাসকেরা যে নীতি নিরে দেশ পরিচালনা করছেন তার ফলে স্বাধীনতা লাভের ৩৩ বছর পরেও দেশের বেকারের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি; এর ভেতর কিল্টু গ্রামের বেকারদের ধরা হয় নি। কারণ গ্রাম অঞ্চলে বেকারদের নাম লেখাবার কোন ব্যবস্থা আজ্ঞ অবধি আমাদের দেশে হয় নি। স্তরাং এই অবস্থার গ্রামের বেকারদের সম্ভব্য সংখ্যা যোগ করলে ভারতে বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১৫ কোটি। এই বেকারেরা যে নিজেদের স্বী প্রেকার্যা নিয়ের কিভাবে বেক্টে আছে তা' কল্পনা করাও কঠিন।

এখনে আর একটি অতি গ্রেছপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা একাশ্সভাবেই প্রয়োজন নতুবা আমাদের "শ্বাধীনতা দিবসের" মাহাষ্ট্রাই বহু পরিমাণে হ্রাস করা হবে। দেশ বিভাগের পর (১৯৪৭) একমান্ত প্রবাংলা (প্রব পাকিস্তান) থেকেই এক কোটিরও অধিক মানুব নির্পার হরে এবং প্রণ রক্ষার জনা বাধ্য হরে বাড়ী ঘর সবকিছু ফেলে রেখে প্রার এক বন্দ্র এবং প্রার কপদকিশ্না অবস্থার আমাদের ভারতবর্ষে অর্থাং আমাদের পশ্চিমবাংলার চলে এসেছে। এদের মধ্যে বেশ কিছু কিছু মানুষ্ আক্রও ভারত ইউনিরনে ম্থাবোগ্য প্রবর্ষাসন পার নি; বহু সহস্র মান্য আজও সরকার পরিচালিত বিভিন্ন

ন্ত্রাণ শিবিরে সরকারের এবং জনসাধারণের দয়া এবং ভিক্নার

উপর নির্ভার করেই কোন রকমে জীবনধারণ করে আছে। এই

সমশ্ত রাণ শিবিরে এবং পশ্চিমবাংলার বাইরে কয়েকটি স্থানে

এই সকল প্র্বাংলার উন্বাস্ত্র নরনারী যেভাবে বেক্তে আছে

তাকে নিশ্চরই মান্যের মত বলা যায় না। অথচ দেশবিভাগের
পর পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে যে বহু লক্ষ অম্সলমান পাঞ্জাবের

অধিবাসী ভারত ইউনিয়ানে চলে এসেছে তারা প্রত্যেকই
পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের পরিতান্ত সম্পত্তির জন্য বথাযোগ্য

কাতিপ্রেণ পেয়েছে। তারা কেউই ভারত ইউনিয়ানে এসে রাণ

লিবিরে বাস করছে না কিম্বা পথের ভিথারীও হয় নি।

দিল্লীর আশেপাশের অগুলে কিছুটা চোথ মেলে ঘ্রলেই এই
কথার স্কিনিশ্চত প্রমাণ পাওয়া যাবে।

প্র বাংলার এই কয়েক লক্ষ হতভাগ্য উদ্বাস্তু আমাদের "স্বাধীনতা দিবসেরই" নিল্কর্ণ অবদান। আমাদের ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতাকে এরা কিভাবে দেখে, আমাদের "স্বাধীনতা দিবসে" এদের কি মনে হয় আমাদের পক্ষে তা কল্পনা করাও কঠিন।

কিন্তু এ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা দর্থ এবং ক্ষোভের কথা. এই বাস্তব পরিস্থিতি সত্ত্বেও আমাদের শাসকেরা মাঝে মাঝেই ঘোষণা করে বলেন যে দেশের উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হরে গিরেছে, এখন আর কোন উদ্বাস্তু সমস্যা নাই। বাদের এখনও প্রবাসন হয় নি তাদের যথাযোগ্য প্রবাসনের ব্যবস্থা করতে আম দের শাসকগণের অনিচ্ছা কেন সে রহস্য আজও জানা যায় নি।

জনসাধারণ নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের প্রথীনতা লাভ করেছে; কিন্তু ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ভারতবর্ষ ত্যাগের ফলে আমাদের যে স্বাধীনতা এসেছে তার মার্পালক অবদানট্রক ভারতবর্ষের শতকরা ৯৫ জন মান্বের ভ গ্যে আসে নি। ভারতবর্ষের অগণিত মানুষের ১৯০ বছর ব্যাপী **নিরবাচ্ছিল সংগ্রামের এবং প্রাণদানের বিনিময়ে শেব অবধি বে** রক্তিকি স্বাধীনতা এসেছে তার পরিপূর্ণ সংযোগ নিরেছে ভারতের জামদার ও ধনিকের।ই। তারাই এবং তাদের নির্দেশে ভাদের "গোমস্তারাই" ১৯৪৭ স'লে ইংরেজ শাসকগণের পরিভা**ন্ত সিংহাসন দখল** করে তাদের পন্থায় এবং তাদের ধরনেই ভারতের ব্যাপকতম জনস ধারণকে নির্মাম ও নিষ্কর**্**ণ-ভাবে শাসন ও শোষণ করে চলেছে। তাদের ধারণা এবং স্বিশিচত বিশ্বাস ইংরেজদের শ্ন্য আসনে বসবার একম.ত অধিকারী তারাই এবং তাদের পরিচালিত শাসনবাবস্থাই ভারতের জনগণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর ব্যবস্থা বলে সকলকে মেনে নিতে হবে।

তাদের শাসন ও অমান্যিক শোষণের ফলে যাতে জনসাধারণের মধ্যে সহজে অসন্তোব ও বিক্ষোভ জমা হতে না
পারে সেই উদ্দেশ্যে তাদের পক্ষ থেকে (শাসকগণের) প্রায় প্রথম
থেকেই চেন্টা হরেছে এবং এখনও হচ্ছে জনসাধারণকে বিভ্রুত
করে রাখবার জন্য। ১৯৫৩ সালে মাদ্রাজ প্রদেশের আবাদী
অধিবেশনে ঘোষণা করা হল যে ভারতের লক্ষ্য হল সমাজতাল্যিক ধাঁচের সমাজ গঠন করা; অর্থাৎ জনসাধারণকে
বোঝাবার চেন্টা হল যে শাসকগণের চেন্টা হবে ঠিক সম জতাল্যিক সমাজ প্রতিন্টা না হলেও সেই ধরনেরই সমাজ গঠন

করা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ঐ শাসননীতির ফলে দেশের দরিদ্রেরা আরও অধিক দারিদ্রের অতল গহরুরে ভুবে যাছে এবং মন্দিমের ধনিকের ধনসম্পদ সীমাহীন পরিমাণে বেড়ে চলেছে। ফলে দেশের মধ্যে বিক্ষোভ জমা হতে আরম্ভ হল। এই অবস্থা লক্ষ্য করে জনগণকে ন্তন করে বিদ্রান্ত করব র উদ্দেশ্যে শাসকগণের পক্ষ থেকে বলা হল, তথন বোধহর ১৯৭১ সাল, যে এবার শাসন ব্যবস্থার লক্ষ্য হবে "গরিবী হঠানো" অর্থাৎ দেশ থেকে একেবারে দারিদ্রা দ্র করা। এবং এই ঘোষণারই কিছ্ব বছর পরে বাস্তবে দেখা গেল ওই শাসন নীতির ফলে দেশে দরিদ্রা ও নিঃস্ব মান্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পেরে দারিদ্রের হতেই দেশের সমস্ত সম্পদের কর্তৃত্ব এবং মালিকানা গিয়ে জমা হয়েছে।

এ পর্যন্ত যা' বলা হয়েছে তা হল দেশের বর্তমান পারিস্থিতি, স্ব'ধীনভার পরিণতি। এর ভেতর থেকে ভবিষ্যতের আশার আলো খ'ুজে পাওয়া অথবা দেখতে পাওয়া খুবই কঠিন। এই গভীর দ্বন্দ্রশাময় এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতির অধ্যে তাই অনেকেই খুব স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাস। করেন. এই স্বাধীনতার জন্যই কি অগণিত শহীদগণ নিঃশব্দে প্রাণ উৎসর্গ করে গিয়েছেন ? এই প্রশ্নের একটিই মত্র উত্তর আছে, না, নিশ্চয়ই তা' নয়। ক্ষ্মিরাম, কানাইলাল, বাঘ যতীন প্রমুখ আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় শহীদগণ অবশ্য সমাজতন্ত্রবাদের কথা বলেন নি, কিম্তু নিশ্চয়ই তাঁর। কেউই চান নি যে তাঁদের প্রাণের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা আসবে সেই পরিস্থিতিতে দেশের শতকরা ৬৯ জন মানুষ দারিদ্রা সীমারেখার নীচে থাকবে এবং মত্র ২৫টি পরিবার সমস্ত সম্পদের অধিকারী হবে। তাঁদের কামনা ছিল ইংরেজ দস্যুরা বিতাড়িত হবার পর দেশের মানুষ অত্তঃ দুইবেলা দুইমুঠো পেটভরে খেতে পাবে। (ভারতের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সম জত। দ্রিক সম।জ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত এ কি সম্ভব?)

প্রথিবীর ইতিহাসের প্রতি দ্ভিট রেখে ভ্রেতের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবেচনা করে দেখলে একথা নিশ্চরাই বলা ধার বে, ভারতের মৃত্তিকামী (শে:মণ থেকে, অত্যাচার থেকে মৃত্তিকামী) জনগণের হতাশা বোধ করবার কিছু নেই; ভারতের ভবিষ্যাৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাহত হবার ষথার্থ কোন কারণ নেই। প্রথিবীর বহু দেশেই প্রায় এইর্প অবস্থাই ঘটেছে।

ইতিহাসে দেখাবাচ্ছে প্রতিক্রিয়ার বির্দেশ, প্রধানতঃ সামণততলের বির্দেশ, জনগণের ম্বিজসংগ্র মের নেতৃত্ব যে সব দেশে ধনিক শ্রেণীর হাতে ছিল, এবং প্রায় সব দেশেই তাই ছিল, সেই সব দেশেই স্বানিশ্চতভাবে গণসংগ্রামের জয়লাভের পর সেই জয়ের পরিপ্রেণ স্বোগ নিয়েছে ধনিকেরাই; ফলে দেশের ব্যাপকতম জনসাধারণ প্রের না রই শোষিত নিপাঁড়িত নির্যাতিত অবস্থার থেকে গিয়েছে। ফরাসাঁ দেশের অফ্টানশ শতাব্দীর শেষ প্রাক্তে যে ঐতিহাসিক বিশ্লব অন্বান্থিত হরেছল সেই সংগ্রামে অগণিত সধারণ মান্বের প্রাণদানের বিনিমরে সফল বিশ্লবের পর যে ব্যবস্থা স্থিত হল সেই ব্যবস্থার শতকরা ৮০ জন মান্বই প্রেণ্ড যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যতগে ইটালীতেও ম্বির্বশ্রেষ জয়লাভের পর ইটালীর ব্যাপকতম জনগণ প্রের্বন্ধ রাজ্বলাভের পর ইটালীর ব্যাপকতম জনগণ প্রের্বন্ধ

ন্যায়ই শোষিত নির্মাতিত রয়ে গিয়েছে এবং আরও বহু দেশেই।

স্তুতরাং আমাদের দেশেও স্বাধীনতালাভের পর যা' ঘটেছে তা' অস্বাভাবিক কিম্বা অস্ভূত কিছুই নয়। এবং যা' ঘটেছে তাই-ই শেষ কথা নয় অথবা চিরস্থায়ী কিছ ই নয়। যা' ঘটেছে তা' অতি স্বল্প সংখ্যক ধানক জামদারের অপস্থি। শেধ-কথা বলবে দেশের জনসাধারণ, ভারতের মুক্তিকামী নরনারী যাদের অন্তরের একান্ত কামনা ভারতে একটি শ্রেণীহীন. শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক। অমাদের দেশের জনসাধারণের এই অন্তরিক কামনার ভিতর अन्वार्ভाविक अथवा अवः न्छव किছ हे तिहै। त्रा मा पा या সম্ভব হয়েছে, চীন দেশে যা সম্ভব হয়েছে ভারতের জন-সাধারণের পক্ষে তা' সম্ভব হবে না মনে করবার কোন করণই নেই। বিশেষ করে মনে রাখতে হবে রুশ এবং চীন দেশে যখন সমাজত। শ্রিক বিম্লবের মাধ্যমে ওই উভয় দেশেই শোষণহ**ী**ন সমাজতান্ত্ৰিক সমজ ব্যবস্থা প্ৰতিন্ঠিত হয় তথন ওই দুইটি দেশেরই অবস্থা ছিল ভারত অপেক্ষা অনেক অনগ্রসর, অনেক অনুমত এবং অনেক পশ্চাং-অপসারিত।

ভারতের বর্তমান অবস্থা দেখে মৃত্তিক মী জনগণের পক্ষে
সত্য সত্যই হতাশ হবার কিছুই নেই। এক সময়ে ইংরেজরাও
ভারতের জনমনে আতংক ও ইতাশা স্থিতির উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে প্রচার করত যে ইংরেজরা অত্যন্ত শক্তিশালী
জাতি; তাদের সাম্লাজ্যে সূর্য কখনও অসত যায় না; তাদের
ভারত থেকে বিতাড়িত করা অসন্ভব। কিন্তু তারাও শেষ
পর্যন্ত এক দিন ভারত থেকে দ্বৈ হয়ে চলে যেতে বাধ্য হল।

ভারতে শোষণ্ছীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ বাবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রথম শর্ত হল সমাজতান্ত্রিক সমাজ বাবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে দেশের ব্যাপকতম জনগণের প্রকৃত কামনা এবং সম্পৃত্ব সক্তম্প। কিন্তু কেবলমাত্র ইচ্ছা থাকলেই এই বাবস্থা আপনা থেকেই আসবে না, তার জন্য প্রয়োজন জন-গণের আন্তরিক প্রচেন্টা। তাই, দ্বিতীয় শর্ত হল এই বাবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপকতম জনগণের নিরবচ্ছিল্ল এবং সদ্ভূ প্রচেন্টা অর্থাৎ সংগ্রাম। এবং জনগণের এই প্রচেন্টা যতে সমুসংহত হয় এবং সামরিক পন্ধতিতে ও সমুদৃভূভাবে শর্মন্থ পক্ষের বির্দেশ প্রযুক্ত হয় তার জন্য একান্তভাবেই প্রয়োজন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর একটি শক্তিশালী এবং সমুদৃভূ নেতৃত্ব ও সেই নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে সংগঠিত জনগণ। সংগ্রামী জনগণ সংগঠিত না হলে তাদের লক্ষ্য স্পন্ট হয় না, সঙ্কলপ দৃত্ব হয় না, এবং তাদের সংগ্রাম সামর্থাও বৃদ্ধি পায় না।

আমাদের "স্বাধীনতা দিবস" (১৫ই আগ্রন্থ) অমাদের গোরবের দিন, আমাদের গর্বের দিন। এই দিনটি ব্টিশ সাম্রাজ্যবাদী দস্যাগণের বিরুদ্ধে অমাদের স্কৃষ্ণ স্বাধীনত। সংগ্রামের পরিপূর্ণ সাফল্যের নিদ্দ্ন।

কিন্তু এ তো আমাদের অতীত কালের ইতিহাস। আমাদের বর্তমানও আশা, ভবিষ্যতের লক্ষ্য ও দায়িত্ব হচ্ছে দেশ থেকে শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন চিরতরে নির্বাসিত করবার জনা দেশব্যাপী গণম্ভির সংগ্রম সংগঠিত করা, গণম্ভির সংগ্রম আরম্ভ করা ও এই সংগ্রাম সফল করে তেলা।

ভাই যারা গ্ণমন্তি প্রত্যাশী অর্থাং শোষণহীন সমাজ [শেষাংশ ১৮ প্-ঠায়

## আগফ বিপ্লব ও আজ

म्बूभाव मान

ঐতিহাসিক আগণ্ট বিশ্লবের অর্ধালক্ষ শহীদের কথাই শ্ব্ব নয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত জানা অজানা আরও অসংখ্য বিশ্লবীর কথা কোন প্রসণ্ডেগ স্মরণ করতে গেলেই আজকের দিনে কেন যেন বারবার মনের মধ্যে একটা বড় প্রশন প্রথমেই উ'কি মারে। কবিত'র কয়েকটি ছবে অতি সহজেই যাকে প্রকাশ করা যায়।

"বীররে এ রক্ত স্রোত, মাতার এ অশু ধারা এর যত মূল্য সে কি ধরার ধ্লায় হ'বে হারা?"

মনের কোণে উর্ণক মারে বোধ হয় এই জন্য যে. এরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে সেদিন জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভূত্য করে মাতৃ-ভূমির পরাধীনতার শৃঃখল মে চনের জন্য শাসক ও শোষক ইংরেজ সরকারের বির্দেধ সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সে উদ্দেশ্য কি দেশ স্বাধীন হ'বার তেত্রিশ বছর পরেও এত-ট্রকু সিম্ধ হয়েছে? এতে কোন সন্দেহই নেই যে, সেদিনের সেই দঃস:হসী রক্তঝরা সংগ্রামের পেছনে ছিল তাঁদের দু'টি মাত্র আকাঞ্চ্যা। প্রথম ভারতের স্বাধীনতা অর্জন, পরে সেই স্বাধীন ভারতে স্বন্দর এক শেষণহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু দেশ স্বাধীন হলেও, শাসকের পরিবর্তন হলেও, তাঁদের আশা আক্রাঞ্চার প্রেণের ব্যাপারটা আজও শ্বধ্ব স্বাংনই রয়ে গেছে। অদ্রে ভবিষ্যতেও যে তাঁদের ইপ্সীত লক্ষ্যে আমরা পেণছোতে পারবো, তারও বিন্দুমার সম্ভাবনার আলো দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না, করণ দেশের মানুষ আজও পিষ্ট হচ্ছে দঃসহ দারিদ্রো, আর সেই পেষণ চলছে অবাধগতিতে এ দেশেরই মুল্টিমেয় কয়েকটি ধনী **পরিবারের নিম্ম শোষণের যাঁতাকলে। এদের নি**র্যা**ত**ত প'্রিজবাদী এ সম'জ ব্যবস্থাই সমাজের সর্বস্তরে আজ প্রকট করে দিচ্ছে সর্বগ্রাসী এক শোচনীয় অবক্ষয়ের।

আজ, একদিকে প<sup>\*</sup>্জিবাদের এই বহুমুখী শোষণ, অপর দিকে দেশের দিকে দিকে আত্মপ্রকাশ করছে আর এক সর্বনাশা প্রবণতা, যে প্রবণতা বিচ্ছিন্নতাবাদের।

বিচ্ছিন্নতাবাদী এ অপপ্রয়াস আজ দেশের ঐকা ও সংহতির পক্ষে এক মারাত্মক বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। যে অখণ্ড দ্বাধীন ভারতের দ্বংন দেখে ঐ সব বিশ্লবীরা সেদিন একমান্ত ভারতবাসী পরিচয়ে ঐকাবন্ধ হয়ে জীবন-পণ করে দেশম্ভির লড়াইয়ে সামিল হয়েছিলেন খণ্ডিত স্বাধীনতা প্রাণ্ডির সঙ্গো সংগাই তাঁদের সে স্থান্থন ভেগো খান খান হয়ে যায়। আজ সেই খণ্ডিত ভারতও আবার বিচিন্ন সব বিচ্ছিন্নতাবাদী ঢেউয়ের আঘাতে আরও খণ্ড বিখণ্ড হবার মুখোমুখী। এ এক সাংঘাতিক পরিস্থিতি! এই পরিস্থিতিতেই আজ স্মরণ করতে হচ্ছে আগণ্ট বিশ্লবকে —যে বিশ্লব স্বতঃক্ষ্তৃতভাবে দানা বে'ধে উঠেছিল অত্যাচারী রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। সেই বিশ্লবের কাহিনীকে আজ

আবার তলে ধরতে হবে দেশের বর্তমান যুব সমাজের কাছে। তুলে ধরতে হবে শুধু এই জন্য যে, কিছু কায়েমী স্বার্থসাদীর দল আর কিছু বিদেশী চক্রের কারসাজিতে আজ দেশেরই কিছ্মপাক যুব-ছাত্র এই সব বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের **পুরোভ গে এসে দাঁভি**য়েছে। অন্ডাল থেকে এই সব চক্লের উম্কানী এরা ধরতেও পারছে না। এরা ব্রুতেই পারছে না যে ওদের অণ্ডলের অনগ্রসরতা, দারিদ্রা, ওদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের উপেক্ষাকে মূলধন করে অদুশ্য এক অশুভ শান্ত তাদের নিজেদের আরও বড় এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। এদের উদ্দেশ্য সিন্ধ হলে আন্দোলনকারীদের आमा आकाष्कात भ्रत्न ए। इत्रहे ना, नतः प्रवनाम इत् সারা দেশের। যদি তাই হয়, তবে তো আগল্ট বি**ল্ল**বের শহীদদেরই শুধু নয়, দেশের জন্য অসংখ্য বিশ্লবীর নিঃস্ব থ আত্মত্যাগ একেবারেই বার্থ হয়ে যাবে। ভারতের যুব সমাজের কাছে সত্যিই তা হবে চরম লজ্জার! আগন্ট বিপ্লব সম্পর্কে কিছ্ম লিখতে গিয়ে এ' কথ'টা মনে হলো বলেই আজকের **য<b>়ব সমাজকে** একট**ু সতর্ক করে দেবার প্রয়োজন অন**ুভন করছি। আগণ্ট বিপ্লব সেদিন দেশের মান্মকে ঐক্যবন্ধ করেছিল তাদের মূল বিদেশী শত্রর বিরুদ্ধে লডাই করতে। অ.র বিদেশী চক্রের চক্রান্তে আজকের এ বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রয়াস সেই ঐকোর মূলেই কুঠারাঘাত করতে উদ্যত **হয়েছে**।

সেদিনের আগণ্ট বিস্লবের মূলেও ছিল অত্যাচার বৈষম্য ও উপেক্ষা। বহুদিন ধরে ইংরেজ সরকারের সীমাহীন উপেক্ষা ও অত্যাচার ভারত্বাসীর অন্তরে পঞ্জীভূত করেছিল প্রবল অসন্তোয। অবশ্য এর বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সং-ঘটিত হয়েছে নানা বৈশ্লবিক কর্মকান্ড। এবং ইংরেজ সরকারও প্রবল শক্তি প্রয়োগ করে সে সব কর্ম প্রচেণ্টাকে দমন করে স্বীয় শাসনকে নির**ুক্**শ করবার চেন্টা করেছে। কিন্তু এত দমন পীড়নেও ঐ সব প্রচেণ্টা একেবারে থেমে থ'কেনি কেনিদিনই, সে কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে নিরবচ্ছিল্ল ভাবে। বল প্রয়োগে একদিকে তা কখনও সামায়ক দিতামত হলেও, অন্যাদিকে সে বিদ্রোহের আগ্রন দপু করে জ্বলে উঠেছে প্রয় তথনই। অবশ্য কংগ্রেস এসব বৈপ্লবিক প্রয়াসকে কোনদিন কার্যকরী বলে মনে করেননি। বরং তাঁরা একে হঠকারী প্রচেষ্টা বলে দুরে সরিয়ে রাখতেই সচেণ্ট ছিলেন। ইংরেজ সরকারের এত অত্যাচার ও দমন পীডনের পরও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ইংরেজ রাজনীতিকদের সদিচ্ছা ও ন্যায় বিচারের ওপরেই ছিলেন **অধিকতর আস্থাবান। তাঁরা মনে করতেন সরকারের প্রতি পূর্ণে** আন্ত্রণত্য রেখে অবেদন নিবেদনের নীতিই হবে বেশী কার্যকরী। তাই তাঁরা অসম্মানের বোঝা মা<mark>থায় নিয়ে বারবরে</mark> হাজির হতেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে। কিন্তু বঞাভগোর কিছুদিন আগে থেকেই কংগ্রেসের এ ক্লীব নীতি**র বিরুদ্ধে** তাদৈরই একাংশ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এরা প্রকাশ্যে ব্রিটিশ সরকারের বির*্*শ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে চাইছিলেন। কি**ন্তু** 

करदश्रामंत्र चं रंभाव शिव नत्रमं भन्धीता अस्तत्र अं नाचीरकं বারবার সংখ্যা গরিষ্ঠতার জেনের নস্যাৎ করে দিয়েছেন। ওরা এদের চরমপন্থী বলে আখ্যাত করে তাদের দেশের যুবসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবার চেণ্টা করলেন। কিন্তু চরম-পন্থীদের মূখপাত্র হিসাবে তথন সম্মূখ সারিতে এগিয়ে এসেছেন বাল গণ্যাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায়: অরবিন্দ ছোষ ও বিপিনচন্দ্র পালের মতো দেশ নেতারা। চরমপন্থীদের ইচ্ছাকে তথন রোখে সাধ্য কার? তাঁরা দেশের যুবশান্তকে বোঝালেন, "স্বরাজ আম দের জন্মগত অধিকার" এবং তা' আদায় করে নিতে হবে শহুকে চরম আঘাত হেনে। অপরাপর দেশের মৃত্তি আন্দোলন এই শিক্ষাই দেয় বে, সাম্বাজ্যবাদ শক্তির প্রভূত্ব থেকে কোন দেশই আবেদন নিবেদনে রেহাই পায় নি। বিস্পাবই মাজির একমাত্র পথ। এই প্রেরণায় জেগে উঠলো মহারাষ্ট্র বাংলা ও পঞ্জাব। সেখানকার বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠলো নানা বৈশ্লবিক সংস্থা। এদের কর্মতৎপরত য় ভীত সন্মুস্ত ইংরেজ সরকার কিন্তু এদের চরম শাস্তি দিয়ে স্তব্ধ করার কোন কসরেই করলো না। দিকে দিকে বি**স্লব**ী কণ্ঠে ধর্নিত হলো মৃত্যুর মহান জয়গান। সেই জয়গানেই मृद्ध रामालन वाम्राप्तव वनवन्छ याम्राक्, हारभकाव साङ्ग्वयः, প্রফল্ল চাকী, ক্ষ্বিদরাম বস্ব, সত্যেন্দ্রনাথ বস্ব, কানাইলাল দত্ত বাঘা যতীন, ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত সূর্য সেন, বিনয় বাদল ও দীনেশের মত আরোও অসংখ্য নিভীকি বিস্লবীদল। আগন্ট বিশ্লব সংঘটিত হয়েছিল এদেরও পরে এবং এদেরই মহান আত্মাহ,তির মহান অনুপ্রেরণায়।

সোদনটি ছিল ১৯৪২ সালের ৯ই আগণ্ট। বেদিন সারা দেশ জুড়ে স্বতঃস্ফুত্তিবে বিটিশ সাম্বাজ্যবাদ শক্তিকে ভারতের মাটি থেকে চিরতরে উৎথাত করবার জন্য শুরুর হরেছিল বিশ্লবাদের এক মরণপণ সংগ্রাম। আগের দিন, অর্থাৎ ৮ই আগণ্ট বোম্বাইয়ের গেঃয়ালিয়া পার্কে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে প্রস্তাব পাশ হয় "ইংরেজকে এখনই ভারত ছাড়তে হবে", এবং এই দাবীতেই সারা দেশে অন্দোলন শুরুর করা হবে। এ প্রস্তাব পাশের প্রায় সংগ্রেসকার বোম্বাইতে উপস্থিত সকল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে ইংরেজ সরকার গ্রেশ্তার করলো এবং সে কাজটি তারা করলো অনায়সেই। কারণ ঐ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাশকরেও কোন নেতা আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেবার প্রয়োজনে আত্মগোপন করে থকার কোন চেণ্টাই করলেন না। গ্রেশ্তারের পরে তাঁরা স্থান পেলেন কোন প্রাসাদে, না হয় কান দুর্গে।

কিন্তু দেশের য্রশান্ত নেতৃত্বের জন্য এক ম্হুত্ ও বসে রইলো না। এ প্রস্তাব পাশ হওয়ার সংবাদ এবং নেতৃব্দের গ্রেণ্ডারের সংবাদে সারা দেশজন্ত তাঁরা শ্রু করলেন প্রচণ্ড আন্দোলন, "ইংরেজ ভারত ছাড়ো" এবং "করেণো ইরে মরেণো" এই ধর্নি তুলে তাঁরা ইংরেজ শাসনের চিহুগ্র্নিলকে সম্লে উপড়ে ফেলতে চাইলেন। আন্দোলনের প্রাবল্যে প্রথমে পিছ্র হটলো ইংরেজ সরকার কিন্তু অচিরেই নিজেদের গ্র্নিরে নিরে তারা বিশ্ববীদের ওপর চালালো অমান্রিক দমন পাঁড়ন। ইংরেজ সরকার ব্রেছিল যে, এ আন্দোলন যে ভয়াবহর্পে আত্মপ্রকাশ করছে, তাতে একে অঞ্কুরেই বিন্দু করে ফেলতে না পারলে ভারতে তাদের শাসনের দিন অচিরেই ফ্রিরের বাবে। তাই প্রচণ্ড পশ্রণিত নিরে, প্রলিশ ও মিলিটারীর সাহাব্যে

कांद्रा व चार्ल्मानम नगरन विकारीरनम अभन्न सीभिरत भेएरमा। ওরা মনে করেছিল, বেয়নেট ও গুলিতে ভীত সন্দ্রুত হয়ে আন্দোলনকারীরা দমে য'বে। কিন্তু ওদের এ ধারণা করাটাই इला मण्ड वर्षा छन। वनश्रसारा ध आत्मानन नमन कन्नरड या द्यात कन हरना फेल्को। मात्र स्थरत विस्ताहीता शान्धी जीत নির্দেশিত অহিংসার গণ্ডী ছেডে বেরিয়ে মারমুখী ও সহিংস হয়ে উঠলেন। শুরু হলো সহিংস প্রত্যাঘাত, মারের বদলে মার। আসমাদ হিমাচল কে'পে উঠলো তাদের সহিংস কর্ম-প্রচেষ্টার। তাঁরা উপডে ফেললেন রেল লাইন আর টেলিফোনের খ'্টি। কেটে দিলেন টেলিফোনের তার, ভেপে ফেললেন সভক ও প্রে। জ্যার করে দখল করতে লাগলেন একের পর এক থানা। নেতৃত্বহীন অসহযোগ আন্দোলন তখন আর নিছক আন্দোলন নয়, তা রূপান্তরিত হয়ে গেল এক রক্তান্ত বিশ্লবে। ক্ষিণ্ড ইংরেজ সরকারও বিপ্লবীদের প্রতি চালালো বেয়নেট. গ্রাল, এমনকি ওপর থেকে মেসিনগ'ন দেগেও বোমা ফেলেও ওদের নিশ্চিক্ত করে দিতে চাইলো। এরই ফলে নিহত হলেন শত শত বিপ্লবী। সিন্ধ্ প্রদেশের হিমু কালানি এ বিপ্লবে প্রথম শহীদ হয়ে দেশের বিশ্লবীদের আত্মদানে উল্বাদ্ধ করলেন।

দিল্লীতে ১১ই এবং ১২ই আগঘ্ট চললো প্লিশেরী বারবার গ্লিল। এতে নিহত হলেন ছিয়ান্তর জন। একইভাবে নাম না জানা অসংখ্য শহীদের সথে নিহত হলেন বিহারের উমাকান্ত প্রসাদ, রামানন্দ সিং. সতীশ প্রসাদ ঝা, বাংলার মাতাজানী হাজরা, রামচন্দ্র বেরা, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, বৈদান্থ সেন এবং আসামে ভে'গেশ্বরী, বাল্রাম, কনকলতা ও মর্কুন্দ। এ আন্দোলন তখন হয়ে উঠেছে দ্র্বার। সকলেরই এক লক্ষ্য, চ্র্ণ করো ইংরেজ শাসনের বনিয়াদ। ইংরেজের রছচক্ষ্রেক অবহেলাভরে উপেক্ষা করে ভারতের নানা রাজ্যে গঠিত হ'লো ন্বাধীন জাতীয় সরকার। মেদিনীপ্রের তমল্ক, উত্তর প্রদেশের বালিয়া জেলা এবং মহার দ্বের সাতারা হলো যে স্বাধীন সরকারের শন্ত ঘাঁটি। বন্তুতঃপক্ষে এ ক'য়েকটি অগুলে সেই সময়ে ব্রিটিশ শাসন বলে কোন চিহুই ছিল না। সেখানে সব কিছুই নিয়ল্লণ হচ্ছিলো বিশ্লবী সংগঠন শ্বারা।

মেদিনীপরে জেলার তমলুক আগত্য বিস্লবে এক সমরণীয় অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। এক বছর নয়, ১৯৪২-এর ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৪-এর ৮ই আগন্ট পর্যন্ত তমলুকের ঐ স্বাধীন জাতীয় সরকার মাথা উচ্চু করে ব্রিটিশ সরকারকে বৃন্ধ গ্রহুত দেখিয়েছিল। এই সময়ে ইংরেজ শাসকদের কোন ক্ষমতাই ছিল না এর চৌহন্দির মধ্যে কোন রকমে প্রবেশ করে। ঐ সরকার প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে একদিন ঐ অঞ্চলের হাজার হাজার মান্ত্র একসপ্সে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে "বন্দেমাতরম" ধর্নি তুলে এগিয়ে চললো মিছিল করে তমলত্বক থানা দখল করতে। ওদের ভয় দেখাতে পর্বিশ প্রথমে চালালো কয়েক র উন্ড গর্নল। কিন্তু ফল এতে কিছুই হ'ল না। জনতা এগিয়ে **চললো আরও তেন্তে এক অপ্রতিরোধ্য গতিতে। উপার** না দেখে এবার ডাকা হলো মিলিটারী। তারা এসেই ঐ মিছিলের ওপর চালালো বেপরোয়া গর্বল। মিছিলের প্রেন্ডাগে পতাকা হাতে এগিয়ে চলেছিলেন রামচন্দ্র বেরা। গ্রন্থির আঘাতে ম্হতের মধ্যে তিনি মাটিতে ল্বটিয়ে পড়লেন। তাঁকে ঐভাবে পড়ে ষেতে দেখে ঐ পতাকাটি তুলে নিতে এগিয়ে এলো তেরো বছরের নিভাকি বলক লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। মৃত্যু তাকেও কোলে টেনে নিল সেই মৃহতেই। জনতা কৃষি একটা চ**ঞ্চল হ'লো। কিন্তু ও**দের বিদ্রান্ত হ্বার কোন সুযোগ না দিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে পতাকাটিকৈ তথনই তুলে নিলেন তিয়ান্তর বছরের বৃদ্ধা মাতিপানী হাজরা। মিছিল যেন আবার প্রাণ ফিরে পেল। কিন্তু বেশী এগোতে হ'ল না ত'দের: নিমেবের মধ্যে মিলিটারীর একটা গ**্রিল** মাথা এফোঁড ওফৌড় করে দিলো মাতি গানী হাজরার। প্রাণহীন দেহ তাঁর **লুটিয়ে পড়লো সেখানেই। কিন্তু সকলে** অবাক হয়ে দেখলো বৃন্ধা মাতা মাতশিনী মরে গিয়েও শক্ত করে আগের মতোই ত্ত**খনও ধরে রেখেছেন সেই প**তাকাটিকে। গ**্রাল** তব্ত থামলে। ना। **उधारनरे निरुख रामन भरतीयाध्य श्रायानिक, नरनम्ब**न्ध সামনত, জীবনচন্দ্র বেরা, তাছাড়া আরও একচল্লিশ জন। কিল্ত এতেও ভয়ে স্থান ত্যাগ করলো না জনতা। সারা রাত তাঁরা থান: ঘিরে বঙ্গে রইলেন। পরিদিন সকালবেলা জনতার সংখ্যা বৃদ্ধি **হ লো অনেকগ**ুণ। এবার আর তাঁদের ঠেকান ইংরেজ সরকারের পক্ষে সম্ভব হ'লো না। ওঁরা দখল করে নিলেন থানা **এবং আগনে লাগিয়ে দিলেন অ**ত্যাচারী দারোগার বাডীতে। রক্তঝরা অসম সাহসিক এ ঘটনাটির জনাই আগণ্ট বিংলবে মেদিনীপুর সূষ্টি করলো এক গোরবোল্জ<sub>র</sub>ল অধ্যায়। আর সেখানকার বৃষ্ধা মাতা মাতাগ্গনী হাজরা ঐভাবে শহীদ হয়ে দেশবাসীর কাছে হয়ে রইলেন চির-নমস্যা।

**অতীতের বহু, বিশ্লব প্রয়াসের মতো একদিন এ** আগষ্ট বি**ন্সবও দমিত হ'লো। কিন্তু তা একেবারেই ব্যর্থ হ'লো** না। এ বি**ম্পাবে অর্ধলক্ষ মান্ত্র শহীদের মৃত্যু বরণ করে দেশে**র মানুষের মনে জাগিয়ে গেল এক দুরুত সংগ্রামী চেওনা। সে চেতনা এ আন্দোলনের পরেও-কাজ করে যাচ্ছিলো অবিরাম-ভাবে, একই लक्कारक সামনে রেখে। ইংরেজ সরকার গর্বভরে সেদিন তাদের দেশে প্রচার করেছিল। যে দমন পীড়নেই পিছ, **হঠেছে সন্তাসবাদীরা। কিন্তু সে**টা আ**অপ্রসাদ লাভ ছাড়া** আর **কিছুই নম্ন। এ আন্দোলন দমন করতে ইংরেজ সরকার** তাদের প্রবল পাশব শান্তকেই সেদিন শুধু প্রয়োগ করেনি, সাথে সাথে अवनन्त्रन करत्रिष्टला वद् निन्मनीय निर्याज्यनत कोमल। এমনকি, ভারতীয় মহিলাদের ওপরও এরা সেদিন অমান্বিক অত্যাচার চ'লাতে কস্কুর করেনি। কিন্তু তব্তুও এ বিপ্লব শ্র্যু ওদের ঐ দমন পীডনের কাঠিনোই দমিত হয়নি। এ বিশ্লব **ক্রমশঃ স্তব্ধ হ'তে বাধ্য হয়েছিল** আরও নানা কারণে। প্রথমতঃ কংগ্রেসী নেতৃকুন্দ ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশবাসীর এ সহিংস জাগরণকে কোনদিনই সমর্থন করেন নি। দ্বিতীয়তঃ এ বিশ্লব চলছিল নেতৃত্বনীন প্ৰতঃস্ফূতভিাবে বলগাহীন **গতিতে। আর এরই মধ্যে বন্দী অবন্থায় দ্বয়ং গান্ধী**জী এর **বির\_শ্বে তীর ধিক্কার জানিয়ে হানলেন আ**র এক মেক্ষম অস্ত্র। **হঠাং আগাখাঁ প্রাসাদে** তিনি একুশ দিনের অনশন করে বসলেন। শ্ব্ধ্ তাই নয়, দেশের অনেক রাজনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক प्रमुख रमिन व विश्वादात मिक भ्रायान करत वर्ष यथा-বোগ্য মর্যাদাদান ও উৎসাহ যোগাতে বার্থ হয়েছিল। বার্থ হয়েছিলেন গান্ধীজ্ঞীও এ আন্দোলন শ্বের করার সঠিক সময় নিধারণে। তিনি জনগণের বিশ্লবী মানসিকতাকে অন্ধাবন করে বখন অনন্যোপায় হয়ে এ "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব পাশ **ক্রলেন, তখন বেশ দেরী হয়ে গেছে। ইংরেজ সরকার** তথন আর প্রাক বিশ্ব যুটেশ্বর প্রবল সংকটে নেই। সেইজন্য দরেদশী স্বভাষচন্দ্র ১৯৩৯ সালেই জলপাইগব্বড়িতে কংগ্রেসের প্র দেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ইংরেজ সরকারকে দেশতাগের জন্য ছামাসের নোটিশ দিয়ে চরমপ্র দেওয়া হোক এবং ঐ সময়ের মধ্যে তারা ভারত ত্যাগ না করলে এবং ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা না করলে, নোটিশের সময় উত্তীর্ণ হবার সাথে সাথে দেশব্যাপী ব্যাপক আন্দে,লনের ডাক দেওয়া হবে বলেও জানিয়ে দেওয়া হোক। কিল্ড মহাত্মা গান্ধী ও তদানীন্তন কংগ্রেস হাইকমান্ড সমুভাষচন্দ্রের সে প্রস্তাব সময়োপযোগী তো মনে করলেনই না বরং সম্কট মুহুতের্ত ইংরেজ সরকারকে ঐভাবে ব্যাতব্যস্ত করা বিশ্বের কাছে নিন্দনীয় হবে বলেও মন্তব্য করলেন। কিন্তু স্ক্টাক্লান্ত ইংরেজের দূর্বল মুহূতে আঘাত হানবার ওটাই ছিল মাহেন্দ্র-ক্ষণ। তথন এ প্রস্তাব কানে না তুললেও গান্ধীজী কিন্তু ঐ প্রস্তাবই পাশ করলেন তার মাত্র তিন বছর পরে বোম্বাইয়ের অধিবেশনে। এই তিন বছরে তাদের হৃতশক্তি প্রনরুম্ধার করে ইংরেজ সরকার কিন্তু তথন অনেক বলে বলীয়ান। তাই বলপ্রয়োগে এ আন্দোলন দমন করতে তারা সমর্থও হলো।

কিন্ত সম্ভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা মতো যদি দ্বিতীয় বিশ্ব-য**়ে**শ্বের প্রাক্কালেই এই "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব পাশ করা হতো, তবে হয়তো দেশের ইতিহাসও আজ অন্যভাবে লেখা হয়ে যেত। অপমানকর আপোষী স্বাধীনতার ফাঁস চির্দিনের জন্য ভারতবাসীর গলায় পরতেও হ'তো না। সে ফাঁস আজ পদে পদে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আশা আকাঙক্ষা রূপায়ণের পথে বাধার সূষ্টি করছে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ দেশ ছেড়েছে, তেগ্রিশ বছর, কিন্তু আজও কি ভারত সাম্রাজ্যবাদী শোষণের হাত থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পেয়েছে ? পেয়েছে কি ভারত আজও কমনওয়েলথের সংগ্র সমস্ত সম্পর্ক ছিল্ল করতে? বিভিন্ন ক্ষেত্রে অজও এদেশে ইংরেজ প'র্বজি কি খাটছে না ? তদানীণ্ডন কংগ্রেসের নেতৃব্রন্দের গতিবিধি অন্বধ্যবন করেই স্বভাষচন্দ্র সেদিন সাবধান বাণী উচ্চারণ কর্মেছলেন যে, কংগ্রেস অনুস্ত এ ক্লীব আপোষের পথে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলেও, পূর্ণ ম্বাধীনতা সে পাবে না। বিদেশী শাসক আপোষের মাধ্যমে ভারতকে খণ্ডিত ক'রে যে স্বাধীনতা দেবে, তা'র মুলেই ত রা কৌশলে রেখে যাবে জাতি-বৈরীতার এক সর্বন:শা বীজ। সে জাতি-বৈরীতার বীজই আজ মহীর হ হয়ে দিকে দিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ আন্দোলন দেশের সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই ডেকে আনবে না। তদানীন্তন কংগ্রেসের চালচলনে ব্যথিত হয়েই অন-ন্যোপায় স্কুভাষ্টন্দ্র ১৯৪১ সালে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি বুরোছলেন যে শন্ত্র পরিবেণ্ঠিত হয়ে **এ** দেশে থেকে তাঁর উদ্দেশ্য কোনমতেই সিন্ধ হবে না। তাই দেশ ত্যাগ করে তিনি বার্লিন টোকিও হয়ে সিংগাপুরে এসে প্রতিষ্ঠা করলেন আজাদ হিন্দ সরকার। আর সেই সরকারের ফোজ নিয়েই তিনি যুখ্ধ ঘোষণা করলেন ব্রিটিশ ও আমে-রিকার মিলিত শক্তির বির্দেধ। যুন্ধ করতে করতে আজাদী সেনারা এগিয়ে এলেন ভারতের মণিপুরে। সেখানে তারা উড়িয়ে দিলেন স্বাধীন ভারতের পতাকা। কিন্তু কোহিমায় এসেই নানা প্রতিক্লতায় রুখ হলো তাঁদের অগ্রগতি। বার্থ হলো ওদের অভিযান। কিন্তু বার্থ হলো না ওদের প্রচণ্ড আক্রমণের প্রতিক্রিয়া, বা' আলগা করে দিয়ে গেল ইংরেজ-শাসনের শন্ত বুনিয়াদ। একদিকে দেশের অভ্যন্তরে এই আগন্ট বিস্লব ও অন্যান্য বিস্লবের ঢেউ, অপর্নাদকে নেতাজীর সুযোগ্য পরিচালনায় দেশের বাইরে থেকে আজাদী সেনাদের মুর্ণপণ সংগ্রাম—এ দু'য়ে মিলে নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করলে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অন্তিম ক'ল। প্রকৃতপক্ষে দেশের মানুষের ঐ বৈঞ্চাবিক অভ্যুত্থানই দ্বিতীয় কিব যুদ্ধের পরে रेश्तुक मत्रकात्रक वाधा कर्त्वाष्ट्रल क्यावित्नचे भिमन ও माउन्छे-ব্যাটেনের মিশনকে কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষের অলোচনায় বসতে। অতএব, ভারতের স্বাধীনতার লড়াইয়ে এসব সশস্য সংগ্রামীদের অবদান অতুলনীয়। কিন্তু লম্জার কথা তব্ত কংগ্রেস সরকার এসব বৈশ্লবিক প্রচেন্টা ও বিশ্লবীদের কীতি গাঁথাকে স্বাধীনতা প্রাণ্ডির পর থেকেই অতি কৌশলে আড়ালে করবার—অস্বীকার করবার চেষ্টা করছে। হিংসা ও অহিংসার প্রশ্ন তুলে তারা আজ এদের অবদানকে মুছে ফেলার এক সুপরিকল্পিত প্রচেণ্টা চালাচ্ছে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহর, তো স্বাধীনতা প্রাণ্তির জন্য একমার গান্ধীজীর অবদানকেই স্বীকার করতে চেয়েছেন। আর তার কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তো দেশের শহীদদের সঞ্গে করে-চলেছেন একের পর এক চরম বিশ্বাসঘাতকতা। দিল্লীর লাল-কেল্লার প্রাক্ষাণে দেশের ভবিষাং বংশধরদের জানাবার উদ্দেশ্যে তিনি "কালাধারে" ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে বিকৃত ইতিহাস লিখে রেখেছিলেন, তাতে তিনি ভারতের কোন বিপ্লবীর নাম তো রাখেনই নি. এমনকি ভারতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী স্কুভাষচন্দ্রের নামটি পর্যন্ত তা' থেকে তিনি ব'দ দেবার মত দুঃসাহস দেখিয়েছেন। সেদিনও পার্লামেন্ট ভবনের সামনে প্রদর্শিত ভারতের স্ব'ধীনত। সংগ্রামের ইতিহাসের চিত্র প্রদর্শনীতে তিনি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই নেতাজী সূভাষ-চন্দ্রের কোন ছবিকে স্থান দেননি। দেশের প্রতি, জাতির প্রতি এর চেয়ে চরম বেইমানী আর কি হতে পারে?

এতে আর আশ্চর্য হবার কিছু, থাকতে পারে না যে, যে সরকার দেশের জন্য নিহত শহীদদের সংশ্যে প্রবঞ্চনা করেন. যে সরকার নির্লন্জের মতো সহজেই অস্বীকার করতে পারেন শহীদের রক্তের ঋণ, সে সরকার তাদৈর দেখা সুন্দর শোষণ-হীন সমাজ গঠনের স্বন্দকে বাস্তবে রূপায়িত করতে অনীহা প্রকাশ করবেনই। আরও আশ্চর্যের যে, এ বঞ্চনা ও তাচ্ছিলা কেবলমার ভারতের বিশ্লবীদের প্রতিই এরা করে চলেন নি. এরা প্রতিনিয়ত নিজেদের স্বার্থে গান্ধীজীর আশা-আক্রুক্ষ র প্রতিও অনেক ক্ষেত্রে কোন মল্যেই দেননি। দিলে, গান্ধীজীর ১৯৪২-এর ৮ই আগন্টেরই এ. আই. সি. সি. অধিবেশনে দেয়া 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের মূল প্রস্তাবটির প্রতি সম্মান দেখিয়েও তা' রূপদানের উদ্যোগ তাঁরা গ্রহণ করতেন। অথচ সেদিনের প্রস্তাবে তিনি শুখু ভারত থেকে ইংরেজ শাসনের অবসান চার্নান সপো সপো ঐ প্রস্তাবেই তিনি বলেছিলেন, ইংরেজ শাসন অবসানের পর ভারতে শ্রমিক-কৃষকের রাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে। সে উদ্যোগ গ্রহণ করা তো দ্রের কথা ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অকথায় প'্রজিবাদের প্রসারই কেবল ঘটছে। এরই **ফলে দিনের পর দিন দেশে নানা সংকটই শুখু বাড়ছে।** আর এ সংকটে জনসাধারণ সরকারের কাছ থেকে শোষণ ও বন্ধনা ছাড়া আর কিছ, পাছে না।

ইতিহ সের শিক্ষার পরিশেষে বলি যে, যে কোন শোষণ, বঞ্জনা, উপেক্ষারই একটা শেব থ কে। এ সবের বিনুদ্ধে মানুষের মনের পঞ্জীভূত অভিযোগকে ছল চাতুরী ও বলপ্রয়োগে বেশীদিন দাবিয়ে রাখা যায় না। দেশের চারিদিকে আজ বিচ্ছিন্নতাব দের যে ঢেউ কইছে, তার মূলে কায়েমী স্বার্থ-বুদী ও বিদেশী সামাজ্যবাদের হাত থাকলেও, এ ব্যাপারে শাসক শ্রেণীর দীর্ঘদিনের ক্ষমাহীন উপেক্ষা ও চরম অব-হেলাকেও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। আসলে এর বিরুম্থেই ওদের কারো কারো "বিদেশী বিতাড়নের" আন্দেলন আবার কারো কারো একেবারে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের আন্দোলন। এগুনিলও আন্দোলন। তবে আগণ্ট বিশ্লবের আন্দোলনের চেয়ে এর চেহারাটা একট্ (?) অ नामा। আগদ্ট বিম্লবে সারা দেশের মান,্য ঐক্যবন্ধ হয়ে 'বিদেশী' ইংরেজদের ভারত ছাড়া করতে চেয়েছিলেন। আর অ.জ এসব আন্দোলন-কারীরা এ দেশেরই মান্যকে বিদেশী আখ্যা দিয়ে দেশছাড়া করতে চাইছে। সেদিন আগষ্ট বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল দেশের অখণ্ডতা রক্ষার দঢ়ে সংকল্প নিয়ে, আর আজু এই সব আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছে দেশটাকে আরও খণ্ড-বিখণ্ড

#### [ আমাদের স্বাধীনতা দিবস : ১৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ ]

ব্যবহৃথা কামনা করেন তাদের উদ্যোগ এবং উৎসাহ নিয়ে জনগণকে তাদের নিজস্ব শ্রেণী সংগঠনে, অর্থাৎ থেটেখাওয়া মানুষকে তাদের ইউনিয়ানে, কৃষকগণকে তাদের সমিতিতে. মধ্যবিত্তগণকে তাদের বিভিন্ন সমিতি অথবা সংগঠনে, ছ চ যুব ও নারীগণকে তাদের নিজস্ব সংগঠনে সংগঠিত করবার দায়িছ নিতে হবে। সংগ্রামের পম্ধতির কথা বলে গেছেন কার্ল মার্ক্রা; সংগ্রামের পথ দেখিয়ে গিয়েছেন লেনিন, স্ট্যালিন এবং আমাদের দেশের ক্র্নিদরম, কানাইলাল, বাছাবতীন, স্ব্র্থ সেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রমুখ শহীদগণ। দুর্দমনীয় এবং আপোষহীন সংগ্রাম ব্যতীত বর্তমান সমাজব্যকথার পরিবর্তন সম্ভব নয়, সমাজতালিক সমাজব্যকথা প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নয় এবং গণম্ভিত সম্ভব নয়।

"স্বাধীনতা দিবসে" আমাদের অন্যতম সম্প্রকণ এবং শপথ হোক গণম্বন্থির জন্য আসম সংগ্রমের প্রস্তৃতিতে সর্বত্র বথ যোগ্য গণ-সংগঠন তৈরীর কাজে আত্মনিরোগ করা।

## आलीव्या

## কর্মচারী চয়ন আয়োগ: কি ভাবে নিয়োগ হয়

## वर्गाजर किटनाव ठक्कनकी ठाकूव

তির বেকার সমস্যার জর্জারিত ভারতবর্ষে কর্ম সংস্থানের স্যোগ খ্বই সীমাবস্ধ। হাজার হাজার ব্বক পকেটে ম্লাবান ডিগ্রী ডিপ্লোমা থাকা সচত্ত কাজের স্যোগ পাছেন না। কলে নেমে আসছে এক চবন হতাশা। ক্রেধ-ক্ষেড, ঘ্ণার বিস্ফোরণ ঘটছে নানাভাবে। ব্ব সমাজের এই জটিল সমস্যাকে কেট অস্থীকার করতে পারন না।

সবচেরে বিসমরকর, অনেক ব্রক-ব্রতী—ম্লত গ্রামাণ্ডলের হাবক-যুবতী—শিক্ষাক্রম সমাণ্ডির পর কিভাবে চাকুরীর জন্য প্রস্তৃতি নিতে হয় ত.ও উপবৃত্ত নির্দেশিকের অভাবে ব্রতে পারেন না। ফলে অভাবে সীমিত বে স্বোগট্কু রয়েছে তাও তারা ব্যবহার করতে পারেন না। বর্তমান নির্দেশিকৈ তালের ব্যেশ্ট উপকারে আসতে পারে বিবেচনা করে আমরা য্র্যানসে প্রকাশ করলাম। নিবন্ধের লেখক রণজিৎ কিশোর চক্রবর্তী ঠাকুর কেন্দ্রীর সরকারের ভীকে সিলেকশন কমিশনের প্রশিক্তবের বিজ্ঞিত্বনাল ভাইরেকটর।

– সঃ মঃ ব্বমানস

কেন্দ্রীয় সরকারের গত ৪ঠা নভেন্বরের গৃহীত সিম্পান্ত অনুষারী কর্মচারী চয়ন আয়োগ প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও ১৯৭৬ সালে এই ব্ৰীভিনিৰত্থ অহিত্যু ঘোষিত হয়েছিল। প্ৰাৰ্থামক কাজ শ্ব হর ১৯৭৮-এ। এই আয়োগ-এর পাঁচটি আণ্ডলিক শাখা আছে। (১) পূর্বাঞ্চলীয় (কার্যকেন্দ্র—কলকাতা) (২) দক্ষিণাঞ্চলীয় (কার্যকেন্দ্র—মাদ্রাজ্ঞ), (৩) পশ্চিমাঞ্চলীয় (কার্য কেন্দ্র--বোম্বাই) (৪) উত্তরাগুলীয় (কার্যকেন্দ্র--দিল্লী) এবং (৫) মধ্যাঞ্চলীয় (কার্যকেন্দ্র—এলাহাবাদ)। এই শাখাগ**্রা**লর প্রত্যেকটি এক এক জন আগুলাধিকতার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রাঞ্জীয় শাখা আটটি র:জ্ঞা এবং তিনটি কেন্দ্রনিয়নিত উপরাজ্য নিয়ে গঠিত। পশ্চিমে উড়িষ্যা থেকে দক্ষিণে আশ্বান এবং স্কুর উত্তর-পূর্বে অর্বাচল পর্যত এর বিস্কৃতি। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অফিসের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী মনে নয়ন করাই এই আয়োগের কাজ। এই ততীয় শ্রেণীর কর্মচারীরাই কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যা গরিষ্ঠ কর্মচারী। প্রায় ৫২ শতাংশ (যেখানে "যক্তরাদ্মীয় গণ কৃত্যক আয়োগ" মাত্র তিন শতাংশের মনোনয়ন করেন)। অবশিষ্ট চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রায়োগিক (Technical) নিয়োজিত হন [সরকারের] বিভাগগ্নির নিজম্ব নির্ধারণে। মাসিক ২৬০ টাকা থেকে ৯০০ টাকা পর্যত এই তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের বেতনের পরিরি। প্রায়োগিক (Technical) শব্দটির কোনও ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা | উপরিলিমিখত ] সরকারী সিন্ধান্তে দেওয়া হয় নি এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ডাঙ্কারী শাসের স্নাতক উপাধি বিশিষ্ট কর্মচারী এই আয়োগের মনোনয়ন বিষয়ীভূত নয়। Senior Geological Assistant অথবা Senion Zoological Assistant (৫৫০—৯০০ বেতন ক্রম) অথবা আবহাওয়া বিভাগের Senior Observer (পদার্থ বিদ্যার এম. এসসি যোগ্যতা বিশিষ্ট) ও অ-প্রায়োগিক (non-

technical) পদ বলে পরিগণিত এবং এই আয়োগ-এর আওতাভূক্ত।

(২) শিক্ষিত বেকার যুবকদের এই আয়োগ মারফং কর্মসংস্থানের প্রভৃত সুযোগ রয়েছে। ব্যক্তিমালিকানাধীন
প্রতিষ্ঠানে চাকুরী সংস্থানের জন্য যের্প প্রভাব ও প্টেপোষক প্রয়োজন এক্ষেত্রে তার প্রয়োজন নাই। অধিকল্
এই আয়োগের ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য এই যে, ভারত সরকারের কোনও অফিসে কেরানীর চাকুরী সংগ্রহ করতে মাত্র
একবার দরখানত পেশ করতে হয়; এমনকি কোনও Interview
ও দরকার নেই। পূর্বে আয়কর বিভাগে কেরানী চাকুরী
প্রাথীকৈ এবং শ্লেক বিভাগে অন্রস্প চাকুরীর জন্য প্রথক
প্রক দরখানত করতে হত এবং এ ব্যবস্থায় একই দিনে দ্বাটি
পরীক্ষায় বসতে হ'ত। প্রতি পরীক্ষার প্রথক ফি, পরীক্ষা
দিতে যাতায়াত খরচ খ্ব বেশী ছিল। এই সব অস্বিধা এবং
বাড়তি বায় ক্যানোই এই আয়োগ-এর উদ্দেশ্য।

কেরানী পদ সম্হের জন্য আয়োগ নির্ধারিত স্থোগ
স্বিধার কথা বলা হ'ল। অন্র্পভাবে, আয়কর বিভাগের অবর
আধিকারিক (Junior Officer) যেমন—Income Tax Inspector, Central Excise Inspector, Preventive Officer (শালক বিভাগ) প্রভৃতি পদের জন্য প্রাথীকে একবার দর্মান্ত দিতে, Interview-র জন্য একবারই উপস্থিত হ'তে হবে এবং একটি মান্ত একক বৃশ্ম প্রতিযোগিতা ম্লক পরীক্ষা দিতে হবে। কারণ, এই পদগ্রনির বেতনক্রম, নিশ্নতম শিক্ষা গত যোগাতা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক/উপাধি প্রভৃতি একর্প। কার্যক্রম পৃথক হলেও—চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। অবশাই কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগের পরিদর্শক অথবা শালক বিভাগের নিরোধক আধিকারিক (Preventive Officer) পদের চাইতে আয়কর বিভাগের পরিদর্শক্রের শারীরিক যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা কম। কার্যতঃ

কর্মবিন্যাদের সময় কর্মপ্রাথীরি পরীক্ষার ফল ও নানার্প কর্মক্ষমতার বিষয়ও পরিগণনা/বিবেচনা করা হয়।

(৩) এই আরোগ বছরে পাঁচটি পরীক্ষা গ্রহণ করে; যথা—(১) কেরানী পর্যারের পরীক্ষা (২) সমীক্ষক/অবর হিসাব রক্ষক পদের জন্য পরীক্ষা (৩) আয়কর পরিদর্শক পরীক্ষা (৪) রেথাক্ষর বিশারদ পরীক্ষা (৫) পর্বিশ বিভাগের সহ-পরিদর্শক পরীক্ষা।

কেরানী পর্যায়ের পরীক্ষা এবং রেখাক্ষর বিশারদ পরীক্ষা একই লিখিত পরীক্ষা হ'লেও রেখাক্ষর বিশারদ পদের জন্য প্রাথীকে ৩টি স্তরে (মিনিটে ৮০ শব্দের, ১০০ এবং ১২০ শব্দের) ব্যবহারিক পরীক্ষা (Test) দিতে হবে। তিন স্তরের Stenographer পদের বেতনক্রম পূথক পূথক হওয়ায় পূথক Test গ্রেটত হয়। কেরানী পর্যায়ের বিষয়গত ধরনের (Objective Type) একটি লিখিত পরীক্ষায় বসতে হয়। ইংরাজী ভাষা, সাধারণ জ্ঞান, প্রাত্যহিক বিজ্ঞান, সহজ গণিত নিয়ে একটি পত্র (Paper)। কোনও রচনা বা সংক্ষিণ্ডসার লিখতে হয় না। প্রাথীকৈ শ্বধুমাত্র চারটি বিকল্পের মধ্য থেকে ঠিক বিষয়কে চিহ্নিত করতে হয়। লিখিত পরীক্ষার উত্তীর্ণ হ'লে কেরানী পদের জন্য প্রাথীকে Type Test এবং Stenographer পদের জন্য Stenography Test দিতে হয়। ভারত সরকারের প্রতিটি কেরানীকে চাকরীতে যোগ-দানের পূর্বে অন্ততঃ মিনিটে ৩০টা শব্দ টাইপ করার ক্ষমতা থাকা দরকার। এই পরীক্ষা শুধুমার যোগ্যতা বিধায়ক— সতেরাং প্রাণ্ড নন্দ্রর যোগ দেওয়া হয় না। কিল্ড Stenography Test-এর নম্বর লিখিত পরীক্ষার নম্বরের সংগ্র একরে প্রাথীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতার জন্য বিক্রেচত হয়। সমীক্ষক (Auditor) পদের পরীক্ষায় ৩টি পত্র (Paper)। ১ম টি বস্তুগত বিষয়গত সাধারণ পাঠ এবং এতে কৃতকার্য হ'লে প্রাথীর অন্য দুটি উত্তর পত্র করা হয়। একই দিনে প্রার্থী ৩টি পর পরীক্ষা দিবে, ১ম পর সাধারণ জ্ঞান, ২য় পত্র সাধারণ ইংরাজী এবং ৩র পত্র গণিত (স্কুলফাইনাল মানের)। এই আরোগ প্রাথীর প্রুম্প ও বোগ্যতানুযারী মনোনয়ন দিলে কৃতকার্ব প্রাথীকে বেকোন বিভাগে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়। আয়কর পরিদর্শক পরীক্ষাও অনুরূপ। সমীক্ষক পরীক্ষার মত এতেও ৩টি পত্তে পরীক্ষা হয়। প্রথম পর্রাট বিষয়গত এবং অপনয়নার্থে প্রযুক্ত। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হ'লে প্ৰাৰ্থীকে Interview-এ ডাকা হয়, উত্তীৰ্ণ হ'লে প্রাথীর পছন্দ ও যোগ্যতামত আয়োগ-এর স্বপারিশ-ক্রমে প্রাথীকৈ নিয়োগ করা হয়। প্রিলশ বিভাগের Sub-Inspector পদের পরীক্ষায়ও তিনটি প্র—সাধারণ ইংরাজী. সাধারণ জ্ঞান এবং দিল্লী প্রনিসের (Delhi Police Establishment) সাধারণ হিন্দী এবং রচনা। প্রীক্ষার মান আরকর পরিদর্শকের পরীক্ষার মত। Interview-ও অবশ্যই দিতে হবে। আয়োগ প্রতিটি পরীক্ষা রুটিন মাফিক বংসরে একবার নিধারণ করে। কখনও বা কোনও আণ্ডলিক শাখার কর্মচারী হ্রাস নিবন্ধন বিশেষ প্রীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। অবশ্যই স্বীকার্ব বে, অণ্ডলগ্রনির অবংশতর বিভাগে শিক্ষাগত মানের অসাম্য আছে এবং সেজন্য কৃতকার্ব তার নানেতম ধারা উচ্ নীচু হওয়া উচিত। যেমন বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর (Reserved Category) প্রাথীদের

জন্য করা হয়। আসাম, মেঘালয় প্রভৃতি প্রাঞ্জনীয় রাজ্যে প্রথম পরীক্ষার প্রাথীরা ভালো ফল করে না—তাই বিশেষ পরীক্ষা (Special Test) গ্রহণ করতে হর। বাদও পরীক্ষান্তির সর্বভারতীয়, তব্বও আসায়ে তা অল্পবিস্তর রাজ্যভিত্তিক এবং প্রকৃত প্রস্তাবে খণ্ড অঞ্চল ভিত্তিক; কারণ প্রতিটি রাজ্য ও উপরাজ্যের জনগণের আকাঞ্ধার সপ্যে সামঞ্জ্যারক্ষা করা দরকার। রাজ্য বিশেষে বহুল ফেট্য সম্ভেও যথন কৃতকার্য প্রাথীর অভাব হয় তথনই কেবল আমরা ভিন্নরাজ্যের প্রাথীকে মনোনয়ন দিই।

(৪) কর্মচারী মনোনয়নের জন্য অন্য আরও সংগঠন রয়েছে যেমন—Banking Service Recruitment Board, State PSC. UPSC age Railway Service Commission । যাতে বিভিন্ন সংস্থার নিয়ন্ত্রণে বিশেষ কোন পরীক্ষার দিনক্ষণ নিধারণে সংঘাত উপস্থিত না হয় এজন্য সাবধানতা অবলন্বন করা হয়। তবে সব সময়ই বে এই অস্ক্রিকা পরিহার কর। যায় এমন নয়। ভারত সরকারের অধীনে বিশেষ শ্রেণীর চাকুরীর ক্ষেত্রে [হয়ত] পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করা সম্ভবপর হয় না। ১৯৭৯ সালের সমীক্ষক পরীক্ষায় এই আয়োগ নির্ধারিত এই অক্টোবর তারিখটি ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক কেরানী পর্যায়ের পরীক্ষার জনা নির্দিণ্ট করে এবং ঐ আয়োগ কর্তপক্ষের স্পোরিশে কেরানী পরীক্ষা ১৪ই অক্টো-বর স্থানাত্রিত করা হয়। পরীক্ষাপত্র সর্বদাই কেন্দ্রীয়ভাবে দিল্লীতে পরীক্ষিত এবং তারজন্য পরীক্ষান্তে সমস্ত উত্তর পত্রই পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে সরাসরি দিল্লীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সমস্ত পরীক্ষাকালে বিশেষতঃ কেরানী পর্যায়ের পরীক্ষার সময় সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বহুবিধ লোকের প্রয়োজন হয়-পরীক্ষার নজরদার, পর্যবেক্ষক এবং পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে এ বিষয়ে আমরা প্রভত সহবোগিতা লাভ করি। এমনকি Stenography Test-এর সমর অনুচ্ছেদ বিশেবের dictation প্রয়োজনে বিভিন্ন কলেজ এবং সরকারী অফিসের আধিকারিকগণের সাহাব্য পাই এবং তাঁরা পরীক্ষার মান ও ঐক্য বজার রাখতে সচেন্ট থাকেন।

গত দ্বছরে এই আয়োগ-এর কার্যকারিতা এতটা সন্তোব-জনক হয়েছে যে Delhi Municipal Board এবং Delhi State Transport Corporation ও তাদের কর্মচারী মনো-নয়নের ভার আমাদের উপর দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অন্সারে Controller and Auditor General-এর অফিস সম্হ আমাদের আয়ন্তাহীন নহে। কিন্তু ঐ অফিসের কর্ছান্ত এই আয়োগের উপর কর্মচারী চয়নের ভার নাল্ড করেছে। এবং আয়োগ ও তা গ্রহণ করেছে। এগন্লি উন্মৃত্ত প্রতিযোগিতার ব্যাপার/পরীকা।

এবারের সাঁমিত পরীক্ষার কথা বলতে হচ্ছে। এগালি নিশ্নশ্রেণী থেকে উচ্চপ্রেণীর পদোম্রতির জন্য বিভাগীর পরীক্ষা, হৈমাসিক টাইপ পরীক্ষা (ঘ-বিভাগ থেকে গ-বিভাগে উত্তরণের জন্য) প্রভৃতি। দিনে দিনে এই আরোগ-এর কাজের পরিমাণ বাড়ছে এবং ১৯৭৯ সালে আমাদের কতিপর বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছে। এছাড়াও ভারত সরকারের আবহাওরা অফসগালির জন্য Senior Observer পদের মনোনয়নের জন্যও একটি বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণ করতে হয়।

(৫) পরীক্ষা এবং Interview-এর মাঝামাঝি Profi-

ciency Test নামে এক ধরনের সমীক্ষা আছে। গ্রন্থাগারিক (Junior Librarian, Assistant Librarian 2005) পদের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হচ্ছে—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক উপাধি। আমরা এক ঘণ্টার একটি Proficiency Test-এর অকতারণা করেছি। প্রাথীকে Proficiency Test-এ হাজির হরে একই দিনে Interview-তেও উপস্থিত হতে হয়। Proficiency Test-এর উত্তরপত রাজ্য সরকারের রাজ্য P S. C. প্রস্থৃতির আধিকারিকদের দিয়ে পরীক্ষা করান হয়। কোন বিশেষ কাজের জন্য পদ সংখ্যা খুব কম (দশেরও কম) হ'লে পরীকা গ্রহণ করা হয় না এবং সে ক্ষেত্রে শুধুমান Interview এবং Proficiency Test-এর উপর ভিত্তি করে মনোনয়ন করা হয়। সমস্ত ব্যাপারেই আমরা ভারত সরকারের "রোজগার সমাচার" এবং Employment News এবং রাজ্য কর্ম-সং**স্থানের বিজ্ঞাপত মারফং** দরখাস্ত আহ্বান করি। যে ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত পদের সংখ্যা খুবই কম সেই সমস্ত পদকে বিবিত্ত (Isolated) পদ বলা হয়। তফ্সিলী ও আদিবাসী প্রাথি-দের Interview-এর সমর আমরা সংসদে তফসিলী/আদি বাসী সদস্য রাখার ব্যবস্থা করি। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগে/সংস্থার ঐরূপ সদস্য পাওয়া যায় না। যেমন-দর-দর্শন ও আকাশবাণীর Transmission Executive পদ. আকাশবাণীর Farm Radio Reporter পদ. ভারতীয় প্রাণীতত জারিপ বিভাগের Senior Zoological Assistant পদ, জাতীয় মানচিত্র সংস্থা (National Atlas Organisation) এবং Cartographer Geographer পদ এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদ প্রভৃতি। সাধারণতঃ রাজ্য-

গ্নির রাজধানীতেই Interview নেওয়ার ঝবস্থা হয়, কারণ এতেই অধিকাংশ প্রাথীরে স্নিধা। Interview দিতে আসার এবং ফিরে বাওয়ার জন্য তপাসলী/আদিবাসী কর্ম প্রাথীদের রেল/বাস ভাডা দেওয়া হয়।

(৬) কেরানী পর্যায়ের/রেখাক্ষর বিশারদের চাকরী প্রাথীর নানতম যোগ্যতা হচ্ছে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষা পাশ: এবং অন্যান্য পরীক্ষার নানেতম যোগ্যতা হচ্ছে কোনও অনু-মোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি। আয়ুকর পরিদর্শকের চাকুরীর জন্য যে কোন ধারার স্নাতন/উপাধি হচ্ছে নানেতম যোগাতা। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর উপাধিধারী হওয়া কের'নী পর্যায়ের পদের পরীক্ষা প্রদানের অযোগ্যতা হিসাবে গণ্য হয় ना। वन्कुठः धे भरीकाय न्नाठरकत সংখ্যা नान द्या। अथवा শুধুমাত কেরানীপর্যায়ের প্রীক্ষাই বিষয়গত (Objective) প্রশনপর ম্বারা এবং অন্যান্য উচুস্তরের পরীক্ষাগ্রালর মুখ্র-মাত্র প্রথম পত্র বিষয়গত এবং অন্য/অর্বাশন্ট দুটি পত্র গতান-গতিক এবং উদ্দেশ্য মূলক (Subjective)। আমাদের ধারণা, একজন ভাবী অধিকারিকের প্রকাশ ক্ষমতা অবশাই পরীক্ষিত হওয়া দরকার: তাই আমরা গতানুগতিক/ধারানুযায়ী প্রশনপত্র **শ্বারা আয়কর পরিদর্শকের মত অবর অধিকারিকের পরীক্ষা** গ্রহণ করি।

(৭) এই আয়োগ-এর প্রাঞ্চলীয় শাখার অফিস ৫নং এস্প্লানেড রো (পশ্চিম); কলকাতার অবস্থিত। এটি টাউন হলের ঠিক পিছন দিকে। এসম্পর্কে যে কোন জ্ঞাতব্য থাকলে আয়োগ-এর উপরি উল্লিখিত ঠিকানাস্থ অফিসে (ছাটির দিন ছাড়া) যে কোন কাজের দিনে জানা যাবে।

## মেহ্মান হীরালাল চরবভী

আকাশের কোণে কালো পাথরের মত একখণ্ড মেঘ দেখতে পার আক্তীজ। রকম দেখেই সে ব্রেছিল একটা কিছু ঘটবে। জাত চাষা সে। মিঞাদের খিদমত করে দিন গেলেও জন্ম ওর চাষীর ঘরে। মেঘের রং ঢং বোঝে বৈকি।

শেরালের হাঁ—এর মত মেঘের ট্রকরোটা বে সর্বনেশে মাতাল ঝড় নিরে ঝাঁপ দেবে না এমন নিশ্চরতা কি। ঝর্ঝরে গাড়িটা শেব আরু নিরে ঝোড়ো চড় সামাল দেবে কেমন করে ভাবছিল আজীজ। মাঝখান খেকে ওর গর্ দুটোর দ্বগতির একশেষ হবে। ওর গর্ ? হঠাৎ ব্কের মধোটা চিন্চিন্ করে আজীজের। নামেই বটে ওর গর্ আসল দড়ির টান এনারেং মিঞার হাতে। তা শ্ব্র্ কি গর্ ? ভিটেমাটি জমিজমা মায় সে নিজে বাঁধা মিঞার হাতে। মিঞারা এ গাঁরের আল্লা। এনারেং মিঞা মনত জোতদার মহাজন। বাবহারে অমায়িক। কথা ভারি মিজি। হাসি ছাড়া কথা নেই। কোরানের বেলে ছাড়া বালির ফোটে না।

আজীজ বাপের কাছ থেকে গোলামীর মোরসীপাট্টা নিয়ে মঞাদের সেবা করে বেহেন্ডের পথ সংগম করছে। এনায়েং বলে, হাঁরে বাপজান তুরা আমার গোলামী করবি ক্যানে? আলা হাত দেছে এই পিথিবীতে খেদমতের জন্য। খোদার দোরার বেহেন্ডের পথ সাফ করার লেগে। আমিও তো গোলাম। নাকি?

কাঁধে হাত রেখে এনারেং দাড়ি নাচিরে হাসে। তুই তো আমার ম্নীশ নারে আজীজ। তুই আমার বাপজান। আল্লার মজি মন দে কাজ করে যা।

আজ্ঞীজ আর কি বলবৈ। ঋণের মত উত্তরাধিকার স্তে পাওরা মন আল্লা আর মিঞার দোয়ার ফারাকটা ধরতে পারে না।

আজ সকালেই এনায়েং মিঞা বলছিল ক'জন মেহমানের কথা। সদর থেকে আসবে তরা। আসবে শেষ ট্রেনে। আজীজ পরম বিশ্বাসী লোক। এক জেতের লোক। সে ছাড়া এমন গোপন কাজ কে করবে। তা মিঞার বাড়িতে মেহমানের আনা গোনার তো শেষ নেই। দিনে দ্পুরে এমন কি গভীর রাগ্রেও দোর বন্ধ করে তাদের সন্গে শলাপরামর্শ করতে সে দেখেছে। বর্গানিয়ে সেদিনও দারোগাবাব্র সন্গে কথা হচ্ছিল তার। এখন ধান রোয়ার মরশ্ম। বেশ একটা গরম হাওয়া গাঁয়ের মধ্যে। আজীজের রন্ধও গরম হয়ে বায় মাঝে মধ্যে। সে ল্কিয়ে একদিন সমিতির মিটিং-এ এসেছিল, শ্নতে। তার মনে হয় কথাখান ঠিক বটে। আজীজদেরও একখণ্ড জমি ছিল, হাল-

বলদ ছিল। তা সে জাম কোনাদন সে ভেগ দখল করতে পারে নি। বাপের আমলেই জামট্ডু মিঞার গ্রালে গেছে। এখন ছালের বলদ দিয়ে ও গর্নু টানে। বাব্দের খিদমত খাটে। এই জাম হারানার কথাই ছাছল সেই মিটিং-এ, একজন এসব ব্রিয়ে বলছিলেন। রন্তও তেতে উঠেছিল। কিন্তু ক্ষণিকের মত। ও দ্বর্ল ক্ষভাবের মান্য। ব্কের মধ্যে জালত বটে কিন্তু বিহিত খাজে পেউ না। মনে হাত মিঞারা ওকৈ কাছে। পিউপ্রেষ্কর বোঝা ওর খাড়ে দিয়ে গোলাম করে রেখেছে। ঐ ভাবনা পর্যানত। কিছ্ করার মত সাহস ওর নেই। গোলামী করতে করতে মনটাও ওর দ্ব্লি হয়ে গেছে।

আজীজ জানত চাষাদের চিট করবার জনাই পরামর্শ চলত দিনরাত। আ**জীজ থাজ**ত প্রহরীর মত দরজায় দাঁডিয়ে।

বড় আসবে আজীজ ধরেই নিয়েছে। আড়াই ক্রেশ তিন ক্রোশ পথ ইন্টিশান। ঘোর আধার নামতেই এন'রেতের তাড়ায় সে বেরিয়ে পড়েছিল। হয়েরিকেন ধরানো নিষেধ। এ যে বড গোপন কাজ। কাক পক্ষীকেও জানানো চলে না। চাষায়া মাঠে নামার আগেই তাদের টের পাইয়ে দিতে হবে এনায়েং মিঞয়ে জিম বড় শক্ত ঠাই। বর্গার জোরে জমি দথল করা সোজা নয়। উচ্ছেদ যাদের করেছে কিছ্রতেই ম'ঠে নামতে দেবে না সে। তার জন্য যদি দ্বারটাকে খ্ল করতেও হয় সে করবে। গায়ের কিছ্র চাষী আছে তার দিকে। কিন্তু বেশির ভাগই নেই। বড় এক কয়া চাষীয়া। ওদের সপো লড়তে গেলে গায়ের জেয়ে হবে না। চাই কিছ্র পাকাখ্ননের দল। যায়া দরকার হলেই এনায়েতের হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মিঞয়ের মেহমান ওরাই। তাদেরই আনতে হবে নিঃশব্দে য়াতের অল্থকারে। এমন কাজে বিশ্বসত লোক চাই আজীজের মত। অন্বগত পোষমানা খিদমতগার আজীজ।

মেহমানরা আসবে শেষ ট্রেনে। রাত আটটায়। তাদের নিয়ে ফিরতে আঁধারই হবে সেরা আলো। আজীজ ভেবে দেখল আজ বৃষ্টি হলে কাল ভে:রেই চাষীরা মাঠে নামবে। আজই মেহমানরা গাঁয়ে আসছে। হয়ত আজ রাত্রেই মিঞাসাহেব ওদের চাষীপাড়ায় ঝাঁপিয়েপড়ার হ্কুম দেবে। অতর্কিতে লেলিয়ে দিতে মিঞার জব্ড় নেই। এমন পাথর অনড় ভূষো কালির মত রাতই চাই দাঙার স্যাঙাং হিসেবে।

আজীজ আজকাল ভাবে। বোঝেও। এন রেং মিঞ র মস জিদের গোপন শলার অনেকদিন ধরেই একটা মতলব চলছিল। এরমানকে লোপাট করে দেবার জন্য একটা সিম্পান্তও হরেছে। এরমান সমিতির পাম্ডা। সেও এনারেতের বর্গাদার। শ্বধ্ব নিজের নর গাঁরের সব বর্গাদারদের নাম রেকর্ড করিয়েছে সে। এনারেতের মত মান্বকে সে স্পন্ট বলেছে ফেরেপবাজ। মাঠগতের ধান লোপাটী থেড়ে ই'দুর। এ সবই জানে আজীজ।

কি ব্কের পটো এরমানের। আজীজ সেদিন ভয়ংকর স্তুম্পিত হয়ে গিয়েছিল, মৃশ্ধ বিস্ময়ে এরমানকে নয়া চোখে দেখেছিল। হাাঁ মিঞাকৈ জবাব দেবার মত মান্য আছে বটে গাঁরে। এই সেদিনও এমন করে কথা বলতে সাহস পেত কেউ? আজ এরমান রুখে দাঁড়িয়েছে, সায় দিছে আরো পাঁচজনা। আজীজ ভাবে দিনকাল বদলেছে বটে।

মিঞারাও ছাড়বার পাত্র নয়। তারা আরো ভয়ংকর আরো হিংস্ল হয়ে উঠছে। জিভ টেনে ছি'ড়তে চাইছে এরমানদের। গাঁখনাকে সেই আগের মত আঁধারে ডুবিয়ে দেবার জন্য কত না কসরং তাদের। দ্বজন চাধীর ব্ক ফে'ড়ে দিয়ে ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছে মিঞারা। প্রিশা দিয়ে ব্রিয়ে দিতে চেয়েছে মিঞারা। প্রিশা দিয়ে ব্রিয়ে দিতে চেয়েছে মিঞারা।

এন রেং তব্ হিমসিম খার। তাদের ফরমান বরবাদ করে দিছে চাষীরা। এমন দোদ ড মিঞাদের কলা দেখাছে আজীজেরই কছের মান্ধেরা। আজীজের ব্কেও খ্সির থই ফোটে। মন নিজের অজানেতই বাহবা দিয়ে ওঠে। কিন্তু তা বড় সাবধানে। বড় হিসেব করে। তার যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত বাঁধা মিঞাদের খ'নুটিতে। তার খ্সি ব্কের মধ্যেই ঘোরে। নিঃশব্দে সন্তপ্রে।

আজীজ অবাক হয় মিতিমুখো 'বাপজান' বলনেওয়লা এনারেতের রাগ দেখে। মস্জিদের শালিশীতে পোষ না মানা চাষার বেচাল দেখে খাপ্পা সে। মকব্লকে জবতো ছবড়ে মারে রাগের ঝোঁকে। বলে, লে বর্গা রেকর্ড করেছিস তো দোজথেই যা। দারোগাবাব্র জবৃত্তি না খেলে তুদের দিল ঠাপ্ডা হয় না। কেমন করে মাঠে নামিস তাই দেখব!

আজীজ এসব দেখেছে। ব্ৰছে একট্ দেরীতে। মিঞাদের সংশা বিবাদ বড় সহজ কথা নয়। কিন্তু বিবাদ লেগেই আছে। থাকবেও। এ যে ধানের বিবাদ। ধান তো নয় প্রাণ। অজীজও বোঝে ধানের চেয়ে বড় কিছ্ নেই। একদিন এনায়েং মিঞা মস্জিদে বোঝাছিল সকলকে, গোল করে কে ঘাড় ভাগে কার। আরে লেতারা তুদের ক্ষ্যাপায়! বর্গা রেকর্ড কি? তুরা সব আমার জেত ভাই, তুদের ছাড়া কি জমি আমার এমনি এমনি ফসল দিবে! আল্লার কসম লাইন দিতে যাবি না। আজ এই দিন আছে কাল থাকবে না। তুরা যেমন চাধ দিছিস দেকে মানা করে। কিন্তু বেওরাকুফের মত ঐ লেতাদের কথা শ্নেন গোল করিস না।

এসব আজীজ শ্নেছে। 'বেওয়াকুফের' মতই চাষীরা লাইন দিয়ে ন'ম রেকর্ড করিয়েছে। আর মিঞা রাগে দাড়ির চুল টেনে ছি'ড়েছে। আজীজেরও বড় ইচ্ছা হত নাম রেকর্ড করায়। কিন্তু সে তো গোলাম। তার তো জমি নেই। চ'মও নেই। ধত লিখিয়ে কবেই সে জমিট্রকু হজম করেছে মিঞা। মাঝেমধ্যে অনা চাষীর হয়ে সে মাঠ চবে দেয়। বেগার খেটে দেয়। কিন্তু বর্গ'দার তো সে নয়। এনায়েং মিঞায় পাদ্র্র করেন গত ভূত্য। তব্র হঠাৎ কথনো তার চোখেও আগন্ন ঝলসেওঠে। কুকড়ে থাকা বশীভূত মনটা জনলে ওঠে। ঘরে তার বিবি। ছোটখাট একটি হ্রমী। নয়তো এনায়েতের কোলকাতার কলেজে পড়া ছেলে বিলাতের চোখে পড়বার কথা নয়। তে তুল-

গাছের নাঁচে দাঁড়িয়ে প্রায়ই সে পানাঁ চেয়ে খার। চোখা ভারী ছ্বছত্বক করে। আসল কথা পানা নর শাকিলার জনাই সে আসে। একদিন আজীজের হাতের কান্তেটা কে'পে উঠেছিল। শহুরে বাব্র চোখ দ্বটো উপড়ে নিতে ইচ্ছা হয়েছিল। শাকিলা ওর হাত চেপে ধরেছিল। সেদিন আজীজ ভাষণ অবাক হয়ে গিরেছিল নিজের রাগ দেখে। সেও রাগতে জানে! ঘ্লায় সার! ব্রুকটা জনুলে ওঠে তারও?

আজো সেই আজীজই আছে। ঝড়জল মাথার নিরে দাঁড়িয়ে আছে সে।

বৃষ্টির দেখা নেই। শৃংধ্ ঝড়ের ইঙ্গিত। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে আকাশের সীমানার। আকাশের পটে আক্রোশ যেন ওৎ পেতে আছে।

শেষ ট্রেন এল। চলে গেল। ইন্টিশনের ক্ষাণ আলোর
দিকে তাকাল আজাজ। ট্রেন থেকে লোকজন খ্ব বেশা নামল
না। দ্কার জন যারা নামল তারা সব চাকুরে বাব্। শহরে
চাকরা করতে যান। ফার্চা ট্রেনে ওঠেন লাস্ট ট্রেনে নামেন।
তারা ইন্টিশানের ওপাশ দিয়ে ঘ্রে লোকলেয়ের দিকে চলে
গেলেন। বিড়িতে শেষ টান মেরে আজাজ প্রায় হতাশভাবে
অদ্রের ক্ষাণ আলোর মধ্যে মেহমানদের পান্তা নিতে চোথ
দ্বটেকে তীক্ষা করে তোলে। এমন সময় যেন জনাকয়েক
লোককে ঢাল্র দিকে গড়িয়ে নামতে দেখা গেল। ঢাল্টা উঠে
এসেছে পাঁচ রাসতার ওপর। কালো কারের মত রাসতাটা চলে
গিয়েছে দ্বারের ধানক্ষেতের ব্রু চিরে সিধে আরো পাঁচক্রোশ সাহেব ঘাটা আন্দ। দ্বিতন ক্রোশের মধ্যেই আজাজদের
গাঁ গ্রাম। শ্বেষ্ ধ্ব ধান ক্ষেত। পথের দ্বারের বাবলা
জার্লের গাছ। একটা সর্ ক্ষেতিখাল বেড় দিয়ে রেখেছে
গাঁখানাকে।

আজীজ তাকাল তীক্ষা চোখে। সেই ক'জন মাতি উঠে আসছে গড়ান বেয়ে। মেহমান! পথের পালে ঝাঁকড়া মাথা বাবলাগাছের নীচে গর্র খ্রের শব্দ হল। শোঁ শোঁ শব্দে শেয়ালের মাথের হাওয়া গোঙাছে। সাপের জিভের মত লিকলিকে বিদাহ কালো আকাশখালাকে এমাথা ওমাথা ফালা করে ঝলসে উঠল। ভরত্কর গর্জনের ঠিক প্রমাহাতে মেহমানরা এসে দাঁডাল।

—এনায়েৎ মিঞার লোক নাকি?

---জী।

আকাশের থেয়াল ভাল ঠ্যাকে না। জোরসে।

গাড়ি চলেছে। ঘন দ্বর্ভেদ্য অম্ধকারে আজীজের চোথ যেন সার্চলাইট হয়ে ওঠে।

একজন মেহমানের প্রশ্ন নাম কি?

—জী, আজীজ**—** 

—क'ण्पितत लाक?

- সেই ছাওয়াল থেকে মিঞাদের গোলামী করি।

হটাৎ ঝলকানীতে কয়েকজোড়া চোথ গেথে গেল কালো মিশমিশে বলিষ্ঠ আজীজের দেহে। একটানা বাতাসের গোঙানীর সঞ্চো গাড়ির চাকার আর্তনাদ মিশে এক ভয়ঞ্কর বীভংস শব্দ আছড়ে পড়ে নিস্তব্ধ অধ্ধকারে।

আজীজের মনের মধ্যেও শহুর, হয়েছে একই বিক্ষিণত চিন্তার আনাগোনা। এরা কেন এসেছে ? মাঠের চাষ নিয়ে গোল বাঁধাবে বলে ? আবার একটা খানোখানির লেগে ? এনায়েতের

লোভের আগন্নে গাঁখানা আবার জনেবে! ওর ব্কেও বন্ধনার আক্ষেপ রয়েছে। কিন্তু সাহস নেই। বড় ভয় করে। বিলাত সাহেব সেদিন চোখের ওপরই দ্টো বন্দ্ক সাফ করছিল। আজীজ সোদিনই ব্রুতে পেরেছিল ভয়ত্কর কিছ্ ঘটবার জন্য গাঁখানা থমকে রয়েছে। শাকিলাকে বলতে সে বলেছিল, তুমার ত সব নেছে মিয়া। থত নিখে দেছ! গতর খাটিয়ে করে নেবে। সবাই তা মানবে ক্যানে? তারাও কোমর বে'দেছে।

—হাঃ। আমি মিঞাদের নেমক খেছি রে।

—কার নেমক কে খায় মিঞা। শাকিলা বলেছিল, মিঞারা তুমার জমি কেড়ে নেলে। খত নেকালে বান্দা হবার লেগে। তুমার জমির ধান খেয়ে ভাবলে হ্লুব্রের নেমক খাচ্ছি।

এসব কথা আবার মনে পড়ছে আজনজের। বোশেথের মাঠের মত শ্কনা ব্কটা কড়কড় করে। কিন্তু বিশাল দেহ হলেও মন তার পিড়প্র্ব্যের ছাঁচে ঢালা। কণ্ঠস্বর আন্থ্যতোর সংক্ষারে চাপা পড়ে থাকে। তব্ ব্বেক তগত মাঠের জনালা ঘ্রের বেড়ায়। ওদের সপ্তে যোগ দিতে ইচ্ছা হয়। হঠাং এনায়েতের ম্থখানা মনে পড়লে সব কেমন গ্রিলয়ে যায়। বরং শাকিলার মন শক্ত। ওর বাপ একজন তেজা চাষা। কয়েক শো মানুষ আছে তার পেছনে। আছে সমিতি। গাঁরে তার বাপজান জমি চযে ব্ক ফ্রিলয়ে। নিজেকে বড় একা বিচ্ছিয় মনে হয় আজীজের। শ্বেধ্ হ্কুমের গোলাম সে! মাথা নামিয়ে শ্ব্ধ হ্কুম তামিল করা।

হঠাং আজীজের ভাবনায় ছেদ পড়ল। একজন কর্কশা গলায় জিজেস করল,—হেই মিয়া গাঁয়ে ফ্তিট্রতির জিনিস আছে তো?

আজীজ ঠিক ব্ঝতে পারল না। কথাটা ভেগে বলতে সে বলে, হা বাব্ হুই খাল ধারে তেনারা—

কথাটা বোধহয় মনঃপ্রত হল না মেহমানদের। তাদের আলাপচারীতে মনে হল একট্র উচ্চদরের জিনিস চায় তারা। আজীজ গর্র লেজে মোচড় দেয়। দ্র'টো গর্ব গতি বাড়িয়ে দেয়। ঝপঝপিয়ে ছোটে গাড়িটা।

আবার প্রশন—ইদিক্কার অবস্থা কেমন হে মিরা?

—সব ঠিক আছে বাব,। উ শালারা নাঠি সড়াক ছাড়া কিছু বোঝেনা। অজীজ দম টেনে বলে, আপনেরা শহরের মিশ্তিরীরা পাকা মান্ষী। ভয়ে উরা ন্যাজ গাটিয়ে পালাবে।

মিশ্তিরী বলায় মেহমানরা বৃঝি খুলি হয়। তারা শব্দ করে হাসল। ওদের আলাপ শ্বনতে লাগল আজ্ঞাজ কান তুলে। কি করে চাষীপাড়ায় আজ্ঞমণ চালাবে তারই কৌশল আঁটছে ওরা। বিলাত সাহেব একটা ছক করে দিয়েছে। সেই ছকের ওপরই আলোচনা হচ্ছে।

হঠাৎ হ্যাঁচকা টান লাগে গাড়িতে। দুর্বল গর্দ্ধটো বেসামাল হয়ে পড়ে। আজীজ বলে, আর এট্র বাপ—আর এট্র।

আন্ধান্তের পাচনটা ওপরে উঠেও ঝট করে নেমে যায়।
গর্দ্বটোকে মারতে অবশ্য তোলে নি। হঠাৎ যে কথাটা তার
কানে এল তাতেই ওর শরীরটা যেন ঝাঁকানী খেরে হাত ওপরে
উঠে গেল। রক্ত যেন টগর্বাগয়ে উঠল দেহের মধ্যে। মেহমান
বলছে, হেই গাড়োয়ান গাঁয়ে ডগডগে চাষী বউ আছে তো?
এ কাজে নির্মামষ ফিরতে রাজী লই বাবা!

কে জানে আজীজের হঠাৎ মনে হ'ল শাকিলার কথাটা। শাকিলা গোলামের বিবি হলেও চাষী ঘরের বউ। শাকিলা স্কুলরী। হঠাৎ গুর অনেকদিন আগের একটা ছবি মনে পিড়ে।
ধান ক্ষেতে এনারেতের ভাড়া করা গ্রুভারা বাচ্চ্র সেথের
বিবিকে নিরে উৎসব করেছিল। আজ অনেক কাল পরেও সে
দ্শ্য মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি সে। সেদিন এর বিচার
করার মত মন্ব ছিল না গাঁরে। চাষীপাড়ার অনেকেই তখন
গাঁ ছাড়া। কারো কারো মাধার হুলিরার খাড়া। বাচ্চ্র সেথের
বিবিকে দশ বারোটা শেরাল খ্রলে থেরেছিল বলে তেমন সাড়া
মেলে নি গাঁরে। বাচ্চ্র সেখ তার পনেরো দিন পরে প্রিলেনর
গ্রাল খেরে মারা গিরেছিল। প্রতিশোধের স্ব্রোগ তার মেলে

আন্ধ্যে আজীজ সেদিনের কথা ভাবলে চমকে বায়। হঠাৎ
তার সমসত অন্তরাত্মা বেন সেদিনের ঘটনার প্রনরাবৃত্তির
আশংকার শিউরে ওঠে। দিন বদলেছে। গাঁরের অনেকেই ফিরে
এসেছে। মোটাম্টি একটা শান্তি ছিল গাঁরে। গাঁছাড়া বারা
হরেছিল গাঁরে ফিরে তারাই শান্তি শৃত্থলা বজার রাখত।
সমিতি আরো বড় হ'ল। এনায়েৎ মিঞা ভালই দমে গিরেছিল।
তাকে কেউ জ্লুম হ্মজুতও করে নি। বে বার জমিতে শান্তভাবেই চাব আবাদ করছিল। আবার এনায়েৎ মিঞা মাথা
চাড়া দিয়ে উঠেছে। গাঁরে আবার অতীতের প্রনরাবৃত্তির ঘটাতে
চাইছে? ব্লটায় রক্ত ছলাৎ করে ওঠে। পাচনটা উঠেও নেমে
বায়। দাঁতের নীচে ঠোঁট কেটে বসে বায়। গর্র লেজ ম্চড়ে
দিয়ে তাড়াদেয়—হেই-হেট্-হেই—

দমকা শাসানী ঠেলে গাড়ি ছোটে কাঁচ-কোঁচ-কাঁচ-কোঁচ। হাওরাটোর ক্রমেই জোর বাড়ছে। দ্রোগত একটা ব্রুক কাঁপানে। শব্দে আজীজ ধরে নেয় ঝড় আসছে। মনে মনে সে তৈরী হয় মোকাবিলার জনা। গর্দ্বলৈকে আর তাড়া লাগায় না। মন সে ঠিক করে নিয়েছে গাড়ি এনায়েতের বাড়ির দিকে যাবে না। যাবে চাষীপাড়ার দিকে। মনকে শক্ত করেই সে গাড়ির ম্থ ঘ্রিয়য়ে দিয়েছে ঝট করে।

মেহমানদের ওদের হাতে তুলে দিতে পারকেই তার কাজ শেষ। না। শেষ নয়। আজীজের মনের ঘার খাওয়া অর্ম্বাস্তটা থেকেই যাবে যতক্ষণ না নীচু মাথাটা উ°চু করে এনারেতের সামনে দাঁড়াতে পারছে। ব্রুক ফ্রালরে বলতে পারছে.—মিঞা আজু আরু আমি একা লই। গোলামী অনেক করেছি আর লয়। জমিখান ফেরৎ চাই।

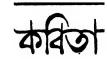
মনটা হালকা লাগে। ঝড়ের ঝাপটা খেরে গাড়িটা আর্ত-নাদ করে ওঠে। কিন্তু মন তার উড়ে চলে দ্রুকত ঘোষণা নিরে: হ'্দিয়ার ভাইসব। যন্তর এয়েছে সদর থেকে। হ'দিয়ার!

এনারেতের হিংস্র কুটীল ম্থখানা যেন অব্ধকারে ভেসে ওঠে। অব্ধকারেও ধক ধক জনলছে চোখ দ্টো। আজীজের ব্রুকেও আজ আগ্রন লেগেছে। হাড়ে হাড়ে ছড়াছে সে আগ্রন। দীর্ঘ বঞ্চনার পর শাকিলার বাপের মতই সে ব্রুক চিতিয়ে দাঁড়াবে, তুমার চোকের ভর করি না মিঞা। দ্যাও—এত্টা কালের হিসাব দ্যাও। নাইলে ছাড়ান নাই।

ঝড়ের বেগ বেড়েছে। ছোবল মারছে গাড়িটার গায়ে। মেহমানরা বলল, হেই মিয়া ঝড় যে এসে পড়ল।

-अफ् अथ्रता अस्त्र नारे वाद्।

আজীজ নিজের মনেও ভাবে এ ঝড় কিছ্ই নয়। যে ঝড় তার চাই তা আসৰে আগামী কাল।



## ভাঙুক এখন সুখের ডানা

#### স্বপন নাগ

ঝড়ের রাতে য'চ্ছে ছি'ড়ে রং বেরং এর স্বাদ্ন কে:থাও কোথাও আবার আসছে দারেত এক সম্মুদ্র-ডাক · সেই ড'কে কেউ ভয় পেওনা ভয় পেওনা ঝড়ের দপট কিংব, কেনো সম্দেরই মাত'ল ন'চন..... ঝড়ের ড:কে কাঁদছ তুমি মুখ লাকিয়েঃ বুকের মধ্যে রাখছ প্রে বিষের দান অ:মি তবু হ:সছি উদার-উদ.স-উদ্গ ঝড় আসছে আস,ক না ঝড়! প খিল ডানা ভ:ঙাক ন। ঘর নাকের ছৈ হারাক্ দ্রের পরিজনের নিদেন হাঁক. হারাক, মানসঃ নরম স্বপন দেখার মতন! ঝড় একদিন থামবেই, সেদিন বাঁধব ঘরে সংখের ব সহ, আঁকৰ নতুন ভালি দিয়ে, ড কবে আলের বন্য ভীষণ: এখন খে: সাগর ড কে, ঝড়ের দাপট ভয় পেওনা ' ভাঙাক এখন কাঁচের মতন বাথ সাখের স্বপাল লে হোক উধাও.. ....

## এ্খনো মানুষ আমি

#### শীতল গঙগোপাধ্যায়

পাতা-ঝর। বিষয় শাব্দ ব্বকে নিয়ে।
হে°টে গোছ একা একা প্রে-পশ্চিমে বহু দ্রেনিকানো উঠোন 'পরে সজনের উনুপ্রিপ্ছিল ছাড়িয়ে কথনো হাক্স মেঘ ভেসে ওঠে মনের অকাশে কথনো ব্রীষ্ট পড়ে বজ্র-বিদাহ সাথে নিয়ে—ছোট ছোট ঘাস আর অপরাজিতার নীল ব্বকে তব্ও মানুষ আমি
আমারও ঘর অছে—ঘরেতে অরণা অছে……
অরণ্যে শ্বাপদ থেলা করে।

এখন অনেক বেলা—সকলে হয়েছে শেষ করে
এখন পায়ের নীচে মাটি কাঁপে থর থর করে
এখনও ব্রুকের মাঝে গোপন গভীর নিরবতা
আনিম শব্দের পায়ে কেঁদে কেঁদে মাথা খাঁড়ে মার
তব্ও মান্য আমি,
আমারও ঘরে আছে অরণ্য.....শ্ব পদ.....
শ্বাপদের পায়ে পায়ে রক্ত, ছোট নয়িড় রক্তে রাজ
রক্তের লাল রঙে ব্যথিত প্রত্যুষ
স্থের আগমনী গয়।

## আছো কোথায়, বন্ধু ?

#### শ্বভংকর রায়

রাত্রি গভীর হোক আরও— যেতে যেতে আটকে যাক এই চাঁদ উচ্ছর্নিত অরণের ভুগ্ন মণ্ডালে।

তারপর সারারাত খেলা হোক লাকেচার গাছ-গাছ আর কেবলই গাছের ভীড়ে বাঘ সিংহা বালেহোতি আর শেয়ালের আর নেকডের আর খরগোসের সাথে -

ভামিও ছাট্র, ছাটে ছাটে যাব
ছিড়ে ফেলে এই মন: কেবলই খেয়ালে
সেই সব স্মৃতি পথ দিয়ে
ছাট্ডে ঘাটতে আন নাতে নাচতে
পরিতান্ত সেই সব গাছের কোট্রে
ঝোপঝাড় নদী খাল বনে গাছার আঁধারে
আতে কেথায়, কশ্বে

এসে; খেলি স্বচ্ছতোয়া চাদে এসো খেলি হিংস্ক্রভার ভীড়ে এসো খেলি এই সেই অরণ্য গভীরে।

## ঝড

### দেবাশিস: প্রধান

ঝড়ের সংথে প্রলয় আসে দুর্দিন ঐ ঘাসে ঘাসে... সবখানেতেই ঝড় মাঝ নদীতে ভাসছে দ্যাখো অবিনাম্ভ খড়!

নদীর বংকে উথাল পাথাল বংকের মানে আরম্ভ থাল ডোয়ার ভটার অভিমানে তৈরী করে থাজ সংখ্যে ঘরে গৈচি কটা কি যন্ত্রণায় নীল করে তুই বাজবি কত বাজ!

# भिन्धी-भःश्रृष्ठि

## একদিন প্রতিদিন ঃ এইসব হৃদয় ও রুধিরের ধারা

ম্ণাল সেনের সাম্প্রতিকতম ছবি 'একদিন প্রতিদিন'-এ আছে সেই অমোঘ শক্তি, যার অপর নাম প্রগাঢ় উন্মোচন, যা দ্রুট আদমের মত আর্তনাদে আমাদের দশ্ধ করায়, সারাক্ষণ এক প্রবল উৎকণ্ঠায় ডবিয়ে রেখে অবশেষে ঠেলে দেয় এক অতল, অনিবার্য খাদের দিকে। বস্তৃত এই ছবি আক্ষরিক অথেহি একটি বিস্ফোরণ যে বিস্ফোরণ আমাদের ছবি দেখার ইতিহাসে (যার মধ্যে এই প্রতিবেদক অবশ্যই তার দেখা কিছু স:হেব-স:বোদের তৈরী ছবির প্রসংগ দায়িত্ব নিয়েই মনে ক'রতে চ.য়।) একটি বিপন্ন বিসময়, একটি উল্জ্বল উল্ধার। এমন্তি ছবিটি দেখতে দেখতে কখনো এরকমও মনে হ'য়েছে, মৃণাল সেনের পূর্ববর্তী ছবিগালির ঐতিহ্যও এখানে খড়কুটোর মত উড়ে গৈছে—এই ছবির দমকা বাতাসে নয়, বিবর্ণ উল্জ্বলতায়। ছবিটি দেখে আমরা বিমূড় হ'য়ে যাই, আঁতকে উঠি এই নিষ্ঠার জীবনের ভিসায়োল পর্যবেক্ষণ, এই অপলক অবলোকন আমাদের মধ্যবিত্ত ভঙ্গার স্বাতন্ত্যবোধে সজেরে লাথি মারে। আর অন্তিপেলাথি পড়লেও আঁতকে উঠবে না, সে কোন উন্মাদ?

একটি সামান্য কাহিনী (অমলেন্দ্র চক্রবতী) সূত্র অব-লম্বনে মূণাল সেন এই অসামান্য ছবিটি তলেছেন। একটি বাঙ'লী মধ্যবিত্ত পরিবারের একদিনের একটি আকিম্মক ঘটনা অবলম্বনে প্রতিদিনের দিন যাপনের যে পরিচয় আমাদের সামনে উপস্থাপিত ক'রেছেন, তা বড় বেশি নিষ্ঠার, বড় বেশি স্বার্থপরতায় ভরা। উত্তর কলকাতার একটি সংকীর্ণ, স্যাত-সেতে. ফাঁকা গলির মধ্য দিয়ে একটি অম্পন্ট রিক্সার এগিয়ে আসা দিয়ে ছবি শুরু হয়। সেই গলিতে বল খেলতে গিয়ে একটি ছেলের মাথা ফাটে, ভাক্তারখানা থেকে মাথায় ৩টে সেলাই নিয়ে ছেলেটি বাডি ফেরে। এবং তখন ক্যামেরা প্রান ক'রে দেখানো হয় বাড়িটিকে, যে বাড়িটি এই ছবির মূল চরিত্র। তাঁর ছবির স্বভাবসিম্ধতা অনুযায়ী মুণাল সেন নেপথ্য ভাষণের সাহায্যে আমাদের সাথে এই বাডিটির পরিচয় করিয়ে দিতে থাকেন। আমরা ক্রমশ জেনে যাই ১৮৫৭ স:লে, ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর বছরে, বাব, শ্রীযুক্ত নবীন মল্লিকের হাতে এই ঝডি তৈরী হয়। তারপর স্বাধীনতা আন্দোলন, বঙ্গাভঙ্গ, সি. এম. ডি. এ-এর হাত ঘুরে স্বাধীনেত্রর কালেও তা অবিকল, অপরিবর্তিত। অর্থাৎ, সিপাহী বিদ্রোহের উন্দীপনা রম্ভাক্ত স্বাধীনতা আন্দোলন. এবং স্বাধীনতা প্রাণ্ডির পরও আমরা সেই একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছি, একই স্লানিময় জীবনে বন্দী হ'য়ে আছি।

বস্তুত, এই ১৬ ঘরের মধ্যে ১১টি পরিবারের শ্বাধান বে'চে থাকার জন্য বে'চে থাকা তো এই ঘ্রন্ময় সমাজেরই একটি নিষ্টার চিত্রকলপ। বাড়ির পর আমরা ম্লালের কয়েকটি অনবদ্য কটে সটের মাধ্যমে চিনে ফেলি এই বাড়ির কয়েকজন বাসিন্দার স্বভাবচরিত্র—যার মধ্যে ডিক্টেটর-সদৃশ বাড়িওয়ালা, যিনি ভাড়টেদের জল, আলো মেপে দেন, একটি বিশেষ সংযোজন।

তারপর ক্যামেরা এই বাডির একটি বিশেষ পরিবারকে ক্রেজ-আপে এনে ফেলে। আমাদের পরিচয় হয় হ্যিকেশ সেনগ্রুণ্ডের সাথে অবসর প্রাণ্ড এই মানুষ্টির ৬ জনের সংসারে একমার উপার্জনশীল তাঁর বড মেয়ে চীন,—যার আয়ের উপর এই ৬টি প্রাণীর বৈ'চে থাকা নির্ভার ক'রে আছে। এবং একদিন হঠাৎ ৭টা বেজে যায়, সেই মেয়ে বাড়ি ফেরে না। ৭টা-৮টা-৯টা রাত বাডে—ব'ডে-চীন, ফেরে না—ফেরে না— ফেরে না—উৎক-ঠা বেডে চলে। মেজ বোন মীন, দিদির অফিসে অহেতৃক ফোন করে এসে জানায় দিদি অফিসে নেই। তারপরও রাত বাড়ে নিজম্ব নিয়মে, হ্রাষকেশের চোথের সামনে দিয়ে হেলেদলে শেষ ট্রাম চলে যায় রেডিওতে এক-সময় সারাদিনের অনুষ্ঠানও শেষ হয়, তব্ব চীন্ম ফেরে না বাড়ির সকলে জেনে যায় এতরাত ক'রেও মেয়েটা বাড়ি ফিরলো না। শুরু হ'য়ে যায় তৎপরতা—থানা, হাসপাতাল, মর্গ খোঁজা শেষ ক'রে একসময় সকলে ফিরে আসে। চীন, ফেরে না। আর নিষ্ঠার পরিচালক তথন কী ভয়ংকরভাবে দর্শকের হুদপিণ্ড নিয়ে তুচ্ছ বলের মত লোফালাফি শার্ ক'রে দেন ! বাড়িময় শুরু হ'য়ে যায় অশ্লীল ফিসফাস, গভীর কুমীর ক'লা। অবশেষে একসময় সব যেন খিতিয়ে আসে বাড়িটা তলিয়ে যায় অসীম নিজনিতায়। ঘরের মধ্যে হ্রিকেশের পরিবার পাথরের মত ব'সে থাকে একাএকা, অস-হায়। আর তখন সারা ঘরে ঘডির, নিশ্বাসের, নির্জনতার শব্দ কী ভয়ংকর হায়ে ওঠে! এবং সেই হিম নৈঃশব্দই ছবিকে পেণছে দেয় শেষ অনিবার্যতায়। হঠাৎ, হঠাৎই সেই অস্বস্তি-কর নীরবতা টুকরো-টুকরো হ'য়ে যায় মীনুর আকস্মিক আক্রমণে—সে মাকে অভিয**়ন্ত** করে স্বার্থপরতা এবং কর্তবা-হীনতার অভিযোগে। এই পর্যায়ের তীক্ষ্য এবং **স্থি**রলক্ষ্য সংলাপে মধ্যবিত্ত সমাজের ভঙ্গার মলেরের্ধগালি খানখোন হ'রে ভেঙ্গে পড়ে, মীনুর সংলাপে স্বার্থপর সামাজিক ব্যবস্থার একটি নিখ'ত ছবি ফুটে ওঠে এই দুশ্যের আয়নায়। বলা যায়, এইটিই ছবির প্রাণদৃশ্য। আশংকা, উৎকণ্ঠা, মায়া-মমতা তছনছ ক'রে বেরিয়ে আসে অনিবার্য দাত-নথ। শ্বে

পরম অসহায়তার মধ্যে তখন বসে থাকেন হ্রিকেশ, আর কী কর্ণ তাঁর সেই বসে থাকা!

এবং তারপর প্রায় শেষরাতে নিম্পাপ মুখে চীন্ ফিরে আসে। চীন্ ফিরে আসে তখন যখন তার আর না-ফেরা **বিষয়ে সকলেই স্থির সিম্ধান্তে পেণিছে গেছে**, যখন তার मुख्राम्ह कित्राम्हे मकरम अर्घाम्ख थ्राप्त, मधाविरखत ठेन्नका লম্জাবোধ থেকে অন্তত বচিতো, এবং সেই ফেরার কাছে এই ফেরা তো কল্ডতই খ্বকেশী ম্লাহীন। ম্ণাল এখানে মুখ্যত পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অসহায়ত্বের ব্যাপারটা বোঝাতে চাইলেও, তাকে দেখাতে চেয়েছেন এই সামাজিক ব্যবস্থার সমগ্রতার মধ্য দিয়ে—সেজন্যেই চীনরে প্রেমিকের '৭৬ সালে প্রলিশের গ্রলিতে খ্ন হওয়ায় সংবাদ নিছক সংবাদকে ছা**পিয়ে আমাদে**র আরো অনেকদ্র নিয়ে যায়। অ:নলে, নারী স্বাধীনতার প্রশ্নটি তাঁর কাছে অর্থনীতি, রাজ-নীতি, সমাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন কেনে বায়বীয় ঘটনা নয়। কেননা মূণাল নিশ্চয়ই সর্বতোভাবে বিশ্বাস করেন শিল্পীকে আজ প্রতিনিয়ত ঘটনার চাপে খানিকটা সামাজিক নৃতাত্তিকের, রাজ**নৈতিক প্রবন্তার ভূমিকা গ্রহণ ক'রতেই হবে। এবং মাণালে**র সেই স্বচ্ছ দূণ্টি আছে বলেই তাঁর ক্যামেরায় নারীর এই শে:**চনীয় বন্ধন দেখে আমরা লজ্জিত হই, পারিপাশিব**কিতর সাথে তাকে ওতপ্রোত দেখি ব'লেই তথাকথিত সমাজসেবিকা মহিলাদের তল্তুজ-বন্ধন-মৃত্তি আন্দোলনের তুলনায় ত। অনেক মহান হ'য়ে ওঠে, এ-কথা লেখাই বাহুলা।

তো, চীন, বাড়ি ফিরে আসে। নিজ্পাপ তার চোখমাখ। সে আকুলভাবে জানাতে চায় নিজের কথা। কেউ শেনে না, गुन्ति हारा ना, कथा वर्ल ना. विश्वाम करत ना। এवः এখ नि মূণাল একটি অশ্ভূত ফিলেমটিক্ কাজ দেখিয়েছেন। হঠাৎ চীনুর ফেরার সাড়া পেয়ে একে একে সারা বাড়ির আলোগুলে। চারদিকে তখন অসংখ্য সন্দিশ্ধ, অম্লীল চোখম খুগ লৈ ঘিরে আবহসংগীতে যেন রণদামামা বেজে ওঠে। দোতলার বারান্দ.য় এসে দাঁড়ান ব্যান্তমনম্ক বাড়িওয়ালা, কামেরা-কৌশলে হঠাং যাকে ধুতি, গোঞ্জ পরা হিটলার বলে ভ্রম হয়। তিন মুহুত তাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে ক্যামেরা সি'ড়ি দিয়ে বীর-দপে তাকে নীচে নামিয়ে আনে, একেবারে হ্রিকেশের দরজার। তিনি নেমে আসেন পরেষ শাসিত সমাজের খয়া-খর্ব টে মধ্যবিত্ত ম্ল্যেবেটেধর, কাগ্রেজ একনায়কত্বের প্রতিনিধি হিসেবে। আর নেমে এসে হ্রিকেশকে শাসান 'ভদ্রলোকের বাড়িতে' একটি মেয়ের রাত ক'রে ব্যাড়ি ফেরার ব্যাপারে কুর্ণসত ই**াগত করে। এবং সেই সাথে** তাঁকে বাড়ি ছাড়ার নোটিশও দেওরা হয়। এই,দুশ্যে তখন হঠাৎ চীন্র ঘর থেকে বেরিয়ে এসে 'আপনারা বিশ্বাস কর্মন'— এই অসহায় অসম্পূর্ণ আহি য**্ন আমাদের গভীর বে**দনার দিকে টেনে নিয়ে যায়, তখন, ঠিক তখনই সেই কাম্লাকে অসীম ক্লেথে পরিণত কারে উল্কার মতো ছুটে আসে চীনুর ভাই তপ্র। সে হঠাৎ দ্রুত রাগে বাড়িওয়ালার কলার চেপে ধ'রে চের্ণিচয়ে ওঠে ফেটে পড়ে— 'অমন ভদ্রতার মুখে লাথি মারি'—শোনা যায় তার মুখে এই অনিবার্য সংলাপ। এবং আমরা তখন মহেতে তপরে হাত ধরে পেশছে যাই সেই প্রির লক্ষ্যে, যেখনে আমাদের পৈ ছিবার কথা আছে। সেজনাই সেই ভয়াল হতাশার রাত যথন শেষ হয়, তথন দেখা যায় আগের রাতে যেই মা ভয়ে,
লম্জায় কুকড়ে ঘরের নিরাপদ আগ্রয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন
সেই মা-ই প্নেরায় সনায়াস সাহসে ভোরবেলা বাইরে এসে
দাঁড়ান। আসলে, আমাদের হতাশা, ভয়, লজ্জা, ৽লানির আড়ালে
যে একধরণের সাহসও গোপন থাকে, তা স্পদ্ট ক'রে দেখাতে
চেয়েছেন ম্ণাল সেন। এবং সে দেখানো স্থির, শৈল্পিক,
অবার্থ।

ম্পালের এই ছবিতে রাজনৈতিকতার তাগিদে মিটিং মিছিল, পর্নিলস, মন্মেন্ট ইত্যাদি অনেকানেক অনুষধ্য যা অক্লেশে ব্যবহৃত হতৈ হতে খ্ব বেশি ক্লিশে হ'য়ে গেছে, না থাকলেও এই ছবি মোটেই রাজনীতি বিজিত নয়। তবে তা অনেকটাই দার্শনিকতা, শৈলিপকতায় মিশ্ডত। বস্তুত, এখানে রাজনীতি থাকলেও রাজনৈতিক চেচামেচি নেই। এখানে তা আমাদের দেখে নিতে হয় নিজস্ব চৈতনা দিয়ে, ব্নিখ দিয়ে। আয় এ-কথা কে না জানে যে, প্রাত্যহিক দেখা থেকে শিলেপর দেখা, যা নির্মারের স্বংন ভংগের মত, অনেক বেশি শক্তিশালী, অমোঘ। বস্তুত, শিল্পীর যেমন দায় থাকে জনগণকে এন্টার্টন করার, অন্বর্পভাবে দর্শকেরও তো দায় থেকেই যায় শিল্পীকে বোঝার। শিল্প তো আর পোস্টার, শেলাগানের বিকল্প নয়। তাই শেলাগানই এখানে ম্ণালের হাতে শিল্প।

এবং সেই শিল্পকে সামগ্রিকভাবে সাথাক ক'রে তোলার জন্য যাঁরা সর্বভোভাবে দায়ী, তাঁরা হ'লেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, গাঁতা সেন. শ্রীলা মজনুমদার, উমানাথ ভট্টাচার্যা, অর্ন মুখো-পাধ্যায়, মমতাশংকর প্রমুখ। এ'রা প্রত্যেকেই কী অসাধারণ দৃশ্ততায় অভিনয় হান অভিনয়ে ছাবর চরিত্রের রক্তমাংসের সাথে ওতপ্রোত হ'য়ে গেছেন! তাছাড়া সংগীত (বি. ভি. করেথ), ক্যামেরা (কে. কে. মহাজন), চিত্রনাটা (ম্ণাল সেন), সম্পাদনা (গংগাধর নম্কর)—স্বাকছন মিলে ছবিটিকে সাথাকতার দিকে পেণছে দিয়েছে। সর্বোপরি, ছবিটিতেরঙের বাবহার একটি দ্বর্লভ উপহার। একটি ক'লো জাবনের কাহিনী রঙের সহায়তায় আরো প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে।

তবে এসব সত্ত্বেও কয়েকটি ছোটখাটো দূর্বলতা আমা-দের ঈষণ পীড়িত করে। যেমন, ১। ব্যুড়ি ঠাকুমাকে দিয়ে 'মেয়ে জন্ম বড কন্টের' ইত্যাদি শরৎচন্দ্রীয় সংলাপ একেবারেই প্রয়োজন হীন, বাহুলা মনে হয়। আমরা তো সে কথা আগেই টের পেয়ে গেছি ঘটনার সহায়ত য়—তাহ'লে এই অতিরিক্ত সংলাপ কেন? নাকি মুণাল দশকের ব্লিধর প্রতি ততোটা আন্থাশীল নন? ২। রঙের কাজ এত স্কুনর হওয়া সত্তেও ছোট ছেলেটির সকালধেলার ব্যান্ডেজের লাল রম্ভ রাতেও কেন একট্র কালো হয় না? ৩। স্কুটারে ওই অর্ন্তবিহীনপথ কিসের জন্য এলাকার মধ্যে থানা কত যোজন দূরে থাকে? এটাতো গতি এবং উত্তেজনা বোঝাতে বাংলা ছবির গরেনো ফরম্লা। ৪। শেষ ট্রামের অতক্ষণ দাঁড়:বার প্রয়োজন কি শুধুমার হাষিকেশের উৎকণ্ঠা বেশি সময় নিয়ে দেখাবার কারণে ? ৫। মূণাল কি মীন্মর ভূমিকাহীন অভিযোগের জন্যে খুব বেশি বাদত হয়ে প'ড়েছিলেন? ৬। হাসপাতালে মৃতা মেয়েটি কার বোন সেই সংবাদে আমাদের প্রয়োজন কতটাুকু? ঠিক যেমন প্রয়োজন হীন রাস্তায় জল-বিয়োগের দুশ্যটি। মূণাল কেন ভূলে যান যে, তিনি কোন কলকাতা-বিষয়ক ডকু-[শেষাংশ ৩৫ প্রতায় ]



#### নিশাকালের স্বর্ধননি/শ্যামল সেন

নবজাতক প্রকাশন, এ-৬৪, কলেজস্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭। পাঁচ টাকা

সময়কে একজন কবি কীভাবে দেখেছেন তা বোঝা যায় জীবনকে তিনি কীভাবে দেখেছেন তা থেকে। শ্বা নাজ প্ষ বৃদ্ধ সময় নয়—শ্বান্দিক গতিবেগে তীর সময়ই শ্যামল সেনের কবিতার অধিষ্ঠাতা আবেগ। মৃত্যুর সংগ্য যুদ্ধরত জীবন, জীবনের কাছে পরাভূত মৃত্যু বা মৃত্যুতেও মহৎ জীবন—শ্যামল সেন ছ'্য়ে আছেন। কথাগ্লেলা মনে পড়ছে কবির বর্তমান কাব্যগ্রন্থ "নিশাকালের স্বরধর্নন" বইটি হাতে পেয়ে। আরো বলতে ইচ্ছে করছে, তার কারণ, "মর্ব্তে সময়ের জোধ" এবং "নিশাকালের স্বরধর্নন" এ দ্বেরের মধ্যে সময়ের যে ফারাক—তাতে শ্যামলবাব্র বোধ, বিশ্বাস এবং তাঁর কবিত্বের উত্তরণকে উপলব্ধি করে।

"নিশাকালের বিরুদ্ধে প্রতিদিন যারা যুদ্ধরত" তাদেবই স্বরধনি উচ্চারিত হয়েছে এ কাবাগ্রন্থের প্রত্যেকটা কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে। কাজেই কাবাগ্রন্থে নিয়মমাফিক কোন মুখবন্ধ' বা 'প্রস্তাবনা'-র তথাকথিত কোন প্রয়েজন তিনি বোধ করেন নি। সংকলনের আটাগ্রশটা কবিতাই সে দায়িষ্ণ পালন করেছে। আমার মনে হয় কবি নিজেও তা সচেতনভাবে জানেন। আর জানেন বলেই "অকাল-বৈশাখীর কবিতা" দিয়ে যা শর্র হয়েছে, "এখন উন্ধার সতর্ক শাসনে" তা শেষ হয়েছে। একটা ভূল বললাম, বিষয় ও আবেগগত ঐকাের নির্দিণ্ট উপ্রক্তির এসে থেমেছে—জীবনের টানে। কারণ—"স্মৃতি নয় এখনও ভয়ংকর উন্জন্ত্রল সেইদিন,/চোথের উপর উণ্চিয়ে রেখেছে তার ধারালাে সভিন"। 'এখন উন্ধার সতর্ক শাসনে'।

কবিতাগ্রলো লেখা হয়েছে প৳ান্তর থেকে আটান্তর-এই চার বছরে। সত্তর দশকের শেষার্ম্ম যাকে বলতে পারি। যখন শাসকগোণ্ডীর হিংস্তনখন থাবায় দেশ বধ্যভূমিতে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও যে সময় বার্ধকোর নয়, তার্নোর বিচক্ষণতার নয় উদ্দালনার, শীতল প্রজ্ঞার নয় আন্দের উপলন্ধির—সেই সময়ের প্রতি শ্রন্থাশীল কবি বলেন, "লঘ্রসে কলম ধরার বাসনা ছিলনা কেনিদন,/আজো নেই/এই সম্নিধর আহ্মাদে দিনকনো সোনার দেশে/এই কালরাহিতে" [ অকাল-বৈশাখীর কবিতা ] কারণ সমাজ সচেতন পর্যবেক্ষক শামেলব বল্লানেন—"কী যেন দেবার কথা ছিল, এখনও আছে/হাজার দ্রারী এই ব্রকের দরজা খ্লে/বসে থাকি, বেলা অবেলায়…" [ 'বিষদাঁত' ]

বস্তুতঃ এই হাজার দ্বারারী বৃক নিয়েই তিনি খণুটে খণুটে তুলেছেন সেই সময় সমাজ এবং সামাজিককতাকে। 'চতুরংগ' কবিতায় তাই বিদ্রুপের বাঁশি বাজিয়েছেন 'আত্মপর', 'সংসাহিত্য' কখন বা 'নীতিরাজ' বা 'অনুশাসন' কে লক্ষ্য করে এক এক রাগিনীতে। কিংবা যখন 'গর্মাল' দেখেন "বিদে বে.ঝাই মান্যগালি/মাথায় নিয়ে পায়ের ধালি/আম্থা রাখে আপেরে" অথবা "এইভাবে যাদের সাজসম্জা ভাসিয়ে দিয়ে। সম্জন ধার্মিক যিনি/শাণিতজলে গা ধ্রে/পরকালের ধানে বসেন" [ 'অক্টের নিজস্ব খেলা' ] এবং সমাজতাশিত্রক 'প্রগতির তালিমারা দেশের বেহায়াপনায় কবির স্যাইয়ার যখন ফেটে পড়ে "লেনিন আপনি কোথা, কন্দ্রে/ভাকি শোকসভা—ছিতীয় মাতার"। তখন আর হাসি আসে না। সেই বৈদক্ষপের্ণ হাস্যান্তার মাঝে দ্বেগটা সাদা অপ্রা চিক্চিক্ করে ওঠে। কবির ব্যথিত হ্দয় পাঠককে সচেতন করে। ধারা মারে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে।

আসলে শামলবাক্ সমাজসচেতন পর্যবেক্ষক। চিত্তে ও চিন্তায়, ধ্যানে ও মনে, প্রকাশে ও প্রেরণ.য় তিনি দুর্গতি জনের মুখপার। তাই তিনি জানেন জীবন মানে ভেঙে পড়া নয়, –ভেঙে বেরিয়ে অ.সা। আর সেই জীরনের তাড়নাই হ'ল সাহিত্যের প্রাণ। সেই প্রাণ>পন্দনকে ফুটিয়ে তুলতে কবিতা হ'ল তাঁর হাতিয়ার। এখানেই তিনি মানিক-স্কান্তের উত্তর-স্রী। জনগণের কবি—জনজাগরণের কবি। তাই তাঁর দ্ড় প্রতায় ফুটে ওঠে—হাজার প্রতিক্লতার ভেতরেও। কারণ তাঁর তো জানা আছে "জীবনের দাম দিয়ে/রণবাদ্য বাজিয়ে/একে একে রাত সরে/দিন আসে ঘরে ঘরে" [ 'দিন আসে' ]। তাই সেই প্রয়োজনের আয়োজনট্বকু করতেও তিনি পিছপা নন--"তিরিশের ক্রন্থ যৌবন নিয়ে সাধ্য ছিল কমরেড/আপনার সাথী হবো/দামাল ছেলের মতো ছুটে যাঝে মাঠ মিল খেতে/ রোদ জলে হেমন্তের বীজ বুনে দিতে"। এইভাবে—অবশেষে কবির প্রত্যয় দৃঢ় কংক্রীটের রূপ ধারণ করেছে। হোক না তা নিশাকালে—হে:ক না তা যতই অন্ধত্বময়। কারণ—"নবয্বগের পান্ডারা/বিভোর হয়ে ঘ্রিময়ে থাকুন আপনারা।/যারা জাগায়—জেগেই আছেন;/ব্যক চিতিয়ে লড়বে যারা/নব-য**ু**গের স্রন্টা তারা,/চিরকালটা এগিয়ে থাকেন"।

শেষ করার আগে যে কথাগৃলি বলা একানত প্রয়োজন তা হ'ল—শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে আরও একট্র ভাবনা চিন্তা প্রয়োজন। হিরণ মিত্রের প্রচ্ছেদে পদানত জীবনের মানচিত্র সার্থাক ভাবে ফর্টে উঠেছে। পাঁচ টাকা মালাকে স্মরণ রেথেই বলছি প্রত্যেক সং পাঠককেই গ্রন্থটি আকর্ষণ করবে। এবং শেষতঃ, কবির কথাতেই বলতে হয়—"শান্তিকামী ছলনার জাতীয় আগত থেকে/নভেন্বর কত দূরে"?

-मूर्भा रघाषान

## চন্দন বস্থা তুলিতে—



# বিজ্ঞান-জিজাসা

## পরিবর্ত শক্তি উৎস

ভূ-তাপ শান্ত/জিওথার্মাল এনার্জি—বৈজ্ঞানিকদের মতে,—পূথিবীর কেন্দ্রে একধরণের তরল আছে: ভূ-ছকের গভীরতা ৩২ কিলোমিটার ৩২ কিলোমিটার নীচের এই তরল পদার্থর নাম ম্যাগ্মা। ম্যাগ্মা সবসময় প্রচণ্ড গরম অবস্থায় থাকে। ভূ-ত্বকের মধ্যে কোন জায়গায় ফাটল দেখা দিলে সেই ফাটল দিয়ে ম্যাগমো পৃথিবীর বাইরে বেরিয়ে আসে। পৃথিবীর কেন্দ্রে প্রচণ্ড চাপ। এই চাপে ম্যাগ্মা যখন বেরিয়ে আসে তখন তাকে বলা হয় অন্যাংপাত। আর যে সমস্ত জায়গায় অন্নংপাত হয় তাদের বলে আন্দের্যাগরি। (প্রাকৃতিক নিয়মে ভূ-ত্বকের ফাটলের বহিঃম'্থ সাধারণতঃ পার্বত্য অঞ্চলে থাকে বলেই বাংলায় অংন্যংপাত কেন্দ্রের নাম আংশ্নয়গিরি) ভ-ত্বকের ফাটল বন্ধ হয়ে গেলে অগ্ন্যংপাতও বন্ধ হয়ে যায়। ভূ-ত্বকের ৩২ কিলোমিটার গভীরতার মধ্যে জল ছাড়াও বিভিন্ন খানজ পদার্থ থাকে। মানঃষ জল ও খনিজ পদার্থ ভ-ত্বকের মধ্যে থেকে বিভিন্ন ভাবে আহরণ করে। আবার জলের ক্ষেত্রে কখনও কখনও দেখা যায় কোন কোন জায়গায় প্রাকৃতিকভাবেই জল ভূ-পূর্ণ্ডের উপর চলে আসছে। স্বাভাবিকভাবে র্বেরিয়ে আসা জল সধারণতঃ গরম হয়: এবং জল বেরিয়ে আসার জায়গা-গ্রালির নাম উষ্ণ-প্রস্তবণ, উষ্ণ প্রস্তবণ স্বাণ্টির পিছনেও ম্যাগ্মার যথেষ্ট অবদান আছে, ভূ-ত্বকের কোন জায়গায় হয়তো জলের অক্থান এত গভীরে যে ম্যাগ্মার তাপে জল আপনা থেকেই উত্ত^ত হয়ে যায়। এখন যদি সেই জায়গায় ভূ-ত্বকে কেন কাটল স্রান্ট হয় তবে সেই ফাটল দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। ভূ-কেন্দ্রর প্রচন্ড চাপই এই নির্গমনের কারণ। স্বাটি হয় উষ্ণ প্রস্রবণের।

ভূ-তাপ শক্তি অর্থাৎ জিওথামাল এনার্জার ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক এই নিয়্মটি পালন করা হয়। ভূ-ত্বকে একটি নল বাসরে দেওয়া হয়। সাধারণ টিউব-ওয়েলের মতই। তফাং শ্ব্র্ম্ম গভীরতায়। ভূ-ত্বকের গড় গভীরতা ৩২ কিলোমিটার হলেও এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে তার চেয়ে অনেক গভীরতাতেই মালমা পাওয়া যায়। ভূ-তাত্বিকেরা সেই জায়গাগ্রিল নির্ণায় করে দেন। ভূ-ত্বকে নল অন্প্রবেশ করানোর অর্থ হল ভূ-ত্বকে একটি ফাটল স্ভি করে মালমার কছাকাছি পোছানো। ম্যাগ্মা এতই গরম যে ভূ-ত্বকের মধ্যে অনেকদ্র পর্যাহত তার তাপ পাওয়া যায়। প্রথমে যে নলটি বসানো হয় তার ঠিক কেন্দ্র আরেকটি অপেক্ষাকৃত কম ব্যাসের নল বসানো হয়। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো একই কেন্দ্র বরাবর দ্টি নল ভূ-প্রতে উলন্ব অবস্থায় বসানো হল। সাধারণতঃ এই নল-গ্রাক্রে ভূ-ত্বকে ২৭০০ মিটার পর্যান্ত অন্প্রবেশ করালেই চলে।

এখন বাইরের নলটি দিয়ে ঠাণ্ডা জলা ভূ-কেন্দ্রের দিকে
পাঠানো হয়। ভূ-কেন্দ্রের প্রচণ্ড তাপের প্রভাবে সেই জল বান্ধ্যে রুপান্তরিত হয়। বান্ধ্যের সাধারণ গতি উন্ধ্যান্থী। প্রচণ্ড চাপে ঐ বান্ধ্য ভেতরের নল দিয়ে ভূ-ত্বকের বাইরে বোরয়ে আসে। ভূ-ত্বকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা এই বান্ধ্যের পরিমাণ সাধারণতঃ ঘণ্টায় ৪০০০০ থেকে ৮০০০০ পাউণ্ড। তবে ২ লক্ষ্ণ পাউণ্ড প্রতি ঘণ্টায় চাপ এইভাবে নিগতি বান্ধ্যর থেকে পাওয়া গেছে।

প্রচন্ড চাপে নিগতি এই বাজ্প দিয়ে টারবাইন ঘেরানোর বাবক্থা করা হয়। আর টারবাইন ঘোরানো গেলে তার সংগ্রে জেনারেটর সংযুক্ত করে বিদারে উৎপাদন কঠিন কাজ নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর সান্ফ্রাক্সিসকোর উত্তরে জেয়ার্স নামক জায়গায় ১২ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বিদারে উৎপাদন কেন্দ্র ১৯৬০ খারীটান্দে সংস্থাপিত হয়েছে. যেখানে ভূ-তাপ শক্তিকে কাজে লাগানো হয়। জেয়ারের রিহিত উৎপাদনক্ষমতা ১৪ মেগাওয়াট; এটি ১৯৬৩ খারীটাক্রে সংস্থাপিত হয়েছে। জেয়ার্সের তৃতীয় ও চতুর্থ ইউনিট ১৯৬৭ ও ১৯৬৮ খারীটান্দে সংস্থাপিত হয়েছে। জেয়ার্সের ক্রেটার নিহিত উৎপাদনক্ষমতা ১৪ বাটিনটের প্রতিটির নিহিত উৎপাদনক্ষমতা ওও ১৯৬৮ খারীটান্দে সংস্থাপিত হয়েছে। জেয়ার্সের

শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাজ্মই নয় ইট,লী, নিউজিল। ডে, মৌক্সকো, জাপান, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আইসলাতেও বর্তমানে জিওথার্মাল এনাজি অর্থাং ভূ-তাপ শক্তিকে বিদাং উৎপাদনের কাজে লাগানো হচ্ছে।

প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে আপ্নের্যাগরি এলাকার বহর জারগায় বাইরে থেকে জল আর অন্প্রবেশ করাতে হয় না। ভূ-ত্বকের ভিতরের জল বেরোবার জারগা পেয়ে প্রচন্ড তাপের ফলে বান্ত্বে পরিণত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

জোয়ার-ভাঁটা থেকে সংগৃহীত শক্তি/টাইডাল এনাজি সমন্ত্র ও নদীর জোয়ার-ভাঁটাকে কাজে লাগিয়ে বিদাং উৎপাদন করা হচ্ছে। এক বিশেষ ধরণের টারবাইন জোয়ার-ভাঁটা সমৃদ্ধ নদী অথবা সমন্ত্রে সংস্থাপন করা হয়। সেই টারবাইনের সঙ্গে সংযক্ত জেনারেটর বিদান উৎপাদন করে। ফ্রান্স এই ধরণের বিদান উৎপাদন স্থিকং।

হাইড্রালক গ্যাস—১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এই পন্ধতিটি মন্ট-গোলফায়ার আকিকার করেন। পন্ধতিটি অত্যুক্ত সহজ। নদী বা সাগরের জলকে যান্দ্রিক উপায়ে নীচু জায়গা থেকে উপরে [শেষাংশ ৩৫ প্রস্থায়।

# विष्निशीय मंद्रवीप

#### वीत्रकृत रक्षमाः

ইলামবাজার ক্র ব্র-করণ—গত ২২খে মার্চ থেকে চার দিন ব্যাপী ব্রক্ল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ইলামবাজার রক্ ব্র উৎসব কামটির পারচালনায় ইলামবাজার প্রাইমারা বিদ্যালয় প্রাণগে রক যুব উৎসব পালিত হয়। মলে উৎসবের আগে ১৫ই মার্চ ১৯৮০ যুব উৎসবের অংগ হিসাবে লালা ধরনের ক্রীড়ান্ত্রেন ও প্রতিযোগিতা অন্যুষ্ঠিত হয়। উৎসবের মংগা পাং বং সরকারের মংস্যা প্রদর্শনীর ঘটল খোলা হয়েছিল। এছাড়া কুটীর শিশপ, কৃষি, বিজ্ঞান ও বয়দক শিক্ষার প্রদর্শনীও ছিল। উৎসবের উশ্বোধন করেন মাননীয় মন্ত্রী ভাত্তভূষণ মন্ডল এবং প্রদর্শনীর উশ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ভং হারপদ চক্রবর্তী। সকালো ১০ কি. মি. দেন্ড প্রতিযোগিতা দিয়ে উৎসব আরম্ভ হয়। রতচারী নাচ, প্রদর্শনী করাডি খেলানাটক ইত্যাদি সকাল থেকে রাত্র ১০টা প্রশিত জনসমাবেশে মুর্থারত হয়েছিল।

২০শে মার্চ প্রদর্শনী ভালবল খেলা জিমনাস্থিক প্রদর্শন, হাব্ গান, সাপ্তে গান, ফকির গান ভাদ, গান সাঁওভাল নৃতা, বাউল গান, নাটক ইত্যাদি অনুষ্ঠানস্চার অন্তর্ভ ছিল। ২৪শে মার্চ মেয়েদের প্রদর্শনী করাডি প্রতিযোগিতা, যোগাসন প্রদর্শন, গীতিনাটা, তথ্য বিভাগ কর্তি ছায়াচিত্র প্রদর্শন। খ্যাতনামা শিল্পী স্বণনা চক্রবভারি বিভিন্ন নৃষ্ঠান প্রায় ৪০০০ হাজার নরনারীকে আনশ্চ দিয়েছে।

২৫শে মার্চ ছিল বস্থা প্রতিযোগিতা, যেমন খানী সাজে প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, রবীন্দ্র সংগীত, নজর্বলগীতি। সংগা দটায় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার প্রস্কার বিতর্গীসভা হয়। সভায় জেলার অতিরিক্ত জেলা সমাহতী পি. সি. সেন সভাপতি ও ভারতকুমার মদন ঘোষ প্রধান অতিথি ছিলেন। ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানলাভকারীদের একটি মেডেল ও মানপ্র দেওয়া হয়। স্থানীয় বি. ডি. ও. নন্দদ্বলাল অধিকারী সভার উন্বোধন করেন। রক যাব আধিকারিক মদনমোহন সিংহ সম্পাদকীয় বিবরণ পাঠ করেন। সভার শৈষে "ভারতকুমার" মদন ঘোষ এবং 'সারা বিশ্ববিদ্যালয় দ্রী" মলয় সরকার এবং ধীরভূম জেলার কৃতী দেহগঠন সংস্থা কর্তৃক দেহ সৌন্টের প্রদর্শনী এবং মান্দিদাবাদের উমা দত্ত ও কাকলী মিত্র কৃত্তী যোগাসন ও একক জিমনাস্টিক প্রদর্শন অন্থিন প্রমাণিত হয়। হাজার নরনারীকে মাণ্ধ করে এবং খাব উৎসবের সমাণিত হয়।

য্ব উৎসবের দিনগুলিতে বিশিশ্ট ব্যক্তিরা য্ব উৎসব প্রাাগণে আসেন—তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন জেল। পরিষ্টের সভাধিপতি রন্ধ্যোহন মুখার্জি।

য্ব উৎসবের মাধ্যমে প্রদর্শনীগালি দ্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনা এনেছিল। প্রতিদিনকার জনসাধারণের মাণাম দেখে মনে হ'তো যেন মেলা বসেছে। মেলার ম এই নাগরদোলা, দোকান ইত্যাদি সবের আয়োজন ছিল।

#### वांकुण खना:

ছাতনা ব্লক মূৰ-করণ সম্প্রতি ছাতনা চণিডদাস বিদ্যা-পীঠে পশ্চিমবংগ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের অধীনস্থ ছাতনা রক যুব অফিসের উদ্যোগে ও ছাতনা রক যুব উৎসব কমিটির ব্যবস্থাপনায় ব্লক পর্যায়ে এই প্রথম যুব উৎসব অন্যাম্প্রিত হয়ে গেল। পাঁচদিন ব্যাপী এই যুব উৎসবের সূচনা হয় ১৯শে মার্চ '৮০ সকাল ৮টায় এবং পরিসমাণ্ডি ঘটে ২৩শে মার্চ '৮০ সন্ধ্যা ৭টায়। যুব উৎসবের দিনগ**ুলিতে** রকের ৩৩টি গ্রামীণ য**ুক** সংগঠন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠ'নের প্রায় পাঁচশত প্রাথী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। রবীন্দ্র সংগীত, নজরুলগীতি, আবৃত্তি, বিতর্ক ও একাংক নাটক প্রতিযোগিতা বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে। খেলাধুলার অভ্য হিসাবে অনুষ্ঠিত ছেলেদের বিভাগে ১০০ মিঃ ২০০ মিঃ ও ৮০০ মিঃ দৌড় হাই জাম্প, লং জাম্প, বর্শা নিক্ষেপ ও ডিসকাস থ্যে প্রতিযোগিতা এবং মেয়েদের বিভাগে ১০০ মিঃ দৌড় লং জাম্প, শট পটে, ডিসকাস থ্যে ও বর্শা নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। প্রতিদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত এক: ক নাটক প্রতিযোগিতা উৎসবের আকর্ষণ বাড়িয়ে দেয়। ব্লকের ৮টি যুব নাট্যগোষ্ঠী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ২৩শে মার্চ '৮০ যুব উৎসবের শেষ দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সফল প্রতিযোগী ও যুব নাট্যগোষ্ঠীকে ৮০টি পুরুষ্কার ও অভিজ্ঞান পত্র দেওয়া হয়। স্থানীয় বিধানসভা সদস্য সহভাষ গোস্থামী এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে পারুষ্কার বিতরণ করেন। যাব উৎসব আয়ে জনে ব্রকের যুব-ছত্রদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপন। লক্ষ্য করা যায়। যুব উৎসবে প্রতিদিনই সমাজের বিভিন্ন স্তরের সহস্রা-ধিক দর্শকের সমাবেশ ঘটে। ব্লকের খ্রব ও ছাত্রসমাজের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গঠনমূলক মনোভ:ব বিকাশে ও প্রসারে যুব উৎসব আয়োজনের এই প্রয়াস সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয়।

স্থেনাম্থী রক যুব-করণের উদেশ্যে ও রামপ্র মিতালী সংঘের সহায়তায় ১৫ই মার্চ ১৯৮০. শনিবার সোনাম্থী পঞ্চায়েং সমিতির সভাপতি গোবন্ধনি দাস মহাশয় রামপ্র খেলার মাঠে এক অনাড়ন্বর অথচ ভাবগন্তীর পরিবেশে উন্বোধনী সংগাতের সাথেসাথে পতাকা উত্তেলনের মাধ্যমে "যুব উৎসব ৮০"-এর উন্বোধন করেন।

পতাকান্তে:লনের সময় সমণ্ট প্রতিযোগী, উপন্থিত দর্শক-মন্ডলী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বেদীর চারিদিকে বৃত্তাক।রভাবে দাঁড়িয়ে এই পরিবেশের সম্দিধ আরও বাড়িয়ে তে:লেন।

পতাকান্ডোলনের পর নির্ধাণিত অনুষ্ঠানস্চী অনুষায়ী চারিটি বিভাগের বালক "বড়" বালক "ছোট", বালিকা "বড়" বালিক। "ছোট"। "খেলাধ্লা প্রতিযোগিতা" (হিট্) শ্রু হয়। প্রতিযোগীর সংখা আশাতীত হওয়ায় বিচারকমণ্ডলী প্রতিযোগীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার সংগে তাল রেখে ও

প্রয়োজনীয় বিরতির মাধ্যমে "খেলাধ্লা-প্রতিযোগিতা" বিকাল ২-০০ পর্যানত চালিয়ে যেতে থাকেন। আনন্দের বিষয় গ্রীন্মের দাবদাহ সত্ত্বেও প্রতিযোগী ও বিচারকদের মধ্যে কোন রকম উৎসাহের ঘাটতি দেখা যায়নি।

বিকালের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও যথারীতি নিধারিত সময়স্টো অনুযায়ী রামপুর উচ্চবিদ্যালয় প্রাণগণে শুরু হয়। সাংস্কৃতিক বিভাগেও প্রতিযোগীর সংখ্যা আশান্রুপ হওয়ায় বিচারক-মণ্ডলী রাচি ৭-৩০ মিনিটের আগে ঐদিনকার প্রতিযোগিতার সমাণিত ঘোষণা করতে পারেনি।

পরের দিন ১৬ই মার্চ '৮০ সকাল ৮-৩০ মিনিটে খেলা-ধ্লার চ্ড়ান্ত প্রতিযোগিতা শ্রুর হয়। আগের দিনের তুলনায় এদিন আরও বেশী উৎসাহী দশকৈ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি খেলার মাঠে প্রতিযোগীদের উৎসাহ দেন। প্রতিটি খেলার চ্ড়ান্ত ফলাফল সংগ্য সাইক্লোফোনের মাধ্যমে সর্বসাধারণকে জানানো হয়।

ঐদিন বিকালে (২-৩০) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নির্ধারিত সময়ে শ্রের করা হয়। ঐদিনকার অনুষ্ঠানস্টো অনুষ্টা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পরই প্রস্কার বিতরণী সভার আয়োজন করা হয়।

স্কেছাসেবকদের সক্তিয় সহযোগিতায় খ্ব অল্পসমগ্রের মধ্যেই আয়োজন সম্পূর্ণ হয়।

বাঁকুড়া জেলার জেলাপরিষদের সভাধিপতি রঞ্জিতকুমার মণ্ডল মহাশয় বিশেষ অস্কৃবিধার জন্য এই প্রকৃষ্ণর বিতরণী সভায় পোরহিত্য করতে না পারায় পণ্ডায়েং সামিতির সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজের অধ্যক্ষ রঞ্জিতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রক্ষার বিতরণের পর রক যুব আধিকারিক; "যুব উৎসব" কমিটির সভাপতি, প্রধান অতিথি ও প্রক্ষার বিতরণী সভার সভাপতি পর পর "যুব উৎসবের" উদ্দেশ্য সহ "যুব কল্যাণ" বিভাগের বিভিন্ন কর্মস্চী আলোচনার মাধ্যমে জন-সমক্ষে তুলে ধরেন।

এছাড়া তাঁরা বর্তমান সামাজিক পরি ির্পাততে য্বকণের কি কি করণীয়, সে সম্বন্ধে বন্ধব্য রাখেন।

ইন্দাস রুক যুৰ-করণ—এই রুক যুব করণের উদ্যোগে ও ম্থানীয় যুব সংম্থা সমূহের সহযোগিতায় গত ২২শে মার্চ '৮০ ইন্দাস উচ্চবিদ্যালয় প্রাণ্যণে যুব উৎসবের উদ্বেধন করেন ব্লক যাব আধিকারিক অমলেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এর পর শ্বর হয় নির্বাচিত অনুষ্ঠানসূচী। ক্রীড় নুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ছিল বিভিন্ন বিভাগের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও অ্যাথলেটিকসের অন্যান্য বিষয়সূচী। ঐদিন বিকেলে শুরু, হয় সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দুইটি বিভাগেই প্রভৃত জনসমাগম হয়। পরের দিন অর্থাৎ ২৩শে মার্চ ক্রীড়ান্ফানের চ্ডান্ত প্য<sup>া</sup>য় শাুর্ করা হয়। বিকেলে আরুভ হয় সংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত গীত, স্বর্রাচত কবিতা ও যেমন খুশী সাজা। রাত্রি ৭টা নাগাদ প্রতিযোগিতার সমাণিত ঘটে। ঐদিন পারুফ্কার বিতরণী সভারও আয়ে।জন করা হয়। সভায় সভাপতির করেন **ম্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পাঁচগোপাল** আদিতা ও প্রধান অতিথি ছিলেন রামানন্দ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক সলিল কুমার ঘোষ। প্রধান অতিথি মহাশয় প্রস্কার ও মানপত্র বিতরণ করেন। এ ছাড়া এই সভায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বি. ডি. ও. ও অন্যান্য বিশেষ অতিথিকা উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমিন্ডত করতে বিশেষ সাহায্য করেন। পরিশেষে প্রধান অতিথি মহাশয় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বি. ডি. ও. ইত্যাদি যুব উৎসবের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়ত। প্রতিযোগী ও সমবেত জনসাধারণের কাছে ব্যাখ্যা করেন। নদীয়া জেলাঃ

রানাঘাট-২—গত ৩১-৩-৮০ তারিখে দত্তপর্নিয়া ইয়ৼূমেনস্ আন্সোসিয়েশন -এর সহযোগিতায় রানাঘাট ২নং রক ব্বক কার্যালয়ের পরিচালনায় দত্তপর্নিয়া ফুটবল ময়দানে বাংসরিক ক্রীড়া ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮টায় এক মনোরম পরিবেশে দত্তপর্নিয়া ইউনিয়ন একাডেমির প্রধ ন শিক্ষক কুম্দবন্ধ্ চক্রবর্তী মহাশয়ের সভাপতিছে অনুষ্ঠানের উদ্বেশক ছিলেন নদীয়া জেলা শার্মীর শিক্ষা আধিকারক গোপেশ্বর ম্ঝাজী মহাশয়। বন্দ্রক থেকে গোলা বর্ষপ্রের সঙ্গের পায়রা উড়িয়ে পতাকা উত্তোলন এবং যোগদানকারী সংস্থাগর্নিল নিজ নিজ পতাক। সহ মাঠ পরিক্রমাই ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আক্রম্পায় বিষয়।

স্থাল ৯টায় দুই ঘণ্টা ব্যাপী খো খো ট্রেনিং শ্রু হয় এবং ১১টায় শেষ হয়, ইতিমধ্যে সকাল ৯-৩০ মিঃ ১৫০০ মিঃ দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। খো-খো ট্রেনিং শেষ হওয়ার সংগোসতাে দুই ঘণ্টা ব্যাপী কবাডি ট্রেনিং শ্রু হয়। এই দুই ট্রেনিংয়ে বিভিন্ন সংগ্থার প্রায় ৬০ জন শিক্ষার্থা শিক্ষা নেয়। উল্লেখযােগ্য প্রশিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন নদায়া জেলা কবাডি প্রশিক্ষক শান্তিময় দন্ত এবং খো খো প্রশিক্ষক দিলীপ চকবতীা। বেলা ১টায় ছোটদের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এবং হটায় বড়দের অব্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দুপ্রে ৩টায় লোক সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রভূত জনসমাগম হয়।

অনুষ্ঠানে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল ব্যক্তিগত লাঠিখেল। প্রতিযোগিতা ও দলগত দাড় টানটোনি প্রতিযোগিতা। প্রায় ২০০০ হাজার দর্শক এই প্রতিযোগিতা উত্তেজনার মধ্যে উপভোগ করেন।

ঐদিনকার শেষ ও চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান লে।কন্তোর প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন সবপেয়েছির আসরের ভাইবোনেদের লোকন্তার প্রতিযোগিতা দর্শক মণ্ডলীর মন ভরিয়ে দেয়।

সন্ধ্যা ৬টার দত্তপর্বিরা ইউঃ একাডেমির প্রধান শিক্ষক মহ'শের তথা সভাপতি মহাশ্য় বিজ্ঞরীদের প্রক্রকার প্রদান করোন। অবশেষে সভাপতি মহাশ্যুকে ধন্যবাদ প্রদান করে ঐদিনের অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

রংনাঘাট ২নং ব্লক যুক কার্যালায়ের প্রচেণ্টায় গও ২১-৫-৮০ থেকে ৪-৬-৮০ তারিখ পর্যালত দত্তপর্বলিয়। ইয়ং মেনস্ এ:সোসিয়েশন-এর উদ্যোগে এবং নদীয়া জেলার শরীর শিক্ষা এ্যাসোসিয়েশন-এর সহযোগিতায় ১৪ দিন বাগী ফাটবল প্রশিক্ষণ শিবির দত্তপর্বলিয়। ইয়ং মেনস্ এ:সোসিয়েশন ময়দানে অন্থিত হয়। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে দত্তপর্বলিয়া এম পঞ্চায়েত-এর অধীন গ্রামগর্বাল থেকে ৫৩ জন শিক্ষাথী প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য নাম লেখায়। ২১শে মে বিকাল ৪ ঘটিকার সময় নদীয়া জেলার শারীর শিক্ষা আধিকারিক মহা-শয়ের উপস্থিতিতে এক মনোজ্ঞ পরিবেশে প্রশিক্ষণ দেওয়া শ্রু হর। প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেন নদীয়া জেলার শারীর শিক্ষা **ब्राह्मिनिस्त्रम्यतन मनमा काश्वन वामिक्यै वन. जार्ट. वम. वदर** শংকর ব্যানা**র্ক্তী এন. আই. এস.। শিক্ষাথী**গণ বেশ উৎসাত **উদ্দীপনার সঙ্গো শিক্ষা গ্রহণ করেন। তবে ১**৪ দিনের श्रीमकन मिर्विद्ध मेर किन्द्र मिथाता धरा मिथा मण्डर नय। তথাপি শিক্ষার্থীবৃন্দ যে বেশ কিছু কলাকৌশল রুত করে-ছেন তার প্রমাণ মেলে ৪-৬-৮০ তারিখে সমাণিত অনুষ্ঠানে। সমাণিত অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকাল ৪ ঘটিকার। উত্ত সমাণিত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন রানাঘাট ২নং ব্লক পঞ্চায়েত সভাপতি সত্যভূষণ চক্লবতী এবং প্রধান আত্থির আসন গ্রহণ করেন নদীয়া জেলার শারীর শিক্ষা আধিকারিক গোপেশ্বর মুখাজী। সভাপতি ও প্রধান অতিথিদের সামনে निकार्थी जन जौरमद्र निकनीय विवस्य अपर्मानी रम्थान अवर যে শিক্ষা তাঁরা লাভ করেছেন ফ্টবল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তা প্রমাণ করেন। ফলে অতিথিব ল এবং সমবেত উপ<sup>্</sup>স্থত প্রায় ২০০০ হাজার দর্শক প্রতিযোগিতামূলক খেলাটি উপ-ভোগ করেন। পরিশেষে শিক্ষার্থীদের পূর্ব্প স্তবক সহ মান-পত প্রদান করা হয়।

কৃষ্ণনগর-১নং রক তথ্য কেন্দ্র উন্বোধন—স্থানীয় য্ব সম্প্রদারের জন্য গত ১২ই জন্ন '৮০ কৃষ্ণনগর-১ রক য্ব-করণে পশ্চিমবঙ্গা সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের অর্থান্-কুল্যা 'রক তথ্য কেন্দ্রের' উন্বোধন করা হয়।

এই কেন্দ্রটি উন্বোধন করেন স্বল মার্ডি, মহকুমা শাসক, সদর (দক্ষিণ) এবং কৃষ্ণনগর-১ পঞ্চারেত সমিতির সভাপতি করেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে অনেকের সংগ্য উপস্থিত ছিলেন বিধান সভার সদস্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, জেলা শারীর সংগঠক বিনরভ্ষণ দে, সম্বিটি উন্নয়ণ আধিকারিক অতুল চন্দ্র টিকাদার, সমাজ-শিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিক মণি চক্রবর্তী ও অনানা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উপরোক্ত ব্যক্তিগণ তাদের বহুবের যুব সমাজকে "তথ্য কেন্দ্রের" সংগে সোহাদ্যপূর্ণ যোগাযোগের সাদের আহ্বান জানান।

এই তথা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিযোগিতাম্লক পরীক্ষা. ক্র-নির্ভার কর্ম প্রকল্প, ক্রীড়া ও বিজ্ঞানবিষয়ক তথ্যাদি. স্রমণ সংক্রান্ত এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠা-প্রতক ছাড়াও বিভিন্ন পত্ত-পত্রিকা থেকে সাম্প্রতিক তথ্যাদি সংগ্রহের স্ক্রেগ স্থিবা লাভ করবে স্থানীয় য্ব সম্প্রদায়।

#### वर्धमान टक्का ३

সেমারী ব্লক ব্র-করণ—১৯৮০ সাল ২২শে মার্চ মেমারী
১নং ব্লক ব্র-করণের উদ্যোগে মেমারী সল্তাষ মঞ্চে এক
বিরাট য্র উৎসবের উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধান সভা সদস্য
বিনয়কৃষ্ণ কোঙার। এই অনুষ্ঠান চলে ২৯শে মার্চ পর্যক্ত।
য্র উৎসবের খেলাখ্লার আয়োজন করা হয় স্থানীয় মেমারী
ভিঃ এমঃ হাইস্কুল হোটপুরুর ময়দানে। নাটক এবং প্রদর্শনী
হয় মেমারী সল্তোষ মঞ্চে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিধান
সভা সদস্য বিনয়কৃষ্ণ কোঙার পচা গলা সমাজ ব্যবস্থা ও
ক্রিক্র ব্যবনের উত্তরণের ক্ষেত্র নতুন পথের আলোক বতিক।
নিয়ে ব্লুর কণ্ঠে খোষণা করেন—যত দুর্যোগই আস্ক তা
কাটবেই। এটা ইতিহাসের নিয়ম; তিনি বলেন, অ্মত্তের

भन्छः न म.न.्य-- रमरे मान त्यत भव त्या के कन स्टब्स स्वीवन ।

অত্যত র্তিশীল এই প্রদর্শনীটিতে দ্থি আকর্ষণ করে শ্বাস্থ্য বিভাগের প্রদর্শনী, ১নং রক যুব-করণে সীবন শিক্ষা কেন্দ্র, পঞ্চপ্রাম সমবায় কুটির গিলপ, আমাদপ্রে স্কুলের ছাত্র-দের বিজ্ঞান প্রদর্শনীর স্টলগুলি। এই উৎসবে ২১টি বিষয়ে অংশ গ্রহণ করেন গড়ে ৫৫ জন প্রতিযোগী। প্রতিযোগীদের মধ্যে ১১২ জন সফল প্রতিযোগীকে প্রস্কার এবং প্রসংশা পত্র দেওয়া হয়। সমাণিত অনুষ্ঠানের প্রস্কার বিতর্শী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের সভাপতি মেহব্র জাহেদী।

#### भागक्र रक्षाः

প্রোতন মালদা রক য্ব-করণ—গত ২৬শে জ্বাই, ১৯৮০ মগলবাড়ী প্রাইমারী স্কুলে রক য্ব অফিসের উদ্যোগে দ্বিট ব্রিম্থী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চাল্ব হয়েছিল। (১) মেরেদের সাকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চাল্ব হয়েছিল। (১) মেরেমের সাকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (২) ছেলেদের পাম্পসেট মেরামত প্রশিক্ষণে ৫০ জন সফল ছাত্রকৈ এবং মেরেদের সাবন প্রশিক্ষণে ২৬ জন সফল ছাত্রকৈ প্রশংসা পত্র বিতরণ করা হয়।

উদ্ধ অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্থানীর যুব নেতা অজয় থাঁ. প্রধান অতিথি হিসাবে বিধান সভার সদস্য শ্ভেন্দ্র চৌধরী বলেন. এই বৃত্তিমূখী শিক্ষার ফলে যদি কিছু ছেলে-মেয়ে সরকারী চাকুরীর মুখপেক্ষী না হয়ে নিজেরাই কিছু রোজগারের জন্য সচেন্ট হন তবেই এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অরয়জন সার্থক হয়ে উঠবে। ফলে সরকার আরও অধিক সংখায় এই বৃত্তিমূখী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চাল্ল্করতে উৎসাহী হবেন। সবশেষে তিনি প্রশংসাপত বিতরণ করেন।



প্রাতন মালদ। রক য্ব অফিসের উদ্যোগে ব্তিম্থী পাম্প-সেট মেরামত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষণরত ছাত্ররা।

# भोठलेख जनता

#### ব্যেলাখ্যা ও দেশীয় এবং অচতর্জাতিক সমস্যা বিষয়ে ব্রটি নিয়মিত বিভাগ

্ আপনার পহিকার আমি একজন নির্মায়ত পাঠক। এই পহিকার বিভিন্ন প্রবন্ধাবলী পাঠ করে আমি বিশেব উপকৃত হরেছি। কিল্তু নির্মায়ত পাঠক হিসাবে এই পহিকাকে আরও স্থানর করবার জন্য আমি কয়েকটি কথা বিনীতভাবে জানতে চাই।

প্রথমত বলতে পারি প্রত্যেক পহিকার কৈছু নিরমিত
বিভাগ আছে। এই পহিকার ক্ষেত্রে সেটা না করা গেলেও বেটা
করা যেতে পারে সেটা হল খেলাখ্লা বিভাগ। এই বিভাগের
মাধ্যমে প্রচার করা যেতে পারে ব্যাডামন্টন, যথা প্রকাশ
পাড়াকোন সম্পর্কে বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক ব্যাডামন্টন
খেলোয়াড় সম্পর্কে গারে, ত্বপাণ খেলা সম্বন্ধে, বা আন্তর্জাতিক
কোন ফ্টবল, হকি, রিকেট বা অ্যাথলোটিক খেলোয়াড় সম্পর্কে
লেখা প্রকাশ করা যেতে পারে। তাহলে পহিকাটির যেমন সৌন্দর্য
বৃদ্ধি পারে, তেমনি যুবকদের কাছে পহিকাটি সম্পর্কে আগ্রহ
আরো বেড়ে যাবে। তবে খেলাখ্লা সম্পর্কে কি প্রকাশ করা
যেতে পারে না পারে সেটা সম্পাদক মহাশরের বিক্ত্যে বিষর।
আমার কথা হল খেলাখ্লা বিভাগের মাধ্যমে খেলাখ্লা সম্পর্কে
নির্মিত কিছু এই পহিকার মাধ্যমে শ্রকাশ কর্বন অর্থাও
খেলাখ্লাকে এই পহিকার একটি অপরিহার্য অব্যা হিসাবে
ব্যবহার কর্বন।

ন্বিতীয়ত আর একটি কথা বলতে চাই সেটা হল "দেশীর এবং আন্তর্জাতিক" সমস্যাবলী সম্পর্কে নির্মানত কিছ্ব প্রকশ্ব প্রকাশ করা বেটা এই পত্তিকা এড়িরে গেছে। বেমন ধর্ন আসাম সমস্যা সম্পর্কে এ পর্যন্ত মত্ত একটি প্রকশ্ব প্রকাশ করেছেন ফের্বুয়ারী '৮০ সংখ্যার (আসামের ঘটনাবলী প্রস্প্রেল—অনিল বিশ্বাস)। বাই হোক আসাম সম্পর্কে আরো কিছ্ব প্রকশ্ব প্রকাশ কর্ন কারণ আসাম সমস্যা জাতীর সংহতির পক্ষে বিপক্ষনক। স্কুরাং এ সমস্যা সম্পর্কে ব্রবক্ষের ভালভাবে জানানো দরকার। সেই রক্ম আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কেও কিছ্ব লেখা প্রকাশ কর্ন।

সম্পাদক মহাশরের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যদি সম্ভব হয় তবে দুটি বিভাগকে নির্মিত কর্ন। আমার মনে হয় যুবমানস পত্তিকাটি তবেই যুব মানসে গভীরভাবে রেখা-পাত করবে।

> —অমরেন্দ্রনাথ পাল সন্ভাবনগর, বনগ্রাম ২৪-পরগ্না

#### जिक्कि कारगाकिन ७ एका गरन

#### 1 5 1

আমি একজন মাসিক ব্ৰমানসের পাঠক। মে-সংখ্যা: পড়লাম। ঋতীশ চক্রবতীর "লিটিল ম্যাগাজিন আন্দোলনঃ: এক পরম সতা", আলোচনাটি অভ্যন্ত প্রশংসার অধিকার রাথে।: লেখক-লেখিকার কাছে আমার আবেদন লিটিল ম্যাগাজিনের জীবন ও প্ররোজনীয়তা সম্পর্কে লেখা য্বমানসের পাভার. ভূলে ধর্ন। এ ছাড়া মাননীয় সম্পাদক মন্ডলীর কাছে আমার. আবেদন এই বলিউ পত্রিকাতে দ্বিট করে গলেপর স্থান দেওয়া. হোক।

গোরাপ্য দাশ গ্রাঃ মহিবা, ডাঃ কুমড়া কাশীপুর ২৪ পরগনা.

#### BQB

গ্রাছক হওরার পর প্রথম সংখ্যা ছাতে পেরেই আগাগোড়া।
পড়ে কেললাম। "লিটিল ম্যাগাজিন আন্দোলন—এক বাস্তব।
সত্য" লেখাটি চমংকার। তবে লেখক একটা সমস্যার কথা তুলে,
ধরেননি। সেটা হলো বিক্লি করার অস্ববিধা এবং পঢ়িকার প্রচার বা উন্দেশ্যর কথা সাধারণ লোককে জানানো। কারণ "লিটিল,
ম্যাগাজিন" পড়বার মত পাঠক সমাজ এখনও পশ্চিমবঙ্গে তৈরী
হরনি। খ্ব কম লোককে দেখেছি যাঁরা খোঁজ খবর করে
লিটিল ম্যাগাজিন পড়তে চান। অথচ লিটিল ম্যাগাজিন বাংলা
সাহিত্যের অন্যতম অংগ। যুবমানস পঢ়িকার উমতি হবে
আশা রাখি।

দেবাশীষ বর্ধন ৫৮ মিলন পার্ক, গড়িরা কলকাতা-৮০

#### অসচিকি হ<del>কে সরকারী ব্যক্তি</del>

আমি আপনার পাঁচকার একজন নিয়মিত পাঠক। এই পাঁচকা নিয়মিত পাঠ করে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। বামফ্রন্ট সরকার এই পাঁচকা প্রকাশের মাধ্যমে তর্ণ ব্বস্মাজের "ব্রুন্সেলের" বাস্তবারিত করতে সচেণ্ট এটা নিঃসন্দেহে বলা বেতে পারে। এই প্রসন্ধোর করতে সচেণ্ট এটা নিঃসন্দেহে বলা বেতে পারে। এই প্রসন্ধোর অরও রলতে হছে বে, মাননীর বা্মফ্রন্ট সরকার সাঁওতালী ভাষার হরফ "অলাচিকি"-কে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রীকৃতি দিলেন, হ্যা প্রের্বর সরকার কল্পনাও করেনান। পশ্চিমবংলার ২৫ লক্ষ্ক সাঁওতাল ভাইবোনদের ঐতিহাকে প্র্ণ মর্যাদা দিলেন বামফ্রন্ট সরকার। এটা অত্যত্ত গর্বের বিষয় বে ভারতবর্ষের ইতিহাসে পশ্চিমব্রুলার বামফ্রন্ট সরকার সাঁওতালী ভাষার হরফকে স্থীকৃতি দিলেন। এজন্য বামফ্রন্ট সরকার জাতিহাক আমি ধন্যবাদ দিলিছা। আমি আশ্বা করি ভাষা ও সংক্ষতির উর্যাতর জন্য তাঁরা আরও জনেক

কাজ করবেন। পশ্চিমবংগ সরকারের "ব্বমানস" পচিকাটি দীর্ঘজীবী হোক এই কামনা করি।

তপনকুমার উপাধ্যার সম্পাদক, বসিরান মিলন সংঘ রায়গঞ্জ/পঃ দিনাজ্ঞপরে

#### मृत्ये विवसम्ही ७ शकानना

অবহেলিত যুব সমাজকে সংক্ষা ও গতিশীল সাংক্ষাতক এবং তাদের সাহিত্য চেতনাকে পরিক্ষ্টনের জন্য আপনারা— পশ্চিমবঞ্জ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগ 'বুব মানস' পঢ়িকার প্রকাশনার গ্রের্দায়িত্ব হাতে নিয়েছেন। এবং গ্রাম বাংলার অনুহেলিত প্রতিভা সংগ্রহে মনবোগ দিয়েছেন—এজনা উদ্যোজ-एमत्र थनावाम स्नानाम्हः। जवः वर्माष्ट् 'यः यानत्र' भागाः नत्रः। সরকারী পূর্তপোষকতার যখন এর প্রকাশনা তখন সাহিত্যের সব কটি শাখার অর্থাৎ অঞ্চলভিত্তিক লোক সংস্কৃতি, রুমারচনা, इषा, धातावारिक कीवनम्भी উপन्যाम रेज्यामित मश्याक्षन থাকা ভালো। অবশ্য কটুর পাঠক হিসাবে এটা আমার অনু-রোধ। সবশ্রেণীর পাঠকের পাঠস্পূহা বাতে মিটে বার তার জন্য ব্যবস্থা নিতে বঙ্গছি। সেই সঙ্গে অনুরোধ করছি মাসিক 'যুবমানস' বাতে ঠিক সময়ে অর্থাৎ মাসে মাসে প্রকাশিত হয় তার জন্য উদ্যোগ নিতে। দেরীতে পত্রিকা (যুবমানস) হাতে পেলে উৎসাহে ভাটা পড়তে পারে। শিথিলতাও আসে। জানিনা মফস্বলের একজন সাধারণ পাঠকের হুদুরাক্তি বুবমানসে ছায়া ফেলবে কিনা? ছায়া ফেলকে এটা সর্বাতকরণে চাই।

> এ. কালাম কান্দর্বী,এড়োরালী মুর্ণিদাবাদ

#### णारे-अब जावना

লেখক, সাহিত্যিক বা কবি কোনো ভাবেই আমি সাহিত্য জগং বা ম্যাগাজিন জগতে পরিচিত নই। বলা বাহ্বা অতাত আশার সপ্তের আমার এই রচনাটি পাঠালাম। প্রথম কোনো পত্রিকায় রচনা পাঠাবার এক দ্বঃসাহসিক প্রচেণ্টার সম্মুখীন হতে গিয়ে দেখলাম একাদশ শ্রেণীর ছাত্র হিসাবে আমার উৎসাহ হয়ত কিণ্ডিং অধিক। প্রথমেই এত বড় এক পত্রিকার দিকে হাত বাড়ানো। আমার মন দঃসাহসিক বললেও বিবেক এক অদম্য আকর্ষণে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। শুধু আশা করি নয় নিঃসন্দেহে বলতে পারি আপনাদের হাত-ও এই অখ্যাত কবির দিকে এগিয়ের আসবে। উৎসাহের মালা, আকর্ষণের প্রভাব তাতে নিশ্চয়ই আরো বেড়ে যাবে এবং অসঞ্চেটে বলতে পারি দ**্রংসাহসিকতার হীন**তা ক্রমশঃ কমে যেতে বাধ্য হবে। অতএব শ্ব্রুমাত্র আপনাদের মিলিত হাত ধরার জন্য আমার राष्ठ जारगरे वाजिरत जरभकात तरेगाम। निम्हरे विकन रावा ना। जन्छछः अहे किरमात छन्नात्म मख य्वक मन छाहे वनारह। সাপনাদের এক ছোটু কবিবন্ধ, বা ভাই--

> প্রবীর কুমার দাস পি-১১, ব্যাহ্ম গার্ডেনস্ পোঃ বাঁশদ্রোণী, ২৪ প্রগ্না

#### [ শিক্স-সংস্কৃতিঃ ২৭ পৃষ্ঠার শেবাংশ ]

মেন্টারী ভূলছেন না! এমনিক বাড়িও'রালার চরিত্র বোঝাতেও তা ততো প্ররোজনীর নর। অবশ্য দৃশ্য দৃশ্টি অতিনাটকীরতা বিজিত হওরার শৈলিপক। তবে, এইসব অনাবশ্যক ছিপ্রান্বেষণ করেও বলতে হর, শেষ পর্যতে মৃণাল যে চীন্র দেরী ক'রে বাড়ি ফেরার কারণ দর্শাতে তেলেভালা প্রিয় দর্শকের দাবী মেটাতে একটি গোল গল্পের অবতারণা করেন নি. সেজন্যে ভিনি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। এবং এভাবেই, এইসব হৃদ্য় ও র্মিবের ধারা সহ মৃণাল সেন তার সাম্প্রতিক ছবিটি তৈরী করেছেন বা অনারাসে তার এতদ্কালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছবি ব'লে বিবেচিত হবে, টালিগজের কাছে তো বটেই।

#### –গোতম ঘোৰদ্দিতদার

#### [বিজ্ঞান-জিজ্ঞানা: ৩০ প্রতার শেষাংশ]

তোলা হয়। এবারে উপরের জলকে নিয়ন্দ্রণাধীনভাবে টার-বাইনের উপর দিরে চালিয়ে টারবাইন ঘ্রিয়ে তার সাথে সংবৃত্ত জেনারেটর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, পম্পতিটির উৎপাদনক্ষতা খুব কম।

#### रभावत-गाल ज्यान्डे/वासा भारत ज्यान

সর্মহিব প্রভৃতি গ্রাদি পশ্র মলকে কাজে লাগিরে তার থেকে গ্রাস তৈরী করে আমাদের দেশে বেশ কিছ্বিদন ধরেই রক্ষার জনালানী হিসেবে ব্যবহারে প্রচলন হরেছে। তবে ব্যবহারে জনালাট কুসংক্ষারের প্রভাবে জনপ্রির হর নি। গোবরগ্যাস থেকে বিদ্যুৎও উৎপাদিত হচ্ছে। কিন্তু কুসংক্ষার এই বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রধান অন্তরার। এ ছাড়া দারিদ্র্য জনিত কারণে গোবর-গ্যাস ক্যান্ট চালাবার জন্য প্রয়েজনীর গ্রাদি পশ্রে মালিকের সংখ্যাও কম। অতএব গোবর গ্যাস পরিবর্ত শক্তির উৎস হরেও কাজে আসছে না, গোবর গ্যাসের মত একই সম্বতিতে মানুবের মল থেকেও গ্যাস উৎপাল করে কাজে লাগানো বার। এই ধরণের ক্যান্টের নাম বারো গ্যাস ক্যান্ট।

উল্লিখিত বিষয়গর্বি ছাড়াও অন্যান্য বহু ধরণের শব্তির সাহাব্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচেণ্টা বর্তমানে গ্রেষ্ণাধীন অবস্থার আছে।

### পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের মাঙ্গিক মুখপত্র



#### গ্ৰাহক হতে হ'লে

বছরের বে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা সভাক ৩ টাকা। ষাম্মাসিক চাঁদা সভাক ১ ৫০। প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পরসা।

শ্ব্ধ্ব মনিঅর্ডারেই বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গা সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগা (দক্ষিণ) কলিকাতা-৭০০০১।

#### अरक्रिन निर्फ र'ल

কমপক্ষে ১০টি পরিকা নিলে এজেন্ট হওরা যাবে। বিস্তারিত বিবরণ নীচে নেওয়া হল:

পত্রিকার সংখ্যা
১৫০০ পর্যনত
১৫০০-এর উধের্ব এবং ৫০০০ পর্যনত ৩০ %
৫০০০-এর উধের্ব এবং ৫০০০ পর্যনত ৩০ %
১০টা সংখ্যার নীচে কোন কমিশন দেওয়া হর না।
যোগাযোগের ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, য্বকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবংগ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-৭০০০১।

#### লেখা পাঠাতে হ'লে

ফ্রলম্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠার প্রয়োজনীর মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটাম্নটি পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্নীর।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়াং দাবী করা চলবে না।

কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। পাডুলিপির বাড়তি কপি রেখে লেখা পাঠান।

বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ৩০০০ শব্দের বেশি হ'লে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

ষ্বকল্যাণের বিভিন্ন নিকে নিরে আলোচনাকালে আশা করা যার লেখকেরা তত্ত্বগত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব দিক-গুলির উপর বেশি জ্বোর দেবেন।

#### পাঠকদের প্রতি

ব্বমানস পরিকা প্রসম্পে চিঠিপর লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সম্পে ভট্যাম্প, খাম, পোভ্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব চিঠির উত্তর দেওরা হয় এবং সরকারী চিঠিপতে সাভিস্ ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চুলে।



লাভপ্র ব্রক য্ব অফিসের উদ্যোগে টেলারিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা শিক্ষণরত।



রাইনা ব্লক যাক উৎসবে তরাণ সংঘ মণ্ডম্থ নাটক 'কাক দ্বীপের এক মা'।



গাইঘাটা ব্লক যুব উৎসবে ছবি আঁকতে ব্যস্ত শিশ্ব শিল্পীরা



হাড়ে:য়া ব্লক যুব উৎসবে আদিবাসী সংঘের আদিবাসী বালক বালিকাদের নাচের দ্শ্য



পশ্চিমবণ্য সরকারের ব্রক্স্যাশ বিভাগের মাসিক ম্থপর অগান্ট, '৮০

# मृहिभर्व

এবারের স্বাধীনতা দিবস/প্রমোদ দাশগত্ত/	0
কলন্কিত ১৫ অলন্ট/মাধন পাল/	¢
আমার চোখে স্বাধীনতা/অশোক বোব/	A
শ্বাধীনতার ৩৩ বছর/বিশ্বনাথ মুখাজি-/	50
আমাদের স্বাধীনতা দিবস/গণেশ খোব/	58
অগান্ট বিশ্বৰ ও আজ/স্কুমার দাস/	24
কর্মচারী চরন আরোগঃ কি ভাবে নিয়োগ হর/রণজিত কিশোর	
চ্ছেবতী ঠাকুর/	22
মেহমান/হীরালাল চক্রবতী	२२
আছো কেঞার কথ্/শ্ভেক্র রার/	२७
বড়/বেৰাশিস্ প্ৰধান/	26
ভাঙ্ক এখন স্থের ভানা/ স্বপন নাগ/	₹\$
এখনো মানুৰ আমি/শীতল গপোপাধ্যকে/	₹¢
একদিন প্রতিদিনঃ এইসব হ্দর ও ব্যধ্রের ধারা/	
লে:তম ৰোবদস্তিদার/	२७
বইপ্র/	₹8
লোকচিত্ৰকলা/	₹\$
विकास विकास/	00
বিভাগীর সংবাদ/	02
শাঠকের ভাৰনা/	08

शक्य : कटनाक बाटपानावाात

### সম্পাদক সংজ্ঞান সভাপতি-কান্তি বিশ্বাস

পশ্চিত্র প্রক্রান ক্রিকারণ অধিকারের পকে প্রীরণজিং কুমাব ম্বোলারাজ কর্মার ৩২/১, বি. বা. দি. বাল (দক্ষিণ), কলকাতা-১ থেকে প্রক্রানার প্রায়েক্তরার চট্টোপাধ্যার কর্তৃক হেমপ্রভা প্রিনিটং বাইনা, ১/১ শ্রেকার্যার মাইনক লেম, কলকাতা-১ থেকে ম্নিচত।

म्बा-वृत्तिम शहना

# निमानकीय

প্রায় দুই শত বংসরের প্রাধীনতার শ্লানি বেদিনে মুছিয়া গেল, সেদিন ভারতের অফিস আদালত হইতে ইউনিয়ন জ্যাক'কে বিদায় করিয়া চি-বর্ণ পতাকা স্থান দখল করিল। দেশের বুকে ব্টিশ সাম্লাজ্যবাদী শাসনের যেদিন আনুষ্ঠানিক অবসান হইল সেই ১৫ই আগণ্ট প্রত্যেক ভারত-বাসীর নিকট যে একান্ত পবিত্ত—একথা ন্তন করিয়া বলিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

এই স্বাধীনতার জন্য কত ভারতীয় সিপাই-সাল্টী ইংরেজের তোপের মুখে বুক চিতাইয়া দাঁড়াইয়াছেন, কত সম্মাসী চিশ্ল তুলিয়া বিদ্রোহের আছুনান জানাইয়াছেন, কত ছাত্র স্কুল-কলেজের মায়া কাটাইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন, কত বিদ্রোহী যোবন অতুলনীয় আজ্বাসের স্মহান দৃষ্টানত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, অসংখ্য প্রামক-কৃষক-মধ্যবিত্ত স্বাধীনতার ব্দেশ কতভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া দেশের স্বাধীনতা পাওয়ার পথকে আরও কত সহজ করিয়া দিয়াছেন—তাহার একট্ ক্ষুদ্র অংশও মনে পাড়লে গরেব কাহার না বুকথানি ফুলিয়া ওঠে?

দেশ বলিতে তাঁহারা কোন অবাস্তব দেবী মূর্তির কল্পনা करतन नारे, जौराता प्राप्तत यान्यर्करे द्वियाहिस्तन। স্বভাবতই স্বাধীনতা দিবসে সমীক্ষা করা হয় স্বাধীনতার **স্বাদ মান**ুষের ভাগ্যে কতট কু জ টিয়াছে। 'ক্ষুধার বাজ্য' হইতে কি মানা্র মাজি পাইয়াছে ? যাবকের বেকাবছের যন্ত্রণার জনালার কি কিছুটা অন্তত উপশম হইয়াছে? নিরক্ষরতাব আঁধার কি দেশ হইতে অপসারিত হইয়াছে ? গ্রামে জোতদারী-মহাজনী শোষণের কজা কি আল্গা হইয়াছে? মালিক-মজ্ঞারের অত্যাচার কি ক্লা হইয়াছে? সাম্প্রদায়িকতা, সংকীণতা, আণ্ডলিকতা, অস্প্শ্যতার মত মারাত্মক ব্যাধিব প্রকোপ কি হ্যাস পাইর ছে? বিদেশী প'র্জির অক্টোপাস্ হইতে কি জাতীয় অর্থনীতি মুক্তি পাইয়াছে? শ্রুমার সাথে অগণিত স্বাধীনতা যোম্ধাব স্মৃতি তপণি যেমন আজকের দিনে প্রয়োজন—সেই সভ্গে জনজীবনে এই ধরণের প্রশ্নগর্যালর মীমাংসা এই ৩৩ বংসবে কতথানি হইয়াছে তাহাও গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিবার সময় হইয়াছে। উপলব্ধি করিতে হইবে এই জাতীয় সমস্যার যদি কোন সঞ্গত সমাধান না হয় মানুষের নিকট স্বাধীনতার তাৎপর্য, তাহার মর্ম এক ত-ভাবেই ফিকে হইয়া যাইতে পারে।

একই সংশ্য স্তীক্ষা নজর বাখিতে হইবে যেন দেশের কোন নৃত্রাগ্যজনক পবিস্থিতির স্থোগ গ্রহণ কবিয়া প্রতি-ক্লিরালীল ও বিক্লিয়ভাবাদী শক্তি দেশের ঐক্য এবং সংহতির ম্লে কুঠারাঘতে করিয়া স্বাধীনতার মূল শিকড়কে আল্গা করিয়া দিতে না পারে। ইছা তো ধ্ব সভা বে আমাদের এই বিশাল দেশে নানা বর্ণের, নানা ভাষার, নানা কৃত্তির, নানা ধর্মের মান্য দীর্ঘ-কাল ধরিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছেন। ভোগেদিলক অবন্থান, অর্থানৈতিক পরিবেশ হইতে শ্রুর করিয়া আচার-বাবহারের মধ্যে পর্যন্ত বিশতর পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে আমরা একই দেশের অধিবাসী। চিন্তা-চেতনায় আমরা এক। একই জাতীয়ভাবোধে উন্বাশ্ব, অন্প্রাণিত। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য, বিবিধের মধ্যে মিলন—ইহাই তো আমাদের জাতীয় বৈশিন্টা। এই সভাবে বেমন আমাদের প্রভ্যেকের সঠিক ভাবে ব্রিকতে হইবে, ততোধিক বিলম্ঠ ভাবে উপলাশ্ব করিতে হইবে দেশের কর্থ-ধারদের।

এই ৬৫ কোটি মান্বের দেশের শাসন ভার বাছাদের উপর ন্যুস্ত হইয়াছিল তাহাদের প্রায় তিন যুগের শাসন কালে জাতীয় সংহতির স্তা কি শক্তিশালী হইল না দুর্বল হইল, তাহা ভাবিয়া দেখিব না? অর্থনৈতিক স্বোগ স্বিধা যতট্কু বাড়িয়াছে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে তাহার সামঞ্জস্যপূর্ণ কন্টন কি আদে হইয়াছে? পঞ্চবার্থিকী পরিকলপনায় রাজ্যাগ্রালর মধ্যে ব্রভি-নির্ভার সম্পদ বিতরণ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে স্বম্ম অর্থ বিনিয়োগ, রাজ্যের মান্বের বৈষ্যিক অবস্থার উল্লিত ঘটাইতে নির্বাচিত রাজ্য সরকারগর্লিকে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় স্ব্যোগ ও ক্ষমতা প্রদান— এই সবই তো বিভিন্ন এলাকার বিকাশ সাধনে একান্ত প্রয়োজনীয়। এই বিবয়গ্রিল কি স্বিচার পাইয়াছে?

জাতীর ভাষা, মূল সাংস্কৃতিক ধারার সহিত লয় রাখিরা আঞ্চলিক প্রধান ভাষাগৃলি ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতি সমূহ উন্নতির কোন সংগতিপূর্ণ সনুযোগ কি পাইয়াছে? পাইলে ইহার আকাষ্ণিকত উন্নতি হইতে পারিত কি না সে বিতর্কের মধ্যে না যাইরাও কসম করিয়া বলা যাইতে পারে বর্তমান

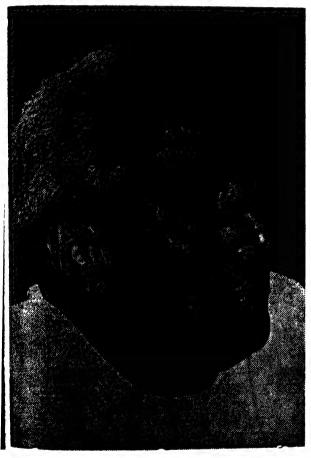
বেদনাদারক ও নিষ্ঠার বৈষয়া আনতীর সংস্থাতিক এই জাব চ্যালেজ জানাইতে প্রিত না। এই বৈষ্টোর গ্রেটাই জাব লাভ করে অবিশ্বাস ও বিশ্বেষ। তাহা হইতে স্থিট হর আন্তলিকতা-বাদ। ইহারই প্রকাশ ঘটে 'ভূমি প্রুলের জন্য লব্দেক ল্যুবোগ' এর দাবীতে। আর এই প্রাত্ত ও অক্ষরাতী লাবীকে কার্বকরী করিবার জন্য তৈরী হর শিবসেনা, লাচিত সেনা, আমর্থ বাঙগালী, রাম্মীর স্বরং সেবক সংঘ প্রম্মুখ সংগঠনগানি। তৈরী হয় 'আস্ক্রেমত বিবেক বজিতি বাহিনী।

ক্রমবর্ধমান শক্তিশালী গণতান্তিক আন্দোলনের দপ্রে मान्य यथन এই সমস্যাসমূহের সমাধানের প্রকৃত পথের সন্ধান পায়, কাভারে কাভারে মান্ত্র সমবেত হইতে থাকে সেই পর্যের ধারে—তখনই ভীত-শব্দিত কায়েমী স্বার্থের গোষ্ঠী বহুর্দিন ধরিয়া বিশ্ব বিশ্ব করিয়া সঞ্চিত হওয়া মানুবের ক্ষোভকে বিপথে চালিত করিবার জন্য মানুষকে বিশেষ সংবেদনশীল যুব-ছাত্র সমাজকে সর্বনাশা পথে ঠেলিয়া দিতে উদ্যত হয়। চিপ্রো-উপজাতি যুব সমিতি, পশ্চিমবশ্গের উত্তর খণ্ড, গোর্খা খণ্ড ও ঝাডখণ্ডওয়ালারা সেই বিপজ্জনক বড-যন্তের শিকার। আর এই সাধোগ বাঝিয়া ধারণ্ধর সামজোবাদী শক্তি তাহার নিজম্ব এজেন্টদের সাহায্যে তাহার খল উদ্দেশ্য সাধনে তংপর হইয়াছে। গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের সাম্প্রতিক ঘটনা সমূহ ইহারই জ্বলন্ত প্রমাণ। তাই দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার আহ্বানে দেশপ্রেমিক মানুষ বিশেষ ক্রিয়া যুব ও ছাত্র সমাজের যোগাতার সহিত সাডা দেওয়ার <u>প্রে</u>য়া-জনীয়তা এত গভীরভাবে দেখা দিয়াছে। বহু কণ্টান্তিত ও লক্ষ শহীদের রক্তাক্ত পথে আগত এই স্বাধীনতা ও জাতীয় সংহতিকে যে কোন মূলো রক্ষা ও শক্তিশালী করিতে হইবে। দেশের অথণ্ড সন্তার মধ্যেই জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগ্রীলর সমধোনের বৈজ্ঞানিক পথে সমস্ত মান্ত্র্যকে সমবেত করিতে হইবে। সেই শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়াই এ বংসরের স্বাধীনতা দিকস পালিত হউক যুব মনের নিকট এই আমাদের আবেদন।

# এবারের স্বাধীনতা দিবস

প্রক্রেক ক্রেক্ট্রক্ত সম্পর্কক, সি. পি. পাই (এম), পশ্চিম্বপ্স রাজ্য করিটি

ভারত স্বাধীন হ্বার তেত্তিশ বছর অতিক্লান্ত হলো।
এবারে দেশের জনগণ চৌতিশতম স্বাধীনতা দিবস পালন
করছেন। বর্তমান বছরের একটা বিশেষ রাজনৈতিক গ্রেত্ব ও
ভাৎপর্ব রয়েছে। এই বছরেই পালিত হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রামের
চারটি ঐতিহাসিক ঘটনার পঞ্চাশতম বার্ষিকী। এই চারটি
ঘটনা হলোঃ গাড়োরান বিদ্রোহ, চটুগ্রাম বিদ্রোহ, সোলাপ্র
বিদ্রোহ এবং গাড়োরালী বিদ্রোহ। এই সমস্ত বিদ্রে হ ভারতের



শ্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক গোরবোজ্জন অধ্যায়
রচনা করেছে। এই সমসত বিদ্রোহ ছিল ভারতের স্বাধীনতা
সংগ্রামের এক জলগার প—এই সমসত বিদ্রোহ বিটিশ সামাজাবাদের করিবেশ জনগণের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের স্বাক্ষর বহন করছে।
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যে নিছক অহিংস পথে জয়য়য়
ইর নি ভারাই স্বাক্ষর বহন করছে এই সমসত বিদ্রোহ। এবারের
স্বাধীনতা লিখনে আমাদের সাম্বন করতে হবে সেই সমসত

অমর শহীদকে বাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য দেশ থেকে রিটিশ সাম্ক্রজাবদকে বিতাড়নের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়ে-ছেন। তাঁদের এই কঠোর আজ্বত্যাগ, কারা নির্মাতন, কট-স্বীকার ভারতের দেশপ্রেমিক জনগণ কোন দিন ভূলতে পারেন না। তাঁদের এই আত্মত্যাগের কাহিনী প্রতি মৃহ্তে প্রশ্বার সংশ্য স্বরণ করতে হবে।

দেশ স্বাধীন হবার পর তেতিশ বছর অতিক্রান্ত হলো। এই তেতিশ বছরের ইতিহাস যদি আমরা পর্যালোচনা করি তবে দেখতে পাব এই সময়ে একদিকে যেমন একচেটিয়া প'্ৰজ-পতি ও বৃহৎ ভূম্বামীদের শোষণ ও অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়েছে. অন্যদিকে তেমান এই শোষণ ও অত্যাচানের বিরুদ্ধে দেশের জনগণ বিরাট বিরাট গণ-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। **এক-**চেটিয়া প'্রজিপতি ও বৃহৎ ভূস্ব'মীদের শোষণের ফলে দেশের অর্থ নৈতিক সংকট বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সংকট গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। দেশ স্বাধীন হবার পর এমন একটি বছর অতিক্রান্ত হয় নি, যে বছরে ঘাটতি বাজেট পেশ হয় নি বা জনগণের উপর নতন করে করের বোঝা চাপে নি। ঘাটতি বাজেট পেশ এবং করের বোঝা বৃদ্ধি ধনবাদী শাসন ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি। এই ব্যবস্থার ফলে প্রতি বছর ঘটছে মুদ্রাস্ফীতি। বিগত তেতিশ বছরের হিসেব পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে টাকার মূল্য কমতে কমতে বর্তমানে ২৭ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। এত অম্প সময়ে এই ধরনের অর্থের মলোহাস আর কোন দেশে ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। এই অর্থনৈতিক সংকট ক্রমবর্ধমান। আর অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রেই এই সংকট প্রস:রিত। সম্প্রতি লোকসভায় প্রদত্ত বিবরণ থেকে দেখা যায় ভারতে রেজিস্ট্রিকত বেকারের সংখ্যা হলো দেভ কোটি। যে সমুহত যুবক-যুবতী কুম্বিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম লেখান তারা সকলেই শিক্ষিত যুবক-যুবতী। যারা শিক্ষিত নন, তাদের এক বড অংশই বেকার। রেজিস্ট্রি-কৃত বেকারের চাইতে অন্তত দশগণে হবে অরেজিস্ট্রিকৃত বেকার। এ থেকেই দেশের অর্থনৈতিক সংকটের গভীরতা বোঝা যায়। এই অর্থনৈতিক সংকট আজ এমন পর্যায়ে পেণিছিয়েছে যে, দেশের অর্থনীতির একটা বড অংশ নির্ভার করছে বিদেশী ঋণের উপর। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত এক তথ্য থেকে জানা যায়, দেশের বর্তমান বিদেশী খণের পরিমাণ হলো তের হাজার কোটি টাকা। ক্রমবর্ধমান এই অর্থনৈতিক সংকটের হাত থেকে রেহাই পাবার কোন ক্ষমতা বর্তমান শাসক-গোষ্ঠীর নেই, থাকতে পারে না।

ইতিহাসের নিয়ম হলো, ধনিকগোষ্ঠীর প্রতিনিধি শাসক ও শোষক গ্রেণী যখন জনজীবনের জন্তুত সমস্যগর্তি সমাধানে বার্থ হয়, যখন বিভিন্ন সমস্যা ব্তাকারে ছ্রুরতে থাকে এবং সংকট ও সমস্যার গভীরতা বাড়তে থাকে তথম ব্রজেলালা এই সংকটের সমস্ত বোঝাই জনগণের উপন্ন চাপিরে লিরে নিজেরা প্রিরাণ পাষার চেণ্টা করে। ইতিহাসের আরো শিক্ষা হলোঁ, ধনবাদী শাসিকেরা একটা শুনের মুখে জনকল্যাণের ব্লিণ্ড আওড়ালেও প্রকৃতপক্ষে তাদের একটিই লক্ষ্য থাকে—গ্রেণীশোষণ ও শ্রেণীশাসন বজার রাখা। স্বাধীন ভারতের তেরিশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব ভারতের ব্রেগায়া শাসকেরা এই পথ ধরেই চলেছে।

অর্থনৈতিক সংকট যত বৃদ্ধি পাবে শাসকপ্রেণী নিজেদের শ্রেণীশাসন ও শোষণ বজার রাখার জন্য তত বেশি বেশি করে সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করে। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। ভারতের বুর্জোয়া-জমিদার শাসন ব্যবস্থায় একই চিত্র পরিলক্ষিত হচ্চে। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে দেশের শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনগণের দাবি ছিল গণতন্য এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান। দাবি ছিল: বাক স্বাধীনতা, সংবাদপ্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশ করার স্বাধীনতা. মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা। দেশ স্বাধীন হবার পর ভারতের সংবিধানে বে সমস্ত মৌলিক অধিকার লিপিবন্ধ হয় সেগুলি এই স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে উত্থাপিত দাবিসমূহেরই প্রতিফলন। তবে এটাও বাস্তব সত্য বে, স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগর্নালতে যে সমস্ত দাবি উত্থাপিত হয় তার সবটার স্বীকৃতি ভারতের সংবিধানে নেই। শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনগণের অধিকার সমূহ যখন সংবিধান প্রণীত হয় তখনই উপেক্ষা করা হয়। এখানেই কিল্ড শেষ নয়। সংবিধান রচনার সময় যে সমুল্ড অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত হয় তার অনেকগুলিই এই তেতিশ বছরে কেড়ে নেওয়া হয়। মাত্র তেত্রিশ বছরে ভারতের সংবিধানের ৪৫ বার সংশোধন করা হয়। এই ধরনের সংবিধানের ব্যাপক সংশোধন আর কোন দেশে হয় নি। আর অধিকাংশ সংশোধনই গেছে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহের বিরুদ্ধে, নাগরিকদের ্ব্যক্তিম্বাধীনতার বিরুদ্ধে। এই সমস্ত সংশোধনের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকারগর্নালর ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়—কেন্দের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়।

এবারে ভারতের জনগণ যখন চোঁচিশতম স্বাধনিতা দিবস পালন করছেন তখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের ব্রুতে হবে এবং ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে। কেন্দ্রে সাত মাস হলো, ইন্দিরা কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হরেছে। এই সাত মাসে কেন্দ্রীর সরকার যে সমস্ত পদক্ষেপ ও কর্মস্চী গ্রহণ করেছে তাতে স্বৈরতন্তের বিপদ ঘনীভূত হরেছে। ৯টি নির্বাচিত রাজ্য বিধানসভা বাতিল, প্রেস কমিশন বাতিল, পি. ডি. আইন প্রবর্তন, ধর্মঘট নিষিম্প করে অভিন্যান্স জারি ইত্যাদি ঘটনা স্বৈরতান্তিক ব্যবস্থার বিপক্ষনক ইন্গিত দিছে। বিশিষ্ট আইনজীবী ভি. এস. তারকুন্ডে বলেছেনঃ বর্তমানে দেশে যে পরিস্থিতি চলছে তা অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার আক্ অনুহতের সংক্র জুলনা করা কেতে লারে। এই সরকার
ক্রমতাসীন হ্বার পর দেশের অর্থনৈতিক সংক্ট আরের মনী
ভূত হরেছে। আর এই সংক্ট বত বেশি বেশি করে বৃদ্ধি পাবে
সরকারও তত বেশি বেশি করে দৈবরতদের পথে পা বাড়াবে।
আজ দেশের জনগণের সামনে এই বিপদ নতুন করে দেখা
দিরেছে, এই বিপদ ক্রমবর্ধমান।

একদিকে বেমন সৈবরতদার বিপদ বৃদ্ধি পেরেছে, অন্দিরে ভারতের জনগণের সামনে আর একটি বিপদ বারাছকভাবে বৃদ্ধি পেরেছে। এই বিপদ হলো বিজ্ঞিনতাবাদের বিপদ,
ভারতকে ট্রুরো ট্রুরো করার চক্রান্ত। প্রায় এক বছর হতে
চললো আসামে "বিদেশী বিতাড়নে"র নামে চলছে এই
বিজ্ঞিনতাবাদী আন্দোলন। এই তথাক্থিত আন্দোলনের নামে
সেখনে সহস্রাধিক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন; আহত হয়েছেন
করেকশা নরনারী। করেক কোটি টাকার বিবর সম্পতি,
ধন সম্পদ বিন্দুই হয়েছে। বহু মানুবকে আসাম ত্যাগ করতে
বাধ্য করা হয়েছে। আসাম সমস্যা সমাধানের জন্য দুই দুবার
স্বাদলীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এখনও কাৰ কর
কিছাই হয় নি।

আসামের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পিছনে যে বিদেশী খান্ত অর্থাৎ মার্কিন সাম্বাজ্যবাদীরা রয়েছে তা আজ সম্প্রমাণিত। মার্কিন সাম্বাজ্যবাদীরা দেশীর প্রতিক্রিয়াশীলদের সংগঠিত করে আজ দেশকে ট্রুকরো ট্রুকরো করার চক্রান্ত চালিরে বাছে। তারা আজ জাতীয় সংহতি বিপান করে তুলতে উল্লেও। সমগ্র উত্তর-পূর্বাগুলে তারা আজ এক বিষান্ত পরিবেশ স্থিত করেছে। এদেরই চক্রান্তে ত্রিপ্রায় নারকীয় ঘটনা ঘটে খেল। আজ স্বাধীনতা দিবসে দেশের প্রতিটি গণতালিক মান্রকে এই ঐক্য ও সংহতি বিনন্টকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। জাতীয় ঐক্য এবং সংহতির স্বপক্ষে ব্যাপক গণ-আন্দোলন সংগঠিত করে তুলতে হবে।

দেশ স্বাধীন হ্বার তেরিশ বছর পরে একদিকে যেমন কৈবরতাশ্যিক শত্তি ক্ষমতা কুক্ষিগত করার বড়বশ্য করছে। সেই দিকে দেশের সামনে আর একটি বিকল্প চিত্রও রয়েছে। সেই চিত্র হলো বাম ও গণতাশ্যিক শত্তির অগ্রগতির চিত্র। পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপ্রার জনগণ বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারকে সামনে রেথে নতুন নতুন বিজয় অর্জন করে চলেছেন। কেরালার প্রতিতিত হরেছে বাম ও গণতাশ্যিক শত্তির সরকার। এই সমস্ত সরকার নিজ নিজ রাজ্যের জনগণকে গণতাশ্যিক অধিকার ফিরিরে দিরেছে, প্রতিতিত করেছে গণতন্য ও ব্যক্তি স্বাধীনতা। এই সমস্ত সরকার কৈবরতন্য বিরেষধী সংগ্রামের শ্রেরাভাগে এসে দাঁড়িরেছে। দেশব্যাপী এই শত্তির প্রসার ঘটাতে হবে।

এবারের স্বাধীনতা দিবসে আমাদের সংকল্প হোক:
স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিরবিছ্ন সংগ্রাম চালাতে হবে; জাতীর
ঐকা ও সংহতির জন্য সর্বশক্তি নিরোগ করতে হবে; ঝম ও
গণতালিক ঐক্যের প্রসার ঘটাতে হবে।

# কলকিত ১৫ই আগক

माथन भाग

সম্পাদক আরু এস পি, পশ্চিমবপা রাজা কমিটি

ভারতের ৬৫ কোটি মানুষের মধ্যে ২০ কোটি মানুষকে फ लाजू वरल प्यायका कता श्रास्ट ; श्रेश्तिकी ভाষा स्र वना श्र —'Redundant'। এরা কোথার থাকে, কী খায় এবং কোথায় যার তার খবর রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার কেউই রাখেন না, অথবা খবর রাখার প্রয়োজনও মনে করেন না। সারা ভারতের হিসমুবে শতকরা ৬০ থেকে ৭০ জন মানুষ আর উত্তর-গুর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে শতকরা ৭০ থেকে ৭২ জন কর্মক্ষম মান্ত্র दिकात्रित खनामास ध'द्रक ध'द्रक मत्राष्ट : এই উত্তর-পূর্বাগুলেই শতকরা ৭২ থেকে ৭৩ জন মানুষ দারিদ্রাসীমার নীচে বস क्रवृत्तः। সরকারী মতে চার জনের পরিবার যাদ গড়ে মাসে ১০০ টাকা আয় করে, তবে তাকে ধরা হয় দারিদ্রাসীমার উপরের স্তরে—১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ব্রটিশ সরকারের সপো ধনিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সপ্তে আপে:যের মাধ্যমে অথন্ড ভারত ন্বিথণ্ডিত হয়ে যে ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হল তার মধ্যে এই খণ্ডিত ভারতের অবস্থার এটাই হল হাল ফল চিত্র। এই হিসাব কিন্তু কে.নও মার্কসবাদী বা বামপন্থী দলের স্ত্রে প্রাপ্ত নর। খোদ কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব। অ বার এই চিত্রও ঠিক আজকের চিত্র নয়—দু-তিন বংসর অ গেকার চিত্র। অন্-মান করতে অস্ববিধা হবে না যে, বিগত দ্বতিন বছরে এই চিত্র আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। অন্য কথা বাদ দিলেও গ্রামাণ্ডলে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং ক্ষুদ্র চাষ্ট্রার জাম-জমা যেভাবে হাতছাড়া হয়ে যাছে তাতে ডুমিহীন ক্ষেত্মজারের সংখ্যা গণনার বাইরে চলে গিয়েছে—যাদের সারা বছরে ৬ থেকে ৮ মাস কোনও ক জই থাকে না। শহরাগুলেও মধ্যবিত নিন্দবিত্ত, ক্ষুদে দোকানদার প্রভৃতি গরীব মানুষের যা-কিছু ধনসম্পত্তি সবই ধনী ও বড় বড় ব্যবসায়ীর হাতে গিয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীর সরকারের প্রথম পাঁচশালা যোজনার পর যোজনাপ্রণেতাদের পক্ষ থেকেই ফলগ্রনিত হিসেবে বলা হয়েছে —"ধনী আরও ধনী হয়েছে, গরীব হয়েছে আরও গরীব।" তারপর অনেকগর্নির পরেরা এবং আধা-পরিকল্পনার কাল শেষ হয়ে গিরেছে। মনোপলি কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ভারতবর্ষে ৭৫টি পরিবার, আরও সক্ষা হিসেবে ১৩টি পরিবার বর্তমান ভারতবর্ষের মালিক। টাকা-পরসা, ধনসম্পত্তি —সব কিছুরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে মালিকানা এরা পেয়ে গেছে। আপোষে-পাওয়া স্বাধীনতার এটাই হলো নীট ফল। পশ্চাংপদ বা অনুমত) উপনিবেশিক পরাধীন দেশের ধনিক শ্রেণী বদি পরাধীনভার অবসানের পর শাসনক্ষমতার অধিণিঠত হতে পারে তবে বে এমন দরেবন্থাই জনজীবনকে বিড়ন্বিত করে ভুলবে সেই ভবিষ্যাবাণী করে গিয়েছেন সর্বহারার সর্ব-শ্রেষ্ঠ নেতা কমরেড লেনিন। এই কারণেই ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ধনিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের হাতে যখন ক্ষমতা

আপিত হলো তখন তাদের অনেক গালভরা প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও
আমরা তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে পারি নি। ভারতবর্ষে
ধনিকরাজ প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে জনজীবন যে বিপর্যস্ত হবে
সে কথা আমরা তখনই ঘোষণা করেছিলাম এবং ভারতের জনগণের জীবনে এই স্বাধীনতা যে অভিশাপ ছাড়া আর কিছ্
নয় সে কথা স্পন্টভাবে ঘোষণা করতেও দিবধা করি নি। কিন্তু
সোদন ভারতের জনগণ নানাবিধ বিদ্রান্তির কুহেলিকার
আচ্ছর থাকার ফলে আমাদের কণ্ঠ তাদের মনে সাড়া জাগাতে



পারে নি। দীর্ঘ ৩৩ বছরের ধনবাদী শাসনের অভিজ্ঞতার আলোকে আজ অবশ্য মেহনতী মান্মের সকল অংশের কাছ খেকেই উপরোভ ঘোষণার স্বীকৃতি পেতে অস্ববিধা হবে না। ধনবাদী শাসনে এমন অবস্থা যে ঘটবে তা তো অস্ততঃ মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী কোনও মান্মের কছেই অজ্ঞানা থাকার কথা ছিল না। আজ তো বিংশ শতাব্দীর শেষ

বামের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। ধনুবাদের সূর্য অস্তাচলের

शर्म बरेक्नारबर्ट स्ट्राम शरप्रस् । क्यात्रप्र लोनन बरे ब्रांगर्क बरलिइलान मुम्बि धनवारमय स्म । मुख्यार धनवामी मामरमय ब्रूभ की मांकारन विस्मय करत व्यनक्षा धनवामी मारम. है। দুর্বোধ্য ছিলু না। কারণ, ধনতদের প্রথম আবির্ভাবের কালে করাসী বিশ্ববের আমলে ধনিক শ্রেণীকেও আমরা দেখেছি। সাম্য-মৈন্ত্রী-স্বাধীনভার আওয়াজ তুলে যারা ক্ষমতার বসেছিল ভারা সেদিন সামন্তবাদের অক্সান ঘটিরেছিল ঠিকই, কিন্তু 'সামোর' নামে আইনের চোখে সব সমান এই লম্বা-চওড়া উত্তি করলেও কার্যতঃ আইনের পুরোপ্রার সুযোগ পেয়েছিল ধনিক শ্রেণী ও তার স্তাবকের দল। স্বাধীনতার স্লোগানকে রুপান্তরিত করল থেটে-খাওয়া মান মকে শোষণের স্বাধীনতায়। আর 'মৈত্রী', তা তো সীমিত ছিল শোষক শ্রেণীর মধ্যে। আর আৰু তো মুমুর্য ধনবাদের যুগ। এ যুগে যে মানুষ দূরবস্থার শেষ স্তরে পেশছরে সে কথা ভাবতে বেশী বর্ণিধ খরচ করার প্রব্রোজন পড়ে না। এই কারণেই আমরা দেখেছি, যে অর্থ-নৈতিক বনিয়াদের উপর খেটে-খাওয়া মান্যবের সম্প জীবন ও জীবিকার বনিরাদ গড়ে ওঠে। যে মোলিক অর্থানীতি গ্রহণের ফলে মান্ত্র মান্ত্রের মত বেস্চে থাকতে পারে ভারতের শাসক র্ধানক শ্রেণী সে পথ গ্রহণ করল না। ভারতের অর্থনীতিকে দীড় করানো হল তিনটি খ'্টির উপর—(১) বিদেশী মূলধন আমদানি, (২) জনগণের উপর নানাবিধ পরোক্ষ করের বোঝা চাপানো (৩) মুদ্রাস্ফীতি বা অঢেল কাগুজে নোট ছাপানো। বিদেশী মূলধন আমদানির ফলে খণের বেঝা এখন দশ-বারো হাজার কোঁটি টাকার উপরে উঠে গেছে। পরিশোধ করার মত ক্ষমতা ভারতের আর নেই। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেশটি সামাজাবাদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছে। পরোক্ষ করের ফলে প্রত্যেকটি জিনিষ, বিশেষ করে নিতাপ্রয়োজনীর জিনিষের দাম আকাশ ফ'রড়ে উপরে উঠে গেছে। আর অঢেল মন্ত্রা-স্ফীতির ফলে টাকার মূল্য সরকারী হিসেবে ২২ পরসায় নেমে গেছে বললেও বস্তৃতঃ দশ/বারো পরসার বেশী নয়। মেহনতী মান বের প্রাণ রাখতে প্রশোশ্তকর অবস্থা। স্থিরী-**কৃত আরের মানুষের ন**ুন আনতে পাশ্তা ফুরিয়ে যায়। কলাম্কিন্ত ১৫ই আগদেটর স্বাধীনতা মেহনতী মানুবকে আনালে-আঘাটে মৃত্যুর স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছু দের নি। · অখচ ভারতের জাতীর স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাস व्यादमाहना करतम धक्या व्यवभारे न्दीकात कर्त्रां इत या. ভারতের সংগ্রামী জনগণ উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে ভারতবর্ষে ধনিকরাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না: আর থেটে-খণ্ডয়া মান্ত্রকেও এমন দ্রকেশায় পড়তে হতো না। দীর্ঘ ইতিহাস আলোচনা না করেও আমরা অবশ্যই স্বীকার করবো বে জন-গণের স্বার্থে বিদেশী শাসনের অবসান ও পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতের যুবশন্তি অকাতরে ফাঁসিকান্ঠে জীবন ভালি দিয়েছে, শ্রমিক-কৃষক-নিস্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষেরা কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বছরের পর বছর অবিচারে ও বিনা বিচারে জীবন কাটিয়ে দিয়েছে: কত মা সম্তানহারা হয়েছে ক্রীর সি'থির সি'দ্রে মুছে গেছে। সর্বোপরি ১৯৪২ সালের 峰 আগন্টের বিশ্ববী গণ-অভ্যুত্থানকে কি আমরা ভুলতে পারি? আসমন্ত হিমাচল হিংসা-অহিংসার গণ্ডী অতিক্রম করে সেদিন "ইংরেজ, ভারত ছাড়ো" স্লোগানে ঝাঁপিয়ে পড়ে-ছিল। উপবৃদ্ধ বিশ্লবী নেতৃত্ব পেলে ঐ গণ অভাত্থানই সমজের পূর্ণ স্বাধীনতা অন্তর্নে সক্ষম হত। ১৯৪৭ সালের ক্রান্তিত ১৫ই আগতে ধনিকরাক প্রতিতা সম্ভব হতো না। আগত বিশ্ববের করের সপো সপো প্রতিতিত হতো প্রমিক কৃষ্ক রাজ।

কিল্ড তা হল না। না হওয়ার প্রধান কারণ ছিল, লেদিন বুটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নেতাজী স্ভাষ্টস্র বস্রে আপোষ-বিরোধী নেতৃত্বের আহ্বানে উপযুক্ত সাড়া পাওয়া বার নি। আপোষপন্থী ধনিক শ্রেণীর গালভরা বুলি বিভিন্ন মহলকে মোটগ্রস্ত করে রেখেছিল। এমন কি, বামপন্থী ও মার্কস্বাদে বিশ্বাসী বলে পরিচিত কোনও কোনও দল ঔপনিবেশিক ধনিক শ্রেণী সম্বন্ধে কমরেড লেনিনের যে সাবধান বাণী ভাকেও উপেক্ষা করেছিল। ফলে, ১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় সাম্বাজ্যবাদী মহাযুদ্ধে সুযোগ গ্রহণ করার জন্য ত্রিপুরী কংগ্রেসে নেতাজী সূভাষ্চন্দ্র বসূ বৃটিশ শাসকদের প্রতি 'চরমপত্র' দানের যে প্রস্তাব এনেছিলেন তা পরাজিত হল। নেতাজী বার বার বৈ-কথাটা বলেছিলেন—'শত্রর বিপদ, আয়াদের (Enemy's difficulty, is our opportunity) সে-কথায় অনেকেই কর্ণপাত করলেন না। অথচ অপেষপন্থী ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সেদিন যদি যুদ্ধের সুযোগে জনগণকে প্রস্তৃত করা হতো এবং সঠিক সময়ে সংগ্রাম শুরু করা যেত তবে ভারতের পক্ষে সত্যিকারের জনস্বার্থব হী পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন মোটেই অসম্ভব হতো না। যুদ্ধের কারণে বিপর্যস্ত খেটে-খাওয়া মান্য যে কী পরিমাণ ব্রিটিশ শাসনবিরোধী হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ হিসেবে সহজেই ১৯৪২ সালের ৯ই আগন্টের গণ-অভ্যত্থানের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জনগণ এমন অস্থির হয়ে উঠেছিল যে, যে মহাত্মা গান্ধী নেত:জ্ঞীর আপোষবিরোধী কর্মসচৌকে বিরোধিতা করে বলেছিলেন—এসময়ে আন্দোলন করা যাবে না। কারণ, আমি আন্দোলন আরম্ভ করতে পারি কিন্ত আন্দোলনকে থামাতে পারব না। (I can call a movement, but I cannot call it off), সেই মহাত্মা গান্ধীকে ১৯৪২ সালের ৭ই আগন্ট আন্দোলনের ড ক দিতে হলো। ম্লোগান তুলতে ইলো: ইংরেজ ভারত ছাড়ো। জনগণকে বিদ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে এমন কথাও প্রস্তাবে সন্নির্বোশত করা হলো: জমি হবে কিষাণের, কারখানা মজ্ররের, শান্তি সকলের তরে। কিন্তু স্লোগানেই তা সীমিত ছিল: নেতদের কোনও ব্যবস্থা করা হলো না কোনও কর্মসূচী দেওয়া হলো না। ব্রিটিশ শ সন-শোষণে পর্যন্দত জনগণ সেই স্লোগানকে সম্বল করেই আসম্দ্র-হিমাচল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পুড়ল। নেতৃত্ব-বিহীন হওয়া সত্ত্বেও নিজেরাই অস্তি-চিম্বুর-বালিয়া-সাতারা-বিহার, এমনকি আমাদের এই পশ্চিমবংগের (তংকালীন অখন্ড বাংলা প্রদেশ) মেদিনীপরেও ব্রিটিশ শাসনের বিকল্প সমান্তর:ল সরকার (parallel government) প্রতিষ্ঠিত করেছিল। উপযান্ত নেতৃত্ব পেলে সারা ভারতেই জনগণের এই সরকার, তথা 'মজ্ব-কিষাণরাজ' প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। কিন্তু নেতৃত্ববিহীন আন্দোলন দাউ দাউ করে জবলে উঠেও ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে গেল। সহস্র শহীদের আত্মদান তার মূল লক্ষ্যে পৌছতে পারল না। ভারতের কৃষক বিদ্রোহের আমল त्थरक न्याधीनका आत्मानत्मत्र देकिहान आत्माकना क्यल अक्रि সজ্যে উপনীত হতে হর, তা হলোঃ জনগণ নর জলগণের সংগ্রামস্মের অভাব নর, উপবৃত্ত নেতৃত্বের অভাবই বারবার গণ-অভাতানকে বার্থ করে দিয়েছে।

স্কুত্র কংগ্রেসী ধনিক নেতৃত্বের অভিসন্ধি কিন্তু জর্যুত্ত হয়েছে। তারা জানত যে, ব্রিটিশ শাসনকর্তাদের সপো আপোষ করতে হলেও জনগণকে সপো পেতে হবে: আন্দোলনের পথ ধরে চলতে হবে। গান্ধীজী অবশাই এই সত্যটি স্বীকার করেই বলতেন : আমার আন্দোলন আপোষের জনাই (My struggle is only for a compromise)। ১৯৪২ সালের আগত মাসে 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ অথচ র পায়ণের কোনও কর্মসূচী না দেওয়ার মধ্যেই তাঁর এই মনোভাব मुन्भके। आत मिलनारे आत्मानन हनाकात्नरे काताशाहीतत অন্তরাল থেকে তিনি বিটিশ শাসনকর্তাদের সংখ্য আপে:ই প্রস্তাব নিয়ে আলে চনা শরে করলেন। এই আপোষের প্রয়ো-জনে তিনি যে 'ইংরেজ ভারত ছাডো' প্রস্তাবকে একদিন 'নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস' (breath of life) বলে অভিহিত ক'র-**ছিলেন সেই প্রস্তাবের দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃত হলেন।** এদিকে আন্দে,লন ক্রমেই উচ্চগ্রামে উঠে চলেছে। জনগণের অভাত্থান ছাড়াও বায়ুসেনা, পরিলশ বাহিনী, কারারক্ষী বাহিনীর বিদ্রেহ এবং সর্বশেষে নৌ-বিদ্রেত্র এবং আরও পরে, আজাদ হিন্দ কোন্তের মান্তি আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে গণ-আন্দোলনের তীব্রতা বেডেই চলতে থাকল। একদিকে বিটিশ শাসনকর্তারা ভীত হয়ে উঠলেন, অপর দিকে অথন্ড ভারতের ধনিক শ্রেণীর দুইটি প্রতিষ্ঠান—কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ—গণ-বিশ্লবের ভরে আতৃত্বিত হয়ে উঠল। ফলে, আপোষের পথ সুগম হয়ে গেল। ১৯৪৭ সালে কলভিকত ১৫ই আগতেট দেশ দ্বিখণ্ডনের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তাস্তরের সচেনা এখানেই। তারই ফল-শ্রুতিতে দেশের রাষ্ট্রক্ষমত য় ভারতীয় ধনিক শ্রেণী অধিষ্ঠিত र्ला।

তারপর ৩৩ বছর অতিকান্ত হয়ে গেল। ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক নিয়মে বিশ্বজ্যেভা ধনবাদের সহগামী হিসেবে ভারতের ধনিক শ্রেণীও সংকটের আবর্তে হাব,ভুব, খাচ্ছে। অর্থনৈতিক সংকট রাজনৈতিক সংকটে রূপান্তর লাভ করেছে। ভারতের ধনিক শ্রেণীর সব কয়টি গোষ্ঠী দ্বিধা-বিধা-বহুধা विक्रिय । धीनक खानीत भाजकरमाध्यी ১৯৭৫ সালে জর্বী व्यवस्था द्यायना करत क्राजियांनी कारामार माजन ठानिस আত্মরকা করতে চেথেছিল। পরবতী কালে সেই গোষ্ঠীর হাত থেকেও অপর গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা চলে গিয়েছিল। রাজনৈতিক সংকটে বিদীর্ণ সেই গোষ্ঠীও শাসনক্ষমতায় টিকে থাকতে পারল না। আজ আবার ফিরে এসেছে ইন্দিরা-নেতত্বে কংগ্রেস (ই)-এর শাসন। সংকট কিন্ত বিন্দ্রমার কমে নি। ধনিক শ্রেণী সংকটের সমস্ত বোঝা খেটে-খাওয়া মানুষের কাঁধে চাপিরে আত্মরক্ষার পথ খ'ব্রুছে। স্বৈরতদ্যের পথে বিচরণ ইতিমধ্যেই শ্রুর হয়ে গেছে। এবার আর ছে ষণা করে আনুষ্ঠানিক ভাবে জরুরী অবস্থার প্রবর্তনের প্রয়োজন পড়বে না। ইতিমধ্যেই ফ্যাসীবাদের জন্য গণ-ভিত্তি তৈরীর কাজ শ্রু হয়ে গেছে: এবং সে পথে ধনিক গ্রেণীর আত্মরক্ষা সম্ভব रत वीम वाजभन्थी भक्ति विश्वास करत बार्जवामी-स्निननवामी শন্তি, অভীত অভিজ্ঞতার আলোকে জনগণকে শ্রেণীসচেতন ও বি**শ্বস্টেতন করার পশ্চতি গ্রহণ না করে। অর্থন**ীতিবাদ धरः म्रम्कावरात्मव शकानिका श्रवादर वीम वामशन्त्री गीन गा

ভাসিরে না দিরে বাম ও গণতাশ্যিক শান্তকে সংগ্রামের পরব ঐকাবন্থ করার কর্মস্টী গ্রহণ করে তবেই এই মারান্মক পরি-শিক্ষাতর হাত থেকে উন্ধার পাওরা যাবে। কারণ, আমাদের ভূলে গোলে চলবে না—প্রখ্যাত মার্ক্সবাদী বিশ্লবী রোজা লুক্সেমব্রের সেই কথা—ফ্যাসিবাদের উন্ভব ঘটে সর্বহারা শ্রেমব্রের সমাজতাশ্যিক বিশ্লব সম্পাদনে বার্থতার শান্তি হিসেবে (Fascism comes as a punishment for the failure of the proletariat in accomplishing the socialist revolution.)

সারা দ্বিয়ার ধনবাদী সংকটের তীব্রতা অন্ধাবন করলে একথা অবশ্যই দ্বীকার করতে হয়, '৮০'-এর দশক বিশ্লবের দশক। কমরেড লেনিন এই য্গকেই সমাজতাশ্রিক বিশ্লবের য্গ বলে অভিহিত করে গেছেন। আমাদের সামনে আজ তত্ত্বগত ও বাদতবসম্মত বিচারে সেই সত্যেরই প্রারাবিভাষে ঘটতে চলেছে। কিন্তু তত্ত্ব ও বাবহারের সমন্বর (Unity of theory and practice) ছাড়া বিশ্লব সংঘটিত হয় না। কমরেড লেনিন বলেছিলেন—বিশ্লবী দল ছাড়া বিশ্লব হয় না। অরও বলেছেন—রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জনগণের সচেতন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া বিশ্লব হয় না। কিন্তু ধনবাদী শাসনে পর্যবৃদ্ধত ভারতের এই খেটে-খাওয়া জনগণকে সচেতন করবে কে? দ্বতঃম্ফ্রতভাবে তারা অর্থনৈতিক চেতনা লাভ করতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক চেতনা আন্প্রবিঘ্ট করতে হয় বাইরে থেকে। সেই দায়ির পালন করতে পারে আদর্শনির্রাণী, অন্তুতি প্রবণ সচেতন যুবশিত্ত।

ভারতের যুবশক্তির মেরুদণ্ড ভেঙেগ দেব'র জন্য সেই কারণেই অপসংস্কৃতির জোয়ার বইয়ে দেওয়া হচ্ছে সারা দেশকে প্লাবিত করে যাতে যুবশক্তি বিপ্লবের কথা চিন্তার স**ুয়ে**গ না পার, অপসংস্কৃতির পাঁত্কল আবতে তারা নিমন্ত্রিত হয়ে যায়: এবং থেটে-খাওয়া জনগণের মধ্যে 'বিস্লবের বীঞ্চাণ্ড অনুপ্রবিষ্ট করার' (inject the bacillii of revolution among the masses) মহান ঐতিহাসিক কর্তব্য থেকে তারা বিচ্যুত হয়। অথচ সময় এবং সূযোগ এসে গেছে। শুরুর বিপদের সুযোগ গ্রহণের শুভলান উপস্থিত। ভারতের সর্বত্ত বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নবজ তকের প্রাণচাঞ্চলা স্পন্ট হয়ে উঠছে। প্রতিক্রিয়াশীল দেশীয় ধনিক শ্রেণী এবং বিদেশী সামাজ্যবাদী চক্রগালি তাকে ভিন্ন পথে প্রবাহিত করার চেন্টা করছে। কিন্ত এটাই শেষ কথা নয়। ভারতের তথা পশ্চিম-বংশের যুবশন্তি যদি শ্রেণীসংগ্রামের নীতিকে হাতিয়ার করে বিষ্ণাবের পথ ধরে এগিয়ে চলার দঃসাহস দেখাতে পারে তবে এ অবস্থারও পরিবর্তন হবে। সারা ভারতের বি**স্পবের সচেনা** रत धरे जन्न थ्यकरे। धरा मीर्घम्थारी गृहरात्पत मधा দিয়ে ভারতে ধনিক রাজের অবসান এবং সমাজতান্ত্রিক রাম্থের পত্তন হবে। সারা দুনিয়ার, বিশেষ করে ভারতের ধনিক শ্রেণীর এই চরম সংকটের সুযোগে নব ইতিহাস সুষ্টির শুভ সম্ভাবনাও প্রতীক্ষা করছে। ভারতের তথা পশ্চিমবংগার ব্রব-শক্তি কি সেই স্বৰ্ণসম্ভাবনাকে বাস্তবে রাপায়িত করার জন্য প্রস্তৃতির দায়িত্ব গ্রহণ করবে না?

# আমার চোখে মাধীনতা

অশোক ঘোৰ

সম্পাদক ফরওয়ার্ড ব্লক পশ্চিমবংগ রাজ্য কমিটি

১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তাস্তরের সেই ঐতিহাসিক ঘটনার পর আজ তেত্রিশ বছরে অতিক্রম করেছে। তেত্রিশ বছরের পূর্ণতা নিয়ে যে রাণ্ট্র কাঠামো ভারত নামক রাণ্ট্রে গড়ে উঠেছে—"প্বাধীনতা" শংশর ম্ল্যায়ন, তার জাতীয় এবং আশত-জাতিক অভিক্রেপ, তার অর্থনীতির ক্রমবিকাশ স্বকিছ্রের প্রেক্তিই আমাকে বিচার করতে হবে। সেই বিচার অবশাই হবে অমার দ্ভিত্রোণের পরিপ্রেক্ষিতে, যে দ্ভিত্রোণ



স্বভাবতই আমার রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং ধ্যান ধারণার উপর নির্ভরশীল।

তাই আমার চোখে ভারতের প্রাধীনত কৈ বিচার করতে গেলেই তার নিয়ামক মাপকাঠি হয়ে দাঁড়বে—প্রানতা' শব্দটি আমার কাছে কিসের দ্যোতক, কোন্ অর্থ সে বহন করে। "প্রাধীনতা" শব্দটিই এমন ব্যাপক এবং এত অর্থপ্রের্ভ ষে তার অর্থ যুগে যুগে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভিন্ন অর্থকে বছন করে।

'স্বাধনিতা' শব্দের আভিধানিক সংজ্ঞা বা কেতাবী বিশ্বেষণ আমার কাছে এই প্রসপ্তে তাই নিরামক মাপকাঠি নর। আমি এই প্রসপ্তে নেতাজী স্কুল্ফেন্সের প্রদন্ত সংজ্ঞাকে অস্ত্রান্ত বলে মনে করে তাকেই আম র বিচারের মাপকাঠি করে নির্মেছি শুখুমান্র এই প্রবশ্ধের ক্ষেত্রেই নর আমার সমগ্র রাজ-নৈতিক জীবনেও বটে।

ভারতের সামাজ্যবাদের অর্কান্থতিকালে বখন দেশবাসী ঔপনিবেশিক দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল, সেই
সমরেই স্বাধীনতার স্বরুপ সম্পর্কে পূর্ণ এবং স্বচ্ছ কোন
স্কুপত ব্যাখ্যা মুক্তি সংগ্রমের নায়করা, বিশেষ করে মহাত্মাগাম্ধী সমেত দক্ষিণপম্থী নেতারা কেউই রাখেন নি। রাখতে
পারতেন না এমন নর, কিন্তু তারা যে শ্রেণীর স্বার্থে ভারতীয়
জনগণের উপনিবেশিক দাসত্বের শৃত্থল থেকে মুক্ত হওয় র
আকাশ্চ্মা এবং সামাজাবাদের প্রতি তার ঘ্ণাকে কাজে লাগিয়ে
শানেঃ শানেঃ এগোচ্ছিলেন স্বাধীনতার যে ব্যাখ্যা তাদের ভাত্যারে
ছিল, সেই ব্যাখ্যা তাদের সেই পরিকল্পনাকে বিনন্ত করে
দিত। তাই স্বাধীনতা সম্পর্কে একটা কুহেলীভরা মানসিকতা
জনগণের মনকে ছেয়ে থাকুক তাই তারা চেয়েছিলেন।

সাম্বাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই যত তীর থেকে তীরতর इरहाइ, मिक्निशन्थीरमत्र आभ्यास्त्री हित्रह एक दिनी अकर হরেছে এবং অনিবার্য হয়ে উঠেছে বামপন্থীদের সংগ্য তাদের প্রকাশ্য সংঘাত। সেই সংঘাতবহুলে ঐতিহাসিক ঘটন বর্তে বামপন্থা ও বামপন্থী ঐক্যের পতাকাকে যিনি দক্ষিণপন্থা ও সাম্বাজাবাদের বিরুম্থে তলে ধরেছিলেন সেই মহানায়ক নেতাজী স্ভাষ্চন্দ্রই ভারতীয় জনগণের সামনে স্বাধীনতার স্বর্প স্কৃপতভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেছিলেন—"যাহ রা মনে করে যে, রাষ্ট্রীয় বন্ধন হইতে তাহারা দেশকে মূভ করিবে **কিন্তু সমাজের পূর্বাবস্থা বজার রাখিবে, তাহারা ভ্রান্ত**।" তিনি আরও বললেন, "স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি সমজ **ও ব্যক্তি—সকলের জন্য স্বাধীনতা। স্বাধীনতা মানেই** স'ম। এবং नामा भारतरे लाज्य। देशा भारा बाचीत वन्यतमानि नरश-रेश অথের সমান বিভাগ, জাতিভেদ এবং সামাজিক অবিচরের নিরাক্রণ ও সাম্প্রদায়িক সম্কীণতা ও গোড়ামির বর্জনকেও স্চিত করে।"

স্বাধীনতার এই সংজ্ঞাকে সামনে রেখেই তিনি ফরওয়ার্ড রকের রাজনৈতিক দলিলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার সামাগ্রিক স্বাভাকে স্বাধীনে ওর ভারতের আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

জাতির দ্রতাগ্য বে নেতাকা বে বামপ্লা পরিচাগিত সঞ্জাবাধ-বিরোধী মুভিবুলের সূচনা করেছিলেন—তা জরের গোরব অর্জন করতে পারল না। করে ভারতে ক্ষরতা হস্তান্তর ঘটে গেল, সাম্ব-জাব-দীদের হাত থেকে ভারতীয় ব্রেগারারা রাত্মবদেরর মালিকানা পেল অংপাব ও চ্রির মাধ্যমে।

আজকের ভারতের স্বাধীনতার স্বর্প বিশেলষণ করতে शिक्षिष्टे कामाप्तित भारत् कर्त्राक रायहे रमहे '८१ माम थिएक, কারণ আজ ভারতে যা কিছু বিকশিত হয়েছে যা কিছু পরি-র্ণাত লাভ করেছে বা করছে তার বীজ উণ্ড হয়েছিল সেই ক্ষমতা হস্তান্তরের মুহুতে। সেই '৪৭ স:লের ১৫ অ গণ্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধারা খ'ওয়া, সাম্প্রদায়িক দাপায় বিধাসত ভারতীয় জনতার সামনে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনাটিকেই দ্বাধীনতার মুকুট পরিয়ে এমন ভাবে উপস্থাপিত করা হোল যাতে সাধারণ জনগণ তো মোহগ্রস্ত হলেনই, মোহগ্রস্ত হলেন ত্রথনকার ব্যাসক্ষী দলগ**ুলিও। ফরওয়**,ড ব্লক সেদিন নেত:জীর মতাদশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছিল ঘটনাপ্রবাহকে. ্যোষণা করেছিল তার তীর প্রতিবাদ--'ইয়ে আজ্দী ঝটো হ।।য়।' ফরওয়ার্ড ব্লের সামনে জবল জবল করছে নেত জীর সেই মহাবাণী-স্বাধীনতা মানে সামা, স্বাধীনতা মানে "All power to the Indian people". তাই যে ক্ষমতা গুদতার্ভর ভারতের জনগণকে সম্রাজাবাদী প্রভূদের হাত থেকে ভারতীয় ব্রক্তোয়া হাতে স'পে দেওয়ার বন্দোবসত মাচ যে রাজনৈতিক পরিবর্তন ভারভীয় জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার পরিবর্তে একটি শ্রেণীর হাতে শে ষণের অধিকারকে তুলে দেয়—ত কে যত উচ্চকপ্ঠেই স্বাধীনতা নাম-করণ করা হোক না কেন. ফরওয়ার্ড রক তাকে স্বাধীনতা বলে মনে নিতে পারে নি।

তা ছড়াও আর একটি সর্বন শের বীজ সেদিন রে।পথ করেছিল, সামাজাবদীরা। সেটি হেল ব্টিশ সামাজ্যবাদীদের বহু প্রোতন এবং ঘ্লিত কৌশল দিব-জাতিতত্ব'। ভারতের ম্বিজসংগ্রামের যুগো ইংরেজ বহুবার বহু রকমে তার এই তত্তকে প্রয়োগ করতে চেয়েছে বহু জাতি এবং বহু ধমের দেশ এই ভারতবর্ষে। কিন্তু ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতার আকৃতি এবং সংগ্রামের চেতনা বার বার তাকে বাহত করেছে। কিন্তু ভি৭ সালে সেই দ্বিজাতিতত্ত্বে নীতিকে শুধ্ব মেনেই নেওয়া হোল না তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হোল, আবাহন জানানো হোজ তার অনিবার্যা পরিলতিকে দেশবিজ্যগের মধ্য দিয়ে।

বৃদ্ধোয়। সংবদপত্তের সঞ্চবর প্রচার এবং সরকারী জোপাস আর আলোর ঝলকানিতে ফরওয়ার্ড রকের সেই প্রতিবাদ জনগণকে ঐক্যবন্ধ প্রতিরোধের মোর্চায় সংগঠিত করতে ব্যর্থ হলেও ভারতের ইতিহাসে সেই প্রতিবাদ চিহ্নিত হয়ে আছে প্রতিদিন তার সতাতা অরও গভীর হয়ে ফুটে উঠছে।

গত তেরিশ বছরের তথাকথিত এই স্বাধীনত য় জনগণ কি পেরেছে? কি অর্থানৈতিক এবং সামাজিক প্রগতি হয়েছে এই ভারত রাজোঁ?

তেতিশ বছরে একেব রেই কিছ্ই হর নি বাঁরা বলেন তাঁদের
সংগ্য আমরা একমত নই। তেতিশ বছরের মধ্যে আমরা পেয়েছি
একটি লিখিত সংবিধান এবং সংসদীয় গণতল্যের একটা বর্ণ। চা
প্রথা, দেশে একটি বা দুটি নয় পাঁচটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা,
বহ, নতুন কারখানা-শিলপ এবং শক্তি উৎপাদন কেল্দ্র। আর
গড়ে উঠেছে একটি পূর্ণ পর্বিক্রাদী রাম্মুরবস্থা বা অংগর

জনেক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে চুরে, remould করেছে। ফলে ভারত আজ একটি উর্নতিশীল পর্মান্তবাদী রাক্ষা হিসেবেই গড়ে ওঠে নি, ভারতে পর্মান্তবাদী বিকাশ আজ একটেটিয়া স্তারে উন্নীত হয়েছে এই তিন দশকে।

বজেন্মা অর্থনীতির এই বিকাশের ক'জে রাখায়ন্তকে পারোপারিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে শ্রেণীস্বার্থে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের নমে জাতীয় অর্থনীতিকে প্রয়োগ করা হয়েছে **শিল্প মালিক এবং একচেটিয়া প**্রজিপতিদের প**্রাজ ব**্রান্ধর কাজে। কাজেই এই তেতিশ বছরে শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে যেটাকু অগ্রগতি ও বৈজ্ঞানিকীকরণ সম্ভব হয়েছে, তার সিংহভাগ ল ভ করেছে দেশের একচেটির। পরিবারগুলো। এই বুর্জেরা অর্থ-নীতির দুতে ও অসম বিকাশ অনিবার্য ভাবেই সংকট সুণ্টি করে চলেছে এবং ক্রমশঃ সেই সংকটগুলো ঘনীভূত হচ্ছে। একদিকে যেমন একচেটিয়া প'্রজপতিদের মুনফার অৎক ক্রমশঃ হিমালয়ের মাথা দপর্শ করতে চলেছে অপর দিকে বেকর বাহিনীতে দেশ ছেয়ে গেছে, মূল্যবাদ্ধ ক্রমবন্ধমান গতিকে কিছত্বতেই ঠেকানে। যাচ্ছে না, মৃদ্র স্ফীতি ক্রমশঃই ব.ড়ছে. টাকার প্রকৃত মূল্য দ্রুতগতিতে শ্নোর দিকে নেমে চলেছে। এগ্রলি হল গত তেতিশ বছরের ব্রজোয়া অর্থনীতির অনিব্র পরিণতি। ধনবাদী সমাজবাবস্থাকে অট্ট রেখে এই সমস্যার কবল থেকে উন্ধার পাওয়া যায় না। মানাফা ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা যতাদন বলবং থাকবে দ্রামলোর বৃদ্ধি অবশাসভাবী। প্রথম অবস্থায় এই সম্কটের গতি কম ছিল ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীই কিছুটো 'ছাড' দিয়ে ব্যদ্ধির হারকে সংযত করতে পার-ছিল। কিন্তু যতই ব্জোয়া অর্থনীতি পরিণতির দিকে যচ্ছে মূলাব্যুম্বর গতিতে ত্বরণ বাড়ছে, তাকে ঠেকিয়ে র খার কোন চেক্ ভালব বুজোয়া অর্থনীতিতে নেই।

১৯৮০ সলে দাঁড়িয়ে তাই আমরা প্রতাক্ষ করছি যে সংকটের মোকাবিলা অ.জ আর বৃজেন্য়া রাষ্ট্র করতে পারছে না। জনগণের ওপর এই সংকটের চাপানো বেন্যা আজ তার ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। তাই বৃজেন্যা শ্রেণী শাঁওকত। জনগণের এই ব্যবস্থাকে ঘাড়ের ওপর থেকে কেড়ে ফেলার ম নাসকতা যতই তীর হচ্ছে ততই শোষক শ্রেণীর ভর বাড়ছে যে ঐ বিক্ষান্থ মানুষেরা যাতে শ্রেণী সংগ্রামের শিবিরে সংগঠিত হতে না পারে। তাদের এই ভয়, জনগণের সচেতনতা সম্পর্কে তাদের এই আত্তংক—আজকে শোষক শ্রেণীকে তার গণতন্ত্রের মুখোশ পরে থাকার স্বাস্থিত দিছে। দমবন্ধ হওয়া মানুষের মতোই তারা ক্রমাগত সংবিধান ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠিত বিধিকে লংঘন করে চলেছে। বৃজ্জোরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত বিধিকে লংঘন করে চলেছে। বৃজ্জোরা গণতন্ত্র আর তার বহর প্রচারিত সংসদীয় গণতন্ত্র জনগণের ক্রছে ধরা পড়ে বাছে।

ব্রজোয়া সমাজব্যকথা নিজেরই স্ট সমসার ফ্রান্ডেনস্টিনের তাড়ায় পিছা হটতে হটতে প্রায় দেওয়ালে পিঠ দিয়ে
ফেলেছে। তাই তারা তাদের প্রেনো গ্রে ব্টিশ সম্ভালবাদীর দেওয়া দিকজাতিতত্ত্বে নীতি শেষ অবলম্বন
হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে। '৪৭ সালে বে দ্বজাতিতত্ত্ব এবং তার
পরিণতি দেশভাগকে ক্বীকৃতি দিয়ে বে ভারতীর ব্রজোয়া
রাজ্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন তাদের রাজনৈতিক মুখপত্তি
পশ্চিত জন্তহরলাল নেহর্র, আজ সেই ব্রজোয়া রাজ্যের
[শেবাংশ ১১ প্রতার]

# শ্বাধীনতার ৩৩ বছর

विश्वनाथ म्याजी

সম্পাদক সি পি আই পশ্চিম্বরণ রাজ্য পরিবদ

এই ১৫ই আগন্ট আমাদের দেশের স্বাধীনতার ৩৩ বছর পূর্ণ হলো।

স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব বাদের হাতে ছিল তারা উচ্চগ্রেণীর লোক অথবা তাদের দ্বিউজ্গী ছিল উচ্চগ্রেণীর দ্বিউজ্গী। তাদের লক্ষ্য ছিল ব্টীশ শাসনকে হটিয়ে এদেশের উচ্চগ্রেণীর হাতে শাসন ক্ষমতা নিয়ে আসা।



তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে যথন এদেশে ব্টিশ শাসনের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব গণবিক্ষোভ ফেটে পড়ছিল যার প্রভাবে ভারতীয় সশস্য বাহিনীও বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল তথন গণবিক্ষবের পথে একে নেতৃত্ব না দিয়ে তারা বরং নিন্দা করেছিলেন, পেছনে টেনে রেখেছিলেন যাতে মেহনতী মানুষের হাতে রাখ্যক্ষমতা চলে না যায়; আবার সংশা সংশা সেই বিক্ষোভকে ব্টিশ শাসকদের ওপর চাপ হিসাবে ব্যবহারও

করেছিলেন যাতে তারা আপে:বের ভেতর দিয়ে ক্ষমতা হুস্তাস্তর করে।

ব্টীশ শাসকরাও ব্ঝেছিল এদেশে তাদের শাসন আর
রক্ষা করা সম্ভব নয় এবং মন্দের ভাল হিসাবে এদেশের উচ্চ-শ্রেণীর হাতে শাসন ক্ষমতা ছাড়তে হবে। কিন্তু সেই সংগ্র পাল্টা চাপ হিসাবে বীভংস সাম্প্রদায়িক দাম্পাও তারা বাধিয়ে দিতে পেরেছিল জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের দুর্বলতার স্থোগ নিয়ে এবং উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বাক্সার করে।

ফলে ভারতবর্ষ শেষ পর্যান্ত ষথন স্বাধীন হলোঁ তখন দিবখণিডতও হলো—ভারত এবং পাকিস্থান এই পরস্পর-বিরোধী দুই রান্টে। পরে পাকিস্থানও দিবখণিডত হয়েছে।

ব্টিশ ভারতের বেশীর ভাগটাই থাকল স্বাধীন ভারত রান্দ্রের মধ্যে। আধ্নিক শিলেপ এবং রাজনীতিতে এই অংশই ছিল অপেক্ষাকৃত অগ্রসর। এবং এখানে রান্দ্রক্ষমতা এলো জাতীয়তাবাদী বৃজোয়াশ্রেণীর হাতে। তাই এই ৩৩ বছরে ভারত রান্দ্রে আধ্নিক শিলেপর বেশ কিছ্ন্টা বিস্তার ঘটেছে এবং স্বনির্ভার অর্থানীতির ভিত্তি হিসাবে ভারী শিলেপও বেশ কিছ্ন্টা গড়ে উঠেছে প্রধানত রান্দ্রায়াম্ব অংশে। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও সাম্বাজ্যবাদীদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভারণা না থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বেশীরভাগ সমাজবাদী দেশের সঙ্গে বন্ধ্বর সম্পর্ক গড়তে পেরেছেন, বেশীরভাগ সদ্যাহ্বাধীন দেশের সঙ্গে মিলে জোট নিরপেক্ষ গোডীও গড়তে পেরেছেন।

সেই সংগ্য যেহেতু তারা ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্ব তাই মুখে সম জবংদের কথা বলেও কার্যতঃ প'র্ক্তিবাদী পথেই তারা দেশকে রে:খছেন, প'র্ক্তিবাদী বিকাশই তারা ঘটাতে চেরেছেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমাদের মত বিশাল, জন্ম বহুল, দরিদ্র দেশে প'র্ক্তিবাদী পথে দ্রুত ও সর্বাধ্যীণ বিকাশ হতেই পারে না এবং যেট্রকু বিকাশ হয় তারও ফল প্রধানত ধনীর ই ভোগ করার স্থোগ পায়, অবংধ মুনাফাকারী বলে, ধনীরা আরও আরও স্ফীত হয়, একচেটিয়া প'র্ক্তি বিপ্লেশন্তি পায় এবং অপর দিকে বেকারী বাড়ে, দারিদ্রা বাড়ে, নিতাপ্রয়োজনীয় জিনিষপায়ের ম্লা ব্শিষ্ম ঘটতে থাকে, অর্থ সংকট গভীর এবং তীর হয়ে ওঠে এবং জনসাধারণের জীবন ও জাবিকা বিপর্যত হয়—গত ৩৩ বছরে এই হলের আমাদের দেশের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা।

শ্ব্ব অর্থ সংকট তীর ও অসহ্য হরে উঠছে তাই <sup>নয়,</sup> অনিবার্যভাবে রাজনৈতিক সংকটও দেখা দিরেছে এবং বিক্ল্প জনগণকে দমন কর'র প্রয়োজনে শাসকপ্রেণী জনসাধারণের গণতাশ্যিক অধিক রকেও সংকুচিত করছে করে বারে, স্বরাচারী প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, গণতন্ম বিপন্ন হচ্ছে।

সেই সংশ্য নৈতিক অধঃপতনও ঘটছে দ্রুত গতিতে—ঘ্র দ্নীতি সীমাহীন হচ্ছে, চুরি ভাকতি রহাজানি, সমকের দ্বেল অংশের ওপর নৃশংস অত্যাচার, নারীধর্ষণ প্রভৃতি পাপে দেশ ভরে যাছে।

শ্বা ত ই নয়, বহা ভ যাভাষী বহা জাতি ও উপজাতির বাসভূমি এই ভারতে ব্যায়ণ্শ সন ও উন্নয়নের ন্যায়স্থাত দাবির পাশাপাশি সংকীর্ণ ও উগ্র জাতীয়তাবাদী, বিভেদকামী এবং বিজ্ঞিনত বাদী অংশোলনও মাথা চড়া দিয়ে উঠেছে, উরব্র- পূর্ব ভারতে তা বীভংস আকার ধারণ করেছে এবং সারা ভারতেই তা ছড়িরে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

তেহিশ বছরের বুঞোঁয়া শাসনে সত্যই আজ ভারত সর্বাংগীণ সংকটাপান। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করছে এই ভারতকর সংকট থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় বুজোঁয়া শ্রেণীর একচেটিয়া শাসনের অবসান করা, জনগণের ঐক্যবন্ধ সংগ্রামের ভেতর দিয়ে বাম ও গণতাশ্যিক শক্তিসম্হের ঐক্যবন্ধ সরকার প্রতিষ্ঠা করা, পর্বজ্ঞিবাদী পথ থেকে দেশকে সরিয়ে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার দিকে সংগ্রামে অগ্রসর হওয়া।

ইতিহাসের এই জর্বী আহ্বানে সাড়া দেওয়াই আজ প্রত্যেকটি দেশপ্রেমক, প্রগতিব দী মন্ধের পবিত্র কর্তবা।

#### আমার চোখে স্বাধীনতা: ৯ প্রেটার শেষাংশ

অভিম সংকট মৃহ্তে শে.ষণ-ভিত্তিক সমাজ বাবস্থাকে চিকিয়ে রাখার শেষ অস্ত হিসেবে তাঁর উত্তরস্বীরা সেই দিবজাতিতত্ত্বের নীতিকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করে সারা দেশটাকেই ট্করো ট্করো করে ফেলতে চাইছে। সেদিন তাদের পাশে এই কাজে সাহায্যকারীরা ছিল এটলী-মাউণ্টব্যাটোনের দল, আজ অবার তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে আণতজাতিক সাম্রাজ্যবাদীরা। উগ্র আঞ্চিক জাতীয়তাবাদ প্রচার করে আঞ ব্যুজারা গোণী ভারতের জাতীয় সংহতিকে ধরংস করতে চাইছে, নিজেদের টিকে থাকার শেষ কৌশল হিসেবে। এই প্রক্রিয়া শ্রু হয়ে গিয়েছে, ভারতের প্রতিটি রাজ্যে।

কিন্তু এই সংকট, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, জাতীর সংহতিকে বিন্দুট করে.—বিহ্নিত বাদকে প্রসারিত করা, অর্থনৈতিক ভারসাম্য হারানো—এ সবই তো স্বাভ বিক ব্রুদ্ধোরা অর্থনীতিক বিক শের অনিব র্যা পরিগতি যা আমাদের তেত্রিশ বছরের তথাক্থিত স্বাধীন দেশের বত্যান চেহারার আত্মপ্রকাশ করবেই।

এর থেকে পরিতাণ পাওয়ার কোন সহজ দাওয়াই নেই। ব্রকোয়া সংসদীয় গণতাশিক পথে এই সমস্যা ও পরিণতি থেকে উম্পার পাওয়া যায় না কারণ এগালি তো তারই স্থিট। এর থেকে পরিত্রণ পাওয়ার একমাত্র পথ হোল ভারতীয় জন-গণের নেতাজীর নির্দেশিত প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা। এই প্রকৃত স্বাধীনতা আসতে পারে কোন পথে? নেত জী সেই পথেরও নির্দেশ দিয়েছেন। ব্রর্জেয়া শ্রেণীর সংগ্র আপোষ করে বা সেই বর্জোয়া সমাজব্যবস্থার রক্ষাকবচ সংসদীয় গণতল্যকে অনুশীলন করে সেই আকাণ্চ্চিত প্রকৃত স্বাধীনতা আনা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় শোষক শ্রেণীর বিচ্ছিল্লতাবাদী রাজনীতির ফাঁদ থেকে জনগণকে রক্ষা করা। নেতাজীর নিদেশিত প'র্জিব'দের স্পে আপোষহীন সংগ্রামের পথই বর্তমান সমাজবাবস্থাকে পালেট নতুন সমাজবাবস্থা আনতে পারে যে ব্যবস্থায় জনগণের হাতে সমূহত ক্ষমতা অজিত হওয়া সম্ভব। তাই চিপুরো, পশ্চিমবঙ্গা, কেরালায় যে বাম ঐক্যের বীজ উপ্ত হয়েছে তাকে প্রসারিত করতে হবে সারা ভারতে। প্রসারিত করতে হবে শুধু মাত্র নির্বাচনে নয়, সকল শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে। স্ক্রুপন্ট ইতিবাচক রণধর্নি তুলতে হবে বর্তমানের শোষণভিত্তিক সমাজের বিরুদেধ।

## আমাদের স্বাধীনতা দিবস গদেশ বেদ

১৯০ বছরের অবর্ণনীয় অত্যাচার, নিষ্ঠ্রতম নির্যাতন এবং অমান্বিক শোষণে সমগ্র ভারতবর্ষকে এবং ভারতের সমগ্র মান্বকে প্রায় একেবারে নিঃস্ব এবং রিক্ত করে ফেলবার পর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগন্ট তারিখে ভারতের ৩৫ কোটি নরনারীর একান্ত কামনার এবং স্কৃষির্ঘ আকান্দ্র লান্ধ্ব শেনতা দিবসা এসে দেখা দিল। এই অতি-প্রত্যাশিত দিনটিকেই



স্বাগত জানাবার প্রত্যাশায় প্রায় ১৯০ বছর ধরে (১৭৬৩-১৯৪৬) ভারতের বহু কোটি মানুব নিজেদের ব্কের রক্ত নিঃশেবে উজাড় করে দিরেছে এবং আরও বহু কোটি মানুব অবর্ণনীয় দুঃখ কণ্ট এবং নির্বাতন হাসি মুখে স্বীকার করে নিরেছে।

কিন্তু এই দিনটিকে, ১৫ই আগন্ট, ভারতের স্বাধীনভার

দিবস ব'লে দেশে বিদেশে ব্যাপক ভাবে প্রচায় করা সংস্তৃও এবং
সমগ্র ভারতবর্ষে এই দিনটি "স্বাধীনতা দিবস" বলে প্রতিপালিত হোলেও বাস্তব পরিস্থিতির সতর্ক বিবেচনায় একথা
নিশ্চয়ই বলা যায় যে এই দিনটিতেও ভারতের জনসাধারণ
যথার্থভাবে ব্টিশদের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব থেকে মাজি পায় নি।
১৫ই আগন্টের পরে, আরও প্রায়় তিন বংসর কাল শেহে
১৯৫০ সালের ২৬শে জানায়ারী তারিখে ভারতবর্ষ থেকে
ব্টিশদের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব অপসারিত হয় এবং ভারতে সার্ব্ব
জনীনভাবে ঘ্লিত সাম্বাজ্যবাদের প্রতিভূ ঐ দিনে ভারতবর্ষ
পরিত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয় এবং ওই দিনেই ভারতবর্ষ
একটি স্বাধীন এবং সার্ব্বভিম রাজ্যী হিসাবে সংগারবে
প্রিবীতে মাথা তুলে দাঁড়ায়।

ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং ভারতের জনগণের প্রতিনিধি রাষ্ট্রীর ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু ভারতের ধনিক জমিদার কারেমীস্বার্থের প্রতিনিধিগণের সাথে বৃটিশ সামাজাবদের অ পোষের মাধ্যমে রাণ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে স্বাধীনতা ল'ভের পরেও ভারতের ব্যাপকতম জনসাধারণের অবস্থার প্রে'পেক্ষা বিশেষ কোন পরিবর্তান হয় নি; বরং এ কথা বলাই বাস্তব এবং সঠিক হবে যে বহু ক্ষেত্রেই প্রে'পেক্ষা জনগণের অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। স্বাধীনতা লাভের তেত্রিশ বছর পরেও তাই আজকালও অপরিসীম দ্বঃখকণ্টে জন্জরিত এবং সীমাহীন শোষণে অরও নিঃস্ব জনস্ধারণের মুখ থেকে ট্রামে বাসে, পথে ঘাটে, মাঠে ময়দানে, কলে কারখানার বহু সময়েই এই হত্তাশাজনক অবস্থার অভিব্যক্তি এই বলে শোনা বায় যে, "এর চাইতে ইংরেজের আমল ভাল ছিল।" জাতীয় মর্যাদার পক্ষে এর চাইতে লাভ্জা ও অবমানন কর আর কি হোতে পারে আমাদের জানা নেই।

কিন্তু দৃঃখ ও ক্ষেন্ডের কথা এ সত্ত্বেও ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে অর্থাৎ বর্তমানের শাসকগণের পক্ষ থেকে এই পরিস্থিতি পরিবর্তন করবার এবং জনগণের দৃঃখ এবং দৃংভাগ্য দৃর করবার জনা কোনরূপ বাস্তব এবং কার্যকর প্রচেণ্টা করা হচ্ছে না। বরং সঠিকভাবে এবং সত্য কথায় বলতে গেলে এই কথাই বলতে হয় যে জাতীয় নেতৃত্ব সর্বতোভাবে এবং সর্ব প্রকারের স্বার্থরিক্ষা করবার এবং দ বীপ্রেণ করবার ব্যবস্থাই করছেন এবং তার জন্য দেশের ব্যাপকতম জনগণের সর্ব প্রকারের স্বার্থ এমন কি ভাদের বে'চে থাকবার জন্য সর্বাপিক্ষা নিন্দত্ম প্রয়োজনও জতি নিষ্ঠারভাবে উপেক্ষা ও বর্জন করছেন। দেশের ধনিক শ্রেণীর শোষণের মান্তা সব সীমা ছাড়িরে গিয়েছে; ফলে অবস্থা এই দাড়িরেছে বে স্বাধীনতার পর গত ০০ কছরেই ভারতের প্রার সব সম্পদের মানিকানা এবং কর্তৃত্ব

গিরে জনা হরেছে দেশের মাত্র ৭৫টি পরিবারের হাতে এবং দেশের শতকরা ৬৯ জন মানুষ অর্থাৎ ৬৬ কোটির মধ্যে সাড়ে পরতালিশ কোটি মানুষ দারিদ্র সীমারেখার নীচে গিরে পড়েছে; তাদের মাসে গড়ে ২০ টাকা খরচ করবার সামর্থাও নেই; অর্থাৎ তারা তিন দিনের ছয় বেলার মধ্যে একবারও পেটজরে খেতে পারে না। এই পরিস্থিতি কি ভীষণ ও ভয়াবহ তা যারা শহর অঞ্জে বাস করেন তাদের পক্ষে বোঝা কঠিন; গ্রামে গিরে কিছুটা ঘ্রকেই এই দারিদ্রোর ভয়াবহ অবস্থা কিছুটা বোঝা বাবে।

ভারতের জাতীর নেতৃত্ব অর্থাৎ ভারতের বর্তমান শাসকেরা যে নীতি, মনোভাব ও দ্ভিতগণী নিয়ে আজ ৩৩ বছর দেশ শাসন করে চলেছেন তার ফলে একদিকে যেমন সামাহীন দারিদ্রা বেড়ে চলেছে অপর দিকে অবার ঠিক তেমনিভাবেই অতি স্বন্ধ সংখ্যক বিত্তবানের হাতে (ধনিকের) সীমাহীন ধনসম্পদের পাহাড় জমা হচ্ছে; অর্থাং অতি ধনিকের সংখ্যা কমে কমে তৈরী হচ্ছে একচেটিয় া ভারতি পরেবির হাতেই তরতের প্রার সমসত ধনসম্পদের মালিকানা গিরে দাঁড়িরেছে। বর্তমানে বোধ হয় এই সংখ্যা অারও কমে গিরেছে এবং ভারতের মার ২৫টি পরিবারই এখন ভারতের সব সম্পদের মালিক। এর সমসত কৃতিছই আমাদের প্রধানমন্দ্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীরই প্রাপা।

ভারতের এই একচেটিয়। পার্কিপিতিয়। ভারতে পার্কি
নিয়োগ করে দেশের ভিতর কলকারখানা গড়ে তুলতে
অনিচ্ছ্রক; অনেক অধিক ম্নাফ। অর্জানের লোভে এই একচেটিয়া পার্কিপতিরা প্রা আফিক। অগুলে এবং দক্ষিণ-প্র্
এশিয়ার কোন কোন অতি অনগ্রসর দেশে পার্কি রণতানী
কারে সেই সব দেশে কলকারখানা গাড়ে তুলতে সাহাষা করছে;
অথচ ভারতে এই পার্কি নিয়ন্ত হলে দেশের ভিতরেই অনেক
কলকারখানা গাড়ে উঠত, দেশের লক্ষ লক্ষ অনশনগ্রসত বেকার
মান্য অর্থা উপার্জানের সন্যোগ পেত এবং সেই সন্সে অনা
দেশের উপর ভারতের নিভারতাও বহু পরিমানে হ্যাস পেত।

ভ রতের কারেমীস্বার্থের নির্দেশে দেশের শাসকেরা যে নীতি নিরে দেশ পরিচালনা করছেন তার ফলে স্বাধীনতা লাভের ৩৩ বছর পরেও দেশের বেকারের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি; এর ভেতর কিন্তু গ্রামের বেকারদের ধরা হয় নি। কারণ গ্রাম অগুলে বেকারদের নাম লেখাবার কোন ব্যবস্থা আজ অর্থা আমাদের দেশে হয় নি। স্তরাং এই অবস্থায় গ্রামের বেকারদের সম্ভাব্য সংখ্যা বেরার করলে ভারতে বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১৫ কোটি। এই বেকারেরা যে নিজেদের স্বী প্রেকারা নিয়ে কিভাবে বেশ্বে আছে তা কল্পনা করাও কঠিন।

এখনে আর একটি অতি গ্রেত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা একান্ডভাবেই প্রয়োজন নতুবা আমাদের "ন্বাধীনতা দিবসের" মাহাত্মাই বহু পরিমালে হ্যাস করা হবে। দেশ বিভাগের পর (১৯৪৭) একমান্ত প্র্বিখাংলা (পূর্ব পাকিন্ডান) থেকেই এক কোটিরও অধিক মান্ব নির্পার হরে এবং প্রণ রক্ষার জনা বাধা হরে বাড়ী হর স্বকিছ্ ফেলে রেখে প্রার এক বন্দো এবং প্রার কপদক্ষানা অবস্থার আমাদের ভারতবর্ষে অর্থাং আমাদের পান্চমবাংলার চলে এসেছে। এদের মধ্যে বেশ কিছ্র ক্ষ মান্ব আলও ভারত ইউনিয়নে ক্থাযোগ্য প্নবাসম

পায় নি; বহু সহস্র মান্ব আজও সরকার পরিচালিত বিভিন্ন

রাণ শিবিরে সরকারের এবং জনসাধারণের দরা এবং ভিকার

উপর নির্ভার করেই কোন রকমে জীবনধারণ করে আছে। এই
সমস্ত রাণ শিবিরে এবং পশ্চিমবাংলার বাইরে কয়েকটি স্থানে

এই সকল প্রবাংলার উত্থাস্তু নরনারী বেভাবে বেচে আছে

তাকে নিশ্চরই মান্ব্রের মত বলা যায় না। অথচ দেশবিভাগের
পর পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে যে বহু লক্ষ অম্সলমান পাঞ্জাবের

অধিবাসী ভারত ইউনিয়ানে চলে এসেছে তারা প্রত্যেকই
পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির জন্য যথাযোগ্য

ক্ষতিপ্রেণ প্রেছে। তারা কেউই ভারত ইউনিয়ানে এসে রাণ

শিবিরে বাস করছে না কিম্বা পথের ভিথারীও হয় নি।

দিল্লীর আশেপাশের অণ্ডলে কিছ্টা চোথ মেলে ঘ্রলেই এই
কথার স্ক্রিনিস্তে প্রমাণ পাওয়া যাবে।

পূর্ব বাংলার এই কয়েক লক্ষ হতভাগ্য উদ্বাস্তু আমাদের "স্বাধীনতা দিবসেরই" নিল্কর্ণ অবদান। আমাদের ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতাকে এরা কিভাবে দেখে, আমাদের "স্বাধীনতা দিবসে" এদের কি মনে হয় আমাদের পক্ষে তা কল্পনা করাও কঠিন।

কিন্তু এ সদুপর্কে সর্বাপেক্ষা দৃঃখ এবং ক্ষোভের কথা. এই বাস্তব পরিস্থিতি সত্ত্বেও আমাদের শাসকেরা মাঝে মাঝেই ঘোষণা করে বলেন যে দেশের উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হরে গিয়েছে, এখন আর কোন উদ্বাস্তু সমস্যা নাই। বাদের এখনও প্রবাসন হয় নি তাদের যথাযোগ্য প্রবাসনের ব্যবস্থা করতে আমাদের শাসকগণের অনিচ্ছা কেন সে রহস্য আজও জানা বায় নি।

জনসাধারণ নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষে র প্রাধীনতা লাভ করেছে : কিন্তু ইংরেজ সাম্রাজাব দের ভারতবর্ষ **ত্যাগের ফলে আমাদে**র যে স্বাধীনতা এসেছে তার মা**র্জাল**ক অবদানট্রকু ভারতবর্ষের শতকরা ৯৫ জন মান্যের ভগো আসে নি। ভারতবর্ষের অগণিত মানুষের ১৯০ বছর ব্যাপী নিরবচ্ছিল সংগ্রামের এবং প্রাণদানের বিনিময়ে শেষ অবধি যে রজনৈতিক স্বাধীনতা এসেছে তার পরিপূর্ণ সূবোগ নিরেছে <del>ভারতের জমিদার ও ধনিকেরাই। তারাই এবং তাদের নির্দেশে</del> তাদের "গোমস্তারাই" ১৯৪৭ স'লে ইংরেজ শাসকগণের পরিতান্ত সিংহাসন দখল করে তাদের পন্থায় এবং তাদের ধরনেই ভারতের ব্যাপকতম জনস ধারণকে নির্মাম ও নিজ্কর্মণ-ভাবে শাসন ও শোষণ করে চলেছে। তাদের ধারণা এবং স্থানিশ্চিত বিশ্বাস ইংরেজদের শ্ন্য আসনে বসবার একম চ অধিকারী তারাই এবং তাদের পরিচালিত শাসনব্যবস্থাই ভারতের জনগণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর ব্যবস্থা বলে সকলকে মেনে নিতে হবে।

তাদের শাসন ও অমান্যিক শোষণের ফলে যাতে জনসাধারণের মধ্যে সহজে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ জমা হতে না
পারে সেই উদ্দেশ্যে তাদের পক্ষ থেকে (শাসকগণের) প্রায় প্রথম
থেকেই চেন্টা হরেছে এবং এখনও হচ্ছে জনসাধারণকে বিভ্রুত
করে রাথবার জন্য। ১৯৫৩ সালে মাদ্রাজ প্রদেশের আবাদী
অধিবেশনে ঘাবণা করা হল যে ভারতের লক্ষ্য হল সমাজতালিক ধাঁচের সমাজ গঠন করা; অর্থাৎ জনসাধারণকে
বোঝাবার চেন্টা হল যে শাসকগণের চেন্টা হবে ঠিক সম জতালিক সমাজ প্রতিন্টা না হলেও সেই ধরনেরই সমাজ গঠন

করা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ঐ শাসননীতির ফলে দেশের দরিদ্রেরা আরও অধিক দারিদ্রের অতল গহরের ভূবে বাছে এবং মুন্তিমের ধনিকের ধনসম্পদ সীমাহীন পরিমাণে বেড়ে চলেছে। ফলে দেশের মধ্যে বিক্ষোভ জমা হতে আরম্ভ হল। এই অবস্থা লক্ষ্য করে জনগণকে ন্তন করে বিদ্রান্ত করব র উদ্দেশ্যে শাসকগণের পক্ষ থেকে বলা হল, তথন বোধহয় ১৯৭১ সাল, যে এবার শাসন ব্যবস্থার লক্ষ্য হবে "গরিবী হঠানো" অর্থাৎ দেশ থেকে একেবারে দারিদ্র্য দ্রে করা। এবং এই ঘোষণারই কিছ্ বছর পরে বাস্তবে দেখা গেল ওই শাসন নীতির ফলে দেশে দরিদ্র্য ও নিঃস্ব মান্বের সংখ্যা বৃষ্ণি পেরে দার্গিরেছে শতকরা ৬৯ ভাগ এবং দেশের মাত্র ২৫টি ধনী পরিবারের হাতেই দেশের সমস্ত সম্পদের কর্তৃত্ব এবং মালিকানা গিয়ে জমা হয়েছে।

এ পর্যন্ত যা' বলা হয়েছে তা হল দৈশের বর্তমান পরিম্পিতি, স্বাধীনতার পরিণতি। এর ভেতর থেকে ভবিষাতের व्यागात जात्मा थ' एक भाउरा। जवरा प्रथए भाउरा थ उरे কঠিন। এই গভীর দুর্ন্দ্রশাময় এবং অন্ধকারাচ্ছল পরিস্থিতির মধ্যে তাই অনেকেই খুব স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাস৷ করেন, এই স্বাধীনতার জনাই কি অর্গাণত শহীদগণ নিঃশব্দে প্রাণ উৎসর্গ করে গিয়েছেন ? এই প্রশ্নের একটিই মাত্র উত্তর আছে. না. নিশ্চরই তা' নয়। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘ যতীন প্রমুখ আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় শহীদগণ অবশ্য সমাজতল্যবাদের কথা বলেন নি, কিন্তু নিশ্চয়ই তাঁরা কেউই চান নি যে তাঁদের প্রাণের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা আসবে সেই পরিস্থিতিতে দেশের শতকরা ৬৯ জন মানুষ দারিদ্রা সীমারেখার নীচে খাকবে এবং মত্র ২৫টি পরিবার সমস্ত সম্পদের অধিকারী হবে। তাঁদের কামনা ছিল ইংরেজ দস্যুরা বিতাড়িত হবার পর দেশের মান্য অন্ততঃ দুইবেলা দুইমুঠো পেটভরে খেতে পাবে। (ভারতের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সম জতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত এ কি সম্ভব?)

প্রথিবীর ইতিহাসের প্রতি দ্ভিট রেখে ভ্রতের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবেচনা করে দেখলে একথা নিশ্চরাই বলা বার বে, ভারতের ম্বিকামী (শেষণ থেকে, অত্যাচার থেকে ম্বিকামী) জনগণের হতাশা বোধ করবার কিছু নেই; ভারতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাহত হবার যথার্থ কোন কারণ নেই। প্রথিবীর বহু দেশেই প্রায় এইর্প অবস্থ ই ঘটেছে।

ইতিহাসে দেখাযাছে প্রতিক্রিয়ার বির্দেশ, প্রধানতঃ সামশতততেকর বির্দেশ, জনগণের ম্রিজসংগ্র মের নেতৃত্ব যে সব দেশে ধনিক শ্রেণীর হাতে ছিল, এবং প্রায় সব দেশেই তাই ছিল, সেই সব দেশেই স্মানশ্চিতভাবে গণসংগ্রমের জয়লাভের পর সেই জয়ের পরিপ্রেণ স্বোগ নিয়েছে ধনিকেরাই; ফলে দেশের ব্যাপকতম জনসাধারণ প্রের্বর ন্য য়ই শোষিত নিপাঁড়িত নির্বাতিত অবস্থায় থেকে গিয়েছে। ফরাসী দেশের অভীদশ শতাব্দীর শেষ প্রাণেত যে ঐতিহাসিক বিশ্বর প্রন্থিত হরেছিল সেই সংগ্রামে অগণিত সধারণ মান্বের প্রাণদানের বিনিমরে সফল বিশ্বরের পর যে ব্যবস্থা স্থিত হল সেই ব্যবস্থায় শতব্দরা ৮০ জন মান্বই প্রের্থ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইটালীতেও ম্রিজবৃশ্বে জয়লাভের পর ইটালীর ব্যাপকতম জনগণ প্রের্বর

ন্যায়ই শোষিত নিষ'িতিত রয়ে গিয়েছে এবং আরও বহু দেশেই।

সতেরাং আমাদের দেশেও স্বাধীনতালাভের পর যা' ঘটেছে তা' অস্বাভাবিক কিম্ব। অশ্ভুত কিছুই নয়। এবং যা' ঘটেছে তাই-ই শেষ কথা নয় অথবা চিরুম্থায়ী কিছুই নয়। যা' ঘটেছে তা অতি স্বৰূপ সংখ্যক ধনিক জমিদারের অপস্থি। শেষ-কথা বলবে দেশের জনসাধারণ, ভারতের মারিকামী নরমারী যাদের অ**শ্তরের এ**কাশ্ত কামন। ভারতে একটি শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক। অ মাদের দেশের জনসাধারণের এই আন্তরিক কামনার ভিত্র অস্বাভাবিক অথবা অৰ্ফেট্ৰ কিছুই নেই। রুশ দেশে যা **সম্ভব ইয়েছে, চীন দেশে যা সম্ভব হয়েছে ভারতের** জন-সাধারণের পক্ষে তা' সম্ভব হবে না মনে করবার কোন কারণই ति । वित्मय करत महम दाशक हर्त तुम अवैः हीन स्मर्म यथन সমাজতার্চিক বিশ্লবের মাধ্যমে ওই উভয় দেশেই শোষণহান সমাজতান্ত্রিক সম'জ ব্যব্দা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ওই দুইটি দেশেরই অবস্থা ছিল ভারত অপেক্ষা অনেক অনগ্রসর, অনেক অনুমত এবং অনেক পশ্চাৎ-অপসারিত।

ভারতের বর্তমান অবস্থা দেখে মৃত্তিক মী জনগণের পক্ষে সত্য সতাই হতাশ হবার কিছুই নেই। এক সময়ে ইংরেজর ও ভারতের জনমনে আতৎক ও হতাশা সৃ্থির উদ্দেশ্যে পরি-কল্পিতভাবে প্রচার করত যে ইংরেজর। অত্যত শক্তিশালী জাতি; তাদের সামাজ্যে সুর্য কখনও অসত যায় না; তাদের ভারত থেকে বিতঃড়িত করা অসম্ভব। কিন্তু তারাও শেষ পর্যন্ত এক দিন ভারত থেকে দ্ব হয়ে চলে যেতে বাধ্য হল।

ভারতে শোষণহীন সমাজতাশ্ত্রিক সমাজ ব্রেক্থা প্রতিষ্ঠার প্রথম শত হল সমাজতাশ্ত্রিক সমাজ ব্রক্থা প্রতিষ্ঠার প্রথম শত হল সমাজতাশ্ত্রিক সমাজ ব্রক্থা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে দেশের ব্যাপকতম জনগণের প্রকৃত কামনা এবং স্বৃদ্ট সংকলপ। কিন্তু কেবলমাত্র ইচ্ছা থাকলেই এই ব্রক্থা আপনা থেকেই আসবে না, তার জন্য প্রয়োজন জনগণের আশতরিক প্রচেষ্টা। তাই, শ্বিতীয় শত হল এই ব্রক্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপকতম জনগণের নির্বাচ্ছন্ন এবং স্কৃট্ প্রচেষ্টা অর্থাৎ সংগ্রাম। এবং জনগণের এই প্রচেষ্টা যথে স্কৃত্রেইত হয় এবং সামরিক পশ্বতিতে ও স্বৃদ্ট্ভাবে শত্র্পক্ষের বির্দেধ প্রযুক্ত হয় তার জন্য একাণতভাবেই প্রয়োজন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর একটি শক্তিশালী এবং স্কৃত্র নেতৃত্ব ও সেই নেতৃত্বের নিয়ন্তাণে সংগঠিত জনগণ। সংগ্রামী জনগণ সংগঠিত না হলে তাদের লক্ষ্য স্পন্ট হয় না, সংকল্প দ্টু হয় না, এবং তাদের সংগ্রাম সামর্থাও বৃদ্ধি পায় না।

আমাদের "স্বাধীনতা দিবস" (১৫ই আগল্ট) আমাদের গোরবের দিন, আমাদের গর্বের দিন। এই দিনটি ব্টিশ সামাজ্যবাদী দসান্গণের বিরুদ্ধে আমাদের সন্দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপূর্ণ সাফল্যের নিদ্দান।

কিন্তু এ তো আমাদের অতীত কালের ইতিহাস। আমাদের বর্তমানও আশা, ভবিষ্যতের লক্ষ্য ও দায়িত্ব হচ্ছে দেশ থেকে শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন চিরতরে নির্যাসিত করবার জনা দেশব্যাপী গণম্ভির সংগ্রম সংগঠিত করা, গণম্ভির সংগ্রাম আরম্ভ করা ও এই সংগ্রাম সফল করে তে.লা।

তাই বারা গণমন্তি প্রত্যাশী অর্থাং শোষণহীন সমাজ • [শেষাংশ ১৮ প্রতায় ]

## আগঠ বিপ্লব ও আজ নক্ষাৰ দাস

ঐতিহাসিক আগণ্ট বিশ্ববের অর্ধলক্ষ শহীদের কথাই শ্র্বন্ন নয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত জানা অজানা আরও অসংখ্য বিশ্ববীর কথা কোন প্রসংগ সমরণ করতে গেলেই আজকের দিনে কেন যেন বারবার মনের মধ্যে একটা বড় প্রশন প্রথমেই উ'কি মারে। কবিতার কয়েকটি ছত্রে অতি সহজেই যাকে প্রকাশ করা যায়।

"বীরের এ রক্ত স্রেড, মাতার এ অশু ধংরা এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হ'বে হারা ?"

মনের কোণে উর্ণিক মারে বোধ হয় এই জন্য যে, এরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে সেদিন জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভূত্য করে মাতৃ-ভূমির প্রাধীনতার শৃঃখল মে চনের জন্য শাসক ও শোষক ইংরেজ সরকারের বিরুদেধ সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সে উদ্দেশ্য কি দেশ স্বাধীন হ'বার তেত্রিশ বছর পরেও এত-ট**ুকু সিন্ধ হয়েছে? এতে কোন সন্দেহই নেই যে**, সেদিনের সেই দঃসাহসী রক্তঝরা সংগ্রামের পেছনে ছিল তাঁদের দুটি মাত্র **আকাৎক্ষা। প্রথম ভারতের স্ব**ংধীনতা অর্জন পরে সেই স্বাধীন ভারতে সন্দ্র এক শেষণহান সমাজের প্রতিষ্ঠা। কিল্ত দেশ স্বাধীন হলেও, শাসকের পরিবর্তন হলেও, তাঁদের আশা আকাৎক্ষার পরেণের ব্যাপারটা আজও শ**ুধ**ু **স্বশ্নই রয়ে গেছে। অদূ**র ভবিষ্যতেও যে তাঁদের ইপ্সীত **লক্ষ্যে আমরা পেণছো**তে পারবো, তারও বিন্দুমাত্র সম্ভাবনার আলো দেখা যাচ্ছে না। দেখা য'চ্ছে না, করণ দেশের মানুষ আজও পিন্ট হচ্ছে দুঃসহ দারিদ্রো, আর সেই পেষণ চলছে অবাধগতিতে এ দেশেরই মাণ্টিমেয় কয়েকটি ধনী পরিবারের নিম্ম শোষণের যাঁতাকলে। এদের নিয়**ি**তত প';জিবাদী এ সমাজ ব্যবস্থাই সমাজের সর্বস্তরে আজ প্রকট করে দি**চ্ছে সর্বগ্রাসী এক শোচনী**য় অবক্ষয়ের।

আজ, একদিকে পশ্জিবাদের এই বহুমুখী শোষণ অপর দিকে দেশের দিকে দিকে আত্মপ্রকাশ করছে আর এক সর্বনাশা প্রবণতা বৈচ্ছিন্নতাবাদের।

বিচ্ছিয়তাবাদী এ অপপ্রয়াস আজ দেশের ঐকা ও সংহতির পক্ষে এক মারাত্মক বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। যে অখণ্ড স্বাধীন ভারতের স্বংন দেখে ঐ সব বিশ্লবীরা সেদিন একমার ভারতবাসী পরিচয়ে ঐকাবন্ধ হয়ে জীবন-পণ করে দেশম্বান্তর লড়াইয়ে সামিল হয়েছিলেন খান্ডত স্বাধীনতা প্রাণ্ডির সঙ্গো সামেল হয়েছিলেন খান্ডত স্বাধীনতা প্রাণ্ডির সঙ্গো আজ সেই খান্ডত ভারতও আবার বিচিত্র সব বিচ্ছিয়তাবাদী ঢেউয়ের আঘাতে আরও খণ্ড বিখণ্ড হবার মুখোমুখী। এ এক সাংঘাতিক পরিস্থিতি! এই পরিস্থিতিতেই আজ স্মরণ করতে হছে আগণ্ট বিশ্লবকে তারাবিশ্লব স্বতঃক্ষত্তভাবে দানা বে'ধে উঠেছিল অত্যাচারী রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। সেই বিশ্লবের কাহিনীকে আজ

আবার তলে ধরতে হবে দেশের বর্তমান যাব সমাজের কাছে। তুলে ধরতে হবে শুধু এই জন্য যে, কিছু কায়েমী স্বার্থ বাদীর দল আর কিছু বিদেশী চক্রের কারসাজিতে আজ দেশেরই কিছ**্নংখ্যক য**ুব-ছাত্র এই সব বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পুরোভ গে এসে দাঁড়িয়েছে। আড়াল থেকে এই সব চক্রের উম্কানী এরা ধরতেও পারছে না। এরা ব্রুতেই পারছে না যে ওদের অঞ্চলের অনগ্রসরতা, দারিদ্রা, ওদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের উপেক্ষাকে মূলধন করে অদৃশ্য এক অশৃভে শক্তি তাদের নিজেদের আরও বড় এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ত**ংপ**র হয়ে উঠেছে। এদের উদ্দেশ্য সিন্ধ হলে আন্দোলনকারীদের আশা আকাঞ্চার পরেণ তো হবেই না. বরং সর্বনাশ হবে সারা দেশের। যদি তাই হয়, তবে তো আগণ্ট বি**ণ্লবে**র শহীদদেরই শুণু নয়, দেশের জন্য অসংখ্য বিপলবীর নিঃস্ব থ আত্মত্যাগ একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যাবে। ভারতের যুব সমাজের কাছে সতািই তা হবে চরম লজ্জার! আগন্ট বিপ্লব সম্পর্কে কিছ্য লিখতে গিয়ে এ' কথ'টা মনে হলো বলেই আজকের যুব সমাজকে একটা সতক করে দেবার প্রয়োজন অনুভব করছি। আগণ্ট বিপ্লব সেদিন দেশের মানুষকে ঐক্যবন্ধ করেছিল তাদের মূল বিদেশী শত্রর বিরুদ্ধে লডাই করতে। আর বিদেশী চক্রের চক্রান্তে আজকের এ বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রয়াস **সেই ঐক্যের মূলেই কুঠারাঘাত করতে উদ্যত হয়েছে**।

সেদিনের আগণ্ট বিশ্লবের মূলেও ছিল অত্যাচার, বৈষম্য ও উপেক্ষা। বহুদিন ধরে ইংরেজ সরকারের সীমাহীন উপেক্ষা ও অত্যাচার ভারতবাসীর অন্তরে পঞ্জীভূত করেছিল প্রবল অসন্তোষ। অবশ্য এর বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সং-ঘটিত হয়েছে নানা বৈশ্লবিক কর্মকান্ড। এবং ইংরেজ সরকারও প্রবল শক্তি প্রয়োগ করে সে সব কর্ম প্রচেন্টাকে দমন করে স্বীয় শাসনকে নিরঙ্কুশ করবার চেন্টা করেছে। কিন্তু এত দমন পীড়নেও ঐ সব প্রচেণ্টা একেবারে থেমে থাকেনি কোর্নাদনই, সে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। **বল প্রয়োগে** একদিকে তা কখনও স.মায়ক স্তিমিত হলেও অন্যদিকে সে বিদ্রোহের আগ্রন দপ্ করে জরলে উঠেছে প্রায় তথনই। অবশ্য কংগ্রেস এসব বৈশ্লবিক প্রয়াসকে কোর্নাদন কার্যকরী বলে মনে করেননি। বরং তাঁরা একে হঠকারী প্রচেষ্টা বলে দুরে সরিয়ে রাখতেই সচেণ্ট ছিলেন। ইংরেজ সরকারের এত অত্যাচার ও দমন পীডনের পরও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ইংরেজ রাজনীতিকদের সদিচ্চা ও ন্যায় বিচারের ওপরেই ছিলেন অধিকতর আম্থাবান। তাঁরা মনে করতেন সরকারের প্রতি পূর্ণ আন্ত্রগত্য রেখে আবেদন নিবেদনের নীতিই হবে বেশী কার্যকরী। তাই তাঁরা অসম্মানের বোঝা মা<mark>থায় নিয়ে বারব।র</mark> হাজির হতেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে। কি**ন্তু বঞাভগ্যের** কিছুদিন আগে থেকেই কংগ্রেসের এ ক্লীব নীতির বিরুদ্ধে তাদেরই একাংশ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এরা প্রকাশ্যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে চাইছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের অপোব প্রির দরম পদ্ধীরা এদের এ' দাবীকে বারবার সংখ্যা গরিষ্ঠতার জেরে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। ওরা এদের চরমপন্থী বলে আখ্যাত করে তাঁদের দেশের যুবসমাজ থেকে বিচ্ছিল্ল করে রাখবার চেণ্টা করলেন। কিম্তু চরম-পশ্বীদের মুখপাত হিসাবে তথন সম্মুখ সারিতে এগিয়ে এসেছেন ৰাল গণ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায়, অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পালের মতো দেশ নেতারা। চরমপন্থীদের ইচ্ছাকে তখন রোখে সাধ্য কার? তাঁরা দেশের যুবশন্তিকে বোঝালেন, "স্বরাজ আম দের জন্মগত অধিকার" এবং তা' আদায় করে নিতে হবে শন্তকে চরম আঘাত হেনে। অপরাপর দেশের মান্তি আন্দোলন এই শিক্ষাই দেয় বে, সামাজ্যবাদ শক্তির প্রভত্ব থেকে কোন দেশই আবেদন নিবেদনে রেহাই পায় নি। বিস্পবই মুক্তির একমত পথ। এই প্রেরণায় জেগে উঠলো মহারাষ্ট্র, বাংলা ও পঞ্জোব। সেখানকার বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠলো নানা বৈপ্লবিক সংস্থা। এদের কর্মতৎপরতায় ভীত সন্দ্রুস্ত ইংরেজ সরকার কিন্তু এদের চরম শাস্তি দিয়ে न्जन्य कत्रात्र रकान कम् त्रहे कत्रराता ना। पिरक पिरक विश्ववी কণ্ঠে ধর্নিত হলো মৃত্যুর মহান জয়গান। সেই জয়গানেই সূর মেলালেন বাস্বদেব বলকত ফাদ্কে, চাপেকার দ্রাতৃত্বয়, প্রফব্ল চাকী, ক্ষ্বিদরাম বস্ব, সত্যেন্দ্রনাথ বস্ব, কানাইলাল দত্ত, বাঘা যতীন, ভগং সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, সূর্য সেন, বিনয় বাদল ও দীনেশের মত আরোও অসংখ্য নিভাকি বিপলবাদল। আগষ্ট বিশ্লব সংঘটিত হয়েছিল এদেরও পরে এবং এদেরই মহান আত্মাহ,তির মহান অনুপ্রেরণায়।

সেদিনটি ছিল ১৯৪২ সালের ৯ই আগন্ট। যেদিন সারা দেশ জুড়ে স্বতঃস্ফুর্ভ বে রিটিশ সামাজ্যবাদ শক্তিকে ভারতের মাটি থেকে চিরতরে উৎথাত করবার জন্য শুরুর হরেছল বিশ্লবাদের এক মরণপণ সংগ্রাম। আগের দিন, অর্থাৎ ৮ই আগন্ট বোম্বাইয়ের গোয়ালিয়া পার্কে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে প্রস্তাব পাশ হয় "ইংরেজকে এখনই ভারত ছাড়তে হবে", এবং এই দাবীতেই সারা দেশে আন্দোলন শুরুর করা হবে। এ প্রস্তাব পাশের প্রায় সংগ্রেস সংগোই বোম্বাইতে উপস্থিত সকল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে ইংরেজ সরকার গ্রেশ্তার করলো এবং সে কাজটি তারা করলো অনায়াসেই। কারণ ঐ গুরুত্বপূর্ণে প্রস্তাব পাশকরেও কোন নেতা আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেবার প্রয়োজনে আত্মগোপন করে থাকার কোন চেন্টাই করলেন না। গ্রেশ্তারের পরে তাঁরা স্থান পেলেন কোন প্রাসাদে, না হয় কান দুর্গে।

কিন্তু দেশের যুর্বশক্তি নেতৃত্বের জন্য এক মুহুত্ ও বসে রইলো না। এ প্রস্তাব পাশ হওয়ার সংবাদ এবং নেতৃব্লের গ্রেশ্ডারের সংবাদে সারা দেশজন্ত তারা শনুর করলেন প্রচল্ড আন্দোলন, "ইংরেজ ভারত ছাড়ো" এবং "করেণো ইরে মরেণো" এই ধর্নি তুলে তারা ইংরেজ শাসনের চিহ্ন্পালিকে সম্লে উপড়ে ফেলতে চাইলেন। আন্দোলনের প্রাবল্যে প্রথমে পিছর্ হটলো ইংরেজ সরকার কিন্তু অচিরেই নিজেদের গ্রিছরে নিরে তারা বিশ্লবীদের ওপর চালালো অমান্বিক দমন পাঁড়ন। ইংরেজ সরকার ব্রেছিল বে, এ আন্দোলন যে ভয়াবহর্পে আত্মপ্রকাশ করছে, তাতে একে অঞ্কুরেই বিন্দুট করে ফেলতে না পারলে ভারতে তাদের শাসনের দিন অচিরেই ফ্রিরের বাবে। তাই প্রচল্ড পশ্রশক্তি নিরে, প্রিলণ ও মিলিটারীর সাহাব্যে

জারা এ আন্দোলন নমনে বিপ্লবীদের ওপর ঝাপিয়ে পড়গো। ওরা মনে করেছিল, বেয়নেট ও গ্লিতে ভীত সন্দ্রুত হয়ে আল্দোলনকারীরা দমে य'বে। किन्छ ওদের এ ধারণা করাটাই रामा मन्ड राजा छम। यमशासारा व जान्मामन ममन कराज ষাওয়ার ফল হলো উল্টো। মার খেয়ে বিদ্রোহীরা গান্ধীজীর নিদেশিত অহিংসার গণ্ডী ছেড়ে বেরিয়ে মারম্বী ও সহিংস হয়ে উঠলেন। শুরু হলো সহিংস প্রত্যাঘাত, মারের বদলে মার। আসমুদ্র হিমাচল কে'পে উঠলো তাদের সহিংস কর্ম-প্রচেন্টার। তাঁরা উপডে ফেললেন রেল লাইন আর টেলিফোনের খর্নটি। কেটে দিলেন টেলিফোনের তার, ভেপে ফেললেন সড়ক ও প্রল। জোর করে দখল করতে লাগলেন একের পর এক থানা। নেতৃত্বহীন অসহযোগ আন্দোলন তখন আর নিছক আন্দোলন নয়, তা রূপান্তরিত হয়ে গেল এক রক্তান্ত বিশ্লবে। ক্ষিণ্ড ইংরেজ সরকারও বিপ্লবীদের প্রতি চালালো বেয়নেট. গুলি, এমনকি ওপর থেকে মেসিনগান দেগেও বোমা ফেলেও ওদের নিশ্চিম্ন করে দিতে চাইলো। এরই ফলে নিহত হলেন শত শত বিপ্লবী। সিন্ধু প্রদেশের হিমু কালানি এ বিপ্লবে প্রথম শহীদ হয়ে দেশের বিম্লবীদের আত্মদানে উদ্বন্দে করলেন।

দিল্লীতে ১১ই এবং ১২ই আগণ্ট চললো প্রনিশের বারবার গ্রিল। এতে নিহত হলেন ছিয়ান্তর জন। একইভাবে নাম না জানা অসংখ্য শহীদের সাথে নিহত হলেন বিহারের উমাকান্ত প্রসাদ, রামানন্দ সিং. সতীশ প্রসাদ ঝা, বাংলায় মাতিগানী হাজরা, রামচন্দ্র বেরা, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, বৈদ্যন্থ সেন এবং আসামে ভোগেশ্বরী, বাল্ররাম, কনকলতা ও মর্কুন্দ। এ আন্দোলন তখন হয়ে উঠেছে দ্র্বায়। সকলেয়ই এক লক্ষ্য, চ্র্ণ করো ইংরেজ শাসনের বনিয়াদ। ইংরেজের রন্ত-চক্ষ্বে অবহেলাভরে উপেক্ষা করে ভারতের নানা রাজ্যে গঠিত হ'লো স্বাধীন জাতীয় সরকার। মেদিনীপ্রের তমল্ক, উত্তর প্রদেশের বালিয়া জেলা এবং মহার'দ্বের সাতারা হলো ফে বাধীন সরকারের শক্ত ঘাঁটি। বস্তুতঃপক্ষে এ ক'য়েকটি অণ্ডলে সেই সময়ে বিটিশ শাসন বলে কোন চিক্ই ছিল না। সেখানে সব কিছুই নিয়ল্যণ হচ্ছিলো বিশ্লবী সংগঠন স্বায়া।

মেদিনীপুর জেলার তমলুক আগণ্ট বিম্লবে এক স্মরণীয় অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। এক বছর নয়, ১৯৪২-এর ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৪-এর ৮ই আগণ্ট পর্যন্ত তমলুকের ঐ স্বাধীন জাতীয় সরকার মাথা উচ্চু করে ব্রিটিশ সরকারকে বৃষ্ধ গ্রেষ্ঠ দেখিয়েছিল। এই সময়ে ইংরেজ শাসকদের কোন ক্ষমতাই ছিল না এর চৌহন্দির মধ্যে কোন রক্ষমে প্রবেশ করে। ঐ সরকার প্রতিষ্ঠার প্রারুল্ডে একদিন ঐ অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ একসপো আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে "বন্দেমাতরম" ধর্নি তুলে এগিয়ে চললো মিছিল করে তমলুক থানা দখল করতে। ওদের ভর দেখাতে পর্বালশ প্রথমে চালালো কয়েক রাউণ্ড গর্মি। কিন্তু ফল এতে কিছুই হ'ল না। জনতা এগিয়ে চললো আরও তেন্তে এক অপ্রতিরোধ্য গতিতে। উপার না দেখে এবার ডাকা হলো মিলিটারী। তারা এসেই ঐ মিছিলের ওপর চালালো বেপরোয়া গর্লি। মিছিলের প্ররোভাগে পতাকা হাতে এগিয়ে চলেছিলেন রামচন্দ্র বেরা। গুলির আঘাতে ম<sub>ন</sub>হ,তের মধ্যে তিনি মাটিতে **ল**ুটিয়ে পড়**লেন। তাঁকে ঐভা**বে পড়ে বেতে দেখে ঐ পতাকাটি তুলে নিতে এগিয়ে এলো

তৈরো বছরের নিভাকি বালক লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। মৃত্যু তारक उ रकारम रहेर निम रमरे मन्द्र रहे । जनका वर्ष व वकें **চণ্ডল হ'লো। কিন্তু ওদের** বিদ্রান্ত হবার কোন স<sub>ন্</sub>যোগ না দিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে পতাকাটিকে তখনই তুলে নিলেন তি**রান্তর বছরের বৃশ্ধা মাত্রপিনী হাজরা। মিছিল যেন** আবার প্রাণ ফিরে পেল। কিন্তু বেশী এগোতে হ'ল না ত'দের: নিমেৰের মধ্যে মিলিটারীর একটা গ্রনিল মাথা এফোঁড় **ওফৌড় করে দিলো মাতি গনী হাজরার। প্রাণহীন দেহ তাঁর ল\_টিয়ে পড়লো সেথানেই।** কিন্তু সকলে অবাক হয়ে দেখলো বৃন্ধা মাতা মাতশিনী মরে গিয়েও শক্ত করে অ'গের মতোই তথনও ধরে রেখেছেন সেই পতাকাটিকে। গর্নল তব্ত থামলো না। **ওখানেই নিহত হলেন প**্রেমাধক প্রামাণিক, নগেন্দ্রন থ সামন্ত, জীবনচন্দ্র বেরা, তাছ।ড়া আরও একচল্লিশ জন। কিন্তু **এত্রেও ভয়ে স্থ**ান **ত্যাগ করলো** না জনতা। সারা রাত তাঁরা থানা খিরে বসে রইলেন। পর্রাদন সকালবেলা জনতার সংখ্যা वृष्धि **इ.ला अत्नकश्र्ल। এবার আর তাঁদের ঠে**কান ইংরেজ সরকারের পক্ষে সম্ভব হ'লো না। ওঁরা দখল করে নিলেন থানা **এবং আগ্বন লাগিয়ে দিলেন অ**ত্যাচারী দারোগার বাড়ীতে। র**রঝরা অসম স<sub>া</sub>হসিক এ ঘ**টনাটির জন্যই আগল্ট বিষ্ণাবে **মেদিনীপুর সূডি করলো এক গো**রবো**ল্জ্বল অধ্যা**য়। আর সেখানকার বৃন্ধা মাতা ম।তাজানী হাজরা ঐভাবে শহীদ হয়ে দেশবাসীর কাছে হয়ে রইলেন চির-নমস্যা।

অতীতের বহু বিশ্বব প্রয়াসের মতে৷ একদিন এ আগদট বি**ন্সবন্ত দমিত হ'লো। কিন্তু তা' একেবারেই বার্থ হ'লো** না। এ বিপ্লবে অর্ধলক্ষ মানুষ শহীদের মৃত্যু বরণ করে দেশের মানুষের মনে জাগিয়ে গেল এক দুরুত সংগ্রামী চেতনা। সে **চেতনা এ আন্দোলনের পরেও কাজ করে যাচ্ছিলো** র্জাবরাম-ভাবে, একই *লক্ষ্য*কে সামনে রেখে। ইংরেজ সরকার গর্বভরে সেদিন তাদের দেশে প্রচার করেছিলো যে দমন পীড়নেই পিছ**্ হঠেছে সন্ত্রাসবাদীরা। কিন্তু সেটা আত্মপ্রসাদ লাভ ছাড়া** আর **কিছুই নয়। এ আন্দোলন দমন করতে ইংরেজ সরকার** তাদের প্রবল পাশব শান্তকেই সেদিন শুধু প্রয়োগ করেনি, সাথে সাথে অবলম্বন করেছিলো বহু নিন্দনীয় নির্যাতনের কৌশল। **এমনকি, ভারতীয় মহিলাদের ওপরও এরা সেদিন অমান**, যিক অত্যাচার চ'লাতে কস্কুর করেনি। কিন্তু তব্ও এ বিশ্লব শ্ধ্ **ওদের ঐ দমন পীড়নের কাঠিনোই** দমিত হয়নি। এ বিশ্লব **জমশঃ দতৰ্থ হ'তে বাধ্য হয়েছিল** আরও নানা কারণে: প্রথমতঃ কংগ্রেসী নেতৃকুন্দ ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশব।সীর এ সহিংস জাগরণকে কোনদিনই সমর্থন করেন নি। দিবতীয় 🕃 এ বিশ্লব চলছিল নেতৃত্বহীন, স্বতঃস্ফ্তভাবে বল্গাহীন গতিতে। আর এরই মধ্যে বন্দী অবস্থায় স্বয়ং গান্ধীজী এর বির**েখে তীর ধিক্কার জানিয়ে হানলেন** আর এক মৌক্ষম অস্ত্র। **হঠাৎ আগাথা প্রাসাদে তিনি একুশ দিনের অনশন** করে বসলেন। শ্ব্ব তাই নয়, দেশের অনেক রাজনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক म्ला र्जामन व विश्लादत जिल म्लायन करत वरक यथा-বোগ্য মর্যাদাদান ও উৎসাহ যোগাতে বার্থ হয়েছিল। বার্থ হুরেছিলেন গান্ধীজীও এ আন্দোলন শ্রের করার সঠিক সময় নি**ধারণে। তিনি জনগণের বিশ্লবী মানসিকতাকে অন্**ধাবন করে বখন অনন্যোপায় হয়ে এ "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব পাশ क्तरणन, जथन दंश प्तती श्रा शाष्ट्र। श्रेरत्रक मत्रकात ज्यन

আর প্রাক বিশ্ব যুশ্ধের প্রবল সংকটে নেই। সেইজন্য দুরদশী স্ভাষ্টন্দ্র ১৯৩৯ সালেই জলপাইগ্রাড়তে কংগ্রেসের প্র দেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ইংরেজ সরকারকে দেশত্যাগের জন্য ছ'মাসের নোটিশ দিয়ে চরমপত্র দেওয়া হোক এবং ঐ সময়ের মধ্যে তারা ভারত ত্যাগ না করলে এবং ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা না করলে, নোটিশের সময় উত্তীর্ণ হবার সাথে সাথে দেশব্যাপী ব্যাপক আন্দে,লনের ডাক দেওয়া হবে বলেও জানিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ও তদানীন্তন কংগ্রেস হাইকমাণ্ড স্বভাষচন্দ্রের সে প্রস্তাব সময়ে।পযোগী তো মনে করলেনই না বরং সংকট মুহুটের্ড ইংরেজ সরকারকে ঐভাবে ব্যতিবাস্ত করা বিশ্বের কাছে নিন্দনীয় হবে বলেও মন্তব্য করলেন। কিন্তু সংকটাক্লান্ত ইংরেজের দূর্বল মুহূতে আঘাত হানবার ওটাই ছিল মাহেন্দ্র-ক্ষণ। তথন এ প্রস্তাব কানে না তুললেও গান্ধীজী কিন্তু ঐ প্রস্তাবই পাশ করলেন তার মাত্র তিন বছর পরে বোম্বাইয়ের অধিবেশনে। এই তিন বছরে তাদের হৃতশক্তি পুনরুষ্ধার করে ইংরেজ সরকার কিন্তু তথন অনেক বলে বলীয়ান। তাই বলপ্রয়োগে এ আন্দোলন দমন করতে তারা সমর্থও হলো।

কিন্তু সূভাষ্চন্দ্রের পরিকল্পনা মতো যদি দ্বিতীয় বিশ্ব-য**়ে**শ্বের প্রাক্কালেই এই "ভারত ছাড়ে।" প্রস্তাব পাশ করা হতো, তবে হয়তো দেশের ইতিহাসও আজ অন্যভাবে লেখা হয়ে যেত। অপমানকর আপোষী স্বাধীনতার ফাঁস চির্রাদনের জন্য ভারতবাসীর গলায় পরতেও হ'তো না। সে ফাঁস আজ পদে পদে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আশা আকাজ্ফা রূপায়ণের পথে বাধার স্নান্টি করছে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ দেশ ছেড়েছে, তেগ্রিশ বছর, কিম্তু আজও কি ভারত সাম্বাজ্যবাদী শোষণের হাত থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পেয়েছে ? পেয়েছে কি ভারত অজও কমনওয়েলথের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিল্ল করতে? বিভিন্ন ক্ষেত্রে অ জন্ত এদেশে ইংরেজ প'ৰ্বজি কি খাটছে না ? তদানীন্তন কংগ্রেসের নেতৃব্রন্দের গতিবিধি অনুধাবন করেই স্ভাষচন্দ্র সেদিন সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে, কংগ্রেস অন্মৃত এ ক্লীব আপোষের পথে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলেও, পূর্ণ স্বাধীনতা সে পাবে না। বিদেশী শাসক আপোষের মাধ্যমে ভারতকে থণ্ডিত ক'রে যে স্বাধীনতা দেবে, তা'র মূলেই ত'রা কৌশলে রেখে যাবে জাতি-বৈরীতার এক সর্বনাশা বীজ। সে জাতি-বৈরীতার কীজই আজ মহীর হ হয়ে দিকে দিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ আন্দোলন দেশের সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই ডেকে আনবে না। তদানীন্তন কংগ্রেসের চালচলনে ব্যথিত হয়েই অন-ন্যোপায় স্ভাষ্চন্দ্র ১৯৪১ সালে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি ব্ৰেছিলেন যে শত্ত্ব পরিবেডিত হয়ে এ দেশে থেকে তাঁর উদ্দেশ্য কোনমতেই সিন্ধ হবে না। তাই দেশ ত্যাগ করে তিনি বার্লিন টোকিও হয়ে সিংগাপুরে এসে প্রতিষ্ঠা করলেন আজাদ হিন্দ সরকার। আর সেই সরকারের ফোজ নিয়েই তিনি যুদ্ধ ঘেষণা করলেন ব্রিটিশ ও আমে-রিকার মিলিত শক্তির বির্দেধ। যুদ্ধ করতে করতে আজাদী সেনারা এগিয়ে এলেন ভারতের মণিপরে। সেখানে তারা উড়িয়ে দিলেন স্বাধীন ভারতের পতাকা। কিন্তু কোহিমায় এসেই নানা প্রতিক্লতায় রুম্থ হলো তাঁদের অগ্রগতি। বার্থ হলো ওদের অভিযান। কিন্তু বার্থ হলো না ওদের প্রচণ্ড আক্রমণের প্রতিক্রিয়া, যা' আলগা করে দিয়ে গেল ইংরেজ-শাসনের শন্ত ব্রনিয়াদ। একদিকে দেশের অভ্যত্তরে এই আগন্ট বিম্লব ও অন্যান্য বিম্লবের ঢেউ, অপরদিকে নেতাজীর সূথোগ্য পরিচালনায় দেশের বাইরে থেকে আজাদী সেনাদের মরণপণ সংগ্রাম—এ দ্ব'য়ে মিলে নিশ্চিতভাবে ছোষণা করলে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অন্তিম ক'ল। প্রকৃতপকে দেশের মানুষের ঐ বৈঞ্লবিক অভ্যুত্থানই দ্বিতীয় কিব যুদ্ধের পরে रेश्तुक সরকারকে বাধ্য করেছিল ক্যাবিনেট মিশন ও মাউন্ট-ব্যাটেনের মিশনকে কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষের অ'লোচনায় বসতে। অতএব. ভারতের স্বাধীনতার লড়াইয়ে এসব সশস্ত সংগ্রামীদের অবদান অতলনীয়। কিন্তু লম্জার কথা তব্ও কংগ্রেস সরকার এসব বৈশ্লবিক প্রচেন্টা ও বিশ্লবীদের কীতি গাঁথাকে স্বাধীনতা প্রাণ্তর পর থেকেই অতি কৌশলে আডালে করবার—অস্বীকার করবার চেষ্টা করছে। হিংসা ও অহিংসার প্রশন তলে তারা আজ এদের অবদানকে মুছে ফেলার এক সুপরিকল্পিত প্রচেণ্টা চালাচ্ছে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহর, তো স্বাধীনতা প্রাণ্তির জন্য একমাত্র গান্ধীজ্ঞীর অবদানকেই স্বীকার করতে চেয়েছেন। আর তাঁর কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তো দেশের শহীদদের সংগ্র করে-চলেছেন একের পর এক চরম বিশ্বাসঘাতকতা। দিল্লীর লাল-কেল্লার প্রাক্তাণে দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জানাবার উদ্দেশ্যে তিনি "কালাধারে" ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে বিকৃত ইতিহাস লিখে রেখেছিলেন, তাতে তিনি ভারতের কোন বিস্পাবীর নাম তো রাখেনই নি. এমনকি ভারতের শ্রেষ্ঠ বিশ্লবী সুভাষ্চন্দের নামটি পর্যন্ত তা' থেকে তিনি ব'দ দেবার মত দুঃসাহস দেখিয়েছেন। সেদিনও পার্লামেন্ট ভবনের সামনে প্রদর্শিত ভারতের স্ব'ধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের চিত্র প্রদর্শনীতে তিনি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই নেতাজী স্কাষ-চন্দের কোন ছবিকে স্থান দেননি। দেশের প্রতি, জাতির প্রতি এর চেয়ে চরম বেইমানী আর কি হতে পারে?

এতে আর আশ্চর্য হবার কিছু, থাকতে পারে না যে, যে সরকার দেশের জন্য নিহত শহীদদের সপ্গে প্রবঞ্চনা করেন. যে সরকার নির্লাজ্জের মতো সহজেই অস্বীকার করতে পারেন শহীদের রক্তের ঋণ সৈ সরকার তাদের দেখা স্বন্দর শোষণ-<del>হীন সমাজ গঠনের স্বংনকে বাস্তবে রূপায়িত করতে অনীহা</del> প্রকাশ করবেনই। আরও আশ্চর্যের যে, এ বণ্ডনা ও তাচ্ছিল্য কেবলমাত্র ভারতের বিশ্লবীদের প্রতিই এরা করে চলেন নি. এর। প্রতিনিয়ত নিজেদের স্বার্থে গান্ধীজীর আশা-আকাৎক র প্রতিও অনেক ক্ষেত্রে কোন মল্যেই দেননি। দিলে, গান্ধীজীর ১৯৪২-এর ৮ই আগন্টেরই এ. আই. সি. সি. অধিবেশনে দেয়া 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের মূল প্রস্তাবটির প্রতি সম্মান দেখিয়েও তা' রূপদানের উদ্যোগ তাঁরা গ্রহণ করতেন। অথচ সেদিনের প্রস্তাবে তিনি শুধু ভারত থেকে ইংরেজ শাসনের অবসান চাননি সপো সপো ঐ প্রস্তাবেই তিনি বলেছিলেন, ইংরেজ শাসন অবসানের পর ভারতে শ্রমিক-কৃষকের রাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে। সে উদ্যোগ গ্রহণ করা তো দুরের কথা ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় পর্বজিবাদের প্রসারই কেবল ঘটছে। এরই ফলে দিনের পর দিন দেশে নানা সংকটই শুধু বাড়ছে। আর এ সংকটে জনসাধারণ সরকারের কাছ থেকে শোষণ ও বন্ধনা ছাড়া আর কিছু পাতে না।

ইতিহ'লের শিক্ষার পরিশেষে বলি যে, যে কোন শোষণ, বন্দুনা, উপেক্ষারই একটা শেষ থ কে। এ সবের বিরুদ্ধে মানুবের মনের পঞ্জীভত অভিযোগকে ছল চাতুরী ও বলপ্রয়োগে বেশীদিন দাবিয়ে রাখা বায় না। দেশের চারিদিকে আজ বিচ্ছিন্নতাব দের যে ঢেউ বইছে, তার মূলে কায়েমী স্বার্থ-বাদী ও বিদেশী সামাজ্যবাদের হাত থাকলেও, এ ব্যাপারে শাসক শ্রেণীর দীর্ঘদিনের ক্ষমাহীন উপেক্ষা ও চরম অব-হেলাকেও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। আসলে এর বিরুদ্ধেই ওদের কারো কারো "বিদেশী বিতাড়নের" আন্দেলন আবার কারো কারো একেবারে স্বতন্দ্র প্রদেশ গঠনের আন্দোলন। এগালিও অন্দোলন। তবে আগন্ট বিস্লবের আন্দোলনের চেয়ে এর চেহারাটা একট্র (?) অ লাদা। আগন্ট বিশ্লবে সারা দেশের মানুষ ঐক্যবন্ধ হয়ে 'বিদেশী' ইংরেজদের ভারত ছাড়া করতে চেয়েছিলেন। আর অ.জ এসব আন্দোলন-কারীরা এ দেশেরই মান্যকে বিদেশী আখ্যা দিয়ে দেশছাডা করতে চাইছে। সেদিন আগষ্ট বিস্লব সংঘটিত হয়েছিল দেশের অখন্ডতা রক্ষার দৃঢ়ে সম্কল্প নিয়ে, আর আজ এই সব আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছে দেশটাকে আরও খণ্ড-বিখণ্ড

#### ি আমাদের স্বাধীনতা দিবস : ১৪ প্রতার শেষাংশ ]

বাকশ্যা কামনা করেন তাদের উদ্যোগ এবং উৎসাহ নিয়ে জনগণকে তাদের নিজস্ব শ্রেণী সংগঠনে, অর্থাৎ খেটেখাওয়া মানুষকে তাদের ইউনিয়ানে, কৃষকগণকে তাদের সমিতিতে, মধ্যবিত্তগণকে তাদের বিভিন্ন সমিতি অথবা সংগঠনে, ছ ত্র ব্ব ও নারীগণকে তাদের নিজস্ব সংগঠনে সংগঠিত করবার দায়িছ নিতে হবে। সংগ্রামের পন্ধতির কথা বলে গেছেন কার্ল মার্ক্রা; সংগ্রামের পথ দেখিয়ে গিয়েছেন লেনিন, স্ট্যালিন এবং আমাদের দেশের ক্র্নিলম্ম, কানাইলাল, বাঘাষতীন, সূর্ব সেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রমুখ শহীদগণ। দুর্দমনীয় এবং আপোষহীন সংগ্রাম ব্যতীত বর্তমান সমাজবাকথার পরিরবর্তন সম্ভব নয়, সমাজতান্তিও সম্ভব নয়।

"স্বাধীনতা দিবসে" আমাদের অন্যতম সঞ্চলপ এবং শপথ হোক গণম্বিদ্ধর জন্য আসল্ল সংগ্রামের প্রস্তৃতিতে সর্বার যথ: যোগ্য গণ-সংগঠন তৈরীর কাজে আত্মনিয়োগ করা।

# आलीव्या

# কর্মচারী চয়ন আয়োগ: কি ভাবে নিয়োগ হয়

### न्निकर किरमान इक्नवणी ठाकून

তিরি বেকার সমস্যার জর্জনিত ভারতবর্ষে কর্মসংস্থানের স্থোগ ধ্বই সীমাবন্ধ। হাজার হাজার যুবক পকেটে ম্লাবান ডিগ্রী ডিপ্সোমা থাকা সঙ্গুও কাজের স্বোগ পাছেন না। ফলে নেমে আসতে এক চরম হতাশা। ক্রোধ-ক্ষেড, ঘ্ণার বিক্ষোরণ ঘটছে নানাভাবে। যুব সমাজের এই জটিল সমস্যাকে কেউ অস্বীকার করতে পারন না।

সবচেরে বিসমরকর, অনেক ব্রক-ম্বতী—ম্লত গ্লামাঞ্জের য্বক-য্রতী—শিক্ষাক্রম সমাণ্ডির পর কিভাবে চাকুরীর জন্য প্রস্তৃতি নিতে হয় তাও উপবৃদ্ধ নির্দেশিকের অভাবে ব্রুতে পারেন না। ফলে অভানত সীমিও বে স্বোগট্কু রয়েছে তাও তারা বাবহার করতে পারেন না। বর্তমান নির্দেশিকের করেছে তাও তারা বাবহার করতে পারেন না। বর্তমান নির্দেশিকৈ তালের ব্রেমানসে প্রকাশ করলাম। নিবল্ধের লেখক রণজিং কিশোর চক্রবর্তী ঠাকুর কেন্দ্রীর সরকারের ভাষে সিলোকশন কমিশনের পা্রণিঞ্জের বিজ্ঞিনাল ভাইরেকটর।

—সঃ মঃ ব্ৰমানস

কেন্দ্রীয় সরকারের গত ৪ঠা নভেন্বরের গৃহীত সিন্ধান্ত অনুৰায়ী কর্মচারী চরন আয়োগ প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও ১৯৭৬ সালে এর র**ীতিমিক্ত অ**হিতম ঘোষিত হয়েছিল। প্রাথমিক কাজ শুরু হয় ১৯৭৮-এ। এই আয়োগ-এর পাঁচটি আর্ণালক শাখা আছে। (১) পূর্বোগুলীয় (কার্যকেন্দ্র কলকাতা) (২) দক্ষিণা**ওলীয় (কার্যকেন্দ্র—মাদ্রাজ)**, (৩) পশ্চিমাণ্ডলীয় (কার্য-কেন্দ্র-বোষ্বাই), (৪) উত্তরাগুলীয় (কার্যকেন্দ্র-দিল্লী) এবং (৫) মধ্যা**গুলীর (কার্যকেন্দ্র** –এলাহাবাদ)। এই শাখাগ**্রা**লর প্রত্যেকটি এক এক জন আঞ্চলাধিকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রাঞ্চলীয় শাখা আটটি রাজ্য এবং তিনটি কেন্দ্রনিয়ন্তিত উপরাজ্য নিয়ে গঠিত। পশ্চিমে উড়িষ্যা থেকে দক্ষিণে আন্দামান এবং সাদার উত্তর-পর্বে অর্ণাচল পর্যত এর বিস্তৃতি। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অফিসের জনা তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী মনে:নয়ন করাই এই আয়োগের কাজ। এই তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরাই কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যা গরিষ্ঠ কর্মচারী। প্রায় ৫২ শতাংশ (যেথানে "যুক্তরান্দ্রীয় গণ কৃতাক আয়োগ" মাত্র তিন শতাংশের মনোনয়ন করেন)। অবশিষ্ট চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রায়োগিক (Technical) নিয়োজিত হন সিরকারের ) বিভাগগ্লির নিজম্ব নিধারণে। মাসিক ২৬০ টকো থেকে ৯০০ টাকা পর্যকত এই তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের বেতনের পরিধি। প্রায়োগিক (Technical) শব্দটির কোনও ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা ! উপরিলিখিত ] সরকারী সিন্ধান্তে দেওয়া হয় নি এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ডাক্তারী শাস্ত্রে স্নাতক উপাধি বিশিষ্ট কর্মচারী এই আয়োগের মনোনয়ন বিষয়ীভূত নুর। Senior Geological Assistant অথবা Senior Zoological Assistant (৫৫০—৯০০ বেতন ক্ষম) অথবা আবহাওরা বিভাগের Senior Observer (পদর্থ বিদ্যার এম. এসসি বোগ্যতা বিশিষ্ট) ও অ-প্রায়োগিক (non-

technical) পদ বলে পরিগণিত এবং এই আয়োগ-এর আওতাভুক্ত।

(২) শিক্ষিত বেকার যুবকদের এই আয়োগ মারফং কর্মসংস্থানের প্রভৃত স্থোগ রয়েছে। ব্যক্তিমালিকানাধীন
প্রতিষ্ঠানে চাকুরী সংস্থানের জন্য যের্প প্রভাব ও প্টেপোষক প্রয়েজন এক্ষেরে তার প্রয়েজন নাই। অধিকল্ড্
এই আয়োজন একেরের বাবস্থার বৈশিষ্ট্য এই যে, ভারত সরকারের কোনও অফিসে কেরানীর চাকুরী সংগ্রহ করতে মার একবার দরখাসত পেশ করতে হয়; এমনাক কোনও Interview ও দরকার নেই। প্রে আয়কর বিভাগে কেরানী চাকুরী প্রাথীকে এবং শ্রুক বিভাগে অন্যর্প চাকুরীর জন্য প্রক্ প্রক্ষায় বসতে হত। প্রতি পরীক্ষার প্রক্ই দিনে দ্বিট পরীক্ষায় বসতে হত। প্রতি পরীক্ষার প্রক্ ফি, পরীক্ষা দিতে যাতায়াত থরচ খ্র বেশী ছিল। এই সব অস্বিধা এবং বাড়তি বায় কমানোই এই আয়োগ-এর উদ্দেশ্য।

কেরানী পদ সম্থের জন্য আয়োগ নির্ধারিত স্থোগ স্থাবার কথা বলা হ'ল। অন্রপ্রভাবে, আয়কর বিভাগের অবর আধিকারিক (Junior Officer) যেমন -Income Tax Inspector, Central Excise Inspector, Preventive Officer (শহুক বিভাগ) প্রভৃতি পদের জন্য প্রাথীকে একবার দরখান্ত দিতে, Interview-র জন্য একবারই উপস্থিত হ'তে হবে এবং একটি মাত্র একক যুশ্ম প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিতে হবে। কারণ. এই পদগুলির বেতনক্রম, নিশ্নতম শিক্ষা গত যোগাতা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক/উপাধি প্রভৃতি একর্প। কার্যক্রম পৃথক হলেও-চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। অবশাই কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগের পরিদর্শক অথবা শহুক বিভাগের নিরোধক আধিকারিক (Preventive Officer) পদের চাইতে আয়কর বিভাগের পরিদর্শক্রের শারীরিক যোগাতার প্রয়োজনীয়তা কম। কার্যতঃ

কর্মবিন্যাসের সময় কর্মপ্রাঞ্চরি পরীক্ষার ফল ও নানার্প কর্মক্ষয়তার বিষয়ও পরিগণনা/বিবেচনা করা হর।

(৩) এই আরোগ বছরে পাঁচটি পরীক্ষা গ্রহণ করে; যথা—(১) কেরানী পর্যারের পরীক্ষা (২) সমীক্ষক/অবর হিসাব রক্ষক পদের জন্য পরীক্ষা (৩) আয়কর পরিদর্শক পরীক্ষা (৪) রেথাক্ষর বিশারদ পরীক্ষা (৫) পর্বালশ বিভাগের সহ-পরিদর্শক পরীক্ষা।

কেরানী পর্যায়ের পরীক্ষা এবং রেখাক্ষর বিশারদ পরীক্ষা একই লিখিত পরীক্ষা হ'লেও রেখাক্ষর বিশারদ পদের জন্য প্রাথীকে ৩টি স্তরে (মিনিটে ৮০ শব্দের, ১০০ এবং ১২০ শব্দের) ব্যবহারিক পরীক্ষা (Test) দিতে হবে। তিন স্তরের Stenographer পদের বেতনক্রম পূথক পূথক হওয়ায় পূথক Test গৃহীত হয়। কেরানী পর্যায়ের বিষয়গত ধরনের (Objective Type) একটি লিখিত পরীক্ষায় বসতে হয়। ইংরাজী ভাষা, সাধারণ জ্ঞান, প্রাত্যহিক বিজ্ঞান, সহজ গণিত নিয়ে একটি পত্র (Paper)। কোনও রচনা বা সংক্ষিণ্ডসার লিখতে হয় না। প্রাথীকে শুধুমার চারটি বিকল্পের মধ্য থেকে ঠিক বিষয়কে চিহ্নিত করতে হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে কেরানী পদের জন্য প্রাথীকে Type Test এবং Stenographer পদের জন্য Stenography Test দিতে হয়। ভারত সরকারের প্রতিটি কেরানীকে চাকরীতে যোগ-দানের পূর্বে অন্ততঃ মিনিটে ৩০টা শব্দ টাইপ করার ক্ষমতা থাকা দরকার। এই পরীক্ষা শুধুমাত্র যোগ্যতা বিধায়ক— সতেরাং প্রাণ্ড নন্দ্রর যোগ দেওয়া হয় না। কিল্ড Stenography Test-এর নম্বর লিখিত পরীক্ষার নম্বরের সংগ্য একত্রে প্রাথীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতার জন্য বির্বেচিত হয়। সমীক্ষক (Auditor) পদের পরীক্ষার ৩টি পত্র (Paper)। ১ম টি বস্তুগত বিষয়গত সাধারণ পাঠ এবং এতে কৃতকার্য হ'লে প্রাথীর অন্য দু'টি উত্তর পত্র করা হয়। একই দিনে প্রাথী ৩টি পর পরীক্ষা দিবে, ১ম পর সাধারণ জ্ঞান, ২য় পত্র সাধারণ ইংরাজী এবং ৩য় পত্র গণিত (স্কুলফাইনাল মানের)। এই আরোগ প্রাথীর প্রকল ও বোগ্যতানুযারী মনোনরন দিলে কৃতকার্য প্রাথীকৈ ষেকোন বিভাগে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়। আয়কর পরিদর্শক পরীক্ষাও অনুরূপ। সমীক্ষক পরীক্ষার মত এতেও ৩টি পত্নে পরীক্ষা হয়। প্রথম পর্নটি বিষয়গত এবং অপনয়নার্থে প্রযুক্ত। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে প্রাথীকে Interview-এ ডাকা হয়, উত্তীর্ণ হ'লে প্রাথীর পছন্দ ও যোগ্যতামত আয়োগ-এর স্কুপারিশ-ক্রমে প্রাথীকে নিয়োগ করা হয়। প্রালশ বিভাগের Sub-Inspector পদের পরীক্ষায়ও তিনটি প্র—সাধারণ ইংরাজী, সাধারণ জ্ঞান এবং দিল্লী প্রনিসের (Delhi Police Establishment) সাধারণ হিন্দী এবং রচনা। প্রীক্ষার মান আয়কর পরিদর্শকের পরীক্ষার মত। Interview-ও অবশ্যই দিতে হবে। আরোগ প্রতিটি পরীক্ষা রুটিন মাফিক কংসরে একবার নির্ধারণ করে। কখনও বা কোনও আণ্ডলিক শাখার কর্মচারী হ্রাস নিবন্ধন বিশেষ প্রীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। অবশাই স্বীকার্য যে, অঞ্চলগ্রনির অবাশ্তর বিভাগে শিক্ষাগত মানের অসাম্য আছে এবং সেজন্য কৃতকার্য তার নানেতম ধারা উ'চু নীচু হওরা উচিত। যেমন বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর (Reserved Category) প্রাথীদের

জন্য করা হর। আসাম, মেখালর প্রভৃতি প্রাঞ্জনীর রাজ্যে প্রথম পরীক্ষার প্রাথীরা ভালো ফল করে না—তাই বিশেষ পরীক্ষা (Special Test) গ্রহণ করতে হর। বাদও পরীক্ষা-গ্রাল সর্বভারতীয়, তব্তু আসামে তা অলগবিশ্তর রাজ্যভিত্তিক এবং প্রকৃত প্রশৃতারে খণ্ড অঞ্চল ভিত্তিক; কারণ প্রতিটি রাজ্য ও উপরাজ্যের জনগণের আকাঞ্থার সঞ্চো সামস্ক্রস্য করা দরকার। রাজ্য কিশেবে বহুল ফেণ্টা সন্থেও বখন কৃতকার্য প্রাথীরে অভাব হয় তখনই কেবল আমরা ভিন্নরাজ্যের প্রাথীকে মনোনয়ন দিই।

(৪) কর্মচারী মনোনয়নের জন্য অন্য আরও সংগঠন ররেছে যেমন-Banking Service Recruitment Board. State PSC. UPSC and Railway Service Commission। যাতে বিভিন্ন সংস্থার নিরুদ্রণে বিশেষ কোন পরীকার দিনক্ষণ নিধারণে সংঘাত উপস্থিত না হয় এজনা সাবধানতা অবলন্দ্রন করা হয়। তবে সব সময়ই বে এই অসূরিখা পরিহার করা যায় এমন নর। ভারত সরকারের অধীনে বিশেষ শ্রেণীর চাকুরীর ক্ষেত্রে [হয়ত] পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করা সম্ভবপর হয় না। ১৯৭৯ সালের সমীক্ষক পরীক্ষায় এই আয়োগ নির্ধারিত ৭ই অক্টোবর তারিখটি ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাৎক কেরানী পর্যায়ের পরীক্ষার জন্য নির্দিন্ট করে এবং ঐ আয়োগ কর্তপক্ষের সূপেরিশে কেরানী পরীক্ষা ১৪ই অক্টো-বর স্থানাত্রিত করা হয়। প্রীক্ষাপ্র সর্বদাই কেন্দ্রীয়ভাবে দিল্লীতে পরীক্ষিত এবং তারজন্য পরীক্ষান্তে সমস্ত উত্তর পর্ট্র পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে সরাসরি দিল্লীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সমস্ত পরীক্ষাকালে, বিশেষতঃ কেরানী পর্যায়ের পরীক্ষার সময় সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বহু বিধ লোকের প্রয়োজন হয়--পরীক্ষার নজরদার, পর্যবেক্ষক এবং পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কান্ত থেকে এ বিষয়ে আমরা প্রভত সহবোগিতা লাভ করি। এমনকি Stenography Test-এর সময় অনুচ্ছেদ বিশেবের dictation প্রয়োজনে বিভিন্ন কলেজ এবং সরকারী অফিসের আধিকারিকগণের সাহাব্য পাই এবং তাঁরা পরীক্ষার মান ও ঐক্য বজার রাখতে সচেন্ট থাকেন।

গত দ্বছরে এই আরোগ-এর কার্রকারিতা এতটা সন্তোব-জনক হয়েছে যে Delhi Municipal Board এবং Delhi State Transport Corporation ও তাদের কর্মচারী মনো-নরনের ভার আমাদের উপর দিরেছেন। কেন্দ্রীর সরকারের সিদ্ধান্ত অন্সারে Controller and Auditor General-এর অফিস সম্হ আমাদের আয়ন্তাহীন নহে। কিন্তু ঐ অফিসের কর্ছান্ত এই আরোগের উপর কর্মচারী চরনের ভার নান্ত করেছে। এবং আরোগ ও তা গ্রহণ করেছে। এগানি উন্মান্ত প্রতিযোগিতার ব্যাপার/পরীকা।

এবারের সাঁমিত পরীক্ষার কথা বলতে হছে। এগ্রিল নিন্দাশ্রেণী থেকে উচ্চপ্রেণীর পদোর্মাতর জন্য বিভাগীর পরীক্ষা, হোমাসিক টাইপ পরীক্ষা (ঘ-বিভাগ থেকে গ-বিভাগে উত্তরণের জন্য) প্রভৃতি। দিনে দিনে এই আরোগ-এর কাজের পরিমাণ বাড়ছে এবং ১৯৭৯ সালে আমাদের কতিপর বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণ করতে হরেছে। এছাড়াও ভারত সরকারের আবহাওয়া অফিসগর্নালর জন্য Senior Observer পদের মনোনরনের জন্যও একটি বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণ করতে হয়।

(৫) পরীকা এবং Interview-এর মাঝামাঝি Profi-

ciency Test নামে এক ধরনের সমীক্ষা আছে। গ্রন্থাগারিক (Junior Librarian, Assistant Librarian 2000) প্রায়ের জন্য নান্তম বোগ্যতা হচ্ছে—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক উপাধি। আমরা এক ঘণ্টার একটি Proficiency Test-এর অকতারণা করেছি। প্রাথীকৈ Proficiency Test-এ হাজির হরে একই দিনে Interview-তেও উপস্থিত হতে হয়। Proficiency Test-এর উত্তরপত রাজ্য সরকারের রাজ্য P. S. C. প্রভাতর আধিকারিকদের দিয়ে পরীক্ষা করান হয়। কোন विट्रांच कारकत कना श्रम मरथा। थून कम (मरगत् कम) इ'ल পরীকা গ্রহণ করা হর না এবং সে ক্ষেত্রে শুধুমান Interview এবং Proficiency Test-এর উপর ভিত্তি করে মনোনয়ন করা হয়। সমস্ত ব্যাপারেই আমরা ভারত সরকারের "রোজগার সংক্রোর" এবং Employment News এবং রাজা কর্ম-সং**স্থানের বিজ্ঞাপত মারফং দরখাস**ত আহ্বান করি। যে ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত পদের সংখ্যা খুবই কম সেই সমস্ত পদকে বিবিত্ত (Isolated) পদ বলা হয়। তফসিলী ও আদিবাসী প্রাথী-দের Interview-এর সমর আমরা সংসদে তফসিলী/আদি-বাসী সদস্য রাখার ব্যবস্থা করি। কিল্ড সর্বক্ষেত্রে সংশিলট विভাগে/সংস্থার खेत्र भ সদস্য পাওয়া যায় না। यেমন-দ্র-দুশন ও আকাশবাণীর Transmission Executive পদ, আকাশবাণীর Farm Radio Reporter পদ. ভারতীয় প্রাণীতত জারিপ বিভাগের Senior Zoological Assistant পদ, জাতীর মানচিত্র সংস্থা (National Atlas Organisation) এবং Cartographer Geographer পদ এবং कम्मीय विमानस्यत भिक्ककरमत्र अम् अर्ज्ञार । সाधातगरः त'का-

গন্তির রাজধানীতেই Interview নেওয়ার ক্তবস্থা হর, কারণ এতেই অধিকাংশ প্রাথীর স্ন্বিধা। Interview দিতে আসার এবং ফিরে যাওয়ার জন্য তপসিলী/আদিবাসী কর্ম প্রাথীদের রেল/বাস ভাড়া দেওয়া হয়।

- (৬) কেরানী পর্যায়ের/রেখাক্ষর বিশারদের চাকুরী প্রাথীর ন্যন্তম যোগ্যতা হচ্ছে মাধ্যমিক বা সমত্ল পরীক্ষা পাশ: এবং অন্যান্য পরীক্ষার ন্যান্তম যোগ্যতা হচ্ছে কোনও অন্-মোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি। আয়কর পরিদর্শকের চাকরীর জন্য যে কোন ধারার স্নাতন/উপাধি হচ্ছে নানেতম যোগাতা। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর উপাধিধারী হওয়া কেরানী পর্যায়ের পদের পরীক্ষা প্রদানের অযোগ্যতা হিসাবে গণ্য হয় না। বস্তৃতঃ ঐ পরীক্ষায় স্নাতকের সংখ্যা ন্যুন হয়। অথবা শ্রেমার কেরানীপর্যায়ের পরীক্ষাই বিষয়গত (Objective) প্রশনপত স্বারা এবং অন্যান্য উচুস্তরের পরীক্ষাগর্যালর স্থান্ত-মাত্র প্রথম পত্র বিষয়গত এবং অনা/অর্থাশন্ট দু'টি পত্র গতান্-গতিক এবং উদ্দেশ্য মূলক (Subjective)। আমাদের ধারণা, একজন ভাবী অধিকারিকের প্রকাশ ক্ষমতা অবশ্যই পরীক্ষিত হওয়া দরকার: তাই আমরা গতানুগতিক/ধারানুযায়ী প্রশনপত দ্বার। আয়কর পরিদর্শকের মত অবর অধিকারিকের পরীক্ষা গ্রহণ করি।
- (৭) এই আয়োগ-এর প্রাঞ্জীয় শাখার অফিস ৫নং এস্পানেড রো (পশ্চিম); কলকাতায় অবস্থিত। এটি টাউন হলের ঠিক পিছন দিকে। এসম্পর্কে যে কোন জ্ঞাতব্য থাকলে আয়োগ-এর উপরি উল্লিখিত ঠিকানাস্থ অফিসে (ছ্র্টির দিন ছাড়া) যে কোন কাজের দিনে জানা যাবে।

### মেহমান

#### ারালাল চক্রবর্তী

আকাশের কোণে কালো পাথরের মত একখণ্ড মেঘ দেখতে পার আজীজ। রকম দেখেই সে ব্বেছিল একটা কিছ্ ঘটবে। জাত চাষা সে। মিঞাদের খিদমত করে দিন গেলেও জন্ম ওর চাষীর ঘরে। মেঘের রং চং বোঝে বৈকি।

শেরালের হাঁ—এর মত মেখের ট্করোটা বে সর্বনেশে মাতাল ঝড় নিরে ঝাঁপ দেবে না এমন নিশ্চরতা কি। ঝর্ঝরে গাঁড়িটা শেষ আরু নিরে ঝোড়ো চড় সামাল দেবে কেমন করে ভার্বছিল আজ্ঞাল। মাঝখান থেকে ওর গর্ দুটোর দ্বগতির একশেষ হবে। ওর গর্? হঠাৎ বুকের মধ্যেটা চিন্চিন্ করে আজ্ঞাজৈর। নামেই বটে ওর গর্ আসল দড়ির টান এনায়েৎ মিঞার হাতে। তা শুধ্ব কি গর্? ভিটেমাটি জমিজমা মায় সে নিজে বাঁধা মিঞার হাতে। মিঞারা এ গাঁরের আল্লা। এনারেৎ মিঞা মুল্ড জোতদার মহাজন। ব্যবহারে অমায়িক। কথা ভারি মিন্টি। হাসি ছাড়া কথা নেই। কোরানের বেলে ছাড়া বালিয় ফোটে না।

আজ্ঞীজ বাপের কাছ থেকে গোলামীর মোরসীপাট্টা নিরে মিঞাদের সেবা করে বেহেস্তের পথ স্কাম করছে। এনায়েং বলে, হাঁরে বাপজান তুরা আমার গোলামী করবি ক্যানে? আলা হাত দেছে এই পিথিবীতে খেদমতের জন্য। খোদার দোরার বেহেস্তের পথ সাফ করার লেগে। আমিও তো গোলাম। নাকি?

কাঁথে হাত রেখে এনারেং দাড়ি নাচিয়ে হাসে। তুই তো আমার মনীশ নারে আজীজ। তুই আমার বাপজান। আল্লার মর্জি মন দে কাজ করে যা।

আজীজ আর কি বলবৈ। ঋণের মত উত্তর্রাধকার স্ত্রে পাওরা মন আল্লা আর মিঞার দোয়ার ফারাকটা ধরতে পারে না।

আজ সকালেই এনায়েং মিঞা বলছিল ক'জন মেহমানের কথা। সদর থেকে আসবে ত'রা। আসবে শেষ ট্রেনে। আজীজ পরম বিশ্বাসী লোক। এক জেতের লোক। সে ছাড়া এমন গোপন কাজ কে করবে। তা মিঞার বাড়িতে মেহমানের আনা গোনার তো শেষ নেই। দিনে দ্পারে এমন কি গভীর রারেও দোর বশ্ধ করে তাদের সপো শলাপরামশ করতে সে দেখেছে। বর্গা নিরে সেদিনও দারোগাবাব্র সপো কথা হচ্ছিল তার। এথন ধান রোরার মরশ্ম। বেশ একটা গরম হাওয়া গাঁরের মধ্যে। আজীজের রক্তও গরম হরে বার মাঝে মধ্যে। সে লাকিয়ে একদিন সামিতির মিটিং-এ এসেছিল, শ্নতে। তার মনে হয় কথাখান ঠিক বটে। আজীজদেরও একখণ্ড জমি ছিল, হাল-

বলদ ছিল। তা সে জমি কোনদিন সৈ ভাগে দখল করতে পারে
নি। বাপের আমলেই জমিট্রকু মিঞার গ্রাসে গেছে। এখন
ছালের কলদ দিয়ে ও গর্ব টানে। বাব্দের খিদমত খাটে। এই
জমি হারানার কথাই হচ্ছিল সেই মিটিং-এ. একজন এসব
ব্রিরের বলছিলেন। রক্তও তেতে উঠেছিল। কিন্তু ক্লিণেকর
মত। ও দ্বল স্বভাবের মান্র। ব্কের মধ্যে উলেত বটে
কিন্তু বিছিত খাজে পেত না। মনে হাত মিঞারা ওকে
ঠকাজে। পিউপ্রেব্ধর বোঝা ওর খাড়ে দিয়ে গোলাম করে
রেখেছে। ঐ ভাবনা পর্যন্ত। কিছ্ব করার মত সহস ওর নেই।
গোলামী করতে করতে মনটাও ওর দ্বলি হয়ে গেছে।

আজীজ জানত চাবাদের চিট জনবার জনাই পরামর্শ চলত দিনরাত। আজীজ থাকত প্রহানীর মত দরজার দাঁডিয়ে।

বাদ আসবে আজীজ ধরেই নিয়েছে। আড়াই ক্রেশ তিন ক্রেশ পথ ইন্টিশান। ঘার আঁধার নামতেই এন'য়েতের তাড়ার সে বেরিয়ে পড়েছিল। হারিকেন ধরানো নিবেধ। এ যে বন্ধ গোপন কাজ। কাক পক্ষীকেও জানানো চলে না। চাষারা মাঠে নামার আগেই তাদের টের পাইরে দিতে হবে এনায়েং মিঞার জমি বড় শন্ধ ঠাই। বর্গার জােরে জমি দখল করা সােজা নয়। উচ্ছেদ যাদের করেছে কিছ্তেই মাঠে নামতে দেবে না সে। তার জন্য যাদ দ্'চারটাকে খ্ন করতেও হয় সে করতে। গাঁয়ের কিছ্ চাষী আছে তার দিকে। কিন্তু বেশির ভাগাই নেই। বড় এক কট্টা চাষীরা। ওদের সপো লড়তে গোলে গায়ের জাের হবে না। চাই কিছ্ পাকাখনের দল। যারা দরকার হলেই এনায়েতের হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মিঞার মেহমান ওরাই। তাদেরই আনতে হবে নিঃশব্দের রাতের অন্ধকারে। এমন কাঞে বিশ্বস্ত লোক চাই আজীজের মত। অনুগত পােষমানা থিদমতারার আজীজ।

মেহমানরা অংসবে শেষ ট্রেনে। রাত আটটার। তাদের নিয়ে ফিরতে আঁধারই হবে সেরা আলো। আজাজ ভেবে দেখল অ জ বৃত্তি হলে কাল ভেরেই চাষীরা মাঠে নামবে। আজই মেহমানরা গাঁরে আসছে। হয়ত আজ রাত্রেই মিঞ্জংসাহেব ওদের চাষীপাড়ায় ঝাঁপিয়েপড়ার হ্কুম দেবে। অতর্কিতে লেলিয়ে দিতে মিঞার জন্ডি নেই। এমন পাথর অনড় ভূষো কালির মত রাতই চাই দাঙার সাংগ্রেং হিসেবে।

আজ্ঞীজ আজকাল ভাবে। বোঝেও। এন রেং মিঞর মস জিদের গোপন শলার অনেকদিন ধরেই একটা মতলব চলছিল। এরমানকে লোপাট করে দেবার জন্য একটা সিখান্তও হয়েছে। এরমান সমিতির পাশ্ডা। সেও এনারেতের বর্গাদার। শ্বধর নিজের নয় গাঁরের সব বর্গাদ।রদের নাম রেকর্ড করিয়েছে সে। এনায়েতের মত মান্বকে সে স্পন্ট বলেছে ফেরেপবাজ। ম ঠগতের ধান লোপাটী ধেড়ে ই'দ্বর। এ সবই জানে আজীজ।

কি ব্কের পটো এরমানের। অজ্ঞাজ সেদিন ভয়ংকর দতন্দ্তত হরে গিরেছিল, মৃশ্ধ বিসময়ে এরমানকে নয়া চোখে দেখেছিল। হাা মিঞাকৈ জবাব দেবার মত মান্য আছে বটে গাঁরে। এই সেদিনও এমন করে কথা বলতে সাহস পেত কেউ? আজ এরমান রুখে দাঁড়িয়েছে, সায় দিছে আরো পাঁচজনা। আজীজ ভাবে দিনকাল বদলেছে বটে।

মিঞারাও ছাড়বার পাঁত নয়। তারা অনরো ভয়ংকর আরো
হিংস্ল হয়ে উঠছে। জিভ টেনে ছি'ড়তে চ.ইছে এরমানদের।
গাঁথানাকে সেই আগের মত আঁধারে ডুবিয়ে দেবার জন্য কত না
কসরং তাদের। দ্ব'জন চ.ষীর ব্ক ফে'ড়ে দিয়ে ভয় পাইয়ে
দিড়ে চেয়েছে মিঞারা। প্রিলশ দিয়ে ব্রিয়ে দিতে চেয়েছে
মিঞাদের সঙ্গে বিবাদ করে গাঁয়ে বাস করা সহজ নয়।

এনারেং তব্ হিমাসম খায়। তাদের ফরমান বরবাদ করে দিছে চাষীরা। এমন দোদাণত মিঞাদের কলা দেখাছে আজীজেরই কছের মানুষেরা। অজীজের বুকেও খাসির এই ফোটে। মন নিজের অজাণেতই বাহবা দিয়ে এঠে। কিন্তু তা বড় সাবধানে। বড় হিসেব করে। তার যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত বাঁধা মিঞাদের খাটিতে। তার খাসি বাকের মনোই ঘোরে। নিঃশব্দে সন্তপ্রে।

আক্রীক অবাক হয় মিছিমুখো 'বাপজান' বলনেওয়ালা এনায়েতের রাগ দেখে। মস্জিদের শালিশীতে পোষ না মানা চাষার বেচাল দেখে খাপ্পা সে। মকব্লকে জাতো ছাড়ে মারে রাগের ঝোঁকে। বলে, লে বর্গা রেকর্ড করেছিস তো দোজখেই যা। দারোগাবাব্র জাতি না খেলে তুদের দিল ঠাপ্ড। হয় না। কেমন করে মাঠে নামিস তাই দেখব!

আজীজ এসব দেখেছে। ব্রুছে একট্ দেরীতে। মিঞা-দের সঞ্গে বিবাদ বড় সহজ কথা নয়। কিন্তু বিবাদ লেগেই আছে। থাকবেও। এ বে ধানের বিবাদ। ধান তো নয় প্রাণ। অজীজও বোঝে ধানের চেয়ে বড় কিছ্ নেই। একদিন এনায়েং মিঞা মসজিদে বোঝাছিল সকলকে. গোল করে কে ঘাড় ভাগে কার। আরে লেতারা তুদের ক্ষ্যাপায়! বর্গা রেকর্ড কি? তুরা সব আমার জেত ভাই, তুদের ছাড়া কি জমি আমার এমনি এমনি ফসল দিবে! আল্লার কসম লাইন দিতে থাবি না। অজ এই দিন আছে কাল থাকবে না। তুরা যেমন চাব দিছিস দে কে মানা করে। কিন্তু বেওয়াকুফের মত ঐ লেতাদের কথা শ্রেন

এসব আজনীজ শ্নেছে। 'বেওয়াকুফের' মতই চাষীরা লাইন দিয়ে ন.ম রেকর্ড করিয়েছে। আরু মিঞা রাগে দাড়ির চুল টেনে ছিড়েছে। আজীজেরও বড় ইচ্ছা হত নাম রেকর্ড করায়। কিন্তু সে তো গোলাম। তার তো জমি নেই। চাষও নেই। খত লিখিয়ে কবেই সে জমিট্কু হজম করেছে মিঞা। মাঝে-মধ্যে অনা চাষীর হয়ে সে মাঠ চষে দেয়। বেগার খেটে দেয়। কিন্তু বর্গাদার তো সে নয়। এনায়েং মিঞার পাশ্বচর অন্-গত ভ্তা। তব্ হঠাং কখনো তার চোখেও আগন্ন ঝলসে ওঠে। কুকড়ে থাকা বশীভূত মনটা জনলে ওঠে। ছয়ে তার বিবি। ছোটখাট একটি হ্রী। নয়তো এনায়েতের কোলকাতার কলেজে পড়া ছেলে বিলাতের চোখে পড়বার কথা নয়। তেত্ল-

গাছের নীচে দাঁড়িরে প্রায়ই সে পানী চেয়ে খার্র। টোখ তার ছুকছুক করে। আসল কথা পানী নর শাকিলার জনাই সে আসে। একদিন আজীজের হাতের কাম্ভেটা কে'পে উঠেছিল। শহুরে বাব্র চোখ দ্ুটো উপড়ে নিতে ইচ্ছা হয়েছিল। শাকিলা ওর হাত চেপে ধরেছিল। সেদিন আজীজ ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিল নিজের রাগ দেখে। সেও রাগতে জানে! ঘুণায় সার! ব্রুকটা জালে ওঠে তারও ?

আজো সেই অঙ্গীজই অছে। ঝড়জল মাথায় নিরে দাঁড়িয়ে আছে সে।

বৃষ্টির দেখা নেই। শৃধ্ব ঝড়ের ইণ্সিত। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে আকাশের সীমানার। আকাশের পটে আক্রোশ যেন ওৎ পেতে আছে।

শেষ টেন এল। চলে গেল। ইন্টিশনের ক্ষীণ আলোর দিকে তাকাল আজীজ। ট্রেন থেকে লোকজন খুব বেশী নামল না। দু চার জন যারা নামল তারা সব চাকুরে বাব্। শহরে চাকরী করতে যান। ফার্চাট ট্রেনে ওঠেন লাস্ট ট্রেনে নামেন। তারা ইন্টিশানের ওপাশ দিয়ে ঘ্রে লোকালয়ের দিকে চলে গেলেন। বিড়িতে শেষ টান মেরে আজীজ প্রায় হতাশভাবে অদ্রের ক্ষীণ আলোর মধ্যে মেহমানদের পাত্তা নিতে চোখ দ্টেনে তীক্ষা করে তোলে। এমন সময় যেন জনাকয়েক লোককে ঢালার দিকে গড়িয়ে নামতে দেখা গেল। ঢালাটা উঠে এসেছে পীচ রাস্তার ওপর। কালো কারের মত রাস্তাটা চলে গিয়েছে দ্খারের ধানক্ষেতের ব্রুক চিরে সিধে আরো পাঁচজ্রেশা সাহেব ঘাটা অব্দি। দ্ভিন ক্রোশের মধ্যেই আজীজদের গাঁ গ্রাম। শ্বের্ধ ধ্ব ধ্ব ধান ক্ষেত। পথের দ্বাধারে বাবলা জারলের গাছ। একটা সর্ ক্ষেতিখাল বেড় দিয়ে রেখেছে গাঁখানাকে।

আজনীজ তাকাল তীক্ষা চোখে। সেই ক'জন মাতি উঠে আসছে গড়ান বেয়ে। মেহমান! পথের পাশে ঝাঁকড়া মাথা বাবলাগাছের নীচে গর্র খ্রের শব্দ হল। শোঁ শোঁ শব্দে শেয়ালের মাথের হাওয়া গোঙাচ্ছে। সাপের জিভের মত লিকলিকে বিদাং কালো আকাশখালাকে এমাথা ওমাথা ফালা করে ঝলসে উঠল। ভয়াতকর গর্জনের ঠিক প্র্মাহ্তের্ত মেহমানরা এসে দাঁড়াল।

—এনায়েং মিঞার লোক নাকি?

--- इन्हें।

আকাশের খেয়াল ভাল ঠ্যাকে না। জোরসে।

গাড়ি চলেছে। ঘন দ্বর্ভেদ্য অন্ধকারে আজীব্দের চোথ যেন সার্চলাইট হয়ে ওঠে।

একজন মেহমানের প্রশ্ন-নাম কি?

--জী, আজীজ--

—ক'শ্পনের লোক?

সেই ছাওয়াল থেকে মিঞাদের গোলামী করি।

হটাৎ ঝলকানীতে কয়েকজোড়া চোথ গেথে গেল কালো মিশমিশে বলিষ্ঠ আজীজের দেহে। একটানা বাতাসের গোঙানীর সংগ্র গাড়ির চাকার আর্তনাদ মিশে এক ভর্মুক্র বীভৎস শব্দ আছড়ে পড়ে নিস্তব্ধ অন্ধকারে।

আজীজের মনের মধ্যেও শ্রুর হয়েছে একই বিক্ষিণত চিদ্তার আনাগোনা। এরা কেন এসেছে? মাঠের চাষ নিয়ে গোল বাঁধাবে বলে? আবার একটা খ্নোখ্নির লেগে? এনারেতের

লৈন্তের আগ্রনে গাঁখানা আবার জনেবে! ওর ব্রেড বর্ণনার আক্রেপ ররেছে। কিন্তু সাহস নেই। বড় ভর করে। বিলাত সাহেব সোদন চোথের ওপরই দ্বটো বন্দাক সাফ করছিল। আজ্ঞীজ সোদনই ব্রুতে পেরেছিল ভর্মুকর কিছু ঘটবার জন্য গাঁখানা থমকে রয়েছে। শাকিলাকে বলতে সে বলেছিল, তুমার ত সব নেছে মিয়া। খত নিখে দেছ! গতর খাটিরে করে নেবেধ সবাই তা মানবে ক্যানে? তারাও কোমর বেণদেছে।

—হাঃ। আমি মিঞাদের নেমক খেছি রে।

কার নেমক কে খার মিঞা। শাকিলা বলেছিল, মিঞারা তুমার জমি কেড়ে নেলে। খত নেকালে বালা হবার লেগে। তুমার জমির ধান খেয়ে ভাবলে হুজুরের নেমক খাচ্ছি।

এসব কথা আবার মনে পড়ছে আজীজের। বোশেখের মাঠের মত শন্কনা বৃক্টা কড়কড় করে। কিন্তু বিশাল দেহ হলেও মন তার পিতৃপন্নেমের ছাঁচে ঢালা। কণ্ঠস্বর আন্মতার সংস্কারে চাপা পড়ে থাকে। তব্ বৃক্কে তণ্ড মাঠের জনালা ব্রের বেড়ায়। ওদের সপো যোগ দিতে ইচ্ছা হয়। হঠাং এনায়েতের মন্খানা মনে পড়লে সব কেমন গ্রালয়ে বায়। বরং শাকিলার মন শক্ত। ওর বাপ একজন তেজী চাষা। করেক শো মান্ব আছে তার পেছনে। আছে সমিতি। গাঁরে তার বাপজান জমি চবে বৃক্ ফর্লিয়ে। নিজেকে বড় একা বিচ্ছিয় মনে হয় আজীজের। শৃথ্য হৃতুমের গোলাম সে! মাখা নামিয়ে শৃথ্য হৃতুম তামিল করা।

হঠাং আজীজের ভাবনায় ছেদ পড়ল। একজন কর্কশ্ব গলায় জিজেস করল,—হেই মিয়া গাঁয়ে ফ্তিট্ডির জিনিস আছে তো?

আজ্ঞীজ ঠিক ব্ৰুতে পারল না। কথাটা ভেশো বলতে সে বলে, হা বাব্ হুই খাল ধারে তেনারা—

কথাটা বোধহয় মনঃপ্রত হল না মেহমানদের। তাদের আলাপচারীতে মনে হল একট্র উচ্চদেরের জিনিস চার তারা। আজীজ গর্র লেজে মোচড় দেয়। দ্'টো গর্ম গতি বাড়িয়ে দেয়। ঝপঝিসের ছোটে গাডিটা।

আবার প্রশন-ইদিক্কার অবস্থা কেমন হে মিয়া?

—সব ঠিক আছে বাব্। উ শালারা নাঠি সড়াক ছাড়া কিছু বোঝেনা। অজীজ দম টেনে বলে, আপনেরা শহরের মিশ্তিরীরা পাকা মান্ধী। ভয়ে উরা ন্যান্ধ গানিরে পালাবে।

মিশ্তিরী বলায় মেহমানরা বৃঝি খ্রিস ইয়। তারা শব্দ করে হাসল। ওদের আলাপ শ্নতে লাগল আজনীজ কান তুলে। কি করে চাষীপাড়ায় আক্রমণ চালাবে তারই কোশল আঁটছে ওরা। বিলাত সাহেব একটা ছক করে দিয়েছে। সেই ছকের ওপরই আলোচনা হচ্ছে।

হঠাং হাাঁচকা টান লাগে গাড়িতে। দুর্বল গর্দ্বটো বেসামাল হরে পড়ে। আজীজ বলে, আর এটুর্বাপ—আর এটুর্।

আজীক্ষের পাচনটা ওপরে উঠেও ঝট করে নেমে বার। গর্দ্বটাকে মারতে অবশ্য তোলে নি। হঠাৎ যে কথাটা তার কানে এল তাতেই ওর শরীরটা যেন ঝাঁকানী থেয়ে হাত ওপরে উঠে গেল। রক্ত যেন টগর্বাগরে উঠল দেহের মধ্যে। মেহমান বলছে, হেই গাড়োয়ান গাঁয়ে ডগড়গে চাষী বউ আছে তো? এ কাজে নিরমিষ ফিরতে রাজী লই বাবা!

কে জানে আজীজের হঠাৎ মনে হ'ল শাকিলার কথাটা। শাকিলা গোলামের বিবি হলেও চাষী ঘরের বউ। শাকিলা সন্দর্ম। হঠাৎ ওর অনেকদিন আগের একটা ছবি মনে পঙ্চে।
ধান ক্ষেতে এনারেতের ভাড়া করা গন্তার বাচ্চন সেথের
বিবিকে নিরে উৎসব করেছিল। আজ অনেক কাল পরেও সে
দ্শ্য মন থেকে মন্ছে ফেলতে পারে নি সে। সেদিন এর বিচার
করার মত মন্ব ছিল না গাঁরে। চাষীপাড়ার অনেকেই তথন
গাঁ ছাড়া। কারো কারো মাথার হুলিরার খাঁড়া। বাচ্চন সেথের
বিবিকে দশ বারোটা শেরাল খ্বলে থেরেছিল বলে তেমন সাড়া
মেলে নি গাঁরে। বাচ্চন সেখ তার পনেরো দিন পরে প্রিলশের
গ্রিল থেরে মারা গিরেছিল। প্রতিশোধের স্বোগ তার মেলে

আজো আজীজ সেদিনের কথা ভাবলে চমকে বার। হঠাং তার সমস্ত অন্তরামা যেন সেদিনের ঘটনার প্রনরাব্তির আশংকার শিউরে ওঠে। দিন বদলেছে। গাঁরের অনেকেই ফিরে এসেছে। মোটামর্টি একটা শান্তি ছিল গাঁরে। গাঁছাড়া বারা হরেছিল গাঁরে ফিরে তারাই শান্তি শ্গুণ্ণলা বন্ধার রাখত। সমিতি আরো বড় হ'ল। এনারেং মিঞা ভালই দমে গিরেছিল। তাকে কেউ জ্লুম হ্জ্বুতও করে নি। বে বার জমিতে শান্তভাবেই চাব আবাদ করছিল। আবার এনারেং মিঞা মাথা চাড়া দিরে উঠেছে। গাঁরে আবার অতীতের প্রনরাব্তি ঘটাতে চাইছে? ব্কটার রক্ত ছলাং করে ওঠে। পাচনটা উঠেও নেমে বার। দাঁতের নীচে ঠোঁট কেটে বসে বার। গর্র লেজ ম্চড়ে দিরে তাড়াদের—হেই-হেট্-হেই—

দমকা শাসানী ঠেলে গাড়ি ছোটে কাঁচ-কোঁচ-কাঁচ-কোঁচ। হাওরাটোর ক্রমেই জোর বাড়ছে। দ্রাগত একটা ব্রুক কাঁপানো শব্দে আজীজ ধরে নেয় ঝড় আসছে। মনে মনে সে তৈরী হয় মোকাবিলার জন্য। গর্দ্টোকে আর তাড়া লাগায় না। মন সে ঠিক করে নিয়েছে গাড়ি এনায়েতের বাড়ির দিকে যাবে না। বাবে চাষীপাড়ার দিকে। মনকে শক্ত করেই সে গাড়ির মুখ হ্রিরের দিয়েছে ঝট করে।

মেহমানদের ওদের হাতে তুলে দিতে পারলেই তার কাজ শেষ। না। শেষ নর। আজীজের মনের ঘার খাওয়া অস্বাস্তিটা থেকেই যাবে যতক্ষণ না নীচু মাথাটা উচু করে এনায়েতের সামনে দাঁড়াতে পারছে। বৃক ফ্রালয়ে বলতে পারছে,—মিঞা আজ আর আমি একা লই। গোলামী অনেক করেছি আর লয়। জমিখান ফেরং চাই।

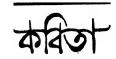
মনটা হালকা লাগে। ঝড়ের ঝাপটা খেরে গাড়িটা আর্ত-নাদ করে ওঠে। কিন্তু মন তার উড়ে চলে দ্রুলত ছোষণা নিরেঃ হ'র্নিরার ভাইসব। যন্তর এয়েছে সদর থেকে। হ'র্নিরার!

এনারেতের হিংপ্র কুটীল মুখখানা যেন অন্ধকারে ভেসে ওঠে। অন্ধকারেও ধক ধক জনলছে চোখ দুটো। আজীলের বুকেও আজ আগন্ন লেগেছে। হাড়ে হাড়ে ছড়াছে সে আগনে। দীর্ঘ বন্ধনার পর শাকিলার বাপের মতই সে বুক চিতিরে দাঁড়াবে, তুমার চোকের ভর করি না মিঞা। দ্যাও—এত্টা কালের হিসাব দ্যাও। নাইলে ছাড়ান নাই।

ঝড়ের বেগ বেড়েছে। ছে।বল মারছে গাড়িটার গায়ে। মেহমানরা বলল, হেই মিরা ঝড় যে এসে পড়ল।

- अष् अथ्दाता अस्त्र नाहे वाद्।

আন্ত্রীজ নিজের মনেও ভাবে এ ঝড় কিছুই নর। যে বড় তার চাই তা আসবে আগামী কাল।



# ভাঙুক এখন সুখের ডানা

#### স্বপন নাগ

ঝডের রাতে যচ্ছে ছি'ড়ে রং-বেরং-এর স্বণন কে:থাও কোথাও আবার আসছে দ্রেত্ত এক সমুদ্র-ডাক সেই ডাকে কেউ ভয় পেওনা— ভয় পেওনা ঝডের দ পট কিংব: কেংনো সম্প্রেরই মাত্র ন চন..... ঝড়ের ডাকে কাদছ তুমি মুখ লাকিংয়ঃ ব,কের মধ্যে রাখছ প্রযে বিথের দানা, অমি তব, হ সছি উদার-উদ্স-উদ্ম ঝড আসছে আস্কুক না ঝড় ' পর্গখর ডানা ভ:ঙ্যুক না ঘর নোকে:র ছৈ হারাক্ দুরের পরিজনের নিদেন হাঁক. হারাক্ মানসঃ নরম স্বপ্ন দেখার মতন! ঝড় একদিন থামবেই, সেদিন বাঁধব ঘরে সংখ্যের ব সর্ আঁকব নতুন তুলি দিয়ে ড কবে আলের বন্য ভাষণ: এখন শে ন সাগর ড কে. ঝডের দাপট- ভয় পেওনা ' ভাঙ্যুক এখন কাঁচের মতন বার্থা সাথের স্বাংলগালে হোক উধাও.....

# এখনো মানুষ আমি

#### শীতল গশোপাধ্যায়

পাতা-ঝরা বিষয় শব্দ বাকে নিয়ে
হে'টে গোছ একা একা পা্রে-পশ্চিমে -বহা, দারে
নিকানো উঠোন 'পরে সক্তনের টাুপা টাপা ছব্দ ছাড়িয়ে
কথনো হাক্সা মেঘ ভেসে ওঠে মনের আকাশো
কথনো বা্টি পড়ে বজা-বিদান সাথে নিয়ে ছোট ছোট ছাস আর অপর।জিতার নীল বাকে
তব্ও মান্য আমি
আমারও ছার আছে--ঘরেতে অরণা আছে.....
অরণা শ্বাপদ খেলা করে।

এখন অনেক বৈলা—সকাল হয়েছে শেষ কবে
এখন পায়ের নীচে মাটি কাঁপে থর থর করে
এখনও বৃক্কের মাঝে গোপন গভীর নিরবতা
আদিম শব্দের পায়ে কে'দে কে'দে মাথা খ'্ডে
তব্ও মান্য আমি,
আমারও ঘরে আছে অরণ্য..... \*ব'পদ.....
\*বাপদের পায়ে পায়ে রস্ক, ছোট ন্যুড় রক্তের লাল রঙে ব্যথিত প্রত্যায
স্থের আগমনী গায়।

## আছো কোথায়, বন্ধু ?

#### শ্বভংকর রায়

রাত্রি গভীর হোক আরও— মেতে মেতে অটকে য'ক এই চাঁদ উচ্ছবাসত অরণোর তুঃগ মগ্ডালে।

তারপর সারারাত খেলা হোক ল্বকোচুরি গছে-গছে আর কেবলই গাছের ভীড়ে বাঘ সিংহ...ব্বনোহাতি আর শেয়ালের আর নেকডের আর খরগোসের সাথে—

আন্মন্ত ছনুটব, ছনুটে ছনুটে খাব ছিংড়ে ফেলে এই মন: কেবলই খেয়ালে সেই সব সম্ভি পথ দিয়ে ছুট্তে হনুটতে আর নচতে নাটতে পরিভাত সেই সব গাছের কোটরে ঝোপঝড় নদী খাল বনে, গৃহার আঁধারে আছে কেথায়, বংধন

এসো থেলি স্বচ্ছেতোয়া চাঁদে এসো থেলি হিংস্কৃতার ভীড়ে এসো থেলি এই সেই অরণ্য গভীরে।

#### ঝড

#### দেবাশিস: প্রধান

ঝড়ের স.থে প্রলয় আসে
দুর্দিন ঐ ঘাসে ঘাসে...
সবখানেতেই ঝড় মাঝ নদীতে ভাসছে দাখে৷ অবিনাদত খড়!

নদীর বাকে উথাল পাথাল বাকের মাঝে আরম্ভ খাল জোয়ার ভাঁটার অভিমানে তৈরী করে খাজ সাথের ঘরে বৈ'চি কাঁটা কি যাত্রণায় নীল করে তুই বাজিব কত বাজ!

# भिन्धी-भःकृष्ठि

# একদিন প্রতিদিন : এইসব হৃদয় ও রুধিরের ধারা

মুণাল সেনের সাম্প্রতিকতম ছবি 'একদিন প্রতিদিন'-এ আছে সেই অমোঘ শক্তি, যার অপর নাম প্রগাঢ় উন্মোচন, যা ভণ্ট আদমের মত আর্তনাদে আমাদের দক্ষ করায়, সারাক্ষণ এক প্রবল উৎকণ্ঠায় ডুবিয়ে রেখে অবশেষে ঠেলে দেয় এক অতল, অনিবার্য খাদের দিকে। বস্তৃত এই ছবি আক্ষরিক অথেটি একটি বিচ্ফোরণ যে বিচ্ফেরণ আমাদের ছবি দেখার ইতিহাসে (যার মধ্যে এই প্রতিবেদক অবশাই তার দেখা কিছু স হেব-সুবোদের তৈরী ছবির প্রসংগ দায়িত্ব নিয়েই মনে ক'রতে চ্যে।) একটি বিপন্ন বিস্ময়, একটি উজ্জ্বল উন্ধার। এমন্কি ছবিটি দেখতে দেখতে কখনো এরকমও মনে হ'য়েছে, মূণাল সেনের পর্বেবতী ছবিগালির ঐতিহাও এখানে খড়কুটোর মত উড়ে গেছে—এই ছবির দমকা বাতাসে নয়, বিবর্ণ উস্জ্বলতায়। ছবিটি দেখে আমরা বিমৃত্ হ'য়ে যাই, আঁতকে উঠি—এই নিষ্ঠ্যর জীবনের ভিসায়োল পর্যবেক্ষণ এই অপলক অবলোকন আমাদের মধ্যবিত্ত ভগার স্বাতন্তাবোধে সজেরে লাথি মারে। আর অহিততে লাথি পড়লেও আঁতকে উঠবে না, সে কোন্ উন্মাদ?

একটি সামান্য কাহিনী (অমলেন্দ্র চক্রবতী) সূত্র অব-লম্বনে মূণাল সেন এই অসামান্য ছবিটি তুলেছেন। একটি বাঙলী মধ্যবিত্ত পরিবারের একদিনের একটি আকস্মিক ঘটনা অবলম্বনে প্রতিদিনের দিন যাপনের যে পরিচয় আমাদের সামনে উপস্থাপিত ক'রেছেন, তা বড বেশি নিষ্ঠার বড বেশি স্বার্থপরতায় ভরা। উত্তর কলকাতার একটি সংকীর্ণ, স্যাত-সেতে, ফাঁকা গলির মধ্য দিয়ে একটি অম্পণ্ট রিকসার এগিয়ে অ'সা দিয়ে ছবি শুরু হয়। সেই গলিতে বল খেলতে গিয়ে একটি ছেলের মাথা ফাটে, ভাক্তারখানা থেকে মাথায় ৩টে সেলাই নিয়ে ছেলেটি বাড়ি ফেরে। এবং তখন ক্যামেরা প্যান ক'রে দেখানো হয় বাড়িটিকে, যে বাড়িটি এই ছবির মূল চরিত। তাঁর ছবির স্বভাবসিম্ধতা অনুযায়ী মুণাল সেন নেপথ্য ভাষণের সাহায্যে আমাদের সাথে এই বাড়িটির পরিচয় করিয়ে দিতে থাকেন। আমরা ক্রমশ জেনে যাই ১৮৫৭ স.লে. ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর বছরে, বাবু শ্রীযুক্ত নবীন মল্লিকের হাতে এই বাডি তৈরী হয়। তারপর স্বাধীনতা আন্দোলন, বঞ্গভুঞা, সি. এম ডি. এ-এর হাত ঘুরে প্রাধীনেত্তর কালেও তা অবিকল, অপরিবতিত। অর্থাৎ, সিপাহী বিদ্রোহের উদ্দীপনা রক্তাক্ত স্বাধীনতা আন্দোলন, এবং দ্ব'ধীনতা প্রাণ্তির পরও আমরা সেই একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছি, একই স্লানিময় জীবনে বন্দী হ'য়ে আছি।

বস্তুত, এই ১৬ ঘরের মধ্যে ১১টি পরিবারের শ্বধ্মাত বেণ্চে থাকার জন্য বেণ্চে থাকা তো এই ঘ্রন্ময় সমাজেরই একটি নিষ্ঠ্র চিত্রকলপ। বাড়ির পর আমরা ম্লালের কয়েকটি অনবদ্য কাট্ সটের মাধ্যমে চিনে ফেলি এই বাড়ির কয়েকজন বাসিন্দার স্বভাবচরিত্র—যার মধ্যে ডিক্টেটর-সদ্শ বাড়িওয়ালা, যিনি ভাড়টেদের জল, আলো মেপে দেন, একটি বিশেষ সংযোজন।

তারপর ক্যামেরা এই বাড়ির একটি বিশেষ পরিবারকে ক্রেজ-আপে এনে ফেলে। আমাদের পরিচয় হয় হাষকেশ সেনগ্রেণ্ডর সাথে অবসর প্রাণ্ড এই মানুষ্টির ৬ জনের সংসারে একমাত্র উপার্জনশীল তার বড় মেয়ে চীন-যার আয়ের উপর এই ৬টি প্রাণীর বে'চে থাকা নির্ভর ক'রে আছে। এবং একদিন হঠাৎ এটা বেজে যায়. সেই মেয়ে বাডি ফেরে না। ৭টা-৮টা-৯টা রাত বাডে -ব'ডে-চীন, ফেরে না—ফেরে না— **रक**रत ना---छेश्क श्वेः रवस्क हत्न। स्मक रवान भीन, भिनित অফিসে অহেতক ফোন করে এসে জানায় দিদি অফিসে নেই। তারপরও রাত বাড়ে নিজম্ব নিয়মে, হাষিকেশের চোথের সামনে দিয়ে হেলেদুলে শেষ ট্রাম চ'লে যায়, রেডিওতে এক-সময় সারাদিনের অনুষ্ঠানও শেষ হয়, তবু চীনু ফেরে না বাড়ির সকলে জেনে যায় এতরাত ক'রেও মেয়েটা বাড়ি ফিরলো না। শুরু হ'য়ে যায় তংপরতা—থানা, হাসপাতাল, মর্গ খোঁজা শেষ ক'রে একসময় সকলে ফিরে আসে। চীন ফেরে না। আর নিষ্ঠার পরিচালক তখন কী ভয়ংকরভাবে দর্শকের হাদপিন্ড নিয়ে তচ্ছ বলের মত লোফালাফি শ্রে ক'রে দেন ! বাড়িময় শ্রের হ'য়ে যায় অশ্লীল ফিসফাস, গভীর কুমীর করে। অবশেষে একসময় সব যেন থিতিয়ে আসে বাড়িটা তলিয়ে যায় অসীম নিজনিতায়। ঘরের মধ্যে হ্ ষিকেশের পরিবার পাথরের মত ব'সে থাকে একাএকা, অস-হায়। আর তখন সারা ঘরে ঘড়ির, নিশ্বাসের, নির্দ্ধনতার শব্দ কী ভয়ংকর হ'য়ে ওঠে! এবং সেই হিম নৈঃশব্দই ছবিকে পৌছে দেয় শেষ অনিবার্যতায়। হঠাৎ, হঠাৎই সেই অস্বস্তি-কর নীরবতা টুকরো-টুকরে৷ হয়ে যায় মীনুর আক্সিক আক্রমণে—সে মাকে অভিযুক্ত করে স্বার্থপরতা এবং কর্তব্য-হীনতার অভিযোগে। এই পর্যায়ের তীক্ষ্য এবং স্থিরলক্ষা সংলাপে মধ্যবিত্ত সমাজের ভঙ্গার মলেরেবাধগালি খান্থান্ হ'রে ভেশে পড়ে, মীনুর সংলাপে স্বার্থপর সামাজিক ব্যবস্থার একটি নিখ ত ছবি ফুটে ওঠে এই দুশোর আয়নায়। বলা যায়, এইটিই ছবির প্রাণদৃশ্য। আশংকা, উৎকঠা, মায়া-মমতা তছনছ ক'রে বেরিয়ে আসে অনিবার্য দাঁত-নথ। শ<sup>ুব</sup>্ প্রম অসহায়তার মধ্যে তখন বসে থাকেন হ্যিকেশ, আর কী করুণ তাঁর সেই বসে থাকা!

**এবং তারপর প্রা**য় শেষরটেত নিম্পাপ মুখে চীনু ফিরে আসে। চীন্র ফিরে আসে তখন, যখন তার আর না-ফেরা বিষয়ে সকলেই স্থির সিন্ধান্তে পেণছে গেছে, যখন তার মৃতদেহ ফিরলেই সকলে অর্ম্বাস্ত থেকে, মধ্যাবত্তের ঠুনকো লম্জাবোধ থেকে অশ্তত বাঁচতো. এবং সেই ফেরার কাছে এই ফেরা তো বস্তুতই খ্রবেশী মূল্যহীন। মূণাল এখানে মুখ্যত প্রব্রুষ শাসিত সমাজে নারীর অসহায়ত্বের ব্যাপারটা বোঝাতে চাইলেও. তাকে দেখাতে চেয়েছেন এই সামাজিক ব্যবস্থার সমগ্রতার মধ্য দিয়ে—সেজন্যেই চীনার প্রেমিকের '৭৬ সালে প্রলিশের গ্রিলতে খ্র হওয়ায় সংবাদ নিছক সংবাদকে ছাপিয়ে আমাদের আরো অনেকদরে নিয়ে যায়। আ:সলে, নারী স্বাধীনতার প্রশ্নটি তাঁর কাছে অর্থনীতি, রাজ-নীতি, সমাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন কেন বায়বীয় ঘটনা নয়। কেননা মূণাল নিশ্চয়ই সর্বতোভাবে বিশ্বাস করেন শিল্পীকে আজ প্রতিনিয়ত ঘটনার চাপে খানিকটা সামাজিক নৃতাত্তিকের. রাজনৈতিক প্রবন্ধার ভূমিকা গ্রহণ করতেই হবে। এবং মৃণলের **সেই न्वष्ट्र पृष्टि আছে বলে**ই তাঁর ক্যামেরায় নারীর এই শে, চনীয় বন্ধন দেখে আমরা লজ্জিত হই, পারিপাণিব কতার সাথে তাকে ওতপ্রোত দেখি ব'লেই তথাক্থিত সমাজসেবিকা মহিলাদের তন্তজ-বন্ধন-মাজি আনেদালনের তুলনায় তা অনেক মহান হ'য়ে ওঠে, এ-কথা লেখ'ই বাহুলা।

তো, চীন্ব বাড়ি ফিরে আসে। নিম্পাপ তার চোখন্থ। সে **আকুলভাবে জানাতে চায় নিজের কথা। কেউ** শৌনে না, भूनारक हाम ना, कथा वरल ना विभवान करत ना। अवर अथान মূ**ণাল একটি অভ্ভত ফিলেমটিক** ক'জ দেখিয়েছেন। হঠাৎ চীনুর ফেরার সাড়া পেয়ে একে একে সারা বাড়ির আলোগুলে। জ**্বলে ওঠে। ক্যামেরা নীচ থেকে** প**ু**রো বর্গাড়টাকে ধরে। চারদিকে তথন অসংখ্য সন্দিশ্ধ অম্লীল চোথম,খগুলি ঘিরে আ**বহসংগীতে যেন রণদামামা বেজে ওঠে।** দেভিলার বারান্দর এসে দাঁড়ান ব্যাঘ্রমনস্ক বাড়িওয়ালা, ক্যমেরা-কৌশলে হঠৎ যাকে ধৃতি, গোঞ্জ পরা হিটলার বলে ভ্রম হয়। তিন মৃহ্র তাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে ক্যামেরা সির্ভি দিয়ে বীর-দপে তাকে নীচে নামিয়ে আনে, একেবারে হ,যিকেশের দরজার। তিনি নেমে আসেন প্রেষ্ শাসিত সমাজের খ্যা খর্ব টে মধ্যবিত্ত ম্ল্যবোধের, কাগ্মজে একনায়কত্বের প্রতিনিধ হিসেবে। আর নেমে এসে হ্যিকেশকে শাসান 'ভদ্রলাকের বাড়িতে' একটি মেয়ের রাত ক'রে বাড়ি ফেরার ব্যাপারে কুর্গসিত ইশ্বিত করে। এবং সেই সাথে তাঁকে বাড়ি ছাড়ার নোটিশঙ দেওয়া হয়। এই,দ্শো তখন হঠাৎ চীন্র ঘর থেকে বেরিয়ে এসে 'আপনারা বিশ্বাস কর্ন'—এই অসহায় অসম্প'্রণ আতি যথন আমাদের গভীর বেদনার দিকে টেনে নিয়ে যায়, তখন, ঠিক তখনই সেই কাল্লাকে অসীম ক্রেধে পরিণত করে উম্কর মতো ছুটে আসে চীনুর ভাই তপ্ত। সে হঠাৎ দ্রুত রাগে বাড়িওয়ালার কলার চেপে ধরে চে চিয়ে ওঠে ফেটে পড়ে 'অমন ভদ্রতার মুখে লাখি মারি'—শোনা যায় তার মুখে এই অনিবার্য সংলাপ। এবং আমরা তথন মুহুতে তপরে হাত ধরে পেণছে যাই দেই স্থির লক্ষে, যেখানে আমাদের পে**'ছিবার কথা আছে। সেজনাই সেই ভ**য়াল হতাশার রাত যথন শেষ হয়, তখন দেখা যায় আগের রাতে ষেই মা ভয়ে, লম্জায় কু'কড়ে ঘরের নিরাপদ আগ্রয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেই মা-ই প্নেরায় অনায়াস সাহসে ভারবেলা বাইরে এসে দাড়ান। আসলে, আমাদের হতাশা, ভয়, লম্জা, গ্লানির আড়ালে যে একধরণের সাহসও গোপন থাকে, তা স্পন্ট ক'রে দেখতে চেয়েছেন ম্ণাল সেন। এবং সে দেখানো স্থির, শৈল্পিক, অব্যর্থ।

ম্লালের এই ছবিতে রাজনৈতিকতার তাগিদে মিটিং, মিছিল, পর্নিস, মন্মেণ্ট ইত্যাদি অনেকানেক অনুষণ্য, যা অক্লেশে বাবহৃত হতে হতে খ্ব বেশি ক্লিশে হ'রে গেছে, না থাকলেও এই ছবি মোটেই রাজনীতি বার্জত নয়। তবে তা অনেকটাই দার্শনিকতা, দৈলিপুক্তায় মণ্ডত। বস্তুত, এখানে রাজনীতি থাকলেও রাজনৈতিক চেচামেচি নেই। এখানে তা আমাদের দেখে নিতে হয় নিজস্ব চৈতনা দিয়ে, ব্নিখ দিয়ে। আর এ-কথা কে না জানে যে, প্রাত্যহিক দেখা থেকে শিলেপর দেখা, যা নির্মরের স্বংন ভংগের মত, অনেক বেশি শক্তিশালী, অমোঘ। বস্তুত, শিল্পীর যেমন দায় থাকে জনগণকে এল্টার-টেন করার, অনুর্পভাবে দর্শকেরও তো দায় থেকেই যায় শিল্পীকে বোঝার। শিল্প তো আর পোস্টার, শেলাগানের বিকল্প নয়। তাই শেলাগানই এখানে ম্ণালের হাতে শিল্প।

এবং সেই শিল্পকে সামগ্রিকভাবে সার্থক করে তোলার জন্য যাঁরা সর্বভোভাবে দায়ী, তাঁরা হ'লেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, গাঁতা সেন. শ্রীলা মজনুমদার, উমানাথ ভট্টাচার্য, অর্ণ মুখোপাধ্যায়, মমতাশংকর প্রমুখ। এ'রা প্রত্যেকেই কী অসাধারণ দৃশ্ততায়, অভিনয় হীন অভিনয়ে ছবির চরিত্রের রক্তমাংসের সাথে ওতপ্রোভ হ'য়ে গেছেন! তাছাড়া সংগীত (বি. ভি. কারন্থ), ক্যামেরা (কে. কে. মহাজন), চিত্রনাটা (ম্গাল সেন), সম্পাদনা (গংগাধর নম্কর)—স্বাকছন মিলে ছবিটিকে সাথাকতার দিকে পেণছে দিয়েছে। সর্বোপার, ছবিটিতেরঙের বাবহার একটি দ্লুভ উপহার। একটি ক'লো জীবনের কাহিনী রঙের সহায়তায় আরো প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে।

তবে এসব সত্ত্বেও কয়েকটি ছোটখটো দুৰ্বলতা আমা-দের ঈষৎ পর্যিত করে। যেমন, ১। বর্তি ঠাকুমাকে দিয়ে 'মেয়ে জন্ম বড় কন্টের' ইত্যাদি শরৎচন্দ্রীয় সংলাপ একেবারেই প্রয়োজন হীন, বাহুলা মনে হয়। আমরা তো সে কথা আগেই টের পেয়ে গেছি ঘটনার সহায়ত য়—তাহ'লে এই অতিরিক্ত সংলাপ কেন? নাকি মৃণাল দর্শকের বৃদ্ধির প্রতি ততোটা আস্থাশীল নন? ২। রঙের কাজ এত স্বন্দর হওয়া সত্ত্বেও ছোট ছেলেটির সকালবেলার বাণেডজের লাল রক্ত রাতেও কেন একটাও কালো হয় না? ৩। দ্বুটারে ওই অর্ন্ডবিহীনপথ কিসের জন্য—এলাকার মধ্যে থানা কত যোজন দূরে থাকে? এটাতো গতি এবং উত্তেজনা বোঝাতে বাংলা ছবির পরেনো ফরম্লা। ৪। শেষ ট্রামের অতক্ষণ দাঁড়:বার প্রয়োজন কি শ্ব্বমান হ্রাষকেশের উৎকণ্ঠা বেশি সময় নিয়ে দেখাবার কারণে ? ৫। মূণাল কি মীনুর ভূমিকাহীন অভিযোগের জন্যে খুব বেশি বাসত হ'য়ে প'ড়েছিলেন? ৬। হাসপাতালে মৃতা মেয়েটি কার বোন সেই সংবাদে আমাদের প্রয়োজন কতট্বকু? ঠিক যেমন প্রয়োজন হীন রাস্তায় জল-বিয়োগের দৃশ্যটি। ম্ণাল কেন ভূলে যান যে, তিনি কোন কলকাতা-বিষয়ক ডকু-[শেষাংশ ৩৫ প্ৰতায় ]



#### নিশাকালের স্বর্ধন্নি/শ্যামল সেন

নবজাতক প্রকাশন, এ-৬৪, কলেজস্টাটি মার্কেট, কলকাতা-৭। পাঁচ টাকা

সময়কে একজন কবি কীভাবে দেখেছেন তা বোঝা যায় জীবনকে তিনি কীভাবে দেখেছেন তা থেকে। শুধু নৃত্যুজ্ঞ পৃষ্ঠ বৃদ্ধ সময় নয়— শ্বান্দিক গতিবেগে তীব্ৰ সময়ই শ্যামল সেনের কবিতার অধিষ্ঠাতা আবেগ। মৃত্যুর সংগ্রু যুদ্ধরত জীবন, জীবনের কাছে পরাভূত মৃত্যু বা মৃত্যুতেও মহৎ জীবন—শ্যামল সেন ছ'ুরে আছেন। কথাগুলো মনে পড়ছে কবির বর্তমান ক'বাগ্রন্থ "নিশাকালের স্বরধ্বনি" বইটি হাতে পেয়ে। আরো কলতে ইচ্ছে করছে, তার কারণ, "মর্বুত্তে সময়ের ক্রোধ" এবং "নিশাকালের স্বরধ্বনি" এ দ্যের মধ্যে সময়ের যে ফারাক—তাতে শ্যামলবাব্র বোধ, বিশ্বাস এবং তাঁর কবিত্বের উত্তরণকে উপলব্ধি করে।

"নিশাকালের বিরুদ্ধে প্রতিদিন যারা যুখ্ধরত" তাদেরই স্বরধনি উচ্চারিত হয়েছে এ কাবাগ্রন্থের প্রত্যেকটা কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে। কাজেই কাবাগ্রন্থে নিয়মমাফিক কেনে মুখবন্ধ' বা 'প্রস্তাবনা'-র তথাকথিত কোম প্রয়েজন তিনি বোধ করেন নি। সংকলনের আটিগ্রন্টা কবিতাই সে দায়িছ পালন করেছে। আমার মনে হয় কবি নিজেও তা সচেতনভাবে জানেন। আর জানেন বলেই "অকাল-বৈশাখীর কবিতা" দিয়ে যা শুরুহ হয়েছে, "এখন উন্ধার সতর্ক শাসনে" তা শেষ হয়েছে। একট্ম ভূল বললাম, বিষয় ও আবেশগতে ঐকোর নির্দিষ্ট উপলিখতে এসে থেমেছে—জীবনের টানে। কারণ—"স্মৃতি নয়, এখনও ভয়ংকর উন্জন্ত্রল সেইদিন,/চোখের উপর উণ্চিয়ে রেখেছে তার ধারালো সভিন"। 'এখন উন্ধার সতর্ক শাসনে' ]

কবিতাগনলো লেখা হয়েছে প'চান্তর থেকে আটান্তর—এই চার বছরে। সন্তর দশকের শেষার্ম্প য'কে বলতে পারি। যথন শাসকগোষ্ঠীর হিংদ্রনথর থাবায় দেশ বধার্ড্রমিতে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও যে সময় বার্ধকোর নয়, তার্লোর বিচক্ষণতার নয় উদ্দাপনার, শীতল প্রজ্ঞার নয় আশেনয় উপলম্পির—সেই সময়ের প্রতি শ্রম্থাশীল কবি বলেন, "লঘ্রসে কলম ধরার বাসনা ছিলনা কে:নিদন,/আজো নেই/এই সম্বিধ্র আহ্মাদে দিনকানা সে:নার দেশে/এই কালরাহিতে" [ অকাল-বৈশ্থীর কবিতা] কারণ সমাজ সচেতন পর্যবেক্ষক শ্রেমলবাব, জানেন—"কী যেন দেবার কথা ছিল, এখনও আছে/হাজার দ্য়ারী এই ব্রকের দরজা খ্লে/বসে থাকি, বেলা অবেলায়…" [ বিষদাত ব্রাত্রা)

বস্তুতঃ এই হাজার দ্বারারী ব্বক নিয়েই তিনি খবটে খবটে তুলেছেন সেই সময় সমাজ এবং সামাজিককতাকে। 'চতুরংগ' কবিতায় তাই বিদ্রেপের বাশি বাজিয়েছেন 'আত্মপর', 'সংসাহিত্য' কথন বা 'নীতিরাজ' বা 'অনুশাসন' কে লক্ষ্য করে এক এক রাগিনীতে। কিংবা যখন 'গর্মাল' দেখেন "বিদেয় বেঝাই মান্যগ্লি/মাথায় নিয়ে পায়ের ধ্লি আম্থা রাখে আপোয়ে" অথবা "এইভাবে যুদ্ধের সাজসঙ্জা ভাসিয়ে দিয়ে/সঙ্জন ধার্মিক যিনি/শান্তিজলে গা ধ্রে/পরকালের ধ্যানে বসেন" [ 'অন্তের নিজস্ব খেলা' ] এবং সমাজতান্ত্রিক 'প্রগতির তালিমারা দেশের বেহায়াপনায় কবির স্যাটয়ার যখন ফেটে পড়ে "লোনন আপান কোথা, কন্দ্র/ভাকি শোকসভা—ছিতীয় মৃত্যুর"। তখন আর হাসি আসে না। সেই বৈদক্ষপ্র হাস্যান্তের মাঝে দ্বেগাঁটা সাদা অশ্র চিক্চিক্ করে ওঠে। কবির ব্যথিত হ্দয় পাঠককে সচেতন করে। ধাক্কা মারে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে।

আসলে শামলবাব, সমাজসচেতন পর্যবেক্ষক। চিত্তে ও চিন্তায়, ধ্যানে ও মনে, প্রকাশে ও প্রেরণ য় তিনি দুর্গত জনের মুখপাত। তাই তিনি জানেন জীবন মানে ভেঙে পড়া নয়, –ভেঙে বেরিয়ে অংসা। আর সেই জীবনের তাড়নাই হ'ল সাহিত্যের প্রাণ। সেই প্রাণম্পন্দনকে ফর্টায়ে তুলতে কবিতা হ'ল তাঁর হাতিয়ার। এখানেই তিনি মানিক-স্কান্তের উত্তর-সূরী। জনগণের কবি—জনজাগরণের কবি। তাই তাঁর দৃঢ় প্রতায় ফ্রটে ওঠে—হাজার প্রতিক্**ল**তার ভেতরেও। কারণ তাঁর তো জানা আছে "জীবনের দ:ম দিয়ে/রণবাদ্য বাজিয়ে/একে একে রাত **সরে/দিন আসে ঘরে ঘরে" [ 'দিন অ'সে'**]। তাই সেই প্রয়োজনের আয়োজনটাকু করতেও তিনি পিছপা নন– "তিরি**শের ভ্রুম্ধ যৌবন নিয়ে সাধ্য ছিল কমরেড/আপ**নার সাথী হবো/দামাল ছেলের মতো ছুটে যাবো মাঠ মিল খেতে/ রোদ জলে হেমন্তের বীজ ব্যুনে দিতে"। এইভাবে—অবশেযে কবির প্রতায় দৃঢ় কংক্রীটের রূপ ধারণ করেছে। হোক না তা নিশাকালে—হে',ক না তা যতই অন্ধত্বময়। কারণ—"নবযুগের পান্ডারা/বিভার **হয়ে ঘ্রিময়ে থা**কুন আপনারা।/যারা জাগায়—জেগেই আছেন;/ব্ক চিতিয়ে লড়বে যারা/নব-য্পের স্রন্থী তারা,/চিরকালটা এগিয়ে থাকেন"।

শেষ করার অংগ যে কথাগন্তি বলা একানত প্রয়োজন তা হ'ল—শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে আরও একট্ন ভাবনা চিন্তা প্রয়োজন। হিরণ মিত্রের প্রছদে পদানত জীবনের মানচিত্র সার্থক ভাবে ফর্টে উঠেছে। পাঁচ টাকা ম্লাকে স্মরণ রেখেই বলছি প্রতাক সং পাঠককেই গ্রন্থটি আকর্ষণ করবে। এবং শেষতঃ, কবির কথাতেই বলতে হয়—"শান্তিকামী ছলনার জাতীয় আগণ্ট থেকে/নভেন্বর কত দ্র"?

—দুৰ্গা **ঘো**ষাল

# চন্দন বস্থুর তুলিতে—



# বিজ্ঞান-জিজাসা

# পরিবর্ত শক্তি উৎস

**ভূ-তাপ শত্তি/জিওথার্মাল এনার্জি**—বৈজ্ঞানিকদের মতে,—প্রথিকীর কেন্দ্রে একধরণের তরল আছে; ভূ-ত্বকের গভীরতা ৩২ কিলোমিটার, ৩২ কিলোমিটার নীচের এই তরল পদার্থার নাম ম্যাগ্মা। ম্যাগ্মা সবসময় প্রচণ্ড গরম অবস্থায় থাকে। ভূ-ত্বকের মধ্যে কোন জায়গায় ফাটল দেখা দিলে সেই ফাটল দিয়ে ম্যাগমো প্থিবীর বাইরে বেরিয়ে আসে। প্থিবীর কেন্দ্রে প্রচন্ড চাপ। এই চাপে ম্যাগ্মা যখন বেরিয়ে আসে তথন তাকে বলা হয় অগ্নাংপাত। আর যে সমুস্ত জায়গায় অম্নার্থপাত হয় তাদের বলে আন্দের্গারি। (প্রাকৃতিক নিয়মে ভূ-ত্বকের ফাটলের বহিঃম ্থ সাধারণতঃ পার্বতা অণ্ডলে থ কে বলেই বাংলায় অংনাংপাত কেন্দ্রের নাম আশ্নেরাগরি) ভূ-ত্বকের ফাটল বন্ধ হয়ে গেলে অন্ন্রংপাতও বন্ধ হয়ে যায়। ভূ-দকের ৩২ কিলোমিটার গভীরতার মধ্যে জল ছাড়াও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ থাকে। মানুষ জল ও খনিজ পদার্থ ভূ-ত্বকের মধ্যে থেকে বিভিন্ন ভাবে আহরণ করে। আবার জলের ক্ষেত্রে কখনও কথনও দেখা যায় কোন কোন জায়গায় প্রাকৃতিকভাবেই জল ভূ-প্তের উপর চলে আসছে। স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে আসা জল সধারণতঃ গরম হয়; এবং জল বেরিয়ে আসার জায়গা-গুলির নাম উষ্ণ-প্রস্রবণ, উষ্ণ প্রস্রবণ সৃষ্টির পিছনেও ম্যাগ্মার ষ্থেষ্ট অবদান আছে, ভূ-ত্বকের কে.ন জায়গায় হয়তো জলের অক্থান এত গভীরে যে ম্যাগ্মার তাপে জল আপনা থেকেই উত্ত°ত হয়ে যায়। এখন যদি সেই জায়গায় ভূ-দ্বকে কে:ন ফাটল সূষ্টি হয় তবে সেই ফাটল দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। ভূ-কেন্দ্রর প্রচন্ড চাপই এই নির্গমনের কারণ। সূঘ্টি হয় উষ্ণ প্রস্রবণের।

ভূ-তাপ শক্তি অর্থাৎ জিওথার্মাল এনার্জির ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক এই নিয়মটি পালন করা হয়। ভূ-দ্বকে একটি নল বসিয়ে দেওয়া হয়। সংধারণ টিউব-ওয়েলের মতই। তফাং শ্ব্র গভীরতায়। ভূ-দ্বকের গড় গভীরতা ৩২ কিলোমিটার হলেও এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে তার চেয়ে অনেক গভীরতাতেই ম্যাগ্মা পাওয়া যায়। ভূ-তাত্ত্বিকেরা সেই জায়গাগ্রিল নির্ণেয় করে দেন। ভূ-দ্বকে নল অন্প্রবেশ করানোর অর্থ হল ভূ-দ্বকে একটি ফাটল স্ছিট করে ম্যাগ্মার কাছাকাছি পেণিছানো। ম্যাগ্মা এতই গরম যে ভূ-দ্বকের মধ্যে অনেকদ্রে পর্যন্ত তার তাপ পাওয়া যায়। প্রথমে যে নলটি বসানো হয় তার ঠিক কেন্দ্র আরেকটি অপেক্ষাকৃত কম ব্যাসের নল বসানো হয়। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো একই কেন্দ্র বরাবর দ্বিট নল ভূ-প্রেট উলন্থ অবস্থায় বসানো হল। সাধারণতঃ এই নল-গ্রাণকে ভূ-দ্বকে ২৭০০ মিটার পর্যন্ত অন্প্রবেশ করালেই চলে।

এখন বাইরের নলটি দিয়ে ঠাণ্ডা জল ভূ-কেন্দ্রের দিকে
পাঠানো হয়। ভূ-কেন্দ্রের প্রচণ্ড তাপের প্রভাবে সেই জল
ব'লেপ র্পান্তরিত হয়। বান্পের সাধারণ গতি উন্ধান্থী।
প্রচণ্ড চাপে ঐ বান্প ভেতরের নল দিয়ে ভূ-দকের কাইরে
বেরিয়ে আসে। ভূ-দকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা এই
বান্পের পরিমাণ সাধারণতঃ ঘণ্টায় ৪০০০০ থেকে ৮০০০০
পাউন্ড। তবে ২ লক্ষ পাউন্ড প্রতি ঘণ্টায় চাপ এইভাবে
নিগতি বান্পর থেকে পাওয়া গেছে।

প্রচন্ড চাপে নির্গত এই বাষ্প দিয়ে টারবাইন ঘোরানোর বাবস্থা করা হয়। আর টারবাইন ঘোরানো গেলে তার সংগ্র জ্বোরেটর সংযুক্ত করে বিদ্যুৎ উৎপাদন কঠিন কাজ নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর সান্ফান্সিসকোর উত্তরে জ্বোসার্স নামক জারগায় ১২ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়েছে. যেখানে ভূ-তাপ শক্তিকে কাজে লাগানো হয়। জেয়ার্সের জিওথার্মাল পাওয়ার ক্ল্যান্টের দ্বিতীয় ইউনিটের নিহিত উৎপাদনক্ষমতা ১৪ মেগাওয়াট; এটি ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়েছে। জেয়ার্সের তৃতীয় ও চতুর্থ ইউনিট ১৯৬৭ ও ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়েছে। জেয়ার্সের ৫,৬,৭,৮,৯ ও ১০ নং ইউনিটের প্রতিটির নিহিত উৎপাদনক্ষমতা ৫৫ মেগাওয়াট।

শ্ধ্মাত মার্কিন য্তরাণ্ট্রই নর ইটালী, নিউজিলা ও মেক্সিকো, জাপান, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আইসল্যান্ডেও বর্তমানে জিওথার্মাল এনার্জি অর্থাং ভূ-তাপ শক্তিকে বিদাং উৎপাদনের কাজে লাগানো হচ্ছে।

প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে আশ্নের্মাগরি এলাকার বহ জারগার বাইরে থেকে জল আর অন্প্রবেশ করাতে হয় না। ভূ-দ্বকের ভিতরের জল বেরোবার জারগা পেরে প্রচণ্ড তাপের ফলে বান্পে পরিণত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

জোয়ার-ভাঁটা থেকে সংগৃহীত শক্তি টাইডাল এনার্জি সমৃদ্র ও নদীর জোয়ার-ভাঁটাকে ক'জে লাগিয়ে বিদাই উৎপাদন করা হচ্ছে। এক বিশেষ ধরণের টারবাইন জোয়ার-ভাঁটা সমৃদ্ধ নদী অথবা সমৃদ্রে সংস্থাপন করা হয়। সেই টারবাইনের সংগ্র সংস্থাপন করে। ফ্রান্স এই ধরণের বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। ফ্রান্স এই ধরণের বিদ্যুৎ উৎপাদন পথিকং।

হাইড্রালিক গ্যাস—১৭৯৬ খ্রীন্টাব্দে এই পন্ধতিটি মণ্ট-গোলফায়ার আবিব্দার করেন। পন্ধতিটি অত্যুক্ত সহজ। নদী বা সাগরের জলকে যান্দ্রিক উপায়ে নীচু জায়গা থেকে উপরে িশেষাংশ ৩৫ প্রতীয়।

# विषिशीय मंद्रीप

#### वीत्रकृष रजनाः

ইলামবাজার ব্লক ম্ব-করণ—গত ২২শে মার্চ থেকে চারদিন ব্যাপী যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ইলামবাজার ব্লক
যুব উৎসব কামটির পারচালনায় ইলামবাজার প্রাইমারী
বিদ্যালয় প্রাজেণে ব্লক যুব উৎসব পালিত হয়। মূল উৎসবের
আগে ১৫ই মার্চ ১৯৮০ যুব উৎসবের অংগ হিসাবে নানা
নরনের ক্রীড়ান্তান ও প্রতিযোগিত। অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের
সঙ্গে পঃ বঃ সরকারের মৎস্য প্রদর্শনীর ঘটল খোলা হয়েছিল।
এছাড়া কুটীর শিলপ, কৃষি, বিজ্ঞান ও বয়ক্ক শিক্ষার প্রদর্শনীও
ছিল। উৎসবের উল্বোধন করেন মাননীয় মন্ত্রী ভত্তিভূষণ
মণ্ডল এবং প্রদর্শনীর উল্বোধন করেন বিশিল্ট শিক্ষাবিদ ডঃ
হারপদ চক্রবতী। সকালে ১০ কি. মি. দেট্ প্রতিযোগিতা
দিয়ে উৎসব আরক্ত হয়। ব্রতচারী নাচ, প্রদর্শনী ক্রাডি খেলা।
নাটক ইত্যাদি সকাল থেকে রাত্র ১০টা প্র্যন্ত জনসমারেশে
মুখ্রিত হয়েছিল।

২৩শে মার্চ প্রদর্শনী ভলিবল খেলা জিননাস্টিক প্রদর্শন, হাব্ গান, সাপ্রেড়ে গান, ফকির গান ভাদ্ গান সাঁওতাল নৃত্য, বাউল গান, নাটক ইত্যাদি অন্ট্রনস্চার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২৪শে মার্চ মেয়েদের প্রদর্শনী কবাডি প্রতিযোগিতা, যোগাসন প্রদর্শন, গাঁতিনটো, তথ্য বিভাগ কর্তৃক ছায়াচিত্র প্রদর্শন। খ্যাতনামা শিল্পী দ্বংনা চক্রবতীরি বিভিতান নৃষ্ঠান প্রায় ৪০০০ হাজার নরনারীকে আনন্দ দিয়েছে।

২৫শে মার্চ ছিল বস্কৃতা প্রতিযোগিতা, যেমন খা্দী সাজে।
প্রতিযোগিতা, আব্তি, রবীন্দ্র সংগীত, নজর্লগাীত। সংগ্রা
৮টায় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার প্রস্কার বিতরণা
সভা হয়। সভায় জেলার অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তা পি. সি.
সেন সভাপতি ও ভারতকুমার মদন ঘোষ প্রধান অতিথি ছিলেন।
১ম, ২য় ও ৩য় স্থ নলাভকারীদের একটি মেডেল ও মানপত্র
দেওয়া হয়। স্থানীয় বি. ডি. ও. নন্দদ্লাল অধিকারী সভার
উন্বোধন করেন। রক যাব আধিকারিক মদনমোহন সিংহ
সম্পাদকীয় বিবরণ পাঠ করেন। সভার শেষে "ভারতকুমার"
মদন ঘোষ এবং "সারা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রী" মলয় সরকার এবং
বারভূম জেলার কৃতী দেহগঠন সংস্থা কতৃকি দেহ সোন্টের
প্রদর্শনী এবং মা্শিদাবাদের উমা দত্ত ও কাকলী মিত্র কর্তৃক
যোগাসন ও একক জিমন্যাসটিক প্রদর্শন অন্থান প্রয় দ্ব
হাজার নরনারীকে মাণ্ধ করে এবং যাব উৎসবের সমাণিত হয়।

য্ব উৎসবের দিনগৃলিতে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা য্ব উৎসব প্রাণ্যণে আসেন—তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন জেল। পরিষদের সভাধিপতি রজমোহন মুখার্জি।

য্ব উৎসবের মাধ্যমে প্রদর্শনীগালি স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনা এনেছিল। প্রতিদিনকার জনসমাগম দেখে মনে হ'তো যেন মেলা বসেছে। মেলার মতই নাগরদোলা, দোকান ইত্যাদি সবের আয়োজন ছিল।

#### वांकुण दलनाः

ছাতনা ব্লক যুব-করণ-সম্প্রতি ছাতনা চণ্ডিদাস বিদ্যা-পীঠে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের অধীনস্থ ছাতনা ব্লক যুব অফিসের উদ্যোগে ও ছাতনা ব্লক যুব উৎসক কমিটির ব্যবস্থাপনায় ব্লক পর্যায়ে এই প্রথম যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। পাঁচদিন ব্যাপী এই যুব উৎসবের সূচনা হয় ১৯শে মার্চ '৮০ সকাল ৮টায় এবং পরিসমাণিত ঘটে ২৩শে মার্চ '৮০ সন্ধ্যা ৭টায়। যুব উৎসবের দিনগ**ুলিতে** রকের ৩৩টি গ্রামীণ যুক সংগঠন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় পাঁচশত প্রাথী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অন:ুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। রবীন্দ্র সংগীত, নজরুলগীতি, আবৃত্তি, বিতক**ি** ও একাষ্ক নাটক প্রতিযোগিতা বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে। খেলাধূলার অংগ হিসাবে অনুষ্ঠিত ছেলেদের বিভাগে ১০০ মিঃ ২০০ মিঃ ও ৮০০ মিঃ দৌড় হাই জাম্প, লং জাম্প, বর্শা নিক্ষেপ ও ডিসকাস থ্যে প্রতিযোগিতা এবং মেয়েদের বিভাগে ১০০ মিঃ দৌড় লং জাম্প, শট পাট, ডিসকাস থ্রে ও বর্শা নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। প্রতিদিন সন্ধ্যায় অন্যুষ্ঠিত একাজ্ক নাটক প্রতিযোগিতা উৎসবের আকর্মণ বাড়িয়ে দেয়। ব্লকের ৮টি যুব নাটাগোষ্ঠী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ২৩শে মার্চ '৮০ যাব উ**ৎসবে**র শেষ দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সফল প্রতিযোগী ও যাব নাট্যগোষ্ঠীকে ৮০টি প**্র**রুকার ও অভিজ্ঞান প**ত্র দেও**য়া হয়। স্থানীয় বিধানসভা সদস্য স্ক্রায় গোস্বামী এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে পুরুষকার বিতরণ করেন। যুব উৎসব আয়েজনে ব্রকের যাব-ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। যাুব উৎসবে প্রতিদিনই সমাজের বিভিন্ন স্তরের সহস্রা-ধিক দর্শকের সমাবেশ ঘটে। ব্লকের যুব ও ছাত্রসমাজের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গঠনমূলক মনোভাব বিকাশে ও প্রসারে যুব উৎসব আয়োজনের এই প্রয়াস সময়ে।প্রোগী ও প্রশংসনীয়।

সেনামুখী ব্লক য্ব-করণের উদ্দেশ্যে ও রামপ্রে মিতালী সংঘের সহায়তায় ১৫ই মার্চ ১৯৮০, শনিবার সোনাম্থী পঞ্চায়েং সমিতির সভাপতি গোব্দর্থন দাস মহাশয় রামপ্রে খেলার মাঠে এক গুনাড়ন্দ্র অথচ ভাবগন্ভীর পরিবেশে উন্বোধনী সংগীতের সাথেসাথে পতাকা উত্তোলনের মাধামে "যুব উংসব '৮০"-এর উদ্বোধন করেন।

পতাকান্তোলনের সময় সমসত প্রতিযোগী উপস্থিত দশকি-মণ্ডলী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বেদীর চারিদকে ব্তাকারভাবে দাঁড়িয়ে এই পরিবেশের সম্দিধ আরও বাড়িয়ে তোলেন।

পত।কান্তোলনের পর নিধ'নিত অন্সঠ:নস্চী অন্যায়ী চারিটি বিভাগের বালক "বড়" বালক "ছোট", বালিকা "বড়", বালিকা "ছোট"। "ঝেলাধ্লা প্রতিযোগিত।" (হিট্) শ্রু হয়। প্রতিযোগীর সংখ্যা আশাতীত হওয়ায় বিচারকমণ্ডলী প্রতিযোগীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার সংখ্য তাল রেখে ও

প্রয়োজনীয় বিরতির মাধ্যমে "খেলাখ্লা-প্রতিযোগিতা" বিকাল ২-০০ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে থাকেন। আনন্দের বিষয় গ্রীন্মের দাবদাহ সত্ত্বেও প্রতিযোগী ও বিচারকদের মধ্যে কোন রকম উৎসাহের ঘার্টাত দেখা যায়নি।

বিকালের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও যথারীতি নিধারিত সময়স্চী অনুষায়ী রামপুর উচ্চবিদ্যালয় প্রাণ্গণে শুরু হয়। সাংস্কৃতিক বিভাগেও প্রতিযোগীর সংখ্যা আশানুরূপ হওয়ায় বিচারক-মণ্ডলী রাত্রি ৭-৩০ মিনিটের আগে ঐদিনকার প্রতি-যোগিতার সমাণ্ডি ঘোষণা করতে পারেনি।

পরের দিন ১৬ই মার্চ '৮০ সকাল ৮-৩০ মিনিটে খেলা-ধ্লার চ্ড়ান্ত প্রতিযোগিত। শ্বর্ হয়। আগের দিনের তুলনায় এদিন আরও বেশী উৎসাহী দর্শক ও বিশিষ্ট ব্যক্তি খেলার মাঠে প্রতিযোগীদের উৎসাহ দেন। প্রতিটি খেলার চ্ড়ান্ত ফলাফল সঙ্গে সংজ্ঞা মাইক্রোফোনের মাধ্যমে সর্বসাধারণকে জানানো হয়।

ঐদিন বিকালে (২-৩০) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নির্ধারিত সময়ে শ্বর্করা হয়। ঐদিনকার অনুষ্ঠানস্চী অনুষ্যারী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পরই প্রেস্কার বিতরণী সভার আয়োজন করা হয়।

স্কেছাসেবকদের সক্রিয় সহযোগিতায় খ্ব অল্পসময়ের মধ্যেই আয়োজন সম্পূর্ণ হয়।

বাঁকুড়া জেলার জেলাপরিষদের সভাধিপতি রঞ্জিতকুমার মণ্ডল মহাশয় বিশেষ অস্ববিধার জন্য এই প্রকৃষ্ণর বিতরণী সভায় পোরহিত্য করতে না পারায় পণ্ডায়েশ সমিতির সভাপতি গোক্র্মন লাস এই সভায় সভাপতির অসন অলংকৃত করেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বীকুড়া সম্মিলনী কলেজের অধ্যক্ষ রঞ্জিতকুমার ৮ট্টোপাধ্যায়।

পর্কদ্বার বিতরণের পর রক য্ব থাধিকারিক; "য্ব উৎসব" কমিটির সভাপতি, প্রধান অতিথি ও প্রেদ্কার বিতরণী সভার সভাপতি পর পর "য্ব উৎসবের" উদ্দেশ্য সহ "য্ব কল্যাণ" বিভাগের বিভিন্ন কর্মস্চী অলোচনার মাধ্যমে জন-সমক্ষে তুলে ধরেন।

এছাড়া তাঁরা বর্তমান সামাজিক পরি স্থিতিতে যুবকদের কি কি করণীয়, সে সম্বন্ধে বস্তব্য রাখেন।

**रेन्मान द्रक याव-कद्रग**—এই द्रक याव कदर्गत উদ্যোগে ও স্থানীয় যুব সংস্থা সমূহের সহযোগিতায় গত ২২শে মার্চ '৮০ ইন্দাস উচ্চবিদ্যালয় প্রাণ্গণে যুক উৎসবের উদ্বেধন করেন ব্লক যুব আধিকারিক অমলেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এর পর শ্বর হয় নির্বাচিত অনুষ্ঠানসূচী। ক্রীড় নুষ্ঠানের অণ্ডর্ভু ভ ছিল বিভিন্ন বিভাগের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও অ্যাথলৈটিকসের অন্যান্য বিষয়সূচী। ঐদিন বিকেলে শ্রুর হয় সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দুইটি বিভাগেই প্রভৃত জনসমাগম হয়। পরের দিন অর্থাৎ ২৩শে মার্চ ক্রীড়ানুষ্ঠানের চ্ডান্ত পর্যায় শ্রুর করা হয়। বিকেলে আরুভ হয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত গীত, স্বর্গাচত কবিতা ও যেমন খুশী সাজা। রাগ্র ৭টা নাগাদ প্রতিযোগিতার সমাণিত ঘটে। ঐদিন পরুক্ষার বিতরণী সভারও আয়েজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন **স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পাঁচগোপাল** আদিত্য ও প্রধান অতিথি ছিলেন রামানন্দ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক সলিল কুমার ঘোষ। প্রধান অতিথি মহাশয় পরুককার ও মানপত্র

বিতরণ করেন। এ ছাড়া এই সভায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বি. ডি. ও. ও অন্যান্য বিশেষ অতিথিকা উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমান্ডিত করতে বিশেষ সাহায্য করেন। পরিশেষে প্রধান অতিথি মহাশয় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বি. ডি. ও. ইত্যাদি যুব উৎসবের উন্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়ত। প্রতিযোগী ও সমবেত জনসাধারণের কাছে ব্যাখ্যা করেন।

#### नमीया रक्षनाः

রানাঘাট-২—গত ৩১-৩-৮০ তারিখে দত্তপর্নারা ইয়ং মেনস্ আ্যাসোর্গিনয়েশন -এর সহযোগিতায় রানাঘাট ২নং ব্লক য্ব কার্যালয়ের পরিচালনায় দত্তপর্নায়া ফ্টবল ময়দানে বাংসরিক ফ্রীড়া ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮টায় এক মনোরম পরিবেশে দত্তপর্নায়া ইউনিয়ন একাডোমর প্রধান শিক্ষক কুম্দবর্গ্ব চক্রবতী মহাশয়ের সভাপতিছে অনুষ্ঠানের উদ্বেধক ছিলেন নদীয়া জেলা শারীয় শিক্ষা আধিকারক গোপেশ্বর ম্বাজী মহাশয়। বন্দ্বক থেকে গোলা বর্ষাবের সভেগ পায়য়। উড়িয়ে পতাকা উত্তোলন এবং যোগদানকারী সংস্থাগ্রিল নিজ নিজ পতাকা সহ মাঠ পরিক্রমাই ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আকর্ষণীয় বিষয়।

সকলে ৯টায় দুই ঘণ্টা ব্যাপী খো খো ট্রেনিং শ্রুর হয় এবং ১১টায় শেষ হয়, ইতিমধ্যে সকাল ৯-৩০ মিঃ ১৫০০ মিঃ দৌড় প্রতিযোগিতা অনুনিঠত হয়। খো-খো ট্রেনিং শেষ হওয়ার সংগ্রেগেল দুই ঘণ্টা ব্যাপী কবাডি ট্রেনিং শ্রুর হয়। এই দুই ট্রেনিংয়ে বিভিন্ন সংগ্রার প্রায় ৬০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা নেয়। উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন নদ্বীয়া জেলা কবাডি প্রশিক্ষক শালতময় দত্ত এবং খো খো প্রশিক্ষক দিলীপ চক্রবতী। বেলা ১টায় ছেটেদের আব্তি প্রতিযোগিতা এবং ২টায় বড়দের অব্তি প্রতিযোগিতা অনুনিঠত হয়। দ্বুপর্র ওটায় লোক সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রভূত জনসমাগম হয়।

অনুষ্ঠানে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল ব্যক্তিগত লাঠি-খেলা প্রতিযোগিতা ও দলগত দাড় টানটোন প্রতিযোগিতা। প্রায় ২০০০ হাজার দশকি এই প্রতিযোগিতা উত্তেজনার মধ্যে উপভোগ করেন।

ঐদিনকার শেষ ও চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান লে।কন্তার প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন সবপেয়েছির আসরের ভাইবোনেদের লোকন্তার প্রতিযোগিতা দর্শক মণ্ডলীর মন ভরিয়ে দেয়।

সন্ধ্যা ৬টায় দত্তপর্লিয়া ইউঃ একাডেমির প্রধান শিক্ষক মহ'শয় তথা সভাপতি মহাশয় বিজয়ীদের প্রস্কার প্রদান করেন। অবশেবে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করে ঐদিনের অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

রুনাঘাট ২নং ব্লক যুব কার্যালয়ের প্রচেণ্টায় গত ২১-৫-৮০ থেকে ৪-৬-৮০ তারিথ পর্যালত দন্তপর্বালয়। ইয়ং মেনস্ এঃসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে এবং নদীয়া জেলার শরীর শিক্ষা এয়েসাসিয়েশন-এর সহযোগিত।য় ১৪ দিন ব্যাপী ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির দত্তপর্বালয়া ইয়ং মেনস্ এয়েসাসিয়েশন ময়দানে অন্তিত হয়। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে দত্তপ্রালয়া গ্রম পণ্ডায়েত-এর অধীন গ্রামগর্বাল থেকে ৫৩ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য নাম লেখায়। ২১শে মে বিকাল ৪ ঘটিকার সময় নদীয়া জেলার শারীর শিক্ষা আধিকারিক মহাশায়ের উপস্থিতিতে এক মনোক্ত পরিবেশে প্রশিক্ষণ দেওয়া

শরে হয়। প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেন নদীয়া জেলার শারীর শিক্ষা बाह्मिक्सिम्द्रम् अपना काक्षन वानाकी वन. वारे. वज. वदः শংকর ব্যালাজী এন. আই. এস.। শিক্ষাথীগণ বেশ উৎসাহ **উল্পীপনার সপো শিক্ষা গ্রহণ করেন। তবে ১৪** দিনের **প্রশিক্ষণ শিকিরে সব কিছু শেখানো এবং শেখা সম্ভব নয়।** তথাপি শিক্ষার্থবিশ যে বেশ কিছু কলাকৌশল রুত করে-ছেন ভার প্রমাণ মেলে ৪-৬-৮০ তারিখে সমাণ্ডি অনুষ্ঠানে। সমাণ্ডি অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকাল ৪ ঘটিকায়। উত্ত সমাণ্ডি অনুষ্ঠানে স্ভাপতির আসন অলংকৃত করেন রানাঘাট ২নং ব্রক পঞ্চারেত সভাপতি সতাভূষণ চক্রবতী এবং প্রধান আতিথির আসন গ্রহণ করেন নদীয়া জেলার শারীর শিক্ষা আধিকারিক শোপেশ্বর মুখাজী। সভাপতি ও প্রধান অতিথিদের সামনে শিক্ষাথী গণ তাদের শিক্ষনীয় বিষয়ের প্রদর্শনী দেখান এবং যে শিক্ষা তারা লাভ করেছেন ফুটবল প্রতিযোগিতার মধ্যমে তা প্রমাণ করেন। ফলে অতিথিবৃন্দ এবং সমবেত উপস্থিত প্রায় ২০০০ হাজার দর্শক প্রতিযোগিতামূলক খেলটি উপ-ভোগ করেন। পরিশেষে শিক্ষার্থীদের পূর্ণপ স্তবক সহ মান-পত প্রদান করা হয়।

কৃষ্ণনগর-১নং রক তথ্য কেন্দ্র উন্দোধন—প্রানীর যুব সম্প্রদারের জন্য গত ১২ই জনুন '৮০ কৃষ্ণনগর-১ রক যুব-করণে পশ্চিমবংগ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের অর্থান্-কল্যা 'ব্রক তথ্য কেন্দ্রের' উদ্বোধন করা হয়।

এই কেন্দ্রটি উন্থোধন করেন স্কল মার্ডি. মহকুমা শাসক, সদর (দক্ষিণ) এবং কৃষ্ণনগর-১ পণ্ড য়েত সামতির সভাপতি স্নীলকুমার ঘোষ মহাশয় অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে অনেকের সংগ্য উপস্থিত ছিলেন বিধান সভার সদস্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, জেলা শরীর সংগঠক বিনয়ভ্রণ দে, সমান্তি উনয়ণ আধিকারিক অতুল চন্দ্র টিকাদার, সমাজ-শিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিক মণি চক্রবর্তী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরণ। উপরোক্ত ব্যক্তিগণ তাঁদের বন্তব্যে যার সমাজকে "তথ্য কেন্দ্রের" সংগ্য সৌহাদ্যপূর্ণ যোগাযোগের সাদর অহ্বান জানান।

এই তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিযোগিতাম,লক পরীক্ষা.
ক্র-নির্ভার কর্ম প্রকলপ. ক্রীড়া ও বিজ্ঞানবিষয়ক তথাাদি,
ভ্রমণ সংক্রান্ত এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপ্রতক ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে সাম্প্রতিক তথাাদি
সংগ্রহের স্ব্রোগ স্ক্রিয়া লাভ করবে স্থানীয় যুব সম্প্রদায়।

#### वर्षभाग स्थानाः

সেমারী রক ব্র-কর্থ—১৯৮০ সাল ২২শে মার্চ মেমারী
১নং রক ব্র-করণের উদ্যোগে মেমারী সন্তোষ মণ্ডে এক
বিরাট ব্র উৎসবের উন্বোধন করেন স্থানীর বিধান সভা সদস্য
বিনয়কৃষ্ণ কোন্তার। এই অন্তোন চলে ২৯শে মার্চ পর্যত।
ব্র উৎসবের খেলাধ্লার আয়োজন করা হয় স্থানীয় মেমারী
ভিঃ এয়ঃ হাইস্কুল হোটপ্রকুর ময়দানে। নাটক এবং প্রদর্শনী
হয় মেয়ারী সন্তোষ মণ্ডে। উন্বোধন অন্তানে স্থানীয় বিধ ন
সভা স্পান্য বিনরকৃষ্ণ কোন্তার পচা গলা সমাজ বাক্থা ও
করিষ্ট মেনারনের উত্তরণের ক্ষেয়ে নতুন প্রের আলোক বর্তিক।
নিরে বজার কণ্ঠে ঘোষণা করেন—বত দ্বর্যোগই আস্ক তা
কাট্রেই। এটা ইতিহাসের নিরম; তিনি বলেন, অম্তের

সন্ত:न মান্ত্ৰ—সেই মান্ত্ৰের সর্বশ্রেষ্ঠ কল হ**ছে যৌবন।** 

অত্যন্ত রুচিশীল এই প্রদর্শনীটিতে দ্বি আকর্ষণ করে স্বাস্থ্য বিভাগের প্রদর্শনী, ১নং রক য্ব-করণে সীবন শিক্ষা কেন্দ্র, পগুগ্রাম সমবার কুটির শিলপ, আমাদপ্রে স্কুলের ছাত্র-দের বিজ্ঞান প্রদর্শনীর স্টলগ্রলি। এই উৎসবে ২১টি বিবরে অংশ গ্রহণ করেন গড়ে ৫৫ জন প্রতিষোগী। প্রতিষোগীদের মধ্যে ১১২ জন সফল প্রতিষোগীকে প্রস্কার এবং প্রসংশা পত্র দেওয়া হয়। সমাণিত অনুষ্ঠানের প্রস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের সভাপতি মেহব্র জাহেদী।

#### भागमर जिना:

প্রোতন মালদা ব্লক খ্র-করণ—গত ২৬শে জ্বলাই, ১৯৮০ মঞ্গলবাড়ী প্রাইমারী স্কুলে ব্লক খ্র অফিসের উদ্যোগে দর্টি ব্রিম্থী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চাল্য হর্মেছিল। (১) মেরেদের সীকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (২) ছেলেদের পাম্পসেট মেরামত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। তারমধ্যে ছেলেদের পাম্পসেট মেরামত প্রশিক্ষণে ৫০ জন সফল ছাত্রকে এবং মেরেদের সীবন প্রশিক্ষণে ২৬ জন সফল ছাত্রকৈ প্রশংসা পত্র বিতরণ করা হয়।

উত্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্থানীয় যুব নেতা অজয় খাঁ, প্রধান অতিথি হিসাবে বিধান সভার সদস্য শ্ভেন্দ্র চৌধ্রী বলেন, এই বৃত্তিম্খী শিক্ষার ফলে যদি কিছু ছেলে-মেয়ে সরকারী চাকুরীর মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেরাই কিছু রোজগারের জন্য সচেন্ট হন তবেই এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অর্থ্যেজন সাথকি হয়ে উঠবে। ফলে সরকার আরও অধিক সংখ্যায় এই বৃত্তিম্খী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চাল্ম করতে উৎসাহী হবেন। সবশেষে তিনি প্রশংসাপত্ত বিতরণ করেন।



প্রোতন মালদা রক ধ্ব অফিসের উদ্যোগে ব্তিম্থী পাম্প-সেট মেরামত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষণরত ছাত্রর।

# भाग्रस्थ जनता

### বেলাব্লা ও দেশীর এবং অলভর্জাতিক সমস্য বিষয়ে বৃত্তি নির্মিত বিভাগ

আপনার পাঁৱকার আমি একজন নিরমিত পাঠক। এই পাঁৱকার বিভিন্ন প্রবন্ধাবলী পাঠ করে আমি বিশেষ উপকৃত হরেছি। কিন্তু নিরমিত পাঠক হিসাবে এই পাঁৱকাকে আরও স্কুন্দর করবার জন্য আমি করেকটি কথা বিনীতভাবে জানতে চাই।

প্রথমত বলতে পারি প্রত্যেক পহিকার কিছু নির্মাতি বিভাগ আছে। এই পহিকার কেত্রে সেটা না করা গেলেও বেটা করা বেতে পারে সেটা হল খেলাখ্লা বিভাগ। এই বিভাগের মাধ্যমে প্রচার করা বেতে পারে ব্যাডিমিন্টন, বখা প্রকাশ পাড়কোন সম্পর্কে বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক ব্যাডিমিন্টন খেলোরাড় সম্পর্কে গ্রের্ম্বপূর্ণ খেলা সম্বন্ধে বা আন্তর্জাতিক কোন ফুটবল, হকি, জিকেট বা অ্যাথলোটক খেলোরাড় সম্পর্কে কোনা প্রকাশ করা যেতে পারে। তাহলে পহিকাটির বেমন সৌন্দর্শ বৃদ্ধি পাবে, তেমনি যুবকদের কাছে পহিকাটি সম্পর্কে আগ্রহ আরো বেড়ে যাবে। তবে খেলাখ্লা সম্পর্কে কি প্রকাশ করা যেতে পারে না পারে সেটা সম্পাদক মহাশরের বিক্টো কিষর। আমার কথা হল খেলাখ্লা বিভাগের মাধ্যমে খেলাখ্লা সম্পর্কে নির্মাত কিছু এই পহিকার মাধ্যমে প্রকাশ কর্ন অর্থাৎ খেলাখ্লাকে এই পহিকার একটি অপরিহার্য অপ্য হিসাকে ব্যবহার কর্ন।

ন্বিতীয়ত আর একটি কথা বলতে চাই নেটা হল "দেশীর এবং আন্তর্জাতিক" সমস্যাবলী সম্পর্কে নিরমিত কিছ্ প্রকথ প্রকাশ করা বেটা এই প্রিকা এড়িরে পেছে। বেমন বর্ন আসাম সমস্যা সম্পর্কে এ পর্যন্ত মার একটি প্রকথ প্রকাশ করেছেন ফেরুরারী '৮০ সংখ্যার (আসমের ঘটনাবলী প্রস্থো—আনল বিশ্বাস)। বাই হোক আসাম সমস্যা ক্ষাবলী প্রস্থোক বিশ্বাস। বাই বেমক আসাম সমস্যা জাতীর সংহতির পক্ষে বিশক্ষনক। স্কুতরাং এ সমস্যা সম্পর্কে ব্রক্ষদের ভালভাবে জানানো দরকার। সেই রক্ষ আন্তর্জাভিক সমস্যা সম্পর্কেও কিছু লেখা প্রকাশ কর্ন।

সম্পাদক মহাপরের নিকট আমার বিনীত নিবেদন বদি সম্ভব হর তবে দুর্নিট বিভাগকে নির্মিত কর্ন। আমার মনে হয় মুবমানস পরিকাটি তবেই বুব মানসে গভীরভবে রেখা-পাত করবে।

> —কামরেন্দ্রনাথ পাল স্কুভাবনগর, বনগ্রাম ২৪-পরগানা

### विक्रित मांशासिन ६ छाडे वण्य

#### 1 5 2

আমি একজন মাসিক ব্ৰমানসের পাঠক। মে-সংখ্যা
পড়লাম। শতীল চক্রতার "লিটিল ম্যাগালিন অন্দোলনঃ
এক পরম সত্য", আলোচনাটি অত্যত প্রশংসার অধিকার রূথে।
লেখক-লেখিকার কাছে আমার আবেদন লিটিল ম্যাগাজিনের
কারন ও প্ররোজনীরতা সম্পর্কে লেখা ব্রমানসের পাতার
ভূলে ধর্ন। এ ছাড়া মাননীর সম্পাদক মন্ডলীর কাছে আমার
আবেদন এই বলিও পত্রিকাতে দ্বিট করে গলেপর স্থান দেওরা
হোক।

গোরাপা দাশ গ্রাঃ মহিবা, ডাঃ কুমড়া কাশীপরে ২৪ পরগুনা

#### HQH

গ্রাহক হওরার পর প্রথম সংখ্যা হাতে পেরেই আগাগোড়া পড়ে ফেললাম। "লিটিল ম্যাগাজিন আন্দোলন—এক বাসতব সত্য" লেখাটি চমংকার। তবে লেখক একটা সমস্যার কথা তুলে ধরেননি। সেটা হলো বিক্লি করার অস্বিধা এবং পার্রকার প্রচার বা উন্দেশ্যর কথা সাধারণ লোককে জানানো। কারণ "লিটিল ম্যাগাজিন" পড়বার মত পাঠক সমাজ এখনও পশ্চিমবংশা তৈরী হরনি। খুব কম লোককে দেখেছি বারা খোঁজ খবর করে লিটিল ম্যাগাজিন পড়তে চান। অথচ লিটিল ম্যাগাজিন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম অব্পা। যুবমানস পরিকার উন্নতি হবে আশা রাখি।

দেবাশীৰ বৰ্ধন ৫৮ মিলন পাৰ্ক, গড়িয়া কলকাতা-৮০

# जनांगिक रक्क नवकाती न्वीकृष्ठि

আমি আপনার পরিকার একজন নির্মাত পাঠক। এই পরিকা নির্মাত পাঠ করে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হরেছি। বামক্রণ সরকার এই পরিকা প্রকাশের মাধ্যমে তর্ল ব্বস্থানের "স্বাস্থানে বাই পরিকা প্রকাশের মাধ্যমে তর্ল ব্বস্থানের "স্বাস্থানেক বাই প্রসংগ্য আরও বলতে হছে বে, মাননীর বামক্রণ সরকার সাওতালী ভাষার হরক "আলচিকি"কে আন্তর্ভানিকভাবে স্বীকৃতি দিলেন, হাা প্রের্ম সরকার ক্রমনাও করেননি। পশ্চিমবংলার ২৫ লক্ষ্ সাওতাল ভাইবোনদের ঐতিহাকে প্রাপ্তিমবংলার ২৫ লক্ষ সাওতাল ভাইবোনদের ঐতিহাকে প্রাপ্তিমবংলার ২৫ লক্ষ সাওতাল ভাইবোনদের ঐতিহাকে প্রাপ্তিমবংলার হিছেল বাক্তন্ত সরকার। এটা অভ্যাত গরের বিষয় যে ভারতবর্গের ইভিহাকে পশ্চিমবংলার বামক্রণ সরকার সাওতালী ভাষার হ্রমক্রকে স্বীকৃতি দিলেন। একার বামক্রণ সরকার আমি বা্রান্ত বাংকার বাংকার

काल कार्यका। शीकमयभ्य अञ्चलकात व्यवनानमः शीवकारि शीक्ष्मीयौ दशक धर्वे कायमा क्षितः।

> তপনকুমার উপাধ্যার সম্পাদক, বসিরান মিলন সংঘ রারগঞ্জ/পঃ দিনাজপুর

## मान्द्रं किन्नम्ही । शकानमा

অবহেলিত বুৰ সমাজকে সুস্থ ও গতিশীল সাংস্কৃতিক এবং তাদের সাহিত্য চেতনাকে পরিক্ষ্টেনের জন্য আপলারা-পশ্চিমবঞ্গা সরকারের বুব কল্যাণ বিভাগ 'যুব মানস' পরিকার প্রকাশনার গরেদারিম্ব হাতে নিয়েছেন। এবং গ্রাম বাংলার অবহেলিত প্রতিভা সংগ্রহে মনবোগ দিয়েছেন—এজনা উদ্যোজ-प्तत थनावान कानाकि। जद् वर्लाक 'यूव मानन' भूगीश नह। সরকারী প্রতপোষকতার বর্ষন এর প্রকাশনা তথন সাহিত্যের সব কটি শাখার অর্থাৎ অঞ্চলভিত্তিক লোক সংস্কৃতি, রুমারচনা, इका, शातावादिक कीवनम् थी छेशनगत देखापित मश्याकन থাকা ভালো। অবশ্য কট্টর পাঠক হিসাবে এটা আমার অন্-রোধ। সবশ্রেণীর পাঠকের পাঠস্পাহা বাতে মিটে বার তার क्रना वावन्था निटं वर्णाह । त्मरे मत्ना अन्द्रदाथ कर्राह मामिक 'ব্ৰেমানস' বাতে ঠিক সময়ে অৰ্থাৎ মাসে মাসে প্ৰকাশিত হয় তার জন্য উদ্যোগ নিতে। দেরীতে পত্রিকা (যুবমানস) হাতে পেলে উৎসাহে ভাটা পড়তে পারে। শিথিলতাও আসে। জানিনা মফললের একজন সাধারণ পাঠকের হুদরাক্তি 'ব্বমানসে' ছারা ফেলবে কিনা? ছারা ফেলকে এটা সর্বাত্তকরণে চাই।

> এ. কালাম কান্দরেনী,এড়োরালী মুলিলাবাদ

#### ভাই-এর ভাকা

লেখক, সাহিত্যিক বা কবি কোনো ভাবেই আমি সাহিত্য দশং বা ম্যাগাজিন জগতে পরিচিত নই। বলা বাহ্নো অতাত আশার সম্পে আমার এই রচনাটি পাঠালাম। প্রথম কোনো পাঁত্রকার রচনা পাঠাবার এক দুঃসাহাসক প্রচেন্টার সন্ম্বান হতে গিরে দেখলাম একাদশ শ্রেণীর ছাত্র হিসাবে আমার উৎসাহ হয়ত কিন্তিৎ অধিক। প্রথমেই এত কড় এক পত্রিকার দিকৈ হাত বাড়ানো। আমার মন দঃসাহসিক বললেও বিবেক এক অদমা আকর্ষণে হাত বাড়িরে দিয়েছে। শ্বে আশা করি नम्र निःमत्म्रद्द वन्तर्छ भामि जाभनात्मत्र हाज-छ এই अथााज কবির দিকে এগিরে আসবে। উৎসাহের মালা, আকর্বণের धान कारक निकास बादका त्वरक बादन वानर वानरकार वानरक পারি দ্বাসাহাসকভার হীনতা ক্রমশঃ কমে বেতে বাধ্য হবে। অতএব শ্রেয়ার আপনাদের মিলিত হাত ধরার জন্য আমার राष्ठ कारमहे वास्मित्त जरभकात तरेगाम। निन्हरे विकन रदा ना। जन्छन् और रेक्टमान जन्मात्म मख य्यक मन ठाउँ वनार । আপনাদের এক ছোট কবিবন্ধ বা ভাই-

> প্রবীর কুমার দাস পি-১১, ব্যাহ্ম গার্ডেনস্ পোচ বলিয়েননী, ২৪ প্রগনা

## [ বিশ্ব-সংস্কৃতিঃ ২৭ পৃষ্ঠার শেবাংশ ]

বেশ্টারী ভূলতেন না! এমনকি বাড়িও'রালার চরিত্র বোঝাডেও তা ততো প্ররোজনীর নর। অবলা দৃশ্য দৃশ্টি অতিনাটকীরতা বিজতি হওরার শৈলিপক। তবে, এইসব অনাবশাক ছিপ্রান্থেষণ করেও বলতে হর, শেব পর্যান্ত মৃণাল যে চীন্র দেরী ক'রে বাড়ি কেরার কারণ দর্শাতে তেলেভালা 'প্রিয় দর্শাকের দাবী মেটাতে একটি গোল গলেপর অবতারণা করেন নি. সেজনো তিনি অবশ্যই ধন্যবাদার্হা। এবং এভাবেই, এইসব হুদ্র ও র্বিবের ধারা সহ মৃণাল সেন তার সাম্প্রতিক ছবিটি তৈরী করেছেন বা অনারাসে তার এতদ্কালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছবি ব'লে বিবেচিত হবে, টালিগঞ্জের কাছে তো বটেই।

### --গোতম ঘোৰদন্তিদার

### [ বিজ্ঞান-জিক্সাসাঃ ৩০ প্রতার শেষাংশ ]

তোলা হর। এবারে উপরের জলকে নির্দ্রণাধীনভাবে টার-বাইনের উপর দিয়ে চালিয়ে টারবাইন ঘ্রিয়ে তার সাথে সংবৃত্ত জেনারেটর থেকে বিদান্থ উৎপাদন করা হয়, পম্পতিটির উৎপাদনক্ষতা খুব কম।

# त्भावत-भाग न्यान्डे/वाता भाग न्यान

পর্মহিব প্রভৃতি গ্রাদি পশ্র মলকে কাজে লাগিরে তার থেকে গ্যাস তৈরী করে আমাদের দেশে বেশ কিছ্রিদন থরেই রক্ষার জনালানী হিসেবে ব্যবহারে প্রচলন হরেছে। তবে ব্যবস্থাটি কুসংস্কারের প্রভাবে জনপ্রির হর নি। গোবরগ্যাস থেকে বিদ্যুৎও উৎপাদিত হচ্ছে। কিন্তু কুসংস্কার এই বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রধান অন্তরার। এ ছাড়া দারিদ্র্য জনিত কারণে গোবর-গ্যাস ক্যাল্ট চালাবার জন্য প্ররোজনীর গ্রাদি পশ্রে মালিকের সংখ্যাও কম। অতএব গোবর গ্যাস পরিবর্ত শন্তির উৎস হরেও কাজে আসছে না, গোবর গ্যাসের মত একই শক্ষিতিতে মানুবের মল থেকেও গ্যাস উৎপান করে কাজে লাগানো বার। এই ধরণের ক্যান্টের নাম বারো গ্যাস ক্যান্ট।

ভিল্লিখিত বিষয়গ্নিল ছাড়াও অন্যান্য বহু ধ্রণের শান্তর সাহাব্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচেণ্টা বর্তমানে গবেষণাধীন অবস্থায় আছে।

# पश्चिमक प्रतकारवर युवे कलाप विजा**र व सामिक स्थान**



#### গ্ৰাহক হতে হ'লে

বছরের যৈ কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা সভাক ৩ টাকা। বাদ্মাসিক চাঁদা সভাক ১·৫০। প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পরসা।

শন্ধন মনিঅর্ডারেই বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, যুবকল্যাশ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গা সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলিকাতা-৭০০০১।

# একেন্সি নিতে হ'লে

কমপক্ষে ১০টি পহিকা নিঙ্গে এন্ডেস্ট হওয়া বাবে। বিস্তারিত বিবরণ নীচে নেওয়া হলঃ

THE THINK THE STEEL CONTROL	
পতिकात गरभा क्रिमादनद	हात
১৫০০ প্ৰশত	2
১৫০০-এর উধের এবং ৫০০০ পর্যন্ত ৩০ %	,
৫০০০-এর উধের্ব ৪০ %	
১০টা সংখ্যার নীচে কোন কমিশন দেওয়া হর	"मा ।
বোগার্যোগের ঠিকানাঃ	

উপ-অধিকর্তা, ব্রকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গা সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ক্ষেপ্র), কলিকাতা-৭০০০১।

### रमधा गाउंदिक र'रम

ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠার প্ররোজনীর মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটাম্টি পরিজ্ঞার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাস্থনীর।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ং দাবী করা চলবে না।

্রিকানক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। পাণ্ডালিপির বাড়াত কপি রেখে লেখা পাঠান।

িবশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ৩০০০ শব্দের বেশি হ'লে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

ব্যবক্ষ্যাশের বিভিন্ন দিক নিরে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকেরা তত্ত্বসত বিষয়ের চেরে বাস্তব দিক-গ্রনির উপর বেশি জোর দেবেন।

## भावकरमन श्रीक

ব্যমানস পরিকা প্রসলো চিঠিপর লেখার সমর জবাবের জন্য চিঠির সপো ন্যান্প, বাম, পোণ্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব চিঠির দেওরা হয় এবং সরকারী চিঠিপ্রে সার্ভিস ডাক্টিকিট্ই কেবল বাবহার ক্রা চলে।



লাভপরে ব্রক যুব অফিসের উদ্যোগে টেলারিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা শিক্ষণরত।



রাইনা ব্লক যুক উৎসবে তর্ন সংঘ মণ্ডম্থ নাটক 'কাক দ্বীপের এক মা'।



প্রতিমবংগ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত নভেবর, '৮০

# নভেম্বর বিপ্লব









সম্পাদকমাডলীর সভাপতি : কান্তি বিশ্বাস

अक्न : विक्रम क्रोब्रुडी

পশ্চিমবঞ্জা সরকারের ধ্রকজ্ঞাল অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিংকুমার ম্থোপাধ্যার কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দী. বাগ (পাক্ষণ), কলিকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীসরক্ষতী প্রেস লিমিটেড (পশ্চিমবণ্গ সরকারের পরিচালনাধীন), কলিকাডা-১ কর্তৃক ম্যিত।

न्ता-भाष्ट्रम श्वामा

# সূচীপত্ৰ

ξο.	. –1
श्चन्य	
নবীনের জিজ্ঞাসা ঃ প্রবীদের উত্তর/সৌমিত্র লাহিড়ী/ দুই ভিন্ন মতাদর্শ বিকাশের দুই ভিন্ন রাস্তা/দীনেশ রার/ জনশিক্ষার প্রসার ঃ সমাজতান্তিক দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে/	8
স্কুমার দাস/ নভেম্বর বিম্লবের দপ'লে বাংলা সাহিত্য ও সংবাদপদ্র/	20
অন্নর চট্টোপাধ্যার/ ভারতীর শিলেপ শোবণের হার/গোপাল তিবেদী/	>> >0
আলোচনা	
প্রাথমিক স্তরে প্রস্তাবিত পাঠ্যস্চী ও সহজ্পাঠ/ তাজ মহম্মদ/	<b></b>
শিশ্ব সাহিত্য না শিশ্ব শিক্ষা?/কেডকী বিশ্বাস/	<b>২</b> 8
প্রতিবেদন	
তারার গ্রহণ/অধ্যাপক সত্য চৌধ্রী/	२७
शुक्र	
<b>ग्रहेशाम कथ्-/कमाग म</b> /	२४
কৰিতা	
বাজ্ঞার বড় মণ্দা/অমল চক্রবতী /	05
তে প্রভ উদয় হও/বন্ধত বন্দ্যোপাধার/	02
ফুল দেবে মুর্ণকে—স্থলপন্ম/মইনুল হানান/	०२
যোজন সাগর দিতে পাডি/আনবাণ দত্ত/	०२
হে নভেম্বর/রখীন্দ্রনাথ ভৌমিক/	०२
শব্দ তুলে রাখি/আচিন চক্রবতী /	०२
বিজ্ঞান জিজাসা	
সাইবারনেটিক্স্ /	90
শিল্প-সংস্কৃতি	
চলচ্চিত্রে র্শবিশ্বর : আইজেনস্টাইনের দর্টি ছবি/ দেবাশীষ দত্ত/	08
<b>थिना</b> श् <i>ना</i>	
সমাজতান্তিক দেশে খেলাখ্লা/অশোক বস্/	06
বিভাগীয় সংবাদ	
ব্ৰকল্যাণ বিভাগের রকভিত্তিক সংবাদ/	OA

# দীনেশ মজুমদাবেরর জীব্নাবসান

রাজ্য বিধানসভার বামদ্রুশ্টের মুখ্য সচেতক এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা দীনেশ মজ্মদার গত ২৮শে অক্টোবর এস. এস. কে, এম. হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বরস হয়েছিল মাত্র সাতচল্লিশ বছর।

প্রয়াত শ্রীমজনুমদারের জন্ম ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ মহকুমার গালিমপনুর গ্রামে, ১৯৩৩ সালের ১লা জনন। দেশ বিভাগের পর তিনি তাঁর পরিবারের সপো ১৯৪৮ সালে নদীয়া জেলার রাণাঘাটের র্পশ্রী ক্যান্পে চলে আসেন। এই সময় উন্বাস্ত্ আন্দোলনে তিনি সন্ধিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৪ সালে উন্বাস্ত্ আন্দোলন পরিচালনার সময় তিনি গ্রেম্তার হন।

রাজ্যের ছাত্র আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম সংগঠক। যুব আন্দোলনকে সংগঠিত রুপ দিতে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিষদীয় রাজনীতিতে তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সংগ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

১৯৭১ সালে প্রথম যাদবপরে কেন্দ্র থেকে বিপ্রেল ভোটে জয়ী হয়ে বিধানসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৭২ এবং '৭৭ সালেও ঐ একই কেন্দ্র থেকে তিনি প্রনির্বাচিত হন। ১৯৬১ সালে হেলিসিন্দিতে এবং ১৯৭৮ সালে কিউবায় অন্নিঠত বিশ্ব য্ব উৎসবে তিনি যোগ দির্মেছিলেন। মৃত্যুর মান্ত কয়েকদিন আগে তিনি ল্লাকায় কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগ দেন। দেশে ফেরার পথে তিনি লন্ডন, বার্লিন, রোম এবং কায়রো শ্রমণ করেন।

তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে অসংখ্য গণতান্ত্রিক মানুষের সংশ্য আমরাও তাঁর শোকসন্তম্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করছি।

-সঃ মঃ ব্ৰমানস

মধ্ব গোস্বামী-র সংবোজন--

সহজ স্বের যে ডেকেছে
সেই পেরেছে সাড়া,
চোথ রাজিরে যে এসেছে
সেই খেরেছে তাড়া!
বাঁচার লড়াই যে করেছে
সেই পেরেছে পাশে,
মৃত্যু তাকে হান্ক ছোবল
জীবন ভালবাসে!

# সম্পাদকীয়

ভারতে অবাক লাগে তেষট্টি বছর আগের একটি দেশের একটি ঘটনা—কী সীমাহীন তার গ্রুর্ছ, <mark>কী গভীর তার তাৎপর্য ৷ শত শত বছ</mark>র ধরে পূথিবীর বৃকে তো কত ঘটনাই ঘটে চ**লেছে** ৷ **কত রাজা-উজীরের পরিবর্তন** হয়েছে। কত রাজবংশের উত্থান-পতন হয়েছে। ঘটা করে কত <del>রাজা</del>-রাণীর অভিষেক হয়েছে। কিন্তু এমন ঘটনার কথা কে কখন শ্রনেছে যে ৬২ বছর ধরে গোটা দ্বনিয়ার সমস্ত শ্রমজীবী মান্য শ্রন্ধার সাথে একটি ঘটনাকে বছরে অন্ততঃ একবার স্মরণ করেন। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে বছরে অন্ততঃ একবার শপথ গ্রহণ করেন দেশে এক স্থী ও সম্শিধ-**শালী শাসনব্যবস্থা কায়েম করার।** 

১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় নভেম্বর মাসে (ঐ দেশের পঞ্জিকা অন্সারে অক্টোবর মাসে) তখনকার সাধারণ মানুষের কাছে এক অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হোল। প্রচন্ড প্রতাপ-শালী শাসনকর্তা জারশাহীর পতন ঘটল। কোন রাজবংশের কোন সোভাগ্যবান রাজপ্রের হাতে এই বিরাট দেশের শাসনভার গেল না। দেশ শাসনের দায়িত্ব এমন কি কোন ব্যক্তির হাতেও পড়ল না। দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করল যৌথভাবে একটি শ্রেণী। যে শ্রেণী হোল শ্রমিক-শ্রেণী-গতর-খাটা মান,ষের শ্রেণী।

জার্মান দেশের দার্শনিক পণ্ডিত কার্ল মার্কস ১৮৪৮ সালে ধনিকশ্রেণীর মৃত্যু পরোয়ানা ও শোষিত-নিপীড়িত মান্বের মুক্তির দলিল "কমিউনিষ্ট ইশতেহার" প্রকাশ করেন। তাতে তিনি গভীর বিশ্বাস নিয়ে ঘোষণা করেন যে ধনিকশ্রেণীর কাছ থেকে শ্রমিকশ্রেণী একদিন দেশকে পরিচালিত করার ক্ষমতা—রাখ্<del>ট-ক্ষ</del>মতা কেড়ে নেবেন। অর্থাৎ মেহনতকরা শস্তু হাতে শ্রমিক<del>-</del> শ্রেণী শেষ পর্যশ্ত দেশের রাজা হয়ে রাজদ<sup>্</sup>ড হাতে নেবেন। তখনকার দিনের এই অকল্পনীয় কথা শুনে রাজনীতির পশ্ডিত থেকে শুরু করে সকলে মার্ক্সাহেবকে বন্ধ পাগল বলে উপহাস করেছিলেন। পাগলা গারদ তাঁর যথাযোগ্য স্থান বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন।

কিন্তু মাত ২৩ বছর পর ১৮৭১ সালে ফরাসী দেশে শ্রমিকশ্রেণী শাসকশ্রেণীর কাছ থেকে দেশের একটি অংশের পরিচালন ক্ষমতা কেড়ে নেয়—এরই নাম প্যারি কমিউন। যদিও এটা অলপ করেকদিনের মধ্যে আবার হাতছাড়া হয়। মার্ক্সাহেব যে উন্মাদ নয়—এ রকম ঘটনা যে ঘটতে

পারে—এই খবর সর্বত্ত ছড়িয়ে পড়ল। সারা বিশ্বে এই ঘটনা আলোড়ন তুলল।

প্যারি কমিউনের প্রতিষ্ঠার বারা রাজনৈতিক আকাশে যে চমক স্থি হরেছিল তার ৪৬ বছর পর রাশিয়ায় তা বাস্তবে রূপ নিল। সোভিয়েত রাশিয়ায় এই সার্থক বিশ্লব বিশ্বের মান্বের কাছে প্রমাণ কবল মার্ক্স সভাদুষ্টা রাজনৈতিক দার্শনিক। মহান নভেম্বর বিশ্লব শোষণ ব্যবস্থাকে অক্ষ্ম রেখে শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন নয়-এই বিশ্বব গোটা শোষণ ব্যবস্থার অবসান করে শোষকগোষ্ঠীকে সম্লে উংখাত করে মেনহতী শ্রেণীর একনায়কত্বে এক নতুন শোষণহীন সমাজ বাবস্থা প্রতিষ্ঠা করল। মান,ষের শ্বারা মান,ষের উপর শোষণ চিরদিনের জন্য বন্ধ হোল। কল-কারখানার শ্রমিকের মেহনতে যে পণা উৎপন্ন হবে তার ন্যায্য অংশ থেকে তারা চিরবণ্ডিত থেকে সীমাহীন দৃঃখ-কন্টের মধ্যে জীবনযাপন করতে বাধ্য হবে আর মালিকগ্রেণী—উৎপাদনের সাথে বাদের কোন সরাসরি সম্পর্ক নেই-তারা মুনাফার পাহাড় গড়ে বিলাসিতা ও বাভিচারের উৎকট আনন্দ উপভোগ করতে থাকবে—এ ব্যবস্থা বন্ধ হোল। যে ক্ষেত্মজ্বরের ঘামে ক্ষেতে ফসল তৈরী হবে জোতদার-জমিদারশ্রেণী মান্ধাতার আমলের ভূমিব্যবস্থার জোরে তার স্বট্র্কু প্রায় আত্মসাৎ করতে থাকবে—এ প্রথাকে ল্পত করে দেয়া হোল। এক কথায়—উৎপাদন সম্পর্ক সম্প্রতিত ন্তন করে স্থাপন করা হোল। উৎপাদনের উপাদানগ**্লি**র উপর ব্যক্তি মালিকানা চুরমার করে দিয়ে জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হোল। ফুলে দেশে উৎপন্ন সম্পদ মানুষের মধ্যে সূব্যম বশ্টনের বনিয়াদ তৈরী করল। জীবনের সনাতনী যক্তণা থেকে মান্ত্র মুক্তি পেল। যুব-জীবনে বেকারিছের অভিশাপের সম্ভাবনা প্ররোপ্রির শেষ হয়ে গেল। চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থানের ব্যবস্থা সকল মান্ধের জনা স**্নিশ্চিত হোল। মান্**ষ নৃতন জীবনের স্বাদ পেল— তার জীবনের অর্থ খংজে পেল।

এই সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে সকল মান,ষের স্জন্ীশক্তির সুষ্ঠ, বিকাশের সুযোগ আসলো। মুনাফা স্ভিরু জনা নয় দেশের মান্ধের স্থ-স্বিধা বুণিধর জন্য সমস্ত সুন্পদের ৰখাৰথ সম্ব্যবহারের পম্পতি চালা হোল। সমুস্ত বিশ্বকৈ তাক লাগিয়ে দিয়ে সর্বক্ষেত্রে বিশ্বের

প্রথম সমাজতান্ত্রিক রান্ট্রের অগ্রগতি প্রবল গতিতে এগিয়ে চ**লল**।

সামাজ্যবাদী শিবিরে হাদ্কম্প শ্রের হোল। ধনিকপ্রেণী শিহরিরে উঠল। নিজের অস্তিম্বক রক্ষা করার জন্য মরিরা হরে সমস্ত প্রকার চেন্টা শ্রের করল।

সেই খেকে আৰু পর্যন্ত বিশ্বের তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ এই নভেম্বর বিশ্ববের আলোকে আলোকিত হয়ে—নিজ দেশে এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। বাকী অংশে এই মন্ত্রে দীক্ষিত মানুষ দান্তিশালী হচ্ছেন, সংগঠিত হচ্ছেন, লক্ষ্যকে স্থির রেখে, আদর্শে অবিচল থেকে এই ব্যবস্থা কায়েমের দিকে দঢ়ভাবে অগ্নসর হচ্ছেন।

সমাজতান্দ্রিক শিবিরের বাইরে সকল পর্নজ্ঞবাদী দেশে এখন এক চরম অর্থনৈতিক সংকট চলছে। অস্বাভাবিকভাবে দ্রবাম্ল্য বৃদ্ধি পাছে। বেকারের সংখ্যা দ্রতগতিতে বেড়ে চলেছে। মান্বের দর্ভোগ একনাগাড়ে বেড়ে চলেছে। শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সমাজের এই শোচনীর অবস্থার ছাপ অত্যত স্কুপন্ট। এক অস্থির পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে এই দেশগুলি চলছে।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষেও এই সমস্যাগৃলি আনবার্য কারণেই বর্তমান। সমস্ত দিকে অর্থনৈতিক সমস্যা বাড়ছে। কাজের স্বুযোগ আরও বেশী সংকৃচিত হচ্ছে। বেকারিছের তীরতা এক ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। দেশের বাবতীর সমস্যার সঠিক সমাধানের পথ থেকে মানুষের বিশেষ করে লড়াকু ব্বসমাজের দৃষ্টিকে অন্যাদিকে ঘ্রিরের দেয়ার জন্য শিক্ষাক্ষেরে নৈরাজ্য, সাংস্কৃতিক জগতে ক্লীবতা, অশ্লীলতা, ষোনতা এবং জীবন-বিম্খতার জোয়ার সৃষ্টি করার স্পারকল্পিত প্রচেন্টা হচ্ছে। ধর্মীয়ে গোড়ামি ও অসহিক্ত্বতা, জাতিভেদ, প্রাদেশিকতা, আর্থালকতা, কু-সংস্কার, ক্পেমণ্ডুকতা, আত্ম-কেন্দ্রিকতার মত বিষান্ত ব্যাধিগ্রালির প্রসারের ন্বারা ব্রমনকে সম্পর্ণভাবে আচ্ছের করার ষড়য়ন্ত হচ্ছে। সামাজ্যবাদী শান্ত এর স্বুযোগ গ্রহণ করছে। কতকগ্বালি সংগত ক্ষোভকে সামনে রেখে বিচ্ছিন্নতাকামী ঝোককে স্বুনিপ্রণভাবে চাঙ্গা করার চেন্টা করা হচ্ছে—দেশের ঐক্য ও সংহতিকে ধ্বংস করার চক্তান্ত চলছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর আক্রমণ হানার বিভিন্ন প্রকার লক্ষণগ্বিল স্কুপ্ত হচ্ছে। সংসদীয় ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে এক ব্যক্তির হাতে দেশ শাসন করার যাবতীয় ক্ষমতাকে সমর্পণ করার ক্ষেত্র প্রস্থার বিরুদ্ধে কড়চা গাওয়ার মণ্ড তৈরী করা হচ্ছে।

এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে বিশেবর লক্ষ-কোটি মান্ব্যের সাথে আমরাও ঐতিহাসিক নভেম্বর বিশাবকৈ ক্ষরণ করছি। দেশের মান্ব বিশেষতঃ যুবসমাজকে তাই আমরা আহ্বান করব—আস্বল দেশের বিদামান সমস্যার কারণ এবং সামগ্রিক অবস্থার এক বৈজ্ঞানিক বিশেষণের কাজে আমরা আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করি। নভেম্বর বিশাবের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমাদের দেশের মাটিতে তাকে প্রয়োগ করার কৌশল আয়ত্ব করার রতে আমরা দীক্ষাগ্রহণ করি। দ্বনিয়ার এক-তৃতীয়াংশ মান্ব যা পেরেছেন—আমরা যা পারি নি—সেই না পারার শানি থেকে ম্বিজ্ঞাভ করার জন্য এই নভেম্বর বিশাব বার্ষিকীতে বজ্পকণ্ঠে ঐকাবশ্বভাবে শপথ গ্রহণ করি।

# নবীনের জিজ্ঞাসাঃ প্রবীণের উত্তর

## त्नीमित नारिकी

মহান নভেন্বর বিশ্লবের ৬৩তম বার্ষিকী এবার উদ্যাপিত হছে। সোভিয়েত রাশিয়া সহ সমাজতান্তিক দুনিয়ার জনগণ নভেন্বর বিশ্লব বার্ষিকীতে উৎসব মুখর হরে উঠবেন, সমাজতন্ত্র নির্মাণ কার্য দুতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করবেন আর শোবণের শৃংখলে আবন্ধ প্রজিবাদী দুনিয়ার মেহনতী জনগণ নিজ নিজ দেশের বিশ্লবক ম্বানিত করার অংগীকার গ্রহণ করবেন।

১৯১৭ সালের ৭ থেকে ১৭ নভেম্বরের রক্তরার দশটা দিন কাপিয়ে দিয়েছিল সারা দ্বানরা। নভেম্বর বিশ্লবের বিজয় অভিযান দেখে শংকিত হয়েছিল দেশে দেশে শোষক শাসক আর অত্যাচারীর দল। কিন্তু বিশ্বের শ্রামক শ্রেণীর কাছে, মেহনতী জনগণের কাছে, সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশিক শোষণ শাসনে জর্জারিত পরাধীন দেশের সংগ্রামরত জনগণের কাছে, এই বিশ্লব এক নব ষ্কোর স্চুনা করেছিল, বহন করে এনেছিল আগামী দিনের উষার আলো। মানব জাতির ইতিহাসে নভেম্বর বিশ্লব-ই একমার বিশ্লব নয়। র্শ দেশের বিশ্লবের আগেও বহু বড় বড় বিশ্লব সংঘটিত হয়েছিল। বহু রক্ত ঘাম আর অশ্রের পিছিল পথ অতিক্রম কনে এসেছিল সে সব বিশ্লব। যেমন সম্ভদশ শতাব্দীর ইংলন্ডের বিশ্লব, সামা-মেরী-ব্যাধীনতার পতাকা উধের্ব তুলে ধরা অন্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিশ্লব মানব সমাজে বিরাট আলোড়ন তুলেছিল। কিন্তু মানব ইতিহাসের সমস্ত সংঘটিত বিশ্লবের সংগা নভেম্বর বিশ্লবের পার্থক্য। ছিল বিরাট। কি সেই মোলিক পার্থক্য।

সামা-মৈন্ত্রী-স্বাধীনতার বাণী বহনকারী ফরাসী বিশ্লবও মান্বের শ্বারা মান্বের শোষণ বন্ধ করতে পারেনি। সেই বিশ্লবেও শ্রেণী শোষণের অবসান ঘটেনি। নভেন্বর বিশ্লবের প্রের্ব সংঘটিত সমস্ত বিশ্লব—ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রগতির কথা বলা হলেও, মানব জাবিনের কিছ্ কিছ্ সমস্যার মোকাবিলা করলেও সেই সব বিশ্লব শোষণের অবসান ঘটায় নি। নভেন্বর বিশ্লবই প্থিবীর ব্রেক মানব জাতির ইতিহাসে প্রথম বিশ্লব যা শোষণের অবসান ঘটিরেছে, নভুন ব্রের স্টুচনা করেছে।

একদল শোষকের জারগায় আর একদল শোষককে বসানো, এক রকম শোষণ ব্যবস্থার পরিবর্তে আর এক রকম শোষণ ব্যবস্থার পরিবর্তে আর এক রকম শোষণ ব্যবস্থার পরবর্তে আর এক রকম শোষণ ব্যবস্থার পরবর্তে করা নভেন্বর বিশ্ববের উদ্দেশ্য ছিল না। নভেন্বর বিশ্ববের উদ্দেশ্য ছিল না। নভেন্বর বিশ্ববের উদ্দেশ্য ছিল মানুবের শোষকের গোষণের সকল রকম ব্যবস্থার অবসান করা, সমস্ত শোষকগ্রেণীকে উচ্ছেদ করা, উৎপাদনের উপারসমুহে সমাজের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করা, রাণ্ট্র কর্ত্তির শাসনকর্তি শোরা সবচেরে বিশ্ববী শ্রেণী সেই শ্রমিকশ্রেণীর শাসনকর্তিত্ব সংখ্যাপিত করা, বুর্জোয়া শ্রেণীর গণতন্তার অর্থাৎ সমাজের শতকরা দশভাগ মানুবের গণতন্তার অবসান করা এবং মেহনতী মানুবের গণতন্তা অর্থাৎ সমাজের শতকরা নব্বই ভাগ মানুবের গণতন্তা প্রতিষ্ঠিত করা।

নভেন্দর বিশ্বন আমাদের দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে বিরাট প্রভাব বিশ্বার করেছিল। এই শতাব্দীর দ্বিতীর দশকেই আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে বিটিশ সামাজ্যবাদীদের কঠোর পাহারা ও নিষ্ঠ্রর চোথকে ফাঁকি দিয়ে নভেন্বর বিশ্লবের আদর্শ, অনেক তথ্য এবং সমাজতদ্য নির্মাণ কার্যের অগ্রগতির সংবাদ আসতে থাকে। বাধানতা সংগ্রামের অসংখ্য সৈনিক নভেন্বর বিশ্লবের আদর্শে নতুন পথ নির্দেশ খুঁজে পান। এক নতুন ধরনের সংগ্রাম জন্মলাভ করে। যদিও বৃহৎ সংবাদপত্রগর্মিল সাম্রাজ্যবাদী দ্নিয়ার বিকৃত তথাই প্রচার করত, নভেন্বর বিশ্লবের লাল ফোজদের দস্য বলে চিহ্নিত করত, বলগোভিক জ্বজ্বর ভয় দেখাত এবং গ্রামকগ্রেণীর ক্ষমতা দখলের আতৎক ছড়াত, তব্ও তারই মধ্যে অনেকে খুঁজে পের্য়েছলেন মুক্তির পথ। চোরা পথে বিপদের বিপল্ল ঝুঁকি নিয়ে বিশ্লবারা সংগ্রহ করতেন সোভিষ্কেত রাশিয়ার বিশ্লবের বই, মার্কস, এশ্রেলস, লেনিন, স্তালিনের চিরায়ত গ্রন্থাবলী।

যাদের হাত ধরে ভারতের জনগণ মৃত্তির নতুন দিগদত আবিজ্ঞার করেছিলেন, যারা তথন কৈশোরের দ্বশন্ময় জগণ ছেড়ে যৌবনের প্রাণাচ্ছ্রলতায় দ্বাধীনতার সংগ্রামে খংজে ফিরছিলেন বিকল্প পথ, তাদেরই কয়েকজনকে নভেন্বর বিশ্লবের ৬৩তম বার্ষিকী উপলক্ষে আমরা কিছ্ন প্রদ্ন করেছিলাম, বন্ধবা দ্বনতে চেয়েছিলাম। সর্বজন্তাশের নেতা বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী বিনয় চৌধ্রী, প্রবীন জননেতা গ্রিদ্ব চৌধ্রী আমাদের প্রশেনর জবাব দিয়েছেন, নবপ্রজ্ঞশ্যের কাছে অতীত ও বর্তমানের যোগস্ত্র রচনা করেছেন।

#### आभारम्ब अन्नावनी

সবার কাছেই আমরা একই প্রণন উপস্থিত করেছিলাম। সেই প্রণন্যালি হলো—

- ১। নভেম্বর বিশ্লবের কথা কবে কথন কোথায় কার কাছে প্রথম শুনলেন। আজকের নয়, তখনকার প্রতিক্রিয়া কি ছিল?
- ২। নভেম্বর বিশ্লবের সংশ্য অতীতের অন্যান্য বিশ্লবের কি মৌল পার্থক্য আপনার চোখে ধরা পড়েছিল?
- ৩। নভেম্বর বিশ্লবোত্তর চিল্তাধারাটি কিভাবে আপনি গ্রহণ করলেন?
  - ৪। নভেম্বর বিস্পবোত্তর আশা-প্রত্যাশা কতটা প্রেণ হয়েছে?
- ৫। নভেম্বর বিশ্লব প্রসংগে আপনার কোন ব্যক্তিগত স্মৃতি মাজে কি?
- ৬। নভেন্বর বিশ্বর কি আর অতীতের মত য্ব সমাজের মনে উন্দীপনা স্থিত করে না?
- ৭। নভেম্বর বিশ্লব জাতীয় মৃত্তি আন্দোলনে কি প্রভাব বিশ্তার করেছে?
- ৮। বর্তমান যুব সমাজের কাছে নভেম্বর বিশ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে আপনার বন্ধব্য কি?

## विनम्र क्रीथ्रमी

"আমরা তখন নতুন পথ খ্রেছি। ভাবছি স্বাধীনতার পর কি হবে, সমাজ কেমন হবে, কিভাবে গড়ে তুলব আমাদের দেশ। তখন বৌবনের তেজ, রক্তে দোলা দিত স্বাধীনতার সংগ্রাম, মিছিল মিটিং দেখতাম, আকর্ষণ অন্ভব করতাম, কখনও মিশে বেতাম জ্বনতার ভীড়ে। কিন্তু ঐ প্রশ্ন—স্বাধীনতার পর কি হবে? পথ কি? এমন সময় নতুন আইডিয়ার সন্ধান পেলাম, নভেন্বর বিশ্লবের আদর্শে উন্দ্রন্থ হলাম"—চিন্তার অতল স্লোত থেকে উঠে এসে বললেন বর্তমান ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্দ্রী।

প্রচম্ভ কর্মবাস্তভার মধ্যে মহাকরণে সমর দিতে পারেন না। জটিল দশ্তরের দার-দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। পর পর করেকদিন সমর দিয়েও অন্য কান্ধে আটকে গেছেন। কখনও বা দর্শনার্থীর ভাঁড়েকখা বলতেও পারেন নি। তারই মধ্যে এক ফাঁকে একদিন সব প্রশেনর জবাব দিলেন।

নভেম্বর বিপ্লবের সময় তিনি ছিলেন কিশোর। যথন সেই যুগান্তকারী বিক্ষাবের সংবাদ, তথ্য ও ঘটনাবলী ব্রুবতে পেরেছেন তখনও তার বয়স বেশী নয়, সবে যৌবনে পা দিয়েছেন। ফলে দীর্ঘকালের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে মনে করতে হচ্ছে যৌবনের কথা। স্মৃতি বড় প্রতারক। বড় দুত হারিয়ে যায়। খ্ব সামান্য অংশই সে বহন করতে পারে। তব্ মানুষের মনে এমন কিছু কিছু ঘটনা গে'থে থাকে যা চিরকালের সম্পদ। নভেম্বর বিম্লবের সেই দোলা লাগানো ঘটনাবলীরও অনেকটাই শ্রম্থেয় নেতার ক্ষাতিপটে অম্লান রয়েছে। তাঁর কথা থেকেই বাল: আমার বয়স এখন সত্তর। সব কথা তাই মনে রাখা মুশকিল। প্রায় পঞ্চাশ বাহার বছর আগেকার কথা। তাই এখন আর মনে করতে পার্রছি না কবে কোথায় কখন কার কাছে প্রথম নভেম্বর বিশ্লবের কথা শ্রেনছিলাম। তবে নভেম্বর বিম্লবের কথা প্রথম শানেই খাব অনাপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলাম এমন নয়। ধীরে ধীরে তার আদর্শ, তার সাফল্য আমি এবং তংকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সংগঠন যুগাস্তর দলের অন্যান্য অনেকে ব্রুঝতে পেরেছিলাম।

#### আত্মশক্তির সংবাদ

মনে পড়ছে মীরাট বড়বল্য মামলার কথা, বট্কেশ্বর ও ভগত সিংদের সেল্ট্রাল অ্যাসেমব্রিতে বোমা ফেলার কথা। এসব জ্ঞানতে পেরে উল্জ্বীবিত হয়েছিলাম। এ সময়ে 'আত্মশক্তি' পহিকাতে নির্মায়ত সংবাদ পড়তাম, জ্ঞানতে পারতাম অনেক ঘটনা। রোমাণ্ড লাগত। তথন আর কত বয়স? বিশের দশকের শেষ দিককার কথা।

#### ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ

বিস্পরী নেতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সংগ্যে ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে একটা ছাত্র সম্মেলনে পরিচয় হয়। ভূপেনদার কাছ থেকে ক্রমশঃ জানতে পারি রুশ বিস্পবের কথা।

হুগলীর শ্রীরামপ্রের কলেকে ভার্ত হরেছি। সরোজও (সরোজ মুখার্জি) ভার্ত হয়। সে আমার ছাত্রজীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধ্ব। তথন আমরা ব্যান্তর দলে ছিলাম। ছাত্রজীবনে বিশ্বব ও বিশ্ববী আদর্শ দ্রত আকর্ষণ করে। আমাকেও করেছিল। ভূপেনদার প্রেরণা তো ছিলই। নভেন্বর বিশ্ববের আদর্শ নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করল। খ্রিটের খ্রিটের পড়তে লাগলাম বিশ্ববের কথা। ব্রুতে চেষ্টা করলাম। জানতে পারলাম শ্রমিকরা ক্ষমতা দখল করেছে।

#### তখন কি বই পডেছিলাম?

 ডঃ দত্তর সংশ্যে আলাপের পর পড়তে থাকি William Rhys -এর Russian Revolution জন রীডের দর্নিয়া কাঁপানো দলটি দিন, স্তালিনের লেনিনিজয়, কমিউনিস্ট ম্যানিফেন্টো, য়ার্কস এপোলস্-এর কিছ্র কিছ্র বই। এ ছাড়াও আরও অনেক বই পড়েছি। সব নাম এই মুহুরের্ড মনে পড়ছে না।

#### वरे नश्यर

হ্যা বেশ জটিল কাজ ছিল। বই পাওরার ব্যাপারে বর্মন পাবলিশিং হাউস খ্ব সাহায্য করেছিল। ওথানে অনেক বই পেতাম। তবে অন্যভাবেও ব্রিটিশ শাসকদের তীক্ষ্য দৃষ্টি এড়িয়ে সংগ্রহ করতাম, পড়তাম আর নব আবিষ্কারের আনন্দে উদ্বেশ হয়ে উঠতাম।

১৯৩১ সাল। হালিম সাহেব প্রেরাত আবদর্ল হালিম), সোমনাথ লাহিড়ী, সরোজ মুখার্জি ও আমি পরিচিত হরেছি। সরোজ, হালিম সাহেবের খুব ঘনিষ্ঠ ছিল।

#### রোম্যান্স ছাড়তে পারছিলাম না

ইয়ং ম্যান হিসাবে মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। প্রদন, ও নানা জিল্কাসা, মনকে দোলা দিছে। সত্যি কথা বলতে, সন্তাসবাদের রোমান্স ছাড়তে পার্রাছ না, আবার মনে প্রাণে সেই পথই আমার বিশ্লবী জীবনের পথ ভাবতে পার্রাছ না। দ্বন্দ্ব নিরসনে ছ্টলাল আমাদের দলের নেতা বিশ্লবী বিপিনবিহারী গাণ্স্লীর কাছে। জানতে চাইলাম পার্টির কর্মসূচী কি, ভবিষ্যতের রূপরেখা কি?

না, তিনি সম্পূষ্ট করতে পারলেন না। যুগান্তর দল থেকে বেরিয়ে গেলাম। কয়েকজন মিলে তৈরী করলাম ইন্ডিয়ান সোশিয়ালিষ্ট রেডলিউশনারী পার্টি। ১৯৩২ সাল। পরে তারও পরিবর্তন হল। তৈরী হলো ইন্ডিয়ান প্রলেতারিয়ান রেডলাশান পার্টি। বর্ধমান, হ্গলী প্রভৃতি জেলার যুবকদের অনেকের সঞ্জে সন্মাসবাদী দলের মতপার্থক্য দেখা দিল। তারা বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এলো। ধীরে ধীরে যোগাযোগ হল মার্কসবাদীদের সঞ্জে। আগেই বলোছ আমরা নতুন পার্টি গড়ে তুললাম। সরোজ অবশ্য প্রথম থেকেই হালিমদের সঞ্জে ছিল।

#### জেলে কাটল পাঁচ বছর

১৯০৩ সাল। আমি, হরেকেন্ট (প্রখ্যাত কৃষক নেতা ও প্রান্তন মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোগুরে) প্রমূখ গ্রেশ্তার হয়ে গেলাম। সেবার সাজ। হল না। কিন্তু বীরভূম ষড়বন্দ মমলায় আবার গ্রেশ্তার হলাম। সাজা হল সাড়ে চার বছর। জেলের মধ্যে মারামারি করার দর্ন সাজা বেড়ে হল পাঁচ বছর।

দীর্ঘ দ্বন্দ্র সংঘাত অতিক্রম করে এবং মার্কসবাদের বইপত্র পড়ে আমি নভেন্বর বিশ্ববের প্রকৃত তাংপর্য ধরতে পারি।

#### সমাজের সর্বনিক্লতরের মান্য মাথা ভূলে দাঁড়িরেছে

নভেম্বর বিশ্ববের সংশ্য অতীতের অন্যান্য বিশ্ববের মৌল পার্থক্য থ্বই স্কুপণ্ট। সমাজের সর্বনিদ্দ স্তরের মানুষ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে দেখে আমি উল্জীবিত হয়েছিলাম। প্রমিকপ্রেণী মেহনতী মানুষ শাসন ক্ষমতা লাভ করেছে। জমিদার ও ধনিকপ্রেণীকৈ উচ্ছেদ করে সমাজের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেছে। সোভিয়েত রাশিরা সাম্বাজ্ঞাবাদের মোকাবিলা করে পরিকল্পনা মাফিক দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাচ্ছে, শোকাহীন সমাজ কায়েম করছে। মানুষের ম্বারা মানুষের শোষদের অবসান ঘটানোই নভেম্বর বিশ্ববের মৌল পার্থক্য অন্যান্য বিশ্ববের থেকে।

#### স্বকিছা বিচার করে বিপ্লব কতদ্র ভাবতে হবে

প্রথমের দিকে, অস্বীকার করব না, রোমান্টিক ভাব ছিল। নভেম্বর বিশ্লবের আদশে উম্বন্ধ হয়ে ভারতীয় বিশ্লবের প্রস্<sup>ত্র</sup> আশা প্রত্যাশাও জাগে। কিন্তু তত্ত্ব যত আয়ন্ত্ব করেছি, ব্রুবতে পেরেছি ভারতীয় রাজনীতির জটিলতা অনেক। অসম বিকাশ। জাতপাতের সমস্যা, ধর্মের প্রভাব, বিশাল দেশ, সংগ্রামের নানা দোলাচলতা সব কিছু বিচার করে বিশ্লব কতদ্ব ভাবতে হবে। নিজেদের আরও প্রস্তৃত করতে হবে। আরও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

শ্বিতীয় বিশ্ববৃশ্ধ, ফাাসীবাদের পরাজয় ও লাল ফোঁজের বিরাট সাফলা, দেশে দেশে মৃত্তি সংগ্রামের বিপৃত্তা অগ্রগতি এবং সর্বোপরি মার্কসবাদ লোননবাদ অধ্যয়ন ও রুণ্ড করার মধ্য দিয়ে এ স্থির বিশ্বাস অর্জন করেছি যে, নভেশ্বর বিশ্লবের আদর্শ অনুসরণ করার মধ্য দিয়েই ভারতীয় বিশ্লবের প্রত্যাশিত সাফল্য আসতে পারে। দীর্ঘ সংগ্রাম করার অভিজ্ঞতার দপুণে বলতে পারি যুব সমাজের হতাশার কোন কারণ নেই। পথ অদ্রান্ত, তাকে আয়ড় করতে হবে। নিষ্ঠার সংগ্রা অনুসরণ করতে হবে, এবং প্রয়োগ করতে হবে।

#### আকর্ষণ ক্ষমতা ক্ষেছে?

এ কথা ঠিক, বিদ্রান্তি বেড়েছে। আমরা যাদের দেখে উভ্জীবিত হয়েছিলাম সেই লেনিনের দেশে সংশোধনবাদী বিদ্রান্তি আছে। চীনের বিচ্যুতি এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নানারকম মতপার্থক্য ও অনৈক্য বর্তমান কালের যুব সমাজের মধ্যে নানা প্রশ্ন সৃষ্ঠি করছে। হয়ত আগের মত চট করে আকর্ষণ্ড করতে পারছে না। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা তাদের কাছে মার্কস্বাদ-লেনিনবাদের মূল কথা তুলে ধরতে পারলে, সঠিকভাবে ঘটনাগ্রির বিশ্লেষণ উপস্থিত করতে পারলে যুব সমাজ আকৃষ্ট হবেই। তাই যুব সমাজের কাছে নভেন্বর বিশ্লবের আদর্শ সঠিকভাবে তুলে ধরা দরকার। যুব সংগঠনগর্মল এ ব্যাপারে খ্রই তৎপর। তাই এখনও অসংখ্য যুবক নভেন্বর বিশ্লবের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে নতুনভারত গড়ার সংগ্রামে আকৃষ্ট হয়ে আন্দোলন সংগ্রামে সামিল হচ্ছেন। দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করার কাজ আমাদের আরও যত্ন সহকারে করতে হবে।

#### নডেম্বর বিশ্ববের আদর্শের বিজয় সংগীত ধর্নিত হচ্ছে

জাতীয় মৃত্তি সংগ্রামে নভেম্বর বিশ্লবের আদর্শ আজও বিপ্ল প্রভাব বিশ্তার করে চলেছে। নভেম্বর বিশ্লব যে ঔপনিবেশিক বিশ্লবের যুগের স্ট্রনা করেছিল, সেই যুগের জাতীয় মৃত্তি সংগ্রামের অব্যাহত ধারাই বয়ে চলেছে। ন্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে এক বিশ্লব তর্ত্তা ছড়িয়ে পড়েছে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে। এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশেই ঘোষিত হয়েছে স্বাধীনতা।

শ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমাজতান্টিক দ্নিয়ার অভ্যুদ্য আর এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে জাতীয় ম্ভি সংগ্রামের সাফল্যে নভেম্বর বিশ্লবের আদর্শের বিজয় সংগীত ধ্নিত হচ্ছে।

# काणीय मृति मरशास्त्रत नावानगरक निष्दित निर्क भातरा ना

সমাজতাশ্যিক দেশগৃন্দির মধ্যে দ্বংথজনক বিরোধ এবং মত-পাথকা এবং জাতীয় মৃত্তি সংগ্রামে সমর্থন ও সহযোগিতার প্রশ্নে সম্প্রতি কিছ্ কিছ্ অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যাশত সাহায্য ও সমর্থন সব সময় মেলেনি, বড় বড় সমাজতাশ্যিক দেশগৃত্তীলর ভূমিকায়ও কোথাও কোথাও দেদ্বামানতা রয়েছে। সবই সতি। কিন্তু ইতিহাসের গতি কে রুখবে। আদর্শের ভাল্বরতা বিদ্রান্তি ও বিচ্যুতিতে স্পান হওয়ার নয়। বিরোধ ও এমন কি সংঘর্ষ থাকা সত্ত্বেও সমাজতালিক দুনিনয়ার উপস্থিতি ও সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিকাশধারা এ কথাই প্রমাণ করছে যে সাম্রাজ্যবাদীদের আজ আর এমন ক্ষমতা নেই যা দিয়ে তারা জাতীয় ম্বি অভিযানের দাবানলকে নিভিয়ে দিতে পারে। সাম্রাজ্যবাদ দ্বত পিছ্ব হটছে, জাতীয় ম্বি সংগ্রামও ক্রমশঃ দেশে দেশে বিপ্লে শক্তি অর্জন করছে।

নভেম্বর বিশ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে আজকের যুবকদের কাছে আমার বন্ধব্য জানতে চান? আমি তাদের একথাই বলতে চাই যে, নভেম্বর বিশ্লবের আদর্শ চির অম্লান। এই বিশ্লবের তত্ত্ব আয়ত্ব কর্ন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌল সিম্পন্তগ্র্লি আত্মম্প কর্ন।

#### জাতীয় চরিত ও ইতিহাস ব্বে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রয়োগ শিখতে হবে

আজ্ব আমাদের দেশের সামনে এক জটিল অবন্থা। জাতপাতের সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, সাম্প্রদায়িক দাংগা বিভিন্ন প্রান্তে জনজীবনে আতংক স্ছিট করছে, প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ মেহনতী জনগণের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তোলার কাজে প্রতিবংশকতা স্ছিট করছে। ভারতের জনগণের প্রকৃত মুদ্ধি অর্জন করতে হলে, বিশ্লব সংগঠিত করতে হলে ভারতীয় জনগণের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবন্থাে ব্রুতে হবে, আমাদের অতীত ইতিহাস ও জাতীয় চারত্র ব্রুতে হবে, তার অধিক মার্কস্বাদী মুল্যায়ন করতে শিখতে হবে এবং সংগ্রাম বিকশিত করার কায়দা কৌশল রুত করে কার্যক্ষেত্র প্রয়োগ করতে হবে। যুব সমাজ অফ্রুকত প্রাণশন্তির অধিকারী, তাদের ব্বুন্ন বিরাট। সেই স্বুন্ন সফল করার শপথ নিতে হবে। নভেন্বর বিশ্লবের চির অন্তান আদর্শ উধের্ব তোলার মধ্য দিয়েই হতাশা অতিক্রম করার এবং মার্কিসবাদলেনিনবাদের পতাকাতলে অবিচল থাকার দায়িত্ব নিতে হবে।

# विषिय क्वांध्रुती

প্রবীন জননেতা গ্রিদিব চৌধ্বীর সঞ্গে যোগাযোগ করতে বেশী সময় লাগেনি। একদিন সকালে সোজা চলে গেলাম তাঁদের পাটি কমিউনে। ১৯৫২ সাল থেকে বহরমপ্র লোকসভা কেন্দ্রের নিরবিচ্ছিল্ল বিজয়ী গ্রিদিববাব্ কলকাতায় সাধারণত এখানেই থাকেন। বহরমপ্রের ছাত্রজীবনেই রাজনীতিতে হাতে খড়ি। কংগ্রেসের ভেতরে ছিলেন অন্যান্য বিশ্লবীদের মতই। ছাত্রজীবন থেকেই কংগ্রেসের আপোষম্খী অহিংস নীতির প্রতি বিশ্বাস ছিল না, ছিলেন সন্দ্রাসবাদী। আর. এস. পি. গঠিত হওয়ার পর থেকে নিজ মত ও পথে নিষ্ঠাবান থেকে শ্রমজীবী মানুষের জন্য লড়াই সংগ্রাম করছেন। এখন তিনি আর. এস. পি-র সর্বভারতীয় সম্পাদক। সত্তর অতিক্লান্ত গ্রিদিববাব্ আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলে গেলেনঃ

আমার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে প্রথম ১৯১৯-২০ সালে নভেন্বর বিক্ষবের কথা শর্না। আমার আত্মীয় তথনকার দিনে দেশে ব্রুজোয়া থবরের কাগজে নভেন্বর বিক্লব্ সম্পর্কে যে সমস্ত বিকৃত এবং বিরুপ সংবাদ প্রকাশিত হত প্রধানত তারই উপর নির্ভর করে আমার কাছে গল্প করত। তথন খ্ব একটা বিশেষ প্রতিক্রিয়া আমার মনে দেখা দেয়নি।

নভেম্বর বিশ্লব সম্পর্কে আমি কিছুটা ভালোভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাই আর একট্ বেশী বয়সে। কলেজে প্রথম বার্ষিক ক্লাসে পড়ার সমর জন রীডের দ্বনিরা কাঁপানো দশটি দিন (ইং) এবং জর্মান বুর্জোরা লেখক Rene Fullop Mueller-এর Lenin and Gandhi এবং Mind and Face of Bolsevikism -এর মাধ্যমে ১৯২৮-২৯ সালে নভেন্বর বিক্ষব সম্পর্কে বিক্তৃত জানতে পারি।

2Mueller বলসেভিক বিশ্লব সম্পর্কে খ্র সহান্ত্রিসম্পন্ন না হলেও ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর বইগ্নিল অনেকখানি তথ্যান্গ ছিল এবং নভেম্বর বিশ্লবের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে আমাকে আকৃষ্ট করতে অনেকখানি সাহাষ্য করেছিল।

#### जन्मीलन जीविष्ट विश्ववी क्यी

আমি সে সময় জাতীয়তাবাদী বিশ্ববী আন্দোলন সংস্থা "অনুশীলন সমিতি"র সংগ্যে যুক্ত ছিলাম। গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত অহিংস গণ আন্দোলন আমাদের সেভাবে আকৃষ্ট করতে
পারেনি। অন্যদিকে প্রনো বিশ্ববী আন্দোলনের পিছনে ব্যাপক
গণ সমর্থনের অভাবের দর্ন তারও সাফল্য সম্পর্কে আমাদের
মনে তথন সংশ্র দেখা দিতে আরম্ভ করে।

#### নডেম্বর বিশ্বব প্রেণী বিশ্বব

এই বিশ্বর পরিচালিত হরেছিল ব্যক্তিগত মালিকানা ও ধনবাদ উচ্ছেদ করে প্রমিকপ্রেশীর রাজত্ব কারেম করার জন্য। প্রথিবীর বৃকে সংঘটিত অন্যান্য বিশ্ববের সপ্যে এই মৌলিক তফাংটাই আমার চোখে ধরা পড়েছিল।

#### এম, এন, রারের প্রভাব

জারতন্ত এবং ধনতন্তের বিরুম্থে নভেন্বর বিশ্ববের সাফল্য আমাদেরকে স্বভাবতই শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণী সংগ্রাম এবং নভেন্বর বিশ্ববের আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করে এবং সেই আদর্শের পিছনে যে মার্কসবাদী-কোননবাদী চিন্তাধারা আছে তার ন্বারাও আমরা প্রভাবিত হই। এম, এন, রারের ভারতীর রাজনীতি সম্পর্কে বিশ্বেকণ আমাদের এ সমরে এদিকে কিছুটা প্রভাবিত করে। বিশেষ করে তাঁর ও অবনী মুখার্জির লিখিত India in transition আমাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে।

তখন মার্কসবাদী সাহিত্য এবং তৃতীর আন্তর্জাতিকের পাঠান সংবাদ পরিকা 'IMPRECOR' প্রভৃতি গোপন পথে এদেশে আসত। খ্ব নিরমিত ছিল না। মাঝে মাঝেই কোথার বেন আটকে যেত। আমরা এসব বইপাইখ এবং প্রগরিকা থেকেই নভেন্বর বিশ্লব ও সমাজবাদী রুশ সম্পর্কে এবং তৃতীর আন্তর্জাতিকের বিশ্লবী কর্মকান্ডের সঙ্গো অন্পবিস্তর পরিচিত হই।

### ভাৰাদৰ্শগত সংগ্ৰাম তখনই শ্ৰে হয়

কিছ্ ভাবাদর্শগত সংগ্রাম তখনই শ্রু হর। প্রকৃতপক্ষে আমরা অনেকদিন পর্যাত দোটানার ছিলাম। প্রনো সংগঠন এবং জাতীরভাবাদী বিশ্ববী আন্দোলনের আকর্ষণ আমাদের মনে বেশ প্রবল ছিল। আবার নভেন্বর বিশ্বব ও মার্কাসবাদ-লোননবাদের বিশ্ববী আদেশিও আমাদের মনকে খ্রই আলোড়িত করেছিল। বার ফলে আমরা প্রনো বিশ্ববী আন্দোলন নতুনভাবে প্রমিক্কৃষক প্রেণী সংগ্রামের ভিন্তিতে ঢেলে সাজাবার প্ররোজনীরতা তীরভাবে অনুভব করেছিলাম।

#### त्रामण्डला पिरक भारता विभावी जाल्यामन

এ সময়ে ভারতবর্বে স্বতদ্যভাবে Workers and Peasant's Party -র মাধ্যমে কমিউনিন্ট সংগঠন গড়ে ভোলার প্রচেন্টা আরুভ্ছ হয় এবং মীরাট বড়বন্দ্র মামলা শ্রুর হয়। এই সময়ে বলা চলে প্রেরানো বিশ্ববী আন্দোলন একটা র্পান্তরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

#### म्र्यांके बाकदेनीकक श्रवणका

১৯০০ সালে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন, চটুগ্রাম সশস্য বিদ্রোহ প্রচেন্টা, প্রভৃতির প্রভাবে ১৯০০-৩২ সাল পর্যক্ত প্ররোনো ধরনের সশস্য বিশ্ববী কর্মকান্ড আবার ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু ১৯০০ সালের পর খেকে ধীরে ধীরে জাতীরতাবাদী বিশ্ববীরা জেলে এবং বন্দীশালার সমবেত হয়ে মার্কসবাদীলোননবাদী চিন্তার দিকে বিশেষভাবে আকৃন্ট হন। এ সময়েই মোটাম্বিটভাবে মার্কসবাদী বিশ্ববীদের ভেতরে দ্বিট রাজনৈতিক প্রবশতা ক্রমণঃ সংগঠিত রুপ নের। যথাঃ (১) বিশ্ববীদের একাংশ সোভিয়েট কমিউনিন্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত আন্তর্জাতিক কমিউনিন্ট সংগঠনের সপ্রে যুক্ত হল। (২) অপর অংশ সোভিয়েটের স্তালিনবাদী নীতির বিপক্ষে আন্তর্জাতিক কমিউনিন্ট সংগঠনের বাইরে স্বতন্দভাবে সংগঠিত হতে চেন্টা করল।

তবে এই দুই ধারাই যে আদর্শগতভাবে নভেম্বর বিশ্লবের আদর্শ ও চিন্তাধারা শ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

#### অতীতের মত বিশ্ববীদের মনকে আলোড়িত করে না

নভেন্বর বিশ্বর ৬৩ বছর আগে ঘটেছে। আঞ্চকের প্রজন্মের কাছে নভেন্বর বিশ্বরের কথা একটা ঐতিহাসিক ঘটনার বেশী কিছু নর। নভেন্বর বিশ্বরের পরে প্রথম দুই দশকে নভেন্বর বিশ্ববের আদর্শ এবং চিন্তাধারা যেভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশ্ববীদের মনকে আলোড়িত করত এখন আর সেটা করে না।

#### व्यानक गांत्र जात्र कालाह

ন্বিতীর যুন্থোন্তর কালে চীন, পূর্ব ইরোরোপ, কোরিয়। ভিয়েংনাম, কিউবা প্রভৃতি দেশে নভেন্বর বিশ্লবের আদর্শে সমাজ বিশ্লব সাধিত হয়েছে।

কিন্তু সোভিরেত ইউনিয়নের ভেডরে স্তালিনের সময় থেকে সোভিয়েত কমিউনিন্ট পার্টির নেতৃত্ব নানান কারণে আমলাতন্দ্র ভিত্তিক ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় স্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে গড়ে উঠেছে। যার ফলে আমার ধারণা বর্তমান সোভিয়েত কমিউনিন্ট নেতৃত্ব নভেন্বর বিস্লবের লোনিনবাদী চিন্তা ও আদর্শ থেকে অনেক দ্বে সরে এসেছে।

#### .....তন্ত ঐতিহাসিক প্ৰভাৰ অনন্দীকাৰ্য

তাছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের মতাদর্শগত সংগ্রাম চীনে প্রলেতারির সাংস্কৃতিক বিস্পবের ব্যর্থতা, চীনের কমিউনিশ্ পার্টির বর্তমান নেতৃষের ভেতরে মাওবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে কিছ্টা পদক্ষেপ—এসব কারণের জন্য নভেন্বর বিস্পবের প্রভাব কিছ্টা দর্শক হয়ে এসেছে। সেইজন্য নভেন্বর বিস্পব অতীতের মত এখনকার ব্যুব সমাজের মনে উন্দীপনা স্থিট করে না। কিন্তু তা সত্তেও সমসামারক ব্যুগের আন্তর্জাতিক বিস্পবী আন্দোলনে নভেন্বর বিস্পবের ঐতিহাসিক প্রভাব অনুস্বীকার্য। আমানের চিন্তার ১২ প্রতার

# তুই ভিন্ন মতাদর্শ বিকাশের তুই ভিন্ন রাস্তা—

#### मीरनम ब्राम

১৯১৭ সালের নভেন্বর মাসে (র্শ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী অক্টোবর) দ্বিনয়ার অন্যতম এক বৃহৎ কিন্তু অর্থনীতির দিক থেকে অনগ্রসর সামাজ্যবাদী দেশে এমন একটি ঘটনা ঘটল যাতে সমগ্র বিন্ব কেশে উঠল। মার্কিন সাংবাদিক জন রীড সে সময় রাশিয়ায় উত্ত ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদশী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যক্ষশী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যক্ষশী হিসাবে রীড ঐ সময়কার ঘটনাবলী "যে দশ দিন বিশ্বকে কাপিয়ে দিয়েছিল" শিরোনামায় লিপিবন্ধ করেছিলেন। জন রীডের এই বিখ্যাত প্রত্কথানি বহু ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ তা পড়েন। এই প্রতক্রের ভূমিকা লিখেছিলেন লেনিন স্বয়ং।

ঘটনাটি কী? ১৯১৭ সালের নভেশ্বর মাসে লেনিনের পরি-চালনায় রুশদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (বলগোভক)র নেতৃত্বে প্রমিকশ্রেণী স্বেচ্ছাচারী জারতত্ত্ব এবং প্রিজপতিদের অত্তবতী সরকার (কেরেনেস্কী সরকার)কে উচ্ছেদ করে এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্র-ঘলকে ভেশো দিয়ে এক নতুন ধরনের রাষ্ট্র, সমাজতাত্ত্বিক রাষ্ট্র গঠনের স্কুচনা করে। নভেশ্বর বিশ্বব বুর্জোয়া একনায়কত্বের বিলোপ ঘটিয়ে রাশিয়ায় সর্বহায়া শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিতিঠত করে। দেশের সর্বহারা শ্রেণী শাসকশ্রেণীর মর্যাদা পায় এবং এইভাবে সংকট-মৃত্তু, শোষণ-মৃত্ত এবং বেকারী-মৃত্ত সমাজতাত্্যিক সমাজ

সামাজ্যবাদী প্র্রিজতক্ষের বিশ্বফ্রণ্ট, যাকে ব্রেজায়া তাত্ত্বিকাণ দ্রেলা বলে মনে করতেন, তাতে বিরাট ফাটল ধরে। বিশ্বভৃথপেডর ছয় ভাগের এক ভাগ বিশ্ব পর্যাজ্যবাদী বাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসে। এইভাবে নতুন এক যুগের স্টুনা হয়। দ্রিয়া দুই শিবিরে ভাগ হয়ে যায়—প্র্রিজবাদী শিবির ও সমাজতান্তিক শিবির। দুই শিবিরের দুই ভিন্ন মতাদর্শ এবং বিকাশের দুই ভিন্ন রাস্তা। দুই শিবিরের কথা লোনন এবং পরবতীকালে স্তালিন তাদের একাধিক রচনায় উল্লেখ করেছেন।

লোনন তাঁর ঐতিহাসিক রচনা "সাম্লাজ্যবাদ-প্রত্নির সর্বোচ্চ স্তর"-এ বলেছেন, সাম্লাজ্যবাদকে যদি এক কথার ব্যাথ্যা করতে হয় তা হলে বলতে হবে সাম্লাজ্যবাদ হল প্র্লিজ্যদের একচেটিয়া স্তর। লোনন বলেছেনঃ সাম্লাজ্যবাদ প্রত্নির্দের সর্বোচ্চ স্তরই শ্ব্ব নয় সাম্লাজ্যবাদ হল ক্ষায়ক্ষ্য প্রত্নিবাদ এবং সর্বহারা বিশ্লবের প্র্রক্ষণ।

রাশিয়ায় ঐতিহাসিক নভেন্বর বিশ্বব লেনিনের উপরেন্ত তত্ত্বের সঠিকতা কান্দের মধ্যে দিয়ে স্প্রতিষ্ঠিত করেছে। সাম্বাজ্ঞাবাদ সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্ব আজিকার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও সঠিক। নভেন্বর বিশ্ববের প্রভাবে এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের ঐতিহাসিক বিজয়ের প্রভাবে ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগর্নীলতে যে জাতীয় ম্বিজ আন্দোলন শ্রু হয় তার আঘাতে প্রেরানো ধাঁচের সামাজ্যবাদী উপনিবেশিক বাবস্থা কার্যত ভেন্গে পড়েছে। বিশ্বভূথান্ডের তিনভাগের এক ভাগ এখন সমাজভালিক শিবরের অন্তর্ভ্র সমাজ-

তান্ত্রিক শিবিরের শক্তি বাড়ছে এবং সাম্রাজ্যবাদের শক্তি হ্রাস পাচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-ব্যবস্থা দূর্বল হচ্চে।

সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও প্রতি-আক্রমণের সে যথেণ্ট ক্ষমতা রাখে। সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিতে অর্থনৈতিক সাহাযাদানের আবরণে সাম্রাজ্যবাদীরা এই সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাম্রাজক কাঠামোয় অনুপ্রবেশের জন্যে মরীয়া প্রচেন্টা চালিয়ে যাছে। একেই বলা হয় "নয়া-উর্পানবেশবাদী" অভিযান। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনেকগুলি দেশ এইভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নয়া-উর্পানবেশবাদী অভিযানের শিকার হয়েছে। ভারতবর্ষ নয়া-উর্পানবেশবাদী দেশ নয়; তবে আমাদের দেশ বিপদমুভ, একথা বলা চলে না।

#### সোভিয়েত সমাজতান্ত্ৰিক ব্যবস্থার অগ্রগতি

সামাজ্যবাদী শক্তিগন্নি রাশিয়ায় তাদের পরস্পরকে স্বেছায় মেনে নেয় নি। শিশ্ব সোভিয়েত রাড়্রকে ধ্বংস করার জন্য সামাজ্যবাদীরা সব'শক্তি নিয়োগ করেছিল; অর্থনৈতিক অবরোধ থেকে আরুল্ড করে হস্তক্ষেপের যুন্ধ পর্যস্ত সব কিছুরই আশ্রম্ম নিয়েছিল। ১৯১৮ সালে বিশ্বের ১২টি সামাজ্যবাদী দেশ ক্ষমতান্ত্রত রুশদেশের ভেতরের প্রতি-বিশ্ববীদের সহায়তায় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের যুন্ধ শুরু করে। কিন্তু লেনিনের নেতৃত্বে পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে সাড়া দিয়ে সের্ভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত শ্রমজীবী মান্ধ শিশ্ব সমাজতাশ্রিক বাবস্থা রক্ষার জন্য সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসেন ও সামাজ্যবাদীরা পরাজিত ও পর্যাক্ষত হয়ে হস্তক্ষেপের যুন্ধ প্রত্যাহার করে নেয়। এইভাবে সমাজতাশ্রিক ব্যবস্থার দিথতিশীলতা ও শ্রেষ্ঠম্ব

হুস্তক্ষেপের যুন্ধ বৃন্ধ হওয়ার পর লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সরকার কমিউনিজমে পেণছানোর ধাপ হিসাবে সমাজতাল্যিক গঠন-কার্যের কর্মস্চি রচনা করে। কিন্তু লেনিন সমাজতাল্যিক সমাজ-গঠনের কর্মকাল্ড দেখে যাওয়ার স্বেয়াগ পান নি। ১৯২৪ সালে বিশ্ব সর্বহারা বিশ্লবের এই মহান রগনীতিবিদ্ এর জীবনাবসান ঘটে। "কমিউনিজমের অর্থ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বৈদ্যাতকরণ" এটা লেনিনেরই কথা। লেনিনের পরিকল্পনা বাস্ত্বায়িত করার দায়িত্ব পড়ে তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও শিষ্য স্তালিনের পরর। নানান প্রতিক্লে অবস্থা ও বাধা অতিক্রম করে স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পাটি সোভিয়েত সমাজ-তালিক বাক্থাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কাজটি সহজ্ব সরল ছিল না। যুন্ধ, গৃহযুন্ধ এবং অন্যানা কারণে রাশিয়ার অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের মান প্রাক্-১৯১৩ সালের স্তরে নেমে গিয়েছিল।

তাছাড়া স্তালিন ও কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকৈ সংশোধনবাদ, স্বিধাবাদ, দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদ, বামপন্থী সংকীণতাবাদ এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক ও প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শের বিরুদ্ধে লাগাতার মতাদর্শগত লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে। বে

সমস্ত প্রদেন মতপার্থক্য ছিল সেগন্ত্রির মধ্যে আছেঃ একটি লেশে সমাজতক্য গড়ে তোলা সম্ভব কী না, কৃষকসমাজ সম্পর্কে নীতি, ট্রট্যুক্তীর বিরতিহীন বিক্লবের তত্ত্ব ইত্যাদি।

স্তালিনের নেতৃত্বে পরিচালিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির লেনিনবাদী নীতি ও কার্যক্রমই বিজয়ী হর। সোভিয়েত ইউনিয়নের মেহনতী মানুষ স্বৃদ্ধ আত্মবিশ্বাস নিয়ে সমাজতালিক সমাজ গঠনের রাস্তার এগিয়ে যান।

অর্থনৈতিক প্নগঠিনের কাজ মোটামন্টি সম্পূর্ণ হওয়ার পর ১৯২৮ সালে প্রথম পণ্ডবার্ষিকী যোজনা চালন করা হল। প্রথম পণ্ডবার্ষিকী যোজনা চালন করা হল। প্রথম পণ্ডবার্ষিকী যোজনা অনুযায়ী স্থির হল ১৯২৮-৩৩ সালের মধ্যে জাতীর অর্থনীতিতে ম্লধনী লগ্নী হিসাবে খাটানো হবে ৬,৪৬০ কোটি র্বল; এর মধ্যে শিল্প ও বৈদ্যুতিক শক্তি বিকাশের জন্য খাটানো হবে ১,৯৫০ কোটি র্বল, যানবাহন ব্যবস্থার জন্য খাটানো হবে ১,০০০ কোটি র্বল এবং কৃষিকার্যে খাটানো হবে ২,০২০ কোটি র্বল।

প্রথম যোজনার লক্ষ্য ছিল—অনগ্রসর কৃষিপ্রধান সোভিয়েত ইউনিয়নকে অগ্রসর শিলপপ্রধান দেশে পরিণত করা, কৃষির যোগ-করণ, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা, বেকারী বিলোপ করা এবং প্রমজীবী জনসাধারদের সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষিত করা।

১৯৩৩ সাল আরম্ভ হওয়ার সময় স্পন্ট দেখা গেল, প্রথম পশ্চ-বার্ষিকী বোজনা তথনই নিদিশ্ট সময়ের প্রেই, চার বছর তিন মাসে সম্পূর্ণ হয়েছে।

১৯০০ সালের জানুয়ার মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমেটাল কমিশনের বৃত্ত অধিবেশনে রিপোর্ট প্রসংগ্য স্তালিন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী বোজনার ফলাফল পর্যালোচনা করেন। রিপোর্ট-এ পরিন্দার দেখা গেল প্রথম বোজনা সম্পাদনের কল্যাণে কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার নিশ্নোক্ত প্রধান প্রধান সাফল্য অর্জন করেছেঃ

- কে) সোভিয়েত ইউনিয়ন কৃষিপ্রধান দেশ থেকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হয়েছে। কারণ দেশের মোট উৎপাদনে শিল্পোৎপাদনের অনুপাত বেড়ে শতকরা ৭০ ভাগ দাঁড়িয়েছে।
- (খ) সমাজতান্দ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শিলপ ব্যাপারে প্রবিজ্ঞবাদী শব্তির উচ্ছেদসাধন করেছে এবং শিলপক্ষেত্রে একমাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- (গ) সমাজতান্ত্রিক অর্থানৈতিক ব্যবস্থা কৃষিক্ষের থেকে শ্রেণী হিসাবে ধনী কৃষকদের উংখাত করেছে এবং কৃষিতে প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- ্ঘ) যৌথ কৃষিব্যবস্থা গ্রামাণ্ডলে দারিদ্র ও অনটনের অবসান ঘটিরেছে এবং কোটি কোটি গরিব কৃষক স্বচ্ছলে জীবনযান্ত্রা নির্বাহের স্তরে উঠেছে।
- (%) সমাজতাল্যিক ব্যবস্থা শিলেপ বেকার সমস্যা বিলুক্ত করেছে এবং আট ঘণ্টা রোজ বজায় রেখেও অনেকগ্রাল শাখাতে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে দিনে সাত ঘণ্টা রোজ ও অস্বাস্থ্যকর উপ-জীবীকার ক্ষেত্রে দিনে ছয় ঘণ্টা রোজের প্রথা প্রবর্তন করেছে।
- (5) দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সর্বশাখার সমাজতন্ত্রের বিজয়ের ফলে মানুষের হাতে মানুষের শোষণ দ্রীভূত হরেছে।

এই ধরনের অগ্নগতি সমাজতাল্যিক ব্যবন্থান্ডেই সম্ভব। ন্বিতীর পঞ্চবার্ষিকী বোজনার কর্মস্কাতী ছিল প্রথম বোজনার চাইডেও বিশালতর। ১৯০৭ সালে ন্বিতীর পঞ্চবার্ষিকী বোজনার কাল শেব হওরার আগেই প্রাক্-বন্ধ কালের তুলনার দিলেপাংপাদন প্রার আটগান বৃদ্ধি করার ব্যবন্ধা হয়। মূলধন সংবর্ধনের জন্য ন্বিতীর পঞ্চবার্ষিকী বোজনাকালে সকল শাখার মোট ১৩.০০০ কোটি

র্বল লালীর সিম্পান্ত নেওরা হয়। জাতীর অর্থনীতির প্রত্যেকটি লাখাকে সম্পূর্ণরূপে শিলপসন্তার সন্তিত করা স্নিনিন্চত হয়। নিবতীর বোজনার প্রধানত কৃষিকার্বের বালিকীকরণের কাজ সম্পূর্ণ করার বাবস্থা হয়। যানবাহন ও সংবাদ আদান-প্রদানের পম্পতিকে বালিকীকরণের মধ্যে প্রনগঠনের জন্য এক বিরাট পরিকল্পনা রচনা করা হয়। সেই সাথে প্রমিক-কৃষকের জীবনবারার মানোমরনেরও ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নকে একটি আধ্নিক ও শবিশালী শিলেপামত দেশে পরিগত করার জন্য সোভিয়েতের জনসাধারণকে প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু দেশ, জাতি ও সমাজতানিক সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার বৃহত্তর স্বার্থে জনসাধারণ স্বেচ্ছায় ও হাসি-মুখে এই ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি শক্তিশালী শিলেপান্নত দেশ হিসাবে গড়ে না উঠত তা হলে ফ্যাসিন্ট বাহিনীকে পরাজিত ও পর্যনুদক্ত করে সে বিশ্বের জনসাধারণকে ফ্যাসিবাদের কবল থেকে মৃত্ত করতে সক্ষম হোত না। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনসাধারণের ঐতিহাসিক বিজয় সমাজতাশ্যিক সমাজব্যবস্থার শ্রেষ্ঠয় ও দুভেদ্যিতা আর একবার সুপ্রমাণিত করে। শোষণ-মূব্র, সংক্ট-মূব্র, দারিদ্রা-মূক্ত সমাজতান্দ্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার সংগ্রামে ভূল-ব্রুটি ও বিচ্যাতিও হয়েছে। অনেকগুলি ভূল-ব্রুটি ও বিচ্যাতির কথা স্তালিনের রিপোর্ট, ভাষণ এবং কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন প্রস্তাবে পাওয়া যাবে। এই ভূল-ব্রুটি ও বিচ্যুতিগর্নল না হলে অগ্রগতির গতিবেগ আরও দুত হত। তবে নতুন এক সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার সংগ্রামে ভূল-চুটি ও বিচ্যুতি অস্বাভাবিক কিছ্র নয়। কিন্তু এখানে বড় কথা হল সোভিয়েত সমাঞ্চান্তিক সমাজব্যবস্থা এগিয়ে গেছে এবং এখন বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এমন এক মহতী শক্তি যাকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করার ক্ষমতা সামাজ্যবাদের নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে সমাজতান্ত্রিক শিবির ও আন্ত-ক্রাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মতাদর্শগত অনৈক্য দেখা দিয়েছে। সামাজ্যবাদীরা এই অনৈকাকে তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে সচেষ্ট আছে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ও প্রলেতারীয় আশ্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে এই অনৈক্য মিটিয়ে ফেলার জন্য কয়েকটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সোভাগ্যক্রমে উদ্যোগ গ্রহণ

#### दिन्द भ्रीक्रवामी बादम्थात माधात्रभ मरक्षे

প্রথম বিশ্বব্যুদ্ধের পর, বিশেষ করে ১৯১৭ সালের নভেন্বর বিশ্বব্যুদ্ধের পর বিশ্বভূখণেডর ছর ভাগের একভাগ বিশ্ব প্র্রীজবাদী ব্যবস্থা থেকে বেরিরে আসার ফলে প্র্রীজবাদী ব্যবস্থা সাধারণ সংকটের আবতে পড়ে যার। দ্বিতীর বিশ্বব্যুদ্ধের পর, বিশ্বভূখণেডর তিনভাগের একভাগ নিয়ে সমাজতান্তিক দিবির গড়ে ওঠার পটভূমিতে বিশ্ব প্র্রীজবাদের সংকট আরও গভার হর।

পর্বান্ধনা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উৎপাদনের লক্ষ্য থাকে ক্রম-বার্ধত হারে উন্দর্ভ মূল্য অর্পণ। পর্বান্ধবাদী ব্যবস্থার উৎপাদনের উপায়গর্নালতে বেসরকারী মালিকানার দর্ন নৈরাজ্য ও অরাজকতা অবশ্যান্দভাবী। এই ব্যবস্থার সত্যিকারের কোন পরিকল্পনা সম্ভব নর। বেহেতু কোন পরিকল্পনা নেই ও থাকতে পারেও না, এবং বেহেতু সমগ্র ব্যবস্থাই বাজারের ওঠা-নামার ওপর নির্ভর্ম-শীল, সেহেতু জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে উৎপাদন সংগঠিত করা বার না। সর্বোচ্চ ম্নাফা অর্জনের তাগিদে পর্বাজ্ঞপতিরা ক্রমবার্ধতি হারে অটোমেশান, বাশ্বিকীকরণ ও প্রাক্রসংখ্যা স্থানের এবং উৎপাদন বৃন্ধির অন্যান্য বন্দ্র চাল্য করে। এই প্রক্রিয়ার একদিকে বেমন অসংখ্য, শ্রমিক কর্মচ্যুত হরে বেকারবাহিনীর কলেবর স্ফীত করে, অগরণিকে তেমনি জনগলের ক্লর ক্ষমতার তুলনার বেশি উৎপাদন হর, এবং ফলে "অতি-উৎপাদনের" সংকট দেখা দের। অতি-উৎপাদনের সংকটের মোকাবিলার জন্য আবার উৎপাদন হ্রাস করতে হয়। মার্কস ও এপোলস্-এর কালে ১০ বছর অত্তর অত্তর এই ধরনের সংকট দেখা দিত।

শবিশালী সমাজতাল্যিক শিবিরের আত্মপ্রকাশের পটভূমিতে পর্নজবাদ স্থারী সাধারণ সংকটের মধ্যে পড়েছে। স্থারী ও সাধারণ সংকটের অথ করের পর বছর সংকট একই হারে বেড়ে চলবে। সাধারণ সংকটের অর্থ হলঃ মাঝে মাঝেই মন্দা দেখা দেবে, উৎপাদনের হার হ্রাস পাবে, বেকারী বাড়বে, ম্নাম্ফীতির হার বাড়বে। পর্নজপতিরা এই সংকট কিছন্টা কাটিরে উঠবে এবং আংশিক স্থিতিশীলতা আসবে। কিন্তু সংকট থেকেই হারে। প্রিজবাদ এই সংকট থেকে মন্তু করতে সক্ষম নর।

প্রভিবাদী লগ্নীর চরিত্র এমনই যে, এই লগ্নী যত বাড়বে, ততই ম্বিট্মের প্রভিপতিদের হাতে একদিকে যেমন আরও সম্পদকেন্দ্রীভূত হবে অপরাদকে তেমনি অগণিত শ্রমজীবী জনসাধারণের প্রকৃত আর হ্রাস পাবে, তাদের দারিদ্রা ও দ্বস্থতা বাড়বে। এটা প্রভিবাদী লগ্নীর অমোঘ নিরম যা আজিকার পরিস্থিতিতেও প্রযোজ্য।

বিশ্ব প্রক্রিবাদের সর্ববৃহৎ ঘাঁটি মার্কিন যুক্তরান্দ্রের অবস্থা কি? ১৯৭৯ সালে মার্কিন যুক্তরান্দ্রের জাতীর আর বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ২.৩ ভাগ মান্ত। এটা বিশ্বব্যাংক প্রচারিত হিসাব। আমেরিকার জনসমণ্টির শতকরা ১.৬ জন প্রাশ্তবরুক্ত জাতীর আরের শতকরা ৩২ ভাগ এবং কোম্পানি শেরারের শতকরা ৮২ ভাগ ভোগ করে। এই দেশের ২ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ দারিদ্যের প্রাশ্তসীমার নিচে বাস করেন, এবং এ'দের মধ্যে ১ কোটি ১০ লক্ষ মানুষকে "চরম দুস্থ" বলা যার। ১ কোটি ৯৫ লক্ষ প্রমিকের জন্য কোন সামাজিক বীমা-ব্যবস্থা নেই, এবং ১ কোটি ৭৬ লক্ষ প্রমিককে কোন বেকারী সাহায্য দেওরা হয় নি। এখন মার্কিন যুক্তরাম্প্রে ১ কোটি ২০ লক্ষেরও বেশি শ্রমিক বেকার।

ব্টেনে মনুদ্রাস্ফীতি এখন তুপো। এই মনুদ্রস্ফীতি শ্রমিকদের প্রকৃত আর হ্রাস করে দিছে। ১৯৭৯ সালে ব্টেনে বেকারের সংখ্যা ছিল ১২ লক্ষ ৮০ হাজার। ব্টিশ অর্থানীতিবিদ্রা বলছেন, ১৯৮২ সালের প্রথমার্ধে বেকারবাহিনীর কলেবর স্ফীত হয়ে ২৯ লক্ষ ৯০ হাজারে দাঁভাবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন দেশের সমাজতান্দ্রিক শিলেশায়য়নের কাজ রীতিমত অগ্রসর লাভ করছিল এবং শিল্পবারস্থার দ্রত বিকাশ ঘটছিল, তখন, ১৯২৯ সালের শেষ ভাগে প্রাক্তবাদী দেশগালিতে এক অভূতপূর্ব আকারের মারাত্মক বিশ্ববাপী সংকট ফেটে পড়ে এবং পরবতী তিন বছরে সেই সংকট তীরতর হরে ওঠে। শিল্পসংকটের সপো কৃষিসংকটও ওতপ্রোভভাবে জড়িত ছিল। ফলে প্রিকাদী দেশগালির অবস্থা আরও থারাপ হয়ে দাঁড়ায়। তিন বছর ধয়ে (১৯৩০-৩০) অর্থনৈতিক সংকট চলার ফলে মার্কিন ব্রুরান্দ্রৌ শিলেপাংপাদন ১৯২৯ সালের শতকরা ৬৫ ভাগ, বটেনে শতকরা ৮৬ ভাগ, জার্মানীতে শতকরা ৬৬ ভাগ ও ফ্রাস্সে শতকরা ৭৭ ভাগে নেমে বায়। কিন্তু আলোচা সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে শিলেশাংপাদন শিবগ্রনেরও বেশি ব্লিম্ম পায়, ১৯২৯ সালের ভুলনায় ১৯৩০ সালে শতকরা ২০১ ভাগ পর্যত ব্লিম্ম পায়।

"প্রিজবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনার সমাজতাশ্যিক অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা বে অনেক বেশি উন্নত এর থেকে সেটাই প্রমাণিত হর। প্রমাণিত হরে গেল, সমাজতশ্যের দেশটিই হল সারা দ্নিরার মধ্যে একমাত্র অর্থনৈতিক সংকট-মৃত্ত দেশ" [সি-পি-এস-ইউ (বি)-এর সংক্ষিত ইতিহাস]।

১৯২৯ সালে বিশ্ব প্র্রিজবাদী ব্যবস্থার চরম সংকট এবং পাশাপাশি সোভিরেভ ইউনিয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে অভূতপ্র্ব অগ্রগাঁতর পটভূমিতেই ব্টিশ অর্থানীতিবিদ্ কীনস্ তাঁর দাওরাই হালির করেন। কীনস্-এর তত্ত্ব অন্বায়ী, প্র্লিবাদী ব্যবস্থার কোন গলদ নেই। তবে এই ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য নতুন দাওয়াই প্রয়োজন। নতুন দাওয়াই হলঃ রাদ্মীর লগ্নী বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারণের ক্লয়ক্ষমতা বাড়ানো। অর্থাৎ একচেটিয়া পর্ন্তির বিকাশে প্রজিবাদী রাদ্মের গ্রন্থপ্র্ণ ভূমিকা থাকবে। প্রকৃতপক্ষে একচেটিয়া প্রজিবাদী ব্যবস্থার তাশকর্তা হিসাবে ফ্যাসিবাদী জার্মানী ও ইতালিসহ স্বগ্রাল উমত প্রজিবাদী রাদ্মই কীনস্কে গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু কীনস্-এর দাওয়াই প্রজিবাদের রোগ সারাতে পারে নি এবং পারবেও না। পর্রজ্বাদী ব্যবস্থার উৎথাত ছাড়া অর্থনৈতিক সংকট থেকে সমাজের পরিবাদ নেই।

#### বিশ্ব সমাজতাল্যিক শিবির

সমাজতান্দ্রিক বাবস্থার সংকট বলতে বা বোঝার তার কোন স্থান নেই। উৎপাদনের উপায়গ্র্লিতে বেসরকারী মালিকানা, সমগ্র প্রক্রিবাদী ব্যবস্থার নৈরাশ্য ও অরাজকতা, পরিকল্পনার অভাব, সর্বোচ্চ মনোফা অর্জনের লালসা প্রভৃতি থেকেই অর্থনৈতিক সংকট আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু সমাজতাল্ডিক ব্যবস্থার সামাজিক মালিকানাই সংকট স্ভির বির্দেশ বড় গ্যারাল্টী। সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত সমাজতাল্ডিক রান্টের অর্থানীতিকে স্কার্থেশ ও সামগ্রিক পরিক্রপনার ভিত্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। সমাজতাল্ডিক যোজনার শ্র্মান্ত লক্ষ্টে নির্দিন্ট করা হয় না, এই লক্ষ্য বাতে বাস্তবারিত হয় তা স্ক্রিনিন্টিত করার জন্য প্রয়েজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। এখানেই সমাজতাল্ডিক বোজনার সপ্তে তথাকথিত পর্নজবাদী যোজনার (যেমন ভারতে) মৌল পার্থাকা। সমাজতাল্ডিক দেশের শ্রমজবীবী জনসাধারণ এ বিষয়ে সচেতন যে, তাঁরা যে দ্রবা উৎপন্ন করছেন তা সমাজের ব্হত্তর কল্যাণের কাজে লাগানো হবে, পর্নজপতিদের ম্নাফার অব্যব্দেশীত করার জন্য নয়। সেকারণেই সমাজতাল্ডিক ব্যবস্থার শ্রমজবীবী জনসাধারণ উৎপাদন ব্লিখতে প্রেরণা পান।

এতে বিস্মিত হবার কিছ্ নেই যে, গণসাধারণতদাী চীনে ১৯৪৯ সাল থেকেই ম্ল্যাস্থিতি বজার আছে। চীন সরকার সম্প্রতি ক্ষকদের উৎপান ফসলের দর বাড়িয়ে দিয়েছেন, উৎপাদন ব্রুশতে প্রেরণাদানের জন্য। উৎপান ফসলও সমাজতাদ্যিক ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষের করছে। গণসাধারণতদ্যী চীনে ১৯৪৯ সালে কৃষকদের ওপর করের বোঝা ছিল শতকরা ৩২ ভাগ, এখন সেই বোঝা শতকরা ৪ ভাগ মাত্র। চীনের রাজস্ব সংগ্রহের প্রধান উৎস হল রাষ্ট্রায়ত্ত শিলপ সংস্থাগ্রালার উম্বৃত্ত । ভারতে রাজ্ম্ব সংগ্রহের প্রধান উৎস হল পরোক্ষ কর। ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত শিলপ সংস্থাগ্রালা লোকসানে চলে।

আগেই বঙ্গা হরেছে, বিশ্বভূখণেডর তিনভাগের একভাগ নিরে বিশ্ব সমাজতান্দ্রিক ব্যবস্থা গঠিত। এখন বিশ্বের মোট শিলেপাংপাদনে সমাজতান্দ্রিক ব্যবস্থার অংশ শতকরা ৪০ ভাগ। এই অংশ যে অনুপাতে বাড়বে প্র্ক্রিবাদী ব্যবস্থার উৎপাদন সেই অনুপাতে হ্রাস পাবে।

প**্রেরাদী** বিশ্ব যথন কঠিনতম অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক সংকটে ডুবে আছে, তখন তাদের পক্ষে সামান্যতম পরি- বৃদ্ধির হারও রক্ষা করে চলা সম্ভব হচ্ছে না, যথন বেকারীর মান্তা ক্রমাণত বেড়ে চলেছে, যখন সমস্ত প্র্রিজবাদী দেশ ক্রমাণত উধর্বমুখী মুদ্রাস্ফাতির কবলে ধ্বছে, তখন পাশাপাশি সোভিরেভ
ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতাশ্রিক দেশে অর্থনৈতিক পরিবৃদ্ধির
হার দ্রুত বেড়ে চলেছে ও ম্ল্যাস্থিতি রক্ষিত হচ্ছে। সমাজতাশ্রিক
দেশগ্রনিতে কোন বেকারী নেই, দারিদ্র্য নেই, মানুষের স্বারা
মানুষের শোষণ নেই। প্রসংগত উল্লেখ করা প্রয়েজন যে, ভারতে
এখন সরকারী হিসাব অনুযায়ীই ২ কোটির ওপর বেকার রয়েছেন,
দারিদ্রের প্রান্তসীমায় বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ৩৩ কোটি
অতিক্রম করে গেছে।

#### সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক অগ্রগতি

১৯১৩ সালে জারতন্দের শাসনকালে বেখানে বিশ্বের মোট শিলেপাংপাদনের মাত্র ৪ শতাংশ উৎপার হোত সেখানে ১৯৭৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন একাই ২০ শতাংশ উৎপার করেছে। ১৯৭৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরান্দ্রের চাইতে ৩৪ শতাংশ বেশি তেল এবং ২৬ শতাংশ বেশি কয়লা উৎপাদন করেছে।

৯৯৮০ সালের প্রথম ৬ মাসে সোভিরেত ইউনিরন ৩৬·২০ কোটি টন করলা, ৫·৪৭ কোটি টন অপরিশোধিত লোহ, ৭·৫৯ কোটি টন ইম্পাত টিউব উৎপন্ন করেছে। শ্রমিক ও অফিস কর্মচারীদের গড় মজ্বরী ৩·৬ শতাংশ বেড়েছে। সামাজিক ভোগের তহবিল থেকে স্ব্যোগ-স্বিধাদানের পরিমাশ ৫,৬০০ কোটি ব্বল অতিক্রম করেছে।

#### গণসাধারণতন্ত্রী চীন

১৯৭৭-৭৯ সালের মধ্যে ১ কোটি ৯৩ লক্ষেরও বেশি যুবক এবং অন্যান্যদের রাণ্ট্রের কাজে নিয়োগ করা হয়েছে।

গণসাধারণতন্দ্রী চীনের সরকার ১৯৭৮ সালের অর্থনৈতিক অগ্রগতির এই পরিসংখ্যানগুলি প্রচার করেছেঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন— ০০,৪৭,৫০,০০০ টন (১৯৭৭ সালের তুলনার ৭-৮ শভাংশ বেশি);
শিলেপাংপাদনের মোট মূল্য ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালে ব্যাক্তমে
১৪-৩ শতাংশ এবং ১৩-৫ শতাংশ বেড়েছে; ১৯৭৭ সালে ইস্পাত
উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২,০৪,৬০,০০০ টন; ১৯৭৮ সালে এটা
বেড়ে হরেছে ৩,১৭,৮০,০০০ টন, অর্থাং বৃন্দির হার ৫৫-৩
শতাংশ; করলা উৎপাদন—৬১-৮০ কোটি টন (১৯৭৭ সালের
তুলনার ২৮ শতাংশ বেশি); অপরিশোধিত তেল—৮-৭০ কোটি
টন (১৯৭৭ সালের তুলনার ১৯-৫ শতাংশ বেশি); খ্চরো বিক্তর
১৬ শতাংশ বেড়েছে (জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বৃন্দির একটি চিহ্ন);
বৌথ সংস্থাগর্নল থেকে কৃষকদের আর ১৭-৭ শতাংশ বেড়েছে;
দেশের শতকরা ৬০ জন শ্রমিক-কর্মাচারীর বেতন বৃন্দির পেরেছে;
জাতীর রাজস্ব সংগ্রহ ৪৪-৪ শতাংশ বেড়েছে (কর না চাপিরে)।

চীনে ১৯৪৯ এবং ১৯৭৯ সালের মধ্যে শিল্পোৎপাদন বার্ষিক ১০ শতাংশ হারে বেড়েছে। ভারতে এই বৃন্দির হার ৬ শতাংশ মাত্র।

#### চীন ও ভারত

এখানে কোন তুলনাম্লক চিত্র তুলে ধরা অর্থহীন। কারণ চীনে সমাজতান্তিক সমাজ ব্যবস্থা স্নৃদ্ঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর ভারত ১৯৪৭ সাল থেকে বিকাশের প'র্জিবাদী রাস্তা গ্রহণ করেছে।

ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সপ্তের সবাই পরিচিত। বেকারী বাড়ছে, মনুদ্রাস্থাতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, দারিদ্রের প্রান্ত-সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, দেশের আয় ও সম্পদ্ মন্থিমেয় কয়েকটি গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। জ্বাতীয় আয় ব্রিধ্ব হার নগণ্য। প্র্রিজবাদী রাস্তার এই পরিণতি হতে বাধ্য।

নভেম্বর বিশ্বর বার্ষিকী পালনকালে আমাদের দ**ুই ভিন্ন** মতাদশু ও দুই ভিন্ন রাস্তার মধ্যে ম্বন্দর ও সংঘাতের কথা প্রতি-নিয়ত স্মরণ করতে হবে এবং তার থেকে যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

# [ नवीत्नत्र क्रिकामा : প্রবীশের উত্তর/৮ প্র্যার শেষাংশ ]

আজও নভেম্বর বিশ্ববের সেই মূল আদর্শ এবং নীতির সংগ্য বিশেষ করে লেনিনের বিশ্ববী চিম্তাধারা এবং নীতির সংগ্য নতুন করে পরিচিত হওয়ার প্রয়েজনীয়তা খুবই বেশী রকম আছে।

#### जामर्गांक छेरथर्न जूला धन्नटक इरन

নভেম্বর বিশ্বব বার্ষিকী উপলক্ষে আজকের যুব সমাজকে সেই মহান আদর্শকে উধের্ব তুলে ধরার আহ্বান জ্বানাই। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পতাকা তুলে ধরতে পারলেই যুব সমাজ আমাদের দেশেও যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

#### হতাশার স্থান নেই

আপনারা—নভেন্বর বিশ্ববের আশা প্রত্যাশা কতটা প্রেণ হয়েছে জিজ্ঞাসা করেছেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে হতাশাকে কখনও প্রশ্রয় দিই নি। মার্ক সবাদ-লেনিনবাদ আমাদের আমা-বিশ্বাসে বলীয়ান করে তুলেছে। আজকের যুব সমাজকেও সেই মার্ক সবাদ-লোনিনবাদের আদশে বলীয়ান হয়ে উঠতে হবে।

প্রবীণ জননেতা আবদ্ধর রাজ্ঞাক খানের সাক্ষাৎকার অংশটি পরবতীর্ব সংখ্যার ছাপা হবে।

# জনশিক্ষার প্রসার ঃ সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে

#### স্কুমার দাস

যে কোন দেশে শিক্ষার গ্রেত্ব অপরিসীম। শিক্ষা ভিন্ন মানুষের ব্যক্তিম্বের বিকাশ হয় না, তার মধ্যে যে ক্ষমতা অর্শ্তর্নিহিত রয়েছে তার সম্যক্ সম্ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। শিক্ষার সামগ্রিক প্রসার ভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিছুতেই কাম্য লক্ষ্যে পেণছতে भारत ना। জনসাধারণের সকল অংশ যদি শিক্ষিত না হয়, রাজ্ম ও সমাজের নতুন ধ্যানধারণার সপ্তে যদি তারা পরিচিত না হয়, উৎপাদনের নতুন পর্ম্বাত যদি তারা গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে দেশের কোনরূপ উল্লয়ন কর্মসূচীই সফল হতে পারে না। তাই কেবল বিদ্যায়তনের সাধারণ শিক্ষা নয়, সামগ্রিকভাবে জনশিক্ষার ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন। বিদ্যায়তনে শিক্ষার সুযোগ থেকে নানা-ভাবে বঞ্চিত বিস্তীর্ণ জনসমাজের মধ্যে শিক্ষার বাণী পেণছে দিতে হবে। এবং, যারা বিদ্যায়তনে পাঠের সুযোগ পেয়েছে তাদেরও পরবর্তী জীবনে নতুন নতুন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের সুযোগ রাখতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতে আজও কি সাধারণ শিক্ষা, আর কি জনশিক্ষা, কোন দিকেও উপযুক্ত গ্রেছ আরোপ করা হয় নি। তাই, স্বাধীনতার ডেগ্রিশ বংসর পরেও দেশের শতকরা ৬৬ জন মানুষ নিরক্ষর রয়ে গেছে।

যেসব মান্ব এখন দেশে শিক্ষার স্বাযাগ পাচ্ছে, তারাও যে শিক্ষা পাচ্ছে তা-ও সমাজের প্রয়োজনের দিক থেকে সম্পূর্ণ অপ্রাসণিগক, চরিত্র গঠনের দিক থেকে অসম্পূর্ণ এবং উৎপাদন ব্যবস্থার সপের সম্পর্করিছত। তাই দেখা বায়, এই শিক্ষা গ্রহণের পরে ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশই সমাজের কোন কাজে নিজেদের নিয়োগ করতে পারে না। ইংরেজ শাসনের স্বর্তে কেরানী তৈরীর জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল আজও মোটামন্টি তাই চলছে। যেট্কু পরিবর্তন হয়েছে তা ওপর ওপর। মৌলিক কোন পরিবর্তন হয় নি। বর্তমান ব্রগর উপযোগী ভারতের বর্তমান অবস্থার সপের সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় নি। জনশিক্ষার ক্ষেত্রে, তা বয়স্ক শিক্ষাই হোক, আর গ্রন্থাগার ব্যবস্থাই হোক, যা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় এত সামান্য যে উল্লেখের মধ্যেই পড়ে না।

এই অবস্থার পরিবর্তন চাই। নতুন ছেলেমেয়েদের সাধারণ শিক্ষার সংগ্র স্থাপের ব্যাপক জনসমাজের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষালানের ব্যবস্থা কিভাবে করা যায় তা ভাবতে হবে। এবং, এই ব্যাপারে বিভিন্ন সমাজতাশ্বিক দেশের অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগবে। তবে মনে রাখা দরকার, সমাজতাশ্বিক দেশে যা সম্ভব হয়েছে, ভারতের মত পর্বজ্ঞবাদী দেশে তা সম্ভব নয়। এই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পর্বজ্ঞবাদীরা নিজেদের স্বার্থে পরিচালনা করার চেন্টা করবে। এতদিন পরেও ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা যে মূলত উচ্চবিস্ত শ্রেদের স্বার্থে পরিচালিত একটি 'elitist system' রয়ে গেছে, গ্রামের দরির কৃষক, কারখানার শ্রমিক, শহরের বস্তীবাসীদের ছেলেমেরেরা শিক্ষার বাইরে থেকে গেছে, তার কারণ এই। বর্তমান সমাজকাঠামোর মধ্যে এই ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন অসম্ভব। পশিচমবংগ্রের মত রাজ্যে যেখানে বামদ্রুটা সরকার রয়েছে সেখানেও নয়। কারণ, এই সমাজবাবস্থার শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ-

সংস্থান করা যাবে না, বিভিন্ন কারেমী স্বার্থের গোষ্ঠী সংবিধান-প্রদন্ত বিশেষ অধিকারের বলে নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত ভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা বজার রাথবে, এবং সর্বোপরি শিক্ষাকে সংবিধান সংশোধনের স্বারা রাজ্য তালিকার পরিবর্তে কেন্দ্র তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের সামগ্রিক কর্তৃত্ব স্থাপন করা হয়েছে। তথাপি, এর মধ্যেও যতট্টুকু করা সন্ভব, তা করতে হবে। এবং, ভবিষ্যতের শিক্ষানীতির পরিকল্পনা প্রস্তৃত্ব করতে হবে। এবং, ভবিষ্যতের শিক্ষানীতির পরিকল্পনা প্রস্তৃত্ব করতে হবে। এবিদক থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা প্রাস্থিক।

অক্টোবর বিশ্ববের পর বেনিন সোভিয়েত ইউনিয়নে যে ক'টি কাব্দের ওপর সবচেয়ে বেশি জ্বোর দেন তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হল নিরক্ষরতা দ্রীকরণ। প্রাক-বিশ্লব জারশাসিত রাশিয়ায় দেশের শতকরা মাত্র ২৫ জন লোক শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছে। গ্রামাণ্ডলে এই হার আরও কম-শতকরা মাত্র ২০। শতকরা ৮০ জন লোককে র্আশক্ষিত রেখে নতুন সমাজ গড়া যায় না। তাই লেনিন নিরক্ষরতার বির**্থে অভিযান শ্**রু করেন। ১৭ই অক্টোবর, ১৯২১ সালে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক শিক্ষাবিভাগগর্নালর দ্বিতীয় সারা রুশ কং<mark>গ্রেসে ভাষণ দিতে গি</mark>য়ে লেনিন বলেন, "আমাদের দেশে নিরক্ষরতার মত একটা জিনিস যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ রাজনৈতিক **শিক্ষার কথা বলা**টা বাড়াবাড়ি। এটা একটা রাজনৈতিক সমস্যা নয়, এটা এমন একটা অকম্থা যা ছাড়া রাজনীতি নিয়ে কথা বলা নিরথক। নিরক্ষর ব্যক্তি পড়ে রাজনীতির বাইরে। আগে তাকে অ-আ-ক-থ শিখতে হবে। সেটা ছাডা কোন রাজনীতি হতে পারে না। সেটা ছাড়া হয় গ্রন্ধব, জল্পনাকল্পনা, রূপকথা আর বন্ধধারণা, কি**ন্তু রাজনী**তি নয়।" এই কারণে বিম্লবোত্তর রাশিয়ায় যেমন প্রচুর বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে তেমনই সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য বয়স্ক শি**ক্ষা কেন্দ্র ও গ্রন্থাগার প্রতি**ষ্ঠা করা হয়েছে। বি**ন্ল**বের সময় গ্রামের জমিদারদের কাছ থেকে যে সব বই ছিনিয়ে নেয়া হয় তা **সকলের ব্যবহারের জন্য গ্রন্থা**গারে রাথা হয়। বিম্লবোত্তর রাশিয়ায় প্রথম দিকে কাগন্ধের অভাব, ছাপাথানার অভাব, বই-এর অভাব, তথাপি সমবেত চেন্টায় এই সমস্যার মোকাবিলা করা হয়। কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন এবং লাল ফোজকেও এই নিরক্ষরতা দ্রৌকরণের অভিযানে যুক্ত করা হয়।

অন্যান্য সমাজতাশ্যিক দেশেও নিরক্ষরতা দ্রীকরণের ওপর এই জার দেয়া হয়। য়্শবিশ্বশ্ত পোল্যান্ডের প্নগঠন পরিকল্পনায় অন্যতম প্রধান গ্রুত্ব লাভ করে এই নিরক্ষরতা দ্রীকরণ। ভিরেতনামে ম্ভিসংগ্রাম চলার সময়েই হো-চি-মিনের নেতৃষ্বে কমিউনিস্টরা নিরক্ষরতা দ্রীকরণের কাজ শ্রুত্ব করেন এবং এই কাজে তারা অনেকটা সফলও হন।

কেবল শিক্ষার প্রসার নয়, লেনিন আর একটি বিষয়ের ওপর বিশেষ জ্ঞার দেন। তা হল সমগ্র জনসমাজকে নতুন রাজনৈতিক শিক্ষার শিক্ষিত করা। যারা জারের আমলে শিক্ষা গ্রহণ করেছে, বড় হয়েছে তারা বৃজোয়া ধ্যানধারণায় প্র্নট। নতুন সমাজতাশ্রিক চিশ্তার সংশ্যে তারা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছে না। শিক্ষক- সমাজের অধিকাংশই নতুন বাকথার বিরুদ্ধে, বিরুদ্ধে অন্য বৃদ্ধিজীবীরাও। এদের মার্নাসকতার পরিবর্তনের জন্য সর্বস্তরে ব্যাপক
রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন হরেছে। এই প্রসঞ্জেই লেনিন
সাংস্কৃতিক বিশ্পবের কথা বলেছেন। চীনেও সাংস্কৃতিক বিশ্পবের
উদ্দেশ্য তাই ছিল। কিল্ড তা বিপথগামী হয়েছে।

বিশ্ববোত্তর রাশিয়ায় দেশের উৎপাদনবৃন্দির কাজে শ্রমিক কৃষককে উৎসাহিত করার জন্য, কৃষিতে যৌথ খামার ব্যবস্থা, এবং ভোগ্যপণ্য বন্টনে সমবায় সমিতির বাবহারের জন্যও ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন হয়েছে। এটাও জনশিক্ষা কর্মস্ক্রীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংবাদপ্রকেও ব্যবহার করা হয়েছে এই কাজে।

সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সকল সমাজতান্ত্রিক দেশেই যে নতুন শিক্ষাব্যবন্ধার প্রবর্তন করা হয় তাতে বৃত্তিম, লক শিক্ষাকে সর্বাধিক গ্রুত্ব দেয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সর্বত্র বাধ্যতাম, লক। শিক্ষার অধিকার সংবিধানস্বীকৃত অন্যতম নাগরিক অধিকার।

শিক্ষানীতি নির্ধারণে প্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য সাধারণ মান্বের ভূমিকা সমাজতাশ্যিক দেশে স্বীকৃত। জার্মান গণতাশ্যিক প্রজাতশ্যে নতুন শিক্ষা নীতি স্থির করার জন্য যে কমিশন গঠন করা হয় তাতে শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক ছাড়াও প্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও ব্বেসংগঠনের প্রতিনিধিদের নেয়া হয়। এই কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশ করে সর্বস্তরে তার ওপর জাতীয় বিতকের ব্যবস্থা করা হয়। তারপর কেন্দ্রীয় আইনসভায় ২৫শে ফের্রারী, ১৯৬৫ সালে সমাজতাশ্যিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করে নতুন শিক্ষা নীতির প্রবর্তন করা হয়।

সমাজতাল্যিক দেশের শিক্ষানীতি যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শাল্তির পক্ষে। যুদ্ধে ক্ষতিবিক্ষত জার্মানী, পোল্যান্ডে প্রথম থেকেই বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের মনে যুদ্ধের বিভীষিকা সম্পর্কে সচেতন করা হয়, শাল্তির পক্ষে তাদের মনকে গড়ে তোলা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বহু জাতিগোষ্ঠীর বাস। জারের আমলে এদের মধ্যে শিক্ষার কোন প্রসারই হয় নি। অধিকাংশ ভাষাগোষ্ঠীর প্থক ভাষা থাকলেও অনেকেরই প্থক কোন লিপি ছিল না। সমাজতল্যের আমলে এদের প্থক লিপি গড়ে তোলা হয়েছে, এদের মধ্যে শিক্ষার সামগ্রিক প্রসার হয়েছে এবং এদের প্থক সংস্কৃতির বিকাশের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হয়েছে।

স্কুল কলেজের শিক্ষার পরেও শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষাকে 'Continuing Process' হিসাবে গণ্য করা হয়। সকল সমাজতান্ত্রিক দেশে কারখানায়, অফিসে, কৃষিখামারে সর্বত্ত সাংতাহিক,

সাম্ধ্য ক্লাশের মাধ্যমে সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্লেন্তে নতুন ধ্যানধারণা, রাজ্মের গৃহীত নতুন নীতি ও উৎপাদনক্লেন্তে প্ররোজনীর নতুন প্রবৃত্তিবিদ্যার বিষয়ে শিক্ষা দেরা হয়। প্রমিক ও কৃষক সংগঠন এই ব্যাপারে গ্রুত্বকুশ্রুত্ ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া ভাকযোগে শিক্ষাব্যবন্ধা বা Correspondence Course-ও আছে। পোল্যাক্ডে শিক্ষানীতি নির্ধারণ, শিক্ষাব্যবন্ধা পরিচালনায় পোলিশ টিচার্স ইউনিয়নের ভূমিকা এই প্রসংগ বিশেষভাবে উল্লেখবোগ্য।

সমাজতাশ্যিক দেশগর্নালতে শিক্ষার প্রতিটি স্তরেই এক রক্ষের শিক্ষা প্রতিন্ঠান ররেছে। পর্বাজ্ঞবাদী দেশের মত নানা ধরনের প্রতিন্ঠান নেই। এবং সব প্রতিন্ঠানই সমাজের সম্পত্তি। ব্যক্তিগত মালিকানার পরিচালিত প্রতিন্ঠান এ সব দেশে নেই। ব্যোস্গ্রাভিয়ার বিদ্যায়তনগর্নাল স্ব-পরিচালিত প্রতিন্ঠান (Self managing institution) রুপে পরিচালিত। স্ব-পরিচালনার ব্নিয়াদী সংস্থা রুপে যে বিদ্যায়তন পরিষদ রয়েছে তা প্রধানত শিক্ষক ও ছাল প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত।

সমাজতান্ত্রিক দেশে সর্বস্তরের শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে দেরা হয়। সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের স্বার্থ এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

সমাজতাশ্যিক দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আজ যদি ভারতে জ্বনশিক্ষার প্রসার করতে হয় তাহলে সর্বাধিক গ্রের্ড দিতে হবে নিরক্ষরতা দ্রৌকরণের ওপরে। বয়স্ক নিরক্ষরদের স্বাক্ষয় করার অভিযানে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুব, শিক্ষক সংগঠনের সামগ্রিক অংশগ্রহণ চাই। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে ব্যাপক করতে হবে। বিদ্যায়তনের শিক্ষা শেষ হবার পরেও সবাই যাতে নিয়মিত শিক্ষার মধ্যে থাকে তার জন্য কল-কারখানা, অফিস কাছারী গ্রামগঞ্জ সর্বত্র কর্মে নিযুক্ত লোকেদের জন্য সাংতাহিক, পাক্ষিক, মাসিক সংক্ষিণত শিক্ষাক্রম চাল, করতে হবে। ব্যাপকভাবে সর্বন্ন করেসপন্ডেন্স কোর্সের প্রবর্তন করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বত্র বাধ্যতা-মুলক করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী, বেসরকারী, মিশনারি, প্থানীয় স্বায়ন্তশাসন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সংস্থার যে বহুমুখী কর্তৃত্ব আছে, তার অবসান ঘটিয়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারী পরি-চালনায় নিয়ে আসতে হবে। শিক্ষার উন্দেশ্য ও লক্ষ্যকে স্পণ্টভাবে ঘোষণা করতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে মান-ষের দ্রণ্টিভঙ্গীকে বর্তমানকালের উপযোগী করতে হবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষার পরিচালনায় পূর্ণ গণতন্ত্রীকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারীদের হাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে।

# নভেম্বর বিপ্লবের দর্পণে বাংলা সাহিত্য ও সংবাদপত্র

# जन्नम हर्देशभाष्याम

#### 11 4P II

পृथिवीर म्मीर्घ खेजिशांमक काम थरक वर् विराह विश्वव ঘটে গেছে, সেগর্নালর স্বারা শোষণের ভিত্তি বারবার কম্পিত হয়েছে কিন্তু শোষণের অবসান ঘটে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি। একদল শোষকের পরিবর্তে আরেক দল শোষকের আবিভাব ঘটেছে। প্রারি কমিউন কিছুদিনের জন্য ক্ষমতা দখল করলেও আবশ্যিক প্রস্তৃতির অভাবে স্থায়ী হতে পারে নি। প্যারি কমিউনের দূর্বলতার দিকে অন্যালি নির্দেশ করে কার্ল মার্কস ভবিষাং শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্লবের বৈজ্ঞানিক গতিপথ নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। র.শ বিশ্ববের রূপকার মহান লেনিন সেই শিক্ষার আলোকে ধাপে ধাপে ১৯০৫ সালের অভ্যত্থান, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিশ্লব এবং পরিণতিতে নভেম্বর বিশ্লবের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে সর্বপ্রথম সফল বিশ্লবের বিজয় বৈজয়শ্তী রচনা করলেন এবং শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের তত্ত্বের ভিত্তিতে সমাজতান্তিক রুশিয়ার গোডাপত্তন করলেন। প্রতিবিশ্লবী সোশ্যাল রেভোলিউশনারী ও ট্রটিস্কপস্থী প্রমুখদের বিরুদ্ধে নির্বচ্ছিল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করলেন সামাজ্যবাদী দুৰ্গন্দাৱা পরিবেণ্টিত হয়েও প্রথিবীতে একক একটি দেশে সমাজতদা গড়ে তোলা সম্ভব। আর সেই সমাজতাদািক রাণ্ট্র হবে বিশ্ববিশ্লবের উৎসমূখ এবং দ্বনিয়ার প্রমিক শ্রেদীকে ঐক্যবন্ধ করার দঢ়ে ভিত্তি।

লেনিন-স্তালিনের নেড়ম্বে এই বিশ্লব এবং পরবতী সমাজ-তালিক নিমাণ-কার্য শুখু প্রিজবাদী দেশে শ্রমজীবী মানুবের ম্বির আকাশ্কা তীর করান তাই নয় উপনিবেশিক রাষ্ট্রগালিতে জাতীর মুক্তির আন্দোলনেও নতুন এক দুল্টিকোণ এনে দিয়ে-ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সঞ্চো অর্থনৈতিক মাজির প্রন্নটিও ওত-প্রোতভাবে বিজ্ঞাড়িত হয়ে যায়। ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের স্তর ক্ষমতা হস্তান্তরের স্তর থেকে প্রায় বিষ্পাবের স্তরে রূপান্তরিত হয়। র.শ বিক্লবের বহু কৌণিক সুদ্রপ্রসারী প্রভাব তাই দেশ-বিদেশের প্রতিক্রিয়াচক্রকে আতিব্দত করে তর্লোছল। তাই চক্রান্তের পর চক্রান্ড, একের পর এক গৃহযু, ধ. বহি যু, খ নবজাত সমাজতান্ত্রিক র শিয়াকে মকোবিলা করতে হয়। লেনিনের স্বোগ্য সহযোগী স্তালিনের নেতৃত্বে রুণিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ও মহান জনগণ দীর্ঘান্থারী সংগ্রাম ও সীমাহীন আত্মতাগের পথে সেই চক্রান্ড-গ্রাল ব্যর্থ করে দিরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অমোঘ জয়বাচা অব্যাহত রেখেছিলেন। ইতিহাসের কঠিনতম লড়াই হরেছিল ন্বিতীয় বিশ্বব্দেধ ফ্যাসিবাদী অক্ষণত্তির সংগ্যে সমাজতান্তিক র,শিরার। নবজন্মের অফ্রন্ড প্রাণশক্তিতে সমন্ধ বিস্তাবে।ওর র শিরার জনগণ স্তালিনের নেতৃত্বে মত্যপণ লড়াইরের মধ্য দিয়ে প্রথম সমাজতাশ্যিক রাষ্ট্রকৈ রক্ষা করেছিলেন তাই নর, প্রথিবীর এক-তৃতীরাংশ ভূমি থেকে প্রিজবাদ উৎখাত করতে প্রধান সহারক ভূমিকা পালন করেন। আজ সামাজাবাদী শিবিরের বির্ত্থে সমাজ-তাল্কিক শিবির রচিত হয়েছে। মহান চীনের বিস্পব, লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের মৃত্তি, সর্বশেষ ভিরেতনামের অসাধারণ

তাৎপর্যপূর্ণ বিজয় সমগ্র বিশেব ভারসাম্য পাল্টে দিয়ে সাম্রাজ্য-বাদকে কোণঠাসা করে দিয়েছে, দেশে দেশে শোষক শ্রেণীকে কাঠ-গড়ায় দাঁড় করেছে।

এই সমসত পরিবর্তনের কার্যকরী স্ত্রপাত ঘটেছিল নভেন্বর বিশ্লবের দিনগ্লি থেকে। র্মিয়ার নভেন্বর বিশ্লব দেশে দেশে ম্তি-সংগ্রামের দ্বার উদ্মোচন করে দিরেছিল। এই বিশ্লবের আশ্তর্জাতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে কমরেড স্তালিন বলেছেনঃ "অক্টোবর বিশ্লবের বিজয় স্চিত করে মানবজ্ঞাতির ইতিহাসের একটি ম্লগত পরিবর্তন, বিশ্ব সাম্রজ্যবাদের ঐতিহাসিক একটি আম্ল পরিবর্তন, বিশ্ব শ্রমিক শ্রেণীর ম্বিস্ক

একাট আম্ল পারবতন, সংগ্রামের শব্দতে আবং সংগঠনের ধরনসম্হে, জীবন্যাহা ও ঐতিহাগ্রনির রীতিনীতিতে, সারা বিশ্ববাপী ব্যাপক শোষিত জনগণের সংস্কৃতিতে ও মতাদর্শে আম্ল পরিবর্তন।"

#### ॥ मूरे ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সর্বব্যাপী আঘাত এবং রুশ দেশের প্রথম সর্বহারার বিশ্বব সমগ্র ভারত তথা এশিয়াভূমিকে প্রচন্ডভাবে আলোড়িত করেছিল এবং মুক্তি আন্দোলনের মতাদর্শে সংযোজিত হল নতুন চেতনা। মুভি আন্দোলনে বুজোয়া নেতৃত্ব ও বুন্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের পাশাপাশি শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর ভূমিকার অবশ্যস্ভাবীতার প্রতি রাজনৈতিক দুণ্টি এনে দিল। শ্রমিক শ্রেদীর বিশ্লব, সমাজতশ্রের অগ্রগতির শিক্ষায় বাংলার শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে এক গুণগত পরিবর্তন দেখা দিল এবং ক্রমশ সংগঠনের রূপ নিতে থাকল। বিশের দশকের শরের এই দিনগর্নির অবস্থা বর্ণনা করে প্রন্থের মৃভ্ফ্ফর আহ্মদ লিখেছেনঃ "দেশের অবস্থা এখন খুবই গরম। তাপের ওপর চড়ালে জল যেমন টগবগ করে ফোটে, দেশের বিক্ষান্থ মান্থও সেই রকম টগবগ করে ফ্ট-ছিল। পাঞ্চাবে যে নিষ্ঠ্যুর অত্যাচার হয়েছিল সেই কথা দেশের জনসাধারণ আজও ভোলেন নি। ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার আইন দেশের লোকেরা মেনে নিতে চাইলেন না কিছ,তেই। আবার বড় বড় নেতারা এই শাসন-সংস্কার কাজে লাগাতে চাইতেন। পর্বত ও সমুদ্রের বাধা কাটিয়ে রুশ দেশের মজুর শ্রেণীর বিশ্লবের খানিকটা ঢেউ এদেশেও পেণিছেছে। মজরুর শ্রেণী চণ্ডল হরে উঠেছে।"

নভেম্বর বিশ্ববের প্রভাব যে এদেশে একদল বিশ্ববী মার্কসবাদে দীক্ষিত কমী গড়ে তুলছিল শ্ব্দ্ তাই নর, ব্রুজোরা নেতাদের মধ্যেও তাৎপর্যপূর্ণ ছাপ ফেলেছিল। ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত অল ইন্ডিরা ট্রেড ইউনিরন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে লালা লাজপত রার বলেন ঃ "সামরিকতন্য এবং সাম্বাজ্ঞাবাদ ধন্তন্দের বমজ সন্তান; এরা তিনের মধ্যে এক এবং একের মধ্যে তিন। এদের ছারা, এদের ফল, এদের বন্কল—সব কিছুই বিষাত্ত। এক্সাত্ত সম্প্রতি এর পান্টা শক্তি আবিস্কৃত হয়েছে এবং সেই

পাল্টা শব্ধি হচ্ছে সংগঠিত প্রমিক প্রেণী।" সাম্বাজ্যবাদী ইংরেজের শ্যোনদৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে প্রবাসে ও দেশের অভ্যন্তরে বিক্ষাবের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টরা পার্টি গড়ে তুললেন ধীরে ধীরে। শ্রুর হল সম্পূর্ণ নতুন এক গণজাগরণের সাধনা, ভারতবর্ষের ভিত বদলের সংগ্রাম।

ভিত বদলের সংগ্রাম যখন বিস্প্রবী সর্বহারা মানুবেরা শুরু করে, শোষণের জগন্দল পাথর সরানোর লড়াই বখন চতুর্দিকে কাঁপন তোলে তখন উপরিতলে অর্থাং চিন্তা, চেতনা, সংস্কৃতিতেও নতুন সংগ্রাম জন্ম নেয়। শিল্পী, সাহিত্যিক, ব্ৰন্থিজীবীদের এক বিশিষ্ট অংশ কথনও বৈজ্ঞানিক চেতনায়, কখনও মানবিকতাবোধে সভ্যতার পিলস্ক এইসব নিপীড়িত, বঞ্চিত মান্বের পাশে এসে দাঁড়ান। কায়েমীস্বার্থের প্রস্তর দুর্গে আছড়ে পড়ে গণজাগরণের ঢেউ, আবহাওয়ায় নব বসন্তের আগমনী বার্তা। হেমন্তের ঝরা-পাতার বিষয়তা ও গর্ভস্থ বসন্তের আগমনী গান তখন শিল্পী. সাহিত্যিকদের কণ্ঠে। বিশের দশকেই শ্রমিক-কৃষক সংগঠনগঃলির মুখপর প্রকাশ হতে থাকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে। বাংলাদেশে 'গলবালী', বোম্বাইতে 'ক্রান্ডি', পাঞ্জাবে 'কীডি', সংযুক্ত প্রদেশে 'ফ্রান্ডিকারী' ইত্যাদি পঢ়িকা নভেন্বর বিস্পবের আদর্শে মেহনতী মান,ষের মধ্যে প্রচারকার্য শরে, করে। মীরাট ষড়যন্ত মামলার মুক্তফ্র আহ্মদ প্রমুখ নেতৃব্বের গ্রেশ্তারের পর প্রচন্ড দমন-পীড়ন আরম্ভ হয়ে বাওয়ায় পত্রপত্রিকার প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

এর পরে তিরিশের দশকে বাংলা দেশে আবার বহু পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকে। যেমন, সাম্তাহিক 'চাষীমঙ্কর' (১৯৩২). সম্পাদক—বৈদ্যনাথ মুখাঙ্কী, 'দিনমঙ্কর' (১৯৩৩), মার্কসবাদী (১৯৩৩), সম্পাদক—অবনী চৌধুরী, মার্কসপঞ্চী (১৯৩৩), সম্পাদক—আবদ্বল হালিম, 'গণশান্তি' (১৯৩৪), সম্পাদক—সারোজ মুখাঙ্কী, জম্পামজ্বদ্রর' (হিন্দী), সম্পাদক—সোমনাথ লাহিড়ী, মাসিক গণশান্তি' (১৯৩৭), সম্পাদক—মুক্তফ্বর আহ্মদ, বাক্তম মুখাঙ্কী, সোমনাথ লাহিড়ী, পাঁচুগোপাল ভাদমুড়ী প্রমুখ, 'আগে চলো' (১৯৩৮), সম্পাদক—আবদ্বল হালিম। বলাবাহুলা সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ নভেম্বর বিশ্লবের আদর্শে প্রকাশিত এইসব পত্র-পত্রিকার প্রচার সহ্য করে নি। বারবার এইসব পত্রিকার উপর আঞ্চমশ নেমে এসেছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন নামে বৈশ্লবিক আদর্শের মুখপত্র প্রকাশ অব্যাহতই থেকেছে।

শ্বাব্ব মার্কসবাদে উন্ব্যুম্থ পত্রপত্রিকা নর, স্বাধীনতা আন্দোলনে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের টানাপোড়েনে ও শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের আন্দোলনের অভিঘাতে জাতীয়তাবাদী প্রপৃত্তিকার চরিত্তেও রুপান্তর আসে। তংকালীন 'আনন্দবাঞ্জার পত্রিকা' প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজ্জমদারের স্ববোগ্য সম্পাদনার বেমন সাম্বাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা উল্লেখবোগ্যভাবে পালন করেছিল তেমন শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সংবাদাদি প্রচারেও সহায়তা করেছিল। কিন্তু অচিরেই সত্যেন্দ্রনাথ মজ্বমদারকে অপসারণ করে প্রতিক্রিয়ার শিবিরের নেতৃত্ব গ্রহণ করে আর সেই নোংরা চরিত্র আজও বহন করে চলেছে। তাছাড়া সংবাদপয়ের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার সংস্থ সপো মধ্যবিত্ত বিশ্ববী আদর্শ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল সাংতাহিক ব্যান্ডর', 'বন্দেমাভরম', 'সন্ধ্যা', 'সাম্তাহিক স্বাধীনতা' প্রভৃতি পরপারকা। মার্কসবাদী বিশ্লবী আদর্শ নিয়ে মুক্তফর আহ্মদ ও কাজী নজরুল ইসলামের উদ্যোগে এই সময় 'নবব্রুগ', 'লাপাল' ও 'ধ্মকেতু' প্রভৃতি পরিকা প্রকাশিত হয়ে এক গণজাগরণের সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে 'দৈনিক স্বাধীনতা' প্রমঞ্জীবী মান,ষের 'সভ্যযুগ' পগ্রিকাও সাধারণ মান্বের পক্ষ অবলম্বন করে গণ-

ভাল্যক সাংবাদকভার উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করে। এ ছাড়াও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্ররুপে বিভিন্ন সমর 'ব্বাধীনভা', মতামত' ইত্যাদি পত্রিকা প্রকাশিত হর। শ্রেদী সংগ্রামের তীরভার সন্পো সন্থো পত্রপত্রিকাগ্যুলিও ক্রমণ শ্রেদী চরিত্রে বিপরীত কোটিতে অবস্থান গ্রহণ করতে থাকে। তথাকথিত জাতীরভাবাদী চরিত্রের ইতিবাচকভা হারিরের আন্দোলন সংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যক্তিগত মালিকানার পত্রপত্রিকাগ্যুলি বহুল প্রচারের সৌভাগ্য নিরেও জনস্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে থাকে।

#### n फिन n

সমাজ বিশ্বব তো শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনে না, শিক্সসাহিত্যের জগতেও নিয়ে আসে পালাবদলের জোরার। সাহিত্য শিলেপর সাধারণ উদ্দেশ্য সব সময়ই সামাজিক মান,বের শ্ভাশ্ভ বিচার বিশেলষণ করা। মানবভাবাদী লেখকেরা সমাজ সংসারের সমস্ত মানুবের মঞাল বিধান করতে গিয়ে এমন এক ধরনের চেতনার শিকার হয়ে পড়েন যেখানে স্বর-অস্বরের, শোষক-শোবিতের ভেদাভেদ থাকে না। ফলে তাঁর স্বারা কায়েমীস্বার্থের শরীরে আঁচড়টিও লাগে না। কিন্তু নভেন্বর বিস্পব ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন লেখকদের সামনেও এ প্রশ্ন নিয়ে এল—সকল মান্বের শৃভ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে হতে পারে না। অসম সমাজ-ব্যবস্থার অবসান ঘটানর মধ্যেই ব্যাপকতর মানুবের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর সেই কাঞ্জের আহত্তান দর্নিয়াব্যাপী রেখেছে নভেম্বর বিশ্লব। সেই বিশ্লবের দ্রেন্ত আহ্নানে যখন রাজনৈতিক ক্ষেত্র আলোডিত তখন সাহিত্যের জগত তো দ্বের থাকতে পারে না! পারেও নি। বাংলাদেশে শ্রমিক-কুষকের বিস্পরী সংগঠন গড়ে ওঠার প্রায় সপো সপোই বিস্লবী সাহিত্য রচনার স্ত্রপাত ঘটতে থাকে। আর এই সাহিত্যের অগ্রচারী দ্রণ্টা কান্সী নজর,ল ইসলাম, যিনি প্রত্যক্ষভাবে নভেন্বর বিস্লবের স্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। নজর**্**ল তখন সেনাবাহিনীতে কর্মারত। তাঁর তংকালীন সহক্ষী জ্মাদার শম্ভু রায় লিখেছেন : "তিনি অর্গানে একটা মার্চিং গং বাজানর পর নজর্ল সেইদিন যেসব গান গাইলেন ও প্রবন্ধ পড়লেন তা থেকেই আমরা জানতে পারলাম যে রাশিয়ার জনগণ জারের কবল থেকে মুক্তি পেরেছে। গানবাজনা প্রবন্ধ পাঠের পর রুশ বিস্লব সম্বন্ধে আলোচনা হর এবং লালফৌজের দেশপ্রেম নিয়ে নজর্ল খ্ব উচ্ছবসিত হয়ে ওঠে। এবং ঠিক মনে নেই, সে গোপনে আমাদের একটি পত্রিকা দেখার।"

সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেই নজর্মল কবিতায় এই বিশ্লবের জয়ধনি ঘোষণা করলেন:

তোরা সব জরধননি কর।
তোরা সব জরধননি কর।
ওই ন্তনের কেতন ওড়ে
কাল-বোশেখীর ঝড়
তোরা সব জরধননি কর।

শ্রীঅচিদত্যকুমার সেনগণ্শত তাঁর 'জৈদেন্টর ঝড়' গ্রন্থে লিখেছেন : "এই কবিতা রাশিরার বিশ্ববাদকে অভ্যর্থনা করে লেখা। তখন ভারতে বা বাংলার কোন নতুনের কেতন আর দেখা বাছে না, দিকদেশ দিতীমত হরে পড়েছে—একমার আশার আলো জেলেছে নতুন মানবতাবাদ, অধিকারের সমন্থবাধ। এই আন্দোলনের স্ত্রপাত সিন্ধ্পারের সিংহম্পারে, ভারতবর্ষে নর, রাশিরার।" নজরুলের সর্বহারা' কাবাগ্রন্থের 'শ্রমিকের গান', 'কুবাণের গান' প্রভৃতি কবিতা

এবং 'সাম্যবাদী'র কবিতাগন্ত্রিল মার্কসবাদে বিশ্বাস ও নভেত্বর বিশ্ববের প্রত্যক্ষ প্রভাবে রচিত। এদেশে তিনিই সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সংগীত অন্ত্রাদ করেন এবং শ্রমিকশ্রেণীর রন্ধ-পতাকা উত্তোলনের অকুণ্ঠ আহ্বান তিনিই প্রথম জানিরেছেন দেশ-বাসীর সামনে:

> ওড়াও ওড়াও লাল নিশান।... দ্বলাও মোদের রক্ত পতাকা ভরিয়া বাতাস জ্বড়ি বিমান ওড়াও ওড়াও লাল নিশান।

নজন্বলের সেনা-জীবনকালীন রচিত উপন্যাস 'ব্যথার দান'-এ লাল-ফৌজের ভূমিকার উল্লেখ আছে।

সে সময় 'গণবাণী', 'লাঙগল', 'ধ্মকেতু', 'অরণি' প্রভৃতি পত্রিকায় নঙ্গর্ল ছাড়াও সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ষতীন্দ্রনাথ সেনগন্নত প্রমুখের রচনায় নবচেতনার স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে যতীন্দ্র নাথের চাষার বেগার, লোহার বাথা, বারনারী প্রভৃতি কবিতা এ-প্রস্রেশ্য টক্রেখ্য। সভ্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় অবশ্য ইতিপ্রেই (অর্থাৎ ১৯০৫ সালের) রুশ বিশ্লবের প্রভাব লক্ষ্যায়ায় যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখিত 'লোনন' নামের কবিতাটি আমরা কখনই বিস্মৃত হতে পারি না। লোননের মৃত্যুর পরও যখন ব্রেলায়া পত্রশিত্রকার্লি কুংসা করে চলেছে তখন প্রে বাংলার এই কবি শ্ব্র লোননের প্রতি গ্রম্থা নিবেদন করেছেন তাই নয় বিশ্লবের জয়গানে মুখর হয়ে উঠেছেন :

"বারংবার মৃত্যুবার্তা রটায়েছে বিশ্বদৃত হয় নি সে কাল অশ্বেক লীন এইবার মরেছে লেনিন। রুশের গগনস্থ অস্তমিত আজ জনগণ অধিরাজ জনবন্ম্ জাতি চিত্তে জন্মলাইবে দীশ্ত হৃতাশন সত্য কি মরেছে লেনিন?"

তিরিশ ও চল্লিশের যুগে কল্লোল-কালিকলম-সংহতি প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে নবীন সাহিত্যিক গোষ্ঠী আবিভূতি হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সাহিত্যের আণ্গিকগত সম্মাত যেমন লক্ষ্য করা গিয়েছিল, তেমন দেখা দিয়েছিল সাধারণ অন্ত্যজ্ঞ জীবন্যাত্রার মানুষের প্রতি গভীর প্রীতি ও আগ্রহ। বিশেষ করে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন, অশোকবিজয় রাহা, বিষ্কৃদে দিনেশ मात्र, विभवनम्य द्याव, त्र, छात्र भूत्थाशाशाश, त्र, कान्छ छ्रोहार्य, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, অরুণ মিত্র প্রমুখের মধ্যে কম-বেশী নভেম্বর বিস্পবের প্রতাক্ষ প্রভাবস্থাত গণচেতনা স্বতোৎসারিত হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে দ্ব-এক জনকে বাদ দিলে বেশীর ভাগই ভারতের প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন, ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পীদের সংগ্রাম, গণ-নাট্য আন্দোলন এমন কি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সংগ্রামের পায়ে পা মিলিয়ে এ'রা কবিতা লিখেছেন এবং তার বেশীর ভাগ**ই নিপ্রীড়িত বণ্ডিত শ্রমিক-কুষক-মধ্যবিত্ত শ্রে**ণীর পক্ষপাতী। কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের '৭ই নভেন্বর', 'সোভিরেট ভূমি', 'বিন্লব' প্রভৃতি কবিতা বাংলা কবিতার জগতে দিক্চিক্সবর্প। স্কান্তের 'মধ্যবিত্ত', '৪২', 'কৃষকের গান', 'বোধন', 'বিদ্রোহের গান', 'দিন বদলের পালা', 'একুশে নভেন্বর' প্রভৃতি বহু কবিতার উন্নত কাব্য-শৈলীতে রচিত হরেছে বিশ্ববের জয়গাখা। স্কান্ত লিখেছেনঃ

"কিছ্ন না হলেও আবার আমরা রক্ত দিতে তো পারি পতাকায় পতাকায় ফের মিল আনবে ফের্ব্লারী এ নভেম্বরে সংকেত পাই তারি।"

"দিক থেকে দিকে বিদ্রোহ ছোটে বসে থাকবার বেলা নেই মোটে রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে পূর্বকোণ।"

সন্ভাষ মনুখোপাধ্যায়ের পদাতিক, অণ্নিকোণ, চিরকটে: জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের মধ্বংশীর গলি, একটি প্রেমের কবিতা, নবজীবনের গান; মঞ্গলাচরণের মেঘ বৃণ্টি ঝড়; অরুণ মিত্রের কাঁটাতার: রাম বস্কুর তোমাকে, যখন যন্ত্রণা; কৃষ্ণ ধর, সিন্ধেশ্বর সেন, গোলাম কুন্দুসের কবিতা প্রভৃতি বাংলা প্রগতি সাহিত্যের রাজপথ নির্মাণ করে দিয়েছে। যে পথ ধরে আজও অসংখ্য কবি-সৈনিক পথ হে'টে চলেছেন কন্ঠে রয়েছে তাঁদের অত্যাচারিত নিপাঁড়িত বাঞ্চত মান্বের জীবনের জয়গান। স্বাধীনতাপরবতী অপশাসন ও স্বৈর-শাসনের দিনগুলিতে যেসব কবি আগনশপথে বিস্লবের জয়ধনীন প্রচার করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কনক মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় দাস, দুর্গাদাস সরকার, কির্ণাশ্কর সেনগুপত, শ্যামসক্রন্দর দে, প্রদব চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, সাধন গ্রহ, সনাতন কবিয়াল, গোপীনাথ দে, অমল চক্রবতী, রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল সেন, দীপংকর চক্রবতীর্ণ, জিয়াদ আলি, কেন্ট চটোপাধ্যায়, মঞ্জুন্সী দাসগুণত, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, রব্জত বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দদুলাল ভট্টাচার্য, নিমাই মালা, অর্ণ মুখোপাধ্যায়, সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর রায়, সাগর চক্রবর্তী প্রমূখ নবীন ও প্রবীণ ক্রিরা।

#### ॥ हाज ॥

বিশের দশক থেকে বাংলা কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নভেন্বর বিশ্লবের প্রভাবজাত গণচেতনা লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বোধ করি ম্যাজ্সিম গোকর্ণির 'মা' উপন্যাসের। বিশ্লব সাহিত্যের আদর্শ শুধ্ব এদেশে নয় সম্ভবতঃ বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই সঞ্চারিত হয়েছিল এই মহাকাব্যের মাধ্যমে। 'মা' উপন্যাসের বঙ্গান্বাদ এদেশের রাজনৈতিক কমী' ও ব্লিখজীবীদের চিন্তাক্ষেত্রে ব্যাপক আলোড়ন স্লিট করেছিল। এই উপন্যাসের অনুবাদে বিমল সেন, ন্পেন্দুকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও প্রুৎপ্রয়ী বস্ক্র অবদান অপরিসীম।

বিশের দশকে মণীশ্রলাল বস্ রচিত 'অর্ণ' গল্পে র্শ বিশ্লবে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় বিশ্লবীদের ভূমিকা চিত্রিত হয়েছে। রবীশ্রনাথের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে গোকীর 'মা' উপন্যাসের উল্লেখ আছে। র্শ বিশ্লবজাত সমাজতাশ্রিক সোভিয়েত সম্পর্কে ভারতবাসীর বিশেষ করে বাগ্গালীদের শ্রম্থা আকর্ষণে রবীশ্রনাথের অবদান অতুলনীয়। বাগ্গালীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম উচ্ছনিসত ভাষায় বললেন: "আহারে ব্যবহারে এমন সর্বব্যাপী নির্ধনতা যুর্রোপের আর কোথাও দেখা যায় না। তার প্রধান কারণ, আর আর সব জারগায় ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ থাকাতে ধনের প্রজীভূত র্প সবচেয়ে বড়োকরে চোথে পড়ে—সেখানে দারিদ্রা থাকে যবনিকার আড়ালে নেপথ্যে; সেই নেপথ্যে সব এলোমেলো, নোংরা, অন্যাম্থাকর, দ্বংখে দ্র্শায় দ্ক্কর্মে নিবিড় অন্ধকর ক্রীতা নেই, আছে অকিঞ্চনতা।...অন্য দেশে যাদের আমরা জনসাধারণ বলি এখানে

ভারাই একমাত্র।" রাশিয়া শ্রমণের আগেই রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' নাটকের মধ্যে শোষক ও শোষিত শ্রেশীর দ্বন্দর সংখাত এবং শোষিত শ্রমজীবী মান্বের প্রতি সহান্তৃতিম্বাক জীবন-চিত্র অক্কন করেজেন।

<u>ट्यायन्स् भितः, रेननकानन्त्र मृत्याभाषातः, कश्रमीन १८०७, नातात्रन</u> ভট্টাচার্য, অচিম্তা সেনগত্রেত প্রমূখ সেকালের কথা-সাহিত্যিকদের मर्सा मका क्या यात्र व्यवकाष, व्यवशिष्ठ क्षीयनयातात्र मान्यस्त्र নিয়ে গল্প, উপন্যাস রচনার প্রবণতা। অনতিপরবর্তীকালে তারাশকর বন্দ্যোপাধ্যার মানিক বন্দ্যোপাধ্যার অমরেন্দ্র ছোব ख्यानी मार्र्थाभाषात्र, त्राम्य रमन, नात्रन्तनाथ मित्र, न्यर्गक्मन ख्रोहार्य, নবেন্দ্র ঘোষ, গোপাল হালদার, ধ্রুটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সোমেন চন্দ্র, ননী ভৌমিক, অসীম রায়, সুশীল জানা, সতীনাথ ভাদুভী, নারারণ গপোপাধ্যার, গুণুমর মালা প্রমুখ কথা-সাহিত্যিক প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন, ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিলপীদের সংগঠনের সপো নিজেদের যুক্ত রেখে সমকালীন সংগ্রাম আন্দোলনের উন্দাম জোয়ারের তালে তালে অসংখ্য স্ভিসম্ভার উজাভ করে দিয়েছেন। এই স্থির জন্য বাংলা সাহিত্য গবিত এবং বলা চলে এই স্থি-थातारे वारमा माहिराजात श्रुवभाष तहना करत पिरात्र । मानिक वर्णमा-পাধ্যায়ের সাহিত্য আম্বও অম্পানভাবে বাংলা কথা-সাহিত্যে গণচেতনার ধারার পরিপোষকতা করে চলেছে। এই পথ ধরেই এসেছিলেন সমরেশ বস্তু, কিন্তু আজ তিনি প্রতিক্রিয়ার শিবিরে হারিয়ে গেছেন। সংগ্রামী জীবন দর্শনের ধারাটি কথা-সাহিত্যে অব্যাহতভাবে আব্রও যাঁরা বহন করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য কৃষ্ণ চক্রবতী, তপোবিজয় ঘোষ, চিত্ত ঘোষাল, স্কুখরঞ্জন भ त्थाभाषात्र, भाग भ तथाभाषात्, त्मर्यभ द्वार, कामिमान दक्किछ, মিহির আচার্য, দেবদন্ত রায়, রামশন্কর চৌধুরী, হীরালাল

চক্তবতী প্রমাধ।

গণনাট্য আন্দোলনের ধারার নভেম্বর বিস্পবের প্রভাব সর্বাপেক্ষা কার্যকরী রূপ পার নাটক ও সংগীতের মাধ্যমে। নাটকের কেন্তে নতন দিনের বাণী বহন করে এনেছিলেন মন্মথ রার, শচীন সেন-গ্ৰুত, বিজন ভট্টাচাৰ, মনোরঞ্জন ভট্টাচাৰ, তুলসী লাহিড়ী, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যার, ঋত্বিক ঘটক, শন্তু মিত্র, বিনর ঘোৰ প্রমূখ। এ'দের সুষ্ট নাটক বাংলা নাটকের গতিধারা সম্পূর্ণ বদলে দিল। রপামঞ্ ও প্রধানত রশামঞ্চের বাইরে মাঠে-ঘাটে, গ্রামে-গঞ্জে বাংলার প্রগতি-মুলক ও গণনাটা এই সব নাট্যকারের সুন্টিকে নির্ভার করেই ছড়িরে शर्छ। এই ধারা বহন করেই অন্যান্য শক্তিমান নট ও নাট্যকাররা এসেছেন যাদের মধ্যে রয়েছেন উৎপল দত্ত, বীর, মুখোপাধ্যায়, স্নীল দত্ত, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, জ্যোছন দক্তিদার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, হীরেন ভট্টাচার্য, চিররঞ্জন দাস, অর্ণ মুখোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির সেন, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীজীব গোস্বামী, বাস,দেব বস,, শ্যামাকান্ত দাস, ইন্দুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর গণ্যোপাধ্যার, নীলক-ঠ সেনগ্রুত, দেবাশিষ মজুমদার, বিদ্যুৎ নাগ, শুভংকর চক্রবর্তী, শুশাংক গঙ্গোপাধ্যার প্রমুখ।

এদেশে সাধারণ মান্বেরর শোষণম্ভির সংগ্রাম আজও চলছে এবং চলবে যতদিন পর্যশত না আরশ্ব লক্ষ্যে পেশছান সম্ভব হর। আর সমসত বাধা বিপত্তি অপসারণ করে সংগ্রামী মান্বেরর বিজয় ঐতিহাসিক কারণেই অনিবার্ষ। সেই সংগ্রামের সাধার্বিপে সাহিত্যের একটি প্রবল্প ধারা উত্তরোত্তর বেগবান হয়ে প্রবাহিত হতেই থাকবে। মাটির ব্বকে যেমন গাছ ও তার ফ্ল-ফলের জীবনরস নিহিত থাকে, তেমনি মান্বের সংগ্রামের মধ্যে জীবনম্খী সাহিত্যের উৎস। সেই উৎসম্ল থেকে নিরত প্রাণরস আহরণ করে বিশ্লবী সাহিত্য তার স্থান করে নেবেই এই সমাজে।

# ভারতীয় শিল্পে শোষণের হার

#### গোপাল হিৰেদী

কার্ল মার্ল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম খন্ডে প্রশার ম্লাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন—উৎপাদিত উপকরণের ম্লা, প্রমের ম্লা এবং উম্বৃত্ত ম্লা। মার্লের তত্ত্ব অন্সারে সব ম্লাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিষ্ক্ত শ্রমিকের কার্যকালের ম্বারা নির্ধারিত হয়। পণ্য তৈরী করতে দৃ্' রক্মের উপকরণে লাগে— উৎপাদিত উপকরণ ও মান্বের শ্রম। উৎপাদিত উপকরণের ম্লা, দ্টো তৈরী করতে যে পরিমাণ শ্রম লেগেছিল তার ম্বারা নির্ধারিত হয়। উৎপাদিত উপকরণের শ্রমম্লোর সঞ্গে আরও শ্রম সংযোজিত হয়। উৎপাদিত উপকরণের শ্রমম্লোর সঞ্গে আরও শ্রম সংযোজিত

শ্রম সংযোজনের জন্য শ্রমিক তার শ্রমের ম্ল্য মজ্বী হিসাবে পার। আর বাদবাকী শ্রমম্ল্য দিলপপতি উন্থত্ত ম্ল্য হিসাবে সংগ্রহ করে। অর্থাৎ শ্রমিক যতটা সমর কাজ করে ততটা শ্রমম্ল্য স্থিত করে; কিন্তু স্থা শ্রমম্ল্যের এক অংশ শ্রমিক শ্রমের ম্ল্যা হিসাবে পার, আর বাকী অংশ যে দিলপপতি শ্রমিককে নিয়োগ করে তার হাতে উন্থত্ত হিসাবে থাকে। সেইজন্য মার্র উন্থত্ত ম্ল্যাও শ্রমের ম্ল্যের অন্পাতকে শ্রমিক-শোষণের হার বলে আখ্যা দিয়েছেন। শ্রমিক যদি দিনে আট ঘণ্টা কাজ করে এবং সে যে মজ্বী পার তার পরিমাণ যদি পাঁচ ঘণ্টা কাজের সমান হয়, তা হলে তিন ঘণ্টার কাজ উন্থত্ত ম্ল্যা স্থাতি করে। সেক্ষেত্র শ্রমিক-শোবণের হার দাঁড়ায় ৻ ১১০০=৬০ শতাংশ।

মার্দ্ধের সংজ্ঞা অন্সারে শ্রমিক-শোষণের হার নির্ণর করতে হলে পণ্যের মোট মূল্য ও তার ভাগ তিনটি শ্রমিকের কার্যকালের পরিমাপে প্রকাশ করা দরকার। কিন্তু শিলেপাংপাদনের যে হিসাব আমরা পাই তাতে পণ্যের শ্রমমূল্য জানা যার না, সব মূল্যই টাকার অংক প্রকাশ করা হয়। সেইজন্য মাক্সীর তত্ত্ব অন্সারে শ্রমিক-শোষণের হার প্রচলিত হিসাব থেকে নির্ণায় করা যার না। তব্ শিলেপাংপাদনের যেসব হিসাব টাকার অংক পাওয়া যার তা থেকে শ্রমিক-শোষণের হার সম্বশ্ধে একটি স্থূল ধারণা করতে কোন অস্ক্রিয়া হয় না। বর্তমান প্রবশ্ধে আমরা ভারতীয় শিলেপ শ্রমিক-শোষণের হার সম্বশ্ধে একটি স্থূল হিসাব উপস্থিত করার চেন্টা করিছ।

ভারতের শিলেপাংপাদন সন্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পাওয়া বায়। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এই সকল তথ্য 'সেস্সাস্ অব্ ম্যান্ফ্যাক্ডারিং ইন্ভাস্থিক্'এর কল্যাণে পরিবেশিত হয়েছে। ১৯৫৯ সাল থেকে 'এন্রাল সার্ভে অব্ ইন্ডাস্থিক্' এই সকল তথ্য প্রকাশ করে। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এই গ্রিশটি বছরের মধ্যে দ্ব' বছরের কোন তথ্য পাওয়া বায় না, কারশ ১৯৬৭ ও ১৯৭২ সালের জন্য 'এন্রাল সার্ভে অব্ ইন্ডাস্থিক্'এর পক্ষ থেকে কোন তথ্য প্রকাশিত হয় নি।

'সেন্সাস্ অব্ ম্যান্ফ্যাক্চারিং ইন্ডান্ট্রিজ'এর তথ্যে ২৯টি প্রধান শিলেপ বিদ্যুংশন্তিচালিত যক্ত ব্যবহারকারী ও ২০ জন বা তার বেশী প্রমিক নিয়োগকারী সব কারখানাকে ধরা হয়েছে। 'এন্রাল সার্ভে অব্ ইন্ডান্ট্রিজ'এর তথ্যে বিদ্যুংশন্তিচালিত যক্ত ব্যবহারকারী যে সব কারখানায় ৫০ জন বা তার বেশী প্রমিক নিযুক্ত হয়েছে এবং বিদ্যুংশন্তিচালিত যক্ত ব্যবহার করে না এমন যে সব কারখানায় ১০০ জন বা তার বেশী প্রমিক নিযুক্ত হয়েছে, তাদের উৎপাদন সংক্রাক্ত হিসাব পাওয়া যায়। অর্থাৎ ভারতের বড় বড় সব কারখানার একটি সামগ্রিক ও প্রশাণ্য চিত্র পাওয়া যায়।

এই সকল কারখানার উৎপাদিত পণ্যের মোট ম্লা থেকে বে সকল উৎপাদিত উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে তাদের মোট ম্লা বাদ দিলে কারখানার সংযোজিত ম্লোর পরিমাণ জানা যার। কারখানার সংযোজিত ম্লোর পরিমাণ জানা যার। কারখানার সংযোজিত ম্লোর দ্বটি ভাগ আছে—শ্রমিকের মঙ্গুরী এবং উন্ব্ত ম্লা। শ্রমিককে বেতন, ভাতা, বোনাস এবং অন্যান্য স্যোগ-স্বিধা ইত্যাদি দেওয়ার জনা যে টাকা খরচ হয়েছে তার মোট পরিমাণকে শ্রমিকের মঙ্গুরী বাল ধরা হছে। কারখানার সংযোজিত ম্লা থেকে শ্রমিকের মঙ্গুরী বাদ দিলে বা পড়ে থাকে তাকে স্থ্ল অথে উন্ব্ত ম্লা বেতে পারে। এইভাবে পাওয়া উন্ব্ত ম্লাকে শ্রমিকের মঙ্গুরী দিয়ে ভাগ করে সেই ভাগফলকে একশ' দিয়ে গ্ল করলে শ্রমিক-শোষণের শতকরা হার পাওয়া যার। এইভাবে পাওয়া হিসাবটি আমরা উপস্থিত কর্রছ। [২০ প্রতা দুন্টব্য]

ভারতীয় শিলেপ শ্রমিক-শোষণের হার সম্পর্কে আটাশ বছরের যে হিসাব আমরা উপস্থিত করেছি ভাতে দেখা যাচ্ছে শোষণের গড় হার ৭৭ শভাংশ। আটাশ বছরের গড় হার ৭৭ শতাংশ হ'লেও বছরে বছরে এই হার অনেকখানি উঠানামা করেছে। সংযোজিত লেখচিত্রে এই অবন্থাটি পরিক্ষারভাবে দেখান হ'ল।

শ্বল দ্ভিতৈ যা দেখা যাচ্ছে তা হ'ল (১) ১৯৪৬-৪৭ সাল থেকে ১৯৫৪-৫৫ সাল পর্যত্ত শোষণের হার পরবর্তী কালের তুলনার অনেক বেশী উঠানামা করেছিল, (২) ১৯৫৫-৫৬ সাল থেকে ১৯৬৪-৬৫ সাল পর্যত্ত শোষণের হার গড় হারের উপরে মোটাম্টি স্থিতিশীল অবস্থার ছিল, এবং (৩) ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে শোষণের হার বছর দ্বই খানিকটা কমতে থাকলেও ১৯৬৮-৬৯ সালের পর থেকে আবার দ্বত বাড়তে থাকে।

মার্দ্রের তত্ত্ব অন্সারে শ্রমিক-শোষণের হার নির্ভর করে শ্রমিকের কার্যকালের উপর এবং তার জীবনযাপনের জন্য সেই কার্যকালের কতথানি দরকার তার উপর। এগালি আবার নির্ভর করে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কিত শ্রেণী সংগ্রামের উপর, শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার উপর এবং উৎপাদনে যক্ষ ব্যবহারের উপর। আমরা এখানে শ্রমিক-মালিক সংখর্মের সাথে শোষণের কি সম্পর্ক ভারতীর শিক্ষের দেখা বার তা নিরে কিছু বিশেলখণ করছি।

# ভারতীয় শিদেশ ম্ল্য-গঠন এবং শোষশের হার, ১৯৪৬—১৯৭৫

	উপকরণের ম্ব্রা (কোটি টাকার)	শ্রমিকের মজ্বরী (কোটি টাকার)	উন্ত ম্ল্য (কোটি টাকার)	পদ্যের মোট ম্ল্য (কোটি টাকার)	শোষণের শতকরা হার
(2)	(\$)	(0)	(8)	(¢)	(%)
2286	<b>ం</b> ৯১	<b>५०</b> २	202	800	509
>>89	605	>06	১০৬	980	98
228A	606	১৬৬	>७२	208	25
<b>288</b> 2	900	১৭৭	26	৯৭৬	<b>¢8</b>
2240	988	১৭২	225	<b>३०२४</b>	৬৫
2262	৯৬০	242	>७१	>006	RO
>>65	৮৬৯	२०১	228	22A8	69
2240	942	२०६	><>	<b>5520</b>	•8
2248	250	२১৯	>68	25AA	90
2266	৯৮৬	२०১	242	>80%	४२
2266	2286	২৫৬	२५७	>9>8	Ro
>>७१	১২৫৬	২৭০	228	2458	90
2268	<b>১</b> २२२	२७४	२२२	2422	80
2262	2922	804	୭୧ଝ	২৬০৪	8.6
2260	২২৮৬	845	085	0260	95
2762	২৭০৫	୯୭୫	862	<b>ల ఉ</b> ఏల	AB
>>6<	0062	७२४	844	8298	98
2260	9608	<b>५०</b> २	620	8922	A8
2268	8>48	Roo	890	৫৬২৭	A.2
2266	89%२	290	900	৬৪৯২	96
2266	4826	<b>५०</b> १२	980	4586	95
2269	_	_		_	_
226A	6699	200R	488	४७१७	৬০
7767	9659	2865	299	১৯৯৬	69
2240	A@0d	2962	2240	22089	62
2242	2280	2855	2002	20066	95
2245	_	-	_	_	_
2240	22A28	<b>२</b> २७०	2400	26220	A.2
2248	<b>১७२</b> ৭১	२९४४	<b>२</b> ९०8	२५१७	29

স্ত্রঃ দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পশুম স্তল্ভের তথ্যগুলি 'সেন্সাস্ অব্ ম্যান্ফ্যাক্চারিং ইন্ডান্মিজ' এবং 'এন্য়্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডান্মিজ' থেকে নেওরা হয়েছে। অবশিশ্ট তথ্যগুলি হিসাব করে বার করা হয়েছে।

শ্রমিক-মালিক বিরোধের প্রত্যক্ষ পরিলাতি হিসাবে দেখা বার শ্রমিকরা ধর্মঘট করে এবং মালিকরা কারখানা সামারকভাবে বন্ধ করে দের। স্ত্রাং শ্রমিক-মালিক বিরোধের পরিমাপক হিসাবে দ্রাট বিষরকে গ্রহণ করা বার—বিরোধে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা এবং বিরোধের ফলে কর্মচ্যুত শ্রম-দিনের সংখ্যা। শ্রমিক-মালিক বিরোধে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাশ্তি মাপা বার। আর গড়ে একজন শ্রমিক আন্দোলনের কনের ফলে বতদিন কর্মচ্যুত হয় তার শ্বারা শ্রমিক আন্দোলনের

ভারতীর শিলেপ প্রমিক-মালিক বিরোধ, ১১৪৬--১১৭৫

বংসর	বিরোধে অংশ- গ্রহণকারী প্রমিকের সংখ্যা ('০০০)	কর্মচ্যুত শ্রম- দিবসের সংখ্যা ('০০০০)	কর্ম চ্যুত শ্রমণিবসের শ্রমিক প্রতি গড়
(5)	(२)	(0)	(8)
>>86	<b>5563</b>	<b>&gt;</b> 292	9·84
2284	2882	2969	2.00
228A	2062	948	9.80
2282	986	880	3.60
2260	920	2582	39.93
2262	685	085	6.65
2265	80%	008	8.25
2240	889	908	9.26
2268	899	009	9.09
2266	654	690	20.40
2266	956	৬৯৯	2.48
2269	AA?	680	9.30
22GA	252	480	A-80
7969	928	660	4.25
2290	246	968	6.60
7797	७५२	8৯২	2.62
2265	906	७५२	8.98
2200	৫৬৩	७२१	<b>€.</b> AO
2268	2000	११२	9.90
2266	272	689	৬.৫৩
2266	2820	2080	2.85
2269	28%0	2926	22.62
2266	১৬৬৯	১৭২৪	20.00
2262	১৮২৭	2204	20.80
2290	2858	২০৫৬	22.54
2292	2626	১৬৫৫	\$0.₹8
2295	5909	२०६८	22.RO
2240	2686	২০৬৩	A-20
2248	2466	৪০২৬	28.20
2296	2280	2220	29.26

সূত্রঃ শ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তল্ভের তথাগ্রিল 'ইন্ডিয়ান্ লেবার ইয়ারব্ক্', 'ইন্ডিয়ান্ লেবার গেজেট্' এবং 'ইন্ডিয়ান্ লেবার স্ট্যাটিস্টির' থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। তৃতীয় স্তল্ভের সংখ্যাকে শ্বিতীয় স্তল্ভের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে চতুর্থ স্তল্ভের সংখ্যাগ্রিল পাওয়া গেছে।

তীব্রতা মাপা বায়। আমরা এখানে শ্রমিক-মালিক বিরোধ সংক্রান্ত করেকটি তথ্য উপস্থিত কর্মান্ত।

রাশি বিজ্ঞানে অ্ন্সৃত পম্বতিতে শ্রমিক-শোষণের হারের সঞ্ শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাণিত ও তীব্রতার সম্পর্ক বিশেলফা করলে ভারতীয় শিলেপর ক্ষেত্রে প্রথমেই যে বিষয়টি নজরে পড়ে তা হালঃ (১) শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাগ্তির সপো তীরতার সম্পর্ক খুবই দ্বল, এবং (২) তার ফলে সামগ্রিকভাবে শোষণের হারের সংগ্র শ্রমিক আন্দোলনের কোন উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ এক কথায় শোষণের হার উঠানামার বিশেলষণে শ্রমিক আন্দোলনের ভূমিকা খুবই দুর্বল। এটা ভারতীয় শ্রমিক আন্দো-লনের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্টা হতে পারে। অবশ্য শ্রমিক আন্দোলনের তীরতার সংগ্য শোষণের হারের, দর্বল হলেও, একটি বিপরীতমুখী সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ শ্রমিকরা আন্দোলনের তীব্রতা বাড়িয়ে ধর্মঘটকে প্রলম্বিত করে শোষণের হার কিঞিৎ পরিমাণে কমাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আন্দোলনের ব্যাণ্ডির সঞ্জে শোষণের হারের একটি ক্ষীণ প্রতাক্ষ সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। এর অর্থ হ'ল, শোষণ যত বাড়ছে তত অধিক সংখ্যায় শ্রমিক আন্দোলনে সামিল হচ্ছে। তবে অধিক সংখ্যায় শ্রমিককে আন্দোলনে সামিল করার ব্যাপারে অনেক দূর্বলতা থাকায় এই সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ।

পরিশেষে বর্তমান প্রবন্ধের সীমাবন্ধতা সম্বন্ধে দ্ব-একটি কথা বলা দরকার। আমরা এখানে শ্রামক-শোষণের হারকে প্রভাবিত করতে পারে এমন আরও যে সব বিষয় আছে (যেমন রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও তীরতা, শ্রামক আন্দোলনের সপের রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পর্ক ইত্যাদি) সেগন্নির সপের এর সম্পর্ক বিশেষক করি নি। তাছাড়া, শোষণের হারের শিক্পগত ও আঞ্চলিক তারতমাও বিশেষকা করি নি। তাই যে চিচটি আমাদের সামনে ধরা পড়েছে তা খ্বই স্থ্ল এবং বিচার সাপেক্ষ।\*

<sup>\*</sup> প্রকশ্যি রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহের কাজে 'সেন্ট্রাগ স্ট্যাটিস্টিক্যাল অরগানিজেশন'-এর কলকাতা অফিসের গ্রন্থাগারিক ও কলকাতা কি'ব-বিদ্যালয়ের অর্থানীতি বিভাগের টিচার ফেলো গ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ভগৎ বে সাহাব্য করেছেন তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গো আমরা স্বীকার করিছ।

# আলোচনা

# প্রাথমিক স্তরে প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচী ও সহজ পাঠ

#### তাজ মহস্মদ

দীর্ঘদিন পরে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা আলাপ আলোচনার পর বখন প্রাথমিক শতরের পাঠক্রম ও পাঠ্যস্চী নতুনভাবে প্রশারন করতে বাচ্ছে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার, ঠিক সেই মৃহ্তের্ত নানারকম আলোচনা, সমালোচনা, তর্ক বিতর্ক শ্রুর হয়েছে। কিছ্র কিছ্র সাহিত্যিক ও দৈনিক সংবাদপত্র তীরভাবে আক্রমণ করছে এই নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যস্চী প্রশারনে রবীন্দ্রনাথের সহজ্ঞ পাঠকে সামনে রেখে, এবং অবশাই তারা একটা নিছক রাজনৈতিক দ্ভিভগ্ণী থেকেই সচেতনভাবে আক্রমণ হানার চেন্টা করছেন। যা হোক সমাজ বিকাশের ধারাকে রুখে দেওরার মত ইতিহাস আজও তৈরী হয় নি। তব্রও কিছ্র প্রশ্ন আমাদের মনে জাগতেই পারে।

#### পাঠকম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

সমাজ বিকাশের সাথে সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সংগা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনেও পরিবর্তন অবশাসভাবী হয়ে উঠে। এই পরিবর্তন বাদ বথাবথভাবে না হয় তাহলে সমাজকীবন নানারকম প্রতিক্তা সমস্যার সম্মুখীন হডে পারে। ব্যাভাবিকভাবেই সমাজ সভ্যতার ক্লমবিকাশের সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রনর্মল্যায়নের রীতি দেশে দেশে প্রচলিত। আমাদের দেশে ১৯৫০ সালে যে পাঠক্রম ও পাঠ্যস্টী প্রাথমিক ব্রদ্যালায়ন্রেলিতে প্রচলিত। পাঠক্রম পরিবর্তনের প্রয়্লোজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে উপলব্ধি করা হাছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিশনের স্পারিশ বিদ্যালায় করার হিছল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শিক্ষা বিকাশের সম্পারিশ উল্লেখবোগ্য। ২৫ বছর পর সমাজ সভ্যতার বিকাশের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক শিক্ষাকে বিজ্ঞান ও বাশতবান্গ করার যে ঐকান্তিক প্রচেন্টা বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার করছে তাকে নিশ্চর সাধ্বাদ জানানো উচিত।

#### পাঠরুম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তন কোন গোপন ঘটনা নর

কিছ্ন কিছ্ন সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্ ও দৈনিক সংবাদপত্র ফলাও করে লিখতে শ্রুন করলেন বে, এই সরকার নাকি গোপনভাবে এই পাঠক্রম ও পাঠাস্ট্রী পরিবর্তনের কাজ সারছিলেন, ইতিমধ্যে তাঁরা ধরে ফেললেন ভাবটা এই রকমই। কিন্তু এ'রা কি সাঁতা কথা বলছেন? আদৌ নর। ঐসব ব্লিখজীবীরা এবং সংবাদপত্রগালো খবর না রাখতে পারেন, কিন্তু পশ্চিমবশ্যের শিক্ষা ও ছাত্র আন্দোলনের সাথে বাঁরা ব্রুভ তাঁরা জানেন, খবর রাখেন। স্দৌর্ঘ ২৫ বছর পর ১৯৭৪ সালে প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম ও পাঠাস্ট্রী পরিবর্তনের জন্য বিশ্বজারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগ বিনর ভবনের অধ্যক্ষকে সভাগতি করে পশ্চিমবশ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগ ১৪০৫-ইভিএন (পি) তারিখ ২০ সেন্টেব্র-এর এক আদেশ-

নামার পশ্চিমবশ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রনর্বিন্যাসের জন্য একটি সিলেবাস কমিটি গঠন করে। যে কোন কারণেই হোক সেই কমিটি ১৯৭৭ সালের আগে পর্যন্ত পাঠক্রম ও পাঠ্যস্চী পরিবর্তনের কাজকে ছরান্বিত করতে পারে নি। পশ্চিমবণ্গে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই কমিটিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মহাবিদ্যালয় শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং কার্যকরীভাবে এই সিলেবাস কমিটি কাজ শ্রের করে। এছাড়া সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনমত যাচাইয়েরও ব্যবস্থা করা হয়। সার্বিক প্রতিনিধিন্বের মাধ্যমে এবং এই কমিটির অধিবেশনগুলিতে ব্যাপক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সিলেবাসকে আধুনিকীকরণ. বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুগপোযোগী করার জন্য সব রক্ষের চেন্টা করা হয়েছে। এ ছাড়াও কিছুদিন আগে প্রার্থামক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী নিয়ে পশ্চিমবশ্যের বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রগর্ভালতে শিক্ষক ও শিক্ষাকমীদের জন্য পশ্চিমবংগ সরকারের উদ্যোগে এবং ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এ্যাডকেশনাল রিসার্চ এ্যান্ড ট্রেনিং (NCERT) এর পরিচালনাধীনে ওরিয়েন্টেশন কার্যসূচী শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আমাদের কাছে এটা পরিক্ষার বে ঐ সব ব্রিক্ষারী ও সংবাদ-পগ্রগর্নাল নেহাতই তাদের দারিত্ব ও কর্তব্য পালনের বার্থাতাকে ঢাকার জনাই এরকম বিরুপ মশ্তব্য ও অভিযোগ উত্থাপন করছেন।

#### সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, ও সাংবাদিকদের সমালোচনা প্রসঞ্জে

যখন নতুন পাঠক্রম ও পাঠাসটো চালা হতে যাচেছ ঠিক তখনই কিছু সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ কিছু কিছু দৈনিক সংবাদপত্তের সাথে সূর মিলিয়ে গেল গেল রব তুলেছেন। ভাবাবেলের আতিশব্যে এবং বিশেষ কোন রাজনৈতিক দুন্দিভগ্নী নিয়ে এত হৈচৈ করছেন। ভাবটা এমনই যে রবীন্দোত্তর কালে রবীন্দ্র ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার ইন্ধারা নিয়েছেন একমাত্র তারাই। অথচ পশ্চিমবশ্যে বখন অশান্ত রাজনৈতিক অবন্ধা বিরাজ করছিল, চারিদিকে হঠকারী রাজনীতির ধারক বাহকরা রবীন্দ্র ঐতিহ্যকে নন্ট করার জন্য স্পরিকল্পিডভাবে আঘাত হানছিল, তখন কিন্তু ঐ সব বৃন্ধি-জীবীর দল এগিয়ে আসেন নি সামান্যতম বিপদের বংকি নিয়ে। এ'রা ভাবাবেগে বিভার হয়ে রাজ্যে যখন গণতাশ্যিক পরিবেশ স্থিত হয়েছে তখন আন্দোলন করার হুমুকি দিলেন। আশ্চর্বের কথা, তারা একবার দাবি করলেন না, একটা শিক্ষাম্লক আলোচনার, বখন সরকার উদাতভাবে মুল্যবান অভিমত পাঠানোর জন্য আহ্বান क्षानारकः। आमारमद कारकः विशे भूत मृत्रभक्षनक रव, 'महक भाठे' সংক্লান্ত বিতর্কে বিরোধীরা এবং ঐ সব সাহিত্যিক সমালোচকরা শিশ্ববিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা পরিহার করে শিশ্বসাহিত্য হিসাবে 'সহজ পাঠে'র মূল্যায়ন করে বামফ্রন্ট সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা ও ভাষানীতিকে আক্রমণ করলেন, তাঁরা 'সহজ্ব পাঠ'কে সামনে রেখে পরিবেশকে দূ্বিত করে মানুষকে উর্ব্বেক্সিত করার জন্য বামফ্রন্ট বিরোধী মানসিকতা গড়ে তুলছেন। রবীন্দুনাথের নাম এবং 'সহজ পাঠে'র মত একটা শিশ্বপাঠা আদরণীয় বইকে নিয়ে জল ছোলা করে তাঁরা চুপ করবেন না এটা সহজ্বেই অনুমেয়। এই ঘোলা জলের সুযোগ নিয়ে তাঁরা সমগ্র পাঠকমের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানার চেন্টা করবেন। প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তব ভিত্তিতে পরিবর্তনের যে স্পারিশ গ্রীত হয়েছে সেই পরিবর্তনের বিরোধী এ°রা। কিন্ত বাস্তবভিত্তিক, হাতে কলমে এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার বিরুদেশ সরাসরি কথা বলা যায় না। তাতে ওদের মনের কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে। আসলে এ'রা মৌলিক পরিবর্তনের বিব্রুখে। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের পরিম্পিতি স্বীকার করে শিক্ষা ব্যবস্থা রুপান্তরের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ অচলায়তন ভাঙতে চেয়েছেন। বাঁধ ভেঙে দিতে চেরেছেন, এরা অচলায়তনকে ধরে রাখতে চান আসলে পরিবর্তনেই এ'দের বাধা। সেইজন্য এ'রা 'সহজ্ঞ পাঠ'কে সামনে রেখে কৌশলে রবীন্দ্র-প্রীতির নামে আপত্তি করতে চাইছেন। তাঁদের এটাও মেনে নিতে কণ্ট হচ্ছে যে, এই 'সহজ্ব পাঠ' ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হলেও দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর তংকালীন যুক্তফট সরকারই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম অবশ্য পাঠ্য হিসাবে প্রণয়ন করেছিলেন।

### নতুন পাঠকৰ ও পাঠাস্চী ও 'সহজ পাঠ'

সমাজ সভ্যতার ক্রমবিকাশের বৈজ্ঞানিক পরিবর্তনে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা নিশ্চয়ই একমত হবেন যে শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠক্রম কখনই চিরকাল এক রকম থাকতে পারে না। সে কারণে এটা খুবই ব্রবিগ্রাহ্য প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে 'সহজ পাঠ' কতথানি গ্রহণযোগ্য তা আলোচনা সাপেক্ষ, কিন্তু এটা ভাবা নিতান্তই অন্যায় যে 'সহজ পাঠ' রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে তা চিরকালই পাঠাস,চীতে থাকবে। যারা রবীন্দ্রনাথকে জানেন তারা ব্রুথবেন যে রবীন্দ্রনাথ নিজেও কোনদিন অন্ড মানসিকতার মানুষ ছিলেন না। যিনি নিজে সারা-জীবনে প্রকৃত সত্যের সন্ধানে নতুন নতুন ভাবে সর্বাকছ্বকে গড়তে চেরেছিলেন, সে কারণে রবীন্দ্রনাথের জীবন-ভাবনা কেমন ছিল আর আধ্নিক যুগ ও জীবনের সপে সামঞ্জস্য রেখে কিভাবে একে গ্রহণ করা যায় এই দুণ্টিভশীতেই 'সহজ্ব পাঠ'কে গ্রহণ করতে হবে। আবহুমানকালের বাগুলাভাষীদের জন্য বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ-পরিচয়ের পরেও রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন 'সহজ্ঞ পাঠ' শান্তি-নিকেতনের প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১৯২৯ সালে। রবীন্দ্রনাথ 'সহজ্ব পাঠ' রচনা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের 'বর্ণ পরিচর' বর্জন করার জন্য নয়। ভাষা শিক্ষার পরে পড়ুরাদের ভাব ও ছন্দের জগতে প্রবেশের পথকে উপযুক্ত করার জন্য এবং বাস্তব প্রয়োজনেই। সেজনা প্রাথমিক স্তরে প্রথম ও স্বিতীয় শ্রেণীতে ভাষা, ভাব ও ছন্দের সমন্বয়-সাধনকলেপ যে শিশ্বপাঠা প্রতক রচিত হবে তা রবীন্দ্রনাথ বিরোধী তো নয়ই বরং তা রবীন্দ্রচেতনার সপো প্রোপ্রার সপাতিপ্রণ।

শিক্ষার প্রথম সতরে শিশ্বদের নতুন পাঠজন ও পাঠ্যস্চী পরিবর্তনে যে দিকগ্বলোর দিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত তা হ'ল—অক্ষর পরিচর, মুদ্রিত অক্ষর, লিপিশিক্ষা অভ্যাস করানো, শব্দের সাথে পরিচর, শব্দ গঠন, উচ্চারণ রীতি, অযুম্ভাকর শব্দ ও ব্রুক্তাক্ষর শব্দ গঠন, বাক্য গঠন, বাক্য প্ররোগের ব্যাক্রণরীতি ও প্ররোগের দক্ষতা কিভাবে দেওয়া বায়, শব্দ ও অর্থের সমন্বর সাধনই বা কিভাবে করা বায়। এ ছাড়াও ভাষাশিক্ষা বিজ্ঞানীদের স্কুস্পট স্কোত্রি অনুধাবন করানো প্রয়োজন।

শিশ্রা যাতে প্রচলিত ছড়া ও গাথার সাথেও এ স্তরে পরিচিত হতে পারে সেদিকেও নজর দেওরা দরকার। স্কুমার রায়, সত্যেশ্বনাথ দত্ত বা নজর্বলের শিশ্বপাঠ্য কবিতা ও ছড়ার সাথেও শিশ্বদের পরিচিত করা আর রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়ার তো প্রশ্বই উঠতে পারে না। শব্দ, বাক্য ও অন্ব্রুগগণ্লি বাস্তব পরিবেশ অন্বায়ী শিশ্বদের স্কুগল্ট মানসিকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এ ছাড়াও এ প্র্ত্তকটি এমন হওয়া উচিত যা শিশ্বদের কাছে আকর্ষণীয় হবে ও অন্শীলনে শিশ্বদের উৎসাহ যোগাতে সাহায় করবে।

#### नकुन भावेक्ट्यन देविनकी

- (১) এই পাঠক্রমে আধ্নিক্তম চিন্তাধারা গ্রথিত হয়েছে। সেইজন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে শিশ্বর এবং সমাজের সর্বতাম্ব্রীবিকাশের সহায়কর্পে দেখা হয়েছে। তার ব্যক্তিদের সর্বাঞ্গীণ বিকাশ, ক্লান্তিকারী সমাজের উপযুক্ত নাগরিকতাবোধের স্থিট, জীবনব্যাপী শিক্ষণের প্রেরণা ও কর্মদক্ষতার উন্থেষকে লক্ষ্য হিসাবে ধরে নেওয়া।
- (২) বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বিশেষ করে কোঠারী কমিশনের গ্রুত্বপূর্ণ স্পারিশগালি পাঠকম রচনার গ্রহণ করা হয়েছিল।
- (৩) শিক্ষাকে জীবনমুখী ও প্রয়োগধর্মী করার উন্দেশ্যে শিশ্বর নিজ নিজ পরিবেশের উন্নতিকদেপ অজিত জ্ঞানের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং সর্বোপরি বিভিন্ন বিষরের লখ্য অভিজ্ঞতার সাংগীকরণের জন্য "প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতান মূলক কাজ" শীর্ষক কর্মমুখী পর্যবেক্ষণধর্মী একটি নতুন পাঠক্রম সংযোজিত হয়েছে।
- (৪) পাঠক্রমকে প্রয়োগসাধ্য, ব্যবহারধর্মী ও পরিবেশ অনুসারে প্রাসম্পিক ও নমনীয় করার উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করার স্ব্যোগ দেওয়া হয়েছে।
- (৫) যুগোপযোগী কর্মক্ষম নাগরিক গড়ে তোলার জন্য উৎপাদনাত্মক ও স্জ্জনাত্মক কর্মের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং অনুসন্ধিংসা, আবিষ্কারধর্মিতা ও পর্যবেক্ষণের উপর জ্ঞার দেওয়া হয়েছে।
- (৬) প্রত্যেক বিষয়ের পাঠক্রমে বিষয়টি শিখনের উল্পেশ্য এবং শিক্ষাদানের পম্পতির সাধারণ ইণ্গিত সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রোথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্তম ও পাঠাস্চী সংক্লান্ত পশ্চিমবণ্গ প্রাথমিক শিক্ষার সিলেবাস কমিটির প্রতিবেদন থেকে নেওয়া হয়েছে।)

বেহেতৃ বামঞ্চট সরকার শিশ্বসাহিত্য হিসাবে 'সহজ্ব পাঠ'কে মুল্যায়ন করতে বসেন নি সে কারণে সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষান্ত্রাগীদের কাছে আবেদন শিশ্বসাহিত্যের যে নিজ্ঞস্ব বিজ্ঞান আছে তার নিরিখেই যে পাঠক্রম ও পাঠ্যস্টী চাল্ হ'তে বাচ্ছে তাকে এবং রবীন্দ্রনাথের 'সহজ্ব পাঠ'কে বিচার করতে হবে—কোন ভাবাবেগের স্বারা পরিচালিত হয়ে নয়।

# শিশুসাহিত্য না শিশুশিকা?

#### কেডকী বিশ্বাস

'সহজ্বপাঠে'র কথা মনে হলেই যে ছবিটি স্বাভাবিকভাবে চোথের সামনে ভেসে ওঠে সেটি এরকম—৫ থেকে ৭ বংসরের একটি শিশ্ব চোথ বন্ধ করে দ্বলে দ্বলে পড়ছে,—"রাম বনে ফ্ল পাড়ে, গারে তার লাল শাল," বা "উদ্রি নদীর ঝরণা দেখতে যাব দিনটা বড় বিশ্রি…...সাঁৱাগাছির কান্তি মিত্র যাবে আমাদের সন্ধো উদ্রির ঝরণায়,"—ইত্যাদি ইত্যাদি। চিত্রকল্প মনোরম সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনি ওই শিশ্বকে 'সহজ্বপাঠ' থেকে একটা গল্প বলতে বল্বন, সে তৎক্ষণাৎ গড় গড় করে মুখন্থ বলে যাবে। আসল তফাণ্টো এখানেই।

'সহজপাঠ' শিশ্বসাহিত্য হিসাবে অতুলনীয়। ছন্দমাধ্বের্য, ধর্নি-বিন্যাসে, ভাবের সহজ্ঞ এবং সপ্রতিভ অভিব্যক্তিতে 'সহজ্ঞপাঠ' শিশ্-মনকে অভিভূত করে। শিশুমনের কল্পনার উন্মেষ ও সম্প্রসারণে 'সহজপাঠ' অন্বিতীয়। স্মরণপ্রক্রিয়াকেও 'সহজ্বপাঠ' সাহায্য করে। কিল্ড শিশুসাহিত্য এবং শিশুশিক্ষা এক জিনিস নয়। যে 'চিল্ডা' রবীন্দ্রনাথকে 'সহজ্পাঠ' প্রণয়নে অভিলাষী করেছিল, সেই চিন্তাই পরিলক্ষিত হয় বর্তমান সিলেবাস কমিটির প্রস্তাবিত পাঠ্যস্চীতে। উভয়ক্ষেত্রেই উন্দেশ্যটা একই-শিশ-কে সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে তার পাঠ্যবিষয়ে আকৃষ্ট করা, এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সাবলীল করা। লক্ষ্য এক হলেও 'সহজ্বপাঠ' সার্থক শিশ্বশিক্ষার বই হয়ে ওঠে নি, তার কারণ রবীন্দ্রনাথ শিশুকে শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত করতে পারেন নি। 'সহজ্বপাঠে' শিশ্বর মনকে সক্রিয় করে তোলার কোন চেণ্টা লক্ষ্য করা যায় না। সেদিক থেকে বর্তমান সিলেবাস কমিটির প্রস্তাবিত পাঠাসটো আর এক ধাপ এগিয়ে গেছে স্বীকার করতেই হবে। যাঁরা 'পিতদ্রোহিতা'র প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা ভেবে দেখবেন পিতার অনুশ্রত পথে পত্রের অধিক অগ্রগতিকে 'পিতদ্রোহিতা' वला यात्र कि ना!

আমার মনে হয় সমালোচকরা 'সহজ্বপাঠে'র ব্যাপারটাকে আলাদা করে দেখছেন। কিন্তু তারা র্যাদ কমিটির প্রস্তাবিত পাঠাস্চীর পিছনে সঠিক চিন্তাকে অনুধাবন করতে প্রয়াসী হতেন এবং তার সংগ্য সংগতিপূর্ণ সম্পূর্ণ পাঠাস্চীটা ভাল করে পড়তেন তাহলে হয়তো আসরে নামতেন না। এটা অত্যন্ত দ্মুখের বিষয় যে তাঁরা জিন্সটাকে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটা আক্রমণ হিসাবে নিচ্ছেন এবং সেইভাবেই প্রচার করছেন। এক্ষেত্রে মনে রাখা ভাল, যে কমিটির প্রস্তাবিত পাঠাস্চীর সমর্থক বারা, (বেমন আমি) রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রম্থার তাদের এতট্বকু ঘাটতি নেই। রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করতে কোনরকম ভাবাবেগের প্রয়োজন হয় না। আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের স্থান তথাকথিত ভাবাবেগ, অন্ধতা বা চক্ষ্মলজ্বার উধের্ব হওয়াই বাস্থনীর।

এখন আসল কথার আসা যাক। শিশ্বসাহিত্য ও শিশ্বশিক্ষা এক জিনিস নর। শিশ্বসাহিত্য শিশ্বর মনকে যে অনিব্চনীর, অব্যক্ত ভাল লাগার রাজ্যে নিরে যার, শিশ্বশিক্ষা সেই রাজ্যকে কারেম করতে সহযোগিতা করে, শিশ্বর অস্তনিহিত্ত (inherent) স্কৃত (dormant) শক্তি ও গ্রেণর বিকাশ ঘটিরে। শিশ্বসাহিত্য শিশ্বর কলপনাকে সংরক্ষণ ও সন্প্রসারণে সাহাষ্য করে। সৌন্দর্য ও রুচি-বোধ জাগ্রত করে। শিশ্বশিক্ষা তাকে পরিচিত করে পার্থিব পরি-বেশের সপ্তো। ব্যবহারিক জীবনে শিশ্বকে অভ্যন্ত করে তোলে এবং সময়োপযোগী মানসিক গঠনে সহযোগিতা করে। এদিক থেকে শিশ্বশিক্ষার কোনরকম বিশেষীকরণ বা বিষয়ের পৃথকীকরণ না থাকাই সপ্তাত।

যাইহোক শিশ-শিক্ষার বিষয়টাকে আমরা দু'ভাবে নিতে পারি। সাংগীকরণ (adjustment) দৈহিক প্রাকৃতিক এবং সামাজিক। এবং নিয়ন্ত্রণ (direction) [ভিতর এবং সাধারণভাবে], এই দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশার মানসিক গঠন অনুযায়ী বেড়ে উঠতে সাহায্য করা বা তার ভিতরকার সত্বত গুণাবলীর সম্যক্ বিকাশ ঘটানই শিশ্বশিক্ষার উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে সব থেকে আগে প্রয়োজন শিশরে সন্ধিয়তা (দৈহিক এবং মানসিক)। শিক্ষণপ্রক্রিয়ায় শিশরে কোন ভূমিকা আছে অতীতে স্বীকার করা হত না। কিল্ড শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রসারের ফলে উনবিংশ শতকের প্রথম থেকে ইউ রোপের বিভিন্ন অংশে এই বিষয়ে শিক্ষাবিদ্যাণের দুন্টি আরুণ্ট হয়। বস্ততঃ বুশোই (Jean Jacques Rousseau) স্পন্টভাবে শিশ্ব-কেন্দ্রিক (child-centric) শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভাবেন। শিশকে শিশ্ব হিসাবে দেখবার স্বপক্ষে ছিলেন তিনি। (Child is a child, before a man, or child is not a miniature adult.) পেদ্যালোজিও (Johann Heinrich Pestalozzi) শিশারা চারাগাছের মত। অধিক বত্নের ফলে যেমন পাতিলেব, গাছে কমলা ফলে না তেমনি শিক্ষার প্রকারভেদে শিশ্রে গুণগত পরি-বর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। অর্রবন্দও বলে গ্রেছন শিক্ষক শিশ্র সাহায্যকারী মাত্র, "হুকুমনামার সহায়" নয়। (Teacher is the helper and guide, not a task-master) রবীন্দ্রনাথ নিজেও শিক্ষার কথা ভেবেছেন বারে বারে। শিক্ষার সঙ্গো আনন্দের সাপাকরণ বিষয়ে তাঁর ভাবনার কথাও আমরা জানি।

এইখানে একট্ প্রসংগাল্ডরে যাওয়া প্রয়োজন। শিশ্র আনন্দের ব্যাপারটা একট্ ভিল্ল প্রকৃতির। একজন পরিপূর্ণ মান্ষের আনন্দের উপকরণ ষোগাতে সমগ্র নন্দনভব্ নিঃশেষিত হতে পারে কিল্ফু শিশ্র আনন্দ অতি সামান্যই। শিশ্রা এই প্থিবীতে সম্পূর্ণ ন্তন, এই প্থিবীর স্বকিছ্ সম্প্রেই তার অপরিসীম কৌত্হল, আর সেই কৌত্হল নিব্রেই তার স্ব থেকে বেশি আনন্দ। এই সময় তার মানসিক গঠন যেমন স্রল থাকে তেমনি তার আনন্দ বেদনাও (শিশ্র বলতে ৫—৮ বংসরের মধ্যে)। ব্যাপারটা মৃত হয়ে ওঠে যদি আমরা শিশ্বের খেলার উপকরণগৃহলি খেয়াল করে দেখি।

লিশ্বশিক্ষার পাঠ্যস্চী হবে শিশ্বর মনে প্রাত্যহিক জীবন সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবে কৌত্হল উদ্দীপক এবং সরলভাবে সেই কৌত্হল নিব্তুকরণের সহায়ক। এক কথায় শিশ্বশিক্ষার পরিবেশ, পরিমন্ডল ও পাঠ্যস্চী এমন হওরা উচিত বাতে করে শিশ্ব প্রশন করতে শেখে, চিন্তা করতে শেখে এবং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে নিজের প্রশেনর উত্তর পেতে চেম্টা করতে পারে। পাঠ্যস্চীর বিষয়-বস্তু বর্গনাম্*লক হওয়া য*ুত্তিযুক্ত।

এবার আসা বাক ভাষাশিক্ষা প্রসংপা, শিশ্র ভাষা প্রধানতঃ কাজের ভাষা, ভাবের ভাষা নর। এই শিশ্র জগৎ, জীবন, সমাজ, সংক্ষৃতি এবং নিজেকে চিনবার ভাষা, শিশ্র আত্মবিকাশের ভাষা। শিশ্র ভাষাশিক্ষা এমনভাবে হওরা উচিত বাতে করে সে নিজের কথা নিজের মত করে বলতে পারে। তার স্থ-দ্বঃখ, আনক্ষ-বেদনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কম্পনার কথা সঠিকভাবে বাক্ত করতে পারে। এদিক বিচার করলে 'সহজ্পাঠ' শিশ্র ভাষাশিক্ষার সহায়ক নয়। 'সহজ্পাঠ'র ভাষা প্রধানতঃ ভাবের ভাষা। এই ভাষা শিশ্র মনকে আছ্মে করে বা দোলা দের, কিন্তু এই ভাষাকে শিশ্র তার নিজের করে ভাবতে পারে না। তাই সহজ্পাঠের গল্প থেকে কোন প্রশ্ন করলে সে সহজ্পাঠের ভাষাতেই উত্তর দেয়।

'সহজ্বপাঠ' শিশুকে সাংগীকরণ প্রক্রিয়াতেও সাহায্য করে না। কারণ সহজ্বপাঠের গল্পগ্নিল প্রধানতঃ কল্পনাশ্রমী। অবাস্তব বলা বার কিনা জানি না কিন্তু এর বাস্তবতার সংগ্য প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতার অনেক পার্থক্য। কোন শিশু যদি প্রশন করে—সাঁহাগাছির কান্তি মিত্র কে?' 'সংসারবাব্র বাসা কোথায়?' 'বেণী বৈরাগী কেমন লোক?' 'পে'চার ডাক কেমন?' আমরা সদ্ত্র দিতে পারি না।

শিশ্বপাঠ্য বইগন্নিতে চিত্রমালার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। ছবির সাহাব্যেই শিশ্বকে তাড়াতাড়ি শেখানো বায়। কিন্তু দেখতে হবে ছবিগন্নি যেন সরল, বস্তুম্লক হয়। ছবিগন্নি দেখেই যেন সে চিনতে পারে বা তার অভিজ্ঞতার সঙ্গে নেলাতে পারে। অথবা যে জিনিস সে দেখেনি সে সম্পর্কে ধারণা করে নিতে পারে। কিন্তু সহজ্বপাঠের চিত্তগর্নিকে আমরা এই পর্বায়ে ফেলতে পারি না। সবসমর চিত্তগর্নিকে দেখে তারা চিনে উঠতেও পারে না যে কোন্জিনিসের ছবি। যার ফলে তারা যখন ছবিগ্রনিতে রং করে (শিক্ষকের কথা অন্সারে) তখন প্রায়শঃ দেখা যায় যে রং দিয়ে তারা এক-একটা কিম্ভূতকিমাকার তৈরি করছে। সেদিন কোন একটা দৈনিকে একটা চিঠি পড়ছিলাম। ভদ্রলোক লিখেছেন যে যদি সহজ্বপাঠকে অপসারণ করতে হয় তো রামায়ণ মহাভারতের গলপগ্রিলকেও অপসারণ করতে হয়। (যদিও আমি নিশ্চিত নই, 'সহজ্বপাঠের শিশ্বদের রামায়ণ মহাভারতের গলপ পাঠা আছে কিনা!) যাইহাক মহাভারত বা রামায়দের গলপগ্রল ম্বাতঃ র্পকধমী। মহাকাব্য হিসাবে এই গলপগ্রল মন্যাসমাজের চিরন্তন সভ্যকেই ম্ত করে। এই গলপগ্রল শিশ্বর চরিত্ত গঠনে সাহায্য করে, শিশ্বকে উৎসাহিত করে, মহৎ ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত করে। এইভাবেই শিক্ষণপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ (as direction) হিসাবে কাজ

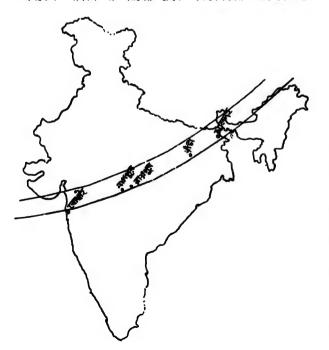
অবশেষে আমি আমার শ্রশ্যের পশ্ডিতবর্গ ও স্থাজনকে অনুরোধ করব যে তাঁরা শুধুমাত্র আবেগের দ্বারা ষেন পরিচালিত না হন। শিশ্রশিক্ষার ব্যাপারটা শিক্ষাশ্রমী মনোবিজ্ঞানভিত্তিক হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। কালোকে কালো, সাদাকে সাদা, রাতকে রাত, দিনকে দিন, ক্ষেতমজ্বরকে ক্ষেতমজ্বর, বর্গাদারকে বর্গাদার, মহাজনকে মহাজন, স্বৃদ্থোরকে স্বৃদ্থোর হিসাবে চিনতে দেওয়া বা সাহাষ্য করাটা কোন অপরাধ হতে পারে না। বর্তমান শিশ্বেরা র্ঘদ আগামী সভ্যতার ধারক ও বাহক হয় তবে, শ্বর্টা শ্বেব থেকেই হওয়া ভাল নয় কি? 'জীবন সম্পর্কে স্কৃপত ধারণা' বলতে আমার মনে হয় এই জিনিসটাকে বোঝানো হয়েছে।



# তারার গ্রহণ

### অধ্যাপক সত্য চৌধুরী

১৯৮০ সালের ৬ই অক্টোবর ভারতবর্ষের আকাশে তারার श्रद्धात वकि वित्रम घटेना घटिए। मूर्य क आफाम क्रात करम চাঁদের ছায়ায় প্রথিবীর স্পার্শত অঞ্জে বেমন স্থাগ্রহণ হয় ৬ই অক্টোবর সন্ধ্যায় একই নিয়মে এস এও ১৮৭৩৫৮ নামক একটি অনুজ্ঞান তারাকে ইউনোমিয়া নামের একটি গ্রহাণ, অলপ কিছ, সমরের জন্য প্রথিবীর কাছ থেকে আডাল করে রাখে। ফলে তারাটিতে গ্রহণ লাগে। এই তারার গ্রহণ সম্পর্কে রয়াল গ্রিনিচ অবজারভেটার অনেক জটিল গাণিতিক হিসাব নিকাশ করে একটা প্রোভাস দিরেছিল। সেই প্রোভাস অনুসারে গ্রহণের আবছা চলমান ছায়াঞ্চল সন্ধ্যা ৬টা ২১ মিনিট ২১ সেকেল্ডে বোম্বাইয়ের কাছে ভারতবর্ষের মাটি স্পর্শ করার কথা। ছায়াণ্ডলের পরিসর আনুমানিক ৪০ মাইল। এই ছায়া মধ্যভারত অতিক্রম করে বিহার ছারে পশ্চিমবংগ পেশছানোর কথা ছিল সন্ধ্যা ৬টা ২১ মিনিট ৫১ সেকেন্ডে। ছায়ার গতিপথে ছিল বোম্বাই, ঔর৽গাবাদ, নাগপরে, রায়পুর, হাজারিবাগ, রাঁচী, মালদহ, গোহাটি, ডিব্রুগড় প্রভৃতি শহর, পরে ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে ছায়াণ্ডলের চীনের মাটিতে প্রবেশ করার পূর্বাভাস ছিল। পশ্চিমাঞ্জের শহরগারিতে স্থাস্ত অপেক্ষাকৃত দেরীতে হয় বলে প্রাণ্ডল থেকে এই ছায়া পর্যবেক্ষণ করার স্বযোগ ছিল সবচেয়ে বেশী। অঞ্চকার এবং নির্মেঘ আকাশ এ ধরনের গ্রহণ পর্যবেক্ষণের আবশ্যক শর্ত।



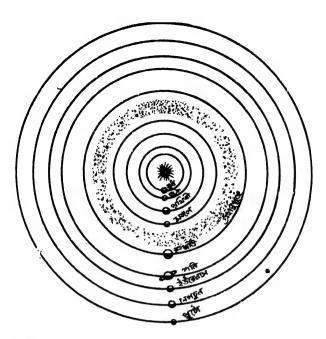
আবহাওয়া দশ্তরের প্রাভাস অন্সারে সেদিন মালদহে ছিল সৌরজগতের এই বিরল ঘটনাটি পর্যবেক্ষণের উপযুক্ত পরিবেশ।

বাঙ্গালোর জ্যোতির্পাদার্থবিদ্যা কেন্দের ইউরেনাস গ্রহের বলর আবিক্ষারক প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক জঃ জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে একদল গবেষক এই গ্রহণের খ্রিটনাটি বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করার জন্য মালদহ কলেজ মাঠে একটি অস্থায়ী পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র বাসরেছিলেন। এই গবেষকদলে ছিলেন বাঙ্গালোরের মিঃ চন্দ্রমোহন, কলকাতার পজিশনাল অ্যাসট্টোর্নাম সেন্টার ও কাল্টিভেশন অব্ সায়েন্দের এ কে ভাটনগর, স্বপন শ্র প্রমূখ। তারা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে গাজোলের আদিনা মসজিদ, মালদহ কলেজ এবং ফরাক্কা থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। মালদহ কলেজ ছিল মূল কেন্দ্র। সেখানে ৬ ইণ্ডি ব্যাসের একটি ব্হদাকার টেলিসকোপ বসানো হয়েছিল।

#### 361

বোড-টিসিয়াস সূত্র অনুসারে মঞাল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে সূর্য থেকে ২৭ কোটি মাইল দূরে একটি গ্রহের অবস্থান সম্পর্কে ভবিষ্যান্বাণী বহুকাল আগেই করা হয়েছিল। কিন্তু অন্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত স্থানটি ফাঁকা বলেই মনে হ'ত। অবশেষে ১৮০১ সালে সিসিলির বৈজ্ঞানিক পিয়াজী মঞাল ও বৃহস্পতির মাঝখানে একটি গ্রহের সন্ধান পান। মাপজোক করে দেখা গেল গ্রহটি অতিশর ক্ষুদ্র, ব্যাস মাত্র ৪৮০ মাইল। রোমক দেবতার নাম অনুসারে গ্রহটির নাম দেওরা হ'ল সিরিস। পরে গভীরতর অনু-সন্ধান চালিয়ে সিরিসের কাছাকাছি ভিন্ন ডিন্ন কক্ষে আরও অনেক ছোট ছোট গ্রহ আবিষ্কার হতে লাগল। আচরণে গ্রহের মত হলেও আয়তনে এরা খবে ক্রদ্র—তাই এদের নাম হ'ল গ্রহাল, বা গ্রহকণা। সংখ্যায় এরা হাজার হাজার, হাজার গ্রিশেক হতে পারে। গ্রহাণ, পঞ্জ হ'ল এদের সন্মিলিত নাম। সবচেয়ে বড় ৪টির নাম—সিরিস, ভেন্টা, জ্বনো ও পালাস। বাকী গ্রহাণ্বগ্লির ব্যাস ১০০ মাইল থেকে শুরু করে ১ মাইল পর্যন্ত। অনেকের ব্যাস আরও কম। এখনো পর্যত্ত ২ হাজার গ্রহাল্র মোটাম্টি পরিচয় পাওয়া গেছে।

গ্রহাদ্বালি ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথে স্বের চারদিকে ঘ্রছে, কারো কক্ষপথ খ্ব বেশী উপব্ভাকার। উপব্ভাকার পথে ঘোরার ফলেই ঈরস নামক ১৬ মাইল ব্যাসের গ্রহাদ্বিট কখনো কখনো প্থিবীর খ্ব কাছে চলে আসে। গ্রহাদ্বদের নির্দিষ্ট কোন আকৃতি নেই। কেউ গোলাকার, কেউ শব্দু আকৃতির, আবার কেউ বা নোড়ার মত। কোন বড় গ্রহ বা উপগ্রহের কাছ দিয়ে যাওয়ার সমর তাদের মহাক্ষীয় আকর্ষণের ফলে গ্রহাদ্ব কক্ষ্যুত হয়ে সেই গ্রহ বা উপগ্রহের গায়ে আছড়ে পড়তে পারে। মঞ্চল বা চাঁদের দেই শিথত খাদগ্রলি গ্রহাদ্বদের আঘাতের ফলেই স্থিত হয়েছে বলে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা। প্থিবীর ব্কেও বহু গ্রহাদ্ব আছড়ে পড়েছে। আমোরকার আরিজানা খাদ (বর্তুলাকার ম্বের ব্যাস ১ মাইল) এবং ভারতবর্ষে প্রণার নিকটবর্তী লোনার খাদ (ম্বের ব্যাস ৬০০ ফ্টে) প্থিবীর ব্কে নেমে আসা গ্রহাদ্বদের আরা স্ভ কত-চিক্ ছাড়া আর কিছুই নর।



#### **डेफें**टमाश्चिया

গত ৬ই অক্টোবর এস এ ও ১৮৭৩৫৮ তারার গ্রহণ স্থিকারী গ্রহাণ্বির নাম ইউনোমিয়া। ১৯৫১ সালে এই গ্রহাণ্বির আবিষ্কৃত হয়। গ্রহ নক্ষত্রের উজ্জনলতা পরিমাপক এককের হিসাবে ইউনোমিয়ার উজ্জনলতা ৭.৪, এর আকৃতি গোলাকার নয়, সম্ভবতঃ নোড়ার মত। ইউনোমিয়ার সঠিক ব্যাস এখনো অজ্ঞাত। অবশা উজ্জনলতা থেকে গ্রহের আয়তন নির্ণয়ের একটা পর্ম্বাত আছে—তবে পর্ম্বাতটা নির্ভর্বযোগ্য ও নির্থতে নয়। ম্থাল হিসাবে ইউনোমিয়ার

ব্যাস ১৬০ থেকে ১৭০ মাইলের মধ্যে হতে পারে বলে অনেকে আন্দান্ধ করেন। সারা বিশ্বের জ্যোতিপাদার্থবিদদের মধ্যে এই গ্রহাদ্বির সঠিক ব্যাস মাপার জন্য গভীর আগ্রহ আছে। ৬ই অক্টোবর এর ব্যাস মাপার দ্বর্লভ স্বোগটি উপস্থিত হয়েছিল। ইউনামিয়ার আড়ালে এস এ ও ১৮৭৩৫৮ তারার অন্তর্ধান এবং প্রনাবিভাবি লক্ষ্য করা এবং গ্রহদের সময়ট্রক নিখ্তভাবে নিশ্র করাই ছিল সোদন গবেষকদের প্রধান কাজ। একমান্ত এই পন্ধতিতেই একটি গ্রহাদ্বর আয়তন ও আকৃতি সঠিকভাবে জানা সম্ভব। এই ধরনের গ্রহণ পর্যবেক্ষণের স্ব্রোগ খ্ব কম পাওয়া যায়। তারার গ্রহণ পর্যবেক্ষণের ফলাফল থেকে শ্ব্র গ্রহাদ্বর আয়তন আকৃতিই নয়, সৌরক্ষগতের গঠন সম্পর্কেও বহু মুল্যবান তথ্য জানা সম্ভব।

#### শ্ব বেক্ষণের ফলাফল

ইউনোমিয়ার আয়তন ১৬০/১৭০ মাইল ধরে নিয়ে রয়াল গ্রিনিচ অবজারভের্টার গ্রহণের আন্মানিক সময় এবং গ্রহণের এলাকা সম্পর্কে পূর্বাভাস দিয়েছিল। কিন্তু ইউনোমিয়ার ব্যাস সম্পর্কে উজ্জ্বলতা থেকে নির্মুপিত হিসাবটি যদি একেবারেই বৈঠিক হয় এবং ব্যাস যদি ৪৫/৪৬ মাইলের কম হয় তাহলে তারার গ্রহণের ছয়য়ার পক্ষে প্রথিবীর মাটিতে পেণীছানর কোন সম্ভাবনাই থাকে না। বয়ং গ্রহণের ফলে যে ছয়য়াশ৽কু সৃষ্টি হয় তার শীর্ষবিশ্দ্রির প্রথিবীপ্রেইর বহু উপর দিয়ে আকাশ পথে চলে যাওয়ার কথা। ৬ই অক্টোবর সন্ধ্যায় পর্যবেক্ষণের সময় শাক্তশালী টেলিস্কোপের চোখে প্রথিবীপ্রেই কোন ছয়য় ধয়া পড়ে নি। গ্রহণের সময় উত্তর্গার্ণ হওয়ার পর ডঃ ভট্টাচার্য মালদহ কলেজ প্রাজাণে টেলিস্কোপের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমিকভাবে এই সিম্বান্তই করলেন য়ে, ইউনোমিয়ার ব্যাস কোনমতেই ৪৫/৪৬ মাইলের বেশী নয়। তাহলে ইউনোমিয়ার সঠিক ব্যাস কত? প্রশ্নটি বৈজ্ঞানিকদের সামনে এথনো খোলা থাকলো।

# মইশাল বন্ধু

#### কল্যাণ দে

भार्कत स्मरव नमी।

নদীর নাম বালাসন। নদী পেরিয়ে তরাই-এর নিবিড় অরণ্য। শাল, শিশ্বগাছের শাখায় শাখায় কাঁধে কাঁধ হাতে হাত।

বৈশাখের শীর্ণ নদী। বালির আসন পেতে কুলকুণ্ডালনী শান্তিকে জাগ্রত করতে যেন ধ্যানমণন। নদীর এপারে বিশ্তীর্ণ মাঠের ধারে তারাবাড়ি গ্রাম। তারাবাড়ি থেকে উত্তরবংগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং গেইট প্রায় আড়াই মাইল পথ; কথনো কাঁচা কথনো পাঁচ ঢালা।

তারাবাড়ি গ্রামের জোতদার প্রহ্মাদ সিংহ। তাঁরই বাড়ির মইশাল দীনকাট্, সিংহ।

দীনকাট্'র চি-সংসারে কেউ নেই। জন্মেছিল ধ্পগ্রিড়ের কমলাই নদীর ধারের কোনো এক গাঁরে। ছোটবেলায় বাপ-মাকে হারিয়ে ঘ্রতে ঘ্রতে এসেছিল প্রহ্লাদ সিংহের বাড়ি। সেই থেকে এখানে আছে। ওর বয়স এখন চব্বিদ। ঐ তরাই-এর নিবিড় অরণ্যের প্রানো শালগাছের মতই প্রবৃষ্ঠ্ব ওর শ্রীর। মোষ আর গর্র দেখাশোনা ওই করে বরাবর।

জোতদার বাড়ির দোতলা বাড়ির একতলার বারাশ্দার এক ছোট্ট ঘরে ওর একলার সংসার। ধোক্রার বিছানার ময়লা কিছু কাঁথা। একটা কাঠের বাক্স। একটা খাটো ধা্তি, একটা পিরান, একটা গামছা, ভাঙা আয়না, কমদামী চির্নী—এই তার সম্বল। আর আছে একটা আড় বাঁশের বাঁশী।

বৈশাখ মাসের সকাল।

এক ট্রকরো মেঘ পাকা করমচার মত স্ব্টাকে হন্মানের মত বগলদাবা করে ফেলেছে।

ঘুম থেকে উঠতে দেরী হয়ে গেছে একট্। গোয়ালঘরে পব্না, আন্ধার্ প্রিয় দুর্গটি মোব ভাকছে।

চোথ কচলে নিয়ে দীনকাট্ব হে'কে উঠল, রইস রে রইস মুই মাছো।

জবাব এল, আাঁ—এ—এ—এ।

তাড়াতাড়ি ক্রোয় গিয়ে মূখ-চোথ ধ্রে নিরে গোয়ালবরে চলে এল। কালো কুচ্কুচে কালবৈশাখী মেষের মত দ্র্গটি তাজা মোষ ওকে দেখে খুলীতে ডেকে উঠল।

দেবী প্রতিমার গায়ে চক্চক্ করা গর্জন তেলের মত চক্চকে গায়ে হাত ব্লিয়ে পব্নার চোখে চোখ রেখে এক স্বগাঁর ভাষার কথা বলতে লাগল দীনকাট্।

পব্নাকে আদর করছে দেখে আন্ধার্র মনে হিংসে জাগল। সে
শিং দিয়ে আল্তো করে দীনকাট্র পিঠে খোঁচা মারল। দীনকাট্র
পব্নাকে বলে উঠল, দ্যাখোঁছস্ সতীনের আগ? মুই কাক্ বেছা
করিম? তোক্ না আন্ধার্ক্? হেসে বলে ফেলল সে, না হার গে,
না হার। মুই দোনোজনাকে বেহা করিম। কথাগ্লো বলার সংশা
সংশা ব্কের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দমকা বাতাস দীর্ঘান্সের

মত। সে দীর্ঘশ্বাসের সংশ্যে সংশ্যে ক্ষাতির অ্যালবাম উল্টে গেল। বেরিয়ে এল কিছু ছবি।

বালাসন নদীর ওপারে রাজবংশীদের গ্রাম। সে গ্রামের এক গরীব চাষীর মেয়ে টিয়া।

টিয়ার শ্রনীরে সব্ত্ব ঘাসের চিকন আশ্তরণ। চোথের কোণে তরাই-এর অরণ্যের নিবিড় প্রশান্তি। ব্কের মধ্যে পাংখাবাড়ির পাহাড়ী চুড়া। কেমন যেন হাড়িয়ার নেশার মত নেশা লাগায় টিয়া।

মোষ চরাতে গিরে জ্পালের ভেতর হঠাৎ একদিন দীনকাট্ চীংকার শ্নতে পেল। কায় ছন্ মোক্ বাঁচান—বাঁচান। হাতের লাঠিটা নিয়ে বাইশ বসন্তের জোয়ান মোবের মত শক্তিধর দীনকাট্ ছুটে গেল চীংকারের উৎসম্থলে।

একটি কিশোরী মেয়েকে ঘিরে ধরেছে এক ঝাঁক মোমাছি। কি
করবে এক মৃহুতে ভেবে নিয়ে ছুটে গিয়ে কিশোরীকে কাঁধে তুলে
চোঁ—চোঁ—ধাঁ—এক দোড়। বালাসনের জলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল।
জলে নামার আগে নামিয়ে দিল কিশোরীকে। দু একটা মোমাছি
তথনো এসেছিল পেছন পেছন ধাওয়া করে। তা দেখিয়ে কিশোরী
চীংকার করে উঠল, অ্যালহায় ও বায় নি গে বায় নি। সকালবেলায়
সুর্য উঠল যুবকের মুখে। সে বলে উঠল, ধ্যাং, হাতাস খাছিস
ক্যান্! মুই তো ছু। এবারে রগু লাগল কিশোরীর মুখের আকালে।
বলল, কায় তুই? তুই কি মরদ?

এতক্ষণে সামলে নিল দীনকাট্। একটা মেরের সাথে আগে তো সে কখনো এমন করে কথা বলে নি। তাই লম্জা পেল। মাথা নীচু করে পা বাড়াল সে মোবের খোঁজে।

ভর তথনো কাটে নি। কিশোরীর গলায় নামল সন্ধ্যাবেলার বাঁশ বাগানের ভরার্ত ভাব। চে'চিয়ে বলে ফেলল, তোমহা কার মুই জানোনা। দোহাই লাগে বাপ পঞ্চানন ঠাকুরের। মোক্ ছাড়িয়া তোমহা চলিয়া বান্না।

কি খেরাল চাপল দীনকাট্র মাথার। কপট গাম্ভীরে বলে বসল, মোর কাম ছেগে পরের বেটি। মুই যাছো। মোর নাম দীনকাট্র সিংহ। থাকে ছু তারাবাড়ির গিরির ছর।

—মূই পার্থরঘাটার সপ সিংহের বেটি টিয়াশ্বরী। জ্বণ্যলং আইচিন্ খড়ি লুড়াবার। মোর দেহাৎ মাছির বিষ। মোক্ কি ঘর নেগার দিবার পারিস?

**—খরং গেলে মান্সি কি কবে?** 

—কার কি কবে হাতাস খাছিস কান্? আর দেখি, কোন্ঠে ছে তোর ভইস।

—ক্যানে, ভইস দিয়া তোর কি হবে গে গাভুর মাইয়া?

—মূই ভইসের পিঠং চড়ি ঘরং যাম। সেখা মোর ভেলা কাম পড়িরাছে। মা মোর আন্ধা, দেখির না পার। বাপ্ গেইছে হালবাড়ি হাল জোতিবার। ছোটো ভাইভা গেছে বাপের তানে পান্ধা ধরি।

म्दन त्थरक रफरक उट्टे भव्ना, जान्धान्।

—হুইবে পরের বেটি ভাকাছে মোর পব্না, আখারু।

—বা, বা, ক্যামন সোম্পর নাম রাখেছিস্তোর ভইসের নাম। বলেই এক দৌড়। দৌড়ে গিয়ে পব্নার শরীরে হাত বোলাল টিয়া। এক লাফে চড়ে বসল পব্নার পিঠে। পব্নাও হেলতে হেলতে দুলতে দুলতে নুতন সওয়ারী নিয়ে চলল নদীর ধার ধরে।

—হেই টিয়া, ভইস লেগাইস্না? ঘরৎ বাইয়া ছেকিবা হবে। ব্রেড়া আঙ্ক্রল দেখিয়ে জিব ভ্যাংচিয়ে টিয়া জ্বাব দিল, তুই কচু খাইস ঘরং বাইয়া। মুই বাছ্ম ঘর।

কি আর করে দীনকাট্। সে-ও গিয়ে লাফিয়ে উঠল আন্ধার্র পিঠে।

আগে পিছে চলল দ্'টি মোষ নদীর ধারের পাতলা কাশ-জশ্সলের ভেতর দিয়ে। দুরে শোনা গেল ভাওয়াইয়া গান।

> থিক, থিক, থিক মইশাল রে মইশাল থিক গাব্রালী এ হ্যানো স্কের নারী, ক্যামনে যাইবেন ছাড়ি। মইশাল রে॥

ভার বান্ধ ভাড়টি বান্ধ হে মইশাল বান্ধ মাথার কেশ আজি বা ক্যানে দেখং মইশাল ছাড়িলেন আমার দ্যাশ। মইশাল রে॥

—ও মইশাল, শ্নেছিস্ গাহান?

—তোর কোনো লাজ শরম লাই রে টিয়া। তোর বাপো মা ক্যান্ দের না বেহা এতডা গাভুর বয়সং!

খিলখিল করে বালাসন নদীর মত চণ্ডল স্বরে হেসে উঠে টিয়া বলে বসে, মুই তরাই-এর মাইয়া। জণ্গলের লাখান মোর মন, হেই— এ—ন্ত বড়—অ—; লাজ? লদীর কি কোনো লাজ ছে? অয় কেমন করি বয়আ যাছে কোন্সে দ্রেরর নাম না জানা দ্যাশের তানে কায় জানে!

- —তুই তো ভালয় কাথা কবার পারিস!
- —করার পারিম্নি! খগেন দা যে কলেজ পড়ে। অয় মোক এ গিলা শিখাইছে।
- খণেন রায় ? হামার রাজবংশী ভাষাং যায় নেডিওং গাহান গাছে ?

বাড়ির কাছাকাছি এসে টিয়া হঠাৎ মোব থেকে নেমে পড়ল। চোখের কোলে প্রিমার চাঁদের জ্যোৎস্না ছড়িরে বলে গেল, ফের দেখা হবে লদীর পার জ্ঞালং, আসিস্ দেই?

চলে গেল টিয়া।

জীবনের কোন্ নিভৃত মন্দিরে বেজে উঠল যৌবনের ঘণ্টা। কিসের এক নেশার টানে মনটাকে জড়িয়ে নিয়ে দীনকাট্র ফিরল জোতদার বাড়ি।

দিন যার। সমরের শেলটে নানান দাগ কেটে বছর ঘোরে। বালাসন নদীর ধারে জপালের নিভ্ত কোলে প্রকৃতির সাথে একাত্ম হরে দুটি হৃদর সরব হরে উঠে। স্ভির প্রথম দিনের মানব-মানবী যেন ফিরে পেরেছে সে বন। বাতাস ওদের কথা বহন করে নিয়ে যায়। পাহাড় প্রতিধর্বনি করে তা ফিরিয়ে দেয়। দিন যায়। দিন যায়।

প্রকৃতির কোলে মোষ ছেড়ে দিয়ে টিয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে দীনকাট্ব। তার বাঁশের বাঁশীতে শোনা যায় ভাওয়াইয়া গানের স্র।

গাও তোলো, গাও তোলো মইশাল বন্ধ, রে॥ গাও তোলো, গাও তোলোরে মইশাল
গাও তোলোরে ডাঙিয়া
ওরে কোন্ বা চোরায় নিয়া যায় মোক
ছুরি করিয়া রে।
মইষ চরান্ মোর মইশাল বন্ধ্
কোন্ বা চরের মাঝে
ওরে এলাও ক্যানে ঘান্টির ড্যাং
মুই না শোনং ক্যান রে॥
মইষ দোয়ান মোর মইশাল বন্ধ্
গামছা মাথায় দিয়া
ওরে মোর নারীটার মনটায় কয়
মুই পর্ ধরুং যায়া রে॥

টিয়ার চোথ বেয়ে নামে পাছাড়ী ঝোরার জল। টিয়া কে'লে ওঠে।
—কান্দিস ক্যানে টিয়া! চমকে ওঠে বলে দীনকাট্র।

—তুই এমন ক্যানে দীনকাট্ ? তোর বাঁশী শ্যামের লাগান। মোর মন পাগল করি দেয়। মুই ঘরৎ রবার পার না।

দীনকাট্ন গভীর আবেগে টিয়াকে কাছে টেনে নেয়। ব্র্ডো বট-গাছে ডেকে ওঠে কোকিল।

টিয়ার অধ্য মা ওর কথাবার্তায় লক্ষ্য করে ন্তন স্র। ওর খগেনদাও আর খ্রেজ পায় না কিশোরী মেয়ের সেই আগের জিজ্ঞাসা-ভরা প্রশেনর রেশ।

—হাাঁরে টিয়া, কি হইছে তোর? এমন করির কি ভাবেছিস? দিন দিন তোর এত কিসের টাল খড়ি ল্ল্ডাবার? ন্কাইস ক্যান?

- —না খগেন দা। মোর কোনো নি হায়।
- —লাজ করেছিস ক্যান? কাকো কি মন ধরিছে?
- কিষে কহছিস তুই! তোক্ ছাড়ির কাকো না চাহ, মুই। তুই যে মোর দাদার দাদা।

—হ্যা ব্রেছ্। রঙ লাগিছে তোর মনং।

টিয়া আর চেপে রাখতে পারে না। এসব বোধহয় চেপে রাখাও যায় না। এ যে পাহাড়ের ভেতরের জমা জলের স্লোত। বাইরে বেরবার জন্য সদাই চণ্ডল।

সব খুলে বলে সে। সোদনের সেই নৌমাছি থেকে বে'চে আসা, জপালের নিভ্তে মোবের পিঠে চড়ে ঘর বাঁধবার অভিসার। বালাসনের উন্মৃত্ত বুকে জলবিহার, দীনকাট্র বাঁদী দ্বনে উতলা হয়ে যাওয়া, কিছুই বাকী রাখল না। পরিশেষে কালাভেজা গলায় বলে ফেলে, জানিস খগেন দা, অয় মোক্ বেহা করির চায়। অয় পরের ঘরের মইশাল। মোক্ বেহা করিলে যে অর পণ দিবার নাগিবে। বাপক তৃই তো চিনিস। বাপ কি মোর পণ ছাড়ির মোর বেহা দিবে? অয় কোন্ ঠে পাবে এত্লা টেকা! চোখে টিয়ার বর্ষার ব্লিট।

—তুই ভাবিস ক্যানে টিয়া। তুই মোর বইন, তোর খুশীর লাগির, তোর ঘর সংসারের তানে মোর কি কোনোই দায়িত্ব নাই? কত নাগিবে?

— দৃইশো টেকা নাগিবে। তুই, তুই দিবো থগেন দা? টিয়ার চোখে মুখে লাউ-এর আকশিতে ধরা কঞ্চির অবলম্বনের আশ্বাস পাবার আগ্রহ।

—शौद्ध शौ। मूरे फिम। या कशा आयत्न याया।

টিয়ার পায়ে বনের ছন্দ জাগল। গ্রামের কাঁচা রাস্তা ধরে দৌড়ে চলল টিয়া।

বাঁশ বাগানের মধ্য দিয়ে শ্কুবনো পাতা মাড়িয়ে নদীর ধারের কাশবনের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হ'ল তাদের সেই পরিচিত বটগাছের নীচে। আপন মনে মন্দ্র হরে বাঁশী বাজাচ্ছে দীনকাট্। বাঁশীর সর্র এমন করে কাঁদছে যে টিয়া ঠিক থাকতে পারল না। ভরা বর্বার বালাসন নদীর ক্লের শালগাছে ঝাঁপিরে পড়ার মত এসে ঝাঁপিরে পড়ল দীনকাট্র ব্লে। এক হাতে বাঁশীটা কেড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল দ্রে। কালাঝরা গলায় বলে উঠল, তুই মোক্ খুউব ভাল-বাসিস না হার রে দীনকাট্র?

চোখের ভেতর স্থান—অথচ মনুখের ভাষা যেন দ্রের ঐ সাদা পাহাড়টার মতই দ্রের, এমন স্বরে জবাব দিল দীনকাট্ন, ভালবাসার কি কোনো দাম ছে রে টিরা? এ পিখিমিং বার টেকা ছে, অর সবছে। দ্যাখিস না ক্যানে গিরির বেটা ভূবনক। কলেজং গিরা বঙালী চেণ্ড়ে ক ভালবাসি বেহা করিছে। ওমার টেকা ছে তার তানে ওকিলের বেটি বেহা করির পারিছে। মনুই? মনুই তো গিরির বাড়ির মইশাল। বাপ নাই, মাও নাই। ঘর নাই, বাড়ি নাই। জমি নাই, জোত নাই। টেকা নাই—কোনোই নাই।

এবার টিরা বলল, তুই ভাবেছিস ক্যানে? তোর মোর বেহা ঠিক হবে দেখে লিস।

- —কেমোন করির?
- —তোক্ ভাবির নি লাগে। মুই সব ঠিক করি ফেলাই ছ্ব। খগেন দা টেকা দিবে।

এবার দীনকাট্র আগ্রহের বীজ চারা গাছের মত দ্বলে উঠল। বলল, ঠিক কহছিস তো টিয়া? কোন্দিনা যাম তোর বাপের লগং? আজি?

লম্জার রঙ লাগল টিয়ার মুখে। জলদি করার কি কাম? যাইস না ক্যানে একদিন।

—ইডা কি কহছিস! দেরী ক্যানে? মূই অ্যালহায় বাম্। `—তার খুশী।

টিয়া ছুটে চলল বাড়ির দিকে। ওর চেমেখ একটা ছোট্ট ঘর। মাথার সিন্দ্র। হাতে শাখা। হঠাং—বাপ্গে বাপ্—চীংকার। পড়ে

দ্রে থেকে দীনকাট্র চে চিয়ে উঠল, কি হইছে রে টিয়া?

- स्माक् नार्श काणिष्ट मीनकाण्डे। स्माक् नार्श काणि—
- —িক কহলো? সাপ? উপ্মন্তের মত তীর বেগে ছ্বট্ লাগাল দীনকাট্। দৌড়ে গিরে দেখল একটা গোখরা সাপ জ্বপালের দিকে পালিয়ে যাছে।

হার বাপ, কি হবে গে!

হঠাৎ একটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে ভীকা আক্রোশে সাপটাকে মারতে লাগল দীনকাট্। পেশীতে ওর জিঘাংসার স্রোত। নিরীহ সাপ পারবে কেন! সে তো এমনি কামড়ার নি! শরীরে পড়েছিল চাপ তাই ফুসে উঠে ছোবল মেরেছিল।

সাপটাকে মেরেও শাল্ডি পেল না দীনকাট্।

এদিকে বিষ ছড়িরে পড়ছে সারা দেছে। যক্ষণার কে'দে উঠল
টিরা।

রাগের দেবী হ্রণ ফিরিয়ে দিলেন দীনকাট্রকে। দ্রভ গামছা ছি'ড়ে টিয়ার হাট্রতে বান্ধ দিল সে। কাঁবে নিরে এতদিনে সমস্ত লাজলক্ষা ত্যাগ করে ছ্টে চলল টিয়াদের বাড়ি। টিয়াকে শুর বাপের কাছে পেণছে দিয়েই দীনকাট্র ছ্টল গুঝার বাড়ি।

এদিকে সর্প সিংহের চীংকারে জেগে উঠল পাড়া। সবাই এল ছুটে। ছুটে এল খগেন রার।

খণেন রার এসে অর্ম্ম-চৈতন্য টিরাকে জিজ্ঞেস করল, কোন্ঠে তোক কামডাইছে রে টিরা?

- —काয়? খংগন ला?
- —হাাঁ রে টিরা, মুই।
- অর কোন্ঠে গৈইসে? মুই আর বাঁচিমনি খগেনদা। মরার আগং অর কোলং মাথা রাখি মরির পালে শান্তি পান্ হর। অক ডাকা না ক্যানে?

—অর ওঝা আনির গেইসে। আসিবে অ্যালহার।

টিয়ার বাপ, মা, ভাই সবাই কান্নার ভেঙে পড়ল। পাড়া-পড়শীরাও শোকে স্থির চিত্রের মত ইন্ধেলে লান হয়ে রইল।

কিছ্কুশ পর ওঝা নিয়ে যখন দীনকাট্ব এল টিয়া তখন শেকড়-কাটা গাছের মত নেতিয়ে পড়েছে।

দীনকাট্র প্রিরজনকে হারিরে কালার ভেঙে পড়ল। সে টিরার মত নরম শরীরটাকে কোলে নিয়ে হ<sub>ন</sub>-হ<sub>ন</sub> করে কালবৈশাখীর ঝড়ের বেগে কে'দে উঠল।

প্থিবীর নীলাকাশে যেখানে প্রতিনিয়ত পাখি ভানা মেলে, সে আকাশের নীলিমার হঠাং কালো মেঘ এসে সমস্ত নীল রপ্তকে রুটিং কাগজ দিয়ে যেন চুষে নিল।

দীনকাট্র কোলে মাথা রেখে সব্জ রঙের টিয়ে পাখি বেন বিবের নীল রঙে রাঙা হয়ে ভালবাসার সব্জ ম্বীপের ঘাসে শেষ আগ্রয় নিল।

—नीनकाण्रे। अ—नीनकाण्रे। कान् रके शहेन दा?

জোতদার প্রহ্মাদ সিংহের ভাকে দীনকাট্র তন্মরতা ভাগুল। সে দ্রত মোষগর্মল নিয়ে গোয়াল ঘর ছেড়ে বাইরে এল।

- -- व्यामदाय ७ यादेर्जान?
- —্যাছ্র গিরি।

পব্না, আন্ধার্কে নিয়ে দীনকাট্ চলল বালাসন নদীর পারে। যেখানে বটগাছের নীচে চির্নাদনের জন্য ঘ্নিয়ের আছে তার ভাল-বাসা। সেখানে গিয়ে মোষ ছেড়ে দিয়ে বাঁশীতে বাজাবে স্র—বে স্র বাতাসের দেয়াল ভাঙতে ভাঙতে অরণ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরিয়ে দেবে—

জাবন, জাবন, জাবন বন্ধ রে তুই মোক্ছাড়িয়া গেইলে আদর করিবে কার ও জাবন বন্ধ রে॥



## বাজার বড় মন্দা

## অমল চক্রবতী

বাজার বড়ই মন্দা।
বাগকের দাঁতের ধার বেড়ে চলে,
ছাপোষা মানুষ মগজ গালে থেতে খেতে
হাঁ-মাুখে এখন হাওয়া খায়,
হায়ের ফাঁকে ফাঁকে বিভেশ্য দাঁতের সারি
যেন ধ্রুপদী কখক।

বাজার বড়ই মন্দা।
বিশিকী সভ্যতা সোনার গাড়ুতে জল ভরে মলত্যাগ করে,
উচ্ছম মান্ব কুকুরকে শ্রেশীশন্ব ভেবে
আন্তাকু'ড়ের কুরুক্লেনে গদা ঘোরায়,
পরণে দ্ব'আগুল নেংটি
বাকিটা ন্বগাঁর ঈশ্বর নিয়েছে।

বাজার বড়ই মন্দা।
জাহাজ তাই কুমারী মেরের মত বন্দরে ভেড়ে,
ক'মাস পরে গর্ভভারে হেলেদ্লে চলে যার
জামাতার আদর খেরে বাপের দেশে,
গর্ভে তার কোটি কোটি মান্বের দলিত পিশ্ড।
ফেরীঘাটে অঞ্চলারে দেশক ব্বতী শোর মাত্র পাঁচ টাকার।

বাজার বড়ই মন্দা। বলিকের রাজদণ্ড গ্রহরীর হাতে

পোড়াবিত্ত মান্ব, চৈতন্য এদেশী দেবতা,
তাই শ্লেনে বাসে দ্লামে পথে ঘ্রের ঘ্রের ঘরে ফেরে রাতে,
ক্লান্ত উপবাসী তব্ অভ্যন্ত ভালবাসা সংসার বাড়ায়।

বাজার বড়ই মন্দা।
গলতে গলতে এক রুপাইরা মাত্র উনিশ পরসা।
ওয়েজ ফিজ? কিংবা প্রফিট ফ্রিজ?
প্ররোজনভিত্তিক ন্যুনতম বেতন? চুলোর যাক।
বাম ও গণতাল্যিক ঐক্য জিন্দাবাদ!
মেটোতে স্কুল-কলেজের ছেলেমেরেরা ঘামছে

'রতিনি বেদনম' ছবিতে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও সংস্কৃতির ঐক্য চাই—বন্ধ্,গদ..... অবশেষে সম্ধ্যা নামে কাকের কলতে।

বাজার বড়াই মন্দা। বার আদর্শ আছে টাাকৈ পরসা নেই, বার পরসা আছে মগজে কুংসিং লোভের ঘা, শিশ্বর সামনে চিতার-চাপানো ভবিবাং, তাজা ধৌবনের সামনে মস্থ অনত গহরর, ব্শের সামনে শাদা দেয়াল, পেছনে ধ্সর স্মৃতি, নারীর সামনে রক্ষন ও গর্ভধারণ, প্রেক্রের সামনে আস্ফালন ও পতন। আবার ভোর আসে প্রিজর বেশ্যাগারে সারারাত কাটিয়ে রক্তিম চোখে।

বাজ্ঞার বড়ই মন্দা।
মন্দ মন্দ গতিতে পাল তুলে চলেছে ইন্টিমার, গাধাবোটের সারি,
জনগণ রয়েছে তাতে।
একটা পাথির শিসে
একটা সদ্যোজ্ঞাত শিশ্বর কাল্লার
একটা কিশোরের অবাক চোথে
এক বৃন্ধার ভ্রকুঞ্চিত বলীরেখার
একজন কমিউনিন্টের উন্থত কপালে
যে চিহু রয়েছে কে তার অর্ধ বলে দেবে?
বিগকের রাজ্ঞ্ঞান্ড ফিরে যাবে রাজ্ঞ্ঞান্ড হরে
স্ফীতোদর সভ্যতার শেষ বিনাশে?

তাই যেন হয়। এ বাজার বড় দ্বঃসময়।

### ংগ্রেড লোহদণ্ড বংশদণ্ড হয়ে উ'চিয়ে থাকে। হে প্রভু, উদয় হও

#### রজত বন্দ্যোপাধ্যায়

হৈ হৈ শব্দ তুলে আসরে নামলো বিদ্যক,
কিছুক্ষেল হাসিঠাট্রা রমরমিয়ে আসর জমালো—
তারপর দৃহথ নিয়ে বসে রইলো বিমৃত্য দর্শক,
বিদ্যুক চলে গেছে, লাইটম্যান আলোও নেভালো।

যুবমানস ॥ ২২
মস্কোর অলিম্পিক্, হকিতে জিতেছে যেন কে,
ইচ্ছে না থাকলেও মণ্ড থেকে সরে যেতে হয়—
গোঁড়ালির অসহ্য ব্যথা, চোখেতেও বাধো বাধো ঠেকে,
মধ্যবিত্ত মহোদয়, ময়না কি নতুন কথা কয়?

নাহর দ্বংখস্থ একাশ্ডই নিজস্ব ব্যাপার, নাহর নিজস্ব কোনো ব্যাপারেই দ্বরশ্ত অনীহা— তব্ব জ্বর বাড়লে গারে তুলি শীতের র্যাপার, হে প্রভূ, উদর হও, কেড়ে নাও জীবনের স্প্রা।

## ফুল দেবে মরণকে—স্থলপদ্ম

## মইন্ল হাসান

কাউকে ফ্রল দ্যার নি সে
জন্মের সময়ে ডেকেছে শংখচিল
অশানত প্রকৃতির কানফাটা হাহাকার
ঘ্রিরেরে দিয়ে যায় গতি
তীর ঘ্লাতে ফেটে পড়ে ইতিহাস
মিথ্যার ফ্রলঝ্রি—শ্ব্ব মিথ্যা ফান্স
(তাই) যোবনের উদ্দীপতবাহ্ব
খ্রেল নিল মাঠে মরদানে—জীবন

ফন্টত টকটকে লাল গোলাপ
লক্ষায় তেওেগ তেওেগ যায়
কালো ফন্টপাত আরও লাল দেখে
সেখানে খংজেছে জীবন—স্থলপত্ম
রক্তিম পন্নাকাশ তাই খংজছে সকাল
চেতনাতে তৈরী হয়ে যায় ইতিহাস
ফলে দেবে মরণকে—স্থলপত্ম

ফ্ল দেবে মরণকে-স্থলপাম

## যোজন সাগর দিতে পাড়ি…

## অনিৰ্বাণ দত্ত

পাহাড় কি পেরোনো যার লাফিয়ে—
সাগরে হারানো যায় দাপিয়ে?
যেতে হয় পায়ে হে'টে
বাধা ভেশ্যে ঢেউ কেটে হাঁফিয়ে!
কড়ো হাওয়া নীলাকাশ কাঁপিয়ে।

উ'চু চুড়ো ছাতে পারে শাম্কও বতবার বাকে হে'টে থাম্কও মাঝপথে কটি।-ক্তে নাম্কও তুষারের ঝড় কি বা থর রোদ-ব্যি সঠিক সক্ষ্যে তার দ্যি।

পিশপড়েরা তাই ব্রি আম্ভেই শানার দাঁতের খ্দে কাম্ভেই? হাজার লক্ষ দিন বাঁচতেই মিলে মিশে হাঁটে এক সারি— বোজন সাগর দিতে পাড়ি?

## হে নভেম্বর

## রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক

হাতে নিরেছি ঢাল
হাতে নিরেছি অসি
'রে শন্তব্ন রে শন্তব্ন'
চতুর্দিক চাষ
ভাইকে দিই দ্বোে আমি
মাকে করি ভাগ
আমাকে ছিল্ল ভিল্ল করে
অন্ধ ব্নো রাগ।

কে আমায় শত্রু চেনায় আমায় চেনায় কে— হে নভেম্বর, নভেম্বর হে তুমি ছাড়া আর কে!

রাজা যায়, রাজ্যে আসে ভিন্ন সাজে রাজা পারিষদরা হে'কে বলে বাজা, ঢোলক বাজা। বৃশ্বে মরি বৃশ্বে মারি রই ষে-কে-সেই প্রজা নডেশ্বর হে বলতে শেখাও আমিই আমার রাজা।

হাতে নিয়েছি ঢাল
হাতে নিয়েছি অসি
আমার অসির ঘারে ল্টার
মোরাদাবাদে ভাই
নির্বিচারে খুন করেছি
আসাম গ্রিপ্রার
শগ্রুকে ঠিক মিগ্র দেখার
চোখে রঙীন ঠুলি
হে নভেম্বর, নভেম্বর হে
দাও এ ঠুলি খুলি।

# শব্দ তুলে রাখি

## অচিন চক্রবতী

শ্ব্ব ভালবাসায় খাদ মেশাবো না বলেই কিছু শব্দ আমি সরিয়েছি গোপন দেরাক্তে।

এখন সময় বড় বাজে,
সমসত বিপান দিনক্ষণ ভাতি করে শ্ব্ধ
ভোজবাজি হয়ে যাছে নিরন্তর, সত্য সাঁই বাবা
যেন বা হাজির অশ্যলে। চালে-ডালে
কেরোসিনে-চিনিতে-বিদ্বতে কিংবা শিশ্ব-খাদ্যে প্রস্ফৃট প্রভাব;
দলেম্বড়ে ডাস্টবিনে গড়াগড়ি সমসত স্বপন।
উপজাত কুয়াশায় পরিবাশত জীবনযৌবন।

তব্ মন
সাঁতরে পেরত্তে চার সময়ের সর্বনাশা গান্ত
হাতে হাত ধরে, মর্ভুমি
বেমন পেরর রাহী হৃদরে হৃদর জ্বড়ে দিরে
ব্কে ব্ক রেখে, অম্ধকার
তেমনি পেরিরে যাব বেমাল্ম প্রতারে নিবিড়
বিশ্বাসের শিখা জ্বেলে পরিপাশ্ব তুষার গলিয়ে।

দ্রকত সে অভিযাত্তার নিটোল উক্তা চাই বলেই এখন শব্দ বাছাই করি, ছন্দ যাচাই করি, আর দ্বধ্ব ভালোবাসার খাদ মেশাবো না বলেই কিছ্ব শব্দ তুলে রাখি গোপন দেরাকে॥

# বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

# সাইবারনেটিকস্

গণিত, বলবিদ্য আর শরীরতত্ত্ব—বিজ্ঞানের এই তিনটি গ্রহ্ব-প্শ শাখা বে কেন্দ্রবিন্দর্তে একচিত হতে পেরেছে তার নাম— সাইবারনেটিক্স্ (Cybernatics)। আরও সহজে বলা যায় প্রাণী ও বন্দ্রের ভিতর যোগাযোগ ও নিয়ন্দ্রণের ব্যবস্থার নাম সাইবার-নেটিক্স্।

সাইবারনেটিক্স্ কথাটি এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে। প্রাচীন গ্রীক ভাষার এর অর্থ ছিল "নিয়ন্দ্রক" (Steersman) অথবা আরও সাধারণভাবে কথাটি একটি রান্দ্রের নিয়ন্দ্রকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত। আর আন্তকের বিজ্ঞান সাইবারনেটিক্স্ বলতে কি বোঝায় তা আগেই বর্লোছ।

তথন দিতীর বিশ্বযুদ্ধ চলছে। তথন মার্কিন যুক্তরান্থে প্থিবীর বহু বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগত নিরাপত্তার খাতিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। খালের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিছ ছিলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। সে কথা থাক। মার্কিন যুক্তরান্থের বোষ্টন শহরের ভ্যান্ডার বিক্ট হলে (Vander Bilt Hall) মাসে একবার কিছু বৈজ্ঞানিক খাওয়াদাওয়া করতে একত্তিত হতেন। বিজ্ঞানের সব শাখারই কিছু পশ্ডিত ব্যক্তির এই একত্তিত ভোজপর্ব ছিল বৈজ্ঞানিক আলোচনার এক বিচিত্র স্থান। প্রতিটি ভোজ-সভার পর কোন একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে আলোচনা হত। এরকম একটি ভোজসভার ম্যাসাচুসেট্ স্ ইনস্টিটিউট অফ্ টেকনোলোজির (প্থিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ারীং বিশ্ববিদ্যালয়) অঞ্চের প্রখ্যাত অধ্যাপক এন. ওয়াইনার (N. Wiener) ও দুক্তন প্রখ্যাত শরীরতত্ত্বিদ ডঃ

রোজেনর রেথ (Dr. Rosenblueth) এবং ডঃ ওয়াল্টার ক্যানন (Dr. Walter Cannon) আলোচনা করছিলেন। তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল এমন সমস্ত সমস্যা নিয়ে যেখানে একই সংগ্রেণাত ও শ্রীরতত্ত জডিত। কি রকম?

একটা যুন্ধ চলছে। একজন পাইলট একটা এরোপেলন নিয়ে আকাশে উড়ে যাছে। হঠাং তার চোথে পড়ল যে সামনে একটা আর্গান্ট-এয়ারক্রাফ্ট্ (বিমান বিধ্বংসী কামান) থেকে গ্র্লী ছোঁড়া হছে। পাইলট দ্রততার সাথে পেলন আরও উচ্চতে উঠিয়ে নিল এবং তার যাল্রাপথ বদল করল। এই যে কান্ডটা ঘটল তার জন্য পাইলটের ব্রন্ধি-বিবেচনা ছাড়া অন্য কিছ্মুর উপর নির্ভার করা যায় না। যদি পাইলট ঠিক সময়ে ঠিক সিম্পান্ত না নিত তবে বিমানটি ধ্বংস হতে পারত। কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মান্বের যে প্রতিক্রিয়া হয় তার একটি যশ্রায়িত র্প দেওয়া গেলে মান্বের উপর আর নির্ভার করতে হয় না। এইরকম একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে করতে ঐ তিন বিজ্ঞানী অন্ভব করলেন ঐ রকম একটি যশ্রায়ত বাকপ্রার কথা।

এইবার কাজকর্ম শ্রুর হল এবং অবশেষে বলবিদ্যা, গণিত ও শরীরবিদ্যাকে এক জায়গায় হাজির করা গেল। আবিষ্কৃত হল সাইবারনোটক স:।

বৈজ্ঞানিকদের মতে,—"বৈজ্ঞানিক বি^লব জন্ম দিয়েছে অ্যাটম বোম-এর আর সাইবারনেটিক্স্ এনেছে নতুন এক বৈজ্ঞানিক বিশ্লব।"

# শিল্প-সংস্কৃতি

## চলচ্চিত্রে রুশ বিপ্লবঃ আইজেনস্টাইনের গুটি ছবি দেবাশীৰ দত্ত

একদা যে আশ্চর্য প্রতিভাধর নিজের মধ্যে একটি যুগকে স্থিত ও বহন করে তার ক্ষাতি বাাশ্ত করে দিরেছিলেন যুগান্তরের দর্শকি সমাজে, সেই চলচ্চিত্র গ্রুব্ধ আইজেনস্টাইন সোভিরেৎ চলচ্চিত্রের প্রদাপ্তর্বর হিসেবে প্রীকৃত। রুশ বিশ্লবের অবার্বহিত পরে নির্মিত আইজেনস্টাইনের দৃটি নির্বাক ছবি 'প্র্টাইক' (১৯২৪) ও 'অক্টোবর' (১৯২৭) দেখে বিস্মরে অভিভূত হতে হয়। দৃটি ছবিতেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধের স্করটি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। 'প্রাইক' আইজেনস্টাইনের প্রথম ছবি। বিশ্লব-পূর্ব রাশিয়ার শিলপাত সমস্যার প্রতিফলন দেখা যায় ছবিটিতে। চলচ্চিত্রের গ্রুণাত বৈশিন্টাগ্র্মিল এই ছবির মাধ্যমে অসামান্য নিপ্রাত্ম প্রকাশিত হয়েছে। আইজেনস্টাইনই সর্বপ্রথম চলচ্চিত্রের শিলপাত বৈশিন্টা সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করেছিলেন। তার পরিচয় এই ছবির সর্বত্ত। তিনটি অংশে বিভক্ত এই ছবিটিতে একটি কেন্দ্রীয় স্করের অন্ত্রণন লক্ষ্য করা যায়।

একটি কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে 'ম্টাইক'-এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। শ্রমিকরা কারখানা মালিকের অন্চর এবং গোয়েন্দাদের সতর্ক দ্ভিটর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ধর্মঘটের প্রস্তৃতি চালাচ্ছে, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা চালাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত একটি শ্রমিকের আত্মহত্যা ধর্মাঘটকে স্বরান্বিত করে। শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করার পর সর্বপ্রথম অবকাশের অনাস্বাদিত আনন্দ উপভোগ করে কিন্তু ক্রমে দৃঃখ-দৃ্দ'শা চরমে ওঠে। শ্রমিকদের শেষ সম্বলট্রকুও খাদ্যসংগ্রহের জন্য ব্যয়িত হয়ে যায়। প্রলোভন ও নিষ্ঠব্রতার আশ্রয় নিয়ে প্রালেশ ধর্মঘটের নেতাদের আলাদা করে দিতে চায়। গ্রুডাদের আক্রমণের স্বারা শ্রমিকদের প্রতিরোধকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হয়। একটি ক্ষিশ্ত বাঁডকে পর্লিশী অত্যাচারের প্রতীক হিসেবে ছবিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ছবির এই বিষয়বস্তু ও ঘটনা-প্রবাহ মোটাম টি সরল এবং সমসামারক। ছবিটির মূল বৈশিষ্ট্য তার ডকুমেন্টারি-সূলভ বিন্যাসে। 'পটেমকিন'-এর মত 'স্ট্রাইক'ও কোন ছবির একটি বিশেষ অংশ হিসেবে পরিচালকের কল্পনায় এসেছিল। পরে 'পটেমকিন'-এর মত এটিও পূর্ণাংগ ছবির রূপ পার। বস্তৃত, 'টুয়ার্ড' ডিক্টেটরশিপ' নামের একটি ছবির অংশ হিসেবে এর চিত্তগ্রহণ শ্বর, হয়। ছবির সমান্তিতে আপাত-হতাশার যে সূরটি ফুটে উঠেছে, তা থেকে এটা বোঝা যায়।

শোনা যায়, আইজেনস্টাইন প্রকৃত কারখানার পরিবেশে 'স্টাইক' নাটক অভিনয় করার বাসনা পোষণ করেছিলেন। ক্রমে অভিনয়-মণ্ড (এবং সার্কাসের অভ্গন) ছেড়ে প্ররোপ্ররিভাবে চলচ্চিত্রে আছানিয়োগ করেন। এই ছবিটিতে তার জীবনের এই দ্বটি বিশেষ দিকের ছায়াপাত ঘটেছে। একদিকে বাস্তব উপাদানের আশ্রয়ে বিশ্বাসযোগ্য পটভূমি ও পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে, অন্যাদিকে সার্কাসের লঘ্ব স্রেরের সাথে তাল রেখে 'ডিটেল'-এর কাজে কথনো কথনো অভিরঞ্জনের বেনক এসেছে। প্রচারম্লক পোস্টারের ব্যবহার এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তর্শ আইজেনস্টাইন এইভাবেই সর্বপ্রথম চলচ্চিত্রের

ভাষাকে নতুন করে আবিষ্কার করতে চেরেছিলেন। এক নতুন পরীক্ষার রতী আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্রের প্রচলিত ধারা, প্রকাশলৈলী ও বিনাাসকে অস্বীকার করতে চেরেছিলেন এবং সে প্রয়াসে তিনি সর্বাংশে সফল হয়েছিলেন। কারখানার বাদতব পরিবেশ ছবিটিকে অশেষ মূল্য দিয়েছে। দৃশ্য গ্রহণের অনায়াস স্বাচ্ছন্দা ও অভিনয়ের শক্তিশালী প্রকাশভশ্যী ছবিটির গ্রেত্ব বহ্বপরিমাণে ব্নিষ্ধ করেছে।

১৯২৭ সালে রুশ চলচ্চিত্র-শিল্প অক্টোবর বিস্লবের দশম বার্ষিকী পালন করে দুটি অসামান্য চলচ্চিত্র- পুডভকিনের 'দি এন্ড অফ্ সেন্ট পিটার্সবার্গ' এবং আইজেনস্টাইনের 'অক্টোবর' প্রযোজনার মাধ্যমে। শেষোক্ত চিচ্রটির মাধ্যমে নির্বাসিত লেনিনের গোপন প্রত্যাবর্তন এবং বলুশেভিকদের ক্ষমতাদখলের মধ্যবতী চাণ্ডল্যকর ঘটনাগর্লি বিবৃত হয়েছে। আইজেনস্টাইনের অসামান্য শিল্পদ দি ও কল্পনাশক্তির বিশ্বস্ত পরিচয় পাওয়া যায় ছবিটিতে। একটা যুগের ইতিহাসকে ধরে রাখার জন্য আইজেনস্টাইন প্রতিরোধ ও সংগ্রামের পর্যায়ের বিভিন্ন শক্তিগুর্লিকে উম্জবল করে তুলে ধরেছেন, তাদের যথার্থ ভূমিকাট্টকু চিনে নিতে দর্শকদের এতট্টকু অস্কবিধা হয় না। কয়েকটি শক্তিশালী দৃশ্যকল্পের ব্যবহার ছবিটিকে আশ্চর্য সমুন্ধি দিয়েছে। প্রধান দুশ্যগর্নালর সম্পাদনা নিঃসন্দেহে আইজেনস্টাইনের শিল্পক্ষমতার পরিচায়ক। কয়েকটি ইংগিতময় মন্তাজের ব্যবহার অপূর্ব। জটিলতা এবং অন্তর্নিহিত **শক্তির** *জোরে সেগ*্রাল দর্শকচিত্তকে আলোডিত করে। স্বকীয় চিস্তার কল্যাণে তিনি রুশ চলচ্চিত্রে একটি নতুন ধারার জন্ম দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে মারী সিটনের উক্তি বিশেষভাবে সমরণীয়।

Eisenstein had become captive of his own thought processes and his extra-ordinary vision of what the art of film could become.

আজ যদিও আইজেনস্টাইনের ছবি চলচ্চিত্রের ছিত্তিগত ব্যাকরণের ভূমিকা নিয়েছে, তব্তুও 'অক্টোবর'-এর শিলসসৌন্দর্য প্রথান্পর্থে বিশেলষণের অপেকা রাখে।

বিভিন্ন দ্শ্যের সংগঠনে চিন্তাশীল আইজেনন্টাইনের কারিগরী নিরীক্ষার পরিচয় বর্তমান। দ্শ্যগ্রহণের কাজে এড্রার্ড টিসের যথেপ্ট পারংগমতার পরিচয় বর্তমান। কয়েকটি 'কাটিং'-এর কাজ অপুর্ব'। এই ছবির একটি প্রধান বৈশিষ্টা হচ্ছে, একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তন সন্দ্রেথ একজন শিলপান্ত্রাত পরিচালকের ব্যক্তিগত দ্ঘিতগাঁ। এই দ্ঘিতগাঁী থেকে জন্ম নিয়েছে কয়েকটি সমরণীয় আবেগ-মৃহ্তে য়া অনেক সময়ে জটিল র্প নিলেও দশকিচেতনাকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। অপুর্ব দ্শা গ্রহণের কাজ এবং ডকুমেন্টারিস্লভ গ্র্লা ছবিটিকে বন্ত্রান্টিক করে তুলেছে। কিন্তু আইজেন-দটাইনের ব্যক্তিগত দ্ভিতগাঁী, ম্ল্যায়ন এবং বিন্যাস এই ছবির সম্শির মুলো।



# সমাজতান্ত্ৰিক দেশে খেলাধূলা

## অশোক বস্

প্রিথবীর দেশে দেশে মহান নভেম্বর বিশ্লবের ৬৩তম বার্ষিকী উদ্যাপিত হচ্ছে। এই ৬৩ বছরের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্দ্রিক নির্মাণ কার্যের বিপল্ল সাফল্য সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন
দেশের জনগণের মনে আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

সমাজতশ্ব মানব জীবনের সমসত সম্ভাবনার ম্বার উপ্মৃত্ত করে দেয়। তাই সমাজতাশ্বিক দেশগুনিতে অয় বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থানের সমস্যা যেমন সমাধান করা সম্ভব হয়েছে তেমনি স্জন-ধমী দিকগুনির উৎসমুখও উন্মোচিত হয়েছে।

বর্তমান নিবন্ধে সমাজতান্ত্রিক দেশগর্নার খেলাখ্লা ও শরীর চর্চার সাফল্য সম্পর্কে কিছ্ আলোকপাত করার চেন্টা করা হয়েছে। আলোচনা স্বর্ করার আগেই এ কথা স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের চিন্ত এই ক্ষরে নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নি। প্রিথবীর ব্রেক প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সবচেয়ে জনবহ্ল সমাজতান্ত্রিক দেশ গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সাফল্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। মাত্র দ্রিট দেশের কথা বলা হলেও একথা নিন্দির্থায় বলা যায় য়ে, এই দ্রিট দেশের মত অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশও খেলাধ্লায় য়ে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে তার মূল কারণ হলো তারাও খেলাধ্লা ও শরীরচর্চায় সমগ্রহুছ আরোপ করে থাকে।

## সোভিয়েত ইউনিয়ন

## श्य-मनीत्रक्तां ७ श्य-त्थवाध्रत्या

৫ কোটি ৫০ লক্ষ লোক শারিরীক পট্তা বজায় রাখার কর্মস্চীর সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। এই উদ্দেশ্যে বাজেটে প্রতি বছর
পর্যাশ্ত পরিমাণ অর্থ ও বরান্দ করা হয়ে থাকে। কি বিপ্ল পরিমাণ
অর্থ এই থাতে বায় করা হয় তার পরিচয় পাওয়া যাবে ১৯৭৮
সালের বাজেট থেকে। কেবলমাত্র এই একটি বছরেই "জনস্বাস্থা ও
শাচীরচর্চার" কর্মস্টীর জনা ১,২৬,০০০ লক্ষ রুবল বরান্দ করা
হয়। এই বছর সোভিয়েত জনসংখার পরিমাণ ছিলো ২,৬০০
লক্ষ। এই দুটি তুলনামূলক সংখ্যা থেকেই প্রমাণিত হবে শরীরচর্চা খাতে মাথাপিছা বায়ের বহর।

পক্ষাশ্তরে, আমাদের দেশে, স্বাধীনতার ৩৪ বছর পরেও. শরীর শিক্ষণখাতে মাথাপিছ ব্যয়ের পরিমাণ হ'ল ৪ পরসা মাত্র। নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের খসড়া বয়ানে এ সম্পর্কে উল্লেখ করে বলা হয়েছে "প্রিবীতে ক্রীড়াখাতে সম্ভবতঃ এর চেয়ে কম খরচ কেউ করে না।"

## निन्द्रकान स्थरकरे

সোভিরেতে শিশ্বকাল থেকেই শরীরচর্চা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের ব্যাপারটিকে স্নিনিশ্চিত করা হয়। বিদ্যালয়গ্নিতে গণ-খেলাখ্বলা ও শরীরচর্চাকে উৎসাহিত করা হয়। বিদ্যালয়-গ্নিতে শরীরচর্চার প্রশিক্ষণ বাধ্যতাম্লক। গণিত, পদার্থবিদ্যা বা অন্যান্য বিষয়ের মত শরীরচর্চায় প্রাণ্ড নম্বর ছাত্রছাত্রীদের রিপোর্টেও স্কুল স্নাতকদের ডিপেলামায় স্থান লাভ করে।

যে সব শিক্ষার্থী বিশেষ গ্রেন্ড দিয়ে খেলাধ্লো শিখতে চায় তাদের জন্য বিশেষ জ্বনিয়র ক্রীড়া স্কুলে প্রশিক্ষণের বাবস্থা আছে। এ ধরনের ৫,৯৫৬টি স্কুলে ৯ থেকে ১৮ বছরের প্রায় ২০ লক্ষ্ শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ লাভ করে।

দ্পুলপর্যায়ে প্রথমে খ্যাতি অর্জন করে পরে বিশ্ববিধাতে হয়েছেন এরকম ক্রীড়াকুশলীদের মধ্যে যেমন আছেন ইগরতের, ভারেসিয়ান, তামারা প্রেস, নেলিকিন ইত্যাদি। আবার শ্কুলের ছাত্রছাত্রী থাকা অবস্থাতেই ওলিম্পিক ও বিশ্বথেতাব জয় করেছেন এমনও বহু সোভিয়েত ছাত্রছাত্রী আছেন। এদের মধ্যে আছেন সাতার মারিনা কোসভায়া (মন্টিল ওলিম্পিক বিজয়ী) ও জিমনাষ্ট মাশা ফিলাতোভা ইত্যাদি।

## थिनाश्रामात्र कना

একেবারে স্থানীয় মাঠ থেকে শ্রুর করে বিশ্ববিখ্যাত বিশাল বিশাল ক্রীড়াসমাহার। খেলাধ্লোয় স্থোগ-স্বিধার একটি ব্যাপক ব্যবস্থা সোভিয়েত ইউনিয়নে আছে। একটি তালিকা নীচে দেওয়া হলোঃ

১১৪ লক্ষ দর্শকের আসন সম্বলিত ব্হদাকার স্টেডিয়াম ৩.৮৮২টি; জিমনাশিয়াম ৬.৬০০টি; সন্তর্ণক্ষেত্র ১,৪৩৫টি; বন্দুক ছেড়ার কেন্দ্র ৬,৬০০টি; ফুটবল মাঠ ১,০০,০০০টি।

#### of Brown

সোভিয়েত ক্রীড়া আন্দোলনের প্র্রোভাগে আছেন প্রায় ৩ লক্ষ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত পেশাদার প্রশিক্ষক ও ৬০ লক্ষেরও বেশী স্বেচ্ছারতী শিক্ষক।

#### व्यकाश्रकात थत्रह

এদেশে খেলার জায়গা, প্রশিক্ষণ, খেলার জিনিসপর বা জামা কাপড়ের খাতে ক্রীড়াবিদ্দের কোনও খরচ করতে হয় না। ক্রীড়া-সমিতির সভ্য হিসাবে তাকে বছরে মাত্র ৩০ কোপেক চাদা দিতে হয়। যা নাকি এক প্যাকেট সিগারেটের দামের সমতুল্য। রাড্রীয় ও গণ-সংগঠনগর্নি, বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ প্রধানত প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়াসভার খরচ বহন করে।

শীর্ষ স্থানীয় কোনো প্রতিযোগিতায় যখন কোনো ক্রীড়াবিদ্ তার ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করে তখন সেই প্রতিযোগিতার সমস্ত খরচ ও ক্রীড়াবিদ্দের যাতায়াতের ও অন্যান্য খরচ বহন করে হয় কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ক্রিটি নয়তো কেন্দ্রীয় সমিতি।

## भाजान वावन्थात भौरव

সমগ্র ক্রীড়া আন্দোলনকে পরিচালনাকারী রাষ্ট্রীয় সংগঠন হলো সোভিয়েত ক্রীড়া কমিটি।

क्रीण किमिणित मात्रिरणत मर्था तरस्र १ तथनाथ्रलात देवसीयक उ

কারিগরী ভিভির উন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক পশ্বতিতে কর্মধারার সংগঠন, ক্লীড়া ও শরীরচর্চা বিষয়ক গবেষণার সমন্বর সাধন, জাতীর ক্লীড়া প্রতিযোগিতাগন্নির আরোজন, ক্লীড়াকমীদের প্রশিক্ষণ, খেলাখ্লোর সাজসরজামের উৎপাদন ও বিতরণের সমন্বর সাধন ও নতুন নতুন ক্লীড়াপান নির্মাণ। সমস্ত মন্দ্রীদশ্তর ও সরকারী এক্ষেশ্সীসম্হকে সোভিরেত ক্লীড়া ক্মিটির সিন্ধান্ত ও নির্দোশ মেনে চলতে হয়।

এই কমিটির আবার বিভিন্ন উপবিভাগ ও ক্লীড়াবিষয়ক বোর্ড আছে। যেমন, ফ্রটবন, এ্যাথলেটিকস্, জলক্লীড়া ইত্যাদি। এই সমস্ত বোর্ডের সাথে ৪৭ ধরনের খেলাধুলোর বিশেষজ্ঞরা যুক্ত আছেন।

## ষ্টেড ইউনিউয়ন নেড়ম্থানীয় ক্লীড়াসংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ করে

সোভিয়েত দ্রেড ইউনিয়নসম্হ সেই গোড়ার আমল থেকেই ক্রীড়া আন্দোলনকে আরও ব্যাপক করে তোলার কাব্রু সব সময় সাহাষ্য করে আসছে। অসংখ্য ছোট ছোট ক্রীড়া ক্লাবকে ঐকাবন্দ্র করে ঐচ্ছিক ক্রীড়াসমিতি গঠনে ট্রেড ইউনিয়নগর্নল এক সময় অবিক্ষরণীয় ভূমিকা পালন করে। ১৫টি সোভিয়েত প্রজাতক্রের প্রত্যেকটিতে ট্রেড ইউনিয়নের ঐচ্ছিক ক্রীড়া সংগঠন আছে। এই সংগঠনগর্নল ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭-এর মধ্যে এই পাঁচ বছরে ২০ হাজার দার্ষক্রনাম এ্যাথলেটের প্রদিক্ষকের ব্যবন্ধা করে। এদের মধ্যে অনেকেই ইউরোপীয়, বিশ্ব ও ওলিম্পিক খেতাব জয় করার গোরব অর্জন করেন। সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়নসম্হ ক্রীড়াবিদ্দের জন্য ৩৫,০০০ ক্রীড়াপগ তৈরী করে দিয়েছে। জাতীয় উয়য়নের দশম পণ্টবার্ষিকী কালে (১৯৭৬-১৯৮০) নতুন যে ৫৭২টি ভৌজয়ম, ৪৩৬টি সন্তর্গ ক্ষেত্র, ২,২৯২টি জ্লিমনাসিয়ম ও ৫০০টি জলক্রীড়াকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে তার জন্য ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্টিন্সল ৬০০ লক্ষ ব্রেজ ব্রাদ্দ করেছে।

## नाता त्नाकिताक कृत्क ततात शार्थिमक नश्गर्वनगृनि

সোভিষ্মত ক্রীড়া ও শরীরচর্চা আন্দোলনের প্রাথমিক সংগঠন-গর্নির সদস্য সংখ্যা কোথাও এক ডজন আবার কোথাও বা বেশ করেক হাজার। এ-জাতীর ক্রীড়া ক্লাবের সংখ্যা হলো ২ লক্ষ ২০ হাজার। এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে জনসংখ্যার অনুপাতে এই সমঙ্কত প্রাথমিক সংগঠনগর্নালর অবস্থান গ্রামাণ্ডলে ও শহরে সমানুপাতিক। ৬২ শতাংশ ও ৩৮ শতাংশ। সোভিয়েতে বসবাসকারী গ্রামাণ্ডলে ও শহরের জনসংখ্যার অনুপাতও শহরে ৬২ শতাংশ, গ্রামে ৩৮ শতাংশ।

#### খেলাখলোয় সোভিয়েত নারী

শরীরচর্চা ও খেলাধ্লাসমেত সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে নারী ও প্রুব্ধের সমানাধিকার সোভিরেতে শ্বধ্ কথার কথা নর—এই সমানাধিকার সাত্যিকারেরই স্বর্গাক্ষত। অধিকারগ্রালিকে স্বর্গাক্ষত করার জন্য রাজ্যের পক্ষ থেকে শ্রম ও স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হরেছে যার মধ্যে আছে মারেদের কাজ করার উপযুক্ত অবস্থা, শিশ্বদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা, শিশ্বদের মারেদের মাইনেসহ ছ্র্টি ও কাজের সমর কমিরে আনার ব্যবস্থা ইত্যাদি। এর ফলে নারীদের প্রকৃত সমানাধিকারের ব্যবস্থাটি স্বর্গাক্ষত হয়েছে।

সোভিয়েত জীবনধারার একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষস্থ হলো নারী-জীড়া। নারীজীড়া হরে উঠেছে নারীমনুন্তির একটি কার্যকরী মাধ্যম। সোভিয়েত জীড়াসমিতি ও ক্লাবগন্নির বিভিন্ন বিভাগে ২ কোটি নারী নির্মাত প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। প্রশিক্ষক, কোচ ও জীড়া- সংগঠনের নেতাদের মধ্যেও বহু নারী আছেন। ২১তম ওলিচ্পিকে যোগদানকারী সোভিয়েত প্রতিনিধিদলে বহুসংখ্যক নারী প্রতিবোগী ছিলেন ও এই ওলিচ্পিকে সেই নারী প্রতিযোগীরা ৪০টি স্বর্শপদক জয় করার গৌরব অর্জন করেন।

#### कर्नाश्चर रथका

খেলায় অংশগ্রহণের বিচারে জনপ্রির খেলাগ্নলির শীর্বে ররেছে জিমনাস্টিক। তারপর ট্রাক ও ফিল্ড। জনপ্রির খেলাগ্নলি এবং বে পরিমাণ দর্শক এই সমস্ত খেলাগ্নলি দেখে তার একটি তালিকা নীচে দেওরা হলোঃ

জিমনাস্টিক (৭০ লক্ষ), ট্রাক ও ফিল্ড (৬০ লক্ষ), ভালবল (৫০ লক্ষ), ফাটবল (৪০ লক্ষ), বাস্কেটবল (৪০ লক্ষ), বন্দাক ছোড়া (৩০ লক্ষ), হ্যান্ডবল (৮ লক্ষ), আসক্রীড়া (৫০ হাজার), অম্বক্রীড়া (২৫ হাজার), পালতোলা নৌকা চালনা (২০ হাজার), আধানিক পেন্টাথলন (৪ হাজার)। এছাড়া শীতকালীন স্কী (৪০ লক্ষ), দাবা (৩০ লক্ষ)।

উল্লেখ্য যে একেবারে আঞ্চলিক খেলাগ্রনি বাদ দিলে সোভিয়েত ইউনিয়নে ৬০ রকমেরও বেশী খেলাখ্লোর প্রচলন আছে।

## ঐতিহ্মাণ্ডত খেলাখ্লো

সোভিয়েত ইউনিয়নে ১০০টিরও বেশি জাতি ও অধিজাতি আছে। বাদের প্রত্যেকেরই একটি বা তার বেশী ঐতিহাশালী খেলা আছে যা যুগ খ্রা ধরে চলে আসছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অপ্য প্রজাতন্দ্রগ্রনিতে জাতীয় ও আঞ্চলিক খেলাগর্নাককে সর্ববিধ উপায়ে উৎসাহ দেওয়া হয়।

## ওলিম্পিকে কৃতিত প্রদর্শন

সোভিরেত ক্রীড়াবিদ্রা সর্বপ্রথম ১৯৫২ সালে হেলসিংকি ওলিম্পিকে যোগদান করেই মার্কিন প্রতিযোগীদের সামনে শরিশালী চ্যালেজ উপস্থিত করেন। ১৯৫২'র ওলিম্পিকে সোভিয়েত প্রতিযোগীরা ২২টি সোনা, ৩০টি রূপা ও ১৯টি রোজ পদক জর করেন। ১৯৭৬-এর মন্থিল ওলিম্পিকে বেড়ে এই পদকের সংখ্যা দাঁড়ার সোনা ৪৭, রূপা ৪৩ এবং রোজ ৩৫টি।

গ্রীষ্মকালীন ওলিম্পিকে সোভিয়েত ক্লীড়াবিদ্রা যত পদক জিতেছেন তার মোট সংখ্যা ৬৮৩টি। এর মধ্যে সোনা ২৫৮টি, রুপা ২২১টি ও রোঞ্জ ২০৪টি। লক্ষণীয় যে এই একই সমর মার্কিন ক্লীড়াবিদ্দের প্রাশ্ত পদকের সংখ্যা মোট ৬০৬টি। তার মধ্যে সোনা ২৫৪টি।

## চীন

## সাধারণতদেরর জন্মকণন খেকেই গণ-শরীর চর্চা ও খেলাখ্লোর ওপর জোর দেওয়া হলো

বলা যেতে পারে চীন সাধারণতন্দ্র প্রতিষ্ঠার দিনটি থেকে গণশরীরচর্চা, গণ-থেলাধ্লো ও জনন্দ্রাম্থ্য সম্পর্কে অপরিসীম গ্রেম্ আরোপ করা হয়। শরীরচর্চা ও খেলাখ্লোর উমরনের জন্য ১৯৫২ সালে চীন সাধারণতন্দ্র শরীরচর্চা ও জীড়া কমিশন গঠন করা হয়। অঞ্চলে, প্রদেশে ও পোর এলাকাগ্লিতে ঐ একইভাবে আঞ্চলিক, প্রাদেশিক ও পোর কমিশন গঠন করা হয়।

#### প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ দেওরার জন্য ৪০টি শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র ছাড়াও ৩,০০০টি অবসরকালীন ক্রীড়া বিদ্যালয় রয়েছে।

## क्रीकामरगठेन ७ मरम्बानम् र

ক্রীড়াকে গণমুখী করে তোলার জন্য সারা চীন ক্রীড়া ফেডা-রেশনের একটি সদর দশ্তর আছে বেজিংএ। সারা দেশে এই ফেডারেশনের শাখা আছে।

দ্বাক-ফিল্ড, সাঁতার, জিমনান্টিক, বাক্ষেটবল, ভালবল, ফ্র্টবল, টোবল টোনস, ব্যাডমিন্টন, টোনস, ভারোন্তলন, সাইক্লিং, জলক্লীড়া, কুস্তি ইত্যাদি বিভাগীর খেলাখ্লোর উৎকর্ষ সাধন ও এগ্নিলকে জনপ্রিয় করে ভোলার জন্য ৩০টি জাতীয় সংস্থা আছে।

১৯৫৩ সালের পর থেকে ৮টি বৃহৎ গণ-শরীরচর্চাকেন্দ্র স্থাপিত হরেছে। বেজিং, তিরান জন, উহান, সেনিরাং, জিয়ান, চেংদ্, সাংহাই ও গুরান্দেউতে এই কেন্দ্রগ্রনির অবস্থান।

#### रचनाथ्यनात जना

বড় ও মাঝারি ধরনের শহরগর্বাতে স্বয়ংসম্প্রণ সরঞ্জামসহ ভৌডয়াম ও জিমনাশিরাম তৈরী করা হয়েছে। বৃহদাকার ভৌডয়াম-গ্রাকর মধ্যে বেজিং ওয়ার্কাস ভৌডয়ামে দর্শক আসন সংখ্যা এক লক্ষ। মাঝারি ধরনের ভৌডয়ামগর্বাতে ১৮,০০০ দর্শকের আসনের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন বেজিং ক্যাপিটাল ভৌডয়াম, সাংহাই ভৌডয়াম ইত্যাদি।

এছাড়া বেজিং-এ খেলাধ্লো সংক্রান্ত গবেষণার জন্য একটি বিশালকায় গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে।

## दथनाय्रलाटक गममूची करत रकारना

খেলাখ্লোকে গণমুখী করে তোলায় চীনের আগ্রহের সীমা নেই। অন্যাদকে খেলাখ্লোয় গণ-অংশগ্রহণই হলো আজকের চীনের বৈশিষ্টা। চীনের জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশই হ'ল শিশ্ব ও ব্ব । এদের মধ্যে খেলাখ্লোর সম্পর্কে আগ্রহ স্থিত জন্য কলেজে, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বটি করে পিরিয়ডে শ্রীর-শিক্ষণ আবশ্যিক করা হয়েছে।

সারাদেশব্যাপী শরীর চর্চা ও খেলাখ্লোর জন্য রাজ্যীয় শরীর চর্চা ও ক্লীড়া কমিশন কতকগৃলি মান নির্ধারণ করেছেন। মান অন্বায়ী বয়সভেদে শিশ্ব, তর্ণ ও যুবকদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। শিশ্ব বিভাগ ১০ খেকে ১২। জ্বনিয়র (১) বিভাগ ১০ খেকে ১৫। জ্বনিয়র (২) বিভাগ ১৬ খেকে ১৫। সিনয়র বিভাগ ১৮ খেকে ৩০। সফল অংশগ্রহণকারীদের রাজ্যীয় সাটিফিকেট ও ব্যাক্ত দেওয়া হয়।

#### बरकास दशका

টোবল টোনস, বাস্কেটবল ও ভালবল হলো চীনে সবচেয়ে জনথির খেলা। কেবলমার জিলিন প্রদেশেই ১০ হাজার ফ্টবল টীম
ররেছে আর তাদের অধীনে ররেছে ১,১০০ ফ্টবল মাঠ। আবার
একইভাবে গ্রাংদর প্রদেশ "ভালবল খেলোয়াড্দের বাসগৃহ" বলে
খ্যাত। এখানে করেক হাজার ভালবল টীম ররেছে। এখানে ভালবল
খেলোয়াড্দের নিজেদের তৈরী করা কোর্টের সংখ্যাই হলো
২,১০০টি।

#### আর একটি জনপ্রির খেলা

সাঁতার চীনে খ্বই জনপ্রিয়। ১৯৭৮ সালে শীতকালীন সম্তরণ প্রতিবোগিতায় ১ লক সম্তরণবিদ্ অংশগ্রহণ করে।

## खेकिराभूमं वाजीव लीका

উরস্থ একটি জনপ্রির থেলা। এই থেলাটি সামরিক ট্রেনিং-এর সাথে বেশ কিছ্টা সংগতিপ্র্ণ। বিভিন্ন প্রদেশে সেই সমস্ত প্রদেশ-বাসীর নিজস্ব কিছ্ কিছ্ প্রাচীন জনপ্রির থেলা আছে। রাষ্ট্রীর-ভাবে এই থেলাগ্র্লিকে উৎসাহ দেওরা হর। এই থেলাগ্র্লির মধ্যে অন্যতম হলোঃ অস্তর্মেগোলিয়ার মল্লক্রীড়া, অশ্বচালনা ও তীর নিক্ষেপ। জিনপ্রিয়া, তিব্বত, কুইনঘাই-এ অশ্বচালনা। ইয়ানথিয়ান ও জিহ্বাথবালায় বথাক্রমে সাঁতার ও ড্রাগন নৌকা দৌড় ইত্যাদি।

## অতীতে খেলাধ্ৰোর মান ছিলো অত্যত নীচুতে। সেখান থেকে শ্রে করে.....

এছাড়া অতিপ্রাচীন "গো" এবং "দাবা"—সরকারীভাবে স্বীকৃত প্রতিযোগিতামূলক খেলা।

খেলায় গণঅংশগ্রহণ খেলার মানোন্নয়নে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। প্রাতন চীনে ক্রীড়ার মান ছিলো অত্যন্ত নীচু। কিছ্ কিছ্ খেলার প্রচলনই ছিলোনা চীনে। এই অবস্থা থেকে শ্রুর।

১৯৩২ সালের দশম ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় চীনের প্রতিযোগী ছিলেন মাত্র একজন। ১৯৩৬ সালে একাদশ ওলিম্পিকে চীনের পক্ষে একজন মাত্র মহিলা প্রতিযোগী ওলিম্পিক ক্রীড়ার যোগদান করেন।

### খেলাখ্লোয় সন্দেহাতীত অগ্রগতি

১৯৪৯-এ চীন সাধারণতশ্বের জন্ম ক্রীড়ান্ষেত্রে নতুন দিগন্তের স্ট্রনা করলো। এ সময় থেকেই চীনের ক্রীড়াবিদ্রা বিশ্বরেকর্ড স্থাপন ও বিশ্বথেতাব অর্জন করতে শ্রুর্ করে। ১৯৫৬ সালে চীনের প্রতিযোগী ভারোত্তলন-এ ব্যান্টামওয়েট বিভাগে ক্লিন ও জার্কে বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেন। ঐ একই প্রতিযোগী পরবতী সময়ে ভারোত্তলন-এর দ্বিট বিভাগেই—ব্যান্টামওয়েট ও ফেদার-ওয়েট-এ—ক্লিন ও জার্কে নয় নয়বার নতুন বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেন। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত চীনা ভারোত্তলকরা ৯টি বিভাগে ১৯টি বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছেন।

জেন ফেনগ্রগুই চীনের প্রথম মহিলা প্রতিযোগী যিনি ১৯৫৭ সালে উচ্চ লম্ফনে বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেন।

১৯৫৯ সালে, ২৫তম বিশ্ব টেনিলে টেনিসে চীন সর্বপ্রথম প্র্যুষদের ব্যক্তিগত বিভাগে খেতাব অর্জন করে। তার পরবর্তী সময়ে টেবিল টেনিসে চীনের জয়যাত্রা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্যক্তিগত ও দলগত উভর বিভাগেই।

১৯৭৮ সালে, ব্যাঞ্চকে অনুষ্ঠিত ৮ম এশিয়ান গেমসে চীন। আ্যাথলেটরা ৫৬টি সোনার পদক জয় করেন। অবশ্যই এই সংখ্যাটি পূর্বেতী ওলিম্পিকে প্রাণ্ড পদকের চেয়ে ২৩টি বেশি।

এছাড়া জিমন্যান্টিক, ডাইভিং, ফেন্সিং, বন্দ্রক ছোঁড়া, ট্রাক ও ফিল্ড, ব্যাডমিন্টন এবং বাস্কেটবলে চমংকার ফলাফল ক্রীড়াজগতের দর্ভিট আকর্ষণ করেছে।

থেলাধ্লোর সমাজতাশ্রিক সোভিয়েত ও চীনের দ্রুত সাফলোর কারণ অবশাই ধনবাদী দ্নিরার তুলনার উন্নত ও শ্রেণ্ঠতর সমাজব্যবস্থা। খেলাধ্লার ক্ষেত্রে গশ-উল্যোগ, গশ-অংশগ্রহণ ও গশকার্ম্বরুরের মধ্যেই রয়েছে সমাজতাশ্রিক দেশসম্হে, ক্রীড়াক্ষেত্রে
সাফলোর চাবিকাঠিট।

# বিভাগীয় সংবাদ

२८-श्रामाः

বারাসাভ ব্লক ব্ৰ-করণ ২নং-এর উদ্যোগে ০০শে আগস্ট, ১৯৮০ তারিখে মধ্যমগ্রাম বালিকা উক্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠান হয়। আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো 'স্ব্গ্রহণ, ১৯৮০'। এই আলোচনাচক্রে রকের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। প্রায় ০০০ ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতিতে এই আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান অধিকার করে মধ্যমগ্রাম বালক উক্চ বিদ্যালয়ের দশম প্রেণীর ছাত্র শ্রীমান জয়দীপ চৌধ্রী, ন্বিতীর স্থান অধিকার করে মধ্যমগ্রাম বালিকা উক্চ বিদ্যালয়ের দশম গ্রেণীর ছাত্রী কুমারী শ্যামলী ভদ্র এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে মধ্যমগ্রাম এ. পি. সি. বিদ্যায়তনের দশম গ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান প্লেকফান্তি মিত্র। মধ্যমগ্রাম বালিকা উক্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী অলকা পাল প্রস্কার বিতরণ করেন।

কাকশ্রীপ ব্রক ধ্র-করণ—এই রক য্র-করণের উদ্যোগে এক বিজ্ঞান আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। ১১টি বিদ্যালয় এতে অংশগ্রহণ করে। ৬ জন প্রতিযোগীকে প্রস্কার ও মানপর দেওরা হয়। আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করেন স্থানীর বিধান সভার সদস্য প্রীছাবিকেশ মাইতি, প্রস্কার বিতরণ করেন কাক্শ্রীপ রকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীতারাশংকর মাইতি। প্রধান অতিথি ছিলেন স্কুলরবন আদর্শ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক মহাশয়।

## नमीमाः

हाँनशानि वक ब्राव-क्वम--- २२८म आशन्ते, वश्वा । शैनशानि व्यव



গত ২২শে আগত হাঁসখালি রক যুব তথ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্যা শ্রীমতী বিভা খোষগোস্থামী। এই অনুস্ঠানে তিনি ব্রিযুলক কর্মশিক্ষণ কেন্দ্রের জনৈকা শিক্ষার্থশীর হাতে প্রশংসাগর ভূলে দিক্ষেন তথ্যকেন্দ্রের শন্ত উদ্বোধন হলো। উদ্বোধন করলেন সংসদ সদস্যা শ্রীমতী বিভা ঘোষগোস্বামী। তিনি তাঁর অভিভাষণে বললেনঃ হাঁসখালি রুক যন্ব-করণের ক্লীড়া, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্নগমন স্থানীর যন্বসমাজে ক্লমবর্থিত, শ্রাম্থিত ও অভিনন্দিত হচ্ছে। আমরা এর বৃহত্তর সাফল্য কামনা করি।

অন্-্তানের সভাপতি ছিলেন পঞ্চারেত সমিতির সভাপতি শ্রীবিনয়কুক বিশ্বাস।

ঐদিন ১৯৭৯-৮০ সালের ব্তিম্লক কর্মশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে টেলারিং ও রেডিও শাখার উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থনীদের প্রশংসালিপি দিরে সম্বাধিত করেন শ্রীমতী বিভা ঘোষগোস্বামী। মোট ৬৫ জন শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীদের প্রশংস্মালিপি দেওরা হয়।

কৃষ্ণনগর-১ ব্লক ব্র-করণ—পশ্চিমবংগ সরকারের ব্রকল্যাশ বিভাগ, বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা (কলিকাতা)-এর যৌথ উদ্যোগে এবং কৃষ্ণনগর-১ ব্লক যুব-করণের পরিচালনার গত ৬.৯.৮০ তারিখে কৃষ্ণনগর কলোজিয়েট স্কুলে ব্লক বিজ্ঞান আলোচনা প্রতিযোগিতা'-১৯৮০ অনুষ্ঠিত হয়।

এই প্রতিযোগিতার কৃষ্ণনগর-১ রকের বিভিন্ন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষারতনের মোট ১৮ জন ছাত্র-ছাত্রী যোগদান করে।
প্রতিযোগিতার প্রথম ছর জনকে প্রেস্কৃত করা হর। শক্তিনগর
বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী মহ্নুয়া চ্যাটাজ্রী, কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট
স্কুলের ছাত্র তন্ময় রায় এবং কৃষ্ণনগর লেডী কারমাইকেল বালিকা
উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী করবী বসাক যথাক্রমে প্রথম, ন্বিতীর ও
তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এই ৩ জন বিজরী প্রতিযোগী আগামী
২০শে সেপ্টেন্বর '৮০ তারিখে অন্তিত 'নদীয়া জেলা বিজ্ঞান
আলোচনা প্রতিযোগিতায়' অংশগ্রহণের স্ব্যোগ লাভ করবে।

ঐ দিনের অন্তানে মাননীয় শ্রীস্নীলকুমার ঘোষ, কৃষ্ণনগর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীস্বেশচন্দ্র সরকার, কৃষ্ণনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বধাক্তমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী. শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

রানাঘাট-২ ব্লক ব্লক্করণ—পশ্চিমবণ্গ সরকারের ব্রক্করাশ বিভাগের উদ্যোগে রানাঘাট ২নং ব্লক ব্লব কার্যালরের পরিচালনার ১১ই আগস্ট সোমবার ১৯৮০ রানাঘাট ২নং ব্লক ব্লব কার্যালরে ব্লক্কর্যালরে ব্লক্কর্যালরের উদ্বোধন করা হর। তথ্যকেন্দ্রের মূল আকর্ষণ ছিল বিজ্ঞান, ক্রীড়া, বিভিন্ন প্রতিযোগিতাম্লক পরীক্ষা ও কর্ম-সংল্থানসমন্বিত প্রায় একশত প্রস্তক-প্রশিতকা এবং বিভিন্ন পার্টকা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কোন এক অনুরাগীর হাতে প্রস্তক তুলে দিয়ে তথ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন রানাঘাট ২নং ব্লকের উমরন আধিকারিক শ্রীকার্তিকচন্দ্র মন্ত্রল। সভাপতির আসন অলংক্ত করেন রানাঘাট ২নং ব্লক পঞ্চারেত সমিতির সভাপতি শ্রীসত্যভূষণ চক্রবর্তী মহাশর এবং বিশিষ্ট অতিথিনের মধ্যে ছিলেন রানাঘাট মহকুমার তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক। সভাপতি ও উদ্বোধক মহাশের তথ্যকেন্দ্রের প্ররোজনীরতা ও উপযোগিতা উপস্থিত শ্রোত্ব

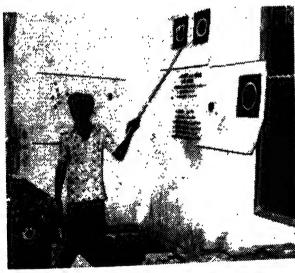
মণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থাপিত করেন। অনুন্টানে বিভিন্ন বুব সংস্থা, বিদ্যালয়, পণ্ডায়েত প্রতিনিধির তরফ থেকে প্রায় ৬০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলোন। এই মর্মে আরও অনেকেই বরুব্য রাখেন।

যুবকলাল বিভাগের উদ্যোগে, নেহর যুবক কেন্দ্র (বর্ধমান) ও বিড়লা কারিগরী সংগ্রহশালার বৌথ সহবোগিভার এবং রানাঘাট-২ রক যুব-করণের প্রত্যক্ষ পরিচালনার গত ৪ঠা আগস্ট বিদ্যালয়-সমুহের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এক বিজ্ঞান আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হর। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল সুর্যগ্রহণ-৮০। আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন স্থানীর বি-ডি-ও শ্রীকার্তিকচন্দ্র মণ্ডল। ১০ জন প্রতিবোগার মধ্যে ৬ জনকে প্রক্রুত করা হয়।

## পশ্চিম দিলাকপরেঃ

রামগঞ্জ ব্লক ব্র-করণ—বিগত বছরগন্ত্রির মত এ বছরও য্ব-কল্যাল বিভাগের (পঃ বঃ সরকার) রামগঞ্জ রক য্ব-করণের ও কলকাতার বিভূলা শিলপ ও কারিগরী সংগ্রহশালার উদ্যোগে বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৮০ তারিখে রামগঞ্জ মোহনবাটী হাই স্কুলে রামগঞ্জ ব্লক লেভেল ছাত্র-বিজ্ঞান আলোচনা চক্র অন্থিত হয়।

এবারের আলোচ্য বিষয় ছিল—স্থাহণ-১৯৮০। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও প্রক্ষার বিতরণ করেন মোহনবাটী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীকালিপদ সরকার। এই প্রতিযোগিতাম,লক আলোচনাচক্রে বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ বথান্তমে সর্বশ্রী চিত্তরঞ্জন আচার্য, অমিয় ভটুাচার্য ও দেবপ্রসাদ ভটুাচার্য। অনুষ্ঠানের কৃতী ছাত্রদের নাম নীচে উল্লেখ করা হলঃ পার্থ ঘোষ, করোনেশন হাই স্কুল—১ম স্থান। পার্থ-প্রতিম কৃন্তু, ন্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্র—২য় স্থান। আমত দাস, মোহনবাটী হাই স্কুল—৩য় স্থান। মিলন মুখাজী, রামপ্রের এস. সি. হাই স্কুল—সাম্বনা প্রস্কার। তপন ব্রহ্ম, মহারাজ্য জগদীশনাথ হাই স্কুল—সাম্বনা প্রস্কার। অনিমেষ সাহা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাভবন—সাম্বনা প্রস্কার।



রারগঞ্জ ব্লক ছার বিজ্ঞান আসোচনা-চক্রে বস্তব্য রাথছে শ্রীমান অসিত দাস

উপরোভ প্রথম তিন জন ছাত্র জেলা বিজ্ঞান আলো অংশগ্রহণ করার সনুবোগ লাভ করে। বুবকল্যাণ বিভাগ ও বিড়লা শিলপ ও কারিগরী সংগ্রহশালার

বৌধ উদ্যোগে ও রায়গঞ্জ ব্লক যুব-করণের ব্যবস্থাপনার পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ছাত্র বিজ্ঞান আলোচনাচক্র' অনুষ্ঠিত হয় বিগত ১৩.৯.৮০ তারিখে রায়গঞ্জ স্ফ্রান্সন্ত্র ম্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্রে।

পশ্চিম দিনাঞ্চপরে জেলার বিভিন্ন রকের ১ম, ২য় ও ০য় ম্থানাথিকারী মোট ২১ জন ছাত্র এই প্রতিযোগিতাম,লক আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যাচক্র স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাননীয় শ্রীবীরেশ্যকুমার দত্ত। প্রধান আঁতথির আসন অলংকৃত করেন ও কৃতী ছাত্রদের হাতে প্রশংসাপত্র ও প্রেস্কার তুলে দেন রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীশম্ভুনাথ রায়। বিশেষ আঁতথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ রকের বি. ডি. ও. শ্রীসতারত ঘোষ। প্রতিযোগিতার কৃতী ছাত্রদের নাম নিম্নর্পঃ পার্থ ঘোষ, রায়গঞ্জ করোনেশন হাই স্কুল—১ম। জয়শ্ভকুমার সরকার, পার্য তীস্কুলরী (কালিয়াগঞ্জ) স্কুল—২য়। পার্থ প্রতিম কুম্মু, এস. ডি. পি. ইউ বিদ্যাচক্র, রায়গঞ্জ—০য়। আঁমত দাস, মোহনবাটী হাই স্কুল—০য়। সৌমাকাশিত গ্রু, সরলাস্ক্রমী স্কুল, কালিয়াগঞ্জ—৪র্থ। বিশ্বজিং দাস, ইসলামপ্র হাই স্কুল—৫ম। তাপস কুম্মু, হিলি রামনাথ হাই স্কুল-৬ঠ।



পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ছাত্র বিজ্ঞান আলোচনা-চক্তে প্রথম স্থানাধিকারী শ্রীমান পার্থ ঘোষ পুরেস্কার গ্রহণ করতে রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীশম্ভুনাথ রায়ের হাত থেকে

উপরোক্ত ছাত্রদের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীরা রাজ্য ছাত্র বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করার স্বোগ লাভ করেছেন, যা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৭.৯.৮০ তারিখে কলকাতায়। অনুষ্ঠানে বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন যথাজমে অধ্যাপকগণ ডঃ স্থাকাশ আচার্য, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য (রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়) এবং শ্রীধ্রবদেব-নারায়ণ সিং (যাল্রঘাট মহাবিদ্যালয়)। কোচবিতাৰ ঃ

দিনহাটা ব্লক ব্র-করণ—এই বংসর দিনহাটা ব্লক ব্র-করণের পক্ষ থেকে ২৫টি গ্রামীশ ক্লাবকে থেলাধ্লার সাজ-সরজাম—ফ্টুবল, ভালবল, পিটিস্,, জার্সি ইত্যাদি বিতরণ করা হর। এছাড়া সম্প্রতি এই অফিসের পক্ষ থেকে ব্রিম্কেক প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হর ওকড়াবাড়ী অঞ্চল। এই শিবিরেও ৩০ জন মহিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সম্প্রতি নিগমনগরে এই ব্র-করণের উৎসাহে অন্থিত হর একটি ফ্টবল ট্রন্মেন্ট। এতে ৮টি গ্রামীণ ফ্টবল সংস্থা অংশগ্রহণ করে। অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পে এই করণের উদ্যোগে এ পর্যক্ত ১টি ট্রাক্টর, ৪টি মাইকের দোকান এবং একটি স্টেসনারী দোকানের ব্যবস্থা হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের রক্তিতিক বিজ্ঞান আলোচনাচক্র গত ৬ই সেপ্টেম্বর এই ব্ব-করণের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হরে গেল। এতে সভাপতিত্ব করেন শ্রীম্কুলচন্দ্র দেবনাথ, সভাপতি, দিনহাটা ১নং পঞ্চায়েত সমিতি। এই প্রতিযোগিতার প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তম সাহা, সোনিদেবী জৈন উচ্চ বিদ্যালয়, দিতীয় স্থান অধিকার করে উত্তম সাহা, সোনিদেবী জৈন উচ্চ বিদ্যালয়, দিতীয় স্থান অধিকার করে নীলাম্বর সরকার এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে অতীশ রায়, নিগমানন্দ সারস্বত বিদ্যালয়। এই তিন জন এর পর জেলা বিজ্ঞান আলোচনা-চক্তে অংশগ্রহণ করবে।

भूब्रुगियाः

ৰাগম্পিত ব্লক ম্ব-করশ—গত ১৬ই সেপ্টেম্বর বাগম্পিত ব্লক ব্ব অফিসের উদ্যোগে "স্বাহ্যহণ-১৯৮০"—এই বিষয়ের উপর বিজ্ঞান আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হল। প্রতিযোগিতাম্লক এই আলোচনাচকে অংশ নিরেছিল স্থানীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। ছাত্র-ছাত্রীরের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা জাগ্রত করতে এই ধরনের আলোচনাচকের আরোজন আদিবাসী অধ্যুবিত অনুষত এলাকার এই প্রথম। সেমিনারে আগ্রহী প্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনীর বিদশ্য ব্যক্তিগণ, বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ও ছাত্র-ছাত্রীরা। চার জন সফল প্রতিযোগীকে অভিজ্ঞানপত্র ও প্রেক্ষর্কর্ম্প বিজ্ঞানবিষয়ক প্রত্তক দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক স্বোধ বস্বায়। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক স্বোধ বস্বায়। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্র্লেলায় মহকুমা তথ্য আধিকারিক শ্রীমৃত্যুঞ্জর করমহাপাত্র। বিজ্ঞান আলোচনাচক্রকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও জনসাধারণের মধ্যে প্রভত আগ্রহ ও উদ্দীপনার স্থিত হুরেছিল।

## मांकि निर:

কাশিরাং ও মিরিক ব্লক ব্রক্তর্যাল বিভাগের আর্থিক সহারভার কাশিরাং ও মিরিক ব্লক ব্রক্তরাল বিভাগের আর্থিক সহারভার কাশিরাং ও মিরিক ব্লক ব্রক্তরাল বিভাগের আর্থিক সহারভার কাশিরাং প্রকাশী রার মেমোরিরাল হাই স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান প্রতিভা অন্বেবণের জন্য এক আলোচনাচক্ত অনুষ্ঠিত হর। আলোচনাচক্তর বিষয়বস্তু ছিলো "১৯৮০ সালের স্বর্থাহণ"। এই আলোচনাচক্ত অনুষ্ঠিত হওরার এই অঞ্চলের বিজ্ঞানুরাগী ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়। আলোচনাচক্তে প্রথম হর কাশিরাং রামকৃক হাই স্কুল ফর গার্লস্ স্কুলের ছাত্রী কুমারী কবিতা লামা, দ্বিতীর হয় সেন্ট যোসেফ গার্লস্ হাই স্কুলের ছাত্রী কুমারী পেমা দ্বমা দ্বক্পা, তৃতীর হয় প্রশ্বানী রার মেমোরিরাল হাই স্কুলের ছাত্র বাশীকুমার দাস। এছাড়া আরো দ্বজনকে সাম্প্রনা প্রক্ষার দেওরা হয়। প্রথম তিন জন জেলাভিডিক বিজ্ঞান আলোচনাচক্তে আমন্টিতে হরেছে। অনুষ্ঠানের উম্বোধন ও প্রক্ষার বিতরশী অনুষ্ঠানে সভাপত্তিত করেন স্থানীর কাশিরাং

রকের বি. ডি. ও. শ্রী এন. জি. দ্বাক্সা ও প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন বধারুমে প্রপরানী মেমোরিরাল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী এ. কে গ্রুত ও স্থানীর শিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিক শ্রী বি. পি. গ্রুব্ধ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্থানীর ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীসিন্দিক দেওরান।

মিরিক রকের ব্ব আধিকারিক ও কাশিরাং রকের ভারপ্রাপ্ত ব্ব আধিকারিক শ্রীসিন্দিক দেওরান জানান বে, চলতি বংসরের জন্য গত ২৭শে আগস্ট কাশিরাং রকের ২৫টি ক্লাবকে মোট ছর হাজার টাকা ও মিরিক রকের মোট ১৬টি ব্ব সংস্থাকে ছর হাজার টাকা হিসাবে আর্থিক অন্দান দেওরা হরেছে। এছাড়া কাশিরাং রকের আরো ১৯টি ক্লাবকে পাঁচ হাজার টাকার ক্লীড়া সরজামাদি অন্দান হিসাবে দেওরা হরেছে এবং মিরিক রকের ব্ব সংস্থা-গ্রালর জন্য পাঁচ হাজার টাকার ক্লীড়া সরজামাদি ব্বকল্যাশ বিভাগ কর্তৃক মঞ্জ্বর হরেছে। এই সমস্ত আর্থিক অন্দান লাভ করার ব্ব সংস্থাগ্রিল খেলাধ্লার প্রতি নতুনভাবে উৎসাহিত হর।

#### माणम्ब :

প্রোতন মালদহ ব্লক বিজ্ঞান আলোচনাচক ও প্রতিবোগিতা—গত ০০লে আগস্ট ১৯৮০ শনিবার মণগলবাড়ী জি. কে. জর্নিরার বিদ্যালরে ব্রকল্যাণ বিভাগ ও বি-আই-টি-এম'এর বৌথ উদ্যোগে প্রোতন মালদহ রকের অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালরের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি বিজ্ঞান আলোচনাচক ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় রকের ৫টি বিদ্যালয়ের ৯ জন ছাত্ত-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন বথাক্রমে স্থানীয় বিধায়ক শ্রীণ্রভেন্দ্র চৌধ্রমী ও সমন্টি উময়ন আধিকারিক শ্রীদিব্যেন ম্থাজাঁ। প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রী কাজল সরকার, স্বর্কান্ত বর্মণ ও রমেন ব্যানাজাঁ মহাশয়।

পর্কলর বিতরণী সভার শ্রীচৌধ্রী বলেন এই রকম প্রতিবোগিতার ফলে গ্রাম-বাংলার মান্বের বিজ্ঞান সম্বশ্যে আগ্রহ স্থিত্বর, এবং শ্রীদিবোন মুখান্ধী বি-ডি-ও মহাশার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন তারা যেন প্রতি বংসর ছান্তদের এ ধরনের প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন। সর্বশেষে বিজ্ঞানীদের প্রস্কার বিতরণ করেন শ্রীচৌধ্রনী মহাশার।

हिन्द्रम्प्रभात अन्ध क्रक बाब-क्रम ও विष्ट्रमा मिल्म ও कार्तिशती সংস্থা, কলিকাতা, যৌথ উদ্যোগে হরিশ্চন্দ্রপরে উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ১০.৯.৭৯ তারিখ ব্ধবার বেলা ২টার একটি বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনাচক ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের আলোচনার বিষয়বস্তু **ছিল 'স্বেগ্নহ**ল ১৯৮০'। হরিশ্চন্দ্রপার ১নং রকের অন্তর্গত ৪টি বিদ্যালয়ের ৭ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিযোগিতার অংশ-গ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার উল্বোধন করেন হারণ্চন্দ্রপরে উচ্চ বিদ্যা-লরের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী গাঁতা রার এবং পরেস্কার বিতরণী সভার সভাপতিত্ব করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমলরকুমার সেনগতে মহাশর। সভার প্রধান অতিথির আসন অলংকত করেন স্থানীর সমৃতি উল্লয়ন আধিকারিক শ্রীঅবনীকুমার মুক্তল। প্রতি-বোগিতার বিজয়ী ৩ জন ছাত্র-ছাত্রী আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর জেলাভিত্তিক বিজ্ঞান আলোচনাচক্র ও প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণ করবে। বিজয়ীদের পরেস্কার বিতরণ করেন শ্রীমলয়কুমার সেনগ<sup>েত</sup> মহাশর এবং যুব-করণের পক্ষ থেকে স্বাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

# পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র



## अर्कान्म निर्फ र'रन

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা সভাক ৩ টাকা। ষান্মাসিক চাঁদা সভাক ১:৫০। প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পয়সা।

শ্ব্ধ্ব মনিঅর্ডারেই বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলিকাতা-৭০০ ০০১।

## अर्ज्जान्त्र निर्फ हरन

কমপক্ষে ১০টি পরিকা নিলে এজেন্ট হওয়া যাবে। বিস্তারিত বিবরণ নীচে নেওয়া হলঃ

## পাঁচকার সংখ্যা কমিশনের হার ১৫০০ পর্যন্ত ২০% ১৫০০-এর উধের্ন এবং ৫০০০ পর্যন্ত ৩০% ৫০০০-এর উধের্ন ৪০%

১০টি সংখ্যার নীচে কোন কমিশন দেওয়া হয় না।

## যোগাযোগের ঠিকানাঃ

উপ-অধিকতা, য্বকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলিকাতা-৭০০০০১।

## লেখা পাঠাতে হ'লে

ফ্লস্কেপ কাগজের এক প্ষ্ঠায় প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটাম্টি পরিজ্কার হসতাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্চনীয়।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ৎ দাবি করা চলবে না।

কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। পান্ডুলিপির বাড়তি কপি রেখে লেখা পাঠান। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ৩০০০ শব্দের বেশি হ'লে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

য**্বকল্যাণের বিভিন্ন** দিক নিয়ে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকেরা তত্ত্বগত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব দিক-গ**্**বলির উপর বেশি জোর দেবেন।

## পাঠকদের প্রতি

য্বমানস পত্রিকা প্রসজ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প, খাম, পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব চিঠির উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

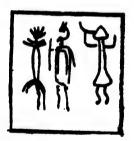


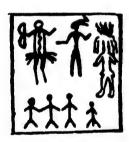
পশ্চিমবংগ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্ত নভেম্বর, '৮০

# নভেম্বর বিপ্লব









न्त्रम्भामकम्प्रजीत त्रकार्भाकः कान्कि विश्वात

## शक्र : विकन क्रोध्ती

পশ্চিমবণ্য সরকারের ব্রক্ল্যাল অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিংকুমার ম্খোপাধ্যার কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দী. বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীসরক্ষতী প্রেস লিমিটেড (পশ্চিমবণ্য সরকারের পরিচালনাধীন), কলিকাতা-১ কর্তৃক ম্রিত।

म्ला-भक्ति भवना

# সূচীপত্ৰ

`	
প্রবন্ধ	
নবীনের জিজ্ঞাসা : প্রবীদের উত্তর/সৌমিত্র লাহিড়ী/ দুই ভিন্ন মতাদর্শ বিকাশের দুই ভিন্ন রাস্তা/দীনেশ রার/ জনশিক্ষার প্রসার : সমাজতান্তিক দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে/	6
স্কুমার দাস/ নভেবর বিশ্ববের দর্শণে বাংলা সাহিতা ও সংবাদপ্র	20
অনুনের চটোপাধ্যার/	24
ভারতীর শিলেশ শোষণের হার/গোপাল তিবেদী/	22
<b>जा</b> टनाठना	
প্রাথমিক স্তরে প্রস্তাবিত পাঠ্যস্চী ও সহজ্বপাঠ/ তাজ মহম্মদ/	
তাজ মহন্দা/ শিশু সাহিত্য না শিশু শিক্ষা?/কেডকী বিশ্বাস/	<b>28</b>
প্রতিবেদন	
তারার গ্রহণ/অধ্যাপক সভ্য চৌধ্রী/	२७
গ্ৰুপ	
<b>ब्रह्मान वन्ध्_/कन्त्राम रम/</b>	२४
কৰিতা	
বাজার বড়্মন্দা/অমৃল চক্রবতী/	05
হে প্রভ উদয় হও/রম্ভত বন্দ্যোপাধ্যায়/	02
ফুল দেবে মুবুণুকে—স্থলপন্ম/মুইনুল হাসান/	०२
ষোজন সাগ্র দিতে পাড়ি/জনিবাগ দর্শ	७२
তে নভেত্ৰৰ বৈশ্বীন্দনাথ ভৌমিক /	०२
শব্দ তুলে রাখি/অচিন চক্লবতী	<b>0</b> 2
विखान किखाना	
সাইবারনেটিক্স্/	00
শিল্প-সংস্কৃতি	_
চলচ্চিত্রে রুশবিশ্লব ঃ আইজেনস্টাইনের দুটি ছবি/ দেবাশীৰ দন্ত/	•8
<b>त्थना</b> श्र्ना	
সমাঞ্জতান্ত্ৰিক দেশে খেলাধ্লা/অশোক বস্ব/	96
বিভাগীয় সংবাদ	
যুবকলাশ বিভাগের ব্রকভিত্তিক সংবাদ/	OR

# দীনেশ মজুমদারের জীবনাবসান

রাজ্য বিধানসভার বামফ্রন্টের মুখ্য সচেতক এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা দীনেশ মজ্মদার গত ২৮শে অক্টোবর এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বরস হয়েছিল মাত্র সাতচল্লিশ বছর।

প্ররাত শ্রীমজ্মদারের জন্ম ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ মহকুমার গালিমপ্র গ্রামে, ১৯৩৩ সালের ১লা জ্বন। দেশ বিভাগের পর তিনি তাঁর পরিবারের সপ্যে ১৯৪৮ সালে নদীয়া জেলার রাশাঘাটের রূপাশ্রী ক্যান্দেপ চলে আসেন। এই সময় উদ্বাদত আন্দোলনে তিনি সন্ধিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৪ সালে উদ্বাদত আন্দোলন পরিচালনার সময় তিনি গ্রেম্ভার হন।

রাজ্যের ছাত্র আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম সংগঠক। যুব আন্দোলনকে সংগঠিত রুপ দিতে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিষদীয় রাজনীতিতে তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সংগ্য নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

১৯৭১ সালে প্রথম বাদবপরে কেন্দ্র থেকে বিপ্রেল ভোটে জয়ী হরে বিধানসভার নির্বাচিত হন। ১৯৭২ এবং '৭৭ সালেও ঐ একই কেন্দ্র থেকে তিনি প্রনির্বাচিত হন। ১৯৬১ সালে হেলিসিন্দিতে এবং ১৯৭৮ সালে কিউবার অন্নিষ্ঠত বিশ্ব যুব উৎসবে তিনি যোগ দিরেছিলেন। মৃত্যুর মান্ত করেকদিন আগে তিনি ল্যাকার কমনওরেলথ সম্প্রেলন বোগ দেন। দেলে ফেরার পথে তিনি লন্দ্রন, রোম এবং কাররো ভ্রমণ করেন।

তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে অসংখ্য গণতাশ্যিক মান্বের সপো আমরাও তাঁর শোকসন্তশ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ কর্মছ।

—সঃ মঃ যুবমানস

মধ্ব গোস্বামী-র সংযোজন---

সহজ স্বের যে ডেকেছে

সেই পেরেছে সাড়া,
চোখ রাঙিরে যে এসেছে

সেই খেরেছে তাড়া!
বাঁচার লড়াই যে করেছে

সেই পেরেছে পাশে,
ম্ড্যু ডাকে হান্ক ছোবল
জাঁবন ভালবাসে!

# সম্পাদকীয়

ভাৰতে অবাক লাগে তেষট্টি বছর আগের একটি দেশের একটি ঘটনা—কী সীমাহীন তার গ্রুর্ছ, কী গভীর তার তাৎপর্য। শত শত বছর ধরে পৃথিবীর বৃকে তো কত ঘটনাই ঘটে চলেছে। কত রাজা-<del>উজ্বীরের পরিবর্ত'ন হয়েছে</del> ৷ কত রাজবংশের উত্থান-পতন হয়েছে ৷ ঘটা করে কত রাজ্ঞা-রাণীর অভিষেক হয়েছে। কিন্তু এমন ঘটনার কথা কে কখন শূনেছে যে ৬২ বছর ধরে গোটা দুর্নিয়ার সমস্ত শ্রমজীবী মান্য শ্রুখার সাথে একটি ঘটনাকে বছরে অন্ততঃ একবার স্মরণ করেন । এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে বছরে অশ্ততঃ একবার শপথ গ্রহণ করেন দেশে এক স্থী ও সম্শিধ-শালী শাসনব্যবস্থা কায়েম করার।

১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় নভেম্বর মাসে (ঐ দেশের পঞ্জিকা অন্সারে অক্টোবর মাসে) তখনকার সাধারণ মান্যের কাছে এক অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হোল। প্রচন্ড প্রতাপ-শালী শাসনকর্তা জারশাহীর পতন ঘটল। কোন রাজবংশের কোন সোভাগ্যবান রাজপন্ত্রের হাতে এই বিরাট দেশের শাসনভার গেল না। দেশ শাসনের দায়িত্ব এমন কি কোন ব্যক্তির হাতেও পড়ল না। দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করল যৌথভাবে একটি শ্রেণী। যে শ্রেণী হোল শ্রমিক-

শ্রেণী—গতর-খাটা মান, ষের শ্রেণী।

জার্মান দেশের দার্শনিক পণ্ডিত কার্ল মার্কস ১৮৪৮ সালে ধনিকশ্রেণীর মৃত্যু পরোয়ানা ও শোষিত-নিপীড়িত মান্বের ম্ভির দলিল 'কমিউনিষ্ট ইশতেহার' প্রকাশ করেন। তাতে তিনি গভীর বিশ্বাস নিয়ে ঘোষণা করেন যে ধনিকশ্রেণীর কাছ থেকে শ্রমিকশ্রেণী একদিন দেশকে পরিচালিত করার ক্ষমতা—রাষ্ট্র-ক্ষমতা কেড়ে নেবেন। অর্থাৎ মেহনতকরা শস্তু হাতে শ্রমিক-শ্রেণী শেষ পর্যন্ত দেশের রাজা হয়ে রাজদ<sup>্</sup>ড হাতে নেবেন। তখনকার দিনের এই অকল্পনীয় কথা শন্নে রাজনীতির পশ্ডিত থেকে শ্বে করে সকলে মার্ক্সাহেবকে বন্ধ পাগল বলে উপহাস করেছিলেন। পাগলা গারদ তাঁর যথাযোগ্য স্থান বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন।

কিন্তু মাত্র ২৩ বছর পর ১৮৭১ সালে ফরাসী দেশে শ্রমিকশ্রেণী শাসকশ্রেণীর কাছ থেকে দেশের একটি অংশের পরিচালন ক্ষমতা কেড়ে নেয়—এরই নাম প্যারি কমিউন। যদিও এটা অলপ কয়েকদিনের মধ্যে আবার হাতছাড়া হয়। মার্ক্স সাহেব যে উন্মাদ নয় -এ রকম ঘটনা যে ঘটতে

পারে—এই খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সারা বিশ্বে এই ঘটনা আলোড়ন তুলল।

প্যারি কমিউনের প্রতিষ্ঠার শ্বারা রাজনৈতিক আকাশে যে চমক স্থিট হয়েছিল তার ৪৬ বছর পর রাশিয়ায় তা বাস্তবে র্প নিল। সোভিয়েত রাশিয়ায় এই সার্থক বিশ্লব বিশেবর মান্বের কাছে প্রমাণ করল মার্ক্স সত্যদ্রষ্টা রাজনৈতিক দার্শনিক। মহান নভেম্বর বিশ্বব শোষণ ব্যবস্থাকে অক্ষ্রন্ন রেখে শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন নয়—এই বিশ্লব গোটা শোষণ ব্যবস্থার অবসান করে শোষকগোণ্ঠীকে সম্লে উৎখাত করে মেনহতী শ্রেণীর একনায়কত্বে এক নতুন শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করল। মানুষের শ্বারা মানুষের উপর শোষণ চিরদিনের জন্য বন্ধ হোল। কল-কারখানার শ্রমিকের মেহনতে যে পণ্য উৎপন্ন হবে তার ন্যায্য অংশ থেকে তারা চিরবণ্ডিত থেকে সীমাহীন দ্বঃখ-কন্টের মধ্যে জীবনযাপন করতে বাধ্য হবে আর মালিকশ্রেণী --উৎপাদনের সাথে যাদের কোন সরাসরি সম্পর্ক নেই—তারা ম্নাফার পাহাড় গড়ে বিলাসিতা ও ব্যভিচারের উৎকট আনন্দ উপভোগ করতে থাকবে—এ ব্যবস্থা বন্ধ হোল। যে ক্ষেত্মজ্বরের ঘামে ক্ষেতে ফসল তৈরী হবে জোতদার-জমিদারশ্রেণী মান্ধাতার আমলের ভূমিবাবন্থার জোরে তার সবট্রকু প্রায় আত্মসাৎ করতে থাকবে—এ প্রথাকে লাকত করে দেয়া হোল। এক কথায়—উৎপাদন সম্পর্ককে সম্পূর্ণভাবে নৃত্ন করে স্থাপন করা হোল। উৎপাদনের উপাদানগর্লির উপর ব্যক্তি মালিকানা চুরমার করে দিয়ে জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হোল। ফলে দেশে উৎপন্ন সম্পদ মান,ষের মধ্যে সুব্বম বণ্টনের বনিয়াদ তৈরী করল। জীবনের সনাতনী যদ্গণা থেকে মানুষ মুভি পেল। ষ্ব-জীবনে বেকারিত্বের অভিশাপের সম্ভাবনা প্ররোপ্ররি শেষ হয়ে গেল। চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থানের ব্যবস্থা সকল মান্বের জন্য সন্নিশ্চিত হোল ৷ মান্ব ন্তন জীবনের স্বাদ পেল— তার জীবনের অর্থ খংজে পেল।

এই সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে সকল মান্ধের স্জনীশক্তির স্কুন বিকাশের স্যোগ আসলো। মুনাফা স্থির জন্য নয় দেশের মান্ধের সূখ-স্বিধা বৃদ্ধির জন্য সমস্ত স্পদের বখাৰথ সম্ব্যবহারের পম্থতি চাল<sub>ে</sub> হোল। সম্স্ত বিশ্বুকে তাক লাগিয়ে দিয়ে সর্বক্ষেত্রে বিশ্বের

প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাম্থ্রের অগ্রগতি প্রবল গতিতে এগিয়ে চলল।

সামাজ্যবাদী শিবিরে হৃদ্কম্প শ্রুর হোল। ধনিকশ্রেণী শিহরিরে উঠল। নিজের অস্তিম্বক রক্ষা করার জন্য মরিয়া হয়ে সমস্ত প্রকার চেন্টা শুরু করল।

সেই থেকে আজ পর্যশত বিশেবর তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ এই নভেম্বর বিশ্ববের আলোকে আলোকিত হরে—নিজ দেশে এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। বাকী অংশে এই মন্ত্রে দীক্ষিত মানুষ শান্তশালী হচ্ছেন, সংগঠিত হচ্ছেন, লক্ষ্যকে স্থির রেখে, আদর্শে অবিচল থেকে এই ব্যবস্থা কারেমের দিকে দঢ়ভাবে অগ্রসর হচ্ছেন।

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বাইরে সকল পর্নীজবাদী দেশে এখন এক চরম অর্থনৈতিক সংকট চলছে। অস্বাভাবিকভাবে দ্রব্যম্ল্য বৃদ্ধি পাছে। বেকারের সংখ্যা দ্র্তগতিতে বেড়ে চলেছে। মান্বের দ্বভোগ একনাগাড়ে বেড়ে চলেছে। শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সমাজের এই শোচনীর অবস্থার ছাপ অত্যন্ত স্কুস্পন্ট। এক অস্থির পরিস্থিতির ভিতর দিরে এই দেশগুলি চলছে।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষেও এই সমস্যাগৃলি অনিবার্য কারণেই বর্তমান। সমস্ত দিকে অর্থনৈতিক সমস্যা বাড়ছে। কাজের স্ব্যোগ আরও বেশী সংকৃচিত হছে। বেকারিছের তীরতা এক ভরাবহ আকার ধারণ করছে। দেশের যাবতীয় সমস্যার সঠিক সমাধানের পথ থেকে মান্বের বিশেষ করে লড়াকু য্বসমাজের দ্ভিকে অন্যদিকে ঘ্রিরারে দেয়ার জন্য শিক্ষাক্ষেরে নৈরাজ্য, সাংস্কৃতিক জগতে ক্লীবতা, অশ্লীলতা, যৌনতা এবং জীবন-বিম্খতার জোয়ার সৃষ্টি করার স্পারকদ্পিত প্রচেন্টা হছে। ধমীর গোঁড়ামি ও অসহিক্ত্বা, জাতিভেদ, প্রাদেশিকতা, আগুলিকতা, কু-সংস্কার, ক্পমণ্ডুকতা, আত্ম-কেন্দ্রিকতার মত বিষাক্ত ব্যাধিগ্রলির প্রসারের শ্রারা য্বমনকে সম্প্রণভাবে আছ্ক্র করার ষড়যুল্ট হছে। সামাজ্যবাদী শক্তি এর স্ব্যোগ গ্রহণ করছে। কতকগ্রিল সংগত ক্ষোভকে সামনে রেখে বিছ্নিয়তাকামী ঝোঁককে স্ক্রনিপ্রণভাবে চাঙ্গা করার চেন্টা করা হছে—দেশের ঐক্য ও সংহতিকে ধরংস করার চক্লান্ত চলছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর আক্রমণ হানার বিভিন্ন প্রকার লক্ষণগ্রিল স্কৃত্বট হছে। সংসদীয় ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে এক ব্যক্তির হাতে দেশ শাসন করার যাবতীয় ক্ষমতাকে সমর্পণ করার ক্ষেত্র প্রস্তৃত করার জন্য ভাড়াটে আইনজনীবী ও ব্রশ্বিজীবীদের জড়ো করে তাদের দিয়ে বর্তমান ব্যবস্থার বির্দ্ধে কড়চা গাওয়ার মণ্ড তৈরী করা হছে।

এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে বিশ্বের লক্ষ-কোটি মান্বের সাথে আমরাও ঐতিহাসিক নভেম্বর বিশাবকৈ ক্ষরণ করছি। দেশের মান্ব বিশেষতঃ য্বসমাজকে তাই আমরা আহ্বান করব—আস্বল দেশের বিদ্যমান সমস্যার কারণ এবং সামগ্রিক অবস্থার এক বৈজ্ঞানিক বিশেষণের কাজে আমরা আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করি। নভেম্বর বিশাবের শিক্ষার শিক্ষিত হয়ে আমাদের দেশের মাটিতে তাকে প্রয়োগ করার কোশল আরত্ব করার ব্রতে আমরা দক্ষিগ্রহণ করি। দ্বনিয়ার এক-তৃতীরাংশ মান্ব বা পেরেছেন—আমরা বা পারি নি—সেই না পারার ক্ষানি থেকে ম্বিজ্ঞাভ করার জন্য এই নভেম্বর বিশাব বার্ষিকীতে বজ্লকণ্ঠে ঐক্যবেশভাবে শপথ গ্রহণ করি।

## নবীনের জিজ্ঞাসাঃ প্রবীণের উত্তর

## লোমির লাহিড়ী

মহান নভেম্বর বিশ্ববের ৬০তম বার্ষিকী এবার উদ্যাপিত হছে। সোভিয়েত রাশিয়া সহ সমাজতাশ্বিক দুনিয়ার জনগণ নভেম্বর বিশ্বব বার্ষিকীতে উৎসব মুখর হয়ে উঠবেন, সমাজতশ্ব নির্মাণ কার্য দুতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করবেন আর শোষণের শৃংখলে আবম্ধ প্রজবাদী দুনিয়ার মেহনতী জনগণ নিজ নিজ দেশের বিশ্ববিক স্বরাশিত করার অংগীকার গ্রহণ করবেন।

১৯১৭ সালের ৭ থেকে ১৭ নভেম্বরের রক্তবার দশটা দিন কািশিরে দিরেছিল সারা দ্বানায়। নভেম্বর বিশ্লবের বিজয় অভিযান দেখে শংকিত হয়েছিল দেশে দেশে শোষক শাসক আর অত্যাচারীর দল। কিন্তু বিশ্বের শ্রামক শ্রেমক লাহে, মেহনতী জনগণের কাছে, সাম্মাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শোষণ শাসনে জর্জারিত পরাধীন দেশের সংগ্রামরত জনগণের কাছে, এই বিশ্লব এক নব যুগের স্টুনা করেছিল, বহন করে এনেছিল আগামী দিনের উষার আলো। মানব জাতির ইতিহাসে নভেম্বর বিশ্লব-ই একমাত্র বিশ্লব নয়। রুশ দেশের বিশ্লবের আগেও বহু বড় বড় বিশ্লব সংঘটিত হয়েছিল। বহু রক্ত ঘাম আর অশ্রুর পিছিল পথ অতিক্রম করে এসেছিল সে সব বিশ্লব। যেমন সম্তদশ শতাব্দীর ইংলন্ডের বিশ্লব, সাম্য-মৈত্রী-ব্যাধীনতার পতাকা উধের্ব তুলে ধরা অন্ট্যাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিশ্লব মানব সমাজে বিরাট আলোড়ন তুলেছিল। কিন্তু মানব ইতিহাসের সম্পুত সংঘটিত বিশ্লবের সংগে নভেম্বর বিশ্লবের পার্থক্য ছিল বিরাট। কি সেই মোলিক পার্থক্য?

সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী বহনকারী ফরাসী বিশ্লবও মান্ধের শ্বারা মান্ধের শোষণ বন্ধ করতে পার্রোন। সেই বিশ্লবেও শ্রেণী শোষণের অবসান ঘটোন। নভেশ্বর বিশ্লবের প্রেণ সংঘটিত সমস্ত বিশ্লব—ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রগতির কথা বলা হলেও, মানব জীবনের কিছ্ম কিছ্ম সমস্যার মোকাবিলা করলেও সেই সব বিশ্লব শোষণের অবসান ঘটায় নি। নভেশ্বর বিশ্লবই প্রিবীর ব্রেক মানব জাতির ইতিহাসে প্রথম বিশ্লব যা শোষণের অবসান ঘটিরেছে, নতুন যুগের স্টুচনা করেছে।

একদল শোষকের জারগার আর একদল শোষককে বসানো, এক রকম শোষণ ব্যবস্থার পরিবর্তে আর এক রকম শোষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা নভেম্বর বিশ্ববের উদ্দেশ্য ছিল না। নভেম্বর বিশ্ববের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের ম্বারম মানুষের শোষণের সকল রকম ব্যবস্থার অবসান করা, সমস্ত শোষকগ্রেণীকে উচ্ছেদ করা, উৎপাদনের উপারসমুহে সমাজের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করা, রাদ্ধ কর্তৃত্বে শ্রমিক শ্রেণীর এক নায়কন্ব কারেম করা, সমস্ত নিপর্নীড়ত গ্রেণীর মধ্যে বারা স্বচেরে বিশ্ববি শ্রেণী সেই শ্রমিকশ্রেণীর শাসন-কর্তৃত্ব সংস্থাপিত করা, বৃদ্ধোয়া শ্রেণীর গণতন্ত্রের অর্থাৎ সমাজের শতকরা দশভাগ মানুষের গণতন্ত্রের অবসান করা এবং মেহনতী মানুষের গণতন্ত্র অর্থাৎ সমাজের গতকরা নক্ষই ভাগ মানুষের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা।

নভেম্বর বিশ্বব আমাদের দেশের জাতীর মৃত্তি সংগ্রামে বিরাট প্রভাব বিশ্বার করেছিল। এই শতাব্দীর দ্বিতীর দশকেই আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে বিটিশ সামাজ্যবাদীদের কঠোর পাহারা ও নিষ্ঠ্র চোথকে ফাঁকি দিয়ে নভেন্বর বিশ্লবের আদর্শ, অনেক তথ্য এবং সমাজতন্দ্র নির্মাণ কার্যের অগ্রগতির সংবাদ আসতে থাকে। স্বাধানতা সংগ্রামের অসংখ্য সৈনিক নভেন্বর বিশ্লবের আদর্শে নতুন পথ নির্দেশ খুল্লে পান। এক নতুন ধরনের সংগ্রাম জন্মলাভ করে। যদিও বৃহৎ সংবাদপত্রগর্নেল সাম্রাজ্যবাদী দর্নারার বিকৃত তথাই প্রচার করত, নভেন্বর বিশ্লবের লাল ফৌজদের দস্য বলে চিহ্নিত করত, বলশেভিক জ্বজ্বর ভয় দেখাত এবং শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের আতৎক ছড়াত, তব্ও তারই মধ্যে অনেকে খুল্লে পেরেছিলেন মর্ভির পথ। চোরা পথে বিপদের বিপ্লে ঝুনিক নিয়ে বিশ্লবারীয়া সংগ্রহ করতেন সোভিয়েত রাশিয়ার বিশ্লবের বই, মার্কস, এৎগলস, লেনিন, স্তালিনের চিরায়ত গ্রন্থাবলী।

যাদের হাত ধরে ভারতের জনগণ মন্ত্রির নতুন দিগণত আবিশ্বার করেছিলেন, যারা তথন কৈশোরের প্রশন্ময় জগৎ ছেড়ে যৌবনের প্রাণােছরলতায় প্রাধীনতার সংগ্রামে খ্রুজে ফিরছিলেন বিকল্প পথ, তাঁদেরই কয়েকজনকে নভেশ্বর বিশ্বাবের ৬৩৩ম বার্ষিকী উপলক্ষে আমরা কিছ্ প্রশন করেছিলাম, বক্তব্য শ্নাতে চেয়েছিলাম। সর্বজনপ্রদেশের নেতা বর্তমান বামফ্রণ্ট সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী বিনয় চৌধ্রী, প্রবীন জননেতা ত্রিদিব চৌধ্রী আমাদের প্রশেবর জ্বাব দিয়েছেন, নবপ্রজন্মের কাছে অতীত ও বর্তমানের যোগসত্ত রচনা করেছেন।

#### आमारम्ब अन्नावनी

সবার কাছেই আমরা একই প্রশ্ন উপস্থিত করেছিলাম। সেই প্রশ্নগ্রনি হলো—

১। নভেম্বর বিশ্ববের কথা কবে কান কোথায় কার কাছে প্রথম শ্বনলেন। আজকের নয়, তথনকার প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

২। নভেম্বর বিশ্ববের সংশ্যে অতীতের অন্যান্য বিশ্ববের কি মৌল পার্থক্য আপনার চোখে ধরা পর্ডোছল?

৩। নভেম্বর বিশ্লবোত্তর চিন্তাধারাটি কিভাবে আপনি গ্রহণ

৪। নভেম্বর বিষ্পবোত্তর আশা-প্রত্যাশা কতটা পরেণ হয়েছে?

৫। নভেম্বর বিশাব প্রসংগে আপনার কোন ব্যক্তিগত স্মৃতি আছে কি?

৬। নভেম্বর বিশ্বব কি আর অতীতের মত য্ব সমাজের মনে উদ্দীপনা স্থিট করে না?

৭। নভেন্বর বিশ্লব জাতীয় মৃত্তি আন্দোলনে কি প্রভাব বিশ্তার করেছে?

৮। বর্তমান যুব সমাজের কাছে নভেম্বর বিশ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে আপনার বন্ধব্য কি?

## विनम्न क्रीथ्रमी

"আমরা তখন নতুন পথ খ্রেছি। ভাবছি স্বাধীনতার পর কি হবে, সমাজ্ব কেমন হবে, কিভাবে গড়ে তুলব আমাদের দেশ। তখন বৌবনের তেজ, রক্তে দোলা দিত স্বাধীনতার সংগ্রাম, মিছিল মিটিং দেখতাম, আকর্ষণ অন্তব্য করতাম, কখনও মিশে বেতাম জনতার ভীড়ে। কিন্তু ঐ প্রশন—স্বাধীনতার পর কি হবে? পথ কি? এমন সমর নতুন আইডিয়ার সন্ধান পেলাম, নভেন্বর বিশ্লবের আদর্শে উন্বৃশ্ধ হলাম"—চিন্তার অতল স্লোত থেকে উঠে এসে বললেন বর্তমান ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী।

প্রচন্দ্র কর্মবাস্ত্রতার মধ্যে মহাকরণে সময় দিতে পারেন না। জাটিল দশ্তরের দায়-দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। পর পর কয়েকদিন সময় দিয়েও অন্য কাজে আটকে গেছেন। কখনও বা দর্শনাথীর ভীড়েকথা বলতেও পারেন নি। তারই মধ্যে এক ফাঁকে একদিন সব প্রশেনর জবাব দিলেন।

নভেম্বর বিপ্লবের সময় তিনি ছিলেন কিশোর। যখন সেই যুগাল্ডকারী বিশ্লবের সংবাদ, তথ্য ও ঘটনাবলী বুঝতে পেরেছেন তখনও তাঁর বয়স বেশী নয়, সবে যৌবনে পা দিয়েছেন। ফলে দীর্ঘকালের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে মনে করতে হচ্ছে যৌবনের কথা। স্মৃতি বড় প্রতারক। বড় দুতে হারিয়ে যায়। খুব সামান্য অংশই সে বহন করতে পারে। তবু মানুষের মনে এমন কিছু কিছু ঘটনা গে'থে থাকে যা চিরকালের সম্পদ। নভেন্বর বিশ্লবের সেই দোলা লাগানো ঘটনাবলীরও অনেকটাই প্রন্থেয় নেতার স্মৃতিপটে অম্লান রয়েছে। তাঁর কথা থেকেই বলিঃ আমার বয়স এখন সত্তর। সব কথা তাই মনে রাখা মুর্শাকল। প্রায় পণ্ডাশ বাহান্ন বছর আগেকার কথা। তাই এখন আর মনে করতে পারছি না কবে কোথার কখন কার কাছে প্রথম নভেম্বর বিশ্ববের কথা শ্রেছিলাম। তবে নভেম্বর বিশ্লবের কথা প্রথম শানেই খাব অনাপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলাম এমন নয়। ধীরে ধীরে তার আদর্শ, তার সাফল্য আমি এবং তংকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সংগঠন যুগাস্তর দলের অন্যান্য অনেকে ব্রুখতে পেরেছিলাম।

#### আত্মশক্তির সংবাদ

মনে পড়ছে মীরাট বড়যক্র মামলার কথা, বট্বকেশ্বর ও ভগত সিংদের সেন্ট্রাল অ্যাসেমব্রিতে বোমা ফেলার কথা। এসব জ্বানতে পেরে উল্জীবিত হয়েছিলাম। এ সময়ে 'আত্মশক্তি' পত্রিকাতে নির্মায়ত সংবাদ পড়তাম, জানতে পারতাম অনেক ঘটনা। রোমাঞ্চলাগত। তথন আর কত বয়স? বিশের দশকের শেষ দিককার কথা।

#### **७: ज्राम्बनाथ मरखन मर्ल्य मर्ल्य रवागारवाग**

বিশ্ববী নেতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সংগ্য ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে একটা ছাত্র সম্মেলনে পরিচয় হয়। ভূপেনদার কাছ থেকে ক্রমশঃ জানতে পারি রুশ বিশ্ববের কথা।

হ্গলীর শ্রীরামপ্রের কলেজে ভার্ত হরেছি। সরোজও (সরোজ মুখার্জি) ভার্ত হয়। সে আমার ছাত্রজীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধ্ব। তথন আমরা ব্গান্তর দলে ছিলাম। ছাত্রজীবনে বিশ্বর ও বিশ্বরী আদর্শ দ্র্ত আকর্ষণ করে। আমাকেও করেছিল। ভূপেনদার প্রেরণা তো ছিলই। নভেন্বর বিশ্ববের আদর্শ নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করল। খ্রিয়ে প্র্তিয়ে পড়তে লাগলাম বিশ্ববের কথা। ব্রুতে চেটা করলাম। জানতে পারলাম শ্রমিকরা ক্ষমতা দখল করেছে।

#### তখন কি বই পডেছিলাম?

ভঃ দত্তর সংশ্য আলাপের পর পড়তে থাকি William Rhys -এর Russian Revolution জন রীভের দ্বনিয়া কাঁপানো দশটি দিন, স্তালিনের লেনিনিজম, কমিউনিন্ট ম্যানিফেন্টো, মার্কস अर्थानम्-अत किष्ट् किष्ट् वहै। अ ष्टाष्ट्रां आत्र आत्रक वहै भएकि। मव नाम अहै मृह्युर्ण मत्न भक्ष्य ना।

#### बहे मध्यह

হাাঁ বেশ জটিল কান্ধ ছিল। বই পাওরার ব্যাপারে বর্মন পার্বালাশং হাউস খ্রুব সাহায্য করেছিল। ওখানে অনেক বই পেতাম। তবে অন্যভাবেও রিটিশ শাসকদের তীক্ষা দৃষ্টি এড়িয়ে সংগ্রহ করতাম, পড়তাম আর নব আবিষ্কারের আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠতাম।

১৯৩১ সাল। হালিম সাহেব প্রেরাত আবদ্দে হালিম), সোমনাথ লাহিড়ী, সরোজ ম্থার্জি ও আমি পরিচিত হরেছি। সরোজ, হালিম সাহেবের খুব ঘনিষ্ঠ ছিল।

#### রোম্যান্স ছাড়তে পারছিলাম না

ইয়ং ম্যান হিসাবে মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। প্রদন, ও নানা জিল্ঞাসা, মনকে দোলা দিছে। সত্যি কথা বলতে, সন্গাসবাদের রোমান্স ছাড়তে পার্রছি না, আবার মনে প্রাণে সেই পথই আমার বিন্দবী জীবনের পথ ভাবতে পার্রছি না। দ্বন্দ্ব নিরসনে ছুটলাম আমাদের দলের নেতা বিশ্লবী বিপিনবিহারী গাণগুলীর কাছে। জ্বানতে চাইলাম পার্টির কর্মসূচী কি, ভবিষ্যতের রুপরেখা কি?

না, তিনি সম্পুণ্ট করতে পারলেন না। যুগান্তর দল থেকে বেরিয়ে গেলাম। কয়েকজন মিলে তৈরী করলাম ইন্ডিয়ান সোশিয়ালিট রেভলিউশনারী পার্টি। ১৯৩২ সাল। পরে তারও পরিবর্তন হল। তৈরী হলো ইন্ডিয়ান প্রলেতারিয়ান রেভল্বাশান পার্টি। বর্ধমান, হ্বগলী প্রভৃতি জেলার যুবকদের অনেকের সম্পে সন্মাসনাদী দলের মতপার্থক্য দেখা দিল। তারা বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এলো। ধীরে ধীরে যোগাযোগ হল মার্কসবাদীদের সঞ্জে। আগেই বলেছি আমরা নতুন পার্টি গড়ে তুললাম। সরোজ অবশ্য প্রথম থেকেই হালিমদের সঞ্জে ছিল।

#### रकरण कार्रेण शांठ बहुद

১৯৩৩ সাল। আমি, হরেকেন্ট (প্রখ্যাত কৃষক নেতা ও প্রান্তন মন্দ্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার) প্রমুখ গ্রেশ্তার হয়ে গেলাম। সেবার সাজা হল না। কিন্তু বীরভূম বড়্যন্ত মমলায় আবার গ্রেশ্তার হলাম। সাজা হল সাড়ে চার বছর। জেলের মধ্যে মারামারি করার দর্ন সাজা বেডে হল পাঁচ বছর।

দীর্ঘ ন্দের সংঘাত অতিক্রম করে এবং মার্কসবাদের বইপদ্র পড়ে আমি নভেন্বর বিশ্লবের প্রকৃত তাংপর্য ধরতে পারি।

## সমাজের সর্বনিশ্নস্তরের মানুষ মাথা ভূলে দাঁড়িয়েছে

নভেন্বর বিশ্লবের সংগ্য অতীতের অন্যান্য বিশ্লবের মৌল পার্থ ক্য খ্বই স্কুপ্ট । সমাজের সর্বনিন্দ্র সভরের মানুষ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে দেখে আমি উল্জীবিত হয়েছিলাম । শ্রমিকপ্রেণী মেহনতী মানুষ শাসন ক্ষমতা লাভ করেছে । জমিদার ও র্ধানকপ্রেণীকৈ উচ্ছেদ্ করে সমাজের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেছে । সোভিয়েত রাশিরা সাম্বাজ্যবাদের মোকাবিলা করে পরিকল্পনা মাফিক দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে বাচ্ছে, শোষণহীন সমাজ কারেম করছে । মানুষের ন্বারা মানুষের শোষণের অবসান ঘটানোই নভেন্বর বিশ্লবের মৌল পার্থক্য অন্যান্য বিশ্লবের থেকে ।

#### স্বকিছ্ বিচার করে বিশ্বৰ কড্যুর ভাৰতে হবে

প্রথমের দিকে, অস্বীকার করব না, রোমাণ্টিক ভাব ছিল। নভেম্বর বিম্লবের আদর্শে উম্বর্ম্ম হয়ে ভারতীয় বিম্লবের প্রসংগ্য আশা প্রত্যাশাও জাগে। কিন্তু তত্ত্ব যত আরম্ব করেছি, ব্রুরতে পেরেছি ভারতীয় রাজনীতির জটিলতা অনেক। অসম বিকাশ। জাতপাতের সমস্যা, ধর্মের প্রভাব, বিশাল দেশ, সংগ্রামের নানা দোলাচলতা সব কিছু বিচার করে বিশ্লব কতদ্ব ভাবতে হবে। নিজেদের আরও প্রস্তুত করতে হবে। আরও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

ন্বিতীয় বিশ্বযুন্ধ, ফাাসীবাদের পরাজয় ও লাল ফৌজের বিরাট সাফলা, দেশে দেশে মৃত্তি সংগ্রামের বিপ্ল অগ্রগতি এবং সর্বোপরি মার্কসবাদ লোননবাদ অধ্যয়ন ও রুগত করার মধ্য দিয়ে এ স্থির বিশ্বাস অর্জন করেছি যে, নভেন্বর বিশ্লবের আদর্শ অনুসর্বা করার মধ্য দিয়েই ভারতীয় বিশ্লবের প্রত্যাশিত সাফল্য আসতে পারে। দীর্ঘ সংগ্রাম করার অভিজ্ঞতার দর্পণে বলতে পারি যুব সমাজের হতাশার কোন কারণ নেই। পথ অভ্রান্ত, তাকে আয়ড় করতে হবে। নিন্টার সঙ্গো অনুসর্বা করতে হবে, এবং প্রয়োগ করতে হবে।

## আকর্ষণ ক্ষমতা কমেছে?

এ কথা ঠিক, বিদ্রান্তি বেড়েছে। আমরা যাদের দেখে উজ্জীবিত হয়েছিলাম সেই লেনিনের দেশে সংশোধনবাদী বিদ্রান্তি আছে। চীনের বিচ্যুতি এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নানারকম মতপার্থকাও অনৈক্য বর্তমান কালের যুব সমাজের মধ্যে নানা প্রশ্ন সৃদ্ধি করছে। হয়ত আগের মত চট করে আকর্ষণিও করতে পারছে না। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা তাদের কাছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল কথা তুলে ধরতে পারলে, সঠিকভাবে ঘটনাগ্র্লির বিশ্লেষণ উপস্থিত করতে পারলে যুব সমাজ আফুণ্ট হবেই। তাই যুব সমাজের কাছে নভেম্বর বিশ্লবের আদর্শ সঠিকভাবে তুলে ধরা দরকার। যুব সংগঠনগর্নাল এ ব্যাপারে খ্বই তৎপর। তাই এখনও অসংখ্য যুবক নভেম্বর বিশ্লবের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে নতুন ভারত গড়ার সংগ্রামে আকৃণ্ট হয়ে আন্দোলন সংগ্রামে সামিল হচ্ছেন। দর্শনের প্রতি আকৃণ্ট করার কাজ আমাদের আরও যত্ন সহকারে করতে হবে।

#### নচ্চেম্বর বিস্পাবের আদর্শের বিজয় সংগীত ধর্নিত হচ্ছে

জাতীয় মৃত্তি সংগ্রামে নভেম্বর বিশ্লবের আদর্শ আজও বিপ্রল প্রভাব বিশ্তার করে চলেছে। নভেম্বর বিশ্লব যে ঔপনিবেশিক বিশ্লবের যুগের সূচনা করেছিল, সেই যুগের জাতীয় মৃত্তি সংগ্রামের অব্যাহত ধারাই বয়ে চলেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে এক বিশ্লব তরণ্গ ছড়িয়ে পড়েছে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে। এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশেই ঘোষিত হয়েছে শ্বাধীনতা।

ন্বিতীয় মহায় দেশর পর সমাজতালিক দ্নিয়ার অভাগয় আর এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে জাতীয় ম্বি সংগ্রামের সাফল্যে নভেন্বর বিশ্লবের আদর্শের বিজয় সংগীত ধ্বনিত হচ্ছে।

## জাতীয় মৃত্তি সংগ্রামের দাবানলকে নিভিয়ে দিতে পারবে না

সমাজতাশ্যিক দেশগর্নালর মধ্যে দ্বংখজনক বিরোধ এবং মতপাথক্য এবং জাতীয় ম্বান্ত সংগ্রামে সমর্থন ও সহযোগিতার প্রশেন
সম্প্রতি কিছ্ব কিছ্ব অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যাশিত সাহায্য
ও সমর্থন সব সময় মেলেনি, বড় বড় সমাজতাশ্যিক দেশগর্বালর
ভূমিকায়ও কোথাও কোথাও দোদ্বামানতা রয়েছে। সবই সতিয়।
কিন্তু ইতিহাসের গতি কে রব্ধবে। আদর্শের ভালবরতা বিদ্রাশিত

ও বিচ্ছাতিতে স্পান হওয়ার নয়। বিরোধ ও এমন কি সংঘর্ষ থাকা সত্ত্বেও সমাজতান্দ্রিক দুনিরার উপস্থিতি ও সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিকাশধারা এ কথাই প্রমাণ করছে যে সামাজ্যবাদীদের আজ আর এমন ক্ষমতা নেই যা দিয়ে তারা জাতীয় মুক্তি অভিযানের দাবানলকে নিভিয়ে দিতে পারে। সামাজ্যবাদ দ্বত পিছ্ব হটছে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামও ক্রমশঃ দেশে দেশে বিপ্রেল শক্তি অর্জন করছে।

নভেম্বর বিশ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে আজকের যুবকদের কাছে আমার বন্ধব্য জানতে চান? আমি তাদের একথাই বলতে চাই যে, নভেম্বর বিশ্লবের আদর্শা চির অম্লান। এই বিশ্লবের তত্ত্ব আয়ম্ম কর্ন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌল সিম্ধন্তগ্র্লি আম্মন্থ কর্ন।

## জাতীয় চরিত্র ও ইতিহাস ব্বে মার্কসবাদ-লোননবাদ প্রয়োগ শিখতে হবে

আজ আমাদের দেশের সামনে এক জটিল অবস্থা। জাতপাতের সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, সাম্প্রদায়িক দাংগা বিভিন্ন প্রাম্তে জনজীবনে আতংক স্ভিট করছে, প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ মেহনতী জনগণের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তোলার কাজে প্রতিবংশকতা স্ভিট করছে। ভারতের জনগণের প্রকৃত মুক্তি অর্জন করতে হলে, বিশ্লব সংগঠিত করতে হলে ভারতীয় জনগণের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থা ব্রুতে হবে, আমাদের অতীত ইতিহাস ও জাতীয় চরিত্র ব্রুতে হবে, তার অধিক মার্কস্বাদী মূল্যায়ন করতে শিথতে হবে এবং সংগ্রাম বিকশিত করার কায়দা কৌশল রশত করে কার্যক্ষেত্র প্রয়োগ করতে হবে। যুব সমাজ অফুরুক্ত প্রাণশিন্তর অধিকারী, তাদের স্বশ্ন বিরাট। সেই স্বশ্ন সফল করার শপথ নিতে হবে। নভেশ্বর বিশ্লবের চির অশ্লান আদর্শ উধের্ব তোলার মধ্য দিয়েই হতাশা অতিক্রম করার এবং মার্কিসবাদলেননবাদের পতাকাতলে অবিচল থাকার দায়িত্ব নিতে হবে।

## विषिव क्रीथ्रजी

প্রবীন জননেতা গ্রিদিব চৌধ্রবীর নংগে যোগাযোগ করতে বেশী সময় লাগেনি। একদিন সকালে সোজা চলে গেলাম তাঁদের পাটি কমিউনে। ১৯৫২ সাল থেকে বহরমপ্রে লোকসভা কেন্দ্রের নিরবচ্ছিল্ল বিজয়ী গ্রিদিববাব্ কলকাতায় সাধারণত এখানেই থাকেন। বহরমপ্রের ছাত্রজীবনেই রাজনীতিতে হাতে খড়ি। কংগ্রেসের ভেতরে ছিলেন অন্যান্য বিশ্লবীদের মতই। ছাত্রজীবন থেকেই কংগ্রেসের আপোষম্খী অহিংস নীতির প্রতি বিশ্বাস ছিল না, ছিলেন সন্যাসবাদী। আর. এস. পি. গঠিত হওয়ার পর থেকে নিজ মত ও পথে নিষ্ঠাবান থেকে শ্রমজীবী মান্যের জন্য লড়াই সংগ্রাম করছেন। এখন তিনি আর. এস. পি-র সর্বভারতীয় সম্পাদক। সত্তর অতিক্রান্ড গ্রিদিববাব্ আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে অত্যন্ত ধারে ধারে বলে গেলেনঃ

আমার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে প্রথম ১৯১৯-২০ সালে নভেন্বর বিশ্লবের কথা শর্নি। আমার আত্মীয় তথনকার দিনে দেশে বৃর্জোয়া খবরের কাগজে নভেন্বর বিশ্লব সম্পর্কে যে সমস্ত বিকৃত এবং বিরুপে সংবাদ প্রকাশিত হত প্রধানত তারই উপর নির্ভর করে আমার কাছে গল্প করত। তখন খুব একটা বিশেষ প্রতিক্রিয়া আমার মনে দেখা দের্যান।

নভেম্বর বিষ্পব সম্পর্কে আমি কিছুটা ভালোভাবে পরিচিত হওরার সুযোগ পাই আর একটু বেশী বরসে। কলেন্তে প্রথম

বার্ষিক ক্রানে পভার সময় জন রীডের দর্নিয়া কাঁপানো দশটি দিন (ইং) এবং জর্মান ব্রেলায়া লেখক Rene Fullop Mueller-এর Lenin and Gandhi and Face of Bolsevikism -এর মাধ্যমে ১৯২৮-২৯ সালে নভেম্বর বিম্লব সম্পর্কে বিস্তৃত জানতে পারি।

বলসেভিক বিশ্বব সম্পর্কে খ্রব সহান,ভূতিসম্পর 2Mueller না হলেও ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর বইগালি অনেকখানি তথ্যান্ত্রগ ছিল এবং নভেম্বর বিম্পাবের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে আমাকে আরুষ্ট করতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল।

## जन, नीजन जीर्बा जन विश्ववी क्यी

আমি সে সময় জাতীরতাবাদী বিশ্লবী আন্দোলন সংস্থা "অনুশীলন সমিতি"র সংশ্যে যক্ত ছিলাম। গান্ধীর নেতত্বে পরি-চালিত অহিংস গণ আন্দোলন আমাদের সেভাবে আরুষ্ট করতে পারেনি। অন্যাদকে প্রেনো বিষ্পবী আন্দোলনের পিছনে ব্যাপক গণ সমর্থনের অভাবের দর্মন তারও সাফল্য সম্পর্কে আমাদের মনে তখন সংশর দেখা দিতে আরুভ করে।

#### নজেদ্বর বিশ্বর প্রেণী বিশ্বর

এই বিস্পব পরিচালিত হয়েছিল ব্যক্তিগত মালিকানা ও ধনবাদ উচ্ছেদ করে শ্রমিকশ্রেণীর রাজত্ব কারেম করার জন্য। প্রথিবীর বুকে সংঘটিত অন্যান্য বিষ্পবের সঙ্গে এই মোলিক তফাংটাই আমার চোখে ধরা পড়েছিল।

#### এম. এন. রামের প্রভাব

জারতন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে নভেন্বর বিপলবের সাফল্য আমাদেরকে স্বভাবতই শ্রমিক-ক্ষকের শ্রেণী সংগ্রাম এবং নভেন্বর বিস্লবের আদর্শের দিকে আরুষ্ট করে এবং সেই আদর্শের পিছনে বে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারা আছে তার স্বারাও আমরা প্রভাবিত হই। এম. এন. রায়ের ভারতীর রাজনীতি সম্পর্কে বিশেলবা আমাদের এ সমরে এদিকে কিছুটো প্রভাবিত করে। বিশেষ করে তাঁর ও অবনী মুখার্জির লিখিত India in transition আমাকে দার শভাবে প্রভাবিত করে।

তখন মার্কসবাদী সাহিত্য এবং ততীয় আতর্জাতিকের পাঠান সংবাদ পত্রিকা 'IMPRECOR' প্রভৃতি গোপন পথে এদেশে আসত। খুব নিয়মিত ছিল না। মাঝে মাঝেই কোথায় যেন আটকে বেত। আমরা এসব বইপু'থি এবং পত্রপত্রিকা থেকেই নভেন্বর বিষ্ণাব ও সমাজবাদী রূশ সম্পর্কে এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের বিস্পরী কর্মকান্ডের সঙ্গে অম্পবিস্তর পরিচিত হই।

## ভাৰাদৰ্শগত সংগ্ৰাম তখনই দ্যো হয়

কিছ্ব ভাবাদর্শগত সংগ্রাম তখনই শ্রের হয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা व्यत्नकिमन भर्यन्छ एमाठीनात्र दिलाम। भूतराना मश्तरेन এवर জাতীয়তাবাদী বিশ্ববী আন্দোলনের আকর্ষণ আমাদের মনে বেশ প্রবল ছিল। আবার নভেন্বর বিশ্লব ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্লবী আদর্শত আমাদের মনকে খ্রেই আলোড়িত করেছিল। যার ফলে আমরা প্রেনো বিশ্ববী আন্দোলন নতুনভাবে প্রমিক-কৃষক শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে ঢেলে সাজাবার প্রয়োজনীয়তা তীরভাবে অনভেব করেছিলাম।

## ৰুপান্ডৱের দিকে পরেনো বিশ্ববী আন্দোলন

এ সময়ে ভারতবর্ষে স্বতস্থাবে Workers and Peasant's Party -র মাধ্যমে কমিউনিন্ট সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেন্টা আরল্ড इत अवर भौतारे वर्ष्यका भागना भृतः इत। अहे नमस्त वना हरन প্রেরানো বিশ্ববী আন্দোলন একটা রূপান্ডরের দিকে অগুসর शक्तिन।

## দৰ্শেট ৰাজনৈতিক প্ৰৰণতা

১৯৩০ সালে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন, চট্ট্রাম সশস্ত বিদ্রোহ প্রচেষ্টা, প্রভাতর প্রভাবে ১৯৩০-৩২ সাল পর্যন্ত পরেরানো ধরনের সশস্য বিশ্লবী কর্মকান্ড আবার ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্ত ১৯৩৩ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে জাতীয়ভাবাদী লেনিনবাদী চিম্তার দিকে বিশেষভাবে আরুষ্ট হন। এ সমরেই মোটাম টিভাবে মার্ক সবাদী বিশ্ববীদের ভেতরে দ টি রাজনৈতিক প্রবণতা ক্রমশঃ সংগঠিত রূপ নেয়। যথাঃ (১) বিস্পরীদের একাংশ সোভিয়েট কমিউনিন্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত আন্ত-জাতিক কমিউনিষ্ট সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হল। (২) অপর অংশ স্তালিনবাদী নীতির বিপক্ষে আন্তর্জাতিক সোভিয়েটের কমিউনিষ্ট সংগঠনের বাইরে স্বতন্দ্রভাবে সংগঠিত হতে চেষ্টা

তবে এই দ্বই ধারাই যে আদর্শগতভাবে নভেম্বর বিশ্লবের আদর্শ ও চিম্তাধারা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

## অতীতের মত বিশ্ববীদের মনকে আলোডিত করে না

নভেন্বর বিশ্লব ৬৩ বছর আগে ঘটেছে। আজকের প্রজন্মের কাছে নভেম্বর বিশ্লবের কথা একটা ঐতিহাসিক ঘটনার বেশী কিছু নয়। নভেম্বর বিশ্ববের পরে প্রথম দুই দশকে নভেম্বর বিস্লবের আদর্শ এবং চিন্তাধারা বেভাবে প্রথিবীর বিভিন্ন দেশে বিস্পরীদের মনকে আলোডিত করত এখন আর সেটা করে না।

#### অনেক দুরে সরে এসেছে

দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কালে চীন, পূর্ব ইরোরোপ, কোরিয়া, ভিয়েংনাম, কিউবা প্রভৃতি দেশে নভেম্বর বিম্পবের আদর্শে সমাঞ্চ বিশ্বব সাধিত হয়েছে।

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরে স্তালিনের সমর থেকে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব নানান কারণে আমলাতন্ত ভিত্তিক ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীর স্বার্থকেন্দ্রিক হরে গড়ে উঠেছে। যার ফলে আমার ধারণা বর্তমান সোভিয়েত কমিউনিন্ট নেতম্ব নভেম্বর বিম্পবের লোনিনবাদী চিম্তা ও আদর্শ থেকে व्यत्नक मृत मृत अत्मरह।

## .....তৰুও ঐতিহাসিক প্ৰভাৰ অনুস্বীকাৰ

তাছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের মতাদর্শগত সংগ্রাম চীনে প্রলেতারিয় সাংস্কৃতিক বিস্পবের ব্যর্থতা, চীনের কমিউনিন্ট পার্টির বর্তমান নেতৃত্বের ভেতরে মাওবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে কিছুটা পদক্ষেপ—এসব কারণের জন্য নভেন্বর বিস্পবের প্রভাব কিছুটা দর্বল হয়ে এসেছে। সেইজন্য নভেন্বর বিশ্লব অতীতের মত এখনকার যুব সমাজের মনে উন্দীপনা সূচ্টি করে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমসাময়িক যুগের আন্তর্জাতিক বিশ্ববী আন্দোলনে নভেন্বর বিশ্ববের ঐতিহাসিক প্রভাব অনন্বীকার্ব। আমাদের [स्पवारण ১३ श्राकात ]

# ত্ই ভিন্ন মতাদর্শ বিকাশের তুই ভিন্ন রাস্তা—

## मीदनम बाग्र

১৯১৭ সালের নভেন্বর মাসে (র্শ ক্যালেন্ডার অন্যায়ী অভৌবর) দ্নিরার অন্যতম এক বৃহৎ কিন্তু অর্থানীতির দিক থেকে অনপ্রসর সামাজ্যবাদী দেশে এমন একটি ঘটনা ঘটল যাতে সমগ্র বিশ্ব কে'পে উঠল। মার্কিন সাংবাদিক জন রীড সে সময় রাশিয়ায় উক্ত ঘটনার একজন প্রতাক্ষদশী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যক্ষদশী হিসাবে রীড ঐ সময়কার ঘটনাবলী "যে দশ দিন বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল" শিয়োনামায় লিপিবন্ধ করেছিলেন। জন রীডের এই বিখ্যাত প্রসতক্থানি বহু ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ মান্য তা পড়েন। এই প্রতকের ভূমিকা লিখেছিলেন লেনিন স্বয়ং।

ঘটনাটি কী? ১৯১৭ সালের নভেন্বর মাসে লেনিনের পরিচালনায় রুশদেশের কমিউনিস্ট পাটি (বলশেভিক)র নেতৃত্বে
প্রমিকপ্রেণী স্বেচ্ছাচারী জারতক্ত এবং পর্নজিপতিদের অক্তবতী
সরকার (কেরেনেস্কী সরকার)কে উচ্ছেদ করে এবং ব্রেজায়া রাষ্ট্রযক্তকে ভেপ্তে দিয়ে এক নতুন ধরনের রাষ্ট্র, সমাজতাক্তিক রাষ্ট্র
গঠনের সন্চনা করে। নভেন্বর বিশ্লব ব্রেজায়া একনায়কত্বের বিলোপ
ঘটিয়ে রাশিয়ায় সর্বহায়া শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করে।
দেশের সর্বহায়া শ্রেণী শাসকশ্রেণীর মর্যাদা পায় এবং এইভাবে
সংকট-মন্ত, শোষণ-মন্ত এবং বেকারী-মৃত্ত সমাজতাক্তিক সমাজ
গঠনের গোড়াপত্তন হয়।

সামাজ্যবাদী প্রাঞ্জতক্ষের বিশ্বফ্রণ্ট, যাকে ব্রেজায়া তাত্ত্বিকাণ দর্ভেদ্য বলে মনে করতেন, তাতে বিরাট ফাটল ধরে। বিশ্বভ্থভের ছয় ভাগের এক ভাগ বিশ্ব পর্যজ্বাদী ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসে। এইভাবে নতুন এক যুগের স্টুনা হয়। দ্বিয়া দ্বই শিবিরে ভাগ হয়ে য়য়—পর্বজ্বাদী শিবির ও সমাজতাল্যিক শিবির। দ্বই শিবিরের দ্বই ভিন্ন মতাদর্শ এবং বিকাশের দ্বই ভিন্ন রাস্তা। দ্বই শিবিরের কথা লোনন এবং পরবতীকালে স্তালিন তাদের একাধিক রচনায় উল্লেখ করেছেন।

লোনন তাঁর ঐতিহাসিক রচনা "সাম্রাজ্যবাদ-প্রাজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর"-এ বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদকে যদি এক কথার ব্যাখ্যা করতে হয় তা হলে বলতে হবে সাম্রাজ্যবাদ হল পর্যাজ্যবাদের একচেটিরা স্তর। লোনন বলেছেনঃ সাম্রাজ্যবাদ পর্যাজ্যবাদের সর্বোচ্চ স্তরই শ্র্ব্ নয় সাম্রাজ্যবাদ হল ক্ষায়্রজ্ব প্রাজ্যবাদ এবং সর্বহারা বিশ্লবের প্রেক্ষণ।

রাশিয়ায় ঐতিহাসিক নভেন্বর বিশ্লব লেনিনের উপরোক্ত তত্ত্বের সঠিকতা কাজের মধ্যে দিয়ে স্প্রতিষ্ঠিত করেছে। সাম্বাজ্ঞবাদ সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্ব আজিকার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও সঠিক। নভেন্বর বিশ্লবের প্রভাবে এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের ঐতিহাসিক বিজয়ের প্রভাবে উপনিবেশিক, আধা-উপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগর্লিতে যে জাতীয় মর্নিক আন্দোলন শ্রুর্ হয় তার আঘাতে প্ররোনো ধাঁচের সাম্বাজ্ঞবাদী উপনিবেশিক ব্যবস্থা কার্যত ভেন্গে পড়েছে। বিশ্বভূথশ্ডের তিনভাগের এক ভাগ এখন সমাজ্ঞতাশিক শিবিরের অন্তর্ভূক্ত। সমাজ-

তান্ত্রিক শিবিরের শক্তি বাড়ছে এবং সামাজ্যবাদের শক্তি হ্রাস পাচ্ছে, সামাজ্যবাদী বিশ্ব-ব্যবস্থা দূর্বল হচ্ছে।

সাম্বাজ্যবাদ দুর্বল হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও প্রতি-আক্রমদের সে যথেণ্ট ক্ষমতা রাখে। সদ্য-স্বাধীন দেশগর্নাত অর্থনৈতিক সাহাষ্যদানের আবরণে সাম্বাজ্যবাদীরা এই সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোয় অন্প্রবেশের জন্যে মরীরা প্রচেন্টা চালিয়ে যাছে। একেই বলা হয় "নরা-উপনিবেশবাদী" অভিযান। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আর্মেরিকার অনেকগর্নাল দেশ এইভাবে মার্কিন সাম্বাজ্যবাদের নয়া-উপনিবেশবাদী অভিযানের শিকার হয়েছে। ভারতবর্ষ নয়া-উপনিবেশবাদী দেশ নয়; তবে আমাদের দেশ বিপদমৃত্তি, একথা বলা চলে না।

## সোভিয়েত সমাজতান্তিক ব্যবস্থার অগ্রগতি

সামাজ্যবাদী শক্তিগ্লি রাশিয়ায় তাদের পরস্পরকে স্বেচ্ছায় মেনে নেয় নি। শিশ্ব সোভিয়েত রাণ্টকে ধরংস করার জন্য সামাজ্যবাদীরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল; অর্থনৈতিক অবরোধ থেকে আরম্ভ করে হস্তক্ষেপের যুন্ধ পর্যন্ত সব কিছুরই আশ্রম নিয়েছিল। ১৯১৮ সালে বিশ্বের ১২টি সামাজ্যবাদী দেশ ক্ষমতান্তাত রুশদেশের ভেতরের প্রতি-বিশ্ববীদের সহায়তায় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের যুন্ধ শুরু করে। কিন্তু লোননের নেতৃত্বে পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টির ভাকে সাড়া দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ শিশ্ব সমাজতাশ্রিক বাবস্থা রক্ষার জন্য সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসেন ও সাম্লাজ্যবাদীরা পরাজ্যিত ও পর্যক্ষসত হয়ে হস্তক্ষেপের যুন্ধ প্রত্যাহার করে নেয়। এইভাবে সমাজতাশ্রক বাবস্থার শিশ্বত হয় ।

হস্তক্ষেপের যুন্ধ বন্ধ হওয়ার পর লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সরকার কমিউনিজমে পেছিানোর ধাপ হিসাবে সমাজতাল্যিক গঠন-কার্যের কর্মস্কাচ রচনা করে। কিন্তু লেনিন সমাজতাল্যিক সমাজ-গঠনের কর্মকান্ড দেখে যাওয়ার স্ব্যোগ পান নি। ১৯২৪ সালে বিশ্ব সর্বহারা বিশ্ববের এই মহান রণনীতিবিদ্ এর জীবনাবসান ঘটে। "কমিউনিজমের অর্থ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বৈদ্বাতিকরণ" এটা লেনিনেরই কথা। লেনিনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব পড়ে তাঁর অন্যতম ঘনিন্ঠ সহযোগী ও শিষ্য স্তালিনের ওপর। নানান প্রতিক্ল অবস্থা ও বাধা অতিক্রম করে স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত সমাজ-তাশ্যক ব্যবস্থাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কাজটি সহজ সরল ছিল না। যুন্ধ, গৃহযুন্ধ এবং অন্যান্য কারলে রাশিয়ার অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা বিপ্রযুস্ত হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের মান প্রাক্-১৯১৩ সালের স্তরে নেমে গিয়েছিল।

তাছাড়া স্তালিন ও কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে সংশোধনবাদ, স্মৃবিধাবাদ, দক্ষিণপর্ণথী সংস্কারবাদ, বামপন্থী সংকীণতাবাদ এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক ও প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শের বিরুদ্ধে লাগাতার মতাদর্শগত লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে। যে সমস্ত প্রদেন মতপার্থক্য ছিল সেগ্নলির মধ্যে আছেঃ একটি দেশে সমাজতন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব কী না, কৃষকসমাজ সম্পর্কে নীতি, ট্রট,স্কীর বিরতিহীন বিশ্লবের তত্ত্ব ইত্যাদি।

স্তালিনের নেতৃষে পরিচালিত সোভিরেত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির লেনিনবাদী নীতি ও কার্যক্রমই বিজয়ী হয়। সোভিরেত ইউনিয়নের মেহনতী মানুষ স্কুদ্ট আছাবিশ্বাস নিরে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের রাস্তার এগিরে যান।

অর্থনৈতিক প্নগঠিনের কান্ধ মোটামন্টি সম্পূর্ণ হওরার পর ১৯২৮ সালে প্রথম পশ্ববার্ষিকী যোজনা চালন্ন করা হল। প্রথম পশ্ববার্ষিকী যোজনা চালন্ন করা হল। প্রথম পশ্ববার্ষিকী যোজনা চালন্ন করা হল। প্রথম পশ্ববার্ষিকী যোজনা অন্যারী স্থির হল ১৯২৮-৩৩ সালের মধ্যে জাতীর অর্থনীতিতে ম্লধনী লগ্নী হিসাবে খাটানো হবে ৬,৪৬০ কোটি র্বল; এর মধ্যে শিলপ ও বৈদ্যাতিক শব্ধি বিকাশের জন্য খাটানো হবে ১,৯৫০ কোটি র্বল, যানবাহন ব্যবস্থার জন্য খাটানো হবে ১,০০০ কোটি র্বল এবং কৃষিকার্যে খাটানো হবে ২,০২০ কোটি র্বল।

প্রথম বোজনার লক্ষ্য ছিল—অনগ্রসর কৃষিপ্রধান সোভিয়েত ইউনিয়নকে অগ্নসর শিলপপ্রধান দেশে পরিণত করা, কৃষির বোধ-করণ, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা, বেকারী বিলোপ করা এবং শ্রমজীবী জনসাধারণের সামাজিক নিরাপত্তা স্কেক্ষিত করা।

১৯৩৩ সাল আরম্ভ হওয়ার সময় স্পন্ট দেখা গেল, প্রথম পশ্ত-বার্ষিকী যোজনা তথনই নির্দিষ্ট সময়ের প্রেই, চার বছর তিন মাসে সম্পূর্ণ হয়েছে।

১৯০০ সালের জানুরারি মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কামউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীর কমিটি ও কেন্দ্রীর কথ্যেল কমিশনের বৃত্ত অধিবেশনে রিপোর্ট প্রসপ্তে স্তালিন প্রথম পশুবার্ষিকী বোজনার ফলাফল পর্যালোচনা করেন। রিপোর্ট-এ পরিন্দার দেখা গেল প্রথম বোজনা সম্পাদনের কল্যাণে কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার নিন্দোত্ত প্রধান প্রধান সাফল্য অর্জন করেছেঃ

- (ক) সোভিরেত ইউনিয়ন কৃবিপ্রধান দেশ থেকে শিলপপ্রধান দেশে পরিশত হয়েছে। কারল দেশের মোট উৎপাদনে শিলেপাৎপাদনের অনুপাত বেড়ে শতকরা ৭০ ভাগ দাঁড়িয়েছে।
- (খ) সমাজতাশ্বিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা শিল্প ব্যাপারে প্রিজবাদী শক্তির উচ্ছেদসাধন করেছে এবং শিল্পক্তের একমার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- (গ) সমাজতাশ্যিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কৃষিক্ষের থেকে শ্রেণী হিসাবে ধনী কৃষকদের উৎথাত করেছে এবং কৃষিতে প্রধান শক্তি হবে দাঁজিয়েছে।
- (খ) যৌথ কৃষিব্যবস্থা গ্রামাণ্ডলে দারিদ্র ও অনটনের অবসান ঘটিরেছে এবং কোটি কোটি গরিব কৃষক স্বচ্ছণে জীবনযাত্রা নির্বাহের স্তরে উঠেছে।
- (৩) সমাঞ্চতাশ্যক ব্যবস্থা শিশেপ বেকার সমস্যা বিলন্ধ করেছে এবং আট ঘণ্টা রোজ বজায় রেখেও অনেকগর্নাল শাখাতে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে দিনে সাত ঘণ্টা রোজ ও অস্বাম্থ্যকর উপ-জীবীকার ক্ষেত্রে দিনে ছয় ঘণ্টা রোজের প্রথা প্রবর্তন করেছে।
- (চ) দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সর্বশাখার সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞাের ফলে মানুষের হাতে মানুষের শোষণ দ্রৌভূত হয়েছে।

এই ধরনের অর্থাতি সমান্ততান্দ্রিক ব্যবস্থাতেই সম্ভব। ন্বিতীর পশুবার্ষিকী বোন্ধনার কর্মসূচী ছিল প্রথম বোন্ধনার চাইতেও বিশালতর। ১৯০৭ সালে ন্বিতীর পশুবার্ষিকী বোন্ধনার কাল শেষ হওরার আগেই প্রাক্-যন্থ কালের তুলনার শিল্পোৎপাদন প্রায় আটগুন্দ বৃন্দ্র করার ব্যবস্থা হয়। মূলধন সংবর্ধনের জন্য ন্বিতীর পশুবার্ষিকী বোন্ধনাকালে সকল শাখার মোট ১০.০০০ কেটি

রুবল লাক্ষীর সিম্পান্ত নেওরা হয়। জাতীর অর্থনীতির প্রত্যেকটি শাখাকে সন্পূর্ণরূপে শিল্পসন্জার সন্জিত করা স্কৃনিন্চিত হয়। নিবতীর বোজনার প্রধানত কৃষিকার্বের বাল্ফিনীকরণের কাজ সন্পূর্ণ করার ব্যবস্থা হয়। বানবাহন ও সংবাদ আদান-প্রদানের পম্পতিকে বাল্ফিনীকরণের মধ্যে প্রনগঠিনের জন্য এক বিরাট পরিকল্পনা রচনা করা হয়। সেই সাথে প্রমিক-কৃষকের জ্বীবনবাহার মানোহারনেরও ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

সোভিরেত ইউনিয়নকে একটি আধ্নিক ও শবিশালী শিলেপামত দেশে পরিণত করার জন্য সোভিরেতের জনসাধারণকে প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করতে হরেছে। কিন্তু দেশ, জাতি ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবহণা গড়ে তোলার বৃহস্তর স্বার্থে জনসাধারণ স্বেচ্ছার ও হাসিন্মুখে এই ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি শবিশালী শিলেপান্নত দেশ হিসাবে গড়ে না উঠত তা হলে ফ্যাসিন্ট বাহিনীকে পরাজিত ও পর্যক্ষিত করে সে বিশ্বের জনসাধারণকে ফ্যাসিবাদের কবল থেকে মূব্র করতে সক্ষম হোত না। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনসাধারণের ঐতিহাসিক বিজয় সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শ্রেষ্ঠয় ও দুর্ভেদ্যতা আর একবার সুপ্রমাণিত করে। শোষণ-মুক্ত, সংকট-মুক্ত, দারিদ্রা-মূক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার সংগ্রামে ভূল-বুটি ও বিচ্যাতিও হয়েছে। অনেকগুলি ভুল-বুটি ও বিচ্যাতির কথা স্তালিনের রিপোর্ট, ভাষণ এবং কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন প্রস্তাবে পাওয়া যাবে। এই ভূল-ব্রটি ও বিচ্যাতিগর্লি না হলে অগ্রগতির গতিবেগ আরও দুত হত। তবে নতুন এক সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার সংগ্রামে ভূল-চুটি ও বিচ্যুতি অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এখানে বড় কথা হল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এগিয়ে গেছে এবং এখন বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এমন এক মহতী শার যাকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করার ক্ষমতা সামাজ্যবাদের নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে সমাজতান্ত্রিক শিবির ও আন্ত-ক্রতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মতাদর্শগত অনৈক্য দেখা দিয়েছে। সামাজ্যবাদীরা এই অনৈক্যকে তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে সচেষ্ট আছে। মার্কসবাদী-র্লোননবাদী তত্ত ও প্রলেতারীয় আশ্তর্ন্ধাতিকতাবাদের ভিত্তিতে এই অনৈক্য মিটিয়ে ফেলার জন্য কয়েকটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সৌভাগ্যক্রমে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

### विश्व भूकिवामी बावन्थात जाशातन जरकडे

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশেষ করে ১৯১৭ সালের নভেন্বর বিশ্ববের পর বিশ্বভূথণেডর ছয় ভাগের একভাগ বিশ্ব প্র্ক্রিরাদী ব্যবস্থা সাধারণ সংকটের আবর্তে পড়ে বার। ন্বিতীর বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশ্বভূথণেডর তিনভাগের একভাগ নিয়ে সমাজতান্তিক শিবির গড়ে ওঠার পটভূমিতে বিশ্ব প্র্ক্রিবাদের সংকট আরও গভীর হয়।

পর্ব জিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উৎপাদনের লক্ষ্য থাকে ক্রম-বার্যত হারে উন্দর্ভ মুল্য অর্পদ। পর্ব জিবাদী ব্যবস্থার উৎপাদনের উপারগর্নিতে বেসরকারী মালিকানার দর্ন নৈরাজ্য ও অরাজকতা অবশ্যসভাবী। এই ব্যবস্থার সত্যিকারের কোন পরিকল্পনা সম্ভব নর। যেহেতু কোন পরিকল্পনা নেই ও থাকতে পারেও না, এবং যেহেতু সমগ্র ব্যবস্থাই বাজারের ওঠা-নামার ওপর নির্ভর-শীল, সেহেতু জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে উৎপাদন সংগঠিত করা যার না। সর্বোচ্চ ম্নাফা অর্জনের তাগিদে পর্ব জিপতিরা ক্রমবর্ষিত হারে অটোমেশান, যাল্যকীকরণ ও প্রমিকসংখ্যা স্থানের এবং উৎপাদন বৃশ্বির অন্যান্য বন্দ্য চাল্য করে। এই প্রক্রিরার একদিকে বেমন অসংখ্য প্রামিক কর্মচ্যুত হরে বেকারবাহিনীর কলেবর স্ফীত করে, অপরদিকে তেমনি জনগণের ক্রর ক্ষমতার তুলনার বেশি উৎপাদন হর, এবং ফলে "অতি-উৎপাদনের" সংকট দেখা দের। অতি-উৎপাদনের সংকটের মোকাবিলার জন্য আবার উৎপাদন হ্রাস করতে হর। মার্কস ও এপোলস্-এর কালে ১০ বছর অল্ডর এই ধরনের সংকট দেখা দিত।

শঙ্কিশালী সমাঞ্চতান্দ্রক শিবিরের আত্মপ্রকাশের পটভূমিতে পর্ন্ধিবাদ স্থারী সাধারণ সংকটের মধ্যে পড়েছে। স্থারী ও সাধারণ সংকটের অর্থ এ নর বে, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর সংকট একই হারে বেড়ে চলবে। সাধারণ সংকটের অর্থ হলঃ মাঝে মাঝেই মন্দা দেখা দেবে, উৎপাদনের হার হ্রাস পাবে, বেকারী বাড়বে, ম্রান্টেশীতির হার বাড়বে। পশ্চিশাতরা এই সংকট কিছুটা কাটিরে উঠবে এবং আংশিক স্থিতিশীলতা আসবে। কিন্তু সংকট থেকেই বাবে। পশ্চিশাল এই সংকট থেকে নিজেকে মৃত্তু করতে সক্ষম নর। পশ্চিশাল লগ্নীর চরিত্র এমনই বে, এই লগ্নী বত বাড়বে, ওতই মৃন্টিমের পশ্চিশতিদের হাতে একদিকে যেমন আরও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হবে অপরদিকে তেমনি অগণিত শ্রমন্ত্রীর জনসাধারণের প্রকৃত আর হ্রাস পাবে, তাদের দারিদ্রা ও দৃস্থতা বাড়বে। এটা পশ্চিশালী লগ্নীর অমোঘ নিরম বা আজিকার পরিস্থিতিতেও প্রযোজা।

বিশ্ব প্রীক্ষবাদের সর্ববৃহৎ ঘাঁটি মার্কিন যুক্তরান্ট্রের অবস্থা কি? ১৯৭৯ সালে মার্কিন যুক্তরান্ট্রের জাতীর আর বৃন্ধির হার ছিল শতকরা ২০০ ভাগ মাত্র। এটা বিশ্বব্যাংক প্রচারিত হিসাব। আমেরিকার জনসমন্টির শতকরা ১৬৬ জন প্রাশ্তবরুক্ত জাতীর আরের শতকরা ৩২ ভাগ এবং কোন্পানি শেরারের শতকরা ৮২ ভাগ ভোগ করে। এই দেশের ২ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ দারিদ্রের প্রাশ্তসীমার নিচে বাস করেন, এবং এ'দের মধ্যে ১ কোটি ১০ লক্ষ মানুষকে "চরম দুস্থ" বলা যায়। ১ কোটি ৯৫ লক্ষ শ্রমিকের জন্য কোন সামাজিক বীমা-ব্যবস্থা নেই, এবং ১ কোটি ৭৬ লক্ষ শ্রমিককে কোন বেকারী সাহাষ্য দেওয়া হয় নি। এখন মার্কিন যুক্তরান্ট্রে ১ কোটি ২০ লক্ষেরও বেশি শ্রমিক বেকার।

ব্টেনে মুদ্রাস্ফীতি এখন তুপো। এই মুদ্রাস্ফীতি প্রমিকদের প্রকৃত আর হ্রাস করে দিছে। ১৯৭৯ সালে ব্টেনে বেকারের সংখ্যা ছিল ১২ লক্ষ ৮০ হাজার। ব্টিশ অর্থনীতিবিদ্রা বলছেন, ১৯৮২ সালের প্রথমাধে বেকারবাহিনীর কলেবর স্ফীত হয়ে ২৯ লক্ষ ৯০ হাজারে দাঁডাবে।

সোভিরেত ইউনিয়নে যথন দেশের সমাজতালিক শিলেপায়য়নের কাজ রীতিমত অগ্রসর লাভ করছিল এবং শিলপব্যবস্থার দ্রত বিকাশ ঘটছিল, তথন, ১৯২৯ সালের শেষ ভাগে পর্বজ্ঞবাদী দেশগ্রনিতে এক অভ্তপ্র আকারের মারাত্মক বিশ্ববাদী সংকট ফেটে পড়ে এবং পরবর্তী তিন বছরে সেই সংকট তীর্ত্রতর হয়ে ওঠে। শিলপাশকটের সপো কৃষিসংকটও ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ফলে প্রেলাদী দেশগ্রনির অবস্থা আরও খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। তিন বছর ধরে (১৯০০-৩০) অর্থনৈতিক সংকট চলার ফলে মার্কিন ব্রুরান্মে শিলেপাংপাদন ১৯২৯ সালের শতকরা ৬৫ ভাগ, ব্টেনে শতকরা ৮৬ ভাগ, জার্মানীতে শতকরা ৬৬ ভাগ ও ফ্রান্সে শতকরা ৭৭ ভাগে নেমে বায়। কিন্তু আলোচ্য সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে শিলেপাংপাদন শিবগ্রনেরও বেশি ব্নিথ পায়, ১৯২৯ সালের তুলনায়

"প্রিজবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনার সমাজতান্ত্রিক অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা বে অনেক বেশি উন্নত এর থেকে সেটাই প্রমাণিত হয়। প্রমাণিত হয়ে গেল, সমাজতশ্তের দেশটিই হল সারা দ্নিরার

মধ্যে একমার অর্থনৈতিক সংকট-মূক্ত দেশ" [সি-পি-এস-ইউ (বি)-এর সংক্ষিত ইতিহাস]।

১৯২৯ সালে বিশ্ব প্র্রিজবাদী ব্যবস্থার চরম সংকট এবং পাশাপাদি সোভিরেভ ইউনিয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে অভূতপ্র্ব অগ্রগাঁতর পটভূমিতেই ব্টিশ অর্থানীতিবিদ্ কীনস্ তাঁর দাওরাই হাজির করেন। কীনস্-এর তত্ত্ব অন্যায়ী, প্র্রিজবাদী ব্যবস্থার কোন গলদ নেই। তবে এই ব্যবস্থা দাঙিশালী করার জন্য নতুন দাওরাই প্রয়োজন। নতুন দাওরাই হলঃ রাদ্ধীর লগ্নী বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারণের ক্লয়ক্ষমতা বাড়ানো। অর্থাৎ একচেটিয়া প্র্রিজবাদী রাজ্যের গ্রন্থার্য ভূমিকা থাকবে। প্রভূতপক্ষে একচেটিয়া প্র্রিজবাদী ব্যবস্থার ত্রাণকর্তা হিসাবে ফ্রাসিবাদী জার্মানী ও ইতালিসহ সবগ্রিল উন্নত প্র্রিজবাদী রাল্যই কীনস্কে গ্রহণ করে নের। কিন্তু কীনস্-এর দাওরাই প্র্রিজবাদের রোগ সারাতে পারে নি এবং পারবেও না। প্র্রিজবাদী ব্যবস্থার উৎখাত ছাড়া অর্থনৈতিক সংকট থেকে সমাজের পরিত্রাণ নেই।

## বিশ্ব সমাজতাশ্যিক শিবির

সমাজতান্দ্রিক বাবন্ধার সংকট বলতে যা বোঝার তার কোন স্থান নেই। উৎপাদনের উপারগর্নলতে বেসরকারী মালিকানা, সমগ্র পর্ব্বিরাদী ব্যবস্থার নৈরাশ্য ও অরাজকতা, পরিকল্পনার অভাব, সবেশিচ্চ মুনাফা অর্জনের লালসা প্রভৃতি থেকেই অর্থনৈতিক সংকট আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু সমাজতাশ্রিক ব্যবস্থার সামাজিক মালিকানাই সংকট স্থিতির বির্দ্থে বড় গ্যারান্টী। সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত সমাজতাশ্রিক রাশ্রের অর্থনীতিকে স্কাংবন্ধ ও সামগ্রিক পরিক্রপনার ভিত্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। সমাজতাশ্রিক যোজনার শ্র্মান্ত লক্ষ্যই নির্দেশ্ট করা হয় না, এই লক্ষ্য যাতে বাহ্নবায়িত হয় তা স্থানিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। এখানেই সমাজতাশ্রিক যোজনার সংগ্য তথাকথিত পর্বজ্বাদী যোজনার (যেমন ভারতে) মৌল পার্থকা। সমাজতাশ্রিক দেশের শ্রমজীবী জনসাধারণ এ বিষয়ে সচেতন যে, তারা যে দ্রব্য উৎপন্ন করছেন তা সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের কাজে লাগানো হবে, পর্বজ্বিগতিদের ম্নাফার অব্যক্ষ স্ফীত করার জন্য নয়। সেকারণেই সমাজতাশ্রিক ব্যবস্থায় শ্রমজীবী জনসাধারণ উৎপাদন বৃশ্বিতে প্রেরণা পান।

এতে বিস্মিত হ্বার কিছ্ব নেই যে, গণসাধারণতক্ষী চীনে ১৯৪৯ সাল থেকেই ম্ল্যাম্পতি বজার আছে। চীন সরকার সম্প্রতি কৃষকদের উৎপার ফসলের দর বাড়িয়ে দিরেছেন, উৎপাদন ব্নিশ্বতে প্রেরণাদানের জন্য। উৎপার ফসলও সমাজতান্দ্রিক ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্র ক্রয় করছে। গণসাধারণতক্ষী চীনে ১৯৪৯ সালে কৃষকদের ওপর করের বোঝা ছিল শতকরা ৩২ ভাগ, এখন সেই বোঝা শতকরা ৪ ভাগ মাত্র। চীনের রাজস্ব সংগ্রহের প্রধান উৎস হল রাজ্যায়ন্ত শিলপ সংস্থাগ্রনির উম্বৃত্ত। ভারতে রাজস্ব সংগ্রহের প্রধান উৎস হল পরোক্ষ কর। ভারতের রাজ্যায়ন্ত শিলপ সংস্থাগ্রনি লোকসানে চলে।

আগেই বঙ্গা হয়েছে, বিশ্বভূথখের তিনভাগের একভাগ নিরে বিশ্ব সমাজতান্মিক ব্যবস্থা গঠিত। এখন বিশ্বের মোট শিলেপাংপাদনে সমাজতান্মিক ব্যবস্থার অংশ শতকরা ৪০ ভাগ। এই অংশ বে অনুপাতে বাড়বে প্র্জিবাদী ব্যবস্থার উৎপাদন সেই অনুপাতে হ্রাস পাবে।

প্রভিবাদী বিশ্ব যথন কঠিনতম অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক সংকটে ভূবে আছে, তথন তাদের পক্ষে সামান্যতম পরি- বৃন্দির হারও রক্ষা করে চলা সম্ভব হচ্ছে না, যখন বেকারীর মান্তা ক্রমাণত বেড়ে চলেছে, যখন সমস্ত প্রিক্রবাদী দেশ ক্রমাণত উধর্ব-মুখী মুদ্রাস্থ্যীতির কবলে ধ্বাছে, তখন পাশাপাশি সোভিরেত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতাশ্যিক দেশে অর্থানৈতিক পরিবৃন্দ্রির হার দ্রুত বেড়ে চলেছে ও ম্ল্যাস্থিতি রক্ষিত হচ্ছে। সমাজতাশ্যিক দেশগ্লিতে কোন বেকারী নেই, দারিদ্র্য নেই, মানুবের স্বারা মানুবের শোষণ নেই। প্রস্থাত উল্লেখ করা প্রয়োজন বে, ভারতে এখন সরকারী হিসাব অনুযায়ীই ২ কোটির ওপর বেকার রয়েছেন, দারিদ্রের প্রান্তসমীমার বসবাসকারী মানুবের সংখ্যা ৩৩ কোটি অতিক্রম করে গেছে।

## লোভয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক অগ্রগতি

১৯১৩ সালে জারতন্ত্রের শাসনকালে বেখানে বিশ্বের মোট শিলেপাংপাদনের মাত্র ৪ শতাংশ উৎপন্ন হোত সেখানে ১৯৭৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন একাই ২০ শতাংশ উৎপন্ন করেছে। ১৯৭৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরান্দ্রের চাইতে ৩৪ শতাংশ বেশি তেল এবং ২৬ শতাংশ বেশি কয়লা উৎপাদন করেছে।

১৯৮০ সালের প্রথম ৬ মাসে সোভিরেত ইউনিয়ন ০৬-২০ কোটি টন কয়লা, ৫-৪৭ কোটি টন অপরিশোধিত লোহ, ৭-৫৯ কোটি টন ইম্পাত এবং ৯২ লক্ষ টন ইম্পাত টিউব উৎপন্ন করেছে। শ্রমিক ও অফিস কর্মচারীদের গড় মজ্বী ৩-৬ শতাংশ বেড়েছে। সামাজিক ভোগের তহবিল থেকে স্ব্যোগ-স্ববিধাদানের পরিমাল ৫,৬০০ কোটি রবল অতিজম করেছে।

## গণসাধারণতন্ত্রী চীন

১৯৭৭-৭৯ সালের মধ্যে ১ কোটি ৯৩ লক্ষেরও বেশি যুবক এবং অন্যান্যদের রাণ্ট্রের কাজে নিয়োগ করা হয়েছে।

গণসাধারণতন্দ্রী চীনের সরকার ১৯৭৮ সালের অর্থনৈতিক অগ্রগতির এই পরিসংখ্যানগ্রনি প্রচার করেছেঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন— ৩০,৪৭,৫০,০০০ টন (১৯৭৭ সালের তুলনার ৭·৮ শভাংশ বেশি); শিলেপাংপাদনের মোট ম্লা ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালে বধান্তমে ১৪·৩ শতাংশ এবং ১০·৫ শতাংশ বেড়েছে; ১৯৭৭ সালে ইন্পাত উৎপাদনের পরিমাল ছিল ২,০৪,৬০,০০০ টন; ১৯৭৮ সালে এটা বেড়ে হরেছে ০,১৭,৮০,০০০ টন, অর্থাৎ ব্শিষর হার ৫৫·৩ শতাংশ; করলা উৎপাদন—৬১·৮০ কোটি টন (১৯৭৭ সালের তুলনার ২৮ শতাংশ বেশি); অপরিলোধিত তেল—৮·৭০ কোটি টন (১৯৭৭ সালের তুলনার ১৯·৫ শতাংশ বেশি); খ্টরো বিক্রম ১৬ শতাংশ বেড়েছে (জনসাধারণের ক্রমক্রমতা ব্শিষর একটি চিহু); যৌথ সংস্থাগ্লিল থেকে কৃষকদের আর ১৭·৭ শতাংশ বেড়েছে; দেশের শতকরা ৬০ জন শ্রমিক-কর্মচারীর বেতন ব্শিষ্ব প্রেরছে; জাতীর রাজস্ব সংগ্রহ ৪৪·৪ শতাংশ বেড়েছে (কর না চাপিরে)।

চীনে ১৯৪৯ এবং ১৯৭৯ সালের মধ্যে শিল্পোংপাদন বার্ষিক ১০ শতাংশ হারে বেড়েছে। ভারতে এই বৃন্দির হার ৬ শতাংশ মাত্র।

#### চীন ও ভারত

এখানে কোন তুলনাম্লক চিত্র তুলে ধরা অর্থহীন। কারণ চীনে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা স্নৃদ্ঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর ভারত ১৯৪৭ সাল থেকে বিকাশের পঞ্জিবাদী রাস্তা গ্রহণ করেছে।

ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সংশ্য সবাই পরিচিত। বেকারী বাড়ছে, মুদ্রাস্ফীতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, দারিদ্রোর প্রান্ত-সীমার নিচে বসবাসকারী মান্বের সংখ্যা বাড়ছে, দেশের আয় ও সম্পদ্ মুণ্টিমেয় কয়েকটি গোন্তীর হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। জাতীয় আয় ব্দিধর হার নগণ্য। পর্বজিবাদী রাস্তার এই পরিণতি হতে বাধ্য।

নভেম্বর বিশ্লব বার্ষিকী পালনকালে আমাদের দুই ভিন্ন মতাদৃশ ও দুই ভিন্ন রাস্তার মধ্যে ম্বন্দর ও সংঘাতের কথা প্রতি-নিয়ত স্মরণ করতে হবে এবং তার থেকে যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

## [ नवीरनत्र किळात्रा : अवीरनत छेउत्र/४ भ्रम्धेत स्मवाश्य]

আজও নভেম্বর বিশ্লবের সেই মূল আদর্শ এবং নীতির সংশ্যে বিশেষ করে লেনিনের বিশ্লবী চিন্তাধারা এবং নীতির সংশ্যে নতুন করে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী রকম আছে।

## जामर्गाटक छेरधर्न जूटन धतरङ हरन

নভেম্বর বিশ্বব বার্ষিকী উপলক্ষে আজকের যুব সমাজকে সেই মহান আদর্শকে উধের্ব তুলে ধরার আহ্বান জ্বানাই। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পতাকা তুলে ধরতে পারলেই যুব সমাজ আমাদের দেশেও যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

## হতাশার স্থান নেই

আপনারা—নভেম্বর বিশ্ববের আশা প্রত্যাশা কতটা প্রেণ হয়েছে জিজ্ঞাসা করেছেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে হতাশাকে কখনও প্রশ্রয় দিই নি। মার্কসবাদ-কোননবাদ আমাদের আয়-বিশ্বাসে বলীয়ান করে তুলেছে। আজকের যুব সমাজকেও সেই মার্কসবাদ-লোনিনবাদের আদশে বলীয়ান হয়ে উঠতে হবে।

প্রবাণ জননেতা আবদ্ধর রাজ্জাক খানের সাক্ষাৎকার অংশটি পরবর্তী সংখ্যার ছাপা হবে।

# জনশিক্ষার প্রসার ঃ সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে

## স্কুমার দাস

ষে কোন দেশে শিক্ষার গ্রেব্র অপরিসীম। শিক্ষা ভিন্ন মানুষের ব্যক্তিমের বিকাশ হয় না, তার মধ্যে যে ক্ষমতা অর্ন্তনিহিত রয়েছে তার সমাক্ সম্বাবহার করা সম্ভব হয় না। শিক্ষার সামগ্রিক প্রসার ভিম দেশের অর্থনৈতিক উময়ন কিছুতেই কাম্য লক্ষ্যে পেণছতে भारत ना। कनमाधातरावत मकल जाश्य यीम भिक्किल ना रुस्न दान्धे छ সমাজের নতুন ধ্যানধারণার সংগ্যে যদি তারা পরিচিত না হয়, উৎপাদনের নতুন পর্ম্মাত যদি তারা গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে দেশের কোনর প উল্লয়ন কর্ম স্কেটিই সফল হতে পারে না। তাই কেবল বিদ্যায়তনের সাধারণ শিক্ষা নয়, সামগ্রিকভাবে জন্মিক্ষার ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন। বিদ্যায়তনে শিক্ষার সুযোগ থেকে নানা-ভাবে বণ্ডিত বিস্তীর্ণ জনসমাজের মধ্যে শিক্ষার বাণী পেণছে দিতে হবে। এবং, যারা বিদ্যায়তনে পাঠের স্বযোগ পেয়েছে তাদেরও পরবতী জীবনে নতুন নতুন বিষয়ে জ্ঞানাজনের স্বযোগ রাখতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতে আজও কি সাধারণ শিক্ষা, আর কি জনশিক্ষা, কোন দিকেও উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। তাই, স্বাধীনতার তেগ্রিশ বংসর পরেও দেশের শতকরা ৬৬ জন মানুষ নিরক্ষর রয়ে গেছে।

বেসব মান্র এখন দেশে শিক্ষার স্থোগ পাছে, তারাও যে শিক্ষা পাছে তা-ও সমাজের প্রয়োজনের দিক থেকে সম্পূর্ণ অপ্রাসণিক, চরিত্র গঠনের দিক থেকে অসম্পূর্ণ এবং উৎপাদন ব্যবস্থার সংশ্য সম্পর্করিছত। তাই দেখা যায়, এই শিক্ষা গ্রহণের পরে ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশই সমাজের কোন কাজে নিজেদের নিয়োগ করতে পারে না। ইংরেজ শাসনের স্বর্তে কেয়ানী তৈরীর জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল আজও মোটাম্নিট তাই চলছে। যেট্রকু পরিবর্তন হয়েছে তা ওপর ওপর। মোলিক কোন পরিবর্তন হয় নি। বর্তমান যুগের উপযোগী ভারতের বর্তমান অবস্থার সংশ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন কয়া হয় নি। জনশিক্ষার ক্ষেত্রে, তা বয়স্ক শিক্ষাই হোক, আর গ্রন্থাগরে ব্যবস্থাই হোক, বা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় এত সামান্য যে উল্লেখের মধ্যেই পড়ে না।

এই অবস্থার পরিবর্তন চাই। নতুন ছেলেমেরেদের সাধারণ শিক্ষার সপের সংগ্রে ব্যাপক জনসমাজের মধ্যে প্ররোজনীর শিক্ষান্দানের ব্যবস্থা কিভাবে করা যায় তা ভাবতে হবে। এবং, এই ব্যাপারে বিভিন্ন সমাজতাশ্বিক দেশের অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগবে। তবে মনে রাখা দরকার, সমাজতাশ্বিক দেশে যা সম্ভব হয়েছে, ভারতের মত প্রক্রিবাদী দেশে তা সম্ভব নয়। এই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা প্রক্রিবাদীরা নিজেদের স্বার্থে পরিচালনা করার চেন্টা করবে। এতদিন পরেও ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা যে ম্লত উচ্চবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত একটি 'elitist system' রয়ে গেছে, গ্রামের দরিদ্র কৃষক, কারখানার শ্রমিক, শহরের বস্তীবাসীদের ছেলেমেরেরা শিক্ষার বাইরে থেকে গেছে, তার কারণ এই। বর্তমান সমাজকাঠামোর মধ্যে এই ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন অসম্ভব। শিচ্চমবংগের মত রাজ্যে যেখানে বামফ্রন্ট সরকার রয়েছে সেখানেও নয়। কারণ, এই সমাজব্যবস্থার শিক্ষার জন্য প্রেরাজনীয় অর্থ-

সংস্থান করা যাবে না, বিভিন্ন কারেমী স্বার্থের গোষ্ঠী সংবিধান-প্রদন্ত বিশোষ অধিকারের বলে নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত ভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা বজার রাখবে, এবং সর্বোপরি শিক্ষাকে সংবিধান সংশোধনের স্বারা রাজ্য তালিকার পরিবর্তে কেন্দ্র তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের সামগ্রিক কর্তৃত্ব স্থাপন করা হয়েছে। তথাপি, এর মধ্যেও যতট্বুকু করা সন্ভব, তা করতে হবে। এবং, ভবিষ্যতের শিক্ষানীতির পরিকল্পনা প্রস্তৃত্ব করতে হবে। এবিং থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা প্রার্থিক।

অক্টোবর বিশ্লবের পর লেনিন সোভিয়েত ইউনিয়নে যে ক'টি কাজের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেন তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হল নিরক্ষরতা দ্বৌকরণ। প্রাক-বিপ্লব জারশাসিত রাশিয়ায় দেশের শতকরা মাত্র ২৫ জন লোক শিক্ষালাভের সূযোগ পেয়েছে। গ্রামাণ্ডলে এই হার আরও কম-শতকরা মাত্র ২০। শতকরা ৮০ জন লোককে আশিক্ষিত রেখে নতুন সমাজ গড়া যায় না। তাই লেনিন নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। ১৭ই অক্টোবর, ১৯২১ সালে অন্থিত রাজনৈতিক শিক্ষাবিভাগগ,লির দ্বিতীয় সারা রুশ কংগ্রেসে ভাষণ দিতে গিয়ে লেনিন বলেন, "আমাদের দেশে নিরক্ষরতার মত একটা জিনিস যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ রাজনৈতিক **শিক্ষার কথা বলাটা বাড়াবাডি। এটা একটা রাজনৈতিক সমস্যা নয়**. এটা এমন একটা অবস্থা যা ছাড়া রাজনীতি নিয়ে কথা বলা নিরথকি। নিরক্ষর ব্যক্তি পড়ে রাজনীতির বাইরে। আগে তাকে অ-আ-ক-থ শিখতে হবে। সেটা ছাড়া কোন রাজনীতি হতে পারে না। সেটা ছাড়া হয় গ্রেক্তব, জলপনাকলপনা, রূপকথা আর বন্ধধারণা, কিন্তু রাজনীতি নয়।" এই কারণে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় যেমন প্রচুর বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে তেমনই সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিপলবের সময় গ্রামের জমিদারদের কাছ থেকে যে সব বই ছিনিয়ে নেয়া হয় তা সকলের ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগারে রাথা হয়। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় প্রথম দিকে কাগজের অভাব, ছাপাখানার অভাব, বই-এর অভাব, তথাপি সমবেত চেন্টায় এই সমস্যার মোকাবিলা করা হয়। কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন এবং লাল ফৌজকেও এই নিরক্ষরতা দ্রীকরণের অভিযানে যুক্ত করা হয়।

অন্যান্য সমাজতালিক দেশেও নিরক্ষরতা দ্রীকরণের ওপর এই জার দেরা হয়। যুশ্ববিশ্বস্ত পোল্যান্ডের প্নগঠিন পরিকলপনায় অন্যতম প্রধান গ্রেছ লাভ করে এই নিরক্ষরতা দ্রীকরণ। ভিয়েতনামে মুভিসংগ্রাম চলার সময়েই হো-চি-মিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা নিরক্ষরতা দ্রীকরণের কাজ শ্রু করেন এবং এই কাজে তারা অনেকটা সফলও হন।

কেবল শিক্ষার প্রসার নর, লেনিন আর একটি বিষয়ের ওপর বিশেষ জ্যোর দেন। তা হল সমগ্র জনসমাজকে নতুন রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা। যারা জারের আমলে শিক্ষা গ্রহণ করেছে, বড় হয়েছে তারা বৃজ্জোয়া ধ্যানধারণায় প্র্নট। নতুন সমাজতাশ্রিক চিন্তার সংগ্য তারা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছে না। শিক্ষক- সমাজের অধিকাংশই নতুন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, বিরুদ্ধে অন্য বৃদ্ধি-জীবীরাও। এদের মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য সর্বস্তরে ব্যাপক রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন হয়েছে। এই প্রসংগই লেনিন সাংস্কৃতিক বিস্পাবের কথা বলেছেন। চীনেও সাংস্কৃতিক বিস্পাবের উদ্দেশ্য তাই ছিল। কিম্তু তা বিপথগামী হয়েছে।

বিশ্ববোত্তর রাশিয়ায় দেশের উৎপাদনব্দির কাজে প্রামক কৃষককে উৎসাহিত করার জন্য, কৃষিতে যৌথ খামার ব্যবস্থা, এবং ভোগ্যপণ্য বন্টনে সমবায় সমিতির ব্যবহারের জন্যও ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন হয়েছে। এটাও জনশিক্ষা কর্মস্ট্রীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংবাদপত্রকেও ব্যবহার করা হয়েছে এই কাজে।

সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সকল সমাজতান্ত্রিক দেশেই যে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় তাতে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সর্বাধিক গ্রুত্ব দেয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সর্বত্র বাধ্যতামূলক। শিক্ষার অধিকার সংবিধানস্বীকৃত অন্যতম নাগরিক অধিকার।

শিক্ষানীতি নির্ধারণে প্রামক, কৃষক ও অন্যান্য সাধারণ মানুবের ছমিকা সমাজতাশ্যিক দেশে স্বীকৃত। জার্মান গণতাশ্যিক প্রজাতশ্যে নতুন শিক্ষা নীতি স্থির করার জন্য যে কমিশন গঠন করা হয় তাতে শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক ছাড়াও প্রামক, কৃষক, ছাত্র ও যুব সংগঠনের প্রতিনিধিদের নেয়া হয়। এই কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশ করে সর্বস্তরে তার ওপর জাতীয় বিতকের ব্যবস্থা করা হয়। তারপর কেশ্রীয় আইনসভায় ২৫শে ফেরুয়ারী, ১৯৬৫ সালে সমাজতাশ্যিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করে নতুন শিক্ষা নীতির প্রবর্তন করা হয়।

সমাজতাশ্যিক দেশের শিক্ষানীতি বৃদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির পক্ষে। বৃদ্ধে ক্ষতবিক্ষত জার্মানী, পোল্যান্ডে প্রথম থেকেই বিদ্যালয়ে ছেলেমেরেদের মনে বৃদ্ধের বভীষিকা সম্পর্কে সচেতন করা হয়, শান্তির পক্ষে তাদের মনকে গড়ে তোলা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বহু জাতিগোষ্ঠীর বাস। জারের আমলে এদের মধ্যে শিক্ষার কোন প্রসারই হয় নি। অধিকাংশ ভাষাগোষ্ঠীর পৃথক ভাষা থাকলেও অনেকেরই পৃথক কোন লিপি ছিল না। সমাজতন্ত্রের আমলে এদের পৃথক লিপি গড়ে তোলা হয়েছে, এদের মধ্যে শিক্ষার সামগ্রিক প্রসার হয়েছে এবং এদের পৃথক সংস্কৃতির বিকাশের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হয়েছে।

স্কুল কলেজের শিক্ষার পরেও শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষাকে 'Continuing Process' হিসাবে গণ্য করা হয়। সকল সমাজতান্দ্রিক দেশে কারখানায়, অফিসে, ক্রমিখামারে সর্বন্র সাংতাহিক.

সান্ধ্য ক্লাণের মাধ্যমে সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্লেন্তে নতুন ধ্যানধারণা, রান্দের গৃহীত নতুন নীতি ও উৎপাদনক্লেন্তে প্ররোজনীয় নতুন প্রবৃত্তিবিদ্যার বিষরে শিক্ষা দেরা হয়। প্রমিক ও কৃষক সংগঠন এই ব্যাপারে গ্রেম্পূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া ডাক্ষযোগে শিক্ষাব্যবস্থা বা Correspondence Course-ও আছে। পোল্যান্ডে শিক্ষানীতি নির্ধারণা, শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার পোলিশ টিচার্স ইউনিয়নের ভূমিকা এই প্রসংশ্য বিশেষভাবে উল্লেখবোগ্য।

সমাজতাশ্রিক দেশগর্নাকতে শিক্ষার প্রতিটি স্তরেই এক রক্ষের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। পর্বাজ্ঞবাদী দেশের মত নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান নেই। এবং সব প্রতিষ্ঠানই সমাজের সম্পত্তি। ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠান এ সব দেশে নেই। যুগোস্পাভিয়ায় বিদ্যায়তনগর্না স্ব-পরিচালিত প্রতিষ্ঠান (Self managing institution) রুপে পরিচালিত। স্ব-পরিচালনার ব্নিয়াদী সংস্থা রুপে যে বিদ্যায়তন পরিষদ রয়েছে তা প্রধানত শিক্ষক ওছাত্র প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত।

সমাজতান্ত্রিক দেশে সর্বস্তরের শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে দেয়া হয়। সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের স্বার্থ এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

সমাজতানিক দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আজ যদি ভারতে জনশিক্ষার প্রসার করতে হয় তাহলে সর্বাধিক গ্রেছ দিতে হবে নিরক্ষরতা দ্বৌকরণের ওপরে। বয়স্ক নিরক্ষরদের স্বাক্ষর করার অভিযানে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুব, শিক্ষক সংগঠনের সামগ্রিক অংশগ্রহণ চাই। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে ব্যাপক করতে হবে। বিদ্যায়তনের শিক্ষা শেষ হবার পরেও সবাই যাতে নির্মাত শিক্ষার মধ্যে থাকে তার জন্য কল-কারখানা, অফিস কাছারী গ্রামগঞ্জ সর্বত্র কর্মে নিয়ত্ত লোকেদের জন্য সাম্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক সংক্ষিণ্ড শিক্ষাক্রম চাল, করতে হবে। ব্যাপকভাবে সর্বত্র করেসপন্ডেন্স কোর্সের প্রবর্তন করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বর বাধ্যতা-মূলক করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী, বেসরকারী, মিশনারি, স্থানীয় স্বায়ন্তশাসন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সংস্থার যে বহুমুখী কর্তৃত্ব আছে, তার অবসান ঘটিয়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারী পরি-চালনায় নিয়ে আসতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে স্পণ্টভাবে ঘোষণা করতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে মান্যের দৃষ্টিভগীকে বর্তমানকালের উপযোগী করতে হবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষার পরিচালনায় পূর্ণ গণতন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারীদের হাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে।

# নভেম্বর বিপ্লবের দর্পণে বাংলা সাহিত্য ও সংবাদপত্র

## जन्नम् हरद्वाभाशाम

#### n sp n

প্রথিবীতে স্ফৌর্ঘ ঐতিহাসিক কাল থেকে বহু, বিদ্রোহ বিশ্লব ঘটে গেছে. সেগালির স্বারা শোষণের ভিত্তি বারবার কম্পিত হয়েছে কিল্ড শোষণের অবসান ঘটে নতুন সমাজব্যবন্থা গড়ে ওঠে নি। একদল শোষকের পরিবর্তে আরেক দল শোষকের আবিভাব ঘটেছে। প্যারি কমিউন কিছু দিনের জন্য ক্ষমতা দখল করলেও আর্বাশ্যক প্রস্তৃতির অভাবে স্থায়ী হতে পারে নি। প্যারি কমিউনের দূর্বলতার দিকে অপ্যালি নির্দেশ করে কার্ল মার্কস ভবিষ্যং শ্রমিক শ্রেণীর বিস্করের বৈজ্ঞানিক গতিপথ নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। রুশ বিস্পবের রূপকার মহান লেনিন সেই শিক্ষার আলোকে ধাপে ধাপে ১৯০৫ সালের অভ্যথান, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিশ্লব এবং পরিশতিতে নভেন্বর বিপ্লবের মাধ্যমে বিশ্বের বাকে সর্বপ্রথম সফল বিস্লবের বিজয় বৈজয়নতী রচনা করলেন এবং শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের তত্ত্বের ভিত্তিতে সমাজতান্দ্রিক র,শিয়ার গোড়াপত্তন করলেন। প্রতিবিশ্লবী সোশ্যাল রেভোলিউশনারী ও ট্রটিস্কপন্থী প্রমাখদের বিরাশে নিরবচ্ছিল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করলেন সামাজ্যবাদী দুর্গান্বারা পরিবেণ্টিত হয়েও প্রথিবীতে একক একটি **দেশে সমাজতন্ম গড়ে তোলা স**ম্ভব। আর সেই সমাজতান্ত্রিক রাণ্ট্র হবে বিশ্ববিশ্ববের উৎসম্খ এবং দর্নিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবন্ধ করার দঢ়ে ভিত্তি।

লেনিন-স্তালিনের নেতৃত্বে এই বিশ্লব এবং পরবতী সমাজ-তাল্তিক নির্মাণ-কার্য শুধু প্রজিবাদী দেশে শুমজীবী মানুষের ম,বির আকাশ্সা তীর করান তাই নয়, উপনিবেশিক রাণ্ট্রগালিতে জাতীয় মৃত্তির আন্দোলনেও নতুন এক দ্ভিটকোণ এনে দিয়ে-ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সপো অর্থনৈতিক মাজির প্রশ্নটিও ওত-প্রোতভাবে বিজ্ঞতিত হয়ে যায়। ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের স্তর ক্ষমতা হস্তান্তরের স্তর থেকে প্রায় বিস্লাবের স্তরে র**্পান্তরিত হ**য়। রুশ বিস্পবের বহু কৌণিক সাদ্রেপ্রসারী প্রভাব তাই দেশ-বিদেশের প্রতিক্রিয়াচক্রকে আতিৎকত করে তলেছিল। তাই চক্রান্তের পর চকাল্ড, একের পর এক গৃহব,শ্ধ, বহিবি,শ্ধ নবজাত সমাজতাল্ডিক র শিরাকে ম কাবিলা করতে হয়। লেনিনের স ্যোগা সহযোগী শ্তালিনের নেতৃত্বে রুশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ও মহান জনগণ দীর্ঘস্থারী সংগ্রাম ও সীমাহীন আদ্মত্যাগের পথে সেই চক্তাস্ত-গ,লৈ ব্যর্থ করে দিয়ে মার্কসবাদ-লোননবাদের অমোঘ জয়বাচা অব্যাহত রেখেছিলেন। ইতিহাসের কঠিনতম লড়াই হরেছিল ন্বিতীয় বিশ্ববৃদ্ধে ফ্যাসিবাদী অক্ষণন্তির সংগ্যে সমাজতান্ত্রিক র,শিরার। নবজ্ঞবেমর অফ্রকত প্রাণশক্তিতে সম্বধ বিশ্ববেত্তর র,শিরার জ্বনগণ স্তালিনের নেতৃত্বে মত্যপণ লড়াইরের মধ্য দিয়ে প্রথম সমাজতান্তিক রাষ্ট্রকে রক্ষা করেছিলেন তাই নয়, প্রথিবীর এক-তৃতীয়াংশ ভূমি থেকে প্রিক্তিবাদ উৎথাত করতে প্রধান সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। আজ সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের বির্ত্থে সমাজ-তান্দ্রিক শিবির রচিত হরেছে। মহান চীনের বিশ্লব, ল্যাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের মুক্তি, সর্বশেষ ভিরেতনামের অসাধারণ

তাৎপর্যপূর্ণ বিজয় সমগ্র বিশ্বে ভারসাম্য পার্ণেট দিয়ে সাম্বাজ্য-বাদকে কোণঠাসা করে দিয়েছে, দেশে দেশে শোষক শ্রেণীকে কাঠ-গভায় দাঁভ করেছে।

এই সমস্ত পরিবর্তনের কার্যকরী স্তুপাত ঘটেছিল নভেম্বর বিশ্লবের দিনগালি থেকে। রুশিয়ার নভেম্বর বিশ্লব দেশে দেশে মার্ভি-সংগ্রামের শ্বার উন্মোচন করে দিয়েছিল। এই বিশ্লবের আশতর্জাতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে দয়েছিল। এই বিশ্লবের আশতর্জাতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে কমরেড স্তালিন বলেছেনঃ "অক্টোবর বিশ্লবের বিজয় স্বাচত করে মানবজ্ঞাতির ইতিহাসের একটি ম্লগত পরিবর্তন, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক নিয়ডিতে একটি আম্ল পরিবর্তন, বিশ্ব প্রামক শ্রেণীর মার্ভি আন্দোলনে একটি আম্ল পরিবর্তন, সংগ্রামের পম্পতি এবং সংগঠনের ধরনসম্হে, জ্বীবন্যাতা ও ঐতিহাগালের রীতিনীতিতে, সারা বিশ্বব্যাপী ব্যাপক শোষিত জনগণের সংস্কৃতিতে ও মতাদর্শে আম্ল পরিবর্তন।"

## ॥ मृदे ॥

প্রথম বিশ্বয়ন্থের সর্বব্যাপী আঘাত এবং রুশ দেখের প্রথম সর্বহারার বিক্লব সমগ্র ভারত তথা এশিয়াভূমিকে প্রচণ্ডভাবে আলোডিত করেছিল এবং মাক্তি আন্দোলনের মতাদর্শে সংযোজিত হল নতুন চেতনা। মূল্তি আন্দোলনে বুর্জোয়া নেতৃত্ব ও বুল্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের পাশাপাশি শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর ভূমিকার অবশাশ্ভাবীতার প্রতি রাজনৈতিক দুন্টি এনে দিল। শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্লব, সমাজতন্দের অগ্রগতির শিক্ষায় বাংলার শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে এক গুলগত পরিবর্তন দেখা দিল এবং ক্রমশ সংগঠনের রূপ নিতে থাকল। বিশের দশকের শ্রের এই দিনগ,লির অবস্থা বর্ণনা করে শ্রুমের মূজফ্ফর আহ্মদ লিখেছেন: "দেশের অবস্থা এখন খ্বই গ্রম। তাপের ওপর চড়ালে জল যেমন টগ্রগ করে ফোটে, দেশের বিক্ষাস্থ মান্ত্রও সেই রকম টগবগ করে ফ্ট-ছিল। পাঞ্জাবে যে নিষ্ঠার অত্যাচার হয়েছিল সেই কথা দেশের জনসাধারণ আজও ভোলেন নি। ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার আইন দেশের লোকেরা মেনে নিতে চাইলেন না কিছ,তেই। আবার বড় বড় নেতারা এই শাসন-সংস্কার কাজে লাগাতে চাইতেন। পর্বত ও সমনেদ্রের বাধা কাটিয়ে রুশ দেশের মজনুর শ্রেণীর বিশ্লবের খানিকটা ঢেউ এদেশেও পেণিছেছে। মজর শ্রেণী চণ্ডল হয়ে উঠেছে।"

নভেম্বর বিশ্লবের প্রভাব যে এদেশে একদল বিশ্লবী মার্কসবাদে দীক্ষিত কমী গড়ে তুলছিল শুধু তাই নয়, বুর্জোয়া নেতাদের মধ্যেও তাৎপর্যপ্র্ ছাপ ফেলেছিল। ১৯২০ সালে প্রতিণ্ঠিত অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে লালা লাজপত রায় বলেন ঃ "সামরিকতন্য এবং সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্যের যমজ সন্তান; এরা তিনের মধ্যে এক এবং একের মধ্যে তিন। এদের ছায়া, এদের ফল, এদের বন্দকল—সব কিছুই বিষাত্ত। একমায়ে সম্প্রতি এর পাল্টা শত্তি আবিস্কৃত হয়েছে এবং সেই

পাল্টা শব্ধি হচ্ছে সংগঠিত প্রমিক প্রেণী।" সাম্বাজ্যবাদী ইংরেজের শ্যোনদৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে প্রবাসে ও দেশের অভ্যন্তরে বিশ্লাবের ক্রমেডানিস্টরা পার্টি গড়ে তুললেন ধীরে ধীরে। শ্রুর হল সম্পূর্ণ নতুন এক গশঙ্কাগরণের সাধনা, ভারতবর্ষের ভিত বদলের সংগ্রাম।

ভিত বদলের সংগ্রাম বখন বিস্তবী সর্বহারা মান্বেরা শ্রু করে, শোষণের জগন্দল পাথর সরানোর লড়াই বখন চতুর্দিকে কাঁপন তোলে তখন উপরিতলে অর্থাং চিন্তা, চেতনা, সংস্কৃতিতেও নতুন সংগ্রাম জন্ম নের। শিল্পী, সাহিত্যিক, বৃন্ধিজীবীদের এক বিশিষ্ট অংশ কখনও বৈজ্ঞানিক চেতনার, কখনও মানবিকতাবোধে সভ্যতার পিলস্কে এইসব নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুবের পাশে এসে দাঁড়ান। কারেমীস্বার্থের প্রস্তর দুর্গে আছড়ে পড়ে গণজাগরণের ঢেউ আবহাওরার নব বসন্তের আগমনী বার্তা। হেমন্তের ঝরা-পাতার বিষয়তা ও গর্ভস্থ বসন্তের আগমনী গান তখন শিল্পী, সাহিত্যিকদের কণ্ঠে। বিশের দশকেই শ্রমিক-কৃষক সংগঠনগর্নালর মুখপর প্রকাশ হতে থাকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে। বাংলাদেশে 'গাবালী', বোদবাইতে 'ক্লান্ডি', পাঞ্জাবে 'কীডি', সংযুক্ত প্রদেশে 'ক্রান্ডিকারী' ইত্যাদি পঢ়িকা নভেন্বর বিস্পবের আদর্শে মেহনতী মান,বের মধ্যে প্রচারকার্য শ্রুর, করে। মীরাট বড়বন্দ্র মামলার মুক্তফ্র আহ্মদ প্রমুখ নেতৃব্দের গ্রেম্তারের পর প্রচম্ভ দমন-পীড়ন আরম্ভ হয়ে যাওয়ায় পত্রপত্রিকার প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

এর পরে তিরিশের দশকে বাংলা দেশে আবার বহু পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকে। বেমন, সাশ্তাহিক 'চাবীমন্ত্রর' (১৯৩২), সম্পাদক—বৈদ্যনাথ মুখাজী, 'দিনমজ্বর' (১৯৩৩), মার্কসবাদী (১৯৩৩), সম্পাদক—অবনী চৌধুরী, 'মার্কসপস্থী' (১৯৩৩), সম্পাদক—আবদ্বল হালিম, 'গণশন্তি' (১৯৩৪), সম্পাদক—সরোজ মুখাজী, 'জগণীমজ্বদ্রর' (হিন্দী), সম্পাদক—সোমনাথ লাহিড়ী, 'মাসিক গণশন্তি' (১৯৩৭), সম্পাদক—মুজফ্কর আহ্মদ, বন্ধিক্য মুখাজী, সোমনাথ লাহিড়ী, পাঁচুগোপাল ভাদ্বড়ী প্রমুখ, 'আসে চলো' (১৯৩৮), সম্পাদক—আবদ্বল হালিম। বলাবাহ্বল্য সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ নভেম্বর বিশ্লবের আদশে প্রকাশিত এইসব পত্র-পত্রিকার প্রচার সহ্য করে নি। বারবার এইসব পত্রিকার উপর আক্রমণ নেমে এসেছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন নামে বৈশ্লবিক আদশের মুখপত্র প্রকাশ অব্যাহতই থেকেছে।

শ্ব্যু মার্কসবাদে উদ্বৃদ্ধ পরপত্রিকা নর, স্বাধীনতা আন্দোলনে চরমপন্ধী ও নরমপন্ধীদের টানাপোড়েনে ও শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিন্তের আন্দোলনের অভিঘাতে জাতীয়তাবাদী পতপত্রিকার চরিত্রেও রুপান্তর আসে। তংকালীন 'আনন্দবান্তার পাঁচকা' প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজ্বমদারের স্ব্রোগ্য সম্পাদনার বেমন সামাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে পালন করেছিল তেমন শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সংবাদাদি প্রচারেও সহারতা করেছিল। কিন্তু অচিরেই সত্যেন্দ্রনাথ মজ্বমদারকে অপসারণ করে প্রতিক্লিরার শিবিরের নেতৃত্ব গ্রহণ করে আর সেই নোংরা চরিত্র আজ্ঞও বহন করে চলেছে। তাছাড়া সংবাদপত্রের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার সংগ্র সপ্যে মধ্যবিত্ত বিশ্ববী আদর্শ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল সাম্তাহিক ব্যান্তর', 'বন্দেমাভরম', 'সন্ধ্যা', 'সাম্তাহিক স্বাধীনতা' প্রস্থৃতি পদ্রপান্রকা। মার্কসবাদী বিক্তবী আদর্শ নিয়ে মুক্তফর আহ্মদ ও কান্ধী নজরুল ইসলামের উদ্যোগে এই সমর 'নবযুগ', 'লাণ্গল' ও 'ধ্মকেড' প্রভৃতি পরিকা প্রকাশিত হয়ে এক গশব্দাগরণের স্বৃত্তি করে। পরবভাকালে 'দৈনিক' স্বাধীনতা' শ্রমজীবী মান,বের 'সভাষ্যুগ' পগ্রিকাও সাধারণ মানুবের পক্ষ অবলম্বন করে গণ-

ভাল্যিক সাংবাদিকভার উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করে। এ ছাড়াঙ্ক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপররুপে বিভিন্ন সমর 'ব্যাধীনভা', মতামভ' ইত্যাদি পরিকা প্রকাশিত হর। শ্রেণী সংগ্রামের তীরতার সপ্রেণ সপ্রেণ পরপরিকাগ্যলিও ক্রমণ শ্রেণী চরিত্রে বিপরীভ কোটিতে অবস্থান গ্রহণ করতে থাকে। তথাকথিত জাতীরতাবাদী চরিত্রের ইতিবাচকভা হারিরে আন্দোলন সংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যক্তিগত মালিকানার পরপরিকাগ্যলি বহুল প্রচারের সোভাগ্যনিরেও জনস্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে থাকে।

#### ॥ जिन ॥

সমাজ বিশ্বৰ তো শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনে না, শিল্পসাহিত্যের জগতেও নিয়ে আসে পালাবদলের জোয়ার। সাহিত্য শিল্পের সাধারণ উল্দেশ্য সব সময়ই সামাজিক মান,বের শুভাশুভ বিচার বিশেলষণ করা। মানবভাবাদী লেখকেরা সমাজ সংসারের সমস্ত মানুবের মঙ্গাল বিধান করতে গিয়ে এমন এক ধরনের চেতনার শিকার হয়ে পড়েন যেখানে স্ব-অস্বের, শোষক-শোষিতের ভেদাভেদ থাকে না। ফলে তাঁর স্বারা কায়েমীস্বার্থের শরীরে আঁচডটিও লাগে না। কিন্তু নভেম্বর বিপ্লব ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন লেখকদের সামনেও এ প্রশ্ন নিয়ে এল--সকল মানুষের শুভ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে হতে পারে না। অসম সমাজ-ব্যবস্থার অবসান ঘটানর মধ্যেই ব্যাপকতর মান,বের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর সেই কাঞ্জের আহ্বান দর্নিয়াব্যাপী রেখেছে নভেন্বর বিশ্বর। সেই বিশ্ববের দ্রেন্ড আহ্বানে যথন রাজনৈতিক ক্ষেত্র আলোডিত তখন সাহিত্যের জগত তো দুরে থাকতে পারে না! পারেও নি। বাংলাদেশে শ্রমিক-কুষকের বিশ্লবী সংগঠন গড়ে ওঠার প্রায় সপো সপোই বিশ্ববী সাহিত্য রচনার স্ত্রপাত ঘটতে থাকে। আর এই সাহিত্যের অগ্রচারী দ্রণ্টা কাজী নজরুল ইসলাম, যিনি প্রত্যক্ষভাবে নভেন্বর বিশ্ববের ন্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। নজর্ব তখন সেনাবাহিনীতে কর্মরত। তাঁর তংকালীন সহকর্মী জমাদার শম্ভু রায় লিখেছেন : "তিনি অর্গানে একটা মার্চিং গং বাজানর পর নজরুল সেইদিন যেসব গান গাইলেন ও প্রবন্ধ পড়লেন তা থেকেই আমরা জানতে পারলাম যে রাশিয়ার জনগণ জারের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। গানবাজনা প্রবন্ধ পাঠের পর রুশ বিস্পব সন্বন্ধে আলোচনা হয় এবং লালফৌজের দেশপ্রেম নিয়ে নজরুল খুব উচ্ছবসিত হয়ে ওঠে। এবং ঠিক মনে নেই, সে গোপনে আমাদের একটি পত্রিকা দেখার।"

সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেই নজর্ল কবিতার এই বিশ্লবের জয়ধনি ছোকা করলেন:

তোরা সব জরধর্বনি কর।
তোরা সব জরধর্বনি কর।
ওই ন্তেনের কেতন ওড়ে
কাল-বোশেখীর ঝড়
তোরা সব জরধর্বনি কর।

প্রীঅচিদত্যকুমার সেনগন্ত তার 'জৈন্টের ঝড়' গ্রন্থে লিখেছেন: "এই কবিতা রাশিরার বিশ্ববাদকে অভার্থনা করে লেখা। তখন ভারতে বা বাংলার কোন নতুনের কেতন আর দেখা বাচ্ছে না, দিকদেশ দিতমিত হরে পড়েছে—একমান্ত আশার আলো জেলেছে নতুন মানবতাবাদ, অধিকারের সমন্ববাধ। এই আন্দোলনের স্ত্রপাত সিন্ধ্বশারের সিংহন্দারে, ভারতবর্বে নর, রাশিরার।" নজর্লের সর্বহারা' কাবাগ্রন্থের 'প্রমিকের গান', 'কৃষালের গান' প্রভৃতি কবিতা

এবং 'সাম্যবাদী'র কবিতাগন্তি মার্কসবাদে বিশ্বাস ও নভেশ্বর বিশ্ববের প্রত্যক্ষ প্রভাবে রচিত। এদেশে তিনিই সর্বপ্রথম আশ্তর্জাতিক সংগীত অন্বাদ করেন এবং শ্রমিকশ্রেণীর রন্ধ-পতাকা উত্তোলনের অকুণ্ঠ আহ্বান তিনিই প্রথম জানিরেছেন দেশ-বাসীর সামনে:

> ওড়াও ওড়াও লাল নিশান।... দ্বলাও মোদের রক্ত পতাকা ভরিয়া বাতাস জ্বড়ি বিমান ওড়াও ওড়াও লাল নিশান।

নজন্মলের সেনা-জীবনকালীন রচিত উপন্যাস 'বাথার দান'-এ লাল-ফৌজের ভূমিকার উল্লেখ আছে।

সে সময় 'গণবাণী', 'লাঙগল', 'ধ্মকেডু', 'অর্বাণ' প্রভৃতি পত্রিকায় নজর্ল ছাড়াও সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রনাথ সেনগৃংশু প্রম্থের রচনায় নবচেতনার ন্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে যতীন্দ্র নাথের চাষার বেগার, লোহার বাথা, বারনারী প্রভৃতি কবিতা এ-প্রসংগা উল্লেখ্য। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় অবশ্য ইতিপ্রেই (অর্থাৎ ১৯০৫ সালের) রুশ বিশ্লবের প্রভাব লক্ষাণীয়। যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখিত 'লেনিন' নামের কবিতাটি আমরা কখনই বিন্মৃত হতে পারি না। লেনিনের মৃত্যুর পরও যখন বৃর্জোয়া প্রশান্তিকাল্লি কুংসা করে চলেছে তখন প্রে বাংলার এই কবি শৃংধ্ লেনিনের প্রতি শ্রুখা নিবেদন করেছেন তাই নয় বিশ্লবের জয়গানে মুখর হয়ে উঠেছেন :

"বারংবার মৃত্যুবার্তা রটায়েছে বিশ্বদৃত হয় নি সে কাল অঙ্কে লীন এইবার মরেছে লেনিন। রুশের গগনসূর্য অস্তমিত আজ জনগণ অধিরাজ জীবন্যত জাতি চিত্তে জন্মলাইবে দীশ্ত হৃতাশন সত্য কি মরেছে লেনিন?"

তিরিশ ও চল্লিশের যুগে কল্লোল—কালিকলম—সংহতি প্রভৃতি সাহিত্য পাঁৱকাকে কেন্দ্র করে যে নবীন সাহিত্যিক গোষ্ঠী আবিভূতি হর্মেছলেন তাঁদের মধ্যে সাহিত্যের আণ্গিকগত সম্মাতি যেমন লক্ষ্য করা গিয়েছিল, তেমন দেখা দিয়েছিল সাধারণ অল্ডাজ জীবনযাত্রার মান্বের প্রতি গভীর প্রীতি ও আগ্রহ। বিশেষ করে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন, অশোক্রবিজয় রাহা, বিষ্ণু দে, দিনেশ দাস, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সূভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দু মৈত্র, অরুণ মিত্র প্রমুখের মধ্যে কম-বেশী নভেন্বর বিস্পবের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত গণচেতনা স্বতোৎসারিত হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে দ্ব-এক জনকে বাদ দিলে বেশীর ভাগই ভারতের প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন, ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পীদের সংগ্রাম, গণ-নাট্য আন্দোলন এমন কি কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্য যুক্ত ছিলেন। সংগ্রামের পায়ে পা মিলিয়ে এ'রা কবিতা লিখেছেন এবং তার বেশীর ভাগই নিপ্রীড়িত বঞ্চিত শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষপাতী। কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের '৭ই নভেন্বর', 'সোভিয়েট ভূমি', 'বিস্লব' প্রভূতি কবিতা বাংলা কবিতার জগতে দিক্তিক্সবর্প। স্কান্তের 'মধ্যবিত্ত', '৪২', 'কুষকের গান', 'বোধন', 'বিদ্রোহের গান', 'দিন বদলের পালা', 'একুশে নভেন্বর' প্রভৃতি বহু কবিতায় উন্নত কাবা-শৈলীতে রচিত হয়েছে বিশ্ববের জয়গাথা। সুকাল্ড লিখেছেনঃ

"কিছ্ব না হলেও আবার আমরা রম্ভ দিতে তো পারি পতাকায় পতাকায় ফের মিল আনবে ফেব্রুয়ারী এ নভেন্বরে সংকেত পাই তারি।"

বা

"দিক থেকে দিকে বিদ্রোহ ছোটে বসে থাকবার বেলা নেই মোটে রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে পূর্বকোণ।"

স-ভাষ ম-খোপাধ্যায়ের পদাতিক, অন্নিকোণ, চিরক্টে: জ্যোতিরিন্দ্র মৈতের মধ্বংশীর গাল, একটি প্রেমের কবিতা, নবজীবনের গান: মঞ্চলাচরণের মেঘ বৃষ্টি ঝড়; অরুণ মিত্রের কাঁটাতার; রাম বসুর তোমাকে, যখন যন্ত্রণা; কৃষ্ণ ধর, সিম্পেন্বর সেন, গোলাম কৃন্দু,সের কবিতা প্রভৃতি বাংলা প্রগতি সাহিত্যের রাজপথ নির্মাণ করে দিয়েছে। যে পথ ধরে আজও অসংখ্য কবি-সৈনিক পথ হে'টে চলেছেন কণ্ঠে রয়েছে তাঁদের অত্যাচারিত নিপাঁড়িত বাঁগুড মান্বের জীবনের জয়গান। স্বাধীনতাপরবতী অপশাসন ও স্বৈর-শাসনের দিনগর্নালতে যেসব কবি অণ্নিশপথে বিশ্লবের জয়ধর্নন প্রচার করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কনক মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দু চট্টোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় দাস, দুর্গাদাস সরকার, কিরণশুক্তর সেনগ**ু**শ্ত, শ্যামস্ক্র দে, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, সাধন গ্রুহ, সনাতন কবিয়াল, গোপীনাথ দে, অমল চক্রবতী, রখীন্দ্রনাথ ভৌমিক, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল সেন, দীপংকর চক্রবতী, জিয়াদ আলি, কেন্ট চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী দাসগ্রুপ্ত, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, রজত বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দদ্লোল ভট্টাচার্য, নিমাই মালা, অর্ণ ম্থোপাধ্যায়, সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর রায়, সাগর চক্রবর্তী প্রমূখ নবীন ও প্রবীণ ক্রিরা।

#### ॥ हात्र ॥

বিশের দশক থেকে বাংলা কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নভেন্বর বিশ্লবের প্রভাবজাত গণচেতনা লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেথযোগ্য ভূমিকা বোধ করি ম্যাক্সিম গোকর্ত্তির 'মা' উপন্যাসের। বিশ্লবরী সাহিত্যের আদর্শ শুধু এদেশে নয় সম্ভবতঃ বিশেবর অধিকাংশ দেশেই সঞ্চারিত হয়েছিল এই মহাকাব্যের মাধ্যমে। 'মা' উপন্যাসের বংগান্বাদ এদেশের রাজনৈতিক কম্মি ও বৃদ্ধিজীবীদরে চিল্তাক্ষেত্রে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই উপন্যাসের অন্বাদে বিমল সেন, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও পৃষ্পময়ী বস্ব'র অবদান অপরিসীম।

বিশের দশকে মণীন্দ্রলাল বস্ রচিত 'অর্ণ' গল্পে র্শ বিশ্লবে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় বিশ্লবীদের ভূমিকা চিন্নিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে গোকীর 'মা' উপন্যাসের উল্লেখ আছে। র্শ বিশ্লবজাত সমাজতান্তিক সোভিয়েত সম্পর্কে ভারতবাসীর বিশেষ করে বাংগালীদের শ্রুম্থা আকর্ষণে রবীন্দ্রনাথের অবদান অতুলনীয়। বাংগালীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম উচ্ছন্ত্রিত ভাষায় বললেন: "আহারে ব্যবহারে এমন সর্ব্ব্যাপী নির্ধানতা য়্রোপের আর কোথাও দেখা যায় না। তার প্রধান কারণ, আর আর সেব জায়গায় ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ থাকাতে ধনের প্রজ্ঞীভূত র্প সবচেয়ে বড়োকরে চোখে পড়ে—সেখানে দারিদ্রা থাকে যবনিকার আড়ালে নেপথো; সেই নেপথ্যে সব এলোমেলো, নোংরা, অম্বাম্পানর, দ্বংখে দ্র্দশায় দ্বুক্মে নিবিড় অন্ধকার।...এখানে ভেদ নেই বলেই ধনের চেহারা গেছে ঘ্রচ; দৈন্যেরও কুশ্রীতা নেই, আছে অকিঞ্চনতা।...অন্য দেশে যাদের আমরা জনসাধারণ বলি এখানে

তারাই একমাত্র।" রাশিরা শ্রমণের আগেই রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' নাটকের মধ্যে শোষক ও শোষিত শ্রেশীর দ্বন্দর সংখাত এবং শোষিত শ্রমজীবী মান্বের প্রতি সহান্ত্তিম্কক জীবন-চিত্র অঞ্চন করেজেন।

ट्यायन्त्र भित्त, रेननकानन्य भूत्थाशाधास, कशमीम गुन्छ, नादासम ভট্টাচার্য, অচিন্তা সেনগানত প্রমাখ সেকালের কথা-সাহিত্যিকদের मर्पा नका करा यात्र व्यवखाठ, व्यवशिक कीवनवादात्र मान सम्ब নিয়ে গ্রন্থ উপন্যাস রচনার প্রবণতা। অনতিপরবতীকালে তারাশকর বন্দ্যোপাধ্যার মানিক বন্দ্যোপাধ্যার অমরেন্দ্র ছোব ख्वानी मृत्थानाथाय, त्राम स्नन, नातन्त्रनाथ मित्र, न्यन क्यन खोहार्य, नदर्गः त्वास. रंगाभाम राममात. ध.क विश्वनाम म.त्थाभाशात. त्नात्मन চন্দ, ননী ভৌমিক, অসীম রার, সুশীল জানা, সতীনাথ ভাদুড়ী, নারারণ গণ্গোপাধ্যার, গুলুমর মালা প্রমুখ কথা-সাহিত্যিক প্রগতি माहिका जात्मामन, कार्गिमिवद्वाधी त्मध्य भिक्तिराद्व मश्तर्राटनत সপো निस्मपत्र युद्ध द्वरथ সমकानीन সংগ্রাম আন্দোলনের উন্দাম জোরারের তালে তালে অসংখ্য স্থিসম্ভার উজাড করে দিয়েছেন। এই স্থির জন্য বাংলা সাহিত্য গবিত এবং বলা চলে এই স্থি-थातारे वारमा माहिएछात **ध**्वभथ तहना करत मिराहरू। मानिक वर्ण्या-পাধ্যারের সাহিত্য আরুও অস্সানভাবে বাংলা কথা-সাহিত্যে গণচেতনার ধারার পরিপোষকতা করে চলেছে। এই পথ ধরেই এসেছিলেন সমরেশ বস্ত্র, কিন্তু আজ তিনি প্রতিক্রিয়ার শিবিরে হারিয়ে গেছেন। সংগ্রামী জীবন দর্শনের ধারাটি কথা-সাহিত্যে অব্যাহতভাবে আজও যাঁরা বহন করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ-বোগ্য কৃষ্ণ চক্রবতী, তপোবিজয় ঘোষ, চিত্ত ঘোষাল, সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যার, মণি মুখোপাধ্যার, দেবেশ রার, কালিদাস রক্ষিত, মিহির আচার্য, দেবদত্ত রায়, রামশন্কর চৌধুরী, হীরালাল

চক্রবর্তী প্রমুখ।

গণনাট্য আন্দোলনের ধারার নভেন্বর বিশ্লবের প্রভাব সর্বাপেকা কার্যকরী রূপে পার নাটক ও সংগীতের মাধ্যমে। নাটকের ক্ষেত্রে নতন দিনের বালী বহন করে এনেছিলেন মন্মথ রার, শচীন সেন-গ্ৰুত, বিজন ভট্টাচাৰ্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচাৰ্য, তুলসী লাহিড়ী, দিগিন वत्माभाषात्र, अपिक घरेक, मम्लू भित्र, विनत्र द्याव श्रमूथ। এ पत्र मुन्छे नाहेक वारमा नाहेक्त्र शिष्ट्यात्रा मन्त्रान वस्त्म मिन । त्रशामरक ও প্রধানত রুপামপের বাইরে মাঠে-ঘাটে, গ্রামে-গঞ্জে বাংলার প্রগতি-মূলক ও গণনাট্য এই সব নাট্যকারের স্পিকে নির্ভার করেই ছডিয়ে পড়ে। এই ধারা বহন করেই অন্যান্য শক্তিমান নট ও নাট্যকাররা এসেছেন যাদের মধ্যে রয়েছেন উৎপল দত্ত, বীর মুখোপাধ্যায়, স্নীল দত্ত, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, জ্যোছন দস্তিদার, মোহিত ठट्डोभाधार, शीरतन छ्डोठार्य, ठित्रतक्षन मान, अत्र म्यूरबाभाधार, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির সেন, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীকীব शाम्बामी, वाज्रुत्पव वज्रु, भागाकान्छ माज, हेन्द्रनाथ वतन्याभाषात्र, অমর গঙ্গোপাধ্যার, নীলকণ্ঠ সেনগত্রুত, দেবাশিষ মজত্র্মদার, বিদ্যুৎ নাগ, শুভংকর চক্রবর্তী, শুশাংক গঙ্গোপাধ্যার প্রমুখ।

এদেশে সাধারণ মান্বের শোষণম্ভির সংগ্রাম আজও চলছে এবং চলবে যতদিন পর্যান্ত না আরশ্ব লক্ষ্যে প্রেছান সম্ভব হয়। আর সমস্ত বাধা বিপত্তি অপসারল করে সংগ্রামী মান্বের বিজয় ঐতিহাসিক কারণেই অনিবার্য। সেই সংগ্রামের সাধারিকে সাহিত্যের একটি প্রবল ধারা উত্তরোত্তর বেগবান হয়ে প্রবাহিত হতেই থাকবে। মাটির ব্রকে যেমন গাছ ও তার ফ্রল-ফলের জীবনরস নিহিত থাকে. তেমনি মান্বের সংগ্রামের মধ্যে জীবনম্খী সাহিত্যের উৎস। সেই উৎসম্ল থেকে নিয়ত প্রাণরস আহরণ করে বিশ্লবী সাহিত্য তার স্থান করে নেবেই এই সমাজে।

# ভারতীয় শিল্পে শোষণের হার

## গোপাল ত্রিবেদী

কার্ল মার্ল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ক্যাপিট্যাল'-এর প্রথম খণ্ডে প্রশার ম্লাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন—উৎপাদিত উপকরণের ম্লা, শ্রমের ম্লা এবং উম্বৃত্ত ম্লা। মার্লের তত্ত্ব অন্সারে সব ম্লাই প্রতাক ও পরোক্ষভাবে নিষ্কে শ্রমিকের কার্যকালের ম্বারা নির্ধারিত হয়। পণা তৈরী করতে দ্ব' রকমের উপকরণ লাগে— উৎপাদিত উপকরণ ও মান্বের শ্রম। উৎপাদিত উপকরণের ম্লা, সেটা তৈরী করতে যে পরিমাণ শ্রম লেগেছিল তার ম্বারা নির্ধারিত হর। উৎপাদিত উপকরণের শ্রমম্লোর সংগ্য আরও শ্রম সংযোজিত হরে ন্তন প্রাের ম্লা নির্ধারিত হয়।

শ্রম সংবোজনের জন্য শ্রমিক তার শ্রমের ম্ল্য মজ্বরী হিসাবে পার। আর বাদবাকী শ্রমম্ল্য শিলপর্পাত উদ্বৃত্ত ম্ল্য হিসাবে সংগ্রহ করে। অর্থাং শ্রমিক যতটা সময় কাজ করে ততটা শ্রমম্ল্য স্থিত করে; কিন্তু স্ফ শ্রমম্ল্যের এক অংশ শ্রমিক শ্রমের ম্ল্যা হিসাবে পার, আর বাকী অংশ যে শিলপর্পতি শ্রমিকলে নিয়োগ করে তার হাতে উদ্বৃত্ত হিসাবে থাকে। সেইজন্য মার্ক্স উদ্বৃত্ত ম্লাও শ্রমের ম্ল্যের অনুপাতকে শ্রমিক-শোষণের হার বলে আখ্যা দিরেছেন। শ্রমিক যদি দিনে আট ঘণ্টা কাজ করে এবং সে যে মজ্বরী পার তার পরিমাণ যদি পাঁচ ঘণ্টা কাজের সমান হয়, তা হলে তিন ঘণ্টার কাজ উদ্বৃত্ত ম্লা স্থিট করে। সেক্ষেত্র শ্রমিক-শোষণের হার দাঁড়ায় স্থা ২১০০=৬০ শতাংশ।

মার্শ্বের সংজ্ঞা অনুসারে শ্রমিক-শোষণের হার নির্ণয় করতে হলে পণ্যের মোট মূল্য ও তার ভাগ তিনটি শ্রমিকের কার্যকালের পরিমাপে প্রকাশ করা দরকার। কিন্তু শিকেপাংপাদনের যে হিসাব আমরা পাই তাতে পণ্যের শ্রমমূল্য জানা বায় না, সব মূলাই টাকার অন্কে প্রকাশ করা হয়। সেইজনা মার্শ্বীয় তত্ত্ব অনুসারে শ্রমিক-শোষণের হার প্রচলিত হিসাব থেকে নির্ণায় করা বায় না। তব্ শিকেপাংপাদনের বেসব হিসাব টাকার অন্কে পাওয়া বায় তা থেকে শ্রমিক-শোষণের হার সন্বন্ধে একটি স্থ্ল ধারণা করতে কোন অস্ক্রিয়া হয় না। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ভারতীয় শিকেপ শ্রমিক-শোষণের হার সন্বন্ধে একটি স্থ্ল হসাব উপস্থিত করার চেন্টা করিছ।

ভারতের শিলেপাংপাদন সন্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পাওয়া যায়। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এই সকল তথা 'সেল্সাস্ অব্ মান্ফ্যাক্চারিং ইন্ডাল্ডিল্'এর কল্যাণে পরিবেশিত হয়েছে। ১৯৫৯ সাল থেকে 'এন্য়াল সার্ভে অব্ ইন্ডাল্ডিল্' এই সকল তথা প্রকাশ করে। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এই বিশ্বি বছরের মধ্যে দ্ব' বছরের কোন তথ্য পাওয়া যায় না, কায়শ ১৯৬৭ ও ১৯৭২ সালের কন্য 'এন্য়াল সার্ভে অব্ ইন্ডাল্ডিল্'এর পক্ষ থেকে কোন তথ্য প্রকাশিত হয় নি।

'সেন্সাস্ অব্ ম্যান্ফ্যাক্চারিং ইন্ডান্ট্রিজ'এর তথ্যে ২৯টি প্রধান শিলেপ বিদ্যুংশজিচালিত যন্দ্র ব্যবহারকারী ও ২০ জন বা তার বেশী প্রমিক নিরোগকারী সব কারখানাকে ধরা হয়েছে। 'এনুয়াল সার্ভে অব্ ইন্ডান্ট্রিজ'এর তথ্যে বিদ্যুংশজিচালিত যন্দ্র ব্যবহারকারী যে সব কারখানায় ৫০ জন বা তার বেশী প্রমিক নিযুক্ত হয়েছে এবং বিদ্যুংশজিচালিত যন্দ্র ব্যবহার করে না এমন যে সব কারখানায় ১০০ জন বা তার বেশী প্রমিক নিযুক্ত হয়েছে, তাদের উৎপাদন সংক্রান্ত হিসাব পাওয়া যায়। অর্থাৎ ভারতের বড় বড় সব কারখানার একটি সামগ্রিক ও পুশোণ্য চিত্র পাওয়া যায়।

এই সকল কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের মোট ম্ল্যু থেকে যে সকল উৎপাদিত উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে তাদের মোট ম্ল্যু বাদ দিলে কারখানায় সংযোজিত ম্ল্যের পরিমাণ জানা যায়। কারখানায় সংযোজিত ম্ল্যের পরিমাণ জানা যায়। কারখানায় সংযোজিত ম্ল্যের দ্বাট ভাগ আছে—শ্রামকের মঙ্গ্রুরী এবং উদ্বৃত্ত ম্লা। শ্রামককে বেতন, ভাতা, বোনাস এবং অন্যান্য স্থোগ-স্থাবধা ইত্যাদি দেওয়ার জন্য যে টাকা থরচ হয়েছে তার মোট পরিমাণকে শ্রামকের মঙ্গ্রুরী বলে ধরা হছে। কারখানায় সংযোজিত ম্ল্যু থেকে শ্রামকের মঙ্গ্রুরী বাদ দিলে বা পড়ে থাকে তাকে স্থ্ল অর্থে উদ্বৃত্ত ম্ল্যু বলা যেতে পারে। এইভাবে পাওয়া উদ্বৃত্ত ম্লাকের শ্রুরী দিয়ে ভাগ করে সেই ভাগফলকে একশ' দিয়ে গ্রুণ করলে শ্রামক-শোষণের শতকরা হার পাওয়া যায়। এইভাবে পাওয়া হিসাবটি আমরা উপস্থিত কর্রছ। [২০ প্রতা দুষ্টব্য]

ভারতীয় শিলেপ শ্রমিক-শোষণের হার সম্পর্কে আটাশ বছরের যে হিসাব আমরা উপস্থিত করেছি তাতে দেখা যাক্ষে শোষণের গড় হার ৭৭ শতাংশ। আটাশ বছরের গড় হার ৭৭ শতাংশ হ'লেও বছরে বছরে এই হার অনেকখানি উঠানামা করেছে। সংযোজিত লেখচিতে এই অবস্থাটি পরিক্ষারভাবে দেখান হ'ল।

স্থ্ল দ্ভিতে যা দেখা যাচ্ছে তা হ'ল (১) ১৯৪৬-৪৭ সাল থেকে ১৯৫৪-৫৫ সাল পর্যন্ত শোষণের হার পরবর্তী কালের তুলনার অনেক বেশী উঠানামা করেছিল, (২) ১৯৫৫-৫৬ সাল থেকে ১৯৬৪-৬৫ সাল পর্যন্ত শোষণের হার গড় হারের উপরে মোটাম্টি স্থিতিশীল অবস্থায় ছিল, এবং (৩) ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে শোষণের হার বছর দ্ব খানিকটা কমতে থাকলেও ১৯৬৮-৬৯ সালের পর থেকে আবার দ্বত বাড়তে থাকে।

মার্ক্সের তত্ত্ব অন্সারে শ্রমিক-শোষণের হার নির্ভর করে শ্রমিকের কার্যকালের উপর এবং তার জীবনযাপনের জন্য সেই কার্যকালের কতথানি দরকার তার উপর। এগর্নাল আবার নির্ভর করে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কিত শ্রেণী সংগ্রামের উপর, শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার উপর এবং উৎপাদনে বন্দ্র ব্যবহারের-উপর। আমরা এখানে শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষের সাথে শোষণের কি সম্পর্ক ভারতীয় শিলেপ দেখা বায় তা নিয়ে কিছু বিশেলখণ করছি।

## कातकीत निरम्भ भागा-गर्जन अवः स्मावस्मत हात, ১৯৪৬-১৯৭৫

বংসর	উৎপাদিত উপকরশের ম্ব্যু (কোটি টাকার)	শ্রমিকের মন্ত্রুরী (কোটি টাকার)	উম্ব্যু ম্ব্যু (কোটি টাকার)	পণ্যের মোট মূল্য (কোটি টাকার)	শোষশের শতকরা হার
(2)	(\$)	(0)	(8)	(6)	(%)
>>86	022	205	202	800	509
>>89	605	200	>0%	980	98
228A	606	১৬৬	>62	>68	25
2282	900	\$99	20	৯৭৬	68
2240	988	১৭২	225	205A	৬৫
2262	200	247	>69	2009	80
>>%	৮৬৯	२०५	228	22A8	69
2260	942	२०६	252	2250	৬৪
2248	224	522	>48	2588	90
2266	৯৮৬	२०५	242	\$808	85
2266	2284	২৫৬	250	>6>8	RO
>>६१	<b>১</b> ২৫৬	২৭০	224	১৭২৪	90
22¢A	<b>১</b> २२२	২৬৮	२२२	১৭১১	80
2262	5925	804	०१७	2008	89
2290	২২৮৬	845	०४२	0560	9%
2262	2906	৫৩৬	863	లంపల	A8
>>62	0062	७२४	849	8598	98
2260	9608	90२	৫৯৩	84%%	A8
2268	8258	ROO	৬৭৩	<b>७७</b> २१	A.2
2266	892	290	900	৬৪৯২	96
2266	4856	>092	980	9288	95
2269	_	_	-	_	_
2268	8699	200A	988	8690	80
2262	9659	2865	৯৭৭	2226	89
2240	4609	2662	2240	22089	৬৯
2292	2280	2855	2002	20098	95
2245	_	_	_	_	-
5590	22428	२२७०	2400	>6220	A;
2248	<b>১७२</b> 9১	२९४४	<b>२</b> १०८	२५१७०	20

স্তঃ ন্বিতীয়, তৃতীয় এবং পশ্চম সতম্ভের তথাগালি 'সেসাস্ অব্ মান্ফাক্চারিং ইন্ডাস্টিজ' এবং 'এন্য়াল সার্ভে' অব্ ইন্ডাস্টিজ' থেকে নেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট তথাগালি হিসাব করে বার করা হয়েছে।

শ্রমিক-মালিক বিরোধের প্রত্যেক্ষ পরিশতি হিসাবে দেখা যার শ্রমিকরা ধর্মঘট করে এবং মালিকরা কারখানা সামারিকভাবে বন্ধ করে দের। স্তুত্তাং শ্রমিক-মালিক বিরোধের পরিমাপক হিসাবে দুর্শট বিবরকে গ্রহণ করা যার—বিরোধে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা এবং বিরোধের ফলে কর্মচ্যুত শ্রম-দিনের সংখ্যা। শ্রমিক-মালিক বিরোধে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাশিত মাপা যার। আর গড়ে একজন শ্রমিক আন্দোলনের ফলে বতাদন কর্মচ্যুত হয় তার ব্বারা শ্রমিক আন্দোলনের

ভারতীয় শিলেপ প্রমিক-মালিক বিরোধ, ১৯৪৬--১৯৭৫

বংসর	বিরোধে অংশ- গ্রহণকারী প্রমিকের সংখ্যা ('০০০)	কর্ম চ্যুত শ্রম- দিবসের সংখ্যা ('০০০০)	কর্মাচ্যুত শ্রমদিবসের শ্রমিক প্রতি
			গড়
. (5)	(২)	(0)	(8)
<b>১৯</b> ৪৬	১৯৬২	<b>5</b> 292	<b>₽</b> ∙8₽
2889	2882	১৬৫৬	৯.00
228A	2062	948	9.80
2282	<b>৬</b> ৮৫	880	৯.৬৩
2240	920	2542	১৭.৭৯
2262	৬৯১	०४२	6.65
<b>५</b> ३४८	ROZ	908	8.25
2260	869	904	<b>१</b> .२७
2248	899	009	9.09
2264	450	690	20.RO
2269	956	৬৯৯	2.48
>>७१	882	<b>680</b>	<b>५</b> -२७
22GA	৯২৯	940	₩.80
2262	866	৫৬৩	4.25
2260	246	<b>৬</b> ৫8	৬-৬৩
2262	625	8%	৯.৬১
>>65	906	७১२	8.98
2260	৫৬৩	७२१	G. A.O
>>68	2000	992	9.90
2266	222	689	৬.৫৩
2266	\$8\$0	2040	৯.৫২
>>69	>8>0	5956	22.62
7768	১৬৬৯	5928	20.00
2262	>४२१	2204	20.80
2290	2454	২০৫৬	22.56
2292	2626	5666	\$0∙₹8
2295	5909	२०६८	22.80
2240	२७८७	২০৬৩	A-20
2248	SAGG	৪০২৬	28.20
2296	2280	5220	29.24

স্তঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তদ্ভের তথাগ্রিল 'ইন্ডিয়ান্ সেবার ইয়ারব্ক্', 'ইন্ডিয়ান্ লেবার গেজেট্' এবং 'ইন্ডিয়ান্ লেবার স্ট্যাটিস্টির্র' থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। তৃতীয় স্তদ্ভের সংখ্যাকে দ্বিতীয় স্তদ্ভের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে চতুর্ধ স্তদ্ভের সংখ্যাগ্রিল পাওয়া গেছে। তীরতা মাপা বার। আমরা এখানে শ্রমিক-মালিক বিরোধ সংক্লান্ত করেকটি তথ্য উপন্থিত করছি।

রাশি বিজ্ঞানে অন্সূত পন্ধতিতে শ্রমিক-শোষণের হারের সঞ্জে শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাণিত ও তীব্রতার সম্পর্ক বিশেলখন করলে ভারতীয় শিলেপর ক্ষেত্রে প্রথমেই যে বিষয়টি নজরে পড়ে তা হ'ল: (১) শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাণ্ডির সপ্গে তীব্রতার সম্পর্ক খবেই দূর্বল, এবং (২) তার ফলে সামগ্রিকভাবে শোষণের হারের সঞ্জে শ্রমিক আন্দোলনের কোন উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ এক কথায় শোষণের হার উঠানামার বিশেলষণে শ্রমিক আন্দোলনের ভূমিকা খুবই দুর্বল। এটা ভারতীয় শ্রমিক আন্দো-লনের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হতে পারে। অবশ্য শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতার সংখ্য শোষণের হারের, দূর্বল হলেও, একটি বিপরীতমুখী সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ শ্রমিকরা আন্দোলনের তীব্রতা বাড়িয়ে ধর্মঘটকে প্রলম্বিত করে শোষণের হার কিঞিৎ পরিমাণে কমাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আন্দোলনের ব্যাণ্ডির সপ্গে শোষণের হারের একটি ক্ষীণ প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। এর অর্থ হ'ল, শোষণ যত বাড়ছে তত অধিক সংখ্যায় শ্রমিক আন্দোলনে সামিল হচ্ছে। তবে অধিক সংখ্যায় শ্রমিককে আন্দোলনে সামিল করার ব্যাপারে অনেক দূর্বলতা থাকায় এই সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ।

পরিশেষে বর্তমান প্রবশ্বের সীমাবন্ধতা সন্বশ্বে দ্ব-একটি কথা বলা দরকার। আমরা এখানে শ্রামক-শোষণের হারকে প্রভাবিত করতে পারে এমন আরও যে সব বিষয় আছে (যেমন রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যাশ্তি ও তীব্রতা, শ্রামক আন্দোলনের সপ্পের্ক রাজনিতিক আন্দোলনের সম্পর্ক ইত্যাদি) সেগর্নালর সপ্পের এর সম্পর্ক বিশেলষণ করি নি। ভাছাড়া, শোষণের হারের শিল্পগত ও আঞ্চলিক তারতম্যও বিশেলষণ করি নি। তাই যে চিচটি আমাদের সামনে ধরা পড়েছে তা খ্বই স্থলে এবং বিচার সাপেক্ষ।\*

<sup>\*</sup> প্রকর্ষটি রচনার জন্য তথা সংগ্রহের কাজে 'সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অরগানিজেশন'-এর কলকাতা অফিসের গ্রন্থাগারিক ও কলকাতা ক্শিব-বিদ্যালরের অর্থনীতি বিভাগের টিচার ফেলো গ্রীলক্ষ্মীনারারণ ভগং বে সাহাষ্য করেছেন তা কৃতজ্ঞতার সপো আমরা স্বীকার করাছ।

# আলোচন

# প্রাথমিক স্তরে প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচী ও সহজ পাঠ

## তাজ মহম্মদ

দীর্ঘদিন পরে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা আলাপ আলোচনার পর
বখন প্রার্থমিক স্তরের পাঠক্রম ও পাঠ্যস্টী নতুনভাবে প্রশরন
করতে বাক্ষে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার, ঠিক সেই মৃহ্তুতে নানারকম
আলোচনা, সমালোচনা, তর্ক বিতর্ক শার্র্ হরেছে। কিছ্ কিছ্
সাহিত্যিক ও দৈনিক সংবাদপত্র তীরভাবে আক্রমণ করছে এই নতুন
পাঠক্রম ও পাঠ্যস্টী প্রশরনে রবীন্দ্রনাথের সহন্ধ পাঠকে সামনে
রেখে, এবং অবশাই তারা একটা নিছক রাজনৈতিক দ্ভিভগ্ণী
থেকেই সচেতনভাবে আক্রমণ হানার চেন্টা করছেন। যা হোক সমাজ
বিকাশের ধারাকে রুখে দেওরার মত ইতিহাস আক্রও তৈরী হর নি।
তব্বও কিছ্ব প্রশন আমাদের মনে জাগতেই পারে।

## পাঠকম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

সমাজ বিকাশের সাথে সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সংশা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনেও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। এই পরিবর্তন বাদ বথাবথভাবে না হয় তাহলে সমাজকীবন নানারকম প্রতিক্ল সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই সমাজ সভ্যতার ক্লমবিকাশের সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার প্নর্ম্বায়ায়নের রীতি দেশে দেশে প্রচলিত। আমাদের দেশে ১৯৫০ সালে বে পাঠক্রম ও পাঠ্যস্ক্রী প্রাথমিক স্তরে চাল্ব হয়েছিল তা আজও পশ্চিমবংশা অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ন্ত্রিছিল তা আজও পশ্চিমবংশা অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ন্ত্রিলতে প্রচলিত। পাঠক্রম পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে উপলব্ধি করা হচ্ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিশনের স্বুপারিশ বিশেষ করে কোঠারী কমিশনের স্বুপারিশ উল্লেখযোগ্য। ২৫ বছর পর সমাজ সভ্যতার বিকাশের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক শিক্ষাকে বিজ্ঞান ও বাস্তবান্ত্র্য করার যে ঐকাশ্তিক প্রচেণ্টা বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার করছে তাকে নিশ্চর সাধ্বাদ জানানো উচিত।

## পাঠকৰ ও পাঠসেটো পরিবর্ডন কোন গোপন ঘটনা নর

কিছ্ন কিছ্ন সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্ ও দৈনিক সংবাদপত্র ফলাও করে লিখতে শ্রুন করলেন বে, এই সরকার নাকি গোপনভাবে এই পাঠকম ও পাঠাস্চৌ পরিবর্তনের কাজ সারছিলেন, ইতিমধ্যে তাঁরা ধরে ফেললেন ভাবটা এই রকমই। কিন্তু এ'রা কি সতিয় কথা বলছেন? আদৌ নর। ঐসব ব্দিখজীবীরা এবং সংবাদপত্রগুলো খবর না রাখতে পারেন, কিন্তু পশ্চিমবণ্যের শিক্ষা ও ছাত্র আন্দোলনের সাথে বাঁরা বৃত্ত তাঁরা জানেন, খবর রাখেন। স্দৌর্ঘ ২৫ বছর পর ১৯৭৪ সালে প্রাথমিক স্তরের পাঠকম ও পাঠাস্চী পরিবর্তনের জন্য কিবভারতী কিববিদ্যালরের শিক্ষা বিভাগ বিনর ভবনের অধ্যক্ষকে সভাপতি করে পশ্চিমবণ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগ ১৪০৫-ইক্টিএন (পি) তারিথ ২০ সেপ্টেম্বর-এর এক আদেশ-

নামার পশ্চিমবশ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রনবিন্যালের জন্য একটি সিলেবাস কমিটি গঠন করে। যে কোন কারণেই হোক সেই কমিটি ১৯৭৭ সালের আগে পর্যত্ত পাঠকুম ও পাঠাস,চী পরিবর্তনের কাজকে স্বরান্বিত করতে পারে নি। পশ্চিমবণ্গে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই কমিটিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মহাবিদ্যালয় শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভাক করা হয় এবং কার্যকরীভাবে এই সিলেবাস কমিটি কাজ শরে, করে। এছাড়া সংবাদপরের মাধ্যমে জনমত বাচাইরেরও ব্যবস্থা করা হয়। সার্বিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে এবং এই কমিটির অধিবেশনগ্রালতে ব্যাপক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সিলেবাসকে আধুনিকীকরণ, বিজ্ঞানভিত্তিক ও ব্রুগপোযোগী করার জন্য সব রকমের চেন্টা করা হয়েছে। এ ছাড়াও কিছুদিন আগে প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষারুম ও পাঠ্যসূচী নিয়ে পশ্চিমবশ্যের বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রগর্নালতে শিক্ষক ও শিক্ষাকমীদের জন্য পশ্চিমবণ্গ সরকারের উদ্যোগে এবং ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এ্যাড়কেশনাল রিসার্চ এ্যান্ড ট্রেনিং (NCERT) এর পরিচালনাধীনে ওরিয়েন্টেশন কার্যসূচী শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আমাদের কাছে এটা পরিব্দার যে ঐ সব ব্লিক্সনী ও সংবাদ-প্রগর্নি নেহাতই তাদের দায়িছ ও কর্তব্য পালনের বার্ষাভাকে ঢাকার জনাই এরকম বিরুপ মন্তব্য ও অভিযোগ উত্থাপন করছেন।

## जाहिण्डिक, भिक्ताविम् ७ जारवामिकरमत जमारनाञ्चा अजरभा

যখন নতুন পাঠকুম ও পাঠাসচী চালা হতে বাচ্ছে ঠিক তখনই কিছু সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্ কিছু কিছু দৈনিক সংবাদপত্তের সাথে সূত্র মিলিয়ে গেল গেল রব তলেছেন। ভাবাবেশের আতিশব্যে এবং বিশেষ কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এত হৈচৈ করছেন। ভাবটা এমনই যে রবীন্দোত্তর কালে রবীন্দ্র ঐতিহ্যকে বাঁচিরে রাখার ইজারা নিয়েছেন একমাত্র তারাই। অথচ পশ্চিমবন্দে বখন অশান্ত রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজ করছিল, চারিদিকে হঠকারী রাজনীতির ধারক বাহকরা রবীন্দ্র ঐতিহ্যকে নন্ট করার জন্য স্পরিকল্পিতভাবে আঘাত হানছিল, তখন কিন্তু ঐ সব ব্লিখ-জীবীর দল এগিয়ে আসেন নি সামান্যতম বিপদের বংকি নিয়ে। এ'রা ভাবাবেগে বিভার হয়ে রাজ্যে যখন গণডান্মিক পরিবেশ স্থি হয়েছে তখন আন্দোলন করার হুমুকি দিলেন। আশ্চর্যের কথা, তারা একবার দাবি করলেন না, একটা শিক্ষাম্লক আলোচনার, বখন সরকার উদান্তভাবে মূল্যবান অভিমত পাঠানোর জন্য আহ্বান জানাছে। আমাদের কাছে এটা খুব দুঃখজনক যে, 'সহজ পাঠ' সংক্লান্ত বিতকে বিরোধীরা এবং ঐ সব সাহিত্যিক সমালোচকরা শিশ্ববিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা পরিহার করে শিশ্বসাহিত্য হিসাবে 'সহজ্ব পাঠের মূল্যারন করে বামফ্রন্ট সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা ও ভাষানীতিকে আক্রমণ করলেন, তাঁরা 'সহজ্ব পাঠকে সামনে রেখে পরিবেশকে দ্বিত করে মান্যকে উর্জেজিত করার জন্য বামফুন্ট বিরোধী মানসিকতা গড়ে তলছেন। রবীন্দ্রনাথের নাম এবং সহজ পাঠেন্দ্র মত একটা শিশ্বপাঠ্য আদরণীয় বইকে নিয়ে জল ঘোলা करत जौता हुए कत्रराम ना अहा महस्क्षेट्र अन्यस्य । अहे खाला জলের সংযোগ নিরে তারা সমগ্র পাঠকমের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানার চেন্টা করবেন। প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তব ভিত্তিতে পরিবর্তনের যে সূপারিশ গৃহীত হয়েছে সেই পরিবর্তনের বিরোধী এ'রা। কিন্তু বাস্তর্বাভিত্তিক, হাতে কলমে এবং মাতভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার বিরুদ্ধে সরাসরি কথা বলা যার না। তাতে ওদের মনের কথা প্রকাশ হরে পড়বে। আসলে এরা মৌলিক পরিবর্তনের বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের পরিস্থিতি স্বীকার করে শিক্ষা ব্যবস্থা রূপান্ডরের বিরুম্থে। রবীন্দ্রনাথ অচলায়তন ভাগুতে চেয়েছেন। বাঁধ ভেঙে দিতে চেয়েছেন, এরা অচলায়তনকে ধরে রাখতে চান, আসলে পরিবর্তনেই এ'দের বাধা। সেইজন্য এ'রা 'সহজ্ব পাঠ'কে সামনে রেখে কৌশলে রবীন্দ্র-প্রীতির নামে আপত্তি করতে চাইছেন। তাঁদের এটাও মেনে নিতে কন্ট হচ্ছে যে. এই 'সহজ পাঠ' ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হলেও দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর তংকালীন যুৱফ্রন্ট সরকারই প্রথম ও দ্বিতীর শ্রেণীতে প্রথম অবশ্য পাঠ্য হিসাবে প্রণয়ন করেছিলেন।

নতুন পাঠকৰ ও পাঠ্যসূচী ও 'সহজ পাঠ'

সমাজ সভ্যতার ক্রমবিকাশের বৈজ্ঞানিক পরিবর্তনে বাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা নিশ্চয়ই একমত হবেন যে শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠকুম কখনই চিরকাল এক রকম থাকতে পারে না। সে কারণে এটা খুবই যুক্তিগ্রাহ্য প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে 'সহজ পাঠ' কতখানি গ্রহণযোগ্য তা আলোচনা সাপেক্ষ, কিন্তু এটা ভাবা নিতান্তই অন্যায় যে 'সহজ পাঠ' রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে তা চিরকালই পাঠ্যসূচীতে থাকবে। यांत्रा त्रवीन्द्रनाथरक कारनन जांत्रा वृत्यरवन रय त्रवीन्द्रनाथ निरक्ष কোন্দিন অন্ত মার্নাসকতার মান্য ছিলেন না। যিনি নিজে সারা-জীবনে প্রকৃত সত্যের সন্ধানে নতুন নতুন ভাবে সর্বকিছ্বকে গড়তে फ्राइंडिलन, त्म कान्नरण त्रवीन्म्रनारथत्र क्षीवन-कावना रक्मन किन আর আধুনিক বুগ ও জীবনের সঙ্গে সামঞ্চস্য রেখে কিভাবে একে গ্রহণ করা যায় এই দুন্টিভঙ্গীতেই 'সহস্ক পাঠ'কে গ্রহণ করতে হবে। আবহমানকালের বাঙলাভাষীদের জন্য বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ-পরিচয়ে'র পরেও রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন 'সহজ্ব পাঠ' শান্তি-নিকেতনের প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১১২৯ সালে। রবীন্দ্রনাথ 'সহজ্ব পাঠ' রচনা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের 'বর্ণপরিচয়' বর্জন করার জন্য নয়। ভাষা শিক্ষার পরে পড়্যাদের ভাব ও ছন্দের জগতে প্রবেশের পথকে উপব্রুক্ত করার জন্য এবং বাস্তব প্রয়োজনেই। সেজন্য প্রাথমিক স্তরে প্রথম ও ন্বিতীয় শ্রেণীতে ভাষা, ভাব ও ছজ্বের সমন্বয়-সাধনকলেপ যে শিশ্বপাঠ্য পত্নতক রচিত হবে তা রবীন্দ্রনাথ বিরোধী তো নরই বরং তা রবীন্দ্রচেতনার সপো পরেরাপর্রের সপ্পতিপর্শ।

শিক্ষার প্রথম স্তরে শিশ্বদের নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যস্চী পরিবর্তনে বে দিকগুলোর দিকে বিশেষ নজর দেওরা উচিত তা হ'ল--অকর পরিচর, মুদ্রিত অকর, লিপিশিক্ষা অভ্যাস করানো, শব্দের সাথে পরিচর, শব্দ গঠন, উচ্চারণ রীতি, অযুক্তাক্ষর শব্দ

ও য**ুভাক্ষর শব্দ গঠন, বাক্য গঠন, বাক্য প্রয়োগের ব্যাকরণর**ীতি ও প্রয়োগের দক্ষতা কিভাবে দেওয়া যায়, শব্দ ও অর্থের সমন্বয় সাধনই বা কিভাবে করা বার। এ ছাড়াও ভাষাশিকা বিজ্ঞানীদের স্বুস্পণ্ট मृह्यान जन्द्रशायन कद्रात्ना श्रासायन ।

শিশ্বরা যাতে প্রচলিত ছড়া ও গাথার সাথেও এ স্তরে পরিচিত হতে পারে সেদিকেও নজর দেওয়া দরকার। স<sub>র</sub>কুমার রায়, সত্যে<del>প্</del>য-নাথ দত্ত বা নজবুলের শিশুপাঠা কবিতা ও ছড়ার সাথেও শিশু-দের পরিচিত করা আর রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়ার তো প্রশ্নই উঠতে পারে না। শব্দ, বাক্য ও অনুষ্পাগর্মল বাস্তব পরিবেশ অনুযায়ী শিশুদের সুস্পন্ট মানসিকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এ ছাড়াও এ প্রস্তুকটি এমন হওয়া উচিত যা শিশ্-দের কাছে আকর্ষণীয় হবে ও অনুশীলনে শিশুদের উৎসাহ যোগাতে সাহাযা করবে।

## নতুন পাঠক্ৰমের বৈশিষ্ট্য

- (১) এই পাঠক্রমে আধানিকতম চিল্তাধারা গ্রাথত হয়েছে। সেইজনা প্রাথমিক শিক্ষাকে শিশুর এবং সমাজের সর্বতোম্খী বিকাশের সহায়করূপে দেখা হয়েছে। তার ব্যক্তিম্বের সর্বাণগীণ বিকাশ, ক্লান্তিকারী সমাজের উপযুক্ত নাগরিকতাবোধের স্ভিট, জীবনব্যাপী শিক্ষণের প্রেরণা ও কর্মদক্ষতার উন্মেষকে লক্ষ্য হিসাবে ধরে নেওয়া।
- (২) বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বিশেষ করে কোঠারী ক্মিশনের গ্রুত্বপূর্ণ স্থারিশগুলি পাঠক্রম রচনার গ্রহণ করা
- (৩) শিক্ষাকে জীবনমুখী ও প্রয়োগধর্মী করার উন্দেশ্যে শিশ্বর নিজ নিজ পরিবেশের উন্নতিকল্পে অঞ্চিত জ্ঞানের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং সর্বোপরি বিভিন্ন বিষয়ের লখ্য অভিজ্ঞতার সাপ্যীকরণের জন্য "প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-মূলক কাজ" শীৰ্ষক কৰ্মমূখী পৰ্যবেক্ষ্ণধৰ্মী একটি নতুন পাঠকুম সংযোজিত হয়েছে।
- (৪) পাঠক্রমকে প্রয়োগসাধ্য, ব্যবহারধর্মী ও পরিবেশ অনুসারে প্রাসম্পিক ও নমনীয় করার উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।
- (৫) বুগোপযোগী কর্মক্ষম নাগরিক গড়ে তোলার জন্য উৎপাদনাত্মক ও স্ঞ্জনাত্মক কর্মের ব্যক্তা করা হয়েছে এবং অনুসন্ধিৎসা, আবিষ্কারধর্মিতা ও পর্যবেক্ষণের উপর জ্ঞোর দেওয়া
- (৬) প্রত্যেক বিষয়ের পাঠকমে বিষয়টি শিখনের উদ্দেশ্য এবং শিক্ষাদানের পর্খাতর সাধারণ ইণ্গিত সলিবেশিত হয়েছে। (প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠাস,চী সংক্রান্ত পণিচমবণ্গ প্রাথমিক শিক্ষার সিলেবাস কমিটির প্রতিবেদন থেকে নেওয়া হয়েছে।)

যেহেত বামঞ্চট সরকার শিশ্বসাহিত্য হিসাবে 'সহজ্ঞ পাঠ'কে ম্ল্যায়ন করতে বসেন নি সে কারণে সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষান্রাগীদের কাছে আবেদন শিশ্সাহিত্যের যে নিঞ্চল বিজ্ঞান আছে তার নিরিখেই যে পাঠকম ও পাঠাস্চী চাল, হ'তে বাচ্ছে তাকে এবং রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ'কে বিচার করতে হবে—কোন ভাবাবেগের স্বারা পরিচালিত হয়ে নর।

## শিশুসাহিত্য না শিশুশিকা?

#### কেডকী বিশ্বাস

'সহজ্বপাঠে'র কথা মনে হলেই যে ছবিটি স্বাভাবিকভাবে চোথের সামনে ভেসে ওঠে সেটি এরকম—৫ থেকে ৭ বংসরের একটি শিশ্র চোথ বন্ধ করে দরলে দরলে পড়ছে,—"রাম বনে ফ্রল পাড়ে, গারে তার লাল শাল," বা "উদ্রি নদীর ঝরণা দেখতে যাব দিনটা বড় বিশ্রি…...সাঁহাগাছির কান্তি মিহ্র যাবে আমাদের সন্পো উদ্রির ঝরণার,"—ইত্যাদি ইত্যাদি। চিহ্রকল্প মনোরম সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনি ওই শিশ্বকে 'সহজ্বপাঠ' থেকে একটা গল্প বলতে বল্বন, সে তংক্ষণাৎ গড় গড় করে মুখন্থ বলে যাবে। আসল তফাংটা এখানেই।

'সহজপাঠ' শিশ্বসাহিত্য হিসাবে অতুলনীয়। ছন্দমাধ্বের্য, ধর্ন-বিন্যাসে, ভাবের সহজ এবং সপ্রতিভ অভিব্যক্তিতে 'সহজ্বপাঠ' শিশ্-মনকে অভিভূত করে। শিশুমনের কল্পনার উল্মেষ ও সম্প্রসারণে 'সহজ্বপাঠ' অন্বিতীয়। স্মরণপ্রক্রিয়াকেও 'সহজ্বপাঠ' সাহাষ্য করে। কিন্তু শিশ্বসাহিত্য এবং শিশ্বশিক্ষা এক জিনিস নয়। যে 'চিন্তা' রবীন্দ্রনাথকে 'সহজপাঠ' প্রণয়নে অভিলাষী করেছিল, সেই চিন্তাই পরিলক্ষিত হয় বর্তমান সিলেবাস কমিটির প্রস্তাবিত পাঠাসটেত। উভয়ক্ষেত্রেই উন্দেশ্যটা একই—শিশুকে সহজ্ব এবং স্বাভাবিকভাবে তার পাঠ্যবিষয়ে আকৃষ্ট করা, এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সাবলীল করা। লক্ষ্য এক হলেও 'সহজ্বপাঠ' সাথ'ক শিশ্বশিক্ষার বই হয়ে ওঠে নি. তার কারণ রবীন্দ্রনাথ শিশ্বকে শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত করতে পারেন নি। 'সহজপাঠে' শিশ্বর মনকে সক্রিয় করে তোলার কোন চেণ্টা লক্ষ্য করা যায় না। সেদিক থেকে বর্তমান সিলেবাস কমিটির প্রস্তাবিত পাঠাসটো আর এক ধাপ এগিয়ে গেছে স্বীকার করতেই হবে। যারা 'পিড়দ্রোহিতা'র প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা ভেবে দেখবেন পিতার অনুশ্রুত পথে পুরের অধিক অগ্রগতিকে 'পিড়দ্রোহিতা' বলা যায় কি না!

আমার মনে হর সমালোচকরা 'সহজ্বপাঠে'র ব্যাপারটাকৈ আলাদা করে দেখছেন। কিন্তু তারা যদি কমিটির প্রস্তাবিত পাঠাস্চীর পিছনে সঠিক চিন্তাকে অনুধাবন করতে প্রয়াসী হতেন এবং তার সংশ্য সংগতিপূর্ণ সম্পূর্ণ পাঠাস্চীটা ভাল করে পড়তেন তাহলে হরতো আসরে নামতেন না। এটা অত্যন্ত দৃঃখের বিষয় যে তাঁরা জিনিস্টাকে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটা আক্রমণ হিসাবে নিচ্ছেন এবং সেইভাবেই প্রচার করছেন। এক্ষেত্রে মনে রাখা ভাল, যে কমিটির প্রস্তাবিত পাঠাস্চীর সমর্থক যারা, (যেমন আমি) রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রস্থার তাদের এতট্বকু ঘাটতি নেই। রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করতে কোনরকম ভাবাবেগের প্রয়োজন হয় না। আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের স্থান তথাকথিত ভাবাবেগ, অন্ধতা বা চক্ষ্বলক্ষার উধের্ব হওরাই বাঞ্বার।

এখন আসল কথায় আসা বাক। শিশ্বসাহিত্য ও শিশ্বশিকা এক জিনিস নয়। শিশ্বসাহিত্য শিশ্ব মনকে বে অনিবর্চনীর, অব্যক্ত ভাল লাগার রাজ্যে নিয়ে বায়, শিশ্বশিকা সেই রাজ্যকে কায়েম কল্পতে সহযোগিতা করে, শিশ্ব অশ্তনিহিত (inherent) স্কৃত (dormant) শক্তি ও গুলের বিকাশ ঘটিরে। শিশ্বসাহিত্য শিশ্ব কল্পনাকে সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে সাহাষ্য করে। সৌন্দর্য ও রুচি-বোধ জাগ্রত করে। শিশ্বশিক্ষা তাকে পরিচিত করে পার্থিব পরি-বেশের সঙ্গো। ব্যবহারিক জীবনে শিশ্বকে অভ্যন্ত করে তোলে এবং সমরোপযোগী মানসিক গঠনে সহযোগিতা করে। এদিক থেকে শিশ্বশিক্ষায় কোনরকম বিশেষীকরণ বা বিষয়ের পৃথকীকরণ না থাকাই সঞ্গত।

যাইহোক শিশ, শিক্ষার বিষয়টাকে আমরা দু: ভাবে নিতে পারি। সাপাীকরণ (adjustment)[ দৈহিক প্রাকৃতিক এবং সামাজিক। এবং নিয়ন্ত্রণ (direction) [ভিতর এবং সাধারণভাবে ], এই দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর মানসিক গঠন অনুযায়ী বেড়ে উঠতে সাহায্য করা বা তার ভিতরকার স্কুণ্ড গুণাবলীর সমাক্ বিকাশ ঘটানই শিশ্বশিক্ষার উম্পেশ্য। এ ব্যাপারে সব থেকে আগে প্রয়োজন শিশুর সন্ধিয়তা (দৈহিক এবং মানসিক)। শিক্ষণপ্রক্রিয়ায় শিশুর কোন ভূমিকা আছে অতীতে স্বীকার করা হত না। কিল্ড শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রসারের ফলে উর্নবিংশ শতকের প্রথম থেকে ইউ রোপের বিভিন্ন অংশে এই বিষয়ে শিক্ষাবিদগণের দুষ্টি আকৃষ্ট হয়। বস্ততঃ রুশোই (Jean Jacques Rousseau) স্পাটভাবে শিশ্র-কেন্দ্রিক (child-centric) শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভাবেন। শিশকে শিশ্ব হিসাবে দেখবার স্বপক্ষে ছিলেন তিনি।(Child is a child, before a man, or child is not a miniature adult.) পেন্টালোভিও (Johann Heinrich Pestalozzi) শিশুরা চারাগাছের মত। অধিক বড়ের ফলে বেমন পাতিলেব, গাছে কমলা ফলে না তেমনি শিক্ষার প্রকারভেদে শিশরে গুণগত পরি-বর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। অর্রাবন্দও বলে গেছেন শিক্ষক শিশ্বর সাহায্যকারী মাত্র, "হুকুমনামার সহায়" নয়। (Teacher is the helper and guide, not a task-master) রবীন্দ্রনাথ নিজেও শিক্ষার কথা ভেবেছেন বারে বারে। শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের সাজ্যকরণ বিষয়ে তাঁর ভাবনার কথাও আমরা জানি।

এইখানে একট্ প্রসংগাল্ডরে যাওয়া প্রয়োজন। শিশ্র আনন্দের ব্যাপারটা একট্ ভিন্ন প্রকৃতির। একজন পরিপূর্ণ মান্বের আনন্দের উপকরণ যোগাতে সমগ্র নন্দনতত্ব নিঃশেষিত হতে পারে কিন্তু শিশ্র আনন্দ অতি সামানাই। শিশ্রা এই পৃথিবীতে সম্পূর্ণ ন্তন, এই পৃথিবীর স্বকিছ্ সম্পর্কেই তার অপরিসীম কোত্হল, আর সেই কোত্হল নিব্রেই তার স্ব থেকে বেশি আনন্দ। এই সময় তার মানসিক গঠন যেমন স্রক্ল থাকে তেমনি তার আনন্দ বেদনাও (শিশ্র বলতে ৫—৮ বংস্রের মধ্যে)। ব্যাপারটা মৃত হয়ে ওঠে যদি আমরা শিশ্বদের খেলার উপকরণগ্রাল খেরাল করে দেখি।

লিশ্রশিক্ষার পাঠাস্চী হবে শিশ্র মনে প্রাত্যহিক স্থাবন সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবে কৌত্হল উদ্দীপক এবং সরলভাবে সেই কৌত্হল নিব্তুকরণের সহায়ক। এক কথায় শিশ্রশিক্ষার পরিবেশ, পরিমশ্ডল ও পাঠাস্চী এমন হওয়া উচিত বাতে করে শিশ্র প্রশ্ন করতে শেখে, চিন্তা করতে শেখে এবং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে নিজের প্রশেনর উত্তর পেতে চেল্টা করতে পারে। পাঠাস্চীর বিষয়-কৃত্যু বর্ণনামূলক হওরা ব্যৱিষ্ট্র।

এবার আসা বাক ভাষাশিকা প্রসংগা, শিশ্র ভাষা প্রধানতঃ কাজের ভাষা, ভাবের ভাষা নর। এই শিশ্র জগং, জীবন, সমাজ, সংস্কৃতি এবং নিজেকে চিনবার ভাষা, শিশ্র আর্থাবিকাশের ভাষা। শিশ্র ভাষাশিকা এমনভাবে হওয়া উচিত বাতে করে সে নিজের কথা নিজের মত করে বলতে পারে। তার স্থ-দঃখ, আনন্দ-বেদনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কন্পনার কথা সঠিকভাবে ব্যক্ত করতে পারে। এদিক বিচার করলে 'সহজ্বপাঠ' শিশ্র ভাষাশিকার সহায়ক নয়। 'সহজ্ব-পাঠের ভাষা প্রধানতঃ ভাবের ভাষা। এই ভাষা শিশ্র মনকে আচ্ছম করে বা দোলা দেয়, কিন্তু এই ভাষাকে শিশ্র তার নিজের করে ভাবতে পারে না। তাই সহজ্বপাঠের গল্প থেকে কোন প্রশ্ন করলে সে সহজ্বপাঠের ভাষাতেই উত্তর দেয়।

'সহজ্বপাঠ' শিশ্বকে সাংগীকরণ প্রক্রিয়াতেও সাহায্য করে না। কারল সহজ্বপাঠের গলপগর্লি প্রধানতঃ কলপনাশ্রমী। অবাস্তব বলা যায় কিনা জানি না কিন্তু এর বাস্তবতার সপো প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতার অনেক পার্থক্য। কোন শিশ্ব যদি প্রশ্ন করে—সাঁত্রাগাছির কান্তি মিত্র কে?' 'সংসারবাব্র বাসা কোথায়?' 'বেণী বৈরাগী কেমন লোক?' 'পে'চার ডাক কেমন?' আমরা সদ্তর দিতে পারি না।

শিশ্বপাঠ্য বইগ্নিলতে চিত্রমালার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। ছবির সাহাযোই শিশ্বকে তাড়াতাড়ি শেখানো যায়। কিন্তু দেখতে হবে ছবিগ্নিলি যেন সরল, বস্তুম্লক হয়। ছবিগ্নিল দেখেই যেন সে চিনতে পারে বা তার অভিজ্ঞতার সংগে মেলাতে পারে। অথবা যে জিনিস সে দেখেনি সে সম্পর্কে ধারণা করে নিতে পারে। কিন্তু পহজপাঠের চিত্রগর্নালকে আমরা এই পর্বারে ফেলতে পারি না।
সবসমর চিত্রগর্নালকে দেখে তারা চিনে উঠতেও পারে না যে কোন্
জিনিসের ছবি। যার ফলে তারা যথন ছবিগর্নালতে রং করে
(শিক্ষকের কথা অনুসারে) তথন প্রায়শঃ দেখা যার যে রং দিয়ে
তারা এক-একটা কিম্ভূতকিমাকার তৈরি করছে। সেদিন কোন
একটা দৈনিকে একটা চিঠি পড়ছিলাম। ভদ্রলোক লিখেছেন যে যদি
'সহজপাঠ'কে অপসারণ করতে হয় তো রামারণ মহাভারতের গলপগ্রন্থিকও অপসারণ করতে হয়। (যদিও আমি নিশ্চিত নই. 'সহজপাঠের শিশ্বদের রামারণ মহাভারতের গলপ পাঠা আছে কিনা!)
যাইহোক মহাভারত বা রামারণের গলপগ্রেল ম্লতঃ র্পকধ্মী।
মহাকাব্য হিসাবে এই গলপগ্রিল মন্ব্যসমাজের চিরল্ডন সত্যকেই
মৃত্র করে। এই গলপগ্রিল শিশ্বর চরিত্র গঠনে সাহায্য করে,
শিশ্বকে উৎসাহিত করে, মহৎ ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত করে। এইভাবেই শিক্ষণপ্রণালী নিয়ল্রণ (as direction) হিসাবে কাজ

অবশেষে আমি আমার শ্রদেধর পশ্ডিতবর্গ ও সুখীজনকে জনুরোধ করব যে তাঁরা শুধুমার আবেগের ন্বারা যেন পরিচালিত না হন। শিশুনিশক্ষার ব্যাপারটা শিক্ষাশুরী মনোবিজ্ঞানভিত্তিক হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। কালোকে কালো, সাদাকে সাদা, রাতকে রাত, দিনকে দিন, ক্ষেতমজ্বরকে ক্ষেতমজ্বর, বর্গাদারকে বর্গাদার, মহাজনকে মহাজন, সুদ্ধোরকে সুদ্ধোর হিসাবে চিনতে দেওয়া বা সাহায্য করাটা কোন অপরাধ হতে পারে না। বর্তমান শিশুরা যদি আগামী সভ্যতার ধারক ও বাহক হয় তবে, শুরুটো শুরু থেকেই হওয়া ভাল নয় কি? 'জীবন সম্পর্কে সুম্পন্ট ধারণা' বলতে আমার মনে হয় এই জিনিসটাকে বোঝানো হয়েছে।



#### তারার গ্রহণ

#### অধ্যাপক সত্য চৌধুরী

১৯৮০ সালের ৬ই অক্টোবর ভারতবর্ষের আকাশে তারার গ্রহণের একটি বিরল ঘটনা ঘটেছে। সূর্যকে আডাল করার ফলে চাঁদের ছায়ায় পূথিবীর স্পার্শত অঞ্জলে যেমন সূর্যগ্রহণ হয় ৬ই অক্টোবর সন্ধ্যার একই নিরমে এস এও ১৮৭৩৫৮ নামক একটি অনু-জ্বল তারাকে ইউনোমিয়া নামের একটি গ্রহাণ, অলপ কিছ সময়ের জন্য পর্থিবীর কাছ থেকে আডাল করে রাখে। ফলে তারাটিতে গ্রহণ লাগে। এই তারার গ্রহণ সম্পর্কে রয়াল গ্রিনিচ অবজারভেটরি অনেক জটিল গাণিতিক হিসাব নিকাশ করে একটা পূর্বাভাস দিয়েছিল। সেই পূর্বাভাস অনুসারে গ্রহণের আবছা চলমান ছায়াঞ্চল সম্ব্যা ৬টা ২১ মিনিট ২১ সেকেন্ডে বোম্বাইয়ের কাছে ভারতবর্ষের মাটি স্পর্শ করার কথা। ছায়াণ্ডলের পরিসর আনুমানিক ৪০ মাইল। এই ছায়া মধ্যভারত অতিক্রম করে বিহার ছারে পশ্চিমবংশ পেশছানোর কথা ছিল সন্ধ্যা ৬টা ২১ মিনিট ৫১ সেকেন্ডে। ছায়ার গতিপথে ছিল বোম্বাই, ঔরণ্গাবাদ, নাগপুর, রায়প্র, হাজারিবাগ, রাঁচী, মালদহ, গোহাটি, ডিব্রুগড় প্রভৃতি শহর, পরে ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে ছায়াণ্ডলের চীনের মাটিতে প্রবেশ করার পর্বোভাস ছিল। পশ্চিমাণ্ডলের শহরগালিতে স্থাস্ত অপেক্ষাকৃত দেরীতে হয় বলে প্রাণ্ডল থেকে এই ছায়া পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ ছিল সবচেয়ে বেশী। অন্ধকার এবং নির্মেঘ আকাশ এ ধরনের গ্রহণ পর্যবেক্ষণের আবশ্যক শর্ত।



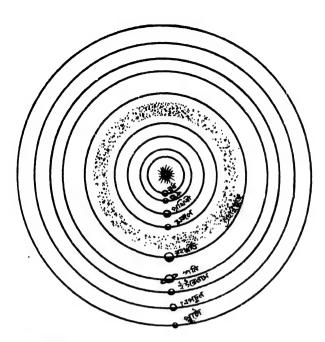
আবহাওয়া দশ্তরের পূর্বাভাস অন্সারে সেদিন মালদহে ছিল সৌরজগতের এই বিরল ঘটনাটি পর্যবেক্ষণের উপযুক্ত পরিবেশ।

বাঙ্গালোর জ্যোতির্পাদার্থবিদ্যা কেন্দ্রের ইউরেনাস গ্রহের বলয় আবিক্ষারক প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক তঃ জগদীশচন্দ্র তট্টাচার্যের নেতৃত্বে একদল গবেষক এই গ্রহণের খাটনাটি বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করার জন্য মালদহ কলেজ মাঠে একটি অম্থায়ী পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র বাসরেছিলেন। এই গবেষকদলে ছিলেন বাঙ্গালোরের মিঃ চন্দ্রমোহন, কলকাতার পজিশনাল অ্যাসট্মোনমি সেন্টার ও কাল্টিভেশন অব্ সায়েন্দেরর এ কে ভাটনগর, স্বপন শ্র প্রম্থ। তারা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে গাজোলের আদিনা মসজিদ, মালদহ কলেজ এবং ফরাঝা থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। মালদহ কলেজ ছিল ম্ল কেন্দ্র। সেখানে ৬ ইণ্ডি ব্যাসের একটি বৃহদাকার টেলিসকোপ বসানো হয়েছিল।

#### গ্ৰহান,

বোড-টিসিয়াস সূত্র অনুসারে মঞ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে সূর্য থেকে ২৭ কোটি মাইল দূরে একটি গ্রহের অবস্থান मन्भक् र्ভावसान्वाभी वर्काल आग्रारे कता रार्ताष्ट्रल। किन्छ অন্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত স্থানটি ফাঁকা বলেই মনে হ'ত। অবশেষে ১৮০১ সালে সিসিলির বৈজ্ঞানিক পিয়াজী মঞাল ও বৃহস্পতির মাঝখানে একটি গ্রহের সন্ধান পান। মাপজ্ঞাক করে দেখা গেল গ্রহটি অতিশয় ক্ষুদ্র, ব্যাস মাত্র ৪৮০ মাইল। রোমক দেবতার নাম অনুসারে গ্রহটির নাম দেওয়া হ'ল সিরিস। পরে গভীরতর অনু-সন্ধান চালিয়ে সিরিসের কাছাকাছি ডিম্ল ডিম্ল কক্ষে আরও অনেক ছোট ছোট গ্রহ আবিষ্কার হতে লাগল। আচরণে গ্রহের মত হলেও আয়তনে এরা খুব ক্ষুদ্র—তাই এদের নাম হ'ল গ্রহাল, বা গ্রহকণা। সংখ্যায় এরা হান্ধার হান্ধার, হান্ধার গ্রিশেক হতে পারে। গ্রহাণ পঞ হ'ল এদের সন্মিলিত নাম। সবচেয়ে বড় ৪টির নাম—সিরিস. ভেস্টা, জুনো ও পালাস। বাকী গ্রহাণ,গুলর ব্যাস ১০০ মাইল থেকে শুরু করে ১ মাইল পর্যন্ত। অনেকের ব্যাস আরও কম। এখনো পর্যত ২ হাজার গ্রহাণার মোটামাটি পরিচর পাওয়া रशरक ।

গ্রহাদ্বাল ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথে স্থের চারদিকে ঘ্রছে, কারো কক্ষপথ খ্র বেশী উপব্তাকার। উপব্তাকার পথে ঘোরার ফলেই ঈরস নামক ১৬ মাইল ব্যাসের গ্রহাদ্টি কখনো কখনো প্থিবীর খ্র কাছে চলে আসে। গ্রহাদ্দের নির্দিষ্ট কোন আকৃতি নেই। কেউ গোলাকার, কেউ শব্দু আকৃতির, আবার কেউ বা নোড়ার মত। কোন বড় গ্রহ বা উপগ্রহের কাছ দিরে বাওয়ার সময় তাদের মহাক্ষীর আকর্ষণের ফলে গ্রহাদ্ কক্ষ্যুত হয়ে সেই গ্রহ বা উপগ্রহের গারে আছড়ে পড়তে পারে। মখ্যল বা চাঁদের দেহস্থিত খাদগ্রিল গ্রহাদ্দের আঘাতের ফলেই স্থিত হয়েছে বলে বৈজ্ঞানিক্দের ধারণা। প্রথিবীর ব্রকেও বহু গ্রহাদ্ব আছড়ে পড়েছে। আমেরিকার আরিজোনা খাদ (বর্তুলাকার মুথের ব্যাস ১ মাইল) এবং ভারতবর্ষে প্রণার নিকটবর্তী লোনার খাদ (মুখের ব্যাস ৬০০ ফুট) প্রথিবীর ব্রকে নেমে আসা গ্রহাদ্বদের ঘারা সৃত্ত ক্ষত-চিক্ত ছড়া আর কিছটে নর।



#### **हे छेटना घिया**

গত ৬ই অক্টোবর এস এ ও ১৮৭০৫৮ তারার গ্রহণ স্থিতারার গ্রহণ স্থিতারার গ্রহণ স্থিতারার গ্রহণ স্থিতারার গ্রহণ ব্রিক্তারার গ্রহণান্টির নাম ইউনোমিয়া। ১৯৫১ সালে এই গ্রহণান্টি আবিশ্বত হয়। গ্রহ নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা পরিমাপক এককের হিসাবে ইউনোমিয়ার উজ্জ্বলতা ৭.৪, এর আকৃতি গোলাকার নর, সম্ভবতঃ নোড়ার মত। ইউনোমিয়ার সঠিক ব্যাস এখনো অজ্ঞাত। অবশা উজ্জ্বলতা থেকে গ্রহের আয়তন নির্ণারের একটা পর্শ্বতি আছে—তবে পশ্বতিটা নির্ভারবায়া ও নির্থাত নয়। স্থলে হিসাবে ইউনোময়ার

ব্যাস ১৬০ থেকে ১৭০ মাইলের মধ্যে হতে পারে বলে অনেকে আন্দাজ করেন। সারা বিশ্বের জ্যোতিপ দার্থ বিদদের মধ্যে এই গ্রহাদ টির সঠিক ব্যাস মাপার জন্য গভীর আগ্রহ আছে। ৬ই অক্টোবর এর ব্যাস মাপার দ্বর্লভ স্থোগটি উপস্থিত হয়েছিল। ইউনোমিয়ার আড়ালে এস এ ও ১৮৭৩৫৮ তারার অন্তর্ধান এবং প্রনরাবিভাবে লক্ষ্য করা এবং গ্রহণের সময়ট্রক নিথ্তভাবে নির্ণায় করাই ছিল সোদন গবেষকদের প্রধান কাজ। একমান্ত এই পম্পতিতেই একটি গ্রহাণ র আয়তন ও আকৃতি সঠিকভাবে জানা সম্ভব। এই ধরনের গ্রহণ পর্য বেক্ষণের স্ব্যোগ খ্র কম পাওয়া যায়। তারার গ্রহণ পর্য বেক্ষণের ফলাফল থেকে শ্রহ্ব গ্রহাণ র আয়তন আকৃতিই নয়, সৌরজগতের গঠন সম্পূর্কেও বহু ম্লাবান তথা জানা সম্ভব।

#### পর্যবৈক্ষণের ফলাফল

ইউনোমিয়ার আয়তন ১৬০/১৭০ মাইল ধরে নিয়ে রয়াল গ্রিনিচ অবজারভের্টার গ্রহণের আন্মানিক সময় এবং গ্রহণের এলাকা সম্পর্কে পূর্বাভাস দিয়েছিল। কিন্তু ইউনোমিয়ার ব্যাস সম্পর্কে উজ্জনলতা থেকে নির্মুপত হিসাবটি যদি একেবারেই বৈঠিক হয় এবং ব্যাস যদি ৪৫/৪৬ মাইলের কম হয় তাহলে তারার গ্রহণের ছায়ার পক্ষে প্থিবীর মাটিতে পেণ্টানের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। বরং গ্রহণের ফলে যে ছায়াশ প্রু স্ট্রিট হয় তার শীর্ষবিশ্দর্ভির প্থিবীপ্রেটর বহু উপর দিয়ে আকাশ পথে চলে যাওয়ার কথা। ৬ই অক্টোবর সম্ধ্যার পর্যবেক্ষণের সময় শক্তিশালী টেলিস্কোপের চোখে প্থিবীপ্রেট কোন ছায়া ধরা পড়ে নি। গ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ডঃ ভট্টাচার্য মালদহ কলেজ প্রাপ্তাণে টেলিস্কোপের সামনে দাড়িয়ে প্রাথমিকভাবে এই সিম্বান্তই করলেন যে, ইউনোমিয়ার ব্যাস কোনমতেই ৪৫/৪৬ মাইলের বেশা নয়। তাহলে ইউনোমিয়ার সঠিক ব্যাস কত? প্রশ্নিটি বৈজ্ঞানিকদের সামনে এখনো খোলা থাকলো।

## মইশাল বন্ধু

#### कन्गान एन

মাঠের শেষে নদী।

নদীর নাম বালাসন। নদী পেরিয়ে তরাই-এর নিবিড় অরণ্য। শাল, শিশ্বগাছের শাখার শাখার কাঁধে কাঁধ হাতে হাত।

বৈশাখের শীর্ণ নদী। বালির আসন পেতে কুলকুণ্ডালনী শান্তিকে জাগ্রত করতে যেন ধ্যানমণন। নদীর এপারে বিশ্তীর্ণ মাঠের ধারে তারাবাড়ি গ্রাম। তারাবাড়ি থেকে উত্তরবংগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং গেইট প্রায় আড়াই মাইল পথ; কথনো কাঁচা কথনো পীচ ঢালা।

তারাবাড়ি গ্রামের জ্যোতদার প্রহ্মাদ সিংহ। তারই বাড়ির মইশাল দীনকাট্র সিংহ।

দীনকাট্'র হি-সংসারে কেউ নেই। জন্মেছিল ধ্পগ্রিড়র কমলাই নদীর ধারের কোনো এক গাঁরে। ছোটবেলার বাপ-মাকে হারিয়ে ঘ্রতে ঘ্রতে এসেছিল প্রহ্লাদ সিংহের বাড়ি। সেই থেকে এখানে আছে। ওর বরস এখন চব্দিশ। ঐ তরাই-এর নিবিড় অরণ্যের প্রানো শালগাছের মতই প্রস্তু ওর শ্রীর। মোব আর গর্র দেখাশোনা ওই করে বরাবর।

জোতদার বাড়ির দোতলা বাড়ির একতলার বারান্দার এক ছোট্ট ঘরে ওর একলার সংসার। ধোক্রার বিছানার ময়লা কিছু কাঁথা। একটা কাঠের বাক্স। একটা খাটো ধর্তি, একটা পিরান, একটা গামছা, ভাঙা আয়না, কমদামী চির্নী—এই তার সম্বল। আর আছে একটা আড় বাঁশের বাঁশী।

বৈশাখ মাসের সকাল।

এক ট্রকরো মেঘ পাকা করমচার মত স্বটাকে হন্মানের মত বগলদাবা করে ফেলেছে।

ঘুম থেকে উঠতে দেরী হয়ে গেছে একট্। গোয়ালঘরে পব্না, আন্ধার্ব প্রিয় দ্ব'টি মোষ ডাকছে।

চোখ কচলে নিয়ে দীনকাট্ম হে'কে উঠল, রইস রে রইস মুই শাছো।

জবাব এল, আাঁ—এ—এ—এ।

তাড়াতাড়ি ক্রোর গিরে মুখ-চোথ ধ্রে নিরে গোরালঘরে চলে এল। কালো কুচ্কুচে কালবৈশাখী মেঘের মত দুর্গটি তাজা মোষ ওকে দেখে খুশীতে ডেকে উঠল।

দেবী প্রতিমার গায়ে চক্তক্ করা গর্জন তেলের মত চক্চকে গায়ে হাত ব্লিয়ে পব্নার চোখে চোখ রেখে এক স্বগীয় ভাষায় কথা বলতে লাগল দীনকাট্।

পব্নাকে আদর করছে দেখে আম্বার্র মনে হিংসে জাগল। সে
শিং দিয়ে আল্তো করে দীনকাট্র পিঠে খোঁচা মারল। দীনকাট্র
পব্নাকে বলে উঠল, দ্যাখেছিস্ সতীনের আগ? মুই কাক্ বেহা
করিম? তোক্ না আম্বার্ক্? হেসে বলে ফেলল সে, না হায় গে,
না হায়। মুই দোনোজনাকে বেহা করিম। কথাগ্লো বলার সংগা
সংগা ব্কের ভেতর থেকে বেরিরের এল দমকা বাতাস দীর্ঘণনাসের

মত। সে দীর্ঘশ্বাসের সংগ্যে সংগ্যে ক্ষাতির অ্যালবাম উল্টে গেল। বেরিয়ে এল কিছু ছবি।

বালাসন নদীর ওপারে রাজবংশীদের গ্রাম। সে গ্রামের এক গরীব চাষীর মেরে টিয়া।

টিয়ার শরীরে সব্জ ঘাসের চিকন আশ্তরণ। চোখের কোণে তরাই-এর অরণ্যের নিবিড় প্রশাশ্তি। ব্কের মধ্যে পাংখাবাড়ির পাহাড়ী চুড়া। কেমন বেন হাড়িয়ার নেশার মত নেশা লাগায় টিয়া।

মোষ চরাতে গিয়ে জঞ্গলের ডেতর হঠাৎ একদিন দীনকাট্, চীংকার শ্নতে পেল। কায় ছন্ মোক্ বাঁচান—বাঁচান। হাতের লাঠিটা নিয়ে বাইশ বসন্তের জোয়ান মোবের মত শক্তিধর দীনকাট্, ছুটে গেল চীংকারের উৎসম্থলে।

একটি কিশোরী মেয়েকে ঘিরে ধরেছে এক ঝাঁক মৌমাছি। কি করবে এক মূহ্তে ভেবে নিয়ে ছুটে গিয়ে কিশোরীকে কাঁপে তুলে চোঁ—চোঁ—ধাঁ—এক দৌড়। বালাসনের জলে এসে ঝাঁপিরে পড়ল। জলে নামার আগে নামিয়ে দিল কিশোরীকে। দু? একটা মৌমাছি তখনো এসেছিল পেছন পেছন ধাওয়া করে। তা দেখিয়ে কিশোরী চাঁংকার করে উঠল, আলহায় ও বায় নি গে বায় নি। সকালবেলায় স্ম্ উঠল ব্বকের মূখে। সে বলে উঠল, ধ্যাং, হাত্সে খাছিস ক্যান্। মূই তো ছু। এবায়ে রঙ লাগল কিশোরীর মূখের আকাশে। বলল, কায় তুই? তুই কি মরদ?

এতক্ষণে সামলে নিল দীনকাট্। একটা মেরের সাথে আগে তো সে কখনো এমন করে কথা বলে নি। তাই লব্জা পেল। মাথা নীচু করে পা বাড়াল সে মোবের খোকে।

ভয় তথনো কাটে নি। কিশোরীর গলায় নামল সন্ধ্যাবেলার বাঁশ বাগানের ভরাত ভাব। চে'চিয়ে বলে ফেলল, তোমহা কায় ম্ই জানোনা। দোহাই লাগে বাপ পঞ্চানন ঠাকুরের। মোক্ ছাড়িয়া তোমহা চলিয়া যান্না।

কি খেরাল চাপল দীনকাট্র মাথার। কপট গাম্ভীর্বে বলে বসল, মোর কাম ছেগে পরের বেটি। মুই যাছো। মোর নাম দীনকাট্র সিংহ। থাকে ছু তারাবাড়ির গিরির ঘর।

—মূই পাথরঘাটার সর্প সিংহের বেটি টিরাশ্বরী। জ্বঞ্গলং আইচ্চিন্ খড়ি লুড়াবার। মোর দেহাং মাছির বিষ। মোক্ কি ঘর নেগার দিবার পারিস?

— ঘরং গেলে মান্সি কি কবে?

—কার কি কবে হাতাস খাছিস কান্? আর দেখি, কোন্ঠে ছে তোর ভইস।

—ক্যানে, ভইস দিয়া তোর কি হবে গে গাভুর মাইয়া?

—মূই ভইসের পিঠং চড়ি ঘরং যাম। সেখা মোর ভেরা কাম পড়িরাছে। মা মোর আন্ধা, দেখির না পার। বাপ্ গেইছে হালবাড়ি হাল জোতিবার। ছোটো ভাইডা গেছে বাপের তানে পান্ধা ধরি।

দ্র থেকে ডেকে ওঠে পব্না, আন্ধার,।

—হুইবে পরের বেটি ভাকাছে মোর পব্না, আন্ধার।

—বা, বা, ক্যামন সোল্পর নাম রাখেছিল্ তোর ভইলের নাম। বলেই এক দৌড়। দৌড়ে গিয়ে পব্নার খরীরে হাত বোলাল টিয়া। এক লাফে চড়ে বলল পব্নার পিঠে। পব্নাও হেলতে হেলতে দ্বলতে দ্বলতে ন্তন সওয়ারী নিয়ে চলল নদীর ধার ধরে।

—হেই টিয়া, ভইস লেগাইস্ না? ঘরৎ বাইয়া ছেকিবা হবে। ব্ডো আঙ্ল দেখিয়ে জিব ভাগিচিয়ে টিয়া জবাব দিল, তুই কচু খাইস ঘরৎ বাইয়া। মুই বাছঃ ঘর।

কি আর করে দীনকাট্। সে-ও গিয়ে লাফিয়ে উঠল আন্ধার্র পিঠে।

আগে পিছে চলল দ্ব'টি মোষ নদীর ধারের পাতলা কাশ-জ্বপালের ভেতর দিয়ে। দ্বের শোনা গেল ভাওয়াইয়া গান।

> ধিক, ধিক, ধিক মইশাল রে মইশাল ধিক গাব্রালী এ হ্যানো স্কর নারী, ক্যামনে যাইবেন ছাড়ি। মইশাল রে॥

ভার বাশ্ব ভাড়টি বাশ্ব হে মইশাল বাশ্ব মাথার কেশ আজি বা ক্যানে দেখং মইশাল ছাড়িলেন আমার দ্যাশ। মইশাল রে॥

—ও মইশাল, শ্রেছিস্ গাহান?

—তোর কোনো লাজ শরম লাই রে টিয়া। তোর বাপো মা ক্যান্ দের না বেহা এতভা গাভুর বয়সং!

খিলখিল করে বালাসন নদীর মত চণ্ডল স্বরে হেসে উঠে চিয়া বলে বসে, মুই তরাই-এর মাইয়া। জগুলের লাখান মোর মন, হেই— এ—ত্ত বড়—অ—; লাজ? লদীর কি কোনো লাজ ছে? অয় কেমন করি বয়আ যাছে কোন্সে দ্রের নাম না জানা দ্যাশের তানে কার জানে!

- —তুই তো ভালয় কাথা কবার পারিস!
- —করার পারিম্নি! খগেন দা যে কলেজ পড়ে। অর মোক এ গিলা শিখাইছে।
- —খগেন রায় ? হামার রাজবংশী ভাষাৎ যায় নেডিওৎ গাহান গাছে ?

বাড়ির কাছাকাছি এসে টিয়া হঠাৎ মোয থেকে নেমে পড়ল। চোখের কোলে প্রিমার চাঁদের জ্যোৎস্না ছড়িয়ে বলে গেল, ফের দেখা হবে লদীর পার জ্ঞালং, আসিস্ দেই?

**घटन राम** विद्या।

জীবনের কোন্ নিভৃত মন্দিরে বেজে উঠল যৌবনের ঘণ্টা। কিসের এক নেশার টানে মনটাকে জড়িয়ে নিয়ে দীনকাট্, ফিরল জোতদার বাডি।

দিন যায়। সময়ের শেলটে নানান দাগ কেটে বছর ঘোরে। বালাসন নদীর ধারে জংগলের নিভ্ত কোণে প্রকৃতির সাথে একায় হয়ে দুটি হদর সরব হয়ে উঠে। স্ভিটর প্রথম দিনের মানব-মানবী যেন ফিরে পেয়েছে সে বন। বাতাস ওদের কথা বহন করে নিয়ে যায়। পাহাড় প্রতিধর্বনি করে তা ফিরিয়ে দেয়। দিন যায়। দিন যায়।

প্রকৃতির কোলে মোষ ছেড়ে দিয়ে টিয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে দীনকাট্ন। তার বাঁশের বাঁশীতে শোনা যায় ভাওয়াইয়া গানের স্রা

গাও তোলো, গাও তোলো মইশাল বন্ধ্ব রে॥ গাও তোলো, গাও তোলোরে মইশাল
গাও তোলোরে ডাঙিয়া
ওরে কোন্ বা চোরায় নিয়া যায় মোক
চুরি করিয়া রে।
মইষ চরান্ মোর মইশাল বন্ধ্
কোন্ বা চরের মাঝে
ওরে এলাও ক্যানে ঘণিন্টর ড্যাং
মুই না শোনং ক্যান রে॥
মইষ দোয়ান মোর মইশাল বন্ধ্
গামছা মাথায় দিয়া
ওরে মোর নারীটার মনটায় কয়
মুই পরু ধরুং যায়া রে॥

টিয়ার চোথ বেয়ে নামে পাহাড়ী ঝোরার জল। টিয়া কে'দে ওঠে।
—কান্দিস ক্যানে টিয়া! চমকে ওঠে বলে দীনকাট্র।

—তুই এমন ক্যানে দীনকাট্? তোর বাঁশী শ্যামের লাগান। মোর মন পাগল করি দেয়। মুই ঘরৎ রবার পার না।

দীনকাট্ন গভীর আবেগে টিয়াকে কাছে টেনে নের। বুড়ো বট-গাছে ডেকে ওঠে কোকিল।

টিয়ার অব্ধ মা ওর কথাবার্তায় লক্ষ্য করে ন্তন স্র। ওর খগেনদাও আর থক্তে পায় না কিশোরী মেয়ের সেই আগের জিজ্ঞাসা-ভরা প্রশ্নের রেশ।

- —হাাঁরে টিয়া, কি হইছে তোর? এমন করির কি ভাবেছিস? দিন দিন তোর এত কিসের টান খড়ি ল্বড়াবার? ন্কাইস ক্যান?
  - —না খগেন দা। মোর কোনো নি হায়।
  - —লাজ করেছিস ক্যান? কাকো কি মন ধরিছে?
- —কিযে কহছিস তুই! তোক্ ছাড়ির কাকো না চাহ্ন মুই। তুই যে মোর দাদার দাদা।
  - --হার্গ ব্রেছ্। রঙ লাগিছে তোর মনং।

টিয়া আর চেপে রাখতে পারে না। এসব বোধহয় চেপে রাখাও যায় না। এ যে পাহাড়ের ভেতরের জমা জলের স্লোত। বাইরে বের বার জন্য সদাই চণ্ডল।

সব খুলে বলে সে। সেদিনের সেই নৌমাছি থেকে বে'চে আসা, জগুলের নিভূতে মোষের পিঠে চড়ে ঘর বাঁধবার অভিসার। বালাসনের উন্মান্ত বুকে জলবিহার, দীনকাট্র বাঁদী শুনে উতলা হয়ে যাওয়া, কিছুই বাকী রাখল না। পরিশেষে কায়াভেঞা গলায় বলে ফেলে, জানিস খগেন দা, অয় মোক্ বেহা করির চায়। অয় পরের ঘরের মইশাল। মোক্ বেহা করিলে যে অর পণ দিবার নাগিবে। বাপক তুই তো চিনিস। বাপ কি মোর পণ ছাড়ির মোর বেহা দিবে? অয় কোন্ ঠে পাবে এত্লা টেকা! চোখে টিয়ার বর্ষার বৃষ্টি।

— তুই ভাবিস ক্যানে টিয়া। তুই মোর বইন, তোর খ্শীর লাগির, তোর ঘর সংসারের তানে মোর কি কোনোই দায়িত্ব নাই? কত নাগিবে?

---দ্বইশো টেকা নাগিবে। তুই, তুই দিবো থগেন দা? টিয়ার চোখে মুখে লাউ-এর আকশিতে ধরা কঞ্চির অবলম্বনের আশ্বাস পাবার আগ্রহ।

—হারৈ হাা। মুই দিম। যা করা আয়নে যায়া।

টিয়ার পায়ে বনের ছন্দ জাগল। গ্রামের কাঁচা রাস্তা ধরে দৌড়ে চলল টিয়া।

বাঁশ বাগানের মধ্য দিয়ে শ্কনো পাতা মাড়িয়ে নদীর ধারের কাশবনের ভেতর দিয়ে ছ্টতে ছ্টতে এসে হাজির হ'ল তাদের সেই পরিচিত বটগাছের নীচে। আপন মনে মণন হরে বাঁশী বাজাচ্ছে দীনকাট্। বাঁশীর সর্র এমন করে কাঁদছে বে টিয়া ঠিক থাকতে পারল না। ভরা বর্ষার বালাসন নদীর ক্লের শালগাছে ঝাঁপিরে পড়ার মত এসে ঝাঁপিরে পড়ল দীনকাট্র ব্লে। এক হাতে বাঁশীটা কেড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল দ্রে। কারাঝরা গলায় বলে উঠল, তুই মোক্ খুউব ভাল-বাসিস না হায় রে দীনকাট্?

চোখের ভেতর স্থান—অথচ মুখের ভাষা যেন দ্রের ঐ সাদা পাহাড়টার মতই দ্রের, এমন স্বরে জ্বাব দিল দীনকাট্র, ভালবাসার কি কোনো দাম ছে রে টিরা? এ পিছিমিং বার টেকা ছে, অর সব ছে। দ্যাখিস না ক্যানে গিরির বেটা ভূবনক। কলেজং গিরা বঙোলী চেণ্ডি ক ভালবাসি বেহা করিছে। ওমার টেকা ছে তার তানে ওকিলের বেটি বেহা করির পারিছে। মুই? মুই তো গিরির বাড়ির মইশাল। বাপ নাই, মাও নাই। ঘর নাই, বাড়ি নাই। জমি নাই, জ্বোত নাই। টেকা নাই—কোনোই নাই।

এবার টিয়া বলল, তুই ভাবেছিস ক্যানে? তোর মোর বেহা ঠিক হবে দেখে লিস।

—কেমোন করির?

— তোক্ ভাবির নি লাগে। মূই সব ঠিক করি ফেলাই ছ্। খগেন দা টেকা দিবে।

এবার দীনকাট্র আগ্রহের বীজ চারা গাছের মত দ্বলে উঠল। বলল, ঠিক কহছিস তো টিয়া? কোন্দিনা বাম তোর বাপের লগং? আজি?

লক্ষার রঙ লাগল টিয়ার মুখে। জলদি করার কি কাম? যাইস না ক্যানে একদিন।

—ইডা কি কহছিস! দেরী ক্যানে? মুই অ্যালহায় যাম্। —তোর খুশী।

টিয়া ছুটে চলল বাড়ির দিকে। ওর চোখে একটা ছোট্ট ঘর। মাথায় সিদ্দ্র। হাতে শাখা। হঠাং—বাপ্গে বাপ্—চীংকার। পড়ে গেল টিয়া।

म्दत तथरक मौनकार्वे कि किता छेठेल, कि इटेर इत रिया?

—মোক সাপে কাটিছে দীনকাট্। মোক সাপে কাটি—

— কি কহলো? সাপ? উদ্মন্তের মত তীর বেগে ছ্বট্ লাগাল দীনকাট্। দৌড়ে গিরে দেখল একটা গোখরা সাপ জপালের দিকে পালিরে বাচ্ছে।

হার বাপ\_ কি হবে গে!

হঠাং একটা গাছের ভাল ভেঙে নিয়ে ভীষণ আক্রোণে সাপটাকে মারতে লাগল দীনকাট্। পেশীতে ওর জিঘাংসার স্রোত। নিরীহ সাপ পারবে কেন! সে তো এমনি কামড়ায় নি! শরীরে পড়েছিল চাপ তাই ফুনে উঠে ছোবল মেরেছিল।

সাপটাকে মেরেও শান্তি পেল না দীনকাট্র।

এদিকে বিষ ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেছে। যন্দ্রণার কে'দে উঠল টিয়া। রাগের দেবী হ্লৈ ফিরিরে দিলেন দীনকাট্কে। প্রত গামছা ছিড়ে টিরার হাট্তে বাল্ধ দিল সে। কাঁবে নিরে এডদিনে সমস্ত লাজলম্জা ত্যাগ করে ছুটে চলল টিরাদের বাড়ি। টিরাকে ওর বাপের কাছে পেণছে দিরেই দীনকাট্ন ছুটল ওঝার বাড়ি।

এদিকে সর্প সিংহের চীংকারে জেগে উঠল পাড়া। সবাই এল ছুটে। ছুটে এল খগেন রায়।

খগেন রায় এসে অর্ম্ম-চৈতন্য টিয়াকে জিজ্জেস করল, কোন্ঠে তোক কামডাইছে রে টিয়া?

-काश ? चरशन मा ?

--হাাঁরে টিরা, ম.ই।

— অর কোন্ঠে গৈইসে? মুই আর বাঁচিমনি থগেনদা। মরার আগং অর কোলং মাথা রাখি মরির পালে শান্তি পান্ হর। অক ডাকা না ক্যানে?

—অয় ওঝা আনির গেইসে। আসিবে অ্যালহায়।

টিরার বাপ, মা, ভাই সবাই কালার ভেঙে পড়ল। পাড়া-পড়শীরাও শোকে স্থির চিত্রের মত ইন্ধেলে লখ্ন হয়ে রইল।

কিছ্কেশ পর ওঝা নিয়ে যখন দীনকাট্ব এল টিয়া তখন শেকড়-কাটা গাছের মত নেতিয়ে পড়েছে।

দীনকাট্র প্রিরজ্ঞনকে হারিরে কালার ভেঙে পড়ল। সে টিয়ার-মত নরম শরীরটাকে কোলে নিরে হ্-হ্র করে কালবৈশাখীর ঝড়ের বেগে কেন্দে উঠল।

প্রিবীর নীলাকাশে বেখানে প্রতিনিয়ত পাখি ভানা মেলে, সে আকাশের নীলিমায় হঠাং কালো মেঘ এসে সমঙ্গত নীল রপ্তকে বুটিং কাগজ দিয়ে যেন চুষে নিল।

দীনকাট্রর কোলে মাথা রেখে সব্বন্ধ রঙের টিরে পাখি যেন বিষের নীল রঙে রাঙা হরে ভালবাসার সব্বন্ধ স্বীপের ঘাসে শেষ আশ্রর নিল।

—मीनकार्षे । अ—मीनकार्षे । कान्रे कारेल ता ?

জোতদার প্রহ্মাদ সিংহের ভাকে দীনকাট্র তন্ময়তা ভাঙল। সে দ্রত মোষগালি নিয়ে গোয়াল ঘর ছেড়ে বাইরে এল।

—অ্যালহায় ও যাইসনি?

—যাছ, গিরি।

পব্না, আম্থারন্কে নিয়ে দীনকাট্ন চলল বালাসন নদীর পারে। বেখানে বটগাছের নীচে চিরদিনের জন্য ঘ্নিয়ের আছে তার ভালবাসা। সেখানে গিয়ে মোব ছেড়ে দিয়ে বালীতে বাজাবে স্র—বে স্র বাতাসের দেয়াল ভাঙতে ভাঙতে অরশ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরিয়ের দেবে—

জীবন, জীবন, জীবন বন্ধারের তুই মোক্ ছাড়িয়া গেইলে আদর করিবে কায় ও জীবন বন্ধার রে॥



#### বাজার বড় মন্দা

#### व्यम् इस्वर्ी

বাজার বড়ই মন্দা।
বাণিকের দাঁতের ধার বেড়ে চলে,
ছাপোবা মানুব মগজ গাুলে খেতে খেতে
হাঁ-মুখে এখন হাওরা খার,
হারের ফাঁকে ফাঁকে বিভেগা দাঁতের সারি
যেন ধ্রুপদী কথক।

বাজার বড়ই মন্দা।
বাদকী সভাতা সোনার গাড়তে জল ভরে মলত্যাগ করে,
উচ্ছল্ল মান্ব কুকুরকে শ্রেণীশন্ত ভেবে
আন্তাকুড়ের কুরুক্তের গদা ঘোরার,
পরণে দ্বাজানুল নেটে
বাকিটা স্বগীর ঈশ্বর নিয়েছে।

বাজার বড়ই মন্দা।
জাহাজ তাই কুমারী মেরের মত বন্দরে ভেড়ে,
ক'মাস পরে গর্ভভারে হেলেদ্লে চলে যায়
জামাতার আদর খেরে বাপের দেশে,
গর্ভে তার কোটি কোটি মান্বের দলিত পিন্ড।
ফেরীঘাটে অশ্বকারে দেশজ ব্বতী শোয় মাত্র পাঁচ টাকার।

বাজার বড়ই মন্দা। বাদকের রাজদশ্ভ প্রহরীর হাতে লোহদশ্ড বংশদশ্ড হা

পোড়াবিত্ত মান্য, চৈতন্য এদেশী দেবতা, তাই দৌনে বাসে দ্বামে পথে ঘ্রের ঘ্রের ঘরে ফেরে রাতে, ক্লান্ত উপবাসী তব্ অভান্ত ভালবাসা সংসার বাড়ায়।

বাজার বড়ই মন্দা।
গলতে গলতে এক রুপাইরা মাত্র উনিশ পরসা।
ওরেজ ফ্রিজ ? কিংবা প্রফিট ফ্রিজ ?
প্রমোজনভিত্তিক নুনেতম বেতন ? চুলোর যাক।
বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য জিন্দাবাদ!
মেশ্রোতে স্কুল-কলেজের ছেলেমেরেরা ঘামছে
'রতিনিবেদনম ছবিতে,

য়েও ইউনিয়ন আন্দোলন ও সংস্কৃতির ঐক্য চাই—বন্ধ্বগণ..... অবশেবে সন্ধ্যা নামে কাকের কলহে।

বাজার বড়েই মন্দা।
বার আদর্শ আছে টাাঁকে পরসা নেই,
বার পরসা আছে মগজে কুর্ংসিং লোভের ঘা,
শিশ্রে সামনে চিতার-চাপানো ভবিষাং,

তাজা যৌবনের সামনে মস্থ অনত গহরর, ব্লেধর সামনে শাদা দেয়াল, পেছনে ধ্সর স্মৃতি, নারীর সামনে রক্ষন ও গর্ভধারণ, প্রেক্রের সামনে আস্ফালন ও পতন। আবার ভোর আসে প্রিলর বেশ্যাগারে সারারাত কাটিয়ে রবিষ চোখে।

বাজার বড়ই মন্দা।
মন্দ মন্দ গতিতে পাল তুলে চলেছে ইন্টিমার, গাধাবোটের সারি,
জনগণ রয়েছে তাতে।
একটা পাথির শিসে
একটা সদ্যোজাত শিশার কাল্লায়
একটা কিশোরের অবাক চোথে
এক বৃন্ধার ভ্রুকুণ্ডিত বলীরেখার
একজন কমিউনিস্টের উন্ধত কপালে
যে চিহ্ন রয়েছে কে তার অর্থ বলে দেবে?
বিগকের রাজ্ঞদণ্ড ফিরে যাবে রাজ্ঞদণ্ড হয়ে
স্ফীতোদর সভ্যতার শেষ বিনাশে?

তাই যেন হয়। এ বাজার বড় দ্বঃসময়।

#### বাতে লোহদণ্ড বংশদণ্ড হয়ে উর্ণচয়ে থাকে। হে প্রভু, উদয় হও

#### রজত বন্দ্যোপাধ্যায়

হৈ হৈ শব্দ তুলে আসরে নামলো বিদ্বৈক,
কিছ্কুশ হাসিঠাটা রমর্রাময়ে আসর জমালো—
তারপর দৃঃখ নিয়ে বসে রইলো বিমৃত দর্শক,
বিদ্বেক চলে গেছে, লাইটম্যান আলোও নেভালো।

যুবমানস ॥ ২২
মন্সেরার অলিম্পিক্, হকিতে জিতেছে যেন কে,
ইচ্ছে না থাকলেও মণ্ড থেকে সরে যেতে হয়—
গোঁড়ালির অসহা বাথা, চোখেতেও বাধো বাধো ঠেকে,
মধ্যবিত্ত মহোদয়, ময়না কি নতুন কথা কয়?

নাহর দৃঃখস্থ একাশ্ডই নিজস্ব ব্যাপার, নাহর নিজস্ব কোনো ব্যাপারেই দ্রুক্ত অনীহা— তব্ব জব্ব বাড়লে গারে তুলি শীতের র্যাপার, হে প্রভূ, উদয় হও, কেড়ে নাও জীবনের স্প্হা।

### ফুল দেবে মরণকে—স্থলপদ্ম

#### बरेन्ज राजान

কাউকে ফ্রল দ্যার নি সে
জন্মের সময়ে ডেকেছে শৃণ্ণচিল
অশান্ত প্রকৃতির কানফাটা হাহাকার
ঘ্রিরে দিয়ে যায় গতি
তীর ঘূলতে ফেটে পড়ে ইতিহাস
মিথ্যার ফ্রলঝ্রি—শ্ব্র মিথ্যা ফান্স
(তাই) যোবনের উদ্দীশ্তবাহ্
খ্রেজ নিল মাঠে ময়দানে—জীবন

ফুট্নত টকটকে লাল গোলাপ লম্জায় ভেশ্যে ভেশ্যে যায় কালো ফুট্পাত আরও লাল দেখে সেখানে খুলেছে জীবন—স্থলপত্ম রক্তিম পুরাকাশ তাই খুজছে সকাল চেতনাতে তৈরী হয়ে যায় ইতিহাস ফুল দেবে মরণকে—স্থলপত্ম

ফ্ল দেবে মরণকে-স্থলপশ্ম

# যোজন সাগর দিতে পাড়ি…

#### অনিৰ্বাণ দত্ত

পাহাড় কি পেরোনো যায় লাফিয়ে— সাগরে হারানো যায় দাপিয়ে? যেতে হয় পায়ে হে'টে বাধা ভেশ্যে ঢেউ কেটে হাঁফিয়ে! ঝড়ো হাওয়া নীলাকাশ কাঁপিয়ে।

উ'চু চুড়ো ছ'তে পারে শাম্কও
যতবার বৃকে হে'টে থাম্কও
মাঝপথে কাঁটা-ক্ষতে নাম্কও
তুষারের ঝড় কি বা খর রোদ-বৃষ্টি
সঠিক লক্ষ্যে তার দৃষ্টি।

গিশপড়েরা তাই ব্রি আম্পেট্ই শানার দাঁতের খ্লে কাম্পেট্ই? হাজার লক্ষ দিন বাঁচতেই মিলে মিশে হাঁটে এক সারি— বোজন সাগর দিতে পাড়ি?

#### হে নভেম্বর

#### রথীন্দ্রনাথ ডোমিক

হাতে নিরেছি ঢাল
হাতে নিরেছি অসি
'রে শন্তব্র রে শন্তব্র'
চতুর্দিক চবি
ভাইকে দিই দ্রো আমি
মাকে করি ভাগ
আমাকে ছিল্ল ভিল্ল করে
অন্ধ ব্নো রাগ।

কে আমায় শার্র চেনায় আমায় চেনায় কে— হে নভেম্বর, নভেম্বর হে তুমি ছাড়া আর কে!

রাজা যায়, রাজ্যে আসে ভিন্ন সাজে রাজা পারিষদরা হে'কে বলে বাজা, ঢোলক বাজা। ষ্শে মরি ষ্শে মারি রই ষে-কে-সেই প্রজা নভেশ্বর হে বলতে শেখাও আমিই আমার রাজা।

হাতে নির্মেছ ঢাল
হাতে নির্মেছ অসি
আমার অসির ঘারে লুটার
মোরাদাবাদে ভাই
নির্বিচারে খুন করেছি
আসাম ত্রিপর্রার
শত্রকে ঠিক মিত্র দেখার
চোখে রঙীন ঠুলি
হে নভেম্বর, নভেম্বর হে
দাও এ ঠুলি খুলি।

# শব্দ তুলে রাখি

#### অচিন চক্রবতী

শ্ব্ব ভালবাসায় খাদ মেশাবো না বলেই কিছু শব্দ আমি সরিয়েছি গোপন দেরাব্রে।

এখন সময় বড় বাজে,
সমশত বিপদন দিনক্ষণ ভাতি করে শ্বধ্
ভোজবাজি হয়ে যাজে নিরক্তর, সত্য সাঁই বাবা
যেন বা হাজির অণ্ডলে। চালে-ডালে
কেরোসিনে-চিনিতে-বিদ্যুতে কিংবা শিশ্ব-খাদ্যে প্রক্ষাই প্রভাব;
দলেম্চড়ে ডাস্টবিনে গড়াগড়ি সমস্ত স্বপন।
উপজাত কুয়াশায় পরিবাংত জীবনযৌবন।

তব্ মন
সাঁতরে পের্তে চায় সময়ের সর্বনাশা গাঙ
হাতে হাত ধরে, মর্ভূমি
যেমন পেরয় রাহী হাদয়ে হাদয় জর্ড়ে দিয়ে
ব্কে ব্ক রেখে, অল্ধকার
তেমনি পেরিয়ে যাব বেমালয়ম প্রতারে নিবিড়
বিশ্বাসের শিখা জেরলে পরিপাশ্ব ভূষার গাঁলয়ে।

দ্রকত সে অভিযাত্তার নিটোল উষণতা চাই বলেই এখন শব্দ বাছাই করি, ছন্দ ষাচাই করি, আর দ্বে, ভালোবাসার খাদ মেশাবো না বলেই কিছু, শব্দ তুলে রাখি গোপন দেরাক্ষেয়

# বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

# সাইবারনেটিক্স্

গণিত, বলবিদ্য আর শরীরতত্ত্ব—বিজ্ঞানের এই তিনটি গ্রেছ-পূর্ণ শাখা বে কেন্দ্রবিন্দর্তে একচিত হতে পেরেছে তার নাম— সাইবারনেটিক্স্ (Cybernatics)। আরও সহজে বলা যায় প্রাণী ও বন্দের ভিতর যোগাযোগ ও নিয়ন্দ্রণের ব্যবস্থার নাম সাইবার-নেটিক্স্।

সাইবারনেটিক্স্ কথাটি এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে। প্রাচীন গ্রীক ভাষার এর অর্থ ছিল "নিয়ন্দ্রক" (Steersman) অথবা আরও সাধারণভাবে কথাটি একটি রান্দ্রের নিয়ন্দ্রকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত। আর আজকের বিজ্ঞান সাইবারনেটিক্স্ বলতে কি বোঝায় তা আগেই বলেছি।

তথন দিতীর বিশ্বযুক্ষ চলছে। তথন মার্কিন যুক্তরাণ্ট্রে পৃথিবীর বহু বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগত নিরাপত্তার থাতিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হরেছিলেন। বাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিছ ছিলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। সে কথা থাক। মার্কিন যুক্তরাণ্ট্রের বোল্টন শহরের ভ্যান্ডার বিল্ট হলে (Vander Bilt Hall) মাসে একবার কিছু বৈজ্ঞানিক খাওয়াদাওয়া করতে একতিত হতেন। বিজ্ঞানের সব শাখারই কিছু পশ্ডিত ব্যক্তির এই একতিত ভোজপর্ব ছিল বৈজ্ঞানিক আলোচনার এক বিচিত্র স্থান। প্রতিটি ভোজ-সভার পর কোন একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক বিষরে আলোচনা হত। এরকম একটি ভোজসভায় ম্যাসান্ত্রেন্ট্র্ ইনিস্টাটিউট অফ্ টেকনোলোজির (প্রথবীর অন্যতম শ্রেণ্ড ইিজনিয়ারীং বিশ্ববিদ্যালয়) অংকর প্রখ্যাত অধ্যাপক এন. ওয়াইনার (N. Wiener) ও দুক্তন প্রখ্যাত শরীরতত্ত্বিদ ডঃ

রোজেনরুরেথ (Dr. Rosenblueth) এবং তঃ ওয়াল্টার ক্যানন্ (Dr. Walter Cannon) আলোচনা করছিলেন। তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল এমন সমস্ত সমস্যা নিয়ে যেখানে একই সংগ্যাগিত ও শরীরতত্ত জডিত। কি রকম?

একটা যুন্ধ চলছে। একজন পাইলট একটা এরোপেলন নিয়ে আকাশে উড়ে যাছে। হঠাং তার চোখে পড়ল যে সামনে একটা আ্যাল্ট-এয়ারক্রাফ্ট্ (বিমান বিধরংসী কামান) থেকে গ্লী ছোঁড়া হছে। পাইলট দ্রুততার সাথে শেলন আরও উ'চুতে উঠিয়ে নিল এবং তার যাত্রাপথ বদল করল। এই যে কাম্ডটা ঘটল তার জন্য পাইলটের ব্রম্থি-বিবেচনা ছাড়া অন্য কিছুর উপর নির্ভর করা যায় না। যদি পাইলট ঠিক সময়ে ঠিক সিম্থাল্ড না নিত তবে বিমানটি ধরংস হতে পারত। কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মান্বের যে প্রতিক্রিয়া হয় তার একটি যক্যায়িত র্প দেওয়া গেলে মান্বের উপর আর নির্ভর করতে হয় না। এইরকম একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে করতে ঐ তিন বিজ্ঞানী অন্ভব করলেন ঐ রকম একটি যক্যায়ত ব্যবস্থার কথা।

এইবার কাজকর্ম শ্বর হল এবং অবশেষে বলবিদ্যা, গণিত ও শরীরবিদ্যাকে এক জ্ঞায়গায় হাজির করা গেল। আবিষ্কৃত হল সাইবারনেটিক্স।

বৈজ্ঞানিকদের মতে,—"বৈজ্ঞানিক বিশ্লব জন্ম দিয়েছে আটম বোম-এর আর সাইবারনেটিক্স্ এনেছে নতুন এক বৈজ্ঞানিক বিশ্লব।"

# শিল্প-সংস্কৃতি

## চলচ্চিত্রে রুশ বিপ্লব ঃ আইজেনস্টাইনের হুটি ছবি দেবাশীৰ দত্ত

একদা যে আশ্চর্য প্রতিভাধর নিজের মধ্যে একটি যুগকে সৃষ্টি ও বহন করে তার ক্ষাতি ব্যাশ্ত করে দিরেছিলেন যুগান্তরের দর্শাক্ত সমাজে, সেই চলচ্চিত্র গ্রুব্ধ আইজেনস্টাইন সোভিয়েৎ চলচ্চিত্রের প্রশাপ্রের হিসেবে স্বীকৃত। রুশ বিশ্লবের অব্যবহিত পরে নির্মিত আইজেনস্টাইনের দৃটি নির্বাক ছবি 'স্ট্রাইক' (১৯২৪) ও 'অক্টোবর' (১৯২৭) দেখে বিক্ময়ে অভিভূত হতে হয়। দৃটি ছবিতেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধের স্করটি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। 'স্ট্রাইক' আইজেনস্টাইনের প্রথম ছবি। বিশ্লব-পূর্ব রাশিয়ার শিলপগত সমস্যার প্রতিফলন দেখা যায় ছবিটিতে। চলচ্চিত্রের গ্রুণগত বৈশিল্টাগ্র্লি এই ছবির মাধ্যমে অসামান্য নিপ্র্বাত্তর গ্রুণগত বৈশিল্টাগ্র্লি এই ছবির মাধ্যমে অসামান্য নিপ্রত্বায় প্রকাশিত হয়েছে। আইজেনস্টাইনই স্বর্প্থম চলচ্চিত্রের শিল্পগত বৈশিল্টা সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করেছিলেন। তার পরিচয় এই ছবির সর্ব্য। তিনটি অংশে বিভক্ত এই ছবিটিতে একটি কেন্দ্রীয় স্করের অনুর্গনে লক্ষ্য করা যায়।

একটি কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে 'স্ট্রাইক'-এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। শ্রমিকরা কারখানা মালিকের অন্কর এবং গোয়েন্দাদের সতর্ক দ্ভিটর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ধর্মঘটের প্রস্তুতি চালাচ্ছে, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা চালাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত একটি শ্রমিকের আত্মহত্যা ধর্মাঘটকে ত্বরান্বিত করে। শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করার পর সর্বপ্রথম অবকাশের অনাস্বাদিত আনন্দ উপভোগ করে কিন্তু ক্রমে দুঃখ-দুর্দশা চরমে ওঠে। শ্রমিকদের শেষ সম্বলট্রকুও খাদ্যসংগ্রহের জন্য ব্যয়িত হয়ে যায়। প্রলোভন ও নিষ্ঠরতার আশ্রয় নিয়ে প্রিলেশ ধর্মঘটের নেতাদের আলাদা করে দিতে চায়। গ্রুণ্ডাদের আক্রমণের স্বারা শ্রমিকদের প্রতিরোধকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হয়। একটি ক্ষিশ্ত ষাঁড়কে পত্নিশী অত্যাচারের প্রতীক হিসেবে ছবিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ছবির এই বিষয়বস্তু ও ঘটনা-প্রবাহ মোটাম,টি সরল এবং সমসামারক। ছবিটির মূল বৈশিষ্টা তার ডকুমেন্টারি-স্কলভ বিন্যাসে। 'পটেমকিন'-এর মত 'স্ট্রাইক'ও কোন ছবির একটি বিশেষ অংশ হিসেবে পরিচালকের কল্পনায় এসেছিল। পরে 'পটেমকিন'-এর মত এটিও প্রশাংগ ছবির রূপ পায়। ক্তত, 'টুয়ার্ড' ডিক্টেটরশিপ' নামের একটি ছবির অংশ হিসেবে এর চিত্রগ্রহণ শ্বরু হয়। ছবির সমান্তিতে আপাত-হতাশার ষে সূত্রটি ফুটে উঠেছে, তা থেকে এটা বোঝা যায়।

শোনা যায়, আইজেনস্টাইন প্রকৃত কারখানার পরিবেশে 'স্টাইক'
নাটক অভিনয় করার বাসনা পোষণ করেছিলেন। ক্রমে অভিনয়-মণ্ড
(এবং সার্কাসের অভগন) ছেড়ে প্রোপ্রাক্তাবে চলচ্চিত্রে আছানিয়োগ করেন। এই ছবিটিতে তাঁর জীবনের এই দ্র্টি বিশেষ দিকের
ছায়াপাত ঘটেছে। একদিকে বাস্তব উপাদানের আশ্রমে বিশ্বাসযোগ্য
পটভূমি ও পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে, অন্যাদকে সার্কাসের লঘ্
স্বরের সাথে তাল রেখে 'ভিটেল'-এর কাজে কখনো কখনো অভিরজনের ঝোঁক এসেছে। প্রচারম্বেক পোন্টারের ব্যবহার এক্লেরে
রখবোগ্য। তর্মণ আইজেনস্টাইন এইভাবেই সর্বপ্রথম চলচ্চিত্রের

ভাষাকে নতুন করে আবিষ্কার করতে চেরেছিলেন। এক নতুন পরীক্ষার রতী আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্রের প্রচলিত ধারা, প্রকাশশৈলী ও বিন্যাসকে অস্বীকার করতে চেরেছিলেন এবং সে প্রয়াসে তিনি সর্বাংশে সফল হরেছিলেন। কারথানার বাস্তব পরিবেশ ছবিটিকে অশেষ মূল্য দিরেছে। দৃশ্য গ্রহণের অনারাস স্বাচ্ছন্দ্য ও অভিনরের শক্তিশালী প্রকাশভণ্গী ছবিটির গ্রের্থ বহ্লপরিমাণে ব্লিধ্ধ করেছে।

১৯২৭ সালে রুশ চলচ্চিত্র-শিল্প অক্টোবর বিশ্লবের দুশম বার্ষিকী পালন করে দুটি অসামান্য চলচ্চিত্র- পর্ডভকিনের 'দি এন্ড অফ্ সেন্ট পিটার্সবার্গ এবং আইজেনস্টাইনের 'অকটোবর' প্রযোজনার মাধামে। শেষোক্ত চিত্রটির মাধ্যমে নির্বাসিত লেনিনের গোপন প্রত্যাবর্তন এবং বলশেভিকদের ক্ষমতাদখলের মধ্যবতী চাণ্ডলাকর ঘটনাগ্রলি বিবৃত হয়েছে। আইজেনস্টাইনের অসামান্য শিলপদান্টি ও কল্পনাশন্তির বিশ্বস্ত পরিচয় পাওয়া যায় ছবিটিতে। একটা যুগের ইতিহাসকে ধরে রাখার জন্য আইজেনস্টাইন প্রতিরোধ ও সংগ্রামের পর্যায়ের বিভিন্ন শক্তিগঞ্জিলকে উল্জব্রল করে তুলে ধরেছেন, তাদের যথার্থ ভূমিকাট্রকু চিনে নিতে দর্শকদের এতট্রকু অস্ক্রবিধা হয় না। কয়েকটি শক্তিশালী দৃশ্যকল্পের ব্যবহার ছবিটিকে আশ্চর্য সম্প্রি দিয়েছে। প্রধান দৃশ্যগর্বালর সম্পাদনা নিঃসন্দেহে আইজেনস্টাইনের শিল্পক্ষমতার পরিচায়ক। কয়েকটি ইংগিতময় মুক্তাজের ব্যবহার অপূর্ব। জটিলতা এবং অন্তর্নিহিত শক্তির জোরে সেগ্রলি দর্শকচিত্তকে আলোড়িত করে। স্বকীয় চিন্তার কল্যাণে তিনি রুশ চলচ্চিত্রে একটি নতুন ধারার জন্ম দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে মারী সিটনের উক্তি বিশেষভাবে সমরণীয়।

Eisenstein had become captive of his own thought processes and his extra-ordinary vision of what the art of film could become.

আজ যদিও আইন্সেনস্টাইনের ছবি চলচ্চিত্রের ভিত্তিগত ব্যাকরণের ভূমিকা নিরেছে, তব্তু 'অক্টোবর'-এর শিল্পসৌন্দর্য প্রথান্পুর্থ বিশেলষণের অপেক্ষা রাখে।

বিভিন্ন দ্শোর সংগঠনে চিন্তাশীল আইজেনস্টাইনের কারিগরী নিরীক্ষার পরিচয় বর্তমান। দ্শাগ্রহণের কাজে এড্রার্ড টিসের বথেন্ট পারংগমতার পরিচয় বর্তমান। করেকটি 'কাটিং'-এর কাজ অপুর্ব। এই ছবির একটি প্রধান বৈশিন্টা হচ্ছে, একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তন সন্বর্ণে একজন শিলপান্দ্রগত পরিচালকের ব্যক্তিগত দ্ভিউংগী। এই দ্ভিউংগী থেকে জন্ম নিয়েছে কয়েকটি সমরণীয় আবেগ-মৃহতে য়া অনেক সময়ে জটিল র্প নিলেও দশকচেতনাকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। অপুর্ব দ্শা গ্রহণের কাজ এবং ডকুমেন্টারিস্বলভ গ্ল ছবিটিকে বস্ত্নিন্ট করে তুলেছে। কিন্তু আইজেন্দ্টাইনের ব্যক্তিগত দ্ভিউভংগী, ম্লায়ন এবং বিন্যাস এই ছবির সম্শির ম্লে।



# সমাজতান্ত্ৰিক দেশে খেলাধূলা

#### অশোক বস্

প্রতিবীর দেশে দেশে মহান নভেম্বর বিক্লবের ৬৩তম বার্ষিকী উদ্যাপিত হচ্ছে। এই ৬৩ বছরের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজ-তান্ত্রিক নির্মাণ কার্যের বিপল্ল সাফল্য সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের জনগণের মনে আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

সমাজতন্ত মানব জীবনের সমস্ত সম্ভাবনাব ন্বার উন্মূক্ত করে পুদয়। তাই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে অল্ল কর শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থানের সমস্যা যেমন সমাধান করা সম্ভব হয়েছে তেমনি স্জন-ধম্বি দিকগ্রনির উৎসম্বত উন্মোচিত হয়েছে।

বর্তমান নিবশ্বে সমাজতান্তিক দেশগ্রনির খেলাধ্লা ও শরীর চর্চার সাফল্য সম্পর্কে কিছ; আলোকপাত করার চেণ্টা করা **হয়েছে। আলোচনা সূত্র্ করার আগে**ই এ কথা স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের চিত্র এই ক্ষ্যুদ্র নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নি। প্থিবীর বৃকে প্রথম সমাজতাতিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সবচেয়ে জনবহন্ত সমাজতান্তিক দেশ গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সাফল্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। মাত দ্র্বিট দেশের মত অন্যান্য সম।জতান্ত্রিক দেশও খেলাধ্লায় যে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে তার মূল কারণ হলো তারাও খেলাধ্লা ও শরীরচর্চায় সমগ্রেছ আরোপ করে থাকে।

#### সোভিয়েত ইউনিয়ন

#### गन-भन्नीत्रहर्छा ও गन-रथलाध्रता

৫ কোটি ৫০ লক্ষ লোক শারিরীক পট্তো বজায় রাথার কর্ম-স্**চীর সাথে সক্রি**য়ভাবে য**ৃত্ত**। এই উদ্দেশ্যে বাজেটে প্রতি বছর পর্যাশ্ত পরিমাণ অর্থ ও বরান্দ করা হয়ে থাকে। কি বিপ্লে পরিমাণ অর্থ এই খাতে বায় করা হয় তার পরিচয় পাওয়া যাবে ১৯৭৮ সালের বাজেট থেকে। কেবলমাত্র এই একটি বছরেই "জনস্বাস্থ্য ও শচীরচর্চার" কর্ম স্কার জন্য ১,২৬,০০০ লক্ষ র বল বরাদ্দ করা হয়। **এই বছর সোভি**য়েত জনসংখ্যার পরিমাণ ছিলো ২,৬০০ **লক্ষ। এই দ্বটি তুলনাম্ল**ক সংখ্যা থেকেই প্রমাণিত হবে শরীর-চর্চা খাতে মাথাপিছ, ব্যয়ের বহর।

পক্ষাশ্তরে, আমাদের দেশে, স্বাধীনতার ৩৪ বছর পরেও. শরীর শিক্ষণখাতে মাথাপিছ, বায়ের পরিমাণ হ'ল ৪ পরসা মাত । নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের খসড়া বয়ানে এ সম্পর্কে উল্লেখ করে বলা হরেছে "প্রথিবীতে ক্রীড়াখাতে সম্ভবতঃ এর চেয়ে কম খরচ কেউ करत ना।"

#### निन्दकान स्थरकरे

সোভিয়েতে শিশ্কাল থেকেই শরীরচর্চা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শি**ক্ষাদানের ব্যাপারটিকে স**্থানাশ্চত করা হয়। বিদ্যালয়গ**্**লিতে গণ-খেলাখ্বেলা ও শরীরচর্চাকে উৎসাহিত করা হয়। বিদ্যালয়-গ্রনিতে শরীরচর্চার প্রশিক্ষণ বাধ্যতাম্লক। গণিত, পদার্থবিদ্যা বা

অন্যান্য বিষয়ের মত শরীরচর্চায় প্রাপ্ত নম্বর ছাত্রছাত্রীদের রিপোর্টে ও স্কল স্নাতকদের ডিপ্লোমায় স্থান লাভ করে।

रय जन भिक्काथी निरमिष गृतुष मिरा रथलाधाला भिथए हारा তাদের জন্য বিশেষ জর্মায়র ক্রীড়া স্কুলে প্রশিক্ষণের বাবস্থা আছে। এ ধরনের ৫,৯৫৬টি স্কুলে ৯ থেকে ১৮ বছরের প্রায় ২০ লক্ষ শিক্ষাথী প্রশিক্ষণ লাভ করে।

স্কুলপর্যায়ে প্রথমে খ্যাতি অর্জন করে পরে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন এরকম ক্রীড়াকুশলীদের মধ্যে যেমন আছেন ইগরতের. ভার্নোসয়ান, তামারা প্রেস, নেলিকিন ইত্যাদি। আবার প্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থাকা অবস্থাতেই ওলিম্পিক ও বিশ্বখেতাব জয় করেছেন এমনও বহু, সোভিয়েত ছাত্রছাত্রী আছেন। এদের মধ্যে আছেন সাঁতার, মারিনা কোসভায়া (মন্ট্রিল ওলিম্পিক বিজয়ী) ও জিমনাষ্ট মাশা ফিলাতোভা ইত্যাদি।

#### रथलाध्रालात खना

একেবারে স্থানীয় মাঠ থেকে শ্রের্ করে বিশ্ববিখ্যাত বিশাল বিশাল ক্রীড়াসমাহার। খেলাধ্লোয় স্বযোগ-স্বিধার একটি ব্যাপক ব্যবস্থা সোভিয়েত ইউনিয়নে আছে। একটি তালিকা নীচে দেওয়া श्ला :

১১৪ লক্ষ দর্শকের আসন সম্বলিত বৃহদাকার ম্টেডিয়াম ৩,৮৮২টি; জিমনাশিয়াম ৬,৬০০টি; সন্তরণক্ষের ১,৪৩৫টি; বন্দ্রক ছোঁড়ার কেন্দ্র ৬,৬০০টি; ফ্রটবল মাঠ ১.০০.০০০টি।

সোভিয়েত ক্রীড়া আন্দোলনের প্ররোভাগে আছেন প্রায় ৩ লক্ষ স্বীকৃতিপ্রাশ্ত পেশাদার প্রশিক্ষক ও ৬০ লক্ষেরও বেশী স্বেচ্ছারতী শিক্ষক।

#### रथनाथ्नात थत्र .

এদেশে খেলার জায়গা, প্রশিক্ষণ, খেলার জিনিসপত বা জাম। কাপড়ের খাতে ক্রীড়াবিদ্দের কোনও খরচ করতে হয় না। ক্রীড়া-সমিতির সভ্য হিসাবে তাকে বছরে মাত্র ৩০ কোপেক চাঁদা দিতে হয়। যা নাকি এক প্যাকেট সিগারেটের দামের সমতুল্য। রাণ্ট্রীয় ও গণ-সংগঠনগর্লি, বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ প্রধানত প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়াসভার খরচ বহন করে।

শীর্ষ স্থানীয় কোনো প্রতিযোগিতায় যথন কোনো ক্রীড়াবিদ্ ভার ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করে তখন সেই প্রতিযোগিতার সমস্ত খরচ ও ক্রীড়াবিদ্দের যাতায়াতের ও অন্যান্য খরচ বহন করে হয় কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ক্মিটি নয়তো কেন্দ্রীয় সমিতি।

#### **श्रीब्राजन वावण्यात भौरव**

সমগ্র ক্রীড়া আন্দোলনকে পরিচালনাকারী রাষ্ট্রীয় সংগঠন হলো সোভিয়েত ক্রীড়া কমিটি।

ক্রীড়া কমিটির দায়িছের মধ্যে রয়েছেঃ খেলাধ্লোর বৈষয়িক ও

কারিগরী ভিত্তির উন্নরন, বৈজ্ঞানিক পন্থতিতে কর্মধারার সংগঠন, ক্লীড়া ও শরীরচর্চা বিষয়ক গবেষণার সমন্বর সাধন, জাতীয় ক্লীড়া প্রতিযোগিতাগন্নির আয়োজন, ক্লীড়াকমীদের প্রাশক্ষণ, খেলাখ্লোর সাজসরজামের উৎপাদন ও বিতরণের সমন্বর সাধন ও নতুন নতুন ক্লীড়াগন নির্মাণ। সমন্ত মন্দ্রীদশ্তর ও সরকারী এজেন্সীসম্হকে সোভিয়েত ক্লীড়া কমিটির সিন্ধান্ত ও নির্দোশ মেনে চলতে হর।

এই কমিটির আবার বিভিন্ন উপবিভাগ ও ক্রীড়াবিবরক বোর্ড আছে। বেমন, ফ্টবল, এ্যাথলেটিকস্, জলক্রীড়া ইত্যাদি। এই সমস্ত বোর্ডের সাথে ৪৭ ধরনের খেলাধ্লোর বিশেষজ্ঞরা যুক্ত আছেন।

#### ট্রেড ইউনিউয়ন নেড়ম্থানীয় স্লীড়াসংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ করে

সোভিষ্ণেত ট্রেড ইউনিয়নসম্হ সেই গোড়ার আমল থেকেই ক্রীড়া আন্দোলনকে আরও ব্যাপক করে তোলার কাজে সব সময় সাহায্য করে আসছে। অসংখ্য ছোট ছোট ক্রীড়া ক্লাবকে ঐক্যবন্ধ করে ঐচ্ছিক ক্রীড়াসমিতি গঠনে ট্রেড ইউনিয়নগর্নল এক সময় অবিস্মরলীয় ভূমিকা পালন করে। ১৫টি সোভিয়েত প্রজাতক্ত্রের প্রত্যেকটিতে ট্রেড ইউনিয়নের ঐচ্ছিক ক্রীড়া সংগঠন আছে। এই সংগঠনগর্নল ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭-এর মধ্যে এই পাঁচ বছরে ২০ হাজার শীর্ষস্থানীয় এ্যাথলেটের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এদের মধ্যে অনেকেই ইউরোপীয়, বিশ্ব ও ওলিম্পিক থেতাব জয় করার গোরব অর্জন করেন। সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়নসম্হ ক্রীড়াবিদ্দের জন্য ৩৫,০০০ ক্রীড়াগণ তৈরী করে দিয়েছে। জাতীয় উয়য়নের দশম পণ্যবার্ষিকী কালে (১৯৭৬-১৯৮০) নতুন যে ৫৭২টি স্টেডিয়াম, ৪৩৬টি সম্তরণ ক্ষেত্র, ২,২৯২টি জিমনাসিয়াম ও ৫০০টি জলক্রীড়াকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে তার জন্য ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ৬০০ কক্ষ রূবল বরাম্প করেছে।

#### সারা সোভিয়েত জুড়ে রয়েছে প্রাথমিক সংগঠনগর্নি

সোভিয়েত ক্রীড়া ও শরীরচর্চা আন্দোলনের প্রাথমিক সংগঠন-গর্নার সদস্য সংখ্যা কোথাও এক ডজন আবার কোথাও বা বেশ করেক হাজার। এ-জাতীর ক্রীড়া ক্লাবের সংখ্যা হলো ২ লক্ষ ২০ হাজার। এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে জনসংখ্যার অনুপাতে এই সমস্ত প্রাথমিক সংগঠনগর্নার অবস্থান গ্রামাণ্ডলে ও শহরে সমানুপাতিক। ৬২ শতাংশ ও ৩৮ শতাংশ। সোভিয়েতে বসবাসকারী গ্রামাণ্ডলে ও শহরের জনসংখ্যার অনুপাতও শহরে ৬২ শতাংশ, গ্রামে ৩৮ শতাংশ।

#### र्यमाथ्याम त्राक्तिक नाती

শরীরচর্চা ও খেলাধ্লাসমেত সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে নারী ও প্রেব্বের সমানাধিকার সোভিরেতে শৃথ্ কথার কথা নয়—এই সমানাধিকার সাত্যিকারেরই স্বরীক্ষত। অধিকারগৃহালিকে স্রেক্ষিত করার জন্য রাজ্যের পক্ষ খেকে প্রম ও স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হরেছে যার মধ্যে আছে মায়েদের কাজ করার উপযুক্ত অবস্থা, শিশ্বদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা, শিশ্বদের মায়েদের মাইনেসহ ছুটি ও কাজের সময় কমিয়ে আনার ব্যবস্থাট স্বরক্ষিত এর ফলে নারীদের প্রকৃত সমানাধিকারের ব্যবস্থাট স্বরিক্ষত সায়ার্ছিন

সোভিরেত জীবনধারার একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হলো নারী-জীড়া। নারীজীড়া হরে উঠেছে নারীম্ভির একটি কার্যকরী মাধ্যম। সোভিরেত জীড়াসমিতি ও ক্লাবগর্নির বিভিন্ন বিভাগে ২ কোটি নারী নির্মিত প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। প্রশিক্ষক, কোচ ও জীড়া- সংগঠনের নেতাদের মধ্যেও বহু নারী আছেন। ২১তম ওলিল্পিকে বোগদানকারী সোভিরেত প্রতিনিধিদলে বহু,সংখ্যক নারী প্রতিবোগী ছিলেন ও এই ওলিল্পিকে সেই নারী প্রতিবোগীরা ৪০টি স্কর্ণপদক জর করার গৌরব অর্জন করেন।

#### कर्नाश्चम दथना

খেলায় অংশগ্রহণের বিচারে জনপ্রির খেলাগ্র্লির দীর্বে ররেছে জিমনাস্টিক। তারপর ট্রাক ও ফিল্ড। জনপ্রির খেলাগ্র্লি এবং বৈ পরিমাণ দর্শক এই সমস্ত খেলাগ্র্লি দেখে তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হলোঃ

জিমনাস্টিক (৭০ লক), মাক ও ফিল্ড (৬০ লক), ভালবল (৫০ লক), ফন্টবল (৪০ লক), বাস্কেটবল (৪০ লক), বন্ধ্ব ছোঁড়া (৩০ লক), হ্যান্ডবল (৮ লক), আসক্রীড়া (৫০ হাজার), অন্বক্রীড়া (২৫ হাজার), পালতোলা নোকা চালনা (২০ হাজার), আধ্নিক পেন্টাথলন (৪ হাজার)। এছাড়া শীতকালীন ক্ষী (৪০ লক), দাবা (৩০ লক)।

উল্লেখ্য যে একেবারে আণ্ডালক খেলাগর্নাল বাদ দিলে সোভিয়েত ইউনিয়নে ৬০ রকমেরও বেশী খেলাখ্লোর প্রচলন আছে।

#### ঐতিহ্যাভিত খেলাখ্লো

সোভিয়েত ইউনিয়নে ১০০টিরও বেশি জাতি ও অধিজাতি আছে। বাদের প্রত্যেকেরই একটি বা তার বেশী ঐতিহাশালী খেলা আছে যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অপ্যপ্রজাতকাগ্রনিতে জাতীয় ও আণ্ডালক খেলাগ্রনিকে সর্ববিধ উপায়ে উৎসাহ দেওয়া হয়।

#### ওলিম্পিকে কুতিত্ব প্রদর্শন

সোভিয়েত ক্রীড়াবিদ্রা সর্বপ্রথম ১৯৫২ সালে হেলসিংকি ওলিম্পিকে যোগদান করেই মার্কিন প্রতিযোগীদের সামনে শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেন। ১৯৫২'র ওলিম্পিকে সোভিয়েত প্রতিযোগীরা ২২টি সোনা, ৩০টি রুপা ও ১৯টি রোঞ্জ পদক জয় করেন। ১৯৭৬-এর মন্ত্রিল ওলিম্পিকে বেড়ে এই পদকের সংখ্যা দাঁড়ায় সোনা ৪৭, রুপা ৪০ এবং রোঞ্জ ৩৫টি।

গ্রীচ্মকালীন ওলিন্পিকে সোভিরেত ক্রীড়াবিদ্রা যত পদক জিতেছেন তার মোট সংখ্যা ৬৮০টি। এর মধ্যে সোনা ২৫৮টি, রুপা ২২১টি ও রোঞ্চ ২০৪টি। লক্ষণীয় যে এই একই সময় মার্কিন ক্রীড়াবিদ্দের প্রাশ্ত পদকের সংখ্যা মোট ৬০৬টি। তার মধ্যে সোনা ২৫৪টি।

#### চীন

#### সাধারণতদের জন্মলগ্ন থেকেই গণ-শরীর চর্চা ও খেলাখ্লোর ওপর জোর দেওরা হলো

বলা যেতে পারে চীন সাধারণতল প্রতিষ্ঠার দিনটি থেকে গণশরীরচর্চা, গণ-খেলাধ্লো ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে অপরিসীম গ্রেড্ আরোপ করা হয়। শরীরচর্চা ও খেলাধ্লোর উমরনের জন্য ১৯৫২ সালে চীন সাধারণতল শরীরচর্চা ও ক্রীড়া ক্ষমিন গঠন করা হয়। অঞ্চলে, প্রদেশে ও পোর এলাকাগ্লিতে ঐ একইভাবে আঞ্চলিক, প্রাদেশিক ও পোর ক্ষমান গঠন করা হয়।

#### श्रीमयम

প্রশিক্ষণ দেওরার জন্য ৪০টি শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র ছাড়াও ৩,০০০টি অবসরকালীন ক্রীড়া বিদ্যালয় রয়েছে।

#### क्रीकानश्यक्रेन ७ नरम्थानम्ह

ক্রীড়াকে গণমুখী করে তোলার জন্য সারা চীন ক্রীড়া ফেডা-রেশনের একটি সদর দশ্তর আছে বেজিংএ। সারা দেশে এই ফেডারেশনের শাখা আছে।

দ্বাক-ফিল্ড, সাঁতার, জিমনান্টিক, বাক্লেটবল, ভালবল, ফ্টবল, টোবল টোনস, ব্যাডিমিন্টন, টোনস, ভারোন্তলন, সাইকিং, জলক্রীড়া, কুন্তি ইত্যাদি বিভাগীর খেলাধ্লোর উৎকর্ষ সাধন ও এগ্রনিকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য ৩০টি জাতীয় সংস্থা আছে।

১৯৫৩ সালের পর থেকে ৮টি বৃহৎ গল-শরীরচর্চাকেন্দ্র স্থাপিত হরেছে। বেজিং, তিরান জন, উহান, সেনিরাং, জিয়ান, চেংদ্র, সাংহাই ও গ্রেরান্ডেতে এই কেন্দ্রগ্রনির অবস্থান।

#### रथणायुरणात जना

বড় ও মাঝারি ধরনের শহরগর্লিতে স্বয়ংসম্প্রণ সরঞ্জামসহ স্টোডরাম ও জিমনাশিয়াম তৈরী করা হয়েছে। ব্হদাকার স্টোডরাম-গর্লের মধ্যে বেজিং ওয়ার্কাস স্টোডরামে দর্শক আসন সংখ্যা এক লক্ষ। মাঝারি ধরনের স্টোডরামগর্নিতে ১৮,০০০ দর্শকের আসনের ব্যবস্থা রয়েছে। বেমন বেজিং ক্যাপিটাল স্টোডয়াম, সাংহাই স্টোডয়াম ইত্যাদি।

এছাড়া বেজিং-এ খেলাধ্লো সংক্রান্ত গবেষণার জন্য একটি বিশালকায় গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে।

#### খেলাধ্লোকে গণমুখী করে ভোলো

খেলাধ্লোকে গণমুখী করে তোলায় চীনের আগ্রহের সীমা নেই। অন্যাদকে খেলাধ্লোয় গণ-অংশগ্রহণই হলো আজকের চীনের বৈশিষ্টা। চীনের জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশই হ'ল শিশ্ব ও ব্ব। এদের মধ্যে খেলাধ্লোর সম্পর্কে আগ্রহ স্থির জন্ম কলেজে, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বটি করে পিরিয়ডে শরীর-শিক্ষণ আবশ্যিক করা হয়েছে।

সারাদেশব্যাপী শরীর চর্চা ও খেলাখ্লোর জন্য রাষ্ট্রীয় শরীর চর্চা ও রুণীড়া কমিশন কতকগৃলি মান নির্ধারণ করেছেন। মান অন্যায়ী বরসভেদে শিশনে, তর্গ ও যুবকদের করেকটি ভাগে ভাগ করা হয়। শিশন বিভাগ ১০ খেকে ১২। জ্বনিয়র (১) বিভাগ ১৩ খেকে ১৫। জ্বনিয়র (২) বিভাগ ১৬ খেকে ১৫। সিনয়র বিভাগ ১৮ খেকে ৩০। সফল অংশগ্রহণকারীদের রাষ্ট্রীয় সাটিফিকেট ও ব্যাক্ত দেওয়া হয়।

#### बट्टांड द्यांगा

টোবল টোনস, বাস্কেটবল ও ভালবল হলো চীনে সবচেয়ে জনপ্রির খেলা। কেবলমাত্র জিলিন প্রদেশেই ১০ হাজার ফ্টবল টীম
ররেছে আর তাদের অধীনে ররেছে ১,১০০ ফ্টবল মাঠ। আবার
একইভাবে গ্রাংদর প্রদেশ "ভালবল খেলোয়াড্দের বাসগ্হ" বলে
খ্যাত। এখানে করেক হাজার ভালবল টীম ররেছে। এখানে ভালবল
খ্যোতায়ড়দের নিজেদের তৈরী করা কোটের সংখ্যাই হলো
২,১০০টি।

#### আৰু একটি জনপ্ৰিয় খেলা

সাঁতার চীনে খ্বই জনপ্রিয়। ১৯৭৮ সালে শীতকালীন সম্তর্গ প্রতিবোগিতার ১ লক্ষ সম্তর্গবিদ্ অংশগ্রহণ করে।

#### खेण्याभूनं काणीय क्रीका

উরস্থ একটি জনপ্রিয় থেলা। এই থেলাটি সামরিক ট্রেনিং-এর সাথে বেশ কিছুটা সংগতিপূর্ণ। বিভিন্ন প্রদেশে সেই সমস্ত প্রদেশ-বাসীর নিজস্ব কিছু কিছু প্রচৌন জনপ্রিয় থেলা আছে। রাষ্ট্রীয়-ভাবে এই থেলাগ্রলিকে উৎসাহ দেওয়া হয়। এই থেলাগ্রলির মধ্যে অন্যতম হলোঃ অন্তর্মোপ্রোলিয়ার মল্লক্রীড়া, অন্বচালনা ও তীর নিক্ষেপ। জিনঞ্জিয়া, তিব্বত, কুইনঘাই-এ অন্বচালনা। ইয়ানিথিয়ান ও জিহুযাংবায়ায় যথাক্রমে সাঁতার ও জাগন নোকা দৌড় ইত্যাদি।

#### অতীতে খেলাখ্লোর মান ছিলো অত্যত নীচুতে। সেখান খেকে শ্রু করে....

এছাড়া অতিপ্রাচীন "গো" এবং "দাবা"--সরকারীভাবে স্বীকৃত প্রতিযোগিতামলেক খেলা।

খেলায় গণঅংশগ্রহণ খেলার মানোলয়নে যথেক্ট সাহায্য করেছে। প্রাতন চীনে ক্রীড়ার মান ছিলো অত্যন্ত নীচু। কিছু কিছু খেলার প্রচলনই ছিলোনা চীনে। এই অবস্থা থেকে শুরু।

১৯৩২ সালের দশম ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় চীনের প্রতিযোগী ছিলেন মাত্র একজন। ১৯৩৬ সালে একাদশ ওলিম্পিকে চীনের পক্ষে একজন মাত্র মহিলা প্রতিযোগী ওলিম্পিক ক্রীড়ায় যোগদান করেন।

#### খেলাখ্লোয় সন্দেহাতীত অগ্ৰগতি

১৯৪৯-এ চীন সাধারণতশ্যের জন্ম ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের স্ট্রনা করলো। এ সময় থেকেই চীনের ক্রীড়াবিদ্রা বিশ্বরেকর্ড স্থাপন ও বিশ্বখেতাব অর্জন করতে শ্রুর করে। ১৯৫৬ সালে চীনের প্রতিযোগী ভারোন্তলন-এ ব্যান্টামওয়েট বিভাগে ক্লিন ও জার্কে বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেন। ঐ একই প্রতিযোগী পরবর্তী সময়ে ভারোন্তলন-এর দুটি বিভাগেই—ব্যান্টামওয়েট ও ফেদার-ওয়েট-এ—ক্লিন ও জার্কে নয় নয়বার নতুন বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেন। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত চীনা ভারোন্তলকরা ৯টি বিভাগে ১৯টি বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছেন।

জেন ফেনগ্রগুই চীনের প্রথম মহিলা প্রতিযোগী যিনি ১৯৫৭ সালে উচ্চ লম্ফনে বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেন।

১৯৫৯ সালে, ২৫তম বিশ্ব টোবল টোনসে চীন সর্বপ্রথম প্র্যুদর ব্যক্তিগত বিভাগে খেতাব অর্জন করে। তার পরবর্তী সময়ে টোবল টোনসে চীনের জয়যাত্রা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় বিভাগেই।

১৯৭৮ সালে, ব্যাঞ্চকে অনুষ্ঠিত ৮ম এশিয়ান গেমসে চীনা আ্যাথলেটরা ৫৬টি সোনার পদক জয় করেন। অবশ্যই এই সংখ্যাটি পর্বেবতী প্রশিশকে প্রাণ্ড পদকের চেয়ে ২৩টি বেশি।

এছাড়া জিমন্যাস্টিক, ডাইভিং, ফেন্সিং, বন্দাক ছোঁড়া, ট্রাক ও ফিল্ড, ব্যাডমিন্টন এবং বাস্কেটবলে চমংকার ফলাফল ক্রীড়াজগতের দ্যতি আকর্ষণ করেছে।

খেলাখ্লোর সমাজতানিক সোভিয়েত ও চীনের দ্রুত সাফল্যের কারণ অবশাই ধনবাদী দ্বিনয়ার ভূলনার উন্নত ও শ্রেণ্ঠতর সমাজব্যবস্থা। খেলাখ্লার ক্ষেত্রে গশ-উদ্যোগ, গশ-অংশগ্রহণ ও গশকার্ম্বন্ধর মধ্যেই রয়েছে সমাজতানিক দেশসম্হে ক্রীড়াক্ষেত্রে
সাফল্যের চাবিকাঠিটি।

# বিভাগীয় সংবাদ

#### २८-भन्नगणाः

বারাসাত ব্লক ব্র-করশ ২নং-এর উদ্যোগে ৩০শে আগস্ট, ১৯৮০ তারিখে মধ্যমগ্রাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান আলোচনা চত্ত্রের অনুষ্ঠান হয়। আলোচা বিষয়বস্তু হলো 'স্ব্গ্রহণ, ১৯৮০'। এই আলোচনাচক্তে রকের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। প্রায় ৩০০ ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতিতে এই আলোচনা চক্তের অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান অধিকার করে মধ্যমগ্রাম বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান জয়দীপ চৌধ্রী, স্বিতীর স্থান অধিকার করে মধ্যমগ্রাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী শ্যামলী ভার এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে মধ্যমগ্রাম এ. পি. সি. বিদ্যায়তনের দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান প্লককাশ্তিত মিত্র। মধ্যমগ্রাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী অলকা পাল প্রস্কার বিতরণ করেন।

কাকশীপ ব্লক ধ্ৰ-করণ—এই বল য্ব-করণের উদ্যোগে এক বিজ্ঞান আলোচনা চক্রের আরোজন করা হয়। ১১টি বিদ্যালয় এতে অংশগ্রহণ করে। ৬ জন প্রতিযোগীকে প্রেস্কার ও মানপত্ত দেওয়া হয়। আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করেন স্থানীর বিধান সভার সদস্য প্রীছাবিকেশ মাইতি, প্রস্কার বিতরণ করেন কাক্স্বীপ ব্রকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীতারাশংকর মাইতি। প্রধান অতিথি ছিলেন স্কুলরবন আদর্শ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক মহাশয়।

#### नशीयाः

हौत्रभागि इक ब्रव-क्वन-२२८ण आशन्ते, वश्ना। हौत्रशानि व्य



গত ২২শে আগন্ট হাঁসখালি ব্লক ব্লব তথ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্যা শ্রীমতী বিভা ঘোষগোল্বামী। এই অন্স্টোনে তিনি ব্রিঅ্লক কর্মশিক্ষণ কেন্দ্রের অন্টনকা শিক্ষার্থশীর হাতে প্রশংসাগত তুলে দিক্ষেন তথ্যকেন্দ্রের শন্ত উদ্বোধন হলো। উদ্বোধন করলেন সংসদ সদস্যা শ্রীমতী বিভা ঘোষগোম্বামী। তিনি তাঁর অভিভাষণে বললেনঃ হাঁসখালি রক বন্ব-করণের ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অপ্রগমন স্থানীর বন্বসমাজে ক্রমবর্ধিত, শ্রান্ধিত ও অভিনন্দিত হচ্ছে। আমরা এর বৃহত্তর সাফল্য কামনা করি।

অন্ন্ডানের সভাপতি ছিলেন পণ্ডায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস।

ঐদিন ১৯৭৯-৮০ সালের ব্তিম্লক কর্মশিক্ষা কেন্দ্র থেকে টেলারিং ও রেডিও শাখার উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থনীদের প্রশংসালিপি দিরে সম্বর্ধিত করেন শ্রীমতী বিভা ঘোষগোস্বামী। মোট ৬৫ জন শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থনীদের প্রশংসদিলীপ দেওরা হয়।

কৃষ্ণনগর-১ ব্লক ব্ল-করণ—পশ্চিমবণ্গ সরকারের ব্লকল্যাণ বিভাগ, বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা (কলিকাডা)-এর যৌথ উদ্যোগে এবং কৃষ্ণনগর-১ ব্লক ব্ল-করণের পরিচালনার গড ৬.৯.৮০ তারিখে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে 'ব্লক বিজ্ঞান আলোচনা প্রতিযোগিতা'-১৯৮০ অনুষ্ঠিত হয়।

এই প্রতিযোগিতার কৃষ্ণনগর-১ রুকের বিভিন্ন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষায়তনের মোট ১৮ জন ছাত্র-ছাত্রী যোগদান করে।
প্রতিযোগিতার প্রথম ছয় জনকে প্রেম্কৃত করা হয়। শক্তিনগর
বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী মহ্না চ্যাটাজ্রী, কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট
ম্কুলের ছাত্র তন্মর রায় এবং কৃষ্ণনগর লোভী কারমাইকেল বালিকা
উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী করবী বসাক বথাক্রমে প্রথম, ন্বিতীর ও
তৃতীর স্থান অধিকার করে। এই ৩ জন বিজয়ী প্রতিযোগী আগামী
২০শে সেপ্টেন্বর '৮০ তারিখে অন্তিত্ত 'নদীয়া জেলা বিজ্ঞান
আলোচনা প্রতিযোগিতায়' অংশগ্রহণের স্ব্যোগ লাভ করবে।

ঐ দিনের অনুষ্ঠানে মাননীয় শ্রীস্নীলকুমার ঘোষ, কৃষ্ণনগর-১ পণ্ডায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীস্বেশচন্দ্র সরকার, কৃষ্ণনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বধান্তমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

রানাঘাট-২ রক ব্র-করণ—পশ্চিমবণ্গ সরকারের ব্বকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে রানাঘাট ২নং রক ব্র কার্যালরের পরিচালনার ১১ই আগস্ট সোমবার ১৯৮০ রানাঘাট ২নং রক ব্র কার্যালরে রক ব্র ব্যক্তপ্রের উদ্বোধন করা হয়। তথ্যকেন্দ্রের মূল আকর্ষণ ছিল বিজ্ঞান, ক্রীড়া, বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও কর্ম-সংস্থানসমন্বিত প্রায় একশত প্রস্তক-প্রস্থিতকা এবং বিভিন্ন পর্ট-পরিকা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কোন এক অনুরাগীর হাতে প্রস্তক ভূলে দিরে তথ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন রানাঘাট ২নং রকের উমরন আধিকারিক শ্রীকাতির্কিচন্দ্র মন্ডল। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন রানাঘাট ২নং রক পঞ্চারেত সমিতির সভাপতি শ্রীসত্যভূষণ চক্রবর্তী মহাশর এবং বিশিক্ষ অতিথিকের মধ্যে ছিলেন রানাঘাট মহকুমার তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক। সভাপতি ও উদ্বোধক মহাশর তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক। সভাপতি ও উদ্বোধক মহাশর তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক। সভাপতি ও উদ্বোধক মহাশর তথ্যকেন্দ্রের প্রয়োজনীরতা ও উপবোগিতা উপন্থিত প্রাত্

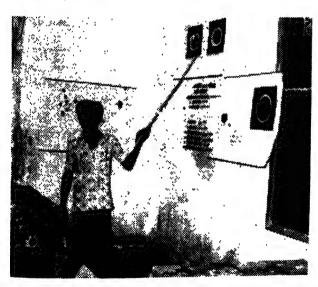
মন্ডলীর সমক্ষে উপস্থাপিত করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্ব সংস্থা, বিদ্যালয়, পঞ্চারেত প্রতিনিধির তরফ থেকে প্রায় ৬০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এই মর্মে আরও অনেকেই বক্তব্য রাখেন।

ব্ৰকল্যাল বিভাগের উদ্যোগে, নেহর্ যুবক কেন্দ্র (বর্ধমান) ও বিভূলা কারিগরী সংগ্রহশালার বোধ সহবোগিতার এবং রানাঘাট-২ রক যুব-করণের প্রত্যক্ষ পরিচালনার গত ৪ঠা আগস্ট বিদ্যালয়-সম্ছের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এক বিজ্ঞান আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল স্বর্গহ্প-৮০। আলোচনা সভায় সভাগতিষ করেন স্থানীয় বি-ডি-ও শ্রীকাতিকচন্দ্র মণ্ডল। ১০ জন প্রতিবোগীর মধ্যে ৬ জনকে প্রক্রুত করা হয়।

#### পশ্চিম দিনাজপরেঃ

রারগঞ্জ ব্লক ব্ল-করশ—বিগত বছরগন্তির মত এ বছরও যুব-কল্যাণ বিভাগের (পঃ বঃ সরকার) রারগঞ্জ রক য্ব-করণের ও কলকাতার বিড়লা শিলপ ও কারিগরী সংগ্রহশালার উদ্যোগে বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৮০ তারিখে রারগঞ্জ মোহনবাটী হাই স্কুলে রারগঞ্জ রক লেডেল ছাত্র-বিজ্ঞান আলোচনা চক্ত অনুষ্ঠিত হয়।

এবারের আলোচ্য বিষয় ছিল—স্র্গগ্রহণ-১৯৮০। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও প্রেক্ষার বিতরণ করেন মোহনবাটী হাই ক্লুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীকালিপদ সরকার। এই প্রতিযোগিতামূলক আলোচনাচকে বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের এধ্যাপকগণ যথাকমে সর্বশ্রী চিত্তরঞ্জন আচার্য, অমিয় ভট্টাচার্য ও দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের কৃতী ছারদের নাম নীচে উল্লেখ করা হলঃ পার্থ ঘোষ, করোনেশন হাই ক্লুল—১ম ক্থান। পার্থ-প্রতিম কৃষ্টু, ন্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্র—২য় ক্থান। আমত দাস, মোহনবাটী হাই ক্লুল—গর ক্থান। মিলন মুখার্জা, রামপুরে এস. সি. হাই ক্লুল—সাক্ষনা প্রক্লার। তপন ব্রহ্ম, মহারাজা জগদীশনাথ হাই ক্লুল—সাক্ষনা প্রক্লার। আনমেষ সাহা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাভবন—সাক্ষনা প্রক্লার।



রারগঞ্জ ব্লক ছাত্ত বিজ্ঞান আলোচনা-চক্রে বস্তব্য রাখছে শ্রীমান অসিত দাস

**উপরোক প্রথম তিন জন ছাত্র জেলা বিজ্ঞান** আলোচন।চঞ অংশগ্রহণ করার সনুযোগ লাভ করে।

ব্ৰকল্যাশ বিভাগ ও বিড়লা শিচ্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার

বৌধ উদ্যোগে ও রায়গঞ্জ রক য<sub>ু</sub>ব-করণের ব্যবস্থাপনার 'পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ছাত্র বিজ্ঞান আলোচনাচক্র' অনুভিত হয় বিগত ১৩.৯.৮০ তারিখে রায়গঞ্জ স্কুদর্শনপুর দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্রে।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন রকের ১ম, ২য় ও ৩য় ম্থানাধিকারী মোট ২১ জন ছাত্র এই প্রতিযোগিতামলেক আলোচনাচক্তে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যাচক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাননীয় শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ও কৃতী ছাত্রদের হাতে প্রশংসাপত্র ও প্রেক্ষরার তুলে দেন রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীশম্ভুনাথ রায়। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ রকের বি. ডি. ও. শ্রীসতারত ঘোষ। প্রতিযোগিতার কৃতী ছাত্রদের নাম নিম্নর্পঃ পার্থ ঘোষ, রায়গঞ্জ করোনেশন হাই স্কুল—১ম। জয়ন্তকুমার সরকার, পার্বতীস্কুলরী (কালিয়াগঞ্জ) স্কুল—২য়। পার্থপ্রতিম কুন্তু, এস. ডি. পি. ইউ বিদ্যাচক্ত, রায়গঞ্জ—৩য়। অমিত দাস, মোহনবাটী হাই স্কুল—০য়। সোমাকান্তি গ্রহ, সরলাস্কুলরী স্কুল, কালিয়াগঞ্জ—৪র্খ। বিশ্বজিৎ দাস, ইসলামপুর হাই স্কুল—৫ম। তাপস কুন্তু, হিলি রামনাথ হাই স্কুল-৬৬১।



পশ্চিম দিনজেপুর জেলা ছাত্র বিজ্ঞান আলোচনা-চক্তে প্রথম স্থানাধিকারী শ্রীমান পার্থ ঘোষ পুরুষ্কার গ্রহণ করছে রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীশম্ভূনাথ রায়ের হাত থেকে

উপরোক্ত ছাত্রদের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীরা রাজ্য ছাত্র বিজ্ঞান আলোচনাচকে অংশগ্রহণ করার স্ব্যোগ লাভ করেছেন, যা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৭.৯.৮০ তারিথে কলকাতায়। অনুষ্ঠানে বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন যথাক্তমে অধ্যাপকগণ ডঃ স্প্রকাশ আচার্য, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য (রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়) এবং শ্রীপ্র্বদেব-নারায়শ সিং (বাল্বর্ল্লাট মহাবিদ্যালয়)। কোচবিতার :

দিনহাটা ব্লক ব্র-করণ—এই বংসর দিনহাটা ব্লক ব্র-করণের পক্ষ থেকে ২৫টি গ্রামীল ক্লাবকে খেলাধ্লার সাজ-সরঞ্জাম—ফ্টবল, ভালবল, পিটিস্, জার্সি ইত্যাদি বিতরণ করা হর। এছাড়া সম্প্রতি এই আফসের পক্ষ থেকে ব্ত্তিম্লক প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হর ওকড়াবাড়ী অঞ্চলে। এই শিবিরেও ০০ জন মহিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সম্প্রতি নিগমনগরে এই ব্র-করণের উৎসাহে অন্তিত হর একটি ফ্টবল ট্রনিমেন্ট। এতে ৮টি গ্রামীণ ফ্টবল সংম্প্রা অংশগ্রহণ করে। অতিরিক্ত কর্মসংম্প্রান প্রকলেপ এই করণের উৎপারে এ পর্যাকত ১টি ট্রাক্টর, ৪টি মাইকের দোকান এবং একটি স্টেসনারী দোকানের ব্যবস্থা হরেছে।

ছাগ্রছার্থীদের রক্ভিন্তিক বিজ্ঞান আলোচনাচক্র গত ৬ই সেপ্টেন্বর এই ব্ব-করণের উদ্যোগে অন্তিত হরে গেল। এতে সভাপতিত্ব করেন শ্রীম্কুলচন্দ্র দেবনাথ, সভাপতি, দিনহাটা ১নং পঞ্চারেত সমিতি। এই প্রতিযোগিতার প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তম সাহা, সোনিদেবী ক্রৈন উচ্চ বিদ্যালয়, দিতীয় স্থান অধিকার করে নীলান্বর সরকার এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে অতীশ রায়, নিগমানন্দ সারস্বত বিদ্যালয়। এই তিন জন এর পর জেলা বিজ্ঞান আলোচনা-চক্রে অংশগ্রহণ করবে।

भूजानियाः

ৰাগম্পি রক ম্ব-করণ—গত ১৬ই সেপ্টেল্বর বাগম্পি রক ব্ব অফিসের উদ্যোগে "স্থাগ্রহণ-১৯৮০"—এই বিষয়ের উপর বিজ্ঞান আলোচনাচক অনুষ্ঠিত হল। প্রতিযোগিতাম্লক এই আলোচনাচকে অংশ নিয়েছিল স্থানীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা জাগ্রত করতে এই ধরনের আলোচনাচকের আরোজন আদিবাসী অধ্যুধিত অনুষত এলাকার এই প্রথম। সোমনারে আগ্রহী শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীর বিদম্প ব্যক্তিগদ, বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ও ছাত্র-ছাত্রীরা। চার জন সফল প্রতিযোগীকে অভিজ্ঞানপত্র ও প্রেস্কারস্বর্প বিজ্ঞানবিষয়ক প্রত্ক দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক স্ববাধ বস্বারা। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্র্রুলিয়া মহকুমা তথ্য আধিকারিক শ্রীমৃত্যুক্তর করমহাপাত্র। বিজ্ঞান আলোচনাচক্রকে কেন্দ্র করে স্থানীর ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও জনসাধারণের মধ্যে প্রভূত আগ্রহ ও উন্দ্রীপনার সৃষ্টি হরেছিল।

#### माकि निश्

কার্শিরাং ও মিরিক রুক যুব-করণ—গত ৩০.৮৮০ তারিখে পশ্চিমবর্গা সরকারের ব্বকল্যাল বিভাগের আর্থিক সহারতার কার্শিরাং ও মিরিক রুক যুব-করণের পরিচালনার কার্শিরাং প্রুক্তরালী রার মেমোরিয়াল হাই স্কুলে ছার-ছারীদের বিজ্ঞান প্রতিভা অন্বেরণের জন্য এক আলোচনাচক্র অনুন্তিত হয়। আলোচনাচক্রের বিষয়বস্তু ছিলো "১৯৮০ সালের স্বর্গহুল"। এই আলোচনাচক্র অনুতিত হওয়ায় এই অঞ্চলের বিজ্ঞানুরাগী ছার-ছারীয়া বিশেষভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়। আলোচনাচক্র প্রথম হয় কার্শিরাং রামকৃষ্ণ হাই স্কুল ফর গার্লস্ স্কুলের ছারী কুমারী কোরা লামা, দ্বিতীয় হয় সেন্ট বোসেফ গার্লস্ হাই স্কুলের ছারী কুমারী পেমা দুমা দুক্পা, তৃতীয় হয় প্রপ্রানী রায় মেমোরিয়াল হাই স্কুলের ছার বালীকুমার দাস। এছাড়া আরো দুজনকে সাল্ফনা প্রক্রার দেওয়া হয়। প্রথম তিন জন জেলাভিত্তিক বিজ্ঞান আলোচনাচক্র আমন্দ্রিত হয়েছে। অনুন্তানের উদ্বোধন ও প্রেক্তরার বিজ্ঞান অনুন্তানের সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় কার্শিরাং

রকের বি. ডি. ও. শ্রী এন, জি. দ্বকপা ও প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন বখারুমে প্রপরানী মেমোরিরাল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী এ. কে গ্রুস্ত ও স্থানীর শিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিক শ্রী বি. পি. গ্রুবং। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরি-চালনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্থানীর রক যুব আধিকারিক শ্রীসিম্পিক দেওরান।

মিরিক রকের ব্ব আধিকারিক ও কার্শিরাং রকের ভারপ্রাশ্ত ব্ব আধিকারিক শ্রীসিন্দিক দেওরান জানান বে, চলতি বংসরের জন্য গত ২৭শে আগল্ট কার্শিরাং রকের ২৫টি ক্লাবকে মোট ছর হাজার টাকা ও মিরিক রকের মোট ১৬টি ব্ব সংস্থাকে ছর হাজার টাকা হিসাবে আর্থিক অন্দান দেওরা হরেছে। এছাড়া কার্শিরাং রকের আরো ১৯টি ক্লাবকে পাঁচ হাজার টাকার ক্লীড়া সরজামাদি অন্দান হিসাবে দেওরা হরেছে এবং মিরিক রকের ব্ব সংস্থা-গ্রালর জন্য পাঁচ হাজার টাকার ক্লীড়া সরজামাদি ব্বকলাল বিভাগ কর্তৃক মঞ্জ্বর হরেছে। এই সমস্ত আর্থিক অন্দান লাভ করার ব্ব সংস্থাগ্রিল খেলাধ্লার প্রতি নতুনভাবে উৎসাহিত হয়।

#### भागम्ब :

প্রাতন মালদহ রক বিজ্ঞান জালোচনাচক ও প্রতিবাণিজানাত ত০শে আগন্ট ১৯৮০ শনিবার মণ্ণালবাড়ী জি. কে. জ্বনিরার বিদ্যালয়ে ব্রকল্যাণ বিভাগ ও বি-আই-টি-এম'এর বৌথ উদ্যোগে প্রাতন মালদহ রকের অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি বিজ্ঞান আলোচনাচক ও প্রতিযোগিতা অনুন্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় রকের ৫টি বিদ্যালয়ের ৯ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপন্থিত থাকেন যথাক্রমে স্থানীর বিধারক শ্রীশ্বভেন্দ্ব চৌধ্রী ও সম্ভিট উয়য়ন আধিকারিক শ্রীদিব্যেন মুখাজাঁ। প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসাবে উপন্থিত ছিলেন সর্বশ্রী কাজল সংশার, স্ব্রকান্ত বর্মণ ও রমেন ব্যানাজাঁ মহালয়।

প্রস্কার বিতরণী সভার শ্রীটোধ্রী বলেন এই রকম প্রতি-যোগিতার ফলে গ্রাম-বাংলার মান্বের বিজ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহ স্ভি হর, এবং শ্রীদিব্যেন মুখান্ধী বি-ডি-ও মহাশর বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন তারা যেন প্রতি বংসর ছাতদের এ ধরনের প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন। সর্বশেবে বিজ্ববীদের প্রস্কার বিতরণ করেন শ্রীটোধ্রনী মহাশর।

र्वात्रक्रम् । अन्य क्र वात-क्रम । विक्रमा भिक्म । कार्रिशती मरम्था, क्रिकाला, योध উদ্যোগ হরি**-চন্দুপরে উচ্চ বিদ্যাল**য়ে গত ১০.৯.৭৯ তারিখ ব্যবার বেলা ২টার একটি বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনাচর ও প্রতিবোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'সুর্যগ্রহণ ১৯৮০'। হরিন্টন্দ্রপরে ১নং রকের অন্তর্গত ৪টি বিদ্যালয়ের ৭ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিবোগিতার অংশ-গ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার উন্বোধন করেন হারন্চন্দ্রপরে উক্ত বিদ্যা-লয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী গীতা রায় এবং পরুক্ষার বিতরণী সভার সভাপতিত্ব করেন পঞ্চারেত সমিতির সভাপতি শ্রীমলরকুমার সেনগত্মত মহাশর। সভার প্রধান অতিথির আসন অলংকত করেন স্থানীয় সমষ্টি উল্লয়ন আধিকারিক শ্রীঅবনীকুমার মন্ডল। প্রতি-বোগিতার বিজয়ী ৩ জন ছাত্র-ছাত্রী আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর জেলাভিত্তিক বিজ্ঞান আলোচনাচক ও প্রতিবোগিতার অংশগ্রহণ করবে। বিজয়ীদের পরেম্কার বিভরণ করেন শ্রীমলরকুমার সেনগ<sup>েত</sup> মহাশর এবং ব্র-করণের পক্ষ থেকে স্বাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হর।

# পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র



#### একেন্সি নিডে হ'লে

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা সভাক ৩ টাকা। যান্মাসিক চাঁদা সভাক ১:৫০। প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পয়সা।

শ্বধ্ব মনিঅর্ডারেই বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। ীকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলিকাতা-৭০০০১।

#### अर्ज्जन्त्र निरठ रहन

কমপক্ষে ১০টি পরিকা নিলে এজেন্ট হওয়া যাবে। বিস্তারিত বিবরণ নীচে নেওয়া হলঃ

# পরিকার সংখ্যা কমিশনের হার ১৫০০ পর্য শত ২০% ১৫০০-এর উধের্ব এবং ৫০০০ পর্য শত ৩০% ৫০০০-এর উধের্ব ৪০% ১০টি সংখ্যার নীচে কোন কমিশন দেওযা হয় না।

#### যোগাযোগের ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, ধ্বকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-৭০০০০১।

#### লেখা পাঠাতে হ'লে

ফ্রলম্কেপ কাগজের এক প্রতায় প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটাম্নিট পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্চনীয়।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ং দাবি করা চলবে না।

কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরং পাঠানো সম্ভব নয়। পাশ্চুলিপির বার্ড়াত কপি রেখে লেখা পাঠান। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ৩০০০ শব্দের বেশি হ'লে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

য<sub>়্</sub>বকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকেরা তত্ত্বগত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব দিক-গুলির উপর বেশি জোর দেবেন।

#### পাঠকদের প্রতি

যুবমানস পরিকা প্রসঙ্গে চিঠিপর লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প, খাম, পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব চিঠির উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারী চিঠিপরে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।



মুর্শিদাবাদ জেলা বিজ্ঞান আলোচনা চক্র—'৮০-তে প্রথম স্থানাধিকারী মেরী ইম্যাকুলেট স্থুলের ছাত্র শ্রীমান সভ্যক্তিং সেনকে পুরস্কার গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। পুরস্কার বিভরণ করেন কাশীখরী বালিকা বিভালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী অপরাজিতা দাশগুপ্তা।